

[প্রথম খণ্ড ।

অষ্টাদশপুরাণম্ ।

জেলা ঢাকার অন্তর্গত রুতুনীনিবাসী

শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক সংগৃহীত

৭ ভংকর্তৃক যোড়সাঁকোহইতে প্রকাশিত ।

“নিত্যায়ত্নং লোকোপায়ং যস্য নারায়ণঃ প্রভুঃ ।
ব্যাসকৃৎপাদং কৃত্বান্ প্রমাণানি যদীতিলে ॥”



“সর্গশ্চ প্রতিপদ্যন্তে বংশোদয়মন্তর্যয়ি চ ।
বংশাত্মচরিতঞ্চাপি পুরাণং পঞ্চলক্ষণং ॥”

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কার-কর্তৃক অমুবাদিতঃ

কলিকাতা,

যোড়সাঁকো, শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, ৭ নং, জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল-দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৮৯ সাল, জ্যৈষ্ঠ ।

প্রতিখণ্ডের মূল্য দুই টাকা । নিম্নলিখিত গ্রন্থকণ্ঠের প্রতি, প্রতিখণ্ডের মূল্য ১০ আনা-৷

বিজ্ঞাপন ।

—১—

তন্ত্রসংগ্রহ ও বিবিধতন্ত্রসংগ্রহ ।

—১—

কৃষ্ণানন্দবিদ্যাবাণীশকৃত বৃহৎ তন্ত্রসার, সংস্কৃত মূল, বাঙ্গালা অনুবাদ, অন্তান্ত তন্ত্রহইতে প্রয়োজনানুযায়ী প্রমাণ, সমস্ত যন্ত্র ও দেবতাগণের প্রতিকৃতির সহিত এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে পৃথগ্ৰন্থে নানাবিধ অপরাপর তন্ত্র পুর্বে খণ্ডে প্রতিমূলে জ্যোতিষপ্রকাশ বস্ত্রালয়হইতে প্রকাশিত হইতেছে । যে যে তন্ত্র এবং যন্ত্র ও দেবতারগণের প্রতিকৃতি এক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে ও পরে হইবার সম্ভাবনা আছে, তন্মধ্যহইতে কতিপয় তন্ত্রের ও যন্ত্রের নাম নিম্নে লিখিত হইল :

তন্ত্রের নাম ।	তন্ত্রের নাম ।	তন্ত্রের নাম ।	যন্ত্রের নাম ।	যন্ত্রের নাম ।
শাক্তানন্দতরঙ্গিণী	নির্ব্বাণতন্ত্র	বীরতন্ত্র	রুদ্রভৈরবীমন্ত্র	ত্রিপুরাযন্ত্র
শ্যামারহস্ত	আগমতত্ত্ববিলাস	উড্ডামরেশ্বরতন্ত্র	ষট্‌কৃতাভৈরবী	ভুবনেশ্বরী
তারারহস্ত	মহাচীনতন্ত্র	জপারহস্ত	চৈতন্যভৈরবী	কৃষ্ণ
ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়	চীনাচারতন্ত্র	তোড়লতন্ত্র	ত্রিপুরাভৈরবী	মাতৃকা
যোগিনীতন্ত্র	কুলার্ণবতন্ত্র	গুপ্তসাধনতন্ত্র	বটুক	সর্বতোভদ্র-
গৌতমীয়তন্ত্র	নিগমকল্পদ্রুম	যোনিতন্ত্র	বরাহ	মণ্ডল
মহানীলতন্ত্র	মাতৃকাভেদতন্ত্র	সনৎকুমার	গোপাল	স্বল্প-
বৃহন্নীল	ফেৎকারিণী	কুজিকাতন্ত্র	শ্রীকৃষ্ণ	সর্বতোভদ্র-
নীলতন্ত্র	প্রপঞ্চসার	কামাখ্যাতন্ত্র	গণেশ	মণ্ডল
রুদ্রযামল	শ্যামাপ্রদীপ	লিঙ্গার্চনতন্ত্র	বাণীশ্বরী	নবনাতমণ্ডল
ব্রহ্মযামল	পিচ্ছিনাতন্ত্র	কামধেনুতন্ত্র	বজ্রপ্রস্তারিণী	সামান্যপূজাব্য-
আদিযামল	অন্নদাকল্প	নিরুত্তরতন্ত্র	নিত্যা	ইত্যাদি ।
মহানির্ব্বাণতন্ত্র	কৌলিকার্চনদীপিকা	কৌলাবলী	হরিতা	
ক্রমদীপিকা	মুণ্ডমালা	গন্ধর্ব্বতন্ত্র		
মেরুতন্ত্র	মন্ত্রকোষ	কঙ্কালমালিনী		
বীরভদ্রেশ্বরতন্ত্র	গায়ত্রীতন্ত্র	সংমোহনতন্ত্র	ইত্যাদি ।	

এই গ্রন্থখানি অমুমান ৩৭, ৩৮. সাঁইব্রিশ, আটত্রিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা । পুস্তকের আকার চারি পেজী ডিমাই, ১২ বার ফর্শায় এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে । গ্রাহকগণের পক্ষে প্রতিখণ্ডের মূল্য ৮০ বার আনা, অপরের পক্ষে ১৭ এক টাকা, ডাকমাণ্ডল ১০ এক আনা । এক্ষণে মূল্যমধ্যে অগ্রিম ১২৭ বার টাকা দিতে হইবে । ঐ মূল্য পরিশোধ হইলে পর পুস্তকের ক্রমশঃ অবশিষ্ট মূল্য দিতে হইবে ।

ইংরাজী সামুদ্রিক ।

ইংরাজী সামুদ্রিক । এইগ্রন্থে ৫২ খানার অধিক ছদ্মপাত্রা অন্তর্ভুক্ত আছে । এই গ্রন্থ বহু অংশে ইংলণ্ড দেশ হইতে আনয়ন করা হইয়াছে । ইহার মুদ্রাঙ্কণকার্য আরম্ভ করা হইয়াছে । নিম্নলিখিত পণ্য প্রকাশিত করা হইবে ।

আশ্রব

জ্যোতিষপ্রকাশক, }
শিবকৃষ্ণ দ্বার লেন, ঘোড়াসাঁকো,
কলিকাতা ।

শ্রীসিকমোহনচট্টোপাধ্যায়,
পারিষিট, এষ্টেজি, কলিতজ্যোতিষ, ইজ্ঞাজ্ঞানাদিসংগ্রহ, তন্ত্রসার ও বিবিধ-
তন্ত্রসংগ্রহ, অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ-প্রভৃতির সম্পাদক ।

গরুড়পুরাণ-পূর্বখণ্ডস্য সূচীপত্রম্ ।



অধ্যায়ঃ	বিষয়ঃ	পত্রাঙ্কঃ ।	অধ্যায়ঃ	বিষয়ঃ	পত্রাঙ্কঃ ।
১ম	নৈমিষারণ্যে শৌনকাবিশীর্ণাং প্রঃ		২৫শ	বিষ্ণোঃ সহস্রনামস্তোত্রং	২৮
	অবতারকীর্তনঞ্চ .	১	২৬শ	বিষ্ণুদ্যানং সূর্য্যার্চনঞ্চ	৩৫
২য়	পূর্বাপ্রণামঃ, গরুড়পূর্বাপ্রণামপটিকথনঞ্চ	৩	২৭শ	সূর্য্যার্চনাবিধিঃ	৩৭
৩য়	পুরাণকীর্তনাপ্রঃ	৮	২৮শ	মৃত্যুঞ্জয়ার্চনং	৩৭
৪র্থ	সৃষ্টিকথনং . অক্ষাঃবিষ্ণুঃকৃত্রোৎপটিকথনং, মহত্ত্বসৃষ্টিঃ, তন্মাত্রসৃষ্টিঃ, বৈকারিকৃৎসৃষ্টিঃ, মৃগাসৃষ্টিঃ, ত্রিযাক্ষোতৃৎসৃষ্টিঃ, উল্লসোতঃ- সৃষ্টিঃ, অর্কাব্রহ্মোতঃসৃষ্টিঃ, অনুগ্রহসৃষ্টিঃ, কোমারসৃষ্টিঃ। চতুর্দিকপ্রজোৎপত্তিঃ, অম্ব- বগণোৎপত্তিঃ, রাব্রোৎপত্তিঃ, দেবগণোৎ- পত্তিঃ, যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-মনুবাং-পিতৃ-পক্ষী-সরী- সৃপাদীনাং উৎপটিকথনঞ্চ	৯	২৯শ	প্রাণেশ্বরমন্ত্রকথনং	৩৯
৫ম	সৃষ্টিবিবরণং	১১	৩০শ	শিবোক্তবিবিধমন্ত্রাঃ	৪৫
৬ষ্ঠ	ঐ	১৪	৩১শ	পঞ্চবক্তার্চনং	৪৫
৭ম	সূর্য্যাদিপূজাকথনং	১৮	৩২শ	শিবার্চনং পঞ্চতত্ত্বদীক্ষা চ	৫১
৮ম	বিষ্ণুপূজাবিধিঃ	১৯	৩৩শ	শিবার্চনবিধিঃ	৫৬
৯ম	দীক্ষাবিধিঃ	২০	৩৪শ	গণেশাদিপূজা	৫৭
১০ম	লক্ষ্মীপূজাবিধিঃ	২১	৩৫শ	আসনপূজা	৫৯
১১শ	নবব্রাহ্মার্চনা	২২	৩৬শ	ভাসকথনং	৫৯
১২শ	পূজাবিধানং	২৫	৩৭শ	বিঘ্ননাশনমন্ত্রঃ	৫২
১৩শ	ঐবক্ষ্যপঞ্জরস্তোত্রং	২৬	৩৮শ	গোপালপূজাকথনং	৫২
১৪শ	যোগকথনং	২৭	৩৯শ	ত্রিধরপূজা	৫৪
			৪০শ	ত্রিধরপূজা প্রকারান্তরেণ	৫৫
			৪১শ	বিষ্ণুপূজাবিধির্বিষ্ণুস্তোত্রঞ্চ	৫৬
			৪২শ	পঞ্চতত্ত্বার্চনং	৫৮
			৪৩শ	সুদর্শনপূজাবিধিঃ সুদর্শনস্তোত্রঞ্চ .	৬১
			৪৪শ	হর্যদ্রীষপূজাবিধিঃ	৬২
			৪৫শ	গায়ত্র্যাঃ ভাসাদিকথনং	৬৬
			৪৬শ	সন্ধ্যাবিধিঃ	৬৭

অধ্যায়ঃ	বিষয়ঃ	পত্রাঙ্কঃ ।
৩৭শ	গায়ত্রীমাহাত্ম্যঃ	৬৮
৩৮শ	হুগাপূজাবিধিঃ	৬৯
৩৯শ	সূর্য্যপূজাবিধিঃ প্রকারান্তরেণ	৭১
৪০শ	মাহেশ্বরীপূজাবিধিঃ	৭২
৪১শ	মারগাদিবিবিধমন্ত্ৰাঃ	৭৪
৪২শ	শিবস্ত পবিত্রারোহণবিধিঃ	৭৪
৪৩শ	হরেঃ পবিত্রারোহণবিধিঃ	৭৬
৪৪শ	লক্ষ্মণানং	৭৯
৪৫শ	শালগ্রামস্ত লক্ষণং	৮০
৪৬শ	বাস্তবগবিধিঃ বাস্তবমানলক্ষণং	৮২
৪৭শ	প্রাসাদলক্ষণং	৯৯
৪৮শ	সক্ষেপেণ সৰ্বদেবপ্রতিষ্ঠাকথনং	১০৮
৪৯শ	অষ্টাঙ্গযোগকথনং	১১৬
৫০শ	নিত্যক্রিয়াদিকথনং অশৌচকথনং	১১৭
৫১শ	দানধর্ম্যকথনং	১২২
৫২শ	প্রার্শ্চত্তবিধিঃ	১২৫
৫৩শ	পদ্মাদ্যষ্টনিধেঃ ফলং	১২৭
৫৪শ	সপ্তদ্বীপোংপত্তিকথনং বংশবর্ণনং	১২৮
৫৫শ	বর্ষবর্ণনং, কুলপর্কতকীর্তনং	১২৯
৫৬শ	প্লক্ষদ্বীপাদিবর্ণনং	১৩০
৫৭শ	পাতাল-নরকাদিকীর্তনং	১৩২
৫৮শ	সূর্য্যবূহকথনং	১৩২
৫৯ম	জ্যোতিষশাস্ত্রকথনং, তত্র নক্ষত্রদেবতা- কথনং, যোগিনীস্থিতিনির্ণয়ঃ, সিদ্ধিযোগঃ, অমৃতযোগঃ ইত্যাদি	১৩৫
৬০ম	জ্যোতিষশাস্ত্রবর্ণনং, তত্র দশাকথনং, দশা- ফলং, ষাট্রায়াং শুভাশুভকথনং ইত্যাদি	১৩৮
৬১ম	চন্দ্রকর্ককথনং	১৫৭

অধ্যায়ঃ	বিষয়ঃ	পত্রাঙ্কঃ ।
৬২ম	দ্বাদশরাশীনাং পরিমাণং, মেঘাদিলগ্নেষু বিবাহফলং, চরাদিলগ্নে কর্তব্যানি ইত্যাদি	১৫৮
৬৩ম	নরলক্ষণং, স্ত্রীলক্ষণং	১৬০
৬৪ম	স্ত্রীলক্ষণং	১৬৩
৬৫ম	সামুদ্রিকশাস্ত্রং	১৬৪
৬৬ম	স্বরোদয়শাস্ত্রং স্বরজ্ঞানং	১৭৫
৬৭ম	পবনবিজ্ঞাদিস্বরোদয়শাস্ত্রং	১৮৫
৬৮ম	রত্নপরীক্ষাকথনং, তত্র বজ্রপরীক্ষা	১৯৩
৬৯ম	মুক্তাপরীক্ষা	২০৮
৭০ম	পদ্মরাগপরীক্ষা	২১৫
৭১ম	মবকতপরীক্ষা	২১৯
৭২ম	ইন্দ্রনীলপরীক্ষা	২২৩
৭৩ম	বৈদূর্য্যপরীক্ষা	২২৫
৭৪ম	পুষ্পরাগপরীক্ষা	২২৬
৭৫ম	কর্কেতনপরীক্ষা	২২৭
৭৬ম	ভীষ্মকপরীক্ষা	২২৮
৭৭ম	পুলকপরীক্ষা	২২৮
৭৮ম	রুধিরাত্মাপরীক্ষা	২২৯
৭৯ম	ক্ষটিকপরীক্ষা	২৩১
৮০ম	বিজ্রমপরীক্ষা	২৩০
৮১ম	তীর্থমাহাত্ম্যং	২৩০
৮২ম	গয়ামাহাত্ম্যং	২৩৬
৮৩ম	গয়ামাহাত্ম্যং তীর্থমাহাত্ম্যং	২৩৮
৮৪ম	গয়ামাহাত্ম্যং, তীর্থমাহাত্ম্যং, তীর্থে কর্তব্যং	২৪৫
৮৫ম	গয়ায়াং পিণ্ডদানফলং, তত্র স্নানফলং	২৪৯
৮৬ম	গয়ামাহাত্ম্যং, তত্র পিণ্ডদানফলং, গদাধীরা- র্কনফলং, তীর্থমাহাত্ম্যং	২৫১
৮৭ম	মহাস্তরকথনং	২৫৩

ଅଧ୍ୟାୟ: ବିଷୟ:	ପତ୍ରାଙ୍କ: ।	ଅଧ୍ୟାୟ: ବିଷୟ:	ପତ୍ରାଙ୍କ: ।
୮୮ମ. ପିତ୍ରାଧ୍ୟାନ, ଋଚେରାଧ୍ୟାନ, ପିତୃସ୍ତୋତ୍ର:	୨୫୭	୧୧୫ମ. ନୀତିକଥନ:	୭୨୨
୮୯ମ. ପିତ୍ରାଧ୍ୟାନ:	୨୫୮	୧୧୬ମ. ତିଥାଦିବ୍ରତକଥନ:	୭୨୮
୯୦ମ. ଐ:	୨୬୫	୧୧୭ମ. ଅନନ୍ତବ୍ରୋଦଶୀବ୍ରତ:	ଐ
୯୧ମ. ଶ୍ରିଧ୍ୟାନ:	୨୬୬	୧୧୮ମ. ଅଷ୍ଟଦଶୀବ୍ରତ:	୭୩୦
୯୨ମ. ବିଷ୍ଣୁଧ୍ୟାନ:	୨୬୭	୧୧୯ମ. ଅପତ୍ୟାର୍ଥାବ୍ରତ:	ଐ
୯୩ମ. ବର୍ଣ୍ଣଧର୍ମକଥନ:	୨୬୮	୧୨୦ମ. ରକ୍ତାହତୀବ୍ରତ:	୭୩୧
୯୪ମ. ଐ:	୨୬୯	୧୨୧ମ. ଚାତୁର୍ଥାସାବ୍ରତ:	୭୩୨
୯୫ମ. ଗୃହସ୍ଥଧର୍ମନିର୍ଣ୍ଣ:	୨୭୧	୧୨୨ମ. ମାସୋପବାସାଧ୍ୟାବ୍ରତ:	୭୩୨
୯୬ମ. ଗୃହଧାନାଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକର୍ମକଥନ, ସନ୍ତରଜାହାତ୍ୟ- ପତ୍ତିବର୍ଣ୍ଣନା:	୨୭୮	୧୨୩ମ. ଭୀଷ୍ମପକ୍ଷକାଦିବ୍ରତ:	୭୩୩
୯୭ମ. ଦ୍ରବ୍ୟାବୃଦ୍ଧି:	୨୭୯	୧୨୪ମ. ଶିବରାତ୍ରିବ୍ରତ:	୭୩୪
୯୮ମ. ଦାନଧର୍ମକଥନ:	୨୮୦	୧୨୫ମ. ଏକାଦଶୀମାହାତ୍ମ୍ୟ:	୭୩୬
୯୯ମ. ଶ୍ରାଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି:	୨୮୨	୧୨୬ମ. ଭୂକ୍ତିମୁକ୍ତିକମ୍ପୂଜାବିଧି:	୭୩୭
୧୦୦ମ. ବିନାୟକୋପସ୍ତବକଥନ:	୨୮୫	୧୨୭ମ. ଏକାଦଶୀମାହାତ୍ମ୍ୟ:	ଐ
୧୦୧ମ. ଗୃହବାସ:	୨୮୬	୧୨୮ମ. ବିଧିବ୍ରତକଥନ:	୭୩୯
୧୦୨ମ. ମାତ୍ରାପ୍ରାଶମକୀର୍ତ୍ତନ:	୨୮୭	୧୨୯ମ. ଦକ୍ଷିଣରଥପକ୍ଷମୀବ୍ରତ:	୭୪୦
୧୦୩ମ. ଭିକ୍ଷୁକାଶମକୀର୍ତ୍ତନ:	ଐ	୧୩୦ମ. ସମ୍ପ୍ରଦାୟାବ୍ରତ:	୭୪୧
୧୦୪ମ. ନରକତୋଷାନ୍ତେ ପାପୀନାଂ ଫଳକଥନ:	୨୮୮	୧୩୧ମ. ରୋହିଣୀଷ୍ଠମୀବ୍ରତ:	ଐ
୧୦୫ମ. ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତବିବେକ:	୨୮୮	୧୩୨ମ. ବୃହାଷ୍ଠମୀବ୍ରତ:	୭୪୫
୧୦୬ମ. ପ୍ରେତାଶୌଚକଥନ:	୨୯୦	୧୩୩ମ. ଅଶୋକାଷ୍ଠମୀବ୍ରତ, ମହାନବମୀବ୍ରତ:	୭୪୬
୧୦୭ମ. ପରାଶରୋକ୍ତଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତନ:	୨୯୫	୧୩୪ମ. ମହାନବମୀପୂଜାବିଧି:	୭୪୮
୧୦୮ମ. ନୀତିସାରକଥନ:	୨୯୮	୧୩୫ମ. ବୀରନବମୀବ୍ରତ, ଦମନାଧ୍ୟାନବମୀବ୍ରତ:	
୧୦୯ମ. ଐ:	୩୦୦	୧୩୬ମ. ଦିଗ୍‌ଗମୀବ୍ରତ:	ଐ
୧୧୦ମ. ଐ:	୩୦୫	୧୩୭ମ. ଅବଗନ୍ଧାଦଶୀବ୍ରତ:	୭୪୯
୧୧୧ମ. ନୀତିସାର, ତତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ଥାନାଂ ଲକ୍ଷଣକଥନ:	୩୦୭	୧୩୮ମ. ମଦନବ୍ରୋଦଶୀବ୍ରତ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀବ୍ରତ:	
୧୧୨ମ. ଐ:	୩୧୦	୧୩୯ମ. ଧୀମବ୍ରତ, ବାରବ୍ରତ:	୭୫୦
୧୧୩ମ. ନୀତିକଥନ:	୩୧୧	୧୪୦ମ. ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶକୀର୍ତ୍ତନ:	୭୫୧
୧୧୪ମ. ଐ:	୩୧୬	୧୪୧ମ. ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶକୀର୍ତ୍ତନ:	୭୫୫
୧୧୫ମ. ଐ:	୩୧୭	୧୪୨ମ. ରାଜ୍ୟବଂଶବର୍ଣ୍ଣନା:	୭୬୨

অধ্যায়ঃ	বিষয়ঃ	পত্রাঙ্কঃ	অধ্যায়ঃ	বিষয়ঃ	পত্রাঙ্কঃ
১৪২ম	হরেরবতারকথনং, পতিত্রতামাহাশ্রয়ঃ,	১৭০ম	জ্বরচিকিৎসা	৪৩৭	
	সীতানাহাশ্রয়ঃ	৩৬৪	১৭১ম	নাড়ীত্রণ-শূল-ভগন্দর-কুষ্ঠাদিচিকিৎসা	৪৪২
১৪৩ম	রামায়ণবর্ণনং	৩৬৫	১৭২ম	স্ত্রীরোগচিকিৎসা	৪৪৬
১৪৪ম	হরিবংশকীর্তনং	৩৬৬	১৭৩ম	যোগসারাদিকথনং, দ্রব্যগুণমির্গয়ঃ	৪৪৯
১৪৫ম	মহাভারতবর্ণনং	৩৭০			৪৫২
১৪৬ম	আয়ুর্বেদঃ, তত্র সর্পরোগনিদানং	৩৭৩	১৭৫ম	চিকিৎসায়াং নানাবাগাদিকথনং	৪৫৩
১৪৭ম	জ্বরনিদানং	৩৭৪	১৭৬ম	বিবিধৌষধিঃ	৪৫৪
১৪৮ম	রক্তপিত্তনিদানং	৩৮০	১৭৭ম	ঐ	৪৫৫
১৪৯ম	কাসনিদানং	৩৮১	১৭৮ম	বশীকরণং, বক্ষাগর্ভধারণং, উচ্চাটনং	৪৬১
১৫০ম	শ্বাসরোগনিদানং	৩৮৩	১৭৯ম	বিবিধৌষধিঃ	৪৬৩
১৫১ম	হিকানিদানং	৩৮৪	১৮০ম	ঐ	৪৬৪
১৫২ম	যক্ষ্মানিদানং	৩৮৫	১৮১ম	ঐ	ঐ
১৫৩ম	অরোচকনিদানং	৩৮৭	১৮২ম	বিবিধৌষধিঃ, বশীকরণং	৪৬৫
১৫৪ম	জ্বদ্রোগনিদানং, তৃষ্ণানিদানং	৩৮৮	১৮৩ম	বিবিধৌষধিঃ	৪৬৭
১৫৫ম	মদাত্মাদিনিদানং	৩৯০	১৮৪ম	ঐ	৪৬৮
১৫৬ম	অর্শোনিদানং	৩৯১	১৮৫ম	ঐ বশীকরণং	৪৭১
১৫৭ম	অতীসারনিদানং, গ্রহণীনিদানং	৩৯৬	১৮৬ম	বিবিধৌষধিঃ	৪৭৩
১৫৮ম	মূত্রঘাতমূত্রকৃচ্ছ্রনিদানং	৩৯৮	১৮৭ম	ঐ	৪৭৪
১৫৯ম	প্রমেহনিদানং	৪০১	১৮৮ম	ঐ	৪৭৫
১৬০ম	বিদধিশুষ্কানিদানং	৪০৪	১৮৯ম	ঐ	৪৭৬
১৬১ম	উদরনিদানং	৪০৯	১৯০ম	ঐ	৪৭৭
১৬২ম	পাণ্ডুশোথনিদানং	৪১২	১৯১ম	বিষহরৌষধিঃ	৪৭৯
১৬৩ম	বিসর্পাদিনিদানং	৪১৪	১৯২ম	বিবিধৌষধিঃ	৪৮১
১৬৪ম	কুষ্ঠরোগনিদানং	৪১৬	১৯৩ম	ঐ	৪৮৪
১৬৫ম	ক্রিমিনিদানং	৪১৯	১৯৪ম	রোগনাশনবৈষ্যবকরণং	৪৮৫
১৬৬ম	বাতব্যাদিনিদানং	৪২০	১৯৫ম	সর্পরোগনিদানাদিকথনং	৪৮৭
১৬৭ম	বাতরক্তনিদানং	৪২৪	১৯৬ম	ত্রিফলপান্যবিদ্যািকথনং	ঐ
১৬৮ম	চিকিৎসাশাস্ত্রঃ, তত্র স্বত্রস্থানং	৪২৯	১৯৭ম	গারুড়মন্ত্রকথনং	৪৮৮
১৬৯ম	অম্লপানাদিবিধিকথনং	৩২	১৯৮ম	ত্রৈপুণ্যমন্ত্রকথনং	৭৯২

অধ্যায়ঃ	বিষয়ঃ	পত্রাঙ্কঃ	অধ্যায়ঃ	বিষয়ঃ	পত্রাঙ্কঃ
১৯৯ম	প্রমাত্রচূড়ামণিঃ, ধ্বজাদিগণনা চ	৪৯৩	২১৬ম	নৈমিত্তিকপ্রলয়কথনঃ	৫৪৬
২০০ম	বায়ুজয়ঃ	৫০০	২১৭ম	গাপপরিণামকথনঃ	৫৪৭
২০১ম	অশ্বায়ুর্বেদশাস্ত্রং	৫০২	২১৮ম	অষ্টাঙ্গযোগকথনঃ	৫৪৯
২০২ম	ওষধীনাং নাগকথনঃ	৫০৪	২১৯ম	বিষ্ণুভক্তিকীর্তনঃ	৫৫২
২০৩ম	ব্যাকরণকথনঃ	৫১০	২২০ম	স্মারায়ণভক্তিকথনঃ	৫৫৫
২০৪ম	ঐ	৫১২	২২১ম	বিষ্ণুপূজাদিকথনঃ	৫৫৭
২০৫ম	সদাচারকথনঃ	৫১৩	২২২ম	বিষ্ণুমহিমাকথনঃ	ঐ
২০৬ম	স্নানবিধিঃ	৫২২	২২৩ম	নৃসিংহস্তোত্রং	৫৬১
২০৭ম	তর্পণবিধিঃ	৫২৫	২২৪ম	কুলামৃতকথনঃ	৫৬৩
২০৮ম	বৈশ্বদেবহোমবিধানং	৫২৬	২২৫ম	শুষ্কাস্তোত্রং	৫৬৪
২০৯ম	সন্ধ্যাবিধিঃ	৫২৭	২২৬ম	অচ্যুতস্তোত্রং	৫৬৫
২১০ম	শ্রাদ্ধবিধানং	৫২৮	২২৭ম	বেদান্তসাংখ্যসিদ্ধান্তব্রহ্মজ্ঞানং	৫৫৯
২১১ম	নিত্যশ্রাদ্ধবিধিঃ	৫৩৪	২২৮ম	আত্মজ্ঞানকথনঃ	৫৭২
২১২ম	সপিণ্ডীকরণং	৫৩৫	২২৯ম	গীতাসারঃ	৫৭৩
	ধর্মসারথনং	৫৩৭			
৩১৪ম	প্রতিসংক্রমঃ প্রায়শ্চিত্তবিধানঃ	৫৩৯		গুরুপূরণ-পূর্বখণ্ডে সূচীপত্রং	
৩১৫ম	যুগধর্মকথনং	৫৪৩		সম্পূর্ণং ॥	

গরুড়পুরাণোত্তরখণ্ডস্য সূচিপত্রম্ ।

অধ্যায়ঃ	বিষয়ঃ	পত্রাঙ্কঃ ।	অধ্যায়ঃ	বিষয়ঃ	পত্রাঙ্কঃ ।
১ম	ধর্মকথনং	১	১৯শ	পুত্রোৎপাদনফলং, ধর্মকথনং, মুক্তেঃ কারণ-	
২য়	জন্মান্তরীণগতিকথনং	২		কথনঞ্চ	৪৯
৩য়	দানাদিফলকথনং	৪	২০শ	প্রেতসৌখ্যকরদানং	৫১
৪র্থ	দানাদিফলবর্ণনং; উর্দ্ধদৈহিকীক্রিয়াকথনং, ব্রহ্মোৎসর্গশ্চ	৬	২১শ	প্রেতসৌখ্যকরদানং শারিরীকস্থাননির্গয়ঃ, চতুর্বিধশরীরকীর্তনঞ্চ	৫৪
৫ম	উর্দ্ধদৈহিককর্মাদিমংস্কারঃ	৯	২২শ	দেহনির্গয়ঃ, উৎপত্তিকথনঞ্চ	৫৭
৬ষ্ঠ	যমলোকবর্ণনং যমমার্গকথনঞ্চ	১৫	২৩শ	যমলোকবিবরণং	৬১
৭ম	শ্রবণগণচরিত্রবর্ণনং	১৮	২৪শ	ধর্মাদিধর্মলক্ষণং প্রেতভয়মুক্তিকথনং, মৃত্যোর- নস্তরক্রিয়াকথনঞ্চ	৬৪
৮ম	প্রেতোদ্দেশে বিবিধদানাদিফলং পিণ্ডদান- ফলঞ্চ	২০	২৫শ	শ্রাদ্ধকথনং	৬৯
৯ম	যমস্ত বৈভবকীর্তনং, যমপুরবর্ণনং, চিত্রগুপ্ত- পুরবর্ণনং, যমলোকগমনকথনঞ্চ	২৩	২৬শ	তীর্থমাহাত্ম্যং, অনিশনত্রতমাহাত্ম্যং বিবিধ- দানফলঞ্চ	৭২
১০ম	প্রেতপীড়াবর্ণনং	২৪	২৭শ	জলকুম্ভদানফলং, বর্ধনীদানফলঞ্চ	৭৪
১১শ	প্রেতানাং স্বরূপ-চিহ্নবর্ণনং তেষাং চরিত- বর্ণনঞ্চ	২৭	২৮শ	কৃষ্ণনামমাহাত্ম্যং, হরিনামমাহাত্ম্যং, তুলসী- মাহাত্ম্যং, কল্যাদানমাহাত্ম্যং, বাপীকূপতড়া- গাদিদানমাহাত্ম্যঞ্চ	৭৫
১২শ	প্রেতভ্রূপ্রাপ্তেঃ কারণং তেষাং আহারবিহা- রাদিবর্ণনঞ্চ	৩০	২৯শ	অশৌচবিধিকথনং	৭৮
১৩য়	মৃত্যোঃ কারণবর্ণনং	৩৫	৩০শ	অপমৃত্যুফলং, নারায়ণবলিক্রিয়াদিকথনঞ্চ	৭৯
১৪শ	অশৌচকথনং, প্রেতকৃত্যকথনঞ্চ	৩৬	৩১শ	ভূমি-স্বর্ণ-গোপ্রভৃতিদানফলং নিষিদ্ধবর্জনঞ্চ	৮৩
১৫শ	প্রেতকৃত্যবর্ণনং পুত্রনির্গয়শ্চ	৩৮	৩২শ	বিবিধশ্রাদ্ধকথনং	৮৪
১৬শ	সপিণ্ডীকরণকথনং, শ্রাদ্ধকথনং, পতিব্রতা- মাহাত্ম্যঞ্চ	৩৩শ		নিত্যশ্রাদ্ধাদিকথনং	৮৫
১৭শ	প্রেতভ্রূপ্রাপ্তেঃ কারণং, প্রেতভ্রূমুক্তেঃ কারণঞ্চ	৪০	৩৪শ	মহুয্যাগাং কর্মবিপাককথনং, বৈতরণীপ্রমাণকথনং বৈতরণীমাহাত্ম্যং, বিবিধ- পাপফলকথনং, বিষ্ণুনামস্মরণফলঞ্চ	৮৬
	প্রেতভ্রূমোচনার্থং ঘটাদিদানফলং	৪৫	৩৫শ		৮৯
		৪৮		গরুড়পুরাণোত্তরখণ্ডস্য সূচিপত্রং সমাপ্তং ।	

ভূমিকা।

—০৭—

সৃষ্টি, প্রলয়, বংশাবলী, বংশানুচরিত, মন্বন্তরপ্রভৃতির বিবরণ পুরাণশাস্ত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ফলতঃ যে গ্রন্থে স্বাবর, জন্ম, দেবতা, অন্তর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মনুষ্য আদির আদি বৃত্তান্ত এবং সৃষ্টিবিবরণ, ব্রহ্মানুসন্ধান, ব্রহ্মের সাকার ও নিরাকার বর্ণন, ক্রিয়ামোগ, আশ্রিতত্বনির্ণয়, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পূর্বতন রাজবংশের বংশাবলী-প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় সবিশেষ লিখিত আছে এবং যদ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান অবস্থা পরিজ্ঞান, জ্ঞানের নিশ্চলতা ও বৃদ্ধির প্রাপ্য জন্ম এবং ক্রিয়ানুষ্ঠান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ইহাতে পারে, তাহার নাম পুরাণ। এই শাস্ত্র ব্যাসাদি মুনিগণের প্রণীত। ইহাতে বেদার্থ সবিশেষ বর্ণিত আছে। সৃষ্টি, প্রলয়, বংশবিস্তার, মন্বন্তর ও বংশের চরিত্র, এই পঞ্চলক্ষণাবিত শাস্ত্রকে পুরাণ কহে। যথা—“সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতৈকেব পুরাণং পঞ্চলক্ষণং ॥”

পুরাণশাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত।—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। ত্রীমস্তাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে মহাপুরাণের দশলক্ষণ বর্ণিত আছে,—সর্গ ১, বিসর্গ ২, বৃত্তি ৩, রক্ষা ৪, অন্তর ৫, বংশ ৬, বংশানুচরিত ৭, সংস্থা ৮, হেতু ৯ এবং অপাশ্রয় ১০। যথা,—

“এতদুপপুরাণানাং লক্ষণঞ্চ বিদ্বর্ষুধাঃ। মহতাক্ষ পুরাণানাং লক্ষণং কথয়ামি তে। সৃষ্টিশ্চাপি বিসৃষ্টিশ্চ স্থিতিস্তেযাক্ষ পালনং। কন্মণাং বাসনা বার্ভা মনূনাঞ্চ ক্রমেণ চ। বর্ণনং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষস্ত চ নিরূপণম্। উৎকীর্তনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। দশাধিকং লক্ষণঞ্চ মহতাং পশ্বিকীর্তিতম্ ॥”

মহাপুরাণের সংখ্য অষ্টাদশ। সেই সকল মহাপুরাণের নাম ও শ্লোক সংখ্যা বিবৃত হইতেছে—“সংখ্যানঞ্চ পুরাণানাং নিবোধঃ কঙ্কয়ামি তে। পরং ব্রহ্মপুরাণঞ্চ সহস্রাণাং দশৈব চ। পঞ্চোদ্যতিসাহস্রাং পাদ্মমৈব প্রকীর্তিতং। ত্রয়োবিংশতি-সূত্রীভ্যঃ বৈষ্ণবঞ্চ বিদ্বর্ষুধাঃ। চতুর্বিংশতিসাহস্রং শৈবমেব নিরূপিতং। গ্রন্থোহষ্টাদশসাহস্রং ত্রীমস্তাগবতঃ বিদ্বঃ। পঞ্চ-বিংশতিসাহস্রং নারদীয়ং প্রকীর্তিতং। মার্কণ্ডেয় নবসাহস্রং

পুরাণং পণ্ডিতা বিদ্বঃ। চতুঃশতাধিকং পঞ্চদশসাহস্রমেব চ। পরময়িপুরাণঞ্চ কচিরং। পরিকীর্তিতং। চতুর্দশসহস্রাণি পরং পঞ্চশতাধিকং। পুরাণপ্রবরকৈব ভবিষ্যং পরিকীর্তিতং। অষ্টাদশসহস্রঞ্চ ব্রহ্মবৈবর্তমীরিতং। সর্ব্বেষাঞ্চ পুরাণানাং সারমেব বিদ্বর্ষুধাঃ। একাদশসহস্রঞ্চ পরং লিঙ্গপুরাণকং। চতুর্বিংশতি-সাহস্রং বারাহং পরিকীর্তিতং। একাশীতিসহস্রঞ্চ পরমেব শতাধিকং। বরং স্কন্দপুরাণঞ্চ সস্তিরেবং নিরূপিতং। বামনং দশসাহস্রং কোষং সপ্তদশৈব তু। মাৎস্তং চতুর্দশং প্রোক্তং পুরাণং পণ্ডিতৈস্তথা। উনবিংশতিসাহস্রং গারুড়ং পরিকীর্তিতং। পরং দ্বাদশসাহস্রং ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্তিতং। এবং পুরাণসংখ্যানং চতুর্লক্ষমুদাহৃতং। অষ্টাদশপুরাণানামেবমেব বিদ্বর্ষুধাঃ। এবঞ্চোপপুরাণানামষ্টাদশ প্রকীর্তিতাঃ ॥

ব্রাহ্মো দশসহস্র, পাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশং সহস্র, বৈষ্ণবে ত্রয়ো বিংশতিসহস্র, শৈবে চতুর্বিংশতিসহস্র, ভাগবতে অষ্টাদশসহস্র, নারদীয়ে পঞ্চবিংশতিসহস্র, মার্কণ্ডেয়ে নবসহস্র, আদ্যে চতুঃশতাধিকপঞ্চদশসহস্র, ভবিষ্যে পঞ্চশতাধিকচতুর্দশসহস্র, ব্রহ্মবৈবর্তে অষ্টাদশসহস্র, লৈঙ্গে একাদশসহস্র, বারাহে চতুর্বিংশতিসহস্র, স্কান্দে শতাধিকেকাশীতিসহস্র, বামনে দশসহস্র, কোষে সপ্তদশসহস্র, মাৎস্তে চতুর্দশসহস্র, গারুড়ে উনবিংশতিসহস্র এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দ্বাদশসহস্র শ্লোক আছে। সমুদায়পুরাণে চতুর্লক্ষ শ্লোক।

উপপুরাণের সংখ্যাও অষ্টাদশ। এই সকল পুরাণ অস্ত্রান্ত্র ঋষিগণকর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। গারুড়ে ২২৭ অধ্যায়ে যথা,—

“আদ্যঃ সনৎকুমারোক্তঃ নারসিংহ-মথাপরম্। তৃতীয়ং স্কান্দমুদ্বিষ্টং কুমারেণ তু ভাবিতম্। চতুর্থং শিবধর্ম্মার্থ্যং মার্কণ্ডীশভাবিতম্। দ্বর্ষাসুসোক্তমাশ্চর্য্যং নারদোক্তমতঃ পরম্। কাশিলঃ বামনকৈব তথৈবোশিনসেরিতং। ব্রহ্মাণ্ডং বাক্যুগ্ধাণ কাশিকাহ্নয়মেব চ। মহেশ্বরং তথা শাশ্বি সৌরং সর্কার-সকয়ম্। পরাশরোক্তমপয়ঃ মার্কীচঃ ভার্গবাহ্নয়ম্ ॥

অষ্টম কৃষ্ণপুরাণে যথা,—অজ্ঞাত্যপুৰাণানি মুনিভিঃ নন্দিকেশ্বরযুগ্মকং তথৈবেশনসেরিতম্। কাপিলং বাকগণকৈব
কথিতাশ্চপি। আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহং ততঃ পরম্। কালিকাঙ্ঘ্রয়মেব চ। মাহেশ্বরং তথা শাশ্বং দৈবং সৰ্বার্থসিদ্ধিদম্।
তৃতীয়ং বায়বীয়ঞ্চ কুমারেণ চ ভাষিতম্। চতুর্থং শিবধৰ্ম্মাখ্যং পরাশরোক্তমপরং মারীচং ভাস্করাঙ্ঘ্রয়ম্ ॥”
সাকারদীপভাষিতম্। চুৰ্ণাসোসৌক্যমাশ্চর্য্যং নারদীয়মতঃ পরম্।

মহাপুরাণের নাম ও শ্লোকসংখ্যা।		
১। ব্রহ্মপুরাণ ... ১০০০	৭। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ... ২০০০	১৩। স্বল্পপুরাণ (বৃহৎ) ... ৮১১০০
২। পদ্মপুরাণ ... ৫৫০০০	৮। অগ্নিপুরাণ ... ১৫৪০০	১৪। বামনপুরাণ (বৃহৎ) ১০০০০
৩। বিষ্ণুপুরাণ ... ২৩০০০	৯। ভবিষ্যপুৰাণ ... ১৪৫০০	১৫। কৃষ্ণপুরাণ ... ১৭০০০
৪। শিবপুরাণ (বৃহৎ) ... ২৪০০০	১০। ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তপুরাণ ... ১৮০০০	১৬। মৎস্রপুৰাণ ... ১৪০০০
৫। ত্রীমঙ্গাগবতপুরাণ (বৃহৎ) ১৮০০০	১১। লিঙ্গপুরাণ ... ১১০০০	১৭। গরুড়পুরাণ ... ১২০০০
৬। নারদপুরাণ (বৃহৎ) ... ২৫০০০	১২। বরাহপুরাণ ... ২৪০০০	১৮। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ (বৃহৎ) ১২০০০
উপপুরাণ।		
১। সনৎকুমারপুরাণ।	৭। কাপিলপুরাণ।	১৩। মাহেশ্বরপুরাণ।
২। নারসিংহপুরাণ।	৮। বামনপুরাণ।	১৪। শাশ্বপুরাণ।
৩। স্বল্পপুরাণ।	৯। ঔশানসপুরাণ।	১৫। সৌরপুরাণ।
৪। শৈবধৰ্ম্মপুরাণ।	১০। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।	১৬। পরাশরপুরাণ।
৫। দৌৰ্দ্ধাসসপুরাণ।	১১। বাকগণপুরাণ।	১৭। মারীচপুরাণ।
৬। নারদীয়পুরাণ।	১২। কালিকাপুৰাণ।	১৮। ভাগবতপুরাণ।
অতিরিক্তপুরাণ।		
নন্দিকেশ্বরপুরাণ।	আদিপুরাণ।	দেবীভাগবতপুরাণ।
ওরুপুরাণ।	শঙ্কুপুরাণ।	ভাগবতভূষণপুরাণ।
বাশিষ্ঠপুরাণ।	বশিষ্ঠলিঙ্গপুরাণ।	ভাগবতামৃতপুরাণ।
ভাণ্ডুরিপুরাণ।	বিষ্ণুধৰ্ম্মোত্তরপুরাণ।	ভাগবতামৃতসারপুরাণ।
মহুপুরাণ।	বৃহদ্ধৰ্ম্মপুরাণ।	মহাভাগবতপুরাণ।
বায়ুপুরাণ।	ধৰ্ম্মপুরাণ।	শ্রীভাগবতপুরাণ।
মাহেশ্বরপুরাণ।	গৌরীপুরাণ।	কালীপুরাণ।
ককীপুরাণ।	নীলপুরাণ।	দেবীপুৰাণ।
শৈবপুরাণ।	গণেশপুরাণ।	ভাস্করপুরাণ।
আদিত্যপুরাণ।	আত্মাপুরাণ।	

পদ্মপুরাণে। গাৰ্হত আছে যে, পুরাণসকল ত্রাবধ—তামস, সাত্বিক ও রাজস। তামসপুরাণসকল যথা—“মাৎস্রং কোষং তথা, লৈঙ্গং শৈবং স্বাক্ষং তথৈব চ। আঘেয়ঞ্চ কড়তানি তামসানি নিবোধত ॥” সাত্বিকপুরাণসকল যথা—“বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং। গারুড়ঞ্চ তথা পদ্মং বারাহং

শুভদশনে। সাত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি, বৈ ॥” রাজসপুরাণসকল যথা—“ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবৰ্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ। ভবিষ্যং বামনং স্বাক্ষং রাজসানি নিবোধত ॥” সাত্বিকা-মৌক্ষদাঃ শ্রোত্ৰা-রাজস্যাঃ স্বৰ্গদাঃ শুভাঃ। তথৈব তামসা-দেবি নিরয়প্রাপ্তিহেতবঃ ॥”

যে যে পুরাণপাঠে যে যে বিষয় অসংগত হওয়া বাইতে পারে এবং তাহা পাঠকরিলে যে কলশ্রুতি লিখিত আছে, তাহা নিয়ে বিবৃত হইল।

১। প্রথমং ব্রহ্মপুরাণং। ব্রাহ্মং পুরাণং তত্রাদৌ সৰ্বলোক-
হিতায় বৈ। ব্যাসেন্দ্রবেদবিভূষা সমাখ্যাতং মহাশ্রুতং। তদৈ
সৰ্বপুরাণাগ্র্যং ধৰ্ম্মকামার্থমোক্ষদং। নানাখ্যানেতিহাসাঢ্যঃ
দশসাহস্রমুচ্যতে ॥

তৎপূৰ্ব্বেভাগে। দেবানামহুৰাণাঞ্চ যত্রোৎপত্তিঃ প্রকীৰ্ত্তিতা।
ঐজাপতীনাঞ্চ তথা ঈক্ষাদীনাং সুনীশ্বর। ততো-লোকেশ্বরস্তাত্ত
সূর্য্যস্ত পরমাত্মনঃ। বংশানুকীৰ্ত্তনং পুণ্যং মহাপাতকনাশনং।
যজ্ঞাবতারঃ কথিতঃ পরমানন্দরূপিণঃ। শ্রীমতো-রামচন্দ্রস্ত চতু-
র্বাহাবতারিণঃ। ততশ্চ সেফবংশস্ত কীৰ্ত্তনং যত্র বর্ণিতং।
কৃষ্ণস্ত জগদীশস্ত চরিতং কথ্যমাপহং। দ্বাপানাক্ষৈব সিন্ধুনান্
বর্ষাণাং চাপ্যশেষতঃ। বর্ণনং যত্র পাতালবর্ণনাঞ্চ প্রদৃশ্যতে।
নরকাণাং সমাখ্যানং সূর্য্যস্ততিকথনঞ্চ। পার্শ্বত্যাশ্চ তথা জন্ম
বিবাহশ্চ নিগদ্যতে। দক্ষাখ্যানং ততঃ প্রোক্তমেকাত্মশেষ-
বর্ণনং। পূৰ্ব্বেভাগোহয়মুদিতঃ পুৰ্ব্বাংশস্ত মানদ ॥

তদন্তরভাগে। অস্তোত্তরে বিভাগে তু পুরুষোত্তমবর্ণনং।
বিস্তরেণ সমাখ্যাতং তীর্থযাত্রাবিধানতঃ। অত্রৈব কৃষ্ণচরিতং
বিস্তরাৎ সমুদীরিতং। বর্ণনং যমলোকস্ত পিতৃশ্রাদ্ধবিধিস্তথা।
বর্ণাশ্রমাণাং ধৰ্ম্মাশ্চ কীৰ্ত্তিতা-যত্র বিস্তরাৎ। বিষ্ণুধৰ্ম্মযুগাখ্যানং
প্রলয়স্ত চ বর্ণনং। যোগানাঞ্চ সমাখ্যানং সাখ্যানাঞ্চাপি বর্ণনং।
ব্রহ্মবাদসমুদেষঃ পুরাণস্ত চ শংসনং। এতদব্রহ্মপুরাণস্ত ভাগদ্বয়-
সমলিখিতং। বর্ণিতং সৰ্বপাপয়ং সৰ্বসৌখ্যপ্রদায়কং ॥

তৎকলশ্রুতিঃ। সূতশৌনকসংবাদং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কং।
লিখিত্বৈতং পুরাণং যো-বৈশাখ্যং হেমসংযুতং। জলধেহু-
যুতঞ্চাপি ভক্ত্যা দদ্যাদ্বিজাতয়ে। পৌরাণিকায় সম্পূজ্য বজ্র-
ভোজ্যবিভূষণৈঃ। স-বসেদব্রহ্মণো-লোকে যাবচ্চন্দ্রাকৃতারকং।
ঈঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি ব্রাহ্মানুক্রমণীং দ্বিজ। সোহপি সৰ্বপুরাণস্ত
শ্রোতুৰ্ভক্তুঃ ফলং লভেৎ। শৃণোতি যঃ পুরাণস্ত ব্রাহ্মং সৰ্বং
জিতৈজিয়ঃ। হবিষ্যগ্নী চ নিয়মাং স লভেদব্রহ্মণঃ পদং।
কিমৰ্ণু বহ্নিন্কেতেন যদ্বদ্বিচ্ছতি মানবঃ। তৎ সৰ্বং লভতে বৎস
পুরাণস্তাত্ত কীৰ্ত্তনাত্ ॥ ইতি শ্রীনারদীয়েপুরাণে পূৰ্ব্বেভাগে ব্রহ্ম-
পাখ্যানে চতুর্থপাদে ৯২ অধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

২। দ্বিতীয়ং পদ্মপুরাণং। শ্রীব্রহ্মোক্তং। শৃণু পুত্র প্রব-
ক্ষ্যামি পুরাণং পদ্মসংজ্ঞকং। মহৎপুণ্যপ্রদং ভূগাং শৃণুতাং

পঠতাং মুদা। যথা পঞ্চৈজিয়ঃ সৰ্বঃ শরীরীতি নিগদ্যত্রে।
তথৈদং পঞ্চভিঃ খণ্ডৈরুদিতং পাপনাশনং ॥

তত্র প্রথমৈ সৃষ্টিখণ্ডে। পুণ্ড্রস্তেন তু ভীষ্মায় সৃষ্ট্যাদি-
ক্রমতোশ্রীজ। নানাখ্যানেতিহাসাদৈদ্যব্রোক্তো ধৰ্ম্মবিস্তরঃ।
পুরুষস্ত চ মহাশ্রুতঃ বিস্তরেণ প্রকীৰ্ত্তিতঃ। ব্রহ্মযজ্ঞবিধানঞ্চ
বেদপাঠাদিলক্ষণং। দানানাং কীৰ্ত্তনং যত্র বৃত্তানাঞ্চ পৃথক্
পৃথক্। বিবাহঃ শৈলজায়াশ্চ তারকাখ্যানকং মহৎ। মাহা-
শ্রুতঞ্চ গবাদীনাং কীৰ্ত্তনং সৰ্বপুণ্যদং। কালকেয়াদিদৈত্যানাং
বধো-যজ্ঞ পৃথক্ পৃথক্। প্রহাগামৰ্জ্জনং দানং যত্র প্রোক্তং
বিজ্ঞোত্তম। তৎসৃষ্টিখণ্ডমুদিতং ব্যাসেন্দ্রমহাশ্রুতং ॥

দ্বিতীয়ে ভূমিখণ্ডে। পিতৃমাতৃাদিপূজ্যেষু শিবশম্বকথা
পুরা। সূত্রস্ত কথ্য পশ্চাৎ বৃত্তস্ত চ বধস্তথা। পৃথোবর্ণস্ত
চাখ্যানং ধৰ্ম্মাখ্যানং ততঃ পরং। পিতৃপুত্রশ্রমাখ্যানং নহবস্ত
কথা ততঃ। যযাতিচরিতঞ্চৈব গুরুতীর্থনিরূপণং। রাজা
জৈমিনিসংবাদো বহ্মাশ্রম্যকথায়ুতঃ। কথ্য হশোকসুন্দর্যা-
হণ্ডদৈত্যবধাচিতা। কামোদাখ্যানকং তত্র বিহণ্ডবধসংযুতং।
কুঞ্জলস্ত চ সংবাদশ্রবণেন মহাশ্রুতং। সিদ্ধাখ্যানং ততঃ প্রোক্তং
খণ্ডস্তাত্ত ফলোহমং। সূতশৌনকসংবাদং ভূমিখণ্ডমিদং স্মৃতং ॥

তৃতীয়ে স্বর্গখণ্ডে। ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিক্রুদিতা যত্রিতিশ্চ
সৌতিনা। সমুদ্রমিলোকসংস্থানং তীর্থখ্যানং ততঃ পরং। নন্দদো-
পত্তিকথনং তত্তীর্থানাং কথ্য পৃথক্। কুরুক্ষেত্রাদিতীর্থানাং কথ্য
পুণ্যঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ। কাশ্মিনীপুণ্যকথনং কাশ্মিনীমাহাত্ম্যবর্ণনং।
গয়াশ্চৈব মহাশ্রুতং প্রয়াগস্ত চ পুণ্যকং। বর্ণাশ্রমাহুৰোধেন
কৰ্ম্মযোগনিরূপণং। ব্যাসজৈমিনিসংবাদঃ পুণ্যকথ্যকথাচিতঃ।
সমুদ্রমথনাখ্যানং ব্রতখ্যানং ততঃ পরং। উৰ্জ্জপঞ্চাহমাহাত্ম্যং
স্তোত্রং সৰ্বপরাধহুৎ। এতৎ স্বর্গাভিধং বিপ্র সৰ্বপাতকনাশনং ॥

চতুর্থে পাতালখণ্ডে। রামায়ণমেধে প্রথমং রামরাজ্যাভি-
ষেচনং। অগস্ত্যাঙ্গাগমশ্চৈব পৌলস্ত্যাচর্য্যকীৰ্ত্তনং। অশ্বমেধো-
পদেশশ্চ হয়চর্য্যা ততঃ পরং। নানারাজকথাঃ পুণ্য-জগন্নাথানু-
বর্ণনং। বৃন্দাবনস্ত মহাশ্রুতং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্। নিত্যলীলা-
কথনং যত্র কৃষ্ণাবতারিণঃ। মাদবদানমাহাত্ম্যো ব্রহ্মদানানু-
ফলং। ধরবরাহসংবাদো যমব্রাহ্মণয়োঃ কথ্য। সংব্রাহ্ম-রাজ-
দুতানাং কৃষ্ণস্তোত্রনিরূপণং। শিবশম্বকথ্যযোগো-দদীচাখ্যানক-
স্ততঃ। ভগ্নমাহাত্ম্যমতুলং শিবমাহাত্ম্যমুত্তমং। দেবরাতস্ত্রতাপখ্যানং
পুরাণজপ্রশংসনং। গৌতমাখ্যানকঞ্চৈব শিবগীতা ততঃ স্মৃতা।
কল্কাস্তরী রামকথা ভীষ্মজ্ঞানপ্রদো। পাতালখণ্ডমেতচ্চ।

শুণুতাং জ্ঞানিনাং সদা। সৰ্বপাপপ্রশমনং সৰ্বাভীষ্টকল-
প্রদং

পঞ্চমে উত্তরখণ্ডে। পৰ্বতাখ্যানকং পূৰ্বং গোৰ্থো প্রোক্তং
শিবেন বৈ। জালঙ্করকথা পশ্চাচ্ছ্রীশৈলাদ্যমুকীৰ্তনং। সগরশ্চ
কথা পুণ্যা ততঃ পরমদীৰ্ঘিতং। গঙ্গাপ্রয়াগকাণীনাং গয়া-
শ্চাপি পুণ্যকং। আম্রাদি দানমাহাত্ম্যং তন্মহাদানদীপ্ততং। চতু-
দশৈশ্চাদর্শনাং মাহাত্ম্যং পুণ্যগীৰিতং। বিষ্ণুধর্মসমাপ্যানং
দিশ্যনামসহস্রকং। কাষ্টিকব্রতমাহাত্ম্যং মাঘস্নানফলস্ততঃ। জম্ব-
দ্বীপস্ত তীর্থানাং মাহাত্ম্যং পাপনাশনং। সাল্লমত্যাশ্চ মাহাত্ম্যং
নৃসিংহোৎপত্তিবর্ণনং। দেবশাস্ত্রাদিকাখ্যানং গীতামাহাত্ম্য-
ধ্বনং। ভক্ত্যাখ্যানঞ্চ মাহাত্ম্যে শ্রীমদ্ভগবতস্ত হ। ইন্দ্রপ্রস্থস্ত
মাহাত্ম্যং বহুতীর্থকথাচিতং। মথুরাভিধানঞ্চ ত্রিপাদুতামু-
বর্ণনং। অবতারকথা পুণ্যা মন্ত্রাদীনাং ততঃ পরং। রামনাম
শতং দিব্যং তন্মাহাত্ম্যঞ্চ বাডব। পরীক্ষণঞ্চ ভৃগুণা ঐবিক্ষেপ-
বৈভবস্ত চ। ইত্যোতহুতরং খণ্ডং পঞ্চমং সৰ্বপুণ্যদং ॥

তৎফলশ্রুতিঃ। পঞ্চখণ্ডবৃত্তং পাশ্চং যঃ শৃণোতি নরোত্তমঃ।
স লভেদৈকবং ধাম ভুক্তা ভোগানিহেপ্তিতান্। এতদৈ
পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্রং পদ্মসংজ্ঞকং। পুরাণং লেখয়িত্বা বৈ জ্যৈষ্ঠ্যাং
জ্ঞানভাসংযুতং। যঃ প্রদদ্যাৎ স্তুসংকৃত্য পুরাণজায় মানদ।
স য়তি বৈকুণ্ঠং ধাম সৰ্বদেবনমস্কৃতঃ। পদ্মান্বক্রমণীমেতাং যঃ
পঠেৎ শৃণুয়াৎ তথা। সোহপি পদ্মপুবাণস্ত লভেচ্চুবর্ণজং
ফলং ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূৰ্ব্ভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থ-
পাদে ৯৩ অধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

৩। তৃতীয়ং বিষ্ণুপুরাণং। শ্রীরক্ষোবাচ। শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি
পুরাণং বৈকুণ্ঠং মহৎ। ত্রয়োবিংশতিসাহস্রং সৰ্বপাতকনাশনং।
যদাদিভাগে নিদ্ধিষ্টাঃ ষড়ংশাঃ শক্তৃজেন হ। মৈত্রেয়্যাদিমে
তত্র পুরাণস্তাবতারিকাঃ ॥

তত্র প্রথমভাগস্ত প্রথমাংশে। আদিকারণসর্গশ্চ দেবাদী-
নাঞ্চ সমুৎপত্তিঃ। সমুদ্ভবনাথ্যানং দক্ষাদীনাং ততঃচরাঃ। ঋবস্ত
চরিতং চৈব পুণোশ্চরিতমেব চ। প্রাচৈতসং তথাখ্যানং প্রহ্লা-
দস্ত কথানকং। পৃথগ্ৰাজ্যাদিকমরাখ্যা প্রথমোহংশ ইতী-
রিতঃ ॥ প্রথমভাগস্ত দ্বিতীয়াংশে। প্রিয়ব্রতাচরাখ্যানং দ্বীপ-
বর্ষনিরূপণং। পাতাং নরকাখ্যানং সপ্তযগনিরূপণং। সূর্যাদি-
চারকথনং পৃথগ্লকণসংযুতং। চরিতং ভরতস্তাথ মুর্কিমার্গ-
নিদর্শনং। নিদাঘঋতুসংবাদো-দ্বিতীয়োহংশ-উদাহৃতঃ ॥ প্রথম-
ভাগস্ত তৃতীয়াংশে। মন্বন্তরসমাপ্যানং বেদব্যাসাবতারকং।

নরকোদ্ধারকং কর্ম গদিতঞ্চ ততঃ পরং। সগরসৌর্বসংবাদে
সন্দর্শননিরূপণং। শ্রাদ্ধকল্পং তথোদ্দিষ্টং বর্ণাপ্রমনিবন্ধনং।
সদাচারশ্চ কথিতো মায়ামোহকথা ততঃ। তৃতীয়োহংশোহয়-
মুদিতঃ সৰ্বপাপপ্রণাশনঃ ॥ প্রথমভাগস্ত চতুর্থাংশে। সূর্য-
বংশকথা পুণ্যা সৌমবংশামুকীৰ্তনং। চতুর্থোহংশে মুনিশ্রেষ্ঠ
নানারাজকথাচিতং ॥ প্রথমভাগস্ত পঞ্চমাংশে। কৃষ্ণাবতার-
সংপ্রশ্নো-গোকুলীয়া কথা ততঃ। পূতনাদিবধো-বাল্যে
কৌমারেহুদাদিহিংসনং। কৈশোরে কংসহননং মাথুরং চরিতং
তথা। ততস্ত যৌবনে প্রোক্তা লীলা দ্বাববতীভবা। সৰ্বদৈত্য-
বধো-যত্র বিবাহাশ্চ পৃথগ্বিধাঃ। যত্র স্থিত্বা জগন্নাথঃ কৃষ্ণো-
যোগেশ্বরেশ্বরঃ। ভূভারহরণং চক্রে পরমহননাদিভিঃ। অষ্টা-
বক্রীয়মাখ্যানং পঞ্চমোহংশ ইতীরিতঃ ॥ প্রথমভাগস্ত ষষ্ঠাংশে।
কলিজং চরিতং প্রোক্তং চাতুর্বিধ্যং লয়স্ত চ। ব্রহ্মজ্ঞানসমুদ্দেশঃ
খাণ্ডিক্যস্ত নিরূপিতঃ। কেশিক্ষজেন চেত্যেবং ষষ্ঠোহংশঃ
পরির্কীৰ্তিতঃ ॥

তস্ত দ্বিতীয়ভাগে। অন্তঃ পরস্ত সূতেন শৌনকাদিভি-
রাদরাৎ। পুষ্টেন চোদিতাঃ শব্দবিষ্ণুধর্মোত্তরাহবয়াঃ। নানা-
ধর্মকথাঃ পুণ্যা ব্রতানি নিরমা যমাঃ। ধর্মশাস্ত্রং চার্ষশাস্ত্রং
বেদান্তং জ্যোতিষং তথা। বংশাখ্যানং প্রকরণং স্তোত্রাণি
ননবস্তথা। নানাবিদ্যাশ্রমঃ প্রোক্তাঃ সৰ্বলোকোপকারকাঃ।
এতঃসমুৎপুৰাণং বৈ সৰ্বশাস্ত্রার্থসংগ্রহং ॥

তৎফলশ্রুতিঃ। বারাহকল্পবৃন্তান্তং ব্যাসেন কথিতং স্থিহ।
যো নরঃ পঠতে ভক্ত্যা যঃ শৃণোতি চ সাধরং। তাবভৌ বিষ্ণু-
লোকং হি ব্রহ্মেতাং ভুক্তভোগকৌ। তন্নিখিত্বা চ যো দদমদা-
যাত্যাং যতধেমুনা। সহিত্বং বিষ্ণুভক্তায় পুরাণার্থবিদে দ্বিজ।
স য়তি বৈকুণ্ঠং ধাম বিমানেনার্কবর্চসা। যশ্চ বিষ্ণুপুরাণস্ত
সমমুক্রমণীং দ্বিজ। কথয়েচ্ছৃণুয়াদ্বাপি স পুরাণফলং লভেৎ ॥
ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূৰ্ব্ভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে
৯৪ অধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

৪। চতুর্থং বায়ুপুরাণং। ব্রহ্মোবাচ। শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি
পুরাণং বায়বীয়কং। যাস্মিন্ ঋতে লভেদ্ধাম ব্রহ্মস্ত পরমাত্মনঃ।
চতুর্বিংশতিসাহস্রং তৎপুরাণং প্রকীর্তিতং। যথাকল্পপ্রায়জেন
ধর্মাত্মাত্মহ নারুতঃ। তদায়বীয়মুদিতং ভাগদ্বয়সমাচিতং ॥

তস্ত পূৰ্ব্ভাগে। স্বর্গাদিলকণং যত্র প্রোক্তং বিপ্র সবিস্তরং।
মন্বন্তরেষ্ণ বংশাশ্চ রাজাং যে যত্র কীর্তিতাঃ। গয়াস্বরস্ত হননং
বিস্তরাদযত্র কীর্তিতং। মাসানাক্ষব মাহাত্ম্যং মাঘকোত্তং

ফলাধিকং । দানধৰ্ম্মা রাজধৰ্ম্মা বিস্তরেণোদিতান্তথা । ভূপাতাল-
কক্কোমচারিণাং যত্র নির্ণয়ঃ । ত্রতাদীনাঞ্চ পুরোহিত্যং বিভাগঃ
সমুদাহৃতঃ ॥

৬৬ত্বত্বভাগে । উত্তরে তত্ত্ব ভাগে তু নন্দদাতীর্থবর্ণনং ।
শিবস্ত সৃহিতাখ্যা বৈ বিস্তরেণ স্মৃন্থর । যো দেবঃ সৰ্ব-
দেবানাং হুষ্টিজ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ । স তু সৰ্ব্বাঙ্গনা যজ্ঞান্তীয়ে
তিষ্ঠতি সন্ততং । ইদং ব্রহ্মা-হরিরিদং সাক্ষাচ্ছেদং পরো-
হরঃ । ইদং ব্রহ্ম নিরাকারং কৈবল্যং নন্দদাজলং । এবং
লোকহিতার্থায় শিবেন ন্যশরীরতঃ । শক্তিঃ কাপি সরিঙ্গপা-
রেবেয়মবতারিতা । যে বসন্ত্যন্তরে কূলে রুদ্রস্তানুচরা হি তে ।
বসন্ত্যামাতীয়ে যে লোকং তে যান্তি বৈষ্ণবং । ওকারেশ্বর-
মারভা যাবৎ পশ্চিমসাগরং । সঙ্গনাঃ পঞ্চ চ ত্রিংশদীনাং
পাপনাশনাঃ । দশৈকমুত্তরে তীরে ত্রয়োবিংশতি দক্ষিণে ।
পঞ্চত্রিংশতমঃ প্রোক্তো-রেবাসাগরসঙ্গমঃ । সঙ্গমৈঃ সহিতান্ত্রেবং
রেবাতারদ্বয়েপি চ । চতুঃশতানি তীর্থানি প্রসিদ্ধানি চ সন্তি
হি । ষষ্টিতীর্থসহস্রাণি ষট্ঠিকোটো-মুখীশ্বর । সন্তি চাত্তানি
রেবান্তীরযুগ্মে পদে পদে । সংহিতৈয়ং মহাপুণ্য শিবস্ত
পরমাত্মনঃ । নন্দদাচরিতং যত্র বায়ুনা পরিকীৰ্ত্তিতং ॥

তৎফলশ্রুতিঃ । লিখিচ্ছেদং পুরাণস্ত গুড়ধেহুসমাচিতং ।
শ্রাবণাং যো-দৈদন্ত্য্য ব্রাহ্মণায় কুটুপিনে । রুদ্রলোকে বসেৎ
সোহপি যাবদিত্রাশচতুর্দশ । যঃ শ্রাবয়েদ্বা শৃণুয়াদ্বাবীয়নিদং
নরঃ । নিয়মেন হবিষ্যাশী স রুদ্রো-নাত্র সংশয়ঃ । যশ্চামুক্রমণী-
মেতাঃ শৃণোতি শ্রাবয়েত বা । সোহপি সৰ্বপুরাণস্ত ফলং
শ্রবণঙ্ লভেৎ ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূৰ্ব্ণভাগে বৃহদ্রূপা-
ধ্যানে চতুর্থপাদে ১৫ অধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

৫ । পঞ্চমং শ্রীভাগবতপুরাণং । শ্রীব্রহ্মোবাচ । মরীচে শৃণু
বক্ষ্যামি বেদব্যাসেন যৎ কৃতং । শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং
ব্রহ্মসম্মিতং । তদষ্টাদশসাহস্রকীর্তিতং পাপনাশনং । সুরপাদপ-
রুগোহয়ং স্বকৈর্দ্বাদশভির্যুতঃ ॥ ভগবানেব বিশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপী
ক্ষমীরিতঃ ॥

তত্ত্বপ্রথমস্কন্ধে । তত্র তু প্রথমে স্কন্ধে স্ততর্ষীণাং সমাগমঃ ।
ব্যাসস্ত চরিতং পুণ্যং পাণ্ডবানাং তত্বেব চ । পারীক্ষিতমুপা-
খ্যানমিতীদং সমুদাহৃতং ॥ দ্বিতীয়স্কন্ধে । পরীক্ষিতকুসংবাদে
স্মৃতিষয়নিকপণং । ব্রহ্মনারদসংবাদেইবতীরচরিতামৃতং । পুরাণ-
লক্ষণকৈব স্ঠিকারণসম্ভবঃ । দ্বিতীয়োহয়ং সমুদিতঃ স্কন্ধো-
ব্যাসেন ধীমতা ॥ তৃতীয়স্কন্ধে । চরিতং ব্রহ্মরূপা মৈত্রেয়-

গাত্ত সঙ্গমঃ । স্ঠিকারণং পশ্চাদ্বক্ষ্যঃ পরমাত্মনঃ । কাপিলং
সাত্ব্যামপ্যত্র তৃতীয়োহয়মুদাহৃতঃ ॥ চতুর্থস্কন্ধে । সত্যান্ধরিত-
মাদৌ তু ঋবস্ত চরিতং ততঃ । পুণ্যোঃ পুণ্যসমাখ্যানং ততঃ
প্রাচীনবর্হিঃ । ইত্যেব তুর্যো গদিতোবিসর্গে স্কন্ধ উত্তমঃ ॥
পঞ্চমস্কন্ধে । প্রিয়ব্রতস্ত চরিতং তদ্ব্যখ্যানঞ্চ পুণ্যদং । ব্রহ্মাণ্ডান্ত-
র্গতানাঞ্চ লোকানাং বর্ণনস্ততঃ । নরকস্থিতিরিত্যেব সংস্থানে
পঞ্চমো মতঃ ॥ ষষ্ঠস্কন্ধে । অজামিত্যস্ত চরিতং দক্ষস্ঠিনিক-
পণং । ব্রহ্মাখ্যানং ততঃ পশ্চাদ্বক্ষ্যতাং জন্ম পুণ্যদং । ষষ্ঠোহয়-
মুদিতঃ স্কন্ধো ব্যাসেন প্ররিপোষণে ॥ সপ্তমস্কন্ধে । প্রহ্লাদ-
চরিতং পুণ্যং বর্ণাশ্রমনিকপণং । সপ্তমোগদিতো বৎস বাসনা-
কর্ম্মকীর্তনে ॥ অষ্টমস্কন্ধে । গজেন্দ্রমোক্ষাখ্যানং মন্বন্তরনিক-
পণং । সমুদ্রমথনকৈব বলিবৈভববন্ধনং । মন্বন্তাবতারচরিত-
মষ্টমোহয়ং প্রাকীর্তিতঃ ॥ নবমস্কন্ধে । সূর্য্যবংশসমাখ্যানং সৌম-
বংশনিকপণং । বংশানুচরিতে প্রোক্তো নবমোহয়ং মহামতে ॥
দশমস্কন্ধে । কৃষ্ণস্ত বালচরিতং কোমারঞ্চ ব্রজস্থিতিঃ । কৈশোরং
মথুরাস্থানং যৌবনং দ্বারকাস্থিতিঃ । ভূভারহরণঞ্চ নিরোধে
দশমঃ স্ততঃ ॥ একাদশস্কন্ধে । নারদেন তু সংবাদো বহুদেবস্ত
কীর্তিতঃ । যদোশ্চ দত্তাশ্রয়েণ শ্রীকৃষ্ণেনোদ্ধবস্ত চ । যাদবানাং
মিথোহস্তশ্চ মুক্তাবেকাদশঃ স্ততঃ ॥ দ্বাদশস্কন্ধে । ভবিষ্যকলি-
নির্দেশো-মোক্ক্ষো-রাজঃ পরীক্ষিতঃ । বেদশাখাপ্রণয়নং মার্ক-
ণ্ডেয়তপঃ স্ততঃ । নদীরী বিভূতিরুদিতা সাত্ত্বী চ ততঃ পরং ।
পুরাণসম্ব্যাকথনমাশ্রয়ে দ্বাদশো হয়ং । ইত্যেবং কথিতং বৎস
শ্রীমদ্ভাগবতং তব ॥

তৎফলশ্রুতিঃ । বক্তুঃ শ্রোতুশ্চোপদেষ্টুরমুদিতুরেব চ ।
সাহায্যকর্ত্তৃর্গদিতং ভক্তিভুক্তিবিমুক্তিদং । প্রোষ্ঠপদ্যং পূর্ণি-
মায়াং হেমসিংহসমাচিতং । দেয়ং ভাগবতায়ৈদং দ্বিজায় শ্রীতি-
পূর্বকং । সংপূজ্য বস্ত্রহেমাদৈর্ভগবন্তকিমিচ্ছতা । যোহপ্য-
নুক্রমণীমেতাঃ শ্রাবয়েচ্চূর্ণ্যান্তথা । স পুরাণশ্রবণজং প্রাপ্নোতি
ফলমুত্তমং ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূৰ্ব্ণভাগে বৃহদ্রূপাধ্যানে
চতুর্থপাদে ১৬ অধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

৬ । ষষ্ঠং নারদীয়পুরাণং । শ্রীব্রহ্মোবাচ । শৃণু বিশ্রেষ্ঠ বক্ষ্যামি
পুরাণং নারদীয়কং । পঞ্চবিংশতিসাহস্রং বৃহচ্চিদ্রূপাশ্রয়ং ॥

তত্র পূৰ্ব্ণভাগে প্রথমপাদে । স্ততশোনকমুদাদঃ স্ঠিসংক্ষেপ-
বর্ণনং । নানাদর্শকথাঃ পুণ্যাঃ প্রবৃন্তে সমুদাহৃতাঃ । প্রাগ্ভাগে
প্রথম পাদে সনকেন মহাত্মনা ॥ পূৰ্ব্ণভাগে দ্বিতীয়পাদে ।
দ্বিতীয়ে মোক্ষধর্ম্মাখ্যে মোক্ষোপায়নিকপণং । বেদাকানঞ্চ

কখনং শুকোৎপত্তিষ্চ বিস্তরাৎ । সনন্দেনৈব গদিতা নারদায়
মহাশ্বনে ॥ পূৰ্ব্বেভাগে তৃতীয়পাদে । মহাত্মে সমুদ্ভিঃ পশু-
পাশবিমোক্ষণং । মন্ত্রাণাং শোধনং দীক্ষা মন্ত্রোচ্চারণ চ পূজনং ।
প্রয়োগাঃ কবচং নামসহস্রং স্তোত্রমেব চ । গণেশস্থ্যবিষ্ণুনাং
শিবশক্ত্যোরমুক্রমাৎ । সনৎকুমারমুনিনা নারদায় তৃতীয়কে ॥
পূৰ্ব্বেভাগে চতুর্থপাদে । পূৰ্ব্বাণলক্ষণৈকৈব প্রমাণং দানমেব
চ । পুণ্য পুণ্য সমুদ্ভিঃ দানকালপুরঃসরং । চৈত্রাদিসৰ-
মাসেষু ত্রিণীনাঞ্চ পুণ্য পুণ্য । প্রোক্তং প্রতিপদাদীনাং
ব্রতং সৰ্ব্বাধনাশনং । সনাতনেন মুনিনা নারদায় চতুর্থকে ।
পূৰ্ব্বেভাগে বৃহদাখ্যানসংক্ষিপ্তং ॥

তদ্বত্তরভাগে । অস্তোত্তরে বিভাগে তু প্রাঙ্গ-একাদশীব্রতে ।
বাণেশ্বনাথ সংবাদো মাকাতুঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ । কল্পাঙ্গকথা
পুণ্য মোহিন্যুৎপত্তিকল্প চ । বহুশাপচ মোহিতৈ পশ্চাৎ
রক্তজিয়া । গঙ্গাকথা পুণ্যতমা গয়াযাত্রাকীৰ্ত্তনং । কাশা
মাহাত্ম্যমতুলং পুরুষোত্তমবর্ণনং । যাত্রাবিধানং ক্ষেত্রস্ত বহু-
খ্যানসমবিতং । প্রয়াগস্থানং মাহাত্ম্যং কুরুক্ষেত্রস্ত তৎপরং ।
হরিদ্বারস্ত চাখ্যানং কামোদাখ্যানকং তথা । বদরীতীর্থমাহাত্ম্যং
কামাখ্যায়াস্তথৈব চ । প্রভাসস্ত চ মাহাত্ম্যং পুরাণাখ্যানকং
ততঃ । গৌতমীখ্যানকং 'পশ্চাদ্বেদপাদস্তবস্ততঃ । গোকর্ণ-
ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং লক্ষণাখ্যানকং তথা । সেতুমাহাত্ম্যকখনং নন্দ-
তীর্থবর্ণনং । অবস্ত্যাশ্চৈব মাহাত্ম্যং মথুরাস্ততঃ পরং । বন্দী-
বনস্ত মহিমা বসোত্রীক্ষান্তিকে গতিঃ । মোহিনীচরিতং পশ্চা-
দেবং বৈ নারদীয়কং ॥

তৎকলশ্রুতিঃ । যঃ শৃণোতি নরো-ভক্ত্যা শ্রাবয়েদ্বা সমা-
হিতঃ । স যাতি ব্রহ্মণো-ধাম নাত্র কাথ্যা বিচারণা । যন্তেত-
দিষপূর্ণায়াং ধেনুনাং সপ্তকাচিতং । প্রদদ্যাচ্ছ্রদ্ধাবধ্যায় স লভে-
ন্যোক্ষমেব চ । যশ্চাত্মকমণীমেতাং নারদীয়স্ত বর্ণয়েৎ । শৃণু-
য়াৎকিচ্ছিত্তেন সোহপি স্বৰ্গগতিং লভেৎ ॥ ইতি শ্রীনারদীয়-
পুরাণে পূৰ্ব্বেভাগে বৃহদাখ্যানে চতুর্থপাদে ৯৭ অধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

৭। সপ্তমং মার্কণ্ডেয়পুরাণং । শ্রীব্রহ্মোবাচ । অথ তে সংপ্র-
ক্যামি মার্কণ্ডেয়ভিধং মুনৈ । পুরাণং স্মরহং পুণ্যং পঠতাং
শৃণুতাং সদা । যত্রাধিকৃত্য শকুনীন্ সৰ্ব্বশ্মনিরূপণং । মার্ক-
ণ্ডেয়েন মুনিনা জৈমিনেঃ প্রোক্ত স্মরিতং । পাক্ষিণাং ধর্ম-
সংজ্ঞানাং ততো-ক্ষয়ানিরূপণং । পূৰ্ব্বজন্মকথা চৈবাং বিক্রিয়া
চ দিব্যপত্তেঃ । তীর্থযাত্রা বলভ্যতো জ্যোতিষকথানকং ।
হরিশ্চন্দ্রকথা পুণ্য বুদ্ধমাতীব্রজাভিধং । পিতাপুত্রসমখ্যানং

দত্তাভ্যেকথা ততঃ । চৈতন্যস্তাথ চরিতং মহাখ্যানসমাচিতং ।
মহালসাকথাত্রোক্তা ফলকচরিতা চিতা । স্থিতিসংকীৰ্ত্তনং পুণ্যং
নবধা পরিকীৰ্ত্তিতং । কল্পাঙ্গকথানির্দেশো যক্ষস্থিতিনিরূপণং ।
কল্পাদিযুক্তিপুরাণা দীপবর্ষাকীৰ্ত্তনং । মনুনাঞ্চ কথ্য নানা
কীৰ্ত্তিতাঃ পাপহারিকাঃ । ভাস্ক হর্গাকথাত্তং পুণ্যদা চাষ্টমে-
হস্তরে । তৎপশ্চাৎ প্রণবোৎপত্তিহরীতেজঃসমুৎবঃ । মার্কণ্ডেয়
চ জন্মাখ্যা তন্মাহাত্ম্যসমাচিতা । বৈবস্বতাচর্যশচাপি বৎসপ্রা-
শ্রুতং ততঃ । বৎসপ্রীস্থানে বৎসদ্রী চ পাঠঃ । খনিজস্ত
ততঃ প্রোক্তা কথ্য পুণ্য মহাশ্বনে । অবিক্ষিত্রিতং চৈব
কিমিচ্ছব্রতকীৰ্ত্তনং । নারদায় চরিতং ইক্ষাকুচরিতং ততঃ ।
তুলশ্চরিতং পশ্চাদ্বেদচরিতং সংকথা । কৃণবংশসমখ্যানং
সোমবংশানুকীৰ্ত্তনং । পুরুবংশঃ কথ্য পুণ্য নহুষস্ত কথ্যত্বা ।
যযাতিচরিতং পুণ্যং যদুবংশানুকীৰ্ত্তনং । শ্রীকৃষ্ণবালচরিতং
মথুরং চারিতং ততঃ । দ্বারকাচরিতকথা কথ্য সৰ্ব্বাবতারজা ।
ততঃ সাখ্যাসমুদ্রাণঃ প্রপঞ্চাসমুদ্রকীৰ্ত্তনং । মার্কণ্ডেয় চরিতং
পুরাণপ্রবেণে ফলং ॥

তৎকলশ্রুতিঃ । যঃ শৃণোতি নরো-ভক্ত্যা পুরাণমিদমাদ-
রাৎ । মার্কণ্ডেয়ভিধং বৎস স লভেৎ পরমাং গতিং । যন্ত
ব্যাকুরতে চৈতচ্ছবৎ স লভতে গমং । তৎ প্রযচ্ছেন্নিধিত্বা
যঃ সৌবর্ণকরিসংযুতঃ । কার্ত্তিক্যাং দ্বিজবর্ষায় স লভেদ্রক্ষণঃ
পদম্ । শৃণোতি শ্রাবয়েদ্বাপি যশ্চাত্মকমণীমিমাং । মার্কণ্ডেয়-
পুরাণস্ত স লভেদ্বাষ্টিতং ফলং ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূৰ্ব-
ভাগে বৃহদাখ্যানে চতুর্থপাদে ৯৮ অধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

৮। অষ্টমং আগ্রপুরাণং । শ্রীব্রহ্মোবাচ । অথাতঃ সংপ্রক্যামি
তবায়ৈবপুরাণকং । ঈশানকল্পবৃক্স্তং বশিষ্ঠায়ানলোহব্রবীৎ ।
তৎ পঞ্চদশসাহস্রং নাম্নাং চারিতমত্বতং । পঠতাং শৃণুতাকৈব
সৰ্ব্বপাপহরং নৃণাং । প্রাঙ্গপূৰ্ব্বং পুরাণস্ত কথ্য সৰ্ব্বাবতারজা ।
স্থিতিপ্রকরণং চাথ বিষ্ণুপূজাদিকং ততঃ । অগ্নিকায্যং ততঃ
পশ্চাৎশ্রুতমুদ্রাদিলক্ষণং । সৰ্ব্বদীক্ষাবিধানঞ্চ অভিষেকনিরূপণং ।
লক্ষণং মণ্ডলাদীনাং কুশায়া-মাজ্জনং ততঃ । পবিত্রারোপণ-
বিধিদেবালয়বিধিস্ততঃ । শালগ্রামাদিপূজা চ মূর্ত্তিলক্ষ পৃথক্
পৃথক্ । স্রাসাদীনাং বিধানঞ্চ প্রতিষ্ঠা পৃথক্, ততঃ । বিনায়-
কাদিদীক্ষাণাং বিধিজৈয়স্ততঃ পরং । প্রতিষ্ঠা সৰ্ব্বদেবানাং
ব্রহ্মাণ্ডমুদ্রানিরূপণং । গঙ্গাদীতীর্থমাহাত্ম্যং জম্বুদ্বীপবর্ণনং ।
উদ্বাখোলোকচরিতা জ্যোতিষচক্রনিরূপণং । জ্যোতিষক ততঃ
প্রোক্তং শ্রোত্বং বুদ্ধময়ং বৎ । যত্কল্প চ ততঃ প্রোক্তং মন্ত্রমৌ-

বধীগণঃ। কুজিকাদিসমর্চা চ বোচাজ্ঞানবিধিস্তথা। কোটি-
 হোমবিধানকং তদন্তরনিক্রপণং। ব্রহ্মচর্যাগ্নিধর্ম্যাশ্চ শ্রাদ্ধকল্প-
 বিধিস্ততঃ। গ্রহযজ্ঞস্ততঃ প্রোক্তো বৈদিকস্মার্তকর্ম চ। প্রার-
 ণ্ডিত্ত্বানুকথনং তিথীনাক ব্রতাদিকং। বারব্রতানুকথনং নক্ষত্র-
 ব্রতকীর্তনং। মাসিকব্রতনির্দেশো দীপদানবিধিস্তথা। নব-
 ব্যাহার্কনং প্রোক্তং নরকাণাং নিক্রপণং। ব্রতানাঞ্চাপি দানানাং
 নিক্রপণমিহোদিতং। নাড়ীচক্রসমুদ্দেশঃ সন্ধ্যাবিধিরমুত্তমঃ।
 গায়ত্র্যর্থস্ত নির্দেশো গিজস্তোত্রঃ ততঃ পরং। রাজ্যভিষেক-
 মুদ্রাক্ষিপার্শ্বকৃত্যঞ্চ ভূভূজাং। স্বপাধ্যায়স্ততঃ প্রোক্তঃ শকুনাদি-
 নিক্রপণং। মণ্ডলাদিকনির্দেশো-রণদীক্ষাবিধিস্ততঃ। রামোক্ত-
 নীতিনির্দেশো রত্নানাং লক্ষণং ততঃ। ধর্মুর্বিদ্যা ততঃ
 প্রোক্তা ব্যবহারপ্রদর্শনং। দেবাসুরবিমর্দাখ্যা ত্রায়ুস্কেননিক্র-
 পণং। গজাদীনং চিকিৎসা চ তেষাং শাস্তিস্ততঃ পরং। গোন-
 সাদিচিকিৎসা চ নানাপ্রজাস্ততঃ পরং। শাস্ত্রয়শ্চাপি বিবিধা
 চন্দ্রশাস্ত্রমতঃ পরং। সাহিত্যঞ্চ ততঃ পশ্চাদেকাণাদিসমা-
 হ্রয়ঃ। সিদ্ধশিষ্টাশুশিষ্টিশ্চ কোষঃ স্বর্গাদিবর্গকে। প্রলয়ানাং
 লক্ষণঞ্চ শ্রীরীরকনিক্রপণং। বর্ণনং নরকাণাঞ্চ বোগশাস্ত্রমতঃ
 পরং। ব্রহ্মজ্ঞানং ততঃ পশ্চাৎ পুরাণশ্রবণে ফলং। এতদাগ্নেয়কং
 বিপ্র পুরাণং পরিকীর্তিতঃ।

তৎফলশ্রুতিঃ। তল্লিখিত্বা তু যো-দদ্যাৎ স্তবর্ণকমলা-
 চিতং। তিলধেনুযুতং বাপি মার্গশীর্ষ্যাং বিধানতঃ। পুরা-
 ণার্থবিদে সোহং স্বর্গলোকে মহীয়তে। এবামুক্তমণী প্রোক্তো
 তবাগ্নেয়স্ত ভক্তিদা। শৃণুতাং পঠিতাকৈব নৃণাঞ্চৈহ পরত্র চ॥
 ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্বভাগে বৃহদ্রপাখ্যানে চতুর্থপাদে
 ৯৯ অধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

৯। নবমং ভবিষ্যপুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। জ্ঞথ তে সংপ্রব-
 ক্ষ্যামি পুরাণং সর্বসিদ্ধিদং। ভবিষ্যং ভবতঃ সর্বলোকাভীষ্ট-
 প্রদায়কং। যত্রাহং সর্বদেবানামাদিকর্তা সমুদ্যতঃ। সৃষ্টার্থং
 উত্র সজ্জাতো মমুঃ স্বায়ম্ভুবঃ পুরা। স মাং প্রণম্য পপ্রচ্ছ ধর্ম-
 সন্মার্তসাধকং। অহং তন্তু তদা প্রীতঃ প্রাবোচঃ ধর্ম-
 সংহিতাং। পুরাণানাং যদা ব্যাসো ব্যাসকৃষ্ণে মহামতিঃ। তদা
 ত্ভ্যং ব্রূংহিতাঃ সর্বাঃ পঞ্চাশাং ব্যভজন্তুনিঃ। অধোরকরুতাস্ত-
 নানাসংখ্যাকথাচিতাং॥

তত্র প্রথমপর্বণি। তত্রাদিমঃ স্তবঃ পর্ব ব্রাহ্মাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডপ-
 ক্রমঃ। স্তশোনকসংবাদে পুরাণপ্রসংক্রমঃ। আদিত্য-
 চরিতঃ প্রায়ঃ সর্বাখ্যানসমাচিতঃ। সৃষ্টাদিলক্ষণোপেতঃ

শাস্ত্রসর্বস্বরূপকঃ। পুস্তলেখকলেখানাং লক্ষণঞ্চ ততঃ পরং।
 সংস্কারাণাঞ্চ সর্বেষাং লক্ষণঞ্চ কীর্তিতং। পক্ষত্যাগিতিথী-
 নাক কল্পাঃ সপ্ত চ কীর্তিতাঃ। অষ্টমাখ্যাঃ শেষকল্পা-বৈষ্ণবে
 পক্ষণি স্তুতাঃ। শৈবে চ কামতো-ভিন্নাঃ সোরে চান্ডিক্যা-
 চরঃ। প্রতিসর্গাঙ্ঘ্রয়ঃ পশ্চাত্তানাত্যানসুমাচিতং। পুবাণভোপ-
 সংহারসহিতং পক্ষ পঞ্চমং। এবু পঞ্চম পুর্নস্মিন্ ব্রহ্মণো-
 মহিমাধিকঃ। দ্বিতীয়তৃতীয়চতুর্থপুর্নমপর্বস্ত। ধর্ম্মে কামে চ
 মোক্ষে তু বিষ্ণোশ্চাপি শিবস্ত চ। দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ সৌরো-
 বর্গচতুষ্টয়ে। প্রতিস্বর্গ্যুহরয়ঃ উক্তাঃ প্রোক্তাঃ সন্মকথাচিতাঃ।
 সভবিষাং বিনিদ্রিষ্টং পর্ব ব্যাটেন ধীমতা। চতুর্দশসহস্রস্ত
 পুরাণং পরিকীর্তিতং। ভবিষ্যৎ সন্দেবানাং সাম্যং যত্র প্রকী-
 র্তিতং। গুণানাং তারতম্যেন সমং ব্রহ্মেতি তি শ্রুতিঃ॥

তৎফলশ্রুতিঃ। তল্লিখিত্বা তু যো-দদ্যাৎ পোষ্যাং বিদ্বান্
 বিমৎসরঃ। শুভধেনুযুতং চেম বজ্রমালাবিভূষণৈঃ। বাচকং
 পুস্তকঞ্চাপি পূজয়িত্বা বিধানতঃ। গন্ধাদৌর্ভোজ্যভক্ষ্যেচ্চ কৃত্বা
 নীরাজনাদিকং। যো বৈ জিতেন্দ্রিয়ো-ভূত্বা সোপবাসঃ সমা-
 হিতঃ। অথ বৈ যো-নরো ভক্ত্যা কীর্তয়েচ্ছৃগুয়াদপি। স মুক্তঃ
 পাতকৈর্ষোঠৈঃ প্রয়াতি ব্রহ্মণঃ পদং। যোহপ্যমুক্তমণীমেতাং
 ভূবিষ্যস্ত নিক্রপিতাং। পঠেদ্বা শৃণুয়াট্টেতো ভুক্তিং মুক্তিক
 বিদতঃ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্বভাগে বৃহদ্রপাখ্যানে চতুর্থ-
 পাদে ১০০ অধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

১০। দশমং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। শৃণু বৎস
 প্রবক্ষ্যামি পুরাণং দশমং তব। ব্রহ্মবৈবর্তকং নাম বেদমার্গানু-
 দর্শকং। সাবর্ণির্গজ ভগবান্ সাক্ষাদেবর্ষয়েহর্থিতঃ। নারদায়
 পুরাণাখং প্রাহ সর্বমলৌকিকং। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাবঃ
 প্রীতির্হরো হরে। তয়োরভেদসিদ্ধাখং ব্রহ্মবৈবর্তমুত্তমং। রণ-
 স্তরস্ত কল্পস্ত বৃত্তান্তং যন্ময়োদিতং। শতকোটিপুরাণে তৎ সংক্ষিপ্য
 প্রাহ বেদবিৎ। ব্যাসশ্চতুর্দ্ধা সংব্যস্ত ব্রহ্মবৈবর্তসংজ্ঞিতং।
 অষ্টাদশসহস্রস্তৎ পুরাণং পরিকীর্তিতং। ব্রহ্মপ্রকৃতিবিশেষকৃষ্ণধণ্ড-
 সমাচিতং। তত্র স্তবর্ষিসংবাদে পুরাণোপক্রমো মতঃ॥

তত্র প্রথমে ব্রহ্মথণ্ডে। সৃষ্টিপ্রকরণং ত্রাদাং ততো-নারদ-
 বেদমোঃ। বিবাদঃ স্তমহান্ যত্র দ্বয়োরাশীং পরাভবঃ।
 শিবলোকগতিঃ পশ্চাত্তজ্ঞানলাভঃ শিবানুভূতঃ। শিবব্যাক্যেন
 তৎপশ্চাত্তরীচে নারদস্ত তু। মননকৈব সাবর্ণেক্ষানার্থং সিদ্ধ-
 স্বেবিতৈ। আশ্রমে স্তমহৎশৃণুয়ে ত্রৈলোক্যাস্ত্যক্কাংগিণি। এতচ্চি
 ব্রহ্মথণ্ডং হি শ্রুতং পাপবিনাশনং॥

দ্বিতীয়ে প্রকৃতিখণ্ডে । ততঃ সার্বণিসংবাদো নারদস্ত সমী-
 রিতঃ । কৃষ্ণমাহাত্ম্যাসংযুক্তো-নানাখ্যানকথোত্তরঃ । প্রকৃতি-
 রংশতৃত্বানাং কলানাঞ্চাপি বর্ণিতং । মাহাত্ম্যং পূজনাদ্যঞ্চ বিস্ত-
 রেণ বখাস্থিতং । এতৎ প্রকৃতিখণ্ডং হি শ্রুতং ভূতিবিধানকং ॥

তৃতীয়ে গণেশখণ্ডে । গণেশজন্মসংগ্রহঃ সপুণ্যকমহাব্রতং ।
 পার্শ্বভ্যাঃ কাঙ্ক্ষিকেষু সহ বিশেষশস্তবঃ । চরিতং কার্ত-
 বীযান্ত্র জামদগ্ন্যস্ত চাহুতং । বিবাদঃ স্তমহান্ পশ্চাচ্ছ্রীমদগ্ন্য-
 গণেশয়োঃ । এতদ্বিশেষখণ্ডং হি সৰ্ববিঘ্নবিনাশনং ॥

চতুৰ্থে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে । শ্রীকৃষ্ণজন্মসংগ্রহো জন্মখ্যানং
 ততোহহুতং । গোবুলে গমনং পশ্চাৎ পুতনাদিবধোহহুতঃ ।
 বাল্যকৌমারজা লীলা বিবিধান্ত্র বর্ণিতাঃ । রাসক্রীড়া চ
 গোপোভিঃ শারদী সমুদাহৃত্য । রহস্তে রাধয়া ক্রীড়া বর্ণিতা
 বহুবিস্তরা । সহাক্ষুরেণ তৎপশ্চাত্তথুরাগমনং হরেঃ । কংসা-
 দীনাং বধে বৃন্তে সাধ্যস্ত্র দ্বিগুণসংকৃতিঃ । কাশ্যসান্দীপনেঃ
 পশ্চাচ্ছ্রীমদ্যোপাদানমহুতং । যবনস্ত্র বধঃ পশ্চাচ্ছ্রীমদ্যোপাদানমহুতং ।
 নরকাদিবধস্ত্র কৃষ্ণেন বিহিতোহহুতঃ । কৃষ্ণখণ্ড-
 িদং বিপ্র নৃণাং সংসারখণ্ডনং ॥

তৎফলশ্রুতিঃ । পঠিতঞ্চ শ্রুতং ধ্যাতং পূজিতং চাভিবর্ণিতং ।
 ইত্যেতদব্রহ্মতৈববর্ত্তং পুরাণং চাত্যলৌকিকং । ব্যাসোক্তং চাদি-
 সন্তুতং পঠন্ শৃণুন্ বিমুচ্যতে । বিজ্ঞানজ্ঞানশমনাদ্-ঘোরং
 সংসারসাগরাৎ । লিখিত্বৈদঞ্চ যো-দদ্যাত্মাঘ্যাং ধেনুসমাচিতং ।
 ব্রহ্মলোকং ধ্বংসোপাত স মুক্তোহজ্ঞানবন্ধনাৎ । যশ্চানুক্রমণীং
 বাপ পঠেদা শৃণুয়াদপি । সোহপি কৃষ্ণপ্রসাদেন লভতে বাঞ্ছিতং
 ফলং ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূৰ্ব্ভাগে বৃহদ্রপাখ্যানে চতুর্থ-
 পাদে ১০১ অধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

১১ । একাদশং লিঙ্গপুরাণং । শ্রীব্রহ্মোবাচ । শৃণু পুত্র প্রব-
 ক্যামি পুরাণং লিঙ্গসংজ্ঞিতং । পঠিতাং শৃণুতাকৈব ভক্তিমুক্তি-
 প্রদায়কং । যচ্চ লিঙ্গাভিধং তিষ্ঠন্ বহুলিঙ্গে হরোহভ্যধাৎ ।
 মহং ধনাদিসিদ্ধার্থং অগ্নিকল্পকথাশ্রয়ং । তদেব ব্যাসদেবেন
 ভাগদ্বয়সমাচিতং । পুরাণং লিঙ্গমুদিতং বহ্মাখ্যানবিচিত্রিতং ।
 তদেকাদশসাহস্রং হরমাহাত্ম্যাসুচকং । পরং সৰুপুরাণানাং
 সারভূতং জগত্তয়ে । পুরাণোপক্রমে-গ্রন্থঃ সৃষ্টিসংক্ষেপতঃ পুরা ।

তত্র পূৰ্ব্ভাগে ৬ যোগাখ্যানং ততঃ প্রোক্তং কল্মাখ্যানং
 ততঃ পরং । লিঙ্গোত্তবস্তদৰ্চা চ কীৰ্ত্তিতা হি ততঃ পরং । সনৎ-
 কুমারশৈলাদিসংবাদশ্চাপ্য পাবনঃ । ততো-দধীচিচরিতং যুগধৰ্ম্ম-
 নিরূপণং । ততো-ভুবনকোষাখ্যা স্বর্গাসোমায়রন্ততঃ । ততশ্চ

বিস্তরাৎ সর্গস্ত্রিপুরাখ্যানকং তথা । লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা চ ততঃ পশ্চ-
 পাশবিমোক্ষণং । শিবব্রতানি চ তথা সদাচারনিরূপণং । প্রায়-
 শ্চিত্তান্ত্রিষ্টানি কালীশ্রীশৈলবর্ণনং । অন্ধকাখ্যানকং পশ্চাচ্ছ্রীরাহ-
 চরিতং পুনঃ । নৃসিংহচরিতং পশ্চাচ্ছ্রীলক্ষ্মণবধস্ততঃ । শৈবং
 সহস্রনামাঞ্চ দক্ষবজ্রবিনাশনং । কামস্ত্র দহনং পশ্চাদ্ গিরিজায়াঃ
 করগ্রহঃ । ততো-বিনায়কখ্যানং নৃত্যাখ্যানং শিবস্ত্র চ । উপ-
 মহাকথা চাপি পূৰ্ব্ভাগ-ইতীরিতঃ ॥

তদ্বত্তরভাগে । বিষ্ণুমাহাত্ম্যকথনং অম্বরীষকথা ততঃ ।
 সনৎকুমারনন্দীশসংবাদশ্চ পুনর্মুনে । শিবমাহাত্ম্যাসংযুক্তান-
 যাগাদিকং ততঃ । স্বর্গাপূজাবিধিষ্টেব শিবপূজা চ মুক্তিদা ।
 দানানি বহুধোক্তানি শ্রীকৃষ্ণপ্রকরণস্ততঃ । প্রতিষ্ঠা তত্র গদিতা
 ততোহঘোরস্ত্র কীর্ত্তনং । ব্রজেশ্বরী মহাবিদ্যা গায়ত্রীমহিমা
 ততঃ । দ্রাঘকস্ত্র চ মাহাত্ম্যং পুরাণশ্রবণস্ত্র চ । এতস্তোপরি-
 ভাগস্তে লৈঙ্গস্ত্র কথিতো ময়া । ব্যাসেন হি নিবদ্যস্ত্র কদ্র-
 মাহাত্ম্যাসুচিনঃ ॥

তৎফলশ্রুতিঃ । লিখিত্বৈতৎ পুরাণস্ত্র তিলধেনুসমাচিতং ।
 ফলস্ত্রাং পূর্ণিমায়াং যো দদ্যাত্ত্র্যয়া দিজাতয়ে । স লভেচ্ছিব-
 সাযুজ্যং জরামরণবর্জিতং । যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদপি লৈঙ্গং পাপাপহং
 নরঃ । স ভূক্তভোগো লোকেহস্মিন্নস্তে শিবপুং ব্রজেৎ ।
 লিঙ্গানুক্রমণীমেতাং পঠেদ্যঃ শৃণুয়ং তথা । তাবতো শিবভক্তৌ
 তু লোকদ্বিতয়ভোগিনৌ । জায়েতাং গিরিজাভর্ত্তুঃ প্রসাদান্নাত্র
 সংশয়ঃ ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূৰ্ব্ভাগে বৃহদ্রপাখ্যানে চতুর্থ-
 পাদে ১০২ অধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

১২ । দ্বাদশং বরাহপুরাণং । শ্রীব্রহ্মোবাচ । শৃণু বৎস প্রব-
 ক্যামি বরাহং বৈ পুরাণকং । ভাগদ্বয়যুতং শব্দদ্বিমাহাত্ম্য-
 সূচকং । মানবস্ত্র তু কল্পস্ত্র প্রসঙ্গং মংকৃতং পুরা । নিববদ্য
 পুরাণেহস্মিন্চতুর্বিংশসহস্রকে । ব্যাসো-হি বিদ্বাং শ্রেষ্ঠঃ সাক্ষা-
 ন্নারায়ণো ভূবি । তত্রাদৌ শুভসংবাদঃ স্ততো-ভূমিবরাহয়োঃ ॥

তত্র পূৰ্ব্ভাগে । অখাদিকৃতবৃত্তান্তে রভ্যস্ত্র চরিতং ততঃ ।
 দুর্জয় চ তৎপশ্চাচ্ছ্রীকল্প-উদীরিতঃ । মহাতপস-আখ্যানং
 গোবর্গপত্তিস্ততঃ পরং । বিনায়কস্ত্র নাগানাং সেনাস্ত্রাদি-
 তায়োরপি । গণনাঞ্চ তথা দেব্যা ধনদস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য আখ্যানং
 সত্যতপসো-ব্রতখ্যানসম্বিতং । অগস্ত্যগীতা তৎপশ্চাচ্ছ্রী-
 গীতা প্রকৃতিস্ত্র । মহিষাসুরবিধ্বংসে মাহাত্ম্যঞ্চ দ্বিশক্তিজং ।
 পূৰ্ব্ভাগ্যন্ততঃ ষেতোপাখ্যানং গোপ্রদানিকং । ইত্যাদিকৃত-
 বৃত্তান্তঃ প্রায়মোদশনামকং । ভগবদ্বাক্যকে পশ্চাদব্রতকীর্ত্ত-

কথানকং । স্বাক্ষিতঃ শব্দপরাধানাং প্রায়শ্চিত্তং শরীরকং । তীর্থ-
মালাপি সর্বেষাং মাহাত্ম্যং পৃথগীকৃতং । মথুরায়া-বিশেষণ
ব্রাহ্মদেবীনাং বিধিস্ততঃ । বর্ণনং যমলোকস্ত গ্লানিপুত্রপ্রসঙ্গতঃ ।
বিপাকঃ কৰ্মণাং বৈষ্ণব-বিশুদ্ধত্বনিরূপণং । গোকৰ্ণস্ত চ মাহাত্ম্যং
কীর্ত্তিতং পাপনাশনং । ইত্যেব পূৰ্ব্বভাগোহস্ত পুরাণস্ত নিরূ-
পিতঃ ।

উত্তরভাগে । উত্তরে প্রবিভাগে তু পুস্তকাকুরাজয়োঃ ।
সংবাদে সৰ্বতীর্থানাং মাহাত্ম্যং বিস্তারাং পৃথক্ । অশেষ-
বর্ণনাচ্চাখ্যাভাঃ পৌকরং পুণ্যপৰ্ক চ । ইত্যেবং তব বারাহং
প্রোক্তং পাপবিনাশনং ।

তৎফলশ্রুতিঃ । পঠিতাং শৃণুতীকৈব ভগবন্তুক্তিবৰ্দ্ধনং । কাঞ্চনং
গরুড়ং কুৰ্মা তিলধেহুসমাচিতং । লিখিতৈস্ততঃ সো-দদ্যাচ্চৈভ্যাং
বিপ্রায় ভক্তিতঃ । স লভেদৈশ্বৰ্যং ধাম দেবর্ষিগণবন্দিতঃ । যো-
বাহুক্রমণীমেতাং শৃণোতাপি পঠতাপি । সোহপি ভক্তিং লভে-
দ্বিষ্ণো সঃসারোচ্ছেদকারিণীং । ইতি ত্রীনারদীয়পুরাণে-পূৰ্ব-
ভাগে বৃহদ্রথপাখ্যানে চতুর্থপাদে ১০৩ অধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

১৩ । জৈমিদশং স্বন্দপুরাণং । ত্রীব্রহ্মোবাচ । শৃণু বক্ষ্যে মরীচে
চ পুরাণং স্বন্দসংজ্ঞিকং । যস্মিন্ প্রতিপদং সাক্ষ্যাহাদেবো-
ব্যবস্থিতঃ । পুরাণে শতকোটৌ তু যচ্ছিবং বর্ণিতং ময়া ।
লক্ষিতস্তাৰ্থজাতস্ত সারো-ব্যাসেন কীর্তিতঃ । স্বন্দাহ্বয়স্তত্র
খণ্ডাঃ সপ্তেব পরিকল্পিতাঃ । একাংশীতিসহস্রস্ত স্বন্দং সৰ্বাধ-
কৃত্তনং । যঃ শৃণোত পঠেদ্বাপি স তু সাক্ষ্যচ্ছিবঃ স্থিতঃ । যত্র
মাহেশ্বরী ধম্মাঃ যথুথেন প্রকাশিতাঃ । কস্মৈ তৎপুৰুষে বৃত্তাঃ
সৰ্বসিদ্ধিবিধায়কঃ ॥

তত্র প্রথমে মাহেশ্বরখণ্ডে । তস্ত মাহেশ্বরচাৰ্য্যঃ খণ্ডঃ
পাপপ্রণাশনঃ । কিঞ্চিদন্যুর্নাকসাহস্রো-বহুপুণ্যোবহুংকথঃ ।
অচরিত্রশতৈৰ্যুক্তঃ স্বন্দমাহাত্ম্যশ্লোকঃ । যত্র কেদারমাহাত্ম্যো
পুরাণোপক্রমঃ পুরা । দক্ষযজ্ঞকথা পশ্চাচ্ছিবলিঙ্গাকর্ষে
ফলং । সমুদ্রমথনাপাখ্যানং দেবেশ্চরিতং ততঃ । পার্কত্যাঃ
সমুপাখ্যানং বিবাহস্তদনন্তরং । কুমারোৎপত্তিকথনং তত-
স্তারকসঙ্গরঃ । ততঃ পশুপতাপাখ্যানং চণ্ডাখ্যানসমাচিতং । দ্যুত-
প্রবর্তনমপাখ্যানং নৈবদেন সঙ্গাগমঃ । ততঃ কুমারমাহাত্ম্যো
পঞ্চতীর্থকথানকং । স্বর্গবর্ষসমুপাখ্যানং নদীসাগরকীর্তনং । ইন্দ্র-
হাস্যকথা পশ্চাদ্ভীজজ্বকথাচিহ্না । প্রাচুর্ভাবস্তোত্রম্ভাঃ কথা
দমনকস্ত চ । মহীসাগরসংযোগঃ কুমারেশকথা ততঃ । ততঃ
স্তারকবৃদ্ধক নানাখ্যানসমাচিতং । বধস্ত তাঁরকস্তাৰ্থ পঞ্চলিঙ্গ-

নিবেশনং । স্বীপাখ্যানং ততঃ পুণ্যং উৰ্দ্ধলোকব্যবস্থিতঃ ।
ব্রহ্মাওস্থিতিমানক বর্করেশকথানকং । মহাকালসমুদ্ভূতিঃ কথা
চাত্ত মহাভূতা । বাহুদেবস্ত মাহাত্ম্যং কোরিতীর্থং ততঃ পরং ।
নানাতীর্থসমাখ্যানং শুশ্রুক্ষেত্রে প্রকীর্তিতং । পাণ্ডবানাং কথা
পুণ্যা মহাবিদ্যাপ্রসাধনং । তীর্থযাত্রাসমাশ্রিত কোমারমি-
দমুতং । অরুণাচলমাহাত্ম্যো লনকুব্রক্ষসংকথা । গৌরীতপঃ-
সমাখ্যানং তত্ততীর্থনিরূপণং । ঋষিষাসুরজাখ্যানং বধস্তাত্ত
মহাভূতঃ । শোণাচলে শিবাস্থানং নিত্যাদা পরিকীর্তিতঃ ।
ইত্যেব কথিতঃ স্বান্দে খণ্ডো মাহেশ্বরোহুতঃ ॥

দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে । দ্বিতীয়ো-বৈষ্ণবঃ খণ্ডস্তথাখ্যানানি
মে শৃণু । প্রথমং ভূমিবরাহং সমাখ্যানং প্রকীর্তিতং । যত্র
রোচককুপ্তস্ত মাহাত্ম্যং পাপনাশনং । কমলায়াঃ কথা পুণ্যা
ত্রীনিবাসস্থিতস্ততঃ । কুলালাখ্যানকং চাত্ত স্ববর্ণমুথরীকথা ।
নানাখ্যানসমায়ুক্তা ভারদ্বাজকথাভূতা । মতঙ্গাঙ্গনসংবাদঃ
কীর্তিতঃ পাপনাশনঃ । পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যং কীর্তিতং চোৎ-
কলে ততঃ । মার্কণ্ডেয়সমাখ্যানং অবরীষস্ত ভূপতেঃ । ইন্দ্র-
হাস্যস্ত চাখ্যানং বিদ্যাপতিকথা শুভা । জৈমিনেঃ সমুপাখ্যানং
নারদস্তাপি বাডব । নীলকণ্ঠসমাখ্যানং নারসিংহোপবর্ণনং ।
ঐশ্বমেধকথা রাজো-ব্রহ্মলোকগতিস্তথা । রথযাত্রাবিধিঃ পশ্চা-
জ্জম্বয়ানবিধিস্তথা । দক্ষিণামূর্ত্যুপাখ্যানং শুভিচাখ্যানকং
ততঃ । রথরক্ষাবিধানক শয়নোৎসবকীর্তনং । খেতাপাখ্যান-
মন্ত্রোক্তং বহ্মাৎসবনিরূপণং । দোলোৎসবো-ভগবন্তে-ব্রতং
সাংবৎসরাভিধং । পূজা চ কামিভির্বিষ্ণোকালকনিয়োগকঃ ।
মোক্ষসাধনমন্ত্রোক্তং নানাযোগনিরূপণং । দশাবতারকথনং
জ্ঞানাদিপারিকীর্তনং । ততো বদরিকায়াস্ত মাহাত্ম্যং পাপ-
নাশনং । অগ্ন্যাদিতীর্থমাহাত্ম্যং বৈশ্বনতেশশিলাভবং । কারণ
ভগবদ্বাসে তীর্থং কাপালমোচনং । পঞ্চধারাভিধং তীর্থং
মেরুসংস্থাপনং তথা । ততঃ কীর্তিকমাহাত্ম্যো মাহাত্ম্যং মদনা-
লসং । যুগ্মকোশসমাখ্যানং দিনকৃত্যানি কীর্তিকে । পঞ্চ-
ভীষ্মব্রতাপাখ্যানং কীর্তিদং ভুক্তিমুক্তিদং । তদব্রতস্ত চ মাহাত্ম্যো
বিধানং স্বানিঃ তথা । পুণ্যাদিকীর্তনং চাত্ত মালাধারণ-
পুণ্যকং । পঞ্চামৃতজ্ঞানপুণ্যং যন্তানাদাদিভ্যঃ ফলং । নানা-
পুশ্কার্জনফলং তুলসীদলজং ফলং । নৈবদ্যস্ত চ মাহাত্ম্যং
হরিবাসরকীর্তনং । অখণ্ডোদাদীপুণ্যং তথা জাগরণস্ত চ ।
মন্ত্রোৎসববিধানক নামমাহাত্ম্যকীর্তনং । ধ্যানাদিপুণ্যকথনং
মাহাত্ম্যং মথুরাভবং । মথুরাতীর্থমাহাত্ম্যং পৃথগুতং ততঃ

পরং। বনানাং দ্বাদশানাক্‌ মাহাত্ম্যং কীর্তিতং ততঃ। ত্রীম-
হাশ্বতস্ত্রয়ো মাহাত্ম্যং কীর্তিতং পরং। বজ্রশাখিলাসংবাদং
অমূল্যলীলাপ্রকাশকং। ততো মাঘশ মাহাত্ম্যং নানদানজপো-
ক্তবং। নানাখ্যানসমায়ুক্তং দশাধ্যায়ে নিরূপিতং। ততো-
বৈশাখমাহাত্ম্যে শয্যাদানাদিজং ফলং। জলদানাদিবিধয়ঃ
কামাখ্যানমতঃ পরং। শ্রুতদেবস্ত চরিতং ব্যাধোপাখ্যান-
মভূতং। তথাকরতৃতীয়াদেবিশেষাং পুণ্যকীর্তনং। ততঃষোধ্যা-
মাহাত্ম্যে চক্রব্রহ্মাহবীর্ষকে। ঋণপাপবিমোক্ষাথো তথাধার-
সত্ৰকং। স্বর্গদ্বারং চক্রহরিধর্মহযুগবর্ণনং। স্বর্গবৃষ্টেকপা-
খ্যানং তিলোদা সরযুভূতিঃ। সীতাকুণ্ডং গুপ্তহরিঃ সরযু-
র্ঘর্ষরাচয়ঃ। গোপ্রচারক ভৃগুদেবং গুরুকৃতাদিপঞ্চকং। ঘোষাকী-
র্দীনী তীর্থানি ত্রয়োদশ ততঃ পরং। পয়াকুপ্ত মাহাত্ম্যং
সক্সাঘবিনিবর্তকঃ। মাণ্ডব্যশ্রমপূজাণি তীর্থানি তদনন্তরং।
অজিতাদিমানসাদিতীর্থানি গদিতানি চ। ইতোষ বৈকবঃ
খণ্ডো দ্বিতীয়ঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

তৃতীয়ে ব্রহ্মখণ্ডে। অতঃ পরং ব্রহ্মখণ্ডং মরীচে শৃণু
পুণ্যদং। যত্র বৈ সেতুমাহাত্ম্যে ফলং স্নানেকণৌত্তমং। গাল-
বস্ত তপশ্চর্যা রাক্ষসাখ্যানকং ততঃ। চক্রতীর্থাদিমাহাত্ম্যং
দেবীপতনসংযুতং। বেতালতীর্থমহিমা পাপনাশাদিকীর্তনং।
মঙ্গলাদিকমাহাত্ম্যং ব্রহ্মকুণ্ডাদিবর্ণনং। হনুমৎকুণ্ডমহিমাগত্যা-
তীর্থভবং ফলং। রামতীর্থাদিকথনং লক্ষ্মীতীর্থনিরূপণং।
শঙ্খাদিতীর্থমহিমা তথা সাধ্যামৃতাদিজঃ। ধনুকোট্যাদিমাহাত্ম্যং
ক্ষীরকুণ্ডাদিজং তথা। গায়ত্র্যাদিকতীর্থানাং মাহাত্ম্যং চাত্র
কীর্তিতম্। রামনাথস্ত মহিমা তত্ত্বজ্ঞানোপদেশনং। যাত্রা-
বিধানকথনং সেতৌ মুক্তিপ্রদং নৃণাং। ধর্ম্মায়গ্নস্ত মাহাত্ম্যং
কতঃ পরমুদীরিতং। স্থাণুঃ স্কন্দায় ভগবান্ যত্র তত্ত্বমুপা-
দিশং। ধর্ম্মারণ্যসংভূতিস্তৎপুণ্যপারিকীর্তনং। কম্মসিদ্ধেঃ
সমাখ্যানং ঋষিবংশনিরূপণং। স্পন্দরাতীর্থমুখ্যানাং মাহাত্ম্যং
যত্র কীর্তিতং। বর্ণনামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মতত্ত্বনিরূপণং। দেবস্থান-
বিভাগস্ত বকুলার্ককথা শুভা। ছত্রা নন্দা তথা শান্তা শ্রীমাতা
চ মতজিনী। পুণ্যদাত্রাঃ সমাখ্যাতা যত্র দেবঃ সমাস্থিতাঃ।
ইন্দ্রেন্নরাদিমাহাত্ম্যং দ্বারকাদিনিরূপণং। লোহাসুরসমাখ্যানং
গন্ধারূপনিরূপণং। শ্রীরামচরিতকৈব সত্যমক্ষিরবর্ণনং। জীর্ণো-
দ্ধারস্ত কথনং শালনপ্রতিপাদনং। জাতিভেদপ্রকথনং স্মৃতি-
ধর্ম্মনিরূপণং। ততঃ বৈকবা ধর্ম্মা নানাখ্যানৈরুদীরিতাঃ।
'চাতুর্ম্মাশ্চে ততঃ পুণ্যে' সর্গধর্ম্মনিরূপণং। দানপ্রশংসা তৎ-

পশ্চাদ্ভূতস্ত মহিমা ততঃ। তপস্শৈলচ পূজার্নাঃ সচ্ছিত্রকথনং
ততঃ। প্রকৃতীনাং ভিদাখ্যানং শালগ্রামনিরূপণং। তারকস্ত
বধোপায়োহত্মাকার্কী মহিমা তথা। বিকোঃ শাপশ্চ বৃক্ষস্ত
পাক্ষতামুনরন্ততঃ। হরস্ত তাত্ত্বং নৃত্যং রামনামনিরূপণং।
হরস্ত লিঙ্গপতনং কথারৈ জবনস্ত চ। পার্বতীজন্মচরিতং
তারকস্ত বধোহভূতঃ। প্রণবৈশ্বর্য্যকথনং তারকাচরিতং পুনঃ।
দক্ষবজ্রসমাপ্তিশ্চ দ্বাদশাক্ষররূপণং। জ্ঞানবোগসমাখ্যানং মহিমা
দ্বাদশার্ণজঃ। শ্রবণাদিকপুণ্যঞ্চ কীর্তিতং শম্মদং নৃণাং ॥

তৃতীয়ে ব্রহ্মখণ্ডোত্তরভাগে। ততো ব্রহ্মোত্তরে ভাস্পে
শিবস্ত মহিমাদ্ভূতঃ। পঞ্চাকরস্ত মহিমা গোকর্ণমহিমা ততঃ।
শিবরাত্র্যেচ মহিমা প্রদোষব্রহ্মকীর্তনং। সোমবারব্রহ্মোপা-
সীমন্তিত্রাঃ কথনকং। ভদ্রায়ুংপত্তিকথনং সদাচারনিরূপণং।
শিববন্দ্যসমুদ্দেশো ভদ্রায়ুদ্ব্যবর্ণনং। ভদ্রায়ুমতিমা চাপি ভদ্ম-
মাহাত্ম্যকীর্তনং। শবরাখ্যানকথনং উমামাহেশ্বরব্রহ্মং। রুদ্রা-
ক্ষস্ত চ মাহাত্ম্যং রুদ্রাধ্যায়স্ত পুণ্যকং। শ্রবণাদিকপুণ্যঞ্চ
ব্রহ্মখণ্ডোত্তরমীরিতঃ ॥

চতুর্থে কাশীখণ্ডে। অতঃ পরং চতুর্থস্ত কাশীখণ্ডমভূতমং।
বিক্যানারদমোহিতং সংবাদঃ পরিকীর্তিতঃ। সত্যলোকপ্রভাব-
শ্চাগন্ত্যাবাসে সুরাগমঃ। পতিব্রতাচরিত্রক তীর্থচর্যাশ্রয়-
সনং। ততঃ সপ্তপুর্থাখ্যা সংযমিত্তা নিরূপণং। ব্রহ্ম চ
তথেন্দ্রায়োলোকাপ্তিঃ শিবশ্রমণঃ। অগ্নেঃ সমুদ্ভবশ্চৈব ক্রব্যা-
ধ্বংসস্তবঃ। গন্ধবতালকাপুর্ষ্যোরীষ্য্যাশ্চ সমুদ্ভবঃ। চন্দ্রোডু-
বুধলোকানাং কুজেন্দ্র্যাকভূবাং ক্রমাৎ। সপ্তসীর্গাং ক্রবস্তাপি
তপোলোকস্ত বর্ণনং। ক্রবলোককথা পুণ্য সত্যলোকনিরী-
ক্ষণং। স্কন্দাগন্ত্যসমালাপো মণিকর্ণীসমুদ্ভবঃ। প্রভাবশ্চাপি
গঙ্গায় গঙ্গানামসহস্রকং। বারানসীপ্রশংসা চ ভৈরবাভির্ভব-
স্ততঃ। দণ্ডপাণিজ্ঞানবাপ্যোক্তবঃ সমনস্তরং। ততঃ কলাব-
ত্যাখ্যানং সদাচারনিরূপণং। ব্রহ্মচারিসমাখ্যানং ততঃ স্ত্রীলক্ষ-
ণানি চ। কৃত্যাকৃত্যাবিনির্দেশো হবিমুক্তেশবর্ণনং। গৃহস্থ-
বোগিনোধ্যাঃ কালজ্ঞানং ততঃ পরং। দিবোদাসকথা পুণ্য
কাশীবর্ণনম্বেব চ। যোগিচর্চ্চা চ লোলাকৌত্তরশাষার্কজা কথা।
ক্রপদাক্ত তাক্ষ্যাক্ষ্যারুণাক্তোত্তরস্ততঃ। দশাধর্ম্মেধতীর্থার্থা
মন্দরাক্ষ গগাগমঃ। শিশাচমোচনাখ্যানং গণেশপ্রেষণস্ততঃ।
মায়ু গণেশপ্রেষণ তুরি প্রাইর্ভবস্ততঃ। বিষ্ণুমায়ীপ্রকোহখ
দিবোদাসবিমোক্ষণং। ততঃ পঞ্চনদোৎপত্তির্বিদ্যুদ্রবস্তবঃ।
ততো বৈকবতীর্থার্থা শূলিনঃ কাশিকাগমঃ। জৈগীর্ঘ্যবোণ

ସଂବାଦୋ ଜ୍ୟୋତ୍ତେଶାଧ୍ୟୋ ସହେଷିତଃ । କ୍ଷେତ୍ରାଧ୍ୟାନଂ କନ୍ଦୁକେଶ-
ବ୍ୟାଞ୍ଚେଷ୍ଟରସମୁଦୟଃ । ଶୈଳେଶ୍ଵରଦ୍ଵେଷ୍ଟରସୋଃ କୃତ୍ତିବାଳଞ୍ଚ ଚୋଦ୍ଧବଃ ।
'ଦେବତାନାମଧିଷ୍ଠାନଂ ଦୁର୍ଗାସୁରପରାକ୍ରମଃ । ଦୁର୍ଗାୟା ବିଜରାଞ୍ଚାଧି-
ଞ୍ଜକାରେଶ୍ଚ ବର୍ଣନଂ । ପୁନରୋଞ୍ଚାରମାହାତ୍ମ୍ୟାଂ ତ୍ରିଲୋଚନସମୁଦୟଃ ।
କେଦାରାଧ୍ୟା ଚ ଧର୍ମେଶ୍ଵରକଥା ବିଷ୍ଣୁଜୋତ୍ସବା । ବୀରେଶ୍ଵରସମାଧ୍ୟାନଂ
ଗଙ୍ଗାମାହାତ୍ମ୍ୟାକୃତ୍ତିନଂ । ବିଷ୍ଣୁକ୍ଷେମସହିମା ଦକ୍ଷସଞ୍ଜୋଦ୍ଧବସ୍ତବା ।
ସତୀଶତ୍ରୀୟୁତେଶାଦେର୍ଭୁଜସ୍ତବଃ । ପରାଶରୋଃ । କ୍ଷେତ୍ରତୀର୍ଥକଦସ୍ତ
ନୁକ୍ତିମଣ୍ଡପଂସଂକଥା । ବିଷ୍ଣୁଶ୍ଚରିତବିଷ୍ଣୁତାତୋ ଯାତ୍ରାପରିକ୍ରମଃ ॥

• ପଞ୍ଚମେ ଅବସ୍ଥିତେ । ଅତଃ ପରଂ ଅବସ୍ଥାଧ୍ୟାଂ ଶୁଣୁ ଷଠକ
ପଞ୍ଚମଂ । ମହାକାଳବନାଧ୍ୟାନଂ ବ୍ରହ୍ମନିର୍ବଞ୍ଚିନା ତତଃ । ପ୍ରୋଷିତ-
ବିଧିଞ୍ଚାପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟପତିଞ୍ଚ ସୁରାଗମଃ । ଦେବଦୀକ୍ଷା ଶିବତୋଦ୍ରଂ ନାନା-
ପାତକନାଶନଂ । କପାଳସୋଚମାଧ୍ୟାନଂ ମହାକାଳବନସ୍ଥିତିଃ ।
ଶ୍ଚିର୍ଥଂ କଳକେଶେଷ୍ଠ ସରୁପାପପ୍ରଣାଶନଂ । କୁଞ୍ଜମଞ୍ଜରସଞ୍ଜଞ୍ଜ ସର୍ଗେ
ନୁଦ୍ରୁଷ୍ଟ ପୁଣ୍ୟଦଂ । କୃତ୍ତିହେଶ୍ଵର ବିଦ୍ୟାବ୍ରମକଟେଶ୍ଵରତୀର୍ଥକଂ । ଅର୍ଗ-
ହାରଂ ଚତୁଃସିଦ୍ଧୁତୀର୍ଥଂ ଶକ୍ତରତ୍ନାପିକା । ସଂକରାକଗନ୍ଧବତୀତୀର୍ଥସ୍ନାପ-
ପ୍ରଣାଶନଂ । ଦଶାଧ୍ୟମେଧେକାନଂ ଶାତୀର୍ଥେ ଚ ହରିସିଦ୍ଧିଦଂ । ପିଞ୍ଜା-
କାଦିବାତ୍ରା ଚ ହନୁମଂକସ୍ୟେଷ୍ଠେ । ମହାକାଳେଶ୍ଵରାତ୍ରା ଚ ହନୁମଂ-
କସ୍ୟେଷ୍ଠେ । ମହାକାଳେଶ୍ଵରାତ୍ରା ଚ ବଲ୍ଲୀକେଶ୍ଵରତୀର୍ଥକଂ । ଶୁକ୍ରେଶ-
ଭେଶୋପାଧ୍ୟାନଂ କୁଞ୍ଜସ୍ତ୍ରାଂ ପ୍ରୋକ୍ଷ୍ୟେ । ଅକ୍ରୁରମନ୍ଦାକିଞ୍ଚ-
ପାଦଚକ୍ରାକଟିବତଃ । କରଭେଶକୁଞ୍ଜଟେଶଜଡୁକେଶାଦିତୀର୍ଥକଂ ।
ମାର୍କଞ୍ଜେଶଂ ଯଜ୍ଞବାପୀ ସୋମେଶଂ ନରକାନ୍ତକଂ । କେଦାରେଶ୍ଵରରାମେଶ-
ସୌଭାଗ୍ୟୋନରାର୍କକଂ । କେଶାକଂ ଶକ୍ତିଭେଦଞ୍ଜ ଅର୍ଗନ୍ଧରମୁଖାନି
ଚ । ଓକ୍ତାରେଶାଦିତୀର୍ଥାନି ଅକ୍ତକୃତ୍ତିକୃତ୍ତିନଂ । କାଳାରଣ୍ୟେ
ଲିଞ୍ଜସନ୍ଧ୍ୟା ଅର୍ଗନ୍ଧ୍ରାଭିଧାନକଂ । କୁଞ୍ଜସ୍ତ୍ରା ଅବସ୍ଥାଞ୍ଚୋକ୍ତାଞ୍ଜିତ୍ରା-
ଭିଧାନକଂ । ପଦ୍ମାବତୀ କୁଞ୍ଜସ୍ତ୍ରାୟାବତୀତିନାମକଂ । ବିଶାଳା-
ପ୍ରତିକଳାଭିଧାନେ ଚ ଅରଶାନ୍ତିକଂ । ଶିଞ୍ଜାମାନାଦିକଞ୍ଜ
ନାଗୋଦ୍ଧୀତା ଶିବସ୍ଥିତିଃ । ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷବଧାଧ୍ୟାନଂ ତୀର୍ଥଂ ଅନ୍ଦର-
କୁଞ୍ଜକଂ । ନୀଳଗଙ୍ଗା ପୁଞ୍ଜାଧ୍ୟାଂ ବିଜ୍ଞାବାସନତୀର୍ଥକଂ । ପୁଞ୍ଜୋ-
ଦ୍ଧମାଧିମାସଂ ତତ୍ତୀର୍ଥକାଧ୍ୟାନଂ । ଗୋମତୀବାମନେ କୁଞ୍ଜେ
ବିକୋର୍ନାମସହସ୍ରକଂ । ବୀରେଶ୍ଵରସରଃ କାଳତେରବସ୍ତ ଚ ତୀର୍ଥକେ ।
ସହିମା ନାଗପଞ୍ଜାୟାଂ ନୁସିଂହସ୍ତ ଅରକ୍ତିକା । କୁଞ୍ଜେଶ୍ଵରବାତ୍ରା ଚ
ସେବସମ୍ପ୍ରକୃତ୍ତିନଂ । କରକାଞ୍ଜାଧ୍ୟାତୀର୍ଥକ ବିଷ୍ଣୋଦିଶୁରୋହଂ ।
କ୍ରୁଦ୍ଧକ୍ରୁଦ୍ଧପ୍ରଭୃତିବୁ ବହୁତୀର୍ଥନିରୂପଂ । ଯାତ୍ରାତୀର୍ଥକା ପୁଣ୍ୟା ରେବା-
ମାହାତ୍ମ୍ୟାୟାଞ୍ଜିତ । ସର୍ଗପୁଞ୍ଜଞ୍ଜ କୈରାଣ୍ୟୋ ମାର୍କଞ୍ଜେଶ୍ଵର ସମ୍ପ୍ର-
ପ୍ରାମ୍ନରାକ୍ଷରାଧ୍ୟାନଂ ଅମୃତାମ୍ବୁରିକୃତ୍ତିନଂ । କଳେ କଳେ ପୁଞ୍ଜ-
ନାମନୁର୍ଜଦାୟାଂ ଶ୍ରୀକୃତ୍ତିନଂ । ଶ୍ରବଣାର୍ଗଂ ନର୍ମଦକ କାଳରାଜିକଥା

ତତଃ । ମହାଦେବସ୍ଥିତିଃ ପଞ୍ଚାଂ ପୁଞ୍ଜକରକଥାତ୍ରା । ବିଶାଳାଧ୍ୟାନଂ
ପଞ୍ଚାଞ୍ଜାଳେଶ୍ଵରକଥା ତଥା । ଗୌରୀବ୍ରତସମାଧ୍ୟାନଂ ତ୍ରିପୁର-
ଜ୍ଞାନସ୍ତତଃ । ଦେହପାତବିଧାନଞ୍ଜ କାବେରୀସମ୍ପ୍ରସ୍ତତଃ । ନାଳ-
ତୀର୍ଥଂ ବ୍ରହ୍ମବର୍ଜଂ ଯଦ୍ଵେଶ୍ଵରକଥାନକଂ । ଅଗ୍ନିତୀର୍ଥଂ ରବିତୀର୍ଥଂ
ସେଷନାଦଂ ହିମାକ୍ତକଂ । ଦେବତୀର୍ଥଂ ନର୍ମଦେଶଂ କପିଳାଧ୍ୟାଂ କର-
ଜକଂ । କୁଞ୍ଜେଶଂ ପିଞ୍ଜାଦଂ ବିମଳେଶଂ ଶୂଳଭିଂ । ଶତୀହରଣ-
ସାଧ୍ୟାତ୍ମକକ୍ରୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତଃ । ଶୂଳଭଦ୍ରୋଦ୍ଧବୋ ଯଦ୍ଵେ ଦାନସନ୍ଧ୍ୟାଃ
ପୃଥ୍ଵିଧାଃ । ଆଧ୍ୟାନଂ ଦୀର୍ଘତପସ-ଅଧ୍ୟାତ୍ମକଥା ତତଃ । ଚିତ୍ରସେନ-
କଥା ପୁଣ୍ୟା କାଶିରାଜ୍ୟା ଯୋକ୍ଷ୍ୟଂ । ତତୋ ଦେଶିନାଧ୍ୟାନଂ
ଶରୀଚରିତାଚିତଂ । ଧ୍ୟାପାଧ୍ୟାନଂ ତତଃ ପୁଣ୍ୟାଂ ପୁଞ୍ଜାଧ୍ୟାତ୍ମକତୀର୍ଥକଂ ।
ଆପିତୋଶ୍ଵରତୀର୍ଥକ ଶକ୍ତିତୀର୍ଥଂ କରୋଟିକଂ । କୁମାରେଶ୍ଵରମଣ୍ଡ୍ୟେଶଂ
ଚାବନେଶଂ ମାତୃଜଂ । ଲୋକେଶଂ ସନେଶଂ ମଞ୍ଜେଶଂ କାମଜଂ ।
ନାଗେଶଂ କାପି ଗୋପାରଂ ଗୋତମଂ ଶଞ୍ଜୁଡ଼ଞ୍ଜଂ । ନାରଦେଶଂ ନନ୍ଦି-
କେଶଂ ବରୁଣେଶ୍ଵରତୀର୍ଥକଂ । ଦଦିହ୍ନାଦିତୀର୍ଥାନି ହନୁମଂଶ୍ଚେଶ୍ଵରସ୍ତତଃ ।
ରାମେଶ୍ଵରାଦିତୀର୍ଥାନି ସୋମେଶଂ ପିଞ୍ଜେଶ୍ଵରଂ । ଶ୍ଵଗମୋକ୍ଷଂ କାପି-
ଲେଶଂ ପୁତିକେଶଂ ଜଳେଶଂ । ଚତୁର୍ଥମତୀର୍ଥକ କଞ୍ଜୋଦ୍ଧୀଶଂ
ନାନ୍ଦିକଂ । ନାରାୟଣଂ କୋଟିଶଂ ବ୍ୟାସତୀର୍ଥଂ ପ୍ରଭାସିକମ୍ ।
ନାଗେଶଂ ସଂକର୍ଷଣକଂ ଯଜ୍ଞେଶ୍ଵରତୀର୍ଥକଂ । ଏରଣ୍ଡୀସମ୍ପ୍ରସ୍ତ ପୁଣ୍ୟାଂ
ସ୍ଵର୍ଗାଶିଳତୀର୍ଥକଂ । କରଞ୍ଜଂ କାମହଂ ତୀର୍ଥଂ ଭାଗିରଂ ରୋହିଣୀ-
ଭବଂ । ଚକ୍ରତୀର୍ଥଂ ଧୌତପାପଂ ଶାନ୍ତମାଞ୍ଜିରସାହରଂ । କୋଟି-
ତୀର୍ଥମସୋଦ୍ଧାଧ୍ୟାତ୍ମକାଧ୍ୟାଂ ତ୍ରିଲୋଚନଂ । ଉଜ୍ଜେଶଂ କନ୍ଦୁକେଶଂ
• ସୋମେଶଂ କୋହନେଶଂ । ନାର୍ମଦଂ ଚାର୍କମାପ୍ରେଶଂ ତୀର୍ଗବେଶ୍ଵର-
ସମ୍ପ୍ରସ୍ତମଂ । ବ୍ରାହ୍ମଣଂ ଦୈବକ୍ଷ ଗୋଶଂ ଆଦିବାରାହଂ କବେ । ରାମେଶ-
ସ୍ତ ସିଞ୍ଜେଶଂ ଆହାଞ୍ଜଂ କଞ୍ଜେଶ୍ଵରଂ । ଶାକ୍ତଂ ମୌର୍ଯ୍ୟକ୍ଷ ନାନ୍ଦେଶଂ
ତାପେଶଂ ବ୍ରହ୍ମଗ୍ନିତବଂ । ଯୋଜନେଶଂ ବରାହେଶଂ ହାଦନୀଶିବ
ତୀର୍ଥକେ । ସିଞ୍ଜେଶଂ ମଞ୍ଜେଶଂ ବିଜ୍ଞାବାରାହତୀର୍ଥକଂ । କୁଞ୍ଜେଶ୍ଵ-
ସ୍ତେବାରାହଂ ଭାର୍ଗବେଶଂ ରବୀନ୍ଦ୍ରଂ । ଶୁକ୍ରାଦୀନି ଚ ତୀର୍ଥାନି ହିଁ କାର-
ସ୍ଵାମିତୀର୍ଥକଂ । ସମ୍ପ୍ରସ୍ତଂ ନାରକେଶଂ ଯୋକ୍ଷଂ ସାର୍ପକ୍ଷ ଗୋପକଂ ।
ନାଗଂ ଶାନ୍ତକ୍ଷ ସିଞ୍ଜେଶଂ ମାର୍କଞ୍ଜେଶ୍ଵରତୀର୍ଥକେ । କାମୋଦ୍ଧୂଳା-
ରୋପାଧ୍ୟୋ ମାନ୍ତବ୍ୟଂ ଗୋପକେଶ୍ଵରଂ । କପିଳେଶଂ ପିଞ୍ଜେଶଂ
ଭୂତେଶଂ ଗାନ୍ଧର୍ବୋଦ୍ଧମେ । ଅଧ୍ୟାୟେଶଂ ଭୃଗୁକଞ୍ଜଂ କେଦାରେଶଂ
ପାପହଂ । ଧନଥଳେଶଂ ଜାଳେଶଂ ଶାଳଗ୍ରାମଂ ବ୍ରାହ୍ମକଂ । ଚକ୍ର-
ପ୍ରଭାସମାଦିତ୍ୟଂ ତ୍ରିପତ୍ୟାଧ୍ୟାଂ ହଂସକଂ । ଯୁକ୍ତାନ୍ତକ୍ଷ ଶୂଳେଶଂ ଧ୍ୟା-
ଚିତ୍ରଦେଶଂ । ଶିଖିଶଂ କୋଟିତୀର୍ଥକ ଦଶକ୍ରୁଦ୍ଧଂ ଅବୁର୍ଗକଂ ।
ଶ୍ଵଗମୋକ୍ଷଂ ଭାରତୀଭବସ୍ତତଃ । ଶ୍ରୀକୋଟିତୀର୍ଥଂ ଶ୍ରୀକୋଟିନେଶଂ କଳସ୍ତତିରତଃ ।

পরং । দ্বিমুখলমাহাত্ম্যো রোহিতাখং কথ্য ততঃ । ধুকুমার-
সমাখ্যানং বধোপায়স্ততোহস্ত চ । বধো ধুকুমারস্ততঃ পশ্চাৎ
ততশ্চিহ্নবহোভবঃ । মহিমাস্ত ততশ্চতীশপ্রভাবো রতীশ্বরঃ ।
কেদারেশো লক্ষতীর্থং ততো বিষ্ণুপদীভবং । মুখারং চাবনা-
কাখ্যং ব্রহ্মপদ সন্ততঃ । চক্রাখ্যং ললিতাখ্যানং তীর্থং বহু-
গোমখং । রুদ্রাবর্তকুমারকৃতঃ তীর্থং পাপপ্রণাশনং । রাবণেশং
শুকপটং দেবাক্ষপ্রেততীর্থকং । জিহ্নোদতীর্থসমুদ্ভূতিঃ শিবো-
দ্ভেদঃ কলস্ততিঃ । এব খণ্ডো হবস্তাখ্যঃ শৃগুতাং পাপনাশনঃ ॥

স্বঠে নাগরখণ্ডে । অতঃ পরং নগরখাণ্ডঃ খণ্ডঃ স্বঠোহ-
ভিধীয়তে । লিঙ্গোৎপত্তিসমাখ্যানং হরিশ্চন্দ্রকথা শুভা ।
বিশ্বামিত্রস্ত মাহাত্ম্যং ত্রিশঙ্কুস্বর্গতিকথা । হাটকেশ্বরমাহাত্ম্যো
ব্রহ্মাসুরবধস্তথা । নাগবিলং শঙ্খতীর্থং অচলেশ্বরবর্ণনং । চমৎ-
কারপুরাখ্যানং চমৎকারকরং পরং । গয়শীর্ষং বালশাখ্যং বাল-
মণ্ডং মৃগাহবয়ং । বিষ্ণুপাদক গোবর্গং যুগরূপং সমাশ্রয়ঃ ।
সিন্ধেশ্বরং নাগসরং সপ্তার্ঘ্যং হৃগস্তাকং । জগগর্ভং নলেশক
ভৈরবং দুর্ভৈরবমর্ককং । শাস্তিষ্ঠং শোভনাগক দৌর্গমানজ্জকেশ্বরং ।
জৈমদগ্নিবধাখ্যানং নৈঃকজ্রিকথানকং । রামহৃদং নাগপুরং
জড়ালক্ক যজ্ঞভূঃ । মুতীরাদিত্রিকার্কক সতীপরিণয়স্তথা । বাল-
খিল্যক বাগেশং বালখিল্যক গারুড়ং । লক্ষ্মীশাপঃ সাপ্তবিন্দুঃ
সোমপ্রাসাদমেব চ । অম্বাবন্ধং পাছুকাখ্যং আশ্রয়ং ব্রহ্ম-
কুণ্ডকং । গোমুখং লোহিত্যখ্যং অজাপালেধরী তথা । শানৈ-
শ্বরং রাজবাপী রামেশো লক্ষ্মণেশ্বরঃ । কুশেশাখ্যং লবেশাখ্যং
লিঙ্গং লবোত্তমোত্তমং । অষ্টবষ্টিসমাখ্যানং দময়ন্ত্যাজিজাতকং ।
ততোহিহা রেবতী চাত্র ভট্টিকাতীর্থসমুভবং । ক্ষেমঙ্করী চ কেদারং
শুকতীর্থং মুখারকং । সত্যসঙ্কেশ্বরখ্যানং তথা কণোৎপলাকথা ।
স্বঠেশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং গোবর্গং গাণেশমেব চ । ততো বাস্তুপদা-
খ্যানং অজাগহকথানকং । সৌভাগ্যাক্কশূলেণং ধর্মরাজ-
কথানকং । মিষ্টাব্রদেশ্বরখ্যানং গাণপত্যজয়ং ততঃ । জাবালি-
চরিতকৈব মকরেশকথা ততঃ । কালেশ্বর্যাক্কখ্যানং কুণ্ড-
মাপ্রসঙ্গতথা । পুষ্যাদিত্যং রোহিতাখং নাগরোৎপত্তিকীর্তনং ।
ভাগবৎ চরিতং চৈব বৈখ্যামৈত্র্যং ততঃ পরং । সারস্বতং পৈগ্ণ-
লাদং কংসারীশক পৈণ্ডকং । ব্রহ্মণো যজ্ঞচরিতং সাবিত্র্যখ্যান-
সংযুক্তং । রেবতং ব্রহ্মজ্ঞাখ্যং মুখ্যতীর্থনিরীক্ষণং । কোরবং
হাটকেশাখ্যং প্রভাসং ক্ষেত্রকজয়ং । পোকরং নৈমিষং ধার্ম-
করণ্যত্রিতয়ং স্মৃতং । বারাগনী দ্বারকাখ্যাবস্ত্যাধোতি পুরী-
জয়ং । বৃন্দাবনং খণ্ডখ্যামট্টকখ্যং বনজয়ং । কলঃ শাল-

স্তথা নন্দো গ্রামজয়মস্মৃতমং । অসিগুরুপিতৃসংজ্ঞং তীর্থত্রয়-
বৃন্দাজতং । শ্রীকৃন্দো রেবতশৈব পর্কভজয়মস্মৃতমং । নদীনাং
ত্রিতয়ং গঙ্গা নর্মদা চ সরস্বতী । সার্বকোট্রয়কলমেকৈককৈব

। কৃপিকা শঙ্খতীর্থকামরকং বালমণ্ডনং । হাটকেশ-
ক্ষেত্রকলপ্রদং প্রোক্তং চতুর্ভয়ং । শাক্ষদিত্যং শ্রীকল্লং যোধি-
ষ্ঠিরমথাককং । জলশায়ি চতুর্ভাষ্যং অশ্রুতশয়নব্রতং । মঙ্গলেশং
শিবরাত্রিকলাপুরুষদানকং । পৃথীদানং বাণকেশং কপালমোচ-
নেশ্বরং । পাপপিণ্ডং সাপ্তলৈঙ্গং যুগমানাদিকীর্তনং । নিবেশ-
শাক্ষত্যাখ্যা রুদ্রেকাদশকীর্তনং । দামমাহাত্ম্যাকখনং দ্বাদশা-
দিত্যকীর্তনং । ইত্যেব নাগরঃ খণ্ডঃ প্রভাসাখ্যাধুনোচাতে ॥

সপ্তমে প্রভাসখণ্ডে । সোমেশো যজ্ঞ বিখ্যেশোহর্কস্তলং
পূণ্যদং মহৎ । সিন্ধেশ্বরাদিকাখ্যানং পৃথগত্র প্রকীর্তিতং । অগ্নি-
তীর্থং কপদীশং কেদারেশং গতিপ্রদং । ভীমভৈরবচতীশ-
ভাস্করাস্তারকেশ্বরঃ । বৃধেজ্যাত্তসৌরেন্দুশিখীশা ত্রিবিপ্রহঃ ।
সিন্ধেশ্বরাদ্যাঃ পঞ্চাত্তে রুদ্রাস্তত্র ব্যবহিতাঃ । বরারোহা হুজা-
পালা মঙ্গলা ললিতেশ্বরী । লক্ষ্মীশো বাড়বেশচাষীশঃ কামে-
শ্বরস্তথা । গোবীশবরগেশাখ্যং উষীষক গণেশ্বরং । কুমারেশক
শাকল্যং শকুলোত্তমগোতমং । দৈত্যঘ্নেশং চক্রতীর্থং সন্নি-
হত্যাহবয়ং তথা । ভূতেশাদীনি লিঙ্গানি আদিনারায়ণাহবয়ং ।
ততশ্চক্রধরাখ্যানং শাস্ত্রাদিত্যকথানকং । কথা কণ্টকশোধিত্রা-
মহিষঘ্নাস্ততঃ পরং । কপালীশ্বরকোটীশবালব্রহ্মাহবসংকথা ।
নরকেশস্বর্গেশনিধীশ্বরকথা ততঃ । বলভদ্রেশ্বরস্তাথ গঙ্গাদা-
গণপত্ত চ । জাম্ববত্যাখ্যাসরিতঃ পাণ্ডুকপত্ত সংকথা । শত-
মেধলক্ষমেধকোটিমৈধকথা তথা । হুসাসার্কবহুস্থানহিরণ্যসজ-
মোৎকথা । নগরাক্ত কৃষ্ণস্ত সঙ্কর্ষণসমুদ্রয়োঃ । কুমার্যাঃ
ক্ষেত্রপালস্ত ব্রহ্মলপ্ত কথা পৃথক্ । পিজলাসঙ্গমেশস্ত শঙ্করার্ক-
ঘটেশয়োঃ । ঋষিতীর্থস্ত নন্দাকত্রিতকপত্ত কীর্তনং । শশো-
পানস্ত পর্ণাক্তজুমতোঃ কথাভূতা । বারাহাম্যমিবৃত্তান্তং
ছায়ালিঙ্গাখ্যাক্তল্কয়োঃ । কথা কনকনন্দার্যঃ কুতীগদেশয়ো-
স্তথা । চমসোদ্ভেদবিছুরত্রিলোকেশকথা ততঃ । মঙ্গলেশ-
ত্রৈপুৱেশবতীর্থকথাস্তথা । সূৰ্য্যপ্রাচীত্রীকগমোক্ষমার্গাকথা
তথা । ভৃঙ্গারশূলস্থলয়োচ্যবনার্কেশয়োস্তথা । অজাপালেধ-
বানার্ককুবেরস্থলজা কথা । ঋষিতোয়াকথা পূণ্য লজ্জালেধ-
কীর্তনং । নন্দাদিত্যকখনং নারায়ণনিকূপণং । তপ্তকুণ্ড-
মাহাত্ম্যং মূলচতীশবর্ণনং । চতুর্ভুগণাধ্যাক্কলেশ্বরয়োঃ
কথা । গোপালস্বামিকুলস্বামিনোর্থকতীকথা । ক্ষেত্রাক্তোত্ত-

বিশেষজ্ঞলক্ষ্যমিকা ভতঃ। কালমেঘস্ত কল্পিত্যা উর্বনীশ্বর-
ভদ্রয়োঃ। শম্ভাবর্তমোক্ষতীর্থগোন্দাচাতসম্মনাং। জালে-
শ্বরস্ত হুকারকুণ্ডতীর্থয়োঃ কথা। আশাপুরস্থবিশেষকলাকুণ্ড-
কথাভূতা। কপিলেশস্ত চ কথা জরনদবশিবস্ত চ। নলককোটে-
শ্বরয়োহাটিকেশ্বরজ্ঞা কথা। নারদেশমন্ত্রভূবা হুর্গকুটগণেশজা।
সুপর্ণেলাখাভৈরব্যোভল্লতীর্থভবা কথা। কীর্তনং কর্দমালস্ত
গুপসোমেশ্বরস্ত চ। বহুশর্পেশ্বজেশকোটিশ্বরকথা ভতঃ।
মার্কণ্ডেশ্বরকোটিপদামোদরগংহাৎকথা। স্বর্ণরেখা ব্রহ্মকুণ্ডং
কুজীভীমেশ্বরৌ তথা। মৃগীকুণ্ডং সর্বস্বং ক্ষেত্রে বস্ত্রাপথে
সুতং। হুত্রাবিশেষগণেশরৈবতানাং কথাভূতা। ততোহর্ষদে-
শ্লকথা অচলেশ্বরকীর্তনং। নাগতীর্থস্ত চ কথা বশিষ্ঠাশ্রম-
বর্ণনং। ভদ্রং কর্ণস্ত মহাশ্রয়ং ত্রিনেত্রস্ত ততঃ পরং। কেদারস্ত
চ মহাশ্রয়ং তীর্থগমনকীর্তনং। কোটিশ্বররূপতীর্থস্থবৌকেশ-
কথাভূতঃ। সিদ্ধেশ্বক্রেতেশ্বরায়োশ্বগণেশকীর্তনং। পদ্মতীর্থ-
বমতীর্থবারাহতীর্থবর্ণনং। চন্দ্রপ্রভাসপিতোদশ্রীমাতাকুরু-
তীর্থজং। কাত্যায়ন্যাস্ত মহাশ্রয়ং ততঃ পিণ্ডারকস্ত চ। ততঃ
কনকলজ্যাপ* চক্রমাহুতীর্থয়োঃ। কপিলাগ্নিতীর্থকথা তথা
রক্তাহুব্রহ্মজা। গণেশপাথেশ্বরয়োরাত্রায়ামুদগলস্ত চ। চণ্ডী-
স্থানং নাগভবশিরঃকুণ্ডমহেশজা। কামেশ্বরস্ত মার্কণ্ডেশ্বোৎ-
পত্তেশ্চ কথা ততঃ। উদালকেশসিদ্ধেশ্বগততীর্থকথাঃ পৃথক্।
ত্রিদেবমাতোৎপত্তিশ্চ ব্যাসগৌতমতীর্থয়োঃ। কুলসন্তারমহাশ্রয়ং
রামকেটগহ্বরতীর্থয়োঃ। চন্দ্রোদ্ভেদশানশ্রবঃকুস্থানোদ্ভবো-
হনং। ত্রিপুররুদ্রভদ্রগুহেশ্বরকথা শুভা। অবিমুক্তস্ত মহাশ্রয়-
মুমামৌলেশ্বরস্ত চ। মণ্ডোজসঃ প্রভাবশ্চ ভৃগুতীর্থস্ত বর্ণনং।
গঙ্গাধরমিশ্রকয়োঃ কথাচাপ ফলস্ততিঃ। দ্বারকায়ান্ত মহাশ্রয়ো
চন্দ্রশম্ভকথানকং। ভাগরাদ্যাথ্যব্রতঞ্চ ব্রতমেকাদশীভবং।
মহাদ্বাদশিকাথ্যানং প্রহ্লাদর্ষিসমাগমঃ। হুর্কাসস-উপাখ্যানং
ষাট্রোপক্রমকীর্তনং। গোমত্যাংপ্তিকথনং তস্তাং স্নানাদিজং
ফলং। চক্রতীর্থস্ত মহাশ্রয়ং গোমত্যাধিসম্ভমঃ। সনকাদি-
ভ্রদাখ্যানং নৃগতীর্থকথা ততঃ। গৈরাপ্রচারকথা পূণ্য গোপীনাং
দ্বারকাগমঃ। গোপীসরঃসমাখ্যানং ব্রহ্মতীর্থাদিকীর্তনং। পঞ্চ-
নদস্রগমীখ্যানং* নান্যুপাখ্যানসমাভিতং। শিবলিঙ্গমহাতীর্থকৃষ্ণ-
পুঞ্জাদিকীর্তনং। ত্রিবিক্রমস্ত মৃত্যুখ্যা হুর্কাসঃকৃষ্ণসং কথা।
হুশদৈত্যবধোইচ্ছাখ্যা বিশেষার্চনজং ফলং। গোপীনাং দ্বার-
কায়াং তীর্থগমনকীর্তনং। কৃষ্ণমল্লিসংপ্রেক্ষা দ্বাববভ্যাভি-
ষেচনং* তত্র তীর্থাবাসকথা দ্বারকাপুণ্যকীর্তনং। ইত্যোব

সম্ভমঃ প্রোক্তঃ খণ্ডঃ প্রোভাসিকো বিজ। স্বান্দে সর্বোত্তর-
কথা শিবমাহাশ্রয়বর্ণনে ॥

তৎফলশ্রুতিঃ। লিখিতৈতত্ত্বং যো দদ্যাদ্ধেমশূলসমাচিতং।
মাংসাং সংকৃত্য বিপ্রায় স শৈবে মোদতে পদে ॥ ইতি
শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্বভাগে বৃহদুপাখ্যানে চতুর্থপাদে ১০৪
অধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

১৪। চতুর্দশং বামনপুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। শৃণু বৎস প্রব-
ক্ষ্যামি পুরাণং বামনাভিধং। ত্রিবিক্রমচরিত্রাচাং দশসাহস্র-
সম্ব্যকং। কৃষ্ণকল্পসমাখ্যানং বর্গজয়কথানকং। অগদয়সমাবৃত্তং
বক্তৃশ্রোতৃভাবহং ॥

তত্র পূর্বভাগে। পুরাণপ্রশ্নঃ প্রথমং ব্রহ্মলীর্ষচ্ছিদা ততঃ।
কপালমোচনাখ্যানং দক্ষবজ্রবিহিংসনং। তরস্ত কালরূপাখ্যা
কামস্ত দহনং ততঃ। প্রহ্লাদনারায়ণয়োর্বুদ্ধং দেবাসুরাঙ্ঘরম্।
সুকেশ্বর্কসমাপ্যানং ততো ভুবনকোষকং। ততঃ কাম্যব্রতা-
খ্যানং শ্রীহুর্গাচরিতং ততঃ। তপতীচরিতং পশ্চাৎ কুরুক্ষেত্রস্ত
বর্ণনং। সরোমাহাশ্রয়মতুলং পার্বতীজয়কীর্তনং। তপস্তস্ত্র-
বিবাহশ্চ গোবৃষ্যপাখ্যানকং ততঃ। ততঃ কোশিক্যুপাখ্যানং
কুমারচরিতং ততঃ। ততোহুর্গকল্পাখ্যানং সাধ্যোপাখ্যানকং
ততঃ। জাবালিচরিতং পশ্চাদরজায়াঃ কথাভূতা। অন্ধকেশ্বরমো-
র্ভুৎ গগনং চাক্রকস্ত চ। মরুতাং জয়কথনং বলেশ্চ চরিতং
ততঃ। ততস্ত লক্ষ্মীশ্চরিতং ত্রৈবিক্রমমতঃ পরং। প্রহ্লাদতীর্থ-
রাত্রায়ান্ত প্রোচ্যন্তে তৎকথাঃ শুভাঃ। ততশ্চ ধুজুচরিতং
প্রোতোপাখ্যানকং ততঃ। নক্ষত্রপুষ্করাখ্যানং শ্রীদামচরিতং ততঃ।
ত্রিবিক্রমচরিত্রাশ্চ ব্রহ্মপ্রোক্তঃ স্তবোত্তমঃ। প্রহ্লাদবলিসংবাদে
মৃতলে হরিশংসনং। ইত্যেয পূর্বভাগোইদং পুরাণস্য তবো-
দিতঃ ॥

তদন্তরে ভাগে বৃহদ্বামনাখো। শৃণু তস্তোত্তরং ভাগং বৃহদ্বামন-
দংজকং। মাহেশ্বরী ভাগবতী*সৌরী গাণেশ্বরী তথা। চতস্রঃ
বংহিতাশ্চাত্র পৃথক্ সাহস্রসম্ব্যয়া। মাহেশ্বর্যাক্ত কৃষ্ণস্ত তত্তজ্ঞা-
নাক্ত কীর্তনং। ভাগবত্যাং জগন্মাতুরবতারকথাভূতা। সৌর্যাং
হর্যাস্ত মহিমা*গদিতঃ পাপনাশনঃ। গাণেশ্বর্য্যাং গণেশস্ত চরি-
তঞ্চ মহেশিতুঃ। ইত্যোত্তরীমনং নাম পুরাণং সুবিত্তকং। পুন্-
স্ত্যন সমাখ্যাতং নারদার মহাশ্রুতং। ততো নারদতঃ প্রাপ্তঃ
ধ্যাসেন শ্রুর্মহাশ্রনা। ব্যাসাতু লক্শবান্ বৎস তচ্ছিষ্যো রোম-
র্ষণঃ। সীতাখ্যানস্ততি বিপ্রোভ্যো নৈমিষীয়েভ্য এব চ। এবং পর-
পরপ্রাপ্তং পুরাণং বামনং সুতং ॥

তৎফলশ্রুতিঃ। যে পঠন্তি চ শৃণুস্তি তেহপি যান্তি পরাং
গতিং। লিখিতৈতৎ পুরাণস্ত যঃ শরদ্বিবুবেহর্পয়েৎ। বিশ্রায়
বেদবিহুবে স্বতধেহুসমাচিতং। স সমুদ্ভূত নরকারয়েৎ স্বর্গং
পিতৃন স্বকান্। দেহান্তে ভূক্তভাগোহসৌ যাতি বিষ্ণোঃ পরং
পদং॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্বভাগে বৃহদ্রপাখ্যানে চতুর্থ-
পাদে ১০৫ অধ্যায়ঃ ॥ ১৪৫।

১৫। পঞ্চদশং কৃষ্ণপুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। শৃণু বৎস
মহীচেহদ্য পুরাণং কৃষ্ণসংজ্ঞিতং। লক্ষ্মীকল্পানুচরিতং যত্র কৃষ্ণ-
বপুর্হরিঃ। ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং মাহাত্ম্যঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। ইন্দ্র-
হ্যগ্রসঙ্গেন প্রাহর্ষিত্যো দয়াস্তিকং। তৎসপ্তদশসাহস্রং সূচতুঃ-
সংহিতং শুভং। যত্র ব্রাহ্মণ্যং পুত্রা প্রোক্তা ধর্ম্মা নানাবিধা
মুনে। নানাকথাগ্রসঙ্গেন নৃণাং সদগতিদায়কাঃ॥

তৎপূর্বভাগে। তত্র পূর্ববিভাগে তু পুরাণোপক্রমঃ পুরা।
লক্ষ্মীপ্রহ্মসংবাদঃ কৃষ্ণর্ষিগণসঙ্কথা। বর্ণাশ্রমাচারকথা জগদ্রা-
পত্তিকীর্তনং। কালসম্ব্যা সমাসেন লয়াস্তে স্তবনং বিভোঃ।
ততঃ সজ্জপতঃ সর্গঃ শাকরং চরিতং তথা। সহস্রনাম পার্বত্যা-
যোগস্ত চ নিরূপণং। ভৃগুবংশসমাখ্যানং ততঃ স্বায়ম্ভুবস্ত চ।
দেবাদীনাং সমুৎপত্তির্দক্ষবজ্রাহতিস্ততঃ। দক্ষসৃষ্টিকথা পশ্চাৎ
কশ্যপাধ্বয়কীর্তনং। আত্রেয়বংশকথনং কৃষ্ণস্ত চরিতং শুভং।
মার্কণ্ডেক্যসংবাদো ব্যাসপাণ্ডবসংকথা। যুগধর্ম্মানুকথনং ব্যাস-
জৈমিনীকী কথা। বারাগস্তাশ্চ মাহাত্ম্যং প্রয়াগস্ত ততঃ পরং।
ত্রৈলোক্যাবর্ণনঞ্চৈব বেদশাখানিরূপণং॥

তদন্তরভাগে। উত্তরেহস্ত বিভাগে তু পুরা গীতেশ্বরী
ততঃ। ব্যাসগীতা ততঃ প্রোক্তা নানাধর্ম্মপ্রবোধনী। নানা-
বিধানাং তীর্থানাং মাহাত্ম্যঞ্চ পৃথক্ ততঃ। 'নানাধর্ম্মপ্রকথনং
'ব্রাহ্মীয়ং সংহিতা স্মৃতা। অতঃ পরং ভগবতী সংহিতার্থনিরূ-
পণে। কথিতা যত্র বর্ণনাং পৃথগ্ভূতিকাঙ্কতা॥

তদন্তরভাগীয়ভগবত্যাখ্যাক্তীয়সংহিতায়াঃ। পঞ্চপাদেষু।
পাদেহস্তাঃ প্রথমে প্রোক্তা ব্রাহ্মণানাং ব্যবস্থিতিঃ। সদাচার-
শ্রীক্কা বৎস ভোগকৌথ্যবিবর্দ্ধনী॥ দ্বিতীয়ে কলিত্রাণাস্ত বৃত্তিঃ
সম্যক্ প্রকীর্তিতা। যস্মাৎ আশ্রিত্বা পাপং বিমূয়েই ব্রজেদ্বিবং॥
তৃতীয়ে বৈষ্ণবাতীনাং বৃত্তিরুক্তা চতুর্কিধা। যস্মাৎ চরিত্তয়
সম্যঙ্গীতভক্তে গতিমুত্তমাং॥ চতুর্থোহস্তান্তথা পাদে শূদ্রবৃত্তি-
রুদাহতা। যস্মাৎ সন্তব্যতি শ্রীশো নৃণাং শ্রেয়োবিবর্দ্ধনঃ। পঞ্চমে-
হস্তান্ততঃ পাদে বৃত্তিঃ সঙ্করজোদিতা। যস্মাৎ চরিত্তয়ান্নোতি
ভাবিনামুত্তমাং জনিং॥ ইত্যেবা পঞ্চপদ্যুক্তা দ্বিতীয়া সংহিতা

মুনে। তৃতীয়াত্রোদিতা সৌরী নৃণাং কামবিধায়িনী। ষোঢ়া
ষট্কর্ম্মসিদ্ধিঃ সা বোধয়ন্তী চ কামিনাং। চতুর্থী বৈষ্ণবী নাম
মোক্ষদা পরিকীর্তিতা। চতুশদী দ্বিজাদীনাং সাক্ষাদ-ব্রহ্ম-
স্বরূপিণী। তাঃ ক্রমাৎ ষট্চতুর্দ্বীষু সাহস্রাঃ পরিকীর্তিতাঃ॥

তৎফলশ্রুতিঃ। এতৎকৃষ্ণপুরাণস্ত চতুর্কর্গফলপ্রদং। পঠতাং
শৃণুতাং নৃণাং সর্বোৎকৃষ্টগতিপ্রদং। লিখিতৈতন্মু যো ভক্ত্যা
হেমকর্ম্মসমধিতং। ব্রাহ্মণায়াননে দদ্যাৎ স যাতি পরমাং গতিং॥
ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্বভাগে বৃহদ্রপাখ্যানে চতুর্থপাদে
১০৬ অধ্যায়ঃ ॥ ১৫॥

১৬। ষোড়শং মৎস্তপুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। অথ মাংস্তং
পুরাণং তে প্রবেক্ষ্যে দ্বিজসত্তম। যত্রোক্তং সত্যকল্পানাং বৃত্তং
সজ্জিপ্য ভূতলে। ব্যাসেন বৈদবিহুবা নরসিংহোপবর্ণনং।
উপক্রম্য তদুদ্ভিঃ চতুদশসহস্রকং। মনুসংহাস্তসংবাদো ব্রহ্মাণ্ড-
বর্ণনস্ততঃ। ব্রহ্মদেবানুরোৎপত্তিস্মারতোৎপত্তিরেব চ। মন-
দ্বাদশী তদ্রনোকপালাভিপূজনং। মনুসংহাস্তসমুদ্দেশো বৈষ্ণা-
রাজ্যাভিবর্ণনং। সূর্য্যবৈবস্বতোৎপত্তির্কর্ষসঙ্গমনং তথা। পিতৃ-
বংশানুকথনং শ্রাদ্ধকালস্তথৈব চ। পিতৃতীর্থপ্রচারশ্চ সোমোৎ-
পত্তিস্তথৈব চ। কীর্তনং সোমবংশস্ত যযাতিচরিতং তথা।
কার্ত্তবীর্য্যস্ত চরিতং সৃষ্টং বংশানুকীর্তনং। ভৃগুশাপস্তথা বিষ্ণো-
দর্শনা জন্ম চ ক্ষিভে। কীর্তনং পুরুবংশস্ত বংশো হোতাশনঃ
পরঃ। ক্রিয়াযোগস্ততঃ পশ্চাৎ পুরাণং পরিকীর্তিতং। ব্রতং
নক্ষত্রপুরুষং মার্কণ্ডেশ্বরীং তথা। কৃষ্ণাষ্টমীব্রতং তদ্বদ্রোহণী-
চন্দ্রসংজ্ঞিতং। তড়াগবিধিমাহাত্ম্যং পাদপোৎসর্গ এব চ।
সৌভাগ্যশয়নং তদদগস্ত্যব্রতমেব চ। তথানন্ততৃতীয়ারী রস-
কল্যাণিনীব্রতং। তথৈবানন্দকর্য্যাস্ত ব্রতং স্বারস্বতং পুনঃ।
উপরাগাভিধেকশ্চ সপ্তমীশয়নং তথা। ভীমাখ্যা দ্বাদশী তদ্বদন-
শয়নং তথা। অশূচশয়নং তদ্বৎ তথৈবান্দারকব্রতং। সপ্তমী-
সপ্তকং তদ্বদিশোকদ্বাদশীব্রতং। মেরুপ্রদানং দশধা গ্রহশাস্তি-
স্তথৈব চ। গ্রহস্বরূপকথনং তথা শিবচতুর্দশী। তথা সর্বফল-
ত্যাগঃ সূর্য্যবারব্রতং তথা। সংক্রান্তিষ্পণং তদ্বদ্বিত্তিহাদশী-
ব্রতং। ষষ্টিব্রতানাং মাহাত্ম্যং তথা নানবিধিক্রমঃ। 'প্রয়াগস্ত
তু মাহাত্ম্যং স্বীপলোকানুবর্ণনং। তথাস্তরীক্ষচাশ্চ ব্রহ্মমাহাত্ম্য-
মেব চ। ভবনানি স্তরেজ্ঞাণাং ত্রিপুরোদ্যোতনং তথা। পিতৃ-
প্রবরমাহাত্ম্যং মনুসংহাস্তবিনির্ণয়ঃ। চতুর্ষু গন্ত 'সম্ভূতিযুগধর্ম্ম-
নিরূপণং। বজ্রাঙ্কিত তু 'সম্ভূতিস্তারকোৎপত্তিরেব চ। তারকা-
নুরমাহাত্ম্যং ব্রহ্মদেবানুকীর্তনং। পার্বতীসম্ভবস্তদ্বতথা শিব-

তপোবনং। অনঙ্গদেহদাহশ্চ রতিশোকতথৈব চ। গৌরী-
তপোবনং তর্জিবেনাথ প্রসাদনং। পার্শ্বভীষাসংবাদতথৈ-
বোদ্যাইমঙ্গলং। কুমারসম্ভবস্তত্বং কুমারবিজয়স্তথা। তারকস্ত
বোধো বোমো নরসিংহোপবর্ণনং। পদ্মোত্তববিসর্গস্ত তথৈবাক্ক-
ঘাতনং। বারাগস্তম্ভায়াং নন্দদায়ান্তথৈব চ। প্রবরাহ-
ক্রমস্তত্বং পিতৃগাথাংকীর্তনং। তথোভয়মুখীদানং দানং কৃষ্ণ-
জিনস্ত চ। ততঃ সাবিত্র্যুপাখ্যানং রাজধর্মাস্তথৈব চ। বিবি-
ধোংপাতকঞ্চনং গ্রহশাস্তিস্তথৈব চ। যাত্রানিষিক্তকথনং স্বপ্ন-
মঙ্গলকীর্তনং। বামনস্ত তু মহাভায়াং বারাহস্ত ততঃ পরং।
সমুদ্রমথনং তত্বং কালকূটাভিশাস্তনং। দেবাসুরবিষমর্শ বাস্ত-
বিদ্যা তথৈব চ। প্রতীমালক্ষণং তদ্বদেবতাস্থাপনং তথা।
প্রাসাদলক্ষণং তদ্বদগুপানাঞ্চ লক্ষণং। ভবিষ্যরাজ্যমুদ্দেশো-
মহাদানাত্মকীর্তনং। কল্লাহকীর্তনং তত্বং পুরাণেইস্মিন্ প্রকী-
র্তিতং ॥

তৎফলশ্রুতিঃ। পশিত্রমেতৎ কল্যাণমায়ুঃকীর্তিবিবর্দ্ধনং।
যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদপি স যাতি ভবনং হরেঃ। লিখিতৈস্তত্ত্ব স্নে-
দদ্যাদ্ধেমন্তঃশুগবাচিতং। বিপ্রায়ত্ভাক্য বিমুবে স যাতি পরমং
পদং ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্বভাগে বৃহদ্রূপাখ্যানে চতুর্থ-
পাদে ১০৭ অধ্যায়ঃ ॥ ১৬৭ ॥

১৭। সপ্তদশং গরুড়পুরাণং। শ্রীব্রহ্মোবাচ। মরীচে শৃণু বচ্যদ্য
পুরাণং গারুড়ং শুভং। গরুড়ারাত্রবীং পৃষ্ঠো ভগবান্ গরুড়া-
সনঃ। একোনবিংশদাহস্তং তাস্ক্যকল্পকথাচিতং ॥

তত্র পূর্বথণ্ডে। পুরাণোপক্রমো যত্র সর্গসঙ্ক্ষেপস্ততঃ।
হর্যদ্বিপূজনবিধির্দীক্ষাবিধিরতঃ পরম্। শ্রাদ্ধাদিপূজা ততঃ পশ্চা-
দ্রববার্ছাচনং দ্বিজ। পূজাবিধানঞ্চ তথা বৈষ্ণবং পঞ্জরং ততঃ।
যোগাধ্যায়স্ততো বিষ্ণোর্মামলাহস্তকীর্তনং। ধ্যানং বিষ্ণোস্ততঃ
হর্যপূজা মৃত্যুঞ্জয়ার্চনং। মালামৃত্যুঃ শিবার্চাথ গণপূজা ততঃ
পরং। গোপালপূজা ত্রৈলোক্যমোহনশ্রীধরার্চনং। বিষ্ণুর্চা
পঞ্চতর্জিকা চক্রার্চা দেবপূজনং। শ্রাসাদিসঙ্কোপান্তিচ্ছ হর্গা-
র্চাথ হরার্চনং। পূজা মাত্রেয়ী চাতঃ পবিত্রারোহণার্চনং।
মূর্তিধ্যানং বাস্তমানং প্রাসাদানাঞ্চ লক্ষণং। প্রতীষ্ঠা সর্ক-
দেবক্যাং পৃথকপূজাবিধানতঃ। বোগোষ্টাকো দানধর্মঃ প্রায়-
চিত্তং নিধিক্রিয়া। দীপেশনরকাখ্যানং হর্যব্যাহ্চ জ্যোতিষং।
সামুদ্রিকং স্বরাজ্ঞানং নবরত্নপরীক্ষণং। মহাভায়াং তীর্থানাং
গর্যমাহাভায়ামুত্তমং। ততো মনস্তত্ত্বার্থানাং পৃথক পৃথগ্বেদা-
গম্। পিত্রাখ্যানং বর্ণধর্মী ভব্যশুদ্ধিঃ স্তমপণং। শ্রাদ্ধং বিনা-

রকস্তার্কা গ্রহবজ্রস্তথাশ্রমাঃ। মলহাথা প্রেকাশোচং নীতি-
সারো ব্রতোক্তয়ঃ। হর্যব্যংশঃ সোমবংশোহবতারকথনং হরেঃ।
রামায়ণং হরিবংশো ভারতাপ্যানকস্ততঃ। আয়ুর্বেদে নিদানং
প্রাক্ চিকিৎসাদ্রব্যজা গুণাঃ। রোগস্তং কবচং বিষ্ণোগারুড়ং
ত্রৈপুরো মনুঃ। প্রমুচুড়ামণিশ্চাক্তে হর্যায়ুর্বেদকীর্তনং। ঔষ-
ধীনামকথনং ততো ব্যাকরণোহনং। ছন্দঃশাস্ত্রং সদাচারস্ততঃ
জ্ঞানবিধিঃ স্মৃতঃ। তপণং বৈষ্ণবদেবীঞ্চ সন্ধ্যা পার্শ্বকন্ম চ।
নিত্যশ্রাদ্ধং সপিণ্ডাখ্যং ধর্মসারোহণনিষ্কৃতিঃ। প্রতিসংক্রম-
উক্তোহস্মাদয়ুগধর্ম্যাঃ কৃতঃ ফলম্। যোগশাস্ত্রং বিষ্ণুভক্তির্জন-
নিস্কৃতিফলং হরেঃ। মহাভায়াং বৈষ্ণবকাথ নারসিংহস্তবোত্তমং।
জ্ঞানামৃতং গুহ্যষ্টকং শৌভ্রং বিষ্ণুর্চমাহরং। বেদান্তসাধ্যা-
সিদ্ধান্তং ব্রহ্মজ্ঞানং তথায়কং। গীতাসারফলোৎকীর্তিঃ পূন্-
থণ্ডোহরমোরিতঃ ॥

উত্তরথণ্ডে প্রেতকল্পে। অণাষ্ট্রবোস্তরে ঋণ্ডে প্রেতকল্পঃ
পুরোদিতঃ। যত্র তাক্ষেণ সংপৃষ্ঠো ভগবানাহ বাড়ব। ধর্ম-
প্রকটনং পূর্বযোনানাং গতিকারণং। দানাদিকং ফলকাপি
প্রোক্তমজ্যোদ্ধেহিকং। যমলোকস্ত মার্গস্ত বর্ণনঞ্চ ততঃ পরম
যোড়শশ্রীক্ষফলকং বৃত্তানাক্ষাত্র বর্ণিতং। নিষ্কৃতির্মমার্গস্ত ধর্ম-
রাজ্যস্ত বৈভবং। প্রেতপীড়াবিনির্দেশঃ প্রেতচিহ্ননিরূপণং।
প্রেতানাং চরিতাখ্যানং কারণং প্রেততাং প্রতি। প্রেতকৃত্য-
বিচারশ্চ সপিণ্ডীক্ষরণোক্তয়ঃ। প্রেতত্মমোক্ষাখ্যানং দানানি
চ বিমুক্তয়ে। আবশ্যকোত্তমং দানং প্রেতসৌখ্যকরং হিতং।
শারীরকবিনির্দেশো যমলোকস্ত বর্ণনং। প্রেতত্মোদ্ধারকথনং
কন্মকর্ত্ত্ববিনির্ঘণঃ। মৃত্যোঃ পূর্বক্রিয়াখ্যানং পশ্চাৎ কন্মনিক-
পণং। মধ্যং যোড়শকং শ্রাদ্ধং স্বর্গপ্রাপ্তিক্রিয়োহনং। স্তবক
স্তাথ সন্ধ্যানাং নারায়ণবলিক্রিয়া। ব্রহ্মোৎসর্গস্ত মহাভায়াং নিষিদ্ধ-
পরিবর্জনং। অপমৃত্যুক্রিয়োক্তিচ্ছ বিপাকঃ কন্মণাং নৃণাং।
কৃত্যাকৃত্যবিচারশ্চ বিষ্ণুখ্যানং বিমুক্তয়ে। স্বর্গতো বিহিতা-
খ্যানং স্বর্গসৌখ্যাননিরূপণং। ভুলোকবর্ণনঞ্চৈব সপ্তধা লোক-
বর্ণনং। পঞ্চোদ্ধলোককথনং ব্রহ্মাণ্ডস্থিতিকীর্তনং। ব্রহ্মাণ্ডা-
নেকচরিতং ব্রহ্মজীবনিরূপণং। আত্যন্তিকলয়াখ্যানং ফলস্ততি-
নিরূপণং। ইত্যেতদগারুড়ং নাম পুরাণং ভুক্তিমুক্তিদং ॥

তৎফলশ্রুতিঃ। কীর্তিতং পাপশমনং পৃষ্ঠতাং শৃণুতাং নৃণাং।
লিখিতৈস্তৎ পুরাণস্ত বিমুবে যঃ প্রধচ্ছতি। সৌবর্ণং হংসযুগ্মাচ্যং
নিপ্রায় স দিবং ব্রজে ॥ ইতি শ্রীনারদীয়পুরাণে পূর্বভাগে
বৃহদ্রূপাখ্যানে চতুর্থপাদে ১০৮ অধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

১৮। অষ্টাদশঃ ব্রহ্মাণ্ডপুৰাণং। ত্রীব্রহ্মোবাচ। শৃণু বৎস
প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডাখ্যং পুরাতনং। যচ্চ দ্বাদশসাহস্রং ভাবিকল্প-
কথায়ুতং। প্রক্রিয়াখ্যোহনুষঙ্গ্য উপাদ্যাতত্ত্বীয়কঃ। চতুর্থ-
উপসংহারঃ পাদাশ্চত্বার এব হি। পূৰ্বপাদদ্বয়ং পূৰ্বোভাগোহত্র
সমুদাহৃতঃ। তৃতীয়ে মধ্যমো ভাগশ্চতুর্থস্তুরোমতঃ ॥

তত্র পূৰ্বভাগে প্রক্রিয়াপাদে। আদৌ কৃত্যসমুদ্দেশো-
নৈমিষাখ্যানকং ততঃ। হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিশ্চ লোককল্পনমেব
চ। এষ বৈ প্রথমঃ পাদো দ্বিতীয়ঃ শৃণু মানদ ॥

পূৰ্বভাগে অনুবঙ্গপাদে। কল্পময়স্তুরাখ্যানং লোকজ্ঞানং
ততঃ পরং। মানসীশ্চক্ৰকথনং রূপপ্রসববর্ণনং। মহাদেববিভূ-
তিশ্চ ঋষিসংগততঃ পরং। অগ্নীনাং বিচরশ্চাপ্য কালসত্ত্বাববর্ণনং।
প্রিয়ব্রতাচয়োদ্দেশঃ পৃথিব্যাগামবিস্তরঃ। বর্ণনং ভারতশাস্ত্র
ততোহন্থেবাং নিরূপণং। জম্বুদ্বীপদ্বীপাখ্যা ততোহধোলোক-
বর্ণনং। উদ্ধলোকানুকথনং গ্রহচারস্ততঃ পরং। আদিত্য-
বাহুকথনং দেবগ্রহানুকীৰ্ত্তনং। নীলকণ্ঠাস্তুরাখ্যানং মহাদেবস্ত
বৈভবং। অমাবান্তানুকথনং যুগঃস্তনিকরূপণং। যজ্ঞপ্রবর্তনং
চ। যুগয়োরন্ত্যয়োঃ কৃতিঃ। যুগপ্রজালক্ষণঞ্চ ঋষিপ্রবরবর্ণনং।
বেদানাং ব্যসনাখ্যানং স্বারজ্জুবনিকরূপণং। শেষমবস্তুরাখ্যানং
পৃথিবীদোহনস্ততঃ। চাক্ষুর্বেদ্যতনে সর্গো দ্বিতীয়োহস্তি
পুরোদলে ॥

মধ্যমভাগে উপোদ্যাতপাদে। অথোপোদ্যাতপাদে তু
সপ্তর্ষিপরিধীৰ্ত্তনং। প্রাজাপত্যচর্যস্তান্দেবাদীনাং সমুদ্ভবঃ।
ততো জয়াভিয্যাগবৌ মরুতুৎপত্তিকীৰ্ত্তনং। কাশ্যপেয়ানুকথনং
ঋষিবংশনিকরূপণং। পিতৃকল্যানুকথনং ব্রাহ্মকল্পস্ততঃ পরং। বৈব-
স্বতসমুৎপত্তিঃ সৃষ্টিস্ত ততঃ পরং। মনুপুত্রাচর্যশ্চাতো গান্ধ-
র্বস্ত নিরূপণং। ইক্ষাকুবংশকথনং বংশোহত্রেঃ স্তনহাস্তনঃ।
অমাবসোরাচর্যশ্চ রজেশ্চরিতমদ্ভুতং। যযাতিচরিতঞ্চাপ্য যদুবংশ-
নিকরূপণং। কার্ত্তবীৰ্য্যশ্চ চরিতং জামদগ্ন্যঃ ততঃ পরং। বৃষ্ণি-
বংশানুকথনং নগরশাস্ত্রাখ্যানং। ভার্গবশাস্ত্রচরিতং তথা কার্য্য-
বশাস্ত্রং। সমরশাস্ত্রাখ্যানং চরিতং ভার্গবশ্চ কথ্য পুনঃ। দেবাস্তুরা-
হবকথা কৃষ্ণাবিভাববর্ণনং। ইনস্ত চ স্তবঃ পুণ্যঃ শুক্রেণ পরি-
কীৰ্ত্তিতঃ। বিষ্ণুমাহাত্ম্যাকথনং বলিবংশনিকরূপণং। ভবিষ্যরাজ-
চরিতং সংপ্রাপ্তেহপ কুলৌ যুগে। এবমুদ্যাতপাদোহয়ং তৃতীয়ো-
মধ্যমে দলে ॥

উত্তরভাগে উপসংহারপাদে। চতুর্থমুপসংহারং বক্ষ্যে যুগে
তথোত্তরে। বৈবস্বতস্তুরাখ্যানং বিস্তরেণ যথাতথং। পূৰ্বমেব

সমুদ্ভিঃ সজ্জেকপাদিহ কথ্যতে। ভবিষ্যাণং মনুনাঞ্চ চরিতং
হি ততঃ পরং। কল্পপ্রলয়নির্দেশঃ কালমানং ততঃ পরং।
লোকাশ্চতুর্দশ ততঃ কথিতা মানলক্ষণৈঃ। বর্ণনং নরকাণাঞ্চ
বিকর্মাচরনৈস্ততঃ। মনোময়পুরাখ্যানং লয়ঃ প্রাকৃতিকস্ততঃ।
শৈবশাস্ত্রাখ্যানপি বর্ণনঞ্চ ততঃ পরং। ত্রিবিদ্যাদ্গুণসম্বন্ধা-
জ্জন্তুনাং কীৰ্ত্তিতা গতিঃ। অনির্দেশ্যপ্রতীক্যস্ত ব্রহ্মণঃ পর-
মায়নঃ। অবয়ব্যতিরেকাভ্যাং বর্ণনং হি ততঃ পরং। ইতোষ
উপসংহারঃ পাদো বৃত্তঃ স চোত্তরঃ। চতুস্পাদং পুরাণং তে
ব্রহ্মাণ্ডং সমুদাহৃতং ॥

অষ্টাদশমনোপম্যং সারাংসারতরং দ্বিজ। ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ চতু-
র্লক্ষং পুরাণঞ্চেব পঠ্যতে। তদেব ব্যস্ত গদিতমত্রাষ্টাদশধা পৃথক্।
পারামর্ষেণ মুনিনা সর্বেষামপি মানদ। বস্তুদ্রষ্টাথ তেনৈব
মুনিনাং ভাবিতায়নাং। মন্তঃ শ্রদ্ধা পুরাণানি লোকেভ্যঃ
প্রচকাশিরে। মুনয়ো ধর্ম্মশীলাস্তে দীনানুগ্রহকারিণঃ। ময়া
চেদং পুরাণস্ত বশিষ্ঠায় পুরোদিতং। তেন শক্তিস্বতায়োক্তং জাতু-
কণায় তেন চ। ব্যাসো লক্ষ্য ততশ্চৈতৎ প্রভঞ্জনমুখোদগতং।
প্রমাণীকৃত্য লোকেহস্মিন্ প্রোবর্ত্তয়দনুত্তমং ॥

তৎফলশ্রুতিঃ। য ইদং কীৰ্ত্তয়েৎস শৃণোতি চ সমাহিতঃ।
স বিধুয়েহ পাপানি যাতি লোকমনাময়ং। লিখিত্বৈতৎ পুরাণস্ত
স্বর্গসিংহাসনস্থিতং। পত্রোচ্ছাদিতং যন্ত ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছতি।
স যাতি ব্রহ্মণো লোকং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

মরীচেষ্ঠাদশৈতানি ময়া প্রোক্তানি যানি তে। পুর-
ণানি তু সজ্জেকপাচ্ছোতব্যানি চ বিস্তরাৎ। অষ্টাদশপুরাণানি
যঃ শৃণোতি নরোত্তমঃ। কথয়েদ্বা বিধানেন নেহ ভূমঃ স
জায়তে। স্ত্রমেতৎ পুরাণানাং বস্তুয়োক্তং তবানুনা। তন্নিত্যং
শীলনীয়ং হি পুরাণফলমিচ্ছতা। ন দান্তিকায় পাপায় দেব-
গুরুহুহুয়বে। দেয়ং কদাপি সাধুনাং ঘেষিণে ন শঠায় চ।
শাস্ত্রায় রামচিত্তায় শুক্ৰযাভিরতায় চ। নিম্নংসরায় শুচয়ে দেয়ং
সদৈষ্যবায় চ ॥ ইতি ত্রীনারদীয়পুরাণে পূৰ্বভাগে বৃহৎপাখ্যানো
চতুর্থপাদে ১০২ অধ্যায়ঃ ১৮ ॥

আখ্যানাদিভিঃ সহ ব্যাসঃ পুরাণং চক্রে।—“আখ্যানৈশ্চা-
প্যাপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ। পুরাণসংহিতাঃ চক্রে পুরা-
ণার্থবিশারদঃ। প্রথ্যাতো ব্যাসসিষ্যোহভূৎ স্ততো বৈ লোমু-
হর্ষণঃ। পুরাণসংহিতাং তন্তস্মদদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ ॥ স্মৃতি-
শাস্ত্রবিবর্ত্তাশ্চ মিত্রায়ুঃ শাস্ত্রপায়নঃ। অকৃতব্রণোহর্থ সাবর্ণিঃ
ষট্শিষ্যা-স্তস্ম চাভবন্ ॥ কাশ্যপঃ সংহিতাকর্তা সাবর্ণিঃ

শাংসপায়নঃ ॥ কাশ্যপোহকৃত্ত্বর্গঃ ॥ লোমহর্ষণিকা চাত্তা তিহ্মণাং সারোদ্ধারাত্মকং ইদং বিষ্ণুপুরাণং মুনৈর্মৈত্রেয় ময়াকৃতমিতি-
মূলসংহিতা ॥ চতুষ্টয়েনাপ্যেভেন সংহিতানাংমিদং মুনৈঃ ॥ এতাসাং শেষঃ ॥ আদ্যং সর্গপুরাণানাং পুরাণং ব্রাহ্মমুচ্যতে ॥ অষ্টাদশপুরা-
কাশ্যপাদিকৃতানাং সংহিতানাংমর্থচতুষ্টয়েনাপি মূলভূতেন তৎ গানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে ॥” —বিষ্ণুপুরাণে ৩ অংশে ৬ অধ্যায়ঃ ॥

গুরুত্বপূর্ণ পাঠে যে যে বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুরাণাত্মকমণিকাহইতে বঙ্গ-
ভাষায় অনুবাদিত করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকগণের বিদিতার্থে নিয়ে লিখিত হইল।

পূর্বখণ্ডে—

পুরাণোগক্রম।	চক্রপূজা।	খগোলভূগোলাদিশাস্ত্র	চন্দ্রবংশবর্ণনা।	পাক্ষগকর্ম।
স্থূর্যাদির পূজাবিধি।	দেবপূজা।	সামুদ্রিকশাস্ত্র।	হরির অবতার কীর্তন।	নিত্যশ্রাদ্ধ।
দীক্ষাবিধি।	ত্নাসাদি।	স্বরোদয়শাস্ত্র।	রামায়ণ।	সপিণ্ডন।
কমলাদি পূজা।	সন্ধ্যা।	স্বরজ্ঞান।	হরিবংশ।	ধর্মসার।
নবব্রাহ্মচর্য।	উপাসনা।	নবরত্নপরীক্ষা।	মহাভারত।	প্রতিসংক্রম।
পূজাবিধান।	ভূগর্ভের অর্চনা।	তীর্থমাহাত্ম্য।	আয়ুর্বেদ। নিদান।	যুগধর্ম।
বৈষ্ণবপঞ্জর।	সূর্যপূজা।	গয়ামাহাত্ম্য।	চিকিৎসাশাস্ত্র।	যোগশাস্ত্র।
যোগাধ্যায়।	মাহেশ্বরীর অর্চনা।	মহাস্তরকথন।	দ্রব্যগুণনির্ণয়।	বিষ্ণুভক্তি।
বিষ্ণুর সহস্রনাম।	মূর্ত্তিধ্যান।	পিত্রাধ্যান।	রোগনাশককবচ।	বিষ্ণুমন্সারকল।
বিষ্ণুর ধ্যান।	বাস্তবমান।	বর্ণধর্ম।	গারুড় ও ত্রৈলোক্যমন্ত্র।	বিষ্ণুমাহাত্ম্য।
সূর্যের পূজা।	প্রসাদদ্রব্য।	দ্রব্যভুক্তি।	প্রমুচ্যামণি।	নৃসিংহস্তব।
মৃত্যুঞ্জয়ের অর্চনা।	সর্বদেবপ্রতিষ্ঠা।	শ্রাদ্ধ।	বোটকাযুর্বেদশাস্ত্র।	জ্ঞানামৃত।
মালমন্ত্র।	অষ্টাঙ্গযোগশাস্ত্র।	বিনায়কপূজা।	ঔষধসকলের নাম- কথন।	গুহ্যষ্টকস্তোত্র।
শিবের অর্চনা।	দানধর্ম।	গ্রহাগ।	ব্যাকরণ।	বেদান্ত ও সাম্বাদর্শন- সিদ্ধান্ত।
গণপূজা।	প্রায়শ্চিত্ত।	আশ্রমকীর্তন।	ছন্দঃশাস্ত্র।	ব্রহ্মজ্ঞান।
গোপালের পূজা।	নিধিক্রিয়া।	প্রেতশোচ।	সদাচারকথন।	আত্মজ্ঞান।
শ্রীধবের অর্চনা।	দ্বীপনবকাদির বর্ণনা।	নীতিসার।	স্নানবিধি।	গীতাসারের ফলকীর্তন প্রভৃতি।
বিষ্ণুর পূজা।	সূর্যবাহ।	ব্রতকথা।	বৈষ্ণবদেবতর্পণ।	
পঞ্চভূতের অর্চনা।	জ্যোতিষশাস্ত্র।	সূর্যবংশবর্ণনা।		

উত্তরখণ্ডে—

ধর্মকথন।	প্রেতপীড়া ও প্রেত- চিহ্ননিরূপণ।	শারীরকস্থাননির্দেশ।	বৃষোৎসর্গের মাহাত্ম্য।	পঞ্চউল্ললোকের বিবরণ।
পূর্বপূর্বজন্মের গতি- কথন।	প্রেতগণের চরিত- কথন।	যমলোকের বিবরণ।	নিষিদ্ধবর্জন।	ব্রহ্মাওসংস্থানবর্ণনা।
দানাদিকল।	প্রেততত্ত্বপ্রাপ্তির কারণ- নির্দেশ।	প্রেততত্ত্বহইতে উদ্ধার- প্রাপ্তি।	অপমৃত্যুক্রিয়া।	ব্রহ্মাত্মনেকচরিত।
উল্লসৈনিকী ক্রিয়া।	প্রেততত্ত্বপ্রাপ্তির কারণ- নির্দেশ।	মৃত্যুর পূর্বক্রিয়া ও মৃত্যুর পশ্চাৎ কর্ম নিরূপণ।	মানবগণের কর্ম- বিপাককথন।	ব্রহ্মজীবনির্দেশ।
যমলোকের ও যম- লোকপথের বর্ণনা।	প্রেতরুত্বের বিচার।	যোড়শশ্রাদ্ধ।	কার্য্যাকার্য্যবিচার।	আত্মাত্মিকপ্রলয়।
যোড়শশ্রাদ্ধকল।	সপিণ্ডীকরণ।	স্বর্গপ্রাপ্তিক্রিয়া।	মুক্তিনিমিত্তক বিষ্ণু- ধ্যান।	ফলক্ৰতি প্রভৃতি।
যমমার্গহইতে নিষ্কৃতি- লভি।	প্রেততত্ত্বমোক্ষ ও তন্নিমিত্ত দান।	স্বতকসম্মান।	স্বর্গসৌখ্যনিরূপণ।	
ধর্মরাজের বৈতব।	প্রেতসৌখ্যকরদান।	নারায়ণবলিক্রিয়া।	ভূলোকবর্ণন।	
			সপ্তলোকবর্ণন।	

শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়,

অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ, তন্ত্রসারাদিবিধিতন্ত্রসংগ্রহ, ইন্দ্রজালাদিসংগ্রহ, কলিতজ্যোতিষ, এইলজী, পামিষ্ট্র প্রভৃতির সম্পাদক
সং বুতনী জেলা ঢাকা। বৈশাখ, ১৯৮০ সাল।



গরুড়পুরাণম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ

৩ নমো-গণেশায় । অজমজ্জরমনস্তং জ্ঞানরূপং
মহাস্তম্ শিবমমলমনাদিং ভূতদেহাদিশীমং । সকল-
করণহীনং সৰ্বভূতস্থিতং তং হরিমমলমমায়ং সৰ্বগং
বন্দ্যএকং ॥ ১ ॥ নমস্ত্যামি হরিং রুদ্রং ব্রহ্মাণঞ্চ
গণাদিপং । দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব মনোবাক্কৰ্ম্মভিঃ
সদা ॥ ২ ॥ সূতং পৌরাণিকং শাস্ত্রং সৰ্বশাস্ত্রবিশা-
রদং । বিষ্ণুভক্তং মহাজ্ঞানং নৈমিষাৰণ্যমাগতং ॥ ৩ ॥
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন উপবিষ্টং শুভাসনে । ধ্যায়ন্তং
বিষ্ণুমনসং তমভ্যর্চ্যাস্তবন্ কবিং ॥ ৪ ॥ শৌনকাদ্যা-
মহাভাগা-নৈমিষীয়াস্তপোধনাঃ । মুনয়োরবিসঙ্কশাঃ
শাস্তা-যজ্ঞপরায়ণাঃ ॥ ৫ ॥

ঋষয়-উচুঃ ॥ ৬ ॥ সূত জ্ঞানসি সৰ্বং ত্বং পৃচ্ছাম
স্ত্রা-মতোবয়ং । দেবতানাং হি কোদেব ঈশ্বরঃ পূজ্য-

যিনি জন্মজরাবিহীন, অনাদি, অনন্ত, জ্ঞানস্বরূপ, মহৎ,
নির্মল, পাকভৌতিকদেহশূন্য, নিরুদ্ধিয়, সৰ্বভূতব্যাপী ও
নায়াবিমুক্ত, সেই সৰ্বগ হরি ও হরকে বন্দনা করি (১) ব্রহ্মা,
বিষ্ণু, মহাদেব, গণাধিপতি ও দেবী সরস্বতী, এই সকল
দেবতাদিগকে কৰ্ম্মমনোবাক্য-দ্বারা নমস্কার করি (২) একদা
পুরাণবিৎ, শাস্ত্রশীল, সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ, বিষ্ণুভক্ত, মহাত্মা সূত
ঋষি তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে নৈমিষাৰণ্যে উপস্থিত হইয়া শুভাসনে
উপবেশন করিয়া বিষ্ণুচিন্তনতৎপর ছিলেন (৩) এমন সময়ে
তদ্রত্যাগ্ৰপৌষধ, যজ্ঞশীল, শাস্ত্রপরায়ণ, সূর্যাসমতেজাঃ, মহা-
ভাগা শৌনকাদি ঋষিগণ কবি সূত ঋষিকে অর্চনা করিয়া স্তব
করিয়াছিলেন (৪-৫) অনন্তর মূনিগণ বলিলেন, হে সূত !
আপনার সৰ্বভূত বিদিত আছে, অসুখদিগের ঔষ্ণসমূহের যথো-
চিত ঔষধ প্রদান করিয়া সংশয় ভঞ্জন করুন (৬-৭) এই

এব কঃ ॥ ৭ ॥ কোদ্যেয়ঃ কোজগ্রংজষ্ঠা জগৎ
পাতি চ হস্তি কঃ । কস্মাৎ প্রবর্ততে ধর্মো-দুষ্টিহস্তা
চ কঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥ তস্মা দৈবস্ম্য কিং রূপং জগৎ
সর্গঃ কথং মতঃ । কৈত্র তৈঃ স তু তুষ্টিঃ স্ম্যৎ কেন
যোগেন বাপ্যতে ॥ ৯ ॥ অবতারাস্ত কে তস্ম্য কথং
বংশাদিসম্ভবঃ । বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মাণাং কঃ পাতা কঃ
প্রবর্তকঃ ॥ ১০ ॥ এতং সৰ্বং তথাস্মচ্চ ক্রহি সূত মহা-
মতে । নারায়ণকথাঃ সর্গাঃ কথ্যাম্মাকমুত্তমাঃ ॥ ১১ ॥

সূত-উবাচ ॥ ১২ ॥ পুরাণং গারুড়ং বক্ষ্যে সারং
বিষ্ণুকথাশ্রয়ং । গরুড়োক্তং কশ্যপায় পুরা ব্যাসা-
চ্ছ তং ময়া ॥ ১৩ ॥ একো নারায়ণো-দেবো-দেবানা-
জগতে দেবতাদিগের দেবতা কে ? ঈশ্বরই বা কে ? কাহা-
কেই বা পূজা করা যায় ? ধ্যানের যথার্থ পাত্র কে ? কেই বা
পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন ? কোন্
ব্যক্তিহইতে সনাতন ধর্ম্ম প্রবর্তিত হইয়াছে ? কোন্ ব্যক্তি
দুষ্টকে বিনাশ করিয়া থাকেন ? (৮) সেই দেবতার রূপ কি ?
কি রূপেই বা জগৎ সৃষ্টি হইল ? কোন্ কোন্ ব্রহ্মাণ্ডস্থান
করিলে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন ? কোন্ যোগদ্বারাই বা তাঁহাকে
লাভ করা যায় ? (৯) সেই জগৎকর্ত্তা কি কি রূপে অবতীর্ণ
হইয়াছেন ? কি প্রকারে ঔতাহার বংশসম্ভব হয় ? এবং
ব্রাহ্মণাদি বর্ণধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমধর্ম্মের রক্ষক কে ও
প্রবর্তক কে ? (১০) হে মহামতি সূত ! আপনি অষ্টগ্রহ
করিয়া আমাদিগের নিকট পুরোক্ত বিষয়সকল সবিস্তর বর্ণন
করুন (১১) ।

সূত কহিলেন, আমি গরুড়পুরাণ বর্ণনা করিব । এই পুরাণ
সৰ্বপুরাণপ্রধান এবং বিষ্ণুকথায় পরিপূর্ণ । এই পৌরাণিক-
কথা পূর্বকালে কশ্যপের নিকট গরুড় বলিয়াছিলেন এবং
আমি ব্রহ্মসের নিকট শ্রবণ করিয়াছি (১২-১৩) একমাত্র

মীথরেশ্বরঃ। পরমাত্মা পরব্রহ্ম জন্মাত্ম যতো-
ভবেৎ ॥ ১৪ ॥ জগতো-রক্ষণার্থায় বাসুদেবোহি-
জরোহমরঃ। স কুমারাদিরূপেণ অবতারান্ করো-
তাজঃ ॥ ১৫ ॥ হরিঃ স-প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গ-
মান্থিতঃ। চচার দুষ্টিরং ব্রহ্মন্ ব্রহ্মচর্যমখণ্ডিতং ॥ ১৬ ॥
দ্বিতীয়ন্ত ভবায়াক্ষ' রসাতলগতাং মহীং। উদ্ধারিয়া-
নুপাদতে যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ ॥ ১৭ ॥ তৃতীয়-
ম্মিসর্গন্ত দেবর্ষিত্ব-মুপেত্য সঃ। তত্র সাত্ততমাচষ্টে
নৈকস্ম্যং কর্মণাং যতঃ ॥ ১৮ ॥ নরনারায়ণো-ভুত্বা
ভূর্যো তেপে তপোহরিঃ। ধর্মসংরক্ষণার্থায় পুজিতঃ
স সুরাসুরৈঃ ॥ ১৯ ॥ পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ
কালবিপ্লুতঃ। প্রোবাচ সুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রাম-
ষিনির্গয়ং ॥ ২০ ॥ ষষ্ঠমত্রেয়পুত্রং দত্তঃ প্রাগৌহন-
সুগয়া। আশীক্ষিকীমলকায় প্রজ্ঞাদাদিত্য-উচি-
ত্বান্ ॥ ২১ ॥ ততঃ সপ্তম-আকৃত্যাং রুচের্যজ্ঞো-

নারায়ণ দেবতাদিগেরও দেবতা, ঈশ্বরেরও ঈশ্বর এবং তিনিই
পরমাত্মা পরব্রহ্ম, তাঁতাহইতেই এই জগতের উৎপত্তি হই-
য়াছে (১৪) সেই অজরামর বাসুদেব জগদ্রক্ষণার্থ কুমারাদি
নানাকূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন (১৫) হরি প্রথমে কুমার অবতার
জন। এই অবতারে ভগবান্ বাসুদেব কৌমার অবস্থা অংগন
করিয়া দুষ্টির ব্রহ্মচর্য্য অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন (১৬) দ্বিতীয়ে
ভূতভাবন যজ্ঞেশ্বর হরি জগৎ রক্ষা করিবার নিমিত্ত রসাতলগতা
পৃথিবীকে উদ্ধার করিব, এই অভিপ্রায়ে বরাহ-শরীর ধারণ
করেন (১৭) তৃতীয়ে দেবর্ষিত্ব পরিগ্রহ করিয়া ভগবান্ সাত্তত
তত্ত্ব বিস্তার করিয়াছেন। ঐ তত্ত্বে নিষ্কাম কর্মের প্রাধান্য বর্ণিত
আছে (১৮) চতুর্থে নরনারায়ণাবতার। এই অবতारे নারায়ণ
পদ্মরূপেণ কঠোর তপস্তা কবিয়াছিলেন। তাঁহাকে সুরাসুরগণ
অসুখা করিয়াছিল (১৯) পঞ্চমে কপিলাবতার। এই অবতারে
ভগবান্ সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করিয়া কালকৃত ধর্মবিপ্লব নিবার-
ণার্থ পণ্ডিতগণকে তত্ত্বনির্গয়দ্বারা ধর্মমার্গে আনয়ন করিয়া-
ছিলেন (২০) ষষ্ঠে দত্তাত্রেয়াবতার। নারায়ণ অত্র ঋষিরূপে
অনুসার গর্তে দত্তাত্রেয় নামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দত্তা-
ত্রেয় প্রজ্ঞাদাদির নিমিত্ত অলকক্ষে আশীক্ষিকীবিদ্যার উপদেশ

হইয়ায়ত। সত্যামাত্তৈঃ সুরগণৈর্ষষ্ট্য। স্বায়ত্ত্বা-
স্তরে ॥ ২২ ॥ অষ্টমে মেরুদেব্যাস্ত নাভৈর্জাত-উরু-
ক্রমঃ। দর্শয়ন্ ধর্ম্য নারীণাং * সর্কশ্রমনমস্কৃতম্ ॥ ২৩ ॥
ঋষিভির্থাচিতো-ভেজে নবমং পার্শ্বিং বপুঃ। দুষ্কৈ-
র্মহৌষধৈর্কিপ্রাস্তেন সংজীবিতাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥ রূপং
স-জগৃহে মাংস্তং চাক্ষুষান্তরনংগবে। নাব্যারোপ্য
মহীমব্যা-মপাদৈবস্বতং মনুং ॥ ২৫ ॥ সুরাসুরাণা-
মুদধিং মথুতাং মন্দরাচলং। দপ্তে কমঠরূপেণ* পৃষ্ঠ-
একাদশে বিভুঃ ॥ ২৬ ॥ ধাতন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়ো-
দশমমেব চ। আপ্যায়য়ৎ সুরানস্তান্মোহিতা মোহয়ন্
স্ত্রিয়া ॥ ২৭ ॥ চতুর্দশং নারনিংহং চৈত্যদৈত্যোদ্ভ-
মূর্জিতং। দদার করজৈরুগ্র-এরকাং কটরুদ্ধযা ॥ ২৮ ॥

প্রদান করেন (২১) সপ্তমে স্বায়ত্ত্ববম্বস্তরে নারায়ণ আকৃতীর
গর্তে ও কঠির গুহে বজ্রনামে জন্ম গ্রহণ করিয়া অমাত্য সত্য-
গণও সুরগণের সহিত যজ্ঞামুষ্ঠান করিয়াছিলেন (২২) অষ্টমাব-
তারে নাভির গুহে মেরুদেবীর গর্ভে উরুক্রম নামে জন্ম পরিগ্রহ
করিয়া সর্কশ্রমোচিত নারীধর্ম্য প্রদর্শন করেন (২৩) নবমে
নারায়ণ ঋষিগণের প্রার্থনানুসারে পৃথুনামে জন্মগ্রহণ করিয়া
নহৌষধিরূপ দুগ্ধদ্বারা প্রজাবর্গকে জীবিত করিয়াছিলেন (২৪)
দশমে চাক্ষুষম্বস্তরের* মহাপ্রলয়কালে ভগবান্ মৎস্যরূপী
হইয়া মৃগয়া নৌকাতে আরোপিত করিয়া বৈবস্বত মনুকে
রক্ষা করেন (২৫) একাদশে কুম্ভাবতার। ষড়কালে দেব ও
দানবগণ একত্রে মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করেন, ঐ সময়ে
ভগবান্ নারায়ণ কুম্ভরূপ পরিগ্রহ করিয়া পৃষ্ঠদেশে মন্দরাচল
ধারণ করিয়াছিলেন (২৬) দ্বাদশে ধাতন্তরাবতার। হরি
ধ্বস্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবতাদিগের অশেষ উপকার
সাধন করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশে বিশ্বপতি নারায়ণ মোহিনী-
রূপধারণ করিয়া সুরাসুরদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন (২৭)
চতুর্দশে ভগবান্ নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়া, যেক্রপ কট-
কারী ব্যক্তি শরভূষণ হেতু করে,* সেইরূপ নৃপতি চৈতরাজ
দৈত্যপতি বলদপ্ত হিরণ্যকশিপু বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া
তাহার প্রাণসংহার করেন (২৮) পঞ্চদশে বামনাবতার।

পঞ্চদশং বামনকো-ভুভাগাদধ্বরং বলেঃ । পাদত্রয়ং
যাচক্ষনঃ প্রত্যাদিংস্তুপিতপং ॥ ২৯ ॥ অবতারে
ষেড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মজ্জহো নৃপান্ । ত্রিঃ সপ্তরুন্তঃ
কুপিতো-নিঃকল্মষকুরোম্মহীং ॥ ৩০ ॥ ততঃ সপ্ত-
দশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাং । চক্রে বেদ-
তরোঃ শাখাং দৃষ্টা পুংসোহিল্লমেধসঃ ॥ ৩১ ॥ নরদেবত্ব-
মাপন্নঃ সুরকার্যচিকীর্ষয়া । সমুদ্রনিগ্রহাদীন চক্রে
কর্য্যাণ্যতঃ পরং ॥ ৩২ ॥ একোনবিংশে বিংশতিমে
বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী । রামকৃষ্ণাবিত্তি ভুবো-ভগবা-
নহরন্তরং ॥ ৩৩ ॥ ততঃ কলেশ্ব সঙ্ক্যাস্তে সম্মোহায়
সুরদিবাং । বুদ্ধোনাশ্না জিনসুতঃ কীকটেসু ভবি-
ষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ অথ সোহষ্টমসঙ্ক্যয়াং নষ্টপ্রায়েষু
রাজসু । ভবিতা বিষ্ণুশস্যো-শাস্ত্রা কক্ষী জগৎ-
পতিঃ ॥ ৩৫ ॥ অবতারাহস্যংখ্যো-হরেঃ সত্বনিধে-

হরি বামনরূপ ধারণ করিয়া বলির বক্ষে গমন করেন এবং
ত্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনাকারী বলিকে দমন ও দেবতাদিগকে
স্ব-স্ব-অধিকারে পুনঃস্থাপনপূর্বক রক্ষা করিয়াছিলেন । ২৯ ।
ষোড়শে ভগবান্ পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন,
নৃপতিগণ ব্রহ্মজ্জহো হইয়াছে । ভার্গব তাহাতে কুপিত হইয়া
একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃকল্মষা করেন । ৩০ । সপ্তদশে
নারায়ণ সত্যবতীর গর্ভে পরাশরের গুণসে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ
হন । ব্যাসদেব সমস্ত মহাবাক্যে অল্পমেধা বিবেচনাকরিয়া
বেদের বিভাগ করেন । ৩১ । অষ্টাদশে দেবতাদিগের কাব্য-
সাধনার্থ নরনারায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্রনিগ্রহ-প্রভৃতি
অশেষবিত্তকর কাব্য করিয়াছিলেন । ৩২ । উনবিংশতি ও বিংশতি
অবতারে জনার্দ্রন বৃষ্ণিবংশে জন্ম পরিগ্রহকরিয়া বলরাম ও কৃষ্ণ
নামে বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীর ভার হরণকরিয়াছিলেন । ৩৩ ।
একবিংশতি অবতারে ভগবান্ কলির সঙ্ক্যাবসানে দেব-
র্ষেবদিগের যৌহনাশ্রমগধদেশে জিনসুত বৃদ্ধরূপে আবির্ভূত
হইবেন । ৩৪ । অনন্তর কলির অবসানকালে রাজবর্গ নষ্টপ্রায়
হইলে, জগৎপতি কতিনামে বিষ্ণুশাস্ত্রনামক ব্রহ্মজ্জহো ভরনে
অবতীর্ণ হইবেন । ৩৫ । হে বিপ্রগণ ! হরির কতিপয় অবতারের
কথা বর্ণিত হইল । বাস্তবিক সেই সর্বময় জগৎপাতা জগদী-

র্ষিজ্ঞাঃ । মনুবেদবিদোহাদ্যাঃ সর্বে বিষ্ণুকলাঃ
স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥ তস্মাৎ সর্গদয়ো-জাতাঃ সংপূজ্যাস্ত
ব্রতাদিনা । অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি তথা চাষ্টৌ শতানি
চ । পুরাণং গারুড়ং ব্যাসঃ পুরাংসৌ মাং ব্রবী-
দিদং ॥ ৩৭ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড় প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ঋষয়-উচুঃ ॥ ১ ॥ কথং ব্যাসেন কথিতং পুরাণং
গারুড়ং তব । এতৎ সর্বং সমাখ্যাহি পরং বিষ্ণু-
কথাস্রয়ং ॥ ২ ॥

সুত-উবাচ ॥ ৩ ॥ অহং হি মুনিভিঃ সাক্ষিঃ গতো-
বদরিকাশ্রমম্ । তত্র দৃষ্টোময়া ব্যাসো-ধ্যায়মানঃ
পরেশ্বরং । তং প্রণম্যোপবিষ্টোহহং পৃষ্টবান্ হি মুনী-
শ্বরং ॥ ৪ ॥

সুত-উবাচ ॥ ৫ ॥ ব্যাস ক্রহি হরেক্রপং জগৎ-

শ্বরের অবতার অসংখ্য । মনুপ্রভৃতি বেদবিদ-আদি মহামুগ্ধ
সকলেই বিষ্ণুর অংশস্বরূপ । ৩৬ । সেই মহাদিহুতেই এই
জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, একত্রই উপহার
ব্রতনিয়মাদি দ্বারা পূজনীয় হইয়াছেন । এই গুরুপুৰাণে অষ্ট-
শতাধিক অষ্টসহস্র সংখ্যক শ্লোক আছে । পূর্বকালে ব্যাসদেব
আমার নিকটে এই গুরুপুৰাণ বলিয়াছিলেন । ৩৭ ।

ইতি প্রথম অধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ।

ঋষিগণ বলিলেন, মহামুনি ! স্তুত ! ব্যাসদেব কি নিমিত্ত
আপনার নিকটে গুরুভোক্ত বিষ্ণুকথাময় পৌরাণিক ইতিবৃত্ত
বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের সমীপে প্রকাশ করুন । ১-২ ।

সুত বলিলেন, আমি একদা মুনিগণের সহিত বদরিকাশ্রমে
গিয়াছিলাম । সেখানে দেখিলাম, ভগবান্ ব্যাসদেব জৈশ্র-
চিন্দ্রায় তৎপর আছেন । আমি মুনিশ্বর ব্যাসকে বৎসাবিধি
সম্মানপূরঃসর প্রণামকরিয়া উপবেশনপূর্বক জিজ্ঞাসাকরি-
লাম (৩-৪), মহাত্মগ ! ব্যাসদেব ! আপনি পরমাত্মা হরিশ্চ-

সর্গাদিকং ততঃ । মন্ত্রে ধ্যায়সি তং যস্মান্তস্মাজ্জানাসি
তং বিভুং ॥ ৬ ॥ এবং পৃষ্ঠো-যথা প্রাহ তথা বিপ্রা-
নিবোধত ॥ ৭ ॥

ব্যাস-উবাচ ॥ ৮ ॥ শৃণু সূত প্রবক্ষ্যামি পুরাণং
গারুড়ং তব । সহ নারদদক্ষাদৈর্দ্রাক্ষা মামুক্তবান্
যথা ॥ ৯ ॥

সূত-উবাচ ॥ ১০ ॥ দক্ষনারদমুখ্যৈস্ত যুক্তং ত্রাং
কথমুক্তবান্ । ব্রহ্মা জীগারুড়ং পুণ্যং পুরাণং সার-
বাচকং ॥ ১১ ॥

ব্যাস-উবাচ ॥ ১২ ॥ অহং হি নারদো-দক্ষো-
ভৃগুজ্ঞাঃ প্রণিপত্য তং । সারং ক্রহীতি পপ্রচ্ছ-ব্রহ্মাণং
ব্রহ্মলোকগং ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১৪ ॥ পুরাণং গারুড়ং সারং পুরা

রূপ ও জগৎসৃষ্টিপ্রভৃতি সবিশেষ বর্ণন করিয়া আমার অভি-
লাষ পরিপূর্ণ করুন । আপনি সেই পরমপুরুষ হরিকে চিন্তা-
করিতেছেন ; সুতরাং তাঁহার স্বরূপ আপনার অপরিজ্ঞাত
নাই । ৫-৬ । হে দ্বিজগণ ! আমি ব্যাসদেবের নিকট এইরূপ
প্রশ্ন করিলে, তিনি যেরূপ আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহা বলি-
তেছি, শ্রবণ কর । ৭ ।

বেদব্যাস বলিলেন, হে সূত ! আমি তোমার নিকট গরু-
ড়োক্ত পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বর্ণন করিব, শ্রবণ কর । এই পৌরা-
ণিক বিবরণ নারদ ও দক্ষপ্রভৃতি প্রজাপতির সমক্ষে ব্রহ্মা
আমাকে বলিয়াছিলেন । ৮-৯ ।

সূত জিজ্ঞাসাকরিলেন, ভগবন্ ! হৈপায়ন ! আপনি কি
কারণে দক্ষনারদাদির সহিত মিশিত হইয়াছিলেন এবং কেনই
বা ব্রহ্মা আপনার নিকট পুণ্যকথাশ্রয় সারতর গরুড়পুরাণ
বলিয়াছিলেন ? ১০-১১ ।

ব্যাস কহিলেন, একদা আমি, নারদ, দক্ষ, ভৃগু-প্রভৃতি
মুনিগণ সমবেত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমনপূর্বক ব্রহ্মাকে প্রণাম
করিয়া জিজ্ঞাসাকরিলাম যে, প্রভো ! আদ্যাদিগের নিকট সার-
তর বর্ণনকরুন । ১২-১৩ ।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে বৎস ! গরুড়পুরাণ সর্বপুরাণের সার-
ভূত । পূর্বকালেভগবান্ বৈকুণ্ঠনাথ হিঁস্তু যে প্রকারে সুরগণের

রুদ্রক সাং যথা । সুরৈঃ সহাত্রবীদ্বিসুজ্জ্বলাহং ব্যাস
বচি তে ॥ ১৫ ॥

ব্যাস-উবাচ ॥ ১৬ ॥ কথং রুদ্রং সুরৈঃ সাক্ষিমত্ৰ-
বীদ্বা হরিঃ পুরা । পুরাণং গারুড়ং সারং ক্রহি ব্রহ্মান্
মহার্থকং ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১৮ ॥ অহং গতোহদ্রিকৈলাসমিস্রাজ্ঞৈ-
দৈবতৈঃ সহ । তত্র দৃষ্টোময়া রুদ্রো-ধ্যায়মানঃ পরং
পদং ॥ ১৯ ॥ পৃষ্ঠো-নমস্কৃতঃ কিং ত্বং দেবং ধ্যায়সি
শঙ্কর । ত্বন্তোনাত্মং পরং দেবং জ্ঞানামি ক্রহি মাং
ততঃ । সারাং সারতরং তত্ত্বং শ্রোতুকামঃ সুরৈঃ
সহ ॥ ২০ ॥

রুদ্র-উবাচ ॥ ২১ ॥ অহং ধ্যায়ামি তং বিষ্ণুং
পরমাত্মানমীশ্বরং । সর্বদং সর্বগং সর্বং সর্বপ্রাণি-
হৃদিস্থিতং ॥ ২২ ॥ ভস্মোদ্ধূলিতদেহস্ত জটামণ্ডল-

সহিত আমাকে ও মহাদেবকে এই সারতর পৌরাণিক কথা
বলিয়াছিলেন, হে ব্যাস ! আমিও তাহা অবিতত্বরূপে তোমার
নিকট বর্ণন করিতেছি । ১৪-১৫ ।

পুনর্বার ব্যাস জিজ্ঞাসাকরিলেন, ব্রহ্মান্ ! কি নিমিত্ত বাসু-
দেব সুরবৃন্দের সহিত মহাদেবের নিকটে গরুড়পুরাণ বলিয়া-
ছিলেন, আপনি অনুকম্পাকরিয়া সেই বিষয় আমাকে
বলুন । ১৬-১৭ ।

ব্রহ্মা বলিলেন, ব্যাস ! আমি একদা ইন্দ্ৰাদি-দেববৃন্দের সহিত
কৈলাস পর্বতে গমনকরিয়া দেখিলাম, রুদ্রদেব পরংপদ চিন্তা-
করিতেছেন । ১৮-১৯ । আমি তাহাকে ধ্যাননিষ্ঠ দেখিয়া নমস্কার-
করিয়া জিজ্ঞাসাকরিলাম, শঙ্কর ! আপনি কাহার চিন্তা
করিতেছেন ? আমি আপনি-ভিন্ন অস্ত্র কোন দেবতাকে জানি
না । যদি আপনাইহতে প্রধানতর অস্ত্র কোন দেবতা থাকেন,
তবে তাহা আমার নিকট অকপটে প্রকাশ করুন । সেই
সারতর স্তুতিতে অমরবর্গের ও আমার শ্রবণম্পূর্বা বলবর্তী হই-
তেছে । ২০ ।

শঙ্কর বলিলেন, আমি সেই সর্বকলপ্রদ, সর্বগ, সর্বান্তরত,
পরমাত্মা, পরমেশ্বর বিষ্ণুকে চিন্তাকরিতেছি । ২১-২২ । হে পিতা-
মহ ! আমি সেই জগদাধার বিষ্ণুর আরাধনার্থ অর্ঘ্যে ভব

মণ্ডিতঃ । বিষ্ণোরাদানার্থং মে ব্রতচর্যা পিতা-
মহ ॥২৩॥ তমেব গহ্না প্রচ্ছামঃ সারং বং চিস্তয়া-
মহ ॥ বিষ্ণুং জিষ্ণুং পদ্মনাভং হরিং দেহবিব-
ক্ষিতং ॥ ২৪ ॥ শুচিং শুচিপদং হংসং তৎপদং পরমে-
শ্বরং । যুক্তা সর্দাঅনাঅনং তং দেবং চিস্তয়া-
মহ ॥ ২৫ ॥ যস্মিন্ বিশ্বানি ভূতানি তিষ্ঠন্তি চ বিশ-
ন্তি চ । গুণভূতানি ভূতেণে সূত্রে মণিগণাষ্টব
॥ ২৬ ॥ সহস্রাক্ষং সহস্রাজিহ্বং সহস্রোরুং বরাননং ।
অণীয়সামণীয়ংসং স্থবিষ্ঠঞ্চ স্থণীয়দাং । গরীয়সাং
গরিষ্ঠঞ্চ শ্রেষ্ঠঞ্চ শ্রেয়সামপি ॥ ২৭ ॥ যং বাক্যোষুবাণ্যেযু
নিযংস্পনিষংসু চ । গুণন্তি সত্যকর্মাণং সত্যং সত্যোন্ম
সামসু ॥ ২৮ ॥ পুরাণপুরাণঃ প্রোক্তো-ব্রহ্মা প্রোক্তো-
দ্বিজাতিধু । ক্ষয়ে সর্কষণঃ প্রোক্তস্তমুপাস্ত-মুপাস্মহে ॥
২৯ ॥ যস্মিন্ লোকাঃ ক্ষুরন্তীমে জলেষু শকুলো-যথা ।
অতমেকাক্ষরং ব্রহ্ম যন্তং সদসতঃ পরং । অর্চয়ন্তি
চ যং দেবায়ক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ॥ ৩০ ॥ যস্যায়ি-
লেপন ও মস্তকে জটাকলাপ ধারণকরিয়া ব্রতচর্যায় নিরত
আছি । ২৩ । আমরা সকলে মিলিত হইয়া যে পাঞ্চভৌতিকদেহ-
বিহীন পদ্মনাভ হরির নিকটে গমনকরিয়া সারতত্ত্ব জিজ্ঞাসা-
করিব, আমি সেই পরাৎপর বিষ্ণুকে চিন্তাকরিতেছি । ২৪ ।
যিনি নিম্মল, শুদ্ধপদ, পরমেশ্বর, সেই হরিকে সৰ্বপ্রকারে
আম্মার সহিত যুক্ত করিয়া চিন্তাকরিতেছি । ২৫ । যাঁহাতে
সকল ভূত বর্তমান আছে, প্রলয়কালেও যাঁহাতে ঐ ভূতসমূহ
প্রবেশকরে এবং যে সর্বভূতেশ্বরে সকল গুণ সূত্রে গ্রথিত
মণিগণের ত্রায় আবদ্ধ আছে, সেই বিশ্বনাথকে চিন্তাকরি-
তেছি । ২৬ । সেই মহাপুরুষ সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ, সহস্রোরু
ও শ্রেষ্ঠবদন । তিনি স্তম্ভহইতে স্তম্ভতম, স্থূলহইতে স্থূলতম,
গুরুহইতে গুরুতম এবং শ্রেষ্ঠহইতে শ্রেষ্ঠতম । ২৭ । বেদোপ-
নিষাদিবাক্যে যে সত্যকর্মা সত্যময় জনার্দনের গুণ বর্ণিত
আছে, যিনি আদিপুরুষ, সেই সর্কষণ পরমার্থ্য ব্রহ্মের
উপাসনা করিতেছি । ২৮ । যেরূপ জলেতে শকুল মস্ত
ভাসমান থাকে, সেইরূপ সমস্তলোক সেই পুরাক্ষা পুরম-
পুরুষে প্রকাশ পাইতেছে । দেব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ যে
একাক্ষর সত্য ও নিত্য পরব্রহ্মকে অর্চনা করে (৩০), অগ্নি

রাস্তাং দ্যৌশ্চক্ষা খং নাভিচরণৌ ক্ষিতিঃ । চন্দ্রা-
দিত্যৌ চ নয়নে তং দেবং চিস্তয়াম্যহং ॥ ৩১ ॥ যস্য
ত্রিলোকী জঠরে যস্য কাষ্ঠাশ্চ বাহবঃ । যস্যোচ্ছ্বাসশ্চ
পবনঃ তং দেবং চিস্তয়াম্যহং ॥ ৩২ ॥ যস্য কেশেষু
জীমূতা-নভাঃ সর্দাঙ্গসন্ধিসু । কুক্ষৌ সমুদ্রাশ্চদ্বারস্তং
দেবং চিস্তয়াম্যহং ॥ ৩৩ ॥ পবুঃ কালাং পরোযজ্ঞাং
পরঃ সদসতশ্চ যঃ । অনাদিরাদির্কিংশ্চ তং দেবং
চিস্তয়াম্যহং ॥ ৩৪ ॥ মনসশ্চন্দ্রমা যস্য চক্ষুষোশ্চ দ্বিবা-
করঃ । মুখাদগ্নিশ্চ সংযজ্ঞে তং দেবং চিস্তয়াম্যহং ॥ ৩৫ ॥
পদ্ম্যাং যস্য ক্ষিতির্জাতা শ্রোত্রাভ্যাঞ্চ তথা দিশঃ ।
মূর্দ্ধভাগাদিবং যস্য তং দেবং চিস্তয়াম্যহং ॥ ৩৬ ॥ সর্গশ্চ
প্রতিসর্গশ্চ বংশোমম্বন্তরাণি চ । বংশানুচরিতং যস্যাতং
দেবং চিস্তয়াম্যহং ॥ ৩৭ ॥ যং ধ্যায়াম্যহমেতন্মা-
দ্রুজামঃ সারমীক্ষিতুং ॥ ৩৮ ॥

যাঁহার মুখ, স্বর্গ যাঁহার মস্তক, আকাশ যাঁহার নাভি, পৃথিবী
যাঁহার চরণ এবং চন্দ্র ও সূর্য যাঁহার নয়নদ্বয়, সেই দেবদেব
সঁনাতন বিষ্ণুকে চিন্তাকরিতেছি । ৩১ । যাঁহার জঠরে স্বর্গ, মর্ত্য ও
পাতাল, এই ত্রিলোক বর্তমান আছে, কাষ্ঠসকল যাঁহার বাহ
ও পবন যাঁহার নিশ্বাস, সেই অধিতীয় নারায়ণকে চিন্তাকরি-
তেছি । ৩২ । মেঘসকল যাঁহার কেশ, নদীসকল যাঁহার অঙ্গসন্ধি ও
লবণাদি চারি সমুদ্র যাঁহার উদর, সেই দেবাদিদেব অজরামর
হরিকে চিন্তাকরিতেছি । ৩৩ । যিনি কালের পরবর্তী, যজ্ঞাদি-
দ্বাণ অপ্রাপ্য, জগতে সৎ ও অসৎ, যে কিছু পদার্থ আছে,
তৎসমুদায়েরই অতিরিক্ত, এবং জগতের আদি ও যাঁহার আদি
কিছুই নাই, সেই বিশ্বনিয়ন্তা জনার্দনকে চিন্তাকরিতেছি । ৩৪ ।
যাঁহার মনঃ-হইতে চন্দ্র, চক্ষুঃ-হইতে সূর্য এবং মুখ-হইতে অগ্নি
উৎপন্ন হইয়াছে, সেই অনাথনাথ জগন্নাথকে চিন্তাকরিতেছি ।
৩৫ । যাঁহার চরণদ্বয়-হইতে পৃথিবী, শ্রবণ-হইতে দিক্ এবং মস্তক-
হইতে স্বর্গ সৃষ্টিহইয়াছে, সেই ত্রিলোকীনাথ বাসুদেবকে চিন্তা-
করিতেছি । ৩৬ । যিনি জগৎসৃষ্টির আদিকারণ, দক্ষাদিপ্রজাপতি-
বর্গকে যিনি সৃষ্টিকরিয়াছেন এবং যাঁহা-হইতে বংশ ও মম্বন্তর
প্রবর্ত্তিত ও বংশানুচরিত কীৰ্ত্তিত হয়, সেই অনাদি বিশ্বনিদান
জগৎপতাকে চিন্তাকরিতেছি । ৩৭ । আমি সারতত্ত্ব অবগতির
নিমিত্তই সেই পরাৎপর বিষ্ণুর চিন্তায় নিরত রহিয়াছি । ৩৮ ।

ব্রহ্মো-বাচ ॥ ৩৯ ॥ হত্যাভ্যো-হং পুরা রুদ্রঃ শ্বেত-
দ্বীপনিবাসিনঃ । স্তব্ধা প্রণম্য তং বিষ্ণুং শ্রোতুকামাঃ
কিল স্থিরাঃ ॥ ৪০ ॥ অস্মাকং মধ্যাতো-রুদ্র-উবাচ
পরমেশ্বরং । সারাংসারতরং বিষ্ণুং পৃষ্ঠবাং-স্তং প্রণম্য
বৈ ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মোবাচ ॥ ৪২ ॥ যথা পৃচ্ছসি মাং ব্যাসস্তথা-
সৌ ভগবান্ ভবঃ । পপ্রচ্ছ বিষ্ণুং দেবাত্মৈঃ শ্রুতৌ-
মম নৈব সহ ॥ ৪৩ ॥

রুদ্র-উবাচ ॥ ৪৪ ॥ হরে কথয় দেবেশ দেবদেবঃ
ক-ঈশ্বরঃ । কোদ্যেয়ঃ কশ্চ বৈ পূজ্যঃ কৈর্কুতৈস্তব্যতে
পরঃ ॥ ৪৫ ॥ কৈর্কুতৈর্মৈঃ কৈশ্চ নিয়মৈঃ কয়া বা ধর্ম-
পূজয়া । কেনাচারেণ তুষ্ঠেঃ স্মাং কিং তদ্রূপঞ্চ তস্ম
বৈ ॥ ৪৬ ॥ কস্মাদ্বেবাজ্জগজ্জাতং জগৎ পালয়তে চ
কঃ । কীদৃশৈরবতারৈশ্চ কস্মিন্ যাতি লয়ং জগৎ ॥ ৪৭ ॥
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোমবন্তরাণি চ । কস্মাদ্বেবাং

ব্রহ্মা বলিলেন, আমাকে রুদ্র এইরূপ বলিলেন । অনন্তর
রুদ্র, দেবনিকর এবং আমি সমবেত হইয়া শ্বেতদ্বীপনিবাসী
বিষ্ণুকে প্রণতিপূস্ক স্তবকরিয়া সারতত্ত্ব-শ্রবণমানসে দণ্ডায়মান
রহিলাম । ৩৯-৪০ । কিয়ৎকাল-পরে আমাদিগের মধ্যে মহাদেব
পরাংপর বিষ্ণুকে প্রণামকরিয়া সারতত্ত্ব জিজ্ঞাসাকরিলেন । ৪১ ।

পুনর্বার ব্রহ্মা ব্যাসদেবকে বলিলেন, হে সত্যবতীনন্দন !
তুমি যেরূপ আমাকে জিজ্ঞাসাকরিলে, ভবানীপতি শিব দেব-
গণের সহিত সেইরূপ বিষ্ণুর নিকটে প্রশ্নকরিয়াছিলেন, সেই
সকল কথা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর । ৪২-৪৩ ।

মহাদেব নারায়ণকে বলিলেন, দেবপতে ! আপনি আমার
প্রশ্নের সহুত্তর প্রদানকরুন । দেবাদিদেব ঈশ্বরকে ? কাহা-
কেই বা ধ্যান ও পূজা করা যায় ? কিরূপ ব্রতাহুষ্ঠানে, কিরূপ
পশ্চাবলগ্নন, কিরূপ নিয়মাচরণে, কিপ্রকারে পূজা করিলে
ও কোন্ কোন্ আচার আশ্রয়করিলে, তিনি সন্তুষ্ট থাকেন এবং
সেই ঈশ্বরের রূপ কি (৪৪-৪৬) ? কোন্ দেবহইতে এই
জগতের সৃষ্টি হইয়াছে ? কোন্ দেবই বা কি কি রূপে
অবতীর্ণ হইয়া এই অখিল সংসার পালনকরিতেছেন এবং
কোন্ দেবই বা অন্তঃসময়ে সমস্ত ভুবন বিলীন হয় ? ৪৭ ।
নারায়ণ ! আদিসৃষ্টি, প্রজাপতিসৃষ্টি, বংশ, মন্বন্তর ও বংশা-
ন

প্রবর্ত্তন্তে কাস্মিন্নেতৎ প্রাতঃস্তুতং । এতৎ সৰ্বং হরে
ক্রহি যচ্চাত্তদপি কিঞ্চন ॥ ৪৮ ॥ পরমেশ্বরমাত্মাত্ম্যং
যুক্তযোগাদিকস্তথা । তথাষ্টাদশবিদ্যাশ্চ হরীরুদ্রং
ততোহব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥

হরিরুবাচ ॥ ৫০ ॥ শৃণু রুদ্র প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা চ
সুরৈঃ সহ । অহং হি দেবোদেবানাং সর্বলোকে-
শ্বরেশ্বরঃ ॥ ৫১ ॥ অহং ধ্যেয়শ্চ পূজ্যশ্চ স্তুতৌহং
স্তুতিভিঃ সুরৈঃ । অহং হি পুজিতো-রুদ্র দদামি
পরমাং গতিং ॥ ৫২ ॥ নিয়মৈশ্চ ব্রতৈস্তুষ্ঠ-আচারেণ
চ মানবৈঃ । জগৎস্থিতেরহং বীজং জগৎকর্তা হুহং
শিব ॥ ৫৩ ॥ দৃষ্টনিগ্রহকর্তা হি ধর্মগোপ্তা হুহং হর ।
অবতারৈশ্চ মংস্তাত্মৈঃ পালয়ামাখিলং জগৎ ॥ ৫৪ ॥
অহং মন্ত্রাশ্চ মন্ত্রার্থঃ পূজাধ্যানপারোহহং । স্বর্গাদী-
মাঞ্চ কর্তাহং স্বর্গাদীন্তহমেব চ ॥ ৫৫ ॥ জ্ঞাতা শ্রোতা
তথা মন্তা বক্তা বক্তব্যমেব চ । সর্বঃ সর্বাঙ্কো-দেবো-

চরিত কোন্ দেবহইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং কোন্ দেবেই বা
এই সকল প্রতিষ্ঠিত আছে ? এই সকল এবং অন্তান্ত সারতত্ত্ব
আমার নিকটে প্রকাশকরিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন । ৪৮ ।
অনন্তর বিশ্বকর্তা হরি মহাদেবের নিকটে পরমেশ্বরমাত্মাত্ম্য,
যুক্তযোগাদি ও ষ্টাদশ বিদ্যা বলিলেন । ৪৯ ।

হরি বলিলেন, হে রুদ্র ! হে ব্রহ্মন ! হে দেবগণ ! তোমরা
অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । আমিই দেবগণের দেবতা । আমিই
নিখিলভুবনের ঈশ্বর । ৫০-৫১ । অমরগণ আমাকেই ধ্যান, পূজা
ও স্তব করিয়া থাকেন । হে শঙ্কর ! আমাকেই আরাধনাকরিলে,
আমি পরমা গতি প্রদানকরি । ৫২ । মানবগণ ব্রত, নিয়ম
ও আচারদ্বারা আমাকেই সন্তুষ্ট করিয়া থাকে । হে শিব !
আমিই এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি করিতেছি । ৫৩ ।
আমিই দৃষ্টনিগ্রহার্থ যুগে যুগে মংস্তাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া
ধর্ম রক্ষণ ও অখিল সংসার পালন-করিতেছি । ৫৪ । আমি
মন্ত্র, মন্ত্রপ্রতিপাদ্য বেদ-দেবতা, তাহাও আমি এবং ধ্যান-
পরায়ণ পূজকও আমি । আমি স্বর্গাদি সৃষ্টিকরিয়াছি এবং
সেই সৃষ্ট স্বর্গাদিও আমার রূপভেদমাত্র । ৫৫ । দর্শন-শ্রবণ-
মননাদি-জন্ত জ্ঞানের আশ্রয় যে আত্মা, তাহাও আমি । বক্তা

ভুক্তিমুক্তিকরঃ পরঃ ॥ ৫৬ ॥ ধ্যানং পূজোপহারোহং
মণ্ডলানুহমেব চ । ইতিহাসান্তহং রুদ্র সৰ্বদেবো-
হং শিব ॥ ৫৭ ॥ সৰ্বজ্ঞানানুহং শস্তো ব্রহ্মানুহং-মহং
শিব । অহং ব্রহ্মা সৰ্বলোকঃ সৰ্বদেবাজ্ঞকোহং ॥ ৫৮ ॥
অহং সাক্ষাৎ সদাচারো ধর্মোহং বৈষ্ণবোহং । বর্ণা-
শ্রমাস্থখা চাহং তদ্বর্মোহং পুরাতনঃ ॥ ৫৯ ॥ যমোহং
নিয়মোরুদ্র ব্রতানি বিবিধানি চ । অহং সূর্যাস্থখা
চক্রে মঙ্গলাদীহং তথা ॥ ৬০ ॥ পুরা মাং গুরুড়ঃ
পক্ষী তপসারাদয়ন্তুবি । ভুষ্ট-উচে বরং ক্রহি মতো-
বত্রে বরং স চ ॥ ৬১ ॥

গুরুড়-উবাচ ॥ ৬২ ॥ মম মাতা চ বিনতা নাগৈ-
ন্দাসীকৃত্য হরে । যথাহং দৈবতান্ জিত্বা চামৃতং
হানয়ামি তং ॥ ৬৩ ॥ দাস্ত্রাদিমোক্ষয়িম্যামি যথাহং

আমি ও বক্তব্যবিষয়ও আমি । এই জগতে ষতপ্রকার পদার্থ
আছে, সেই সকল আমারই স্বরূপ । সৰ্বদেব আমি এবং
আমিই সন্ন্যাসদিগকে ভুক্তি ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি । ৫৬ ।
হে রুদ্র ! ধ্যান, পূজা, উপহারাদি সকলই আমার অংশ । হে
শিব ! আমি সৰ্বময় ; আমিভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই ।
পৌরাণিক ইতিহাসে আমারই চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে । হে
শস্তো ! আমি সৰ্বদেবস্বরূপ এবং সৰ্বজ্ঞানময় পরমাত্মা পর-
ব্রহ্ম । আমিই ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাস্ট সমস্তলোকও আমি । ৫৭-৫৮ ।
আমি সাক্ষাৎ সদাচার, আমি ধর্ম, আমি বৈষ্ণব, আমি সর্ববর্ণা-
শ্রম এবং আমিই সর্ববর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম ও পুরাণপুরুষ । ৫৯ ।
হে চক্রেশ্বর ! আমিই যমনিয়মাদি বিবিধ ব্রত । আমি
সূর্য্য, আমি চক্রে এবং আমিই মঙ্গলাদিগ্রহ । ৬০ । পূর্বকালে
একদা পক্ষিরাজ গুরুড় কঠোর তপস্তা দ্বারা আমার আরাধনা
করিয়াছিল । আমি খগরাজের তপশ্চরণে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে
বলিলাম, হে বিনতানন্দন ! তুমি আমার নিকট অভিলষিত
বর প্রার্থনা কর । অনন্তর আমার নিকটে বিষ্ণুরাজ বরগ্রহণে
প্রস্তুত হইল । ৬১ ।

• গুরুড় বলিলেন, নারায়ণ ! আমার মাতা বিনতা নাগলোক
দাসীকৃত্য অধীন হইয়া কাল বাপন করিতেছেন । আপনি
যদি আমার প্রাতঃপ্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে
এই বস্তু প্রদান করুন যে, আমি যেন দেবতাদিগকে পরাজয়-

বাহনস্তব । মহাবলো মহাবীৰ্য্যঃ সৰ্বজ্ঞো নাগদারণঃ ।
পুরাণসংহিতাকর্তা যথাহং স্ম্যং তথা কুরু ॥ ৬৪ ॥

বিষ্ণুরূবাচ ॥ ৬৫ ॥ যথা ত্বয়োক্তং গুরুড় তথা সৰ্বং
ভবিষ্যতি । নাগদাস্ত্রান্মাতরং ত্বং বিনতাং মোক্ষয়ি-
ষ্যসি ॥ ৬৬ ॥ দেবাদীনু সকলান্ জিত্বা চামৃতং হান-
য়িম্যসি । মহাবলো বাহনস্ত্বং ভূমিষ্যসি বিষাদিনঃ ॥ ৬৭ ॥
পুরাণং মৎপ্রসাদাচ্চ মম মাহাত্ম্যবাচকং । যদুক্তং মৎ-
স্বরূপঞ্চ তব চাবির্ভবিষ্যতি ॥ ৬৮ ॥ গারুড়ং তব নাম্না
তল্লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি । যথাহং দেবদেবানাং ত্রীঃ
খ্যাতা বিনতামৃত । তথা খ্যাতিং পুরাণেষু গারুড়ং
গুরুড়েষ্যতি ॥ ৬৯ ॥ যথাহং কীর্তনীয়োহং তথা ত্বং

করিয়া অমৃত আনয়নকরিতে পারি (৬২-৬৩), আমি জননীকে
দাস্ত্রহইতে বিমোচিত করিয়া আপনার বাহন হইয়া থাকি,
মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া নাগসকলকে বিদারণকরিতে পারি,
আমার সৰ্বজ্ঞতা-শক্তি জন্মে ও আমি পুরাণ প্রণয়নকরিতে
পারি, এই সকল আমার প্রার্থনীয় । ভগবন্ ! আমার প্রতি
অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া আমাকে পূর্বোক্ত কার্যসমূহে শক্তি
প্রদান করুন । ৬৪ ।

• বিহগরাজ গুরুড় এইরূপ বর প্রার্থনাকরিলে, বিষ্ণু বলিলেন,
বৈনতেয় ! তোমার কথিত বিষয়সকল সফল হইবে, আমি
তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলাম । তুমি নাগলোকগতা
জননী বিনতাকে দাস্ত্রহইতে পরিত্রাণ করিতে পারিবে (৬৫-৬৬),
দেবগণকে জয়করিয়া অমৃতানয়নে, তোমার ক্ষমতা জন্মিবে,
মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া আমার বাহন হইতে পারিবে এবং
তোমার নাগবিদারণে শক্তি হইবে । ৬৭ । হে খগেশ্বর ! তুমি
আমার প্রসাদে পুরাণসংহিতা প্রণয়নকরিয়া আমার মাহাত্ম্য
বর্ণনকরিবে । আমার যে স্বরূপ উক্ত আছে, সেই স্বরূপ
তোমাতেও আবির্ভূত হইবে, তুমি জ্ঞাননেত্রে আমার স্বরূপ
দেখিতে পাইবে । ৬৮ । তোমার প্রণীত পুরাণ গুরুড়পুরাণ
নামে লোকে বিখ্যাত হইবে । হে বিনতাতনয় ! যেরূপ ত্রেবতা-
দিগের মধ্যে আমার ত্রী বিখ্যাত আছে, সেইরূপ সর্বপুরাণের
মধ্যে গারুড় পুরাণ খ্যাতি লাভকরিবে । ৬৯ । যেরূপ লোকে
আমাকে কীর্তন করে, সেইরূপ তুমিও জগতে কীর্তনীয় হইবে ।

গরুড়ায়না । মাং ধ্যাভা পক্ষিমুখ্যেদং পুরাণং গদ
গারুড়ং ॥ ৭০ ॥

ইত্যাকো-গরুড়োরুদ্র কশ্যপায়াহ পৃচ্ছতে । কশ্যপো-
গারুড়ং ঞ্জাত্বা ব্রহ্মং দক্ষমজীবয়ৎ ॥ ৭১ ॥ অয়ঞ্চান্মন-
ভূত্বা বিষ্ণুরান্মজীবয়ৎ ॥ যক্ষি ওঁ উং স্বাহা জাপী
বিষ্ণেয়ং গারুড়ী পরা । গরুড়োক্তং গারুড়ং হি শৃণু
রুদ্র মহাত্মকং ॥ ৭২ ॥

‘ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে প্রামাধ্যায়ো নাম
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ ইতি রুদ্রাজ্জোবিষোঃ শুশ্রাব
ব্রহ্মণোমুনিঃ । ব্যাসোব্যাসাদহং বক্ষ্যে হস্ত শৌনক
নৈমিষে ॥ ২ ॥ মুনির্নাং শৃণ্বতাং মধ্যে সর্গাদ্যং দেব-

হে পক্ষিশ্রেষ্ঠ ! তুমি আমাকে চিত্তাকরিয়। পুরাণ প্রণয়নকর,
তবেই তুমি সফলপ্রযত্ন হইতে পারিবে । ৭০ ।

ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়কে এইরূপ উপদেশ দিলেন । অনন্তর
কশ্যপ ভিক্ষাসাকবিলে, খগরাজ কশ্যপকে পুরাণ-ইতিবৃত্ত বলি-
লেন । কশ্যপ গরুড়পুরাণ শ্রবণকরিয়। মৃগসঞ্জীবনী-বিদ্যাবলে
একটি দক্ষবৃক্ষ সঞ্জীবিত করিলেন এবং অরং অন্তমনাতইয়া বহুল
মৃত পদার্থ বাঁচাইলেন । “যক্ষি ওঁ উং স্বাহা” এটি গরুড়োক্ত
সঞ্জীবনী-মন্ত্র ; এই মন্ত্র জপকরিবে । হে রুদ্র ! গরুড় স্বরচিত
পুরাণে যে যে বিষয় বলিয়াছেন, সেই সমুদয় তোমার নিকটে
বলিতেছি, শ্রবণকর । ৭১-৭২ ।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন, এইরূপে ব্রহ্মা ও মহাদেব গরুড়োক্ত পৌরা-
ণিক ইতিবৃত্ত বিষ্ণুর নিকটে শুনিয়াছিলেন ; মুনিবর ব্যাসদেব
ব্রহ্মার সমীপে শ্রবণকরেন ; হে শৌনক ! আমি ব্যাসের প্রসাদে
এই পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, এই নৈমিষক্ষেত্রে তোমা-
দের সমীপে বলিতেছি, শ্রবণকর । ১-২ । সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়,

পুঙ্জনং । তীর্থং ভুবনকোষঞ্চ মনন্তর-মিহোচ্যতে ॥ ৩ ॥
বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মাংশ্চ দানরাজ্যাদিধর্ম্মকাঃ । ব্যবহারো-
ব্রতং বংশা বৈজ্যকং সনিদানকং ॥ ৪ ॥ অজানি প্রলয়ো-
ধর্ম্মকামার্থজ্ঞানমুত্তমং । সপ্রপঞ্চং নিম্প্রপঞ্চং কৃতং
বিষ্ণোর্নিগদ্যতে । পুরাণে গারুড়ে সর্বং গরুড়ো ভগ-
বান্ হরিঃ ॥ ৫ ॥ বাসুদেবপ্রসাদেন সামর্থ্যাতিশয়ৈ-
যুতঃ । ভূত্বা হরেক্ষাহনঞ্চ সর্গাদীনাঞ্চ কারণং । দেবান্
বিজিত্য গরুড়ো অমৃতাহরণস্তথা ॥ ৬ ॥ চক্রে
ক্ষুধাহতং যস্য ব্রহ্মাণ্ডমুদরে হরেঃ । ষং দৃষ্ট্বা স্তুত-
মাত্রেণ নাগাদীনাঞ্চ সংক্ষয়ং ॥ ৭ ॥ কশ্যপোগারুড়া-
দ্বৃক্ষং দক্ষং চাজীবয়দ্যতঃ । গরুড়ঃ স হরিস্তেন প্রোক্তং
ত্রিকশ্যপায় চ ॥ ৮ ॥ তং ত্রীমক্ষারুড়ং পুণ্যং সর্বদং
পঠিতং তব । হরীরিতিঞ্চ রুদ্রায় শৃণু শৌনক তদ-
যথা ॥ ৯ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

দেবার্চন, তীর্থমাশ্রয়, ভুবনব্রহ্মাণ্ড ও মনন্তর এইক্ষণ কণিত
হইতেছে (৩) এবং বর্ণ-ধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম,
ব্যবহার, ব্রত, বংশানুচরিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, নিদানশাস্ত্র, ষড়ঙ্গ,
প্রলয়, ধর্ম্মকামার্থজ্ঞান, বিষ্ণুর স্থূল ও সূক্ষ্ম-স্বরূপ ইত্যাদি সমস্ত
গরুড়পুরাণে নিগদিত হইবে । ৪-৫ । গরুড় বাসুদেবের প্রসাদে
ও স্বীয় সামর্থ্যের আতিশয্যাহেতু বিষ্ণুর বাহন হইয়া সৃষ্টি,
স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হইয়াছিলেন এবং দেবাসুর জয়করিয়।
অমৃত আচরণ করেন । ৬ । যে বিশ্বস্তরের উদরে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড
বর্ত্তমান আছে, গরুড় সেই ভগবান্কেও ক্ষুধাহত করিয়া-
ছিলেন । গরুড়কে দর্শন অথবা তাঁহাকে শ্রবণ-করিলে, সর্প-
গণ বিনাশ পায় । ৭ । গারুড়মন্ত্রবলে কশ্যপ দক্ষবৃক্ষ সঞ্জী-
বিত করিয়াছিলেন । এই পুরাণ প্রথমে গরুড় কশ্যপের নিকটে
বলেন, হরি কশ্যপের নিকট-শ্রবণ করেন । হরি যেক্রমে মহা-
দেবকে বলিয়াছিলেন, শৌনক ! আমিও সেইরূপ তোমাদি-
গের নিকটে বলিতেছি, শ্রবণকর । ৮-৯ ।

ইতি তৃতীয় অধ্যায়ঃ

চতুর্থোধ্যায় ।

রুদ্র-উবাচ ॥ ১ ॥ সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশোম্ম-
স্তরাণি চ । বংশানুচরিতথৈব এতদ্ ব্রহ্ম জনাৰ্দ্ধন ॥২॥
হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ শৃণু রুদ্র প্রবক্ষ্যামি সর্গাদীন্
পাপনাশনাম্ । সর্গস্থিতিপ্রলয়ান্তাং বিকোঃ ক্রীড়াং
পুরাতনীং ॥ ৪ ॥ নরনারায়ণো-দেবো-বাসুদেবো-
নিরঞ্জনঃ । পরমাত্মা পরংব্রহ্ম জগজ্জনিলয়াদিকৃৎ ॥৫॥
সংসারতৎ সৰ্বমেবৈতদ্ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপবৎ । তথা পুরুষ-
রূপেণ কালরূপেণ চ স্থিতং ॥ ৬ ॥ ব্যক্তং বিষ্ণুস্তথা-
ব্যক্তং পুরুষঃ কালএব চ । ক্রীড়তোবালকস্তেব চেষ্টা-
স্তস্মৈ নিশাময় ॥ ৭ ॥ অনাদিনিধনোদাত্তা ত্বনন্তঃ
পুরুষোত্তমঃ । তস্মাস্তবতি চাব্যক্তং তস্মাদাত্মাপি
জায়তে ॥৮॥ তস্মাদ্ দ্বিস্মিনস্তস্মাদ্ভূতঃ খং পবনস্ততঃ ।
স্মাত্তেজস্ততস্তাপস্ততোভূমিস্ততোহস্জং ॥৯॥ অণ্ডো-

চতুর্থ অধ্যায় ।

মহাদেব বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসাকরিলেন, জনাৰ্দ্ধন! আপনি
সৃষ্টির আদিবিবরণ, প্রজাপতিদিগের উৎপত্তি, সেই সকল
প্রজাপতিহইতে বংশবিস্তার ও মন্বন্তরবৃত্তান্ত আমার নিকটে
বর্ণনকরুন। ১-২।

হরি বলিলেন, রুদ্র! আমি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এবং সৃষ্টি,
স্থিতি ও প্রলয়রূপা পাপনাশিনী বিষ্ণুর পুরাতনী ক্রীড়া বলি-
তেছি, শ্রবণকর। ৩-৬। নরনারায়ণ, জ্যোতির্মান, পরমাত্মা,
পরংব্রহ্ম, দেবাদিদেব বাসুদেব এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও
প্রলয় করিতেছেন। ৫। সেই পরংব্রহ্মই ব্যক্ত ও অব্যক্ত-নিখিল-
জগৎস্বরূপ। তিনিই পুরুষরূপে এবং কালরূপে এই জগতে
বিদ্যমান আছেন। ৬। সেই বিষ্ণু ব্যক্তপুরুষস্বরূপ ও অব্যক্ত-
কালস্বরূপ। শিশুগণ বেকরূপ ক্রীড়াকালে নানাকার্য্য করিয়া
থাকে, তিনিও সেইরূপ যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা
শ্রবণকর। ৭। সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের আদি ও অব-
শেষ নাই, তিনিই এই জগতের বিধাতা, অনন্ত ও পুরুষোত্তম।
সেই পরমেশ্বরহইতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎ ও আত্মার উৎপত্তি
হইয়াছে। ৮। সেই আত্মাহইতে বুদ্ধি, বুদ্ধিহইতে মনঃ,
মনঃহইতে আকাশ, আকাশহইতে বায়ু, বায়ুহইতে তেজঃ,
তেজঃহইতে জল এবং জলহইতে ভূমি উৎপন্ন হইল। ৯। হে

হিরণ্যয়োরুদ্র তস্তাস্তঃ স্বয়মেব হি । শরীরগ্রহণং পূৰ্ণং
সৃষ্টার্থং কুরুতে প্রভুঃ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মা চতুর্শৃঙ্খোভূত্বা
রজোমাত্রাধিকঃ সদা । শরীরগ্রহণং রুদ্রাঃ সৃজদেত-
চরাচরং ॥ ১১ ॥ অণ্ডস্তাস্তর্জগৎ সৰ্বং সদেবাসুর-
মানুষং । অষ্টা সৃজতি চাত্মানং বিষ্ণুঃ পাল্যঞ্চ পাতি
চ । উপসংহ্রিয়তে চাস্তে সংহতী চ স্বয়ং হরিঃ ॥ ১২ ॥
ব্রহ্মা ভূত্বাসৃজদ্বিষ্ণুর্জগৎ পাতি হরিঃ স্বয়ং । রুদ্ররূপী চ
কল্পান্তে জগৎ সংহরতে প্রভুঃ ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মা ভূ সৃষ্টিকাল-
হস্মিন্ জলমধ্যগতাং মহীং । দংষ্ট্রোদ্ধরতি যে জ্ঞাতা
বারাহীমস্থিতং তনুং ॥ ১৪ ॥ দেবাদিসর্গাদ্বিক্রোহঃ
সংক্ষেপাচ্চ শৃণু শঙ্কর । প্রথমোমহতঃ সর্গো-নিরূপো
ব্রহ্মণস্ত সং ॥ ১৫ ॥ তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়স্ত ভূতসর্গোহি নঃ
স্মৃতঃ । বৈকারিক স্তৃ তীয়স্ত সর্গশ্চৈদ্রিয়কঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬ ॥
ইত্যেতঃ প্রাকৃতঃ সর্গঃ সন্ততো-বুদ্ধিপূর্বকঃ । মুখ্য-
সর্গশ্চতুর্থস্ত মুখ্যাবৈ স্থাবরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৭ ॥ তিথ্যক-

রুদ্র! অনন্তর হিরণ্যয় অণ্ড সমুৎপন্ন হইল। সেই অণ্ডের মধ্যে
স্বয়ং প্রভু জগৎসৃষ্টির নিমিত্ত শরীর গ্রহণকরিলেন। ১০। পবে
প্রভু চতুর্শৃঙ্খ ব্রহ্মরূপে প্রোদ্বৃত্ত হইয়া রজোমাত্রাশ্রয়-পুরুষ
এই দৃশ্যমান চরাচর জগৎ সৃষ্টিকরিয়াছিলেন। ১১। সেই
অণ্ডমধ্যে দেবাসুরমানুষসমবেত চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইল।
এইরূপে ব্রহ্মা সৃষ্টিকরিতেছেন, স্বয়ং বিষ্ণু পালনকরিতে
থাকিলেন এবং হরি স্বয়ং রুদ্ররূপী হইয়া অন্তসময়ে নিখিল
জগৎ সংহারকরিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১২। একমাত্র স্বয়ং
জগন্নাথ প্রভু ব্রহ্মরূপে সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে পালন এবং কল্পাবসানে
রুদ্ররূপে সংহার করেন। ১৩। ব্রহ্মা সৃষ্টিকাল বরাহরূপে ধারণ
করিয়া জলমগ্না পৃথিবীকে দন্তদ্বারা উদ্ধারকরিয়াছিলেন। ১৪।
হে শঙ্কর! আমি দেবাদি সৃষ্টি-সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণকর।
প্রথমে পরমেশ্বরহইতে মহত্ত্বের সৃষ্টি হয়। ঐ মহত্ত্ব ব্রহ্মের
বিকারস্বরূপ। ১৫। দ্বিতীয়ে তন্মাত্রা-সৃষ্টি, অর্থাৎ ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূত
উৎপন্ন হইল। ইহা ভূতসৃষ্টিগণকে আগাত কর। ১৬। তৃতীয়ে বৈকা-
রিক-সৃষ্টি, অর্থাৎ ঐ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতহইতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি
হয়। ১৭। এই সকল সৃষ্টিকেই প্রাকৃত সৃষ্টি বলা যায়। প্রাকৃত-
সৃষ্টি বুদ্ধিসম্বলিত। চতুর্থে মুখ্য-সৃষ্টি, অর্থাৎ পক্ষত মহীকর আদি
স্থাবর পদার্থসকল উৎপন্ন হইল। ১৭। পঞ্চমে পশুপক্ষিপ্ৰভৃতির

শ্রোতন্ত যঃ প্রোক্তস্তির্থাগ্‌যোক্তাঃ স উচ্যতে । তদু-
 শ্রোতনাং বশ্ঠো দেবসর্গস্ত স স্মৃতঃ ॥১৮॥ ততোহর্ষাক-
 শ্রোতনাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষঃ । অষ্টমোহনুগ্রহঃ
 সর্গঃ সাত্ত্বিকস্তামসস্ত সঃ ॥ ১৯ ॥ পঞ্চমো বৈরুতাঃ
 সর্গাঃ প্রাকৃতান্ত ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ । প্রাকৃতো-বৈরুতশ্চাপি
 কৌমারোনবমঃ স্মৃতঃ ॥ ২০ ॥ স্বাবরাস্তাঃ সুরাশ্চান্ত
 প্রজা-রুদ্র চতুর্বিধাঃ । ব্রহ্মণঃ কুর্ততঃ সৃষ্টিং জজিরে
 মানসাঃ স্মৃতাঃ ॥২১॥ ততো দেবাসুরপিতৃনু মানুষাংশ্চ
 চতুষ্টয়ং । নিম্ফুরস্তাংশ্চেতানি স্বমাত্মানমপূজয়ৎ ॥২২॥
 মুক্তাশ্চনস্ত মাদ্রায়া মুদ্রিতাভূৎ প্রজাপতেঃ । নিম্ফো-
 জ্জবনাং পূর্ব মসুরাজজিরে ততঃ ॥ ২৩ ॥ উৎসসর্জ
 ততস্তান্ত তমোমাদ্রাশ্চিকাং তনুং । তমোমাদ্রা তনু-
 স্তাভ্যু শঙ্করাভূদ্বিভাবরী ॥ ২৪ ॥ নিম্ফুরন্তদেহস্হঃ

উৎপত্তি হয়। ঐ সকল পশুপক্ষিপ্ৰভৃতি জীবগণ তির্থাগ্‌-
 যোনি বলিয়া অভিহিত । ইহার নাম তির্থাগ্‌শ্রোতঃ-সৃষ্টি ।
 বশ্ঠে উক্তশ্রোতের সৃষ্টি হয় । দেবসৃষ্টিকে উক্তশ্রোতঃ-সৃষ্টি বলা
 যায় ॥ ১৮ ॥ তৎপরে সপ্তমে অর্ষাক্‌শ্রোতঃ-সৃষ্টি, অর্থাৎ মনুষ্য-
 গণ উৎপন্ন হইল । অষ্টমে অনুগ্রহ-সৃষ্টি, অর্থাৎ সাত্ত্বিক ও তামস
 উভয়স্বভাবপন্ন অজ্ঞবিদ দেবসৃষ্টি হইল ॥ ১৯ ॥ মুখ্যসৃষ্টি-
 প্রভৃতিকে বৈরুত সৃষ্টি বলা যায় । এই বিরুতসৃষ্টি পাঁচ প্রকার
 এবং প্রাকৃত, অর্থাৎ প্রকৃতিস্বক্ৰিনী সৃষ্টি তিন প্রকার ।
 কৌমার সৃষ্টিকে নবম সৃষ্টি বলা যায় । এই নববিধ সৃষ্টির
 মধ্যে কতক প্রাকৃত ও কতক বৈরুত ॥ ২০ ॥ হে রুদ্র ! প্রজা-
 পতি যৎকালে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে তাঁহার
 তৈজস দেবগণ, মনুষ্যগণ, তির্থাগ্‌যোনিগণ ও স্বাবরগণ, এই
 চতুর্বিধ প্রজা সমুৎপন্ন হইল ॥ ২১ ॥ অনন্তর ব্রহ্মা অন্তোনামে
 বিখ্যাত দেবগণ, অসুরগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ, এই চতুর্বিধ
 প্রজা সৃষ্টিকরিতে অভিলাষী হইয়া আত্মাতে মনঃ সমাধান-
 করিলেন ॥ ২২ ॥ পরে ব্রহ্মা সেই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে,
 পূর্বসংস্কারবশতঃ 'তমোগুণ তাঁহাকে আশ্রয়করাতে প্রথমতঃ
 তাঁহার জঘনদেশহইতে অসুরগণ সমুৎপন্ন হইল ॥ ২৩ ॥ তৎপরে
 তিনি তমোময়ভাব পরিত্যাগকরিলেন । শঙ্কর ! সেই তমোময়
 ভাব পরিত্যক্ত হইয়া ঐত্বরূপে অবস্থিতকরিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

প্রীতিমাপ ততঃ সুরাঃ । সর্বোদ্রিক্তান্ত মুখতঃ সংভূতা-
 ব্রহ্মণোহর ॥২৫॥ সত্ত্বপ্রায়া তনুস্তেন সংত্যক্তা সাপ্যভূ-
 দ্ধিনং । ততোহি বলিনোরাত্রাবসুরা-দেবতা-দিয়া ॥২৬॥
 সত্ত্বমাত্রান্তরং গৃহ পরতশ্চ ততোহভবন্ । সা চোৎ-
 সৃষ্টাভবৎ সন্ধ্যা দিননক্তান্তরস্থিতা ॥ ২৭ ॥ রজোমাত্রা-
 ন্তরং গৃহ মনুষ্যাস্তভবৎস্ততঃ । সা ত্যক্তা চাভব-
 জ্যোত্সা প্রাক্‌সন্ধ্যা যাতিধীয়তে ॥ ২৮ ॥ জ্যোত্সা
 রাত্রাহনী সন্ধ্যা শরীরাদি তু তস্মৈ বৈ । রজোমাত্রান্তরং
 গৃহ ক্ষুদভূৎ কোপএব চ ॥ ২৯ ॥ ক্ষুৎক্ষামানসৃজদ্‌ব্রহ্মা
 রাক্ষসান্ রক্ষণাচ্চ সঃ । যক্ষাখ্যা-যক্ষণাজ্জৈয়াঃ সর্পা-
 বৈ কেশসর্পণাং ॥ ৩০ ॥ জাতাঃ কোপেন ভূতাশ্চা-
 গন্ধর্বা যজিরে ততঃ । পিবন্তো যজিরে বাচং গন্ধর্বা-
 অনন্তর তিনি অন্যভাবে আশ্রয়-পূর্বক প্রীতিমান হইয়া সৃষ্টি
 ইচ্ছা করিলে, তাঁহার মুখহইতে সত্ত্বগুণাধিত দেবগণের উৎ-
 পত্তি হইল ॥ ২৫ ॥ তখন তিনি সত্ত্বপ্রায়, অর্থাৎ প্রকাশাত্মকভাবে
 পরিত্যাগকরিলে, তাহা দিবসরূপে পরিণত হইল । এই
 কারণে অসুরগণ রাত্রিকালে ও দেবগণ দিবাতে প্রবল হইয়া
 থাকেন ॥ ২৬ ॥ অনন্তর ব্রহ্মা সাত্ত্বিকভাবে অবলম্বনকরিলে,
 তাঁহার (উভয় পার্শ্বহইতে) পিতৃগণের সৃষ্টি হইল । পরে তিনি
 সত্ত্বভাবে পরিত্যাগকরিলেন । ঐ পরিত্যক্ত সত্ত্বভাবে দিবা ও
 রাত্রির মধ্যগত সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল ॥ ২৭ ॥ তৎপরে প্রজা-
 পতি রজোগুণ আশ্রয়করিলে, রজোগুণোক্ত মনুষ্য সৃষ্টি
 হইল । তখন তিনি রাজসিকভাবে পরিত্যাগকরিলেন । ঐ
 রাজসিকভাবে পূর্বসন্ধ্যা নামে বিখ্যাত হইয়া জ্যোত্সারূপে
 পরিণত হইল ॥ ২৮ ॥ জ্যোত্সা, দিন, রাত্রি ও সন্ধ্যা, এই
 চারিটি প্রভু ব্রহ্মার শরীরস্থ গুণের পরিণামমাত্র । পরে ব্রহ্মা
 অন্যান্য রজোগুণ আশ্রয়করিলেন । তাহাতেই ক্রোধ ও
 কোপের উৎপত্তি হইল ॥ ২৯ ॥ 'অনন্তর ভগবান্‌ ক্রোধাত্তর রাক্ষ-
 সাদি প্রাণী সৃষ্টিকরিলেন । ইহার রক্ষণহেতু রাক্ষসনামে প্রথিত
 হইয়াছে । পরে যক্ষগণ সমুৎপন্ন হইল । ইহার রক্ষণ, অর্থাৎ
 ভক্ষণহেতু যক্ষনামে প্রসিদ্ধ হইল । ব্রহ্মার কেশসর্পণহইতে
 সর্পগণ 'অনিষ্ট' ৩০ । অনন্তর সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা কোপদ্বারা
 ভূত-গন্ধর্ব-প্রভৃতি প্রাণিগণ সমুৎপন্ন হইল । এই সকল প্রাণী
 গানপ্রিয়, 'অতএব' ইহাদিগকে গন্ধর্ব বলিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

স্তেন তেহনম ॥ ৩১ ॥ অবয়োবক্ষসচ্চক্রে মুখতোহজাঃ
স সৃষ্টবান্ । সৃষ্টবান্দরাদ্যাংচ পার্থ্যভাঞ্চ প্রজা-
পতিঃ ॥ ৩২ ॥ পদ্ম্যাকাশান্ স মাতঙ্গান্ গর্দভোষ্ট্রা-
দিকাংস্তথা । ওষধ্যঃ ফলমূলিচ্ছোরোমভাস্তস্ম জজিরে ॥
৩৩ ॥ গৌরজঃ পুরুষোমেঘঃ অশ্বশতরগর্দভাঃ । এতান্
গ্রাম্যান্ পশূন গ্রাহরারণ্যাংচ নিবোধ মে ॥ ৩৪ ॥
শ্বাপদং দ্বিধুরং হস্তিবানরাঃ পক্ষিপঞ্চমাঃ । উদকাঃ
পশবুঃ বৃষ্ঠাঃ সপ্তমাশ্চ সরীসৃপাঃ ॥ ৩৫ ॥ পূর্বা-
দিভ্যোমুখেভ্যস্ত ঋষেদাত্মাঃ প্রজজিরে । আশ্বাঽষ্ট
ব্রাহ্মণাজাতা বাহভ্যাং ক্ষত্রিয়াঃ স্মৃতাঃ । উরুভ্যস্ত
বিশঃ সৃষ্টাঃ শূদ্রঃ পদ্ম্যামজায়ত ॥ ৩৬ ॥ ব্রাহ্মলোকো-
ব্রাহ্মণানাং শাক্রঃ ক্ষত্রিয়জন্মনাম্ । মারুতঞ্চ বিশাং
স্থানং গাক্ষর্কং শূদ্রজন্মনাং ॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্মচারিব্রতস্থানাং
ব্রহ্মলোকঃ প্রজায়তে । প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং যথা-
বিহিতকারিণাং ॥ ৩৮ ॥ স্থানং সপ্তঋষীণাঞ্চ তথৈব বন-

ভগবান্ প্রজাপতি স্বীয় বক্ষঃস্থলহইতে মেঘ, মুখহইতে ছাগ,
উদর ও পার্শ্বদেশহইতে গো, পদদ্বয়হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ, গর্দভ,
উষ্ট্র আদি জীবগণ সৃষ্টিকরিলেন। তাঁহার রোমহইতে ফলমূল-
শালী ওষধিসকল জন্মিল ৩২-৩৩। গো, অজ, মহুষ্য, মেঘ, অশ্ব,
অশ্বতর ও গর্দভ, ইহারা গ্রাম্য জন্তু। আরণ্য জন্তুর বিষয় বলি-
তেছি, শ্রবণকর। ৩৪। প্রথম শ্বাপদ, অর্থাৎ ব্যাঘ্র-প্রভৃতি হিংস্র
জন্তু; দ্বিতীয় দ্বিধুর, অর্থাৎ বাহাদের খুর খণ্ডিত, এইরূপ জন্তু;
তৃতীয় হস্তী; চতুর্থ বানর; পঞ্চম পক্ষী; ষষ্ঠ কৃশ্মপ্রভৃতি জলচর
জন্তু; এবং সপ্তম সর্পাদি সরীসৃপ প্রাণী, ইহারা বশুজন্তুমধ্যে
গণিগণিত। ৩৫। সেই সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতির পূর্বাদি মুখ-চতুষ্টয়-
হইতে ঋগাদি বেদচতুষ্টয়ের উদ্ভব হয়। ব্রহ্মার মুখহইতে ব্রাহ্মণ,
বাহুদ্বয়হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয়হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয়হইতে শূদ্র
উৎপন্ন হইল। ৩৬। অনন্তর ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদিগের নিমিত্ত ব্রাহ্ম-
লোক, ক্ষত্রিয়দিগের নিমিত্ত ঐন্দ্রলোক, বৈশ্যদিগের নিমিত্ত
বায়ুলোক ও শূদ্রদিগের নিমিত্ত গাক্ষর্কলোক সৃষ্টিকরিলেন। ৩৭।
ব্রহ্মচর্যাবলম্বী মুনিদিগের বাসার্থে ব্রহ্মলোক ও স্বর্গের রত গৃহস্থ-
দিগের নিমিত্ত প্রাজাপত্যলোক এবং সপ্তর্ষি, বনবাসী ও যতি-

বাসিনাং । যতীনামক্ষয়ং স্থানং যদৃচ্ছাগামিনাং
সদা ॥ ৩৯ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ কৃষেহ্যমুদ্রসংস্থানং প্রজাসংগত
মানসং । অথামৃজং প্রজপকর্ত্ত্বান্ মানসাংস্তনয়ান্
প্রভুঃ ॥ ২ ॥ ধর্ম্মং রুদ্রং মনুঞ্চৈব সনকং স সনাতনক ।
ভৃগুং সনৎকুমারঞ্চ রুচিং শুক্লস্তথৈব চ ॥ ৩ ॥
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং । বশিষ্ঠং
নারদঞ্চৈব পিতৃন বর্হিবদস্তথা ॥ ৪ ॥ অগ্নিস্বাত্তাংচ
কব্যাদানাজ্যপাংচ সূকালিনঃ । উপহূতাংস্তথা
দীপ্যাংস্ত্রয়োমূর্ত্তিবিবর্জিতাঃ ॥ ৫ ॥ সমূর্ত্তয়শ্চ চত্বারো-
হপ্যদ্বীপাদক্ষমীধর । বামাদ্বীপান্তস্ত ভার্য্যামমৃজং
পদ্মসম্ভবঃ ॥ ৬ ॥ তস্মাস্ত জনয়ামাস দক্ষোহুহি-
তরঃ শুভাঃ । দদৌ তা-ব্রহ্মগুজ্জেভ্যঃ সতীং রুদ্রায়

দিগের নিবাসার্থ যথোপযুক্ত অক্ষয় লোকসকল বিহিত হইল।
তাঁহারা স্ব-স্ব-ইচ্ছানুসারে অভিলষিত স্থানে বাসকরিলেন। ৩৮-৩৯।

• ইতি চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায় ।

হরি বলিলেন, ব্রহ্মা এইরূপে সৃষ্টি সংস্থাপনকরিয়া প্রজা
সৃষ্টিকরিতে মানসকরিলেন। অনন্তর প্রভু প্রজাপতিস্বরূপ
মানসপুত্র সৃষ্টিকরিলেন। ১-২। অনন্তর সৃষ্টিকর্ত্তা ধর্ম্ম, রুদ্র,
মনু, সনক, সনাতন, ভৃগু, সনৎকুমার, রুচি, শুক্ল, মরীচি,
অত্রি, অঙ্গিরাঃ পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, নারদ এবং বর্হিবদ,
অগ্নিস্বাত্তা, কব্যা, আজ্যপ, সূকালিন, উপহূত ও দীপ্য-নামা
পিতৃগণ, এই সকল প্রজাপতির সৃষ্টি করিলেন। বর্হিবদ-প্রভৃতি
পিতৃগণের সংখ্যা সপ্ত। তন্মধ্যে তিনটি মূর্ত্তিবিহীন ও চারিটি
মূর্ত্তিমান। পরে পদ্মবোনি দক্ষানুষ্ঠহইতে দক্ষপ্রজাপতি এবং
বামানুষ্ঠহইতে ভদ্রার্থ্যাকে সৃষ্টিকরিলেন। ৩-৬। অনন্তর দক্ষ-
প্রজাপতি স্বীয় ভার্য্যার গর্ভে কতকগুলি কৃত্রিম ঐন্দ্রপাদন করিয়া,
সেই কৃত্রিমগণকে ব্রহ্মার মানসপুত্র ধর্ম্ম-প্রভৃতিকে প্রদানকরেন।

দত্তবান্ । রুদ্রপুজাবভূবুর্হি অসংখ্যাতা-মহাবলাঃ ॥৭॥
ভূগবেচদদৌ খ্যাতিং রূপেণাপ্রতিমাং শুভাং । ভূগো-
পাতাবিধাতারৌ জনয়ামাস না শুভা ॥ ৮ ॥ শ্রিয়ঞ্চ
জনয়ামাস পত্নী নারায়ণশ্চ য়া । তস্ম্যাং বৈ জনয়ামাস
নলোন্মাদৌ হরিঃ স্বয়ং ॥৯॥ আয়তির্নিয়তিশ্চৈব মনোঃ
কন্তো মহাত্মনঃ । ধাতাবিধাত্রোস্তু ভাষ্যে তয়ো
জ্জাতৌ সূতাবুভৌ । প্রাণশ্চৈব মুকণ্ডশ্চ মার্কণ্ডেয়ো-
মুখণ্ডতঃ ॥ ১০ ॥ পত্নী মরীচেঃ সম্ভূতিঃ পৌর্ণমাস-
মস্মর্যত । বিরজঃ সর্বগশ্চৈব তস্ম পুজা-মহাত্মনঃ ॥১১॥
স্বতেশ্চাদ্ভিরসঃ পুজাঃ প্রসূতাঃ কন্তকাস্তথা । সিনী-
বালী কুহুশ্চৈব রাকা চানুমতিস্তথা ॥ ১২ ॥ অনস্মর্য
তথৈবাত্রের্জজে পুজানকল্মষান্ । সোমং দুর্কাসনশ্চৈব
দত্তাত্রেয়ঞ্চ যোগিনং ॥ ১৩ ॥ প্রীত্যাং পুলস্ত্যভার্যায়ানং
তিনি সতীনাথী একটা যে কন্তা রুদ্রকে সমর্পণকরিয়াছিলেন,
তাহাতে রুদ্রের মহাবল পরাক্রান্ত অসংখ্য পুত্র উৎপন্ন হয় । ৭ ।
দক্ষরাজের অসামান্য রূপবতী খ্যাতিনামে যে ছুহিতা ছিলেন,
দক্ষ ঐ কন্তা ভগ্নকে অর্পণকরেন । খ্যাতি ভগ্নর ঔরসে ধাতা
ও বিধাতা-নামে পুত্রদ্বয় উৎপাদনকরিয়াছিলেন (৮) এবং
তাহার গর্ভেই নারায়ণপত্নী লক্ষ্মীর জন্ম হয় । নারায়ণ লক্ষ্মীর
গর্ভে বল ও উন্মাদ নামে দুই পুত্র উৎপাদনকরিয়াছিলেন । ৯ ।
মহাত্মা মহুর আয়তি ও নিয়তি নামে দুই কন্তা ছিলেন ।
তাহাদের ভগ্ননন্দন ধাতা আয়তিকে ও বিধাতা নিয়তিকে
পরিণয়করেন । কালক্রমে আয়তির গর্ভে প্রাণ-নামে এক পুত্র
জন্মে এবং নিয়তির মুকণ্ডনামে এক সন্তান হয় । এই মুকণ্ডর
পুত্রের নাম মার্কণ্ডেয় । ১০ । দক্ষরাজের সম্ভূতিনামে যে কন্তা
ছিলেন, তাহাকে মরীচি বিবাহকরেন । সম্ভূতি পৌর্ণমাসনামে
এক অপত্য প্রসবকরেন । মহাত্মা পৌর্ণমাসের বিরজঃ ও সর্বগ-
নামে দুই মহাত্মা পুত্র উৎপন্ন হয় । ১১ । ঋষিরাজ অঙ্গিরা
দক্ষকন্তা স্মৃতির পাণিগ্রহণ করেন । তাহার অনেকগুলি পুত্র-
সন্তান উৎপন্ন হয় এবং সিনীবালী, কুহু, রাকা ও অনুমতি নামে
কন্তাচতুষ্টয় জন্মে । ১২ । অত্রি মুনি দক্ষকন্তা অনস্মর্যাকে বিবাহ-
করেন । তাহাদের চন্দ্র, দুর্বাসা ও দত্তাত্রেয়-নামে তিন পুত্রের
জন্ম হয় । ইহারা সকলেই নিশাপী এবং দত্তাত্রেয় পরমধর্মবানী
ছিলেন । ১৩ । পুলস্ত্যভার্য্যা প্রীতির গর্ভে দত্তোলিনামে এক পুত্র

দঙোলিস্তৎসুতোহভবৎ । কৰ্ম্মণ্ডাৰ্থবীরশ্চ সহিসুশ্চ
সুতত্রয়ং । ক্ষম্ তু স্বৰূবে ভাৰ্য্যা পুলহস্ত প্রজাপতেঃ ॥
১৪ ॥ ক্রতোশ্চ স্মমতিভাৰ্য্যা বালিখিল্যানস্মৃত ।
যষ্টিং বালিসহস্রাণি ঋষীণা মৃদ্ধীরেতসাং । অঙ্কুঠপৰ্শ-
মাত্রাণাং জলস্তাস্করবর্চসাং ॥ ১৫ ॥ উৰ্জায়াস্ত বশি-
ষ্ঠস্য সপ্তাজয়ন্ত বৈ সূতাঃ । রজোগাত্রোদ্ধবাহশ্চ
শরণশ্চানঘস্তথা । সূতপাঃ শুক্র-ইত্যেতে সর্কে সপ্ত-
ৰ্যয়োমতাঃ ॥ ১৬ ॥ স্বাহাং প্রাদাং স দক্ষোহপি সুরী-
রায় বহুয়ে । তস্মাৎ স্বাহা সূতান্ লেভে ত্রীনুদারো-
জসোহর । পাবকং পবমানঞ্চ শুচিঞ্চাপি জলাশিনাং ॥
১৭ ॥ পিতৃভ্যশ্চ স্বদা জজ্ঞে মেনাং বৈতরণীং তথা ।
তে উভে ব্রহ্মবাদিনৌ মেনাগাতু হিমাচলং ॥ ১৮ ॥
ততো ব্রহ্মান্নসন্তু তং পূৰ্ণং স্বায়ত্ত্বং প্রভুঃ । আত্মান-
মেব ক্রতবান্ প্রজাপাল্যে মনুং ধর ॥ ১৯ ॥ শতরূপাঞ্চ
তাং নারীং তপোনিহঁতকল্মষাং । স্বায়ত্ত্ববো মনু-
র্দেবঃ পত্নীভ্যে জগৃহে তঁতঃ ॥ ২০ ॥ তস্মাচ্চ পুরুষা-
উৎপন্ন হয় । প্রজাপতি পুলহের গেহিনী ক্ষমা কৰ্ম্মণ, অথবীর ও
সহিসু-নামে পুত্রত্রয় প্রসবকরেন । ১৪। প্রজাপতিপ্রবর ক্রতু দক্ষ-
কন্তা স্মমতিকে ভাৰ্য্যা করিয়াছিলেন । স্মমতি যষ্টিসহস্র বালি-
খিল্য-নামে ঋষি প্রসবকরেন । ঐ মুনীগণ উৰ্দ্ধীরেতাঃ, অঙ্কুঠপৰ্শ-
পরিমিতদেহ এবং মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ত্রায় তেজস্বী । ১৫ ।
ঋষিবর বশিষ্ঠের ঔরসে ও তৎপরিণীতা দক্ষকন্তা উৰ্জার গর্ভে
রজঃ, গাত্র, উৰ্দ্ধবাহ, শরণ, অনব, সূতপা ও শুক্র, এই সপ্ত
পুত্রের জন্ম হয় । ইহঁরা সঙ্ঘর্ষি বলিয়া বিখ্যাত । ১৬ । দক্ষ-
প্রজাপতি স্বাহানামী স্বীরকন্তা শরীরধারী অগ্নিকে সমর্পণ-
করেন ; স্বাহাদেবী অগ্নি হইতে উদারকীৰ্ত্তি পাবক, পবমান ও
শুচি-নামে তিন পুত্র লাভকরেন । ১৭ । স্বধানামী দক্ষকন্যা
পিতৃগণকর্জুক পরিণীতা হইয়া মেনা ও বৈতরণী-নামে দুইটী
কন্যা প্রাপ্ত হন । ঐ উভয় কন্যাই ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন । তাঁহা-
দিগের মধ্যে মেনা হিমাচললজ্জতা হন । ১৮ । অনন্তর প্রভু
ব্রহ্ম আত্মশরীরহইতে পূৰ্ণোৎপন্ন আত্মস্বরূপ স্বায়ত্ত্বব মনুকে
প্রজাপালনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন । ১৯ । ভগবান্ দেখ
স্বায়ত্ত্বব মনু ব্রহ্মদেহোৎপন্ন তপোবলে-পাপস্পর্শপরিশ্রুয়া
শতরূপানামী নারীকে পত্নীভ্যে গ্রহণকরিলেন । পরে

দেবী শতরূপা ব্যজায়ত । প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ প্র-
সূতাকৃতিসংজ্ঞিতে ॥ ২১ ॥ দেবহুতিং মনুস্তামু
আকৃতিং রুচয়ে দদৌ । প্রসূতিঞ্চৈব দক্ষায় দেব-
হুতিঞ্চ কৰ্দ্দমে ॥ ২২ ॥ রুচৈর্বজ্ঞো দক্ষিণাভুদক্ষিণায়াক্ষ
যজ্ঞতঃ । অভবন্ দ্বাদশ সূতা যমোনাম মহাবলাঃ ॥
২৩ ॥ চতুর্বিংশতিকন্যাশ্চ সৃষ্টবান্ দক্ষ-উত্তমঃ । শ্রদ্ধা
লক্ষ্মীপ্ৰতি-স্তুষ্টিঃ পুষ্টির্মেধা ক্রিয়া তথা ॥ ২৪ ॥ বুদ্ধি-
লজ্জা বপুঃ শান্তি-ঋদ্ধিঃ কীর্তিস্ত্রয়োদশী । পত্ন্যর্থং
প্রতিজ্ঞাহ ধর্মোদাক্ষায়ণঃ প্রভূঃ ॥ ২৫ ॥ খ্যাতিঃ
সত্যশ্চ সম্ভূতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিঃ ক্ষমা তথা । সন্নতিশ্চান-
নুয়া চ উজ্জা স্বাহা স্বধা তথা ॥ ২৬ ॥ ভৃগুর্ভবোমরী-
চিচ্চ তথা চৈবাদিরা নুনিঃ । পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব ক্রতু-
শ্চর্ষিবর-স্তুধা ॥ ২৭ ॥ অত্রির্ঋগিষ্ঠোবহিচ্চ পিতরশ্চ

স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে ও শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ-
নামক দুই পুত্র এবং প্রমুহতি, আকৃতি ও দেবহুতি-নামক
কন্যাত্রয় জন্ম পরিগ্রহ করিল। স্বায়ম্ভুব মনু কন্যাত্রয়ের মধ্যে
রুচির সহিত আকৃতির, দক্ষের সহিত প্রমুহতির এবং কৰ্দ্দমের
সহিত দেবহুতির পরিগ্রহক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। ২১-২২ ।
কচি আকৃতির পাণিগ্রহণ করিলে, তাঁহাদের যজ্ঞনামক পুত্র ও
দক্ষিণানামী কন্যা উৎপন্ন হইল। যজ্ঞ দক্ষিণার পাণিগ্রহণ
করিলেন। দক্ষিণার গর্ভে যজ্ঞের ঔরসে দ্বাদশ পুত্র জন্মপরিগ্রহ-
করিল। ঐ দ্বাদশ পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত ও যম-নামে বিখ্যাত
হইয়াছিল। ২৩ । দক্ষের ঔরসে প্রমুহতির গর্ভে চতুর্বিংশতি
কন্যা উৎপন্ন হইল। এই চতুর্বিংশতি কন্যার নাম কীর্তিত
হইতেছে। শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, ধৃতি, ভূষ্টি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি,
লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, ঋদ্ধি ও কীর্তি, এই ত্রয়োদশ কন্যা দক্ষতনয়
ভগবান্ ধর্ম বিবাহ করিলেন। ২৪-২৫ । অবশিষ্ট একাদশ
কন্যার নাম এই,—খ্যাতি, সত্য, সম্ভূতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা,
সন্নতি, জননুয়া, উজ্জা, স্বাহা ও স্বধা। ২৬ । ভৃগু, মহাদেব,
মরীচি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, বশিষ্ঠ, অগ্নি ও
পিতৃগণ, ইহারা যথাক্রমে খ্যাতিপ্রভৃতি ঐ একাদশ দক্ষকন্যার
পাণিগ্রহণ করেন, অর্থাৎ ভৃগু খ্যাতিকৈ, মহাদেব সত্যকে,
মরীচি সম্ভূতিকৈ, অঙ্গিরা স্মৃতিকৈ, পুলস্ত্য প্রীতিকৈ, পুলহ
ক্ষমাকৈ, ক্রতু সন্নতিকৈ, অত্রি জননুয়াকে, বশিষ্ঠ উজ্জাকৈ,

যথাক্রমে । খ্যাতিাত্মাজগৎ কন্যা নুনয়োনুনিগতমাঃ ॥
২৮ ॥ শ্রদ্ধা কামং চলা দর্পঃ নিয়মং ধৃতিরানুজং ।
সন্তোমঞ্চ তথা ভূষ্টিলোভং পুষ্টি-রস্ময়ত ॥ ২৯ ॥ মেধা
ক্রতং ক্রিয়া দণ্ডং লয়ং বিনয়মেব চ । বোধং বুদ্ধিস্তুধা
লজ্জা বিনয়ং বপুর্ভাজং ॥ ৩০ ॥ ব্যবসায়ং প্রজ্ঞে
বৈ ক্ষেমং শান্তিবৃষ্ময়ত । সুখম্ভির্ষণঃ কীর্তিরিত্যেতে
ধর্মস্বনবঃ । কামস্য চ রতির্ভার্যা তৎপুত্রোহর্ষ-
উচ্যতে ॥ ৩১ ॥ ঈজে কদাচিদ্ যজ্ঞেন হয়মেধেন দক্ষকঃ ।
তস্য যামাতরঃ সর্পে যজ্ঞং জগমুনিমজ্জিতাঃ ॥ ৩২ ॥
ভার্যাভিঃ সহিতাঃ সর্পে রুদ্রং দেবীং সতীং বিনা ।
অনাহুতা সতী প্রাপ্তা দক্ষেনৈবাবগানিতা ॥ ৩৩ ॥
তাত্ত্বা দেহং পুনর্জাতা মেনায়ান্ত হিমালয়াৎ । শস্তো-
ভার্যাভবদগৌরী তস্মাজজ্ঞে বিনায়কঃ ॥ ৩৪ ॥ কুমার-
শ্চৈব ভৃগীশঃ ক্রুদ্ধোরুদ্রঃ প্রতাপবান্ । বিধবাস্ত্র যজ্ঞং
দক্ষস্ত তং শশাপ পিণাকধৃক্ । ধ্রুবস্ত্রাশ্বয়সন্তুতো মনু-

অগ্নি স্বাহাকে ও পিতৃগণ স্বধাকে বিবাহকরেন। ২৭-২৮ ।
অনন্তর শ্রদ্ধা কামনামক পুত্র, লক্ষ্মী দর্পনামক পুত্র, ধৃতি নিয়ম-
নামক পুত্র, ভূষ্টি সন্তোষনামক পুত্র, পুষ্টি লোভনামক পুত্র,
মেধা ক্রতনামক পুত্র, ক্রিয়া দণ্ড, লয় ও বিনয়-নামক পুত্র-
ত্রয়, বুদ্ধি বোধনামক পুত্র, লজ্জা বিনয়নামক পুত্র, বপুঃ ব্যব-
সায়নামক পুত্র, শান্তি ক্ষেমনামক পুত্র, ঋদ্ধি স্ত্রধনামক পুত্র
এবং কীর্তি যশোনামক পুত্র প্রসব করিলেন। ধর্মহইতে তাঁহাব
ত্রয়োদশ পত্নীর গর্ভে এই ষোড়শ পুত্রের উৎপত্তি হয়। ধর্মহনয়
কামের ভার্যা রতি। তাঁহাদের হর্ষনামে এক পুত্র জন্মে। ৩১-৩২ ।
অনন্তর দক্ষপ্রজাপতি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সতী ও
রুদ্রভিন্ন স্বীয় (কন্যা ও) যামাতৃবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন ।
যামাতৃগণ আহৃত হইয়া স্ব স্ব-ভার্যার সহিত যজ্ঞসন্দর্শন-করিতে
উপস্থিত হইলেন। সতী পিতৃনিমন্ত্রণের অপেক্ষা না করিয়া যজ্ঞ
দর্শন-মানসে গমন করিলেন। দক্ষ অনাহুতা সতীকে উপস্থিত
দেখিয়া যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলেন। ৩৩-৩৪ । সতী দক্ষকৃত
অপমানে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্জাত হিমালয়হইতে
মেনকার গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিলেন। সতী হিমালয়গর্ভে
গৌরী-নাম পরিগ্রহপূর্বক শম্বুর গেহিনী হন। তাঁহার গর্ভে
গণেশ, কীর্তিকৈয় ও ভৃগীশ, এই তিন পুত্র জন্মে। সতীর দেহ-

যন্তঃ ভবিষ্যসি ॥ ৩৫ ॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ উত্তানপাদাদভবৎ সুরুচ্যা-
মুত্তমঃ সূতঃ । সুনীতিস্তু ধ্রুবঃ পুত্রঃ স লেভে স্থান-
মুত্তমঃ ॥ ২ ॥ মুনিপ্রসাদাদারাধ্য দেবদেবং জনার্দনং ।
ধ্রুবস্ত তনয়ঃ শ্রিষ্টির্মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৩ ॥ তস্য
প্রাচীনবহিস্ত পুত্রস্তস্তাপ্যাদারধীঃ । দিবজয়স্তস্য সূত-
স্তস্য পুত্রোরিপুঃ সূতঃ ॥ ৪ ॥ রিপোঃ পুত্রস্ততঃ শ্রীমাৎ-
শচাক্ষুসঃ কীর্তিতোমনুঃ । রুরুস্তস্য সূতঃ শ্রীমানকস্তস্য
তথাত্মজঃ ॥ ৫ ॥ অঙ্গস্য বেণঃ পুত্রস্ত নাস্তিকোধধ্ব-
বজ্জিতঃ । অধর্মকারী বেণশ্চ মুনিভিষ্চ কুশৈহিতঃ ॥ ৬ ॥
উরুং মমসুঃ পুত্রার্থে ততোহস্ত তনয়োহভবৎ । ইন্দ্রো-

ত্যাগকালে মহাতেজা পিণাকপাণি রুদ্ধ কুপিত হইয়া যজ্ঞ
বিনাশপূর্বক দক্ষকে অভিশাপ প্রদান করেন,—“দক্ষরাজ! তুমি
ঋবের বংশে মনুষ্য হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিবে” ॥ ৩৪-৩৫ ॥

ইতি পঞ্চম অধ্যায় ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

হরি কহিলেন, উত্তানপাদের সুরুচী-নারী ভার্য্যার গর্ভে
উত্তম-নামে পুত্র এবং সুনীতির গর্ভে ধ্রুবনামে পুত্র উৎপন্ন
হয়। ধ্রুব সপ্তর্ষির প্রসাদে দেবদেব জনার্দনের আরাধনাকরিয়া
উত্তম স্থান লাভকরিয়াছিলেন। ঋবের মহাবল পরাক্রান্ত শ্রিষ্টি-
নামে এক তনয় জন্মে। ১-৩। তৎপরে শ্রিষ্টির একপুত্র উৎপন্ন
হয়, তাহার নাম প্রাচীনবহিঃ। প্রাচীনবহির পুত্র উদারধী, তাহার
পুত্র দিবজয়, দিবজয়ের পুত্র রিপু, রিপুর পুত্র চাক্ষুষ। ইনি
চাক্ষুষ-মহু নামে বিখ্যাত হন। চাক্ষুষ মহুর তনয় রুরু, রুরুর পুত্র
অঙ্গ। ৪-৫। অঙ্গের বেণ-নামে একপুত্র উৎপন্ন হয়। বেণ নাস্তিক,
অর্থাৎ ঈশ্বর স্বীকার করিতেন না, ধর্মবর্জিত ও অধর্মকারী
ছিলেন। মুনিগণ তাঁহাকে কুশম্বারা বিনাশকরিয়াছিলেন। ৬।
অনন্তর তাপসনিকর তাঁহার পুত্রোৎপাদনার্থ উরুদেশে হৃদয়-
করিলে, তাহাইহতে খর্বাকৃতি ইন্দ্রপুত্র এক তনয় উদ্ভূত হইল।

হতিমাত্রঃ কৃষাক্ষো নিবীদেতি ততোহক্রবন্ । নিবা-
দন্তেন বৈ জ্ঞতে। বিজ্ঞাশৈলনিবাসকঃ ॥ ৭ ॥ ততো-
হস্ত দক্ষিণং পানিং মমসুঃ সহসা দ্বিজাঃ । তস্মাত্তস্য
সুতোজাতো বিজ্ঞোহানসরূপধ্বক ॥ ৮ ॥ পৃথুরিত্যেব
নামা স বেণঃ পুত্রাদ্বিবং যশো । ছুদোহ পৃথিবীং
রাজা প্রজানাং জীবনায় হি ॥ ৯ ॥ অন্তর্দ্বানঃ
পৃথোঃ পুত্রোহবিদ্বান স্তদাত্মজঃ । প্রাচীনবহিস্তং পুত্রঃ
পৃথিব্যামেকরাড্ভবতো ॥ ১০ ॥ উপষেমে সমুদ্রস্য লব-
ণস্য স বৈ সূতাং । তস্মাৎ সুসাব সামুদ্রী দশ প্রাচীন-
বহিষঃ ॥ ১১ ॥ সর্কে প্রাচেতসোনাম ধনুর্বেদস্ত পারগাঃ ।
অপৃথগধর্মচরণা-স্তে তপ্যন্ত মহত্তপঃ ॥ ১২ ॥ দশবর্ষ-
সহস্রাণি সমুদ্রসলিলেশয়াঃ । প্রজাপতিভ্যং সংপ্রাপ্য
ভার্য্যা তেষাঞ্চ মারিষা ॥ ১৩ ॥ অভবদ্ভবশাপেন
তস্মাৎ দক্ষোহভবত্ততঃ । অসৃজন্মনসা দক্ষঃ প্রজাঃ

পরে মুনিগণ তাহাকে “নিবীদ,” অর্থাৎ উপবেশনকর, এই কথা
বলিয়াছিলেন। সেইহেতু “নিবাদ” তাহার নাম হইল। নিবাদ
বিজ্ঞাচলে বসতিকরিত্তে থাকিল। ৭। অনন্তর ঋষিগণ পুন-
র্বার বেণের দক্ষিণ হস্ত মস্তনকরিলেন। তাহাতে বিষ্ণুর
মানসরূপধারী এক পুত্র উৎপন্ন হইল। ৮। সেই বেনতনয় পৃথু
নামে বিখ্যাত হইলেন। বেণরাজ পুত্রের জন্মহেতু পুনরাম নরক-
হইতে পরিভ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমনকরেন। পৃথুরাজ প্রজা-
বর্গের জীবনরক্ষার্থ পৃথিবীকে দোহনকরিয়াছিলেন। ৯। পরে
পৃথুরাজের এক পুত্র জন্মিল; তাহার নাম অন্তর্দ্বান। অন্তর্দ্বানের
পুত্র হবিদ্বান এবং হবিদ্বানের পুত্র প্রাচীনবহিঃ। ইনি পৃথি-
বীতে একমাত্র রাজা (সম্রাট) ছিলেন। ১০। প্রাচীনবহিঃ লবণ-
সমুদ্রতনয়া সামুদ্রীকে বিবাহকরেন। সামুদ্রী প্রাচীনবহিঃহইতে
দশ তনয় প্রসবকরেন। ১১। প্রাচীনবহিতনয়গণ সকলেই প্রাচে-
তস নামে বিখ্যাত হইয়া ধনুর্বিদ্যায় পারগ হইয়াছিলেন।
তাঁহারা একধর্মাবলম্বী হইয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ১২।
প্রাচেতসগণ দশসহস্রবর্ষপর্যন্ত সাগরসলিলে শয়ান থাকিয়া
তপস্ত্যাকরেন এবং ঐ তপোষলে প্রজাপতিভ্য লাভকরিয়া মারিষা-
নারী কন্যার পাণিগ্রহণকরেন। ১৩। হরশাপগ্রস্ত দক্ষ মারিষার
গর্ভে জন্মপরিগ্রহকরিয়া প্রথমে চতুর্বিধ মানসপ্রজা সৃষ্টিকরিয়া

পূৰ্বে চতুৰ্বিধাঃ ॥ ১৪ ॥ নাবিক্ত চ তাস্তস্ত অপ-
 ধ্যাতা হরেন তু । মৈথুনে ততঃ সৃষ্টিং কৰ্ত্তুমৈচ্ছৎ
 প্রজাপতিঃ ॥ ১৫ ॥ অসিক্ৰীমাবহস্তাৰ্য্যং বীরগন্ত
 প্রজাপতেঃ । তস্ত পুত্রসহস্রস্ত বৈরগ্যাং সমপদ্যত ॥ ১৬ ॥
 নারদোক্তা-ভুবশাস্তং গতা-জ্ঞাতুঞ্চ নাগতাঃ । দক্ষপুত্র-
 সহস্রঞ্চ তেব নষ্টেবু সৃষ্টবান্ ॥ ১৭ ॥ শবলাশ্বাস্তেহপি
 গতা জাত্যাং পদবীং হর । দক্ষঃ ক্রুদ্ধঃ শশাপাথ
 নারদং জন্ম চাপ্যসি ॥ ১৮ ॥ নারদোহুতবৎ পুত্রঃ
 কঁশ্চপশ্চ মুনেঃ পুনঃ । বজ্রে ধ্বজেহধ দক্ষোহপি শশা-
 প্তোগ্রং মহেশ্বরং ॥ ১৯ ॥ যষ্টী ভ্রামুপচারৈশ্চ অপশ্রকৃষ্টি
 হি দ্বিজাঃ । জন্মাস্তরেহপি বৈরাগি ন বিনশ্চুষ্টি
 শকর ॥ ২০ ॥ অসিক্ৰ্যাং জনয়ামাস দক্ষো দুহিতরং হুথ ।
 যষ্টিং কস্তাং রূপযুতাং য়ে চৈবান্ধ্রিসে দদৌ ॥ ২১ ॥
 য়ে প্রাদাৎ স ক্রশাশ্বায় দশ ধর্ম্মায় চাপ্যথ । ত্রয়োদশ

ছিলেন। ১৪। অনন্তর যখন প্রজাপতি দক্ষ দেখিলেন যে, হরশাপে
 তাঁহার মানসপ্রকার বৃদ্ধি হইল না, তখন তিনি দ্বীপুরুষসহযোগে
 প্রজা সৃষ্টিকরিতে মানস করিলেন। ১৫। পরে প্রজাপতি দক্ষ বীরগ-
 নামক প্রজাপতির কন্যা অসিক্ৰাকে বিবাহ করেন। ঐ অসিক্ৰার
 গর্ভে দক্ষের সহস্র পুত্র উৎপন্ন হইল। ১৬। তাঁহারা নারদের
 কথানুসারে পৃথিবীর আদ্যস্ত পরিমাণ পরিজ্ঞানার্থ গমন করিলেন,
 কিন্তু প্রত্যগত হইলেন না। এইরূপে সহস্র পুত্র নষ্ট হইলে,
 দক্ষ পুনর্বার সহস্র তনয় সৃষ্টিকরিলেন। ইহারা শবলাশ্ব নামে
 অভিহিত হইয়া ভ্রাতৃবর্গের পস্থা অনুসরণ করিলেন। তাহাতে
 দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া “নারদ! তুমি মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিবে,”
 এই বলিয়া নারদকে অভিসম্পাত করেন। ১৭-১৮। নারদ দক্ষশাপে
 অভিভূত হইয়া কশ্চপ মুনির পুত্ররূপে পুনর্বার জন্ম পরিগ্রহ-
 করিলেন। দক্ষ স্বীয় বজ্রবিনাশের পর মহাদেবকেও শাপ
 প্রদান করিয়াছিলেন,—“মহাদেব! যে ব্রাহ্মণগণ উপচারদ্বারা
 তোমার অর্চনা করিবে, তাহারা জগতে অপ্রতিষ্ঠ ও সকলের
 বৈরভাজন হইবে, জন্মাস্তরেও তাহাদের সেই বৈরভাব বিনষ্ট
 হইবে না”। ১৯-২০। অনন্তর দক্ষ অসিক্ৰার গর্ভে রূপযুতী
 ও তপশালিনী যষ্টি কন্যা উৎপাদন করেন। দক্ষ ঐ কন্যা-
 গণের মধ্যে দুই কন্যা অন্ধ্রিসকে, দুই কন্যা ক্রশাশ্বকে, দশকন্যা
 ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশ কন্যা কশ্চপকে, সপ্তবিংশতি কন্যা চক্রকে

কশ্চপায় সপ্তবিংশতধেনুদেব ॥ ২২ ॥ প্রদদৌ বহুপুত্রায়
 সুপ্রভাং ভামিনীং তথা । মনোরমাং ভানুমতীং
 বিশালাং বহুদামথ ॥ ২৩ ॥ দক্ষঃ প্রাদান্মহাদেব চতশ্রো-
 হরিষ্টনেমিনে । স ক্রশাশ্বায় চ প্রাদাৎ সুপ্রজাঞ্চ তথা
 জয়াং ॥ ২৪ ॥ অরুন্ধতী বসুধামী লম্বা ভানুর্মরুহতী ।
 সঙ্কল্পা চ মুহূর্ত্তা (বিকল্পা) চ সাধ্যা বিখ্যা চ তাদশ ॥ ২৫ ॥
 ধর্ম্মপত্ন্যাঃ সমাখ্যাতাঃ কশ্চপস্ত বদাম্যহং । অদিতি-
 দিত্তির্দনুঃ কালাহনায়ুঃ সিংহিকা মুনিঃ । কক্রঃ প্রাধা
 ইরা ক্রোধা বিনতা সুরভিঃ খগা ॥ ২৬ ॥ বিধেদেবাস্ত
 বিখ্যায়াঃ সাধ্যা সাধ্যান্ ব্যজায়ত । মরুহত্যাং মরুহস্তো-
 বসোস্ত বসবস্তথা ॥ ২৭ ॥ ভানোস্ত ভানবোরুজ মুহূর্ত্তাশ্চ
 মুহূর্ত্তজাঃ । লম্বায়াশ্চৈব ঘোষোহথ নাগবীথি তু
 যামিতঃ ॥ ২৮ ॥ পৃথিবীবিষয়ং সর্বমরুহস্ত্যাং ব্যজা-
 যত । সঙ্কল্পাপায়াস্ত সর্কাক্ষা জজ্ঞে সঙ্কল্প এব হি ॥ ২৯ ॥
 আপোক্রবশ্চ সোমশ্চ ধবশ্চৈবানিলোহনলঃ । প্রত্যাশ্চ

এবং সুপ্রভা ও ভামিনী নামী দুই কন্যা বহুপুত্রকে ও মনো-
 রমা, ভানুমতী, বিশালা ও বহুদা, এই চারি কন্যা অরিষ্ট-
 নেমিকে প্রদান করিয়াছিলেন। ক্রশাশ্বের পত্নীদিগের নাম
 সুপ্রজা ও জয়া। ২১-২৪। অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু,
 মরুহতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা (বিকল্পা), সাধ্যা ও বিখ্যা, ইহাদিগকে
 ধর্ম্ম বিবাহ করেন, ইহারা ধর্ম্মপত্নী নামে বিখ্যাত। কশ্চপপত্নী-
 দিগের নাম কীর্তনকরিতেছি,—অদিতি, দিত্তি, দনু, কালা,
 অনায়ু, সিংহিকা, মুনি, কক্র, প্রাধা, ইরা, ক্রোধা, বিনতা,
 সুরভি ও খগা। ২৫-২৬। ধর্ম্মপত্নীদিগের গর্ভে যে যে সন্তান
 উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগের নাম কীর্তিত হইতেছে। বিখার
 গর্ভে বিধেদেবগণ, সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণ, মরুহতীর গর্ভে
 মরুহদগণ, বসুহইতে বসুগণ, ভানুহইতে ভানুগণ, মুহূর্ত্তা-
 হইতে মুহূর্ত্তগণ, লম্বাহইতে ঘোষ ও যামীহইতে নাগবীথি
 উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ২৭-২৮। এই পৃথিবীতে বাহা কিছু
 দেখিতেছে, সেই সমুদ্রয়ই অরুন্ধতীহইতে উৎপন্ন হইয়াছে।
 সর্কাক্ষা সঙ্কল্প সঙ্কল্পানামী ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করি-
 তেন। ২৯। পুর্কোন্নিবেত বসুগণের নাম,—আগ, ক্রব,
 সোম, ধর্ম্ম, অনিল, অনল, প্রত্যাশ ও প্রভাস, এই সপ্ত বসু

প্রভাসশ্চ বসবো নামভিঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩০ ॥ আপস্ত
পুত্রো বৈতুণ্ডাঃ শ্রমঃ শ্রাস্তো ধনিস্তথা । ধ্রুবস্ত
পুত্রো ভগবান্ কালোলোকস্ত কালনঃ । সোমস্ত ভগ-
বান্ বর্জা বর্জস্বী যেন জায়তে ॥ ৩১ ॥ ধবস্ত পুত্রো-
রুহিণো হৃতহব্যবহস্তথা । মনোহরায়ান্ শিশিরঃ
প্রাণোহথ রমণস্তথা ॥ ৩২ ॥ অনিলস্ত শিবা ভার্য্যা
তস্তাঃ পুত্রঃ পুলোমজঃ । অবিজ্ঞাতগতিশ্চৈব দ্বৌ পুত্র-
বানিলস্ত তু ॥ ৩৩ ॥ অগ্নিপুত্রঃ কুমারস্ত শরস্তস্বৈ ব্যজা-
য়ত । তস্ত শাখো বিশাখশ্চ নৈগমেয়শ্চ পৃষ্ঠতঃ । অপত্যং
কৃত্তিকানাঙ্গ কার্তিকৈয় ইতি স্মৃতঃ ॥ ৩৪ ॥ প্রত্যাষস্ত
বিহুঃ পুত্রমুখিং নাম্না তু দেবলং । বিশ্বকর্মা প্রভাসস্ত
বিখ্যাভো দেববর্দ্ধকিঃ ॥ ৩৫ ॥ অজৈকপাদহির্দ্র-
শৃষ্টা রুদ্রশ্চ বীৰ্য্যবান্ । ভৃষ্টশ্চাপ্যাজ্জঃ পুত্রো বিশ্ব-
রূপো মহাতপাঃ ॥ ৩৬ ॥ হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চাপ-
রাজিতঃ । রূষাকপিশ্চ শঙ্কুশ্চ কপদী রৈবত-স্তথা ।

মৃগব্যাধশ্চ শর্কশ্চ কপালী চ মহামুনে । একাদশৈতে
কথিতা রুদ্রাচ্ছিবুবনেশ্বরঃ ॥ সপ্তবিংশতি সোমস্ত
পট্টো-নক্ষত্রসংজ্ঞিতাঃ ॥ ৩৭ ॥ অদিত্যাঃ কশ্যপা-
চৈব সূর্য্যা দ্বাদশ জজ্ঞিরে । বিষ্ণুঃ শক্রোহর্য্যমা ধাতা
ভৃষ্টা পুষা তথৈব চ ॥ ৩৮ ॥ বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো-
বরুণ-এব চ । অংগুমান্শ্চ ভগশ্চৈব আদিত্যা দ্বাদশ
স্মৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥ হিরণ্যকশিপুর্দিত্যাং হিরণ্যাকোহভব-
ত্তদা । সিংহিকা চাভবৎ কস্তা বিপ্রচিহ্নি পরিগ্রহা ॥
৪০ ॥ হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রাশ্চত্বারঃ পৃথুলোজসঃ ।
অনুহাদশ্চ হ্রাদশ্চ প্রহ্লাদশ্চৈব বীৰ্য্যবান্ । সংহ্রাদশ্চা-
ভবন্তেষাং প্রহ্লাদো বিষ্ণুতৎপরঃ ॥ ৪১ ॥ সংহ্রাদপুত্র-
আয়ুধান্ শিবির্কাস্কল এব চ । বিরোচনশ্চ প্রহ্লাদি-
র্কলির্জজ্ঞে বিরোচনাং । বলেঃ পুত্রশতং ত্রাসীদাগ-
জ্যেষ্ঠং রমধ্বজ ॥ ৪২ ॥ হিরণ্যাক্ষস্মৃতাস্চাসন্ সর্ক-এব
মহাবলাঃ । উৎকুরঃ শকুনিশ্চৈব ভূতসস্তাপনস্তথা ।

স্ব-স্ব-নামে প্রথিত আছেন । ৩০ । ইহাঁদিগের মধ্যে আপের
পুত্র বৈতুণ্ডা, শ্রম, শ্রাস্ত ও ধনি । ধ্রুবের পুত্র লোকসংহর্তা
ভগবান্ কাল । সোমের পুত্র ভগবান্ বর্জা । ইহাঁহইতে মনুষ্য
বর্জস্বী, অর্থাৎ কাস্তিমান্ হইয়া থাকে । ৩১ । মনোহরার
গর্ভে ধবের যে পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হন, তাহাদের নাম রুহিণ,
হৃতহব্যবহ, শিশির, প্রাণ ও রমণ । ৩২ । অনিলের ভার্য্যার
নাম শিবা । ঐ শিবার গর্ভে অনিলহইতে পুলোমজ ও অবি-
জ্ঞাতগতি-নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হন । ৩৩ । অগ্নির পুত্র কুমার,
ইনি শরস্তস্বৈ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার শাখ, বিশাখ
ও নৈগমেয় নামে তিনটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা উৎপন্ন হইয়া-
ছিলেন । কুমার কৃত্তিকাগণ-কর্তৃক পুত্ররূপে পরিপালিত হইয়া-
ছিলেন, একজ্ঞ তিনি কার্তিকৈয় এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ।
৩৪ । প্রত্যাষের পুত্র মহর্ষি দেবল । প্রভাসের পুত্র বিখ্যাভ-
নামা বিশ্বকর্মা ; ইনি দেববর্দ্ধক । ৩৫ । বিশ্বকর্ম্মার চারি পুত্র
উৎপন্ন হন, ইহাঁদের নাম অজৈকপাদ, অহির্দ্র, ভৃষ্টা ও রুদ্র ।
ইহাঁরা সকলেই মহাবলশালী । ইহাঁদের মধ্যে ভৃষ্টাহইতে মহা-
তপাঃ বিশ্বরূপ উৎপন্ন হইলেন । ৩৬ । (বিশ্বকর্ম্মার তনয় রুদ্র একা-
দশ অংশে বিভক্ত হন ।) ইহাঁদিগকে একাদশ রুদ্র বলা যায় ।
ইহাঁদিগের নাম,—হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, রূষাকপি,

শঙ্কু, কপদী, রৈবত, মৃগব্যাধ, শর্ক ও কপালী, এই একাদশ
রুদ্র ছিভুবনের ঈশ্বর বলিষ্ঠা বিখ্যাত । দক্ষ যে সপ্তবিংশতি কস্তা
চক্রকে অর্পণ করেন, তাহার নাম নক্ষত্র-নামে প্রথিত হন । ৩৭ ।
অদিতির গর্ভে কশ্যপহইতে দ্বাদশ সূর্য্য সমুৎপন্ন হন । তাহা-
দের নাম বিষ্ণু, শক্র, অর্য্যমা, ধাতা, ভৃষ্টা, পুষা, বিবস্বান্,
সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংগুমান্ ও ভগ । ইহাঁদিগকে দ্বাদশ
আদিত্যা বলে । ৩৮-৩৯ । কশ্যপের ঔরসে দিতির গর্ভে হিরণ্য-
কশিপু ও হিরণ্যাক্ষ-নামে দুই পুত্র এবং সিংহিকা-নামে এক
কস্তা উৎপন্ন হয় । বিপ্রচিহ্নি এই কস্তাব পাণিগ্রহণ করে । ৪০ ।
হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্র জন্মে । ইহারা সকলেই মহাবল পরা-
ক্রান্ত । এই চারি পুত্রের নাম অনুহাদ, হ্রাদ, প্রহ্লাদ, ও
সংহ্রাদ । এই পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রহ্লাদ বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন । ৪১ ।
সংহ্রাদের তিন পুত্র জন্মে । তাহাদের নাম আয়ুধান্, শিবি ও
বাস্কল । প্রহ্লাদের এক পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বিরোচন ।
বিরোচনহইতে বলির জন্ম হয় । বলির একশত পুত্র জন্মে,
তন্মধ্যে রূপ, সর্কজ্যোষ্ঠা ৪২ । হিরণ্যাক্ষের স্ততিপন্ন পুত্র
জন্মিয়াছিল ; তাহার নাম সকলেই মহাবলশালী । তাহাদের নাম
উৎকুর, শকুনি, ভূতসস্তাপন, মহানাত, মহাবাহ ও কালনাত,

মহানাতো মহাবাহুঃ কালনাভস্তথাপরঃ ॥ ৪৩ ॥ অর্ভ-
বনু দমুপুত্রাশ্চ দ্বিমূর্ধা শঙ্করস্তথা । অয়োমূখঃ শঙ্কুশিরাঃ
কপিলঃ সম্বরস্তথা ॥ ৪৪ ॥ একচক্রো মহাবাহুস্তার-
কশ্চ মহাবলঃ । স্বর্ভানুর্বষপর্ক্য চ পুলোমা চ মহা-
সুরঃ । এতে দনোঃ সূতাঃ খ্যাতা বিপ্রচিহ্নিষ্চ বীৰ্য্য-
বান্ ॥ ৪৫ ॥ স্বর্ভানোঃ সুপ্রভা কস্তা শশ্বিষ্ঠা বার্ষ-
পার্কী । উপদানবী হয়শিরাঃ প্রখ্যাতা বরকম্বকাঃ ॥ ৪৬ ॥
বৈশ্বানরস্ততে চোভে পুলোমা কালকা তথা । উভে
তে তু মহাভাগে মারীচেন্দ্র পরিগ্রহঃ ॥ ৪৭ ॥ তাভ্যাং
পুত্রসহস্রাণি বষ্টির্দানবসন্তমাঃ । পৌলোমাঃ কালক-
জাশ্চ মারীচতনয়াঃ সূতাঃ ॥ ৪৮ ॥ সিংহিকার্যাং
সমুৎপন্ন্য বিপ্রচিহ্নিস্ততাস্তথা । ব্যংশঃ শল্যশ্চ বলবান্
নভঃশ্চব মহাবলঃ ॥ ৪৯ ॥ বাতাপিন্মুচিশ্চব ইন্ডলঃ
খম্ভমস্তথা । অঙ্ককোন্নরকশ্চব কালনাভ-স্তথৈব চ ।
নিবাতকবচা-দৈত্য্যঃ প্রহ্লাদস্য কুলেহভবন্ ॥ ৫০ ॥
ষট্শতশ্চ মহাসত্ত্বা-স্তাত্মায়াঃ পরিকীর্তিতাঃ । শুকী

ইহারা দৈত্য-নামে খ্যাত । ৪৩ । দমুর অনেকগুলি পুত্র উৎপন্ন
হয়; তাহাদের নাম দ্বিমূর্ধা, শঙ্কর, অয়োমুখ, শঙ্কুশিরাঃ,
কপিল, সম্বর, একচক্র, মহাবাহু, মহাবল, তারক, স্বর্ভাহু, বৃষ-
পর্ক্য, মহাসুর পুলোমা ও বিপ্রচিহ্নি । ইহারা দমুপুত্র (দানব)
বলিয়া বিখ্যাত । ঐ সকল পুত্রগণের মধ্যে বিপ্রচিহ্নি অতি-
বীরাণ্য ॥ ৪৪-৪৫ ॥ ইহাদিগের মধ্যে স্বর্ভানুর কস্তার নাম
সুপ্রভা ও বৃষপর্ক্যার কস্তার নাম শশ্বিষ্ঠা । এতদ্ভাতিত বৃষপর্ক্যার
রূপলাবণ্যবতী আর দুইটা কস্তা ছিল, তাহাদের একটার নাম
উপদানবী ও অজ্ঞার নাম হয়শিরা । ৪৬ । বৈশ্বানরের যে দুইটা
কস্তা জন্মিয়াছিল, তাহাদের নাম পুলোমা ও কালকা । এই
দুইটা মহাসৌভাগ্যশালিনী ছিল । মারীচিতনয় কস্তাপ এই
দুইটা কস্তার পাণিগ্রহণ করেন ॥ ৪৭ ॥ তাহাদের গর্ভে বষ্টিসহস্র
অসুর সমুৎপন্ন হয় । এই সকল মারীচতনয় অসুরগণ পৌলোম
ও কালকজ-নামে বিখ্যাত । ৪৮ । সিংহিকার গর্ভে বিপ্রচিহ্নি-
হইতে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম,—ব্যংশ,
শল্য, বলবান, নভ, মহাবল, বাতাপি, নমুচি, ইন্ডল, খম্ভমর,
অঙ্কক, নরক, কালনাভ; নিবাতকবচপ্রভৃতি দৈত্য সকল
প্রহ্লাদকুলোৎপন্ন । ৪৯-৫০ । তাহার ছয়টা কস্তা উৎপন্ন হইয়া-

শ্রেনী চ ভাগী চ সুগ্রীবী শুচিগৃধ্রিকা ॥ ৫১ ॥ শুকী
শুকানজময়-চুলুকী প্রাত্যলুকান । শ্রেনী শ্রেনাংস্তথা
ভাগী ভাগান্ গৃধ্রাংশ্চ গৃধ্রাপি ॥ ৫২ ॥ শুচ্যোদকান্
পক্ষিগণান্ সুগ্রীবী তু ব্যজায়ত । অশ্বানুষ্ঠান গন্ধ-
ভাংশ্চ তাত্ত্রাবংশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৫৩ ॥ বিনতায়ান্ত পুঞ্জো
দ্যৌ বিখ্যাতো গুরুডারুণো । সুরসীয়াঃ সহস্রস্ত সর্পা-
ণামমিতৌজসাং ॥ ৫৪ ॥ কাঙ্গ্রীবৈয়াশ্চ ফণিনঃ সহস্র-
মমিতৌজসাঃ । তেষাং প্রদানোভূতেশ শেষবাসুকি-
তক্ষকাঃ ॥ ৫৫ ॥ শম্বঃ শ্বেতোমহাপদ্মঃ কঙ্গলাশ্বতরো
তথা । এলাপত্রস্তথা নাগঃ কর্কোটকধনঞ্জয়ো । গণং
ক্রোধবংশং বিক্ৰি তে চ সর্পে চ দংষ্ট্রিণঃ ॥ ৫৬ ॥ ক্রোধা
তু জনয়ামাস পিশাচাংশ্চ মহাবলান্ । গাস্তু বৈ জনয়া-
মাস সুরভীর্মহিষাংস্তথা ॥ ৫৭ ॥ ইরা যক্ষঃ তাবলীতৃণ-
জাতীশ্চ সর্পশঃ । খগা চ যক্ষরক্ষাংসি মুনিরঙ্গরসস্তথা ॥
অরিষ্টা তু মহাসত্ত্বান্ গন্ধর্কান্ সমজীজ্ঞনং ॥ ৫৮ ॥ দেবু

ছিল, তাহাদের প্রভাব অতি-আশ্চর্য্য । ইহাদিগের নাম শুকী,
শ্রেনী, ভাগী, সুগ্রীবী, শুচি ও গৃধ্রিকা । ৫১ । ইহাদের মধ্যে
শুকীহইতে শুকগণ, পেচকগণ ও কাকগণ; শ্রেনীহইতে শ্রেন-
গণ, ভাগীহইতে ভাগগণ, গৃধ্রীহইতে গৃধ্রগণ, শুচিহইতে শুচ-
গণ, সুগ্রীবীহইতে অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দভগণ উৎপন্ন হয় । ইহারা
তাত্ত্রাবংশ । ৫২-৫৩ । বিনতার গর্ভে জগাদখ্যাত দুই পুত্র
উৎপন্ন হন । তাঁহাদের প্রেমের নাম অরুণ ও দ্বিতীয়ের নাম
গুরুড । সুরসার গর্ভে অমিততেজস্বী সহস্র সর্পের উৎপত্তি
হয় । ৫৪ । কঙ্গ্রের গর্ভেও অমিততেজস্বী সহস্র সর্প উৎপন্ন
হয় । ভূতনাথ ! তাহাদের মধ্যে শেষ, বাসুকি, তক্ষক, শম্ব,
শ্বেত, মহাপদ্ম, কঙ্গল, অশ্বতর, এলাপত্র, কর্কোটক ও ধনঞ্জয়
এই কয়েকটি প্রধান । এই সকল সর্প ক্রোধপরবশ ও দষ্টা-
যুগ । ৫৫-৫৬ । ক্রোধা মহাবলশালী মাংসাশী পিশাচগণ এবং
সুরভী গোগণ ও মহিষগণ প্রসবকরিয়াছিলেন । ৫৭ । ইরা-
হইতে সমুদ্র বৃক্ষ, লতা, বল্লী ও তৃণ-জাতির উৎপত্তি হইয়া-
ছিল । এইরূপ খগানামী কস্তাগণেহিনীহইতে যক্ষগণ ও রাক্ষ-
সগণ এবং মুনিরামী জীর গর্ভে অঙ্গরোগের উৎপত্তি হইয়াছে ।
অরিষ্টা মহাসত্ত্ব গন্ধর্কগণকে প্রসঙ্গ করেন । ৫৮ । অনন্তর দিতির

একোনপঞ্চাশন্নরুতোহভবিত্তি । একজ্যোতির্বিজ্যো-
তিশ্চ ত্রিচতুর্জ্যোতিরেবচ ॥ ৫৯ ॥ একশুক্লোদিশু-
ক্রশ্চ ত্রিশুক্লশ্চ মহাবলঃ । ঈদৃক্ চান্ধ্যাদৃক্ সদৃক্ চ ততঃ
প্রতিসদৃক্ তথা ॥ ৬০ ॥ মিতশ্চ সমিতশ্চৈব সুমিতশ্চ
মহাবলঃ । ঋতজিৎ সত্যজিচ্চৈব সুবেণঃ সেনজিত্তথা ॥
৬১ ॥ অতিমিত্রোহপ্যমিত্রশ্চ দূরমিত্রোহজিত্তস্তথা ।
ঋতশ্চ ঋতধর্ম্মা চ বিহস্তা বরুণোক্রবঃ ॥ ৬২ ॥ বিধারণ-
শ্চতুর্থোহয়ং গৃহমেকগণঃ স্মৃতঃ । ঈদৃক্শ্চ সদৃক্শ্চ
এতাদৃক্কোমিতাশনঃ ॥ ৬৩ ॥ এতনঃ প্রসদৃক্শ্চ সুরতশ্চ
মহাতপাঃ । তাদৃগুগ্রোধনির্ভানো বিমুক্তোবিক্রিপঃ
সহঃ ॥ ৬৪ ॥ দ্যুতির্সমুর্বলাধ্বন্যো-লাভঃ কামো-জয়ী
বিরাট্ । উদ্বেষণোগণো নাম বায়ুশ্চক্রে তু সপ্তমে ॥ ৬৫ ॥
এতৎ সর্দং হরেক্রপং রাজানো-দানবাঃ সুরাঃ ।
সূর্য্যাদিপরিবারেণ মহাত্মা-ইজিরে হরিং ॥ ৬৬ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

গর্ভে একোনপঞ্চাশৎ মরুৎ নামে দেবগণের উৎপত্তি হয় । এই
মরুৎগণের নাম,—একজ্যোতিঃ, বিজ্যোতিঃ, ত্রিজ্যোতিঃ, চতু-
র্জ্যোতিঃ, একশুক্ল, দ্বিশুক্ল, ত্রিশুক্ল, ঈদৃক্, আন্যাদৃক্, সদৃক্,
প্রতিসদৃক্, মিত, সাম, সুমিত, ঋতজিৎ, সত্যজিৎ, সুবেণ,
সেনজিৎ, অতিমিত্র, অমিত্র, দূরমিত্র, অজিত, ঋত, ঋতধর্ম্মা,
বিহস্তা, বরুণ, ক্রব, বিধারণ, ঈদৃক্, সদৃক্, এতাদৃক্, এতন,
প্রসদৃক্, সুরত, তাদৃক্, উগ্র, ধ্বনি, ভান, বিমুক্ত, বিক্রিপ,
সহ, দ্যুতি, বসু, বলাধ্বা, লাভ, কাম, জয়ী, বিরাট্ ও উদ্ব-
েষণ । ৫৯-৬৫ । এই উনপঞ্চাশৎ বায়ু হরির অংশস্বরূপ । রাজা,
দানব, দেব, সূর্য্য, সমুপ্রভৃতি সকলেই পরিবারবর্গের সহিত
হরির অর্চনা করেন । ৬৬ ।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

রুদ্র-উবাচ ॥ ১ ॥ সূর্য্যাদিপূজনং ক্রহি স্মায়ন্তু-
বাদিভিঃ কৃতং । ভুক্তিমুক্তিপ্রদং সারং ব্যাস সংক্ষ-
পতঃ শৃণু ॥ ২ ॥

হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ সূর্য্যাদিপূজাং বক্ষ্যামি ধর্ম্ম-
কামাদিকারিকাং । ওঁ সূর্য্যাসনায় নমঃ ওঁ নমঃ সূর্য্য-
মূর্ত্তয়ে ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ সূর্য্যায় নমঃ । ওঁ সোমায় নমঃ
ওঁ মঙ্গলায় নমঃ ওঁ বুধায় নমঃ ওঁ রহস্যভয়ে নমঃ
শুক্ৰায় নমঃ ওঁ শনৈশ্চরায় নমঃ ওঁ রাহবে নমঃ ওঁ
কেতবে নমঃ । ওঁ তেজশ্চণ্ডায় নমঃ ॥ আসনাবাহানং
পাত্যমর্ঘ্যমাচমনস্তথা । স্থানং বস্ত্রোপবীতঞ্চ গন্ধপুষ্পঞ্চ
ধূপকং ॥ দীপকঞ্চ নমস্কারং প্রদক্ষিণবিসর্জনে ।
সূর্য্যাদীনাং সদা কুর্ষ্যাদিতি মন্ত্রৈরুৎসবজ ॥ ওঁ
হ্রাং শিবাসনায় নমঃ । ওঁ হ্রাং শিবমূর্ত্তয়ে নমঃ ।
ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ হ্রীং শিরসে স্মাহা ওঁ হ্রুং
শিখায়ৈ বযট্ ওঁ হ্রৈং কবচায় হ্রু ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায়
বৌষট্ ওঁ হ্রঃ অন্ত্রায় নমঃ । ওঁ হ্রাং সন্তোজাতায়
নমঃ । ওঁ হ্রীং বার্মদেবায় নমঃ । ওঁ হ্রুং অঘোরায়
নমঃ । ওঁ হ্রৈং তৎপুরুষায় নমঃ । ওঁ হ্রৌং কেশানায়
নমঃ । ওঁ হ্রাং গৌরৈ্য নমঃ ওঁ হ্রাং গুরুভ্যো
নমঃ ওঁ হ্রাং ইন্দ্রায় নমঃ ওঁ হ্রাং চণ্ডায় নমঃ ওঁ
হ্রাং অঘোরায় নমঃ । ওঁ বাসুদেবাসনায় নমঃ ওঁ
বাসুদেবমূর্ত্তয়ে নমঃ । ওঁ অং ওঁ নমো ভগবতে
বাসুদেবায় নমঃ । ওঁ আং ওঁ নমো ভগবতে সর্গ-
ণায় নমঃ । ওঁ অং ওঁ নমো ভগবতে প্রদ্যুম্নায়
নমঃ । ওঁ অং ওঁ নমো ভগবতে অনিরুদ্ধায় নমঃ ।

সপ্তম অধ্যায়ঃ ।

রুদ্র কহিলেন, স্মায়ন্তুবাদিকৃত সূর্য্যাদিপূজা বল । এই
সূর্য্যাদিপূজা ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ও সকল পূজার সারভূত । হে
ব্যাস ! ভূমি সংক্ষেপে সেই সূর্য্যপূজা শ্রবণ কর । ১-২ ।
হরি কহিলেন, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রদ সূর্য্যাদিপূজা বলিব ।
ওঁ সূর্য্যায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে আসন, আবাহন, পাত্য, অর্ঘ্য,

ওঁ নারায়ণায় নমঃ ওঁ তৎসদ্ব্রজ্ঞে নমঃ ওঁ হুং বিষ্ণবে
নমঃ ওঁ শ্ৰৌ নমো ভগবতে নরসিংহায় নমঃ ।
ওঁ ভূঃ ওঁ নমো ভগবতে বরাহায় নমঃ । ওঁ কং টং পং
শং বৈনতেয়ায় নমঃ ওঁ জং খং বং সুদর্শনায় নমঃ
ওঁ খং ঠং কং ঙং গদায়ৈ নমঃ ওঁ বং লং মং ক্ষং
পাঞ্চজন্মায় নমঃ ওঁ ষং ঢং ভং হং শ্রিত্যৈ নমঃ ওঁ
গং ডং বং সং পুষ্ট্যৈ নমঃ ওঁ ধং ষং বং সং বন-
মাল্যৈ নমঃ ওঁ সং দং লং জীবৎসায় নমঃ ওঁ ঠং চং
ভং যং কৌন্তভায় নমঃ । ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ ইন্দ্রা-
দিভ্যো নমঃ ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ । আসনাদীনু হরে-
রেতৈশ্চৈর্দৈর্দাদ্যুধধ্বজ ! ॥ ৪ ॥ বিষ্ণুশক্ত্যাঃ সরস্বত্যাঃ
পূজাং শৃণু শুভপ্রদাং । ওঁ হ্রীং সরস্বতৌ নমঃ ওঁ হ্রাং
ঈদয়ায় নমঃ ওঁ হ্রীং শিরসে নমঃ ওঁ হ্রুং শিখায়ৈ
নমঃ ওঁ হ্রৈং কবচায় নমঃ ওঁ হ্রোং নেত্রত্রয়ায় নমঃ
ওঁ হ্রঃ স্তন্যায় নমঃ ॥ ৫ ॥ শ্রদ্ধা ঋদ্ধিঃ কলা মেধা তুষ্টিঃ
পুষ্টিঃ প্রভা মতিঃ । ওঁ কারাত্মা-নমোহস্তাশ্চ সর-
স্বত্যাশ্চ শক্তয়ঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ ওঁ গুরুভ্যো-
নমঃ ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ ॥ ৭ ॥ পদ্মস্থায়ীঃ সরস্বত্যা-
আসনাত্মাং প্রকল্পয়েৎ । সূর্য্যাদীনাম্ স্বকৈশ্চৈঃ

আচমন, স্নান, বস্ত্র, যজ্ঞোপবাস, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও দীপদ্বারা
অর্চনা ও নমস্কার-পূর্ব্বক প্রদাক্ষণ করিয়া বিসর্জন করিবে।
বৃষধ্বজ ! এই প্রকারে উল্লিখিত মন্ত্রে সকল হুঁয়াদি দেবতার
পূজা করিতে হইবে। হাং শিবায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে আসনাদি-
দ্বারা হরির অর্চনা করিবে। ৪। হে বৃষধ্বজ ! অতঃপর বিষ্ণু-
শক্তি সরস্বতীর পূজা শ্রবণ কর। এই পূজা শুভপ্রদ। ওঁ হ্রীং
সরস্বতৌ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে সরস্বতীর অর্চনা করিবে। ৫।
সরস্বতী দেবীর আটটি শক্তি আছে, তাহাদের নাম শ্রদ্ধা,
ঋদ্ধি, কলা, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি, প্রভা ও মতি। প্রতিশক্তির
নামের আদিত ওঁকার এবং অস্ত্রে নমঃ যোগ করিয়া, অর্থাৎ
ওঁ শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে এই অষ্ট শক্তির পূজা করিতে
হইবে। ৬। ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ প্রকৃতি মন্ত্রে ক্ষেত্রপাল, গুরু
ও পরমগুরু অর্চনা করিবে। ৭। অতঃপর যেতকমলবাসিনী

পবিত্রারোহণস্তথা ॥ ৮ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে
সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরূবাচ ॥ ১ ॥ ভূমিষ্ঠে মণ্ডপে স্নাত্বা মণ্ডলে বিষ্ণু-
মর্চ্চয়েৎ । পঞ্চরঙ্গিকচূর্ণেন বজ্রনাভস্ত মণ্ডলং ॥ ২ ॥
ষোড়শৈঃ কোষ্ঠকৈস্তত্র সংমিতং রুদ্র কারয়েৎ । চতুর্থ-
পঞ্চকোণেষু সূত্রপাতস্ত কারয়েৎ ॥ ৩ ॥ কোণসূত্রা-
ভূতরতঃ কোণা যে তত্র সংমিতাঃ । তেষু চৈব প্রকৃকীত
সূত্রপাতং বিচক্ষণঃ ॥ ৪ ॥ তদনন্তরকোণেষু এবমেব হি
কারয়েৎ । প্রথমা নাভিরুদ্ধিষ্টা মধ্যে রেখাপ্রসঙ্গমে ॥
৫ ॥ অন্তরেষু চ সর্কেষু অষ্টৌ চৈব তু নাভয়ঃ । পূর্ব্ব-
মধ্যমনাভিত্যা-মথ সূত্রস্ত জাময়েৎ ॥ ৬ ॥ অন্তরেষু
দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ পাদোনং জাময়েদ্ধর ! । অনেন নাভিসূত্রস্ত
সরস্বতীদেবীকে আসনাদি উপহার প্রদান করিবে। হুঁয়াদি
দেবতার স্ব-স্ব মন্ত্রে অর্চনা এবং পবিত্রারোহণ করা কর্তব্য। ৮।
ইতি সপ্তম অধ্যায়ঃ ।

অষ্টম অধ্যায়ঃ ।

হরি বলিলেন, সাধক যথাবিধি স্নানকার্য্য সমাপন করিয়া
ভূমিস্থিত মণ্ডপে মণ্ডল নির্মাণপূর্ব্বক সেই মণ্ডলে বিষ্ণুর অর্চনা
করিবে। পঞ্চবর্ণচূর্ণদ্বারা বজ্রনাভমণ্ডল প্রস্তুত করিতে হইবে। ২।
রুদ্র ! মণ্ডল অর্চনপ্রণালী এই, একহস্তপরিমিত চতুর্ভুজ
করিয়া, তাহাকে ষোড়শ কোষ্ঠায় বিভক্ত করিবে। অনন্তর চতুর্ধ
ও পঞ্চম কোণে সূত্রপাত করিয়া রেখা অঙ্কিত করিবে। ৩। পরে
কোণসূত্রের উভয় পার্শ্বে যে সকল কোণ আছে, তাহাতে সূত্র-
পাত করিয়া রেখা দিবে এবং তন্মধ্যগত কোষ্ঠাতে কোণসূত্র-
পাত করিয়া রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে। এইরূপ কোণসূত্র-
বয়ের নাভিস্থলে সূত্রপাত করিয়া রেখা অঙ্কিত করিবে। ৪-৫। এই
রূপ সূত্রপাত ও রেখা অঙ্কিত হইলে, দেখিতে পাইবে যে, মধ্য-
নাভির * চতুর্পার্শ্বে ঐরূপ আটটি নাভি হইয়াছে। মধ্যনাভি হইতে
পূর্ব্বনাভিপৰ্য্যন্ত সূত্রপাত করিয়া, সেই সূত্র জামিত করিয়া
বৃত্তাকার রেখা দিবে। ৬। তে হর ! ঐপ্রকার পূজক ঐ বৃত্তান্তগতি

* বহুলে কোণসূত্রের মিলিত হই, সেই মিলনস্থলে নাভি বলে।

কর্ণিকাং ভ্রাময়েচ্ছিব ॥ ৭ ॥ কর্ণিকায়-দ্বিভাগেন কেশ-
রাণি বিচক্ষণঃ । তদগ্রেণ সদা বিদ্বান্ দলান্তেব সমা-
লিখেৎ ॥ ৮ ॥ সর্কেষু নাভিক্ষেত্রেষু মানেনানেন
সুত্রত । পদ্মানি তানি কুর্ন্বীত দেশিকঃ পরমার্থবিৎ ॥ ৯ ॥
আদিসুত্রবিভাগেন দ্বারাণি পরিকল্পয়েৎ । দ্বার-
শোভাসুতথা তত্র তদর্কেন তু কল্পয়েৎ ॥ ১০ ॥ কর্ণিকাং
পীতবর্ণেন সিতরক্তাদিকেশরান্ । অন্তরং নীলবর্ণেন
দলানি অসিতেন চ ॥ ১১ ॥ কৃষ্ণবর্ণেন রক্তনা চতুরশ্রং
প্রাপুরয়েৎ । দ্বারাণি শুক্লবর্ণেন রেখাঃ পঞ্চ চ মণ্ডলে ॥
১২ ॥ সিতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা চৈব যথাক্রমং ।
কুন্ডেব মণ্ডলখাদৌ স্তানং তদ্রার্চয়েদ্ধরিং ॥ ১৩ ॥
হৃদ্রাধ্যৈ তু স্তম্বেদ্বিধুং মধ্যে সঙ্কর্ষণ-সুতথা । প্রাচ্যাস্রং

স্থানের পাদ, অর্থাৎ চতুর্থাংশ পরিভাগকরিয়া স্তম্ভভ্রামণপূষক
রেখাপাতদ্বারা আর একটি বৃত্ত করিয়া লইবে । এইরূপ নাভির
চতুর্দিকে স্তম্ভকে ভ্রামিত করিয়া বৃত্তাকার কর্ণিকাক্ষেত্র প্রস্তুত
করিতে হইবে । ৭ । কর্ণিকার দ্বিভাগপরিমিত কেশরক্ষেত্র হইবে ।
কেশরের অগ্রে দল, অর্থাৎ পদ্মের পত্র লিখিবে । ৮ । হে সুত্রত !
পরমতত্ত্ববেত্তা সাধক এইরূপ অষ্টনাভি-স্থানে উক্ত পরিমাণে
অষ্ট পদ্মক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া পদ্ম অঙ্কিত করিবে । ৯ । তৎপরে
আদিসুত্র, অর্থাৎ চতুরশ্রেরথার বিভাগানুসারে দ্বার অঙ্কিত
করিয়া, তদর্কপরিমাণে শোভা ও উপশোভা অঙ্কিত করিয়া
লইবে । চতুরশ্রের চতুর্দিকেই দ্বার, শোভা ও উপশোভা করিতে
হইবে । ১০ । এইরূপে মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া, ঐ মণ্ডল পঞ্চবর্ণ-
চূর্ণদ্বারা * রঞ্জিত করিবে । পীতবর্ণচূর্ণদ্বারা কর্ণিকা রঞ্জিত
করিয়া, কেশরসকল শুক্লবর্ণ কিম্বা রক্তবর্ণ করিবে । সন্ধিস্থানসকল
নীলবর্ণ ও পদ্মপত্রগুলি কৃষ্ণবর্ণ করিয়া চিত্রিত করিবে । ১১ ।
চতুরশ্রের অবকাশস্থানসকল কৃষ্ণবর্ণ এবং দ্বারগুলি শুক্লবর্ণ
করিয়া মণ্ডলের বহির্ভাগে পাঁচটা রেখা অঙ্কিত করিতে
হইবে । ১২ । ঐ রেখাগুলি যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, পীত,
কৃষ্ণ ও ভ্রামলবর্ণ চূর্ণদ্বারা রঞ্জিত করিবে । এইরূপে মণ্ডল
প্রস্তুত করিয়া সেই মণ্ডলমধ্যে হরির অর্চনা করিতে হইবে । ১৩ ।
প্রথমে স্তম্ভ করিবে, সেই স্তম্ভের প্রণালী এই, হৃদ্রাধ্যৈ ও
বিষ্ণুবে নমঃ, মধ্যে ও সঙ্কর্ষণায় নমঃ, মস্তকে ও প্রাচ্যায়

* শুক্ল, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ ও ভ্রামল ।

শিরসি স্তম্ভ শিখায়া-মনিরুদ্ধকং ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মাণং সর্ক-
গাত্রেষু করয়োঃ শ্রীধরং তথা । অহং বিষ্ণুরিতি ধাত্বা
কর্ণিকায়ং স্তম্বেদ্বরিম্ ॥ ১৫ ॥ স্তম্বেৎ সঙ্কর্ষণং পূর্বে
প্রাচ্যাস্রেষু দক্ষিণে । অনিরুদ্ধং পশ্চিমে চ ব্রহ্মাণ-
ক্ষেত্রান্তরে স্তম্বেৎ ॥ ১৬ ॥ শ্রীধরং ব্রহ্মকোণেষু ইস্রাদীনু
দিস্কু বিস্ত্রসেৎ । ততোহভ্যর্চ্য চ গঙ্গাদৈঃ প্রাপুর্য্য
পরমং পদং ॥ ১৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরূবাচ ॥ ১ ॥ সময়ং দীক্ষিতঃ শিষ্যো বদ্ধনৈস্তম্ভ
বাসনা । অষ্টাভ্যুতিশতং তস্য মূলমন্ত্রেণ হোময়েৎ ॥ ২ ॥
দ্বিগুণং পুত্রকে হোমং ত্রিগুণং সাধকে মতং । নির্দাণ-
দেশিকে ব্রহ্ম ! চতুগুণ-মুদাহৃতং । গুরুবিষ্ণুদ্বিজস্রোণাং
নমঃ, শিখাস্থানে ও অনিরুদ্ধায় নমঃ, সঙ্কর্ষণায়ে ও ব্রহ্মণে
নমঃ, হস্তদ্বয়ে ও শ্রীধরায় নমঃ, এইরূপে স্বীয় শরীরে স্তম্ভ-
করিয়া স্বীয় আত্মাকে হরির স্বরূপ ধ্যানকরিয়া কর্ণিকাস্থানে
হরিকে স্থাপনকরিবে । ১৪ ১৫ । মণ্ডলের পূর্বদ্বারে সঙ্কর্ষণ,
দক্ষিণদ্বারে প্রাচ্য, পশ্চিমদ্বারে অনিরুদ্ধ, উত্তরদ্বারে ব্রহ্মা এবং
ঈশানকোণে শ্রীধর, এই সকল দেবতা স্থাপনকরিয়া পুনর্বার
পূর্বদিকে ইন্দ্র, অগ্নিকোণে অগ্নি, দক্ষিণদিকে যম, নৈঋতকোণে
নির্ঋতি, পশ্চিমদিকে বরুণ, বায়ুকোণে বায়ু, উত্তরদিকে কুবের
এবং ঈশানকোণে ঈশান, এই অষ্টদিকপাল স্থাপন-পূষক গঙ্গাদি
উপহারে অর্চনাকরিলে, পরম পদ প্রাপ্ত হইবে । ১৬-১৭ ।

ইতি অষ্টম অধ্যায় ।

নবম অধ্যায় ।

হরি বলিলেন, সাধক যথাসময়ে দীক্ষিত হইয়া বস্ত্রদ্বারা
নৈত্র বদ্ধনপূষক তাহার মূলমন্ত্রে অষ্টশত আভুতি প্রদানকরিয়া
হোমকরিবে । ১-২ । হে ব্রহ্ম ! পুত্রকামী ব্যক্তি দ্বিগুণ অর্থাৎ
ষোড়শশত, দেবতাসাধনে ত্রিগুণ অর্থাৎ চতুর্বিংশতিশত এবং
নির্দাণমুক্তিকামনায় চতুগুণ অর্থাৎ ষাট্টিংশতসংখ্যক হোম
নির্দারিত আছে । যদি কোন ব্যক্তি দীক্ষিত না হইয়া হোম-

হস্তা বধ্য-স্ব-দীক্ষিতৈঃ ॥ ৩ ॥ অথ দীক্ষাঃ প্রাবক্ষ্যামি
ধর্ম্মাধর্ম্মকরকরীং। উপবেশ্য বহিঃ শিষ্যাক্কারণাং
ত্বেণ কারিয়েৎ ॥ ৪ ॥ বায়ব্যা কলয়া রুদ্র ! শোচ্যমানান্
বিচিস্তয়েৎ। আশ্রয়েয়া দহমানাংশ্চ প্লাবিতানস্তস্য
প্রনঃ ॥ ৫ ॥ তেজস্তুজসি তং জীব-মেকীকৃত্য সমা-
ক্ষিপেৎ। প্রণবং চিস্তয়েদ্যোম্মি শরীরেহতন্তু কারণম্ ॥
৬ ॥ ঐকৈকং যোজয়েত্তত্র ক্ষেত্রজং দেহকারণাং।
উপপাদ্য যাজয়েৎ পশ্চা-দেদৈকং রবভবজ ! ॥ ৭ ॥
মণ্ডলাদি-ব্ধশক্তস্ত কল্পয়িত্বার্চয়েদ্রিরং। চতুর্দারং ভবে-
ত্তচ্চ ব্রহ্মতীর্থাদনুক্রমাৎ ॥ ৮ ॥ হস্তং পদ্যং সমাখ্যাতে
পত্রাণ্যঙ্গুণয়ঃ স্মৃতাঃ। কর্ণিকাতনহস্তস্ত নখান্তস্ত তু
কেশরাঃ ॥ ৯ ॥ তত্রার্চয়েদ্রিরং ধ্যায়া সূর্য্যোন্দ্রিয়াস্তরেব চ।
তং হস্তং পাতয়েন্মুদ্রি শিষ্যস্ত তু সমাহিতঃ ॥ ১০ ॥
হস্তে বিষ্ণুঃ স্থিতো-বস্মাদ্বিষ্ণুহস্তস্ততস্তয়ং। নশান্তি
কবে, সেই ব্যক্তি গুরু, বিষ্ণু, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী-যাত-জন্তু পাপ-
ভাগী হয় ১০।

অনন্তর ধর্ম্মাধর্ম্মবিনাশিনী দীক্ষার বিধি বলিতেছি। শিষ্য-
গণকে বহির্দেশে উপবেশিত করিয়া, তাহাদের শরীরে এইরূপ
চিহ্নাকরিতে।—রুদ্র ! বায়বীয়কলা (বং বীজ)-দ্বারা শিষ্যগণকে
শোষ্যমান, আশ্রয়কলা (বং বীজ)-দ্বারা দহমান এবং বারুণ-
কলা (বং বীজ)-দ্বারা প্লাবমান চিহ্নাকরিতে। ৪-৫। পরে
ভজোরাশিতে তেজঃ নিষ্কেপকরিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার
ঐক্যজ্ঞান করিতে। অনন্তর ওঁ এই মন্ত্র জপকরিয়া আকাশাদি-
হইতে স্বর্গরীরে আকাশাদি গ্রহণকরিতে। এইরূপে এক এক
ভূত আকর্ষণপূর্ব্বক যোগকরিয়া নূতন শরীর বিধানকরিতে
এবং তাহাতে আত্মা স্থাপনকরিয়া নূতন দেহ চিহ্নাকরিতে ৬ ৭।
রুদ্রবজ ! যে ব্যক্তি মণ্ডলাদি নিম্নাণকরিতে অশক্ত হইবে, সেই
সাধক মানসিক-মণ্ডল কল্পনাকরিয়া হরির অর্চনা করিতে। সেই
মানসিকমণ্ডল চতুর্দারবিশিষ্ট হইবে এবং তাহাকে ব্রহ্মতীর্থস্বরূপ
জ্ঞানকরিতে। ৮। গুরু, স্বীয় হস্তকে পদ্যস্বরূপ, অঙ্গুলিমকলকে
পত্রস্বরূপ, হস্ততলকে কর্ণিকাস্বরূপ ও নখসকলকে কেশরস্বরূপ
জ্ঞানকরিয়া, সেই হস্তপদ্যে হরির ধ্যানকরিয়া অর্চনা করিতে।
জপ সংযতমনে ঐ হস্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপনকরিতে। ৯-১০।
হস্তে সূর্য্যং বিষ্ণু অবস্থিতকরিতেছেন, অন্তর্বে ঐ হস্ত

স্পর্শনান্তস্ত পাতকান্তখিলানি চ ॥ ১১ ॥ গুরুঃ শিষ্যং
সমভ্যর্চ্য নেত্রে বন্ধে তু বাসনা। দেবস্ত প্রমুখং
কৃদ্বা পুষ্পাণি মোচয়েত্ততঃ। পুষ্পং নিপতিতং যত্র
মূর্দ্ধা দেবস্ত শার্ঙ্গিণঃ ॥ ১২ ॥ তন্মাম কারয়েত্তস্ত জীবাং
নামাক্ষিতং স্বকং। শূদ্রাণাং দাসসংযুক্তং কারয়েত্তু
বিচক্ষণঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নবমোহধ্যায়ঃ।

দশমোহধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ শ্রীাদিপূজাং প্রাবক্ষ্যামি স্তম্ভিলাদিবু-
নিক্রয়ে। ওঁ শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রৈ
শ্রৌ শ্রঃ। ক্রমাদ্ভদ্রয়ঞ্চ শিরঃ শিখাং কবচং। নেত্রমন্ত্রঞ্চ
আগনং মূর্ত্তিমর্চয়েৎ ॥ ২ ॥ মণ্ডলে পদ্যগর্ভে চ চতুর্দারি
রজোহপ্নিতে। চতুঃষষ্ঠ্যন্তমষ্টাদি থাক্ষেখাত্মাদি মণ্ডলং।
খীক্ষীন্তুসূর্য্যগং সর্পং খাদিবেদেন্দ্রবর্জনাং ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুস্বরূপ। হস্তস্পর্শনাত্র অখিল পাতক বিনষ্ট হইয়া যায় ১১।
গুরু শিষ্যকে অর্চনাকরিয়া বস্ত্রদ্বারা শিষ্যের নেত্রদ্বয় বন্ধকরিয়া
দেবতার সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি পাতিত করিতে। অঞ্জলিস্তপুষ্প যে
স্থলে পতিত হইবে, তাহাই দেব বিষ্ণুর মস্তক। ১২। তৎপরে
গুরু শিষ্যের নামকরণ করিতে। ব্রাহ্মণাদির নামে দেবশাস্ত্রাদি
উপাধি ও শূদ্রনামে দাস শব্দ যোগকরিতে হইবে। ১৩।

ইতি নবম অধ্যায়ঃ।

দশম অধ্যায়ঃ।

হরি কহিলেন, লক্ষ্ম্যাদিপূজা বলিব। মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত
মণ্ডল কিছা স্তম্ভিলাদিতে পূজাকরা কর্তব্য। শ্রীং জদয়ায় নমঃ,
শ্রীং শিরসে শ্রাহা, শ্রীং শিখায়ৈ বষট্, শ্রৈং কবচায় হ্রৈ, শ্রৌং
নেত্রয়ায় বৌষট্, শ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এবং শ্রাং সপদয়ায়
নমঃ ইত্যাদি। এই প্রকারে কুরাঙ্গজ্ঞাস করিয়া ওঁ শ্রী মহা-
লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, এই মন্ত্রে পূজাকরিতে চতুবেণ ১-২। পদ্যগর্ভে
চতুর্দারবিশিষ্ট মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া, সেই মণ্ডলে পদ্যগর্ভে
রঞ্জিত করিয়া, ঐ মণ্ডলে পূজাকরিতে। ৩। মণ্ডলমধ্যে লক্ষ্মী ও

লক্ষ্মীমঙ্গলানি চৈকস্মিন্ কোণে দুর্গাং গণং গুরুং । ক্ষেত্র-
পালমথান্যাদৌ হোমাজ্জুহাব কামভাক্ । ওঁ ষং টং
ডং ২ং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ । অনেন পুজয়েজ্জক্ষ্মীং পূর্বোক্ত-
পরিবারকৈঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ সৌং সরস্বতৌ নমঃ । ওঁ হ্রীঁ
সৌং সরস্বতৌ নমঃ । ওঁ হ্রীঁ বদ বদ বাণাদিনি স্বাহা ।
ওঁ হ্রীঁ সরস্বতৌ নমঃ ॥ ৫ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে দশমোহধ্যায়ঃ ।

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

২২২৮বাচ ॥ ১ ॥ নববৃহাচ্চনং বক্ষ্যে যদুক্তং
কশ্যপায় (কপিলায়) হি । জীবমুৎক্ষিপ্য মূর্দ্ধন্য
নাভ্যাং ব্যোম্নি নিবেশয়েৎ ॥ ২ ॥ ততো রমিতি
বীজেন দহেদ্ভূতান্নকং বপুঃ । যমিত্যনেন বীজেন
ওচ্চ সর্বং বিনাশয়েৎ ॥ ৩ ॥ লমিত্যনেন বীজেন
প্লাবয়েৎ সচরাচরং । বমিত্যনেন বীজেন চিস্তয়েদ-

তাহার অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া কোণে দুর্গা ও তাহার গণ-
দেবতার পূজা করিবে । তৎপরে অগ্ন্যাদিকোণে গুরু ও ক্ষেত্র-
পালের পূজা করিয়া হোম করিতে হইবে । ইহদ্বারা সর্বাভীষ্ট
সম্পন্ন হইবে । অনন্তর ওঁ ষং টং ডং ২ং মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ ইত্যাদি
মন্ত্রে পূর্বোক্ত পরিবারগণের সহিত লক্ষ্মীর পূজা করিবে । ৪ ।
পরে ওঁ সরস্বতৌ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে সরস্বতীদেবীর পূজা
করিবে । ৫ ।

ইতি দশম অধ্যায়ঃ ।

একাদশ অধ্যায়ঃ ।

২২২৯বাচ, গরুড় কশ্যপের নিকট যে নববৃহাচ্চন
বলিয়াছিল, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । প্রথমে জীবাত্মাকে
উদ্ধে নীত করিয়া নাভিদেশদিয়া আকাশে নিবেশিত করিবে ।
১২ । পরে রং এই বীজদ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহ দগ্ধ করিয়া, যং
এই বীজে সমস্ত দেহ বিনাশকরিতে হইবে । ৩ । অনন্তর লং
এই বীজদ্বারা সমুদায় দেহ অমৃতপ্লাবিত করিবে, পরে বং এই

মৃতং ততঃ ॥ ৪ ॥ ততো-বুদ্ধদমধ্যে তু পীতবাসা-
শ্চতুর্ভুজঃ । অহং মতস্তথা স্নানং ধ্যানেন পরিচিস্ত-
য়েৎ ॥ ৫ ॥ মন্ত্রস্তাসং ততঃ কুর্যাৎ ত্রিবিধং করদেহয়োঃ ।
দ্বাদশাক্ষরবীজেন উক্তবীজৈরনন্তরং । ষড়ঙ্গেন ততঃ
কুর্যাৎ সাক্ষাদ্-যেন হরির্ভবেৎ ॥ ৬ ॥ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠমারভ্য
মধ্যাদ্ভুষ্ঠং দলে স্তসেৎ । মধ্যে বীজদ্বয়ং স্তস্য স্তসেদঙ্গ-
ততঃ পুনঃ ॥ ৭ ॥ হৃচ্ছিরসি শিখাবর্মবক্ত্রাক্ষাদরপৃষ্ঠতঃ ।
বাহ্যোচ্চ করয়োজ্জাঘোঃ পাদয়োচ্চাপি বিস্তসেৎ ॥ ৮ ॥
পদ্মাকারো করৌ ক্রুত্বা মধ্যেদ্ভুষ্ঠং নিবেশয়েৎ । চিস্ত-
য়েত্তত্র সর্বেষং পরং তত্ত্বমনাময়ং ॥ ৯ ॥ ক্রমচ্ছিত্তানি
বীজানি তর্জ্জস্তাদিযু বিস্তসেৎ । ততো-মূর্দ্ধাক্ষিক্রেসু
কণ্ঠেযু হৃদয়ে তথা । নাভৌ গুহে তথা জাঘোঃ পাদয়ো-
র্দ্বিস্তসেৎ ক্রমাৎ ॥ ১০ ॥ পাণ্যোঃ ষড়ঙ্গবীজানি স্তস্য কায়ে
ততোস্তসেৎ । অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্তং বিস্তসে-দ্বীজ-
পঞ্চকং ॥ ১১ ॥ করমধ্যে নেত্রবীজ-মঙ্গল্যোঃ-ইপায়ং

স্বহৃদয়মধ্যে আত্মাকে পীতবাসর ও চতুর্ভুজরূপে চিত্তাকরিতা
স্নান করাইয়া ধ্যান করিতে হইবে । ৫ । মন্ত্রস্তাস, করস্তাস ও অঙ্গ-
স্তাস, এই ত্রিবিধ স্তাসকরা কর্তব্য । দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের প্রত্যেক
বর্ণদ্বারা মন্ত্র স্তাসকরিতা ষড়ঙ্গস্তাস করিতে হইবে । এই স্তাস
করিলে সাধক সাক্ষাৎ নারায়ণতুল্য হয় । ৬ । দক্ষিণহস্তের
অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিতে আরম্ভকরিতা মধ্যমাঙ্গুলিপর্গান্ত স্তাসকরিবে ।
পরে মধ্যে বীজদ্বয় স্তাসকরিতা ঐ সকল বীজ পুনর্বার অঙ্গে স্তাস-
করিতে হইবে । ৭ । তৎপরে হৃদয়ে, মস্তকে, শিখাস্থানে, কবচস্থানে,
মুখে, চক্ষুতে, উদরে, পৃষ্ঠে, বাহুদ্বয়ে, করদ্বয়ে, জাহ্নুদ্বয়ে ও পদ-
দ্বয়ে স্তাসকরিবে । ৮ । হস্তদ্বয় পদ্মাকার করিতা, মধ্যে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি
নিবেশিত করিবে । এইরূপ মুদ্রাবন্ধন করিতা, সেই মুদ্রাতে পরম-
তত্ত্বময় আমরশূন্য সর্বোচ্চ নারায়ণকে চিত্তাকরিতে । ৯ । ক্রমতঃ
ঐ সকল বীজ তর্জ্জস্তাদি অঙ্গুলিতে স্তাসকরিবে । পরে মস্তকে,
চক্ষুতে, মুখে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিতে, গুহে, জাহ্নুদ্বয়ে ও পাদ-
দ্বয়ে ক্রমতঃ ঐ সকল বীজ স্তাসকরিতে হইবে । ১০ । হস্ত-
দ্বয় করতালি ও ষড়ঙ্গস্তাস করিতা স্বীয় শরীরে ঐ সকল বীজ
স্তাসকরা বিধেয় । অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিহইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলিপর্গান্ত পঞ্চ-

ক্রমঃ । হৃদয়ে হৃদয়ং স্তম্ভ শিরঃ শিরসি বিস্তৃসেৎ ॥১২॥
 শিখায়ান্ত শিখাং স্তম্ভ কবচং সৰ্বতন্ত্রনো । নেত্রে
 নেত্রে বিধাতব্যে অস্ত্রঞ্চ করয়োর্দ্বয়োঃ ॥১৩॥ তেনৈব চ
 দিশো বজ্রা পূজাবিধি-মথারভেৎ । হৃদয়ে চিস্তয়েৎ
 পূর্বেং যোগপীঠং সমাহিতঃ ॥১৪॥ ধর্ম্যং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্য-
 মৈশ্বর্যঞ্চ যথাক্রমং । আয়েয়াদৌ চ পূর্বাদা-বধন্যা-
 দীংশ্চ বিস্তৃসেৎ ॥১৫॥ এতিঃ পরিচ্ছন্নতনুং পীঠভূতং
 তদাস্ত্রকং । অনস্তং বিস্তৃসেৎ পশ্চাৎ পূর্বকায়োন্নতং
 স্থিতং ॥১৬॥ ততোবিজ্ঞাসরোজাতং দলাষ্টসমদিগদলং ।
 দিতাজ্জং শতপাদাঢ্যং বিপ্রকীর্ণোদ্ধকর্ণিকং ॥১৭॥ ধ্যানা
 বেদাদিনা পশ্চাৎ সূর্য্যানোমানলান্ননাং । মণ্ডলানি
 ক্রমাদেব-মুপযু্যপরি চিস্তয়েৎ ॥ ১৮ ॥ ততঃ পূর্বাদি-
 দিক্‌সংস্থানঃ শক্তৌ কেশবগোচরাঃ । বিমলাস্তাসেদষ্টৌ
 নবমীং কর্ণিকাগতাং ॥ ১৯ ॥ এবং ধ্যানা সমভ্যাস্য
 যোগপীঠ-মনস্তরং । মনসা বাহু তত্রেণং হরিং শাক্তং
 করবে । স্তম্ভাস্ত্রাসে এইরূপ ক্রম জানবে । হৃদয়ে নমঃ, মণ্ডকে
 স্বাহা, শিখাভ্যাসে বযট, সর্বশরীরে হুঁ, নেত্রে বোষট্,
 হস্তদ্বয়ে ফট্, এই সকল বীজে তৎকালে প্রাসকরিতে হইবে ।
 ১২-১৩ । ফট্ এই মন্ত্রে বিশ্বকর্মে করিয়া পূজাকাযো প্রবৃত্ত হইবে ।
 প্রথমে অনন্তমনাঃ হইয়া হৃদয়ে যোগপীঠ চিত্তাকরবে । ১৪ ।
 অগ্ন্যাদিকোণে ধর্ম্যাদি এবং পূর্বাদিদিকে অধম্মা দ আসকরবে,
 অর্থাৎ অগ্নিকোণে ও ধর্ম্মায় নমঃ, নৈঋতকোণে ও জ্ঞানায়
 নমঃ, বায়ুকোণে ও বৈরাগ্যায় নমঃ এবং ঈশানকোণে ও ঈশ-
 বর্যায় নমঃ এবং পূর্বদিকে ও অধম্মায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ও
 অজ্ঞানায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ও অবৈরাগ্যায় নমঃ এবং উত্তর-
 দিকে ও অনৈশ্বর্যায় নমঃ, এইরূপ ন্যাসকরিতে হইবে । ১৫ ।
 এইরূপ স্ত্রাসে শুদ্ধদেহ হইয়া আপনাকে পীঠস্বরূপ জ্ঞান-
 করবে । পরে হৃদয়ে অনন্তদেহকে চিত্তা-পূর্বক পূর্বকায় উন্নত
 করিয়া উপাধি হইবে । ১৬ তৎপরে বিদ্যাসরোবরজাত, অষ্টদল-
 বিশিষ্ট, চতুর্ভুজ, সমপরিমাণাধিত, উদ্ধকর্ণিক-যেতপদ্মযুক্ত,
 শতপদাধিত ও বিস্তারিত, সূর্য্য ও আয়-ময় মণ্ডলত্রয় ক্রমতঃ
 উপযু্যপরি চিত্তাকরবে । ১৭-১৮ । অনন্তর পূর্বাদি-অষ্টদিকে
 বিমলাদি কেশবের অষ্ট শক্তি ন্যাসকরিয়, কার্ণিকাত্তে নবমী
 শক্তিরূপে বিন্যাসকরিতে হইবে । ১৯ । এইরূপ যোগপীঠ চিত্তা

স্ত্রাসেৎ পুনঃ ॥ ২০ ॥ হৃদয়াদীনি পূর্বাদিচতুর্দিগদল-
 যোগতঃ । মধ্যে নেত্রস্ত কোণেষু অস্ত্রমস্ত্রং স্ত্রাসেত্ততঃ ॥
 ২১ ॥ সর্ব্বগাদিবীজানি পূর্বাদিক্রমযোগতঃ । দ্বারি পূর্বে
 পরে চেব বৈনতেয়স্ত বিস্তৃসেৎ ॥২২॥ সুদর্শনং সহস্রারং
 দক্ষিণে দ্বারি বিস্তৃসেৎ । শ্রিয়ং দক্ষিণতোস্তম্ভ লক্ষ্মী-
 মুত্তরতন্তথা ॥২৩॥ দ্বার্য্যুত্তরে ক্ষদং স্তম্ভ শম্ভং কোণে
 বিস্তৃসেৎ । দেবদক্ষিণতঃ শাক্তং বামে চেব সুদী-র্নাসেৎ ॥
 ২৪ ॥ তদ্বং খড়্গাস্তথা চক্রং স্ত্রাসেৎ পার্শ্বদ্বয়োর্দ্বয়ং ।
 ততোহস্ত্রোদ্ধকপালাংশ্চ স্ত্রিগ্ভেদেন বিস্তৃসেৎ ॥২৫॥
 বজ্রাদীন্যুধ্যাংশ্চেব তথৈব বিনিবেশয়েৎ । উদ্ধং ব্রহ্ম
 তথানন্ত-মধশ্চ পরিচিস্তয়েৎ ॥ ২৬ ॥ সর্ব্বং ধ্যানত্রেতি
 সংপূজ্য মুদ্রাঃ সন্দর্শয়েত্ততঃ । অঞ্জলিঃ প্রথমা মুদ্রা ক্ষিপ্ৰাং
 দেবপ্রসাদনী ॥ ২৭ ॥ বন্দনী হৃদয়াশক্তা সাক্তং দক্ষিণ-
 উন্নতা । উদ্ধাঙ্গুষ্ঠা বামমুষ্টি-দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠবন্ধনঃ ॥ ২৮ ॥

ও পূজা করিয়া পরে মনে মনে ঈশ্বর শাক্তধর হরির আরাধন-
 পূর্বক মণ্ডলে বিন্যাসকরবে । ২০ । পূর্বাদিচতুর্দিগবর্তী চতু-
 দলে হৃদয়াদি ন্যাসকরবে, অর্থাৎ পূর্বদলে হৃদয়ায় নমঃ,
 দক্ষিণদলে শিরসে স্বাহা, পশ্চিমদলে শিখার বযট্, উত্তর-
 দলে কবচার ত ও মধ্যে নেত্রস্ত্রায় বোষট্-এবং কোণে ও
 অস্ত্রায় ফট্, এইরূপে ন্যাসকরিতে হইবে । ২১ । পূর্বাদিদিক-
 ক্রমে সর্ব্বগাদি বীজ ন্যাসকরবে । পূর্বদ্বারে ও বৈনতেয়ার
 নমঃ, পশ্চিমদ্বারে ও সুদর্শনায় নমঃ, দক্ষিণদ্বারে ও সহস্রারায়
 নমঃ এবং ও শ্রিষ্টে নমঃ, উত্তরদ্বারে ও লক্ষ্মী নমঃ এবং ও
 গদাটের নমঃ, কোণে ও শম্ভায় নমঃ, দেবতার দক্ষিণে ও বামে
 ও শাক্তায় নমঃ, দক্ষিণপার্শ্বে ও খড়্গায় নমঃ, বামপার্শ্বে
 ও চক্রায় নমঃ, মণ্ডলমধ্যে তত্ত্বদিকে পূর্বাদিকপালেব
 পূজা করবে । এইরূপে বজ্রাদি অস্ত্রপূজা করিয়া উদ্ধে ও
 ব্রহ্মে নমঃ ও অধোদেশে ও অনন্তায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা-
 করিতে হইবে । ২২-২৬ । উক্ত দেবতাগণের ধ্যান ও পূজা
 করিয়া মুদ্রা প্রদর্শনকরবে । অঞ্জলিবন্ধ করিলে, সেই প্রথম
 মুদ্রা হইবে । এই মুদ্রা প্রদর্শনমাত্র দেবতা প্রসন্ন হন । ২৭ । পূর্ব-
 মুদ্রা হৃদয়াশক্ত হইলে, বন্দনী মুদ্রা হয় । এই মুদ্রা দক্ষিণতাগে
 ক্রিষ্ণ উন্নত করিয়া বামহস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি উদ্ধ-
 দিকে রাখিবে এবং দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি বন্ধন করবে । ২৮ ।

সব্যস্ত তস্ত চাক্ষুষ্ঠো যঃ স-উর্দ্ধঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
 তিভ্রঃ সাধারণাহেতামৃষ্টিভেদেন কল্পিতাঃ ॥ ২৯ ॥
 কনিষ্ঠাদিপ্রয়োগেণ অষ্টৌ মুদ্রা-যথাক্রমং । অষ্টানাম্
 পূৰ্ণবীজানাং ক্রমশ্চবধারয়েৎ ॥ ৩০ ॥ অঙ্গুষ্ঠেন কনি-
 ষ্ঠাস্তং নাময়িত্বাঙ্গুলিত্রয়ং । মুদ্রেয়ং নরসিংহস্ত ন্যজ্যং
 কুড়া করহয়ং ॥ ৩১ ॥, সব্যহস্তং তথোত্তানং কুয়োদ্ধিং
 ভ্রাময়েচ্ছনৈঃ । নবমীয়াং স্তুতা মুদ্রা বরাহাভিমতা
 নদা ॥ ৩২ ॥ মুষ্টিদ্বয়-মথোত্তান-মুষ্টিভেদেন মোচয়েৎ ।
 কুঞ্চয়েৎ সৰ্গপুজাশ্চ অঙ্গমুদ্রেয়-মুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥ মুষ্টিদ্বয়-
 মথো বজ্রা এব-মেবানুপূৰ্ণশঃ । দশানাম্ লোকপালনাম্
 মুদ্রাশ্চ ক্রমযোগতঃ ॥ ৩৪ ॥ স্বরমাদ্যং দ্বিতীয়ঞ্চ উপাস্ত্য-
 ঞ্চাস্ত-মেব চ । বাসুদেবো-বলঃ কামো-হনিরুদ্ধো-যথা-
 ক্রমং ॥ ৩৫ ॥ প্রণবস্তংনদিত্যেতৎ ভঁ ক্ষৌ ভুরিতি
 মন্ত্রকাঃ । নারায়ণস্তথা ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সিংহোবরাহরাট্ ॥
 ৩৬ ॥ সিতাকর্ণহরিদ্রাভা-নীলশ্রামললোহিতাঃ

পূৰ্ণবং মুদ্রা বন্ধনকরিয়া দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ উর্দ্ধদিকে রাখিবে । এই
 সাধারণ ত্রিবিধ মুদ্রা দেবতার মৃষ্টিবিশেষে বন্ধনাকরিবে । ২৯ ।
 কনিষ্ঠাদি অঙ্গুলি প্রয়োগদ্বারা ক্রমতঃ অষ্ট প্রকার মুদ্রা বন্ধন-
 করিবে । এই অষ্ট মুদ্রার সহিত পূৰ্বোক্ত অষ্ট বীজ যুক্ত করিবে ।
 ৩০ । উভয় হস্ত অধোমুখ করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা মধ্যমা, অনা-
 মিকা ও কনিষ্ঠা, এই অঙ্গুলিত্রয়কে মন্ত্র করিয়া রাখিবে ।
 ইহা নরসিংহদেবের মুদ্রা নামে কথিত হয় । ৩১ । দক্ষিণ
 হস্ত উত্তানীকৃত করিয়া উর্দ্ধে বারম্বার ভ্রামিত করিবে । এই মুদ্রা
 বরাহদেবের অতিপ্রিয় । ইহা নবমী মুদ্রা । ৩২ । উভয় হস্তের
 মুষ্টি উত্তানভাবে রাখিয়া ক্রমতঃ একএকটা অঙ্গুলি সরল করিয়া
 মুষ্টিদ্বয় মোচনকরিবে । পুনর্বার ঐরূপে সকল অঙ্গুলিকে
 আকুঞ্চিত করিয়া লইবে । ইহার নাম অঙ্গমুদ্রা । ৩৩ । পূৰ্ণ-
 ক্রমাত্মসারে মুষ্টিদ্বয় বন্ধনকরিলে ক্রমতঃ দশদিকপালের দশ
 মুদ্রা হইবে । ৩৪ । (উক্তরূপে মুদ্রা প্রদর্শনকরিয়া) অং বাসু-
 দেবায় নমঃ, আং বলায় নমঃ, অং কামায় নমঃ, অং অনিরুদ্ধায়
 নমঃ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ, তৎসং ব্রহ্মণে নমঃ, হঁ বিষ্ণবে নমঃ,
 ক্ষৌ নরসিংহায় নমঃ, ভুঃ বরাহায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা-
 করিতে হইবে । ৩৫-৩৬ । উক্ত নব দেবতার বর্ণ কথিত হই
 তেছে,—বাসুদেব স্বৈত্ববর্ণ, বগদেব অরুণবর্ণ, কামদেব হরিদ্রাবর্ণ,

মেঘাশ্বিমধুপিঙ্গাভা-বর্ণতোমবনামকাঃ ॥ ৩৭ ॥ কং টং জং
 পং শং গরুড়ান্ স্ত্রা-জং থং বং চ স্তদর্শনং । থং চং ফং
 বং গদা দেবী বং লং মং ক্ষং চ শঙ্খকং ॥ ৩৮ ॥ ঘং ঙং বং
 ভং হং ভবেৎ শ্রীশ্চ গং জং ডং বং শং চ পুষ্টিকা । ধং
 বং চ বনমালা স্ত্রাং শ্রীবৎসং দং সং ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥ ছং
 ডং পং যং কোস্তভঃ প্রোক্তশ্চানন্তো হ্রহমেব চ ।
 ইত্যঙ্গানি যথাযোগং দেবদেবস্ত বৈ দশ ॥ ৪০ ॥ গরুড়ো-
 ঽয় জগদ্ধাশো গদা চৈবাসিতাক্রুতিঃ । পুষ্টিঃ শিরীষ-
 পুষ্পাভা লক্ষ্মীঃ কাঞ্চনসন্নিভা ॥ ৪১ ॥ পূর্ণচন্দ্রনিভঃ শঙ্খঃ
 কোস্তভস্তরুণদ্যুতিঃ । চক্রং সূর্য্যসহস্রাভং শ্রীবৎসঃ
 কুন্দসন্নিভঃ । পঞ্চবর্ণনিভা মালা হ্রনস্তো-মেঘসন্নিভঃ ॥
 ৪২ ॥ বিদ্যুজ্জপাণি চাক্ষাণি যানি নোক্তানি বর্ণতঃ ।
 অৰ্ঘ্যপাণাদি বৈ দজ্জাং পুণ্ডরীকাস্থবিভয়া ॥ ৪৩ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে একাদশোহধ্যায়ঃ ।

অনিরুদ্ধ নীলবর্ণ, নারায়ণ শ্রামলবর্ণ, ব্রহ্মা রক্তবর্ণ, বিষ্ণু মেঘ-
 বর্ণ, নরসিংহ অগ্নিবর্ণ এবং বরাহ পিঙ্গলবর্ণ । ৩৭ । কং টং জং
 পং শং এইমন্ত্রে গরুড়, জং থং বং এই মন্ত্রে স্তদর্শন, থং চং ফং
 বং এই মন্ত্রে গদা, বং লং মং ক্ষং এই মন্ত্রে শঙ্খ, ঘং চং বং ভং
 হং এই মন্ত্রে লক্ষ্মী, গং জং ডং বং শং এই মন্ত্রে পুষ্টি, ধং বং
 এইমন্ত্রে বনমালা, দং সং এই মন্ত্রে শ্রীবৎস ও ছং পং ডং ধং এই
 মন্ত্রে কোস্তভের পূজা করিবে । এই উক্ত নব দেবতা ও অনন্ত,
 এই দশটা দেবদেবের অঙ্গদেবতা । অনন্ত আমারই নামান্তর-
 মাত্র । ৩৮-৪০ । গরুড় পদ্মকান্তি, গদা কৃষ্ণবর্ণা, পুষ্টি শিরীষ-
 পুষ্পাভা, লক্ষ্মী সুবর্ণবর্ণা, শঙ্খ পূর্ণচন্দ্রাভা, কোস্তভ নবোদিত-
 তপনসমবর্ণ, চক্র সহস্রস্থ্যভা, শ্রীবৎস কুন্দপুষ্পসঙ্কাশ, বনমালা
 পঞ্চবর্ণবিশিষ্টা, অনন্ত মেঘবর্ণ এবং যে সকল অস্ত্রের বর্ণ
 উক্ত হইল না, সেই সকল অস্ত্র বিদ্যুৎপ্রভ । অৰ্ঘ্যপাণাদি দ্বারা
 পুণ্ডরীকাস্থ-মন্ত্রে ইহাদিগের পূজা করিবে । ৪১-৪৩ ।

ইতি একাদশ অধ্যায়ঃ ।

নামোল্লেক্ষ করিয়া পূজাকরিবে। ৫। উপরি-উক্ত প্রণালীতে পূজা-
করিয়া প্রণামকরিবে। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি জগতের কারণ,
হে ব্রহ্মণ্যদেব! হে মহাপুরুষ! তুমি সকলের আদি, তোমাকে
নমস্কার করি। ৬। হোমকার্য্যে উক্ত দেবতাদিগের নামের অন্তে
স্বাহা শব্দ যোগকরিয়া, অর্থাৎ অনন্তায় স্বাহা, এই বগিন্দ্র
আহুতি প্রদানকরিতে হইবে। এইরূপে হোমাবসানে বিদি-
অনুসারে অষ্টোত্তরশত মন্ত্র জপকরিয়া অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক পুনঃ
পুনঃ নমস্কারকরিবে। ৭। পরে যথাবিধি অগ্নি স্থাপনকরিয়া,
সেই অগ্নিতে দেবতার পূজা করিয়া হোমকরিবে। স্নান, দীক্ষা
উচ্চারণকরিয়া অঙ্গদেবতার সহিত দেবত্বের অচ্যুতত্ব, হোম
করিবে। ৮। প্রথমে দেবতার উদ্দেশে ওঁ এই মন্ত্রে অগ্নি গ্রহণ-
পূর্ব্বক অভ্যক্ষণ ও পরিভ্রামিত করিয়া কৃণ্ডে অগ্নি স্থাপনকরিতে
হইবে এবং উত্তম ফলদ্বারা অগ্নির পূজা করিবে। ৯। অগ্নে

মণ্ডলে মনসা স্তসেৎ । বাসুদেবাখ্যাতেষ্টেন হুত্বা চাষ্টো-
ত্তরং শতং ॥ ১০ ॥ সঙ্কর্ষণাদিবীজেন যজ্ঞেৎ ষট্‌কং তথৈ-
বচ । ত্রয়ং ত্রয়ং তথাঙ্গানা মেকৈকং দিক্‌পতীং-স্তথা ॥
১১ ॥ পূর্ণাভিতিং তথৈবাস্তে দদ্যাৎ সম্যগুপস্থিতঃ ।
বাগতীতে পরে তথৈব আত্মানঞ্চ লয়ং নয়েৎ ॥ ১২ ॥
উপবিশ্য পুনশ্চুদ্রাং দর্শয়িত্বা নমেৎ, পুনঃ । নিত্য-
মেনং বিধং হোমং নৈমিগুং দ্বিগুণং ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ গচ্ছ
গচ্ছি পরং স্থানং যত্র দেবো নিরঞ্জনঃ । গচ্ছন্ত দেবতাঃ
সদাঃ স্বস্থানান্তিতিহেতবে ॥ ১৪ ॥ সুদর্শনঃ ক্রীতরিশ্চ
অচ্যুতঃ সত্রিবিক্রমঃ । চতুর্ভূজো-বাসুদেবঃ ষষ্ঠঃ প্রহাস্ত-
এব চ ॥ ১৫ ॥ সঙ্কর্ষণঃ পুরুষোত্তম নবব্যূহোদশাত্মকঃ ।
অনিরুদ্ধো দ্বাদশাত্মা অত-উর্দ্ধ মনস্তকঃ ॥ ১৬ ॥ এতে
একাদিশ্চক্রের্নিজেষ্টেয়া লক্ষিতাঃ সুরাঃ । চক্রাক্ষিতৈঃ
পজ্জিতৈঃ স্তাদ্‌গৃহে রক্ষসদানবৈঃ ॥ ১৭ ॥ ওঁ চক্রায়
স্বাহা ওঁ বিচক্রায় স্বাহা ওঁ সুচক্রায় স্বাহা ওঁ মহা-

চক্রায় স্বাহা ওঁ অসুরান্তহং হুঁ ফট্ ওঁ হুঁ সহস্রার হুঁ
ফট্ । দ্বারকাচক্রপুজেষং গৃহে রক্ষাকরী শুভা ॥ ১৮ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

হরি-কৃবাচ ॥ ১ ॥ প্রবক্ষ্যাম্যধুনা হেতদ্বৈষ্ণবং
পঞ্জরং শুভং । নমোনমস্তে গোবিন্দ চক্রং গৃহ্য স্তু-
শনং । প্রাচ্যাং রক্ষস্ব মাং বিষ্ণে জামহং শরণং
গতঃ ॥ ২ ॥ গদাং কৌমোদকীং গৃহ্য পদ্মনাভ নমোহস্ত
তে । বাম্যাং রক্ষস্ব মাং বিষ্ণে জামহং শরণং
গতঃ ॥ ৩ ॥ হলমাদায় সৌন্দর্যং নমস্তে পুরুষোত্তম ।
প্রতীচ্যাং রক্ষ মাং বিষ্ণে জামহং শরণং গতঃ ॥ ৪ ॥
মুঘলং শাতনং গৃহ্য পুণ্ডরীকাক্ষ রক্ষ মাং । উত্তরস্থাং
জগন্নাথ ভবন্তং শরণং গতঃ ॥ ৫ ॥ খড়্গামাদায় চর্ম্মাথ
অস্ত্রশস্ত্রাদিকং হরে । নমস্তে রক্ষ রক্ষোহস্ত্র এশান্ত্যাং

মধ্বে পূজাকরিবে । ইহা দ্বারকাচক্রপূজা । এই পূজা কবিলে
গৃহরক্ষা হইয়া থাকে । ১৫-১৮ ।

ইতি দ্বাদশ অধ্যায় ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

মণ্ডলে সকল দেবতার মানসিক মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক ধ্যানকরিয়া
বাসুদেব-মন্ড্রে অষ্টোত্তর শত হোমকরিবে । ১০ । সঙ্কর্ষণাদি বীজ-
বরা বড়ালিতি প্রদানকরিয়া অষ্টদেবতা ও দিক্‌পালগণের নামে
তিন তিন আভিতি দিবে । ১১ । উত্তমকপে উপবিষ্ট হইয়া হোমাস্তে
পূর্ণাভিতি প্রদানকরিয়া সেই বাক্যের অতীত পরমাত্মাতে
জীব, স্বাক্ষকে লয়করিবে । ১২ । পরে উপবেশনকরিয়া পুনরায় মূর্ত্তা
প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনরায় নমস্কারকরিবে । যেরূপ হোমবিধি কথিত
হইল, ইহা নিত্যযোগে জানিবে ; কিন্তু কামাযোগে নিত্য-
যোগেব দ্বিগুণ সংখ্যায় হোমকরা বিধেয় । ১৩ । হে দেব !
তোমানে মিলিকার পবনাত্মা বিদ্যমান আছেন, সেই পরম ধামে
সমনকব এবং দেবগণ অবস্থিতির নিমিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান-
করুন । ১৪ । সুদর্শন, ক্রীতরি, অচ্যুত, ত্রিবিক্রম, চতুর্ভূজ, বাসু-
দেব, প্রহাস্ত, সঙ্কর্ষণ, পুরুষোত্তম ও অনিরুদ্ধ, এই দশ দেবতাকে
নবব্যূহ বলে । অতঃপর আদিত্য ও অনন্ত দেবের পূজাকবিত
হইবে । একাদিচক্রে এই সকল দেবতার অর্চনা করিবে ।
গৃহেতে চক্র অঙ্কিত করিয়া এই সকল দেবতার অর্চনা করিলে,
রক্ষস ও দানবদিগের ভয় থাকে না । ওঁ চক্রায় স্বাহা ইত্যাদি

হরি কহিলেন, এই ক্ষণে বিষ্ণুপঞ্জরস্তোত্র বলিব । এই স্তোত্র
শুভপ্রদ । হে গোবিন্দ ! তোমাকে নমস্কারকরি, তুমি সুদর্শন
চক্র গ্রহণকরিয়া আমার পূর্ব্বদিক রক্ষাকর । আমি তোমার
শরণাগত হইলাম । ১-৩ । হে পদ্মনাভ ! তোমাকে নমস্কার-
করি । তুমি কৌমোদকী গদা ধারণকরিয়া আমার দক্ষিণদিক্
রক্ষাকর । আমি তোমায় শরণাগত হইলাম । ৩ । হে পুরুষো-
ত্তম ! তুমি সৌন্দর্য হল গ্রহণকরিয়া আমার পশ্চিমদিক্ রক্ষাকর ।
আমি তোমার শরণাগত হইলাম । ৪ । হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! তুমি
শাতন মুঘল গ্রহণকরিয়া উত্তরদিক্ রক্ষাকর । হে জগন্নাথ ! আমি
তোমার শরণাগত হইলাম । ৫ । হে হরে ! আমি তোমাকে
নমস্কারকরি । তুমি খড়্গ চর্ম্মাদি অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণকরিয়া আমার
ঈশাণকোণ বক্ষাকর । হে বাক্ষসকুলধুমকেতো ! আমি তোমার

শরণং গতঃ ॥ ৬ ॥ পাঞ্চজন্মং মহাশঙ্খমনুদ্বোধঞ্চ পঞ্চজং ।

প্রগৃহ্য রক্ষ মাং বিষ্ণো আমেষ্যাং রক্ষ শূকর ॥ ৭ ॥

চন্দ্রসূর্য্যং সমাগৃহ্য খড়্গং চান্দ্রমসং তথা । নৈঋত্যং

মাং রক্ষস্ব দিব্যমূর্ত্তে নৃকেশরিণ ॥ ৮ ॥ বৈজয়ন্তীং

সংপ্রগৃহ্য জীবৎসং কণ্ঠভূষণং । বায়ব্যং রক্ষ মাং দেব

ঋগ্রীব নমোহস্ত তে ॥ ৯ ॥ বৈনতেয়ং সমাগৃহ্য তন্তু-

রীক্ষে জনাঙ্গন । মাঞ্চ রক্ষাজিত সদা নমস্তেহস্তপরা-

জিত ॥ ১০ ॥ বিশালাক্ষং সমাগৃহ্য রক্ষ মাং ত্বং রসা-

তলে । অকুপার নমস্তভ্যং মহামীন নমোহস্ত তে ॥ ১১ ॥

শৌর্বাভ(ভা)দ্বলেসু সত্য ত্বং বাহুপঞ্জরং । ক্রত্বা রক্ষস্ব

মাং বিষ্ণো নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ১২ ॥ এবমুক্তং শঙ্করায়

বৈষ্ণবং পঞ্জরং মহৎ । পুরা রক্ষার্থমীশান্ধাঃ কাত্যা-

য়ন্ত্য-বৃষধ্বজ ॥ ১৩ ॥ নাশয়ামাস সা যেন চামরং মহিষা-

স্বরং । দানবং রক্তবীজঞ্চ অস্ত্রাংশ্চ সুরকণ্টকান্

এতজ্জপন্নরোভক্ত্যা শত্রু-ন বিজয়তে সদা ॥ ১৪ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ত্রয়োদশাধ্যায়ঃ ।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ অথ যোগং প্রবক্ষ্যামি ভুক্তিমুক্তি-

করং পরং । ধ্যায়িভিঃ প্রোচ্যতে ধ্যেয়ো ধ্যানেন

হরিরীশ্বরঃ ॥ ২ ॥ তচ্ছৃণু মহেশান সর্বপাপবিনা-

শনঃ । বিষ্ণুঃ সর্বেশ্বরোহনন্তঃ পদ্মগিপরিবর্জিতঃ ॥ ৩ ॥

বাসুদেবো জগন্নাথো ব্রহ্মাত্মাহিমেষ হি । দেহিদেহ-

স্থিতোনিত্যঃ সর্বদেহবিবর্জিতঃ ॥ ৪ ॥ দেহধর্ম্ম-

বিহীনশ্চ স্রাক্ষববিবর্জিতঃ । ষড়্ভূধেযু স্থিতোজষ্টা

শ্রোতা ত্রাতা অতীন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥ তদ্বর্ষরহিতঃ ত্রুষ্টা নাম-

গোত্রবিবর্জিতঃ । মন্ত্র মনঃস্থিতোদেবো মনসা পরি-

বর্জিতঃ ॥ ৬ ॥ মনোধর্ম্মবিহীনশ্চ বিজ্ঞানং জ্ঞানমেব

চ । বোদ্ধা বুদ্ধিস্থিতঃ সাক্ষী সর্বজ্ঞো বুদ্ধিবর্জিতঃ ॥ ৭ ॥

বুদ্ধিধর্ম্মবিহীনশ্চ সর্বঃ সর্বগতো মনঃ । সর্বপ্রাণি-

এই বিষ্ণুপঞ্জরস্তব পাঠকরে, সে সকল শত্রু পরাজয়করিতে পারে ॥ ১৪ ॥

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ ।

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ।

শব্দাগত হইলাম । ৬ । হে শূকররূপ বিষ্ণো ! তুমি পাঞ্চজন্ম

শঙ্খ ও অনুদ্বোধ-নামক পদ্ম গ্রন্থকবিন্দু আমার অধিকোণ রক্ষা-

কর । ৭ । হে দিব্যশরীর নৃসিংহ ! তুমি চন্দ্র, সূর্য্য ও চান্দ্রমস

খড়্গ গ্রহণকরিয়া আমাকে নৈঋত কোণে রক্ষাকর । ৮ । হে

হয়গ্রীব ! তোমাকে নমস্কারকরি । তুমি পতাকা ও জীবৎস

নামক কণ্ঠভূষণ ধারণকরিয়া আমাকে বায়ুকোণে রক্ষাকর । ৯ ।

হে জনাঙ্গন ! তুমি বিনতানন্দন গুরুড়ে আরোহণকরিয়া আমাকে

শূন্যপথে রক্ষাকর । হে অজিত ! তুমি আমাকে রক্ষাকর । হে

অপরাজিত ! আমি তোমাকে নমস্কারকরি । ১০ । হে মহাক্ষম-

রূপধর ! হে মহামানরূপ ! তোমাকে নমস্কারকরি । তুমি বিশা-

লাক্ষে আরোহণকরিয়া আমাকে বসন্তালে রক্ষাকর । ১১ । হে

পুরুষোত্তম ! সত্যময় ! তোমাকে নমস্কারকবি । তুমি হস্ত, মন্তক,

অঙ্গুলি, বাহু, পুঞ্জর-প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গনিশিষ্ট আমার দেহকে

রক্ষাকর । ১২ । হে বৃক্ষকঁতো ! পূর্বে এই বিষ্ণুপঞ্জরস্তব মহাদেবের

নিকট ভগবত্বে কাত্যায়নীর রক্ষা নিমিত্ত কথিত হইয়াছিল ।

১৩ । কাত্যায়নী এই স্তববলে চামর, মহিষাস্বর, রক্তবীজ ও

অজ্ঞানচৈবশত্রু দানবগণকে বিনাশকরিয়াছিলেন । ১৪ । যে ব্যক্তি

হরি বলিলেন, অনন্তর যোগ বলিব । এই যোগ ভুক্তি-

মুক্তিপ্রদ । যোগিগণ ধ্যানদ্বারা হরিকে পরমধ্যেয় ঈশ্বর বলিয়া

থাকেন । ১-২ । হে মহেশ্বর ! এই যোগ প্রবণকর । এই যোগে

সর্ব পাপ বিনষ্ট হয় । আমি বিষ্ণু, সকলের ঈশ্বর, অনন্ত ও

পাদস্থানবিহীন । ৩ । আমিই বাসুদেব, জগদাশ্রয় ও ব্রহ্মস্বরূপ ।

আমি প্রাণিবর্গের দেহস্থিত, সনাতন, আত্মা ও সর্বদেহবিহীন ।

৪ । আমি দেহধর্ম্মবিহীন ও চলাচলবর্জিত । আমি ষড়্ভূধি

প্রত্যক্ষে ত্রুষ্টা, শ্রোতা, ত্রাতা, ইত্যাদিরূপে বর্ত্তমান আছি ।

আমি অতীন্দ্রিয়, অর্থাৎ চক্ষুঃ কণাদি ইন্দ্রিয়গণের অবিশয় । ৫ ।

আমি ইন্দ্রিয়ধর্ম্মবিবর্জিত ও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা । আমার কোন

নাম কিম্বা গোত্রাদি নাই । আমি জ্ঞানের আশ্রয় এবং মনের

বিষয়ীভূত দেবতা, কিন্তু আমার মনঃ নাই । ৬ । আমার

মানসিক ধর্ম্ম নাই । আমি বিজ্ঞাতা ও জ্ঞানস্বরূপ । আমি

সর্বব্যুৎপত্তির কর্ত্তা ও বোধের বিষয়ীভূত, সর্বসাক্ষী, সর্বজ্ঞ,

কিন্তু বুদ্ধিবিহীন । ৭ । আমি বুদ্ধিধর্ম্মবিহীন, জগৎস্বরূপ,

বিনির্মুক্তঃ প্রাণধর্ম্যবিবর্জিতঃ ॥ ৮ ॥ প্রাণিপ্রাণে-
মহাশাস্তো ভয়েন পরিবর্জিতঃ । অহঙ্কারাদিহীনশ্চ
তদ্বর্ষপরিবর্জিতঃ ॥ ৯ ॥ তৎসাক্ষী তন্নিস্তা চ পরমা-
নন্দরূপকঃ । জাগ্রৎস্বপ্নশুশুপ্তিস্তৎসাক্ষী তদ্বিব-
র্জিতঃ ॥ ১০ ॥ তুরীয়ঃ পরমোদাতা দৃগুপো গুণবর্জিতঃ ।
মুক্তো বুদ্ধোহজরো-ন্যাপী সত্য-আত্মা-স্বাহং শিবঃ
॥ ১১ ॥ এবং যে মানবা-বিজ্ঞা ধ্যায়ন্তীশং পরং পদং ।
প্রাণযুক্তো চ তদ্রূপং নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ১২ ॥ ইতি
ধ্যানং সমাখ্যাতং তব শঙ্কর সূত্রত । পঠেদ্য-এতং
নততং বিম্বলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

রুদ্র-উবাচ ॥ ১ ॥ সংসারসাগরাদ্ ঘোরান্মুচ্যতে

সর্গং, মনঃ, সর্গপ্রাণিবিবর্জিত ও প্রাণধর্ম্যবিহীন । ৮ । আমি
প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ, শাস্তিপূর্ণ ও ভয়বিহীন । আমি অহ-
ঙ্কারাদিবর্জিত ও অহঙ্কারগতধর্ম্যবিহীন । ৯ । আমি জগতের
সাক্ষী, জগতের নিয়ন্তা ও পরমানন্দস্বরূপ । জাগ্রৎ, স্বপ্ন-
ও শুষুপ্তি, সকল অবস্থাতে আমি জগতের সাক্ষিস্বরূপ । কিন্তু
আমার জাগ্রদাদি কোন অবস্থাই নাই । ১০ । আমি ব্রহ্ম
ও বিধাতা । আমি জগতের চক্ষুঃস্বরূপ, নিষ্ঠুর্ণ, সংসাবাতীত,
নিত্যজাগরিত, জরাবিহীন, সর্বব্যাপী, সত্য, পরমাত্মা ও
মঙ্গলময় । ১১ । এইরূপে যে সকল ধীসম্পন্ন মনুষ্য পরমপদ
পরমেশ্বরকে ধ্যান করে, তাহারা নিশ্চয় ঈশ্বরের সায়ুজ্য লাভ-
কবে । ১২ । হে শঙ্কর ! হে সূত্রত ! এই ধ্যানযোগ কথিত
হইল, যে ব্যক্তি সন্মুখা এই স্তব পাঠকরে, সেই ব্যক্তি বিম্ব-
লোকে গমনকরে । ১৩ ।

ইতি চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ।

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ ।

রুদ্র কহিলেন, হে প্রভো ! মনুষ্য কোন মন্ত্র জপ করিলে

কিং জপন্ প্রভো । নরন্তন্মে পরং জপ্যং কথয় ত্বং
জনাদিন ॥ ২ ॥

হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ ঈশ্বরং পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মান-
মব্যয়ং । বিষ্ণুং নামসহশ্রেণ স্তবন্ মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৪ ॥
যৎ পবিত্রং পরং জপ্যং কথয়ামি রমধ্বজ । শৃণু-
বহিতো-ভূত্বা সর্বপাপবিনাশনং ॥ ৫ ॥ বাসুদেবো মহা-
বিষ্ণুর্নামনো বাসবোবাসুঃ । বালচন্দ্রনিভোবালো বল-
ভদ্রো বলাধিপঃ ॥ ৬ ॥ বলিবন্ধনকুদেধা বরেণ্যো-
বেদবিৎ কবিঃ । বেদকর্তা বেদরূপো বেদোবেদ-
পরিপ্লুতঃ ॥ ৭ ॥ বেদাঙ্গবেত্তা বেদেশো বলাধারো-
বলাদিনঃ । অবিকারো বরেশশ্চ বরদো বর্ষণাধিপঃ ॥
৮ ॥ বীরহা চ বৃহদ্বীরো বন্দিতঃ পরমেশ্বরঃ । আত্মা চ
পরমাত্মা চ প্রত্যগাত্মা বিয়ং পরঃ ॥ ৯ ॥ পদ্মনাভঃ
পদ্মনিধিঃ পদ্মহস্তো গদাধরঃ । পরমঃ পরভূতশ্চ
পুরুষোত্তম-ঈশ্বরঃ ॥ ১০ ॥ পদ্মজজ্বঃ পুণ্ডরীকঃ পদ্ম-
মালাধরঃ প্রিয়ঃ । পদ্মাক্ষঃ পদ্মগর্ত্তশ্চ পর্জন্ত্যঃ পদ্ম-
সংস্থিতঃ ॥ ১১ ॥ অপারঃ পরমার্থশ্চ পরাণাঞ্চ পরঃ
প্রভুঃ । পণ্ডিতঃ পণ্ডিতেভ্যশ্চ পবিত্রঃ পাপমর্দকঃ ॥ ১২ ॥

ঘোর সংসারসাগরহইতে মুক্ত হইতে পারে, হে জনাদিন ! সেই
পরম জপ্য মন্ত্র আমার নিকট কার্ত্তন করুন । ১-২ ।

হরি বলিলেন, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, নিত্য, পরমেশ্বর
বিষ্ণুকে সহস্রনামদ্বারা স্তব করিলে মনুষ্য ভবসাগর পার-
হইতে পারে । ৩-৪ । হে রমধ্বজ ! পবিত্র ও পরমজপ্য এই
সহস্রনাম স্তব বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণকর । এই স্তব
পাঠে সর্বপাপ বিনষ্ট হয় । ৫ । (বিষ্ণুর সহস্র নাম এই)—
বাসুদেব, মহাবিষ্ণু, বামন, বাসব, বহু, বালচন্দ্রনিভ, বাল,
বলভদ্র, বলাধিপ, বলিবন্ধনকুৎ, বেধাঃ, বরেণ্য, বেদবিৎ,
কবি, বেদকর্তা, বেদরূপ, বেদ, বেদপরিপ্লুত, বেদাঙ্গবেত্তা,
বেদেশ, বলাধার, বলাদিন, অবিকার, বরেশ, বরদ, বর্ষণাধিপ,
বীরহা, বৃহৎ, বীর, বন্দিত, পরমেশ্বর, আত্মা, পরমাত্মা,
প্রত্যগাত্মা, বিয়ং, পর, পদ্মনাভ, পদ্মনিধি, পদ্মহস্ত, গদাধর,
পরম, পরভূত, পুরুষোত্তম, ঈশ্বর, পদ্মজজ্ব, পুণ্ডরীক, পদ্মমালা-
ধর, প্রিয়, পদ্মাক্ষ, পদ্মগর্ত্ত, পর্জন্ত্য, পদ্মসংস্থিত, অপার, পর-
মার্থ, পরাংপর, প্রভু, পণ্ডিত, পণ্ডিতপবিত্র, পাপমর্দক, শুদ্ধ,

শুদ্ধঃ প্রকাশরূপশ্চ পবিত্রঃ পরিরক্ষকঃ । পিপাসা-
বজ্জিতঃ পাত্যঃ পুরুষঃ প্রকৃতিস্থথা ॥ ১৩ ॥ প্রধানং
পৃথিবীপদ্মং পদ্মনাভঃ প্রিয়প্রদঃ । সর্বেশঃ সর্বগঃ
সর্বঃ সর্ববিৎ সর্বদঃ পরঃ ॥ ১৪ ॥ সর্বশ্চ জগতো-
দ্যাম সর্বদশী চ সর্বভূৎ । সর্বানুগ্রহকৃৎস্বৈবঃ সর্বভূত-
হৃদিস্থিতঃ ॥ ১৫ ॥ সর্বপঃ সর্বপুজ্যশ্চ সর্বদেবনম-
স্কৃতঃ । সর্বস্য জগতোমূলং সকলো নিষ্কলোহনলঃ ॥ ১৬ ॥
সর্বগোপ্তা সর্বনিষ্ঠঃ সর্বকারণকারণঃ । সর্বধোয়ঃ
সর্বমিত্রঃ সর্বদেবস্বরূপধ্বক্ ॥ ১৭ ॥ সর্বাধ্যক্ষঃ সুরা-
ধ্যক্ষঃ সুরাসুরনমস্কৃতঃ । দৃষ্টানাঞ্চাসুরাণাঞ্চ সর্বদা
ঘাতকোহন্তকঃ ॥ ১৮ ॥ সত্যপালশ্চ সন্নাভঃ সিদ্ধেশঃ
সিদ্ধবন্দিতঃ । সিদ্ধসাধ্যঃ সিদ্ধসিদ্ধঃ সিদ্ধসিদ্ধ(সাধ্য)-
হৃদীশ্বরঃ ॥ ১৯ ॥ শরণং জগতশ্চৈব শ্রেয়ঃ ক্ষেমস্তথৈব চ ।
শুভকৃচ্ছোভনঃ সৌম্যঃ সত্যঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২০ ॥
সত্যস্থঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সত্যবিৎ সত্যদস্তথা । ধর্মো ধর্মী
চ কর্ম্ম চ সর্বকর্ম্মবিবর্জিতঃ ॥ ২১ ॥ কর্ম্মকর্ত্তা চ
কর্ম্মৈব ক্রিয়া কার্যাস্তথৈব চ । ত্রীপতিনৃপতিঃ ত্রীমান
সর্বস্য পতিবজ্জিতঃ ॥ ২২ ॥ সূ দেবানাং পতিশ্চৈব
বৃক্ষীনাং পতি-রীড়িতঃ । পতিহিরণ্যগর্ভস্য ত্রিপুরাস্ত-
পতিস্থথা ॥ ২৩ ॥ পশুনাঞ্চ পতিঃ প্রায়ো বসুনাং পতি-

রেব চ । পতিরাখণ্ডলশ্চৈব বরুণস্য পতিস্থথা ॥ ২৪ ॥
বনম্পতীনাঞ্চ পতিরনিলস্য পতিস্থথা । অনলস্য পতি-
শ্চৈব যমস্য পতিরেব চ ॥ ২৫ ॥ কুবেরস্য পতিশ্চৈব
নক্ষত্রাণাং পতিস্থথা । ওষধীনাং পতিশ্চৈব বৃক্ষাণাঞ্চ
পতিস্থথা ॥ ২৬ ॥ নাগানাঞ্চ পতিরকস্য দক্ষস্য পতি-
রেব চ । সূহৃদাঞ্চ পতিশ্চৈব নৃপাণাঞ্চ পতিস্থথা ॥ ২৭ ॥
গন্ধর্বাণাং পতিশ্চৈব অশ্বনাং পতিরুত্তমঃ । পত্নতানাং
পতিশ্চৈব নিম্নগানাং পতিস্থথা ॥ ২৮ ॥ সুরাণাঞ্চ
পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ কপিলস্য পতিস্থথা । লতানাঞ্চ পতিশ্চৈব
বীরুধাঞ্চ পতিস্থথা ॥ ২৯ ॥ মুনীনাঞ্চ পতিশ্চৈব ভৃগুস্য
পতিরুত্তমঃ । পতিশ্চন্দ্রমসঃ শ্রেষ্ঠঃ শুক্রস্য পতিরেব
চ ॥ ৩০ ॥ গ্রহাণাঞ্চ পতিশ্চৈব রাক্ষসানাং পতিস্থথা ।
কিন্নরাণাং পতিশ্চৈব দ্বিজানাং পতিরুত্তমঃ ॥ ৩১ ॥
সরিতাঞ্চ পতিশ্চৈব সমুদ্রাণাং পতিস্থথা । সরসাঞ্চ
পতিশ্চৈব ভূতানাঞ্চ পতিস্থথা ॥ ৩২ ॥ বেতালানাং
পতিশ্চৈব কুম্ভাণাং পতিস্থথা । পক্ষিণাঞ্চ পতিঃ
শ্রেষ্ঠঃ পশুনাং পতিরেব চ ॥ ৩৩ ॥ মহাত্মা মঙ্গলো মেয়ো-
মন্দরো মন্দরেশ্বরঃ । মেরু-স্মাতা প্রমাণঞ্চ মাধবো-
মনোবজ্জিতঃ ॥ ৩৪ ॥ মালাধরো মহাদেবো মহাদেবেন
পূজিতঃ । মহাশান্তো মহাভাগো মধুসূদনএব চ ॥ ৩৫ ॥
মহাবীর্যো মহাপ্রাণো মার্কণ্ডেয়প্রবন্দিতঃ । মায়ায়া

প্রকাশরূপ, পবিত্র, পরিরক্ষক, পিপাসাবজ্জিত, পাত্য, পুরুষ, প্রকৃতি, প্রধান, পৃথিবীপদ্ম, পদ্মনাভ, প্রিয়প্রদ, সর্বেশ, সর্বগ, সর্ব, সর্ববিদ, সর্বদ, পর, সর্বজগদ্যাম, সর্বদশী, সর্বভূৎ, সর্বানুগ্রহকৃৎ, দেব, সর্বভূতহৃদিস্থিত, সর্বপ, সর্বপুজ্য, সর্ব-
দেবনমস্কৃত, সর্বজগৎমূল, সকল, নিষ্কল, অনল, সর্বগোপ্তা, সর্বনিষ্ঠ, সর্বকারণকারণ, সর্বধোয়, সর্বমিত্র, সর্বদেবস্বরূপ-
ধ্বক্, সর্বাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, সুরাসুরনমস্কৃত, দৃষ্টঘাতক, অসুরা-
স্তক, সত্যপাল, সন্নাভ, সিদ্ধেশ, সিদ্ধবন্দিত, সিদ্ধসাধ্য, সিদ্ধ-
সিদ্ধ, সাধ্যসিদ্ধ, হৃদীশ্বর, জগৎশরণ, শ্রেয়, ক্ষেম, শুভকৃৎ, শুভোভন, সৌম্য, সত্য, সত্যপরাক্রম, সত্যস্থ, সত্যসঙ্কল্প, সত্য-
বিৎ, সত্যদ, ধর্ম, ধর্মী, কর্ম্ম, সর্বকর্ম্মবিবর্জিত, কর্ম্মকর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া, কার্য, ত্রীপতি, নৃপতি, ত্রীমান, সর্বপতিবজ্জিত, দেবপতি, বৃক্ষপতি, হিরণ্যগর্ভপতি, ত্রিপুরাস্তপতি, পশুপতি,

বসুপতি, ইন্দ্রপতি, বরুণপতি, বনম্পতিপতি, অনিলপতি, অনলপতি, যমপতি, কুবেরপতি, নক্ষত্রপতি, ওষধিপতি, বৃক্ষপতি, নাগপতি, অর্কপতি, দক্ষপতি, সূর্য্যপতি, নৃপপতি, গন্ধর্বপতি, অশ্বপতি, উত্তম; পর্বতপতি, নদীপতি, দেবপতি, শ্রেষ্ঠ, কপিলপতি, লতাপতি, বীরুধপতি, মুনিপতি, ভৃগুপতি, চন্দ্রপতি, শুক্রপতি, গ্রহপতি, রাক্ষসপতি, কিন্নরপতি, দ্বিজপতি, সরিৎপতি, সমুদ্রপতি, সরোবরপতি, ভূতপতি, বেতালপতি, কুম্ভাণ্ডপতি, পক্ষিপতি, পশুপতি, মহাত্মা, মঙ্গল, মেরু, মন্দর, মন্দরেশ্বর, মেরু, মাতা, প্রমাণ, মাধব, মনোবজ্জিত, মালাধর, মহাদেব, মহাদেবপূজিত, মহাশান্ত, মহাভাগ, মধুসূদন, মহাবীর্য, মহাপ্রাণ, মার্কণ্ডেয়পূজিত, মায়ায়া, মায়া

মায়য়া বদ্ধো মায়য়া তু বিবৰ্জিতঃ ॥ ৩৬ ॥ মুনিম্ভূতো-
মুনির্মৈত্রো মহানানো মহাহনুঃ । মহাবাহুর্মহাদন্তো-
মরণেন বিবৰ্জিতঃ ॥ ৩৭ ॥ মহাবক্ত্রো মহানাত্মা-মহা-
কায়ো মহোদরঃ । মহাপাদো মহাগ্রীবো মহামানী
মহামনাঃ ॥ ৩৮ ॥ মহামতির্মহাকীৰ্ত্তির্মহারূপো মহা-
শ্বরঃ । মধুশ্চ মাধবশ্চৈব মহাদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৩৯ ॥
মথেষ্টোমথরূপী চ মাননীয়ো মথেশ্বরঃ । মহাবাতো-
মহাভাগো মহেশোহতীতমানুষঃ ॥ ৪০ ॥ মানবশ্চ মনু-
শ্চৈব মানবানাং প্রিয়ঙ্করঃ । যুগশ্চ যুগপূজ্যশ্চ যুগা-
নাঞ্চ পতিস্তথা ॥ ৪১ ॥ বৃধশ্চ তু পতিশ্চৈব পতিশ্চৈব
বৃহস্পতেঃ । পতিঃ শনৈশ্চরশ্চৈব রাহোঃ কেতোঃ
পতিস্তথা ॥ ৪২ ॥ লক্ষণো লক্ষণশ্চৈব লম্বোষ্ঠো ললিত-
স্তথা । নানালঙ্কারসংযুক্তো নানাচন্দনচর্চিতঃ ॥ ৪৩ ॥
নানারসোজ্জ্বলবক্ত্রো নানাপুষ্পোপশোভিতঃ । রামো-
ন্নমাপতিশ্চৈব সভার্যাঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥ রত্নদো-
রত্নহস্তা চ রূপী রূপবিবৰ্জিতঃ । মহারূপোগ্র-
রূপশ্চ সৌম্যরূপ স্তথৈব চ ॥ ৪৫ ॥ নীলমেঘ-
নিভঃ শুদ্ধঃ কালমেঘনিভস্তথা । ধূমবর্ণঃ পীত-
বর্ণো নানারূপোহবর্ণকঃ ॥ ৪৬ ॥ বিরূপোরূপদশৈব
শুক্লবর্ণস্তথৈব চ । সৰ্ববর্ণো মহাযোগী যজ্ঞোবজ্রকূটদেব

বদ্ধ, মায়াবিবৰ্জিত, মুনিম্ভূত, মুনি, মৈত্র, মহানান, মহাহনু, মহাবাহু, মহাদন্ত, মরণবিবৰ্জিত, মহাবক্ত্র, মহাত্মা, মহাকায়, মহোদর, মহাপাদ, মহাগ্রীব, মহামানী, মহামনাঃ, মহামতি, মহাকীৰ্ত্তি, মহারূপ, মহাশ্বর, মধু, মাধব, মহাদেব, মহেশ্বর, মথেষ্ট, মথরূপী, মাননীয়, মথেশ্বর, মহাবাত, মহাভাগ, মহেশ, অন্ততমানুষ, মানব, মনু, মানবপ্রিয়ঙ্কর, যুগ, যুগপূজ্য, যুগা-
নাঞ্চ, বৃধপতি, বৃহস্পতিপতি, শনৈশ্চরপতি, রাহুপতি, কেতু-
পতি, লক্ষণ, লক্ষণ, লম্বোষ্ঠ, ললিত, নানালঙ্কারসংযুক্ত, নানা-
চন্দনচর্চিত, নানারসোজ্জ্বলবক্ত্র, নানাপুষ্পোপশোভিত, রাম,
ন্নমাপতি, সভার্যা, পরমেশ্বর, রত্নদ, রত্নহস্তা, রূপী, রূপবিব-
ৰ্জিত, মহারূপ, উগ্ররূপ, সৌম্যরূপ, নীলমেঘনিভ, শুদ্ধ, কাল-
মেঘনিভ, ধূমবর্ণ, পীতবর্ণ, নানারূপ, অবর্ণক, বিরূপ, রূপদ,
শুক্লবর্ণ, সৰ্ববর্ণ, মহাযোগী, যজ্ঞ, যজ্ঞকূট, স্তবর্ণ, বর্ণবান্, স্তবর্ণাখ্য,

চ ॥ ৪৭ ॥ স্তবর্ণোবর্ণবাংশৈব স্তবর্ণাখ্যস্তথৈব চ । স্তবর্ণা-
বয়বশ্চৈব স্তবর্ণঃ স্তবর্ণমেখলঃ ॥ ৪৮ ॥ স্তবর্ণশ্চ প্রদাতা
চ স্তবর্ণাংশস্তথৈব চ । স্তবর্ণশ্চ প্রিয়শ্চৈব স্তবর্ণাঢ্য-
স্তথৈব চ ॥ ৪৯ ॥ স্তবর্ণী চ মহাপর্ণঃ স্তবর্ণশ্চ চ কারণং ।
বৈনতেয় স্তবর্ণাদিত্য-আদিরাদিকরঃ শিবঃ ॥ ৫০ ॥
কারণং মহতশ্চৈব পুরাণশ্চ চ কারণং । বুদ্ধীনাং
কারণশ্চৈব কারণং মনসস্তথা ॥ ৫১ ॥ কারণং চেতস-
শ্চৈব অহঙ্কারশ্চ কারণং । ভূতানাং কারণং তদ্বৎ কার-
ণঞ্চ বিভাবসোঃ ॥ ৫২ ॥ আকাশকারণং তদ্বৎ পৃথিব্যাঃ
কারণং পরং । অণ্ডশ্চ কারণশ্চৈব প্রকৃতেঃ কারণস্তথা ॥
৫৩ ॥ দেহশ্চ কারণশ্চৈব চক্ষুশ্চৈব কারণং । শ্রোত্রশ্চ
কারণং তদ্বৎ কারণঞ্চ ত্ৰুচ-স্তথা ॥ ৫৪ ॥ জিহ্বায়াঃ
কারণশ্চৈব গ্রাণশ্চৈব চ কারণং । হস্তয়োঃ কারণং
তদ্বৎ পাদয়োঃ কারণস্তথা ॥ ৫৫ ॥ বাচশ্চ কারণং তদ্বৎ
পায়োশ্চৈব তু কারণং । ইন্দ্রশ্চ কারণশ্চৈব কুবেরশ্চ
চ কারণং ॥ ৫৬ ॥ যমশ্চ কারণশ্চৈব জৈশানশ্চ চ কারণং ।
যক্ষাণাং কারণশ্চৈব রক্ষসাং কারণং পরং ॥ ৫৭ ॥
ভূমাণাং কারণং শ্রেষ্ঠং ধৰ্ম্মশ্চৈব তু কারণং । জন্তুনাং
কারণশ্চৈব বস্তুনাং কারণং পরং ॥ ৫৮ ॥ মনুনাং কারণ-
শ্চৈব পক্ষিণাং কারণং পরং । মুনিনাং কারণং শ্রেষ্ঠং
যোগিনাং কারণং পরং ॥ ৫৯ ॥ সিদ্ধানাং কারণশ্চৈব
যক্ষাণাং কারণং পরং । কারণং কিমরাণাঞ্চ গন্ধৰ্বাণাঞ্চ

স্তবর্ণাবয়ব, স্তবর্ণ, স্তবর্ণমেখল, স্তবর্ণপ্রদাতা, স্তবর্ণাংশ, স্তবর্ণপ্রিয়,
স্তবর্ণাঢ্য, স্তবর্ণী, মহাপর্ণ, স্তবর্ণকারণ, বৈনতেয়, আদিত্য,
আদি, আদিকর, শিব, মহৎকারণ, পুরাণকারণ, বুদ্ধিকারণ,
মনঃকারণ, চেতনাকারণ, অহঙ্কারকারণ, ভূতকারণ, বিভাবসু
কারণ, আকাশকারণ, পৃথিবীকারণ, অণ্ডকারণ, প্রকৃতি-
কারণ, দেহকারণ, চক্ষুঃকারণ, শ্রোত্রকারণ, ত্ৰুচকারণ, জিহ্বা-
কারণ, গ্রাণকারণ, হস্তদ্বয়কারণ, পাদদ্বয়কারণ, বাচকারণ,
পায়ীকারণ, ইন্দ্রকারণ, কুবেরকারণ, যমকারণ, জৈশানকারণ, রক্ষ-
সাকারণ, রীক্ষসকারণ, ভূষণকারণ, ধৰ্ম্মকারণ, জঙ্ঘকারণ, বস্তু-
কারণ, পরমকারণ, মনুকারণ, পক্ষিকারণ, মুনিকারণ, শ্রেষ্ঠ-
কারণ, যোগিকারণ, সিদ্ধগণকারণ, যক্ষগণকারণ, কিমরগণ-

কারণং ॥ ৬০ ॥ নদানাং কারণকৈব নদীনাং কারণং
পরং । কারণঞ্চ সমুদ্রানাং রক্ষাণাং কারণন্তথা ॥ ৬১ ॥
কারণং বিরুদ্ধাকৈব লোকানাং কারণং তথা । পাতাল-
কারণকৈব দেবানাং কারণন্তথা ॥ ৬২ ॥ সর্পাণাং কারণ-
কৈব ঞ্চরসাং কারণন্তথা । পশুনাং কারণকৈব সর্কেবাং
কারণন্তথা ॥ ৬৩ ॥ দেহাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ আত্মা বুদ্ধি-
স্তথৈব চ । মনসশ্চ তথৈবাত্মা চাত্মাহঙ্কারচেতসঃ ॥ ৬৪ ॥
জ্ঞাতঃ স্বপতশ্চাত্মা মহাত্মা পরন্তথা । প্রধানস্ত পরাত্মা
চ আকাশাত্মা জ্ঞাপ্তথা ॥ ৬৫ ॥ পৃথিব্যাঃ পরমাত্মা চ
বয়শ্চাত্মা তথৈব চ । গন্ধস্ত পরমাত্মা চ রূপশ্চাত্মা
পরন্তথা ॥ ৬৬ ॥ শব্দাত্মা চৈব বাগাত্মা স্পর্শাত্মা পুরুষ-
ন্তথা । শ্রোত্রাত্মা চ ভ্রগাত্মা চ জিহ্বাত্মাঃ পরম-
ন্তথা ॥ ৬৭ ॥ জ্ঞানাত্মা চৈব হস্তাত্মা পাদাত্মা পরমন্তথা ।
উপশ্বস্ত তথৈবাত্মা পর্য্যাত্মা পরমন্তথা ॥ ৬৮ ॥ ইন্দ্রাত্মা
চৈব ব্রহ্মাত্মা রজাত্মা চ মনোন্তথা । দক্ষপ্রজাপতেরাত্মা
সত্যাত্মা পরমন্তথা ॥ ৬৯ ॥ ঈশাত্মা পরমাত্মা চ রৌদ্রাত্মা
মোক্ষবিদ্ যতিঃ । যজ্ঞবাংশ্চ তথা যজ্ঞশ্চর্ম্মী খড়্গাস্থরা-
ন্তকঃ ॥ ৭০ ॥ হ্রীপ্রবর্ত্তনশীলশ্চ যতীনাঞ্চ হিতেরতঃ ।
যতিরূপী চ যোগী চ বোগিধ্যেয়ো হরিঃ শিতিঃ ॥ ৭১ ॥
সম্বিন্বেদা চ কালশ্চ উত্থা বর্ষা মতিস্তথা । সম্বৎসরো-

মোক্ষকরো মোহপ্রধ্বংসকন্তথা ॥ ৭২ ॥ মোহকর্তা চ
দুষ্টানাং মাণ্ডব্যো বড়বামুখঃ । সম্বর্ত্তকঃ কালকর্তা
গৌতমো ভৃগুরজিরাঃ ॥ ৭৩ ॥ অত্রির্বশিষ্ঠঃ পুলহঃ
পুলস্ত্যঃ কুৎসএব চ । যাজ্ঞবল্ক্যো দেবলশ্চ ব্যাসশ্চৈব
পরশরঃ ॥ ৭৪ ॥ শর্ম্মদশ্চৈব গাংদেয়ো হ্রষীকেশো বৃহ-
জ্জবাঃ । কেশবঃ ক্রেশহস্তা চ সুকর্ণঃ কর্ণবর্জিতঃ ॥ ৭৫ ॥
নারায়ণো মহাভাগঃ প্রাণশ্চ পতিরেব চ । অপানশ্চ
পতিশ্চৈব ব্যানশ্চ পতিরেব চ ॥ ৭৬ ॥ উদানশ্চ পতিঃ
শ্রেষ্ঠঃ সমানশ্চ পতিস্তথা । শব্দশ্চ চ পতিঃ শ্রেষ্ঠঃ
স্পর্শশ্চ পতিরেব চ ॥ ৭৭ ॥ রূপাণাং রূপতিশ্চাত্মাঃ
খড়্গাপাণির্হলায়ুধঃ । চক্রপাণিঃ কুণ্ডলী চ ত্রীবৎসাক-
স্তথৈব চ ॥ ৭৮ ॥ প্রকৃতিঃ কোষভগ্নীবঃ পীতাম্বরধর-
ন্তথা । সুমুখো দুর্ম্মুখশ্চৈব মুখেন তু বিবর্জিতঃ ॥ ৭৯ ॥
অনন্তোহনন্তরূপশ্চ সুনখঃ সুরক্ষরঃ । সুকলাপো বিভূ-
জিহ্বু জাজিহ্বুশ্চৈবুধীন্তথা ॥ ৮০ ॥ হিরণ্যকশিপো-
ইস্তা হিরণ্যাক্ষবিমর্দকঃ । নিহস্তা পুতনায়ান্চ ভাস্ক-
রাস্তবিনাশনঃ ॥ ৮১ ॥ কেশিনো মলনশ্চৈব মুষ্টিকশ্চ
বিমর্দকঃ । কংসদানবভেত্তা চ চানুরশ্চ প্রমর্দকঃ ॥ ৮২ ॥
অরিষ্টশ্চ নিহস্তা চ অক্রুরপ্রিয়এব চ । অক্রুরঃ ক্রুর-
রূপশ্চ অক্রুরপ্রিয়বন্দিতঃ ॥ ৮৩ ॥ ভগহা ভগবান্

কারণ, গর্ভগণকারণ, নদকারণ, নদীকারণ, সমুদ্রকারণ, রক্ষ-
গণকারণ, বীরুধ্কারণ, লোককারণ, পাতালকারণ, দেবকারণ,
সর্পগণকারণ, মঙ্গলকারণ, পশুগণকারণ, সর্বকারণ, দেহাত্মা,
ইন্দ্রিয়াত্মা, আত্মা, বুদ্ধি, মনাত্মা, অহঙ্কারাত্মা, চেতনাত্মা,
জ্ঞাতাত্মা, স্বপ্নাত্মা, মহাত্মা, পরাত্মা, প্রধানাত্মা, পরমাত্মা,
আকাশাত্মা, জ্ঞাতাত্মা, পৃথিব্যাত্মা, পরমাত্মা, বয়শ্চাত্মা, গন্ধাত্মা,
পরমাত্মা, রূপাত্মা, পরাত্মা, শব্দাত্মা, বাগাত্মা, স্পর্শাত্মা, পুরুষাত্মা,
শ্রোত্রাত্মা, ভ্রগাত্মা, জিহ্বাত্মা, জ্ঞানাত্মা, হস্তাত্মা, পাদাত্মা,
উপশ্বাত্মা, প্যায়াত্মা, ইন্দ্রাত্মা, ব্রহ্মাত্মা, রজাত্মা, মনোাত্মা,
দক্ষাত্মা, সত্যাত্মা, ঈশাত্মা, পরমাত্মা, রৌদ্রাত্মা, মোক্ষবিদ্,
যতি, যজ্ঞবাক, যজ্ঞ, চর্ম্মী, খড়্গী, অস্থরাস্তক, হ্রীপ্রবর্ত্তনশীল,
যতিহিতরত, যতিরূপী, যোগী, বোগিধ্যেয়, হরি, শিতি, সম্বৎসর,
মোহ, কাল, উত্থা, বর্ষা, মতি, সম্বৎসর, মোক্ষকর, মোহ-

প্রধ্বংসক, দুষ্টমোহকর্তা, মাণ্ডব্য, বড়বামুখ, সম্বর্ত্তক, কাল-
কর্তা, গৌতম, ভৃগু, অজিরা, অত্রি, বশিষ্ঠ, পুলহ, পুলস্ত্য,
কুৎস, যাজ্ঞবল্ক্য, দেবল, বাস, পরশর, শর্ম্মদ, গাংদেয়, হ্রষী-
কেশ, বৃহজ্জবা, কেশব, ক্রেশহস্তা, সুকর্ণ, কর্ণবর্জিত, নারায়ণ,
মহাভাগ, প্রাণপতি, অপানপতি, ব্যানপতি, উদানপতি, সমান-
পতি, শব্দপতি, স্পর্শপতি, রূপপতি, রূপতি, আদ্য, খড়্গাপাণি,
হলায়ুধ, চক্রপাণি, কুণ্ডলী, ত্রীবৎসাক, প্রকৃতি, কোষভগ্নীব,
পীতাম্বরধর, সুমুখ, দুর্ম্মুখ, মুখবিবর্জিত, অনন্ত, অনন্তরূপ,
সুনখ, সুরক্ষর, সুকলাপ, বিভূ, জিহ্বু, জাজিহ্বু, ইবুধী,
হিরণ্যকশিপুহস্তা, হিরণ্যাক্ষবিমর্দক, পুতনানিহস্তা, ভাস্করাস্ত-
বিনাশন, কেশিদলন, মুষ্টিকবিমর্দক, কংসদানবভেত্তা, চানুর-
প্রমর্দক, অরিষ্টনিহস্তা, অক্রুরপ্রিয়, অক্রুর, ক্রুররূপ, অক্রুর-
বন্দিত, ভগহা, ভগবান্, ভাস্ক, ভাগবত, উদ্ধব, উদ্ধবেশ, উদ্ধব-

ভানুস্তথা ভাগবতঃ স্বয়ং । উদ্ধবশ্চোদ্ধবস্যোশো হ্যুদ-
বেন বিচিস্তিতঃ ॥ ৮৪ ॥ চক্রধ্বক্ চঞ্চলশ্চৈব চলাচল-
বিবর্জিতঃ । অহঙ্কারো মতিশ্চিস্তং গগনং পৃথিবী
জলং ॥ ৮৫ ॥ বায়ুশ্চক্ষুস্তথা শ্রোত্রং জিহ্বা চ আণমেব
চ । বাক্ পাণিপাদোজবনঃ পায়ুপশ্বস্তথৈব চ ॥ ৮৬ ॥
শঙ্করশ্চৈব ধ্বজশ্চ কাস্তিদ্ভঃ কাস্তিরুদ্রঃ । ভক্তপ্রিয়স্তথা
ভর্তা ভক্তিমান্ ভক্তিবর্দ্ধনঃ ॥ ৮৭ ॥ ভক্তস্ততো ভক্তপরঃ
কীর্ত্তিদঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ । কীর্ত্তিদীপ্তিঃ ক্ষমা কাস্তি-ভক্তি-
শ্চৈব দয়া পরা ॥ ৮৮ ॥ দানং দাতা চ কৰ্ত্তা চ দেবদেব-
প্রিয়ঃ শুচিঃ । শুচিমান্ সুখদোমোক্ষঃ কামশ্চার্থঃ
সহস্রপাৎ ॥ ৮৯ ॥ সহস্রশীর্ষা বৈদ্যশ্চ মোক্ষদারস্তথৈব
চ । প্রজাদারং সহস্রান্তঃ সহস্রকরএব চ ॥ ৯০ ॥
শুক্রশ্চ স্কিকিরীটী চ সূগ্রীবঃ কোত্তভস্তথা । প্রহ্মশ-
চানিরুদ্ধশ্চ হয়গ্রীবশ্চ শূকরঃ ॥ ৯১ ॥ মৎস্যঃ পরশু-
রামশ্চ প্রজাদো বলিরেব চ । শরণ্যশ্চৈব নিত্যশ্চ বুদ্ধো-
মুক্তঃ শরীরভূৎ ॥ ৯২ ॥ ধরদূষণহস্তা চ রাবণস্ত প্রম-
দ্বিনঃ । সীতাপতিশ্চ বন্ধিহু-ভরতশ্চ তথৈব চ ॥ ৯৩ ॥
কুন্তেশ্চজিহ্নিহস্তা চ কুন্তকর্ণপ্রমদ্বিনঃ । নরাস্তকাস্তক-
শ্চৈব দেবাস্তকবিনাশনঃ ॥ ৯৪ ॥ দুষ্টাসুরনিহস্তা চ
শঙ্করারিস্তথৈব চ । নরকস্ত নিহস্তা চ ত্রিশীর্ষস্ত বিনা-

চিস্তিত, চক্রধ্বক্, চঞ্চল, চলাচলবিবর্জিত, অহঙ্কার, মতি, চিত্ত,
গগন, পৃথিবী, জল, বায়ু, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, জিহ্বা, আণ, বাক্,
পাণি, পাদ, জবন, পায়ু, উপশ্ব, শঙ্কর, ধ্বজ, কাস্তিদ্ভ,
কাস্তিরুদ্র, নর, ভক্তপ্রিয়, ভর্তা, ভক্তিমান্, ভক্তিবর্দ্ধন, ভক্ত-
স্তত, ভক্তপর, কীর্ত্তিদ, কীর্ত্তিবর্দ্ধন, কীর্ত্তি, দীপ্তি, ক্ষমা, কাস্তি,
ভক্তি, দয়া, দান, দাতা, কৰ্ত্তা, দেবদেবপ্রিয়, শুচি, শুচিমান্,
সুখদ, মোক্ষ, কাম, অর্থ, সহস্রপাৎ, সহস্রশীর্ষা, বৈদ্য, মোক্ষ-
দার, প্রজাদার, সহস্রান্ত, সহস্রকর, শুক্র, স্কিকিরীটী, সূগ্রীব,
কোত্তভ, প্রহ্মা, অনিরুদ্ধ, হয়গ্রীব, শূকর, মৎস্য, পরশুরাম,
প্রজাদ, বলি, শরণ্য, নিত্য, বুদ্ধ, মুক্ত, শরীরভূৎ, ধরদূষণহস্তা,
রাবণপ্রমদ্বিন, সীতাপতি, বন্ধিহু, ভরত, কুন্তনিহস্তা, ইন্দ্রজি-
হ্নিহস্তা, কুন্তকর্ণপ্রমদ্বিন, নরাস্তকাস্তক, দেবাস্তকবিনাশন, দুষ্টা-
সুরনিহস্তা, শঙ্করারি, নরকনিহস্তা, ত্রিশীর্ষবিনাশন, যমলার্জুন-

শনঃ ॥ ৯৫ ॥ যমলার্জুনতেভ্য চ তপোহিতকরস্তথা ।
বাদিজ্ঞৈব বাদ্যঞ্চ বুদ্ধশ্চ বৈ বরপ্রদঃ ॥ ৯৬ ॥ সারঃ
সারপ্রিয়ঃ সৌরঃ কালহস্তা নিরুস্তনঃ । অগস্ত্যোদেবল-
শ্চৈব নারদোনারদপ্রিয়ঃ ॥ ৯৭ ॥ প্রাণোহপানস্তথা
ব্যানোরজঃ সত্ত্বং তমঃ শরৎ । উদানশ্চ সমানশ্চ
ভেষজশ্চ ভিষক্স্তথা ॥ ৯৮ ॥ কুটস্থঃ স্বচ্ছরূপশ্চ সৰ্ব-
দেহবিবর্জিতঃ । চক্ষুরিন্দ্রিয়হীনশ্চ বাগিন্দ্রিয়বিব-
র্জিতঃ ॥ ৯৯ ॥ হস্তেন্দ্রিয়বিহীনশ্চ পাদাভ্যাঞ্চ বিব-
র্জিতঃ । পায়ুপশ্ববিহীনশ্চ মহাতপোবিবর্জিতঃ ॥
১০০ ॥ প্রবোধেন বিহীনশ্চ বুদ্ধ্যা চৈব বিবর্জিতঃ ।
চেতনা বিগতশ্চৈব প্রাণেন চ বিবর্জিতঃ ॥ ১০১ ॥
অপানেন বিহীনশ্চ ব্যানেন চ বিবর্জিতঃ । উদানেন
বিহীনশ্চ সমানেন বিবর্জিতঃ ॥ ১০২ ॥ আকাশেন
বিহীনশ্চ বায়ুনা পরিবর্জিতঃ । অগ্নিনা চ বিহীনশ্চ উদ-
কেন বিবর্জিতঃ ॥ ১০৩ ॥ পৃথিব্যা চ বিহীনশ্চ শব্দেন
চ বিবর্জিতঃ । স্পর্শেন চ বিহীনশ্চ সৰ্বরূপবিব-
র্জিতঃ ॥ ১০৪ ॥ রাগেন বিগতশ্চৈব অঘেন পরি-
বর্জিতঃ । শোকেন রহিতশ্চৈব বচনা পরিবর্জিতঃ ॥ ১০৫ ॥
রজোবিবর্জিতশ্চৈব বিকারৈঃ ষড়্ভিরেব চ । কামেন
বর্জিতশ্চৈব ক্রোধেন পরিবর্জিতঃ ॥ ১০৬ ॥ লোভেন
বিগতশ্চৈব দম্বেন চ বিবর্জিতঃ । সূক্ষ্মশ্চৈব সুসূক্ষ্মশ্চ

তেভ্য, তপোহিতকর, বাদিজ্ঞ, বাদ্য, বুদ্ধ, বরপ্রদ, সার, সার-
প্রিয়, সৌর, কালহস্তা, নিরুস্তন, অগস্ত্য, দেবল, নারদ, নারদ-
প্রিয়, প্রাণ, অপান, ব্যান, রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ, শরৎ, উদান,
সমান, ভেষজ, ভিষক্, কুটস্থ, স্বচ্ছরূপ, সৰ্বদেহবিবর্জিত,
চক্ষুরিন্দ্রিয়হীন, বাগিন্দ্রিয়বিবর্জিত, হস্তেন্দ্রিয়বিহীন, পাদাভ্য-
বিবর্জিত, পায়ুবিহীন, উপশ্ববিহীন, মহাতপবিবর্জিত, প্রবোধ-
বিহীন, বুদ্ধিবিবর্জিত, চেতাবিহীন, প্রাণবিবর্জিত, অপান-
বিহীন, ব্যানবিবর্জিত, উদানবিহীন, সমানবিবর্জিত, আকাশ-
বিহীন, বায়ুপরিবর্জিত, অগ্নিবিহীন, উদকবিবর্জিত, পৃথিবী-
বিহীন, স্পর্শবিবর্জিত, স্পর্শবিহীন, সৰ্বরূপবিবর্জিত, রাগ-
বিগত, অঘপরিবর্জিত, শোকরহিত, বচোবর্জিত, রজোবিবর্জিত,
ষড়্ভিকাররহিত, কামবর্জিত, ক্রোধপরিবর্জিত, লোভরিগত,

স্থলাৎ স্থূলতরস্তথা ॥ ১০৭ ॥ বিশারদো বলাধ্যক্ষঃ
সৰ্বক্কোভকস্তথা । প্রকৃতোঃ ক্ৰোভকশ্চৈব মহন্তঃ
ক্ৰোভকস্তথা ॥ ১০৮ ॥ ভূতানাং ক্ৰোভকশ্চৈব বুদ্ধেশ্চ
ক্ৰোভকস্তথা । ইঞ্জিয়াণাং ক্ৰোভকশ্চ বিষয়ক্ৰোভক-
স্তথা ॥ ১০৯ ॥ ব্রহ্মণঃ ক্ৰোভকশ্চৈব রুদ্রশ্চ ক্ৰোভক-
স্তথা । অগম্যশ্চকুরাদেশ্চ শ্রোত্রাগম্যস্তথৈব চ ॥ ১১০ ॥
ত্ৰচা ন গম্যঃ কূৰ্মশ্চ জিহ্বাগ্রাহস্তথৈব চ । আগেন্দ্ৰিয়া-
গম্যএব বাচাগ্রাহস্তথৈব চ ॥ ১১১ ॥ অগম্যশ্চৈব
পাণিভ্যাং পাদাগম্যস্তথৈব চ । অগ্রাহো মনসশ্চৈব
বুদ্ধ্যগ্রাহো হরিস্তথা ॥ ১১২ ॥ অহংবুদ্ধ্যা তথা
গ্রাহশ্চেতসা গ্রাহএব চ । শম্পপাণি রব্যয়শ্চ গদাপাণি-
স্তথৈব চ ॥ ১১৩ ॥ শাক্ পাণিশ্চ কৃষ্ণশ্চ জ্ঞানমূৰ্ত্তিঃ পর-
ন্তপঃ । তপস্বী জ্ঞানগম্যোহি জ্ঞানী জ্ঞানবিদেব চ ।
১১৪ ॥ জ্ঞেয়শ্চ জ্ঞেয়হীনশ্চ জ্ঞপ্তিশ্চৈতন্যরূপকঃ ।
ভাবোভাব্যো ভবকরো ভাবনো ভবনাশনঃ ॥ ১১৫ ॥
গোবিন্দো গোপতির্গোপঃ সৰ্বগোপীসুখপ্রদঃ ।
গোপালোগোপতিশ্চৈব গোমতির্গোধরস্তথা ॥ ১১৬ ॥
উপেন্দ্রশ্চ নৃসিংহশ্চ শৌরিশ্চৈব জনাৰ্দ্দনঃ । আরণ্যেয়ো-
বৃহস্তানুর্কৃহদীপ্ত স্তথৈব চ ॥ ১১৭ ॥ দামোদরত্রিকালশ্চ
কালজঃ কালবর্জিতঃ । ত্রিসঙ্কো দ্বাপরং ত্রেতা প্রজা-

দ্বারং ত্রিবিক্রমঃ ॥ ১১৮ ॥ বিক্রমোদগুহস্তশ্চ ছেকদণ্ডী
ত্রিদণ্ডকৃ । সামভেদস্তথোপায়ঃ সামরূপী চ সামগঃ ॥
১১৯ ॥ সামবেদোহথর্কশ্চ স্কৃততঃ সূত্ররূপী চ । অথর্ক-
বেদবিদৈব অথর্কচাৰ্য্যএব চ ॥ ১২০ ॥ ঋগ্ৰূপী চৈব
ঋগ্বেদ ঋগ্বেদেষু প্রতিষ্ঠিতঃ । যজুর্বেত্তা যজুর্বেদো যজু-
র্বেদবিদেবপাৎ ॥ ১২১ ॥ বহুপাচ্চ সূপাশ্চৈব তথা চৈব
সহস্রপাৎ । চতুষ্পাচ্চ দ্বিপাশ্চৈব স্মৃতির্ন্যায়োপমো-
বলী ॥ ১২২ ॥ সন্ন্যাসী চৈব সন্ন্যাস শতুরাশ্রমএব চ* ।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বাণপ্রস্থশ্চ ভিক্ষুকঃ ॥ ১২৩ ॥ ব্রাহ্মণঃ
ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ শূদ্রোবর্ণস্তথৈব চ । শীলদঃ শীলসম্পন্নো-
হুঃ শীলপরিবর্জিতঃ ॥ ১২৪ ॥ মোক্ষোহধ্যাত্মসমাবিষ্টঃ
স্তুতিঃ স্তোতা চ পূজকঃ । পূজ্যো বাক্ করণঃ কথং বাচ্য-
শ্চৈব তু বাচকঃ ॥ ১২৫ ॥ বেত্তা ব্যাকরণকথং বাচ্য-
কথং চ বাচ্যবিৎ । বাচ্যগম্য তীর্থবাসী তীর্থস্তুতী চ
তীর্থবিৎ ॥ ১২৬ ॥ তীর্থাদিভূতঃ সাংখ্যশ্চ নিরুক্তঃ
অধিদৈবতঃ । প্রণবঃ প্রণবেশশ্চ প্রণবেণ প্রবন্দিতঃ ॥
১২৭ ॥ প্রণবেন চ লক্ষ্যো নৈব গায়ত্রী চ গদাধরঃ ।
শালগ্রামনিবাসী চ শালগ্রামস্তথৈব চ ॥ ১২৮ ॥ জল-
শায়ী যোগশায়ী শেষশায়ী কুশেশয়ঃ । মহীভর্তা চ
কার্য্যক কারণং পৃথিবীধরঃ ॥ ১২৯ ॥ প্রজাপতিঃ শাস্ত্র-

দন্তবিকর্জিত, সূক্ষ্ম, সুসূক্ষ্ম, স্থলাৎস্থূলতর, বিশারদ, বলাধ্যক্ষ, সৰ্বক্কোভক, প্রকৃতিক্কোভক, মহৎক্কোভক, ভূতক্কোভক, বুদ্ধি-
ক্কোভক, ইঞ্জিয়ক্কোভক, বিষয়ক্কোভক, ব্রহ্মক্কোভক, রুদ্র-
ক্কোভক, চকুরাদ্যগম্য, শ্রোত্রাগম্য ভগগম্য, কূৰ্ম, জিহ্বাগ্রাহ,
আগেন্দ্ৰিয়াগম্য, বাণগ্রাহ, হস্তদ্ব্যাগম্য, পাদাগম্য, মনোগ্রাহ,
বুদ্ধ্যগ্রাহ, হরি, অহংবুদ্ধিগ্রাহ, চেতোগ্রাহ, শম্পপাণি, অব্যয়,
গদাপাণি, শাক্ পাণি, কৃষ্ণ, জ্ঞানমূৰ্ত্তি, পরন্তপ, তপস্বী,
জ্ঞানগম্য, জ্ঞানী, জ্ঞানবিদ, জ্ঞেয়, জ্ঞেয়হীন, জ্ঞপ্তি, চৈতন্য-
রূপক, ভাব, ভাব্য, ভবকর, ভাবন, ভাবনাশন, গোবিন্দ,
গোপতি, গোপ, সৰ্বগোপীসুখপ্রদ, গোপাল, গোপতি,
গোমতি, গোধর, উপেন্দ্র, নৃসিংহ, শৌরি, জনাৰ্দ্দন, আরণ্যেয়,
বৃহস্তানুর, বৃহদীপ্ত, দামোদর, ত্রিকাল, কালজ, কালবর্জিত,
ত্রিসঙ্কট, দ্বাপর, ত্রেতা, প্রজাপতি, ত্রিবিক্রম, বিক্রম, দণ্ডহস্ত, এক-

দণ্ডী, ত্রিদণ্ডকৃ, সাম, ভেদ, উপায়, সামরূপী, সামগ, সামবেদ,
অথর্ক, স্কৃতত, সূত্ররূপী, অথর্কবেদবিদ, অথর্কচাৰ্য্য, ঋগ্ৰূপী,
ঋগ্বেদ, ঋগ্বেদপ্রতিষ্ঠিত, যজুর্বেত্তা, যজুর্বেদ, যজুর্বেদবিদ, এক-
পাৎ, বহুপাৎ, সূপাৎ, সহস্রপাৎ, চতুষ্পাৎ, দ্বিপাৎ, স্মৃতি,
ন্যায়োপম, বলী, সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস, চতুরাশ্রম, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ,
বাণপ্রস্থ, ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণ, শীলদ, শীল-
সম্পন্ন, হুঃ শীলপরিবর্জিত, মোক্ষ, অধ্যাত্মসমাবিষ্ট, স্তুতি, স্তোতা,
পূজক, পূজ্য, বাক্, করণ, বাচ্য, বাচক, বেত্তা, ব্যাকরণ, বাক্য,
বাক্যবিৎ, বাক্যগম্য, তীর্থবাসী, তীর্থ, তীর্থী, তীর্থবিৎ, তীর্থাদি-
ভূত, সাংখ্য, নিরুক্ত, অধিদৈবত, প্রণব, প্রণবেশ, প্রণ-
বেদিত, প্রণবলক্ষ্য, গায়ত্রী, গদাধর, শালগ্রামনিবাসী,
শালগ্রাম, জলশায়ী, যোগশায়ী, শেষশায়ী, কুশেশয়, মহী-
ভর্তা, কার্য্য, কারণ, পৃথিবীধর, প্রজাপতি, শাস্ত্রত, কাম্য,

তশ্চ কাম্যঃ কামযিতা বিরাট্ সত্রাট্ পুষা তথা
 স্বর্গো রথস্থঃ সারথির্কলং ॥ ১৩০ ॥ ধনী ধনপ্রদো-
 ধস্তো যাদবানাং হিতেরতঃ । অর্জুনস্ত প্রিয়শ্চৈব
 হর্জুনোভীমএব চ ॥ ১৩১ ॥ পরাক্রমো দুর্কিসহঃ সর্ক-
 শাস্ত্রবিশারদঃ । সারস্বতো মহাভীমঃ পারিজাত-
 হরস্তথা ॥ ১৩২ ॥ অমৃতস্ত প্রদাতা চ কীরোদঃ কীর-
 এব চ । ইন্দ্রাঙ্কজ স্তস্য গোপা গোবর্জনধরস্তথা ॥ ১৩৩ ॥
 কংসস্ত নাশন স্তব্ধকৃষ্টিপোহস্তিনাশনঃ । শিপিবিষ্টঃ
 প্রসন্নস্ত সর্কলোকার্তিনাশনঃ ॥ ১৩৪ ॥ মুদ্রোমুদ্রাকর-
 শ্চৈব সর্কমুদ্রাবিবর্জিতঃ । দেহী দেহস্থিতশ্চৈব দেহস্ত
 চ নিয়ামকঃ ॥ ১৩৫ ॥ শ্রোতা শ্রোত্রনিয়ন্তা চ শ্রোতব্যঃ
 শ্রবণস্তথা । ত্বক্স্থিতশ্চ স্পর্শযিতা স্পৃশ্যশ্চ স্পর্শন-
 স্তথা ॥ ১৩৬ ॥ চক্ষুঃস্থো রূপজ্ঞো চ নিয়ন্তা চক্ষু-
 স্তথা । দৃশ্যশ্চৈব তু জিহ্বাস্থো রসজ্ঞশ্চ নিয়ামকঃ ॥ ১৩৭ ॥
 জ্ঞানস্থো জ্ঞানরূপজ্ঞাতা জ্ঞানেজ্জিয়নিয়ামকঃ । বাক্স্থো-
 বক্তা চ বক্তব্যো বচনং বাঙনিয়ামকঃ ॥ ১৩৮ ॥ প্রাণিস্থঃ
 শিল্পকৃষ্টিলো হস্তয়োশ্চ নিয়ামকঃ । পদব্যশ্চৈব গন্তা চ
 গন্তব্যং গমনং তথা ॥ ১৩৯ ॥ নিয়ন্তা পাদয়োশ্চৈব
 পাদভ্যাক্ চ বিসর্গকৃৎ । বিসর্গস্ত নিয়ন্তা চ ত্যপস্থস্থঃ
 স্তব্ধস্তথা ॥ ১৪০ ॥ উপস্থস্ত নিয়ন্তা চ তদানন্দকরশ্চ

কামযিতা, বিরাট্, সত্রাট্, পুষা, স্বর্গ, রথস্থ, সারথি, বল,
 ধনী, ধনপ্রদ, ধন্য, যাদবহিতেরত, অর্জুনপ্রিয়, অর্জুন, ভীম,
 পরাক্রম, দুর্কিসহ, সর্কশাস্ত্রবিশারদ, সারস্বত, মহাভীম, পারি-
 জাতহর, অমৃতপ্রদাতা, কীরোদ, কীর, ইন্দ্রাঙ্কজ, ইন্দ্রাঙ্কজগোপা,
 গোবর্জনধর, কংসনাশন, হস্তিপ, হস্তিনাশন, শিপিবিষ্ট, প্রসন্ন,
 সর্কলোকার্তিনাশন, মুদ্র, মুদ্রাকর, সর্কমুদ্রাবিবর্জিত, দেহী,
 দেহস্থিত, দেহনিয়ামক, শ্রোতা, শ্রোত্রনিয়ন্তা, শ্রোতব্য, শ্রবণ,
 ত্বক্স্থিত, স্পর্শযিতা, স্পৃশ্য, স্পর্শন, চক্ষুঃস্থ, রূপজ্ঞো, চক্ষু-
 নিয়ন্তা, দৃশ্য, জিহ্বাস্থ, রসজ্ঞ, নিয়ামক, জ্ঞানস্থ, জ্ঞানরূপ, জ্ঞাতা,
 জ্ঞানেজ্জিয়নিয়ামক, বাক্স্থ, বক্তা, বক্তব্য, বচন, বাঙনিয়ামক,
 প্রাণিস্থ, শিল্পকৃৎ, শিল্প, হস্তকৃষ্টিনিয়ামক, পদব্য, গন্তা, গন্তব্য,
 গমন, পাদযনিয়ন্তা, পাদভ্যাক্, বিসর্গকৃৎ, বিসর্গনিয়ন্তা,
 উপস্থস্থ, স্তব্ধ, উপস্থনিয়ন্তা, আনন্দকর, শত্রু, কার্তবীৰ্য্য

হা শত্রুঃ কার্তবীৰ্য্যশ্চ দত্তাভ্যেবস্তথৈব চ ॥ ১৪১ ॥
 অলকৃষ্ণ হিতশ্চৈব কার্তবীৰ্য্যানিকৃন্তনঃ । কালনেমি-
 মহানেমির্মেষোমেঘপতিস্তথা ॥ ১৪২ ॥ অন্নপ্রদো-
 হন্নরূপী চ হন্নাদোহন্নপ্রবর্তকঃ । ধূমক্কু মরুপশ্চ দেবকী-
 পুত্র-উত্তমঃ ॥ ১৪৩ ॥ দেবক্যানন্দনোনন্দো রোহিণ্যাঃ
 প্রিয়এব চ । বসুদেবপ্রিয়শ্চৈব বসুদেবসুতস্তথা ॥ ১৪৪ ॥
 দুন্দুভির্হাস(হংস)রূপশ্চ (অটু)পুস্পহাসস্তথৈব চ । অটু-
 হাসপ্রিয়শ্চৈব সর্কাদ্যক্ষঃ কুরোহক্ষরঃ ॥ ১৪৫ ॥ অচ্যুত-
 শ্চৈব সত্যেশং সত্যায়শ্চ প্রিয়োবরঃ । কুস্মিণ্যাশ্চ
 পতিশ্চৈব কুস্মিণ্যাবল্লভস্তথা ॥ ১৪৬ ॥ গোপীনাং
 বল্লভশ্চৈব পুণ্যল্লোকশ্চ বিপ্রতঃ । বৃষাকপির্যমো-
 গুহো মঙ্গলশ্চ বৃধস্তথা ॥ ১৪৭ ॥ রাহঃ কেতুর্গ্রাহো-
 গ্রাহো গজেন্দ্রমুখমেলকঃ । গ্রাহস্ত বিনিহস্তা চ
 গ্রামগীরক্ষকস্তথা ॥ ১৪৮ ॥ কিম্বরশ্চৈব সিদ্ধশ্চ হৃদঃ
 স্বচ্ছন্দএব চ । বিশ্বরূপো বিশালাক্ষো দৈত্যাসুদনএব
 চ ॥ ১৪৯ ॥ অনন্তরূপো ভূতস্থো দেবদানবসংস্থিতঃ ।
 সুবৃশ্টিস্থঃ সুবৃশ্টিশ্চ স্থানং স্থানান্তএব চ ॥ ১৫০ ॥
 জগৎস্থশ্চৈব জাগর্তা স্থানং জাগরিতস্তথা । স্বপ্নস্থঃ
 স্বপ্নবিৎ স্বপ্নং স্থানস্থঃ সুস্থএব চ ॥ ১৫১ ॥ জাগ্রৎ-
 স্বপ্নসুবৃশ্টিশ্চ বিহীনো বৈ চতুর্থকঃ । বিজ্ঞানং চৈত্ররূপশ্চ
 জীবোজীবয়িতা তথা ॥ ১৫২ ॥ ভুবনাদিপতিশ্চৈব

দত্তাভ্যেব, অলকৃষ্ণ, কার্তবীৰ্য্যানিকৃন্তন, কালনেমি, মহানেমি,
 মেঘ, মেঘপতি, অন্নপ্রদ, অন্নরূপী, অন্নাদ, অন্নপ্রবর্তক, ধূমক্কু,
 ধূমরূপ, দেবকীপুত্র, উত্তম, দেবকীনন্দন, নন্দ, রোহিণীপ্রিয়,
 বসুদেবপ্রিয়, বসুদেবসুত, দুন্দুভি, হংসরূপ, হাসরূপ, পুস্পহাস,
 অটুহাস, অটুহাসপ্রিয়, সর্কাদ্যক্ষ, ক্ষর, অক্ষর, অচ্যুত, সত্যেশ,
 সত্যাপ্রিয়, বর, কুস্মিণীপতি, কুস্মিণীবল্লভ, গোপীবল্লভ, পুণ্য-
 ল্লোক, বিপ্রত, বৃষাকপি, যম, গুহ, মঙ্গল, বৃধ, রাহ, কেতু, গ্রাহ,
 গ্রাহ, গজেন্দ্রমুখমেলক, গ্রাহবিনিহস্তা, গ্রামগী, ক্ষক, কিম্বর,
 সিদ্ধ, হৃদঃ, স্বচ্ছন্দ, বিশ্বরূপ, বিশালাক্ষ, দৈত্যাসুদন, অনন্তরূপ,
 ভূতস্থ, দেবদানবসংস্থিত, সুবৃশ্টিস্থ, সুবৃশ্টি, স্থান, স্থানান্ত,
 জগৎস্থ, জাগর্তা, স্থান, জাগরিত, স্বপ্নস্থ, স্বপ্নবিৎ, স্বপ্ন, স্থানস্থ,
 স্বপ্ন, জাগ্রৎস্বপ্নসুবৃশ্টিবিহীন, চতুর্থক, বিজ্ঞান, চৈত্ররূপ, জীব

ভুবনানাং নিয়ামকঃ। পাতালবাসী পাতালং সৰ্ব্বজর-
বিনাশনঃ ॥ ১৫৩ ॥ পরমানন্দরূপী চ ধৰ্ম্মপ্রবর্তকঃ।
মূলভোজ্যভূতৈব প্রাণায়ামপরস্তথা ॥ ১৫৪ ॥
প্রত্যাহারোদারকঞ্চ প্রত্যাহারকরস্তথা। প্রভা কাস্তি-
স্তথা হৰ্দ্ধিঃ শুদ্ধঃ ক্ষটিকসন্নিভঃ ॥ ১৫৫ ॥ অগ্রাহ্যশ্চৈব
গৌরশ্চ সৰ্ব্বঃ শুচিরতিযুক্তঃ। বষট্ কারো বষট্
বোষট্ স্বধা স্বাহা রতিস্তথা ॥ ১৫৬ ॥ পক্তা নন্দয়িতা
ভোক্তা বোদ্ধা ভাবয়িতা তথা। জ্ঞানাত্মা চৈব উহাত্মা
ভূমা সৰ্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ ॥ ১৫৭ ॥ নদী নন্দী চ নন্দীশো-
ভারতন্তরুনাশনঃ। চক্রপঃ ত্রীপতিশ্চৈব নৃপশ্চ চক্র-
বর্তিনাং ॥ ১৫৮ ॥ ঈশশ্চ সৰ্বদেবানাং স্বাবকাশং স্থিত-
স্তথা। পুষ্করঃ পুষ্করাধক্ষঃ পুষ্করদ্বীপএব চ ॥ ১৫৯ ॥
ভবতোজ্ঞনকোজ্ঞশ্চ সৰ্ব্বাকারবিবৰ্জিতঃ। নিরাকারো-
নির্নিমিত্তো নিরাতঙ্কো নিরাত্ময়ঃ ॥ ১৬০ ॥ ইতি নাম-
সহস্রস্তে ব্রহ্মধ্বজ কীর্তিতং। দেবশ্চ বিষ্ণোরীশশ্চ
সৰ্বপাপবিনাশনম্ ॥ ১৬১ ॥ পঠন্ দ্বিজশ্চ বিষ্ণুং
ক্ষত্রিয়ৈর্জয়মাপ্নুয়াৎ। বৈশ্যোদনং সুখং শূদ্রো বিষ্ণু-
ভক্তিসমম্বিতঃ ॥ ১৬২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ত্রীবিধোঃ সহস্রনামস্তোত্রং
পঞ্চদশোঃধ্যায়ঃ।

জীবয়িতা, ভুবনাধিপতি, ভুবননিয়ামক, পাতালবাসী, পাতাল,
সৰ্বজরবিনাশন, পরমানন্দরূপী, ধৰ্ম্মপ্রবর্তক, মূলভ, হ্রস্বভ,
প্রাণায়ামপর, প্রত্যাহার, ধারক, প্রত্যাহারকর, প্রভা, কাস্তি,
অৰ্দ্ধিঃ, শুদ্ধ, ক্ষটিকসন্নিভ, অগ্রাহ্য, গৌর, সৰ্ব্ব, শুচি, অতি-
যুক্ত, বষট্কার, বষট্, বোষট্, স্বধা, স্বাহা, রতি, পক্তা, নন্দ-
য়িতা, ভোক্তা, বোদ্ধা, ভাবয়িতা, জ্ঞানাত্মা, উহাত্মা, ভূমা,
সৰ্বেশ্বরেশ্বর, নদী, নন্দী, নন্দীশ, ভারত, তরুনাশন, চক্রপ,
ত্রীপতি, চক্রবর্তি, রাজা, সৰ্বদেবেশ, স্বাবকাশস্থিত, পুষ্কর, পুষ্করা-
ধক্ষ, পুষ্করদ্বীপ, ভরত, জ্ঞানক, জ্ঞান, সৰ্বাকারবিবৰ্জিত, নিরা-
কার, নির্নিমিত্ত, নিরাতঙ্ক, নিরাত্ময়। ৬—১৬০। হে ব্রহ্মধ্বজ!
তোমার নিকট দেবদেব, জগদীশ্বর বিষ্ণুর সৰ্বপাপবিনাশন
সহস্রনাম কীর্তিত হইল। ১৬১। এই সহস্রনাম পাঠ করিলে,

ষোড়শোঃধ্যায়ঃ।

রুদ্র-উবাচ ॥ ১ ॥ পুনর্ধ্যানং সমাচক্ষুঃ শম্ভুচক্রগদা-
ধর। বিষ্ণোরীশশ্চ দেবশ্চ শুদ্ধশ্চ পরমাত্মনঃ ॥ ২ ॥

হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ শূণু রুদ্র হরের্ধ্যানং সংসারতরু-
নাশনং। অদৃষ্টরূপকাস্তঞ্চ সৰ্বব্যাপ্যজমব্যয়ং ॥ ৪ ॥
অক্ষরং সৰ্বগং নিত্যং মহদ্ব্যুৎপত্তি কেবলং। সৰ্বশ্চ
জগতোমূলং সৰ্বেশং পরমেশ্বরং ॥ ৫ ॥ সৰ্বভূত-
হৃদিস্থং বৈ সৰ্বভূতমহেশ্বরং। সৰ্বাধারং নিরা-
ধারণং সৰ্বকারণকারণং ॥ ৬ ॥ অলপকস্তথা মুক্তং
মুক্তযোগিবিচিন্তিতং। শূলদেহবিহীনঞ্চ চক্ষুষা
পরিবৰ্জিতং ॥ ৭ ॥ প্রাণীন্দ্রিয়বিহীনঞ্চ প্রাণিধর্ম্মবিব-
ৰ্জিতং। পায়ুপশুবিহীনঞ্চ সৰ্বোদ্ভয়বিবৰ্জিতং ॥ ৮ ॥
মনোবিবহিতং তদ্ব্যনানোদর্শ্যবিবৰ্জিতং। বুদ্ধ্যা

ব্রাহ্মণ বিষ্ণু, ক্ষত্রিয় জয়, বৈশ্য ধন ও শূদ্র সুখলাভ কৰে এবং
বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হয়। ১৬২।

ইতি পঞ্চদশাধ্যায়ঃ।

ষোড়শ অধ্যায়ঃ।

রুদ্র বলিলেন, হে শম্ভুচক্রগদাধর! পরমাত্মা দেবদেব,
শুদ্ধাত্মা, জগদীশ্বর বিষ্ণুর ধ্যান পুনর্বার বলুন। ১-২। হরি বলি-
লেন, হে রুদ্র! হরির ধ্যান শ্রবণকর, এই ধ্যানে মনুষ্য সংসার
হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। হরির রূপ কেহ দেখিতে পায়
না, তাঁহার অস্ত্র নাই, তিনি সৰ্বত্র বিদ্যমান আছেন ও উৎ-
পত্তিবিনাশবিহীন। ৩-৪। তিনি স্থিরপ্রকৃতি, সৰ্বগ, নিত্য,
মহৎ ও একমাত্র ব্রহ্মরূপ। পরমেশ্বর হরি সমস্ত জগতের কারণ
ও সকলের ঈশ্বর। ৫। সেই হরি সৰ্বপ্রাণির হৃদয়মন্দিরে বিদ্যমান
আছেন। তিনি সৰ্বভূতের ঈশ্বর, সকলের আধার, কিন্তু তাঁহার
কোন আধার নাই। তিনি সকল কারণের আদিকারণ। ৬। হরি
সৰ্ববিষয়ে নির্লিপ্ত, সৰ্ববিষয়হইতে মুক্ত, ও নেত্রবিহীন। মুক্ত
যোগিগণ তাঁহাকে চিন্তা করেন। তাঁহার শূলদেহ নাই। ৭। সাধা-
রণ প্রাণিবর্গের বৈরূপ মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতি বুদ্ধীন্দ্রিয় আছে, তাঁহার
সেইরূপ ইন্দ্রিয় নাই। তিনি ভোজননৈমিত্ত্যাদিপ্রাণিধর্ম্মবিহীন
এবং পায়ুপশুপ্রভৃতিক্ষেত্রিয়বৃদ্ধিত। ৮। হরির মনঃ ও মানসিক

বিহীনং দেবেশং চেতসা পরিবর্জিতং ॥ ৯ ॥ অহঙ্কার-
বিহীনং বৈ বুদ্ধিধর্মবিবর্জিতং । প্রাণেন রহিত-
ঐব হৃদ্যেন বিবর্জিতং । প্রাণাধ্যবায়ুহীনং বৈ
প্রাণধর্মবিবর্জিতং ॥ ১০ ॥

হরিরূবাচ ॥ ১১ ॥ পুনঃ সূর্য্যার্চনং বক্ষ্যে যদুক্তং
ভূগবে পুরা । ওঁ ঋক্যে নমঃ । সূর্য্যস্ত মূলমন্ত্রোহয়ং
ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কঃ ॥ ১২ ॥ ওঁ ঋক্যে ত্রিদশায় নমঃ ।
ওঁ বিচি ঠঠ শিরসে নমঃ । ওঁ জ্ঞানিনে ঠঠ শিখায়ৈ
নমঃ । ওঁ সইশ্বরশ্বরে ঠঠ কবচায় নমঃ । ওঁ সর্ক-
তেজোহধিপত্যে ঠঠ অস্ত্রায় নমঃ । ওঁ স্বল স্বল প্রস্বল
প্রস্বল ঠঠ নমঃ । অগ্নিপ্রকারমন্ত্রোহয়ং সূর্য্যস্তাষ-
বিনাশনঃ ॥ ১৩ ॥ ওঁ আদিত্যায় বিশ্বাহে বিশ্বভাবায়
ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ । সকলীকরণং কুর্য্যাদ-
গায়ত্র্যা ভাস্করশ্চ চ ॥ ১৪ ॥ ধর্ম্মাত্মনে চ পূর্ব্বস্মিন্ যমা-
য়েতি চ দক্ষিণে । দণ্ডনায়কায় ততো বৈবর্ণ্যয়েতি
চোত্তরে । শ্রামপিদনমৈশান্ত্রামায়েষ্যং দীক্ষিতং
যজ্ঞেৎ । বজ্রপাণিঞ্চ নৈঋত্যাং ভূভুবঃ স্বশ্চ
বায়বে ॥ ১৫ ॥ ওঁ চন্দ্রায় নক্ষত্রাধিপত্যে নমঃ । ওঁ অঙ্গার-
কায় ক্ষিতিসুতায় নমঃ । ওঁ বুধায় সোমপুত্রায় নমঃ ।
ওঁ রাঙ্গীশ্বরায় সর্কবিজ্ঞাধিপত্যে নমঃ । ওঁ শুক্রায়

কোন ধর্ম্ম নাই । তিনি দেবদেব । তাঁহার বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার,
বুদ্ধিধর্ম্ম, জীব, প্রাণাদি বায়ু ও প্রাণধর্ম্ম নাই । ৯-১০ ।

হরি বলিলেন,—পুনর্বার সূর্য্যার্চন বলিব । এই সূর্য্যার্চন
পূর্ব্বকালে ভৃগুর নিকট কথিত হইয়াছিল । ওঁ ঋক্যে নমঃ,
এই সূর্য্যের মূল মন্ত্র । ইহা সাধকের ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ॥ ১১-১২ ॥ ওঁ
ঋক্যে ত্রিদশায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিবে । সূর্য্যের এই
অগ্নিপ্রকার মন্ত্র পাপবিনাশন । ১৩ । ওঁ আদিত্যায় বিশ্বাহে
ইত্যাদি সূর্য্যপায়ত্রীদ্বারা সকলীকরণ করিবে । ১৪ । পূর্ব্বদিকে ওঁ
ধর্ম্মাত্মনে নমঃ, দক্ষিণে ওঁ যমায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ দণ্ডনায়-
কায় নমঃ, উত্তরদিকে ওঁ বৈবর্ণ্যায় নমঃ, ঈশানকোণে ওঁ শ্রাম-
পিদনায় নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ দীক্ষিতায় নমঃ, নৈঋতকোণে
ওঁ বজ্রপাণয়ে নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ ভূভুবঃ স্বশ্চ নমঃ পূজা
করিবে । ১৫ । পরে পূর্ব্বদিকে ওঁ চন্দ্রায় নক্ষত্রাধিপত্যে নমঃ,

মহর্ষয়ে ভৃগুসুতায় নমঃ । ওঁ শনৈশ্চরায় সূর্য্যাস্ত্রজায়
নমঃ । ওঁ রাহবে নমঃ । ওঁ কেতবে নমঃ । পূর্ব্বাঙ্গীশান-
পর্য্যস্তাএতে পূজ্যা স্ববধজ ॥ ১৬ ॥ ওঁ অনুরুকায় নমঃ
ওঁ প্রমথনাথায় নমঃ ওঁ বুধায় নমঃ ॥ ১৭ ॥ ওঁ ভগবন্
পরিমিতময়ুখমালিন্ সকলজগৎপতে সপ্তাশ্ববাহন চতু-
ভুজ পরমসিদ্ধিপ্রদ বিষ্ণু লিঙ্গপিঙ্গল ভদ্র এছোহি ইদ-
মর্ষ্যং নমঃ শিরসি গতং গৃহ্ণ গৃহ্ণ তেজউগ্ররূপং অনগ্র
স্বল স্বল ঠঠ নমঃ । অনেকাবাহ মন্ত্রেণ ততঃ সূর্য্যং
বিসর্জয়েৎ । ওঁ নমোভগবতে আদিত্যায় সহস্রকির-
ণায় গচ্ছ সুখং পুনরাগমনায়ৈতি ॥ ১৮ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

হরিরূবাচ ॥ ১ ॥ পুনঃ সূর্য্যার্চনং বক্ষ্যে যদুক্তং
ধনদায় হি । অষ্টপত্রং লিখেৎ পদ্মং শুটোদেশে ন-
কর্ণিকং ॥ ২ ॥ আবাহনীং ততো বদ্ধা মুদ্রামাবাহয়ে-

অগ্নিকোণে ওঁ অঙ্গারকায় ক্ষিতিসুতায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ওঁ
বুধায় সোমপুত্রায় নমঃ, নৈঋতকোণে ওঁ বাগীশ্বরায় সর্ক-
বিজ্ঞাধিপত্যে নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ শুক্রায় মহর্ষয়ে ভৃগুসুতায়
নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ শনৈশ্চরায় সূর্য্যাস্ত্রজায় নমঃ, উত্তরদিকে
ওঁ রাহবে নমঃ এবং ঈশানকোণে ওঁ কেতবে নমঃ, এইরূপ
মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে । ১৬ । পরে ওঁ অনুরুকায় নমঃ ইত্যাদি
মন্ত্রে অনুরুক, প্রমথনাথ ও বুধের পূজা করিবে । ১৭ । ওঁ ভগবন্
পরিমিত ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যদেবের আবাহন ও অর্ঘ্যপ্রদান
করিবে । এইরূপে ভাস্করদেবের পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে পূজা করিয়া ওঁ
নমোভগবতে ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা বিসর্জন করিবে । ১৮ ।

ইতি ষোড়শ অধ্যায়ঃ ।

সপ্তদশ অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন, পুনর্বার সূর্য্যার্চন বলিব । এই সূর্য্যার্চন
কুবেরের নিকট কথিত হইয়াছিল । পবিত্র স্থানে কর্ণিকায়ুক্ত
অষ্টদলপত্র লিখিবে । ১-২ । পরে আবাহনী মুদ্রা বন্ধন করিয়া সূর্য্য-

করিং । অথোক্তং স্থাপয়েন্নমো স্থাপয়েৎ বজ্ররূপিণম্ ॥ ৩০ ॥
 আগ্নেয়াং দিশি দেবস্ত হৃদয়ং স্থাপয়েচ্ছিব । ঐশান্যাস্ত
 শিরঃ স্থাপ্যং নৈঋত্যাং বিশ্বসেং শিখাং ॥ ৪ ॥
 পৌরন্দর্যাং স্ত্রীসেদ্ধর্মমেকাগ্নিতমানসঃ । বায়ব্যা-
 ণৈব নেত্রস্ত বারুণ্যা মন্ত্রমেব চ ॥ ৫ ॥ ঐশান্যাস্ত স্থাপ-
 য়েং সোমং পৌরন্দর্যাস্ত লৌহিত্যং । আগ্নেয়াং সোম-
 তনয়ং বায়ব্যাণৈব বৃহস্পতিং ॥ ৬ ॥ নৈঋত্যাং দানব-
 গুরুং বারুণ্যাস্ত শনৈশ্চরং । বায়ব্যাঞ্চ তথা কেতুং
 কৌবের্যাং রাহুমেব চ ॥ ৭ ॥ দ্বিতীয়ায়াস্ত কক্ষায়াং
 সূর্য্যান্ দ্বাদশ পূজয়েৎ । ভগঃ সূর্য্যোহর্য্যমা চৈব মিত্রৌবৈ
 বরুণস্তথা ॥ ৮ ॥ সবিতা চৈর ধাতা চ বিবস্বাশ্চ মহা-
 বলঃ । হৃষ্টা পুষা তথা চেস্ত্রো দ্বাদশো বিকুরুচ্যতে ॥ ৯ ॥
 পূর্বাদাবর্চ্ছয়েদেবা-নিম্নাদীনু শ্রদ্ধয়া নরঃ । জয়া চ
 বিজয়া চৈব জয়ন্তী চাপরাজিতা । শেষশ্চ বায়ুকিশ্চৈব
 নাগানিত্যাদি পূজয়েৎ ॥ ১০ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ গরুড়োক্তং কশ্চপায় বক্তো
 মৃত্যুঞ্জয়ার্চনং । উদ্ধারপূর্ব্বকং পুণ্যং সর্বদেবময়ং
 মতং ॥ ২ ॥ ওঙ্কারং পূর্ব্বমুক্ত্য ভুঙ্কারং তদনন্তরং ।
 সবিসর্গং তৃতীয়ং স্ত্রী মৃত্যুদারিদ্ৰ্যমর্দনং ॥ ৩ ॥ অমৃত-
 তেশং মহামন্ত্রং ত্র্যক্ষরং পূজনং সমং । জপনামৃত্যু-
 হীনাঃ স্ত্রীঃ সর্বপাপবিবর্জিতাঃ ॥ ৪ ॥ শতজপ্যাদেদ-
 ফলং যজ্ঞতীর্থফলং লভেৎ । অষ্টোত্তরশতং জপ্যং
 ত্রিসংখ্যং মৃত্যুশত্রুজিৎ ॥ ৫ ॥ ধ্যায়েচ্চ সিতপদ্মস্বং
 বরদক্ষাভয়ং করে । দ্বাভ্যাঞ্চামৃতকুস্তম্ভ চিস্তয়েদ-
 মৃতেশ্বরং ॥ ৬ ॥ তস্ত্রৈবাক্ষগতাং দেবী মমৃতামৃত-
 ভাবিণীং । কলসং দক্ষিণে হস্তে বামহস্তে সরোরুহং ॥
 ৭ ॥ জপেদষ্টসহস্রং বৈ ত্রিসংখ্যং আসমেকতঃ ।

অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ ।

দেবের আবাহন করিতে হইবে । ঐ পদ্যমধ্যে সূর্য্যদেবকে স্থাপন
 করিয়া যন্ত্ররূপী দেবকে স্থান করাইবে । ৩ । হে শিব! পরে অগ্নি-
 কোণে দেবের হৃদয়, ঐশান কোণে শিরঃ ও নৈঋতকোণে শিখা
 বিস্তার করিয়া পুনর্বার একাগ্রচিত্তে পূর্ব্বদিকে ধর্ম, বায়ুকোণে
 নেত্র ও পশ্চিমদিকে অস্ত্র মন্ত্র বিস্তার করিবে । ৪-৫ । ঐশানকোণে
 সোম, পূর্ব্বদিকে লৌহিত, অগ্নিকোণে সোমতনয় বৃধ, দক্ষিণ-
 দিকে বৃহস্পতি, নৈঋতকোণে দৈত্যগুরু গুরু; পশ্চিমদিকে
 শনি, বায়ুকোণে কেতু ও উত্তরদিকে রাহুর পূজা করিবে । ৬-৭ ।
 দ্বিতীয় কক্ষাতে দ্বাদশ সূর্য্যের অর্চনা করিবে । দ্বাদশ সূর্য্যের
 নাম এই—ভগ, সূর্য্য, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, সবিতা, ধাতা, বিব-
 স্নান, হৃষ্টা, পুষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু । ৮ । ভগায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে এই
 রূপে পূজা করিতে হইবে । ৮-৯ । মনুষ্য শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়
 পূর্বাদিবর্চ্ছনে ইচ্ছাদিদশদিকপালের পূজা করিয়া জয়া,
 বিজয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা ও শেষ, বায়ুকি প্রভৃতি নাগগণের
 পূজা করিবে । ১০ ।

ইতি সপ্তদশ অধ্যায়ঃ ।

সূত কহিলেন, গরুড় কশ্চপের নিকট যে মৃত্যুঞ্জয়ার্চন বলি-
 য়াছিল, সেইরূপ মন্ত্রোদ্ধারপূর্ব্বক মৃত্যুঞ্জয়শিবার্চন বলিব । এই
 মৃত্যুঞ্জয়ার্চন পুণ্যপ্রদ ও সর্বদেবময়, অর্থাৎ এইরূপে পূজা
 করিলে সর্বদেবার্চনের ফল হয় । ১-২ । মন্ত্রোদ্ধার কথিত হই-
 তেছে—প্রথমে ওঙ্কার পরে জুং অনন্তর সঃ, ইহাতে স্ত্রী জং সঃ
 এই মন্ত্র হইবে । উক্ত মন্ত্র জপ করিলে সাধকের মৃত্যুভয় থাকে
 না ও দারিদ্ৰ্য বিনাশ হয় । ৩ । এই ত্র্যক্ষর মন্ত্রের নাম অমৃতেশ-
 মন্ত্র । উক্ত মহামন্ত্রদ্বারা পূজা করিলে মহৎফল হইয়া থাকে । এই
 মন্ত্র জপ করিলে সাধকের মৃত্যুভয় থাকে না এবং সর্ব পাপ
 বিনাশ হয় । ৪ । চতুর্বেদ পাঠে, সর্বযজ্ঞাচরণে ও সর্বতীর্থদর্শনে
 যে যে ফল হয়, উক্ত ত্র্যক্ষর, মন্ত্র শতবার জপ করিলে সেই
 সেই সূক্ষ্মতীর্থে জন্মিয়া থাকে এবং ত্রিসংখ্য অষ্টোত্তর শতবার
 করিয়া জপ করিলে মৃত্যু ও শত্রুভয় পরাজিত হয় । ৫ । পরে গুরু-
 পদ্মস্থিত দেবের ধ্যান করিবে । তাঁহার হস্তদ্বয়ে বর ও অভয় এবং
 অপর হস্তদ্বয়ে অমৃতকুস্তম্ভ আছে । এইরূপে অমৃতেশ্বর দেবের রূপ
 চিন্তা করিবে । তাঁহার বামহস্তে অমৃতভাবিণী দেবী আছে ।
 দেবীর দক্ষিণহস্তে কলস ও বামহস্তে পদ্ম আছে । ৬-৭ । হে শিব!
 যে ব্যক্তি উক্ত ত্র্যক্ষর অমৃতেশমন্ত্র ত্রিসংখ্যার অষ্টোত্তরসহস্র
 করিয়া একমাস পর্য্যন্ত জপ করে, তাহার জরা, মৃত্যু, মহাব্যাধি,

জরামৃত্যুমহাব্যাধিশক্রজিহ্বীবশান্তিঃ ॥ ৮ ॥ আস্থানং
স্থাপনং রোধং সন্নিধানং নিবেশনং । পাত্মমাচমনং
স্নানমৰ্য্যং অঙ্কুরলেপনং । দীপাধরং ভূষণঞ্চ নৈবেদ্যং
পানজীবনং ॥ ৯ ॥ মাত্ৰা মুদ্রা জপং ধ্যানং দক্ষিণাঙ্কা-
কৃতিঃ স্তুতিঃ । বাতং গীতঞ্চ নৃত্যঞ্চ স্তাসং যোগং প্রদ-
ক্ষিণং । প্রণতিং মল্লইক্ষ্যা চ বন্দনঞ্চ বিসর্জনং ॥ ১০ ॥
ষড়ঙ্গাদিপ্রকারেণ পূজনস্ত ক্রমোদিতঃ । পরমেশমুখো-
দীপং যোজানাতি স পূজকঃ ॥ ১১ ॥ অৰ্থপাত্যার্চন-
ঞ্চাদৌ বস্ত্রেণৈব তু তাড়নং । শোধনং কবচে নৈব
অমৃতীকরণস্ততঃ ॥ ১২ ॥ পূজা চাধারশক্ত্যাদেঃ প্রাণা-
য়ামং তথাসনে । পিণ্ডশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাচ্ছোষণা-
তৈস্ততঃ স্মরেৎ ॥ ১৩ ॥ আস্থানং দেবরূপঞ্চ করাজ-
স্তাসকঞ্চরেৎ । আস্থানং পূজয়েৎ পশ্চাজ্যোতীরূপং
হৃদজতঃ ॥ ১৪ ॥ মূর্তৌ বা স্থণ্ডিলে বাপি ক্ষিপেৎ পুষ্পস্ত
ভাস্বরং । আস্থানং দ্বারপূজার্থং পূজা চাধারশক্তিজা ॥
১৫ ॥ সান্নিধ্যকরণং দেবে পরিবারস্ত পূজনং । অঙ্গবট-

কস্ত পূজার্থং কর্তব্যং দিগ্ভিভাগতঃ ॥ ১৬ ॥ ধৰ্ম্মাদয়শ্চ
শক্রাণ্ডাঃ সায়ুধাঃ পরিবারকাঃ । যুগবেদমুহূর্তাশ্চ
পূজয়েৎ ভুক্তিমুক্তিকরং ॥ ১৭ ॥ মাতৃকায় গণঞ্চাদৌ নন্দি-
গন্ধে চ পূজয়েৎ । মহাকালঞ্চ যমুনাং দেহল্যাং পূজয়েৎ
পুরা ॥ ১৮ ॥ ওঁ অমৃতেশ্বরভৈরবায় নমঃ । এবং ওঁ জুং
সঃ সূর্যায় নমঃ । এবং শিবায় কৃষ্ণায় ব্রহ্মণে চ গণায়
চ । চণ্ডিকায়ৈ সরস্বত্যৈ মহালক্ষ্ম্যাদি পূজয়েৎ ॥ ১৯ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে অমৃতেশপূজনং নাম

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

উনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ প্রাণেশ্বরং গারুড়ঞ্চ শিবোক্তং
প্রবদাম্যহং । (কালানাদৌ) স্থানাত্মাদৌ প্রবক্ষ্যামি
(নজ্ঞাং) নাগদষ্টৌ ন জীবতি ॥ ২ ॥ চিতাবল্লীকশৈলাদৌ

পরিবারপূজা ও দিগ্ভিভাগে ষড়ঙ্গপূজা করিতে হইবে । ১৬ ।
পরিবার ও অস্ত্রাদির সহিত ধৰ্ম্মাদি এবং ইজাদির পূজা
করিয়া যুগ, বেদ ও মুহূর্ত, ইহাদিগের পূজা করিতে হইবে ।
এই পূজা সাধকের ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী ॥ ১৭ ॥ আদিতে মাতৃকা
গণের, নন্দিব ও গন্ধার পূজা করিয়া দেহলীতে মহাকাল ও যমু-
নার পূজা করিবে এবং ওঁ অমৃতেশ্বরভৈরবায় নমঃ ইত্যাদি
মন্ত্রে পূজানস্তর কাব্য শেষ করিবে । ১৮-১৯ ।

ইতি অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ ।

উনবিংশ অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিনেন, মহাদেব য়ে গরুড়োক্ত প্রাণেশ্বর মন্ত্র বলিয়া-
ছিলেন, সেই প্রাণেশ্বর মন্ত্র বলিতেছি । অগ্রে স্থানমাহাত্ম্যবলি ।
এই সকল স্থানে যে ব্যক্তিকে সর্পে দংশন করে, সেই ব্যক্তি
জীবিত থাকিতে পারে না । ১-২ ৥ শ্মশানভূমি, বন্দীকস্থান, পক্ষত

ও শক্র পরাজিত হয় । এই মন্ত্র সৰ্ব্বজীবের শান্তিপ্রদ । ৮ ।
আস্থান, স্থাপন, রোধন, সন্নিধান ও নিবেশন এই পঞ্চ আবাহন
করিয়া পাদ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, অৰ্ঘ্য, অঙ্কুর, দীপ, বস্ত্র, ভূষণ,
নৈবেদ্য ও পানীয় জল এই সকল উপহারে পূজা করিবে । ৯ ।
মাত্ৰা, মুদ্রা প্রদর্শন, মন্ত্রজপ, ধ্যান, দক্ষিণা, হোম, স্তুতিপাঠ,
বাদ্য, গীত, নৃত্য, স্তাস, যোগ, প্রদক্ষিণ, প্রণাম, মন্ত্র, অর্চনা,
বন্দনা ও বিসর্জন এই সকল পূজাঙ্গকার্য্য । ১০ । ষড়ঙ্গাদিপ্রকারে
কথিত পূজাক্রমানুসারে পূজা করিবে । যিনি পরমেশ্বরমুখনির্গত
এই পূজাবিধি জানেন, তিনিই পূজক । ১১ । আদিতে অৰ্ঘ্য
পাদ্যাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া বস্ত্র দ্বারা তাড়ন করিবে । অনস্তর
কৃচ্চমন্ত্রে (হঁ) শোধন, অমৃতীকরণ, আধারশক্ত্যাদির পূজা, প্রাণা-
য়াম, আসনোপবেশন, দেহস্তম্ভি, অর্থাৎ স্বদেহের শোষণ, দহন
ও জ্বালাবন করিয়া আত্মাকে দেবরূপে চিন্তা করিবে । তৎপরে
করাজন্যাস করিবে । পশ্চাৎ হৃদয়পদ্মে 'জ্যোতিঃ' স্বরূপ আত্মারূপী
দেবতার পূজা করিবে । অনস্তর দেবমূর্তিতে কিবা স্থণ্ডিলে সমু-
চ্ছল পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া দ্বারপূজার্থ আত্মার এবং আধারশক্ত্যা-
দির পূজা করিবে । ১৩-১৫ ॥ পরে দেবতার সান্নিধ্যকরণ,

১ সর্পচর্কিত!—আমার প্রকাশিত ইলিজাল্যাদিসংগ্রহে কামরূপ ৭৬ হইতে
১০০ পৃষ্ঠা, সাবর ১২ হইতে ১৫ পৃষ্ঠা এবং উজ্জীল ২৮, ২৯ অতীত পৃষ্ঠা প্রকীর্ণ
অংশ ৮৬ পৃষ্ঠা হইতে ৯০ পৃষ্ঠা দৃষ্ট কর ।

কুপে চ বিবরে তরোঃ । দংশে রেখাজয়ং যন্ত প্রচ্ছন্নং স
ন জীবতি ॥ ৩ ॥ ষষ্ঠাং কৰ্কটে মেঘে মূল্যগ্নেয়ামঘাদিবু ।
কুক্ষাশ্রোগিগলে সঙ্কো শঙ্ককর্ণোদরাদিবু ॥ ৪ ॥ দণ্ডী শত্রু-
ধরোভিস্কুর্নগ্নাদিঃ কালদূতকঃ । বস্ত্রে বাহৌ চ
গ্রীবায়াং পৃষ্ঠে চ নহি জীবতি ॥ ৫ ॥ পূৰ্ব্বং দিনপতি-
আদি, কুপ ও তরুকোটর, এই সকল স্থানে সর্প দংশন হইলে,
এবং দংশনস্থানে রেখাজয় দৃষ্ট হইলে, সেই দংশনে কোন প্রাণী
জীবিত থাকে না । ৩। ষষ্ঠী তিথিতে, কৰ্কট ও মেঘ এই দুই
রাশিতে ও মূলা, অশ্লেষা ও মঘা এই সকল নক্ষত্রে এবং কৰ্ক
স্থানে, কটীদেশে, গলে, অঙ্গসন্ধিতে, ললাটাস্থিতে, কর্ণে, উদরে,
মুখে, বাহুতে, গ্রীবদেশে, পৃষ্ঠস্থানে সর্প দংশন হইলে কোন
প্রাণী বাঁচে না । দণ্ডী, শত্রুধারী, ভিক্ষুক, নগ্ন আদি ইহারা সাক্ষাৎ
কালদূত স্বরূপ, অর্থাৎ দংশনকালে উক্তরূপ ব্যক্তি সকলকে দর্শন
করিলে সেই দংশনে অবশ্য মৃত্যু হইয়া থাকে । ৪-৫। দিবসের প্রথম

ভুক্ত অর্ক্যামং ততোঃ পরে । শেখাঃ প্রতিনিদং
যামার্কের অধিপতি দিনাধিপতি গ্রহ * এবং প্রথমযামার্কাদিপতি
হইতে ষড়্যুত্তি গণনায় যে গ্রহ হইবে, সেই গ্রহই দ্বিতীয়যামা-
র্কাদিপতি । দ্বিতীয়যামার্কাদিপতি হইতে ষড়্যুত্তি গণনায়
যে গ্রহ হইবে, সেই গ্রহই তৃতীয়যামার্কাদিপতি । এইরূপে
পূর্বযামার্কাদিপতি গ্রহ হইতে ষড়্যুত্তি গণনা করিয়া পর পর
যামার্কাদিপতি স্থির করিতে হইবে ; যথা,—রবিবারে প্রথম-
যামার্কাদিপতি রবি, রবি হইতে ষষ্ঠগ্রহ শুক্র, ঐ শুক্রই দ্বিতীয়-
যামার্কাদিপতি । এইরূপে তৃতীয়যামার্কাদিপতি বুধ, চতুর্থযামার্ক-
াদিপতি চন্দ্র, পঞ্চমযামার্কাদিপতি শনি ইত্যাদি । রাত্রিতে দিনা-
ধিপতি গ্রহই প্রথমযামার্কাদিপতি । প্রথমযামার্কাদিপতি হইতে
পঞ্চাষুত্তিগণনায় যে গ্রহ হইবে, তাহাই দ্বিতীয়যামার্কাদিপতি ।
এইরূপে পূর্বযামার্কাদিপতি গ্রহ হইতে পঞ্চাষুত্তিগণনার পর পর
যামার্কাদিপতি স্থির করিবে । যেমন রবিবারের রাত্রিতে প্রথম

* দিবসের যামার্কাদিপতি ।

বারের নাম ।	প্রথম যামার্কাদি- পতি ।	দ্বিতীয় যামার্কাদি- পতি ।	তৃতীয় যামার্কাদি- পতি ।	চতুর্থ যামার্কাদি- পতি ।	পঞ্চম যামার্কাদি- পতি ।	ষষ্ঠ যামার্কাদি- পতি ।	সপ্তম যামার্কাদি- পতি ।	অষ্টম যামার্কাদি- পতি ।
র, বারে	রবি	শুক্র	বুধ	সোম	শনি	শুক্র	মঙ্গল	রবি
সো, বারে	সোম	শনি	শুক্র	মঙ্গল	রবি	শুক্র	বুধ	সোম
ম, বারে	মঙ্গল	রবি	শুক্র	বুধ	সোম	শনি	শুক্র	মঙ্গল
বু, বারে	বুধ	সোম	শনি	শুক্র	মঙ্গল	রবি	শুক্র	বুধ
রু, বারে	শুক্র	মঙ্গল	রবি	সোম	বুধ	সোম	শনি	শুক্র
শু, বারে	শুক্র	বুধ	সোম	মঙ্গল	শুক্র	মঙ্গল	রবি	শুক্র
শ, বারে	শনি	শুক্র	মঙ্গল	বুধ	শুক্র	বুধ	সোম	শনি

রাত্রির যামার্কাদিপতি ।

বারের নাম ।	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম
রবি	রবি	শুক্র	সোম	শুক্র	মঙ্গল	শনি	বুধ	রবি
চন্দ্র	সোম	শুক্র	মঙ্গল	শনি	বুধ	রবি	শুক্র	সোম
মঙ্গল	মঙ্গল	শনি	বুধ	রবি	শুক্র	সোম	শুক্র	মঙ্গল
বুধ	বুধ	রবি	শুক্র	সোম	শুক্র	মঙ্গল	শনি	বুধ
শুক্র	শুক্র	সোম	শুক্র	মঙ্গল	শনি	বুধ	রবি	শুক্র
শনি	শুক্র	মঙ্গল	শনি	বুধ	রবি	শুক্র	সোম	শুক্র
শনি	শনি	বুধ	বুধ	শুক্র	সোম	শুক্র	মঙ্গল	শনি

ষট্‌সংখ্যাপারবন্তনৈঃ ॥ ৩ ॥ নাগভোগঃ ক্রমাজ্জ্যো-
রাত্রৌ বাণবিবর্তনৈঃ । শেযোহর্কঃ ফণিপশ্চ-
ন্তক্ষকো ভৌম ঈরিতঃ ॥ ৭ ॥ কক্কোটোজো গুরুঃ
পদ্মো মহাপদ্মশ্চ ভার্গবঃ । শঙ্খঃ শনৈশ্চরো রাত্তঃ
কুলিকশ্চান্নোগ্রহাঃ ॥ ৮ ॥ রাত্রৌ দিবা সুরগুরোভোগে ॥

যামাক্ষের অধিপতি রবি । রবিহইতে পঞ্চমগ্রহ বৃহস্পতি । ঐ বৃহ-
স্পতি দ্বিতীয়যামাক্ষাধিপতি । ঐ বৃহস্পতির পঞ্চমগ্রহ চন্দ্র, ঐ চন্দ্র
তৃতীয়যামাক্ষাধিপতি । এইরূপে চতুর্থযামাক্ষাধিপতি শুক্র, পঞ্চম-
যামাক্ষাধিপতি মঙ্গল ইত্যাদি* ॥ ৬ । অষ্টনাগ অষ্টগ্রহ স্বরূপ,
তাহার বিশেষ এই, শেষনাগ রবি, বাস্কিনাগ সোম, শুক্কনাগ
মঙ্গল, কক্কোটিকনাগ বুধ, পদ্মনাগ বৃহস্পতি, মহাপদ্মনাগ শুক্র,
শঙ্খনাগ শনৈশ্চর এবং কুলিকনাগ রাহু ॥ ৭-৮ । দিবাতে কিম্বা

০ দিনাধিপতি যামাক্ষাধিপতি প্রভৃতিনির্ণয় মৎপ্রকাশিত ফলিতজ্যোতিষে
বিশেষরূপে বর্ণিত আছে । ঐ পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৮৮ পৃষ্ঠা হইতে ২০
'পৃষ্ঠা' পর্যন্ত ও ইংরাজী জ্যোতিষ প্রথম খণ্ড "Extracts from Works on
Astrology" ২২৮ পৃষ্ঠা হইতে ২৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দৃষ্টি করিলে উত্তমরূপে
জানিতে পারিবেন ।

‡ কশ্যপ উবাচ । অতঃপরং প্রংক্ষ্যামি কালদষ্ট্য লক্ষণং । শৃণু
গৌতম তত্বেন যাদৃশো ভবতে নরঃ ॥ জিহ্বাভঙ্গো হৃদি শূলং
চক্ষুর্ভ্যাঞ্চ ন পশ্যতি । দংশঞ্চ দক্ষসংস্কারং পক্জধ্বক্লোপমং ॥
বৈবর্ণং চৈব দস্তানাং শ্রামো ভবতি বর্ণতঃ । সর্কেষজ্জেশু শৈথিলাং
পূরীষশ্চ চ ভেদনং ॥ ভগ্নস্কন্ধকটিগ্রীব উদ্ধদৃষ্টিরধোমুখঃ । দহতে
বেপতে চৈব স্বপতে চ মুহুর্মুহুঃ ॥ শস্ত্রেণ ছিদ্যমানশ্চ কধিরং
ন প্রবর্ততে । দণ্ডেন তাড়্যমানশ্চ দগুরাজী ন জায়তে ॥ দংশে
কাকপদে সুনীলমসকৃজ্জধ্বক্ললার্ভং ঘনং উচ্চুনং কধিরান্সেব-
বহলং কৃচ্ছারিরোধো ভবেৎ । হিষ্কাখাসগলগ্রহশ্চ স্মমহান্ বা
হৃৎচা দৃশ্যতে সংস্থানং প্রবদন্তি শাস্ত্রনিপুণাস্তং কালদষ্টং বিহুঃ ॥
দংশে যস্যথ শোথঃ প্রবলিতবলিতং মণ্ডলং বা সুনীলং
প্রশ্বেদো গাত্রমেদঃ শবতি চ কধিরং সান্নাসঞ্চ জন্মেৎ ।
দন্তোদ্ধাত্যাং বিরোগো ভ্রমতি চ হৃদয়ং সন্নিরোধশ্চ তীব্রো
দিব্যানামেষ দংশলবিপুলমরো বিদ্ধি তং কালদষ্টং ॥
দন্তৈর্দস্তান্ স্পৃশতি বহুশো দৃষ্টিয়াসথিনা স্থলো দন্তঃ
অকতি কধিরং কেকরং চক্ষুরেকং । প্রত্যাদিষ্টঃ স্বসিতি মতঃ
সান্নাসঞ্চ ভায়েৎ যদ্যদ্ব্যতে দক্লগদিতং কালদষ্টং তমাহঃ ॥

(ভোগে) আদ্যমরাস্তকং । সাজোঃ কান্দো দিবা রাত্তঃ
কুলিকেন সহ স্থিতঃ । যামাক্ষাদ্ধিসন্ধিসংস্থঃ বেলান্
কালবতীকরেৎ ॥ ৯ ॥ বাণদ্বিষট্‌বহির্বাঙ্গিযুগভুরেক-
ভাগতঃ । দিবা ষড়্‌বেদনেত্রাদ্রিপঞ্চত্রিমানুবাংশকৈঃ ॥
১০ ॥ পাদাপুষ্ঠে পাদপৃষ্ঠে গুল্ফে জানুনি লিঙ্গকে ॥

রাত্রিতে বৃহস্পতির ভাগে সর্পদংশন হইলে, সেই দংশনে দেবতা-
দিগেরও নিস্তার নাই । শনির অথবা রাহুর যামাক্ষে কিস্বা
যামাক্ষদক্ষিতে সর্পদংশন হইলে নিশ্চয় সেই ব্যক্তি কালকবলে
পতিত হয় । ৯ । রবিবারে রাত্রিতে প্রথমযামাক্ষাধিপতি রবি,
দ্বিতীয়যামাক্ষাধিপতি বৃহস্পতি, তৃতীয়যামাক্ষাধিপতি চন্দ্র,
চতুর্থযামাক্ষাধিপতি শুক্র, পঞ্চমযামাক্ষাধিপতি মঙ্গল, ষষ্ঠ-
যামাক্ষাধিপতি শনি, সপ্তমযামাক্ষাধিপতি বুধ ও অষ্টম-
যামাক্ষাধিপতি রবি এবং দিবাতে প্রথমাদি যামাক্ষাধিপতি রবি,
শুক্র, বুধ, চন্দ্র, শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল ও রবি । ১০ । প্রতি-

বেপতে বেদনা তীব্রা রক্তনেত্রশ্চ জায়তে । গ্রীবাভঙ্গশ্চ
লালাভিঃ কালদষ্টং বিনির্দ্দেশং ॥ দর্পণে সলিলে বাপি
আত্মচ্ছায়াং ন পশ্যতি । মন্দরশ্মিং তথা দীপং তেজোহীনং
দিবাকরং ॥ বেপতে বেদনাতস্ত রক্তনেত্রশ্চ জায়তে । স যাতি
নিধনং জন্তুঃ কালদষ্টং বিনির্দ্দেশং ॥ অষ্টম্যঞ্চ নবম্যঞ্চ কৃষ্ণ-
পক্ষে চতুর্দশং । নাগপঞ্চমাদষ্টানাং জীবিতস্ত চ সংশয়ঃ ॥
আদ্রোশ্লেষামঘাভরণীকৃতিকাসু বিশেষতঃ । বিশাখা ত্রিষু পূর্ণাসু
মূলান্বাতিশতাত্মকে ॥ সর্পদষ্টা ন জীবন্তি বিষঃ পীতঞ্চ যৈত্তথা ।
শূয়াগারে শ্মশানে চ গুরুবৃক্ষে তথৈব চ । ন জীবন্তি নরা দষ্টা
নক্ষত্রে তিথিসংযুতে ॥ অষ্টোত্তরং মন্বন্তরং প্রাণিনাং সমুদাহৃতং ।
তেষাং মধ্যে তু মন্বাণি দশ হে চাপি কাণ্ডিতে ॥ শব্দে নেত্রে
ক্রবোশ্মধ্যে বভিভ্যাং বৃষণান্তরে । কক্ষে স্বক্ষে হৃদি মধ্যে
তালুকে চিবুকে গুদে ॥ এষ দ্বাদশমন্ত্রঃ দষ্টঃ শস্ত্রেণ বা হতঃ ।
ন জীবন্তি নরা লোকে কালদষ্টং বিনির্দ্দেশং ॥ * ॥ অ-ক-চ-ট-
ত-প-ম-ম-শান্ বদন্তি প্রোক্তা ন জীবন্তি হন্তস্ত গতং । জয়াদ্
যদি স্থলিতগিরা তস্ত সংপ্রাপ্তকালঃ ॥ ভবতি চ যদি দূত উত্তম-
স্ত্রাধমো বা যদি ভবতি চ দূত উত্তমো বাধর্মস্ত্র । আদৌ দষ্টস্ত
নাম যদি ধনুর্ভি কচিহ্নক্তি তস্তাথ পশ্চাৎ বর্ণান্তং বর্ণভেদো যদি
ভবতি সমঃ প্রাপ্তকালস্ত দূতঃ ॥ দূতো বা দণ্ডহস্তো ভবতি চ
যুগলং পাশইন্তস্তথা বা রক্তং বস্ত্রঞ্চ কৃষ্ণং অথ শিরসি গতং এক-

নাভৌ হৃদি স্তনপুটে কণ্ঠে নাসাপুটেইক্ষ্মিণি । কর্ণ-
য়োশ্চ জ্ববোঃ শঙ্খে মস্তকে প্রতিপৎ ক্রমাৎ ॥ ১১ ॥
তিষ্ঠেচ্চক্ষুশ্চ জীবের পুংসোদক্ষিণভাগকে । কায়স্থ
বামভাগে তু স্থিরা বায়ুবহাৎ করাৎ । অমবজ্ঞংকৃতো-
মোহো নিবর্তেত চ মর্দনাৎ ॥ ১২ ॥ আত্মনঃ পরমং
বীজং হংসাখ্যং স্ফটিকামলং । জাতব্যং বিষপাপস্বং
বীজং তস্মা চতুর্বিধং ॥ ১৩ ॥ বিন্দুপঞ্চস্বরযুত মাণ্ডমুক্তং

পংতিথিতে পাদান্তে, দ্বিতীয়াতে পাদপৃষ্ঠে, তৃতীয়াতে গুল্ফে,
চতুর্থীতে জাহ্নুতে, পঞ্চমীতে লিঙ্গে, ষষ্ঠীতে নাভিতে, সপ্তমীতে
হৃদয়ে, অষ্টমীতে স্তনমণ্ডলে, নবমীতে কণ্ঠে, দশমীতে নাসি-
কায়, একাদশীতে চক্ষুতে, দ্বাদশীতে কর্ণে, ত্রয়োদশীতে জ্ববে,
চতুর্দশীতে ললাটাস্থিতে, পঞ্চদশীতে মস্তকে চক্ষু বিদ্যমান
থাকেন ॥ ১১ ॥ অতএব, এই সকল স্থানে ও উক্ত তিথিতে পুরুষের
দক্ষিণভাগে ও স্ত্রীর বামভাগে সর্প দংশন হইলে তাহাতে অবশ্য
মৃত্যু হয় । এই সকল স্থানে দংশনে মোহ উপস্থিত হয়, কিন্তু
এই সকল স্থানে মর্দন করিলেই মোহ নিবর্তি হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥
হংসঃ এই মন্ত্র আত্মার পরম বীজ, ইহা বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায়
নিম্নলি । এই বীজ বিষবিকার বিনষ্ট করে । উক্ত বীজ চতু-
বিধ (১৩) ;—প্রথম বীজ বিন্দুসংযুক্ত, দ্বিতীয় পঞ্চমস্বরান্বিত,

বস্ত্রশ্চ দূতঃ । তৈলাভ্যাক্তশ্চ তদদ্ যদি ঝরিতগতিমুক্তকেশশ্চ
বাতি যঃ কুর্ষাদ্ ঘোরদংশ করচরণযুগৈঃ প্রাপ্তকালশ্চ দূতঃ ॥ * ॥

অপরঞ্চ । অগ্নি কবাচ । নাগাদয়োহথ তারাদিদশস্থানানি
মম্ব চ । সূতকং দষ্টচেষ্টেতি সপ্তলক্ষণমুচ্যতে ॥ শেষবাস্তুকি-
তক্ষাখ্যাঃ কঙ্কটোহজো মহামুজঃ । শঙ্কপালশ্চ কুলিক ইতাষ্টৌ
নাগবর্ষাখ্যাঃ ॥ দশাষ্টপঞ্চত্রিংশতমূর্দ্ধাঘিতাঃ ক্রমাৎ । বিপ্রৌ
নৃশৌ বিশৌ শূদ্রৌ দ্বৌ দ্বৌ নাগেযু কীড়িতৌ ॥ তদম্বয়াঃ
পঞ্চশতং তেভ্যো জাতা হংসখ্যাখ্যাঃ । ফণিমণ্ডলরাজীলাবাত-
পিত্তকফস্রাখ্যাঃ ॥ ব্যস্তরা দোষমিশ্রাস্তে সর্পা দর্বাঁকরাঃ
স্বতাঃ । রথাস্ত্রলাঙ্গলচ্ছত্রশস্তিকাস্ত্রশারিণঃ । গোনসা মন্দগা
দীর্ঘমিণ্ডলৈর্কির্বিটৈঃ স্থিতাঃ । রাজীলাশ্চিট্রিতাঃ স্নিগ্ধা-
স্তিষ্ঠাণ্ডৈঃ রাজিভিঃ ॥ ব্যস্তরা মিশ্রচিহ্নাশ্চ ভুবর্ষাশ্চৈর-
বারবঃ । চতুর্বিধাস্তে ষড়্বিংশভেদাঃ ষোড়শ গোনসাঃ ॥
ত্রয়োদশ চ রাজীলা ব্যস্তরা একবিংশতিঃ । যেহনুতকালে
জায়ন্তে সর্পাস্তে ব্যস্তরাঃ স্বতাঃ ॥ আষাঢ়াষ্মিমাট্যৈঃ শ্রাদ্ধান্তো

দ্বিতীয়কং । ষষ্ঠারুঢ়ং তৃতীয়ং স্ত্রাং সবিসর্গং চতুর্থকম্ ।
১৪ ॥ ওঁ কুরুকুন্দে স্বাহা । বিজ্ঞা ত্রৈলোক্যরক্ষার্থং গরু-
ড়েন ধ্বতা পুরা ॥ ১৫ ॥ বধেপূর্নাগনাগানাং মুখেহথ
প্রশবং ন্যাসেৎ । গলে কুরু স্ত্রাসেদ্বীমান্ কুন্দে চ গুল্ফয়োঃ
স্বতঃ । স্বাহা পাদযুগে চৈব যুগহা স্ত্রাস ঈরিতঃ ॥ ১৬ ॥

তৃতীয় ষষ্ঠস্বরযুত এবং চতুর্থ মন্ত্র বিসর্গবিশিষ্ট, ১৪ । ওঁ কুরু-
কুন্দে স্বাহা, এই মহামন্ত্র ত্রিভুবন রক্ষার্থ পূর্বকালে গরুড়
প্রকাশ করিয়াছেন । ১৫ । নাগবর্ষার্থী ব্যক্তি মুখে প্রণব (ওঁ)
মন্ত্রস্থাস করিয়া গলে “ কুরু ” এই মন্ত্র, গুল্ফদ্বয়ে “ কুন্দে ”
এই মন্ত্র এবং পাদযুগে “ স্বাহা ” এই মন্ত্র স্থাস করিবে । যে
ব্যক্তি শরীরে এইরূপ মন্ত্রস্থাস করে, তাহার সর্পভয় থাকে
না । ১৬ । যে গৃহে পূজোক্ত মন্ত্র লিখিত থাকে, সর্পগণ

মাসচতুর্থে । অণ্ডকানাং শতে ছে চ চত্বারিংশৎ প্রমুখ্যতে ।
সর্পা এসন্তি সূতৌ তান্ বিনা স্ত্রাপুংসপুংসকান্ । উদ্বীলতেহীক্ষ
সপ্তাহাং হৃষ্টৌ মাসান্তবেদহিঃ ॥ দ্বাদশাহাং স্ববোধঃ শ্রাদ্ধস্তাঃ
স্ব্যঃ স্বর্যাদর্শনাৎ । দ্বাত্রিংশদিনবিংশত্যাশ্চতস্রস্তেযু দংশট্রিকাঃ ॥
করালী মকরী কালরাজী চ যমদূতিকাঃ । এতান্তাঃ সবিষা দংশ্ণা
বামদক্ষিণপার্শ্বাঃ ॥ যথাসামুদ্রতে কৃতিং জীবৎ বষ্টিসমাদয়ং ।
নাগাঃ সূর্যাদিবারেশাঃ সপ্ত উক্তা দিবানিশি ॥ তেষাং ষট
প্রতিবারেযু কুলিকঃ সর্বসন্ধিযু । শঙ্খেন বা মহাজেন সহ
তস্মাদয়োহথবা ॥ দ্বয়োর্বা নাড়িকামগ্রমস্তরং কুলিকোদয়ঃ ।
ছষ্টঃ স কালঃ সর্বত্র সর্বদংশে বিনির্দ্দেশঃ ॥ কৃত্তিকা ভরণী স্বাতী
মূলং পূর্বত্রযাশ্বিনী । বিশাখার্তা মঘাশ্লেষা চিহ্না শ্রবণরোহিণী ॥
হস্তা মন্দকুজৌ বারৌ পঞ্চমী চাষ্টমী তিথিঃ । ষষ্ঠী রিত্তা শিবা
নন্দা পঞ্চমী চ চতুর্দশী ॥ সন্ধ্যাচতুর্দশং ছষ্টং দক্ষযোগশ্চ রাশয়ঃ ।
একদ্বিবহবো দংশা দষ্টবিদ্বজ্জ্ঞাখণ্ডিতং ॥ অদংশমবশুপ্তং শ্রাদ্ধং-
শমেবং চতুর্বিধং । ত্রয়ো দ্ব্যেকক্ষতা দংশা বেদনা কধিরো
নৃগাং ॥ নক্তং দ্ব্যেকাজিষ্মক্শ্মাতা দংশাশ্চ যমচোদিতাঃ ॥ দাহী
পিপীলিকা স্পর্শী কণ্ঠশোথকজাঘিতাঃ । সত্যোদো গ্রহিতো দংশঃ
সবিষো ন্যস্তনিকিষঃ ॥ দেবালয়ে শূন্যগৃহে বন্যাকোদ্যান-
কোটরে । রথাস্ত্রাশ্বাশ্বাশ্বানৈঃ চ শ্বাশ্বানৈঃ সিন্ধুসঙ্গমে ॥ দ্বীপে
চতুষ্পৃথে সৌধে গৃহেহজ্ঞে পর্বতাগ্রতে । বিলম্বারে জীর্ণকূপে
জীর্ণবেশ্মনি কূড্যকে ॥ শিগুশ্লেষাত্যাক্ষ্মেযু জম্বুদ্বীপেষু চ ।
বটে চ জীর্ণপ্রাকারে থাস্যহৃৎকক্ষজক্রণি ॥ তালৌ শঙ্খে গলে

গৃহেহপি লিখিতোষত্র তন্নাগাঃ সংত্যজন্তি চ । সহস্র-
মন্ত্রং জপ্ত্বা তু কর্ণে সূত্রং ধৃতং তথা ॥ ১৭ ॥ যদৃগৃহে
শর্করা জপ্তা ক্ষিপ্তা নাগাস্ত্যজন্তি তং । সপ্ত-
লক্ষশ্চ জপ্যাদ্ধি সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা সুরাসুরৈঃ ॥ ১৮ ॥ ওঁ
সুবর্ণরেখে কুরুটবিগ্রহরূপিণি স্বাহা । এবঞ্চাষ্ট-
দলে পদ্মে দলে বর্ণযুগং লিখেৎ । নানৈতদ্বা-
রিধারাভিঃ স্নাতো দষ্টো বিষং ত্যজেৎ ॥ ১৯ ॥
ওঁ পক্ষি স্বাহা । অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্তং করে স্তম্ভাধ

সেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে । যে ব্যক্তি উক্ত
মন্ত্রে সহস্রাভিমন্ত্রিত স্বর্গ কর্ণে ধারণ করে, তাহার সর্পভয় থাকে
না । ১৭ । একখণ্ড শর্করা (খোলা) উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া
যে গৃহে নিক্ষেপ করা যায়, সর্পগণ সেই গৃহ পরিত্যাগ করে ।
উক্ত মন্ত্র সপ্তলক্ষ জপ করিলে সুরাসুর সিদ্ধিলাভ করে । ১৮ ।
একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার অষ্টপদ্মে ওঁ সুবর্ণ-
রেখে স্বাহা, এই মন্ত্রের দুই ছুটী বর্ণ এক এক পত্রে লিখিবে ।
পরে সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে জলধারাদ্বারা স্নান করাইবে । ইহাতে সেই
ব্যক্তির শরীরগত বিষ বিনষ্ট হয় । ১৯ । ওঁ পক্ষি স্বাহা, যে ব্যক্তি
অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত উক্ত মন্ত্রে করস্তাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া
মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, লিঙ্গে ও পাদদ্বয়ে স্থান করে, সেই ব্যক্তি

মুক্তি চিহ্নে নাভিপাদয়োঃ । দংশোহণ্ডভঃ শুভো ভূতপুষ্পহন্তঃ
সুবাক সুধীঃ ॥ লিঙ্গবণসমানশ্চ গুরুবস্ত্রোহমলঃ শুচিঃ । অপ-
দ্বারাগতঃ শস্ত্রী প্রমাদী ভূগতেক্ষণঃ ॥ বিবর্ণবাসাঃ পাশাদি-
হস্তো গদগদবণভাক্ । শুষ্ককাষ্ঠাশ্রিতঃ খিল্লস্তিলাক্কককরাংগকঃ ॥
আর্দ্রবাসাঃ কৃষ্ণরক্তপুষ্পো হেমশিরোরুহঃ । কুচমর্দী নখচ্ছেদী
গুণশৃক্ পাদলেখকঃ ॥ কেশলুকী ভূগচ্ছেদী হুটী দূতান্তথৈকতঃ ।
ইড়ান্যাবাহরদেধা যদি দূতস্য চাস্মনঃ ॥ আভ্যাং দ্বাভ্যাং পৃষ্টয়া-
নান্ বিদ্যাং জ্ঞাপুং পুংসকান্ । দূতঃ স্পৃশতি যদগাং তস্মিন্
দংশমদাহরেৎ ॥ দূতাজি চলনং হুটং স্মৃতিভির্নিশ্চলা শুভা ।
জীবপাশে শুভো দূতো হুটোহন্যত্র সমাগতঃ ॥ জীবো গতগতে
হুটঃ শুভো দূতভবেদনে । দূতস্য বাক্ প্রহুটী সা পূর্ববামাঙ্ক-
নিমিত্তা ॥ বিতন্তৈস্তস্য বাক্যান্তৈস্তিস্মিনিস্মিকালতা । আট্টাঃ
স্বট্টৈশ্চ কাট্টৈশ্চ বট্টৈর্ভিন্নলিপিত্বিধা ॥ স্বরজোবস্মান্ বর্গী
ইতি ক্ষেপ্যশ্চ মাতৃকাঃ । বাতায়ীজ্জলাস্মানো বর্গেযু চ চতু-
ষ্টয়ং ॥ নপুংসকাঃ পঞ্চমাঃ স্ত্র্যাঃ স্ত্র্যাঃ শক্রাশ্বযোনয়ঃ । হুটৌ

দেহকে । কে বক্তে, যদি লিঙ্গে চ পাদয়োঃগরুড়ঃ
স হি ॥ ২০ ॥ নাক্রামন্তি চ তচ্ছায়াং স্বপ্নেহপি
বিষপন্নগাঃ । যন্ত লক্ষং জপেচ্চাস্তাঃ স গৃষ্টো
নাশয়েদ্বিষং ॥ ২১ ॥ ওঁ হ্রোং হ্রোং হ্রীং ভিরুণ্ডায়ৈ
স্বাহা । কর্ণে জপ্তা ত্রিযং বিজ্ঞা দষ্টকস্ত বিষং
হরেৎ ॥ ২২ ॥ অ আ স্রসেতু পাদাশ্রে ই ঈ গুল্ফেহথ
জানুনি । উ উ এ ঐ কটিতটে ও নাভৌ যদি ঔ
স্রসেৎ ॥ ২৩ ॥ বক্তে, অমুতমাস্তে অঃ স্রসেচ্চ হংস-
সংযুতাঃ । হংসো বিষাদি চ হরেচ্ছ্রোণো ধাতোহথ
পূজিতঃ ॥ ২৪ ॥ গরুড়োহহমিতি ধাত্বা কুর্ঘ্যাদ্বিষহরীং
ক্রিয়াং । হং মন্ত্রং গাত্রবিশ্রুতং বিষাদিহরমীরিতং ॥ ২৫ ॥

সাক্ষাৎ গরুড়স্বরূপ । ২০ । বিষধর সর্প স্বপ্নেও তাহার ছায়া স্পর্শ
করিতে পারে না । যে ব্যক্তি উক্ত মন্ত্র একলক্ষ জপ কবে, সেই
ব্যক্তি দর্শনমাত্র বিষ নষ্ট করিতে পারে । ২১ । ওঁ হ্রোঁ হ্রোঁ হ্রীঁ
ভিরুণ্ডায়ৈ স্বাহা, এই মন্ত্র সর্পদষ্ট ব্যক্তির কর্ণে পশুবার জপ
করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার বিষ বিনাশ পায় । ২২ । পাদাশ্রে
অ আ, গুল্ফে ই ঈ, জানুদ্বয়ে উ উ, কটীতে এ ঐ, নাভিতে
ও, হৃদয়ে ঔ, মুখে অং এবং মস্তকে অঃ, এই সকল বর্ণ স্রাস
করিবে । স্রাস কালে উক্তবর্ণসকলকে হংস মন্ত্র সংযুক্ত করিয়া
ন্যাস করিতে হইবে । উক্ত হংসঃ মন্ত্রের ধ্যান, পূজা, অথবা জপ
করিলে বিষ বিনষ্ট হয় । ২৩ ২৪ । আমি স্বয়ং গরুড়, এইরূপ
চিন্তা করিয়া বিষনিবারিণী ক্রিয়া করিবে । হং এই বাজ

দূতস্য বাক্ পাদৌ বাতায়ৌ মধ্যমৌ হরিঃ ॥ প্রশস্তা বাকুণা বর্ণা
অতিহুটী নপুংসকাঃ । প্রস্থানে মঙ্গলং বাক্যং গর্জিতং মেঘ-
হস্তিনোঃ ॥ প্রদক্ষিণং ফলে বৃক্ষে চাষস্য চ কৃতং জিতং । শুভা
গীতাদিশকাঃ সূরীদৃশং স্যাদসিদ্ধয়ে ॥ অনর্থগীতোহথাহ্রন্দো
দক্ষিণে বিরুতং কৃতং । বেষ্ঠা বিপ্রো নৃপঃ কস্তা গোদন্তী
মুরজধ্বজৌ ॥ ক্ষীরাজ্যদধিশাশ্বচ্ছত্রং ভেরী ফলং সুরাঃ ।
তণ্ডুলা হেমরূপ্যঞ্চ সিদ্ধিরেহতিমুখা অমী ॥ সকাষ্ঠঃ সানলঃ
কারুশ্মলিনাশ্বরভারভৃৎ । গলস্থট্টকো গোমারুর্গুণৌলুককপদিকাঃ ।
তৈলং কপালকার্পাসা নিষধো ভস্মনষ্টয়ে । বিষবেগাশ্চ সপ্ত
হ্যর্ধাতৌর্দ্বিষস্তরাশ্রিতঃ ॥ বিষদংশো ললাটং যাত্যতো নেত্রং
ততো মুখং । আস্যচ্চরণভী হৌ ধাতুন্ প্রাপ্নোতি হি ক্রমাৎ ॥
ইত্যাগ্রে লক্ষণানি ॥

ন্যস্ত হংসং বামকরে নাসামুখনিরোধকং । মন্ত্ৰো
হরেদষ্টকস্ত • ত্ৰিমাংসাদিগতং বিষং ॥ ২৬ ॥ স
বাধুনা সমাক্রম্য দষ্টানং গরলং হরেৎ । তনো ন্যসে-
দষ্টকস্ত নীলকণ্ঠাদি সংস্মরেৎ ॥ ২৭ ॥ পীতং প্রত্য-
ঙ্গিরামূলং তণ্ডুলাস্তিক্ৰিষাপহং । পুনর্নবাকলিনীনাং
মূলং চক্রজমীদৃশং ॥ ২৮ ॥ মূলং গুরুরহত্যাশ্চ ককৌ-
ট্যাগৈরিকণিকং । অন্দিয়ষ্টং ঘৃতোপেতং লেপোহয়ং
বিষমর্দনঃ ॥ ২৯ ॥ বিষমর্দিনি ন ত্ৰেচ্ছ উষং পিবতি
যো ঘৃতং । পঞ্চাঙ্গস্ত শিরীষস্ত মূলং গৃগ্জনজন্তুখা ।
সর্কাক্লেপতচ্চাপি পানান্না বিষহন্তবেৎ । হ্রীং গোন-
নাদিবিষহং ॥ ৩০ ॥ হ্রল্লাটবিসর্গাস্তং ধ্যাতে বশ্যাদি-
ক্লন্তবেৎ । ন্যস্তং যোনৌ বশেৎ কন্যাং কুৰ্য্যাম্ভদ-
জলাবিলাং ॥ ৩১ ॥ জপ্তা সপ্তাষ্টগাহস্রং গরুত্মানিব
সঙ্গং । কবিঃ স্যাম্হুতিধারী চ বশ্যং স্ত্রী চ সমা-

পুয়াং । বিষহং স্যং কথাতত্বং মুনেক্যাসস্ত । তে
ধ্রুবং ॥ ৩২ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে প্রাণেশ্বরং
সমাপ্তমুনবিশোহধ্যায়ঃ ।

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ বক্ষ্যে তং পরমং গুহ্যং শিবোক্তং
মন্ত্ররন্দকং । পাশং ধনুশ্চ চক্রঞ্চ মূদগরং শূলপিটশং ।
এতৈরেবায়ুধৈর্যুদ্ধে মন্ত্ৰৈঃ শত্রুং জয়েন্নৃপঃ ॥ ২ ॥ মন্ত্ৰো-
দ্ধারং পদ্মপত্রে আদি পূর্বাদিকে লিখেৎ । অষ্টবর্গক্কাষ্ট-
মঞ্চ খ্যাতমীশানপত্রকে ॥ ৩ ॥ ওঁকারো ব্রহ্মবীজং
স্যাৎ হ্রীংকারো বিষ্ণুরেব চ । হ্রীংকারশ্চ শিরঃ শূলিন্
ত্রি লিখেৎ তৎ ক্রমান্বয়েৎ । ওঁ হ্রীং হ্রীং ॥ ৪ ॥ শূলং
গৃহীত্বা হস্তেন ভ্রাম্য চাকাশসমুখং । তদদর্শনাদ্ গ্রহা

গাত্রে ন্যাস করিলে বিষাদি নিবৃত্তি হয় ॥ ৩৫ ॥ হং সং এই মন্ত্র
বামকরে ন্যাস করিলে সর্পের নাসা ও মুখ রোধ হইয়া থাকে ।
উক্ত মন্ত্ৰে সর্পদষ্ট ব্যক্তির চক্ষু ও মাংসাদিগত বিষ বিনাশ
পায় । ২৬ । সর্পদষ্টব্যক্তির বিষ বায়ুদ্বারা আকর্ষণ করিয়া শরীরে
সংস্থাপনপূর্বক নীলকণ্ঠাদি মন্ত্র স্মরণ করিয়া বিষহরণ করিবে ।
২৭ । প্রত্যঙ্গিরার (লতাবিশেষ) মূল তণ্ডুলজলের সহিত পান
করিলে বিষ বিনষ্ট হয় । পুনর্নবা, প্রিয়ঙ্গু, তগরবৃক্ষ, গুরু-
বৃহতী, কুম্ভাণ্ড ও অপরাজিতা, ইহাদিগের মূল জলের সহিত
পেষণ করিয়া ঘৃতমিশ্রিত করিবে । এই ঔষধ বিষাক্তিত
ব্যক্তির অঙ্গে লেপন করিলে, তাহার শারীরিক বিষ বিনাশ
পায় । ২৮-২৯ । যে বিষপীড়িত ব্যক্তি উষ্ণঘৃত পানকরে,
তাহার বিষ বৃদ্ধি পাইতে পারে না । সর্পদষ্ট ব্যক্তি শিরীষ-
বৃক্ষের ফল, মূল, পত্র, পুষ্প ও বহুল এবং গৃগ্জনবৃক্ষের মূল
পেষণ করিয়া সর্কাক্লেপন করিয়া পান করিবে । ইহাতে বিষ-
দোষ নিবারণ হয় । হ্রীং এই মন্ত্র গোনসাদি সর্পবিষহারী । এই
মন্ত্ৰে উক্ত বর্ষা করিবে । ৩০ । নমঃ অঃ এই মন্ত্র ধ্যানমাত্র
বশীকরণ হয় । ইহা কোঁন প্রজাদিতে লিখিয়া জীর যোনিদেশে
স্থাপন করিলে সেই জী বশীভূত হয় এবং তাহার যোনিদেশ
কামসলিলে আদ্রুত হইয়া পড়ে । ৩১ । পূর্বোক্ত মন্ত্র সপ্ত কিম্বা
অষ্টসংস্কৃত করিলে সাধক গরুড়ের স্তায় সর্গগামী, কবি ও

শ্রুতিধর হইয়া থাকে এবং এই মন্ত্রপ্রভাবে জী বশীভূত হইয়া
নায়কের নিকটে স্বয়ং উপনীত হয় এই সকল ব্যাসবাক্য বিষ-
পীড়া নিবারণ করে । ৩২ ।

ইতি উনবিংশ অধ্যায়ঃ ।

বিংশ অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন, শিবোক্ত অতিগুহ্য বিবিধ মন্ত্র বলিব । এই
সকল মন্ত্রপ্রভাবে রাজা পাশ, ধনুঃ, চক্র, মূদগর, শূল ও
পিটশ এই সকল অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে । ১-২ ।
মন্ত্ৰোদ্ধার করিয়া একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তাহার
অষ্টপথে পূর্বাদিক্রমে অকারাদি অষ্ট বর্গ লিখিবে, অর্থাৎ
পূর্বপত্রে অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্গ, আগ্নেয় পত্রে ক, খ, গ, ঘ,
ঙ ; দক্ষিণ পত্রে চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ; নৈঋত পত্রে ট, ঠ, ড, ঢ,
ণ ; পশ্চিম পত্রে ত, থ, দ, ধ, ন ; বায়বীয় পত্রে প, ফ, ব,
ভ, ম ; উত্তর পত্রে য, র, ল, ব, এবং দীর্ঘাশ পত্রে শ,
ষ, স, হ, ল, ক্ষ লিখিতে হইবে । ৩ । ওঁ এই বীজ ব্রহ্মবীজস্বরূপ,
হ্রীং এই মন্ত্র বিষ্ণুরূপী এবং হ্রীং এই বীজ স্বয়ং শিবস্বরূপ ।
এই বীজত্রয় ক্রমশঃ অঙ্গে স্থাপন করিবে । ইহাতে ওঁ হ্রীং হ্রীং
এই মন্ত্র হইল । ৪ । সাধক স্বীয় হস্তে শূল গ্রহণ করিয়া উক্ত
মন্ত্ৰে আকাশ সমুদ্রে ভ্রামিষ্ট করিবে । সেই শূল দর্শন মাত্র

নাগাদৃষ্টা বা নাশমাপ্নুযুঃ ॥ ৫ ॥ ধূত্বং ধনুঃ করমধ্যে
প্রদ্বাথে চিস্তয়েন্নরঃ । দুষ্টানাংগা গ্রহামেঘা বিনশন্তি
চ রাক্ষসাঃ । ত্রিলোকান্ রক্ষয়েন্নরো মর্ত্যলোকস্ত
কা কথা ॥ ৬ ॥ ওঁ জুঁ হুঁ ফট্ । খাদিরান্ কীলকানষ্টৌ
ক্ষেত্রে সংমন্ত্য বিস্থলেৎ । ন তত্র বজ্রপাতস্ত ক্ষুর্জধা-
দেবপূজবঃ ॥ ৭ ॥ গরুড়োক্তং মহামন্ত্রং কীলকানষ্ট
মন্ত্রয়েৎ । একবিংশতিবারাণি ক্ষেত্রে তু নিখনেগিণি ।
মিধ্যম্ম মিকবজ্রাদিসমুপজব এব চ ॥ ৮ ॥ হরক্ষরগলবনট
বিন্দুযুক্তঃ সদাশিবঃ । ওঁ হ্রাং সদাশিবায় নমঃ । তর্জন্ত্যা
বিস্থলেৎ পিণ্ডং দাড়িমীকুসুমপ্রভং ॥ ৯ ॥ তস্যৈব দর্শনা-
দৃষ্টা মেঘবিদ্যুদ্বিষাদয়ঃ । রাক্ষসা ভূতডাকিন্যঃ প্রজ-
ব্যস্তি দিশোদশ ॥ ১০ ॥ ওঁ হ্রীং গণেশায় নমঃ । ওঁ হ্রীং
সুভনাদিচক্রায় নমঃ । ওঁ ঐং যৌ ত্রৈলোক্যডামরায় নমঃ ।
ভৈরবং পিণ্ডমাখ্যাতং বিষপাপগ্রহাপহং । ক্ষেত্রস্ত
রক্ষণং ভূতরাক্ষসাদেঃ প্রমর্দনং ॥ ১১ ॥ ওঁ নমঃ । ইন্দ্রবজ্রং
করে ধ্যাত্বা দুষ্টমেঘাদিবারণং । বিষশত্রুগণাভূতানশস্তি-

গ্রহ ও নাগগণ বিনাশ পায় । ৫ । ধূত্ববর্ণ ধনুঃ করমধ্যে রাখিয়া
আকাশে উভোলনপৃষক পূর্বোক্ত মন্ত্র চিন্তা করিবে । ইহাতে
দুষ্ট নাগ, গ্রহ, মেঘ ও রাক্ষস বিনাশ পায় । • উক্ত মন্ত্রপ্রভাবে
ত্রিভুবন ক্ষিত হয়, মর্ত্যলোকের আর কথা কি ৬ । ওঁ
জুঁ হুঁ ফট্ এই মন্ত্রে খাদিরকাষ্ঠকৃত অষ্ট কীলক অভিমন্ত্রিত
করিয়া ক্ষেত্রের অষ্টদিকে প্রোথিত করিয়া রাখিবে । ইহাতে
সেই ক্ষেত্রে বজ্র ও বিদ্যুৎপাতের উপদ্রব থাকে না । ৭ ।
গরুড়োক্ত মহামন্ত্রে অষ্টকীলক একবিংশতিবার অভিমন্ত্রিত
করিয়া রাজিকালে ক্ষেত্রমধ্যে পুঁতিয়া রাখিবে । ইহাতে
সেই ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, মৃষিক, বজ্রাদির ভয় থাকে না । ৮ ।
ওঁ হ্রাং সদাশিবায় নমঃ এই মন্ত্রে তর্জনী অঙ্গুলীদ্বারা দাড়িমী-
কুসুমপ্রভ একটি পিণ্ড প্রদর্শন করিবে । এই পিণ্ড প্রদর্শন-
মাত্র মেঘ, বিদ্যুৎ, বিষাদি এবং দুষ্ট রাক্ষস, ভূত ও ডাকিনী প্রভৃতি
দশদিকে পলায়ন করে । ৯-১০ । ওঁ হ্রীং গণেশায় নমঃ ;
ওঁ হ্রীং সুভনাদি চক্রায় নমঃ ; ওঁ ঐং যৌ ত্রৈলোক্যডামরায়
নমঃ ; এই সকল মন্ত্র ভৈরবপিণ্ড বলিয়া বিখ্যাত । উক্ত
মন্ত্র সকল বিষপাপগ্রহাপহ, ক্ষেত্ররক্ষক ও ভূতরাক্ষসাদি
নিবারক । ১১ । ওঁ নমঃ ; এই মন্ত্র জপ করিয়া বজ্রমুদ্রাধারা

বজ্রমুদ্রায়া ॥ ১২ ॥ ওঁ ক্ষুং নমঃ । স্মরেৎ পাশং বাম-
হস্তে বিষভূতাদি নশ্ততি ॥ ১৩ ॥ ওঁ হ্রাং নমঃ । হরেদুচ্চা-
রণাম্রজো বিষমেঘগ্রহাদিকান্ । ধ্যাত্বা কৃতান্তঞ্চ দহে-
চ্ছেদকাস্ত্রেণ বৈ জগৎ ॥ ১৪ ॥ ওঁ ক্ষুং নমঃ । ধ্যাত্বা ভূ-
ভৈরবং কুর্যাদগ্রহভূতবিষাপহং ॥ ১৫ ॥ ওঁ লসদ্বিজি-
ক্ষ্মা স্বাহা । ক্ষেত্রাদিগ্রহভূতাদিবিষপক্ষিনিবারণং ॥ ১৬ ॥ ওঁ
ক্ষাং নমঃ । রক্তেন পটহে লিখ্য শব্দস্তেনু গ্রহাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥
ওঁ মর মর মারয় মারয় স্বাহা । ওঁ হুঁ ফট্ স্বাহা । শূল-
ঞ্চাষ্টশতৈর্মন্ত্র্য মনসা শত্রুরন্দহৎ ॥ ১৮ ॥ উৎক্লেশ্তি-
নিপাতেন অধঃশক্তিং নিকৃণ্ণয়েৎ । পুরকে পুরিতামন্ত্রাঃ
কুন্তকেন * স্তম্ভিতাঃ ॥ ১৯ ॥ প্রণবেনাপ্যায়িত স্তেন
অনেন তন্তদীরিতাঃ । এবমাপ্যায়িতা মন্ত্রাভূতাস্থং ফল-
দায়কাঃ ॥ ২০ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে বিংশোঃধ্যায়ঃ ।

করমধ্যে ইন্দ্রবজ্র ধ্যান করিলে দুষ্ট মেঘাদি নিবারণ হয় এবং
বিষ, শত্রু ও ভূতাদি বিনাশ পায় । ১২ । ওঁ ক্ষুং নমঃ
এই মন্ত্রে বামহস্তমধ্যে পাশ চিন্তা করিবে । ইহাতে বিষ ও
ভূতাদি বিনষ্ট হয় । ১৩ । ওঁ হ্রাং নমঃ ; এই মন্ত্র উচ্চারণমাত্র
বিষ, মেঘ ও গ্রহাদি বিনাশ পায় । উক্ত মন্ত্র ধ্যান করিলে
কৃতান্তকেও দহ করিতে পারা যায় ও ছেদকাস্ত্রদ্বারা জগৎ
ছেদ করিতে সমর্থ হয় । ১৪ । ওঁ ক্ষুং নমঃ ; এই ভৈরবমন্ত্র
চিন্তা করিলে গ্রহ, ভূত ও বিষাদি নষ্ট হয় । ১৫ । ওঁ লসদ্বিজি-
ক্ষ্মা স্বাহা, এইমন্ত্র ক্ষেত্রাদিগত গ্রহ, ভূতাদি, বিষ ও পক্ষী
নিবারণ করে । ১৬ । ওঁ ক্ষাং নমঃ ; এই মন্ত্র রক্তদ্বারা পটহের
অথাৎ ঢাকের পার্শ্বে লিখিবে । ঐ ঢাকে শব্দ উৎপাদন
করিবে । এই শব্দে গ্রহাদি নিবারণ হয় । ১৭ । ওঁ মর মর
ইত্যাদি মন্ত্রে শূলান্তকে অষ্টোত্তর শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া
সেই শূলদ্বারা মনে মনে শত্রুকে প্রহার করিবে । ইহাতে শত্রুগণ
বিনাশ পায় । ১৮ । উৎক্লেশ্তে শক্তি নিপাত করিলে অধঃশক্তি

* কুন্তকরবয় মং প্রকাশিত ইন্দ্রজালাদিসংগ্রহে যেরূপ সংহিতা ও শিব-
সংহিতা প্রভৃতি যোগিশাস্ত্রে সযিশেষ বর্ণিত আছে । উক্ত পুস্তক দৃষ্ট করিলে
অবগত হইতে পারিবেন ।

একবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ পঞ্চবক্ত্রার্চনং বক্ষ্যে পৃথগ্ভুক্তি-
মুক্তিদং । ওঁ ভূর্ধ্বিষ্যবে আদিভূতায় সর্বাধারায় মূর্তয়ে
স্বাহা । সত্যোজাতস্ত চাক্ষানমনেন প্রথমম্বরেৎ ॥ ২ ॥
ওঁ হাং সত্যোজাতায়ৈব কলাহস্তৌ প্রকীর্তিতাঃ । সিদ্ধি-
ক্ষতি লক্ষ্মীর্মেধা কান্তিঃ স্বধা স্থিতিঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ হাং
বামদেবায়ৈব কলাহস্ত ত্রয়োদশ । রাজা রক্ষা রতিঃ
পুল্যা ক্রান্তিস্তৃষ্ণা মতিঃ ক্রিয়া । কামা বুদ্ধিঃ রাত্রিঃ
জাননী মোহিনী তথা ॥ ৪ ॥ মনোজ্ঞানী অঘোরা চ তথা
মোহা ক্ষুধা কলা । নিদ্রা মৃত্যুঃ চ মারা চ অষ্টসংখ্যা ভয়-
ঙ্করা ॥ ৫ ॥ ওঁ হ্রৈ তৎপুরুষায়ৈব । নিরুভিঃ চ প্রতিষ্ঠা চ

আকৃষ্টিত্বয় । মন্ত্রসকল প্রকল্পারা পূরিত করিয়া কুন্তকদ্বারা
সুমন্ত্রিত করিবে । ১২ । তৎপরে মন্ত্রকে প্রণব দ্বারা আপ্যায়িত
করিয়া সেই মন্ত্রদ্বারা তত্তৎ কার্য্য করিবে । উক্ত প্রকারে আপ্যা-
য়িত মন্ত্র ভূত্বয়ৎ ফল প্রদান করিয়া থাকে । ১২-২০ ।

ইতি বিংশ অধ্যায় ।

একবিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন । পঞ্চবক্ত্রার্চন বলিব । এই অর্চন ভোগা-
ভিলাষিকে ভোগ ও মুমুক্শু ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করে । ওঁ
ভূর্ধ্বিষ্যবে আদিভূতায় সর্বাধারায় মূর্তয়ে স্বাহা, এই মন্ত্রে
প্রথমে সত্যোজাতদেবের আবাহন করিবে । ১-২ । পরে ওঁ
হাং সত্যোজাতায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে । সত্যো-
জাতদেবের অষ্টশক্তি আছে । তাহাদিগের নাম,—সিদ্ধি, স্বাধি,
মুতি, লক্ষ্মী, মেধা, কান্তি, স্বধা ও স্থিতি । ওঁ সিদ্ধ্যৈ নমঃ
ইত্যাদি প্রকারে উক্ত অষ্টকলার পূজা করা কর্তব্য । ৩ । ওঁ
হাং বামদেবায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে । বামদেবের ত্রয়ো-
দশ কলা ; তাহাদিগের নাম এই,—রাজা, রক্ষা, রতি, পাল্যা,
কান্তি, তৃষ্ণা, মতি, ক্রিয়া, কামা, বুদ্ধি, রাত্রি, জাননী ও
মোহিনী । ওঁ রাজ্ঞ্যৈ নমঃ ইত্যাদি প্রকারে এই ত্রয়োদশ
কলার পূজা করিতে হইবে । ৪ । বামদেবের অষ্ট অষ্টকল্য এই,—
মনোজ্ঞানী, অঘোরা, মোহা, ক্ষুধা, নিদ্রা, মৃত্যু, মারা ও ভয়ঙ্করা ।
৫ । পরে ওঁ হ্রৈ তৎপুরুষায় নমঃ, ওঁ নিরুভ্যৈ নমঃ, ওঁ

বিজ্ঞা শান্তির্ন কেবলা ॥ ৬ ॥ ওঁ হ্রৌ ঈশানায় নমো নিশ্চলা
চ নিরঞ্জনা । শশিনী চান্দনা চৈব মরীচি জ্বালিনী
তথা ॥ ৭ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে পঞ্চবক্ত্রপূজনং
একবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

দ্বাবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ॥ ১ ॥ শিবার্চনং প্রবক্ষ্যামি ভুক্তি-
মুক্তিকরং পরং । সান্তং সর্গগতং শূন্যং মাত্রাদ্বাদশকে
স্থিতং । পঞ্চবক্ত্রাণি হ্রস্বানি দীর্ঘাণ্যপ্যনি বিম্বুনা ॥ ২ ॥
সবিসর্গং বদেদস্তং শিবউর্দ্ধং তথা পুনঃ । বর্ধেনাপো
মহামজ্জো হৌমিত্যেবাখিলার্ধদঃ ॥ ৩ ॥ হস্তাভ্যাং সংস্পৃ-
শেৎ পাদাবুর্দ্ধং পাদান্তমস্তকং । মহামুদ্রা হি সর্কেষাং
করাঙ্গস্তানমাচরেৎ ॥ ৪ ॥ তালহস্তেন পৃষ্ঠঞ্চ অঙ্গমঙ্গলেন
শোধয়েৎ । কনিষ্ঠামাদিতঃ কৃদ্ধা তর্জন্মুদ্রানি বিম্ব-
সেৎ ॥ ৫ ॥ পূজনং সংপ্রবক্ষ্যামি কর্ণিকায়ং হৃদমুজে ।

প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ, ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ, ওঁ হ্রৌ
ঈশানায় নমঃ, ওঁ নিশ্চলায়ৈ নমঃ, ওঁ নিরঞ্জনায়ৈ নমঃ, ওঁ
শশিত্যৈ নমঃ, ওঁ অঙ্গনায়ৈ নমঃ, ওঁ মরীচ্যৈ নমঃ, ওঁ জ্বালিত্যৈ
নমঃ, এই সকল দেবতার পূজা করিবে । ৬-৭ ।

ইতি একবিংশ অধ্যায় ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, শিবার্চন বলিব । এই অর্চনাত্তে ভোগ
ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে । হৌং এই মহামন্ত্রে শিবের অর্চনা
করিবে । উক্ত মন্ত্রে নিখিল অর্থ প্রদান করে । ১-৩ । উভয়
হস্তদ্বারা উভয় পাদ স্পর্শ করিয়া পাদ অবধি মস্তকপর্য্যন্ত স্পর্শ
করিতে হইবে । ইহার নাম মহামুদ্রা । তৎপরে সঙ্কদেহে
করাঙ্গস্তান করিবে । ৪ । ওঁ কট্ এই মন্ত্রে হস্ততলদ্বারা পৃষ্ঠ
শোধন করিতে হইবে । কনিষ্ঠাঙ্গুলি হইতে তর্জনী অঙ্গুলী
পর্য্যন্ত অঙ্গস্তান করিবে । ৫ । অতঃপর পূজাবিধি বলিব । হৃদম-

ধর্ম্যং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্যাদি হৃদার্চয়েৎ ॥৬॥ আবা-
হনং স্থাপনঞ্চ পাত্তমর্ধ্যং হৃদার্পয়েৎ । আচাম্যং স্পর্শনং
পূজাং একাদারণতুল্যকাং ॥৭॥ অগ্নিকার্য্যবিধিং বক্ষ্যে
অস্নেগোজ্জ্বলনঞ্চরেৎ । বস্মগাভ্যক্ষণং কার্য্যং শক্তিহাসং
হৃদাচরেৎ ॥৮॥ হৃদি বা শক্তিগর্ভে চ প্রক্ষিপেজ্জাত-
বেদসং । গর্ভাধানাদিকং কৃদ্বা নিক্ষু ত্তিঞ্চাস্ত পশ্চিমাং ॥
৯॥ হৃদা কৃদ্বা সর্দকর্ম্ম শিবং সাদন্তু হোময়েৎ । পূজয়ে-
ন্নীওলে শস্ত্রং পদ্মগর্ভে গবাক্ষিতং ॥১০॥ চতুঃষষ্ঠ্যস্তমষ্টাদি
স্বাক্ষিস্বাধ্যাদিমণ্ডলং । থাক্ষীন্দ্রসূর্য্যগং সর্দখাদি
বেদেন্দুবর্জনাং ॥১১॥ আগ্নেয়াং কারয়েৎ কুণ্ডমর্দকচন্দ্র-
নিভং শুভং । অগ্নীশাস্ত্র (যবান্ট্রী) পরাশস্ত্র হৃদয়াদি-
গণোচ্যতে । অস্ত্রং দিশামুপাস্তেবু কর্ণিকার্য্যং সদা-
শিবং ॥ ১২ ॥

দীক্ষাং বক্ষ্যে পঞ্চতন্ত্রে স্থিতাং ভূম্যাদিকাং পরে ।
নিবৃত্তিভূঃ প্রতিষ্ঠা চ বিজ্যাগ্নিঃ শাস্তিরশ্মিনঃ ॥ ১৩ ॥

পদ্মের কর্ণিকাতে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ বৈরা-
গ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ এই সকল পূজা করিতে হইবে । ৬।
তৎপরে আবাহন ও স্থাপন করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় ও
স্নানীয় ঐর্ভূতি উপচারে পূজা করিবে । ৭। অনন্তর অগ্নিকার্য্য
অর্থাৎ হোমবিধি বলিব । ফট্ এই মন্ত্রে স্তম্ভিল করিয়া হঁ
এই মন্ত্রে স্তাণ্ডলাভ্যক্ষণ করিতে হইবে । পরে শক্তি হ্রাস
করিয়া স্তম্ভিলে কিদ্বা কুণ্ডে অগ্নি নিক্ষেপ করিবে । অনন্তর
গর্ভাধানাদি অগ্নি সংস্কার করিয়া কুশণ্ডিকোক্ত সমস্ত কার্য্য
বারবে । ৮-৯ । নমঃ এই মন্ত্রে সর্দ কাব্য সমাধান করিয়া অঙ্গ-
দেবতার সহিত শিবের হোম করিতে হইবে । পরে পদ্মগর্ভ-
মণ্ডলে যববাহন শস্ত্রের অর্চনা করিবে । ১০ । চতুঃষষ্টি পদারিত
মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পূজা করিতে হইবে । অগ্নিকোণে
অঙ্গচন্দ্রাকার স্নোভন কুণ্ড নিম্মাণ করিয়া সেই কুণ্ডে অগ্নি
জপ প্রভৃতি দেবগণের পূজা করিবে এবং মণ্ডলদিক্‌প্রান্তে
অস্ত্র পূজা করিয়া কর্ণিকাতে সদাশিবের পূজা করিতে
হইবে । ১১-১২ ।

অনন্তর পঞ্চতন্ত্র দীক্ষা বলিব । প্রথমতঃ ভূম্যাদি পঞ্চতন্ত্র
দীক্ষা করিয়া পরে নিবৃত্ত্যাদি দেবতার পূজা করিবে । ১৩ ।

শাস্ত্যতীতং ভবেদ্ধোমে তৎপরে শাস্ত্রমব্যয়ং । একৈ-
কশ্চ শতং হোমমিত্যেবং পঞ্চ হোময়েৎ । পশ্চাৎ
পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা প্রাসাদেন শিবং স্মরেৎ ॥১৪॥ প্রায়শ্চিত্ত-
বিশুদ্ধার্থ মেকৈকমাহুতিং ক্রমাৎ । হোময়েদঙ্গবীজেন
এবং দীক্ষা সমাপ্যতে ॥১৫॥ যজনব্যতিরেকেণ গোপাং
সংস্কারমুত্তমং । এবং সংস্কারশুদ্ধস্ত শিবত্বং জায়তে
ক্রবং ॥ ১৬ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥১॥ শিবার্চনং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মকামাদি-
সাধনং । ত্রিভির্মন্ত্রৈরাচামেৎ স্বাহাস্তৈঃ প্রণবা-
দিকৈঃ ॥ ২ ॥ ওঁ হাং আত্মতত্ত্বায় বিজাততত্ত্বায় হীন্তথা ।
ওঁ হুঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা হৃদা স্ম্যং শ্রোত্রবন্দনং ॥ ৩ ॥
ভস্মস্থানং তর্পণঞ্চ ওঁ হাং যাং স্বাহা সর্দমন্ত্রকাঃ । সর্কে

পূর্ব্বোক্ত দেবতাগণের প্রত্যেকে এক এক শত হোম করিবে
এই রূপ পঞ্চশত হোম করিয়া পরে পূর্ণাহুতি প্রদানপূর্ব্বক হোঁ
এই মন্ত্রে মহাদেবকে স্মরণ করিবে, অর্থাৎ উক্ত মন্ত্র জপ করিবে ।
১৪ । তৎপরে প্রায়শ্চিত্তার্থ প্রত্যেক দেবতার এক এক আহুতি
প্রদান করিতে হইবে । ফট্ এই মন্ত্রে হোম করিয়া দীক্ষাকাব্য
সমাপন করিবে । ১৫ । এই দীক্ষা প্রধান সংস্কার । ইহা
যজনাди কাব্যব্যতিরেকে সর্বদা গোপনে রাখিবে । এইরূপ
দীক্ষাবিশুদ্ধ ব্যক্তি শিবত্ব প্রাপ্ত হয় । ১৬ ।

ইতি দ্বাবিংশ অধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন । শিবার্চন বলিব । এই শিবার্চনে ধর্ম্মকামাদি
সিদ্ধি হয় । আত্মতত্ত্বাদি মন্ত্রত্রয়ের আদিত ওঁ ও অস্ত্র স্বাহা পদ
যোগ করিয়া আচমন করিবে । যথা—ওঁ হাং আত্মতত্ত্বায় স্বাহা,
ওঁ হী বিদ্যাভূতায় স্বাহা, ওঁ হুঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা । এই মন্ত্রে আচ-
মন করিয়া নমঃ এই মন্ত্রে কর্ণস্পর্শ করিবে । ১-৩ । তৎপরে ভস্ম-
স্থান ও তর্পণ করিতে হইবে । এই পূজাতে ওঁ হাং যাং এই

দেবাঃ সৰ্বমুনিৰ্মমোহস্তো বৌষড়ন্তকঃ । স্বধান্তাঃ
সৰ্বপিতরঃ স্বধান্তাশ্চ পিতামহাঃ ॥৪॥ ওঁ হাং প্রপিতা-
মহেভ্যস্তথা মাতামহাদয়ঃ । হাং নমঃ সৰ্বমাতৃভ্যস্ততঃ
স্ত্র্যাং প্রাণসংযমঃ ॥৫॥ আচামং মার্কনধ্যাথো গায়ত্রীঞ্চ
জপেস্ততঃ । ওঁ হাং তন্মহেশায় বিদ্মহে বাথিশুদ্ধায়
ধীমহি তন্নোরুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৬ ॥ সূর্য্যোপস্থাপনং
কৃত্বা সূর্য্যমন্ত্রেঃ প্রপুজয়েৎ । ওঁ হাং হীং হ্রং হৈং
হৌং হঃ শিবসূর্য্যায় নমঃ । ওঁ হং খথোক্তায় সূর্য্য-
মূৰ্ত্তয়ে নমঃ । ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ সূর্য্যায় নমঃ । দণ্ডিনে
পিঙ্গলে ত্ৰিভুতানি নিয়মং স্মরেৎ । অগ্ন্যাদৌ বিমলে-
শান মারাদ্য পরমং সূখং ॥ ৭ ॥ যজ্ঞেং পদ্মাঞ্চ রাং
দীপ্তাং রীং সূক্ষ্মাং রুং জয়াঞ্চ রেং । ভদ্রাঞ্চ রৈং
বিভূতিঃ রোং বিমলাং রৌমমোঘিকাং ॥৮॥ রং বিদ্যু-

মন্ত্রে সৰ্ব কৰ্ম্ম করা বিধেয় । সকল দেব ও সকল মূনির নমোহস্ত ও
বৌষড়ন্ত মন্ত্রে এবং পিতৃপিতামহগণকে স্বধান্ত মন্ত্রে তর্পণ করিবে ।
৪ । যথা—ওঁ হাং প্রপিতামহভ্যঃ স্বধা, ওঁ হাং মাতামহভ্যঃ
স্বধা, ওঁ হাং সৰ্বমাতৃভ্যো বৌষট্ ইত্যাদি প্রকারে তর্পণ
করিয়া প্রাণায়াম করিবে । ৫ । অনন্তর আচমন ও আপো-
মাজ্জন করিয়া ওঁ হাং তন্মহেশায় বিদ্মহে ইত্যাদি গায়ত্রী জপ
করিবে । ৬ । পরে সূর্য্যোপস্থাপন করিয়া সূর্য্যমন্ত্রে সূর্য্যদেবের
পূজা করিবে । যথা ওঁ হাং হীং হ্রং হৈং হৌং হঃ শিব-
সূর্য্যায় নমঃ, ওঁ হং খথোক্তায় সূর্য্যমূৰ্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ
সূর্য্যায় নমঃ, ওঁ দণ্ডিনে নমঃ, ওঁ পিঙ্গলায় নমঃ, ওঁ অতি-
ভূতেভ্যো নমঃ, অগ্ন্যাদিকোণে ওঁ বিমলায় নমঃ, ওঁ জৈশানায়
নমঃ, এইরূপে পূজা করিবে । এই পূজাতে পরম সূখ
হইয়া থাকে । ৭ । তৎপরে রাং পদ্মায় নমঃ, রীং দীপ্তায়
নমঃ, রুং সূক্ষ্মায় নমঃ, রেং জয়ায় নমঃ, রৈং ভদ্রায়
নমঃ, রোং বিভূতায় নমঃ, রৌং বিমলায় নমঃ, রং অমো-
ঘিকায় নমঃ, রঃ বিদ্যুতায় নমঃ, পূৰ্ব্বাদিকৈ ও
মধ্যাং সঃ সৰ্বতোমুখ্যে নমঃ, ওঁ অর্কাসনায় নমঃ, ওঁ
সূর্য্যমূৰ্ত্তয়ে নমঃ, হ্রাং হ্রুং সঃ সূর্য্যায় নমঃ, ওঁ আং হৃদয়া-
লয় নমঃ, ভূত্বং বঃ শিরসে নমঃ, ভূত্বং বঃ শিখায় নমঃ, ওঁ
হঁ আলিত্তে নমঃ, ওঁ হঁ ফট্ রাজ্যে নমঃ, ওঁ হঁ ফট্ দীক্ষিতায়
নমঃ । ওঁ সূর্য্যায় নমঃ, সোং সোমায় নমঃ, মং মঙ্গলায় নমঃ,

তাঞ্চ পূৰ্ব্বাদৌ রো মধ্যো রং সৰ্বতোমুখীং । অর্কাসনং
সূর্য্যমূৰ্ত্তিং হ্রাং হ্রুং সঃ সূর্য্যমূৰ্ত্তয়েৎ ॥২০॥ ওঁ আং হৃদয়া-
লয় চ শিরঃশিখায় চ ভূত্বং বঃ শিরোং ॥ ১০ ॥ আলিনীং
হঁ কবচস্ত চাত্রং রাজ্ঞীঞ্চ দীক্ষিতাং । যজ্ঞেং সূর্য্য-
হৃদা সৰ্বানু সোং সোমঞ্চ মং মঙ্গলং ॥১১॥ বং বুধং রং
বৃহস্পতিং ভং ভার্গবং শং শমৈশ্চরং । রং রাহুং কং
যজ্ঞেং কেতুং ওঁ তেজশ্চওমৰ্ত্তয়েৎ ॥ ১২ ॥ সূর্য্যমভ্যর্চ্য
চাচম্য কনিষ্ঠাতোহঙ্গকানু ন্যসেৎ । হাং হীং শিরো-
হ্রুং শিখা হৈ বর্ধ হৌং চ নৈত্রকং । হৌংজং শক্তি-
স্থিতিং কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং পুনর্য্যসেৎ ॥ ১৩ ॥ অর্ঘ্যপাত্রং
ততঃ কৃত্বা তদন্তিঃ প্রোক্ষয়েদ্যজ্ঞেং । আত্মানং পদ্ম-
সংস্থঞ্চ হৌং শিবায় ততো বহিঃ ॥১৪॥ দ্বারে নন্দিমহা-
কালো গঙ্গা চ যমুনাথ গীঃ । জীবৎসং বাস্তুধিপতিং
ব্রহ্মাণঞ্চ গংগং গুরুং ॥ ১৫ ॥ শক্ত্যানন্তো যজ্ঞেন্মধ্যে
পূৰ্ব্বাদৌ ধর্ম্মকাদিকং । অধর্ম্মাত্মঞ্চ বহ্যাদৌ মধ্যাং ।

বং বুধায় নমঃ, বৃং বৃহস্পতয়ে নমঃ, ভং ভার্গবায় নমঃ, শং
শমৈশ্চরায় নমঃ, রং রাহবে নমঃ, কং কেতবে নমঃ, ওঁ
তেজশ্চওমায় নমঃ ॥১৮-১২॥ উক্ত প্রকারে সূর্য্যদেবের অর্চনা
করিয়া আচমনপূর্ব্বক কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা অঙ্গভ্রাস করিবে, যথা—
হাং হৃদয়ায় নমঃ, হীং শিরসে স্বাহা, হ্রং শিখায় ববট্, হৈং
কবচায় হঁ, হৌং নেত্রদ্বারায় বৌষট্, হঃ অঙ্গায় ফট্ । এইরূপে
অঙ্গভ্রাস করিয়া শক্তিষ্ঠাপনপূর্ব্বক ভূতশুদ্ধি করিতে হইবে ॥
১৩ । অনন্তর অর্ঘ্য স্থাপন করিয়া অর্ঘ্যোদক দ্বারা আপন শরীর ও
পূজোপকরণ জব্য প্রোক্ষণ করিবে । পরে পদ্মমধ্যে হৌং
শিবায় নমঃ, বহির্দ্বারে ওঁ নন্দিনে নমঃ, ওঁ মহাকালার নমঃ,
ওঁ গঙ্গায় নমঃ, ওঁ যমুনায় নমঃ, ওঁ সরস্বতায় নমঃ, ওঁ জীবৎ-
সায় নমঃ, ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ গণেশায় নমঃ,
ওঁ গুরবে নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করিবে ॥১৪-১৫॥ পরে পদ্ম-
মধ্যে ওঁ শৈল্যে নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, পূর্ব্বদিকে ওঁ ধর্ম্মায়
নমঃ, দক্ষিণে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, পশ্চিমে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ,
উত্তরে ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, অধিকোণে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ,
নৈঋতে ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, বাস্তুকোণে ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ,
জৈশাংকোণে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, পদ্মকর্ণিকাতে ওঁ বামায় নমঃ ।

পদ্মাস্ত্র কর্ণিকে । বামা জ্যেষ্ঠা চ পূর্বাদৌ রৌদ্রী
কালী শিবাসিতা ॥ ১৬ ॥ ওঁ হৌঁ কলবিকরিণ্যে বল-
বিকরিণী ততঃ । বলপ্রমথিনী সৰ্বভূতানাং দমনী
ততঃ ॥ ১৭ ॥ মনোময়ী যজ্ঞেদেতাঃ পীঠমধ্যে শিবা-
গ্রতঃ । শিবাসনমহামূর্তিং মূর্তিমধ্যে শিবায় চ ॥ ১৮ ॥
আবাহনং স্থাপনঞ্চ সন্নিধানং নিরোধনং । সকলী-
করণং মুদ্রাদর্শনঞ্চাৰ্য্যপাত্তকং ॥ ১৯ ॥ আচাম্যভ্যঙ্গ-
মুদ্বর্জমানং নিম্নঞ্জনঞ্চরেৎ । বস্ত্রং বিলেপনং পুষ্পং
ধূপং দীপং চক্ৰং দদেৎ ॥ ২০ ॥ আচাম্যং সুখবাসঞ্চ
তাস্মূলং হস্তশোধনং । ছত্রচামরোপবীতং পরমীকরণং
চরেৎ ॥ ২১ ॥ রূপকল্পনকৈকত্বে জপোজপসমর্পণং ।
জুতির্নতিহৃদাংষ্ট্র জ্ঞেয়ং নামাকপূজনং ॥ ২২ ॥ অগ্নীশ-
বক্ষোবায়বো মध्ये পূর্বাদিতজ্ঞকং । ইন্দ্রাভ্যাংষ্ট্র

নমঃ, ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ, পূর্বাদিদিক্চতুষ্টয়ে ওঁ রৌদ্র্যে নমঃ,
ওঁ কাল্যে নমঃ, ওঁ শিবায়ৈ নমঃ, ওঁ অসিতায়ৈ নমঃ, এই
সকল মন্ত্রে পূজা করিবে । ১৬ । তৎপরে ওঁ হৌঁ কলবিকরিণ্যে
নমঃ, ওঁ বলবিকরিণ্যে নমঃ, ওঁ বলপ্রমথিন্যে নমঃ, ওঁ
সৰ্বভূতদমন্যে নমঃ, ওঁ মনোময়্যে নমঃ, পীঠমধ্যে এই
সকল দেবতার পূজা করিয়া শিবাগ্রভাগে ওঁ শিবাসনমহা-
মূর্ত্যে নমঃ, এবং মূর্তিতে ওঁ শিবায় নমঃ এইরূপ পূজা
করিতে হইবে । ১৭-১৮ । তৎপরে আবাহন, স্থাপন, সন্নি-
ধান, সন্নিরোধন ও সকলীকরণ এই পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন
পূর্বক অৰ্ঘ্য পাদ্যাদি নিবেদন করিতে হইবে । ১৯ । অনন্তর
আচমনীয় জল, অভ্যঙ্গ দ্রব্য, উদ্বর্তন দ্রব্য, ও স্নানীয় জল
প্রদান করিয়া নিম্নঞ্জন করিবে এবং বস্ত্র, গন্ধাদি অমুলেপন,
পুষ্প, ধূপ, দীপ ও চক্ৰ প্রদান করিবে । পরে আচমনীয়, সুখোপ-
বেশন, তাস্মূল, হস্তশোধনদ্রব্য, ছত্র, চামর ও যজ্ঞোপবীত
প্রদান করিয়া পরমীকরণ করিবে । ২০-২১ । অনন্তর আত্মা ও
দেবতার একরূপ কল্পনা করিয়া মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ ও জপ
সমর্পণ করিতে হইবে এবং স্তব পাঠ ও নমস্কার করিয়া
হৃদয়াদি ষড়ঙ্গ পূজা করিবে । ২২ । অগ্ন্যাদি চতুর্কোণে, মধ্যে
ও পূর্বাদিদিক্ চতুষ্টয় ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিবে ওঁ
চতুর্থায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে চতুর্থের পূজা ও তাঁহাকে নির্মাণ্য

যজ্ঞেচক্ৰং তস্মৈ নির্মাণ্য মর্পয়েৎ ॥ ২৩ ॥ গুহ্যতি-
গুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাম্যংকৃতং জপং । সিদ্ধির্ভবতু মে
দেব ত্বংপ্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে ॥ ২৪ ॥ যৎকিঞ্চিৎ কর্ম
হে দেব সদা সুরুতদুক্ষতং । তস্মৈ শিবপদমুস্ত্র ক্ষয়ং
কুরু যশস্করং ॥ ২৫ ॥ শিবো দাতা শিবো ভোক্তা শিবঃ
সৰ্বমিদং জগৎ । শিবো জয়তি সৰ্বত্র যঃ শিবঃ সোহ-
হমেব চ ॥ ২৬ ॥ যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি তৎ সৰ্বং
সুরুতম্ভব । ত্বং ত্রাতা বিশ্বনৈতা চ নাত্মো নাত্মোহস্তি
মে শিব ॥ ২৭ ॥

অথাত্মেন প্রকারেণ শিবপূজাং বদাম্যহং । গণঃ
সরস্বতী নন্দী মহাকালো গঙ্গয়া ॥ ২৮ ॥ যমুনা তু
বাসুধিপো দ্বারি পূর্বাদিতস্ত্রিমে । ইন্দ্রাভ্যাঃ পূজ-
নীয়াশ্চ তদ্বানি পৃথিবীজলং ॥ ২৯ ॥ তেজোবায়ুর্কোম
গন্ধোন্নয়রূপে চ শব্দকঃ । স্পর্শো বাক্ পাণিপাদৌ
চ পায়ু পশুং ক্রতিত্বচৌ ॥ ৩০ ॥ চক্ষুর্জিহ্বা জ্ঞানমনো-
বুদ্ধির্চাহংপ্রকৃত্যপি । পুমান্ রাগো দ্বেষবিদ্বে কাল-

সমর্পণ করিতে হইবে এবং গুহ্যতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং ইত্যাদি
মন্ত্রে জপাদি সমর্পণ করিবে । ২৩-২৪ । হে দেব! আমি
যে কিছু সদস্য কর্ম করিয়াছি, তুমি আমার সেই সকল কর্ম-
ক্ষয় কর, আমি সর্বদা শিবপদমুস্ত্র আছি । ২৫ । শিব দানকর্তা,
শিব ভোক্তা এবং শিবই এই অধিনজগৎস্বরূপ । শিব সৰ্বত্র
জয়ী, অর্থাৎ সকলস্থানেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আত্মাও শিব-
স্বরূপ । হে দেব! আমি যাহা কিছু করিয়াছি ও করিব, তৎ-
সমুদায়ই তোমার কৃত ও কৃতব্য । হে শিব! তুমি জগজ্ঞান-
কর্তা ও বিশ্বের নায়ক, তুমি ভিন্ন জগতের আশ্রয় কেহ
নাই । ২৬-২৭ ।

অনন্তর অন্তপ্রকার শিবার্চন বর্ণিতেছি । গণেশ, সর-
স্বতী, নন্দী, মহাকাল, গঙ্গা, যমুনা ও বাসুপুরুষ পূর্বাদি-
চারচতুষ্টয়ে এই সকল দেবতার পূজা করিবে এবং ইন্দ্রাদি
দেবগণের পূজা করিয়া পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ,
গন্ধ, রস, রূপ, শব্দ, স্পর্শ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্ত,
ক্রতি, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, জ্ঞান, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, প্রকৃতি,
পুরুষ, বাগ্, দ্বেষ, বিদ্বে, কাল, অকাল, নিশ্চিতি, মায়,

কালোনিয়ত্যপি ॥ ৩১ ॥ মায়া চ শুদ্ধবিজ্ঞা চ ঈশ্বরশ্চ
সদাশিবঃ । শক্তিঃ শিবশ্চ তান্ জ্ঞানী মুক্তোজ্ঞানী
শিবো ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ যঃ শিবঃ স হরিব্রহ্মা সোহং
ব্রহ্মান্মি মুক্তিভঃ ॥ ৩৩ ॥

ভূতশুদ্ধিঃ প্রবক্ষ্যামি যয়া শুদ্ধঃ শিবো ভবেৎ ।
হংপদ্ম সত্তোমঙ্গঃ স্মারিত্তিষ্ঠ কলা ইড়া ॥ ৩৪ ॥
পিঙ্গলা হে চ নাভ্যো চ প্রাণোহপানশ্চ মারুতো ।
ইন্দ্রদেহো ব্রহ্মদেহশ্চতুরশ্ৰয়ঃ মণ্ডলং ॥ ৩৫ ॥ বজ্রৈণ
লাঙ্ঘিতং দীপ্ত মেকোদঘাতগুণাঃ শরাঃ । হংস্থান-
নাভুগহনং শতকোষ্ঠপ্রবিস্তরং ॥ ৩৬ ॥ ওঁ হ্রীঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ
হুঁ হং ফটুঁ ওঁ হ্রং বিজ্ঞায়ৈ হ্রুঁ হং ফটুঁ । চতুরশীতি-
কোটীনা মুচ্চুয়ং ভূমিতন্তকং । তন্মধ্যে ভবরক্ষক
আত্মানঞ্চ বিচিস্তয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ অধোমুখীং ততঃ পৃথ্বীং
ততচ্ছুদ্ধং ভবেদ্রবং । বামাদেবী প্রতিষ্ঠা চ স্মৃশ্মা
ধারিকা তথা ॥ ৩৮ ॥ সমানোদানবরণো দেবতাবিশু-
কারণং । উদঘাতাশ্চ গুণং বেদাঃ স্বেতাধ্যানং
তথৈব চ ॥ ৩৯ ॥ এবং কুর্য্যাৎ কণ্ঠপদ্ম মর্দচন্দ্রাখ্যমণ্ডলং ।

শুদ্ধবিজ্ঞা, ঈশ্বর, সদাশিব, শক্তি ও শিব, যে ব্যক্তি এই সকল
জ্ঞানে, সেই ব্যক্তি মুক্ত, জ্ঞানী ও শিবস্বরূপ হয়। ২৮-৩২ । যিনি
শিব, তিনিই হরি, তিনিই ব্রহ্মা এবং আমিও সেই হরিহর-
ব্রহ্মাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ, এইরূপ চিন্তা করিবে । ৩৩ ।

অনন্তর ভূতশুদ্ধি বলিব, এই ভূতশুদ্ধি দ্বারা সাধক শুদ্ধচিত্ত
ও সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ হইতে পারে । হংপদ্ম, সত্তোমজাত মন্ত্র,
নিবৃত্তি, কলা, ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী, প্রাণ ও অপান বায়ু, ইন্দ্র-
দেহ, ব্রহ্মদেহ, বজ্রচিহ্নিত প্রদীপ্ত চতুরশ্রমণ্ডল, একোদঘাত-
গুণ এবং শর, শতকোষ্ঠ বিস্তৃত হৃদয়ে এই সকল চিন্তা করিয়া
তন্মধ্যে চতুরশীতিকোটি উচ্চরবিশিষ্ট ভবরক্ষস্বরূপ আত্মাকে
চিন্তা করিবে । ৩৪-৩৭ । তৎপরে অধোমুখী পৃথ্বী, বামাদেবী,
প্রতিষ্ঠা, স্মৃশ্মা, ধারিকা, সমান ও উদান বায়ু, বরণ ইত্যাদি
ও বর্দচন্দ্রাখ্যমণ্ডলস্বরূপ পদ্মাক্রিত দ্বিশত কোটি বিস্তীর্ণ কণ্ঠমণ্ডল
ভাবনা করিয়া চতুর্নবতিকোটি উচ্চরবিশিষ্ট অক্ষায়ুধ আত্মা,
তৎস্থানগত পদ্ম ও সশক্তিক অঘোরাত্মা শিব চিন্তা করিতে হইবে ।
অনন্তর নাভি, ওষ্ঠ, হস্তিজিহ্বা, নাগ, অগ্নিদেবতা, রুদ্রহেতু,

পদ্মাক্রিতং দ্বিশতকং কোটিবিস্তীর্ণবাহুস্মরেৎ ॥ ৪০ ॥
চতুর্নবভুজায়ুধ আত্মানঞ্চ অধোমুখং । তান্ স্থানঞ্চ
পদ্মঞ্চ অঘোরো বিজ্ঞয়াশ্রিতঃ ॥ ৪১ ॥ নাভ্যোষ্ঠয়া
হস্তিজিহ্বা ধ্যানো নাগোহগ্নিদেবতা । রুদ্রহেতু-
গ্রিহুদঘাতা দ্বিগুণারক্তবর্ণকং ॥ ৪২ ॥ ঞ্জালাক্রুতে
ত্রিকোণঞ্চ চতুঃকোটিশতানি চ । বিস্তীর্ণঞ্চ সমুৎসেধং
রুদ্রতত্ত্বং বিচিস্তয়েৎ ॥ ৪৩ ॥ ললাটে তু তৎপুরুষঃ
শক্তির্যঃ শাদ্রলং বুধাঃ । কূর্মশ্চ কুরুকো বায়ুর্দেব
ঈশ্বরকারণং ॥ ৪৪ ॥ দ্বিরুদঘাতগুণো দ্বৌ চ যবং
ষট্ কোণমণ্ডলং । বিন্দুশক্তিঞ্চাষ্টকোটিবিস্তীর্ণঞ্চো-
চ্চুয়ন্তথা । চতুর্দশাধিকং কোটি বায়ুতত্ত্বং বিচি-
স্তয়েৎ ॥ ৪৫ ॥ দ্বাদশান্তে সরসিঙ্গে শাস্ত্রাতীতান্তধে-
শ্বরাঃ । কুলশ্চ শঙ্খিনী নাভ্যো দেবদন্তো ধন-
ঞ্জয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ শিখেশানকারণঞ্চ সদাশিব ইতি স্মৃতঃ ।
গুণএকস্তবোদঘাতঃ শুদ্ধক্ষটিকবৎ স্মরেৎ ॥ ৪৭ ॥
ষোড়শং কোটিবিস্তীর্ণং পঞ্চবিংশতি চোচ্চুয়ং ।
বর্জুলক্ষিস্তয়েদ্ধাম ভূতশুদ্ধিরুদ্রাহতা ॥ ৪৮ ॥ গণগুরু-
কৌজুরুঃ শক্ত্যনন্তো চ ধর্মকঃ । জ্ঞানবৈরাগ্য-

ত্রিসংখ্যক উদঘাত, সত্তরজন্তমো গুণ, রক্তবর্ণ ত্রিকোণমণ্ডল
ও চতুঃকোটিশত বিস্তীর্ণ রুদ্রতত্ত্ব ভাবনা করিবে । ৪০-৪৩ ।
অনন্তর ললাটে ললাটস্থিত লিঙ্গরূপী শিব ও তৎশক্তি এবং
কূর্ম ও কুরুকর বায়ু, ঈশ্বরকারণ, দ্বিরুদঘাত অর্থাৎ সত্ত্ব ও রজো-
গুণ, বুধ, বিন্দুচিহ্নিত, অষ্টকোটি বিস্তীর্ণ, অষ্টকোটি উচ্চর-
বিশিষ্ট বটুকোণাত্মক চতুর্দশাধিককোটি বায়ুতত্ত্ব চিন্তা করিতে
হইবে । ৪৪-৪৫ । তৎপরে দ্বাদশদলপদ্মে শাস্ত্রাতীতা শক্তি,
ঈশ্বরাত্মা শিব, কুল ও শঙ্খিনী নাড়ী, দেবদন্ত ও ধনঞ্জয়
বায়ু, এই সকল চিন্তা করিবে । ৪৬ । শিখাদেশে ঈশানকারণ,
সদাশিবাখ্য শিব, একোদঘাত অর্থাৎ সত্ত্বগুণ, শুদ্ধক্ষটিকবৎ
ষোড়শকোটিবিস্তীর্ণ পঞ্চবিংশতি উচ্চরবিশিষ্ট বর্জুলাকার ধাম
চিন্তা করিতে হইবে । এই প্রকারে ভূতশুদ্ধি কথিত হইল ।
৪৭-৪৮ । উক্তরূপে ভূতশুদ্ধি করিয়া গণগুরু, বাজগুরু, শক্তি,

ভূতশুদ্ধির বিষয় মংগ্রকীর্ণিত তত্ত্বসাক্ষ্য সুবিশেষ বর্ণিত আছে । ৪৭
পুস্তকের ১৪৪-১৪৯ পৃষ্ঠা দৃষ্টকরিলে ভূতশুদ্ধি পুরিষ্কার হইতে পারিবে ।

মৈশ্বৰ্য্যোন্ততঃ পূৰ্ণাদিপত্রকে ॥ ৪৯ ॥ অধোঈ-
বদনে হে চ পদ্মকর্ণিকেশরং । বামাত্মা আত্মবিদ্যা
চ সদা ধ্যায়েন্ শিবাধ্যক্ষং । তত্ত্বং শিবাসনে মূৰ্ত্তি-
হোং হোং বিদ্যাদেহায় নমঃ ॥ ৫০ ॥ বজ্রপদ্মাসনাসীনঃ
সিতঃ ষোড়শবর্ষকঃ । পঞ্চবক্ত্রঃ করত্রৈঃ শৈবদর্শতি-
শৈব ধারয়ন্ ॥ ৫১ ॥ অভয়প্রসাদশক্তিং শূলং খট্বাক-
মীশ্বরঃ । দক্ষৈঃ করৈর্মামকৈশ্চ ভুজগণাক্ষমূত্রকং ।
উমরুকং নীলোৎপলং বীজপুরকমুত্তমং ॥ ৫২ ॥ ইচ্ছা
জ্ঞানা ক্রিয়া শক্তিজিনেত্রোহি সদাশিবঃ । এবং শিবা-
র্চনধ্যানী সৰ্বদা কালবর্জিতঃ ॥ ৫৩ ॥ ইহাহো-
রাত্রিচারেণ ত্রীণি বর্ষাণি জীবতি । দিনত্ৰয়স্য চারেণ
জীবেন্দ্রবর্ষয়ং নরঃ ॥ ৫৪ ॥ দিনত্ৰয়স্য চারেণ বর্ষমেকং স
জীবতি । নাকালে নীতলে মৃত্যু রুক্ষে চৈব তু
কারকে ॥ ৫৫ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে শিবাঙ্গিপূজা সমাপ্তা
ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অনন্ত, ধন্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য, এই সকল পূৰ্ণাদি পত্রে
পূজা করিবে । অথঃ এবং উক্তবদনে পদ্মকর্ণিকা, পদ্মকেশর,
বামাদি শক্তি, আত্মবিদ্যা ও শিবাধ্যাক্ষ, এই সকল ধ্যান
করিয়া শিবাসনে তত্ত্ব ও মূর্ত্তির পূজা করিয়া হোং হোং বিদ্যা-
দেহায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে । ৪৯-৫০ । তৎপরে
বজ্রপদ্মাসন হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক গুরুবর্ণ, ষোড়শবর্ষীয় পঞ্চ-
বক্ত্র শিবের ধ্যান করিতে হইবে । পঞ্চানন দশকরে
অভয়াঙ্গি মুদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । ৫১ । ঈশ্বর দক্ষ পঞ্চ-
হস্তে অভয় ও বরমুদ্রা, শক্তি, শূল ও খট্বাক এবং বাম পঞ্চকরে
সপ, অক্ষমালা, উমরুক, নীলোৎপল ও বীজপূর ধারণ করিয়া-
ছেন । ৫২ । অনন্তর ইচ্ছা, জ্ঞানা, ক্রিয়া ও শক্তি এই সকল
দেবতার পূজা করিয়া ত্রিনয়ন সদাশিবের পূজা করিবে । এই
রূপে শিবার্চন করিলে সাধক কালজয় হইতে মুক্ত হইতে
পারে । ৫৩ । এক দিবা ও রাত্রিতে উক্ত প্রকারে শিবার্চন করিলে
তিন বৎসর জীবিত থাকিতে পারে, দুই দিবস ঐরূপে শিবের
পূজা করিলে দুই বৎসর প্রাণধারণ করিয়া থাকিতে পারে এবং

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত-উবাচ ॥ ১ ॥ বক্ষ্যে গণাদিকাঃ পূজাঃ সৰ্বদাঃ
স্বর্গদাঃ পরাঃ । গণাসনং গণমূর্ত্তিং গণাধিপতিমর্চ-
য়েৎ ॥ ২ ॥ গামাদি হৃদয়াদ্যকং দুর্গায়া গুরুপাতুকাঃ ।
দুর্গাসনঞ্চ তন্মূর্ত্তিং হ্রীং দুর্গে দুর্গে রক্ষণীতি চ ॥ ৩ ॥
হৃদাদিকং অষ্টশক্ত্যা রুদ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা । চণ্ডেয়া চণ-
দায়িকা চণ্ডা চণ্ডবতী ক্রমাৎ । চণ্ডরূপা চণ্ডিকায়া
দুর্গে দুর্গেহথ রক্ষিণি ॥ ৪ ॥ বজ্রখড়্গাদিকা মুদ্রা শিবাদ্যা
বহিঃদেশতঃ । সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসন মধ্যাপি
বা ॥ ৫ ॥ ঐ ক্লীং সৌত্রিপুুরায়ৈ নমঃ । ওঁ হ্রীং হ্রীং ক্ষে ক্ষে
জ্রীং ক্ষোঁ রোঁ ক্ষেঁ ক্ষোঁ শাং পদ্মাসনঞ্চ ত্রিপুুরা-
হৃদয়াদিকং ॥ ৬ ॥ পীঠাঙ্ঘ্রজে তু ব্রাহ্মাদীত্র্যক্ষাণী চ মহে-

তিন দিন উক্তরূপে পূজা করিলে একবৎসর আয়ুর্কাল
হয় এবং তাহার অকালমৃত্যু হয় না । অতিশীতল কিম্বা
অতিউষ্ণ স্থানেও তাহার মরণ ঘটে না । ৫১-৫৫ ।

ইতি ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ঃ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায়ঃ ।

স্মৃত বলিলেন,—গণেশাদি পূজা বলিব, এই পূজা করিলে সাধ-
কের সর্ববস্ত্র ও স্বর্গলাভ হয় । প্রথমে ওঁ গণাসনায় নমঃ, ওঁ গণ-
মূর্ত্তয়ে নমঃ, ওঁ গণাধিপত্যে নমঃ এই মন্ত্রে অর্চনা করিবে । ১-২ ।
অনন্তর গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা, গুং শিখায়ৈ
বষট্, গৈং কবচার হ্রীং, গোং নেত্রত্রয়ায় বোষট্, গং করতল-
পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এইরূপে অঙ্গস্ত্যাস করিয়া ওঁ দুর্গাগুরুপাতুকায়ে
নমঃ, ও দুর্গাসনায় নমঃ, ওঁ দুর্গামূর্ত্তয়ে নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা
করিবে । পরে হ্রীং দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি
রূপে অঙ্গস্ত্যাস করিবে । অনন্তর রুদ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডেয়া,
চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা এই অষ্ট-
শক্তির দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা এই মন্ত্রে পূজা করিতে
হইবে । ৩-৪ । পরে বজ্র-খড়্গাদি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক অধি-
কোণে শিবাঙ্গি দেবতার পূজা করিয়া ওঁ সদাশিবমহাপ্রেত-
পদ্মাসনায় নমঃ, ঐ ক্লীং সৌঃ ত্রিপুুরায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে
পূজা করিতে হইবে । ৫-৬ । পরে পীঠপদ্মে ব্রাহ্মাদি অষ্টশক্তি

স্বরী। কোমারী বৈষ্ণবী পূজ্যা বারাহী চৈত্ৰদেবতা।
চামুণ্ডা চণ্ডিকা পূজ্যা ভৈরবাখ্যাংস্ততো যজ্ঞে ॥ ৭ ॥
অসিতাক্ষো রুদ্রশ্চণ্ডঃ ক্রোধউন্মত্তভৈরবঃ। কপালী
ভীষণশৈব সংহারশাষ্ট্রভৈরবঃ ॥ ৮ ॥ রতিঃ প্রীতিঃ
কামদেবঃ পঞ্চবাণশ্চ যোগিনী। বটুকং দুর্গয়া বিম্ব-
রাজো গুরুশ্চ ক্ষেত্রপঃ ॥ ৯ ॥ পদ্মগর্ভে মণ্ডলে চ ত্রিকোণে
চিস্তয়েদ্হৃদি। শুক্লাং বরাঙ্কসূত্রপুস্তকাভয়সমম্বিতাং।
লক্ষজপ্যাক্ত হোমাক্ত ত্রিপুরা সিদ্ধিদা ভবেৎ ॥ ১০ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ত্রিপুরাদিপূজা

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ।

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ।

সূতঃ উবাচ ॥ ১ ॥ ঐ ক্রী ক্রী ক্ষে ক্ষৌ অনন্ত-
শক্তিপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ২ ॥ ঐ হ্রী ক্রী ক্ষৌ
ক্ষৌ আধারশক্তিপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৩ ॥ ওঁ

অথাং ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কেশবী, বারাহী, ইন্দ্ৰাণী,
চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা এই সকল দেবতার পূজা করিয়া অসিতা-
ক্ষাদ অষ্ট ভৈরবের পূজাকরিবে। যথা,— ও অসিতাক্ষভৈর-
বায় নমঃ, ও রুদ্রভৈরবায় নমঃ, ও চণ্ডভৈরবায় নমঃ, ও
ক্রোধভৈরবায় নমঃ, ও উন্মত্তভৈরবায় নমঃ, ও কপালি-
ভৈরবায় নমঃ, ও ভীষণভৈরবায় নমঃ, ও সংহারভৈরবায়
নমঃ, এই সকল পূজা করিবে এবং রাত, প্রীতি, কামদেব,
পঞ্চবাণ, যোগিনী, বটুক, দুর্গা, বিম্বরাজ, শুক্ল, ক্ষেত্রপাল,
এই সকলের অর্চনা করিতে হইবে। ৭-৯। পরে হৃদয়মধ্যে
পদ্মগর্ভমণ্ডলাস্তগত ত্রিকোণ চিস্তা করিয়া তন্মধ্যে বর অক্ষ-
মালা পুস্তক ও অভয়মুদ্রাধারিণী শুক্লবর্ণা ত্রিপুরাদেবীকে চিস্তা
করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে লক্ষসংখ্যক জপ ও হোম
করিলে ত্রিপুরাদেবী সিদ্ধিপ্রদা হন। ১০।

ইতি চতুর্বিংশ অধ্যায়ঃ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ঃ

সূত বলিলেন, আসনপূজা কথিত হইতেছে। ঐ ক্রী ক্রী
ক্ষে ক্ষৌ অনন্তশক্তিপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রের

হ্রী কালারিদ্ভপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ হ্রী
হ্রী হাটকেশ্বরদেবপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ
হ্রী শেষভট্টারকপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ হ্রী
ক্রী পৃথিবী তদ্বর্ণভুবনদ্বীপসমুদ্রাদিখ্যাং অনন্তাখ্যা-
মাসনং পূজয়ামি নমঃ ॥ ৭ ॥ হ্রী ক্রী নিরত্যাদিকলা
পৃথিব্যা দিতত্ত্বং অনন্তাদিভুবন মৌক্তারাদিবর্ণং হকা-
রাদিনবাত্মকঃ পদঃ সদ্যোজাতাদিমন্ত্রঃ ॥ ৮ ॥ হাং
হৃদয়াত্ত্বজঃ। এবং মাহেশ্বরো মন্ত্রঃ সিদ্ধবিদ্যাত্মকঃ
পরামৃত্যুতারণঃ ॥ ৯ ॥ সর্বতোদিক্‌সমস্তেষু বড়ঙ্গং
সদাশিবার্ণবপয়ঃপূর্ণোদধিপক্ষং ক্রীমানাস্পদাত্মকঃ ॥
১০ ॥ বিদ্যোমাপূর্ণজ্বরকর্তৃকত্বলক্ষণজ্যোষ্ঠারূপচক্ররুদ্র-
শক্ত্যা ত্মককর্ণিকোনবশক্তিশিবা দিত্রিশূলমণ্ডলত্রয়ঃ ॥ ১১ ॥
পঞ্চজাতকৌ স্তম্ভপদ্মাসনপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ॥ ১২ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে আসনপূজা

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ।

ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ।

সূতঃ উবাচ ॥ ১ ॥ অনন্তরং করন্তাসঃ বিজ্ঞাকরী শুদ্ধিঃ
কার্য্য পদ্মমুদ্রাং বদ্ধা মন্ত্রস্তাসং কুর্যাৎ। কেইং কনি-
ষ্ঠায়ৈ নমঃ। নৌ। অনামিকায়ৈ নমঃ। মৌং মধ্যমায়ৈ

লিখিত মন্ত্রে পূজা করিয়া নিবৃত্তাদি পঞ্চদশকলা, পৃথিব্যা দি
তত্ত্ব, অনন্তাদি ভুবন ও ওক্তারাদিবর্ণের পূজা করিয়া সদ্যো-
জাতাদি মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। ১-৮। অনন্তর হাং হৃদয়ায়
নমঃ ইত্যাদি প্রকারে বড়ঙ্গস্তাস করিয়া সদ্যোজাতমন্ত্রে পূজা
করিবে। এই মাহেশ্বর মন্ত্র সিদ্ধবিদ্যাস্বরূপ ও পরামৃত্যুতারণ
তুল্য। ৯। পরে দিক্‌চতুষ্টয়ে বড়ঙ্গপূজাদি করিয়া পদ্মাসন
পাদুকার পূজা করিতে হইবে। ১০-১২।

ইতি পঞ্চবিংশ অধ্যায়ঃ।

ষড়বিংশ অধ্যায়ঃ

সূত কহিলেন, অনন্তর করন্তাস ও ভূতশুদ্ধি করিয়া পূজ-
মুদ্রাবন্ধনপূর্বক মন্ত্রস্তাস করিতে হইবে। কোং কনিষ্ঠায়ৈ,

নমঃ । ভৌং তজ্জন্তৈ নমঃ । অং অজ্জন্তৈ নমঃ । লাং
করতলায়ে নমঃ । বাং করপৃষ্ঠায়ৈ নমঃ ॥ ২ ॥

অথ দেহন্তাসঃ । কং মণিবক্রায় নমঃ । ঐ হ্রী
ত্রী কারঙ্করায় নমঃ । মহাতেজোরূপং হ্রীং হ্রীং কারেণ
করঙ্কালনং কুর্য্যাৎ ॥ ৩ ॥ ঐ হ্রী হ্রী ত্রী হ্রীং ফ্রী
নমো ভগবতে, ফ্রী কুজিকায়ৈ নমঃ । হ্রী হ্রী ক্রৌ ও
ঐ নমে অপোরামুখি হ্রীং হ্রী কিলিকিলি বিভ্রেশ্বো
নাঙ্গশ্বো হ্রী হ্রী ত্রী ঐ নমোভগবতে উর্দ্ধবক্রায় নমঃ ।
ফ্রী কুজিকায়ৈ পূর্ববক্রায় নমঃ । হ্রী ত্রী হ্রী ওঐ ন-
নমেতি দক্ষিণবক্রায় নমঃ । ও হ্রী ত্রী কিলিকিলি
পশ্চিমবক্রায় নমঃ । ও অঘোরামুখি উত্তরবক্রায়
নমঃ । ও নমোভগবতে হৃদয়ায় নমঃ । ফ্রী ঐ কুজি-
কায়ৈ শিরসে স্বাহা । হ্রী ক্রী হ্রীং প্রাং ও ঐ নমে
শিখায়ৈ অঘোরামুখি কবচায় হ্রীং হ্রীং ঐ নেত্রত্রয়ায়
বৌষ্ট । কিলিকিলি বিক্রে অস্ত্রায় ফট্ ॥ ৪ ॥ ঐ হ্রী
ত্রী অখণ্ডমণ্ডলাকারমহাশূলমণ্ডলায় নমঃ । ঐ হ্রী ত্রী
বাধুমণ্ডলায় নমঃ । ঐ হ্রী ত্রী সোমমণ্ডলায় নমঃ । ঐ
হ্রী ত্রী মহাকুলবোধাবলিমণ্ডলায় নমঃ । ঐ হ্রী ত্রী
কৌলমণ্ডলায় নমঃ । ঐ হ্রী ত্রী গুরুমণ্ডলায় নমঃ । ঐ
হ্রী হ্রী লামমণ্ডলায় নমঃ । ঐ হ্রী ত্রী সমগ্রসিদ্ধ-
যোগিনীপীঠোপপীঠক্ষেত্রোপক্ষেত্রসন্তানমণ্ডলায় নমঃ ।
এবং মণ্ডলানাং দ্বাদশকং ক্রমেণ পূজ্যং ॥ ৫ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে কুজিকাপূজা

ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে জ্ঞাস করিবে । ২ । তৎপরে
কং মণিবক্রায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে দেহন্তাস
করিয়া মহাতেজোরূপং হ্রীং হ্রীং এই মন্ত্রে করঙ্কালন করিবে ।
৩ । অনন্তর ঐ হ্রী ইত্যাদি মন্ত্রে পুনরায় দেহন্তাস করিতে
হইবে । এই দেহন্তাসের মন্ত্র ও ক্রম মূল বিশদরূপে লিখিত
আছে, দৃষ্টিমাত্র বোধগম্য হইবে । ৪ । তৎপরে ঐ হ্রী ত্রী ইত্যাদি
মন্ত্রে ক্রমতঃ দ্বাদশ মণ্ডলের পূজা করিতে হইবে । কুজিকাপূজা
কথিত হইল । ৫ । ইতি ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ ও কালবিকালককালি চর্কিণি ভূত-
হারিণি ফণিবিধিণি বিরখনারায়ণি উমে দহ দহ হস্তে
চণ্ডে রোদ্রি মাহেশ্বরী মহামুখি জ্বালামুখি শঙ্কুকর্ণি
শুকমুণ্ডে শত্রুং হন হন সর্কনাশিনি ঋক সর্কনাশোণিতং
নগ্নিরীক্ষসি মনসা দেবি সন্মোহয় সন্মোহয় রুদ্রস্ত
হৃদয়ে জাতা রুদ্রস্ত হৃদয়ে স্থিতা রুদ্রো রোদ্রেণ রূপেণ
ভুং দেবি রক্ষ রক্ষ মাং হ্রীং মাং ফ ফ ঠ ঠ স্কন্দমৈখলা-
বান্ গ্রহশত্রুবিষহারি ণালে মালা হর হর বিবোক হাং
হাং শবরি হ্রী শবরি প্রকোণবিশরে সর্কৈ দিগ্ধমেঘ
মীলে সর্কনাগাদিবিষহরণং ॥ ২ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ গোপালপূজাং বক্ষ্যামি ভুক্তিমুক্তি-
প্রদায়িনীং । দ্বারে ধাতা বিধাতা চ গঙ্গা যমুনয়া সহ ॥
২ ॥ শঙ্খপদ্মনিধী চৈব শারঙ্গঃ শরভঃ শ্রিয়া । পূর্বে

সপ্তবিংশ অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন, ও কালবিকাল ইত্যাদি মন্ত্র বিষয়নিবারণক ।
উক্ত মন্ত্র প্রয়োগ করিলে সর্বপ্রকার সর্পবিষ তৎক্ষণাৎ ভস্মা-
ভূত হইয়া যায় এবং নাগগণ তথা ইহিতে পলায়ন করিয়া
থাকে । ১২ ।

ইতি সপ্তবিংশ অধ্যায়ঃ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ঃ ।

সূত কহিলেন, এইক্ষণ গোপালপূজা বলিব । এই গোপাল-
পূজা সাধককে ইহকালে বিবিধ ভোগ ও অন্তঃকারণে মুক্তিপদ
অর্পণ করে । প্রথমতঃ দ্বারদেশে ও দ্বারত্রৈলমঃ, ও বিধাত্রে
নমঃ, ও গঙ্গাট্রয় নমঃ, ও যমুনাট্রয় নমঃ, এই মন্ত্রপূজা করিতে
হইবে । ১-২ । ৩ গরে ও শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ও পদ্মনিধয়ে নমঃ,
ও শারঙ্গায় নমঃ, ও শরভায় নমঃ, ও শ্রীয়ে নমঃ, এই সকল

ভদ্রঃ সুভদ্রোদ্বো দক্ষে চণ্ডাচণ্ডকো ॥ ৩ ॥ পশ্চিমে
বলপ্রবলো জয়ন্ত বিজয়ো যজ্ঞে ॥ উত্তরে ত্রীশচতুর্দ্বারে
গণেশদুর্গা সরস্বতী ॥ ৪ ॥ ক্ষেত্রস্থাত্মাদিকোণেষু দিক্শু
নারদপূর্ষকং । সিদ্ধো গুরু নলকুবরং কোণে ভাগবতং
যজ্ঞে ॥ ৫ ॥ পূর্বে রিক্ষুং নিকুতপো বিষ্ণুশক্তিং সমর্চয়েৎ ।
ততো বিষ্ণুপরীবারং মধ্য শক্তিঞ্চ কূর্মকং ॥ ৬ ॥ অনন্তং
পৃথিবীধর্মং জ্ঞানং বৈরাগ্যমগ্নিতং । ঐশ্বর্যং বায়ুপূর্ষকং
প্রকাশজ্ঞানমুত্তরে ॥ ৭ ॥ সর্গায় প্রকৃতাশ্রয়ে রজসে মোহ-
রূপিণে । তমসে পদ্মায় যজ্ঞেদহঙ্কারকতত্ত্বকং ॥ ৮ ॥
বিদ্যাতত্ত্বং পরং তত্ত্বং সূর্য্যেন্দুবহ্নিমণ্ডলং । বিমলাত্মা
আসনঞ্চ প্রাচ্যাং ত্রী হ্রী সৎপুজয়েৎ । গোপীজনবল্লভায়
স্বহাস্তোমমুরুচ্যতে ॥ ৯ ॥ অঙ্গানি যথা আচক্রঞ্চ সুচ-

ক্রঞ্চ বিচক্রঞ্চ তথৈব চ । ত্রৈলোক্যরক্ষণং চক্রমশ্রু-
রারিসুদর্শনং ॥ ১০ ॥ হৃদাদিপূর্ষকোণেষু অস্ত্রং শক্তিঞ্চ
পূর্ষতঃ । রুক্মিণী সত্যভামা চ সুনন্দা নাগজিত্যপি ॥
১১ ॥ লক্ষ্মণা মিত্রবিন্দা চ জাহবত্যা সুশীলয়া
শঙ্খচক্রগদাপাশং মুঘলং শার্ঙ্গমর্চয়েৎ ॥ ১২ ॥ খড়্গাং
পাশাঙ্কুশং প্রাচ্যাং জীবৎসং কোম্বতং যজ্ঞেৎ । মুকুটং
বনমালাঞ্চ ইন্দ্রাদিত্যান্ স্বজমুখ্যকশন ॥ ১৩ ॥ কুমুদাচ্ছা ন
বিশ্বক্সেনং কৃষ্ণং শ্রীয়া সর্গাচ্চয়েৎ । জপ্যাদিত্যানাং
পূজনাচ্চ সর্গান্ কামানবাগ্নুয়াৎ ॥ ১৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ত্রীকৃষ্ণপূজনং

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ

মন্ত্রে পূজা করিয়া পূর্ষদ্বারে ও ভদ্রায় নমঃ, ও সুভদ্রায়
নমঃ, দক্ষিণদ্বারে ও চণ্ডায় নমঃ, ও প্রচণ্ডায় নমঃ । ৩ ।
পশ্চিমদ্বারে ও বলায় নমঃ, ও প্রবলায় নমঃ, ও জয়ায় নমঃ,
ও বিজয়ায় নমঃ, উত্তরদ্বারে ও ত্রিণয়ে নমঃ, চতুর্দ্বারে ও
গণেশায় নমঃ, ও দুর্গাট্টে নমঃ, ও সরস্বতৌ নমঃ । ৪ । এই
প্রকারে পূজাক্ষেত্রের অগ্ন্যাদিকোণে ও দিক্চতুষ্টয়ে নারদ,
নিকুগণ, গুরু, নলকুবর ও ভাগবত এই সকল দেবতার পূজা
করিবে । ৫ । পূর্ষদিকে বিষ্ণু, বিষ্ণুতপ ও বিষ্ণুশক্তির পূজা
করিয়া বিষ্ণুপরিবারের পূজা করিবে । মধ্য ও আধারশক্তয়ে
নমঃ, ও কূর্মায় নমঃ, ও অনন্তায় নমঃ, ও পৃথিব্যে নমঃ, এই
মন্ত্রে পূজা করিয়া অগ্নিকোণে ও ধম্মায় নমঃ, নৈঋতকোণে
ও জ্ঞানায় নমঃ, বায়ুকোণে ও বৈরাগ্যায় নমঃ এবং ঐশান-
কোণে ও ঐশ্বর্য্যায় নমঃ । এই সকল মন্ত্রে পূজা করিবে । উত্তর-
দিকে ও প্রকাশশ্রুত্রে নমঃ । ৬-৭ । পরে ও সর্গায় প্রকৃতা-
শ্রুত্রে নমঃ, ও রজসে মোহরূপিণে নমঃ, ও তমসে নমঃ, ও
পদ্মায় নমঃ, ও অহঙ্কারতত্ত্বায় নমঃ, ও বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ, ও পর-
তত্ত্বায় নমঃ, ও সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ, ও চক্রমণ্ডলায় নমঃ, ও
বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ, ও বিমলাদিত্যো নমঃ, ও আসনায় নমঃ,
এই সকল মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে । ৮-৯ । পরে পূর্ষদিকে হ্রী ত্রী
গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এই মন্ত্রে গোপালদেবের পূজা করিবে
। ৮-৯ ৯ উক্ত গোপালপূজার করাসম্বাস এই—ও আচক্রাং

হৃদয়ায় নমঃ, ও সূচক্রায় শিরসে স্বাহা, ও বিচক্রায় শিখাট্টে
বষট্, ও ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় কণ্ঠায় হ্রী, ও অশ্রুয়ারিচক্রায়
নেত্রত্রয়ায় বোষট্, ও সুদর্শনচক্রায় অস্ত্রায় ফট্ এবং আচক্রাং
অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে পূর্ষাদিদক্রমে করাসম-
করিতে হইবে । ১০ । অনন্তর পূর্ষাদিক্রমে অস্ত্র ও শক্তি পূজা
করিতে হইবে, যথা—ও রুক্মিণ্যে নমঃ, ও সত্যভামায় নমঃ,
ও সুনন্দায় নমঃ, ও নাগজিত্যে নমঃ, ও লক্ষ্মণায় নমঃ, ও
মিত্রবিন্দায় নমঃ, ও জাহবত্যা নমঃ, ও সুশীলায় নমঃ, ও
শঙ্খায় নমঃ, ও চক্রায় নমঃ, ও গদায় নমঃ, ও পদ্মায় নমঃ, ও
মুঘলায় নমঃ, ও শার্ঙ্গায় নমঃ, ও খড়্গায় নমঃ, ও পাশায় নমঃ,
ও অঙ্কুশায় নমঃ, ও জীবৎসায় নমঃ, ও কোম্বতায় নমঃ, ও
মুকুটায় নমঃ, ও বনমালায় নমঃ, ও ইন্দ্রাদিদিক্পালেভ্যো
নমঃ, ও স্বজমুখ্যকেভ্যো নমঃ, ও কুমুদাদিত্যো নমঃ,
ও বিশ্বক্সেনায় নমঃ, ও কৃষ্ণায় নমঃ, ও শ্রীয়ে নমঃ, এই
সকল মন্ত্রে পূজা কবিতে হইবে । এইরূপে জপ, পূজা ও ধ্যান
করিলে সার্থক সমাভীষ্ট লাভ করে । ১১-১২ ।

ইতি অষ্টাবিংশ অধ্যায়ঃ ।

একোনত্রিংশোহধ্যায় ।

হরিরূবাচ ॥ ১ ॥ ত্রৈলোক্যমোহিনীং বক্ষ্যে পুরুষো-
ত্তমমুখ্যাকাং । পূজ্যমজ্ঞান্ অধরাগ্নান্ ধর্মকামাদিদায়-
কান্ ॥ ২ ॥ ওঁ হ্রীঁ ত্রীঁ ক্লীঁ হ্রুঁ ওঁ নমঃ । পুরুষোত্তম
অপ্রতিরূপ লক্ষ্মীনিবাস সকলজগৎকোভণ সর্বজ্ঞী-
হৃদয়বিদারণ ত্রিভুবনমন্দোদাদনকর সুরাসুরসুন্দরী-
জনমনাংসি তাপয় তাপয় শোষয় শোষয় মারয় মারয়
স্তম্ভয় স্তম্ভয় জ্বাবয় জ্বাবয় আকর্ষয় আকর্ষয়, পরমশুভগ
সৌভাগ্যকর সর্বকামপ্রদ অমুকং হন হন চক্রেণ গদয়া
খড়্গেন সর্ববাণে ভিক্ষি ভিক্ষি পাশেন কটু কটু অঙ্কু-
শেন তাড়য় তাড়য় তুরু তুরু কিং তিষ্ঠসি তারয় তারয়
যাবৎ সমীক্ষিতম্বে সিদ্ধং ভবতি হ্রুং ফট্ নমঃ ॥ ৩ ॥ ত্রীঁ
অধরায় ত্রৈলোক্যমোহনায় নমঃ । ক্লীঁ পুরুষোত্তমায়
ত্রৈলোক্যমোহনায় নমঃ ॥ ৪ ॥ হ্রুঁ বিষ্বে ত্রৈলোক্য-
মোহনায় নমঃ ওঁ ত্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ত্রৈলোক্যমোহনায়
বিষ্বে নমঃ ॥ ৫ ॥ ত্রৈলোক্যমোহনামজ্ঞানঃ সর্বো সর্বার্থ-
সাধকঃ । সর্বো চিন্ত্যঃ পৃথগপি ব্যাস সংক্ষেপতো-
হথবা ॥ ৬ ॥ আসনং মুক্তিমন্ত্রঞ্চ হোমাত্তদ্বয়ভঙ্গকং ।
চক্রং গদাঞ্চ খড়্গাঞ্চ মুঘলং শঙ্খাঙ্গ কং ॥ ৭ ॥ শরং
পাশমঙ্কুশঞ্চ লক্ষ্মীগরুড়সংযুতং । বিশ্বক্সেনং বিস্তরাষ্ট্রা-
নরঃ সর্বমবাপুয়াৎ ॥ ৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে মোহিনীপূজনং নাম
একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

একোনত্রিংশ অধ্যায় ।

হরি বলিলেন, ত্রিভুবনমোহনকারিণী পুরুষোত্তমপূজা ও
ধর্মকামার্থপ্রদায়িনী অধরাদিপূজা বলিব । ১-২ । ওঁ হ্রীঁ ত্রীঁ
ইত্যাদি হ্রুং ফট্ নমঃ ইত্যন্ত মূলের লিখিত মন্ত্রে পুরুষোত্তমের
পূজা করিয়া ওঁ ত্রীঁ অধরায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অধরাদির
পূজা করিবে । উক্ত মন্ত্রসকল ত্রৈলোক্যমোহনকারক ও সর্বার্থ-
সাধক । হে ব্যাস! পৃথক পৃথক ক্রিয়া সংক্ষেপে এই সকল মন্ত্রে
আরাধনা করিবে । পূর্বোক্ত মন্ত্রসমূহদ্বারা পূজা করিবে আসন,
মুক্তি ও অস্ত্র পূজা করিবে । তৎপরে হোম ও বড়ঙ্গ হোম এবং
চক্র, গদা, খড়্গ, মুঘল, শঙ্খ, শক্তি, শর, পাশ ও অঙ্কুশ, এই

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সুত-উবাচ ॥ ১ ॥ বিস্তরেণ প্রবক্ষ্যামি অধরশ্চার্চনং
শুভং । পরিবারশ্চ সর্বেষাং সমোজ্জয়োহি পণ্ডিতৈঃ ॥
২ ॥ ওঁ শ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ শ্রীঁ শিরসে স্বাহা । ওঁ শ্রীঁ
শিখায়ৈ বষট্ । ওঁ শ্রীঁ কবচায় হ্রুঁ । ওঁ শ্রীঁ নেত্রয়ায়
বৌষট্ । ওঁ শ্রীঃ অস্ত্রায় ফট্ ॥ ৩ ॥ ইতি দর্শয়েদাত্মনো-
মুদ্রাং শঙ্খচক্রগদাদিকাং । ধ্যানাত্মানং অধরাখ্যং
শঙ্খচক্রগদাধরং ॥ ৪ ॥ ততস্তং পূজয়েদেবং মণ্ডলে স্থতি-
কাদিকে । আসনং পূজয়েদাদৌ দেবদেবস্ত শাক্টিণঃ ।
এতির্মন্ত্রৈর্মহাদেব তান্ মন্ত্রান্ শৃণু শঙ্কর ॥ ৫ ॥ ওঁ অধরা-
সনদেবতা আগচ্ছত । ওঁ সমস্তপরিবারায়াচ্যুতাসনায়
নমঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ ধাত্রে নমঃ ওঁ বিধাত্রে নমঃ ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ
ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ ওঁ আধারশক্ত্যৈ নমঃ ওঁ কুর্মায় নমঃ ওঁ
অনন্তায় নমঃ ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ ওঁ ধর্মায় নমঃ ওঁ জ্ঞানায়
নমঃ ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ ওঁ অধর্মায়
নমঃ ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ ওঁ অনৈ-
সকল অস্ত্রপূজা করিবে । পরে লক্ষ্মী, গরুড় ও বিশ্বক্সেন
এই সকল দেবতার পূজা করিবে । এইরূপে পূজা করিলে সাধক
সম্ভাতিষ্ট ফললাভ করে । ৩-৮ । ইতি একোনত্রিংশ অধ্যায় ।

ত্রিংশ অধ্যায় ।

সুত বলিলেন, শুভপ্রদ অধরার্চন সবিস্তর বর্ণন করিব ।
সর্বদেবতার পরিবারপূজা এক প্রকার জানিবে । সুতরাং
পূর্বোক্ত নিয়মাত্মারে পরিবারপূজা করিলেই হইবে । ১-২ ।
পরে শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে অঙ্গভাস
ও করভাস করিয়া শঙ্খ চক্র গদাদি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক
স্বীয় আত্মাকে শঙ্খচক্রগদাপাদধারী অধরস্বরূপ চিন্তা করিবে ।
৩-৪ । পরে স্থতিক কিম্বা সর্বতোভয়মণ্ডলে, অধরদেবের পূজা
করিতে হইবে । মহাদেব ! অগ্রে পঞ্চান্নিধিত মন্ত্রে দেবাদিদেব
অধরের, আসনপূজা করিবে । শঙ্কর ! যে যে মন্ত্রে আসনপূজা
করিতে হইবে, সেই সেই মন্ত্র শ্রবণ কর । ৫ ওঁ অধরাসনদেবতা
আগচ্ছত এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া ওঁ সমস্তপরিবারায়াচ্যুতাস-

স্বর্ঘ্যায় নমঃ ওঁ স্কন্দায় নমঃ ওঁ নীলাঙ্ক নমঃ ওঁ পদ্মায়
নমঃ ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ ওঁ উৎকর্ষিণ্যে নমঃ ওঁ জ্ঞানায়ৈ
নমঃ ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ ওঁ যোগায়ৈ নমঃ ওঁ পুত্রায় নমঃ
ওঁ প্রহ্লাদায় নমঃ ওঁ সত্যায়ৈ নমঃ ওঁ ঈশানায়ৈ নমঃ ওঁ
অনুগ্রহায়ৈ নমঃ ॥ ৭ ॥ অর্চয়িত্বা সমং রুদ্র হরিমাবাহু
সংযজ্ঞেৎ । মন্ত্রেণৈবৈর্ষ্মহাপ্রাক্তে সর্কপাপপ্রণাশনৈঃ ।
৮ শ্রী শ্রীধরায় ত্রৈলোক্যমোহনায় বিষ্ণবে নমঃ ॥
৯ ওঁ শ্রীয়ে নমঃ ওঁ শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ শ্রী
শিরসে নমঃ ওঁ শ্রী শিখায়ৈ নমঃ ওঁ শ্রী কবচায় নমঃ
ওঁ শ্রী নেত্রত্রয়ায় নমঃ ওঁ শ্রী অস্ত্রায় নমঃ ওঁ শঙ্খায়
নমঃ ওঁ পদ্মায় নমঃ ওঁ চক্রায় নমঃ ওঁ গদায়ৈ নমঃ ওঁ
ক্রীবৎসায় নমঃ ওঁ দৌস্তভায় নমঃ ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ
১০ পীতাস্বরায় নমঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ নারদায় নমঃ ওঁ
শুক্ৰভ্যে নমঃ ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ওঁ অগ্নয়ে নমঃ ওঁ যমায়
নমঃ ওঁ নিখাতয়ে নমঃ ওঁ বরুণায় নমঃ ওঁ বায়বে নমঃ
ওঁ সোমায় নমঃ ওঁ ঈশানায় নমঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ
ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ সঙ্খায় নমঃ ওঁ রক্তসে নমঃ ওঁ তমসে
নমঃ ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ ॥ ৯ ॥ ইতি ।

অভিষেকং তথা বস্ত্রং ততো যজ্ঞোপবীতকং । গন্ধং
পুষ্পং তথা ধূপং দীপমগ্নং প্রদক্ষিণং ॥ ১০ ॥ দত্তাদে-
তির্মহামন্ত্রে সমর্প্যাস্ত্র জপেন্মনুং । শতমষ্টোত্তরঞ্চাপি
জপ্ত্বা হুত্ব সমর্পয়েৎ ॥ ১১ ॥ ততোমুহূর্ত্তমেকস্ত ধ্যায়ে-
সনায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে।
৬-৭ । হে রুদ্র ! পূর্বোক্ত দেবতা সকলের পূজা করিয়া হরির
জ্বাহনপূর্বক তাঁহার অর্চনা করিবে। ওঁ শ্রী শ্রীধরায় ইত্যাদি
সর্কপাপনাশক মন্ত্রে শ্রীধরদেবের পূজা করিতে হইবে। ৮ । পরে
ওঁ শ্রীয়ে নমঃ এই মন্ত্রে লক্ষ্মীর অর্চনা করিয়া ওঁ শ্রীং হৃদ-
য়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে বড়ঙ্গপূজা ও ওঁ শঙ্খায় নমঃ ইত্যাদি
মন্ত্র মূলের লিখিত অস্ত্র ও পরিবারপূজা করিবে। ৯ ।

• অনন্তর শ্রীধরদেবের অভিষেক করিয়া বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, গন্ধ,
পুষ্প, ধূপ, দীপ ও অগ্নি নিবেদন করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। ১০ ।
পূর্বোক্ত মন্ত্রে ত্রব্য সকল নিবেদন করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে
হইবে। ১১ অষ্টোত্তরশত মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবে। ১২ অন-

ন্তেবং হৃদিস্থিতং । শুদ্ধফটিকসঙ্কাশং সূর্য্যকোটীসম-
প্রভং ॥ ১২ ॥ প্রসন্নবদনং স্তোম্যং ক্ষুরম্মকরকুণ্ডলং ।
কিরীটিনমুদারাদ্র্যং বনমালানর্মস্থিতং । পরং ব্রহ্মস্বরূ-
পঞ্চ শ্রীধরং চিন্তয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৩ ॥ অনেন চৈব
স্তোত্রেন স্তবীত পরমেশ্বরং । শ্রীনিবাসায় দেবায় নমঃ
শ্রীপতয়ে নমঃ ॥ ১৪ ॥ শ্রীধরায় সঙ্গর্গায় শ্রীপ্রদায় নমো
নমঃ । শ্রীবল্লভায় শাস্ত্রায় শ্রীমতে চ নমোনমঃ ॥ ১৫ ॥
শ্রীপরুতনিবাসায় নমঃ শ্রেয়ঙ্করায় চ । শ্রেয়সাম্প্রতয়ে
চৈব হ্যাপ্রমায় নমোনমঃ ॥ ১৬ ॥ নমঃ শ্রেয়স্বরূপায়
শ্রীকরায় নমোনমঃ । শরণ্যায় বরণ্যায় নমো ভূয়ো
নমোনমঃ ॥ ১৭ ॥ স্তোত্রং কুত্বা নমস্কৃত্য দেবদেবং
বিসর্জয়েৎ । ইতি রুদ্র সমাখ্যাত্য পূজা বিষ্ণোর্ষ্মহা-
জ্ঞনঃ ॥ ১৮ ॥ যঃ করোতি মহাভক্ত্যা স যাতি পরমং
পদং । ইমং যঃ পঠতেঃধ্যায়ং বিষ্ণুপূজাপ্রকাশকং ।
স বিধুয়েত পাপানি যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদং ॥ ১৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ।

স্তর একমুহূর্ত্তপর্য্যন্ত স্বহৃদয়ে বিত্ত্ব ফটিকের জায় দেহকান্তি,
কোটীসূর্য্যসদৃশ তেজোময়, প্রসন্নবদন, শাস্ত্রমূর্ত্তি, উজ্জলমকরা-
কারকুণ্ডলবিশিষ্ট, মুকুটধারী, স্কন্দরাজ ও বনমালাবিভূষিত পরং
ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীধরদেবকে চিন্তা করিতে হইবে। ১২-১৩ । তৎপরে
এই স্তোত্রপাঠে স্তব করিবে। হে দেব ! তুমি লক্ষ্মীর নিবাসস্থান
ও শ্রীপতি, তোমাকে নমস্কার করি। ১৪ । তুমি শ্রীধর, শঙ্ক-
ধারী এবং সাধকের শ্রীপ্রদ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি
শ্রীবল্লভ, শাস্ত্রমূর্ত্তি ও শ্রীমান, তোমাকে নমস্কার করি। ১৫ ।
তুমি শ্রীপদতে বসতি কর এবং সকলের মঙ্গল প্রদান কর,
তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সঙ্গপ্রকার মঙ্গলের অধিপতি ও
সকলমঙ্গলাশ্রয়, তোমাকে নমস্কার করি। ১৬ । তুমি মঙ্গলস্বরূপ ও
মঙ্গলকর, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সকলের আশ্রয় ও
সকলশ্রেষ্ঠ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ১৭ । এইরূপে
স্তব ও নমস্কার করিয়া দেবদেব শ্রীধরকে বিসর্জন করিবে।
হে রুদ্র ! মহাশক্তি শ্রীধরদেবের পূজাবিধি কথিত হইল। ১৮ । যে
ব্যক্তি উক্ত পূজাবিধি অনুসারে মহাভক্তিপূর্বক শ্রীধরদেবের
অর্চনা করে, সেই ব্যক্তি অন্তকালে পরম পদলাভ করে, এবং
যে ব্যক্তি বিষ্ণুপূজাপ্রকাশক মন্ত্রে ও এই গরুড়পুরাণের ত্রিংশ

একত্রিংশোধ্যায়ঃ

করুণ-উবাচ ॥ ১ ॥ ভূয় এব জগন্নাথপূজাং কথয় মে ।
প্রভো । যয়া তরেষ্যং সংসারসাগরং হৃতিদুষ্করং ॥ ২ ॥

হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ অর্চনং বিষ্ণুদেবস্ত বক্ষ্যামি বৃষভ-
ধ্বজ । তচ্ছৃণু মহাভাগ ভুক্তিমুক্তিপ্রদং শুভং ॥ ৪ ॥ কৃত্বা
জ্ঞানং ততঃ সন্ধ্যাং ততোঁয়াগগৃহং ত্রয়েং । প্রক্ষাল্য
পাণী পাদৌ চ আচম্য চ বিশেষতঃ ॥ ৫ ॥ মূলমন্ত্রং
সমস্তস্ত হস্তয়োঁর্যাপকং জ্ঞসেং । মূলমন্ত্রঞ্চ দেবস্ত শৃণু
করুণ বদামি তে ॥ ৬ ॥ ওঁ শ্রী শ্রী শ্রীধরায় বিষ্ণবে নমঃ ।
অয়ং মন্ত্রঃ সুরেশস্ত বিষ্ণোরীশস্ত বাচকঃ ॥ ৭ ॥ সর্দ-
ন্যাদিহরশ্চৈব সর্দগ্রহহরস্তথা । সর্দপাপহরশ্চৈব ভুক্তি-
মুক্তিপ্রদায়কঃ ॥ ৮ ॥ অঙ্গস্তাসং ততঃ কুর্ধ্যাদেতির্মন্ত্রে-
র্নিচক্ষণঃ । ওঁ হাং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা
ওঁ ক্লুং শিখায়ৈ বষট্ ওঁ হ্রৈং কবচায় ক্লুং ওঁ হৌং নেত্রত্রয়ায়

অধ্যায় পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্দপাপ দ্ব্যত করিয়া অস্তে
বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয় । ১৮ । ইতি ত্রিংশ অধ্যায়

একত্রিংশ অধ্যায় ।

করুণ বলিলেন, প্রভো ! পুনর্বার আমার নিকট জগন্নাথ
পূজাবিধি বলুন, যে পূজা দ্বারা অতি দুস্তব সংসারসাগর হইতে
পরিত্রাণ পাইতে পারি । ১-২ ।

হরি বলিলেন, বৃষদাহন ! আমি বিষ্ণুদেবের অর্চনাবিধি
বলিব, মহাত্মন ! তুমি সেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ শুভকর পূজাবিধি
শ্রবণ কর । ৩-৪ । অগ্রে নিত্যকর্তব্য জ্ঞান ও সন্ধ্যাবন্দন
করিয়া যাগমণ্ডপে প্রবেশ করিবে এবং হস্ত ও পাদ প্রক্ষালন
করিয়া আচমনপূর্বক মূলমন্ত্রে উভয় হস্তদ্বারা ব্যাপকতাস
করিবে । হে করুণ ! আমি তোমার নিকট মূলমন্ত্র বলিতেছি,
শ্রবণ কর । ৫-৬ । ওঁ শ্রী শ্রী শ্রীধরায় বিষ্ণবে নমঃ, সুরেশ্বর
বিষ্ণুর এই মন্ত্র ইন্দ্রবাচক । এই মন্ত্রে দেবের আরাধনা
করিলে সন্মরোগবিনাশ হয় ও সন্মগ্রহদোষ শান্তি হইয়া থাকে ।
উক্ত মন্ত্র সাধকের সন্মপ্রকার পাপহরণ করিয়া ভুক্তিমুক্তি-
প্রদান করে । ৭-৮ । বিচক্ষণ ব্যক্তি হাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি

বষট্ ওঁ হ্রৈঃ অস্ত্রায় কট্ ॥ ৯ ॥ ইতি মন্ত্রঃ সমাখ্যাতোময়া
তে প্রভবিষ্ণুনা । স্তাসং কৃত্বা স্তানোমুদ্রাং 'দর্শয়েদ্বিজি-
তাত্ত্বান্ ॥ ১০ ॥ ততোঁধ্যায়েং পরং বিষ্ণুং হৃৎকোটর-
সমাশ্রিতং । শঙ্খচক্রসমায়ুক্তং কুন্দেশুধবলং হরিং ॥ ১১ ॥
শ্রীবৎসকৌস্তভযুতং বনমালাসমষ্টিতং । রত্নহারকিরী-
টেন সংযুক্তং পরমেস্বরং । অহং বিষ্ণুরিতি ধ্যান্বা কৃত্বা
বৈ শোধানাদিকং ॥ ১২ ॥ যং ক্ষং রমিতি রীতৈশ্চ
কঠিনীকৃত্য নামভিঃ । অণ্ডমুৎপাত্য চ ততঃ প্রণবনৈব
ভেদয়েং ॥ ১৩ ॥ তত্র পূর্বোক্তরূপস্ত ভাবয়িত্বা বৃষধ্বজ
আত্মপূজাং ততঃ কুর্ধ্যাদ্গন্ধপুষ্পাদিভিঃ শুভৈঃ ॥ ১৪ ॥
আবাহ পূজয়েং সন্ধ্যা দেবতা আসনস্ত যাঃ । মন্ত্রে
রেতির্মহাদেব তন্মন্ত্রং শৃণু শঙ্কর ॥ ১৫ ॥ বিষ্ণুসন-
দেবতা আগচ্ছত । ওঁ সমস্তপরিবারাচ্চাত্মায় নমঃ
ওঁ ধাত্রে নমঃ ওঁ বিধাত্রে নমঃ ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ ওঁ যমুনায়ৈ
নমঃ । ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ ওঁ চণ্ডায়
নমঃ ওঁ প্রচণ্ডায় নমঃ ওঁ দ্বারপ্রিয়ে নমঃ ওঁ আধার-
শক্ত্যৈ নমঃ । ওঁ কুর্স্যৈ নমঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ শ্রিয়ৈ
নমঃ ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ ওঁ জ্ঞানায় নমঃ ওঁ বৈদ্যাগ্যায় নমঃ

মন্ত্রে অঙ্গস্তাস ও করতাস করিবে । হে করুণ ! এই অঙ্গস্তাস
মন্ত্র তোমার নিকট কথিত হইল । বিজিতোঁজয় সাধক স্তাসাদি-
সমাপনান্তে মুদ্রাপ্রদর্শন করিবে । ১০-১১ । অনন্তর সাধক স্ব-
দয়ে বিষ্ণুর ধ্যান করিবে । দেবের আকার এইরূপ । হরি শঙ্খ-
চক্রগদাপদ্মধারী, কুন্দমুহুত ও ইন্দুমণ্ডলের আয়ত্তবর্ণ । বক্ষ-
স্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তভমণি বিরাজিত আছে । গলদেশে
বনমালা ও রত্নহার লঘমান রহিয়াছে । শিরঃপ্রদেশে মুকুট-
শোভা পাইতেছে । এইরূপে বিষ্ণুরূপী পরমেশ্বরকে স্বীয় আত্ম-
স্বরূপ চিন্তা করিয়া দ্রব্যাদি শোষণ করিবে । ১১-১২ । যং ক্ষং
রং এই বাঁজত্রয়দ্বারা স্বীয়নামে কঠিনীকৃতপিণ্ড উৎপাদন করিয়া
ওঁ এই মন্ত্রে উক্ত পিণ্ডভেদ করিবে । ১৩ । হে বৃষদাহন ! উক্ত
পিণ্ড পূর্বোক্তরূপে দেবের মূর্তি চিন্তা করিয়া উত্তম গন্ধপুষ্পাদি-
দ্বারা আত্মপূজা করিবে । ১৪ । পরে আবাহন করিয়া আসন-
দেবতার পূজা করিতে হইবে । হে শঙ্কর ! যে যে মন্ত্রে আসন-
দেবতার পূজা করিবে, সেই সকল মন্ত্র শ্রবণ কর । ১৫ । ওঁ

ওঁ ঐশ্বর্যায় নমঃ ওঁ অধর্মায় নমঃ ওঁ জ্ঞানায় নমঃ ওঁ
 অবৈরাগ্যায় নমঃ ওঁ অনৈশ্বর্যায় নমঃ ওঁ সংস্কারায় নমঃ
 ওঁ রং রক্তসে নমঃ ওঁ তং তমসে নমঃ ওঁ কং কন্দায়
 নমঃ ওঁ নং নীলায় নমঃ ওঁ লাং পদ্মায় নমঃ ওঁ অং অর্ক-
 মণ্ডলায় নমঃ ওঁ সং গোমমণ্ডলায় নমঃ ওঁ বং বহ্নিমণ্ড-
 লায় নমঃ ওঁ বিমলায় নমঃ ওঁ উৎকর্ষিণ্যে নমঃ ওঁ
 জ্ঞানায়ৈ নমঃ ওঁ জিহ্বায়ৈ নমঃ ওঁ রোগায়ৈ নমঃ ওঁ
 প্রাক্ষ্যে নমঃ ওঁ সত্যে নমঃ ওঁ কেশিনায়ৈ নমঃ ওঁ তামু
 গ্রহায়ৈ নমঃ ॥ ১৬ ॥ গন্ধপুষ্পাদিভিস্তেতৈর্মন্ত্রৈরেতান্ত
 পূজয়েৎ । পূজয়িত্বা ততো বিষ্ণুং সৃষ্টিসংহারকারিণং ॥
 ১৭ ॥ আবাহন মণ্ডলে রুদ্র পূজয়েৎ পরমেশ্বরং । অনেন
 বিধিনা রুদ্র সর্বপাপহরং হরিং ॥ ১৮ ॥ যথাত্ত্বনি তথা
 দেবে ত্যাসং কুক্ষীত চাদিতঃ । মুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ পশ্চা-
 দর্ঘ্যাদি দর্শয়েত্ততঃ ॥ ১৯ ॥ স্নানং কুর্ঘ্যাত্তোবস্ত্রং
 দত্তাদাচমনস্ততঃ । গন্ধপুষ্পং তথা ধূপং দীপং দত্তা-
 চরুস্ততঃ ॥ ২০ ॥ প্রদক্ষিণস্ততো জপ্যং ততস্তম্বিন্
 সমর্পয়েৎ । অঙ্গাদীন্যং স্বমন্ত্রৈশ্চ পূজাং কুক্ষীত
 সাধকঃ ॥ ২১ ॥ দেবশ্চ মূলমন্ত্রেণ হোতি বিদ্ধি ব্রহ্মধ্বজ ।
 মন্ত্রান্ শৃণু ত্রিনেত্র ভং কথ্যমানম্ময়াদুনা ॥ ২২ ॥ ওঁ

বিষ্ণুসনদেবতা আগচ্ছত এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া ওঁ সমস্ত-
 পরিবারীয়াচ্যুতাসনায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে পূজা
 করিতে হইবে । ১৬ । গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই
 পঞ্চোপচারে উক্ত আসনদেবতার পূজা করিয়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-
 কারী বিষ্ণুর অর্চনা করিবে । ১৭ । হে রুদ্র ! মণ্ডলমধ্যে দেবের
 আবাহন করিয়া বিষ্ণুরূপী পরমেশ্বরের পূজা করিতে হইবে ।
 এইপ্রকারে অর্চনা করিলে সাধকের সর্বপাপ বিনাশ হয় । ১৮ ।
 প্রথমে যেক্রমে আশ্রমশরীরে ত্যাস করিবে, সেইরূপ দেবশরীরেও
 ন্যাস করিবে । পরে মুদ্রাপ্রদর্শনপূর্বক অর্ঘ্যাদিপ্রদান করিবে ।
 ১৯ । অনন্তরঃস্নানীয়, বস্ত্র, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ
 দিয়া চক্ৰ অর্পণ করিতে হইবে এবং প্রদক্ষিণপূর্বক মূলমন্ত্র জপ
 করিয়া দেবতাতে জপ সমর্পণ করিবে । পরে সাধক স্বয়ং মন্ত্রে
 অঙ্গাদিপূজা করিবে । ২০-২১ । হে ব্রহ্মকৈতন ! দেবের মূলমন্ত্রে
 পূজা করিবে । অধুনা অস্ত্রাণ্ড মন্ত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর । ওঁ

হাং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ হীং শিরসে নমঃ ওঁ হ্রং শিখায়ৈ
 নমঃ ওঁ হৈং কবচায় নমঃ ওঁ হৌং নেত্রত্রয়ায় নমঃ
 ওঁ হং অস্ত্রায় নমঃ । ওঁ শ্রীয়ে নমঃ ওঁ শাস্ত্রায় নমঃ ওঁ
 পদ্মায় নমঃ ওঁ চক্রায় নমঃ ওঁ গদায়ৈ নমঃ ওঁ
 শ্রীবৎসায় নমঃ ওঁ দৌলভায় নমঃ ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ
 ওঁ পীতাম্বরায় নমঃ ওঁ খড়্গায় নমঃ ওঁ মুষণায় নমঃ ওঁ
 পাণায় নমঃ ওঁ অঙ্কুশায় নমঃ ওঁ শার্ঙ্গায় নমঃ ওঁ শরায়
 নমঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ নারদায় নমঃ ওঁ সর্কসিদ্ধেভ্যো
 নমঃ ওঁ ভাগবতেভ্যো নমঃ ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরম-
 গুরুভ্যো নমঃ ওঁ ইন্দ্রায় সুরাদিপত্যে সবাহন-
 পরিবারায় নমঃ ওঁ অগ্নয়ে তেজোহদিপত্যে সবাহন-
 পরিবারায় নমঃ । ওঁ যমায় প্রেতাধিপত্যে সবাহন-
 পরিবারায় নমঃ । ওঁ নিশ্বতয়ে রক্ষোহদিপত্যে
 সবাহনপরিবারায় নমঃ । ওঁ বরুণায় জনাধিপত্যে
 সবাহনপরিবারায় নমঃ । ওঁ বায়বে প্রাণাধিপত্যে
 সবাহনপরিবারায় নমঃ । ওঁ সোমায় নক্ষত্রাধিপত্যে
 সবাহনপরিবারায় নমঃ । ওঁ কেশিনায় বিজাধিপত্যে
 সবাহনপরিবারায় নমঃ । ওঁ অনন্তায় নাগাধিপত্যে
 সবাহনপরিবারায় নমঃ । ওঁ ব্রহ্মণে লোকাধিপত্যে
 সবাহনপরিবারায় নমঃ । ওঁ বজ্রায় হুঁ ফট্ নমঃ ওঁ
 শক্তৌ হুঁ ফট্ নমঃ । ওঁ দণ্ডায় হুঁ ফট্ নমঃ ওঁ খড়্গায়
 হুঁ ফট্ নমঃ । ওঁ পাণায় হুঁ ফট্ নমঃ ওঁ ধ্বজায় হুঁ
 ফট্ নমঃ ওঁ গদায়ৈ হুঁ ফট্ নমঃ ওঁ দিশূলায় হুঁ ফট্
 নমঃ ওঁ চক্রায় হুঁ ফট্ নমঃ ওঁ পদ্মায় হুঁ ফট্ নমঃ
 ওঁ বৌং বিশ্বক্সেনায় নমঃ ॥ ২৩ ॥ এতির্মন্ত্রৈর্মহাদেব
 পূজা অঙ্গাদয়ো নরৈঃ । পূজয়িত্বা মহাত্মানং বিষ্ণুং ব্রহ্ম
 ধ্বজপণম্ । স্তবীত চানয়া স্তব্যা পরমাত্মানং মব্যয়ং ॥ ২৪ ॥

হাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গপূজা করিয়া ওঁ শ্রীয়ে নমঃ
 ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে । ২২-২৩ । হে
 মহাদেব ! পূজোক্ত মন্ত্রে সাধক অঙ্গদৈবতাদিগের অর্চনা
 করিয়া ব্রহ্মধ্বজপ অব্যয় পরমাত্মা পরমেশ্বর বিষ্ণুকে এইরূপে

বিষ্ণবে দেবদেবায় নমো বৈ প্রভবিষ্ণবে । বিষ্ণবে
বাসুদেবায় নমঃ স্থিতিকরায় চ ॥ ২৫ ॥ গ্রনিস্বে নম-
শ্চৈব নমঃ প্রলয়শায়িনে । দেবানাং প্রভবে চৈব
যজ্ঞানাং প্রভবে নমঃ ॥ ২৬ ॥ মুনিানাং প্রভবে নিত্যং
যক্ষানাং প্রভবিষ্ণবে । জিহ্বে সৰ্গদেবানাং সৰ্গশায়
মহাশ্বনে ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মেশ্বররুদ্রবন্দ্যায় সৰ্বেশায় নমোনমঃ ।
সৰ্গলোকহিতার্থায় লোকাধ্যক্ষায় বৈ নমঃ ॥ ২৮ ॥
সৰ্গশোণ্ডে সৰ্গকর্ত্রে সৰ্গদুষ্টবিনাশিনে । বরপ্রদায়
শান্তায় বরেণ্যায় নমোনমঃ । শরণ্যায় স্বরূপায় ধর্ম-
কামার্থদায়িনে ॥ ২৯ ॥ স্তূয়া ধ্যায়েৎ স্বহৃদয়ে ব্রহ্ম-
রূপিণ মব্যয়ং । এবম্ভূ পূজয়েদ্বিষ্ণুং মূলমন্ত্রেণ শব্দর ॥
৩০ ॥ মূলমন্ত্রং জপেদ্যপি যঃ স যাতি নরোহরিং ।
এতত্তে কথিতং রুদ্র বিষ্ণোরচন মূর্তমং ॥ ৩১ ॥ রহস্যং
পরমং গুহ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদং পরং । এতদ্যচ্চ পঠে-

ত্বব করিবে । ২৭ । হে বাসুদেব! তুমি স্বয়ং বিষ্ণু, দেবাদিদেব ও
জগতের প্রভু, তোমাকে নমস্কার করি । তুমি বসুদেবতনয় ও
জগৎপালন করিতেছ, তোমাকে নমস্কার করি । ২৮ । তুমি
অস্তিমসনয়ে জগৎগ্রাস কর ও প্রলয়কালে শয়ান থাক,
তোমাকে নমস্কার করি । তুমি দেবতাদিগেরও প্রভু এবং যজ্ঞা-
দির কারণ, তোমাকে নমস্কার করি । ২৯ । তুমি মুনিবর্গ ও যক্ষ-
গণের প্রভু, সৰ্গদেবজয়ী ও সৰ্গগ, মহাশ্বন! তোমাকে নমস্কার
করি । ২৭ । তুমি ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও মহেশ্বরের বন্দনীয় ও সকলের
ঈশ্বর, তোমাকে নমস্কার করি । তুমি সৰ্বদা জগতের হিতসাধন
করিতেছ, তুমি ত্রিভুবনের কণ্ঠা, তোমাকে নমস্কার করি ।
৩০ । তুমি সকলের রক্ষা করিতেছ, তুমি জগৎকণ্ঠা, তুমি সৰ্গ-
দুষ্ট বিনাশকর । তুমি বরপ্রদ, শান্তশীল ও সঙ্গশ্রেষ্ঠ, তোমাকে
নমস্কার করি । তুমি সকলের আশ্রয়স্বরূপ এবং ধর্মকামার্থ-
প্রদানকর, তোমাকে নমস্কার করি । ২৯ । হে শব্দর! এইরূপে
স্বহৃদয়ে ব্রহ্মরূপী অব্যয় বিষ্ণুর ধ্যান ও স্তব করিবে । এইপ্রকারে
মূলমন্ত্রে বিষ্ণুর অর্চনা করিতে হইবে । ৩০ । যে ব্যক্তি হরির
মূলমন্ত্র জপ করে, সেই ব্যক্তি অন্ত্যকালে হরিপদ প্রাপ্ত হইয়
হে রুদ্র! তোমার নিকট বিষ্ণুপূজা বলিলাম । ৩১ । এই বিষ্ণুপূজা
অতিগোপনীয় ও ভুক্তিমুক্তিপ্রদ । হে মহেশ্বর! যে বিষ্ণুভক্ত-

দ্বিদ্ধান্ বিষ্ণুভক্তঃ পুমান্ হর । শৃণুয়াৎ আবরেদ্যপি
বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

মহেশ্বর-উবাচ ॥ ১ ॥ পঞ্চতত্ত্বার্চনং ক্রহি শব্দচক্রগদা-
ধর । যেন বিজ্ঞানমাত্রেন নরোযাতি পরং পদং ॥ ২ ॥
হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ পঞ্চতত্ত্বার্চনং বক্ষ্যে তব শব্দর
সুত্রত । মঙ্গল্যং মঙ্গলং দিব্যং রহস্যং কামদং পরং ।
তত্ত্বগুহ্যমহাদেব পবিত্রং কলিনাশনং ॥ ৪ ॥ একএবাব্যয়ঃ
শান্তঃ পরমাত্মা সনাতনঃ । বাসুদেবো ধ্রুবঃ শুদ্ধঃ
সর্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ ॥ ৫ ॥ স এব মায়ায়া দেব পঞ্চধা
সংস্থিতো হরিঃ । লোকানুগ্রহকৃদ্বিষ্ণুঃ সৰ্গদুষ্টবিনাশনঃ ॥
৬ ॥ বাসুদেবস্বরূপেণ তথা সঙ্কর্ষণেন চ । তথা প্রহ্লাদ-
রূপেণানিরুদ্ধাখ্যেন চ স্থিতঃ । নারায়ণস্বরূপেণ

সাধক এই বিষ্ণুস্তব পাঠ করে, কিম্বা শ্রবণ করে, অথবা শ্রবণ
করায়, সেই মনুষ্য অন্ত্যকালে বিষ্ণুলোকে গমন করে । ৩২ ।

ইতি একত্রিংশ অধ্যায় ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

মহাদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শব্দচক্রগদাধর! তুমি
আমার নিকট পঞ্চতত্ত্বার্চন বল । - এই পঞ্চতত্ত্বার্চন জানতে
পারিলে মনুষ্যগণ পরমপদলাভ করিয়া থাকে । ১-২ ।

হরি বলিলেন, হে মহাব্রত শব্দর! আমি পঞ্চতত্ত্বার্চন
বলিব । এই দিব্য পঞ্চতত্ত্বার্চন মঙ্গলপ্রদ, মঙ্গলস্বরূপ, ততি
গোপনীয় ও সাধকের অভীষ্টফলপ্রদ । মহাদেব! পবিত্র ও
কলিদোষবিনাশক পঞ্চতত্ত্বার্চন শ্রবণ কর । ৩-৪ । সেই অদ্বিতীয়,
অব্যয়, শান্তশীল, পরমাত্মা, সনাতন, বাসুদেবতনয় বিষ্ণু নিশ্চল,
শুদ্ধসত্য, সর্বব্যাপী ও তেজোময় । ৫ । মহাদেব! সেই এক বিষ্ণু
ত্রিভুবনের হিতসাধনার্থ নিজমায়া দ্বারা পঞ্চরূপ আশ্রয় করিয়া-
ছেন । ইনি সকলের প্রতি করুণা প্রকাশকরেন এবং সর্বদোষ
নিবারণ করেন । ৬ । এক বিষ্ণু বাসুদেবরূপে, সঙ্কর্ষণরূপে
প্রহ্লাদরূপে, অনিরুদ্ধরূপে ও নারায়ণরূপে বিভক্ত হইয়াছেন ।

পঞ্চধা চ হরং হিতঃ ॥ ৭ ॥ এতেষাং বাচকা মন্ত্রা
এতান্ শৃণু ব্রহ্মরজ । ওঁ অং বাসুদেবায় নমঃ ওঁ আং
সর্গর্গায় নমঃ ওঁ অং প্রহ্মায় নমঃ ওঁ অনিরুদ্ধায়
নমঃ ওঁ নারায়ণায় নমঃ ॥ ৮ ॥ পঞ্চমন্ত্রাঃ সমা-
খ্যাতাঃ দেবানাং বাচকাস্তব । সর্গপাপহরাঃ পুণ্যাঃ
সর্গরোগবিনাশনাঃ ॥ ৯ ॥

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি পঞ্চতর্জার্কনং শুভং । বিধিনা
যেন কৰ্ত্তব্যং বৈকী মন্ত্রৈশ্চ শঙ্কর ॥ ১০ ॥ আদৌ জ্ঞানং
প্রকুরীত স্নাত্বা সন্ধ্যাং সমাচরেৎ । অর্চনাগার-
মাগন্ত্য প্রক্ষাল্যাজ্জ্যাদিকং তথা ॥ ১১ ॥ আচম্যো-
পবিশেৎ প্রোক্ষ্য বদ্ধাসনমভীপ্সিতং । শোষণাদি ততঃ
কুর্যাৎ অং ক্ষৌং রমিতি মন্ত্রকৈঃ ॥ ১২ ॥ সামান্ত-
কঠিনীকৃত্য তাণ্ডমুৎপাদয়ে ততঃ । বিতিষ্ঠাণ্ডং ততো-
হুণ্ডে ভাবয়েৎ পরমেশ্বরং ॥ ১৩ ॥ বাসুদেবং জগন্নাথং
পীতকৌষেয়বাসসং । সহস্রাদিত্যসঙ্কাশং ক্ষুরশ্বকর-
কুণ্ডলং ॥ ১৪ ॥ আত্মনো হৃদি পণ্ডে তু ধ্যায়ৈতু

তাঁহার এই পূর্বোক্ত পঞ্চরূপ আছে । ৭ । ব্রহ্মহন ! উক্ত পঞ্চ-
রূপী জনার্দনের পঞ্চমন্ত্র শ্রবণ কর । ওঁ বাসুদেবায় নমঃ ইত্যাদি
পঞ্চমন্ত্রে উক্ত পঞ্চরূপী নারায়ণের পূজা করিতে হইবে । ৮ ।
এই পঞ্চমন্ত্র পঞ্চদেবতার বাচক । উক্ত পঞ্চমন্ত্র শ্রবণে সর্গপাপ
বিনষ্ট হইয়া পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে এবং সর্গপ্রকার রোগ-
বিনাশ পায় । ৯ । শঙ্কর ! এইরূপ বৈকুণ্ঠ বিধানে ও যে সকল
মন্ত্রে পঞ্চতর্জার্কন করিতে হইবে, সেই প্রণালী ও মন্ত্রাদি বলি-
ব, শ্রবণ কর । ১০ । প্রথমতঃ বধাবিধি জ্ঞান ও সন্ধ্যাবন্ধনাদি সমা-
পন করিয়া পূজাগারে প্রবেশপূর্বক করচরণাদি প্রক্ষালন
করিবে । ১১ । প্রোক্ত সাধক অগ্রে আচমন করিয়া বদ্ধপদ্মাসনে
উপবেশনপূর্বক অং ক্ষৌং ও রং এই মন্ত্রে শোষণাদি দ্বারা ভূত-
শুদ্ধি করিবে । ১২ । শোষণাদি দ্বারা শরীর বিনাশ করিয়া দৃঢ়-
অণ্ডাকার দেহ উৎপাদন করিবে । পরে ঐ অণ্ড তেজ করিয়া
ঐ অণ্ডমধ্যে পরমেশ্বররূপ চিত্তা করিবে । ১৩ । দেবের আকার
এইরূপ—জগৎকর্ত্তা বহুদেবতনয় বিষ্ণু পীতবর্ণ কৌষেয়
বস্ত্রপরিধান করিয়া আছেন, সহস্র রশ্মিরেণের স্নানস্নান
দেহকান্তি, কর্ণদেশে সমুদ্রল মকরাশ্রিত কুণ্ডল আছে ।
এইরূপে ৭ স্বীয় হৃৎপণ্ডে বাসুদেবরূপ আত্মাকে চিত্তা

পরমেশ্বরং । ততঃ সর্গর্গং দেবমাত্মনং চিত্তয়েৎ
প্রভুং । প্রহ্মমনিরুদ্ধঞ্চ ত্রিমারায়ণমন্ততঃ ॥ ১৫ ॥
ইন্দ্রাদীংশ্চ সুরাংস্তস্মাদেবদেবাং সমুখিতান্ । চিত্ত-
য়েচ্চ ততোস্তাসং কুর্য্যাই করয়োর্ভয়োঃ ॥ ১৬ ॥
ব্যাপকং মূলমন্ত্রেণ চাক্ষাসং ততঃপরং । অক্ষমন্ত্রে-
র্মহাদেব তস্মজ্জান্ শৃণু সূত্রত ॥ ১৭ ॥ ওঁ আং হৃদয়ায়
নমঃ ওঁ ঙং শিরসে নমঃ ওঁ উং শিখায়ৈ নমঃ ওঁ
ঐ কবচায় নমঃ ওঁ ঔ নেত্রদ্বয়ায় নমঃ ওঁ অঃ অন্তায়
কট্ ॥ ১৮ ॥ ওঁ সমস্তপরিবারায়াচ্যাতীয় নমঃ ওঁ
ধাত্রে নমঃ ওঁ বিধাত্রে নমঃ ওঁ আধারণক্যৈ নমঃ ওঁ
কুর্মায় নমঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ ওঁ
ধর্ম্মায় নমঃ ওঁ জ্ঞানায় নমঃ ওঁ রৈরাগ্যায় নমঃ ওঁ
ঐশ্বর্য্যায় নমঃ ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ অজ্ঞানায় নমঃ ।
ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ ওঁ অর্কমণ্ডলায় নমঃ ওঁ সোমমণ্ড-
লায় নমঃ ওঁ মং বহুমণ্ডলায় নমঃ ওঁ বং বাসুদেবায়
পরমব্রহ্মণে শিবায় তেজোরূপায় ব্যাপিনে সর্গ-
দেবাধিদেবায় নমঃ । ওঁ পাঞ্চজ্ঞায় নমঃ ওঁ সুদর্শনায়
নমঃ ওঁ গদায়ৈ নমঃ ওঁ পদ্মায় নমঃ ওঁ শ্রীয়ে নমঃ ওঁ
ক্রিয়ায়ৈ নমঃ ওঁ পুষ্টিয়ে নমঃ ওঁ শক্ত্যৈ নমঃ ওঁ প্রীত্যৈ
নমঃ ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ওঁ অগ্নয়ে নমঃ ওঁ যমায় নমঃ ওঁ
নৈশ্চ্যতায় নমঃ ওঁ বরুণায় নমঃ ওঁ বায়বে নমঃ ওঁ
সোমায় নমঃ ওঁ ঙ্গানায় নমঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ ওঁ
ব্রহ্মণে নমঃ ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ ওঁ পদ্মায় নমঃ ॥ ১৯ ॥

করিবে । এইরূপে স্বীয় আত্মাকে সর্গর্গ, প্রহ্ম, অনিরুদ্ধ ও
নারায়ণরূপ ধ্যান করিতে হইবে । ১৪-১৫ । অনন্তর ঐ সকল
মূর্ত্তি হইতে সমুৎপন্ন ইন্দ্রাদিদেবগণকে চিত্তা করিয়া পরে কর-
জ্ঞাস করিতে হইবে । ১৬ । তৎপরে মূলমন্ত্রে ব্যাপকজ্ঞাস করিয়া
অক্ষমন্ত্রে অজ্ঞাস করিবে । মহাদেব ! সেই সকল অক্ষমন্ত্র বলি-
ব, শ্রবণ কর । ১৭ । তৎপরে ওঁ আঃ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের
লিখিত মন্ত্রে অজ্ঞাস করিবে । এই সকল মন্ত্রকে অক্ষমন্ত্র
বলে । অনন্তর ওঁ সমস্তপরিবারায় অজ্ঞাত্যনায় নমঃ ইত্যাদি
মন্ত্রে জ্ঞাস ও পূজা করিতে হইবে । ১৮-১৯ । হে ব্রহ্ম ! এই . .

এতে মন্ত্ৰাঃ সমাখ্যাতাঃ স্তব রুদ্র নামাসতঃ । পূজা চৈব
প্রকর্তব্যাম্‌ মণ্ডলে স্থিতিকাদিকে ॥ ২০ ॥ অঙ্গস্তাসং কৃত্বা
তু মুদ্রাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রদর্শয়েৎ । আত্মানং বাসুদেবঞ্চ ধ্যানা
চৈব পরেশ্বরং ॥ ২১ ॥ আসনং পূজ্যং পশ্চাদাবাহ
বিধিসম্মতঃ । দ্বারে ধাতুর্নিধাতুশ্চ পূজা কার্য্যাম্‌ স্বয়ং ॥
২২ ॥ গরুড়ং পূজয়েদগ্রে বাসুদেবশ্চ শঙ্কর । শঙ্খাদি-
পদ্মপর্য্যন্তং মধ্যদেশে প্রপূজয়েৎ ॥ ২৩ ॥ ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ
বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং পূর্ব্বদেশতঃ । আগ্নেয়াদিষষ্ঠয়েদৈ
অধর্ম্মাদি চতুষ্ঠয়ং ॥ ২৪ ॥ মণ্ডলদ্বয়মধ্যে তু কীর্ত্তিতা
জ্ঞানসম্বিতিঃ । পূর্বাদি পদ্মপত্রেষু পূজ্যাঃ সঙ্কর্ষণাদয়ঃ ॥
২৫ ॥ কর্ণিকায়ং বাসুদেবং পূজয়েৎ পরমেশ্বরং । পাঞ্চ-
জ্ঞাদয়ঃ পূজ্যাঃ ঐশান্যাদিষু সংস্থিতাঃ ॥ ২৬ ॥ শঙ্করশ্চৈব
পূর্বাদৌ দেবদেবশ্চ শঙ্কর । ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাঃ
পূজ্যাঃ পূর্বাদিষু স্থিতাঃ ॥ ২৭ ॥ অধোনাগং তদৃদ্ধস্ত

সমস্ত মন্ত্র সংক্ষেপে তোমার নিকট বলিলাম । স্থিতিক ও সর্ব্বতো-
ভদ্র মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া উক্ত মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে । ২০ ।
তৎপরে অঙ্গস্তাস করিয়া সকল মুদ্রাপ্রদর্শন করিবে । পরে স্বীয়
আত্মাকে পরমেশ্বর বাসুদেবস্বরূপ চিন্তা করিয়া আসনপূজা
করিতে হইবে । হে স্বয়ং ! পরে সাধক মনুষ্য যথাবিধি আবাহ-
ন করিয়া দ্বারদেশে ও খাজে নমঃ, ওঁ বিখাজে নমঃ, এই মন্ত্রে
পূজা করিবে । ২১-২২ । হে শঙ্কর ! বাসুদেবের অগ্রভাগে
ওঁ গরুড়ায় নমঃ, মণ্ডলমধ্যে ওঁ শঙ্করায় নমঃ, ওঁ চক্রায় নমঃ,
ওঁ গনায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে অর্চনা
করিবে । ২৩ । মণ্ডলের পূর্ব্বদিকে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ, দক্ষিণদিকে
ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, উত্তরদিকে
ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, নৈঋতকোণে
ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ঈশান-
কোণে ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজা করিতে
হইবে । ২৪ । উত্তরমণ্ডলমধ্যে দেবতার আসন স্থাপন করিয়া
গণ্ডের পূর্বাদিপত্রে সঙ্কর্ষণাদি দেবতার পূজা করিবে । ২৫ । পণ্ডের
কর্ণিকাতে পরাণের বাসুদেবের পূজা করিয়া ঈশানাদিকোণে
পাঞ্চজ্ঞাদির পূজা করিবে । ২৬ । হে শঙ্কর ! মণ্ডলে পূর্বাদি-
দিকে দেবদেব বাসুদেবের শক্তিপূজা করিয়া ঐ পূর্বাদিদিকে
ইচ্ছা প্রভৃতি লোকপালের পূজা করিতে হইবে । ২৭ । সাধক

ব্রহ্মাণং পূজয়েৎ সূর্য্যীঃ । ইতি স্থানক্রমোক্তোয়ো মণ্ডলে
শঙ্কর ভয়া ॥ ২৮ ॥ আবাহ মণ্ডলে দেবং কৃত্বা স্তাসন্ত
তস্ত চ । মুদ্রাং প্রদর্শ্য পাণ্ডাদীন্‌ দত্বান্মূলেন শঙ্কর ॥
২৯ ॥ স্তানং বস্ত্রং তথাচামং নমস্কারং প্রদক্ষিণং ।
কুর্য্যাচ্ছঙ্কর মূলেন জপঞ্চাপি সমর্পয়েৎ ॥ ৩০ ॥ ইদং
স্তোত্রং জপেৎ পশ্চাদ্বাসুদেবমমুস্মরন্‌ । ওঁ নমো বাসু-
দেবায় নমঃ শঙ্কর্য্যায় চ ॥ ৩১ ॥ প্রত্যাঙ্গারাদিদেবায়-
নিকুদ্ধায় নমোনমঃ । নমো নারায়ণায়ৈব অরাণাং
পতয়ে নমঃ ॥ ৩২ ॥ নরপূজ্যায় কীর্ত্ত্যায় স্তব্যায়
বরদায় চ । অনাদিনিধনায়ৈব পুরাণায় নমোনমঃ ॥ ৩৩ ॥
সৃষ্টিসংহারকত্রে চ ব্রহ্মণঃ পতয়ে নমঃ । নমো বৈ বেদ-
বেদ্যায় শঙ্খচক্রধরায় চ ॥ ৩৪ ॥ কলিকল্মষভ্রাত্রে চ
সুরেশায় নমোনমঃ । সংসারবৃক্ষচ্ছেদ্রে চ মায়াভেদ্রে
নমোনমঃ ॥ ৩৫ ॥ বহুরূপায় তীর্থায় ত্রিগুণায় নমো-

মণ্ডলের অধোদেশে অনন্ত ও উর্দ্ধভাগে ব্রহ্মার পূজা করিবে ।
হে শঙ্কর ! এইপ্রকারে মণ্ডলে পূজাহান নিশ্চয় করিবে । ২৮ ।
মণ্ডলে বাসুদেবের আবাহন ও যথোক্তবিধানে স্তাসাদি করিয়া
মুদ্রাপ্রদর্শনপুস্তক মূলমন্ত্রে পাদ্যাদি নিবেদন করিবে । স্তানীয়,
বস্ত্র ও আচমনীয় প্রদান করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নমস্কার কারবে ।
হে শঙ্কর ! তৎপরে মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া পূজাসমর্পণ
করিতে হইবে । ২৯-৩০ । অনন্তর বাসুদেবকে স্মরণ করিতে
করিতে পশ্চাল্লিখিত স্তব পাঠ করিবে । হে বাসুদেব ! হে সঙ্ক-
র্ষণ ! তোমাকে নমস্কার করি । ৩১ । হে প্রহ্লাদ ! হে আদিদেব
অনিকঙ্ক ! তোমাকে নমস্কার করি । হে নারায়ণ ! হে নরপতে !
তোমাকে নমস্কার করি । ৩২ । হে প্রভো ! তুমি মনুষ্যবণের
পূজনীয় ও ত্রিত্ববনের কান্তনীয় । তোমাকে দেবগণ ও স্তব
করিয়া থাকেন এবং তুমি সকলের বরপ্রদ । তোমার আদি ও
অন্ত নাই, তুমি পুরাণপুরুষ, তোমাকে নমস্কার করি । ৩৩ । তুমি
সমস্ত জগতের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা, তুমি ব্রহ্মারও অধিপতি,
তুমি বেদপ্রতিপাদ্য ও শঙ্খচক্রধারী, তোমাকে নমস্কার করি ।
৩৪ । তুমি কলিকৃত পাপ হইতে মনুষ্যগণকে ত্রাণ কর, তুমি
দেবগণের সৈন্য, তোমাকে নমস্কার করি । তুমি সংসারবৃক্ষের
ছেদনকর্তা, তুমি ভবমায়া বিনাশকর, তোমাকে নমস্কার করি ।
৩৫ । তুমি অনন্তরূপী, তীর্থস্বরূপ ও ত্রিগুণময়, তোমাকে নম-

নমঃ। ব্রহ্মবিশ্বীকরণায় হোক্ষদায় নমো নমঃ ॥ ৩৬ ॥
 মোক্ষদায়ান ধর্মায় নির্বাণায় নমো নমঃ। সর্বকাম-
 প্রদায়ৈব পরং ব্রহ্মস্বরূপিণে ॥ ৩৭ ॥ সংসারসাগরে
 ঘোঁরে নিমগ্নং মাং সমুদ্রর। হৃদস্থো নাস্তি দেবেশ
 নাস্তি ত্রাতা জগৎপ্রভো ॥ ৩৮ ॥ ত্বামেব সর্বগং বিষ্ণুং
 গতোহহং শরণং গতঃ। জ্ঞানদীপপ্রদানেন তমোমুক্তং
 প্রকাশয় ॥ ৩৯ ॥ এবং স্তবীত দেবেশং সর্বক্লেশ-
 বিনাশনং। অশ্রুশ্চ বৈদিকৈঃ স্তোত্রৈঃ স্তব্যা চ নীল-
 লোহিত ॥ ৪০ ॥ পঞ্চতত্ত্বসমায়ুক্তং ধ্যায়ৈদ্বিষ্ণুং নরো-
 হৃদি। বিসর্জয়েততো। দেবগিতি পূজা প্রকীর্তিতা ॥ ৪১ ॥
 সর্বকামপ্রদা শ্রেষ্ঠা বাসুদেবশ্চ শঙ্কর। এতৎপূজন-
 মাত্রেণ কৃতকৃত্যো। ভবেন্নরঃ ॥ ৪২ ॥ ইদঞ্চ যঃ পাঠেজ্জ
 পঞ্চতত্ত্বার্চনং নরঃ। শৃণুয়াৎ শ্রাবয়েদ্বাপি বিষ্ণুলোকং
 ন গচ্ছতি ॥ ৪৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

স্বার করি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই দেবত্রয় তোমার রূপভেদ
 মাত্র, তোমার প্রসাদে নরগণ মুক্তিলাভ করে, তোমাকে নমস্কার
 করি। ৩৬। তুমি মুক্তির দ্বারস্বরূপ, তুমিই একমাত্র ধন্য এবং
 তুমিই নির্যাণমুক্তিরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সাধক-
 বর্গের সন্নাভিলাষ পূর্ণ কর এবং তুমিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ,
 তোমাকে নমস্কার করি। ৩৭। হে নারায়ণ! আমি বিষম-
 সংসারসাগরে নিমগ্ন আছি, আমাকে উদ্ধার কর। হে দেবে-
 শ্বর! তুমি ভিন্ন জ্ঞানকর্তা আর কেহ নাই। ৩৮। তুমি সর্বগ বিষ্ণু,
 আমি তোমার শরণাগত হইলাম, তুমি আমার জ্ঞানপ্রদীপ সমু-
 জ্জল করিয়া মোহাকার বিনাশ কর। ৩৯। সাধক এইরূপে
 সর্বক্লেশবিনাশন দেবেশ্বর বাসুদেবকে স্তব করিবে। হে মহা-
 দেব! অস্ত্রাশ্র বৈদিক স্তবদ্বারা বাসুদেবকে স্তব করিয়া পঞ্চ-
 তত্ত্বসমায়ুক্ত বিষ্ণুকে স্বীয় হৃদয়ে ধ্যান করিয়া দেবদেব বাসু-
 দেবকে বিসর্জন করিবে। এইপ্রকার পঞ্চতত্ত্বযুক্ত বিষ্ণুর পূজা
 কথিত হইল। ৪০-৪১। হে শঙ্কর! উক্ত প্রকারে বাসুদেবের
 অর্চনা করিলে সাক্ষাৎ সর্বভিলাষ পরিপূর্ণ হয়। এই পূজা
 সর্বপূজার শ্রেষ্ঠ। এইরূপে বিষ্ণুর পূজা করিলে মুহূর্ত্তাগণ চরি-
 তার্থতা লাভ করে। ৪২। হে ব্রহ্ম! যে সাধক মনুষ্য এই পঞ্চ
 তত্ত্বার্চন করিয়া উক্ত স্তব পাঠ বা শ্রবণ করে অথবা শ্রোত্বে

ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

রুদ্র-উবাচ ॥ ১ ॥ সুদর্শনস্য পূজাং মে বদ শঙ্করগদা-
 ধর। গ্রহরোগাদিকং সর্বং যৎ কুত্ভা নাশয়েতি বৈ ॥ ২ ॥
 হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ সুদর্শনস্য চক্রস্য শৃণু পূজাং রঘু-
 ধ্বজ। জ্ঞানমাদৌ প্রকীর্তিত পূজয়েচ্চ হরিস্ততঃ ॥ ৪ ॥
 মূলমন্ত্রেণ বৈ জ্ঞানং মূলমন্ত্রং শৃণু চ। সহস্রারং হুঁ ফট্
 নমো মন্ত্রঃ প্রণবপূর্বকঃ। দধিতঃ সর্বদুষ্টানাম্ নাশনৈঃ
 মন্ত্রভেদকঃ ॥ ৫ ॥ ধ্যায়েৎ সুদর্শনং দেবং হৃদি প্রদেহ-
 মলে শুভে। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং সৌম্যং কিরীটিনং ॥
 ৬ ॥ আবাহ্য মণ্ডলে দেবং পূর্বোক্তবিধিনা হর। পূজ-
 য়েদগন্ধপুষ্পাঞ্জলিরূপচারৈর্মহেশ্বর ॥ ৭ ॥ পূজয়িত্বা
 জপেদমন্ত্রং শতমষ্টোত্তরং নরঃ। এবং যঃ কুরতে
 রুদ্র চক্রস্মার্ত্তনমুত্তমং ॥ ৮ ॥ সর্বরোগবিনিষ্টুভো
 বিষ্ণুলোকং সমাপ্নুয়াৎ। এতৎ স্তোত্রং জপেৎ পশ্চাৎ

বর্গকে শ্রবণ করায়, সেই মনুষ্য অন্তকালে বিষ্ণুলোকে গমন
 করে। ৪৩। ইতি দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ঃ।

মহাদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গদাধর! তুমি আমাব
 নিকট সুদর্শনপূজা বল। এই সুদর্শনপূজা করিলে গ্রহদোষ ও
 রোগাদি বিনাশ পায়। ১-২। হরি বলিলেন, হে রঘুনাথন!
 সুদর্শনপূজা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অগ্রে জ্ঞান করিয়া পরে
 হরির অর্চনা করিবে। ৩ ৪। হে ব্রহ্ম! মূলমন্ত্রদ্বারা জ্ঞান
 করিবে, এইরূপ মূলমন্ত্র শ্রবণ কর। হুঁ অং হুঁ ফট্ নমঃ এই সুদ-
 র্শনদেবের মূলমন্ত্র কথিত হইল। উক্ত মন্ত্র সর্বদুষ্টবিনাশক। ৫।
 সাধক স্বীয় নিম্নলিখিত হৃদয়পদ্মে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, সৌম্যমুষ্টি
 ও কিরীটধারী সুদর্শনদেবকে চিত্তা করিবে। ৬। পরে মণ্ডল-
 মধ্যে সুদর্শনদেবের আবাহন করিয়া পূর্বোক্তবিধানে গন্ধ,
 পুষ্প, ধূপ, দীপাদি বিবিধ উপচারে পূজা করিবে। ৭। পূজাস্তে
 সাধক মনুষ্য অষ্টোত্তরশত মূলমন্ত্র জপ করিবে। হে ব্রহ্ম! এই
 প্রকারে যে সাধক সুদর্শনচক্রের পূজা করে, সেই সাধক ইহ
 কালে সর্বরোগ হইতে মুক্ত হইয়া পরকালে বিষ্ণুলোক লাভ

সৰ্বব্যাদিবিনাশনং ॥ ৯ ॥ নমঃ স্তূদর্শনায়ৈব সহস্রা-
দিত্যবচ্চনে। স্বালামালাপ্রদীপায় সহস্রারায় চক্ষুবে ॥
১০ ॥ সৰ্বদুষ্টবিনাশায় সৰ্বপাতকমর্দিনে। সূচক্রায়
বিচক্রায় সৰ্বমজ্জন্মভেদিনে ॥ ১১ ॥ প্রসবিত্রে জগ-
দ্ধাত্রে জগদ্বিধ্বংসিনে নমঃ। পালনার্থায় লোকানাং
দুষ্টানুরবিনাগিনে ॥ ১২ ॥ উগ্রায় চৈব সৌম্যায়
চণ্ডায় চ নমোনমঃ। দমস্কন্ধঃস্বরূপায় সংসারভয়-
ভেদিনে ॥ ১৩ ॥ মায়াপঞ্জরভেদ্রে চ শিবায় চ নমো-
নমঃ। গ্রহাতিগ্রহরূপায় গ্রহাণাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৪ ॥
কালায় মৃত্যবে চৈব ভীমায় চ নমোনমঃ। ভক্তানুগ্রহ-
দাত্রে চ ভক্তগোষ্ঠে নমোনমঃ ॥ ১৫ ॥ বিষ্ণুরূপায়
শান্তায় চারুধানাং ধরায় চ। বিষ্ণুশস্ত্রায় চক্রায় নমো
ভূয়ো নমোনমঃ ॥ ১৬ ॥ ইতিস্তোত্রং মহাপুণ্যং চক্রস্ত

করিয়া থাকে। অনন্তর পঞ্চালিখিত স্তব পাঠ করিবে, এই স্তব-
পাঠে সাধকের সৰ্বপ্রকার ব্যাদিবিনাশ হয় ॥ ৯-১৬ ॥ সহস্র স্বর্গাতুলা
ভেদোবিশিষ্ট স্তূদর্শনচক্রকে নমস্কার করি। স্তূদর্শন! তোমার
স্বীয় কিরণজালে দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। তুমি সহস্র অরবিশিষ্ট
ও চক্ষুঃস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। ১০। হে স্তূদর্শনচক্র!
তুমি সৰ্বদুষ্টবিনাশ করিয়া বিবিধ পাপ নিবারণ কর। তুমি
সূচক্র ও বিচক্রস্বরূপ, এবং তোমা হইতে সৰ্বপ্রকার মত্ত
প্রকাশিত হইয়াছে। ১১। তুমি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়
করিতেছ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি লোকপালনার্থ দুষ্ট
অনুরদিগকে বিনাশ কর। ১২। তুমি দুষ্টদৈত্যাদির পক্ষে
উগ্রমূর্তি ও শাস্ত্রশীল দেবগণের পক্ষে সৌম্যমূর্তি ধারণ করিয়াছ।
তুমি চণ্ডমূর্তি, জগতের চক্ষুঃস্বরূপ এবং সংসারভয় বিনাশকর,
তোমাকে নমস্কার করি। ১৩। তুমি মায়াপঞ্জর ভেদকর, তুমি
শিবস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি গ্রহদিগেরও গ্রহ-
স্বরূপ ও গ্রহাধিপতি, তোমাকে নমস্কার করি। ১৪। তুমি
কালস্বরূপ, মৃত্যুস্বরূপ ও ভীমরূপী, তোমাকে নমস্কার করি।
তুমি ভক্তবৃন্দের প্রতি অনুগ্রহপ্রদান করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা
করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার করি। ১৫। তুমি বিষ্ণুরূপী,
শান্তশীল ও আশুধারী, তুমি বিষ্ণুর প্রধান শস্ত্র, তোমাকে
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। ১৬। হে স্তূদর্শন! তোমার এই মহা

তব কীর্তিত্বং। যঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকং স
গচ্ছতি ॥ ১৭ ॥ চক্রপূজাবিধিং বশ্চ পঠেজ্জজ্ঞ জিতে-
জ্জিয়ঃ। স পাপং ভয়সাং কৃদ্বা বিষ্ণুলোকার
কল্পতে ॥ ১৮

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ত্রয়স্ত্রিংশোঃধ্যায়ঃ

চতুস্ত্রিংশোঃধ্যায়ঃ।

রুদ্র-উবাচ ॥ ১ ॥ পুনর্দেবার্চনং ব্রাহ্মি হ্রষীকেশ গদা-
ধর। শৃণুতোনাস্তি তৃপ্তির্মৈ গদতন্তব পূজনং ॥ ২ ॥

হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ হয়গ্রীবস্ত দেবস্ত পূজনং কথ্যামি
তে। তচ্ছৃণু জগন্নাথো যেন বিষ্ণুঃ প্রভুত্বাতি ॥ ৪ ॥
মূলমন্ত্রং মহাদেব হয়গ্রীবস্ত বাচকং। প্রবক্ষ্যামি পরং
পুণ্যং তদাদৌ শৃণু শকর ॥ ৫ ॥ ওঁ হৌঁ ক্ষৌঁ শিরসে
নমঃ ইতি প্রণবসংযুতঃ। অয়ং নবাক্ষরোমন্ত্রঃ সৰ্ব-
বিঘ্নাপ্রদায়কঃ ॥ ৬ ॥ অস্ত্রাঙ্গানি মহাদেব তান্ শৃণু
পুণ্যপ্রদ স্তব কথিত হইল। যে সাধক পরমভক্তিপূর্বক এই
স্তব পাঠ করে সেই ব্যক্তি অন্তকালে বিষ্ণুলোকে গমন করে।
১৭। হে রুদ্র! যে মহাব্যাজিতেজ্জিয় হইয়া এই চক্রপূজাবিধি
পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সৰ্বপাপ ভয়ীভূত করিয়া বিষ্ণুলোকে
গমন করে। ১৮। ইতি ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ঃ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ঃ।

মহাদেব বলিলেন, হে হ্রষীকেশ! হে গদাধর! পুনর্বার
দেবার্চন বল। আমি তোমার নিকট পুনঃ পুনঃ দেবার্চন শ্রবণ
করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। ১-২। হরি বলিলেন,
হয়গ্রীব দেবের পূজা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই পদ্ধতিক্রমে
পূজা করিলে জগন্নাথ পরিতুষ্ট হন। ৩-৪। হে মহাদেব! এই
মূল মন্ত্র হয়গ্রীববাচক। হে শকর! পুণ্যপ্রদ হয়গ্রীব মন্ত্র বলিব,
শ্রবণ কর। ৫। ওঁ হৌঁ ক্ষৌঁ এই প্রণবসংযুক্ত নবাক্ষর
মন্ত্র সৰ্ববিঘ্নাসিদ্ধিপ্রদ। এই মন্ত্রে আরাধনা করিলে সৰ্বমত্ত-
মিঞ্জির ফল হইয়া থাকে। ৬। হে মহাদেব! উক্ত মন্ত্রের

রূষধ্বজ । ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ ও হ্রীঁ শিরসে স্বাহা-
যুক্তং শিরঃ প্রোক্তং ক্রুং বযট্ তথা ॥ ৭ ॥ ওঁকারযুক্তা
দেবস্তা শিখা জেয়া রূষধ্বজ । ওঁ ক্রৌঁ কবচায় হ্রীঁ বৈ
কবচং পরিকীর্তিতং ॥ ৮ ॥ ওঁ ক্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্
নেত্রং দেবস্তা কীর্তিতং । ওঁ হঃ অস্ত্রায় কট্ অস্ত্রং
দেবস্তা কীর্তিতং ॥ ৯ ॥ পূজাবিধিং প্রবক্ষ্যামি তন্মে
নিগদতঃ শৃণু । আদৌ স্নান তথাচম্য ততোযাগগৃহং
ব্রজেৎ ॥ ১০ ॥ ততঃ প্রবিষ্টা বিধিবৎ কুর্যাদৈ শোষণা-
দিকং । যং ক্রৌঁ রমিতি বীজৈশ্চ কঠিনীকৃতা ল-
মিতি ॥ ১১ ॥ অণ্ডমুৎপাত্য চ ততঃ ওঁকারেণৈব ভেদ-
য়েৎ । অণ্ডমধ্যে হয়গ্রীবমাত্মনং পরিচিস্তয়েৎ ॥ ১২ ॥
শঙ্খকুন্দেন্দুধবলং মৃণালরজতপ্রভং । শঙ্খং চক্রং গদাং
পদ্মং ধারয়ন্তং চতুর্ভুজং ॥ ১৩ ॥ কিরীটিনং কুণ্ডলিনং
বনমালাসম্বিতং । সুরকুং সুরকপোলঞ্চ পীতাম্বরধরং
বিভুং ॥ ১৪ ॥ ভাবয়িত্বা মহাত্মানং সর্বদেবৈঃ সম-

অঙ্গস্তান মম্ শ্রবণ কর। ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীঁ
শিরসে স্বাহা, ওঁ ক্রুং শিখায়ৈ বযট্, ওঁ ক্রৌঁ কবচায় হ্রীঁ,
ওঁ ক্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ হঃ অস্ত্রায় কট্ । এই সকল
মতে অঙ্গস্তান ও করস্তান করিবে । ৭-৯ । এইক্ষণ পূজাবিধি
বলিব, শ্রবণ কর । অগ্রে যথাবিধি স্নান করিয়া আচমনপূর্বক
পূজাগৃহে প্রবেশ করিবে । ১০ । তৎপরে বিধিবৎ আসনে উপ-
বেশন করিয়া দেহশোষণাদিক্রমে ভূতশুদ্ধি করিবে । যং ক্রৌঁ ও
রং এই বীজত্রয়ে ক্রমতঃ শোষণাদিধারা ভূতশুদ্ধি সমাপনান্তে লং
এই মন্ত্রে শরীর সূদৃঢ় চিন্তা করিবে । ১১ । তৎপরে মনে মনে
একটি অণ্ড উৎপাদন করিয়া ওঁ এই মন্ত্রে সেই অণ্ডভেদ
করিবে । এই অণ্ডমধ্যে স্বীয় আত্মাকে হয়গ্রীবস্বরূপ চিন্তা-
করিবে । ১২ । হয়গ্রীব দেবের আকার এইরূপ—তিনি শঙ্খ,
কুন্দকুণ্ডল ও চক্রমণ্ডলের স্তায় ধবলবর্ণ, মৃণাল ও রজতের
স্তায় তাঁহার দেহকাস্তি । হয়গ্রীবদেব শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী
ও চতুর্ভুজ । তাঁহার শিরোদেশে রত্নমুকুট, কর্ণে স্তব্ধকুণ্ডল
এবং কণ্ঠদেশে বনমালা বিলম্বিত আছে । এই দেবের কপোল-
দেশে স্রবৎ রক্তাভাবিশিষ্ট ও পরিধানে পীতাম্বর । ১৩-১৪ ।
এইরূপে সর্বদেবসম্বিত মহাত্মা হয়গ্রীবদেবকে চিন্তাকরিয়া

স্থিতং । অঙ্গমন্ত্রৈস্ততো-স্তানং মূলমন্ত্রেণ বৈ তথা ॥
১৫ ॥ ততশ্চ দর্শয়েন্মুদ্রাং শঙ্খপদ্মাদিকাং শুভাং ।
ধ্যায়েদ্যাত্তার্কয়েদ্বিকুং মূলমন্ত্রেণ শকরং ॥ ১৬ ॥ তত-
শ্চাবাহয়েদ্রজং দেবতা আসনস্ত যাঃ । ওঁ হয়গ্রীবাসনস্ত
আগচ্ছত চ দেবতাঃ ॥ ১৭ ॥ আবাহ মণ্ডলে তাস্ত পূজ-
য়েৎ স্বস্তিকাদিকে । দ্বারে ধাতুর্দ্ধিধাতুশ্চ পূজা কার্য্যা
রূষধ্বজ ॥ ১৮ ॥ সমস্তপরিবারায় অচ্যুতায় নম ইতি ।
অস্ত্র মধ্যোচ্চনং কার্য্যং দ্বারে গঙ্গাঞ্চ পূজয়েৎ ॥ ১৯ ॥
যমুনাঞ্চ মহাদেবীং শঙ্খপদ্মনিধী তথা । গরুড়ং পূজয়েৎ
দগ্রে মধ্যো শক্তিঞ্চ পূজয়েৎ ॥ ২০ ॥ আধারাদ্যাং মণ্ড-
দেব ততঃ কুর্শ্বং সমর্চয়েৎ । অনন্তং পৃথিবীং পশ্চাদ্-
ধর্মজ্ঞানো ততোহর্চয়েৎ । বৈরাগ্য মথ চৈশ্বর্য্যং
আগ্নেয়াদিষু পূজয়েৎ ॥ ২১ ॥ অধর্মজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্ব-
র্যাদীংস্ত পূর্বতঃ । সৎসং রজস্তমশ্চৈব মধ্যদেশেৎ
পূজয়েৎ ॥ ২২ ॥ নন্দং নালঞ্চ পদ্মঞ্চ মধ্যো দৈব প্রপূজয়েৎ ।

পূনোক্ত অঙ্গমন্ত্রে অঙ্গস্তানাদি করিবে । তৎপরে মূলমন্ত্রে শ্রবণ-
পূর্বক শঙ্খপদ্মাদি মুদ্রা প্রদর্শনকরিবে । এইরূপে হয়গ্রীবরূপী
বিষ্ণুর ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে পূজাকরিতে হইবে । ১৫-১৬ । হে
রজ ! অনন্তর হয়গ্রীবদেবের আসনদেবতা সকলের আবাহন
করিবে । ওঁ হয়গ্রীবস্ত আসনদেবতাঃ আগচ্ছত এই মন্ত্রে স্বস্তিক
কিছা সর্বতোভদ্রমণ্ডলে আসনদেবতার আবাহন করিয়া পূজা-
করিবে । হে রূষবাহন ! দ্বারদেশে ওঁ ধাত্রে নমঃ, ওঁ
বিধাত্রে নমঃ এই মন্ত্রে পূজাকরিতে হইবে । ১৭-১৮ । পরে সমস্ত-
পরিবারায় অচ্যুতায় নমঃ এই মন্ত্রে মণ্ডলমধ্যে অর্চনা করিয়া
দ্বারদেশে ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ মহাদেব্যৈ
নমঃ, ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ, ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ, অগ্রভাগে ওঁ
গরুড়ায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজাকরিয়া মধ্যো আধারশক্তির
পূজা করিবে । ১৯-২০ । তৎপরে ওঁ কুর্শ্বায় নমঃ, ওঁ অনন্তায়
নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজাকরিবে । অগ্নি-
কোণে ওঁ ধর্মায় নমঃ, নৈশ্বর্তকোণে ওঁ জ্ঞানায় নমঃ,
বায়ুকোণে ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ঈশানকোণে ওঁ ঐশ্বর্য্যায়
নমঃ । ২১ । পরে পূর্বদিকে ওঁ অধর্মায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ওঁ
অজ্ঞানায় নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, উত্তরদিকে
ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পূজাকরিয়া মণ্ডলমধ্যে ওঁ

অৰ্কসোমায়িনঃ জ্ঞানানং মণ্ডলানাং হি পূজনং । মধ্য-
দেশে প্রকর্তব্য মিত্তি রুদ্র প্রকীৰ্ত্তিতং ॥ ২৩ ॥ বিমলোৎ-
কৰ্ষিণী জ্ঞান ক্রিয়াযোগে বৃষধ্বজ । প্রহ্মী সত্য তথৈ-
শানানুগ্রহাঃ শক্তয়োহমুঃ ॥ ২৪ ॥ পূৰ্ণাদিসু চ পত্রেষু
পূজ্যাস্ত বিমলাদয়ঃ । অনুগ্রহা কর্ণকায়ানং পূজ্যা শ্রেয়ো-
হৰ্ষিভির্নরৈঃ ॥ ২৫ ॥ প্রণবায়ৈর্নোহস্তৈশ্চ চতুর্থ্য-
নৈশ্চ নামভিঃ । মন্ত্রেণৈতৈর্মহাদেব আসনং পরি-
পূজয়েৎ ॥ ২৬ ॥ স্নানগন্ধপ্রদানেন পুষ্পধূপপ্রদানতঃ ।
দীপনৈবেদ্যদানেন আসনস্তার্চনং শুভং ॥ ২৭ ॥
কর্তব্যং বিধিনানেন ইতি হর প্রকীৰ্ত্তিতং । ততশ্চা-
ন্যাহয়েদেবং হয়গ্রীবং সুরেশ্বরং ॥ ২৮ ॥ বামনানাপুটে-
নৈব আগচ্ছন্তং বিচিহ্নয়েৎ । আগচ্ছতঃ প্রয়োগেণ
মূলমন্ত্রেণ শঙ্কর ॥ ২৯ ॥ আবাহনং প্রকর্তব্যং দেব-
দেবশ্চ শশ্বিনঃ । আবাহ্য মণ্ডলে তস্ম্য স্নানং কুর্যাদত-
ক্ষিতং ॥ ৩০ ॥ স্নানং কৃত্বা চ ততঃ চিন্তয়েৎ পরমে-
শ্বরং । হয়গ্রীবং মহাদেবং সুরাসুরনমস্কৃতং ॥ ৩১ ॥
স্বায় নমঃ, ওঁ রজসে নমঃ, ওঁ তমসে নমঃ, ওঁ নন্দায় নমঃ, ওঁ
নালায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, অৰ্কমণ্ডলায় নমঃ, ওঁ সোমমণ্ডলায়
নমঃ, ওঁ অগ্নিমণ্ডলায় নমঃ এইরূপে পূজাকরিবে । অনস্তর
হে রুদ্র ! মঙ্গলাকাজী সাধক পূৰ্ণাদিপত্রে ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ,
ওঁ উৎকৰ্ষিণ্যে নমঃ, ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্রিয়ায়ৈ
নমঃ, ওঁ যোগায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রহ্মায়ৈ নমঃ, ওঁ সত্যায়ৈ
নমঃ, ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ, এবং পদ্মকর্ণিকাতে ওঁ অহু
গ্রহায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে পূজাকরিবে । ২২-২৫ । দেবতার
নামের আদিত্তে ও এবং অস্ত্রে নমঃ শব্দযোগ ও ততঃ নামে
চতুর্থী বিভক্তিব্যোগ করিয়া পূজাকরিবে । ২৬ । স্নানীয়, গন্ধ,
পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রদান করিয়া আসনদেবতার অর্চনা
করিবে । ২৭ । হে হর ! তৎপরে যথোক্তবিধানে সুরেশ্বর হয়-
গ্রীবদেবের আবাহন করিতে হইবে । ২৮ । বামনানাপুটে স্নান
আকর্ষণ করিয়া হয়গ্রীবদেবকে আগমনপীল চিন্তা করিবে । হে
শঙ্কর ! মূলমন্ত্রে শঙ্খধারী হয়গ্রীবদেবের আবাহন করা কর্তব্য ।
এইরূপে মণ্ডলমধ্যে হয়গ্রীবদেবের আবাহন করিয়া সাবধানে
স্নান করিবে । ২৯-৩০ । যথাবিধি স্নান করিয়া মণ্ডলমধ্যে দেবা-
সুরনমস্কৃত দেবাদিদেব হয়গ্রীবদেবকে চিন্তা করিবে । ৩১ ।

ইন্দ্রাদিলোকপালৈশ্চ সংযুক্তং বিষ্ণুমব্যয়ং । ধ্যাত্বা
প্রদর্শয়েন্মুদ্রাঃ শঙ্খচক্রাদিকঃ শুভাঃ ॥ ৩২ ॥ পাদ্যার্ঘ্যচ-
মনীয়ানি ততো দত্ত্বাচ্চ বিষ্ণবে । স্নানপয়েচ্চ ততো
দেবং পদ্মনাভ মনাময়ং ॥ ৩৩ ॥ দেবং সংস্থাপ্য বিধিব-
দ্বস্তং দদ্যাদ্বৃষধ্বজ । ততোহ্যচমনং দদ্যাদুপবীতং
ততঃ শুভং ॥ ৩৪ ॥ ততশ্চ মণ্ডলে রুদ্র ধ্যায়েদেবং পরে-
শ্বরং । ধ্যাত্বা পাদ্যাদিকং ভূয়ো দদ্যাদেবায় শঙ্কর ॥
৩৫ ॥ দদ্যাদ্ভৈরবদেবায় মূলমন্ত্রেণ শঙ্কর । ওঁ ক্ষ্মাং হৃদ-
য়ায় নমঃ অনেন হৃদয়ং যজ্ঞেৎ ॥ ৩৬ ॥ ওঁ ক্ষ্মীং শিরসে
নমশ্চ শিরসঃ পূজনং ভবেৎ । ওঁ ক্ষ্মং শিখায়ৈ নমশ্চ
শিখামনেন পূজয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ ওঁ ক্ষ্মৈং কবচায় নমঃ কবচং
পরিপূজয়েৎ । ওঁ ক্ষ্মৈং নেত্রায় নমশ্চ নেত্রাণ্যনেন পূজ-
য়েৎ ॥ ৩৮ ॥ ওঁ ক্ষ্মঃ অস্ত্রায় নমঃ ইতি অস্ত্রাণ্যনেন
পূজয়েৎ । হৃদয়ঞ্চ শিরশ্চৈব শিখাঞ্চ কবচস্তথা ॥ ৩৯ ॥
পূৰ্ণাদিসু প্রদেশেষু হেতাস্ত্ৰ পরিপূজয়েৎ । কোণেষুত্রং
যজ্ঞে রুদ্র নেত্রং মধ্যে প্রাপূজয়েৎ ॥ ৪০ ॥ পূজয়েৎ
পরমাং দেবীং লক্ষ্মীং লক্ষ্মীপ্রদাং শুভাং । শঙ্খং পদ্মং

হয়গ্রীবদেব ইন্দ্রপ্রভৃতি দশকিক্পালে পরিবেষ্টিত আছেন । এই-
রূপ সনাতন বিষ্ণুরূপী হয়গ্রীবদেবকে ধ্যান করিয়া শঙ্খচক্রাদি
মুদ্রাপ্রদর্শন করিতে হইবে । ৩২ । পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়,
প্রদান করিয়া পদ্মনাভ হয়গ্রীবদেবকে স্নান করাইবে । ৩৩ ।
হে বৃষবাহন ! যথাবিধি হয়গ্রীবদেবকে স্থাপন করিয়া বস্ত্র-
নিবেদন করিতে হইবে । তৎপরে আচমন ও উত্তম যজ্ঞোপবীত
প্রদান করিবে । ৩৪ । হে রুদ্র ! অনস্তর মণ্ডলমধ্যে পরমেশ্বর
হয়গ্রীবদেবের ধ্যান করিবে । হে শঙ্কর ! তৎপরে পুনস্নান ধ্যান
করিয়া পাদ্যাদিউপহারে পূজাকরিবে । ৩৫ । হে শঙ্কর ! তৎ-
পরে মূলমন্ত্রে ভৈরবদেবকে পাদ্যাদিপ্রদান করিয়া ওঁ ক্ষ্মাং হৃদ-
য়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিতমন্ত্রে ষড়ঙ্গপূজা করিতে হইবে ।
পূৰ্ণাদিকে ওঁ ক্ষ্মাং হৃদয়ায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ওঁ ক্ষ্মীং শিরসে
নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ ক্ষ্মং শিখায়ৈ নমঃ, উত্তরদিকে ওঁ ক্ষ্মৈং
কবচায় নমঃ, কোণে ওঁ ক্ষ্মৈং নেত্রায় নমঃ, মধ্যে ওঁ
ক্ষ্মঃ অস্ত্রায় নমঃ । এইরূপে পূজা করিতে হইবে । ৩৬-৪০ ।
তৎপরে শুভপ্রদায়িনী সম্পৎপ্রদা পরমাদেবী লক্ষ্মী পূজা

তথা চক্রং গদাং পূর্বাদিতোহর্চয়েৎ ॥ ৪১ ॥ খড়্গং
মুঘলং পাশমস্ত্রশং সশরং ধনুঃ । পূজয়েৎ পূর্বতোরুদ্র
এভিস্মত্রেঃ স্বনামকৈঃ ॥ ৪২ ॥ ত্রীবৎসং কৌস্তভং
মালাং তথা পীতাম্বরং শুভং । পূজয়েৎ পূর্বতোরুদ্র
শঙ্খচক্রগদাধরং ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মাণং নারদং সিদ্ধং গুরুং
পরগুরুস্তথা । গুরোশ্চ পাঠকে তদ্বৎ পরমশ্চ গুরো-
স্তথা ॥ ৪৪ ॥ ইন্দ্রং সর্বাংনং বাথ পরিবারযুতস্তথা ।
অগ্নিং যমং নিখা তিষ্ঠ বরুণং বায়ুমেব চ ॥ ৪৫ ॥ সোম-
মীশাননাংকং ব্রহ্মাণং পরিপূজয়েৎ । পূর্বাদি চোদ্ধ-
পাৰ্য্যন্তং পূজয়েদ্বষভধ্বজ ॥ ৪৬ ॥ বজ্রং শক্তিং তথা
দণ্ডং খড়্গাং পাশং ধ্বজং গদাং । ত্রিশূলঞ্চক্রপাশে চ
আয়ুধান্তথ পূজয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ বিশ্বক্সেনং ততো-

করিয়া পূর্বদিকে ওঁ শঙ্খায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ওঁ পদ্মায়
নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ চক্রায় নমঃ, উত্তরদিকে ওঁ গদায়ৈ
নমঃ এইরূপে অর্চনা করিতে হইবে। ৪১। পুনর্বার
পূর্বদিকে ওঁ খড়্গায় নমঃ, দক্ষিণদিকে ওঁ মুঘলায় নমঃ,
পশ্চিমদিকে ওঁ পাশায় নমঃ, উত্তরদিকে ওঁ অস্ত্রশায়
নমঃ, মধ্যে ওঁ সশরায় ধনুবে নমঃ। হে রুদ্র! এইরূপে স্ব স্ব
নামে পূজা করিবে। ৪২। হে রুদ্র! পুনর্বার পূর্বাদিক্চতু-
ষ্টয়ে ত্রীবৎস, কৌস্তভ, বনমালা ও পীতাম্বর এই সকলের পূজা-
করিয়া শঙ্খচক্রগদাধর হরগ্রীবদেবের অর্চনা করিতে হইবে।
৪৩। তৎপরে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ নারদায় নমঃ, ওঁ সিদ্ধায় নমঃ,
ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ এবং ওঁ গুরুপাছুকাভ্যো
নমঃ, ওঁ পরমগুরুপাছুকাভ্যো নমঃ, এই সকলমন্ত্রে পূজাকরিবে।
৪৪। অনন্তর ওঁ সর্বাংনপরিবারায় ইন্দ্রায় নমঃ। এইরূপে ওঁ
সর্বাংনপরিবারায় অগ্নয়ে, যমায়, নৈঋতায়, বরুণায়, বায়বে,
সোমায়, মীশানায়, অনন্তায় ও ব্রহ্মণে নমঃ এই সকল মন্ত্রে
পূজাকরিবে। বৃষকেতো! পূর্বাদি উদ্ধপাৰ্য্যন্ত দিক্‌সকলে
এই সকল পূজাকরিতে হইবে। ৪৫-৪৬। অনন্তর ওঁ বজ্রায়
নমঃ, ওঁ শক্তয়ে নমঃ, ওঁ দণ্ডায় নমঃ, ওঁ খড়্গায় নমঃ, ওঁ
পাশায় নমঃ, ওঁ ধ্বজায় নমঃ, ওঁ গদায়ৈ নমঃ, ওঁ ত্রিশূলায়
নমঃ, ওঁ চক্রায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ এই সকল মন্ত্রে অস্ত্রপূজা-
করিবে। ৪৭। পরে মীশানকোণে ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ, এই

দেবমৈশান্ত্র্যং দিশি পূজয়েৎ । এভিস্মত্রে নমোহৈস্তৈশ্চ
প্রণবাতৌর্কৃষধ্বজ ॥ ৪৮ ॥ পূজা কার্য্যা মহাদেব অনন্তশ্চ
রমধ্বজ । দেবশ্চ মূলমন্ত্রেণ পূজা কার্য্যা রমধ্বজ ।
গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপং নৈবেদ্যমেব চ ॥ ৪৯ ॥
প্রদক্ষিণং নমস্কারং জপ্যং তস্মৈ সমর্পণং । তদ্বীত
চানয়া স্তত্যা প্রণবাতৌর্কৃষধ্বজ ॥ ৫০ ॥ ওঁ নমোঃ স-
শিরসে বিজ্ঞাপ্যক্ষায় বৈ নমঃ । নমো বিজ্ঞানস্বরূপায়
বিজ্ঞাদাত্রে নমোনমঃ ॥ ৫১ ॥ নমঃ শাস্ত্রায় দেবায়
ত্রিগুণায়াত্মনে নমঃ । সুরাসুরনিহত্রে চ সর্গদুষ্টবিনা-
শিনে ॥ ৫২ ॥ সর্বলোকাধিপত্যে ব্রহ্মরূপায় বৈ নমঃ ।
নমঃ শ্রেষ্ঠরবন্দ্যায় শঙ্খচক্রধরায় চ ॥ ৫৩ ॥ নম আত্মায়
দান্তায় সর্বসঙ্কহিতায় চ । ত্রিগুণায়াত্মণ্যৈব ব্রহ্মবিশ্ব-
স্বরূপিণে । কত্রে হত্রে সুরেশায় সর্বগায় নমোনমঃ ॥
৫৪ ॥ ইত্যেবং সংস্তুবং কৃত্বা দেবদেবং বিচিস্তয়েৎ ।
হুৎপদ্মে বিমলে রুদ্র শঙ্খচক্রং গদাধরং ॥ ৫৫ ॥ সূর্য্য-

মন্ত্রে পূজাকরিয়া প্রণবাদিনমোহৈস্ত মন্ত্রে সমস্ত আবরণদেব-
তার পূজা করিতে হইবে। ৪৮। হে ব্রহ্মবাহন! এইরূপে
মূলমন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদিরা অনন্তদেবের পূজা
করা বিধেয়। ৪৯। অনন্তর হরগ্রীবদেবকে প্রদক্ষিণপূর্বক
নমস্কার করিয়া যথাশক্তি জপ ও জপসমর্পণ করিবে। পরে
পশ্চাৎলিখিত স্তোত্র পাঠ করিয়া দেবদেব হরগ্রীবদেবকে স্তুব
করিবে। ৫০। সর্ববিদ্যাবিপতি হরগ্রীবদেবকে নমস্কার করি।
হরগ্রীবদেব বিদ্যাস্বরূপ ও বিদ্যাপ্রদানকর্তা, তাহাকে নমস্কার
করি। ৫১। তিনি শাস্ত্রমুখি, ত্রিগুণময় ও আত্মস্বরূপ, তাহাকে
নমস্কার করি। দেবাসুরনিগ্রহকর্তা ও সর্গদুষ্টবিনাশী হরগ্রীব-
দেবকে নমস্কার করি। ৫২। হরগ্রীবদেব সর্বলোকাধিপতি ও
ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাকে নমস্কার করি। মহাদেব যে শঙ্খচক্রধারী
হরগ্রীবদেবকে বন্দনা করিয়াছেন, তাহাকে নমস্কার করি। ৫৩।
আদিদেব, দান্ত, সর্বপ্রাণির হিতসাধনতৎপর হরগ্রীবদেবকে
নমস্কার করি। তিনি ত্রিগুণ ও নিগুণ এবং ব্রহ্মবিশ্বস্বরূপ,
তাহাকে নমস্কার করি। জগৎকর্তা, সর্বহর্তা, সুরেশ্বর, সঙ্গ
হরগ্রীবদেবকে নমস্কার করি। ৫৪। এইপ্রকারে স্তুব করিয়া
দেবদেব শঙ্খচক্রগদাধর হরগ্রীবদেবকে স্বীকৃত হুৎপদ্মমধ্যে চিত্তা-

কোটিপ্রতীকাশং সর্কাবরবসুন্দরং। হরগ্রীবং মহে-
শেশ পরমাত্মান মব্যয়ম্ ॥৫৬॥ ইতি তে কথিতা পূজা
হরগ্রীবস্তা শঙ্কর। বঃ পঠেৎ পরয়া ভক্ত্যা স গচ্ছেৎ
পরমং পদং ॥ ৫৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ ত্রাসাদিকং প্রবক্ষ্যামি গায়ত্রীঃ
ছন্দএব চ। বিখ্যামিদ্ধাশ্বিষ্টৈব সবিতা চাখ দেবতা ॥
২ ॥ ব্রহ্মশীর্ষা রুদ্রশিখা বিষ্ণোহর্দয়সংপ্রিতা। বিনি-
য়োগৈকনয়না কাত্যায়নসংগোত্রজা ॥ ৩ ॥ ত্রৈলোক্য-
চরণা জ্যেষ্ঠা পৃথিবীকৃষ্ণিসংস্থিতা। এবং জ্যোতী তু
গায়ত্রীং জপেদ্ধাদশলক্ষকং ॥ ৪ ॥ ত্রিপদাষ্টাক্ষরা
জ্যেষ্ঠা চতুস্পাদা ষড়ক্ষরা। জপেচ্চ ত্রিপদা প্রোক্তা

অর্চনে চ চতুস্পদা ॥ ৫ ॥ ত্রাসে জপে তথা ধ্যানে
অগ্নিকার্যে তথার্চনে। গায়ত্রীং বিস্তরেদ্রিত্যং সর্ক-
পাপপ্রণাশিনীং ॥ ৬ ॥ পাদান্তুষ্ঠে গুল্কমধ্যে জজ্ঞয়ো
কিঁচ্ছি জানুনোঃ। উরৌগুহ্মে চ রুঘ্বে নাড্যাং
নাভৌ তনুদরে ॥ ৭ ॥ স্তনরোহর্দি কঠৌষ্ঠমুখে তালুনি
বাংশয়োঃ। নেত্রে জবোললাটে চ পূর্ক্স্তাং দক্ষিণো-
ত্তরে। পশ্চিমে মূর্দ্ধি চাকারং স্তনেষুগানু বদাম্যহং ॥
৮ ॥ ইন্দ্রনীলঞ্চ বহিঞ্চ পীতং শ্রামঞ্চ কাপিলং। শ্বেতং
বিদ্যুৎপ্রভং তারং কৃষ্ণং রক্তং ক্রমেণ তৎ ॥ ৯ ॥
শ্রামং শুক্লং তথা পীতং শ্বেতং বৈ পদ্মরাগমং। শঙ্খ-
বর্ণং পাণ্ডুরঞ্চ রক্তঞ্চাসবস্মিভং। অর্কবর্ণং সমং সৌম্যং
শঙ্খভং শ্বেতমেব চ ॥ ১০ ॥ যদ্ব্যং স্পৃশ্যতি হস্তেন
যঞ্চ পশ্যতি চক্ষুষা। পূতং ভবতি তৎ সর্কং গায়ত্রী
ন পরং বিদুঃ ॥ ১১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ

করিবে। ৫৫। হরগ্রীবদেব কোটিসূর্য্যের গ্রায় আভাবিশিষ্ট, সর্কা-
সুন্দর, সনাতন, পরমাত্মা ও ব্রহ্মস্বরূপ। ৫৬। হে শঙ্কর! এইরূপ
হরগ্রীবপূজা কথিত হইল। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে উক্ত-
প্রণালীতে পূজা করিয়া স্তবপাঠ করে, সেই সাধক পরপদলাভ
করে। ৫৭। ইতি চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন, গায়ত্রীর ত্রাসাদি ও ছন্দঃ বলিব। গায়ত্রী-
মন্ত্রের বিখ্যামিদ্ধাশ্বি, ও সবিতা দেবতা। ১-২। গায়ত্রী ব্রহ্মার
শীর্ষদেশে, মহেশ্বরের শিখাস্থানে ও বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে আশ্রয় করিয়া
আছেন। ব্রহ্মবিজ্ঞানকার্য্যে ইহার বিনিয়োগ হয়। একনয়না
গায়ত্রীদেবী কাত্যায়নগোত্রসমুত্থা। ৩। স্বর্গাদিভুবনত্রয় ইহার
ত্রিচরণ, এবং পৃথিবী ইহার উদরস্বরূপ। এইরূপে গায়ত্রীর ঋষ্যাদি
পরিজ্ঞাত হইয়া দ্বাদশলক্ষ জপ করিবে। ৪। গায়ত্রীকে ত্রিপদ
করিলে প্রত্যেক পাদে অষ্টাক্ষর এবং চতুস্পদ করিলে এক এক
পাদে ষড়ক্ষর করিয়া বিবচনা করিবে। জপকালে ত্রিপদ এবং

অর্চনসময়ে চতুস্পদ করিয়া কার্য্য করিবে। ৫। ত্রাসকার্য্যে,
জপে, ধ্যানে, হোমে, ও পূজাকার্য্যে সর্কদা সর্কপাপবিনাশিনী
গায়ত্রী ত্রাস করিবে। ৬। পাদান্তুষ্ঠে, গুল্কস্থানে, জজ্ঞাঘ্রে,
জাহ্নুঘ্রে, উরুঘ্রে, গুহ্মে, কোষে, নাভীতে, সর্কাঙ্গে,
উদরে, স্তনঘ্রে, হৃদয়ে, কঠে, গুষ্ঠে, মুখে, তালুতে, স্কন্ধঘ্রে,
নেত্রঘ্রে, ক্র্যুগলে, ললাটে, ও পূর্ক্স, দক্ষিণ, উত্তর, ও পশ্চিম
এই দিক্চতুষ্ঠয়ে এবং মস্তকে গায়ত্রীবর্ণসকল ত্রাস করিবে। ৭-৮।
গায়ত্রীর বর্ণসকল এই—ইন্দ্রনীলমণিপ্রভ, অগ্নিবর্ণ, পীত,
শ্রামল, কপিল, শ্বেত, বিদ্যুৎপ্রভ, তারকবর্ণ, কৃষ্ণ, রক্ত,
শ্রান, শুক্ল, পীত, শুভ্র, পদ্মরাগমণিনিভ, শঙ্খবর্ণ, পাণ্ডুর, রক্ত,
আসবতুল্য, সূর্য্যবর্ণ, সম, সৌম্য, শঙ্খভ ও শ্বেত। ৯-১০।
গায়ত্রীপাঠপূর্ক্সক হস্তদ্বারা যে যে বস্তু স্পর্শকরে এবং চক্ষুঃদ্বারা
যে যে বস্তু অবলোকন করে, সেই সেই বস্তু গায়ত্রীর প্রসাদে
পরম পবিত্রতা লাভ করে। ১১।

ইতি পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ষট্‌ত্রিংশোঃধ্যায়ঃ

হরিরূবাচ ॥ ১ ॥ সঙ্ক্যাবিধিং প্রবক্ষ্যামি শৃণু
রুদ্রাঘনাংশনং। প্রাণায়ামত্রয়ং রুদ্রা সঙ্ক্যান্নানমুপ-
ক্রমেৎ ॥ ২ ॥ স প্রণব্যাং সব্যাহতিং গায়ত্রীং শিরসা
সহ। ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥
৩ ॥ মনোবাক্‌কায়জং দোষং প্রাণায়ামৈর্দহেদ্বিজঃ।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু প্রাণায়ামপরোভবেৎ ॥ ৪ ॥
সায়মগ্নিশ্চ মেতু্যক্তা প্রাতঃ সূর্যোতাপঃ পিবেৎ।
আপঃ পুনস্ত মধ্যাহ্নে উপস্পৃশ্য যথাবিধি ॥ ৫ ॥
আপোহিষ্ঠেভ্যচা কুর্য্যান্মার্জ্জনস্ত কুশোদকৈঃ। প্রণবেন

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

হরি বলিলেন,—হে রুদ্র! সঙ্ক্যাবিধি বলিব, শ্রবণ কর।
অগ্রে তিনবার প্রাণায়াম করিয়া সঙ্ক্যান্নান করিবে। ১-২। প্রাণ
বায়ুসংযম করিয়া প্রণব (ওঁ) ও ব্যাহতি (ভূভুবঃস্বঃ) সংযুক্ত এবং
স্বাহা শব্দের সহিত গায়ত্রী তিনবার পাঠ করিলে প্রাণায়াম হয়। ৩।
ব্রাহ্মণ উক্তরূপে প্রাণায়াম করিলে মানসিক, কায়িক ও বাচনিক
এই ত্রিবিধ পাপ ভস্মভূত করিতে পারে। অতএব সর্বকাল ব্রাহ্মণ
প্রাণায়ামপর হইয়া থাকিবে। ৪। সায়ংকালে অগ্নিশ্চ মামন্যশ্চ
ইত্যাদি মন্ত্রে (১), প্রাতঃকালে সূর্য্যশ্চ মামন্যশ্চ ইত্যাদি মন্ত্রে
(২) এবং মধ্যাহ্নে আপঃ পুনস্ত ইত্যাদি মন্ত্রে (৩) জলপান
করিয়া যথাবিধি আচমন করিবে। ৫। পরে আপোহিষ্ঠাময়োভূব

(১) ওঁ অগ্নিশ্চ মামন্যশ্চ মন্যপতয়শ্চ মন্যকুতেভ্যঃ
পাপেভ্যো রক্ষস্তাং যদহা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং
পদ্ভ্যামুদরেণ শিলা রাক্ষসদবলুপ্তভূ যৎকিঞ্চিদুরিতং ময়ি ইদমহ-
মাপোহমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাশ্রয়ি জুহোমি স্বাহা।

(২) ওঁ সূর্য্যশ্চ মামন্যশ্চ মন্যপতয়শ্চ মন্যকুতেভ্যঃ
পাপেভ্যো রক্ষস্তাং যদাত্মা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং
পদ্ভ্যামুদরেণ শিলা অহস্তদবলুপ্তভূ যৎকিঞ্চিদুরিতং ময়ি ইদমহ-
মাপোহমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাশ্রয়ি জুহোমি স্বাহা।

(৩) ওঁ আপঃ পুনস্ত পৃথিবীং পৃথ্বীং পূতা পুনাতু মাং। পুনস্ত
ব্রহ্মণঃ পতিং ব্রহ্মপূতা পুনাতু মাং। যদ্বজ্রিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা হৃষ্ট-
রিতং যুম। সৰ্বং পুনস্ত মামাপোহিসত্যঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা।

তু সংযুক্তং ক্ষিপেদ্বারি পদে পদে ॥ ৬ ॥ রজস্তমঃ-
স্বমোহোথান্ জাগ্রৎস্বপ্নসুপ্তিজান্। বায়নঃকর্ম-
জান্ দোষান্ নবৈতান্নবভির্দহেৎ ॥ ৭ ॥ সমুদ্ধৃত্যোদকং
পাণৌ জগুঃ। চ ক্রপদাক্ষিপেৎ। ত্রিষড়ষ্টৌ দ্বাদশধা
বর্ভয়েদম্বম্বগৎ ॥ ৮ ॥ উচুত্যাং চিত্রামিত্যাভ্যা মুপ-
তিষ্ঠেদ্বিবাকরং। দিবারাত্রৌ চৎ যৎ পাপং সৰ্বং
নশ্যতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৯ ॥ পূর্নসঙ্ক্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ
পশ্চিমা মুপবিশ্চ। মহাব্যাহতিসংযুক্তাং গায়ত্রীং

ইত্যাদি মন্ত্রত্রয়ে (৪) কুশজলদ্বারা আপোমার্জন করিবে।
আপোমার্জনকালে পূর্বোক্ত মন্ত্রসকলের সহিত ওঁ এই মন্ত্র যোগ
করিয়া পাদদেশে জলক্ষেপ করিতে হইবে। ৬। তিনবার প্রাণা-
য়াম, তিনবার আচমন ও তিনবার আপোমার্জন, এই নবকার্য্য-
দ্বারা রজোগুণোৎপন্ন, তমোগুণোদ্ভূত, মোহকৃত, জাগ্রদবহাকৃত,
অর্থাৎ জ্ঞানকৃত, নিদ্রাবহাকৃত, সুপ্তিকালকৃত, কায়িক, মান-
সিক ও বাচনিক, এই নববিধ পাপ বিনষ্ট হয়। ৭। স্বকীয়হস্তে
জলগ্রহণ করিয়া ক্রপদাদিবমুচ্চান ইত্যাদি মন্ত্রে (৫) জলক্ষেপ
করিবে। এইরূপ তিনবার, ছয়বার, অষ্টবার কিম্বা দ্বাদশবার
জলনিক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাকে অর্ঘ্যমর্ষণ বলে। ৮। অনন্তর
উচুত্যাং ইত্যাদি (৬) ও চিত্রং দেবানামিত্যাং মন্ত্রে (৭) সূর্য্যোপ-
স্থান করিবে। এই সঙ্ক্যাতে দিবাকৃত ও রাত্রিকৃত পাপসকল নষ্ট
হইয়া থাকে। রাত্রিকৃতপাপ প্রাতঃসঙ্ক্যায় ও দিবাকৃতপাপ সায়ং-
কালীন সঙ্ক্যায় বিনষ্ট পায়। ৯। দণ্ডায়মান হইয়া প্রাতঃসঙ্ক্যা
এবং উপবেশন করিয়া সায়ংকালীন সঙ্ক্যা করিবে। প্রণব (ওঁ)
ও মহাব্যাহতি (ভূভুবঃস্বঃ) সংযুক্ত গায়ত্রী শতবার জপ করিলে

(৪) ওঁ আপোহিষ্ঠাময়োভূবস্তান-উর্জে দধাত নঃ মহেরণায়
চক্ষুবে। ওঁ যোবঃ শিবতমোরসস্তস্ত তাজয়তে হনঃ উষতীরিব
মাতরঃ। ওঁ তস্মা-অরুণমামবো যস্ত কন্নায় জিহথ আপোজন-
রথা চন।

(৫) ওঁ ক্রপদাদিব মুচ্চানঃ স্মিন্নঃ স্নাতো মলাদিব পূতং
পবিত্রেণে বাহ্মাপঃ শুদ্ধস্ত মৈনসঃ।

(৬) ওঁ উচুত্যাং জ্ঞাতবেদসং দেবং বহিষ্টি কেতবঃ। দৃশে
বিশ্বায় সূর্য্যম্।

(৭) ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুঃশ্রিত্য বরুণস্তাধে-
রাভ্রাদ্যাবাপৃথিবীং চাক্ষরীকং সূর্য্যান্মা ক্রপদস্তদ্বশ্চ।

প্রণবাস্বিতাং ॥ ১০ ॥ দশভির্জগজ্জনিতং শতেন তু
পুরাকৃতং । ত্রিযুগন্ত্বে সহস্রৈশ্চ গায়ত্রী হস্তি দুষ্কৃতং ॥
১১ ॥ রক্তা ভবতি গায়ত্রী সাবিত্রী শুক্লবর্ণিকা । কৃষ্ণা
সরস্বতী জ্যেষ্ঠা সঙ্খ্যাত্রয় মুদাহৃতং ॥ ১২ ॥ ও ভূর্ভুগ্নস্ত
হৃদয়ে ও ভুবঃ শিরসি স্তনুয়ে । ও স্বরিত্তি শিখায়াঞ্চ
গায়ত্র্যাঃ প্রথমং পদং ॥ ১৩ ॥ বিষ্ণুর্নৈক কবচে বিদ্বান্
দ্বিতীয়ং নেত্রয়োর্ন্যসেৎ । তৃতীয়েনাঙ্গবিন্ধ্যানং চতুর্থং
সর্গতোস্তনুয়েৎ ॥ ১৪ ॥ সঙ্খ্যাকালে তু বিষ্ণুস্ত জপেদে
বেদমাতরং । শিবস্তস্তান্ত্বে সর্গাদে প্রাণায়ামপরং
স্তনুয়েৎ ॥ ১৫ ॥ ত্রিপদা যা তু গায়ত্রী ব্রহ্মবিষ্ণুমহে-
শ্বরী । বিনিয়োগমুশিচ্ছন্দো জ্ঞাত্বা তু জপমারভেৎ ।
সর্গপাপবিনির্মুক্তো ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৬ ॥
পরোরজসি সারং তং তুরীয়পদমীরিতং । তং হস্তি
সূর্য্যঃ সঙ্খ্যায়াং নোপাস্তিৎ কুরুতে তু যঃ ॥ ১৭ ॥ তুরীয়স্ত
পদস্তাপি ঋষিনির্মলএব চ । ছন্দস্ত দেবী গায়ত্রী পর-
মাত্মা চ দেবতা ॥ ১৮ ॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে
সঙ্খ্যাবিধিঃ ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ গায়ত্রী পরমা দেবী ভুক্তিমুক্তি-
প্রদা চ তাং । যো জপেত্তস্ত পাপানি বিনশ্যন্তি মহা-
ন্ত্যপি ॥ ২ ॥ গায়ত্রীকল্পমাখ্যাস্তে ভুক্তিমুক্তিপ্রদঞ্চ
তং । অষ্টোত্তরং সহস্রং বা অথবাষ্টশতং জপেৎ ।
ত্রিসঙ্খ্যং ব্রহ্মলোকী স্মাচ্ছতজপং জলং পিবেৎ ॥ ৩ ॥
সঙ্খ্যায়াং সর্গপাপম্নীং দেবীমাভ্যাহ পূজয়েৎ । ভূভুবঃ
স্বঃ স্বমজ্জৈশ্চ যুতাং দ্বাদশনামভিঃ ॥ ৪ ॥ গায়ত্র্যৈ
নমঃ সাবিত্র্যৈ সরস্বত্যৈ নমোনমঃ । বেদমাত্রে
চ সাংকৃত্যৈ ব্রহ্মাণী কৌশিকী ক্রমাৎ ॥ ৫ ॥ সাধেয়া
সর্গার্থসাধিত্যৈ সহস্রাষ্ট্যৈ চ ভূভুবঃ । স্বরেব জুহুয়া-
দ্যৌ সমিধাজ্যং হবিষ্যকং ॥ ৬ ॥ অষ্টোত্তরসহস্রং
বাপ্যথবাষ্টশতং যতং । ধর্ম্মকামাদিসিদ্ধার্থং জুহুয়াৎ
ব্রহ্ম সূর্য্যদেব বিনাশ করেন । ১৭ । তুরীয়ব্রহ্মমন্ত্রের নিম্নলিখ্যি,
গায়ত্রীছন্দঃ ও পরমাত্মা দেবতা । ১৮ । ইতি ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

পূর্বদশদ্ব্যর্জিত এবং সহস্রবার জপকরিলে যুগত্রয়কৃত পাপ
বিনাশ হয় । ১০-১১ । প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়াংকাল, এই
তিনসময়ে তিনরূপে গায়ত্রীর ধ্যান করিবে । প্রাতঃকালে রক্ত-
বর্ণা গায়ত্রী, মধ্যাহ্নকালে শুক্লবর্ণা সাবিত্রী এবং সায়াংকালে কৃষ্ণ-
বর্ণা সরস্বতীরূপে ধ্যানকরিয়া সঙ্খ্যাত্রয় করিবে । ১২ । গায়ত্রীর
ষড়ঙ্গত্বাস এই—ওঁ ভূঃ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ভুবঃ শিরসে স্বাহা, ওঁ
স্বঃ শিখায়ৈ বসট্‌, ওঁ তৎসবিতুর্ভরগং কবচায় হুঁ, ওঁ ভর্গো-
দেবস্ত ধীমহি নেত্রত্রয়ায় বোঁসট্‌, ওঁ ধিয়োয়োনঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং
ফট্‌ । এইরূপে ষড়ঙ্গত্বাস করিয়া সন্ধ্যাস্ত্রে সমস্ত গায়ত্রী ত্রাস
করিবে । ১৩-১৪ । সঙ্খ্যাসময়ে উক্তরূপে ত্রাস করিয়া প্রাণায়াম-
পূর্বক বেদমাতাগায়ত্রীমন্ত্র জপকরিলে সন্ধ্যাজীনমজল হয় । ১৫ ।
ত্রিপদা গায়ত্রী ব্রহ্মবিষ্ণুশিবরূপা । ইহার বিনিয়োগ, ঋষি ও ছন্দঃ
সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া জপকার্য্য করিবে । এইরূপ জপকরিলে
সাধক সর্গপাপবিনির্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমনকরে । ১৬ ৭ যে
ব্যক্তি সঙ্খ্যার উপাসনা করেনা, তাহাকে রজোগুণাভীত তুরীয়

হরি বলিলেন, যে সাধক পরমাদেবী ভুক্তিমুক্তিপ্রদা গায়ত্রী
জপকরে, তাহার মহাপাপ সকল বিনাশ পায় । ১-২ । অনন্তর
গায়ত্রীপ্রকরণ বলিব । এই গায়ত্রীপ্রকরণানুসারে কার্য্য করিলে
সাধকের ইহকালে বিবিধভোগ ও পরকালে মুক্তিলাভ হয় ।
ত্রিসঙ্খ্যা অষ্টোত্তরসহস্র অথবা অষ্টোত্তরশত গায়ত্রী জপকরিবে
এবং গায়ত্রীদ্বারা জল শতাভিমন্ত্রিত করিয়া পানকরিতে হইবে ।
ইহাতে সাধক ব্রহ্মলোক গমন করিতে পারে । ৩ । সঙ্খ্যাসময়ে
সর্গপাপবিনাশিনী গায়ত্রীদেবীর আবাহনকরিয়া ভূভুবঃ স্বঃ
এই স্বীয়মন্ত্রে দ্বাদশনাম উল্লেখ করিয়া পূজাকরিবে । ৪ । ওঁ
গায়ত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ বেদ-
মাত্রে নমঃ, ওঁ সাংকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ, ওঁ কৌষিক্যৈ
নমঃ, ওঁ সাধেয়া নমঃ, ওঁ সর্গার্থসাধিত্যৈ নমঃ, ওঁ সহস্রাষ্ট্যৈ
নমঃ এই সকলমন্ত্রে পূজাকরিয়া ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ এই মন্ত্রে
সমিধাদ্বারা অগ্নিতে হোমকরিবে । ৫-৬ । সাধক ধর্ম্মকামাদি
সাধনার্থ অষ্টোত্তরসহস্র কিংবা অষ্টোত্তরশত সংখ্যায় অগ্নিতে
যতহোম করিবে । সর্গপ্রকার কার্য্যে এইরূপ হোমকরিলে

সৰ্বকৰ্মসু ॥ ৭ ॥ প্রতিমাং চন্দনমুষ্ণনিধিতাং প্রতি-
পূজ্য চ । যথা লক্ষ্মন্ত জগুব্যং পয়োমূলফলাশনৈঃ ।
অযুতদ্বয়হোমেন সৰ্বকামানবাপুয়াৎ ॥ ৮ ॥ উত্তরে
শিখরে জাতা ভূম্যাং পৰ্বতবাসিনী । ব্রহ্মণা সমনুজাতা
গচ্ছ দেবি যথামুখং ॥ ৯ ॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে
গায়ত্রীমাহাত্ম্যং সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিরূবাচ ॥ ১ ॥ নবম্যাদৌ যজেন্দুর্গাং হ্রীং দুর্গে
রক্ষিণীতি চ । মাতস্তাতর্করে দুর্গে সৰ্বকামার্থসাধনে ।
অনেন বলিদানেন সৰ্বকামান প্রয়চ্ছ মে ॥ ২ ॥ গৌরী
কালী উমা দুর্গা ভদ্রা কান্তিঃ সরস্বতী । মঙ্গলা বিজয়া
লক্ষ্মীঃ শিবা নারায়ণী ক্রমাৎ । মার্গে তৃতীয়ামারভ্য
পূজয়েন্ন বিয়োগভাক্ ॥ ৩ ॥ অষ্টাদশভুজাং খেটকং

সেই সেই কাষ্যসিদ্ধি হয় । ৭ । চন্দন ও স্বর্ণদ্বারা প্রতিমানিস্থাপন
করিয়া যথাবিধি পূজাকরিবে এবং দুগ্ধ, ফল ও মূল আহাৰ
কাৰিয়া লক্ষজপ ও বিংশতিসহস্র হোম করিবে, ইহাতে সৰ্ব-
প্রকার কামনা পরিপূর্ণ হয় । ৮ । হে দেবি ! তুমি উত্তরশিখরে
জন্মপরিগ্রহ করিয়া ভূমিতে ও পৰ্বতে বাস করিতেছ, এইক্ষণ
ব্রহ্মাৰ অনুজ্ঞানুসারে অভিলষিতস্থানে গমন কর । এই বলিয়া
গায়ত্রীকে বিসর্জন করিবে । ৯ ।

ইতি সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

হরি কহিলেন, নবম্যাদিতীথিতে হ্রীং দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী
স্বাহা এইমন্ত্রে দুর্গার পূজা করিবে । হে মাতঃ ! দুর্গে ! তুমি সৰ্ব-
কামার্থ সাধন কর । তুমি এই বলিদানে পরিভূষ্টা হইয়া আমার
সৰ্বাভিলাষ পূর্ণকর । ১-২ । ওঁ গোষ্ঠ্যৈ নমঃ, ওঁ কাষ্ঠ্যৈ নমঃ, ওঁ
উমাঠ্যৈ নমঃ, ওঁ দুর্গাঠ্যৈ নমঃ, ওঁ ভদ্রাঠ্যৈ নমঃ, ওঁ কাষ্ট্যৈ নমঃ,
ওঁ সরস্বত্যাঠ্যৈ নমঃ, ওঁ মঙ্গলাঠ্যৈ নমঃ, ওঁ বিজয়াঠ্যৈ নমঃ, ওঁ
লক্ষ্ম্যাঠ্যৈ নমঃ, ওঁ শিবাঠ্যৈ নমঃ, ওঁ নারায়ণ্যাঠ্যৈ নমঃ, এই সকল
মন্ত্রে অগ্রহায়ণমাসের তৃতীয়াতে পূজা আরম্ভ করিবে । এইরূপ
পূজাকৃতিলে সাধক বিয়োগভাগী হয় না । ৩ । অষ্টাদশভুজা

ঘণ্টাং দৰ্পণং তজ্জহীং । ধনুঃখৰ্জং ডমরুকং পরশুং
পাশমেব চ ॥ ৪ ॥ শক্তিমুঘলশূলানি কপালবজ্রকাকুশান্ ।
শরং চক্রং শলাকাঞ্চ অষ্টাদশভুজাং স্মরেৎ ॥ ৫ ॥

মন্ত্ৰৈঃ শ্রীভগবত্যশ্চ প্রবক্ষ্যামি জপাদিকং । ওঁ নমো
ভগবতি চামুণ্ডে শ্মশানবাসিনি কপালহস্তে মহাপ্রোত-
সমাক্রুড়ে মহাবিমানমালাকূলে কালরাত্রি বলগণপরি-
রতে মহামুখে বলভুজে ঘণ্টাউমরুকিক্লিণীকে অট্টাট-
হাসে কিলি কিলি হুঁ সৰ্বনাশদশবহুলে গজচৰ্ম্মপ্রারত-
শরীরে রুধিরমাংসদিক্ষে লোলোগ্রজিহ্বে মহারাক্ষসি
রৌদ্রদংষ্ট্রাকরালে ভীমাউহাসে ক্ষুরিতবিদ্যুৎসমপ্রভে
চল চল করালনেত্রে হিলি হিলি নলং প্রবেশয় হুঁ জিহ্বে
ত্রিং ভুকুটমুখি ওঁকারভদ্রাসনে কপালমালাবেষ্টিতে
জটামুকুটশাঙ্কধারিণি অট্টাউহাসে কিলি কিলি হুঁ হুঁ
দংষ্ট্রাঘোরাক্ষকারিণি সৰ্ববিশ্ববিনাশিনি ইদং কন্ম
সাধয় সাধয় শীঘ্রং কুরু কুরু কহ কহ অঙ্কুশেন সমনু-
প্রবেশয় বজ্র বজ্র কম্পয় কম্পয় চল চল চালয় চালয়
রুধিরমাংসমত্মপিয়ে হন হন কুট কুট ছিন্দ ছিন্দ মারয়
মারয় অনুক্রম বজ্রশরীরং সাধয় সাধয় ত্রৈলোক্য-
গতমপি তুষ্টং বা গৃহীতমগৃহীতং আবেশয় আবেশয়
ক্রাময় ক্রাময় নৃত্য নৃত্য বন্ধ বন্ধ বল্গ বল্গ কোট-
রাফি উদ্ধকেশি উলুকবদনে করকিক্লিণি করকমালা-
ধারিণি দহ দহ পচ পচ গৃহ গৃহ মণ্ডলমধ্যে প্রবেশয়
প্রবেশয় কিঞ্চিলম্বসি ব্রহ্মসত্যেন বিষ্ণুসত্যেন শ্মি-
সত্যেন রুদ্রসত্যেন আবেশয় আবেশয় কিলি কিলি
খিলি খিলি মিলি মিলি চিলি চিলি বিকৃতরূপধারিণি
ক্লক্‌ভুজসংবেষ্টিতশরীরে সৰ্বগ্রহাবেশিনি প্রলম্বোষ্টি

দুর্গার পূজা করিতে হইবে । দেবীর অষ্টাদশহস্তে খেটক, ঘণ্টা,
দৰ্পণ, তজ্জহীমুদ্রা, ধনুঃ, খৰ্জ, ডমরু, পরশু, পাশু, শক্তি, মুঘল,
শূল, নরকপাল, বজ্র, অঙ্কুশ, শর, চক্র ও শলাকা এই একদশ
অস্ত্র আকুট । এই সকল অস্ত্রধারিণী দুর্গাদেবীকে চিষ্টাকরিয়া
পূজাকরিবে । ৪-৫ । যে মন্ত্রে ভগবতীর পূজা ও জপাদি করিতে
হইবে, তাহা বলিতেছি । ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে ইত্যাদি ।

জ্ঞানানিকে বিকটমুখি কপিলজটে ব্রাহ্মি ভঞ্জ ভঞ্জ
 জল জল কালমুখি জল জল পাতয় পাতয় রক্তাক্ষি ঘৃণয়
 ঘৃণাপয় ভূমিং পাতয় পাতয় শিরো গৃহ্ণ গৃহ্ণ চক্ষু মৌলয়
 মৌলয় ভঞ্জ ভঞ্জ পাদৌ গৃহ্ণ গৃহ্ণ মুদ্রাং স্ফোটয় স্ফোটয়
 হুঁ হুঁ ফট্ বিদারয় বিদারয় ত্রিশূলেণ ভেদয় ভেদয়
 বজ্জেন হন হন দণ্ডেন তাড়য় তাড়য় চক্রেণ ছেদয় ছেদয়
 শক্তিণা ভেদয় ভেদয় দণ্ডেয়া দষ্টয় দষ্টয় কীলকেন কীলয়
 কীলয় কর্তৃকয়া পাটয় পাটয় অক্লুশেন গৃহ্ণ গৃহ্ণ শিরোভি-
 শ্বরমৈকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্ধিকং ডাকিনী-
 স্কন্দগ্রহান্ মুখ্যপয় মুখ্যপয় লন লন উথাপয় উথাপয়
 ভূমিং পাতয় পাতয় গৃহ্ণ গৃহ্ণ ব্রহ্মাণি এহি এহি মাহে-
 শ্বরি এহি এহি কোমারি এহি এহি বারাহি এহি এহি
 ঐন্দ্রি এহি এহি চামুণ্ডে এহি এহি বৈষ্ণবি এহি এহি
 নারসিংহি এহি এহি শিবদূতি এহি এহি কপালিনি
 এহি এহি মহাকালি এহি এহি রেবতি এহি এহি শুক-
 রেবতি এহি এহি আকাশরেবতি এহি এহি হিমবন্ত-
 চারিণি এহি এহি কৈলাসচারিণি এহি এহি পর-
 মন্ত্রং ছিদ্ধি ছিদ্ধি কিলি কিলি বিম্বে অঘোরে ঘোর-
 রূপিণি চামুণ্ডে রুরক্ৰোধাক্ষবিনিঃসৃতে অসুরক্ষয়ংকরি
 আকাশিগামিনি পাশেন বন্ধ বন্ধ সময়ং তিষ্ঠ তিষ্ঠ
 মণ্ডলং প্রবেশয় প্রবেশয় পাতয় পাতয় গৃহ্ণ গৃহ্ণ মুখং
 বন্ধ বন্ধ চক্ষুর্দ্বন্দ্বয় বন্ধয় হৃদয়ং বন্ধ বন্ধ হস্তপাদৌ
 বন্ধ বন্ধ দৃষ্টগ্রহান্ সর্কান্ বন্ধ বন্ধ দিশাং বন্ধ বন্ধ
 বিদিশাং বন্ধ বন্ধ উর্দ্ধং বন্ধ বন্ধ অধস্তাদ্বন্ধ বন্ধ ভস্মনা
 পানীয়েন মৃত্তিকয়া সর্ষপৈর্বা আবেশয় আবেশয় পাতয়
 পাতয় চামুণ্ডে কিলি কিলি বিচ্ছে হুঁ ফট্ স্বাহা।
 অষ্টোত্তরপদানাং হি মালামন্ত্রমহী জপা ॥ ৬ ॥

একৈকপদমষ্টসহস্রা ত্রিমধুরাক্তিলাষ্টসহস্রাহোমঃ।
 মহামাংসেন ত্রিমধুরাক্তেন অষ্টোত্তরসহস্রা একৈকঞ্চ
 বিচ্ছে হুঁ ফট্ স্বাহা ইত্যন্ত অষ্টোত্তরশতপদ মন্ত্রে জপপূজাদি
 করিবে। ৬। প্রত্যেকপদে অষ্টোত্তর সহস্রবার অভিমন্ত্রিতগতিল,
 স্রুত, শকবা ও মধু, এই ত্রিমধুযুক্ত করিয়া অষ্টোত্তরসহস্রসংখ্যায়

পদং জপেৎ ॥ ত্রিলাংস্ত্রিমধুরাক্তাংশ্চ সহস্রাষ্টকং হোম-
 য়েৎ। মহামাংসং ত্রিমধুরাদম্বা সর্ষকম্বরুৎ। বারি-
 সর্ষপভস্মাদিক্ষেপাদ্যুদ্ধাদিকে জয়ঃ ॥ ৭ ॥ অষ্টাবিংশভূজা
 ধোয়া অষ্টাদশভূজাথবা। দ্বাদশাষ্টভূজা বাপি ধোয়া
 বাপি চতুভূজা ॥ ৮ ॥ অসিখেটাস্থিতৌ হস্তৌ গদাদণ্ড-
 যুতৌ পরৌ। শরচাপযুতৌ চান্তৌ খড়্গানুদারসংযুতৌ ॥
 ৯ ॥ শঙ্খঘণ্টাস্থিতৌ চান্তৌ ধ্বজদণ্ডযুতৌ পরৌ। অন্তৌ
 পরশুচক্রাটৌ ডমরুদর্পণাস্থিতৌ ॥ ১০ ॥ শক্তিহস্তাশ্রিতৌ
 নটস্তৌ চান্তৌ মূষলাস্থিতৌ। পাশতোমরসংযুতৌ ঢকা-
 পণবসংযুতৌ ॥ ১১ ॥ তর্জয়স্তৌ পরৈণৈব অন্তঃ ফল-
 কলধ্বনিং। অভয়স্বস্তিকাত্তৌ চ মহিষমূর্খী চ সিংহগা ॥
 ১২ ॥ জয়ং কলভূতেশে সর্ষভুতসমায়তে। রক্ষ মাং
 নিজভূতেভ্যো বলিং গৃহ্ণ নমোহস্ত তে ॥ ১৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ।

হোমকরিবে। অথবা উক্ত ত্রিমধুমিশ্রিত মহামাংসদ্বারা হোম
 করিবে এবং অষ্টোত্তর সহস্রবার উক্ত এক এক পদ জপ করিবে।
 এইরূপ হোমে ও জপে সর্ষকার্য্যাসিদ্ধি হয়। পূর্বোক্তমন্ত্রে অভি-
 মন্ত্রিত জল, সর্ষপ, ভস্মপ্রভৃতি বিপক্ষদলমধ্যে নিক্ষেপকরিলে
 যুদ্ধে জয়লাভ হয়। ৭। উক্তপ্রকারে অষ্টাবিংশতিভূজা, অষ্টাদশ-
 ভূজা, দ্বাদশভূজা, অষ্টভূজা কিম্বা চতুভূজা দুর্গাদেবীর ধ্যান
 করিয়া পূর্বোক্তমন্ত্রে পূজাকরিবে। ৮। অষ্টাবিংশতিভূজাদেবীর
 হস্তে অসি, খেটক, গদা, দণ্ড, শর, চাপ, খড়্গা, মুদগর, শঙ্খ,
 ঘণ্টা, ধ্বজ, দণ্ড, পরশু, চক্র, ডমরু, দর্পণ, শক্তি, মূষল, পাশ,
 তোমর, ঢকা, পণব, এই সকল অস্ত্রাদি আছে। দেবী এক-
 হস্তদ্বারা শত্রুগণকে তর্জন ও অন্ত্র হস্তে কলকল ধ্বনি করিতে-
 ছেন, তাঁহার অস্ত্র হস্তসকলে অভয়, স্বস্তিকাদি মুদ্রা রহিয়াছে।
 ওঁ জয়ং কলভূতেশে ইত্যাদি মন্ত্রে সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী
 দেবীর বলিপ্রদান করিয়া পূজা সমাপন করিবে। ১৩।

ইতি অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ঃ।

উনচত্বারিংশোধ্যায়ঃ ।

রুদ্র-উবাচ ॥ ১ ॥ পুনর্দেবার্চনং ক্রহি সংক্ষেপেণ
জনাঙ্গন । সূর্য্যাস্ত বিষ্ণুরূপস্ত ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কং ॥ ২ ॥

বাসুদেব উবাচ ॥ ৩ ॥ শৃণু সূর্য্যাস্ত রুদ্র ত্বং পুন-
র্কক্ষ্যামি পূজনং । ওঁ উচ্চৈঃশ্রবসে নমঃ ওঁ অরুণায়
নমঃ ওঁ দণ্ডিনে নমঃ ওঁ পিঙ্গলায় নমঃ । এতে দ্বারে
প্রপূজ্য বৈ অভিশ্রুত্বৈব যথাজ ॥ ৪ ॥ ওঁ অং ভূতায় নমঃ ।
ইমস্ত পূজয়েন্মধ্যে প্রভূতামলসংজ্ঞকং । ওঁ অং বিম-
লায় নমঃ ওঁ অং সারায় নমঃ ওঁ অং আধারায় নমঃ ওঁ
অং পরমমুখায় নমঃ । ইত্যাগ্নেয়াদিকোণেষু পূজ্য বৈ
বিমলাদয়ঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ পদ্মায় নমঃ ওঁ কর্ণিকায়ৈ নমঃ ।
মধ্যে তু পূজয়েদ্রুদ্র পূর্বাদিন্ তথৈব চ । দীপ্তাত্মাঃ
পূজয়েন্মধ্যে পূজয়েৎ সর্গতোমুখীং । ওঁ বাং দীপ্তায়ৈ
নমঃ ওঁ বীং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ ওঁ বৃং ভদ্রায়ৈ নমঃ ওঁ বৈং
জয়ায়ৈ নমঃ ওঁ বৌং বিভূতৈ নমঃ ওঁ বং অঘোরায়ৈ

১. উনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

রুদ্র বলিলেন ! হে জনাঙ্গন ! সংক্ষেপে পুনর্বার দেবার্চন
বল । বিষ্ণুরূপী সূর্য্যদেবের পূজা করিলে ইহকালে ভোগ ও
পরকালে মুক্তি লাভ হয় । আমার সেই সূর্য্যপূজা শ্রবণে অভি-
লাষ হইয়াছে । ১-২ । বাসুদেব বলিলেন, হে রুদ্র ! পুন-
র্বার সূর্য্যার্চন বলিব, শ্রবণ কর । পূর্ব্বদ্বারে ওঁ উচ্চৈঃশ্রবসে
নমঃ, দক্ষিণদ্বারে ওঁ অরুণায় নমঃ, পশ্চিমদ্বারে ওঁ দণ্ডিনে
নমঃ এবং উত্তরদ্বারে ওঁ পিঙ্গলায় নমঃ । হে বৃষবাহন ! এই-
প্রকারে দ্বারদেবতার পূজা করিবে । ৩-৪ । তৎপরে মধ্যে ওঁ
অং ভূতায় নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ অং বিমলায় নমঃ, নৈঋত-
কোণে ওঁ অং সারায় নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ অং আধারায় নমঃ,
ঈশানকোণে ওঁ অং পরমমুখায় নমঃ । এইরূপে পূজাকরিবে । ৫
হে রুদ্র ! মধ্যে ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ কর্ণিকায়ৈ নমঃ, এইরূপে
পূজা করিয়া পূর্বাদিক্ষে দীপ্তাত্মিত্ব ও মধ্যে সর্গতোমুখী
দেবতার পূজাকরিবে । যথা—পূর্বাদিক্ষে ওঁ বাং দীপ্তায়ৈ নমঃ,
অগ্নিকোণে ওঁ বীং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ, দক্ষিণদিকে ওঁ বৃং ভদ্রায়ৈ
নমঃ, নৈঋতকোণে ওঁ বৈং জয়ায়ৈ নমঃ, পশ্চিমদিকে ওঁ বৌং
বিভূতৈ নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ বং অঘোরায়ৈ নমঃ, উত্তরদিকে

নমঃ ওঁ বং বিদ্যাত্যৈ নমঃ ওঁ বং বিজয়ায়ৈ নমঃ । ওঁ
সর্গতোমুখ্যৈ নমঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ অর্কাসনায় নমঃ ওঁ হ্রাং সূর্য্য-
মূর্ত্তয়ে নমঃ । এতাস্ত পূজয়েন্মধ্যে হস্তদ্বান্ শৃণু শঙ্কর । ওঁ
হং সং খং খখোঙ্কার জাং ক্রীং সং স্বাহা । সূর্য্যমূর্ত্তয়ে
নমঃ । অনেনাব্যাহনং কুর্য্যাৎ স্থাপনং সন্নিধানকং ।
সন্নিরোধনমস্ত্রেণ সকলীকরণমুখ্য ॥ ৭ ॥ মুদ্রায়া দর্শনং
রুদ্র মূলমস্ত্রেণ পূজয়েৎ । তেজোরূপং রক্তবর্ণং সিত-
পদ্মোপরি স্থিতং । একচক্ররথাক্রুতং দ্বিবাহুং ধৃত-
পঙ্কজং ॥ ৮ ॥ এবং ধ্যয়েৎ সদা সূর্য্যং মূলমস্ত্রে
শৃণু চ । ওঁ হ্রাং হ্রীং সং সূর্য্যায় নমঃ ॥ ৯ ॥ বারত্রয়ং
পদ্মমুদ্রাং বিশ্ণুমুদ্রাঞ্চ দর্শয়েৎ । ওঁ আং হৃদয়ায় নমঃ
ওঁ অর্কায় শিরসে স্বাহা ওঁ অঃ ভূভুবঃ স্বঃ জালিনি
শিখায়ৈ বষট্ ওঁ হঁ কবচায় হঁ ওঁ ভাং নেত্রাভ্যাং
বৌষট্ ওঁ বং অন্ত্রায় কট্ ইতি ॥ ১০ ॥ আগ্নেয়ামধ-
বৈশাখ্যং নৈঋত্যামর্জয়েদ্ধর । হৃদয়াদি হি বায়ব্যা-
স্ত্রেত্রাণ্যন্তঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১১ ॥ দিক্চক্রং পূজয়েদ্রুদ্র সোমস্ত

ওঁ বং বিদ্যাত্যৈ নমঃ, ঈশানকোণে ওঁ বং বিজয়ায়ৈ নমঃ ।
মধ্যে ওঁ সর্গতোমুখ্যৈ নমঃ এবং ওঁ অর্কাসনায় নমঃ ওঁ ওঁ হ্রাং
সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ, মধ্যভাগে এই ছই দেবতার পূজাকরিবে । হে
শঙ্কর ! আবাহনমন্ত্র শ্রবণ কর । ওঁ হং সং খং ইত্যাদি মন্ত্রে
আবহন, স্থাপন, সন্নিধান, সন্নিরোধন ও সকলীকরণ করিবে ।
৬-৭ । তৎপরে মুদ্রাপ্রদর্শন করিয়া মূলমস্ত্রে পূজা করিতে হইবে ।
পরে দেবতার ধ্যান করিবে । সূর্য্যদেবের আকার এইরূপ—
ভাস্করদেব তেজোময়, রক্তবর্ণ, শ্বেতপদ্মের উপরি উপবিষ্ট,
একচক্র রথে আক্রুত, দ্বিহস্তবিশিষ্ট ও পঙ্কজধারী । ৮ । উক্ত-
প্রকারে সূর্য্যদেবের ধ্যান করিতে হইবে । হে রুদ্র ! মূলমন্ত্র
শ্রবণ কর । ওঁ হ্রাং হ্রীং সং সূর্য্যায় নমঃ, এই মন্ত্রে সূর্য্যের
পূজা করিবে । ৯ । পরে বারত্রয় পদ্মাদি মুদ্রাপ্রদর্শনপুঙ্ক ওঁ
আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে বড়ঙ্গপূজা
করিবে । বড়ঙ্গপূজার বিশেষ এই—অগ্নিকোণে ওঁ আং হৃদ-
য়ায় নমঃ, ঈশানকোণে ওঁ অর্কায় শিরসে স্বাহা, নৈঋত-
কোণে ওঁ অঃ ভূভুবঃ স্বঃ জালিনি শিখায়ৈ বষট্, বায়ু-
কোণে ওঁ হঁ কবচায় হঁ, মধ্যে ওঁ ভাং নেত্রাভ্যাং বৌষট্

শ্বেতবর্ণকং । দলে পূর্বেহর্চয়েদ্রুদ্র বৃধং চামীকর-
প্রভং ॥১২॥ দক্ষিণে পূজয়েদ্রুদ্র পীতবর্ণং গুরুং যজ্ঞেং ।
পশ্চিমে চৈব ভূতেশং উত্তরে ভার্গবং সিতং ॥১৩॥ রক্ত-
মঙ্গারকণ্ঠেব আগ্নেয়ে পূজয়েদ্রুর । শনৈশ্চরং কৃষ্ণবর্ণং
নৈঋত্যং দিশি পূজয়েৎ ॥ ১৪ ॥ রাত্নং বায়ব্যাদেশে তু
নন্দ্যাবর্জনিভং হর । ঐশাশ্র্যং ধৃত্রাণস্তু কেতুং সংপরি-
পূজয়েৎ ॥ ১৫ ॥ এতির্মৈত্রৈর্মহাদেব তচ্ছৃণু চ শঙ্কর ।
ওঁ সোং সোমায় নমঃ ওঁ বুং বৃধায় নমঃ ওঁ রং রহ-
স্পত্যে নমঃ ওঁ ভং ভার্গবায় নমঃ ওঁ অং অঙ্গারকায়
নমঃ ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ ওঁ রং রাহবে নমঃ ওঁ কং
কেতবে নমঃ ইতি ॥ ১৬ ॥ পাদ্যাদীনু মূলমন্ত্রেণ দত্ত্বা
সূর্যায় শঙ্কর । নৈবেদ্যাস্তে ধেনুমুদ্রাং দর্শয়েৎ সাধকো-
ত্তমঃ ॥ ১৭ ॥ জপ্ত্বা চাষ্টসহস্রস্ত তচ্চ তস্মৈ সমর্পয়েৎ ।
ঐশাশ্র্যাদিবু ভূতেশ তেজশ্চণ্ডস্ত পূজয়েৎ । ওঁ তেজশ্চণ্ডায়
হুঁ কট্ স্বধা স্বাহা বৌষট্ । নিম্নাধ্যক্ষ্যার্পয়েত্তস্মৈ হৃদ্যাং
দদ্যাস্ততোহর ॥ ১৮ ॥ তিলতণ্ডুলসংযুক্তং রক্তচন্দন-
চর্চিতং । গন্ধোদকেন সংমিশ্রং পুষ্পধূপনমস্কৃতং ॥
১৯ ॥ কৃত্বা শিরসি তৎপাত্রং জানুভ্যামবলিঙ্গিতঃ ।

এবং দিক্চতুষ্টয়ে ওঁ বঃ অজ্রায় ফট্ । ১০-১১ । এই সকল পূজা-
করিয়া পূজদলে শ্বেতবর্ণ সোম, দক্ষিণদলে সূবর্ণবর্ণ বৃধ, পশ্চিম-
দলে পীতবর্ণ বৃহস্পতি, উত্তরদলে শ্বেতবর্ণ গুরু, অগ্নিকোণে রক্ত-
বর্ণ মঙ্গল, নৈঋতকোণে কৃষ্ণবর্ণ শনৈশ্চর, বায়ুকোণে তগর-
পুষ্পের স্রায় শুভ্রবর্ণ রাহ এবং ঈশানকোণে ধৃত্রবর্ণ কেতুর পূজা
করিবে । ১২-১৫ । হে শঙ্কর ! উক্ত দেবগণের যে যে মন্ত্রে পূজা
করিতে হইবে, সেই সকল মন্ত্র শ্রবণ কর । ওঁ সোং সোমায় নমঃ
ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিতে হইবে । ১৬ । শঙ্কর !
পরে সাধক হৃদ্যদেবকে মূলমন্ত্র দ্বারা পাদ্যাদি ও নৈবেদ্যাস্ত প্রদান
করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিবে । ১৭ । পরে অষ্টোত্তরসহস্র
মূলমন্ত্র জপকরিয়া জপসমর্পণ করিবে । অনন্তর ঈশানকোণে
ওঁ তেজশ্চণ্ডায় হুঁ কট্ স্বধা, স্বাহা, বৌষট্ এই মন্ত্রে পূজা-
করিয়া তাহাতে 'নিম্নাধ্যক্ষ্য' সমর্পণপুঙ্খক অর্ঘ্যপ্রদান করিতে
হইবে । ১৮ । তিলতণ্ডুলযুক্ত, রক্তচন্দনামিশ্রিত, গন্ধোদকমিশ্রিত
ও পুষ্পধূপনমিশ্রিত অর্ঘ্যপাত্র মস্তকে ধারণ করিয়া জানুদ্বারা

দত্বাদর্ঘ্যাস্ত সূর্য্যায় হ্রস্বমন্ত্রেণ বৃষধ্বজ ॥ ২০ ॥ গণং গুরুনু
প্রপূজ্যথ সর্গান্দেবানু প্রপূজয়েৎ । ওঁ গং গণপত্যে
নমঃ । ওঁ অং গুরুভ্যো নমঃ । সূর্য্যাস্ত কথিতা পূজা
কৃত্বৈতাং বিষ্ণুলোকভাক ॥ ২১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে উনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শঙ্কর-উবাচ ॥ ১ ॥ মাহেশ্বরীঞ্চ মে পূজাং বদ শঙ্ক-
গদাধর । যাং জাহ্না মানবাঃ সিদ্ধিং গচ্ছন্তি পরমে-
শ্বর ॥ ২ ॥

হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ শৃণু মাহেশ্বরীং পূজাং কথ্যমানাং
বৃষধ্বজ । আদৌ স্নাত্বা তথাচম্য হ্যাননে চোপবিশ্টি চ ।
স্রাসং কৃত্বা মণ্ডলে বৈ পূজয়েচ্চ মহেশ্বরং ॥ ৪ ॥ মন্ত্রে-
রেতৈর্মহেশান পরিবারযুতং হরং । ওঁ হাং শিবা-
সনদেবতা আগচ্ছত ইতি । অনেনাবাহয়েদ্রুদ্র
দেবতা আসনস্ত যাঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ হাং গণপত্যে নমঃ ওঁ

ভূমি অবলম্বনকরতঃ হৃদ্যদেবকে, হৃদ্যায় নমঃ, এই মন্ত্রে অর্ঘ্য-
প্রদান করিবে । ১৯-২০ । পরে গণপতি, গুরুগণ ও অত্যাশ্র
সর্বদেবের পূজা করিয়া পূজাসমাপন করিতে হইবে । ওঁ গং
গণপত্যে নমঃ ওঁ অং গুরুভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে গণপতি ও
গুরুর পূজা করিবে । এইরূপ হৃদ্যপূজা কথিত হইল । এই বিধা-
নানুসারে হৃদ্যপূজা করিলে সাধক বিষ্ণুলোকে গমন করিতে
পারে । ২১ । ইতি উনচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

শঙ্কর বলিলেন, হে গদাধর ! মহেশ্বরপূজা কীর্তন করুন । এই
পূজা পরিজ্ঞাত হইলে, সাধক সর্বকারণ্যে সিদ্ধি লাভ করে । ১-২ ।

হরি বলিলেন, বৃষবাহন ! মাহেশ্বরীপূজা বলিতেছি, শ্রবণ
কর । প্রথমে যথাবিধি স্নান, আচমন ও বৈষ্ণব আর্চনে উদ্বেশন
করিয়া যথোক্ত স্রাসকরণান্তে মণ্ডলে মহেশ্বরের পূজা করিবে ।
৩-৪ । পশ্চাৎ, কথিত মন্ত্রে পরিবারসহ মহাদেবের অর্চনা
করিতে হইবে এবং ওঁ হাং শিবাসনদেবতা আগচ্ছত এই
মন্ত্রে আসনদেবতার আবাহন করিবে । ৫ । হে হর ! হাং

হাং সরস্বতৌ নমঃ ওঁ হাং নন্দিনে নমঃ ওঁ হাং মহা-
কালায় নমঃ ওঁ হাং গঙ্গায়ৈ নমঃ ওঁ হাং লঙ্কায়ৈ নমঃ ওঁ
হাং অস্ত্রায় নমঃ ইতি । এতে দ্বারে প্রপূজ্যা বৈ স্নান-
গন্ধাদিভির্হর ॥ ৬ ॥ ওঁ হাং ব্রহ্মণে বাসুধিপত্যে নমঃ ।
ওঁ হাং ঐরুভ্যো নমঃ ওঁ হাং আধারশক্ত্যৈ নমঃ ওঁ হাং
অনন্তায় নমঃ ওঁ হাং জ্ঞানায় নমঃ ওঁ হাং বৈরাগ্যায়
নমঃ ওঁ হাং ঐশ্বর্যায় নমঃ ওঁ হাং অধর্মায় নমঃ ওঁ হাং
অজ্ঞানায় নমঃ ওঁ হাং অবৈরাগ্যায় নমঃ ওঁ হাং অনৈ-
শ্বর্যায় নমঃ । ওঁ হাং উদ্ধৃচ্ছন্দায় নমঃ ওঁ হাং অধৃচ্ছন্দায়
নমঃ ওঁ হাং পদ্মায় নমঃ ওঁ হাং কর্ণিকায়ৈ নমঃ ওঁ হাং
বামায়ৈ নমঃ ওঁ হাং জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ ওঁ হাং রৌদ্র্যে
নমঃ । ওঁ হাং কাল্যে নমঃ ওঁ হাং কলবিকরিণ্যে নমঃ
ওঁ হাং বলপ্রমথিত্যে নমঃ । ওঁ হাং সর্কভূতদমত্যে নমঃ
ওঁ হাং মনোম্মত্যে নমঃ ওঁ হাং মণ্ডলাত্রিতয়ায় নমঃ ওঁ
হাং হৌং হং শিবমূর্ত্যে নমঃ ওঁ হাং বিজ্ঞাধিপত্যে নমঃ
ওঁ হাং হৌং হৌং শিবায় নমঃ ওঁ হাং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ
হৌং শিরসে নমঃ ওঁ হুং শিখায়ৈ নমঃ ওঁ হৈং কবচায়
নমঃ ওঁ হৌং নেত্রদ্বয়ায় নমঃ ওঁ হঃ অস্ত্রায় নমঃ ওঁ
সত্তোজাতায় নমঃ ॥ ৭ ॥ ওঁ হাং নিষ্ট্যে নমঃ ওঁ হাং ঋষ্ট্যে
নমঃ ওঁ হাং দ্যুতায়ৈ নমঃ ওঁ হাং লঙ্কায়ৈ নমঃ ওঁ হাং
বোধায়ৈ নমঃ ওঁ হাং কাল্যে নমঃ ওঁ হাং স্বধায়ৈ নমঃ
ওঁ হাং প্রভায়ৈ নমঃ । সত্যশ্রাষ্ট্রৌ কলা জ্যেষ্ঠাঃ পূর্বপূর্বা-
দিষু স্থিতাঃ ॥ ৮ ॥ ওঁ হাং বামদেবায় নমঃ । ওঁ হাং রজসে
নমঃ ওঁ হাং রক্ষায়ৈ নমঃ ওঁ হাং রত্নে নমঃ ওঁ হাং
কণ্ঠায়ৈ নমঃ ওঁ হাং কামায়ৈ নমঃ ওঁ হাং সজ্ঞায়ৈ নমঃ
ওঁ হাং ক্রিয়ায়ৈ নমঃ ওঁ হাং বুদ্ধ্যে নমঃ ওঁ হাং কার্যায়ৈ

গণপত্যে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বারদেশে স্নানীয় ও গন্ধাদি-
দ্বারা পূজাকরিতে হইবে। ৬ । অনন্তর হাং ব্রহ্মণে নমঃ
ইত্যাদি মন্ত্রের লিখিত দেবতাদিগের পূজা করিবে। ৭ ।
সিদ্ধিপ্রভৃতি অষ্টদেবতা সত্তোর অষ্টশক্তি । এই সকল দেবতী
পূর্বাদি অষ্টদিগ্ভাগে আছেন, অর্থাৎ পূর্বাদি অষ্টদিকে ওঁ
সিষ্ট্যে নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ অষ্টশক্তির পূজাকরিতে। ৮ ।
হে বৃষধ্বজ ! অনন্তর ওঁ হাং বামদেবায় নমঃ, এই মন্ত্রে

নমঃ ওঁ হাং রাত্র্যে নমঃ ওঁ হাং জ্যৈষ্ঠ্যে নমঃ ওঁ হাং
মোহিন্যে নমঃ ওঁ হাং ত্বরায়ে নমঃ । বামদেবকলা-
জ্যেষ্ঠাস্ত্রয়োদশ বৃষধ্বজ ॥ ৯ ॥ ওঁ হাং তৎপুরুষায় নমঃ । ওঁ
হাং রত্নে নমঃ ওঁ হাং প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ ওঁ হাং বিজ্ঞায়ৈ
নমঃ ওঁ হাং শাস্ত্র্যে নমঃ । জ্যেষ্ঠাস্তৎপুরুষশ্চৈব চতস্ত্রো
বৃষভধ্বজ ॥ ১০ ॥ ওঁ হাং অঘোরায় নমঃ । ওঁ হাং উমায়ৈ
নমঃ ওঁ হাং ক্ষমায়ৈ নমঃ ওঁ হাং নিদ্রায়ৈ নমঃ ওঁ হাং
ব্যাদ্যে নমঃ ওঁ হাং ক্ষুধায়ৈ নমঃ ওঁ হাং ভূষণায়ৈ নমঃ ।
কলাবটকং হৃষোরশ্চ বিজ্যেয়ং ভৈরবং হর ॥ ১১ ॥ ওঁ হাং
ঈশানায় নমঃ । ওঁ হাং সমিত্যে নমঃ ওঁ হাং অঙ্গদায়ৈ
নমঃ ওঁ হাং কৃষ্ণায়ৈ নমঃ ওঁ হাং মরিচ্যে নমঃ ওঁ হাং
জ্বালায়ৈ নমঃ । ঈশানশ্চ কলাঃ পঞ্চ জানীহি বৃষভধ্বজ ॥
১২ ॥ ওঁ হাং শিবপরিবারেভ্যো নমঃ । ওঁ হাং ইন্দ্রায়
সুরাধিপত্যে নমঃ । ওঁ হাং অগ্নয়ে তেজোহধিপত্যে
নমঃ । ওঁ হাং যমায় প্রেতাধিপত্যে নমঃ । ওঁ হাং
নৈঋতায় রক্ষোহধিপত্যে নমঃ । ওঁ হাং বরুণায়
জলাধিপত্যে নমঃ । ওঁ হাং বায়বে প্রাণাধিপত্যে
নমঃ । ওঁ হাং সোমায় নেত্রাধিপত্যে নমঃ । ওঁ হাং
ঈশানায় সর্কবিদ্যাধিপত্যে নমঃ । ওঁ হাং অনন্তায়
নাগাধিপত্যে নমঃ । ওঁ হাং ব্রহ্মণে সর্কলোকাদি-
পত্যে নমঃ ॥ ১৩ ॥ ওঁ হাং ধূলিচণ্ডেশ্বরায় নমঃ ইতি ।

বামদেবের পূজাকরিয়া ওঁ হাং রজসে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে বাম-
দেবের ত্রয়োদশকলার পূজা করিবে। ৯ । তৎপর ওঁ হাং তৎ-
পুরুষায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজাকরিয়া ওঁ হাং রত্নে নমঃ ইত্যাদি
মন্ত্রে তৎপুরুষ দেবের কলাচতুষ্টয়ের পূজা করিতে হইবে। ১০ ।
অনন্তর ওঁ হাং অঘোরায় নমঃ, এই মন্ত্রে অঘোরদেবের পূজা-
করিয়া ওঁ হাং উমায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে অঘোরদেবের ষট্-
কলার পূজাকরিবে। ১১ । হে বৃষধ্বজ ! ওঁ হাং ঈশানায় নমঃ
এই মন্ত্রে ঈশানদেবের পূজাকরিয়া ওঁ হাং সমিত্যে নমঃ ইত্যাদি
মন্ত্রে ঈশানদেবের পঞ্চকলার পূজা করিতে হইবে। ১২ । অন-
ন্তর ওঁ হাং শিবপরিবারেভ্যো নমঃ, এই মন্ত্রে পূজাকরিয়া ওঁ
হাং ইন্দ্রায় সুরাধিপত্যে নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রের লিখিত মন্ত্রে
দশদিকপালের পূজাকরিবে। ১৩ । হে শর্কর ! তৎপরে ওঁ হাং

আবাহনং স্থাপনঞ্চ সন্নিধানঞ্চ শঙ্কর। সন্নিরোধং তথা
কুর্যাৎ সকলীকরণম্। তদ্ব্যাসঞ্চ মূদ্রায়া দর্শনং
ধ্যানমেব চ ॥ ১৪ ॥ পাত্মমাচমনং হার্যং পুষ্পাণ্যভ্যঙ্গ-
দানকং। তত উদ্বর্তনং স্নানং স্নগন্ধাণ্যমুলেপনং। বস্ত্রা-
লঙ্কারভোগাংশ্চ ছাত্র্যাসঞ্চ ধূপকং। দীপং নৈবেদ্য-
দানঞ্চ হস্তোদ্বর্তনমেব চ। পাত্মার্থ্যাচমনং গন্ধং তাম্বুলং
গীতবাদনং ॥ ১৫ ॥ নৃত্যং ছত্রাদিকরণং মূদ্রাণাং
দর্শনম্। রূপং ধ্যানং জপঞ্চাথ একবস্ত্রাব এব চ।
মূলমন্ত্ৰেণ বৈ কুর্য্যাজ্জপপূজাসমর্পণং। মাহেশী কথিতা
পূজা রুদ্র পাপবিনাশিনী ॥ ১৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে চত্বারিংশোঃধ্যায়ঃ।

একচত্বারিংশোঃধ্যায়ঃ।

বাসুদেব-উবাচ ॥ ১ ॥ ওঁ বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ
কন্তানামধিপতির্নভামি তে। কন্তাং সমুৎপাত্ত তস্মৈ
বিশ্বাবসবে স্বাহা। স্ত্রীলাভে মন্ত্রজপ্যাচ্চ কালরাত্রীং
মূলচৈশ্বরায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজাকরিয়া মহেশ্বরের আবাহন,
স্থাপন, সন্নিধান, সন্নিরোধন ও সকলীকরণ করিয়া তদ্ব্যাস-
পুস্তক মূদ্রাপ্রদর্শন ও ধ্যান করিবে। ১৪। অনন্তর পাদ্য ও
আচমনীয়জল, অর্ঘ্য, পুষ্প, অভ্যঙ্গার্থ তৈল, উদ্বর্তনদ্রব্য, স্নানীয়-
দ্রব্য, চন্দনাদিস্নগন্ধি-অমুলেপন, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভোজ্যদ্রব্য,
অঙ্গরাগদ্রব্য, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও হস্তোদ্বর্তনদ্রব্য প্রদান
করিয়া পুনরবার পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, গন্ধ ও তাম্বুল নিবেদন
করিয়া গীতবাদ্য করিবে। ১৫। পরে নৃত্যপ্রদর্শন ও ছত্রাদি
নিবেদন করিয়া মূদ্রাপ্রদর্শন করিতে হইবে। দেবতা, ধ্যান ও
মন্ত্রের ঐক্যজ্ঞানে মূলমন্ত্রে পূজা ও জপকরিয়া জপসমর্পণ
করিবে। হে রুদ্র! এইরূপে মহেশ্বরপূজা কথিত হইল। এই
পূজাকরিলে সাধকের সর্বপাপ বিনষ্ট হয়। ১৬।

ইতি চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

একচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

বাসুদেব বলিলেন, ওঁ বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্ব্ব ইত্যাদি মন্ত্র
জপকরিলে স্ত্রীলাভ হইয়া থাকে। অতঃপর কালরাত্রি, অর্ঘ্য

বদাম্যহং ॥ ১২ ॥ ওঁ নমো ভগবতি ঋক্ষকর্ণি চতু-
ভুজে। উর্দ্ধকেশি ত্রিনয়নে কালরাত্রি মানুবাণাং বসা-
রুধিরভোজনে অমুকস্ত্র প্রাপ্তকালস্ত্র মৃত্যুপ্রদেহুঁ ক্ষত-
হন হন দহ দহ মাংসরুধিরং পচ পচ ঋক্ষপত্নি স্বাহা।
ন তিথির্ন চ নক্ষত্রং নোপবাসো বিধীয়তে ॥ ৩ ॥
ক্রুদ্ধোরস্তেন সংমার্জ্য করো তাত্যাং অগৃহ চ। প্রদোবে
সংজপেং লিঙ্গং আমপাত্রঞ্চ মারয়েৎ। ওঁ নমঃ
সর্বতো যত্রাণ্যেতদ্ব্যথা জম্বুনি মোহনি সর্বশত্রুবিদা-
রিণি রক্ষ রক্ষ মামমুকং সর্বভয়োপদ্রবেভ্যঃ স্বাহা।
শুক্রে নষ্টে মহাদেব বক্ষ্যেহহং দ্বিজপাদিহ ॥ ৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নানাবিধা সমাশ্ৰু

একচত্বারিংশোঃধ্যায়ঃ।

দ্বিচত্বারিংশোঃধ্যায়ঃ

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ পবিত্রারোহণং বক্ষ্যে শিবস্ত্রা-
শিবনাশনং। আচার্য্যঃ সাধকঃ কুর্য্যৎ পুত্রকঃ সময়-
হর ॥ ২ ॥ সশ্বৎসরকৃত্যং পূজাং বিশেষোহরতেহন্থথা।
আষাঢ়ে শ্রাবণে মাঘে কুর্য্যাস্তাদ্রুপদেহপি বা ॥ ৩ ॥
মারণমন্ত্র, বলিতেছি। ১-২। ওঁ নমো ভগবতি ঋক্ষকর্ণি ইত্যাদি
মন্ত্রকে কালরাত্রি মন্ত্র বলে। এই মন্ত্রদ্বারা কার্য্য করিতে তিথি ও
নক্ষত্র বিবেচনার আবশ্যকতা নাই। সকল তিথি ও সকল নক্ষ-
ত্রেই এই কার্য্য করিতে পারে এবং এই প্রক্রিয়াতে উপবাস
করিতে হয় না। কি ভুক্ত কি অভুক্ত সকল অবস্থাতেই এই
কার্য্য করা বিধেয়। ৩। সাধক প্রদোষকালে ক্রুদ্ধ হইয়া রক্ত
দ্বারা হস্তবর্ষ মার্জন করিয়া উভয় হস্তদ্বারা লিঙ্গধারণপূর্ব্বক মন্ত্র
জপ করিবে। ওঁ নমঃ সর্বতোযত্রাণ্যেতদ্ব্যথা ইত্যাদি মন্ত্রে
জপ করিতে হইবে। ৪। ইতি একচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

ষাচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

হরি বলিলেন, শিবের পবিত্রারোহণ বলিব। এই পবিত্রা-
রোহণে সর্বপ্রকার অমঙ্গল নাশ হয়। আচার্য্য সাধক সময়-
বিশেষে এই কার্য্য করিবে। উক্ত কার্য্য একবৎসরপর্য্যন্ত করিতে
হয়, অন্তথা বিশেষর এই পূজাকল হরণ করিয়া থাকেন। আষাঢ়,
শ্রাবণ, মাঘ ত্রিমাसे পবিত্রারোহণ করিবে। ২-৩।

সৌবর্ণরোপ্যতাত্রঞ্চ সূত্রং কার্পাসিকংক্রমাৎ । জ্যেষ্ঠং
রুতাদৌ সংগৃহ্য কল্পয়া কৰ্ত্তিতঞ্চ যৎ ॥ ৪ ॥ ত্রিগুণং
ত্রিগুণীকৃত্য ততঃ কুর্যাৎ পবিত্রকং । গ্রন্থয়ো বাম-
দেবেন সত্যেন কালয়েচ্ছিব ॥ ৫ ॥ অথোরেন তু
সংশোধ্য বন্ধস্তৎপুরুষান্তবেৎ । ধূপয়েদৌশমন্ত্রেণ তন্ত-
দেবা ইতি স্মৃতাঃ ॥ ৬ ॥ ওঁকারশ্চন্দ্রমা বহি ব্রহ্মা নাগঃ
শিখিধ্বজঃ । রবিক্ষিষ্ণুঃ শিবঃ প্রোক্তঃ ক্রমান্তস্তবু
দেবতাঃ ॥ ৭ ॥ অষ্টোত্তরশতং কুর্যাৎ পঞ্চাশৎ পঞ্চ-
বিংশতিং । রুদ্রোহস্তমাদি বিজ্ঞেয়ং মানঞ্চ গ্রন্থয়ো-
দশ ॥ ৮ ॥ চতুরঙ্গলাস্তরালাঃ স্মার্ত্তস্মিনামানি চ
ক্রমাৎ । প্রকৃতিঃ পৌরুষী বীরা চতুর্থী চাপরাজিতা ॥
৯ ॥ জয়া চ বিজয়া রুদ্রা অজিতা চ সদাশিব । মনো-
ম্মনী সৰ্বমুখী দ্ব্যঙ্গলাঙ্গলতোহথবা ॥ ১০ ॥ রঞ্জয়েৎ কুঙ্ক-

এই পবিত্রারোহণকার্যে যুগভেদে স্ত্রীনিয়ম আছে,—সত্যযুগে
সুবর্ণসূত্র, ত্রেতাযুগে রোপ্যসূত্র, দ্বাপরে তাত্রসূত্র এবং কলিযুগে
কার্পাসসূত্র গ্রহণ করিবে। কার্পাসসূত্র অবিবাহিতা কল্পার হস্তে
প্রস্তুত করাইয়া কার্য্য করিতে হইবে। ৪। পূৰ্ব্বোক্তরূপ সূত্রকে
ত্রিগুণীকৃত করিয়া পুনর্বার ত্রিগুণিত করিবে। ঐ ত্রিগুণ
ত্রিগুণীকৃত সূত্রদ্বারা পবিত্র করিবে। বামদেবমন্ত্রে পবিত্রে
গ্রহি বন্ধনকরিয়া সত্যমন্ত্রে প্রক্ষালন করিবে এবং অথোরমন্ত্রে
ঐ পবিত্র শোধন করিয়া তৎপুরুষমন্ত্রে বন্ধন ও ঈশানমন্ত্রে * ঐ
পবিত্র ধূপিত করিবে। এই সকল মন্ত্রই সূত্রমন্ত্র। ৫-৬। ওঁকার,
চন্দ্র, বহি, ব্রহ্মা, অনন্ত, কার্ত্তিকের, সূর্য্য, বিষ্ণু ও শিব এই
সকল সূত্রাদিষ্ঠিত দেবতা। ৭। অষ্টোত্তরশত, পঞ্চাশৎ অথবা
পঞ্চবিংশতি গ্রন্থি দিবে। শিবপবিত্রে দশগ্রন্থি বিধেয়। ৮। শিব-
পবিত্রে চতুরঙ্গলাস্তর এক একটি গ্রন্থি বন্ধন করিতে হইবে।
দশ গ্রন্থির নাম এই—প্রকৃতি, পৌরুষী, বীরা, অপরাজিতা,
জয়া, বিজয়া, রুদ্রা, অজিতা, মনোম্মনী ও সৰ্বমুখী। মতা-
স্তরে দুই অঙ্গুলি অন্তরে এক এক, গ্রন্থি বন্ধন কর্তব্য। ৯-১০।

* এই সকল মন্ত্র মংপ্রকাশিত তন্ত্রসার ও বিবিধতন্ত্রসংগ্রহ
নামকগ্রন্থে লিখিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থ দৃষ্টি করিলেই মন্ত্র সকল
জানিতে পারিবেন।

মাঠেস্ত কুর্য্যাদ্গগৈঃ পবিত্রকং । সপ্তম্যাং বা ত্রয়ো-
দশ্যাং গুরুপক্ষে তথেক্তরে ॥ ১১ ॥ ক্ষীরাদিভিঃ সং-
স্রাপ্য লিঙ্গং গন্ধাদিভির্বজ্ঞেৎ । দত্তাদ্গন্ধপবিত্রস্ত
আত্মনে ব্রহ্মণে হর ॥ ১২ ॥ পুষ্পং গন্ধযুক্তং দত্তান্মুলে-
নেশানগোচরে । পূর্বে চ দণ্ডকাঠস্ত উত্তরে চাম-
লকীকলং ॥ ১৩ ॥ মৃত্তিকাং পশ্চিমে দত্তাদ্গন্ধিণে ভস্ম-
ভূতয়ঃ । নৈঋতে হুগুরুং দত্তাদ্গন্ধিখামন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ।
বায়ব্যাং সৰ্ষপং দত্তাৎ কবচেন রক্ষয়জ ॥ ১৪ ॥ গৃহং
সংবেষ্ট্য সূত্রেণ দত্তাদ্গন্ধপবিত্রকং । হোমং কৃত্বাঘ্নে
দত্তা দত্তান্মূলবলিং তথা ॥ ১৫ ॥ আমন্ত্রিতোহসি
দেবেশ গণৈঃ সাক্ষিঃ মহেশ্বর । প্রাতস্ত্রাৎ পূজয়িষ্যামি
অত্র সন্নিহিতো ভব ॥ ১৬ ॥ নিমন্ত্র্যানেন তিষ্ঠেতু কুর্কনু
গীতাদিকং নিশি । মন্ত্রিতানি পবিত্রানি স্থাপয়েদেব-
পার্শ্বতঃ ॥ ১৭ ॥ স্নাত্তাদিত্যাং চতুর্দশ্যাং প্রাক্ রুদ্রঞ্চ
প্রপূজয়েৎ । ললাটস্থং বিশ্বরূপং ধ্যান্ডাত্মানং প্রপূজ-
য়েৎ ॥ ১৮ ॥ অস্ত্রেণ প্রোক্ষিতাত্তেবং হৃদয়েনার্চিতা-

ঐ পবিত্র কুঙ্কম ও চন্দনাদি স্ত্রগন্ধিভব্যদ্বারা রঞ্জিত করিয়া
গাইবে। গুরুপক্ষের সপ্তমী ও কুরুপক্ষের ত্রয়োদশীতে হুগন্ধি-
দ্বারা স্নান করাইয়া গন্ধাদিদ্বারা লিঙ্গপূজাকরিয়া গন্ধযুক্ত পবিত্র
ব্রহ্মাকে নিবেদন করিবে। ১১-১২। মূলমন্ত্রে সগন্ধপুষ্প ঈশান-
কোণে, দণ্ডকাঠ পূর্বদিকে, আমলকী কল উত্তরদিকে, মৃত্তিকা
পশ্চিমদিকে, ভস্ম দক্ষিণদিকে, অগুরু নৈঋতকোণে এবং সৰ্ষপ
বায়ুকোণে নিক্ষেপ করিবে। ১৩-১৪। অনন্তর গৃহ সূত্রদ্বারা
বেষ্টন করিয়া গন্ধযুক্ত পবিত্র প্রদান করিবে ও অগ্নিতে হোম
করিয়া ভূতদিগকে বলিপ্রদান করিবে। ১৫। হে দেবেশ মহে-
শ্বর! তোমাকে সগণে আমন্ত্রণ করিলাম। প্রাতঃকালে তোমার
অর্চনা করিব, তুমি সন্নিহিত হও। ১৬। উক্তপ্রকারে নিমন্ত্রণ
করিয়া গীতবাদ্যাদি করতঃ রাজিষাপন করিবে। পরে নিমন্ত্রিত
পবিত্র দেবপার্শ্বে স্থাপনকরিতে হইবে। ১৭। চতুর্দশীতিথিতে স্নান-
করিয়া প্রথমে সূর্য্যপূজা করিয়া রুদ্রপূজা করিবে। পরে ললাটে
বিশ্বরূপ দেবের ধ্যান করিয়া পূজাকরিতে হইবে। ১৮। অনন্তর
কটু এই মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া গমঃ এই মন্ত্রে অর্চনা করিবে।

শ্রুত। সংহতামাত্রতাস্তেব ধাপস্তান সমপয়েৎ ॥১৯॥
শিবতস্মাভ্যকং চাদৌ বিদ্যাতস্মাভ্যকং ততঃ। আত্ম-
তস্মাভ্যকং পশ্চাদ্বেবকাথ্যং ততোহর্চয়েৎ। ওঁ হৌং
শিবতস্মায় নমঃ। ওঁ হীং বিজ্ঞাতস্মায় নমঃ। ওঁ হাং
আত্মতস্মায় নমঃ ॥ ২০ ॥ ওঁ হাং হীং হ্রুং ক্ষৌং সর্ক-
তস্মায় নমঃ। ওঁ কালাত্মনা ত্রয়া দেব যদৃষ্টং মামকে
বিধৌ। কৃতং ক্লিষ্টং সমুৎসৃষ্টং হতং গুপ্তং যৎ কৃতং।
সর্কাত্মনা ত্রয়া শস্তো পবিত্রেণ ত্রিদিচ্ছয়া। ওঁ পুরয় পুরয়
মথত্বতং তন্নয়মেত্বরায় সর্কতস্মাভ্যকায় সর্ককারণ-
পালিতায় ওঁ হাং হীং হ্রুং হৈং হৌং শিবায় নমঃ ॥ ২১ ॥
পূর্বেইরনেন যো দত্তাৎ পবিত্রাণাং চতুষ্টয়ং। দত্তা
বহেঃ পবিত্রঞ্চ গুরবে দক্ষিণাং দিশেৎ। বলিং দত্তা
দ্বিজানু ভোজ্য চণ্ডং প্রার্চ্য বিসর্জয়েৎ ॥ ২২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে দ্বিচত্রারিংশোহধ্যায়ঃ।

ত্রিচত্রারিংশোহধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ পবিত্রারোহণং বক্ষ্যে ভুক্তিমুক্তি-
প্রদং হরেঃ। পুরা দেবাস্মুরে যুদ্ধে ব্রহ্মাণ্ডাঃ শরণং

এবং কুর্হি নমঃ এই মন্ত্রে পবিত্র ধূপিত করিয়া সমর্পণ করিবে।
১৯। আদিতে শিবতস্ম ও পরে বিদ্যাতস্ম ও শেষে আত্মতস্ম ও দেব-
তস্ম, এই তস্মচতুষ্টয়ের পূজা করিবে। এই তস্মপূজার প্রণালী মূলে
শ্লোকরূপে লিখিত আছে। ২০। পরে ওঁ হাং হীং হ্রুং ক্ষৌং সর্ক-
তস্মায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ওঁ কালাত্মনা ত্রয়া দেব
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক পবিত্র নিবেদন করিবে। ২১। পূর্বোক্ত
প্রকারে পবিত্রচতুষ্টয় নিবেদন করিয়া ও বহিঃদেবকে পবিত্র
প্রদানপূর্বক গুরুকে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে বলিপ্রদানপূর্বক
ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া চণ্ডেখরের অচ্চনাঙ্গে বিসর্জন করিতে
হইবে। ২২।

ইতি দ্বিচত্রারিংশ অধ্যায়ঃ।

ত্রিচত্রারিংশ অধ্যায়ঃ।

হরি বলিলেন, এইক্ষণ হরির পবিত্রারোহণ বলিব। এই
কাণ্ডে ইহকালে বিবিধভোগ ও পরকালে মুক্তিলাভ হয়। পূর্ব-

যযুঃ। বহুশ্চ তেষাং দেবানাং ধ্বজং ত্রৈবেয়কং দদৌ ॥
২ ॥ এতৌ দৃষ্টৌ বিলক্ষন্তি দানবানব্রবীদ্ধরিঃ। বিকৃত্তে
হব্রবীন্নাগো বাসুকেরনুজস্তদা ॥ ৩ ॥ রণীত চ পবি-
ত্রাখ্যং বরক্ষেদং রমধ্বজ। ত্রৈবেয়ং হরিদন্তস্ত মন্নান্না
খ্যাতি মেঘ্যতি। ইত্যুক্তে তেন দেবাঃস্তান্নান্না চ তদ্বরং
দদৌ ॥ ৪ ॥ প্রারট্‌কালে তু যে মর্ত্যানার্চিয্যন্তি পবি-
ত্রকৈঃ। তেষাং সাস্বৎসরী পূজা বিফলা চ ভবিষ্যতি।
তস্মাৎ সর্কেষু দেবেষু পবিত্রারোহণং ক্রমাৎ ॥ ৫ ॥
প্রতিপৎ পৌর্ণমাস্তান্তা যন্ত বা তিথিরুচ্যতে। দ্বাদশ্যাং
বিষ্ণবে কার্য্যং শুক্রে কৃষ্ণেইথবা হর ॥ ৬ ॥ ব্যতীপাতে-
ইয়নে চৈব চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে শিব। বিষ্ণবে বুদ্ধিকার্য্যে চ
গুরোরাগমনে তথা। নিত্যং পবিত্রমুদ্ভিষ্টং প্রারট্‌কালে
ত্বশ্রকং ॥ ৭ ॥ কোষেয়ং পটুসূত্রম্বা কাপাসং ক্ষৌমমেব
বা। কুশসূত্রং দ্বিজানাং স্ত্রাদ্রাজ্ঞাং কোষেয়পটুকং ॥ ৮ ॥

কালে দেবাস্মরযুদ্ধসময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া-
ছিলেন। তাহাতে বিষ্ণু দেবগণকে গ্রীবাভূষণ ও ধ্বজ প্রদান
করেন। ১-২। দানবগণ তাহা দর্শনকরিয়া সেই গ্রীবাভূষণ ও ধ্বজ
গ্রহণ করিতে সমুৎসুক হইলে, হরি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা
পবিত্রাখ্য বর প্রার্থনা কর। তখন বাসুকির অনুজ নাগ বলিল,
হরিদন্তত্রৈবেয় আমার নামে বিখ্যাত হইবে। বাসুকির কনিষ্ঠ-
নাগ এই কথা বলিলে বিষ্ণু “তথাস্ত” বলিয়া বরপ্রদান করি-
লেন। ৩-৪। যে সকল মনুষ্য বর্ষাকালে পবিত্রার্চন করে না, তাহা-
দিগের সস্বৎসরকৃত পূজা বিফল হইয়া যায়। অতএব ক্রমতঃ সকল
দেবতার পবিত্রারোহণ করা বিধেয়। ৫। প্রতিপদাদি ও পূর্ণিমা-
পর্য্যন্ত যে যে তিথিতে যে যে দেবতার পবিত্রারোহণ কথিত
আছে, সেই সেই তিথিতে সেই সেই দেবতার পবিত্রারোহণ
করিবে। হে হর! গুরু অথবা কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশীতিথিতে
বিষ্ণুর পবিত্রারোহণ করা কর্তব্য। ৬। ব্যতীপাতযোগে, উত্ত-
রায়ণ কি দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে ও চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণকালে
বিষ্ণুর পবিত্রারোহণ করিলে ঋষিক পুণ্য হয়। দ্বিাবাহিৎসল-
কার্য্যে এবং গুরুদেবের আগমনে পবিত্রারোহণ করিবে। বিশে-
ষতঃ বর্ষাকালে পবিত্রারোহণ অবশ্য কর্তব্য। ৭। কোষেয়সূত্র,
পটুসূত্র, কাপাসসূত্র, ক্ষৌমসূত্র অথবা কুশসূত্রদ্বারা নিম্নিত
পবিত্র ব্রাহ্মণের, কোষেয়সূত্র ও পটুসূত্ররচিত পবিত্র কজ্জির,

বৈশ্বানার্কোর্ণকং কৌমং শূজ্জাং নববন্ধজং । কার্পাসং
পদ্মজ্ঞেব সর্ষেবাং শস্তমীশ্বর ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণ্য কৰ্ত্তিতং
সূত্রং ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃতং । ওঁকারোহথ শিবঃ সোমো-
হগ্নিৰ্ভ্রাক্ষা কণীরবিঃ ॥ ১০ ॥ বিদ্বেশোবিষ্ণুরিত্যেতে
স্থিতান্তস্তবু দেবতাঃ । ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রিশূত্রে
দেবতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১ ॥ সৌবর্ণে রাজতে তাত্রে বৈণবে
মৃগয়ে স্তসেৎ । অঙ্গুষ্ঠেন চতুঃষষ্টিঃ শ্রেষ্ঠং মধ্যং তদ-
কৃতঃ ॥ ১২ ॥ তদৰ্দ্ধা তু কনিষ্ঠা স্তাৎ সূত্রমষ্টোত্তরং
শতং । উত্তমং মধ্যমঞ্চৈব কন্তসং পূৰ্ব্ববৎ ক্রমাৎ ॥ ১৩ ॥
উত্তমোহঙ্গুষ্ঠমানেন মধ্যমোমধ্যমেন তু । কন্তসে চ
কনিষ্ঠেন অঙ্গুল্যা গ্রন্থয়ঃ স্মৃতাঃ । বিমানে স্মৃণ্ডলে চৈব
এতৎ সামান্তলক্ষণং ॥ ১৪ ॥ শিবোদ্ধতং পবিত্রস্ত প্রাতি-
মাস্তাঞ্চ . কারয়েৎ । হস্তাভিরূরুমানেন জাম্বুভ্যামবল-
ম্বিনী ॥ ১৫ ॥ অষ্টোত্তরসংস্পৃশ্য চত্বারোগ্রন্থয়ঃ স্মৃতাঃ ।

ওঁহুত্রে ও. কৌমসূত্র প্রস্তুত পবিত্র বৈরে ও নববন্ধসূত্রকৃত
পবিত্র শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত এবং কার্পাসসূত্র ও পদ্মসূত্ররচিত
পবিত্র সৰ্ববর্ণের পক্ষে বিহিত ৮-১১। ব্রাহ্মণীকর্তৃক নিশ্চিত সূত্র
ত্রিগুণিত করিয়া পুনরায় ঐ ত্রিগুণীকৃত সূত্রে ত্রিগুণ করিয়া
পবিত্র করিবে। ওঁকার, শিব, চন্দ্র, অগ্নি, ব্রহ্মা, অনন্ত, সূর্য্য,
গণেশ ও বিষ্ণু, ইহারা সূত্রস্থিত দেবতা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র
এই দেবতায় ত্রিগুণিত সূত্রে অধিষ্ঠিত আছেন ১০-১১। স্বর্ণময়,
রৌপ্যনির্মিত, তাম্ররচিত, বংশপ্রস্তুত অথবা মৃগয় পাত্রে পবিত্র
স্থাপন করিতে হইবে। অঙ্গুষ্ঠদ্বারা শ্রেষ্ঠ পবিত্রে চতুঃষষ্টি, মধ্যম
পবিত্রে দ্বাত্রিংশ ও কনিষ্ঠপবিত্রে বোড়শগ্রহি দিবে। মতা-
স্তরে শ্রেষ্ঠপবিত্রে অষ্টোত্তরশত, মধ্যমে চতুঃপঞ্চাশৎ ও কনিষ্ঠ-
পবিত্রে সপ্তবিংশতি গ্রহি দিতে হয়। ১২-১৩। উত্তম পবিত্রে
অঙ্গুষ্ঠমানে, মধ্যম পবিত্রে মধ্যমাঙ্গুলিমানেন এবং কনিষ্ঠপবিত্রে
কনিষ্ঠাঙ্গুলিমানেন গ্রহি দিতে হইবে। সামান্ত পবিত্রের এই লক্ষণ
নিশ্চিত হইল; বিশেষ লক্ষণ পবে বর্ণিত হইবে। ১৪। প্রতিমা-
স্থানে মস্তকপরিমিত পবিত্র করিবে।, অস্ত্র, হৃদয়, নাভি,
উরু ও জাম্বুপরিমিত পবিত্র করিতে হইবে। ১৫। অষ্টো-
ত্তরসংস্পৃশ্য মস্তকপরিমিত পবিত্রে চারিটি গ্রন্থবন্ধন করিবে,
অথবা ষট্‌ত্রিংশৎ, চতুর্বিংশতি ও দ্বাদশ গ্রহি দিয়া পবিত্র

ষট্‌ত্রিংশত চতুর্বিংশৎ দ্বাদশ গ্রন্থয়োহথবা ॥ ১৬ ॥ উত্তমা-
দিষু বিজ্ঞেয়াঃ পর্কভির্কী পবিত্রকং । চর্চিতং কুঙ্কুমে-
নৈব হরিদ্রাচন্দ্রনেন বা ॥ ১৭ ॥ সোপবাসঃ পবিত্রস্ত
পাত্রস্থমধিবাসয়েৎ । অশ্বখপত্রপুটকে অষ্টদিক্ নিবে-
শিতং ॥ ১৮ ॥ দণ্ডকাষ্ঠং কুশাগ্রঞ্চ পূর্বে সঙ্কর্ষণেন তু ।
রোচনাকুঙ্কুমেনৈব প্রদ্যাম্বেন তু দক্ষিণে ॥ ১৯ ॥
যুদ্ধাধী কলসিকার্মনিক্রদেন পশ্চিমে । চন্দ্রনং নীল-
যুক্তঞ্চ তিলভস্মাকৃতং তথা । আগ্নেয়াদিষু কোণেষু
শ্রিয়াদীন্যং ক্রমায়সেৎ ॥ ২০ ॥ পবিত্রং বাসুদেবেন
অভিমত্যা সক্রুৎ সক্রুৎ । দৃষ্টা পুনঃ প্রপূজ্যথ বস্ত্রোণা-
জ্জাত যত্নতঃ ॥ ২১ ॥ দেবস্ত পুরতঃ স্থাপ্যং প্রতিমা-
মণ্ডলস্ত বা । পশ্চিমে দক্ষিণে চৈব উত্তরে পূর্ববৎ
ক্রমাৎ ॥ ২২ ॥ ব্রাহ্মণাদীংশ্চ সংস্থাপ্য কলসঞ্চাপ পূজ-
য়েৎ । অস্ত্রেণ মণ্ডলং কৃত্বা নৈবেদ্যঞ্চ সমর্পয়েৎ ॥ ২৩ ॥
অধিবাস্ত পবিত্রস্ত ত্রিশূত্রেণ নবনে বা । বেদিকাং
বেষ্টয়িত্বা তু আত্মানং কলসং যুতং ॥ ২৪ ॥ অগ্নিকুণ্ড

করিবে। ১৬। উত্তমাদি পবিত্রে যথানিয়মে পর্কে পর্কে
গ্রন্থিবন্ধন করিয়া কুঙ্কুম, হরিদ্রা বা চন্দ্রনদ্বারা রঞ্জিত করিবে।
তৎপরে সাধক উপবাসী থাকিয়া পুরোক্ত পাত্রে পবিত্র
সংস্থাপনপূর্বক গন্ধাদিদ্বারা পবিত্রের অধিবাস করিবে। পরে
অশ্বখপত্রনির্মিতপুটমধ্যে দণ্ডকাষ্ঠ ও কুশাগ্র স্থাপনকরিয়া অষ্ট
দিকে বিভক্ত করিতে হইবে। পূর্বদিকে সঙ্কর্ষণমন্ত্রে পত্রপুটক
স্থাপন করিবে। দক্ষিণদিকে গোরোচনা ও কুঙ্কুমের সহিত
প্রছায়মন্ত্রে, পশ্চিমদিকে কল ও সর্ষপের সহিত অনিরুদ্ধমন্ত্রে,
অগ্ন্যদিকোণে চন্দন, নাল, তিল, ভস্ম ও তণ্ডুলের সহিত ক্রমতঃ
লক্ষ্মী প্রভৃতির মন্ত্রে ঐ পুটক স্থাপন করিতে হইবে। ১৭-২০।
পরে বাসুদেবমন্ত্রে পবিত্র অভিমুখিত করিয়া পুনরায় দর্শন,
পূজা ও বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেবপ্রতিমার পূর্বে স্থাপন
করিবে এবং পূর্ববৎ ক্রমতঃ পশ্চিম দক্ষিণ ও উত্তরে স্থাপন
করিতে হইবে। ২১-২২। পরে কলসস্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণাদিকে
পূজাকর্ত্তিতে হইবে এবং অস্ত্রদ্বারা মণ্ডল করিয়া নৈবেদ্য নিবে-
দন করিতে হইবে। ২৩। উক্তরূপে পবিত্রের অধিবাস করিয়া
নূতন সূত্রদ্বারা বেদি বেষ্টনকরিয়া সাধক স্বীয় শরীর, কলস,

বিমানঞ্চ মণ্ডপং গৃহমেব চ । সূত্রদ্বয়মকম্ সংগৃহ্য দত্তা-
দেবস্ত মুর্দ্ধনি ॥ ২৫ ॥ দত্তা পঠেদিমং মন্ত্রং পুজয়িত্বা
মহেশ্বরং । আবাহিতোহসি দেবেশ পূজার্থং পরমে-
শ্বর । তৎ প্রভাতেহর্চয়িষ্যামি সামগ্র্যাঃ সন্নিধৌ
ভব ॥ ২৬ ॥ একরাত্রং ত্রিরাত্রা অধিবাস্ত পবিত্রকং ।
রাত্রৌ জাগরণং কৃত্বা প্রাতঃ সংপূজ্য কেশবং ॥ ২৭ ॥
আরোপয়েৎ ক্রমেণৈব জ্যেষ্ঠমধ্যাকনীয়সং । ধূপয়িত্বা
পবিত্রস্ত মন্ত্রেণৈবাতিমন্ত্রয়েৎ ॥ ২৮ ॥ প্রজগুগ্রন্থিকৈশ্চৈব
পূজয়েৎ কুসুমাদিভিঃ । গায়ত্র্যা চার্চিতং তেন দেবং
সংপূজ্য দাপয়েৎ ॥ ২৯ ॥ মম পুত্রকলত্রাষ্টে: সূত্র-
পুচ্ছস্ত ধারয়েৎ । বিশুদ্ধগৃন্থিকং রম্যং মহাপাতক-
নাশনং । সৰ্পপাপক্ষয়ং দেব তবাগ্রে ধারয়াম্যহং ॥ ৩০ ॥
এবং ধূপাদিনাভ্যর্চ্য মধ্যমাদীন্ সমর্পয়েৎ । পবিত্রং
বৈষ্ণবস্তেজঃ সৰ্পপাতকনাশনং । ধর্মকামার্থসিদ্ধার্থং

স্বকণ্ঠে ধারয়াম্যহং ॥ ৩১ ॥ বনমালাং সমভ্যর্চ্য শ্বেন
মন্ত্রেণ দাপয়েৎ । নৈবেদ্যং বিবিধং দত্ত্বা কুসুমাদে-
র্কলিং হরেৎ ॥ ৩২ ॥ অগ্নিং সস্তপ্য তত্রাপি দ্বাদশা-
ঙ্গুলমানতঃ । অষ্টোত্তরশতেনৈব দত্তাদেকপবিত্রকং ॥
৩৩ ॥ আদৌ দ্বাদ্বার্য্যাদিত্যে তত্র চৈকং পবিত্রকং ।
বিশ্বক্সেনং ততঃ প্রাচ্য গুরুমধ্যাদিভির্হর । দেব-
স্তাগ্রে পঠেদমন্ত্রং কৃতাজ্জলিপুটস্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥ জ্ঞান-
তোহজ্ঞানতোবাপি পূজনাং কৃতং ময়া । তৎ সৰ্বং
পূর্ণমেবাস্ত ত্বংপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর ॥ ৩৫ ॥ মণিবিজ্রম-
মালাভির্মন্দারকুসুমাদিভিঃ । ইয়ং সাশ্বৎসরী পূজা
তবাস্ত গরুড়ধ্বজ ॥ ৩৬ ॥ বনমালা যথা দেব কৌন্তভং
সততং হৃদি । তদ্বৎ পবিত্রং তন্তুনাং মালাং ত্বং হৃদয়ে
ধর ॥ ৩৭ ॥ এবং প্রার্থ্য দ্বিজান্ ভোজ্য দত্ত্বা ভোজ্যচ দ-
ক্ষিণাং । বিসর্জয়েত্তু তেনৈব সায়াহ্নে ত্বপরেহহনি ॥ ৩৮ ॥

অগ্নিকুণ্ড, বিমান, মণ্ডপ ও গৃহ এই সমুদয়ে সূত্রদ্বারা বেষ্টনকরিবে
এবং একগাছী সূত্র লইয়া দেবতার মস্তকে দিবে ২৪-২৫। দেবের
মস্তকে সূত্র প্রদানকরিয়া মহাদেবের পূজাস্তে আবাহিতোহসি
দেবেশ ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে। হে পরমেশ্বর! আমি তোমাকে
পূজার্থ আবাহন করিতেছি। প্রভাতকালে তোমার পূজা
করিব। তুমি সামগ্রীর সন্নিধানে আবির্ভূত হও। ২৬। এইরূপে
এক রাত্র কিম্বা ত্রিরাত্র পবিত্রের অধিবাস করিয়া রাত্রিজাগরণ
পূর্বক প্রাতঃসময়ে কেশবের পূজা করিয়া জ্যেষ্ঠ মধ্যম ও কনিষ্ঠ
ক্রমে পবিত্রারোহণ করিবে। পরে ঐ পবিত্র ধূপিত করিয়া
পুৰোক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে ২৭-২৮। অনন্তর পবিত্র
গ্রন্থিতে জপকরিয়া পুষ্পাদি দ্বারা পূজাকরিবে; তৎপরে গায়ত্রী-
মন্ত্রে পবিত্রের পূজা করিয়া সেই অর্চিত পবিত্রদ্বারা দেবতার
পূজাস্তে পবিত্র দেবতাকে প্রদান করিবে। ২৯। পরে বিষ্ণুর
নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে। আমি পুত্রকলত্রাদির সহিত
পবিত্র ধারণ করি। হে দেব! আমি তোমার সমীপে বিশুদ্ধ
গ্রন্থিক, রমণীয়, মহাপাতকবিনাশকারী ও সৰ্পপাপক্ষয়কারক
এই পবিত্র ধারণ করি। ৩০। এইরূপে প্রথম পবিত্র ধারণ করিয়া
ধূপাদি দ্বারা অর্চনপূর্বক মধ্যমাদি পবিত্র বিষ্ণুকে সমর্পণ
করিবে। সৰ্পপাপবিমাশনক বিষ্ণুর তেজঃস্বরূপ পবিত্র আমি

ধর্মকামার্থসিদ্ধার্থ স্বীয় কণ্ঠে ধারণ করিতেছি, "এই বলিয়া বিষ্ণু-
সমীপে স্তুতি পাঠকরিবে। ৩১। অনন্তর বনমালার অর্চনা
করিয়া স্বীয় মস্ত্রে নিবেদন করিবে। পরে বিবিধ নৈবেদ্যাদি
উপহার নিবেদন করিয়া কুসুমাদি বলিপ্রদান করিতে হইবে।
৩২। তৎপরে অগ্নিসস্তপণপূর্বক সেই অগ্নিতে দ্বাদশাঙ্গুল
পরিমিত একটি পবিত্র অষ্টোত্তরশতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া
প্রদান করিবে। ৩৩। অগ্রে স্বর্ঘ্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া
এক পবিত্র প্রদান করিতে হইবে; পরে বিশ্বক্সেনদেবের
পূজা করিয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা গুরুর অর্চনা করিবে এবং দেবের
অগ্রে কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থিত হইয়া পশ্চাৎস্থিত জ্ঞানতো-
হজ্ঞানতোবাপি ইত্যাদি মন্ত্র পাঠকরিবে। ৩৪। হে দেবেশ্বর!
আমি জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে পূজা করিয়াছি, তাহার যদি
কোন অঙ্গভঙ্গ হইয়া থাকে, তবে তোমার প্রসাদে আমার সেই
পূজার অঙ্গভঙ্গাদি সমস্ত দোষ নিবৃত্ত হইয়া সফল হউক। ৩৫।
হে গরুড়ধ্বজ! মণি ও বিজ্রমমালা ও মন্দারাদির কুসুমদ্বারা
কৃত এই তোমার সাশ্বৎসরী পূজা সফল হউক। ৩৬। হে দেব!
ধেমন তোমার হৃদয়ে কৌন্তভ ও বনমালা সর্বদা বিরাজমান
আছে, তেমনি এই সূত্রময় পবিত্র হৃদয়ে ধারণ কর। ৩৭। এই-
রূপে প্রার্থনা করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনপূর্বক তাহাদিগকে দক্ষিণা
প্রদান করিয়া পরদিন সাংকালে বিসর্জন করিবে। ৩৮-৩৯।

সান্বৎসরীমিমাং পূজাং সম্পাদ্য বিধিবহ্নয়া । ব্রহ্ম
 পবিত্রকেদানীং বিশ্বলোকং বিসর্জিতঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ত্রিচছারিংশোধ্যায়ঃ ।

• চতুশ্চছারিং শোহধ্যায়ঃ ।

हरिरुवाच ॥ १ ॥ पूजयिष्या पवित्राद्यैर्ब्रह्म ध्यात्वा
 हरिर्भवेत् । ब्रह्मध्यानं प्लवङ्ग्यामि मार्यावज्रप्रमर्दकं ॥
 २ ॥ यच्छेद्वाङ्मनसा प्राज्ञस्तु यजेत् ज्ञानमात्मनि ।
 ज्ञानं महति संयच्छेद्दृष-इच्छेद्ज्ञानमात्मनि ॥ ३ ॥
 देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्राणाहंकारवर्जितं । वर्जितं
 भूततत्त्वात्रैशुर्गज्ज्वाशनादिभिः ॥ ४ ॥ स्रष्टृकाशं निरा-
 कारं सदानन्दमनादि यत् । नित्यं शुद्धं बुद्धमृद्धं
 सत्यमानन्दमद्वयं ॥ ५ ॥ तुरीयमस्करं ब्रह्म अहमग्निं परं
 पदं । अहं ब्रह्मेतावस्थानं समाधिरपि गीयते ॥ ६ ॥

হে পবিত্র ! আমি এই বার্ষিকীপূজা বিধিপূরক সম্পাদন
করিয়া তোমাকে বিসর্জন করিলাম। তুমি বিষ্ণুলোকে গমন
কর। এই বলিঙ্গ পূজা সাক্ষ্য করিবে ॥ ৩৯ ॥

ইতি ত্রিচছারিংশ অধ্যায় ।

चतुश्चत्वारिंश अध्यायः ।

হকি বলিলেন, এইরূপে পবিত্রস্বারা পূজাকরিতা ব্রহ্মের
 ধ্যান করিলে সাধক বিষ্ণুপদ লাভকরিতে পারে। এইরূপ সেই
 ব্রহ্মধ্যান বলিব। এই ধ্যানবলে সাধকগণ সংসারমারাহইতে
 বিমুক্ত হইয়া থাকে। ১-২। মনোবাক্যে সেই ব্রহ্মের অর্চনা
 করিলে তিনি সাধককে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন এবং যে
 ব্যক্তি ঈশ্বরজ্ঞান অভিলাষ করে, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান দিয়া
 থাকেন। ৩। সেই ব্রহ্মের শরীর, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, প্রাণ ও
 অহঙ্কার কিছুই নাই। তিনি ভৌতিকসম্বন্ধবিহীন, নিঃশব্দ, অজ
 ও অশনাদিবর্জিত। ৪। ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশমান, নিরাকার,
 সমান, নিমগ্ন, অনাদি, স্নানাতন, নির্মল, কেবল বুদ্ধির বিষয়ীভূত,
 ঈশ্বরব্যবৃত্ত, সত্য, আনন্দস্বরূপ ও অদ্বিতীয়। ৫। আত্মিই সেই
 তুরীয়াঙ্কর পরমপদ ব্রহ্ম, এইরূপ ধ্যানাবস্থাকে সন্মাদি বলে।
 এই সমাপ্তিতেই অহং ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান হইয়া থাকে। ৬।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু । ইন্দ্ৰি-
য়াণি হরানাহর্কিষয়াস্তেষু গোচরাঃ ॥ ৭ ॥ আত্মেন্দ্রিয়-
মনোযুক্তো ভোক্তেত্যাহর্মনীষিণঃ । বস্তু-বিজ্ঞান-
বাহেন যুক্তেন মনসা সদা । স তু তৎপদমাপ্নোতি
স হি ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৮ ॥ বিজ্ঞানসারখির্বস্তু মনঃ-
প্রগুহবান্নরঃ । স্বধৃক্তাঃ পার মাপ্নোতি তদ্বিক্ষোঃ
পরমং পদং ॥ ৯ ॥ অহিংসাদি-বমঃ প্রোক্তঃ শৌচাদি-
নিয়মঃ স্মৃতঃ । পদ্মাদ্যুক্তং আসমৎ প্রাণায়ামো
মরুজ্জয়ঃ ॥ ১০ ॥ প্রত্যাহারো জয়ঃ প্রোক্তো ধ্যান-
মীথ্বরচিন্তনং । মনোহ্রতিধারণা স্তাৎ সমাধি ব্রহ্মণি
স্থিতিঃ ॥ ১১ ॥ অমূর্ত্তৌ চেৎ ঋণী স্তাত্তু ততো-
মূর্ত্তিং বিচিন্তয়েৎ । হংপদ্মকর্ণিকামধ্যে শব্দচক্রগদা-
ধরঃ ॥ ১২ ॥ জীবৎসকৌস্তভযুতো বনমালাশ্রিয়া যুতঃ ।
নিত্যঃ শুদ্ধো যুদ্ধিযুক্তঃ সত্যানন্দাহ্বয়ঃ পরঃ ॥ ১৩ ॥
আত্মাহং পরমং ব্রহ্ম পরমজ্যোতিরেব তু । চতু-

দ্বীয় আত্মাকে রখী, শরীরকে রথ ও ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বস্বরূপ জ্ঞান কর। এইরূপ রথচর্যাধ্যায়া বিবরণজ্ঞান লাভ হয়। ৭। আত্ম-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত পুরুষকে ভোক্তা বলিয়া থাকেন। বিজ্ঞান পূর্বোক্ত রথের সারথি। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানবাহিত ও মনের সহিত সংযুক্ত হইয়া সৰ্বদা বিচরণ করে, অর্থাৎ আত্মতত্ত্বাহুসন্ধানে যাহার মনঃ সৰ্বদা অস্থির থাকে, সেই পুরুষ অনায়াসে ব্রহ্মপদলাভ করিতে পারে। তাহার পুনর্বার সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। ৮। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানকে সারথি ও মনকে অশ্বরজ্ঞু করিয়া তত্ত্বাহুসন্ধানার্থ বিচরণ করে, সে ব্যক্তি স্বর্গনদীর পার প্রাপ্ত হয় এবং বিষ্ণুর পরমপদলাভ করে। ৯। হিংসাদিনিবৃত্তিকে সংযম, সদাচারপ্রতিপালনকে নিয়ম, পদ্মাদিকে আসন, বায়ুনিরোধকে প্রাণায়াম, বায়ুপরাজয়কে প্রেত্যাহার, ঈশ্বরচিন্তাকে ধ্যান, মানসিকবেগনিবারণকে ধৃতি এবং ব্রহ্মে মনঃসংস্থাপনকে সমাধি বলে। ১০-১১। অমূল্য ঈশ্বরে মনঃ সংস্থাপনকরিয়া চিন্তা করা অতিদুষ্কর কার্য; অতএব মূর্তি কল্পনা করিয়া চিন্তা করিবে। ১২। হৃদয়পদ্মকণিকামধ্যে শম্ভুচক্রগদাধর, ত্রীবৎস ও কোঙ্কতবৃক্ষ, বনমালাধারী, সলিলীক, স্নানাতন, নির্মল, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ সত্যানন্দময়, পরমপুরুষ, পরব্রহ্ম, পরমজ্যোতির্শ্বর

কিংশতিমূর্তিঃ স শালগ্রামশিলাস্থিতঃ ॥১৪॥ দ্বারকা-
শিলাসংস্থো ধ্যেয়ঃ পূজ্যোহপি বা হরিঃ । মনসোহভী-
ষিতং প্রাপ্য দেবো বৈমানিকোভবেৎ । নিকামো
মুক্তিমাগ্নোতি মূর্তিং ধ্যায়ন্ স্তবন্ জপন্ ॥ ১৫ ॥

ইতি গরুড়ে মহাপুরাণে চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিরূবাচ ॥ ১ ॥ প্রসঙ্গাৎ কথয়িষ্যামি শাল-
গ্রামস্ত লক্ষণং । শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ কোটিজন্মার্হ-
নাশনং ॥ ২ ॥ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম কেশব্যাক্ষ্যে গদা-
ধরঃ । সাক্ষকৌমোদকীচক্রগদা নারায়ণোবিভূঃ ॥ ৩ ॥
সচক্রগদাজগদো মাধবঃ ত্রীগদাধরঃ । গদাজশঙ্খ-
চক্রী বা গোবিন্দোহর্জ্যে গদাধরঃ ॥ ৪ ॥ পদ্মশঙ্খা-
রিগদিনে বিষ্ণুরূপায় তে নমঃ । সশঙ্খাজগদাচক্র-
মধুসূদনমূর্তয়ে ॥ ৫ ॥ নমো গদারিশঙ্খাজমূর্ত্যৈ-

চতুর্কিংশতিমূর্তিবিশিষ্ট, শালগ্রামশিলাস্থিত ও দ্বারকাশিলাতে
অবস্থিত নারায়ণকে যে ব্যক্তি আত্মস্বরূপ ধ্যান করিয়া পূজা
করে, সেই ব্যক্তি মনোহভিলষিত বিষয়ভোগে বিভূক্ত হইয়া
বিমানচর দেবভূক্ত হয় এবং নিকামী হইয়া হরিকে ধ্যান, স্তব
ও তাঁহার মন্ত্র জপ করিলে তাহার মুক্তিপদ লাভ হয় । ১২-১৫ ।

ইতি চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

হরি বলিলেন, প্রসঙ্গতঃ শালগ্রামলক্ষণ বলিব । একবার
শালগ্রামশিলা স্পর্শ করিলে কোটিজন্মার্জিত পাপ বিনষ্ট
হয় । ১-২ । যে শালগ্রাম শিলাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এই
চতুর্কি চিহ্ন আছে, তাহার নাম কেশব । যে শিলাতে পদ্ম,
গদা, চক্র ও শঙ্খাকার চিহ্ন থাকে, তাঁহাকে নারায়ণ বলে । ৩ ।
চক্র, শঙ্খ, পদ্ম ও গদা চিহ্নধারী শিলার নাম মাধব এবং গদা,
পদ্ম, শঙ্খ ও চক্রগদিত শালগ্রামকে গোবিন্দ বলা যায় । ৪ ।
যাহাতে পদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদার আয়তন আছে, তাঁহার নাম
বিষ্ণু । শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্রগদিত শিলার নাম মধুসূদন-(৫) ;
গদা, চক্র, শঙ্খ ও পদ্মচিহ্নগদিত শিলার নাম ত্রিবিধ এবং

বিক্রমায় চ । সারিকৌমোদকীপদ্মশঙ্খবামনমূর্তয়ে ॥ ৬ ॥
চক্রাজশঙ্খগদিনে নমঃ ত্রীধরমূর্তয়ে । দ্বীকেশায়াজ-
গদাশঙ্খিনে চক্রিণে নমঃ ॥ ৭ ॥ সাক্ষচক্রগদাশঙ্খ-
পদ্মনাভস্বরূপিণে । দামোদরশঙ্খচক্রগদাপদ্মিন্নমো-
নমঃ ॥ ৮ ॥ সারিশঙ্খগদাজায় বাসুদেবায় বৈ নমঃ ।
শঙ্খাজচক্রগদিনে নমঃ সর্ষপায় চ ॥ ৯ ॥ স্তবশঙ্খগদা-
জারিধিতে প্রহ্মস্মৃর্তয়ে । নমোহনিরুদ্ধায় গদাশঙ্খা-
জারিবিধারিণে ॥ ১০ ॥ সাক্ষশঙ্খগদাচক্রপুরুষোত্তম-
মূর্তয়ে । নমোহধোহঙ্কজরূপায় গদাশঙ্খারিপদ্মিনে ॥
১১ ॥ নৃসিংহমূর্তয়ে পদ্মগদাশঙ্খারিধারিণে । পদ্মারি-
শঙ্খগদিনে নমোহদ্যুতমূর্তয়ে ॥ ১২ ॥ সশঙ্খচক্রাজ-
গদং জনার্দন মিহানয়ে । উপেন্দ্রং সগদং সারিৎ
পদ্মশঙ্খিন্নমোনমঃ ॥ ১৩ ॥ সূচক্রাজগদাশঙ্খযুজায়
হরিমূর্তয়ে । সগদাজারিশঙ্খায় নমঃ ত্রীকৃষ্ণমূর্তয়ে ॥
১৪ ॥ শালগ্রামশিলাদ্বারগতলগ্নচক্রধৃক্ । শুক্রাভো-
বাসুদেবাখ্যঃ সোহব্যাহঃ ত্রীগদাধরঃ ॥ ১৫ ॥ লগ্ন-
চক্র, গদা, পদ্ম ও শঙ্খাঙ্কিত শালগ্রামের নাম বামন । ৬ । চক্র,
পদ্ম, শঙ্খ ও গদাঙ্কিত শিলাকে ত্রীধর ও পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্র-
যুক্ত শালগ্রামকে দ্বীকেশ বলে । ৭ । পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খ-
ধারী শিলাকে পদ্মনাভ এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মবিশিষ্ট শাল-
গ্রামকে দামোদর বলা যায় । ৮ । চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্মগদিত
শিলার নাম বাসুদেব ; শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদাযুক্ত শিলার নাম
সর্ষপ (৯) ; শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্রচিহ্নিত শালগ্রামের নাম
প্রহ্ম ; গদা, শঙ্খ, পদ্ম ও চক্রগদিত শিলার নাম অনিৰুদ্ধ (১০) ;
পদ্ম, শঙ্খ, গদা ও চক্রবিশিষ্ট শিলার নাম পুরুষোত্তম ; গদা, শঙ্খ,
চক্র ও পদ্মচিহ্নিত শিলার নাম অধোহঙ্কজ (১১) ; পদ্ম, গদা,
শঙ্খ ও চক্রধারী শিলার নাম নৃসিংহ ; পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদা-
ধারী শিলার নাম অদ্যুত (১২) ; শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদাচিহ্নিত
শিলার নাম জনার্দন ; গদা, চক্র, পদ্ম ও শঙ্খচিহ্নগদিত শিলার
নাম উপেন্দ্র (১৩) ; চক্র, পদ্ম, গদা ও শঙ্খাকারচিহ্নযুক্ত শিলার
নাম হরি এবং গদা, পদ্ম, চক্র ও শঙ্খচিহ্নিত শিলার নাম ত্রীকৃষ্ণ ।
১৪ । যে শুক্রাভ শালগ্রাম শিলার দ্বারদেশে চক্রাকার দুইটি চিহ্ন
লগ্ন আছে, সেই শিলাকে ত্রীগদাধর বলা যায় । ১৫ । সর্ষপ

চক্রো রক্তাভঃ পূৰ্ণভাগস্ত পদ্মভূং । সঙ্ঘর্ষগোহথ প্রদ্যম্নঃ
স্বল্পচক্রস্ত পীতকঃ ॥ ১৬ ॥ সদীর্ঘঃ শশিরছিদ্রোযো-
হনিরুদ্ধস্ত বর্জুলঃ । নীলোদারি ত্রিরেখশ্চ অথ নারা-
য়ণোহসিতঃ ॥ ১৭ ॥ মধ্যে গদাকৃতীরেখা নাভিচক্রো
মহোরতঃ । পৃথুবক্ষো নৃসিংহোবঃ কপিলোহব্যাক্রি-
বিন্দুকঃ ॥ ১৮ ॥ অথবা পঞ্চবিন্দুস্তং পূজনং ব্রহ্মচারিণঃ ।
বরাহশক্তিলিঙ্গোহব্যাহিমম্বরচক্রকঃ ॥ ১৯ ॥ নীল-
ত্রিরেখঃ স্থূলোহথ কুর্ম্মমূর্তিঃ সবিন্দুমান্ । কৃষ্ণঃ স
বর্জলাবর্জঃ পাতু বোনতপৃষ্ঠকঃ ॥ ২০ ॥ শ্রীধরঃ পঞ্চ-
রেখোহব্যাহনমালী গদাক্রিতঃ । বামনো বর্জুলো হ্রস্বো-
বামচক্রঃ সুরেখরঃ ॥ ২১ ॥ নানাবর্ণোহনেকমূর্তির্নাগ-
ভোগী ভ্রনস্তকঃ । স্থূলোদামোদরো নীলো মধ্যে চক্রঃ
সুনীলকঃ ॥ ২২ ॥ সঙ্গীর্ণদ্বারকো বাব্যাদথ ব্রহ্মা স্থলো-
হিতঃ । সদীর্ঘরেখঃ শুবির একচক্রাশ্রুজঃ পৃথুঃ ॥ ২৩ ॥
পৃথুছিদ্রঃ স্থূলচক্রঃ কৃষ্ণোবিন্দুশ্চ বিন্দুমং । হয়গ্রীবো-

হঙ্কৃশাকারঃ পঞ্চরেখঃ সেকৌস্তভঃ ॥ ২৪ ॥ বৈকুণ্ঠো
মণিরদ্ধাভ একচক্রাশ্রুজোহসিতঃ । মংস্ত্রাদীর্ঘোযুজা-
কারো দ্বাররেখশ্চ পাতু বঃ ॥ ২৫ ॥ রামচক্রো দক্ষ-
রেখঃ শ্রামোবোহব্যাক্রিবিজ্রমঃ । শালগ্রামে দ্বারকায়্যং
স্থিতায় গদিনে নমঃ ॥ ২৬ ॥ একদ্বারে চতুশ্চক্রং বন-
মালাবিভূষিতং । স্বর্ণরেখাসমায়ুক্তং গোম্পদেন বিরা-
জিতং । কদম্বকুসুমাকারং লক্ষ্মীনারায়ণোহবতু ॥ ২৭ ॥
একেন লক্ষিতো যোহব্যাদ্গদাধারী স্তদর্শনঃ । লক্ষ্মী-
নারায়ণোদ্বাভ্যং ত্রিভির্মূর্ত্তেস্ত্রিবিজ্রমঃ ॥ ২৮ ॥ চতু-
র্ভিঃ চতুর্ব্যুহোবাস্তদেবশ্চ পঞ্চভিঃ । প্রদ্যম্নঃ ষড়্ভি-
রেব স্ত্র্যং সঙ্ঘর্ষ ইত্যন্ততঃ ॥ ২৯ ॥ পুরুষোত্তমোহ-
ষ্টাভিঃ স্ত্র্যমববু্যহো নবাক্রিতঃ । দশাবতারো দশভির-
নিরুদ্ধোহবতাদথ ॥ ৩০ ॥ দ্বাদশাত্মা দ্বাদশভি রত-
উর্দ্ধমনস্তকঃ । বিষ্ণোর্মূর্ত্তিময়ং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ স

নাম শিলাতে চক্রাকার দুইটি চিহ্ন লগ্ন থাকে। ইহা রক্তাভ এবং
ইহার পূৰ্ণভাগে পদ্মচিহ্ন আছে। প্রদ্যম্নশিলা পীতবর্ণ। ইহার
স্বল্পচক্র আছে। ১৬। অনিরুদ্ধাখ্য শালগ্রাম দীর্ঘ, অথচ বর্জুল ও
নীলাভ। শিরোদেশে একটি ছিদ্র ও চক্রদ্বারে তিনটি রেখা বিদ্যা-
মান রহিয়াছে। নারায়ণ শিলা কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যভাগে গদাকৃতি
রেখা আছে এবং নাভি উন্নত। নৃসিংহাখ্য শালগ্রামের বক্ষঃস্থল
বিন্দুত। ঐ শিলা কপিলবর্ণ ও ত্রিবিবিন্দুত। ১৭-১৮। বরাহ-
শক্তিলিঙ্গ নামক শালগ্রাম পঞ্চবিন্দুত। এই শিলার বিপরীত-
দিকে দুইটি চক্র আছে। এই শিলা ব্রহ্মচারিগণের, পূজনীয়। ১৯।
কৃষ্ণাখ্য শালগ্রাম নীলবর্ণ, ত্রিরেখাভূষিত, স্থূল, কুর্ম্মবস্তুর্ভিঃ
বিন্দুত, বর্জলাবর্জ ও উন্নতপৃষ্ঠ। ২০। শ্রীধরনামা শালগ্রাম পঞ্চ-
রেখাভূষিত, বনমালাবিভূষিত ও গদাকারচিহ্নাঙ্কিত। বামনশিলা
বর্জলাকার, ধর্ম, বামনভাগে চক্রাঙ্কিত; এই শিলাময়মূর্ত্তি সঙ্ঘ-
দেবশ্রেষ্ঠ। ২১। অনস্তাখ্য শালগ্রাম নানাবর্ণ ও বিবিধমূর্ত্তি-
বিশিষ্ট। দামোদর, শালগ্রাম স্থূল ও নীলবর্ণ। এই শিলার মধ্য-
ভাগে চক্র আছে। ২২। ব্রহ্মাখ্য শালগ্রামের চক্রদ্বার অতিসঙ্গীর্ণ।
এই শিলা লোহিতবর্ণ, দীর্ঘরেখাভূষিত, সচ্ছিদ্র, একচক্র ও
পদ্ম-অঙ্কিত ও বিন্দুত। ২৩। হয়গ্রীবাখ্য শালগ্রাম বিন্দুত-
চ্ছিদ্রবিশিষ্ট, স্থূলচক্র, কৃষ্ণবর্ণ, বিন্দুত, অঙ্কুশাকারপঞ্চরেখা-

বিত ও কৌস্তভভূষিত। ২৪। বৈকুণ্ঠাখ্য শালগ্রাম, মণিরদ্ধাভ,
একচক্রাঙ্কিত, পদ্মচিহ্নাঙ্কিত, নীলবর্ণ, মংস্ত্রাকারদীর্ঘরেখা-
বিশিষ্ট, ও চক্রদ্বারে পদ্মাকৃতি রেখাভূষিত। ২৫। রামাখ্য শাল-
গ্রামের দক্ষিণভাগে একটি রেখা আছে। ত্রিবিজ্রমাখ্য শাল-
গ্রাম শ্রামবর্ণ। এই লক্ষণ দ্বারকাসমুদ্র শিলাতেই দৃষ্ট হয়।
এই চক্রে একটা গদাকার চিহ্ন আছে। ২৬। যে শালগ্রাম
শিলাতে এক দ্বারে চারি চক্র এবং বনমালা, স্বর্ণরেখা ও গোম্প-
পদাকারচিহ্ন লক্ষিত হয় ও যে শিলা কদম্বকুসুমের স্ত্র্য বর্জুলা-
কার, সেই শিলাকে লক্ষ্মীনারায়ণ বলে। ২৭। পুরুষ কথিত শাল-
গ্রামসকলের বিশেষ লক্ষণ কথিত হইতেছে। যে শিলাতে
একটিমাত্র গদাকার চিহ্ন থাকে, তাহাকে স্তদর্শন বলে। যে
শিলাতে দুইটি রেখা দৃষ্ট হয়, তাহাকে লক্ষ্মীনারায়ণ বলে। তিন
রেখা থাকিলে ত্রিবিজ্রম, চারি রেখায় চতুর্ব্যুহ, পঞ্চরেখায়
বাস্তদেব, ছয় রেখায় প্রদ্যম্ন, সপ্ত রেখায় সঙ্ঘর্ষ, অষ্ট রেখায়
পুরুষোত্তম, নব রেখায় নবব্যুহ, দশরেখায় দশাবতার, একা-
দশ রেখায় অনিরুদ্ধ ও দ্বাদশ রেখায় দ্বাদশাত্মা শালগ্রাম হয়।
ইহাই এই অধিকসংখ্যক চিহ্ন যে শিলাতে দৃষ্ট হয়, তাহাকে
অনন্ত বলা যায়। যে ব্যক্তি এই বিষ্ণু মূর্ত্তিময় স্তব পাঠ করে,
তাহার স্বর্গপুরে গমন হয়। ২৮-৩০।

দিবং ত্রয়েৎ ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মা চতুর্মুখো দণ্ডী কমণ্ডলুযুগা-
 ধিতঃ । মহেশ্বরঃ পঞ্চবক্ত্রো দশবাহুর্ষষধ্বজঃ ॥ ৩২ ॥
 যথায়ুধস্তথা গৌরী চণ্ডিকা চ সরস্বতী । মহালক্ষ্মী-
 যাতরশ্চ পদ্মহস্তোদিবাকরঃ ॥ ৩৩ ॥ গজাস্তশ্চ গণঃ
 ক্ষন্দঃ বহুখোহনেকধাগুণাঃ । এতেহর্চিতাঃ স্থাপি-
 তাশ্চ প্রাসাদে বাস্তুপূজিতে । ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাভ্যাঃ
 প্রাপ্যস্তু পুরুষেণ চ ॥ ৩৪ ॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে
 বাস্তুদেবমূর্ত্তয়ঃ পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

হরিরূবাচ ॥ ১ ॥ বাস্তুং সংক্ষেপতো বক্ষ্যে গৃহাদৌ
 বিঘ্ননাশনং । ঈশানকোণাদারভ্য ছেকাশীতিপদে
 যজ্ঞেৎ ॥ ২ ॥ ঈশানে চ শিরঃ পাদৌ নৈঋতেহগ্নিনিলে
 করৌ । আবাসবাসবেশ্বাদৌ পুরে গ্রামে বণিকপথে ॥
 ৩ ॥ প্রাসাদারামভূর্গেব দেবালয়মঠেষু চ । দ্বাদ্বিংশন্তু

বাস্তুপ্রাসাদমধ্যে বাস্তুদেবের পূজা করিবে । চতুর্মুখ, দণ্ড-
 ধারী, কমণ্ডলুধারিত ব্রহ্মা ও পঞ্চবক্ত্র, দশবাহু, ষষবাহন মহেশ্বর
 এবং ষষবাহন ও অস্ত্রাধিত গৌরী, চণ্ডিকা, সরস্বতী, মহা-
 লক্ষ্মী, মাতৃগণ, পদ্মহস্ত দিবাকর, গজানন গণপতি ও বড়ানন
 কার্ত্তিকের, এই সকল দেবতা সেই বাস্তুপূজিত প্রাসাদে অর্চিত
 হইয়া স্থাপিত হন । যে পুরুষ বাস্তুপূজা করে, সেই পুরুষ ধর্ম্মার্থ-
 কামমোক্ষাদি লাভকরে । ইতি পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় ।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

হরি বলিলেন, সংক্ষেপে বাস্তুপূজাবিধি বলিব । গৃহারম্ভের
 পূর্বে বাস্তুযাগ করিলে সেই গৃহে কোন বিঘ্ন থাকে না । একা-
 শীতিপদবিশিষ্ট বাস্তুমণ্ডল করিয়া তাহার ঈশানকোণহইতে
 পূজা আরম্ভ করিবে । ১-২ । ঐ মণ্ডলের ঈশানকোণে বাস্তু-
 দেবের শিরঃ, নৈঋতকোণে পাদদ্বয় এবং বায়ু ও অগ্নিকোণে
 হস্তদ্বয় কর্ত্তন করিয়া বাস্তুর পূজা করিতে হইবে । আবাসগৃহ,
 নীতি, পুর, গ্রাম, বাণিজ্যস্থান, প্রাসাদ, উপবন, হর্গ, দেবালয় ও

সুরান বাহু তদন্তশ্চ ত্রয়োদশ ॥ ৪ ॥ ঈশশৈববাধ
 পর্জন্তো জয়ন্তঃ কুলিশায়ুধঃ । সূর্য্যঃ সত্যো ভৃগুশ্চৈব
 আকাশোবায়ুরেব চ ॥ ৫ ॥ পুষা চ বিতথশ্চৈব গৃহ-
 ক্ষেত্রবমাবুভৌ । গন্ধর্ব্বৌ ভৃগুরাজস্ত মৃগঃ পিতৃগণ-
 স্তথা ॥ ৬ ॥ দ্বৌবারিকোহথ সূগ্রীবঃ পুষ্পদন্তোগণা-
 ধিপঃ । অম্বরঃ শেবপাদৌ চ রোগোহহিমুখ্য এব চ ॥ ৭ ॥
 ভল্লাটঃ সোমসর্পৌ চ অদিতিশ্চ দিতিস্তথা । বহির্দ্বা-
 ত্রিংশদেবে তু তদন্তশ্চতুরঃ শৃণু ॥ ৮ ॥ ঈশানাদিচতু-
 ক্ষোণসংস্থিতান্ পূজয়েদ্বুধঃ । আপশৈববাধ সাবিত্রো-
 জরোরুদ্রস্তথৈব চ ॥ ৯ ॥ মধ্যে নবপদে ব্রহ্মা তস্তাদষ্টী
 চ সমীপগান্ । দেবানেকোত্তরানেতান্ পূর্বাদৌ
 নামতঃ শৃণু ॥ ১০ ॥ অর্য্যমা সবিতা চৈব বিবস্বান্
 বিবুধাধিপঃ । মিত্রোহথ রাজস্বান্না চ তথা পৃথীধরঃ
 ক্রমাৎ । অষ্টমশ্চাপবৎসশ্চ পরিতোত্রকণঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১ ॥

মঠের আরম্ভসময়ে বাস্তুযাগ করিবে । এই পূজাতে মণ্ডলের বহি-
 র্ভাগে দ্বাদ্বিংশৎ দেবতার আবাহন ও পূজা করিয়া তাহার মধ্যে
 ত্রয়োদশদেবতার আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে । ৩-৪ । দ্বাদ্বিংশৎ
 দেবতার নাম এই—ঈশান, পর্য্যায়, জয়ন্ত, ইন্দ্র, সূর্য্য, সত্য, ভৃগু,
 আকাশ, বায়ু, পুষা, বিতথ, গ্রহক্ষেত্র, যম, গন্ধর্ব্ব, ভৃগু, রাজা,
 মৃগ, পিতৃগণ, দৌবারিক, সূগ্রীব, পুষ্পদন্ত, গণাধিপ, অম্বর, শেব,
 পাদ, রোগ, অহিমুখ্য, ভল্লাট, সোম, সর্প, অদিতি ও দিতি ।
 মণ্ডলের বহির্ভাগে এই দ্বাদ্বিংশৎ দেবতার পূজা করিতে হইবে ।
 তৎপরে মণ্ডলমধ্যে যে চারি দেবতার পূজা করিতে হইবে,
 তাহা শ্রবণ কর । ৫-৮ । ঈশানকোণে আপঃ, অগ্নিকোণে সাবিত্র,
 নৈঋতকোণে জয় ও বায়ুকোণে রুদ্রের পূজা করিবে । ৯ । মধ্য-
 গত নবপদের মধ্যে ব্রহ্মার পূজা করিয়া তৎসমীপে অষ্টদেবতার
 পূজা করিবে । পূর্বাদিদিকে একাদিক্রমে যে অষ্টদেবতার পূজা
 করিতে হইবে, তাহাদের নাম শ্রবণ কর । ১০ । পূর্ব্বদিকে ও
 অর্য্যমৈ নমঃ, অগ্নিকোণে ও সবিত্রে নমঃ, দক্ষিণদিকে ও বিব-
 স্বতে নমঃ, নৈঋতকোণে ও বিবুধাধিপায় নমঃ, পশ্চিমদিকে
 ও মিত্রায় নমঃ, বায়ুকোণে ও রাজস্বয়্যে নমঃ, উত্তরদিকে ও
 পৃথীধরায় নমঃ ও ঈশানকোণে ও অপবৎসায় নমঃ, এই সকল
 মন্ত্রে পূজাকরিতে হইবে । উক্ত দেবগণ ব্রহ্মার পরিবার । ১১ ।

ঈশানকোণাদারভ্য দুর্গে চ'বংশ উচ্যতে'। আর্যেয়-
কোণাদারভ্য ষংশোভবতি দুর্করঃ ॥ ১২ ॥ * অদিতিং

হিমবন্তঞ্চ জয়ন্তঞ্চ ইদং ত্রয়ং । নায়িকা কালিকা
নাম শক্রাদগন্ধর্কগাঃ পুনঃ । বাস্তুদেবান্ পুজ-

হুগ নিশ্চাণ করিতে হইলে গৃহাদিনিশ্চাণের জ্ঞায় অবিকল এই
একাদশীতিপদ বাস্তুমণ্ডলই করিতে হইবে। তাহাতে কেবল বিশেষ
এই,—বাস্তুমণ্ডলের ঈশানকোণহইতে নৈঋতকোণপর্যন্ত এবং
অধিকোণ হইতে বায়ুকোণপর্যন্ত সূত্রপাত করিয়া দুইটা রেখা
অঙ্কিত করিবে। এই রেখার নাম 'বংশ'। ১২। গৃহের একা-

১. * ঋষয় উচুঃ । প্রাসাদভবনাদীনাং নিবেশং বিস্তরান্ নৃপ ।

কুর্গাণ্য কেন বিধানেন কশ্চ বাস্তুরুদারুতঃ ॥ সূত্র উবাচ । ভৃগু-
রত্রি ক্রীষ্টশ্চ বিশ্বকর্মা যমস্তথা । নারদো নগ্নজিহ্বেব বিশালাক্ষঃ
পুরন্দরঃ । ব্রহ্মা কুমারো নন্দীশঃ শৌনকো গর্গ এব চ । বাসু-
দেবোহনিরুদ্ধশ্চ তথা শুক্রবৃহস্পতী । অষ্টাদশৈতে বিখ্যাতা-
বাস্তুশাস্ত্রোপদেশকাঃ । সংক্ষেপেণোপদিষ্টং যন্নবে মৎস্মরুণিণা ।
তদিদানীং প্রবক্ষ্যামি বাস্তুশাস্ত্রমমুত্তমং । পুরাক্কবধে ঘোরৈ
ধোরকপশু শূলিনঃ । ললাটশ্বেদসলিলমপতদ্ভুবি ভীষণং । করাল-
বদনং তস্মাৎ সমুদ্ভূতং সমুদনং । এসমানমিবাকাশং সপ্তদ্বীপাং
বহুধরং । ততোহঙ্ককানাং রুধিরমপিবৎ পতিতং ক্রিতৌ ।
তেন তৎসময়ে সর্কং পতিতং যন্নহীতলে । তথাপি তৃপ্তিমগম-
• তদভূতং ন তদা যদা । তদা শিবস্ত পুরতস্তপশ্চক্রে সূদারুণং ।
গুণাবিষ্টস্ত তদভূতমাহর্ভুং জগতাং ত্রয়ং । ততঃ কালেন সন্তুষ্টৌ
ভৈরবগুপ্ত চানরাং । বরং বৃগীষ ভদ্রং তে যদভীষ্টং তবানঘ ।
তম্বাচ ততো ভূতং ত্রৈলোক্যপ্রসন্নকমং । ভবামি দেবদেবেশ
তথৈত্যাঙ্কশূলিনা । ততস্তৎ ত্রিদিবঃ সর্কং ভূমণ্ডলমশেষতঃ ।
স্বদেহেনাস্তরীয়ঞ্চ বন্ধানং প্রাপতদ্ভুবি । ভাতভীতৈস্ততো দেবৈ-
ব্রহ্মণা বাথ শূলিনা । দানবাসুররক্ষোভিরবষ্টকং সমস্ততঃ । যেন
যত্রৈব চাক্রাস্তং স তত্রৈবাতবৎ পুনঃ । নিবাসাং সর্কদেবানাং
বাস্তুরিত্যভিধীয়তে । অবষ্টকেন তেনাপি বিজ্ঞপ্তাঃ সর্কদেবতাঃ ।
প্রদীদধ্বং সুরাঃ সর্কে যুগ্মাভিনিশ্চলীকৃতাঃ । স্থাস্তামি কিং যদা-
হারমবষ্টকমধোমুখং । ততো ব্রহ্মাদিভিঃ প্রোক্তং বাস্তুমধ্যে তু
যো বলিঃ । আহারো রৈশ্চদেবাস্তে ন্যূনমশ্বিন্ ভবিষ্যতি । বাস্তুপ-
শমনো ব্রহ্মস্তুবাহারো তবিষ্যতি । এবমুক্তস্ততো হৃষ্টঃ স বাস্তুরভ-
বব্রূদা । বাস্তুযজ্ঞঃ সূতস্তস্মাৎ ততঃ প্রভৃতি শাস্ত্রয়ে ॥ ইতি মীংস্তে,
বাস্তুভূতোক্তবো নাম ২২৬ অধ্যায়ঃ ॥

সূত্র উবাচ । অখাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি গৃহকালবিনির্গয়ং । যথা-

কালং শুভং জ্যোত্বা সদা ভবনমারভেৎ । চৈত্রে ব্যাধিমবাপ্নোতি
যো গৃহং কারয়েন্নরঃ । বৈশাখে ধনরত্নানি জ্যেষ্ঠে সূত্যাং তথৈব
চ । আষাঢ়ে ভূতরত্নানি পশুবর্জমবাপ্নুয়াৎ । শ্রাবণে ভূত-
লাভঞ্চ হানিং ভাদ্রপদে তথা । পত্নীনাশোহন্থযুজে বিন্ধ্যাং
কার্ত্তিকে ধনধাত্তকং । মার্গশীর্ষে তথা ভরুং পুংযো তদ্বরতো
ভয়ং । লাভঞ্চ বহুশো বিন্ধ্যাদগ্নিং মাঘে বিনির্জিশেৎ । ফাল্গুনে
কাঞ্চনং পুত্রানিতি কালবলং সূতং । অশ্বিনী রোহিণী মূলমুত্তরা-
ত্রয়মৈন্দবং । স্বাতী হস্তাম্বরাধা চ গৃহারম্ভে প্রশস্ততে । আদিত্য-
ভৌমবর্জস্ত সর্কে বারাঃ শুভাবহাঃ । বজ্রব্যঘাতশূলেষু ব্যাতী-
পাতাতিগণ্ডয়োঃ । বিষ্ণুগণ্ডপরিঘবর্জং যোগেষু কারয়েৎ ।
শ্বেতে মৈত্রেয় মাহেস্ত্রে গান্ধর্বেহতিজিহ্রোহিণে । তথা বৈরাজ-
সংবিদ্রে মুহূর্ত্তে গৃহমারভেৎ । চন্দ্রাদিত্যবলং লব্ধ্বা লগ্নং শুভ-
নিরীকৃতং । স্তম্ভোচ্ছাদাদি কর্তব্যমস্তত্র পরিবর্জয়েৎ । প্রাসাদে-
ষেবমেব স্তাং কুপবাপীষু চৈব হি । পূর্কং ভূমিং পরীক্ষেত
পশ্চাদ্বাস্তং প্রকল্পয়েৎ । শ্বেতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা চৈবানু-
পূর্কশঃ । বিপ্রাদেঃ শস্ততে ভূমিরতঃ কার্য্যং পরীক্ষণং । বিপ্রাণাং
মধুরান্বাদা কষায়া ক্ষত্রিয়স্ত চ । কষায়কটুকা তদ্বদ্ বৈশ্বশূদ্রেষু
শস্ততে । রত্নমাত্রৈ তু বৈ গর্ত্তেষুহলিষ্ঠৈ তু সন্কতঃ । স্তম্ভমাম-
শরাবস্থং কৃষ্ণা বর্জিততুষ্টয়ং । জালয়েৎ ভূপরীক্ষার্থং পূর্কং তৎ-
সর্কদিদ্রুখং । দীপ্তাং পূর্কাদি গৃহীরাধর্গানামনুপূর্কশঃ । বাস্তুঃ
সামূহিকো নাম দীপ্যতে সর্কতস্ত যঃ । শুভদঃ সর্কবর্ণায়াং
প্রাসাদেষু গৃহেষু চ । রত্নমাত্রমধো গর্ত্তং পরীক্ষ্য স্নাতপূরকে ।
অধিকে প্রেয়মাপ্নোতি ন্যূনে হানি সমে সমং । হলকট্টেহথবা
দেশে সন্কটীজানি বাপয়েৎ । ত্রিপঞ্চসপ্তরাশ্রেণ যত্র রোহিত্য
তাত্তপি* । জ্যেষ্ঠোক্তমা কনিষ্ঠা ভূবর্জনিয়তরু মতা । পঞ্চগব্যো-
• বধিজলৈঃ পরীক্ষিত্বা চ সেচয়েৎ । একাদশীতিপদং কৃষ্ণা রেখাভিঃ

য়িত্বা গৃহপ্রাসাদকৃন্তবেৎ ॥১৩॥ সুরৈজ্যঃ পুরতঃ কার্যো-
দিশ্চায়েয্যাং মহাননং । (রূপ) কপিনিগমণে যেন
পূর্বতঃ সত্রমণ্ডপং ॥ ১৪ ॥ গন্ধপুষ্পগৃহং কার্যমৈশান্তাং

স্থলে অত্র কোন দেবতার নাম পরিবর্তিত হইবে না । এই দ্বাত্রি-
শং বাস্তদেবতার পূজা করিয়া গৃহ ও প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করিবে ॥১৩॥
বাস্তুর পুরোভাগে দেবালয়, অগ্নিকোণে পাকশালা, পূর্বদিকে
প্রবেশ ও নিগমণ-পথ এবং বাগমণ্ডপ, ঈশানকোণে পট্টবস্ত্র-
সংযুক্ত গন্ধপুষ্পালয়, উত্তরদিকে ভাণ্ডারগৃহ, বায়ুকোণে

কনকেন তু । পশ্চাৎ পিষ্টেন চালিপ্যেৎ স্ত্রেণালোড্য সৰ্বতঃ ।
দশ পূৰ্ণায়তা রেখা দশ চৈবোত্তরায়তাঃ । সৰ্বা বাস্তবিভাগেবু
বিজ্ঞেয়া নবকা নব । একাঙ্গীতিপদং কৃত্বা বাস্তবিং সৰ্ববাস্তবু ।
পদস্থান্ পূজয়েদেবাংস্ত্রিংশং পঞ্চদশৈব তু । দ্বাত্রিংশবাস্তবতঃ
পূজ্যাঃ পূজ্যাশ্চাস্তদ্বয়োদশ । নামতস্তান্ প্রবক্ষ্যামি স্থানানি চ
নিবোধত । ঈশানকোণাদিহ তান্ পূজয়েদ্বিধা নরঃ । শিখী
চৈবাথ পৰ্জ্জন্তো জয়ন্তঃ কুলিশায়ুধঃ । সূর্য্যসত্যো ভূশচৈব
আকাশো বায়ুরেব চ । পৃষা চ বিতথশ্চৈব গৃহকৃতযমাবৃত্তো ।
গন্ধৰ্ব্বো ভৃগুরাজশ্চ মৃগঃ পিতৃগণস্তথা । দৌবারিকোহথ সূগ্রীবঃ
পুষ্পদন্তো জলাধিপঃ । অশ্বরঃ শেষপাপো চ রোগোহহিমুখ্য
এব চ । ভরাতঃ সোমসর্পো চ অদিতিশ্চ দিতিস্তথা । বহির্দ্বা-
ত্রিংশদৈতে তু তদন্তশ্চতুরঃ শৃগু । ঈশাণাদিচতুষ্কোণে সংস্থিতান্
পূজয়েদথ । আপটৈচবাথ সাবিত্রো জয়ো ভদ্রস্তথৈব চ । মধ্যে
নবপদো ব্রহ্মা তস্তাষ্টো চ সমীপগান্ । সাধ্যাটেনকাস্তরান্ বিদ্যাৎ
পূৰ্ণাদ্যান্ নামতঃ শৃগু । অৰ্ঘ্যমা সবিতা চৈব বিবস্বান্ বিবুধা-
ধিপঃ । মিত্রোহথ রাজবান্ চ তথা পৃথীধরঃ স্মৃতঃ । অষ্টমত্ৰাপ-
বংসস্ত পরিতো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ । আপটৈচবাপবংসশ্চ পৰ্জ্জন্তোহগ্নি-
দিতিস্তথা । পদিকানাঞ্চ বর্গোহয়মেবং কোণেষশেষতঃ । তন্মধ্যে
তু বহির্দ্বিংশং দ্বিপদান্তে তু সৰ্বতঃ । অৰ্ঘ্যমা চ বিবস্বাংশ্চ
মিত্রঃ পৃথীধরস্তথা । ব্রহ্মণঃ পরিধৌ দিকু ত্রিপদান্তে তু সৰ্বতঃ ।
বংশানিধানীং বক্ষ্যামি ঋজুনপি পৃথক্ পৃথক্ । বায়ুং যাবন্তথা
রোগাং পিতৃভ্যাঃ শিখিনং পুনঃ । মুখ্যাদভূশমথো শেষাং বিতথং
যাবদেব তু । সূগ্রীবাদিতিং বাবং ভৃগোঃ পৰ্জ্জন্তমেব চ । এতে
বংশাঃ সমাখ্যাতাঃ কচিদুর্জয় এব চ । এতেষাং ঈশ স্পাতঃ
পদং মধ্যং সমস্ততঃ । মন্ম চৈতৎ সমাখ্যাতং ত্রিশূলং কোণগঞ্চ
যৎ । স্তম্ভন্যাসে তু বর্জ্জয়ানি ত্বলাধিধিষু সৰ্বদা । কীলোচ্ছি-

পটসংযুতং । ভাণ্ডাগারঞ্চ কৌবের্যাং গোষ্ঠাগারঞ্চ
বায়বে ॥১৫॥ উদগাশ্রয়ং বারুণ্যাং বাতায়নসমস্থিতং ।
সমিত্‌কুশেঙ্কনস্থানমায়ুধানাঞ্চ নৈঋতে ॥ ১৬ ॥ অভ্যা-
গতালয়ং রম্যং সশয্যাসনপাছুকং । তোয়াগ্নিদীপ-
সমুত্‌তৈর্যুক্তং দক্ষিণতো ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ গৃহান্তরাগ্নি

গোশালা, পশ্চিমদিকে বাতায়নযুক্ত জলাগার, নৈঋতকোণে
সমিধু কুশা ও কাষ্ঠের গৃহ এবং অস্ত্রশালা এবং দক্ষিণদিকে
মনোহর অতিথিশালা প্রস্তুত করিবে । ঐ গৃহে শয্যা, আসন,
পাছকা, জল, অগ্নি, দীপ ও উপযুক্ত ভৃত্য রাখিবে । ১৪-১৭ ।

ষ্টোপঘাতানি বর্জ্জয়েদযত্নতো নরঃ । সৰ্বত্র বাস্তনির্দিষ্টঃ পিতৃ-
বৈশ্বানরায়তঃ । নূর্জন্যাগ্নিঃ সমাবিষ্টো মুখে চাপঃ সমাহিতঃ ।
পৃথীধরোহৰ্ঘ্যমা চৈব তয়োস্তাবদধিষ্ঠিতো । বক্ষঃস্থলে চাপবংসঃ
পূজনীয়ঃ সদা বৃধৈঃ । নেত্রয়োদ্বিতিপৰ্জ্জন্তয়ো শ্রোত্রেহদ্বিতি-
জয়ন্তকৌ । সর্পেজ্রাবংশসংস্থৌ চ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ । সত্য-
রোগাদয়স্তদ্বহ্নাহ্বোঃ পঞ্চ চ পঞ্চ চ । রুদ্রশ্চ রাজবান্
চ বামহস্তে সমাস্থিতৌ । সাবিত্রঃ সবিতা তদ্বক্ষঃ দক্ষিণ-
মাস্থিতৌ । বিবস্বানথ মিত্রশ্চ জঠরে সংব্যবস্থিতৌ । পৃষা
চ পাপযজ্ঞা চ হস্তয়োঃশ্রণিবন্ধনে । তথৈবাস্তুরসোমৌ চ বাম-
পার্শ্বে সমাস্থিতৌ । পার্শ্বে তু দক্ষিণে তদ্বহ্নিতথঃ সগৃহকৃতঃ ।
উক্কোহৰ্ঘ্যমাবৃপো জ্ঞেয়ো জাবোঃগন্ধৰ্ব্বপুষ্পকৌ । জজ্যযোভৃগু-
সূগ্রীবৌ ফিক্‌স্থৌ দৌবারিকো মৃগঃ । জয়শক্ৰৌ তথা মেত্রে
পাদয়োঃ পিতরস্তথা । মধ্যে নবপদো ব্রহ্মা হৃদয়ে স তু পূজ্যতে ।
চতুঃষষ্টিপদো বাস্তঃ প্রাসাদে ব্রহ্মণা স্মৃতঃ । ব্রহ্মা চতুঃপদস্তত্র
কোণেষদ্বিপদান্ততঃ । বহিঃকোণে তু চাষ্টৌ তু সার্কীশ্চোভয়সং-
স্থিতাঃ । বিংশতিদ্বিপদাষ্টচবাং চতুঃষষ্টিপদে স্মৃতাঃ । গৃহারস্তে
তু কণ্ঠতিঃ স্বাম্যঙ্গে যত্র জায়তে । শল্যস্বপনয়েতত্র প্রাসাদে
ভবনৈপি বা । সশল্যং ভয়দং তস্মাদশল্যং শুভদায়কং । হীনা-
ধিকান্ধতাবাস্ত সৰ্বথা তু বিবর্জ্জয়েৎ । নগরগ্রামদেশেষু সৰ্ব-
ত্রৈষং প্রকল্পয়েৎ । চতুঃশালং ত্রিশালস্ত দিশালঞ্চকশালকং ।
নামতস্তানি বক্ষ্যামি স্বরূপেণ দ্বিজোত্তমঃ । ইতি মাৎস্তে একা-
ঙ্গীতিপদবাস্তনির্ণয়ো নাম ২২৭ অধ্যায়ঃ ॥ ২

হৃত চৈবাচ । চতুঃশালং প্রবক্ষ্যামি স্বরূপম্ভ্যামতস্তথা । চতু-
শালং দ্বয়দ্বারৈরনিতৈঃ সৰ্বতোমুখং । নাম্না তৎ সৰ্বতোভদ্রং
শুভং দেবনৃপালয়ে । পশ্চিমদ্বারহীনস্ত নন্দ্যাবর্তং প্রচক্ষ্যতে ।

সর্কানি সজলৈঃ কদলীগৃহৈঃ। পঞ্চবর্ণেষু কুসুমৈঃ
শোভিতানি প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৮ ॥ প্রাকারস্তদ্বিহিঁজাং

গৃহসকলের অবকাশস্থান সজল কদলীগৃহ ও পঞ্চবর্ণ কুসুম-
দ্বারা শোভিত করিতে হইবে। ১৮। বাস্তবগুলের বহির্দেশে

দক্ষিণদ্বারহীনং তদুচ্চমানমুদাহৃতং। পূর্বদ্বারবিহীনস্তৎ স্বস্তিকং
নাম বিপ্রতং। ঋচকং চোত্তরদ্বারবিহীনং তৎ প্রচক্ষাতে। সৌম্য-
শালাবিহীনস্ত দ্বিশালং ধন্যকঞ্চ তৎ। ক্ষেমবৃদ্ধিকরং নৃণাং বহু-
পুত্রফলপ্রদং। শালয়া পূর্বয়া হীনং সূক্ষ্মত্রমিতি বিপ্রতং। ধন্যং
বশস্ত্রীমায়ুষ্যং শোকমোহবিনাশনং। চুল্লী তু যাম্যয়া হীনং
বিশালং শালয়া তু যৎ। কুলক্ষয়করং নৃণাং সর্বব্যাবিভয়াবহং।
হীনং পশ্চিময়া যন্ত পঞ্চয়ং নাম তৎ পুনঃ। মিত্রবন্ধুহৃতান্ হস্তি
তথা সর্পভয়াবহং। যাম্যাপরাভ্যাং শালাভ্যাং ধনধান্যফলপ্রদম্।
ক্ষেমবৃদ্ধিকরং নৃণাং তথা পুত্রফলপ্রদং। যমং সূর্য্যঞ্চ বিজ্ঞেয়ং
পশ্চিমোত্তরশালকং। রাজ্যায়িভয়দং নৃণাং কুলক্ষয়করঞ্চ তৎ।
উদকপূর্ণৈ তু শালে দ্বৈ দণ্ডাথ্যে যত্র তন্তবেৎ। অকালমৃত্যু-
ভয়দং পরচক্রভয়াবহং। ধন্যাথ্যং যামপূর্বাভ্যাং শালাভ্যাং যদি-
শালকং। তচ্ছত্রভয়দং নৃণাং পরাভবভয়াবহং। চুল্লী পূর্বা-
পরাভ্যাস্ত স্য ভবেৎ মৃত্যুহচনী। বধবন্ধায় শত্রুগামনেকভয়-
কারকং। কাচমুত্তরযাম্যভ্যাং শালাভ্যাং ভয়দং নৃণাং। সিদ্ধার্থ-
বর্জ্যং বর্জ্যানি দ্বিশালানি সদা বুধৈঃ।

অথাৎ: সংপ্রবক্ষ্যামি ভবনং পৃথিবীপতে:। পঞ্চপ্রকারং
তৎ প্রোক্তমুত্তমাদিবিভেদত:। অষ্টোত্তরং হস্তশতং বিস্তার-
শোভনমো মত:। চতুর্ধন্যেবু বিস্তারো হীয়তে চাষ্টভি:
করৈ:। চতুর্থাংশাধিকং দৈর্ঘ্যং পঞ্চস্বপি নিগদ্যতে। যু-
ব-
রাজস্তু বক্ষ্যামি তথা ভবনপঞ্চকং। ষড়্ভি: ষড়্ভিত্ত্বা-
নীতিহীয়তে যত্র বিস্তরাৎ। ত্রাংশেন চাধিকং দৈর্ঘ্যং পঞ্চ-
স্বপি নিগদ্যতে। সেনাপতে: প্রবক্ষ্যামি সদা ভবনপঞ্চকং।
চতু:ষষ্টিস্ত বিস্তারাৎ ষড়্ভি: ষড়্ভিত্ত্ব হীয়তে। পঞ্চস্বতেষু
দৈর্ঘ্যঞ্চ ষড়্ভাগোনাধিকং ভবেৎ। মগ্নিগামথ বক্ষ্যামি তথা
ভবনপঞ্চকং। চতু:চতুর্ভিহীনা ত্রাংশে করষষ্টি: প্রবিস্তরে। অষ্টাং-
শেনাধিকং দৈর্ঘ্যং পঞ্চস্বপি নিগদ্যতে। সামন্ত্যামাত্যলোকানাং
বক্ষ্যে ভবনপঞ্চকং। চত্বারিংশস্তথাষ্টো চ চতুর্ভিহীয়তে ক্রমাৎ।
চতুর্থাংশাধিকং দৈর্ঘ্যং পঞ্চস্বতেষু শস্ততে। শিল্পিনাং কঙ্কী-
নাঞ্চ বৈশ্যানাং গৃহপঞ্চকং। অষ্টাবিংশং করণাস্ত দ্বিহীনং বিস্ত

পঞ্চহস্তপ্রমাণত:। এবং আবক্ষ্যাত্মমং কুয়াহ্ননেশোপ-
বনৈ যুতং ॥ ১৯ ॥

চতুর্দিকে প্রাকার নির্মাণ করিবে। ইহা উর্দ্ধে পঞ্চহস্তপরিমিত
হইবে। এইরূপে বিষ্ণুগৃহও নির্মাণ করিবে। ইহার চতু:পাশ্ব
বন ও উপবনদ্বারা শোভিত করিতে হইবে। ১৯।

রেণ স্তৎ। দ্বিগুণং দৈর্ঘ্যমেবোক্তং মধ্যমেবেবমেব তু। দত্ত-
কর্ম্মান্তিকাদীনাং বক্ষ্যে ভবনপঞ্চকং। চতুর্থাংশাধিকং দৈর্ঘ্যং
বিস্তারো দ্বাদশৈব তু। অধ্যাক্করহানি: ত্রাংশে বিস্তারাং পঞ্চসু
ক্রমাৎ। দৈবজ্ঞগুরুবেদ্যানাং সভাস্তারপুরোধসাং। তেষামপি
প্রবক্ষ্যামি সদা ভবনপঞ্চকং। চত্বারিংশস্ত বিস্তারাস্তচতুর্ভিহীয়তে
ক্রমাৎ। পঞ্চস্বতেষু দৈর্ঘ্যঞ্চ ষড়্ভাগোনাধিকং ভবেৎ। চতু-
বর্ণস্তু বক্ষ্যামি সামান্ত্যং গৃহপঞ্চকং। দ্বাত্রিংশকং করণাস্ত চতুর্ভি-
হীয়তে ক্রমাৎ। আবোড়শাদিতি পরং নূনমন্ত্যাবসারিনাং।
দশাংশেনাষ্টভাগেন ত্রিভাগেণাধ পাদিকং। অধিকং দৈর্ঘ্যমি-
তাহব্রাক্ষণাদে: প্রশস্ততে। সেনাপতেনুপশ্যাপি গৃহশ্চৈবোক্ত-
রেণ তু। নৃপবাসগৃহং কার্য্যং ভাণ্ডাগারস্তথৈব চ। সেনাপতে-
গৃহশ্যাপি চাতুর্বর্ণস্তু চাষ্টরং। বাসিকোষগৃহং কার্য্যং রাজপুজ্যেযু
সর্বদা। অন্তরপ্রভবাণাঞ্চ স্বপিতৃদূরমিষ্যতে। তথা হস্তশতা-
দক্ষাক্ গদিতং বনবাসিনাং। সেনাপতেনুপশ্যাপি সপ্তত্যা সহি-
তেহম্বিতে। চতুর্দশহতে ব্যাসে শালাস্তাস: প্রকীর্তিতঃ। পঞ্চ-
ত্রিংশদ্বীতে তস্মিন্ অনিলদ: সমুদাহৃত:। তথা ষট্‌ত্রিংশদ্বীত-
সপ্তাঙ্গুলসমম্বিত:। বিপ্রস্ত মহতী শালা ন দৈর্ঘ্যং পরতো ভবেৎ।
দশাঙ্গুলাধিকা তদ্বৎ কল্লিয়স্ত বিধীয়তে। পঞ্চত্রিংশং করা বৈশ্বে
অঙ্গুলানি ত্রয়োদশ। তাবৎ করৈস্ত শূদ্রস্ত যুতা পঞ্চদশাঙ্গুলৈ:।
শালায়াস্ত ত্রিভাগেণ যন্তাপ্রে বীথিকা ভবেৎ। সৌক্ষীযং নাম
তদ্বাস্ত পশ্চাচ্ছায়েচ্ছয়স্তবেৎ। পার্শ্বয়োর্বীথিকা যত্র সাবষ্টস্তদু-
চ্যতে। সমন্তাবীথিকা যত্র সুস্থিতং তদ্বিহোচ্যতে। শুভদং
সর্বমেতৎ ত্রাংশে চাতুর্বর্ণ্যঞ্চতুর্বিধং। বিস্তরাৎ ষোড়শো ভাগ-
স্তথা হস্তচতুঃ। প্রথমে ভূমিকোচ্ছ্রায় উপবিষ্টাং প্রহীয়তে।
দ্বাদশাংশেন সর্বাস্ত ভূমিকাস্ত তথোচ্ছ্রয়ং। পঞ্চেষ্টকে ভবেদ-
ভিত্তি: ষোড়শাংশেন বিস্তরাৎ। দানবেন বিকল্প: ত্রাংশে তথা
মৃগয়জ্জিতিকে। গর্ভমানেন মানস্ত সর্ববাস্তু শস্ততে। গৃহবাসস্ত
পঞ্চাশদষ্টাদশভিরঙ্গুলৈ:। সংযুতো দ্বারনিকম্বো দ্বিগুণশোচ্ছ্রয়ো
ভবেৎ। দ্বারশাখাস্ত রাহল্যমুচ্ছ্রায়ং বুরসম্বিতৈ:। অঙ্গুলৈ:

চতুষ্টিপদোবাস্তুঃ প্রাসাদাদৌ প্রপূজিতঃ ।
মধ্যে চতুষ্পদো ব্রহ্মা দ্বিপদাৰ্ঘ্যাদয়ঃ ॥ ২০ ॥

প্রাসাদাদি নির্মাণে চতুষ্টিপদ বাস্তমণ্ডল করিয়া তাহাতে
বাস্তদেবের পূজা করিবে । এই মণ্ডলের মধ্যগত চতুষ্পদে ব্রহ্মা ও
তাহার সমীপস্থ প্রতিপদদ্বয়ে অৰ্ঘ্যাদিদেবের অর্চনা করিবে ২০।

সর্ববাস্তুনাং পৃথুং শস্ত্রে বৈধঃ । উদ্বুরোস্তরাঙ্কে চ তদ-
ক্ষাঙ্কঃ প্রবিস্তরৈঃ ॥ ইতি মাংশ্রে বাস্তবিদ্যাসু গৃহমাননির্ণয়ো
নাম ২২৮ অধ্যায়ঃ ॥

সূত উবাচ । অখাতঃ সংপ্রেক্ষ্যামি স্তম্ভমানবিনির্ণয়ং । কৃতা
স্বভবনোচ্চায়ং সদা সপ্তশৃং বৃথঃ । অশীতাস্তং পৃথুং স্তাদগ্রে
নবশৃংগৈঃ সহ । কচকচতুরশ্রঃ স্তাদষ্টাংশো বজ্র উচ্যতে । দ্বিবজ্রঃ
ষোড়শাশ্রুত্বাদশাশ্রঃ প্রলীনকঃ । মধ্যপ্রদেশে যঃ স্তম্ভো বৃভো
বৃত্ত ইতি স্মৃতঃ । এতে পঞ্চ মহাস্তম্ভাঃ প্রশস্তাঃ সর্ববাস্তুষু । পদ্ম-
বল্লী লতা কার্ঘ্যা পদ্মদর্শনরূপিতা । স্তম্ভস্ত নবমাংশেন পদ্মকুস্তো-
ভরাগি চ । স্তম্ভতুলা তুলা প্রোক্তা হীনাশ্চোপতুলা ততঃ ।
ত্রিভাগেণেহ সর্বত্র চতুর্ভাগেণ বা পুনঃ । হীনঃ হীনকতুর্থাংশা-
ত্থা সর্কাস্ত ভূমিষু । বাসগেহানি সর্কেষাং প্রবেশে দক্ষিণেন
তু । দ্বারাণি তু প্রেক্ষ্যামি প্রশস্তানীহ তানি তু । পুরেণেন্দ্রং
জয়ন্তঞ্চ দ্বারং সর্বত্র শস্ত্রেতে । যামাঞ্চ বিতথৈকৈব দক্ষিণেন বিহ-
কৃধাঃ । দক্ষিণে পুশ্চদন্তঞ্চ বারুণঞ্চ প্রশস্ততে । উত্তরেণ তু
ভরাটং সৌম্যঞ্চ শুভং তবেৎ । তথা বাস্তুসু সর্বত্র বেধং দ্বারস্ত
বর্জয়েৎ । দ্বারে তু রথায় বিদে তবেৎ সৰ্বকুলক্ষয়ঃ । তরুণা
দোষবাহুলাং শোকঃ পঙ্কেন জায়তে । অপস্মারো ভবেন্নুনং কুপ-
বেধেন সৰ্বদা । বাণা প্রস্রবণেন স্তাং কীলেনাঘিভরন্তবেৎ ।
বিনাশো দেবতাবিদে স্তম্ভেন জীহতো ভবেৎ । গৃহভর্তৃবিনাশঃ
স্তাং গৃহেণ চ গৃহে কৃতে । অমেধ্যাবক্টরৈবিক্কে গৃহিণীবন্ধন-
স্তবেৎ । তথা শাস্ত্রভয়ং বিদ্যাদস্তাজ্ঞস্ত গৃহেণ তু । উচ্চায়দ্বিশৃংগাং
ভূমিঃ তাক্সা বেধো ন বিদ্যতে । স্বয়মুদ্বাটিতে দ্বারে উন্মাদো
গৃহমেধিনাং । স্বয়ঞ্চ পিহিতে বিন্ধ্যাং কুলনাশঃ বিচক্ষণঃ ।
মানাধিকৈ রাজভয়ং নীচে তস্করতো ভয়ং । দ্বারোপরি চ বন্ধারং
তদন্তকমুখং স্মৃতং । আধ্বানং মধ্যদেশে তু অধিকো বস্ত বিস্তরঃ ।
বজ্রস্ত শকটং মধ্যে সদ্যো ভর্তৃবিনাশনং । তথানাপীড়িতদ্বারং
বহুদোষকরন্তবেৎ । মূলদ্বারং তথানাস্তি নাবিকং শোভনস্তবেৎ ।
কুস্তম্ভীপণিবরীভির্ভুলদ্বারস্ত শোভয়েৎ । পূজয়েচ্চাপি তন্নিত্যং

কর্ণে চৈবান্ধ শিখ্যাজ্ঞা স্তথা দেবাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
তোভ্যোহ্যভয়তঃ সাক্ষাদস্ত্রেহপি দ্বিপদাঃ সুরাঃ ।
চতুষ্টিপদা দেবা-ইত্যেব পরিকীর্তিতাঃ ॥ ২১ ॥ চরকী

এ বাস্তমণ্ডলের ঈশানাদি চারিকোণে চারিটি পদে এক একটি
কর্ণেখা পাতনদ্বারা অর্ধ অর্ধভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিকোণে
দুইটি করিয়া আটটি পদ করিবে । এই আটপদে ঈশানাদিকোণ-
হইতে আরম্ভ করিয়া শিখী-প্রভৃতি দেবতা স্থাপিত করিবে । এই
শিখীপ্রভৃতি দেবগণ ও তাহার উভয়পার্শ্বে প্রতিপদদ্বয়ে অন্যান্য
দেবতাদিগের পূজা করিবে । এইরূপে চতুষ্টিপদ বাস্তমণ্ডল
করিতে হইবে ২১। এই মণ্ডলের ঈশানাদি চারিকোণে চরকী,

বলিনা চাক্ষভোদটকৈঃ । ভবনস্ত বটঃ পূর্বে দিগ্ভাগে সাক্ষকা-
লিকঃ । উদ্বুরস্তথা বাম্যো বারুণে পিঙ্গলঃ শুভঃ । প্লক্ষশ্চোত্ত-
রতো ধন্যো বিপরীতদ্বিসিদ্ধয়ে । কণ্টকী ক্ষীরবৃক্ষশ্চ আসন্নঃ
সফলো ক্রমঃ । ভয়ং হানিং প্রজাহানিং কুব্ধস্তি ক্রমশঃ সদা ।
ন ক্ষিণ্যদ্যদি তানন্যান্যন্তরে স্থাপয়েৎ শুভান্ । পূর্বাগাশোক-
বকুলশমীতিলকচম্পকান্ । দাড়িমী পিঙ্গলী দ্রাক্ষা তথা কুহুম-
মণ্ডপং । জম্বীরপুগপনসক্রমকেতকীভিজাতীসরোজশতপত্রিক-
মল্লিকার্ভিঃ । যম্মারিকেলকদলীদলপাটলাভিযুক্তং তদত্র ভবনং
প্রিয়মাতনোতি ॥ ইতি মাংশ্রে বাস্তবিদ্যাসু বেধপরিবর্জনো
নাম ২২৯ অধ্যায়ঃ ॥

সূত উবাচ । উদগাদিপ্লবং বাস্ত সমানশিরসস্তথা । পরীক্ষা
পূর্ববৎ কুর্য্যাং স্তম্ভোচ্চায়ং বিচক্ষণঃ । ন দেবধ্বংসচিচক্সাগাং
সমাপতঃ । কারয়েত্তবনং প্রাক্ষো হুংখশোকভয়ং বতঃ । তস্ত
প্রবেশাশ্চ দ্বারস্তস্তোংসঙ্গোহগ্রতঃ শুভঃ । পৃষ্ঠতঃ পৃষ্ঠভঙ্গস্ত বস্যা-
বর্তঃ প্রশস্ততে । অপসব্যো বিনাশায় দক্ষিণে শীর্ণকস্তথা । সর্ব-
কামফলো নৃণাং সম্পূর্ণো নাম বামতঃ । এবং প্রবেশমালোক্য
বত্সেন গৃহমারভেৎ । অথ সন্ধ্যসরে পূর্ণে মুহূর্তে শুভলক্ষণে ।
রত্নোপরি শিলাং কৃতা সর্ববীজসন্মিতিতঃ । চতুর্ভির্ত্রাক্ষগৈস্তম্ভং
বজ্রালঙ্কারপূজিতং । শুক্লাবরধরঃ শিল্লী সহিতো বেদপারগৈঃ ।
স্থাপিতং বিস্ত্রসেৎ তথং সর্কোষধিসমম্বিতং । নানাকতফলো-
পেতং বজ্রভাঙ্গলসংযুতং । ব্রহ্মবোধেণ বাদ্যেন গীতমঙ্গলনিব্বতনৈঃ ।
পায়সং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ হোমস্ত মধুসর্পিষা । বাস্তেষ্টিপদে প্রতি-
জানীহি মন্ত্রেণানেন সর্বদা । সূত্রপাতে তথা কার্য্যমেবং স্তম্ভো-
দয়ে পুনঃ । দ্বারবন্ধোচ্চয়ে তথং প্রবেশসময়ে তথা । বাস্তুপ-

চতুঃষষ্টিপদং বাস্তুমণ্ডলম্ ।

উপানী চক্ৰী কৃষ্ণা	শিঃ	দক্ষনেত্রঃ	দক্ষমোহোত্রঃ	দক্ষাঃ	পূৰ্ণা বকঃ পীতঃ	দক্ষবাহমূলঃ	দক্ষকুপঃ	দক্ষিণমণিবকঃ	দক্ষিণাঙ্গুলীমূলঃ	কাম্যেয়ী বিদ্যাতী কৃষ্ণা
বামনেত্রঃ	ঈশঃ গুরুঃ শিবী কলিঃ দিতিঃ জাম্ব	পর্যাপ্তাঃ পীতঃ	জ্ঞঃ জ্ঞঃ	জ্ঞঃ জ্ঞঃ	জ্ঞঃ জ্ঞঃ	জ্ঞঃ জ্ঞঃ	জ্ঞঃ জ্ঞঃ	জ্ঞঃ জ্ঞঃ	জ্ঞঃ জ্ঞঃ	দক্ষমূল্যঃ
বামমোহোত্রঃ	জীঃ পীতঃ	আপঃ গুরুঃ গলদেশঃ মুখঃ					সাবিত্রঃ রক্তঃ দক্ষহস্তঃ	পূবা রক্তঃ		মণিবকঃ
বামাংগঃ	নাগ রাজঃ যেতঃ	বক্ষঃ রঃ	অৰ্য্যমা রক্তঃ			দক্ষকুপঃ বাহঃ		বিতথঃ কৃষ্ণঃ		দক্ষকক্ষঃ
বামবাহমূলঃ	বজ্রেশ্বরঃ গুরুঃ	আপবৎসঃ পীতঃ	মূলঃ	র	জ	জ	সাবিত্রী গুরুঃ	বৃহস্পতঃ যেতঃ		দক্ষপাণ্ডুঃ
বামকুপঃ	ভরাতঃ পীতঃ	রাজযজ্ঞা পীতঃ	রক্তঃ	ব	গ	ব	ইন্দ্রাজ্ঞঃ পীতঃ	বমঃ কৃষ্ণঃ বৈবস্বতঃ		দক্ষোক্তঃ
বামমণিবকঃ	বিশ্ব পীতঃ	বাহঃ বামকুপঃ	মিত্রঃ রক্তঃ	জঠরঃ	মিত্রঃ রক্তঃ	মিত্রঃ রক্তঃ	গজকর্কঃ পীতঃ			দক্ষজাহ্নুঃ
অঙ্গুলীমূলঃ	নাগঃ রক্তঃ পীতঃ	কৃত্যঃ গুরুঃ বামহস্তঃ					ইন্দ্রঃ পীতঃ পায়ুঃ	ভূদরাজঃ ভানঃ		দক্ষজজ্ঞা
জঙ্গুল্যঃ	মোহঃ জাম্বঃ পায়ুঃ কৃষ্ণঃ	শেষঃ কর্কঃ রক্তঃ	জ্ঞঃ জ্ঞঃ	বক্ষঃ বক্ষঃ	পূর্ণাঙ্গঃ পীতঃ	জ্ঞঃ জ্ঞঃ	মৌবারিকঃ গুরুঃ	মৌবারিকঃ গুরুঃ		দক্ষকটিঃ
পাপপাকনী কৃষ্ণা বাস্তবী	মণিবকঃ	বামকক্ষঃ	বামপাণিঃ	বামোক্তঃ	জ্ঞকঃ কৃষ্ণঃ পীতঃ	বামজাহ্নুঃ	বামজজ্ঞা	বামকটিঃ	বামকক্ষপাকনী পূর্ণাঙ্গা কৃষ্ণা মৌবারিক	

একশীতিপদং বাল্লভমণ্ডলম্ ।

শিগী স্বশ: রক্ত:	পর্থাণা: পীত:	জুং রুং	মুগং তুং	যং তুং	তাং তুং	কাং তুং	আকাশ: গুরু:	বায়ু: ধূম:
বাননেত্র	দিত্তি: জ্ঞান	আপ: খেত: পলদেশ: মুখ:	জয় শু	কুণি পা	ব র	স শ	সাবিত্র: রক্ত: দক্ষিণহস্ত:	পূবা রক্ত:
বানশ্রোত্র	অ র	দিত্তি: জ্ঞা	আপবৎস: গোর: বক্ষ:	অ তুন: পা	য হ	মা র:	সবিতা পীত: বা রক্ত: দক্ষিণকূপার:	বি ক তথ: ক:
বানমাংশ:	সর্প ক	রাজ: ক:	তুন: র:	র		জঠর: ন: ত:	গৃহ ধে	কত: ত:
বানবাহুসূলং	সো ও	ম: ক:	ব ব	এ	হৃদয়:	ক্রা	হা হি	ম: ক:
বানকূপার:	ভ্রা পী	ট: ত:	পূর্বা খেত:	ব		এ: নিব ভো	গন্ধ পী	ক: ত:
বানমণিবক্ষ:	মু র	পা জুং	রাজবক্ষা পীত: বানকূপার:	মি জঠর: ও		ত্র: ক:	বিবধাধিপ: মেটুদেশ:	রাজ: ত:
বানাস্থলিমূলং	অহি: পীত:	কজ: রক্ত: বানহস্ত:	যং রুং	র: জুং	ধিপ: ত: গ:	দহু: তুং	জয়: খেত: পা: যু:	মুগ: পীত:
বানাস্থল্যাং	রোগ: মুক্ত:	পাপ: কুক্ষ: পাদ:	মো তু	অহ র	গদা ধে বর	পুষ্প র	দৌবারিক: কুক্ষ:	পিতৃগণ: খেত:

চ বিদারী চ পুতনা পাপরাক্ষসী। ঈশানাঙ্কাস্তো-
বাহে দেবাজ্ঞ হেতুকাদয়ঃ ॥ ২২ ॥ হেতুকল্পপুরাণস্তচ

বিদারী, পুতনা ও পাপরাক্ষসী, এই চারিটীর পূজা করিবে।
তৎপরে বৃহির্ভাগে ঈশানাঙ্গ ও হেতুকাঙ্গ দেবের পূজা করিতে

শমনে তবং বাস্ত বজ্রস্ত পঞ্চধা। ঈশানে হ্রতপাতঃ শ্রাদ্ধায়ে
স্তম্ভরোপণং। প্রদক্ষিণ কুর্ক্বীত বাস্তোঃ পদবিলেখনং। তর্জনী
মধ্যমা ক্ষেব তথাস্তম্ভ দক্ষিণে। প্রবালরত্নকনকং ফলপিষ্টকতো-
দকং। সর্ববাস্তবিভাগেষু শস্ত্রস্পদবিলেখনে। ন ভ্রমাল্লারকা-
ঠেনন শস্ত্রনখচন্দ্রাভিঃ। ন চ সাত্তিকপালে ন কচিহাস্ত প্রলেখ-
য়েৎ। এভির্কিলেখিতং কুর্যাদ্ দুঃখশোকাময়াদিকং। যদা গৃহ-
প্রবেশঃ শাচ্ছিন্নী তত্রোপলেখয়েৎ। স্তম্ভহ্রাদিকৈ তবং শুভা-
শুভফলোদয়ং। আদিত্যাভিমুখং রোতি শকুনঃ পরমং যদি।
তুলাকালং স্পৃশেদঙ্গং গৃহভর্তৃঃ সমাশ্রয়ঃ। বাস্ত্রে তদ্বিজানীয়া-
ন্নরশল্যং ভয়প্রদং। শকুনানন্তরং যত্র হস্তাশ্বখাপদস্তবেৎ। তদঙ্গ-
সম্ভবং বিদ্যাস্তত্র শল্যং বিচক্ষণঃ। প্রসার্যমাণে স্ত্রে তু খগো-
মায়ুবিলজ্বিতে। তত্র শল্যং বিজানীয়াৎ ধরশঙ্গে চ ভৈরবে।
যদাশান্তেহং দিগ্ভাগে মধুরং রোতি বায়সঃ। ধনস্তত্র বিজা-
নীরাদঙ্গে বা স্বান্যধিষ্ঠিতে। স্ত্রচ্ছেদে ভবেন্মৃত্যুকাষাধিঃ কীলে
জ্বধোমুখে। অঙ্গারেষু তথোন্মাদং কপালেষু চ সজ্জমং। কশু-
শল্যে চ জানীয়াৎ পুংশল্যং স্ত্রীষু বাস্তবিৎ। গৃহভর্তৃর্গৃহস্থাপি
বিনাশঃ শিল্লিসজ্জমে। স্তম্ভস্থানে চ্যুতে কুস্তে শিরোরোগঃ বিনি-
দিশেৎ। কুস্তাপহারে সর্বস্ত্র কুলস্থাপি ক্ষয়ো ভবেৎ। মৃত্যুং
স্থানচ্যুতে কুস্তে ভগ্নে বন্ধং বিহরুণাঃ। করসংখ্যাবিনাশে তু
নাশং গৃহপতেবিহঃ। বীজৌষধিবিহীনে তু ভূতেভ্যো ভয়মাদি-
শেৎ। প্রাদক্ষিণেন বিস্ত্রস্ত স্তম্ভে চ্ছত্রং নিবেশয়েৎ। ততঃ
প্রদক্ষিণেনান্ত্রায়সেৎ স্তম্ভং বিচক্ষণঃ। যন্ত্রাস্ত্রয়করং নৃণাং যোজি-
তাস্ত্রপ্রদক্ষিণং। রক্ষাং কুর্ক্বীত যজ্ঞেন স্তম্ভোপদ্রবনাশিনীং।
তথা ফলবতীঃ শাখাং স্তম্ভোপরি নিবেশয়েৎ। প্রাণদক্লম্বনং
কাষ্যং শ্বিমুখস্ত ন কারয়েৎ। স্তম্ভস্য ভবনস্থাপি দ্বারস্য স্বগৃহ-
স্তথা। দিগ্ভূতে কুলনাশঃ শ্রাদ্ধ চ সধর্কয়েদগৃহং। যদি সধ-
র্কয়েদগৃহং সর্কদিহুঃ বিবর্কয়েৎ। পুষ্কোণ বর্জিতং বাস্ত মৃত্যুরে
শ্রাদ্ধ সংশয়ঃ। পুশাদ্ভবস্ত যদাস্ত তদর্থক্করকারকং। রক্ষায়িতং
তথা সৌম্যে বহুসস্তাপকারকং। আয়েয়ে যত্র বৃদ্ধিঃ শ্রাৎ তদগ্নি-
ভয়দস্তবেৎ। বর্জিতং রাক্ষসে কোণে শিশুক্করকরস্তবেৎ। বর্জা-

অগ্নিবেতালকৌ যমঃ। অগ্নিজিহ্বঃ কালকচ্চ কর-
লোহেকপাদকঃ ॥ ২৩ ॥ ঐশাঙ্ক্যং ভীমরূপস্ত পাতালে

হইবে। ২২। হেতুকাঙ্গগণ এই—হেতুক, ত্রিপুরাস্তক, অগ্নি,
বেতাল, যম, অগ্নিজিহ্ব, কালক, করাল ও একপাদ এবং

য়িতস্ত বায়ব্যে বাতব্যাদিপ্রকোপকুং। ঈশানে তু প্রজাহানি-
বাস্তৌ সধর্কিতে সদা। ঈশানে দেবতাগারং তথা শাস্তিগৃহঃ
তবেৎ। মহানসং তথায়েয়ে তৎপার্শ্বে চোত্তরং জলং। গৃহ-
স্তোপকরং সর্বং নৈখতে স্থাপয়েদব্ধঃ। বন্ধস্থানং বহিঃ কুর্য্যাৎ
নানমগুপমেব চ। ধনধাত্তক বায়ব্যে কর্শশালা ততো বহিঃ।
এবম্ভাস্ত্রনিবেশঃ শ্রাদ্ধ গৃহভর্তৃঃ শুভাবহঃ ॥ ইতি মাংস্ত্রে বাস্ত্র-
বিদ্যাগৃহনির্ণয়ো নাম ২৩ অধ্যায়ঃ ॥

স্বত উবাচ। অথাৎ: সংপ্রবক্ষ্যামি দার্দ্রাহরণমুত্তমং। ধনিষ্ঠা-
পঞ্চকং ত্যক্তা বিষ্টাদিকমতঃ পরং। ততঃ সাধংসরোক্ষিষ্টে দিনে
যায়ানং বৃধঃ। প্রথমং বলিপূজাস্ত কুর্য্যাৎ বৃক্ষায় সর্বদা।
পূর্বোত্তরেণ পতিতং গৃহে দার প্রশস্ততে। অস্তথা ন শুভং
বিদ্যাদ্যাম্যাপরনিপাতনে। ক্ষীরবৃক্ষোত্তরং দার ন গৃহে বিনি-
বেশয়েৎ। কুতাধিবাসং বিহগৈরনিলানলপীড়িতং। গজাব-
ভগ্নক তথা বিদ্যারিখাতপীড়িতং। অর্কশুকং তথা দার ভয়শুকং
তথৈব চ। চৈত্যাৎদেবালয়োঃ পরং নদীসঙ্গমজস্তথা। শ্মশানকূপ-
নিলয়ং তড়াগাদিসমুত্তমং। বর্জয়েৎ সর্বথা দার বদীচ্ছৈদ্বিপুলাং
শ্রিয়ং। তথা কণ্টকিনো বৃক্ষান্নীপনিষবিভীতকান্। শ্লেষ্মাতকান্
এলতরুন্ বর্জয়েদ্ গৃহকর্মণি। অশনং শাকমধুকসর্জশালাঃ শুভা-
বহাঃ। চন্দনং পনসং ধাত্রং সুরদারহরিত্রকা। দ্বাত্যামেকেন
বা কুর্য্যাৎ ত্রিভির্কো ভবনং শুভং। বহুভিঃ কারিতং যন্ত্রাদেনক-
ভয়দং ভবেৎ। একৈকং শিশপা দস্তা ত্রীপর্নী তিন্দুকী তথা।
এতা নাস্ত্রসমায়ুক্তাঃ কদাচিচ্ছূভকারিকাঃ। শূদনঃ পনসস্তদ্বৎ
সরলাজ্জুনপদ্মকাঃ। এতে নাস্ত্রসমায়ুক্তা বাস্তকার্যে শুভপ্রদাঃ।
তরুচ্ছেদে মহাপাতে গোদাং বিদ্যাং বিচক্ষণঃ। যাজ্ঞিষ্ঠবর্গে ভেকঃ
শ্রাৎ নীলে সর্পস্থিনির্দিশেৎ। অরণে সয়টং বিদ্যাৎ মুক্তাভে
শুকমাদিশেৎ। কপিলে মূষিকাং বিদ্যাৎ খজ্ঞাভে জলমাদিশেৎ।
এবমিধং সগর্ভস্ত বর্জয়েদ্বাস্তিকর্মণি। পূর্ষং ছিন্নস্ত গুল্মীয়াং নিমিত্তং
শুকুটৈঃ গুটিভঃ। ব্যাসেন গুণিতে দৈর্ঘ্যে অষ্টভির্বে হতে তথা।
যচ্ছেষমায়ং তং বিদ্যাদষ্টভেদং বদামি বঃ। ধ্বজো ধ্বমচ্চ সিংহচ্চ
খা বৃষঃ ধর এব চ। হস্তী ধ্বাজচ্চ পূর্কদ্যাঃ করিশেবা ভব-

প্রেতনায়কঃ । আকাশে গন্ধমালী স্ত্রাং ক্ষেত্রপালাং
স্ততো যজ্ঞে ॥ ২৪ ॥

ঈশানকোণে ভীমরূপ, পাতালে প্রেতনায়ক এবং আকাশে গন্ধ-
মালী ও ক্ষেত্রপাল, এই সকলের পূজা করিবে । ২৩-২৪ ।

• বিস্তারাবিহতং দৈর্ঘ্যং রাশিং বাস্তোস্ত কার-
য়েৎ । কৃৎস চ বস্তুভির্ভাগং শেষক্কেবায়মাদিশেৎ ॥ ২৫ ॥

বাস্তুর বিস্তারের পরিমাণদ্বারা দৈর্ঘ্যপরিমাণকে গুণকরিবে ।
এই গুণফলই “বাস্তুরাশি” অর্থাৎ “বাস্তুক্কেত্রফল” হইবে ।
এই বাস্তুকলকে আটদ্বারা ভাগ করিবে । উহার ভাগশেষাঙ্ককে

স্ত্যমী । ধ্বজঃ সর্বমুখো ধ্বজঃ প্রত্যগ্ধারো বিশেষতঃ । উদ-
মুখো ভবেৎ সিংহঃ প্রাথমুখো বৃষভো ভবেৎ । দক্ষিণাভিমুখো
হস্তী সপ্তভিঃ সূ উদাহৃতঃ । একেন ধ্বজ উদ্ভিষ্টজিভিঃ সিংহ
উদাহৃতঃ । পঞ্চভিবৃষভঃ প্রোক্তো বিকোণস্বাস্ত্র বর্জয়েৎ ।
তমেবাষ্টগুণং কৃৎস বিদ্যাদ্রাশিং বিচক্ষণঃ । সপ্তবিশঙ্কতে
ভাগে ঋক্ষঃ বিদ্যাষিচক্ষণঃ । অষ্টভির্ভাজিতে ঋক্ষে বক্ষেবঃ
স ব্যয়ো মতঃ । ব্যাধিকং ন কুর্যীত যতো দোষকরস্তবেৎ ।
আয়াধিকে ভবেচ্ছান্তিরিত্যাহ ভগবান্ হরিঃ ॥ কৃৎসাত্তো
বিজবরানথ পূর্ণকুস্তং দধ্যাক্তাত্ত্রদলপুষ্কলোপশোভং । দত্বা
হিরণ্যবসনানি তথা বিজ্জেভ্যো মাজল্যাশান্তিনিলয়ায় গৃহং
বিশেষতঃ ॥ গৃহোক্তহোমবিধিনা বলিকর্ম্ম কুর্য্যাৎ প্রাসাদবাস্ত্র-
শমনে চ বিবিধ উক্তঃ । সস্তপ্যেদ্ বিজবরানথ তক্ষ্যাত্তোজ্যৈঃ
গুক্রাঘরশ্চ ভবনং প্রবিশেৎ সধুমঃ ॥ ইতি মাংস্তে বাস্তুবিদ্যান্-
কীর্তনং সমাপ্তং ২৩ অধ্যায়ঃ ॥

অন্তচ্চ । অথ বাস্তুযুক্তিঃ । তত্র স্থাননির্ণয়ঃ । নদীশ্রাশান-
শৈলানাং বনস্ত নিকটে তথা । ন বাস্তুকর্ম্ম কুর্যীত ন ঘনবনং
রাস্ত্রয়োঃ । তত্র দিগ্-নির্ণয়ঃ । রাক্ষসানিলবহীনাং যমস্ত দিশি
বেশ্মনঃ । নারস্তঃ কারয়েদ্রাজা ভীকৃগদাহক্ষয়প্রদং । তথা হি ।
ভোগঃ কীর্তিধনং রোগঃ স্থিরতা চ ভয়ং ক্ষমঃ । দাহ ইত্যেব
কথিতো দিশি বাস্তুকলোদ্ভবঃ । ভোজে চ । যন্নগ্নে জায়তে
রাজা তস্ত লগ্নস্ত যঃ পতিঃ । যা দিক্ ওস্ত নৃপস্তস্তাং বাস্তুরস্তং
সমাচরেৎ । এবঞ্চ । কুজাধিপতিকে মেঘলগ্নে জাতস্ত ভূপতেঃ ।
কুজাধিপতিকায়াং দক্ষিণাশ্রামপি বাস্তুর্ন দ্যাতীতি । পরাশরস্ত ।
বদশাজনিতো রাজা বাস্তুস্তস্ত তদিশি । এতেন সূর্য্যাধিপতিন-
তস্ত নৃপতেঃ পূর্বাঙ্গাদিকু বাস্তুকরণং । তেন শুক্রদশায়াং জাত-
স্ত্রায়েষ্যামপি ন দ্যাতীতি ॥

অথ লক্ষণং । বাস্তু কুর্য্যান্মহীপালঃ সমঃ স্ত্রিগ্নমুক্তিকং ।
প্রাণ্ডকপ্পবনং রমাং রম্যবৃক্ষোপশোভিতং । লক্ষ্মীদাহঃ ক্ষয়ো
তীর্থধননাশোহভ্যাশ্রুতা । সম্পদ্বিকিরিতি প্রোক্তং পূর্বাঙ্গ-
ককুভাং ফলং । তথা হি প্লবনমন্যং । জন্মলগ্নেন দিক্ পশ্চাৎ

রাজ্যং বাস্তুপ্লেবো মতঃ । এতেন সূর্য্যাধিপতিতুলালগ্নে জাতস্ত
নৃপতেঃ সূর্য্যাধিপতেঃ পূর্বাঙ্গাঃ পশ্চাৎ পশ্চিমপ্লেবোহপি ন দ্যাতীতি ।
অন্যে তু । বদশাজনিতো রাজা তদিশোঃ প্লেবো মতঃ । এতেন
শুক্রদশাজাতস্ত নৃপতেঃ দক্ষিণপ্লেবোহপি ন দ্যাতীতি । অন্যত্র তু ।
ব্রহ্মকল্মষবিহীনাঃ পূর্বাঙ্গাদিগ্নগুণে ক্রমাৎ । বাস্তুপ্লবনগচ্ছন্তি
নিজসম্পত্তিহেতবে । নীতিশাস্ত্রে চ । বাস্তুকর্ম্ম নৃপঃ কুর্য্যান্মহীপ-
দৈরিণো দিশি । দীর্ঘা বা চতুরঙ্গা বা বাস্তুভূমিস্থীকৃতাং ।
এতরোলক্ষণং তদ্বৎ ফলঞ্চ নগরে যথা ॥

অথ মানং । রাজকাণ্ডেন নৃপতীক্কারস্তং সমাচরেৎ । জয়ো
ভজঃ স্বখং দুঃখং প্রীতির্লীতিশ্চ যঃ স্থিরঃ । ইত্যেষ্ঠৌ বাস্তুনামানি
রাজকাণ্ডেহুক্রমাৎ । অন্যত্র তু । জন্মলগ্নে মহীভর্তৃদুগ্ধোরস্ত
এব হি । রাজকাণ্ডেস্ত তাবদ্বিক্রান্তং কুর্য্যান্মহীপতিঃ । সূদর্শা-
চ্ছন্দসংখ্যেন রাজপট্টেন ভূপতেঃ । বাস্তুকর্ম্মসমারস্তো ধনধান্য-
জয়প্রদঃ । এতয়োরপি পূর্ববদ্যাত্যানং । রাজচ্ছত্রেণ কুত্রাপি
বাস্তুপত্তনমিষ্যতে । তস্তাপি পূর্ববদ্বানমিতি ভাণ্ডুরিভাষিতং ॥

অথ দোষগুণৌ । পরিনিশ্চিতবাস্তুহো ন তিষ্ঠতি চিরং নৃপঃ ।
ন স্ত্রায় ন ধম্মায় তত্তস্ত ভূবি জায়তে । অন্যত্রাপি । রাজান্য-
বীর্ঘ্যপ্রত্যাশী পরবাস্তুকৃতস্থিতিঃ । ন স্ত্রায় ভবেন্নৃণাং যথা
পরগৃহে গ্রহঃ । যঃ স্বনিশ্চিতবাস্তুহো নিজলগ্নাদিসংযুতঃ । বিচা-
রিতপুরো রাজা স চিরং স্ত্রমশ্নুতে । অন্যত্রাপি । রাজা স্ববাহ-
বীর্ঘ্যচ্যো নিজনিশ্চিতবাস্তুতাক্ । স চিরং তদ্বতে সৌখ্যং
স্বগৃহস্থে গ্রহো যথা ॥

অথ কালঃ । বর্ষান্তেহভ্যাদিতে শুক্রে কেত্রে সুরগুরৌ শুভে ।
বাস্তুকর্ম্মসমারস্তং শুক্রচক্রার্ভূমিজে । গ্রহযুক্তৌ যঃ সময়ঃ
কর্তব্যস্তত্র বৈ শুভে । বাস্তুরস্তঃ কার্য্যঃ শুভসম্পত্তিকামিনা
রাজা । ইতি বাস্তুযুক্তৌ বাস্তুদেহঃ । অন্যেবাং যথা । বদাহ-
বাস্তুকুণ্ডলাং । স্বামিহৈতেন্ততুর্ভিঃ শ্রাদ্ধান্তেনৈব মাপরেৎ ।
ক্ষেমোভয়ক্ষয়ো ভব্যঃ শোকক্লিভয়ঃ শুচিঃ । বংশকুং পাপ-
কারী চ বিকারী শোভনঃ শিবঃ । কুণপঃ কামদো ধূম্রো ধোমো
ধনহরস্তথা । ধনদঃ স্ত্রকৃচ্চেতি বাটোহষ্টাদশ কীর্তিতাঃ । তদ-

পুনঃ নিতমষ্টাভিঃ ক্ৰভাগন্ত ভাজয়েৎ । যচ্ছেষস্ত-
স্তবেদৃক্ষং ভাগৈর্হ ভা ব্যস্তবেৎ ॥ ২৬ ॥ ঋক্ষং চতু-

‘অয়’ ক্বে । পুনরায় ঐ বাস্তবশিক আটদ্বারা গুণকরিয়া
যে গুণফল হইবে, তাহাকে ঋক্ষ, অর্থাৎ সাতাইশদ্বারা ভাগ
করিবে । ঐ ভাগশেষাককে “বাস্তনক্ষত্রাশি” কহে । ঐ
ভাগশেষ, অর্থাৎ বাস্তনক্ষত্রাশিকে ঐ আটদ্বারা হরণ করিবে ।

যথা । আয়ামপরিণাহাত্যাং যোহক্ষপিণ্ডোহভিজায়তে । উন-
বিংশস্তে ভাগে শেষেণৈতা যথাক্রমং । ক্রমে সন্নাথসংসিদ্ধি-
ভয়কারী ভয়ঙ্করঃ । ভব্যো ভোগং প্রকুরতে শোকরূপকুনাশনঃ ।
বিজয়ঃ কুরুতে বুদ্ধিঃ শুচিঃ সর্বসুখং বহেৎ । বংশকুং কুরুতে
বংশং পাপকারী কুলাপহঃ । বিকারী কুরুতে দুঃখং শোভনঃ
শুভমাবহেৎ । শিবঃ সর্বাংশসিদ্ধৌ শ্রাং কুণপঃ সর্বনাশনঃ ।
কামদোহভীষ্টলাভঃ শ্রাদ্ধুস্ত্রো দহতি সর্বশঃ । ধোম্যে ধন্যমতিঃ
সৌখ্যং হুং ধনহরে ভবেৎ । ধনদে ধনলাভঃ শ্রাং সুখকুং
সুখকারকঃ । ইতি প্রোক্তোহতিসংক্ষেপাষ্টলক্ষণসংগ্রহঃ ।
ভোজন্তু । দণ্ডমানং তথৈব কিত্ত যুক্তিরজ্ঞা । স্বদশাকতো
দ্বিগুণৈস্তৈঃ শুভাবহস্তুরজ্ঞ এব নববাস্ত শিষ্যতে । কিমু লগ্ন-
দণ্ডমিতদণ্ডসম্মিতঃ প্রকরোতি বাস্তবতিসৌখ্যসম্পদং । উষরা
বালুকা ক্লিন্না ঐয়মেতদ্বিনিমিত্তং । ত্রিকোণো বর্ভুলো দীর্ঘো
যবমধ্যো বৃহস্পতিঃ । তথা ভরুপক্ষপঞ্চ সর্পাকারস্তথৈব চ । ছিন্নো
ভিন্নো মধ্যনিম্নো ব্যজনাভস্তুপথঃ । ত্রিগুণো জনদোষী চ
বৃক্ষদোষী তথা পরঃ । গজগুণাকৃতিশ্চৈবোপজবাঃ পরিকীর্ণিতাঃ ।
বাস্তথগুণে মহাদোষা হেয়াস্তস্মাদ্বিচক্ষণৈঃ । চতুরজঃ শুভো-
দীর্ঘস্তল্যঃ প্রান্তঃ সমাপ্রিতঃ । দোষৈর্বিহীনো বিজ্ঞেয়ো বাস্তথগুঃ
সুখাবহঃ । ইতি যুক্তিকল্পতরৌ বাস্তথুক্তিঃ । তত্র কালনির্ণয়ঃ ।
বৈশাখপ্রাবণ্যষাঢ়মার্গফাল্গুনকর্কটিকাঃ । শ্রুপ্রশস্তা গৃহ্যরস্তে পত্নী-
পুত্রসমৃদ্ধিদাঃ । গুরুপক্ষে ভবেৎ সৌখ্যং কৃষ্ণে চ লভতে ভয়ং ।
আদিত্যভোমবর্জস্ত সর্কে বারাঃ শুভাবহাঃ । তথ্যজ্ঞ । পূর্ণি-
মাদ্যষ্টমীঃ যাবৎ পূর্ণাশ্রং বর্জয়েদৃগৃহং । উত্তরাশ্রং ন কুবীত
নবম্যাদিচতুর্দশীং । অমাবস্তাষ্টমীঃ যাবৎ পশ্চিমাশ্রং বিবর্জয়েৎ ।
নবম্যাদি তথা যাম্যং যাবৎ গুরুচতুর্দশীং । বজ্রব্যঘাতশূলে চ
ব্যতীপাতাগ্নিগুণ্যোঃ । বিষ্ণুগুণ্যোশ্চৈব গৃহ্যরস্তং ন কার-
য়েৎ । আদিত্যহরোহিণী মৃগশিরো জ্যেষ্ঠা ধনিষ্ঠোদ্ধরা রেব-
ত্যাথ মহানুরাধহরিতিঃ শুদ্ধৈঃ স্বভাবাদিভিঃ । সৌম্যাধাঃ
দিবগেহুপ পাপরহিত্যে যোগে বিরিক্তে ত্রিখৌ বিষ্টিত্যকুদিনে

গুণং কৃত্বা নবভির্ভাগহারিতং । শেষমংশং বিজ্ঞা-
নীয়াদেবলস্ত মতং যথা ॥ ২৭ ॥ অষ্টাভিগুণিতং

ঐ দ্বতশেষাককে “বায়” কহে । ঐ বাস্তনক্ষত্রাশিকে চারিদ্বারা
গুণকরিবে । ঐ গুণফলকে নয়দ্বারা হরণ করিবে । উহাতে যে দ্বত-
শেষাক থাকিবে, তাহার নাম “স্থিতি” । এই স্থিতি অক্ষদ্বারাষ্ট
বাস্তমগুলের অংশ নির্ণীত হইবে । ইহা দেবলনামা ঋষির
মত । ২৫-২৭ । পূর্বোক্ত বাস্তবশিকৈ ৮ আট এই অক্ষদ্বারা গুণ-

বদন্তি মুনয়ো বেষ্মাদিকার্য্যং শুভং । মন্তপুরাণৈহপি । চন্দ্রা-
দিত্যবলং লক্ষ্য লগ্নং শুভনিরীক্ষিতং । স্তম্ভোচ্ছায়াদি কর্তব্যম-
জ্ঞ তু বিবর্জয়েৎ । অধ্বিনী যোহিণী মূলমুত্তরাশ্রয়মেন্দবং ।
স্মার্তিষ্টানুরাধা চ বাস্তকম্মণি শস্ততে । তথা চ । ত্রিভিঃ স্তি-
র্বেশ্মনি কৃত্তিকাদৈরশেষপুত্রাশ্চিধনানি শোকাঃ । শত্রোভয়ং
রাজভয়ঞ্চ মৃত্যুঃ সুখং প্রবংশচ নব প্রভেদাঃ । নাশং দিশন্তি
মকরালিকুলীরলগ্নে মেবে ধটে ধনুষি কক্ষস্থ দীর্ঘমুজং । কস্তাঋবে
মিথুনকে ঐবমর্থলাভো জ্যোতির্বিদঃ কলসসিংহবৃষে বুদ্ধিঃ ।
লগ্নেহর্কে বজ্রসম্পাতঃ কোবহানিশ্চ শীতগৌ । মৃত্যুর্কক্ষর-
পুস্ত্রে চন্দ্রে শুভসম্পদঃ । জীবেশ্বস্বার্থকামাশ্চ স্ততোপশিস্তিচ
ভার্গবে । শনৈশ্চরে তু দারিদ্ৰ্য্যং রাহাবস্তং প্রবর্ততে ।

অথ প্রবেশকালঃ । শুদ্ধৈর্দ্বাদশকেন্দ্রেগরিধনগৈঃ পাইপ-
জ্জিষ্ঠায়গৈর্গ্নে কেন্দ্রেগতেহথবা সুরগুরো দৈতেয়পুজ্যোহপি
বা । সন্মারস্তফলপ্রসিদ্ধিরদয়ে রাশৌ চ ভর্তুঃ শুভে স্বগ্রাম্য-
স্থিরতোদয়ে চ ভবনং কার্য্যং প্রবেশোহপি বা । পৌষে ধনিষ্ঠা
অথ বারুণেশু স্বায়ম্ভুবর্কে ত্রিষু চোত্তরেষু । অক্ষীণচন্দ্রে শুভ-
বাসরে চ তথা বিরিক্তে চ গৃহপ্রবেশঃ । তিথির্কারশ্চ লগ্নাদি
সন্মারস্তে যথোদিতং । প্রবেশেহপি গৃহস্বাহস্তথা জ্যোতির্বিদো
জনাঃ ।

অথ দ্বারং । নৈকদ্বারং বাস্তথগুং ন চতুর্দ্বারমারভেৎ ।
একদ্বারং হঃশরণং চতুর্দ্বারং ছরাবরং । ত্রিদ্বারমেব নৃপতেষ্কাস্ত-
কর্ম্ম প্রশস্ততে । যে মুখে তত্র চাত্তং শ্রাদ্ধমুখ্যমিতি নির্ণয়ঃ ।
রাজদ্বারস্ত তত্রৈকো যমদ্বারস্তথা পরঃ । অপদ্বারং তথ্যজ্ঞং
শ্রাদ্ধাদি দ্বারস্ত নির্ণয়ঃ । ব্রহ্মকজ্রিবৈশ্রান্য প্রাণ্ডকপশ্চিমৈঃ
ক্রমাৎ । মুখ্যদ্বারং দক্ষিণাশ্রং পরং তস্তাপি দক্ষিণে । বলবদৈ
বৈষ্ণুমুখ্যং দ্বারমিত্যশ্রয়মতং । রাজদ্বারেহনুপানং শিষ্টানামা
প্রবেশনং । যাত্রাপ্রসাদপূর্ণাণি রাজদ্বারেষু কারয়েৎ । যম-

পিণ্ডং যষ্টিভির্ভাগহারিতং । যচ্ছেষস্তদ্ ভবেজ্জীবং
মরণং ভূতহারিতং ॥ ২৮ ॥ বাস্তুকোড়ে গৃহং কুর্য্যার

করিলে যে অঙ্ক চইবে, তাহাকে “পিণ্ডাক” বলে। ঐ পিণ্ডাককে
৬৪ দ্বিভাগ করিলে যে অঙ্ক ভাগাবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা
গৃহস্থানির জীবন এবং ঐ পিণ্ডাককে ৫ পাঁচ দ্বিভাগ করিলে
বাহ্য ভাগশেষ থাকিবে, তাহা দ্বারা গৃহির মরণ নিশ্চয় করিবে।
(এইরূপে আর, বার, স্থিতি, জীবন ও মরণ নির্ণীত হয়। ২৮।

দ্বারে ছিদ্রাকর্ম দ্বিভাগ প্রবেশনং । নিঃসারণং মৃত্যানাঞ্চ
চষ্টানাঞ্চ নিবন্ধনং । অপদ্বারেহপরোধস্ত গমনাগমনক্রিয়া । রাজ্ঞো
বিলাসযাত্রা চ মর্ম্মজ্ঞস্ত প্রবেশনং ।

অথ প্রাচীরনির্ণয়ঃ । গজৈরভেদ্যা মহুজৈরলজ্বাঃ প্রাচীর-
খণ্ডা নৃপতের্ভবন্তি । রাজদণ্ডোন্নতাঃ সর্কে প্রাচীরাঃ পৃথিবী-
ভূজঃ । বিংশতিস্তে তু পঞ্চাশে পার্শ্বরোঃ পঞ্চ পঞ্চ চ । পশ্চাৎ
পঞ্চ চ বিজ্ঞেয়াঃ প্রাচীরাঃ পৃথিবীভূজঃ । সর্বপ্রান্তে আবরণে
নাম প্রাচীর উচ্যতে । প্রতিপ্রাকারসংস্থানং দ্বারং নাতিমুখ-
স্থিতং । তত্র জয়াধ্যস্ত দীর্ঘবাস্তখণ্ডস্ত নির্ণয়ঃ । তদ্বথা ।
রাজচ্ছত্রান্তরে পঞ্চ রাজদ্বারে মহীপতেঃ । রাজদণ্ডত্রয়ে সার্কজ-
দ্বারে প্রতিষ্ঠিতাঃ । অদ্বারে রাজদণ্ডার্থে প্রাচীরাঃ পৃথিবীপতেঃ ।
এবং ব্যবস্থিতে স্থানে মধ্যমেতন্নি তিষ্ঠতি । রাজচ্ছত্রদ্বয়ং সার্ক-
মারামে জয়বাস্তনি । পরিণাহে পঞ্চরাজদণ্ডান্তিষ্ঠন্তি মধ্যতঃ ।
রাজপট্টাভিধানেন স্থানমেতন্নিগদ্যতে । অগ্নিন্ গৃহং নৃপঃ
কৃদ্বা সূচিরং সূখমন্নুতে । অজ্ঞানাদ্ দন্ততো রাজা যোহন্যত্র
গৃহমারভেৎ । সৌচিরান্ন্যত্মাপ্নোতি রোগং শোকং ভয়ং
তথা । যমদণ্ডোদয়দণ্ডৌ কেনাহতিরুপগ্নবঃ । যে চান্যো বাস্ত-
দোষাঃ স্যুঃ স্থানে দোষাশ্চ যে পুনঃ । ন স্পৃশ্যতে রাজপট্টস্তৈঃ
সর্পৈর্গরুড়ো যথা । দ্বিগুণাদিরতোহপি স্তাৎ ক্রমাত্তদাদিবাস্তবু ।
রাজচ্ছত্রমিতেহপ্যেবং প্রাচীরে গুণদোষকৌ ॥

অথ জয়াধ্যস্ত চতুরশ্রস্ত বাস্তখণ্ডস্তনির্ণয়ঃ । রাজদ্বারে হি
প্রাকারা রাজচ্ছত্রান্তরে মতাঃ । যমদ্বারে সার্কিরাজচ্ছত্রান্তরে চ
যে নৃপাঃ । অপদ্বারে রাজদণ্ডং জিতাঃ আরম্ভিতাঃ পুনঃ । অদ্বারে
ভূপতেস্তস্ত রাজদণ্ডত্রয়ান্তরে । এবং ব্যবস্থিতে স্থানে মধ্যমে
তৎ প্রদৃশ্যতে । আরামে রাজচ্ছত্রাণি চত্বারি পরিণাহতঃ । রাজ-
চ্ছত্রৈকমানেন রাজদণ্ড উদাহতঃ । অয়ঞ্চ সপ্তমো ভাগো ব্যুপ্তো-
র্ভবতি শোভনঃ । অগ্নিন্ গৃহং নৃপঃ কৃদ্বা সূচিরং পাতি

পৃষ্ঠে মানবঃ সদা । বামপার্শ্বেন স্থপিত্তি নাত্র কার্য্যা
বিচারণা ॥ ২৯ ॥ সিংহকচ্ছাত্রাভুলায়াক্ষং দ্বারং শুদ্ধে-

বাস্তুর কোড়ে গৃহ করিবে, বাস্তুপৃষ্ঠে গৃহ করিবে 'না।
বাস্তুদেব সর্পাকারে পতিত ও বামপার্শ্বে শয়ান থাকেন,
ইহার অস্তথা হয় না। ২৯। গৃহ ও প্রাসাদের দ্বারকরণের
নিয়ম এই—সিংহ, কচ্ছাত্র ও ভূলা অর্থাৎ ভাত্র, আশ্বিন ও

মেদিনীঃ । অগ্নিন্ বিজয়বুদ্ধিঞ্চ সৌখ্যঞ্চ সমবাপ্নুয়াৎ । যো
রাজা দন্ততোহস্তত্র বেষ্মারস্তং সমাচরেৎ । য উক্তো রাজদণ্ডো-
হয়ং তস্তেদং স্থানপঞ্চকং । গজো ব্যাঘ্রশ্চ সিংহশ্চ মৃগো ভৃঙ্গো
যথাক্রমঃ । সিংহে সিংহাসনং স্থানং ব্যাঘ্রে স্ত্রীদ্বারমন্দিরং ।
গজে বাত্রালয়ং কুর্য্যাৎ মৃগে কেলিনিকেতনং । ভ্রমরেহস্তঃ-
পুরং কুর্য্যাৎ ক্রমেণ পৃথিবীপতেঃ । তেন মধ্যমেব সিংহা-
সনং দীর্ঘস্ত চতুরশ্রকৈঃ । তত্র ভবিষ্যন্তরে । মেঘাদিচক্রে
জাতস্ত নৃপতেঃ স্যুরহুক্রমাৎ । দ্বাদশৈব গৃহান্ বক্ষ্যে তেবাং
লক্ষণমগ্রতঃ । সুন্দরঃ সর্বতোভদ্রো ভব্যো নান্দীমুখস্তথা ।
বিনোদশ্চ বিলাসশ্চ বিজয়ো বিমলস্তথা । রজঃ কেলির্জয়ো
বীরো দ্বাদশৈতে প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । অথৈবাং লক্ষণানি । যদ্যত্রৈ-
বোচ্যতে মানং তস্য তেনৈব করণা । রাজঃ সূহৃদমেকস্ত দার্থে
সমস্ত নিঃকিপেৎ । আয়ামেন সুন্দরঃ স্তাৎ রাজহস্তৈশ্চ
পঞ্চভিঃ । পরিণাহে চতুর্ভিঃ রাজহস্তৈঃ প্রতিষ্ঠিতঃ । অস্ত্রাধি-
দেবতা ভৌমো রক্ষতীদং বহুধরা । দ্বারাগি বিংশতিশাস্ত
রক্তচিত্রাবৃত্তানি চ । রক্তপট্টাবৃত্তো গেহঃ সকলার্থপ্রদায়কঃ ।
অত্র হিষ্টা মহীপালঃ সূচিরং পাতি মেদিনীঃ । দীর্ঘং ৫১ । প্রস্থং
৪০ । ইতি সুন্দরঃ । দ্বৌ রাজহস্তাবায়ামে পরিণাহে তথৈব
চ । ইত্যয়ং সর্বতোভদ্রঃ শুক্রশাস্ত্রাধিদেবতা । দানবা রক্ষ-
কাশ্চৈব পূজ্যাস্তে চাত্র যত্নতঃ । চতুর্দশাস্ত্র দ্বারাগি কৃষ্ণচিত্রা-
বৃত্তানি চ । পীতপট্টাবৃত্তো হেব সর্কানিষ্টবিনাশনঃ । অত্র
হিষ্টা মহীপালঃ সন্ধান শত্রু নু নিকৃন্ততি । দীর্ঘং ২১ । প্রস্থং
২০ । ইতি সর্বতোভদ্রঃ । অষ্টকোণো ভবেদ্ব্যবঃ কোণো-
হস্তচতুষ্টয়ঃ । রাজহস্তোন্নতঃ কার্য্যো বৃদ্ধশাস্ত্রাধিদেবতা । রক্ষকা
বসবশাস্ত্র পূজ্যাস্তেহত্র প্রযত্নতঃ । অষ্টৌ দ্বারাগি চাত্র স্যুঃ
পীতচিত্রাবৃত্তানি চ । পীতপট্টাবৃত্তো হেব সর্কানিষ্টবিনাশনঃ ।
অত্র স্তাতি ক্ষিত্তিপতিন্রিষ্টৈরবদ্যতে । রাজদণ্ডো ভবেদদীর্ঘঃ
প্রসরে রাজহস্তকঃ । রাজহস্তে রাজহস্তে প্রকোষ্ঠান্ তত্র কার-

দখোত্তরম্ । এবঞ্চ রশ্চিকাদৌ স্ত্রাং পূৰ্বদক্ষিণ-
পশ্চিমং ॥৩০॥ দ্বারং দীর্ঘাঙ্কবিস্তারং দ্বারাণ্যষ্টৌ স্মৃতানি

কার্ত্তিক এই তিনমাসে বাস্তনাগ পূৰ্বদিকে মস্তক রাখিয়া, উত্তরদিকে পৃষ্ঠ করিয়া, দক্ষিণদিকে ক্রোড় করিয়া ও পশ্চিমদিকে চরণ করিয়া শায়িত থাকেন । ঐ তিনমাসে দক্ষিণদিকে উত্তর-
দ্বারী গৃহকরিবে । রশ্চিক, ধনুঃ ও মকর অর্থাৎ অগ্র-
হায়ণ, পৌষ ও মাঘে বাস্তনাগের শিরঃ দক্ষিণে, পৃষ্ঠ পূর্বে, ক্রোড় পশ্চিমে ও পাদ উত্তরে থাকে । এই তিনমাসে পশ্চিমদিকে পূর্বদ্বারী গৃহ করিবে । কুম্ভ, মীন ও মেঘ অর্থাৎ ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখে বাস্তনাগের পশ্চিমে মস্তক, দক্ষিণে পৃষ্ঠ, উত্তরে ক্রোড় ও পূর্বে পদ থাকে । এই তিনমাসে উত্তরদিকে দক্ষিণ-
দ্বারী গৃহ করিবে । বৃষ, মিথুন ও কর্কট অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণে বাস্তনাগের মস্তক উত্তরে, পৃষ্ঠ পশ্চিমে, ক্রোড় পূর্বে ও পদ দক্ষিণে থাকে । এই তিনমাসে পূর্বদিকে পশ্চিমদ্বারী গৃহ করিবে । ৩০ । গৃহের দ্বার যত পরিমাণে দীর্ঘ হইবে, তাহার

যেৎ । অয়ং নান্দীমুখো নাম চক্ৰশাস্ত্রাদিদেবতা । রক্ষতলোকঃ
পূজ্যোহত্র স যস্মাদশ রক্ষকঃ । দ্বাবিংশতিস্ত দ্বারাণ দীর্ঘে দশ
তথাশ্তরে । অষ্টম দীর্ঘে একং স্ত্রাং প্রসরে একমেব চ । দীর্ঘষতিয়ে
দশ দ্বারাণি প্রসরষতিয়ে একং কৃৎষা দ্বিঃসং এবং ২২ দ্বারাণি ।
শুক্ৰচিহ্নেণ সহিতঃ পুরুষট্টেন শোভিতঃ । সন্মার্থসাধকো রাজ্যঃ
লক্ষ্যাবজয়বন্ধনঃ । দীর্ঘঃ ১১ । প্রস্থঃ ১০ । ইতি নান্দীমুখঃ ।
দীর্ঘে ত্রয়ো রাজহস্তাঃ প্রসরে দ্বৌ প্রতিষ্ঠিতৌ । বিনোদ এষ
দ্বারাণি ত্রিংশৎকোষ্ঠদ্বয়ং ভবেৎ । রক্তচিহ্নেণ চিত্রাঙ্গো রক্ত-
বস্ত্রোপগৃহিতঃ । অত্র স্থাতা নরপতির্ভবেৎ কীর্তিপ্রতাপবান্ ।
স্বর্ঘ্যোহধিদেবতা চান্ত রক্ষকাঃ সকলগ্রহাঃ । দীর্ঘঃ ৩১ । প্রস্থঃ
২০ । দীর্ঘে রাজহস্তাঃ প্রসরে রাজহস্তকৌ । বিলাস এষ
দ্বারাণি চত্বারিংশদবুধা বিহুঃ । গন্ধর্বা রক্ষকাস্তান্ত্র প্রকোষ্ঠ-
ত্রিতয়ং ভবেৎ । চিত্রপদ্মেন শৃঙ্খল চিত্রবস্ত্রেণ শোভিতঃ ।
ভূতিক্ষমনো হ্রেষ শস্ত্রসম্পত্তিকারকঃ । তত্র স্থিত্বা নরপতিঃ
প্রচুরং সুখমশ্নুতে । দীর্ঘঃ ৫১ । প্রস্থঃ ২০ । ইতি বিলাসগৃহঃ ।
দ্বাদশহস্তাঃ প্রসরে দীর্ঘে দ্বৌ রাজহস্তকৌ কথিতৌ । বিজয়ে
দ্বাদশ ভবনদ্বারাণি স্তার্জয়প্রদান্ত্রা । স্বর্ঘ্যোহধিদেবতা চান্ত
রক্ষকীমঃ বিহঙ্গরাট্ । অরুণাস্তোত্রচিত্রাঙ্গোহরুণাধুরবিভূষিতঃ ।
তত্র স্থিত্বা নরপতিঃ কুৎসাত শাস্তি বশুন্ধরঃ । দীর্ঘঃ ২১ ।

চ ॥ ৩১ ॥ স্বতলে প্লবনীচত্ৰং সপর্ণং (শয়ানং) সূত্র-
ভাজনং । পুত্রহীনস্ত রৌদ্রেণ বীৰ্য্যস্বং দক্ষিণে তথা ॥ ৩২ ॥

অর্দ্ধপরিমাণে দ্বারের বিস্তার করিবে । এইরূপে অষ্টদ্বারবিশিষ্ট
গৃহকরা বিধেয় । ৩১ । যে মাসে যে দিকে পৃষ্ঠ করিয়া বাস্ত-
নাগ শায়িত থাকে, সেই মাসে সেই দিকে প্লবন (অর্থাৎ
জল গড়াইয়া যাইতে পারে একরূপ নিম্ন) করিয়া গৃহের অঙ্গন-
ভূমি নির্মাণ করিবে । বাটীর ঈশানকোণে প্লবন হইলে পুত্র-
হানি, দক্ষিণে বীৰ্য্যহীনতা (৩২), অগ্নিকোণে বন্ধন, বায়ুকোণে

প্রস্থঃ ১২ । আয়ামে রাজদণ্ডৌ দ্বৌ প্রসরে রাজদণ্ডকঃ ।
শতদ্বারোপসহিতঃ প্রকোষ্ঠৈর্দশভির্ভূতঃ । দিক্‌পালা রক্ষকা
শাস্ত্র কুজশাস্ত্রাদিদেবতা । নানাবর্ণেন চিত্রেণ বসনেন বিভূ-
ষিতঃ । অত্র স্থিত্বা নরপতিঃ সূচিরং সুখমশ্নুতে । যস্মিন্মাজ্যে
প্রতিষ্ঠিত বিমলো গৃহসত্তমঃ । ভূতিক্ষং নাত্র জায়েত নেতর্যোন
চ বিপ্লবঃ । ন রোগো নাপি শোকশ্চ নৈবোৎপাতভয়স্তথা ।
ইত্যাদি শুণবাহল্যমজ্ঞ কথিতং বৃধৈঃ । দীর্ঘঃ ২০০ । প্রস্থঃ
১০০ । আয়ামপরিণাহাত্যাং রাজঃ ষোড়শহস্তকঃ । দ্বারাণি
ষোড়শবাস্ত্র শুরুরস্ত্রাদিদেবতা । রক্ষিকা দেবতা চান্ত শুরু-
বস্ত্রৈর্বিভূষণং । অত্র স্থিত্বা নরপতিঃ সন্মার্থান্ ভূবি সাধয়েৎ ।
দীর্ঘঃ ১৭ । প্রস্থঃ ১৬ । ইতি রঙ্গঃ । আয়ামে রাজদণ্ডঃ স্ত্রাং
প্রসরে চ তদর্দ্ধকং । দশ প্রকোষ্ঠা দ্বারাণি শনিরস্ত্রাদিদেবতা ।
পিশাচা রক্ষকাস্তান্ত্র নীলবস্ত্রাদিভূষণং । নান্যায়ং কেলি-
রাখ্যাতো ভয়রোগবিনাশনঃ । অত্র স্থিত্বা নরপতিঃ স্রথং
বিজয়তে রিপুন্ । দীর্ঘঃ ১০০ । প্রস্থঃ ৫০ । রাজহস্তেন
কোণঃ স্ত্রাদেবং কেলিশ্চতুর্দশ । চতুর্দশৈব দ্বারাণি রাহুরস্ত্রাধি-
দেবতা । নক্তকরা রক্ষকাস্ত্র নানবর্ণাধরাদিকং । অয়ং জয়ঃ
প্রকটিতঃ সর্কট্রেব জয়প্রদঃ । আয়ামে রাজহস্তঃ স্ত্রাং পরি-
ণাহেহষ্টহস্তকঃ । নানারূপঃ কুটীরাণো বীরো নাম জয়প্রদঃ ।
বৃহস্পতির্দেবতাস্ত্র রক্ষকাস্ত্রাং খেচরাঃ । বিচিত্রবসনোপেতঃ
সন্মকামার্থদায়কঃ । দীর্ঘঃ ১১ । প্রস্থঃ ৮ । ইতি বীরঃ । যো
যশ গদিতো বর্ণস্তথা স্ত্রাচ্চামরোহপি চ । রাজহস্তান্তরে পঞ্চ
চামরাঃ স্ত্রার্থহীভূজাঃ । চক্ৰোহপি দর্পণে হস্ত উপরি ক্রমতো
জসেৎ । পতাকাধ্বজবৃক্ষাশ্চ গৃহরক্ষকরক্ষসঃ । ছত্রযুক্তং গৃহং
রাজ্যং ক্লিষ্টং চক্রবর্তিনাং । এবাং নিয়মঃ পরবৎ । ইতি দ্বাদশ
চিহ্নানি গৃহাণাং কথিতানি বৈ । বিষ্ময়োতীনি নৃপতির্গৃহারম্ভং
সমাচরেৎ । ইতি সিংহাসনস্থানুষ্ঠিত র্যষ্টম মস্তকং । ইতো-

বিনাশো গজে ধনং কাকপদে চ মৃত্যুঃ । কোণরেখা কোণশ্চিঃ
 সুখসম্পত্তিনাশিনী । পূৰ্ণপশ্চিমতো দণ্ড উদয়াখ্যঃ সূৰ্য্যাবহঃ ।
 দক্ষিণোত্তরতো দত্তো বংশহা যমদণ্ডকঃ । গৃহাদি পাতয়েদ্বী-
 মানেষাং দণ্ডব্যাধান্তরে । একা চৈক্ষিকেন শালা দ্বৈ চ দক্ষিণ-
 পশ্চিমে । তিস্রশ্চেং পূৰ্ণতো হীনশ্চতুঃশালং সূৰ্য্যাবহং । পশ্চি-
 মাত্তং ধ্বজে বৈশ্ব সিংহে তুন্দ্রদুখং শুভং । পূৰ্ণালয়ং বৃষস্থানে
 দক্ষিণাভিমুখং গজৈঃ । পদাঘাতঃ পরিধাঘাতঃ পথাঘাতস্তথৈব
 চ । জলদোষো বৃক্ষদোষো দোষা ইত্যেবমাদয়ঃ । 'গচ্ছ'তাং
 পদতালস্ত্র শ্রবণং যদি বৈশ্বানি । পদাঘাতো নাম দোষঃ পুত্র-
 পৌত্রধনাপহঃ । পরিধাদণ্ডমোৰ্ঘাতো বাস্তুনোঃ প্রতিবেশিনোঃ ।
 পরিধাঘাতো নাম দোষঃ কুলবীৰ্য্যধনাপহঃ । পথাঘাতো নাম
 দোষ আঘাতো বাস্তুনঃ পথঃ । স হস্তি ভোগং বংশঞ্চ তস্ত
 ভেদমতঃ শৃণু । একমার্গঃ সূৰ্য্যং কুৰ্য্যাদ্ বিপথং কুলবর্জনং ।
 ত্রিপথং কুলনাশায় সৰ্বনাশশ্চতুপথে । স্ববাট্যাং পরবাট্যাঞ্চ
 যন্তিষ্ঠতি জলাশয়ঃ । তদোষো জলদোষঃ ত্রাং স হস্তি কুল-
 সম্পদঃ । ঋক্ষিমানসুধৈর্ষ্যমৃত্যুক্লেশতয়াময়াঃ । এতে জলা-
 শয়ে দোষাঃ পূৰ্ব্বাদিদিক্ষু চ ক্রমাৎ । স্ববাস্তবৃক্ষতো দোষঃ
 কুলসম্পত্তিনাশনঃ । বর্জয়েৎ পূৰ্ব্বতোহস্থখং প্লক্ষং দক্ষিণত-
 তথা । ঐশাণ্ডাং রক্তপুষ্পঞ্চ আগ্নেয়াং ক্ষীরিণস্তথা । যত্র তত্র
 হিত্বা বৃক্ষা বিবদাডিমকেশরাঃ । পনসা নারিকেলান্চ শুভং
 কুৰ্ব্বন্তি নিশ্চয়ং । নিশা নীলী পলাশশ্চ চিঞ্চা শ্বেতাপরাজিতা ।
 কোবিদারশ্চ সৰ্বত্র সৰ্বং নিব্রজন্তি মঙ্গলং । গৃহপাতনমিচ্ছন্তি
 নাগস্ত্র স্বপনে ক্রমাৎ । পূৰ্ব্বদিষু শিরঃ কৃতা নাগঃ শেতে
 ত্রিভিত্তিভিঃ । ভাদ্রাদৈর্কায়মপার্শ্বেন তস্ত্র ক্রোড়ে গৃহং শুভং ।
 তত্র প্রমাণং । স্বামিহস্তপ্রমাণেন জ্যেষ্ঠপত্নীকরেণ বা । গৃহ-
 ভাগুরসংস্থানং যাপয়েদভিত্তো নরঃ । তত্র সান্নাতুলক্ষণং ।
 গৃহভূমিসমাহতপিণ্ডপদং বহুলোচনরন্ধ্রগজৈর্গুণ্ডিতং । রবিভূধর-
 ত্রিংশদযোগহৃতং ভবনায়বায়স্থিতিঞ্চক্ষপদং । একানীতিশুণে
 হস্তে দ্বিবাণৈকহতে চ তে । ষড়্ভুদ্রযগ্নসমুত্তে পিত্তং ত্রাং

রাজস্বং রোগদং পূর্বে ফলতোদ্বারমীরিতং ॥ ৩৫. ॥
ঈশানাদৌ ভবেৎ পূর্বং আগ্নেয়াদৌ তু দক্ষিণং। নৈঋ-

ত্যাদৌ পশ্চিমং শ্রাদ্ধায়ব্যাদৌ তু চোত্তরং। অষ্টভাগে
ক্লুতে ভাগে দ্বারাণাঞ্চ ফলাফলং ॥ ৩৬ ॥ অশ্বখপ্লক্ষ-

পূর্বাদিকে দ্বারকরিলে অগ্নিদাহের ভয়, অনেককষ্টালাভ, ধন-
প্রাপ্তি, সম্মানবৃদ্ধি, পদোন্নতি, রাজবিনাশ, রোগ আদি ফল,
হইয়া থাকে। ৩৫। গৃহদ্বারনির্ঘণসম্বন্ধে ঈশান-অবধি পূর্ব-
পর্যন্ত দিগ্ভাগকে পূর্বদিক, অগ্নিহইতে দক্ষিণপর্যন্ত দক্ষিণ,

নৈঋত অবধি পশ্চিমপর্যন্ত পশ্চিম এবং বায়ুহইতে উত্তর-
পর্যন্ত উত্তরদিক নামে নির্দিষ্ট হয়। এইরূপ বাটার চারিদিক অষ্ট-
ভাগ করিয়া দ্বার প্রস্তুত করিবার ফলাফল বিজ্ঞাত হইবে। ৩৬।

সর্ববৈশ্বানরঃ। তদযথা। ধ্বজাদিগেহসংস্থানে গৃহমানং শুভা-
বহঃ। দীর্ঘে ভাঙ্গুঃ পরীণাহে সপ্ত চৈবাকুলিহয়ং। ইদং পুত্র-
ফলং গেহং বৃষস্তানেহপাদৌরিতং। দীর্ঘে ষট্ প্রসরে পঞ্চ চত-
শ্চোহুল্লয়োহপি চ। ইদং পুত্রফলং গেহং গজস্থানে প্রাকী-
তিতং। দীর্ঘে ত্রয়োদশ ভূজাকুলয়শ্চৈকবিংশতিঃ। প্রসরেহষ্টৌ
সুখফলং গজস্থানে গৃহং বিহুঃ। ইতি দ্বাদশকং প্রোক্তং গৃহাণাং
সর্বসংমতং। এবং গৃহং সমাচর্যা গৃহস্থঃ শুভমিচ্ছতি।
ভোজস্ত। অয়ামপরিণাহাভ্যাং যোহক্লপিতো বিজায়তে। যেন
কেনাপি চাক্ষেন শোধানীয়ঃ স ইযাতে। একবিপঞ্চসপ্তানি শুভা-
শ্রুতানি চাত্তথা। অয়ামপরিণাহাভ্যাং সার্কদ্বাদশহস্তকং।
এতত্তু মঙ্গলং নাম গৃহং সুখবিবর্জনং। অয়ামপরিণাহাভ্যাং
সার্কহস্তচতুর্দশ। ইদং কমলকং নাম গৃহং সম্প্রতিকারকং।
অয়ামপরিণাহাভ্যাং সার্কহস্তান্ত্র বোড়শ। ইদং হি সর্বতো-
ভদ্রং স্বামিনঃ সুখকারকং। অয়ামপরিণাহাভ্যাং সার্কষ্টা-
দশহস্তকং। কল্যাণনামবেশ্বেদং ধনধাত্তসুখপ্রদং। অয়াম-
পরিণাহাভ্যাং সার্কবিংশতিহস্তকং। ইদং হি সুখদং নাম ভর্তৃঃ
সুখবিবর্জনং। ময়া যদিদমুদ্দিষ্টং গৃহপঞ্চকমজুতং। ন তেষ্ণু
স্থাননিয়মঃ সর্বেষেভ্যানি কারয়েৎ। স্থানং মানঞ্চ দোষাশ্চ
যে প্রোক্তান্ত ময়া ক্রমাৎ। তদ্বিচার্যা গৃহং কৃত্বা গৃহস্থঃ সুখ
মপ্নতে। অজ্ঞানাদথ মোহাদা যোহুত্থা গৃহমাচরেৎ। স
বিবীদতি নশ্রেত তস্ত কীর্তিঃ কুলং বলং। প্রাচীরানাং ন
নিয়মো গৃহস্থানাঞ্চ বিদ্যতে। যথাবাস্ত্র বপাশক্তি প্রাচীর-
নুচয়েদগৃহী। গৃহরোধো যথা ন শ্রাৎ তথা প্রাচীরকল্পনা।
ইতি যুক্তিকল্পতরৌ গৃহযুক্তিঃ।

অথ বাস্তবর্গপ্রমণং। লৈঙ্গে। চতুঃষষ্টিপদং বাস্ত সর্বদেব-
গৃহং প্রতি। ণ্ডাকীতিপদং বাস্ত মাহুয়ং প্রতি। ণ্ডিকিৎ।
অত্রতঃ শোধয়েদ্বাস্তভূমিঃ যন্ত পুরোদিতং চতুর্দ্বয়ং বিহন্তং
বা জলাস্তঃ বাপি শোধ্য চ। হুমক তদা কৃত্বা সর্দার্কনং ততো

ভবেৎ। পুরোদিতাং ব্রাহ্মণাদিভেদেন প্রশস্তে নোপপাদিতাং।
তথা চ মৎস্তপুরাণং। অরত্মিমাং গর্তে বৈ অহুলিপ্তে চ
সর্বশঃ। যুতমামশরাবহং কৃত্বা বতিচতুষ্টিং। জালয়েত্তু
পরীক্ষার্থং পৃষ্ঠাং তং সর্বদিশুখং। দীপ্ত্যা পূর্বাদি গৃহীয়াৎ
বাস্তুনামপূর্বশঃ। বাস্তুঃ সমুদ্ধিকো নাম দীপ্যতে সর্বতো
হি যঃ। শুভদঃ সর্ববর্ণানাং প্রাসাদেষু গৃহেষু চ। বাস্তুকর্তৃ-
ররত্মিমাং গর্তে তত্রৈব স্থাপিতে আমশরাবে পূর্বাদিক্রমেণ
বতিচতুষ্টিং কৃত্বা গব্যযুতেনাপূর্যা বতিচতুষ্টিং প্রজালয়েৎ।
তত্র প্রাচ্যাং দীপশিখারা উজ্জলন্তে তদ্বাস্ত্র ব্রাহ্মণস্ত প্রশস্তং।
এবং দক্ষিণাদিদিশি শিখায়াস্তথাহে কল্পিয়াদেঃ। সর্বশিখা-
সমন্তে সর্ববর্ণানাং স বাস্তুদেশঃ প্রশস্তঃ। জলাস্তমিতি তু
মৎস্তপুরাণপরিভাষিতং প্রাসাদপরং। তথা চ মাৎস্তে।
পূর্ববাধঃস্থিতঃ শল্যং ন গৃহে দোষদং ভবেৎ। প্রাসাদে দোষদং
শল্যং ভবেদ্যাবজ্জলাস্তিকং। প্রাসাদভবনাদীনাং নিবেশঃ
বিস্তারাদ। কুর্যাৎ কেন বিধানেন কশ্চ বাস্তুরদীহতঃ।
ইতু্যপক্রম্য বাপ্যাদীনামভিধানাদাদিপদাৎ কূপাদয়ো গৃহন্তে।
প্রাসাদেহপ্যেবমেব শ্রাৎ কূপবাপীষু চৈব হি। ইত্যভিধানাচ্চ
কূপাদাবপি। বাস্তুপুরুষশ্চ। কশ্চপশ্ত গৃহিণী তু সিংহিকা
রাহবাস্তনগাবজীজনং। পূর্বজো হরিনিক্তকঙ্করো দৈবতৈ-
রবরজো নিপাতিতঃ। তথা। চৈত্র্যে ব্যাধিমবাপ্নোতি যো গৃহং
কারয়েন্নরঃ। বৈশাখে ধনরত্নানি জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ।
আষাঢ়ে ভূত্যরত্নানি পশুবর্জমবাপ্নুয়াৎ। শ্রাবণে মিত্রলাভস্ত
হানির্ভাদ্রপদে তথা। আশ্বিনে পত্নীনাশঃ শ্রাৎ কান্তিকে ধন-
ধাত্তকং। মার্গশীর্ষে তথা ভক্তং পৌষে তক্ষরতো ভয়ং। মাঘে
চাঘ্নিতয়ং বিদ্যাৎ কাকনং ফাল্গুনে স্তনং। শুক্লপক্ষে ভবেৎ
সৌম্যং কৃষ্ণে তক্ষরতো ভয়ং। অশ্বিনী রোহিণী মূলমুস্তরাজস-
মৈন্দবং। য্যাতী হস্তারুধা চ গৃহারন্তে প্রশস্ততে। আদিত্য-
ভৌমবর্জস্ত সর্বে বারাঃ শুভাবহাঃ। বজ্রব্যাদাতশূলে চ ব্যাতী-
পাতাতিগণ্ডয়োঃ। বিকৃতগণ্ডপরিবর্জকং সর্বযোগেষু কার-

অগ্ৰোধাঃ পূৰ্ণাদৌ আতুড়ুস্বরঃ । গৃহস্থ শোভনঃ প্রোক্ত-

বাটীর পূৰ্বদিকে অশ্বখ, দক্ষিণে প্লক্ষ, পশ্চিমে নাগ্ৰোধ, উত্তরে উড়ুস্বর ও ঈশানকোণে শাল্লিবৃক্ষ রোপণ করিবে ।

য়েৎ । ষ্বেতমৈত্রেয়গাক্ষকর্ষভিজিদ্‌রৌহিণেহপি চ । তথা
বিজয়সাবিত্রে মুহূর্ত্তে গৃহমারভেৎ । চন্দ্রাদিত্যবলং লয়ং তথা
শুভনিরীক্ষিতং । প্রাসাদেহপ্যেবমেব স্তাং কুপবাপীষু চৈব হি ।
ঐন্দবঃ মৃগশিরঃ । মুহূর্ত্তে সঘর্ষঃ । রৌদ্রঃ ষ্বেতশ্চ মৈত্রেয়স্তথা
শানকটঃ স্মৃতঃ । সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ গাক্ষকঃ কুতপস্তথা । রৌহি-
ণশ্চ বিরিক্ষিণশ্চ বিজয়ো নৈঋতস্তথা । মাহেশ্রো বরুণশ্চৈব বটঃ
পঞ্চদশ স্মৃতাঃ । তেন দ্বিতীয়তৃতীয়সপ্তমাষ্টমনবমৈকাদশপঞ্চমা
শ্রুতমমুহূর্ত্তে ষ্বেতাদৌ বাস্তুকর্ম্য কুর্য্যাৎ । চৈত্রাদিকলস্ত নরগৃহে
দেবগৃহে তু প্রতিষ্ঠাকালবশাৎ তৎকালপরিগ্রহঃ । তথা চ কল্প-
তরৌ দেবীপুরাণং । যন্ত দেবস্ত যঃ কালঃ প্রতিষ্ঠাধ্বজরোপণে ।
গর্ত্তাপূরশিলাস্ত্রাসে শুভদন্তস্ত পূজিতঃ । যন্ত দেবস্ত প্রতিষ্ঠা-
ধ্বজরোপণে যঃ কালঃ শুভদন্তস্ত গর্ত্তাপূরশিলাস্ত্রাসে গৃহারম্ভে
স কালঃ পূজিত ইতি । প্রতিষ্ঠাকালশ্চ মাংস্ত্রে । চৈত্রে বা
ফাল্গুণে বাপি জ্যৈষ্ঠে বা মাঘবে তথা । মাঘে বা সর্বদেবানাং
প্রতিষ্ঠা শুভদা ভবেৎ । প্রাপ্য পক্ষং শুভং শুক্লমতীতে চোত্ত-
রায়ণে । পঞ্চমী চ দ্বিতীয়া চ তৃতীয়া সপ্তমী তথা । দশমী
পৌর্ণমাসী চ তথা শ্রেষ্ঠা জ্যৈষ্ঠাদশী । আশ্ব প্রতিষ্ঠা বিধিবৎ
কৃত্য বর্হফলা ভবেৎ । প্রতিষ্ঠাসমুচ্চয়ে । মাঘে বা ফাল্গুণে
বাপি চৈত্রবৈশাখয়োরাপি । জ্যৈষ্ঠাষাঢ়কয়োরাপি প্রতিষ্ঠা
শুভদা ভবেৎ । কল্পতরৌ দেবীপুরাণং । মহিষাসুরহৃত্যাশ্চ
প্রতিষ্ঠা দক্ষিণায়নে । জ্যৈষ্ঠাষাঢ়ে । গুরোভূঁশোরস্তবাল্যে বান্ধকে
সিংহকে গুরো । গুরাদিত্যে দশাহে তু বক্রিজীবাষ্টবংশকে ।
পূৰ্ব্বরাশাবনারাতাতিচারিগুরুবৎসরে । আগ্রাশিগন্তুজীবাশ্চ
চাতিচারে ঐপক্ষকে । কম্পাদ্যভূতসপ্তাহে নীচস্থজ্যে মলি-
মুচে । পৌষাদিকচতুর্থায়ে চরণাঙ্কিতবর্ষণে । একেনাহা
চৈকদিনে দ্বিতীয়েন দিনত্রয়ে । তৃতীয়েন তু সপ্তাহে মাক্সল্যানি
বিবর্জয়েৎ । ত্রতারন্তপ্রতিষ্ঠে চ গৃহারম্ভপ্রবেশনে । প্রতিষ্ঠা-
রম্ভণে দেবকুপাদেঃ পরিবর্জয়েৎ । স্মৃতিসাগরে । উদ্ধাপাতে
চ ভূকল্পে অকলবর্ষগঞ্জিতে । বজ্রকেতুসমোৎপাতে গ্রহণে
চন্দ্রহৃত্যয়োঃ । প্রয়াগস্ত ত্যজ্যেৎ শূদ্রঃ সপ্তরাত্রমর্চ্যঃ পরং ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্যজ্যেৎ কর্ম্ম ত্রিরাত্রকং । শূদ্রস্ত্যক্তা
চৈকরাত্রং ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ । পয়াশরঃ । প্রয়াণে সপ্তরাত্রস্ত

ঈশানে চৈব শাল্লিঃ । পূজিতো বিহ্বহারী স্তাং প্রাসা-
দস্ত গৃহস্থ চ ॥ ৩৭ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে বাস্তুমানলক্ষণং

ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

এইরূপে গৃহের চতুর্দিকে শোভা সম্পাদন করিবে । এই বিধি-
ক্রমে গৃহ ও প্রাসাদনির্মাণে বাস্তুদেব অর্চিত হইলে সমস্ত বিষ
বিনষ্ট হইয়া থাকে । ৩৭ ।

ইতি ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

ত্রিরাত্রং ত্রতবন্ধনে । একরাত্রং পরিত্যজ্য কুর্য্যাৎ পাণিগ্রহং
গৃহী । মংস্তপুরাণে । নবগ্রহমখং কৃত্বা ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ ।
অথথা ফলদং পুংসাং ন কাম্যাং জায়তে কচিৎ । নব্যবর্দ্ধমান-
ধৃতবচনং । পিতৃভ্যো বৃদ্ধয়ে বৃদ্ধিশ্রদ্ধং দত্ত্বা সদক্ষিণং । ক্রুর-
ভূতবলিঞ্চৈব সংপূজ্য বাস্তুদেবতাঃ । একদিনে বাস্তুযাগগৃহোৎ-
সর্গয়োঃ করণে সন্ধদেব বৃদ্ধিশ্রদ্ধং করণীয়ং । গণশঃ ক্রিয়মাণে
তু মাতৃভ্যঃ পূজনং সন্ধং । সন্ধদেব ভবেৎ শ্রাদ্ধমাদৌ ন পৃথগা-
দিষু । ইতি ছান্দোগপরিশিষ্টাৎ । মাংস্ত্রে । উহাপোহাখতত্ত্বজ্ঞো
বাস্তুশাস্ত্রস্ত পারগঃ । আচার্যাশ্চ ভবেন্নিত্যাং সর্বদা দোষ-
বর্জিতঃ । দেবীপুরাণং । প্রাসাদে চ চতুঃষষ্টিরেকাশীতিপদং
গৃহে । চতুরশ্রীকৃতে ক্ষেত্রে চাষ্টধা নবধা কৃতে । কোণে রেখা-
স্ততো দত্ত্বা নব ভাগান্ প্রকল্পয়েৎ । ঈশঃ কোণার্দ্ধতোঃ জ্যেয়ঃ
পঙ্কজঃ পদসংস্থিতঃ । দ্বিপদস্থো জয়ন্তশ্চ শক্রঃ স্তাদেক-
কোষ্ঠগঃ । ভাস্করশ্চ পদো জ্যেয়ো দ্বিপদঃ সত্য উচ্যতে । ভূশঃ
পদস্থো জাতব্যো ব্যোম চৈব পদার্দ্ধকং । হতাশনঃ পদার্দ্ধে তু
পৃষা চ পদসংস্থিতঃ । বিতথো দ্বিপদো জ্যেয়ঃ পদৈকস্থো গৃহ-
ক্ষতঃ । বৈবস্বতঃ পদৈকস্থো গন্ধকো দ্বিপদস্থিতঃ । ভৃঙ্গশ্চৈক-
পদো জ্যেয়ো মৃগশ্চাৰ্দ্ধপদস্থিতঃ । পিতরোহর্দ্ধপদে জ্যেয়াঃ পদে
দ্বৌবারিকস্তথা । সূগ্রীবো হি পদে জ্যেয়ঃ পদস্থঃ পুষ্পদন্তকঃ ।
পয়সাংগতিরেকস্থোহসুরো দ্বিপদসংস্থিতঃ । শোবশ্চৈকপদো
জ্যেয়ঃ পাপোহর্দ্ধপদ উচ্যতে । রোগশ্চাৰ্দ্ধপদো জ্যেয়ো নাগশ্চাপি
পদে স্থিতঃ । দ্বিপদে বিশ্বকর্মা তু ভল্লাটঃ পদদ্বয়স্থিতঃ । যজ্ঞ-
ধরঃ পদো জ্যেয়ো নাগরাড় দ্বিপদস্থিতঃ । পাদস্থা শ্রীশ্বহাদেবী
দিতিশ্চাৰ্দ্ধপদস্থিতা । আপান্তপদসংস্থঃ স্তাদাপবৎসঃ পদস্থিতঃ ।

চতুৰ্দশো বিজ্ঞেয়শ্চাৰ্য্যমা মধ্যপূৰ্ণগঃ। সাবিত্ৰী পদো জ্ঞেয়ঃ
সাবিত্রী পদসংস্থিতা। ততো বিবস্বান্ বিজ্ঞেয়শ্চতুর্দশ্যাসংস্থিতঃ।
ইন্দ্রশ্চৈক্স্যজ্ঞশ্চোভাবৈকৈকপদসংস্থিতৌ। মিত্রশ্চতুৰ্দশেচ
পশ্চিমে চ বাবস্থিতঃ। রুদ্রশ্চৈকপদো জ্ঞেয়ো রাজবস্মা পদ-
স্থিতঃ। ধরাধরশ্চ বিজ্ঞেয় উত্তরে চ চতুৰ্দশে। চতুৰ্দশেচতুর্দশো
মধ্যে জ্ঞেয়ঃ প্রজাপতিঃ। দেবতাহুচরা বাহে সৰ্বে চান্ডস্তথা-
সুবাঃ। এবং প্রগৃহ কোষ্ঠানি রজসাপূৰ্ণ্য দেশিকঃ। এতেবা-
মেব দেবানাং বলিং দদ্যাভু কামিকং। রজসেতি পঞ্চবর্ণ-
রজোভিঃ। তথা চ শারদায়াং। উক্তানামপি দেবানাং পদাভ্য-
পূৰ্ণ্য পঞ্চভিঃ। রজোভিতৈষ্ঠ্যথোক্তেভাঃ পায়সানৈরুর্লিং হরং।
তথা। পীতং হরিদ্রাচূর্ণং শ্ৰীং সিতং তণ্ডুলসম্ভবং। কুসুমচূর্ণ-
মকণং কৃষ্ণং দধ্মপ্লাকজং। বিদ্বাদিপত্রজং শ্রামমিত্যুক্তং বর্ণ-
পঞ্চকং। শ্ৰীং প্লাকস্তচ্ছদ্যন্তে ইত্যমরোক্তেঃ তুচ্ছং অপকৃষ্টং।
পূজ্যা মণ্ডলবাহে তু পূৰ্ণাশ্বেষ্যাদিক্রমাৎ। স্বন্দেচব বিদারী
চ অৰ্য্যমা পূতনা তথা। জন্তকাপাপরাক্ষসৌ পিলিপিজ্ঞশ্চর-
কাপি। মণ্ডলকরণাসামর্থ্যে শালগ্রামসমীপে সৰ্বে পূজ্যাঃ।
শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ। তত্র দেবাসুত্রা যক্ষা
ভুবনানি চতুর্দশ। ইতি পদ্মপুরাণবচনাৎ। তত্রাবাহনবিসৰ্জনে
ন স্তঃ। শালগ্রামে স্থাবরে চ নাবাহনবিসৰ্জনে। ইতি বচনাৎ।
তদসম্ভবে ঘটাস্থিজলে। প্রতিমাহানেষপ্শু আবাহনবিসৰ্জনে-
বৰ্জ্জং। ইতি বোধায়নবচনাৎ। এবং বিশেষবলিঞ্চংস্তপুৰাণ-
দেবীপুরাণাভ্যামুক্তোহপীদানীন্তনৈর্ন ব্যবহ্রিয়েত। ইতি ন
লিখিতঃ। কিন্তু মৎস্তপুরাণোক্তপায়সবলিদীয়তে। তথাচ।
পায়সং বাপি দাতব্যং স্বনাম্না সৰ্ব্বতঃ ক্রমাৎ। নমস্কারেণ মন্ত্রেণ
প্রণবাদ্যেন সৰ্ব্বতঃ। অতএব প্রাণ্ডুশারদাবাক্যে পায়সমাত্র-
মুক্তং তেন এষ পায়সবলিঃ ওঁ ঈশানায় নমঃ। ইত্যাদিনা
প্রয়োগঃ। ন চ বাচস্পতিমিশ্রোক্তমমুকদেবতায়ৈ এষ পায়স-
বলিনম ইত্যাদি। প্রণবাদিনমস্কারাস্ত্ৰনামরূপমন্ত্রমধ্যে দেয়-
প্রবেশস্তাবুক্তাৎ। তথা চ ব্রহ্মপুরাণং। ওঁ কারাদিসমায়ুক্তং
নমস্কারাস্ত্ৰকীৰ্ত্তিতং। স্বনাম সৰ্ব্বস্বানাং মত্ৰ ইত্যভিধীয়তে।
দেবীপুরাণং। এবং ভূতগণানাস্ত বলিদেয়স্ত কামিকঃ। এতান্
প্রপূজয়েদেবান্ কুশপূস্পাক্তৈর্দধ্মঃ। এবং প্রপূজিতা দেবাঃ
শান্তিপুষ্টিপ্রদা নৃণাং। স্পূজিতা বিনিব্রস্তি কারকং স্থাপকং
তথা। এতান্ প্রপূজয়েদেবান্ কুশপূস্পাক্তৈস্তপঃ। অত্র
প্রপূজয়া নিত্যত্ৰাং বক্ষ্যমাণমৎস্তপুরাণবচনে হোমানস্তরং বলি-
দানাস্ত্ৰ বলিঃ কাম্যত্ৰাং পূজাহোমানস্তরং বলিদানাত্ৰাচরঃ।

তথাচ। ব্রহ্মস্থানে তথা কুৰ্য্যাদাহুদেবস্ত পূজনং। ত্রিশাশ
পূজনং কুৰ্য্যাদাহুদেবগণস্ত চ। গন্ধার্য্যপূস্পনৈবেদ্যধূপাদ্যোঃ
স্বরসম্ভবম্। ততঃ সংপূজয়েৎ তস্মিন্ সৰ্বলোকধর্য্যঃ মহীং।
স্বরূপাং প্রমদারূপাং দিব্যভরণভূষিতাং। ধ্যায়া তামৰ্চ্চয়েন্দেবীং
পরিভূষ্টাং স্মিতাননাং। ততঃ স্বনামমন্ত্রেণ সৰ্বদেবময়ং হরিং।
ধ্যায়া সমৰ্চ্চয়েত্তত্র যজ্ঞেহাস্তনরং পরং। ব্রহ্মস্থানে ততো বিদ্বান্
কুৰ্য্যাদাহারমক্ষতৈঃ। তস্মিন্ সংস্থাপয়েৎ কুণ্ডং বর্দ্ধিতা সহ
পুৰিতং। হৈমং বা রাজতং পাত্রং মুগ্ধয়ং বা দূঢ়ং শুভং। সৰ্ব-
বীজৌষধীযুক্তং সুবর্ণরজতাস্থিতং। ব্রহ্মস্থানে ততো মত্ৰী কলসং
স্থাপ্য পূজয়েৎ। তস্মিন্ শতশুখং দেবং প্রাজেশং মন্ত্রবিগ্রহং।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ নৈবেদ্যোঃ স্মনোহরৈঃ। ততো মণ্ডল-
বাহে তু প্রতীচ্যাং প্রাষুখঃ স্থিতঃ। আচার্য্যো গৃহ সন্তারং
ব্রহ্মাদীঃস্তপয়েৎ স্বরান্। প্রাজেশং তপয়েদ্বিদ্বান্ আহতীনাং
শতেন চ। ইতরান্ দশভির্দেবানাহতিভিঃ প্রতপয়েৎ। ততঃ
প্রণম্য বিজ্ঞাপ্য কৃত্বা বৈ স্ততিবাচনং। প্রগৃহ কর্করীং সম্যগ্ৰা-
ণ্ডলাস্তঃপ্রদক্ষিণং। স্ত্রমার্গেণ দেবেন তোয়াধারেণ কারয়েৎ।
পূৰ্ব্ববং তেন মার্গেণ সপ্তবীজানি বাপয়েৎ। আরম্ভং তেন
মার্গেণ তস্ত খাতস্ত কারয়েৎ। ততো গৰ্ভং খননমধ্যে হস্তমান-
প্রমাণতঃ। চতুরঙ্গুলমাত্রং তদধঃ খন্ডাৎ স্তস্মিতং। গোময়েন
প্রলিপ্যাথ চন্দনেন বিলেপিতং। মধ্যে দষ্টা তু পুষ্পানি
শুক্লান্তক্ষতমেব চ। আচার্য্যঃ প্রাষুখো ভূত্বা ধ্যানেদেবং চতু-
শুখং। তূৰ্য্যমঙ্গলঘোষণে ব্রহ্মঘোষরবেণ চ। অৰ্য্যঃ দদ্যাৎ
স্বরশ্রেষ্ঠ কুস্ততোয়েন মণ্ডবিং। প্রগৃহ কর্করীং তাস্ত ৩৭ খাতং
পূরয়েজ্জলৈঃ। সৰ্ব্বরত্নসমায়ুক্তৈর্কর্মিলৈশ্চ স্তগন্ধিভিঃ। তস্মিন্
পুষ্পানি শুক্লানি প্রুক্লেপেদোমিতি স্মরন্। তদাবর্তং পরীক্ষেত
দধিভক্তাস্থিতং ক্লেপেৎ। শুভং স্ত্রাদক্ষিণাবর্তেহশুভং বামে
ভবেত্ততঃ। বীজৈঃ শালিষ্বাদীনাম্ গৰ্ভং তং পূরয়েত্ততঃ।
ক্ষেত্রজাতিঃ পবিত্রাভিমুষ্টিগৰ্ভং প্রপূরয়েৎ। এবং নিষ্পাদ্য
বিধিনা বাস্তবাগং সুরোত্তম। সুবর্ণং গাঞ্চ বস্ত্রঞ্চ আচার্য্যায়
নিবেদয়েৎ। ইতরানীশাদীন্ হোমস্ত প্রণবাদিস্থাহাস্ততস্ত্রা-
মভিঃ। তথাচ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। একৈকং দেবতাং রাম সমুদ্ভি
যথাবিধি। চতুর্থ্যন্তেন ধর্ম্মজ্ঞো নান্না চ প্রণবাদিনা। হোমস্ত্রব্য-
মথৈকৈকং শতসম্যাস্ত্ৰ হোময়েৎ। শতসম্যাস্ত্ৰি পূৰ্ব্বোক্ত-
বচনানুসারেণ বাস্তবাগেতরপরং। স্মৃতিঃ। স্বাহাবসানে জুহবাং
ধ্যায়ন্ বৈ মত্ৰদেবতাং। ঐমদক্ষিণাস্ত্রপীনমাহ ছন্দোগ-
পরিশিষ্টং। ব্রহ্মণে দক্ষিণা দেয়া বত্র যা পরিকীৰ্ত্তিতা।

কর্ণাস্তেঃসুচ্যমানায়াং পূর্ণপাত্রাদিকা ভবেৎ । বিদধ্যাক্ষৌত্র-
মন্ত্ৰেচক্ষিণাঙ্কহরো ভবেৎ । স্বয়ংকুচুড়য়ং কুর্যাদভ্রষ্টে প্রাতি-
পাদয়েৎ । অস্ত্রো যজ্ঞমানভিন্নঃ । উভয়ং ব্রহ্মকর্ণ হোতৃকৰ্ম
চ । উপসংহারে বাস্তব্যাগমিতি শ্রুতেঃ সঙ্কল্পবাক্যে তেনৈবো-
ল্লেক্ষমাচরন্তি । অত্র মিলিতামিলিতদক্ষিণাদানং ফলভারতম্যং ।
মাৎস্তে । ততঃ সর্কৌষধিগ্নানং যজ্ঞমানস্ত কারয়েৎ । দেবী-
পুরাণং । কালজন্তপতী পূজ্যো বৈষ্ণবান্ শক্তিতোহর্কয়েৎ ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্ব তু নৃত্যগীতাদি কারয়েৎ । প্রাসাদং কারয়ে-
দ্বিধান্ গৃহং বাপি মনোহরং । কাষাঙ্ক পঞ্চভিনিবৈর্কিষবীজৈ-
রথাপি বা । হোমাস্তে ভক্ষ্যভোজ্যেচ্চ বাস্তব্যাগে বলিং হরেৎ ।
ইতি মন্ত্ৰপুরাণে হোমাস্তে বলিবিধানাং অত্রাপি হোমঃ কৃত্বা
বল্যাদিপ্রাণ্ডদিতসর্ককৰ্মকরণাচারং । অত্র প্রজাপতিনামাঘিঃ ।
প্রতিষ্ঠায়াং লোহিতচ্চ বাস্তব্যাগে প্রজাপতিঃ । জলাশয়প্রতি-
ষ্ঠায়াং বরুণঃ সমুদ্রাজতঃ । ইতি মন্ত্ৰসূক্তবচনাং । একাশীতি-
পদবাস্তব্যাগে মন্ত্ৰপুরাণং । ভূম্যাধিকারে । পঞ্চগব্যৌষধি-
জলৈঃ পরীক্ষিত্ব তু সেচয়েৎ । একাশীতিপদং কৃত্বা রেখাভিঃ
কনকেন তু । পশ্চাৎপোন চালিপ্য স্ত্রেণালোভ্য সর্কতঃ ।
দশ পূর্কায়তা রেখা দশ চৈবোত্তরায়তাঃ । সর্কবাস্তবিভাগে তু
বিজ্ঞেয়া নবধা নব । পঞ্চগব্যমন্ত্রমাহ শঙ্খঃ । গায়ত্রাদায় গোমূত্রং
পঞ্চবারেতি গোমরং । আপ্যায়স্বতি চ ক্ষীরং দধিক্রাবুতি বৈ
দধি । তেজোহসীতি স্তুতকৈব দেবস্তত্বা কুশোদকং । ওষধীরাহ
কাত্যায়নঃ । ত্রীহয়ঃ শালয়ো মুগা গোধূমাঃ সর্বপাণ্ডিলাঃ ।
যবাস্চৌষধয়ঃ সপ্ত বিপদো যন্তি ধারিতাঃ । ত্রীহিঃ শরংপঙ্ক-
ধাত্তং যষ্টিকাধ্যং । শালয়ো হৈমন্তিকাঃ । দশেতি বাস্তমণ্ডল-
বায়ব্যে উপবিশ্ত পূর্ক্যভিমুখে গুরুঃ উত্তরস্তান্নারভ্য দশ রেখাঃ
প্রাশুখীর্ষধাদক্ষিণং কুর্য্যাৎ । এবং নৈঋত্যাংপবিশ্ত পশ্চিমতঃ
পূর্ক্যাপরগা দশোত্তরায়তা রেখাঃ কুর্য্যাৎ কনকশলাকাদিনা ।
রুদ্রবামলে তাসাং নামানি । শান্তা যশোবতী কান্তা বিশালা
প্রাণবাহিনী । শটী স্তম্ভনসা নন্দা স্তভ্রা সুরথা তথা । ইত্যাদ্যা
দশ রেখাঃ । হিরণ্যা স্ত্রবতা লক্ষ্মীর্কিভূতিক্ষিমলা প্রিয়া । জয়া
কলা বিশোকা চ ইড়া সংজ্ঞা দশোত্তরাঃ । ইত্যস্তদশরেখাঃ ।
একাশীতিপদং কৃত্বা বাস্তকং সর্কবাস্তবু । পদস্থান্ পূজয়েদেবান্
ত্রিংশং পঞ্চমশৈব তু । ত্রিংশদ্ব্যন্তঃ পূজ্যঃ পূজ্যাস্ত-
ত্রয়োদশ । নামতস্তানি বক্ষ্যামি স্থানানি চ নিবোধ যে । ঈশান-
কোণাদিসু তান্ পূজয়েচ্চ বিধায়াতঃ । শিখী চৈবাত্ পঙ্কজো
জয়ন্তঃ কুলিশায়ুধঃ । সূর্য্যঃ সত্যো ভূশনৈব আকাশো বায়ুরেব

চ । পূষা চ বিতথশ্চৈব গৃহকৃত্তরমাবৃত্তো । গরুরো ভূজরাজশ্চ
মৃগঃ পিতৃগণস্তথা । দৌবারিকোহথ সূগ্রীবঃ পুষ্পদন্তো জলা-
ধিপঃ । অহরঃ শোষণাপৌ চ রোগোহহিষ্মথ্য এব চ । ভরূটঃ
সোমসর্পো চ অদিতিশ্চ দিতিস্তথা । বহির্বাঋংশদেতে চ তদন্ত-
শতুরঃ শৃগু । ঈশানাচিচতুর্কোণসংস্থিতান্ পূজয়েদ্বৃধঃ । আপশ্চৈ-
বাত্ সাবিজ্যো জয়ো রুদ্রস্তথৈব চ । মধ্যে নবপদে ব্রহ্মা তস্তাষ্টৌ
চ সমীপগাঃ । সন্ধানেকান্তরান্ বিদ্যাৎ পূর্কাদান্নামতঃ শৃগু ।
অর্য্যমা সবিতা চৈব দিবস্বান্ দিবুধাধিপঃ । মিত্রোহথ রাজযজ্ঞা
চ তথা পৃথীধরঃ ক্রমাৎ । অষ্টমশ্চাপবৎসশ্চ পরিতো ব্রহ্মণঃ
স্বতাঃ । আপশ্চৈবাপবৎসশ্চ পঙ্কজোহগ্নিদিতিস্তথা । পাদি-
কানাঞ্চ বর্গোহয়মেবং কোণেষু শেষতঃ । তন্মধ্যে তু বহি-
র্বাংশদ্বিপদাস্তে তু সর্কতঃ । অর্য্যমা চ বিবস্বাংশ্চ মিত্রঃ
পৃথীধরস্তথা । ব্রহ্মণঃ পরিতো দিক্ ত্রিপদাস্তে তু সর্কতঃ ।
এবমিতি যথা ঈশানকোণে কোষ্ঠচতুষ্টয়ে অন্তস্থিতৈককোষ্ঠ-
সহিতে দেবতাপঞ্চকমেবমাগ্নেয়াদিকোণেষুপীত্যর্থঃ । দিক্
পূর্কাদিদিক্ । বংশানিদানীং বক্ষ্যামি বহুনপি পৃথক্ পৃথক্ ।
বায়ুং যাবৎ তথা রোগাৎ পিতৃভ্যাঃ শিখিনং পুনঃ । মুখ্যাদ্ভূশ-
মথো শোবাষিতথং যাবদেব তু । সূগ্রীবাদদিতিং যাবদ্ভূজা-
জয়ন্তমেব চ । এতে বংশাঃ সমাখ্যাতাঃ কচিচ্ছঠর এব চ ।
এতেযাং চৈব সম্পাতঃ পদমধ্যে সমস্তথা । মর্য্য চৈতৎ সমাখ্যাতং
ত্রিশূলং কোণগং চ যৎ । স্তম্ভস্তাসেব বর্জ্যানি তুলাবিধি
সর্কদা । কীলোচ্ছিষ্টোপঘাতানি বর্জয়েদ্ব যত্নতো নরঃ । সর্কত্র
বাস্তনির্দিষ্টঃ পিতৃবৈশ্বানরায়তঃ । মুর্দ্ধস্তগ্নিঃ সমাবিষ্টৌ মুখে
চাপঃ সমাপ্রিতঃ । পৃথীধরোহর্য্যমা চৈব স্তনয়োস্তাবধিষ্টিতৌ ।
বক্ষঃস্থলে চাপবৎসঃ পূজনীয়স্তথা বৃধৈঃ । নেত্রয়োদিতিপঙ্কজৌ
শ্রোত্রে দিতিজয়ন্তকৌ । সর্পেজ্ঞা বংশসংহৌ চ পূজনীয়ৌ প্রয-
ত্নতঃ । সোমসূর্য্যাদয়স্তদ্ব্যাহ্বোঃ পঞ্চ চ পঞ্চ চ । রুদ্রশ্চ রাজ-
যজ্ঞা চ বামহস্তসমাপ্রিতৌ । সাবিজঃ সবিতা তদ্বক্ষন্তং দক্ষিণ-
মাপ্রিতৌ । বিবস্বানথ মিত্রশ্চ ঋত্রে সংবাবস্থিতৌ । পূষা চ
পাপবক্ষা চ হস্তয়োঋণিবক্ষকে । তথৈবাহুরশেষৌ চ বামপার্শ্বে
সমাপ্রিতৌ । পার্শ্বে তু দক্ষিণে তদ্বক্ষিতথঃ সগৃহকৃতঃ । উল্লো-
র্যমাসুপৌ জ্ঞেয়ো জাঘোগন্ধকপুষ্পকৌ । জঙ্ঘয়োভূজসূগ্রীবৌ
কট্যাং দৌবারিকো মৃগঃ । জয়ঃ শক্রস্তথা মেদ্রে পায়বয়ো পিতর-
স্তথা । মধ্যে নবপদো ব্রহ্মা হৃদয়ে স তু পূজ্যতে । চরকীঞ্চ
দিদারীঞ্চ পুত্নাং পাপরাক্ষসীং । ঈশায়েয়াদিকোণেষু মণ্ডলা-
বাহতো যজ্ঞেৎ । পিতৃভ্য ইতি পিতৃগণাদারভ্য বহিঃ যাবৎ যো

বংশঃ প্রসারিতস্তদ্বারতো বাস্তুপুরুষঃ । অম্বুপো বরুণঃ ।
 পুশ্পকঃ পুশ্পদন্তঃ । তথা । প্রদক্ষিণন্ত কুর্কীত বাস্তোঃ পদ-
 বিলেখনং । কোষ্ঠানাম্ লিখনং প্রদক্ষিণং কার্যং । তথা ।
 তক্ষ্মনী মধ্যমা চৈব তথাস্তুষ্ঠ দক্ষিণঃ । প্রবালরত্নকনকং ফল-
 পুশ্পাক্তোদকং । সন্মুখং বায়ুভাগেব শতং পদবিলেখনে ।
 তথা । বাস্তৌ পরীক্ষিতে সমাগ্‌বাস্তদেহে বিচক্ষণঃ । বাস্তুপ-
 শমনং কুর্য্যাৎ সমিদ্ধিকলিকর্মণ । জীর্ণোদ্ধারে তথোদ্যানে
 তথা গৃহনিবেশনে । দ্বারাভিবর্জনে তথ্য প্রানাদেষু গৃহেষু চ ।
 বাস্তুপশমুনং কুর্য্যাৎ পূর্বমেব বিচক্ষণঃ । একাশীতিপদং লেখ্যং
 লেখকৈর্কাস্তপিষ্টকৈঃ । হোমজ্বিমেথলে কার্য্যঃ কুণ্ডে হস্তপ্রমা-
 নকে । বিখকখ্যা । খাতাবিকে ভবেদ্রোগী হানে ধেমুধনক্ষয়ঃ ।
 বক্রকুণ্ডে তু সস্তাপো মরণং ছিন্নমেথলে । মেথলারহিতে শোকঃ
 হৃদিকে বিস্তসংক্ষয়ঃ । ভাৰ্য্যাবিনাশকঃ কুণ্ডং প্রোক্তং যোস্তা
 বিনা কৃতং । অপত্যধ্বংসনং প্রোক্তং কুণ্ডং যৎ কণ্ঠবজ্জিতং ।
 বশিষ্টসংক্ৰিতায়াং । তস্মাৎ সম্যক্ পরীক্ষ্যেব কৰ্ত্তব্যং শুভ-
 বেদিকং । এবংবিধকুণ্ডাসম্ভবে ক্রিয়াসারঃ । কুণ্ডমেববিশিঃ ন
 স্তাৎ হৃৎগলং বা সমাপ্রয়েৎ । মংস্তপুৰাণং । যতৈঃ কৃষ্ণতিলৈ-
 স্তদ্বৎ সমিদ্ধিঃ ক্ষীরিসস্ততৈঃ । পালানৈঃ খাদিদেরাপামার্গো-
 ডুশ্বরসস্ততৈঃ । কুশদূক্ষামঠৈকপি মধুসর্পিঃ সমধিতেঃ । কার্য্যাস্ত
 পঞ্চাভিবিষ্টৈর্বিষুবীজৈরথাপি বা । হোমাস্তে ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ
 বাস্তদেশে খনিং হরেৎ । অত্র হোমে মজ্জানাহ বিষ্ণুধম্মোত্তরং ।
 বাস্তোপ্পতেন মজ্জেন যজ্ঞেচ্চ গৃহদেবতাং । বাস্তোপ্পতেন বাস্তো-
 প্পতিদৈবতেন পঞ্চমজ্জেন । বলিদ্রব্যঞ্চ পায়সং প্রাগেব লিখিতং ।
 ব্রহ্মস্থানে ততঃ কুর্য্যাদ্বাস্তদেবস্ত পূজনমিত্যাदि । স্তবং গাং
 বস্ত্রযুগমাচার্য্যায় নিবেদয়েৎ । ইত্যজ্ঞমথাপি বোধ্যং । কল্পতরৌ
 মংস্তপুৰাণং । ততঃ সর্কৌষধিমানং যজমানস্ত কারয়েৎ ।
 বিজাশ্চ পূজয়েদ্তক্ত্যা যে চান্তে গৃহমাগতাঃ । এতদ্বাস্তুপশমনং
 কৃৎবা কর্ম্ম সমাচরেৎ । প্রানাদভবনোদ্যানপ্রারস্তে পরিবর্তনে ।
 পুরবেশ্যপ্রবেশেষু সৰ্কদোষাপহন্তরে । ইতি বাস্তুপশমনং কৃৎবা
 স্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ । ইতি মংস্তপুৰাণে উপক্রমোপসংহারমৌর্বাস্তুপ-
 শমনমুনাতিধানাং বাস্তুপশমনং কর্ম্মণো নামধেয়ং ইতি তেনৈ-
 বোল্লেক্ষঃ সৰ্কদোষাপহন্তরে ইতি শ্রুতেশ্চ বাস্তুসৰ্কদোষা-
 পমৌদর্শনং কল্পং স্বকরেৎ তু তহুল্লেক্ষঃ কার্য্যঃ । এতত্ত্ব প্রারস্ত-
 প্রবেশীভতরশ্লিষবস্ত্রং কৰ্ত্তব্যং । আবস্তকেষু প্রমাণং প্রাগে-
 বোক্তং ।

ইতি অীরয়নন্দনভট্টাচার্য্যবিরচিতং বাস্তুযাগতত্ত্বং সমাপ্তং ।

অথ বাস্তুপ্রয়োগতত্ত্বং । অথ দেবগৃহারস্তে চতুষ্টপদবাস্ত-
 যাগপ্রয়োগঃ । তত্রাদৌ প্রাণ্ডুক্তদীপবষ্টিপরীক্ষিতাং ভূমিং চতু-
 ইত্যং দ্বিহস্তং জলাস্তং বা খাতা সংশোধ্য কালশুক্লৌ কৰ্ত্তুঃ শুভ-
 দিনে কৃতম্নানাদিগ্‌জমানঃ কৃতসগণাধিপমাতৃগণপূজঃ প্রসাধিত-
 বসোধারঃ বিহিতবুদ্ধিশ্রদ্ধা আচম্য প্রাশুখ উদযুখঃ ব্রাহ্মণত্রয়ঃ
 গজাদিনা পরিতোষ্য স্বস্তিঃ বাচরেৎ । ওঁ কৰ্ত্তব্যেহস্মিন
 বাস্তবাগকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোক্রবন্ত ইতি ত্রিঃ শ্রাবয়েৎ । ওঁ
 পুণ্যাহমিতি ত্রিষ্টেত্বক্ৰতে এবং স্বস্তিঃ স্বস্তিঞ্চ বাচরেৎ ওঁ স্বস্তিন
 ইত্ৰোবুদ্ধশ্রবা ইত্যাদি পঠিত্বা ওঁ স্বস্তি ইতি ত্রিবারমুক্তাক্তান
 বিকিরেৎ । তত-ওঁ সূর্য্যঃ সোমোযমঃ কাণঃ শক্যোভূতাত্তহঃ
 ক্ষপা । পবনোদিক্‌পতিভূমি রাকাশঃ খচরামরায়ঃ । ব্রাহ্মাঃ
 শাসনমান্থায় কল্পধর্ম্মিহ সন্নিধিং । অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু । তত
 ওঁ তদ্বিকোরাতি বিষ্ণুং স্বস্তা সংকল্পং কুর্য্যাৎ । ওঁ অদ্যোত্যাদি
 অমুকগোত্রঃ ত্রীঅমুকদেবশর্ম্মা এতদ্বিস্তবেশ্বসর্বদোষোপশমন-
 কামো বাস্তবাগকর্ম্মাহং করিষ্যে । ইতি সংকল্পস্বত্বং পঠিত্বা
 ভূতশুক্লাদিকং বিধায় নবগ্রহান্ সংপূজ্য সগণাধিপমাতৃকাপূজা-
 বসোধারাসম্পাতনায়ুযাহকৃতপাত্যাদয়িকশ্রদ্ধাং কুর্য্যাৎ । বিষ্ণু-
 বেশ্ব ইত্যত্র জলাশয়াচ্ছাৎ । ততো বরণং আদৌ ব্রহ্মবরণং
 তত্র ক্রমঃ । উদযুখব্রাহ্মণসমীপে স্নানমানীয়াভ্যাক্য যজমানঃ
 প্রাশুখঃ কৃতাজলিকদেৎ । ওঁ সাধুভবানাত্মাং । ওঁ সাধ্বহমাসে
 ইতি প্রতিবচনং । ব্রহ্মা দর্ভাসনে উপবিশেৎ । ততো যজমান ওঁ
 অর্কয়িষ্যামোভবন্তং ইতি বদেৎ । ওঁ অর্কয় ইতি প্রতিবচনং ।
 ততো গন্ধপুষ্পবজ্রালঙ্কারাদ্যৈরভ্যর্চ্য অন্নারস্তপুরুকং ব্রহ্মণো
 দক্ষিণং জাহ স্পষ্টৈ বিষ্ণুরৌ তৎসদ্যোত্যাদি অমুকগোত্রঃ ত্রীঅ-
 মুকদেবশর্ম্মা ত্রীবিষ্ণুগৃহারস্তে এতদ্বাস্তুসৰ্কদোষোপশমনবাস্ত-
 যাগাদহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রঃ অমুকপ্রবরঃ ত্রীঅ-
 মুকদেবশর্ম্মাণ মভ্যাক্য ভবন্তমহং বৃণে । ওঁ বৃতোহস্মীতি প্রতি-
 বচনং । ওঁ যথাবিহিতং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু । ওঁ যথাজ্ঞানং করবানীতি
 প্রতিবচনং । স্বয়ং হোমাসামর্থ্যে হোতৃকরণমপি তথৈব কৰ্ত্তব্যং ।
 কর্ম্মকারয়িত্রাচার্য্যস্তাপি তত্ত্বধারণক্বেন বরণং কার্য্যং । শতশ্চেৎ
 সদস্তস্তাপি কার্য্যং । ততঃ কৰ্ত্তা হোতাচার্য্যো বা পঞ্চগব্যং
 শোধয়েৎ । গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকং ।
 প্লব্ধগব্য মিদং প্রোক্তং মহাপাতকনাশন মিতি । তত্র প্রথমং
 গায়ত্র্যা গোমূত্রং । ১ । ওঁ গন্ধদ্বারাঃ দূরাধর্বা নিত্যপুষ্টিং কীরী-
 যিণীং । দ্বিতীয়ং সৰ্কভূতানাং ষামিহোপহবয়ে শ্রিয়ং । ইতি
 গোময়ং । ২ । ওঁ আপ্যায়স্ব স্বমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্টাং

ভবাবাজস্ত সঙ্গথে। ইতি হুং। ৩। ওঁ দধিক্রাবোহ-
 কার্ঘ্যজিষ্ণোরখস্ত বাজিনঃ। সুরভিনোমুখাকরং প্রণতায়ংঘিতা-
 র্ঘং। অনেন দধি। ৪। “ওঁ তেজোহসি শুক্রমস্ত্রহৃষিতমসি
 ধামনামাসি শ্রিয়ং দেবানা মনাধুষ্টাং দেবযজনমসি। ইত্যনেন
 স্বতং। ৫। ওঁ দেবস্তা সবিভূঃ প্রসবেহসিনোবাহভ্যাং পুষ্কা-
 হস্তাভ্যা মাদদে। ইত্যনেন কুশোদকং। ৬। অনেন পঞ্চ-
 গব্যং সংশোধ্য প্রণবেধ সৰ্বমেকীকৃত্য ওঁ বেদ্যাবেদী সমা-
 (প্যতে বর্হিষা বহিরঙ্গিয়ং যুপেন যুপাপ্যতে প্রণীতোহগ্নিরগ্নিনা।
 ইত্যনেন বেদীমণ্ডলাদীনভ্যক্ষ্য। তেন পূর্বকল্পিতভূমিং গায়ত্র্যা
 সংপ্রোক্ষ্য শরংপঞ্চাঙ্গ-হৈমন্তিকধান্য-মুদগগোধূম-শ্বেতসর্বপ-
 তিলযবমিশ্রিতজলৈরেটেকজলৈরী পরিষেচয়েৎ। ততো নব-
 গ্রহাদীনাং পূজা কার্য্যা। মণ্ডলচতুষ্কোণেষু ঐশানীতো
 দ্বাদশাস্থলিকঃ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তাদিরাশিষুচতুষ্টয়ং গৃহীত্বা
 ওঁ বিশস্ত তে তলে নাগা লোকপালাশ্চ কামগাঃ। অগ্নিন্
 প্রানাদে তিষ্ঠন্ত আয়ুর্কলকরাঃ সদা। ইত্যনেন প্রত্যেকং
 ন্যাসেৎ। তৎপার্শ্বেষু ওঁ অগ্নিতোহপ্যথ সর্পেভ্যো যে
 চান্যে তৎসমাপ্রিতাঃ। তেভ্যো বলিং প্রযচ্ছামি পুণ্যমোদন-
 মুত্তমং। ইতি মন্ত্ৰেণ প্রত্যেকং মাসভক্তবলিং দদ্যাৎ। মণ্ডলা-
 করণাভাবেহপি শঙ্কুবলিঃ কার্য্যঃ। এবং বক্ষ্যমাণভূতবলিরপি।
 যথা ভূতেভ্যো বলিদানং। ততো যজ্ঞভূমের্বহিঃ পৃষ্ঠাদিদিফু
 মাসভক্তবলির্দেয়ঃ তত্র মন্ত্রঃ। ওঁ ভূতা যে রাক্ষসাবাপি যে চ
 তিষ্ঠন্তি কেচন। তে গৃহস্ত বলিং সর্বে বাস্ত গৃহামাহং পুনঃ।
 তত শত্ৰুঃষষ্টিপদবাস্তমণ্ডলং নিশ্চয়েৎ যথা। শঙ্কুচতুষ্টয়মধ্যে
 ডোরকপাতেন কনকশলাকয়া বা উত্তরস্ত্রামারভ্য নব প্রাগায়তাঃ
 পশ্চিমায়ামারভ্য নবোত্তরায়তা রেখাঃ কুর্যাৎ। ততঃ শুক্লবর্নি-
 কাক্তেন স্ত্রেণ তাঃ সম্যগ্নিশ্চায় অষ্টাভিরষ্টাভিশ্চতুঃষষ্টিপদানি
 কুর্যাৎ। এবং বাস্তমণ্ডলং বিধায় ঈশানকোণার্দ্ধিপদমারভ্য স্ব-
 পদেষু তত্তদ্বর্ণগুণিকয়া তত্তদেবতাঃ স্থাপয়েৎ। এতদ্রূপবাস্ত
 মণ্ডলং লিখেৎ তত্র ক্রমঃ। পূর্বস্তাং দিশি ঈশানকোণাদার-
 ভ্যাধোমুখপতিবাস্তপূর্বশিরঃস্থানে ঈশং শুক্রমর্দ্বপদং। ১। তদ-
 ক্ষিণে নেত্রে পর্য্যগং পীতমেকপদং। ২। ততো দক্ষিণক্রমেণ
 তদক্ষিণোদ্ধাধঃপদয়োর্দক্ষিণশ্রোত্রে ধূম্রং জয়ন্তং দ্বিপদং। ৩।
 তদক্ষিণে দক্ষাংশে শক্রং পীতমেকপদং। ৪। তদক্ষিণে দক্ষবাস্ত-
 মূর্লে ভাস্করং রক্তমেকপদং। ৫। তদক্ষিণে ‘কুর্পরে’ শ্বেতং সত্যং
 উদ্ধাধোদ্বিপদং। ৬। তদক্ষিণে মণিবন্ধে ভূশং বৈষ্ণবং এক-
 পদং। ৭। তদক্ষিণে অনুলিমূলে অগ্নিকোণস্ত পূর্বাধিপদে ব্যোম

কৃষ্ণমর্দ্বপদং। ৮। ততো মণ্ডলাগ্নিকোণস্ত দক্ষিণকোণার্দ্ধ-
 পদে দক্ষাভ্যুলাগ্রে হতাশনং রক্তমর্দ্বপদং। ৯। মণ্ডলদক্ষিণভাগে
 দক্ষমণিবন্ধে হতাশনপদাদধঃপদে পৃথগং রক্তমেকপদং। ১০। তদধঃ-
 পদতত্ত্তরপদয়োঃ দক্ষকক্ষে বিতথং কৃষ্ণং দ্বিপদং। ১১। তদধঃপদে
 দক্ষপার্শ্বে গৃহকৃতং শ্বেতমেকপদং। ১২। তদধঃপদে দক্ষোরৌ-
 যমং কৃষ্ণমেকপদং। ১৩। তদধঃপদতত্ত্তরপদয়োর্দক্ষাভ্যুনি-
 পীতং গজকর্ণং দ্বিপদং। ১৪। তদধঃপদে দক্ষজজ্ঞায়াং ভূজরাজং
 শ্রামমেকপদং। ১৫। তদধঃপদে নৈঋতিকোণস্ত দক্ষভাগে কট্যাং
 পীতং মৃগমর্দ্বপদং। ১৬। মণ্ডলপশ্চিমভাগে নৈঋতিকোণস্ত বাম-
 ভাগে দক্ষবামোভয়পদয়োঃ শ্বেতং পিতৃগণমর্দ্বপদং। ১৭। মণ্ডল-
 পশ্চিমভাগে নিঋতিকোণস্তোত্তরপদে বামকট্যাং দৌবারিকং
 শ্বেতমেকপদং। ১৮। তত্ত্তরপদতদুর্দ্ধপদয়োঃ কামজজ্ঞায়াং সূগ্রীবং
 কৃষ্ণং দ্বিপদং। ১৯। তত্ত্তরে বামজানৌ পুষ্পদন্তং পীতমেকপদং
 ২০। তত্ত্তরপদে বামোরৌ বক্রং শ্বেতমেকপদং। ২১। তত্ত-
 ত্তরপদে বামপার্শ্বে অম্বরং কৃষ্ণং দ্বিপদং। ২২। তত্ত্তরপদে বাম-
 কক্ষে শোষণং কক্কুরমেকপদং। ২৩। তত্ত্তরে বায়ুকোণস্ত পশ্চি-
 মাদ্ধিকোণপদে বামমণিবন্ধে পাপং কৃষ্ণমর্দ্বপদং। ২৪। মণ্ডলোত্তর-
 ভাগে বায়ুকোণস্ত উত্তরাদ্ধিকোণপদে বামহস্তাভ্যুলাগ্রে রোগং
 শ্রামমর্দ্বপদং। ২৫। বায়ুকোণাদুর্দ্ধপূর্বপদে বামাস্থিমূলে নাগং
 রক্তমেকপদং। ২৬। তদুর্দ্ধপূর্বপদতদক্ষিণপদয়োঃ দ্বিপদয়োঃ কাম-
 মণিবন্ধে বিশ্বকর্মাং পীতং দ্বিপদং। ২৭। তদুর্দ্ধপূর্বপদে বাম-
 কুর্পরে ভল্লাটং পীতমেকপদং। ২৮। তদুর্দ্ধপূর্বপদে বামবাহমূলে
 যজ্ঞেশ্বরং শুক্রমেকপদং। ২৯। তদুর্দ্ধপূর্বপদে তদক্ষিণপদয়োঃ দ্বৈ-
 বামাংশে নাগরাজং শ্বেতং দ্বিপদং। ৩০। তদুর্দ্ধপূর্বপদে বামশ্রোত্রে
 শ্রিয়ং পীতমেকপদং। ৩১। তদুর্দ্ধপূর্বঈশানকোণস্ত উত্তরপশ্চি-
 মাদ্ধিপদে বামনেত্রে দিতিং শ্রামামর্দ্বপদং। ৩২। এবং দ্বাত্রিংশৎ
 পদেষু চতুর্বিংশতিএকপাদান্ অষ্টৌ দ্বিপদান্ লিখেৎ। ততঃ
 পর্জন্যপদাদধঃপদে গলদেশে আপং শুক্রমেকপদং। ৩৩।
 তস্তাধঃ দ্বিতীয়পদে যজ্ঞেশ্বরস্ত দক্ষিণপদে আপবৎসং পীতমেক-
 পদং। ৩৪। ততঃ পূর্বস্তাং শক্রভাস্করয়োরধঃশত্ৰুপদে অর্য্যমণং
 রক্তং চতুপদং। ৩৫। ভূশপদাদধঃপদে সাবিজং রক্তমেকপদং।
 তদধোদ্বিতীয়ে গৃহকৃতশ্রোত্তরপদে সাবিজীং শুক্রামেকপদং। ৩৬।
 সত্যস্তাধোহধঃক্রমেণ পদচতুষ্টয়ে বিবস্বন্তং কৃষ্ণং চতুপদং। ৩৭।
 দৌবারিকপদাদুর্দ্ধপদে ভূজস্তোত্তরে পদে পায়ৌ ইজ্রং পীতমেক-
 পদং। ৩৮। তদুর্দ্ধদ্বিতীয়ে যমশ্রোত্তরপদে জয়ন্তং পীতমেকপদং। ৩৯।
 ততঃ পশ্চিমায়াং পুষ্পদন্তবক্রয়োরুর্দ্ধচতুর্কে মিত্রং রক্তং চতু-

সমা জজ্ঞা তদুর্দ্ধে দ্বিগুণং ভবেৎ । গৰ্ভবিস্তারবিস্তীর্ণা
শুকাজিষ্ণু বিধীয়তে ॥ ৪ ॥ তত্রিভাগেন কৰ্ত্তব্যঃ

উচ্চতার পরিমাণ কথিত হইতেছে। ভূমিহইতে গৃহতলপর্যন্ত
যে উচ্চতা তাহাকে জজ্ঞা কহে। জজ্ঞার (পোতার) উচ্চতার
পরিমাণ যত, তদুর্দ্ধে তাহার দ্বিগুণ প্রাসাদের উচ্চতার পরিমাণ
হইবে; এবং প্রাসাদগর্ভের (মেঝের) বিস্তার-পরিমাণ যত,
তৎপরিমাণে শুকাঙ্কুত্রি অর্থাৎ শিখরের (চূড়ার) মূল (বনিয়াদ)
করিবে। অঙ্কুত্রিগর্ভের অর্থ বনিয়াদ। একচূড় মন্দিরস্থলে এত-
রূপ পরিমাণ জানিবে। ৪। ত্রিচূড় কিম্বা পঞ্চচূড় মন্দিরনিম্মাণে

সমব্রিতং। ইমং ঘটং সমাক্ষত্বং তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ। ওঁ স্থিরো-
ভব বিড়ল আশুভব পৃথুভব। বাহুর্জন্ম স্বধদক্ষময়ে পুরীষবাহন।
ওঁ স্থাং স্থীঃ স্থিরোভব। ততোহঙ্কুশমুদ্রয়া স্বর্য্যমণ্ডলাতীর্থ
মাবাহয়েৎ। ওঁ গন্ধাদ্যাঃ সরিতঃ সৰ্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ।
সর্কে সমুদ্রাঃ সরিতঃ সরাংসি চ নদাত্মনাঃ। আয়াস্ত বজ্রমানস্ত
হুরিতক্ষরকারকাঃ। যে চ পুণ্যশীলা স্তীৰ্থা যটে কুর্কস্ত সন্নিধিং।
ওঁ গজং চেত্যাদিনা চ। অশতো গায়ত্র্যা কুর্য্যাৎ। ইতি ব্রহ্ম-
স্থানে দধ্যাক্তত্ববর্ণরজতাব্রিতং সর্কৌষধিক্তং ঘটং সংস্থাপ্য
তত্র বাসুদেবং ধ্যাওয়াবাহ বোড়শোপচাটৈঃ গন্ধাদিভির্বা পূজ-
য়েৎ। লক্ষীক বোড়শোপচাটৈঃ পূজয়েৎ। ওঁ বাসুদেবগণেভ্যা
নম ইতি সংপূজ্য ব্রহ্মস্থানে ওঁ সর্কলোকধরাং সুরূপাং প্রমদা-
রূপাং দিব্যভরণভূষিতাং ধরাং ধ্যয়েৎ। ধ্যানং বধা—ধ্যয়েন্তাঃ
বসুধাং দেবীং ত্রিদশৈরপি পূজিতাং। প্রিয়ঙ্গুকলিকস্ত্রামাঃ
মুকুটাদ্যে রত্নকৃতাং। দিব্যবস্ত্রপরীধানাং দিব্যগন্ধাভূষণনাং।
যজ্ঞপুণ্ড্রপ্রদাং সোম্যাং পীনাংগতপয়োধরাং। বিভূজাং তারিণীং
দেবীং সর্কলোকৈকমাতরং। ইতি ধ্যাওয়াবাহ বোড়শোপচাটৈঃ
সংপূজ্য। সর্কদেবময়ং হরিং ধ্যাওয়াবাহ সংপূজ্য বাস্তপুরুষমাবাহ
পূজয়েৎ। ততস্তৎকুন্তে চতুর্মুখদেবমাবাহ পূজয়েৎ। ততঃ
পুনঃ পূজ্যস্থানে কুন্তোত্তরদেশে দধ্যাক্তাব্রিতং চূতাস্থ-
বটপ্লকৌড়ধরপল্লবসংছন্নং কলবস্ত্রমুগাকাদিতং অস্তঃক্ষিপ্তপঙ্ক-
রত্নং সুবর্ণরজতম্বা অম্বস্থান-গজস্থান-বন্দীক-নদীসঙ্গম-ত্ৰদ-গোকুল
রথমাতো মৃদুদ্রত্য সপ্তমুদন্তঃক্ষিপ্তং সর্কৌষধিক্তপঙ্ক পূজ্যং
শান্তিকৃত্তং স্থাপয়েৎ। ততোমণ্ডলপশ্চিমভাগে দেবোন সবিতা
উর্দ্ধোদ্যাজস্ত সবিতা বদন্তিভির্কায়ুতির্কিরামহে। ইতি মন্ডপ
ক্লেতপং উত্তীৰ্য্য বজ্রা যতলপশ্চিমারাং দিশি তাদৃশকুন্তে
হস্তপ্রমাণস্থাপ্য বা' হোমং কুর্য্যাৎ। তত্র মণ্ডপপশ্চিমারাং

পঞ্চভাগেন বা পুনঃ। নির্গমস্ত শুকাজিষ্ণু উচ্ছ্রায়ঃ
শিখরার্দ্ধগঃ ॥ ৫ ॥ চতুর্দ্ধা শিখরং কৃত্বা ত্রিভাগে বেদি-
বন্ধনং। চতুর্থে পুনরস্তৈব কৰ্ত্তমামূলসাধনং ॥ ৬ ॥

গৰ্ভবিস্তারপরিমাণের ত্রিভাগ কিম্বা পঞ্চভাগ-পরিমাণে চূড়ার
বনিয়াদ করিবে। শিখরদেশে যে দ্বার করিবে, তাহার উচ্চতার
পরিমাণ শিখরপরিমাণের অর্দ্ধ হইবে। ৫। শিখরের উচ্চতার
পরিমাণকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার তিনভাগে শিখ-
রের বেদি ও চতুর্থভাগে কৰ্ত্ত করিবে। ৬।

দিশি উপবিষ্টা স্থাপিতং গোময়েনোপলিপ্য হস্তমিতাং বালুকাময়ীং
ভূমিং কুশত্রয়েণ সংমূঢ়্য ঐশান্তাঃ কিপেৎ। ততঃ স্কেন কুশেন
বা প্রাদেশপ্রমাণং প্রাগগ্রং রেখাত্রয়ং উত্তরোত্তরক্রমেণ কৃত্বা
রেখাসংকরং তত্রোৎকীর্ণবালুকাং দক্ষিণহস্তানামিকাস্তুষ্ঠাভ্যাং
ক্রমেণোদ্রুত্ব ঐশান্তাং প্রাক্ষপ্য বারিণাভ্যাক্ষ্য আত্মদক্ষিণে
কান্তাপাত্ত্বং শরাবহং বা জলদগ্ধিমানীয় তস্মাজ্জলদিক্রমং
ক্রব্যাদময়িং গৃহীত্বা ওঁ ক্রব্যাদময়িং প্রহিণেমি দূরং যমরাজ্যং
গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ। ইত্যেনে ক্রব্যাদাংশং দক্ষিণস্তাং প্রাক্ষপ্য
শেষমপরময়িং গৃহীত্বা ওঁ ইহৈবায় মিতরো জাতবেদ্য দেবেভ্যা
হব্যং বহতু প্রজানন্। ইত্যেনেনাশিং স্বাভিমুখং কৃত্বা মধ্যরেখো-
পরি স্থাপয়েৎ। অত্র প্রজাপতিনামাশিং। প্রতিষ্ঠায়াং লোহি-
তশ্চ বাস্তবাগে প্রজাপতিঃ। জলাশয়প্রতিষ্ঠায়াং বরুণঃ সমুদা-
হতঃ। ইতি মন্ত্রস্থক্তে। ততো যথোক্তং বাস্তবাগে অগ্নে স্বং
প্রজাপতিনামাসীতি নাম কৃত্বা অথবা বিশেষনামাজ্ঞানে অগ্নে
স্বং বিষ্ণুরূপনামাসীতি নাম কৃত্বা ওঁ পিজ্জ্রশ্রম্প্রকেশাকঃ
পীনাঙ্গজঠরোহরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষস্থত্রোহরিঃ সপ্তাচিঃ শক্তি-
ধারকঃ। ইতি ধ্যাওয়া ওঁ বিষ্ণুরূপনাময়ং ইহাগচ্ছত্যাদিনা
বাহ গন্ধাদিভিঃ সংপূজ্য ওঁ সৰ্বঃ পাণিপাদান্তঃ সর্কতোহকি
শিরোমুখঃ। বিষ্ণুরূপো মহানশিঃ প্রণীতঃ সর্ককর্ম্মহু। ইতি
পঠিত্বা ধারাসহিতমুদকপাত্রং গৃহীত্বা দক্ষিণাবর্তেন অগ্নেদক্ষিণ-
দেশং গত্বা অরতিমাত্রান্তরিত্তে দেশে পূজ্যভিমুখীং বারিধারাং
দত্ত্বা তত্পর প্রাগগ্রকুশবৃক্ণং ব্রহ্মাসনং স্থাপয়েৎ। ব্রহ্মাণমগ্নি-
প্রদক্ষিণমানীয় ব্রহ্মহোপবিষ্টতাং ইতি বৃদেৎ। ততো ব্রহ্মা।
ওঁ অহো দৈধিসব্যোদতাস্তুষ্ঠাম্য সদনে সীদরোহিমাং পাকুতর
ইতি পঠন্। অগ্নিঃ প্রদক্ষিণী কৃত্য গত্বা ব্রহ্মসদন মৌকতে। ব্রহ্মা
অগ্ন্যভিমুখং মুদ্রাবিশেৎ। পশ্চিমাত্মিমুখোহুপবিষ্টো বামহস্তা-
নামিকাস্তুষ্ঠাভ্যাং তস্মাদা সনাদা-স্তীর্ণকুশপত্রৈভ্যাং কুশপত্র

অথবাপি সমং বাস্তুং কুঁড়া বোড়শভাগিকং । তন্তু
মধ্যে চতুর্ভাগ মাদৌ গর্ভস্ত কারয়েৎ ॥ ৭ ॥ ভাগদ্বাদ-

একারান্তরে প্রাসাদনির্মাণপ্রণালী এই। বাস্তুক্ষেত্রকে বোড়শ-
ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার মধ্যগত চতুর্ভাগ মন্দিরের গর্ভ
মেকং গৃহীত্বা ও নিরন্তরপাশ্চাৎ সহ তেন বয়ং দ্বিগু ইত্যনেন
নৈঋত্যাং প্রাক্ষিপ্য ততো ব্রহ্মা ও ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে
সীদামি প্রমত্তো দেবেন শিবতা তদগ্নয়ে প্রব্রীমি তদ্বায়বে
তৎ পৃথিব্যে ইত্যনেনাগ্ন্যভিমুখমুপবিশতি। যদি ব্রহ্মা অয-
জ্ঞীয় বায়চনং বদতি তদা ও ইদং বিষ্ণুর্জিচ্ছ্রমে ত্রেখা নিদধে
পদং সমুচমস্তপাংস্তলে। ইতি পঠেৎ। ব্রহ্মাসত্ত্ব আচার্য্যঃ স্বয়ং
পঠেৎ। ততো হোতা ব্রহ্মাণং গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ। ইতি ব্রহ্ম-
স্থাপনং। ততোহগ্নেকন্তরে প্রস্তরগভ্রমিমতীতা কুশানাস্তীয্য তত্র
বারুণকাক্ষময়বড়ঙ্গলবিস্তার-বিশত্যাঙ্গলদীর্ঘ চস্তরঙ্গল (খাতা)
দণ্ডাশ্বকমূলচমসহঃ মুখময়পাত্রহং বা জলং কুশৈরাক্ষাদ্যা প্রণীতা-
পাত্রং বামহস্তে কৃৎবা দক্ষিণহস্তেন জলৈরাপূর্য্য কুশৈরাক্ষাদ্যা-
য়েকন্তরে ব্রহ্মণো মুখমবলোক্যাসকরে দেশে কুশোপরি সংস্থাপ-
য়েৎ। ততঃ সক্রদাচ্ছিন্নকুশানাস্তরণং যথা প্রাগগ্রকুশৈঃ পূর্ক-
স্তাং দিশি আগ্নেয়কোণাদীশানকোণান্তং দক্ষিণস্তাং দিশি ব্রহ্মণঃ
সকাশাদগ্নিকোণপর্য্যন্তং পশ্চিমায়াং দিশি নৈঋতকোণাভ্যায়ু-
কোণান্তং উত্তরস্তাং দিশি বায়ব্যা দগ্নেঃ প্রণীতপর্য্যন্তং
যাবৎ মূল মগ্রেণাক্ষাদয়ন্ বারত্রয় মাস্তরেৎ। ততোহগ্নেকন্ত-
রস্তাং দিশি পূর্কপূর্কক্রমেণ প্রয়োজনদ্রব্যান্যাদি সাদয়েৎ। যথা
পবিত্রচ্ছেদনকুশাঃ পবিত্রার্থঃ সাগ্রং গর্ভশ্চ কুশপত্রহরং সম্মা-
র্জনকুশাঃ বট উপবমনকুশান্ত্রয়োদশ প্রাদেশমাত্রং সমিত্রয়ং
প্রোক্সণীপাত্রং আজ্ঞাস্থালী আজ্ঞাং শ্রবঃ শ্রবঃ মধুতিলযবাঃ ব্রহ্ম-
দক্ষিণার্থং পূর্ণপাত্রং হোতৃদক্ষিণা বস্ত্রয়ং কাংশ্রপাত্রং সুবর্ণানি
বিধিপঞ্চকং এতান্ত্রাসাদয়েৎ। ততঃ পূর্য্যাসাদিতসাগ্রগর্ভশ্চকুশ-
পত্রহরং তাদৃশকুশান্ত্রয়েণ বেষ্টিতং পবিত্রচ্ছেদনকুশেন প্রাদেশ-
মাত্রং ও পবিত্রে স্টোত্রৈষকবোঁ ইত্যনেনানথলোচ্ছিন্নং ও
বিক্ষোর্ষনসা পূতে হঃ ইতি সংপ্রোক্স্য প্রোক্সণীপাত্রে সংস্থাপ্য
তত্র প্রণীতোদকং কিকিচ্ছ্রদ্বা বামহস্তানামিকাক্ষুষ্ঠাভ্যাং পবি-
ত্রাজ্ঞে দক্ষিণহস্তানামিকাক্ষুষ্ঠাভ্যাং তদ্ব্যমূলং ধৃৎবা পবিত্রমধ্যেন
প্রোক্সণীপাত্রাৎকিকিচ্ছ্রজলং ভূমৌ ত্রিঃ প্রাক্ষিপ্য বামহস্ততলে
প্রোক্সণীপাত্রং নিধায় সপবিত্রদক্ষিণহস্তেন প্রোক্সণীপাত্রাৎ
কিকিচ্ছ্রমুত্তোলা বারত্রয়ং ওহনকেন আসাদিত দ্রব্যানি

শিকাং ভিত্তিং ততস্ত পরিকল্পয়েৎ। চতুর্ভাগেন
ভিত্তীনা মুচ্ছ্রায়ঃ স্তাং প্রামাণতঃ ॥ ৮ ॥ দ্বিগুণঃ শিখরো-

করিবে। ৭। বাহিরের দ্বাদশভাগে ভিত্তিকল্পনা করিতে হইবে।
ক্ষেত্রের চতুর্ভাগের যত পরিমাণ হইবে, ভিত্তির উচ্চতার
পরিমাণ তত হইবে ৮। ভিত্তির উচ্চতার পরিমাণের দ্বিগুণ

সংপ্রোক্স্য আয়ুবামে ভূমৌ প্রণীতাদাক্ষেণ প্রোক্সণীপাত্র
সংস্থাপয়েৎ। ততঃ আজ্ঞাপাত্রে স্ততং নিক্ষিপ্য অগ্নৌ
জলদগ্নিঃ গৃহীত্বা তেন দ্বৈপানকোণাং সদক্ষিণাবর্তেন আজ্ঞা-
পাত্রং ত্রিঃ পরিবেষ্ট্য তদগ্নিঃ তত্রৈবাগ্নৌ ক্ষিপেৎ। ততঃ
শ্রবঃ অধোমুখমগ্নৌ প্রতর্প্য সম্মাৰ্জনকুশপত্রহরেন মূলদগ্ন্যং
অগ্রান্মূলং সম্মাজ্ঞা কুণাবগ্নৌ প্রাক্ষিপ্য পুনঃ শ্রবঃ প্রতর্প্য প্রণীতৌ
দকেনাক্ষুক্ষা পুনঃ প্রতর্প্য প্রোক্সণাস্তরে স্থাপয়েৎ। ইথমেব
বারত্রয়ং সংস্কৃয়াৎ। ততঃ প্রোক্সণীপাত্রহং পবিত্রং অগ্রে দক্ষিণ-
হস্তানামিকাক্ষুষ্ঠাভ্যাং মূলে বামহস্তানামিকাক্ষুষ্ঠাভ্যাং গৃহীত্বা
দক্ষিণহস্তোপরিভাবেনাধোমুখবাস্তপাণিঃ পবিত্রমধ্যোনাজ্যমুত্তো-
লনকুশমুপবনং কৃৎবা ও সবিতুর্কঃ প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিন্নেণ
পবিত্রেণ বসোঃ স্বধ্যস্ত রশ্মিভিঃ স্বাহা। ইতি মন্ত্রেণাজ্যম-
বেক্ষ্য প্রোক্সণীপ্রণীতাজলক তথৈব পবিত্রমধ্যোনোত্তোলা উৎ-
পূয় পুনঃ পবিত্রং তথৈব প্রোক্সণ্যাং স্থাপয়েৎ। ততো হোম-
সমাপ্তিঃ যাবৎ হোতাবামহস্তস্ত মধ্যমানামিকাত্যাং উপবমন-
কুশান্ গৃহীত্বা প্রকৃতকর্শ্মণি পাকযজ্ঞে চ সাহসঃ ইতি নাম-
করণং। ও পিজজ্ঞাশ্রবকেশাক্ষঃ পীনাক্ষজঠরোহরকণঃ। চাগন্তঃ
সাক্ষত্বেহগ্নিঃ সস্তার্চিঃ শক্তিদারকঃ। ইত্যাদিত্যপুরণীয়ং
ধ্যাত্বা বাস্তুযাগকর্শ্মণি অগ্নে স্বঃ সাহসনামাসি ইতি নাম কৃৎবা ও
ভূভূবঃ সাহসনামগ্নয়ে ইহাগচ্ছেত্যাদিনাধ্যাহ এতৎ পাদ্যং ও
সাহসনাম্নে অগ্নয়ে নমঃ ইত্যাদিনা সম্পূজ্য স্ততাক্তং প্রাদেশ-
প্রমাণং সমিত্রয়ং প্রাগগ্রং উত্তিষ্ঠন্নগ্নৌ তৃক্ষীঃ প্রাক্ষিপ্য পূর্ক-
বহুপবিত্র প্রোক্সণীপাত্রহং পরিজং দক্ষিণহস্তেন গৃহীত্বা পূর্কো-
ক্তেণ। ও সবিতুর্কঃ প্রসব ইত্যাদিনা তচ্ছলেনেশানাদিতৌ-
দক্ষিণাবর্তেনাগ্নিঃ পরিবেষ্ট্য ইত্যগ্নিপূর্য্যাক্ষণং কৃৎবা তৎ পবিত্রং
প্রণীতায়ং নিধায় সংপ্রবণার্থং অগ্নেকন্তরে স্থাপয়েৎ। ততো
দাক্ষিণজাত্ব ভূমৌ পাতয়িত্বা ব্রহ্মণোহবারস্তপূর্ককং শ্রবঃ গৃহীত্বা
কুবেরণারোবাজ্যভাগৌ জুহুয়াৎ। প্রজাপতিং মনসা ধ্যায়ন্ ও
প্রজাপতিয়ে স্বাহা ইত্যনেনানৈঋত্যাংকোণাদারভ্য অগ্নিকোণ-
পর্য্যন্তং মধ্যবর্তেনাগ্নৌ স্ততধার্য্যং মধ্যং ইদং প্রজাপতয়ে।..

ছ্রায়ো ভিত্ত্যুচ্ছ্রায়াচ্চ মানতঃ । শিখরাদিস্ত চার্কেন
বিধেয়াস্ত প্রদক্ষিণাঃ ॥৯॥ চতুর্দিক্ তথা জ্যেয়ো নির্গ-

পরিমাণে শিখরের উচ্চতা করিবে। মন্দিরের চতুর্দিকে
শিখরের উচ্চতার চতুর্থাংশ পরিমাণে বিস্তৃত প্রদক্ষিণার্থ
রক্ষাধিবে। ৯। দেবপ্রাসাদের চতুর্দিকেই নির্গম ও প্রবে-

(এবং দেবতোদেশঃ সৰ্বত্র কার্য্যঃ। প্রত্যাহতিশেষসংস্রবান্
প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপয়েৎ । ওঁ ইজায় স্বাহা । ইত্যেননাগে
ন্নৈর্ঋত্বিকোণাদ্বারভ্য ঈশানকোণপর্য্যন্তঃ পূর্ববদ্বাঘাতেন্দ্রনাগৌ
স্বতধারাং দদ্যাৎ । ইদমগ্নয় । হৃতশেষহবিঃ প্রোক্ষণ্যাং স্থাপ-
য়েৎ । ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা । ইত্যেননাগেব্রতরতঃ পশ্চিমা-
দ্রোণাভ্যঃ স্বতধারাং দদ্যাৎ । ইদমগ্নয়ে । ইতি হৃতশেষহবিঃ
প্রোক্ষণ্যাং স্থাপয়েৎ । ওঁ সোমায় স্বাহা । অনেনাগেব্রদক্ষিণতঃ
পূর্বাঙ্গপশ্চিমাভ্যঃ স্বতধারাং দদ্যাৎ । ইদং সোমায় । ইতি
দেবতোদেশঃ হৃতশেষহবিঃসংস্রবং প্রোক্ষণ্যাং স্থাপয়েৎ । ততো
অম্বারভূত্যাগপূর্বকং মহাব্যাহতিহোমং কুর্যাৎ । ওঁ ভূঃস্বাহা ।
ইদমগ্নয়ে । ওঁ ভুবঃ স্বাহা । ইদং বায়বে । ওঁ স্বঃ স্বাহা ।
ইদং সূর্যায় । ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ স্বাহা । ইদং অগ্নিবায়ুস্বর্যোভ্যঃ ।
ততো ঘৃতমধুমিশ্রিততিলয়বৈঃ সমিস্তিষ্ঠা মণ্ডলস্থঈশাদিপূজিত-
দেবতাভ্যঃ প্রত্যেকং দশাহতীজুঃস্রাৎ । যজুৰ্ভ্যঃ দেবতোদেশঃ
সৰ্বত্র । ততো বাসুদেবায় । লক্ষ্ম্যে । বাসুদেবগণেভ্যঃ ।
ধরায়ৈ । হরয়ে । বাস্তুপুরুষায় । চতুর্শুখায় । ততঃ সঙ্কল্য
ব্রহ্মণেহষ্টোত্তরশতেন জুহুয়াৎ । আবরণদেবতাভ্যঃ । ততঃ
প্রত্যেকদেবতাভ্যঃ । ততো মহাব্যাহতিহোমং কৃত্বা প্রায়শ্চিত্ত-
হোমং কুর্যাৎ । তত্র সঙ্কল্যঃ । অদ্যোত্যাদি ঐমুকগোত্রঃ শ্রীঅ-
মুকদেবশাস্ত্রা ঐমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুকদেববর্গণঃ কৃতোহশ্বিন্
বাস্তুযাগকল্পনি গবৈশ্বণ্য জাতং তদ্যোষপ্রশমনায় ওঁ স্বনোহগ্নে
ঐত্যাং পঞ্চভিশ্বয়ৈঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যামি । ইতি
সঙ্কল্য সূক্তং পঠিত্বা অগ্নে স্বঃ । বিধুনামাসীতি নার কৃত্বাবাহু
সংপূজ্য স্বনোহগ্নে ইত্যস্ত বান্দেবঋষিত্বষ্টপুচ্ছন্দোহগ্নিবরুণৌ
দেবতে আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্বনোহগ্নে বরুণস্ত
বিষক্ণং দেবস্ত তেলোহবাসি সীঠা । যজিষ্ঠা বহিতমঃ সোম-
চাকোবিশা দেবাত্মসি প্রমুখ্যন্তঃ স্বাহা । ইদমগ্নিবরুণাভ্যঃ । ১।
স্বনোহগ্নে ইত্যস্য বান্দেবঋষিজিষ্টপুচ্ছন্দোহগ্নিবরুণৌ দেবতে
আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ স্বনোহগ্নেবমো ভবতীনেদিষ্ঠা
হস্তা উষসোব্যুটৌ । অববক্ষণোবরুণপুত্ররাণোজীহি মূলীকপু

মন্তুতথা বুদ্ধৈঃ । পঞ্চভাগেন সংভজ্য গর্ভমানং বিচ-
ক্ষণঃ ॥ ১০ ॥ ভাগমেকং গৃহীত্ব তু নির্গমং কল্পয়েৎ

শার্থ দ্বার করিতে হইবে। মন্দিরমধ্যে চারিভাগ ও সম্মুখে এক-
ভাগ, এই পঞ্চভাগকে গর্ভমান বলে । ১০। পুনরবার একভাগ

স্বত্বো ন এদি স্বাহা । ইদমগ্নিবরুণাভ্যঃ । ২। অয়াশ্চায়ে
ইত্যস্ত প্রজাপতিঋষিঃ পঞ্চিচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা আজ্যাহোমে
বিনিয়োগঃ । ওঁ অয়াশ্চায়েহশ্বনভিঃ স্বস্তিপাশ্চ সত্বমিধময়া
অসি । অয়ানোযজ্ঞঃ বহান্তয়ানোধেহি ভেষজপ্তু স্বাহা । ইদ-
মগ্নয়ে । ৩। যেতেশতমিত্যস্ত ত্বনঃশেফঋষিত্বষ্টপুচ্ছন্দোবরুণাদয়ো-
দেবতা আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ যেতেশতং বরুণয়ে সহস্রং
যজিষ্ঠাঃ পাশাবিততামহাস্তঃ । তেভিনোহিদ্য সবিতোত বিষ্ণু-
ঋষিঃ মুকুন্ত মরুতঃ সর্করাঃ স্বাহা । ইদং বরুণায় । সবিত্রে বিষ্ণবে
বিষ্ণেভ্যো মরুতঃ স্বকৈভ্যঃ । ৪ । উদুতমিত্যস্ত ত্বনঃশেফ-
ঋষিত্বষ্টপুচ্ছন্দোবরুণোদেবতা আজ্যাহোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ উদু-
তমং বরুণাশ মন্বদবাহমং বিমধ্যমং প্রথায় অথাবয়ং দিত্যব্রতে
তবানাগসৌহদিতয়ে স্ত্রাম স্বাহা । ইদং বরুণায় । ৫ । ইতি
প্রায়শ্চিত্তহোমঃ । ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা । ইদং প্রজাপতয়ে । ইতি
মনসা । ইতি প্রজাপত্য হোমঃ । ওঁ অগ্নয়ে সৃষ্টিকৃতে স্বাহা ।
ইদমগ্নয়ে সৃষ্টিকৃতে । ইতি সৃষ্টিকৃদ্ধোমঃ । ততো বাস্তোঋষি-
পঞ্চকহোমঃ । ওঁ বাস্তোপ্পতে ইতি ঋকপঞ্চকস্ত বিশ্বামিত্র
ঋষিরতিজগতিচ্ছন্দোবাস্তোপ্পতির্দেবতা বাস্তুপ্ৰীতয়ে বিশ্বপঞ্চক-
হোমে বিনিয়োগঃ । ওঁ বাস্তোপ্পতে প্রিজনীহুশ্মানস্বাবেশ-
অননীরো ভবানঃ । যন্তেমহে প্রতিতনো জুবস্ব শমোভব দ্বিপ-
দেশং চতুপ্পদে স্বাহা । ইদং বাস্তোপ্পতয়ে । ১ । ওঁ বাস্তোপ্পতে
প্রতরণেনএধি গয়স্বাণোগোভিকস্বেতিরিন্দোঃ । অজয়া সন্তে
সখ্যে স্ত্রাম পিতব পুত্রান্ প্রতিতনো জুবস্ব স্বাহা । ইদং বাস্তো-
প্পতয়ে । ২। বাস্তোপ্পতেস্তময়া সংজাতে সমক্ষীমহি । হিরণ্য বা
গাতৃ মদ্যা পাহি ক্ষেম উতযোগে বরেণ্যোযুয়ং প্রাতঃ স্বস্তিভিঃ
স দানঃ স্বাহা । ইদং বাস্তোপ্পতয়ে । ৩। ওঁ অমীরহা বাস্তোপ্পতে
বিক্রপান্তাবিশন্ । সখাস্থখে বা এধিনঃ স্বাহা । ইদং বাস্তো-
প্পতয়ে । ৪। ওঁ বাস্তোপ্পতে ক্রব্বাস্তু নাং শত্রুং সৌম্যানাং । এসঃ
পুত্রান্তো শাস্তীনাংমিত্রো মুনীনাং সখা স্বাহা । ইদং বাস্তো-
প্পতয়ে । ৫। ইতি মধুযজ্ঞবিষপঞ্চকহোমঃ স্ত্রামগানাং স্বগ-
জ্যেজ্ঞোদীচ্যঃ কস্য সমাপ্য । ততো যজমানঃ সংস্রবং প্রোশ্র ভ্রাতা
বা আচম্য প্রণীতাপাত্রাং পবিত্রমানীর তজ্জলেন ওঁ স্ত্রমিয্রান

পূনঃ । গৰ্ভস্থত্ৰসমোভাগাদগ্ৰতো মুখমণ্ডপঃ । এতৎ
সামান্ত-মুদ্রিষ্টং প্রাসাদস্ত হি লক্ষণং ॥ ১১ ॥

লিঙ্গমানমথো বক্ষ্যে পীঠোলিঙ্গসমোভবেৎ ।
দ্বিগুণেন ভবেদগৰ্ভঃ সমস্তচ্ছৌনক দ্রবং । তদ্বিধা
চ ভবেত্তিষ্ঠজ্জা তদ্বিস্তরাঙ্গিগা ॥ ১২ ॥ দ্বিগুণং শিখরং

গ্রহণ করিয়া নির্গমার্থ দ্বার করবে । গৰ্ভস্থানের সমস্ত্রে অগ্র-
ভাগে মণ্ডপের সমুৎস্থান হইবে । যে সকল প্রাসাদলক্ষণ কথিত
হইল, ইহা সামান্ত লক্ষণ বলিয়া জানিবে । ইহা ভিন্ন স্বেচ্ছাসু-
সারে মঠ রথাকার প্রভৃতি নানাবিধ দেবমন্দির করিতে
পারে । ১১ ।

অনন্তর লিঙ্গপরিমাণ বলিব । লিঙ্গের যত পরিমাণ, পীঠের
পরিমাণও তত হইবে । হে শৌনক ! পীঠপরিমাণের দ্বিগুণ
করিয়া চতুর্দিকে পীঠগৰ্ভ করিবে । পীঠগৰ্ভের যে পরিমাণ
হইবে, সেই পরিমাণে ভিত্তি ও বিস্তারের অঙ্গপরিমাণে জজ্ঞা

আপঃ ওষধঃ সন্ত । ইত্য শিরসি সিক্তেৎ । ও হৃদয়াদি আপ
স্তম্বে সন্ত । ইত্যধো ভূমৌ সিক্তেৎ । ও যোহনান্দেষ্টি যক্ষ বয়ং
দ্বিম । ইত্যশান্যং প্রণীতাপাত্রং হ্যজৌকুর্ঘ্যাৎ । ততো বর্হি-
হোমঃ । ততঃ স্তরগক্রমেণ বহিরুখাপ্য আভ্যোনাভিষায্য ওঁ দেবা-
পাতৃ বিদোপাতৃ মিষাগাতৃ মিতোবলং । বনস্পত ইমং দেব বজ্রং
স্বহা । ওঁ বাতেধাভব স্বাহা । ইতি বাহোমং কৃতা । ততো
মহাবাহুতিহোমঃ কৃতা পূর্ণাহুতিং দদ্যাৎ । যথা অগ্নে ত্বং মৃ-
দনামসীতি নাম কৃতা ধ্যাওয়াবাহ সংপূজ্য কলতাস্থলযুক্তযুতপূর্ণ-
শ্রুতা উখায় প্রজলিতেহগ্নৌ ওঁ মৃদানং দিবোহরাতং পৃথব্যা
বৈশ্বানরমৃতং । আজাতমগ্নিং কবিশুসজ্জামতিথিং জনানামা-
মরাঃ পাত্রং জনরক্ত দেবাঃ স্বাহা । ইদমগ্নয়ে । ইত্যনেন পূর্ণা-
হুতিং দত্ত্বা পূর্ণপাত্রং দক্ষিণাং দদ্যাৎ । ওঁ অদোতাদি অমুকগোত্রঃ
ঐজমুকদেবশর্ম্মা বাস্তুহোমকর্ম্মণি কৃতাকৃতাবেক্ষণব্রহ্মকর্ম্মণাং
দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং অমুকগোত্রায় ত্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে ব্রাহ্ম-
ণায় তৃত্যমহং সম্প্রদদে । ওঁ বস্ত ইতি প্রাতঃবচনং । ওঁ ব্রহ্মন্
ক্ষমস্ব ইত্যগ্নিঃ বিশ্বজা অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ । ওঁ বজ্রং গচ্ছ
বজ্রপতিং গচ্ছ স্বাং বোনিং গচ্ছ স্বাহা । ওঁ এবতে বহজ্যবজ্র-
পতিঃ সহস্রজবাক্ সস্রবীরবং জুব্বস্ব স্বাহা । মাহিভূম্যাপূ-
ষাত । ইত্যনেনার্যৌ ঐশান্তাঃ দদ্যা দুধেন বা ওঁ পৃথি ত্বং লীতলা
ভব । অনেন দদ্যাৎ । ততো বাস্তুদেবতাত্যঃ পারসেন বলিং

প্রোক্তং জজ্ঞায়া শৈব শৌনক । পীঠগৰ্ভাবয়ং কৰ্ম্ম
তন্মানেন শুকাজ্জিক্রিকাং ॥ ১৩ ॥ নির্গমস্ত সমাখ্যাতঃ
শেষং পূৰ্ব্ববদেব তু । লিঙ্গমানঃ স্মৃতোহ্বেষ, দ্বারমান
মথোচ্যতে ॥ ১৪ ॥ করাত্রং বেদবৎ কৃতা দ্বারং তাগা-

করিবে । ১২ । হে শৌনক ! জজ্ঞার দ্বিগুণ পরিমাণে শিখর
এবং পীঠ ও গৰ্ভ এই উভয়ের অঙ্গের পরিমাণ যত হইবে,
তৎপরিমাণে শিখরের বনিয়াদ করা বিধেয় । ১৩ । দ্বারপরিমাণ
পূৰ্ব্ববৎ করিবে । এইরূপে লিঙ্গপরিমাণ কথিত হইল, এইক্ষণ
দ্বারপরিমাণ কথিত হইতেছে । ১৪ ।

দদ্যাৎ । এব পায়সবলিঃ ওঁ ঐশানায় নমঃ । ইত্যাদি চরকী-
পথ্যশ্বেভ্যোবলিং দদ্যাৎ । ততঃ ব্রহ্মণে বাস্তুদেবাদি চতুশ্চা-
প্তোভ্যো বলিং দদ্যাৎ । ততঃ শাস্তিঃ কুর্ঘ্যাৎ । পূর্ণ্যাহং ঋক্
যজুঃ চ বাচয়েৎ । তত আচার্য্যঃ প্রোক্ষুং পূজ্যাদিসহিতং বজ্র-
মানং শাস্তিকলসজ্জেনাভিষিক্তেৎ । তত্র মন্ত্রাঃ । ওঁ সুরাধা-
মভিসিক্ত ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ । বাস্তুদেবো জগন্নাথস্তথা শঙ্ক-
র্ষণো বিভূঃ । প্রহ্নাস্তানিরুদ্ধস্ত ভবন্ত বিজয়ায় তে । ১ । আধ-
ওলোহগ্নির্ভগবান্ যমোবৈ নৈঋতস্তথা । বরুণঃ পবনশৈব ধনা-
ধ্যক্ষস্তথা শিবঃ । ব্রহ্মণা সহিতঃ শেবো দিক্‌পালাঃ পাত্ত তে সধা ।
২ । কীত্তিলক্ষ্মীধৃতিমেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা কমা মতিঃ । বুদ্ধিলজ্জা বসুঃ
শান্তিস্তপ্তিঃ পুষ্টিশ্চ মাতরঃ । এতাস্থামভিসিক্ত দেবপত্ন্যাঃ সমা-
গতাঃ । ৩ । আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভোমো বুধোজীবাঁসতর্কজাঃ ।
গ্রহাস্থামভিসিক্ত রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ । ৪ । দেবদানব-
গন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসুপন্নগাঃ । ঋষয়ো যুনয়োগাণো দেবমাতর
এব চ । দেবপত্ন্যোজ্জমানাগা দৈত্যাস্ত্যাপন্নসং গণাঃ । অস্ত্রাণি
সশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ । ঔষধানি চ রত্নানি কালস্তা-
বয়বাশ্চ যে । সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদানদাঃ । এতে
ত্বা মাভিসিক্ত সস্রকামার্থাসদয়ে । ৫ । ততঃ কয়ানশ্চিন্তেত্যাদিনা
যজি ন ইজোবৃকশ্রবেত্যাদিনা চ শাস্তিঃ কৃতা তিলকং দদ্যাৎ
যথা । শ্রবলয়সমুততস্মন ওঁ কশ্যপস্ত ত্র্যাম্বুং ইতি শিরসি
ললাটে । ওঁ যমদগ্নেত্র্যাম্বুং ইতি কণ্ঠে । ওঁ যদেবানাং ত্র্যাম্বুং
ইতি বাহুমুলয়োঃ । ওঁ তমেহস্ত ত্র্যাম্বুং ইত্যু হৃদি অন্যাকর্ষক-
পাঠে তন্মে ইত্যত্র ভতে ইতি বিশেষঃ উহং । ওঁ তস্মৈ সন্ত
ত্র্যাম্বুং ইতি অন্ত্র তিলকং দদ্যাৎ । ততঃ পুনরপি পূর্ণ্যাহং
ঋক্ যজুঃ চ বাচয়িষা সল্যলকর্কুরীং গৃহীত্ব স্ত্রমার্গেণ জলধারাং

ষ্টমং ভবেৎ । বিস্তরেণ সমাখ্যাতং দ্বিগুণং স্বেচ্ছয়া
ভবেৎ ॥ ১৫ ॥ দ্বারবৎ পীঠমধ্যে তু শেষং শুধিরকং
ভবেৎ । পাদিকং শেষিকং ভিত্তির্দ্বারাক্ষেপেণ পরি-
গ্রহাৎ ॥ ১৬ ॥ তদ্বিস্তারসমাজ্জা শিখরং দ্বিগুণং ভবেৎ ।

প্রাসাদসীমার চারিহস্ত অন্তরে বাস্তক্ষেত্রের অষ্টম ভাগে বহি-
র্দ্বার হইবে । অস্ত্র (বনিয়াদ) প্রভৃতির বিষয় প্রাসাদবর্ণন-
স্থলে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে । বহির্দ্বার মন্দিরদ্বারের দ্বিগুণ,
অথবা ঠিকানুসারে যথাসম্ভব পরিমাণবিশিষ্ট করিবে । ১৫ । বহি-
র্দ্বারের পীঠ অর্থাৎ কপাট সচ্ছিন্ন করা বিধেয় । দ্বারের অর্দ্ধ
পরিমাণে দ্বারের শেষভিত্তি করিতে হইবে । ১৬ । বহির্দ্বারের

দক্ষা আকাশপদে হস্তমাত্রং অশ্চতুরঙ্গুলধাতং গোময়েনোপ-
লিপ্য চন্দ্রেন বিলেপয়েৎ । মধ্যে গুরুপুষ্পাক্তানি নিঃক্ৰিপেৎ ।
তত আচার্য্যশ্চতুর্শুখং দেবং ধাত্বা তূর্য্যমঙ্গলদোষণেণ ওঁ উত্তিষ্ঠ
ব্রহ্মকলস বনস্পতে দেবযজন্তুস্তমহে । উপপ্রাস্ত মরুতঃ সূদা-
নব ইন্দ্রপ্রাণ্ডবাসচা । ইতি মন্ত্রেণ ব্রহ্মাণমুখাপ্য ব্রহ্মহানাতং
কুস্তমানীর জাহুভ্যাং ধরণীং গত্বা যজমানঃ এবোহর্ষঃ ওঁ আয়াহি
ভগবন্ দেব তোয়মূর্তে জলেশ্বর । গৃহাণার্য্যং ময়া দত্তং পরিতো-
ষায় তে নমঃ । ওঁ বরুণায় নমঃ । ইতি ঘটে অর্ঘ্যং দদ্যাৎ ।
ততঃ কর্করীং গৃহীত্বা তৎ খাতং জলেনাপূর্য্য ওমিতি স্মরন্
তত্র গুরুপুষ্পানি নিঃক্ৰিপেৎ । দক্ষিণাবর্তে জলে ব্রহ্মস্তি তদা-
শুভং । বামাবর্তে শুভং । তত ইষ্টকং গৃহীত্বা ওঁ ইষ্টকেয়ং
প্রয়চ্ছেষ্টং প্রতিষ্ঠাং কারয়াম্যহং । দেশস্বামি-পুরস্বামি-গৃহস্বামি-
পরিগ্রহে । মনুষ্যধনহন্ত্যশ্বপশুবৃদ্ধিকরীভব । ওঁ যথ্যচলো
গিরির্মেকর্ষিমবাংশ যথ্যচলঃ । তথা স্বমচলো ভূত্বা তিষ্ঠ চাত্ত
শুভায় মে । ইতি পঠিত্বা তৎখাতে পঞ্চরত্নং দধ্যোদনং নিঃক্ৰিপ্য
শালিযবাদিবীজৈঃ শুদ্ধমুত্তিকয়া চ খাতং পূরয়েৎ । তত আচার্য্যঃ
গুজিতদেবগণং বিসজ্জয়েৎ । ওঁ বাস্ত দেবগণাঃ সর্কে পূজ্যামাদায়
যাজ্ঞকাং । ইষ্টকামপ্রসিদ্ধার্থঃ পুনরাগমনায় চ । ওঁ গচ্ছধ্বমমরাঃ
সর্কে গৃহীত্বাচ্চাঃ স্বমালয়ঃ । সন্তুষ্টা বরমস্মাকং দত্ত্বাদানীঃ স্পৃ-
জিতাঃ । ওঁ সর্কে দেবাঃ ক্ষমধ্বং ইতি পঠিত্বা বিসজ্জয়েৎ । ততো
দক্ষিণাং কুর্ধ্যাৎ । ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকদেবশাস্ত্রা কৃতৈতদ্বাস্ত-
যাগকর্ম্মণি হোতৃকর্ম্মসাজ্ঞার্থং অথবা বাস্তদোষোপশমনার্থং
বাস্তযাগকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠাং দক্ষিণমুখং বস্ত্রযুগকাংশুস্বর্ণং বৃহ-
স্পতিচন্দ্রদৈবতং অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে হোত্রে আচা-

শুকাজিঃ পূর্কবজ্জয়েত্না নিগমোচ্চ্রায়কং ভবেৎ ।
উক্তং মণ্ডপমানন্ত স্বরূপং চাপরং বদ ॥ ১৭ ॥

ত্রৈবেদং কারয়েৎ ক্ষেত্রং যত্র তিষ্ঠন্তি দেবতাসাঃ ।
ইথং কৃতেন মানেন বাহুভাগবিনির্গতং ॥ ১৮ ॥ নেমিঃ

বিস্তারপরিমাণ যত হইবে, তাহার জজ্ঞাও তত পরিমাণবিশিষ্ট
হওয়া আবশ্যক । জজ্ঞা যত উচ্চ হইবে, শিখর (চূড়া) তাহার
দ্বিগুণ উচ্চ হইবে । প্রাসাদশিখরের অস্ত্র (বনিয়াদ) ও
দ্বারের উচ্চতাদি যেরূপ কথিত হইয়াছে, দ্বারশিখরের অস্ত্র ও
উচ্চতাদিও তদ্রূপ করিতে হইবে । মণ্ডপের পরিমাণাদি কথিত
হইল, এইক্ষণ তাহার স্বরূপ বলিতেছি । ১৭ ।

প্রাসাদক্ষেত্রের বহির্ভাগের বিবরণ কথিত হইতেছে । দেব-
প্রাসাদে সর্বদা দেবগণ বিদ্যমান আছেন । পূর্কোক্তপ্রকারে
দেবমন্দির প্রস্তুত করিয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে বাহুভাগ
নির্মাণ করিবে । ১৮ । প্রাসাদের চতুর্দিকে তাহার চতুর্থাংশ

যায় ভূভাগং সম্প্রদদে । সদস্ততাপিচ । ততো মূলদক্ষিণা ।
অদ্যেত্যাদি কৃতৈতদ্বাস্তদোষোপশমনবাস্তযাগকর্ম্মপ্রতিষ্ঠাং বা
সাজ্ঞার্থং দক্ষিণামিহং কাকনং ত্রিবিম্বদৈবতং যথা সন্তবগোত্র-
নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে । স্বস্তীতি প্রীতিবচনং । ততোহচ্ছিদ্রাব-
ধারণং কুর্ধ্যাৎ । বৈশ্বণ্যদোষনাশার্থং বিম্বুঃ স্মরেৎ । বদসাজ-
মিত্যাदि । ওঁ প্রীয়তামিত্যাदि । ততঃ কর্ম্মফলং ভগবতি সম-
র্পণং । ততঃ প্রণমেৎ । ততঃ সর্বোষধিজলেন যজমানঃ স্নান্যৎ ।
ততো দৈবজগ্রহপতিং পরিতোষা ব্রাহ্মণানু ভোজয়েৎ ॥

ইতি বাস্তযাগপ্রয়োগঃ সমাপ্তঃ ।

মনুষ্যগৃহারক্ষে একাশীতিপদবাস্তমণ্ডলস্ত বিশেষঃ । চতুঃ-
বষ্টিপদবাস্তপদ্ধত্যুক্তকীলকপার্শ্বমু মাসভক্তবলিদানান্তং কীলক-
চতুষ্টয়মধ্যে কার্ণাসডোরেণ কনকশলাকর্য বা উত্তরতামারভ্য
শাস্তা যশোবতী কাস্তা বিশালা প্রাণবাহিনী শতী সূমনসা নন্দা
সুভদ্রা সুরথা সংজিকা দশ প্রগায়তাসাঃ । পশ্চিমায়ামারভ্য হিরণ্যা
সুত্রতা লক্ষ্মীকিভূতি-কর্ম্মলা প্রিয়া জয়া সকলা বিশোকা ইড়া
সংজিকা দশোত্তরায়তাসাঃ রেখাঃ কুর্ধ্যাৎ । ততঃ, গুরুবর্গাক্ষেপ-
নুঞেণ, তা রেখাঃ সন্ধ্যাও নিম্নায় নবনখকৈ-রেকাশীতর্গদানি
কুর্ধ্যাৎ । এবং বাস্তমণ্ডলং বধ্যায় শিখি প্রভৃতিদৈবতন্ত্বং দ্ব্যজিংশং
পার্শ্বমধ্যে ত্রয়োদশ এবং পঞ্চচত্বারিংশং পদিকানু দেবানু স্বয়-

কোণাছত্তরপদে বামকট্যাং কৃষ্ণং দৌবারিকমেকপদং । তছত্তর-
তদুর্দ্ধয়োর্দ্বিপদয়োর্বামজ্জবায়াং খেতং সূগ্রীবঃ দ্বিপদং । তছত্তর
তদুর্দ্ধয়োর্দ্বিপদয়োর্বামজ্জবানৌ রক্তং পুশ্পদন্তং দ্বিপদং । তছত্তরে
উর্দ্ধাধোদ্বিপদে বামোরৌ খেতং বক্রণং দ্বিপদং । তছত্তরতদুর্দ্ধ-
পদয়োর্দ্বিপদে বামপার্শ্বে রক্তমস্বরং দ্বিপদং । তছত্তরপদতদুর্দ্ধ-
পদয়োর্দ্বিপদে বামকক্ষে কৃষ্ণং শোষণং দ্বিপদং । তছত্তরৈকপদে
বামমণিবন্ধে কৃষ্ণং পাপমেকপদং । তছত্তরৈকপদে বায়ুকোণে
বামহস্তাঙ্গুল্যাগ্রে ধূত্রং রোগমেকপদং । মণ্ডলোত্তরভাগে বায়ু-
কোণাদুর্দ্ধৈকপদে বামহস্তাঙ্গুলিমূলে পীতমহিমেকপদং । তদুর্দ্ধ-
পদতদক্ষিপদয়োর্দ্বিপদে বামহস্তমণিবন্ধে রক্তং মুখ্যং দ্বিপদং ।
তদুর্দ্ধপদতদক্ষিপদয়োর্দ্বিপদে বামকূর্ণরে বাহৌ চ পীতং
ভল্লাটং দ্বিপদং । তদুর্দ্ধপদতদক্ষিপদয়োর্দ্বিপদে বামবাহুমূলে
ভল্লাটং সোমং দ্বিপদং । তদুর্দ্ধপদতদক্ষিপদয়োর্দ্বিপদে বামাংশে
কৃষ্ণং সর্পরাজং দ্বিপদং । তদুর্দ্ধপদতদক্ষিপদয়োর্দ্বিপদে বাম-
শ্রোত্রে রক্তামদিতিং দ্বিপদাং । তদুর্দ্ধৈকপদে বামনেত্রে শ্রামাং
দিতিমেকপদাং । এবং দ্বাত্রিংশৎপদিশু কোণচতুষ্টয়ে দ্বাদশ
ঐকপদান্ । দিক্চতুষ্টয়ে বিংশতিদ্বিপদান্ । ইতি দ্বিপকাশং-
পদাঃ । ততঃ শিথিপদাদধঃস্থিতকোণদ্বয়ে পর্জন্যপদাদধঃ এক-

তথা ব্রহ্মমন্দিরং ভবনস্তথা । উত্তমং শিবিকাবেশ
নবৈতে পুষ্পকোসুভাঃ ॥ ২৫ ॥ রলয়োহুদ্ভুভিঃ পদ্মো
মহাপদ্মস্তথাপরঃ । মুকুলী চান্দ্র উষীশী শঙ্খচ কলস
স্তথা । গুবাক্ষস্তথাস্তচ রতাঃ কৈলাসলম্ববাঃ ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মমন্দির, ভবন, উত্তম ও শিবিকাবেশ, এই নবমন্দির পুষ্প-
কাথ্য মন্দির হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে । ২৫ । বলয়, হুদ্ভুভি,
পদ্ম, মহাপদ্ম, মুকুলী, উষীশী, শঙ্খ, কলস ও গুবাক্ষনামক
মন্দির হস্তাকার এবং কৈলাসাত্মক মূলমন্দির হইতে উদ্ভূত । ২৬ ।

পদে গলদেশে শ্বেতমাপমেকপদং । বায়ুপদাদধঃস্তিতকোণে
আকাশপদাদধঃপদৈকপদে দক্ষিণহস্তে রক্তং সার্বভ্রমেকপদং ।
পিতৃগণোক্তির্নির্ধাতিকোণে দৌবারিকস্ত উর্দ্ধে মৃগস্তোত্রপদে
পায়ো শ্বেতঃ জয়স্তমেকপদং । রোগপদাদুর্দ্ধকোণমুখে পাপপদ-
স্তোন্ধে অহিপদস্ত দক্ষিণেকপদে বামহস্তে রক্তং ক্রান্তমেকপদং ।
এবম্বেব চতুরঃ পদান্ । ততঃ কুলিশাযুধস্থ্যাসতাপদানাং ষট-
পদাদধস্ত্রিপদে অষ্টরোন্ধে পাণ্ডুরমধ্যমং ত্রিপদং । ইতি পূ-
র্ন-
দ্বিক্ । তদক্ষিণেকপদে দ্বিপদী ভূপদাদধঃপদে দ্বিপদী বিতথ-
পদাহস্তরেকপদে কুর্পরে পীতং সার্বিতারমেকপদং । তদধঃপদ-
এবে অধঃস্থঃক্রমেণ অষ্টরদক্ষিণে গৃহকৃতরমগন্ধকাণাং দ্বিপ-
দীনামুত্তরে রক্তং বিবস্বস্তঃ ত্রিপদং । তদধঃপদেকপদে স্ত্রীবি-
স্তোন্ধে ভূস্বরাজস্তোত্রে নৈঋতে মেদ্রদেশে পীতং বিবুধাধিপ-
মেকপদং । তদুত্তরপদত্রে উত্তরোত্তরক্রমেণ দ্বিপদীনাং অসুর-
বরণপুষ্পদস্তানামুর্দ্ধে অষ্টরাধো বামভাগে এবং পদত্রে গুরুং
মিত্রং ত্রিপদং । তদুত্তরেকপদে বায়ুকোণে দ্বিপদী শোষস্তোন্ধে
দ্বিপদী মুখস্ত দক্ষিণে বামকুর্পরে পীতং রাজবস্মাণমেকপদং ।
তদুৎপদত্রে উর্দ্ধোদ্ধক্রমেণ দ্বিপদী সর্পরাজসোমভরাটানাং
দক্ষিণে অষ্টরস্তোত্রে শ্বেতং পৃথিবীং ত্রিপদং । তদুর্দ্ধে ঈশানে
দ্বিপদী জয়স্তমো দ্বিপদী অদিতেদক্ষিণেকপদে বক্ষসি গোরং
আপবৎসমেকপদং । এবং চতুরস্ত্রিপদান্ । চতুর একপদান্
তীতি শোড়শপদান্ ॥ ততো মধ্য নবপদেবু' অষ্টরস্থানে রক্তং
ব্রহ্মাণং নবপদং সংস্থাপয়েৎ । ইতি একাধীতিপদিশু পঞ্চ
চত্বারিংশদেবানাং সংস্থাপনং । ততো মণ্ডলাবহিঃ কোণচত-
ত্রে ঈশানাদিপ্রাক্ষিণক্রমেণ ব্রহ্মমাল্যালঙ্কৃতং কলসচতুষ্টয়ং
সংস্থাপ্য ঐশান্ত্যঃ কলসসমীপে রক্তাং চরকীং । আয়েগ্যাং

গজোহথ বৃষভোহংসো গরুড়ঃ সিংহনামকঃ ।
ভূমুখো ভূধরশ্চৈব ত্রীজয়ঃ পৃথিবীধরঃ । রতায়তাঃ সমু-
দ্ভূতা নবৈতে মালকাশ্চয়াং ॥ ২৭ ॥ বজ্রং চক্রং তথা-
শ্চ মুষ্টিকং বক্রসংজিতং । বক্রঃ স্বস্তিকং খড়্গো চ
গদা ত্রীবৃক্ষ এব চ । বিজয়ো নামতঃ শ্বেতস্ত্রিপিষ্টপ-
সমুদ্ভবাঃ ॥ ২৮ ॥ ত্রিকোণং পদ্মমর্দৈশ্চতুর্কোণং দ্বি-
-

গজ, বৃষভ, হংস, গরুড়, সিংহ, ভূমুখ, ভূধর, ত্রীজয় ও পৃথিবী-
ধর নামে এই নবমন্দির রতায়ত অর্থাৎ ডিম্বাকার। এই নবমন্দির
কাথ্য প্রকৃতি মন্দির হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । ২৭ । বজ্র,
মালচক্র, মুষ্টিক, বক্র, বক্র, স্বস্তিক, খড়্গ, গদা, ত্রীবৃক্ষ, বিজয়
ও শ্বেত এই সকল মন্দির ত্রিপিষ্টপ নামক আদি মন্দির হইতে
উদ্ভূত । ২৮ । পূর্নোক্তপ্রকারে কতিপয় মন্দির বর্ণিত হইল,

কলসসমীপে রক্তাং বিদারীং । নৈঋত্যাং কলসসমীপে শ্রামাং
পূতনাং । বায়ব্যাং কলসসমীপে পীত্যাং পাপরাক্ষসীং স্থাপয়েৎ ।
ইতি একোনপঞ্চাশদেবানাং স্থাপনং । ততো ভূতেভ্যো বলি-
দানং । ততো বজ্রভূমের্বহিঃ পূর্বাদিদিক্ ও ভূতাবে রাক্ষসা
বাপি যে চ তিষ্ঠন্তি কেচন । তে গৃহস্ত বালং সন্মো বাস্তং গৃহা-
ম্যহঃ পুসঃ । ইত্যনেন মাষতক্তবালং দদ্যাৎ ॥

অথ পূজা । তত্রাদৌ সামান্ত্যার্থ্যাসনগুচ্ছিতগুচ্ছাদিকং
বিধায় শিখ্যান্দান্ মণ্ডলস্থান্ দেবগগান্ পূজয়েৎ । যথা । পুষ্পা-
ক্ষতান্ গৃহীত্বা ও ভূভূবঃশ্বঃ শিখিন্ ইহাগচ্ছেত্যাদিনাবাহ
এতৎ পাদাং ও শিখিনে নমঃ । এবং নৈবেদ্যাস্তং সংপূজ্য
পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ । মণ্ডলকরণানামধ্যে শালগ্রামে জলে বা
আবাহনবিসর্জনে বিনা পূজয়েৎ । অশক্তো গন্ধপুষ্পাভ্যাং বা
এবং ক্রমশঃ পূজন্যায়, জয়স্তায়, কুলিশাযুধায়, স্থ্যায়, সত্যায়,
ভূশায়, আকাশায়, বায়বে, পৃক্ষে, বিতথায়, গৃহকৃতায়, বস্মায়,
গন্ধকায়ে, ভূস্বরাজায়, মৃগায়, পিতৃভ্যাং, দৌবারিকায়, স্ত্রীবিষ্ময়,
পুষ্পদস্তায়, বক্রণায়, অসুরায়, শোষায়, পাপায়, রোগায়, অহয়ে,
মুখ্যায়, ভরাটায়, সোমায়, সর্পায়, অদিতে, দিতৈ, অপায়,
সার্বিত্রায়, জয়স্তায়, ক্রান্তায়, অর্ধ্যয়ে, সবিজ্রে, বিবস্বতে, বিবুধা-
ধিপায়, মিত্রায়, রাজবস্মাণে পৃথিবীধরায়, আপবৎসায়, ব্রহ্মণে ।
ইতিমণ্ডলে । তত ঈশানাদিকোণচতুষ্টয়ে চরকৌ বিদ্যার্থ্য
পূতনায়ৈ, পাপরাক্ষসে, ততো ব্রহ্মস্থানে বাসুদেবাবাহনাদি
চতুষ্টিপদোক্তং সন্মো কর্তব্যং ॥ ইতি সমাপ্তোহয়ং বিধিঃ ॥

ষ্টকং । যত্র তত্র বিধাতব্যং সংস্থানং মণ্ডপস্ত তু ২৯ ॥ রাজ্যঞ্চ বিভবশ্চৈব জায়ুর্দক্ষনমেব চ । পুত্রলাভঃ স্ত্রিয়ঃ পুষ্টিস্ত্রিকোণাদিক্রমাস্তবেৎ ॥ ৩০ ॥ কুর্যাদ্ ধ্বজাদিকং খ্যাত্যা দ্বারি গৰ্ভগৃহস্তথা । মণ্ডপঃ সমসংখ্যাভি-
গুণিতঃ সূত্রতস্তথা ॥ ৩১ ॥ মণ্ডপস্ত চতুর্থাংশাদ্রঃ কার্যো বিজানতা । সাদ্ধিগবাক্কোপেতো নির্গ-
বাক্কোহথবা ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ সাদ্ধিভিত্তিপ্রমাণেন ভিত্তি-
মানেন বা পুনঃ । ভিত্তৈর্দ্বৈগুণ্যতোবাপি কর্তব্য-
মণ্ডপাঃ ক্ৰটিং ॥ ৩৩ ॥ প্রাসাদে মঞ্জরী কার্য্যা চিত্রা
বিষমভূমিকা । পরিমাণবিরোধেন রেখা বৈষম্য-
ভূমিতা ॥ ৩৪ ॥ আধারস্ত চতুর্দ্বারশ্চতুর্মণ্ডপশোভিতঃ ।
শতশৃঙ্গসমাবৃক্তো মেরুঃ প্রাসাদ উত্তমঃ ॥ ৩৫ ॥ মণ্ড-
পাস্তস্ত কর্তব্য ভদ্রৈস্ত্রিভিরলঙ্কতাঃ । গঠনাকার-

মানানাং ভিন্নাঙ্গিরা ভবন্তি তে ॥ ৩৬ ॥ কিয়ন্তো যেষু
চাধারা নিরাধারাশ্চ কেচন । প্রতিহুন্দকভেদেন
প্রাসাদাঃ সন্তবন্তি তে ॥ ৩৭ ॥ অন্যান্তসংস্কারা-
ন্তেষাং গঠনানামভেদতঃ । দেবতানাং বিশেষায়
প্রাসাদা বহবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৮ ॥ প্রাসাদে নিয়মো নাস্তি
দেবতানাং স্বয়ম্ভুবাং । তানেব দেবতানাঞ্চ পূর্ব
'মানেন কারয়েৎ ॥ ৩৯ ॥ চতুরশ্রয়তাস্তত্র চতুষ্কোণ
সমস্থিতাঃ । চন্দ্রশালাস্থিতা কার্য্যা ভেরীশিখরসংযুতা ॥
৪০ ॥ পুরতো বাহনানাঞ্চ কর্তব্য লঘুমণ্ডপাঃ । নাট্য-
শালা চ কর্তব্য দ্বারদেশসমাশ্রয়া ॥ ৪১ ॥ প্রাসাদে
দেবতানাঞ্চ কার্য্যা দিক্ষু বিদিক্ষুপি । দ্বারপালাশ্চ
কর্তব্য মুখ্যা গহ্না পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪২ ॥ কিঞ্চিদদূরতঃ
কার্য্যা মঠাস্তদ্রোপজীবিনাং । প্রায়তা জগতী কার্য্যা
ফলপুষ্পজলাস্থিতা ॥ ৪৩ ॥ প্রাসাদেবু সুরানু স্থাপ্যানু

এক্কে ত্রিকোণ, পদ্মমধ্য, অর্দ্ধচক্রাকৃতি, চতুষ্কোণ, অষ্টকোণ ও
ষোড়শকোণ মণ্ডপ যেরূপ করিতে হইবে এবং ঐ সকল মন্দিরের
ফল বণিত হইতেছে । সন্থানেই মণ্ডপ সংস্থাপন করিতে
পারে । ২৯ । ত্রিকোণাকার মণ্ডপ করিয়া তাহাতে দেবস্থাপন
করিলে রাজ্যলাভ, পদ্মমধ্য দেবপ্রাসাদ নির্মাণে সর্বত্র বিজয়
ও সম্পৎপ্রাপ্তি, অর্দ্ধচক্রাকৃতি ও চতুষ্কোণমন্দিরে দেবপ্রতিষ্ঠা
করিলে আয়ুর্দীক্ষি, অষ্টকোণ মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া দেবতা-
স্থাপনে পুত্রলাভ এবং ষোড়শকোণ মন্দিরে দেবপ্রতিষ্ঠায় স্ত্রীর
পুষ্টি হইয়া থাকে । ৩০ । দ্বারপ্রদেশে ধ্বজাদিসহ গর্ভ গৃহ করিবে ।
মণ্ডপের কোণ গুলি সূত্রদ্বারা পরিমাপ করিয়া বাহাতে সকল
কোণ সমসংখ্যাবিশিষ্ট হয়, এইরূপ করিয়া মণ্ডপ প্রস্তুত করিতে
হইবে । ৩১ । বিচক্ষণ ব্যক্তি মণ্ডপের চতুর্থাংশ পরিমাণে ভদ্র
গৃহ নির্মাণ করিবে । ঐ গৃহ অর্দ্ধ গবাক্কবৃত্ত কিম্বা গবাক্কবিহীন
করিতে হইবে । ৩২ । কখন ভিত্তির দেড় গুণ পরিমাণে, কখনও
বা ভিত্তির সমপরিমাণে, কোন সময়ে ভিত্তির দ্বিগুণ পরিমাণে
মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে । ৩৩ । প্রাসাদের গাত্রে সমস্থানে নানাবর্ণে
চিত্রিত লতা অঙ্কিত করিবে । ঐ লতার কোন পরিমাণ নাই ।
যেক্ষণে সূদৃশ হয় সেইরূপে চিত্রিত করিয়া বিষমরেখায় বিহ-
বিত করিতে হইবে । ৩৪ । মণ্ডপের আধারস্থানের চতুর্দিকে
চারিদ্বার ও ঐ চারিদ্বারে চারি গৃহ নির্মাণ করিবে । মেরুপ্রাসাদ
শত শৃঙ্গবৃত্ত করিতে হইবে । ৩৫ । মেরুমণ্ডপের প্রান্তভাগে

ভদ্রদ্বারে অলঙ্কৃত কতিপয় মণ্ডপ করিবে । গঠন আকার ও
পরিমাণ ভেদে মন্দির নানাপ্রকার হয় । ৩৬ । কতিপয় মণ্ডপ
আধারবিশিষ্ট ও কতিপয় মন্দির আধারবিহীন করিবে । প্রতি-
কৃতির বিভিন্নতাবশতঃ প্রাসাদ নানারূপে নির্মিত হয় । ৩৭ ।
দেবপ্রাসাদের গঠন, নাম ও সংস্কারের বিভিন্নতা হেতু বহুবিধ
'দেবপ্রাসাদ নির্মিত হইতে পারে । দেবতা ও কার্য্যভেদে
মণ্ডপও বিশেষ বিশেষ হইয়া থাকে । ৩৮ । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর
প্রভৃতি স্বয়ম্ভুদেবগণের মন্দিরের কোন বিশেষ নিয়ম নাই ।
পূর্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া উক্ত দেবগণের মন্দির প্রস্তুত
করিতে হইবে । ৩৯ । প্রায় সমস্ত মণ্ডপই চতুরশ্র ও সমচতুষ্কোণ
করিয়া নির্মাণ করিবে । দেবমন্দির সকল চন্দ্রশালাযুক্ত ও
শিখরপ্রদেশে ভেরী-বিশিষ্ট করিতে হইবে । ৪০ । দেবপ্রাসাদের
অগ্রভাগে সেই সেই দেবতার বাহন স্থাপনার্থ অপেক্ষাকৃত
ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিবে । দেববাটীর দ্বারপ্রদেশে নাট্যশালা
প্রস্তুত করিবে । ৪১ । দেবপ্রাসাদের পূর্বাদি চতুর্দিকে ও জ্ঞা-
নাদি চতুষ্কোণে পৃথক্ পৃথক্ দ্বারপালগণের মন্দির করিতে হইবে
এবং ঐ সকল গৃহে দ্বারপালগণ স্থাপন কল্পিতে হইবে । ৪২ ।
দেবপ্রাসাদের কিঞ্চিৎ দূরে দেবালয়স্থ উপজীবগণের আবাসার্থ
মঠ নির্মাণ করিবে । দেবমন্দিরের চতুর্দিকে ফল, পুষ্প, জলাগর
ও সমস্থিত লতাপ্রতানবিশিষ্ট প্রাচীরদ্বারা বেটন করিতে..

পূজাভিঃ পূজয়েন্নরঃ । বাসুদেবঃ সৰ্বদেবঃ সৰ্বভাক্
তদগৃহাদিরূৎ ॥৪৪॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে প্রাসাদ-
কীর্তনং নাম সপ্তচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অষ্টচছারিংশোহধ্যায়ঃ

স্মৃত-উবাচ ॥১॥ প্রতিষ্ঠাং সৰ্বদেবানাং সংক্ষেপেণ
বদাম্যহং । স্মৃতিখ্যাদৌ সুরম্যাঞ্চ প্রতিষ্ঠাং কার-
য়েদগুরুঃ ॥২॥ ঋত্বিগ্ভিঃ সহ চাচার্য্যং বরয়েন্মধ্য-
দেশগং । স্বশাখোক্তবিধানেন অথবা প্রণবেণ তু ॥৩॥
পঞ্চভির্হস্তির্লীলা কুর্য্যাং পাত্যামেব চ । মুদ্রি-
কাভিস্তথা বস্ত্রৈর্গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ । মন্ত্রত্নাসং গুরুঃ
কৃদ্বা ততঃ কৰ্ম্ম সমারভেৎ ॥৪॥ প্রাসাদস্ত্রাণতঃ
কুর্য্যান্মণ্ডপং দশহস্তকং । কুর্য্যান্দ্वादশহস্তং বা স্তম্ভৈঃ
ষোড়শভিযুতং । ধ্বজাষ্টকৈশ্চতুহস্তাং মধ্যে বেদিক
কারয়েৎ ॥৫॥ নদীসঙ্গমতীরোথাং বালুকাং তত্র

হইবে । ৪৩ । দেবমন্দিরে দেবপ্রতিষ্ঠা করিয়া বিবিধ উপচারে
পূজা করিবে । বাসুদেব সৰ্বদেবময় । যে ব্যক্তি দেবমন্দির
প্রস্তুতকরিয়া তন্মধ্যে বাসুদেবমূর্তি স্থাপনপূর্বক পূজাকরে, সেই
ব্যক্তি সৰ্বদেবপ্রতিষ্ঠার ফলভাগী হয় । ৪৪ ।

অষ্টচছারিংশ অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন, এইক্ষণ সংক্ষেপে সৰ্বদেবপ্রতিষ্ঠা বলিতেছি ।
গুরু প্রশস্ত তিথি নক্ষত্রাদিতে বিধানানুসারে উত্তম রূপে দেব-
প্রতিষ্ঠা করিবে । ১-২ । দেবপ্রতিষ্ঠা কার্য্যে কৰ্ত্তা স্ববেদান্ত
বিধি অনুসারে ঋত্বিগ্ভবর্গের সহিত মধ্যদেশগত আচার্য্যকে
বরণ করিবে । ৩ । পাদ্য অৰ্ঘ্যাদি পঞ্চ উপচার ক্রিয়া বহুবিধ
উপচারদ্বারা যথোক্ত মুদ্রায় বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য ও অনুলেপনদ্বারা
পূজাকরিয়া মন্ত্রত্নাসপূর্বক গুরু প্রকৃত কৰ্ম্ম আরম্ভ করিবে । ৪ ।
দেবপ্রাসাদের সম্মুখে দশ হস্ত অথবা দ্বাদশহস্ত পরিমাণবিশিষ্ট,
ষোড়শ স্তম্ভযুক্ত ও অষ্টধ্বজোপশোভিত মণ্ডপ করিয়া তন্মধ্যে চতু-
হস্তপরিমিত বেদী প্রস্তুত করিবে । ৫ । বেদীর উপরিভাগে নদী-
সঙ্গম স্থলস্থিত বালুকা আকৃত করিয়া তদুপরি পূর্বদিকে চতুরশ্র,
দক্ষিণে ধনুর্ধাকার, পশ্চিমে বর্জুল ও উত্তরে পদ্মাকৃতি এই সকল
কুণ্ড নির্মাণ করিবে । অথবা পঞ্চ কুণ্ডই চতুরশ্র করিয়া প্রস্তুত

দাপয়েৎ । চতুরশ্রং কাৰ্ম্মকুণ্ডং বর্জুলং কমলা-
কৃতিঃ ॥৬॥ পূর্বাদিতঃ সমারভ্য কৰ্ত্তব্যং কুণ্ডপঞ্চকং ।
অথবা চতুরশ্রাণি সৰ্ব্ভাণ্যেতানি কারয়েৎ ॥৭॥ শাস্তি-
কৰ্ম্মবিধানেন সৰ্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে । শিরঃস্থানে তু
দেবস্ত আচার্য্যো হোমমাচরেৎ । ঐশান্য্যং কেচি-
দিচ্ছন্তি উপলিপ্যাবনীং শুভাং ॥৮॥ দ্বারানি চৈব
চছারি কৃদ্বা বৈ তোরণাস্তিকে । ত্রয়োদ্বাডুশ্বরাশ্বখ-
বৈষপালাশখাদিরাঃ ॥৯॥ তোরণাঃ পঞ্চহস্তাশ্চ
বস্ত্রপুষ্পাদ্যলঙ্কাভাঃ । নিখনেদ্রস্তমৈকৈকং চতুর-
শ্চতুরোদিশঃ ॥১০॥ পূর্নদ্বারে যুগেস্তত্ত্ব হররাজস্ত
দক্ষিণে । পশ্চিমে গোপতির্নাম সুরশাঙ্গী লমুভরে ॥১১॥
অগ্নিমীলেতি মন্ত্রেণ প্রথমং পূর্নতোত্তরেৎ । ইষে-
ভেতি চ মন্ত্রেণ দক্ষিণশ্চাং দ্বিতীয়কং ॥১২॥ অগ্ন-
আয়াহি মন্ত্রেণ পশ্চিমশ্চাং তৃতীয়কং । শম্নোদেবীতি
মন্ত্রেণ উত্তরশ্চাং চতুর্থকং ॥১৩॥ পূর্বে অশ্বদেবং

করিবে । ৬-৭ । আচার্য্য সৰ্ব্বকামার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত শাস্তি-
কার্য্যোক্ত বিধানে দেবতার শিরঃস্থানে হোম করিবে । কোন
কোন আচার্য্য ঈশানকোণে ভূভাগ লেপন করিয়া সেই স্থানে
হোম ইচ্ছা করেন । ৮ । মণ্ডপের তোরণ সমীপে চারি দ্বার
করিবে । বট ওড়ুশ্বর, অশ্বখ, বিষ্ণু, পলাশ অথবা খদির কাষ্ঠদ্বারা
তোরণস্তম্ভ করিবে । তোরণ স্তম্ভগুলি পঞ্চহস্ত পরিমিত
হওয়া বিধেয় । তাহার এক হস্ত ভূমিতে প্রোথিত করিয়া
চারিহস্ত উপরে রাখিবে । ঐ স্তম্ভ সকল বস্ত্র পুষ্পাদিদ্বারা
সুসজ্জিত করিয়া মণ্ডপের চতুর্দিকে সংস্থাপন করিবে । ৯-১০ ।
পূর্বতোরণের নাম যুগেস্ত, দক্ষিণ তোরণের নাম হররাজ,
পশ্চিম তোরণের নাম গোপতি এবং উত্তর তোরণের নাম
সুরশাঙ্গী । ১১ । অগ্নি মীলে ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্বদিকে প্রথম
তোরণ, ইষেভোর্ঘেদ্বা ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণে দ্বিতীয় তোরণ,
অগ্নআয়াহিবীতয়ে ইত্যাদি মন্ত্রে পশ্চিমে তৃতীয় তোরণ এবং
শম্নোদেবী ইত্যাদি মন্ত্রে উত্তরে চতুর্থ তোরণ বিজ্ঞাস করিবে ।
১২-১৩ । প্রতিষ্ঠামণ্ডপের পূর্বদিকে মেঘবর্গ, অগ্নিকোণে
ধূম্রবর্গ, দক্ষিণে কৃষ্ণবর্গ, নৈঋতকোণে শ্রামবর্গ, পশ্চিমদিকে
পাণ্ডববর্গ, বায়ুকোণে পীতবর্গ, উত্তরদিকে রক্তবর্গ, ঈশানকোণে
গুরুবর্গ ও মধ্যে নানাবর্গ পতাকা দ্বারা মণ্ডপকে সুশোভিত

কার্য্য আশ্রয়্যাং ধুমরূপিনী । যাম্যাং বৈ কৃষ্ণরূপা তু
নৈখ্যত্যাং শ্রামলা ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ বারুণ্যাং পাওরা-
জ্ঞেয়া বায়ব্যাং পীতবর্ণিকা । উত্তরে রক্তবর্ণা তু শুক্লেশী
চ পতাকিকা । বহুরূপা তথা মধ্যে ইন্দ্রবিজেতি
পূর্নিকা ॥ ১৫ ॥ অগ্নিং সংস্রুপ্তিমস্ত্রেণ যমোনাগেতি
দক্ষিণে । পূজ্যা রক্ষোহনাবেতি পশ্চিমে উত্তরেহপি
চ ॥ ১৬ ॥ বাতইত্যতিবিচ্যাথ আপ্যায়স্বেতি চোত্তরে ।
তমীশানমতশ্চৈব বিষ্ণুলোকেতি মধ্যমে ॥ ১৭ ॥ কলসৌ
তু ততো দ্বৌ দ্বৌ নিবেশ্যৌ তোরণাস্তিকে বস্তুযুগ্ম-
সমাযুক্তাশ্চন্দনাভ্যে স্থলকৃতাঃ ॥ ১৮ ॥ পুষ্পৈর্নিতা-
নৈর্লহলৈরাদিবর্ণাভিমঞ্জিতাঃ । দিক্‌পালাশ্চ ততঃ
পূজ্যাঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ১৯ ॥ জাতারমিস্ত্রমস্ত্রেণ
অগ্নিমুর্দেহতি চাপরে । অগ্নিন্ বৃক্ষ ইতশ্চৈব প্রচারীতি
পরাস্থতা ॥ ২০ ॥ কিঞ্চিদধাতু আচরা ভিন্নাদেবীতি

করিবে । ১৪-১৫। ঐ সকল পতাকাতে পূর্বাদিক্রমে ইন্দ্রাদির পূজা
করিতে হইবে। ওঁ অগ্নি সংস্রুপ্তি ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্বেইন্দ্রের
ওঁ যমোনাগ ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণে যমের, ওঁ রক্ষোহনো বল্গ-
হনো ইত্যাদি মন্ত্রের পশ্চিমে বরুণের পূজাকরিয়া বাত আবাত
ইত্যাদি মন্ত্রে অভ্যেষক পুরঃসর ওঁ আপ্যায়স্ব ইত্যাদি মন্ত্রে
উত্তরে কুবেরের, ওঁ তমীশান ইত্যাদি মন্ত্রে দৈশানকোণে শিবের
এবং ওঁ বিষ্ণুলোক ইত্যাদি মন্ত্রে মধ্যে বিষ্ণুর পূজাকরিবে । ১৬-
১৭ । প্রতিদ্বারে তোরণ সমীপে রক্ত যুগাচ্ছাদিত চন্দনাদি
চর্চিত দুই দুইটী কলসী স্থাপন করিবে । ১৮ । প্রতিষ্ঠা মণ্ডপকে
পুষ্প, চন্দ্রাতপাদি বিবিধ ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া পদ্ধতির
লিপিত নিয়মে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালের পূজাকরিতে হইবে । ১৯ ।
ওঁ জাতারমিস্ত্র মিত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রের ওঁ অগ্নিমুর্দা ইত্যাদি মন্ত্রে
অগ্নির, ওঁ অগ্নিন্ বৃক্ষ ইত্যাদি মন্ত্রে যমের ওঁ প্রাচীরীতি
ইত্যাদি মন্ত্রে নিখতির, ওঁ কিঞ্চিদধাতু ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণের,
ওঁ আচরা ইত্যাদি মন্ত্রে বায়ুর, ওঁ ভিন্নাদেবী ইত্যাদি মন্ত্রে
কুবেরের এবং ওঁ ইমা কৃষ্ণায় ইত্যাদি মন্ত্রে শিবের পূজাকরিবে ।
এইরূপে দিক্‌পালগণের পূজাকরিয়া বিচক্ষণ আচার্য্য বায়ুকোণে
হোমদ্রব্য ও প্রতিষ্ঠা বিধির অন্ত্যস্ত উপকরণ সামগ্রী সংস্থাপন
করিয়া রাখিবে । ২০-২১ । গুরু স্থলক্ষণাক্রান্ত ষেতবর্ণ শঙ্খ

সপ্তমী । ইমাক্রজেতি দিক্‌পালান্ পূজয়িত্বা বিচক্ষণঃ ।
হোমদ্রব্যানি বায়বো কুর্যাৎ সোপস্করাগি চ ॥ ২১ ॥
শঙ্খান্ শাস্ত্রোদিতান্ ষেতান্ নেত্রাভ্যাং বিম্বসেদ-
গুরুঃ । আলোকনেন দ্রব্যানি শুদ্ধিং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥
২২ ॥ হৃদয়াদীনি চাকানি ব্যাহতি প্রণবেন চ । অস্ত্র-
ধৈব সমস্তানাং ত্রাসোহয়ং সর্সকামিকঃ ॥ ২৩ ॥ অক্ষ-
তান্ বিষ্টরধৈব অস্ত্রেণৈবাভিমঞ্জিতান্ । বিষ্টরেণ
স্পৃশেদ্রব্যান্ যাগমণ্ডপং যুতান্ । অক্ষতান্ বিকিরেৎ
পশ্চাৎ অস্ত্রপূতান্ সমস্ততঃ ॥ ২৪ ॥ শাক্রীং দিশমথারভা
যাবদীশানগোচরং । অবকীর্য্যাক্ষতান্ সর্সান্ লেপয়ে-
ন্মণ্ডপং ততঃ ॥ ২৫ ॥ গন্ধাভ্যে রঘ্যপাত্রে চ মন্ত্রগ্রামং
ত্বেদেদগুরুঃ । তেনাধ্যাপাত্রতোয়েন প্রোক্ষয়েদ্বা-
গ-
মণ্ডপং ॥ ২৬ ॥ প্রতিষ্ঠা যন্ত দেবস্ত তদাখ্যং কলসং
ত্বেদেৎ । ঐশাত্মাং পূজয়েদ্ব্যাম্যে অস্ত্রেণৈব চ
বর্দ্ধনীং । কলসং বর্দ্ধনীধৈব গ্রহান্ বাস্ত্রোপ্তিস্তথা ॥
২৭ ॥ আসনে তানি সর্সানি প্রণবাখ্যং জপেদগুরুঃ ।

স্থাপন করিয়া নেত্রদ্বয়দ্বারা সমস্ত পূজাদ্রব্য অবলোকন করিবে
ইহাতে ঐ সকল দ্রব্য বিশুদ্ধ হইয়া থাকে । ২২ । অনন্তর গুরু
এইরূপে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গভাস করিবে । যথা—ওঁ হৃদয়ায়
নমঃ, ভূঃ শিরসে স্বাহা, ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্, স্বঃ কবচায় হঁ,
ভূভূবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বোষট্, ভূভূবঃ স্বঃ করতল
পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এইরূপে ভ্রাস করিলে সর্সকাম সিদ্ধি
হয় । ২৩ । পরে অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে তণ্ডুল ও বিষ্টরদ্বারা
যাগদ্রব্য ও যাগমণ্ডপ স্পর্শ করিবে এবং ঐ মন্ত্রে তণ্ডুল চতু-
র্দিকে বিকিরণ করিতে হইবে । ২৪ । পূর্বাদিক্ হইতে দক্ষিণাদি
ক্রমে দৈশানকোণ পর্য্যন্ত অষ্টদিকে তণ্ডুল বিক্ষিপ্ত করিয়া যাগ-
মণ্ডপ লেপন করিতে হইবে । ২৫ । পরে গুরু গন্ধাদি দ্বারা অর্ঘ্য-
পাত্র পূজা করিয়া অর্ঘ্যপাত্রে মন্ত্রভ্রাস করিবেন এবং অর্ঘ্যপাত্রস্থ
জলদ্বারা যাগমণ্ডপ প্রোক্ষণ করিবেন । ২৬ । যৈ দেবতার
প্রতিষ্ঠা হইবে সেই দেবতার নামে দৈশানকোণে কুম্ভ ও দক্ষিণ-
দিকে অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে বর্দ্ধনী স্থাপন করিবে । কুম্ভ, বর্দ্ধনী,
আদিত্যাদি নবগ্রহ ও বাস্ত্রপুরুষ এই সকলের পূজা করিবে ।
২৭ । গুরু বিশুদ্ধ আসনে উপবেশন করিয়া ওঁ এই মন্ত্র জপ

সূত্রগ্রীবাং রত্নগর্ভং বস্ত্রমুখ্যেন বেষ্টিতং । সর্কৌষধি
গঙ্গলিগুং পুজয়েৎ কলসং গুরুঃ ॥ ২৮ ॥ দেবস্ত কলসে
পুজ্যো বর্দ্ধন্তা বস্ত্রমুত্তমং । বর্দ্ধন্তা তু সমাযুক্তং কলসং
ভ্রাময়েদনু ॥ ২৯ ॥ বর্দ্ধনীধারয়া সিঞ্চন্নগ্রতো ধারয়ে-
ত্ততঃ । অভ্যর্চ্য বর্দ্ধনীং কুস্তং স্থণ্ডিলে দেবমর্চয়েৎ ॥ ৩০ ॥
ঘটস্থাবাহু বায়ব্যাং গণানাং স্তুতি সঙ্গণং । দেব-
মীশানকোণে তু জর্পেদ্বাস্তপতিং বুধঃ । বাস্কো-
প্তীতিমন্ত্রেণ বাস্কদোষোপশান্তয়ে ॥ ৩১ ॥ কুস্তস্ত
পূর্বতো ভূতং গণদেবং বলিং হরেৎ । পঠেদ্বিতি চ
বিদ্যাশ্চ কুর্যাদালভনং বুধঃ ॥ ৩২ ॥ যোগে যোগেতি
মন্ত্রেণ সংস্করন্ জলনৈঃ কুশৈঃ । আচার্য্য ঋত্বিজৈঃ
সাক্ষং স্নানপীঠে হরস্তথা ॥ ৩৩ ॥ বিবিধৈর্লক্ষ্যোষৈশ্চ
পুণ্যাহজয়মঙ্গলৈঃ । কৃত্বা ব্রহ্মরথে দেবং প্রতিষ্ঠন্তি
ততোহ্বিজাঃ ॥ ৩৪ ॥ ঐশান্যামানয়েৎ পীঠং মণ্ডপে

করিবেন। কুস্তের গলদেশ হস্তদ্বারা বেঁধেন করিয়া গর্ভে পঞ্চ-
রত্ন নিক্ষেপ করিবেন এবং কুস্তকে বস্ত্রযুগ্মদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া
সর্কৌষধি ও স্নগন্ধি চন্দ্রনাড়ি অম্বুলেপনদ্বারা অম্বুলিগু করিয়া
গুরুকুস্তের পূজা করিবেন। ২৮। কলসে প্রতিষ্ঠেয় দেবতার
পূজা করিয়া বর্দ্ধনীকে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিবে। পরে বর্দ্ধনী-
সহিত কলস ভ্রামিত করিবে। ২৯। বর্দ্ধনীর জলধারায় কুস্ত
সিঞ্চন করিয়া অগ্রভাগে বর্দ্ধনী স্থাপন করিবে। পরে বর্দ্ধনী-
ও কুস্তের অর্চনা করিয়া স্থণ্ডিলে মূলদেবের পূজা করিবে। ৩০।
বায়ুকোণে একটি ঘটস্থাপন করিয়া সেই ঘটে গণপতির আবা-
হনপূর্বক ও গণানাঙ্ক ইত্যাদি মন্ত্রে গণপতির পূজা করিয়া
ঈশানকোণে ঘটস্থাপন করিয়া বাস্কোপ্তীত্যাতি মন্ত্রে বাস্ক-
দোষোপশমনার্থ বাস্কদেবের অর্চনা করিতে হইবে। ৩১। কুস্তের
পূর্বভাগে ভূত এবং গণদেবের বলিপ্রদান করিয়া বেদধ্বনি
পুরঃসর বেদিকালভ্রম করিবে। ৩২। পরে যোগে যোগে ইত্যাদি
মন্ত্রে প্রজ্জলিত কুশদ্বারা আস্তরণ করিয়া আচার্য্য অন্ত্রাঙ্ক ঋত্বিগু-
বর্গের সহিত স্নানপীঠে দেবস্থাপনপূর্বক বিবিধ ব্রহ্মবোষ,
পুণ্যাহবান ও জয়মঙ্গলধ্বনি করিয়া দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত
করিবে। ৩৩-৩৪। পরে পীঠ সহিত দেবমূর্ত্তি মণ্ডপে আনিয়া
ঈশানকোণে সংস্থাপনপূর্বক ভদ্রং কর্ণেতিঃ ইত্যাদি মন্ত্রে স্নান

বিম্বসেদগুরুঃ । ভদ্রং কর্ণেত্যথ স্নাত্বা সূত্রবন্ধনজেন
তু । সংস্রাপ্য লক্ষণে দ্বারং কুর্যাদ্দ্রাভিবাদনৈঃ ॥ ৩৫ ॥
মধুসর্পিঃ সমাযুক্তং কাংশ্চে বা তাত্রভাজনে । অক্ষিণী
চাঞ্জয়েচ্চাস্ত্র স্রবণস্ত্র শলাকয়া ॥ ৩৬ ॥ অগ্নিজ্যোতীতি-
মন্ত্রেণ নেত্রোদঘাটন্ত কারয়েৎ । লক্ষণে ত্রিগুণমাণে তু
নান্নৈকং স্থাপকো বদেৎ ॥ ৩৭ ॥ ইমম্মৈ গাঙ্গমন্ত্রেণ
নেত্রয়োঃ শীতলক্রিয়া । অগ্নিমূর্দ্ধেতিমন্ত্রেণ দত্তাদ্বন্দ্বীক-
মুত্তিকাং ॥ ৩৮ ॥ বিষোডুঘরমম্বথং বটং পালাশ মেব
চ । যজ্ঞাযজ্ঞেতি মন্ত্রেণ দত্তাং পঞ্চকষায়কং ॥ ৩৯ ॥
পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়েচ্চ সহদেব্যাদিভিস্ততঃ । সহদেবী
বলা চৈব শতমূলী শতাবরী ॥ ৪০ ॥ কুমারী চ গুড়ুচী চ
সিংহী ব্যাজ্রী তথৈব চ । যাওষধীতি মন্ত্রেণ স্নান-
মোষধিমজ্জলৈঃ । যাঃ ফলিনীতি মন্ত্রেণ ফলস্নানং বিধী-
য়তে ॥ ৪১ ॥ দ্রুপদাদিবেতি মন্ত্রেণ কার্য্যমুদ্বর্তনং বুধৈঃ ।
কলসেষু চ বিম্বস্ত্র উত্তরাদিষ্মনুক্রমাং । রত্নানি চৈব

করাইয়া দেবকে সর্বলক্ষণলক্ষিত করিয়া দূরে অভিবাদন
করিবে। ৩৫। কাংশ্চপাত্রৈ কিম্বা তাত্রপাত্রৈ মধু ও ঘৃত মিশ্রিত
করিয়া স্রবণ শলাকা দ্বারা দেবপ্রতিমার চক্ষুর্দ্বয় অঞ্জিত করিবে।
৩৬। অগ্নিজ্যোতিঃ ইত্যাদি মন্ত্রে নেত্রোদঘাটন করিবে। এই-
রূপে দেবপ্রতিমূর্ত্তি সর্বলক্ষণ লক্ষিত হইলে প্রতিষ্ঠাপক ব্যক্তি
সেই দেবের একটি নামকরণ করিবে। ৩৭। ইমম্মৈ গাঙ্গে
ইত্যাদি মন্ত্রে দেবের নেত্রে শীতলক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অগ্নি-
মূর্দ্ধা ইত্যাদি মন্ত্রে দেবমূর্ত্তিকে বন্দীক মুত্তিকাদ্বারা স্নান করা-
ইবে। ৩৮। যজ্ঞাযজ্ঞে ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ, ওডুঘর, অম্বথ,
বট ও পালাশ এই পঞ্চ কষায়দ্বারা স্নান করাইবে। ৩৯। স্নান-
স্তর পঞ্চ গব্যদ্বারা স্নান করাইয়া, সহদেবী, বেড়েলা, শতমূলী,
শতাবরী, ঘৃতকুমারী, গুড়ুচী, বার্তাকী, কণ্টকারী এই সকল
দ্রব্যের কষায়দ্বারা স্নান করাইবে এবং যাওষধি ইত্যাদি মন্ত্রে
সর্কৌষধি মিশ্রিত জলদ্বারা ও যাঃ ফলিনী ইত্যাদি মন্ত্রে ফলো-
দকদ্বারা স্নান করাইতে হইবে। ৪০-৪১। অনস্তর দ্রুপদাদি
মুচ্চান ইত্যাদি মন্ত্রে উদ্বর্তন করিয়া উত্তরাদিক্রমে কলস-
চতুষ্টয় স্থাপনপূর্বক কলসে পঞ্চরত্ন, ধাত্ত, সর্কৌষধি ও শত-
গুপ্তিকা (গুলফ) নিক্ষেপ করিয়া সেই সেই কলসস্থ জলদ্বারা

ধাত্মানি ওষধীং শতপুষ্পিকাং ॥ ৪২ ॥ সমুদ্রাংশ্চৈব
বিশ্বস্ত চতুরাশ্চতুরোদিশঃ । ক্ষীরং দধি ক্ষীরোদস্ত
ঘৃতোদস্তেতি বা পুনঃ ॥ ৪৩ ॥ আপ্যায়স্ব দধিক্রাবৌ
যা ওষধীরিতীতি চ । তেজোহসীতি চ মন্ত্রৈশ্চ কুন্ত-
লৈষাভিমন্ত্রয়েৎ । সমুদ্রাষ্টাশ্চতুর্ভিঃ স্নাপয়েৎ কলসৈঃ
পুনঃ ॥ ৪৪ ॥ স্নাতশ্চৈব স্নবেশ্চ ধূপো দেয়শ্চ গুগ্-
গুলুঃ । অভিষেকায় কুন্তেষু তত্ত্তীর্থানি বিশ্বসেৎ ॥ ৪৫ ॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাস্তথা । যা
ওষধীতি মন্ত্রেণ কুন্তলৈষাভিমন্ত্রয়েৎ । তেন ভোয়েন যঃ
স্নায়াৎ স মুচ্যেৎ সৰ্পপাতকৈঃ ॥ ৪৬ ॥ অভিষিচ্য সমু-
দ্রৈশ্চ চার্ঘ্যং দত্তাত্ততঃ পুনঃ । গন্ধদ্বারেতি গন্ধঞ্চ
স্নাসং বৈ বেদমন্ত্রকৈঃ ॥ ৪৭ ॥ স্বশাস্ত্রবিহিতৈঃ প্রাপ্তৈশ্চ-
রিমং মন্ত্রেতি বস্ত্রকং । কবিশাভিতিমন্ত্রেণ আনয়ে-
ন্নগুপং শুভং ॥ ৪৮ ॥ শস্ত্রবায়ৈতি মন্ত্রেণ শয্যায়াং
বিনিবেশয়েৎ । বিশ্বতশ্চক্ষুমন্ত্রেণ কুর্যাৎ সকল-

জ্ঞান করাইবে । ৪২ । পরে চতুর্দিকে চারিটি কুন্ত বিন্যাস করিয়া
তাহার প্রথম কুন্তকে ক্ষীরসমুদ্র, দ্বিতীয় কুন্তকে দধিসমুদ্র,
তৃতীয় কুন্তকে উদক সমুদ্র এবং চতুর্থ কুন্তকে ঘৃতসমুদ্র স্রবণ
করনা করিয়া প্রথম কুন্তকে আপ্যায়স্ব ইত্যাদি মন্ত্রে, দ্বিতীয়
কুন্তকে দধিক্রাবু ইত্যাদি মন্ত্রে, তৃতীয় কুন্তকে যাওষধি ইত্যাদি
মন্ত্রে, এবং চতুর্থ কুন্তকে তেজোহসি ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত
করিয়া সমুদ্রাত্মক সেই কলসচতুষ্টয় দ্বারা দেবমূর্তিকে স্নান করা-
ইবে । ৪৩-৪৪ । এই প্রকার স্নান ও বেশভূষাদি দ্বারা স্নসজ্জিত
করিয়া গুগ্‌গুলু ধূপ প্রদান করিতে হইবে । পুনর্বার পূর্বোক্ত
অভিষিক্ত কুন্তে সরিৎ, সাগর ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় তীর্থ বিন্যাস
করিয়া যাওষধি ইত্যাদি মন্ত্রে কুন্ত চতুষ্টয়কে অভিমন্ত্রিত
করিকে । এই সকল কুন্তস্থ জলদ্বারা যে ব্যক্তি স্নান করিবে,
সেই ব্যক্তি সৰ্পপাপ হইতে বিমুক্তি পায় ৪৫-৪৬ । উক্ত রূপে
দেবের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অর্ঘ্য প্রদান পূর্বক
গন্ধদ্বারা ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রে স্নগন্ধি চন্দন দ্বারা গুল্মলেপন
করিতে হইবে । ৪৭ । এইরূপে স্ববেদ বিহিত মন্ত্রে সমুদায় দ্রব্য
নিবেদন করিয়া বস্ত্র প্রদান করিবে । অনন্তর দেব প্রতিমা
মণ্ডপে আনিয়া শস্ত্রবার ইত্যাদি মন্ত্রে শয্যাতে বিনিবেশিত

নিষ্কলং ॥ ৪৯ ॥ স্থিচ্ছ চৈব পরে তেষে মন্ত্রস্তাসক্ত কার-
য়েৎ । স্বশাস্ত্রবিহিতো মন্ত্রোক্তাসক্তয়িঃ স্ত্রোধোদিতঃ ॥
৫০ ॥ বস্ত্রোচ্ছাদয়িত্বা তু পূজনীয়ঃ স্বভাবতঃ । যথা-
শাস্ত্রং নিবেদ্যানি পাদমূলে তু দাপয়েৎ ॥ ৫১ ॥ অথ
প্রণবসংযুক্তং বস্ত্রযুগ্মেন বেষ্টিতং । কলসং সহিরণ্যঞ্চ
শিরঃস্থানে নিবেদয়েৎ ॥ ৫২ ॥ স্থিত্বা কুণ্ডসমীপে
অগ্নেঃ স্থাপনমাচরেৎ । স্বশাস্ত্রবিহিতৈশ্চ মন্ত্রৈর্কেদোক্তৈ-
র্কাথ বা গুরুঃ ॥ ৫৩ ॥ ত্রীশূক্তং পাবমানঞ্চ বাসং দাস্তং
সহাজিনং । ব্রহ্মকপিঞ্চ মিত্রঞ্চ বহুচঃ পূর্বতো-
জপেৎ ॥ ৫৪ ॥ রুদ্রং পুরুষশূক্তঞ্চ শ্লোকাধ্যায়ঞ্চ
সুক্রিয়ং । ব্রহ্মাণং পিতৃমৈত্রঞ্চ অধ্বর্যু দক্ষিণে
জপেৎ ॥ ৫৫ ॥ বেদব্রতং বামদেব্যং জ্যেষ্ঠসামরথ-
স্তরং । ভেরুগুণি চ সামানি ছন্দোগঃ পশ্চিমে
জপেৎ ॥ ৫৬ ॥ অথর্ষশিরসশ্চৈব কুন্তশূক্তমধর্ষণঃ ।

করিবে । পরে বিশ্বতশ্চক্ষুঃ ইত্যাদি মন্ত্রে দেবমূর্তির যে যে
অঙ্গ বিকল থাকিবে, সেই সেই অঙ্গ পরিপূরণ করিতে হইবে ।
৪৮-৪৯ । তৎপরে পবন তত্ত্ব ধ্যান করিয়া মন্ত্রন্যাস করিবে এবং
প্রতিষ্ঠের দেবতার পূজাপদ্ধতির লিখিত সমস্তন্যাস করিয়া
দেবমূর্তি বস্ত্র দ্বারা সমাচ্ছাদন পূর্বক স্বীয় বিভবাহুসারে পূজা
করিতে হইবে । শাস্ত্রোক্ত নিয়মে উপকরণ দ্রব্য সকল নিবে-
দন করিয়া নিবেদিত বস্ত্রজাত দেবের পাদমূলে প্রদান করিবে ।
৫০-৫১ । অনন্তর প্রণব সংযুক্ত কলসকে বস্ত্রযুগ্মদ্বারা আচ্ছা-
দিত ও হিরণ্যসম্বিত করিয়া দেবতার শিরঃসমীপে স্থাপন
করিয়া রাখিবে । ৫২ । তৎপরে গুরু কুণ্ডসমীপে উপবেশন
করিয়া স্ববেদোক্ত মন্ত্রে অগ্নি স্থাপন করিবে । ৫৩ । ঋগ্বেদবিদ্
আচার্য্য পূর্বদিগ্ধি কুণ্ডসমীপে উপবিষ্ট হইয়া ত্রীশূক্ত, পাব
মানীশূক্ত, রুদ্রশূক্ত, বিষ্ণুশূক্ত, ও অধ্বর্যুশূক্ত পাঠ করিবে । ৫৪ ।
যজুর্বেদী আচার্য্য দক্ষিণদিগ্ধিত কুণ্ডসমীপে বসিয়া পুরুষ-
শূক্ত শ্লোকাধ্যায়, ব্রহ্মসংহিতা, পিতৃসংহিতা ও অধ্বর্যুসংহিতা
পাঠ করিবে । ৫৫ । সামবেদাধ্যায়ী পুরোহিত পশ্চিম কুণ্ড-
সমীপে উপবিষ্ট হইয়া বেদব্রতশূক্ত, বামদেব্য গান, জ্যেষ্ঠ-
সাম, ব্রহ্মান্তরসংহিতা, ভেরুগুণ মন্ত্র প্রভৃতি সামবেদ পাঠ-
করিবে । ৫৬ । অথর্ষবেদবিদ্ আচার্য্য উত্তরকুণ্ডসমীপে উপ-

নীলকম্বাংশ মৈত্রঞ্চ অধর্ষশ্চোত্তরে জপেৎ ॥ ৫৭ ॥
কুণ্ড চাক্ষেণ সংপ্রোক্ষ্য আচার্য্যস্ত বিশেষতঃ । তাত্র-
পাত্রে শরাবে বা যথাবিভবতোহপি বা । জাতবেদং
সমানীয় অগ্রতন্ত্রিবিশেষেৎ ॥ ৫৮ ॥ অস্ত্রেণ স্থালয়ে-
ষ্মহিং কবচেন তু বেষ্টয়েৎ । অমৃতীকৃত্য তং পশ্চা-
দ্যস্ত্রেঃ সর্ষেৎ দেশিকঃ ॥ ৫৯ ॥ পাত্রং গৃহ করাভ্যাঞ্চ
কুণ্ডং জাম্য ততঃ পুনঃ । বৈকবেন তু যোগেন পরং
তেজস্ব নিষ্কিপেৎ ॥ ৬০ ॥ দক্ষিণে স্থাপয়েদ্বৃক্ষ প্রণী-
তাঞ্চোত্তরেণ তু । সাধারণেন মন্ত্রেণ অশাস্ত্রবিহিতেন
বা । দিকু দিকু ততো দক্ষাং পরিধিং বিষ্টরৈঃ সহ ॥ ৬১ ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুহরেশানাঃ পূজ্যাঃ সাধারণেন তু । দর্ভেবু
স্থাপয়েদ্বহিং দভৈশ্চ পরিবেষ্টিতং । দর্ভতোয়েন
সংস্পৃষ্টো মন্ত্রহীনোপি শুধ্যতি ॥ ৬২ ॥ প্রাগগ্রৈ-
রুদগগ্রৈশ্চ প্রত্যগগ্রৈরথণ্ডিতঃ । বিততৈর্কেষ্টিতো
বহিঃ স্মরণং সান্নিধ্যতাং ব্রজেৎ ॥ ৬৩ ॥ অগ্নেস্তু রক্ষণা-
র্থায় যদুক্তং কর্মমন্ত্রবিৎ । আচার্য্যাঃ কেচিদিচ্ছন্তি

বেশন করিয়া অধর্ষবেদোক্ত কুন্তস্থত, নীলকম্বনংহিতা ও
সুধ্যস্থত পাঠ করিবে। ৫৭। গুরু ফটু এই মন্ত্রে কুণ্ড প্রোক্ষণ
করিয়া তাত্রপাত্রে শরাবে অথবা বিভবাহুসারে অস্ত্র কোন
ধাতুনির্মিত পাত্রস্থিত অগ্নি আনিয়া আয়সস্মুখে স্থাপন
করিবে। ৫৮। পরে ফটু এই মন্ত্রে বহি প্রজ্জালিত করিয়া হুঁ
এই মন্ত্রে অগ্নিবেষ্টন করিবে এবং অমৃতীকরণ করিয়া মন্ত্র
পাঠ পূর্বক উভয় হস্তে অগ্নি গ্রহণ করিয়া কুণ্ডপরিভ্রামণানন্তর
বৈকবযোগে জাজল্যমান অগ্নি কুণ্ডমধ্যে নিক্ষেপ করিবে।
৫৯-৬০। অগ্নির দক্ষিণে ব্রহ্মা এবং উত্তরে প্রণীতাপাত্র স্থাপন
করিয়া স্ববেদোক্ত সাধারণ পদ্ধতির লিখিত মন্ত্রে চতুর্দিকে
বিষ্টরের সহিত পরিধি পরিস্তরণ করিবে। ৬১। পরে গুরু ব্রহ্মা,
বিষ্ণু ও মহাদেবের পূজা করিয়া দর্ভোপরি অগ্নিস্থাপন করিবে।
ঐ অগ্নিকে দর্ভদ্বারা বেষ্টন করিয়া দর্ভোদকদ্বারা প্রোক্ষণ
করিবে। ইহাতে গুরু, অগ্নি ও পূজোপকরণ সামগ্রী বিস্তৃত
হয়। ৬২। পরে 'পূর্বাগ্র, উত্তরাগ্র, পশ্চিমাগ্র ও দক্ষিণাগ্র
অথও দর্ভদ্বারা অগ্নিকে পরিবেষ্টন করিবে। ইহাতে সেই
স্থানে অগ্নিদেবের সান্নিধ্য হইয়া থাকে। ৬৩। কোন কোন আচার্য্য

জাতকর্ম্মাদনস্তরং ॥ ৬৪ ॥ পবিত্রস্ত ততঃ কৃত্বা কুর্য্যা-
দাজ্যস্ত সংস্কৃতিং । আচার্য্যোহথ নিরীক্ষ্যাপি নীরাজ-
মভিমন্ত্রিতং ॥ ৬৫ ॥ আজ্যভাগাভিচারান্ত মবৈক্ষেতাভ্য-
সিদ্ধয়ে । পঞ্চ পঞ্চাহতীর্হত্বা আজ্যেন তদনস্তরং ॥
৬৬ ॥ গর্ভাধানাদিতস্তাবদ্ যাবদ্ গোদানিকং ভবেৎ ।
অশাস্ত্রবিহিতৈর্মন্ত্রৈঃ প্রণবেদাথ হোময়েৎ ॥ ৬৭ ॥ ততঃ
পূর্ণাহতিং দত্ত্বা পূর্ণাং পূর্ণমনোরথঃ । এবমুৎপাদিতো
বহিঃ সর্ষকর্ম্মসু সিদ্ধিদঃ ॥ ৬৮ ॥ পূজয়িত্বা ততো
বহিঃ কুণ্ডেবু বিহরেত্তথা । ইন্দ্রাদীনাম্ অমন্ত্রৈশ্চ অধা-
হতিশতং শতং ॥ ৬৯ ॥ পূর্ণাহতিং শতশ্রান্তে সর্ষেবা-
কৈব হোময়েৎ । স্বাহাহতিং অথাজ্যেবু হোতা তৎ-
কলসে স্তপেৎ ॥ ৭০ ॥ দেবতাষ্টৈব মন্ত্রাংশ্চ স্তুত্বৈব
জাতবেদসং । আজ্ঞানমেকতঃ কৃত্বা ততঃ পূর্ণাং প্রদা-
পয়েৎ ॥ ৭১ ॥ নিষ্কৃত্য বহিরাচার্য্যো দিক্পালানাং
বলিং হরেৎ । ভূতানাংকৈব দেবানাং নাগানাঞ্চ প্রয়ো-

বলেন যে, অগ্নিরক্ষণার্থ যে সকল কর্ম্ম উক্ত আছে, জাতকর্ম্মের
পর সেই সকল কার্য্য করিতে হইবে। ৬৪। পরে আচার্য্য
পবিত্র ছেদন করিয়া আজ্যসংস্কার করিবে এবং ঐ আজ্য
অবলোকন করিয়া মন্ত্র পাঠ পূর্বক আজ্যভিমন্ত্রণ করা
কর্তব্য। ৬৫। অনস্তর আজ্যশোধনার্থ আজ্যদ্বারা আচার-
হতি প্রদান করিয়া পাঁচ পাঁচ আহতি প্রদান করিবে। ৬৬।
পরে, জাতকর্ম্মাদি বিবাহান্ত্র অগ্নির দশ সংস্কার করিয়া সপ্ত-
ণব স্বশাখোক্ত মন্ত্রে হোম করিতে হইবে। ৬৭। তৎপরে পূর্ণা-
হতি দিবে। পূর্ণাহতি প্রদানে যজমান পূর্ণমনোরথ হইয়া থাকে।
এই রূপে সমুৎপন্ন বহি সর্ষকার্য্যে সিদ্ধি প্রদান করে। ৬৮।
অনস্তর কুণ্ডস্থ বহির অর্চনা করিয়া স্বমন্ত্রে ইন্দ্রাদি দেবতার
প্রত্যেকে শতসংখ্যক আহতি দিতে হইবে। ৬৯। এই প্রকারে
শতাহতি প্রদান করিয়া পূর্ণাহতি প্রদান পূর্বক অন্যান্য দেব-
তাকে এক এক আহতি দিবে। হোতা মূল দেবতার্কে যে
আহতি দিবে, তাহার প্রত্যাহতি কলসে নিক্ষেপ করিবে। ৭০।
পূর্ণাহতি প্রদান কালে দেবতা, মন্ত্র, অগ্নি ও আত্মাকে অভৈদজ্ঞান
করিয়া আহতি দিতে হইবে। ৭১। পরে আচার্য্য বহির্গমন
করিয়া দিক্পালগণের বলি প্রদান করিবে এবং বিধানক্রমে

গতঃ ॥ ৭২ ॥ তিলাশ্চ সমিধশ্চৈব হোমদ্রব্যং দ্বয়ং
নৃত্যং । আক্যং তয়োঃ সহকারি তৎপ্রধানং যদ-
করোঃ ॥ ৭৩ ॥ পুরুষশ্চক্ৰং পূর্বেণৈব রুদ্রশ্চৈব তু
দক্ষিণে । জেষ্ঠসাম চ ভীরুগুং তন্নয়ামীতি পশ্চিমে ॥
৭৪ ॥ নীলরুদ্রো মহামদ্রঃ কুস্তশ্চক্ৰমধরধঃ । হুত্বা
সহস্রমেকৈকং দেবং শিরসি কল্পয়েৎ ॥ ৭৫ ॥ এবং
মধ্যে তথা পাদে পূর্ণাহুত্যা তথা পুনঃ । শিরঃস্থানেষু
জুহুয়াদাবিশেষে অনুক্রমাৎ ॥ ৭৬ ॥ দেবানামাদিমন্ত্রৈর্কা
মন্ত্রৈর্কা অথবা পুনঃ । স্বশাস্ত্রবিহিতৈর্কাপি গায়ত্র্যা
বাধ তে দ্বিজাঃ । গায়ত্র্যা বাধ বা চার্যো ব্যাহতি-
প্রণবেন তু ॥ ৭৭ ॥ এবং হোমবিধিং কুত্বা শ্রুতেন্দ্রাণ্ডে
দেশিকঃ । চরণাবগ্নিমীলে তু দৈবেহো গুল্ফয়োঃ
স্থিতাঃ ॥ ৭৮ ॥ অগ্ন-আয়াহি জজে ধে শন্নোদেবীতি
ফানুনী । বৃহদ্রথস্তরে উরু উদরেখাতিলো শ্রুসেৎ ॥
৭৯ ॥ দীর্ঘায়ুষ্টায় হৃদয়ে ত্রীশ্চতে গলকে শ্রুসেৎ ।

১. দেবতা ও নাগদিগকে বলি নিবেদন করিবে। ৭২। এই
র্যো তিল ও সমিধ এই দ্বিবিধ হোমদ্রব্যের প্রয়োজন।
৭৩। সহযোগে উক্ত দুই দ্রব্যদ্বারা হোম করিতে হইবে। এই
হোমই উক্ত কার্যে প্রধান হোম বলিয়া বিখ্যাত। ৭৩। পূর্ক-
কুণ্ডে পুরুষশ্চক্ৰদ্বারা, দক্ষিণকুণ্ডে রুদ্রশ্চক্ৰদ্বারা, পশ্চিমকুণ্ডে
জেষ্ঠসাম ও ভেরুগুংসংহিতাদ্বারা এবং উত্তরকুণ্ডে নীলরুদ্রশ্চক্ৰ
ও অথর্বোক্ত কুস্তশ্চক্ৰদ্বারা হোম করিবে। উক্তপ্রকার প্রতি
কুণ্ডে এক এক সহস্র হোম করিয়া দেবমূর্তি মন্তকে ধারণ
করিবে। ৭৪। ৭৫। এই হোমের মধ্যে মধ্যে পুনঃ পুনঃ পূর্ণা-
হুতি দিতে হইবে। পুনর্বার শিরঃস্থিতকুণ্ডে হোম করিয়া
ক্রমানুসারে মণ্ডপে প্রবেশ করিবে। ৭৬। দেবগণের আদি
মন্ত্রে অথবা স্বশাস্ত্রলিখিত মন্ত্রে কিম্বা গায়ত্রী মন্ত্রে অথবা প্রণব
দণ্ডযুক্ত ব্যাহতিমন্ত্রে হোম করিবে। ৭৭। এইরূপে হোমক্রিয়া
সমাপন করিয়া দেবস্বরীরে মন্ত্রস্তাস করিতে হইবে। চরণবগ্নে
অগ্নিমীলে ইত্যাদি মন্ত্র, গুল্ফবগ্নে জেষ্ঠোদেবী ইত্যাদি মন্ত্র,
অজ্ঞাবগ্নে অথ আয়াহি ইত্যাদি মন্ত্র, জাহ্নুবগ্নে শন্নোদেবী রভি-
ষ্টয়ে ইত্যাদি মন্ত্র, উরুবগ্নে বৃহদ্রথস্তর মন্ত্র, উদরে আতিল ইত্যাদি
মন্ত্র হৃদয়ে দীর্ঘায়ুষ্টায় ইত্যাদি মন্ত্র, গলদেশে ত্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ

ক্রাতারমিত্রং বন্ধে চ নেত্রাভ্যাস্ত্রিযুগ্মকং । মূর্দ্ধাভব
তথা মূর্দ্ধি আলম্ব্যাক্রোমমাচরেৎ ॥ ৮০ ॥ উথাপয়ে-
ন্ততোদেবমুত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণঃ পতে । বেদপুণ্যাহশঙ্কেন
প্রাসাদানাং প্রদক্ষিণং ॥ ৮১ ॥ পিণ্ডিকালভনং কুত্বা
দেবশ্রুতৈতি মন্ত্রবিৎ । দিক্‌পালান্‌ সহ রতৈশ্চ ধাতু-
নৌষধ্যস্তথা । লৌহবীজানি, সিদ্ধানি পশ্চাদ্বেবশ্চ
বিশ্রুসেৎ ॥ ৮২ ॥ ন গর্ভে স্থাপয়েদেবং ন গর্ভস্ত
পরিত্যজেৎ । দৈবশ্রুতং পরিত্যজ্য ততো দোষা-
পনস্ত তৎ ॥ ৮৩ ॥ তিলশ্চ তু সমাজস্ত উত্তরং কিঞ্চিদান-
য়েৎ । ওঁ স্থিরোভব শিবোভব প্রজাভ্যশ্চ নমোনমঃ ॥
৮৪ ॥ দেবশ্রুত্বা সবিস্তরঃ ষড়্‌ভ্যো বৈ বিশ্বসেদ-
গুরুঃ । তত্ত্ববর্ণকলামাত্রং প্রজানি ভুবনাত্মজৈঃ ॥ ৮৫ ॥
ষড়্‌ভ্যো বিশ্বস্য সিদ্ধার্থং ধ্রুবার্থে রভিমদ্রয়েৎ ।
সম্পাতকলনেনৈব স্থাপয়েৎ সুপ্রতিষ্ঠিতং ॥ ৮৬ ॥
দীপধূপসুগন্ধৈশ্চ নৈবেদ্যৈশ্চ প্রপূজয়েৎ । অর্ঘ্যং দত্ত্বা
নমস্কৃত্য ততোদেবং ক্রমাপায়ৎ ॥ ৮৭ ॥ পাত্রং বস্ত্র-

পত্ন্যা ইত্যাদি মন্ত্র, বন্ধঃস্থলে ক্রাতারমিত্র ইত্যাদি মন্ত্র, নেত্রদ্বয়ে
ত্রিযুগ্ম মন্ত্র, মন্তকে মূর্দ্ধাভব ইত্যাদি মন্ত্র স্তাস করিয়া পুনর্বার
হোম করিতে হইবে। ৮০। অনস্তর উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণঃপতে
এই মন্ত্রে দেবমূর্তি উথাপন করিয়া বেদধ্বনি ও পুণ্যাহ শব্দ
উচ্চারণপূর্বক মণ্ডপ ও প্রাসাদ প্রদক্ষিণকরিবে। ৮১। দেবশ্রুত্বা
ইত্যাদি মন্ত্রে পিণ্ডিকালভন করিয়া দিক্‌পালপূজা পূর্বক রত্ন,
ধাতু, ওষধি প্রভৃতি দেবের পশ্চাত্তাপে বিশ্বস্ত করিবে। ৮২। মন্দিরের
গর্ভভাগে দেবস্থাপন করিবে না অথচ গর্ভভাগ পরিত্যাগও করিবে
না, কিঞ্চিন্নধ্যভাগ পরিত্যাগ করিয়া দেবস্থাপন করিবে, তাহাতে
কার্যের দোষশাস্তি হইয়া থাকে। ৮৩। তিলপ্রমাণে কিঞ্চিৎ
উত্তরভাগে দেবপ্রতিমা আনয়ন করিয়া ওঁ স্থিরোভব ইত্যাদি
মন্ত্রে ও দেবস্তূত্বা ইত্যাদি ষট্‌ মন্ত্রে গুরু দেবমূর্তি বিশ্বাস করিবে
। ৮৪। ৮৫। ধ্রুবার্থ ষট্‌মন্ত্রে দেবতাকে অতিমন্ত্রিত করিয়া
পূর্বস্থাপিত কলসদ্বারা দেবমূর্তিকে স্নান করাইয়া প্রতিষ্ঠিত
করিবে। ৮৬। দীপ, সুগন্ধি ধূপ ও নৈবেদ্যদ্বারা দেবের পূজা,
অর্ঘ্যপ্রদান ও নমস্কার করিয়া দেবতার দিকট স্তুতিপাঠপূর্বক
ক্রমাপ্রার্থনা করিবে। ৮৭। বজ্রমান স্বীয় শক্তির অমরূপ বস্ত্র-

যুগং ছত্রং তথা দিব্যাসুরীয়কং । স্থিতিগ্ভ্যস্ত প্রদাতব্য
দক্ষিণা চৈব শক্তিতঃ ॥ ৮৮ ॥ চতুর্থীং জুহুয়াং পশ্চাদ্
যজমানঃ সমাহিতঃ । আহুতীনাং শতং হুতা ততঃ
পূর্ণাং প্রদাপয়েৎ ॥ ৮৯ ॥ নিক্রম্য বহিরাচার্যো দিক্-
পালানাং বলিং হরেৎ । আচার্য্যঃ পুষ্পহস্তস্ত ক্রমশ্চেতি
বিসর্জয়েৎ ॥ ৯০ ॥ যাগান্তে কপিলাং দত্তাদাচার্য্যায়
চ চামরং । মুকুটং কুণ্ডলং ছত্রং কেয়ুরং কটিসূত্রকং ।
বাজনং গ্রামবস্ত্রাদীন্ সোপক্ষারং সমণ্ডলং ॥ ৯১ ॥
ভোজনঞ্চ মহৎ কুর্যাৎ কৃতকৃত্যোপজায়তে । যজ-
মানো বিমুক্তঃ স্ত্রাং স্থাপকস্ত প্রসাদতঃ ॥ ৯২ ॥
ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে প্রতিষ্ঠাপ্রকরণং অষ্টচত্বা-
রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

উনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ সর্গাদিক্রুরিষ্টে চৈব পূজ্যঃ স্বায়ম্ভু-
বাদিভিঃ । বিপ্রাঋতঃ স্তেন ধর্মেণ তদ্ব্যর্থং ব্যাস বৈ

যুগ, ছত্র ও অসুরীয়ক এই সকল দ্রব্য পুরোহিতবর্গকে দক্ষিণা
স্বরূপে প্রদান করিবে। ৮৮। অনন্তর যজমান সংবত হইয়া
চতুর্থীহোম করিবে। চতুর্থীহোমে শত আহুতি প্রদান করিয়া
পূর্ণাহুতি দিবে। ৮৯। পরে আচার্য্য বহির্দেশে গমন করিয়া
দিকপালগণকে বলিপ্রদানপূর্বক পুষ্পহস্ত হইয়া ক্রমশ এই
ষাক্যে বিসর্জন করিবে। ৯০। যজমান যজ সমাপনান্তে
আচার্য্যকে কপিলা ধেনু, চামর, মুকুট, কুণ্ডল, ছত্র, কেয়ুর,
কটিসূত্র, বাজন, ও সুসজ্জিত সমণ্ডল গ্রাম এই সকল দ্রব্য
দক্ষিণা দিবে। ৯১। পরে আচার্য্য পুরোহিতদিগকে ভোজন
করাইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। যজমান এইরূপে প্রতিষ্ঠা-
কার্য সম্পাদন করিলে কৃতকার্য হইয়া মুক্তিলাভ করিতে
পারে। ৯২।

উনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন। স্থিতি ও প্রলয়কারী হরিকে
স্বায়ম্ভুবাদি মনু ও ব্রাহ্মণাদিবর্গ স্ব স্ব ধর্মাসুসারে অর্চনা করিয়া-

শৃণু ॥ ২ ॥ যজনং যাজনং দানং ব্রাহ্মণস্য প্রতিগ্রহঃ ।
অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং বটকর্ম্মাণি দ্বিজোত্তম ॥ ৩ ॥ দান-
মধ্যয়নং যজ্ঞো ধর্মঃ ক্রতুয়বৈশ্রয়োঃ । দণ্ডস্তথা ক্ষত্রি-
য়স্ত কৃষির্কৈশ্র্যস্ত শস্ত্রতে ॥ ৪ ॥ শুক্রশ্রবৈব দ্বিজাতীনাং
শূদ্রাণাং ধর্মসাধনং । কারুকর্ম্ম তথা জীবোহপাক-
যজ্ঞোহপি ধর্মতঃ ॥ ৫ ॥ ভিক্ষাচর্য্যাত শুক্রশ্রবা ঋয়োঃ
স্বাধ্যায় এব চ । সন্ন্যাসকর্ম্মাণিকার্য্যঞ্চ ধর্মোহয়ং
ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৬ ॥ সর্কেষামাশ্রমাণাঞ্চ দ্বৈবিধ্যস্ত চতু-
র্নিধং । ব্রহ্মচার্য্যুপকূর্মাণো নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মতৎপরঃ ॥ ৭ ॥
যোহধীত্য বিধিবদেদান্ গৃহস্থাত্মমমাত্রজেৎ । উপকূর্মা-
ণকো জ্ঞেয়ো নৈষ্ঠিকো মরণান্তিকঃ ॥ ৮ ॥ অগ্নয়োহতি-
থিশুশ্রবায় যজ্ঞো দানং সুরার্চনং । গৃহস্থস্ত সমাসেন
ধর্মোহয়ং দ্বিজসত্তম ॥ ৯ ॥ উদাসীনঃ সাধকশ্চ গৃহস্থো-
দ্বিবিধো ভবেৎ । কুটুম্বভরণে যুক্তঃ সাধকোহসৌ

ছিলেন। হে ব্যাস! ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সেই স্ব স্ব ধর্ম বলি
তেছি, শ্রবণ কর। ১। ২। যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়
ও অধ্যাপন এই বট কর্ম ব্রাহ্মণের স্বধর্ম। ৩। দান, অধ্যয়
ও যজ্ঞ এই কর্মত্রয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সাধারণ ধর্ম, তন্মধ্যে
ক্ষত্রিয়ের রাজ্যশাসন ও বৈশ্যের কৃষিকার্য্য বিশেষ ধর্ম বলিয়া
পরিগণিত আছে। ৪। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ে
শুক্রশ্রবাই শূদ্রজাতির প্রশস্ত ধর্ম। শিল্পকার্য্য শূদ্রবর্ণের জীবিকা
তাহারা ধর্মোদ্দেশে অপাক যজ্ঞ করিবে পারে। ৫। ভিক্ষাচরণ
শুক্রশ্রবায়, স্বাধ্যায়, সন্ন্যাসকর্ম্ম ও অগ্নিক্রিয়া এই সকল ব্রহ্ম
চারিদিগের কর্তব্য কার্য্য। ৬। যে সকল আশ্রমধর্ম কথিত হইল
তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রকারভেদ আছে। কোন কোন আশ্রম
ধর্ম দ্বিবিধ ও কোন কোন ধর্ম চতুর্নিধ তন্মধ্যে ব্রহ্মচারী,
উপকূর্মাণ, নৈষ্ঠিক ও ব্রততৎপর এই কয়েকটি প্রদান। ৭
যাহারা বিধিপূর্বক বেদপাঠ করিয়া গ্রহস্বাত্মমে প্রবেশ করে
তাহারা উপকূর্মাণ ও যাহারা আজীবন বেদ অধ্যয়ন করে
তাহারা নৈষ্ঠিক বলিয়া বিখ্যাত। ৮। অগ্নিকার্য্য, অতিথি
সেবা, যজ্ঞ, দান ও দেবার্চন এই সকল গৃহস্থদিগের সংক্ষিপ্ত
ধর্ম। ৯। গৃহস্থ দ্বিবিধ, উদাসীন ও সাধক। যে গৃহী ব্যক্তি

গৃহী ভবেৎ ॥১০॥ ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য ত্যক্তা ভাৰ্য্যা-
ধনাদিকং । একাকী যন্ত বিচরেতুদাসীনঃ স-মো-
ক্ষিকঃ ॥ ১১ ॥ ভূমৌ মূলফলানিহং স্বাধ্যায়-স্বপ-এব
চ । সন্নিভ'গো যথাত্মায়ং ধৰ্ম্মোহয়ং বনবাসিনঃ ॥
১২ ॥ তপস্তপ্যতি যোহরণ্যে যজ্ঞেদেবান্ জুহোতি চ ।
স্বাধ্যায়ে চৈব নিরতো বনস্থস্তাপসোত্তমঃ ॥১৩॥ তপসা
কৰ্ব্বিতোহত্যর্থং যন্ত ধ্যানপরো ভবেৎ । সন্ন্যাসী স হি
বিজ্ঞেয়-বাণপ্রস্থাপ্রমে স্থিতঃ ॥ ১৪ ॥ যোগাভ্যা-
সরতো নিত্যমারুরুক্ষুজিতেন্দ্রিয়ঃ । জ্ঞানায় বৰ্ত্ততে
ভিক্ষুঃ প্রোচ্যতে পারমেষ্ঠিকঃ ॥ ১৫ ॥ যন্তাত্মরতিরেব
স্তান্নিত্যতৃপ্তো মহামুনিঃ । সম্যক্ চন্দন-সম্পন্নঃ স-
যোগী ভিক্ষুরুচ্যতে ॥ ১৬ ॥ তৈক্ষ্যং শ্রুতঞ্চ মোনিহং
তপোধ্যানং বিশেষতঃ । সম্যক্ চ জ্ঞানবৈরাগ্যং
ধৰ্ম্মোহয়ং ভিক্ষুকে মতঃ ॥ ১৭ ॥ জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ
কেচিৎবেদসন্ন্যাসিনোহপরে । কৰ্ম্মসন্ন্যাসিনঃ কেচি-
জ্জিবিধঃ পারমেষ্ঠিকঃ ॥ ১৮ ॥ যোগী চ ত্রিবিধো

আয়কুটুস্ববর্গের ভরণপোষণে তৎপর থাকে, সেই ব্যক্তি সাধক
১০। যে গৃহস্থ ব্যক্তি পিতৃঋণ, ঋণঋণ ও দেবঋণ এই ঋণত্রয়
হইতে মুক্ত হইয়া ভাৰ্য্যাধনাদি সংসার পরিত্যাগ করিয়া একাকী
ধৰ্ম্মাচরণ করে, তাহাকে মোক্ষকামী উদাসীন বলে ১১। ফলমূল-
হার, স্ববেদাদি অশয়ন, তপস্তা ও যথোচিত সন্নিভাগ এই সকল
বন বাসির ধৰ্ম্ম ১২। যে ব্যক্তি বনবাসী হইয়া তপস্তাচরণ,
দেবার্চনা ও হোম করিয়া স্বাধ্যায় কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, তিনি
বনস্থ তপস্বীগণের প্রধান ১৩। যিনি তপস্তাচরণ দ্বারা অতিশয়
ক্লিষ্টদেহ হইয়া সৰ্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তনে নিরত থাকেন, তাহাকে
বাণপ্রস্থাত্রমী সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে ১৪। যে ভিক্ষু অভ্যা-
সার প্রাণাদি বায়ু নিরোধপূৰ্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া সৰ্ব্বদা
যোগাভ্যাসে নিরত থাকে বা ত্রস্তত্ব অনুসন্ধান করেন,
তাহাকে পারমেষ্ঠিক বলে ১৫। যে ব্যক্তি সৰ্ব্বদা আয়তবাহু-
সন্ধানে পরিতৃপ্ত থাকিয়া চন্দনাদি দ্বারা উত্তমরূপে স্বদেহ
বিভূষিত করে, তাহাকে ভিক্ষু বলা যায় ১৬। ভিক্ষাচরণ,
বেদপাঠ, মৌনাবলম্বন, তপস্তা, ঈশ্বরচিন্তন, জ্ঞানচক্ষুসন্ধান ও
সংসারবৈরাগ্য এই সকল ভিক্ষুকের ধৰ্ম্ম ১৭। পারমেষ্ঠিক
ত্রিবিধ—প্রথম কতগুলি জ্ঞানসন্ন্যাসী, বিত্তীয় কতিপয় বেদ-

জ্ঞেয়ো ভৌতিকঃ ক্ষত্র এব চ । তৃতীয়োহস্ত্যাপ্রমী
প্রোক্তো যোগমুৰ্ত্তিসমাশ্রিতঃ ॥ ১৯ ॥ প্রথম ভাবনা
পূৰ্বে মোক্ষো দুষ্করভাবনা । তৃতীয়ে চাস্তিমা প্রোক্তা
ভাবনা পারমেষ্ঠরী ॥২০॥ ধৰ্ম্মাৎ সংজায়তে মোক্ষো-
হর্থ্যৎ কামোহভিজ্ঞায়তে । প্রবৃত্তিচ্চ নিরবৃত্তিচ্চ দ্বিবিধং
কৰ্ম্ম বৈদিকং । জ্ঞানপূৰ্ণং নিরন্তরং স্ত্যং প্রবৃত্তঞ্চাদি-
দৈবকৃৎ ॥২১॥ ক্ষমা দমো-দয়া-জ্ঞানমলোভাভ্যাস এব চ ।
আজ্ঞবঞ্চানসূয়া চ তীর্থানুলরণস্তথা ॥ ২২ ॥ সত্যং
সন্তোষ-আস্তিক্যং তথা চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ । দেবতাভ্য-
র্চনং পূজা ত্রাক্ষণানাং বিশেষতঃ ॥ ২৩ ॥ অহিংসা
প্রিয়বাদিত্বমপৈশুণ্যমরুক্ষতা । এতে আশ্রমিকা
ধৰ্ম্মাচ্চাতুর্ধর্গ্যং ব্রবীম্যতঃ ॥ ২৪ ॥ প্রাজাপত্যং ত্রাক্ষ-
ণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতঃ । স্থানমৈশ্বর্যং ক্ষত্রি-
য়াণাং সংগ্রাসেষপলায়িনাং ॥ ২৫ ॥ বৈশ্যানাং মারুতং
স্থানং স্বধৰ্ম্মমনুবর্ত্ততাং । গাক্ষর্ষং শূদ্রজাতীনাং

সন্ন্যাসী ও তৃতীয় কতগুলি কৰ্ম্মসন্ন্যাসী ১৮। যোগী ত্রিবিধ,
প্রথম ভৌতিক যোগী, দ্বিতীয় ক্ষত্রযোগী ও তৃতীয় বাণপ্রস্থাত্রমী
ইহারা যোগমুৰ্ত্তিধারী ১৯। ভাবনা তিনপ্রকার, প্রথম ভাবনা,
মধ্য ভাবনা, ও তৃতীয় ভাবনা, মনুষ্য মাত্রেরই প্রথমে সংসার-
ভাবনা হইয়া থাকে। তৎপরে মোক্ষভাবনা এই ভাবনা অতি-
দুষ্কর। অস্তিম্বে পরমেষ্ঠরের চিন্তা, ইহাকেই তৃতীয় ভাবনা
বলে ২০। ধৰ্ম্মাচরণ করিলে মোক্ষপদ প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ-
পার্জনে ঐহিক অস্তিত্ব পূর্ণহইয়া থাকে। বৈদিক কৰ্ম্ম দ্বিবিধ,
প্রবৃত্তিজনক ও নিবৃত্তিসাধন। জ্ঞানপূৰ্ব্বক যে কার্য্য তাহা প্রবৃত্তি-
জনক ও দেবাগ্নি সঞ্চী যে কার্য্য তাহা নিবৃত্তিসাধন ২১। ক্ষমা,
দম, (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) দয়া, দান, লোভাভাব, বেদাভ্যাস, সর-
লতা, অহিংসা, তীর্থপর্য্যটন, সত্যব্রতপালন, সন্তোষ, আস্তিকতা,
ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দেবার্চন ও পূজা এই সকল ত্রাক্ষণের ধৰ্ম্ম ২২।
২৩। অহিংসা, প্রিয়বাদিত্ব, খলতাপরিহার, মোক্ষভাব-
পরিবৰ্জন এই সকল সৰ্ব্বাপ্রমবিত্ত ধৰ্ম্ম। অতঃপর চতুর্ধর্গের
ধৰ্ম্ম বলিতেছি ২৪। ত্রাক্ষণ পূৰ্ব্বোক্ত আশ্রমধৰ্ম্ম পালন
করিলে অস্তিম্বে প্রাজাপত্য স্থান প্রাপ্ত হয়, যে সকল ক্ষত্রিয়
সংগ্রাসভীরু নহে, অথচ স্বধৰ্ম্মতৎপর তাহারা ইন্দ্রলোক লাভ
করে ২৫। বৈশ্যগণ স্বধৰ্ম্মমুহুরক্ত হইলে অস্তে তাহাদিগের বাহু

পরিচারে চ বর্ততাং ॥ ২৬ ॥ অষ্টাশীতিসহস্রাণা-মুখীণা-
মুদ্বুরেতসাং । স্মৃতং তেষাম্ভ্য 'যং স্থানং তদেব
গুরুবাসিনাং ॥ ২৭ ॥ সপ্তবীণাস্ত যং স্থানং স্থানং
তদেব বনৌকসাং । যতীনাং যতচিন্তানাং ন্যাসিনা-
মুদ্বুরেতসাং । আনন্দং ব্রহ্ম তং স্থানং বস্মান্না-
বর্ততে মুনিঃ ॥ ২৮ ॥ যোগিনামমৃতস্থানং ব্যোমাখ্যং
পরমাক্ষরং । আনন্দসম্বন্ধং বস্মান্মুক্তো না বর্ততে
নরঃ ॥ ২৯ ॥ মুক্তিরষ্টাঙ্গবিজ্ঞানাং সংক্ষেপাত্তবদে
শূণ্ । যমঃ পঞ্চদ্বিহিংসাদ্যা অহিংসা প্রাণ্য-
হিংসনং ॥ ৩০ ॥ সত্যং ভূতহিতং বাক্যমন্তেয়ং
স্বাধ্যায়ং পরং । অমৈথুনং ব্রহ্মচর্য্যং সৰ্ব্বত্যাগো-
পরিগ্রহঃ ॥ ৩১ ॥ নিয়মঃ পঞ্চ সত্যাদ্যা বাহু-
মাত্যস্তরং দ্বিধা । শৌচং সত্যঞ্চ সন্তোষস্তপশ্চেচ্ছিয়-
নিগ্রহঃ ॥ ৩২ ॥ স্বাধ্যায়ঃ স্যান্নব্রহ্মাপঃ প্রাণিধানং

লোকে গমন হয়, শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাদি চতুঃকর্ণের পরিচর্য্যার, নিরত থাকিলে পরকালে গরুড়লোক প্রাপ্ত হয় । ২৬ । অষ্টাশীতিসহস্র মুখিগণ স্বীয় তপঃপ্রভাবে যে যে স্থান লাভ করে, গুরুদামবাসী মানব সেই সেই স্থান প্রাপ্ত হয় । ২৭ । মরীচি, অত্রিপ্রভৃতি সপ্তর্ষি-বর্গ স্বীয় তপস্ত্রাবলে যে স্থান লাভ করেন, বনবাসী তপস্বীরাও সেই স্থান প্রাপ্ত হন, সংযতচিত্ত, যতি ও উৎকর্ষতা সন্ন্যাসিগণ নিত্যানন্দময় ব্রহ্মধাম প্রাপ্ত হন । সেই স্থান হইতে মুনিগণের পুনর্বার সংসারবৃত্তি হয় না । ২৮ । বাঁহারা সৰ্ব্বদা যোগাভ্যাসকালে নিরত থাকেন, তাঁহাদিগের ব্যোমাখ্য অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে । মুক্ত ব্যক্তির কখনও সংসারাবৃত্তি হয় না । ২৯ । অষ্টাঙ্গযোগের পরিজ্ঞানে মানবগণের মুক্তি হইয়া থাকে । এইরূপে সংক্ষেপে সেই অষ্টাঙ্গ যোগ বলিতেছি, শ্রবণ কর । সংযম, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অমৈথুন, ব্রহ্মচর্য্য, সৰ্ব্বত্যাগ ও পরিগ্রহ ইহাদিগকে অষ্টাঙ্গযোগ বলে । পঞ্চেন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে সংযম, প্রাণিমাাত্রের হিংসাত্বকে অহিংসা, সৰ্ব্ব ভূতের হিত বাক্যকে সত্য, পরজন্ম গ্রহণাত্মকে অস্তেয়, মৈথুনাভাবকে ব্রহ্মচর্য্য ও সৰ্ব্বত্যাগকে পরিগ্রহবলে । ৩০ । ৩১ । সত্যাদি পঞ্চ নিয়ম বিবিধ । বাহু ও আভ্যন্তরিক । সত্যকে শৌচ, পরতৃষ্টি সাধ-নকে সন্তোষ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহকে তর্পিতা, মন্ত্রজপকে স্বাধ্যায়, হরির অর্চনাকে প্রাণিধান, পদ্মকামকে আসন ও বায়ুনিরোধকে

হরৈর্যজিঃ । আসনং পদ্মকাম্যকং প্রাণায়ামোমরু-
জ্জয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ মন্ত্রধ্যানযুতোগর্ভো বিপরীতোজগ-
র্ভকঃ । এবং দ্বিধা ত্রিধাপ্যুক্তং পূরণং পূরকঃ স
চ । কুস্তকো-নিশ্চলত্বাচ্চ রেচনাদ্বেচকস্ত্রিধা ॥ ৩৪ ॥
লঘুর্দ্বাদশমাত্রঃ স্যাচ্চতুর্কিংশতিকঃ পরঃ । ষট্-ত্রি-
শম্মাত্রিকঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যাহারশ্চ রোধনং ॥ ৩৫ ॥
ব্রহ্মাত্মচিন্তা ধ্যানং স্যাচ্ছাধিগণা মনসোপস্থিতিঃ । অহং
ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধির্কৃষ্ণাং স্থিতিঃ ॥ ৩৬ ॥ অহ-
মাত্মা পরং ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনস্তকং । ব্রহ্মবিজ্ঞান-
মানন্দঃ স তত্ত্বমসি কেবলং ॥ ৩৭ ॥ অহং ব্রহ্মাস্মিহং
ব্রহ্ম অশরীরমনিদ্রিয়ং । অহং মনো-বুদ্ধিমহদহ-
ঙ্কারাদিবক্তিতং ॥ ৩৮ ॥ জাগ্রৎস্বপ্নশুযুপ্তাদিযুক্ত-
জ্যোতিস্তদীয়কং । নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধিযুক্তং সত্য-
মানন্দমদ্বয়ং ॥ ৩৯ ॥ যোনাবাদিত্যপুরুষঃ সোমাবহ-
মখণ্ডিতং । ইতি ধ্যানং বিমুচ্যেত ব্রহ্মণো-ভব-

প্রাণায়াম বলে । ৩২ । ৩৩ । প্রাণায়াম বিবিধ, সগর্ভ ও অগর্ভ । মন্ত্র ও ধ্যানযুক্ত প্রাণায়ামকে সগর্ভ ও তদ্বিপরীত অর্থাৎ মন্ত্রধ্যান বিহীন প্রাণায়ামকে অগর্ভ বলে । ঐ প্রাণায়ামের ত্রিবিধ অবান্তর প্রভেদ আছে । যথা—পূরক, কুস্তক ও রেচক । বায়ু পূরণকে পূরক, বায়ুনিরোধ পূরক দেহেন্দ্রিয়ের স্থিরীভাবকে কুস্তক এবং বায়ুরেচনকে রেচক কহে । ৩৪ । দ্বাদশবার জপে যে প্রাণায়াম হয়, তাহা লঘু, চতুর্কিংশতি বার জপে মধ্যম এবং ষট্-ত্রিশবার জপে শ্রেষ্ঠ প্রাণায়াম হইয়া থাকে । বায়ু নিরোধ হইলেই প্রত্যাহার হয় । ৩৫ । ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদ চিন্তাই ধ্যান, মনের ধৈর্য্যাবলম্বনই ধারণা, অহংব্রহ্ম এইরূপ অভেদ জ্ঞানে যে ব্রহ্মেতে চিত্তস্থাপন তাহাই সমাধি ৩৬ । “আমিই পরমাত্মা পরংব্রহ্ম” এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান হইলে সেই নিত্য জ্ঞানের কদাচ বিনাশ হয় না ব্রহ্মবিজ্ঞানই পরমানন্দ, এবং আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ । ৩৭ । আমি ব্রহ্ম, আমিই অশরীরী ইন্দ্রিয়বিহীন ব্রহ্ম, ‘আমি মনঃ, বুদ্ধি অহঙ্কারাদিবর্জিত’ । আমি জাগ্রৎস্বপ্নশুযুপ্তাদি যুক্ত, ব্রহ্ম-তেজঃস্বরূপ আমি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত, অদ্বিতীয় নিত্যানন্দস্বরূপ, তদীয় তেজঃস্বরূপ যে আদিত্য পুরুষ, তাহাও আমি । ৩৮ । ব্রাহ্মণ

বন্ধনাং ॥ ৪০ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে অষ্টাঙ্গযোগ-
উনপঞ্চাশদধ্যায়ঃ ।

পঞ্চাশদধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ অহম্ভহনি যঃ কুর্যাৎ ক্রিয়াং
সংজ্ঞানমাপুয়াৎ । ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোখায় ধর্মমর্থঞ্চ
চিন্তয়েৎ ॥ ২ ॥ চিন্তয়েদ্ধৃদিপদ্মাস্থ-মানন্দমজরং হরিং ।
উষাকালে তু সংপ্রাপ্তে কৃত্বাচাবশ্যকং বুধঃ । স্নান-
নদীষু শুদ্ধাস্থ শৌচং কৃত্বা যথাবিধি ॥ ৩ ॥ প্রাতঃ
স্নানেন পুষ্পে য়েহপি পাপকৃতোজনাঃ । তস্মাৎ
সকপ্রযত্নেন প্রাতঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥ ৪ ॥ প্রাতঃ
স্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টোদৃষ্টকরং হি তৎ । সুখাৎ
সুখস্য সততং লালাত্যাঃ সংস্রবন্তি হি । অতো-
নৈবাচরেৎ কৰ্ম্মাণ্যকৃত্বা স্নানমাদিতঃ ॥ ৫ ॥ অলক্ষ্মীঃ
কালকণীচ হুঃস্বপ্নং দুর্নিচিন্তিতং । প্রাতঃ স্নানেন

এইরূপ ধ্যান করে, সেই ব্রাহ্মণ পুণ্যব্রহ্মের ভববন্ধন হইতে
মুক্ত হইতে পারে । ৩৮-৩৯-৪০ ।

পঞ্চাশদধ্যায় ।

ব্রাহ্মা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিত্যকর্তব্য ক্রিয়া-
কলাপের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয় । নিত্য-
ক্রিয়া প্রণালী এই—ব্রাহ্মা মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া ধর্ম ও অর্থ
চিন্তা করিবে । ১-২ । দ্বিজাতীগণ প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে,
ক্লংপদ্ব্যমধ্যে সনাতন হরিকে চিন্তা করিবে । পরে শৌচাদিক্রিয়া
সমাপনান্তে যথাবিধি আচমন ও পুণ্যসলিলা নদীতে স্নান করিয়া
ওদ্ধেদেহ হইবে । ৩ । প্রাতঃস্নান করিলে পাপাত্মা ব্যক্তিও পবিত্র
হইতে পারে । অতএব সর্বপ্রযত্নে অবশ্য প্রাতঃস্নান করিবে । ৪ ।
যেহেতু প্রাতঃস্নান ঐহিক ও পারত্রিক ফলপ্রদান করে, অতএব
সকলেই প্রাতঃস্নানকে প্রশংসাকরিয়া থাকেন । রজনীতে
সুখপ্রাপ্ত নীনবেদ্য লালাস্রাব হইয়া থাকে, তাহাতে সকলেরই
দেহ অপবিত্র হয় । অতএব অগ্রে স্নান না করিয়া সন্ধ্যা-
বন্ধনাদি কোন কার্য করিবে না । ৫ । প্রাতঃস্নান করিলে
অলক্ষ্মী শিশাচাদির দৃষ্টি, হুঃস্বপ্ন ও দুর্নিচিন্তা প্রভৃতি পাপ নিঃসং-

পাপানি ধূয়েন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥ নচ স্নানং
বিনা পুংসাং প্রাশস্ত্যং কৰ্ম্ম সংস্বতং । হোমে
জপো বিশেষেণ তস্মাৎ স্নানং সমাচরেৎ ॥ ৭ ॥
অশক্তাবগিরক্ষন্ত স্নানমস্ত বিধীয়তে । আত্রেণ
বাসসা বাপি মার্জনং কারিকং স্মৃতং ॥ ৮ ॥ ব্রাহ্ম-
মাগ্নেয়-মুদ্রিষ্টং বায়ব্যং দিব্যং মেবচ । বারুণং
যৌগিকং তদ্বৎ ষড়ঙ্গং স্নানশাচরেৎ ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মস্তু
মার্জনং মদ্রৈঃ কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ । আগ্নেয়ং
ভস্মনা পাদমস্তকাদ্বেদধুননং ॥ ১০ ॥ গর্বাং হি রজসা
প্রোক্তং বায়ব্যং স্নানমুত্তমং । যত্নু সাতপবর্ষেণ
স্নানং তদ্ব্য মুচ্যতে ॥ ১১ ॥ বারুণঞ্চাবগাহঞ্চ মানসং
দ্বাত্তবেদনং । যৌগিকং স্নানমাখ্যাং যোগেন হরি-
চিন্তনং । আত্মতীর্থমিতিখ্যাং সেবিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥
১২ ॥ ক্ষীররক্ষসমুদ্ভূতং মালতী সন্তবং শুভং । অপা-
মার্গঞ্চ দিব্যঞ্চ করবীরঞ্চ ধারণং ॥ ১৩ ॥ উদমুখঃ

শয় ধৌত হইয়া যায় । ৬ । স্নানব্যতিরেকে জপহোমাদি মনুষ্য
কৃত কোন কৰ্ম্মের প্রশস্ততা হয় না, অতএব জপহোমাদি
সর্ব কৰ্ম্মের প্রারম্ভে বিশেষরূপে স্নান করিয়া কার্য করিবে । ৭ ।
বাহারা অবগাহন স্নানে অশক্ত, তাহাদিগের পক্ষে অশিরক্ষ স্নান
বিধেয় । তাহারা আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা শরীর মার্জন করিলেই স্নান
সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাকেই কারিক স্নান বলে । ৮ । স্নান ষড়্বিধ,
যথা—ব্রাহ্ম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও যৌগিক পাত্র-
বিশেষে এই ষট্প্রকার স্নানের অন্ততম স্নানের ব্যবস্থা হইয়া
থাকে । ৯ । মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কুশাঘার অঙ্গে জলসেক করিয়া
অঙ্গমার্জন করিলেই ব্রাহ্মস্নান হয় । ভস্মদ্বারা মস্তক হইতে
পাদপর্যন্ত অঙ্গমার্জনকে আগ্নেয়স্নান, গোময় দ্বারা অঙ্গ-
মার্জনকে বায়ব্য স্নান, আতপ সেবন (সর্বাঙ্গে রৌদ্রসংস্পর্শন)
কে দিব্য স্নান, অবগাহন স্নানকে বারুণ স্নান, এবং ঈশ্বরে
আত্মনিবেদনকে যৌগিক স্নান বলে । যোগাবলম্বন করিয়া
শ্রীহরিকে চিন্তা করিলেই যৌগিক স্নান সিদ্ধ হয় । ব্রহ্মবাদী
ঋষিগণ আত্মাকে তীর্থ বলিয়া সেবা করিয়া থাকেন । ১০-১২ ।
ওড়ম্বাদি ক্ষীরীকৃষ্ণকাষ্ঠ, মালতীকাষ্ঠ, অপামার্গকাষ্ঠ করবীর-
কাষ্ঠ অথবা বিষ্ণুকাষ্ঠদ্বারা উদরমুখে কিম্বা পূর্ব্বমুখে দন্তধাবন
করিতে হইবে । দন্তধাবনের পর সংযত হইয়া মুখপ্রক্ষালন-

প্রাঙ্গুথো বা ভক্ষয়েদন্তদাবনং । প্রক্ষাল্য ভুক্তা তজ্জ-
হ্মাচ্ছূচৌ দেশে সমাহিতঃ ॥ ১৪ ॥ স্নাত্ব সন্তর্পয়ে-
দেবান্বীম্ পিতৃগণান্তথা । আচম্য বিধিবশিত্যং
পুনরাচম্য বাগ্‌যতঃ ॥ ১৫ ॥ সংমার্জ্য মন্ত্রৈরাঙ্গানং
কুশৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ । আপোহিষ্ঠাব্যাহতিভিঃ
সাবিত্র্যা বারুণৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৬ ॥ ওঁ কারব্যাহতিযুতাং
‘গায়ত্রীং বেদমাতরং । জগ্‌ জলাঞ্জলিং দত্তাস্তাকরং
প্রতি তন্মনাঃ ॥ ১৭ ॥ প্রাতঃকালে ততঃ হিহ্না দর্ভেবু
সুসমাহিতঃ । প্রাণায়ামং ততঃ কৃৎস্বা ধ্যয়েৎ সঙ্ক্যা-
মিতি শ্রুতিঃ ॥ ১৮ ॥ যা সঙ্ক্যা সা জগৎসৃতিস্মায়া-
তীতা হি নিফলা । ঐশ্বরী কেবলাশক্তিস্তত্ত্বত্রয়সমু-
স্তবা ॥ ১৯ ॥ ধ্যাত্বা রক্তাং সিতাং কৃষ্ণাং গায়ত্রীং
বৈ জপেদ্বিধুঃ । প্রাঙ্গুথঃ সততং বিপ্রঃ সঙ্ক্যোপাসন-
মাচরেৎ ॥ ২০ ॥ সঙ্ক্যাহীনোহশুচি নিত্যমনর্হঃ সর্ব
কর্ম্মসু । যদন্তং কুরুতে কিঞ্চিৎ তস্য ফলভাগ-
ভবেৎ ॥ ২১ ॥ অনন্তচেতসঃ সন্তো ব্রাহ্মণা বেদপা-

পূর্বক শুদ্ধস্থানে দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিবে । ১৩ । ১৪ । তৎপরে
স্নান করিয়া দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিতে হইবে ।
অনন্তর সংযতবাক্য হইয়া বিধিপূর্বক আচমন করিয়া পুনর্বার
আচমন করিবে । ১৫ । পরে কুশাঙ্গারা জলসেক করিয়া অঙ্গ-
মার্জন করিবে । আপোহিষ্ঠা ময়োভুবঃ ইত্যাদি মন্ত্রে আপো-
মার্জন করিয়া ওঁ কার ও ব্যাহতি (ভূর্ভুবঃস্বঃ)-যুক্ত বেদমাতা
গায়ত্রী জপ করিবে । গায়ত্রী জপান্তে অনন্যচিত্ত হইয়া ভাস্কর
দেবের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে । ১৬-১৭ । প্রাতঃ-
কালে দর্ভাসনে উপবিষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে প্রাণায়াম করিয়া
সাবিত্রীর ধ্যান করিবে ইহাই সঙ্ক্যা বলিয়া শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ
আছে । ১৮ । সঙ্ক্যা মারাতীতা, নিফলা, জগৎপ্রসূতিস্বরূপা এই সঙ্ক্যা
সন্তো, রক্তঃ ও তম এই তত্ত্বত্রয়সমুত্তা ঐশ্বরীশক্তি । ১৯ । ব্রাহ্মণগণ
পূর্বমুখ হইয়া প্রাতঃকালে রক্তবর্ণা, মধ্যাহ্নে কৃষ্ণবর্ণা এবং
সায়ংকালে শুক্লবর্ণা, গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া, সঙ্ক্যার উপাসনা
করিবে । ২০ । সঙ্ক্যাহীন ব্রাহ্মণ সর্বদা অশুচি, তাঁহার কোন
কর্ম্মের অধিকার নাই । সে ব্যক্তিতে কিছু কার্য করে তাহার
ফললাভ করিতে পারে না । ২১ । বেদপারগ ব্রাহ্মণ প্রাশস্তচিত্ত

রগাঃ । উপাস্ত বিধিবৎ সঙ্ক্যাং প্রাপ্তাঃ পূর্বপরাং
গতিং ॥ ২২ ॥ যোহন্তত্র কুরুতে যত্নং ধর্ম্মকার্যো
দিজোত্তমঃ । বিহার্য সঙ্ক্যাপ্রণতিং সযাতি নরকায়ুতং ॥
২৩ ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সঙ্ক্যোপাসনমাচরেৎ ।
উপাসিতো-ভবেত্তেন দেবো যোগততনুঃ পরঃ ॥ ২৪ ॥
সহস্রপরমাং নিত্যাং শতমধ্যাং দশাপরাং । গায়ত্রীং
বৈ জপেদ্বিহ্নানু প্রাঙ্গুথঃ প্রায়তঃ শুচিঃ ॥ ২৫ ॥
অথোপতিষ্ঠেদাদিত্যমুদয়স্থং সমাহিতঃ । মন্ত্রৈস্ত
বিবিধৈঃ সারৈঃ ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞিতৈঃ ॥ ২৬ ॥
উপস্থায় মহাযোগং দেবদেবং দিবাকরং । কুণ্ঠীত
প্রণতিং ভূমৌ মুদ্রানমন্তিমন্ত্রিতঃ ॥ ২৭ ॥ ওঁ ধ্বো-
ক্ষায় শাস্তায় কারণত্রয়হেতবে । নিবেদয়ামি চাত্মানং
নমস্তে জ্ঞানরূপিণে ॥ ২৮ ॥ তমেব ব্রহ্ম পরম-
মাপোজ্যোতীরসোহমৃতং । ভূভুবঃস্বঃ-মোক্ষারঃ
সর্বৌরুদ্রঃ সনাতনঃ ॥ ২৯ ॥ এতদৈ সূর্য্যং হৃদয়ে
জগ্‌ স্তবনমুত্তমং । প্রাতঃকালে চ মধ্যাহ্নে নমস্কুর্য্যা-

হইয়া অনন্যমনে বিধিপূর্বক সঙ্ক্যোপাসনা করিলে ইহকালে
ও পরকালে উত্তম গতি লাভ করিতে পারে । ২২ । যে ব্রাহ্মণ
সঙ্ক্যোপাসন কার্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য ধর্ম্ম কার্যে নিরত
হয়, সেই ব্রাহ্মণ অযুত নরকভোগ করে । অতএব সর্বপ্রযত্নে
সঙ্ক্যোপাসনা করিলে উপাসকের প্রতি দেবগণ প্রসন্ন থাকেন ।
২৩-২৪ । বিহ্নান ব্রাহ্মণ পূর্বমুখে উপবেশন করিয়া ও সংযত হইয়া
বিভক্তান্তঃকরণে সহস্র, শত অথবা দশবার গায়ত্রী জপ করিবে ।
উৎকৃষ্টে সহস্র জপ করিলে উৎকৃষ্ট ফল, শতজপে মধ্যমফল
ও দশবার জপ করিলে অধমফল হইয়া থাকে । ২৫ । অনন্তর
সংযতচিত্ত হইয়া ঋগ্‌ যজুঃ সাম বেদান্তর্গত বিবিধ মন্ত্রে উদয়-
কালীন সূর্য্যদেবের উপাসনা করিবে । ২৬ । এইরূপ দেবাদিদেব
সর্বযোগময় দিবাকরের আরাধনা করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক ভূমিতে
মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিবে । ২৭ । হে সূর্য্যদেব !
তুমি প্রাশান্তমুর্ত্তি ও কারণত্রয়ের কারণ । তুমি জ্ঞানরূপী
তোমাকে নমস্কার করিয়া আত্মসমর্পণ করিলাম । হে দিবাকর !
তুমি পরব্রহ্ম, তুমি আপো, জ্যোতিঃ, রস ও অমৃতস্বরূপ, তুমি
ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ব্যাহতি ত্রয়রূপী, তুমি ওঁ কারস্বরূপ তুমি
একাদশ ব্রহ্মরূপী, তুমি সনাতন । ২৮-২৯ । এইরূপে আত্ম-

দ্বিবাকরং ॥ ৩০ ॥ অথাগম্য গৃহং বিপ্রঃ সমাচম্য যথা-
বিধি। প্রজ্জ্বাল্য বহিঃ বিধিবজ্জুহুয়াজ্জাতবেদসং ॥ ৩১ ॥
ঋত্বিক্ পুত্রোহথ পত্নী বা শিষ্যোবাপি সহোদরঃ ।
প্রাপ্যামুজ্জ্বাং বিশেষেণ জুহুয়াত্মা যথাবিধি । বিনা
তন্ত্রেণ যৎ কৰ্ম নামুদ্রেহ ফলপ্রদং ॥ ৩২ ॥ দৈবতানি
নমস্কৃত্যুপহার্যবিবেদয়েৎ । গুরুশ্চৈবাপ্যুপাসীত
হিতঞ্চান্য সমাচরেৎ ॥ ৩৩ ॥ বেদাভ্যাসং ততঃ কুর্য্যাৎ
প্রযত্নাচ্ছিত্তোদ্বিজঃ । জপেদধ্যাপয়েচ্ছিষ্যান্ ধার-
য়েদৈ বিচারয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ অবেক্ষত চ শাস্ত্রানি
ধৰ্ম্মাদীনি দ্বিজোত্তম । বৈদিকাংশ্চৈব নিগমান্
বেদাঙ্গানি চ সৰ্ব্বশঃ ॥ ৩৫ ॥ উপেনাদীশ্বরশ্চৈব যোগ-
ক্ষেমপ্রসিদ্ধয়ে । সাধয়েদ্বিবিধানর্থান্ কুটুম্বার্থং ততো-
দ্বিজঃ ॥ ৩৬ ॥ ততো মধ্যাহ্নসময়ে স্নানার্থং মৃদ-
মাহরৈৎ । পুষ্পাক্তান্ তিলকুশান্ গোময়ং শুদ্ধ-
মেবচ ॥ ৩৭ ॥ নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ ।

হৃদয়ে সূর্য্যদেবের ধ্যান করিয়া স্তব করিতে হইবে। এই-
প্রকারে প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সূর্য্যদেবকে নমস্কার
করিতে হইবে ৩০। ব্রাহ্মণগণ এইরূপে যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনা
সমাপন পূর্ব্বক গৃহে গমন করিয়া পুনর্বার বিধানক্রমে
আচমন করিবে। পরে বহিঃ প্রজ্জ্বালন পূর্ব্বক যথাবিধি অগ্নিতে
হোম করিবে। ৩১। হোম কার্যে স্বয়ং অশক্ত হইলে পুরোহিত,
পুত্র, পুত্নী, শিষ্য অথবা সহোদর ইহার কঠোর অনুজ্ঞা
গ্রহণ করিয়া বিধিপূর্ব্বক হোম করিতে পারে। বিধিবিহীন
কোন কৰ্ম্মই ইহ কালে বা পরকালে ফলপ্রদ হয় না। ৩২।
অনন্তর দেবতাদিগকে নমস্কার করিয়া বিবিধ উৎসাহ নিবেদন
করিবে এবং গুরুদেবের উপাসনা করিয়া তাঁহার হিত সাধনে
প্রযত্ন হইবে। ৩৩। তৎপর বিপ্রবর্গ যত্নপূর্ব্বক বেদপাঠ ও ইষ্টমন্ত্র
জপ করিয়া শিষ্যবর্গের অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত হইবে। ৩৪।
অনন্তর ব্রাহ্মণ ধৰ্ম্মশাস্ত্রাদি দর্শন করিয়া বৈদিক, নিগম ও বেদাদি
শাস্ত্র অবলোকন করিবে। ৩৫। পরে যোগসিদ্ধির মঙ্গলকাম-
নার্য কিংবদন্তি শ্রবণ করিয়া কুটুম্ববর্গের ভরণপোষণার্থ
স্বর্ধোপার্জন করিতে হইবে। ৩৬। তৎপর মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত
হইলে স্নানার্থ মৃত্তিকা, পুষ্প, অক্ষত, তিল, কুশ, গোময় প্রভৃতি
শোধন দ্রব্য আহরণ করিবে। নদী, দেবখাত, হ্রদ, ও সরোবরে

স্নানং সমাচরেন্নৈব পরকীরে কদাচন। পঞ্চ পিণ্ডা-
নমুদ্রিত্য স্নানং দ্রব্যান্তি নিত্যশঃ ॥ ৩৮ ॥ মৃদৈকয়া
শিরঃ স্কাল্যং স্কাভ্যাং নাভেস্তুথোপরি। অধঃ চ তিস্তিভিঃ
স্কাল্যং পাদৌ যড়্ভিস্তুথৈব চ ॥ ৩৯ ॥ মৃত্তিকা চ
সমুদ্রিষ্টা ব্রহ্মাগলকমাত্রিকা। গোময়স্য প্রমাণস্ত
তেমাজং লেপয়েত্ততঃ। প্রক্ষাল্যাত্মা বিধিবস্ততঃ
স্নায়্যাং সমাহিতঃ ॥ ৪০ ॥ লেপয়িত্ব তু তীরস্থঃ
স্তল্লিঙ্গৈরেব মন্ত্রতঃ। অভিমন্ত্য জলং মন্ত্রৈরালিঙ্গৈ-
র্কারুণৈঃ শুভৈঃ। স্নানকালে স্মরেদ্বিস্তুমাপো-নারা-
য়ণো-যতঃ ॥ ৪১ ॥ প্রেক্ষ্য ওষ্ঠারমাদিত্যং ত্রির্নি-
মজ্জৈজ্জলাশয়ে। আচান্তঃ পুনরাচামেন্নম্নেণানেন
মন্ত্রবিৎ ॥ ৪২ ॥ অন্তঃশরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতো
মুখং। ত্বং যজ্ঞস্ত্বং ববট্কার-আপো-জ্যোতী-রসোহ-
মৃতঃ ॥ ৪৩ ॥ দ্রুপদাস্তা ত্রিভ্যশ্চৈবাত্মাভিপ্রণবা-

স্নান করিবে, কদাচ পরকীর খাতে স্নান করিবে না। পঞ্চকীর
খাতে স্নান করিতে হইলে ঐ খাত হইতে পঞ্চ মৃত্তিকাপিণ্ড
উদ্ধৃত করিয়া স্নান করিতে হইবে। পঞ্চ মৃৎপিণ্ড উদ্ধৃত না
করিয়া পরকীর খাতে অবগানকরিলে সেই স্নান বিগত
হয় না। ৩৭। ৩৮। স্নানকালে যে, মৃত্তিকা দ্বারা অঙ্গ স্কালাল করিতে
হইবে, তাহার নিয়ম এই—মস্তকে একবার, নাভীতে
ও তাহার উপরিভাগে দুইবার, অধোদেশে তিনবার,
ও পাদদ্বয়ে ছয়বার মৃত্তিকা লেপনকরিয়া ধৌত করিবে।
একটি পরিপক আমলকী প্রমাণে মৃত্তিকা গ্রহণ করা বিধেয়।
ঐ পরিমাণে গোময়াদি লইয়া তাহা দ্বারা অঙ্গলেপন করিয়া
গাত্র প্রক্ষালন পূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিবে। ৩৯। ৪০।
মন্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ স্নানান্তর তীরে উঠিয়া পুনর্বার মৃত্তিকা দ্বারা
অঙ্গলেপন পূর্ব্বক বারুণ মন্ত্রে জলাভিমন্ত্রণ করিয়া সেই জল-
দ্বারা গাত্র ধৌত করিবে। স্নানকালে জলকে অবশ্য বিষ্ণুরূপে স্মরণ
করা বিধেয়, যেহেতু জল স্বয়ং নারায়ণস্বরূপ। ৪১। পরে
ওষ্ঠারমঃ উচ্চারণ করিয়া সূর্য্যদর্শনপূর্ব্বক জলাশয়ে
তিনবার নিমগ্ন হইয়া মন্ত্রবিদ ব্রাহ্মণ অন্তঃশরসি ইত্যাদি
মন্ত্রে আচমনান্তে পুনর্বার আচমন করিবে। ৪২। হে জল
তুমি সর্ব্বভূতের অন্তররূপ, গুহামধ্যে অবস্থিত আছ। সর্ব্বভূতই
তোমার গতি আছে। তুমি বজ্র, তুমি ববট্কার মন্ত্রস্বরূপ,

স্থিতাং । সাবিদ্রীং বা জপেদ্বিহাংস্তথাচৈবামর্ষণং ॥
 ৪৪ ॥ ততঃ সংমার্জনং কুর্যাদাপোহিষ্ঠা ময়োভূবঃ ।
 ইদমাপঃ প্রবহত ব্যাহতিভি-স্তথৈব চ । ততোহভি-
 মন্ত্রিতং তোয়মাপোহিষ্ঠাদিমন্ত্রকৈঃ ॥ ৪৫ ॥ অস্ত-
 র্জলমবাগ্নৌ জপেদ্বিরঘমর্ষণং । ক্রপদাস্থাথ সাবিদ্রীং
 তদ্বিধোঃ পরমং পদং । আবর্তয়েদ্বা প্রণবং দেব-
 দেবং স্মরেদ্ররিং ॥ ৪৬ ॥ আপঃ পাণৌ সমাদায়
 জগ্নু বৈ মার্জনে ক্রতে । বিষ্ণুশ্চ মূর্দ্ধি ততোয়ং মুচ্যাতে
 সর্কপাতকৈঃ ॥ ৪৭ ॥ সন্ধ্যা নুপাস্ত চাচম্য সংস্মরে-
 রিত্যমীশ্বরীং । অথোপতিষ্ঠেদাদিত্যমূর্দ্ধপুষ্পাধিতা-
 ঙ্গলিঃ ॥ ৪৮ ॥ প্রক্ষিপ্যালোকয়েদেব-মুদয়স্থং নশক্যাতে ।
 উদুত্যং চিত্রমিত্যেব তচ্ছকুরিতি মন্ত্রতঃ ॥ ৪৯ ॥ হংসঃ
 শুচিঃ সন্দেতেন সাবিদ্র্যা চ বিশেষতঃ । অষ্টাঃ সৌরৈ-
 রৈদিকৈশ্চ গায়ত্রীঞ্চ ততো জপেৎ ॥ ৫০ ॥ মন্ত্রাংশ্চ

তুমি জ্যোতির্ময় ও তুমি সর্বরসের আধার । ৪০। পরে ও
 ক্রপদাদিব মুমূচান ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া ওঁকার
 ও ব্যাহতি (ভূভুবঃ স্বঃ)-পূর্বক গায়ত্রী জপ করিবে । তৎপর
 অঘমর্ষণ করিয়া আপোহিষ্ঠাময়োভূবঃ ইত্যাদি মন্ত্রে আপোমা-
 র্জন করিবে । পুনর্বার ইদমাপঃ প্রবহত ইত্যাদি ও ভূভুবঃ স্বঃ এই
 মন্ত্র বহুবার জল অভিনম্রিত করিয়া ওঁ আপোহিষ্ঠা ময়োভূবঃ
 ইত্যাদি মন্ত্রে আপো মার্জন করিতে হইবে । ৪৪ । ৪৫ । পরে
 মৌনী হইয়া তিনবার অঘমর্ষণ করিয়া ক্রপদাদিব মুমূচান ইত্যাদি
 মন্ত্র পাঠ পূর্বক গায়ত্রী ও তদ্বিধোঃ পরমং পদং ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ
 করিয়া প্রণব মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক দেবদেব হরিকে স্মরণ করিবে
 । ৪৬ । অনন্তর হস্তে জল লইয়া তদুপরি গায়ত্রী জপ করিয়া
 সেই জল মন্ত্রকে নিক্ষেপ করিবে । ইহাতে ব্রাহ্মণ সর্ব পাপ
 হইতে মুক্ত হইতে পারে । ৪৭ । বিজ্ঞাতিগণ এইরূপে সন্ধ্যার
 উপাসনা করিয়া আচমন পূর্বক প্রতিদিন ইষ্টদেবকে চিন্তা
 করিবে । অনন্তর উচ্ছিন্ন হস্তে কৃত-জলি হইয়া সূর্য্যদেবের উপাসনা
 করিবে । ৪৮ । সূর্য্যোপস্থান কালে দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে
 হইবে, কিন্তু উদয়কালে সূর্য্যাবলোকন করিবে না । উদুত্যঃ
 জাতবেদসঃ ইত্যাদি, চিত্রক্লেবানামিত্যাদি, তচ্ছকুর্দ্বেবহিত-
 মিত্যাদি ও হংসঃ শুচিঃ ইত্যাদি সূর্য্যোপস্থানমন্ত্রে 'সূর্য্যো-'
 পস্থান করিতে হইবে এবং অন্ত্যাত্ম সূর্য্যোপাসন বৈদিকমন্ত্রে

বিবিধান্ পশ্যাৎ প্রাক্কূলে চ কুশাসনে । তিষ্ঠাংশ্চ
 বীক্ষ্যমাণোহর্কং জপং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥ ৫১ ॥ ক্ষটি-
 কাঙ্ক্ষাক্রুদ্রাক্ষৈঃ পুঞ্জং জীবসমুদ্ভবৈঃ । 'কর্তব্যাতক্ষ-
 মালাশ্রাদস্তরা তত্র সা স্মৃতা ॥ ৫২ ॥ যদি স্ম্যৎ ক্লিন্ন-
 বাসা বৈ বারিমধ্যগত-শ্বরেৎ । অন্তথা চ শুচৌ ভূম্যাং
 দর্ভেষু চ সমাহিতঃ ॥ ৫৩ ॥ প্রদক্ষিণং সমায়ত্যা নম-
 স্কুর্য্যাত্ততঃ ক্ষিতৌ । আচম্য চ যথাশাস্ত্রং শক্ত্যা
 স্বাধ্যায়-মাচরেৎ ॥ ৫৪ ॥ ততঃ সস্তপ্নয়েদেবানুবীন্
 পিতৃগণাংস্তথা । আদাবোক্ষারমুচ্চার্য্য নমোহস্তে
 তপয়ামি চ ॥ ৫৫ ॥ দেবান্ ব্রহ্মঋষীংশ্চৈব তপ্নয়ে-
 দক্ষতোদকৈঃ । পিতৃন দেবান্ মুনীন্ ভক্ত্যা স্নান-
 দ্রোক্তাবধানতঃ । দেববীং-স্তপ্নয়েদ্বীমানুদকাঞ্জলিভিঃ
 পিতৃন ॥ ৫৬ ॥ যজ্ঞোপবীতী দেবানাং নিবীতী ঋষি-
 তপ্নয়ে । প্রাচীনাবীতী পিত্রে তু তেন তীর্থেন ভারত ॥

সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে । ৫০। পরে
 কুশাসনোপরি পূর্বমুখে উপবেশন করিয়া সংযতচিত্তে আদিত্য
 দেবকে দর্শন করতঃ বিবিধ মন্ত্রপাঠ করিয়া জপ করিতে হইবে
 ৫১ । ক্ষটিক, পদ্মাক্ষ, ক্রুদ্রাক্ষ কিম্বা জীব পুত্রিকা দ্বারা জপমালা
 প্রস্তুত করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হইবে । প্রতিমালার পরে এক
 একটি গ্রহি দিয়া মালাগুলি পৃথক পৃথক বিষ্ণাস করিবে । ৫২। যদি
 সাধকের বস্ত্র আর্দ্র থাকে, তাহা হইলে জলমধ্যস্থ হইয়া জপাদি
 করিবে, অন্তথা পবিত্র স্থানে দর্ভাসনে উপবিষ্ট হইয়া সংযতচিত্তে
 কার্য্য করিবে । ৫৩ । অনন্তর সাধক প্রদক্ষিণ পূর্বক দণ্ডবৎ
 হইয়া ভাস্করদেবের উদ্দেশে ভূমিতে নমস্কার করিয়া যথাশাস্ত্র
 আচমনান্তে ঐশ্বর্য শক্তি অঙ্গুগারে বেদ পাঠাদি স্বাধ্যায় কশ্মে
 নিযুক্ত হইবে । ৫৪ । পরে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের তর্পণ
 করিবে । "ওঁ নমঃ পিতৃন তপয়ামি ওঁ নমো দেবাং-স্তপয়ামি"
 ইত্যাদি বাক্যে তর্পণ করা বিধেয় । ৫৫ । অক্ষতযুক্ত জলদ্বারা
 দেবতর্পণ ও ব্রহ্মর্ষি তর্পণ করব্য স্বশাখোক্ত স্ত্রবিধানেন ভক্তি
 পূর্বক দেবতর্পণ, পিতৃতর্পণ ও মুনিতর্পণ করতে হইবে । একা
 ঙ্গলি জলদ্বারা দেবতর্পণ ও ঋষিতর্পণ এবং তিন অঙ্গুলি জলদ্বারা
 পিতৃতর্পণ করব্য । ৫৬ । বামহস্তে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া দেবতর্পণ,
 যজ্ঞোপবীতকে মালাবৎ কণ্ঠাধিত করিয়া ঋষিতর্পণ এবং দক্ষিণ-
 হস্তে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া পিতৃতর্পণ করিতে হইবে । দেবতীর্থে

৫৭ ॥ নিম্পীড়্য হানবস্ত্রং বৈ সমাচম্য চ বাগবর্ত্তঃ ।
 নৈশ্ম্যনৈবৈরর্কয়েদেবান্ পুষ্পাঃ পত্রেস্তথাষুভিঃ ॥ ৫৮ ॥
 ব্রহ্মাণং শঙ্করং সূর্য্যং তথৈব মধুসূদনং । অশ্বাংশ্চাভি-
 মত্যান্দেকান্ ভক্ত্যাচাক্রোধনোহর ॥ ৫৯ ॥ প্রদত্তাধাধ
 পুষ্পাদি সূক্তেন পুরুষেণ তু । আপো বা দৈবতাঃ
 সর্ব্বস্তেন সম্যক্ সমর্চিতাঃ ॥ ৬০ ॥ ধ্যান্তা প্রণবপূর্ম্মং
 বৈ দেবং পরিসমাহিতঃ । নমস্কারেণ পুষ্পাণি বিষ্ণু-
 সৈত্বে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৬১ ॥ নর্ত্তে হারাধনাং পুণ্যং
 বিদ্যতে কৰ্ম্ম বৈদিকং । তস্মান্তত্ৰাদিমধ্যান্তে চেতসা
 ধারয়েক্রুরিণ ॥ ৬২ ॥ তদ্বিক্ষোণিরিতি মন্ত্ৰেন সূক্তেন
 পুরুষেণ তু । নিবেদয়েচ্চ আত্মানং বিষ্ণবেহমল
 তেজসে ॥ ৬৩ ॥ তদধ্যাতমনাঃ শাস্তস্তদ্বিক্ষোণিরিতি
 মন্ত্ৰিতঃ । দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং তথৈবচ ।
 মানুষ্যং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞান্ সদাচরেৎ ॥ ৬৪ ॥ যদি

স্মান্তর্গণাদর্শক ব্রহ্মযজ্ঞং কুতোভরেৎ । কৃচ্ছা মনুষ্যো-
 যজ্ঞং বৈ ততঃ স্বাধ্যায় মাচরেৎ ॥ ৬৫ ॥ বৈশ্বদেবস্তু
 কর্তব্যো দেবযজ্ঞঃ স-স্ত স্মৃতঃ । ভূতযজ্ঞঃ স-বৈ জ্ঞেয়ো-
 ভূতেভ্যোযস্তুয়ং বলিঃ ॥ ৬৬ ॥ স্বভ্যাশ্চ অপচেভ্যাশ্চ
 পতিতাদিত্য-এব চ । দদ্যাস্তুমৌ বহিস্ত্বয়ং পক্ষিভ্যাশ্চ
 বিজোত্তমঃ ॥ ৬৭ ॥ একস্তু ভোজ্যেন্নেদ্বিপ্রং পিতৃনৃদ্ভিঃ
 স্নাতমঃ । নিত্যশ্রাদ্ধং তদুদ্ভিঃ পিতৃযজ্ঞো গতি-
 প্রদঃ ॥ ৬৮ ॥ উদ্ধৃতা বা যথাশক্তি কিঞ্চিদগ্নং সমা-
 হিতঃ বেদতস্মার্থবিদুষে দ্বিজার্ঠৈর্বোপপাদ্যেৎ ॥ ৬৯ ॥
 পূজয়েদতিথিং নিত্যং নমস্বেদর্চয়েদ্ভিজং । মনো-
 বাক্কর্মভিঃ শাস্ত্রং স্বাগতৈঃ স্বগহস্ততঃ ॥ ৭০ ॥
 ভিক্ষামাহুর্গামাত্র-মগ্নং তস্মা চতুর্গুণং । পুঙ্কলং
 হস্তমাত্রস্ত তচ্চতুর্গুণমুচ্যতে ॥ ৭১ ॥ গোদোহমাত্র
 কালোবৈ প্রাতীক্ষে-দতিথিঃ স্বয়ং । অভ্যাগতান্
 যথাশক্তি পূজয়েদতিথিং তথা ॥ ৭২ ॥ ভিক্ষাং বৈ

(অঙ্গুলীর অগ্রভাগে) দেবতর্পণ, পিতৃতীর্থে (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জীর মধ্যপ্রদেশে), পিতৃতর্পণ এবং কার্যতীর্থে (কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলে) ঋষিতর্পণ করিবে। ৫৭। এইরূপে দেবাদিতর্পণান্তে স্নান বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিয়া সেই বস্ত্রনিষ্পীড়িত জলদ্বারা তর্পণ করিয়া সংযতবাক্য হইয়া আচমনপূর্বক স্বশ্রমস্ত্রে পুষ্প, পত্র ও জলদ্বারা দেবার্চনা করিতে হইবে। ৫৮। হে হর! ভক্তিবৃদ্ধ ও ক্রোধহীন হইয়া ব্রহ্মা, শঙ্কর, হর্য, বিষ্ণু ও অশ্বাশ্ব অভীষ্ট দেবগণের অর্চনা করিবে। ৫৯। অনন্তর পুরুষযুক্তমস্ত্রে পুষ্প প্রদান করিবে। জল সর্কদেবময়, অতএব সকলেই জলের আদর করিয়া থাকেন। ৬০। সুসংযত হইয়া জলে দেবতার ধ্যান করিয়া ওঁশব্দ উচ্চারণপূর্বক পূজা করিবে এবং নমস্কারান্তে সর্কদেবতাকে পৃথক পৃথক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। ৬১। দেবারাধনা ব্যতীত বেদোক্ত কোন পুণ্যজনক কর্ম নাই। অতএব, আদি, মধ্য ও অন্তে স্বীয় চিত্তে হরিকে চিন্তা করিবে। ৬২। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি মন্ত্র ও পুরুষযুক্ত মন্ত্রদ্বারা অমলতেজস্বী বিষ্ণুকে আশ্বাসমর্পণ করিতে হইবে। ৬৩। সাধক বিষ্ণুধ্যানপরায়ণ ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হইয়া, দেববজ্র ভূতবজ্র, পিতৃবজ্র, মনুষ্যবজ্র ও ব্রহ্মবজ্র এই পঞ্চ মহাবজ্রের অনুষ্ঠান করিবে। ৬৪। তর্পণান্তে মানুসবজ্র করিলে ব্রহ্মবজ্র হইতে পারে

না। সূত্ররাং অগ্রে ব্রহ্মবজ্ঞ করিয়া পরে মাহুযযজ্ঞ সমাপনান্তে বেদপাঠাদি স্বাধ্যায় কর্মের অন্ত্যষ্ঠান করিতে হইবে। ৬৫। ব্রাহ্মণ বৈশ্বাদেবকে অবশ্য বলিপ্রদান করিবে। বৈশ্বদেবের বলিপ্রদানকে দেবযজ্ঞ বলে। ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ প্রাণিবর্গকে যে বলিপ্রদান করা যায়, তাহাই ভূতযজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। ৬৬। ঋগণ, ঋচগণ ও পতিত-দিগকে ভোজনদ্রব্য নিবেদন করিয়া বহির্দেশে ভূমিতে পক্ষি দিগকে আহার প্রদান করিতে হইবে, ইহাই ভূত বলি। ৬৭। প্রতিদিন পিতৃলোকের উদ্দেশে একটি করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে এবং প্রত্যহ পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া শ্রাদ্ধ করিলেই পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়, এই পিতৃযজ্ঞ পরকালে উৎকৃষ্ট গতি প্রদান করিয়া থাকে। ৬৮। ব্রাহ্মণ একাগ্রচিত্ত হইয়া অন্ন উদ্ধৃত করিয়া বেদতত্ত্বার্থবিদ্ ব্রাহ্মণে প্রদান করিবে। প্রতিদিন অতিথিসংকার করিয়া নমস্কারপূর্বক কারমনোবাক্যে সন্ন্যাসী স্বগৃহাগত ব্রাহ্মণকে অর্চনা করিবে। ৬৯-৭০। ভিক্ষা প্রদানকালে একগ্রাস অন্ন দিবে। চারিগ্রাস অন্নপ্রদান করিলেই পুঙ্ল ভিক্ষা প্রদান করা হয়। অথবা একমুষ্টি পরিমিত তণ্ডুলাদি প্রদান করিলেও ভিক্ষাদান শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৭১। কোন অতিথি উপস্থিত হইয়া একটি গোদোহন কালমাত্র অপেক্ষা করিবে। গ্রহস্বয়ংক্রিয় আপন শক্তি

ভিক্ষবে দদ্যাৎস্থিবিব্রজ্জচারিণে । দদ্যাদন্নং যথা-
শক্তি অর্থিভ্যো-লোভবর্জিতঃ । ভুঞ্জীত বন্ধুভিঃ সাক্ষং
বগ্‌যতোহন্নমকুৎসয়ন্ ॥ ৭৩ ॥ অক্লান্তা তু দ্বিজঃ পঞ্চ
মহাবজ্জানু দ্বিজোত্তমঃ । ভুঞ্জতে চেৎ স মৃতাশ্চা তিৰ্য্যগ্
বোনিঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৭৪ ॥ বেদাভ্যাসোহ্‌বহং শক্ত্যা
মহাবজ্জক্রিয়াক্ষমাঃ । নাশয়ন্ত্যাশু পাপানি দেবানা-
মর্চনং তথা ॥ ৭৫ ॥ যো-মোহাদখবালস্তাদক্লান্তা
দেবতার্চনং । ভুঙ্তে স-যাতি নরকানু শূকরাদেব
জায়তে ॥ ৭৬ ॥

অশৌচং সংপ্রবক্ষ্যামি অশুচিঃ পাতকী সদা ।
অশৌচং চৈব সংসর্গাচ্ছুচিঃ সংসর্গবর্জনাং ॥ ৭৭ ॥
দশাহং প্রাহর্যশৌচং সর্গে বিপ্রা-বিপশ্চিতঃ । মৃতেষু
বাধ জাতেসু ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তম ॥ ৭৮ ॥ আদন্তজননাং
সদ্য আচুড়াদেকরাত্রকং দ্বিরাত্র-মোপনয়নাদশরাত্র-

অনুসারে অভ্যাগত ব্যক্তির অর্চনা করিবে। ৭২। গৃহী ব্যক্তি
ব্রহ্মচারী ভিক্ষার্থকে যথাবিধি ভিক্ষা প্রদান করিয়া নির্লোভ-
চিত্তে যাচকদিগকে যথাশক্তি অন্নপ্রদান করিবে, পরে, মৌনী
হইয়া বন্ধুবর্গের সহিত ভোজন করিবে। ভোজনকালে অন্নাদি
আহারীয় দ্রব্যকে নিন্দা করিবে না। এই সকল কার্য্য করিলেই
পঞ্চ মহাবজ্জ সম্পূর্ণ হয়। ৭৩। যে ব্রাহ্মণ পঞ্চ মহাবজ্জ না
করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, সেই বিপ্র মৃতাশ্চা এবং অন্ত-
কালে তিৰ্য্যগ্‌বোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৭৪। যে ব্রাহ্মণ পঞ্চ-
মহাবজ্জ নিরত থাকিয়া প্রতিদিন বেদ পাঠ করে, সেই বিপ্র
পাপরাশি বিনাশিত করিয়া নিখিল দেবার্চনার ফলভোগী
হয়। ৭৫। যে বিপ্র অজ্ঞানতঃ অথবা আলস্যবশতঃ দেবা-
র্চনাদি না করিয়া ভোজন করে, সেই ব্রাহ্মণ নরকভোগ করিয়া
শূকর বোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। ৭৬।

অনন্তর অশৌচবিবরণ বলিব। দেহের শৌচাশৌচ বিবেচনা
করিয়া বৈদিক কার্য্য করা বিধেয়। অশুচি ব্যক্তি সৰ্বদা পাতকী
থাকে। অশুচি ব্যক্তির সংসর্গেও নিজের অশৌচ হয় এবং
অশুচির সংসর্গ পরিত্যাগ করিলে নিজদেহ পবিত্র থাকে। ৭৭।
ব্রাহ্মণের জন্ম মরণে জাতিবর্গের দশাহ অশৌচ থাকে। ইহাই
প্রচীন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। ৭৮। মরণানন্তোচের বিশেষ

মতঃ পরং ॥ ৭৯ ॥ ক্ষত্রিয়ো দ্বাদশাহেন দশভিঃ
পঞ্চভির্দিশঃ । শুধ্যোন্নাসেন বৈ শূদ্রো যতীনাং নাস্তি
পাতকং । রাত্রিভির্দ্বাদশতুল্যাভির্গর্ভস্রাবেষু শৌচকং ॥
ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥

একপঞ্চাশদধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ অথাৎ: সংপ্রবক্ষ্যামি দানধর্ম-মনু-
তমং । অর্থানা-মুচিতে পাণ্ড্রে শ্রদ্ধয়া প্রতিপাদনং
॥ ২ ॥ দানস্ত কথিতং তজ্জৈজ্ঞা ভুক্তি-মুক্তি-ফলপ্রদং ।
ত্ৰায়োনোপার্জ্জয়েদ্বিতং দানভোগফলঞ্চ তৎ ॥ ৩ ॥
অধ্যাপনং যাজ্ঞনঞ্চ ব্রতমাচ্ছঃ প্রতিগ্রহং । কুর্বাদ্য কৃষি-

নিয়ম এই—বালকের দন্তোৎপত্তির পূর্বে মরণ হইলে সদ্যঃ
জাতি বর্গের অশৌচ পরিত্যাগ হয়, দন্ত জননের পর চূড়া
কালের পূর্বে কোন শিশুর মৃত্যু হইলে, জাতিগণের একরাত্রি
অশৌচ থাকে। চূড়া কালের পর উপনয়ন কাল পর্যন্ত দ্বিরাত্র
অশৌচ এবং উপনয়নের পর মৃত্যু হইলে দশরাত্রি অশৌচ হয়
। ৭৯। ক্ষত্রিয়ের জননমরণে জাতি বর্গের দ্বাদশাহ, বৈশ্যের
পঞ্চদশাহ এবং শূদ্রজাতির একমাস অশৌচ থাকে। যতী ও
বাণপ্রস্থদিগের জাতির জনন কিম্বা মরণ হইলে অশৌচ নাই।
গর্ভস্রাবে মাসসমসংখ্যক দিনে অশৌচ নিকৃতি হয়। অর্থাৎ
একমাসে এক রাত্রি, দুইমাসে দুই রাত্রি এবং তিনমাসে গর্ভ-
স্রাব হইলে তিনরাত্রি অশৌচ থাকে। এইরূপে চতুর্থাতি
মাসের ব্যবস্থা জানিবে ॥

একপঞ্চাশদধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিয়াছেন, অতঃপর সর্বোত্তম দানধর্ম বলিব। উপ-
যুক্ত পাণ্ড্রে শ্রদ্ধাপূর্বক অর্থ সমর্পণ করাকে দানধর্মবিশিষ্ট পণ্ডিত-
গণ দান বলিয়া থাকেন। দানধর্মদ্বারা দাতার ইহকালে ভোগ
ও অন্তকালে মোক্ষপদ লাভ হয় সুতরাং বন উপার্জন করিয়া
সেই ধনের দান ও ভোগ করিলেই তাহা সফল হয়। ১২-৩।
অধ্যাপনং, যাজ্ঞন ও প্রতিগ্রহ, এই বৃত্তিভিন্ন ব্রাহ্মণের ধর্ম।
ক্ষত্রিয়জাতি কুর্বাদ্য (স্বধগ্রহণ) কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য প্রভৃতি বৃত্তি

বাণিজ্যং ক্ষত্রিয়তোহথবার্জয়েৎ ॥ ৪ ॥ যদীয়তে তু
পাত্রেভ্যস্তদানং সাত্ত্বিকং বিদুঃ । নিত্যং নৈমিত্তিকং
কাম্যং বিমলং দানমীরিতং ॥ ৫ ॥ অহন্তুহনি যৎ-
কিঞ্চিদীয়তেহনুপকারিণে । অনুদিশ্য কলং তস্মাদ্ভ্রাক্ষ-
ণায় তু নিত্যশঃ ॥ ৬ ॥ যন্তু পাপোপশান্ত্যৈ চ দীয়তে
বিদুষাং করে । নৈমিত্তিকং তদুদ্দিষ্টং দানং সন্তিরনু-
ষ্ঠিতং ॥ ৭ ॥ অপত্য-বিজ্ঞৈশ্বৰ্য্য-স্বর্গার্থং যৎ প্রদী-

(যাহা বৈশ্যজাতির বৃত্তি বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে) অবলম্বন
করিয়ও অর্থ উপার্জন করিতে পারে। ৪। সৎপাত্র উদ্দেশ্য
করিয়া যে দান করা যায়, সেই দানকে সাত্ত্বিক দান বলে।
সাত্ত্বিক দান চতুর্বিধ,—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও বিমল। ৫।
প্রতিদিন কোন উপকারের প্রত্যাশা কিম্বা কোন ফলাভিলাষ না
করিয় ব্রাহ্মণকে বাহা কিছু দান করা যায় সেই দানই নিত্য দান
বলিয়া বিখ্যাত হয়। ৬। কোন প্রকার পাপশাস্তির নিমিত্ত
বিষম্বৃন্দের হস্তে যে দান করা যায়, সেই দানকে সধ্যাক্তিরা
নৈমিত্তিক দান বলিয়া কীর্তন করেন। ৭। সন্তান, বিজয়,

বলা ভগবান্ পুরুষরূপেণ সৃষ্টিং কৃতবান্ তদাস্য শরীরং চত্বারো বর্ণা
উৎপন্নঃ । মুখতো ব্রাহ্মণাঃ বাহতঃ ক্ষত্রিয়াঃ উরুতো বৈশ্যাঃ পাদতঃ শূদ্রা
জাতাঃ । এতেষাং বর্ণানাং ধর্ম্মঃ শাস্ত্রেণ নিরূপিতাঃ সন্তি । তত্র ব্রাহ্মণধর্ম্মা
উচ্যতে । অধ্যয়নং যজ্ঞং দানঞ্চৈতি । জীবিকাস্বয়ং অধ্যাপনং যাজনং প্রতি-
গ্রহঞ্চৈতি । ১। ক্ষত্রিয়স্য ত্রয়ো ধর্ম্মাঃ । অধ্যয়নং যজ্ঞং দানঞ্চ । প্রজানাং
ব্রহ্মণং জীর্নবকা । ২। বৈশ্যস্য ত্রয়ো ধর্ম্মাঃ । অধ্যয়নং যজ্ঞং দানঞ্চ ।
চতশ্রো জীবিকাঃ । কৃষিঃ গোব্রহ্মণং বাণিজ্যং কুশীদঞ্চৈতি । ৩। শূদ্রস্য তু
ব্রহ্মকত্রবিশাং শুক্লা ধর্ম্মো জীবিকা চ । ৪। ব্রাহ্মণা আশ্রমচতুষ্টয়বন্তো ভবন্তি ।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থঃ বানপ্রস্থঃ সন্ন্যাসী চ । তত্র উপনয়নানন্তরং নিয়মঃ কৃদ্বা যো
ভুরোঃ সন্নিধৌ স্থিত্বা সান্নবেদ্যাদয়নং করোতি স ব্রহ্মচারীভূত্যাচে । ১। সান্ন-
বেদ্যাদয়নং সমাপ্য যো দারপরিগ্রহং কৃদ্বা স্বধর্ম্মাচরণং করোতি স গৃহস্থ
উচ্যতে । ২। পুত্রমুৎপাদ্য যো বনবাসং কৃদ্বা অকুটপচ্যকলাদি ভক্ষয়িত্বা ঈশ্বরা-
রাধনং করোতি স বানপ্রস্থ উচ্যতে । ৩। যঃ সর্বং গৃহাদিকং ত্যক্ত্বা মুণ্ডিত-
মুণ্ডো গৈরিককোপীনাচ্ছাদনং দণ্ডং কমণ্ডলুঞ্চ বিভ্রং ত্রিকাবৃত্তিনির্জনে তীর্থে
বা স্থিত্বা ত্ত্বলমীষরাদয়নং করোতি স সন্ন্যাসীভূত্যাচে । ৪। ক্ষত্রিয়বৈশ্য-
শ্রোস্ত প্রথমভ্রমঃ প্রথমঃ বিহিতঃ । শূদ্রস্যৈক এব গৃহাশ্রমঃ । ঈশ্বরাদয়নত্,
সর্বোষাং বর্ণানামাশ্রমশাঞ্চ সাধারণো ধর্ম্মঃ । তন্মধ্যে যন্ত বিষ্ণুপাসকঃ স
বৈষ্ণব উচ্যতে । শিবোপাসকঃ শৈবঃ । হর্গাদিশক্ত্যপাসকঃ শাক্তঃ । সূর্যো-
পাসকঃ সৌরঃ । গণেশোপাসকো গাণেশজ উচ্যতে । ইতি পুরাণা-
প্রকাশঃ ।

য়তে । দানং তৎ কাম্যমাখ্যাতং ঋষিভির্ধর্ম্মচিন্তকৈঃ
॥ ৮ ॥ ঈশ্বর-প্রীণনার্থায় ব্রহ্মবিৎসু প্রদীয়তে । চেতসা
সম্বযুক্তেন দানং তদ্বিমলং শিবং ॥ ৯ ॥ ইচ্ছুভিঃ
সন্ততাং ভূমিং যবগোধূমশালিনীং । দদাতি বেদ-
বিদুষে স-ন ভূয়োহভিজায়তে । ভূমিদানাং পরং দানং
ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥ বিদ্যাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণায়
ব্রহ্মলোকে মহীয়তে । দদ্যাদ্ধরহস্তান্ত্র শ্রদ্ধয়া ব্রহ্ম-
চারিণে । সর্বপাপ-বিনির্মুক্তো-ব্রহ্মস্থান-মবাপ্নু-
য়াৎ ॥ ১১ ॥ বৈশাখ্যং পৌর্ণমাসান্ত্র ব্রাহ্মণান্ সপ্ত-
পঞ্চ চ । উপোষ্যাভ্যর্চয়ে-দ্বিদ্ধান্ মধুনা তিলপিষ্টকৈঃ ।
গন্ধাদিভিঃ সমভার্চ্য বাচয়েদ্বা স্বয়ং বদেৎ ॥ ১২ ॥
প্রীয়তাং ধর্ম্মবাচাভিস্তথা মনসি বর্ত্ততে । যাবজ্জীবং
কৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশতি ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণাজিনে
তিলান্ কৃদ্বা হিরণ্যমধুসর্পিষা । দদাতি যন্ত বিপ্রায়
সর্বং তরতি দুষ্কৃতং ॥ ১৪ ॥ ঘৃতান্নমুদকৈশ্চৈব বৈশাখ-

ঐশ্বৰ্য্য ও স্বর্গ কামনায় যে দান করা যায়, দানধর্ম্মবিদ্ ঋষিগণ
সেই দানকে কাম্যদান বলিয়া থাকেন। ৮। ঈশ্বরপ্রীতির আশয়ে
সম্বযুক্তচিত্তে ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণকে যে দান করা যায়, সেই দানকে
বিমল দান বলে। ৯। এই দান মনুজগণের মঙ্গলপ্রদ। ১০। যে
ব্যক্তি ইচ্ছু, যব, গোধূমাদি শস্যশালিনী ভূমি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে
দান করে, তাহার পুনর্জন্ম হয় না। সর্বপ্রকার দান মধ্যে
ভূমিদান অতি প্রশস্ত। ভূমিদান হইতে উৎকৃষ্ট দান কোন
কালে হয় নাই এবং হইবে না। ১০। ব্রাহ্মণকে বিদ্যা প্রদান
করিলে ব্রহ্মলোকে তাহার বসতি হয়। যে ব্যক্তি ভক্তি সহকারে
প্রতিদিন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকে বিদ্যা প্রদান করে, সেই ব্যক্তি
সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্থান প্রাপ্ত হয়। ১১। বৈশাখ
মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উপবাসী থাকিয়া পঞ্চ কিম্বা সপ্ত
ব্রাহ্মণকে যথাবিধি অর্চনা করিয়া মধু ও তিলপিষ্টক দ্বারা
ভোজন করাইবে, পুনরায় গন্ধাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া অধ্যা-
পন ও স্বয়ং অধ্যয়ন করিবে। ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে অহাকে প্রসন্ন
করিয়া স্বয়ং সন্তুষ্ট থাকিবে। এইরূপ করিলে আজন্মকৃত পাপ
তৎক্ষণাৎ ধ্বিন্ট হয়। ১২-১৩। যে ব্যক্তি কৃষ্ণদূরচর্ম্মে মধু ও ঘৃত
যুক্ত তিল ও স্বর্ণ রাখিয়া ব্রাহ্মণকে দান করে, সেই ব্যক্তি
সর্বপাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। ১৪। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা

খ্যাঞ্চ বিশেষতঃ । নির্দিষ্টা ধর্মরাজায় বিপ্রভ্যো
 মুচ্যতে ভয়াৎ ॥ ১৫ ॥ দ্বাদশার্মর্জয়েদ্বিকুম্বোপোষ্যাব-
 প্রণাশনং । সর্কপাপ-বিনির্মুক্তো নরো ভবতি
 নিশ্চিতং ॥ ১৬ ॥ যোহি যাং দেবতামিচ্ছৎ সমা-
 রাধয়িত্ব নরঃ । ব্রাহ্মণান্ পূজয়েদ্যজ্ঞান্ডোজয়েদ্
 যোষিতঃ সুরান্ ॥ ১৭ ॥ সন্তানকামঃ সততং পূজয়ে-
 তৈ পুরন্দরং । ব্রহ্মবর্চসকামস্ত ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মনিশ্চয়াৎ ॥
 ১৮ ॥ স্মারোগ্যকামোহথ রবিং ধনকামো হুতাশনং ।
 কর্মণাং সিদ্ধিকামস্ত পূজয়েতৈ বিনায়কং ॥ ১৯ ॥
 ভোগকামো হি শশিনং বলকামঃ সমীরণং । মুমুকু-
 সর্কসংসারাৎ প্রযত্নেনার্জয়েদ্ধরিং । অকামঃ সর্ক-
 কামো বা পূজয়েতু গদাধরং ॥ ২০ ॥ বারিদস্তৃপ্তি
 মাপ্নোতি সুখমক্ষ্যমন্নদঃ । তিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং
 দীপদশ্চক্ষুরন্তমং ॥ ২১ ॥ ভূমিদঃ সর্কমাপ্নোতি দীর্ঘ-
 • মায়ুর্হিরণ্যদঃ । গৃহদোহিত্র্যাণি বিশ্বানি রূপাদোরূপ-
 নুত্তমং ॥ ২২ ॥ বাসোদশ্চন্দ্রসালোক্য-মখিনালোক্য
 তিথিতে সযুত অন্ন ও জল ধর্মরাজের উদ্দেশে ব্রাহ্মণকে প্রদান
 করিলে সর্কভর হইতে মুক্তি পায় । ১৫ । একাদশী তিথিতে
 উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে বিষ্ণুর অর্চনা করিলে মনুষ্যাগণ নিশ্চয়
 সর্কপাপ হইতে মুক্ত হয় । ১৬ । যে ব্যক্তি যে দেবতার আরাধনা
 করিতে অভিলাষ করে, সেই ব্যক্তি যত্নপূর্বক ব্রাহ্মণকে অর্চনা
 করিলে এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে ভোজন করাইলে সেই দেবতার
 পূজার ফলভাগী হইবে । ১৭ । সন্তানকামী ব্যক্তি ইন্দ্রদেবের পূজা
 করিবে এবং ব্রহ্মবর্চস কামনায় ব্রহ্মবৎনিশ্চয় পূর্বক ব্রাহ্মণের,
 আরোগ্য কামনায় সূর্য্যের, ধনকামনায় অগ্নির, কর্মসিদ্ধির
 কামনায় গণেশের, ভোগকামনায় চন্দ্রের, বলকামনায় বায়ুর ও
 সংসারমুক্তি কামনায় যত্নপুরঃসর হরির আরাধনা করিবে ।
 নিকামী অথবা সর্ককামী ব্যক্তি গদাধর নারায়ণের অর্চনা
 করিবে । ১৮-২০ । জল প্রদান করিলে • তৃপ্তিলাভ, অন্ন
 প্রদানে অক্ষয় স্বর্গলাভ, তিল প্রদানে অভীষ্ট প্রজাপ্রাপ্তি,
 দীপ-প্রদান করিলে উত্তম নেত্রলাভ, ভূমিদানে সর্কভি-
 লম্বিত দ্রব্যভোগ, হিরণ্যদানে, দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্তি, গৃহপ্রদানে
 উৎকৃষ্ট লোক লাভ ও রৌপ্যপ্রদানে উত্তম রূপপ্রাপ্তি হয় ।
 ২১-২২ । বস্ত্র প্রদান করিলে চন্দ্রলোকে গমন, অথ প্রদানে

মম্বদঃ । অনভুদঃ শ্রিয়ং পুষ্ঠাং গোদো ব্রহ্মস্তু পিষ্টপং ॥
 ২৩ ॥ যানশয্যাপ্রদো ভাৰ্য্যা-মৈশ্বর্য্য-মভয়প্রদঃ । ধান্দ্রদঃ
 শাস্ততং সৌখ্যং ব্রহ্মদোব্রহ্মশাস্ততং ॥ ২৪ ॥ বেদ-
 বিৎসু দদজ্জ্ঞানং স্বর্গলোকে মহীয়তে । গবাং
 ঘাসপ্রদানেন সর্কপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । ইক্ষনানাং প্রদা-
 নেন দীপ্তাগ্নির্জায়তে নরঃ ॥ ২৫ ॥ ঔষধং স্নেহমাহারং
 রোগিরোগপ্রশান্তয়ে । দদানোরোগরহিতঃ সুখী
 দীর্ঘায়ুরেব চ ॥ ২৬ ॥ অসিপত্রবনং মার্গং ক্ষুরধারসম-
 দ্বিতং । তীক্ষ্ণাতপঞ্চ তরতি ছত্রোপানংপ্রদানতঃ ।
 ২৭ ॥ যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাস্ত দয়িতং গৃহৈ ।
 তত্তদগুণবতে দেয়ং তদেবাক্ষয়মিচ্ছতা ॥ ২৮ ॥ অয়নে
 বিবুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ । সংক্রান্ত্যাঙ্গিনু
 কালেষু দত্তং ভবতি চাক্ষয়ং ॥ ২৯ ॥ প্রয়াগাদিনু তীর্থেণু
 গয়ায়াঞ্চ বিশেষতঃ । দানধর্মাৎ পরো ধর্মো ভূতানাং
 নেহ বিজ্ঞতে ॥ ৩০ ॥ স্বর্গাদচ্যুতিকায়েন দেবং পাপো-
 পশান্তয়ে । দীয়মানস্ত যো মোহাদ্বিপ্রাগ্নিধ্বংসরেনু চ ।
 অশ্বিনীকুমারলোক প্রাপ্তি, বৃষপ্রদানে বিপুল সম্পত্তিলাভ,
 গোদানে সূর্য্যালোক প্রাপ্তি, যান ও শয্যাপ্রদানে ভাৰ্য্যালাভ,
 অভয়দানে ঐশ্বর্য্যালাভ, ধান্য দানে নিত্য সুখ প্রাপ্তি, বেদ
 প্রদানে নিত্য ব্রহ্মলোকগমন, বেদবিদ ব্রাহ্মণদিগকে জ্ঞানোপদেশ
 করিলে স্বর্গলাভ, গোকে ঘাস প্রদান করিলে সর্কপাপ বিমুক্তি,
 কাষ্ঠপ্রদানে উদরাগ্নির উদ্দীপন হয় এবং রোগী ব্যক্তির রোগ
 শান্তির নিমিত্ত ঔষধ, তৈল ও সুপথ্য আহার প্রদান করিলে দাতা
 নীরোগী, সুখী ও দীর্ঘায়ুঃ হইয়া থাকে । ছত্র ও পাতৃকা প্রদান
 করিলে ক্ষুরধারায়ুক্ত অসিপত্রবন ও তীক্ষ্ণরোদ্র বিশিষ্ট পস্থা
 নামক নরকদ্বয় হইতে পরিত্রাণ পায় । যে যে বস্ত্র বাহার প্রিয়,
 সেই ব্যক্তি সেই সেই দ্রব্য গুণশালী ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে ।
 ইহাতে পরজন্মে স্ব স্ব অভিলষিত বস্ত্র লাভ হইয়া থাকে । ২৩-২৮ ।
 উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, মহাবিবুব প্রভৃতি সংক্রান্তিতে এবং চন্দ্রসূর্য্য
 গ্রহণকালে দান করিলে সেই দানে অক্ষয় • ফল লাভ হয় । ২৯ ।
 প্রয়াগাদিমহাতীর্থে ও গয়াক্ষেত্রে দান করিলে যেরূপ পুণ্যসঞ্চয়
 হইয়া থাকে, তাহা হইতে অধিক পুণ্য এই জগন্তে আর নাই । ৩০ ।
 কোন ব্যক্তি 'স্বর্গ' বিচ্যুতি নিবারণার্থ ও সর্কপাপ শান্তির
 নিমিত্ত যজ্ঞাদি করিয়া দেবতার উদ্দেশে বা ব্রাহ্মণ ও অগ্নিকে

নিবারণতি পাপাত্মা তিৰ্য্যগ্‌যোনিং ব্রহ্মহরঃ ॥ ৩১ ॥
যন্ত ছুভিক্ষবেলায়ামন্নাত্মং ন প্রয়চ্ছতি । ত্রিয়মাণেষু
বিপ্ৰেষু ব্রহ্মহা স তু গহিতঃ ॥ ৩২ ॥ ইতি মহাপুরাণে
গারুড়ে দানধৰ্ম্মঃ একপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্ত-
বিধিং দ্বিজাঃ । ব্রহ্মহা চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী চ গুরু-
তল্লগঃ । পঞ্চপাতকিনশ্চেতে তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ ।
উপপাপানি গোহত্যাপ্রভৃতীনি সুরা জপ্তাঃ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মহা
দ্বাদশাঙ্গানি কুটীং কুত্বা বনে বসেৎ । কুর্য্যাদনশনস্বাথ
ভূগোঃ পতনমেব চ । অলন্তং বা বিশেদগ্নিং জলং
বা প্রবিশেৎ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥ ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে বা
সম্যক্ প্রাণান্ পরিত্যজেৎ । দস্তা চান্নঞ্চ বিদুবে

দান করিতেছে, এমন সময়ে যদি কোন পাপাত্মা মোহবশতঃ
দাতাকে নিবারণ করে, সেই পাপিষ্ঠ তিৰ্য্যগ্‌যোনি লাভ করে ।
৩১ । ছুভিক্ষ কালে আহারাভাবে কোন ব্রাহ্মণের প্রাণবিয়োগ
হইতেছে, ইহা অবলোকন করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি সেই
ত্রিয়মাণ বিপ্ৰকে, অন্ন আদি প্রদান না করে, তবে সেই ব্যক্তি
ব্রহ্মবধ জনিত পাপভাগী হয় । ৩২ ।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন—বিপ্রবৃন্দ! অতঃপর প্রায়শ্চিত্তবিধি বলিব ।
ব্রহ্মবধকারী, মদ্যপায়ী, চোর ও গুরুজনগামী ইহারা পাতকী
এবং যে ব্যক্তি ব্রহ্মবধকারি-প্রভৃতির সংসর্গ করে, তাহাকেও
পাতকী বলিয়া জানিবে । উক্ত পঞ্চ পাতকী প্রায়শ্চিত্তার্থ । দেবগণ
গোহত্যা প্রভৃতি পাপকে উপপাতক বলিয়াছেন । ১-২ । ব্রহ্মব-
ধকারী ব্যক্তি পূর্ণকুটার নির্মাণ করিয়া দ্বাদশবর্ষ বনে বাস করিবে ।
পরে জনশনে প্রাণপরিভ্যাগ করিবে অথবা উচ্চস্থান হইতে
পতিত হইয়া জীৰ্ণ বিসর্জন দিবে কিংবা প্রজলিত হুতাশনে দেহ
নিষ্ক্ষেপ করিবে অথবা জলে প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিবে ।
ব্রাহ্মণ অথবা গোবধজনিত পাপে লিপ্ত হইলে উক্ত অন্ততম

ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ৪ ॥ অশ্বমেধাবধূতকে স্নাত্তা
বা মুচ্যতে দ্বিজাঃ । সৰ্ব্বস্বা বেদবিদে ব্রাহ্মণায়
প্রদাপয়েৎ ॥ ৫ ॥ সরস্বত্যাস্তরঙ্গিণ্যাঃ সঙ্গমে লোক-
বিশ্রুতে । শুক্রে ত্রিসবনস্নাত-স্তিরাভ্রোপোষিতো
দ্বিজাঃ ॥ ৬ ॥ সেতুবন্ধে নরঃ স্নাত্তা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ।
কপালমোচনে স্নাত্তা বারাণস্যং তথৈব চ ॥ ৭ ॥ সুরা-
পশ্চ সুরাং পীত্বা অগ্নিবর্ণং দ্বিজোত্তমঃ । পয়ো যতং
বা গোমূত্রং তস্মাং পাপাং প্রমুচ্যতে ॥ ৮ ॥ স্ববর্ণস্তেয়ী
মুক্তঃ স্যান্মমলেন হতো নৃপৈঃ । চীরবাসা দ্বিজো-
হরণ্যে চরেদ্ব্রহ্মহনব্রতম্ ॥ ৯ ॥ গুরুভার্য্যাং সমা-
কৃত্য ব্রাহ্মণঃ কামমোহিতঃ । অবগ্রহেৎ স্ত্রিয়ং তপ্তাং
দীপ্তাং কাৰ্ণায়সীং কৃতাম্ ॥ ১০ ॥ গুরুজনগামিনশ্চ

উপায় অবলম্বন করিয়া মৃত্যু স্বীকার করিলে ঐ পাপ হইতে
মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । বেদবিদ ব্রাহ্মণকে অন্নপ্রদান
করিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি হয় । ৩-৪ ।
ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের অপর প্রায়শ্চিত্ত এই—ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তদন্তে স্নানচরণ করিলে শুদ্ধিলাভ করে,
পঞ্চাস্তরে বেদবিদ ব্রাহ্মণকে সৰ্ব্বস্ব প্রদান করিলে ব্রহ্মবধোৎপন্ন
পাপ বিনাশ হয় । ৫ । যে স্থলে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এষ্ট
নদীত্রয় মিলিত হইয়াছে, সেই লোকবিশ্রুত ও পবিত্র মহাতীর্থে
ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া প্রতিদিন ত্রিসঙ্ক্যা স্নান করিলে ব্রহ্ম-
হত্যাজনিত পাপের মোচন হয় । ৬ । সেতুবন্ধতীর্থে স্নান করিলে
ব্রহ্মহত্যার পাপ বিনাশ পায় এবং কপালমোচনতীর্থে ও বারা-
ণসীতেও স্নান করিয়া ব্রহ্মবধজনিত পাপ হইতে মুক্তি পায় । ৭ ।
মদ্যপায়ী ব্যক্তি অগ্নিবর্ণ প্রতপ্ত সুরা পান করিয়া ছুফ, যুত বা
গোমূত্র পান করিলে মদ্যপানজনিত পাপ হইতে পরিভ্রাণ
পায় । ৮ । স্ববর্ণচোর ব্রাহ্মণকে রাজা মুঘলদ্বারা আঘাত
করিবে, পরে ঐ ব্রাহ্মণ ছিন্নবস্ত্রধারী হইয়া ব্রহ্মহনন ব্রত অর্থাৎ
পূর্ণকুটার নির্মাণ করিয়া দ্বাদশবৎসর বনে বাস করিবে । এই-
রূপ কঠোরব্রত আচরণ করিলে স্ববর্ণচোরের প্রায়শ্চিত্ত হয় । ৯ ।
যে ব্রাহ্মণ কামমোহিত হইয়া, গুরুপত্নী গমনে পাপিষ্ঠ হইয়াছে
সেই ব্যক্তি লোহময়ী জীপ্ৰাতিমাকে অগ্নিবৎ প্রতপ্ত ও প্রদীপ্ত
করিয়া জালিঙ্গন করিবে । গুরুপত্নীগামী ব্যক্তি এইরূপ কঠোর

চরেবুত্রহা ব্রতম্ । চাক্ষায়ণানি বা কুর্যাৎ পঞ্চ
চত্বারি বা পুনঃ ॥ ১১ ॥ পতিভেদে চ সংসর্গং কুরুতে
যন্ত বৈ বিজঃ । স তৎ পাপাপনোদার্থং তস্যৈব
ব্রতমাচরেৎ ॥ ১২ ॥ তপ্তকৃচ্ছ্ৰং চরেদ্বাথ সৎসর
মতন্ত্রিতঃ । সৰ্ব্বদানং বিধিবৎ সৰ্ব্বপাপবিশোধ-
নম্ ॥ ১৩ ॥ চাক্ষায়ণঞ্চ বিধিনা কৃতং চৈবাতিকৃচ্ছ্ৰ-
কম্ । পুণ্যক্ষেত্রে গয়াদৌ চ গমনং পাপনাশনম্ ॥ ১৪ ॥
অমাবস্যাং তিথিং প্রাপ্য যঃ সমাধায়েন্তবম্ । ব্রাহ্ম-
ণানু ভোজয়িত্বা তু সৰ্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫ ॥ উপো-
বিতশ্চতুর্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে সমাহিতঃ । যমায় ধর্ম-
রাজায় মৃতাবে চান্তকায় চ । বৈবস্বতায় কালায়
সৰ্বভূতক্ষয়ায় চ ॥ ১৬ ॥ প্রত্যেকং তিলসংযুক্তানু দদ্যাৎ
সপ্ত জলাঞ্জলীম্ । স্নাত্বা নদ্যাং পূর্নাক্ষে মুচ্যতে সৰ্ব-
পাতকৈঃ ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মচর্য্যমধ্যঃশয্যা মুপবাসদ্বিজার্চনম্ ।

ব্রতচরণ করিয়া পূর্ববৎ ব্রহ্মবধোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলে, অথবা
পাঁচ কিম্বা চারিবার চাক্ষায়ণ ব্রত আচরণ করিলে গুরুগেহিনী-
গমনজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে । ১০-১১ ।
যে ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত পঞ্চপাতকির সংসর্গে পাপিষ্ঠ হইয়াছে, সেই
ব্যক্তি স্বীয় পাপ বিনাশার্থ যেক্রপ পাপির সংসর্গে পতিত হইয়াছে
সেই সেই পাপের যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিগুদ্ধ হইবে,
অথবা পতিত সংসর্গী ব্যক্তি সৎসর পর্য্যন্ত তপ্ত কৃচ্ছ্ৰ ব্রত-
চরণ করিবে কিম্বা সৰ্ব্বপাপ বিনাশার্থ বিধিপূর্বক সৰ্ব্বদ্ব
প্রদান করিয়া যথাবিধি চাক্ষায়ণব্রতচরণান্তে অতিকৃচ্ছ্ৰ
ব্রতচরণপূর্বক গয়াদি পুণ্যক্ষেত্রে গমনাদিদ্বারা দৃষ্টি হইতে
মুক্তি লাভ করিবে । ১২-১৪ । যে ব্যক্তি অমাবস্যা তিথিতে
মহাদেবের অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, সেই ব্যক্তি
সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে । ১৫ । যে ব্যক্তি কৃষ্ণ
পক্ষীয় চতুর্দশীতে উপবাস করিয়া সৎসংসৃত চিত্তে ও যমায় নমঃ
ও ধর্মরাজায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে যম, ধর্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক,
বৈবস্বত, কাল ও সৰ্বভূতক্ষয় ইহাদিগের তর্পণ করিয়া দিবসের
পূর্বভাগে নদীতে স্নান করিবে, সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার পাপ
হইতে মুক্তি পায় । এই তর্পণে প্রত্যেককে তিলোদকদ্বারা সপ্ত-
জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে । পূর্নাক্ষে নদীতে স্নান করিয়া
সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারে । ১৬-১৭ । পূর্বোক্ত

ব্রতেষু তেষু কুর্য্যীত শাস্তঃ সংযতমানসঃ ॥ ১৮ ॥ যষ্ঠা
মুপোষিতো দেবং গুরুপক্ষে সমাহিতঃ । সপ্তম্যা
মর্জয়েন্তানু মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ১৯ ॥ একাদশ্যাং
নিরাহারঃ সমভ্যর্জ্য জনার্দনং । দ্বাদশ্যাং গুরু-
পক্ষস্য মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২০ ॥ ততো জপং
স্তীর্থসেবা দেবব্রাহ্মণপূজনম্ । গ্রহণাদিষু কালেষু
মহাপাতকনাশনম্ ॥ ২১ ॥ যঃ সৰ্বপাপযুক্তোহপি
পুণ্যতীর্থেষু মানবঃ । নিয়মেন ত্যজেৎ প্রাণানু মুচ্যতে
সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মহত্যা কৃতহত্যা মহাপাতক-
দূষিতম্ । ভর্তার-মুদ্রেরারী প্রবিষ্টা সহ পাবকম্ ॥ ২৩ ॥
পতিব্রতা তু বা নারী ভর্তুঃ গুরুষণেৎসুকা । ন তস্যা-
বিদ্যাতে পাপমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২৪ ॥ যথা
রামস্যা সূভগা সীতা ত্রৈলোক্যবিশ্রুতা । পত্নী দ্বাশরথে
দেবী বিজিজে রাক্ষসেশ্বরম্ ॥ ২৫ ॥ কল্পতীর্থাদিষু

ব্রতচরণ কালে ব্রতী শাস্ত ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য, ভূমিতে
শয়ন, উপবাস ও দ্বিজার্চন এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবে ।
১৮ । সংযতমানস হইয়া গুরুপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে উপবাস করিয়া
সপ্তমী তিথিতে সূর্য্যদেবের অর্চনা করিলে সর্বপ্রকার পাপ হইতে
বিমুক্ত হইতে পারে । ১৯ । গুরুপক্ষীয় একাদশীতিথিতে উপবাসী
থাকিয়া দ্বাদশীতিথিতে জনার্দনের অর্চনা করিলে মহাপাপ
হইতে মুক্ত হয় । ২০ । চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণকালে ইষ্টমন্ত্র জপ, তীর্থসেবা,
দেবার্চন ও ব্রাহ্মণ পূজা করিলে মহাপাতক বিনষ্ট হয় । ২১ ।
কোন ব্যক্তি সর্বপ্রকার পাপে যুক্ত হইয়াও যদি নিয়মপূর্বক
পুণ্যতীর্থে প্রাণপরিত্যাগ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই মহুষ্য
অন্তে সর্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুণ্যধামে বাস
করে । ২২ । যদি কোন নারী স্বীয় পতির সহিত অগ্নি প্রবেশ
করিতে পারে তাহা হইলে সেই রমণী তাহার পতি ব্রহ্মহত্যা-
কারী কৃতর ও মহাপাতকদূষিত হইলেও তাহাকে উদ্ধার করিতে
পারে । ২৩ । যে পতিব্রতা নারী ঐৎসুক্য সহকারে ভর্তার
গুরুবা কার্য্যে নিরতা থাকে সেই কামিনীর ইহকালে কিম্বা
পরকালে কোন প্রকার পাপ ভোগ করিতে হয় না । ২৪ ।
দশরথতনয় রামের পত্নী জগদ্বিখ্যাতা সতী সীতাদেবী যেক্রপ
রাক্ষসাধিপতি দশাননকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইক্রপ
পতিপরায়ণা কামিনী পাপরাশি বিনাশ করিতে পারে । ২৫ ।

স্নাতঃ সর্বাচারফলং লভেৎ । ইত্যাহ ভগবান্ বিষ্ণুঃ
পুরা মম যতব্রতাঃ ॥ ২৬ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে
প্রায়শ্চিত্তং নাম ত্রিংশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রিংশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ এবং ব্রহ্মা ব্রহ্মীচ্ছু ভা হরেরষ্ট-
নিধীংস্তথা ॥ ২ ॥ তত্র পদ্মমহাপদ্মৌ তথা মকরক-
চ্ছপৌ । মুকুন্দনন্দৌ নীলশ্চ শঙ্খশ্চৈবাপরৌ নিধিঃ ।
সতপারদৌ ভবন্ত্যেতে স্বরূপং কথয়াম্যহং ॥ ৩ ॥ পদ্মেন
লক্ষিতশ্চৈব সাত্ত্বিকো জায়তে নরঃ । দাক্ষিণ্যসারঃ
পুরুষঃ সূবর্ণাদিকসংগ্রহং । রূপ্যাদি কুর্যাদদ্যাতু
যতিদেবাদিষষ্ঠ্যনাং ॥ ৪ ॥ মহাপদ্মাক্ষিতোদত্যা-
ক্ষনাথং ধার্মিকায় চ । নিধী পদ্মমহাপদ্মৌ সাত্ত্বিকৌ
পুরুষৌ স্মৃতৌ ॥ ৫ ॥ মকরেনাক্ষিতঃ খড়্গবাণ-
কুম্ভাদিসংগ্রহী । দদ্যাচ্ছু তায় মৈত্রীঞ্চ যতি নিত্যঞ্চ

ফলং প্রভৃতি । তীর্থজলে স্নান করিলে সর্বপ্রকার আচারজনিত
ফল লাভ করিতে পারে । হে সংশিতব্রত ঋষিবৃন্দ ! ভগবান্
বিষ্ণু পূর্বকালে আমার নিকটে এই সকল ব্রতচরণের ফল
নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন । ২৬ ।

ত্রিংশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন,—ব্রহ্মা যে হরির নিকট অষ্টনিধির ফল বর্ণন
করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া বলিতেছি । ১-২। পদ্ম, মহাপদ্ম,
মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নন্দ, নীল ও শঙ্খ এই অষ্টনিধির নাম
কথিত হইল, এইক্ষণ তাহাদিগের স্বরূপ বলিব । ৩-৩। পদ্মচিহ্নে
চিহ্নিত নর অতি সাত্ত্বিক ও সকলের সহায় হয় । সেই
ব্যক্তি সূবর্ণ রজতাদি সংগ্রহ করিয়া যতি, দেবতা ও যাজ্ঞিক-
দিগকে দান করে । ৪। মহাপদ্ম লক্ষিত পুরুষ ধর্মপরায়ণ
মহুয্যকে ধনাদি দান করিয়া থাকে । যদি কোন ব্যক্তির
শরীরে পদ্ম ও মহাপদ্ম চিহ্ন থাকে তাহা হইলে সেই পুরুষ অতি
সাত্ত্বিক হয় । ৫। মকর লক্ষণে চিহ্নিত মহুয্য খড়্গ, বাণ,
কুম্ভ আদি সংগ্রহ করিয়া বৈদবিদ্ ব্রাহ্মণকে দান করে এবং

রাজভিঃ ॥ ৬ ॥ জব্যাকাং শক্রকাং নাগং সংগ্রামে
চাপি সংজ্ঞেৎ । মকরঃ কচ্ছপশ্চৈব তামসৌ তু
নিধী স্মৃতৌ ॥ ৭ ॥ কচ্ছপী বিশ্বসৈশ্চৈব ন ভুঙক্তে ন
দদাতি চ । নিধান মুর্ক্যাং কুরুতে নিধিঃ সোহপ্যেক
পুরুষঃ ॥ ৮ ॥ রাজসেন মুকুন্দেন লক্ষিতো রাজ্য
সংগ্রহী । মুক্তভোগো গায়নেভো দদ্যাৎশ্রাদিকান্মু
চ ॥ ৯ ॥ রজস্তমো মহানন্দী* আধারঃ স্ত্র্যাং কুলস্ত
চ । স্ত্রুতঃ প্রীতো ভবতি বৈ বহুভার্যা ভবন্তি চ ।
পূর্বমিত্রেষু শৈথিল্যং প্রীতিমন্যৈঃ করোতি চ ॥ ১০ ॥
নীলেন চাক্ষিতঃ সত্বতেজসা সংযুতো ভবেৎ । বস্ত্র
ধান্যাদিসংগ্রাহী তড়াগাদি করোতি চ । ত্রিপৌরুষো
নিধিশ্চৈব আত্মারামাদি কারয়েৎ ॥ ১১ ॥ একস্ত
স্ত্রান্নিধিঃ শঙ্খঃ স্বয়ং ভুঙক্তে ধনাস্তকং । কদম্ভুক
পরিজ্ঞনো ন চ শোভনবস্ত্রধৃক ॥ ১২ ॥ স্বপোষণপরঃ

রাজার সহিত সর্বদা তাহার মিত্রতা হইয়া থাকে । ৬ ।
মকর ও কচ্ছপ এই উভয় নিধি তামস । তাহার শরীরে এই
উভয় চিহ্ন থাকে সেই ব্যক্তি তামসিক কার্যে তৎপর হয় ।
সে সর্বদা সংগ্রামে যায়, তাহাতে নানা জব্য ও শক্রবর্গের
বিনাশ হয় । ৭ । কচ্ছপ চিহ্নাক্ত ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে
বিশ্বাস করে না, স্বয়ং ভোজন করে না এবং কিঞ্চিৎ দানও
করে না, কেবল ধনসঞ্চয় করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত
করিয়া রাখে । ৮ । মুকুন্দচিহ্নে লক্ষিত পুরুষ রজোপাধিত
হয়, রাজ্য সংগ্রহ করিতে পারে এবং নিজে কোন বস্ত্র
ভোগ করে না, গায়ক ও বেণী প্রভৃতিকে দান করিতে ভাল
বাসে । ৯ । নন্দচিহ্নে চিহ্নিত 'মানব রাজসিক ও তামসিক
কার্যে নিরত থাকে ; সে কুলশ্রেষ্ঠ ও সকলের মাননীয় হয়
এবং বহু কন্যা বিবাহ করিয়া প্রসন্নমনে কালযাপন করে ।
তাহার পূর্ব বন্ধুবর্গের সহিত মিত্রতার লাঘব হইয়া যায় ও
অপরের সহিত বদ্মতা জন্মে । ১০ । নীল চিহ্নে অক্ষিত মহুয্য
সম্বৎসরান্ত হইয়া বস্ত্র ধান্যাদি সংগ্রহ করিতে থাকে এবং
দীর্ঘিকা প্রভৃতি জলাগর ও আত্ম বাগান করিতে ভাল
বাসে । ১১ । শঙ্খচিহ্নাক্ত ব্যক্তি আপনি ধন সঞ্চয় করিয়া
স্বয়ং সকল ধন ভোগ করে । তাহার পীরিবারবর্গ কদম্ব
আহার ও কুৎসিত বস্ত্র পরিধান করে । ১২ । শঙ্খ চিহ্নাক্ত

শত্ৰী দদ্যাৎ পরনরে বৃথা । মিশ্রাবলোকনাস্মিন্ধে
অভাবফলদায়িনঃ ॥ ১৩ ॥ নিধীনাং রূপমুক্তস্ত হরি-
ণাপি হরাদিকে । হরিভুবনকোষাদি যথোবাচ
তথাবদে ॥ ১৪ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ত্রিপঞ্চা-
শত্তমোহধ্যায়ঃ ।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ অগ্নিধ্রুশ্চাগ্নিবাহুশ্চ বপুশ্চান্
দ্রুতিমাং স্তথা । মেধা মেধাতিথি ভব্যঃ শবলঃ
পুত্র এব চ । জ্যোতিশ্চান্ দশমো জাতঃ পুত্রাছেতে
প্রিয়ব্রতাং ॥ ২ ॥ মেধাগ্নিবাহুপুত্রাস্ত্রয়ো যোগ-
পরায়ণাঃ । জাতিস্মরা মহাভাগা ন রাজ্যায় মনো-
দধুঃ । বিভজ্য সপ্তদ্বীপানি সপ্তানাম্ প্রদদৌ নৃপঃ ॥
৩ ॥ যোজনানাং প্রমাণেন পঞ্চাশৎকোটিরাপ্নুত ।
জলোপরি মহী যাতা নোরিবাস্তে সরিজ্জলে ॥ ৪ ॥

পুরুষ আপনার পোষণে তৎপর থাকে । অপর মনুষ্যকে কিঞ্চি-
ত্নাদ দান করিতে পারে না । মিশ্রচিহ্ন থাকিলে মিশ্রফল
হয় । ১৩ । হরি হরাদিকে যে সকল নিধির ফলাদি বলিয়াছেন
সেই সকল কথিত হইল, অনন্তর যেরূপে হরি ভুবনকোষাদি
বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি । ১৪ ।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

হরি বলিলেন,—রাজা প্রিয়ব্রতের দশ পুত্র জন্মে, তাহাদের
নাম এই—অগ্নিধ্রু, অগ্নিবাহু, বপুশ্চান্, দ্রুতিমান্, মেধস্, মেধা-
তিথি, ভব্য, শবল, পুত্র ও জ্যোতিশ্চান্ । ১-২ । পূর্বোক্ত দশ
তনয়ের মধ্যে মেধস্, অগ্নিবাহু ও পুত্র এই তিন তনয় যোগ
সাধনে নিরত হইলেন, ইহারা পূর্ব পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত বিস্তৃত হন
নাই । সকলেই মহাভাগ্যধর, রাজা গ্রহণে ইহাদিগের অভিলাষ
ছিল না । রাজা প্রিয়ব্রত স্বীয় রাজ্য সপ্তভাগে (জম্বু, প্রক, শাল্মল
আদি নামক সপ্তদ্বীপে) বিভক্ত করিয়া আপুনার সপ্ত
পুত্রকে প্রদান করিলেন । ৩ । কালক্রমে পঞ্চাশৎকোটি
যোজন বিস্তীর্ণ পৃথিবী জল আপ্নুত হইয়া নদীজলে

জম্বুদ্বীপে, স্বয়ং দ্বীপো শাল্মলশ্চাপরোহর । কুশঃ
ক্রোধঃ স্তথা শাকঃ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ ৫ ॥ এতে
দ্বীপাঃ সমুদ্রেস্ত সপ্তসপ্তভিরারতাঃ । লবণেশুসূরা
সর্পির্দধিভুজ্জলান্তকাঃ ॥ ৬ ॥ দ্বীপাত্ম দ্বিগুণোদ্বীপঃ
সমুদ্রশ্চ ব্রবধ্বজ । জম্বুদ্বীপে স্থিতোমেরু লক্ষযোজন
বিস্তৃতঃ ॥ ৭ ॥ চতুরশীতিসাহস্রৈ যোজনৈরন্ত
চোচ্ছ্রয়ঃ । প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তা দ্বাত্রিংশশূদ্ধি
বিস্তৃতঃ ॥ ৮ ॥ অধঃ ষোড়শসাহস্রঃ কর্ণিকাকার
সংস্থিতঃ । হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধশ্চাস্ত্র দক্ষিণে ।
নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্কতাঃ ॥ ৯ ॥
প্রকাদিবু নরারুদ্র যে বসন্তি সনাতনাঃ । শঙ্করোহধ
ন তেষন্তি যুগাবস্থা কথঞ্চন ॥ ১০ ॥ জম্বুদ্বীপেশ্বর্যং
পুত্রা হুগ্নিধ্রুদভবদ্রব । নাভিঃ কিংপুরুষশ্চৈব হরি-
বর্ষ ইলারতঃ ॥ ১১ ॥ রম্যোহিরণ্যান্ বর্ষশ্চ কুরুভদ্রাশ্চ

নৌকার আয় ভাসিতেছিল । ৪ । অনন্তর জম্বু, প্রক, শাল্মল, কুশ,
ক্রোধ, শাক ও পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ সমুৎপন্ন হইল । ৫ । উক্ত
সপ্তদ্বীপ লবণ, ইক্ষু, সূরা, সর্পি, দধি, ভুজ ও জল এই সপ্ত
সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছে । ৬ । হে ব্রহ্মবাহন ! জম্বু
প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপ এবং লবণাদি সপ্ত সমুদ্র পরস্পরই পরস্পর
হইতে দ্বিগুণ পরিমাণে বিস্তৃত । জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে লক্ষ-
যোজন বিস্তৃত স্রমের পর্বত আছে । এই স্রমের উচ্চতার
পরিমাণ চতুরশীতি সহস্র যোজন । ইহার অধোভাগ ষোড়শ
সহস্র যোজন নিম্নে প্রবিষ্ট হইয়াছে ও মূর্দ্ধাদেশ দ্বাত্রিংশ
সহস্র যোজন বিস্তৃত আছে । ইহার অধোদেশের বিস্তারও
ষোড়শ সহস্র যোজন । স্রমের গিরি (পৃথিবী রূপ পদ্মের)
কর্ণিকাকারে বিস্তৃত রহিয়াছে । স্রমের দক্ষিণে হিমালয়,
হেমকূট ও নিষধ, এই তিন বর্ষ পর্বত বিদ্যমান রহিয়াছে ।
স্রমের গিরির উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান্ এই তিন বর্ষ পর্বত
বিদ্যমান আছে । ৭-৯ । প্রক প্রভৃতি দ্বীপে যে সকল মনুষ্য
রাস করে তাহাদিগের পক্ষে কোনরূপ যুগ ভেদ ব্যবস্থা
আদরণীয় নহে । ১০ । জম্বুদ্বীপাধিপতি অগ্নিধ্রু নব পুত্র উৎপন্ন
হয়, তাহাদের নাম এই—নাভি, কিংপুরুষ, হরিবর্ষ, ইলারত,
রম্য, হিরণ্যান্, কুরু, ভদ্রাশ ও কেতুমান । রাজা ইহাদিগকে

এব চ। কেতুমালো নৃপসন্তোভ্য স্তংসংজ্ঞান্ ^{১২} ~~পুণ্ড্রান্~~ দদৌ ॥ ১২ ॥ নাভেষু মেরুদেব্যাস্ত পুত্রোহভূদবতো হর। তংপুত্রো ভরতো নাম শালগ্রামে স্থিতো ব্রতী ॥ ১৩ ॥ সুমতির্ভরতস্তাত্ত্বতংপুত্রস্তেজসোহ-
ভবৎ। ইন্দ্রদ্যুম্নশ্চ তংপুত্রঃ পরমেষ্ঠী ততঃ স্মৃতঃ।
প্রতীহারশ্চ তংপুত্রঃ প্রতীহর্তা তদায়জঃ। সূতস্তম্ভা-
দণো জাতঃ প্রস্তারস্তংস্মৃতোবিভূঃ। পৃথুশ্চ তং-
স্মৃতো নক্তো নক্তস্থাপি গয়ঃ স্মৃতঃ। নরো গয়স্য
তনয়স্তংপুত্রো বুদ্ধিরাট্ ততঃ। ততো ধীমান্ মহা-
তেজা ভৌবনস্তস্য চাত্মজঃ। বৃষ্টা বৃষ্টশ্চ বিরজারজ-
স্তস্তাপ্যভূৎ স্মৃতঃ। শতজিহ্বজসস্তস্য বিশ্বগজ্যোতিঃ
স্মৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে চতুঃপঞ্চা-
শত্তমোহধ্যায়ঃ।

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ।

হিরণ্যবাচ ॥ ১ ॥ মধ্যে ত্রিলারতো বর্ষো ভদ্রাশ্বঃ
পূর্ভতোভবৎ। পূর্ভদক্ষিণতো বর্ষো হিরণ্যান্ রবজ-

এক এক ভূখণ্ড প্রদান করেন। উক্ত নাভি প্রকৃতির নামানু-
সারে প্রাপ্ত ভূমিভাগের নাভিবর্ষ, কিংপুরুষ বর্ষ ইত্যাদি
নাম হইয়াছে। ১১-১২। মেরুদেবীর গর্ভে নাভির ঔরসে এক
পুত্র জন্মে, তাহার নাম ঋষভ। ঋষভের পুত্রের নাম ভরত, ইনি
ব্রতচরণ পূর্বক শালগ্রাম তীর্থে বসতি করেন। ১৩। ভরতের
এক পুত্র হয়, তাহার নাম সুমতি, সুমতির পুত্র তেজস, তেজ-
সের পুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র পরমেষ্ঠী, পরমেষ্ঠীর পুত্র
প্রতীহার, প্রতীহারের পুত্র প্রতীহর্তা, প্রতীহর্তার পুত্র প্রস্তার,
প্রস্তারের তনয় বিভূ, বিভূর পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র নক্ত, নক্তের
পুত্র গয়, গয়ের পুত্র নর, নরের পুত্র বুদ্ধিরাট্, বুদ্ধিরাটের পুত্র
মহাতেজাঃ ধীমান্ ভৌবন, ভৌবনের পুত্র বৃষ্টা, বৃষ্টার পুত্র
বিরজা, বিরজার পুত্র রজস্, রজসের পুত্র শতজিহ্ব ও শতজিহ্বের
পুত্র বিশ্বগজ্যোতিঃ। ১৪।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ঃ।

হরি বলিলেন,—জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে ইলাবৃত বর্ষ। এই
বর্ষেই স্মেরু পর্বত সংস্থিত আছে। স্মেরুর পূর্বভাগে ভদ্রাশ্ব

ধ্বজ ॥ ২ ॥ ততঃ কিম্পুরুষোবর্ষো মেরৌদক্ষিণতঃ
স্মৃতঃ। ভারতো দক্ষিণে প্রোক্তো হরিদক্ষিণ
পশ্চিমে। পশ্চিমে কেতুমালশ্চ রম্যকঃ পশ্চিমো-
ত্তরে ॥ ৩ ॥ উত্তরে চ কুরোর্বর্ষঃ কল্পরক্ষসমারতঃ।
দিক্চিঃ স্বাভাবিকী রুদ্র বর্জয়িতা তু ভারতম্ ॥ ৪ ॥ ইন্দ্র-
দ্বীপঃ কশেকমাংস্তাত্ত্ববর্ণো গভস্তিমান্। নাগদ্বীপঃ
কটাহশ্চ সিংহলো বারুণস্তথা। অয়ন্ত নবমশ্বেবাং
দ্বীপঃ সাগরসংরতঃ ॥ ৫ ॥ পূর্বে কিরাতাস্তাত্ত্বান্তে
পশ্চিমে যবনাঃ স্থিতাঃ। অক্সাদক্ষিণতো রুদ্র তুরঙ্গা-
স্থপি চোত্তরে। ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্তর-
বাসিনঃ ॥ ৬ ॥ মহেশ্রোমলয়ঃ সহ্যঃ শুক্টিমান্ক্ষ
পর্বতঃ। বিদ্যাশ্চ পারিভজশ্চ সপ্তাত্ত্ব কুলপর্বতাঃ ॥
৭ ॥ বেদস্মৃতির্নশ্বদা চ বরদা সুরসা শিবা। তাপী
পর্যোক্ষী সরযু কাবেরা গোমতী তথা ॥ ৮ ॥ গোদা-
বরী ভীমরথী কৃষ্ণবর্ণা মহানদী। কেতুমাল্য তাত্ত্ব-
পর্ণী চন্দ্রভাগা সরস্বতী ॥ ৯ ॥ ঋষিকুল্যা চ কাবেরী
মৃতগঙ্গা পয়স্বিনী। বিদর্ভা চ শতজ্ঞশ্চ নদ্যাঃ পাপ-

বর্ষ, পূর্ব দক্ষিণ ভাগে হিরণ্যান্ বর্ষ, দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ ও
ভারতবর্ষ, দক্ষিণপশ্চিমে হরিবর্ষ, পশ্চিমে কেতুমাল বর্ষ,
পশ্চিমোত্তরে রম্যক বর্ষ ও উত্তরে কুরুবর্ষ। এই ভূভাগ কল্প-
রক্ষ সমূহে সমাবৃত আছে। ভারতবর্ষ ভিন্ন সকল বর্ষেই স্বাভা-
বিক দিক্চি হইয়া থাকে। ১-৪। ভারতবর্ষ নয়ভাগে বিভক্ত
হইয়াছে, তাহাদের নাম এই,—ইন্দ্রদ্বীপ, কশেকমান্, তাত্ত্ববর্ণ,
গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, কটাহ, সিংহল ও বারুণ। নবম ভাগের
নাম সাগর-দ্বীপ, ইহা প্রায় সাগরবারা বেষ্টিত। ৫। ভারত-
বর্ষের পূর্বভাগে কিরাতদিগের বসতি এবং পশ্চিমে যবন,
দক্ষিণে অক্সজাতি ও উত্তরে তুরঙ্গ জাতি বাস করে। ইহার
মধ্য ভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি
অবস্থিতি করে। ৬। মহেশ্র, মলয়, সহ্য, শুক্টিমান্, ঋক্ষ,
বিদ্যা ও পারিভজ এই সপ্ত কুল পর্বত। ৭। বেদস্মৃতি, নশ্বদা,
বরদা, সুরসা, শিবা, তাপী, পর্যোক্ষী, সরযু, কাবেরা, গোমতী,
গোদাবরী, ভীমরথী, কৃষ্ণবর্ণা, মহানদী, কেতুমাল্য, তাত্ত্ব-
পর্ণী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, ঋষিকুল্যা, কাবেরী, মৃতগঙ্গা, পয়-

হরাঃ শুভাঃ। আশাং পিবন্তি সলিলং মধ্যদেশা-
দয়োজনাঃ ॥ ১০ ॥ পাঞ্চালাঃ কুরবো মৎস্তা যৌধেয়াঃ
সপটচ্চরাঃ। কুন্তয়ঃ শূরসেনাশ্চ মধ্যদেশজনাঃ
শ্মতাঃ ॥ ১১ ॥ রুষধ্বজ জনাঃ পাণ্ডাঃ সূতমাগধচেদয়ঃ।
কাষায়্যাশ্চ বিদেহাশ্চ পূর্বেস্তাং কোশলাস্তথা ॥ ১২ ॥
কলিঙ্গবঙ্গপুণ্ড্রাঃ বৈদর্ভা মূলকাস্তথা। বিদ্যাস্ত
র্নিলয়াদেশাঃ পূর্বেদক্ষিণতঃ শ্মতাঃ ॥ ১৩ ॥ পুলিন্দা-
শ্চাকজীমূতনয়রাষ্ট্রনিবাসিনঃ। কাণ্ণাটাঃ কাষোজাঘাটা
দক্ষিণাপথবাসিনঃ ॥ ১৪ ॥ অশ্বঠ্যবিড়া লাটাঃ
কম্বোজা স্ত্রীমুখাঃ শকাঃ। আনর্ভবাসিনশ্চৈব জৈয়
দক্ষিণপশ্চিমে ॥ ১৫ ॥ স্তৈরাজ্যাঃ সৈন্ধবা স্লেচ্ছা
নাস্তিকায়বনাস্তথা। পশ্চিমে চ বিজয়ে মাথুরা
নৈবধৈঃ সহ ॥ ১৬ ॥ মাণ্ডব্যাস্চ তুষারাস্চ মূলিকাস্চ
মুখাঃ খশাঃ। মহাকেশা মহানাদা দেশান্তর-
পশ্চিমে ॥ ১৭ ॥ লম্বকাস্তননাগাস্চ মাদ্রগাক্ষার-
বাল্লিকাঃ। হিমাচলালয়াল্পেচ্ছা উদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ ॥

দ্বিনী, বিদর্ভা ও শতদ্রু এই সকল নদী সর্ব প্রকার পাপ হরণ
করে। মধ্যপ্রভৃতি দেশবাসী মানবগণ এই সকল নদীর জল
পান করিয়া থাকে। ৮-১০। পঞ্চাল, কুরু, মৎস্য, যৌধেয়,
পটচ্চর, কুন্তি ও শূরসেন এই সকল দেশ ভারতবর্ষের মধ্যভাগে
আছে। ইহাদের একটি সাধারণ নাম মধ্যদেশ। ১১। হে হর!
পদ্ম, সূত, মাগধ, চৈদি, কাষার, বিদেহ ও কোশল এই সকল
দেশ ভারতবর্ষের পূর্বভাগে অবস্থিত আছে। ১২। কলিঙ্গ, বঙ্গ,
পুণ্ড্র, অঙ্গ, বিদর্ভ ও মূলক এই সকল দেশ এবং বিদ্যাপর্বতের
অন্তর্গত দেশ সকল ভারতবর্ষের পূর্বদক্ষিণ ভাগে অবস্থিত আছে।
১৩। পুলিন্দ, অশ্বক, জীমূত, নয়রাষ্ট্র, কণ্ণাট, কাষোজ, ঘাট,
দক্ষিণাপথ, অশ্বঠ্য, ত্রিবিড়, লাট, কম্বোজ, স্ত্রীমুখ, শক এবং আনর্ভ
এই সকল দেশ ভারতবর্ষের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত আছে। ১৪-
১৫। স্তৈরাজ্যা, সিদ্ধ ও স্লেচ্ছ, নাস্তিক ও যবনগণের দেশ এবং মাথুর
ও নৈবধ এই সকল দেশ ভারতবর্ষের পশ্চিমদিগ্ভাগে অবস্থিত
আছে। ১৬। মাণ্ডব্য, তুষার, মূলিক, মুখ, খশ, মহাকেশ ও মহানাদ
এই সকল দেশ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত আছে। ১৭।
লম্বক, ত্তন, নাগ, মদ্র, গাক্ষার, বাল্লিক এই সকল দেশ এবং
হিমালয়বাসী স্লেচ্ছগণের দেশ ভারতবর্ষের উত্তর দিগ্ভাগে অব-

১৮। ত্রিগর্ত, নীল, কোলাভ, ব্রহ্মপুত্রের সন্নিহিত
দেশ, টঙ্কণ, অভীষাহ ও কাশ্মীর এই সকল দেশ ভারতবর্ষের
পূর্বোত্তরদিগ্ভাগে অবস্থিত আছে। ১৯।

ষট্‌পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ।

হরিরূবাচ ॥ ১ ॥ সপ্ত মেধাতিথেঃ পুত্রাঃ প্লক্ষ-
দ্বীপেশ্বরস্য চ। জ্যেষ্ঠঃ শান্তভবো নাম শিশির-
সুদনস্তরঃ ॥ ২ ॥ সুখোদয়স্তথা নক্ষঃ শিবঃ ক্ষেমক
এব চ। ক্রবশ্চ সপ্তমস্তেবাং প্লক্ষদ্বীপেশ্বরাহি তে ॥ ৩ ॥
গোমেদশ্চৈব চন্দ্রশ্চ নারদোহুভুভিস্তথা। সোমকঃ
সুমনাঃ শৈলো বৈভ্রাজ্যশ্চ সপ্তমঃ ॥ ৪ ॥ অনুতপ্তা
শিখী চৈব বিপাশা ত্রিদিবা ক্রমুঃ। অমৃত্যু স্কৃত্য চৈব
সপ্তৈতাস্তত্র নিম্নগাঃ ॥ ৫ ॥ বপুশ্চান্ শাল্ললশ্চৈব
সুতাবর্ষনামকাঃ। য়েতোহঞ্চ হরিতশ্চৈব জীমূতো
রোহিতস্তথা। বৈদ্যতো মানসশ্চৈব সপ্তভ্রশ্চাপি
সপ্তমঃ ॥ ৬ ॥ কুমুদশ্চোন্নতোদ্রোণো মহিষোহঞ্চ
বলাহকঃ। কঙ্কঃ ককুশ্চান্ ছেতে বৈ গিরয়ঃ সরিত-

স্থিত আছে। ১৮। ত্রিগর্ত, নীল, কোলাভ, ব্রহ্মপুত্রের সন্নিহিত
দেশ, টঙ্কণ, অভীষাহ ও কাশ্মীর এই সকল দেশ ভারতবর্ষের
পূর্বোত্তরদিগ্ভাগে অবস্থিত আছে। ১৯।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ঃ।

হরি বলিলেন,—প্লক্ষদ্বীপাধিপতি মেধাতিথির সপ্ত পুত্র জন্মে।
তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শান্তভব, দ্বিতীয় শিশির, তৃতীয় সুখো-
দয়, চতুর্থ নক্ষ, পঞ্চম শিব, ষষ্ঠ ক্ষেমক ও সপ্তম ক্রব। ইহারা
সকলেই প্লক্ষ দ্বীপের অধিপতি। ১-৩। গোমেদ, চন্দ্র, নারদ,
হুভুজ, সোমক, সুমনাঃ ও বৈভ্রাজ এই সপ্ত গিরি প্লক্ষ দ্বীপে
বিদ্যমান আছে। ৪। উক্ত প্লক্ষ দ্বীপে অনুতপ্তা, শিখী, বিপাশা,
ত্রিদিবা, ক্রমু, অমৃত্যু ও স্কৃত্য এই সপ্ত নদী বর্তমান রহিয়াছে।
৫। বপুশ্চান্ শাল্ললদ্বীপের, অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাহার
সপ্ত পুত্রের নামানুসারে শাল্লল দ্বীপস্থ সপ্ত পর্বতের নাম হইয়াছে।
ঐ সপ্তপুত্রের নাম এই—যৌত, হরিত, জীমূত, রোহিত, বৈদ্যত,
মানস ও সপ্তভ্র। ৬। এই দ্বীপে সপ্ত বর্ষ পর্যন্ত আছে; প্রথমের
নাম কুমুদ, দ্বিতীয় উন্নত, তৃতীয় দ্রোণ, চতুর্থ মহিষ, পঞ্চম

স্বিমাঃ ॥ ৭ ॥ যোনিষ্ঠোয়া' বিতুষ্ণা চ চক্রী শুক্লা
বিমোচনী । বিধতিঃ সপ্তমী তাসাং স্বভাঃ পাপ-
প্রশান্তিদাঃ ॥ ৮ ॥ জ্যোতিষ্মতঃ কুশবীপে সপ্তপুত্রাঃ
শৃণু তান্ । উদ্ভিদোবেণুমাংশৈশ্চ বৈরথোলম্বনো
ধৃতিঃ । প্রভাকরোহথ কপিলস্ত্রয়ামা বর্ষপদ্ধতিঃ ॥ ৯ ॥
বিক্রমোহেমশৈলশ্চ দ্যুতিমান্ পুষ্পমাংশুধা । কুশে-
শয়ো হরিশ্চৈব সপ্তমোমন্দরাচলঃ ॥ ১০ ॥ ধৃতপাপা
শিবা চৈব পবিত্রা সম্মতিস্তথা । বিদ্যাদম্বা মহী কাশা
সর্বপাপহরাস্বিমাঃ ॥ ১১ ॥ ক্রৌঞ্চবীপে দ্যুতিমতঃ
পুত্রাঃ সপ্ত মহাঙ্গনঃ । কুশলোমন্দগশ্চোক্ষঃ পীবরো-
হধাক্ষকারকঃ । মুনিশ্চ চন্দ্রভিঃশ্চৈব সপ্তৈতে তৎসুতা-
হর ॥ ১২ ॥ ক্রৌঞ্চশ্চ বামনশ্চৈব তৃতীয়শ্চাক্ষকারকঃ ।
দেবারুচ্চ মহাশৈলো চন্দ্রভিঃ পুণ্ডরীকবান্ ॥ ১৩ ॥
গৌরী কুমুদভী চৈব সন্ধ্যা রাত্রির্নোজবা । খ্যাতিশ্চ

বলাহক, বট কঙ্ক ও সপ্তম ককুদ্বান্ । উক্ত বীপে যে সপ্ত
নদী আছে তাহাদিগের নাম এই—যোনি, তোয়া, বিতুষ্ণা,
চক্রা, শুক্লা, বিমোচনী ও বিধতি । এই সকল নদী সর্বপ্রকার
পাপবিনাশিনী । ৭-৮ । জ্যোতিষ্মান্ কুশবীপের অধীশ্বর হইয়া-
ছিলেন । তাহার সাতটি পুত্র জন্মিয়াছিল, এইসকল পুত্রের নাম
শ্রবণ কর । উদ্ভিদ, বেণুমান্, বৈরথ, লম্বন, ধৃতি, প্রভাকর ও
কপিল । ইহাদিগের নামানুসারে কুশবীপস্থ সপ্ত বর্ষের নাম
করণ হইয়াছে । ৯ । এই কুশবীপে সপ্ত বর্ষ পর্যন্ত আছে,
তাহাদের নাম—বিক্রম, হেমশৈল, দ্যুতিমান্, পুষ্পবান্, কুশে-
শয়, হরি ও মন্দরাচল । ১০ । উক্ত কুশবীপে সপ্ত নদী আছে
তাহাদিগের নাম এই—ধৃতপাপা, শিবা, পবিত্রা, সম্মতি,
বিদ্যাদম্বা, মহী ও কাশা এই নদী গুলি সকল পাপ বিনাশ
করে । ১১ । হে মহেশ্বর ! ক্রৌঞ্চবীপাধিপতি মহাত্মা দ্যুতি-
মানের সপ্ত পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম এই—কুশল, মন্দগ,
উক্ষ, পীবর, অক্ষকারক, মুনি এবং চন্দ্রভি । এই সপ্ত পুত্রের
নামানুসারে তত্ত্বত সপ্তবর্ষের নামকরণ হইয়াছে । ১২ । এই
সপ্ত বর্ষ যে সপ্ত বর্ষাচল আছে, তাহাদিগের নাম 'কীর্তিত'
হইতেছে ।—ক্রৌঞ্চ, বামন, অক্ষকারক, দেবারুচ্চ, মহাশৈল,
চন্দ্রভি ও পুণ্ডরীকবান্ । ১৩ । উক্ত বীপে সাতটি প্রধান নদী
আছে, তাহাদিগের নাম এই—গৌরী, কুমুদভী, সন্ধ্যা, রাত্রি,

পুণ্ডরীকা চ সপ্তৈতা বর্ষনিম্নগাঃ ॥ ১৪ ॥ শাকবীপে-
হরাস্তব্যাং সপ্ত পুত্রাঃ প্রজজিরে । জলদশ্চ কুমারশ্চ
সুকুমারো মশীবকঃ । কুমুমোদঃ সমোদার্কিঃ সপ্তমশ্চ
মহাক্রমঃ ॥ ১৫ ॥ সুকুমারী কুমারী চ নলিনী ধেমুকা
চ বা । ইক্ষুশ্চ বেণুকা চৈব গভস্তী সপ্তমী তথা ॥ ১৬ ॥
শবলাং পুষ্করেশাচ্চ মহাবীরশ্চ ধাতকিঃ । অভূষ-
বয়শ্চৈব মানসোত্তরপর্যন্তঃ ॥ ১৭ ॥ যোজনানাং
সহস্রাণি উর্দ্ধং পঞ্চাশদুচ্ছিতঃ । তাবচ্চৈব চ বিস্তীর্ণঃ
সর্বতঃ পরিমণ্ডলঃ ॥ ১৮ ॥ স্বাদূদকেনোদধিনা
পুষ্করঃ পরিবেষ্টিতঃ । স্বাদূদকস্য পুরতো দৃশ্যাতে
লোকসংস্থিতিঃ ॥ ১৯ ॥ দ্বিগুণা কাঞ্চনী ভূমিঃ
সর্বজন্তুবিবর্জিতা ॥ ২০ ॥ লোকালোকন্ততঃ শৈলো-
যোজনায়ুতবিস্তৃতঃ । তমসা পর্যন্তোব্যাপ্তস্তমোহপ্যণ্ড-

মনোজবা, খ্যাতি ও পুণ্ডরীকা এই সাতটি নদী বর্ষ নদী
নামে বিখ্যাত । ১৪ । শাক বীপের অধিপতি ভব্য, তাহার
সপ্ত পুত্র জন্মিয়াছিল । জলদ, কুমার, সুকুমার, মশীবক, কুমু-
মোদ, মোদার্কি ও মহাক্রম এই সপ্ত পুত্রের নামানুসারে
তত্ত্বত সপ্ত বর্ষের নাম হইয়াছে । ১৫ । এই সকল বর্ষ সাতটি
নদী আছে, তাহাদিগের নাম এই—সুকুমারী, কুমারী, নলিনী,
ধেমুকা, ইক্ষু, বেণুকা ও গভস্তী এই সপ্ত নদী এই বীপের
বর্ষ নদী । ১৬ । পুষ্কর বীপের অধিপতি শবল, তাহার দুইটি
পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহাদের একের নাম মহাবীর ও অপরের
নাম ধাতকি । এই পুত্রদ্বয়ের নামানুসারে উক্ত বীপে মহাবীর
বর্ষ ও ধাতকি বর্ষ নামে দুইটি বর্ষ হইয়াছে । এই বীপে এক
মাত্র বর্ষ পর্যন্ত আছে, তাহার নাম মানসোত্তর গিরি । ১৭ । এই
পর্যন্ত পঞ্চাশং সহস্র যোজন উচ্চ এবং এই পরিমাণে চতুর্দিকে
মণ্ডলাকারে বিস্তৃত । ১৮ । এই পুষ্করবীপ স্বাদূদক নামক
সমুদ্রে পরিবেষ্টিত । এই সমুদ্রের জল অতি সুস্বাদু । এই সুস্বাদু
সলিল পূর্ণ সাগরের পুরোভাগে লোকের বসতি আছে । ১৯
এই সমুদ্রে প্রাপ্ত সমুদ্রের দ্বিগুণপরিমাণে বিস্তৃত কাঞ্চনী ভূমি
অন্য । উহা কাঞ্চনময়ী । উক্ত কাঞ্চনী ভূমিতে কোন প্রকার
জন্তুর আবাস নাই । ২০ । এই কাঞ্চনময়ী ভূমির প্রান্তে দশ
সহস্র যোজন ও চতুর্দিকে বলয়াকারে বিস্তৃত লোকালোক

কটাহতঃ ॥ ২১ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ষট্-
পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥

সপ্তপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ সপ্ততিষ্ঠ সহস্রাণি ভূম্যুচ্ছ্রয়ো-
হপি কথ্যতে । দশসহস্রমেকৈকং পাতালং রমভ-
ক্ষজ ॥ ২ ॥ অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমং ।
মহাখ্যং সুতলঞ্চাখ্যং পাতালঞ্চাপি সপ্তমং ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণা
শুক্লারুণা পীতা শর্করা শৈলকাঞ্চনা । ভূময়স্তত্র দৈতেয়া
বসন্তি চ ভূজঙ্গমাঃ ॥ ৪ ॥ রৌদ্রে তু পুষ্করদ্বীপে নরকাঃ
সন্তি তান্ শৃণু । রোরবঃ শূকরো-বোধ স্তালো বিশসন-
স্তথা ॥ ৫ ॥ মহাআল-স্তপ্তকুস্তো লবণোহথ বিমোহিতঃ ।
কৃধিরোহথ বৈতরণী কুমিশঃ কুমিভোজনঃ । অসিপত্র-
বনঃ কৃষ্ণো নানাভক্ষ্য দারুণঃ । তথা পুয়বহঃ
পাপোবহিষ্কালোস্তবোহশিবঃ ॥ ৬ ॥ সংদংশঃ কৃষ্ণ

পঙ্কত বিদ্যমান আছে । উক্ত গিরির অস্ত্র পার্শ্বে চতুর্দিকেই
নিবিড় অন্ধকারময় স্থান সুবিস্তৃত রহিয়াছে । ঐ তিমিরাবৃত
স্থান অণুকটাহ কর্তৃক চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত আছে । ২১ ।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

হরি কহিলেন,—সপ্ততি সহস্র যোজন পৃথিবীর উচ্চতা
কথিত আছে । হে হর! পৃথিবীর অধোভাগে সপ্ত পাতাল আছে
ঐ সপ্ত পাতালের অন্তর্গত এক একটি পাতাল দশ সহস্র যোজন
বিস্তৃত । ১-২। ঐ সপ্তপাতালের নাম—অতল, বিতল, নিতল,
গভস্তিমং, মহাতল, সুতল ও পাতাল । ঐ সকল পাতালে যথাক্রমে
কৃষ্ণবর্ণা, শুক্লবর্ণা, রক্তবর্ণা, পীতবর্ণা, শর্করাময়ী, শৈলময়ী ও
কাঞ্চনময়ী মূর্তিকা আছে । ঐ সপ্ত পাতালে দৈত্য ও ভূজঙ্গ-
মগণ বাস করে । ৩-৪ । ভয়ঙ্কর পুষ্করদ্বীপে যে সকল নরক
আছে তাহাঙ্গ বিবরণ শ্রবণ কর । উক্ত দ্বীপে রোরব, শূকর, রোধ,
তালি, বিশসন, মহাআল, তপ্তকুস্ত, লবণ, বিমোহিত, কৃধির,
বৈতরণী, কুমিশ, কুমিভোজন, অসিপত্রবন, কৃষ্ণ, নানাভক্ষ্য,
দারুণ, পুয়বহ, পাপ, বহিষ্কালোস্তব, অশিব, সংদংশ, কৃষ্ণহৃদ,
তমঃ, অদ্বীচি, ঋভোজন, অপ্রতিষ্ঠ এবং উক্তবীচি নামে অনেক

সুক্রান্ত ভীমশচাবীচিরেব চ । ঋভোজনোহথাপ্রতিষ্ঠো-
কবীচির্নরকাঃ স্মৃতাঃ । পাপিনস্তেব পচ্যন্তে বিষ-
শস্ত্রাঙ্গিদায়িনঃ ॥ ৮ ॥ উপর্যুপরি বৈ লোকাক্রজ
ভূতাদয়ঃ স্থিতাঃ ॥ ৯ ॥ বারিবহ্যনিলাকাশে রতং
ভূতাদিনা চ তৎ । তদণ্ডং মহতা ক্রম প্রধানেন চ
বেষ্টিতং । অণ্ডং দশগুণং ব্যাণ্ডং ব্যাপ্য নারায়ণঃ
স্থিতঃ ॥ ১০ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে সপ্তপঞ্চাশত্ত-
মোহধ্যায়ঃ ॥

অষ্টপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ বক্ষ্যে প্রমাণসংস্থানে সূর্য্যাদীনাং
শৃণু মে । যোজনানাং সহস্রাণি ভাস্করস্য রথোনব ॥ ২ ॥

গুলি নরক আছে । যে সকল পাপী বিষ, অগ্নি ও অস্ত্র প্রয়োগ
দ্বারা অকারণে জীবহিংসা করে তাহারা এই সকল নরকে
পতিত হইয়া থাকে । ৫-৮। হে রুদ্র! পৃথিবীর উক্ত দেশে ভূতাদি
গণের লোক যথাক্রমে উপর্যুপরি অবস্থিত আছে । ৯। এই
চতুর্দশভূবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড উক্ত অধঃ ও পার্শ্বে চতুর্দিকে অণুকটাহে
পরিবৃত্ত রহিয়াছে । হে রুদ্র! ঐ অণুকটাহ চতুর্দিকে জল
দ্বারা বেষ্টিত ; ও ঐ জলাবরণও চতুর্দিকে অগ্নিদ্বারা আবৃত
আছে । ঐ রূপ অগ্নি বায়ুদ্বারা, বায়ু আকাশদ্বারা এবং আকাশ
ভূতাদি দ্বারা পরিবৃত্ত আছে, অর্থাৎ আকাশ অহঙ্কার, দ্বারা ও
অহঙ্কার মহত্ত্বদ্বারা পরিবৃত্ত আছে । এই সপ্ত আবরণের পরি-
মাণ প্রত্যেকেই পরস্পরের দশগুণ, অর্থাৎ অণুকটাহের দশগুণ
পরিমিত জলাবরণ, জলের দশগুণ পরিমিত অনলাবরণ ইত্যাদি ।
(সকলশেষে) ঐ মহত্ত্ব আবরণ প্রধান (প্রকৃতি) দ্বারা
পরিবৃত্ত রাহিয়াছে । ঐ প্রধান আবরণ অপরিমেয় । ঐ
প্রধানে এই ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত
আছে । ঐ প্রধান (প্রকৃতি) সর্বগতিমান্ পরমেশ্বর কর্তৃক
ব্যাপ্ত আছে । ১০ ।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

হরি কহিলেন,—একগুণে সূর্য্যাদি গ্রহের পরিমাণ ও সংস্থান
বলিতেছি, শ্রবণ কর । সূর্য্যের রথের পরিমাণ নব সহস্র

ঈশাদগুপ্তধৈবাস্য দ্বিগুণে। রবতধ্বজ ি সাক্ষি-
কোটিন্থা। সপ্তনিযুতান্যধিকানি চ। যোজনানান্ত
তস্যাক্ষত্ব চক্রং প্রতিষ্ঠিতং ॥ ৩ ॥ ত্রিভাতিমতি-
পঞ্চায়ে যথৈমিন্যক্সাক্ষকে। সত্বৎসরময়ে ক্লৃৎসৎ
কালচক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৪ ॥ চত্বারিংশৎসহস্রানি দ্বিতী-
য়োহকোবিবদন্তঃ। পঞ্চান্যানি তু সাক্ষানি স্যাক্ষনস্ত
রবধ্বজ ॥ ৫ ॥ অক্ষপ্রমাণমুভয়োঃ প্রমাণত্ব যুগাক্ষয়োঃ।
হ্রস্বোহক্ষত্বদুগাক্ষেন প্রবোধারে রথস্য বৈ। দ্বিতী-
য়েহকে তু তত্চক্রং সংস্থিতং মানসাতলে ॥ ৬ ॥ গায়ত্রী
সহস্রতু্যাক্ষিগজগতী তুত্ববেব চ। অনুষ্টুপ্ পংক্তিরিত্যু-
ক্তাশ্চক্ষ্মাংসি হরয়ো রবেঃ ॥ ৭ ॥ ধাতা ক্রতুস্থলা চৈব
পুলস্ত্যা বাসুকিন্থা। রথক্রদগ্রামণীর্হেতি ত্বম্বুরু-

যোজন এবং তাহার ঈশাদগু অর্থাৎ যাহাতে অক্ষযুগের
সন্ধি হয় তাহার পরিমাণ রথপরিমাণের দ্বিগুণ অর্থাৎ
অষ্টাদশ সহস্র যোজন। তাহার অক্ষ পরিমাণ দেড়কোটি
সপ্তনিযুত অর্থাৎ দুইকোটি বিংশতি লক্ষ যোজন, তাহাতেই
চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। ১-৩। সেই চক্রের পূর্বাঙ্ক মধ্যাঙ্ক ও অপ-
রাঙ্করূপ তিন নাভি আছে, সংবৎসর পরিবৎসর প্রভৃতি
পঞ্চ অর অর্থাৎ চক্র শলাকা এবং ছয় ঋতু ছয়টি নেমি অর্থাৎ
চক্রের প্রান্ত বলয় আছে। ইহা অক্ষয় ও সংবৎসরময়,
স্বতরাং ইহাতেই সমুদায় কালচক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। ৪।
দিবাকরের রথের দ্বিতীয় অক্ষের পরিমাণ চত্বারিংশৎ সহস্র
যোজন। হে রবতধ্বজ! অস্তান্ত অক্ষের পরিমাণ সাক্ষি পঞ্চ সহস্র
যোজন। ৫। (ঈশাদগুের অগ্রভাগে বক্রভাবে অশ্ব বন্ধনার্থে যে
দণ্ড নিবদ্ধ থাকে তাহার নাম যুগ।) অক্ষের পরিমাণ যত দুই
পার্বহ দুই যুগাক্ষের পরিমাণও সেইরূপ। পূর্বোক্ত ক্ষুদ্র অক্ষ ঐ
যুগাক্ষের সহিত বাসু রাশিতে নিবদ্ধ হইয়া প্রবোধাররূপে বর্ত-
মান স্থিতিরাছে। দ্বিতীয় অক্ষ ও তত্চক্র মানসাতলে সংস্থিত আছে।
তাহাতে ঐ রবিরথ সংস্থাপিত আছে। ৬। সপ্ত ছক্ঃ দিবাকরের
সপ্ত অশ্ব, তাহারদিগের নাম এই—গায়ত্রী, বৃহতী, ঐষীক,
জগতী, তুত্বপ্, পংক্তিপ্ ও পংক্তি। ৭। মাসবিশেষে সূর্য্যরথ
যে সকল দেবীদিগগণকর্তৃক অধিষ্ঠিত হয়, তাহা বিবৃত
হইতেছে।—চৈত্র মাসে ধাতা, ক্রতুস্থলা, পুলস্ত্য নামে
প্রধান রাক্ষস, বাসুকি, রথক্রদ নামে যক্ষ, হেতি ও ত্বম্বুরু এই

শৈত্রমাসকে ॥ ৮ ॥ অর্ধ্যমা পুলহশ্চৈব রথোজাঃ পুঞ্জিকা-
স্থলা। প্রহেতিঃ কচ্ছনীরশ্চ নারদশ্চৈব মাধবে ॥ ৯ ॥
মিত্রোহজিত্তক্ককোরাক্ষঃ পৌরুষেয়োহথ মেনকা। হাহা
রথশ্বনশ্চৈব জ্যৈষ্ঠে তানো রথে স্থিতঃ ॥ ১০ ॥ বক্রণো
বশিষ্ঠোরস্তা সহজন্তা কুহরুধঃ। রথচিত্রস্তথা
শুক্রে বসন্ত্যাব্যাসংজিতো ॥ ১১ ॥ ইন্দ্রো বিশ্বাবসুঃ
শ্রোত এলাপত্রস্তথাক্সিরাঃ। প্রলোচা চ নভস্যোতে
সর্পাশ্চার্কে তু সন্তি বৈ ॥ ১২ ॥ বিবস্বানুগ্রসেনশ্চ
ভৃগুরাপুরগস্তথা। অনুলোচা শম্বপালো ব্যাজ্রোভাদ্র-
পদে তথা ॥ ১৩ ॥ পুষা চ সুরকির্ধাতা গৌতমোহথ
ধনঞ্জয়ঃ। সুরবেণোহন্যো য়তাচী চ বসন্ত্যাম্বযুজে রবো
॥ ১৪ ॥ বিশ্বাবসুর্ভরদ্বাজঃ পর্যাণৈর্যাবতো তদা।
বিশ্বাচী সেনজিচ্চাপঃ কাষ্ঠিকে চাধিকারিণঃ ॥ ১৫ ॥
অংশুঃ কাশ্যপস্তার্কশ্চ মহাপদ্ম স্তথোর্কশী। চিত্র-
সেনস্তথা বিদ্যুদ্বার্গশীর্ধাধিকারিণঃ ॥ ১৬ ॥ ক্রতুর্ভগ-

সাত জন সূর্য্য রথে বাসকরে। ৮। অর্ধ্যমা, পুলহনামে
যক্ষ, রথোজাঃ, পুঞ্জিকাস্থলা নামক রাক্ষস, প্রহেতি, কচ্ছ-
নীর ও নারদ ইহারা বৈশাখ মাসে সূর্য্য রথে অবস্থিত
থাকে। ৯। মিত্র, অত্রি, তক্ষক নামক নাগ, পৌরুষেয়-
নামক রাক্ষস, মেনকা, হাহা ও রথশ্বন ইহারা জ্যৈষ্ঠ
মাসে আদিত্য রথে অধিষ্ঠান করে। ১০। বক্রণ, বশিষ্ঠ,
রস্তা, সহজন্তা, কুহ, বুধ ও চিত্র রথ শুক্র এই সাতজন আষাঢ়
মাসে রবিরথে বাস করিয়া থাকে। ১১। ইন্দ্র, বিশ্বাবসু
নামক গন্ধর্ব্ব, শ্রোতঃ, এলাপত্র, অক্ষিরা, প্রলোচা ও সর্প
ইহারা শ্রাবণ মাসে সূর্য্য রথে অধিষ্ঠান করে। ১২। বিবস্বান,
উগ্রসেন নামক গন্ধর্ব্ব, ভৃগু, আপুরণ নামক যক্ষ, অনুলোচা,
শম্বপাল ও ব্যাজ্র নামে রাক্ষস, এই সকল ভাদ্রমাসে আদিত্য
রথে অবস্থান করে। ১৩। পুষা, সুরকি, ধাতা, গৌতম, ধন-
ঞ্জয়, সুরবেণ ও য়তাচী এই সাতজন আশ্বিন মাসে সূর্য্য রথে
অবস্থিতি করে। ১৪। বিশ্বাবসু, ভরদ্বাজ, পর্জন্ত, ঐরাবত,
বিশ্বাচী, সেনজিৎ ও চাপ নামে রাক্ষস ইহারা কাষ্ঠিক মাসে
সূর্য্য রথের অধিকারী। ১৫। অংশু, কাশ্যপ, তার্ক ও মহাপদ্ম
নামে নাগ, উর্কশী, চিত্রসেন নামে গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যুৎ নামে
রাক্ষস ইহারা অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য্য রথের অধিষ্ঠাতা। ১৬।

স্তবোধাঁয়ুঃ ক্ষুর্জঃ কর্কোটকস্তথা। অরিষ্টনেমি-
শ্চৈবান্য। পূর্বচিহ্নিকরাপরাঃ। 'পৌষমাসে বসন্তে
তে সপ্ত ভাস্করমণ্ডলে ॥ ১৭ ॥ ভৃষ্টাঃ জমদগ্নিঃ কঞ্চলো-
ঃ তিলোত্তমা। ব্রহ্মাপেতোহথ ঋতজিৎ ধৃতরাষ্ট্র-
সপ্তমঃ। মাঘমাসে বসন্তোতে সপ্ত ভাস্করমণ্ডলে ॥ ১৮ ॥
বিষ্ণুরথতরোরস্তা সূর্য্যবর্চাঃ সত্যজিৎ। বিশ্বামিত্র-
স্তথা রক্ষো যজ্ঞাপেতোহি ফালগুণে ॥ ২০ ॥ সবিতু-
র্মণ্ডলে ব্রহ্মন্ বিষ্ণুশক্ত্যুপরাহিতাঃ। জ্বলন্তি মুনয়ঃ
সূর্য্যং গজর্জৈগীমতে পুরঃ ॥ ২১ ॥ নৃত্যাস্তোহঙ্গরসো
যান্তি সূর্য্যস্যানু নিশাচরাঃ। বহন্তি পরগা যক্ষৈঃ
ক্রিয়তেহভীষুসংগ্রহঃ। বালিখিল্যাস্তথৈবনং পরি-
বার্য্য সমাসতে ॥ ২২ ॥ রথস্বিচক্রঃ সোমস্য কুন্দাভ-
স্তস্য বাজিনঃ। বামদক্ষিণতোযুক্তা দশ তেন চর-
তাসৌ ॥ ২৩ ॥ বায়ুগিজব্যাসস্ততো রথশ্চন্দ্রসুতস্য

ক্রতু, ভর্গ, উর্গাযুঃ নামক গজর্জ, ক্ষুর্জ নামক রাক্ষস,
কর্কোটক নামক সর্প, অরিষ্ট-নেমি নামক যক্ষ ও পূর্বচিহ্নি
নামে প্রধান অঙ্গরা এই সাতজন পৌষ মাসে রবিমণ্ডলে
অবস্থান করে। ১৭। ভৃষ্টা, জমদগ্নি, কঞ্চল, তিলোত্তমা,
ব্রহ্মাপেত নামক রাক্ষস, ঋতজিৎ নামক যক্ষ ও ধৃতরাষ্ট্র
নামে গজর্জ এই সাতজন দিবাকর মণ্ডলে মাঘ মাসে
অবস্থিতি করিয়া থাকে। ১৮। বিষ্ণু, অথতর নামক সর্প,
রস্তা, সূর্য্যবর্চাঃ নামে গজর্জ, সত্যজিৎ নামক যক্ষ, বিশ্বা-
মিত্র এবং যজ্ঞাপেত নামক রাক্ষস ইহারা ফালগুণ মাসে সূর্য্য
মণ্ডলে অবস্থান করিয়া থাকে। ২০। ব্রহ্মন্! চৈত্রাদি দ্বাদশ
মাসে উক্ত সপ্ত সপ্তগণ বিষ্ণুশক্তি দ্বারা পরিবদ্ধিত হইয়া
সূর্য্যমণ্ডলে অধিষ্ঠান করিয়া থাকে। সূর্য্যের গমন কালে
মুনি গণ সূর্য্যদেবের স্তব করেন এবং গজর্জ গণ তাহার সম্মুখে
গান করিতে থাকে। অঙ্গরোগণ নৃত্য এবং রাক্ষস গণ
তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। সর্পগণ বহন করিয়া
থাকে এবং যক্ষগণ অস্ত্রশি সংযোজনা করিয়া দেয়। বালি-
খিল্য নামক বটীসহস্র মুনি সূর্য্যদেবের গমন কালে চতুর্দিক
পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন। ২১—২২। চজের রথ ত্রিচক্র,
তাহার অশ্ব দশটি। অশ্বগুলি/কুন্দপুষ্পের স্তায় ধবল, তাহার
বাম ও দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে সংযোজিত আছে। শলধর সেই

চ। পিষ্টকৈস্তরৈগৈবুর্জঃ পৌষষ্টাভিকীযুবেগিতিঃ ॥ ২৪ ॥
সবরুথঃ সানুকর্ষে যুক্তোভূমিভবেহৈরৈঃ। সোপাসঙ্গ-
পতাকস্ত শুক্রস্যাপি রথোমহান্ ॥ ২৫ ॥ রথোভূমিস্ত-
স্যাপি তপ্তকাক্ষনসরিভঃ। অষ্টাশ্বঃ কাক্ষনঃ শ্রীমান্
ভৌমস্যাপি রথোমহান্। পদ্মরাগারুণৈরশ্বৈঃ সংযুক্তো
বহিস্তস্তৈবঃ ॥ ২৬ ॥ অষ্টাভিঃ পাণ্ডুরৈযুর্জৈর্জীজিভিঃ
কাক্ষনে রথে। তিষ্ঠন্তিষ্ঠতি বর্ষং বৈ রাশৌ রাশৌ
বৃহস্পতিঃ ॥ ২৭ ॥ আকাশসন্তবরশ্বৈঃ শবটৈঃ স্যন্দনং
যুতং। সমারুহ্য শনৈর্বাতি মন্দগামী শনৈশ্চরঃ ॥ ২৮ ॥
স্বর্ভানোস্তরগাহস্তৌ ভৃঙ্গাভা ধূসরং রথং। সক্রদ্যুক্তাস্ত
ভূতেশ বহন্ত্যবিরতং সদা ॥ ২৯ ॥ তথা কেতুরথস্যাস্থা
অষ্টৌ তে বাতরংহসঃ। পলালধূমবর্ণাভা লাক্ষা

সকল অশ্ব দ্বারা গমন করিতেছেন। ২৩। চক্রতনয় বুধের রথ বায়ু
ও অগ্নি এই দুই জব্য দ্বারা নির্ম্মিত। সেই রথে বায়ুতুল্য বেগ-
গামী পিঙ্গলবর্ণ অষ্ট অশ্ব যোজিত আছে। ২৪। শুক্রের রথ অতি
বৃহৎপ্রমাণ, এই রথের অশ্বগুলি ভূমিসমুত্ত, ইহাতে বরুথ
অর্থাৎ রথগুপ্তি (যদ্বারা রথাক্রম ব্যক্তি তিরোহিত হইয়া
থাকে) এবং অনুকর্ষ অর্থাৎ রথের অধঃস্থিত কাঠ ও পতা-
কার সহিত উপাসঙ্গ (রথ চূড়ান্তিত কাঠ) বিদ্যমান
আছে। ২৫। ভূমিতনয় মঙ্গলের রথ প্রত্যন্ত কাক্ষনের স্তায়
। এই রথ অতি প্রকাণ্ড ও সুদৃশ্য। এই রথে
কাক্ষনময় অষ্ট অশ্ব যোজিত আছে। ঐ অশ্বগুলি পদ্মরাগ
মণির স্তায় 'অরুণ বর্ণ। এই অশ্ব সকল অগ্নি হইতে সমুত্ত
হইয়াছে। ২৬। বৃহস্পতির রথ সুরগরচিত, এই রথে পাণ্ডুর
বর্ণ অষ্ট সংখ্যক অশ্ব সংযোজিত আছে। এই রথে আরোহণ
করিয়া বৃহস্পতি প্রতি বৎসর এক এক রাশিতে ভ্রমণ
করেন। ২৭। মন্দগামী শনৈশ্চর যে রথে আরোহণ করিয়া
গমন করেন, তাহা আকাশসমুত্ত কর্ণরূরবর্ণ অশ্বদ্বারা পরি-
চালিত হইয়া থাকে। ২৮। 'হে ভূতেশ্বর!' রাহুর রথে আটটি
অশ্ব সংযুক্ত আছে। ঐ অশ্বগুলি ভ্রমণের স্তায় কৃষ্ণবর্ণ।
রাহুর রথ ধূসর বর্ণ, ঐ সকল অশ্ব একবারে মাত্র যোজিত
হইয়া চিরকাল রথ বহন করিতেছে। ২৯। কেতুগ্রহের রথে
আটটি অশ্ব যোজিত আছে, তাহার বায়ুতুল্য বেগবান।

রসনিভারুণাঃ ॥ ৩০ ॥ বীপনদ্যুদযন্তো ভুবনানি হরে-
স্তমুঃ ॥ ৩১ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ভুবনকোষঃ অষ্ট-
পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥

উনবিক্তিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ॥ ১ ॥ জ্যোতিশ্চক্রে ভুবো মানমুত্থা
প্রোবাচ কেশবঃ । চতুর্লক্ষং জ্যোতিষস্য সারং রুদ্রায়
সর্গদঃ ॥ ২ ॥

হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ কৃত্তিকাস্থিদ্বেদবত্যা রোহিণ্য
ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ । ইল্লাং সোমদৈবত্যা রৌদ্রং
চান্দ্রমুদাহতং ॥ ৪ ॥ পুনর্লক্ষ্যস্তথা দিত্য স্তিষ্য চ
গুরুদৈবতঃ । অশ্লেষাঃ সর্পদৈবত্যা মঘাশ্চ পিতৃ-
দেবতাঃ ॥ ৫ ॥ ভাগ্যাস্চ পূর্বেকল্গুণ্যঃ অর্য্যমা চ তথো-
ত্তরঃ । সাবিত্রশ্চ তথা হস্তা চিত্রা ভ্রষ্টা প্রকীর্তিতঃ ॥
৬ ॥ স্বাতী চ বায়ুদৈবত্যা নক্ষত্রং পরিকীর্তিতং ।
ইন্দ্রাগ্নিদেবতা প্রোক্তা বিশাখা রুমভধ্বজ ॥ ৭ ॥ মৈত্র

অশ্ব গুলি পলালধ্বমের জায় ধ্রুববর্ণ ও লাক্ষারসের জায়
অরুণ বর্ণ ॥ ৩০ ॥ বীপ, নদী, পর্বত, সমুদ্রাদি সমন্বিত ভুবন সকল
হরির শরীর স্বরূপ ॥ ৩১ ॥

উনবিক্তিতম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন—সর্বপ্রদাতা কেশব জ্যোতিশ্চক্রে ও পৃথিবীর
পরিমাণ বলিয়া জ্যোতির্মণ্ডলের সারভূত চতুর্লক্ষ জ্যোতি-
কের বিষয় মহাদেবের নিকট বিবৃত করিয়াছেন । ১-২ ।

হরি বলিলেন—এইরূপ নক্ষত্র গণের দেবতা কথিত হই-
তেছে । কৃত্তিকা নক্ষত্রের দেবতা ঋষি, রোহিণী নক্ষত্রের দেবতা
ব্রহ্মা । মৃগশিরা নক্ষত্রের দেবতা চন্দ্র ও আর্দ্রা নক্ষত্রের
দেবতা শিব । ৩-৪ । পুনর্লক্ষ্য নক্ষত্রের দেবতা আদিত্য । এইরূপ
পুষ্যার গুরু, অশ্লেষার সর্প, মঘার দেবতা পিতৃ, পূর্বেকল্গুণ্য
দেবতা ভগ, উত্তরকল্গুণ্য অর্য্যমা, হস্তার সবিতা, চিত্রার
ঋতা, স্বাতীর বায়ু, বিশাখার দেবতা ইন্দ্রাগ্নি, অহরাধার
মিত্র, জ্যেষ্ঠার শক্র, মূলার নিখতি, পূর্বাষাঢ়ার দেবতা অপু,

মৃকমমুরাধা জ্যেষ্ঠা শাক্রং প্রকীর্তিতং । তথা নিখতি-
দৈবত্যা মূলস্তজ্জ্যেষ্ঠদাহতঃ ॥ ৮ ॥ আপ্যাষাঢ়
পূর্বাষা উত্তরা বৈশ্বদেবতাঃ । ব্রাহ্মশ্চৈভাভিজিৎ
প্রোক্তঃ শ্রবণা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥ বাসবস্ত তথা ঋক্ষং
ধনিষ্ঠা প্রোচ্যতে বৃধিঃ । তথা শতভিষা প্রোক্তং
নক্ষত্রং বারুণং শিব ॥ ১০ ॥ জ্যৈষ্ঠান্ত্রপদা পূর্বা
অহিবিদ্যা তথোত্তরা । পৌষা রেবতী ঋক্ষমম্বয়ু
চান্দ্রদৈবতং । ভরণ্যশ্চ তথা স্বাম্যং প্রোক্তান্ত্রে ঋক্ষ-
দেবতাঃ ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মাণী সংস্থিতা পূর্বে প্রতাপরবমী
তিথৌ । মাহেশ্বরী চোত্তরে চ দ্বিতীয়াদশমীতিথৌ
॥ ১২ ॥ পঞ্চম্যাঞ্চ ত্রয়োদশ্যাং বারাহী দক্ষিণে স্থিতা ।
ষষ্ঠ্যাঞ্চৈব চতুর্দশ্যামিঙ্গাণী পশ্চিমে স্থিতা ॥ ১৩ ॥
সপ্তম্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ চামুণ্ডা বায়ুগোচরে । অষ্ট-
ম্যামাবাস্যযোগে মহালক্ষ্মীশগোচরে ॥ ১৪ ॥ একা-

উত্তরাষাঢ়ার বিশ্বদেব, অভিজিৎ নামক নক্ষত্রের দেবতা
ব্রহ্মা, শ্রবণার বিষ্ণু, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের দেবতা বাসব, শতভিষার
দেবতা বরুণ, পূষভাত্ত্রের দেবতা অজ, উত্তরভাত্ত্রের অহি-
ব্রহ্ম, রেবতীর দেবতা পুষা, অশ্বিনীর দেবতা অশ্ব এবং
ভরণী নক্ষত্রের দেবতা যম । এইরূপে নক্ষত্রগণের দেবতা
জ্ঞানিয়া কার্য্য করিবে । ৫-১১ ।

এইরূপে যোগিনীস্থিতি নির্ণয় কথিত হইতেছে । ব্রহ্মাণী
প্রভৃতি অষ্ট যোগিনী নির্দিষ্ট আছে, তিথিবিশেষে অষ্টদিকে
ঐ অষ্ট যোগিনীর অবস্থান হইয়া থাকে । প্রতাপ ও নবমী
তিথিতে ব্রহ্মাণী যোগিনী পূর্বদিকে অবস্থিতি করেন ।
দ্বিতীয়া ও দশমী তিথিতে মাহেশ্বরী নামী যোগিনী উত্তর
দিগভাগে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশী তিথিতে বারাহী যোগিনী দক্ষিণ
দিকে, ষষ্ঠী ও চতুর্দশী তিথিতে ইন্দ্রাণী যোগিনী পশ্চিমদিকে,
সপ্তমী ও পূর্ণিমা তিথিতে চামুণ্ডা যোগিনী বায়ুদিকে, অষ্টমী ও
অমাবস্যা তিথিতে মহালক্ষ্মী যোগিনী জ্ঞান কোণে, একাদশী
ও তৃতীয়া তিথিতে বৈষ্ণবী যোগিনী অগ্নিকোণে এবং চাতুর্দশী
ও চতুর্থী তিথিতে কোমারী যোগিনী নৈঋত্বকোণে অবস্থিতি
করিয়া থাকেন । এই সকল যোগিনীর স্থিতি নির্ণয়
করিয়া যজ্ঞাদি কার্য্য করিবে । যোগিনী সমুদ্রে থাকিলে গমন
করিবে না । গমনকালে পর্ববেচনা করিয়া দেবিত্তে হইবে যে,

দশ্যাং তৃতীয়ায়ামগ্নিকোণে তু বৈষ্ণবী । দ্বাদশ্যাঞ্চ
চতুর্থ্যন্ত কোমারী নৈঋতে তথা । যোগিনীসম্মুখে
নৈব গমনাদি প্রকারয়েৎ ॥ ১৫ ॥ অশ্বিনীমৈত্র-
রেবতো মৃগশীরা পুনর্কর্কস্বঃ । পুষ্যা হস্তা তথা জ্যেষ্ঠা
প্রস্থানশ্রেষ্ঠমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥ হস্তংদি পঞ্চ ঋক্ষাণি
উত্তরাজয়মেব চ । অশ্বিনী রোহিণী পুষ্যা ধনিষ্ঠা চ পুন-
র্কর্কস্বঃ । বজ্রপ্রাবরণে শ্রেষ্ঠা নক্ষত্রাণাং গণঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭ ॥
কৃত্তিকা ভরণ্যল্লেখ্য মঘা মূলবিশাখয়োঃ । জ্যিষ্ঠী পূর্বা
তথা চৈব অধো বক্তৃণাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১৮ ॥ এষ-বাপী-
তড়াগাদি কুপভূমিতৃণানি চ । দেবাগারস্য খননং
নিধানখননং তথা ॥ ১৯ ॥ গণিতং জ্যোতিষারম্ভং খনি-
বিলপ্রবেশনং । কুর্যাদধোগতান্যেব অন্যানি চ ব্রহ-
ধ্বজ ॥ ২০ ॥ রেবতী চাশ্বিনী চিত্রা স্বাতী হস্তা পুনর্কর্কস্বঃ ।
অনুরাধা মৃগো জ্যেষ্ঠা এতে পার্শ্বমুখাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২১ ॥
গজোষ্ঠা শ্রবণী বর্দ্ধদমনং মহিষস্ত চ । বীজানাং বপনং

গমন কালীন তিথিতে যোগিনী কোন দিকে আছে । তখন
যদি পূর্বোক্ত নিয়মামুসারে গন্তব্যদিকে যোগিনীর স্থিতি বোধ
হয় তাহা হইলে সেই তিথিতে সেইদিকে গমন করিবে না ॥ ১২-
১৫ ॥ অশ্বিনী, অম্বরাধা, রেবতী, মৃগশীরা, মূল, পুনর্কর্কস্ব,
পুষ্যা, হস্তা ও জ্যেষ্ঠা এই সকল নক্ষত্র যাত্রাতে প্রশস্ত ॥ ১৬ ॥
হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অম্বরাধা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া,
উত্তরভাদ্র, অশ্বিনী, রোহিণী, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা ও পুনর্কর্কস্ব এই
সকল নক্ষত্র নব বজ্রাদি পরিধানে শ্রেষ্ঠ ॥ ১৭ ॥ কৃত্তিকা, ভরণী,
অল্লেখ্য, মঘা, মূল, বিশাখা, পূর্বফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া ও পূর্বভাদ্র
এই সকল নক্ষত্র অধোমুখগণ বলিয়া কীর্তিত । অধোমুখ
গণোক্ত নক্ষত্রে পুষ্করিণী, সরোবর, কূপ ও ভূমি খনন আরম্ভ
করিলে শুভ দায়ক হয় । খান্যাদি তৃণ ক্ষেদন, দেবালয়ারম্ভ
নিধি খনন প্রভৃতি কার্যও উক্ত অধোমুখ নক্ষত্রে শুভকর
হইয়া থাকে । হে ব্রহ্মধ্বজ ! জ্যোতিষজ্ঞের গণনারম্ভ ও খনি
বিল প্রবেশ প্রভৃতি কার্যে এই অধোমুখগণোক্ত নক্ষত্র প্রশস্ত ।
১৬-২০ ॥ রেবতী, অশ্বিনী, চিত্রা, স্বাতী, হস্তা, পুনর্কর্কস্ব,
অম্বরাধা, মৃগশীরা ও জ্যেষ্ঠা এই সকল নক্ষত্র পার্শ্বমুখগণ
বলিয়া বিখ্যাত । এই পার্শ্বমুখগণোক্ত নক্ষত্রে গজ, অশ্ব,
উষ্ট্র, বৃষ ও মহিষ দমনাদি কার্য আরম্ভ করিলে তাহাতে

কুর্যাদ্ দমনাগমনাদিকং ॥ ২২ ॥ চক্রবজ্র রথানাঞ্চ
নাবাদীনাং প্রবাহণং । গবাং দমনকর্মাণি কুর্য্যা-
দেতেষু তাত্তপি ॥ ২৩ ॥ রোহিণ্যর্জা তথা পুষ্যা
ধনিষ্ঠা চোত্তরাজয়ং । বারুণং শ্রবণঞ্চৈব নব চৌর্ধ্বমুখাঃ
স্মৃতাঃ ॥ ২৪ ॥ এষ রাজ্যাভিষেকঞ্চ পট্টবন্ধঞ্চ কার-
য়েৎ ! উর্দ্ধমুখানুপ্রিতানি সর্কাণ্যেতেষু কারয়েৎ ॥
২৫ ॥ চতুর্থী চাশ্বতী ষষ্ঠী অষ্টমী নবমী তথা । অমা-
বাস্তা পূর্ণিমা চ দ্বাদশী চ চতুর্দশী ॥ ২৬ ॥ অশুভা
প্রতিপৎ শ্রেষ্ঠা দ্বিতীয়া চন্দ্রসূনুনা । তৃতীয়া ভূমি-
পুঞ্জেন চতুর্থী চ শনৈশ্চরে ॥ ২৭ ॥ গুরো শুভা পঞ্চমী
স্মৃতা ষষ্ঠী মঙ্গলশুক্রেয়োঃ । সপ্তমী সোমপুঞ্জেন অষ্টমী
কুজভাস্করো ॥ ২৮ ॥ নবমী চন্দ্রবारेণ দশমী তু গুরো
শুভা । একাদশ্যাং গুরুঃ শুক্রো দ্বাদশ্যাঞ্চ পুনর্কর্কস্বঃ ॥
২৯ ॥ ত্রয়োদশী শুক্রভৌমো শনৌ শ্রেষ্ঠা চতুর্দশী ।
পৌর্ণমাস্তপ্যমাবাস্তা শ্রেষ্ঠা স্মৃতা ব্রহ্মপতো ॥ ৩০ ॥

শুভ ফল হইয়া থাকে । বীজবপন, গমনাগমন ও চক্র,
বজ্র, রথ, নৌকা প্রভৃতির কার্য্যারম্ভ এই সকল কার্য্য উক্ত
পার্শ্বমুখ নক্ষত্রে করা প্রশস্ত এবং এই সকল নক্ষত্রে গো প্রভৃতি
পশুদমন কার্য্য করিলে সফল হইয়া থাকে । ২১-২৩ ॥ রোহিণী
আর্জা, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্র,
শতভিষা ও শ্রবণা এই নয়টা নক্ষত্র উর্দ্ধমুখ বলিয়া বিখ্যাত ॥ ২৪ ॥
উর্দ্ধমুখ নক্ষত্রে রাজ্যাভিষেক ও পট্টবন্ধ প্রভৃতি শুভ কার্য্য
করিলে শুভ ফল হইয়া থাকে । এই সকল নক্ষত্র সর্কাকার্য্যেই
প্রশস্ত ॥ ২৫ ॥ চতুর্থী, ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, অমাবাস্তা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী
ও চতুর্দশী, এই সকল তিথি অশুভদায়িনী, এই সকল তিথিতে
কোন প্রকার শুভকার্য্য করিবে না ॥ ২৬ ॥ যাত্রাকার্য্যে গুরু
প্রতিপৎ বর্জনীয় । কৃষ্ণ প্রজিপদে যাত্রা করিলে সেই যাত্রা শুভ
ফল প্রদান করে । বৃষবারে দ্বিতীয়া, মঙ্গল বারে তৃতীয়া, শনি-
বারে চতুর্থী, বৃহস্পতিবারে পঞ্চমী, মঙ্গল ও শুক্রবারে ষষ্ঠী, বৃহ-
বারে সপ্তমী, মঙ্গল ও রবিবারে অষ্টমী, সোমবারে নবমী,
বৃহস্পতিবারে দশমী ও একাদশী, বৃষবারে দ্বাদশী, শুক্র ও মঙ্গল-
বারে ত্রয়োদশী, শনিবারে চতুর্দশী ও বৃহস্পতিবারে পূর্ণিমা কি
অমাবস্যা তিথি হইলে শুভযোগ হয় ॥ ২৭-৩০ ॥ এই ক্ষণ দিন বৃহ

দ্বাদশীং ... শনী ষ্টেকাদশীং দহেৎ কুজো-
দহেচ্চ দশমীং নবমীং বৃধোদহেৎ ॥ ৩১ ॥ অষ্টমীং
দহতে জীবঃ সপ্তমীং ভার্গবোদহেৎ । সূর্য্যপুজ্ঞো
দহেৎ যষ্টীং গমনাত্মানু নাস্তি বৈ ॥ ৩২ ॥ প্রতিপ-
ন্নবমীষেব চতুর্দশ্যষ্টমীষু চ । বৃধবারে চ প্রস্থানং দূরতঃ
পরিবর্জয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ মেঘে কর্কটকে যষ্টী কন্তায়াং
মিথুনেহষ্টমী । রবে কুন্তে চতুর্থী চ দ্বাদশী মকরে তুলে ॥
৩৪ ॥ দশমী রশ্মিকে সিংহে ধনুর্ম্মানে চতুর্দশী । এতা
দক্ষা ন গন্তব্যং কিল জীবাদিমানবৈঃ ॥ ৩৫ ॥ বিশাখা-
ত্রয়াদিত্যে পূর্বাষাঢ়াত্রেয়শী । ধনিষ্ঠাদিত্রয়ং ভোমে
বুধে বৈ রেবতীত্রয়ং ॥ ৩৬ ॥ রোহিণ্যাদিত্রয়ং জীবে
শুক্রে পুষ্যাত্রয়ং শিব । শনিবারে বর্জয়েচ্চ উত্তরা-
ফল্গুনীত্রয়ং । এষ ত্রৈপাতিকো যোগো মৃত্যুরোগা-
দিকং ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥ মূলেহর্কঃ শ্রবণে চন্দ্রঃ প্রোষ্ঠ-
পদ্যন্তরে কুজঃ । কৃত্তিকাস্থ বুধশ্চৈব গুরো রুদ্র পুন-
র্কমুঃ ॥ ৩৮ ॥ পূর্কফল্গুনী শুক্রে চ স্বাতিশ্চৈব শনৈ-

কথিত হইতেছে । রবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গল
বারে দশমী, বৃধবারে নবমী, বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, শুক্রবারে
সপ্তমী ও শনিবারে যষ্টীতিথি হইলে দিন দক্ষ দোষ হয় । দক্ষদিনে
যাত্রাদি কার্য্য করিবে না । ৩১-৩২ । শুক্র প্রতিপৎ, নবমী,
চতুর্দশী ও অষ্টমী এই সকল তিথিতে এবং বৃধবারে যাত্রাকার্য্য
নিষিদ্ধ ৩৩ । বৈশাখ ও শ্রাবণ মাসে যষ্টী, আশ্বিন ও আষাঢ়
মাসে অষ্টমী, জ্যৈষ্ঠ ও ফাল্গুনমাসে চতুর্থী, মাঘ ও কার্ত্তিকমাসে
দ্বাদশী, অগ্রহায়ণ ও ভাদ্রমাসে দশমী এবং পৌষ ও চৈত্রমাসে
চতুর্দশী হইলে দক্ষ দোষ হয়, দক্ষ দোষে কদাচ কেহ গমন
করিবে না । ৩৪-৩৫ । রবিবারে বিশাখা, অম্বরাধা ও জ্যৈষ্ঠা ;
সোমবারে পূর্বাষাঢ়া উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবণা ; মঙ্গলবারে ধনিষ্ঠা
শতভিষা ও পূর্কভাদ্র ; বৃধবারে রেবতী অশ্বিনী ও ভরগী ;
বৃহস্পতিবারে রোহিণী, মৃগশিরা ও আর্দ্রা ; শুক্রবারে পুষ্যা,
অশ্লেষা ও মঘা, এবং শনিবারে উত্তরফল্গুনী, হস্তা ও চিত্রা
নক্ষত্র হইলে ত্রৈপাতিক যোগ হয় । এই যোগে গমন করিলে
মৃত্যু কিবা রোগাদি হইয়া থাকে ৩৬-৩৭ । রবিবারে মূলা
নক্ষত্র, সোমবারে শ্রবণা নক্ষত্র, মঙ্গলবারে উত্তরভাদ্র, বৃধবারে
কৃত্তিকা, বৃহস্পতিবারে পুনর্কমু, শুক্রবারে পূর্কফল্গুনী ও শনি-

শক্রে । এতে চামৃতযোগাঃ স্যুঃ সর্ককার্য্যপ্রসাধকাঃ ॥
৩৯ ॥ বিকুন্তে যটিকাঃ পঞ্চ শূলে সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
ষড়্ গণ্ডে চাতিগণ্ডে চ নব ব্যাঘাতবজ্রয়োঃ ॥ ৪০ ॥
ব্যতীপাতে পরীষে চ বৈধৃতে চ দিনে দিনে । এতে
মৃত্যুযুতাহেবু সর্ককর্মাণি বর্জয়েৎ ॥ ৪১ ॥ হস্তেহর্কশ্চ
গুরুঃ পুষ্যে অনুরাধা বুধে শুভা, রোহিণী চ শনো
শ্রেষ্ঠা সৌম্যং নোমেন বৈ, শুভং ॥ ৪২ ॥ শুক্রে চ
রেবতী শ্রেষ্ঠা অশ্বিনী মঙ্গলে শুভা । এতেহু সিদ্ধি-
যোগা বৈ সর্কদোষবিনাশনাঃ ॥ ৪৩ ॥ ভার্গবে ভরগী
চৈব সোমে চিত্রা ব্রহ্মধ্বজ । ভোমে চৈবোত্তরাষাঢ়া
ধনিষ্ঠা চ বুধে হর ॥ ৪৪ ॥ গুরো শতভিষা শুক্রে
বৈ রোহিণী তথা । শনো চ রেবতী শস্তো বিষযোগাঃ
প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪৫ ॥ পুষ্যঃ পুনর্কমুশ্চৈব রেবতী চিত্রয়া

বারে স্বাতী নক্ষত্র হইলে অমৃত যোগ হয় । এই অমৃত যোগ
সর্ককার্য্যে প্রশস্ত । ৩৮-৩৯ । বিকুন্তাদি ২৭ সাতাইশটা যোগের
মধ্যে বিকুন্ত যোগের প্রথম ৫ পাঁচদণ্ড, শূলযোগে ৭ সাত দণ্ড,
গণ্ডযোগে ও অতিগণ্ডযোগে ৬ ছয় দণ্ড, ব্যাঘাত ও বজ্রযোগে
৯ নয় দণ্ড এবং ব্যতীপাত, পরিষ ও বৈধৃতি যোগে লম্বত দিন
পরিবর্জন করিবে । এই সকল সময়ে কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে
কর্ত্তার মৃত্যু হইয়া থাকে । ৪০-৪১ । রবিবারে হস্তা নক্ষত্র,
বৃহস্পতিবারে পুষ্যা নক্ষত্র, বৃধবারে অম্বরাধা, শনিবারে
রোহিণী, সোমবারে মৃগশিরা, শুক্রবারে রেবতী ও মঙ্গলবারে
অশ্বিনী নক্ষত্র হইলে সিদ্ধি যোগ হয় । এই সিদ্ধি যোগে কোন
কার্য্য আরম্ভ করিলে সর্ক দোষ বিনাশ হইয়া থাকে । ৪২-৪৩ ।
শুক্রে ভরগী, সোমবারে চিত্রা, মঙ্গলবারে উত্তরাষাঢ়া,
বৃধবারে ধনিষ্ঠা, বৃহস্পতিবারে শতভিষা, শুক্রবারে রোহিণী ও
শনিবারে রেবতী নক্ষত্র হইলে বিষ যোগ হয় । ৪৪-৪৫ ।

* অথ সিদ্ধিযোগঃ । শুক্রে নক্ষা বুধে ভজা শনো রিক্তা কুজে
জয়া । গুরো পূর্ণা চ সংযুক্তা সিদ্ধিযোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
তিথ্যামৃতযোগঃ । চন্দ্রার্কযোর্ববেৎ পূর্ণা কুন্তে ভজা জয়া গুরো ।
বুধমল্লো চ নক্ষায়াং শুক্রে রিক্তামৃততিথিঃ ॥ নক্ষত্রামৃতযোগঃ ।
এবং শুক্রকর্ম্মলাপোকভাত্ত্বকবারে হরিমৃগবিনিষুখে কন্তনীভদ্র-
যুগে । দিবসকরতুরদো শর্করানাপ্তবানে শুক্রমৃগনলবাতোপা-

সহ। শ্রবণা চ ধনিষ্ঠা চ হস্তাশ্বিনী যুগল্লখা। কুর্বা-
চ্ছতভিষায়াঞ্চ জাতকর্মাদি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥ বিশাখা
চোত্তরা জৈমি মঘার্জা ভরণী তথা। অশ্লেষা কৃত্তিকা

পুষ্যা, পুনর্ভস্ব, রেবতী, চিরা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, হস্তা, অশ্বিনী,
যুগল্লখা ও শতভিষা এই সকল নক্ষত্র জাতকর্মাদি কার্যে
প্রশস্ত ॥ ৪৬ ॥ হে রুদ্র! বিশাখা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া,

জ্যৈষ্ঠাশ্বিনী কোজ্ঞে। দহনবিধিশতাখ্যামৈত্রভং সৌম্যাবারে
মরুদদিত্তিভপুষ্যামৈত্রভং জীবাবারে। ভগয়ুগজয়ুগখোবিকুটমৈত্রে
সিতাহে স্বসনকমলধোনিঃ সৌরিবারেহমৃতানি ॥ ত্র্যমৃতযোগঃ।
ভূমিপুত্রাক্ষরোরহি নন্দামরুদারুণার্জ্যামিত্রাহি মূল্যারিভিঃ।
ভার্গবেণাক্ষরোরহি ভদ্রা ভবেৎ সন্তবুগ্মাক্ষয়ুগোড়ভিঃ সযুতাঃ।
সোমপুত্রস্য বারে জয়া স্যামৃগোপেন্দ্রশুর্কিজয়াম্যাভিজিহাজিভিঃ
গীম্পভেরহি রিক্তা চ যুক্তা যদা বিশ্বশক্রাণ্ময়ুক্পিত্রাদিত্যা-
শুভিঃ ॥ সর্কামৃতযোগফলং। যদি বিষ্টিব্যতীপাতৌ দিনহাপ্য-
শুভং ভবেৎ। হস্ততেহমৃতযোগেন ভাক্ষরেণ তমো যথা।
সর্কং দেশবিশেষেণ ফলং স্যাৎ শুভযোগজং। মিলিতসিদ্ধি
যোগামৃতযোগফলং। অমৃতং সিদ্ধিযোগশ্চ যদ্যেকস্মিন দিনে
ভবেৎ। তদ্বিনস্ত ভবেৎ ছষ্টং মধুসর্পির্যথা বিষং ॥ মৃত্যুযোগঃ।
আদিত্যভৌময়োঁন্দা ভদ্রা শুক্লশাঙ্করোঃ। বৃধে জয়া গুরো
রিক্তা শমৌ পূর্ণা চ মৃত্যুদা ॥ দিনদগ্ধা। স্বাদশ্যেকদালী চৈব
দশমী চ ত্রিষষ্টিকা। দ্বিতীয়া সপ্তমী চৈব দগ্ধা সূর্য্যাদিবারতঃ ॥
কালঘণ্টযোগঃ। বষ্টীঃ শীতাংশুবারে পরিহর দশমীঃ সপ্তমীঃ ভার্গ-
বেহপি অষ্টম্যাং দেবপুত্র্যং বৃধদিননবমীং সৌরিবারে দশম্যাং।
একাদশ্যাঞ্চ ভোমো দশশতকিরণে বজ্রয়েদ্ধাদশীঞ্চ সকারন্তং ন
কুপ্যাৎ জনয়তি বিপদং কালঘণ্টোহি যোগঃ ॥ ত্র্যাহম্পর্শফলং।
ত্র্যাহম্পর্শং নম্র যদেতদ্বক্ত মত্র প্রযুক্তঃ কৃতিভিক্ষিধেয়ঃ। বিবাহ-
যাজ্ঞোৎসবপুষ্টিকর্ম সর্কং ন কুর্বাৎ ত্রিদিনস্পর্শে তু ॥ কর-
কচা যোগাঃ। বাজিচিহ্নোত্তরাষাঢ়া মূল্যাপালীজ্য ভাঙ্গকাঃ।
রব্যাদি দিবসৈশুক্রা যোগাঃ করকচাঃ স্মৃতাঃ ॥ মহাদগ্ধা।
দ্বিতীয়া মীন ধনুর্বোচ্চতুর্থী বৃষকৃষ্ণরোঃ। মেঘকর্কটরোঃ বষ্টী
কস্তা মিথুনকেহষ্টমী। দশমী কৃত্তিকে সিংহে স্বাদশী মকরে তুলে।
রাশ্যোচ্চক্রস্য চ রবেঃ স্থিত্যবাচ্যং ফলং বৃশেঃ। শুক্রাতু বিষয়ে
গোক্তা সমে কৃকাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ গন্ধভেদে মহাদগ্ধা। মেঘে
দিনেশে মৃগে মৃগেহে বৃকে বৃহঃহে ফলশে চ শুক্রা। কুলীর-

রুদ্র প্রসূতেন মরণপ্রদাঃ ॥ ৪৭ ॥ ইতি মহাপুরাণে
গারুড়ে উনবিষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥

যষ্টিতমোহধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ ষড়াদিত্যে দশাজেরা সোমে
পঞ্চদশ স্মৃতাঃ। অষ্টাবদ্যারকে চৈব বুধে সপ্তদশ
স্মৃতাঃ ॥ ২ ॥ শনৈশ্চরে দশ জেরা গুরোরেকোন-
বিংশতিঃ। রাহোর্দাদশবর্ষাণি একবিংশতি ভার্গবে।
৩ ॥ রবের্দশা দুঃখদা স্মাদুহেগনুপনাশকুৎ ॥

উত্তরভাদ্রপদ, মঘা, আর্জা, ভরণী, অশ্লেষা ও কৃত্তিকা এই সকল
নক্ষত্রে যাত্রা করিলে কঠার মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায়ঃ।

হরি বলিলেন,—রবির দশা কাল ৬ ছয় বৎসর, চন্দের ১৫
পঞ্চদশ বৎসর, মঙ্গলের ৮ অষ্ট বৎসর, বুধের ১৭ সপ্তদশ বৎসর,
শনির ১০ দশবৎসর, বৃহস্পতির ১৯ উনবিংশতি বৎসর, রাহুর
১২ দ্বাদশ বৎসর, ও শুক্রের একবিংশতি বৎসর দশাভোগের কাল
নিরূপিত আছে। ১। ২। ৩। রবির দশাতে মনুষ্যের

কন্যাশিশুগাস্যমীন বৃষে চ কৃষ্ণাতিথয়ঃ প্রদগ্ধাঃ ॥ ওজ্ঞে শুক্রা পরে
কৃষ্ণা মাসদগ্ধাঃ প্রকীর্তিতাঃ ইতি বা ॥ মহাদগ্ধাফলং। এতি-
জাতো ন জীবত যদি শক্রসমোভবেৎ। বিবাহে বিধবা নারী
যাজ্ঞায়াং মরণং ক্রবৎ। কৃষ্ণারন্তে ফলং নাস্তি বিদ্যারন্তে চ
মূর্থতা। গৃহপ্রবেশে ভজঃ স্যাৎ চূড়ার্যং মরণং ক্রবৎ। ঋণদানে
ফলং নাস্তি ব্রতদানে চ নিফলং। শুভকর্মাণি সর্কানি নৈব
কুর্বাৎ বিচক্ষণঃ ॥ অশুভকর্মাগাদিপ্রতিপ্রসবঃ। যমযশ্টে
ত্যাগেদষ্টৌ মৃত্যৌ স্বাদশ নাড়িকাঃ। অন্যোহাং পাপবোণানাং
মধ্যাহ্নাং পরতঃ শুভং। অযোগেশু চ সর্কেষু পূর্ব্বসামং পরি-
ত্যাগেৎ। অযোগাশ্চ বিনশ্যন্তি চতুর্ভিঃ হতাইবে। করকচা
মৃত্যুযোগাশ্চ দিনদগ্ধং তদৈব চ। শুভে চষ্ট্রে বিনশ্যন্তি বৃক্সা-
বজ্রহতাইব। প্রারক্তিথিযোগেশু যাত্রায়া মেঘ বজ্রমেৎ।
বিবাহাদীনী কুর্বাতি গর্গাদীনী মিহং কঃ ॥

বিভূতিদা শোমদশা * সুখগিষ্ঠারদা তথা ॥ ৪ ॥

নানাপ্রকার হুঃখ, উবেগ ও রাজার বিনাশ হইয়া থাকে । চত্রেয় দশা কালে বিবিধ সম্পত্তি ও মিষ্টান্ন লাভ হইয়া থাকে । ৪ ।

গরুড়পুরাণে দশা মাত্র উল্লেখ দেখা যাইতেছে, এ নিমিত্ত কলিতজ্যোতিষ হইতে বহু প্রকার দশা আছে, তাহা পাঠকবর্ণের অবগতির নিমিত্ত এখানে উদ্ধৃত করিয়াসংক্ষেপে প্রদত্ত হইল । বাহ্যলাভযুক্ত ইহার অন্তর্গত একটিত করা হইল না । এরোজন হইলে উহা পাঠক কলিতজ্যোতিষের তৃতীয় খণ্ডের ২৩১ পৃষ্ঠা হইতে ২৩৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দৃষ্টি করিলে সমগ্রই পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন ।

* যুগান্তেদে দশাবিশেষো যথা । সত্যে লগ্নদশা চৈব ত্রেতায়াঃ হরগৌরিকা । দ্বাপরে যোগিনী চৈব কলৌ নাক্ষত্রিকা দশা ॥

দশা দশা যথা ।—যোগিনী, বার্ষিকী, নাক্ষত্রিকী, লায়িকী, মুকুন্দা, বিংশোত্তরা, ত্রিশোত্তরা, পতাকী, হরগৌরী, এবং দিন দশা । অথ মুকুন্দদশা । রবিশ্রজঃ কুজঃ সৌম্যঃ শনিরজ্যস্তমো ভৃগুঃ । ইন্দ্রেশাদষ্টরেখাসু সর্কঃ বর্ষমিহোদিতং । দিক্ দিক্ ত্রয়ং দেয়ং বিদিক্ চ চতুঃ । কৃত্তিকাদি প্রদাতব্যং দিগম্বর মতা দশা ॥ ১ ॥ বর্ষমেকং রবে ভোগ্যং চতুঃ চ তথৈব চ । এবং ক্রমেণ বোদ্ধব্যমষ্টবর্ষং যথা ভবেৎ । নবমে তু পুনঃ সর্বো মুকুন্দা কথিতা দশা ॥ অথ মুকুন্দদশাকলং । রবিত্রায়মরতে দেশং নরং রোগসমবিতং । নিধনং কুরুতে লোকং পুরতো নিজ বৎসরে । রাজ্যং দদাতি হন্ত্যখণ্ডোভূমিদনসঞ্চয়ান । নিজ সংবৎসরে চতুঃ পূর্ণো জন্মনি কামিনীঃ । মঙ্গলো মঙ্গলং হস্তি ভূমিং ন্যায়তে এবং । শুভদো জন্মকালেশঃ শুভদো নিজ বৎসরে । বৃধো দদাতি সখীং ধনধান্তসুখানি চ । সর্কসম্পৎ করীং নিত্যং সুন্দরীং নিজবৎসরে । মন্দো মন্দফলং দদ্যাৎ সর্কং নাপরতি এবং । জীপুত্রবাক্বেহীনং কুরুতে নিজ বৎসরে । নিজসংবৎসরে জীবো রাজ্যাধিপদসংযুতঃ । কুরুতে নৃপতীল্যং বা নৃপতিং গোচরে শুভঃ । রাহোঃ সংবৎসরে লোকঃ সর্বশোকসমবিতঃ । কলহং দেহহানিং বা প্রাপ্নোতি সহ বাক্বেঃ । শুক্রঃ শুভকরো নিত্যং নানাসুখসমবিতং । আরোগ্যমর্থলাভঞ্চ কুরুতে নাত্র সংশয়ঃ । মতান্তরে মুকুন্দদশাকলং । শিরোরোগং বিত্তনাশং সর্গা হুঃখং প্রেরয়তি । আম-
নীড়া অরকৈব সর্গায়াং সিংহকলং । মিষ্টান্নলাভঃ সন্ধানং বন্ধুপ্রাতিঃ ক্রবেঃ কলং । সর্কামোদসুখং দদ্যাৎ সর্কধাতুর্নিশা-
করঃ । বৈকল্যং চাপকীর্তিং সভায়াং রাজতোহপি বা । হুঃখং

হুঃখপ্রদা স্ত্রীং কুজদশা রাজ্যাদেঃ স্যাৎসিনানিনী ।

মঙ্গলের দশাতে হুঃখ ভোগ ও রাজ্যাদির বিনাশ হয় ।

মানসমাদদ্যাদ্ ভূমিক্ স্বদশান্তরে । দিব্যবাহনভূষাঢ্যো নিত্যোৎসবপরায়ণঃ । কাস্ত ককবুদ্ধিচ্চ দশায়াঞ্চ বৃথত চ । চিত্তোবেগং বিত্তনাশং অরক বায়ুনা মহৎ । স্থানান্তরগতং কুর্ধ্যাদ্ দশায়াং রবিনন্দনঃ । দানধর্মাদিকটকৈব মধ্যমং সুখ-
হুঃখরোঃ । জ্ঞানলাভঞ্চ কুরুতে স্বদশায়াং বৃহস্পতিঃ । ত্রণরক্ত-
প্রপাতচ্চ কলহঃ প্রিয়বাক্বেঃ । কার্যসিদ্ধিঃ পরোলাভো বিবেকী রাহবৎসরে । বিদ্যাবুদ্ধিবিবুদ্ধিচ্চ ককপিত্তঞ্চ জায়তে । রৌপ্যাধিনযুক্তঞ্চ কুরুতে ভৃগুনন্দনঃ ॥ অথ মুকু-
ন্দান্তর্দশা । রবেন্দ্রাশ্রমসঃ খবাণো কুজেষ্টিয়ুগং বিদি বষ্ট-
চ পঞ্চ । শটেন্ডগায়ী শুক্রতোহয়িকালো রাহোঃ খবেদা ভৃগু-
শুভশৈলাঃ । যন্ত যত্রাধিপো-বর্ষে তদাদি গণয়েদ্রদশাং । এবং বর্ষবিভাগেব বাচ্যং তন্ত শুভাশুভং ॥

অথ যোগিনীদশা । স্বর্কং পিনাকিবদনৈঃ সংযোজ্য বহুভি-
ইরেৎ । শেষেণ যোগিনী জেয়া তস্যা ভোগস্ত বৎসরঃ ॥ পাঠা-
ন্তরে । স্বর্কং পিনাকিনয়নৈঃ সংযোজ্য বহুভিইরেৎ । শেষে
তু যোগিনী জেয়াস্তভা ভোগচ্চ বৎসরঃ । মঙ্গলা পিঙ্গলা ধন্যা
জামরী ভদ্রিকা তথা । উক্কা সিদ্ধা শকটো চ যোগিন্যোহষ্টৌ
প্রকীর্তিতাঃ । বর্ষমেকং মঙ্গলায়াঃ পিঙ্গলায়ায়ন্তথা । ধন্যারান্ত
ত্রয়ং বর্ষং জামরীয়াচ্চ তুরীয়কং । ভদ্রিকারীয়াঃ পঞ্চবর্ষং উক্কারা
ঋতুসংজ্ঞকং । সিদ্ধারীয়াঃ সপ্তবর্ষাণি শকটায়ান্তথাষ্টকং ॥ মঙ্গলা-
বর্ষ ১ । ১০ । কলং—সুখং প্রীতির্দিশো-লাভং নিত্যং মঙ্গলকারিণী ।
মঙ্গলা কুরুতে নিত্যং সর্কমঙ্গলকারিণী ॥ পিঙ্গলাবর্ষ ১ । ১০ । কলং—
হুঃখং ধনবিনাশঞ্চ সর্কজাকুলং ভবেৎ । পিঙ্গলা কুরুতে নিত্যং
সর্কামঙ্গলকারিণী । ধন্যাবর্ষ ১০ । কলং—সুখং হুঃখং প্রিয়ং প্রীতিং
সন্ধানং ধনমেব চ । ধন্যা চ কুরুতে পুত্রং সর্ককল্যাণকারিণী ॥
জামরীবর্ষ ১০ । কলং—বিদেশগমনং হুঃখং কার্যনাশং মনঃকতিং ।
জামরী কুরুতে হুঃখং সর্কদা হুঃখদায়িনী । ভদ্রিকাবর্ষ ১০ । কলং—
সুখং লাভং বংশোদগমং ভোগং পুত্রং সভার্যকং । ভদ্রিকা নিত্য-
রাত্রে নানাহর্ষপ্রদায়িনী । উক্কাবর্ষ ১০ । কলং—ব্যাধিঃ হুঃখঃ
ভয়ং শোকঃ ধননাশং রিপোর্ভয়ং । উক্কা এককৃতে তাপং
সর্কদা রোগশোকদা । সিদ্ধাবর্ষ ১০ । কলং—জ্ঞানং ধনং যশো-
ধর্মং শুভং কান্তং সুখং বহু । সিদ্ধা দৃষ্টে মহাসৌখ্যং রাজপুত্রাং

দিব্যজ্ঞানাদা বুধদশা রাজ্যদা কোষবুদ্ধিদা ॥ ৫ ॥

বুধের দশাতে দীব্যজ্ঞানোভ, রাজ্য প্রাপ্তিও কোষবুদ্ধি হইয়া থাকে ॥

অন্যদশং ॥ শকটাবর্ণঃ ৮। ৭। ফলং-রোগং শোকং মনোহুঃখং সংশয়ঃ
নাশমেব চ। শকটো শকটং দত্তে যদি দৈবাতু জীবতি ॥

অথ যোগিত্ত্বশুদ্ধিশা। স্বদশাং স্বদশাভিষ্ট ঋতু-বহিঃ-কৃত্য-
স্ত ৩ঃ। লকং যৎ প্রাপ্যতে তত্র মঙ্গলাস্তদর্শাক্রমম ॥ অথ ধ্বজাদি
বর্ণঃ। স্বনক্ষত্রে পঞ্চদশবহুভিঃ পরিশোধয়েৎ। শেষে চ
বৎসরো জ্যৈষ্ঠো ধ্বজাদীমাং বিপশিচতা। ধ্বজো ধ্বজং সিংহশ্চ
ঋতুঃ ঋতুঃ ঋতুঃ চ। গজঃ কাকঃ পদশ্চৈব ধ্বজাদিবৎসরক্রমাৎ।
জম্ববর্ষাধ্বদেদাষুর্গণয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ মতান্তরে। বয়োবর্ণং স্ব
নক্ষত্রং বাণং দদ্যাদ্ বহুভির্হরেৎ ॥ অথ ধ্বজাদীমাং ফলং। ধ্বজে
বিত্তভির্গণয়েৎ ধোত্রে সিংহে জয়ঃ ঋতুঃ প্রাকরোত্যনথং। বুধে
চ ভোগঃ ঋতুঃ দেহপীড়া সিদ্ধিগজে কাকপদে চ মৃত্যুঃ ॥

অথ নাক্ষত্রিকী দশা। ষট্ স্থ্যস্ত দশা প্রোক্তা শশিনো
দর্শ পঞ্চ চ। অষ্টাবদ্বারকে প্রোক্তা বুধে সপ্তদশ স্মৃতাঃ। শনৈশ্চরে
দশ প্রোক্তা গুরোরেকোনবিংশতিঃ। রাহোর্দশবর্ষাণি ভূগো-
রপ্যেকবিংশতিঃ। দিকু দিকু ত্রয়ং দদ্যাদ্ বিদিকু চ চতুষ্টয়ং।
কৃত্তিকাদি প্রোক্তব্যং দিগধরমতা দশা। স্বর্ঘ্যোপপ্লবভোমার্কি
দশা কষ্টপ্রদা নৃণাং। গুরুজ্ঞচন্দ্রশুক্রাণাং যথোপ্ততফলপ্রদা।
ঋশাকহানশাক্ষাৎ প্রত্যকং পঞ্চবাসরান্। তিথীঃ চ চন্দ্র-
শিথিনো স্নানগণো চ কৃত্যামিনো। দণ্ডপলবিপল্যাত্মপলানি
চ সাবনেন। বহুরিষা ঋক্ষশেষো ভোগ্যস্ত গণনক্রমঃ। কৃত্তি-
কাদিত্রয়ে স্বর্ঘ্যঃ শশী রৌদ্রচতুষ্টয়ে। মঘাদিত্রিত্রয়ে ভোমো
বুধো ইন্দ্রচতুষ্টয়ে। অহুরাধাত্রয়ে শৌরিশুক্রঃ পূর্বচতুষ্টয়ে।
ধনিষ্ঠাদিত্রয়ে রাহুঃ শুক্রঃ শেষচতুষ্টয়ে। নক্ষত্রভুক্তভোগ্যঃ
যৎ ভবেদুদ্ভাদিকং শুভে। সাক্ষিঃ বিগুণিতং পাপে দশমানেন
পূরয়েৎ। দণ্ডাদিকং ভবেদুদ্ভুত্রিংশতা চ হতে পুনঃ। অর্ক-
বানৈর্দশাধ্বাদিকং তদুদ্ভুতমেধ্যকং ॥ অন্ত প্রকারং। গুরোর্বর্ষঃ
চতুর্ভাগঃ পূর্বাষ্টকৈকভাগকং। অন্ত্রিত্রিভাগং দ্বিঃ কৃত্য শেব-
য়োশ্চ সমং ত্রয়েৎ ॥ অন্ত্রচ। উত্তরে ত্রিভাগাঙ্কং ত্রয়েৎ শেষং
ধ্বজোঃ সমং। ইতি অগ্নিপুরাণং। স্বর্ঘ্যারহর্ঘ্যাত্মজরাহকান্য
বিদ্যা দশা দিব্যশাস্ত্র তেজ্যঃ। চন্দ্রজ্ঞানবান্ধুজিতাঙ্ক সাক্ষা
ভুযন্তি নক্ষত্রগণস্ত দত্তে ॥

অথ গ্রহাণাং দশাফলং ৬। রবেঃ। উদ্বিগ্ধচিত্তপরিবেদিত

শনৈর্দশা রাজ্যনাশো বন্ধুহুঃখকরী ভবেৎ ॥

শনির দশাতে রাজ্য নাশ ও বন্ধুর হুঃখ হইয়া থাকে ॥

বিত্তনাশং ক্রেশ-প্রবাস-গমভীতি-মহাভিতাতান্। হুঃখপ্ররোগ-
বধবন্ধ-ভয়ানি চৈব ভানোদিশা প্রকুরুতে খলু রাজপীড়াং ॥
চন্দ্রশ্চ। কুর্ঘ্যাদ্বিত্তবরবাহন-রত্নচন্দ্র-ক্ষেম-প্রতাপ-ধনবীর্ঘ্যসম-
বিতানি। মিষ্টান্ন-পান-শয়নাসন-ভোজনানি চাক্রী দশা প্রকু-
রুতে বিপুলার্থ সিদ্ধিঃ ॥ মঙ্গলশ্চ। শত্রুভিত্তবধবন্ধভয়ং
বিপত্তে চিন্তাজরং বিকলতাঞ্চ গৃহে কুরোত। চৌরান্নিহাহ
ভয়ভঙ্গ-বিবাদ-রোগ-কীড়ি-প্রতাপধনহা চ দশা কুজশ্চ। বুধশ্চ।
দিব্যজ্ঞানাবদন-পঞ্চজ-ষট্পদাং লালবিলাসবরভোগ স্ত্রুথো-
দয়ঞ্চ। নানাপ্রকার-বিভাগম-কোষবুদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং স্বজে-
দুধদশা বিপুলার্থ সিদ্ধিঃ ॥ শনেঃ। মিথ্যাপ্রবাদ-বধবন্ধ-
নিবাস্রয়ঃ চৌরাদি-ভূপতি-ভূজঙ্গম-ভীতিময়ঃ। আশানিরাশ-
মথ চার্কজন-কাব্যহানিঃ স্বর্ঘ্যায়জঃ প্রকুরুতে নিয়তং নরাণাং ॥
বৃহস্পতেঃ। রাজ্যাস্পদং তনয়বিত্ত-বিশাল-ভোগান্ পথ্যাপ্ত
সৌখ্য-ধনধাত্ত-সমাশ্রয়ঞ্চ। ধন্যার্থকাম-সুখভোগ-বহু-প্ররোগং
যাবদবৃহস্পতিদশা পুরুষো হি তাবৎ ॥ রাহোঃ। ভাৰ্য্যাদি
ভূষণনিমিত্ত বিবাদ-বন্ধু-শত্রুভিত্তভয়হীন-পরাক্রমঞ্চ। অপ্রাপ্ত
সৌখ্য-ধনকাঞ্চন-হীনদেহো রাহোর্দশা ভবতি জীবনসংশয়ায় ॥
শুক্লশ্চ। মন্ত্রপ্রভুত্ববিপুলং প্রমদাবিলাসং খেতাতপত্রনৃপ-
পুঞ্জিতকোষবুদ্ধিঃ। হস্তাধ্বানপরিপূর্ণ-মনোরথঞ্চ শৌকী দশা
স্বজতি নিশ্চলরাজলক্ষ্মীম্ ॥

অথ অন্তর্দশা।—স্বদশাভিষ্টাং হস্তা নবভির্ভাগান্নাহরেৎ।
লকা মাসান্ত তচ্ছেষঃ পূরয়িত্বা চ ত্রিংশতা। অষ্টৈর্হস্তা দিনং
লভ্যং তচ্ছেষে ষষ্টিপূরিতে। নবভিষ্ট হতে লকো জ্যৈষ্ঠো দণ্ড-
স্তদন্তরে ॥ রবের্দশায়াং রব্যাদীনামন্তর্দশাবিভাগঃ। রবেঃ
ষড়্বর্ষমধ্যে তু বেদমাসা রবেন্নিজাঃ। চন্দ্রস্ত দশমাসাশ্চ
দিগদনং পঞ্চমাসকাঃ। কুজস্ত জ্ঞাত রুজস্ত মাসা দিগদবাসাঃ
শনেঃ। ঋতুমাসা বিংশতিশ্চ গুরোর্বর্ষস্ত বিংশতিঃ। রাহো-
র্দশাষ্টকো জ্যৈষ্ঠো ভূগোর্বর্ষস্ত মাসকো। এবং গ্রহাণামন্তেষামু-
হাষ্টৈবাস্তরোদয়াঃ ॥ সামান্তান্তর্দশাবিভাগঃ। বদগ্রহস্তান্তরে
যন্ত যৎসংখ্যং কালমাপ্তবান্। তৎসংখ্যাস্তান্তরে তন্মৈ সমদ্যা-
দিত্তি নিষ্করঃ ॥ রবের্দশায়াং রবেন্নিজাঃ ৬ মাস। ফলং।
দণ্ডো রাজকুলাদিত্যো মনস্তাপঞ্চ বহনং। প্রবাসং দেবনং
হুঃখং স্বদশায়াং দিগ্যকরঃ ॥ রবের্দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দশা ১০

গুরোর্দিশা রাজ্যদা স্যাৎ সুখধর্মাদিদায়িনী । রাহোর্দিশা রাজ্যনাশো ব্যাধিদা হুঃখদা ভবেৎ ॥ ৩ ॥

বৃহস্পতির দশাতে রাজ্য লাভ, সুখ ও ধর্মবৃদ্ধি হয়।

রাহুর দশাতে রাজ্যনাশ, পীড়া ও হুঃখ ভোগ হইয়া থাকে । ৬

মাস। ফলং—শক্রনাশং ক্রোধোদয়ং ।
কুরুতে কুশলং নৃণাং রবেদন্তর্গতঃ শশী । মতান্তরে । গদশঙ্কট-
সস্ত্রাসং খেচ্ছাহানিং মনঃকতিং । কুরুতে রজনীনাথো ভানো-
রন্তর্দশাংগতঃ । রবেদশায়াং কুজস্তান্তর্দশা । ৫ মাস ১০ দিন ।
ফলং—সর্কৈবাং তিলকো ভূত্বা মণিরত্নপ্রবালকং । প্রাপ্নোতি
ধনাধাত্তানি রবেদন্তর্গতে কুজে । রবেদশায়াং বৃহস্তান্তর্দশা ।
১১ মাস ১০ দিন । ফলং—দারিদ্ৰ্যং হুঃখিতং নিত্যং সর্বগাজ্জে
বিচর্চিকা নশ্তি সর্বকন্মাণি রবেদন্তর্গতে বুধে । মতান্তরে ।
কিঞ্চিৎ পত্রিভিঃ কুঠৈঃ পাপৈর্কিচর্চিকাদিভিঃ । গাত্রোপ-
দ্রবকং ক্ষুদ্রং হৃদ্যস্তান্তর্গতে বুধে । রবেদশায়াং শনৈরন্তর্দশা ।
মাস ৬ । ২০ দিন । ফলং—রাজোভয়ঞ্চ সততং শক্তিধৃতিধন-
ক্ষয়ং । সর্বদা তস্ত বৈকল্যং রবেদন্তর্গতে শনৌ । মতান্তরে ।
সত্তাপং বিত্তনাশঞ্চ বহুনাশং পরাজয়ং । সৌরঃ করোতি
বৈকল্যং ভানোরন্তর্দশাঃ গতঃ । রবেদশায়াং বৃহস্পতেরন্তর্দশা ।
বর্ষ ১ । ০ । ২০ দিন । ফলং—সম্পদো ব্যাধিহানিঞ্চ বিশ্বাসং
লভতে নরঃ । প্রাপ্নোতি ধর্মপদবীং রবেদন্তর্গতে গুরৌ । মতা-
ন্তরে । ধর্মার্থকামসৌখ্যানি দদাতি বিবুধাঙ্কিতঃ । কুষ্ঠাদি ব্যাধি-
চেষ্টা চ ভানোঃ পাকদশাং গতঃ । রবেদশায়াং রাহোরন্তর্দশা ।
মাস ৮ । ফলং—রোগং শোকং ভয়ং দত্তে মরণঞ্চোভং
সদা । বিত্তনাশকরো নিত্যং ভানোরন্তর্গতস্তমঃ । রবেদশায়াং
শুক্লস্তান্তর্দশা বর্ষ ১ । ২ মাস । ফলং—শিরো অঠরোগাদৌ
অরতিসারশূলকৈঃ । শরীরং নশ্তি কিপ্রং রবেদন্তর্গতে
ভূগৌ । চক্রস্ত দশারামন্তর্দশাফলং । চক্রস্ত নিজান্তর্দশা ।
বর্ষ ২ । ১ মাস । দদাতি বৃহস্পতিং বরজীং কনকায়িতাং ।
নির্ভয়েণ যশোবৃদ্ধিঃ স্বদশায়াং নিশাকরঃ । চক্রস্ত দশায়াং
কুজস্তান্তর্দশা । বর্ষ ১ । ১ । ১০ । ফলং—অপূরং ভয়মাপ্নোতি
চৌরাদিত্যে ভয়ং সদা । শরীরক্লেশ মাপ্নোতি চক্রস্তান্তর্গতে
কুজে ॥ মতান্তরে । পিতৃশোণিতপীড়াঃ স্যাম্ভোরাদিনাং ভয়ং
তথা । মঙ্গলঃ কুরুতে নিত্যং বিধোরন্তর্দশাং গতঃ । চক্রস্ত
দশায়াং বৃহস্তান্তর্দশা । বর্ষ ২ । ৪ । ১০ । ফলং—প্রভূতং সুখ-
সম্পত্তি-গজাশ্বগোধানাদিকং । দদাতিস্তান্তর্গতো নিত্যং শশিনঃ
শশিনক্ষরঃ । চক্রস্ত দশায়াং শনৈরন্তর্দশা । বর্ষ ১ । ৪ । ২০ । ফলং—

—বুদ্ধিকরো সুহৃদ্বৈ শাকাকুলো মহাপতি । ভবেদ্রে ন সন্দে-
হচক্রস্তান্তর্গতে শনৌ ॥ মতান্তরে । বহুক্লেশং নৃপাতীতিং ব্যসনং
শোকশকটং । বিনাশং কুরুতে সৌরিশচক্রস্তান্তর্দশাং গতঃ ।
চক্রস্ত দশায়াং গুরোরন্তর্দশা । বর্ষাদি ২ । ৭ । ২০ । ফলং—ধনধর্মাদি-
সৌখ্যঞ্চ বজ্রালঙ্কারশোভিতং । প্রাপ্যতে চ নরো-নিত্যং চক্র-
স্তান্তর্গতে গুরৌ ॥ মতান্তরে । দানসৌখ্যানি সঙ্কোপং বজ্রাল-
ঙ্কারভূষণং । কুরুতে বিবুধাচার্যো-বিধোরন্তর্দশাং গতঃ ॥ চক্রস্ত
দশায়াং রাহোরন্তর্দশা । বর্ষাদি ১ । ৮ । ফলং—সর্বরোগো ভবে-
ন্নিত্যং বহুনাশো-ধনক্ষয়ঃ । ন কিঞ্চিৎ সুখমাপ্নোতি চক্রস্তান্ত-
র্গতস্তমঃ ॥ মতান্তরে । বহিঃশক্রভয়ং হুঃখং শোকং বহুধনক্ষয়ঃ ।
কুরুতে রাহুরত্যং চক্রপাকদশাং গতঃ ॥ চক্রস্ত দশায়াং শুক্র-
স্তান্তর্দশা । বর্ষাদি ২ । ১১ । ফলং—বরাদনাভিঃ সংযোগো-ধন-
ধাত্তঞ্চ বিদতি । মুক্তাহারমণিকৈব চক্রস্তান্তর্গতে ভূগৌ ॥
মতান্তরে । সেব্যতে বরনারীভিন্নরো লক্ষ্মীঃ প্রবর্ততে । মুক্তা-
হারমণিপ্রাপ্তিরিধোরন্তর্গতে সিতে ॥ চক্রস্ত দশায়াং রবেদন্ত-
র্দশা । মাসাদি ১০ । ১০ । ফলং—ভূপ্রসাদসৌখ্যঞ্চ ঐশ্বর্যমতুলং
ভবেৎ । করোতি ধনসম্পত্তিং চক্রস্তান্তর্গতো-রবিঃ ॥ মতান্তরে ।
ঐশ্বর্যং রাজপূজা চ ব্যাধিনাশমরিক্ষয়ং । নৃপভোজো-রবিঃ
কুর্ধ্যাদ্ বিধোঃ পাকদশাং গতঃ ॥ মঙ্গলস্ত দশারামন্তর্দশা তস্ত
নিজান্তর্দশাদি । ০ । ৭ । ৩০ । ২০ । ফলং—মঙ্গলস্ত দশায়াস্ত কলহো
বদ্ধুভিঃ সহ । অগ্নিদাহাদি পীড়াঞ্চ লভতে নিরহং নরঃ ॥ মঙ্গলস্ত
দশায়াং বৃহস্তান্তর্দশা । বর্ষাদি ১ । ৩০ । ২০ । ফলং—নৃপচৌরাদি-
শক্রভাঃ শূন্যভ্যো-ভয়মেব চ । হস্তাপঞ্চ অরকৈব কুজস্তান্তর্গতে
বুধে ॥ মতান্তরে । পরমৈশ্বর্যমতুলং নানাবিধসুখাশ্রয়ং ।
করোতি সৌমপুত্রঞ্চ কিতিকান্তর্দশাং গতঃ । মঙ্গলস্ত দশায়াং
শনৈরন্তর্দশা । মাসাদি ১০ । ৮ । ২০ । ৪০ । ফলং—ধননাশো-
মনস্তাপো-হৃদি পীড়াদিকং ভবেৎ । করোতি বিবিধং হুঃখং
কুজস্তান্তর্গতঃ শনিঃ ॥ মতান্তরে । রিপুচৌরায়তীতিশ্চ রোগ-
মন্তরমন্তরং । মহাজনকতোদেগং কুজস্তান্তর্গতে শনৌ ॥ মঙ্গলস্ত
দশায়াং গুরোরন্তর্দশা । বর্ষাদি ১ । ৪ । ২০ । ৬০ । ফলং—
পুণ্যতীর্থসমযোগো-দেবত্যাগপূজকঃ । ভৈরবস্তান্তর্দশাং প্রাপ্তে
জীবে কিঞ্চিৎপাতয়ং । মতান্তরে । পুণ্যপারব্রাহ্মণ্যদেব-

ব্রাহ্মণ-পূজনং। নৃপতুলাস্বমাপোতি কুজস্তান্তর্গতে গুরো।

মঙ্গলস্ত দশায়াং রাহোরস্তর্দশা। মাসাদি ০। ১০। ১২। ০। ফলং—
শস্ত্রাঘিচৌরশস্ত্রো-ভরগাধবিনাশনং। করোতি চান্ততঃ
নিত্যং কুজস্তান্তর্গতস্তমঃ। মতান্তরে। কার্যার্থনাশমুৎসেগং
বন্ধচৌরাদিসাধনং। কুরুতে সিংহিকপুত্রো-ভৌমস্তান্তর্দশাং
গতঃ। মঙ্গলস্ত দশায়াং গুরুস্তান্তর্দশা। বর্ষাদি। ১। ৬। ২০।
ফলং—ধননাশং তথা ব্যাধিঃ শস্ত্রভ্যাং সমুপভবং। ভয়ং রাজ-
কুলেভ্যোঃপি কুজস্তান্তর্গতে ভূগো। মতান্তরে। ধনবৃদ্ধিঃ
সুখাদীঃ চ নানাবস্ত্রবরজ্জিয়ঃ। প্রাপ্নোতি বিপুলং লক্ষ্মীঃ কুজ-
স্তান্তর্গতে ভূগো। মঙ্গলস্ত দশায়াং রবেরস্তর্দশা। মাসাদি ০। ৫।
১০। ০। ফলং—প্রচৈতুর্ধ্যমতুলং নৃপপূজাদিকং ভবেৎ।
জীলাতঃ পদবীভূক্তিঃ কুজস্তান্তর্গতে রবো। মতান্তরে। নানা-
রত্নঞ্চ সৌখ্যঞ্চ ভূমিলাভমথপি বা। নৃপপূজামবাপ্রোতি কুজ-
স্তান্তর্গতে রবো। মঙ্গলস্য দশায়াং চক্রস্তান্তর্দশা। ১। ১। ১০।
০। ফলং—নানাবিভং সুহৃৎ সৌখ্যং মুক্তামণিবিভূষিতং। চক্রমাং
কুরুতে নিত্যং ভৌমস্তান্তর্দশাং গতঃ। মতান্তরে। ধনলাভঃ
সুখং ভোগং শরীরারোগ্যমেব চ। লোকানন্তমবাপ্রোতি ক্রিতি-
জান্তর্গতে বিধৌ। অথ বৃহস্ত দশায়াং মঙ্গলস্তর্দশাফলং। নিজান্ত-
র্দশা। ২। ৮। ৩। ২০। ফলং—বুধো-বর্ষসমাবোগং বুদ্ধিলাভঃ
ধনাগমং। সুভগং বিপুলং বিভং স্বদশায়াং করোতি বৈ।
বৃহস্ত দশায়াং শনেরস্তর্দশা। বর্ষাদি। ১। ৬। ২৬। ৪০।
দণ্ড। ফলং—বাতশ্লেষকৃত্য পীড়া বিবাদো-বজ্রভিঃ সহ। বিদেশ-
গমনঞ্চাপি বৃহস্তান্তর্গতে শনৌ। বৃহস্ত দশায়াং বৃহস্পতে-
রস্তর্দশা। বর্ষাদি। ২। ১১। ২৬। ৪০। দণ্ড। ফলং—ব্যাধিশস্ত্র-
ভয়েন্ত্যক্তো-ধনাচ্যো-নৃপবলভঃ। লভেত্তাধ্যাং নৃপপুত্রঞ্চ বৃহস্তান্ত-
র্গতে গুরো। অথ বৃহস্য দশায়াং রাহোরস্তর্দশা। বর্ষাদি। ১। ১০।
২০। দিন। ফলং—অকস্মাদগ্নিভীতিচ ব্যাধিপীড়া চ বন্ধনং।
বিন্ধনানশো-মহাক্লেশো-বৃহস্তান্তর্গতে ধরে। মতান্তরে। বন্ধ-
নাশং মনস্তাপং দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনং। করোতি বহুঃখানি
বৃহস্তান্তর্গতস্তমঃ। অথ বৃহস্ত দশায়াং গুরুস্তান্তর্দশা। বর্ষাদি।
৩। ৩। ২০। দিন। ফলং—ধনাচ্যং বহুপুত্রঞ্চ ধর্মরত্নং ধনাগমং।
কুরুতে দানবাচার্য্যো বৃহস্তান্তর্দশাং গতঃ। অথ বৃহস্ত দশায়াং
রবেরস্তর্দশা। ১। ১। ১০। মাস ১০। দিন। ফলং—সুর্গবিভ্রমট্টক-
বশঃ প্রাপ্নোতি পুংলং। জীমান্ পরধনাতোগী বৃহস্তান্তর্গতে
রবো। মতান্তরে। শ্রীনা পরমরূপে গজবাজিধনাক্রিতং।
প্রভাকরঃ করোত্যাত্ত বৃহস্তান্তর্দশাং গতঃ। বৃহস্ত দশায়াং

চক্রস্তান্তর্দশা। বর্ষাদি ২। ৪। ১০। দিন। কণ্টকাদিপ্রেরণঞ্চ
শুভিভ্যো-ভয়মেব চ। নিশাকরঃ করোত্যাত্ত বৃহপাকদশাং-
গতঃ। মতান্তরে। বহুবিভং মহাবৃদ্ধিঃ দাসদাসীসমমিতং।
গজাধবহলং দত্তে বৃহস্তান্তর্গতঃ শশী। বৃহস্ত দশায়াং মঙ্গল-
স্তান্তর্দশা। বর্ষাদি। ১। ৩। ৩। ২০। দণ্ড। শিরো-হৃদয়-
রোগঞ্চ দন্ত্যভ্রকরতো-ভয়ং। জন্মে পীড়া পদে চৈব বৃহস্তান্ত-
র্গতে কুজে। মতান্তরে। ককপিভ্রসমুদ্ভূতাং শিরঃপীড়াং জয়া-
বহাং। মাহেরঃ কুরুতে শোকং বৃহস্তান্তর্দশাং গতঃ। শনে-
র্দশায়াং মঙ্গলস্তর্দশা। তস্ত নিজান্তর্দশামাসাদি। ১। ১। ২০।
ফলং—সৌরিঃ করোতি বৈকুণ্ঠ্যং পুত্রদারস্ত্র নিগ্রহং। অর্থবদ্ধ-
বিনাশঞ্চ বিদেশগমনং তথা। শনেদশায়াং গুরোরস্তর্দশা।
বর্ষ। ১। ২। ৩। ২০। দণ্ড। ফলং—দেবতামুরতঃ শাস্তং
নানাপ্রাপ্তিঃ করোতি চ। করোতি রিপুনাশঞ্চ শনেরস্তর্গতে
গুরুঃ। শনেদশায়াং রাহোরস্তর্দশা। বর্ষাদি। ১। ১। ১০।
দিন। ফলং—বিদেশগমনং দুঃখং বন্ধুদেবং সুহৃদয়ং। অকস্মা-
দগ্নিহাৎ শনেরস্তর্গতস্তমঃ। মতান্তরে। নৃপান্তং জরং রোগং
দুঃখঞ্চ প্রাণসংশয়ং। ধনক্ষয়ঞ্চ কুরুতে শনেরস্তর্গতস্তমঃ।
শনেদশায়াং গুরুস্তান্তর্দশা। বর্ষাদি ১। ১। ১০। দিন। সুহ-
জ্ঞনসমাবোগং ভাৰ্য্যাবিত্তসমমিতং। সুখসম্পত্তিসৌভাগ্যং
শনেরস্তর্গতো ভূগুঃ। মতান্তরে। সুহৃদ্বন্ধুদৈঃ পুণ্যে ভাৰ্য্যা-
বিত্তসমমিতঃ। স্বর্ণং সুখঞ্চ লভতে সৌরস্তান্তর্গতে সিতে।
শনেদশায়াং রবেরস্তর্দশা। মাস ৬। দিন ২০। ধনপুত্রবিনা-
শঞ্চ করোতি দুঃখবর্ধনং। জীবনঞ্চ বলং হস্তি শনেরস্তর্গতো
রবিঃ। মতান্তরে। পরদারাভিগমনং করোতি খরদৌধিতিঃ।
জীবনস্ত চ সন্দেহং শনেরস্তর্দশাং গতঃ। শনেদশায়াং চক্র-
স্তান্তর্দশা। বর্ষ। ১। ৪। ২০। দিন। মরণং বন্ধুবিচ্ছেদং
জীনাশং কলহং সন্দা। কোপং রোগং করোত্যেব শনেরস্তর্গতঃ
শশী। মতান্তরে। জীনাশং কৃকিরোগঞ্চ ককপিভ্রগদং শশী।
বন্ধুদেবঞ্চ কুরুতে পঙ্গোরস্তর্দশাং গতঃ। শনেদশায়াং মঙ্গল-
স্তান্তর্দশা। মাস ৮। ২। ৪। ০। দণ্ড। দেশত্যাগং তথা ব্যাধিঃ নানা
দুঃখসমমিতং। শনেরস্তর্দশাং প্রাপ্য মঙ্গলঃ কুরুতে সন্দা।
মতান্তরে। দেহদৈন্যং মহাঘোরং নানাঃখানি ভূমিজঃ।
ধননাশঞ্চ কুরুতে শনেরস্তর্দশাং গতঃ। শনেদশায়াং বৃহস্তান্ত-
র্দশা। বর্ষাদি। ১। ৬। ২৬। ৪০। দণ্ড। সৌভাগ্যং কুরুতে
নিত্যং নানাসম্মান এব চ। পুত্রং পৌত্রং কলত্রঞ্চ শনেরস্তর্গতো
বৃহঃ। মতান্তরে। আরোগ্যং বিজয়ং রাজ্যং বহুবিভানি দ্রোমদ্বঃ।

হস্তাশ্বদা শুক্রদশা রাজ্যস্রীলাভদা ভবেৎ ॥ ৭ ॥

শুক্রের দশাতে হস্তী, অশ্ব, রাজ্য ও স্রীলাভ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

করোতি দ্বাদশং লোকে শনেরস্তদশাং গতঃ ॥ গুরোর্দশায়া-
মস্তদশা ॥ ০ নিজাশ্বর্ষাদি ১৩।৪।৩।২০। ফলং—কুরুতে
পুরুষসংপুত্রং তপঃ খ্যাতিঞ্চ পৌরুষং । গজাশ্ববাহনং সৌখ্যং
শ্বদশায়াং বৃহস্পতিঃ ॥ গুরোর্দশায়াং রাহোরস্তদশা ॥ বর্ষাদি ১।১।১০।
ফলং—অকস্মাৎসিদ্ধিরাপ্নোতি রাজপীড়াং করোতি
বৈ । বন্ধনং হৃদি সন্তাপং গুরোরস্তদশাং গতঃ ॥ মতান্তরে ।
ফলং—বন্ধুদেবঃ সুবাবাদং স্থানভ্রংশং নিরাশ্রয়ং । কলহং
কারয়েদ্রাহুগুরোরস্তদশাং গতঃ ॥ গুরোর্দশায়াং শুক্রস্তান্তদশা ॥
বর্ষাদি ১৩।৮।১০। ফলং—রিপোর্ভয়ং বন্ধুনাশং নানাব্যাধি-
সমাকুলং । ভাৰ্য্যাবিরোগদুঃখঞ্চ গুরোরস্তদশাং গতঃ ॥ মতা-
ন্তরে । ফলং—কলহং শত্রুভিঃ সার্কং বিভ্রনাশং মনঃক্ষতিং ।
স্রীবিরোগঞ্চ কুরুতে জীবস্তান্তদশাং গতঃ ॥ গুরোর্দশায়াং রবে-
রস্তদশা ॥ বর্ষাদি ১।১০।২০। ফলং—বহুনিদ্রাং বহুদনং সুভাৰ্য্যং
রাজবলভং । কুরুতে ভাস্করঃ শান্তিং গুরোরস্তদশাং গতঃ ॥
অগ্রচ্চ । শত্রুপীড়াং রোগদুঃখং বধবন্ধভয়াদিকং । চৌরশত্রু-
ভয়ং নিত্যং জীবস্তান্তদশাং গতঃ ॥ গুরোর্দশায়াং চন্দ্রস্তান্ত-
দশা ॥ বর্ষাদি ২।৭।২০। ফলং—বরস্রীণাং ভবেল্লাভো-রিপু-
রোগবিবর্জিতং । নৃপতুলাং প্রকুরুতে জীবস্তান্তদশাং গতঃ ॥ শশী ॥
অগ্রচ্চ । ভোগ্যচ্যো-বহুভাৰ্য্যঃ স্রী দ্রিপূরোগবিবর্জিতঃ ।
নৃপতুল্যো-ভবেচ্চৈব গুরোরস্তদশাং গতঃ ॥ গুরোর্দশায়াং কুজ-
স্তান্তদশা ॥ বর্ষাদি ১।৭।২৬।৪০। ফলং—তীক্ষ্ণরোষো-
রিপোর্ভয়ং গজবস্ত্রীমদর্শনং । স্তম্বসৌভাগ্যসংযুক্তো-গুরোরস্তদশাং
কুজে ॥ গুরোর্দশায়াং বুধস্তান্তদশা ॥ বর্ষাদি ২।১১।২৬।৪০।
ফলং—সুহৃদেহসুহৃৎ সুখী দুঃখী শত্রুবৃদ্ধিঃ পুনঃ পুনঃ । দেবা-
চনপিরোনিত্যং জীবস্তান্তদশাং গতঃ ॥ গুরোর্দশায়াং শনেরস্ত-
দশা ॥ বর্ষাদি ১।১১।৩।২০। ফলং—বেশ্যজনাশ্রয়াং সৌখ্যং
ভবেদ্বিভববিবর্জিতঃ । লুপ্তধর্ম্মনা-নিত্যং গুরোরস্তদশাং গতঃ ॥ শনৌ ॥

রাহোর্দশায়াং মস্তদশা নিজাস্তর্ষাদি ১।৪।০। ফলং—
রাহৌ স্রীবন্ধুনাশচ রিপুরোগভয়ং তথা । ভবেদর্থস্ত দাশচ
স রাতঃশ্বদশাং গতঃ ॥ রাহোর্দশায়াং শুক্রস্তান্তদশা ॥ বর্ষাদি
২।৪।০। ফলং—সুহৃদাবোধিতৈঃ সার্কং স্রীলাভোবিস্ত-
লঞ্চয়ঃ । রাহোরস্তদশাং গতঃ ॥ রাহৌ-বন্ধুজ্ঞৈঃ সহ ॥ মতান্তরে ।
দিরোরোগং কুদেহঞ্চ কুর্যাদ্ ভাৰ্য্যাক্ষ চক্ষুণাং । বান্ধবৈঃ

কলহো-নিত্যং রাহোরস্তদশাং গতঃ ॥ রাহোর্দশায়াং রবে-
রস্তদশা ॥ মাস ১৮।০। ফলং—রিপুরোগভয়ং ঘোরং অর্থ-
নাশো-নৃপান্তয়ঃ । শুক্রব্যাথাং শিরোরোগং রাহোরস্তদশাং
গতঃ ॥ মতান্তরে । ফলং—শিরোরোগং ভয়ং ঘোরং মৃত্যুং
শোকঞ্চ দারুণং । বৃহদগ্নিভয়ং কুর্যাদ্ রাহোরস্তদশাং গতঃ ॥
রাহোর্দশায়াং চন্দ্রস্তান্তদশা ॥ বর্ষাদি ১।৮।০। ফলং—
স্রীনাশং কলহং ক্রেশং পাপচিত্তং কুভোজনং । রিপুবন্ধুবিহীনঞ্চ
রাহোরস্তদশাং গতঃ ॥ শশী ॥ মতান্তরে । স্রীপুত্রকলহকৈব বিভ্রনাশং
মনঃক্ষতিং । করোতি ক্রেশমত্যাং রাহোরস্তদশাং গতঃ ॥
রাহোর্দশায়াং মঙ্গলস্তান্তদশা ॥ মাসাদি ১০।২০। ফলং—বিব-
শস্ত্রাঘিচৌরেভ্যো-নিয়তং দারুণং ভয়ং । নরোনিত্যমবাপ্নোতি
রাহোরস্তদশাং গতঃ ॥ রাহোর্দশায়াং বুধস্তান্তদশা ॥ বর্ষাদি
১।১০।২০। ফলং—কফপিত্তসমুদ্ভূতাং শিরঃপীড়াং ভয়া-
বহাং । রাহোরস্তদশাং প্রাপ্য কুরুতে সোমনন্দনং ॥ মতান্তরে ।
অরুণাঘিসংপীড়াং কলহং সুজনৈঃ সহ । ভূতাপত্যেবু বিবেকং
রাহোরস্তদশাং গতঃ ॥ রাহোর্দশায়াং শনেরস্তদশা ॥ বর্ষাদি
১।১১।১০। ফলং—বেশ্যজনাশ্রয়ো-নিত্যং ভবেদ্বিভববিব-
র্জিতঃ । লুপ্তধর্ম্মনা-নিত্যং রাহোরস্তদশাং গতঃ ॥ শনৌ ॥ মতান্তরে ।
স্রীপুত্রৈঃ কলহো-নিত্যং বান্ধবৈঃ সহ বৈরতা । ভবেত্তু বহুদা
দুঃখং রাহোরস্তদশাং গতঃ ॥ রাহোর্দশায়াং গুরোরস্তদশা ॥
বর্ষাদি ২।১।১০। ফলং—ব্যাধিশত্রুভয়ৈস্ত্যক্তো-দেবত্রাক্ষণ-
পূজকঃ । নানাদর্শমনা-নিত্যং রাহোরস্তদশাং গতঃ ॥ গুরৌ ॥

শুক্রস্ত দশায়াং শুক্রস্তান্তদশা ॥ বর্ষাদি ৪।১। ফলং—নীতি-
কীর্তিযশোলাভং বনিতাভোগবন্ধনং । কুরুতে সর্বলাভঞ্চ
শ্বদশায়াং গতঃ ॥ শুক্রস্ত দশায়াং রবে-রস্তদশা ॥ বর্ষাদি
১।২। ফলং—অক্ষিরোগো-মহান্ দোষো-বন্ধনঞ্চ মহদ্রয়ম্ ।
সর্বত্রাকুলং নিত্যং ভূগোরস্তদশাং গতঃ ॥ মতান্তরে । দেহ-
স্রীত্রিএগাক্ষস্রীত্রিপো-ধনাধিতঃ । ভ্যক্তঃ স্রী-বান্ধবৈঃ সর্বা-
র্ভাগবান্তদশাং গতঃ ॥ শুক্রস্ত দশায়াং চন্দ্রস্তান্তদশা ॥ বর্ষাদি
২।১১। ফলং—নখদন্তশিরোরোগং দেহপীড়াং করোতি বৈ ।
বিবাদং স্বজনৈর্নিত্যং ভূগোরস্তদশাং গতঃ ॥ শশী ॥ মতান্তরে । সন্ধান-
ন্যাশো-রোগাচ্চ কার্য্যনাশচ নিত্যশঃ । শুক্রস্তান্তদশাং গতঃ ॥
স্রীনাশো-নিয়তং ভবেৎ ॥ শুক্রস্ত দশায়াং মঙ্গলস্তান্তদশা ॥
বর্ষাদি ১।৬।২০। ফলং—উত্তমায়-স্রীয়েকলাভং ভূমিলাভং
তথৈব চ ॥ বীৰ্য্যহানিঞ্চ কুরুতে ভূগোরস্তদশাং গতঃ ॥ মতান্তরে ।
উৎসাহী ধনধাত্তাঃ কল্যাণ স্রমনাঃ সুখী । ভূমিলাভো-ভবে-

চৈব শুক্রশাস্ত্রগতে কুজে ॥ শুক্রস্য দশায়াং বৃহস্যাস্তদশা ।
বর্ষ ৩৭২০ দিন । বরবজ্রসমায়ুক্তং ধনধান্যসমাকুলং । মানা
পুষ্টিস্তথা মেধা শুক্রশাস্ত্রগতে বৃধে ॥ মতাস্তরে । সর্বত্র লভতে
সৌখ্যং মানসঞ্চয়-এব চ । ভাৰ্যা সুখিলতা মেতি ভার্গবাস্ত্র-
গতে বৃধে ॥ শুক্রস্য দশায়াং শনৈরস্তদশা । বর্ষাদি ১১১১১০
দিন । সুন্দরীভিঃ সহ ক্রীড়া নগরে শোভনে গৃহে । শক্র-
নাশং স্ত্রহ্নাতো-ভাগো-রস্ত্রগতে শনৌ ॥ মতাস্তরে । শক্রক্ষয়-
মবাপ্নোতি মিত্রবৃদ্ধিঞ্চ জায়তে । চৌরাদিত্য লাভঃ স্ত্রাচ্চুক্র-
শাস্ত্রগতে শনৌ ॥ শুক্রস্য দশায়াং গুরোরস্তদশা । বর্ষাদি ৩৮২০
দিন । বরবজ্রসমায়ুক্তং ধনধান্যঞ্চ বিদতি । নিত্যং বহুসনা-
কীর্ণং ভাগো রস্ত্রগতে গুরৌ ॥ মতাস্তরে । রাজপুত্রা সুখং
শ্রীতিঃ কন্তা-জনন-মেব চ । ভার্গবাস্ত্রগতে জীবে চৌরানষ্টক লঙ্-
বান্ ॥ শুক্রস্য দশায়াং রাহোরস্তদশা । বর্ষাদি ২৪ মাস । বিদেশ-
গমনং হুঃখং সম্পর্কং চাস্তজৈঃ সহ । পাপচিত্তং সदैবেতি
শুক্রশাস্ত্রগতস্তমঃ ॥ মতাস্তরে । বন্ধনং বহুপুত্রাদে-বন্ধুনাশো-
রিপাভয়ং । শরীরদৈন্ত্র্যমাপ্নোতি ভার্গবাস্ত্রগতস্তমঃ ॥ ইতি
অস্তদশা সমাপ্তা ।

অথাস্তদশাশ্রিষ্টং । পাপগ্রহদশায়াস্ত পাপশাস্ত্রদশা যদি ।
অরিয়োগে ভবেচ্ছত্ৰাশ্রিত্যযোগে চ সংশয়ঃ ॥ বিলম্বাধিপতে:
শক্রনগ্নশাস্ত্রদশাং গতঃ । করোত্যকস্মান্মরণং সত্যাচার্য্যঃ
প্রভাবতে ॥ দশাশ্রিষ্টভঙ্গযোগঃ । প্রবেশে বলবান্ খেট:
স্তম্ভৈর্কা সন্নিরীক্ষিতঃ । যদি সৌম্যাদিমিত্রস্ত মৃত্যবে ন ভবে-
তদা ॥

অথ প্রত্যস্তদশা । গ্রহাস্তরং দিনং কৃত্বা যটিলকং ধ্রুং
তবেৎ । ধ্রুবাণি গণয়েদ্বীমান্ রব্যাদি ক্রমশো যথা ॥ অগ্রচ্চ ।
অষ্টম্যাসার্কসংখ্যাকং দিনং স্ত্রাদিনসংখ্যাকাঃ । দণ্ডাঃ স্ত্রুদণ্ড-
সংখ্যাকং পলং স্ত্রাতু ধ্রুং তবেৎ । রবৌ চ বেদা-বসবঃ স্ত্রাংশৌ
কুজে চ বাণা-নব চস্ত্রপুত্রে । শনৌ রসা দিক্ চ দৃহস্পতৌ স্ত্রা-
জাহৌ তুরঙ্গা ভৃগুজে চ ক্রডাঃ ॥ রবেরস্তরমধ্যে তু বসবশ্চ
রবের্নিজাঃ । চস্ত্রস্ত্র বোড়শ প্রোক্তাঃ কুজস্ত্র তু দশ স্ত্রতাঃ । বৃধ
স্ত্রাষ্টাদশ প্রোক্তাঃ ক্রমাদ্ দশকং শনৈঃ । শুক্রোহি বিংশতিশ্চ ব
রাহোশ্চত্বদশ স্ত্রতাঃ । এষ এব বিধিঃ প্রোক্তো-ভাগোহর্বাংশতিঃ
ক্রমাৎ । এবং দিনানি চান্তেযাং জ্ঞাত্বা প্রত্যস্তরে যথা । তৎ-
সংখ্যাকং ফলং বাচ্যং শুভাশুভমিতি ক্রমাৎ ॥ মতাস্তরে । প্রত্য-
স্তদশাবিভাগং । অস্তদশাং দিনং কৃত্বা চাষ্টোত্তরশতৈর্হরেৎ ।
লঙ্কাং ধ্রুবানাম স্ত্রাদশাবর্ষেঃ প্রাপ্নয়েৎ । প্রত্যস্তরী দশা জেয়া

দিনদণ্ডশলানি চ । নাক্ষত্রিকীদশামধ্যে ফলং জেয়ং বিচক্ষণৈঃ ॥

অথ হরগৌরীদশা । ঈশ্বর উবাচ । নব গ্রহাঃ সমাখ্যাতাঃ
স্বর্ঘ্যাসোমারদানবাঃ । শুক্রার্কসামজাশ্চৈব কেতুশ্চ ভৃগু-
নন্দনঃ ॥ এতে প্রাণভূতামায়ুঃ প্রয়চ্ছন্তি স্বভাগতঃ । সম্পূর্ণ-
মন্ত্যমং বাপি কনিষ্ঠঞ্চ বরাননে ॥ বিংশাধিকং স্ত্রতং ভজে
পরমায়ুঃ প্রকীর্ষিতম । নবসংখ্যাস্ত্রাশ্রিতাদৌ ত্রিরাব্রুতিপরি-
ভ্রমাৎ ॥ সপ্তবিংশতিতৈস্তত্র ক্রমান্তানি চ পাকতি । শুক্রপক্ষে
প্রস্থতস্ত্র গণনং কৃত্তিকাদিতঃ ॥ কৃষ্ণপক্ষে ভবেজ্জাতশ্চাশ্বিতাদি
প্রকীর্ষিতম্ ॥ এতজ্জন্মকর্ম্মনারভ্য গণনা চ প্রবর্ততে । স্বর্ঘ্য-
জিম্মধ্যগতো-গণ্যতে তৎসমানকং ॥ গণনা সর্বকার্য্যেবু ক্তস্তবা-
বীরবন্দিতে । অথাস্তরে চ মরণং দশাচ্ছিত্রস্ত্র কারিণম্ ।
যষ্ঠাষ্টমদশাপ্রাপ্তৌ বলবান্মৃত্যুদঃ স্ত্রতঃ । বলহীনে বিস্তনাশং
করোতি বরবর্গিনী ॥ মধ্যমেন বলেনৈব পীড়ায়ুক্তকরঃ স্ত্রতঃ ।
সোচ্চরাশিগতস্ত্রাপি কিঞ্চিদূনবলস্ত্র চ ॥ পূর্ণানাম দশা জেয়া
ধনবৃদ্ধিকরী শুভা । নাচরাশিগতস্ত্রাপি কিঞ্চিদূনবলস্ত্র চ ॥
রিজ্ঞানাম দশা জেয়া ধননাশস্ত্র কারিণী । অশুদশায়াং যদি খেচ-
রস্ত্র পাপস্ত্র পাপং কুরুতে প্রবেশং । তদারিষোগে মরণং প্রদীষ্টং
মিহস্ত্র যোগেহপি চ সংশয়াৎ । শট্টেনশ্চরাস্ত্রাঃ ক্ষিতিজপ্রবেশে
নিঃসংশয়ং মৃত্যুমুদাহরন্তি ॥ যষ্ঠাষ্টমক্রুরগৃহস্থিতশ্চৈব ক্রুরোহপি
দৃষ্টৌ মৃতয়ে স্বপাকাৎ ॥ দশাক্রমমাহ । ষড়্ বর্ষাণি সহস্রাংশো-
দশেন্দোঃ সপ্ত ভূভুবঃ । রাহোরষ্টাদশ প্রোক্তং গুরোরেকোন-
বিংশতিঃ । সৌরে সপ্তদশ জেয়ং বিধুপুত্রস্ত্র বোড়শ । কেতোশ্চ
সপ্তবর্ষাণি দৈত্যচাৰ্য্যস্ত্র বিংশতিঃ ॥ অথাস্তদশা । দশাশ্রিষ্ট
দশাং ইত্যা দশাভিঃ পরিশোধয়েৎ ॥ তচ্ছেষং ত্রিংশতা পূর্য্যং
ক্রমেণাস্তদশাং বিহুঃ ॥ স্ত্রদশা ষড়্ গুণা কাৰ্য্য্য দিবসাঃ সম্ভবন্তি
চ । ঋক্স্ত্র ভুক্তদণ্ডেন গুণিত্বা গৃহতে দশা ॥ এবংক্রমেণ
বোদ্ধব্যং দশাভোগস্ত্র বৎসরম্ । অতঃপরং ক্রমেণৈব দশাফল-
মুদীরয়েৎ ॥ নীচোচ্চাদিবিধিকৈব শক্রমিত্রবলাবলম্ । অশু-
দশায়াং মতিমান্ চিস্তয়েত্তু প্রযত্নতঃ ॥

অথ বিংশোত্তরী দশা । ইনশশিকুজদৈত্যা-জীবমন্দজকেতু-
ভৃগুজ-ইতি নরাণাং কৃত্তিকাদিক্রমেণ । রসদশ গরিষ্ঠত্যা-
চাধ্যাকিংশোনসপ্তদশমুনিগঃ সংখ্যাঃ স্ত্রদশ-মানবানাং ॥ স্বর্ঘ্য-
গ্রহদশাবর্ষং স্ত্রদশাশ্রুতিং ক্রমাৎ । ভাগ-মস্ত্রদশাবর্ষে গৃহীয়াত
খস্বর্ঘ্যাকৈঃ । শেষে রবিপুণে মাসান্ পুনত্রিংশদ্বিংশে দিনং । ততঃ
যটিলগে দণ্ডং ফল-মস্ত্রদশাশ্রুতি ॥

অথ আর্দ্রাদি অষ্টোত্তরী দশা । চত্বারি তানি পাপেষু তভেষু

জ্ঞানি জায়তে । রোজাদি যুগপথ্যন্তং লিখেন্ভিত্তি সহ । বড়া-
দিত্যে চ বর্ষাণিবিধৌ পঞ্চদশৈব তু । মঙ্গলস্ত্যষ্টবর্ষাণি বৃধে সপ্ত-
দশৈব তু । শনৈশ্চ দশবর্ষাণি গুরোরেকোনবিশতিঃ । রাহোহর্ষ-
দশবর্ষাণি ভার্গবে চৈকবিশতিঃ । পরমায়ুঃ প্রমাণেন গুণরে-
ক্ষতনাড়িকাঃ । নক্ষত্রস্ত হরেন্ভাগং নবত্যাগুং বিশোধয়েৎ ।
আর্দ্রাচতুর্কমাদিত্যে জ্যেষ্ঠং চক্রে মধ্যায়ং । ভৌমে হস্তাচতুর্কং
স্তাদনুসারথ্যজিকৈ বৃধঃ । পূর্বাচতুর্কং মন্দে চ খনিষ্ঠাত্রিতয়ং
গুরোঃ । রাহোশ্চতুরচছারি কৃত্তিকাঞ্জিতয়ং ভূগোঃ । দশা
দশাহতা কার্য্য ভাগো-নন্দৈর্বিধীয়তে । অন্তর্দশায়াং তৈশ্চৈব
প্রথমং জায়তে দশা ॥

অথ ত্রিশোত্তরী দশা । ত্রিশোত্তরী দশার গণনা যেক্রপে
করিতে হইবে, তাহা বলা যাইতেছে ।—অষ্টোত্তরী নাক্ষ-
ত্রিকী দশার স্তার জন্মনক্ষত্রানুসারে প্রথমতঃ দশা নিরূপণ
করিতে হইবে, কেবল দশাভোগের কালের বিভিন্নতা আছে ।
নাক্ষত্রিকী দশাতে রবির ৬ ছয় বৎসর, চক্রে ১৫ বৎসর,
ইত্যাদি । এই দশাতে যে কয়টি নক্ষত্রে জন্ম হইলে যে গ্রহের
দশা হইবে, সেই গ্রহের দশাভোগের কালকে সেই কয়টি
নক্ষত্রদ্বারা ভাগ করিলে যত বৎসর যত মাস হইবে, তত বৎ-
সর তত মাস সেই গ্রহের দশাভোগের কাল জানিবে, যথা,—
রবির ২ বৎসর, চক্রে ৩৯, মঙ্গলের ২৮, বুধের ৫৩, শনির ৩৪,
বৃহস্পতির ৪৯, রাহুর ৪১, শুক্রের ৫৩, এই সকল দশার সমষ্টি
৩০ বৎসর । স্তবরাং ত্রিশ বৎসরে সমস্ত গ্রহের দশাভোগ
শেষ হয়, পুনর্বার সেই সেই গ্রহের দশা ভোগ হইবে ।
ফলং—জন্মনি হংসো-গুরুশ্চৈব কক্ষণি সৈংহিকভাস্করৌ ।
আধানে বৃধমন্দৌ চ জন্তোর্ম্মরণ-মাদিশেৎ ॥ যাহার যে নক্ষত্রে
জন্ম হইবে, সেই নক্ষত্রাবধি দশাকে জন্মদশা, জন্মনক্ষত্রহইতে
দশম নক্ষত্রের দশাকে কর্ম্মদশা ও জন্মনক্ষত্র হইতে ষোড়শ
নক্ষত্রের দশাকে আধানদশা বলে । যাহার যে বৎসরে জন্ম-
দশার রবি বা বৃহস্পতি, কর্ম্মদশাতে রাহু বা রবি ও আধান-
দশাতে বুধ বা শনি অধিপতি হয়, সেই বৎসরে তাহার মৃত্যু
হইবে । *

* . অথ নিত্যদশা । ঋকং চতুর্ভুগং কৃত্তা তিথিবারসমম্বিতম্ ।

ত্রিশোত্তরী দশামতে গ্রহাদির নিজা অন্তর প্রত্যন্তর ইত্যাদি দশার ফল
আমার কলিত জ্যোতিষের ৩য় খণ্ডের ২৭৫ পৃষ্ঠা হইতে ২৯০ পৃষ্ঠা পয্যন্ত
দৃষ্টি করিলে জ্ঞাত হইতে পারিবেন । উপরে যে সকল দশা সংক্ষেপে কথিত
হইল, তাহার বিশেষ বিবরণ কলিতজ্যোতিষের ৩য় খণ্ডে লিখিত আছে ।

নবভিচ্ছ কৃত্যনকা শেষে দিনদশা ভবেৎ ॥ রবিশ্চক্রে কুজো-
রাহুর্জীবোমন্দোবুধস্তথা । কেতুর্ভুগুশ্চতশ্চৈব ক্রমাদিনদশা
ভবেৎ ॥ চক্রে শুক্রা শুভফলং চক্রাঃ শুক্রাঃ শুভং ভবেৎ ॥ মিত্রারি-
যোগাচ্ছক্রে জ্যেষ্ঠং দিনদশাসু চ । শুভাশুভযুতস্তাপি মিত্রং
জ্যেষ্ঠং দিনকর্কগাৎ ॥ ফলম্—রবৌ হুংখং মনস্তাপং শুক্রান্নাদি-
কুভোজনম্ । বিরোধোবন্ধনং ত্রাসঃ কলহো-বন্ধুভিঃ সত ॥
মিষ্টান্নং স্তবসংভোগঃ স্ত্রীয়া দধ্যাদিভোজনম্ । স্ত্রীবস্ত্রভূষিতাভ্যং
সুখং শশিদশাসু চ ॥ মঙ্গলস্ত্য দশায়াস্ত যাতপাতাদিহুংখভাক্ ।
কার্য্যহানিঃ সুহৃদভেদঃ কাকীশুকান্নভোজনম্ ॥ রাহোদিন-
দশায়াস্ত সন্নিপাতাদিরুগ্ভবেৎ । রক্তপাতাঃ দাহশ্চ শস্তাঘাতশ্চ
বেদনা ॥ বিদ্যার্থরাজমগ্যা দা প্রীতিলোভোমহৎসুখম্ । গুরো-
র্দিনদশায়াস্ত সুখী ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ দিনান্তে ভোজনং হুংখং
রাজোপদ্রববন্ধনম্ । শিরঃপীড়া দিরোগশ্চ শনৈর্দিনদশাসু চ ॥
মুদ্রাণুক্তাদিলাভঃ স্ত্র্যাং স্ত্রীলাভঃ মহাসুখী । বস্ত্রলাভঃ সুহৃদাভো-
বুধস্ত্য দিনদশা শুভা ॥ কেতোদিনদশায়াস্ত মহাহুংখী ধনকৃতিঃ ।
পরান্নভোজী কলহো-বন্ধুনা চ রজাষিতঃ ॥ বস্ত্রালঙ্কারভূষাচো-
বন্ধুসঙ্কোপঞ্জিতঃ । বিদ্যাথলাভঃ স্ত্রীলাভো-মিষ্টান্নাদিসুভো-
জনম্ ॥ সঙ্কেতং । আ ১ চং ২ ভো ৩ রা ৪ জী ৫ শং ৬ বু ৭
কে ৮ শু ৯ ॥ ইতি কেরণীসংমতা দিনদশা । অপরঞ্চ । ঋকং
চতুর্ভুগুশ্চ তিথিবারসমম্বিতম্ । নবভিচ্ছ হরেন্ভাগং শেষে
দিনদশা ভবেৎ ॥ ফলম্—রবৌ শোকং সুখং চক্রে ভৌমে
শস্ত্রাঘ্রিজং ভয়ম্ । রাহৌ বিত্তবিনাশঃ স্ত্রাদ্ বস্ত্রলাভং গুরাবপি ।
হুংখং মন্দে বৃধে পুণ্যং ক্রেশং কেতো ভূগৌ সুখম্ ॥ অন্যচ্ছ ।
তিথিবারঞ্চ নক্ষত্রং স্বনক্ষত্রেন সংযুতম্ । অষ্টাভিচ্ছ হরেন্দেং
শেষা দিনদশা ভবেৎ ॥ সূর্য্যোবিত্তবিনাশনং প্রকুরুতে ধর্ম্মার্থ-
বুদ্ধিঃ শশী ভৌমঃ শস্ত্রবিঘাতরোগকরণং সোমাত্যঃ সম্পদং ।
মন্দোমন্দমতিং শুক্রশ্চ বিভবং রাহুশ্চ সর্কার্ত্তিকং শুক্রঃ সর্ক-
সুখাগমং প্রকুরুতে গর্গাদিভির্ভাষিতম্ ॥ ক্রমং র চ ম বু শ ব
রা শু ॥ ইতি নিত্যদশা ।

অথ লারিকদশা ।—দশাবিজ্ঞানতঃ সর্কং দেহভাজং শুভাশুভং ।
ফলং নির্ণয়তে যস্যাদতোবজ্জি দশাক্রমং ॥ তদানুর্ধ্বেন বদন্তং
তস্ত খেটস্ত সা দশা । গ্রহাশ্চ গুণদোষাত্যাং স্বদলানাং
ফলপ্রদাঃ ॥ লক্ষকর্কশিণাং মধ্যে যো-বল্লী তস্ত চাক্রতঃ ।
ত্র্যংকেচ্ছক্ৰাদিকসংস্থানাং দশাঃ সূর্য্যকলবৎ ক্রমাৎ ॥ তত্রাপি
বলসীম্যেদাযুধস্তাধিকং ভবেৎ । দশা তস্তাযুধঃ সাম্যেণ যঃ
পুংসং সবিতুচ্চাতঃ ॥ তত্র স্মিত্ররশ্মিশে দশা শ্রেষ্ঠফলা

ভবেৎ । নীচচাত্ত চারোহা ভদাত্যন্তুভাবহা ॥ শক্রনীচ
গহাংশগ্রহস্ত কষ্টদা দশা । তুলাভ্রুতস্ত তত্রাপ্যবরোহাস্তক-
প্রদা । শুভদৃষ্টযুক্তকৃষ্ণকরবীৰ্য্যাদিকে গ্রহে । ইষ্টাধিকেহপি
শুভদা দশা শ্রাদ্ধশুভাশ্রুতা ॥ অথ গ্রহাণ্যং বলসাধনম্ । মিশ্রে
মিশ্রদশা জ্যেষ্ঠা ন্যূনাধিকাঞ্চ কল্পয়েৎ । দশাক্রমবিধৌ বীৰ্য্যং
যথাকার্য্যং তদুচ্যতে ॥ আদ্যা দশা চেল্লগস্ত তদা ভাবকলৈর্নিজৈঃ ।
হতং বীৰ্য্যং হরেৎ যষ্ট্যা তবীৰ্য্যং শ্রাদ্ধদশা ক্রমে ॥ আদ্যার্কস্ত
বিধোৰ্কা চৎ তদা তৎসংস্কৃতং বলং । হোরাদীশবলাচোন
ক্ষেত্রেশ্বিগুণোজসা ॥ গজোদ্ধূতেন গুণিতং দশাক্রমবিধৌ
বলং । এবং শ্রাৎ কেক্রগাদীনাং গ্রহাণামুদয়স্ত চ ॥ অথ লাগ্নি-
কান্তদশা । অধুনা শুভদশাভাগো যথাক্রমমুদার্য্যতে । একরশৌ
স্থিতোহ্যংশং রামভাগং ত্রিকোণয়োঃ ॥ সপ্তমে সপ্তমং ভাগং
চতুর্থং চতুরশ্রয়োঃ । খেটোলগ্নঞ্চ লভতে বলান্নাত্ত্বয় কখন ॥
একরশৌ যদা খেটা-দ্বাদশঃ স্যুচ সোদয়াঃ । এক-এব ভবে-
জাগী বলাবাংস্তত্র যো-মতঃ ॥ একঃ পুত্রে তপস্যাত্মো-যদি
জ্যাংশাপহারকো । লভতে বীৰ্য্যবানাদৌ তৎপশ্চাদ্দূর্বলোহি যঃ ।
চতুর্থে নিধেন বাপি ক্রমোহয়ং পরিকীৰ্ত্তিতঃ । ভাগিনো-ভাগ-
ভাগেন বেদাষ্টৌ বিজ্ঞতাঃ পৃথক্ ॥ তদৈক্যং বেদনাগাচ্যং
স্যাচ্চারোহস্তদশাবিধৌ । দশা বেদাষ্টগুণিতা হারাপ্তাশুভদা
নিজা ॥ সা হতা ভাগিনাং ভাগৈগুণ্যেযামশুভদা ভবেৎ । দশা-
প্রবেশকালীনাঃ কার্য্যাঃ সলগ্নখেচরাঃ ॥ তদা চাশুভদারস্তে
তত্র নির্ণয়-উচ্যতে । দশারস্তবিলগ্নস্তো-দশেশশেচদশা শুভা ॥
দশারস্তবিলগ্নাষ্টা ত্রিষষ্টদশলাভগঃ । লগ্নে দশেশবর্গো-বা দশা-
নাথস্যা বা সূক্ষ্মং । শুভগ্রহো-বা ভবতি সা দশা শুভদা দশা ॥
দশেশে শুভগশ্চক্রস্তন্নিজবর্গগোহপি বা । দর্শনাথান্ত্রিপুত্রারি-
স্রবধর্ম্মলাভগঃ । দশারস্তে যদিহুঃ স্যাদদশা সৎফলদায়িনী ॥
উক্তরাশিগতশ্চক্রো-দশারস্তে দশেশতঃ । জন্মলগ্নাং স যো-ভার-
স্তদ্যাবুক্তিকৃতভবেৎ ॥ দশারস্তে দশানাথাং ধনুখাষ্টান্ত্যমূর্ত্তিগঃ ।
চক্রো-জন্মতনোৰ্কা স্যাদ্ ভাবস্তদ্যাবহানিকুৎ ॥ দশারস্তে শুভে
চক্রে সৌখ্যদ্বীধনলাভদা । জীদোবদা সদা কোজে বোধে
বিদ্যাস্থখাপ্তিদা ॥ শৌক্রেহ্নপানসৌখ্যাদি-নিজগেহবিলা-
সদা । ধনবান্ সুখসংপ্রাপ্তিঃ সদা জীবগহে দশা ॥ দুর্গারণ্যপথ-
ক্রেণদ্বীপুত্রকলহপ্রণা । সিংহে চাক্রে শমিক্রে কুংসিত-
জীপ্রদা সদা ॥ ইতি দিগ্গর্শনাঙ্ক্রে বিতারো-জাতফোদিতঃ ।
রাধবীৰ্য্যমিমাং তুষ্টিপ্রদাং জাতকপদ্ধতিং । বিজ্ঞায় রাজমান্তঃ
ল্যাকীরঃ কীর্ত্তিঞ্চ বিধতি ॥ অথ বৃহজ্জাতকোক্তমৈসর্গিকী

দশা । একং যৌ নব বিংশতিধৃতিকৃতী পঞ্চাশদেবাং ক্রমাৎ
চক্রারেন্দ্রকৃষ্ণকৃষ্ণবিন্দুরূপৈভাকরীণাং সমাঃ । ঐশ্বঃ ঐশ্বঃ পৃষ্টকলা
নিসর্গকথিতৈঃ পংক্তির্দশানাং ক্রমাদন্তে লগ্নদশা শুভেতি যবনা
নেচ্ছন্তি কেচিত্তথা ॥ অথ দশানির্ণয়ঃ । লগ্নাক্ষীতরশ্মীনাং
যদি পূর্ণবলো-ভবেৎ । তদা সত্যমতং শ্রেষ্ঠং অন্তথাহে পরা
দশা ॥ স্বোচ্চ-স্বরাশি-নিজভাগ-সুহৃদগহস্তো-সম্পূর্ণবীৰ্য্যচিরা-
বলিনঃ স্বকালে । মিত্রোচ্চভাগসহিতাঃ শুভদৃষ্টযুক্তাঃ শ্রেষ্ঠা
দশা বিদধতি স্ববরঃ স্বখেটাঃ ॥ নীচশক্রগহং প্রাপ্তশক্রনিয়াংশ-
সুগ্যাগাঃ । বিবর্ণঃ পাপসম্বন্ধো-দশাং কুর্য্যাদশোভনাং ॥ সর্বে-
র্কর্মেণরূপেতস্য পরমোচ্চগতস্য চ । সম্পূর্ণাখ্যা দশা জ্যেষ্ঠা
ধনারোগ্যবিবর্জিনী ॥ সর্বেকর্মে কীর্ত্বীনস্য নীচরাশিগতস্য চ ।
রিজ্ঞা নাম দশা জ্যেষ্ঠা ধনারোগ্য-বিনাশিনী ॥ স্বোচ্চরাশিগত-
স্যাথ কিস্কিলগতস্য চ । পূর্ণানাম দশা জ্যেষ্ঠা ধনবুদ্ধিকরী শুভা ।
যস্মাৎ পরমনীচস্তথা চারিনবাংশকে । তস্যানিষ্টফল্যানাম
ব্যাদানর্থবিবর্জিনী ॥ অথ বৃহজ্জাতকোক্তাশ্রিতদশাফলম্ ।
রবেঃ । সৌখ্যং স্বং নখদন্তচর্ম্মকনকক্রৌর্য্যধ্বতূপাবহং তৈক্ষ্ণ্যং
ধৈর্য্যমজস্রমদ্যমরতিঃ খ্যাতিঃ প্রতাপোন্নতিঃ । ভাৰ্য্যাপুত্রধনা-
বিশস্ত্রহতভুগুত্পোদ্ভাব্যাপদ-স্ত্যাগী পাপরতিঃ সতৃত্যকলহো-
হংক্রোড়পীড়াময়াঃ ॥ চক্রস্য । ইন্দোঃ প্রাপ্য দশাং ফলানি
লভতে মস্ত্রবিজাত্যুদ্ভাবানিকুক্ষীরবিকারবজ্রকুইমক্ৰীড়াতিলার-
শ্রমৈঃ । নিদ্রালস্যমুহুরিজনরকৃচিঃ জীজন্মমেধাবিতা কীর্ত্ত্যর্থো-
পচয়ক্ষ্যো চ বলিভিকৈরঃ স্বপক্ষেণ চ ॥ মঙ্গলস্য । ভৌম-
স্যারিবিমর্দভূপসহজকিত্যাবিকাজে ধনং প্রেষেধঃ স্তমিত্তদার-
সহজৈর্কর্ষদগুরুধেষ্টিতা । তৃষাংগুজরপিত্তভজনিতা-রোগাঃ
পরজীকৃতাঃ প্রীতিঃ পাপরতৈরধর্ম্মনিরতিঃ পারুষ্যতৈক্ষ্ণ্যানি চ ॥
বুধস্য । বোধ্যঃ দৌত্যসুহৃদগুরুদ্বিজননং বিদ্বৎপ্রশংসা যশো-
যুক্তিদ্রব্যসুবর্ণবৈসরমহী সৌভাগ্যসৌখ্যাপ্তয়ঃ । হাস্যোপাসন-
কৌশলং মতিচয়ো-ধর্ম্মক্রিয়ানিছয়ঃ পারুষ্যং শ্রমবন্ধমানসগুচ্য
পীড়া চ ধাতুত্রয়াং ॥ জীবস্য । জৈব্যাং মানগুণোদয়ো-মতিচয়ঃ
কাণ্ডিঃ প্রতাপোন্নতি-স্বাহাশ্রোদ্যামমস্ত্রনীতিনুপতিষাধ্যায়মন্ত্রে-
ধনং । হেমাখ্যাজকুঞ্জরাশ্রয়চয়ঃ প্রীতিশ্চ সদ্ভূমিটৈঃ স্নেহো-
গমনাশ্রয়ঃ অবগরুতৈরং বিদূর্ষাশ্রিতৈঃ ॥ শুক্রস্য । শৌক্যম-
গীতরতিঃ প্রমোদসুহৃতিজব্যানপানাস্রয়ঃ জীৱত্বহ্যতিমন্মথোপ-
করণজ্ঞানেষ্টমিত্রাগমাঃ । কৌশল্যং ক্রয়বিক্রয়ে স্বমিনিধি-প্রাপ্তি-
ধনস্যাগমো-বুদ্ধৌকীর্শনিবাদদ্রব্যরহিতৈকৈরং শুচঃ স্নেহতঃ ।
শনেঃ । সৌরীং প্রাপ্য থরোষ্ট্রপক্ষিমহিবীৰ্য্যদানাবাপ্তয়ঃ জ্যেষ্ঠা-

প্রয়াতি গুরুতাং সদা নবৈজ্ঞান্য। বিক্রমসাহসসৌখ্যো জীব
দশায়াং রবৌ ভবতি ॥ অথ বৃহস্পতের্দশায়াং চক্রস্তাশ্চদশা
ফলং। পত্নীসহস্রভর্তা জিতরোগগরিপুঃ পরোন্নতিং লভতে।
প্রকটয়তি রাজচিহ্নং চক্রদশা গুরুদশায়াং ॥ অথ বৃহস্পতের্দশায়াং
মঙ্গলস্তাশ্চদশাফলং। শীঘ্রঃ পরপ্রতাপা শূরো রণলব্ধবিজয়-
কীৰ্ত্তিধনঃ। সৌখ্যমনন্তং লভতে জীবদশায়াং কুজে ভবতি ॥
অথ বৃহস্পতের্দশায়াং বৃহস্যস্তাশ্চদশাফলং। ভবতি সুরেজা-
দশায়াং বৃধে চ কুটুম্ব রাজপুত্রী চ। পদ্মাক্ষীনয়নানাং পুরুষ-
ব্যাদির্দর্শনরোগঃ ॥ অথ বৃহস্পতের্দশায়াং শুক্রস্তাশ্চদশাফলং।
রিপুধনবিনাশদুঃখৈরভিভূতো ব্রাহ্মণোপজীবী চ। জীবদশায়াং
শুক্রেঃ প্রবিশতি নিত্যং ভবেৎ পুরুষঃ ॥ অথ বৃহস্পতের্দশায়াং
শনেরশ্চদশাফলং। স্তবত্বেত্যব্যসনৈঃ কুংসিতবৃত্তিঃ সুখেন
হীনশ্চ। পুরুষো বিলুপ্তধর্ম্য জীবদশায়াং শনৌ ভবতি ॥ ইতি
বৃহস্পতের্দশায়া-মস্তদশাফলং। অথ শুক্রস্ত দশায়াং রবেরশ্চদশা-
ফলং। গণ্ডোদরাকিরোংগেচ ক্ষিতিপতিভো বন্ধনাদিভিত্তপুঃ।
শুক্রেদশায়াং হৃদ্যে বিচরতি নুনং ভবেৎ পুরুষঃ ॥ অথ শুক্রস্ত
দশায়াং চক্রস্তাশ্চদশাফলং। অন্তর্দশায়াং সিতস্ত শশিনোযদা
ভবতি। গলদশনশিরোরোগঃ স্ফুটতি কাসলোব্যাদিঃ ॥ অথ
শুক্রেস্ত দশায়াং মঙ্গলস্তাশ্চদশাফলং। পিতৃহৃৎককরোগো
ভূত্যাগঃ সংশয়ো নৃপতেশ্চ। শুক্রদশায়াং ভৌমে মন্দোৎসাহঃ
পুমান্ জয়তি ॥ অথ শুক্রস্ত দশায়াং বৃহস্তাশ্চদশাফলং। শুক্র-
দশায়াং পুংসো বৃহস্তাশ্চদশা যদা ভবতি। ভবতি তদা ধনবৃদ্ধিঃ
সৌখ্যঞ্চ মনোরথাভিগতং ॥ অথ শুক্রস্ত দশায়াং বৃহস্পতেঃশু-
ক্রদশাফলং। ভূগোদশায়াংমস্তদশা গুরোধনী ন সম্পত্তিঃ। বিদ-
ধাতি বিষয়রাজ্যং পুংসাং-ধনমুন্নতিং সৌখ্যং ॥ অথ শুক্রস্ত
দশায়াং শনেরশ্চদশাফলং। বুদ্ধজীভিঃ ক্রীড়াং পুরনগরাধি-
পত্যমবিশেষঃ। শুক্রদশায়াং শোরিঃ করোতি বহুমিত্রসংযোগং ॥
ইতি শুক্রস্ত দশায়াংমস্তদশাফলং ॥ অথ শনেরদশায়াং রবেরশ্চ-
দশাফলং। ধনপুত্রদারনাশং ভয়মতুলং বিদধাতি পুরুষস্ত।
রবিপুত্রস্ত দশায়াং সূর্য্যস্ত দশা ন সন্দেহঃ ॥ অথ শনেরদশায়াং
চক্রস্তাশ্চদশাফলং। জীমরথং হরণশা বহুবিরোগং পুনঃ পুনঃ
কলং ॥ অন্তর্দশা চ দশায়াং শনেঃ শশাক্ষস্ত বিদধাতি ॥ অথ
শনেরদশায়াং মঙ্গলস্তাশ্চদশাফলং। দেশভ্রমং ব্যাধিঃ হুঃখানি
করোত্যনেকরূপাণি। রবিজস্তাশ্চদশায়াং মহীভূতঃ করোত্যেবং ॥
অথ শনেরদশায়াং বৃহস্তাশ্চদশাফলং। সৌভাগ্যসৌখ্যবিজয়-
প্রবোধ-সংকার-মানধনলাভঃ। সৌরিদশায়াং সৌম্যো বিদধাতি

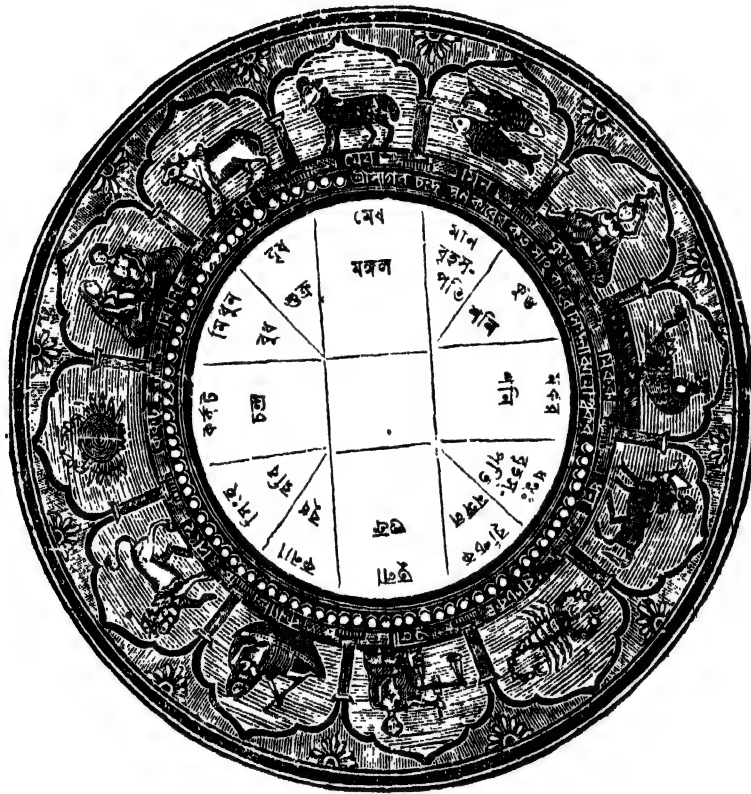
শুক্রদশাং প্রাপুঃ ॥ অথ শনেরদশায়াং বৃহস্পতেঃশুক্রদশাফলং। অমু-
বাস্তি শিষ্টপদবীং গ্রামাদিসৌখ্যকলত্রসম্পদঃ। রমিতনয়নস্ত দশায়াং
প্রবিশতি জীবে ভবেৎ পুরুষঃ ॥ অথ শনেরদশায়াং শুক্রস্তাশ্চদশা-
ফলং। বর্দ্ধয়তি মিত্রপঙ্কং ভিনতি শোকান্ বশঃ প্রকাশয়তি।
সৌরিদশায়াং শুক্রঃ পত্নীধনবিষয়লাভকরঃ ॥ ইতি শনেরদশা-
য়াংমস্তদশাফলং। অশ্বদশা শুভায়াং মূলদশায়াং শুভা যদা
ভবতি। ভবতি তদা সৌখ্যং বহুধনলব্ধিরতীর পুরুষাণাং ॥
দশাপতেঃ শুভায়াংমস্তদশাপি যদি শুভা তদাতীত শুভফলং।
মিশ্রে মিশ্রমশুভায়াংমশুভা চেত্তদাতীতবাস্তবং ॥ ইতি পায়িক-
দশাশ্চদশাফলং।

অথ অশ্বদশারিষ্টং। ক্রূরদশায়াং ক্রূরঃ প্রবিষ্ট চাত্তর্দশাং
যদা কুরুতে। পুংসাং স্ত্র্যাং সন্দেহস্তদা বিয়োগ এব মহান্।
রমিতনয়দশায়াং ক্ষিতিজস্তাশ্চদশা যদা ভবতি। বহুকালজীব-
নামপি মরণং নিঃসংশয়ং কুরুতে ॥ ক্রূররাসৌ স্থিতঃ পাপঃ যষ্টে
বা নিগদে তথা। তৎস্থিতেনারিণা দৃষ্টে স্বপাকে মৃত্যুদোহঃ ॥
বিলগ্নাপিপতেঃ শত্রুলগ্নস্যাস্তদশাং গতঃ। করোত্যেকস্মান্নরণং
সত্যচাৰ্য্যঃ প্রভাষতে ॥ অষ্টমেন্দোদশা মৃত্যুর্কক্ষমস্তমিতস্য চ।
শুভস্য বক্রিণোরাজ্যং পাপস্য ব্যসনাটনে ॥ অঙ্গপ্রত্যঙ্গানাং
চেদং বিদধাতি যষ্টশক্রদশা। ছ্যনারিদশাকোণং পঙ্কুঃ
নিধনারিদশা শিরশ্চেদং ॥ অথ রিষ্ট৩ঙ্গঃ। প্রবেশে বলবান্ খেটঃ
শুটৈর্ভক্ষা সন্নীরিক্তিতঃ। সৌম্যাদিমিত্রবর্গস্থো মৃত্যবে ন ভবে-
ত্তদা ॥ অথ গ্রহাণাং পাকবিচারঃ। পাকং ষাদশা বদন্তি
যবনা দিগ্ভেদভিন্নাস্থবা মানিথাঃ থলুবাদরায়ণমুনিমুণ্ডাষ্টধা
প্রোক্তবান্। বড়্ভেদং কিল সিন্ধুসেনবিবৃথস্তং দেবলাদ্যাঃ পুন-
র্ভেদৈরন্ধিমিতৈরুদারবিধিঃ, ত্রিবিষ্ণুশুপ্তজিভিঃ ॥ পাকং দ্বিভেদং
পুনরাহ সত্যশ্চছাত্রদৃষ্ট্য কথয়াম্যথাঃ ॥ নৈসর্গিকঃ স্যাৎ
প্রথমোহত্র ভেদো দশাক্রমাধ্যস্ত ততো দ্বিতীয়ঃ। অন্তর্দশায়াঃ
কথিতস্তৃতীয়ঃ প্রোক্তস্ততুথো বিদশাভিধানঃ ॥ উদাসিসংক্রঃ
থলু পঞ্চমঃ স্যাৎ যষ্টস্তথা ভাবফলাধ্যভেদঃ। যোগাভিধঃ স্যাদিহ
সপ্তমোহপি তত্রাষ্টমো দৃষ্টিকলাইবশ্চ ॥ প্রোক্তোহষ্টবর্গো নবমো
মুনীকৈর্হোরাবিবর্গো দশমো গ্রহাণাং। প্রত্যক্ষমাস-ছ্যানিশাকলৈঃ
স্তাদেকাদশো ভোজনমৈথুন্যাঃ। সপ্তাদশঃ সক্ষরীরধাতু
রূপপ্রভেদো গদিতোহত্র তজ্জৈঃ ॥ •

• ইহার বর্ণনানুসারে কলিকৃত্যোতিবের তৃতীয়খণ্ড পাঠে জানিতে
পারিবেন।

মেঘমঙ্গারক্ষেত্রং • বৃষং শুক্রং কীর্তিতং । মিথুনস্ত ক্ষেত্রং রশিকোহঙ্গারকস্য চ ১৯ ॥ ধনুঃ সুরগুরোশ্চৈব
বুদ্ধোজ্জয়ঃ সোমঃ কর্কটকস্ত চ ২০ ॥ সূর্য্যক্ষেত্রং শনৈর্মকরকুম্ভকৌ । মীনঃ সুরগুরোশ্চৈব গ্রহক্ষেত্রং
ভবেৎ সিংহঃ কন্যাক্ষেত্রং বৃধস্ত চ । ভার্গবস্ত তুলা প্রকীর্তিতং ২১ ॥

যে রাশি মঙ্গলের ক্ষেত্র, বৃষ রাশি শুক্রের ক্ষেত্র, মিথুন বৃশ্চিক মঙ্গলের, ধনুঃ বৃহস্পতির, মকর ও কুম্ভ শনির ও
বুধের, কর্কট চন্ড্রের, সিংহ রবির, কন্যা বুধের, তুলা শুক্রের, মীনরাশি বৃহস্পতির ক্ষেত্র হয়। ৮—১০



এ স্থলে রাশিদিগের অধিপতির নামান্বয়ের উল্লেখ দেখাযাইতেছে, কিন্তু রাশি ও গ্রহের স্বরূপ, সংজ্ঞা ও তাহাদিগের অংশ স্বেচ্ছা আদি বড়বর্ণ নিখিত হয় নাই; এজন্য এই সকল বিষয় পাঠক বর্গের অবগতির জন্য আমার প্রকাশিত কলিতজ্যোতিষের প্রথম ও তৃতীয়খণ্ডহইতে উদ্ধৃত করিলাম। বাঙলাভায়ে এস্থলে অনুবাদ দেওয়া হইল না, অতএব পাঠকবর্গের প্রয়োজন হইলে কলিতজ্যোতিষ দৃষ্টিকরিবেন। এসকলবাশিদিগের সংজ্ঞার উপ-পত্তি, অর্থাৎ এই রূপ নামকরণের কারণ জানিতে হইলে আমার প্রকাশিত “Extracts from Works, on Astrology” প্রথম খণ্ড দৃষ্টি করিবেন।

অথ রাশ্যাদিনির্ণয়ঃ । অত্রার্শো, রাশিনামাত্মাহ ।--মেঘো-
বৃষোহথ মিথুনঃ কর্কটঃ সিংহ এবচ । কন্যা তুলা বৃশ্চিকশ
ধর্ম্মকর এব চ ॥ কুম্ভো মীনশ্চ বিজ্ঞেয়া রাশয়ো দ্বাদশৈব তে ॥
অথ রাশীনাং বিভাগমাহ । স্বপাদধরনক্ষত্রৈ-রখিতাদিভিরেবচ ।

রাশয়ঃ কথিতা হেতে মেঘাদি দ্বাদশ ক্রমাৎ ॥ যথা—অখিতা সৎ-
ভরণী কৃত্তিকা পাদশ কীর্তিতো মেঘঃ । বৃষভঃ কৃত্তিকাসেষঃ
রোহিণ্যর্দ্ধক মুগশিরসঃ ॥ মুগশিরসোহর্দ্ধং চার্দা পুনরসোজ্জি-
পাদঃ মিথুনঃ । পাদঃ পুনরসোরস্ত্যঃ পুষ্যোহল্লোবা চ কর্কটঃ
সিংহোহথ মঘা পূর্ব্বকল্গণী পাদ উত্তরায়াঃ । তচ্ছেষঃ হস্তা
চিটার্দ্ধক কন্যাকাথ্যঃ ॥ তৌলিনি চিটার্দ্ধং স্বাতী বিশাখায়াঃ
পাদত্রয়ঃ । অগ্নিনি বিশাখা পাদস্তথাহুরাধাষিতা জ্যেষ্ঠা ॥
মূলং পূর্ব্বষাঢ়া প্রথমশ্চাপ্যন্তরাংশকো ধর্ম্মী মকরস্তৎ
পরিশেষঃ শ্রবণা চার্দ্ধং ধনিষ্ঠায়াঃ ॥ ধনিষ্ঠাং শততিষা পূর্ব্ব-
ভাদ্রপদপাদত্রয়ঃ কুম্ভঃ । পূর্ব্বভাদ্রপদাশেষস্তথোত্তরা রেণতী
মীনঃ ॥ মেঘাদীনাং বিশেষনামকখনং । ক্রিয়-তাবুরি জিহুম
কুলীর-লেন-পাথের যুককোপাখ্যাঃ । তৌক্ষিক আকোকো-
-

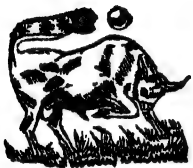
জ্যোৎস্নাভাভঃ চেখঃ ॥ রাশ্মিষ্ঠাত্তদেবতাকথনং । মৎস্যো
ষটী মৃগধ্বনং সগদং সৰীণং চাপী নরোহম্বজঘনো মকরো-
মৃগায়াঃ । 'তৌলী সশস্তদহনা প্রবগা চ কস্তা শেবাঃ স্বনাম
সদৃশাঃ খচরাশ্চ সর্কে ॥ রাশিধ্বনুপমাঃ । মেবাংকারোহি মেঘস্ত
বষাকারো বৃষস্তথা । বীণাগদাভূমিধ্বনং ককটঃ ককটাকৃতিঃ ॥
সিংহঃ সিংহঃ সশস্ত্রাগ্নিমৌহা কস্তা প্রকীৰ্ত্তিতা । তুলা তুলাবান্
পুরুষো বৃশ্চিকো বৃশ্চিকাকৃতিঃ ॥ ধনুর্ধ্বাষজঘনো মৃগাস্যো
মকরস্তথা । কুম্ভধারী পুমান্ কুম্ভো মীনো মীনধ্বনাকৃতিঃ ॥

মেঘস্য ।—পুমাংস্চরোগিঃ স্বদৃঢ়চতুষ্পাদজ্যোৎস্নাপিত্তোহতি-
রবোদ্রিকগ্রঃ । পীতোদিনং প্রাথিম-
মোদয়োহন্নঃ সঙ্গপ্রজোদ্ধরুপঃ
সমোজঃ ॥



অন্যচ্চ—আদ্যঃ স্মৃতো মেঘ-
সমানমৃষ্টিঃ কালস্য মূর্ধা গদিতঃ
পুরাণৈঃ । সোজ্যবিকাসধরকন্দরা-
দিস্তেনাগ্নিধাত্বাকররত্নভূমিঃ ॥

'বৃষস্য ।—বৃষঃ স্থিরঃ জী ক্ষিতিশীতরুক্ষো যামোট্ স্বভূবায়ু-
নিশাচতুষ্পাৎ । ষ্বেতোহতিশকো-
বিষমোদয়শ্চ মধ্যপ্রজাসঙ্গভোহপি
বৈশ্বঃ ॥



অন্যচ্চ—বৃষাকৃতিস্ত প্রাথিতো-
দ্বিতীয়ঃ সবক্তকঠায়তনং বিধাতুঃ ।

বনাদ্রিসাহুধিপগোকুলানাং কুবী বলানামধিবাসভূমিঃ ॥

মিথুনস্ত ।—প্রত্যক্ সমীরঃ শুকভা দ্বিপদা দ্বন্দ্বংদ্বিমৃষ্টিবিধ-
মোদয়োক্ষঃ । মধ্যপ্রজাসঙ্গবনস্থ-
শূজো দীর্ঘবনঃ স্নিগ্ধদিনেট্
ভথোগ্রঃ ॥



অন্যচ্চ ।—বীণাগদাভূমিধ্বনং
তৃতীয়ঃ প্রজাপতেঃ স্বকৃত্তজাংশ-

দেশঃ । প্রনর্ভকোগায়নশিল্পকজী জীড়া রতি দ্যুত বিহারভূমিঃ ॥

ককটস্য ।—বহুপ্রজাসঙ্গপদঃ কুলীরশ্চরেহঙ্গনাপাটলহীন-
শকঃ । শুভঃ কক্ষী স্নিগ্ধজলাঙ্ঘ-
চারী সমোদয়ো বিপ্র নিশোত্তরেশঃ ॥



অন্যচ্চ ।—ককঃ কুলীমাকৃতিরহু

সংস্থো-বক্ষঃপ্রদেশে বিহিতশ্চ দ্রাতুঃ

'কেদার-বাণী-পুলিনানি তস্য'দেবাঙ্গনা-রম্য-বিহারভূমিঃ ॥

সিংহস্য ।—পুমান্ স্থিরোহগ্নির্দিনীতরুক্ষঃ পিত্তোদ্ধপূর্বেশ-
দৃঢ়চতুষ্পাৎ । সমোদয়ো দীর্ঘ-
রবোহন্নসঙ্গপ্রজোহরিঃ শৈলনৃপো-
গ্রধ্বজঃ ॥



অন্যচ্চ ।—সিংহশ্চ শৈলেট্ কদর-
প্রদেশঃ প্রজাপতেঃ পঞ্চমাহ-রাদ্যাঃ । তস্যাটবী হর্গণ্ডা-
বনাদ্রিবাধাবনী-হর্গবন-প্রদেশঃ

কস্তায়াঃ ।—পাণ্ডুর্ধিপাৎ জীদ্বিত্ত্বমৃগমাশা নিশামরুৎ শীত-
সমোদয়শ্চ । কস্তাধ্বজা শুভ-
ভূমিবৈশ্বা রুক্ষান্ন সঙ্গপ্রসবা
শুভা চ ॥



অন্যচ্চ ।—প্রদীপিকাং গৃহ-
করণে কস্তা নোহস্তা জলে ষষ্ঠমিতি
ক্রবন্তী । কলার্থধীরা জঠরং
বিধাতুঃ সশাধলা জী রতিশিল্পভূমিঃ ॥

তুলায়াঃ ।—পুমাংস্চরশ্চিৎসমোদয়োক্ষঃ প্রত্যক্ষকুৎস্নিগ্ধ-
রবো ন বন্তঃ । স্বল্পপ্রজাসঙ্গম-
শূদ্র উগ্রস্তলোছাবীৰ্য্যো দ্বিপদঃ
সমানঃ ॥



অন্যচ্চ ।—বীথ্যাং তুলাপণা-
ধরোমহুযাঃ স্থিতঃ সনাতীকটবস্তি
দেশে । শুক্লার্থবীথ্যাপণপটনাধ-
সার্থাধিবাসোন্নতশস্ত্রভূমিঃ ॥

বৃশ্চিকস্ত ।—স্থিরঃ শিতঃ জী জলমুত্তরেশে নিশারবো নো
বহুপাৎ কক্ষী চ । সমোদয়ো বারি-
চরোহতিসঙ্গপ্রজঃ শুভঃ স্নিগ্ধতর্জুর্দ্বি-
জোহলিঃ ॥



অন্যচ্চ ।—ষ্বেতোহতিশকো
বিগ্রহস্ত প্রোক্তঃ প্রভোমেটুশ্চপ্রদেশে ।

গুহাবিলম্বদ্রবিষাশ্চপ্তিক্রমীক-কীটাজগরাহিভূমিঃ ॥

ধনুস্য ।—না স্বগভাঃ শৈলসমোদয়োহতিশকোদিনং প্রাগ্ দৃঢ়
রুক্ষপীতঃ । রাজোদ্ধপিত্তো ধনু-
রন্নহতিসঙ্গোহিমৃষ্টির্ধিপদোহগ্নি-
রুগ্রঃ ॥



অন্যচ্চ ।—ধবী মহুঘোহন্ন-
পশ্চিমার্কস্তমাহর্গবন-প্রদেশে ।
সমস্থিত-ব্যস্ত-সমস্ত-বাকী শূরাজ-
ভূদ্বজরথাস্ত্রভূমিঃ ॥



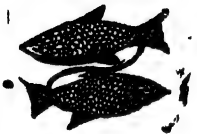
মকরস্ত।—মৃগশ্চরঃ স্নানকরবো-বমাশা ত্রী পিজ্জকক্ষঃ শুভ-
ভুমিলীতঃ । স্বরপ্রজাসঙ্গসমীর-
মাত্রিরানৌ চতুপাষিবমোদরো-বিট্।
অন্তচ্চ।—মৃগাৰ্দ্ধপূৰ্ব্বোমকরো-
হৃগ্গাৰ্দ্ধো জাহ্নুপ্রদেশঃ তমুশস্তি
ধাতুঃ । নদীবনারণ্যসরস্তৃপশ্চত্রা-
ধিবাসো-দশমঃ প্রদীষ্টঃ ॥

কুম্ভস্য।—কুম্ভোহপদো-নী দিনমধ্যসঙ্গপ্রস্থঃ স্থিরঃ কর্করু-
বন্যাবায়ুঃ । স্নিক্কেধকথনসরত্বলা-
ধাতুঃ শূদ্রঃ প্রতীচী বিষমো-
দরোগ্রঃ ॥



অন্তচ্চ।—স্নিক্কেহতিরিক্তঃ পুরুষস্ত
কুম্ভো-জন্মে তমেবাদশমাহরাদ্যাঃ ।
উক্কোদকাদারকুজস্য পক্ষিত্রীশো-
ণ্ডিকদ্যুত-নিবাস-ভূমিঃ ॥

মীনস্ত।—মীনোহপদঃ ত্রী কর্ণব্যরি স্নানক-নিঃশব্দবজ্র-
হিতমুর্ভলস্থঃ । স্নিক্কেহতিসঙ্গ-
প্রসবোহপি বিপ্রঃ শুভোত্তরশেট্
বিষমোদয়শ্চ ॥



অন্তচ্চ।—জলে তু মীনদ্বয়মংশ-
রাশিঃ কালস্ত পাদৌ বিহিতৌ
বরিষ্ঠৌ । স পূণ্যদেববিজীত-
ভূমিন্দীসমুদ্রাধুধরাধিবাসঃ ॥

রাশীনাং মিত্রামিত্রকথনং । ধরাষুনোরগ্নিসমীরয়োশ্চ বর্গে
সুহৃৎ পরতোহরিভাবঃ । চাপাস্ত্যভাগস্ত চতুস্পদং জ্ঞেয়ং মৃগা-
স্ত্যস্ত জলেচরং ॥ অথ রাশীনামোজযুগ্মাদিসংজ্ঞা । ওজো-
হণ যুগ্মং পুরুষোহঙ্গনা চ জুরোহণ সৌম্যো-বিষমঃ সমশ্চ । চর-
স্থিরদ্ব্যঙ্গক-সংজ্ঞকাঃ স্ত্র্যঃ ক্রমেণ মেবাদিক-রাশয়োহমী ॥
পুণ্যাদিবিবেকঃ । পুণ্যশ্চ পুঙ্করশ্চৈব আধানাণ্যস্তথৈব চ । শ্রুত্যা
ব্রহ্মা ভবন্ত্যেতে নিত্যং দ্বাদশ রাশয়ঃ ॥ দ্বিপদ-চতুস্পদ-রাশি-
কথনং । মিথুনতুলাঘটকন্যা দ্বিপদাধ্যাশ্চাপপূর্বভাগশ্চ ।
মৃগশ্চকরাদিত্যর্কে বৃষজসিংহাশ্চতুশ্চরণাঃ ॥ কীটসরীস্বপরাশি-
কথনং । কর্কটবৃশ্চিকমীনা-মকরাভ্য্যর্কক কীটসংজ্ঞাঃ স্ত্র্যঃ ।
বৃশ্চিকরাশির্নিষ্ঠিঃ সরীস্বপদ্বেন নিদ্রিষ্টঃ ॥ রাশীনাং বস্ত্রাবশ-
কথনং । দ্বিপদবশগাঃ সর্পে সিংহং বিহায় চতুস্পদাঃ । সলিল-
নিলয়া ভক্ষ্যা-বশ্যাঃ সরীস্বপজাতয়ঃ ॥ মৃগপতিবশে তিষ্ঠন্ত্যেতে

বিহায় সরীস্বপান্ । অকথিতগৃহেবৃহৎ বস্ত্রং জনব্যবহারতঃ ॥
গ্রামারণ্যজলজরাশিকথনং । গ্রাম্যা-মিথুনতুলাত্রীচাপালিঘটা-
নিশাস্থ বৃষমেঘৌ । মকরাতিমার্জসিংহৌ বন্যৌ দিবসেহজ-
বৃষভৌ চ জলজৌ কর্কটমীনৌ মকরাভ্যর্কক ॥ শিবমতে
কুম্ভঃ । রাশীনাং হৃদয়কথনং । হৃদয়মিগোহবিঘটা-মিথুন-
ধর্মঃ কর্কটমৃগমুখাশ্চ সমাঃ । বৃশ্চিককৃত্যমৃগপতিবগিজোদীর্ঘাঃ
সমাধ্যাতাঃ ॥ দিগধিপলয়কথনং । প্রাগাদিককুভাং নাথা-
যথাসংখ্যং প্রদক্ষিণং । মেবাদ্যা-রাশয়ো-জ্ঞেয়াস্তিরাবৃতিপরি-
ক্রমাৎ ॥ অন্তচ্চ।—মেবসিংহো-বহুশ্চৈব ত্রয়ঃ পূর্বদিগীশ্বর্যঃ ।
বৃষকৃত্যমৃগাশ্চৈব ত্রয়াণাং দক্ষিণেশ্বর্যঃ ॥ যুগ্মযুকট্যাশ্চৈব
রাশয়ঃ পশ্চিমাধিপাঃ । উত্তরাদিগধীশাস্ত মীনকর্কটবৃশ্চিকাঃ ॥
নিশাদিসংজ্ঞাকথনং । অজো-গোপতিযুগ্মক কর্কিধষিযুগ্মান্তথা ।
নিশাসংজ্ঞাঃ স্মৃতাশ্চৈব শেবাশ্চান্ত্রে দিনাত্মকাঃ ॥ নিশাসংজ্ঞা-
বিমিথুনাঃ স্মৃতাঃ পৃষ্ঠোদয়াস্তথা । শেবাঃ শীর্ষোদয়া-হেভে
মীনশ্চোভয়সংজ্ঞকঃ । অথ রাশীনাং বর্ণনমাহ । মেবোহঙ্গপোবৃষঃ
শুক্লো-মিথুনং হরিতস্তথা । কর্কটঃ পাটলঃ সিংহঃ পাণ্ডুরঃ পরি-
কীর্ণিতঃ ॥ বিচিত্রা কন্তকা প্রোক্তা তৌলী কুম্ভস্তথৈব চ ।
পিশঙ্গো-বৃশ্চিকশ্চৈব পিজ্জলঃ কাম্বুকস্তথা ॥ মকরঃ কর্করুঃ
কুম্ভোবজ্রকোমলিনোরুচঃ ॥ অন্তচ্চ দীপিকারাং । অক্ষণসিত-
হরিতপাটলপাণ্ডুরবিচিত্রাঃ সিতেতরপিশঙ্গৌ । পিজ্জলকর্করু-
বজ্রমলিনা-রুচরোযথাসংখ্যং ॥ পৃষ্ঠোদরাদিসংজ্ঞানাহ । মেবো-
বৃষঃ কর্কটশ্চ ধর্মকর-এব চ । পৃষ্ঠোদর্য শ্চ তে বৈতে মীনশ্চাপি
তথৈব চ । মিথুনং কেশরী কৃত্য তুলাবৃশ্চিকস্তথা । কুম্ভো-
হথ মীন এতৈতে সপ্তশীর্ষোদয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ এবাং মধ্যে বর্জিত-
পাপক্ষেত্রে মিথুনতুলাকন্তালিমীনাঃ শুভক্ষেত্রাণি । অথোচ্চ-
নীচস্থানান্তাহ দীপিকারাং । সূর্য্যাহাচ্চান্ ক্রিয়বৃষমৃগীকুলী-
রাস্ত্যযুকে । দিগ্ধকীল্লদ্বয়তিথিশরান্ সপ্তবিংশাশ্চ বিংশান্ ॥
অংশানেনতান্ বদতি যবনশাস্ত্রাত্তজান্ সুভজান্ । তানেবাংশা-
নন্দনভবনেষাহ নীচান্ স্থনীচান্ ॥ অন্তচ্চ।—রবেমেবতুলে
প্রোক্তে চক্রস্ত বৃষবৃশ্চিকৌ । ভৌমস্ত মৃগকর্কৌ চ কন্তামীনৌ
বৃহস্ত চ । জীবস্ত কর্কিমকরৌ মীনকন্তৌ সিতস্ত তু । তুলামেঘৌ চ
মুকস্ত উচ্চনীচে উদাহতে । অথ মূলজিকোণস্থানান্তাহ ।
সিংহগোমেঘবনিতাধর্মযুকট্যাস্তথা । মূলত্রিকোণভবনান্তাহঃ
সূর্য্যাদিতঃ ক্রমাৎ ॥ অন্তচ্চ।—সিংহো-বৃষশ্চ মেবশ্চ কন্তা
ধর্মী ধটো-ঘটঃ । অর্কাদীনাং ত্রিকোণানি মূলানি রাশয়ঃ
ক্রমাৎ ॥ অথ কালপুরুষস্তাং বিভাগমাহ । মেঘঃ শিরো-

বৃষোবক্রং মিথুনং বাহুবৃগকং। কর্কটো-হৃদয়ৈকৈব সিংহতুদর-
মেব চ ॥ কন্তা কটিস্থলা বতিধূশ্চকো শুভমেব চ।
ধনুৰ্কর মৃগো জ্যৈষ্ঠে জ্যৈষ্ঠে প্রকীর্তিতে ॥ মীনঃ পাদ-
দ্বয়ৈকৈব কালাঙ্গানি যথাক্রমাৎ ॥ রাশীনাং স্থানবলমাহ।



কেত্রস্থান প্রবলান্ রাশীন মধ্যান্ পনফরাশ্রিতান্। আপোক্লিম-
দ্বয়ৈকৈব কালাঙ্গানি যথাক্রমাৎ ॥ রাশীনাং স্থানবলমাহ।
আপোক্লিমগতান্ গার্গিঃ সৰ্কান্ হীনবলান্ বদেৎ ॥ অথ
রাশীনাং বর্ণকথনং। কর্কটীনাংলরোবিপ্রাঃ কন্তাঃ সিংহতুলা-
ধনুঃ। নৈমিত্তাঃ কুস্তাজযুগাখ্যাঃ শূভা বৃষমৃগাজনাঃ ॥

অথ ষড়্বর্ণকথনং। কেত্রং হোরাথ দ্রেকাণো নবাংশো-
দাদশাংশকঃ। ত্রিংশাংশকচ্ ষড়্বর্ণজ্যাদিপ্রাপ্ত্যা ফলপ্রদাঃ ॥
অথ কেত্রং কুজশুক্রবৃধেশ্বৰ-সৌম্য-শুক্রাবনীভূবাং। জীবাকি-
ভাষুজ্ঞেজ্যানাং কেত্রাণি স্যুরজাদয়ঃ ॥ হোরামাহ। বিষমকেবু
চ প্রথমাহোরাঃ স্যুশ্চওরোচিবঃ। দ্বিতীয়াশিনো যুকু ব্যত্য-
রাদ্গগরেৎ সদা ॥ অত্ৰচ্চ।—হোরে বিষমেকেশ্বোঃ সমরাসৌ
চত্রহৃদ্যয়োঃ ক্রমশঃ ॥ অথ দ্রেকাশকথনং। দ্রেকাণাঃ প্রথম-
পঞ্চমনবমানাং। অত্ৰচ্চ।—স্বপঞ্চনবমানাং যে রাশীনামধিপা-
গ্রহাঃ। তে দ্রেকাধিপাঞ্জেরা দ্রেকাগাত্রর এব হি ॥ অথ
নবাংশকথনং যথা দীপিকায়্যাং—চরাণাং স্বজিকোণানাং তচ্চ-
রাণ্য নবাংশকাঃ। রাশীনাং নববাংশোষঃ স-বর্গোত্তমসংজ্ঞকঃ ॥
অত্ৰচ্চ।—মেবকেশরচাপানাং মেবাদ্যন্ত নবাংশকাঃ। বৃষকন্তা-
মৃগাণাঞ্চ মকরাণ্য নবাংশকাঃ। তুলামিথুনকুস্তানাং তুলাদ্যাঃ
সংযুদাভ্যতাঃ। কর্কটবৃশ্চিকমীনানাং কর্কটাদ্যা নবাংশকাঃ ॥
অথ দাদশাংশকথনং। স্বর্গদ্বাদশভাগাঃ স্যুঃ। অথ ত্রিংশাং

শকথনং। কুজমজীবজসিভাঃ পঞ্চোদ্রবস্তুমুনীজিরাংশানাং।
বিষমেষু সমকেবুক্রমত ত্রিংশাংশকাঃ কন্তাঃ। কুজা-
কিঙ্করসৌম্যানাং ভাগাঃ শুক্রচ্চ চ ক্রমাৎ। পঞ্চপঞ্চাটসংযু-
জেরমোজঃসু রাশিষু। ত্রিংশাংশা ব্যত্যরাদেতে যুগ্মরাশিষু
কীর্তিতাঃ। ০

অথ গ্রহাদিনির্ণয়ঃ তত্রাদৌ গ্রহনামাত্মাহ। স্বর্ঘ্যশ্চক্রো-
মঙ্গলচ্চ বুধশ্চাপি বৃহস্পতিঃ ॥ শুক্রঃ শনৈশ্চরো-রাহঃ কেতুশ্চাপি
নবগ্রহাঃ ॥ অথ গ্রহাণাং বিশেষসংজ্ঞামাহ ॥ বৃহজ্জ্যৈষ্ঠে—
হোলঃ স্বর্ঘ্যশ্চক্রমাঃ শীতরশ্মি হেমা বিজ্ঞা বোধন চেন্দ্রপুত্রঃ।
আরোবক্রঃ ক্রুরদৃচ্চাবনেয়ঃ কাণোমন্দঃ স্বর্ঘ্যপুত্রোহসিতশ্চ।
জীবোহজিরাঃ সুরশুক্র-কর্চসাং পতীজ্যো শুক্রোভুগু-ভুগুহুতঃ
সিত আক্ষুজিচ্চ ॥ রাহস্তমোহশুক্রসুরশ্চ শিখী চ কেতুঃ। পর্যায়-
মন্ত্রমুপলভ্য বদেচ্চ লোকাৎ ॥ অথ গ্রহাণাং পাপসৌম্যকথনং।
অর্দ্ধোনেম্বারমন্দারীঃ পাপান্তঃসংযুতোবুধঃ। রাহকেতু সদা
পাপো শেষাঃ সর্কো শুভাবহাঃ। অত্ৰচ্চ—দীপিকায়্যাং। অর্দ্ধো-
নেম্বর্কসৌরারঃ পাপাভ্যুতৈবুতোহপরে। শুভাঃ পাপো ভমঃ-
কেতু বিষ্ণুধর্মোত্তরোদিভো ॥ অথ গ্রহাণাং কালাঙ্গত্বং নৃপাদি-
সংজ্ঞাহ। কালাঙ্গা রবিরিন্দুরেব হৃদয়ং শৌখ্যং মহীজ্যো-
বুধো বাক্যং জ্ঞানসুখে শুক্র ভুগুহুতঃ কামস্ত হুঃখং শনিঃ।
রজনৌ শশিভারুরো ধরণিজঃ সেনাপতিশ্চক্রজঃ কোমারো-
শুক্রভার্গবৌ তু সচিবৌ প্রোব্যোহি তিগ্নাংশুভঃ ॥ অত্ৰচ্চ।
কালাঙ্গা দিনকৃষ্ণনস্তহিনশুঃ সত্বং কুজোজ্যোবচো জীবোজ্ঞান-
সুখে নিতশ্চ মদনো-হুঃখং দিনেশাশ্বজঃ। রাজানৌ রবিশীতগুঃ
কিতিস্থতো নেতা কুমারো বুধঃ স্বরিকানবপুজিতশ্চ সচিবৌ
প্রোব্যো দিনেশাশ্বজঃ ॥ বলাবলাদগ্রহাণাং শ্রাদ্দাদীনাং
বলাবলং। নৃপাদ্যাঃ প্রবলাঃ কুর্যুঃ স্বং রূপং শনৈরজ্ঞথা ॥
অথ গ্রহাণাং বর্ণকথনং। যথা দীপিকায়্যাং। রক্তঃ শ্রামো
ভাস্করো গৌর ইন্দুরাত্ম্যচ্চাক্রো রক্তগৌরশ্চ বক্রঃ। জুর্ঘা-
শ্রামোজ্যো শুক্রগৌরগাত্রঃ শ্রামঃ শুক্রো ভাস্করিঃ কৃষ্ণদেহঃ ॥
কৃষ্ণবর্ণো ভবেজ্যাহঃ কেতুশ্চ ধূম্রবর্ণকঃ ॥ অথ গ্রহাণাং স্ত্রীপুংসপুং-
সকজ্ঞানং। কুজার্কজীবাঃ পুরুষা যুগতী চত্রভার্গবৌ। জাত-
কাদৌ বিজানীয়াবুধসৌরী নপুংসকে ॥ অত্ৰচ্চ। পুংসাং
স্বর্ঘ্যারবাগীশা যোষতাং চত্রভার্গবৌ। স্ত্রীবাণাং বুধমন্দো চ
পতয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ অথ গ্রহাণাং শুর্ণাধিপরসাধিপমাহ।

০ কলিতজ্যোতিষের প্রথমধক্ষে অনুবাদ ও দৃষ্টান্ত সহ বিশেষ বিবরণ
লিখিত আছে।

চক্ষার্ক-জীবজ-মিতো কৃষ্ণাকী যথাক্রমঃ সত্ত্বরজস্তমাসি। কটু-
লবণতিক্তমিশ্রা-মধুরান্নৌ চ কথ্যোহর্কতঃ ॥ অত্রচ। কটু-
বাদু কৃষ্ণাকৌ চ জীবজৌ মধুরৌ স্মৃতৌ। ক্ষীরান্নৌ শনি-
শুকৌ চ তিক্তৌ রাহশনৈশ্চরৌ ॥ অথ গ্রহাণাং প্রভাতাদি-
সংজ্ঞামাহ। প্রভাত মিন্দুজগুরৌ মধ্যাহ্নৌ রবিভূমিকৌ।
অপরাত্নঃ ভার্গবেন্দু সন্ধ্যা চাক্ষুভূমিকৌ ॥ অথ গ্রহাণাং পৈত্তি-
কাদিকথনং। পিত্তৌ প্রভাকরম্মাজৌ স্নেহাণৌ চন্দ্রভার্গবৌ।
গুরুজসমধাতু চ পবনৌ রাহমন্দগৌ ॥ অথ গ্রহাণাং তিৰ্য্য-
গুণাদিকথনং। তিৰ্য্যগদৃশৌ বৃধসিতৌ ভৌমাকৌ ব্যোম-
দর্শিনৌ। জীবেন্দু সমদৃষ্টী চ শনিরাহু স্বধোদৃশৌ ॥ অথ গ্রহাণাং
যুগাদিকথনং। যুগা কুজঃ শিশুঃ সৌম্যঃ শশিশুকৌ চ মধ্যমৌ।
মন্দমার্ভগুদেবেজ্যাঃ কলেন স্থবিরা বিহুঃ ॥

অথ গ্রহাণাং জলচরাদিমাহ। ভার্গবেন্দু জলচরৌ জজীবৌ
গ্রামচারিণৌ। শনিঃ সূর্য্যঃ কুজোরাহুঃ কথ্যস্তে বনচারিণঃ ॥
অথ গ্রহাণাং বিপদাদিমাহ। বিপদৌ গুরুশুকৌ চ ভূমিজাকৌ
চতুষ্পদৌ। পক্ষিণৌ বৃধসৌরী চ চন্দ্ররাহু সরীসৃপৌ ॥ অথ
গ্রহাণাং স্থূলত্বাদিমাহ। চন্দ্রঃ স্থূলঃ কৃশঃ শুক্রৌ বক্রাকৌ চতুর-
স্রগৌ। বহুলৌ বৃধজীবৌ চ দীর্ঘৌ রাহশনৈশ্চরৌ ॥ অথ
গ্রহাণাং আকৃতিমাহ। বর্জলং ভাস্বরে জেয়ং অর্ধচন্দ্রং নিশা-
করে। ত্রিকোণং ভূমিপুত্রে চ বুধে চ ধনুস্রাকৃতিঃ ॥ গুরৌ পদ্মা-
কৃতিং বিদ্যাক্ষত্বেকোণস্ত ভার্গবে। শনৌ দণ্ডাকৃতিং বিদ্যা-
ত্রাহৌ চ মকরাকৃতিং। কেতৌ সর্পাকৃতিং বিদ্যাদ্গ্রহাণাং মূর্তি-
লক্ষণং ॥ অথ গ্রহাণাং দিকপতিমাহ। সূর্য্যঃ শুক্রঃ ক্রমাগ্নঃ
সৈংহিকৈর্যঃ শনিঃ শশী। সৌম্যজিহ্মশমজী চ প্রাচ্যাদিদিগবীথরাঃ ॥
অত্রচ।—রবিঃ শুক্রঃ কুজো রাহুঃ শনিঃ সৌম্যো বুধো গুরুঃ।
ক্রমাদষ্টৌ গ্রহাশ্চৈতে পূর্বাদ্যষ্টদিগবীথরাঃ ॥ অথ গ্রহাণাং জাত্য-
বিপদমাহ। ব্রাহ্মণৌ শুক্রবাগীশৌ ক্ষত্রিয়ৌ ভৌমভাস্করৌ।
ক্ষত্র্য বৈশ্যৌ বুধঃ শূদ্রঃ পতিশ্চন্দ্রোহস্ত্যজ্ঞে জনে ॥ অথ গ্রহাণাং
বেদাধিপমাহ। ঋগেদাধিপতির্জীবৌ বজ্রুর্বেদাধিপঃ সিতঃ।
সামবেদাধিপোভৌমঃ শশিজোহথর্বর্ববেদরাট্ ॥ অথ গ্রহাণাং
নৈসর্গিক-মিত্র-কথনং। মিত্রাণি সূর্য্যাক্ষশিভৌমজীবাঃ সূর্য্যে-
শুকৌ ॥ সূর্য্যশশাক্ষজীবাঃ। অদিত্যশুকৌ রবিচন্দ্রভৌমা-
বুধাক্ষকৌ চন্দ্রজভার্গবৌ চ ॥ অথ গ্রহাণাং নৈসর্গিকশত্রুসম-
কথনং। সিতাসিতৌ চন্দ্রমসোন কশিধুধঃ শশী সৌম্য সতো
রবীন্দু ॥ রবীন্দুভৌমারবিতথমিত্রা মিত্রারিশেষাশ্চ সমঃ প্রদীষ্টঃ ॥
অথ রাহোক্ষতনীচমিত্রামিত্রকথনং। উজঃ নৃযুগং ঘটরুং

ত্রিকোণং কত্যাগৃহং শুক্রশনী চ মিত্রে। সূর্য্যঃ শশাক্ষোথরগীহুতশ্চ
রাহোরিপুরীংশতিকঃ পরাংশঃ ॥ অথ কেতৌ ক্ষতনীচমিত্রা-
মিত্রকথনং। সিংহাশ্রিত্রিকোণং ধনুক্ষসংজ্ঞাঃ বীনোগৃহং শুক্রশনী
বিপক্ষৌ। সূর্য্যারচন্দ্রৌ ॥ হৃদয়ঃ সমানৌ জীবেন্দুজৌ বটু শিখিনঃ
পরাংশাঃ ॥ অথ তৎকালমিত্রাদিকথনং। চতুর্দশবিদ্যাস্তা-
ত্রিলাভস্তাঃ পরম্পরং। তৎকালমিত্রাণ্যুক্তস্বঃ কৈশ্চিহ্নকো-
হস্তথা রিপুঃ ॥ অথ গ্রহাণাং অধিমিত্রাদিমাহ। হিত-সম-রিপু
সংজ্ঞা যে নিসর্গে নিরুক্তাঃ অধিহিতহিতমধ্যান্তেহপি তৎকাল-
মিত্রেঃ। রিপুসমস্বহ্মাখ্যা যে নিসর্গে নিরুক্তাঃ অধিরিপুরিপু-
মধ্যাঃ শত্রুভিশ্চিহ্ননোয়াঃ ॥ অথ গ্রহাণাং স্থানবলকথনং। স্বোচ্চ-
ত্রিকোণহিততত্ত্বগৃহাদিবর্গসংস্থাঃ সমে শশিসিতৌ বিষমেষ-
শেষাঃ। পুংস্ত্রীপুংসকথগাতমুখাস্তমধ্যসংস্থাঃ শুভৈকিতযুতাঃ
স্থিতিবীথ্যবস্তুঃ ॥ অত্রচ। স্বোচ্চে স্থিতাঃ শ্রেষ্ঠবলা ভবন্তি
মূলত্রিকোণে স্বগৃহে চ মধ্যাঃ। ইষ্টৈকিতা। মজ্জগৃহাশ্রিতা-
বা বীথ্যঃ কনীয়ঃ সমুপাবহন্তি ॥ অথ গ্রহাণাং দিগ্বলকথনং।
লগ্নে সৌম্যসুরাচাখ্যৌ কুজাকৌ দশমে তথা। দ্যানে সৌরি-
শ্চতুর্থে চ সিতেন্দু দিগ্বলাষিতৌ ॥ অথ গ্রহাণাং চেষ্টাবলমাহ।
নরযুধতিবিহঙ্গা রাশিষট্ ক যুগাদৌ। শনিরথ শশিভাদৌ চন্দ্রজ
শুভয়স্বঃ ॥ বিমলবিপুলদেহা বক্রিণঃ সূর্য্যমুক্তাঃ শশিযুতি-
জয়ভাজশ্চেষ্টয়া বীথ্যবস্তুঃ ॥ অথ গ্রহাণাং কালবলমাহ।
সৌম্য্যঃ সিতৈহুতোহুজ্ঞে বৎসরমাসদ্ব্যকালহোরেশাঃ। বলি-
নোহু্যর্কেজ্যসিতাহ্যনিশং জ্ঞানস্তমিন্দুকুজসৌরাঃ ॥ অথ গ্রহাণাং
বর্ষাধিপতিকথনং। শাকন্ত দ্বিগুণীকৃত্য দ্বৌ দদ্বা মুনিভি-
হরেৎ। শেবারব্যাদিতৌ বর্ষাধিপাঃ প্রোক্তামনীষিভিঃ ॥
অথ গ্রহাণাং ঋতুবলমাহ। শনিশুকুজেন্দুজগুরবঃ শশিরা-
দিবু। ভবন্তি কালবলিনো-গ্রীয়ে সৃগ্যস্তথৈব চ ॥ অথ গ্রহাণাং
যামবলাদিকথনং। বলিনঃ সৌম্য্যঃ সৌম্যঃ ক্রমেণ পূর্ষাপরা-
র্দ্ধয়োঃ দ্ব্যনিশোঃ। জরবিশনীন্দুসিতাত্র্য্যশেষু গুরুস্ত সর্বত্র ॥
অথ গ্রহাণাং নিসর্গবলমাহ ॥ বৃহজ্জাতকে। মন্দারসৌম্য-
বাক্পতিসিতচন্দ্রাকী যথোত্তরং বলিনঃ। নৈসর্গিকবলমেত-
ন্নগ্নস্ত স্বামিনা চিত্ত্যং ॥ অত্রায়ং বিভাগঃ। মন্দাবনীসু-
শশাক্ষপুত্রবাগীশশুক্রেন্দুদিবাকরাণাং। প্রোক্তোত্তরং রূপ-
মগৈর্ষিভক্তং নৈসর্গিকং বীথ্যমুদাহরতি ॥ অথ চন্দ্রস্ত বিশেষ-
বলমাহ। মাসে তু শুক্লপ্রতিপৎপ্রবৃত্তে পূর্কে শশী মধ্যবলো-
দশাহে। শ্রেষ্ঠা দ্বিতীয়েহরবল তৃতীয়ে সৌম্যৈস্ত দৃষ্টো-বল-
বান্ সটদেব ॥ অথ গ্রহাণাং দৃষ্টিহানকথনং। তৃতীয়ে দশমে

চৈব পাদদৃষ্টিরদাহতা । অর্দ্ধদৃষ্টিশ্চ নবমে পঞ্চমে চ প্রকীৰ্ত্তিতা ॥
চতুৰ্থে চাষ্টমে চৈব পাদোনা পরিকীৰ্ত্তিতা । সপ্তমে পরিপূর্ণা চ
কলমেবং প্রকীৰ্ত্তিতে ॥ তৃতীয়দশমাবার্কিঃ পশ্চান্ পূর্ণফলপ্রদঃ ।
ত্রিকোণগান্ গুরুশ্চৈব চতুৰ্থাষ্টমগান্ কুৰ্ব্বতঃ ॥ পাদৈকদৃষ্টিদশম-
স্তৃতীয়ে বিপাদদৃষ্টির্নবপঞ্চকে তু । ত্রিপাদদৃষ্টিশ্চতুরষ্টকে তু
সংপূর্ণদৃষ্টিঃ সমসপ্তকে ত্র্যং ॥ স্তমদননবাস্ত্যে পূর্ণদৃষ্টিঃ সুরারে-
বুর্গলদশমরাসৌ দৃষ্টিমাত্রং ত্রিপাদং । সহজরিপুচতুৰ্থে চাষ্টমে
চাৰ্দ্ধদৃষ্টিঃ স্থিতিভবনমুপাত্য নৈব দৃশ্যং হি রাহোঃ ॥ ত্রিদশে
সূর্য্যপূজ্যস্ত ত্রিকোণে চ বৃহস্পতিঃ । চতুরশ্চ মহীজন্তু পূর্ণদৃষ্টিঃ
প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ অথ গ্রহাণাং অদৃষ্টিস্থানকথনং । স্বস্থানঞ্চ বিতী-
য়ঞ্চ বর্ষ্টমেকাদশতথা । ষাটশঞ্চ ন পশ্যন্তি সর্ক এব কিল গ্রহাঃ ॥
অথ উপচয়সংজ্ঞামাহ । অথোপচয়সংজ্ঞা ত্র্যাং ত্রিলাভরিপুর্কর্ম-
ণাম্ । ন চেদভবন্তি তে দৃষ্টাঃ পাপস্ত স্বামিশ্রুতিঃ । কেদ্রাদি-
সংজ্ঞামাহ । কেদ্রং চতুর্ভুজং কণ্টকঞ্চ লগ্নাস্তদশচতুর্গাণাং সংজ্ঞা ।
পরতঃ পনফরমাপোক্রিমসংজ্ঞাঃ তৎপরতঃ ॥ অভ্রচ্চ । পনফরঃ
বিতীয়াষ্টপঞ্চমেকাদশং বিহুঃ । তৃতীয়বর্ষ্টনবমমন্ত্যাপোক্রিমং
বিহুঃ ॥ অথ ত্রিকোণাদিকথনং । যথা দীপিকায়াম্ ।—পঞ্চমং
নবমমন্ত্যেব ত্রিকোণং সমুদাহৃতং । চতুর্থমষ্টমমন্ত্যেব চতুরশ্চ বিহু-
কুর্ধাঃ ॥ অথ চতুর্থাদিপর্যায়মাহ । পাতালং ত্রিবৃকমন্ত্যেব
সুহৃদস্তচতুর্থকং । ত্রিত্রিকোণঞ্চ নবমং ত্রুশ্চিক্যং ত্র্যাং তৃতীয়কং ।
নীতানং পঞ্চমং জ্যেষ্ঠং যামিঞ্চ সপ্তমং স্বতং । দ্ব্যনং দ্ব্যনং তথা
জ্যৈষ্ঠং বটকোণং রিপুর্মন্দিরং । কর্ম্মস্থানঞ্চ দশমং খং মেবরূপ-
মাম্পদং । হিত্রাধ্যমষ্টমং স্থানং রিপুর্ক্যাং ষাটশঃ স্বতঃ ॥
চতুর্থমষ্টমমন্ত্যেব চতুরশ্চ বিহুকুর্ধাঃ ।

অথ গ্রহাণাং আকৃত্যাদিকথনং বৃহজ্জাতকে । মধু-
পিঙ্গলদৃক্ চতুরশ্চতুঃ পিত্তপ্রকৃতিঃ সবিতান্নকচঃ । তমু-
বৃত্ততমুর্জ্জ্বলতাককঃ প্রোজ্জশ্চ শলী যুধবাক্ শুভদৃক্ । ক্রূর-
দৃক্ তরুণমুর্জ্জ্বলদারঃ পৈত্তিকঃ সূচপলঃ ক্রমমধ্যঃ । শ্লিষ্টবাক্
সততহাস্তকচির্জঃ পিত্তমাক্তকফপ্রকৃতিশ্চ ॥ বৃহত্তমুঃ পিঙ্গল-
মুদ্রজ্ঞেয়গো-বৃহস্পতিঃ শ্রেষ্ঠমতিঃ কফাত্মকঃ । ভৃগুঃ সূর্য্যী কান্ত-
বপুঃ স্থলোচনঃ কফানিলাস্মাসিতবক্রমুদ্রজঃ । মন্দোৎলসঃ কপিল-
দৃক্ ক্রশদীর্ঘগাত্রঃ স্থূলদ্বিজঃ পরুষো রোমকচোহনিলাস্মা ।
অবুহ্যস্বকৃৎগণা শুক্রবসাঃ সমজ্ঞামন্দার্কচন্দ্রবুধশুক্রসুরৈজ্য-
ভৌবাঃ ॥ দেবদ্বয়বিহারকোষশয়ন-ক্ষিত্যংকরেশাঃ ক্রমা-
বদ্বঃ স্থূলমবুক্রমগ্নিকহতং মধ্যঃ দৃঢ়ং ক্ষাটিতং । তাম্রা-
স্ত্রাংগিহেমযুক্তিরজস্বাচর্কাচ্চ মুক্তারসী ঐক্যটৈঃ শিশিরাদয়ঃ
শেতুচক্রাদিষু দ্যংস্থবা ॥

পৌর্ণমাস্যাদয়ং যত্র পূর্বাষাঢ়াদয়ং ভবেৎ । দ্বিরাষাঢ়ঃ
স বিজ্ঞেয়ো-বিষ্ণুঃ স্বপিত্তি কর্কটে ॥১১॥ অশ্বিনী রেবতী
চিত্রা ধনিষ্ঠা স্যাৎদলংক্রুতো ॥১২॥ যুগাহিকপিমার্জ্জার-
স্থানঃ শূকরপক্ষিণঃ । নকুলো-মূষিকশ্চৈব যাত্রায়াং
দক্ষিণে শুভঃ ॥ ১৩ ॥ বিপ্রকন্যা শবা-রুদ্র শঙ্খভেরী-
বসুন্ধরাঃ । বেণুজীপূর্ণকুস্তানাং যাত্রায়াং দর্শনং শুভং ।

যে মাসে পূর্ণিমা ও পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র দুইবার পতিত হয়, সেই
মাসকে “দ্বিরাষাঢ়” বলে । যে বর্ষে দ্বিরাষাঢ় হয়, সেই বর্ষে
প্রাবণ মাসে বিষ্ণু শয়ন করেন । ১১ । অশ্বিনী, রেবতী, চিত্রা
ও ধনিষ্ঠা এই সকল নক্ষত্র ‘অলঙ্কারাদি পরিধাপনে প্রযুক্ত ।
১২ । যুগ, সর্প, বানর, মার্জ্জার, কুকুর, শূকর, পক্ষী, নকুল
ও মূষিক যাত্রাকালে এই সকল জীব দক্ষিণ দ্বাগে দৃষ্ট
হইলে, সেই যাত্রায় শুভফল হইয়া থাকে । ১৩ । ব্রাহ্মণকন্যা,

অথ গ্রহাণাং স্বরূপং । সূর্য্যোন্মপোনা চতুরশ্রমধ্যং দিনেন্দু-
দিক্ স্বর্ণচতুস্পদোগ্রঃ । সত্ত্বং স্থিরস্তিক্তপশুক্ষিতিক্ত পিত্তং জরন্
পাটলমূলবস্ত্রঃ ॥ বৈশ্বঃ শলী জীজলভূতপখী গোমোহপরাহাষুগ-
ধাতুসত্ত্বঃ । বায়ব্যাদিক্ স্নেহভূজঙ্গরূপঃ স্থূলো যুবা ক্ষারশুভঃ
সিতাভঃ ॥ ভৌমস্তমঃ পিত্তযুবোগ্রবস্ত্রো মধ্যাহ্নধাতুর্মদিক্
চতুস্পাৎ । নারাট্ চতুর্কোণস্বর্ণকারো দধাবনীব্যাঙ্গকটুশ্চ রক্তঃ ।
গ্রাম্যঃ শুভো নীলস্বর্ণবস্ত্রঃ শিথিলকোচ্চঃ সমধাতুজীবঃ । অশা-
নযোষোত্তরদিক্ প্রভাতং শূদ্রঃ খগঃ সর্করসোরজোজ্ঞঃ ॥
শুক্রঃ প্রভাতং নৃপভৈশদিগ্ বিজঃ পীতৌ বিপাদগ্রাম্যস্বর্ণ-
জীবঃ । বাণিজ্য-মাধুর্য্য-সুরালয়েশো বুদ্ধঃ সুরক্তঃ সমধাতুসত্ত্বঃ ॥
শুক্রঃ শুভঃ জীজনগোহপরাতুঃ শ্বেতঃ ককী রূপারজোহল্লমূলং ।
বিপ্রোহমিদিগ্ মধ্যবয়ঃ রতীশো জলাবনীস্নিগ্ধকচির্বিপাচ্চ ॥
শনির্জিহ্নোহনিলবন্যসঙ্গ্য শূদ্রাঙ্গনা ধাতুসমঃ স্থিরশ্চ । ক্রূরঃ
প্রতীচী তুবরোহতিবুদ্ধোৎকরক্ষিতীট্ দীর্ঘসুনীললোহঃ ॥ রাহ-
স্বরূপঃ শনিবগ্নিষাদজাতিভূজসোহস্থিপনৈশ্চ তীশঃ । কেতুঃ শিবী
তরুদনেকরূপঃ খগস্বরূপাৎ ফলমুহমিখঃ ॥ ৬ ইতি নীলকণ্ঠোক্ত-
তাজকম্ ।

• এই সকল বচনের অনুবাদ কলিতজ্যোতিষে প্রথমভাগে এবং তৃতীয়-
ভাগে নীলকণ্ঠোক্ত্যনুসারে ৩১৪ পৃষ্ঠা হইতে ৩১৫ পৃষ্ঠায় লিপিত আছে

জম্বুকোষ্ঠৈখরাশ্চ যাত্রায়াঃ বামকে শুভাঃ ॥ ১৪ ॥
কার্পাসৌষধিতৈলঞ্চ পক্ষাদারভুজঙ্গমাঃ । মুক্তকেশীং
রক্তমাল্যং নগ্নাশুভমীক্ষিতং * ॥ ১৫ ॥ হিকায়ালক্ষণং

শব, শব্দ, ভেরী, বহুধ্বরা, বেণু ও পৃণকুস্তাধিতা জী যাত্রা-
কালে দর্শনকরিলে, সেই যাত্রার শুভফল হয়। যাত্রাসময়ে
বামভাগে শৃগাল, উষ্ট্র, গর্দভ আদি দর্শনকরিলে উত্তম ফল
জানিবে। ১৪। যাত্রা সময়ে যদি কার্পাস, ঔষধি, তৈল, দধি অঙ্গার,
সর্প, মুক্তকেশী জী, রক্তমাল্য, মূলজ পুরুষ আদি দর্শন করে, তাহা

* কীটনাশ্রবণতো-বিলোকনাং স্পর্শনাং সমধিকং সমোত্তরং ।
মঙ্গলায় দধিচন্দনাদিকং স্ত্রাং প্রবাসভবনপ্রবাসয়োঃ ॥

প্রবাসগমন কিম্বা নিজগৃহে প্রত্যাগমনকালে দধি
চন্দনাদি মঙ্গলদ্রব্যের কীর্তন, শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শনে
উত্তরোত্তর সমধিক ফল হয়; অর্থাৎ কীর্তনহইতে
শ্রবণে অধিক ফল, শ্রবণহইতে দর্শনে অধিক ফল
এবং দর্শনহইতে স্পর্শনে অধিক ফল জানিবে।

আদায় রিক্তং কলসং জলাখী যদি ত্রজেৎ কোহপি সহাস্বগেন ।
পূর্ণং সমাদায় নিবর্ততেহসৌ যথা কৃতার্থঃ পথিকস্তথৈব ॥

গমনকাঠল যদি অশ্রু কোন ব্যক্তি শূন্য কলসী
লইয়া পথিকের সহিত গমনকরে এবং কলসী পূর্ণ
করিয়া ঐ ব্যক্তি প্রত্যাগমনকরে, তাহা হইলে পথি-
কও কৃতকার্য হইয়া নির্কিঞ্চে পুনরাগমনকরিবে।

অঙ্গারভক্ষ্যন্ধনরজ্জুপক্ষিপণ্যাককার্পাসতুয়াস্থিবিষ্ঠাঃ ।

কৃষ্ণায়সাবস্করকৃষ্ণাশুপাণ্যাকেশাভুজগৌষধানি ॥

তৈলং গুড়ং চর্ম্মবসাবিভিন্নং রিক্তঞ্চ ভাণ্ডং লবণং তৃণঞ্চ ।

তক্রার্গলাশৃঙ্খলবৃষ্টিবাতাঃ কার্য্যে কচিৎত্রিশদিনে ন শতাঃ ॥

অঙ্গার, ভস্ম, কাঠ, রজ্জু, কর্দম, খেল, কার্পাস,
তুষ, অস্থি, বিষ্ঠা, মলিন ব্যক্তি, লৌহ, আবর্জজনরাশি,
কৃষ্ণধান্য, প্রস্তর, কেশ, সর্প, ঔষধ, তৈল, গুড়, চর্ম্ম,
বসা, শূন্যভাণ্ড, লবণ, তৃণ, তক্র, অর্গলা, শৃঙ্খল, বৃষ্টি
ও বাতীস, এই ত্রিশশৃঙ্খল যাত্রাকালে প্রাপ্ত হইবে ॥

দৃষ্টে শব্দে রোদনশব্দহীনে মহার্থসিদ্ধিঃ কথিতোদ্যমেব ।

পূর্ণপ্রবেশেষু শবঃ শব্দং রজ্জং সদীর্ঘা মথবা দদাতি ॥

যাত্রাকালে রোদনশব্দহীন শব্দ দর্শন হইলে, সেই

বক্ষ্যে লভেৎ পূর্বে মহাকলং । আগ্নেয়ে শোকসস্তাপো
দক্ষিণে হানিমাগ্নুয়াং ॥ ১৬ ॥ নৈঋত্যে শোকসস্তাপো
মিষ্টান্নৈব পশ্চিমে । অর্ধং প্রাপ্নোতি বায়বে উত্তরে

হইলে সেই যাত্রায় অশুভ ফল হইয়া থাকে। ১৫। অনন্তর
হিকার ফলাফল বলিব। যাত্রাকালে পূর্বদিকে হিকার শ্রবণকরিলে
মহাকল হয় এবং অগ্নিকোণে শোক ও সস্তাপ, দক্ষিণে হানি,
নৈঋতকোণে শোক ও সস্তাপ, পশ্চিমে মিষ্টান্ন ভোজন, বায়ু-
কোণে অর্থপ্রাপ্তি, উত্তরে কলহ ও ঈশানকোণে হিকারধনি

যাত্রাতে সর্বকর্ম্ম সিদ্ধ হয়। গৃহে প্রবেশকালে শব
দর্শন হইলে, মৃত্যু অথবা মহৎ রোগ হয় ॥

গণ্ডুষমাবর্জ্যতাং নরাণামন্তর্গলং চেৎ প্রবিশত্যকস্মাৎ ।

ভবেত্তদাভীষিতসৌখ্যলাভো যঃ কৌতুকী তেন নিরূপ্য মেতৎ ॥

যাত্রাকালে গণ্ডুষজলদ্বারা কুলি করিলে যদি অক-
স্মাৎ কিঞ্চিৎ জল গলাধঃকরণ হয়, তাহা হইলে অভীষ্ট-
কর্ম্ম সিদ্ধি ও সুখ লাভ হয়। এই বিষয়ে কৌতুকী
হইয়া যাত্রার শুভাশুভ নিরূপণ করা উচিত।

অভ্যুপগচ্ছতি হি যশ্র যানে জী পুরুষোহপ্যথবা ফলহস্তঃ ।

সর্বসমীহিতসিদ্ধি-রবগ্ৰং তশ্র নরশ্র ভবত্যাচিরেণ ॥

যাহার গমনকালে নর কিম্বা নারী ফল হস্তে
করিয়া সম্মুখে আগমনকরে, তাহার অভিলষিত
কর্ম্ম অবশ্য সত্তরে সিদ্ধি হয়।

গচ্ছতি পৃষ্ঠে পুরতস্তথৈব বাগীদৃশী কেনচিচ্চ্যামান।

সর্বাশিষশ্চাতিশয়েন ভাভ্য-চিহ্নস্ত তৃষ্টির্কিঞ্জরায় পুংসাং ॥

যাহার গমনকালে পৃষ্ঠদেশে কিম্বা অগ্রভাগে
দণ্ডায়মান হইয়া কোন ব্যক্তি যদি “গমন কর” এইরূপ
বাক্য বলে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির সকলপ্রকার
মঙ্গল, সম্ভাব ও বিজয় লাভ হইয়া থাকে।

সিদ্ধৌ বিরাবা জহি ছিন্তি ভিন্তি চেত্যাদয়ঃ শত্রুবোধোদ্যাতানাং ।

ক যাসি মা গচ্ছতচৈব মাদ্য্যাঃ প্রয়োজনরন্তনিবারণার্থাঃ ॥

শত্রুবধার্থ যাত্রা করিলে, যদি সেই সময়ে কোন
ব্যক্তি মার, কাট, ভেদকর ইত্যাদি শব্দকরে, তাহা
হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয়। কোথায় বাইতেছে? বাইও
না ইত্যাদি শব্দে শত্রুবধার্থ কার্য্যের নিবারণ বোধ হয় ॥

কলহোভবেৎ । কেশানে মরণং প্রোক্তং হিকায়ান্চ
কলাকলং ॥ ১৭ ॥ বিলিখ্য রবিচক্রস্ত ভাস্করো-নর-

শ্রবণে মরণ হয় । ১৬—১৭ । অতঃপর রবিচক্র কথিত হইতেছে ।
সূর্যের একটি নরাকার চক্র অঙ্কিত করিয়া, তাহার অঙ্গে নিম্ন-
লিখিত নিয়মে নক্ষত্র স্থাপনকরিবে । জন্মকালে যে নক্ষত্রে রবি

স্থৈর্য্যে স্থিরাধাদ্গমনং তদর্থাধাক্যাবিস্তির্কিনিবর্তিতাথাৎ ।

লাভং জয়ঃ ভঙ্গ-মঙ্গলং বা বুধ্যত তত্ত্বং প্রতিপাদনাথাৎ ॥

যাত্রাকালে লাভ, জয়, মঙ্গল ও অমঙ্গল ইত্যাদি
সূচক বাক্যদ্বারা তত্ত্বৎফলের শুভাশুভ স্থির
করিবে ।

উগ্রঃ ভবেদ্রোদনমগ্রভাগে ভয়ং ভবেদ্বিবিভাগভূতে ।

নৈঋত্যকোণে রণমার্গরোধো-বায়বাকোণে রুদিতং সমৃদ্ধৌ ॥

যাত্রাকালে অগ্রভাগে রোদনধ্বনি শ্রবণ হইলে
উপদ্রব, অগ্নিকোণে রোদন শ্রুত হইলে ভয়, নৈঋত-
কোণে যুদ্ধযাত্রানিবারণ এবং বায়ুকোণে রোদনশ্রবণে
সমৃদ্ধি লাভ হয় ।

মৃত্যুঃ স্তনানাং রুদিতে তু পৃষ্ঠ লাভো-ভবেদ্বয় নিবর্তনেন ।

মৃত্যুস্তদগ্রে রুদিতেন গন্তুঃ সিদ্ধিঃ বিধত্তে রুদিতং রিপুণাং ॥

যাত্রাকালে পৃষ্ঠদেশে রোদন শ্রবণে সন্তানমৃত্যু,
যাত্রাকালে ক্রন্দনধ্বনি নিরুত্ত হইলে লাভ, গমনকালে
অগ্রে রোদনধ্বনি শ্রবণ হইলে মৃত্যু বোধ হয় । গমন-
কালে শক্রগণের ক্রন্দন শুনিলে কার্য্যসিদ্ধি জানা যায় ।

উর্দ্ধং করং যঃ কুরুতেইথবা যো ধন্তে করং দক্ষিণদন্তভাগে ।

যোবা ভবেদ্ব্যংহিতপূরিতাশঃ করী ভবেদধ্বগপূরিতাশঃ ॥

যে হস্তী উর্দ্ধদিকে শুণ্ড উত্তোলনকরে, অথবা দক্ষিণ
দন্তোপরি শুণ্ডাগ্র সংস্থাপনকরিয়া দণ্ডায়মান থাকে,
কিবা উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিয়া দিক্‌সকল পূর্ণ করে,
যাত্রাকালে ঐ রূপ হস্তিকে দর্শনকরিলে পথিকের
মনোরঞ্জন পরিপূর্ণ হয় ।

অনন্তহেতুর্গতিশব্দহীনঃ সদা শৃগালঃ থলু দৃষ্টমাত্রঃ ।

শব্দা হি ধাক্ষা গতিরন্ত শব্দো-বামো-মিসাদো-নিশি যো বহুমানঃ ॥

যাত্রাকালে শব্দহীন শৃগাল দৃষ্টমাত্রের কোন

সন্নিভঃ । যন্মিস্ত্র্যে বসেন্দ্রাশ্রয়াদি ত্রীণি মন্তকে ॥ ১৮ ॥
ত্রয়ং বস্ত্রে প্রদাতব্যমেকৈকং স্বক্কয়োনিয়মেৎ । একৈকং

অবস্থিতিকরেন, সেই নক্ষত্রইহাতে তিন নক্ষত্র মন্তকে (১৮),
তৎপর তিন নক্ষত্র মুখে, এক একটি স্বক্করয়ে, এক একটি বাহ-
রয়ে, এক একটি হস্তরয়ে (১৯), পঞ্চ নক্ষত্র হৃদয়ে, একটি নাভিতে,

অনর্থ উপস্থিত হয়, বামভাগে শৃগালের গতি দৃষ্ট হইলে
যাত্রাদি সর্ব্বকার্য্যে শুভ এবং রাত্রিকালে যদি অনেক
শৃগাল একত্র হইয়া বামদিকে শব্দ করে, তাহা হইলেও
শুভ জানিবে ।

যে ষট্পদাদাঃ শকুনানি তেষা-মাশ্রয়ানুপাশি নিরূপয়ামঃ ।

শ্রবত বামো-যদি মঞ্জু শুভ্রন্ পশ্চত বা বামদিশং প্রসপন্ ॥

অনন্তর ভ্রমরাদি শাকুন নিরূপণকরিতেছি ।
যদি ভ্রমর বামদিকে মনোহর গুণগুণ শব্দ করিয়া
কোন স্থানে স্থিত থাকে অথবা ভ্রমণ করে, ঐরূপ
ভ্রমরকে যাত্রাকালে দর্শন করিলে, শুভ হয় ।

সর্পেচ্ছয়া পঞ্চনখাভিধেয়ঃ প্রায়াকালে স তু বামভাগে ।

দৃষ্টঃ শুভঃ সিদ্ধিকুরুতাত্রা-স্তিষ্ঠদ্-বথোর্দ্ধে যদি রাজ্যলাভঃ ॥

যাত্রাকালে সর্প কিম্বা পঞ্চনখী অর্থাৎ শশক,
শজারু, স্বর্ণগোধিকা, কুম্বী ও গণ্ডার যদি বামভাগে
দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শুভ হয় এবং উর্দ্ধস্থানে উন্নত-
মন্তক ঐ সর্প প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে রাজ্যলাভের সম্ভাবনা
থাকিলেও গমন নিরুত্তি করিবে ।

† ছিকু কাকা রেওতা বোলি তিনি একই ভাও ।

গো বার সো পূর্কে দিবে এতনে পিছাও ।

ভয় কহে ভায়ু, ভালা কহে চন্দা ।

মঙ্গল কহে উৎপাত হো, বুধে আনন্দা ॥

জীব কহে সমসিদ্ধি, শুক্র কহে গোণা ।

শনি কহে আওতে হেঁ, রাহু কহে মণা ॥

যাত্রাকালে হাঁচী, টেকুটীকী ও কাকের রণ শ্রবণ
করিয়া এই প্রণালীমতে গণনাকরিলে প্রত্যেক ফল
লাভ হইবে ।—যে বারে যাত্রা করিবে, সেই বার প্রাথ-
মতঃ পূর্ব্বদিকে স্থাপনকরিয়া দক্ষিণাবর্তক্রমে তাহার

বাহুবুথে তু একৈকং হস্তয়োদয়োঃ ॥ ১৯ ॥ হৃদয়ে
পঞ্চাঙ্গানি একং নাভৌ প্রদাপয়েৎ । ঋক্ষমেকং স্তনদে
শুভ্রে একৈকং জাহ্নুকে স্তনয়েৎ ॥ ২০ ॥ নক্ষত্রাণি চ
শেষাণি রবিপাদে নিয়োজয়েৎ । চরণস্থেন ঋক্ষেন
অঙ্গায়ু-জ্জায়তে নরঃ ॥ ২১ ॥ বিদেশগমনং জ্ঞানো
শুভস্থে পরদারবান্ । নাভিস্থেনাঙ্গসমুদ্রো হৃৎস্থেন
স্থান্মহেশ্বরঃ ॥ ২২ ॥ পাণিস্থেন ভবেচ্চোরঃ স্থানজ্যেষ্ঠো-
ভবেভুজে । ঋক্ষস্থিতে ধর্মপতিস্মুখে মিষ্টান্ন-মাণ্ডুয়াৎ ।
মস্তকে পটুবস্ত্রস্ত নক্ষত্রং স্তাদ্ যদি হিতং ॥ ২৩ ॥
ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

একটি শুভোও এক একটি জাহ্নুদ্বয়ে লিখিয়া (২০) অবশিষ্ট নক্ষত্র-
সকল রবিচক্রের পাদদ্বয়ে লিখিবে । এই রূপে নক্ষত্রাঙ্গ
বিন্যাসকরিয়া শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিবে । যাহার জন্ম-
নক্ষত্র রবিচক্রের চরণে পতিত হয়, সেই ব্যক্তি অপ্রাণ্যুঃ হইয়া
থাকে । ২১ । এইরূপ জাহ্নুতে বিদেশগমন, শুভ্যে পরদাররতি,
নাভিতে অঙ্গ সন্তোষ, হৃদয়ে মহেশ্বর্য (২২), হস্তে চোর, ভুজে
স্থানচ্যুতি, ঋক্ষে ধনলাভ, মুখে মিষ্টান্নপ্রাপ্তি এবং মস্তকে জন্ম-
নক্ষত্র দৃষ্ট হইলে পটুবস্ত্র লাভ হয় । ২৩ ।

পর পর বার এবং রাহুগ্রহ পরবর্তী দিক্‌সমূহে বিন্যস্ত
করিবে । কিন্তু শমির পর রাহুগ্রহ স্থাপনকরিতে
হইবে । পশ্চাৎ দেখিবে যে, কোন্ দিকে হাঁটী টুক-
টিকী বা কাকরব হইয়াছে । সেই দিকে পূর্বোক্ত বার
স্থাপনক্রমে, কোন্ গ্রহ পতিত হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞাত
হইবে । যদি সেই দিকে রবি পতিত হইয়া থাকে,
তবে যে কার্যের জন্য যাত্রার অনুষ্ঠান করা হইয়াছে,
তাহাতে ভয়, সোম পতিত হইলে, সেই কর্মের শুভ,
মঙ্গল হইলে উৎপাত, বুধ হইলে আনন্দ, অর্থাৎ সেই
কার্যে জয়লাভ, বৃহস্পতি হইলে সর্বকার্যসিদ্ধি, শুক্র
হইলে কার্যের গোণ, শনি হইলে সেই কার্য তৎক্ষণাৎ
হইবে এবং রাহু হইলে সেই কার্যের বিনাশ বুঝাইবে ।

একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

হিররুবাচ ॥ ১ ॥ সপ্তমোপচরাদ্যশ্চত্ৰঃ সর্বত্র
শোভনঃ । শুক্রপক্ষে দ্বিতীয়স্ত পঞ্চমো-নবমস্তথা ।
সংপূজ্যমানো লোকৈস্ত গুরুবদ্গুণে শশী ॥ ২ ॥
চত্ৰস্ত দ্বাদশাবস্থা ভবন্তি শূণ্ণ তা অপি । ত্রিষু ত্রিষু চ
ঋক্ষেষু অস্থিতাদি বদাম্যহং ॥ ৩ ॥ প্রবাসস্থং পুনর্মষ্টং
মৃতাবস্থং জয়াবস্থং । হাস্যাবস্থং ক্রীড়াবস্থং প্রমোদা-
বস্থং মেব চ ॥ বিবাদাবস্থভোগস্থে অর্যাবস্থং ব্যবস্থিতং ।
কম্পাবস্থং স্নানাবস্থং দ্বাদশাবস্থং ভবেৎ ॥ ৪ ॥
প্রবানোহানিমুখ্যশ্চ জয়োহাসো রতিঃ স্তম্ভং । শোকো
ভোগো অরঃ কম্পঃ স্নানাবস্থা ক্রমাৎ ফলং ॥ ৫ ॥ জন্মস্থঃ
কুরুতে তুষ্টিং দ্বিতীয়ে নাস্তি নিরতিঃ । তৃতীয়ে রাজ-

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

চার বলিনেন,—চত্ৰশুদ্ধির বিবরণ কথিত হইতেছে । চত্ৰ
জন্মরাশিহইতে সপ্তম, তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম, কিম্বা একাদশ রাশি-
স্থিত অথবা জন্মরাশিস্থিত হইলে, উভয়পক্ষে চত্ৰশুদ্ধি হয় । শুক্র-
পক্ষে উক্ত সপ্তমাদি রাশিস্থিত এবং দ্বিতীয় পঞ্চম কিম্বা নবম রাশি-
গত হইলে, চত্ৰ শুদ্ধি হইয়া থাকে । যাত্রাদি কার্যে চত্ৰশুদ্ধি না
থাকিলে, চত্ৰের অর্চনা করিয়া চত্ৰকে গুরুবৎ অবলোকন করিবে;
তাহাতে চত্ৰাশুদ্ধির দোষ বিগত হয় । ১—২ । চত্ৰের দ্বাদশ অবস্থা
নির্দিষ্ট আছে । হে রুদ্র! ঐ দ্বাদশ অবস্থা ও তাহার শুভাশুভ ফল
বলিতেছি, শ্রবণ কর । অশ্বিনী আদি তিন তিন নক্ষত্রে এক-
একটি অবস্থা হইয়া থাকে । ৩ । দ্বাদশ অবস্থা এই—প্রবাসাবস্থা,
নষ্টাবস্থা, মৃতাবস্থা, জয়াবস্থা, হাস্যাবস্থা, ক্রীড়াবস্থা, প্রমোদা-
বস্থা, বিবাদাবস্থা, ভোগাবস্থা, অর্যাবস্থা, কম্পাবস্থা ও স্নানাবস্থা,
চত্ৰের এই দ্বাদশপ্রকার অবস্থা হইয়া থাকে । ৪ । যে সময়ে চত্ৰ
যে অবস্থার অবস্থিত থাকেন, সে সময়ে নহুষের তদনুরূপ ফল
হয় । তাহার বিশেষ এই—প্রবাসাবস্থার প্রবাস, নষ্টাবস্থার হানি,
মৃতাবস্থার মৃত্যু, জয়াবস্থার জয়, হাস্যাবস্থার হাস্য, ক্রীড়াবস্থার
রতি, প্রমোদাবস্থার স্তম্ভ, বিবাদাবস্থার শৌক, ভোগাবস্থার
ভোগ, অর্যাবস্থার অর, কম্পাবস্থার কম্প ও স্নানাবস্থার স্নান-
লাভ হইয়া থাকে । ৫ । চত্ৰ জন্মরাশিস্থিত হইলে সন্তোষ লাভ হয়,
দ্বিতীয় চত্ৰে অর্থের অনটন, তৃতীয় চত্ৰে রাজদাম্পত্য, চতুর্থ চত্ৰে,

গম্যাপ্য চতুর্থে কলহাগমঃ ॥৩॥ শক্রবৈশ্যে যুগাক্ষে জা-
লাভোবৈ তথা ভবেৎ । ধনধাঙ্গাগমঃ যষ্ঠে রতিঃ পূজা চ
সপ্তমে । অষ্টমে প্রাণসংস্রবো-নবমে কোষসংস্রবঃ ॥ ৭॥
দশমে কার্যানিস্পত্তি-ধ্রুব মেকাদশ জয়ঃ । দ্বাদশেন
শশাঙ্কেন যুত্ব্যরেব ন সংশয়ঃ ॥৮॥ কৃত্তিকাদৌ চ পূর্ণেণ
সপ্তর্কণি চ বৈ ব্রজেৎ । মঘাদৌ দক্ষিণে গচ্ছেদনু-
রাধাদি পশ্চিমে ॥৯॥ প্রশস্তা চোত্তরে যাত্রা ধনিষ্ঠাদি
চ সপ্তম্ ॥১০॥ অশ্বিনী রেবতী চিত্রা ধনিষ্ঠা সমলঙ্কৃতৌ ।
যুগাশ্চিচিত্রাপুয্যাশ্চ মূলা হস্তা শুভাঃ সদা । কন্যাপ্রদানে
যাত্রায়াং প্রতিষ্ঠাদিষু কর্মসু ॥১১॥ শুক্রচন্দ্রৌ জন্মস্থৌ
শুভদৌ চ দ্বিতীয়কে । শনিজশুক্রজীবাস্চ রাশৌ চাথ
তৃতীয়কে ॥১২॥ ভৌমমন্দশশাঙ্কার্কা-বুধঃ শ্রেষ্ঠচতুর্থকে ।
শুক্রজীবৌ পঞ্চমৌ চ চন্দ্রকেতুসমাহিতৌ ॥ ১৩ ॥
মন্দার্কৌ চ কুজঃ যষ্ঠে গুরুচন্দ্রৌ চ সপ্তমে । জশুক্রা-

কলহ, পঞ্চম চন্দ্রে জীলাত, যষ্ঠ চন্দ্রে ধনধান্যাগম, সপ্তম চন্দ্রে
রতি ও সম্মান, অষ্টম চন্দ্রে প্রাণসংশয়, নবম চন্দ্রে কোষবৃদ্ধি,
দশম চন্দ্রে কার্যানিস্পত্তি, একাদশ চন্দ্রে জয় ও দ্বাদশ চন্দ্রে নিশ্চয়
মুত্ব্য হইয়া থাকে । ৬-৮ । কৃত্তিকাদি অর্থাৎ কৃত্তিকা, রোহিণী,
মৃগশিরা, আর্দ্রা, পূর্নর্বসু, পুয্যা ও অশ্লেষা এই সপ্ত নক্ষত্রে
পূর্বাধিগে গমন করিবে । মঘা, পূর্বাফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা,
চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা এই সপ্ত নক্ষত্রে দক্ষিণ দিকে গমন
প্রশস্ত । অহরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া,
শ্রবণা ও অভিজিৎ এই সপ্ত নক্ষত্রে পশ্চিমদিকে গমন
করিলে শুভ হয় । ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বাভাদ্র, উত্তরাভাদ্র,
রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী এই সপ্ত নক্ষত্রে উত্তর দিকে যাত্রা
করিবে । ৯-১০ । অশ্বিনী, রেবতী, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা এই
সকল নক্ষত্র অলঙ্কারাদি ধারণে প্রশস্ত । মৃগশিরা অশ্বিনী,
চিত্রা, পুয্যা, মূলা ও হস্তা এই সকল নক্ষত্র কন্যাদান, যাত্রা,
প্রতিষ্ঠা প্রতিভি কার্যে শুভপ্রদান করে । ১১ । শুক্র ও চন্দ্র
জন্মরাশিস্থিত হইলে শুভপ্রদ হয়, এইরূপ দ্বিতীয় রাশিতে চন্দ্র,
বুধ, শক্র ও বৃহস্পতি; তৃতীয় রাশিতে মঙ্গল, শনি, চন্দ্র ও সূর্য্য;
চতুর্থ রাশিতে বুধ; পঞ্চম স্থানে শুক্র, বৃহস্পতি, চন্দ্র ও কেতু; যষ্ঠে
শনি, রবি ও মঙ্গল; সপ্তমে বৃহস্পতি ও চন্দ্র; অষ্টমে বুধ ও শুক্র;
নবমস্থানে বৃহস্পতি; দশম রাশিতে রবি, শনি ও চন্দ্র অবস্থিত

যষ্ঠমে শ্রেষ্ঠো নবমস্থো গুরুঃ শুভঃ ॥ ১৪ ॥ অকা-
চন্দ্রাদশমে একাদশেহখিলাগ্রহাঃ । বুধোহথ দ্বাদশে
চৈব ভাগবঃ সুখদোভবেৎ ॥১৫॥ সিংহেন মকরঃ শ্রেষ্ঠঃ
কন্যয়া মেঘ উত্তমঃ । তুলয়া সহ মীনস্ত কুস্তেন সহ
কর্কটঃ ॥১৬॥ ধনুয়া বৃষভঃ শ্রেষ্ঠো-মিথুনেন চ বৃশ্চিকঃ ।
এতৎ যড়ষ্টকং প্রীত্যে ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥১৭॥
ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে একষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ উদয়াস্তু সমারভ্য রাণৌ ভানুঃ
স্থিতো-হর । স্বরাশ্যাদৈত্র্যজৈদহি যড়্ভিঃ যড়্ভিস্থথা
নিশাং ॥২॥ মীনে মেঘে চ পঞ্চ সূর্য্যচতুষ্রো বৃষকুস্তয়োঃ ।
মকরে মিথুনে তিস্রঃ পঞ্চ চাপে চ কর্কটে ॥৩॥ সিংহে

হইলে শুভ ফল প্রদান করে । একাদশস্থানে সকল গ্রহই শুভকর
হইয়া থাকে । দ্বাদশ স্থানে বুধ ও শুক্র অবস্থিত করিলে উত্তম
ফল প্রদান করে । ১২-১৫ । কন্যার জন্মরাশি সিংহ, বরের জন্মরাশি
মকর, বরের রাশি কন্যা, কন্যার রাশি মেঘ, কন্যার রাশি তুলা,*
বরের রাশি মীন, কন্যার রাশি কুস্ত, বরের রাশি কর্কট, কন্যার
রাশি ধনুঃ, বরের রাশি বৃষ, কন্যার রাশি মিথুন, বরের রাশি
বৃশ্চিক হইলে, যড়ষ্টকযোগ হয়, এই যোগ বিবাহে বিচারণীয় ।
বিবাহকালে বরকন্যার জন্মরাশি লইয়া উক্তরূপে বিচারকরিয়া
বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিলে, সেই বিবাহে জীপুরুষের অতিশয়
প্রণয় হইয়া থাকে । ১৬-১৭ ।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় ।

হরি বলিতেছেন,—উদয়রাশি হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্য-
দেব প্রতিরাশিতে ভ্রমণ করেন, দিবাতে উদয়রাশি হইতে ৬
ছয়রাশি এবং রাত্রিতে ৬ ছয়রাশি ভ্রমণ করেন । ১-২ । এইরূপ
দ্বাদশরাশির পরিমাণ কথিত হইতেছে । মীন ও মেঘরাশির
পরিমাণ ৫ পাঁচদণ্ড, বৃষ ও কুস্তরাশির পরিমাণ ৪ চারিদণ্ড,

* বিবহসংকযোগঃ—সপ্তকে মেঘতুলে যুগ্মহয়ে তথা ।
সিংহযটৌ সদা বর্জ্যৌ মৃতিং তজাত্রবীজিবঃ ।

চ রশ্চিকে যট্ চ সপ্ত কস্তাতুলে তথা । এতালম-
প্রমাণেন ষট্চিকাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৪ ॥ রসপূৰ্ণাব-
সানেন্ধু, রসাকৌষরিলাগরাঃ । লঙ্কোদয়াহি তদন্তু
লঙ্কামেবাদয়োহথবা ॥ ৫ ॥ মেঘলগ্নে ভবেদ্বক্যা রবে
ভবতি কামিনী । মিথুনে স্তভগা কস্তা বেশা ভবতি
কৰ্কটে ॥ ৬ ॥ সিংহে চৈবান্নপুজা চ কস্তায়াং রূপসংযুতা ।
তুলায়াং রূপমৈশ্বৰ্য্যং রশ্চিকে কৰ্কশা ভবেৎ ॥ ৭ ॥
সৌভাগ্যং ধনুৰি স্তাচ্চ মকরে নীচগামিনী । কুস্তে
চৈবান্নপুজা স্তান্মীনে বৈরাগ্যসংযুতা ॥ ৮ ॥ তুলা-
কৰ্কটকো মেঘো মকরশ্চৈব রাশয়ঃ । চরকার্য্যাণি
কুৰ্য্যাচ্চ স্থিরকার্য্যাণি চৈব হি ॥ ৯ ॥ পঞ্চাননো রবঃ

মকর ও মিথুনলগ্নের পরিমাণ ৩ তিনদণ্ড, ধনুঃ ও কৰ্কটের
পরিমাণ ৫ পাঁচদণ্ড, সিংহ ও রশ্চিকের পরিমাণ ৬ ছয়দণ্ড
এবং কস্তা ও তুলার পরিমাণ ৭ সাতদণ্ড এইরূপে লগ্ন পরিমাণ
নির্ণয় করিয়া কার্য্যকরিবে। ৩-৪। মতান্তরে মীন ও মেঘের
পরিমাণ ৬ ছয়দণ্ড বুধ ও কুস্তের পরিমাণ ৬ ছয়দণ্ড, মকর ও
মিথুনের ৪ চারিদণ্ড, ধনুঃ ও কৰ্কটের ৫ পাঁচদণ্ড, রশ্চিক ও
সিংহের পরিমাণ ৬ ছয়দণ্ড এবং কস্তা ও তুলার পরিমাণ ৭ সাত-
দণ্ড। এই লগ্ন পরিমাণকে লঙ্কোদয় পরিমাণ বলিয়া জানিবে। ৫।
মেঘলগ্নে বক্যা, বুধলগ্নে স্তন্যদ্রী, মিথুনে সৌভাগ্যশালিনী, কৰ্কটে
বেশা, সিংহে অন্নপুজা, কন্যাতে রূপবতী, তুলাতে সৌন্দর্য্য-
শালিনী ও বিভবতী, রশ্চিকে কৰ্কশা, ধনুতে সৌভাগ্যবতী,
মকরে নীচগামিনী, কুস্তে অন্নপুত্র ও মীনরাশিতে বিবাহ
হইলে বৈরাগ্যযুক্ত হইবে। ৬-৮। তুলা, কৰ্কট, মেঘ ও মকর
এই সকল চররাশি। উক্ত চারিলগ্নে যাত্রাদি চরকার্য্য

* মিত্রবড়টক যোগঃ। মকর সমেতং মিথুনং কস্তাকলসৌ
সুগেহস্বমীনো চ। বৃষভতুলেহবিকীটৌ কৰ্কটধনুৰী মিত্রবিধৌ ।
অরিবড়টক যোগঃ। মকরকরিকুলরিপুণা কস্তামেষেণ সহ-
বাস শুভয়োঃ। কৰ্কটটৌ বৃষধনুৰী রশ্চিকমিথুনে চারি-
বিধৌ । যদি কস্তাষ্টমেভর্জা ভর্জুঃ বর্জে চ কন্যাকা। বড়টকঃ
বিজানীয়াৎ গর্হিত্তুঃ জিহ্মশৈরপি । দ্বিষাদশ যোগঃ। পুংসো-
গৃহাং স্তভগৃহে স্তভহা চ কস্তা। ধর্ষেহিতা স্তভরতী পতিব্রতা
চ। দ্বিষাদশে ধনগৃহে ধনহা চ কস্তা। রিপক্ষে হিতা ধনবতী
পতিব্রতা চ।

কুস্তো রশ্চিকঃ স্ত্যঃ স্থিরাণি হি। কস্তা ধনুশ্চ মীনশ্চ
মিথুনং দ্বিস্বভাবতঃ ॥ ১০ ॥ দ্বিস্বভাবানি কৰ্ম্মাণি
কুৰ্য্যাদেবু বিচক্ষণঃ ॥ যাত্রা চরণে কৰ্ত্তব্যং প্রবেষ্টব্যং
স্থিরেণ তু। দেবস্থাপনবৈবাহং দ্বিস্বভাবেন কার-
য়েৎ ॥ ১১ ॥ প্রতিপচ্চাথ বঞ্জী চ নন্দা চৈকাদশী স্মৃতা ।
দ্বিতীয়া সপ্তমী ভদ্রা দ্বাদশী বৃষভধ্বজ ॥ ১২ ॥ জয়া-
ষ্টমী তৃতীয়া চ স্মৃতা রুদ্র ত্রয়োদশী। চতুর্থী নবমী
রিত্তা সা বর্জ্যাত্ চতুর্দশী। পঞ্চমী দশমী পূর্ণা পূর্ণিমা
চ শুভাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৩ ॥ চরঃ সৌম্যো শুক্রঃ ক্ষিপ্ৰো
মুহুঃ শুক্রো রবিধ্রুবঃ। শনিশ্চ দারুণোজ্জয়ো ভৌম
উগ্রঃ শকী সমঃ ॥ ১৪ ॥ চরক্ষিপ্ৰৈঃ প্রযাতব্যং প্রবেষ্টব্যং
মুহুধ্রুবৈঃ। দারুণোজ্জৈশ্চ যোদ্ধব্যং ক্ষত্রিয়ৈর্জয়-
কাজ্জিভিঃ। নৃপাভিষেকোহগ্নিকার্য্যঞ্চ সমবারে
প্রশস্ততে ॥ ১৫ ॥ সোমে তুলে প্রমাণঞ্চ কুৰ্য্যাচ্চৈব
গৃহাদিকং। সৈন্যপত্যং শৌর্য্যযুদ্ধং শত্রুভ্যাসঃ কুজ-
স্মৃতাঃ ॥ ১৬ ॥ সিদ্ধিকার্য্যঞ্চ মন্ত্রশ্চ যাত্রা চৈব বুধে

করিবে। ১০। সিংহ, বুধ, কুস্ত ও রশ্চিক এইগুলি স্থিররাশি।
কস্তা, ধনুঃ মীন ও মিথুন এই চারি রাশি দ্ব্যাত্মক। চরলগ্নে চর-
কার্য্য, স্থিরলগ্নে স্থিরকার্য্য ও দ্ব্যাত্মকলগ্নে দ্বিস্বভাব কার্য্য
করিবে। চরলগ্নে যাত্রা, স্থিরলগ্নে গৃহপ্রবেশ এবং দ্ব্যাত্মক-
লগ্নে দেবস্থাপন ও বিবাহ কার্য্যকরিবে। ১০-১১। প্রতিপৎ,
বঞ্জী ও একাদশী এই সকল নন্দাতিথি। দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী
এই তিন তিথি ভদ্রা। হে রুদ্র! তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী
এই সকল তিথি জয়া। চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশী এই তিন
তিথি রিত্তা এবং পঞ্চমী, দশমী ও পূর্ণিমা এই সকল তিথি
পূর্ণা। ১২-১৩। বুধ চরসংজ্ঞক, বৃহস্পতি ক্ষিপ্ৰানামা, শুক্র
মুহুগ্রহ, রবি প্রবাসংজ্ঞক, শনি দারুণগ্রহ, মঙ্গল উগ্র ও চক্র
সমগ্রহ। ১৪। বুধ ও বৃহস্পতিবারে যাত্রা এবং শুক্র ও রবিবারে
গৃহপ্রবেশ করিবে। জয়কাজী ক্ষত্রিয়গণ শনি ও মঙ্গলবারে
যুদ্ধযাত্রা করিবে। সোমবারে রাজ্যভিষেক, যজ্ঞাদি অগ্নিকার্য্য
প্রশস্ত। ১৫। সোমবারে তুলারোহণ ও গৃহকার্য্য করিবে।
মঙ্গলবারে সৈন্যপতিষ পক্ষেভিষেক, শৌর্য্য, যুদ্ধ ও অস্ত্রশিক্ষা এই
সকল কার্য্য আরম্ভ করিলে শুভফল হয়। বুধবারে সিদ্ধিকার্য্য
মন্ত্রণা ও যাত্রা প্রশস্ত। বৃহস্পতিবারে বেদপাঠ, দেবপূজা, ব্রহ্ম-

স্মৃতা । পঠনং দেবপুত্রা চ ব্রাহ্মাদ্যন্তরণং গুরো ॥ ১৭ ॥
কন্যানানং গজারোহঃ শুক্রে স্ম্যং সময়ঃ দ্বিষাঃ ।
স্বাপ্যং গৃহপ্রবেশশ্চ গজবন্ধঃ পুনো শুভঃ ॥ ১৮ ॥
ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে বিষ্ণুতমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরূষাচ । নরজীলক্ষণং বক্ষ্যে সংক্ষেপাচ্চ ৭ শঙ্কর ।
অশ্বেদিনো মৃদুতলো কমলোদরসন্নিভো ॥ স্টিষ্ঠাজলী
তাত্রনখো সুগুল্কো শিরয়োজ্জ্বিতো । কুর্শ্মোন্নতো
চ চরণো স্মাতাং নৃপবরশ্চ হি ॥ ৩ ॥ বিরুদ্ধপাণ্ডুরনখো
বক্ত্রৈকৈব শিরোন্নতং । সূৰ্পাকারো চ চরণো সংশুকো
চরণাজলী । দুঃখদারিদ্র্যাদ্যো স্মাতাং নাত্র কার্য্যা বিচা-
রণা ॥ ৪ ॥ অঙ্গরোমযুতা শ্রেষ্ঠা জজ্ঞা হস্তিকরোপমা ।
রোমৈকৈকং কুপকে স্মাদুপানাস্ত মহাত্মনাং ॥ ৫ ॥
যে য়ে রোমে পণ্ডিতানাং শ্রোত্রীয়াণাং তথৈব চ ।

পরিধান ও আভরণধারণ এই সকল কার্য্যকরিবে । শুক্রবারে
কন্যানান, গজারোহণ ও জীলহবাস এই সকল কার্য্য শুভপ্রদ
হয় । শনিবারে গৃহারম্ভ, গৃহপ্রবেশ ও গজবন্ধ এই সকলকাণ্ড
প্রশস্ত । ১৬-১৮ ।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ।

হরি বলিলেন, হে শঙ্কর । নরলক্ষণ ও জীলক্ষণ সংক্ষেপে বলি-
তেছি শ্রবণকর । বাহার চরণদ্বয়ের তল ভাগ কোমল, পদ্মদ্যের
জায় সুপ্ত হয় এবং জোহাতে যদি ঘর্ষ না হয় ; অঙ্গুলিগুলি
পদ্মপত্র সংযোজিত ; উপরিভাগ কুর্শ্মপৃষ্ঠের জায় উন্নত, নখ
তাত্রবর্ণ ; শুক্ল সুন্দর ও চরণ শিরশ্চ সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া
থাকে । ১-৩ । যে ব্যক্তির কল্পচরণের নখগুলি রক্ত ও পাণ্ডুরবর্ণ,
সুখের শিলাসকল উন্নত, পাদদ্বয় স্পর্শে বিকৃত ও পাদদ্বয়ের
অঙ্গুলিসকল শুক সেই মনুষ্য মিশ্র বারিদ্র্য ও দুঃখভোগ
করে । ৪ । বাহার জজ্ঞা হস্তিগণ্ডের জায় সুগোল ও জজ্ঞ
রোমযুক্ত এবং রোমকূপে একএকটি রোম থাকে সেই ব্যক্তি
রাজা হইয়া থাকে । ৫ । বাহার একএকটি রোমকূপে দুই-দুইটি
করিয়া রোম থাকে, সেই ব্যক্তি শ্রোত্রীয় বা পণ্ডিত হয় ।
বাহার একএক রোমকূপে তিনটি করিয়া রোম দৃষ্ট হয় সেই

রোমত্রয়ঃ দরিদ্রাণাং রোগী নির্মাৎসজানুকঃ ॥ ৬ ॥
অঙ্গলিঙ্গে চ ধনবান্ স্মাত্ত পুত্রাদিরক্ষিতঃ । সুল-
লিঙ্গে দরিদ্রঃ স্মাদুঃখ্যকরবণী ভবেৎ ॥ ৭ ॥ বিষ্মে
জীচক্কেণোবৈ নৃপঃ স্মাদুঃখ্যে সমে । প্রলম্ববর্ণোহস্মায়ুঃ
নির্জব্যঃ কুশলিভবেৎ । পাণ্ডুরৈশ্বর্যলিনৈশ্চৈব মণিভি-
শ্চ সুখী নরঃ ॥ ৮ ॥ নিঃস্বস্ত শব্দমূত্রাঃ স্ম্য নৃপা নিঃ-
শব্দধারনঃ । ভোগাঢ্যাঃ সমজঠরা নিঃস্বাঃ স্ম্যঘট-
সন্নিভাঃ ॥ ৯ ॥ সর্পোদরা দরিদ্রাঃ স্ম্য রেখাভিশ্চায়ু-
রুচ্যতেঃ । ললাটে স্ম্য দৃশ্যন্তে তিশ্রোরেখাঃ সমা-

ব্যক্তি দরিদ্র এবং বাহার জাম্বুয়ুগ অতিক্রম সেই ব্যক্তি
চিরকাল রোগ ভোগকরে । ৬ । বাহার লিঙ্গ ক্ষুদ্র সেই ব্যক্তি
ধনবান্ হয় কিন্তু তাহার সন্তান জন্মে না । বাহার লিঙ্গ অতি-
সুল সেই মনুষ্য দরিদ্র ও বাহার একটিমাত্র কোষ থাকে সেই
ব্যক্তি চিরকাল দুঃখভোগ করে । ৭ । বাহার কোষদ্বয় বিষম
অথাৎ একটি ছোট ও একটি বড় তাহার জী চক্কেলা হয় এবং
যাহার কোষ দুইটি সমানাকার সেই মনুষ্য রাজা হইয়া থাকে ।
যাহার কোষদ্বয় প্রলম্বিত সেই ব্যক্তি অস্মায়ুঃ হয় । লিঙ্গমণ
কুদৃশ্য হইলে মনুষ্য দ্রব্যহীন হয় । বাহার লিঙ্গমণি পাণ্ডুবর্ণ
অথবা মলিন সেই ব্যক্তি সুখী হইয়া থাকে । ৮ । বাহার মূত্র
শব্দকরিয়া পতিত হয় সে দরিদ্র হয় । বাহার মূত্রত্যাগকালে
অধিক শব্দ না হয় সেই মনুষ্য ভূপতি হয় । বাহার উদর সমান-
কার সেই ব্যক্তি ভোগবান্ ও বাহার জঠর কুস্তুর ন্যায় সেই
ব্যক্তি নির্ধন হইয়া থাকে । ৯ । বাহার উদর সর্পোদরের ন্যায়
সেই ব্যক্তি দরিদ্র হয় । রেখাধারা আয়ুঃ নির্ণয় হইয়া থাকে ।
যাহার ললাটে সমানাকার তিনটি রেখা দৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তি সুখী



ও পুত্রাদি সমধিত হইয়া বহুবর্ষ জীবিত থাকে । ১০ । বাহার

হিতাঃ। সুখী পুঞ্জসমায়ুক্তঃ স যষ্টিং জীবতে নরঃ ॥ ১০ ॥
চত্বারিংশচ্চ বর্ষাণি ত্রিরেখাদর্শনায়তনঃ। বিংশত্যঞ্চ
মেকরেখা আকর্ণান্তা গতায়ুসঃ। আকর্ণান্তরিতা রেখা-
স্তিত্রিশ্চ স্যুঃ শতায়ুসঃ ॥ ১১ ॥ সপ্তত্যায়ু ত্রিরেখা
তু ষষ্ঠ্যায়ুস্তিস্তিভবেৎ। ব্যক্তাব্যক্তাভী রেখাভি-
র্বিংশত্যায়ুর্ভবেন্নরঃ ॥ ১২ ॥ চত্বারিংশচ্চ বর্ষাণি হীন-
রেখস্ত জীবতি। ত্রিরাতিশৈব রেখাভি রপমুচ্যন্নরস্ত

ললাটে দুইটি রেখা দৃষ্ট হয় তাহার ৪০ চল্লিশ বৎসর আয়ুঃ হয়।
যাহার কপালে একটিমাত্র রেখা থাকে সে ব্যক্তি ২০ বিংশতিবর্ষ
জীবিত থাকে। যে ব্যক্তির কপালস্থ একটা রেখা আকর্ণ বিস্তৃত
হয় সেই মনুষ্য অতি অল্পায়ুঃ হয়। যাহার কপালে আকর্ণান্ত
বিস্তৃত তিনটা রেখা থাকে সে ব্যক্তি শত বৎসর জীবিত
থাকে। ১১। যাহার ললাটে দুইটি রেখা থাকে তাহার ৭০
সপ্ততিবৎসর, যাহার তিনটি রেখা থাকে তাহার ৬০ ষষ্টিবৎসর
পরমায়ুঃ জানিবে। যাহার কপালস্থ রেখাগুলির কতক অংশ
বাক্ত ও কতক অংশ অব্যক্ত থাকে সেই ব্যক্তি ২০ বিংশতি
বৎসরের অধিক জীবিত থাকে না। ১২। যাহার কপালে এক-
টিও রেখা দৃষ্ট হয় না সেই ব্যক্তি ৪০ চল্লিশ বৎসর জীবিত

হি ॥ ১৩ ॥ ত্রিশূলং পটিশং বাপি ললাটে বস্তু দৃশ্যতে।
ধনপুঞ্জসমায়ুক্তঃ স জীবেচ্ছরদঃ শতং ॥ ১৪ ॥ তর্জন্যা-
মধ্যমাদূল্যা আয়ুরেখা তু মধ্যতঃ। সংপ্রাপ্তা বা
ভবেজ্জর স জীবেচ্ছরদঃ শতম্ ॥ ১৫ ॥ প্রথম জ্ঞান
রেখা তু অঙ্গুষ্ঠাদনুবর্ততে। মধ্যমামূলগা রেখা আয়ু-
রেখা অতঃপরং ॥ ১৬ ॥ কনিষ্ঠাঙ্গাং সমাপ্রিত্যা আয়ু-
রেখা সমাবিশেৎ। অঙ্ঘ্রি বা বিভক্তা বা স জীব-
চ্ছরদঃ শতং ॥ ১৭ ॥ যন্ত পানিতলে রেখা আয়ুস্তন্ত

থাকে এবং যে ব্যক্তির কপালস্থিত রেখা ছিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট
হয়, তাহার অপমৃত্যু হইয়া থাকে। ১৩। যাহার কপালে
ত্রিশূল অথবা পটিশাকার চিহ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি ধনপুঞ্জ-
সমস্তিত হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকে। ১৪। হে ক্রতু! যাহার
আয়ুরেখা তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আয়ত, সে
ব্যক্তি শত বৎসর জীবিত থাকে। ১৫। অঙ্গুষ্ঠের মূল হইতে
প্রথম যে রেখা নির্গত হইয়াছে, তাহার নাম জ্ঞানরেখা।
মধ্যমাঙ্গুলীর মূল গত যে রেখা তাহাকে আয়ুরেখা বলে। এই
রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূল হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যাহার আয়ু-
রেখা গিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত নহে, সেই ব্যক্তির শতবর্ষ পরমায়ুঃ হয়।

• এখানে কপালের সামান্য রেখা ও কোন কোন চিহ্ন দৃষ্টে আয়ুঃ ও শুভাশুভ গণনা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মানবের কপালের ও মুখ
মণ্ডলের নির্ণীত স্থান (যাহা গ্রহাশিকত্বক বিভক্ত হইয়াছে) এবং ঐ সকল স্থানে তাহাদিগের স্বীয় স্বীয় চিহ্নাদিদৃষ্টে শুভাশুভগণনার প্রণালী কিছু নাহি

৬ ককট কপালের উভা।

৭ সিংহ দক্ষিণজ।

৮ ককট দক্ষিণ গণ্ড।

৯ তুলা দক্ষিণ কর্ণ।

১০ বুদ্ধিক নাসিকা।

১১ ধনুঃ দক্ষিণ চক্ষুঃ।

১২ মকর চিবুক।

১৩ কুম্ভ বামজ।

১৪ মীন বাম গণ্ড।

১৫ মেঘ বামকর্ণ।

১৬ বুধ কপালের মধ্যস্থল।

১৭ মিথুন বামচক্ষুঃ।



১৮ মঙ্গল কপাল।

১৯ রবি দক্ষিণ চক্ষুঃ।

২০ চক্রে বামচক্ষুঃ।

২১ বৃহস্পতি দক্ষিণ কর্ণ।

২২ শনি বাম কর্ণ।

২৩ শুক্র নাসিকা।

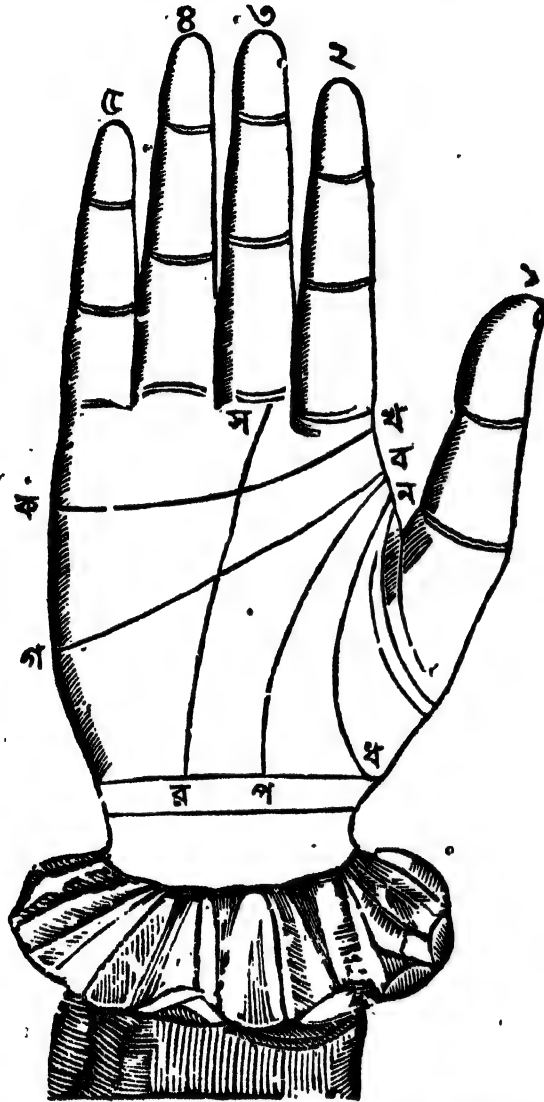
২৪ বৃহস্পতি।

বর্ণিত হয় নাই; অতএব ঐ পাণ্ডুরিজাত হওয়া আবশ্যক হইলে আমার প্রকাশিত Extracts from Works on Palmistry, Physiognomy and Metoposcopy, গ্রন্থের ইংবাষি এবং সংস্কৃত বচনাদি পাঠকরিলে মানবের শুভাশুভাঙ্গিকার ও নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারকরিত্ব পারিবে। এখানে মানবের
মুখমণ্ডলের ও কপালের নির্ণীত স্থান সেরূপে গ্রহাশিকত্বক বিভক্ত হইয়াছে, তাহা যোবাইবার ভ্রত দুইটি প্রতিভূতি অঙ্কিত করিলাম। পূর্বোক্ত গ্রন্থের
২০১ ও ২০২ পৃষ্ঠা দৃষ্ট করিলে বিধেয় অবগত হইতে পারিবে।

প্রকাশয়েৎ । শতং বর্ষাণি জীবেষ্চ ভোগী রুদ্র ন সংশয়ঃ । ১৮ । কনিষ্ঠিকাং সমাপ্তিত্য : মধ্যমায়া মুপাগতা ।

হে রুদ্র ! বাহার পাণিতলগত আয়ুরেখা, স্পষ্ট দৃষ্ট হয় সেই ব্যক্তির শতবর্ষ কাল আয়ুঃ হইয়া থাকে । ইহাতে কোন সংশয় নাই । বাহার আয়ুরেখা কনিষ্ঠানুলির মূল হইতে মধ্য-

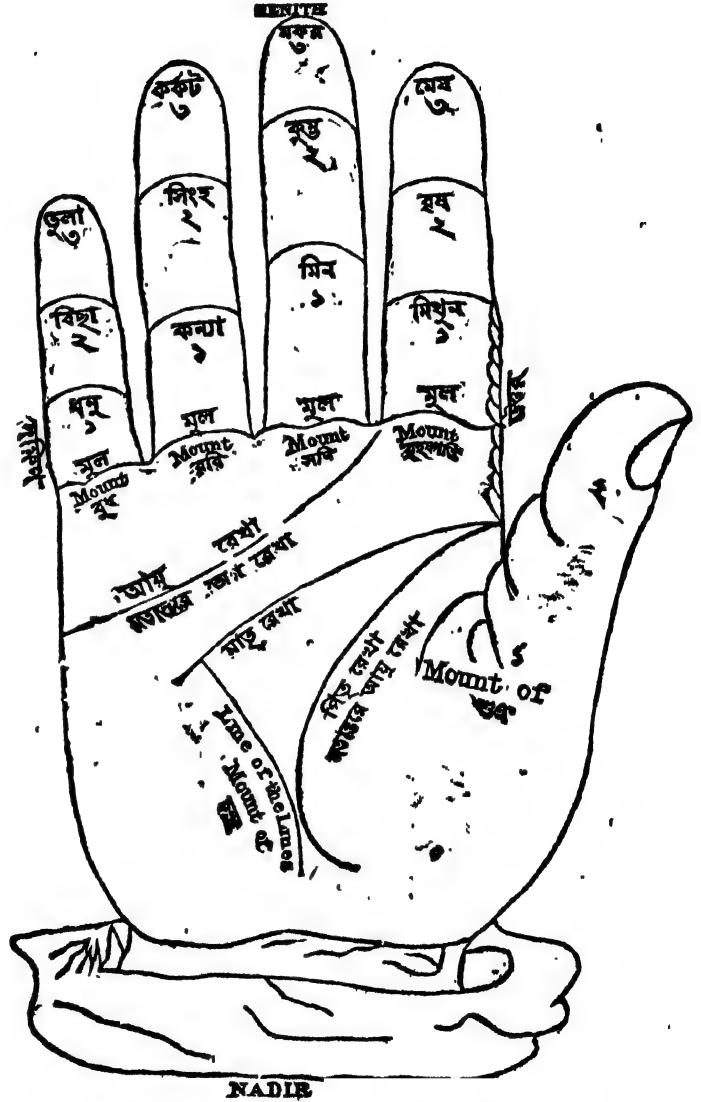
নং ১



ষষ্টিবর্ষায়াং কুৰ্যাদায়ুরেখা তু মানবঃ । ১৯ । ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

মানুলির মূল পর্যন্ত আরত, সেই মানব ৬০ বর্ষবধি জীবিত থাকে * । ১৬—১৯ ।

নং ২



• স্বীয় ও ভিন্ন দেশীয় সামুদ্রিকবেত্তা পণ্ডিতগণের মধ্যে করতলের আয়ুরেখা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বৈমত আছে, তাহা ও করতলের প্রধান প্রধান রেখা কয়েকটির নাম পাঠকবর্গের পরিজ্ঞানার্থ ছুইটা হস্ত পাঞ্জা অঙ্কিত করিলাম । ১ম হস্তপাঞ্জার ক—খ রেখাকে স্বদেশীয় সামুদ্রিকবেত্তাগণ আয়ুরেখা বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, গ—ব রেখা মাতুরেখা, প—ব রেখা পিতুরেখা, বলিয়া নিরূপিত আছে; কিন্তু এই রেখাটিকে ভিন্নদেশীয় ও স্বদেশীয় কোন কোন পণ্ডিত আয়ুরেখা বলিয়া থাকেন । র—ন রেখাকে উর্দ্ধরেখা এবং ধ—ন রেখাকে পরস্বাপ্তিরেখা বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন । ২য় হস্তপাঞ্জার অনুলির পর্ক ও হস্তপাঞ্জার মধ্য ষাটশ রশির ও গ্রহদিগের স্থান নিরূপিত আছে । এই সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া যেকোন মানবের ভবিষ্যৎ গণনা করিতে হইবেক, তাহা আমার প্রকাশিত ইংরাজি ও বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত সামুদ্রিক শাস্ত্র অর্থাৎ Extracts from Works on Palmistry, Physiognomy and Metoposcopy নামক গ্রন্থে ও কলিতজ্যোতিবে বিশেষ রূপ বর্ণিত হইয়াছে এবং নটকোদ্ধি উদ্ধারের প্রমাণাদিও বিশেষরূপ লিখিত আছে । বহুলাংশে এখানে লিখিত হইল না ।

চতুঃষষ্টিতমোঃধ্যায়ঃ ।

হরিরূবাচ ॥ ১ ॥ যন্তাস্ত কুঞ্চিতাঃ কেশা-মুখঞ্চপরি-
মণ্ডলং । নাভিষ্ঠ দক্ষিণাবর্তা সা কন্তা কুলবর্দ্ধিনী ।
২ ॥ বা চ কাঞ্চনবর্ণাভা রক্তহস্তসরোরুহা ।
সহস্রাণাস্ত নারীণাং ভবেৎ সাপি পতিব্রতা ॥ ৩ ॥
বক্রকেশা চ বা কন্যা মণ্ডলাক্ষী চ বা ভবেৎ ।
ভর্তা চ ত্রিয়তে তস্তা নিয়তং দুঃখভাগিনী ॥ ৪ ॥
পূর্ণচন্দ্রমুখী কন্তা বালসূর্য্যাসমপ্রভা ।
বিশালনেত্রা বিম্বোষ্ঠী সা কন্তা লভতে সুখং ॥ ৫ ॥
রেখাভি-
ক্লহভিঃ ক্লেষণং স্বপ্নাভির্ধনহীনতা ।
রক্তাভিঃ সুখমা-
প্নোতি ক্লৃপাভিঃ প্রেযাতাং ব্রজেৎ ॥ ৬ ॥
কার্যো-
ইপি মদ্রী পত্নী স্ত্র্যাং সখী স্ত্র্যাং করণেষু চ ।
স্নেহেষু

ভার্যা মাতা স্তাদ্ বেষ্টা চ শয়নে শুভা ॥ ৭ ॥
অকুশং মণ্ডলং চক্রং যন্তাঃ পাণিতলে ভবেৎ ।
পুত্রঃ প্রসূয়তে নারী নরেশ্বরং লভতে পতিং ॥ ৮ ॥
যন্তাস্ত রোমশো পার্শ্বো রোমশো চ পরোধরো ।
উন্নতো চাধরোষ্ঠী চ ক্ষিপ্ৰং মারয়তে পতিং ॥ ৯ ॥
যন্তাঃ পাণিতলে রেখা প্রাকারং তোরণং ভবেৎ ।
অপি দাসকূলে জাতা রাজ্ঞী-
মুপগচ্ছতি ॥ ১০ ॥ উদ্ধৃতা কপিলা যন্তা রোম-
রাজী নিরস্তরং । অপি রাজকূলে জাতা দাসী-
মুপগচ্ছতি ॥ ১১ ॥ যন্তা অনামিকাদুষ্ঠী পৃথিব্যাং নৈব
তিষ্ঠতঃ । পতিং মারয়তে ক্ষিপ্ৰং স্নেছাচারেণ বর্ষতে ॥
১২ ॥ যন্তাগমনমাত্রাণে ভূমিকম্পঃ প্রজায়তে ।
পতিং মারয়তে ক্ষিপ্ৰং স্নেছাচারেণ বর্ষতে ॥ ১৩ ॥
চক্ষুঃস্নেহেন সৌভাগ্যং দন্তস্নেহেন ভোজনং ।
ভুচঃ স্নেহেন শয্যাঞ্চ পাদস্নেহেন বাহনং ॥ ১৪ ॥
স্নিগ্ধো-

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ঃ ।

হরি বলিলেন, যে কামিনীর কেশ আকৃষ্ণিত, মুখ মণ্ডলাকার
ও নাভি দক্ষিণাবর্ত, সেই নারী কুলবর্দ্ধিনী হয় ১-২। যে রমণীর
দেহকাষ্ঠি স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জল ও হস্ত রক্তপদ্মের ন্যায়, সেই
কামিনী পতিব্রতা ও সহস্রনারীর প্রাধান্য হইয়া থাকে ৩। যে
স্ত্রীর কেশ বক্র ও চক্ষুঃ মণ্ডলাকার, অচিরে সেই নারীর ভর্তার
মরণ হয় এবং সেই স্ত্রী চিরকাল দুঃখ ভোগ করে ৪। যে কন্তার
মুখ পূর্ণচন্দ্রের স্তায় সুদৃশ্য, দেহপ্রভা নবোদিতসূর্য্যের স্তায় রক্তিম,
নেত্রদ্বয় বিশাল ও ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, সেই কন্তা চির-
কাল সুখ ভোগ করে ৫। যাহার করতলে অসংখ্য রেখা দৃষ্ট হয়, সে
ক্লেষণ ভোগ করে; যাহার করতলে অতি অল্পমাত্র রেখা থাকে,
সে ধনহীন হয়; যাহার পাণিতলগত রেখা রক্তবর্ণ, সে সুখ
ভোগ করে; এবং করতলগত রেখা ক্লৃপবর্ণ হইলে, সেই ব্যক্তি
বাসবৃদ্ধি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে ৬। যে সংপত্নী
হয়, সে ভর্তার বিষয়কার্য্যে মদ্রী ও প্রিয়সম্ভাষণে সখীস্বরূপা হইয়া
কাবহার করে এবং মাতার স্তায় মেহ করে ও শয়নকালে বেষ্টাবৎ
সুখ বর্দ্ধন করিয়া থাকে ৭। যে নারীর পাণিতলে অকুশ, মণ্ডল ও

চক্রাকার চিহ্ন থাকে, সেই কামিনী রাজপত্নী ও রাজমাতা হয় ৮।
যে কামিনীর পার্শ্বদ্বয় ও স্তনযুগল রোমাবৃত এবং ওষ্ঠ ও অধর
সমুন্নত, সীত্র সেই নারীর পতির মরণ হইয়া থাকে ৯। যে
রমণীর করতলে প্রাকার ও তোরণাকার রেখা দৃষ্ট হয়, সেই
কামিনী দাসবংশে জন্মিয়াও রাজপত্নী হইয়া থাকে ১০। যে
নারীর রোমাবলী নাভিদেশহইতে অচ্ছিন্নভাবে উন্নত হইয়াছে
এবং ঐ রোমরাজী যদি কপিলবর্ণ ও উর্দ্ধদিকে বৃত্তাকার হয়,
তাহা হইলে সেই নারী রাজকন্তা হইলেও দাসীবৃত্তি আশ্রয়
করে ১১। যে কামিনীর গমনকালে পাদদ্বয়ের অনামিকা ও অঙ্গু-
ষ্ঠাদুলি স্তম্ভিকা স্পর্শ করে না, সেই রামা সীত্র পতিকে বিনাশ
করিয়া স্বাধীনবৃত্তি আশ্রয় করিয়া থাকে ১২। যে রমণীর গমন-
কালে পদতলে ভূভাগ কম্পিত হয়, সেই নারী স্নিগ্ধা হইয়া
স্নেহের আচার গ্রহণ করে ১৩। যাহার চক্ষুঃ সমুজ্জল, সে ব্যক্তি
সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে। যাহার দন্ত চাকচাক্যশালী, তাহার
উত্তম ভোজন লাভ হয়, যাহার গাত্রচর্ম উজ্জল সে উত্তম শয্যা
ভোগ করে; এবং যে ব্যক্তির পাদদ্বয় মেহবৃত্ত সে ব্যক্তি উত্তম
বাহন প্রাপ্ত হয় ১৪। নারীর চরণদ্বয় সমুন্নত ও স্নিগ্ধ, নব তাম্রবর্ণ

ব্রতো তাত্ত্বনখো নার্যাশ্চ চরণৌ শুভৌ । মংস্ত্রাকু-
শাজ্জিহ্বৌ চ চক্রলাঙ্গললক্ষিতৌ । অশ্বেদিনৌ
ব্রহ্মতলৌ প্রশস্তৌ চরণৌ ত্রিযাঃ ॥ ১৫ ॥ শুভে জজ্ঞে
বিরোমে চ উরু হস্তিকরোপমৌ । অশ্বখপত্রসদৃশং
বিপুলং শুভমুদ্রমং ॥ ১৬ ॥ নাভিঃ প্রশস্তা গম্ভীরা
দক্ষিণাবর্তিকা শুভা । অরোমা ত্রিবলী নার্যা-জ্ঞেস্তনৌ ।

এবং তাহাতে মংস্ত্র, অঙ্কুশ, পদ্ম, চক্র ও লাঙ্গলচিহ্ন দৃষ্ট হইল,
সেই স্ত্রীকে শুভলক্ষণা বলিয়া জানিবে । স্ত্রীলোকের চরণতল
কোমল ও শ্বেদশূণ্য হইলে প্রশস্ত হয় । ১৫ । নারীর জজ্ঞা
ও উরুযুগল রোমশূন্য ও হস্তিগুণ্ডের স্থায় স্ফুট, শুভদেশ
অশ্বখপত্রের স্থায় বিস্তৃত, নাভি গম্ভীর ও দক্ষিণাবর্ত, উদরে

রোমবর্জিতৌ ॥ ১৭ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে চতুঃ-
ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

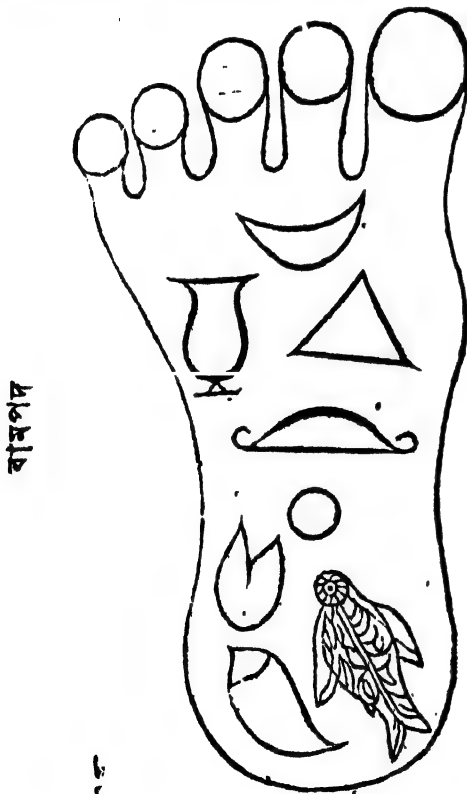
হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ সমুদ্রোক্তং প্রবক্ষ্যামি নরস্ত্রীলক্ষণং
শুভং । যেন বিজাতমাত্রেণ অতীতানাগতাপ্রমাঃ ॥ ২ ॥

রোমশূন্য ত্রিবলী এবং হৃদয় ও স্তনযুগল রোমশূন্য হইলে তাহা
শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে । ১৬ ১৭ ।

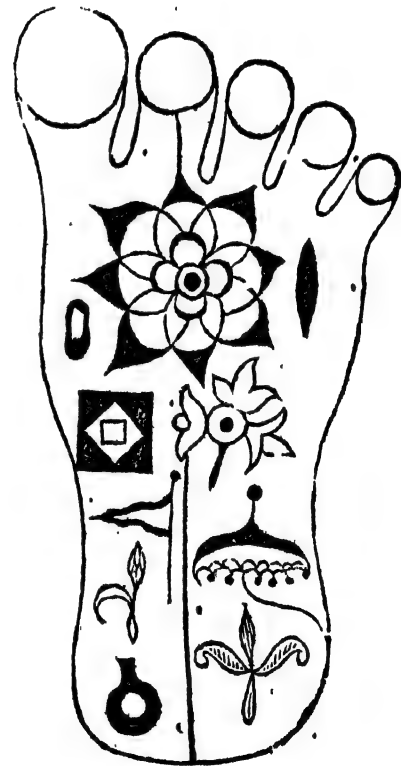
পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় ।

হরি বলিলেন । অনন্তর সমুদ্রোক্ত স্ত্রী ও পুরুষের শুভাশুভ
লক্ষণ বলিতেছি । এষ্ট সামুদ্রিক শাস্ত্র অবগতি মাত্র ভূত ও ভাব-

• চত্বার্ব্বং কলসং ত্রিকোণবহুধী খং গোম্পদং প্রোজ্জিকং শঙ্খং সব্যাপদেহং দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং হস্তিবং । চক্রং চক্র-
যবাকুশং ধ্বজকলী জঘূর্জরেখাধ্বজং বিভ্রাণো হরিরুচনবিশ্ণুতিল্মহালক্ষ্ম্যার্চিতান্ত্রিভবেৎ ॥



বামপদ



দক্ষিণপদ

• বামপদে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধ্বজ, শঙ্খ, গোম্পদ, প্রোজ্জিকমংস্ত্র ও শঙ্খ, এই আটপ্রকার চিহ্ন এবং দক্ষিণপদে
অষ্টকোণ, হস্তিক, চক্র, জজ্ঞ, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ্র, জঘূর্জ, উর্জরেখা ও পদ্ম এই একাদশ প্রকার চিহ্ন সমুদারে উনবিংশতি
চিহ্ন বাহার পদতলে দৃষ্ট হয়, মহালক্ষ্মী তাহার পাদসেবা করেন ।

অশ্বেনিনৌ যুদ্ধভলৌ কমলৌদরনগ্নিভৌ । শিষ্টাঙ্গলৌ
তাত্রনখৌ পদাবুক্ষৌ শিরোজ্জ্বিতৌ । কৃষ্ণোন্নতো
গৃঢ়গুণ্ডৌ সুপাক্ষৌ নৃপতেঃ স্মৃতৌ ॥ ৩ ॥ সূৰ্য্যাকারো
বিরূক্ষো চ বক্রো পাদৌ শিরালকৌ । সংশুকৌ
পাণ্ডুরনখৌ নিঃস্বস্ত বিরলাঙ্গলৌ ॥ ৪ ॥ মার্গায়োৎ-
কটকৌ পাদৌ কষায়নদৃশৌ তথা । বিচ্ছিদ্যৌ চৈব
বংশস্ত ব্রহ্ময়ৌ শঙ্কুসগ্নিভৌ ॥ ৫ ॥ যুগ্মায়তনে তুলা
জজ্ঞা বিরলরোমিকা । যুহুরোমা সমা জজ্ঞা তথা করি-
করপ্রভা । উরবোজ্জানবস্তল্যা নৃপস্যোপচিতাঃ স্মৃতাঃ ॥
৬ ॥ নিঃস্বস্ত শৃগালজজ্ঞা রোমৈকৈকঞ্চ কূপকে । নৃপাণাং
শ্রোত্রিয়াণাঞ্চ দ্বৈ দ্বৈ শিরে চ ধীমতাং । ত্র্যাষ্টে-
নিঃস্বা মানবাঃ স্যুর্দুঃখভাজশ্চ নিন্দিতাঃ ॥ ৭ ॥
কেশাশ্চৈব কুণ্ডিতাশ্চ প্রবাসে ত্রিয়তে নরঃ । নির্মাংস-

আদি বিষয় প্রত্যক্ষবৎ প্রত্যুত হয়। ১—২। যাহার পদতলে
কদাচ ঘন হয় না এবং তাহা যদি কোমল ও পদ্মগর্ভ সদৃশ হয়,
অঙ্গুলিগুলি সংযুক্ত, নখ তাত্র বর্ণ, পাদদ্বয় উষ্ণ ও শিরাবিহীন
এবং পাদদ্বয়ের উপরিভাগ কৃষ্ণপৃষ্ঠের ত্রায় সমুন্নত, গুলফদ্বয়
গূঢ় ও পাশ্বে বৃগল্য স্তবঙ্গুল, সেই ব্যক্তিকে রাজলক্ষণ লক্ষিত
বলিয়া জানিবে। ৩। যে ব্যক্তির পদদ্বয় সূৰ্য্যাকার, বক্র, বক্র,
শিরাবিশিষ্ট ও গুচ্ছ এবং নখসকল পাণ্ডুর বর্ণ ও অঙ্গুলী সকল
বিরল, সেই ব্যক্তি নির্ধন হইয়া থাকে। ৪। যাহার গমনকালে
চরণযুগ্ম বিষম ভাবে পতিত হয় এবং চরণের বর্ণ রক্ত ও পীত-
মিশ্রিত, সেই ব্যক্তির বংশ থাকে না। যাহার পদদ্বয় শঙ্কুর ত্রায়,
সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী হয়। ৫। যাহার জজ্ঞা যুগের (জোয়ারের)
ত্রায় আয়ত সমানাকার অথবা হস্তিগুণ্ডের ত্রায় শৃগোল এবং বি-
রল ও কোমল রোমবিশিষ্ট, সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে উরু-
স্থল, ও জাহ্নুদেশ সমানাকৃতি হইলে মহুয়া রাজা হয়। ৬। যাহার

১। শৃগালজজ্ঞার ত্রায় এবং এক এক রোমকূপে একটি করিয়া
রোম থাকে, সেই ব্যক্তি নির্ধন এবং যাহার এক এক রোমকূপে
ছুইটি করিয়া রোম দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি রাজা শ্রোত্রিয় ধীমান ও
কৃত হয়। যাহার প্রত্যেক রোমকূপে তিনটি বা ততোহধিক
রোম দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি নির্ধন, দুঃখী ও নিন্দিত হইয়া থাকে।
৭। যে মানবের কেশ আকৃতিত সেই পুরুষের বিদেশে মৃত্যু
হয়। যাহার জাহ্নুগল কৃশ, সেই ব্যক্তি ভাগ্যবান এবং যাহার
জাহ্নু অতি ধর্ম, সেই ব্যক্তি নিত্য জী রক্ত থাকে। যে পুরু-

জাহ্নু: সৌভাগ্য-মল্লৈর্নির্মিত রতন্ত্রিয়াঃ । বিকটৈশ্চ
দরিদ্রাঃ স্যুঃ সমাংসৈরাজ্যমেব চ ॥ ৮ ॥ মহন্তি-রাষ্ণু-
রাখ্যাং তং হস্তলিপ্তৈর্ধনী নরঃ । অপতারিত্তিশ্চৈব
শূললিপ্তৈর্ধনোজ্জ্বিতঃ ॥ ৯ ॥ মেঢ়ে বামনতে চৈব
সুতর্ধরহিতো-ভবেৎ । বক্রৈঃ স্তম্বা পুস্ত্রবান্ স্মাদরিদ্র্যং
বিনতে ভুধঃ ॥ ১০ ॥ অল্পে তু তনরৌলিপ্তৈ শিরালেধ
সুখী নরঃ । শূলগ্রন্থিযুতে লিপ্তৈ ভবেৎ পুস্ত্রাদিসংযুতঃ ॥
১১ ॥ কোষগুঢ়ে যুপোদীর্ঘভুগ্নৈশ্চ ধনবর্জিতাঃ । বলবান্
যুদ্ধশীলশ্চ লক্ষ্যশেফঃ স-এব চ ॥ ১২ ॥ দুর্বলশ্চৈকরূপণো
বিষমাত্মাঞ্চলস্ত্রিয়ঃ । সমাত্মাং ক্ষিতিপঃ প্রোক্তঃ
প্রলম্বেন শতাবান্ ॥ ১৩ ॥ উর্দ্ধং দ্বাত্মাং বলদ্বায়ুর্যুগ্মৈ-
র্মণিভিরীশ্বর্যঃ । পাণ্ডরৈর্মণিভিনিঃস্বা মলিনৈঃ সুখ-
ভাগিনঃ ॥ ১৪ ॥ সশকনিঃশব্দমূত্রাঃ স্যুর্দরিদ্রাশ্চ

যের জাহ্নু বিকটাকার, সেই ব্যক্তি দরিদ্র ও যাহার জাহ্নু স্থল,
সেই মহুয়া রাজা হয়। ৮। যাহার লিপ্ত বৃহৎ, সেই মহুয়া
দীর্ঘায়ুঃ এবং যাহার লিপ্ত লঘু, সেই ব্যক্তি ধনবান্ হয়। যাহার
লিপ্ত অতিস্থল, সেই মানব সন্তানবিহীন ও দরিদ্র হইয়া থাকে।
৯। যাহার মেঢ় বামনত, সেই ব্যক্তির সন্তান জন্মে না ও অর্থ
সংগ্রহ হয় না। যাহার শির বক্র, তাহার পুত্র এবং যাহার
লিপ্ত অপোনত, তাহার ধন থাকে না। ১০। যাহার লিপ্ত লঘু,
সেই ব্যক্তির অনেক সন্তান উৎপন্ন হয় এবং যাহার শির শিরাল,
সেই মহুয়া সুখী হইয়া থাকে। যাহার লিপ্ত স্থল অথচ গ্রন্থি-
যুক্ত, সেই ব্যক্তি পুস্ত্রবান্ হয়। ১১। যাহার কোষ গূঢ়, সেই
ব্যক্তি রাজা এবং যাহার কোষ দীর্ঘ ও ভুগ্ন, সেই ব্যক্তি ধন-
হীন হইয়া থাকে। যাহার শির লঘু, সেই ব্যক্তি বলবান্
ও যুদ্ধবিশারদ হয়। ১২। যে ব্যক্তির কোষ একটি সেই ব্যক্তি
দুর্বল হয়, যাহার কোষদ্বয়ের মধ্যে একটি, ছোট ও অপরটি
বড় তাহার জী চঞ্চল হইয়া থাকে। যাহার কোষদ্বয় সমান
সেই ব্যক্তি রাজা ও যাহার কোষ লম্বমান, সেই ব্যক্তি শতবর্ষ
জীবিত থাকে। ১৩। যাহার অণ্ডদ্বয় কোষদ্বয়ের উর্দ্ধভাগে
অবস্থিত থাকে, সেই ব্যক্তি দীর্ঘায়ুঃ হয়। যাহার লিপ্তমণি
রূক্ষ সেই পুরুষ ধনবান্, পাণ্ডুরবর্ণ মণিভিশ্চ পুরুষ নির্ধন
এবং মলিনমণিযুক্ত পুরুষ সুখী হইয়া থাকে। ১৪। যে সকল
মহুবোর মূত্রত্যাগকালে অধিক শব্দ হয় বা কিঞ্চিদ্ভ্রাজ শব্দ হয় না,

মানবাঃ । একদ্বিচিচতুঃপঞ্চষড়্ভিধার্যভিরেব চ ॥
 ১৫ ॥ দক্ষিণাবর্তচলিতমৃত্তাভিষ্ণু নৃপাঃ স্মৃতাঃ । বিকীর্ণ-
 মৃত্তা নিঃস্রাস্ত প্রধানমুখদারিণীঃ ॥ ১৬ ॥ এক-
 ধারাস্ত বনিতাঃ স্নিকৈর্মণিভিরুন্নতৈঃ । সতৈঃ স্ত্রীরত্ন-
 ধনিনোমধ্যে নিম্নৈশ্চ কন্যাকাঃ ॥ ১৭ ॥ শুকৈর্নিঃস্রা-
 বিশুকৈশ্চ দুর্ভগাশ্চ প্রকীর্তিতাঃ । পুষ্পগন্ধে নৃপাঃ
 শুক্রে মধুগন্ধে ধনং বহু ॥ ১৮ ॥ পুত্রাঃ শুক্রে মৎস্যগন্ধে
 তন্ন শুক্রে চ কন্যাকাঃ । মহাভোগী মাংসগন্ধে বহু
 স্ত্রান্নদগন্ধিনি ॥ ১৯ ॥ দরিদ্রঃ ক্ষারগন্ধে চ দীর্ঘায়ুঃ
 শীঘ্রমৈথুনী । অশীঘ্রমৈথুন্যায়ুঃ স্থূলক্ষিক্ স্ত্রান্ননো-
 জ্জ্বিতঃ ॥ ২০ ॥ মাংসলক্ষিক্ সুখী স্ত্রান্ন সিংহক্ষিক্

তাহারা দরিদ্র হয় । যাহার মূত্র এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ
 কিম্বা ছয় ধারাবিশিষ্ট হইয়া দক্ষিণাবর্তে ভূমিতে পতিত হয়,
 সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে । যাহাদিগের মূত্র বিকীর্ণ হইয়া
 ভূমিতে পতিত হয়, তাহারা দরিদ্র ও দুঃখভাগী হইয়া থাকে ।
 স্ত্রীর মূত্র একধারে ভূমিতে নিপতিত হইলে, সেই রমণী সুখ-
 ভাগিনী হয় । লিঙ্গমণি স্নিক ও উন্নত হইলে, সে পুরুষ ধন-
 শালী ও শুভলক্ষণাক্রান্ত হয় । যাহার লিঙ্গমণি সম (নিম্ন বা
 উন্নত নহে) সে মনুষ্য স্ত্রী ও রত্নাদি ধনশালী হইয়া থাকে ।
 স্ত্রীর মণি মধ্যনিম্ন হইলে সেই নারী শুভলক্ষণবতী হয় ॥ ১৫-১৭ ॥
 যাহাদিগের শুক্র শুষ্ক, তাহারা দরিদ্র ও ভাগ্যহীন হইয়া থাকে ।
 শুক্রে পুষ্পগন্ধ অমুভূত হইলে, সেই ব্যক্তি রাজা এবং যাহার
 শুক্রে মধুগন্ধ গুরু প্রতীত হয়, তাহার বহু ধন হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥
 যাহার শুক্রে মৎস্যগন্ধ আছে, তাহার পুত্র জন্মে এবং শুক্রে
 মদগন্ধ না থাকিলে, সেই ব্যক্তির কন্যা হয় । যাহার শুক্র
 মাংসবৎ গুরুবিশিষ্ট সেই ব্যক্তি মহাভোগী ও যাহার শুক্র
 মদগন্ধযুক্ত, সেই মনুষ্য যজ্ঞশীল হয় ॥ ১৯ ॥ শুক্রে ক্ষারগন্ধযুক্ত
 হইলে, দরিদ্র হয় । যে ব্যক্তির শীঘ্র মৈথুনক্রিয়া সম্পন্ন হয়,
 সেই ব্যক্তি দারুণজীবী ও যাহার মৈথুনকার্য্যে অধিক সময় অতি-
 পাত হয়, সে পুরুষ অল্পকাল জীবিত থাকে । যাহার নিতম্ব
 স্থূল, সেই পুরুষ ধনহীন হইয়া থাকে । যাহার নিতম্ব মাংসল
 সেই ব্যক্তি সুখী, যাহার নিতম্ব সিংহের স্তায় সে পুরুষ রাজা ।
 যাহার কটদেশ সিংহকটীর স্তায় সে মানব ভূপতি হইয়া
 থাকে এবং যাহার কটী বানরকটীর তুল্য সে মনুষ্য নিধন

ভূপতিঃ স্মৃতঃ । ভবেৎ সিংহকটী রাজা নিঃস্রঃ কপি-
 কটিনরঃ ॥ ২১ ॥ সর্পোদরা দরিদ্রাঃ স্রুয়াঃ পিঠৈশ্চ
 স্রষ্টৈঃ সমাঃ । ধনিনো বিপুলৈঃ পার্শ্বৈর্নিঃস্রা রক্তৈশ্চ
 নিম্নগৈঃ ॥ ২২ ॥ সমকক্ষাশ্চ ভোগাঢ্যা নিম্নকক্ষাধনো-
 জ্জ্বিতাঃ । নৃপাশ্চোন্নতকক্ষাঃ স্ত্যজ্জিহ্বাবিষমকক্ষকাঃ ॥
 ২৩ ॥ মৎস্যোদরা বহুধনা নাভিভিঃ স্তম্বিনঃ স্মৃতাঃ ।
 বিস্তীর্ণাভির্লুপ্তাভির্নিম্নাভিঃ, ক্লেশভাগিনঃ ॥ ২৪ ॥
 বলিমধ্যগতো নাভিঃ শূলবাধ্যং কুরোতি হি । বামা-
 বর্তশ্চ সাধ্যং বৈ মেধ্যং দক্ষিণতস্তথা ॥ ২৫ ॥ পার্শ্বা-
 যতা চিরায়ুঃ স্ত্রান্দুপরিষ্টোদ্ধনেধরঃ । অধোগবাঢ্যাং
 কুর্যাচ্চ নৃপস্য পদ্মকর্ণিকা ॥ ২৬ ॥ একবলিঃ শতায়ুঃ
 স্রাৎ স্ত্রীভোগী দ্বিবলিঃ স্মৃতঃ । দ্বিবলিঃ স্ত্রাপ-আচার্য্য-
 ঋজুভির্ললিভিঃ সুখী । অগম্যাগামী জিহ্বাবলিঃ ভূপাঃ
 পার্শ্বৈশ্চ মাংসলৈঃ ॥ ২৭ ॥ মূত্ৰুভিঃ স্রুসমৈশ্চৈব দক্ষিণা-
 বর্তরোমভিঃ । বিপরীটৈঃ পরপ্রেষ্যা নির্দ্রব্যঃ স্তম্ব-

হয় ॥ ২০-২১ ॥ যাহার উদর সর্পোদরের স্তায়, স্থালীবৎ বিস্তৃত কিম্বা
 ঘটাকার, সেই ব্যক্তি দরিদ্র হয় । যাহার পার্শ্বদেশ বিপুল,
 সেই মানব ধনী ও যাহার পার্শ্ব নিম্ন ও রক্তবর্ণ সে পুরুষ নিধন
 হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥ যাহার কক্ষ সমান, সে পুরুষ ভোগী ;
 যাহার কক্ষপ্রদেশ নিম্ন, সে ধনহীন ; যাহার কক্ষ উন্নত, সে
 রাজা এবং যাহার কক্ষ বিষম সে মানব খল হয় ॥ ২৩ ॥ যাহা-
 দিগের উদর মৎস্যের উদরের স্তায় তাহারা বহুধনশালী হয়,
 যাহার নাভি বিস্তীর্ণ সেই ব্যক্তি সুখী এবং যাহার নাভি নিম্ন
 সে পুরুষ ক্লেশভাগী হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ যাহার নাভি বলি-
 মধ্যগত, সেই ব্যক্তির শূলরোগ হয় । নাভি বামাবর্তচিহ্নিত
 হইলে শক্তিসম্পন্ন, দক্ষিণাবর্ত রেখাঙ্কিত হইলে মেধাবী,
 পার্শ্বদেশে বিস্তৃত হইলে চিরজীবী, উন্নত হইলে ঐশ্বর্য্যবান্,
 অধোমুখ হইলে গোধনসমমিত, এবং পদ্মের অভ্যন্তরভাগের
 স্তায় গভীর ও মনোহর হইলে সেই ব্যক্তি ভূপতি হইয়া থাকে ।
 ২৫-২৬ ॥ যে মানবের উদরে একটামাত্র বলি দৃষ্ট হয়, সেই
 পুরুষ শতবর্ষ জীবিত থাকে, এইরূপ দ্বিবলিবিশিষ্ট পুরুষ ত্রি-
 সম্পন্ন ও ত্রিবলিযুক্ত মনুষ্য রাজা অথবা অধ্যাপক হইয়া থাকে ।
 ঐ সকল বলি সরল হইলে সেই ব্যক্তি সুখী হয় । যাহার
 উদরস্থ বলি বক্র থাকে, সেই ব্যক্তি অগম্যাগামী হয় এবং

বর্জিতাঃ ॥ ২৮ ॥ অনুদ্রুতৈশ্চূচৈশ্চ ভবন্তি সুভগা
নরাঃ । নির্ধনা বিষমৈর্দৌর্ভৈঃ পীতোপচিতকৈর্নরৈঃ ॥
২৯ ॥ সমোন্নতঞ্চ হৃদয়মকম্পং মাংসলং পৃথু । নৃপাণাম-
ধম্যানাঞ্চ খররোমশিরালকং ॥ ৩০ ॥ অর্থবান্ সমবক্ষাঃ
স্মাৎ পীনৈর্কক্ষোভিরুজ্জ্বিতঃ । বক্ষোভিরিবৈর্নিঃস্বাঃ
শস্ত্রেণ নিধনাস্তথা ॥ ৩১ ॥ বিষমৈর্জ্ঞানভির্নিস্বা অস্থি-
নৈশ্চ মানবাঃ । উন্নতৈর্ভোগিনো নিম্নৈর্নিঃস্বাঃ পীনৈ-
র্ধনাস্থিতাঃ ॥ ৩২ ॥ নিঃস্বশ্চিপিটকঠঃ স্মাচ্ছিরাসুক-
গলঃ স্থখী । শূরঃ স্মান্মহিষগ্রীবঃ শাস্ত্রাস্তোম্মগকঠকঃ ॥
৩৩ ॥ কস্থগ্রীবশ্চ নৃপতির্লব্ধকঠোহতিভক্ষকঃ । অরো-

যাহাদিগের পার্শ্বদ্বয় স্থূল সেই সকল মনুষ্য রাজা হইয়া থাকে ।
২৭। যাহার উদরে কোমল, স্নন্দর ও দক্ষিণাবর্ত্ত রোমশ্রেণী
থাকে, সেই ব্যক্তি রাজা হয়, ইহার বিপরীতে অর্থাৎ উদরস্থ
রোমসকল কর্কশ কুংসিত ও বামাবর্ত্ত হইলে সেই ব্যক্তি পরের
ভৃত্য, নির্ধন ও দুঃখী হইয়া থাকে- ২৮। যে পুরুষের স্তনের
অগ্র উন্নত নহে, সেই পুরুষ সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে এবং
যাহার স্তনদ্বয়ের অগ্রভাগ বিষম, দীর্ঘ, পীতবর্ণ, স্থূল ও বিস্তৃত,
সেই ব্যক্তি নির্ধন হয় ২৯। যাহার হৃদয় সম অর্থাৎ বন্ধুর নহে,
উন্নত, মাংসল, বিস্তৃত এবং অকম্প অর্থাৎ কোন প্রকার বিভী-
ষিকাদি দর্শনে কম্পিত হয় না, সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে ।
যাহার হৃদয়ের রোমগুলি কর্কশ ও শিরাসকল সুস্পষ্ট লক্ষিত
হয়, সেই মনুষ্য দরিদ্র হয় ৩০। যাহার বক্ষঃস্থল সমতল, সেই
ব্যক্তি অর্থবান্, যাহার বক্ষঃস্থল, সেই মনুষ্য বলশালী, যাহার
বক্ষঃস্থল বিষম অর্থাৎ বন্ধুর, সেই পুরুষ নির্ধন এবং যাহার
বক্ষঃস্থল বিষম তাহার অজ্ঞাধাতে নিধন হইয়া থাকে ৩১। জ্ঞান
(জ্ঞানসন্ধি) অসমান ও অস্থিসংলগ্ন হইলে দরিদ্র, উন্নত হইলে
ভোগী, নিম্ন হইলে নিদ্রাব্য এবং স্থূল হইলে সেই ব্যক্তি ধনী
হইয়া থাকে ৩২। যাহার কঠ চিপিটাকার সেই ব্যক্তি
নির্ধন; যাহার গলদেশ গুরু ও শিরাসগুলি উন্নত,
সেই মনুষ্য স্থখী, যাহার গ্রীবা মহিষগ্রীবার স্তায় সেই পুরুষ
বলবান্, এবং যাহার কঠদেশ নৃগকঠের স্তায় সেই মানব
বিবিধ শাস্ত্রে পাবুদর্শী হইয়া থাকে ৩৩। যাহার গ্রীবাদেশ
শস্ত্রের স্তায় সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে, যাহার
কঠদেশ লব্ধমান সে পুরুষ তিক্কারুতিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ

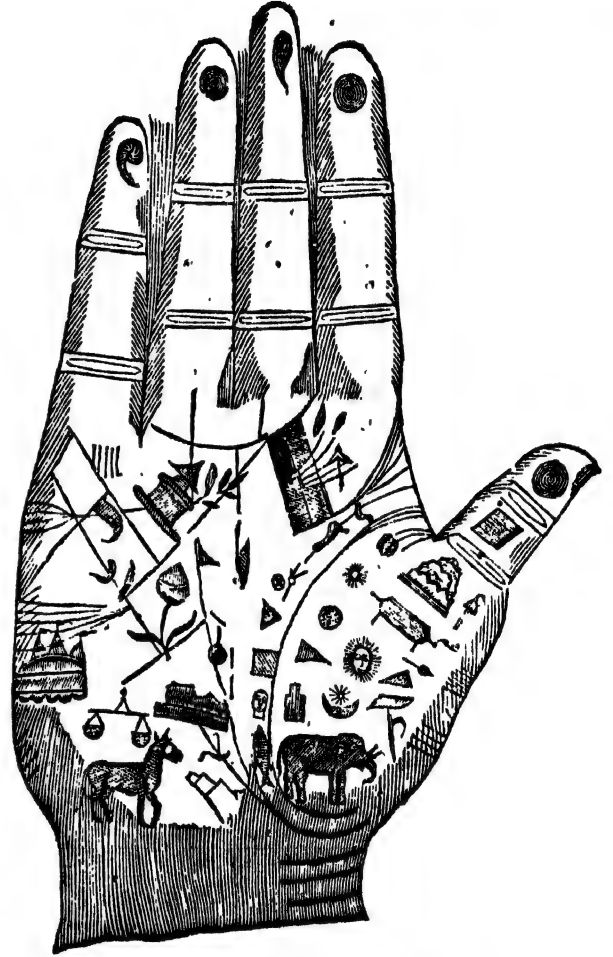
মশাশপৃষ্ঠং শুভঞ্চাশুভমন্যথা ॥ ৩৪ ॥ কক্ষাভুখ-
দলা শ্রেষ্ঠা স্নগন্ধিস্মৃগরোমিকা । অস্তথা ত্ব-
হীনানাং দারিদ্র্যাস্ত চ কারণং ॥ ৩৫ ॥ সমাংসৌ
চৈব ভুখান্নৌ স্মিষ্টৌ চ বিপুলৌ শুভৌ । আক্কাশু-
লস্থিতৌ বাহু রস্তৌ পীনৌ নৃপেশ্বরে । নিঃস্বানাং
রোমশৌ হৃদ্যৌ শ্রেষ্ঠৌ কলিকরপ্রভৌ ॥ ৩৬ ॥ হস্তা-
কুল্লয়-এব স্যাবাবুদ্বারনিভাঃ শুভাঃ । মেধাবিনাঞ্চ
স্মান্মাঃ স্যাবৃত্ত্যানাং চিপিটাঃ স্মতাঃ । স্থূলানুলীভি-
নিঃস্বাঃ স্ম্যনতাঃ স্ম্যঃ স্মৃকৃশৈশ্চন্দা ॥ ৩৭ ॥ কপিভূলা-
করা নিঃস্বা ব্যাভ্রভূলাকরৈর্কলং । পিতৃবিত্তবিনাশশ্চ
নিম্নাং করতলাম্বরাঃ ॥ ৩৮ ॥ মণিবন্ধৈর্নিগুঢ়ৈশ্চ স্মৃগিষ্টৈঃ
শুভগন্ধিভিঃ । নৃপাহীনাঃ করচ্ছেদৈঃ সশকৈর্ধন-
বর্জিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ সমুতৈশ্চৈব নিম্নৈশ্চ ধনিনঃ পরি-
কীর্ণিতাঃ । প্রোত্তানকরদাতারো বিষমৈর্কিষমা-

করে। পৃষ্ঠদেশ রোমশ বা ভূখ না হইলে তাহা শুভলক্ষণ বাল্য
জানিবে। ইহার বিপরীতে অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশ রোমযুক্ত ও ভূখ
হইলে তাহাকে অশুভ লক্ষণ বলিয়া স্থির করিবে ৩৪। কক্ষদেশ
অশ্বখপত্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট স্নগন্ধযুক্ত ও স্নগরোমের
স্তায় রোমসমবিত্ত হইলে তাহা অতিপ্রশস্ত। ইহার বিপরীত
হইলে তাহা অশুভ লক্ষণ বলিয়া জানিবে ৩৫। সমাংসৌ বাহ-
যুগল মাংসল, কিঞ্চিৎ বক্র, স্মমিলিত, বিশাল, জাহ্নুপর্য্যন্ত
লব্ধিত, স্নগোল ও স্থূল সেই ব্যক্তি সম্রাট হয়। যাহার বাহুদ্বয়
রোমশ ও বর্ষ সেই ব্যক্তি নির্ধন হয়। বাহুযুগল হস্তি-
গুণের স্তায় স্তব্ধ হইলে তাহা শুভচিহ্ন জানিবে ৩৬।
যাহার হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগ স্নন্দর সে ব্যক্তি মেধাবী, যাহার
হস্তাঙ্গুলি চিপিটাকার সেই পুরুষ ভৃত্য, যাহার হস্তাঙ্গুলি স্থূল
সেই মনুষ্য নির্ধন ও যাহার হস্তাঙ্গুলি কুল, সেই ব্যক্তি বিনয়ী
হইয়া থাকে ৩৭। যাহার কর বানরকরের স্তায় সেই ব্যক্তি
নির্ধন, যাহার হস্ত ব্যাভ্রহস্তের ন্যায় সেই মনুষ্য বলবান্
এবং যাহার করতল নিম্ন তাহার পিতৃবিত্ত বিনাশ হইয়া থাকে ।
৩৮। বাহাদিগের মণিবন্ধ নিগুঢ়, স্নগঠিত ও স্নগন্ধযুক্ত, সেই
সকল মনুষ্য ভূপতি হয়। যাহার মণিবন্ধ শব্দযুক্ত ও হস্তে
ছেদ থাকে, সেই ব্যক্তি অধম ও নির্ধন হয় ৩৯। যাহার
করতল স্তব্ধ অথচ নিম্ন, সেই ব্যক্তি ধনশালী হইয়া থাকে ।

নরাঃ ॥ ৪০ ॥ করৈঃ করতলৈশ্চৈব লাক্ষাভৈরীশ্বর-
স্তনৈঃ । পরদাররতাঃ পীতৈ রুক্ষৈর্নিঃস্বা নরা মতাঃ ॥
৪১ ॥ তুণ্ডতুল্যনখাঃ ক্লীবাঃ কুর্দ্ভিলৈঃ ক্ষুটিতৈর্নরাঃ ।
নিঃস্বাশ্চ কুনৈশ্চতুর্দ্বিবৈণৈঃ পরতর্ককাঃ ॥ ৪২ ॥ তাত্ৰৈ-
ভূপা ধনাঢ্যাশ্চ অশ্লিষ্টৈঃ সমবৈস্তথা । অশ্লিষ্টমূলজৈঃ
পুঞ্জী স্তাদীর্ঘাঙ্গুলিপর্জকাঃ ॥ ৪৩ ॥ দীর্ঘায়ুঃ শুভগ-
শ্চৈব নিধনো বিরলাঙ্গুলিঃ । ঘনান্গুলিশ্চ সধন-
স্তিষ্ঠো রেখাশ্চ যন্ত বৈ । নৃপতেঃ করতলগা মণি-
বন্ধাং সমুখিতাঃ ॥ ৪৪ ॥ যুগমীনাক্তিতনরো ভবেৎ
সত্রপ্রদো নরঃ । বজ্রাকারশ্চ ধনিনাং মংস্তপুচ্ছ-
নিভা বুধে ॥ ৪৫ ॥ শস্মাতপত্রশিবিকাগজপদ্মোপমা
নৃপে । কুম্ভাক্ষপতাকাভা-মৃণালাভা-নিধীশ্বরে ॥ ৪৬ ॥

যাহার করতল উন্নত, সেই মনুষ্য দাতা হয়। করতল
বিনয় হইলে তাহা অশুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে। ৪০। যাহার
কর, করতল ও তন লাক্ষার জায় বর্ণবিশিষ্ট, সেই ব্যক্তি ধনবান
হয়। করতল পীতবর্ণ হইলে পরজীরত এবং রুক্ষ হইলে সেই
মনুষ্য নিধন হইয়া থাকে। ৪১। যাহার নখগুলি তুষের ন্যায়
অতিলম্ব, সেই ব্যক্তি ক্লীব, যাহার নখ বক্র ও ক্ষুটিত সেই
মনুষ্য নির্দীন হয়। কুনখী ও বিবর্ণনখবিশিষ্ট পুরুষ, পরতর্ককারী
হইয়া থাকে। ৪২। যাহার অশ্লিষ্ট রক্তবর্ণ ও অশ্লিষ্টমূল যবচিহ্ন
যুক্ত, সেই মানব রাজা বা ধনাঢ্য হয়। যাহার অঙ্গুলির পর্জগুলি
দীর্ঘ, সেই ব্যক্তি পুত্রবান হইয়া থাকে। ৪৩। যাহার অঙ্গুলিসকল
বিরল সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী ও পুত্রপৌত্রাদি সৌভাগ্যশালী,
কিন্তু নিধন হইয়া থাকে। যাহার অঙ্গুলিসকল ঘন, সেই মনুষ্য
ধনবান হয়, এবং যাহার মণিবন্ধহইতে তিনটি রেখা সমুখিত
হইয়া করতলে বিস্তৃত থাকে, সেই মনুষ্য রাজা হইয়া থাকে। ৪৪।
যাহার করতলে ঘোরাণ বা মংস্তের ন্যায় চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই
ব্যক্তি যজ্ঞশীল হইয়া থাকে। যাহার হস্তে বজ্রাকার চিহ্ন থাকে,
সে ধনী এবং যাহার পাণিতলে মীনপুচ্ছাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই
ব্যক্তি পণ্ডিত হইয়া থাকে। ৪৫। পাণিতলে শস্ম, ছত্র, শিবিকা
(পালকী) গজ ও পদ্মাকার চিহ্ন দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি রাজা
হইবে। আর যাহার হস্তে কুম্ভ অঙ্কুশ পতাকা ও মৃণালতুল্য
চিহ্ন থাকে, সে পুরুষ অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়া থাকে। ৪৬।

দামাভাশ্চ গবাঢ্যানাং স্বস্তিকাতা-নৃপেশ্বরে । চক্রা-
সিতোমরদধর্মুদস্তাভা নৃপতেঃ করে ॥ ৪৭ ॥ উদখ-
যে মনুষ্যের করতলে রজ্জু৭৭ চিহ্ন লক্ষিত হয়, সে পুরুষ
অধিক গোধনের অধিকারী হয়। বাহার হস্তে স্বস্তিক চিহ্ন
থাকে, সেই মনুষ্য চক্রবর্তী রাজা হয় এবং করতলে চক্র, অসি,
তোমর, ধনুঃ ও বাণ চিহ্ন দৃষ্ট হইলে, সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া
থাকে। ৪৭। যাহার হস্তে উদখলাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি



* কৃষীবলস্ত পত্নী স্ত্রীচকটেন যুগেন বা

চামরাঙ্কশকোদৈওরাজপত্নী ভবেদ্রবম্ ॥

যাহার হস্তে চামরচিহ্ন, অঙ্কুশচিহ্ন বা চাপচিহ্ন থাকে,
সে রাজপত্নী হয়, সন্দেহ নাই। যে নারীর করতলে শকটচিহ্ন
বা যুগচিহ্ন (যোত চিহ্ন) থাকে, সে কৃষীজীবীর পত্নী হয়।

ত্রিশূলাসিগদাশক্তিহৃদ্যাক্তিরেখয়া ।

নিতম্বিনী কীর্তিমতী করেণ পৃথিবীতলে ॥

যে রমণীর করতলে ত্রিশূলচিহ্ন, অসিচিহ্ন, গদাচিহ্ন, শক্তিচিহ্ন,

লাভা যজ্ঞাঢ্যা বেদীভাশ্চাগ্নিহোত্রিণি । বাপীদেব-
কুল্যাভাশ্চ ত্রিকোণাভাশ্চ ধার্মিকে ॥ ৪৮ ॥ অদ্বৈত-

যজ্ঞশীল হয় এবং যাহার করে বেদীবাং চিহ্ন দেখা যায়, সে
পুরুষ অগ্নিহোত্র যজ্ঞে নিযুক্ত থাকিবে । যাহার পাণিতলে
পুরুগিণী, দেবনদী, ও ত্রিকোণাকার চিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তি
অতিধার্মিক হইয়া থাকে । ৪৮ । যাহার অদ্বৈতশীলীর মূলে রেখা

ছন্দুভিচিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই কামিনী অবনীমণ্ডলমধ্যে যশ-
স্বিনী ও কীর্তিমতী হইয়া থাকে ॥

যশ মীনসমা রেখা কৰ্ম্মসিদ্ধিঞ্চ জায়তে ।

• ধনাঢ্যশ্চ সবিজ্ঞেয়ো-বহুপুত্রো-ন সংশয়ঃ ॥

যে পুরুষের করতলে প্রথমে ঐবাং মধ্যে মীন অর্থাৎ মংস্ত্রা-
কার রেখা থাকে, সে ব্যক্তি এ জগতে যে কোন কার্যে প্রবৃত্ত
হইবেন, তাহাই সুসম্পন্ন হইবে । এবং তিনি ধনবান্ ও
পুত্রবান্ হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালান্তিপাত করিতে পারিবেন ॥

তুলাগ্রামং তথা বজ্রং করমধ্যে চ দৃশ্যতে ।

তন্ত বাণিজ্যসিদ্ধিঃ শ্রাৎ পুরুষস্ত ন সংশয়ঃ ॥

যে ব্যক্তির হস্তরেখার মধ্যে তুলা (অর্থাৎ, তৌল করিবার
দণ্ডবিশেষ) কিম্বা বজ্রাকার চিহ্ন থাকে এবং গ্রাম ও নগরের
সদৃশ চতুষ্কোণ চিহ্ন, অথবা বজ্রের ছায়া কোন চিহ্ন থাকে,
সে এই সংসারে যেপ্রকার ব্যবসার অবলম্বন করিবে, তাহাই
সুসম্পন্ন হইবে । এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ॥

পদ্মচাপাদিগজাঙ্ক অষ্টকোণাদি দৃশ্যতে ।

• স্ত্রিয়শ্চ পুরুষস্তাপি ধনবান্ স স্ত্রী নরঃ ॥

যাহার হস্তমধ্যে পদ্মের কিম্বা ধনুকের আকার চিহ্ন, অথবা
ধনু ও অস্ত্র কোনরূপ অষ্টকোণ চিহ্ন থাকে, সে নিশ্চয়ই
ধনবান্ এবং স্ত্রী হইবে ।

চক্রশঙ্খধ্বজাকারী মাষাকারশ্চ দৃশ্যন্তে ।

সৰ্ববিদ্যাপ্রদানেন বুদ্ধ্যমান্ স ভবেন্নরঃ ॥

যাহার করতলে শঙ্খ, চক্র, ধ্বজ এবং গজ ও মাষাকার
রেখা দেখা যায়, সেই ব্যক্তি সকলশাস্ত্রে পারদর্শী হইবে,
স্বতরাং জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত হইবে ।

ত্রিশূলং করমধ্যে তু তেন রাজা প্রবর্ততে ।

• যজ্ঞে ধর্ম্মে চ দানে চ দেবভিজ্ঞপ্রপূজনে ॥

যাহার হস্তে ত্রিশূলের চিহ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি রাজা হইবে
এবং হোমাদি ধর্ম্মকর্ম্মাচ্ছতানে, এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণ সেবায়

মূলগা রেখাঃ পুজ্যশ্চ সুখদায়কাঃ । প্রদেশিনীগতা
রেখা কনিষ্ঠামূলগামিনী । শতায়ুষঞ্চ কুরুতে ছিন্নয়া
তরুতোভয়ং ॥ ৪৯ ॥ নিঃশাশ্চ বহুরেখাঃ স্ম্যনির্দ্ভুবা-

দৃষ্ট হয়, সেই মনুষ্য পুত্রদ্বারা সুখভোগ করে । যাহার কনিষ্ঠা-
শীলীর মূলগত রেখা তর্জ্জীর মূলপর্যন্ত গমন করিয়াছে, সেই
ব্যক্তি শতবর্ষ জীবিত থাকে । আর ঐ রেখা যদি কোন স্থানে
ছিন্ন থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বৃদ্ধ হইতে ভয় থাকে ।
৪৯ । যাহার করতলে বহু রেখা দৃষ্ট হয়, সেই মনুষ্য নির্ধন

রত হইয়া জনসমাজে দাতা ও ধার্মিক বলিয়া পরিগণিত
হইবে ।

শক্তিতোমরবাণশ্চেৎ করমধ্যে প্রদৃশ্যতে ।

রথচক্রধ্বজাকারং স চ রাজ্যং লভেন্নরঃ ॥

যদি কোন ব্যক্তির হস্তে শক্তি চিহ্ন, অথবা তোমর (অস্ত্র-
বিশেষ) চিহ্ন থাকে, কিম্বা বাণের চিহ্ন থাকে, তবে সেই ব্যক্তি
রাজ্য লাভ করিবে এবং রথচক্র ও ধ্বজের চিহ্ন থাকিলেও
রাজ্য লাভকরিবে ।

অঙ্কুশং কুণ্ডলং ছত্রং যশ্চ হস্ততলে ভবেৎ ।

তন্ত রাজ্যং মহাশ্রেষ্ঠং সামুদ্রবচনং যথা ॥

যদি কোন লোকের হস্তে অঙ্কুশ কিম্বা কুণ্ডলের চিহ্ন অথবা
চক্রের চিহ্ন থাকে, তবে সেই ব্যক্তি মহারাজচক্রবর্তী হইয়া
সাম্রাজ্য ভোগকরিবে, সন্দেহ নাই । কিম্বা উক্ত তিন প্রকার
রেখা থাকিলে পূর্বোক্তরূপ ফলভোগী হইবে । তাহা না
থাকিলে সম্পূর্ণ ফল লাভ হইবেক না । প্রাপ্তকৃত্ত চিহ্ন থাকিলে
রাজার ছাত্র ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে ; এক চিহ্ন থাকিলে সামান্য
দাস্য ভোগকরিবে । ক্ষীরসমুদ্রবালী ভগবান নারায়ণের এই
বচন ; ইহাতে সন্দেহ নাই ।

গিরিকঙ্কণযোনীনাং নরমুণ্ডঘটন্ত চ ।

করে বৈ যশ্চ চিহ্নানি রাজমন্ত্রী ভবেন্নরঃ ॥

যাহার হস্তে পর্ব্বত, কঙ্কণ, যোনি, নরমুণ্ড, কিম্বা
ঘটের চিহ্ন থাকে, সে রাজমন্ত্রী হয় ।

সূর্য্যচন্দ্রলভানেত্রমষ্টকোণত্রিকোণকম্ ।

মন্দিরাশ্বগজেক্রাণাং চিহ্নং শ্রাৎ স স্ত্রী নরঃ ॥

যদি কোন ব্যক্তির করতলে সূর্য্য, চন্দ্র, লতা, চক্ষুঃ, অষ্টকোণ,
ত্রিকোণ, মন্দির, ঘোটক বা গজেক্রের চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে
সেই মনুষ্য স্ত্রী হইবে ।

শ্চিষ্টৈকঃ কুশৈঃ । মাংসলৈশ্চ ধনোপেতা আরৈজৈ-
রধরৈর্নৃপাঃ ॥ ৫০ ॥ বিষোপটৈশ্চ ক্ষুটিতৈরৌষ্ঠৈ-
ক্লৈশ্চ খণ্ডিতৈঃ । বিষমৈর্ধনহীনৈশ্চ দম্বাঃ স্নিদ্ধা-
ঘনাঃ শুভাঃ । তীক্ষ্ণাদম্বাঃ সমাপ্রোষ্ঠা-জিহ্বারক্তাসমা-
শুভাঃ ॥ ৫১-৫২ ॥ স্নান্ধা দীর্ঘা চ বিজেষ্য তালুঃ স্বেতোধন-
ক্ষয়ে । কৃষ্ণা চ পরুষা বক্তৃণ্য সমং সৌম্যঞ্চ সংরতং ।
'ভূপানামমলং স্নান্ধং বিপরীতঞ্চ দুঃখিনাং ॥ ৫৩ ॥ মহাচুঃখং
দুর্ভগাণাং স্ত্রীমুখং পুত্রমাপ্নুয়াৎ । আঢ্যানাং বর্জুলং
বক্তৃণ্য নির্দ্রব্যানাঞ্চ দীর্ঘকম্ ॥ ৫৪ ॥ ভীরুবক্তৃণ্যাপকর্মা
পুষ্ঠানাঞ্চ তুরস্রকম্ । নিম্নং বক্তৃমপুষ্ঠাণাং রূপণানাঞ্চ
হ্রস্বকম্ ॥ ৫৫ ॥ সম্পূর্ণং ভোগিনাং কাস্তং শ্মশ্রু স্নিদ্ধং
শুভং মৃদু সংহতঞ্চ ক্ষুটিত্যাগং রক্তশ্মশ্রুশ্চ চৌরকঃ ।

হয় এবং যাহার চিবুক কৃশ, সে পুরুষ দ্রব্যহীন হইয়া থাকে ।
যাহার অধর স্থূল তাহার ধনসম্পত্তি হয় । যাহার অধর বিষতুল্য,
ঈষৎ রক্তবর্ণ সেই মনুষ্য রাজা হয় । ৫০ । যাহার ওষ্ঠ বিষয়
ক্ষুটিত রক্ত ও খণ্ডিত, সেই মানব নির্ধন হয় । দম্ব স্নিদ্ধ ও ঘন
হইলে তাহা শুভ লক্ষণ বলিয়া জানিবে । দম্ব সকল তীক্ষ্ণ ও
সমানাকার হইলে মনুষ্য অনেকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়, জিহ্বা
সমতল রক্তবর্ণ স্নান্ধ ও দীর্ঘ হইলে শুভ লক্ষণ বলিয়া
নিশ্চয় করিবে । যাহার তালু স্বেতবর্ণ সেই ব্যক্তির ধনক্ষয়
হইয়া থাকে । ৫১-৫২ । যাহার মুখ শ্রামলবর্ণ ও অকর্কশ,
সম, শাস্ত, ও সংবৃত সেই ব্যক্তি রাজা হয়, এবং
যাহার বদন মলবৃত্ত, স্নান্ধ ও পূর্বোক্ত লক্ষণের বিপরীত
সেই মনুষ্য মহাচুঃখী হইয়া থাকে । ৫৩ । যাহাদিগের
মুখমণ্ডল অতিভীষণ তাহার হতভাগ্য হইয়া থাকে ।
যাহাদিগের মুখ স্ত্রীমুখাকৃতি তাহার পুত্রসম্পন্ন হয় । যাহা-
দিগের মুখ বর্জুল, তাহার সম্পত্তিশালী হইয়া থাকে ।
যাহাদিগের মুখ দীর্ঘ, তাহাদিগের কোনরূপ দ্রব্য সংস্থান হয়
না । ৫৪ । যে সকল মনুষ্যের মুখ দেখিলে, তাহাদিগকে ভয়-
শীল বলিয়া বোধ হয়, তাহার নিশ্চয় পাপকর্মা হইয়া থাকে ।
যে মনুষ্যের মুখ, চতুরস্র সেই মনুষ্যকে ধূর্ত বলিয়া জানিবে ।
যাহাদিগের মুখ, নিম্ন তাহার অপূন্ন হয় । যাহাদিগের বদন
খর, তাহার অতিশয় রূপণ হইয়া থাকে । ৫৫ । যাহাদিগের
শ্মশ্রু (দাড়ি) সংপূর্ণ, স্নিদ্ধ, কামর ও দেখিতে অতিশয় স্নান্ধ,

রক্তাঙ্গপুরুষশ্মশ্রুঃ কর্ণাঃ স্ম্যঃ পাপমৃত্যবঃ ॥ ৫৬ ॥ নির্মাং-
সৈশ্চিপিটৈর্ভোগাঃ রূপণাহ্রস্বকর্ণকাঃ । শঙ্কুকর্ণাশ্চ
রাজানো রোমকর্ণা গত্যবুধঃ ॥ ৫৭ ॥ বৃহৎকর্ণাশ্চ ধনিনো
রাজানঃ পরিকীর্তিতাঃ । কণৈঃ স্নিদ্ধৈরনৈকৈশ্চ ব্যাল-
নৈশ্চ মাংসলৈর্নৃপাঃ ॥ ৫৯ ॥ ভোগী বৈ নিম্নগণ্ডঃ স্ত্রান্ধজী
সম্পূর্ণগণ্ডকঃ । শুকনাসঃ স্মৃখী স্ত্রান্ধ শুকনাসোহতি-
জীবনঃ ॥ ৫৮ ॥ ছিন্নাগ্রকুপনাসঃ স্ত্রাদগম্যাগমনে রতঃ ।
দীর্ঘনাসে চ সৌভাগ্যং চৌরশ্চাকুঞ্চিতেশ্চিরঃ ॥ ৬০ ॥
মৃত্যুশ্চিপিটনাসঃ ম্যাকীন ভাগ্যবতাং ভবেৎ । স্নান্ধজিহ্বা
স্পৃষ্টা চ অবক্রা চ নৃপেশ্বরে ॥ ৬১ ॥ ক্রুরে দক্ষিণবক্রা

পরস্পর মিলিত ও অগ্রভাগ ক্ষুটিত নহে সেই সকল মনুষ্য
মহাভোগে কালযাপন করে এবং যাহার শ্মশ্রু রক্ত বর্ণ সেই
ব্যক্তি চোর হয় । যাহাদিগের শ্মশ্রু ও কেশ রক্তবর্ণ, বিরল ও
কর্কশ, পাপকার্যে তাহাদিগের মৃত্যু ঘটয়া থাকে । ৫৬ । যে
সকল মনুষ্যের কর্ণ, চিপিটাকার ও অধিক মাংসযুক্ত নহে
তাহারা ভোগবান্ হইয়া থাকে । যাহাদিগের কর্ণ অতি ছোট
তাহারা অতিশয় রূপণ হয় । যাহাদিগের কর্ণ, শঙ্কুর ন্যায়
তাহারা রাজা হইয়া থাকে এবং যাহার কর্ণ অধিক রোম দৃষ্ট
হয় সে ব্যক্তি অন্য়মুঃ হয় । ৫৭ । যে সকল মনুষ্যের কর্ণ বৃহৎ
তাহারা ধনশালী অথবা রাজা হয়, কর্ণদ্বয় স্নিদ্ধ, বিস্তৃত মাংসল
ও লম্বমান হইলে তাহা রাজচিহ্ন বলিয়া স্থির করিবে । ৫৮ ।
গণ্ড দেশ নিম্ন হইলে মনুষ্য ভোগী ও পূর্ণ হইলে মজ্জী হয় ।
যে জীর নাসিকা সমান অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত নহে ও নাসারন্ধ্রদ্বয়
সমান এবং লাবণ্যপূর্ণ সেই নারী ভাগ্যবতী হয় । যে পুরু-
ষের নাসিকা শুকনাসার ন্যায় সেই ব্যক্তি অতি স্মৃখী এবং
যাহার নাসিকা শুষ্ক সেই ব্যক্তি অন্য়মুঃ হইয়া থাকে । ৫৯ ।
যাহার নাসিকার অগ্রভাগ চিষ্ট ও নাসারন্ধ্রদ্বয় কূপের ন্যায়
গভীর বোধ হয় সেই ব্যক্তি অগম্যা জাগমনে রত থাকে ।
যাহার নাসিকা দীর্ঘ সেই পুরুষ ভাগ্যবান্ ও যাহার নাসিকা
বক্র সেই ব্যক্তি চোর কার্যে রত হয় । ৬০ । পুরুষের নাসা
চিপিটাকার হইলে স্ত্রীবিয়োগ হইয়া থাকে ও স্নান্ধরাকার
হইলে ভোগী হয় । যাহার নাসিকার ছিদ্র স্নান্ধ, স্নেহাল
ও অবক্র সেই ব্যক্তি রাজ চক্রবর্তী হইয়া থাকে । ৬১ ।

স্বাধিনিপাতি কৃতং সক্রুৎ । স্বাধিনিপাতিতং জ্ঞাদী
সামুদ্রাদক্ষ জীবকুৎ ॥ ৬২ ॥ বক্রাষ্টে: পদ্মপত্রাভৈর্লো-
চনৈ: সুখভাগিন: । মার্জারলোচনৈ: পাপা দুরাত্মা
অধুপিঙ্গলৈ: ॥ ৬৩ ॥ ক্রুরা: কেকরনেত্রাশ্চ হরিতাক্ষা:
সকল্মষা: । ক্রিষ্টৈশ্চ লোচনৈ: শূরা: সেনান্যোগজ-
লোচনা: ॥ ৬৪ ॥ গম্ভীরাক্ষা-ঈশ্বরী: স্যু-মজ্জিণ: শূল-
চক্ষুয: । নীলোৎপলাক্ষা-বিদ্বাংস: সৌভাগ্যং শ্রাম-
চক্ষুযাং ॥ ৬৫ ॥ স্রাৎ কৃষ্ণতারকাক্ষাণা-মক্ষা-মুৎপাটনং
কিল । মণ্ডলাক্ষাশ্চ পাপা: স্যু-রি:ষা: স্যুদীন
লোচনা: ॥ ৬৬ ॥ অক্লিষ্টা বিপুল-ভোগা-অগ্নায়ুর্মা-
ভিরুন্নতা ॥ ৬৭ ॥ বিশালোন্নতা: সুরিনো-দরিদ্রা-
বিষমক্রব: । ধনী দীর্ঘাংসকজবালেন্দ্রতসুক্রব: ॥

যাহার নাসিকা দক্ষিণভাগে বক্র সেই ব্যক্তি ক্রুর হয়। যে
ব্যক্তির এক সময়ে একটিমাত্র ক্রুৎ (হাঁচি) হয় সেই ব্যক্তি
বলবান্ হইয়া থাকে। যাহার এককালে অনেক হাঁচি হয় সেই
ব্যক্তি সম্ভ্রষ্টচিত্ত ও যাহার কথা সাধুসাসিক হইয়া উচ্চারিত
হয়, সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। ৬২। যাহাদিগের
নেত্রের প্রান্তস্থয় ঈষদ্রু ও চক্ষু: পদ্মপত্রের জায় বিস্তৃত, তাহার।
সুখভোগী হয়। যাহার চক্ষু: মার্জারচক্ষুর জায়, সেই ব্যক্তি
পাপাত্মা ও যাহার চক্ষু: পিঙ্গলবর্ণ সে অতিহুঃখী হইয়া
থাকে। ৬৩। যাহার চক্ষু: কেকর (টার।) সে ব্যক্তি অতি
ক্রুর হয়, যাহার চক্ষু: হরিতর্ণ সে ব্যক্তি পাপাত্মা, যাহার
লোচন বক্র, সে অতিবলবান্ ও যাহার নেত্রংগল গজলোচ-
নের জায় সে ব্যক্তি সেনাপতি হইয়া থাকে। ৬৪। যাহাদিগের
চক্ষু: গম্ভীর তাহার। অনেকের প্রভু, যাহাদিগের নেত্র শূল
তাহার। স্তম্ভী, যাহাদিগের লোচন নীলোৎপলের ন্যায় তাহার।
বিদ্বান্ ও যাহাদিগের চক্ষু: শ্রামবর্ণ তাহার। সৌভাগ্যশালী
হইয়া থাকে। ৬৫। যে সকল মনুষ্যের চক্ষুর তারকা কৃষ্ণ-
বর্ণ তাহাদিগের চক্ষু: উৎপাটিত হয়, যাহার চক্ষু: মণ্ডলাকার
সেই মনুষ্য পাপিষ্ঠ ও যাহার নেত্র দীনতাবাপন্ন সেই ব্যক্তি
নির্ধন হইয়া থাকে। ৬৬। যাহার নেত্রচক্ষু স্নিগ্ধ, তাহার। বিপুল
ভোগ হয় এবং স্তম্ভীর নাতি উন্নত সেই ব্যক্তি অগ্নায়ু: হইয়া
থাকে। ৬৭। যাহাদিগের জয়ংগল বিশাল ও উন্নত তাহার।
সুখী ও যাহাদিগের জয়ংগল বিষম তাহার। দরিদ্র, যাহাদিগের

৬৮ ॥ আচ্যো-নি:স্বশ্চ খণ্ডক-মধ্যে চ বিনতক্রব: ।
জীষণম্যাসক্তা: স্যু: স্তুতার্থে পরিবর্জিতা: ॥ ৬৯ ॥
উন্নতৈর্বিপুলৈ: শৈব্যালাটের্বিশমৈস্তথা । নিধনাধন-
বস্ত্রশ্চ অন্ধৈন্দুসদৃশৈর্নরা: ॥ ৭০ ॥ আচার্যা: শুক্তি-
বিশালৈ: শিরালৈ: পাপকারিণ: । উন্নতাভি: শিরান্তি-
শ্চিক্তিকান্তিধনৈশ্চরা: ॥ ৭১ ॥ নিম্নৈর্ললাটের্বদার্বা:
ক্রুরকর্ম্মরতাস্থা । সমুন্নতৈশ্চ ললাটেশ্চ কৃপণা-উন্ন-
তৈর্নৃপা: ॥ ৭২ ॥ অনক্রান্তিকরুদিতমদীন মণ্ডভং নৃণাং ।
প্রচুরশ্বেদিনং ক্রুরং রুদিতঞ্চ সুখাবহম্ ॥ ৭৩ ॥ অকম্পং
হসিতং শ্রেষ্ঠং নিমীলিতমঘাবহম্ । অসক্লিষ্টং দুষ্টং
সোমাদস্ত হনেকধা ॥ ৭৪ ॥ ললাটোপমত-স্ত্রি-
জয়ংগল দীর্ঘ, অসংলগ্ন ও বালচক্রের ন্যায় সুদৃশ ও উন্নত তাহার।
ধনবান্ হইয়া থাকে। যাহার জয় মধ্যভাগে ছিন্ন থাকে সেই
ব্যক্তি নির্ধন এবং যাহার জয়ংগল অবনত সেই ব্যক্তি প্রথমে
অগম্যাজীতে আসক্ত থাকে, পরে পুত্রের ভয়ে ঐ কাণ্ডা পরি-
ত্যাগ করে। ৬৮-৬৯। যে ব্যক্তির ললাটস্থি উন্নত ও বিশাল
এবং কপাল উচ্চনীচ অথবা অর্ধচন্দ্রাকার হয়, সেই ব্যক্তি
নির্ধন হইলেও পরে বিভবশালী হইয়া থাকে। ৭০। যাহার
কপাল কিছুকের, ন্যায় আকারবিশিষ্ট ও বিপুলায়ত হয়
সেই ব্যক্তি অধ্যাপক হইয়া থাকে। ললাটদেশ অনুেক শিরা-
বিশিষ্ট হইলে সেই মনুষ্য পাপী হয়। স্বস্তিকনামক মাল্য
ত্রয়ের ন্যায় চিহ্ন যাহার কপালে দৃষ্ট হয় এবং উহা যদি উন্নত
শিরাসমূহে পরিব্যাপ্ত থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মহাধন-
বান্ হয়। ৭১। ললাটদেশ নিম্ন হইলে মনুষ্য বধ্যযোগ্য ও
নিষ্ঠুর কার্যে রত হয় এবং ললাট আবৃত হইলে কৃপণ ও উন্নত
হইলে মনুষ্য রাজা হইয়া থাকে। ৭২। যাহাদিগের ক্রন্দনকালে
অশ্রুপাত হয় না এবং ক্রন্দন শ্রবণে শোকপ্রকাশ পায় না সেই
ব্যক্তি ভাগ্যহীন হয় এবং যাহার রোদিনকালে অধিক অশ্রুপাত
হয় ও রোদিন শুনিলে শোকের উদ্দীপন হয় সেই ব্যক্তি ভাগ্য-
বান্ হইয়া থাকে। ৭৩। হাস্যকালে মস্তকাদি কম্পিত না
হইলে তাহা শুভলক্ষণ বলিয়া নিশ্চয় করিবে। যাহার হাস্য
স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না, তাহার অন্ত:করণে কোন ছদ্মভি-
সন্ধি আছে ইহা জানা যায় আর যে ব্যক্তি পুন: পুন: হাসে
তাহাকে অতিদুষ্ট অথবা উন্নত জ্ঞান করিবে। ৭৪। ললাটে

রেখাঃ স্যুঃ শতবর্ষিণাম্ । মৃপত্বং স্যাচ্চতুর্ভি-রায়ুঃ
পঞ্চনবত্যথ ॥ ৭৫ ॥ অরেখেনার্যুনবতির্কিচ্ছিন্নাভিষ্চ
পুংশ্চলাঃ । কেশান্তোপগতাকিঞ্চ অঙ্গীত্যাধ্বরো
ভবেৎ ॥ ৭৬ ॥ পঞ্চভিঃ সপ্তভিঃ ষড়্ভিঃ পঞ্চাশদ্বহভিস্তথা ।
চত্বারিংশচ্চ রক্তাভিজিংশদঙ্গলমগামিভিঃ । বিংশতি-
র্জামবক্রাভিরায়ুঃ ক্ষুদ্রাভিরঙ্গকম্ ॥ ৭৭ ॥ ছত্রাকারৈঃ
শিরোভিস্ত নৃপঃ শিবমম্মো-ধনী । চিপিটৈশ্চ পিতুম্বৃত্তা-
ধনাঢ্যঃ পরিমণ্ডলৈঃ । ষটমুগ্ধা পাপরুচির্ধনাদ্যৈঃ
পরিবর্জিতঃ ॥ ৭৮ ॥ কৃষ্ণৈরাকৃষ্ণিতৈঃ কেশৈঃ স্নিগ্ধৈ-
রেকৈকসম্ভবৈঃ । অভিন্নাগ্রৈশ্চ মূহুভি-র্ন চাতিবহ-
ভিনৃপাঃ ॥ ৭৯ ॥ বহুমূলৈশ্চ বিষমৈঃ স্তূলাগ্রৈঃ কপি-
লৈস্তথা । নিম্নৈশ্চৈবাতিকুটিলৈর্ধনৈরসিতমুগ্ধিজৈঃ ॥

তিনটি রেখা থাকিলে মনুষ্য একশতবর্ষজীবী, চারিটি রেখা
থাকিলে পঞ্চনবতিবৎসরজীবী ও রাজা হয় । ৭৫ । যাহার
ললাটে রেখা দৃষ্ট হয় না সেই ব্যক্তি নবতীবৎসর জীবিত থাকে,
যাহার ললাটরেখা বিচ্ছিন্ন থাকে সেই পুরুষ লম্পট হয় এবং
যাহার ললাটরেখা কেশের প্রান্তভাগপর্যন্ত বিস্তৃত সেই মনুষ্য
অঙ্গীভিবর্ষ জীবিত থাকে । ৭৬ । যাহার ললাটে পাঁচটি, ছয়টি,
সাতটি, অথবা অনেকগুলি রেখা থাকে, তাহার পঞ্চাশবৎসর
পরমায়ুঃ হয় । ললাটে রক্তবর্ণ রেখা দৃষ্ট হইলে তাহার ৪০
চল্লিশবৎসর আয়ুঃ স্থির করিবে । ললাটরেখা ক্রতলপর্যন্ত
আয়ত হইলে সেই মনুষ্যের পরমায়ুঃ ত্রিশবর্ষব্যাপী হয় । যাহার
ললাটরেখা বামদিকে বক্র হইয়া অঙ্কিত আছে, তাহার বিংশতি-
বৎসর পরমায়ুঃ হয় । এই সকল রেখা ক্ষুদ্র হইলে পরমায়ুর
পরিমাণ অতিঅল্প হইয়া থাকে ; ৭৭ । যাহার মস্তক ছত্রাকার
সেই ব্যক্তি রাজা, ধনী ও সর্বপ্রকার মঙ্গলশালী হয় । যাহার
মস্তক চিপিটাকার সেই ব্যক্তির পিতার মৃত্যু হইয়া থাকে ।
যাহার মস্তক মূগোল সেই ব্যক্তি ধনাঢ্য ও যাহার মস্তক ষট-
কার সেই মনুষ্য পাণাশয় ও নির্ধন হইয়া থাকে । ৭৮ । যে
সকল মনুষ্যের কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ, আকৃষ্ণিত, স্নিগ্ধ, একএকটি
কেশ পৃথক্ উৎপন্ন অগ্রভাগ অভিন্ন ও কোমল এবং যদি ঐ
কেশ অতিবহল না হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া
থাকে । ৭৯ । কেশগুলি বহুল অর্থাৎ ছুই তিনটি কেশ একত্র
উৎপন্ন, বিষম, স্তূলাগ্র, কপিলবর্ণ, নিম্ন, অতি কুটিল, ঘন বা

৮০ ॥ যদ্যদগাত্রং মহারক্ষং শিরালং মাংসবর্জিতম্ ।
তত্তৎ স্রাদ্ধশুভং সর্বং শুভং সর্বং ততোহস্তথা ॥ ৮১ ॥
বিপুলস্ত্রিষু গন্তীরো-দীর্ঘঃ সূক্ষ্মশ্চ পঞ্চমু । ষড়্ভূতশ্চ-
তুহুঃস্রোরক্তঃ সপ্তঃ সমোদৃপঃ ॥ ৮২ ॥ নাভিঃ স্বরশ্চ-
বুদ্ধিশ্চ ত্রয়ং গন্তীরমীরিতম্ । পুংসঃ স্যাদতিবিস্তীর্ণং
ললাটং বদনং উরঃ ॥ ৮৩ ॥ চক্ষুঃকক্ষদন্তনাসাঃ ষট্
স্রুমুখরুকাটিকাঃ । উন্নতানি চ হ্রস্বানি জজ্ঞা গ্রীবা
চ লিঙ্গকম্ ॥ ৮৪ ॥ পৃষ্ঠঞ্চচারি রক্তানি করকান্বধরা-
নথাঃ । নেত্রাস্তপাদজিহ্বোষ্ঠাঃ পঞ্চসূক্ষ্মাণি সন্তি বৈ ॥
৮৫ ॥ দশনান্জুলিপর্কানি নখকেশত্বচঃ শুভাঃ । দীর্ঘাঃ
স্তনাস্তরং বাহুদন্তলোচননাসিকাঃ ॥ ৮৬ ॥

নরাণাং লক্ষণং প্রোক্তং বদামি ত্রীষু লক্ষণম্ ।
রাজ্যাঃ স্নিগ্ধো নমো পাদৌ তলৌ তাত্রৌ নখৌ

অসিত হইলে তাহা অশুভ চিহ্ন বলিয়া জানিবে । ৮০ । মনুষ্যের
যে যে অঙ্গ মহারক্ষ, শিরাবিশিষ্ট ও মাংসবিহীন হয় সেই সেই
অঙ্গ অশুভহৃৎক বলিয়া নিশ্চয় করিবে । ইহার বিপরীতে
অর্থাৎ অঙ্গসকল স্নিগ্ধ, নিম্নশির ও মাংসল হইলে তাহাকে শুভ-
লক্ষণ বলিয়া জানিবে । ৮১ । পুরুষের সমস্ত শরীরের মধ্যে তিনটি
অঙ্গ বিশাল ও গভীর, পাঁচটি অঙ্গ দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম, ছয়টি অঙ্গ উন্নত,
চারিটি অঙ্গ হ্রস্ব ও রক্তবর্ণ এবং সাতটি অঙ্গ পরিমাণে সমান
হইলে সে ব্যক্তি নরপতি হয় । ৮২ । নাভি, কণ্ঠস্থ ও বুদ্ধি মনুষ্যের
এই তিনটি গন্তীর হইলে উত্তম ও প্রশস্ত লক্ষণ হয় । পুরুষের
কপাল, মুখ ও বক্ষঃস্থল এই তিনটি সুবিশাল হইলে শুভদায়ক
হয় । চক্ষুঃ, কক্ষ, দন্ত নাসিকা, মুখ ও ঘাড় এই ছয়টি অঙ্গ
উন্নত হইলে তাহা শুভচিহ্ন হয় । জজ্ঞা, গ্রীবা, লিঙ্গ ও পৃষ্ঠ এই
চারি অঙ্গ হ্রস্ব হইলে মনুষ্য সম্মান প্রাপ্ত হয় । করতল, তালু,
অধর ও ওষ্ঠ, নখ, নয়নপ্রাপ্ত, চরণতল এবং জিহ্বা এই অষ্ট-
স্থান রক্তবর্ণ হইলে শুভজনক হয় । দন্ত, অঙ্গুলিপর্ক, নখ,
কেশ ও চর্ম্ম এই পঞ্চস্থল সূক্ষ্ম হইলে শুভকর হয় । স্তনযুগলের
মধ্যভাগ, বাহুব্য়, দন্তপংক্তি, নয়নব্য় এবং নাসিকা এই পঞ্চ-
স্থান দীর্ঘ হইলে তাহা শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে । ৮৩-৮৬ ।

ইতিপূর্বে পুরুষের করচরণাদি অবয়বের শুভাশুভচিহ্ন
ও তাহার ফল বর্ণিত হইয়াছে, এইক্ষণ নারীদিগের ঐ সকল
অঙ্গের শুভাশুভ লক্ষণ ও তাহার ফল বর্ণিত হইতেছে । যে

তথা। স্নিষ্টাঙ্গুলী চোন্নতাংগী তাং প্রাপ্য নৃপতি-
ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥ নিগূঢ়গুণকোপচিতৌ পদ্মকাস্তিতলৌ
শুভৌ। অশ্বেদিনৌ মৃদুতলৌ মৎস্তাক্ষধ্বজাশ্চিতৌ।
বজ্রাংহলচিহ্নৌ চ রাজ্যাঃ পাদৌ ততোহন্থা ॥ ৮৮ ॥
জজ্ঞে চ রোমরহিতে সুরভে বিশিরে শুভে। অনুব্রনং
সন্ধিদেহং সমং জাহ্নুদ্বয়ং শুভং ॥ ৮৯ ॥ উরু করিকরা-
কারাবরোমৌ চ সমৌ শুভৌ। অশ্বখপত্রসদৃশং
বিপুলং গুহমুত্তমং ॥ ৯০ ॥ শ্রোণীললাটকং জীর্ণাং উরঃ
কুশ্মোন্নতং শুভং। গুটোমণিশ্চ শুভদো নিতম্বশ্চ
শুরুঃশুভঃ ॥ ৯১ ॥ বিস্তীর্ণা মাংসোপচিতা গম্ভীরা বিপুলা
শুভা। নাভিঃ প্রদক্ষিণাবর্তা, মধ্যং ত্রিবলিশোভিতং ॥
৯২ ॥ অরোমশৌ স্তনৌ পীনৌ ঘনাববিষমৌ শুভৌ।
কঠিনারোমশা শস্তা মৃদুগ্রীবা চ কন্থুভা ॥ ৯৩ ॥ আরক্তা-

নারীর চরণদ্বয় স্নিগ্ধ ও সমান, পাদতল ও নখ তাম্রবর্ণ, অঙ্গুলি-
গুলি পরস্পর মিলিত, পদের অগ্রভাগ উন্নত সেই নারী রাজ-
পত্নী হয়, অথবা তাহাকে যে বিবাহ করে সেই পুরুষ রাজা হইয়া
থাকে ॥ ৮৭ ॥ যাহার গুলফ প্রদেশ গূঢ় ও সূক্ষ্মশস্ত, পাদতল পদ্মের
ভ্রায় মনোহর কোমল ও শ্বেদবিহীন হয় এবং তাহাতে যদি মৎস্ত,
অক্ষুশ, ধ্বজ, বজ্র, পদ্ম ও হলচিহ্ন অঙ্কিত থাকে তাহা হইলে
সেই নারী রাজপত্নী হইয়া থাকে। এই সকল চিহ্ন না থাকিলে
সেই কামিনী রাজপত্নী হইতে পারে না ॥ ৮৮ ॥ জজ্ঞা রোমশূন্য,
শিরাবিহীন, সরল, স্নগোল ও সমান এবং জাহ্নুদ্বয় সমানাকার
ও তাহার সন্ধিস্থান অমুচ্ছ হইলে তাহা শুভলক্ষণ বলিয়া
জানিবে ॥ ৮৯ ॥ নারীগণের উরুযুগল হস্তিগুণের ভ্রায় স্নগোল,
রোমবিহীন ও সমান হইলে তাহা শুভচিহ্ন এবং গুহদেশ
অশ্বখপত্রের ভ্রায় বিস্তৃত হইলে তাহা প্রশস্ত ॥ ৯০ ॥ জীর্দিগের
নিতম্ব, ললাট ও বক্ষঃস্থল কুশ্মপৃষ্ঠের ভ্রায় উন্নত হইলে তাহা
শুভলক্ষণ। নারীর মণি গূঢ় ও নিতম্ব শুরুতর হইলে তাহা
শুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে ॥ ৯১ ॥ যে জীর নাভি বিস্তৃত, মাংসল,
গম্ভীর, কিশল, দক্ষিণাবর্ত ও মধ্যভাগে ত্রিবলিবেষ্টিত সেই কামি-
নীকে শুভলক্ষণা বলিয়া নিশ্চয় করিবে ॥ ৯২ ॥ নারীগণের স্তন-
যুগল রোমশূন্য, স্বর্ল, ঘন এবং অবিষম (অর্থাৎ একটি ছোট
ও অপরটি বড় নহে) হইলে শুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে এবং
নারীদিগের গ্রীবাদেশ, কঠিন, লোমযুক্ত, মৃদু (সুখস্পর্শ) ও

বধরৌ শ্রেষ্ঠৌ মাংসলং বর্তুলং মুখং। কুন্দপুষ্পসমা-
দস্তা ভাষিতং কোকিলাসমং ॥ ৯৪ ॥ দাক্ষিণ্যযুক্তমশঠং
হংসশব্দসুখাবহং। নাসা সমা সমপূটা জীর্ণাশ্চ রুচিরা
শুভা ॥ ৯৫ ॥ নীলোৎপলনিভং চক্ষুর্নাসলয়ং শুভাবহং।
ন পৃথু বালেন্দুনিভে ক্রবৌ চাখ ললাটকং। শুভমর্দেস্ফ-
সংস্থানমতুক্ষং স্রাদলোমকং ॥ ৯৬ ॥ অমাংসলং কর্ণযুগ্মং
সমং মৃদু সমাহিতং। স্নিগ্ধনীলাশ্চ মৃদবো মূর্দ্ধজাঃ
কুক্ষিতাঃ শুভাঃ ॥ ৯৭ ॥ জীর্ণাং সমং শিরঃ শ্রেষ্ঠং পাশ্বে
পাণিতলেহংখা। বাজিকুঞ্জরজীৱকযুপেযুযবতোমরৈঃ ॥
৯৮ ॥ ধ্বজচামরমালাভিঃ শৈলকুণ্ডলবেদিভিঃ। শম্বাত-
পত্রপদ্মৈশ্চ মৎস্তস্বস্তিকসদ্রৈঃ। লক্ষণৈরঙ্গুণাভৈশ্চ
স্ত্রিয়ঃ স্যুরাজবল্লভাঃ ॥ ৯৯ ॥ নিগূঢ়মণিবন্ধৌ চ পদ্মগর্ভো-
পমৌ করৌ। ন নিম্নং নোন্নতং জীর্ণাং ভবেৎ কর-
তলং শুভং। রেখাশ্রিতং ত্রিবিধবাং কুর্যাৎ সংভো-
গিনীং স্ত্রিয়ং ॥ ১০০ ॥ রেখা বা মণিবন্ধোথা গতা মধ্যা-

শব্দের ভ্রায় হইলে তাহা শুভলক্ষণ ॥ ৯৩ ॥ নারীর অধরং ক্রবৎ
রক্তবর্ণ, মুখ মাংসল ও বর্তুল, দস্ত কুন্দপুষ্পের ন্যায় সূক্ষ্ম, বাক্য
কোকিলার কলবের ভ্রায় স্নমধুর, দাক্ষিণ্যযুক্ত, অকপট, অথবা
হংসশব্দের ভ্রায় স্নশ্রাব্য, নাসিকা ও নাসাপূট সমান এবং
সুন্দর হইলে তাহা শুভচিহ্ন বলিয়া স্থির করিবে ॥ ৯৪ ৯৫ ॥ জীর
চক্ষুঃ নীলোৎপলের ভ্রায় ও নাসিকালয় হইলে তাহা শুভচিহ্ন
বলিয়া জানিবে ৥ জুগল বালচন্দ্রের ন্যায় ও অতিবিস্তৃত না
হইলে এবং ললাট অর্দ্ধচন্দ্রবৎ অমুচ্ছ ও লোমবিহীন হইলে তাহা
শুভলক্ষণ ॥ ৯৬ ॥ যে নারীর কর্ণযুগল, অতি স্থূল নহে, অথচ
সমানাকার ও কোমল সেই নারীকে শুভলক্ষণা বলিয়া জানিবে।
কেশগুলি স্নিগ্ধ, নীলবর্ণ, কোমল ও আকৃষ্ট হইলে শুভলক্ষণ
হয় ॥ ৯৭ ॥ নারীর মস্তক সমান হইলে তাহা প্রশস্ত হয় এবং
করতলে অথবা পাদতলে অশ্ব, হস্তী, ত্রীবৃক্ষ, যুগ, বাণ, যব,
তোমর, ধ্বজ, চামর, মালা, পর্কত, কুণ্ডল, বেদী, শম্ব, ছত্র,
পদ্ম, মৎস্ত, স্বস্তিক, রথ, অক্ষুশ প্রভৃতি চিহ্ন থাকিলে সেই জী-
রাজপত্নী হইয়া থাকে ॥ ৯৮-৯৯ ॥ জীর মণিবন্ধ নিগূঢ়, হস্তদ্বয়
পদ্মের ন্যায়, করতল নিম্ন ও উন্নত না হইলে তাহা শুভচিহ্ন
বলিয়া জানিবে ৥ জীর করতলে অধিক রেখা দৃষ্ট হইলে সেই
কামিনী বাবজীবন সধবা থাকিয়া বিবিধভোগে, কালযাপন

স্থূলীকরে । গত। পাণিতলে বা চ বোদ্ধিপাদতলে
স্থিত। জীবাং পুংসাং তথা সা ত্রাজাজ্যায় চ সুখায়
চ ॥ ১০১ ॥ কনিষ্ঠিকামূলভবা রেখা কুর্য্যাহুতায়ুঃ ।
প্রদেশিনীমধ্যমাত্ম্যামন্তরালগতা সতী ॥ ১০২ ॥ উনা
উনায়ুঃ কুর্য্যাজেখা চানুষ্ঠমূলগা । বৃহত্যাঃ পুত্রান্তাঃ
ক্ষীণাঃ প্রমদাঃ পরিকীর্ণিতাঃ ॥ ১০৩ ॥ স্বল্পায়ুযো
বহুজিহ্বা দীর্ঘাজিহ্বা 'মহায়ুঃ' । শুভন্ত লক্ষণং
ক্ষীণাং প্রোক্তুশ্চ শুভমন্যথা ॥ ১০৪ ॥ কনিষ্ঠিকানামিকা
বা যন্তা ন স্পৃশতে মহীং । অঙ্গুষ্ঠং বা গতাতীত্য
তর্জনী কুলটা চ সা ॥ ১০৫ ॥ উর্দ্ধং দ্বাভ্যাং পিণ্ডিকাভ্যাং
জহ্নে চাতিশিরালকে । রোমশে চাতিমাংসে চ
কুণ্ডাকারং তথোদরং । বামাবর্জং নিম্নমগ্নং দুঃখি-
তানাঞ্চ গুহ্যকং ॥ ১০৬ ॥ গ্রীবয়া হৃদয়া নিঃস্বা দীর্ঘয়া

করিতে থাকে । ১০০ । করতলে যে রেখা মণিবন্ধ হইতে উদ্-
গত হইয়া মধ্যমাস্থলির মূলপর্য্যন্ত গমন করে, তাহার নাম
উর্দ্ধরেখা । যে জীর কিম্বা পুরুষের করতলে অথবা পদতলে ঐ
রূপ উর্দ্ধরেখা দৃষ্ট হয়, সেই জী কিম্বা পুরুষ রাজ্যাভ্যাস করিয়া
সুখভোগে কালযাপন করে । ১০১ । বাহার করতলের আয়ুরেখা
কনিষ্ঠাস্থলীর মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া তর্জনী ও মধ্যমাস্থলীর
মধ্যস্থান পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে সেই ব্যক্তি শতবর্ষ জীবিত
থাকে । ১০২ । বাহার আয়ুরেখা তর্জনী ও মধ্যমাস্থলীর মধ্য-
ভাগ হইতে যে পরিমাণে ন্যূন থাকে, তাহার পরমায়ুর পরি-
মাণও সেই পরিমাণে ন্যূন হইয়া থাকে । বাহার আয়ুরেখা
স্থূল থাকে তাহার অনেক পুত্র এবং বাহার ঐ রেখা ক্ষীণ হয়
তাহার অনেক কন্যা জন্মে । ১০৩ । বাহাদিগের আয়ুরেখা স্থানে
স্থানে ছিন্ন থাকে তাহারা অল্পকালজীবী হয় এবং বাহাদিগের
আয়ুরেখা অক্ষিন্ন ও দীর্ঘ থাকে, তাহারা দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে ।
যে সকল শুভলক্ষণ কথিত হইল, ইহার বিপরীত হইলে অশুভ-
লক্ষণ বলিয়া জানিবে । ১০৪ । যে নারীর গমনকালে কনিষ্ঠা
কিম্বা অনামিকাস্থলী ভূমি স্পর্শ করে না এবং পাদদ্বয়ের তর্জনী
অঙ্গুষ্ঠা চইতে বৃহৎ সে রমণী বেশী হইয়া থাকে । ১০৫ । যে সকল
নারীর পিণ্ডিকাধর্ম জজ্বার উর্দ্ধভাগে অবস্থিত, জজ্বার শিরাল,
রোমশ ও মাংসল, উদর কুণ্ডের নায়, গুহদেশ বামাবর্জ ও
কিঞ্চিং নিম্ন, সেই সকল জী দুঃখভাগিনী হয় । ১০৬ । যে জীর

চ কুলক্ষয়ঃ । পৃথুলয়া প্রচণ্ডাশ্চ ত্রিয়ঃ স্যার্মাত্র সংশয়ঃ ॥
১০৭ ॥ কেকরে পিঙ্গলে নেত্রে শ্রামে লোলেক্ষণাসতী ।
স্মিতে কুপে গণ্ডয়োশ্চ সা ক্রবং ব্যভিচারিণী ॥ ১০৮ ॥
প্রলম্বিনী ললাটে তু দেবরং হস্তি চাক্ষুশা । উদরে
শুশুরং হস্তি পতিং হস্তি ক্ষিচোর্বয়োঃ ॥ ১০৯ ॥ যা
তু রোমোত্তরৌষ্ঠী স্মার শুভা ভর্তৃরেব হি । স্তনৌ
সরোমাবশুভৌ কণৌ চ বিষমৌ তথা ॥ ১১০ ॥
করলা-বিষমা-দন্তাঃ ক্লেশায় চ ভবন্তি তে । চৌর্ধ্যায়
কৃষ্ণমাংসাশ্চ দীর্ঘা ভর্তৃশ্চ যত্নাবে ॥ ১১১ ॥ ক্রব্যাদ-
রূপৈর্হস্তৈশ্চ ব্রুকাকাদিসন্নিভৈঃ । শিরালৈর্বিধর্মৈঃ
শুষ্কৈর্কিঁতহীন ভবন্তি হি । সমুন্নতোত্তরৌষ্ঠী বা কলহৈ-
রুক্ষভাষিণী ॥ ১১২ ॥ স্ত্রীষু দোষা-বিরূপাশ্চ যত্রাকারো

গ্রীবা ধর্ম সে কামিনী ধনহীনা ও বাহার গ্রীবা অতিদীর্ঘ সেই
নারী কুলক্ষয়কারিণী এবং বাহার গ্রীবা বিস্তৃত সে নারী নিশ্চয়
প্রচণ্ডা হইয়া থাকে । ১০৭ । যে নারীর নয়ন কেকর (টারা),
পিঙ্গলবর্ণ, কিম্বা শ্রামলবর্ণ ও চকল সেই নারী নিশ্চয় অসতী
হয় । বাহার হস্তকালে গণ্ডবয়ে কুপ দৃষ্ট হয় সেই কামিনী ব্যভি-
চারিণী হইয়া থাকে । ১০৮ । যে জীর ললাটে লম্বমান রেখা
থাকে, তাহার দেবর নষ্ট হয় । উদরে ঐরূপ রেখা দৃষ্ট হইলে
সেই কামিনীর শুরুর এবং বাহার নিতম্বদ্বয়ে উক্তরূপ রেখা
থাকে, তাহার পতি বিনাশ পায় । ১০৯ । যে জীর অধরে
রোম দৃষ্ট হয়, সে কদাচ স্মারের সুখবর্জন করিতে পারে না ।
জীর স্তনদ্বয় রোমযুক্ত হইলে তাহা অশুভচিহ্ন বলিয়া জানিবে
এবং কণদ্বয় বিষম হইলে সেই জীকে অশুভলক্ষণ জানিয়া পরি-
ত্যাগ করিবে । ১১০ । যে জীর দন্ত করাল ও বিষম সেই নারী
যাবজ্জীবন ক্লেশভাগিনী হয় । বাহার দন্তমাংস কৃষ্ণবর্ণ সে চৌর্ধ্য-
বৃত্তি আশ্রয়করে । বাহার দন্ত দীর্ঘ সে নারী পতিবাস্তিনী
হয় । ১১১ । বাহাদিগের হস্ত রাক্ষস, ব্যাঘ্র অথবা কাকাদির
হস্তের স্মার, শিরাবিশিষ্ট, 'বিষম' ও গুহ তাহারা ধনহীন হয় ।
যে জীর উত্তরোষ্ঠ সমুন্নত সে নারী সর্বদা লোকের সহিত কলহ
করিয়া রূক্ষবাক্য প্রয়োগকরে । ১১২ । যে সকল জীর আকার
কুৎসিত তাহাদিগের স্বভাবেও অনেক দোষ থাকে এবং বাহা-
দিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল স্থলক্ষণাক্রান্ত তাহাদিগের চরিত্র

গুণান্ততঃ । নরজীলক্ষণং প্রোক্তং বক্ষ্যে তু জ্ঞানদায়কং ॥
১১৩ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে নরজীলক্ষণং নাম পঞ্চ-
মষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ॥

ষষ্ঠ্যষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

১-রিরুবাচ ॥ ১ ॥ নির্লক্ষণা শুভা আচ চক্রাঙ্ঘিত-
শিলাচর্চনাং । আদৌ সুদর্শনো মূর্তিলক্ষ্মীনারায়ণঃ
পরঃ ॥ ২ ॥ ত্রিচক্রেহসাবচ্যুতঃ আচতুশ্চক্রচতুর্ভুজঃ ।
বাসুদেবশ্চ প্রত্যঙ্গস্ততঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতিঃ ॥ ৩ ॥ পুরুষো-
ত্তমশ্চাষ্টমঃ স্ত্রাস্রব্যাহোদশাত্মকঃ । একাদশোহনি-
রুদ্ধঃ স্ত্রাদ্বাদশো দ্বাদশাত্মকঃ ॥ ৪ ॥ অত উদ্ধমনস্তঃ
স্ত্রাচক্রে রেখাদিকৈঃ ক্রমাৎ । সুদর্শনা-লক্ষিতাশ্চ
পুঞ্জিতাঃ সর্ষকামদাঃ ॥ ৫ ॥ শালগ্রামশিলা যত্র দেবো-
দ্বারবতীভবঃ । উভয়োঃ সঙ্কমে যত্র তত্র মুক্তির্ন-
সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥ শালগ্রামো দ্বারকা চ নৈমিষং পুষ্করং
গয়া । বারাগনী প্রয়াগঞ্চ কুরুক্ষেত্রঞ্চ শূকরং ॥ ৭ ॥

বিবৃদ্ধ হয় । গুণসকল রূপের অল্পগামী, এই মহাবাক্য প্রসিদ্ধ
আছে । এইরূপে নরজীলক্ষণ কথিত হইল, এই সকল লক্ষণ
পরিজ্ঞাত থাকিলে মনুষ্যের অভিজ্ঞতা জন্মে । ১১৩ ।

ষষ্ঠ্যষ্টিতম অধ্যায় ।

যদি কোন জীর শরীরলক্ষণ অগণিন্দিত হয়, তাহা হইলে
শালগ্রামশিলোপরি বিষ্ণুর অর্চনা করিলে শুভফল হইয়া থাকে ।
সুদর্শন, লক্ষ্মীনারায়ণ, ত্রিচক্র, অচ্যুত, চতুশ্চক্র, চতুর্ভুজ, বাসু-
দেব, প্রহ্লাদ, সঙ্কর্ষণ, পুরুষোত্তম এই দশ চক্র একস্থানে সমা-
বেশিত হইলে নবব্যাহ হয় । একাদশ অনিরুদ্ধ দ্বাদশ দ্বাদশায়-
চক্র এবং ত্রয়োদশ অনন্তচক্র । রেখাদি লক্ষণদ্বারা চক্রসকল
নির্ণীত হইয়া থাকে । উক্ত চক্রসকল অবলোকন করিয়া
অর্চনা করিলে সর্ষকামনা পরিপূর্ণ হয় । ১-৫ । যে স্থানে
শালগ্রামশিলা ও দ্বারবতীশিলা এই উভয়ের সঙ্গম হয়, সেই
স্থানে মহাতীর্থ, সেই মহাতীর্থে নিশ্চয় মনুষ্যের মুক্তি লাভ
হইয়া থাকে । ৬ । হে শঙ্কর ! শালগ্রাম, দ্বারকা, নৈমিষ, পুষ্কর,
গয়া, বারাগনী, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, শূকর, গঙ্গা, নর্মদা, চন্দ্রভাগা,

গঙ্গা চ নর্মদা চৈব চন্দ্রভাগা সরস্বতী । পুরুষোত্তমো-
মহাকাল-স্তীর্ণান্যেতানি শঙ্কর । সর্ষপাপহরণ্যেব
ভুক্তিমুক্তিপ্রদানি যৈঃ ॥ ৮ ॥ প্রভবো-বিভবঃ * শুক্রঃ
প্রমোদোহথ প্রজাপতিঃ । অঙ্গিরাঃ ত্রীমুখো-ভাবঃ
পুষা ধাতা তথৈব চ ॥ ৯ ॥ ঈশ্বরোবহুধান্যশ্চ প্রমাথী

সরস্বতী, পুরুষোত্তম ও মহাকাল এই সকল স্থান পুণ্যতীর্থ । উক্ত
পুণ্যতীর্থ দর্শনকরিলে সর্ষপ্রকার পাপ বিনষ্ট হয় এবং ভুক্তি ও
মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । ৭-৮ । অনন্তর বর্ষনাম কথিত হই-
তেছে । প্রভব, বিভব, শুক্র, প্রমোদ, প্রজাপতি, অঙ্গিরাঃ,
ত্রীমুখ, ভাব, পুষা, ধাতা, ঈশ্বর, বহুধান্য, প্রমাথী, বিক্রম,

* কলিতজ্যোতিষের দ্বিতীয়খণ্ডে নরপতিজয়চর্যাপুরোদয়ে বাহলাক্ষণে
প্রভবাদি বৎসরের বিশেষ ফলাফল লিখিত আছে, এখানে তাহার কিয়-
দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের পরিজ্ঞানার্থ লিখিতেছি ।

প্রভবাদিক্রমেণৈবাং স্বরাগামস্বরাচিতঃ । উদয়ো দ্বাদশা-
ঙ্গানাং প্রত্যেকং দ্বাদশাদিকঃ । অস্তান্তরোদয়ো বর্ষমেকং
মানং দিনদ্বয়ম্ । লোকার্দ্ধিটিকাঃ প্রোক্তাশ্চাষ্টত্রিশং পলানি চ ।

অইপ্রভৃতি পঞ্চস্বরের মধ্যে প্রত্যেক স্বরের উদয় দ্বাদশ
বৎসর । ঐ প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসর প্রভব, বিভব, শুক্র প্রভৃতি
নামক বৎসর হইতে গণিত হইবে । এক এক স্বরের উদয়-
কালের অর্থাৎ প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে উক্ত পঞ্চস্বরের
অন্তর্গত প্রত্যেক স্বরের যথাক্রমে ১ বৎসর ১ মাস ২ দিন ৪৩
দণ্ড ৩৮ পল ১ বিপল করিয়া ভোগ হয় । প্রত্যেক স্বরের দ্বাদশ
বার্ষিক উদয় যেক্রমে হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে—
অশ্বরে প্রভব ১, বিভব ২, শুক্র ৩, প্রমোদ ৪, প্রজাপতি ৫,
অঙ্গিরা ৬, ত্রীমুখ ৭, ভাব ৮, পুষা ৯, ধাতা ১০, ঈশ্বর ১১, বহু-
ধান্য ১২ । ঈশ্বরে প্রমাথী ১৩, বিক্রম ১৪, যুব ১৫, চিত্রভানু
১৬, স্বর্ভানু ১৭, দারুণ ১৮, পার্শ্বি ১৯, বায় ২০, সর্ষজিৎ ২১
সর্ষধারী ২২, বিরোধ ২৩, বিকৃত ২৪ । ঐ স্বরে থর ২৫, নন্দন
২৬, বিজয় ২৭, জয় ২৮, ময়ূখ ২৯, হৃষ্ম ৩০, হেমলম্ব ৩১,
বিলম্ব ৩২, বিকার ৩৩, সর্ষরী ৩৪, প্রব ৩৫, শুভকৃৎ ৩৬ । এ স্বরে
শোভন ৩৭, ক্রোধ ৩৮, বিশ্বাবসু ৩৯, পরাভব ৪০, প্রবল ৪১,
কীলক ৪২, সোম্য ৪৩, সাধারণ ৪৪, বিরোধকৃৎ ৪৫, পতিধারী
৪৬, প্রমাথী ৪৭, আনন্ড ৪৮ । ঐ স্বরে রাক্ষস ৪৯, মল ৫০, পিজল
৫১, কালযুক্ত ৫২, সিদ্ধার্থ ৫৩, রোজ ৫৪, হৃষ্মতি ৫৫, হৃষ্মুতি
৫৬, রুধিরোদগারী ৫৭, রক্তাক্ষ ৫৮, ক্ষেত্রধন ৫৯, কয় ৬০ ।

বিক্রমো বিধুঃ। চিত্রভানুঃ স্বর্ভানুশ্চ দারুণঃ পার্থিবো-
ব্যয়ঃ ॥ ১০ ॥ সর্ষজিৎ সর্ষধারী চ বিরোধী বিকৃতঃ
ধরঃ। নন্দনো বিজয়শ্চৈব জয়ো-মন্মথদুর্মুখৌ ॥ ১১ ॥

বিধু, চিত্রভানু, স্বর্ভানু, দারুণ, পার্থিব, ব্যয়, সর্ষজিৎ, সর্ষ-
ধারী, বিরোধী, বিকৃত, ধর, নন্দন, বিজয়, জয়, মন্মথ, দুর্মুখ,

শকেন্দ্রকালঃ পৃথগাকৃতিঃ শশাঙ্কনন্দাশ্বিযুগৈঃ সমেতঃ।
শরাদ্রিবশ্বিন্দুহতঃ সলঙ্কঃ ষষ্ঠ্যাশুশেষে প্রভবাদয়োহৃদাঃ।

যে শকের' প্রভবাদি বৎসর গণনা করা আবশ্যক, সেই
শককে দুই স্থানে রাখিবে। এক স্থানের অঙ্কে ২২ বাইশ
দ্বারা পূরণ করিয়া, ৪২৯১ চারি হাজার দুই শত একানব্বইর
সহিত তাহার যোগ করিবে। পরে এই যুক্তাঙ্কে ১৮৭৫ দিয়া
ভাগ করিলে, যাহা লব্ধ হইবে, তাহা বর্ষ এবং যাহা অবশিষ্ট
 থাকিবে, তাহাকে ১২ বার দিয়া পূরণ করিয়া ঐ ১৮৭৫ দ্বারা
ভাগ করিলে লব্ধ মাস এবং অবশিষ্টাঙ্কে ৩০ ত্রিশ দিয়া
পূরণ করিয়া ১৮৭৫ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধ দিন এবং অব-
শিষ্টাঙ্কে ৬০ বাইট দ্বারা পূরণ করিয়া ১৮৭৫ দিয়া ভাগ করিলে
লব্ধ দণ্ড এবং অবশিষ্টাঙ্কে ৬০ বাইট দ্বারা পূরণ করিয়া
১৮৭৫ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধ পল এবং অবশিষ্টাঙ্কে ৬০
বাইট দ্বারা পূরণ করিয়া ১৮৭৫ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধ বিপল
হইবে। এই সমস্ত লব্ধকের মধ্যে বর্ষটার সহিত পূর্বস্থাপিত
শকটিকে যোগ করিবে এবং তাহাকে বাইট দ্বারা ভাগ করিবে।
অবশিষ্টাঙ্কই প্রভবাদি বৎসর হইবে, অর্থাৎ ১ এক থাকিলে
প্রভব, ২ থাকিলে বিত্তব, ৩ থাকিলে শুক্র ইত্যাদি এবং অবশিষ্ট
মাসাদি তাহার পরের বর্ষের গত মাস, দিন, দণ্ড, পল, বিপল,
ইত্যাদি হইবে, অর্থাৎ যদি ১৮৭৪৬৫ লব্ধ হয়, তাহা হইলে ১
অঙ্কে প্রভব বৎসর অতীত হইয়া বিভববৎসরের ৮ মাস ৪ দিন
৪ দণ্ড ৫ পল অতীত হইয়াছে, বিবেচনা করিতে হইবে।

প্রভবাদ্যঙ্কমৈকমুদয়স্বরাদিতঃ। দ্বাদশাঙ্কস্ত বর্ষোনা
তত্ত্বজির্কার্ষিকসরে। অসরো দক্ষিণে স্বামী জ্বরশোভ-
রায়ণে। বর্ষভুক্তার্জমানেন ভোগঃ বাগ্নাসিকসরে।

প্রত্যেক স্বরের উদয় যেমন প্রভবাদি ষষ্টি সংবৎসরের
মধ্যে দ্বাদশ বৎসর, সেইরূপ প্রত্যেক স্বরের অন্তরোদয় দ্বাদশ
বৎসরের মধ্যে ১ বৎসর ১ মাস ২ দিন ৪৩ দণ্ড ৩৮ পল। দ্বাদশ
অঙ্ক হইতে এক নূন করিয়া তাহা দ্বারা ঐ দ্বাদশ বৎসরকে

হেমলম্বো বিলম্বশ্চ বিকারঃ শর্করী প্লবঃ। শুভকৃচ্ছোভনঃ
ক্রোধো বিশ্বাবসুঃ পরাভবঃ ॥ ১২ ॥ প্লবঙ্গঃ কীলকঃ

হেমলম্ব, বিলম্ব, বিকারী, শর্কর, প্লব, শুভকৃৎ, শোভন, ক্রোধ,
বিশ্বাবসু, পরাভব, প্লবঙ্গ, কীলক, সোম্য, সাধারণ, বিরোধ-

বিভক্ত করিয়া যত সময় হইবে, তাহাই প্রত্যেক স্বরের অন্তরো-
দয় সময়ে ভোগ্য কাল। প্রত্যেক দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যেমন
স্বরদিগের অন্তরোদয় কথিত হইল, সেইরূপ প্রভব প্রভৃতি
প্রত্যেক বৎসরেও ঐরূপ পঞ্চস্বরের উদয় হয়। এহলেও কোন্
স্বরের উদয়, কোন্ সময় এবং কোন্ স্বরের ভোগ কাল কত
জানিতে হইলে, এক বৎসরকে ১১ এগার দ্বারা ভাগ দিতে
হইবে। তাহাতে প্রত্যেক স্বরের ভোগ কাল ০।১২।৪৩।৩৮
১০ বিপল হইবে। প্রত্যেক বৎসরে যেমন স্বরদিগের উদয়
হয়, সেইরূপ প্রত্যেক অয়নেও উক্ত রীতিক্রমে পঞ্চস্বরের
ভোগ হইয়া থাকে। অস্বর দক্ষিণায়নের অধিপতি, ইস্বর উত্ত-
রায়ণের অধিপতি। চর, মাসকে পূর্বের ত্রায় একাদশ দ্বারা
বিভক্ত করিলে যত সময় হইবে, তাহাই প্রত্যেক স্বরের ভোগ-
কাল। অর্থাৎ ০।০।১৬।২।৪২।৫ বিপল, ইহা বাগ্নাসিক স্বরের
অন্তর্ভোগ কাল।

অকারাদিস্বরাঃ পঞ্চ বসস্তাদিক্রমোদয়াঃ। একৈকস্মিন্
স্বরাঃ পঞ্চ দ্বিসপ্ততির্দিনোদয়াঃ।

বসন্ত প্রভৃতি ঋতু সমুদায়ের প্রত্যেক ঋতুতে অ প্রভৃতি
প্রত্যেক স্বরের ভোগ হইয়া থাকে। এই ঋতুর কালপরিমাণ
৭২ বাওয়াস্তর দিন। এই দ্বিসপ্ততি দিনের মধ্যেও ক্রমান্বয়ে
পঞ্চস্বরের অন্তর্ভুক্তি হয়।

ষড়্‌দিনানি রদা নাড্যো বহুবৈদপলানি চ। অন্তরোদয়
এতস্য ঋতুনাড়ী স্বরোদয়ে।

উক্ত প্রত্যেক ঋতুতে প্রত্যেক স্বরের অন্তর্ভুক্তি কত হইবে,
তাহা জানিতে হইলে উক্ত ৭২ দ্বিসপ্ততিকে ১১ একাদশ ভাগ
করিয়া এক অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ বসন্ত প্রভৃতি
প্রত্যেক ঋতুতে প্রত্যেক স্বরের অন্তর্ভুক্তি ০।০।৬।৩২।৪৩ পল।

নভশ্মমার্গবৈশাখেশ্বকারশ্রোদয়ো ভবেৎ। আশ্বিনশ্রাবণা-
বাচহুধিকারো-নায়কঃ স্বরঃ। উকারটৈচ্ছ্রপৌষে শ্রাদৈকারো
জ্যৈষ্ঠ কার্তিকে। ওকারশ্রোদয়ঃ বাতি মাঘকান্তগমাসয়োঃ।

বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে অকারাদি পঞ্চ স্বরের ভোগ হইয়া

লোম্যঃ সাধারণবিরোধকৃতঃ। পরিধারী প্রমাদী চ
আনন্দো-রাক্ষসো-নলঃ ॥ ১৩ ॥ পিকলঃ কালসিদ্ধার্থে

১২. পরিধারী, প্রমাদী, আনন্দ, রাক্ষস, নল, পিকল, কাল,
সিদ্ধার্থ, রোজ, হৃদ্যুতি, হৃদ্যুতি, রুধিরোদ্গারী, রক্তাক্ষ, ক্রোধন

থাকে। যথা অশ্বর ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ এই তিন মাসের
অধিপতি। ই শ্বর আশ্বিন, শ্রাবণ ও আষাঢ় এই তিন মাসের
অধিপতি। উত্তর চৈত্র ও পৌষ মাসের অধিপতি। অশ্বর
জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক মাসের অধিপতি। ওশ্বর মাঘ ও ফাল্গুন মাসের
অধিপতি। উক্ত মাসে উক্ত শ্বরের ভোগ হইয়া থাকে এবং এক
এক মাসের মধ্যে ঐ অকারাদি পঞ্চশ্বরেরও অন্তর্ভুক্তি
হয়। মাসের পরিমাণ ৩০ ত্রিশ দিন ইহাকে ১১ এগার দিয়া
ভাগ করিলে লব্ধ দিনাদি ২৪৩।৩৮ হয়। ইহাই অকারাদি
প্রত্যেক শ্বরের অন্তর্ভুক্তি।

অশ্বরঃ কৃষ্ণপক্ষেঃ শুক্লপক্ষেঃ ই শ্বরঃ। পক্ষাংশকশ্বরে
ভুক্তমাসভুক্ত্যক্রমানতঃ।

কৃষ্ণপক্ষে অশ্বর ও শুক্লপক্ষে ইশ্বর উদয় হইয়া থাকে।
মাসাধিপতি শ্বরের অন্তর্ভুক্তির অর্দেক (১২১।৪৯) পক্ষ শ্বরের
অন্তর্ভুক্তি উদয় হয়।

অকারাদি ক্রমান্বয় নন্দাদিতিথিপঞ্চকম্। দিনশ্বরোদয়ে
নিত্যং স্বস্বতিথ্যাদি জায়তে। ত্রিথ্যাদৌ ঘটিকাঃ পঞ্চ পলানি
সপ্তবিংশতি। অন্তরোদয়-উক্তোহসৌ দিনশ্বরশ্চ সুরিতিঃ।

অকারাদি পঞ্চশ্বরে নন্দাদি পঞ্চতিথির ভোগ হয়, যথা—
অশ্বরে নন্দা (প্রতিপদ, বীজী, একাদশী) ইশ্বরে ভদ্রা (দ্বিতীয়া,
সপ্তমী, দ্বাদশী) উশ্বরে জয়া (তৃতীয়া, অষ্টমী ত্রয়োদশী) এশ্বরে
রিক্তা (চতুর্থী, নবমী, চতুর্দশী,) ওশ্বরে পূর্ণা (পঞ্চমী, দশমী,
পূর্ণিমা, অমাবস্তা)। এই সকল শ্বরের এই এই তিথিতে উদয়
এবং স্থূল ভোগ হয়। প্রত্যেক তিথির স্থূল ভোগ ৬০ দণ্ড
ইহাকে ১১ দ্বারা বিভক্ত করিলে লব্ধ অস্তর্ভুক্তি হইবে। ঐ
অন্তর্ভুক্তির কালপরিমাণ ৪১৭।৭ পাঁচ দণ্ড, সাতাইশ পল,
সাত বিপল।

তিথ্যন্তরোদয়মানেন উদয়ো ঘটিকাশ্বরে। জ্ঞেয়মেরং বিধা-
নেন সমুচ্চাদিযস্মলে। ঘটিকাশ্বরো-ঘটাপঞ্চ পলানি সপ্তবিংশতি।
অন্তরোদয়ঃ প্রোক্তো ঘটিকার্কপ্রমাণতঃ। ৩০।৪

তিথিশ্বরের অন্তরোদয়ে যত সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে, আদি

দুর্মতিঃ সুমতি-স্তথা। দুন্দুভী রুধিরোদ্গারী রক্তাক্ষঃ
ক্রোধনোহক্ষয়ঃ। শোভনাশোভনা জ্ঞেয়া নান্নৈবেতে

ও অক্ষয় এই সকল নামে বর্ষ বিখ্যাত হয়। নামানুসারে উক্ত
বর্ষসমূহের শুভাশুভ ফল নির্ণীত হইয়া থাকে ১২-১৪। হে রুদ্র!

যামলে ঘটীশ্বর বলিয়া নির্দেশ করেন। ঘটীশ্বরের অন্তরোদয়
৫ দণ্ড ২৭ পল। ইহার অন্তরোদয় অর্দ্ধদণ্ড।

দ্বাদশাঙ্গাদিনাভ্যন্তাঃ স্বস্থানাচ্চ স্বকালতঃ। উদয়ন্তেষ্য
ভোগেন একাদশান্তরোদয়েঃ। বর্ষং মাসং দিনং, নাতী পলানি
চ ক্রমাদিদম্। ভুক্তিকালপ্রমাণঞ্চ পঞ্চদ্বাত্র প্রকীৰ্ত্তিতম্।

দ্বাদশাঙ্গ অবধি দণ্ড পণ্যন্ত সম্পূর্ণকাল যেমন শ্বরবর্ণের
ভোগ হয়, সেইরূপ ঐ সমুদায় সময়কে একাদশ ভাগ করিয়া
যত সময় হইবে, তাহাই তাহাদেয় অন্তরোদয় বিবেচনা করিবে।
বর্ষ, মাস, দিন, দণ্ড, পল, এই পাঁচ প্রকার ভোগকালের পরি-
মাণ নির্দিষ্ট আছে।

দ্বাদশাঙ্গশ্বরাদীনাং ভুক্তং পলময়ী কৃতম্। তাজিতং স্ব-
ভোগেন লব্ধং শেষং দ্বিকং ভবেৎ। লব্ধো ভুক্তঃ স্বরা-জ্ঞয়াঃ
শেষশ্চৈবোদিতঃ শ্বরঃ। অগ্নিন্ যষ্টাদিভুক্তেন ভুক্তঃ স্তাহ-
দিতঃ শ্বরঃ।

দ্বাদশাঙ্গ শ্বর, বর্ষশ্বর প্রভৃতি ভোগকাল যত হইবে, তাহাকে
পল করিয়া স্বস্বভুক্ত কাল দ্বারা ভাগ দিতে হইবে। পলভাগ-
লব্ধ ফল একস্থানে ও ভাগাংশেষ অস্থানে রাখিবে। বাহা
ভাগলব্ধ হইয়াছে, তাহা ভুক্ত শ্বর ও বাহা ভাগাংশেষ তাহা
উদিত শ্বর বিবেচনা করিবে। এই লব্ধ পলকে যষ্টাদি দ্বারা
বিভক্ত করিয়া দণ্ডাদি করিলে ভুক্ত ও উদিত শ্বরের সময় স্থির
করা যাইবে।

উদিতশ্চ শ্বরশ্চ স্থানাম শ্বরবিশেন তাঃ। পঞ্চবালাদিকাবস্থাঃ
স্বকালপ্রমাণতঃ। আদ্যো-বালঃ কুমারশ্চ যুবা বৃদ্ধো মৃত-
স্তথা। নির্জীবস্থাস্বরূপেণ ফলদ্য নাত্র সংশয়ঃ।

উদিত শ্বরের স্বস্বনির্দিষ্ট কাল পরিমাণ অনুসারে বাল্যাবস্থা
অবধি পঞ্চ অবস্থা হইয়া থাকে। এই পঞ্চ অবস্থা অনুসারে পঞ্চ
সংজ্ঞা হইয়াছে, যথা—আদ্য বাল, দ্বিতীয় কুমার, তৃতীয় যুবা,
চতুর্থ বৃদ্ধ, পঞ্চম মৃত। ইহার স্বস্বঅবস্থা অনুসারে ফল প্রদান-
করে, সন্দেহ নাই।

কিঞ্চিপ্নাতকরো-বালঃ কুমারশ্চ লভ্যতঃ। সর্কসিদ্ধিং যুবা-
দন্তে বৃদ্ধে হানি-শ্রুতে ক্ষয়ঃ।

হি বৎসরাঃ ॥১৪॥ কালং বক্ষ্যামি সংসিদ্ধৌ রুদ্র পঞ্চ-
স্বরোদয়াৎ ॥ রাজা, সাদা, উদাসা, চপীড়া মৃত্যুসুত্বেষ

লোকের শুভাশুভ নিরূপণার্থ পঞ্চস্বরার উদয়কাল নিরূপিত
হইতেছে। রাজা, সাদা, উদাসা, চপীড়া ও মৃত্যু পঞ্চস্বরের এই

কলিতজ্যোতিষের তৃতীয়খণ্ডে পঞ্চস্বরার গণনা যে অন্তরূপে বিবৃত আছে,
এখানে পাঠকবর্গের বিদিতার্থ এই গ্রন্থেইতে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া
একটা চক্রসহ নিয়ে লিখিলাম।

সালক স্বরে কিঞ্চিৎ লাভ হয়। কুমার স্বর অর্দ্ধ লাভ প্রদান
কবে। দুবা সর্বতোভাবে সিদ্ধি প্রদান করে। দুহু স্বরে
কার্য্য হানি হয়। মৃত স্বরে ক্ষয় হয়, সন্দেহ নাই।

মতান্তরে—

পঞ্চাঙ্কঃ প্রথমঃ দশা সর্ববর্ণাংশঃ বিভক্তসেং।

আকাছাড়াদি দাতব্যমস্তে বোলোহো সংজ্ঞকং ॥

কিরাপে স্বরাদি নির্ণয়করিতে হয়, তাহা বলা যাইতেছে।
প্রথমতঃ একাদি ক্রমে ৫ পাঁচটা অক্ষ স্থাপন করিয়া তাহাদের
নিম্নে ক্রমশঃ আ, কা, ছা, ডাদি ক্রমে সকল বর্ণ সংস্থাপন
করিবে।

কাদিহাস্তানি পিণ্ডেদর্শনং স্বরাধো ওঞগোজ্বিতান্।

তির্য্যাকপঙক্তিক্রমেণৈব পঞ্চপঞ্চবিভাগতঃ ॥

পাঁচটা স্বরের নিম্নে ও ঞ গ ভিন্ন ককারাদি হকার পর্য্যন্ত
বর্ণ সকলকৈ পাঁচ ভাগ করিয়া সংস্থাপিত করিবে।

ন প্রোক্তা ও ঞ গা বর্ণা নামাদৌ সন্তি তেন হি।

চেদ্ববন্তি তদা জ্ঞেয়া গজডাস্তে বথাক্রমঃ ॥

ও ঞ গ এই বর্ণ নামের আদিতে প্রায় সর্ব্বই হয় না ; অত-
এব এই বর্ণ পরিত্যক্ত হইল। যদি কখনও উক্ত তিন বর্ণ কোন
ব্যক্তির নামের আদিতে থাকে, তবে তাহাদের পরিবর্তে গ জ
ড এই তিন অক্ষর গ্রহণ করিতে হইবে।

যদি নামি তবৈদ্বর্ণঃ সংযোগাক্ষরসম্ভবঃ।

গ্রাহ্যস্তাদিমো বর্ণ ইত্যুক্তঃ ব্রহ্মযামলে ॥

যদি কাহারও নামের আদিতে সংযুক্ত অক্ষর থাকে, তবে
সে স্থলেও যে যে বর্ণে সংযোগ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যেটা
আদিতে আছে, তাহাকে গ্রহণ করিয়া গণনা করিবে।

আকাছাড়াধাতবা ইথিজিটিনিমিষি।

উগুবুত্বপুযুযু এষেটেথেকেরেদে।

ও চো চো দো বো লো হো ॥

চ ॥ ১৫ ॥ আ ঈ উ ঐ ঔ স্বরাণি চ লিখৎ পঞ্চাঙ্গি-
কোষ্ঠকে। উক্ততির্য্যাকগণৈত রৈধঃ যড়বল্লিকম-
মাগতেঃ ॥ ১৬ ॥ তিথীএকাগ্রিকোষ্ঠেযু জ্যোতিষাধ

পঞ্চ নামান্তর নিদিষ্ট আছে। আ, ঈ, উ, ঐ এবং ঔ এই পাঁচটি
স্বর লইয়া এই পঞ্চস্বরামতে গণনা করিবে। উক্তে ৬ ছয়রেখা
এবং তির্য্যাকভাবে ৪ চারি রেখা অঙ্কিত করিয়া পঞ্চদশ কোষ্ঠার
বিভক্ত একটি চক্র অঙ্কিত করিবে। তাহাতে আ, ঈ, উ, ঐ এবং

প্রথম অক্ষের নিম্নে অ ক ছ ড ধ ভ ব এই সাতটা বর্ণ,
দ্বিতীয় অক্ষের নিম্নে ই খ জ চ ন ম শ, তৃতীয় অক্ষের
উ গ ঝ ত প য ব, চতুর্থ অক্ষের নিম্নে এ ষ ট থ ফ র স, পঞ্চম
অক্ষের নিম্নে ও চ ঠ দ ব ল হ, এইরূপে বর্ণ বিভাসকরিয়া
নামের আদ্য অক্ষর অনুসারে স্বর নির্ণয় করিবে। ইহাতে
পাঁচ প্রকার স্বর নির্ণীত হইবে, যাহার নামের আদি অক্ষর যে
স্থানে পড়িবে সেই স্থানের স্বরাক গ্রহণ করিয়া 'সপ্তশ্রুতি'দি
গণনা করিতে হইবে।

উদিতং ভ্রমিতং ভ্রান্তং সক্ষ্যাত্তং তদনন্তরং।

(সংজ্ঞান্তরং) জন্ম কৰ্ম্ম চ আধানং পিণ্ডং ছিদ্ৰং ততঃপরং ॥

উক্ত পঞ্চস্বরের পাঁচটা নাম বলা হইতেছে—প্রথম স্বরের
নাম উদিত, দ্বিতীয় স্বরের নাম ভ্রমিত, তৃতীয় স্বরের নাম
ভ্রান্ত, চতুর্থ স্বরের নাম সক্ষ্যা ও পঞ্চম স্বরের নাম অন্ত ;
এবং উক্ত পঞ্চ স্বরের অস্ত্র নাম জন্ম, কৰ্ম্ম, আধান, পিণ্ড ও
ছিদ্ৰ।

অস্বরোমেষসিংহালিরিঃ ক্রীমিখুনককটাস্তাঃ।

উস্বরোধম্বিমীনো স্তাদেকারশ্চ তুলাবুবৌ।

ও স্বরো মৃগকুণ্ডো চ রাশীনাস্ত গ্রহস্বরাঃ ॥

অকার স্বরের নিম্নে মেঘ, সিংহ ও বৃশ্চিক, ইকার স্বরের
নিম্নে কন্তা, মিথুন ও ককট, উকার স্বরের নিম্নে ধনুঃ ও মীন,
একার স্বরের নিম্নে তুলা ও বুধ এবং ওকার স্বরের নিম্নে
মকর ও কুম্ভ রাশি সংস্থাপন করিবে।

স্বরাধঃ স্থাপয়েৎ খেটান্ রাশৈর্বৌ যন্ত নামকঃ।

স স্বরস্তস্ত খেটস্ত গ্রহস্বর ইহোচ্যতে ॥

উক্ত রূপে স্বরের রাশির নির্ণয় করিয়া স্বরের নিম্নে রাশি
ও রাশির নিম্নে তাহাদের অধিপতি গ্রহ সকল সংস্থাপন
করিবে। যে রাশির অধিপতি যে গ্রহ, সেই রাশির স্বরকে সেই
গ্রহের স্বর বলা যায়।

রাজা

সাজা

উদাসা

পীড়া

মৃত্যু

মৃত্যুর উদ্ভিত জন্ম	সমিত কৰ্ম	ব্রাহ্ম আধান	সঙ্খ্যা পিত	অন্ত ছিত্র
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	এ ঐ	ও ঔ
অ ক ছ ড ধ ভ ব ৮১	ই খ জ চ ন ম শ ৮৭	উ গ ব ত প য ষ ৯৩	এ ঘ ট থ ফ র স ৯৯	ও ঠ ঠ দ ব ল হ ১০৫
৮১ অনঙ্গা ৬ ১ প্রতিপদ ১৬ ৬ ষষ্ঠী ২১ ১১ একাদশী ২৬	৮৭ ভদ্রা ৬ ২ দ্বিতীয়া ১৭ ৭ সপ্তমী ২২ ১২ দ্বাদশী ২৭	৯৩ জয়া ৬ ৩ তৃতীয়া ১৮ ৮ অষ্টমী ২৩ ১৩ ত্রয়োদশী ২৮	৯৯ রিক্তা ৬ ৪ চতুর্থী ১৯ ৯ নবমী ২৪ ১৪ চতুর্দশী ২৯	১০৫ পূর্ণা ৬ ৫ পঞ্চমী ২০ ১০ দশমী ২৫ ১৫ পৌর্ণমাসী অমা ৩০
২৭ রেবতী ১ অশ্বিনী ২ ভরণী ৩ কৃত্তিকা ৪ রোহিণী ৫ মৃগশিরা ৬ আর্দ্রা ৭	৭ পুনর্বসু ৮ পুষ্যা ৯ অশ্লেষা ১০ মঘা ১১ পূর্বাফল্গুনী ৫	১২ উত্তরফল্গুনী ১৩ হস্তা ১৪ চিত্রা ১৫ স্বাতী ১৬ বিশাখা ৫	১৭ অমুরাধা ১৮ জ্যেষ্ঠা ১৯ মূল্য ২০ পূর্বাষাঢ়া ২১ উত্তরাষাঢ়া ৫	২২ শ্রবণা ২৩ ধনিষ্ঠা ২৪ শতভিষা ২৫ পূর্বভাদ্রপদ ২৬ উত্তরভাদ্রপদ ৫
মঙ্গল ১০ বুধাদি ০১২৪	বৃষ শেষ ০১৩৬ শুক্রাদি ০১৪৮	শুক্রো শেষ ০১৫২ শুক্র ১০ শন্যাদি ০১৫২	শনে শেষ ০১৪৮ রব্যাধি ০১৩৬	রবে শেষ ২৪ সোমশ্য ১০
মেঘ ১ বৃষ ১ মিথুনাদি ০১৩০	মিথুন শেষ ০১৩০ কর্কট ১০ সিংহ ১০	কন্যা ১০ তুলা ১০ বিছা ০১৩০	বিছা শেষ ০১৩০ ধনুঃ ১০ মকর ০১৩০	মকর শেষ ০১৩০ কুম্ভ ১০ মীন ১০
৮১ ২১৩০	৮৭ ২১৩০	৯৩ ২১৩০	৯৯ ২১০	১০৫ ২১৩০
কার্তিক শেষ ০১৯ অগ্রহায়ণ ১০ পৌষ ১০ মাঘাদি ০১৩	মাঘ শেষ ০১২৭ ফাল্গুন ১০ চৈত্রাদি ০১৫৫	চৈত্র শেষ ০১৫৫ বৈশাখ ১০ জ্যেষ্ঠাদি ০১৩৭	জ্যেষ্ঠ শেষ ০১৩ আষাঢ় ১০ শ্রাবণ ১০ ভাদ্রাদি ০১৯	ভাদ্র শেষ ০১৩০ আশ্বিন ১০ কার্তিকাদি ০১২১
৭২ ২১১২	৭২ ২১১২	৭২ ২১১২	৭২ ২১১২	৭২ ২১১২
১২ বৎসর	১২ বৎসর	১২ বৎসর	১২ বৎসর	১২ বৎসর
২ বৎসর ৪ মাস ২৪ দিন	২ বৎসর ৪ মাস ২৪ দিন	২ বৎসর ৪ মাস ২৪ দিন	২ বৎসর ৪ মাস ২৪ দিন	২ বৎসর ৪ মাস ২৪ দিন
৫ মাস ২২ দিন ৪৮ দণ্ড	৫ মাস ২২ দিন ৪৮ দণ্ড	৫ মাস ২২ দিন ৪৮ দণ্ড	৫ মাস ২২ দিন ৪৮ দণ্ড	৫ মাস ১২ দিন ৪৮ দণ্ড
২ মাস ১২ দিন	২ মাস ১২ দিন	২ মাস ১২ দিন	২ মাস ১২ দিন	২ মাস ১২ দিন
১৪ দিন ২৪ দণ্ড	১৪ দিন ২৪ দণ্ড	১৪ দিন ২৪ দণ্ড	১৪ দিন ২৪ দণ্ড	১৪ দিন ২৪ দণ্ড

সাক্ষ্য । উদাসপীড়ায়ুজ্যুশ্চ কুজঃ সোমমৃতঃ
কমাৎ ১৭৭। গুরুশুকশনৈশ্চরা রবিচন্দ্রৌ যথোদিতং ।

ও এই পঞ্চম্বর, রাজাসাজাদি পঞ্চনাম, নন্দা, জয়া, রিতা ও পূর্ণা

যথা অশ্বরে রবি ও মঙ্গল, ইশ্বরে চন্দ্র ও বুধ, উশ্বরে বৃহস্পতি,
এ শ্বরে শুক্র এবং ওশ্বরে শনি, এইরূপ পঞ্চম্বরাক্রে সংস্থাপন
করিবে ।

উদিত্তে বিজয়ো নিত্যং ভ্রমিতে লাভমেব চ ।

ভ্রান্তে চ সিদ্ধিমাথোক্ত সন্ধ্যান্তে মরণং এবং ॥

উদিতশ্বরে সন্ধ্যা বিজয়, ভ্রমিতশ্বরে লাভ, ভ্রান্তশ্বরে
কার্য্যসিদ্ধি ও সন্ধ্যাশ্বরে মরণ জানিবে ।

যত্র নামাক্ষরঃ প্রাপ্তস্তত্রৈব উদিতঃ শ্বরঃ ।

তন্মার্থঃ বিজানীয়াত্তন্মাসাং ভবেৎ পুনঃ ॥

যে ঘরে বাহার নামের আদি অক্ষর প্রাপ্ত হইবে, সেই ঘরে যে
শ্বর থাকিবে তাহাই সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে উদিত শ্বর বলিয়া পরি-
গৃহীত হইবে এবং সেই শ্বর অনুসারে বর্ষ মাসাদি স্থির করিবে ।

মাসদ্বয়ং বিভাতব্যং দিনঞ্চ দ্বাদশোত্তরং ।

এবং ক্রমেণ বোদ্ধব্যং বর্ষভাগাশ্চ পঞ্চম্ ॥

এক এক শ্বরের নিরে দুই মাস ১২ বার দিন করিয়া সং-
স্থাপিত করিবে, এইরূপে পঞ্চ শ্বরের নিরে স্থাপিত মাসাদিতে
এক বৎসর পূর্ণ হইবে ।

কার্ত্তিকান্তে দিনং গ্রাহং নবভাগং যথা তথা ।

মার্গং পৌষং তথা দেয়ং মাঘশ্চ চ দিনদ্বয়ং ॥

এবং ক্রমেণ দ্বাতব্যং বর্ষপূর্ণং তথা ভবেৎ ।

তিথিঃ প্রতিপদাদিশ্চ কুজাদেকার্নিনির্গয়ঃ ॥ •

কার্ত্তিকের শেষ নয় দিন হইতে আরম্ভ করিয়া মাস স্থাপন
করিতে হইবে, যথা—অকারশ্বরে কার্ত্তিকের ৯ নয় দিন, অগ্রহা-
রণ ও পৌষ সমস্ত এবং মাঘের তিন দিন । ইকার শ্বরে মাঘের
২৭ সাতাইশ দিন, কাশ্বণ সমস্ত ও চৈত্রের ১৫ দিন । উকারশ্বরে
চৈত্রের ১৫ দিন, বৈশাখের ৩০ দিন, জ্যৈষ্ঠের ২৭ দিন ।
একারশ্বরে জ্যৈষ্ঠের ৩ দিন, আষাঢ় সম্পূর্ণ, শ্রাবণ সমস্ত ও
ভাদ্রের ৯ দিন । ওকারশ্বরে ভাদ্রের ২১ দিন, আশ্বিন
সমস্ত এবং কার্ত্তিকের ২১ দিন । এইরূপে প্রতি শ্বরে ৭২ দিন
করিয়া পাঁচ শ্বরে সমস্ত বর্ষ পূর্ণ হইবে এবং প্রতিপদাদি
তিথি ও কুজাদি বার সংস্থাপন করিবে ।

রেবত্যাदिशिवास्तुष्ट श्रद्धे च प्रथमा कला ॥ १८ ॥

পঞ্চপঞ্চান্যত্র ভানি চৈত্রাত্ত-উদয়স্তথা । দ্বাদশাহোবি-

এই সকল তিথি এবং মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি
ও সোম এই সকল বার লিখিবে । অশ্বরে রেবতী হইতে আর্দ্রা
পর্য্যন্ত ৭ নক্ষত্র, ইশ্বরে পুনর্বসু হইতে পূর্বফল্গুনী পর্য্যন্ত ৫ নক্ষত্র,

নন্দাভিজারিারিতাপূর্ণাশ্চাপি যথাক্রমং ।

ক্রমেণাশ্চং তথা দেয়ং গ্রাহমকং যথাক্রমং ॥

অকারশ্বরে নন্দা অর্থাৎ প্রতিপদ, যজ্ঞী ও একাদশী এই
তিন তিথি, ইকারশ্বরে ভদ্রা অর্থাৎ বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী,
উকারশ্বরে জয়া, অর্থাৎ তৃতীয়া অষ্টমী ও ত্রয়োদশী, একারশ্বরে
রিতা অর্থাৎ চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশী, ওকারশ্বরে পূর্ণা অর্থাৎ
পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্তা গুরু ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের এই
সকল তিথি সংস্থাপন করিবে । এই স্থলে তিথির নাম ও
তিথিবোধক অঙ্ক লিখিতে হইবে । যথা ১। ৬। ১১। ১৬।
২১। ২৬। ইত্যাদি ।

চত্রাষ্টৌ প্রথমং দেয়ং নগনাগৌ দ্বিতীয়কে ।

তৃতীয়ে চাঘিনবকং চতুথে সগ্নহগ্রহং ॥

পঞ্চোত্তরশতং দেয়ং ক্রমেণ পঞ্চমেঘপি ॥

প্রত্যেক শ্বরের তিথির অঙ্ক পৃথক পৃথক যোগ করিলে
অকারশ্বরে ৮১ একাদশী, ইকারশ্বরে ৮৭ সাতাদশী, উকারশ্বরে ৯৩
তেরেনব্বই, একার শ্বরে ৯৯ তেরেনব্বই, ওকারশ্বরে ১০৫ এক
শত পাঁচ অঙ্ক হইবে । এই সকল অঙ্কই শ্রবাস্ত বলিয়া গৃহীত
হইবে । কোন কোন গ্রহকারের মতে অকারশ্বরে ১ এক,
ইকারশ্বরে ২ দুই, উকারশ্বরে ৩ তিন, একারশ্বরে ৪ চারি,
ওকারশ্বরে ৫ পাঁচ, এই কয়েকটাকে শ্রবাস্ত বলা যায় ।

গণিতা নির্ণয়েদ্বর্ষং তন্মাৎ সর্বং বিধীয়তে ।

পঞ্চভিষ্ঠ দ্বতে শেষে মৃত্যুজ্যেয়ো ন চান্তথা ॥

পঞ্চম্বরামতে মৃত্যুবৎসর নির্ণয় করিয়া নিম্ন লিখিত প্রণালী
অনুসানে মৃত্যুর তিথিবারাদি নিশ্চয় করিবে । বয়সের অঙ্ক
শ্রবাস্ত ও রাশির অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া পাঁচ দিয়া ভাগ
করিয়া অবশিষ্টাঙ্কদ্বারা নন্দাদি তিথি নির্ণীত হইবে । যথা—
এক অবশিষ্ট থাকিলে নন্দা তিথিতে মৃত্যু হইবে, দুই অবশিষ্ট
থাকিলে ভদ্রা তিথিতে মৃত্যু জানিবে, এইরূপ তিন থাকিলে
জয়া, চারি থাকিলে রিতা, ভাগশেষ শূন্য হইলে পূর্ণা তিথিতে
মৃত্যু হইবে ।

মাসৈশ্চ নান্ন আভ্যকরন্তথা: ॥ ১৯ ॥ কলালিকা চ বা
তিষ্ঠেৎ পঞ্চমস্তস্য বৈ মূতিঃ । কলা তিথিস্তথা বারো-

উ শ্বরে উত্তরকক্ষণী হইতে বিশাখা পর্য্যন্ত ৫ নক্ষত্র, এ শ্বরে অক্ষ-
রাধা হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত ৫ নক্ষত্র এবং ও শ্বরে শ্রবণা হইতে
উত্তরভাদ্রপদ পর্য্যন্ত ৫ নক্ষত্র অঙ্কিত করিবে। চৈত্র হইতে
২ ছুই মাস ১২ বার দিন করিয়া এক এক শ্বরের উদয় হয়।
অ শ্বরে খা কা ছা, ডা, ধা, ভা, বা; ই শ্বরে ই, ঞি, জি, টি, নি,
মি, শি; উ শ্বরে উ ও বু, তু, পু, যু, বৃ; এ শ্বরে এ, যে, টে, থে,

ষড়্ভিহঁহা তিথিগ্রাহো বারো গ্রাহক সপ্ততঃ ।

* একং দেয়ঞ্চ হেরম্বা বর্ষে বা তিথিসংগ্রহে ।

ন দেয়ক ন হেয়ক মথো বা গুরুকৃষ্যোঃ ।

বয়স, রাশি ও স্বরাক্ষ একত্র যোগ করিয়া ৬ ছয় দ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্টাক দ্বারা মনাদি তিথির মধ্যে কোন্ তিথিতে মৃত্যু হইবে, তাহা নির্ণীত হইবে।

যথা—এক অবশিষ্ট থাকিলে শুক্লা প্রতিপদ, দুই অবশিষ্ট থাকিলে শুক্লা বসন্তী, তিন অবশিষ্ট থাকিলে শুক্লা একাদশী, চারি অবশিষ্ট থাকিলে কৃষ্ণা প্রতিপদ, পাঁচ অবশিষ্ট থাকিলে কৃষ্ণা বসন্তী, শূন্য হইলে কৃষ্ণা একাদশীতে মৃত্যু হইবে। এইরূপে ভদ্রাদি তিথির মধ্যে কোন্ তিথিতে মৃত্যু হইবে তাহা নির্ণয় করা যাইবে। যথা—১ থাকিলে শুক্লা দ্বিতীয়, ২ থাকিলে শুক্লা সপ্তমী ইত্যাদি।

বয়সের, রান্নির ও স্বরের অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া ৭ সাত দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা মৃত্যু বার নির্ণীত হইবে, যথা—এক অবশিষ্ট থাকিলে রবিবার, দুই অবশিষ্ট থাকিলে সোম বার, ইত্যাদি। যে দিবসে মাস তিথি ঋগ্নাদি মিলিত হইবে সেই দিনে মৃত্যু হইবে।

যদি গণিত তিথিতে বারের মিলন না হয়, তবে তিথি কিবা
বারে এক যোগ বা বিয়োগ করিলে তাহাতে তিথি বার মিলিত
হয়, এইরূপ করিয়া লইবে। অষ্টমী তিথিতে এক যোগ কিবা
বিয়োগ করিতে হইবে না। অষ্টমী তিথি হইলে তাহাতে গণিত
বার অবশ্যই মিলিত হইবে।

বয়োরানিধরাঙ্কঃ একীকৃত্য ত্রিধা নিবেৎ ।

विहङ्गवृद्धिर्भूतिः सङ्घाट्टेयसङ्घाट्टिः ।

নতুন কর্তৃক পঞ্চাশ: আধানে নবম: তথা ৮

সকলব্যাপিতঃ পিণ্ডে ছিদ্রে শ্রেণী ব্যবস্থিত।।

নক্ষত্র মাসমেব চ । নামোদয়স্ত পূৰ্ণক তথা । ভবতি
 ক্ষে, রে, সে এবং ও স্বরে, ও চো, ঠো, দো, বো, লো, হো এই-
 রূপে বর্গ বিভাজ্য করিয়া নামের আদ্য অক্ষর অনুসারে স্বর নির্ণয়
 করিবে । ইহার পাঁচ প্রকার স্বর নির্ণীত করিয়া শুভাশুভ
 গণনা করিবে । বাহার নামের আদি বর্গ যে কোষ্ঠাতে দৃষ্ট
 হইবে, সেই কোষ্ঠার লিখিত মাস বার তিথি নক্ষত্রাদিতে শুভা-
 শুভ ফল নির্ণয় কবিবে । রাজা স্বরে বিজয়, সাজা স্বরে লাভ,
 উদাসা স্বরে কার্যাসিদ্ধি, পীড়া স্বরে রোগ ও মৃত্যু স্বরে মৃত্যু

বয়সের, রাশির ও স্বরের অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া তিন স্থানে রাখিবে। পরে প্রথম স্থানের অঙ্ককে দ্বিগুণ করিয়া ৭ সাত দ্বারা ভাগ করিবে, অবশিষ্ট অঙ্ক প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানে রাখিবে। দ্বিতীয় স্থানের অঙ্ককে চারি গুণ করিয়া ৮ আট দ্বারা ভাগ দিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থানে রাখিবে। তৃতীয় স্থানের অঙ্ককে তিন গুণ করিয়া ৬ ছয় দ্বারা ভাগ দিবে। অবশিষ্ট অঙ্ক প্রথম শ্রেণীর তৃতীয় স্থানে রাখিবে। এইরূপ আদ্য স্বরের কোষ্ঠা প্রস্তুত করিবে।

বয়সের, রাশির ও স্বরের অঙ্ক এবং তাহার সহিত ৫ পাঁচ যোগ করিয়া পূর্বমত তিন স্থানে রাখিবে। এবং প্রথম স্থানের অঙ্কে দ্বিগুণ করিয়া সাত দ্বারা ভাগ দিবে, অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম স্থানে রাখিবে। দ্বিতীয় স্থানের অঙ্কে চারিগুণ করিয়া ৮ আট দ্বারা ভাগ করিবে, অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থানে রাখিবে। তৃতীয় স্থানের অঙ্কে তিনগুণ করিয়া ৬ ছয় দ্বারা ভাগ করিবে, অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বিতীয় শ্রেণীর তৃতীয় স্থানে রাখিবে। এইরূপ গননা করিয়া কন্দ্বস্বরের কোঠা প্রস্তুতকরিবে।

বয়সের, রাশির ও স্বরের অঙ্ক এবং তাহার সহিত ২ নম্বর যোগ করিয়া পূর্বমত তিন স্থানে রাখিবে এবং প্রথম স্থানের অঙ্কে দ্বিগুণ করিয়া সাত দ্বারা ভাগ করিবে। অবশিষ্ট অঙ্ক তৃতীয় শ্রেণীর প্রথম স্থানে রাখিবে। পরে দ্বিতীয় স্থানের অঙ্কে চারি গুণ করিয়া আট দ্বারা ভাগ করিবে। অবশিষ্ট অঙ্ক তৃতীয় শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থানে রাখিবে। পরে তৃতীয় স্থানের অঙ্কে তিন গুণ করিয়া ষোল্ল দ্বারা ভাগ করিবে, অবশিষ্ট অঙ্ক তৃতীয় শ্রেণীর তৃতীয় স্থানে রাখিবেক। এইরূপ গণনা করিয়া আধান-স্বরের ঠিকানা প্রস্তুত করিবে।

শিওংয়ের কোঠা গণনা করিতে বসিলেন, রাশির ও যের

অঙ্ক পূর্ববৎ গ্রহণ না করিয়া কেবল মাত্র জন্ম, কৰ্ম ও আধান
স্বরের কোষ্ঠায় যত অঙ্ক লিখিত হইয়াছে ঐ সমস্ত অঙ্ক যোগ
করিয়া তিন স্থানে রাখিবে। পরে প্রথম স্থানের অঙ্ককে
দ্বিগুণ করিয়া সাত দ্বারা ভাগকরিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক চতুর্থ শ্রেণীর
প্রথম স্থানে রাখিবে। দ্বিতীয় স্থানের অঙ্ককে চারিগুণ করিয়া
৮ আট দ্বারা ভাগদিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক চতুর্থ শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থানে
রাখিবে। তৃতীয় স্থানের অঙ্ককে তিনগুণ করিয়া ৬ ছয় দ্বারা
ভাগ দিয়া, অবশিষ্ট অঙ্ক চতুর্থ শ্রেণীর তৃতীয় স্থানে রাখিবে।
এইরূপে পিণ্ডস্বরের কোষ্ঠা অঙ্কিত করিবে।

হিঙ্গ্রস্বরে বয়সের অঙ্ক ও রাশির অঙ্ক, স্বরের অঙ্কের সহিত
যোগ করিয়া তাহাতে জন্ম, কৰ্ম, আধান এবং পিণ্ডস্বরের
স্থাপিতাক্ষের প্রথম শ্রেণীর অঙ্ক যোগ করিবে, পরে ঐ যুক্তা-
ঙ্ককে দ্বিগুণ করিয়া তাহাকে ৭ সাত দ্বারা ভাগ দিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক
পঞ্চম শ্রেণীর প্রথম স্থানে রাখিবে। পূৰ্ব্বমত বয়সের, রাশির ও
স্বরের অঙ্ক এবং জন্ম, কৰ্ম, আধান ও পিণ্ড স্বরের দ্বিতীয়
শ্রেণীর অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া যুক্তাঙ্ককে চারি গুণ করিবে।
পরে তাহাকে আট দ্বারা ভাগ দিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক পঞ্চম শ্রেণীর
দ্বিতীয় স্থানে রাখিবে। তৎপরে বয়সের অঙ্ক, রাশির অঙ্ক,
স্বরের অঙ্ক এবং জন্ম, কৰ্ম, আধান ও পিণ্ড স্বরের তৃতীয়
শ্রেণীর অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া তিন গুণ করিবে। পরে
তাহাকে ৬ ছয় দ্বারা ভাগ দিয়া অবশিষ্ট অঙ্ক পঞ্চম শ্রেণীর
তৃতীয় স্থানে রাখিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা হিঙ্গ্রস্বরের কোষ্ঠা
অঙ্কিত করিতে হইবে। সপ্ত শূন্যের লিখিত চৌদ্দটা কোষ্ঠা
এই মতে গণনা করিয়া প্রস্তুত হইবে।

অথ রিষ্টভঙ্গ যোগঃ ।

নির্ণীতে রিষ্টবর্ষস্ত প্রাপ্তমবস্রং সমুচ্চয়ঃ ।

একীকৃত্য শটের্হ'দ্বা' শেষেন্দোদিতমুখ্যকঃ ।

পঞ্চস্বরা মতে রিষ্টবর্ষ নির্ণয় করিয়া সেই বৎসরে সপ্ত শূন্য
কোষ্ঠায় যত অঙ্ক থাকিবে, সেই সকল অঙ্ক একত্র যোগ করিবে,
পরে ঐ যুক্তাঙ্ককে ৫ পাঁচ দিয়া ভাগ করিয়া শেষাঙ্কদ্বারা
রিষ্ট নির্ণয় করিবে।

একদ্বিত্যকশেষে চ ন চ রিষ্টং তদন্বকে ।

পরবেদশেষকে রিষ্টং জ্ঞেয়ং রিষ্টত বৎসরে ।

উক্তরূপে জুগ করিয়া যদি ১ এক, ২ দুই কিংবা ৩ তিন
ভাগ শেষ থাকে, তবে সেই বৎসরে রিষ্ট থাকিলেও মৃত্যু
হইবে না। আর যদি ৪ চারি বা ৫ পাঁচ ভাগশেষ থাকে তবে
সেই বৎসরে নিশ্চয় মৃত্যু জানিবে।

অথ মৃত্যুমাগনির্ণয় ।

নিশ্চিতে রিষ্টবর্ষে তু মৃত্যুমাগাদিমানবৎ ।

বয়ো রাশিস্বরাক্ষপঞ্চভিঙ্গ হরেষুধঃ ।

শেষসংখ্যাস্বরে মাসে মৃত্যুমাগো ন বিন্দয়ঃ ।

রিষ্টবর্ষ নির্ণয় করিয়া তাহার কোন মাসে মৃত্যু হইবে তাহা
স্থির করিবে। বয়স, রাশি ও স্বরাক্ষ একত্র যোগ করিয়া যুক্তা-
ঙ্ককে ৫ পাঁচ দিয়া ভাগ করিলে মৃত্যু মাস নিশ্চয় জানা যায়।
ভাগ করিয়া যত অবশিষ্ট থাকিবে, ততসংখ্যক স্বরে যে যে মাস
পঞ্চস্বরা চক্রে দেখিতে পাইবে সেই সেই মাসে মৃত্যু হইবে।

যদ্যেকমবশিষ্টঞ্চ তদা স্মাহুদিতস্বরে ।

যদি দ্বয়ং তদ্বা জ্ঞেয়ং মাসে চ ভ্রমিতস্বরে ।

যদি ১ এক অবশিষ্ট থাকে, তবে উদিত স্বরের মাসে মৃত্যু
জানিবে। এইরূপ ২ দুই অবশিষ্ট থাকিলে ভ্রমিত স্বরের
মাসে, ৩ তিন অবশিষ্ট থাকিলে জ্যৈষ্ঠস্বরের মাসে, ৪ চারি
অবশিষ্ট থাকিলে সন্ধ্যাস্বরের মাসে, অবশিষ্ট শূন্য হইলে অঙ্ক
স্বরের মাসে মৃত্যু হইবে।

মতান্তরে।—অন্তস্বরাক্ষে বর্ষাক্ষং রাশ্যক্ষঞ্চ নির্যোজয়েৎ ।
পঞ্চাক্ষরতশেষাক্ষং সমমাসোহস্ত কস্ত চ ।

অন্ত স্বরাক্ষে বয়সের অঙ্ক ও রাশ্যক্ষ যোগকরিয়া যুক্তাঙ্ককে
পাঁচ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাদ্বারা মাস
নির্ণয় করিবে।

অথ মৃত্যুতিথি নির্ণয় ।

বয়ো রাশি স্বরাক্ষঞ্চ খতুভিঃ পরিশোধয়েৎ ।

শেষাঙ্কে চতিথিজ্ঞেয়া নন্দাদি ক্রমতো বুধেঃ ।

বয়স, রাশি ও স্বরাক্ষ একত্র যোগকরিয়া যুক্তাঙ্ককে ৬ ছয়
দ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহাদ্বারা নন্দাদি
তিথি নির্ণীত হইবে। এক অবশিষ্ট থাকিলে নন্দাতিথিতে মৃত্যু
হইবে, এইরূপে ২ দুই অবশিষ্ট থাকিলে ভদ্রাতিথিতে, ৩ তিন
অবশিষ্ট থাকিলে জয়া তিথিতে, ৪ চারি অবশিষ্ট থাকিলে রিক্তা
তিথিতে এবং ৫ পাঁচ অবশিষ্ট থাকিলে পূর্ণাতিথিতে মৃত্যু
হইবে।

মতান্তরে।—বর্ষরাশ্যক্সংযুক্তস্বরাক্ষান্তে স্বরাক্ষকে। যড়-
ভিঙ্গতে তু যঃ শেষঃ সা তিথিঃ সান্তকে স্বরে ।

বয়সের অঙ্ক, রাশির অঙ্ক অন্ত স্বরাক্ষে যোগ করিয়া যুক্তা-
ঙ্ককে ৬ ছয় দ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্ট অঙ্ক দ্বারা পূর্ববৎ
তিথি নির্ণয় করিবে।

নান্যথা ২০। ও ক্রোং শিবায় নমঃ। কামাত্তপশিবা-
মীক্ষা বিবল্লহমতেইর। ত্রৈলোক্যমোহনং বীজং
নৃসিংহস্ত তু পদ্মগম্ ২১। মৃত্যুঞ্জয়ো গণেশলক্ষ্মী
• রোচনাত্তেজ লেখিতঃ। ভূজ্ঞে তু ধারিতাঃ কণ্ঠে বাহো
হইয়া থাকক। ২১—২০। ও ক্রোং শিবায় নমঃ এহ মন্ত্র
গোরোচনা দ্বারা ভূজগত্রে লিখিয়া বাহুতে কিম্বা কণ্ঠে ধারণ

চেতি জ্ঞানাদিভাঃ ২২। ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে ষট্-
ষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রং সমাপ্তম্।

করিলে সর্বস্থানে বিজয় লাভ হয়। অথবা নৃসিংহবীজ
ঐরূপে ধারণ করিলে জিভুবন মোহিত করিতে পারে। ২১—২২।

তিথিগণনার চক্র।

* যে কোন শকের বা সনের যে কোন
মৃত্যুগণিত মাসের কোন তারিখে মৃত্যুগণিত
তিথি হইবে, তাহা সহজে নিরূপণ করিবার
জন্ত একটি চক্র অঙ্কিত করিলাম। এই চক্র-
দ্বারা মৃত্যুগণিত শক ও মাসের কোন
তারিখে অমাবস্তা ও পূর্ণিমা হইবে, তাহা
প্রথমতঃ স্থির করিতে হইবে, পশ্চাৎ ঐ
মৃত্যুতিথি কোন তারিখে ৬০ বস্তুদণ্ডের
মধ্যে পতিত হইবে, তাহা বিজ্ঞাত হওয়া
মাইবে। যেক্রমে এই চক্রদৃষ্টে অমাবস্তা ও
পূর্ণিমা নিরূপণ করিতে হইবে এবং প্রয়ো-
জনবশতঃ কোন শকের বা সনের কোন
মাসের কোন তারিখে কোন তিথি হইবে,
তাহার গণনার বিধি নিম্নে কতিপয় পংক্তি
পাঠকরিলেই পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন।
গণনাক্রমে মৃত্যুগণিত শক ও মাস নিরূপণ
করিয়া তিথিগণনার চক্রে সেই শকের বা
সনের সেই মাসের নিম্নে যে অঙ্ক আছে
তাহা ৬০ ত্রিশ হইতে বাদ দিলে যাহা অব-
শিষ্ট থাকিবে, সেই সংখ্যকদিনের ৬০ বস্তু-
দণ্ডের মধ্যে অমাবস্তা হইবে এবং পূর্ণিমার
দিবস নিরূপণ করিতে হইলে ঐ শক বা
ঐ সনের ঐ মাসের নিম্নে যে অঙ্ক আছে
তাহা ৬০ হইতে বিয়োগ করিলে যদি ১৫
অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ঐ মাসের ৩০ তারিখে পূর্ণিমা
হইবে। যদি ঐ অবশিষ্ট অঙ্ক ১৫ অঙ্কের অধিক হয়, তাহা
হইলে ঐ ১৫ পোনর অতিরিক্ত অঙ্ক যাহা হইবে সেই সংখ্যক
অঙ্কে পূর্ণিমা হইবেক। যদি ১৫ অঙ্কের ন্যূন হয় তাহা হইলে

সন	শক	বৈশাখ।	জ্যৈষ্ঠ।	আষাঢ়।	শ্রাবণ।	ভাদ্র।	আশ্বিন।	কার্তিক।	অগ্রহায়ণ।	পৌষ।	মঘ।	ফাল্গুন।	চৈত্র।
১২৭০-১২৮২-১৭৮৫-১৮০৪		২৫	২৬	২৮	০	২	৪	৫	৫	৪	৪	৫	৫
১২৭১-১২৮০-১৭৮৬-১৮০৫		৬	৭	৯	১১	১৩	১৫	১৬	১৬	১৫	১৫	১৬	১৬
১২৭২-১২৮১-১৭৮৭-১৮০৬		১৭	১৮	২০	২২	২৪	২৬	২৭	২৭	২৬	২৬	২৭	২৭
১২৭৩-১২৮২-১৭৮৮-১৮০৭		২৯	১	২	৪	৬	৮	৯	৯	৮	৮	৯	৯
১২৭৪-১২৮৩-১৭৮৯-১৮০৮		১০	১১	১৩	১৫	১৭	১৯	২০	২০	১৯	১৯	২০	২০
১২৭৫-১২৮৪-১৭৯০-১৮০৯		২১	২২	২৪	২৬	২৮	০	০	১	০	০	১	১
১২৭৬-১২৮৫-১৭৯১-১৮১০		২	৩	৫	৭	৯	১১	১২	১২	১১	১১	১২	১২
১২৭৭-১২৮৬-১৭৯২-১৮১১		১৩	১৪	১৬	১৮	২০	২২	২৩	২৩	২২	২২	২৩	২৩
১২৭৮-১২৮৭-১৭৯৩-১৮১২		২৪	২৫	২৭	২৯	১	৩	৪	৪	৩	৩	৪	৪
১২৭৯-১২৮৮-১৭৯৪-১৮১৩		৫	৬	৮	১০	১২	১৪	১৫	১৫	১৪	১৪	১৫	১৫
১২৮০-১২৮৯-১৭৯৫-১৮১৪		১৬	১৭	১৯	২১	২৩	২৫	২৬	২৬	২৫	২৫	২৬	২৬
১২৮১-১২৯০-১৭৯৬-১৮১৫		২৭	২৮	০	২	৪	৬	৭	৭	৬	৬	৭	৭
১২৮২-১২৯১-১৭৯৭-১৮১৬		৮	৯	১১	১৩	১৫	১৭	১৮	১৮	১৭	১৭	১৮	১৮
১২৮৩-১২৯২-১৭৯৮-১৮১৭		১৯	২০	২২	২৪	২৬	২৮	২৯	২৯	২৮	২৮	২৯	২৯
১২৮৪-১২৯৩-১৭৯৯-১৮১৮		০	১	৩	৫	৭	৯	১০	১০	৯	৯	১০	১০
১২৮৫-১২৯৪-১৮০০-১৮১৯		১১	১২	১৪	১৬	১৮	২০	২১	২১	২০	২০	২১	২১
১২৮৬-১২৯৫-১৮০১-১৮২০		২২	২৩	২৫	২৭	২৯	১	২	২	১	১	২	২
১২৮৭-১২৯৬-১৮০২-১৮২১		৩	৪	৬	৮	১০	১২	১৩	১৩	১২	১২	১৩	১৩
১২৮৮-১২৯৭-১৮০৩-১৮২২		১৪	১৫	১৭	১৯	২১	২৩	২৪	২৪	২৩	২৩	২৪	২৪

ঐ অঙ্কের সহিত ১৫ পোনর যোগকরিলে যে সংখ্যা হইবে, সেই
সংখ্যানুসারে মাসের সেই তারিখে পূর্ণিমা হইবে। এইরূপে
মৃত্যুমাসের অমাবস্তা ও পূর্ণিমা নিরূপণ করিয়া পশ্চাৎ মৃত্যু-
তিথির তারিখ সহজে বিজ্ঞাত হইতে পারিবেন।

এই চক্রদ্বারা এতদ্ভিন্ন আরো যে কোন সন বা শকের যে কোন মাসের যে কোন তারিখের ৬০ যষ্টিদণ্ডের মধ্যে তিথি অবগত হইবার প্রয়োজন হইবে, তাহাও অতিসহজে এবং অতি স্বল্পসময়ের মধ্যে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারিবে। ইহার গণনা-প্রণালী এই যে, যে সনের বা শকের যে মাসের যে তারিখের তিথি জানিতে হইবে, সেই মাসের তারিখ এই চক্রের লিখিত মাসের নিম্নে যে অঙ্ক আছে, সেই অঙ্কের সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে তাহাই তিথির সংখ্যা। যদি যোগজঙ্ক ৩০ এর অধিক হয়, তাহা হইলে ৩০ বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে সেই সংখ্যামুসারে তিথি জানা যাইবে এবং এইরূপ গণনার দ্বারা অমাবস্তার ও পূর্ণিমার তারিখ হইতে যুত্বে তারিখ যাহা পূর্বে গণনা করা হইয়াছে, তাহা ঐক্য হইল কি না তাহা জানা যাইবেক।

অমাবস্তার ও পূর্ণিমার তারিখ জানিবার দৃষ্টান্ত। যথা ১৮০৫ শকের বা ১২৯০ সনের চৈত্রমাসের স্তম্ভে ১৬ অঙ্ক আছে, উহা ৩০ হইতে বিয়োগ করিলে ১৪ অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং চৈত্রমাসের ১৪ তারিখের ৬০ যষ্টিদণ্ডমধ্যে অমাবস্তা হইবে এবং ঐ শকের চৈত্রমাসের স্তম্ভের ১৬ অঙ্ক ৩০ হইতে বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট

১৪ থাকে, কিন্তু উহা ১৫ অঙ্কের দ্বারা হওয়াতে ঐ ১৪ অঙ্কের সহিত ১৫ যোগ করিলে ২৯ হইল, অতএব উৎকলের লিখিত বিধি-অনুসারে ২৯ চৈত্র পূর্ণিমা হইবে জানা গেল। এইরূপে গণিত যুত্বে তিথি কোন্ তারিখে হইবে, তাহা সহজে নিরূপণ করা যাইতে পারিবে।

মাসের কোন্ তারিখে কোন্ তিথি হইবে তাহা জানিবার দৃষ্টান্ত। যথা—১৮০৫ শকের বা ১২৯০ সনের ওরা চৈত্রে কি তিথি হইবে, জানিতে হইলে ১৮০৫ শকের চৈত্রমাসের স্তম্ভের ১৬ অঙ্ক ঐ মাসের ওর সহিত যোগ করিলে ১৯ হইল। ঐ ১৯শে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতিথি জানা গেল। যদিচ এই চক্রে ১২৭০ হইতে ১২৮০ সন ও ১২৮৯ হইতে ১৩০৭ সন এবং ১৭৮৫ হইতে ১৮০৩ শকাব্দা ও ১৮৮৪ হইতে ১৮২২ শকাব্দা লিখিত আছে, কিন্তু ঐ সন বা শকের স্থানে ১৯ বৎসর পূর্বে বা পরের সন বা শক ঐরূপ যথাক্রমে উনিশ উনিশ বৎসর করিয়া স্থাপন করিলে সেই সেই শকের বা সনের মাসের যে তারিখে অমাবস্তা বা পূর্ণিমা হইবে কিম্বা যে তারিখের যে তিথি জানিবার আবশ্যক হইবে, তাহা জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

একাদশী ইত্যাদি স্বরাক্ষ মতে সপ্তশূন্য চক্র ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২ ৫ ৬ ৫ ৩ ৪ ০ ০ ০ ৪ ৩ ০ ০ ০ ০ সপ্তশূন্যরিষ্টম্ ক্লে শবর্ষে শুভযোগে রিষ্ট ভঙ্গঃ ।	৪ ০ ১ ৩ ৬ ৪ ০ ৪ ৪ ০ ০ ৩ ৩ ৩ ৩ বৃষবর্ষে বৃষাঙ্ক দিশায়াং রিষ্টং । পাপদশারহিতে ইত্যর্থঃ ।	৬ ২ ৩ ১ ২ ৪ ০ ০ ০ ৪ ৩ ০ ০ ০ ০ সপ্তশূন্যঃ রিষ্টং রবিমন্দ্যুজ্জবের্ষে রাহৌ বা স্থান বিজিগে রিষ্টং ।	১ ৪ ৫ ৬ ৫ ০ ৪ ৪ ০ ০ ০ ৩ ৩ ০ ০ ষট্শূন্যঃ রিষ্টং পাপদ্বয়ে অস্তর্দ- শায়াং কুজঃ চে- ত্তদা রিষ্টং ।	৩ ৬ ০ ৪ ১ ৪ ০ ০ ০ ৪ ৩ ০ ০ ০ ০ পিণ্ডেবৃষশূন্যদ্বয়ঃ রিষ্টং ।	৫ ১ ২ ২ ৪ ০ ৪ ৪ ০ ০ ০ ৩ ৩ ০ ০ ষট্শূন্যঃ রিষ্টং গুরোশূন্যদ্বয়ে অস্তে কুজঃ ।	০ ৩ ৪ ০ ০ ৪ ০ ০ ০ ৪ ৩ ০ ০ ০ ০ দশশূন্যঃ রিষ্টং শনিরবিবৃজবর্ষে ক্লেশঃ ।
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২ ৫ ৬ ৫ ৩ ০ ৪ ৪ ৪ ০ ০ ৩ ৩ ৩ ৩ চক্রাদিশূন্যঃ দ্বয়ঃ রিষ্টং ।	৪ ০ ১ ৩ ৬ ৪ ০ ০ ০ ৪ ৩ ০ ০ ০ ০ শুভবর্ষঃ রবি- মন্দ্যুজ্জবের্ষে হায়নে রিষ্টং ।	৬ ২ ৩ ১ ২ ০ ৪ ৪ ৪ ০ ০ ৩ ৩ ৩ ৩ চক্রাদিশূন্যঃ দ্বয়ঃ রিষ্টং দ্বিতীয় স্ব- রসংযোগে পাপ- যোগে রিষ্টং ।	১ ৪ ৫ ৬ ৫ ৪ ০ ০ ৪ ৪ ৩ ০ ০ ৩ ৩ শুভবর্ষঃ ভঙ্গঃ অত্র বর্ষে ।	৩ ৬ ০ ৪ ১ ০ ৪ ৪ ৪ ০ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ কুজাদিশূন্যদ্বয়ঃ রিষ্টং । পাপবর্ষে কুজান্তর্দশায়াং রিষ্টং ।	৫ ১ ২ ২ ৪ ৪ ০ ০ ৪ ৪ ৩ ০ ৩ ৩ ৩ কুজাদিশূন্যদ্বয়ঃ রিষ্টম্ । পাপবর্ষে কুজান্তর্দশায়াং রিষ্টম্ ।	০ ৩ ৪ ০ ০ ৪ ৪ ৪ ৪ ০ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ শুভবর্ষে অস্তে কুজে সতি ক্লেশম্ ।

সপ্তমস্তোত্রোধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ॥ হরেঃ শ্রুত্ব হরো গোবীন্দেহং
জ্ঞানমববীৎ ॥ ১ ॥ কুজো বহু রবিঃ পৃথ্বী শোরিরাপঃ
প্রকীৰ্ত্তিতঃ । বায়ুসংস্থঃ স্থিতো রাহু দক্ষরক্ষাভাষকঃ ॥
২ ॥ গুরুঃ গুরুঃ স্তথা সৌম্যশ্চন্দ্রশ্চৈব চতুর্থকঃ ।
বামনাড্যাস্ত মধ্যস্থান্ কারয়েদান্ননস্তথা ॥ ৩ ॥ যদা-
চার ইড়ায়ুক্ত স্তদা কৰ্ম সমাচারেৎ । স্থানসেবাং তথা
ধ্যানং বাণিজ্যং রাজদর্শনম্ । অন্যানি শুভকৰ্ম্মানি

সপ্তমস্তোত্রোধ্যায়ঃ ।

স্মৃত কহিতেছেন, মহাদেব হরির নিকট যে দেহনির্গায়ক
স্বরোদয়শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা পার্বতীকে বলিতে
লাগিলেন । ১। পিজলা নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসিকাতে শ্বাস-
বহনকালে অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি মঙ্গল, পৃথিবীতত্ত্বের অধিপতি
সূর্য্য, জলতত্ত্বের অধিপতি শনি এবং বায়ুতত্ত্বের অধিপতি রাহু
হয় । ২। জৈড়া নাড়ী অর্থাৎ বামনাসিকাতে শ্বাসবহনকালে
বৃহস্পতি, গুরু, বুধ ও চন্দ্র এই চারিটা গ্রহ অধিপতি হইয়া
থাকে । ৩। যখন জৈড়া নাড়ী অর্থাৎ বামনাসাপুটে শ্বাস প্রবা-
হিত হইতে থাকে, তখন স্থানসেবা (তীর্থযাত্রাদি) ধ্যান,
বাণিজ্য, রাজদর্শন এবং অন্যান্য শুভকৰ্ম্ম অতীব যত্নের সহিত

* দেব দেব মহাদেব তব্জ্ঞ পরমেশ্বর ।

কথয়ন্ত প্রভো জ্ঞানং রূপাং কৃতা মমোপরি ॥

পার্বতী বলিলেন,—হে দেবদেব, মহাদেব, তব্জ্ঞ পরমেশ্বর
প্রভো! আমার প্রতি কৃপা করিয়া জ্ঞানকাণ্ড বিবৃত করুন ।

কথং ব্রহ্মাণ্ড মুৎপন্নং কথং বা পরিবর্ত্ততে ।

কথং বিলীয়তে দেব বদ ব্রহ্মাণ্ডনির্গম্য ॥

হে দেব! কেমন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল, কি রূপেই
বা পরিবর্ত্তিত হয় এবং কি প্রকারে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে,
ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডনির্গম্য বিশেষ করিয়া বলুন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ । তস্মাদ্ ব্রহ্মাণ্ড মুৎপন্নং তন্মেন
পরিবর্ত্ততে । তন্মেন লীয়তে দেবি তস্মাদ্ ব্রহ্মাণ্ডনির্গম্য ॥

• মহাদেব বলিলেন,—হে দেবি! তব্জ্ঞ হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎ-
পন্ন হইয়াছে, তব্জ্ঞ হইতেই পরিবর্ত্তিত হয় এবং তব্জ্ঞ হইতেই বিলীন হইয়া
থাকে; অতএব তব্জ্ঞই ব্রহ্মাণ্ডনির্গম্যের মূল ।

দেব্যাচ । তব্জ্ঞমেব পরং মূলং নিশ্চিতং তব্জ্ঞবেদিত্তিঃ ।

তব্জ্ঞমূলং কিং দেব তব্জ্ঞমেব প্রকাশয় ॥

কারয়েত প্রযত্নতঃ ॥ ৪ ॥ দক্ষনাড়ীপ্রবাহে তু শনি-
ভৌমশ্চ সৈংহিকঃ । ইনশ্চৈব তথাপ্যেব পাপানামুদয়ো
তবেৎ ॥ ৫ ॥ শুভাশুভবিবেকো হি জ্ঞায়তে তু
স্বরোদয়াৎ ॥ ৬ ॥ দেহমধ্যে স্থিতা নাড্যো বহুরূপাঃ
সুবিস্তরাঃ । নাভেরধস্তাদ্ য দ্বন্দ্বঃ অক্ষুরা স্তত্র
নির্গতাঃ । দ্বিসপ্ততিসহস্রাণি নাভিমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ ।
চক্রবচ্চ স্থিতা স্তাস্ত সর্ক্সাঃ প্রাগহরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭ ॥
তাসাং মধ্যে ত্রয়ঃ শ্রেষ্ঠা বামদক্ষিণমধ্যমাঃ ॥ ৮ ॥ বামা

করিবে । ৪। পিজলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে সাশ্ব প্রব-
হনকালে শনি, মঙ্গল, রাহু এবং সূর্য্য এই চারি পাপগ্রহের
উদয় হইয়া থাকে । ৫। এই স্বরোদয় শাস্ত্র শিক্ষা করিলে,
সমুদায় শুভ ও অশুভ কৰ্ম্মের জ্ঞান জন্মে, অর্থাৎ শুভগ্রহ
শুভকার্য্যের ফল প্রদান করে । অতএব শুভকার্য্য করিতে
হইলে, বামনাসাতে যখন শ্বাস প্রবাহিত হইবে তখন করিবে
এবং পাপকার্য্য করিতে হইলে, দক্ষিণ নাসাতে যখন শ্বাস বহন
হইবে, তখন করিবে । ৬। শরীরের মধ্যে অনেক প্রকার আকা-
রের অনেকগুলি সুবিস্তৃত নাড়ী আছে । এই নাড়ীগুলি
নাভির নিম্নে কন্দ (মুলাধার) হইতে নির্গত হইয়াছে । সর্বশুদ্ধ
নাড়ীর সংখ্যা বাহ্যন্তর হাজার । ইহারা চক্রের গ্রায় অবস্থিতি
করিতেছে । ৭। এই সকল নাড়ীর মধ্যে বাম (জৈড়া),
দক্ষিণ (পিজলা) ও মধ্যম (স্ববুমা) এই তিনটা নাড়ীই প্রধান । ৮।

দেবী বলিলেন,—তব্জ্ঞই প্রধান মূল, ইহা তব্জ্ঞানী পণ্ডিত-
গণ নির্ণীত করিয়াছেন । হে দেব! তব্জ্ঞের স্বরূপ কি, তাহা
আপনি আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন ।

ঈশ্বর উবাচ । নিরঞ্জনো নিরাকার একদেবো মহেশ্বরঃ ।

তস্মাদাকাশমুৎপন্নং আকাশায়ুসম্ভবঃ ।

বায়োন্তেজ স্তত শ্চাপস্ততঃ পৃথ্বীমুদ্ভবঃ ॥

ঈশ্বর কহিলেন,—এক মহেশ্বর হইতেই আকাশ উৎপন্ন
হইয়াছে । তিনি নিরঞ্জন এবং আকারশূন্য । আকাশ হইতে
বায়ুর সৃষ্টি হইয়াছে, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল ও
জল হইতে পৃথিবী সমুদ্ভূতা হয় ।

• এতানি পঞ্চতত্ত্বানি বিত্তীর্ণানি চ পঞ্চধা ।

ভৌমো ব্রহ্মাণ্ডমুৎপন্নং তৈরেব পরিবর্ত্ততে ।

বিলীয়তে চ তৈরেব তৈরেব রমতে পুনঃ ॥

সোমাদ্বিকা প্রোক্তা দক্ষিণা রবিসন্নিভা । মধ্যমা চ
ভবেদগ্নিঃ কলভাং কালরূপিনী ॥ ৯ ॥ বামা জম্বুত-
রূপা চ জগদাপ্যায়নে স্থিতা । দক্ষিণা রৌদ্রভাগেন
জগচ্ছোষরতে সদা । যমো কাহে তু যত্নাঃ স্যাৎ
সৰ্বকৰ্ম্যাবিনাশিনী । নির্গমে তু ভবেদ্বামা প্রবেশে
দক্ষিণা শ্মতা ॥ ১০ ॥ ঈড়াচারে তথা সৌম্যং চন্দ্র-

ঈড়া নাড়ী চন্দ্র, পিঙ্গলা সূর্য্য এবং জম্বুমা অগ্নির তুলা । এই
জম্বুমা নাড়ীই কালরূপিনী । ৯ । বামদিকের ঈড়া নাড়ী স্বধারস
স্বরূপা ; জগতের তৃপ্তি সাধন ইহার কার্য্য । দক্ষিণদিকের
পিঙ্গলানাড়ীতে শ্বাস বহনে মহাতাপ প্রকাশ পায় ; জগতের
পরিশোধন করাই ইহার কার্য্য এবং উভয় নাসাপুটে শ্বাস-
বহনকালে মৃত্যু এবং সৰ্ব্বকৰ্ম্ম ধ্বংস হয় । ১০ । পিঙ্গলানাড়ী

ইহাদের নাম পঞ্চতত্ত্ব । এই পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চ প্রকারে বিস্তীর্ণ
রহিয়াছে । এই সকল তত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে,
এই সকলের দ্বারাই পরিবর্তিত হইতেছে, ইহা গিগের দ্বারাই
বিলীন হইয়া থাকে এবং এই সকলেতেই ব্রহ্মাণ্ড পরি-
মিত হয় ।

পঞ্চতত্ত্বময়ে দেহে পঞ্চতত্ত্বানি স্কন্দরি । স্কন্দরূপেণ বৰ্ত্তন্তে
জায়তে তত্ত্ববোগিভিঃ । অতএব প্রবক্ষ্যামি শরীরস্থং স্বরোদয়ম্ ।
হংসচারস্বরূপেণ ভবেৎ জ্ঞানং ত্রিকালগম্ ॥

স্কন্দরি ! পঞ্চতত্ত্বময় শরীরে এই পাচটি তত্ত্ব স্কন্দরূপে
রহিয়াছে, ইহা তত্ত্বজ্ঞানীবা জানিতেছেন । অধুনা শরীরস্থ
স্বরোদয় বলিব । “ হংস ” এই প্রকারে সৰ্ব্বদা জীবের শরীরে
শ্বাস বহন হইতেছে ; তাহা দ্বারা ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমান এই
ত্রিকালের জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে ।

দেহমধ্যে স্থিতা নাড়্যো বহুরূপাঃ সৰিস্তরাঃ । জাতব্যাস্চ
বৃধৈ নির্ভ্যঃ স্বদেহজ্ঞানহেতবে । নাভিস্থানককলোদ্ধ মন্মুরা
দেব নির্ভিতাঃ । ষিসপ্ততিসহস্রাণি দেহমধ্যে ব্যবস্থিতাঃ । নাড়ীস্থা
কুণ্ডলী শক্তির্ভূজঙ্গাকারশায়িনী । ততো দশোদ্ধগানাড্যো
দশৈবধাঃ প্রোক্তিতাঃ । দেহে তিৰ্য্যগ্গতাননাড্য শ্চেতু-
র্কিংশতিসংখ্যয়া । প্রধানা দশনাড্যস্ত দশ বায়ুপ্রবাহকাঃ ।
তিৰ্য্যগুর্দ্ধ মধ ঈড়া বায়ুদেহসমস্থিতাঃ । চক্রবত্ত্ব স্থিতা
দেহে সৰ্ব্বাঃ প্রাণসমাপ্রিতাঃ । ভাসাং মধ্যে দশ শ্রেষ্ঠং দশানাং
তিন্ত্র উক্তমাঃ । ঈড়া চ পিঙ্গলা চৈব জম্বুমা চ তৃতীয়া ।
গাক্ষারী হস্তিজিহ্বা চ পূবা চৈব দশমিনী । অলম্ববা কুহূক্ষের

সূর্য্যগত ত্বথা । কায়য়েৎ জ্বরকৰ্ম্মাণি প্রাণে পিঙ্গল-
সংস্থিতে ॥ ১১ ॥ যাত্রায়াং সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণ্যে বিধাপহরণে
ইড়া । ভোজনে মৈথুনে যুদ্ধে পিঙ্গলা সিদ্ধিদায়িকা ॥
১২ ॥ উচ্চাটমারণাদ্যে কৰ্ম্মস্বৈতেষু পিঙ্গলা
মৈথুনে চৈব সংগ্রামে ভোজনে সিদ্ধিদায়িকা ॥ ১৩ ॥
শোভনেষু চ কৰ্ম্মাণ্যে যাত্রায়াং বিষকৰ্ম্মাণি । শান্তিমু-
ক্ত্যর্থসিদ্ধৌ চ ঈড়া যোজ্যা নরাধিপৈঃ ॥ ১৪ ॥ যাত্রা-

অর্থাৎ দক্ষিণনাসাবহনকালে জ্বরকৰ্ম্মসকল করিবে এবং ঈড়া-
নাড়ী অর্থাৎ বামনাসাবহনসময়ে শুভ কার্য্যসকল করিবে,
তাহাতে শুভ ফল হইবে । ১১ । ঈড়ানাড়ীবহনকালে যাত্রা
ও বিষহরণ এবং পিঙ্গলাতে অর্থাৎ দক্ষিণনাসাবহনসময়ে
ভোজন, যুদ্ধ, শৃঙ্গার ইত্যাদি কার্য্য করিবে । ১২ । পিঙ্গলানাড়ী
বহনকালে উচ্চাটন, মারণ, মৈথুন, সংগ্রাম প্রভৃতি কৰ্ম্ম করিলে,
সিদ্ধি হইবে । ১৩ । ঈড়ানাড়ীতে অর্থাৎ বামনাসাবহনসময়ে শুভ-
কার্য্য, যাত্রা, বিষপ্রয়োগ, শান্তিকার্য্য, মুক্তি ও অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত
শান্তিনী দশমী তথা । ঈড়া বামে স্থিতা ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলা
তথা । জম্বুমা মধ্যদেশে তু গাক্ষারী বামচক্ষুধি । দক্ষিণে
হস্তিজিহ্বা চ পূবা কর্ণে চ দক্ষিণে । যশস্বিনী বামকর্ণে আননে
চাপালমুখা । কুহূক্ষ লিঙ্গদেশে তু মূলহানে চ শান্তিনী ।
এবং দ্বারং সমাপ্রিত্য তিষ্ঠন্তি দশনাডিকাঃ । ঈড়া পিঙ্গল-
জম্বুমা চ প্রাণমার্গে সমাপ্রিতাঃ । এতাহি দশনাড্য স্ত দেহমধ্যে
ব্যবস্থিতাঃ ॥

শরীরের অভ্যন্তরে অনেক প্রকার সুবিস্তৃত নাড়ী আছে ।
শরীর বিজ্ঞানের নিমিত্ত যেই সকল নাড়ী শণ্ডিতগণের জ্ঞাত
হওয়া অবশ্য কর্তব্য । নাভির নিম্নে ও মূলাধারের উর্দ্ধ হইতে
উৎপন্ন হইয়া বাহ্যন্তর হাজার নাড়ী সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া
আছে । নাড়ী স্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি সর্পাকারে আছে ।
ইহাদের মধ্যে দশটি নাড়ী উর্দ্ধদিকে এবং অপর দশটি অধোদিকে
প্রতিষ্ঠিত আছে । অন্য চতুর্কিংশতি নাড়ী তিৰ্য্যগ্গভাবে
শরীরের সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহাদের মধ্যে প্রধান
দশ নাড়ী হইতে দশ প্রকার বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে ।
দেহমধ্যে সমস্ত বায়ু প্রবাহক নাড়ী তিৰ্য্যক্ উর্দ্ধ ও অধোভাবে
অবস্থিত হইয়া চক্রাকারে প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ।
এই সকল নাড়ীর মধ্যে দশটি প্রধান । এই দশটির মধ্যে তিনটি
উক্তম । এই তিনটি নাড়ীর নাম,—ঈড়া, পিঙ্গলা ও জম্বুমা ।

কৈব প্রবাহে চ জ্বরসৌম্যবিবর্জনে। বিবৃৎ তন্ত
জানীয়াৎ সংস্বরেভ্য বিচক্ষণঃ ॥ ১৫ ॥ সৌম্যাদিশুভ-

কার্যেযু লাভাদিজয়জীবিতে। গমনাগমনে চৈব বামা
সর্বত্র পূজিতা ॥ ১৬ ॥ যুদ্ধাদিভোজনে যাতে স্ত্রীণা-

কর্মসকল করিলে শুভদায়ক হইবে। ১৪। উভয় নাড়ীতে অর্থাৎ
উভয়নাগাবহন সময়ে শুভ ক্রিয়া অশুভ কোন কার্যই করিবে
না, অর্থাৎ বিচক্ষণ ব্যক্তি সুস্থানাড়ী বহনকালে সর্ব কার্য

পরিত্যাগ করিবে। ১৫। লাভ, বিজয়, শুভ, আয়ুস্কার্য, গমন,
স্নানন ইত্যাদি বিষয়ে নৈধানাড়ীই প্রধান। ১৬। যুদ্ধ, ভোজন,

একটপ্রাণসঞ্চারণ লক্ষ্যেৎ দেহমধ্যতঃ।

ঈড়াপিঙ্গলাসুস্থানাভিনাড়ীভিত্তিস্থতির্কুণ্ডঃ ॥

ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুস্থানা এই তিনটা নাড়ী দ্বারা শরতত্ত্ববেতা
পণ্ডিত শরীরের মধ্যে ব্যক্তরূপে বায়ুসঞ্চারণ অমুভব করেন।

ঈড়া বামে চ বিজ্ঞেয়া পিঙ্গলা দক্ষিণে স্থতা।

ঈড়ানাড়ীস্থিতা বামা ততোবাস্তা চ পিঙ্গলা ॥

ঈড়ানাড়ী বামদিকে ও পিঙ্গলানাড়ী দক্ষিণদিকে অবস্থিত
আছে।

ঈড়ারং সংস্থিতচক্ষুঃ পিঙ্গলারং ভাস্করঃ।

সুস্থানা শত্ভুরূপেণ শত্ভুর্হংস্বরূপকঃ ॥

বামনাগাপুটস্থিতা ঈড়া নাড়ীতে চক্ষু এবং দক্ষিণনাগরূ-
স্থিতা পিঙ্গলা নাড়ীতে সূর্য্য অবস্থিত রহিয়াছেন। ব্রহ্মরূ-
গামিনী সুস্থানা নাড়ী শিবরূপে মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে বিদ্যমান
রহিয়াছে। শত্ভু (শিব) হংসরূপী।

হংকারোনির্গমে প্রোক্তঃ সকারস্ত প্রবেশনে।

হংকারঃ শিবরূপেণ সকারঃ শক্তিরূপ্যতে ॥

শ্বাসপতনকালে হংকার ও শ্বাসগ্রহণ সময়ে সকার উচ্চারিত
হয়। হং শিবরূপী ও স শক্তিরূপী।

শক্তিরূপস্থিতচক্ষুঃ বামনাড়ীপ্রবাহকঃ।

দক্ষনাড়ী প্রবাহচ শত্ভুরূপী দিবাকরঃ ॥

চক্ষু শক্তিরূপে অবস্থিত হইয়া বাম (ঈড়া) নাড়ীতে
প্রবাহিত হইতেছে। সূর্য্য শত্ভুরূপে দক্ষিণ (পিঙ্গলা) নাড়ীতে
বহিতেছে।

শ্বাসে সকারসংস্থে তু বন্ধানঃ দীর্ঘতে বৃধেঃ।

তদানং জীবলোকেহস্মিন্ কোটিকোটিকুণ্ডং তবেৎ ॥

সকারে স্থিত শ্বাসে, অর্থাৎ শ্বাসগ্রহণ সময়ে, যাহা দান
করা যায়, এই বর্তলোকে তাহার কল কোটিকোটিকুণ্ড হইয়া
থাকে।

অনেন লক্ষ্যেন্দ্র যোগী চৈকচিত্তঃ সমাহিতঃ।

সূক্ষ্মমেব বিজানীয়াশ্বাসং তচ্চক্ষুঃসূর্য্যয়োঃ ॥

ইহার দ্বারা যোগী ব্যক্তি, সন্নিবিষ্টচিত্তঃ সমাধিবৃত্ত হইয়া

উক্ত দশটা প্রধান নাড়ীর মধ্যে অপর সাতটির নাম,—গান্ধারী
হস্তিজিহ্বা, পুষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহু এবং শজ্বিনী। বাম-
দিকে ঈড়া, দক্ষিণ ভাগে পিঙ্গলা, মধ্যদেশে সুস্থানা, বামচক্ষুতে
গান্ধারী, দক্ষিণ লোচনে হস্তিজিহ্বা, দক্ষিণ কর্ণে পুষা, বাম
শ্রবণে যশস্বিনী, মুখে অলম্বুষা, লিঙ্গদেশে কুহু এবং মূলাধারে
শজ্বিনী—এই দশটা নাড়ী এইরূপে দশটি দ্বার আশ্রয় করিয়া
অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ঈড়া পিঙ্গলা ও সুস্থানা
প্রাণবায়ুর মার্গ অবলম্বন করিয়া আছে।

নামানি নাড়িকানাঙ্ক বাতানাং প্রবদাম্যহম্। প্রাণো-
হপানঃ সমানশ্চোদানোব্যান্য শুধৈব চ। নাগঃ কৃষ্ণচ ককরো
দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ। হৃদি প্রাণো বহেন্নিত্যনপানো শুদমণ্ডলে।
সমানো নাভিদেশে চ উদানঃ কণ্ঠমধ্যগঃ। ব্যানো ব্যাপী
শরীরেষু প্রধানঃ পঞ্চবায়বঃ। প্রাণাদ্যঃ পঞ্চবিখ্যাতা নাগাদ্যঃ
পঞ্চবায়বঃ। তেষামপি চ পঞ্চানাং স্থানানি চ বদাম্যহং।
উদগারে নাগ আখ্যাতঃ কৃষ্ণ উল্লীলনে স্থতঃ। ককরঃ ক্ষুৎকতো-
জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজ্ঞস্তপে। ন জহাতি মূতে কাপি সর্বব্যাপী
ধনঞ্জয়ঃ। এতে নাড়ীসু সর্বাশ্চ ভ্রমন্তে জীবরূপিণঃ ॥

নাড়ীর নাম কথিত হইল, এক্ষণে বায়ুসকলের নাম বলি
তেছি।—প্রাণ, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কৃষ্ণ, ককর,
দেবদত্ত, ধনঞ্জয়,—এই দশটি বায়ুর নাম। হৃদয়ে প্রাণ,
শুদমণ্ডলে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠমধ্যে উদান ও সন্-
শরীরে ব্যান, এই সকল বায়ু নিত্য বহিতেছে। প্রাণ অপান
প্রভৃতি এই পাঁচটা বায়ুই প্রধান ও বিখ্যাত। নাগাদি আর
পাঁচটা বায়ুর স্থান বলিতেছি।—উদগারে নাগ বায়ু, চক্ষুর উল্লী-
লনে কৃষ্ণ, ক্ষুৎকারে (হাঁচি) ককর, বিজ্ঞস্তপে (হাই তোলা)
দেবদত্ত এবং সমস্ত শরীরে ধনঞ্জয়—এই পাঁচটা বায়ু, এই পঞ্চ-
স্থান অধিকৃত কল্পিয়া রহিয়াছে। মনুষ্যের মৃত্যু হইলেও সর্ব-
ব্যাপী ধনঞ্জয় বায়ু দেহ পরিত্যাগ করে না। জীবদিগের জীবন-
রূপী এই সকল বায়ু সমস্ত নাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছে।

কৈবতু সদমে । প্রশস্তা দক্ষিণা নাড়ী প্রবেশে কুন্ড-
কর্মণি ॥ ১৭ ॥ শুভাশুভানি কার্য্যাণি লাভালাভে

আধাত, ত্রীসদম, প্রবেশ, যাহুর্করণ প্রভৃতি কুন্ডকার্য্য দক্ষিণ
নাসিকা বহনকালে করিলে, সুসিদ্ধ হইবে ॥ ১৭ ॥ সুমুয়ানাড়ী

চন্দ্র ও সূর্য্যের পথ, অর্থাৎ জৈড়া ও পিঙ্গলানাড়ীর বহনকাল,
লক্ষকরিয়া সমুদয় বিষয় বিদিত হইবে ।

ধ্যারেত্ত্বঃ স্থিরে জীব অস্থিরেণ কথ্যচন ।

ইষ্টনির্দিষ্টবেত্তস্য মহালাভোজয়ন্তথা ॥

যখন জীব (স্বর, শ্বাসবায়ু) স্থির থাকিবে, অর্থাৎ কুন্ডক
করিবার সময়ে শ্বাস প্রবাহিত না হইয়া বদ্ধ থাকিবে, তখন
পঞ্চতত্ত্ব চিত্তা করিবে আর যখন জীব অস্থির থাকিবে, অর্থাৎ
শ্বাসবায়ু রেচক ও পুরক করিবার সময়ে প্রবাহিত হইতে
থাকিবে, তখন পঞ্চতত্ত্বের ধ্যান করিবে না । তত্ত্ববিজ্ঞানদ্বারা
তাহার ইষ্টসিদ্ধি, মহালাভ ও জয় হইবে ।

চন্দ্রসূর্য্যৌ বদাভ্যাসৌ যে কুর্কন্তি সদা নরাঃ ।

অভীতানাগতজ্ঞানং তেষাং হস্তগতং সদা ॥

যে ব্যক্তি সর্বদা চন্দ্র ও সূর্য্য অভ্যাস করে, তাহার ভূত ও
ভবিষ্যৎ জ্ঞান করতল প্রাপ্ত থাকে ।

বামে চামুতরূপস্থা জগদাপ্যয়িনী পরা ।

দক্ষিণা চরমে ভাগে জগৎপাদয়েৎ সদা ।

মধ্যমা ভবতি ক্রুরা হৃষ্টা সর্বত্র কর্ম্মহু ॥

বামনাসাপুটস্থিতা জৈড়া নাড়ী শ্রেষ্ঠা, সুধারূপিণী ও জগ-
তের তৃপ্তিদায়িনী, অর্থাৎ ইহা দ্বারা যাবতীর শুভকল প্রাপ্ত-
হওয়া যায় । দক্ষিণনাগসংবাহিনী পিঙ্গলা নাড়ী জগতের উৎ-
পত্তিকারিণী । ইহার কল ও শুভ এবং ব্রহ্মরূপগামিনী মধ্যমা
সুমুয়া নাড়ী নিষ্ঠুরা ও সর্বকর্মে বিয়কারিণী, অর্থাৎ ইহার দ্বারা
সমস্ত অশুভ কল ঘটিয়া থাকে ।

সর্বত্র শুভকার্য্যে বামা ভবতি পুষ্টিদা ।

নির্গমে চ শুভা বামা প্রবেশে দক্ষিণা শুভা ।

শুভকার্য্যে শুভা বামা দক্ষিণা ক্রুরকর্ম্মহু ॥

সর্বত্র সকল শুভকার্য্যে জৈড়া নাড়ী শুভকল প্রদান করে ।
শ্বাসপতনসময়ে জৈড়া নাড়ী প্রশস্তা, ও স্বরপ্রবেশকাথে পিঙ্গলা
নাড়ী শুভকলদায়ক হয় । জৈড়া নাড়ীতে স্বরবহনসময়ে শুভকার্য্য
করিবে এবং পিঙ্গলাবহনকালে ক্রুরকর্ম্ম করিবে ।

জয়াজরো । জীবো জীবায় যৎ পুচ্ছেৎ ন সিধ্যতি চ
মধ্যমা ॥ ১৮ ॥ বামাচারেৎথবা বকে প্রত্যয়ে যৎ

বহনকালে শুভ ও অশুভ যে কোন কার্য্য, লাভ, অলাভ, জয়,
পরাজয় ইত্যাদি সিদ্ধ হয় না এবং জীবসম্বন্ধীয় প্রত্নেরও
শুভ হয় না ॥ ১৮ ॥ বামনাসাতে অথবা দক্ষিণনাসাতে শ্বাস

চন্দ্রঃ সমস্ত বিজ্ঞেয়ো রবিস্ত বিবমঃ সদা ।

চন্দ্রঃ ত্রী পুরুষঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রোপোরোরবিঃ সিতঃ ।

জৈড়া পিঙ্গলা সুমুয়া চ তিস্রোনাড্যঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

জৈড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, সংজ্ঞা সম এবং পিঙ্গলা-
নাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য, সংজ্ঞা বিবম । চন্দ্রনাড়ী ত্রী ও
সূর্য্যনাড়ী পুরুষ । চন্দ্র গৌরবর্ণ ও সূর্য্য শুক্লবর্ণ । জৈড়া, পিঙ্গলা
ও সুমুয়া এই তিনটি নাড়ীর বিষয় কথিত হইল ।

জৈড়ায়াম্ প্রবাহেণ সৌম্যকর্ম্মাণি কারয়েৎ ।

পিঙ্গলায়াঃ প্রবাহেণ রৌদ্রকর্ম্মাণি কারয়েৎ ।

সুমুয়ায়াঃ প্রবাহেণ শিক্তিমুক্তিফলানি চ ॥

জৈড়াতে শ্বাসবহনকালে শুভকর্ম্ম, পিঙ্গলানাড়ীতে স্বরবহন
সময়ে ক্রুরকর্ম্ম এবং সুমুয়াতে যখন শ্বাস গমনাগমন হইবে,
তখন শিক্তি ও মুক্তিপ্রদ কর্ম্মলকল করিবে ।

আদৌ চন্দ্রঃ সিতে পক্ষে ভাস্করস্ত সিতোত্তরে ।

প্রতিপত্তোদিনান্যাহঃ ত্রীণি ত্রীণি ক্রমোদয়ে ॥

শুক্লপক্ষে চন্দ্রনাড়ী, অর্থাৎ বামনাসিকাশ্বাস ও কৃষ্ণপক্ষে
সূর্য্য নাড়ী, অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকাশ্বাস প্রতিপদ্য অবধি তিনতিন
দিন করিয়া ক্রমে ক্রমে উদিত হয় ।

সান্ধিঘটিকা জ্ঞেয়া শুক্রে-কৃষ্ণে শশী রবিঃ ।

বহত্যেকদিনেনৈব যথা বষ্টিঘটিকমাৎ ।

বহন্তাবদ্যটীমধ্যে পঞ্চতথানি নির্দিশেৎ ॥

সমস্ত অহোরাত্রে ৬০ বষ্টি দণ্ডে শুক্লপক্ষে চন্দ্র ও কৃষ্ণপক্ষে
সূর্য্যনাড়ী আড়াই দণ্ড করিয়া ক্রমে উদিত হয় । এইরূপ জন,
বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী ও আকাশ এই পাঁচ তত্ত্ব সমষ্টিদ্বারা
বষ্টিদণ্ডমধ্যে প্রতি আড়াই দণ্ডে এক এক নাসিকায় উদিত হয় ।

প্রতিপত্তোদিনান্যাহঃ বিপরীতে বিপর্য্যয়ঃ ॥

এইরূপ প্রতিপদ্যাদি তিথিতে বিপরীত হইলে বিপরীত ফল
হয়, অর্থাৎ নিরূপিত সময়ে দক্ষিণনাসাপুটবহনসময়ে যদি
বামনাসাবহন হয়, অথবা বামনাসাবহনকালে দক্ষিণনাসা বহন
হয়, তাহা হইলে ফলের ব্যত্যয় হয় ।

মায়কঃ । তদুৎসাহঃ পুচ্ছতে ন তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ।
বৈষ্ণবো বামদেবস্ত বদা বহতি চান্নানি । তত্র ভাগে
স্থিতঃ পুচ্ছৎ সিদ্ধির্ভবতি নিষ্কলা ॥ ১০ ॥ বামে বা

প্রবেশময়ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন প্রসন্ন করে, তাহা হইলে
নিশ্চয়ই সে কাণ্ড স্থগিত হইবে । ইহার বিপরীতে, অর্থাৎ
বাস নির্গমকালে এবং যে নাপিকাতে বাসবহন হয়, সেই দিক
হইতে কোন ব্যক্তি প্রসন্ন করিলে, তাহা নিষ্ফল হইবে ॥ ১০ ॥ বাম

অন্তমতে—কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদে প্রভাতে দক্ষিণনাসাবহন
কালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, ১৫ পঞ্চদশদিনপর্যন্ত কোন পীড়া হয়
না । যদি বামশ্রবহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তবে স্নেহা জন্মিয়া
পীড়া হইতে পারে । এইরূপ রোগোৎপত্তির নিবারণোপায়ও
লিখিত হইল । যতদিন রোগ শান্তি না হইবে, ততদিনপর্যন্ত
পুরাতন তুলাধারা বামনাসাপুট বন্ধ রাখিবে । আর গুরুপক্ষে
প্রতিপদে বামশ্রবহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে পঞ্চদশদিন পর্যন্ত
কোন পীড়া জন্মিবে না । দক্ষিণনাসাবহনকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে
একপক্ষ শরীর উত্তপ্ত হইয়া রোগ হইবে । ইহারও নিষ্কৃতির
পন্থা এই—যে পর্যন্ত না আরোগ্যলাভ হইবে, সে পর্যন্ত ঐ
নাসা পুরাতন তুলাধারা বন্ধ করিয়া রাখিবে ।

গুরুপক্ষে বহেধামা কৃষ্ণপক্ষে চ দক্ষিণা ।

জানীয়াৎ প্রতিপৎ পূর্বে যোগী তদুৎসাহমানসঃ ॥

গুরুপক্ষে বামনাডী ও কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণাডী বহে । ইহা প্রতি-
পদাদি ত্রিধীর পূর্বে যোগী ব্যক্তি একাগ্রচিত্ত হইয়া জানিবে ।

উদয়শ্চক্রমার্গেণ সূর্য্যোদয়ঃ গতোযদি ।

দদাতি শুণসংঘাতঃ বিপরীতে বিপর্যয়ঃ ॥

তিথি-অনুসারে বামনাসাপুটে সূর্যের উদয় ও দক্ষিণনাসা-
পুটে সূর্যের অস্ত হইলে, বহুশুণবিশিষ্ট শুভফল লাভ হইয়া
থাকে । ইহার বিপরীতে বিপরীত ফল হয় ।

শশাঙ্কঃ চারয়েজ্যোতী দিবাচার্য্যোদিবাকরঃ ।

ইত্যভ্যাসে বতোযোগী স যোগী নাম সংশয়ঃ ॥

৷ রাত্রিতে ঈড়ানাডীতে এবং দিবসে পিঙ্গলানাডীতে শ্র-
চালন করিবে । এই শ্রচালন অভ্যাসে যে ব্যক্তি পারগ, সেই
ব্যক্তিই যোগী । ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

সূর্য্যেণ বধ্যতে সূর্য্যশ্চক্রশ্চক্রং বধ্যতে ।

যোগ্যনাতি ক্রিয়ামেতাং ত্রৈলোক্যং জয়তে কপাৎ ॥

দক্ষিণে বাপি যত্র সংক্রমতে শিবা । ধোরে ধোরাণি
কার্য্যানি সৌম্যে বৈ মধ্যমানি চ । প্রস্থিতে ভাগ্যতো

নাসা অথবা দক্ষিণনাসাতে বায়ু বহনসময়ে ক্রুরের উদয়ে
ক্রুরকার্য্য এবং শুভের উদয়ে শুভকার্য্য করিবে এবং সূর্য্যার

দিবসে পিঙ্গলানাডী বন্ধ করিবে, অর্থাৎ বামনাসাচালন
করিবে ও রাত্রিতে ঈড়ানাডী বন্ধ করিবে, অর্থাৎ পিঙ্গলাতে
শ্রচালন করিবে । যে ব্যক্তি এই প্রক্রিয়া অবগত আছে, সে
ক্ষণকালের মধ্যে ত্রিভুবন জয় করিতে সমর্থ হয় ।

শুকশুকবুদ্ধেন্দ্রনাং বাসরে বামনাডিকা ।

সিদ্ধির্দা সর্বকার্য্যেবু গুরুপক্ষে বিশেষতঃ ॥

সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে ঈড়ানাডী সকলকর্মে
শুভফলপ্রদান করে, অর্থাৎ বামনাসিকার শ্রবহনকালে কোন
কার্য্য করিলে, তাহাতে শুভফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । বিশেষতঃ
গুরুপক্ষেই ইহার অধিকতর সিদ্ধি হইয়া থাকে ।

অর্কানারকসৌরীণাং বাসরে দক্ষনাডিকা ।

অর্ন্তব্য চরকার্য্যেবু কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ ॥

রবি, মঙ্গল, শনিবারে পিঙ্গলানাডী সকল কার্য্যে সিদ্ধি-
দায়িনী হয়, অর্থাৎ দক্ষিণনাসার শ্রবহনকালে যে সকল কার্য্য
করা যায়, তাহাতে সিদ্ধি হইয়া থাকে । বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে
ইহাতে সমধিক ফললাভ হয় ।

ক্রমাদেদৈকানাড্যান্ত তদ্বানাং পৃথগুভবঃ ।

অহোরাত্রস্ত মধ্যে তু জেয়া দ্বাদশসংক্রমাঃ ॥

ক্রমে এক এক নাডীতে পাঁচটি তব পৃথক পৃথগুরূপে উদ্ভিত
হয় এবং দিনরাত্রি ৬০ বষ্টি দণ্ডমধ্যে ১২ দ্বাদশবার সঞ্চার হয় ।

বৃষকর্কটকন্যালিম্বুগমীনে নিশাকরঃ । মেঘসিংহে চ ধর্ম্মা
তুলায়াং মিথুনে ঘটে । উদয়োদক্ষিণে জেয়া শুভাশুভবিনির্গয়ঃ ॥

বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন রাশিতে ঈড়ানাডী
এবং মেঘ, সিংহ, ধর্ম্ম, তুলা, মিথুন ও কুম্ভরাশিতে পিঙ্গলা-
নাডীর উদয় জানিয়া শুভ ও অশুভফল নির্ণয় করিবে ।

তিষ্ঠেৎ পূর্ব্বোত্তরে চক্রঃ সূর্য্যোদক্ষিণপশ্চিমে । বাম্চাব-
প্রবাহেণ ন গচ্ছেৎ পূর্ব্ব-উত্তরে । দক্ষনাডীপ্রবাহে তু ন গচ্ছেৎ
বাম্যপশ্চিমে । পরিপস্থিতঃ তস্ত গতোহসৌ ন নিবর্ত্ততে ।
তদ্বাডী ন গন্তব্যং বৃণৈঃ সর্কহিতেপ্স্থিতিঃ । তদা তত্র শূ-
সংঘাতমুত্থ্যয়েব ন সংশয়ঃ ॥

হংসে দ্বাভ্যাং বৈ সৰ্গবাহিনি । তদা যুত্যাং বিজানী-
রাদ্যোগী যোগবিশারদঃ ॥ ২০ ॥ যত্র যত্র স্থিতঃ পৃচ্ছে

বহনে যুত্যা হইয়া থাকে, ইহা যোগবিশারদ ব্যক্তি জ্ঞাত আছেন।
২০ । প্রশ্নকর্ত্তা বাম, দক্ষিণ অথবা সম্মুখে স্থিত হইয়া যখন প্রশ্ন

পূৰ্ব ও উত্তরদিকের অধিপতি চন্দ্র, অর্থাৎ ঈড়ানাড়ী এবং
দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের অধিপতি সূর্য্য, অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ী।
অতএব বামনাঙ্গাপুটে যখন স্বর বহিতে থাকিবে, তখন পূৰ্ব ও
উত্তরদিকে যাত্রা করিবে না। যখন দক্ষিণনাঙ্গাপুটে শ্বাসপ্রবাহিত
হইতে থাকিবে, তখন দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে যাইবে না।

এই সকলদিকে শত্রুভয় হয়। যে ব্যক্তি এই সকল নিষিদ্ধ-
দিকে গমন করে, সে আর প্রত্যাগত হয় না। এই নিমিত্ত
মঙ্গলজনক কার্য্যের উদ্দেশে পণ্ডিতগণের এই সকলদিকে গমন
করা কর্ত্তব্য নহে। গমন করিলে নিশ্চিতই ভয়ঙ্কর বিপদ
হইবে।

সূর্য্যোদয়ে যদা সূর্য্যাস্তস্ত্রোদয়ে যদা ।

সিধ্যস্তি সৰ্গকাৰ্য্যাণি দিব্যারাজিগতাশ্চাপি ॥

বামস্বর বহিবার সময়ে বামনস্বর এবং দক্ষিণস্বর বহিবার
কালে দক্ষিণস্বর প্রবাহিত হইলে, দিবসে ও রাত্ৰিতে সমস্ত
কাৰ্য্যই সুসিদ্ধ হয়।

গুরুপক্ষে দ্বিতীয়ার্য্যমর্কে বহতি চন্দ্রমাঃ ।

দৃশ্যতে লাভঃ পুংসাং সোমে সৌখ্যং প্রজায়তে ॥

গুরুপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে রবিবারে যদি ঈড়ানাড়ী বহে,
তাহা হইলে পুরুষের লাভ হইবে। ঐ গুরুপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে
সোমবারে যদি ঈড়ানাড়ী প্রবাহিত হয়, তবে সুখভোগ হইবে।

চন্দ্রকালে যদা সূর্য্যাস্তস্ত্রোদয়ে ভবেৎ ।

উদ্বোগঃ কলহোহানিঃ শুভঃ সৰ্গং নিবারয়েৎ ॥

বামনাঙ্গায় শ্বাস বহিবার কালে দক্ষিণনাঙ্গায় শ্বাস বহিলে
এবং দক্ষিণনাঙ্গায় শ্বাস বহিবার কালে বামনাঙ্গায় বহিলে,
উদ্বোগ, কলহ, হানি ও অমঙ্গল উপস্থিত হয়।

বিপরীতলক্ষণং । যদা প্রত্যুষকালে তু বিপরীতোদয়ো-
তবেৎ । চন্দ্রস্বর্গে বহত্যর্কো রবিস্থানে চ চন্দ্রমাঃ । প্রথমে
মানসোদ্বোগঃ ধনহানির্দ্বিতীয়কে । তৃতীয়ে গমনঃ প্রোক্ত মিষ্ট-
নাশঃ চতুর্থকে । পঞ্চমে রাজ্যবিধ্বংসঃ ষষ্ঠে সৰ্গান্নাশনঃ ।
সপ্তমে ব্যাধিহুঃখানি অষ্টমে মৃত্যুহাদিশেৎ ॥

দ্বামদক্ষিণসংমুখঃ । তত্র ভত্র সমং দিশ্যাৎবাতস্তো
দয়নং সদা । অত্রোক্তো বামিকা প্রোক্তা পৃষ্ঠতো দক্ষিণা

করিবে, তখন কোন্ নাড়ীতে বায়ুর বহন হইতেছে, বিশেষ
করিয়া দেখিবে। যদি বামনাঙ্গা বহনকালে সম্মুখে কিম্বা বাম-

প্রাতঃকালে যদি নাড়ীর বিপরীত উদয় হয়, অর্থাৎ বাম-
নাঙ্গিকায় শ্বাসবহনকালে দক্ষিণনাঙ্গায় স্বর বহে এবং দক্ষিণ-
নাঙ্গাপুটে বায়ুবহনকালে বামনাঙ্গাপুটে বায়ুবহন হয়, তাহা
হইলে প্রথম সময়ে মানসিক উদ্বিগ্নতা, দ্বিতীয় সময়ে অথনাশ,
তৃতীয় সময়ে গমন, চতুর্থ সময়ে অভিলষিতহানি, পঞ্চম সময়ে
রাজ্যনাশ, ষষ্ঠ সময়ে সর্গাধ্বংস, সপ্তম সময়ে রোগ ও দুঃখ
এবং অষ্টম সময়ে মৃত্যু হয়।

কালত্রয়ে দিনান্যষ্টৌ বিপরীতং যদা ভবেৎ ।

তদা দৃষ্টফলং প্রোক্তং কিঞ্চিন্ন্যুনে তু শোভনং ॥

এই অষ্টকালের মধ্যে যদি তিনকালে বিপরীত উদয় হয়,
অর্থাৎ যে কালে যে স্বরের উদয় নিরূপিত আছে, সেই কালে
সেই স্বরের উদয় না হইয়া অন্য স্বরের উদয় হয়, তাহা হইলে
কিঞ্চিন্ন্যানাতিরিক্ত মন্দ ফল হইবে।

প্রাতঃস্বর্গ্যাক্ষয়োচ্চন্দ্রঃ সায়াংকালে দিবাকরঃ ।

তদা নিত্যং জয়ং লাভঃ বিপরীতস্ত দুঃখমঃ ॥

প্রভাতে ও মধ্যাহ্নে বামনাঙ্গায় এবং সায়াংকালে দক্ষিণনাঙ্গায়
স্বরবহন হইলে, নিত্য জয়লাভ হইবে এবং ইহার বিপরীত
হইলে, অর্থাৎ প্রাতে ও দুইপ্রহর বেলায় দক্ষিণনাঙ্গা এবং
সন্ধ্যাতে বামনাঙ্গা বহিলে, ইহার ফল দুঃখদায়ক হইবে।

দক্ষিণে যদি বা বামে যত্র সংক্রমতে শিবঃ ।

তৎপাদমগ্রতঃ কৃষ্ণা নিঃসরেৎ নিজমন্ধিরাৎ ॥

যাত্রাকালে দক্ষিণনাঙ্গায় বায়ুবহন হইলে, দক্ষিণ চরণ অগ্রে
বাড়াইয়া, অথবা বামনাঙ্গায় শ্বাসবহন হইলে, বামপদ অগ্রে
বাড়াইয়া, স্বগৃহ হইতে বহির্গত হইবে।

চন্দ্রঃ সম্পদকাৰ্য্যাণি রবিস্ত বিধমঃ সদা ।

পূর্ণপাদং পুরস্কৃত্য যাত্রা ভবতি সিদ্ধিমা ॥

সম্পদকাৰ্য্যাণির নিমিত্ত যাত্রা করিতে হইলে, বামনাঙ্গা-
পুটে যখন স্বর বহিতে থাকিবে এবং বিষম ক্রুরকণ্ঠাদির নিমিত্ত
যাত্রা করিতে হইলে, দক্ষিণনাঙ্গাপুটে যে ক্রমে শ্বাস বহিতে
থাকিবে, তখন যাত্রা করিবে, তাহা হইলে সে যাত্রাতে কণ্ঠ-
সিদ্ধি হইবে।

শুভ। বামেন বামিকা প্রোক্তা দক্ষিণে দক্ষিণা শুভ।।

জীবো জীবতি জীবেন যচ্ছুস্তং তং শ্বরো ভবেৎ ॥২১॥

দিক হইতে এবং দক্ষিণদ্বারা বহনকালে পশ্চাত্তাগ অথবা দক্ষিণ

দিক হইতে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে শুভ হইবে। ২১। পূর্ণনাড়ী-

শর শরম কটোর সেই দিকের সিংহাসনকে আকর্ষিত করিয়া

মণ্ডপাদাঃ শনিগুপ্তে জ্ঞাতব্যাস্চ বিচক্ষণৈঃ।

কার্যাদি করিবে, করিলে সিদ্ধি হইবে।

চক্রে রবৌ পদং রুদ্রং কুজে বুধে তথৈব চ।

আগনে শরনে বাপি পূর্ণাঙ্কে বিনিবেশিতাঃ।

সার্কিং সদা শুরৌ পাদং জ্ঞাতব্যাস্চ বিচক্ষণৈঃ ॥

বশীভবন্তি কামিত্তোহন কৰ্ম্মনিয়মান্তরং ॥

যাত্রাকালে বিচক্ষণ ব্যক্তি শনি ও শুক্রবারে সাতবার, রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধবারে একাদশবার এবং বৃহস্পতিবারে অর্দ্ধ-বার স্মৃতিক্রমে পদক্ষেপণ করিয়া বহির্গত হইবে, তাহা হইলে সার্থ্যসিদ্ধি হইবে।

উপবেশনে, শরনে কিম্বা কামিনীজন বশীকরণে যে দিকের দ্বার বহন হইবে, সেই দিকের বিধানমতে কার্য করিবে।

অরিতোরমধমাদ্যাস্চ অস্ত্রে উৎপাতবিগ্রহাঃ।

যজ্ঞাঙ্গ চরতে বাসু স্তদঙ্গস্ত করস্থলং।

কৰ্ণব্য্যাঃ খলু রিক্তাঙ্গ জয়লাভস্থার্থিভিঃ।

স্বপ্নোখিতোমুখং স্পৃষ্ট্বা লভতে বাঞ্ছিতং ফলং ॥

শত্রু, চোর, অধম প্রভৃতি ও অপর উপদ্রব যুদ্ধ আদির উপরে জয় ও সুখ লাভ করিতে যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে, সে এই সকল কার্য যে নাসিকায় বাস না বহিবে, সেই দিকের বিধান মতে করিবে।

দূরদেশে বিধাতব্যং গমনং তুহিনত্যাভৌ।

যে দিকের নাসিকায় বায়ু বহিতে থাকিবে, সেই দিকের করতল মুখদেশে স্পর্শ করিয়া নিম্নোদ্ধৃত ব্যক্তি প্রাতঃকালে শয্যা হইতে প্রাক্তোথান করিবে, তাহা হইলে তাহার ইষ্টফল লাভ হইবে।

অভ্যর্গদেশে দাপ্ত্রে তু তরণাবিতি কেচন ॥

লোকানাং শীঘ্রগন্তঞ্চ কুশলায়ামিষ্যতে। পরদলে তথা গ্রাহে হানিশ্চ কলহাগমে। যদাঙ্গ রহতে নাড়ী গ্রাহং গতি-করং নৃণাম্। চক্রচারে চতুঃপাদং পঞ্চপাদাস্চ ভাস্করে। এবম্ভ গমনং শ্রেষ্ঠং সাধয়েৎ ভুবনজয়ং। ন হানিঃ কলহো নৈব কণ্টকে-নাপি ভিদ্ধ্যতে। নিবর্ত্ততে স্তথেনৈব সর্কপান্তি কিংবর্ত্তিতঃ ॥

কোন মতে—ঈড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসা বহিবার সময়ে দূরদেশে এবং পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসা বহিবার সময়ে নিকটবর্ত্তী স্থানে যাত্রা করিবে।

যংকিঞ্চিং পূৰ্ণমুদ্দিষ্টং লাভাদিসমরাগমঃ।

কোন স্থানে শীঘ্র গমন করিতে হইলে, শত্রুর সহিত বিবাদের জন্ত যাইতে হইলে, অথবা হানির কারণ উপস্থিত হইলে, তখন যে নাসিকায় বাসবহন হইবে, সেই অঙ্গে হস্ত স্পর্শ করিয়া যাত্রাকালে ঈড়ানাড়ী বহন সময়ে চারিবার এবং পিঙ্গলানাড়ী বহনকালে পঞ্চবার স্মৃতিক্রমে পাদবিক্ষেপপূর্বক গৃহ হইতে নির্গত হইবে। এবম্ভ গমনই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে জিভুবনজয়-পর্যন্তও হইবে এবং হানি বা কলহ কিছুই হইবে না; এমন কি একটি কণ্টকও ফুটিবে না, অর্থাৎ একটু সামান্য বিপদও ঘটিকে না। সকলপ্রকার বিপদবিহীন হইয়া স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রত্যাগত হইবে।

তৎসৰ্গং পূর্ণনাড়ীযু জায়তে নির্জিকল্পকম্ ॥

লাভ, সমর, আগমন আদি সম্বন্ধীয় যে সকল কার্য পূর্বে কথিত হইয়াছে, সে সকল পূর্ণনাড়ীতে করিবে।

শূন্যনাড্যাঃ রিপুং জেতুং যৎপূৰ্ণং প্রতাপাদিতং।

জায়তে নাজ্ঞাথা চৈব যথা সৰ্ব্বজ্ঞভাষিতং ॥

শত্রুর পরাজয় প্রভৃতি কার্য পূর্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা শূন্য নাড়ীর বিধান মতে করিবে। কোন অজ্ঞা নাই। ইহা ত্রিকালজ্ঞ ব্যক্তিরাই বলিয়াছেন।

ব্যবহারে খলোচ্চাটবেষবিবিদ্যাদিবঞ্চকাঃ।

কুপিতস্থানিচৌরাদ্যাঃ পূর্ণস্থাঃ স্ত্যর্ভয়ঙ্করাঃ ॥

উচ্চাটনকারী, বিবেষী, বিদ্যাদিবঞ্চক, খল, কুপিত, সাতী, চোর প্রভৃতির সহিত ব্যবহার পূর্ণনাড়ীতে করিবে না, তাহাতে বিপরীত ফল হইবে।

দূরান্থনি শুভশ্চক্রোনির্জয় ইষ্টসিদ্ধিঃ।

প্রবেশঃ কার্যাহেতুঃ স্যাৎ সূর্য্যঃ শীঘ্রং প্রশস্যতে ॥

শুরুবক্ষুঃপান্নাত্যা অস্ত্রোপাঙ্গিতদারিনঃ।

পূর্ণাঙ্কে খলু কৰ্ণব্য্যা কার্যসিদ্ধিঃ শ্রনীষিভিঃ ॥

শুরু, বক্ষু, রাজা, মন্ত্রী ও অন্ত্রাজ্ঞ অভিষ্টকার্যকম ব্যক্তি-সিগের সিকট হইতে কার্যসিদ্ধি করিতে হইলে, যে নাসিকায়

যৎ কিঞ্চিৎ কার্যমুদ্ভিষ্টং জয়াদিশুভলক্ষণম্ । তৎসৰ্বং

বহনসময়ে জয় আদি শুভ লক্ষণ কার্য উদ্দেশ করিয়া প্রসন্ন কিম্বা কার্য করিলে, নিঃসন্দেহ সফল হইবে । পূর্ণা কিম্বা রিক্তা

ঈড়া অর্থাৎ বামনাসায় স্বরবহনকালে দূরপথে গমন করিবে, তাহা হইলে শুভ, নির্ভয়তা ও ইষ্টসিদ্ধি হইবে । পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণনাসায় স্বাসে প্রবেশসময়ে কোন কার্য করিলে তাহা শীঘ্র সফল হইবে ।

অগ্রতোবানিকা শ্রেষ্ঠা পৃষ্ঠতোদক্ষিণা শুভা ।

বামে চ.বানিকা প্রোক্তা দক্ষিণে দক্ষিণা স্মৃতা ॥

বামনাসাপুটে বায়ু বহিবার সময়ে সম্মুখে থাকিয়া প্রসন্ন করিলে ও দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু বহিবার কালে পশ্চাৎ হইতে প্রসন্ন করিলে, শুভ বুঝাইবে । বামনাসা বহনসময়ে বামদিকে থাকিয়া এবং দক্ষিণনাসা বহনকালে দক্ষিণদিকে থাকিয়া প্রসন্ন করিলে ও শুভ বুঝাইবে ।

চন্দ্রচারে বিষং হস্তি সূর্য্যে বালা বশং নয়েৎ ।

সুসুয়ায়াং ভবেন্মোক্ষ একোবায়ুজিহা স্মৃতঃ ॥

বামনাসাবহনকালে সর্পাদি বিষনাশ কারবে, দক্ষিণনাসাবহনকালে বালিকা বশ করিবে ও সুসুয়া বহনকালে যোগাদি মুক্তিলভের কার্য করিবে । একই বায়ু ত্রিবিধপথে থাকিয়া তিন প্রকার ফল দিয়া থাকে ।

অযোগ্যে যোগাতা নাড়ী যোগ্যস্থানেহপ্যযোগ্যতা । কার্যাহু-বন্ধতো জীবঃ কথমুর্দ্ধং সমাচরেৎ । শুভাশুভানি কার্য্যানি ক্রিয়তেহহনিশং সদা । তদা কার্য্যাহুবন্ধেন কার্য্যং নাড়ী প্রচালনং ॥

শুভ ও অশুভ কার্য্যের অমুরোধে দিবারাত্রি এইরূপে নাড়ী চালনপূর্ব্বক জীবকে যোগ্যস্থান হইতে অযোগ্য স্থানে এবং অযোগ্য স্থান হইতে যোগ্যস্থানে চালন করিবে, অর্থাৎ বামনাসাপুটে যে স্বর বহিতেছে, তাহাকে দক্ষিণনাসাপুটে চালন করিবে ও দক্ষিণনাসা বাহী বায়ুকে বামনাসায় চালন করিবে ।

স্থিরকর্ম্মণ্যালঙ্কারে দুরাধ্বগমনে তথা । আশ্রমে হর্ষ্যপ্রাসাদে বস্ত্রনাং সংগ্রহেহপি চ । বাপাকৃপতড়াগাদিপ্রতিষ্ঠা স্তম্ভদেবরোঃ । যাত্রাদানে বিবাহে চ বস্ত্রালঙ্কারভূষণে । শাস্তিকং পৌষ্টিকং চৈব দিব্যোষধিরসায়নৈঃ । স্বামিদর্শনে মৈত্রে চ বাণিজ্যে ধনসংগ্রহে । গৃহপ্রবেশে সেবায়াং ক্রযাং বীজাদিবাণমে । শুভকর্ম্মাণি সূক্ষ্মৌ চ নির্গমে চ শুভঃ শশী ॥

পূর্ণনাড্যাঙ্ক জায়তে নির্ভিকল্পতঃ । অন্যানাড্যাদিপর্য্যন্তঃ

নাড়ীতে প্রসন্ন হইলে এই জয়াদি শুভলক্ষণকার্য্য সম্পন্ন হইবার তিন পক্ষ পর্য্যন্ত সময় স্বরোদয়শাস্ত্রে নির্দিষ্ট

বামনাসিকায় স্বাসবহনকালে যে যে কার্য্য ক্রিয়তে হইবে এবং করিলে ফল প্রাপ্তি হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।—স্থিরকার্য্যকরণ, অলঙ্কারধারণ, দূরপথ গমন, আশ্রমে প্রবেশ, অট্টালিকা নির্মাণ, রাজমন্দির নির্মাণ, জ্ঞান-সংগ্রহকরা, কুপদীর্ঘিকা-বৃহজ্জলাগ্নয়-দেবগুপ্তাদির প্রতিষ্ঠা করা, যাত্রা, দান-করা, বিবাহকরা, বস্ত্রপরিধান, ভূষণধারণ, শাস্তি ও পুষ্টিজনক কার্য্য, মহোৎসব সেবন, রসায়নকরণ, স্বামিদর্শন, বন্ধুত্বকরণ, বাণিজ্যকরণ, অর্থসংগ্রহ, গৃহপ্রবেশ, সেবাকার্য্য, কৃষিকর্ম্ম, বীজাদিবপন, শুভকর্ম্ম, সন্ধিস্থাপন ও বহির্গমন—এই সকল কার্য্য বামনাসাবহনকালে করিবে, করিলে শুভ ফল হইবে ।

বিদ্যারস্তাদি কাথ্যেযু বাক্তবানাক্ষ দর্শনে । জলমোক্ষেষু ধর্ম্মেষু দীক্ষায়াং মন্ত্রসাধনৈঃ । কালবজ্ঞানস্ত্রেণ চতুষ্পাদগহা-গমে । কালব্যাদি চকিৎসায়াং স্বামিসংবোধনে তথা । গজাশা-রোহণে ধর্ম্মী গজাশ্বানাঞ্চ বন্ধনে । পরোপকরণে চৈব নিনীনাং স্থাপনে তথা । গীতবাদ্যেহপি নৃত্যে চ গীতশাস্ত্রবিচারণে । পুর-গ্রামপ্রবেশে চ তিলকে স্তব্ধধারণে । পুত্রাশোকে বিষাদে চ জরিতে মুচ্ছিতেহপি বা । স্বজনস্বামিসম্বন্ধে ধান্যাদিদারুসংগ্রহে জীবাং দস্তাদিভূষায়াং কুসেরাগমনে তথা । ৬০ পুত্রা বিষাদীনাং চালনঞ্চ বরাননে । ঈড়ায়াং সিদ্ধিং প্রোক্তং যোগাত্যাসাদি-কর্ম্ম চ । তত্রাপি বর্জ্জরেষায়ুং তেজ-আকাশমেব চ । সর্ব্ব-কার্য্যানি সিধ্যন্তি দিবারাত্রিগতান্যপি । সর্ব্বেষু শুভকার্য্যেযু চন্দ্রচারঃ প্রশস্যতে ॥

বিদ্যা আরম্ভ প্রভৃতি কার্য্য, বন্ধুসন্দর্শন, জলদানাদি ধর্ম্ম-কার্য্য, দীক্ষাকার্য্য, মন্ত্রসিদ্ধি, চতুষ্পাদ জন্তুদিগকে গৃহে আনি-য়ন, স্ক্রোণের চিকিৎসা, প্রভু সন্বেদন, ধর্ম্মের যোজ্য গজ ও অশ্বে আরোহণ, হস্তিঘোটকাদির বন্ধন, পরোপকার করা, ধনরত্নাদিসঞ্চয়, গীতবাদ্য ও নৃত্যকরণ, গীতশাস্ত্রের বিচার, নগর ও গ্রামে প্রবেশ, তিলক ও উপবীত ধারণ, পুত্র আদি শোকের জন্য রোদন করা, বিষাদ প্রকাশ করণ, জরগ্রস্ত ও মুচ্ছিত হওন, স্তব্ধ ও স্বামির সহিত সঙ্ঘর্ষ করা, ধান্য কাঠ ইত্যাদির সঞ্চয়, জীলোকের দস্ত-অধর আদির ভূষাকরণ, কৃষিক্রিয়া আনয়ন,

পঞ্চময় মুদ্রাহতম্ । যাবৎ বজীন্ত পূজায়াং পূর্ণায়াং

আছে । নাসাপুট স্বরপূর্ণ থাকিলে, তাহাকে পূর্ণ নাড়ী এবং স্বাসশূন্য থাকিলে রিক্তা নাড়ী কহে । পূর্ণনাড়ীর ছয়ভাগ স্বাস-

শূন্যাকরণ, বিষাদি চালন এবং যোগ অভ্যাস আদি কৰ্ম্ম যাম নাসিকায় স্বাসবহনকালে করিবে, করিলে সিদ্ধি হইবে । কিন্তু ঈড়ানাড়ীতে অগ্নি, বায়ু ও আকাশতত্ত্বের উদয় সময়ে এই সকল কার্য্য করিবে না । এই তিন তত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল জল ও পৃথিবীতত্ত্বের উদয়কালে এই সকল কার্য্য করিবে, করিলে শুভ হইবে । ইহার দিবস ও রাত্রিকালের প্রভেদ নাই । ফলতঃ ঈড়ানাড়ী বহনকালে সকলপ্রকার শুভকার্য্য করাই প্রশস্ত ।

কঠিনক্রুরবিদ্যানাং পঠনে পাঠনে তথা । জীসঙ্গে বেঙ্গাগমনে মহানোকধিরোহণে । নষ্টকার্য্যে সুরাপানে বীরমস্তাহ্যপাসনে । বহলধ্বংসদেশাদৌ বিষদানাদৌ বৈরিণি । শাস্ত্রাভ্যাসে চ গমনে মৃগয়াপণ্ডবিক্রয়ে । ইষ্টকাকঠপাবাণরত্নবর্ষণদারণে । গীতাভ্যাসে যস্ত্রে তস্ত্রে হুর্গপর্কতারোহণে । দূতে চৌর্য্যে গজাশ্বাদিরথবাহনসাধনে । বায়্যামে মারণোচ্চাটে ঘটকন্দাদিকসাধনে । বক্ষণীয়ক্ষবেতালবিষভূতাদিসংগ্রহে । খরোষ্ট্রমহিষাদীনাং গজস্তারোহণে তথা । নদীজলৌঘতরণে ভেষজে লিপিলেখনে । মারণে মোহনে শুস্তে বিছোচোচ্চাটনে বশে । প্রেরণাকর্ষণে ক্ষোভে দানে চ ক্রয়বিক্রয়ে । খড়্গহস্তে বৈরিয়ুদ্ধে ভোগে বা রাজদর্শনে । ভোজ্যে স্নানে বাবহারে জুরে দীপ্তে
• প্রবিঃ শুভঃ ।

দক্ষিণনাসায় স্বাসবহনকালে যে যে কার্য্য করিতে হইবে এবং করিলে ফল প্রাপ্তি হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে ।—কঠিন ও ক্রুরবিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকরণ, জীসহ-স্বাস, বেঙ্গাগমন, বৃহন্নৌকায় আরোহণ, বিনাশকার্য্য, মদাপান, বীরচারে মস্তাদিহার উপাসনাকরণ, দেশাদির ধ্বংস, শত্রুকে বিষপ্রদান, শাস্ত্র অভ্যাসকরণ, গমন, মৃগয়াকরণ, পণ্ডবিক্রয়-করণ, ইষ্টকাকঠপ্রস্তররত্ন প্রভৃতির বর্ষণ ও বিদারণ কার্য্য, গীতাভ্যাস, যন্ত্রতন্ত্রকরণ, হুর্গ ও পর্কত আরোহণ, দূতক্রীড়া করা, চুরীকরা, হস্তি-ঘোড়া-রথ-আদি যান আরোহণ অভ্যাস করা, ব্যায়ামচর্চা করা, মারণ-উচ্চাটন-স্তম্ভন-আদি ঘটকন্দ করা, বক্ষণীয়ক্ষ-বেতাল-ভূত প্রভৃতি সিদ্ধিকরণ, গর্দভ-উষ্ট্র-মহিষ-হস্তি-প্রভৃতিতে আরোহণ, নদীপারহণ, ঔষধ সেবন, লিপি-

প্রথমো জয়েৎ । রিক্তানাস্ত দ্বিতীয়স্ত কথয়েত্তদশকিতঃ ॥

পূর্ণ ও দশভাগ স্বাসশূন্য হইয়াছে, এমন সময়ে জয়াদি প্রশ্ন হইলে, ঐ পঞ্চময়ের প্রথমই কার্য্যসিদ্ধি হইবে এবং রিক্তানাড়ীর

লেখন, মারণমোহন-স্তম্ভন-বিষেষণ-উচ্চাটন-বশীকরণ-প্রেরণ-আকর্ষণ ও ক্ষোভণ কার্য্য, দান করা, ক্রয় বিক্রয় করা, খড়্গ-হস্তে শত্রুর সহিত যুদ্ধ কার্য্য, ভোগকরা, রাজদর্শন, স্নান করা, ভোজন এবং ক্রুরাদি কার্য্য দক্ষিণনাসিকায় স্বাসবহনকালে করিবে, করিলে সিদ্ধি হইবে ।

ভূক্তমাংসে মন্দাগ্নৌ জীপাং বস্তাদিকর্মাণি । শয়নং সূর্য্য-বাহেন কর্তব্যস্ত সদা বুধৈঃ । ক্রুরাণি যানি কর্মাণি চারাগি বিবিধানি চ । তানি সিধ্যস্তি সূর্য্যো নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥

ভোজনমাত্রে যে মন্দাগ্নি হয় তাহা নিবারণ, জীবস্তাদি কৰ্ম্ম ও শয়ন পণ্ডিতেরা পিঙ্গলানাড়ী বহন সময়ে করিবেন । অন্যান্য যে সকল বহুবিধ ক্রুরকার্য্য আছে, সে সকল এই দক্ষিণনাসায় স্বাস বহন কালে করিলে সুসিদ্ধ হইবে । ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।

ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে যদা বহতি মাক্রতঃ । সূর্য্যাসা চ বিজ্ঞেয়া সর্ব্বকার্য্যহরা স্মৃতা । তস্যাং নাভ্যাং স্থিতোবহির্জলন্তঃ কালরূপিণঃ । বিবৃষ্টং বিজানীয়াং সর্ব্বকার্য্যবিনাশনং ॥

সূর্য্যমানাড়ীর উদয়কালে ক্ষণে বামনাসায় ও ক্ষণে দক্ষিণ-নাসায় স্বাস বহিতে থাকিবে । এই সময়ে যে যে কার্য্য করিবে, তাহা বিনষ্ট হইবে । যেহেতু এই নাড়ীতে জলন্ত অগ্নি কালরূপে অবস্থিতি করিতেছে । এই সূর্য্যমানাড়ীর উদয়ে সকল কার্য্যের হানি হয় ।

যদানুক্রমমুলজ্বা যন্ত নাড়ীভয়ং বহেৎ ।

তদা তস্যা বিজানীয়াদন্তঃ সমুপস্থিতং ॥

যখন স্বাসের ব্যতিক্রমে যাহার ঈড়া ও পিঙ্গলা ছই নাড়ীই প্রবাহিত হয়, তখন তাহার অমঙ্গল ঘটনা উপস্থিত জানিবে ।

ক্ষণং বামে ক্ষণং দক্ষে বিষমং ভাবমাদিশেৎ ।

বিপরীতফলং জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যং বরাননে ॥

ক্ষণে বামনাসায় ও ক্ষণে দক্ষিণনাসায় স্বাসবহিলে বিষমভাব ঘটিবে । ইহাতে বিপরীত ফল হয় ।

উভয়োরব সঞ্চারে, বিবৃষ্টং সমাদিশেৎ ।

ন কুর্ঘ্যাৎ ক্রুরসৌম্যানি তৎসর্ব্বং পশ্যন্তঃ ভবেৎ ॥

২২ । বামাচারসমো বায়ু কায়ন্তে কৰ্মসিদ্ধিঃ ।

সময়ে 'ঐরূপ প্রশ্ন হইলে পক্ষত্রয়ের শেষ ভাগে কার্যসিদ্ধি হইবে, অবগত হওয়া যায় । ২২ । বায়ু নাসাবহনকালে প্রশ্ন

উভয় নাসিকায় শ্বাসবহনকে বিষুব্যোমগ কহে । এই কালে ক্রুর বা সৌম্য কোন কার্য্য করিবে না, করিলে সকলই নিফল হইবে ।

জীবিতে মরণে প্রাণে লাভালাভে জয়াজয়ো ।

বিষুবে বৈপরীতাং সাং সংস্রবৎ জগদীশ্বরং ॥

বিষুব্যোমে অর্থাৎ উভয় নাসিকায় স্বর বহন সময়ে জীবন ও মৃত্যু, লাভ ও অলাভ এবং জয় ও পরাজয় প্রশ্ন হইলে, তাহার বিপরীত ফল হইবে । এই সময়ে কেবল পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবে ।

ঈশ্বরস্মরণং কার্য্যং যোগাভ্যাসাদি কৰ্ম্মহু ।

অন্তঃ তত্র ন কর্তব্যং জয়লাভস্থথার্থিভিঃ ॥ ২৫ ॥

যে ব্যক্তি জয় লাভ ও সুখ কামনা করে, সে ব্যক্তি এই সময়ে অন্ত কোন কার্য্য করিবে না । কেবল যোগাভ্যাসাদি কৰ্ম্মে ঈশ্বর স্মরণ করাই কর্তব্য ।

স্বর্ঘোণ বহনানায়ং স্রব্ধায়াং মুহুর্হতঃ ।

শাপং দদাদ্ বরং দদ্যাৎ সর্ব্বথা চ ভদ্রতথা ॥

পিঙ্গলানাড়ীতে স্রব্ধা নাড়ীর বহন সময়ে শাপ বা বর প্রদান করিবে, করিলে সিদ্ধি হইবে ।

নাড়ীসংক্রমণে কালে তত্বসংক্রমণে তথা ।

শুভং কিঞ্চিৎ ন কর্তব্যং পুণ্যদানাদি কোটিধা ॥

এক নাড়ী হইতে অন্ত নাড়ীতে শ্বাসের সঞ্চারকালে এবং ভিন্ন ভিন্ন তত্বের উদয় সময়ে পুণ্য দান আদি শুভকৰ্ম্ম কিছুই করা কর্তব্য নয় ।

বিষমজ্ঞোদয়ে যাত্ৰাং মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ।

যাত্ৰাহানিকরী তন্ত মৃত্যুক্লেশো ন সংশয়ঃ ॥

বিষম অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীর উদয়কালে যাত্ৰার কথা মনেও চিন্তা করিবে না । যাত্ৰা করিলে হানি হইবে । যাত্ৰাকারীর মৃত্যুৎ ক্লেশ নিঃসংশয় হইবে ।

পুরোবামোক্ততচ্ছ্রো দক্ষাধঃপৃষ্ঠতো রবিঃ ।

পূর্ণমিকুরিবেকোহয়ং জ্ঞাতব্যো দেশিকৈঃ সদা ॥

সমুদ্র, বায়ু ও উর্দ্ধভাগের অধিপতি ঈড়ানাড়ী ও দক্ষিণ,

প্রান্তে দক্ষিণে মার্গে বিষমে বিষমাকরম্ । অন্যত্র

অক্ষর গণনা যদি যুগ্ম হয়, তাহা হইলে কৰ্ম্মসিদ্ধি হইবে অর্থাৎ পশ্চাদ্ ভাগের অধিপতি পিঙ্গলানাড়ী এবং পূর্ণ ও শূন্য নাড়ী সাধক অগ্রে অবগত হইবে ।

উর্দ্ধবামাগ্রতো দূতো জ্ঞেয়ো বামপাশ্বস্থিতঃ ।

পৃষ্ঠে দক্ষে তথাধস্তাং সূর্য্যবাহগতঃ শুভঃ ॥

ঈড়ানাড়ী বহনসময়ে উর্দ্ধ, বাম বা অগ্রভাগে এবং পিঙ্গল নাড়ী বহনকালে পশ্চাৎ, দক্ষিণ বা অধোদিকে দূত দণ্ডায়মান হইয়া প্রশ্ন করিলে শুভ হয় ।

দেব্যাবাচ । দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক ।

ত্বদীয়হৃদয়ে স্থিতঃ রহন্তঃ বদ মে প্রভো ॥

দেবী কহিলেন,—নাথ, ভবসাগরনারিক, ঋক্সর, দেবদেব ! আপনি যে অতিগোপনীয় স্বরবিজ্ঞানশাস্ত্র অবগত আছেন, তাহা কৃপা করিয়া আমার নিকটে বিবৃত করুন ।

ঈশ্বর উবাচ । স্বরজ্ঞানং রহন্তং তু ন কিঞ্চিদষ্টদেবতা ।

স্বরজ্ঞানরতোযোগী স যোগী পরমোমতঃ ॥

মহাদেব বলিলেন,—এই অতি গোপনীয় স্বরতত্ত্ব ইষ্টদেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ । স্বরশাস্ত্রবিজ্ঞাত হইয়া যে যোগী যোগ সাধন করেন, তিনিই প্রধান যোগী ।

পঞ্চতত্ত্বাদ্ ভবেৎ সৃষ্টি তত্বং তত্বং বিলীয়তে ।

পঞ্চতত্ত্বং পরং তত্বং তত্বাতীতং নিরঞ্জনং ॥

পৃথ্বী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটি তত্ত্ব হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে এবং এই পাঁচ তত্ত্বই যাবতীর সৃষ্টপদার্থ প্রলয়কালে বিলীন হইয়া যায় । এই পঞ্চতত্ত্বের পর যে তত্ত্ব, তাহা পৃথিব্যাদি তত্ত্বের অতীত ও নিরঞ্জন ।

তত্বানাং নাম বিজ্ঞেয়ং সিদ্ধিযোগেন যোগিনাম্ ।

ভূতানাং হৃষ্টচিহ্নানি জানন্তি হি স্বরোক্তমাঃ ॥

স্বরতত্ত্বব্যুৎপন্ন যোগী যোগসিদ্ধিবারা তত্বসমূহের নাম ও চিহ্ন সকল বিদিত হইবে ।

পৃথিব্যাপস্তথা তেজোবায়ুরাকাশমেব চ ।

পঞ্চভূতাত্মকং সর্ব্বং যোজানাতি স পূজিতঃ ॥

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূত হইতে সমস্তই উৎপন্ন । পঞ্চতত্ত্ববিদ ব্যক্তিই জগতে পূজ্য ।

সর্ব্বলোকেষু জীবানাং ন দেহে ভিন্নতত্ত্বকম্ ।

ভূলোকাং সত্যপর্য্যন্তঃ নাড়ীভেদঃ পৃথক্ পৃথক্ ।

বামে বা দক্ষিণে বাপি উদয়াঃ পঞ্চ কীর্ত্তিতাঃ ॥

বামবাহে তু নাম বৈ বিষমাক্ষরম্। তদাসৌ জয়মা-

এবং দক্ষিণনাসা বহন অথবা বাম নাসা বহন সময়ে যদি

ভুলোক-অবধি সভ্যলোক-পর্যন্ত সকল জীবই এই পঞ্চতত্ত্বের অধীন। 'বামনাসা' অথবা দক্ষিণনাসাপুটে পাঁচটি তত্ত্বের উদয় হয়।

অষ্টমা তত্ত্ববিজ্ঞানঃ শৃণু বক্ষ্যামি স্মরিত্ব। প্রথমে তত্ত্বসংখ্যায়্যাম্বিতীয়ে ঋসসন্ধিষু। তৃতীয়ে স্বরচিহ্নানি চতুর্থে স্থানমেব চ। পঞ্চমে তত্ত্ব বর্ণচ যষ্ঠে তু প্রাণমেব চ। সপ্তমে স্বাদ-সংযুক্তমষ্টমে গতিলক্ষণং। এবমষ্টবিধং প্রাণং বিশ্ববস্তুং চরাচরম্। স্বরাং পরতরং দেবি নানাথা তত্ত্বজ্ঞানেন। নিরীক্ষিতব্যং যত্নেন যদা প্রত্যাকালতঃ। কালস্ত বর্ণনার্থায় কৰ্ম কুর্কস্তি যোগিনঃ॥

স্মরিত্ব! তত্ত্বজ্ঞানের অষ্টপ্রকার উপায় আছে, বলিতেছি, শ্রবণ-কর। প্রথমে তত্ত্বের সংখ্যা, দ্বিতীয়ে ঋসের সন্ধি, তৃতীয়ে স্বরের চিহ্ন, চতুর্থে স্থান, পঞ্চমে তত্ত্বের বর্ণ, যষ্ঠে পরিমাণ, সপ্তমে স্বাদ ও অষ্টমে গতি—এই অষ্টবিধ তত্ত্বের লক্ষণ অবগত হইবে। পদ্মমুখি! স্বরশাস্ত্র-অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠতম শাস্ত্র কিছুই নাই। প্রভাতকালে যোগী এই সকল তত্ত্বের লক্ষণ যত্নপূর্বক দর্শন করিয়া কৰ্ম করিবে।

ঋতোরজ্জ্বলকৌ মধ্যাঙ্গুলৌ নাসাপুটদ্বয়ে। বদনপ্রান্তরোরস্তে তর্জ্জনৌ তু দৃগন্তয়োঃ। অস্তান্তরং পার্শ্ববাদিতত্ত্বজ্ঞানং ভবেৎ ক্রমাৎ। পীতশ্বেতারুণশ্চাটৈর্মিহ্নুভিন্মিহ্নুপাধিকং॥

হুই হস্তের দুই ব্রহ্মাঙ্গুলীদ্বারা দুই কর্ণদেশ, দুই মধ্যমাঙ্গুলীদ্বারা দুই নাসাপুট, দুই অনামিকা ও দুই কনিষ্ঠাঙ্গুলীদ্বারা মুখ এবং দুই তর্জ্জনী অঙ্গুলীদ্বারা চক্ষুঃ বদ্ধ করিয়া পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে পৃথী তত্ত্ব, শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইলে জলতত্ত্ব, রক্তবর্ণ দৃষ্ট হইলে অগ্নিতত্ত্ব, শ্রামবর্ণ দৃষ্ট হইলে বায়ুতত্ত্ব এবং বিন্দু বিন্দু বিবিধবর্ণ দৃষ্ট হইলে আকাশতত্ত্বের উদয় জানিবে।

দর্পণেন সমালোক্য ঋসং তত্র বিনিষ্কিপেৎ। আকারৈরস্ত বিজানীয়াৎ তত্ত্বভেদং বিচক্ষণঃ। চতুরশ্রং চার্কচত্বং ত্রিকোণং বর্ত্তলং স্তবং। বিন্দুভিন্দু নভোজেরমাকারৈস্তত্ত্বলক্ষণং॥

দর্পণের উপরিভাগে ঋসত্যাগ করিলে, তাহাতে বাঞ নিপতিত হয়। সেই পতিত বাঞের আকার চতুরকোণ হইয়া বিলীন হইলে পৃথী, অর্কচত্বং হইলে জল, ত্রিকোণ হইলে অগ্নি, গোলা হইলে বায়ু এবং বিন্দু বিন্দু হইলে আকাশতত্ত্বের উদয় তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন।

প্লোতি বোধঃ সংগ্রামমধ্যাতঃ। দক্ষবাতপ্রবাহে তু যতি

অবুধ্য অক্ষরে প্রাণ হয়, তাতা হইলে বোদ্ধা যুদ্ধে জয়প্রাপ্ত

মধ্যে পৃথী হৃদশ্চাপশ্চোক্ষং বহতি চানলঃ॥

তির্য্যগ্বায়ুপ্রচারশ্চ নভোবহতি সংক্রমে॥

অষ্টপ্রকার তত্ত্বভেদের উপায় কথিত হইতেছে—নাসাপুটের মধ্যদেশ দিয়া ঋস প্রবাহিত হইলে পৃথী, অধোদেশদ্বারা প্রবাহিত হইলে জল, উর্দ্ধদেশদ্বারা বহিলে অগ্নি, পার্শ্বভাগ দ্বারা বহিলে বায়ু ও নাসাপুটের অভ্যন্তরভাগে ঋস বিঘূর্ণিত হইয়া অথচ বহির্গত না হইয়া প্রবাহিত হইলে আকাশ—এই পঞ্চবিধ তত্ত্বের উদয় হয়।

মাহেরং মধুরং স্বাছ কষায়ং জলমেব চ।

তিক্তং তেজশ্চ বায়ুশ্চ আকাশং কটুকং তথা॥

পৃথীতত্ত্বের উদয়ে মিষ্ট, জলতত্ত্বে মিষ্ট ও কষায়, অগ্নিতত্ত্বে তিক্ত, বায়ুতত্ত্বে অন্ন ও আকাশতত্ত্বে কটু—এই পঞ্চপ্রকার স্বাদ অনুভূত হয়।

অষ্টাঙ্গুলং বহেদ্বায়ুরনলশ্চতুরঙ্গুলং।

দ্বাদশাঙ্গুলং মাহেরং বোড়শাঙ্গুলং বারুণং॥

ঋসনিষ্ক্রেপসময়ে অঙ্গুলিদ্বারা পরিমাণ করিলে, যদি উহা অষ্ট অঙ্গুলী-পর্যন্ত দীর্ঘ হয়, তবে বায়ুতত্ত্ব বহিতেছে বুঝিবে; এইরূপ চারি অঙ্গুলি-পরিমিত হইলে অগ্নিতত্ত্ব, দ্বাদশ অঙ্গুলি হইলে পৃথী ও বোড়শ অঙ্গুলী হইলে জলতত্ত্বের উদয় হইবে।

আপঃ শ্বেতাঃ ক্রিতিঃ পীতা রক্তবর্ণোহিতাশনঃ।

মারুতে নীলজীমূত আকাশং ভূরিবর্ণকং॥

জলতত্ত্বের বর্ণ শুভ্র, পৃথীতত্ত্বের পীত, অগ্নিতত্ত্বের রক্ত, বায়ুতত্ত্বের নীলমেঘবৎ এবং আকাশতত্ত্বের নানাবিধ বর্ণ হয়।

স্বক্কেদেশে স্থিতোবহ্নিঃ নাভিমূলে প্রভঞ্জনঃ।

জাহ্নুদেশে মহী তোয়ং পাদান্তে মস্তকে নভঃ॥

স্বক্কে অগ্নিতত্ত্ব, নাভিমূলে বায়ু, জাহ্নুদেশে পৃথী, চরণপ্রান্তে জল ও মস্তকে আকাশতত্ত্ব অবস্থিত রহিয়াছে। এই সকল স্থানদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জগে।

উর্দ্ধং মৃত্যুরথঃ শান্তিস্তির্য্যগুচ্চাটনং তথা।

মধ্যে স্তম্ভং বিজানীয়াৎ নভঃ সর্বত্র ধ্যামং॥

অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে মারণ, জলতত্ত্বের উদয়ে শান্তিকরণ, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে উচ্চাটন, পৃথীতত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভন এবং আকাশতত্ত্বের উদয়ে মধ্যমকার্য্য করিবে।

নাম সমাক্ষরম্ । জায়তে নাত্র সন্দেহো নাড়ীমধ্যে তু

হইবে । দক্ষিণনাসা বহনকালে যদি প্রস্ন কিম্বা নাম সমান

পৃথিব্যাং স্থিরকৰ্ম্মাণি চরকৰ্ম্মাণি বাক্ৰণে । তেজসা সমকা-
ৰ্ম্মাণি নারণোচ্চাটনেহনিলে । ব্যোমি কিঞ্চিন্ন কৰ্ত্তব্যমভাসে
যোগসেবয়া । শূন্যতা সৰ্ব্বকাৰ্য্যে নাত্র কাৰ্য্যা বিচারণা ॥

পৃথীত্বের উদয়ে স্থিরকাৰ্য্য, জলত্বে চরকাৰ্য্য, অগ্নিত্বে
ক্রুরকাৰ্য্য ও বায়ুত্বে মারণ-উচ্চাটন-আদি কাৰ্য্য করিবে এবং
আকাশত্বের উদয়কালে কোন কাৰ্য্য করিবে না । কেবল
যোগাভ্যাস করিবে, ইহা-ব্যতীত অন্য কাৰ্য্য করিলে নিশ্চিত
নিফল হইবে ।

পৃথীজলাভ্যাং সিদ্ধঃ শ্রাব্যতুর্লহৌ ক্রয়োহনিলে ।

নভসি নিফলং সৰ্বং জাতব্যং তত্ত্ববেদিভিঃ ॥

পৃথী ও জলত্বের উদয়কালে কোন কাৰ্য্য করিলে সিদ্ধি
হইবে, অগ্নিত্বের উদয়কালে মৃত্যু, বায়ুত্বে ক্ষয় এবং আকা-
শত্বে সৰ্ব্বকাৰ্য্য হানি হইবে ; ইহা তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের জ্ঞাত
হওয়া আবশ্যক ।

চিরলাভঃ ক্রিতৌ জ্ঞেয় স্তংক্ষণাতোগতত্বতঃ ।

হানিঃ শ্রাব্যহিবাভাভ্যাং নভসোনিফলং ভবেৎ ॥

পৃথিত্বের উদয়ে ও বিলম্বে লাভ, জলত্বে তৎক্ষণাৎ লাভ,
বহি ও বায়ুত্বে হানি ও আকাশত্বে সৰ্ব্বকাৰ্য্য বিফল
হয় ।

পীতঃ শনৈর্মধ্যবাহী শৃণুয়চ্চ গুরুধ্বনিম্ ।

কবোক্ষঃ পার্থিবোবায়ুঃ স্থিরকাৰ্য্যপ্রসাধকঃ ॥

পৃথীত্ব পীতবর্ণ, ক্রমে ক্রমে নাসার মধ্যদেশদিয়া বাহিত
হয়, ইহার শব্দ গভীর, দীর্ঘ উচ্চ এবং ইহার উদয়কালে স্থির-
কাৰ্য্য সম্পন্ন হয় ।

অধোবাহী গুরুধ্বানঃ শীতলঃ শীতলঃ সিতঃ ।

যঃ ষোড়শাঙ্গুলোবায়ুঃ স প্রায়ঃ শুভকৰ্ম্মকৃৎ ॥

জলত্বে শ্বাস নাসাপুটের অধোভাগদিয়া বাহিত হয়,
ইহা গভীরধ্বনিসূক, শীতগামী, শীতল ও শুক্লবর্ণ । ইহা পরিমাণ
করিলে ষোড়শাঙ্গুল হয় । এই ত্বের উদয়কালে সকল প্রকার
শুভ কৰ্ম্ম করিবে ।

আবর্তগণ্ঠাত্মকশ্চ শোণাভশ্চতুরঙ্গুলঃ ।

উর্দ্ধবাহী তু যঃ ক্রুর কৰ্ম্মকামী স তেজসঃ ॥

লক্ষয়েৎ । পিজলাস্তর্গতে প্রাণে শমনীয়াহবজয়েৎ ।

অক্ষরে হয়, তাহা হইলে সন্ধির উপযুক্ত যুক্তিও জন্ম হইবে ।

অগ্নিত্বের উদয়কালে শ্বাস আবর্তগামী হইয়া নাসাপুটের
উর্দ্ধভাগ দিয়া প্রবাহিত হয় । ইহা অত্যন্ত উষ্ণ, রক্তবর্ণ ও
পরিমাণে চারি অঙ্গুলী । এই ত্বের উদয়কালে ক্রুর কৰ্ম্ম
করিবে ।

উষ্ণঃ শীতঃ কৃষ্ণবর্ণস্তিষ্ঠ্যাগ্গামী বড়ঙ্গুলঃ ।

বায়ুঃ পবনসংজ্ঞোষশ্চরকৰ্ম্মস্থ সিদ্ধিদঃ ॥

বায়ুত্বের উদয়ে শ্বাস উষ্ণ ও শীতল, কৃষ্ণবর্ণ, বক্রগামী ও
পরিমাণে ষড়ঙ্গুল দীর্ঘ হয় । ইহা নাসারন্ধ্রের পার্শ্বদিক দিয়া
বহিতে থাকে । ইহার উদয়কালে সৰ্ব্বপ্রকার চরকাৰ্য্য করিলে,
সুসিদ্ধ হয় ।

যঃ সমীরঃ সমরসঃ সৰ্ব্বতত্ত্বগুণাবহঃ ।

অম্বরঃ তং বিজানীশ্বাদ্ যোগিনাং যোগদায়কং ॥

আকাশত্বে পৃথী, জল, অগ্নি ও বায়ু—এই কতিপয়
ত্বের গুণ বর্তমান আছে । ইহার উদয়কালে যোগিদিগের
যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে ।

পীতক্ষেপ চতুষ্কোণং মধুরং মধ্যমাশ্রয়ং ।

ভোগদং পার্থিবং তত্ত্বঃ প্রবহেদ্বাদশাঙ্গুলং ॥

পৃথীত্ব পীতবর্ণ, চতুষ্কোণ ও মিষ্টাদ্বাদশাঙ্গুল । ইহা
নাসারন্ধ্রের মধ্যদেশ দিয়া বহিতে থাকে ও সৰ্ব্ব সৌভাগ্য
প্রদান করে । প্রায়সকালে ইহার দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ হয় ।

শ্বেতমর্দেন্দ্রসঙ্কাশং শ্বাহ কষায়মাদকম্ ।

লাভকৃৎকারণং তত্ত্বং প্রবহেৎ ষোড়শাঙ্গুলং ॥

জলত্ব ষোড়শাঙ্গুল পরিমাণে প্রবাসিত হয়, ইহা বর্ণে শ্বেত,
আকারে অর্দ্ধচন্দ্রসদৃশ, স্বাদে মিষ্ট ও কষায় এবং মাদক ।
ইহা সৰ্ব্বপ্রকার লাভ প্রদান করে ।

রক্তং ত্রিকোণং তিক্তং শ্রাদ্-উর্দ্ধমার্গপ্রবাহকং ।

দীপ্তঞ্চ তৈজসং তত্ত্বং প্রবাহে চতুরঙ্গুলম্ ॥

অগ্নিত্ব রক্তবর্ণ, ত্রিকোণাকৃতি, তিক্তস্বাদ ও উজ্জল ।
ইহা নাসাবিবরের উর্দ্ধদেশদিয়া বহে ও বহন সময়ে পরিমাণে
চতুরঙ্গুল হইয়া থাকে ।

নীলবর্তূলসঙ্কাশং শ্বাহয়ং তিষ্ঠ্যাগ্গামিতম্ ।

চপলং মারুতং তত্ত্বং প্রবাহেহষ্টাঙ্গুলং স্মৃতং ॥

যাবন্মাদ্যোদয়ং চারন্তাং দিশাং যাবদাপর্যেৎ । ন দাতুং

বে দিকের নাসাপুটে প্রথমে স্বরের উদয় হয়, ঠিক সেই সময়ে সেই দিকে অবস্থিত হইয়া জয়াদি প্রদান করিলে, সে যুদ্ধে

বায়ুতত্ত্ব নীলবর্ণ, বর্তুলাকার, অল্প, চঞ্চল এবং অষ্টাঙ্গুলি-
পরিমিত-প্রবাহবিশিষ্ট । ইহা নাসাপুটের পার্শ্বভাগ আশ্রয় করিয়া
প্রবাহিত হয় ।

বর্ণাকারং স্বাদুবাহং অব্যক্তং সর্বগামি চ ।

মোক্ষদং ব্যোমতত্ত্বং হি সর্বকার্যেযু নিফলং ॥

আকাশতত্ত্ব অব্যক্ত ও নাসাপুটের সকলদিকদিয়াই বহিয়া
থাকে । ইহাতে মোক্ষফল প্রাপ্তি হয়, কিন্তু অন্ত সকল প্রকার
কার্য নিফল হইয়া থাকে ।

পৃথ্বীজলে শুভে তেষু তেজোমিশ্রফলোদয়ে ।

হানিমৃত্যুকারো পুংসামশুভৌ ব্যোমমাক্রভৌ ॥

পৃথ্বী ও জলতত্ত্ব শুভফলদায়ক । অগ্নিতত্ত্বে শুভ ও অশুভ
উভয়ই হয় । বায়ু ও আকাশতত্ত্বে হানি, মৃত্যু, অশুভাদি
ফল হইয়া থাকে ।

অপূর্বা পশ্চিমে পৃথ্বী তেজস্চ দক্ষিণে তথা ।

বায়ুরন্তরদিগ্ভাগে মধ্যকোণে গতং নভঃ ॥

পূর্বদিকের অধিপতি জলতত্ত্ব, পশ্চিমের পৃথ্বীতত্ত্ব, দক্ষিণের
অগ্নিতত্ত্ব, উত্তর দিকের বায়ুতত্ত্ব, এবং অগ্নি, বায়ু, নৈঋত, জৈশান,
উর্দ্ধ ও অধঃ—এই কতিপয় বিদিকাদির অধিপতি আকাশতত্ত্ব
হইয়া থাকে ।

চিরলাভঃ ক্রিতৌ জ্ঞেয় শুংক্ষণাতোয়তত্ত্বতঃ ।

হানিঃ শ্রাঘ্ণিবাতাত্যাং নভসি নিফলং ভবেৎ ॥

পৃথ্বীতত্ত্বে বিলম্বে লাভ, জলতত্ত্বে তৎক্ষণাৎ লাভ, অগ্নি ও
বায়ুতত্ত্বে হানি ও আকাশতত্ত্বে অসিদ্ধি বুঝায় ।

চন্দ্রে পৃথ্বীজলে স্রাতাং সূর্য্যে চারিষদা ভবেৎ ।

অদা দিকি ন সন্দেহঃ সৌম্যাসৌম্যোযু কর্ণসু ॥

ঈড়ানাড়ীতে অর্থাৎ বাম নাসাপুটে বায়ু বহনকালে যদি
পৃথ্বী ও জলতত্ত্ব এবং পিঙ্গলাতে অগ্নিতত্ত্বের উদয় হয়, তাহা
হইলে শুভ ও জয় কর্ত্তে নিঃসংশয় সিদ্ধি হইবে ।

লাভঃ পৃথ্বীকৃতোবহ্নিনিশায়াং লাভকৃৎক্ষলং ।

বহ্নৌ মৃত্যুঃ কতিকারৌ নভঃ স্থানং দহেৎ কচিৎ ॥

পৃথ্বীতত্ত্বে লাভ, অগ্নি ও জলতত্ত্বে রজনীযোগে লাভ,

জায়তে লোহপি নাত্র কার্য্য। বিচারণা ॥ ২৩ ॥ অথ

অবশ্য জয় হইবে । সে রাজা কদাপিও বিপক্ষের হস্তে স্বীয়
রাজ্য বা আত্ম সমর্পণ করিবে না । ২৩। যুদ্ধপ্রশ্নসময়ে বে দিকের

অগ্নিতত্ত্বে মৃত্যু, বায়ুতত্ত্বে হানি ও আকাশতত্ত্বে কদাচিৎ
স্থান দৃষ্ট হয় ।

জীবিতব্যো জয়ে লাভে কৃৎস্যাৎ ধনকর্ষণে ।

মন্ত্রার্থে যুদ্ধপ্রশ্নে চ গমনাগমনে তথা ॥

জীবিত থাকি, বিজয়, লাভ, কৃষিকার্য্য, ধনোপার্জন,
মন্ত্র, অর্থ, যুদ্ধের প্রশ্ন, গমন ও আগমন ইত্যাদি বিষয়ে
পঞ্চতত্ত্ব নির্ণয় করিয়া ফলাফল বলিবে ।

আয়াতি বারুণে তেষু তত্রস্থোহপি শুভং ক্রিতৌ ।

প্রয়াতি বায়ুতোহশ্বাঃ হানিস্মৃত্যুর্নভেহনলে ॥

জলতত্ত্বের উদয়ে প্রশ্ন হইলে আগন্তুক ব্যক্তি আসিতেছে,
পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে সেই স্থানে উপস্থিত আছে ও শুভ বুঝায়,
বায়ুতত্ত্বের উদয়ে অন্ত স্থানে যাইতেছে এবং অগ্নি ও আকাশ
তত্ত্বের উদয়ে তাহার হানি মৃত্যু ইত্যাদি বুঝাইয়া থাকে ।

পৃথিব্যাং মূলচিন্তা শ্রাজ্জীবন্ত জলবাতয়োঃ ।

তেজসা ধাতুচিন্তা স্রাং শৃংমাকালতো বদেৎ ॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে প্রশ্ন হইলে মূলচিন্তা, জল ও বায়ুতত্ত্বে
জীবচিন্তা, অগ্নিতত্ত্বে ধাতুচিন্তা এবং আকাশতত্ত্বে শৃং অর্থাৎ
কোন চিন্তা নহে বলিবে ।

পৃথিব্যাং বহুপাদাঃ স্যুর্দ্বিপদাস্তোয়বায়ুতঃ ।

তেজসা চ চতুস্পাদা নভসা পাদবর্জিতাঃ ॥

পৃথ্বীতত্ত্বে বহুপদ, জল ও বায়ুতত্ত্বে দ্বিপদ, অগ্নিতত্ত্বে চতুস্পদ
এবং আকাশতত্ত্বে পাদহীন জীব বুঝায় ।

কুজোবহ্নীরবিঃ পৃথ্বী সৌরিরাপঃ প্রকীর্তিতাঃ ।

বায়ুস্থানস্থিতো রাহুদক্ষরজু প্রবাহকঃ ॥

জলং চন্দ্রো বৃধঃ পৃথ্বী গুরুর্কাতঃ সিতোহনলঃ ।

বামনাভ্যাং স্থিতাঃ সর্বে সর্বকার্যেযু নিশ্চিতাঃ ॥

পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপুটে শ্বাস বহনকালে অগ্নি-
তত্ত্বের অধিপতি মঙ্গল, পৃথ্বীতত্ত্বের রবি, জলতত্ত্বের শনি ও বায়ু-
তত্ত্বের অধিপতি রাহুগ্রহ হইয়া থাকে এবং বামনাসিকারন্ধ্রে
শ্বাস প্রবাহিত হইলে জলতত্ত্বের অধিপতি চন্দ্র, পৃথ্বীতত্ত্বের
বৃধ, বায়ুতত্ত্বের বৃহস্পতি ও অগ্নিতত্ত্বের অধিপতি গুরুগ্রহ হইয়া
থাকে । এই সকল গ্রহ সকল কার্য্যেই নিশ্চয় শুভ করে ।

সংগ্রামমধ্যে তু যত্র নাড়ী সন্না বহেৎ । সা দিশা
জয়মাপ্নোতি শূন্যে ভঙ্গং বিনির্দ্दिशेৎ । জাতচারে
জয়ং বিদ্যা স্মৃতকে মৃতমাদিশেৎ । জয়ং পরাজয়ং
চৈব যো জ্ঞানান্তি স পণ্ডিতঃ ॥ ২৪ ॥ বামে বা দক্ষিণে

নাড়ী প্রবাহিত থাকিবে সেই দিকে জয় প্রাপ্ত হইবে এবং
তাহার অন্যদিকে যুদ্ধ ভঙ্গ বুঝাইবে । দঁড়া বা পিঙ্গলা,
যে কোন নাড়ীতে বায়ু বহমান থাকিলে, প্রেমের উল্লিখিত
মতে জয় এবং সুষুমা নাড়ী বহমান থাকিলে মৃত্যু বুঝাইবে ।
যে ব্যক্তি এই জয়পরাজয়বিবরণ অবগত আছেন, তিনিই
পণ্ডিত । ২৪ । যাত্রাকালে বাম অথবা দক্ষিণ, যে নাসাতে বায়ু

পৃথিবীপলপঞ্চাশৎ চত্বারিংশদাপস্তথা ।

তেজস্বিংশদ্বিজানীয়াহ্মায়োর্কিংশতির্দিগ্ভনভঃ ।

বাম কিম্বা দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস উদিত হইয়া আড়াই দণ্ড-
পর্যন্ত অবস্থিতি করে । এই আড়াই দণ্ডের মধ্যে পৃথ্বী, জল,
অগ্নি, বায়ু ও আকাশ তত্ত্বের উদয় হয় । যথা—পৃথ্বীতত্ত্ব উদিত
হইয়া ৫০ পল, জলতত্ত্ব ৪০ পল, অগ্নিতত্ত্ব ২০ পল এবং আকাশ-
তত্ত্ব ১০ পল অবস্থিতি করে ।

পার্শ্বিবে চিরকালেন লাভশ্চাপ্পূর্ণাভবৎ ।

জায়তে পবনাং স্বরঃ সিদ্ধোহপ্যগ্নৌ বিনশ্চতি ॥

পৃথিবীতত্ত্বের পঞ্চাশ পলের মধ্যে প্রায় হইলে বিলম্বে লাভ,
ঐরূপ জলতত্ত্বের সময়ে হইলে তৎক্ষণাৎ লাভ ও বায়ুতত্ত্ব
অল্পলাভ হয় এবং অগ্নিতত্ত্ব প্রায় হইলে প্রাপ্তলাভও বিনষ্ট
হইয়া থাকে ।

বহুবায়ুকৃতে প্রপ্পে লাভালাভো বদেহুধঃ ।

পরতো বাক্ষণে লাভঃ স্থিরেণ চ বহুধরে ।

জাতব্যাং জীবনে শূন্যং সিদ্ধোব্যোগ্নি বিনশ্চতি ॥

জলতত্ত্বের উদয়কালে প্রায় হইলে পরের নিকট হইতে লাভ
হয় । পৃথ্বীতত্ত্বের সময়ে নিশ্চিত লাভ, বায়ুতত্ত্ব অলাভ এবং
আকাশতত্ত্ব লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও লাভ হয় না ।

ফুৎকারকৃৎ প্রক্ষুটিতা বিদীর্ণা পতিতা ধরা ।

দদাতি সর্বকার্যেবু অবস্থাসদৃশং ফলং ॥

যদি কোন কাণবশতঃ এই সকল তত্ত্বের বর্ণ সন্দর্শন না

যাপ যত্র সঞ্চরতো শব্দম্ । কৃষ্ণা তৎ পাদমাপ্নোত
যাত্রা সন্ততশোভনা ॥ ২৫ ॥ শশিসূর্য্যপ্রবাহে তু সতি
যুদ্ধং সমাচরেৎ । তত্রস্থঃ পৃচ্ছতে যন্ত স হাধুর্জয়তে
ধ্রুবম্ ॥ ২৬ ॥ যাং দিশং বহতে বায়ুস্তাং দিশং যাবদা-

বহিবে সেই দিকের পা অঙ্গে ফেলিয়া যদি কোন ব্যক্তি গমন
করে, তাহাতে অবশ্য শুভ হইবে । ২৫ । ঈড়া কিম্বা পিঙ্গলা-
নাড়ীতে বায়ু বহনসময়ে যুদ্ধ আচরণ করিবে এবং যে নাসাতে
বায়ুবহন হইবে, সেই দিকে থাকিয়া প্রস্থ করিলে সেই
দিকে জয় হইবে । ২৬ । যে নাসাতে বায়ু প্রবাহিত

ঘটে তাহা হইলে মুখমধ্যে এক গণ্ডুষ জল গ্রহণ করিয়া ফুৎ-
কারের সহিত ঐ জল উর্দ্ধদিকে নিক্ষিপ্ত করিবে । ঐ জল
ধরণীতে পতিত হইবার সময়ে বিবিধবর্ণবিরঞ্জিত ইন্দ্রধনুর
আকারে বিকশিত ও বিকীর্ণ হইয়া পতিত হইবে । শরীরের
অভ্যন্তরে যখন যে তত্ত্ব প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন সেই
ফুৎকার উৎক্ষিপ্ত জলবিন্দুতে সেই তত্ত্বের নির্দিষ্ট বর্ণ অধিক-
রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে । যখন যে তত্ত্ব উদিত হইবে,
তদনুসারে কার্যের ফল বলিবে ।

বহ্নাভীস্থিতো দূতো যৎ পৃচ্ছতি শুভাশুভং ।

তৎসর্বং সিদ্ধিমায়ান্তি শূন্তে শূন্যং ন সংশয়ঃ ॥

যে নাসিকাতে শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিকে অব-
স্থিত হইয়া দূত শুভাশুভের প্রশ্ন করিলে সমস্ত সুসিদ্ধ হয় এবং
যে নাসিকাতে শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে না, সে দিকে অবস্থিত
হইয়া দূত শুভাশুভ প্রশ্ন করিলে সমস্ত নিশ্চিত নিফল হইবে ।

তত্ত্বো রামোজয়ং প্রাপ্তঃ সূতত্ত্বো চ ধনজয়ঃ ।

কৌরবানিহতাঃ সর্বো যুদ্ধে তত্ত্ব বিপর্য্যয়ে ॥

এই তত্ত্বগুণে রাম যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছেন ও এই সূতত্ত্ব
অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে অর্জুনের জয় প্রাপ্তি হয় এবং বিপরীত-
তত্ত্বগুণে কুরুবংশীরগণ যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছেন ।

জয়ান্তরীয়াসংস্কারাৎ প্রসাদানধরা-শুরোঃ ।

কেবাঙ্কি জায়তে তত্ত্বো বাসনা বিমলান্বনাম ॥

পূর্বজন্মের সংস্কার অথবা গুরুর প্রদান বলে কোন কোন
বিশুদ্ধাত্মা ব্যক্তি স্বরতত্ত্ব সাধন সহজে জ্ঞাত হইয়া সুসিদ্ধ
হইতে পারেন ।

জন্মেৎ। জায়তে নাত্র সন্দেহ ইক্ষো যদ্যত্রতঃ

হইবে, সেই দিকে স্থিত হইয়া যদি কেহ প্রশ্ন করে, তাহা হইলে ইক্ষুর সহিত যদি যুদ্ধ হয়, তাহাতেও নিঃসন্দেহ

হকারন্ত সকারন্ত বিনা ভেদং স্বরঃ কথং।

সোহং হংসঃ পদেনৈব জীবোজপতি সর্কদা ॥

হকার ও সকার অর্থাৎ হংসঃ চারের ভেদ যে ব্যক্তি না অবগত আছেন, তাঁহার স্বরতত্ত্ব সিদ্ধি কি রূপে হইবে? নাসিকাতে শ্বাস প্রবেশকালে হংকার এবং নাসাহইতে শ্বাস নির্গম কালে সংকার উচ্চারিত হয়। প্রকৃতি (শক্তিরূপিনী) দেবতার হংসঃ ও পুরুষ (শিবরূপী) দেবতার সোহং—এই দুই বাক্য জপ হইয়া থাকে। সোহং, অর্থাৎ তিনিই আমি, আমিই সেই পরমব্রহ্মরূপী—ইত্যাকার নিত্যজ্ঞান মহাযোগির হইয়া থাকে। সোহং এবং হংসঃ—এই দুই পদ প্রাণবায়ু (জীব) সর্কদা জপ করিতেছে।

ঋতুকালভবা নাড়ী পঞ্চমেহি সর্কদা ভবেৎ।

স্বর্ঘ্যচন্দ্রমসৌর্যোগে সেবনাৎ পুত্রসন্তবঃ ॥

ঋতুর পঞ্চম দিবসে ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী যুক্ত করিয়া জীর গহিত সঙ্গম করিলে সেই ঋতুতে পুত্র উৎপন্ন হয়।

স্বব্রা স্বর্ঘ্যগন্ধেন ঋতুদানঞ্চ যোজয়েৎ।

অঙ্গহীনঃ পুমান্ বস্ত্র জায়তে কৃশবিগ্রহঃ ॥

স্বব্রা নাড়ীর দক্ষিণনাসাতে স্থিতিকালে যদি ঋতু রক্ষা হয় তবে সেই গর্ভে যৈ পুত্র জন্মিবে, সেই পুত্র অঙ্গহীন ও কৃশ হইবে।

বিষমাক্ষে দিবারাত্রৌ বিষমাক্ষে দিনাধিপঃ।

চন্দ্রনেত্রায়িতবেষু বক্ষ্যা পুত্রমবাগ্নুয়াৎ ॥

দিবা কিম্বা রাত্রি মধ্যে পিঙ্গলা অর্থাৎ রবিনাড়ীর বহনকালে পৃথী জল ও অগ্নিতত্ত্বের বহন সময়ে ঋতু রক্ষা করিলে নক্ষ্যানারী পুত্র লাভ করে।

রতারন্তে রবিঃ পুংসাং স্ত্র্যতান্তে স্ত্র্যধারকঃ।

অনেন ক্রমযোগেন নাস্তে দৈবদণ্ডকঃ ॥

রত্নির আরম্ভকালে যদি পুরুষের দক্ষিণনাসাতে এবং রত্নির অন্তে বাম নাসিকাতে শ্বাস বহন হয় ও সেই সময়ে ঋতু রক্ষা করা হয়, তাহা হইলে সেই ঋতুতে গর্ভগ্রহণ হয় না।

রতারন্তে রবিঃ পুংসাং স্ত্রিয়াঋকৈব স্ত্র্যধারকঃ।

উভয়োঃ সঙ্গমে প্রাপ্তে বক্ষ্যা পুত্রমবাগ্নুয়াৎ ॥

স্থিতঃ ॥ ২৭ ॥ মেঘাদ্যা দশ বা নাড়্যো দক্ষিণা

জয় বুঝাইবে। ২৭। বাম ও দক্ষিণ দিকের দশটা নাড়ীতে

রত্নির আরম্ভকালে পুরুষের দক্ষিণনাসাতে এবং স্ত্রীর বাম-নাসাতে শ্বাসবহন হইলে যদি ঐ সময়ে উভয়ের সঙ্গম হয় তবে বক্ষ্যা নারী ও পুত্র লাভ করে।

চন্দ্রনাড়ী বহেৎ প্রশ্নে গর্ভে কন্যা তদা ভবেৎ।

স্বর্ঘ্যে ভবেত্তদা পুত্রঃ শূন্যে গর্ভোনিহন্যতে ॥

ঈড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসাতে শ্বাসবহনকালে গর্ভ প্রশ্ন হয় তবে গর্ভে কন্যা এবং পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসাতে শ্বাস বহনকালে প্রশ্ন হইলে পুত্র নিশ্চয় করিবে; এবং স্বব্রা নাড়ী অর্থাৎ উভয় নাসায় শ্বাস বহনকালে প্রশ্ন হইলে সেই গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে।

চন্দ্রে স্ত্রী পুরুষঃ স্বর্ঘ্যে মধ্যমার্গে নপুংসকঃ।

গর্ভপ্রশ্নে যদা দূতন্তদা পুত্রঃ প্রজায়তে ॥

ঈড়ানাড়ী অর্থাৎ বামনাসা বহনকালে গর্ভপ্রশ্ন হইলে কন্যা, পিঙ্গলানাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসা বহনকালে পুত্র এবং স্বব্রা নাড়ী বহনকালে প্রশ্ন করিলে গর্ভে নপুংসক স্থির করিবে। গর্ভ প্রশ্ন হইলে উক্তরূপ শ্বাস জানিয়া গর্ভস্থ পুত্র বা কন্যা নির্ণয় করিবে।

পৃথ্যাং পুত্রী জলে পুত্রঃ কন্যাকা তু প্রভজনে।

তেজসা গর্ভপাতঃ স্ত্রান্নভস্তপি নপুংসকঃ।

শূন্যে শূন্যঃ যুগ্মে যুগ্মঃ গর্ভপাতস্ত সংক্রমে ॥

পৃথীতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভপ্রশ্ন করিলে সেই গর্ভে কন্যা, এইরূপ জলতত্ত্বের উদয়কালে পুত্র, বায়ুতত্ত্বের উদয়কালে কন্যা, অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভপাত এবং আকাশতত্ত্বের উদয়কালে প্রশ্ন হইলে গর্ভে নপুংসক স্থির করিবে। শূন্য নাড়ীতে প্রশ্ন হইলে গর্ভ হয় নাই, যুগ্ম নাড়ীতে প্রশ্ন হইলে গর্ভে যমজ সন্তান নিশ্চয় করিবে এবং নাড়ীর সন্ধি সময়ে প্রশ্ন হইলে গর্ভপাত বুঝায়।

স্বর্ঘ্যভাগে কৃতে পুত্রশ্চন্দ্রচারে তু কন্যাকা।

বিষুবে গর্ভপাতঃ স্ত্রান্ ভাবী বাথ নপুংসকঃ।

তত্ত্বের বিজানীয়াৎ কথিতা তত্ত্ব স্মরিত ॥

পিঙ্গলানাড়ী বহনকালে পুত্র, ঈড়ানাড়ী বহনকালে কন্যা এবং উভয় নাড়ী অর্থাৎ স্বব্রা নাড়ীর বহনকালে প্রশ্ন হইলে গর্ভপাত অথবা নপুংসক বুঝায়। স্বরতত্ত্বশাস্ত্রজ পণ্ডিতগণ এই সকল বিদ্রূপ নির্ণয় করিয়া থাকেন।

বামসংস্থিতাঃ । চরস্থিরদ্বিমার্গে তা স্তাদৃশে তাদৃশঃ

মেঘ আদি রাশি এবং তাহাদের চর, স্থির ও দ্ব্যাত্মক সংজ্ঞাদি

গর্ভাধানং মাক্রতে স্তাচ হুঃখী দিশা খ্যাতোবারুণে সৌধ্য-
যুক্তঃ । গর্ভশ্রাবী স্বপ্নজীবী চ বহৌ ভোগী ভব্যঃ পার্থিবেনার্থ-
যুক্তঃ ।

বায়ুতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, সেই গর্ভে যে সন্তান
জন্মিবে, সেই সন্তান হুঃখী হইবে ; জলতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভা-
ধান হইলে, সন্তান সুখী হয় ও তাহার খ্যাতি দিগন্তপর্য্যন্ত
বিস্তৃত হয় ; অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে গর্ভগ্রহণ হইলে গর্ভশ্রাব হয়,
অথবা সেই গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সে অল্পজীবী হয় ; এবং
পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভ হইলে, সেই সন্তান সুখী সৌভাগ্য-
বান্ ও ধনশালী হইয়া থাকে ।

ধনবান্ সৌখ্যসংযুক্তোভোগবান্ গর্ভসংস্থিতঃ ।

স্ত্রাশ্রিত্যং বারুণে তত্ত্বৈ বোয়মি গর্ভোনিহনাতে ॥

জলতত্ত্বের উদয়কালে গর্ভাধান হইলে, গর্ভস্থ সন্তান ধন-
সম্পত্তিসম্পন্ন, ভোগবান্ ও সুখী হয় ; এবং আকাশতত্ত্বের
উদয়ে গর্ভনাশ হয় ।

মাহেয়ে চ স্ততোৎপত্তিবারুণে হুহিতা ভবেৎ ।

শেষেষু গর্ভহানিঃ স্তাজ্জাতনাত্রশ্র বা মূতিঃ ॥

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে গর্ভাধান হইলে, পুত্র জন্মে ; জলতত্ত্বের
উদয়ে কন্যা এবং অগ্নিতত্ত্ব তত্ত্বের অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ও আকাশ
তত্ত্বের উদয়কালে গর্ভহানি, অথবা জন্মমাত্র সন্তান নষ্ট হয় ।

রবিমধ্যগতশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রমধ্যগতোরবিঃ ।

জাতব্যং গুরুতঃ শীঘ্রং ন বিদ্যা শাস্ত্রকোটীভিঃ ॥

পিজলাতে ঈড়ানাড়ীর আনয়ন এবং ঈড়াতে পিজলার আন-
য়ন ক্রম যে স্বরোদয়শাস্ত্রে শিক্ষা করা যায়, সেই পরমবিদ্যা
গুরুর সমীপহইতে সত্বরেই বিজ্ঞাত হইবে । এই তত্ত্বজ্ঞান,
অগ্নিতত্ত্ব কোটি কোটি শাস্ত্রে দর্শন থাকিলেও গুরুর উপদেশভিন্ন,
লাভ হয় না ।

চৈত্রগুরুপ্রতিপদি প্রাতস্তত্ত্ববিভেদতঃ ।

পশ্চেষ্টিচক্ষণোযোগী দক্ষিণে চোত্তরায়ণে ।

চন্দ্রস্তোদয়বলয়াং বহমানোহিথ তদ্বতঃ ॥

চৈত্র মাসের গুরুপক্ষের প্রতিপত্তিখীর প্রভাতসময়ে অর্থাৎ
চাত্র বৎসরের আরম্ভকালে এবং দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণের
প্রারম্ভসময়ে বিচক্ষণ যোগী ব্যক্তি তত্ত্বসমূহ নির্ণয় করিয়া

ক্রমাৎ ॥ ২৮ ॥ নির্গমে নির্গমং যাতি সংগ্রাহে সংগ্রহং

বিচার করিয়া প্রশ্নের ফলাফল বলিবে । ২৮৭ স্বাসনির্গমসময়ে

দেখিবে যে, ঈড়ানাড়ীর উদয়কালে অর্থাৎ বাম নাগিকারকে
স্বাসপ্রবহনসময়ে কোন্ তত্ত্বের বহন হইতেছে ।

পৃথিব্যাপস্তথা বায়ুঃ স্তভিক্ষাং সর্বশস্ত্রজং ।

তেজোব্যোমি ভয়ং ঘোরং হুর্ভিক্ষাং কালতত্ত্বতঃ ॥

যদি ঐ সময়ে পৃথিবীতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, বা বায়ুতত্ত্বের বহন হয়,
তাহাহইলে পৃথিবী সর্বপ্রকার শস্ত্রে পরিপূর্ণ হইবে এবং
স্তভিক্ষা হইবে, আর যদি অগ্নি বা আকাশ তত্ত্বের উদয় ঐ
সময়ে হয়, তবে পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর হুর্ভিক্ষা ও ভয় উপস্থিত হইয়া
থাকে ।

এবং তত্ত্বফলং স্ক্রিয়ং বর্ষে মাসে দিনে তথা ।

পৃথিব্যাদিকতত্ত্বেন দিনমাসাক্ষজং ফলং ।

শোভনঞ্চ তথা দুইং ব্যোমমাক্রতবহিভিঃ ॥

এরূপে বৎসর, মাস ও দিনের ফল তত্ত্বের উদয়ানুসারে
বিজ্ঞাত হইবে । বর্ষ, মাস ও দিনের শুভ বা অশুভ ফল পৃথ্বী,
আকাশ, বায়ু, অগ্নি আদি তত্ত্বের বহনদ্বারা পরিজ্ঞাত হইবে ।

মধ্যমা ভবতি ক্রুরা দুষ্টা চ সর্বকর্শম্ ॥

দেশভঙ্গমহারোগক্লেশকষ্টাদিহুঃখদা ॥

যদি ঐ সময়ে মধ্যমা অর্থাৎ সুষ্মানুড়ী প্রবাহিত হয়,
তাঁহা হইলে সকল কষ্টই ক্রুর ও অশুভ ফল হয় এবং রাষ্ট্র-
বিপ্লব, মহাপীড়া, ক্লেশ, কষ্ট, হুঃখ প্রভৃতি হইয়া থাকে ।

মেঘসংক্রান্তিদিবসে সুরভেদং বিচারয়েৎ ।

সম্বৎসরফলং ক্রয়াল্লোকানাং তত্ত্বচিন্তকঃ ॥

লোকতত্ত্বচিন্তক যোগী মেঘসংক্রমণদিবসে সুরভেদ বিচার
করিয়া সম্বৎসরের ফলাফল বলিবে; অর্থাৎ স্বরবিচার দ্বারা অক্ষ,
মাস ও দিনের সমস্ত ফল বলিতে পারা যায় ।

স্তভিক্ষাং রাষ্ট্রবৃদ্ধিঃ স্তাদ্ বহশস্তা বহুক্ষরা ।

বহুশস্তিত্থা সৌধ্যং পৃথ্বীতত্ত্বং বহেদ্ যদি ॥

এই মেঘসংক্রান্তি সময়ে, পৃথিবীতত্ত্ব বহন হয়, তবে বহু বৃষ্টি,
সুখ সৌভাগ্যবর্দ্ধন, স্তভিক্ষা, রাজ্যবৃদ্ধি ও বহু বহশস্ত্রালিনী
হয় ।

অতিবৃষ্টিঃ স্তভিক্ষাং স্তাদারোগ্যং সৌধ্যমেব চ ।

বহশস্তা তথা পৃথ্বী জলতত্ত্বং বহেদ্ যদি ॥

বিহুঃ। প্রচ্ছকস্ত বচঃ প্রাণ্ডা ঘণ্টাকারেণ লক্ষয়েৎ ॥

প্রশ্ন হইলে সেই প্রশ্নে অণ্ডত এবং শ্বাসপ্রবেশকালে প্রশ্ন

ঐ কালি যদি জলতত্ত্বের বহন হয়, তবে অতিবৃষ্টি, স্তম্ভিক্য, নীরোগিতা, স্তম্ভিক্য ও পৃথিবীতে অনেক শস্তের উৎপত্তি হইবে।

হৃর্ভিক্যঃ রাষ্ট্রভঙ্গঃ শ্রাদ্ধোগোৎপত্তিস্ত দারুণা।

অন্নাদন্নতরা বৃষ্টিরগ্নিতত্ত্বঃ বহেদ্যদি ॥

ঐ সময়ে অগ্নিতত্ত্ব প্রবাহিত হইলে, হৃর্ভিক্য, রাজ্যনাশ, দারুণ পীড়ার উৎপত্তি এবং অতি-অন্ন বৃষ্টি হইয়া থাকে।

• উৎপাতোপদ্রবোভীতিরন্না বৃষ্টিঃ স্যুরীতয়ঃ।

মেঘসংক্রান্তিবেলায়াঃ বায়ুতত্ত্বঃ বহেদ্যদি ॥

মেঘসংক্রান্তিবেলাতে যদি বায়ুতত্ত্ব বহন হয়, তাহাহইলে প্রাকৃতিকঘটনা—ঝঞ্ঝা বাত্যা-বন্যা-দিগ্‌দাহ-নির্ধাত-অশনি-উ-দ্রাপাত-আদি হইবে। উৎপাত, হস্ত্য-শক্ররাজা-প্রভৃতি-হইতে উপদ্রব, ভীতি এবং অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঞ্চপাল, ইন্দুর ও পাক্ক-হইতে শস্তনাশ ও প্রতিকূল-রাজা—এই ছয়টি ঈতিও হইয়া থাকে।

উদগারুতাপজরাভীতিরন্না বৃষ্টিঃ ক্ষিতৌ তবেৎ।

মেঘসংক্রান্তিবেলায়াঃ ব্যোমতত্ত্বঃ বহেদ্যদি।

তত্রাপি শূন্যতা জ্ঞেয়া শতাদীনাং স্তম্ভস্ত চ ॥

মেঘসংক্রান্তিসময়ে যদি আকাশতত্ত্বের উদয় হয়, তাহা হইলে মনুষ্যবর্গের উদগার, তাপ, জ্বর, ভয় ও ক্লেশ এবং পৃথ-বীতে অগ্নিবৃষ্টি ও শস্তাদির অনুৎপত্তি ঘটিয়া থাকে।

• পূর্ণে প্রবেশনে শ্বাসে স্বস্তত্ত্বেন সিদ্ধিদঃ ॥

যে নাসারন্ধ্রে শ্বাস বহন হয়, সেই নাসিকায় শ্বাস প্রবেশ-সময়ে শ্বীয় শ্বীয় তত্ত্বের উদয়ে সেই বৎসরে সর্বশুভ হইয়া থাকে।

সূর্য্যো চক্রেহন্যাথাভূতে সংগ্রহঃ সর্বসিদ্ধিদঃ।

বিষমে বহ্নিতত্ত্বস্ত জ্ঞায়তে কেবলং নভঃ।

তৎ সূর্য্যাবস্তসংগ্রাহং হিমাসে চ মহার্ষত। ॥

মেঘসংক্রমণসময়ে, বৈষ্ণব ঈজ্ঞা ও পিঙ্গলা নাড়ী প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহার বিপরীত হইলে, অর্থাৎ ঈজ্ঞা বহিব্যব সময়ে পিঙ্গলা বহিলে ও পিঙ্গলা বহিব্যব কালে ঈজ্ঞা বহিলে, সৎসর ধরিয়া হৃর্ভিক্য-মহত্তরা-জনিত নানাবিধ ক্লেশ মানব-গণের ভোগ করিতে হয়। অতএব বৎসরের প্রথম সময়েই শস্ত-

২৯ ॥ বামে বা দক্ষিণে বাপি পঞ্চতত্ত্বস্থিতঃ শিবৈ।

হইলে সেই প্রশ্নে শুভ জানা যাইবে। ২৯। বাম এবং দক্ষিণ, সামগ্রীপ্রভৃতি সংগ্রহ করিবে, তাহাহইলেই সমস্ত সুসিদ্ধ হইবে, কোন অমঙ্গল থাকিবে না। সূর্য্য নাড়ীতে যদি ঐ সময়ে অগ্নিতত্ত্বের উদয় হয়, তাহাহইলে কেবল আকাশতত্ত্বের ফল অবগত হইবে, অর্থাৎ সে বৎসর ঘোরতর অমঙ্গল সংঘটিত হইয়া থাকিবে। অতএব, বৎসরান্তেই দ্রব্যাদি সঞ্চয় করিবে; কারণ বৎসরের প্রথম দুই মাস না অতিবাহিত হইতে হইতেই শস্তাদি অতীব মহার্ঘ্য হইয়া যাইবে।

রবৌ সংক্রমণে নাড়ী গণ্যস্তে চ প্রবর্ততে।

সলিলে বহ্নিযোগেহপি রৌরবং জগতীতলে ॥

মেঘসংক্রমণকালে যদি নাড়ীতে জলতত্ত্ববহনসময়ে অগ্নিতত্ত্বের সংযোগ হয়, তাহাহইলে পৃথিবীতে রৌরবনামক ঘোরনরকতুল্য মহাক্রেশ উপস্থিত হইয়া থাকে।

আদৌ শূন্যগতং পৃচ্ছেৎ পশ্চাৎ পূর্ণোবিশেদ্যদি।

মুচ্ছিতেহপি ধ্রুবং জীবৎ যদর্থং পরিপৃচ্ছতি ॥

যেদিকে অবস্থিত হইয়া প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করে, সেই দিকের নাসরন্ধ্রে প্রশ্নের পূর্বে যদি শূন্য থাকে এবং প্রশ্নের পরই পূর্ণ হইয়া বহন হয়, তাহাহইলে যাহার জন্য প্রশ্ন হইতেছে, সে ব্যক্তি মুচ্ছিত থাকিলেও নিশ্চয় জীবিত হইয়া উঠিবে।

• চন্দ্রস্থানে স্থিতোজীবঃ সূর্য্যস্থানে চ পৃচ্ছতি।

তদা প্রাণবিনশ্চুক্তো যদি বৈদ্যশতৈর্কৃতঃ ॥

রবিস্থানে অবস্থিত হইয়া যদি প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করে ও সেই সময়ে যদি ঈজ্ঞানাড়ী বহিতে থাকে, তাহাহইলে যাহার জন্য প্রশ্ন হইতেছে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবে, শতশত চিকিৎসকদ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও অরোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

পিঙ্গলায়াং স্থিতোজীবো বামে দূতশ্চ পৃচ্ছতি।

তদাপি ত্রিযতে রোগী যদি ত্রাতা মহেশ্বরঃ ॥

পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণনাসারন্ধ্রে যদি বায়ু বহে ও প্রচ্ছক বামভাগে থাকিয়া প্রশ্ন করে, তবে সাক্ষাৎ মহাদেব পন্ডিত্রাণ-কর্তা থাকিলেও রোগির মৃত্যু হইবে।

• দক্ষিণেন যদা বায়ুদুঃখঃ রোজ্রাক্ষরং বদেৎ। তদা জীবতি জীবোহসৌ চক্রে সমফলঃ তবেৎ। জীবাকারঞ্চ বা ধ্বজা জীরা-কারং বিলোকয়ন্। জীবোহসৌ জীবতি পৃচ্ছেত্তস্মাজীবন্তি তে ধ্রুবং ॥

উক্কেঃগিরধআপশ্চ তির্য্যক্‌সংস্থঃ প্রভঞ্জনঃ । মধ্যো

উভয় নাসিকাতেই পঞ্চ তত্ত্ব উদিত হইয়া থাকে । শ্বাস যখন নাসাপুটের উর্দ্ধদেশ স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হয় তখন অগ্নিতত্ত্বের উদয় হইবে, নাসাপুটের নিম্নদেশ স্পর্শ করিয়া

দক্ষিণনাসাতে যদি বায়ু বহিতে থাকে, ও বিষমবর্ণে প্রসন্ন হয় তাহাহইলে রোগী অতি কষ্টেই আরোগ্যলাভ করিতে সক্ষম হইবে ; এবং বামনাসায় বায়ু বহনকালে বিষমাকরে প্রসন্ন হইলে ও সমান ফল হইবে ।

প্রশ্নে বাধঃস্থিতোজীবন্তদা জীবোহি জীবতি ।

উর্দ্ধচারণতোজীবোযাতি জীবোযমালয়ং ।

অধঃস্থিত বায়ু বহনকালে প্রশ্ন করিলে, যাহার জন্য প্রশ্ন হইতেছে, সেই ব্যক্তি নীরোগী হইয়া জীবিত থাকিবে ; এবং উর্দ্ধস্থিত বায়ু বহনকালে প্রশ্ন হইলে পীড়িত ব্যক্তি অবশ্য মৃত্যুপথের পথিক হইবে ।

বিপরীতাক্ষরং প্রশ্নে রিক্তায়াং প্রচ্ছকোযদি ।

বিপর্য্যয়ঞ্চ বিজ্ঞেয়ং বিষমহোদয়ে সতি ॥

যে দিকের নাসারন্ধ্র শ্বাসশূন্য থাকে, সেই দিকে অবস্থিত হইয়া যদি প্রচ্ছক বিপরীতবর্ণে (অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীতে সম ও দৈড়ানাড়ীতে বিষম অক্ষরে) প্রশ্ন করে, তবে বিপরীত ফল অর্থাৎ অমঙ্গল হইবে এবং সুস্থানাড়ীর বহনেও ঐ ফল হইবে ।

যশ্মিন্ ভাগে চরেজ্জীবন্তত্বস্থঃ পরিপূচ্ছতি ।

তদা জীবতি জীবোহসৌ যদি রোগৈঃ প্রপীড়িতঃ ॥

যে দিকের নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিকে অবস্থিত হইয়া যদি প্রচ্ছক রোগির সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তবে সেই ব্যক্তি নানাবিধ পীড়ায় অভিভূত থাকিলেও অবশ্য রোগহইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ।

বাতোদয়ে বাতকরঞ্চ ভক্ষ্যং পিত্তোদয়ে পিত্তকরঞ্চ ভক্ষ্যং ।

শ্লেষোদয়ে শ্লেষকরঞ্চ ভক্ষ্যং পুংসি প্রভুক্তে প্রভবন্তি রোগাঃ ॥

বায়ুতত্ত্বের উদয়কালে যদি বায়ুজনক দ্রব্য, অগ্নিতত্ত্ব বহন সময়ে পিত্তবর্ধক বস্তু এবং জলতত্ত্ববহনকালে শ্লেষকারক সামগ্রী ভক্ষ্য করা যায়, তাহাহইলে সেই সেই রোগের বৃদ্ধি হইবে ।

একশ্চ ভূতশ্চ বিপর্য্যয়েণ রোগাভিভূতিভবতীহ পুংসাম্ ।

তরোহর্মোর্কস্বহৃদ্বিপত্তিঃ পক্ষ্মরমে ব্যত্যয়তোমৃতিঃ স্ত্রীং ॥

একতত্ত্বের বিপরীত বহনে স্বকীয় পীড়ার বৃদ্ধি; এবং তত্ত্ব-

তু পৃথিবী জেয়া নভঃ সর্বত্র সর্বদা ॥ ৩০ ॥ উক্কে

বহিলে জলতত্ত্ব, পার্শ্বদেশ স্পর্শ করিয়া বহিলে বায়ুতত্ত্ব, মধ্যস্থান দিয়া বহিলে পৃথিবীতত্ত্ব, এবং সর্বত্র স্পর্শ করিয়া সূর্যিত হইয়া বহিলে, আকাশতত্ত্বের উদয় হইবে । ৩০ । অগ্নিতত্ত্বের

বয়ের বিপরীত উদয়ে মিত্র-স্বজন-প্রভৃতির বিপৎ বৃদ্ধি হইবে । যদি ঐরূপ তত্ত্বের বিপরীত উদয় পক্ষ্মরমে ব্যাপিয়া হইতে থাকে, তাহাহইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু সংঘটিত হইবে ।

মাসাদৌ বৎসরাদৌ চ পক্ষাদৌ চ বর্ষাক্রমম্ ॥

কালক্ষয়ং পরীক্ষতে বায়ুচারবশাৎ সূর্য্যিঃ ॥

বৎসরের আরম্ভে, মাসের আরম্ভে বা পক্ষের আরম্ভে স্বরতত্ত্ব বহন বিচার করিয়া স্বরোদয়ব্যাংপন্ন পণ্ডিত মৃত্যুর সময় নির্ণয় করিবে ।

মারুতং বন্ধয়িত্বা তু সূর্য্যং বন্ধয়েতে যদি ॥

অভ্যাসাজ্জীবতে জীবঃ সূর্য্যঃ কালেহপি বধতে ॥

যদি শ্বাসপ্রবহণ রোধ; অর্থাৎ কুস্তক করিয়া সূর্য্য অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ী বন্ধ করিতে পারে, তাহাহইলে যোগী ব্যক্তি এই অভ্যাসক্রমে দীর্ঘকালপর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় । পিঙ্গলানাড়ীর শ্বাসবহন-রন্ধকর্য্য কালক্রমে অভ্যাসদ্বারা সংসাধিত হয় । ইহাই মৃত্যুহস্তহইতে পরিভ্রাণের প্রধান উপায় ।

অহোরাত্রদ্বয়ং যশ্চ পিঙ্গলায়াং সদাগতিঃ ॥

তশ্চ বর্ষদ্বয়ং জ্ঞেয়ং জীবিতং তত্ত্ববেদিনিং ॥

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিনে যাহার দুই দিবারাত্রি ব্যাপিয়া পিঙ্গলা অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু বাহিত হয়, সে ব্যক্তি সেই দিনহইতে দুই বৎসরপর্য্যন্ত জীবিত থাকে, ইহা স্বরশাস্ত্রবেত্তা যোগিগণই বলিয়া থাকেন ।

ত্রিরাত্রং বহতে যশ্চ বায়ুরেকপুটে স্থিতঃ ॥

বৎসরং যাবদায়ুঃ স্ত্রীং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিনে যাহার তিন রজনী ধরিয়া এক নাসিকারন্ধ্রে অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীতে শ্বাস প্রবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি সে দিনহইতে এক বৎসরমাত্র জীবনধারণ করিধা থাকে ; ইহা স্বরতত্ত্বজ্ঞানী যোগিরা বলিয়া থাকেন ।

রাত্রৌ চন্দ্রোদিবা সূর্য্যোবাহেদ্যশ্চ নিরন্তরম্ ।

বিজানীয়াতশ্চ মৃত্যুঃ বধ্যাসাভ্যন্তরে সূর্য্যিঃ

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিনে যাহার রজনীদ্ব্যোগে চন্দ্র

মৃত্যুরথঃ শাস্তিস্থিৰ্য্যক্ চোচ্চাটয়েৎ সুধাঃ । মধ্যে
স্তম্ভং বিজানীরা-ম্মোকঃ সৰ্বত্র সৰ্বগে ॥ ৩১ ॥ ইতি
মহাপুরাণে গারুড়ে পবনবিজয়াদিঃ সপ্তষষ্টিতমো-
হধ্যায়ঃ ।

অষ্টষষ্টিতমোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত-উবাচ ॥ ১ ॥ পরীক্ষাং বচমি রত্নানাং বলোঃ

উদয়ে মারণ, জলতত্ত্বের উদয়ে শাস্তি, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে উচ্চাটন,
পৃথিবীতত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভন এবং আকাশতত্ত্বের উদয়ে মোক্ষ,
এই সকল কার্য্য করিবে। ৩১ ।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন, রত্নসকলের পরীক্ষা বলিব । পূৰ্বকালে

এবং দিনের বেলায় পিঙ্গলা নাড়ীতে বায়ু নিরন্তর বহিয়া থাকে,
তাহার মৃত্যু সেই দিনহইতে ষণ্মাসের মধ্যে হয় ।

একাদিষোড়শাহানি যদি ভাহুনিরন্তরম্ ।

বহেদ্ব্যস্ত চ বৈ মৃত্যুঃ শেবাহেন চ আসিতিকঃ ॥

যাহার বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিন-অবধি ষোল দিন-
পর্য্যন্ত দক্ষিণনাসাপুটে খাস নিরন্তর বহে, তাহার মৃত্যু সেই
দিনহইতে এক মাসের শেষ দিবসে হইবে ।

সম্পূর্ণ বহতে স্বর্ষ্যশচন্দ্রমা নৈব দৃশ্যতে ॥

পক্ষেণ জায়তে মৃত্যুঃ কালজ্ঞানেন ভাসিতম্ ॥

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথম দিন যাহার দক্ষিণনাসাপুটে
বায়ুর বহন অবিচ্ছেদে হয় এবং বামনাসাপুটে বায়ু প্রবাহিত
হয় না, তাহার সেই দিবসহইতে এক পক্ষের মধ্যে মৃত্যু হইয়া
থাকে, ইহা স্বরজ্ঞানী যোগিগণ বলিয়াছেন ।

সম্পূর্ণ বহতে চন্দ্রঃ স্বর্ঘ্যো নৈব চ দৃশ্যতে ।

মাসেন দৃশ্যতে মৃত্যুঃ কালজ্ঞানেন ভাসিতম্ ॥

বৎসর, মাস বা পক্ষের প্রথমদিনে যাহার ঈড়ানাড়ী অর্থাৎ
বামনাসাপুটে খাস অবিচ্ছেদে বহে, কিন্তু দক্ষিণনাসাপুটে
বায়ু বহন হয় না, তাহার সে দিনহইতে এক মাসমধ্যে মৃত্যু
শেষ হইয়া থাকে, ইহা কালজ্ঞ যোগিরাই কহিয়া থাকেন ।

• অসীদ্ধত্যা বলো নাম মহাবলপরাক্রমঃ । দেবগুরু-
রক্ষণাং চত্রেজ্ঞভয়কারকঃ ॥ যেন বিষ্ণুর্মমঃ পূৰ্বো ভয় আজে

নামাসুরোহভবৎ । হস্তাদ্যা নাজতা-স্তেন নিজেতুং
তৈর্ন শক্যতে ॥ ২ ॥ বরব্যাঞ্জন পশুতাং ব্যচিতঃ স
সুরৈর্মখে । বলোদদৌ স্বপশুতামতিনস্তোমখে হতঃ ॥

বলনামে এক অসুর ছিল, সেই বলাসুর ইন্দ্রাদিদেবগণকে
পরাজিত করিয়াছিল । কেহই বলাসুরকে জয়করিতে পারেন
নাই । দেবগণ অস্ত্র কোন উপায়ে তাহাকে বিনাশকরিতে
না পারিয়া ছিলনা পূৰ্বক একটা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন এবং
বলাসুরের নিকট উপস্থিত হইয়া যজ্ঞীয়পশুরূপে বলের শরীর

প্রদীড়িতাঃ । অনিলানলরক্ষচ বরুণশচ বশীকৃতাঃ ॥ সংযম্য
যেন নাগেন্দ্রা মহাভোগা মহাবিষাঃ । গরুড়শচ কৃতো ভূত্যাঃ
সদাজ্ঞামভিবর্জিনঃ ॥ যেন সংলিখ্য শৈলেন্দ্রঃ কন্দুকাকার-
কারিতঃ । ক্রীড়ার্থং যেন বিপ্রেন্দ্র গিরয়ঃ প্রথিতা ভূবি ॥

তেন দেবাঃ সত্রাকাদ্যা দিবঃ সর্কে পলায়িতাঃ । দত্তং স্থানস্ত
পাতালং সময়ং শরদাং শতং ॥ তথা তে ভয়মাপরা মানং
ত্যাগ্য গতা গুরুং । পৃচ্ছন্তি বিনয়াং সর্কে শক্রস্ত হিতকারিণঃ ॥
কেনোপায়েন দেবানাং স্বর্গবাসো ভবেদ্বিজ । ভবান্ হিনয়বেত্তা
চ উপায়ং বদ পৃচ্ছতাং ॥ তমেব শাস্তবেত্তা চ হিতঃ শক্রস্ত
নিত্যশঃ । শক্কোদধিনিমগ্নানামতিপোতো ভব দ্বিজ ॥ এবং

পৃষ্টঃ স দেবৈস্ত গুরুর্কচনমব্রবীৎ ॥ বৃহস্পতিরুবাচ । বদয়ং
দানবঃ শক্রন যুদ্ধে ভবতো বশঃ । রণে ন ক্ষয়মায়াতি
অজয়ঃ সঙ্গরে যতঃ ॥ অতঃ কপটমাস্থায় প্রার্থনীয়ঃ ক্রতুং
প্রতি । দাতা সত্ববলোপেতঃ স্বকায়মর্ষিতেষপি ॥ অতস্তত্ত্ব
প্রার্থয়িতা বিষ্ণুর্মায়ামহোদধিঃ । দ্বিজরূপধরো ভূত্বা বাচনাং
বধায় চ ॥ গুরুণা চোদিতা দেবাঃ স্ততাংস্তে নিধন-
স্প্রতি । গতাঃ সর্কে ততঃ শাস্তা যত্র দেবোজনার্দিনঃ

মাধবেন তদাদেবা দৃষ্টা ভয়সমাকুলাঃ । ক্রমার্থাসন-
সংলাপেঃ সর্কে তে সংস্ততা ভূশং ॥ সংপৃচ্ছিতাস্তদা সর্কে
কিমায়াতা বদন্ সুরাঃ । দেবা-উচুঃ । বলেন বলিনা দেব
সর্কে বিহ্বাসিতা বয়ঃ । মায়াবী হং বধে তত্ত্ব নাশোপায়ো
ভবেৎ কচিৎ ॥ বিষ্ণুরুবাচ । কয়োমি ভবতামিষ্টং, কিন্তুনৌ
বলসংযুতঃ । সাধিকো নয়বেত্তা চ সর্বশাস্তার্থপ্রারগঃ ॥ গুর্ট-

ময়গিরিচারী ভ্রাদৃষ্টৈককৃতনিশ্চয়ঃ । তত্ত্ব মায়া কথং কৰ্ত্তং
শক্যতে সুরসত্তমাঃ ॥ পুটৈক্য ভবতে বিদ্যা মম দত্তা তু
শূলিনা । মোহিনী নাম বিখ্যাতা মোহং সী কুরুতে ভূশং ।
ভূতাহং তত্ত্ব নাশায় সুরামি পরমেশ্বরীং ॥ অরিষা পরমাং

বলসংযুতঃ । সাধিকো নয়বেত্তা চ সর্বশাস্তার্থপ্রারগঃ ॥ গুর্ট-
ময়গিরিচারী ভ্রাদৃষ্টৈককৃতনিশ্চয়ঃ । তত্ত্ব মায়া কথং কৰ্ত্তং
শক্যতে সুরসত্তমাঃ ॥ পুটৈক্য ভবতে বিদ্যা মম দত্তা তু
শূলিনা । মোহিনী নাম বিখ্যাতা মোহং সী কুরুতে ভূশং ।
ভূতাহং তত্ত্ব নাশায় সুরামি পরমেশ্বরীং ॥ অরিষা পরমাং

২॥ পশুবৎ প্রবিশেৎ স্তম্ভে স্বাক্যাশনিযজ্ঞিতঃ ।
বলোলোকোপকারায় দেবানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৪ ॥
তস্য সত্ববিশুদ্ধস্য বিশুদ্ধেন চ কর্ম্মণা । কায়স্যা-
বয়বাঃ সর্বৈ রত্নবীজত্ৰয়াযুঃ ॥ ৫ ॥ দেবানামথ যক্ষাণাং

ভিক্ষাকরিয়া লইলেন। বলাসুর দেবগণের নিকট প্রতিজ্ঞা-
পাশে বদ্ধ হইয়া যজ্ঞীয়পশুদ্বয়ে স্বীয়শরীর প্রদানপূর্বক পশুবৎ
স্তম্ভসমীপে গমনকরিয়া দেবতাদিগের হিতসাধনার্থ স্বীয় শরীর
বিসর্জনপূর্বক দেবলোকে গমনকরিলেন। এইরূপ উৎকট পুণ্য-
প্রভাবে সেই মহাবল পরাক্রান্ত বলাসুরের শরীরের অবয়বসকল
রত্নের বীজরূপ হইল । ১—৫ । উক্তরূপে রত্নের উৎপত্তি

বিদ্যাং বিজ্ঞভাবো জনার্দনঃ । মধ্যকায়ঃ স্তবেশচ বেদপাঠী
সবিষ্টরী ॥ পরিগ্রাহী হতাশস্ত্র জপয়নো ব্রজেন্বজেৎ । যজ্ঞাং
যাচনাং কস্ত করোমি কথ্যতাং মম ॥ তং দৃষ্ট্বা স্তব্যতেজাচ-
মুক্তো বিপ্রৈর্ব্রজন্ স চ । বলন্তে যজ্ঞনিষ্পত্তিং করোতি
বিজ্ঞসত্তম ॥ হেমকুটে মহাশৈলে তিষ্ঠতে দানবোত্তমঃ ।
সর্বজ্ঞোহপি মহামারী বপনায় তদা গতঃ । মোহিনীং জপ-
মানস্ত বিদ্যাং পরমসিদ্ধিদাং ॥ বিচিত্রং দহুরাজস্ত পুরং সর্ব
পুরোত্তমং । প্রাবিশেদং বেদায়া পঠমানো জনার্দনঃ ॥
দানবস্ত পুরং রম্যং জ্ঞায়সে স্বং গ্রহোত্তম । ধীরং গতোহসুরেজস্ত
কুর্যাং প্রাধায়নং তদা ॥ দ্বারপালো বদতোবং শ্রুত্বা বেদধ্বনিং
শুভাং । পুরাণি রত্নানি শুভং দদামি যাচতাং বর ॥ ইষ্টং
দানং বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ হুলভিস্ব মহামতে । তেনোত্তং দর্শনং দ্বান্ত
দীয়তাং দনুসত্তমে । তদা স পূর্বমাদিষ্টঃ প্রেষয়ামাস তং নৃপং ।
বলিনং বলসম্পন্নং দানবং স্তরমদনং ॥ দানোদাতকরো ভদ্রং
দৃষ্ট্বা প্রীত্যাবভাষত । কিমায়তো ভবাংস্তাত্র কার্যং বিপ্র
ততুদিশ ॥ মোহিনীং জপমানস্ত বধিতে বিজ্ঞকেশবঃ । ব্রহ্মো-
বাচ । অহং সংপেষয়ামাস ঐক্ষি মাং কথ্যপাদ্বজং । যজ্ঞাঃ
সেইজ্ঞেঃ সমারদ্ধা ঋষিভিষ্ঠাসুরাদিপি ॥ তস্ত নিষ্পত্তয়ে নাথ
আগতোহহং তবাস্তিকং । দানং মে দীয়তাং রাজন্ সিদ্ধ্যতে
ষেয় তম্বথঃ ॥ বল-উবাচ । যেন সংসিধ্যতে যজ্ঞো দেবারক্কো
বিজ্ঞোত্তম । তথা চাহং ধনং দারান্ শিরঃসেনৈদ্য দদামি তে ।
ব্রহ্মোবাচ । যেন সংসিধ্যতে, যজ্ঞো দেবানামসুরাদিধঃ ।
তদেয়ং তচ্চ আদিষ্টং সতামজ্ঞাবয়োয়পি ॥ বল-উবাচ ।
যাচতাং যেন তে কার্য্যং সত্যং বিপ্রৈ দদামি তেন সংস্থান
মোহিনীং বিদ্যাং বদতে বিজ্ঞসত্তমঃ ॥ ব্রাহ্মণ-উবাচ । ন মে

সিদ্ধানাম পবনাশিনাং । রত্নবীজময়ং গ্রাহঃ স্তমহান-
ভবস্তদা ॥ ৬ ॥ তেষান্ত পততাং বেগাদ্বিমানেন বিহারসা ।
যদ্বয়ং পপাত রত্নানাং বীজং কচন কিঞ্চন ॥ ৭ ॥
মহোদধৌ সরিতি বা পর্ততে কাননেহপি বা । তন্তদা-
করতাং যাতাং স্থানমাপেরগৌরবাং ॥ ৮ ॥ তেবু রক্ষো

হওয়াতে দেব, যক্ষ, সিদ্ধ, নাগ প্রভৃতি সকলেরই মহোপকার
সাধিত হইল । দেবগণ বিমানে আরোহণ করিয়া, বলাসুরের
মৃতদেহ লইয়া আকাশনাগে গমনকরিলেন । তাঁহাদিগের
গমনবেগে ঐ দেহ বিমান হইতে খণ্ডে খণ্ডে পৃথিবীতে পতিত
হইতে লাগিল । সমুদ্র, নদী, পর্বত, কানন প্রভৃতি যে যে স্থানে
বলাসুরের দেহখণ্ড পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে এক
একটা রত্নের আকর হইল । ৬—৮ । ঐ সকল আকরে বিবিধ রত্ন

ধনৈঃ স্বদারৈর্কী ন ভূম্যা গজযাজ্জিভিঃ । রত্নৈঃ কাৰ্ণৈঃ মহা-
বাহো দেবযজ্ঞোহসুরাদিধি ॥ যেন নিষ্পাদ্যতে যজ্ঞঃ স্তমহশচ
দিবোকসাং । তমতং যাচয়িষ্যামি দায়তাং তদব্রতং তব ॥
এতং কাব্যং মম ভদ্রং ঋষীণাঞ্চ বিশেষতঃ । দেবার্থং তব
কায়েন সিদ্ধ্যতে তম্বথোত্তমঃ ॥ তদা দত্তা তনুস্তেন দানবেন
মহাশ্রনা । বিষ্ণুনাগি'স্বচক্রেণ শিরস্ত্রিহিতোহসুরঃ ॥ প্রাকৃতং
দেহমুৎসৃজ্য দিবাকায়স্বভূদা । তস্যাবয়বসংজাতা বজ্রাদ্যা
রত্নজাতয়ঃ ॥ লোচনে সুরতেজাংসি পুন্মরাগাণি চাভবন্ ।
বিশুদ্ধপাত্রদানেন কার্যো রত্নাকরোহভবৎ ॥ ইতি দেবীপুরাণে
৪৭ অধ্যায়ঃ ॥

চতুর্দশ মহারত্নানি বথ । কশকোশ্চিরথঃ তন্তনয়ঃ শশ-
বিন্দুচতুর্দশমহারত্নশ্চত্রবর্ত্যভবৎ । চতুর্দশ মহান্তি রত্নানি যস্ত
সঃ । রত্নানি তু স্বজাতশ্রেষ্ঠানি ধর্ম্মসংহিতোক্তানি । চক্রং
রথো মণিঃ খড়্গাশ্চর্ম্ম রত্নঞ্চ গন্ধমং । কেতুর্নিখিষ্ট সপ্তৈব-
মপাণানি প্রচক্ষতে ॥ ভার্য্যা পুরোহিতশ্চৈব সেনানি রথকৃচ্চ
যঃ । পদ্মার্থো বলভশ্চেতি প্রাণিনঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ ॥ চতুর্দশৈ-
তানি রত্নানি সর্বৈবাং চক্রবর্তিনামিতি । ইতি বিষ্ণুপুরাণে
৪ অংশে ১২ অধ্যায়ঃ তট্টীকা চ ॥

তদ্বিশেষো যথা । সুচ্ছং বিদ্যাংপ্রভং সৌন্দর্য্যং শিষ্টং
লঘু লেখনং । ষড়ারস্তীজ্ঞধারক স্বশাম্যারং প্রিয়ং দিশেৎ ॥
তস্ত কুলক্ষণং মথা । ভস্মাভং কাংকপাদঞ্চ রেখাক্রান্তস্ত বস্ত্রলং ।
আগারমলিনং বিন্দু সংক্রাসে ক্ষুটিতস্তথা । নীলার্ভং চিপটিং
রুক্ষং তদ্বজ্রং দোমলং ত্যজেৎ ॥ বজ্রস্ত চতুর্কর্ণলক্ষণং যথা ।

বিষব্যালব্যাদিহান্যখহানি চ । প্রাচুর্ভবন্তি রত্নানি
তথৈব বিগুণানি চ ॥৯॥ বজ্রমুক্তা তু মণয়ঃ সপদ্মরাগাঃ
সমরকতাঃ প্রোক্তাঃ । অপি চৈন্দ্রনীলমণিবরবৈদূর্যাশ্চ
পুষ্পরাগাশ্চ ॥ ১০ ॥ কর্কেতনং সপুলকং রুধিরাখ্য-

সমুৎপন্ন হইতে লাগিল । তাহাদিগের মধ্যে কতিপয় রত্ন বিব-
নীড়াদিনাশক, রাক্ষসসর্পাদি-ভয়নিবারক ও পাপনিবারক
এবং কতকগুলি নিগুণ । ৯ । রত্নগুণাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ সকল
আকরহইতে বজ্র, মুক্তা, মণি, পদ্মরাগ, মরকত, ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য,
পুষ্পরাগ, কর্কেতন পুলক, রুধিরাখ্য ক্ষটিক, প্রবাল প্রভৃতি
স্বেতলোহিতপীতমেচকতয়া ছায়াশ্চতস্রঃ ক্রমাদিপ্রাদিহমিহাস্য
বৎ স্মনসঃ শংসন্তি সত্যং ততঃ । ক্ষীতাং কীৰ্ত্তিমতৃতমাং শ্রিয়-
মিদং দত্তে যথা সংযতং মর্ত্যানামবথাযথং তু কুলিশং পণ্যং
হিতং জীর্জ্যতঃ ॥ তস্য পরীক্ষা যথা । যৎ পায়ানতলে নিকাশ-
নিকরে নোদয়্যতে নিষ্ঠুরে যচ্চান্যোপললোহমুদগরমুখৈর্লৈখা-
ন্নয়াত্যাহনং । যচ্চান্যং নিজলীলয়েন দলয়েদ্বজ্রেণ বা ভিদ্যতে
তজ্জাতং কুলিশং বদন্তি কুশলাঃ শ্লাঘ্যং মহার্ষকং তৎ ॥ তস্য
বর্ণগুণৌ যথা । বিপ্রঃ সোহপি রসায়নেযু বলবানষ্টাঙ্গসিদ্ধি-
প্রদো রাজতন্তু নৃনাং বলী পলিতজ্জিন্মৃত্যুং জয়েদঙ্গসা ।
দ্রব্যাকর্ষণসিদ্ধিদস্ত স্ততরাং বৈশ্ণোহথ শূদ্রো ভবেৎ সর্বব্যাদি-
হরন্তদেব কথিতো, বজ্রস্ত বর্ণো গুণঃ ॥ ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ ॥
অপি চ অথ বজ্রস্য নামলক্ষণগুণাঃ । হীরকঃ পুংসি বজ্রোহস্ত্রী
চক্রোমণিবরশ্চ সঃ । স তু স্বেতঃ স্বেতো বিপ্রো লোহিতঃ ক্ষত্রিয়ো
মতঃ । পীতো বৈশ্ণোহসিতঃ শূদ্রশ্চ তুর্লক্ষণায়কশ্চ সঃ । রসা-
য়নে নতো বিপ্রঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ । ক্ষত্রিয়ো ব্যাধিবিধ্বংসী
জরামৃতাহরঃ পরঃ ॥ বৈশ্ণো ধনপ্রদঃ প্রোক্তস্তথা দেহস্য
দার্টাক্তং । শূদ্রো নাশয়তি বাধীন্ বরঃস্তম্ভং কেরোতি চ ।
পুংজীনপুংসকাষ্টেচতে লক্ষণীয়ানি লক্ষণৈঃ ॥ স্বেতাঃ ফল-
সংপূর্ণান্তেজোযুক্তা বৃহত্তরাঃ পুরুষান্তে সমাখ্যাতা রেখাবিন্দু-
বিবর্জিতাঃ ॥ রেখাবিন্দুমমায়ুক্তাঃ বড়ান্তে ত্রিঃ স্তূভাঃ ।
বড়ান্তাঃ, ষট্ কোণাঃ । ত্রিকোণাশ্চ সূদীর্ঘাশ্চ তে বিজেরা
নপুংসকাঃ ॥ তেহপি স্ত্র্যঃ পুরুষাঃ শ্রেষ্ঠা রসবন্ধনকারিণঃ ।
ত্রিঃ কুক্ষন্তি কারন্ত কান্তিঃ জীবাং স্ত্রুপ্রদাঃ ॥ নপুংসকাস্ত-
বীৰ্যাঃ স্ত্র্যরকামাঃ স্তবর্জিতাঃ । ত্রিঃ জীর্ভ্যাঃ প্রদাতব্যঃ
ক্লীবঃ ক্লীবৈ প্রযোজয়েৎ । সর্বেভ্যঃ সর্বদা দেয়াঃ পুরুষা বীৰ্য্য-
বর্জনাঃ ॥ অশুদ্ধং কুরুতে বজ্রং কুঠং পার্শ্বাখ্যং তথা । পাণ্ডুভাং

সমস্থিতম্ তথা ক্ষটিকং । বিক্রমমণিশ্চ যদ্রাহুদ্বিষ্টং
সংগ্রহে তজ্জৈঃ ॥ ১১ ॥ আকারবর্ণৌ প্রথমং গুণ-
দোষৌ তৎফলং পরীক্ষ্য চ । মূল্যঞ্চ রত্নকুশলৈর্বিজ্ঞেয়ং
সর্বশাস্ত্রাণাম্ ॥ ১২ ॥ কুলগ্নেষুপজায়ন্তে যানি চোপহতে
হহনি । দোষৈস্তানুপযুক্ত্যন্তে হীরন্তে গুণসম্পদা ॥
১৩ ॥ পরীক্ষাপরিশুদ্ধানাম্, রত্নানাং পৃথিবীভূজা ।
ধারণং সংগ্রহোবাপি কার্য্যঃ শ্রিয়মভীপতা ॥ ১৪ ॥
শাস্ত্রজ্ঞাঃ কুশলাশ্চাপি রত্নভাজাঃ পরীক্ষকাঃ । তএব
মূল্যমাত্রায়াবেত্তারঃ পরিকীর্ত্বিতাঃ ॥ ১৫ ॥ মহাপ্রভাবং
বিবুধৈর্ঘৃণাদ্রজমুদাহৃতং । বজ্রপূর্ণা পরীক্ষেয়ং ততো-
হস্মাভিঃ প্রকীর্ত্ব্যতে ॥ ১৬ ॥ তস্তাশ্বিলেশোনিপপাত

বিবিধরত্ন সংগ্রহকরিতে লাগিলেন । ১০—১১ । রত্নশাস্ত্র-
পারদর্শী বৃদগণ প্রথমতঃ ঐ সকল রত্নের আকার, বর্ণ, গুণ,
দোষ ও ফল পরীক্ষাকরিয়া মূল্য নির্ণয়করবেন । এইক্ষণ রত্ন-
পরীক্ষা কথিত হইতেছে । ১২ । কুলগ্নে ও অশুভদিনে যে সকল
রত্নের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই সকল রত্ন দোষযুক্ত ও গুণ-
হীন । শুভাভিলাষী রাজা রত্নের পরীক্ষা করিয়া ধারণ ও সংগ্রহ
করবেন । ১৩—১৪ । যাহারা সূদক্ষ পরীক্ষক, তাহারা হই রত্নের
মূল্যের পরিমাণ করিতে পারেন । ১৫ । যে মণির প্রভা অতি-
সমৃদ্ধ, তাহাকে পণ্ডিতগণ বজ্র (হীরক) বলিয়া নির্দেশ করিয়া-
ছেন । এই গ্রন্থে প্রথমতঃ বজ্রপরীক্ষা কথিত হইতেছে । ১৬

পদ্মরত্নঞ্চ তস্মাৎ সংশোধ্য মারয়েৎ ॥ মারিতস্ত বজ্রস্ত গুণাঃ ।
আয়ুঃ পুষ্টিং বলং বীৰ্য্যং বর্ণং সৌখ্যং কেরোতি চ । সেবিতং সর্ব-
রোগঘ্নং মৃতং বজ্রং ন সংশয়ঃ ॥ ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ অশুচ-
অথ বজ্রগণনা । বিযুধশ্রোতরে—বজ্রং মরকতকৈব পদ্মরাগঞ্চ
মৌক্তিকং । ইন্দ্রনীলং মহানীলং বৈদূর্য্যং গন্ধসংজ্ঞকং ॥
চক্রকাস্তং সূর্য্যকাস্তং ক্ষটিকং বলকং তথা । কর্কেতনং পুষ্প-
রাগং তথা জ্যোতীরসং বিজ ॥ ক্ষটিকং রাজবর্জকং তথা রাজ-
মতং শুভং । সৌগন্ধিকং তথা গঞ্জং শঙ্খব্রহ্মময়ং তথা ॥ গো-
মেদং রুধিরাখ্যঞ্চ তথা ভল্লাতকং বিজ । ধূলীমরকতকৈব
তুথকং সীসমেব চ ॥ পোলং প্রবালকৈব গিরিবজ্রঞ্চ ভার্গব ।
ভূজঙ্গমমণিশ্চৈব তথা বদ্রমণিঃ শুভঃ ॥ তিস্তিতকং তথা পাক্তং
ভ্রামরঞ্চ তথোৎপলং । বজ্রাণ্যেতানি সর্লীণি ধার্যাণ্যেব মহীভূতা
স্ববর্ণপ্রতিবন্ধানি জয়ারোগ্যসমুদ্রে ॥ ইতি যুক্তিকল্পতরুঃ ॥

যেষু ভুবঃ প্রদেশেষু কথঞ্চিদেব । বজ্রাণি বজ্রাধুনির্জি-
গীষোর্ববন্তি নানাকৃতিমন্তি তেষু ॥ ১৭ ॥ হৈমমাতঙ্গ-
সৌরাষ্ট্রাঃ পৌণ্ড্রকালিঙ্গকোশলাঃ । বেণাতটাঃ স-
সৌবীরাবজ্রস্ঠবিহারকাঃ ॥ ১৮ ॥ আতাত্রাহিমশৈল-
জাশ্চ শশিভা-বেণাতটীয়াঃ স্মৃতাঃ সৌবীরে ত্রিসিতাজ-
মেঘসদৃশাত্রাশ্চ সৌরাষ্ট্রজাঃ । কালিঙ্গাঃ কনকা-
বদাতরুচিরাঃ পীতপ্রভাঃ কোশলে শ্রামাঃ পুণ্ড্রভবা-
মতঙ্গবিষয়ে নাত্যন্তপীতপ্রভাঃ । ১৯ । অত্যর্থং লঘু
বর্ণতশ্চ গুণবৎ পার্শ্বেষু সম্যক্ সমমু রেখাবিন্দুকলঙ্ক-
কাকপদকত্রাদিভির্জিজ্ঞীতং । লোকেহস্মিন্ পর-
মাণু মাত্রমপি যদ্বজ্রং কচিদৃশ্যতে তস্মিন্ দেবসমা-
শ্রয়োহবিতথ স্তীক্সাগ্রধারং যদি ॥ ২০ ॥ বজ্রেষু বর্ণযুক্ত্যা
দেবানামপি বিগ্রহঃ প্রোক্তঃ । বর্ণেভ্যশ্চ বিভাগঃ
কার্য্যোবর্ণাশ্রয়াদেব ॥ ২১ ॥ হরিং শ্বেতপীতপিঙ্গশ্রাম-
তাত্রাঃ স্বভাবতো রুচিরাঃ । হরিবরুণশক্রহৃতবহ-
পিভূপতিমরুতাং স্বকাবর্ণাঃ ॥ ২২ ॥ বিপ্রস্ত শঙ্খ-

পৃথিবীর যে যে প্রদেশে ইন্দ্রবিজয়ী বলাহুরের অস্থিকণা পতিত
হইয়াছিল, সেই সকলস্থানে বিবিধবর্ণ হীরকের উৎপত্তি
হয় । ১৭ । হিমালয়, মাতঙ্গ পর্বত, সুরাষ্ট্র, পুণ্ড্র, কলিঙ্গ,
কোশল, বেণাতট ও সৌবীর দেশ, এই অষ্টস্থান হীরকের
আকর । ১৮ । হিমগিরিজাত হীরক জ্বৎস্নাত্রবর্ণ, বেণাতটীয়
হীরক শশিপ্রভ, সৌবীরদেশজাত হীরক নীলপদ্ম ও মেঘের
ভ্রায় আভাসপন্ন সুরাষ্ট্রদেশোৎপন্ন হীরক তাম্রবর্ণ, কলিঙ্গ-
দেশজাত হীরক স্নবর্ণবৎ মনোরম কান্তিবিশিষ্ট, কোশলদেশীয়
হীরক পীতবর্ণ, পুণ্ড্রদেশজাত হীরক শ্রামবর্ণ, মতঙ্গদেশজাত
হীরক ইষৎ পীতপ্রভ । ১৯ । হীরক অপেক্ষাকৃত লঘু; সমুজ্জল,
পার্শ্বদেশে সমান এবং রেখা, বিন্দু, কলঙ্কাদি কোনরূপ চিহ্ন
বিহীন এবং ত্রাসাদিমণিদোষবর্জিত । যে স্থানে পরমাণুপরিমাণ
ও তীক্ষ্ণধার হীরক দৃষ্ট হয়, সেই স্থানে নিশ্চয় দেবগণের
অধিষ্ঠান হইয়া থাকে । ২০ । হীরকের বর্ণানুসারে দেবাধিষ্ঠান
নিশ্চয় করিবে এবং ঐ বর্ণদৃষ্টে হীরকের জাতি বিভাগ হয় ।
হরিবর্ণ হীরকে হরি, শ্বেতবর্ণে বরুণ, পীতবর্ণে ইন্দ্র,
পিঙ্গলবর্ণে অগ্নি, শ্রামবর্ণে যম এবং তাম্রবর্ণ হীরকে বায়ুর অধি-
ষ্ঠান আছে । ২১—২২ । ব্রাহ্মণের পক্ষে শঙ্খ, কুমুদ ও ক্ষুটিকবৎ

কুমুদক্ষুটিকাবদতঃ স্ত্রাৎ ক্ষজিয়স্ত শশবজ্রবিলো-
চনাভঃ । বৈশ্রাস্ত কান্তকদলীদলসন্নিকাশঃ শূদ্রস্ত
ধৌতকরবালসমানদীপ্তিঃ ॥ ২৩ ॥ বৌ বজ্রবর্ণো পৃথিবী-
পতীনাং সন্তিঃ প্রদিষ্টৌ ন তু সার্কজন্তৌ । বঃ
স্রাজ্জবাবিক্রমভঙ্গশোণো যোবা হরিদ্রারসসন্নিকাশঃ ॥
২৪ ॥ দৈশত্বাৎ সর্ববর্ণানাং গুণবৎ সার্কবর্ণিকং ।
কামতো ধারয়েদ্রাজ্ঞা ন ত্বন্যোহস্তঃ কথঞ্চন ॥ ২৫ ॥
অধরোত্তররতোহি যদৃক্ স্রাদ্বর্ণশঙ্করঃ । ততঃ কষ্ট-
তরো বজ্রী বর্ণানাং শঙ্করোমতঃ ॥ ২৬ ॥ ন চ মার্গ-
বিভাগমাত্রস্ত্য বিদুষা বজ্রপরিগ্রহো বিধেয়ঃ ।
গুণবঙ্গাণসম্পদাং বিভূতির্নিপরীতো ব্যসনোদয়স্ত
হেতুঃ ॥ ২৭ ॥ একমপি যস্ত শৃঙ্গং বিদলিত-মব-
লোক্যতে বিশীর্ণম্ । গুণবদপি তন্ন ধার্য্যং 'শ্রেয়ো-
হর্থিতি' ভবনে ॥ ২৮ ॥ ক্ষুটিতান্নিবিশীর্ণশৃঙ্গদেশং
মলবর্ণৈঃ প্রযতৈর্বপেতমধ্যং । ন হি বজ্রভূতোহপি
বজ্র মাশু শ্রিয় মন্যাশ্রয়লালসাং ন কুর্য্যাৎ ॥ ২৯ ॥

শুব্রবর্ণ, ক্ষজিয়ের শশক ও নকুলের চক্ষুর ভ্রায় বর্ণবিশিষ্ট,
বৈশ্রের কদলীপত্রবৎ কান্তিবুক্ত এবং শূদ্রের পক্ষে ধৌত কর
বালের ভ্রায় আভাবিশিষ্ট হীরক প্রশস্ত । ২৩ । পণ্ডিতগণ রাজার
পক্ষে দ্বিবিধ হীরকের প্রশস্ততা বলিয়াছেন । জ্বাপুশ ও প্রবা-
লের ভ্রায় রক্তবর্ণ এবং হরিদ্রারসের তুল্য পীতবর্ণ, এই দ্বিবিধ
হীরক কেবল রাজার পক্ষেই প্রশস্ত ; অন্তবর্ণের নহে । ২৪ ।
রাজা সর্ববর্ণের অধীশ্বর ; অতএব সর্ববর্ণ ও সর্বগুণযুক্ত হীরক
ইচ্ছাকরিলে ধারণকরিতে পারে; কিন্তু অন্তবর্ণের এই অধিকার
নাই । ২৫ । যে হীরকের পূর্বাপরভাগ বৃত্তাকার ও নানাবর্ণ
বিশিষ্ট, সেই হীরক ইন্দ্রেরও ক্রেশকর হয়, অতএব উক্তরূপ
হীরক কেহ ধারণকরিবে না । ২৬ । পণ্ডিতগণ কেবল
হীরকের মাত্রাবিভাগানুসারে ধারণের ব্যবস্থা নিরূপণকরিতে
না, তাহার গুণদোষ বিচারকরিয়া ধারণের বিশেষ করণ
করিবেন । গুণসম্পন্ন হীরক সম্পৎ প্রদানকরে এবং দৃষ্টহীরক
হুংখের কারণ হয় । ২৭ । যে হীরকের একটীমাত্র শৃঙ্গ আছে এবং
ঐ শৃঙ্গ যদি বিদলিত বা বিশীর্ণ দৃষ্ট হয়, সেই হীরক গুণসম্পন্ন
হইলেও তাহা মঙ্গলার্থী পুরুষ ধারণকরিবে না । ২৮ । যে হীর-
কের শৃঙ্গ ক্ষুটিত, অগ্নিদগ্ধ অথবা মধ্যভাগে মলিন, বা তাহা হু

দন্তেকদেশঃ ক্ষতজাবভাসোবদ্য ভবে জ্যোতিবর্ণ-
চিত্রং । ন তন্ন কুর্য্যাক্ষিরমাণ মাণ্ড স্বচ্ছন্দমুতোয়পি
জীবিতান্তং ॥ ৩০ ॥ কোট্যঃ পার্শ্বানি ধারান্ত যড়ষ্টৌ
দ্বাদশেতি চ । উত্তুঙ্গসমতীক্সাগ্রা বজ্রস্তাকরক্সাণ্ডাঃ ॥
৩১ ॥ যট্‌কোটিক্সক্রমমলং ক্ষুটতীক্সধারং বর্ণাঙ্কিতং
লঘু স্পর্শাধর্মপেতদোষং । ইন্দ্রায়ুধাংশুবিহুতিচ্ছুরি-
তাস্তরীক্ষমেবংবিধস্তুবি ভবেৎ সুলভং ন বজ্রং ॥ ৩২ ॥
তীক্সাগ্রং বিমল মপেতসর্কদোষং ধন্তে যঃ প্রয়ত-
তনুঃ সর্দৈব বজ্রং । রুদ্ধিস্তং প্রতিদিন মেতি
যাবদায়ুঃস্রীসম্পৎসুতধনধান্যগোপশূনাং ॥ ৩৩ ॥
ব্যালবহিবিষব্যাজ্রতক্ষরানুভয়ানি চ । দূরাতস্ত
নিবর্তন্তে কৰ্ম্মাণ্যধর্মগানি চ ॥ ৩৪ ॥ যদি বজ্রমপেত-
সর্কদোষং বিভূয়াত্তুল্যবিংশতিং গুরুত্বং । মণিশাস্ত্র-
বিদোষদন্তি তস্য দ্বিগুণং রূপলক্ষণ মগ্রমূল্যং ॥ ৩৫ ॥
ত্রিভাগহীনাক্ষিতদক্ষিণেয়ং ত্রয়োদশং ত্রিংশদতোহর্ক-
ভাগাঃ । অশীতিভাগোহথ শতাংশভাগঃ সহস্রভাগো-

বিন্দুচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই হীরক ধারণে ইন্দ্র ও অশ্রুষ্ট হইয়া থাকেন ।
২৯ । যে হীরক একদেশে রক্তবর্ণ অথবা রক্তবর্ণে চিত্রিত, সেই
হীরক ধারণ করিলে ইচ্ছামৃত্যু ব্যাধিরও ভীষন বিনষ্ট হয় ।
৩০ । যট্‌কোণ, অষ্টকোণ, দ্বাদশকোণ, যট্‌পার্শ্ব, অষ্টপার্শ্ব,
দ্বাদশপার্শ্ব, যট্‌ধার, অষ্টধার, দ্বাদশধার, উত্তুঙ্গ, সমতীক্স,
সমানাগ্র প্রভৃতি নানা প্রকার হীরক আছে । ঐ সকলই
হীরকের আকরজাত গুণ । আকরভেদে হীরকের আকারগত
বিভিন্নতা হইয়া থাকে । ৩১ । যে হীরক যট্‌কোণ, বিগুণ, নিম্নল,
তীক্সধার, প্রশস্তবর্ণবিশিষ্ট, লঘু, শোভনপার্শ্ব ও দোষশূন্য এবং
সাহার প্রভারশি ইন্দ্রায়ুধের ত্রায় আকাশমার্গে প্রতিফলিত হয়,
এই রূপ হীরক পৃথিবীতে অতি দুর্লভ । ৩২ । যে হীরক তীক্সাগ্র,
নির্মল ও দোষশূন্য, যে ব্যক্তি তাহা ধারণ করে, তাহার আয়ুঃ,
সম্পৎ, স্রী, পুত্র, ধন, ধাত্ত, গো, পশু প্রভৃতি প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে
থাকে এবং সর্প, অগ্নি, বিষ, ব্যাধ, জল, তক্ষরাদির ভয় ও শত্রুকৃত
অভিচারদূরে পলায়ন করে । ৩৩—৩৪ । যে হীরক সর্কদোষবিহীন
ও গুরুত্বং বিংশতিতুল্যপরিমিত, মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত তাহার
মূল্যপরিমাণ অস্ত্র হীরকের দ্বিগুণ নিশ্চয় করিয়া থাকেন । ৩৫ ।
পূর্নোক্ত পরিমাণের ত্রিভাগ, অর্ক, চতুর্থাংশ, ত্রয়োদশাংশ,

ইন্দ্রসমানযোগঃ ॥ ৩৬ ॥ যন্ততুলৈদ্বাদশাভঃ কুতস্ত
বজ্রস্ত মূল্যং প্রথমং প্রদীষ্টং । দ্বাভ্যাং ক্রমাক্সানি মুপা-
গতস্ত ত্বেকাবসানস্য বিনিশ্চয়োহয়ং ॥ ৩৭ ॥ ন
চাপি তন্তুলৈরেব বজ্রাণাং ধারণক্রমঃ । অষ্টাভিঃ
সর্বপৈ গোঁরৈস্তুলং পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩৮ ॥ যন্ত সর্কগুণৈ-
র্ধুক্তং বজ্রং তরতি বারিণি । রত্নবর্ণে সমস্তেহপি তস্ত
ধারণমিধ্যতে ॥ ৩৯ ॥ অল্পেনাপি হি দোষণে লক্ষ্য-
লক্ষণ দৃষিতং । স্বমূল্যাদ্ধমং ভাগং বজ্রং লভতি
মানবঃ ॥ ৪০ ॥ একটানেকদোষস্ত অল্পস্ত মহতোহপি
বা । স্বমূল্য ছতশোভাগো বজ্রস্ত ন বিধীয়তে ॥ ৪১ ॥
স্পৃষ্টদোষমলঙ্কারে বজ্রং যদ্যপি দৃশ্যতে । রত্নানাং
পরিকল্পার্থং মূল্যং তস্ত ভবেজ্জঘু ॥ ৪২ ॥ প্রথমং গুণ-
সম্পদাভ্যাপেতং প্রতিবন্ধং সমুপৈতি যচ্চ দোষং ।
অলমভরণেন তস্ত রাজ্ঞো গুণহীনোহপি মণির্দ
ভূষণায় ॥ ৪৩ ॥ নার্যা বজ্রমধার্যাং গুণবদপি স্তুত-

ত্রিংশাংশ, ষষ্টিতমাংশ, অশীতিতমাংশ, শততমাংশ কিম্বা সহস্র-
তমাংশ নূন অথবা অধিক হইলে মূল্যও সেই সেই পরিমাণে
নূন অথবা অধিক হইবে । ৩৬ । দ্বাদশতুল্যপরিমিত হীরক
হইতেই হীরকের প্রথমমূল্য নির্দিষ্ট হয় । পরে দুইতুল্য-
পরিমাণ নূনাধিক্যে মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে । ৩৭ ।
সাক্ষাৎ তুল্যদ্বারা হীরকের পরিমাণ করিবে না । অষ্টসংখ্যক
শ্বেতসর্বপে এক তুল্য পরিকল্পনাকরিয়া ওজন করিবে । মণি-
শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের মতে অষ্টসংখ্যক শ্বেতসর্বপের পারিত্যকিক
তুল্য সংজ্ঞা নির্ণীত আছে । ৩৮ । যে হীরক সর্কগুণযুক্ত ও
জলে নিক্ষেপ করিলে নিমগ্ন হয় না, সেই হীরকই সর্কশ্রেষ্ঠ এবং
তাহাই ধারণ করিবে । ৩৯ । যে হীরক অল্প বা লক্ষ্য কিম্বা অলক্ষ্য
কোন দোষে দূষিত হয়, স্বাভাবিক মূল্য অপেক্ষা দশভাগের এক
ভাগ তাহার মূল্য হইয়া থাকে । ৪০ । যে বজ্রে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ দৃশ্যমান
অনেক দোষ থাকে, স্বাভাবিক মূল্যের শতাংশও সেই হীরকের
মূল্য হয় না । ৪১ । আলঙ্কারিক হীরকে যদি কোনরূপ স্পর্শদোষ
লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই হীরকের মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প
হইয়া থাকে । ৪২ । কোন কোন হীরক প্রথমতঃ সর্কগুণযুক্ত
বলিয়া বোধ হয়, পরে তাহার দোষ প্রকাশিত হইলে, সেই
হীরককে রাজা গ্রহণ করিবেন না । গুণহীন মণি ভূষণের

প্রস্তুতি মিচ্ছন্ত্য। অন্যত্র দীর্ঘচিপিটঙ্কশ্বাদগুণৈ-
র্নিমুক্তাচ্চ ॥৪৪॥ অন্নসাপুষ্কারাগেণ তথা গোমেদকেন
চ। বৈদূর্য্যক্ষটিকাত্যাঞ্চ কাটৈচচাপি পৃথস্থিধৈঃ ॥৪৫॥
প্রতিরূপাণি কুর্কস্তু বজ্রস্ত কুশলাজনাঃ।
পরীক্ষা তেষু কর্তব্য। বিদ্বন্তিঃ সুপরীক্ষকৈঃ।
ক্ষারোল্লেখনশালাভিস্তেবাং কার্য্যং পরীক্ষণং ॥ ৪৬ ॥
পৃথিব্যাং যানি রত্নানি যে চান্যে লোহধাতবঃ।
সর্করাণি বিলিখেদজ্জং তচ্চ তৈর্ন বিলিখ্যতে ॥ ৪৭ ॥
গুরুত। সর্করত্বানাং গৌরবাধারকারণম্ ॥ বজ্রে তাং
বৈপরীত্যেন শূরয়ঃ পরিচক্ষতে ॥৪৮॥ জাতিরজাতিং
বিলিখন্তি বজ্রকুরুবিন্দাঃ। বজ্রৈর্বজ্রং বিলিখতি নান্যেন
বিলিখ্যতে বজ্রং ॥ ৪৯ ॥ বজ্রাণি মুক্তামগ্নয়ো যে চ
কেচন জাতয়ঃ। ন তেষাং প্রতিবন্ধানাং ভা ভবভূর্জ
গামিনী ॥ ৫০ ॥ তির্য্যাক্ষতত্বাং কেষাঞ্চিৎ কথঞ্চিদ-
যদি দৃশ্যতে। তির্য্যগালিখ্যমানানাং স-পার্শ্বেষু বিহ-

শোভা বর্জনকরিতে পারে না। ৪৩। সন্তনাভিলাষিণী নারী
দীর্ঘ, চিপিটাকার, হৃষ ও গুণহীন হীরকভিন্ন অস্ত্র হীরক ধারণ
করিবে না। ৪৪। মণিশাজুকুল ব্যক্তিগণ অরস্বাস্ত, পুষ্কারাগ,
গোমেদ, বৈদূর্য্য, ক্ষটিক ও বিবিধ বর্ণের কাচদ্বারা হীরকের
প্রতিরূপ করিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া হীরক গ্রহণ
করিবেন। ক্ষারজব্যৱহারে উল্লেখনকরিয়া হীরকের পরীক্ষা করিবে।
৪৫-৪৬। পৃথিবীতে যত প্রকার রত্ন ও লৌহপ্রভৃতি ধাতু আছে,
হীরক সকলকেই বিলেখনকরিতে পারে, কিন্তু অস্ত্র কোন রত্ন
বা ধাতু হীরককে বিলেখন করিতে পারে না। ৪৭। গুরুতাই
সর্করপ্রকার রত্নের গৌরবের কারণ; কিন্তু পণ্ডিতগণ হীরকসম্বন্ধে
তাহার বৈপরীত্য বলিয়া থাকেন। অস্ত্রাস্ত্র রত্ন যত ভারি হয়,
ততই তাহার গৌরব বৃদ্ধিহয়; কিন্তু হীরক যত লঘু হইবে,
ততই তাহার প্রাধান্য জানা যাইবে। ৪৮। পুষ্কারাগ ও হীরক অগ্নাস্ত্র
সকল মণি কর্তনকরিতে পারে। হীরককে কেবল হীরকদ্বারাই
কর্তনকরা যায়, অস্ত্রধাতুদ্বারা বজ্রকে কাটিতে পারা যায় না।
৪৯। হীরক, মণি, মুক্তা প্রভৃতি যত প্রকার রত্নজাতি আছে,
তাহার মধ্যে প্রতিপক্ষ কোন রত্নেরই কিরণ উৎক্লিষ্ট হয় না।
যদি কোন হীরক বজ্রভাবে ভগ্ন হয়, অথবা বজ্রাকার রেখা

ন্যতে ॥ ৫১ ॥ যদিপি বিশীর্ণকোটিঃ সবিস্মুরেখাষিভে
বিবর্ণো বা। তদপি ধনধান্যং পুস্ত্রান্ করোতি
সেহ্মায়ুধো বজ্রঃ ॥ ৫২ ॥ সৌদামিনীবিস্মুরিতাভি-
রামং রাজা যথোক্তং কুলিশং দধানঃ। পরাক্রমা
ক্রান্তপরপ্রতাপঃ সমস্তসামন্তভুবং ভুনক্তি ॥৫৩॥ ইতি
মহাপুরাণে গারুড়ে বজ্রপরীক্ষা নাম অষ্টষষ্টিতমো-
হধ্যায়ঃ।

উনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূতউবাচ ॥ ১ ॥ দ্বিপেঙ্গ জীমূতবরাহশঙ্খমংস্তাঙ্গি-
শুভ্র্যুদ্ভববেণুজানি। মুক্তাকলানি প্রথিতানি
লোকে তেষাঞ্চ শুভ্র্যুদ্ভব মেব ভূরি ॥২॥ তত্রৈব

তাহাতে থাকে, তাহা হইলে সেই হীরকের পার্শ্বভাগে দীপ্তি
থাকে না। ৫০-৫১। যদি হীরকের প্রান্তভাগ বিশীর্ণ হয় এবং
তাহাতে বিন্দুযুক্ত রেখা থাকে, কিম্বা ঐ হীরক মলিন হয়,
তাহা হইলেও সেই হীরক ধন, ধাতু ও লক্ষী প্রদান করে। ৫২।
কোন রাজা বিহ্যতের স্থায় সমুজ্জল ও সুলক্ষণাযুক্ত হীরক ধারণ
করিলে, তিনি স্বীয় প্রতাপে শত্রুগণকে দমনকরিয়া ও সামন্তগণকে
বশবর্তী করিয়া সমাগরা ধরা ভোগকরিতে পারেন। ৫৩

উনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন, হস্তী, মেঘ, শূকর, শঙ্খ, মংস্ত, সর্প, শুক্র ও
বেণু (বাঁশ), এই সকল দ্রব্যে মুক্তা উৎপন্ন হয়। এই সকল
মুক্তার মধ্যে শুক্রপ্রভৃত মুক্তাই প্রধান। মুক্তাশাস্ত্রবিদগণ
পণ্ডিতগণ বলেন, যতপ্রকার মুক্তা আছে, তাহাদিগের মধ্যে

* অপি চ। নৌতিকঞ্চ মধুরং স্ত্রীতলং দৃষ্টিরোগশমনং বিধা-
পহং। রাজযক্ষপরিপোপনাশনং ক্ষীণবীৰ্য্যবলপুষ্টিবর্দ্ধনং ॥ অস্ত্রা
লক্ষণং যথা। নক্ষত্রাভং শুভ্রমত্যন্তমুক্তং স্নিগ্ধং স্থলং নিম্নলং
নিব্রণঞ্চ। স্ত্রুতং ধত্তে গৌরবং যন্তুলার্য্যং ভগ্নিস্থৌল্যং মৌক্তিকং
সৌখ্যদায়ি। অস্যা দোষলক্ষণং যথা। যদ্বিচ্ছায়ং যৌক্তিকং
বজ্রকায়ং শুক্রিশ্পর্শং রক্ততাকাতিযন্তে। মংস্তাক্যঙ্কং রক্ত-
মুক্তাননন্ডং নৈতদ্ভাষ্যং ধীমতা দোষদায়ি ॥ অষ্টধামৌক্তিকং

চৈকস্য হি মূলমাত্রা নিরিশ্চাতে রত্নপরস্য জাতু ।
বেধ্যস্ত শুভ্র্যন্তব মেব তেষাং শেবাণ্যবেধ্যানি
বদন্তি তজ্জাঃ ॥ ৩ ॥ ত্রকসারনাগেজ্জতিমি-
প্রস্তুতং যচ্ছব্জং যচ্চ বরাহজাতং । প্রায়োবিমু-
ক্তানি ভবন্তি ভাসা শস্তানি মাক্ষল্যতয়া তথাপি ॥ ৪ ॥
যা মোক্তিকানামিহ জাতয়োহষ্টৌ প্রকীর্তিতা রত্ন-
বিনিশ্চয়জৈঃ । কশ্যুস্তবস্তেষধমং প্রদিশ্ঠমুৎপদ্যতে
যচ্চ গজেজ্জকুস্তাং ॥ ৫ ॥ স্বযোনিমধ্যচ্ছবিতুল্যবর্ণং

কেবল শুভ্রজন্তু মুক্তাকেই বেধকরিতে পারা যায়, অতঃ মুক্তাকে
বিচ্ছিন্ন করায় না । ১-৩ । বংশ, হস্তী, মৎস্ত, শব্দ ও বরাহজাত
মুক্তা অপেক্ষাকৃত শুভ্রলাবিনীন, তথাপি মঙ্গলকার্য্যে এইসকল
মুক্তাই প্রশস্ত । ৪ । রত্নশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিতগণ যে অষ্ট প্রকার
মুক্তা নির্ণীত করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে গজমুক্তা ও শব্দ-
প্রভব মুক্তাই নিষ্কষ্ট । ৫ । শব্দ হইতে যে মুক্তা উৎপন্ন হয়,

যথা । মাতঙ্গোরগমীনপোত্রিশিরস স্তকসারশব্দাশুভ্রচ্ছতীন
মুদরাচ্চ মোক্তিকমণিঃ স্পষ্টং ভবত্যষ্টধা ॥ মোক্তিকবিশেষো
যথা । ছায়াপাটলনীলপীতধবলান্তরাপি সামান্যতঃ সপ্তান্যঃ
বহুশো ন লঙ্কিরিতি চেচ্ছৌক্তেয়কং তুষণং ॥ মোক্তিকপরীক্ষা
যথা । লবণক্ষারক্ষোদিনি পাত্রেজগোমূত্রপূরিতে ক্ষিপ্তং ।
মর্দিতমপি শালীতুেষধবিকৃতং তন্মোক্তিকং জাত্যং ॥ ইতি
রাজনির্ঘণ্টঃ ॥ তদুৎপত্তিস্থানানি যথা । শব্দো গজশ্চ ক্রোড়শ
ফণী মৎস্তশ্চ দহঁরঃ । বেগুরেতে সমাখ্যাতান্তজ্জৈম্বোক্তিকযো-
নয়ঃ । ইতি ভাবপ্রকাশঃ ॥ বক্ষ্যে গজপরীক্ষায়াং গজজাতিশ্চতু-
র্বিধা । মোক্তিকং তেষু জাতং হি চতুর্বিধমুদীৰ্য্যতে ॥ ব্রাহ্মণং
পীতগুরুত্ব কত্রিয়ং পীতরক্তকং । পীতশ্যামস্ত বৈশ্যং স্যাৎ শূদ্রং
স্যাৎ পীতনীলকং ॥ কাষোজকুস্তসমুৎপত্তং ধাত্রীফলনিভং গুরু ।
অতিগঞ্জরসচ্ছায়ং মোক্তিকং মন্দদীপতি ॥ ধারাদরেব জায়েত
মোক্তিকং জলবিন্দুভিঃ । দুর্লভং তদুৎপত্ত্যং দেবৈস্তং হ্রিয়তেহ-
ষরাং ॥ কুকুটাস্তমং বৃৎ মোক্তিকং নিবিড়ং গুরু । ঘনজং
ভাহুসঙ্গাশং দেবযোগ্যমমৃগমং ॥ জলজ্যোতির্মক্সজানাং মেঘা-
নাং ত্রিবিধং ভবেৎ ॥ জলাধিকেহীধিকং সচ্ছং কোমলং পুরুকা-
ন্তিমং ॥ জ্যোতিষং কান্তিমদ্রবস্তং হ্রনিরীক্ষং রবিপ্রভং । কান্তিমং
কোমলং বৃন্তং মারুতং বিমলং লঘু ॥ ব্রহ্মাদিজাতীভেদেন বরাহো-
হপি চতুর্বিধঃ । তেষু জাতা ভবেমুক্তা সমাসেন চতুর্বিধা । ব্রাহ্মণঃ

শব্দং বৃহৎকোণফলপ্রমাণং । উৎপত্তিতে বারগকুস্ত
মধ্যাদাপীতবর্ণং প্রভয়া বিহীনং ॥ ৬ ॥ যে কশ্যবঃ শব্দ
মুখাবমর্ষপীতস্ত শব্দপ্রবরস্ত গোত্রো । মতঙ্গজাশ্চাপি
বিশুদ্ধবংশান্ত্রে মোক্তিকানাং প্রভবাঃ প্রদিশ্ঠাঃ ।

তাহা স্বীয় উৎপত্তিহানের মধ্যভাগের ত্রায়, বৃহৎকোণ-
বিশিষ্ট ও ফলপ্রমাণ হইয়া থাকে । ৬ । হস্তিকুস্ত হইতে উৎপন্ন
মুক্তা জীবৎপীতবর্ণ ও আভাবিহীন । ৬ । যে সকল মুক্তা
শব্দজ, তাহার প্রায়ই পীতশব্দপ্রভব আর যে
সকল গজ বিশুদ্ধবংশ জাত, তাহাদেরই কুস্তদেশে মোক্তিক
উৎপন্ন হইয়া থাকে । মোক্তিকহস্তী অতিপ্রধান । গজমুক্তা

শুভ্রবর্ণস্ত শূদ্রমন্তেষ্য লক্ষণং । কত্রিয়ঃ গুরুরক্তস্ত স্পর্শে কক্কশ
এব চ ॥ বৈশ্যঃ স্যাৎ গুরুপীতস্ত কোমলঃ কোলসন্নিভঃ । শূদ্রঃ
স্যাচ্ছুরনীলস্ত কক্কশঃ শ্যাম এব চ ॥ তথা চ ॥ কোলজং কোল-
সদৃশং তদঃ স্ত্রীসদৃশচ্ছবি । অলভ্যং মমুজৈ রম্যং মোক্তিকং পুণ্য-
বর্জিতৈঃ ॥ বর্ষোপলসমং দীপ্ত্য পাঞ্চজন্যকুলোত্তবং । কপো-
তাণ্ডপ্রমাণং তদতিকান্তি মনোহরং ॥ বিশেষো যথা । অশ্বি-
তাদিকনক্ষত্রে যে জাতাঃ কশ্যবঃ শুভাঃ । মোক্তিকং তেষু জাতং
হি সপ্তবিংশতিভেদভাক্ষ ॥ গুরুগুরুঃ পীতরক্তা নীলা লোহিত-
পিঞ্জরাঃ । আকর্ষুরাঃ পাটলাশ্চ নববর্ণাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ মহামুখ্য-
লঘুমানৈঃ সপ্তবিংশতিধা ভবেৎ । ক্রমতস্তেষু বিজ্ঞেয়ং নক্ষত্রেষু
মনীষিভিঃ ॥ শুভ্রাফলকায়ছৌল্যং মোক্তিকং তিমিজং লঘু ।
পাটলাপুস্পসঙ্গাশমলকান্তি স্ববর্ত লং ॥ বাতপিত্তকফদ্বন্দ্বসন্নি-
পাতপ্রভেদতঃ । সপ্ত প্রকৃতয়ো নীনে সপ্তধা তেন মোক্তিকং ॥
লঘিষ্ঠমকণং বাতাৎ আপীতং মৃদু পিত্ততঃ । গুরুং কুরু ককো-
দ্রেকাং বাতপিত্তানমৃদুলবুঃ ॥ বাতশ্লেষ্মভবং স্থলং পিত্তশ্লেষ্ম-
জমচ্ছকং । সর্কলিঙ্গ প্রয়োগেণ সান্নিপাতিকমুচ্যতে ॥ একজাঃ
শুভদাঃ প্রোক্তান্তথা বৈ সান্নিপাতিকাঃ ॥ ভূজঙ্গমাস্তে বিষবেগ-
তৃপ্তাঃ শ্রীবাহুকৈর্যশভবাঃ পৃথিব্যাং ॥ কচিং কদাচিং ধনু
পুণ্যদেশে স্থিতিস্তি তে পশ্যতি তানুভবাঃ ॥ ফণিজং বহুলং
রম্যং নীলচ্ছায়ং মহাছাতি । পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি বাহুকেঃ কুল-
সম্ভবং ॥ শৃগালকোলামলকোলগুজফলপ্রমাণস্ত চতুর্বিধান্তে ।
স্বত্রকবাহুস্তবৈশ্যশূদ্রসর্পেষু জাতাঃ প্রবরাস্তি সর্কো ॥ প্রা-
প্যাপি রত্নানি ধনং শ্রিয়সা রাজশ্রিয়সা মহতীং দুরাপাং ।
তেজোহৃষিতাঃ পুণ্যকতো ভবন্তি মুক্তফলস্যাস্ত বিধারণেন ॥

উৎপদ্যতে মৌক্তিকমেব ব্রহ্মমাপীতবর্ণং প্রভয়া
বিহীনং ॥ ৭ ॥ পাণীনপৃষ্ঠস্ত সমানবর্ণং মীনাং সুরভং লঘু
চাতিসুন্দরং । উৎপদ্যতে বারিচরাননেব মৎস্যাস্ত তে

বৃত্তাকার, ঈষৎ পীতবর্ণ ও প্রভাবিহীন । ৭ । মৎস্তজাত মুক্তা
পাণীন মৎস্তের পৃষ্ঠের ত্রায় বর্ণবিশিষ্ট, সুবৃত্ত, অতিসুন্দর ও
অতিলঘু । যে সকল মৎস্তে মুক্তা সমুৎপন্ন হয়, তাহারা সাগরের

ভেদাদিষপি জায়ন্তে মণয়োঃ ॥ ৮ ॥ ৮ । ভৌজগমমণে-
স্তল্যাস্তে বিজেরা বৃধোত্তমৈঃ । নক্ষত্রমালেষ দিবো বিশীর্ণা
হস্তাবলী তস্ত মহাসুরস্ত । বিচিত্ররূপেযু বিচিত্রবর্ণা পয়ঃসু পত্যাঃ
পরসাং পপাত ॥ সম্পূর্ণচন্দ্রাংগুকলাপকাস্তেমণিপ্রবেকস্ত মহা-
গুণস্য । তচ্ছ্রুতিমৎস্বস্থিতিমাপ বীজমাসন্ পুরাপ্যন্তভবানি
বানি ॥ যস্মিন্ প্রদেশেহমুনিযৌ পপাত স্চচাক্রমুক্তামণিরত্ন-
বীজং । তস্মিন্ পরমোদয়ধরাবকীর্ণং শুভৌ স্থিতং মৌক্তি-
কভামবাপ ॥ সৈংহলিক পারলৌকিক নৌরাষ্টিক তাত্র-
পর্ণপারসবাঃ । কোবেরপাণ্ড্যবিরামুক্তা ইত্যাকরাশ্চাষ্টৌ ॥
শ্রীত্যাং স্থিতে রবৌ মেদৈর্ঘ্যে মুক্তা জলবিন্দবঃ । শীর্ণাঃ
শুক্লিযু জায়ন্তে তৈর্মুক্তা নির্মলস্বিতঃ ॥ স্থূলা মধ্যাণ্ডখা
শূন্যা বিন্দুমানাসারতঃ । স্তম্ভিমধুরচ্ছায়ং মৌক্তিকং সিংহ-
লোদভবং ॥ পারলৌকিকসমুদ্রতঃ মৌক্তিকং নিবিড়ং গুরু ।
সৌরাষ্ট্রিকতবং স্থূলাং বৃত্তং স্বচ্ছং সিতং ঘনং ॥ তাত্রপর্ণতবং
তাত্রং পীকং পারসবোদভবং । ঈষৎ শ্রামঞ্চ ক্লৃষ্ণঞ্চ কোবেরোদ্-
ভবমৌক্তিকং ॥ পাণ্ড্যদেশোদভবং পাণ্ডু সিতং ক্লৃষ্ণং
বিরামজং । কল্পিণ্যাখ্যা তু যা শুক্লিতং প্রস্থতিঃ সুহৃলভা ॥
তত্র জাতং সিতং স্বচ্ছং জাতীকলসমং বরং । ছায়াবদ্বহলং
রম্যং নির্দোষং যদি লভ্যতে ॥ অমূল্যং তদ্বিনির্দিষ্টং রত্নলক্ষণ-
কোবিদৈঃ । স্থূলভং রূপযোগ্যং স্যানন্নভাট্যৈর্ন লভ্যতে ।
ব্রহ্মাদিজাতিভেদেন শুক্লয়োহপি চতুর্বিধাঃ । তাসু সর্বাসু
জাতং হি মৌক্তিকং স্যাচ্চতুর্বিধং ৷ ব্রাহ্মণস্ত সিতঃ স্বচ্ছো
গুরুঃ গুরুঃ প্রভাষিতঃ । আরকঃ ক্ষত্রিয়ঃ স্থূলস্তথা কণবিভা-
ষিতঃ ॥ বৈশ্যস্তাপীতবর্ণেহপি স্নিগ্ধঃ খেতঃ প্রভাষিতঃ ।
শূদ্রঃ গুরুবপুঃ স্তম্ভস্তথা স্থূলোহসিতহ্রীতিঃ । বংশজং শশিসন্ধাশং
কঙ্কালীকলমার্ককং । প্রাপ্যতে বহুভিঃ পুণ্যৈতদ্রূপং বেদ-
মন্ত্রতঃ ৷ পঞ্চভূতসমুদ্ভেদাংশে পঞ্চবিধে ভবেৎ । মুক্তা
পঞ্চবিধা তাসাং যথা লক্ষণমুচ্যতে ॥ পার্শ্ববী গুরুবৎস্৷ চ
ঐক্যনী তেজসা লঘুঃ । বায়বী চ মৃদুঃ স্থূলা গাগনী কোমলা

মধ্যচরাঃ পয়োদেহঃ ॥ ৮ ॥ বরাহদংষ্ট্রাপ্রভবং প্রদিষ্টং
তন্ত্র্যাব দংষ্ট্রাকুরতুল্যবর্ণং । কচিং কথঞ্চিং স ভুবঃ
প্রদেশে প্রজায়তে শূকরবদ্বিশিষ্টঃ ৷ ৯ ॥ বর্ষো-
পলানাং সমবর্ণশোভং ত্রুক্ষারপর্কপ্রভবং প্রদিষ্টম্ ।

মধ্যভাগে বিচরণ করে । ৮ । বরাহের দংশে যে মুক্তা
জন্মে, তাহা অতি প্রশস্ত এবং বরাহের নবোদগত দংশের
ত্রায় আভাবিশিষ্ট । সকলসময়ে সর্বদেশজাত বরাহে মুক্তা
জন্মে না, কখন কখন কোন কোন দেশজাত অতিপ্রাচীন বরাহে
মুক্তা হইয়া থাকে । ৯ । বংশপর্কপ্রভব মুক্তা বর্ষোপলের ত্রায় বর্ণ-
বিশিষ্ট ও অতিশোভন । এই মুক্তা অতিমহৎ ব্যক্তির উপভোগ্য,
লঘুঃ ॥ আপ্যাঃ স্নিগ্ধা ভৃশং গুরুাঃ পঠৈকতাঃ প্রবরা মতাঃ ॥
আসাং ধারণমাত্রেন বাধিঃ কোহপি ন জায়তে ॥
এবমন্ত্রাপি । গজাহিকোলমৎস্যানাং শীর্ষে মুক্তাকলোদ-
ভবঃ । ত্রুক্ষারশুক্লিশ্রুতানাং গর্ভে মুক্তাকলোদভবঃ ॥ ধারা-
ধরেযু জায়তে মৌক্তিকং জলবিন্দুভিঃ । জীমুতে শুচিরূপঞ্চ
গজে পাটলভাষরং ॥ মৎস্তে ধৈতঞ্চ নিন্তেজঃ ফণীশ্চে
নীলভাষরং । হরিচ্ছ্রুতং তথা বংশে পীতধৈতঞ্চ শূক্রে ।
শঙ্খশুক্লভবং খেতং মুক্তারত্নমহুত্তমং ॥ চতুর্ধা মৌক্তিকে
ছায়া পীতা চ মধুরা সিতা । নীলা চৈব সমাখ্যাতা রত্নত-
পরীক্ষকৈঃ ॥ পীতা লক্ষ্মীপ্রদা ছায়া মধুরা বুদ্ধিবর্দ্ধিনী । গুরুা
বশকরী ছায়া নীলা সৌভাগ্যদায়িনী । সিতা ছায়া ভবেদ্বিপ্র-
ক্ষত্রিয়শ্চার্করশ্মিমান্ । পীতচ্ছায়া ভবেদৈশ্বর্যঃ শূদ্রঃ ক্লৃষ্ণকচি-
শ্মতঃ ॥ অথ গুণাঃ । স্ত্রীতারঞ্চ সুবৃত্তঞ্চ স্বচ্ছঞ্চ নির্মলং
তথা । ঘনং স্নিগ্ধঞ্চ সচ্ছায়ং তথা ক্ষুটিতমেব চ । অষ্টৌ গুণাঃ
সমাখ্যাতা মৌক্তিকানামশেষতঃ ॥ তদ্বথা । তারকাহ্রাতি-
সন্ধাশং স্ত্রীতারমিতি গদ্যতে । সর্বতো বর্তূলং যচ্চ সুবৃত্তং
তন্নিগদ্যতে ॥ স্বচ্ছং দোষবিনির্মুক্তং নির্মলং মলবর্জিতং ।
গুরুত্বং তুলনে যন্ত তদঘনং মৌক্তিকং বরং ॥ স্নেহেনৈব
বিলিপ্তং যন্ত স্নিগ্ধমিতি গদ্যতে । ছায়াসমমিতং যচ্চ সচ্ছায়ং
তন্নিগদ্যতে ৷ ব্রণরেখাবিহীনং যন্ত শ্রাদক্ষুটিতং ত্রুতং ৷
ব্রাহ্মিঞ্চ কোমলং কাস্তং মনোজং ক্ষুরভীষ চ । জবভীষ চ
সন্ধানি তন্মহারত্নসংজিতং ॥ খেতকাচসন্ধাকারং শুক্লশংগুশ-
যোজিতং । শশিরাজপ্রতিচ্ছায়ং মৌক্তিকং দেবকৃষ্ণং ।
প্রমাণবলৌরবরশ্মিযুক্তং সিতং সুবৃত্তং সমসুন্দরঞ্চ । অক্রে-
তুরপ্যাবহতি প্রমোদঃ বয়োমৌক্তিকং তদগুণবৎ প্রদিষ্টম্ ॥ এক

তে বেণবোদব্যক্তনোপভোগ্য স্থানে প্ররোহন্তি
ন সার্কজন্তে ॥১০॥ ভৌজকমং মীনবিশুদ্ধরন্তং সং-
স্থানুতোহুত্মজলবর্ণশোভং । নিতান্তদৌতপ্রবি-
কল্পমান-নিদ্রিংশধারাসমবর্ণকাস্তি ॥ ১১ ॥ প্রাপ্যতি-
রত্নানি মহাপ্রভাণি রাজ্যং শ্রিয়শ্চা মহতীং দুরাপাং ।
তেজোহুত্বিতাঃ পুণ্যকৃতো ভবন্তি মুক্তাকলস্মাহি-
শিরোভবন্ত ॥ ১২ ॥ জিজ্ঞাসয়া রত্নধনং বিধিত্তে:
শুভে মুহূর্ত্তে প্রয়তৈঃ প্রযত্নাং । রক্ষাবিধানং
সুমহাবিদায় হর্ষোপরিষ্ঠং ক্রিয়তে যদা তৎ ॥ ১৩ ॥
তদা মহাদুস্তমিস্রম্ভঘোষে বিদ্যুত্ভাবিকুরিতাস্ত-

স্থানবিশেষে ইহার উৎপত্তি হয়, সকল স্থানে এই মুক্তা
জন্মে না ॥ ১০ ॥ সর্পমুক্তা মীনমুক্তার ত্রায় বিশুদ্ধ ও বর্ত্তলা-
কার । ইহা স্থানবিশেষে অতিসমৃদ্ধ ও শোভাযুক্ত হয়,
ইহা তীক্ষ্ণ অস্ত্রের ধারভাগের ত্রায় কাস্তিবিশিষ্ট ॥ ১১ ॥
সর্পশিরোভব মুক্তা ধারণ করিলে মানব মহাপ্রভাষিত রত্ন,
রাজ্য ও দুস্ত্রাপ্য মহাসম্পত্তি লাভ করিয়া অতিপ্রতাপ-
শালী ও পুণ্যাত্মা হয় ॥ ১২ ॥ রত্নের গুণাগুণ জানিতে হইলে
বিশুদ্ধ রত্নশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতদ্বারা যত্নপূর্ব্বক শুভলগ্নে প্রাসাদো-
পরি স্থাপন করিয়া রত্নের পরীক্ষা করিবে ॥ ১৩ ॥ এইরূপে
সর্পমুক্তা প্রাসাদোপরি সংস্থাপন করিলে আকাশে মহা দুস্তমি

সমন্তেন গুণোদয়েন যমৌক্তিকং যোগমুপাগতং ত্রাং । ন
তত্ৰ ভক্তারমনর্থজাত একোহপি দোষঃ সমুৎপত্তি সদ্যঃ ॥ এবং
সর্বোত্তমোপেতং মৌক্তিকং যেন ধার্যতে । তত্ৰায়ুর্জীতে
লক্ষ্যঃ সর্বপাপং প্রণশ্রুতি ॥ গুণবদগুরু যদেহে মৌক্তিকৈকং
হি তিষ্ঠতি । চক্ৰলাপি স্থিরা ভূত্বা কমলা তত্র তিষ্ঠতি ॥
দোষো যথা । চত্বারঃ স্ত্যর্মহাদোষাঃ যগ্ধ্যাশ্চ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।
এবং দশ সমাখ্যাতাস্তেবাঃ বক্ষ্যামি লক্ষণং ॥ যত্রৈকদেশে
সংলগ্নঃ শুক্তিখণ্ডো বিভাব্যতে । শুক্লিলয়ঃ সমাখ্যাতঃ স
দোষঃ কুষ্ঠকারকঃ ॥ মীনলোচনসফাশো দৃশ্যতে মৌক্তিকে ভূ-
বঃ । মৎস্তাকঃ স তু দোষঃ স্ত্রাং পুস্ত্রনাশকরো জবং । দীপ্তি-
হীনঃ গতচ্ছায়ঃ জঠরং তদ্বিহর্ষুধাঃ । তস্মিন্ সংধারিতে
বৃদ্ধার্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ মৌক্তিকং বিজ্ঞমচ্ছায়মতিরক্তং
বিহর্ষুধাঃ । দারিদ্ৰজনকং বস্মাং তস্মাত্তৎ পরিবর্জয়েৎ ॥

রাটলঃ । পরোধরাকাস্তিবিলম্বিনঃ প্রৈর্ধন-ধনৈরা-
ত্রিয়তেহস্তরীক্ষং ॥ ১৪ ॥ ন তং ভুজ্জা ন তু জাতু-
ধানা ন ব্যাধরোনাপ্যুপসর্গদোষাঃ । হিংসন্তি যন্তাহি-
শিরঃসমুখং মুক্তাকলং তিষ্ঠতি কোষমধ্যে ॥
১৫ ॥ নাভ্যেতি মেঘপ্রভবং ধরিত্রীং বিয়দ্যন্তং
তদ্বিযুধা হরন্তি । অর্জিঃপ্রভানারুতদিধিভাগ-মাদিত্য-
বদুঃখবিভাব্যবিস্ময়ং ॥ ১৬ ॥ তেজস্তিরস্কৃত্য হতা-
শেনেদুন্নক্ষত্রতারাপ্রভবং সমগ্রং । দিবা যথা দীপ্তি-
করন্তথৈব তমোহবগাঢ়াস্বপি তন্নিশামু ॥ ১৭ ॥ বিচি-
ত্ররত্নযতিচারুতোয়া চতুঃসমুদ্রা ভবনাত্তিরামা । মূল্যং
ন বা স্মাদিতি নিশ্চয়ো মে কৃৎস্না মহী তস্মা সুবর্ণপূর্ণা
॥ ১৮ ॥ হীনোহপি যন্তলভতে কদাচিদ্দ্বিপাকযোগান্ন-

বাদ্য হইতে থাকে, বিদ্যুৎ বিক্ষুরিত হয় এবং প্রগাঢ়
মেঘজালে নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ বাহার
কোষাগারে সর্পমুক্তা থাকে, সর্প ও রাক্ষস তাহাকে হিংসা
করিতে পারে না, তাহার শরীরে কোন রোগ জন্মে না এবং
কোন প্রকার উৎপাত দোষ অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৫ ॥
মেঘপ্রভব মুক্তা পৃথিবীর অলভ্য, তাহা দেবগণ আকাশ
হইতে হরণ করেন । তাহার প্রভার দিধিভাগ আলোকিত
হইয়া থাকে এবং সূর্য্যের ত্রায় অতিকষ্টে তাহার প্রতি লক্ষ্য
করা যায় ॥ ১৬ ॥ মেঘভব মণি হতাশন, শবী, নক্ষত্র ও তারাগণের
সমস্ত আলোক তিরোহিত করিয়া প্রকাশ পায় । যেরূপ দিবা
ভাগে ইহার উজ্জ্বল আলোক থাকে মেঘচ্ছন্ন অন্ধকারবৃত্ত
রজনীতেও তাহার অন্তথা হয় না ॥ ১৭ ॥ বাহার গৃহে মেঘ-
প্রভব অমূল্য মুক্তা বিদ্যমান আছে, সে ব্যক্তি এই বিচি-
ত্ররত্নপূর্ণা চতুঃসাগরা ও সুবর্ণপরিপূর্ণা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া
থাকে ॥ ১৮ ॥ দরিদ্র ব্যক্তিও যদি মহাপুণ্যের পরিণামস্বরূপ

উপযুপরি তিষ্ঠন্তি বলয়ে যত্র মৌক্তিকে । ত্রিবৃত্তং নাম
তস্মাক্তং সৌভাগ্যক্ষরকারকং । অবৃত্তং মৌক্তিকং বচ
চিপটিং যন্নিগদ্যতে । মৌক্তিকং ধ্রুয়তে যেম তত্ৰাকীৰ্ত্তি-
বেৎ সদা ॥ ত্রিকোণং ত্র্যক্ষমাখ্যাতং সৌভাগ্যক্ষরকারকং ।
দীর্ঘং যন্তং কৃশং প্রোক্তং প্রজাবিধংসকারকং ॥ নির্ভয়মেক-
তো যচ্চ কৃশপাৰ্শ্বং তদ্ব্যচ্যতে । সদোষং মৌক্তিকং নিল্যং

হতঃ শুভস্য । সাপদ্রাহীনাং সমগ্রীং সমগ্রাং ভুনক্তি
তং তিষ্ঠতি যাবদেব ॥ ১৯ ॥ ন কেবলং তচ্ছুভক্রম-
পন্ত তাগৈঃ প্রজানামপি তস্য জন্ম । তদ্বোজনানাং
পরিভঃ সহস্রং সর্কাননর্থান্ বিমুখীকরোতি ॥ ২০ ॥
নক্ষত্রমালৈব দিবো বিশীর্ণা দস্তাবলী তস্য মহাসুরস্ত ।

উক্ত মণি লাভ করে, তাহা হইলে যাবৎ ঐ মণি তাহার
গৃহে থাকে, তাবৎ নিষ্কটকে সমস্ত পৃথিবী ভোগ করে ।
১৯ । এই মণি যে কেবল রাজার শুভপ্রদ এমত নহে,
প্রজাবর্গের মৌড়াগ্যবলেও রাজ্যমধ্যে উক্ত মণির জন্ম হয় ।
যে স্থানে উক্ত মণি থাকে তাহার সহস্র যোজনপর্যন্ত কোন
প্রকার অমঙ্গল হয় না । ২০ । সেই বলনামা মহাসুরের বিগ্ধ
বর্ণ দস্তাবলী স্বর্গভ্রষ্ট নক্ষত্রমালার স্তায় সমুদ্রের বিচিত্র বর্ণ

নিরুপযোগকরং হি তৎ । অবৃত্তং পীড়কোপেতং সর্বসম্পত্তি-
হারকং ॥ যত্র ক্রিয়মল্লোহঃ কচিৎকতি মৌক্তিকে । উক্ষে
লবণে মেহে নিশান্তবাসয়েজ্জলে ॥ ত্রীহিতির্দনীয়া
শুকবদ্রোপবেষ্টিতং । যত্ন নার্যতি বৈবর্ণ্যং বিজ্ঞেয়ং তদ-
ক্রিয়মং ॥ তথা হি ॥ ক্রিপেক্ষোমূত্রভাণ্ডে তু লবণকারসংযুতে ।
বেদবেদহিনা বাপি শুকবদ্রোপ বেষ্টিয়েৎ ॥ হস্তে মৌক্তিকমাদায়
ত্রীহিতিশ্চোপযর্ষয়েৎ । ক্রিয়মং ভঙ্গমাপ্নোতি সহজ্ঞাতি
দীপ্যতে ॥ কৃষ্ণা পচেৎ সুপিহিতে শুভদারুভাণ্ডে মুক্তাফলং
নিহতনুতনশুকিকাণ্ডং । ফোটন্তথা প্রণিদধীত ততশ্চ ভাণ্ডং
সংস্থাপ্য ধাতুনিচয়ে চ তমেকমাংসং ॥ আদায় তৎ সকলমেব
ভতোহন্নভাণ্ডং জ্বারজাতরসযোজনরা বিপকং । ঘৃষ্টং ততো
মুহ তনুকৃতপিণ্ডমূলেঃ কুর্ধ্যাদ্ব্যধেচ্ছমিহ মৌক্তিকমাত্ত বিদ্ধং ॥
বুদ্বিশ্রমং পুটমধ্যগতস্ত কৃষ্ণা পশ্যাৎ পচেত্তনু ততশ্চ বিতান-
পত্যা ॥ হৃদ্রে ততঃ পরসি তদ্বিপচেৎ সুরার্যঃ পুরুষতোহপি
পর্যসি শুচি চিকণেন ॥ শুদ্ধং ততো বিমলবস্ত্রনিষর্ষণেন স্তা
মৌক্তিকং বিমলসদৃশগন্ধাস্তিজালং ॥ অথ মূল্যং । পঞ্চভির্দ্বাষকো
জ্জয়ো গুণ্যভির্দ্বাষটেক্তথা । চতুর্ভিঃ শাণমাখ্যাং মাষটৈ-
র্মণির্দেদিত্তি ॥ একস্ত শুক্তিপ্রভবস্য গুণ্যমুক্তামণেঃ শাণকসন্নি-
তল্য । মূল্যং সৎস্রাপি কপর্দকানি ত্রিভিঃ শতৈরভ্যধিকানি
পঞ্চ ॥ যন্মাষকার্কেন ততো বিহীনং চতুঃসহস্রং লভতেহ্য
মূল্যং । যন্মাষকাংজীন্ বিতুয়াদ্গুরুষে দে তস্য মূল্যং পরমং
প্রদিত্তি ॥ অর্দ্ধাধিকম্বো বহতোহ্য মূল্যং ত্রিভিঃ শতৈরভ্যধিকং

বিচিত্রবর্ণেষু বিগ্ধবর্ণা' পরঃসু পত্ন্যঃ পরস্যাং
পপাত ॥ ২১ ॥ সংপূর্ণচন্দ্রাংশুকলপক্যুস্তে মণিপ্রাবে
কস্ত মহাগুণস্ত । তচ্ছুক্তিমংসু স্থিতিমাপ বীজ-
মাসন্ পুরাঃপ্যন্যভবানি যানি ॥ ২২ ॥ যস্মিন্ প্রদেশে
ইহুনিধৌ পপাত সূচারমুক্তামণিরভুবীজং । তস্মিন্

জলে পতিত হইয়াছিল । ২১ । সংপূর্ণ চন্দ্রের কিরণজালের স্তায়
উজ্জল ও মণিজল্য প্রভাবিশিষ্ট সমুদ্রের জলে পূর্বে যে সকল
মণি ছিল এবং ঐ পতিত দস্তাবলী, এই সমস্তই 'শুকপ্রভব
মুক্তার কারণ হইল । ২২ । সমুদ্রের যে ভাগের জলে ঐ মুক্তামণি
ও রত্নাদির কারণীভূত বলাসুরের দস্তাবলী পাতত হইয়াছিল,

সহস্রং । যন্মাষকোন্মাপিতজৌরবস্ত শতানি চাষ্টৌ কথিতানি
মূল্যং ॥ অর্দ্ধাধিকমাষকসন্নিতস্য সপঞ্চবিংশং ত্রিঃশতানাং ।
যন্মাষকোন্মাপিতমানমেকং তস্যাদিকং বিংশতিভিঃ শতং ত্র্যং ॥
গুণ্যশ্চ বড়্ধারয়তঃ শতে দে মূল্যং পরং তস্ত বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ।
গুণ্যশ্চতস্যো বিধৃতং শতাধিকং লভেতাপ্যধিকং ত্রিভির্দ্বা ॥
অন্তঃপরং স্তাদ্রুণপ্রমাণং সংখ্যাবিনির্দেশবিনিশ্চয়োক্তিঃ ।
ত্রয়োদশানাং ধরণে ধৃতানাং হিকেতি নাম প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ।
অধ্যক্ষমাত্রঞ্চ শতং কৃতং স্যান্মূল্যং গুণৈস্তস্য সমন্বিতস্য ॥ যদি
ষোড়শতির্ভবেৎ সুপূর্ণং ধরণং তৎ প্রবদন্তি দার্কিকাখ্যং । অধিকং
দশতিঃ শতঞ্চ মূল্যং সমবাপ্নোত্যপি বালিশস্ত হস্তাৎ ॥ যদি
বিংশতিতির্ভবেৎ সুপূর্ণং ধরণং মৌক্তিকজং বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ।
নবসপ্ততিমাগ্ন্যাং সমূল্যং যদি ন স্তাদ্গুণযুক্তিতো বিহীনং ॥
ত্রিংশতা ধরণং পূর্ণং শিক্যোতি পরিকীর্ত্যতে । চত্বারিংশৎপরং
তস্য মূল্যমেব বিনিশ্চয়ঃ । চত্বারিংশদ্ ভবেৎ শিক্যা ত্রিংশদ্ব্যমূল্যং
লভেত সা । পঞ্চাশত্তু ভবেৎ সোমস্ত মূল্যস্ত বিংশতিঃ ॥ ষষ্টি-
নিকরশীর্ষং স্যাতস্য মূল্যং চতুর্দশ ॥ অশীতিনবতিশ্চেতি কুপ্যোতি
পরিকল্যতে ॥ একাদশ স্ত্যনব চ ত্রয়োদ্ব্যমূল্যমুক্তমাং । শত-
মর্দ্ধাধিকং দে চ চুণোহয়ং পরিকীর্তিতঃ । সপ্ত পঞ্চ ত্রয়শ্চৈব
তেষাং মূল্যমুক্তমাং ॥ শাণাৎ পরং মাষকমেকমেকং যাষদ্বি-
বর্ত্তে গুণৈরপীদং । মূল্যেন তাবদ্বিগুণেন যোগমাপ্নোত্যানা-
বৃষ্টিহতোহপি দেশে ॥ স্ত্রীস্মাতিস্ত্রীস্মাতমধ্যমানাং যন্মৌক্তিকী-
নামিহ মূল্যমুক্তং । তজ্জাতিমাত্রেন ন জাতু কাখ্যং গুণৈরহীনস্ত
হি তৎ প্রদিত্তিঃ ॥ যত্ন চন্দ্রাংশুকলপক্যুস্তে মণি-
লাং সপ্তমং ভাগমবৃত্তহারভেত তৎ ॥ পীতকস্ত ভবেদ্রুণ-
বৃত্তস্ত জিভাগতঃ ॥ বিবমব তজ্জাতীনাং বড়্ধাগং মূল্যমাদিশেৎ ॥

পন্নস্তোত্রধরাবকীর্ণং শুভো দ্বিতং মৌক্তিকতা
ম্বাপ ॥ ২৩ ॥ সৈংহলিক পারলৌকিক সৌরাষ্ট্রিক
তাত্ত্বপর্ণপারশবাঃ । কোবের পাণ্ড্যহাটকহেমকা
ইত্যাকরাস্ত্রো ॥ ২৪ ॥ শুভ্যুস্তবং নাতি নিকৃষ্টবর্ণং
প্রমাণসংস্থানগুণ প্রভাভিঃ । উৎপদ্যতে বর্দ্ধন-
পারসীক-পাতাললোকাস্তরসিংহলেবু ॥ ২৫ ॥ চিস্ত্যা
ন তস্তাকরজা বিশেষা রূপে প্রমাণে চ যতেত
বিধান ১ ন চ ব্যবস্থাস্তি গুণাগুণেবু সর্বত্র সর্কা-
কৃতয়ো ভবন্তি ॥ ২৬ ॥ একস্য শুক্তিপ্রভবস্ত মুক্তা-
ফলস্য শাণেন সমুন্মিতস্ত । মূল্যং সহস্রাণি তু

সেই বিভাগস্থ জল শুক্তিমধ্যে প্রবেশ করিয়া মুক্তার বীজস্বরূপ
হইল । ২৩ । সিংহল, পারলোক, সৌরাষ্ট্র, তাত্ত্বপর্ণ, পারশব,
কোবের, পাণ্ড্য, হাটক (হেমক বিরটি) এই অষ্ট দেশ মুক্তার
আকর । এই সকল দেশের নিকটস্থ নদীতে মুক্তা উৎপন্ন
হয় । ২৪ । পুণ্ড্রবর্দ্ধন, পারসীক, পাতাললোক ও সিংহল
এই সকল স্থানে যে মুক্তা উৎপন্ন হয় তাহা প্রমাণ, আকৃতি,
গুণ ও প্রভাভ অস্ত্রান্ত শুক্তিভাত মুক্তা অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে ।
২৫ । মুক্তার আকরজাত গুণ ও দোষ বিচার করিবে
না ; কেবল তাহার রূপ ও প্রমাণ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবে ।
মুক্তার দোষ ও গুণের কোন ব্যবস্থা নাই, সকল আকরেই সর্ব-
প্রকার মুক্ত জন্মিয়া থাকে । ২৬ । যে মুক্তার গুরুত্ব পরিমাণ

অর্দ্ধরূপাণি সফোটাং পঞ্চচূর্ণাণি যানি চ । অসারাণি চ যানি
স্থ্যঃ করকাকারবন্তি চ ॥ একদেশপ্রভাবন্তি সকলান্নেবিতানি চ ।
যানি চাতকবর্ণাণি কাংশুবর্ণাণি যানি চ ॥ মীননেত্রসবর্ণাণি
ঔষিভিঃ সংবৃত্তানি চ । সদোষাণি চ যানি স্থ্যস্তেষাং মূল্যং
পদাংশিকং ॥ অস্তত্র তু । সঞ্চালী প্রোচ্যতে গুজা সা তিস্রো
রূপকং তবেৎ ৷ রূপকৈর্দশভিঃ প্রোক্তঃ কলঞ্জো নাম নামতঃ ॥
কলজ্জন্মায়কং ত্রব্যমেকদেশে নির্ধাণয়েৎ ৷ অস্ততো জলবিন্দুস্ত
তোলনধ্বং বিনিক্ষিপেৎ ৷ চত্বারি ত্রীণি যুগ্মহা তথৈকং বহু বা
দ্বিতং ৷ সমং কলজ্জমানেন তুল্যমানাদতঃ ক্রমাৎ ৷ নবমাং
পঞ্চমং যাবৎ কলঞ্জন সমং যদা । তৎক্রমাহতমং ক্ষেয়ং মৌক্তিকং
রজ্জবেদিত্তিঃ ৷ চতুর্দশাং সমারভ্য দশসংখ্যাবিধিং ক্রমাৎ ।
কলজস্য সমানং বা মৌক্তিকং মধ্যমং বিদুঃ ৷ সারভ্য বিংশতি-

রূপকাণাং ত্রিভিঃ শতৈরপ্যধিকানি পঞ্চ ॥ ২৭ ॥
যন্মাষকার্জেন ততো বিহীনং তৎপঞ্চভাগদ্বয়হীন-
মূল্যং । যন্মাষকাংশ্বীন্ বিভূয়াং সহস্রং তস্য
মূল্যং পরমং প্রদিত্তে ৥ ২৮ ॥ অর্দ্ধাধিকৌ দ্বৌ বহতোহস্ত
মূল্যং ত্রিভিঃ শতৈরপ্যধিকং সহস্রং । দ্বিমাষকো-
ন্নাপিতগৌরবস্ত শতানি চাত্তৌ কথিতানি মূল্যং ৥ ২৯ ॥
অর্দ্ধাধিকং মাষকমুন্মিতস্ত সপঞ্চবিংশৎ ত্রিতয়ং
শতানাং । গুজাশ্চ বড়্ ধারয়তঃ শতে তে মূল্যং
পরং তস্ত বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ । অধ্যক্ষমুন্মাপকৃতং শতং
আমূল্যং গুণৈস্তস্ত সমধিতস্ত ৥ ৩০ ॥ যদি ষোড়-
শভি ভবেদনুনং ধরণং তৎ প্রবদন্তি দার্কিকাপ্যং ।
অধিকং দশভিঃ শতঞ্চ মূল্যং সমাপ্নোত্যপি বালিশস্ত
হস্তাৎ ৥ ৩১ ॥ দ্বিগুণৈর্দশভির্ভবেদনুনং ধরণং তন্ত-

শাণ অর্থাৎ অর্দ্ধতোলা তাহার মূল্য ১৩০৫ মূদ্রা । যে মুক্তার
পরিমাণ অর্দ্ধমাষনূন তোলকার্জি তাহার মূল্য উক্ত মূল্যের
পঞ্চভাগের দ্বিভাগ নূন অর্থাৎ ৭৮৫ মূদ্রা । যাহার গুরুত্ব
পরিমাণ তিনমাষা তাহার পরিমাণ দুই সহস্র ২০০০ মূদ্রা ।
২৭।২৮। যে মুক্তার পরিমাণ সার্কি দুই মাষা তাহার মূল্য ত্রয়োদশ
শত ১৩০০ মূদ্রা । যে মুক্তার গুরুত্ব পরিমাণ দুই মাষা
তাহার মূল্য অষ্ট শত ৮০০ মূদ্রা । ২৯। যে মুক্তার পরিমাণ
অর্দ্ধ মাষা তাহার মূল্য তিন শত পঞ্চ বিংশতি ৩২৫ মূদ্রা । মুক্তা
বড়গুজা পরিমিত হইলে পণ্ডিতগণ তাহার মূল্য দুই শত ২০০
মূদ্রা নির্দিষ্ট করিয়াছেন । যে মুক্তা ত্রিগুজা পরিমিত, তাহার
মূল্য শত ১০০ মূদ্রা । ৩০। যে মুক্তা উক্ত পরিমাণের ষোড়শাংশ
তাহা দার্কিকাথ্য বলিয়া কথিত হয় । ঐ মুক্তার মূল্য এক শত
দশ ১১০ মূদ্রা । ৩১। যে মুক্তার পরিমাণ বিংশতি ভাগের
একভাগ, তাহাকে ভবক বলে । যদি ঐ মুক্তা গুণহীন না হয়

তমাং ক্রমাৎ পঞ্চদশাবধি । লজ্জ্যাস্তাঃ কথিতা মুক্তা মূল্যঞ্চ
তদনুক্রমাৎ ॥ কলজ্জহরমানেন যদ্যেকং মৌক্তিকং তবেৎ । ন
ধাৰ্য্যং নরনাথৈস্ত দেবযোগ্যমমাত্মনং ৷ ইথং বিচার্য্য যৌ মুক্তাং
পরিধন্তে নরাধিপ! । তস্যায়ুশ্চ যশো বীৰ্য্যং বিপরীতমতোহ-
ন্যাথা ॥ ইতি যুক্তিকল্পতরুঃ ৷ অথ মুক্তাধারণদিনং । রেবত্যা-
ধিনিষ্ট্রাহু হস্তাদিষু চ পঞ্চম্ । শম্ববিজ্রমমুক্তখনাং পরিধানং
প্রশস্ততে ॥ ইতি সমরপ্রদীপঃ ॥

বকং বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ । নবসপ্ততি মাপ্নুয়াৎ স্বমূল্যং
বদিন স্তাদ্ গুণসম্পদা বিহীনং ॥ ৩২ ॥ ত্রিংশতা
ধরণং পূর্ণং শিক্যন্তস্তেতি কীর্ত্যতে । চত্বারিংশদ-
বেত্তস্তাঃ পরোমূল্যো বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ চত্বারিংশদ
ভবেচ্ছিক্থো ত্রিংশমূল্যং লভেত সা । ষষ্টির্নিকর-
শীর্ষং স্তান্তস্ত মূল্যং চতুর্দশ ॥ ৩৪ ॥ অশীতিনবতিশৈব
কুপ্যেতি পরিকীর্তিতা । একাদশ স্তান্নব চ তয়োর্মূল্য-
মনুক্রমাৎ ॥ ৩৫ ॥ আদায় তৎ সকলমেব ততোহন্ন-
ভাণ্ডং জহীরজাতরসযোজনয়া বিপকং । যুষ্টং ততো
মুদুতনুরুতপিগুমূলৈঃ কুর্যাদ্যথেষ্টমনুমৌক্তিক-মাশু
বিদ্ধং ॥ ৩৬ ॥ মুল্লিগুণমংস্তপুটমধ্যগতস্ত কৃত্বা পশ্চাৎ
পচেত্তনু ততশ্চ বিতানপত্যা । দুগ্ধে ততঃ পরসি তৎ
বিপচেৎ সুধায়াং পকং ততোহপি পয়সাশুচিচিক্ণেন ॥
৩৭ ॥ শুদ্ধং ততো বিমলবস্ত্রনিঘর্ষণেন স্ত্র্যাম্মৌক্তিকং
বিপুলসদৃশগুণকাস্তি যুক্তং । ব্যাড়ি জ্জগাদ জগতাং
হি মহাপ্রভাবসিন্ধোবিদগ্ধহিততৎপরয়া দয়ালুঃ ॥

তাহা হইলে উহার মূল্য উনাশীতি ৭২ মুদ্রা হইয়া থাকে ।
৩২ । তাহার পরিমাণ ত্রিশ ভাগের এক ভাগ, তাহাকে
শিক্য বলিয়া থাকে । উহার মূল্য চত্বারিংশৎ ৪০ মুদ্রা । ৩৩।
যে মুক্তা চত্বারিংশাংশ পরিমিত, তাহা শিক্য বলিয়া কীর্তিত
হয়, উহার মূল্য ত্রিংশৎ ৩০ মুদ্রা । যে মুক্তা ষষ্টিতমাংশ
পরিমিত তাহার নাম নিকরশীর্ষ । তাহার মূল্য চতুর্দশ
১৪ মুদ্রা । ৩৪। অশীতিতমাংশ ও নবতিতমাংশ পরিমিত মুক্তা
কুপ্য বলিয়া অভিহিত হয় । তাহাদিগের মূল্য যথাক্রমে
একাদশ নব ও ১১২ মুদ্রা । ৩৫ । মুক্তা সকল বিপাক করিতে
হইলে তাহাদিগকে অন্নভাণ্ডে রাখিয়া জহীর রসের সহিত
পাক করিবে । তৎপরে তেলার মূলে ঘর্ষণ করিলেই মুক্তা
বিস্তৃত হইয়া সমুজ্জল হয় । পরে ঐ মুক্তাতে আপন ইচ্ছানুসারে
বেধ করিবে । ৩৬এ কোন মৎস্যের উদরনধ্যে মুক্তা রাখিয়া
ঐ মৎস্য মৃত্তিকাধারা লেপন করিয়া দগ্ধ করিবে । পরে ঐ
মুক্তা বাহির করিয়া দুগ্ধে, জলে ও স্ত্রীরামধ্যে পাক করিবে ।
পরে ঐ মুক্তা জলে ধৌত করিলেই শুচিকণ হইয়া থাকে ।

৩৮ ॥ ষ্বেতকাচসমস্তারং হেমাংশশতযোজিতং । রস-
মধ্যে প্রধার্যেত মৌক্তিকং দেহভূষণং ॥ এবং হি
সিংহলে দেশে কুর্ত্তন্তি কুশলাজনাঃ ॥ ৩৯ ॥ বস্মিন্
কৃত্রিমসন্দেহঃ কচিস্তবতি মৌক্তিকে । উষ্ণে সলবণে
স্নেহে নিশান্তদ্বাসয়েজ্জলে ॥ ৪০ ॥ ত্রীহিভিমর্দনীয়স্বা
শুকবস্ত্রোপবেষ্টিতং ॥ যত্নু নার্যাতি বৈবর্ণ্যং বিজ্ঞেয়ং
তদকৃত্রিমং ॥ ৪১ ॥ সিতং প্রমাণবৎ স্নিগ্ধং গুরু স্বচ্ছং
সুনির্মলং ॥ তেজোহধিকং সুরত্তঞ্চ মৌক্তিকং গুণবৎ
স্বতং ॥ ৪২ ॥ প্রমাণ বদগৌরবরশ্মিযুক্তং সিতং সুরত্তং
সমস্বস্ত্র বেধং । অক্রেতু রপ্যাবহতি প্রমোদং যম্মৌ-
ক্তিকং তদগুণবৎ প্রদীষ্টং ॥ ৪৩ ॥ এবং সমস্তেন
গুণোদয়েন যম্মৌক্তিকং যোগমুপাগতং স্যাৎ ।
ন তস্য ভর্তার মনর্ধজাত একোহপি কশ্চিৎ সমুপৈতি
দোষঃ ॥ ৪৪ ॥ ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে মুক্তাকল-
পরীক্ষা নাম উনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥

পরে ঐ সকল মুক্তা পরিষ্কৃত বস্ত্রে ঘর্ষণ করিলে উজ্জল
কাস্তিযুক্ত হয় । মহাপণ্ডিত দয়ালু ব্যাড়ি নামা মুনি এই
রূপ মুক্তাশুদ্ধি আবিষ্কার করিয়াছেন । ৩৭—৩৮ । কাচের ত্রায়
ষ্বেত বর্ণ ও তারকার ত্রায় সমুজ্জল মুক্তা জ্বরণথণ্ডের সহিত
যোজিত করিয়া রসমধ্যে স্থাপন করিবে । এইরূপ মুক্তা দেহ
ভূষণ হইয়া থাকে । সিংহল দেশস্থ রত্নতত্ত্ববিৎ সূদক্ষ পণ্ডিতগণ
এইরূপ মুক্তার ব্যবহার করিয়া থাকেন । ৩৯ । যদি কোন
মুক্তাকে কৃত্রিম বলিয়া সংশয় হয়, তাহা হইলে ঐ মুক্তাকে
লবণমিশ্রিত জলে এক রাত্রি রাখিবে । পরে ধান্যের সহিত
মর্দন করিয়া শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা বেটন করিয়া রাখিবে । এইরূপ
করিলে যে মুক্তা বিবর্ণ হয় না, সেই মুক্তা অকৃত্রিম জানিবে ।
৪০—৪১ । যে মুক্তা ষ্বেতবর্ণ, বৃহৎপ্রমাণ, স্নিগ্ধ, গুরু, স্বচ্ছ,
সুনির্মল, অধিক সমুজ্জল ও স্ববৃত্ত সেই মুক্তাই অধিক
গৌরবান্বিত । ৪২ । যে মুক্তাবৃহৎপ্রমাণ, শুষ্ক, চাকচক্যশালী,
ষ্বেতবর্ণ, স্ববৃত্ত এবং সম ও স্বচ্ছ ছিত্রযুক্ত এবং তাহাকে দৃষ্টি
করিলে সকলেরই আমোদ জন্মে, সেই মুক্তাই প্রশস্ত । ৪৩ । যে
মুক্তা পূর্কোক্ত সমস্ত গুণ যুক্ত তাহার স্বামীকে কোন প্রকার
অনর্ধ জাত দোষ প্রাকর্ষণ করিতে পারে না । ৪৪ ।

সপ্ততিতমোঃধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ দিবাকরস্তস্য মহামহিম্নো মহা-
সুরস্তোত্তমরত্নবীজং । অমৃগ্ গৃহীত্বা চরিতুং প্রতস্থে
নিম্নিংশনীলেন নভঃস্থলেন ॥ ২ ॥ জেত্রা সুরাণাং
সমরেষজ্ঞত্রং বীৰ্য্যাবলেপোদ্ধতমানসেন । লঙ্কাধিপে-
নাক্ষিপথং সমেত্য স্বৰ্ভানুনেব প্রনভং নিরুদ্ধঃ ॥ ৩ ॥ তং
সিংহলীচাক্রনিতম্ব-বিশ্ববিক্ষোভিতাগাধ-মহাহুদায়াং ।
পুংক্রমাবদ্ধতটদ্বয়ায়াং মুমোচ সূর্য্যঃ সরিত্ত-
য়ায়াং ॥ ৪ ॥ ততঃ প্রভৃতি সা গঙ্গা তুল্যপুণ্যফলোদয়া ।

সপ্ততিতমোঃধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন । দিবাকর মহাবল পরাক্রান্ত বলাসুরের
মহারত্নের বীজস্বরূপ শোণিত লইয়া নীলবর্ণ নভোমার্গ
দিয়া প্রস্থান করিতেছিলেন । ১-২ । এমন সময়ে
অমরবিজয়ী লঙ্কেশ্বর রাবণ বলদর্পে গর্ভিত হইয়া অর্জ
পথমধ্যে রাহুর ছায় সূর্য্যকে নিরোধ করিলেন । ৩ । তখন
দিবাকর সিংহলদেশীয় কোন সুবিখ্যাত নদীতে সেই বলা-
সুরের রক্ত নিক্ষেপ করিলেন । ঐ তটিনী অতিমনোহরা,
তাহার জল সিংহল-কামিনীগণের জল কেলিতে বিপুলনিতম্বে
বিক্ষোভিত হইয়া আন্দোলিত হইতেছে । তাহার উভয় কূলে
পুংক্রমশ্রেণী শোভা, পাইতেছে । ৪ । সেই দিন হইতে ঐ নদী

* তস্য বর্ণো যথা । সিংহলে তু ভবেদ্রজং পদ্মরাগমহত্তমং ।
পীতং কাণপুরোদ্ভুতং কুরুবিন্দমিতি স্মৃতং ॥ অশোকপল্লবচ্ছায়-
মমং সৌগন্ধিকং বিজ্ঞঃ । তুঙ্গুরে ছায়য়া নীলং নীলগন্ধি প্রকী-
র্তিতং ॥ উত্তমং সিংহলোদ্ভুতং নিরুষ্টং তুঙ্গুরোদ্ভবং । মধ্যমং
মধ্যমং জেয়ং মণিক্যং ক্ষেত্রভেদতঃ ॥ তথাচ । বন্ধুকণ্ড-
জাসকলেজ্জগোপজবাসমানুক্সমবর্ণশোভাঃ । ভ্রাজিষ্কবে দা-
ড়িমবীজবর্ণান্তথাপরে কিংগুকপুষ্পভাসঃ ॥ সিন্দূরপদ্মোৎপল-
কুঙ্কমানাং লাক্ষারসস্যাপি সমানবর্ণাঃ । সাক্ষেপি রাগে প্রভ-
জ্ঞ স্বয়ৈব ভাতি স্বলক্ষ্ম্যা ক্ষুটমধ্যশ্বেভাঃ ॥ তানোচ্চ ভাসামহ
বেধযোগমাসাদ্য রাশি প্রকরণে দূরং । পার্শ্বানি সর্বাণ্যমুরজয়-
তি গুণোপপন্নঃ ক্ষুটিকপ্রসূতাঃ ॥ কুসুম্বনীলীবাতিমিশ্ররাগ-
প্রভাএরক্তাশ্বরতুল্যভাসঃ । তথাপরে রক্তরক্তকারীপুষ্পদ্বিষো
হিহুলবদ্বিষোহন্যে ॥ চকোরপুংস্কোকিলসাদুলানাং নেত্রাব-

নাম্না রাবণগন্ধেতি প্রণিমানমুপাগত ॥ ৫ ॥ ততঃ
প্রভৃত্যেব চ শর্করীষু কুলানি রত্নৈর্নিরিত্তানি তস্তাঃ ।
সুবর্ণনারাচশতৈ-রিবাস্তবহিঃপ্রদীপ্তৈর্নিশি ত্তানি ভাস্তি
॥ ৬ ॥ তস্তাস্তেষ্টিষ্জলচাকরাগা ভবন্তি তোয়েষু
চ পদ্মরাগাঃ ॥ সৌগন্ধিকোধ্যাঃ কুরুবিন্দজাশ্চ
মহাপুণাঃ ক্ষাটিকসংপ্রসূতাঃ ॥ ৭ ॥ বন্ধুকণ্ডজা-
সকলেজ্জগোপজবাসমানুক্সমবর্ণশোভাঃ ! ভ্রাজি-

গঙ্গার ছায় পুণ্যপ্রদায়িনী এবং রাবণগঙ্গা নামে বিখ্যাত
হইল । ৫ । সেই দিন হইতে নিশাযোগে ঐ নদীর তটে রত্নরাশি
সঞ্চিত হইয়া থাকিত । ঐ সকল রত্নরাশি কনকময় নারাচাজ
রাশির ছায় স্বীয় প্রভায় রাত্রিকালে আলোকপূর্ণ হইয়া শোভা
পাইতে লাগিল । ৬ । ঐ নদীর জলে পদ্মরাগ, সৌগন্ধিক,
কুরুবিন্দ, ক্ষাটিক প্রভৃতি মহাপুণ্যসম্পন্ন রত্ন সমুৎপন্ন হইল এবং
রত্নের সূচাক প্রভায় নদীর তট আলোকিত হইত ॥ ৭ ॥ পদ্মরাগ-
মণি বিবিধ, তন্মধ্যে কতিপয় বন্ধুকপুষ্পাভ, অপর কতকগুলি
গুঞ্জাসমবর্ণ, অত্র কতিপয় জবাগুপ্প সদৃশ কাণ্ডযুক্ত, অপর কতক
গুলি রক্ততুল্য বর্ণবিশিষ্ট ও দাড়িমবীজাভ এবং অত্র পদ্মরাগ

ভাসন্ত ভবন্তি কেচিৎ । অন্যে পুনর্নাতিবিপুলিতানাং তুল্যদ্বিধাঃ
কোকনদোত্তমানাং ॥ প্রভাবকাঠিগুরুত্বযোগৈঃ প্রায়ঃ সমানাঃ
ক্ষাটিকোদ্ভবানাং । ১০ আনীলরক্তোৎপলচাকরাভাসঃ সৌগন্ধিকোধ্যা
শ্রবণো ভবন্তি ॥ যো মন্দরাজঃ কুরুবিন্দজেষু স এব জাতঃ ক্ষাটি-
কোদ্ভবেষু । নিরর্চিবোহস্তর্কহলা ভবন্তি প্রভাববস্তোহপি ন
তৎসমানাঃ ॥ যে তু রাবণগঙ্গায়াং জায়ন্তে কুরুবিন্দকাঃ । পদ্ম-
রাগবনং রাগং বিভ্রাণাঃ স্বক্ষুটার্চিবঃ ॥ বর্ণাভয়ায়িনস্তেবা-
মদ্রদেশে তথাপরে । ন জায়ন্তে তু যে কেচিৎ মূল্যলেশমবা-
প্নয়ুঃ ॥ তথৈব ক্ষাটিকোথানাং দেশে তুঙ্গুরসংজ্ঞকে । সধর্ম্মাণঃ
প্রজায়ন্তে স্বল্পমূল্যা হি তে স্মৃতাঃ ॥ অথ জাত্যাতি । মণি-
কান্ত প্রবক্ষ্যামি যথা জাতিচতুষ্টয়ং । ব্রহ্মকজ্রিয়বৈশ্রাশ্চ শূদ্রশ্রাণ
যথাক্রমং ॥ রক্তশ্বেতো ভবেদ্বিপ্রসূতিরত্নস্ত কজ্রিয়ঃ । রক্ত-
পীতো ভবেদ্বৈশ্রো রক্তনীলস্তথাস্ত্যজঃ । ১৭ পদ্মরাগো ভবেদ্বিপ্রঃ
কুরুবিন্দস্ত বাহজঃ । সৌগন্ধিকো ভবেদ্বৈশ্রো মাংসখণ্ডস্তথাস্ত্য-
জঃ ॥ শোণপদ্মসম্যকারঃ খদিরাক্ষারসপ্রভঃ । পদ্মরাগো দ্বিজঃ
প্রৌক্তশ্চাহ্মাভেদেন সকল ॥ গুঞ্জাসিন্দূর বন্ধুকনাগরঙ্গসমপ্রভঃ ।
দাড়িমীকুম্ভমাভাসঃ কুরুবিন্দস্ত বাহজঃ । হিঙ্গুলাভাশোকপুষ্পাভ-
রীষংপীতলোহিতং । জবালাক্ষারসপ্রায়ং বৈশ্রাং সৌগন্ধিকং বি-

কথো দাড়িমবীজবর্ণাস্তথা পরে কিংশুকপুষ্প-
ভাষঃ ॥ ৮ ॥ সিন্দূরপদ্মোৎপলকুমুদানাং লাক্ষারস-
স্ত্রাপি সমানবর্ণাঃ । সাম্প্রাপি রাগে প্রভয়া স্বয়ৈব
ভাস্তি স্বলক্ষ্য। ক্ষুটমধ্যশোভাঃ ॥ ৯ ॥ ভানোশ্চ
ভাসা মনুবেদযোগমালায় রশ্মিপ্রকরেণ দূরং ।
পার্শ্বানি সর্কীয়ানুরঞ্জয়ন্তি গুণোপপন্নঃ ক্ষটিক-
প্রসূতাঃ ॥ ১০ ॥ কুমুদন্তীলব্যতিমিশ্ররাগপ্রভায়া রক্তা-
ম্বজতুল্যভাসঃ । তথাপরেহরুক্ষরকণ্টকারী পুষ্প-

পলাশপুষ্পসমকান্তিযুক্ত । সকল পদ্মরাগই অতি সমুজ্জ্বল ॥ ৮ ॥
সিন্দূর, পদ্ম, উৎপল, কুমুদ ও লাক্ষারসতুল্য পদ্মরাগ আছে,
পদ্মরাগের বর্ণ ঘনীভূত হইলে তাহার স্বীয় প্রভায় শোভিত
হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ গুণসম্পন্ন ক্ষটিকপ্রভব মণি সূর্য্য কিরণে
সমুজ্জ্বল হইয়া স্বীয় রশ্মিজালে পার্শ্বস্থ দ্রব্য আলোকিত
করে ॥ ১০ ॥ কতিপয় পদ্মরাগ রক্তনীলমিশ্রিত বর্ণবিশিষ্ট,
অপর পদ্মরাগ রক্তপদ্মবৎ দীপ্তিশালী, অত্র পদ্মরাগ ভিন্নতক-

হঃ ॥ আরক্তঃ কান্তিহীনশ্চ চিকণশ্চ বিশেষতঃ । মাংসখণ্ডসমা-
ভাসো হস্ত্যজঃ পাপনাশনঃ ॥ মাংসখণ্ডস্ত নীলগন্ধে সজ্জা ॥ অব
দোষাঃ । মাণিক্যস্ত সমাখ্যাতা অষ্টৌ দোষা মুনীশ্বরৈঃ । দিচ্ছা-
য়ঞ্চ বিরূপঞ্চ সন্তেদঃ কর্করস্তথা ॥ অশোভনং কোকিলঞ্চ জলং
ধূম্রাভিধঞ্চ বৈ । গুণাশ্চত্বার আখ্যাভাশ্চায়াঃ ষোড়শ কীর্তিতাঃ ॥
ছায়াস্ত পূর্কোক্তা এব । ছায়াবিত্তয়সম্বন্ধাদিচ্ছায়াং বন্ধনাশনং ।
বিরূপং দ্বিপদন্তেন মাণিক্যেন পরাভবঃ ॥ সন্তেদো ভিন্নমিত্যুক্তং
শব্দাব্যাবধিকায়কঃ । কর্করং কর্করায়ুক্তং পশুবন্ধুবিনাশকং ॥ হ-
ন্ধেনেব সমালিপ্ত মবনীপুটমুচ্যতে । অশোভনং সমুদ্ধিষ্টং মাণি-
ক্যং বহুধঃখকং ॥ মধুবিন্দুসমচ্ছায়াং কোকিলং পরিকীর্তিতং ।
আয়ুলক্ষ্মীযশো হস্তি সদোষং তন্ন ধারয়েৎ ॥ রাগহীনং জলং
প্রোক্তং ধনধাত্তাপবাদকং । ধূম্রং ধূমসমাকারং বৈদ্যুতং ভয়মা-
ষহেৎ ॥ তথা । শোভাবিত্তয়বস্তো যে মণয়ঃ ক্ষতিকারকাঃ ।
উভয়ত্র পদং যেষাং তেন চ স্তাৎ পরাভবঃ ॥ ভিন্নেন বৃদ্ধে মৃত্যুঃ
স্তাৎ কর্করন্ধননাশকং । হৃদ্ধেনেব সমালিপ্তঃ পুটকে যন্ত সন্ত-
বেৎ ॥ হৃৎকণ্ঠঃ সমাখ্যাতো ন নৃপৈ রক্ষণীয়কঃ । মধুবিন্দু-
সমা শোভা কোকিলানাং প্রকীর্তিতাঃ । তেষাঞ্চ বহুভেদাঃ স্মৃ-
ক' তে ধার্যাঃ কদাচন । অথ গুণাঃ । গুরুত্বং নিম্নতা চৈব বৈ-
বর্ণমতিরক্ততা ॥ তথা চ । বর্ণবিধিকং গুরুত্বঞ্চ নিম্নতা সমতা-

দ্বিষোহিঙ্গুলবস্ত্রিষোহন্যে ॥ ১১ ॥ চকোরপুংক্ষোকিল-
সারসানাং নেত্রাবভাসশ্চ ভবন্তি কেচিৎ । অস্ত্রে
পুনর্নাস্তি বিপ্লুপ্পিতানাং তুল্যত্বিষঃ কোকিনদোত্তমানাং
॥ ১২ ॥ প্রভাবকাটিষ্ঠগুরুত্বযোগৈঃ 'প্রায়ঃ' সমা'নাঃ
ক্ষটিকোত্তমানাং । অনীলরক্তোৎপলচাকুভাসঃ সৌগ-
ন্ধিকোথামগয়ো ভবন্তি ॥ ১৩ ॥ কামস্ত রাগঃ কুরু-
বিন্দজেষু স নৈব যাদৃক্ ক্ষটিকোত্তবেষু । নিরর্চি
যোন্তব'হলা ভবন্তি প্রভাববস্তোপি ন তৈঃ সমনৈস্তে
॥ ১৪ ॥ যে তু বারগগন্ধায়াং জায়ন্তে কুরুবিন্দকাঃ ।

পুষ্প ও কণ্টকারী কুমুমের ত্রায় ও কোন কোন পদ্মরাগ হিন্দীল
তুল্য কান্তিসম্পন্ন ॥ ১১ ॥ কোন কোন পদ্মরাগমণি কপোত,
কোকিল ও সারস পক্ষির নেত্র তুল্য বর্ণযুক্ত । অত্র পদ্মরাগ
কোকিনদ সদৃশ কান্তি সম্পন্ন ॥ ১২ ॥ ক্ষটিকপ্রভব মণি প্রভাব,
কাটিষ্ঠ ও গুরুত্বে সকল মণির প্রায় সমান । সৌগন্ধিকজাত মণি
জীবৎ নীলের আভাবিশিষ্ট ও রক্তোৎপলের ত্রায় বর্ণ যুক্ত ॥ ১৩ ॥
ক্ষটিকসম্ভব মণিতে যেরূপ উজ্জলতা দৃষ্ট হয়, কুরুবিন্দপ্রভব
মণিতে সেই প্রভা থাকে না । তাহার প্রভা অঙ্গুর্গত । কোন
কোন কুরুবিন্দজমণি প্রভাবিশিষ্ট হয় বটে, কিন্তু ক্ষটিক
মণির ত্রায় নহে ॥ ১৪ ॥ রাবগগন্ধাতে যে সকল কুরুবিন্দাখ্য

চ্ছতা । অর্জিত্বতা মহতা চ মণীনাং গুণসংগ্রহঃ ॥ ফলং । যৈ
কর্করাশ্চিদ্রমলোপদিষ্টাঃ প্রভাবিমুক্তাঃ পরুষা বিবর্ণাঃ । ন তে
প্রশস্তা মণয়ো ভবন্তি সমানতো জাতিগুণৈঃ সমনৈস্তে ॥ দোষো
পন্থষ্টং মণিমপ্রবোধাদিভক্তি যঃ কশ্চন কঞ্চিদেকং । তং বন্ধুহৃ-
থায় সবন্ধুবিন্ধনাশাদয়ো দোষগণা ভজন্তে ॥ সপত্নমধ্যেহপি ক্ল-
তাদিবাং প্রমাদবৃত্তাবপি বর্তমানং । ন পদ্মরাগস্ত মহাগুণস্ত
ভর্তারমাপং সমুপৈতি কাণ্ডিৎ ॥ দোষোপসর্গপ্রভবাশ্চ যে তে
নোপদ্রবাস্তং সমভিজবন্তি । গুণৈঃ সমুৎথাঃ স কলৈরুপেতং যঃ
পদ্মরাগং প্রযতো বিভক্তি ॥ পরীক্ষা যথা । বালার্ককরসংস্পর্শাৎ
যঃ শিখাং লোহিতাং বমেৎ । রঞ্জয়েদ্যশ্রমম্বাপি স মহাগুণ উচ্য-
তে ॥ হৃদ্ধে শতগুণে ক্ষিপ্তৌ রঞ্জয়েদ্যঃ সমস্তস্তঃ । বমুচ্ছিত্বাং
লোহিতাং বা পদ্মরাগঃ স উত্তমঃ ॥ অন্ধকারে মহাঘোরে যো
স্তস্তঃ সন্ মহামণিঃ । প্রকাশয়তি সূর্য্যভাসঃ স শ্রেষ্ঠঃ পদ্মরাগকঃ ॥
পদ্মকোষে তু ধূম্রাভ্যং বিকাশয়তি তৎক্ষণাৎ । পদ্মরাগবরো হেব-
দেবানামপি দুর্ভূতঃ ॥ সর্কারিষ্টপ্রশমনাঃ সর্কসম্পত্তির্দায়কাঃ চ-

পদ্মরাগঘনং রাগং বিজাণাঃ স্ফটিকার্চিষঃ ॥ ১৫ ॥
বর্ণানুযায়িনস্তেবাং অন্ধ্রদেশে তথা পরে । ন জায়ন্তে
হি যে কেচিস্মূল্যলেশমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ১৬ ॥ তথৈব স্ফাটি-
কৌল্যানাং দেশে তুষ্ণুরুসংজ্ঞকে । সধর্ম্মাণঃ প্রজায়ন্তে
শ্লথমূল্য্য হি তে স্মৃতাঃ ॥ ১৭ ॥ বর্ণাধিক্যং গুরু-
দ্বঞ্চ শ্লথতা সমতাচ্ছতা । অর্চিস্থতা মহতা চ মণীনাং
গুণসংগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥ যে কর্করচ্ছিद्रমলোপদিষ্টা-
প্রভাবিমুক্তাঃ পরুষা বিবর্ণাঃ ! ন তে প্রশস্তা-

মণি উৎপন্ন হয়, তাহারা পদ্মরাগের ভ্রায় উজ্জলতা ধারণকরে ॥
১৫ ॥ অন্ধ্রদেশে যে সকল মণি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে
বর্ণানুসারে কোন কোন মণির কিঞ্চিদ্ভিন্ন মূল্য হয় না ॥ ১৬ ॥
তুষ্ণুরু দেশে যে সকল স্ফটিক মণি উৎপন্ন হয়, তাহারা প্রায়
স্ফটিকের ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া থাকে । এই সকল মণি অতিঅল্পমূল্য
হয় ॥ ১৭ ॥ বর্ণাধিক্য, গুরুত্ব, শ্লথতা, সমবতুলতা, শ্লথ-
লতা তেজস্বিতা ও মহত্ত্বতা এই সকল মণির গুণ । যে সকল
মণিতে উক্ত গুণরাশি বিদ্যমান থাকে, তাহাই লোকসমাজে
আদরণীয় হয় ॥ ১৮ ॥ এক জাতীয় মণি সমান গুণসম্পন্ন হই-
লেও যদি সচ্ছিদ্র, উজ্জলতাবিহীন, মন্থণতাশূন্য, ও বিবর্ণ

স্বরস্তু ময়োদ্দিষ্টা গুণিনশ্চ যথোক্তরং ॥ যো মণির্দৃশ্যতে দূরাজ্জ-
লদগ্নিমলচ্ছবিঃ । বংশকাস্তিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্বসম্পত্তিকারকঃ ॥
পঞ্চ সপ্ত নব বিংশতি রাগঃ ক্ষিপ্ত এব সকলঃ খলু বজ্রে । বর্জ-
য়েষমতি বা করজালমুত্তরোত্তরমহাগুণিনস্তে ॥ নীলং রসং হৃৎ-
রসং জলং বা যে রঞ্জয়ন্তি দিশতপ্রমাণং । তে তে যথাপূর্বমতি-
প্রশস্তাঃ সৌভাগ্যসম্পত্তিবিধানদায়কাঃ ॥ পরিমাণং গুণাকল-
প্রমাণস্ত দশসপ্তত্রিগুণকান্ । পদ্মরাগ-স্তলয়তি যথাপূর্বং মহা-
গুণঃ ॥ ক্রোষ্টুকোলফলাকারো দ্বাদশাষ্টাঙ্গিগুণকান্ । পদ্মরাগ-
স্তলয়তি যথাপূর্বং মহাগুণঃ ॥ বদীরফলতুল্যো যঃ সরদিগ্ধসু-
মাসকঃ । তথা ধাত্রীফলত্রিংশতিষাষ্টমাসকঃ ॥ তথাক্ষফল-
তুল্যো যো বহুপট্টকমাসকঃ । তাঙ্গুলফলমানো ষষ্ঠতুত্রিঙ্গিক-
তোলকঃ ॥ বিধীফলসমাকারো বহুবড়দশতোলকঃ । অতঃপরঃ
প্রমাণেন মানেন চ ন লভ্যতে । যদি লভ্যত পুণ্যেন তদা,
সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ কেচিচ্চারুতরাঃ সন্তি জাতীনাং প্রতি-
রূপকাঃ । বিজাতয়ঃ প্রযত্নেন বিদ্বাংস্তানুপলক্ষয়েৎ ॥ কলস-
পুরোত্তবসিংহলতুষ্ণুরুদেশোথ মুক্তমালীয়াঃ । ত্রীপূর্ণিকাশ্চ সদৃশা

মণয়োভবন্তি সমানতো জাতিগুণৈঃ সমন্থৈঃ ॥ ১৯ ॥
দোষোপশৃষ্টং মণিমপ্রবোধাদিভক্তি যঃ কশ্চন কিঞ্চি-
দেব । তং শোকচিন্তাময়মুভূতবিন্দনাশাদয়ো দোষ-
গণা ভবন্তি ॥ ২০ ॥ কামং চারুতরাঃ পঞ্চ জাতীনাং
প্রতিরূপকাঃ । বিজাতয়ঃ প্রযত্নেন বিদ্বাংস্তানুপল-
ক্ষয়েৎ ॥ ২১ ॥ কলসপুরোত্তব-সিংহল-তুষ্ণুরুদেশোথ-
মুক্তপানীয়াঃ । ত্রীপূর্ণিকাশ্চ সদৃশা বিজাতয়ঃ পদ্ম-
রাগাণাং ॥ ২২ ॥ তুযোপসর্গাং কলসাভিধান-মাতাত্র-

হয়, তাহা হইলে সেই সকল মণি প্রশস্ত নহে । ১৯ । যদি কোন
ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ দোষবৃত্ত মণি ধারণকরে, তবে তাহার
শোক, চিন্তাঞ্চল্য, রোগ, মূঢ়া চিন্তনাশ প্রভৃতি বিপদ
ঘটিয়া থাকে । ২০ । মণিজাতি দশবিধ, তন্মধ্যে পঞ্চজাতি উৎ-
কৃষ্ট ও পঞ্চজাতি নিকৃষ্ট, মণিশাস্ত্রকুশলপণ্ডিতগণ তাহা পরীক্ষা
করিয়া লইবেন । ২১ । কলসপুর, সিংহল ও মরুদেশজাত, মুক্ত
পানীয় ও ত্রীপূর্ণক এই পঞ্চবিধ পদ্মরাগ বিজাতীয় । ২২ ।
কলসপুরোত্তব মণি তুযোপসর্গে, তুষ্ণুরুদেশজাত পদ্মরাগ জীবৎ

বিজাতয়ঃ পদ্মরাগাণাং ॥ তুযোপসর্গাং কলসাভিধানমাতাত্রভা-
বাদপি তুষ্ণুরুতং । কার্ফ্যান্তথা সিংহলদেশজাতঃ মুক্তাভিধানং
নভসঃ স্বভাবাৎ । ত্রীপূর্ণকং দীপ্তিনীরাঙ্কিতস্বাদিজাতিলিঙ্গাশ্রয়
এবভেদঃ ॥ তথা চ । স্নেহপ্রদেহো মূঢ়তা লঘুত্বং বিজ্ঞাতিলিঙ্গং
খলু সার্বজন্যং । যঃ শ্রামিকাং পুয়াতি পদ্মরাগো যো বা তুয়া-
গামিব চূর্ণমধ্যঃ ॥ স্নেহপ্রদিক্ষো ন চ যো বিভাতি যো বা প্রমুটঃ
প্রজহাতি দীপ্তিং । আক্রান্তমূঢ়া চ তথাজলভ্যাং যঃ কালিকাং
পার্শ্বগতাং বিভর্তি ॥ সম্প্রাপ্য চোৎক্ষেপপথানুরক্তিঃ বিভর্তি
যঃ সর্বগুণানতীব । তুল্যপ্রমাণস্ত চ তুল্যজাতে যো বা
গুরুত্বেন ভবেন তুল্যঃ ॥ প্রাপ্যাপি রত্নাকরজাং স্বজাতিং
লক্ষ্যেদগুরুত্বেন গুণেন বিদ্বান্ ॥ অপ্রণয়াতি সন্দেহে শিলায়াং
পরিঘর্ষয়েৎ । স্থষ্টো যোহত্যন্তশোভাবান্ গরিমাণং ন মুঞ্চতি
স জ্ঞেয়ঃ শুদ্ধজাতিস্ত জ্ঞেয়াশাণ্ডে বিজাতয়ঃ ॥ স্বজাতকং
সমুখেন বিজ্ঞিষেদ্বা পরস্পরং বজ্রদ্বা কুরুবিন্দবা বিমুচ্যাতোত্ত-
কেনচিত্ ॥ ন শক্ত্যং লেখনং কর্ত্বং পদ্মরাগেজ্ঞনীলয়োঃ ॥
জাত্যন্ত সর্বত্রহপি মণেন জ্যতু বিজাতয়ঃ কাস্তিসমানবর্ণাঃ ।
তথাপি নামাকরণার্থমেরং ভেদপ্রকারঃ পরমঃ প্রদীষ্টঃ ॥
গুণোপপন্নেন সহাববন্ধো মৃদুস্তি ধার্য্যো বিগুণেন জাত্যঃ । ন

ভাবাদপি তুস্করুখং । কার্ধ্যান্তথা সিংহল-
দেশজাতং মুক্তাভিধানং নভসঃ স্বভাবাং ॥ ২৩ ॥
ত্রীপূর্ণকং দীপ্তিবিনাকৃতত্বাদ্ বিজ্ঞাতিলিঙ্গপ্রয় এষ
ভেদঃ । যন্তাত্ত্রিকাং পুষ্যতি পদ্মরাগা যোগাত্তুবাণা-
মিব পূর্ণমধ্যঃ ॥ ২৪ ॥ স্নেহপ্রদিক্শঃ প্রতিভাতি যশ্চ
যোবা প্রযুষ্ঠঃ প্রজ্জহতি দীপ্তিং । আক্রান্তমূর্দ্ধা চ তথা
জুলিত্যাং যঃ কালিকাং পার্শ্বগতাং বিভর্তি ॥ ২৫ ॥
সং প্রাপ্য চোৎক্ষিপ্য যথানুরক্তিং বিভর্তি যঃ সর্বগুণাং
গতীব । তল্যপ্রমাণস্ত চ তল্যন্তজাতে যোবা গুরুত্বেন
ভবেত্তুল্যঃ । প্রাপ্যাপি রত্নাকরজাং স্বজাতিং
লক্ষেন্দুগুরুত্বেন গুণেন বিদ্বান্ ॥ ২৬ ॥ অপ্ৰণশ্যতি

তাস্রবর্ণপ্রভায়, সিংহলদেশজাত মণি কৃষ্ণবর্ণতায়, মুক্তাভিধান
পদ্মরাগ নভঃস্বভাবে এবং ত্রীপূর্ণক পদ্মরাগ দীপ্তিহীনতাবশতঃ
উক্ত পঞ্চবিধ পদ্মরাগ বিজাতীয় ভাবপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে
পদ্মরাগ পদ্মসহযোগে তাস্রবর্ণ হয়, সেই পদ্মরাগমণি পূর্ণ
মধ্য ১২৩-২৭। যে মণিকে তৈলাদি স্নেহজব্যবহারে মার্জনকরিলে
প্রদীপ্ত এবং ঘর্ষণ করিলে দীপ্তিহীন হয়, যে মণি উর্দ্ধাধোভাগে
অজুলিহয় দ্বারা আক্রান্ত করিলে পার্শ্বদেশে কৃষ্ণবর্ণ হয় ।
মণিপ্রাপ্তিমাত্র তাহা উর্দ্ধে ক্ষেপণকরিলে সর্ববর্ণ বিশিষ্ট
পায় । যে যে মণি একজাতীয় তুল্যপরিমাণ এবং গুরুত্বও
তুল্য, পণ্ডিতবর্গ সেই মণি পাইয়া তাহার আকরজাত দোষ গুণ
বিবেচনা করিয়া পরীক্ষা করিবে । ২৫।২৬। মণিতে সন্দেহ

কৌস্তভেনাপি সহাববন্ধং বিদ্বান্ বিজাতীং বিভূয়াং কদাচিৎ ॥
চণ্ডাল একোহপি যথা বিজাতীন্ সমেতা ভূরীনপহস্তায়দ্বাৎ ।
তথা মণীন্ ভূরিগুণোপপন্নান্ শক্লোতি বিদ্রাবয়িতুং বিজাতীঃ ॥
অথ মূল্যং । বালার্ক্যভিমুখং কৃষ্ণা দর্পণে ধারয়েন্নগিং । তত্র-
কাস্তিবিভাগেন ছায়াভাগং বিনির্দ্দেশেৎ ॥ বজ্রস্ত যন্তুলসংখ্য-
য়োক্তং মূল্যং সমুদ্যাপিতগৌরবস্ত । তৎপদ্মরাগস্ত গুণাশ্রিতস্ত
স্বান্মাষকাখ্যা তুলিতস্ত মূল্যং । যন্মূল্যং পদ্মরাগস্ত সগুণস্ত
প্রকীর্তিতং । তাবন্মূল্যং তথাগুকে কুরুবিন্দে বিধীয়তে ॥ সগুণে
কুরুবিন্দে চ যবন্মূল্যং প্রকীর্তিতং । তাবন্মূল্যচতুর্থাংশহীনং
স্বাদৈ স্নজিকে ॥ যাবন্মূল্যং সমাখ্যাভ্যং বৈশ্ববর্ণে চ সুরিভিঃ ।
তাবন্মূল্যচতুর্থাংশঃ হীরতে শূদ্রজন্মনি ॥ পদ্মরাগঃ পণং যন্ত যন্ত
লাক্ষারনপ্রভঃ । কার্ধ্যপণসহস্রাণি ত্রিশমূল্যং লভেত সঃ ॥

সন্দেহে শালায়াং পরিলেখয়েৎ । স্বজাতকসমুৎথেন
লিখিৎস্বাপি পরস্পরং ॥ ২৭ ॥ বজ্রং বা কুরুবিন্দং বা
বিমুচ্যানেন কেনচিৎ । নাশক্যং লেখনং কর্ত্বুং
পদ্মরাগেজ্জনীলয়োঃ ॥ ২৮ ॥ জাতস্ত সর্বেহপি মনৈর্ন
জাতু বিজায়ঃ সন্তি সমানবর্ণাঃ । তথাপি নামাকর-
ণার্থমেব ভেদপ্রকারঃ পরমঃ প্রদীষ্টঃ ॥ ২৯ ॥ গুণোপ-
পন্নেন সহাববন্ধোমণিস্ত ধার্য্যো বিগুণোপি জাত্যঃ ।
ন কৌস্তভেনাপি সহাববন্ধং বিদ্বান্ বিজাতীং বিভূয়াং

বিদুরত না হইলে তৎসজাতীয় অন্য মণি আনিয়া পরস্পর
ঘর্ষণ করিবে । বজ্র কিম্বা কুরুবিন্দ মণিতে অস্ত্র মণিধারা
লেখন হয়, কিন্তু পদ্মরাগ মণি ও ইজ্জনীলমণিতে অস্ত্র মণিধারা
লেখন হয় না । ২৭।২৮। একজাতীয় মণি সকলই সমান, কখন
তাহাদিগের কোন বৈজাত্য দৃষ্ট হয় না, তথাপি পৃথক পৃথক
নাম করণার্থ তাহাদিগের প্রকারভেদ কথিত আছে । ২৯।
গুণসম্পন্ন মণির সহিত গুণহীন ও বিজাতীয় মণি ধারণ করিবে
না । বিদ্বান্ বাক্তি কি কখন মণিরাজ কৌস্তভের সহিত অস্ত্র

ইজ্জগোপকসঙ্কাশঃ কর্ষত্রয়যুতো মণিঃ । দ্বাবিংশতিং সহস্রাণাং
তস্ত মূল্যং বিনির্দ্দেশেৎ । একোনো ন্যূতে যন্ত জ্বাকুহুম-
সন্নিভঃ । কার্ধ্যপণসহস্রাণি তস্ত মূল্যং চতুর্দশ ॥ বালাদিত্য-
চ্যুতিনিভঃ কর্ষং যন্ত প্রতুল্যতে । কার্ধ্যপণশতানাস্ত মূল্যং
সন্তিঃ প্রকীর্তিতং ॥ যন্ত দাড়িমপুষ্পাভঃ কর্ষাচ্ছেন তু সন্নিভঃ ।
কার্ধ্যপণশতানাস্ত বিংশতিং মূল্যমাদিশেৎ ॥ চত্বারো মাষকা
যন্ত রক্তোৎপলদলপ্রভঃ । মূল্যং তস্ত বিধাতব্যং সুরিভিঃ
শতপঞ্চকং ॥ দ্বিমাষকো যন্ত গুণৈঃ সর্কেসেব সমন্বিতঃ ।
তস্ত মূল্যং বিধাতব্যং দ্বিশতং তদ্ববেদিত্তিঃ ॥ মাষকৈকমিতো
যন্ত পদ্মরাগো গুণাশ্রিতঃ ॥ শট্টেকসন্নিভং বাচ্যং মূল্যং রত্ন-
বিচক্ষণৈঃ ॥ অতোহন্যনপ্রমাণাস্ত পদ্মরাগা গুণোত্তরাঃ ।
স্বর্ণবিগুণমূল্যেন মূল্যং তেবাং প্রকল্পয়েৎ ॥ কার্ধ্যপণঃ সমা-
খ্যাভ্যঃ পুরাণদ্বয়সন্নিভঃ । অস্ত্রে কুহুমপানীয়মঞ্জিষ্ঠৌদক-
সন্নিভাঃ ॥ কাষায়া ইতি বিখ্যাতাঃ ক্ষটিকপ্রভবাশ্চ তে ।
তেবাং দোষান্ গুণান বাপুপি পদ্মরাগবদাদিশেৎ ॥ মূল্যমরত্ন
বিজ্ঞেয়ং ধারণেহরফলং, তথা । ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যাস্ত্যশ্চতুর্ধা
যে প্রকীর্তিতাঃ ॥ চতুর্বিধৈর্নৃপতিভির্ধার্যা সম্পত্তিহেতবে
অতোহস্তথা যতঃ কুর্গ্যাঙ্গোশোকভয়ক্ষয়ং ॥ ইতি যুক্তিকল্প-
তরৌ পদ্মরাগপুস্তিকা ॥

কদাচিৎ ॥ ৩০ ॥ চণ্ডাল ত্রকোহপি যথা বিজাতীন্
সমেত্য ভূরীন্পি হস্ত্যযজ্ঞাং । অথা মনীন্ ভূরি-
শূণোপপন্নান্ শক্ৰোতি বিম্ভাবয়িত্বং বিজাতীঃ ॥ ৩১ ॥
সপত্নমধ্যেহপি কৃত্যধিবাসং প্রমাদরজাবপি বর্জ-
মানং । ন পদ্মরাগস্ত মহাশূণস্ত ভর্তারমাপং স্পৃশতীহ
কাচিৎ ॥ ৩২ ॥ দোষোপসর্গপ্রভবাচ্চ যে তে
নোপজবাস্তং সমভিজবন্তি । গুণৈঃ সমুত্তেজিতচার-
রাগং যঃ পদ্মরাগং প্রয়তো বিভর্তি ॥ ৩৩ ॥ বজ্রস্ত
যন্তুলসংখ্যায়োক্তং মূল্যং সমুৎপাদিতগৌরবস্য ।
তৎ পদ্মরাগস্য মহাশূণস্য তন্মাবকন্যাকলিতস্য মূল্যং
॥ ৩৪ ॥ বর্ণদীপ্ত্যুপপন্নং হি মণিরত্নং প্রশস্যতে ।
তাত্যামীষদপি জট্রং মণির্মূল্যং প্রহীয়তে ॥ ৩৫ ॥ ইতি
গারুড়ে পদ্মরাগপরীক্ষা নাম সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥

এক সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ দানবাধিপতে: পিত্ত-মাদায়

কোন বিজাতীর ও বিগুণ মণি ধারণ করিয়া থাকেন ? ৩০ ।
যেমন এক চণ্ডালসংসর্গে অনেক ব্রাহ্মণ পতিত হয়, তেমন
একটি বিজাতীর ও বিগুণ মণি অনেক উৎকৃষ্ট মণির গৌরব
বিনাশ করে। ৩১ । যে ব্যক্তি পদ্মরাগমণি ধারণকরে, সে
যদি অনেক শত্রুমধ্যে বাসকরে, অথবা কোন শত্রুতে পতিত হয়,
তথাপি তাহাকে কোনরূপ বিপদ স্পর্শকরিতে পারেনা। ৩২ ।
যে ব্যক্তি যত্নপূর্বক স্নানক্ষপারিত সমুজ্জল পদ্মরাগ মণি যত্নপূর্বক
ধারণকরে, দোষ ও উপসর্গ প্রভব উপদ্রব তাহার কোন বাধা
জন্মাইতে পারেনা। ৩৩ । যে রূপ তণ্ডুল দ্বারা পরিমাণ করিয়া
শুষ্কহাড়সারে হীরকের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয়, সেইরূপ
পদ্মরাগমণির শুক্লবর্ণের তারতম্যে মূল্যের ন্যূনাদিক্য নিশ্চয়
করিবে। ৩৪ । যে সকল মণি ও রত্ন উত্তমবর্ণ ও অতিউজ্জল
প্রভাবিশিষ্ট, সেই সকল মণি ও রত্ন প্রশস্ত। বর্ণ ও উজ্জল-
তায় হ্রাসহইলেই মণির মূল্যের হ্রাস হইয়া থাকে। ৩৫ ।

এক সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন, ভূজরাজ বাহুকি দানবগণতি বলাসুরের
পিত্ত গ্রহণকরিয়া সত্বরগমনে নভোমণ্ডল য্বেদু বিধা বিতজ্জ

ভূজগাধিপঃ । বিধা কুর্মগ্নিব ব্যোম সত্বরং বাহুকি-
র্যবো ॥ ২ ॥ স-তদা অশিরোরত্ন প্রভাদীপ্তে নভোহমুদো ।
রাজতঃ স-মহানেকঃ খণ্ডসেতুরিবাবভো ॥ ৩ ॥ ততঃ
পক্ষনিপাতেন সংহরগ্নিব রোদসী । গরুড়ান্ পন্ন-
গেজস্য প্রহৃত্ত্বমুপচক্রমে ॥ ৪ ॥ সহসৈব মুমোচ তৎ
কণীক্ষঃ সুরসাত্ত্যতুরক্ষপাদপায়াং নলিকাবনগকঃ
বাসিতায়াং বরমাণিক্যগ্নিরে-রূপত্যকায়াং ॥ ৫ ॥ তস্য
প্রপাতসমনন্তরকালমেব তদধরালয়মতীত্য রমা-

করিয়া প্রস্থান করিতেছিলেন । ১-২ । গমনকালে বাহুকির শিরো-
রত্ন প্রভায় প্রদীপ্ত গগনমাগরে যেন একটি বিদ্যুত রজত সেতু
হইয়াছিল । পক্ষিরাজ গরুড় পক্ষবিস্তারদ্বারা স্বর্গমর্ত্য নিরোধ
করিয়া পন্নগরাজ বাহুকির গতিরোধ পূর্বক তাহার নিকট সেই
পিত্ত অগ্রহরণ করিতে উপক্রম করিল । ৩-৪ । কনিরাজ বাহুকি খণ্ড-
পতির আক্রমণে চকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বলাসুরের পিত্ত
পরিভ্যাগ করিল । সেইপিত্ত রসাল শিলারস পাদপে পরিশোভিত
ও নলিকানামক গরুড়ব্যে সুবাসিত মাণিক্যগিরির উপত্যকা
প্রদেশে পতিত হইল । ৫ । সেই স্থানে পতিত হইবামাত্র ঐ

* তস্ত লক্ষণং যথা । ত্রিধ্বং শুক্লাগ্নয়ুতং দীপ্তং স্বচ্ছং সমাজক
সুরজদকং । ইতি জাত্যমাণিক্যং কল্যাণং ধারণং কুরুতে ॥ তস্ত
দোষো যথা । বিচ্ছায়মব্রপহিতং কর্কশং শার্করিণং ভিন্নং
ধূস্রকং । বিরূপং রাগবিমলং লঘু মাণিক্যং ন ধারয়েদ্ধীমান্ ॥ তস্য
চতুর্বিধা জাতির্যথা । তদ্রক্তং যদি পদ্মরাগমথ তৎ পীতান্তিরক্তং
বিধা জানীয়াৎ কুরুবিন্দকং যদরুণং তাদেব সৌগন্ধিকং । তন্নীলং
যদি নীলগন্ধিকমিতি জ্ঞেয়ং চতুর্ধা বুদ্ধৈর্মাণিক্যং কষয়র্ষণেপা-
বিকলং রাগেণ জাত্যং জগুঃ ॥ ইতি রাজনিষিটঃ ॥ মতান্তরে
তস্ত দোষা যথা । মাণিক্যস্ত সমাখ্যাতা অষ্টৌ দোষা মুনীষরৈঃ ।
বিচ্ছায়কং বিরূপকং সন্তেদঃ কর্করত্বাৎ ॥ অশোভনং কোকিলক
জলং বৃদ্ধাভিধকং বৈ । শুশাশ্চদ্বার আখ্যাতান্হায়াঃ ঘোড়শ কীর্তি-
তাঃ । ছারাবিত্তয়সমুদ্বাহিচ্ছায়ং বহুনাশনং । বিরূপং হি পদং ভেন
মাণিক্যেন পরাতবঃ ॥ সন্তেদো ভিন্নমিত্যুক্তং শব্দাঘাতবিধায়কং ।
কর্করং কর্করায়ুক্তং পশুবহুবিনাশকং ॥ হৃদ্বেন্দ্রের সমালিঙ্গমঘনী-
পুটবৃত্যতে । অশোভনং সমুদ্রিষ্টং মাণিক্যং বহুভংখকং ॥ মধু-
বিন্দুমচ্ছায়ং কোকিলং পরিকীর্তিতং । আয়ুর্লক্ষ্মীঘণো হস্তি
লদোষং তন্ন ধারয়েৎ ॥ রাগহীনং জলং প্রোক্তং ধর্মধাত্তাপবা-

সমীপে । স্থানং ক্ষতৈরুপপন্নোনাধতারলেখং তৎ
প্রত্যক্ষান্নরকতাকরতাং জগাম ॥ ৬ ॥ তত্রৈব কিঞ্চিৎ
পততন্ত পিত্তাছুপেত্য জগ্রাহ ততো গরুড়ান্ । মূর্ছা-
পরীতঃ সহসৈব ঘোণারকু দ্বয়েন প্রমুচ্যেচ সর্কং ॥
৭ ॥ তত্রাকঠোরশুককঠশিরীষপুষ্প-খদ্যোত-পৃষ্ঠচর-
শাঙ্গলশৈবলানাং । কঙ্কারশম্পক-ভূজঙ্গ ভূজাঞ্চ পত্র-

পিত্ত সেই স্থান পরিভ্যাগ করিয়া পয়োনিধিতরে লক্ষ্মীর
সমীপে উপস্থিত হইল সেই দিন হইতে ঐ নাগর মরকত-
মণির আকর হইল । ৬ । যে সময় ফণিপতি বাহুকি পিত্ত
পরিভ্যাগ করেন, তখন সেই পিত্তের কিঞ্চিৎ অংশ গরুড় গ্রহণ
করিয়াছিল, তাহাতে খগপতি মূর্ছিত হইয়াপড়িল । এবং
তাহার নাসারন্ধ্রদ্বারা ঐপিত্ত ভূমিতে পতিতহইল । ৭ ।
পূর্ণবয়স্ক শুকপক্ষীর কঠ, শিরীষপুষ্প, খদ্যোতের পৃষ্ঠদেশ, তৃণ-
পূর্ণক্ষেত্র, শৈবল, কঙ্কার, নূতনধাস ও ভূজঙ্গ এইসকল পদার্থে

দ্রবং । ধূতং ধুমসমাকারং বৈদ্র্যতং ভয়মাবহৎ ॥ তথা । শোভা-
দিত্যবস্তো যে মণয়ঃ ক্ষতিকারকাঃ । উভয়ত্র পদং যেষাং তেন চ
শ্রাৎ পরাভবঃ ॥ ভিন্নেন যুদ্ধে মৃত্যুঃ শ্রাৎ কর্করকননাশকং ।
হৃৎকেনেব সমালিপ্তঃ পুটকে যন্ত সন্তবেৎ ॥ হৃৎকং স সমা-
খ্যাতো ন নুটৈ-রক্ষণীয়কঃ । মধুবিন্দুনমা শোভা কোকিলানাং
প্রকীর্তিতা । তেষাঞ্চ বহুভেদাঃ স্থানং তে ধার্যাঃ কদাচন ॥ অং
গুণাঃ । গুরুত্বং স্নিগ্ধতা চৈব বৈমল্যমতিরকতা । তথা চ ।
বর্ণাঙ্কিত্যং গুরুত্বঞ্চ স্নিগ্ধতা চ তথাক্ষতা । অর্জুনস্তা মহন্তা চ
মণীনাং গুণসংগ্রহঃ ॥ ফলং । যে কর্করাশ্চিদ্ভ্রমলোপদিগ্ধাঃ
প্রভাবিমুক্তাঃ পরমা বিবর্ণাঃ । ন তে প্রশস্তা মণয়ো ভবন্তি
সমাসতো জ্ঞাতিগুণৈঃ সমন্তৈঃ ॥ দোষোপশৃষ্টঃ মণিমপ্রবোধা-
দ্বিভর্তি যঃ কশ্চন কবিদেবং । তং বহুদুঃখাময়বজ্রবিনাশা-
দ্যো দোষগণা ভজন্তে ॥ সপত্রমধ্যেহপি কৃতাদিবাংসং প্রমাদবৃত্তা-
বপি র্ত্তমানং । ন পদ্মরাগস্ত মহাগুণস্ত ভর্তারমাপং সমুপৈতি
কচিৎ ॥ দোষোপসর্গপ্রভবাস্ত য়ে তে নোপজ্জবাস্তং সমতি
লবন্তি । গুণৈঃ সমুখৈঃ সকলৈরুপেতং যঃ পদ্মরাগং প্রয়তো
বিভর্তি ॥ বালুর্ককরসংস্পর্শাৎ যঃ শিখাং লোহিতাং বমেৎ ।
রঞ্জয়েদাপ্রমথ্যপি স মহাগুণ উদ্র্যতে ॥ হৃৎক শতগুণে ক্ষিপ্তো
রঞ্জয়েদ্যঃ সমস্ততঃ । বমেজ্জিহাং লোহিতাং বা পদ্মরাগঃ স
উত্তমঃ ॥ অন্ধকারে মহাঘোরে যো ভ্রান্তঃ সন্ মহামণিঃ । প্রকা-

প্রাশ্চাত্ত্যবোমরকতাঃ শুভদা ভবান্ত ॥ ৮ ॥ তদ্বজ্র
ভোগীশ্রভূজাভিযুক্তং পপাত পিত্তং দিতিজাধি-
পস্য । তস্যাকরস্তাতিতরাং স দেশো হৃৎকোপ-
লভ্যশ্চ গুণৈশ্চ যুক্তঃ ॥ ৯ ॥ তস্মিন্ মরকতস্থানে যৎ
কিঞ্চি দুপজায়তে । তৎসর্কং বিষরোগাণাং প্রশমায়
প্রকীর্ত্যাতে ॥ ১০ ॥ সর্কমন্ত্রৌষধিগণৈর্যন্ন শক্যং
চিকিৎসিতুং । মহাহিদংষ্ট্রাপ্রভবং বিষং তন্তেন
শাম্যতি ॥ ১১ ॥ অন্তদপ্যাকরে তত্র যদ্যোবৈরুপব-

যে যে বর্ণ দৃষ্ট হয়, মরকতমণিতে সেইসমুদায় বর্ণ আছে ।
এইরূপ মরকতমণি শুভপ্রদ । ৮ । যে যে স্থানে ভূজঙ্গভূক
গরুড় দৈত্যাদিদের পিত্ত নিপাতিত করিয়াছিল, সেই সেই
স্থানে মরকতমণি উৎপন্ন হইতে লাগিল । ঐসকল দেশ সর্ক-
গুণশালী হইল, কিন্তু যেসকল স্থান মরকতমণির আকর, তাহা
অতিদুর্ভ । ৯ । মরকতমণির আকরে যে উদ্ভিদাদি বস্তু
উৎপন্ন হয়, সেই সেই দ্রব্য বিষরোগের মহৌষধ । সেইসকল
উদ্ভিদ সেবাকরিলে বিষপীড়ার শান্তি হইয়া থাকে । ১০ ।
কোন মহাসর্প দংশন করিলে যে বিষপীড়া সমুৎপন্ন হয়, তাহা
অত্রকোন ঔষধে নিবৃত্তি নাহইলেও মরকতমণির আকরজাত
উদ্ভিদ সেবনকরিলে সেই বিষরোগ প্রশান্ত হইয়াথাকে । ১১ ।
মরকতমণির আকরে অত্রাশ্রয় যেসকল দ্রব্য সমুৎপন্ন হয়, তৎ-

শয়তি সূর্য্যভাসঃ স শ্রেষ্ঠঃ পদ্মরাগকঃ ॥ পদ্মকোবে তু যো
শ্রস্তো বিকাশয়তি তৎক্ষণাৎ । পদ্মরাগবরো হেব যোবানামপি
দুর্ভবঃ ॥ সর্করাষ্ট্রপ্রশমনাঃ সর্কসম্পত্তিদায়কাঃ । চক্ষুরস্ত
ময়োদ্বিষ্টা গুণিনশ্চ যথোত্তরং ॥ যো মণিদৃশ্যতে দূরাঙ্কলদগ্নি-
সমচ্চ বিঃ । বংশকাস্তিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্কসম্পত্তিদায়কঃ ॥ পঞ্চ
সপ্তনববিংশতিরাগঃ সমুতোহপি সকলঃ খলু বজ্রে । বর্জয়েদ্ব-
মতি বা করঞ্জালং উত্তরোত্তরমহাগুণিনন্তে ॥ নীলীরসং হৃৎকরসং
জলং বা যেরঞ্জয়ন্তি দ্বিশতপ্রমাণং । তে তে যথাপূর্ব্বমতিপ্র-
শস্তাঃ সৌভাগ্যসম্পত্তিবধানদায়কাঃ ॥ গুণাকলপ্রমাণস্ত দশ-
সপ্তত্রিগুণকান্ । পদ্মরাগজ্বলয়তি যথাপূর্ব্বং মহাগুণঃ ॥ জ্যোতী-
কোলফলাকারো দ্বাদশাষ্ট্রাক্ষিগুণকান্ পদ্মরাগজ্বলয়তি যথাপূর্ব্বং
মহাগুণঃ ॥ বদরীকসতুল্যো যঃ শরদিগ্নিস্থমাষকঃ । তথা ধাত্রী-
ফলত্রিশদ্বিংশতিষষ্টমাষকঃ ॥ তথাকফলতুল্যো যো বহি-
পট্টকমাষকঃ । তাম্বুলফলমানো যশ্চতুস্ত্রিংশিকতোলধঃ । বিষী-

কিঁতং । জায়তে তৎ পবিত্রাণামুত্তমং পরিকীৰ্ত্তিতং ।

১২ ॥ অত্যন্তহরিতবর্ণং কোমলমর্চ্ছিক্ষিভেদজটিলঞ্চ ।

কাঞ্চনচূর্ণশ্চান্তঃ পূর্ণমিব লক্ষ্যতে যচ্চ ॥ ১৩ ॥ যুক্তং

সংস্থানশুণৈঃ সমরাগং গৌরবেণ সবিশুঃ করসংস্পর্শা-

জুরয়তি সর্বাঙ্গমং দীপ্ত্য ॥ ১৪ ॥ হিঙ্গা চ হরিতভাবং

সমুদায়ই পবিত্র । তাহাদিগের স্পর্শামিতে দেহ বিগুহ্ব হইয়া

থাকে । ১২ । মরকতমণি হরিতবর্ণ ও কোমল বলিয়া বোধ হয়,

তাহার উজ্জলতা বক্ররেখার জায় দৃষ্ট হয়, এবং তাহা অন্তর্গত সুবর্ণ

চূর্ণে পরিপূর্ণ প্রতীত হয় । যে মরকতমণি সুগঠিত, সর্বগুণোপেত,

সর্বত্র সমান উজ্জল, লঘু এবং সূর্য্যাকিরণ সংস্পর্শে প্রদীপ্ত

হইয়া সমস্ত আশ্রম আলোকিত করে । ১৩-১৪ । ঐমণি হরিত-

ফলসমাকারো বসুধাশ্রমশোভনকঃ ॥ অতঃ পরং প্রমাণেন মানেন

চ ন লভ্যতে । যদি লভ্যেত পুণ্যেন তদা সিদ্ধিমবাশ্রুয়াৎ ॥

কেচিচ্চার্কিতরাঃ সন্তি জাত্যানাং প্রতিকূপকাঃ । বিজাতয়ঃ প্রয-

ত্বেন সিদ্ধান্তা মূল্যমাহরেৎ ॥ কাকলকাঃ সিংহলদেশোৎকৃষ্ট-

মালীয়াঃ । ত্রীপর্ণিকাশ্চ সদৃশা বিজাতয়ঃ পদ্মরাগাণাং ॥

ভূষোপসঙ্গাদলনাভিধানং মণিঃ স্বভাবাদপি তুষ্করূপঃ । কাঞ্চ্যা-

স্তথা সিংহলদেশজাতং মুক্তাভিধানং নভসঃ স্বভাবাৎ । ত্রীপর্ণকং

দীপ্তিনিরাঙ্কৃত্বাহ্বিজাতিলিঙ্গাশ্রয়ভেদ এষঃ ॥ তথা চ । স্নেহ

প্রদেহো মুহূর্ত্তা লঘুত্বং বিজাতিলিঙ্গং খলু সার্কজতং । যঃ শ্রামি-

কাং পুষ্যতি পদ্মরাগো যো বা ভূষাণামিব চূর্ণমধ্যং ॥ স্নেহপ্রদি-

ক্কো ন চ যো বিভাতি যো বা প্রমৃজ্যঃ প্রজহাতি দীপ্তিং । আ-

ক্রান্তমূর্দ্ধা চ তথাজুলিভ্যাং যঃ কালিকাং পার্শ্বগতাং বিভক্তিং । সং

প্রোপ্য তাক্ষ্যেহপি পথং স্ববৃত্তং বিভক্তিং যঃ সর্বগুণানতীব । তুল্য

প্রমাণস্ত চ তুল্যজাত্যেবো বা গুরুত্বেন ভবেন তুল্যঃ । প্রোপ্যপি

নানাকরদেশজাতং জাষা বৃধো জাতিগুণেন লক্ষ্যেৎ ॥ অপ্রণজ-

তি সন্ধেহে শিলায়াং পরিঘর্ষয়েৎ । যুট্টা যোহিত্যস্ত শোভাবান্

পরিমাণং ন মুঞ্চতি ॥ স জেরঃ শুদ্ধজাতিস্ত জেরাশ্চাত্তে বিজা-

তয়ঃ । স্বজাতকং সংযুধেন বিলিখেদ্য পরম্পরং ॥ বজ্রং বা কুরু-

বিক্ষং বা বিষুচ্যাজ্জকেন চেৎ । ন শক্যং লেখনং কর্ত্তুং পদ্মরা-

গেজ্ঞনীলয়োঃ ॥ গুণোপপন্নেন সহাববন্ধো মণিঃ স্বজাত্যো বিগুণেন

জাত্যঃ । স্বথং ন কুর্যাদপি কৌশলেন বিধান্ বিজাতিং, ন

ভূষান্ববৃত্তং ॥ চণ্ডাল একোহপি তথ্যভিজাতান্ সমেতা দূরা-

নপহন্তি বজ্রাৎ । তথা মণীন্ ভূরিগুণোপপন্নান্ শতোহতিবি-

জাবহিক্ত্বং বিজাতঃ ॥ অথ মূল্যং । বালার্কাদিমুখং কৃষ্ণা দর্পণে

যন্তাস্তর্কিনিহিতা ভবেদীপ্তিঃ । অচিরপ্রভা প্রভাহ-

তশাঙ্কলসমম্বিতা ভাতি ॥ ১৫ ॥ যচ্চ মনসঃ প্রসাদং

বিদধাতি নিরীক্ষিতমতিমাত্রং তদ্বরকতং মহাগুণ-

মিতি রত্নবিদাং মনোরত্তিঃ ॥ ১৬ ॥ বর্ণস্তাতিবহ-

প্রভা পরিত্যাগকরিত্যা অচিরোপনত অন্তর্গত দীপ্তিবারা তৃণ-

পূর্ণক্ষেত্রের আভা তিরোহিত করিয়া দীপ্তিপাইয়া থাকে । ১৫ ।

যে মরকতমণি দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ সাধারণের মনের প্রস-

হারয়েন্মণিং । তত্র কাপ্তিবিভাগেন ছায়াভাগং বিনির্দ্দেশেৎ ॥

বজ্রস্ত যন্তগুলসংখ্যারোক্তং মূল্যং সমুদ্যাপিতগৌরবস্ত । তৎ

পদ্মরাগস্ত গুণাশ্রিতস্ত শ্রাদ্ধাধকাধ্যাতুলিতস্ত মূল্যং ॥ যন্মূল্যং

পদ্মরাগস্ত সগুণস্ত প্রকীৰ্ত্তিতং । তাবন্মূল্যং তথা গুহ্মে কুরুবিন্দে

বিধীয়তে ॥ সগুণে কুরুবিন্দে চ যাবন্মূল্যং প্রকীৰ্ত্তিতং । তাব-

ন্মূল্যং চতুর্থাংশহীনং শ্রাবৈ স্বগন্ধিকে ॥ যাবন্মূল্যং সমাখ্যাতে

বৈশ্ববর্ণে চ স্মরিত্তিঃ । তাবন্মূল্যচতুর্থাংশং হীয়তে শূদ্রজন্মনি

পদ্মরাগঃ পণং যন্ত যন্তে লাক্ষারসপ্রভঃ । কার্ধাপণসহস্রাণি ত্রিংশ-

ন্মূল্যং লভেত সঃ ॥ ইন্দ্রগোপকসঙ্কাশঃ কর্ণজয়যুতো মণিঃ ।

ষাণ্ডিংশতিসহস্রাণি তস্ত মূল্যং বিনির্দ্দেশেৎ ॥ একোনো নুয়তে

যন্ত জবাকুসুমসন্নিভঃ । কার্ধাপণসহস্রাণি তস্ত মূল্যং চতুর্দশ ॥

বালাদিত্যাহ্যতিনিভঃ কর্ণং যন্ত প্রতুল্যতে । কার্ধাপণশতানাস্ত

মূল্যং সন্তিঃ প্রকীৰ্ত্তিতং ॥ যন্ত দাড়িমপুষ্পাভঃ কর্ণাঙ্কেন তু

সন্নিভঃ । কার্ধাপণশতানাস্ত বিংশতিমূল্যমাদিশেৎ ॥ চত্বারো

মাবকা যন্ত রক্তোৎপলদলপ্রভঃ । মূল্যং তস্ত বিধাতব্যং ভূরিভিঃ

শতপঞ্চকং ॥ দ্বিমাষকো যন্ত গুণৈঃ সর্বেকরেব সমম্বিতঃ । তস্য

মূল্যং বিধাতব্যং দ্বিশতং তদ্ববেদিভিঃ ॥ মাষট্টকমিতো-

যন্ত পদ্মরাগো গুণাশ্রিতঃ । শট্টকসন্নিভঃ বাচ্যং মূল্যং রত্ন-

বিচক্ষণৈঃ ॥ অতো নূনপ্রমাণস্ত পদ্মরাগা গুণোত্তরাঃ ।

স্বর্ণদ্বিগুণমূল্যেন মূল্যং তেষাং প্রকল্পয়েৎ ॥ কার্ধাপণঃ সমা-

খ্যাতঃ পুরাণদ্বয়সন্নিভঃ । অস্ত্রে কুসুমপানীয়মঞ্জিষ্ঠাদর-

সন্নিভাঃ ॥ কষায়া ইতি বিখ্যাতাঃ ক্ষটিকপ্রভবাশ্চ তে ।

তেষাং দোষো গুণো বাপি পদ্মরাগবদাদিশেৎ ॥ মূল্যমন্ত্রস্ত

বিজ্ঞেয়ং ধারণেহ্নয়কলং তথা । ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যাস্তাশ্চতুর্থা যে

প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ চতুর্বিধৈর্নূপতিভির্ধার্যাঃ সম্পত্তিহেতবে ।

অতোহনুপা যতঃ কুর্যাদ্রোগশোকভয়করং ॥ ইতি যুক্তি-

কল্পতরুঃ ।

লভাদ্ব্যস্তাঃ স্বচ্ছকিরণপরিধানং । সাস্ত্রসিদ্ধিবিশুদ্ধং
কোমলবর্হিপ্রভাদিসমকাস্তি ॥ ১৭ ॥ বর্ণোজ্জলরা কাস্ত্যা
সাস্ত্রাকারো বিভাসয়া ভাতি । তদপি ন গুণবৎ-
সংজ্ঞামাপ্নোতি বাহুশীং পূরকং ॥ ১৮ ॥ শবলকঠোর-
মলিনং রূক্ষং পাবাণকর্করোপেতং । দিগ্ধং শিলাজ-
তুনা মরকতমেরসিধং বিশুণং ॥ ১৯ ॥ যৎসন্ধিশেবিতং
রত্নমস্তং মরকতাস্তবেৎ ॥ প্রায়স্কা মৈর্ন তদ্বার্যং ক্রেতব্যং

ব্রতা হয় । রত্নবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতগণ সেই মণিকে সর্বগুণসম্পন্ন
জ্ঞান করেন ॥ ১৭ ॥ যে মরকতমণির বর্ণের প্রগাঢ়তা তেজু অন্তর্গত
নির্মল কিরণ পরিক্রিষ্ট হয়, তাহার কাস্তি ঘনীভূত, স্নিগ্ধ,
বিশুদ্ধ ও কোমল ময়ূরকণ্ঠের স্তায় শোভা সম্পন্ন হইয়া থাকে ।
১৭ । যে মরকতমণি বর্ণের উজ্জলকাস্তিতে গাঢ় আভাযুক্ত
হইয়া দীপ্তিপার । সেই মণি উৎকৃষ্টমণিমধ্যে পরিগণিত । ১৮ ।
যে মরকতমণি কর্কর, অমসৃণ, মলিন, রূক্ষ, পাবণ ও কর্কর
যুক্ত, এবং শিলাজতুনাস্থষ্ট, সেই মণি নিগুণ অর্থাৎ নিকৃষ্ট মণি-
মধ্যে গণ্য । ১৯ । মরকত মণির সন্ধিশেবে যদি অস্ত্র কোনরত্ন দৃষ্ট

* যন্ত ভাক্তরসংস্পর্শাৎ হস্তস্ততো মহামণিঃ । রজ্জয়েদাস্ত-
পাটৈস্ত মহামরকতং হি তৎ ॥ চতুর্ধা জাতিভেদস্ত মহামর-
কতে মণো । ছায়াভেদেন বিজ্ঞেয়া চতুর্কর্ণস্ত লক্ষণৈঃ ॥
অথ ছায়া । ভবেদষ্টবিধা ছায়া মণেমরকতস্ত চ । বর্হি-
পুচ্ছসমভাসী চাসপক্ষসমাপরা ॥ হরিকোচনিভা চাত্মা তথা
শৈবালসন্নিভা । খদোতপৃষ্ঠসক্তাসা বালকীরসমা তথা ।
নবশা সচ্ছায়া শিরীবকুহ্মমোপমা । এবমষ্টৌ সমখ্যাতা
স্তায়া মরকতাস্ত্রয়াঃ ॥ ছায়াভিযুক্তমেতাভিঃ শ্রেষ্ঠং মর-
কতং ভবেৎ ॥ পদ্মরাগগতঃ স্বচ্ছো জলবিন্মূগা ভবেৎ ।
তথা মরকতচ্ছায়া শ্রামলা হরিতামলা ॥ অথ দোষগুণাঃ ।
দোষাঃ সপ্ত ভবন্ত্যস্ত গুণাঃ পঞ্চবিধো মতঃ । অস্নিগ্ধং রূক্ষমিত্যুক্তং
ব্যাদিস্তস্ত ধুতের্ভবেৎ ॥ বিকোটঃ স্ত্রাং সপিড়কে তত্র শস্ত্র-
হতির্ভবেৎ । সপাষাণে ভবেদষ্টনাশো মরকতে ধুতে ॥ বিচ্ছায়া
মরকতং প্রাহর্ব্যায্যতে ন তু ধাৰ্য্যতে । শর্করং কর্করায়ুক্তং
পুত্রশোকপ্রদং ধুতং ॥ জঠরং কাস্তিহীনস্ত দংষ্ট্রবহিষ্ঠয়াবহং ।
কুদ্রাববর্ণং ধবলং ততো মৃত্যুভয়ং ভবেৎ ॥ ইতি দোষাঃ সমা-
খ্যাতা বর্ণ্যন্তেহথ মহাগুণাঃ । নির্মলং কথিতং স্বচ্ছং শুক্ল-
ভাদ্গুরুতায়ুতং ॥ স্নিগ্ধং রূক্ষবিনির্মুক্তমরজস্বমেরুৎ ॥ সুরাগং
রাগবহলং মণেঃ পঞ্চ গুণা মতাঃ ॥ এতৈর্যুক্তং মরকতং লক্ষ-

বা কথঞ্চন ॥ ২০ ॥ ভ্রাতকীপুত্রিকাচ উদ্বর্ণসমযোগতঃ ।
মণেশ্বরকতম্ভেতে লক্ষণীয়া বিজাতয়ঃ ॥ ২১ ॥ কোমেশ
বাসগা মৃষ্টা দীপ্তিং ত্যজতি পুত্রিকা । নাশবেনৈব
কাচস্ত শক্যা কংষ্ঠী বিভাবনা ॥ ২২ ॥ কস্তচিনেক-
রূপেশ্বরকতমমুগচ্ছতোহপি গুণবর্ণৈঃ । ভ্রাতকস্ত্রা-
নিলৈর্কৈবম্যমুপৈতি বর্ণস্ত ॥ ২৩ ॥ বজ্রাণি মুক্তাঃ
সন্ত্যস্তে যে চ কেচিবিজাতয়ঃ । তেষাং নাপ্রতিবন্ধানাং
ভা ভবতুর্জগামিনী ॥ ২৪ ॥ স্বজুর্দাষ্টব কেবাঞ্চিৎ

হয়, তাহা হইলে সেই মণি কেহ ধারণ বা ক্রয় করিবে না ।
ঐমণি ধারণ অথবা ক্রয় করিলে তাহার অমঙ্গল ঘটয়া থাকে ।
২০ । যদি মরকতমণিতে ভ্রাতকফলের স্তায় বর্ণদৃষ্ট হয়, তাহা
হইলে সেইমণি বিজাতীয় লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া জানিবে । ২১ ।
কোন কোমবস্ত্রে মণিমাৰ্জন করিলে তাহার দীপ্তির লাঘব হয় ।
কাচপাত্রে ঐমণির প্রতিবিম্ব পাতিত করিয়া ঐলঘুতা নিরূপণ
করিবে ॥ ২২ ॥ এইরূপ অস্ত্রকোন পদার্থ আছে যে, তাহাতে মর-
কত মণির প্রায় সমস্ত গুণ ও বর্ণ দৃষ্ট হয়, এই স্থানে বিশেষ
পরীক্ষা করিয়া লইবে । ঐ কৃত্রিম মণিতে ভ্রাতক পত্রের
বাতাস দিলে বর্ণের বৈষম্য হইয়া থাকে । ২৩ । অনেকপ্রকার
বজ্র, মণি ও মুক্তা আছে । ঐ সকল মণি যদি কোন আচ্ছা-
দনে সমাবৃত না থাকে, তবে তাহাদিগের প্রভা উজ্জগামিনী
হয় । ২৪ । প্রায় সকলমণির দীপ্তি সরলভাবে এবং কোন কোন

পাপভয়াপহং । গজবাজিরথান্ধবা বিপ্রোভ্যো বিস্তরাক্রি মে ॥
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি শুদ্ধে মরকতে ধুতে । ধনবাস্তাদিকরণে
তথা সৈন্তাক্রিয়াবিধৌ ॥ বিবরোগোপশমনে কৰ্ম্মস্বার্থকর্ষণে চ
শস্ত্রে মুনিভির্ব্রাহ্মদয়ঃ মরকতো মণিঃ ॥ তথা চ । স্বচ্ছতা
শুদ্ধতা কাস্তিঃ স্নিগ্ধত্বং পিত্তকারণং । হরিন্মিরজকটকৈব সপ্ত
মরকতে গুণাঃ ॥ অথ কৃত্রিমাকৃত্রিমপরীক্ষা । কৃত্রিমত্বং সহজত্বং
দৃশ্যতে হ্রিতিঃ কচিৎ । ঘর্ষয়েৎ প্রস্তরে বজ্রকাচস্তম্বাধিপদ্যতে ॥
লেখয়েদ্রৌহড়ক্ষেণ চূর্ণেনাথ বিলেপয়েৎ । সহজঃ স্বাস্তি
মাপ্নোতি কৃত্রিমো মলিনারতে বর্ণস্তাতিবহুত্বাং যস্তাত্তঃ স্বচ্ছ-
কিরণপরিধানং । সাস্ত্রসিদ্ধিবিশুদ্ধং কোমলবর্হিপ্রভাদিসমকাস্তি ॥
বলোজ্জলরা কাস্ত্যা সাস্ত্রাকারং বিভাসয়া ভাতি । তদপি
গুণবৎসংজ্ঞামাপ্নোতি হি বাহুশীং পূরকং ॥ সকলকঠোরং মলিনং
রূক্ষং পাবাণকর্করোপেতং । দিগ্ধং শিলাজতুনা মরকতমেরসিধং

কথঞ্চিৎপূজায়তে । তিথ্যাগালোচ্যমানানাং সঙ্কশ্চৈব
প্রণশ্চতি ॥ ২৫ ॥ স্নানচমনজপোয়ু রক্ষামন্ত্রক্রিয়া-
বিধৌ । দদন্তি-গোহিরণ্যানি কুব্ধিঃ সাধনানি চ ॥
২৬ ॥ দৈবতৈপ্ৰাতিথেয়েষু গুরুসংপূজনেষু চ । বাধ্য-
মানেষু বিবিধৈর্দোষজাতৈর্কিষোক্তৈঃ ॥ ২৭ ॥ দোষ-
হীনং গুণৈরুৎকং কাঞ্চনপ্রতিষোজিতং । সংগ্রামে
বিচরন্তিষ্ঠ ধার্য্যং মরকতং বুদ্ধৈঃ ॥ ২৮ ॥ তুলয়া

মণির প্রভা তিথ্যাগভাবে পতিত হয় । যে সকল মণির দীপ্তি
তিথ্যাক্ত ভাবে বহির্গত হয়, তাহাদিগের তেজঃ চিরকাল থাকে
না, শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া যায় । ২৫ । স্নান, আচমন, জপ ও রক্ষা-
মন্ত্র পাঠপ্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সমাপনকরিয়া গোহিরণ্যাদি
প্রদানপূর্ব্বক অস্ত্রাস্ত্র সাধনকার্য্য সমাপনান্তে, দৈব কার্য্য,
পিতৃতর্পণ অতিথিসেবা ও গুরুপূজা করিয়া নির্দোষ ও
গুণ সম্পন্ন, মরকত মণি সূবর্ণ সহযোগে ধারণকরিবে । এই মণি
ধারণকরিলে বিবগীড়াদি উপদ্রব নিবারণ হইয়া যায় ও
সংগ্রামে জয়লাভ হয় । ২৬-২৮ । যেরূপ পরিমাণবিশিষ্ট পদ্ম-

বিশুণং ॥ যৎসন্ধিল্লিখিতং রত্নমস্তং মরকতান্তবেৎ । শ্রেয়স্কাট্মৈন
জ্জ্জ্বাধ্যং ক্রেতব্যং বা কথঞ্চন । ভদ্রাতকপুত্রিকা চ তত্বর্ণসম-
যোগতঃ । মণেমরকতস্ততে লক্ষণীয়া বিজ্ঞাতরঃ ॥ কৌমোণ
বাসনা স্বষ্টা দীপ্তিং ত্যজতি পুত্রিকা । লাঘবেতৈনব কাচস্ত
শক্যা কর্ত্ত্বং বিভাবনা ॥ কশ্চিদিনেকরূপৈর্মরকতমমুগচ্ছতো-
হপি গুণবর্ণৈঃ । ভদ্রাতকস্ত নির্নেতুর্বেশদ্যমুপৈতি বর্ণস্ত ॥
বজ্রাণি মুক্তাঃ সন্ত্যজে যে চ কেচিদ্ধিজাতরঃ । তেযামপ্রতি
বন্ধানাং তা ভবতুর্জগামিনী । ঋজুস্বাট্টেব কেযাঞ্চিৎ কথঞ্চি-
ত্পূজায়তে । তিথ্যাগালোচ্যমানানাং সদ্যশ্চৈব প্রণশ্চতি ॥
স্নানচমনজপোয়ু রক্ষামন্ত্রক্রিয়াবিধৌ । দদন্তিগোহিরণ্যানি
কুব্ধিঃ সাধনানি চ ॥ দৈবতৈপ্ৰাতিথেয়েষু গুরুসংপূজনেষু চ
বাধ্যমানেষু বিবটৈর্দোষজাতৈর্কিষোক্তৈঃ ॥ দোষৈর্হীনং
গুণৈরুৎকং কাঞ্চনপ্রতিষোজিতং । সংগ্রামে বিচরন্তিষ্ঠ ধার্য্যং
মরকতং বুদ্ধৈঃ ॥ অথ মূল্যং । তুলয়া পদ্মরাগস্ত যমূল্যমুপজায়তে ।
লভতেহত্যাধিকং তস্মাদ্ গুণৈর্মরকতং স্মৃতং ॥ তথা চ পদ্ম-
রাগাণাং দোষৈর্মূল্যং প্রীয়তে । ততোহস্তাপ্যধিকা হানি-
দোষৈর্মরকতে ভবেৎ ॥ গুণপিণ্ডসমায়ুক্তে হরিতশ্যামভাসরে ।
মূল্যং বাদশকং প্রোক্তং জাতিভেদেন স্থিতিঃ ॥ যটেকেন-

পদ্মরাগস্ত যমূল্যমুপজায়তে । লভতেহত্যাধিকং
তস্মাদ্ গুণৈর্মরকতং স্মৃতং ॥ ২৯ ॥ তথা চ পদ্মরাগাণাং
দোষৈর্মূল্যং প্রীয়তে । ততোহস্তাপ্যধিকা হানি-
দোষৈর্মরকতে ভবেৎ ॥ ৩০ ॥ ইতি গারুড়ে মহা-
পুরাণে মরকতপরীক্ষা নাম একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥

দ্বি সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত-উবাচ ॥ ১ ॥ তত্ৰৈব সিংহলবধুকরপন্নবাঞ-
ব্যালুনবাললবলীকুসুমপ্রবালে । দেশে পপাত দিত্তিজস্ত
নিতান্তকাস্তং প্রোৎফুল্লনীরজসমদ্র্যুতি নেত্রযুগ্মং ॥ ২ ॥
তৎপ্রত্যয়াভুভয়শোভনবীচিভাসা বিস্তারিণী জলনিধে-
রূপকচ্ছভুমিঃ । প্রোন্তিন্নকেতকবলপ্রতিবন্ধলেখা
সাক্ষেজ্জনীলমণিরদ্রবতী বিভাতি ॥ ৩ ॥ তত্রাসিতাজ-
হলভঙ্গসমানি ভঙ্গশাক্ষাযুধাক-হরকঠকবায়ুপুষ্পৈঃ ।
শুভ্রেতরৈশ্চ কুসুমৈর্গিরিকর্ণিকায়্যাস্তস্মাস্তবন্তি মগ্নঃ
সদৃশাবভাসঃ ॥ ৪ ॥ অস্ত্রে প্রসন্নপন্নসঃ পন্নসাং নিধাতু-

রাগমণির যত মূল্য হয়, সেইরূপ পরিমিত মণ্ডণ মরকত মণির
তদপেক্ষা অধিক মূল্য হইয়া থাকে । এবং পদ্মরাগের দোষা-
নুসারে যেরূপ মূল্যের হানি হয়, সদোষ মরকত মণির মূল্য
তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে নূন হইয়া থাকে । ২৯ । ৩০ ।

দ্বি সপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

স্মৃত বলিলেন, যখন সিংহলকামিনীগণ স্বীয় হস্তে লবলীকুসুম
ও পন্নব ছেদনকরিতেছিল, সেই সময়ে তাহাদিগের সমক্ষে প্রফুল্ল
কমলকান্তিবিশিষ্ট বলাসুরে নয়নযুগলে পতিত হইয়াছিল । ১।২।
সমুদ্রের তীরভূমিতে ঐ নেত্রদ্বয় পতিত হইয়াছিল । তরঙ্গ-
মালার বিশদ প্রভায় সুশোভিত সাগরতট বলাসুরের নেত্র-
পাতে ইজ্রনীলমণির আকর হইয়া সমধিক সমুজ্জ্বল হইল ॥ ৩ ॥
সেই স্থলে নীলপদ্ম, ভঙ্গ, হরকঠ ও অপরাজিতা পুষ্পের স্তায়
কান্তিযুক্ত ইজ্রনীল মণি সমুৎপন্ন হইল ॥ ৪ ॥ সেই স্থানে
অনেক প্রকার ইজ্রনীল মণি জন্মিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেক

পতং পঞ্চসহস্রং বিতরে যবে । জিতিষ্টেচ্ছরসহস্রে যে চতুর্ভিষ্চ
চতুর্গুণং ॥ ইতি যুক্তিকল্পতরঃ ॥

রত্নাভয়ঃ শাখগণপ্রাতমাস্তথাশ্চে । নালারসপ্রভব-
বৃহদভ্যন্ত কেচিৎ কেচিৎতথা সমদকোকিলকঠ-
ভাসঃ ॥ ৫ ॥ একপ্রকারা বিম্পষ্টবর্ণশোভাবভাসিনঃ ।
জায়ন্তে মুনরন্তমিহিঙ্গনীলা মহাগুণাঃ ॥ ৬ ॥ মৃৎ-
পাষণশিলারত্ন-কর্করাত্রাসসংযুতাঃ । অত্রিকাপটল-
ছায়াবর্ণদোষৈশ্চ দূষিতাঃ ॥ ৭ ॥ ততএব হি জায়ন্তে
মণয়ন্তত্র ভূরয়ঃ । শার্ঙ্গসম্বোধিতধিয়ন্তান্ প্রশংসন্তি
সূরয়ঃ ॥ ৮ ॥ ধার্য্যমাণস্ত য়ে দৃষ্টা পদ্মরাগমণে-
গুণাঃ । ধারণাদিঙ্গনীলস্ত তানেবাংগোতি মানবঃ
॥ ৯ ॥ যথা চ পদ্মরাগাণাং জাতকজিতয়ং ভবেৎ ।
ইঙ্গনীলেষপি তথা দ্রষ্টব্যমবিশেষতঃ ॥ ১০ ॥ পরীক্ষা
প্রত্যয়ৈর্ষৈশ্চ পদ্মরাগঃ পরীক্ষ্যতে । তত্রৈব প্রত্যয়া
দৃষ্টা ইঙ্গনীলমণেরপি ॥ ১১ ॥ যাবন্তং চংক্রমেদগ্নিং
পদ্মরাগোপযোগতঃ । ইঙ্গনীলমণিস্তস্মাৎ ক্রমেত
সুমহন্তরং ॥ ১২ ॥ তথাপি ন পরীক্ষার্থং গুণানামভি-
রুদ্ধয়ে । মণি রম্যৌ সমাধেয়ঃ কথঞ্চিদপি কশ্চনঃ ॥ ১৩ ॥

গুলি জলনিধির জলপ্রতিম, কতিপয় ময়ূরকণ্ঠবৎ প্রভাসম্পন্ন
অপর কতকগুলি নীলীরসের বৃহদগম কান্তিযুক্ত, অল্প কতিপয়
প্রমত্ত কোকিলকণ্ঠের তুল্য ছবি সমন্বিত ॥ ৫ ॥ যেসকল ইঙ্গ-
নীলমণি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগের সকলই বিম্পষ্ট বর্ণ ও
শোভাসম্পন্ন, সমানাকার ও মহাগুণশালী ॥ ৬ ॥ যে সকল
ইঙ্গনীলমণি মৃত্তিকা ও পাষণসংযুক্ত, শিরাল, সরঙ্গ, কর্করাধিত
ও মেঘমালার জায় প্রভাবিশিষ্ট সেই, সকল মণি দূষিত ॥ ৭ ॥
সেই স্থানে অনেক ইঙ্গনীলমণি সমুৎপন্ন হইতে লাগিল,
মণিশাস্ত্রকুশল পণ্ডিতগণ ঐ সকল মণির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া
থাকেন ॥ ৮ ॥ পদ্মরাগমণি ধারণকরিলে যে সকল গুণ কীর্ত্তিত
আছে, ইঙ্গনীলমণি ধারণকরিলেও সেই সেই গুণ হইয়া থাকে
॥ ৯ ॥ যেমন পদ্মরাগমণির ত্রিবিধ জাতি আছে, সেইরূপ ইঙ্গ-
নীলমণিতেও অনেক জাতি অহুমিত হইবে ॥ ১০ ॥ যে যে
উপায়ে পদ্মরাগমণির পরীক্ষা হইয়া থাকে, সেই সেই উপায়
আশ্রয় করিয়া ইঙ্গনীল মণির পরীক্ষা করিবে ॥ ১১ ॥ পদ্মরাগের
উপযোগে যেরূপ পদ্মি আক্রান্ত হয়, ইঙ্গনীলমণির সহযোগে
ততোহধিক অগ্নি আক্রান্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥ তথাপি মণি ও
রত্নের পরীক্ষা করণার্থ অথবা গুণসম্বন্ধনর্থ কদাচ কোনরূপ মণি

আহমাত্রাপারজ্ঞানে দাহদোষৈশ্চ দূষতঃ । সো-
হনার্থায় ভবেন্তত্বঃ কর্ত্ত্বঃ কারয়িত্তত্ত্বা ॥ ১৪ ॥
কাচোৎপলকরবীরসকটিকাদ্যা ইহ বুদ্ধৈঃ স-
বৈদূর্য্যাঃ । কথিতা বিজাতয়-ইমে সদৃশা মণিনেঙ্গ-
নীলেন ॥ ১৫ ॥ গুরুভাবকঠিনভাবাবেতেবাঃ নিত্য-
মেব বিজ্ঞেয়ো । কাচাদৃষথাবদুত্তরবিবর্জমানৌ বিশে-
ষণে ॥ ১৬ ॥ ইঙ্গনীলা যথা কথিহিতত্ব্যাত্ত্রবর্ণতাং ।
রক্ষণীয়ৌ তথা তাত্ত্রৌ করবীরোৎলাবুভৌ ॥ ১৭ ॥
যস্ত মধ্যগতা ভাতি নীলস্তেজ্রাযুধপ্রভা । তমিঙ্গনীল-
মিত্যাছ স্মহর্হং ভুবি দুর্লভং ॥ ১৮ ॥ যস্ত বর্ণস্ত ভূয়-
স্ত্বাৎ ক্ষীরে শতগুণে স্থিতঃ । নীলতাং তন্নয়েৎ সর্কং
মহানীলঃ স উচ্যতে ॥ ১৯ ॥ যৎ পদ্মরাগস্ত মহাগুণস্ত
মূল্যং ভবেদ্রাষসমম্বিতস্ত । তদিঙ্গনীলস্ত মহাগুণস্ত
বর্ণস্ত সংখ্যাকুলিতস্ত মূল্যং ॥ ২০ ॥ ইতি গারুড়ে
ইঙ্গনীলপরীক্ষা দ্বিসংগতিতমোহধ্যায়ঃ ॥

অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে না ॥ ১৩ ॥ যদি কোন ব্যক্তি অজ্ঞান-
বশতঃ মণিকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে মণিস্বামী
অনর্থ সংঘটন হয় এবং যে ব্যক্তি এই ক্রিয়ার প্রয়োজক, তাহা-
রও অমঙ্গল হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ কাচ, উৎপল, করবীর, কটিক
বৈদূর্য্য এই সকল অনেকাংশে ইঙ্গনীলমণির সদৃশ হইলেও
মণিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে রত্নের বিজাতীয় বলিয়া
থাকেন ॥ ১৫ ॥ পূর্ব্বোক্ত মণি সকলের গুরুত্ব ও কঠিনত্ব অবশ্য
পরীক্ষা করিবে । সকল প্রকার মণি কাচ হইতে অধিক গৌরবা-
ধিত ॥ ১৬ ॥ যেমন কোম ইঙ্গনীলমণি জীবতাত্রবর্ণ হইলে
তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে, সেইরূপ তাত্রবর্ণ করবীর ও উৎ-
পলকে আদর করিয়া রাখিবে ॥ ১৭ ॥ যে ইঙ্গনীলমণির মধ্যে
আযুধাকার নীলবর্ণ রেখা দৃষ্ট হয়, সেই ইঙ্গনীলমণি মহামূল্য
ও পৃথিবীতে অতিদুর্লভ ॥ ১৮ ॥ প্রগাঢ় বর্ণবিশিষ্ট যে ইঙ্গ-
নীলমণি তাহা শতগুণ হৃৎকমধ্যে রাখিলে ঐ সকল হৃৎক নীলবর্ণ
হইয়া যায় ঐ মণিকে মহানীল মণি বলে ॥ ১৯ ॥ যেরূপ মাষাদি
পরিমাণাঙ্কসারে মহাগুণ পদ্মরাগমণির মূল্য নিরূপিত হইয়া
থাকে, সেইরূপ মাষাদি পরিমাণে ইঙ্গনীলমণিরও মূল্য নির্দ্ধারিত
করিতে হয় ॥ ২০ ॥

ত্ৰ সপ্তাত্তমোঃধ্যায়ঃ ।

স্মৃত-উবাচ ॥ ১ ॥ বৈদূর্য্যপুষ্পরাগাণাং কর্কট-
ভীষ্মকপদে ! পরীক্ষাং ব্রহ্মণা প্রোক্তাং ব্যাসেন কথি-
তাং বিজ্ঞ ॥ ২ ॥ কল্লান্তকালক্ষুভিতানুরাণেৰিহাদ-
কল্লাদিত্তিকস্ত নাদাৎ । বৈদূর্য্যমুৎপন্নমনেকবর্ণং
শোভাভিরামদ্যুতিবর্ণবীজং ॥ ৩ ॥ অবিদূরে বিদূরস্ত
গিরৈরুজ্জ্বলরোধসঃ । কামভূতিকসীমানমমুতস্তা-
করোভবেৎ ॥ ৪ ॥ তস্ত নামসমুখতাদাকরঃ স্তমহা-
গুণঃ । অভুতুত্তরিতো লোকে লোকত্রয়বিভূষণঃ ॥ ৫ ॥

ত্রি সপ্ততিতম অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন, ভীষ্মবর ! ব্রহ্মা বৈদূর্য্য, পুষ্পরাগ প্রভৃতি
মণির যে পরীক্ষা ব্যাসের নিকট বলিয়াছেন, সেই পরীক্ষা-
প্রকরণ-কথিত হইতেছে, ॥ ১-২ ॥ কল্লাবসান কালে জলনিধি
কোভিত হইয়া যেসকল গভীর নামে গর্জন করিয়া থাকে, দিতি-
তনয় বলাসুর প্রাণবিসর্জনকালে সেইরূপ মহাগর্জন করি-
য়াছিল, সেই গর্জন হইতে অতিশোভাসম্পন্ন, সমুজ্জল, বিচিত্র
পুষ্পরাগমণি সমুৎপন্ন হয় ॥ ৩ ॥ অতি উজ্জ্বল শেখর বিদূর-
পর্বতের অনতিদূরে কামভূতিক সীমার প্রান্তভাগে বৈদূর্য্যমণির
আকর হইল ॥ ৪ ॥ বলাসুরের নিন্দোৎপন্ন সেই আকর মহাগুণ-

• অস্ত গুণাঃ । অন্নত্বং । উষ্ণত্বং । কফবায়ুনাশিত্বং । গুণশূল-
প্রশমনত্বং । ভূষিতক্লেং শুভাবহত্বকং । ইতি রাজনির্ব্বচঃ । অপি
চ । মুক্তাবিক্রমবজ্রেত্রবৈদূর্য্যক্ষটিকাদিকং । মণিরত্নং সুরং
নীতং কণায়ং স্বাহ লেখনং । চাক্ষুয্যং ধারণাত্তত পাপালক্ষী-
বিনাশনং । ইতি রাজব্রহ্মভঃ । তচ্ছায়লক্ষণং যথা । একং বেণু-
পলাশকোমলরুচা মায়ুরকণ্ঠস্থিয়া মার্জ্জারেক্ষণপিঙ্গলচবিজ্জ্বা
ক্লেয়ং ত্রিধা জায়য়া । যলগাত্রং গুরুতাং দধাতি নিতরাং সিন্ধুস্ত
দোবোষিতং বৈদূর্য্যং বিশদং বদন্তি স্থবিয়ঃ স্বচ্ছক্ তচ্ছোভনং ।
তচ্ছুল্ললক্ষণং যথা । বিচ্ছায়ঃ মুচ্ছিলাগর্ভতঃ লবু ক্লক্কক্ সক্রতং ।
সত্রাসং পুরুষং ক্লক্কং বৈদূর্য্যং দূরতাং নয়েৎ । তৎপরীক্ষা যথা ।
স্বষ্টং যদীশ্বনা স্বচ্ছং স্বচ্ছায়াং নিকবাননি । কটুং প্রদর্শয়েদে-
তবৈদূর্য্যং জাতমুচ্যতে ॥ ইতি রাজনির্ব্বচঃ । অত্রচ । সিতক
মুত্রগন্ধাশনীষৎক্লক্কমিতং ভবেৎ । বৈদূর্য্যং নাম তদ্রত্নং রত্ন-
বিত্তিকদ্যুতং ॥ ব্রহ্মকজ্রিয়বিটপ্ৰজাতিভেদাচ্ছত্ববিধং । সিত
নীলো ভবেদ্বিপ্রঃ সিতারক্ত বাহজঃ ॥ পীতানীলস্ত বৈশ্ণবঃ

তস্তেব দানবপত্তে-ননদানুরূপাঃ প্রায়শ্চপয়োদবরদাশত
চারুক্রপাঃ । বৈদূর্য্যরত্নমণরোবিবিধাবভাসস্তম্ভাৎ
ক্ষুল্লিকনিবহা ইব সংবভূবুঃ ॥ ৬ ॥ পদ্মরাগমুপাদায়
মণিবর্ণাংহি যে ক্ষিতৌ । সর্বাংস্তান্ বর্ণশোভাভি-
রৈদূর্য্যমমুগচ্ছতি ॥ ৭ ॥ তেষাং প্রধানং শিখিকণ্ঠনীলং
যদা ভবেদ্বৈদূর্য্যলপ্রকাশং । চাষাঃপক্ষপ্রতিমশ্রিয়ৌর
ন তে প্রশস্তা মণিশাত্তবিভিঃ ॥ ৮ ॥ গুণবান্ বৈদূর্য্য-
মণির্যোজয়তি স্বামিনং বরভাগ্যৈঃ । দোবৈবুজো-

সম্পন্ন ও ত্রিলোকের বিভূষণরূপ হইয়াছিল ॥ ৫ ॥ সেই
আকরে বলাসুরের নিনাদানুরূপী বর্ণাকালীন জলধররাশির
জায় চারুদর্শন, অগ্নিফুল্লির জায় সমুজ্জল, বিচিত্রবর্ণ
বৈদূর্য্য মণি সমুৎপন্ন হইতে লাগিল ॥ ৬ ॥ পৃথিবীতে পদ্মরাগ
প্রভৃতি যে সকল মণি ও রত্ন বিদ্যমান আছে, বৈদূর্য্যমণি ঐ
সকল মণির শোভার অহু করণ করে ॥ ৭ ॥ বৈদূর্য্যমণি পদ্ম-
রাগাদি সকল মণির প্রধান, উহা ময়ুরকণ্ঠবৎ বর্ণবিশিষ্ট
অথবা বংশপত্রবৎ সমুজ্জল । যে সকল বৈদূর্য্যমণি চাষপক্ষীর
পক্ষের জায় বর্ণশালী, মণি শাত্তবিৎ পণ্ডিতগণ সেই সকল
মণিকে অপ্রশস্ত মণিমধ্যে গণ্যকরিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥ গুণবান্
বৈদূর্য্য মণি তাহার স্বামীর সৌভাগ্য বৃদ্ধি করে । এবং দোষ

জ্ঞাৎ নীল এব হি শূদ্রকঃ । অথ গুণাঃ । মার্জ্জারময়নপ্রাখ্যং
রসোনপ্রতিমং হি বা । কলিলং নির্মলং ব্যঙ্গং বৈদূর্য্যং দেব-
ভূষণং ॥ সূতরাং ঘনমত্যচ্ছং কলিলং ব্যঙ্গমেব চ । বৈদূর্য্যাণাং
সমাখ্যাতা এতে পঞ্চ মহাগুণাঃ । তদ্যথা । উদ্গিরস্তিব দীপ্তিং
যোহসৌ সূতার ইতি গদ্যতে । প্রমাণাতন্ত্রং গুরু যৎ ঘনমিত্য-
ভিধীয়তে ॥ কলঙ্কাদিবিহীনং তদত্যচ্ছমিতি কীর্তিতং । ব্রহ্ম-
শূদ্রং বলাকারস্তচ্ছলো যত্র দৃশ্যতে ॥ কলিলং নাম তদ্রাজ্যং
সর্বসম্পত্তিকারকং । বিল্লিষ্টাঙ্গস্ত বৈদূর্য্যং ব্যঙ্গমিত্যভিধীয়তে ।
কর্করং কর্কশং ত্রাসঃ কলঙ্কো দেহ ইত্যপি । এতে পঞ্চ মহা-
দোষা বৈদূর্য্যগাণামুদীরিতাঃ শর্করায়ুক্তমিব যৎ প্রতিভাতি চ
কর্করং । স্পর্শেহপি চ যতজ্জ্বলয়ঃ কর্কশং বন্ধনাশনং । ত্রিম-
ভাষিকরত্নাসঃ স কুর্য্যাৎ কুলসংক্ষয়ং ॥ বিরুদ্ধবর্ণো যতাক্কে
কলঙ্কঃ ক্ষয়কারকঃ । মলদিগ্ধ ইবাভাতি দেহো দেহবিনাশনঃ ॥
জয়তি যদি স্তবণং ত্যাগহীনো বদা বা বহুবিধমণিহারী তুপ-
তিক্কা যতীকা । দধদগি ধৃতদোষঃ জাকু বৈদূর্য্যরত্নং প্রতিশত-
ফলরূপঃ পাতমেধ্যাত্যস্তং ॥ ইতি যুক্তিকরতরো বৈদূর্য্যপরীক্ষা ॥

দৌৰৈশ্চন্দ্রাদ্যভ্যাং পরীক্ষত ॥ ৯ ॥ গিরিকাচশিঙ-
পালো কাচক্ষটিকাশ্চ ধূমনির্ভিয়াঃ । বৈদূৰ্য্যমণে-
রেতে বিজাতীয়ঃ সরিভাঃ সন্তি ॥ ১০ ॥ লিখ্যাত্বাং
কাচং লঘুত্বাং শৈলপালকং বিজ্ঞাং । গিরি-
কাচমদীপ্তিভ্যাং ক্ষটিকং বর্ণোজ্জ্বলেন ॥ ১১ ॥ যদিহ-
লীলস্ত মহাগুণস্ত সুবর্ণসংখ্যাকলিতস্ত মূল্যং । তদৈব
বৈদূৰ্য্যমণেঃ প্রদীষ্টং পলধরোহ্মাপিতগৌরবস্ত ॥ ১২ ॥
জাত্যন্ত সর্বেপি মণেষু যাদৃগ্বিজতয়ঃ সন্তি সমান
বর্ণাঃ । তথাপি নামাকরণানুমেয়ভেদপ্রকারঃ পরমঃ
প্রদীষ্টঃ ॥ ১৩ ॥ সুখোপলক্ষ্যশ্চ সদা বিচার্য্যো হ্যয়ং
প্রভোদো বিহুবা নরেন । স্নেহপ্রভেদো লঘুতা বৃহৎ
বিজাতিলিঙ্গং খলু সার্বজন্যং ॥ ১৪ ॥ কুশলাকুশলৈঃ
প্রপূৰ্য্যমাণাঃ প্রতিবন্ধাঃ প্রতিসংক্রিয়াপ্রয়োগৈঃ ।
গুণদোষসমুদ্ভবং লভন্তে মণয়োহর্থাস্তরমূল্যমেব ভিন্নাঃ
॥ ১৫ ॥ ক্রমশঃ সমভীতবর্তমানাঃ প্রতিবন্ধা মণিবন্ধ-

বৃক্ বৈদূৰ্য্য স্বীয় প্রভুর অমঙ্গল সংঘটন করে । অতএব বিশেষ
রূপে পরীক্ষাকরিতা মণি ধারণকরিতে ॥ ৯ ॥ গিরিকাচ,
শিঙপাল, 'কাচ' ও 'ক্ষটিক' এই চতুর্বিধ দ্রব্য বৈদূৰ্য্য মণির
বিজাতীয় ॥ ১০ ॥ কাচে কোন রূপ লেখন হয় না, শিঙপাল
অতিলঘু, গিরিকাচ দীপ্তিহীন এবং ক্ষটিক সমধিক উজ্জ্বল । এই
সকল গুণ দর্শনে গিরিকাচাদি নির্ণয় করিতে ॥ ১১ ॥ যেমন
মহাগুণশালী ইন্দ্রনীল মণির পরিমাণানুসারে মূল্য নিরূপিত
হইয়াছে, সেইরূপ মাষক পরিমিত বৈদূৰ্য্যমণির মূল্য নিরূপিত
হইবে ॥ ১২ ॥ যেমন একজাতীয় ও সমানগুণসম্পন্ন মণি
প্রকারভেদে অনেক আছে, সেইরূপ বিজাতীয় মণিও অনেক
প্রকার হইয়া থাকে । তাহাদিগের নামানুসারে মূল্য স্বীকৃত
হয় ॥ ১৩ ॥ মণিশাস্ত্রবিশারদ মহুবা এইরূপে স্বল্প বিচার
পূর্বক বৈদূৰ্য্য মণির জাতি ও বিজাতীয় নিরূপণ করিবে । যে
সকল মণি লঘু ও বৃহৎ তাহারা বিজাতীয় বলিয়া স্থির করিবে ॥
১৪ ॥ সবিশেষ পরীক্ষা দ্বারা মণির দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া
তদনুসারে মূল্য নির্ণয় করিবে । যে মণিতে যেরূপ দোষ গুণ
লক্ষিত হয়, সেইরূপে সেই মণির মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে ।
১৫ ॥ রত্নশাস্ত্র পারদর্শী পণ্ডিত কিছুদিন মণির পরীক্ষা করিয়া

কেন যজ্ঞাং । যদি নাম ভবন্তি দোষহীনা মণয়ঃ বড়-
গুণমাপ্নুবন্তি মূল্যং ॥ ১৬ ॥ আকারান্ সমভীতানামুদধে-
স্তীরসরিধৌ । মূল্যমেতৎ মণীনস্ত ন সর্বত্র মহীতলে ॥
১৭ ॥ সুবর্ণো মনুনা বস্ত প্রোক্তঃ ষোড়শমাষকঃ ।
তস্ত সপ্ততমোভাগঃ সংজ্ঞারূপং করিব্যক্তি ॥ ১৮ ॥
শাণশ্চতুর্মাষমানো মাষকঃ পঞ্চকুঞ্চলঃ । পলস্ত দশমো-
ভাগোধরণঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ । ইতি মণিবিধিঃ প্রোক্তো-
রত্নানাং মূল্যনিশ্চয়ে ॥ ১৯ ॥ ইতি গারুড়ে বৈদূৰ্য্য-
পরীক্ষাঙ্গিসংগতিতমোহধ্যায়ঃ ।

চতুঃ সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ॥ ১ ॥ পতিতারা হিমাল্যৌ তু ত্রচস্ত
সুরদ্বিধঃ । প্রাচুর্ভবন্তি তাত্যস্ত পুষ্পরাগা মহাগুণাঃ ॥ ২

দেখিবে । যদি মণির পূর্কবস্থা ও বর্তমান ভাবের কোন বৈল-
ক্ষ্য্য দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে সেই মণির মূল্য বড়গুণ হইয়া
থাকে ॥ ১৬ ॥ আকরোৎপন্ন মণির যে মূল্য উক্ত হইল,
সমভীতীরসরিধানে ঐরূপ মূল্য হইয়া থাকে, পৃথিবীর সকল
স্থানে ঐরূপ মূল্যের ব্যবস্থা হয় না ॥ ১৭ ॥ ষোড়শ মাষায়
এক সুবর্ণ হয়, তাহার সপ্তম ভাগ দ্বারা বৈদূৰ্য্যের পরিমাণ
করিবে ॥ ১৮ ॥ চারি মাষায় এক শাণ পরিমাণ হয়, পঞ্চ
মাষায় এক কুঞ্চল এবং পলের দশমভাগে এক ধরণ হইয়া থাকে
মণিপরিমাণ কালে এইরূপ পরিমাণ লইয়া কার্য্য করিবে ॥ ১৯ ॥

চতুঃ সপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন, হিমালয় পর্বতে বলাসুরের যে সকল চন্দ্র
পতিত হইয়াছিল, ঐ সকল চন্দ্র হইতে মহাগুণশালী পুষ্পরাগ*

* অস্ত্র গুণাঃ । অন্নং । শীতং । বাতনাশিত্বং । দীপনম্বকং ।
তস্ত ধারণগুণঃ । আয়ুঃপ্রীতীজাকারিত্বং । তস্ত লক্ষণং যথা ।
সুচ্ছায়পীড়গুণগাত্ররসগুণং মিথুনং নির্মলমভীতং সুবর্তনীতং ।
যঃ পুষ্পরাগসকলং কলয়েদমুখ্য পুষ্কতি কীর্তিমতিশৌর্য্যসুখা-
য়ুর্থান্ । তস্ত কুলক্ষণং যথা । কৃষ্ণবিন্দুকিতং ক্রকটং ধবলং
মলিনং লঘু । বিজ্ঞায় শর্করাগারং পুষ্পরাগং সদোষকং । তস্ত

আপীতপাণ্ডুরুচিরঃ পাৰাণঃ পদ্মরাগসংজ্ঞকঃ । কৌরু-
ওকনামা স্তাৎ সএব যদি লোহিতস্ত পীতঃ ॥ ৩ ॥
আলোহিতস্ত পীতঃ স্বচ্ছঃ কাষায়কঃ স-এবোক্তঃ ।
আনীলশুক্লবর্ণঃ স্নিগ্ধঃ সোমানকঃ সপ্তগঃ ॥ ৪ ॥
অত্যন্তলোহিতোযঃ স-এব খলু পদ্মরাগসংজ্ঞকঃ স্তাৎ ।
অপি চেত্সনীলসংজ্ঞকঃ স-এব কথিতঃ সুনীলঃ সন্ ॥ ৫ ॥
মূল্যং বৈদূর্য্যমণেরিব গদিতং হস্ত রত্নশাস্ত্রবিদা । ধারণ-
ফলঞ্চ তদ্বৎ কিন্তু জীর্ণাং সূতপ্রদো ভবতি ॥ ৬ ॥ ইতি
গারুড়ে মহাপুরাণে পুষ্পরাগপরীক্ষা চতুঃসপ্ততিতমো-
হধ্যায়ঃ ॥

মণির উৎপত্তি হয়। ১-২। এই মণির নানাবিধ জাতি আছে,
যে মণি ঈষৎ পীতবর্ণ, তাহার নাম পুষ্পরাগ এবং ঐ মণি যদি
পীতের আভ্যন্তর লোহিতবর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে কৌরু-
ওক বলে। ৩। যে মণি লোহিতের আভ্যন্তর, পীতবর্ণ ও স্বচ্ছ
তাহার নাম কাষায়। এবং যে মণি নীলের আভ্যন্তর,
শুক্লবর্ণ, তাহাকে সোমানক মণি বলে। ৪। যে মণি অতিশয়
লোহিতবর্ণ তাহার নাম পদ্মরাগ, এবং অতিনীলবর্ণ মণিকে
ইন্দুনীল বলে। ৫। মণিশাস্ত্রকুশল পণ্ডিতবর্গ যেক্রমে বৈদূর্য্য-
মণির মূল্যের নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, সেই নিয়মে পুষ্প-
রাগমণির মূল্য নিরূপিত করিবে। বৈদূর্য্যমণি ধারণে যেক্রম
ফল কথিত আছে, এই মণিধারণেও তদমুরূপ ফল হইয়া
থাকে। বিশেষতঃ এই মণিধারণ করিলে নারী পুত্র প্রসব
করে। ৬।

পরীক্ষালক্ষণে যথা। স্মৃষ্টো বিকাশয়েৎ পুষ্পরাগমধিকমাস্মীয়ং ।
ন খলু পুষ্পরাগো জাত্যতরা পরীক্ষকৈরুক্তঃ । ইতি রাজনির্ব্বাণঃ ।
প্রকারান্তরং । শগপুষ্পসমঃ কাস্ত্যা স্বচ্ছতাবস্ত চিকণঃ । প্রদো
ধনদঃ পুণ্যঃ পুষ্পরাগমণির্দ্ভূতঃ । দৈত্যধাতুসমুদ্ভূতঃ পুষ্পরাগ-
মণির্বিধাঃ পদ্মরাগাকরে কশিচৎ কশিতাক্ষে গ্যাপলাকরে । ঈষৎ
পীতচ্ছত্রিচ্ছায়াস্বচ্ছঃ কাস্ত্যা মনোহরঃ । পুষ্পরাগমিতি প্রোক্তঃ
রজসোমমহীভূজা । ব্রহ্মাদিজাতিভেদেন তদ্বিজ্ঞেয়ং চতুর্বিধং ।
হারা চতুর্বিধা তস্ত সিতা পীতা সিতাসিতা । ইতি মুক্তি-
কমন্তকঃ ।

পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ বায়ুর্নখান্ দৈত্যপতেগৃহীত্বা
চিক্রেপ সৎপদ্মবনেষু হৃষ্টঃ । ততঃ প্রসূতং পবনোপ-
পন্নং কর্কটনং পূজ্যতমং পৃথিব্যাং ॥ ২ ॥ বর্ণেন
তদ্রুধিরসোমমধুপ্রকাশমাতাত্রপীতদহনোজ্জলিতং বি-
ভ্রাতি । নীলং পুনঃ খলু সিতং পরুষং বিভিন্নং
ব্যাধ্যাদিদোষকরণে ন চ তদ্বিভ্রাতি ॥ ৩ ॥ স্নিগ্ধা-
বিশুদ্ধাঃ সমরাগিণশ্চ আপীতবর্ণা গুরবো বিচিত্রাঃ ।
ত্রাসত্রণব্যালবিবর্জিতাশ্চ কর্কটনাস্তে পরমং পবিজ্রাঃ ॥
৪ ॥ পাত্রেণ কাঞ্চনময়েন তু বেষ্টয়িত্বা তপ্তং যদা হত-
বহৈ-ভবতি প্রকাশং । রোগপ্রণাশনকরং কলিনাশন-
স্তদায়ুষ্করং কুলকরঞ্চ সুখপ্রদঞ্চ ॥ ৫ ॥ এবমিধং বহুগুণং
মণিমা বহন্তি কর্কটনং শুভমলঙ্কৃতয়ে নরা য়ে । তে
পুঞ্জিতা-বহুধনা-বহুবাক্ষবাশ্চ নিত্যোজ্জ্বলাঃ প্রমুদিতা-
অপি তে ভবন্তি ॥ ৬ ॥ একেহপনছ বিকৃতাকুলনীল-

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন, পবনদেব দৈত্যপতি বলাসুরের নখ সকল
গ্রহণ করিয়া প্রহুটমানে পদ্মবনে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই
পদ্মবনে সর্কোৎকৃষ্ট কর্কটন মণি সমুৎপন্ন হইল। ১-২।
কর্কটন মণি নানাবর্ণে বিভক্ত। রুধিরবর্ণ, চক্রেপ্রভ, মধুসমবর্ণ-
বিশিষ্ট, ঈষতাত্রবর্ণ, পীতভ, অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল, নীলবর্ণ ও
শ্বেতবর্ণ। এই মণি যদি পরুষ, ভিন্ন অথবা বিকৃত হয় তাহাহইলে
ইহার দীপ্তি থাকে না। ৩। যে কর্কটন মণি স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ,
সমানবর্ণ, ঈষৎ পীতভ, শুক্ল, বিচিত্র এবং ত্রাস, ত্রণ ও ব্যাল
প্রভৃতি মণিদোষ বিহীন, সেই কর্কটনমণি প্রশস্ত ও পবিজ্র
। ৪। কর্কটনমণি সূবর্ণ পাত্রে দ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগ্নিতে প্রোতপ্ত
করিলে তাহার উজ্জ্বলা বুদ্ধি পায়। এই মণিধারণ করিলে
রোগ বিনাশ হয়, কলিদোষশান্তি হয়, আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়, কুলরক্ষা
হয় এবং সর্বপ্রকার সুখসম্পত্তি বৃদ্ধিপায়। ৫। এইরূপ বহুগুণ
সমবিত্ত কর্কটন মণি ধারণকরিয়া যাহারা শরীর অলঙ্কৃত করে,
তাহারা ধরণীতলে সর্বজনের পূজ্য হইয়া ধনধান্যাদি বহুরত্ন-
শালী হয় এবং বহুবাক্ষবে পরিবৃত্ত হইয়া নিত্যোৎসবে ও সন্ত
চিত্তে কাল অতিবাহিত করে। ৬। অস্ত্র কতিপয় মণি আছে,

ভাসঃ প্রস্নানরাগলুপিতাঃ কলুষা-বিরূপাঃ । তেজো-
হতিদীপ্তিকুলপুষ্টিবিহীনবর্ণাঃ কর্কেতনস্ত সদৃশং বপু-
রুৎসহস্রি ॥ ৭ ॥ কর্কেতনং যদি পরীক্ষিতবর্ণরূপং
প্রত্যগ্রভাস্বরদিবাকরমুপ্রকাশং । তস্তোত্তমস্ত মণি-
শাস্ত্রবিদা মহিমা স্তন্যস্ত মূল্যমুদিতং তুলিতস্য
কুর্য্যং ॥ ৮ ॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে কর্কেতনপরীক্ষা
পঞ্চসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥

ষট্‌সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ হিমত্যন্তরে দেশে বীৰ্য্যং পতিতং
সুরদ্বিবস্তম্ । সংপ্রাপ্তমুত্তমানামাকরতাং ভীষ্মরত্নানাং ॥
২ ॥ শুক্রাঃ শঙ্খাজনিভাঃ স্তোনাৎসগ্নিভাঃ প্রভা-
বন্তঃ । প্রভবন্তি তত-স্করুণা-বজ্রনিভা ভীষ্মপাশাণাঃ
৩ ॥ হেমাদিপ্রতিবন্ধাঃ শুদ্ধমপি শ্রদ্ধয়া বিধত্তে যঃ ।
ভীষ্মমণিং গ্রীবাতিষু সম্পদং সর্বদা লভতে ॥ ৪ ॥
নিরীক্ষ্য পলায়ন্তে যে তমরণ্যনিবাসিনঃ সমীপে

তাহারাও কর্কেতন মণির সদৃশ, কিন্তু তাহাদিগের বর্ণ কর্কেতন
মণির জ্ঞায় সমুজ্জল নহে, পরন্তু সেই সকল মণি দীপ্তি, পুষ্টি ও
বর্ণবিহীন এবং মলীন ও বিরূপ । ৭ । পরীক্ষিত কর্কেতন মণি
মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের জ্ঞায় সমুজ্জল । মণিশাস্ত্রপারদর্শী পাণ্ডিত
উত্তম কর্কেতনমণির মাহাত্ম্যাদর্শনে পরিমাণ করিয়া মূল্য নিরূ-
পিত করিবেন । ৮ ।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন, হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরপ্রদেশে সুরারি
বলানুরের বীৰ্য্য পতিত হইয়াছিল, এইজন্য সেই স্থানে ভীষ্মক
নামক উত্তম মহামণির আকর হইল । ১-২ । সেই আকরে
শঙ্খ ও খেতুগণের জ্ঞায় শুক্রবর্ণ এবং তরুণাদিত্যের জ্ঞায় প্রভা-
সম্পন্ন ভীষ্মকমণি প্রাপ্ত হইতে লাগিল । ৩ । যে ব্যক্তি
সুবর্ণাদি দ্বারা সযত্ন করিয়া বিত্তে ভীষ্মকমণি শ্রদ্ধাসহকারে কর্তে
ধারণ করে, সেই ব্যক্তি সর্বসম্পত্তি লাভ করে । ৪ । যে এই
ভীষ্মকমণি ধারণ করে তাহাকে দর্শন করিয়া অরণ্যচারী বীণী,

হপি । বীণিরকশরভকুঞ্জরসিংহব্যাঘ্রাদয়ো-হিংস্রাঃ
॥ ৫ ॥ তস্তোৎকলভকুতিনোৰ্ভয়ং নচাত্তীশমুপহসন্তি ।
ভীষ্মমণিগুণযুক্তেন সম্যক প্রাপ্তাদুলীয়কলত্রয়ং ॥ ৬ ॥
পিতৃতর্পণাপি পিতৃণাং তৃপ্তিবহুবার্ষিকী ভবতি ।
শাম্যন্ত্যন্তু তাত্তপি সর্পাণ্ডকাধুরশ্চিকবিষাণি ॥ ৭ ॥
সলিনাগ্নিবৈরিতস্করতয়ানি ভীমানি নশন্তি । শৈবল-
বলাহকাভং পরুষং পীতপ্রভং প্রভাহীনং মলিন-
হ্যতি চ বিবর্ণং দূরাং পরিবর্জয়েৎ প্রাক্কঃ ॥ ৮ ॥
মূল্যং একম্ল্যমেবাং বিবুধবরৈর্দেপকালবিজ্ঞানাং ।
দূরে ভূতানাং বহু কিঞ্চিন্নিকটপ্রসূতানাং ॥ ৯ ॥ ইতি
গারুড়ে মহাপুরাণে বৈদুর্য্যপরীক্ষা ষট্‌সপ্ততিতমো-
হধ্যায়ঃ ॥

সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ পুণ্যেযু পর্ব্বতবরেষু চ নিম্ন-
গামু স্থানান্তরেষু চ তথোত্তরদেশগামু । সংস্থাপি-

যুক, রসভ, হস্তী সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রজন্তুগণ তৎকণাৎ
পলায়ন করে । ৫ । ভীষ্মমণিকে অসুলীর রত্নরূপে ধারণ
করিলে তাহার কোনরূপ হিংস্রজন্তুর ভয় থাকে না । ৬ । এই
মণি হস্তে ধারণ করিয়া পিতৃতর্পণ করিলে পিতৃলোকের বহু
বার্ষিকী তৃপ্তি হইয়া থাকে এবং এই রত্নের ধারণে সর্বপ্রকার
ভৌতিক উপদ্রব শাস্তি হয়, সর্প প্রভৃতি অশুভ জন্তু, ইন্দুর ও
বৃশ্চিকবিষ, নিবারণ হইয়া থাকে এবং সলিল, তস্কর, শত্রু
প্রভৃতির ভয় বিদূরিত হয় । ৭ । যে ভীষ্মকমণি শৈবাল ও
মেঘের ন্যায় বর্ণসম্বিত, পরুষ, পীতবর্ণ, প্রভাহীন, মলিন
অথবা বিবর্ণ, সেই ভীষ্মকমণিকে প্রাক্ক ব্যক্তি দূরহইতে পরি-
বর্জন করিবে । ৮ । পণ্ডিতগণ দেশকালভেদে এই সকল
মণির মূল্য নিরূপণ করিবেন । আকরের দূরবর্তীস্থানে মূল্যের
আধিক্য এবং নিকটস্থদেশে অল্পতা হইয়া থাকে । ৯ ।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন, পুণ্যপর্ব্বত, পবিত্রনদী প্রভৃতি উত্তরদিগবর্তী
ত্রিধাত প্রদেশে সর্পগণ দানবাধিপতি বলানুরের নথ সকল

ভাষ্য নথরাভুক্তগৈঃ প্রকাশ্যং সংপূজ্য দানবপতিং
প্রথিতে প্রদেশে ২২। দাশার্ণবাগদবমেকলকালগানৌ-
গুজ্ঞানকৌজমুগালবর্ণাঃ। গজ্জবলিকদলীসদৃশা-
রক্তান্না-ত্রতে প্রশস্তাঃ পুলকাঃ প্রসূতাঃ ৩৩। শম্বাজ
ভুলার্কবিচিহ্নতকাঃ সূত্রৈর্যাপেতাঃ পরমাঃ পবিভাঃ।
মঙ্গল্যযুক্তা বহুভক্তিচিহ্না-রুদ্ধিপ্রদান্তে পুলকা ভবন্তি ৩৪।
কাকশ্বাসভঙ্গালকোপ্রক্লপৈর্গৃহৈঃ সমাংসরুধি-
রাজমুখৈর্যাপেতাঃ। মৃত্যুপ্রদাশ্চ বিহুয়া পরিবর্জনীয়া
মূল্যং পলস্ত কথিতঞ্চ শতানি পঞ্চ ৩৫। ইতি গারুড়ে
মহাপুরাণে পুলকপরীক্ষা সপ্তসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ১ ॥ হতভুগ্ৰুপমাদায় দানবস্ত যথৈ-
ক্ষিতং। নর্মদায়ানং নিচিক্ষেপ কিঞ্চিদীনাদি ভূমিষু ॥
২ ॥ তত্রৈঙ্গগোপকলিতং শুকবক্ত্রবর্ণং সংস্থানতঃ
প্রকটপীনসমানমাত্রং। নানাপ্রকারবিহিতং রুধি-

স্থাপন করিয়াছিল। ১-২। যে যে স্থানে দানবাধীশের নথ
পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে নানাবর্ণে চিত্রিত ও সমুজ্জল
মণি উৎপন্ন হয়, এই সকল প্রশস্তমণিকে পুলক বলে। ৩। পুলক-
মণি শম্ব, পদ্ম, ভূজ* অথবা সূর্য্যের ন্যায় বর্ণসম্পন্ন। এই সকল
পরমপবিত্র মণি সূত্রসংযুক্ত করিয়া ধারণ করিলে সর্ববিষয়ে
মঙ্গল ও বিশিষ্ট বুদ্ধি লাভ হয়। ৪। যে সকল মণি কাক,
কুক্কর, গর্দভ, শৃগাল ব্যাজাদি বিরুটাকার জন্তু ও মাংসরুধিরে
আর্জমুখ গৃহগণে পরিবেষ্টিত সেই সকল মণি মৃত্যুপ্রদ অতএব
এই সকল মণিকে পণ্ডিতগণ বর্জন করিবে। এই পুলকমণির
কল্য নিরূপণের নিয়ম এই—একপল পরিমিত পুলকমণির মূল্য
পঞ্চতমুদ্রা নির্দিষ্ট আছে। ৫।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়

• সূত্র কহিলেন, অগ্নিদেব দানবাধীশের রূপ গ্রহণ করিয়া
নর্মদাপ্রদেশের নিম্নভূমিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ১। ২।
যে যে স্থানে দানবপতি বলাসুরের রূপ নিপতিত হইয়াছিল,
সেই সেই স্থানে ইঙ্গগোপমণি সমুৎপন্ন হইল। এই মণি শুক-
পাকীর কুণ্ডের ভায় বর্ণসম্বিত ও গীলুকলের ভায় আকৃতিমান।

রাখারত্বমুক্ত্য তস্ত শলু সর্বসমানমেব ৩ ॥
মধ্যেদুপাওরমতীব বিশুদ্ধবর্ণং তচ্ছৈঙ্গনীলসদৃশং
পটলং তুলে স্তাৎ। সৈম্বধ্যভূত্যা জননং কথিতং তদৈব
পঞ্চ তৎকিল ভবেৎ সুরবজ্রবর্ণং ৪ ॥ ইতি গারুড়ে
মহাপুরাণে রুধিরাত্ম্যপরীক্ষা অষ্টসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

উনাশীতিতমোহধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ১ ॥ কাবেরবিক্ষবনচীননেপাল-
ভূমিষু। লাক্ষ্মী ব্যকিরম্মেদো দানবস্ত প্রযত্নতঃ ২ ॥
আকাশযুদ্ধং তৈলাত্ম্যমুৎপন্নং ক্ষটিকং ৩ ততঃ। শৃগাল-

এবং এই স্থানে নানাপ্রকারে বিরচিত উক্ত ইঙ্গগোপমণির সমানা-
কার কথিরাধ্য মণি জন্মিয়াছিল। ৩। এই মণিমধ্যভাগে চস্ত্রের
ভায় পাণ্ডুরবর্ণ, অতিবিশুদ্ধ ও ইঙ্গনীলমণির সমানাকার। এই
মণি ঐশ্বর্য্য ও ভূত্যাপ্রদ। উক্ত মণি পরিপক হইলে সুরবজ্রের
ভায় বর্ণশালী হয়। ৪।

-:০:-

উন অশীতিতম অধ্যায়।

সূত বলিলেন, কাবের, বিক্রা, বাবন, চীন ও নেপাল দেশে
বলরাম বলাসুরের মেদঃ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ১-২। যে যে
প্রদেশে বলাসুরের মেদঃ নিপতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে
তৈলক্ষটিক নামে মহামণি সমুৎপন্ন হইল। এই মণি শৃগাল ও

অস্ত্র গুণাদি যথা। ক্ষটিকঃ সমবীর্ঘ্যশ্চ পিত্তদাহার্জিতদোষহুৎ
তস্তাক্ষমালাং অপতাং দন্তে কোটিগুণং কলং। তৎপরীক্ষা যথা।
যদগজাতোরবিন্দুচ্ছবিবিমলতমং নিম্ববং নেত্রহন্যং স্নিগ্ধং শুক্ল-
স্তরালং মধুরমতিহিমং পিত্তদাহার্জহরি। পাবাণে যন্নিম্বষ্টং
ক্ষুটিতমপি নিজাং স্বচ্ছতাং নৈব জহাৎ তজ্জাত্যং জাতু লভ্যং
তদমুপচিস্তুতে শৈবরত্নঞ্চ রত্নং। হিন্দুস্থানে বিদ্যাদিতি চ পাঠঃ।
ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ। অপি চ। মৃত্যাবিক্রমবজ্রৈর্বৈদূর্য্যক্ষটিকা-
দিকং। মণিরত্নং সরং শীতং কবায়ং স্বাচ্ছ লেখনং। চম্বুয়াং
ধারণাত্তজ পাণালক্ষ্মীবিনাশনং। ইতি রাজবল্লভঃ। তথা।
হিমালয়ে সিংহলে চ বিক্রাটবিত্তে তথা। ক্ষটিকং জাল্লভে
চৈব নানারূপং সমপ্রভং। হিমাত্মো চক্রসংকাশং ক্ষটিকং তদ-
বিদ্যা ভবেৎ। স্বয়াকান্তঞ্চ উত্রৈকং চত্রকান্তং তথাপরং। স্বয়্যাং

শব্দধবলং কিঞ্চিদ্বর্ণাস্তরাশিতং ॥ ৩ ॥ ন তন্তুল্যং হি
রত্নঞ্চ অথবা পাপনাশনং । সংস্কৃতং শিল্পিনা সদ্যো-
মূল্যং কিঞ্চিলভেত্ততঃ ॥ ৪ ॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে
ক্ষটিকপরীক্ষা অনীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

অশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ আদায়শেষস্তস্ত্রাজং বলস্ত্রা-
কেরলাদিষু । চিক্বেপ তত্র জায়ন্তে বিক্রমাঃ স্তুমহা-
গুণাঃ ॥ ২ ॥ তত্র প্রধানং শশলোহিতাভং গুঞ্জাজবা-
পুস্পনিভং প্রদীষ্টং । সনীসকং দেবকরোমকঞ্চ স্থানানি

শব্দের জায় ধবলবর্ণ কোন কোন ক্ষটিক অস্ত্র বর্ণ হইয়া থাকে ।
৩ । এই মণির তুল্য সৰ্ব্বপাপপ্রণাশন মণি আর নাই, শিল্প-
কার দ্বারা এই মণি সংস্কার করিলে মূল্য নিরূপিত হইয়া
থাকে । ৪ ।

—:—:—

অশীতিতম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, অনন্তদেব বলান্ত্রের অস্ত্র লইয়া কেরলাদি
দেশে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । যে যে স্থানে বলান্ত্রের অস্ত্র
পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে মহাগুণসম্পন্ন বিক্রম-
মণি উৎপন্ন হইল । ১-২ । এই মণি যদি জবাপুস্প কিম্বা গুঞ্জা-
কলের জায় অতি লোহিত বর্ণ হয়, তবেই সেই বিক্রমমণি সৰ্ব্ব-
প্রধান হয় । রোমক ও দেবকপ্রদেশে যে বিক্রমমণি সমুৎপন্ন হয়,

গুস্পর্শমাত্রাণ বহিঃ বমতি যং ক্ষণাৎ । সূর্য্যকাস্তং তদাখ্যাতং
ক্ষটিকং রত্নবেদিভিঃ । পূর্ণেন্দুকরংস্পর্শাদমুতং শ্রবতি ক্ষণাৎ ।
চক্রকাস্তং তদাখ্যাতং হ্রস্বতং তৎ কলৌ যুগে । অশোক পল্লব-
চ্ছায়ং দাড়িমীবীজসরিভং । কিম্বাটবিতটে দেশে জায়তে
মন্দকান্তিকং । সিংহলে জায়তে কৃষ্ণমাকরে গন্ধনীলকে ।
পদ্মরাগভবে স্থানে বিবিধং ক্ষটিকং ভবেৎ । অন্ত্যস্তনির্ম্মলং
স্বচ্ছং শ্রবতীব জলং শুচি । জ্যোতির্জ্বলনমানিষ্টং মুক্তাক্যোতী-
রসং বিজ । তদেব লোহিতাকারং রাজাবর্ডমুদাহৃতং । আনীলং
তন্তু পাষণং প্রোক্তং রাজময়ং শুভং । ব্রহ্মহৃদময়ং যন্ত প্রোক্তং
এক্ষময়ং বিজ । ইতি ক্ষটিকপরীক্ষা । ইতি ভোজরাজকৃতযুক্তি-
কল্পতরুঃ ।

তেষু প্রভবং সুরাগং । অস্ত্রজ জাতঞ্চ ন তৎপ্রধানং
মূল্যং ভবেচ্ছিল্পিবিশেষযোগাৎ ॥ ৩ ॥ প্রসন্নং কো-
মলং স্নিগ্ধং সুরাগং বিক্রমং হি তৎ । ধনধান্তকরং
লোকে বিষাক্তিভয়নাশনং । ক্ষটিকস্ত বিক্রমস্ত রত্ন-
জ্ঞানায় শৌনক ॥ ৪ ॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে রত্ন-
পরীক্ষা অনীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

একশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ সৰ্ব্বতীর্থানি * বক্ষ্যামি গঙ্গা-
তীর্থোত্তমোত্তমা । সৰ্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু

তাহা সুনীল বর্ণ । উক্ত কেরলাদি দেশে যে সকল বিক্রমমণি
জন্মে, তাহারাই প্রধান, অস্ত্রবেশজাত বিক্রম উৎকৃষ্ট নহে । ৩ ।
যে বিক্রম প্রসন্ন, কোমলস্পর্শ, স্নিগ্ধ ও প্রগাঢ়রক্তবর্ণ, তাহা
ধারণ করিলে ধনধান্তাদি লাভ হইয়া থাকে এবং শত্রুবিনাশ
হয় । পুলকাধ্যমণি পরীক্ষার নিয়মানুসারে রুধিরাখ্য, ক্ষটিক
ও বিক্রমণির পরীক্ষা করিবে । ৪ ।

—:—:—

একশীতিতম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, আমি সকল তীর্থের মাহাত্ম্যাদি বলিব ।
পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, তন্মধ্যে গঙ্গা সৰ্ব্বতীর্থের প্রধান-
ত্বতা । সকল স্থানেই গঙ্গা সুলভ, কেবল হরিদ্বার, প্রয়াগ

তীর্থতোয়স্ত্র স্থানে পুণ্যত্বং বধা । নদীদেবনিধাতেষু উড়াগেযু
সরঃসু চ । স্থানং সমাচরেন্নিত্যং গৰ্ভপ্রসবণেষু চ । নিপ্পনা-
হৃদতং পুণ্যং ততঃ প্রসবণাদিকং । ততোহপি সারসং পুণ্যং
ততো নাদেয়মুচ্যতে । তীর্থতোয়ং ততঃ পুণ্যং গঙ্গাতোয়ং
ততোহধিকং । ইত্যাদ্যে বহুপুরাণে স্থানবিধির্নাম চতুর্থো-
হধ্যায়ঃ । জলসমীপস্থারস্ত্রিমাভস্থানং । যথা আদিত্যপুরাণে ।
অরস্ত্রিমাভ্রং জলং ত্যজ্য কুৰ্য্যাচ্ছৌচমহুত্বতে । পশ্চাচ্চ শোধয়ে-
তীর্থমন্তথা ন শুচির্ভবেৎ । তস্মিন্ দেশে শৌচং কৰ্ত্তব্যং
বস্মাদরস্ত্রিমাভ্রব্যবহিতং জলং তৎ স্থলমেব তীর্থং জলসমীপস্থায়ং
ইত্যাহিকাচারতত্বং । পরশরঃ । প্রভাসাদীনি তীর্থানি
গঙ্গাদ্যাঃ সন্নিভস্তথা । বিপ্রস্ত দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মহু-
রত্রবীৎ । ইত্যাহিকাচারতত্বং । হস্তহিততীর্থানি বধা । অমু-
ল্যাগ্রে তীর্থং দৈবং বস্মাদুলোমূলে কারং । মধ্যোহষ্টা-

হুস্তভা ॥ ২ ॥ হারদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ।
প্রয়াগং পরমং তীর্থং মৃতানাং ভুক্তিমুক্তিদং ॥ ৩ ॥

ও গঙ্গাসাগরসঙ্গম এই স্থানজন্মে হুস্তভ, প্রয়াগ অতি পরম-
তীর্থ, এই স্থানে যাহারা দেহ বিসর্জনকরে, তাহাদিগের মুক্তি-

কুল্যোঃ পৈত্রং মূলে অষ্টষ্ঠ ব্রাহ্মণঃ । ইত্যমরঃ । তীর্থং ত্রিবিধং ।
যথা । জন্মং ১ মানসং ২ স্থাবরং ৩ । তথা চ । ব্রাহ্মণা জন্মং
তীর্থং নির্মলং সাক্ষ্যামিকং । যেথাং বাক্যাদেকেনৈব শুধ্যন্তি
মলিনো জনাঃ । অগস্তিরুবাচ । শৃণু তীর্থানি গদতো মানসানি
নমানযে । যেসু সম্যক্ নরঃ স্নাত্বা প্রয়াতি পরমাং গতিং ।
সত্যং তীর্থং ক্রমা তীর্থং তীর্থমিত্রিয়নিগ্রহঃ । সর্বভূতদয়া তীর্থং
সর্বব্রাহ্মণম্বেব চ । দানং তীর্থং দয়ন্তীর্থং সন্তোষতীর্থমুচ্যতে
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা । জ্ঞানং তীর্থং ধৃতি-
তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতং । তীর্থানামপি তন্তীর্থং বিশুদ্ধির্নয়নসঃ
পর্য্য । এতত্তে কথিতং দেবি মানসং তীর্থলক্ষণং । ভোমানামপি
তীর্থানাং পুণ্যস্বৈ কারণং শৃণু । যথা শরীরস্তোদেশাঃ কেচি-
ন্থেদ্যতমাঃ স্নাতাঃ । তথা পৃথিব্যামুদেশাঃ কেচিৎ পুণ্যতমাঃ
স্নাতাঃ । প্রতাপানব্রুতাত্মনোঃ সলিলস্ত চ তেজসা । পরিগ্রহানু-
সীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্নাতা । তস্মাদ্তোমেবু তীর্থেষু মানসেবু
চ নিত্যশঃ । উভয়েষপি যঃ স্নাতি স যতি পরমাং গতিং ।
তীর্থগমনে দোষা যথা । অনুপোষ্য ত্রিরাত্রাণি তীর্থান্ননভিগম্য
চ । অদম্বা কাঞ্চনং গাঞ্চ দরিদ্রো নাম জায়তে । তীর্থগমনে ফলং
যথা । অগ্নিষ্টোমাদিভির্ঘটৈষ্টিষ্টৈঃ বিপুলদক্ষিণৈঃ । ন তৎফল-
সমাপ্নোতি তীর্থভিগমনেন যৎ । তীর্থান্নমুস্মরন্ ধীরঃ শ্রদ্ধদানঃ
সমাহিতঃ । কৃতপাপো বিত্তদ্যেত কিং পুনঃ শুদ্ধকর্ম্মকৃতং ।
তির্য্যগ্ধোনিং ন বৈ গচ্ছৎ কুদেশে ন চ জায়তে । ন হুঃখী
স্ত্রীং স্বর্গভাক্ চ মোক্ষোপায়ঞ্চ বিদতি । তীর্থফলভাগিনো
যথা । যন্ত হস্তো চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতং । বিদ্যা তপস্চ
কীর্ত্তিঞ্চ স তীর্থফলমশ্নতে । প্রতিগ্রহাহুপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন
কেনচিৎ । অহঙ্কারবিমুক্তশ্চ স তীর্থফলমশ্নতে । অদান্তিকো
নিরারম্ভো লবাহরো জিতেজ্রিয়ঃ । বিমুক্তঃ সর্বসংজ্ঞৈঃ স
তীর্থফলমশ্নতে । অকোপনোহমলমতিঃ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ ।
আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমশ্নতে । অশ্রদ্ধদানঃ পাপাত্মা
নাশ্তিকোহুচ্ছিন্নসংশয়ঃ । হেতুনিষ্ঠশ্চ পঠৈতে ন তীর্থফল-
ভাগিনঃ । ইতি কাশীখণ্ডঃ । তীর্থযাত্রাবিধানং যথা । যো যঃ

সেবনাং কৃতাপণানাং পাপভিৎ কামদং নৃণাং । বারা
ণসী পরং তীর্থং বিশেষো যত্র কেশবঃ ॥ ৪ ॥ কুরু-

লাভ হয় । ১-৩ । এই মহাতীর্থে স্নানকরিয়া যাহারা পিতৃ-
লোকের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদানকরে, তাহারা সর্বপাপ বিনষ্টকরিয়া
সর্বপ্রকার অতীষ্ট লাভ করে । বারাণসী অতি পরমতীর্থ, এই
তীর্থে বিশেষর ও কেশব সর্বদা বিদ্যমান আছেন । ৪ । কুরু-

কশ্চিত্তীর্থযাত্রাঙ্ গচ্ছৎ সুসংযতঃ স চ পুণ্যং গৃহে শ্বে । কৃতো-
পবাসঃ শুচিরশ্রমন্তঃ সংপূজয়েত্ত্বকিনত্রো গণেশং । দেবান্
পিতৃন্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব সাধূন্ ধীমান্ প্রীগয়ন্ বিত্তশক্ত্যা প্রয-
ত্নাৎ । প্রত্যাগতশ্চাপি পুনস্তথৈব দেবান্ পিতৃন্ ব্রাহ্মণান্
পূজয়েচ্চ । এবং কুরুতত্তস্ত তীর্থে বহুতং ফলং তৎ স্নাত্বা
সন্নেহ এব । ইতি ব্রহ্মপুরাণং । প্রয়াগে তীর্থযাত্রায়াং পিতৃ-
মাতৃবিয়োগতঃ । কচানাং বপনং কুর্যাৎ বুধা ন বিকচো
ভবেৎ । ইতি ভবিষ্যপুরাণং । তীর্থযাত্রাসমারম্ভে তীর্থং
প্রত্যাগমেহপি চ । বৃদ্ধিশ্রদ্ধং প্রকুর্বীত বহুসর্পিঃ সমন্বিতং ।
ইতি কুর্ম্মপুরাণং । ঐশ্বর্য্যলাভমাহাশ্রাদ্ধ গচ্ছেদ্যানেন যো
নরঃ । নিফলং তস্ত ততীর্থং তস্মাদ্যানং বিবর্জয়েৎ । ইতি
মৎস্তপুরাণং । সত্বৎসরং ত্রিমাসোৎ পুনতীর্থং ব্রজেদযদি ।
মুণ্ডনকোপবাসঞ্চ তদা যত্নেন কারয়েৎ । ইতি গঙ্গাঙ্গকাব্যলী ।
তীর্থপ্রাপ্তানন্তরবিধানং যথা । ন পরীক্ষ্যো বিজন্তীর্থেন্দ্রার্থী
ভোজ্য এব হি । শকুতিঃ পিণ্ডদানঞ্চ চরণা পায়সেন চ ।
কর্তব্যমুশিভির্দৃষ্টং পিণ্ডাকেন শুড়েন চ । শ্রাদ্ধং তত্র তু
কর্তব্যমর্ঘ্যাবাহনবর্জিতং । অকালেহপ্যথবা কালে তীর্থশ্রাদ্ধস্ত
তর্পণং । অবিলম্বেন কর্তব্যং নৈব বিয়ং সমাচরেৎ । যদহি
তীর্থপ্রাপ্তিঃ শাস্ততোহহঃ পূর্ববাসরে । উপবাসশ্চ কর্তব্যঃ
প্রাপ্তোহহি শ্রাদ্ধদো ভবেদ । তীর্থোপবাসঃ কর্তব্য শিরসো
মুণ্ডনং তথা । শিরোগতানি পাপানি যান্তি মুণ্ডনতো যতঃ ।
তীর্থং প্রাপ্য প্রসঙ্গেন স্নানং তীর্থে সমাচরেৎ । স্নানজং ফল-
মাপ্নোতি তীর্থযাত্রাপ্রীতিং ন তু । ইতি কাশীখণ্ডঃ । মুণ্ডনকো-
পবাসশ্চ সর্বতীর্থেষু বিধিঃ । বর্জয়িত্বা গয়াং গঙ্গাং বিশ্ফলাং
বিরজান্তথা । ইতি স্কান্দং । ঘোড়শাংশং স লভতে যঃ পরার্থেন
গচ্ছতি । অর্দ্ধং তীর্থফলং তস্ত যঃ প্রসঙ্গেন গচ্ছতি । ইতি
পৈতীনদিঃ । স্নাপয়েৎ স্নিগ্ধমিত্রাদীন স্নাতীংস্তীর্থে নরো-
ত্তমঃ । অস্তথাপহরন্ত্যেতে বলাতীর্থভবং ফলং । ইতি স্কান্দং ।

ক্ষেত্রং পরং তীর্থং দানান্তিভুক্তিমুক্তিদং । প্রভাসং
পরমং তীর্থং সৌমিনাগোহি তত্র চ ॥ ৫ ॥ দ্বারকা চ

ক্ষেত্র অতিমহাতীর্থ, এই তীর্থে দানাদি করিলে সাধক ভুক্তি
মুক্তি লাভ করে । প্রভাস অতি পুণ্যস্থান, এই তীর্থে সৌম-
নাথ দেব বিদ্যমান আছেন । ৫ । দ্বারকাপুরী বিখ্যাত পুণ্যভূমি,

মাতরং পিতরং জায়াং ভ্রাতরং বৃদ্ধং গুরুং । যমুদিত্ত নিমজ্জিত
অষ্টভাগং লভেত সঃ । ইতি প্রারম্ভিতত্ত্বৈ মার্কণ্ডেয়পুরাণং ।
কলৌ তীর্থানাং পৃথিব্যাং স্থিতিকালো যথা । সরস্বতী পুণ্য-
ক্ষেত্রমাজগাম চ ভারতং । গঙ্গা শাপেন কলয়া স্বয়ং তস্মৈ হরেঃ
পদে । পশ্চাত্তরীখনীতা মহীঃ ভাগীরথী শুভা । সমাজগাম
কলয়া বাণী শাপেন নারদ । পদ্মা জগাম কলয়া সা চ পদ্মা-
বতী নদী । ভারতং ভারতী শাপাং স্বয়ং তস্মৈ হরেঃ পদে ।
কলেঃ পঞ্চসহস্রকং বর্ষং স্থিত্বা চ । ভারতে । অগ্ন্যুত্তাপ সন্নি-
জ্ঞপং বিহার্য শ্রীহরেঃ পদং । যানি সর্বাণি তীর্থানি কাশীং
বৃন্দাবনং বিনা । যান্ত্রস্তি তাভিঃ সার্ককং বৈকুণ্ঠমাজ্জয়া হরেঃ ॥
তীর্থপ্রতিগ্রহে দোষা যথা । তত্র নারায়ণক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে
হরেঃ পদে । বারাগস্তাং বদর্যাকং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ পুরে
ভাস্করক্ষেত্রে প্রভাসে রাসমণ্ডলে ॥ হরিষারে চ কেদারে সৌমে
বদরপাচনে ॥ সরস্বতীনদীতীরে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে । গোদা-
বর্যাকং কৌশিক্যং ত্রিবেণ্যাকং হিমালয়ে ॥ এতেষ্বন্ত্রেবু যো দানং
প্রতিগ্রহাতিকামতঃ । স চ তীর্থপ্রতিগ্রাহী কুণ্ডীপাকং প্রয়াতি
চ ॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্তে প্রকৃতিখণ্ডঃ ॥ যানাদিনা গমনে দোষা
যথা । পুণ্যার্কং হরতে যানে তদর্কং হতপাতকে । তদর্কং তৈল-
মাংসাত্যাং সর্কং হরতি মৈথুনে ॥ ইতি কৰ্ম্মলোচনং ॥ যুগভেদে
তীর্থবিশেষস্ত শ্রেষ্ঠত্বং পাশ্বে । ক্রতে তু পুঙ্করং তীর্থং ত্রেতায়াং
নৈমিষস্তথা । ষাগরে তু কুরুক্ষেত্রং কলৌ গঙ্গাং সমাপ্রয়েৎ ॥
তীর্থসংখ্যা যথা । তিস্রঃ কোট্যোহর্ককোটি চ তীর্থানাং বাবুর-
ত্রবীং । দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি আকৃষি ॥ অথ
ভূমণ্ডলস্ত প্রাদক্ষিণ্যেন তীর্থানি যথা । পুঙ্করং তত্তু ব্রহ্মণঃ
স্থানং তীর্থরাজেতি নামা খ্যাতং তত্র ত্রিসংখ্যং দশকোটিতীর্থা-
স্ত্যামন্তি । তত্র কলং অশ্বমেধতুল্যং ব্রহ্মলোকগমনকং । ভূমার্গঃ
তত্র কলং অশ্বমেধতুল্যং বিষ্ণুপ্রাপ্তিচ । তপ্তলিকাপ্রমঃ তত্র
কলং হর্গতিবিনাশঃ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিচ । অগস্ত্যসরঃ তত্র
ত্রিরাত্রোপবাসেন বায়পেরতুল্যং কলং শাকাহারেণ কোমার-
লোকপ্রাপ্তিচ । ধর্ম্মারণ্যং তত্তু কণ্ঠ্যমঃ তত্র কলং প্রবেশ-

পুরী রম্যা ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িকা । প্রাচী সরস্বতী পুণ্য-
সপ্তসারস্বতং পরং ॥ ৬ ॥ কেদারং সর্বপাপহং শান্তল-

এই পুরী দর্শন করিলে সাধক ইহকালে বিবিধ ভোগ করিয়া
অন্তে মুক্তি লাভ করে । সরস্বতী অতি পুণ্যপ্রদতীর্থ, এই তীর্থে
দানাদি করিলে সর্বপ্রকার বিদ্যা লাভ হয় । ৬ । শান্তলগ্রামে

মাত্রেণ পাপক্ষয়ঃ দেবপিতৃপূজনেন অশ্বমেধতুল্যং কলং বিবু-
লোকপ্রাপ্তিচ । যযাতিপতনং তত্র গমনেন অশ্বমেধতুল্যং
কলং । কোটিতীর্থং তত্র মহাকালস্তিষ্ঠতি দ্বানেন অশ্বমেধতুল্যং
কলং । তত্রষট্ঃ তত্র উমাপতিস্তিষ্ঠতি তং দৃষ্ট্বা গোসহস্রদান-
কলং তস্য গানপত্যকং ভবতি । নন্দদানদী তত্র পিতৃদেবতর্প-
ণাৎ অগ্নিষ্টোমতুল্যং কলং । দক্ষিণসিঙ্ধুঃ তত্র ব্রহ্মচর্যেণ
অগ্নিষ্টোমতুল্যং কলং ত্রিদিবপ্রাপ্তিচ । চর্ম্মণ্ডী নদী তত্রোজ্জি-
সংযমেনৈন জ্যোতিষ্টোমকলং । হিমবৎস্তুতার্কদঃ তত্র-বর্শিষ্ঠাপ্রমঃ
তন্নিরেকরাজবাসেন গোসহস্রদানকলং । পিতৃতীর্থং তত্রোজ্জি-
সংযমেনৈন সবৎসপতকপিলাদানকলং । প্রভাসঃ তত্র হতারণ-
স্তিষ্ঠতি তত্র দ্বানেন অগ্নিষ্টোমাত্তিরাজয়োঃ কলং । সরস্বতী-
সাগরসঙ্গমঃ তত্র দ্বানেন গোসহস্রদানকলং ত্রিরাত্রোপবাসেনৈন
পিতৃদেবতর্পণেন চ অশ্বমেধকলং । বরদানং যত্র বিক্কেবে চুর্কী-
সসা বয়ো দত্তঃ তত্র দ্বানেন গোসহস্রদানকলং । দ্বারবত্যাং
পিণ্ডারকতীর্থং তত্র পদ্মচিকুস্তা মুদ্রাঃ শূলচিকিত্তানি পদ্মানি
অদ্যাপি দৃষ্ট্বন্তে মহাদেবস্তিষ্ঠতি দ্বানেন বহুবর্ষযজ্ঞকলং ।
সমুদ্রসিঙ্ধুসঙ্গমঃ তত্র দ্বানেন পিতৃদেবতর্পণেন চ বর্গলোক-
প্রাপ্তিঃ । ত্রিমিতীর্থং তত্র মহাদেবস্তিষ্ঠতি তত্র দ্বানেনাশ্বমেধ-
কলং মহাদেবদর্শনার্চনাত্যাং সর্বপাপনাশঃ । বসুধারা তত্র
দর্শনেন অশ্বমেধকলং দ্বানতর্পণাত্যাং বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিঃ । সিঙ্ধু-
স্তমং তত্র দ্বানেন বহুবর্ষযজ্ঞকলং । যজুত্বং তত্র গমনেন
ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ । কুমারিকাশত্রুতীর্থং তত্র দ্বানেন বিমলতীর্থং
ভবতি । পঞ্চনদঃ তত্র পঞ্চযজ্ঞকলং । ভীমাঙ্গনং তত্র দ্বান
নরো দেবীপুলো ভবতি গোসহস্রদানকলং লভতে । গন্ধিকুস্তা
তত্র ব্রহ্মা তিষ্ঠতি তত্র সত্য্য গোসহস্রদানকলং । বিমলতীর্থং
অদ্যাপি তত্র সৌবর্ণরাজতমংস্তা দৃষ্ট্বন্তে তত্র সুনীর্ণানাত্যাং
বাজপেয়কলং । বিতস্তা নদী তত্র তর্পণেন বাজপেয়কলং 'বর্গপ্রা-
প্তিচ । কাশ্মীরে বিতস্তায়াং তক্ষকনাগসদনং তত্র দ্বানেন বাজ-
পেয়কলং বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিচ । শমপরা তত্র সায়ংসন্ধ্যাহ্নিকং সুনৈন
সপ্তার্জিবে চক্ৰনিবেদনে চ অশ্বমেধসহস্রাদিককলং । ব্রহ্মাপদং

গ্রাম-উত্তমঃ । নারায়ণঃ মহাতীৰ্থং মুক্ত্য বহুরিকাশ্রমঃ ।
৭। যেতরীপঃ পুরী যারা নৈমিষং পুষ্করং পরঃ ।

কৈদার তীৰ্থ আছে, এই তীৰ্থ সৰ্বপ্রকার পাপ বিনাশ করে।
বহুরিকাশ্রম নারায়ণ তীৰ্থ, এই তীৰ্থ দর্শনকরিলে মুক্তি লাভ
হয়। ৭। যেতরীপ, পুরী, যারা, নৈমিষারণ্য, পুষ্কর, অবোধা,

তত্র মহাদেবদর্শনাৎ অশ্বমেধফলং । মণিমান্ পৰ্বতঃ তত্র জিরা-
জোপবাসেন জ্যোতিষ্টোমফলং । দেবিকা নদী তত্র মহাদেব-
স্থানং তত্র সুনামমহাদেবদর্শনাভ্যাং মহাদেবায় চক্ৰনিবেদনে চ
সৰ্বকামপ্রাপ্তিদেবলোকপ্রাপ্তিঃ । দেবিকায়্যঃ ক্রতুতীৰ্থং তত্র
সুনামং সিদ্ধিপ্রাপ্তিঃ । এবং দেবিকায়্যঃ যজনযাজনব্রহ্মবানুক-
পুপতাসনঃ ককানি জীৰ্ণানি তেষু সুনামং মরণভয়বিনাশঃ । দীৰ্ঘ-
সত্রং তত্র গমনাদেব দীৰ্ঘজ্ঞকলপ্রাপ্তিঃ রাজহুয়াশ্বমেধফল-
প্রাপ্তিঃ । বিনশনং মেরুপৃষ্ঠে অন্তর্ভিত্তা সরস্বতী যত্র যাতি সা
চমসতীৰ্থে এবং শিরোভেদে নাগোভেদে চ দৃষ্টতে চমসে সুনামং
বাজপেয়ফলং নাগোভেদে সুনামং নাগলোকপ্রাপ্তিঃ । শশপান-
তীৰ্থং তত্র সুনামং শিববন্দীপ্তিঃ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ । কুমার
কোটী তত্র সুনামে পিতৃদেবপূজনে চ গবাময়্যাগফলপ্রাপ্তিঃ ।
কৃতকোটী যত্র কোটিঋষয়ো মিলিতা অহমগ্রে ক্রত্বঃ ক্রত্ব্যমোতি
ঐহিকানাং তেষাং সন্তোষার্থং একো ক্রত্বঃ কোটিমূর্তয়োহুভবৎ ।
তত্র সুনামং অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ কুলোদ্ধরণকং । সরস্বতীসকমঃ
তত্র জনার্দনস্তিষ্ঠতি তত্র সুনামং বহুস্ববর্ণবাগফলপ্রাপ্তিঃ । সযা-
বসানং তত্র গমনাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ । কুরুক্ষেত্রং তত্র
গমনাৎ সৰ্বপাপক্ষয়ঃ ততো মজ্জকুষ্ণারপালস্ত নমস্কারেণ গো-
সহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ । বিষ্ণুস্থানং তত্র সুনামং বিষ্ণুদর্শনাৎ অশ্ব-
মেধফলং বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিঃ । পরিপন্নমং তত্র অগ্নিষ্টোম্যতি-
ব্রাজবাগফলপ্রাপ্তিঃ । পৃথিবীতীৰ্থং তত্র গোসহস্রদানফলং । শালু-
কিনীতীৰ্থং তত্র দশাশ্বমেধিকং স্নানং গোসহস্রদানফলং । সপি-
ধর্কী সা নাগতীৰ্থং তত্র গমনে অগ্নিষ্টোমফলং নাগলোক-
প্রাপ্তিঃ । অবর্ণকষ্ণারপালঃ তত্রৈকব্রাজবাগাং গোসহস্রদান-
ফলপ্রাপ্তিঃ । পঞ্চনদং তত্র কোটিতীৰ্থে স্নানং অশ্বমেধফলং ।
অম্বিতীৰ্থং তত্র রূপপ্রাপ্তিঃ । বরাহতীৰ্থং যত্র বরাহরূপী বিষ্ণুঃ
স্থিতঃ তত্র সুনামং অগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্তিঃ ॥ অদ্যন্ত্যং তত্র সোম-
তীৰ্থে স্নানং রাজহুয়ফলপ্রাপ্তিঃ । একহংসতীৰ্থং তত্র গোসহস্র-
দানফলপ্রাপ্তিঃ । কৃতশোচং তত্র গমনাৎ পুণ্ডরীকযজ্ঞফলপ্রাপ্তিঃ ।
মুখ্যবটতীৰ্থং তত্র মহাদেবস্থানং তত্রৈকরজনীবাগাং গাপত্য-

অবোধা চায়াভাবস্তাচক্রকৃৎ গোমস্তাং ॥ বেনা-
রকং মহাতীৰ্থং নামগিৰ্য্যাক্ষমং পরঃ । কাকীপুরী

চিক্রকৃৎ, গোমতী, বৈনারক, নামগিরি, কাকীপুরী, তুলভজা,
ঐশেল, সেতুবন্ধ, রামেশ্বর, কার্তিকেশ্বরতীৰ্থ, ভৃগুভূজ, কামতীৰ্থ,

প্রাপ্তিঃ তত্রৈব বিশালাকীৰ্ণকীদর্শনাৎ সৰ্বকামপ্রাপ্তিঃ । জাম-
দধ্যাকৃতপুষ্করতীৰ্থং তত্র স্নানপূজনাভ্যাং হরমেধফলং । রামহ্রদঃ
যত্র রামেণ ক্রত্বমুৎসাদ্য তেষাং রক্তেন পঞ্চ ব্রহ্মাঃ কৃত্বা তেষু
স্নানতর্পণাভ্যাং পিতৃগণাং বরপ্রাপ্তিঃ বহুস্ববর্ণযজ্ঞফলপ্রাপ্তিঃ ।
বংশমূলকং তত্র স্নানং স্বকুলোদ্ধরণং । কাশ্যশোভনং তত্র স্নানং
দেহভৃঙ্গিঃ । লোকোদ্ধারঃ তত্র স্নানং স্বকীয়লোকোদ্ধারঃ ।
শ্রীতীৰ্থং তত্র গমনাৎ উত্তমশ্রীপ্রাপ্তিঃ । কপিলাতীৰ্থং তত্র
স্নানদেবপিতৃপূজনাভ্যাং কপিলাসহস্রদানফলং । ধূর্য্যতীৰ্থং তত্র
স্নানোপবাসপিতৃপূজনৈরগ্নিষ্টোমফলং দেবলোকপ্রাপ্তিঃ । গবায়
তবনং তত্রাভিষেকং গোসহস্রদানফলং । শম্বিতীৰ্থং তত্র
স্নানং উত্তমবীৰ্য্যপ্রাপ্তিঃ । ব্রহ্মাবর্তঃ তত্র স্নানং ব্রহ্মলোক-
প্রাপ্তিঃ । স্তুতীৰ্থকং তত্র পিতৃদেবানাং সান্নিধ্যং তত্র স্নানপিতৃ-
দেবপূজনৈরশ্বমেধফলং পিতৃলোকপ্রাপ্তিঃ । অশ্বমতী তত্র
কাশীশ্বরতীৰ্থে স্নানং সৰ্বরোগনাশঃ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিঃ
তত্রৈব মাতৃতীৰ্থং তত্র স্নানং সন্তানবৃদ্ধিঃ শ্রীপ্রাপ্তিঃ । শীত-
বনং তত্র কেশাভ্যাক্ষণেণ পবিত্রতা । স্নানলোমাপহঃ তত্র
স্নানং পরমগতিপ্রাপ্তিঃ । দশাশ্বমেধিকং তত্র স্নানং নিশ্চল-
গতিপ্রাপ্তিঃ । মাহুসতীৰ্থং তত্র ব্যাধিপীড়িতা কৃষ্ণমৃগা বিগাহ
মাহুসঃ প্রাপ্তাঃ তত্র স্নানং সৰ্বপাপমুক্তিঃ স্বর্গবসতিঃ ।
আপগানদী তত্র দেবপিতৃক্ষেপে নৈকব্রাহ্মণভোজনে কোটি-
ব্রাহ্মণভোজনসিদ্ধিঃ । প্রকোড়ুষ্ণরঃ তত্র ব্রহ্মা তিষ্ঠতি তত্র
সপ্তর্ষিকুণ্ডে স্নানং সৰ্বপাপনাশো ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ । কপি-
লস্ত কৈদারং তত্র তপসা সৰ্বপাপনাশঃ অন্তর্দানপ্রাপ্তিঃ ।
সরকং তত্র বৃষস্বজপ্রণামে সৰ্বকামনিবলোকপ্রাপ্তিঃ ।
ইলাম্পদং তত্র স্নানদেবপিতৃপূজনাভ্যাং হর্গতিবিনাশঃ বাজপেয়-
ফলপ্রাপ্তিঃ । কিন্নরীং তত্র স্নানপ্রণামেয়দানফলং । কিং
জপ্যং তত্র স্নানং অপ্রমেয়জপফলং । অমাজবতীৰ্থং তত্র মারু-
স্থানং তত্র প্রাণত্যাগাৎ অমৃতমলোকপ্রাপ্তিঃ । বৈতরণী নদী
তত্র স্নানমূলপানপূজনাভ্যাং সৰ্বপাপমুক্তিঃ পরমপদপ্রাপ্তিঃ ।
ফলকীতীৰ্থং ফলকীবনে দেবাতপচ্ছত্রিঃ । মিশ্রকং তত্র নার-
দেন সৰ্বতীৰ্থানি মিত্রিতানি তত্র স্নানং সৰ্বতীৰ্থদানফলং ।

ভূকভদ্রা ত্রিশৈলং সেতুবন্ধনং ॥ ৯ ॥ বামেশ্বরং পরং
তীর্থং কার্ত্তিকেশ্বরং তথোত্তমং । ভৃগুভূকং কামতীর্থং
কামরং কটকস্তথা ॥ ১০ ॥ উজ্জয়িন্ধ্যাং মহাকালঃ

কামর, কটক, উজ্জয়িনীস্থ মহাকাল, ত্রীধরতীর্থ, হরিতীর্থ,
কুখাত্ত, কালসর্পি, মহাকেশী, কাবেরী, চন্দ্রভাগা, বিপাশা,

কুজকে ত্রীধরোহরিঃ । কুজাত্তকং মহাতীর্থং কাল-
সর্পিষ্ঠ কামরঃ ॥ ১১ ॥ মহাকেশী চ কাবেরী চন্দ্রভাগা-
বিপাশয়া । একাত্তকং তথা তীর্থং ব্রহ্মাণং দেব-

একাত্তকানন, ব্রহ্মক্ষেত্র, দেবকোটক, মধুরাপুরী, সোমনাথ,
মহানদ, ও জম্বুসর, এই সকল মহাতীর্থ কথিত হইল । উক্ত

মধুবতী সা দেবীস্থানং তত্র স্নানদেবপিতৃপূজনাভ্যাং গোসহস্র-
দানফলপ্রাপ্তিঃ । কোশিকীদুশস্বতীসঙ্গমঃ তত্র স্নানাং সৰ্বপাপ-
মুক্তিঃ । কিন্নরকূপঃ তত্র তিলপ্রস্থদানাং ঋণত্রয়মুক্তিঃ পরম-
সিদ্ধিপ্রাপ্তিঃ ॥ বেরীতীর্থং তত্র স্নানাং গৌহস্তদানফলপ্রাপ্তিঃ ।
অহঃ সুদিনং তীর্থবয়ং তয়োঃ স্নানাং স্বর্য়লোকপ্রাপ্তিঃ । নৃগ-
ধুমঃ তত্র বিষ্ণুপদে স্নানাং বামনপূজনাচ্চ সৰ্বপাপমুক্তিঃ রবি-
লোকপ্রাপ্তিঃ ॥ সরস্বত্যাতীর্থং ত্রীকুঞ্জং তত্র স্নানাং স্বর্গবসতিঃ ।
নৈমিষকুঞ্জং তস্মিন্ স্নানাং হয়মেধফলপ্রাপ্তিঃ । কন্তাতীর্থং
তত্র স্নানাং জ্যোতিষ্টোমফলপ্রাপ্তিঃ । ব্রহ্মস্থানং তত্র স্নানাং
শূদ্রস্তাপি ব্রাহ্মণস্বং ব্রাহ্মণস্ত পরমগতিঃ । সোমতীর্থং তত্র
স্নানাং সোমবাগফলপ্রাপ্তিঃ । সপ্তসারস্বততীর্থং তত্র স্নান-
জপাভ্যাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ । ঔশনসকং তত্র ত্রিসংখ্যং কার্ত্তি-
কেশস্ত সন্নিধানং । কপালমোচনং তত্র স্নানাং সৰ্বপাপনাশঃ
অগ্নিতীর্থং তত্র স্নানাং বহ্নিলোকপ্রাপ্তিঃ কুলোদ্ধরণঞ্চ । বিষ্ণা-
মিত্রতীর্থং তত্র স্নানাং ব্রহ্মণ্যপ্রাপ্তিঃ । ব্রহ্মযোনিঃ তত্র স্নানাং
ব্রহ্মলোকে বাসঃ । পৃথুদকং তৎ কার্ত্তিকেশ্বস্থানং তত্রাতিবেকাৎ
অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ পাপিনামপি স্বর্গপ্রাপ্তিঃ । মধুস্রবং তত্র
স্নানাং গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ । সরস্বত্যাক্রণাসঙ্গমঃ তত্র ত্রিরা-
ত্রোপবাসস্নানাভ্যাং ব্রহ্মহত্যাপাপনাশঃ ॥ অবকীর্ণং তৎ দর্ভি-
মুনিনির্মিতং দর্ভিণা চত্বারঃ সমুদ্রা আনীতাঃ তত্র স্নানাং হুর্গতি-
বিনাশঃ । শতসহস্রকং সাহস্রকং উভয়ত্র স্নানাং গোসহস্রদান-
ফলং দানোপবাসৌ সহস্রগুণৌ ভবেৎ । রেণুকাতীর্থং তত্রা-
তিবেকপিতৃদেবপূজনাভ্যাং সৰ্বপাপনাশঃ অগ্নিষ্টোমফলপ্রা-
প্তিঃ ॥ বিমোচনং তত্র স্নানাং সৰ্বপ্রতিগ্রহকৃতপাপনাশঃ ।
পঞ্চবটতীর্থং তত্র গমনাৎ মহাপুণ্যপ্রাপ্তিঃ স্বর্গগমনঞ্চ । তৈজসং
যত্র ব্রহ্মাদিভিঃ সৈরাপত্যো কার্ত্তিকেশ্বরোহভিষিক্তঃ । কুরুতীর্থং
তত্র স্নানাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ । স্বর্গদ্বারং তত্র গমনাৎ স্বর্গ-
লোকাগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্তিঃ । অনরকং তত্র স্নানাং হুর্গতিনাশঃ ।

অস্থিপুরং তত্র পিতৃদেবতর্পণাৎ অগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্তিঃ । গঙ্গাহ্রদ-
কূপঃ তত্র স্নানাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ । স্বাগুবটতীর্থং তত্র স্নানৈক-
রাত্রবাসাভ্যাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ বদরীপাচনং তত্ত্ব বশিষ্ঠাশ্রমঃ
তত্র ত্রিরাত্রোপবাসবদরভক্ষণাভ্যাং অশ্বমেধফলং হরলোক-
প্রাপ্তিঃ ॥ ইন্দ্রমার্গং তত্রাহোরাত্রোপবাসাৎ ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তিঃ ।
আদিত্যাশ্রমঃ তত্র স্নানাং স্বর্য়লোকপ্রাপ্তিঃ । সোমতীর্থং তত্র
স্নানাং সোমলোকপ্রাপ্তিঃ । কন্তাশ্রমঃ তত্র ত্রিরাত্রবাসোপবা-
সাভ্যাং কন্তাশতপ্রাপ্তিঃ ব্রহ্মলোকগমনঞ্চ । দধীচতীর্থং তত্র
স্নানাং বাজপেয়ফলপ্রাপ্তিঃ সন্নহিতাতীর্থং তত্র অমাবস্তায়াং
সর্বাণি তীর্থাভ্যাস্তি এবং স্বর্য়গ্রহণে স্নানাং শতশমেধফল-
প্রাপ্তিঃ স্নানদানাভ্যাং স্বর্গলোকপ্রাপ্তিঃ ॥ তত্রামাবস্তায়াং
স্বর্য়গ্রহণে স্নানশ্রাদ্ধাভ্যাং অশ্বমেধসহস্রফলপ্রাপ্তিঃ । স্নানমাত্রাৎ
সৰ্বপাপনাশঃ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ ॥ গঙ্গাহ্রদঃ তত্র স্নানাং রাজ-
স্ব্যশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ । কুরুক্ষেত্রং তৎ তরঙ্গকারন্তকরোঃ এবং
রামহ্রদমচক্রকরোরন্তরং এতৎ স্তমস্তপঞ্চকং পিতামহস্তোত্তর-
বেদিঃ । ধর্মতীর্থং তত্র স্নানাদাসপ্তমকুলোদ্ধরণং । কারাপচনং
তত্র স্নানাং অগ্নিষ্টোমফলং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ ॥ সৌগনিক-
বনং যত্র ব্রহ্মাদয়ৌ দেবাঃ প্রত্যাহমাস্তি তদ্বনপ্রবেশমাত্রাৎ
সৰ্বপাপনাশঃ । প্লক্ষসরস্বতী তত্র স্নানপিতৃদেবপূজনাভ্যাং অশ্ব-
মেধফলপ্রাপ্তিঃ । জৈশানাধ্যবিতং তত্র শাকন্তরী দেবী তত্র
ত্রিরাত্রোপবাসশাকাহারাভ্যাং ষাটশবর্ষশাকাহারফলপ্রাপ্তিঃ ।
সবর্ণাধ্যং তত্র শিবস্তিষ্ঠতি তত্র পূজনাৎ অশ্বমেধফলগণপত্যয়োঃ
প্রাপ্তিঃ । ধুমাবতী তত্র ত্রিরাত্রোপবাসাৎ নমস্কাষপ্রাপ্তিঃ ।
ধুমাবতী দক্ষিণার্দ্ধে রথাবর্তঃ তত্রারোহণেন মহাদেবপ্রসাদাৎ
পরমগতিপ্রাপ্তিঃ । ধারা তত্র স্নানাং শৌকনাশঃ । গঙ্গাদ্বারং
তত্র কোটিতীর্থে স্নানাং পুণ্ডরীকবাগফলপ্রাপ্তিঃ কুলোদ্ধরণং
একরাত্রবাসেন গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ । সপ্তগঙ্গং ত্রিগঙ্গং
সপ্তাবর্তঃ এতেষু পিতৃদেবতর্পণাৎ পুণ্যলোকপ্রাপ্তিঃ । গঙ্গা-

কোটকং । মথুরা চ পুরী রম্যা শোণৈশ্চ মহা-
নদঃ ॥ ১২ ॥ জম্বুসরো মহাতীর্থং তানি তীর্থানি বিদ্ধি
চ । সূর্য্যঃ শিবো গণো দেবী হরির্যত্র চ তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥
এভেষু চ তথাশ্চৈষু স্নানদানং জপস্তপঃ । পূজাপ্রাদানং
পিওদানং সৰ্ব্বং ভবতি চাক্ষরং ॥ ১৪ ॥ শালগ্রামং
সৰ্ব্বদং স্ত্রীং তীর্থং পশুপতেঃ পরং । কোকামুখঞ্চ
বারাহং ভাণ্ডীরং স্বামিসংজ্ঞকং ॥ ১৫ ॥ মোহদণ্ডে
মহাবিশ্বমন্দারে মধুসূদনঃ । কামরূপং মহাতীর্থং
কামাক্ষা যত্র তিষ্ঠতি । পুণ্ড্রবর্দ্ধনকং তীর্থং কার্ত্তি-
কেশুশ্চ যত্র চ ॥ ১৬ ॥ বিরজন্তু মহাতীর্থং তীর্থং
শ্রীপুরুষোত্তমং । মহেন্দ্রপৰ্ব্বতস্তীর্থং কাবেরী চ নদী-
পরা ॥ ১৭ ॥ গোদাবরী মহাতীর্থং পরোক্ষী বরদা-
নদী । বিদ্ধঃ পাপহরং তীর্থং নৰ্মদাভেদ-উত্তমঃ ॥
১৮ ॥ গৌকর্ণং পরমং তীর্থং তীর্থং মাহেন্দ্রতীপুরী ।

তীর্থসমূহে সৰ্ব্বদা সূর্য্য, শিব, গণপতি, দেবী পর্বতনন্দিনী ও
হরি অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ৮-১৩। পূৰ্ব্বকথিত তীর্থ-
সমূহে এবং স্ত্রীশ্রী তীর্থস্থলে স্নান, দান, জপ, তপঃ, পূজা,
প্রাদান ও পিওদানাদি ক্রিয়া করিলে সেই সকল কার্য অক্ষয়-
ফল প্রদান করে। ১৪। শালগ্রামতীর্থ ও পাশুপততীর্থ এই
উভয়ই সৰ্ব্বফলপ্রদ। কোকামুখ, বারাহ, ভাণ্ডীর ও স্বামিতীর্থ
এই সকল মহাতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে। মোহদণ্ডনামক
মহাতীর্থে মহাবিশ্ব এবং মন্দারতীর্থে মধুসূদন অবস্থিত আছেন।
কামরূপ অতিপ্রধান তীর্থ, এই স্থানে কামাখ্যা দেবী সৰ্বদা
বিদ্যমান আছেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধননামক মহাতীর্থে কার্ত্তিকেশ
দেব সৰ্বদা অবস্থিতি করিতেছেন। ১৫। ১৬। বিরজাতীর্থ,
শ্রীপুরুষোত্তম, মহেন্দ্রপৰ্ব্বত, সরিষরা কাবেরী, গোদাবরী,
পরোক্ষী ও বরদা নদী এই সমুদায় মহাতীর্থ। বিদ্যানামক
যে মূহুতীর্থ আছে, তাহা সৰ্ব্বপ্রকার পাপহারক। ১৭-১৮।

বহুস্নানফলঃ তত্র স্নানাং দশাধমেধফলপ্রাপ্তিঃ কুলোদ্ধরণকং ।
কনকলঃ, তত্র স্নানত্রিরাত্রোপবাসাভ্যাং বাজিমেধফলব্রহ্ম-
ষোকরোঃ প্রাপ্তিঃ । কপিলাবটঃ তটৈকরাজবাসেন গোসহস্র-
দানফলপ্রাপ্তিঃ । কপিলানাগরাজঃ তত্রাভিবৈকাং কপিলা-

কালঞ্জরং মহাতীর্থং শুক্লতীর্থমমৃতমং ॥ ১৯ ॥ কুতে
শোচে মুক্তিদশ শাক্ধারী তদন্তিকে । বিরজং
সৰ্বদং তীর্থং স্বর্ণাক্ষং তীর্থমুত্তমং ॥ ২০ ॥ নন্দিতীর্থং
মুক্তিদঞ্চ কোটিতীর্থফলপ্রদং । নাসিক্যঞ্চ মহা-
তীর্থং গোবর্দ্ধনমতঃ পরং ॥ ২১ ॥ কৃষ্ণবেণী ভীমরথা-
গণ্ডকীয়া হিরাবতী । তীর্থং বিষ্ণুসরঃ পুণ্যং বিষ্ণু-
পাদোদকং পরং ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মধ্যানং পরং তীর্থং
তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ । দমস্তীর্থং পরমং ভাবশুদ্ধিঃ
সরস্বতা ॥ ২৩ ॥ জ্ঞানহ্রদে ধ্যানজলে রাগদ্বেষমলা-
পহে । যঃ স্নাতি মানসে তীর্থে স য়াতি পরমাং
গতিং ॥ ২৪ ॥ ইদং তীর্থমিদং নেতি যে নরা ভেদ-
দর্শিনঃ । তেষাং বিধীয়তে তীর্থগমনং তৎফলঞ্চ

গৌকর্ণ, মাহেন্দ্রতী, কালঞ্জর ও শুক্লতীর্থ, এই সকল মহাতীর্থ
স্নানাদি দ্বারা শুদ্ধদেহ হইলে অন্তকালে বিষ্ণু তাহাদিগকে মুক্তি-
প্রদান করেন। বিরজ ও স্বর্ণাক্ষ এই মহাতীর্থদ্বয় সৰ্ব্বতীর্থোত্তম।
১৯-২০। নন্দিতীর্থ মুক্তিপ্রদ, এই স্থানে স্নানাদি করিলে কোটি-
তীর্থের ফললাভ হয়। নাসিক্য, গোবর্দ্ধন, কৃষ্ণবেণী, ভীমরথা,
গণ্ডকীয়া, হিরাবতী ও বিষ্ণুসরঃ এই সকল মহাপুণ্যজনক তীর্থ।
উক্ত তীর্থবারি বিষ্ণুর পাদোদকস্বরূপ। ২১-২২। অবনীমণ্ডলে
উক্তপ্রকার বহুবিধ তীর্থ আছে, পরন্তু ব্রহ্মধ্যান ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ
মহাতীর্থ। পার্থিব তীর্থে বৈকুণ্ঠ ফলের প্রত্যাশা করা যায় না,
ব্রহ্মধ্যানরূপ মহাতীর্থে মাহুয়ের আশাতিরিক্ত ফল হইয়া
থাকে। ভাবশুদ্ধি উক্ত তীর্থের সরোবর, জ্ঞান তাহার হ্রদ,
উক্ত হ্রদের রাগদ্বেষাদিরূপ মলবিহীন ধ্যানস্বরূপ জলে যে
ব্যক্তি স্নান করিতে পারে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিরূপ পরমা
গতি লাভ করে। ২৩-২৪। যাহারা এইটী মহাতীর্থ ও এইটী
তীর্থ নহে এইরূপ ভেদ জ্ঞান করে, তাহাদিগের পক্ষে তীর্থগমন
ও সেই সেই তীর্থের ফলভোগাকাঙ্ক্ষা বিধেয় এবং যাহারা সকল-

সহস্রস্নানফলপ্রাপ্তিঃ । ললিতিকা সা শাক্তহুতীর্থং তত্র স্নানাং
হুগতিবিনাশঃ । স্নগন্ধা তত্র গমনাং সৰ্ব্বপাপবিশুদ্ধিঃ ব্রহ্ম-
লোকপ্রাপ্তিঃ । ব্রজাবর্তঃ তত্র স্নানাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ ।
গঙ্গাসমুদ্রতীর্থসমঃ তত্র স্নানাং 'অধমেধফলপ্রাপ্তিঃ স্বর্গগমনঞ্চ ।
ভদ্রকর্ণহ্রদঃ তত্র স্নানশঙ্করপূজনাভ্যাং হুগতিবিনাশঃ বিকুলোক-

২৪ । সৰ্বং ব্রহ্মোতি যো বৈতি নাতীৰ্থং তস্মৈ কিঞ্চন ।
 ২৫ ॥ এতেষু জ্ঞানদানানি শ্রাদ্ধং পিণ্ডমথাক্ষয়ং ।
 সৰ্বানদ্যঃ সৰ্বশৈলাঃ তীৰ্থং দেবাদিনেবিতং ॥ ২৬ ॥
 শ্রীরক্ষ হরেস্তীৰ্থং তাপী শ্রেষ্ঠা মহানদী । সপ্তগোদা-
 বরং তীৰ্থং তীৰ্থং কোণগিরিঃ পরং ॥ ২৭ ॥ মহালক্ষ্মী-
 ষ্ট্র দেবী প্রণীতা পুরমা নদী । সছাদ্রৌ দেবদেবেশ
 একবীরঃ সুরেশ্বরী ॥ ২৮ ॥ গঙ্গাধারে কুশাবর্তে-
 বিদ্যাকে নীলপৰ্বতে । জ্ঞানং কনথলে তীৰ্থে স ভবেন্ন
 পুনৰ্ভবে ॥ ২৯ ॥

সূত-উবাচ ॥ ৩০ ॥ এতান্মত্ৰানি তীর্থানি
 জ্ঞানাদৈঃ সৰ্বদানি হি । শ্রদ্ধাহবীকরেব্রহ্মা

কেই ব্রহ্মময় তীর্থ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদিগের পক্ষে কোন-
 প্রকার তীর্থের প্রয়োজন নাই । ২৫ । পূৰ্ব্বকথিত তীর্থসমূহে
 জ্ঞান, দান, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডপ্রদানাদি কার্য্য করিলে অক্ষয়ফল
 হইয়া থাকে । সৰ্ব পৰ্বত ও সৰ্ব নদীই তীর্থ, যেহেতু পৰ্বত
 ও নদী উভয়ই দেবসেবিত । যে সকল স্থান দেবগণের পরি-
 সেবিত তাহাই তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে । ২৬ । শ্রীরক্ষ-
 পত্তন একটি মহাতীর্থ, এই স্থানে হরি অবস্থিতি করেন । তাপ্তী,
 মহানদী, গোদাবরীর সপ্তশাখা এবং কোণপৰ্বত এই সকলই
 মহাতীর্থ স্থান । কোণগিরিনামক মহাতীর্থে স্বয়ং লক্ষ্মী-
 দেবী নদীরূপে বিদ্যমান আছেন । সহ পৰ্বতে একবীরনামক
 মহাতীর্থ আছে, তাহাতে ঐ দেবী বাস করেন । ২৭। ২৮। গঙ্গাধার,
 কুশাবর্ত, বিদ্যাপৰ্বত, কনথল ও নীলগিরি এই সকল মহাতীর্থ
 বলিয়া বিখ্যাত । যে ব্যক্তি উক্ত মহাতীর্থে জ্ঞান করে, তাহার
 আর সংসারে অন্যপরিগ্রহ করিতে হয় না । ২৯ ।

সূত বলিলেন, যে সকল তীর্থ কথিত হইল এবং অস্ত্রাষ্ট্র
 তীর্থসকল জ্ঞানাদি দ্বারা সৰ্বপ্রদ হয় । অর্থাৎ বাহারা উক্ত
 তীর্থসমূহে জ্ঞানাদি করে, তাহারা সৰ্বপ্রকার অতিলাষিত দ্রব্য

প্রাপ্তিষ্ণ । কুজাত্রকং তত্র গমনাৎ স্বৰ্গপ্রাপ্তিঃ । অরুন্ধতীবটঃ
 তত্রৈকরাত্রাধাসাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ কুলোদ্ধরণঞ্চ । সামু-
 দ্রকং তত্র ত্রিরাত্রোপবাসেন গোসহস্রদানফলং কুলোদ্ধরণঞ্চ ।
 ব্রহ্মাবর্তঃ তত্র গমনাৎ অগ্নিষ্টোমফলং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিষ্ণ ।
 বসুনাশ্রভবঃ তত্র জ্ঞানাৎ অশ্বমেধফলস্বৰ্গলোকরোঃ প্রাপ্তিঃ ।

ব্যাসং দক্ষাদিসংযুতং ॥ ৩১ ॥ এতান্মত্ৰা চ তীর্থানি
 পুনস্তীর্থোত্তমোত্তমং । গয়াশ্চ প্রাহ সৰ্বেষামক্ষয়ং
 ব্রহ্মলোকদং ॥ ৩২ ॥ ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সৰ্ব-
 তীর্থমাহাত্ম্যং একাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥

দ্ব্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ সারাং সারতরং ব্যাস গয়া-
 মাহাত্ম্যমুত্তমং । এবক্ষ্যামি সমাসেন ভক্তিভুক্তিপ্রদং
 শৃণু ॥ ২ ॥ গয়াসুরোহভবৎ পূৰ্বং বীৰ্য্যবান্ পুরমঃ
 স চ । তপস্তপ্যন্নহাঘোরং সৰ্বভূতোপতাপনং ॥ ৩ ॥
 তত্তপস্তাপিতা দেবাস্তদ্বধার্থং হরিং গতঃ । শরণং

লাভ করে । ব্রহ্মা হরির নিকট এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া
 দক্ষাদি সমন্বিত ব্যাসকে বলিয়াছিলেন । ৩০-৩১ । এইরূপে
 সৰ্বতীর্থের বিবরণ করিয়া পুনর্বার সৰ্বতীর্থোত্তম গয়াতীর্থ
 বলিতেছেন । এই তীর্থ ব্রহ্মলোকপ্রদ । এই স্থলে যে সকল
 পুণ্য উপার্জিত হয়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে । ৩২ ।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ব্যাস ! আমি “সৰ্বতীর্থের সারভূত
 গয়ামাহাত্ম্য সংক্ষেপে বলিব, তুমি সেই ভুক্তিভুক্তিপ্রদ গয়া-
 মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । ১-২ । পূৰ্বকালে গয়াসুর নামে মহা-
 বলপরাক্রান্ত এক দৈত্য ছিল, ঐ দৈত্য এইরূপ ঈৎকট
 তপস্তা করিতে প্রবৃত্ত হইল যে, তাহা দেখিয়া সকল আগ্নির
 জ্বৎকম্প হইতে লাগিল । দেবগণ তাহার তপশ্চরণ দর্শনে
 ভীত হইয়া তাহার বিনাশসাধনমানসে হরির সমীপে উপস্থিত
 হইলেন । এবং দেববৃন্দ হরির নিকট গয়াসুরবৃত্তান্ত বর্ণন
 করিলে হরি তাহাদিগকে বলিলেন, ইহার দেহ পাতিত করিলে

সৰ্বসংক্রমণং তত্র গমনাৎ বাজিমৈধফলপ্রাপ্তিঃ ব্রহ্মলোক-
 গমনঞ্চ । সিদ্ধপ্রভবঃ তত্র পঞ্চরাত্রবাসাৎ বহুস্ববর্ণফল-
 প্রাপ্তিঃ । অৰ্ধবেদী তত্র গমনাৎ অশ্বমেধফলস্বৰ্গরোঃ প্রাপ্তিঃ ।
 বাশিষ্ঠী নদী তত্রৈব ঋষিকুল্যা বাশিষ্ঠীগমনাৎ সৰ্ববর্ণনাং

হরিরূঢ়ে তান্ ভবিতব্যং শিবান্ধতিঃ ॥ ৪ ॥ পাতি-
ভেষ্ম মহাদেহে তথেষ্ট্যচুঃ সুরা-হরিং । কদা-
চিচ্ছিবপূজার্থং ক্ষীরাক্কেঃ কমলানি চ ॥ ৫ ॥ আনীয়
কীকটে' দেশে শয়নং চাকরোহলী । বিষ্ণুমায়া
বিমূঢ়োহসৌ গদয়া বিষ্ণুনা হতঃ ॥ ৬ ॥ অতো গদা-
ধরোবিষ্ণুর্গয়ায়াং মুক্তিদঃ স্থিতঃ । তস্ম দেহোলিক-
রূপী স্থিতঃ শুদ্ধে পিতামহঃ ॥ ৭ ॥ জনার্দনশ্চ কালে-
শস্তথান্যঃ প্রপিতামহঃ । বিষ্ণুরাহাথ মর্যাদাং পুণ্য-
ক্ষেত্রং ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥ যজ্ঞং শ্রাদ্ধং পিণ্ডদানং
শ্রাদ্ধাদি কুরুতে নরঃ । স স্বর্গং ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছন্ন
নরকং নরঃ ॥ ৯ ॥ গয়াতীর্থং পরং জ্ঞান যোগং চক্রে
পিতামহঃ । ব্রাহ্মণান্ পূজয়ামাস ঋষিগর্ভমুপা-
গতান্ ॥ ১০ ॥ মহানদীং রসবহাং সৃষ্টা বাপ্যাদিক-

এই অম্বর শিবত্বপদ প্রাপ্ত হইবে । অনন্তর কোন সময়ে মহা-
বল গয়াস্বর শিবপূজার্থ ক্ষীরসাগর হইতে কমল আনয়ন
করিয়া কীকটদেশে শয়ন করিয়াছিল, বিষ্ণু তাহাকে স্বীয়
মায়ায় বিমোহিত করিয়া গদাঘাৎ নিহত করিলেন । ৩-৬ ।
সেই দিন হইতে গদাধর বিষ্ণু গয়াতে অবস্থিতি করিতে লাগি-
লেন । এবং তিনিই অনন্ত জীবের মুক্তিপ্রদান করেন । ঐ
গয়াস্বরের মহাদেহ শিবরূপী হইয়া জগতের শুদ্ধিসম্পাদন
করিতে লাগিল । ৭ । জনার্দন সেই দিন হইতে কালেশ্বর
নামে সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, বিষ্ণু
বলিলেন অদ্য হইতে এইস্থান পুণ্যক্ষেত্র হইল । যে মনুষ্য
এই পুণ্যক্ষেত্রে যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধাদি করে, সে
সর্বদা স্বর্গলোকে ও ব্রহ্মলোকে গমন করে, কদাচ তাহার নরক
গমন হয় না । ৮-৯ । অনন্তর পিতামহ গয়াক্ষেত্রকে পরম-
তীর্থ জ্ঞান করিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং পৌরহিত্য কার্যার্থ
সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়াছিলেন । ১০ । অনন্তর

স্থথা । ভক্ষ্যভোজ্যকলাদীংশ্চ কামধেনুং তথাস্থজং ।
পঞ্চকোশং গয়াক্ষেত্রং ব্রাহ্মণেভ্যো-দদৌ প্রভুঃ ॥ ১১ ॥
ধর্মযোগেষু লোভান্তু প্রতিগৃহ ধনাদিকং ॥ ১২ ॥
স্থিতাবিশ্রান্তদা শপ্তা গয়ায়াং ব্রাহ্মণান্ততঃ । মাভুং
ত্রৈপুরুষী বিদ্যা মাভুং ত্রৈপুরুষং ধনং । যুস্মাকং
স্মারিবহা নদী পাষণপর্যন্তঃ ॥ ১৩ ॥ শশৈশু
প্রার্থিতোব্রাহ্মণুগ্রহং কৃতবান্ প্রভুঃ । লোকাঃ
পুণ্যা-গয়ায়াং হি শ্রাদ্ধিনো-ব্রহ্মলোকগাঃ । যুস্মান্ বৈ
পূজয়িষ্যন্তি তৈরহং পূজিতঃ সদা ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানং
গয়াশ্রাদ্ধং গোগ্রহে মরণং তথা । বাসঃ পুংসাং কুরু-
ক্ষেত্রে মুক্তিরেষা চতুর্ধিধা ॥ ১৫ ॥ সমুদ্রাঃ সরিতঃ

চতুর্ধিক ব্যাপ্ত রসবতী মহানদী সৃষ্টি করিয়া ভক্ষ্য, ভোজ্য,
ফলাদি ও কামধেনু সৃষ্টি করিলেন এবং পঞ্চকোশপরিমিত গয়া-
ক্ষেত্র সেই সকল ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন । প্রশস্ত
ব্রাহ্মণগণ লোভপরতন্ত্র হইয়া সেই সকল যজ্ঞীয় ধনগ্রহণ পূর্বক
সেই স্থানে গঙ্গাতীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । অনন্তর
ব্রহ্মা সেই সকল ব্রাহ্মণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, হে
দ্বিজগণ ! তোমাদিগের ত্রৈপুরুষীবিদ্যা ও ত্রৈপুরুষ ধন থাকিবে
না, কেবল এই পর্যন্তবহা নদী তোমাদিগকে জলপ্রদান
করিবে । ১১-১৩ । ব্রাহ্মণগণ পিতামহকর্তৃক অভিশাপগ্রস্ত
হইয়া বিনয়পূর্বক ব্রহ্মার নিকট শাপবিমুক্তি প্রার্থনা করিলে
কমলযোনি তাহাদিগের প্রতি অমুগ্রহ করিয়া শাপবিমোচন
পূর্বক বলিলেন, যে সকল পুণ্যার্থী ব্রহ্মলোকগামী নর শ্রাদ্ধাভি-
লাষে এই গয়াক্ষেত্রে আগমন করিবে, তাহার। তোমাদিগের
অর্চনা করিবে, সেই অর্চনাঘাৎ আমিও পূজিত হইব । ১৪ ।
ব্রহ্মবিজ্ঞান, গয়াশ্রাদ্ধ, গোগ্রহে মরণ ও কুরুক্ষেত্রে বাস এই
চতুর্ধিধর্মুক্তির কারণ নিরূপিত আছে । ১৫ । সপ্তসমুদ্র সর্ব-

বিজ্ঞপ্রাপ্তিঃ ঋষিকুল্যায়ঃ স্নাতৈকমাসবাসশাকাহারৈঃ ঋষি-
লোকপ্রাপ্তিঃ । ভৃগুভূক্তং তত্র গমনাং বাজিমেষফলপ্রাপ্তিঃ ।
ষীরপ্রমোক্ষঃ তত্র গমনাং সর্বপাপপ্রণাশঃ । সন্ধ্যা সা বিদ্যা-
তীর্থং তত্র স্নানাং যত্র তত্রৈব বিদ্যাপ্রাপ্তিঃ । মহাপ্রমঃ তত্রৈক-

কালনিরাহারং শুভলোকপ্রাপ্তিঃ । মহালয়ঃ তত্র বর্ষকালোপ-
বাসেনৈকমাসবাসাং আশ্রনা সঠৈকবিংশতিপুরুষেধকারঃ তত্রৈব
মহেশ্বরদর্শনাং সর্বপাপমরণভয়মোক্ষিনাশঃ বহুবর্ণবাগফল-
প্রাপ্তিঃ । বেতসীকা তত্র গমনাং অশ্বমেধফলং ওশনসগতি-
প্রাপ্তিঃ । সুন্দরিকা তত্র গমনাং রূপপ্রাপ্তিঃ । ব্রাহ্মণিকা

সৰ্কা বাপীকূপত্ৰদানি চ । স্নাতুকামা গয়াতীৰ্থং স্নাস-
বাস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মহত্যা স্মরণানং স্তেয়ং
গুরুজনাগমঃ । পাপং তৎসঙ্গজং সৰ্কাং গয়াশ্রাদ্ধা-
ধিনশ্চতি ॥ ১৭ ॥ অসংস্কৃত্য মৃত্যু য়ে চ পশুচৌর-
হত্যাশ্চ য়ে । সৰ্পদংশ্ত্ৰা গয়াশ্রাদ্ধানুজ্ঞাঃ স্বৰ্গং ব্রহ্ম-
স্তুতি তে ॥ ১৮ ॥ গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎ ফলং লভতে
নরঃ । ন তচ্ছক্যং যয়া বহুং বর্ষকোটিশতৈরপি ॥ ১৯ ॥
ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে গয়ামাহাত্ম্যে ত্র্যশীতিতমো-
হধ্যায়ঃ ।

ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ কীকটেষু গয়া পুণ্য পুণ্যং রাজ-

নদী ও বাপীকূপ তড়াগাদি যে সকল মহাতীর্থ পৃথিবীতে বিদ্য-
মান আছে, যাহারা এই সকল মহাতীর্থে স্নানকামনা করে,
তাহারা গয়াতীর্থে আগমন করিয়া থাকে । গয়াতীর্থ দর্শন
করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিলে উক্ত তীর্থ সকলে স্নানাদিজনিত পুণ্য-
সঞ্চয় হইয়া থাকে । ১৬ । গয়াতীর্থে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যা
স্মরণান, স্তেয় ও গুরুপত্নীগমনজন্ত পাপ ও ব্রহ্মহত্যা
কারীর সংস্কৃতজনিত পাপ বিনাশ পায় । ১৭ । যাহারা অসংস্কৃত
অবস্থায় মরিয়াছে, যাহারা পশু ও চৌরকর্তৃক নিহত এবং যাহারা
সৰ্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সেই সকল পাপীও গয়াশ্রাদ্ধে
মুক্ত হইয়া স্বৰ্গলোকে গমন করিয়া থাকে । ১৮ । গয়াতীর্থে
পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিলে মানবগণ যেৰূপ পুণ্য লাভ
করে, আমি শতকোটিবর্ষ বর্ণন করিলেও সেই সকল পুণ্য
কীৰ্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারি না । ১৯ ।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, কীকটদেশে গয়াক্ষেত্র মহাপুণ্য স্থান, এই

তত্ত্ব গমনাৎ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ । নৈমিষং তত্র ব্রহ্মা তিষ্ঠতি
তত্র প্রবেশাৎ সৰ্গপাপনাশঃ স্নানাৎ গবাময়্যাগকলপ্রাপ্তিঃ
সপ্তকুলোদ্ধারঃ উপবাসেন প্রাণত্যাগাৎ স্বৰ্গপ্রাপ্তিঃ । গৃহো-
ভেদঃ তত্র জিহ্বারোপবাসাৎ বাজিমৈথকলপ্রাপ্তিঃ বিষ্ণুলোক-

গৃহং বনং । বিষয়শ্চারণঃ পুণ্যো নদীনাঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥
২ ॥ মুণ্ডপৃষ্ঠস্ত পূৰ্ব্বম্বিন্ পশ্চিমে দক্ষিণোত্তরে । সাক্ষি-
ক্ৰোশদ্বয়ং মানং গয়ায়াং পরিকীৰ্ত্তিতং ॥ ৩ ॥ পঞ্চ-
ক্ৰোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ । তত্র
পিণ্ডপ্রদানেন পিতৃণাং পরমা গতিঃ । গয়াগমন-
মাজ্ঞেয়ং পিতৃণামনৃণোভবেৎ ॥ ৪ ॥ গয়ায়াং পিতৃরূপেণ
দেবদেবোজ্জনাৰ্দ্দনঃ । তৎ দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষং মুচ্যতে
বৈ ঋণত্রয়াং ॥ ৫ ॥ রথমার্গং গয়াতীর্থে দৃষ্ট্বা রুদ্রং
পদাধিকে । কালেশ্বরঞ্চ কেদারং পিতৃণামনৃণো-
ভবেৎ ॥ ৬ ॥ দৃষ্ট্বা পিতামহং দেবং সৰ্বপুণ্যদায়কং
চ্যতে । লোকং অনাময়ং যাতি দৃষ্ট্বা চ অপিতামহং ॥ ৭

দেশে রাজগৃহ ও বননামে আর ছইটি মহাতীর্থ আছে । চারণ-
দেশ মহাপুণ্যপ্রদ স্থান এবং এই দেশে যে সকল নদী আছে,
তাহারাও অক্ষয় পুণ্যপ্রদান করে । ১-২ । গয়াক্ষেত্রের প্রান্তচতু-
ষ্টয়ে সাক্ষিক্রোশদ্বয় ব্যাপিয়া মুণ্ডপৃষ্ঠ তীর্থ আছে এই সকল স্থান ও
মহাতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয় । ৩ । গয়াক্ষেত্র পঞ্চক্রোশব্যাপী
তন্মধ্যে একক্রোশ ব্যাপিয়া গয়াশিরঃ আছে । এই গয়াশিরে
পিণ্ডপ্রদান করিলে পিতৃলোকের পরমাগতি লাভ হয় । যে
ব্যক্তি গয়াতীর্থে গমন করে, তৎক্ষণাৎ সেই মহুষ্য পিতৃঋণ
হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ৪ । গয়াক্ষেত্রে জনাৰ্দ্দন পিতৃদেব-
রূপে বর্তমান আছেন, সেই পুণ্ডরীকাক্ষকে দর্শন করিলে
মহুষ্য ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইতে পারে । ৫ । গয়াতীর্থে রথমার্গ,
কালেশ্বর ও কেদারমূর্তি দর্শন করিলে মহুষ্য পিতৃঋণ হইতে
মুক্ত হইয়া থাকে । ৬ । গয়াক্ষেত্রে পিতামহদেবকে দর্শন করিলে
মানবগণ সৰ্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । অপিতামহ-
দেব কালেশ্বরকে দর্শন করিলে মানব অনাময় স্থানে গমন
করে, সেইরূপ রমাগতি পুরুষোত্তম গদাধরকে দেখিলে সৰ্ক-

বাসশ্চ । সরস্বতী তত্র পিতৃদেবতর্পণাৎ সারস্বতলোকবাসঃ ।
বাহুনা নদী তত্রৈকরাজিবাসাৎ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিঃ । গোপ্রচার-
তীর্থং তত্ত্ব সরস্বতীরং তত্র স্নানাৎ সৰ্কপাপনাশঃ দেবলোক-
প্রাপ্তিঃ । গোমত্যাং রামতীর্থং তত্র স্নানাৎ অশ্বমেধকল-
প্রাপ্তিঃ নিজকুলপাবনঞ্চ । সাহস্রবৎ তত্র গমনাৎ রাজহুনাশ-
মেধকলপ্রাপ্তিঃ । রাজগৃহং তত্র স্নানাৎ কুবেরবদাচ্ছান-

তথা গদাধরং দেবং মাধবং পুরুষোত্তমং । তং প্রথম্য
প্রবত্নেন ন ভূয়ো জায়তে নরঃ ॥ ৮ ॥ মৌনাদিত্যং
মহাজ্ঞানং কনকাকং বিশেষতঃ । দৃষ্ট্বা মৌনেন
বিশ্বার্থে পিতৃণামনৃণোভবেৎ । ব্রহ্মাণং পুজয়িত্বা চ
ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯ ॥ গায়ত্রীং প্রাতরুথায় যজ্ঞ
পশুতি মানবঃ । সন্ধ্যাং কৃদ্ধা প্রবত্নেন সৰ্ববেদকলং
লভেৎ ॥ ১০ ॥ সাবিত্রীতীর্থে মধ্যাহ্নে দৃষ্ট্বা যজ্ঞকলং
লভেৎ । সরস্বতীঞ্চ সায়াক্ষে দৃষ্ট্বা দানকলং লভেৎ ॥
১১ ॥ নগশ্রমীশ্বরং দৃষ্ট্বা পিতৃণামনৃণো ভবেৎ । ধর্ম্মা-
ত্রণঞ্চ ধর্ম্মমীশং দৃষ্ট্বাস্তাদৃগনাশনং ॥ ১২ ॥ দেবং
গৃধ্রেশ্বরং দৃষ্ট্বা কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ । ধেনুং দৃষ্ট্বা ধেনু-

পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং সেই বিষ্ণুকে যজ্ঞপূর্বক
নমস্কার করিলে তাহার পুনর্জন্ম হয় না । ৭-৮ । গয়াতে মৌনা-
দিত্য ও কনকাক নামে দেবতা আছে, যে ব্যক্তি মৌনাবলম্বন
পূর্বক উক্ত দেবকে দর্শন করে, সেই ব্যক্তি পিতৃঋণ হইতে মুক্ত
হইয়া থাকে । গয়াক্ষেত্রে ব্রহ্মার অর্চনা করিলে ব্রহ্মলোকে
বাস হইয়া থাকে । ৯ । গয়াতে গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী
নামে তিনটি তীর্থ আছে, যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোথান
করিয়া সেই গায়ত্রীতীর্থ দর্শন করে এবং যজ্ঞপূর্বক সেই তীর্থে
প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি সর্ববেদোক্ত
কল লাভ করে । ১০ । মধ্যাহ্নকালে সাবিত্রীতীর্থ দর্শন করিয়া
বিধিপূর্বক সেই তীর্থে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিলে সর্বযজ্ঞীয় কল-
ভোগ হয় এবং সাংকালে সরস্বতীতীর্থ দর্শন করিয়া সেই
তীর্থে সায়ংকালীন সন্ধ্যা করিলে সর্বদানজন্তু ফললাভ করিতে
পারে । ১১ । পরিতপ্ত শিবমূর্ত্তি দর্শন করিলে পিতৃঋণ হইতে
মুক্ত হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মারণ্যস্থ ধর্ম্মমূর্ত্তি দর্শন করিলে ঋণত্রয়
হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ১২ । গৃধ্রেশ্বর দেবকে দর্শন করিলে
কোন ব্যক্তি না ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয় ? ধেনুবননামক

প্রাপ্তিঃ । মণিনাগঃ তত্র গমনাৎ গোসহস্রদানকলপ্রাপ্তিঃ ।
এবং তৎসমীপে নিত্যকর্ম্মকরণাৎ সূর্য্যবিষভয়নাশঃ একরাত্র-
বাসাৎ সর্বপাপনাশঃ । গৌতমবনং তত্র অহল্যাহুদে স্নানাৎ
পরমগতিপ্রাপ্তিঃ । শ্রীদেবী তত্র গমনাৎ শ্রীপ্রাপ্তিঃ । উদপানঃ
তত্রাতিথেকাৎ বাজিমেষকলপ্রাপ্তিঃ । জনকরাজকূপঃ তত্রা-

বনে ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃনৃ ॥ ১৩ ॥ প্রভাসেশং
প্রভাসে চ দৃষ্ট্বা যাতি পরাং গতিং । কোটীশ্বরং
চাশ্বমেধং দৃষ্ট্বাস্তাদৃগনাশনং ॥ ১৪ ॥ স্বর্গদ্বারেশ্বরং
দৃষ্ট্বা মুচ্যেত ভববন্ধনাৎ । রামেশ্বরং গদালোলং দৃষ্ট্বা
স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মেশ্বরং তথা দৃষ্ট্বা মুচ্যেত
ব্রহ্মহত্যায়া । মুণ্ডপৃষ্ঠে মহাচণ্ডীং দৃষ্ট্বা কামানবা-
প্নুয়াৎ ॥ ১৬ ॥ কল্মষীশং কল্মচণ্ডীঞ্চ গৌরীং দৃষ্ট্বা চ
মঙ্গলাৎ । গোমকং গোপতিদেবং পিতৃণামনৃণো
ভবেৎ ॥ ১৭ ॥ অঙ্গারেশঞ্চ সিদ্ধেশং গয়াদিত্যং
গজন্তথা । মার্কণ্ডেশ্বরং দৃষ্ট্বা পিতৃণামনৃণোভবেৎ ॥
১৮ ॥ কল্কতীর্থে সরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গদাধরং ।

মহাতীর্থে ধেনুদর্শন করিলে তাহার পিতৃলোক ব্রহ্মলোকে
গমন করে । ১৩ । প্রভাসতীর্থে প্রভাসেশ্বরকে অবলোকন
করিলে উত্তম গতি পাইয়া থাকে । যে ব্যক্তি কোটীশ্বর শিব-
লিঙ্গ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ দর্শন করে, সে ব্যক্তি ঋণত্রয় হইতে মুক্ত
হইয়া থাকে । ১৪ । যে মহুষ্য স্বর্গদ্বারেশ্বরকে অবলোকন
করে, সে আর সংসারমায়ায় বদ্ধ হয় না । সেতুবন্ধনানে রামে-
শ্বরকে নিরীক্ষণ করিলে মহুষ্য স্বর্গলাভ করিতে পারে । ১৫ ।
ব্রহ্মেশ্বর শিবলিঙ্গ দেখিলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে পরি-
ষ্কাপ পায় । মুণ্ডপৃষ্ঠে ও মহাচণ্ডীকে দর্শন করিলে সর্বপ্রকার
কামনা পরিপূর্ণ হয় । ১৬ । কল্মষীশ্বর, কল্মচণ্ডী, গৌরী,
মঙ্গলা, গোমক ও গোপতি দেবকে অবলোকন করিলে মহুষ্য
পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে । ১৭ । অঙ্গারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর
গয়াদিত্য, গণদেব ও মার্কণ্ডেশ্বর এই সকল দেবমূর্ত্তি অব-
লোকন করিলে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ১৮ । কল্ক-
তীর্থে স্নান করিয়া গদাধর দেবকে দর্শন করিলে স্কন্ধভিকারী

ভিক্ষকঃ বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিঃ । বিশল্যাং তত্র গমনাৎ বাজ-
পেয়কলপ্রাপ্তিঃ । বিশল্যা সা সর্বতীর্থজলোত্তবা তত্র গমনাৎ
বাজপেয়কলপ্রাপ্তিঃ । রবিলোকগমনকং । তপোবনং তত্রাধি-
বাসাৎ শুভকলোকবাসঃ । কম্পনা নদী সা সিদ্ধিনিবেষিতা
তত্র গমনাৎ পুণ্ডরীকবাগকলপ্রাপ্তিঃ । বিশল্যা নদী তত্র
গমনাৎ অগ্নিষ্টোমকলং দেবলোকে চিরবাসকং । মাহেশ্বরী তত্র
গমনাৎ অশ্বমেধকলপ্রাপ্তিঃ । ব্রহ্মলোদ্ধরণকলং দিবৌকঃ পুণ্ডরীক

এতেন কিমপৰ্য্যাপ্তং নৃণাং সুরকৃতিকারিণাং । ব্রহ্ম-
লোকং প্রয়াস্তীহ পুরুষানেকবিংশতিং ॥১৯॥ পৃথিব্যাং
যানি তীৰ্থানি যে সমুদ্রাঃ সরাংসি চ । কল্পতীৰ্থং
গমিষ্যন্তি বার্ষমেকং দিনে দিনে ॥ ২০ ॥ পৃথিব্যাঞ্চ
গয়াপুণ্য গয়াৰাঞ্চ গয়াশিরঃ । শ্রেষ্ঠং তথা কল্পতীৰ্থং
তদুৎকৃষ্টং সুরস্ব হি ॥ ২১ ॥ উদীচি কনকানদ্যা নাভি-
তীৰ্থন্ত মধ্যতঃ । পুণ্যব্রহ্মসদন্তীৰ্থং স্নানাং স্মাদ্
ব্রহ্মলোকদঃ ॥ ২২ ॥ কূপে পিণ্ডাদিকং কৃত্বা পিতৃ-
ণামনুগো ভবেৎ । তথাঙ্করবটে শ্রাদ্ধং ব্রহ্মলোকং
নয়েৎ পিতৃন্ ॥ ২৩ ॥ হংসতীৰ্থে নরঃ স্নাত্বা সৰ্ব্বপাপৈঃ
প্রমুচ্যতে । কোটীতীৰ্থে গয়ালোকে বৈতরণ্যাঞ্চ
গোমকে । ব্রহ্মলোকং নয়েৎ শ্রাদ্ধী পুরুষানেক-
বিংশতিং ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মতীৰ্থে রামতীৰ্থে আগ্নেয়ে সোম-

ব্যক্তি কোন্ অভিশাপ পরিপূর্ণ না হয় ? । এবং তাহার পূৰ্ব্ব
একবিংশতি পুরুষ ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করে । ১৯ । পৃথিবীতে যে
সকল মহাতীৰ্থ, সমুদ্র ও সরোবর আছে, সকলই প্রতি দিন
একবার কল্পতীৰ্থে আগমন করিয়া থাকে । ২০ । পৃথিবীতে
যে সকল মহাতীৰ্থ আছে, তাহাদিগের মধ্যে গয়াতীৰ্থ প্রধান
এবং গয়াক্ষেত্রমধ্যে ও গয়াশিরঃ সৰ্ব্বপুণ্যপ্রদ । কিন্তু কল্পতীৰ্থ
সৰ্ব্বপ্রধান, এই স্থানটি দেবগণের মুখস্বরূপ । ২১ । উত্তরদিকে
কনকা নদী এবং মধ্যস্থলে নাভিতীৰ্থ এই ব্রহ্মতীৰ্থের মহাপুণ্য-
প্রদ । এই সকল তীৰ্থে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি
হয় । ২২ । ব্রহ্মকূপে পিণ্ডপ্রদান করিলে পিতৃগণ হইতে বিমুক্তি
পায় এবং অঙ্করবটে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের ব্রহ্মলোক
প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ২৩ । মানবগণ হংসতীৰ্থে স্নান করিলে
সৰ্ব্বপাপ হইতে মুক্তি পায়, কোটীতীৰ্থস্বরূপ গয়াক্ষেত্রে, বৈতরণ-
নীতে, গোমকতীৰ্থে, পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে পূৰ্ব্ব এক-
বিংশতি পুরুষের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । ২৪ । ব্রহ্ম-

তত্র গমনাৎ দুৰ্গতিবিনাশঃ বাক্ষ্যমেধফলপ্রাপ্তিঃ । রামপদং
তত্র গমনাৎ অশ্বমেধফলং । মাহেশ্বরপদং ব্রীকযানাং অশ্ব
মেধফলং তত্র তীৰ্থকোটি তত্র স্নানাৎ তদুৎকৃষ্টং গরুড়পুণ্ডরীকফলপ্রাপ্তিঃ ।
নারায়ণস্থানং যত্র শালগ্রামনামা হরিত্তিষ্ঠতি তত্র গমনাৎ অশ্ব-
মেধফলং বিষ্ণুলোকগমনঞ্চ । কৃতৈব উদগানং যত্র চত্বারঃ

তীৰ্থকে । শ্রাদ্ধী রামহৃদে ব্রহ্মলোকং পিতৃকুলং
নয়েৎ ॥ ২৫ ॥ উত্তরে মানসে শ্রাদ্ধী ন ভূয়ো জায়তে
নরঃ । দক্ষিণে মানসে শ্রাদ্ধী ব্রহ্মলোকং পিতৃ-
নয়েৎ ॥ ২৬ ॥ ভীষ্মতর্পণকৃত্য কূটে তারস্বতে পিতৃন্ ।
গৃধ্রেস্বরে তথা শ্রাদ্ধী পিতৃণামনুগো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥
শ্রাদ্ধী চ ধেনুকারণ্যে ব্রহ্মলোকং পিতৃনয়েৎ । তিল-
ধেনুপ্রদঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা ধেনুং ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥ ঐশ্বরে
বা নরতীৰ্থে বাসবে বৈষ্ণবে তথা । মহানদ্যাং
কৃতশ্রাদ্ধো ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্ ॥ ২৯ ॥ গায়ত্রে
চৈব সাবিত্রে তীৰ্থে সারস্বতে তথা । স্নানসম্পাদ্য-
তর্পণকৃত্য শ্রাদ্ধী চৈকোত্তরং শতং । পিতৃগন্ত কুলং

তীৰ্থে, রামতীৰ্থে, আগ্নেয়তীৰ্থে, সোমতীৰ্থে ও রামহৃদে পিতৃ-
গণের শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয় । ২৫ ।
উত্তরমানসে শ্রাদ্ধ করিলে তাহার পুনর্জন্ম হয় না এবং দক্ষিণ-
মানসে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয় । ২৬
উক্ত তীৰ্থত্রয়ের সঙ্গমস্থলে ভীষ্মদেবকে উদ্দেশ্য করিয়া তর্পণ
করিলে পিতৃগণকে পরিজ্ঞান করিতে পারে । গৃধ্রেস্বরে পিতৃশ্রাদ্ধ
করিলে মনুষ্য পিতৃগণ হইতে মুক্তি পায় । ২৭ । ধেনুকরণ্যে
পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া স্নান ও তিলধেনু প্রদানপূর্বক ধেনু দর্শন
করিলে পিতৃলোকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয় । ২৮ । ঐশ্বরীতীৰ্থে,
নরতীৰ্থে, বাসবতীৰ্থে, রামতীৰ্থে, বৈষ্ণবতীৰ্থে ও মহানদীতে
পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে মানবগণ পিতৃলোককে ব্রহ্মলোকে
নয়ন করিতে পারে । ২৯ । গায়ত্রীতীৰ্থ, সাবিত্রীতীৰ্থ ও সর-
স্বতীতীৰ্থে স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিলে এক শত

সমুদ্রাঃ সন্নিহিতাঃ তত্র স্নানাৎ দুৰ্গতিবিনাশঃ তত্র মহাদেব-
তিষ্ঠতি তত্র গমনাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ । ইন্দ্রলোকবাসনং ।
জাতিস্বরঃ তত্র স্নানাৎ জাতিস্বরপ্রাপ্তিঃ । বটেশ্বরপুরং তত্র
কেশবস্ত দর্শনপূজনাভ্যাগুপবাসেন চ বাহিতকামপ্রাপ্তিঃ ।
বামনতীৰ্থং তত্র গমনাৎ দুৰ্গতিবিনাশঃ বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিঃ ।
তত্র কোণিকী তিষ্ঠতি তত্র স্নানাৎ রাজহুয়যজ্ঞকর্মাশ্রাপ্তিঃ ।
চম্পকারণ্যং তত্রৈকরাজবাসাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ ।
গোষ্ঠীনং তত্রৈকরাজোপবাসাৎ অগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্তিঃ । তত্র
দেব্যা সহ বিধেশ্বরতিষ্ঠতি তত্র দর্শনাৎ মিত্রাবরুণকোবাসনঃ ।

ব্রহ্মলোকং নয়তি মানবঃ ১৩০ ॥ ব্রহ্মযোনিং বিনি-
গচ্ছৎ প্রায়তঃ পিতৃমানসঃ । তপসিষা পিতৃদেবান-
বিশেদ্যোনিশকটে ১৩১ ॥ তপণে কাকজজ্ঞার্যাং
পিতৃণাং তৃপ্তি রক্ষয়া । ধর্ম্মারণ্যে মতঙ্গস্য বাপ্যাং
শ্রাদ্ধী দিবং ব্রজেৎ ১৩২ ॥ ধর্ম্মযুগে চ কুপে চ পিতৃণা-
মনৃণো ভবেৎ । প্রমাণং দেবতাঃ সন্ত লোকপালাশ্চ
সাক্ষিণঃ । ময়াগত্য মতঙ্গেন্নিনু পিতৃণাং নিকৃতিঃ
কৃত্য ১৩৩ ॥ রামতীর্থে নরঃ স্নাত্য শ্রাদ্ধং কৃত্য
প্রভাসকে । শিলায়াং প্রেতভাবাঃ স্মৃশ্মুক্তাঃ পিতৃ-
গণাঃ কিল ১৩৪ ॥ শ্রাদ্ধক্লুপ্ত স্বপুষ্ঠায়াং ত্রিঃসপ্তকুল-
মুদ্বরেৎ । শ্রাদ্ধক্লুপ্তপুষ্ঠাদৌ ব্রহ্মলোকং নয়ৎ
পিতৃনু ১৩৫ ॥ গয়ায়াং ন হি তৎ স্থানং যত্র তীর্থং

পুরুষ পর্য্যন্ত পিতৃলোক স্বর্গলোকে গমন করে । ৩০ । যদি
মহুযা সংযত হইয়া পিতৃগণের উদ্দেশে ব্রহ্মযোনিতে গমন
করিয়া পিতৃতর্পণ ও দেবতর্পণ করে, সেই ব্যক্তি আর গর্ভ-
যন্ত্রণা ভোগ করে না । ৩১ । কাকজজ্ঞাতীর্থে তর্পণ করিলে
পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি হয় । ধর্ম্মারণ্যে ও মতঙ্গসরোবরে
পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে মহুযা স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে । ৩২ ।
ধর্ম্মযুগতীর্থে ও ধর্ম্মকুপতীর্থে স্নানাদি করিলে মহুযা পিতৃগণ
হইতে মুক্ত হয় । উক্ত তীর্থে স্নানকর্ম্ম সমাপন করিয়া এই
মন্ত্র পাঠ করিবে । হে দেবগণ, হে দিক্‌পালগণ ! তোমরা
আমার এই কার্যের সাক্ষী রহিলে, আমি পিতৃলোকের নিকৃতি-
সাধন করিলাম । ৩৩ । মানবগণ রামতীর্থে প্রভাসে ও প্রেত-
শিলাতে স্নান করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে প্রেতভাবাপন্ন পিতৃ-
লোক মুক্ত হইয়া থাকে । ৩৪ । স্বপুষ্ঠাতীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে
একবিংশতিকূল উদ্ধার করিতে পারে । মুণ্ডপুষ্ঠাদিতীর্থে শ্রাদ্ধ
করিলে পিতৃলোকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয় । ৩৫ । পঞ্চক্রোশ-

কন্যাসম্বৎসরং তজ্জাহারজন্মাং মহুলোকপ্রাপ্তিঃ তজ্জানদান-
মক্ষয়ং ভবতি । নিশ্চিরা নদী তত্র গমনাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ ।
স্বকুলোদ্ধরণঞ্চ । নিশ্চিরাসদমে অন্নদানেন ব্রহ্মলোকগমনঃ ।
তত্র বশিষ্ঠাশ্রমঃ তজ্জাতিবেকাৎ বাজপেয়ফলপ্রাপ্তিঃ । দেবকুটং
তত্র গমনাৎ বাজিমেধফলপ্রাপ্তিঃ কুলোদ্ধরণঞ্চ । কোশিক-
মুনিহুঃ তত্র মাসকাসাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ । নরকী তীর্থব্রহ্মদে:

ন দিগন্তে । পঞ্চক্রোশে গয়াক্ষেত্রে যত্র তত্র তু
পিণ্ডদঃ । অক্ষয়ং কলমাপ্রোতি ব্রহ্মলোকং নয়ৎ
পিতৃনু ১৩৬ ॥ জনার্দনস্ত হস্তে তু পিণ্ডং দত্ত্বাৎ স্বকং
নরঃ । এব পিণ্ডোময়া দত্তস্তব হস্তে জনার্দন ১৩৭ ॥
পরলোকং গতে মোক্ষমক্ষ্যামুপতিষ্ঠতাং । ব্রহ্মলোক-
মবাপ্রোতি পিতৃভিঃ সহ নিশ্চিভৎ ১৩৮ ॥ গয়ায়াং
ধর্ম্মপৃষ্ঠে চ সরসি ব্রহ্মগন্তব্য । গয়াশীর্ষেহক্ষয়বটে
পিতৃণামতঙ্গমক্ষয়ং ১৩৯ ॥ ধর্ম্মারণ্যং ধর্ম্মপৃষ্ঠং ধেনু-
কারণ্য মেব চ । দৃষ্টে তানি পিতৃশ্রাদ্ধাং বংশানু বিং-

পরিমিত গয়াক্ষেত্রে এমন একবিন্দু স্থান নাই যে, যেখানে
তীর্থ নাই, অতএব গয়াক্ষেত্রমধ্যে সর্বস্থানে পিণ্ড প্রদান
করিবে । ইহাতে পিতৃগণ অক্ষয়ফল প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মসদনে
গমন করিয়া থাকেন । ৩৬ । মহুযা জনার্দন হস্তে স্বীয় পিণ্ড-
প্রদান করিয়া বলিবে,—হে জনার্দন ! আমি তোমার হস্তে
পিণ্ড প্রদান করিলাম, যখন আমি পরলোকে গমন করিব, তখন
যেন এই পিণ্ডপ্রদান প্রভাবে পিতৃলোকের সহিত অক্ষয় ফল-
ভোগ করিতে পারি । এইরূপে জীবিত অবস্থায় আপনার
পরিজাগার্থ পিণ্ডপ্রদান করিলে মহুযা পিতৃলোকের সহিত
ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারে । ৩৭-৩৮ । গয়াতীর্থে ধর্ম্ম-
পৃষ্ঠে, ব্রহ্মসরোবরে, গয়াশীর্ষে এবং অক্ষয়বটে পিতৃলোকের
উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহাতে পিতৃলোকের অক্ষয় স্বর্গ
ভোগ হইয়া থাকে । ৩৯ । ধর্ম্মারণ্য, ধর্ম্মপৃষ্ঠ ও ধেনুকারণ্য
এই সকল তীর্থ দর্শন করিয়া পিতৃলোকের উদ্দেশে অর্থপ্রদান

তত্র বাসাৎ বহ্নুর্বর্ণযাগফলপ্রাপ্তিঃ হুর্গতিবিনাশচ । বীরাশ্রমঃ
তত্র কুমারতিষ্ঠতি তত্র গমনাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ । অগ্নিধারা
তত্র গমনাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ কুলোদ্ধরণঞ্চ । পিতামহসরঃ
তত্র শৈলরাজপ্রতিষ্ঠিতৌ শিবধিকু তিষ্ঠতঃ তজ্জাতিবেকাৎ
অগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্তিঃ । তত্ৰৈব কুমারধারা তত্র স্নানাৎ কৃত্য-
খতা ত্রিকালোপবাসেন ব্রহ্মহত্যানাশঃ । গৌরীশিখরং তজ্জা-
রোহণাৎ শুদ্ধতা তত্র কুণ্ডে স্নানপিতৃদেবার্চনাত্যাং অশ্বমেধ-
ফলপ্রাপ্তিঃ স্বর্গগমনঞ্চ । তাত্রাকর্ণা তত্র গমনাৎ বাজিমেধ-
ফলপ্রাপ্তিঃ শক্রলোকগমনঞ্চ । নন্দিনী তত্র ত্রিংশসেবিতঃ
কুপঃ তত্র গমনাৎ নরমেধফলপ্রাপ্তিঃ । কোশিক্যাক্ষয়সদমঃ

শতিমুদ্বরেৎ ॥ ৪০ ॥ ব্রহ্মারণ্যং ময়নজ্ঞাঃ পশ্চিমে
ভাগ উচ্যতে । পূর্বে ব্রহ্ম সদোভাগো নাগাদ্রির্ভরতা-
শ্রমঃ ॥ ৪১ ॥ ভরতশ্রমশ্রমে শ্রাদ্ধী মতঙ্গশ্র পদে
ভবেৎ । গয়াশীর্ষাদক্ষিণতো মহানজ্ঞাশ্চ পশ্চিমঃ ॥ ৪২
তৎ স্মৃতকম্পকবনং তত্র পাণ্ডুলিলাস্তি হি । শ্রাদ্ধী
তত্র তৃতীয়ায়াং নিশ্চিরায়াম্ মণ্ডলে । মহাহ্রদে চ
কৌশিক্যামক্ষয়ং ফলমাধুয়াং ॥ ৪৩ ॥ বৈতরণ্যা-
শ্চোত্তরতত্তৃতীয়াখ্যো জলাশয়ঃ । পদানি তত্র
ক্রৌঞ্চশ্র শ্রাদ্ধী স্বর্গং নরেৎ পিতৃনৃ ॥ ৪৪ ॥ ক্রৌঞ্চ-
পাদাদুত্তরতো নিশ্চিরায়াম্ জলাশয়ঃ । সৰুদ্
গয়াভিগমনং সৰুৎ পিণ্ডপ্রপাতনং । দুর্লভং কিং

করিলে একবিংশতিপুরুষ পরিভ্রাণ পায়। ৪০। মহানদীর
পশ্চিমভাগে ব্রহ্মারণ্য নামে মহাতীর্থ আছে, ঐ নদীর পূর্ব-
ভাগে ব্রহ্মসদ, নাগাদ্রি, ভরতশ্রম ও মতঙ্গশ্রম নামে বহুবিধ
তীর্থ আছে, ঐ সকল তীর্থে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে। গয়া-
শীর্ষের দক্ষিণে ও মহানদীর পশ্চিমে চম্পকবন নামে একটি
তীর্থ আছে, সেই স্থানে পাণ্ডুলিলা বিদ্যমান রহিয়াছে, ঐ তীর্থে,
মহাহ্রদে এবং কৌশিকীতীর্থে তৃতীয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয়-
ফল লাভ হইয়া থাকে। ৪১-৪৩। বৈতরণী নদীর উত্তরপ্রান্তে
তৃতীয়াখ্য জলাশয় আছে, ঐ জলাশয়ে ক্রৌঞ্চপদ নামে মহা-
তীর্থ বর্তমান রহিয়াছে। এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের
স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ৪৪। ক্রৌঞ্চপদের উত্তরে নিশ্চিরায়াম্
জলাশয় আছে, ইহাও একটি মহাতীর্থ। যে ব্যক্তি এক বার
গয়াতে গমন করে, কিংবা একবারমাত্র পিণ্ডপ্রদান করে, ইহ-

তত্র ত্রিরাত্রোপবাসাৎ সৰ্বপাপমুক্তিঃ । উৰ্ব্বশীতীর্থং সোমশ্রমঃ
কৃত্তকর্ণশ্রমঃ তেষু জ্ঞানং অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ স্বর্গগমনঞ্চ ।
কোকামুখং তত্র জ্ঞানং জাতিস্বয়ং । নন্দা তত্র গমনাৎ কৃত্তা-
খতা সৰ্বপাপনাশঃ স্বর্গগমনঞ্চ । ঋষভদ্বীপঃ তত্র কৌঞ্চনি-
হ্রদনসেবনাৎ গরুড়াত্মাং জ্ঞানাজ্ঞ বিমানে বিরাজঃ । ওদালক-
তীর্থং তত্রাভিবেকাৎ সৰ্বপাপনাশঃ । ব্রহ্মতীর্থং তত্র গমনাৎ
বাল্পেয়ফলপ্রাপ্তিঃ । চম্পা তত্র গমনাৎ গোসহস্রদানফল-
প্রাপ্তিঃ । নরেতিকা তত্র গমনাৎ বাল্পেয়ফলং বিমান-
প্রাপ্তিঃ । সংবিদ্যতীর্থং তত্র জ্ঞানং বিদ্যাপ্রাপ্তিঃ । লৌহিত্যং

পুনর্নিত্যং অগ্নিরেব ব্যাক্ষিতঃ ॥ ৪৫ ॥ মহানজ্ঞা-
মপঃ স্পৃশ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ । অক্ষয়ান্ প্রাপ্ত্বা-
জ্ঞোকান্ কুলঞ্চাপি সমুদ্বরেৎ । সাবিজ্ঞে পঠ্যতে সঙ্খ্যা
কৃত্তান্ত্রাদ্বাদশাদিকী ॥ ৪৬ ॥ গুরুকৃষ্ণাবুর্ভো পক্ষৌ
গয়ায়াং যো বসেসরঃ । পুনন্ত্যাসপ্তমকৈবর কুলং
নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ গয়ায়াং মুণ্ডপৃষ্ঠং অরবিন্দঞ্চ
পর্কতং । তৃতীয়াং ক্রৌঞ্চপাদঞ্চ দৃষ্ট্বা পাপৈঃ প্রমু-
চ্যতে ॥ ৪৮ ॥ মকরে বর্তমানে চ গ্রহণে চন্দ্র-
সূর্য্যয়োঃ । দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু গয়ায়াং পিণ্ড-
পাতনং ॥ ৪৯ ॥ মহাহ্রদে চ কৌশিক্যাং মূলক্ষেত্রে-
বিশেষতঃ । গুহায়াম্ গৃধ্রকূটশ্র শ্রাদ্ধং সপ্ত মহাফলং ॥ ৫০
যত্র মাহেশ্বরী ধারা শ্রাদ্ধী তত্রানুগোভবেৎ । পুণ্যাং
বিশালা মাসাত্ত নদীং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতাং । অগ্নি-

লোকে তাহার কিছুই দুর্লভ থাকে না। ৪৫। মহানদীর
জলস্পর্শ করিয়া পিতৃদেবতার তর্পণ করিবে, ইহাতে পিতৃগণ
অক্ষয়লোকপ্রাপ্ত হন এবং তাহার কুলের উদ্ধার হইয়া থাকে।
সাবিজ্ঞীতীর্থে সঙ্খ্যা করিলে ষাটশ বংশরের সঙ্খ্যার ফল হয়। ৪৬।
কৃষ্ণ কিংবা গুরুপক্ষে গয়াতীর্থে বাস করিলে নিশ্চয় তাহার
সপ্তকুল পবিত্র হইয়া থাকে। ৪৭। গয়াতে মুণ্ডপৃষ্ঠ, অরবিন্দ
পর্কত ও ক্রৌঞ্চপাদতীর্থ দর্শন করিলে সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার
পাপ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। ৪৮। মকররাশিতে সূর্য্যের
অবস্থানকালে এবং চন্দ্র কিংবা সূর্য্যগ্রহণ সময়ে গয়াতে পিণ্ড-
দান করিলে স্বর্গে, মর্ত্যে ও পাতালে তাহার কিছুই দুর্লভ
থাকে না। ৪৯। মহাহ্রদে, কৌশিকীতীর্থে, মূলক্ষেত্রে ও গৃধ্র-
কূটপর্কতের গুহাতে শ্রাদ্ধ করিলে মহাপুণ্যসঞ্চয় হয়। ৫০।
যে স্থানে মাহেশ্বরের শিরোদেশ হইতে গঙ্গার ধারা পতিত
হইয়াছিল, সেই স্থলে পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ হইতে মুক্তি
পায়। লোকত্রয় বিস্তৃত পুণ্যপ্রদা বিশালা নদীতে গমন

তত্র গমনাৎ বহুস্ববণাগফলপ্রাপ্তিঃ । করতোয়া তত্র ত্রিরাত্রো-
পবাসাৎ বৃষভৈকাদশদানফলপ্রাপ্তিঃ । কোশলায়াং কালতীর্থং
তত্র গমনাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ স্বর্গগমনঞ্চ । গঙ্গাসাগর-
সঙ্গমঃ তত্র গমনাৎ শতাস্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ । গঙ্গারায়ঃ পরদ্বীপঃ
তত্র জ্ঞানত্রিরাত্রোপবাসাত্মাং সৰ্বকামপ্রাপ্তিঃ । বৈতরণী তত্র

শ্রোমমবাপ্নোতি শ্রাদ্ধী শ্রাদ্ধদিবসঃ ॥ ৫১ ॥ শ্রাদ্ধী-
মাসপদে দ্বাদ্ধা বাজপেয়কলং লভেৎ । রবিপাদে
পিণ্ডদানাং পতিতোদ্ধারণং ভবেৎ ॥ ৫২ ॥ যো
পর্য্যাহো দদাত্যন্নং পিতরন্তেন পুত্রিণঃ । কাঙ্ক্ষন্তে
পিতরঃ পুত্রাররকাস্তরতীরবঃ ॥ ৫৩ ॥ গয়াং বাস্তুতি
যঃ কশিৎ সোহস্মান্ সস্তারয়িষ্যতি । গয়াপ্রাপ্তং স্তুতং
বৃষ্টা পিতৃণামুৎসবো ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥ পশ্চ্যামপি জলং
শূন্যং অন্মভ্যং কিল দাস্তুতি । আত্মকো বা তথাত্মো-
য়া গয়াকূপে যদা তদা ॥ ৫৫ ॥ যন্নান্না পাতয়েৎ পিণ্ড-
তরয়েদ্ ব্রহ্ম শাস্ত্বতং । পুণ্ডরীকং বিষ্ণুলোকং প্রাপ্নু-
য়াৎ কোটিতীর্থগঃ ॥ ৫৬ ॥ যা সা বৈতরনী নাম ত্রিষু

করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে অগ্নিষ্টোম যাগের ফল হইয়া থাকে । ৫১ ।
মাসপদতীর্থোন্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল
হয় । বরিপাদনামক মহাতীর্থে পিণ্ডদান করিলে পতিতগণের
উদ্ধার হইয়া থাকে । ৫২ । যে ব্যক্তি গয়াতীর্থে গমন করিয়া
পিতৃলোককে অন্নপ্রদান করে, তাহাধারাই পিতৃলোককে পুত্র-
বান্ বলা যায় এবং সেই ব্যক্তি যথার্থ পুত্রশব্দের বাচ্য, এই
হেতু নরকভীক পিতৃগণ পুত্রকামনা করিয়া থাকেন । ৫৩ ।
আমাদিগের বংশের যে কোন ব্যক্তি গয়াতে গমন করিবে,
সেই ব্যক্তি আমাদিগকে পরিজ্ঞান করিবে, এই প্রত্যাশায় পিতৃ-
গণ স্বীয় সন্তানকে গয়াতে উপস্থিত দর্শন করিলে তাঁহাদিগের
উৎসব হইয়া থাকে । ৫৪ । যদি বংশের সন্তান অথবা অস্ত্র
কোন্ ব্যক্তি গয়াক্ষেত্রে গমন করিয়া পাদদ্বারা জলস্পর্শ
করিয়াও আমাদিগকে পিণ্ডপ্রদান করে, তথাপি যাহার নামে
পিণ্ডদান করে, তাহার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয় । গয়াতীর্থগামী ব্যক্তি
কোটিতীর্থের ফললাভ করিয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় । ৫৫-৫৬ ।

গমনাৎ সৰ্ব্বপাপনাশঃ । বিরজং তত্র গমনাৎ সৰ্ব্বপাপনাশঃ
গোসহস্রদানফলং স্বকুলপাবনঞ্চ । শোণজ্যোতীরথীসদৃশঃ তত্র
পিতৃদেবতর্পণাৎ অগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্তিঃ । শোণপ্রভবঃ নৰ্মদা-
প্রভবঃ বংশগুহ্যঃ তত্র স্নানাৎ বাক্ষিমেষফলপ্রাপ্তিঃ । ঋষভঃ
তত্র গমনাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ । পূর্ববতী তত্র স্নান-
জিরাভ্রোপবাসাভ্যাং গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ । কুলোদ্ধরণঞ্চ
বহ্নিকং তত্র স্নানাৎ দীর্ঘায়ুর্দ্ব্যপ্রাপ্তিঃ স্বর্গগমনঞ্চ । মহেন্দ্র-

লোকেষু বিজ্ঞতা । সাবতীর্ণা গয়াক্ষেত্রে পিতৃণাং
তারণায় হি ॥ ৫৭ ॥ শ্রাদ্ধদঃ পিণ্ডদস্তত্র গোপ্রদানং
করোতি যঃ । একবিংশতিবংশান্ স তারয়েন্নাত্র
সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ যদি পুত্রো গয়াং গচ্ছৎ কদাচিৎ
কালপর্য্যয়ে । তানেব ভোক্তরেষিপ্রান্ ব্রহ্মণা যে
প্রকল্পিতাঃ ॥ ৫৯ ॥ তেষাং ব্রহ্মসদৃশং স্থানং সোমপান-
স্তথৈব চ । ব্রহ্মপ্রকল্পিতং স্থানং বিপ্রা ব্রহ্মপ্রক-
ল্পিতাঃ । পূজিতৈঃ পূজিতাঃ সর্কে পিতৃভিঃ সহ
দেবতাঃ ॥ ৬০ ॥ তর্পয়েতু গয়াবিপ্রান্ হব্যকব্যৈ-

ত্রিলোকবিজ্ঞতা বৈতরনী নামে যে নদী আছে, সেই নদী
পিতৃলোকের পরিজ্ঞানার্থ গয়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে । যে
ব্যক্তি সেই বৈতরনীতীর্থে শ্রাদ্ধ, পিণ্ডপ্রদান অথবা গোদান
করে, সেই ব্যক্তি নিঃসংশয় একবিংশতি পুরুষকে পরিজ্ঞান
করিতে পারে । ৫৭-৫৮ । যদি কোন ব্যক্তি কোনকালে
গয়াতে গমন করিতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি সেই সকল ব্রহ্ম-
কল্পিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে । ৫৯ । যাহারা সেই ব্রহ্ম-
কল্পিত ব্রাহ্মণগণকে পূজা করে, তাহাদিগের ব্রহ্মলোকে বাস
হয় এবং তাঁহারা সোমরস পানকরিয়া থাকেন এবং ঐ পূজাতে
সর্বদেব ও পিতৃগণ পূজিত হইয়া থাকেন । ৬০ । গয়াতে হব্যকব্য-
দ্বারা বিধানক্রমে গয়াব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিবে ।

পর্বতঃ তত্র রামতীর্থে স্নানাৎ বাক্ষিমেষফলপ্রাপ্তিঃ । মতঙ্গ-
কেন্দারং তত্র স্নানাৎ স্বর্গলোকপ্রাপ্তিঃ । শ্রীপর্বতঃ তত্র নদী-
তীরে স্নানাৎ অশ্বমেধফলং পরমসিদ্ধিপ্রাপ্তিঃ তত্র মহাদেবো
দেব্যা সহ তিষ্ঠতি তত্র দেবহুদে স্নানাৎ অশ্বমেধফলপ্রাপ্তিঃ
শিবলোকগমনঞ্চ । পাণ্ড্যদেশে ঋষভপর্বতঃ তত্র গমনাৎ
বাজপেয়ফলপ্রাপ্তিঃ স্বর্গগমনঞ্চ । কাবেরী তত্র গমনাৎ গো-
সহস্রদানফলং । সমুদ্রতীরে কণ্ঠাতীর্থং তত্র স্নানাৎ সৰ্ব্বপাপ-
নাশঃ । সমুদ্রমধ্যে গোকর্ণতীর্থং তত্র শিবতিষ্ঠতি তত্র পূজনাৎ
জিরাভ্রোপবাসাচ্চ দশাশ্বমেধতুল্যফলং গাণপত্যপ্রাপ্তিঃ দ্বাদশ-
রাভ্রোপবাসাৎ কৃতার্থতা চ । তত্র গায়ত্রীস্থানং তত্র জিরা-
ভ্রোপবাসাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ ব্রাহ্মণস্য গায়ত্রীপাঠাৎ
সদা সম্পন্নতা অত্রাহ্মণস্ত পাঠাৎ তস্ত বিনাশঃ । সখর্ববাপী
তত্র গমনাৎ রূপসৌভাগ্যপ্রাপ্তিঃ । বেণু তত্র পিতৃদেবতর্প-

বিধানতঃ । স্থানং দেহপরিত্যাগে গয়্যাস্ত বিধী-
 যতে ॥ ৬১ ॥ যঃ করোতি যযোৎসর্গং গয়্যাক্ষেত্রে
 হনুতমে । অগ্নিষ্টোমশতং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
 ৬২ ॥ আঙ্গুলোপি মহাবুদ্ধির্গয়্যাস্ত তিলৈর্কিনা ।
 পিণ্ডনির্ব্বপনং কুর্বাদ্যদ্যেবামপি মানবঃ ॥ ৬৩ ॥
 যাবন্তো জাতয়ঃ পিতৃ বাহুবাঃ সূহৃদস্তথা । তেভ্যো
 ব্যাস গয়্যভূমৌ পিণ্ডোদ্যেবো বিধানতঃ ॥ ৬৪ ॥ রাম-
 তীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোশতস্রাপুয়াং ফলং । মতঙ্গ-
 বাপ্যাং স্নাত্বা চ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ৬৫ ॥ নিশিচ-
 রাসঙ্গমে স্নাত্বা ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃনৃ । বশিষ্ঠস্না-
 শ্রমে স্নাত্বা বাজপেয়ঞ্চ বিম্বতি । মহাকৌশ্যাং সমা-
 বাসাদম্বমেধফলং লভেৎ ॥ ৬৬ ॥ পিতামহস্য সরসঃ

প্রসূতা লোকপাবনী । সূর্য্যাপে ত্রিধিধারেতি বিষ্ণুত্বা
 কপিলা হি সা । অগ্নিষ্টোমফলং শ্রাদ্ধী স্নাত্বা কৃত-
 কৃত্যতা ॥ ৬৭ ॥ শ্রাদ্ধী কুমারধারারামম্বমেধফলং
 লভেৎ । কুমারমভিগম্যাথ মহামুক্তিমবাপুয়াৎ ॥ ৬৮ ॥
 সোমকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা সোমলোকঞ্চ গচ্ছতি । সম্ব-
 র্ত্তস্তু নরো বাপ্যাং সূভগঃ স্নাত্ব পিণ্ডদঃ ॥ ৬৯ ॥ ধৌত-
 পাপোনরো যাতি প্রেতকুণ্ডে চ পিণ্ডদঃ । দেবনজ্যাং
 লেলিহানে মথনে জাহ্নুগর্ত্তকে ॥ ৭০ ॥ এবমাদিষু
 তীর্থেষু পিণ্ডদস্তারয়েৎ পিতৃনৃ । নত্বা দেবং বশিষ্ঠেশং
 প্রভুতমুণসংক্ষয়ং ॥ ৭১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে গয়্যামহাত্ম্যে
 ত্র্যশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

গয়্যাক্ষেত্রে দেহ পরিত্যাগের প্রশস্ত স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত
 হয় ॥ ৬১ ॥ যে ব্যক্তি সর্ব্বোত্তমক্ষেত্রে গয়্যামে যযোৎ-
 সর্গ করে, সেই ব্যক্তি শত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ
 করিতে পারে, তাহার কিঞ্চিৎস্নাত্ব সন্দেহ নাই ॥ ৬২ ॥ মহাবুদ্ধি
 ব্যক্তি গয়্যাক্ষেত্রে আপনার উদ্দেশ্যেও পিণ্ডদান করিতে পারে,
 কিন্তু স্বীয় পিণ্ডদানে তিল ব্যবহার করিবে না । সেইকালে
 তিল ব্যতিরেকে পিণ্ডপ্রদান করিবে ॥ ৬৩ ॥ যাবতীয় পিতৃ-
 জাতি, পিতৃবাহুব ও পিতৃসূহৃদ আছে, তাহাদিগকেও গয়্যাতীর্থে
 বিধানক্রমে পিণ্ডপ্রদান করিবে ॥ ৬৪ ॥ যদি কোন ব্যক্তি
 রামতীর্থে স্নান করিতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শত
 গোদানের ফল লাভ করিয়া থাকে । এবং মতঙ্গসরোবরে
 স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয় ॥ ৬৫ ॥ কোন ব্যক্তি
 নিশিচরাসঙ্গমস্থলে স্নান করিলে তাহার পিতৃলোক ব্রহ্মলোকে
 গমন করে এবং বশিষ্ঠাশ্রমে স্নান করিলে সেই ব্যক্তি বাজপেয়
 যজ্ঞের ফলভাগী হয় । মহাকৌশীতীর্থে এক বৎসর বাস করিলে
 অম্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়, ॥ ৬৬ ॥ ব্রহ্মসরোবর হইতে লোক-

পাবনী সর্ব্বলোকবিশ্রুতা যে অগ্নিধারানারী নদী প্রসূতা হইয়াছে,
 তাহাকে কপিলা বলে, ঐ নদীতে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে
 অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করিয়া মানবজন্মের সাফল্য হইয়া
 থাকে ॥ ৬৭ ॥ কুমারধারা নদীতে শ্রাদ্ধ করিলে অম্বমেধযজ্ঞের
 ফল লাভ হয় এবং কুমারতীর্থে গমন করিলে মানবগণ মুক্তিপথ
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥ মনুষ্য সোমকুণ্ডে স্নান করিলে
 চন্দ্রলোকে গমন করিতে পারে । সম্বর্ত্তসরোবরে স্নান করিয়া
 পিতৃলোকের পিণ্ডপ্রদান করিলে সেই ব্যক্তি মহাসৌভাগ্য-
 শালী হয় ॥ ৬৯ ॥ প্রেতকুণ্ডে পিতৃলোকের পিণ্ডপ্রদান করিলে
 মনুষ্য সর্ব্বপাপ বিধোতকরিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হয় । দেব-
 নদী লেলিহানতীর্থে, মথনতীর্থে ও জাহ্নুগর্ত্ত প্রভৃতি মহাতীর্থে
 পিণ্ডপ্রদান করিলে মনুষ্য পিতৃলোকের পরিজ্ঞান করিতে
 পারে । ঐ সকল তীর্থের অধীশ্বর দেবতাকে নমস্কার করিলে
 সর্ব্বধন হইতে মুক্তি পায় ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥

গাং ময়ূরহংসযুক্তবিমানপ্রাপ্তিঃ । গোদাবরী তত্র গমনেন
 গবাময়যজ্ঞফলপ্রাপ্তিঃ । বায়ুলোকগমনঞ্চ । বেণুসঙ্গমঃ তত্র
 স্নানাৎ সর্ব্বপাপনাশঃ । বরদাসঙ্গমঃ তত্র স্নানাৎ বাজিমেষফল-
 প্রাপ্তিঃ । ব্রহ্মহণা তত্র ত্রিরাত্রোপবাসাৎ গোসহস্রদানফল-

প্রাপ্তিঃ স্বর্গগমনঞ্চ । কুশলবনং তত্র স্নানত্রিরাত্রোপবাসাত্যাং
 চন্দ্রলোকপ্রাপ্তিঃ । দেবহৃদঃ কৃষ্ণবেণুসমুত্তবনং জ্যোতির্বা-
 হুদঃ কল্যাণশ্রমঃ তেষু গমনাৎ অগ্নিষ্টোমফলপ্রাপ্তিঃ । দেবহৃদে
 স্নানাৎ গোসহস্রদানফলপ্রাপ্তিঃ । জ্যোতির্বাহুহৃদে স্নানাৎ
 জ্যোতিষরত্নং । গয়্যাক্ষী নদী তত্র স্নানতর্পণাত্যাং গোসহস্র-

চতুরশীতিত্রেয়োধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ উত্ততস্ত গয়াং গন্তং শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতুঃ । বিধায় কাপটং বেশং গ্রামস্তাপি প্রদক্ষিণং ॥ ২ ॥ ততোগ্রামান্তরং গত্বা শ্রাদ্ধশেষস্ত ভোজনং । কৃত্বা প্রদক্ষিণং গচ্ছেৎ প্রতিগ্রহবিবর্জিতঃ ॥ ৩ ॥ গৃহাচ্চলিতমাত্রস্ত গয়ায়াং গমনং প্রতি । স্বর্গারোহণসোপানং পিতৃগান্ত পদে পদে ॥ ৪ ॥ মুণ্ডনধোপবাসঞ্চ সর্করীতীর্থেষু বিধিঃ । বর্জয়িত্বা কুরুক্ষেত্রং বিশালাং বিরজাং গয়াং ॥ ৫ ॥ দিবা চ সর্করা রাত্রৌ গয়ায়াং শ্রাদ্ধকৃতবেৎ । বারাণস্তাং কৃতং শ্রাদ্ধং তীর্থে শোণনদে তথা । পুনঃ পুনঃস্থানত্যাং শ্রাদ্ধী স্বর্গং পিতৃময়েৎ ॥ ৬ ॥ উত্তরং নানসং গত্বা নিক্ষিণ

চতুরশীতিতম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন, গয়াগমনে উদ্যত ব্যক্তি বিধানক্রমে শ্রাদ্ধ করিয়া কপটবেশে গ্রামের প্রদক্ষিণ করিবে, পরে গ্রামান্তরে গমন করিয়া শ্রাদ্ধশেষ ভোজনপূর্বক প্রদক্ষিণ করিয়া গমন করিবে, কিন্তু কোনরূপ প্রতিগ্রহ করিবে না । ১-৩ । গয়াগমনমানসে গৃহ হইতে চলিত হইয়া যত পদ গমন করে, সেই সেই পদসংখ্যায় পরিকালে পিতৃলোকের স্বর্গারোহণের সোপান করিত হইয়া থাকে । ৪ । তীর্থমাত্রেই উপস্থিত হইয়া মুণ্ডন ও উপবাস করিবে কিন্তু কুরুক্ষেত্র, বিশালা, বিরজা ও গয়াতে তাহী করিবে না । ইহাই শাস্ত্রীয়বিধিঃ । ৫ । দিবা ও রাত্রি সর্করাকালেই গয়াতে শ্রাদ্ধ করিতে পারে । বারাণসী, শোণনদ ও মহানদীতে পুনঃ পুনঃ শ্রাদ্ধ করিলে মনুষ্যগণ পিতৃলোককে স্বর্গপুরে প্রস্থাপিত করিতে পারে । ৬ । উত্তরমানসতীর্থে গমন

দানফলপ্রাপ্তিঃ । দণ্ডকারণ্যং তত্র মহারাজে জলস্পর্শাং গো-
মহাদানফলপ্রাপ্তিঃ । শরভশ্রমঃ কুশশ্রমঃ তত্র গমনাং
জর্জনিনশিঃ কুলপবিজ্ঞতা চ । স্পর্শারকং তত্ৰ রামতীর্থে তত্র
দ্বানাং বহুবর্ণযজ্ঞফলপ্রাপ্তিঃ । সপ্তগোদাবরং তত্র দ্বানাং
মহাপুণ্যপ্রাপ্তিঃ দেবলোকগমনঞ্চ । দেবপথং তত্র গমনেন
দেবসম্মতফলপ্রাপ্তিঃ । তদকারণ্যং তত্র প্রবেশাং সদ্যঃ পাপ-

প্রাপ্তোত্যনুভবমাং । তন্নিবর্তয়েৎ শ্রাদ্ধং দ্বানৈকে
নিবর্তয়েৎ । কামানু স লভতে দিব্যানু মোক্ষো-
পায়ঞ্চ সর্করঃ ॥ ৭ ॥ দক্ষিণং মানসং গত্বা মৌনী-
পিণ্ডাদি কারয়েৎ । ঋণত্ৰয়াপকরণং লভেদক্ষিণ-
মানসে ॥ ৮ ॥ সিদ্ধানাং প্রীতিজননৈঃ পাপানাঞ্চ
ভয়করৈঃ । লেলিহানৈর্মহাঘোষ্ট্রৈররক্ততৈঃ পরগো-
ভমৈঃ ॥ ৯ ॥ নান্না কনখলং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু
বিস্তৃতং । উদীচ্যাং মুণ্ডপৃষ্ঠস্ত দেবর্ষিগণসেবিতং
॥ ১০ ॥ তত্র স্নাত্বা দিবং যাতি শ্রাদ্ধং দত্তমথাক্ষয়ং ।
সূর্য্যং নত্বা ত্রিদং কুর্যাৎ কৃতপিণ্ডাদিনংক্রিয়ঃ ॥ ১১ ॥

করিলেই মানবের কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহাতে দ্বান বা শ্রাদ্ধ কিছুই করিতে হয় না । তথাপি সেই ব্যক্তি সর্করাকামনা লাভ করিয়া মোক্ষপদ পাইয়া থাকে । ৭ । দক্ষিণমানসে গমন করিয়া মৌনভাবে পিণ্ডানাদি কার্য্য করিবে । দক্ষিণমানসে এইরূপে শ্রাদ্ধাদি করিলে, দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণ এই ঋণত্ৰয় হইতে বিমুক্তিলাভ করিতে পারে । ৮ । কনখলনামে একটি মহাতীর্থ আছে, ঐ তীর্থে লোলজিহ্ব মহাতরঙ্গের স্পর্গগণ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিলে সিদ্ধলুক্কবের প্রীতি ও পাণিষ্ঠগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়, ঐ তীর্থ সর্করালোকবিস্তৃত মুণ্ডপৃষ্ঠনামক মহাতীর্থের উত্তরদিকে অবস্থিত এবং দেবর্ষিগণ ঐ তীর্থসর্করা সেবা করিয়া থাকেন । উক্ত কনখলতীর্থে দ্বান করিলে মানব স্বর্গলোকে গমন করে এবং শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহা অক্ষয়ফলপ্রদ হয় । সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিয়া পিণ্ডানাদি সংক্রিয়া করিবে । ৯-১১ । সোম,

নাশঃ শাসবাসাং স্বকুলস্ত পবিজ্ঞতা ব্রহ্মলোকগমনঞ্চ । মেধা-
বিকং তত্র পিতৃদেবতর্পণাং অষ্টৌমসফলমুতিমেধানাং প্রাপ্তিঃ ।
কালজরপর্কতঃ তত্র দেবহৃদে দ্বানাং সূর্যালোকপ্রাপ্তিঃ ।
ত্রিকূটপর্কতঃ তত্র মন্মাকিত্তাং দ্বানপিতৃদেবতর্পণাত্মাং অখ-
মেঘফলপ্রাপ্তিঃ পদ্মগতিলাভচ । ভর্গুহানঃ তত্র কান্তিকৈয়-
ত্তিষ্ঠতি তত্র গমনাং সর্করানুপ্রাপ্তিঃ । কোটিতীর্থে দ্বানাং
গোসাইন্দ্রদানফলপ্রাপ্তিঃ । জ্যোতিহানঃ তত্র মহাদেবত্তিষ্ঠতি
তদর্শনাং চতুর্ভুজপ্রাপ্তিঃ । তত্র কুপে টহারিঃ সমুদ্রাতিষ্ঠতি তত্র

কব্যবাহান্তথা। সোমোবমশৈবাব্যমা তথা। অগ্নি
 স্মাতা বর্হিবদঃ সোমণাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥ ১২ ॥
 আগচ্ছত্ব মহাভাগা যুস্মাভিরকিতস্তিহ। মদীয়াঃ
 পিতরো যে চ কুলে জাতাঃ সনাতনঃ ॥ তেযাং পিণ্ড-
 প্রদাতাহ-মাগতোহস্মি গয়ামিহ ॥ ১৩ ॥ কৃতপিণ্ডঃ
 কঙ্কতীর্থে পশ্চেদ্বেবং পিতাপহং। গদাধরং ততঃ
 পশ্চেৎ পিতৃণামনৃণোভবেৎ ॥ ১৪ ॥ কঙ্কতীর্থে নরঃ
 স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গদাধরং। আশ্বানং তারয়েৎ সজো-
 দশপূর্বান্ দশাপরান্ ॥ ১৫ ॥ প্রথমে হি বিধিঃ

বম, অর্যমা, অগ্নিষাঋ, বর্হিবদ ও সোমপ এই সকল পিতৃ-
 দেবতা ; ইহারা কব্য অর্থাৎ শ্রাদ্ধীয়জব্য ভোজন করেন।
 পরশ্রাদ্ধকালে ঐ সকল দেবতাদিগকে প্রার্থনা করিবে,—
 হে মহাভাগ পিতৃদেবগণ! তোমরা আগমন করিয়া আমাকে
 রক্ষা কর। বাহারা আমার কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পিতৃ-
 লোকে গমন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের পিণ্ডপ্রদানার্থ
 গয়াক্ষেত্রে আগমনকরিয়াছি। ১২। ১৩। কঙ্কতীর্থে পিণ্ড-
 প্রদান করিয়া পিতামহদেবকে দর্শন করিবে। তৎপরে গদা-
 ধরকে অবলোকন করিলে মনুষ্য পিতৃগণ হইতে বিমুক্ত হইতে
 পারে। ১৪। কঙ্কতীর্থে স্নান করিয়া গদাধরদেবকে দর্শন
 করিলে মনুষ্য পূর্বতন দশপূর্ব ও অধস্তন দশপূর্ব এবং স্বয়ং
 স্নানার্জ্য এই একবিংশতি পূর্বকে পরিজ্ঞান করিতে পারে। ১৫।

স্নানপ্রদক্ষিণাভ্যাং পরমগতিপ্রাপ্তিঃ। শৃঙ্গবেরপুং যত্র রামো
 গঙ্গায়ুতীর্গঃ তত্র স্নানাৎ সর্কপাপনাশঃ বিমূলোকপ্রাপ্তিঃ।
 শৃঙ্গাবটঃ তত্র মহাদেবস্তিষ্ঠতি তস্ত পূজনপ্রদক্ষিণাভ্যাং গাণ-
 পত্যাপ্রাপ্তিঃ। ততীর্থে জাহ্নবীস্নানাৎ সর্কপাপনাশঃ। প্রয়াগঃ
 তত্র জীর্ঘ্যকুণ্ডানি তত্র যমুনয়া গঙ্গা সঙ্গতা যত্র ব্রহ্মারয়ো
 দেবাঃ সিদ্ধাঃ পিতরঃ সনৎকুমারমুখা ঋষয়ো নাগমুপসিদ্ধ-
 ককুপদর্শীপুংসস্তিষ্ঠন্তি এবং বেদা বজ্রাশ্চ মূর্তিসমুদ্রঃ ব্রহ্মাণ-
 শ্চানন্তে। স সূর্যতীর্থেভ্যোহধিকঃ। তস্ত নামসংকীৰ্ত্তন-
 শ্রবণমুত্তিকালভট্টৈঃ সর্কপাপনাশঃ তত্র স্নানাৎ জিলোকে
 বেদবিদ্যাসু চ বৎ পুণ্যং তৎপ্রাপ্তিঃ রাজসুয়াশ্রমেধফলপ্রাপ্তিঃ
 তত্র বপনং ব্রহ্মং। ভোগবতী নাম বাসুকীতীর্থে তত্রাভি-

প্রোক্তো দ্বিতীয়দিবসে ব্রহ্মের্। ধর্ম্মারণ্যং মতকস্ত
 বাপ্যাং পিণ্ডাদিকৃষ্টবেৎ ॥ ১৬ ॥ ধর্ম্মারণ্যং মমা-
 সাত্ত বাজপেয়ফলং লভেৎ। রাজসুয়াশ্রমেধাভ্যাং
 ফলং স্নাদুকৃতীর্থকে ॥ ১৭ ॥ শ্রাদ্ধং পিণ্ডোদকং
 কার্য্যং মধ্যে বৈ কুপযুপয়োঃ। কুপোদকেন তৎকার্য্যং
 পিতৃগান্ধতমক্কয়ং ॥ ১৮ ॥ তৃতীয়েহহি ব্রহ্মসদ্যো
 গয়া স্নাত্বা তর্পণং। কুয়া শ্রাদ্ধাদিকং পিণ্ডং মধ্যে
 বৈ যুপকুপয়োঃ ১৯ ॥ গোপ্রচারসমীপস্থা আব্রহ্ম
 ব্রহ্মকল্লিতাঃ। তেযাং সেবনমাত্রেণ পিতরোমোক্ষ-
 গামিনঃ। যুপং প্রদক্ষিণীকৃত্য বাজপেয়ফলং লভেৎ—
 ২০ ॥ কঙ্কতীর্থে চতুর্থেহহি স্নাত্বা দেবাদি তর্পণং।
 কুয়া শ্রাদ্ধং গয়াশীর্থে দেবকুজপদাদিষু ॥ ২১ ॥

তীর্থযাত্রার প্রথম দিবসে বিবিপূর্বক নিয়মানুসারে সংযত
 থাকিয়া দ্বিতীয় দিবসে তীর্থগমন করিবে। ধর্ম্মারণ্য ও মতক-
 সরোবরে গমন করিয়া পিণ্ডপ্রদান করিবে। ১৬। ধর্ম্মারণ্যে
 গমন করিলে বাজপেয়যজ্ঞের ফললাভ করে। ব্রহ্মতীর্থে
 স্নানাদি করিলে রাজসুয় ও অশ্রমেধযজ্ঞের ফল হয়। ১৭। কুপ-
 তীর্থ ও যুপতীর্থের মধ্যে পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধ করিবে। কুপতীর্থের
 জলদ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অক্ষয়ফলপ্রদ হয়। ১৮
 তৃতীয় দিবসে ব্রহ্মতীর্থে গমন করিয়া শ্রাদ্ধ ও তর্পণক্রিয়া
 করিবে। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া কুপতীর্থ ও যুপতীর্থের মধ্যে
 পিণ্ডপ্রদান করিবে। ১৯। গোপ্রচারসমীপস্থ ব্রহ্মকল্লিত ব্রাহ্ম-
 ণের অর্চনা করিলে পিতৃগণ মোক্ষধামে গমন করেন। যুপতীর্থ
 প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ২০। চতুর্থ
 দিবসে কঙ্কতীর্থে স্নান করিয়া দেবাদির তর্পণ করিবে। এবং
 শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপন করিয়া গয়াশীর্থে পিণ্ডদান করিতে
 হইবে। ২১। ব্রহ্মা ব্যাসকে বলিয়াছেন, ব্যাস! প্রথমে

যেকাৎ অশ্রমেধফলপ্রাপ্তিঃ। অযোধ্যা মথুরা যারা কাশী কাশী
 অবন্তিকা। পুরী বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদারিকাঃ। তাসু
 বাসং প্রকুর্ত্বিৎ য়ে মৃত্যু বা নরাঃ পরং। লভন্তে ন পুনর্জন্ম
 মাতৃগর্ভে কুজচিং। ইতি পাণ্ডে ভূমিধং।

পিণ্ডান্ দেহি মুখে ব্যাসি পঞ্চায়ৌ চ পদত্রেয়ে ।
 সূর্য্যোন্মুক্তার্থিকৈরেব কৃতং শ্রাদ্ধং তথাক্ষয়ং । শ্রাদ্ধস্ত
 নবদৈবত্যং কুর্য্যাদ্বাদশদৈবতং ॥ ২২ ॥ আশ্বষ্টকান্স
 ব্রহ্মৌ চ গয়ায়াং মৃতবাসরে । অত্র মাতুঃ পৃথক্
 শ্রাদ্ধমন্ত্র পতিনা সহ ॥ ২৩ ॥ স্নাত্বা দশাশ্বমেধে-
 তু দৃষ্ট্বা দেবং পিতামহং । রুদ্রপাদং নরঃ স্পৃষ্ট্বা ন
 চেহাবর্জতে পুনঃ ॥ ২৪ ॥ ত্রিবিম্বপূর্ণাং পৃথিবীং
 দত্ত্বা তৎফলমাপ্নুয়াৎ । স তৎফলমবাপ্নোতি কৃত্বা
 শ্রাদ্ধং গয়াশিরে ॥ ২৫ ॥ শমীপত্রপ্রমাণেন পিণ্ডে-
 দদ্যাৎ গয়াশিরে । পিতরোযাস্তি দেবত্বং নাত্র
 কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৬ ॥ মুণ্ডপৃষ্ঠে পদং ন্যস্তং মহা-
 দেবেন ধীমতা । অগ্নেন তপসা তত্র মহাপুণ্যমবা-
 প্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥ গয়াশীর্ষে তু যঃ পিণ্ডান্নান্না যেযান্ত
 নির্বপেৎ । নরকস্থা দিবং যাস্তি স্বর্গস্থা মোক্ষ-
 মাপ্নুযুঃ ॥ ২৮ ॥ পঞ্চমেহহি গদালোলে স্নাত্বা বটতলে
 ততঃ । পিণ্ডং দদ্যাৎ পিতৃণাঞ্চ সকলং তারয়েৎ

পঞ্চমাগ্নিতে ও পদত্রেয়ে পিণ্ডপ্রদান করিবে । কার্ত্তিকের সংক্রমণ
 দিবসে শ্রাদ্ধ করিলে সেই শ্রাদ্ধ অক্ষয়ফল প্রদান করে ।
 গয়াতে নবদৈবত ও দ্বাদশদৈবত শ্রাদ্ধ করিবে । ২২ । অষ্ট-
 কাতে, বৃদ্ধিদিবসে, গয়াতে ও মৃতবাসরে মাতার পৃথক্
 শ্রাদ্ধ করিবে । অত্র পিতার সহিত মাতৃশ্রাদ্ধ
 করিবে । ২৩ । দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া পিতামহদেবের
 দর্শনপূর্ব্বক রুদ্রপাদস্পর্শ করিলে মানবগণ মুক্ত, হইয়া যায়,
 তাহাদিগের পুনর্জন্ম হয় না । ২৪ । ত্রিবিম্বপূর্ণা পৃথিবী
 প্রদান করিলে যে ফল হয়, একবার গয়াশিরে পিণ্ডপ্রদান
 করিলে সেই ফল হইয়া থাকে । ২৫ । শমীপত্রপ্রমাণে গয়া-
 শিরে পিণ্ডপ্রদান করিবে, ইহাতে পিতৃগণের দেবত্ব প্রাপ্তি হয়,
 তাহার সন্দেহ নাই । ২৬ । ধীমান্ মহাদেব বলিয়াছেন মুণ্ড
 পৃষ্ঠ তীর্থে গমন করিলে অল্পপুণ্য ব্যক্তিও মহাতপস্কার ফল
 পাইয়া থাকে । ২৭ । যাহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়া গয়াশীর্ষে
 পিণ্ডপ্রদান করা যায়, তাহারা নরকস্থ থাকিলেও স্বর্গলোকে
 গমন করে এবং স্বর্গস্থ পিতৃগণ মোক্ষপদ পায় । ২৮ । পঞ্চম
 দিবসে স্নান করিয়া অক্ষয়বটমূলে পিণ্ডপ্রদান করিলে সমস্ত

কুলং ॥ ২৯ ॥ বটমূলং সমাসাদ্য শাকেনোক্ষোদকেন
 চ । প্রকম্বিন্ ভোজিতে বিপ্রৈ কোটিভবতি
 ভোজিতা ॥ ৩০ ॥ কৃতে শ্রাদ্ধেহক্ষয়বটে দৃষ্ট্বা চ
 প্রপিতামহং । অক্ষয়ান্নভতে লোকান্ কুলানামুদ্বরে-
 ছতং ॥ ৩১ ॥ ত্রষ্টব্য বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোপি গয়াং
 ব্রজেৎ । যজেদ্ বা অশ্বমেধেন নীলম্বা যুষ্মক্-
 স্রজেৎ ॥ ৩২ ॥ প্রেতঃ কশ্চিৎ সমুদ্রিশ্চ বণিজং কশ্চিদ-
 ব্রবীৎ । মম নাম্না গয়াশীর্ষে পিণ্ডনির্বপনং কুরু ।
 প্রেতভাবাদিমুক্তঃ স্যাৎ স্বর্গদোদান্তরেব চ ॥ ৩৩ ॥
 স্রষ্ট্বা বণিগ্ গয়াশীর্ষে প্রেতরাজায় পিণ্ডকং । প্রদদা-
 বনুজৈঃ সাক্ষং স্থপিতৃত্যস্ততো দদৌ ॥ ৩৪ ॥ সর্কে-
 মুক্তা বিশালোপি সপুত্রোভুচ্চ পিণ্ডদঃ । বিশালায়াং
 বিশালোহুভুদ্রাজপুত্রোহব্রবীদ্বিজান্ ॥ ৩৫ ॥ কথং পুত্রা-

পিতৃকুল পরিভ্রাণ পায় । ২৯ । অক্ষয়বটমূলে গমন করিয়া কেবল
 শাক ও উষ্মজলদ্বারা একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেও কোটি
 ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল পায় । ৩০ । অক্ষয়বটে শ্রাদ্ধ করিয়া
 প্রপিতামহদেবকে দর্শন করিলে অক্ষয়স্বর্গলোক লাভ হয় এবং
 শতকুল উদ্ধার করিতে পারে । ৩১ । পুত্রগণের মধ্যে
 কেহ গয়াতে গমন করে, কেহ বা অশ্বমেধযজ্ঞ কিম্বা নীল
 যুষ উৎসর্গ করে, এই নিমিত্ত লোকে বহুপুত্র ইচ্ছা করিয়া
 থাকে । ৩২ । গয়া মাহাত্ম্য বর্ণন বিষয়ে প্রাচীন ইতিহাস
 আছে,— কোন প্রেতভাবাপন্ন ব্যক্তি গয়াগামী বিশাল
 নামা কোন বণিকের নিকটে বলিয়াছিল যে, তুমি গয়াশীর্ষে
 আমার নামে পিণ্ডপ্রদান করিও, প্রেত ব্যক্তির উদ্দেশে গয়াতে
 পিণ্ডদান করিলে সেই প্রেত মুক্তি পায় এবং সেই পিণ্ডদাতাও
 স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে । ৩৩ । বণিক ঐ কথা শুনিয়া
 গয়াতে গমন পূর্ব্বক অগ্রে সেই প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডদান
 করিয়া পরে আপন পিতৃপিতামহের উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদান
 করিল । ৩৪ । বণিকের সেই পিণ্ডপ্রদানফলে উক্ত
 প্রেত, বণিকের পিতৃপিতামহাদি এবং তাহার বহু বান্ধব
 সকলই মুক্ত হইল এবং উক্ত বিশাল নামা বণিক পুত্র লাভ
 করিয়াছিল । কালান্তরে ঐ বণিক বিশাল দেশের রাজপুত্র
 হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন । কিয়ৎকাল পরে রাজপুত্র
 দ্বিজগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কার্য্য করিলে আমার

দয়ঃ স্যাম্মে ইবপ্রাশ্যোচ্যক্শালকং । গয়ান্নাং পণ্ড-
দানেন তব সৰ্বং ভবিষ্যতি । বিশালোহয়ং গয়াশীর্ষে
পিণ্ডমৌড়ুর্জপুঞ্জবান্ ॥ ৩৬ ॥ দৃষ্ট্বাকালে সিতং রক্তং কৃষ্ণং
পুরুষমব্রবীৎ । কেশ্যুং তেবু চৈবৈকঃ সিতঃ প্রোচে-
বিশালকং ॥ ৩৭ ॥ অহং সিতশ্চৈবৈক-ইন্দ্রলোকং
গতিঃ শুভাং । মম পুঞ্জ পিতা রক্তো ব্রহ্মহা পাপকুং
পরং ॥ ৩৮ ॥ অয়ং পিতামহঃ কৃষ্ণ ঋষয়োহনেন
ঘাতিভাঃ । অবীচিররকং প্রাশ্যোমুক্তৌ জাতৌ চ
পিণ্ডদঃ ॥ ৩৯ ॥ মুক্তীকৃতান্ততঃ সৰ্বৈ ব্রজামঃ স্বর্গ-
মুত্তমং । কৃতকৃত্যোবিশালোহপি রাজ্যং কৃষ্ণা দিবং
যযৌ ॥ ৪০ ॥ যেহস্মৎকূলে তু পিতরো লুপ্তপিণ্ডোদক-
ক্রিয়াঃ । যেচাপ্যকৃতচূড়ান্ত যে চ গর্ভাঘিনিঃস্রুতাঃ ॥ ৪১ ॥

পুত্রাদি সম্পদ হইতে পারে । তখন ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, তুমি
গয়াতে পিণ্ডদান কর, তাহা হইলে সেই পুণ্যপ্রভাবে তুমি
পুত্রাদি সম্পত্তি লাভ করিতে পারিবে । অনন্তর বিশালনামা
সেই বণিক্ গয়াতে পিণ্ডদান করিয়া পুঞ্জবান্ হইয়াছিল । ৩৬-৩৬
পরে বিশাল এক দিবস আকাশে যেত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ কতিপয়
পুরুষ দেখিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে ?
নভোমণ্ডলে সান্না রূপে অবস্থিতি করিতেছ, আমি তাহা
জানিতে ইচ্ছা করি । তখন সেই সকল পুরুষদিগের মধ্যে
শুভ্রকায় এক ব্যক্তি বিশালকে বলিলেন, আমি তোমার
পিতা, পিণ্ডদানজন্য স্মৃতি কালে এই গুরু দেহে ইন্দ্র-
লোকে বাস করিয়া থাকি । হে পুত্র ! এই যে রক্তবর্ণ
পুরুষ দেখিতেছ, ইনি আমার পিতা, তোমার পিতামহ,
ইনি ব্রহ্মবধকারী । সেই পাণেই লিপ্ত ছিলেন, অপর যে
কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দেখিতেছ, এই ব্যক্তি আমার পিতামহ ইনি
ঋষিবধজনিত পাণে পতিত ছিলেন । ইহঁরা উভয়েই চির-
কাল নরক ভোগ করিতে ছিলেন, তোমার পিণ্ডদানফলে মুক্তি
পাইয়াছেন । তুমি আমাদিগের সকলকেই মুক্ত করিয়াছ ।
সেই হেতু আমরা সৰ্ব্ব বান্ধবকরিতেছি । এই কথা শুনিয়া
বিশাল কৃতকৃত্য হইয়া রাজ্যপালনপূর্বক স্বর্গধামে গমন
করিয়াছিলেন । ৩৭—৪০ । গয়াতে পিণ্ডদানকালে প্রথমে
পিণ্ডপিতামহাদি পরিজ্ঞাত ব্যক্তিগ্ৰন্থ্যকর নামোন্মোখে পিণ্ড
দান করিয়া পরে সাম্যবর্ণতঃ এই ব্রহ্মপাঠে পিণ্ডদান করিবে ।

যেহাং ঋষোহন । ক্রয়তে যেহামদক্ষান্তথাপরে । ভূমো-
দন্তেন পিতৃপ্যন্ত চূড়াবান্ত পরাং গতিং ॥ ৪২ ॥ পিতা
পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ । মাতা পিতাম-
হী চৈব তথৈব প্রপিতামহী ॥ ৪৩ ॥ তথা মাতামহশ্চৈব
প্রপিতামহ এবচ । ব্রহ্মপ্রমাতামহশ্চাধ মাতামহী ততঃ
পরং ॥ ৪৪ ॥ প্রমাতামহী চ তথা ব্রহ্মপ্রমাতামহীতি
বৈ । অন্ত্রোমাতামহৈব পিণ্ডোহন্নমক্ষয়মুপতিষ্ঠতাং ॥ ৪৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে গয়ামাত্ম্যে
চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । ১ । স্নাত্বা প্রেতশিলাদৌ তু বরুণাস্থা-
মুতেন চ । পিণ্ডং দদ্যাৎ দৈর্ঘ্যমৈশ্বর্য্যবাহু চ পিতৃনু
পরান্ ॥ ২ ॥ অস্মৎকূলে মৃত্যু যে চ গতির্কেষাং ন

যাঁহারা আমাদিগের কূলের পিতৃপুরুষ, পিতৃদানকনানাদি শ্রাদ্ধ
ক্রিয়া বিহীন হইয়া আছেন, যাঁহারা অকৃত চূড়াবস্ত্র দেহ
বিসর্জন করিয়াছেন, যাঁহারা গর্ভ হইতে বিনিঃস্রুত হইয়া পঞ্চদ
পাইয়াছেন, যাঁহাদিগের দাহাদি কার্য্য হয় নাই, এবং যাঁহারা
অগ্নিদাহে দেহত্যাগ করিয়াছেন, এই ত্রিপ্রদত্ত পিণ্ডদান
ফলে যাঁহারা পরিতৃপ্ত হইয়া পরমাগতি লাভ করুন । ১।৪২।
পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী,
মাতামহ, প্রমাতামহ, ব্রহ্মপ্রমাতামহ, মাতামহী, প্রমাতামহী
এবং ব্রহ্মপ্রমাতামহী ও অন্ত্রান্ত্র স্মৃতিবর্ণ সকলকেই মৎপ্রদত্ত
এই পিণ্ড অক্ষয়ফল প্রদান করুক । ৪৩—৪৫ ।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় ।

‘ ব্রহ্মা বলিলেন, প্রেতশিলাদি মহাভীর্থে দান করিয়া বরুণা-
নদীর জলদ্বারা পিতৃলোকের আবাহন পূর্বক বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মপাঠ
করিয়া পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবে । ১-২। যাঁহারা
আমাদিগের কূলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পঞ্চদ পাইয়াছেন এবং

বিদ্যতে। তেবামাহারিষ্যামি দৰ্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ॥
 ৩ ॥ পিভ্বংশে মৃত্যু যে চ মাতৃবংশে চ যেমৃত্যুঃ।
 তেবামুদ্রণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৪ ॥ মাতা-
 মহকুলে যে চ গতির্যেবাং ন বিদ্যতে। তেবামুদ্র-
 ণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৫ ॥ অজাতদন্তা যে
 কেচিৎ যে চ গর্ভে প্রপীড়িতাঃ। তেবামুদ্রণার্থায়
 ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৬ ॥ বন্ধুবর্গাশ্চ যে কেচিন্নাম-
 গোত্রবিবর্জিতাঃ। স্বগোত্রে পরগোত্রে বা তেবাং
 পিণ্ডঃ প্রকল্পিতঃ ॥ ৭ ॥ উদ্বন্ধনমৃত্যু যে চ বিষয়জ-
 হন্তীশ্চ যে। আত্মোপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং
 দদাম্যহং ॥ ৮ ॥ অগ্নিদাহে মৃত্যু যে চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ
 যে। দংষ্ট্রিভিঃ শূলিভির্কপি তেবাং পিণ্ডং দদা-
 ম্যহং ॥ ৯ ॥ অগ্নিদহ্মাশ্চ যে কেচিন্নাগ্নিদহ্মাস্তথাপরে।

বিদ্যাজৌরহতা যে চ তেবাং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১০ ॥
 রৌরবে চাক্রতামিশ্রে কালমুদ্রে চ যে মৃত্যুঃ। তেবাং
 মুদ্রণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১১ ॥ অসিপত্র-
 বনে ঘোরে কুন্তীপাকে চ যে মৃত্যুঃ। তেবামুদ্রণা-
 র্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১২ ॥ অন্তেষাং যাতনা-
 স্থানাং প্রেতলোকনিবাসিনাং ১: তেবামুদ্রণার্থায়
 ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৩ ॥ পশুঘোনিং গতা যে চ
 পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ। অথবা বৃক্ষঘোনিস্থা-স্তেভ্যঃ
 পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৪ ॥ অসংখ্যযাতনাসংস্থা যে
 নীতা যমশাসনৈঃ। তেবামুদ্রণার্থায় ইমং পিণ্ডং
 দদাম্যহং ॥ ১৫ ॥ জাত্যন্তরসহস্রেবু জমস্তে যেন
 কর্মণা। মানুষ্যং দুর্জাতং যেবাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদা-
 ম্যহং ॥ ১৬ ॥ যে বাক্ববাবাক্ববা বা যেহন্তজন্মানি বা-

যাহাদিগের অস্ত্র গতি নাই, আমি এই দর্ভপৃষ্ঠোপরি তিলোদক
 দ্বারা তাঁহাদিগকে আবাহন করি। ৩। আমাদিগের পিতৃকুলে
 জন্মিয়া যাহারা মরিরাজেন এবং যে সকল ব্যক্তি মাতৃবংশে
 সমুৎপন্ন হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধার
 কামনায় এই পিণ্ডপ্রদান করিতেছি। ৪। যাহারা মাতামহ-
 কুলে উৎপন্ন হইয়া গতিবিহীন হইয়া নরকে পতিত আছেন,
 তাহাদিগের উদ্ধার আনন্দে এই পিণ্ডপ্রদান করিলাম। ৫।
 যাহারা দত্ত উৎপত্তির পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং
 যাহারা মাতৃগর্ভে থাকিয়াই পরলোক গমন করিয়াছেন,
 তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থ আমি এই পিণ্ডপ্রদান করিতেছি। ৬।
 যাহারা আমাদিগের বন্ধুকুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, যাহাদিগের
 নামকরণাদি কোন সংস্কার হয় নাই এবং আমাদিগের
 স্বগোত্র কিবা পরগোত্রে যাহারা উৎপন্ন হইয়া পঞ্চস্থ পাইয়া-
 ছেন, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ড প্রদত্ত হইল। ৭।
 যাহারা উদ্বন্ধনে, বিষপ্রয়োগে অথবা শত্রুঘাতে দেহ বিসর্জন
 করিয়াছে এবং যাহারা আত্মঘাতী, তাহাদিগের পরিজ্ঞার্থ এই
 পিণ্ডপ্রদান করিলাম। ৮। অগ্নিদাহে যাহাদিগের মৃত্যু হই-
 য়াছে, সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু যাহাদিগকে বিনাশ করিয়াছে,
 দংশকজন্তুর দস্তাঘাতে কিবা শূলীজন্তুর শূলপ্রহারে যাহাদিগের
 মরণ হইয়াছে, তাহাদিগের উদ্ধারসাধনার্থ এই পিণ্ডপ্রদান
 করিলাম। ৯। যাহারা অগ্নিদহ্ম হইয়া মরিয়াছে, যাহাদিগের

মরণান্তে অগ্নিসংস্কার হয় নাই, যাহারা বিদ্যাপাতে পঞ্চস্থ
 পাইয়াছে এবং যাহারা চৌরকর্তৃক হত হইয়া দেহ ত্যাগ করি-
 য়াছে, তাহাদিগের পরলোকে গতিলাভার্থ আমি এই পিণ্ডপ্রদান
 করিলাম। ১০। যাহারা অক্রতামিশ্র নামক নরকে পতিত
 আছে, যাহারা কালমুদ্রে পতিত হইয়া মরিয়াছে, তাহাদিগের
 উদ্ধারার্থ আমি এই পিণ্ডপ্রদান করিলাম। ১১। যাহারা
 অসিপত্র নামক ঘোরতর নরকে কিবা কুন্তীপাক নরকে পতিত
 আছেন, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ আমি এই পিণ্ডপ্রদান করি-
 লাম। ১২। যাহারা প্রেতলোকে বাস করিয়া নানাপ্রকার
 যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের উদ্ধার করণার্থ আমি এই
 পিণ্ডপ্রদান করিলাম। ১৩। যাহারা পশুঘোনি প্রাপ্ত হইয়াছে
 কিবা পক্ষী, কীট ও সরীসৃপ ঘোনিতে জন্মিয়াছে, অথবা বৃক্ষ-
 ঘোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ আমি এই পিণ্ড
 প্রদান করিলাম। ১৪। যাহারা যমশাসনে নীত হইয়া পাপ
 কর্মের পরিণাম স্বরূপ অসংখ্য যাতনাভোগ করিতেছে, তাহা-
 দিগের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ডপ্রদান করিলাম। ১৫। যাহারা স্বীর
 কর্মের বশবর্তী হইয়া সহস্র সহস্র জন্ম পরিভ্রমণ করিতেছে,
 তথাপি তাহাদিগের ভাগ্যে অন্তিম জন্ম ঘটে না, সেই সকল
 পাপিগণের উদ্ধারার্থ এই পিণ্ডপ্রদান করিলাম। ১৬। যাহারা
 আমাদিগের বন্ধু অথবা শত্রুবর্গের ঐধ্যে পরিগণিত ছিল এবং
 যাহারা জাত্যন্তরেও আমাদিগের সহিত বন্ধুত্ববন্ধনে বদ্ধ ছিল,

ক্বাং । তে সৰ্বে তৃপ্তিমায়াস্ত পিণ্ডদানেন সৰ্বদা ॥ ১৭ ॥
যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্তন্তে পিতরোমম । তে
সৰ্বে তৃপ্তিমায়াস্ত পিণ্ডদানেন সৰ্বদা ॥ ১৮ ॥ যে মে
পিতৃকুলে জাতাঃ কুলে মাতন্তুধৈব চ । গুরুশ্চশুরবন্ধুনাং
যে চান্তে বান্ধবাম্বতাঃ ॥ ১৯ ॥ যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ
পুত্রদারবিবৰ্জিতাঃ । ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাতাক্ষাঃ
পঙ্গবন্তথা ॥ ২০ ॥ বিরূপা আমগৰ্ভা যে জাতাজাতাঃ
কুলে মম । তেষাং পিণ্ডং ময়াদত্ত-মক্ষব্য-মুপ-
তিষ্ঠতাং ॥ ২১ ॥ সাক্ষিণঃ সন্ত মে দেবা ব্রহ্মেশানাদয়-
ন্তথা । ময়া গয়াং সমাসাদ্য পিতৃণাং নিকৃতিঃ
কৃত্য ॥ ২২ ॥ আগতোহহং গয়াং দেব পিতৃকার্যো

তাহারা এই পিণ্ডদান দ্বারা সৰ্বদা পরিভূপ্ত থাকুক । ১৭ ।
আমার পিতৃবংশমধ্যে যাহারা প্রেতলোকে বর্তমান আছে,
তাহারা এই পিণ্ডদান ফলদ্বারা সৰ্বদা তৃপ্তিলাভ করুক । ১৮ ।
যাহারা আমার পিতৃকুলে অথবা মাতৃকুলে জন্ম পরিগ্রহ করি-
য়াছে, যাহারা আমার গুরুকুলে, শশুরকুলে, বন্ধুকুলে কিম্বা
বান্ধবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহারা
আমার কুলে উৎপন্ন হইয়া পুত্রদারাবিহীনতাবশতঃ পিণ্ড এবং
উদকক্রিয়ায় বিবৰ্জিত হইয়া আছে, যাহারা ক্রিয়ালোপ হেতু
দুর্গতিভোগ করিতেছে, যাহারা জন্মান্ধতা প্রযুক্ত সৰ্বক্রিয়ার
অনর্হ হইয়া নরকে বাস করিতেছে, যাহারা পঙ্গুরূপে জন্মিয়া
ক্রিয়াহীনতা বশতঃ নরকে পতিত আছে, যাহারা বিরূপরূপে উৎ-
পন্ন হইয়া সৰ্বকর্মের অনধিকারবশতঃ নিরয়ভোগ করিতেছে,
যাহারা অপক্ক গর্ভাবস্থায় জন্মিয়া নরকে পতিত আছে, এবং
আমার কুলে জাত যে সকল ব্যক্তিকে আমি জানি এবং যাহারা
আমার কুলেজাত হইয়াও আমার পরিজ্ঞাত নহে । আমি
তাহাদিগের উদ্ধারার্থে পিণ্ডপ্রদান করিলাম । এই পিণ্ডদান
তাহাদিগের অক্ষয় ফল প্রদান করুক । ১৯-২১ । ব্রহ্মা ও
ঈশান প্রভৃতি দেবগণ তোমরা আমার এই কার্যে সাক্ষী
রহিলে, আমি গয়াতে আগমন করিয়া পিতৃলোকের
নিকৃতিসাধন করিলাম । ২২ । হে গদাধর ! আমি পিতৃকার্য
সম্পাদনার্থ গয়াতে আগমন করিয়াছি, তুমি আমার এই

গদাধর । তন্ময় সাক্ষী ভবন্বাত্ত অনূণোহম্মণত্রয়াং ॥ ২৩ ॥
মহানদীত্রঙ্গসরোহক্ষরোবটঃ প্রভাসমুত্তমমহো গয়া-
শিরঃ । সরস্বতীধর্মকধেনুপৃষ্ঠা এতে কুরুক্ষেত্রগতা-
গয়ায়াং ॥ ২৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে গয়ামাহাত্ম্যে
পঞ্চাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥

ষড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ যেয়ং প্রেতশিলা খ্যাতা গয়ায়াং-
ত্রিধা স্থিতা । প্রভাসে প্রেতকুণ্ডে চ গয়াসুরশিরস্তপি ॥ ২ ॥
ধর্মেন ধারিতা ভূতৈ সর্গদেবময়ী শিলা । প্রেতভ্যং যে
গতা নৃণাং মিত্রাদ্যা বান্ধবাদয়ঃ । তেষামুদ্ধরণার্থায়
যতঃ প্রেতশিলা ততঃ ॥ ৩ ॥ অতোহত্র মুনয়োভূপা রাজ-
পত্ন্যাদয়ঃ সদা । তন্ত্যাং শিলায়াং শ্রাদ্ধাদিকর্তারো-
ব্রহ্মলোকগাঃ ॥ ৪ ॥ গয়াসুরস্ত যমুণ্ডং তস্ত পৃষ্ঠে শিলা-

কার্যোর সাক্ষী হও, আমি ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইলাম । ২৩ ।
মহানদী, ব্রহ্ম সরোবর, অক্ষয়বট ও প্রভাস এই সকল তীর্থ
গয়াশিরঃ আশ্রয় করিয়া আছে এবং সরস্বতী, ধর্মতীর্থ ও
ধেনুপৃষ্ঠ, কুরুক্ষেত্রস্থিত এই সকল মহাতীর্থ গয়াতে বিদ্যমান
আছে । ২৪ ।

ষড়শীতিতম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন গয়াতে প্রেতশিলা নামে যে ত্রিলোক
বিখ্যাত তীর্থ আছে, তাহা তিনভাগে বিভক্ত হইয়া তিন স্থানে
আছে । প্রভাসে, প্রেতকুণ্ডে ও গয়াসুরের মস্তকে এই তিন
স্থানেই প্রেতশিলা নামক মহাতীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে । ১। ২ ।
স্বয়ং ধর্মদেব স্বীয় মাহাত্ম্য প্রকাশনার্থ এই সর্গদেবময়ী শিলা
ধারণ করিয়া বহিতেছেন । আমাদিগের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে
যাহারা প্রেতভাবাপন্ন হইয়া আছে, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ
প্রেতশিলাতে পিতৃপ্রদান করিবে । অতএব রাজা ও রাজপত্নী
প্রভৃতি সকলেই প্রেতশিলাতে শ্রাদ্ধ করিবে । ইহাতে তাহা-
দিগের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় । ৩। ৪ । গয়াসুরের মূণ্ডের পৃষ্ঠদেশে

যতঃ । মুণ্ডপৃষ্ঠগিরিস্তম্ভাং সৰ্বদেবময়োহয়ং ॥ ৫ ॥
 মুণ্ডপৃষ্ঠস্থ পাদেষু যতোব্রহ্মসরোমুখাঃ । অরবিন্দং
 বনস্তেষু তেন চৌরোপলক্ষিতঃ ॥ ৬ ॥ অরবিন্দো-
 গিরিনাম ক্রৌঞ্চপাদাক্ষিতোযতঃ । তস্মাদিগরিঃ
 ক্রৌঞ্চপাদঃ পিতৃণাং ব্রহ্মলোকদঃ ॥ ৭ ॥ গদাধরা-
 দয়ো দেবা আদ্যা আদৌ ব্যবস্থিতাঃ । শিলারূপেণ
 চাব্যক্তান্তস্মাদেবময়ী শিলা ॥ ৮ ॥ গয়াশিরশ্ছাদ-
 যিত্বা গুরুত্বাদাস্তিতাশিলা । কালান্তরেণ ব্যক্তশ্চ-
 স্থিত আদির্গদাধরঃ ॥ ৯ ॥ মহারুদ্রাদিদেবৈস্ত অনাদি-
 নিধনোহরিঃ । ধর্মসংরক্ষণার্থায় অধর্মাদিভিন-
 ষ্টয়ে ॥ ১০ ॥ দৈত্যরাক্ষসনাশার্থং মংস্তপূর্বং যথা-
 ভবৎ । কূর্মোবরহোহুহরিকীর্মানোরামউজ্জিতঃ ॥ ১১ ॥
 যথা দাশরথীরামঃ কৃষ্ণোবুদ্ধোথ কক্ষ্যপি । তথা
 ব্যক্তোহব্যক্তরূপী আসীদাদির্গদাধরঃ ॥ ১২ ॥ আদি-
 রাদৌ পূজিতোত্র দেবৈব্রহ্মাদিভির্যতঃ । পাদ্যাটৈদ্য-

গন্ধপুষ্পাদৈরত আদির্গদাধরঃ ॥ ১৩ ॥ গদাধরং
 সুরৈঃ সার্কং আদ্যং গহ্বা দদাতি যঃ । অর্ঘ্যপাত্রঞ্চ
 পাদ্যঞ্চ গন্ধপুষ্পঞ্চ ধূপকং ॥ ১৪ ॥ দীপঞ্চ নৈবেদ্য-
 মুৎকুটং মালা্যানি বিবিধানি চ । বস্ত্রাণি মুকুটং ঘণ্টা
 চামরং প্রোক্ষণীয়কং ॥ ১৫ ॥ অলঙ্কারাদিকং পিণ্ডমন্ন-
 দানাদিকস্তথা । তেষাং তাবদ্বনং ষাণ্মাষ্যুরোগ্য-
 সম্পদঃ ॥ ১৬ ॥ পুত্রাদিন্বস্ততিঃ শ্রেয়োবিদ্যার্থং
 কাম-ঈপ্তিতঃ । ভাৰ্য্যাস্বর্গাদিবাসশ্চ স্বর্গাদাগত্য
 রাজ্যকং ॥ ১৭ ॥ কুলীনঃ সত্বসম্পন্নো রণেমর্দিত-
 শাত্রবঃ । বধবন্ধবিনিমুক্ত শচাস্তে মোক্ষ মবাপ্নুয়াৎ ॥
 শ্রাদ্ধপিণ্ডাদিকর্তারঃ পিতৃভির্ব্রহ্মলোকগাঃ ॥ ১৮ ॥
 বলভদ্রং যেচ্ছয়ন্তি সুভদ্রাং বলভদ্রকং । জ্ঞানং
 প্রাপ্য শ্রিয়ং পুত্রান্ ব্রজন্তি পুরুষোত্তমং ॥ ১৯ ॥ পুরু-
 ষোত্তমস্ত রাজস্ত সূর্য্যস্ত চ গণস্ত চ । পুরতন্তত্র-
 পিণ্ডাদি পিতৃণাং ব্রহ্মলোকদঃ ॥ ২০ ॥ নহা কপর্দি

যে শিলা আছে, তাহার নাম মুণ্ডপৃষ্ঠ গিরি, ঐ গিরি সর্ব দেব-
 ময়, অতএব উহা মহাতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত । ৫। মুণ্ডপৃষ্ঠগিরির
 পাদদেশে ব্রহ্মসরঃ প্রভৃতি যে সকল তীর্থ আছে, তাহাদিগের
 মধ্যে অরবিন্দবন নামক তীর্থ অতিপুণ্যপ্রদ । ৬। অরবিন্দগিরি
 ক্রৌঞ্চপক্ষীর পদচিহ্নবারা অঙ্কিত, এই নিমিত্ত উহাকে
 ক্রৌঞ্চপাদতীর্থ বলিয়া থাকে । এই তীর্থে পিতৃলোকের
 উদ্দেশ্যে কার্য্য করিলে তাহাদিগের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় । ৭।
 গদাধর প্রভৃতি আদি দেবগণ এই শিলাতে অবস্থিত ছিলেন,
 এই জন্ত সেই দেবময়ী শিলা অব্যক্ত ছিল । ঐ শিলা
 গয়াহরের মন্তক আচ্ছাদন করিয়াছিল, কালান্তরে তাহা ব্যক্ত
 হয় । যে শিলাতে গদাধর অবস্থিত করিয়াছিলেন, সেই
 শিলাই মহাতীর্থরূপে প্রকাশিত হইল । ৮—৯। যেমন অনাদি-
 নিধন হার ধর্মরক্ষা, অধর্মবিনাশ ও দৈত্য রাক্ষসাদির সংহা-
 রার্থ মহারুদ্রাদিদেবগণের সহিত যুগ যুগে মংস্ত, কূর্ম, বরাহ,
 নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, ত্রিপুরারাম, বলরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কক্ষী
 রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেইরূপ লোক পরিত্রাণার্থ অব্যক্ত
 গদাধর গয়াতে ব্যক্তরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন । ১০—১২। যে
 হেতু পূর্বকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ পাদ্য, অর্ঘ্য ও গন্ধাদি

উপহারে গদাধরদেবকে অর্চনা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত
 ইনি আদি গদাধর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । ১৩। যে ব্যক্তি
 গয়াতে গমন করিয়া অগ্রে দেবগণের সহিত গদাধরদেবকে
 অর্ঘ্য, পত্র, পাদ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য, বিবিধ
 মালা, বস্ত্র, মুকুট, ঘণ্টা, চামর, দর্পণ, অলঙ্কার ও অন্যান্য
 প্রদান করে ; তাহার ধন, ধাত্ত, আয়ুঃ, আয়োগ্য, সম্পদ,
 পুত্রাদি সন্ততি, মঙ্গল, বিদ্যা, অর্থ, প্রভৃতি অভিলষিত সম্পদ
 লাভ হয় এবং ভাৰ্য্যা স্বর্গবাস ও রাজ্য লাভ হইয়া থাকে ।
 সেই ব্যক্তি কুলীন, বলবান হইয়া শত্রু বিমর্দন করিতে পারে
 এবং বধ বন্ধনাদি হইতে বিনিমুক্ত হইয়া অন্তকালে স্বর্গলোকে
 বাস করে । যে ব্যক্তি গয়াতে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি করে,
 সেই ব্যক্তি পিতৃলোকের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করে । ১৪—১৮।
 যে ব্যক্তি সুভদ্রার সহিত বলভদ্রদেবের অর্চনা করে, সেই
 ব্যক্তি পুত্র সম্পত্তি প্রভৃতি ঐহিক সুখভোগ করিয়া অন্তকালে
 জ্ঞানলাভ পূর্বক পুরুষোত্তমকে প্রাপ্ত হয় । ১৯। পুরুষোত্তম
 ক্ষেত্রে আগমন করিয়া ত্রিপুরবোত্তম, সূর্য্য ও গণপতিদেবের
 অগ্রে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করিলে তাহাদিগের ব্রহ্ম-
 লোক প্রাপ্তি হয় । ২০। ঐ স্থান মহাদেব ও বিষ্ণুরকে নমস্কার

বিশেষঃ সৰ্গবিশেষঃ প্রমুচ্যতে । কার্তিকেশ্বরং পূজ-
য়িত্বা ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২১ ॥ দ্বাদশাদিত্য-
মভ্যর্চ্য সৰ্গরোগৈঃ প্রমুচ্যতে । বৈশ্বানরং সমভ্যর্চ্য
উত্তমাং দীপ্তিমাণুয়াৎ ॥ ২২ ॥ রেবন্তং পূজয়িত্বা
অশ্বিনাপ্নোত্যনুত্তমান্ । অভ্যর্চ্যেত্বাং মহৈশ্বর্যাং
গৌরং সৌভাগ্যমাণুয়াৎ ॥ ২৩ ॥ বিদ্যাং সরস্বতীং
প্রাচ্য লক্ষ্মীং সংপূজ্য চ শ্রিয়ং । গরুড়ঞ্চ সমভ্যর্চ্য
বিষ্ণুরন্দাং প্রমুচ্যতে ॥ ২৪ ॥ ক্ষেত্রপালং সমভ্যর্চ্য
ঐহরন্দৈঃ প্রমুচ্যতে । সুওপৃষ্ঠাং সমভ্যর্চ্য সৰ্গকাম-
মবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৫ ॥ নাগার্চকং সমভ্যর্চ্য নাগদষ্টো-
বিনুচ্যতে । ব্রহ্মাণং পূজয়িত্বা চ ব্রহ্মলোকমবা-
প্নুয়াৎ ॥ ২৬ ॥ বলভদ্রং সমভ্যর্চ্য বলারোগ্যমবা-
প্নুয়াৎ । সুভদ্রাং পূজয়িত্বা তু সৌভাগ্যং পরমাণু-
য়াৎ ॥ ২৭ ॥ সৰ্গান্ কামানবাপ্নোতি সংপূজ্য পুরু-
ষোত্তমং ॥ নারায়ণন্ত সংপূজ্য নরানামধিপো-
ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ স্পৃষ্ট্বা নত্বা নারসিংহং সংগ্রামে বিজয়ী-

ভবেৎ । বরাহং পূজয়িত্বা তু ভূমিরাজ্যমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯ ॥
যোবা বিদ্যাধরৌ স্পৃষ্ট্বা বিদ্যাধরপদং ভবেৎ ॥
সৰ্গান্ কামানবাপ্নোতি সংপূজ্যাদিগদাধরং ॥ ৩০ ॥
সোমনাথং সমভ্যর্চ্য শিবলোকমবাপ্নুয়াৎ । রুদ্রে-
শ্বরং নমস্কৃত্য রুদ্রলোকে মহীতে ॥ ৩১ ॥ রামেশ্বরং
নরোনত্বা রামবং সুপ্রিয়োভবেৎ । অশ্বেশ্বরং নরঃ
স্তত্বা ব্রহ্মলোকাং কল্যাতে ॥ ৩২ ॥ কালেশ্বরং সমভ্যর্চ্য
নরঃ কালজয়োভবেৎ । কেদারং পূজয়িত্বা তু শিব-
লোকে মহীয়েতে । সিদ্ধেশ্বরঞ্চ সংপূজ্য সিদ্ধোব্রহ্মপুরং
ব্রজেৎ ॥ ৩৩ ॥ আদৈরুজাদিভিঃ সাক্ষিং দৃষ্ট্বাহাদি-
গদাধরং । কুলানাং শতমুদ্র্য নয়েদ্রুক্ষপুরং নরঃ ॥ ৩৪ ॥
ধর্মার্থী প্রাপ্নুয়াৎ ধর্মার্থী চার্বমাণুয়াৎ । কামান্
সংপ্রাপ্নুয়াৎ কামী মোক্ষার্থী মোক্ষমাণুয়াৎ ॥ ৩৫ ॥
রাজ্যার্থী রাজ্যমাপ্নোতি শাস্ত্যার্থী শাস্তিমাণুয়াৎ ।
সৰ্গার্থী সৰ্গমাপ্নোতি সংপূজ্যাদিগদাধরং ॥ ৩৬ ॥
পুজান্ পুজার্থিনী স্ত্রী চ সৌভাগ্যঞ্চ তদর্থিনী । বংশা

করিলে সৰ্গপ্রকার বিষ্ণু হইতে মুক্তি পায় । কার্তিকেশ্বর দেবের
পূজা করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় । ২১ । পুরুষোত্তমক্ষেত্রে
দ্বাদশাদিত্যের পূজা করিলে সৰ্গরোগ হইতে মুক্তি পায় এবং
অগ্নিদেবের পূজা করিলে উত্তম দীপ্তিলাভ হইয়া থাকে । ২২ ।
ঐ স্থানে রেবন্তদেবের অর্চনা করিলে সর্বোত্তম অখলাভ হয়
এবং ইন্দ্রদেবের অর্চনাতে মহা ঐশ্বর্য ও গৌরীদেবীর অর্চনাতে
সৌভাগ্য প্রাপ্তি হয় । ২৩ । সরস্বতীদেবীর পূজা করিলে বিদ্যা
ও লক্ষ্মীর পূজা করিলে সম্পদ লাভ হয় এবং গরুড়ের পূজা
করিলে সৰ্গপ্রকার বিষয়োগ হইতে বিমুক্তি পায় । ২৪ ।
ক্ষেত্রপালের পূজা করিলে সৰ্গপ্রদোষ শাস্তি হয় এবং সুওপৃষ্ঠা
দেবীর অর্চনা করিলে সৰ্গপ্রকার কামনা পরিপূর্ণ হইয়া
থাকে । ২৫ । অষ্টনাগের অর্চনা করিলে নাগদষ্ট ব্যক্তি বিমুক্তি
পায় এবং ব্রহ্মার পূজা করিলে ব্রহ্মলোকে গমন হয় । ২৬ ।
বলভদ্রদেবের অর্চনা করিলে বল ও আরোগ্য প্রাপ্ত হয় এবং
সুভদ্রার পূজা করিলে পরম সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে । ২৭ ।
পুরুষোত্তম ধামে স্ত্রীপুরুষোত্তমদেবকে পূজা করিলে সৰ্গপ্রকার
অভিলাষ সম্পূর্ণ হয় এবং নারায়ণের অর্চনা করিলে সকল

মহুবোর অধিপতি হইতে পারে । ২৮ । নরসিংহদেবকে স্পর্শ
করিয়া নমস্কার করিলে সংগ্রামে বিজয়ী হয় এবং বরাহদেবকে
পূজা করিলে ভূমিসম্পত্তি লাভ হয় । ২৯ । বিদ্যাধরের পূজা
করিলে বিদ্যাধরত্বপদ লাভ হয় এবং আদি গদাধরের অর্চনা
করিলে সৰ্গপ্রকার মনোরথ পরিপূর্ণ হইয়া থাকে । ৩০ । সোম-
নাথদেবকে পূজা করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হয় এবং রুদ্রেশ্বরকে-
নমস্কার করিলে রুদ্রলোকে বসতি করে । ৩১ । মহুবা রামেশ্বর
শিবকে নমস্কার করিলে রামের স্তায় সৰ্গলোকের প্রিয়পাত্র
হইতে পারে এবং ব্রহ্মেশ্বরের স্তুতি করিলে মহুবা ব্রহ্মলোক
প্রাপ্ত হয় । ৩২ । মানবগণ কালেশ্বরশিবের অর্চনা করিলে
কালকে জয় করিতে পারে এবং কেদারেশ্বরের পূজা করিলে
মানবগণ শিবলোক প্রাপ্ত হয় । সিদ্ধেশ্বরশিবের অর্চনা করিলে
মহুবা সিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মপুরে গমন করে । ৩৩ । রুজাদি আদি
দেবগণের সহিত আদি গদাধরকে দর্শন করিলে মানবগণ শত
কুল উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মপুরে গমন করে । ৩৪ । আদি গদাধরকে
অর্চনা করিয়া যে যাহা কামনা করে, তাহার সেই মনোরথ
সকল হইয়া থাকে এবং ধর্মার্থী ব্যক্তি ধর্ম, ধনার্থী ধন,

বিনী চ বংশানু বৈ প্রাণ্ড্যাদিগদাধরং ৩৭ ৥ প্রাক্কেন
পিণ্ডদানেন অন্নদানেন বারিদঃ । ব্রহ্মলোক সবা-
প্রোক্তি সংপূজ্যাদিগদাধরং ৩৮ ৥ পৃথিব্যাং সর্ব-
তীৰ্থেত্যোযথা শ্রেষ্ঠা গয়া পুরী । তথা শিলাদিরূপশ্চ
শ্রেষ্ঠৈশ্চ ব্ গদাধরঃ । তস্মিন্ দৃষ্টে শিলা দৃষ্টা যতঃ সর্বং
গদাধরঃ ৩৯ ৥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে গয়ামাহাত্ম্য

• বড়শীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥

সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরূবাচ ॥ ১ ॥ চতুর্দশমনু বক্ষ্যে তৎসুতাংশ্চ
সুকাদিকান্ । মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ পূৰ্বমগ্নিগ্রাদ্যাশ্চ
তৎসুতাঃ ॥ ২ ॥ মরীচিরজ্যাদিরশ্চাঃ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ
ক্রতুঃ । বশিষ্ঠশ্চ মহাতেজা ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ ৩ ॥

কামার্বী কাম, মোক্ষার্বী মোক্ষ, রাজ্যার্বী রাজ্য, শান্তিকামী
শান্তিলাভ করে। এবং পুত্রার্থিনী কামিনী পুত্র, সৌভাগ্য্যক্তি-
লার্থিনী সৌভাগ্য লাভ করে এবং বংশার্থিনী নারীর বংশ বৃদ্ধি
হয়। ৩৫-৩৭। আদি গদাধরকে পূজা করিয়া প্রাক্, পিণ্ডদান,
অন্নদান ও জলদান করিলে মানবগণ ব্রহ্মলোকে গমন করে। ৩৮।
যেমন পৃথিবীর মধ্যে গরাক্ষেত্র সৰ্বপ্রধানতীর্থ, সেইরূপ শিলা-
রূপী দেবগণের মধ্যে আদি গদাধর সর্বপ্রধান। অতএব সেই
গদাধরকে দর্শন করিলেই সর্বদেব দর্শনের ফল ইহয়া
থাকে। ৩৯।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় ।

• হরি বুলিলেন চতুর্দশ মনু ও তাহাদিগের পুত্রগণের বিবরণ
বলিবে। পুরুষকালে স্বায়ম্ভুব নামে মনু ছিল এবং অগ্নিগ্র
প্রকৃতি তাহার কতিপয় পুত্র জন্মে। ১—২। মরীচি, অজি,
অদ্রিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সপ্ত মহাতেজা
ঋষি কীর্তিত আছে। এই সপ্ত ঋষি অগ্নিগ্রাদির সন্তান। ৩।

জয়াখ্যাশ্চামিতাখ্যাশ্চ শুক্রোযামান্তধিব চ । গণা-
দ্বাদশকাস্চেতি চত্বারঃ সোমপায়িনঃ ৪ ॥ বিশ্বভূতাম-
দেবেজ্যোবাক্লিশ্চদরির্যভূৎ । সহস্রো বিষ্ণুনা দৈত্য-
শ্চক্রেণ স্তমহাস্তন ৫ ॥ মনুঃ স্বারোচিষশ্চাধ তৎপুত্রো-
মণ্ডলেশ্বরঃ । চৈত্র্যকো বিনতশ্চৈব কর্ণাস্তো বিদ্যাতো-
রবিঃ ৬ ॥ বৃহদৃগুণেনভশ্চৈব, মহাবলপরাক্রমঃ ।
উর্জস্তমস্তথা প্রাণ ঋষভোনিচলস্তথা ৭ ॥ দন্তোলি-
শ্চার্কবীরশ্চ ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ । ভূষিতাদ্বাদশ
শ্রেষ্ঠোস্তথা পারাবতাশ্চ যে ৮ ॥ ইন্দ্রোবিপশ্চি-
দেবানাং তদ্রিপুঃ পুরুকৃৎ সরঃ । জঘান হস্তিরূপেণ
ভগবান্ মধুসূদনঃ ৯ ॥ ঐত্তমস্ত মনোঃ পুত্রা আজশ্চ
পরশুস্তথা । বিনীতশ্চ স্নকেভূশ্চ স্মমিত্রঃ সুবলঃ
শুচিঃ ১০ ॥ দেবো দেবার্যধোরুজ মহোৎসাহাজিত-
স্তথা । রথোজা উর্জবাহুশ্চ শরণশ্চানবোমুনিঃ ১১ ॥ স্ন-
তপাঃ শকুরিত্যেতে ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ ১২ ॥ বশ-

উক্ত সপ্তঋষি হইতে জয়াখ্যা, অমিতাখ্যা, শুক্র ও যম নামে
সোমপায়ী চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হয়। কাশ্যস্তরে ইহাদিগের
সন্তান দ্বাদশগণে বিভক্ত হইয়া থাকে। ৪। অনন্তর বিশ্বভূক,
বামদেব ও ইন্দ্রের উৎপত্তি হয়, তাহাদিগের এক প্রবল শত্রু
ছিল, তাহার নাম বাক্লি। মহাত্মা বিষ্ণু চক্র দ্বারা সেই বাক্লি
নামক দৈত্যকে বিনাশ করে। ৫। স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার
কালের পর স্বারোচিষ মনুর আবির্ভাব হয়। তাহার পুত্রগণ সক-
লেই মণ্ডলেশ্বর হইয়াছিল। ঐ সকল পুত্রের নাম, চৈত্র্যক, বিনত,
কর্ণাস্ত, বিদ্যাত, রবি, বৃহদৃগ ও নভ, ইহারা সকলেই মহা-
বল ও পরাক্রান্ত। পরে চৈত্র্যকাদি হইতে উর্জ, স্তম, প্রাণ,
ঋষভ, নিচল, দন্তোলি ও অর্কবীর এই সপ্ত মহর্ষির উৎপত্তি
হয়। তৎপরে দ্বাদশ ভূষিতগণ ও পারাবতগণের উদ্ভব হইয়া-
ছিল। তৎপরে দেবরাজ ইন্দ্র সমুৎপন্ন হন। অনন্তর পুরুকৃৎ-
সর নামে এক প্রবল দৈত্য ইন্দ্রের শত্রুতা আচরণ করে,
মধুসূদন তত্তিরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন। ৬—৯।
স্বারোচিষ মনুর অধিকারের পর ঐত্তম নামে মনুর উৎপত্তি
হয়। ঐ ঐত্তম মনুর কতিপয় পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম
আজ, পায়শ্র, বিনীত, স্নকেভু, স্মমিত্র, সুবল, শুচি, দেব,
দেবার্য, রুজ, মহোৎসাহ, অজিত, রথোজা, উর্জবাহ, শরণ,

বর্তি: স্বধামান: শিবা: সত্যা: প্রতর্দনা: । পঞ্চ দেব-
গণা: প্রোক্তা: সর্বে দ্বাদশকাস্ততে ॥ ১২ ॥ ইন্দ্র:
স্বশাস্তিস্তক্ষু: প্রলম্বো নাম দানব: । মৎস্বরূপী হরি-
বিষ্ণুস্তং জঘান চ দানবং ॥ ১৩ ॥ তামসস্ত মনো:
পুজ্রাজানুজজোথ নির্ভয়: । নবখ্যাতি নয়শ্চৈব প্রিয়-
ভূত্যো বিবিক্ষিপ: ॥ ১৪ ॥ হবুক্ষধি: প্রস্তলাক্ষ: কৃত-
বন্ধু: কৃতস্তথা । জ্যোতির্দামা ধৃষ্টকাব্য শ্চৈত্রশ্চৈত্রাগ্নি-
হেমকৌ ॥ ১৫ ॥ মুনয়: কীর্তিতা: সপ্ত সুরাগা: স্বধিয়-
স্তথা । হরয়ো দেবতানাঞ্চ চত্বার: পঞ্চবিংশকা: ॥ ১৬ ॥
গণইন্দ্র: শিবিস্তস্ত শক্রভীমরথা: স্মৃতা: । হরিণা
কুর্শ্মরূপেণ হতোভীমরথোহসুর: ॥ ১৭ ॥ রৈবতস্ত মনো:
পুজ্রা মহাপ্রাণশ্চ সাধক: ॥ বনবন্ধুনিরমিত্র: প্রত্যঙ্গ:
পরহাশুচি: ॥ ১৮ ॥ দৃঢ়ব্রত: কেতুশৃঙ্গ ঋষয়স্তস্ত
বর্ণ্যতে । দেবত্রীর্কেদবাহশ্চ উর্দ্ধবাহস্তথৈবচ । হিরণ্য
রোমা পর্জন্ত: সত্যনামা স্বধাম চ ॥ ১৯ ॥ অভূত-

রজনশ্চৈব তথা দেবাস্থমেধস: । বৈকুণ্ঠচামৃতশ্চৈব
চত্বারো দেবতাগণা: ॥ ২০ ॥ গণে চতুর্দশমুরাবিভুরিঙ্গ:
প্রতাপবান্ । শাস্তশক্রহতোদৈত্যো হংসরূপেণ
বিষ্ণুনা ॥ ২১ ॥ চাক্ষুষস্ত মনো: পুজ্রা উরু: পুরুশ্মহা-
বল: । শতদ্যুম্নস্তপস্বী চ সত্যবাহ: কৃতিস্তথা ॥ ২২ ॥
অগ্নিষ্ণু রতিরাত্রশ্চ সূদ্যুম্নশ্চ তথানর: । হবিষ্মান্
সুতনু: জীমান্ স্বধামা বিরজস্তথা । অভিমান: সহিষ্ণু
শ্চ মধুক্রী ঋষয়: স্মৃতা: ॥ ২৩ ॥ আর্য্য প্রসূতা ভাব্যশ্চ
লেখ্যশ্চ পৃথুকাস্তথা । অষ্টকস্ত গণা: পঞ্চ তথা প্রোক্তা
দিবোকনাং ॥ ২৪ ॥ ইন্দ্রো মনোজব: শক্রশ্মহাশানো
মহাভুজ: । অশ্বরূপেণ স হতো হরিণা লোকধারিণা ॥ ২৫ ॥
মনোরৈবস্বতস্তোহুতে পুজ্রা বিষ্ণুপরায়ণা: । ইক্ষ্বাকু-
রথনাতাথ্যো বিষ্টির্ষজাতিরেব চ ॥ ২৬ ॥ লবিষ্যস্তস্তথা
পাংশুন্নভোনেদিষ্ঠ এবচ । কুরুষশ্চ পৃষঙ্গশ্চ সূদ্যুম্নস্ত
মনো: স্মৃতা: । ২৭ । অত্রির্কশিষ্ঠো ভগবান্ জামদগ্নি-
শ্চ কশ্যপ: । গৌতমশ্চ ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রোথ

অনঘ, মুনি, স্তপা: ও শকু । ইহাদিগের মধ্যে রথোজা
প্রভৃতি সপ্তজন ঋষি । ১০-১১ । তৎপরে বশবর্তী, স্বধামা, শিব,
সত্য, ও প্রতর্দন এই পঞ্চ দেবগণের উদ্ভব হয়, ইহাদের
প্রত্যেকেরই দ্বাদশ সংখ্যা আছে । ১২ । ঐ সময়ে প্রলম্ব নামে
দানব ইন্দ্রবৈরি হইয়াছিল, ভগবান্ বিষ্ণু মৎস্বরূপী হইয়া
তাহাকে বিনাশ করেন । ১৩ । তৎপরে তামস মনুর আবির্ভাব
হয়, তাহার অনেকগুলি পুত্র জন্মে, তাহাদিগের নাম—জাহ্নু,
জম্ব, নির্ভয়, নর, খ্যাতি, নঃ, প্রিয়ভূতা, বিবিক্ষিপ:, হবুক্ষধি,
প্রস্তলাক্ষ, কৃতবন্ধু, কৃত, জ্যোতির্দামা, ধৃষ্টকাব্য, চৈত্র, চৈত্রাগ্নি
ও হেম ইহারা সকলেই সুরপালক ও সমৃদ্ধিশালী । ইহা-
দিগের মধ্যে সপ্তজন ঋষি বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন । ১৪—১৬ । ঐ
মনুর সময়ে শিবি নামে কোন ঋষি ইন্দ্রের পাইয়াছিলেন,
ভীমরথ নামে এক অসুর তাহার শত্রু হইল, হরি কুর্শ্মরূপ
ধারণ করিয়া সেই ভীমরথকে নিপাত করিয়াছিলেন । ১৭ ।
অনন্তর রৈবত মনু আবির্ভূত হইলেন তাহার বহুসংখ্যক পুত্র
জন্মে, তাহাদিগের নাম মহাপ্রাণ, সাধক, বলবন্ধু, নিরমিত্র,
প্রত্যঙ্গ, পরহা, শুচি, দৃঢ়ব্রত, কেতুশৃঙ্গ । ইহার বংশে দেবত্রী,

দেববাহ, উর্দ্ধবাহ, হিরণ্যরোমা, পর্জন্ত, সত্য ও স্বধাম এই
সপ্ত ঋষির উৎপত্তি হয় । ১৮—১৯ । ঐ সপ্ত ঋষি হইতে অভূত-
রজ:, দেবাস্থমেধ, বৈকুণ্ঠ ও অমৃত এই চারি দেবগণ সমুৎপন্ন
হইয়াছিল । ২০ । পুরুষোক্ত দেবগণ চতুর্দশগণে বিভক্ত, বিষ্ণু
নামা কোন সিদ্ধ ইন্দ্র হইয়াছিলেন, শাস্ত নামে কোন দৈত্য
তাঁহার শত্রু হইল, বিষ্ণু হংসরূপে তাহাকে বিনাশ করিয়া-
ছিলেন । ২১ । চাক্ষুষ মনুর অনেক পুত্র জন্মে তাহাদিগের
নাম,—উরু, পুরু, মহাবল, শতদ্যুম্ন, তপস্বী, সত্যবাহ, কৃতি,
অগ্নিষ্ণু, অতিরাত্র, সূদ্যুম্ন, হবিষ্মান, সুতনু, জীমান্, স্বধামা,
বিরজ, অভিমান, সহিষ্ণু, ও মধুক্রী, ইহারা সকলেই ঋষি । ২২—
২৩ । আর্য্য, প্রসূত, ভাব্য, লেখ্য ও পৃথুক এই পঞ্চ দেবগণ । এই
দেবগণ প্রত্যেকে অষ্ট সংখ্যা বিশিষ্ট । ২৪ । ঐ সময়ে ভুজবীর্ঘ্য-
শালী মহাকাল নামে এক দৈত্য ইন্দ্রশত্রু হইয়াছিল, লোক-
পালক হরি অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন । ২৫ ।
শিববসন্ত, মনুর কতিপয় পুত্র জন্মে, ইহারা সকলেই বিষ্ণুপরায়ণ ।
তাহাদিগের নাম—ইক্ষ্বাকু, লাতাথ্য, বিষ্টি, সর্জ্জাতি, লবিষ্যঙ্গ,
পাংশু, নভ, নৈদিষ্ঠ, কুরুষ, পৃষঙ্গ, সূদ্যুম্ন । ২৬—২৭ । বৈবস্বত
মনুর সময়ে অত্রি, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, কশ্যপ, গৌতম, ভরদ্বাজ ও

সপ্তমঃ ॥ ২৮ ॥ তথাহ্যেকোনপঞ্চাশদ্ব্যুতঃ পরি-
কীৰ্ত্তিতাঃ । আদিত্যাবনবঃ সাধ্যাগণাদ্বাদশকান্নয়ঃ ॥ ২৯ ॥
একাদশ তথা রুদ্রা বসবোহষ্টৌ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । দ্বাব-
ধিনৌ বিনির্দিষ্টৌ বিষ্ণুদেবাস্তথা দশ । দশৈবাক্টি-
রসোদেবা নরদেবগণানি চ ॥ ৩০ ॥ তেজস্বী নাম
বৈ শক্ৰো হিরণ্যাক্ষো রিপুঃ স্মৃতঃ । হতোবরাহ-
রূপেণ হিরণ্যাখ্যো বিষ্ণুনা ॥ ৩১ ॥ বক্ষ্যমনোৰ্ভবি-
ষ্যস্ত সাবর্ণ্যাখ্যস্ত বৈস্মতান্ । বিজয়শ্চাক্ষবীর-
শ্চ নির্দেহঃ সত্যবাক্ কৃতিঃ । বরিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠশ্চ বাচঃ
সগতিরেব চ ॥ ৩২ ॥ অশ্বখামা রূপো ব্যাসো-
গালবো দীপ্তিমানথ । ঋষ্যশৃঙ্গস্তথা রামঋষয়ঃ সপ্ত
কীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৩৩ ॥ সূতপা অমৃতভাষা মুখ্যাশ্চাপি
তথা সুরাঃ । তেষাং গণস্ত দেবানাং একৈকোবিংশকঃ
স্মৃতঃ ॥ ৩৪ ॥ বিরোচনসুতস্তেষাং বলিরিষ্টো ভবি-
ষ্যতি । দত্তেমাং যাচমানায় বিষ্ণবে যঃ পদত্রয়ং
ঋদ্ধমিষ্টপদং হিত্বা ততঃ সিদ্ধিমবাপ্যতি ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বামিত্র এই সপ্ত ঋষি প্রাহুত হন । ২৮ । ঐ সময়ে একোন
পঞ্চাশৎ দেবগণ, একাদশরুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু,
অশ্বিনীকুমারবসু, দশ বিশ্বদেব দশ, আজিরস ও নব দেবগণ
আবির্ভূত হইয়াছিল । ২৯—৩০ । তখন মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্র-
শক্র অমিততেজা হিরণ্যাখ্য দৈত্য প্রাহুত হয়, বিষ্ণুবরাহ-
রূপ ধারণ করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন । ৩১ । অনন্তর সাবর্ণিক
মহুর পুত্রগণের বিবরণ বলিব । বিজয়, অক্ষবীর, নির্দেহ,
সত্যবাক্, কৃতি, বরিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, বাচ ও সগতি ইহারা সাবর্ণিক
মহুর পুত্র । ৩২ । অশ্বখামা, রূপ, ব্যাস, গালব, দীপ্তিমান, ঋষা-
শৃঙ্গ ও রাম এই সপ্ত ঋষি সাবর্ণিক মহুর বংশসম্ভূত । ৩৩ । এই
বংশে সূতপা, অমৃতমুখ্য এই সকল অমুরগণ উৎপন্ন হয় । ইহা-
দিগের প্রত্যেক গণের মধ্যে বিংশতি সংখ্যক অন্তর আছে । ৩৪ ।
এই সাবর্ণিক মহমুরের বিরোচনসুত বলি ইন্দ্রকে লাভ করিবেন,
এই অশ্বখাম যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞে বিষ্ণু বামনরূপধারণ
করিয়া বলিরাজের নিকট পাদত্রয় পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিলে
বলিরাজ তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুকে ঐ প্রার্থিত পাদত্রয় পরিমিত ভূমি
প্রদান করিয়া সমুদ্র ইন্দ্রদ্বপদ পরিত্যাগ পূর্বক সিদ্ধিলাভ

বারুণেদ্রক্ষনাবর্ণে নবমস্ত স্মতান্ শৃণু । ধৃতিকেতু-
দীপ্তিকেতুঃ পঞ্চহস্তো নিরাকৃতিঃ । পৃথুশ্রবা বৃহদ্রাস
ঋচিকোরহতো গুণঃ ॥ ৩৬ ॥ মেধাতিথি-দ্যুতিশ্চৈব
সবলোবসুরেব চ । জ্যোতিষ্মান্ হব্যকব্যৌচ ঋষয়ো-
বিভুরীশ্বরঃ ॥ ৩৭ ॥ পরোমরীচিগর্ভশ্চ স্বধর্ম্মাণশ্চ
তেজয়ঃ । দেবশক্রঃ কালকাক্ষ স্তদন্তা পদ্মনাতকঃ ॥ ৩৮ ॥
ধর্ম্মপুত্রস্ত পুত্রাংস্ত দশমস্ত মনোঃ শৃণু । সূক্ষেত্র-
শ্চোত্তমোজাশ্চ ভুরিশ্রেণ্যশ্চ বীৰ্য্যবান্ ॥ ৩৯ ॥ শতা-
নীকো নিরামিত্রো বৃষসেনোজয়জ্ঞথঃ । ভুরিহ্রাস্তঃ
সুবর্চ্চাশ্চ শান্তিরিষ্টঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪০ ॥ অরোমুর্তি-
ইবিষ্মাশ্চ সূকৃতিশ্চাব্যস্তথা । লাভগোইপ্রতিম-
শ্চৈব সৌরভ ঋষয়স্তথা ॥ ৪১ ॥ প্রাণাখ্যাঃ শতসংখ্যা-
স্ত দেবতানাং গণস্তদা । বলিশক্রস্তং হরিশ্চ গদয়া-
ঘাতয়িষ্যতি ॥ ৪২ ॥ রুদ্রপুত্রস্ত তে পুত্রান্ বক্ষ্যা-
ম্যেকাদশস্ত তু । সর্বজগঃ স্মশ্রু চ দেবানীকঃ পুরু-

করেন । ৩৫ । অনন্তর দক্ষ সাবর্ণি নবম মহু বারুণির পুত্রগণের
বৃত্তান্ত শ্রবণ কর । ধৃতিকেতু, দীপ্তিকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাকৃতি,
পৃথুশ্রবা, বৃহদ্রাস, ঋচিক, বৃহৎগুণ এই সকল বারুণি মহুর
অপত্য । ৩৬ । বারুণিক মহুর বংশমধ্যে মেধাতিথি, দ্যুতি,
সবল, বসু, জ্যোতিষ্মান, হব্য ও কব্য এই সপ্তজন ঋষি, ইহারা
ঈশ্বরতুল্য বিভূশক্তিশালী । ৩৭ । এই মহুর বংশে আর তিনটি
ঋষি ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম—মরীচি, গর্ভ ও স্বধর্ম্মা । ঐ
সময়ে কালকাক্ষ নামে ইন্দ্রশক্র প্রবল হয়, পদ্মনাত নামা বিষ্ণু
তাহাকে বিনাশ করেন । ৩৮ । অনন্তর ধর্ম্মপুত্র দশম মহুর
পুত্রগণের বিবরণ শ্রবণ কর । সূক্ষেত্র, উত্তমোজা, ভুরিশ্রেণ্য,
বীৰ্য্যবান, শতানীক, নিরামিত্র, বৃষসেন, জয়জ্ঞথ, ভুরিহ্রাস্ত,
সুবর্চ্চা, শান্তি ও ইষ্ট এই সকল দশম মহুর পুত্র । ইহারা
সকলেই প্রতাপশালী । ৩৯—৪০ । অরোমুর্তি, ইবিষ্মান, সূকৃতি,
অব্যয়, লাভগ, প্রতিম ও সৌরভ ইহারা ঋষি । ৪১ । এই বংশে
শতসংখ্যক প্রাণাখ্য দেবগণ জন্মিয়াছিল । ঐ সময়ে বলি-
শক্রনামে এক দৈত্য প্রবল হইয়া উঠে, হরি গদাঘাতে
তাহাকে বিনাশ করেন । ৪২ । অনন্তর রুদ্রপুত্র একাদশ মহুর
পুত্রগণের বিবরণ শ্রবণ কর । সর্বজগ, স্মশ্রু, দেবানীক,

গুরুঃ ॥ ৪৩ ॥ ক্ষেত্রবর্ণো দৃঢ়বৃষ্ণ আর্জকঃ পুত্রক-
স্তথা । হবিষ্মাংষ্ট হবিষ্যষ্ট বরুণোবিষ্মবিস্তরঃ ॥ ৪৪ ॥
বিষ্ণুশ্চবাগ্নিতেজাশ্চ ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ । বিহ-
দমাঃ কামগম্য নির্মাণরুচয়স্তথা ॥ ৪৫ ॥ একৈক-
রুচয়স্তেমাং গণশ্চেন্দ্রশ্চ বৈ রবঃ । দশগ্রীবো রিপুস্তস্য
ক্রীড়পী দ্বাতরিয়্যতি ॥ ৪৬ ॥ মনোস্ত দক্ষপুত্রস্ত
দ্বাদশস্ত্যজ্ঞান শৃণু । দেববানুপদেষ্ট দেবশ্রেষ্ঠো
বিদূরথঃ ॥ ৪৭ ॥ মিত্রবান্ মিত্রদৈবশ্চ মিত্রবিন্দশ্চ বীৰ্য-
বান্ । মিত্রবাহঃ প্রবশাশ্চ দক্ষপুত্রমনোঃ সূতাঃ ॥ ৪৮ ॥
তপস্বী সূতপাশ্চৈব তপোমূর্তি স্তপোরতিঃ । তপো-
ধৃতির্দ্যুতিশ্চাত্তঃ সপ্তর্ষয়স্তপোধনাঃ ॥ ৪৯ ॥ স্বধর্ম্মাণঃ
সুতপসো হরিতো রোহিতস্তথা । সুরারয়োগণা-
শ্চেতৈ প্রত্যেকং দশকো গণঃ ॥ ৫০ ॥ ঋতধামা চ
ভদ্রেজ্ঞ স্তারকোনাম ভজ্রিপুঃ । হরিনপুংসকো ভূত্বা
দ্বাতরিয়্যতিশকর ॥ ৫১ ॥ ত্রয়োদশস্ত রৌচ্যস্ত মনোঃ

গুরু, গুরু, ক্ষেত্রবর্ণ, দৃঢ়বৃষ্ণ, আর্জক এই সকল একাদশ মমুর
পুত্র । এবং ঐ মমুরে হবিষ্মান, হবিষ্য, বরুণ, বিষ্ম, বিস্তর,
বিষ্ণু ও বাগ্নিতেজা এই সপ্ত ঋষি সন্মগ্রহণ করেন । এই মমুর
অধিকারকালে কামগামী বিহঙ্গমগণ উৎপন্ন হয়, উহা নির্মাণ
কৌশলের পারিণাটো অভিনবোহর দেহবিশিষ্ট এবং তাহা-
দিগের শ্রেণীভেদে আকারগত অনেক প্রভেদ আছে । দশগ্রীব
নামে এক রাক্ষস ঐ সময়ে ইন্দ্রশত্রু হন, ক্রীড়পী বিষ্ণু তাহাকে
ধ্বিনাশ করেন । ৪৩—৪৬। অনন্তর দক্ষপুত্র দ্বাদশ মমুর পুত্রগণের
বিবরণ প্রদান কর । দেব, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্র-
বান্, মিত্রদৈব, মিত্রবিন্দা, মিত্রবাহ, প্রবাহ এই সকল দ্বাদশ
মমুর পুত্র । ৪৭—৪৮ । বাগশ মমুরে তপস্বী সূতপা, তপো-
মূর্তি, তপোরতি, তপোমূর্তি, দ্যুতি ও অস্ত্র এই সপ্ত ঋষি প্রো-
ভূত হন । ইহারা সকলেই তপোধন । ৪৯। এই মমুরে
স্বধর্ম্মা, সূতপা, হরিত ও রোহিত এই গণচতুষ্টয় দেবশত্রুরূপে
উৎপন্ন হয়, ইহাদিগের প্রত্যেক গণ দশ সংখ্যাবিশিষ্ট । ৫০ ।
এই মমুরে ঋতধামা ও ভদ্রেজ্ঞ নামে দুই ব্যক্তি উৎপন্ন হয় ।
ভারক নামে এক দৈত্য দেবশত্রু ছইরাছিল, হরিনপুংসক-
রূপী হইয়া তাহাকে বিনাশ করেন । ৫১ । অনন্তর রৌচ্যনর

পুত্রাঙ্গিবোধ মে । চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তপো-
ধর্ম্মরতো ধৃতিঃ ॥ ৫২ ॥ সুনেন্দ্র ক্ষেত্রবর্ত্তিচ মুনয়ো-
ধর্ম্মপোদৃঃ ১ ধৃতিমানব্যরশ্চৈব নিশারূপো নিরুৎ-
সুকঃ ॥ ৫৩ ॥ নির্মাণ স্তব্দদর্শী চ ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ ১
স্বরোমাণঃ স্বধর্ম্মাণঃ স্বকর্ম্মাণঃ স্তব্ধামরাঃ ॥ ৫৪ ॥ ত্রয়-
স্বিংশ দ্বিভেদান্তে দেবানাস্তত্র বৈ গণাঃ । ইন্দ্রোদিব-
শ্পতিঃ শক্রশ্চিষ্টিভোনাম দানবঃ । মামুরেন চ রূপেণ
দ্বাতরিয়্যতি মাধবঃ ॥ ৫৫ ॥ চতুর্দশস্ত ভৌতাস্ত শৃণু
পুত্রাঙ্গনোর্ম্মম । উরুগভীরো ধৃষ্টশ্চ তরস্বী গ্রাহ এব
চ । অভিমানী প্রবীরশ্চ জিহুঃ সংক্রন্দনস্তথা ১
তেজস্বী ত্বর্জশ্চৈব ভৌতাস্তেতে মনোঃ সূতাঃ ॥ ৫৬ ॥
অগ্নিগ্র শ্চাগ্নিবাহুশ্চ মাগধশ্চ তথা শুচিঃ । অজিতো
মুক্তশুকো চ ঋষয়ঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ ॥ ৫৭ ॥ চাক্ষুষাঃ
কর্ম্মনিষ্ঠাশ্চ পবিত্রাজ্ঞিনস্তথা । বাচাবুধা দেবগণাঃ
পঞ্চ প্রোক্তান্ত সপ্তকাঃ ॥ ৫৮ ॥ শুচিরিন্দ্রো মহাদৈত্যো-
রিপুহস্তা হরিঃ স্বয়ং । একোদেবশ্চতুর্জা তু ব্যাস-

ত্রয়োদশ মমুর পুত্রগণের বিবরণ প্রদান কর । চিত্রসেন, বিচিত্র,
ধর্ম্মরত, ধৃতি, সুনেন্দ্র, ও ক্ষেত্রবর্ত্তি ইহারা ত্রয়োদশ মমুর
অপত্য । এই মমুর সন্তানবর্গের মধ্যে ধর্ম্মা, ধৃতিমান, অব্যয়,
নিশারূপ, নিরুৎসুক, নির্মাণ ও তব্দদর্শী এই সপ্তজন ঋষিবৃত্তি
অবলম্বন করেন এবং স্বরোমা, স্বধর্ম্মা ও স্বকর্ম্মা এই গণত্রয়
উক্ততর, উক্তগণ প্রত্যেকে ত্রিংশৎ সংখ্যাবিশিষ্ট । এই মমুর
ইন্দ্র স্বর্গের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলে ইষ্টপ্রভ নামে এক দানব
তাঁহার সহিত শক্রতার প্রবৃত্ত হয় । মাধব মামুররূপ ধারণ
করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন । ৫২—৫৫ । অনন্তর চতুর্দশ
মমুর অপত্যগণের বিবরণ প্রদান কর । উরু, গভীর, ধৃষ্ট,
তরস্বী, গ্রাহ, অভিমানী, প্রবীর, জিহু, সংক্রন্দন, তেজস্বী,
ত্বর্জ এই সকল চতুর্দশ মমুর তনয় । ৫৬ । অগ্নিগ্র, অগ্নি-
বাহ, মাগধ, শুচি, অজিত, মুক্ত ও তুক্র, এই সপ্তজন ঋষিবৃত্তি
আশ্রয় করেন । ৫৭ । এই সময়ে চাক্ষুষ, কর্ম্মনিষ্ঠ, পবিত্র,
ব্রাহ্মী ও বাচাবুধ এই পঞ্চ গণ উৎপন্ন হয়, এই পঞ্চ গণ
প্রত্যেকে সপ্ত সংখ্যাবিশিষ্ট । ৫৮ । এই মমুরে শুচি নামে
কোন ব্যক্তি ইন্দ্র প্রাপ্ত হন এবং কোন মহাদৈত্য ইন্দ্রশত্রু

‘রূপেণ বিষ্ণুনা ॥ ৫৯ ॥ কৃতস্ততঃ পুরাণানি কিত্য-
শাষ্টাঙ্গশৈব হু। অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা
জ্যোতিষশাস্ত্রঃ ॥ ৬০ ॥ পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ আয়ুর্বেদার্ধ-
শাস্ত্রকং । ধর্মুর্বেদশ্চ গান্ধর্বো বিদ্যাছষ্টাদশৈ-
ব তাঃ ॥ ৬১ ॥’

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে মন্বন্তরনির্ণয়ে
সপ্তাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥

অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

সুত-উবাচ ॥ ১ ॥ হরির্মন্বন্তরাণ্যাহ ব্রহ্মাদিভ্যোহরায়
চ । মার্কণ্ডেয়ঃ পিতৃস্তোত্রং ক্রৌঞ্চকিং গ্রাহ তচ্ছৃণু ॥
২ ॥ মার্কণ্ডেয়-উবাচ ॥ ৩ ॥ রুচিঃ প্রজাপতিঃ পূর্নং
নির্মমোনিরহকৃতিঃ । যত্রাস্তমিতশারী চ চচারপৃথিবী-
মিমাং ॥ ৪ ॥ অনগ্নিমনিকৈতং তমেকাহারমনাত্রমং ।

হইলে হরি পুরং তাহাকে বিনাশ করেন । এই সময়ে ব্যাস-
রূপধারী, বিষ্ণু এক বেদকে চতুর্দ্বা বিভক্ত করিয়া অষ্টাদশ-
পুরাণ ও অষ্টাদশবিদ্যা প্রণয়ন করেন । ষট্ প্রকার অঙ্গ-
শাস্ত্র, চারিবেদ, মীমাংসা, জ্যোতিষ, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ,
অর্থশাস্ত্র, ধর্মুর্বেদ ও গান্ধর্বশাস্ত্র ইহাদিগকে অষ্টাদশ বিদ্যা
বলে । ৫৯—৬১ ।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় ।

সুত বলিলেন, হরি যে ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত ত্রিণো-
চনের নিকট চতুর্দশ মন্বন্তরের বিবরণ বলিয়াছিলেন, তাহা
বলিলাম, এইরূপে মার্কণ্ডেয় ক্রৌঞ্চকির নিকটে যে পিতৃস্তোত্র
বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । ১—২ । মার্কণ্ডেয়
বলিয়াছিলেন, পূর্বকালে রুচি নামে এক মহামনি সংসার-
ময়া পরিত্যাগ করিয়া নিরহকারিত্তে পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি অগ্নিসেবা ও গৃহাবস্থান পরিত্যাগ
করিলেন । এক দিবসরাত্রমধ্যে একবারমাত্র ক্ষলমূলাদি যৎ-
কিঞ্চিৎ আহার করিতেন, কখনও কোম আশ্রমে অবস্থিতি

বিনুজলকং তং দৃষ্ট্বা প্রোচুঃ স্বপিতরো মুনিং ॥ ৫ ॥
পিতরউচুঃ ॥ ৬ ॥ বৎস কস্মাৎস্বরা পুণ্যেন কৃতো দার-
সংগ্রহঃ । স্বর্গাপবর্গহেতুস্বাধিক স্তেনামিবং বিনা ॥ ৭ ॥
গৃহী সমস্তদেবানাং পিতৃগাঞ্চ তথাইব ॥ ৮ ॥ স্বাধীণাম-
র্ষিনাকৈব কুর্স্বন্ লোকানরাপুয়াং ॥ ৯ ॥ স্বাহো-
জারগতো দেবান্ স্বধোজারগতঃ পিতৃন্ । বিভক্ত্যম-
ন্যনেন ভৃত্যাদ্যানতিধীনপি ॥ ১০ ॥ সত্যং দৈবাদৃগাধিক-
মিমমস্মদৃগাদপি । অযাশোহসি মনুষ্যর্ষে ভুতেভ্যশ্চ
দিনে দিনে ॥ ১১ ॥ অনুৎপাদ্য স্তুতান্ দেবান্ সন্তপ্য
চ পিতৃস্তথা । অক্লম্বা চ কথং মোক্ষং স্বর্গতিং
গম্তুমিচ্ছসি ॥ ১২ ॥ ক্লেশবোধৈককং পুত্র অস্ত্রায়েন
ভবেত্তব । স্ততস্ত নরকং ত্যজ্য ক্লেশএবাস্তজন্মনি ॥
১৩ ॥ রুচিরুবাচ ॥ ১৪ ॥ পরিগ্রহোহতিদুঃখায় পাপা-
য়াধোগতেস্তথা । ভবত্যতোময়া পূর্নং ন কৃতো দার-

করিতেন না । তাহার পিতৃদেবগণ রুচিকে এইরূপ সর্বকর্ম
বিহীন দেখিয়া তাহাকে বলিলেন । ৩—৫ । বৎস! তুমি কি
কারণে দারসংগ্রহ করিতেছ না, দারগ্রহণ মহাপুণ্যজনক কার্য,
তাহা তুমি অবগত আছ । দারসংগ্রহ দ্বারাই লোক স্বর্গ-
ভোগ ও মোক্ষলাভ করিয়া থাকে । ৬—৮ । গৃহীবাঞ্ছা দেব-
গণ, পিতৃগণ, স্বর্ষিগণ ও অর্ষিদিগের অর্চনা করিবে, তাহা
হইলেই সেই ব্যক্তি পরকালে সপ্নাতি লাভ করিতে পারে । ৯ ।
স্বাহা শব্দ উচ্চারণ দ্বারা দেবগণকে, স্বধা শব্দদ্বারা পিতৃগণকে
এবং অন্নদান দ্বারা অতিথি ও ভৃত্যবর্গের পরিভূটি করিবে । ১০ ।
তুমি সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়াছ, স্ততরাং তোমাকে দেবগণ
ও পিতৃগণে বদ্ধ থাকিতে হইবে । তুমি মনুষ্য, ঋষি ও ভূত-
বর্গের নিকট দিন দিন ঋণী হইতেছ । ১১ । তুমি পুত্রোৎ-
পাদন, দেবপূজা ও পিতৃতর্পণ না করিয়া স্বর্গলাভ ইচ্ছা করি-
তেছ । হে পুত্র! তুমি বৃথা ক্লেশ স্বীকার করিতেছ, ইহাতে
তোমার স্বধভোগের সম্ভাবনা নাই । যে ব্যক্তি ইহকালে
স্তপিতৃগণের নরকোদ্ধার না করে, তাহার পরজন্মে কেবল
ক্লেশভোগ হইয়া থাকে । ১২—১৩ । রুচি বলিলেন—দার-
পরিগ্রহ করিলে তাহার দুঃখভোগ, পাপসঞ্চয় ও অন্তকালে

সংগ্রহঃ ॥ ১৪ ॥ আত্মনঃ সংশয়োপায়ঃ ক্রিয়তে ক্ষণ
মন্ত্রণাৎ । অমুক্তিহেতুর্নভবত্যসাবপি পরিগ্রহাৎ ॥ ১৫ ॥
প্রাকাল্যতেহনুদিবসং য আত্মা নিম্পরিগ্রহঃ । মমত্ব
পক্ষদিষ্টোপি বিদ্যাভ্যোভির্করং হি তৎ ॥ ১৬ ॥ অনেক-
ভব-সংভূতকর্ম-পক্ষাঙ্কিতোবুধৈঃ । আত্মাসত্বাসনা
ভৌমৈঃ প্রাকাল্য নিয়তেজস্রৈঃ ॥ ১৭ ॥ পিতর-উচুঃ ॥
১৮ ॥ যুক্তং প্রাকালনং কৰ্ত্তুমাত্মনোপি যতেজস্রৈঃ ।
কিন্তুনোপায় মার্গেহয়ং যতন্ত্বং পুত্র বৰ্ভসে ॥ ১৯ ॥
পঞ্চযজ্ঞস্তপোদানৈরশুভং নুদতস্তব । কলাভিনস্কি-
রহিতৈঃ পূর্বকর্ম শুভাশুভৈঃ ॥ ২০ ॥ এবং ন বাধা
ভবতি কুর্ততঃ করণাত্মকং । ন চ বন্ধায় তৎকর্ম
ভবত্যানভিগম্নভং ॥ ২১ ॥ পূর্বকর্ম কৃতং ভোগৈঃ
কীয়তেহনিশস্তথা । সুখদুঃখাঙ্কৈর্করংস পুণ্যাপুণ্যা-

ত্মকং নৃণাং ॥ ২২ ॥ এবং প্রাকাল্যতে প্রাজ্ঞৈরাত্মা
বন্ধাচ্চ রক্ষ্যতে । বক্ষ্যন্ত অবিবেকৈর্ন পাঁপপঙ্কেন
দহতে ॥ ২৩ ॥ রুচিরুবাচ ॥ ২৪ ॥ অবিদ্যা পচ্যতে
বেদে কর্মমার্গাঃ পিতামহাঃ । তৎকথং কর্মণোমার্গে
ভবন্তো যোজয়ন্তি মাং ॥ ২৫ ॥ পিতর-উচুঃ ॥ ২৬ ॥
অবিদ্যাসর্গমেবৈতৎ কর্মণৈতন্মৃষা বচঃ । কিন্তু বিদ্যা
পরিব্যাপ্তো হেতুঃ কর্ম ন সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥ বিহিতা
করণানর্থো ন সন্তিঃ ক্রিয়তে তু যঃ । সংযমো মুক্তয়ে-
যোহনুতঃ প্রত্যাভ্যাসোহগতিপ্রদঃ ॥ ২৮ ॥ প্রাকাল্যামীতি
ভাবান্ যদেতন্মুদতে বরং । বিহিতাকরণোদ্ধুতৈঃ
পাঁপৈশ্চমসি দহনে ॥ ২৯ ॥ অবিদ্যাপ্যুপকারায় বিষব-
জ্জায়তে নৃণাং । অনুষ্ঠানাত্যুপায়েন বন্ধযোগ্যাপি

অধোগতি হইয়া থাকে । এই বিবেচনা করিয়া আমি এত-
কাল দারগ্রহণ করি নাই । ১৩—১৪ । জ্ঞী হইতে ক্ষণকাল মধ্যে
আত্মসংশয় উপস্থিত হয়, অতএব সেই জ্ঞী কখনও মুক্তির
কারণ হইতে পারে না, বরং সম্বন্ধাই ক্রেশের সম্ভব আছে । ১৫ ।
যে ব্যক্তি নিম্পরিগ্রহ তাহার আত্মা মমতারূপপক্ষে দূষিত
হইলেও বিদ্যাবারিধারা সর্বদা আত্মাকে ধৌত করিয়া পবিত্র
করিতে পারে । অতএব দারপরিগ্রহ করিয়া আত্মার পঙ্কিলতা
সাধনহইতে জ্ঞানোপার্জনদ্বারা আত্মাৎকর্ষসাধনই শ্রেয়স্কর । ১৬ ।
পুনঃ পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিলে আত্মা কর্মস্বরূপ পক্ষে পঙ্কিল
হয় । পণ্ডিতগণ জিতেজস্র হইয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপ সলিলদ্বারা সেই
পঙ্কিল আত্মাকে ধৌত করিয়া পবিত্র করেন । ১৭ । পিতৃগণ
বলিলেন, বৎস ! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য । জিতেজস্র
হইয়া আত্মার মলিনতা শোধন বিধেয়, কিন্তু তদ্বিষয়ে তুমি
যে পন্থা অবলম্বন করিতেছ, তাহা উৎকৃষ্ট উপায় নহে । ১৮—১৯ ।
যদি তুমি অশুভ নিবারণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ফল
বাসনা, রহিত হইয়া পঞ্চযজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি কর্ম সমাচরণ
কর । ২০ । এইরূপ কার্য্য করিলে তোমার কোনরূপ অনিষ্ট
হইবে না । কলাভিনস্কি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম করিলে সেই
কর্ম কখনও সাধককে সংসারে বন্ধ কুরিতে পারে না । ২১ ।
হে বৎস ! মনুষ্যের শুল্কসঞ্চিত পুণ্যাপুণ্য কর্ম সকল সুখ

দুঃখাদি ভোগদ্বারা ক্ষয় হইয়া থাকে । ভোগ না হইয়া কদাচ
কলাভিনস্কিকর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না । ২২ । এইরূপে কর্ম করিয়া
প্রাজ্ঞব্যক্তি আত্মাকে বিশুদ্ধ করিবে, তাহাতে সেই ব্যক্তির
ভববন্ধন বিষুক্ত হয় । যাহারা আত্মবিবেকশক্তিদ্বারা রক্ষিত
হয়, তাহাদিগের আত্মা কদাচ পাঁপপঙ্কে মগ্ন হয় না । ২৩ । রুচি
বলিলেন, হে পিতৃগণ বেদ প্রমাণে জানা যায় যে, যাহারা
কর্মমার্গা ও অতত্ত্বদর্শী, তাহারা সংসারে পণ্ডিত থাকে । তবে
কেন তোমরা আমাকে কর্মমার্গে নিয়োজিত করি-
তেছ । ২৪—২৫ । পিতৃগণ বলিলেন কর্মদ্বারা যে কেবল অবিদ্যা
সঞ্চিত হয় এ কথা মিথ্যা, পরন্তু কর্মই জ্ঞানোৎপত্তির কারণ
তাহার সংশয় নাই । কর্ম ব্যতিরেকে কখনও জ্ঞানোৎপত্তি
হয় না । ২৬—২৭ । বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিলে অনর্থ
সংঘটন হয় । এইনিমিত্ত সধ্যাক্তিরা অবিত্তিত কার্য্য করেন
না । যে কার্য্য সাধুজনবিগর্হিত, তাহাই অবিধ কার্য্যমধ্যে
পরিগণ্যত হয় । প্রাণসংযমনই মুক্তির হেতু তদ্বিত্তি অন্ত কার্য্য
মুক্তি প্রদান করিতে পারে না, বরং অধোগতি প্রদান করিয়া
থাকে । ২৮ । বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মশোধন
করিব, এইরূপ অভিলাষই শ্রেয়স্কর । তুমি বিহিতকার্য্যের
অনুষ্ঠানজনিত পাঁপরাশিদ্বারা দগ্ধ হইতেছ । ২৯ । যেমন
অবস্থাবিশেষে দ্বিষ ও লোকের উপকার সাধন করে, সেইরূপ
অবিদ্যাও কখন কখন উপকার করিয়া থাকে, কার্য্যানুষ্ঠানের

নো হি সা ॥ ৩০ ॥ তস্মাদ্বৎস কুরুষ্ব ত্বং বিধিবদ্ধার-
সংগ্রহং । আজন্ম বিফলস্তেহস্ত অসম্প্রাপ্যাত্ত-
লৌকিকং ॥ ৩১ ॥ রুচিরবাচ ॥ ৩২ ॥ রুদ্ধোহহং সাম্প্রতং
কোমে পিতরঃ সংপ্রদাস্তি । ভার্যাস্তথা দরিদ্রস্ত
দুষ্করোদারসংগ্রহঃ ॥ ৩৩ ॥ পিতর-উচুঃ ॥ ৩৪ ॥ অস্মাকং
পতনং বৎস ভবতশ্চাপ্যধোগতিঃ । নুনং ভাবি
ভবিত্রী চ নাভিনন্দসি নোবচঃ ॥ ৩৫ ॥ ইতু্যক্তা পিতর-
স্তস্ত পশ্যতো মুনিসত্তম । বভূবুঃ সহসাদৃশ্যা-
দীপা বাতহতা ইব ॥ ৩৬ ॥ মুনিঃ ক্রৌঞ্চকয়ে প্রাহ
মার্কণ্ডেয়োমহাতপাঃ । রুচিরভাস্তমখিলং পিতৃসম্বাদ-
লক্ষণং ॥ ৩৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে রুচিস্তোত্রং নাম
অষ্টাশীতিতমোহধ্যায়ঃ ॥

উনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ পৃষ্টঃ ক্রৌঞ্চকিনোবাচ মার্কণ্ডেয়ঃ

পদ্ধতিবিশেষে অবিদ্যাও সংসারবন্ধনের কারণ না হইতে
পারে ৷ ৩০ ॥ হে বৎস ! তুমি বিধিপূর্বক দার পরিগ্রহ কর, যদি
তুমি জন্মপরিগ্রহ করিয়া পরলোকের কোন কার্যই না করিলে,
তবে তোমার এই জন্ম বিফল হইল ৷ ৩১ ॥ রুচি বলিলেন, হে
পিতৃগণ ! আমি সম্প্রতি বৃদ্ধ হইয়াছি, এই অবস্থায় কে আমাকে
প্রার্থ্যা প্রদান করিবে । বিশেষতঃ আমি দরিদ্র, দরিদ্রের দার
সংগ্রহ অতিদুষ্কর কার্য ৷ ৩২—৩৩ ॥ পিতৃগণ বলিলেন বৎস ! তুমি
দার পরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদনদ্বারা পিতৃলোকের জল
প্রত্যাশার উপায়বিধান না করিলে আমাদিগের পতন এবং
তোমারও অধোগতি হইবে । অতএব তুমি আমাদিগের বাক্য
রক্ষা করিয়া দারগ্রহণ কর । পিতৃগণ এইরূপে রুচিকে উপদেশ
প্রদান করিয়া তাহার সমক্ষেই বাতাহত প্রদীপের ন্যায় সহসা
অদৃশ্য হইলেন ৷ ৩৪—৩৬ ॥ মহাত্মা মার্কণ্ডেয় মুনি এইরূপে
ক্রৌঞ্চকি মুনিকে রুচির পিতৃত্ব বলিয়াছিলেন ৷ ৩৭ ॥

উনবতিতম অধ্যায়ঃ ।

সূত-বলিলেন । ক্রৌঞ্চকি পুনরায় মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা

পুনশ্চ তৎ । স তেন পিতৃবাক্যেন ভূশমুদ্বিগ্ধমানসঃ ॥ ২ ॥
কম্পাভিলাষী বিপ্রার্ধিঃ পরিবজ্রাম মেদিনীং । কম্পা-
মলভমানোহসৌ পিতৃবাক্যেন দাপিতঃ । চিন্তামবাপ
মহতী-মতীবোদ্বিগ্ধমানসঃ ॥ ৩ ॥ কিং করোমি কগচ্ছামি
কথং মে দারসংগ্রহঃ । ক্ষিপ্ৰং ভবেন্মৎপিতৃণাং মমা-
ভ্যুদয়কারকং ॥ ৪ ॥ ইতি চিন্তয়তস্তস্ত মতিজ্জাতা মহা-
জুনঃ । তপসারাদয়ামোহং ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবং ॥ ৫ ॥
ততো বর্ষশতং দিব্যং তপস্তপে মহামনাঃ । তত্র
স্থিতশ্চিরং কালং বনেনু নিয়মস্থিতঃ । আরাধনায়
স তদা পরং নিয়মমাস্থিতঃ ॥ ৬ ॥ ততঃ প্রদর্শয়ামাস
ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । উবাচাত প্রসন্নোহস্মাতুচ্যতা-
মতিবাহিতং ॥ ৭ ॥ ততোহসৌ প্রণিপত্যাহ ব্রহ্মাণং

করিলেন, মহাজুন ! অতঃপর রুচির বিবরণ সবিস্তর বর্ণনাকরুন ।
তখন মার্কণ্ডেয় বলিলেন, বিপ্রার্ধি রুচি পিতৃবাক্যে উদ্বিগ্ন
হইয়া দারপরিগ্রহার্থ কন্যাভিলাষে মেদিনী পরিভ্রমণ করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন । পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া কোন
স্থানেও কন্যা লাভকরিতে পারিলেন না এবং পিতৃবাক্যে উদ্বে-
জিত হইয়া উদ্বিগ্নচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন ৷ ১-৩ ॥ এইরূপ
কি করি, কোথায় যাই, কিরূপেই বা দারসংগ্রহ করিতে পারিব
এবং কোন উপায় অবলম্বন করিলে শীঘ্র আমার ও পিতৃদেব-
গণের অভ্যুদয় হইতে পারে ? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে
মহাজুন রুচি মনে মনে স্থির করিলেন, দেবারাধনা ব্যতিরেকে
অভীষ্টসিদ্ধির আর উপায় নাই । তবে এইরূপ তপস্যাধারা কমল
যোনি ব্রহ্মার আরাধনা করি, তাহা হইলেই আমার মনোরথ
সফল হইতে পারে ৷ ৪—৫ ॥ অনন্তর মহামনা রুচি দিব্য পরিমাণে
সতবর্ষ তপস্যা করিলেন এবং অনশনাদি নিয়ম অবলম্বনপূর্বক
বনে বনে অবস্থিতি করিয়া কমল যোনির আরাধনায় তৎপর
থাকিলেন ৷ ৬ ॥ তৎপর ব্রহ্মা রুচির প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহার
সাক্ষাৎ আবিস্কৃত হইলেন এবং বলিলেন, আমি তোমার প্রতি
প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার অভিলষিত বিষয় আমার নিকট প্রকাশ
করিয়া বল, আমি তোমার মনোরথ সফল করিব ৷ ৭ ॥ অনন্তর
রুচি জগতের আশ্রয় ব্রহ্মকে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন পিতৃ-
গণ আমাকে দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদন দ্বারা পিতৃ-

জগতোগতিং । পিতৃণাং বচনান্তেন যৎ কৰ্ত্তৃমভি-
বাঞ্ছিতং ॥ ৮ ॥ ব্রহ্মোবাচ । ৯ ॥ প্রজাপতিশ্চ ভবিতা-
শ্চষ্টব্য ভবতা প্রজাঃ । সৃষ্টা প্রজাঃ সূতান্ বিপ্রাঃ
সমুৎপাদ্য ক্রিয়াস্তথা ॥ ১০ ॥ কৃত্বা কৃতাদিকারশ্চ ততঃ
সিদ্ধিমবাশ্যসি । স ত্বং যথোক্তং পিতৃভিঃ কুরু দার-
পরিগ্রহং ॥ ১১ ॥ কামধেয়মভিধ্যায় ক্রিয়াতাং পিতৃ-
পূজনং । তএব তুষ্ঠাঃ পিতরঃ প্রদাশ্চস্তি তবেপিতং ॥
পত্নীং সূতাংশ্চ সন্তুষ্টাঃ কিং ন দদ্যুঃ পিতামহাঃ ॥ ১২ ॥
মার্কণ্ডেয়-উবাচ ॥ ১৩ ॥ ইত্যৰ্ধির্নচনং ব্রহ্মা ব্রহ্মণো-
ব্যক্তজন্মনঃ । নদ্যাবিবিক্তে পুলিনে চকার পিতৃ-
তৰ্পণং ॥ ১৪ ॥ তুষ্ঠাব চ পিতৃন্ বিপ্রাঃ স্তবৈ-রেভিরথা-
দৃতঃ । একাগ্রপ্রয়তো ভূত্বা ভক্তিনব্রাত্মকঙ্করঃ ॥ ১৫ ॥
রুচিরুবাচ ॥ ১৬ ॥ নমস্বেহং পিতৃন্ ভক্ত্যা যে বসন্ত্যধি-
দেবতাঃ । দেবৈরপি হি তৰ্প্যন্তে যে শ্রাদ্ধেবু স্বধো-

স্তরৈঃ ॥ ১৭ ॥ নমস্বেহং পিতৃন্ স্বর্গে যে তৰ্প্যন্তে মহ-
র্ষিভিঃ । শ্রাদ্ধৈর্মনোময়ৈর্ভক্ত্যা ভক্তিযুক্তিমভীপূতিঃ ॥
১৮ ॥ নমস্বেহং পিতৃন্ স্বর্গে সিদ্ধাঃ সন্তর্পয়ন্তি যান্ ।
শ্রাদ্ধেবু দিষ্টব্যঃ সকলৈ রূপহারৈরনুস্তমৈঃ ॥ ১৯ ॥ নম-
স্বেহং পিতৃন্ ভক্ত্যা যেহর্চ্যন্তে গুহ্যকৈর্দ্রিবি । তন্ময়দ্বেন-
বাঞ্ছন্তি ঋদ্ধিমাত্যস্তিকীং পরাং ॥ ২০ ॥ নমস্বেহং
পিতৃন্ মর্ত্যে রচ্যন্তে ভুবি যে সদা । শ্রাদ্ধেবু শ্রদ্ধয়া-
ভীষ্টলোকপুষ্টি-প্রদায়িনঃ ॥ ২১ ॥ নমস্বেহং পিতৃন্
বিপ্রৈরচ্যন্তে ভুবি যে সদা । বাঞ্ছিতাভীষ্টলাভায়
প্রাজাপত্যপ্রদায়িনঃ ॥ ২২ ॥ নমস্বেহং পিতৃন্ যে
বৈ তৰ্প্যন্তেহরণ্যবাসিভিঃ । বন্যৈঃ শ্রাদ্ধৈর্ব্রতাহারৈ-
স্তপোনীকৃতকল্মষৈঃ ॥ ২৩ ॥ নমস্বেহং পিতৃন্
বিপ্রৈর্নৈষ্ঠিকৈর্ধর্মচারিভিঃ । যে সংযতাত্মনির্ভিত্যং
সন্তর্প্যন্তে সমাধিভিঃ ॥ ২৪ ॥ নমস্বেহং পিতৃন্ শ্রাদ্ধৈ-

লোকের তৃপ্তি সাধনের উপায় করিতে আদেশ করিয়াছেন ।
অতএব আমি দারপরিগ্রহ করিব । ইহাই আমার বাঞ্ছনীয় ।
আপনি প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদানপূর্বক আমার অভিলাষ পরিপূর্ণ
করুন । ৮ । ব্রহ্মা বলিলেন, তোমাকে আমি বরপ্রদান করিলাম,
তুমি প্রজাপতি হইয়া অসংখ্য প্রজা উৎপাদনকরিতে পারিবে ।
তুমি প্রজা সৃষ্টিকরিয়া সন্তান সমুৎপাদন পূর্বক পিতৃকাৰ্য্য করি-
য়া সর্বত্র অধিকার স্থাপনপূর্বক অস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিবে ।
পিতৃগণ যে তোমাকে দারপরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়াছেন,
তুমি তাহাই কর । ৯—১১ । তুমি আপন মনোরথসিদ্ধি
কামনায় পিতৃপূজা কর, তাহাহইলেই পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া
তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবেন । তোমার অর্চনা দ্বারা
পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইলে কি তাহারা তোমাকে পত্নী ও পুত্রপ্রদান
করিবেন না ? ১২ । মার্কণ্ডেয় বলিলেন, বিপ্রর্ষি রুচি অব্যক্ত-
জন্মা ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণকরিয়া বিজন পুলিন স্থানে পিতৃ-
তৰ্পণ করিলেন । এবং ভক্তি দ্বারা নব্রবদন হইয়া এ কাণ্ড-
চিন্তে পিতৃগণের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ১৩—১৫ ।
রুচি বলিলেন, যাহারা অধিদেবরূপে বাস করিতেছেন এবং দেব-
গণও শ্রাদ্ধকালে স্বধা শব্দ প্রয়োগ দ্বারা, যাহাদিগের তৰ্পণ করিয়া
থাকেন । আমি সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি । ১৬—১৭ ।

স্বর্গ-পুরে মহর্ষিবর্গ ভক্তি যুক্তিকামনায় মনোময় শ্রাদ্ধ করিয়া
পিতৃগণের অর্চনা করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃলোককে
নমস্কার করি । ১৮ । স্বর্গধামে সিদ্ধগণ শ্রাদ্ধকালে স্বর্গীয়
বিবিধ অমুপম উপহার দ্বারা পিতৃদেবগণের তৰ্পণ করিয়া
থাকেন, আমি সেই পিতৃদেবগণকে নমস্কার করি । ১৯ । স্বর্গ-
লোকে গুহ্যকগণ পরমসম্পদ-কামনায় ভক্তিপূর্বক পিতৃদেব-
গণের অর্চনা করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃদেবগণকে নম-
স্কার করি । ২০ । পৃথিবীতে মানবগণ পিতৃগণের অর্চনা করেন,
আমি সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি । শ্রাদ্ধকালে ভক্তিপূর্বক
পিতৃগণের অর্চনা করিলে তাহারা লোকের পুষ্টিদান করেন । ২১ ।
পৃথিবীতে বিপ্রগণ অভীষ্টলাভ-কামনায় পিতৃগণের অর্চনা
করেন । ঐ অর্চনাতে প্রজাপতিত্ব লাভ হয়, আমি সেই পিতৃ-
গণকে নমস্কার করি । ২২ । অরণ্যবাসী মুনিগণ তপস্তা দ্বারা
সমস্ত পাপ বিদূরিত করিয়া সংযতাহার অবলম্বনপূর্বক বনজাত
শ্রাদ্ধীয়জব্যাদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করেন, আমি সেই পিতৃ-
দেবতাদিগকে নমস্কার করি । ২৩ । নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বিপ্রবর্গ
সংযত হইয়া সর্বদা সমাধি অবলম্বন পূর্বক পিতৃগণের তৰ্পণ
করিয়া থাকেন, আমি সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি । ২৪ ।
রাজস্ববর্গ বিবিধকব্যশ্রাদ্ধদ্বারা বিধিপূর্বক পিতৃগণের তৃপ্তি

‘রাজন্যা-স্তপয়ন্তি যান্ । কবৈরশেষৈর্বিধিবল্লোক-
 দয়কলপ্রদান্ ॥ ২৫ ॥ নমস্বেহং পিতৃন্ বৈষ্ণ-
 বর্ক্যস্তে ভুবি যে সদা । স্বকর্মাভিরতৈরিত্যং পুষ্প-
 ধূপান্নবারিভিঃ ॥ ২৬ ॥ নমস্বেহং পিতৃন্ শ্রাদ্ধে শূদ্রৈর-
 পি চ ভক্তিতঃ । সন্ত্যপ্যস্তে জগৎ কুংস্রং নান্মা খ্যাতাঃ
 সুকালিনঃ ॥ ২৭ ॥ নমস্বেহং পিতৃন্ শ্রাদ্ধে পাতালে যে
 মহাসুরৈঃ । সন্ত্যপ্যস্তে সুধাহারাস্ত্যক্তদন্তমদৈঃ-
 সদা ॥ ২৮ ॥ নমস্বেহং পিতৃন্ শ্রাদ্ধে রক্যস্তে যে
 রসাতলে । ভোগৈরশেষৈর্বিধিবল্লগৈঃ কামানভী-
 প্শুভিঃ ॥ ২৯ ॥ নমস্বেহং পিতৃন্ শ্রাদ্ধে সর্পৈঃ সন্তপি-
 তান্ সদা । তত্রৈব বিধিবল্লভোগসম্পৎ-সমর্ষিতৈঃ ॥
 ৩০ ॥ পিতৃঃসমস্তে নিবসন্তি সাক্ষাদ্বেদেবলোকেহথ-
 মহীতলে বা । তথাস্তরীক্ষে চ সুরারিপূজ্যাস্তে মে

প্রতীচ্ছন্ত ময়োপনীতং ॥ ৩১ ॥ পিতৃঃসমস্তে পরমার্থভূতা
 যে বৈ বিমানে নিবসন্ত্যমূর্তাঃ । যজন্তি যানস্তমলৈ-
 র্মনোভির্যোগীশ্বর্যঃ ক্লেশবিমুক্তিহেতুন্ ॥ ৩২ ॥ পিতৃন্
 নমস্তুে দিবি যে চ মূর্তাঃ স্বধাতুজঃ কাম্যকলাভি-
 সঙ্কৌ । প্রদানশক্তাঃ সকলেশিতানাং বিমুক্তিদা
 যেহনভিসংহিতেষু ॥ ৩৩ ॥ ত্র্যপ্যস্ত তেহস্মিন্ পিতরঃ
 সমস্তা ইচ্ছাবতাং যে প্রদিশন্তি কামান্ । সুরভ-
 মিজ্জ্ব-মিতোহধিকং বা গজাশ্ব-রত্নানি মহাগৃহানি ॥ ৩৪ ॥
 সোমস্তু যে রশ্মিষু যেহর্কবিষে শুক্রে বিমানে চ সদা
 বসন্তি । ত্র্যপ্যস্ত তেহস্মিন্ পিতরোহন্নতোয়ৈ-গন্ধা-
 দিনা পুষ্টিমিতো-ব্রজন্ত ॥ ৩৫ ॥ যেষাং হতেহস্মৌ
 হবিষা চ তৃপ্তির্বে ভুঞ্জতে বিপ্রশরীরসংস্থাঃ । যে পিণ্ড-
 দানেন মুদং প্রয়াস্তি ত্র্যপ্যস্ত তেহস্মিন্ পিতরোর-
 তোয়ৈঃ ॥ ৩৬ ॥ যে খড়্গমাংসেন সুরৈরভীষ্টৈঃ কুঠৈ-

সম্পাদন করেন, ইহাতে তাহাদিগের ঐহিক ও পারত্রিক উভয়
 বিধ ফলভোগ হয়, আমি সেই পিতৃদেবতাদিগকে নমস্কার
 করি ২৫। স্বকর্তব্য কার্য্যে অভিরত বৈষ্ণবগণ পৃথিবীতে
 পুষ্প, ধূপ, অন্ন ও জলদ্বারা পিতৃদেবদিগের অর্চনা করেন, আমি
 তীহাদিগকে নমস্কার করি ২৬। শূদ্রগণ ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃ-
 দেবদিগের অর্চনা করিয়া থাকে, সেই অর্চনাতে অখিল
 ব্রহ্মাণ্ড পরিতৃপ্ত হয় এবং ঐ সকল শূদ্র সুকালিন নামে বিখ্যাত
 হয়। আমি সেই সকল পিতৃদেবকে নমস্কার করি ২৭।
 পাতালে মহাসুর সকল দন্ত ও মন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া সুধা-
 হারে পরিতৃপ্ত পিতৃগণের তর্পণ করেন, আমি সেই
 পিতৃগণকে নমস্কার করি ২৮। রসাতলে নাগগণ নিকামী
 হইয়া শ্রাদ্ধীয় বিবিধ ভোগাবস্ত্র দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ
 করিয়া থাকে, আমি সেই পিতৃদেবগণকে নমস্কার করি ২৯।
 নাগলোকে সর্পগণ মহাবিভবসম্পন্ন বিবিধ ভোগ্য-
 বস্ত্র দ্বারা মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া থাকেন,
 আমি সেই পিতৃদেবগণের চরণে প্রণিপাত করি ৩০। পিতৃ-
 দেবগণ দেবলোকে মহীতলে ও অন্তরীক্ষে সর্বদা বসতি করেন,
 সুরাসুরগণ সকলেই তাহাদিগের অর্চনা করেন, আমি সেই
 পিতৃদেবগণের চরণে নমস্কার করি। তাহারা আমার প্রদত্ত

উপহার গ্রহণ করুন ৩১। পরমার্থভূত যে পিতৃগণ অমূর্ত-
 ভাবে বিমানে বসতি করিতেছেন, যোগিগণ নিম্নলান্তঃকরণে
 যাহাদিগের অর্চনা করেন। যাহারা সাংসারিক ক্লেশবিমুক্তির
 কারণ, সেই সকল পিতৃগণকে নমস্কার করি ৩২। যে পিতৃদেবগণ
 স্বর্গলোকে মূর্তিমান দেবরূপে বাস করেন, এবং যাহারা স্বধাশল
 উচ্চারণে ভোজন অমুভব করেন, যাহারা সকামিদিগের কামা-
 ফল ও নিকামিদিগের মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, আমি সেই
 সকল পিতৃদেবগণকে নমস্কার করি ৩৩। যে ব্যক্তি যাতা
 অভিলাষ করিয়া থাকে, পিতৃগণ তাহাদিগের অভিলাষানুসারে
 সুরভ, ইন্দ্রজ অথবা গজ, অশ্ব, রত্ন ও গৃহাদি প্রদান করেন, সেই
 সকল পিতৃগণ আমার এই অর্চনাতে তৃপ্তি লাভ করুন ৩৪। যে
 পিতৃগণকে আমি নমস্কার করি, তাহারা চন্দ্রকিরণে, সূর্য্যপ্রতি-
 বিম্বে ও গুরুবিমান্বে বাস করেন, তাহারা এই অর্চনাতে তৃপ্তি
 লাভ করুন এবং গন্ধাদিদ্বারা তাহাদিগের পুষ্টিসাধন হউক ৩৫।
 যাহাদিগের উদ্দেশ্যে, আজ্ঞাদ্বারা অগ্নিতে হোম করিলে, সেই
 সকল পিতৃদেব বিপ্রশরীরাস্থ হইয়া আহুত দ্রব্যসকল ভোজন
 করেন এবং যাহারা পিণ্ডদান করিলে হর্ষলাভ করেন, তাহারা এই
 শ্রাদ্ধে প্রদত্ত অন্নজলদ্বারা তৃপ্তিলাভ করুন ৩৬। সুরগণ অতীষ্ট

স্তিলৈর্দিব্যমনোহরৈশ্চ । কালেন শাকেন মহর্ষিবর্ষ্যৈঃ
সংপ্রীণিতান্তে মুদমত্র যান্ত ॥ ৩৭ ॥ কবান্তশেবাণি চ
যান্তভীষ্টান্তীভী তেষাং মম পূজিতানাং । তেষাঞ্চ
সান্নিধ্যমিহাস্ত পুষ্পগন্ধাশুভোজ্যেযু ময়া কুতেষু ॥ ৩৮ ॥
দিনে দিনে যে প্রতিগৃহ্তেহর্চ্যং মাসান্তপূজ্যা ভুবি-
নেষ্টেকাশু । যে বৎসরান্তেহভ্যুদয়ে চ পূজ্যাঃ প্রয়াস্ত
তে মে পিতরোহত্র তুষ্টিং ॥ ৩৯ ॥ পূজ্যা বিজ্ঞানাং
কুমুদেন্দুভাসো যে ক্ষত্রিয়াণাং জলনার্কবর্ণাঃ । তথা
বিশাং যে কনকাবদাতা নিলীভাঃ শূদ্রজরশ্চ যে চ ॥ ৪০ ॥
তেহস্মিন্ সমস্তা মম পুষ্পগন্ধধূপাশুভোজ্যাদিনিবেদ-
নেন । তথ্যগ্নিহোমেন চ যান্তি তুষ্টিং সদা পিতৃভ্যঃ
প্রণতোহস্মি তেভ্যঃ ॥ ৪১ ॥ যে দেব পূর্বাণ্যভিতুষ্টি-
হেতোরশ্চন্তি কব্যানি শুভাহতানি । তুণ্ডাশ্চ যে ভূতি-

ধড়্গমাংস ও মনোহর দিব্য কৃষ্ণতিলদ্বারা যে পিতৃগণের অর্চনা
করিয়া থাকেন, মহর্ষিবর্গের প্রদত্ত শাকদ্বারা যে পিতৃগণ পরি-
তৃপ্ত হন, তাঁহারা আমার কৃত এই শ্রাদ্ধে সন্তুষ্ট থাকুন । ৩৭ ।
আমি যে পিতৃগণের অর্চনা করিলাম, বিবিধ কব্যা তাঁহাদিগের
অভীষ্ট । আমার প্রদত্ত পুষ্প, গন্ধ, জল ও ভোজ্যদ্রব্যে তাঁহা-
দিগের সান্নিধ্য হউক । ৩৮ । যে পিতৃগণ প্রতিদিন অর্চনা-
গ্রহণ করেন, অমাবস্তা ও অষ্টমীতে যাহাদিগের অর্চনা করিতে
হয় । সংবৎসরান্তে যাহাদিগের অর্চনা করা বিধেয় এবং
বিবাহাদি মঙ্গলকারণ্যে যাহাদিগের অর্চনা অবশ্যকর্তব্য, সেই
পিতৃগণ আমার এই শ্রাদ্ধে তুষ্টিলাভ করুন । ৩৯ । পিতৃগণ
ব্রাহ্মণের পক্ষে কুমুদ ও চন্দ্রের জ্বালা বিষ্ণু স্তব্ধবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের
পক্ষে অগ্নি ও দিবাকরের প্রভাবৎ অতিশয় সমুজ্জ্বল, বৈশ্যের
পক্ষে কনকের জ্বালা বর্ণবিশিষ্ট এবং শূদ্রের পক্ষে নীলবর্ণ ।
ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকল এইরূপে ধ্যান করিয়া পিতৃদেবগণের অর্চনা
করিবে । সেই সকল পিতৃদেব আমার এই অর্চনাতে গন্ধ,
পুষ্প, ধূপ, জল ও ভোজ্য নিবেদন ও অগ্নি হোমদ্বারা তুষ্টিলাভ
করুন, আমি তাহাদিগকে প্রণাম করি । ৪০—৪১ । যে পিতৃগণ
শ্রাদ্ধকালে দৈবশ্রাদ্ধের পরে দ্রব্য অশন করিয়া, তুষ্টিলাভ
করেন এবং পরিতৃপ্ত হইয়া মানবগণকে সম্পদপ্রদান করিয়া
থাকেন, তাঁহারা আমার এই শ্রাদ্ধে তুষ্টিলাভ করুন, আমি

হজো ভবন্তি তৃপ্যস্ত তেহস্মিন্ প্রণতোহস্মি তেভ্যঃ ॥
৪২ ॥ রক্ষাংসি ভূতান্ধসুরাংস্তথোগ্রান্নিনাশয়ন্ত
ত্ৰিশিং প্রজ্ঞানাং । আদ্যাঃ সুরাণামমরেশপূজ্যা-তৃপ্যস্ত
তেহস্মিন্ প্রণতোহস্মি তেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥ অগ্নিস্বাত্তা বর্হিষদ-
আজ্যপাঃ সোমপান্তথা । ব্রহ্মন্ত তুষ্টিং শ্রাদ্ধেহস্মিন্
পিতরস্তর্পিতা ময়া ॥ ৪৪ ॥ অগ্নিস্বাত্তাঃ পিতৃগণাঃ
প্রাচীং রক্ষন্ত মে দিশং । তথা বর্হিষদঃ পাস্ত যাম্যাং
মে পিতরঃ সদা । প্রাচীতীমাজ্যপান্তদুদীচীমপি
সোমপাঃ ॥ ৪৫ ॥ রক্ষোভূতপিশাচেভ্যস্তথৈবাসুর-
দোষতঃ । সর্বতঃ পিতরো রক্ষাং কুর্ষন্ত মম নিত্যশঃ ॥
৪৬ ॥ বিশ্বোবিশ্বভূগারাধ্যো ধর্মোদন্তঃ শুভাননঃ ।
ভূতিদোভূতিকৃষ্ণভূতিঃ পিতৃণাং যে গণা নব ॥ ৪৭ ॥
কল্যাণঃ কল্যাদঃ কর্তা কল্যাঃ কল্যতরাশ্রয়ঃ । কল্যা-
তাহেত্তরনঘঃ যড়িমে তে গণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥ বরো-
বরেন্যোবরদস্তুষ্টিদঃ পুষ্টিদস্তথা । বিশ্বপাতা তথা
ধাতা সপ্তৈতে চ গণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৯ ॥ মহান্মহাত্মা-

তাহাদিগকে প্রণাম করি । ৪২ । পিতৃগণ উগ্রস্বভাব, রাক্ষস,
ভূত ও অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া প্রজাপুঞ্জের অগুত সংহার
করিয়া থাকেন । তাঁহারা দেবগণেরও আদ্য এবং দেবেন্দ্রেন-
পূজ্য । ঐ সকল পিতৃদেব আমার এই শ্রাদ্ধে তুষ্টিলাভ করুন,
আমি তাহাদিগকে প্রণাম করি । ৪৩ । অগ্নিস্বাত্তা, বর্হিষদ,
আজ্যপা ও সোমপা প্রভৃতি পিতৃদেব এই শ্রাদ্ধে তুষ্টিলাভ
করুন । আমি তাহাদিগের তর্পণ করিলাম । ৪৪ । অগ্নিস্বাত্তা
নামক পিতৃগণ আমার পুষ্ণদিক রক্ষা করুন, বর্হিষদ সংজ্ঞক
পিতৃদেবগণ আমার দক্ষিণদিক, আজ্যপাভিধেয় পিতৃলোক
পশ্চিমদিক এবং সোমপাধ্য পিতৃগণ উত্তরদিক রক্ষা করুন । ৪৫ ।
রাক্ষস, ভূত, পিশাচ ও অসুরগণের উপদ্রব হইতে পিতৃগণ
আমাকে সর্বদা ও সর্বস্থানে রক্ষা করুন । ৪৬ । বিশ্ব, বিশ্ব-
ভূক, আরাধ্য, ধর্ম, ধন, শুভানন, ভূতিদ, তৃতিকৃৎ ও ভূতি
এই নবপ্রকার এবং কল্যাণ, কল্যাদ, কর্তা, কল্যা, কল্যতরাশ্রয়,
কল্যাতাহেতু ও অনঘ এই সপ্তপ্রকার পিতৃগণ কীর্তিত আছে ।
৪৭—৪৮ । বর, বরেন্য, বরদ, তুষ্টিদ, পুষ্টিদ, বিশ্বপাতা ও ধাতা
এই সকল সপ্ত পিতৃগণমধ্যে কথিত আছে । ৪৯ ॥ মহান,

মহিতো মহিমাবান্ মহাবলঃ । গণাঃ পঞ্চ তথৈবৈ-
তে পিতৃণাং পাপনাশনাঃ ॥৫০॥ সূৰ্যদো ধনদশ্চাত্মো-
ধৰ্মদোহস্তশ্চ ভূতিদঃ । পিতৃণাং কথ্যতে চৈব তথা
গণচতুষ্টয়ং ॥৫১॥ একত্রিংশৎ পিতৃগণা বৈৰ্ক্যাণ্ড-
মখিলং জগৎ । তএবাত্র পিতৃগণাস্তব্যস্ত চ মদাহিতং
॥৫২॥ মার্কণ্ডেয়-উবাচ ॥৫৩॥ এবস্ত স্তবত-স্তস্ত
তেজসোরাশিরুচ্ছ্রিতঃ । প্রাদুর্ভূত্ব সহসা গগন-
ব্যাপ্তিকরকঃ ॥৫৪॥ তদৃষ্টা সূমহতেজঃ সমাচ্ছাত্ত
স্থিতং জগৎ । জাম্বভ্যামবনীং গতা রুচিস্তোত্রমিদং
জগৌ ॥৫৫॥ রুচিরুবাচ ॥৫৬॥ অর্চিতানাং মূর্তীনাং
পিতৃণাং দীপ্ততেজসাং । নমস্ত্যামি সদা তেষাং
ধ্যানিনাং দিব্যচক্ষুসাং ॥৫৭॥ ইন্দ্রাদীনাঞ্চ নেতারো
দক্ষমারীচয়োস্তথা । সপ্তর্ষীণাং তথাত্তেবাং তান্ন-
মস্ত্যামি কামদান্ ॥৫৮॥ মধ্বাদীনাঞ্চ নেতারঃ সূর্যা-
চন্দ্রমনোসুতা । তান্নমস্ত্যামহং সর্কান্ পিতৃনপ্য-

দ্ধার সঃ ॥৫৯॥ নক্ষত্রাণাং গ্রহাণাঞ্চ বায়ুগোবর্ভস-
স্তথা । জ্বাৰা পৃথিব্যোশ্চ তথা নমস্ত্যামি কৃতাজ্জলিঃ ॥৬০॥
প্রজাপতেঃ কশ্যপায় সোমায় বরুণায় চ । যোগেশ্বরে-
ভ্যশ্চ সদা নমস্ত্যামি কৃতাজ্জলিঃ ॥৬১॥ নমো-গণেশ্বরে-
সপ্ত-ভ্যস্তথা লোকেষু সপ্তমু । স্বায়ম্ভুবে নমস্ত্যামি ব্রহ্মণে
যোগচক্ষুবে ॥৬২॥ সোমাদারান্ পিতৃগণান্ যোগ-
মূর্তিধরাংস্তথা । নমস্ত্যামি তথা সোমং পিতরং জগতা-
মহং ॥৬৩॥ অগ্নিরূপাংস্তথৈবান্যান্নমস্ত্যামি পিতৃনহং ।
অগ্নীসোমময়ং বিশ্বং যতএতদশেষতঃ ॥৬৪॥ যে চ
তেজসি যে চৈতে সোমসূর্যাগ্নিমূর্তয়ঃ । জগৎস্বরূপিণ-
শ্চৈব তথা ব্রহ্মস্বরূপিণঃ ॥৬৫॥ তেভ্যোহখিলেভ্যো
যোগিভ্যঃ পিতৃভ্যো যতমানসঃ । নমোনমোনমস্তেস্ত
প্রসীদন্ত স্বধাভুজঃ ॥৬৬॥ নার্কণ্ডেয়-উবাচ ॥৬৭॥
এবং স্তবাস্ততস্তেন সেজসো মুনিসত্তমাঃ । নিশ্চক্রমুস্তে
পিতরো ভাষয়ন্তো দিশোদশ ॥৬৮॥ নিবেদনঞ্চ যন্তেন
পুষ্পগন্ধানুলেপনং । তদ্ভূষিতানথ স তান্ দদশে

মহাত্মা, মহীত, মহিমাবান্ ও মহাবল এই সকল পঞ্চ পিতৃগণ
মধ্যে থ্যাত । ইঁহারা সকলেই পাপনাশ করিয়া থাকেন । ৫০ ।
সূর্যদ, ধনদ, ধর্মদ ও ভূতিদ এই সকলকে গণচতুষ্টয়-মধ্যে
গণনা করা যায়, সমুদায়ে এই একত্রিংশৎ পিতৃগণ । ইঁহাঁরাই
• অখিল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন । সেই একত্রিংশৎ পিতৃগণ
আমার এই শ্রাঙ্কে সমাহৃত বস্তুজাত দ্বারা তৃপ্তিলাভ করেন । ৫১ ।
৫২ । মার্কণ্ডেয় বলিলেন, রুচি এই রূপে পিতৃগণের স্তব
করিতে করিতে তাহার দেহ হইতে তেজোরাশি সমুদ্ভূত হইয়া
সমস্ত গগন পরিব্যাপ্ত করিল । তখন মহাতেজা রুচি সেই
তেজোরাশি দ্বারা গগন সমাচ্ছাদিত দেখিয়া জাম্বদ্বারা অবনী
অবলম্বন পূর্বক পুনর্বার পিতৃগণের স্তব করিয়াছিলেন । ৫৩—
• ৫৫ । রুচি বলিলেন,—আমি অর্চিত, অমূর্ত, দীপ্ততেজা, ধ্যান-
নিষ্ঠ ও দিব্যচক্ষু বিশিষ্ট পিতৃগণের চরণে নমস্কার করি । ৫৬—৫৭ ।
যে পিতৃগণ ইন্দ্রাদি দেবগণ, দক্ষমারীচপ্রভৃতি প্রজাপতিবর্গ
এবং সপ্তর্ষির অভিনায়ক, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি । তাঁহারা
সাধকের সর্বপ্রকার কামনা পরিপূর্ণ করেন । ৫৮ । যে পিতৃগণ
ব্রহ্মপ্রভৃতি ধর্মসংস্থাপকগণের অভিনায়ক এবং চন্দ্র ও সূর্যের

প্রকাশক, সেই সকল পিতৃদেবকে নমস্কার করি । ৫৯ । যে পিতৃ-
গণ নক্ষত্র, গ্রহ, বায়ু, আকাশ, স্বর্গ ও পৃথিবীর অভিনায়ক
আমি কৃতাজ্জলিপুটে সেই সকল পিতৃদেবকে নমস্কার করি । ৬০ ।
প্রজাপতি, কশ্যপ, সোম, বরুণ ও যোগেশ্বর ইহাদিগকে কৃতাজ্জ-
লিপুটে সর্বদা নমস্কার করি । ৬১ । আমি সপ্তলোকস্থিত
সপ্তগণকে নমস্কার করি এবং স্বায়ম্ভু যোগচক্ষুঃ ব্রহ্মাকে নমস্কার
করি । ৬২ । যোগাধার যোগমূর্তিধর পিতৃগণকে নমস্কার
করি এবং জগতের পিতৃস্বরূপ সোমরূপী পিতৃগণকে নমস্কার
করি । ৬৩ । আমি অগ্নিস্বরূপ পিতৃগণকে নমস্কার করি,
অগ্নীসোমময় এই অখিলবিশ্ব সেই পিতৃগণ হইতে উৎপন্ন
হইয়াছে । ৬৪ । সোম, সূর্য্য ও অগ্নিমূর্তি পিতৃগণ
তেজঃস্বরূপ, তাঁহারা অগ্নিস্বরূপ ও ব্রহ্মরূপী, আমি সংযত-
চিত্ত হইয়া সেই পিতৃদেবগণকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ।
তাঁহারা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । ৬৫—৬৬ । মার্কণ্ডেয়মুনি
বলিলেন, রুচি এইরূপে স্তব করিলে পিতৃগণ তেজঃস্বরূপে দশ-
দিক্ সমুজ্জল করিয়া তাহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন । ৬৭-৬৮ ।
রুচি পিতৃগণকে পুষ্প, গন্ধ ও অম্বলেপনাদি যে সকল উপহার

পুরতঃ স্থিতান্ ॥ ৬১ ॥ প্রণিপত্য কুচিৰ্ভক্ত্যা পুনরেব
কৃতাজ্জলিঃ । নমস্তভ্যং নমস্তভ্যামিত্যাহ পৃথগাদৃতঃ ॥ ৭০
ততঃ প্রসঙ্গাঃ পিতরস্তমুচুৰ্ম্মুনিসন্তমং । বরং বরগী-
ষেতি সতানুবাচানতকঙ্করঃ ॥ ৭১ ॥ কুচিরুবাচ ॥ ৭২ ॥
প্রজ্ঞানাং সর্গকর্তৃত্বমাদিষ্টং ব্রহ্মণা মম । সোহং পত্নী-
মভীপ্যামি ধন্যাং দিব্যাং প্রজাবতীং ॥ ৭৩ ॥ পিতর-
উচুঃ ॥ ৭৪ ॥ অত্রৈব সত্ত্বঃ পত্নী তে ভবত্বতিমনো-
রমা । তস্মাৎ পুত্রোভবিতা ভবতো মুনিসন্তম ॥ ৭৫ ॥
মহন্তরাধীপো ধীমাংস্তরাশ্নৈবোপলক্ষিতঃ । কুচে
রৌচ্য ইতি খ্যাতিং প্রয়াস্ততি জগজ্জয়ে ॥ ৭৬ ॥ তস্মাপি
বহবঃ পুত্রা মহাবলপরাক্রমাঃ । ভবিষ্যন্তি মহাত্মানঃ
পৃথিবীপরিপালকাঃ ॥ ৭৭ ॥ ত্বৎ প্রজাপতিভূত্বা প্রজাঃ
সৃষ্টা চতুর্কিধাঃ । ক্ষীণাধিকারোধর্মজন্ততঃ সিদ্ধি-
মবাপ্যসি ॥ ৭৮ ॥ স্তোত্রোৎপাদনে চ নরো যোন্মাং-

স্তোষ্যতি ভক্তিতঃ । তস্ম তুষ্ঠী বয়ং ভোগানাত্মজং
ধ্যানমুত্তমং ॥ ৭৯ ॥ আয়ুরারোগ্যমর্থঞ্চ পুত্রপৌত্রা-
দিকস্তথা । বাঞ্ছন্তি সততং স্তব্যাঃ স্তোত্রোৎপাদনে বৈ
যতঃ ॥ ৮০ ॥ শ্রাদ্ধেষু য ইমং ভক্ত্যা অস্মৎপ্রীতিকরং
স্তবং । পঠিষ্যতি দ্বিজাশ্রাণাং ভূক্ততাং পুরতঃ স্থিতঃ ॥
৮১ ॥ স্তোত্রশ্রবণসংপ্রীত্যা সন্নিধানে পরে কৃতে ।
অস্মাভিরক্ষয়ং শ্রাদ্ধং তদ্বিষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৮২ ॥
যতপ্যশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং যতপ্যপহতং ভবেৎ । অন্যায়ে-
পাত্তবিস্তেন যদি বা কৃতমশ্রুতং ॥ ৮৩ ॥ অশ্রাদ্ধাহৈ-
রুপহতৈরুপহারৈরশ্রুতং কৃতৈঃ । অকালেপ্যথবা দেশে
বিধিহীনমথাপি বা ॥ ৮৪ ॥ অশ্রাদ্ধা বা পুরুষৈর্দন্ত-
মাশ্রিত্য যৎ কৃতং । অস্মাকং তৃপ্তয়ে শ্রাদ্ধস্তথাপ্যেত-
দুদীরগাং ॥ ৮৫ ॥ যত্রৈতৎ পঠ্যতে শ্রাদ্ধে স্তোত্র-
মস্মৎসুখাবহং । অস্মাকং জায়তে তৃপ্তিস্তত্র দ্বাদশ-

নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে সেই সকল উপহারে
বিভূষিত এবং সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে পাইলেন । ৬৯ । কুচি
পুনর্বার কৃতাজ্জলি হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন, আমি তোমা-
দিগকে পৃথক্ পৃথক্ নমস্কার করি । ৭০ । অনন্তর পিতৃগ
কুচির স্তব্বে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন,—আমরা তোমার
প্রতি প্রসঙ্গ হইয়াছি, তুমি আমাদের নিকট অভিলষিত
বর প্রার্থনা কর । তখন কুচি নম্রশিরাঃ হইয়া পিতৃগণকে
বলিলেন, ব্রহ্মা আমাকে প্রজাসৃষ্টি করিতে আদেশ করিয়াছেন,
অতএব আমি কিরূপে সন্তানজনরিত্তি মনোরমা পত্নী লাভ
করিতে পারি, তাহার উপায় প্রদান করুন । ৭১—৭৩ । তখন
পিতৃগণ বলিলেন, তুমি এখনই মনোরমা পত্নী লাভ করিতে
পারিবে । হে মুনিস্বর ! সেই পত্নীতে তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে
এবং তোমার সেই পুত্র মহন্তরের অধিপতি হইয়া ত্রিজগতে
রৌচ্য নামে খ্যাতি লাভ প্রকরিবে । ৭৪—৭৬ । কাণক্রমে
রৌচ্যমন্তর মহাবলপরাক্রম বহুপুত্র উৎপন্ন হইবে, তাহার স-
কলই পৃথিবীর অধিপত্য লাভ করিবে । ৭৭ । তুমি প্রজাপতি
হইয়া চতুর্কিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে পারিবে এবং পরে প্রজাবর্গের
অধিকার পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষসিদ্ধি করিবে । ৭৮ । যে মহাব্য
এই স্তোত্রপাঠ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আমাদের স্তব করে,

আমরা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বিবিধ ভোগাবস্তু, সন্তান,
ধ্যানযোগ প্রদান করি । ৭৯ । বাহারা আয়ুঃ, আরোগ্য, অর্থ,
পুত্র, পৌত্রাদি বাঞ্ছাকরে, তাহারা সর্বদা এই কুচিপ্রীত
স্তোত্রপাঠ করিয়া আমাদের স্তব করিবে । ৮০ । যে ব্যক্তি
পিতৃশ্রাদ্ধদিবসে ব্রাহ্মণভোজনকালে তাহাদিগের সম্মুখে দণ্ডা-
মান হইয়া ভক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমাদের তৃপ্তিসাধন এই
স্তব পাঠ করিবে, তাহার সেই স্তোত্রশ্রবণে আমরা প্রীতিল্যুভ
করিয়া সেই স্থানে সমুপস্থিত হইব এবং আমাদের সন্নিধান
হইলেই সেই শ্রাদ্ধে অক্ষয়কল লাভ হইবে । ৮১—৮২ । যে
সকল শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণবিহীন কিম্বা অত্র কোন কারণে উপহৃত হয়,
যে শ্রাদ্ধ অত্র উপায়ে উপার্জিত অর্থদ্বারা সম্পাদিত অর্থবা
অনিয়মে সাধিত, যে শ্রাদ্ধ অজুপযুক্ত উপহারে নিষ্পন্ন, কিম্বা
বিগর্হিত দ্রব্যদ্বারা সম্পাদিত, যে শ্রাদ্ধ অসময়ে ও অকৃত
স্থানে আচরিত অথবা বিধিবিহীন । এবং দস্ত আশ্রয় করিয়া
অনিচ্ছাপূর্ব্বক যে শ্রাদ্ধ সাধিত হইয়াছে, সেই সকল দুষিত
শ্রাদ্ধও এই স্তোত্রপাঠে নির্দুষ্ট হইয়া আমাদের তৃপ্তিসাধন
করিয়া থাকে । ৮৩—৮৫ । যে শ্রাদ্ধে আমাদের সুখাবহ
স্তোত্রপাঠ করে, সেই শ্রাদ্ধে আমাদের দ্বাদশবার্ষিকী তৃপ্ত

বার্ষিকী ॥ ৮৬ ॥ হেমন্তে ষাদশাঙ্গানি তৃপ্তিমিতং
প্রয়চ্ছতি । শিশিরে দ্বিগুণাঙ্গানি তৃপ্তিং স্তোত্রমিদং
শুভং ॥ ৮৭ ॥ বসন্তে ষোড়শমাস্তৃপ্তয়ে শ্রাদ্ধকর্মণি ।
গ্রীষ্মে চ ষোড়শৈবৈতং পঠিতং তৃপ্তিকারকং ॥ ৮৮ ॥
বিকলেপি ক্রুতে শ্রাদ্ধে স্তোত্রাঙ্গানেন সাধিতে । বর্ষাসু
তৃপ্তিরস্মাকমক্ষয়া জায় তে ক্রুচে ॥ ৮৯ ॥ শরৎকালেপি
পঠিতং শ্রাদ্ধকালে প্রয়চ্ছতি । অস্মাকমেতং পুরুষৈ-
তৃপ্তিং পঞ্চদশাঙ্গিকীং ॥ ৯০ ॥ বস্মিন্ গেহে চ লিখিত-
মেতস্মিষ্ঠতি নিত্যদা । সন্নিকানং ক্রুতে শ্রাদ্ধে
তত্রাস্মাকং ভবিষ্যতি ॥ ৯১ ॥ তস্মাদেতদ্বয়া শ্রাদ্ধে
বিপ্রাণাং ভুঞ্জতাং পুরঃ । শ্রাবণীয়ং মহাভাগ অস্মাকং
পুষ্টিকারকং ॥ ৯২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পিতৃস্তোত্রে রুচিস্তোত্রং
নাম উনবতিতমোঃধ্যায়ঃ ।

নবতিতমোঃধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয়-উবাচ ॥ ১ ॥ ততস্তস্মাদদীমধ্যাং সমু-
ত্তমো মনোরমা । প্রমোচানাম তদ্বদী তৎসমীপে-
বরাঙ্গরাঃ ॥ ২ ॥ সা চোবাচ মহাত্মানং রুচিং স্তমধুরা-
ক্ষরং । প্রসাদয়ামাস ভূয়ঃ প্রমোচা চ বরাঙ্গরাঃ ॥ ৩ ॥
অতীবরুণিণী কন্যা মৎপ্রসাদাদ্বরাঙ্গনা । জাতা বরুণ-
পুত্রেশ পুষ্করেণ মহাত্মনা ॥ ৪ ॥ তাং গৃহাণ ময়া দত্তাং
ভার্য্যার্থে বরবর্ণিনীং । মনুর্মহামতিস্তস্মাং সমুৎপৎ-
শ্রুতি তে স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥ মার্কণ্ডেয়-উবাচ ॥ ৬ ॥ তথোতি
তেন সাপ্যুক্তা তস্মাত্তোয়াদ্বপুস্বতীং । উদ্ধার ততঃ
কন্যাং মানিনীং নাম নামতঃ ॥ ৭ ॥ নত্যাশ্চ পুলিনে
তস্মিন্ সমুনির্মুনিসত্তমাঃ । জগ্রাহ পাণিং বিধিবৎ
সমানীয় মহামুনিঃ ॥ ৮ ॥ তস্মাং তস্ত স্মৃতো যজ্ঞে

নবতিতম অধ্যায়ঃ ।

হয় ॥ ৮৬ ॥ হেমন্তকালে শ্রাদ্ধ করিয়া এই স্তোত্রপাঠ করিলে
ষাদশবার্ষিকী তৃপ্তি হয় । শিশিরকালে এই স্তোত্রপাঠ করিলে
চতুষ্কিংশতি বার্ষিকী তৃপ্তি প্রদান করে ॥ ৮৭ ॥ বসন্তকালে
এই স্তোত্রপাঠ করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে, তাহাতে ষোড়শবার্ষিকী
তৃপ্তি হয় এবং গ্রীষ্মকালেও এই স্তোত্র পাঠ করিলে ষোড়শবার্ষ-
পর্য্যন্ত পিতৃলোকের পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥ কোন কারণ
বশতঃ শ্রাদ্ধবিফল হইলে যদি এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহা হইলে
সেই বৈকল্যদ্বায নিবারণ হয় । হে ক্রুচে ! বর্ষাকালে শ্রাদ্ধ
করিয়া এই রুচিপ্রণীত স্তব পাঠ করিলে আমাদিগের পঞ্চদশ-
বার্ষিকী তৃপ্তি প্রদান করে ॥ ৯০ ॥ এই স্তব লিখিয়া যাহার
গৃহেতে সন্মদা সংস্থাপন করা যায়, সেই গৃহেতে আমাদিগের
সন্নিকান থাকে, তাহাতে শ্রাদ্ধ করিলে আমাদিগের অক্ষয়তৃপ্তি
হয় ॥ ৯১ ॥ অতএব শ্রাদ্ধদিবসে ত্র্যক্ষণভোজনকালে তাহাদিগের
সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া এই স্তব শ্রবণ করাইবে, তাহাতে সেই
স্তোত্র আমাদিগের পুষ্টিসাধন করে ॥ ৯২ ॥

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রুচি এইরূপে পিতৃদেবগণের স্তব
করিলে, সেই নদী হইতে প্রমোচা নামে মনোরমা শোভনাদী
এক অপ্সরা রুচির সমীপে সমুদ্ভূত হইল ॥ ১—২ ॥ অনন্তর সেই
প্রমোচা মহাত্মা রুচিকে বলিলেন এবং মধুবাকরে তাহাকে
প্রসন্ন করিয়া পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, এই কন্তা সাতিশয়
রূপলাবণ্যবতী; আমার প্রসাদে মহাত্মা বরুণতনয় পুষ্কর
ইহাকে সমুৎপাদন করিয়াছেন । আমি তোমাকে এই কন্তাপ্রদান
করিলাম, তুমি এই বরবর্ণিনীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ কর । এই
কন্তাতে তোমার পুত্র মহামতি মনু সমুৎপন্ন হইবেন ॥ ৩—৫ ॥
তখন মার্কণ্ডেয় বলিলেন—রুচি প্রমোচার বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া
তথাস্ত বলিয়া কন্তাগ্রহণবিষয়ে প্রীতিপ্রসূত হইলে প্রমোচা
সেই নদীর জল হইতে মানিনী নামে একটি কন্তা উদ্ধার করি-
লেন ॥ ৬—৭ ॥ অনন্তর মহামুনি রুচি সেই নদীর পুলিনভূমিতে
বিধিবৎ সেই কন্তার পাণিগ্রহণ করিলেন ॥ ৮ ॥ কালক্রমে
সেই কন্তাতে মহাবলপরাক্রান্ত মহাতৈল্লস রৌচ্য নামে রুচির

মহাবীর্যো মহাহ্রাতিঃ । রুচেরৌচ্য ইতিখ্যাতো যো
ময়া পূর্বমীরিতঃ ॥ ৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পিতৃস্তোত্রং নাম

নবতিতমোঃধ্যায়ঃ ॥

একনবতিতমোঃধ্যায়ঃ ।

স্মৃত-উবাচ ॥ ১ ॥ স্বয়ম্ভুবাচ্চামুনয়ো হরিং ধ্যায়ন্তি-
কৰ্মণা । ব্রতচারার্চনাধ্যান-স্তুতিজপ্য-পরায়ণাঃ ॥ ২ ॥
দেহেন্দ্রিয়-মনো-বুদ্ধি-প্রাণাহকারবর্জিতং । আকাশেন
বিহীনং বৈ তেজসা পরিবর্জিতং ॥ ৩ ॥ উদকেন
বিহীনম্ভৈ তদ্বর্ষপরিবর্জিতং । পৃথিবীরহিতঞ্চৈব সর্ব-
ভূতবিবর্জিতং ॥ ৪ ॥ ভূতাদ্যক্ষং তথা বুদ্ধং নিয়ন্তারং
প্রভুং বিভুং । চৈতন্যরূপতারূপং সর্বাধ্যক্ষং নির-
ঞ্জনং ॥ ৫ ॥ মুক্তসং মহেশানং সর্বদেবপ্রপূজিতং ।
তেজোরূপমসংপ্রাণং তপসা পরিবর্জিতং ॥ ৬ ॥ রহিতং

এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, এই রৌচ্যমহুর কথা আমি পূর্বেই
বলিয়াছি । ৯ ।

একনবতিতম অধ্যায় ।

স্মৃত বলিলেন—স্বয়ম্ভুবাচ্চামুনয়ো হরিং ধ্যায়ন্তি,
ধ্যান, স্তুতি ও জপকার্যে তৎপর হইয়া হরিকে ধ্যান করিয়া-
ছিলেন । ১—২ । সেই হরি দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি ও অহ-
কারবিহীন । তাঁহার দেহ অলৌকিক, তাহাতে আকাশ,
তেজঃ, উদক, বায়ু ও পৃথিবী এই পঞ্চভূতের কোনরূপ সংশ্রব
নাই । সেই হরিতে আকাশাদি পঞ্চভূত ও পাক্‌ভৌতিক ধর্ম
কিছুই নাই । ৩—৪ । তিনি সর্বভূতের কর্তা ও সর্বজ্ঞ । তাঁহা-
রই নিয়মে বাধ্য হইয়া পঞ্চভূত সর্বদা জগতে কার্য্যসম্পাদন
করিতেছে । তিনি চৈতন্যময় সর্বকর্তা ও নিরঞ্জন অর্থাৎ সর্ব-
বিষয়ে নির্জগত । ৫ । সেই হরি সর্বসংসারবিহীন ও মহেশ্বর ;
দেবগণ তাঁহারই অর্চনা করিয়া থাকেন । তিনি তেজোময় ও
সবরহিত এবং তাঁহার কোনরূপ তুণ্ডপ্রাচরণ নাই । ৬ । তাঁহার

রজসা নিত্যং ব্যতিরিক্তং গুণৈর্জিহ্বিতঃ । সর্বরূপবিহী-
নম্ভৈ কর্তৃত্বাদিবিবর্জিতং ॥ ৭ ॥ বাসনারহিতং শুদ্ধং
সর্বদোষবিবর্জিতং । পিপাসাবর্জিতং তব্ধ্বছোক-
মোহবিবর্জিতং ॥ ৮ ॥ জরামরণহীনম্ভৈ কূটস্থং মোহ-
বর্জিতং । উৎপত্তিরহিতঞ্চৈব প্রলয়েন বিবর্জিতং ॥ ৯ ॥
স্থিত্যচারহিতং সত্যং নিষ্কলং পরমেশ্বরং । জাগ্রৎ-
স্বপ্নসুষুপ্তাদিবিবর্জিতং নামবর্জিতং ॥ ১০ ॥ অধ্যক্ষং
জাগ্রদাদীনাং শাস্ত্ররূপং সুরেশ্বরং । জাগ্রদাদি স্থিতং
নিত্যং কার্য্যকারণবর্জিতং ॥ ১১ ॥ সর্বদৃষ্টেস্তথা মূর্ত্তং
সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং পরং । জ্ঞানদৃষ্টি শ্রোত্রবিজ্ঞানং পরমা-
নন্দরূপকং ॥ ১২ ॥ বিশ্রুতং রহিতং তব্ধ্বং তৈজসেন
বিবর্জিতং । প্রাজ্ঞেন রহিতঞ্চৈব তুরীয়ং পরমাক্ষরং ॥
১৩ ॥ সর্বগোপ্তৃ সর্বহন্তৃ সর্বভূতাত্মরূপি চ । বুদ্ধি-
ধর্মবিহীনম্ভৈ নিরাধারং শিবং হরিং ॥ ১৪ ॥ বিক্রিয়া-

কোন বিষয়ে অজ্ঞান নাই এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়
তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারে না । তিনি সর্বপ্রকার রূপ-
বিহীন ও কর্তৃত্বাদিবিবর্জিত । ৭ । তিনি সর্বপ্রকার বাসনা-
বিহীন, বিশুদ্ধস্বরূপ ও সর্বদোষবিবর্জিত, তাঁহার কোন রূপ
পিপাসা কিম্বা শোক মোহ নাই । ৮ । সেই হরি জরামরণ-
বিহীন কূটস্থচৈতন্যরূপ ও মোহবিবর্জিত । তাঁহার, উৎপত্তি
বা প্রলয় কিছুই নাই । ৯ । তিনি সর্বপ্রকার আচারবিহীন,
সত্যরূপ, নিষ্কল ও পরমেশ্বর । তাঁহার জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি
অবস্থা নাই এবং তিনি নামবিহীন । ১০ । সেই হরি জাগ্রৎ,
স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষীস্বরূপ শাস্ত্ররূপী ও সর্ব-
দেবের ঈশ্বর । তিনি জাগ্রদাদি অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন ।
তিনি নিত্য ও কার্য্যকারণরূপ । ১১ । হরি সকলের বাহুণী,
মূর্ত্তিবিহীন এবং সূক্ষ্মতর । জ্ঞানদৃষ্টি ভিন্ন তাঁহাকে দর্শন করিতে
পারা যায় না । শ্রবণে তাহারই মাহাত্ম্য শ্রুত হয়, তিনি পর-
মানন্দরূপী । ১২ । তিনি বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ ইহার কিছুই
নহে, অর্থাৎ তুরীয়ব্রহ্মস্বরূপ পরমাক্ষররূপী । ১৩ । তিনি সকলের
গোপ্তা, সকলের হন্তা এবং সর্বভূতের আত্মাস্বরূপ । তাঁহার বুদ্ধি
নাই, ধর্ম নাই, আধার নাই এবং অংশ নাই । ১৪ । সেই হরি

রহিতৈশ্বৰ বেদান্তৈৰ্ভৈতম্বে চ। বেদরূপং পরং
ভূতমিচ্ছিয়েভ্যঃ পরং শুভং ॥ ১৫ ॥ শব্দেন বর্জিত-
তৈশ্বৰ রসেন চ বিবর্জিতং। স্পর্শেন রহিতৈশ্বৰং রূপ-
মাত্রবিবর্জিতং ॥ ১৬ ॥ রূপেণ রহিতৈশ্বৰং গন্ধেন
পরিবর্জিতং। অনাদি ব্রহ্মরূপাস্তমহং ব্রহ্মান্নি
কেবলং ॥ ১৭ ॥ এবং জ্ঞাত্বা মহাদেব ধ্যানং কুর্যা-
জ্জিতেন্দ্রিয়ঃ। ধ্যানং যঃ কুরুতে হেবং সভবেদ্র-
মানবঃ ॥ ১৮ ॥ ইতি ধ্যানং সমাখ্যাতমীশ্বরস্ত ময়া
তব। অধুনা কথয়াম্যান্যং কিস্তদ্ ব্রহ্মি ব্রহ্মধ্বজ ॥ ১৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে হরিধ্যানং নাম
একবতীতমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিবতীতমোহধ্যায়ঃ ।

রুদ্র-উবাচ ॥ ১ ॥ বিকোর্থ্যানং পুনর্ব্রহ্মি শব্দ-
চক্রগদাধর। যেন বিজ্ঞানমাত্রেন কৃতকৃত্যো ভবে-
ন্নরঃ ॥ ২ ॥ হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ প্রবক্ষ্যামি হরৈর্ধ্যানং

বিকারবিহীন, বেদান্তবেদ্য ও চতুর্বেদন্বরূপ। তিনি পরম-
ব্রহ্ম, ইন্দ্রিয়গণের অতীত ও সর্বশুভপ্রদ। ১৫। তিনি সর্ব-
প্রকার শব্দবিবর্জিত অর্থাৎ তাঁহাকে কোনরূপ শব্দদ্বারা প্রকাশ
করিতে পারা যায় না কিহা তাঁহার কোনরূপ শব্দ নাই। ১৬।
সেই অনাদিনিধন হরি রূপ ও গন্ধবিহীন কেবল অহং ব্রহ্মান্নি
এইরূপ জ্ঞানস্বরূপ। ১৭। জিতেন্দ্রিয় সাধকগণ এইরূপে হরিকে
জানিয়া তাঁহার ধ্যান করিবে। যে এইরূপে ধ্যান করে, সেই
ব্যক্তি সাক্ষ্যব্রহ্মরূপ হইয়া থাকে। ১৮। এইরূপে ঈশ্বররূপী
হরির ধ্যান তোমার নিকট বলিলাম। হে ব্রহ্মধ্বজ! আর কি
বলিব, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। ১৯।

দ্বিবতীতম হুধ্যায়ঃ।

রুদ্র বলিলেন, হে শব্দচক্রগদাধর। এইকণ বিষ্ণুর ধ্যান বল।
বেধ্যমবিজ্ঞানমাত্র মনুষ্য কৃতকৃত্য হইতে পারে। ১২। হরি
বলিলেন, হে শব্দর! সর্বকারাবিনাশন বিষ্ণুর ধ্যান বলি
কোহি। মূর্ত ও অমূর্তভেদে বিষ্ণুর ধ্যান বিবিধ। হে রুদ্র।

মায়াতন্ত্রবিমর্দকং। মূর্ত্যামূর্ত্যাদিভেদেন তদ্ব্যানং
দ্বিবিধং হরঃ ॥ ৪ ॥ অমূর্তং রুদ্র কথিতং হস্তামূর্তং
ব্রবীম্যহং। সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশো জিহ্বাভাঙ্গি-
রেকতঃ ॥ ৫ ॥ কন্দগোকীরধবলো হরির্ধ্যোয়ো মুমু-
ক্ষুভিঃ। বিশালেন সূর্য্যোম্যেন শব্দেন চ সমন্বিতঃ ॥ ৬ ॥
সহস্রাদিত্যতুল্যেন জ্বালামালোঃপ্ররূপিণা। চক্রেণ
চাঙ্কিতঃ শান্তো গদাহস্তঃ শুভাননঃ ॥ ৭ ॥ কিরীটেন
মহাহেঁন রত্নপ্রশ্লিভেন চ। সান্ন্যুধঃ সর্বগো দেবঃ
সরোরুহধরস্তথা ॥ ৮ ॥ বনমালাধরঃ শুভ্রঃ সমাংসো-
হেমভূষণঃ। সুবস্ত্রঃ শুদ্ধদেহশ্চ সূর্য্যকর্ণঃ পদ্মসংস্থিতঃ ॥ ৯ ॥
হিরণ্যগণীরশ্চ চারুহারী শুভাঙ্গদঃ। কেরুরেণ-সমা-
বৃক্তো বনমালাসমন্বিতঃ ॥ ১০ ॥ জীবৎসকৌন্তভযুতো
লক্ষ্মীবন্দ্যোক্ষণাধিতঃ। অনিমাদিগুণৈশ্চৈব সৃষ্টি-
সংহারকারকঃ ॥ ১১ ॥ মুনিধ্যোয়োহসুরধ্যোয়ো দেব-
ধ্যোয়োতি সূন্দরঃ। ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যস্ত-ভূতজাত-হৃদি

অমূর্ত ধ্যান পূর্বেই বলিয়াছি, এইকণ বিষ্ণুর মূর্ত ধ্যান
বলিব। বিষ্ণু কোটিসূর্য্যের জায় সমুজ্জল, সর্বত্র জয়-
শীল এবং কন্দকুম্ব ও চক্রেণ জায় ধবলবর্ণ। মুমুক্স মুনিগণ
এইরূপে হরিকে ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহার হস্তে অতি-
শুশোভন শব্দ বিদ্যমান আছে। ৩-৬। বিষ্ণু সহস্র সূর্য্যের
জায় দেদীপ্যমান উগ্ররূপী চক্র এবং বিপুল গদা ধারণকরিয়া-
ছেন। তিনি অতিশাস্তমূর্ত্তি ও শুভানন। ৭। তাঁহার শিরো-
দেশ রত্নখচিত ও মহাহিমুটে সূশোভিত। এই দেব সান্ন্যুধ-
ধারী ও পদ্মহস্ত। ৮। ইনি বনমালাধারী, শুভ্রদেহ, হুলকার,
হেমবিভূষণে কবিত্বিত, শুভবস্ত্র পরিহিত, শুদ্ধদেহ, ধোভনকর্ণ-
বিশিষ্ট ও পদ্মোপরি উপবিষ্ট। ৯। তাঁহার শরীর হিরণ্যরূপ এবং
সূচাক্ষর ও শুশোভন অঙ্গদগুণে বিভূষিত। বিষ্ণুদেব কেরুর
এবং বনমালাদ্বারা সুসজ্জিত। ১০। তাঁহার বক্ষঃস্থল জীবৎসকিহ
ও কৌন্তভমণিহারা বিভূষিত এবং অক্ষিভূগল সুষমাসম্পন্ন।
অনিম্মাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য সর্বদা তাঁহার অঙ্গুগত আছে, তিনিই এই
জগতে সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন ॥ ১১ ॥ মুনিগণ, অসুরগণ ও
দেবগণ সর্বদা তাঁহাকে ধ্যান করিতেছে, তাহার জায় সূন্দর

স্তিতঃ ॥ ১২ ॥ সনাতনোহব্যয়ো মেধ্যঃ সর্কানুগ্রহকৃৎ
প্রভুঃ । নারায়ণো মহাদেবঃ স্কুরস্করকুণ্ডলঃ ॥ ১৩ ॥
শস্তাপনাশনোহভ্যর্চ্যো মঙ্গলোচ্চৈনাশনঃ । সর্কাজ্জা
সর্করূপশ্চ সর্কগো গ্রহনাশনঃ ॥ ১৪ ॥ চার্কজ্বলীয়-
সংযুক্ত-সুদীপ্তনখ এব চ । শরণ্যঃ সুখকারী চ সৌম্য-
রূপো মহেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥ সর্কালঙ্কারসংযুক্তচার্কচন্দন-
চর্জিতঃ । সর্কদেবসমায়ুক্তঃ সর্কদেবপ্রিয়ঙ্করঃ ॥ ১৬ ॥
সর্কলোকহিতৈষী চ সর্কেশঃ সর্কভাবনঃ । আদিত্য-
মণ্ডলে সংস্থো অগ্নিস্থো বারিসংস্থিতঃ ॥ ১৭ ॥
বাসুদেবো জগদ্ধাতা ধ্যেয়ো বিষ্ণুর্মুখুভিঃ । বাসু-
দেবোহমস্মীতি আত্মাধ্যয়ো হরিহরিঃ ॥ ১৮ ॥ ধ্যায়-
ন্ত্যেবঞ্চ যে বিষ্ণুং তে বাস্তি পরমাকৃতিং । যাজ্ঞবল্ক্যঃ
পুরা হ্রৈবং ধ্যাভা বিষ্ণুং সুরেশ্বরং । ধর্মোপদেশ-

মুক্তি আর নাই । তিনিই ব্রহ্মাদি স্তম্ভপর্ষ্যন্ত সর্বভূতের হৃদয়ে
অবস্থিতি করেন । ১২ । তিনি সনাতন, অব্যয় ও পবিত্র এবং
তিনিই জগতের প্রাণিবর্গের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া
থাকেন । তিনিই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিতীয় কর্তা । তিনি
নারায়ণ ও সর্কদেবশ্রেষ্ঠ তাঁহার কর্ণযুগল মকরাকৃতিকুণ্ডলে
সুশোভিত । ১৩ । তিনি সকলের স্তম্ভাপ বিনাশ করেন, তিনিই
সকলের অর্চনীয়, মঙ্গলময় ও ছুটিবিনাশন । তিনি সকলের
আত্মাস্বরূপ, সর্করূপী, সর্কগ এবং সর্কপ্রকার গ্রহদোষ বিনাশ
করেন । ১৪ । তাহার নখ সাতিশর সমুজ্জল এবং সূচাক্র অসু-
রীরদ্বারা সুশোভিত, তিনি জগতের শরণ্য, সুখপ্রদ এবং সৌম্য-
মুষ্টি ও মহেশ্বর । তাঁহার দেহ সর্কপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত ও
সূচাক্রচন্দনে অলুপ্ত । দেবগণ সেই বিষ্ণুর সহচরভাবে বর্ত-
মান আছেন, তিনি সর্কদা দেবগণের প্রিয়কার্য্যে তৎপর রহি-
য়াছেন । ১৫—১৬ । তিনি সর্কলোকের হিতৈষী, সকলের
ঈশ্বর এবং সকলের সৃষ্টিকর্তা । তিনি আদিত্যমণ্ডলস্থিত পরম-
জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনিই অগ্নি তেজঃ এবং জলেয় শীতলভাক্রূপে
বিদ্যমান আছেন । ১৭ । সেই বাসুদেবতনয় জগতের ধাতা
এবং মুখু ব্যক্তির তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকে এবং “আমিই
বাসুদেব” এইরূপে আত্মাকে হরিস্বরূপ চিন্তা করে । ১৮ ।
এতরূপে যে ব্যক্তি হরিকে চিন্তা করে, সেই ব্যক্তি পরমগতি
অর্থাৎ মুক্তিপদ লাভ করে । যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এইরূপে ‘সুরেশ্বর

কর্তৃৎ সংপ্রাপ্যগাং পরংপদং ॥ ১৯ ॥ তস্মান্ধমপি
দেবেশ বিষ্ণুং চিন্তয় শঙ্কর । বিষ্ণুধ্যানং পঠেদ্বজ্র
প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং ॥ ২০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বিষ্ণুধ্যানং নাম
ত্ৰিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ত্ৰিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

মহেশ্বর-উবাচ ॥ ১ ॥ যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ পূর্বে ধর্মঃ
প্রোক্তঃ কথং হরে । তন্মে কথয় কেশিন যথা । তন্মেন
মাধব ॥ ২ ॥ হরিরুবাচ ॥ ৩ ॥ যাজ্ঞবল্ক্যং নমস্কৃত্য
মিথিলায়াং সমাস্থিতং । অপৃচ্ছন্ ঋষয়ো গম্বা
বর্ণধর্ম্মানশেষতঃ । তেভ্যঃ স কথয়ামাস বিষ্ণুং ধ্যাভা
জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪ ॥ যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ৫ ॥ যস্মিন্
দেশে যুগঃ কৃষ্ণ-স্তস্মিন্ ধর্ম্মং নিবোধত । পুরাণস্তায়-
মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রার্থমিশ্রিতাঃ ॥ ৬ ॥ বেদাঃ স্থানানি
বিদ্যানাং ধর্ম্মস্ত চ চতুর্দশ । বক্তারো ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং
মনুর্কিষ্কুর্যমোহঙ্গিরাঃ ॥ ৭ ॥ বসিষ্ঠদক্ষসম্বর্তাঃ শাতা-
তপপরাশরাঃ । আপস্তম্বোশনো ব্যাসঃ কাত্যায়ন

বিষ্ণুর ধ্যানদ্বারা ধর্ম্মোপদেশের কর্তৃৎ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিপদ
লাভ করিয়াছেন । ১৯ । হে দেবেশ শঙ্কর ! তুমিও বিষ্ণুকে
চিন্তা কর । যে ব্যক্তি এই বিষ্ণুর ধ্যান পাঠ করে, সেই ব্যক্তিও
মুক্ত হইয়া থাকে । ২০ ।

ত্ৰিনবতিতম অধ্যায়ঃ ।

মহেশ্বর বলিলেন, হে হরে ! পূর্বেকালে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি কিরূপ
ধর্ম্মবর্ণনাছেন, হে কেশিনিহদন মাধব ! তাহা যথার্থস্বরূপ
আমার নিকট বল । ১—২ । হরি বলিলেন, ঋষিগণ মিথিলাস্থিত
যাজ্ঞবল্ক্যকে নমস্কার করিয়া সকলপ্রকার ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলেন, জিতেন্দ্রিয় যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া সেই
সর্কল সমাগত মুনিদ্বিগকে সমস্ত ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন । ৩—৪ ।
যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, বেদেশে কৃষ্ণ যুগ বিচরণ করে, সেই দেশেতে
ধর্ম্ম বিরাজমান আছেন, পুরাণ, জায় ও মীমাংসা এই সকল

ব্রহ্মপতি ॥ ৮ ॥ গৌতমঃ শঙ্খলিখিতো হারীতো-
হত্রিষ্যবিস্তৃথা । এতে বিষ্ণুসমারাধ্যা জাতা ধর্মোপ-
দেশকাঃ ॥ ৯ ॥ দেশকাল উপায়েন জব্যং শ্রদ্ধাসম-
বৃত্তিং । পাত্রে প্রদীয়তে বভুং সকলং ধর্মলক্ষণং ॥ ১০ ॥
ইষ্টাচারোদমোহিংসা দানং স্বাধ্যায়কর্ম চ । অল্পং
পরমো ধর্মো বদ্যোগেনাঙ্গদর্শনং ॥ ১১ ॥ চত্বারো-
বেদধর্মজ্ঞাঃ পরাশ্রিত্যেব বা । সত্রতে যৎ স্বধর্মঃ
শ্রাদ্ধেবমারাধ্যাবিস্তমঃ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিটশূদ্রা
বর্ণাশ্রাভ্যাজ্ঞয়ো দ্বিজাঃ । নিষেকাভ্যশ্রাণান্তান্তেষাং
বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়া ॥ ১৩ ॥ গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সর্বনং
স্পন্দনাং পুরা । বর্ষেহষ্টমে বা সীসন্তঃ প্রসবো জাতকর্ম
চ ॥ ১৪ ॥ অহস্ত্রোদাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ ।
বর্ষেহ্রপ্রাশনং মাসি চুড়াং কুর্যাৎ যথাকুলং ॥ ১৫ ॥

ধর্মশাস্ত্র, বেদ এবং চতুর্দশ বিদ্যাই ধর্মের স্থান । মনু, বিষ্ণু,
যম, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, দক্ষ, সম্বর্তাঃ, শাতাতপ, পরাশর, আপ-
স্তম্ব, উশনা, ব্যাস, কাত্যায়ন, ব্রহ্মপতি, গৌতম, শঙ্খলিখিত,
হারীত ও অত্রি এই সকল মুনি ধর্মবক্তা । ইহারা সকলেই
বিষ্ণুর ভায় আরাধ্য । ৫—৯ । দেশ ও কালবিশেষে শ্রদ্ধাযুক্ত
ইহারা সংপাত্রে কোন জব্যপ্রদান করাই ধর্মলক্ষণ বলিয়া কথিত
হয় । ১০ । ইষ্টাচার, দম, অহিংসা, দান ও স্বাধ্যায় কর্ম এই
সকলই পরমধর্ম, এই সকল ধর্মচারণদ্বারা আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান
হয় । ১১ । পুঙ্খোক্ত ধর্মোপদেশকদিগের মধ্যে আদ্য চারিজন
বেদধর্মজ্ঞ, অপর সকলই ত্রিবিধ বিদ্যাজ্ঞ । যে ব্যক্তি স্বধর্ম
কার্যে নিরত আছেন, সেই ব্যক্তি দেবগণেরও আরাধ্য এবং
তঁাহাকে তত্ত্বজ্ঞানীর প্রধান বলা যায় । ১২ । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বিধ জাতি আছে, তাহাদিগের মধ্যে আদ্য
তিন জাতির দ্বিজসংজ্ঞা হয় । দ্বিজজাতির নিষেক হইতে
অন্তোষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত সকল কর্মই সমতুল্য করিবে । ১৩ । জীদিগের
ঋতু উপস্থিত হইলে গর্ভাধান, গর্ভস্পন্দনের পূর্বে পুংসবন ক্রিয়া,
গর্ভাধান হইলে তাহার বর্ষ কিংবা ষষ্ঠম মাসে সীমস্তোত্ররচন এবং
প্রসব হইলে জাতকর্ম করিবে । ১৪ । সন্তানপ্রসবের পর একা-
দশদিবসে নামকরণ, চতুর্থমাসে নিষক্রামণ এবং বর্ষমাসে অন্ন-
প্রাশন করিতে হইবে । তৎপর আপন কৌলিকনিয়মামুসারে

এবমেনঃ সমং যাতি বীজগর্ভসমুদ্ভবং । তুক্ষীমেতাঃ
ক্রিয়াঃ জীণাং বিবাহশ্চ সমতুল্যকঃ ॥ ১৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বর্ণধর্মো নাম
ত্ৰিনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ গর্ভাষ্টমাষ্টমে বাক্যে ব্রাহ্মণ-
শ্রোতাপনয়নং । রাজ্ঞামেকাদশে সৈকে বিশামেকে
যথাকুলং ॥ ২ ॥ উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং মহাব্যাহতি-
পূর্বকং । বেদমধ্যাপয়েদেনং শৌচাচারান্শ্চ
শিক্ষয়েৎ ॥ ৩ ॥ দিবা সন্ধ্যাসু কর্ণস্থব্রহ্মসূত্র উদমুখঃ ।
কুর্যান্মূত্রপুরীষে তু রাজ্ঞৌ চন্দ্রক্ষিণামুখঃ ॥ ৪ ॥ গৃহীত-
শিক্ষশ্চোখায় মৃদ্বিরভ্যাক্তৈর্জলৈঃ । গন্ধলেপক্ষয়করং

চুড়াকার্য্য করা বিধেয় । ১৫ । এইরূপে স্ব স্ব কার্য্যের যথোক্ত
সময়ে সেই সেই কার্য্য করিলে গর্ভসমুদ্ভূত সমস্ত পাপ হইতে
নিষ্কৃতি পায় । জীদিগের পক্ষে উক্ত সমস্ত কার্য্যই অমতুল্য
করিবে অর্থাৎ কোন কার্য্যই জী স্বরং মন্ত্র পাঠ করিবে না,
কেবল বিবাহকার্য্যে জীও মন্ত্রপাঠ আছে । ১৬ ।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন । গর্ভাবধি অষ্টম অথবা জননাবধি অষ্টম-
বৎসরে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্তব্য এবং ক্ষত্রিয়ের একাদশে ও
বৈশ্যের দ্বাদশবর্ষে উপনয়ন সংস্কার জানিবে, এতদ্বিষয়ে অত্র কোন
মুনি বলেন—যার যেমন কৌলিক নিয়ম আছে, তদনুসারে উপ-
নয়ন করাইবে, অষ্টমাদিবৎসরের নিয়ম অপেক্ষণীয় নহে । ১—২ ।
মহাব্যাহতিপাঠপূর্বক উপনয়ন করাইয়া শিষ্যকে গুরুবেদ
অধ্যয়ন করাইবেন এবং শৌচাচার অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় বর্ণে
বিহিত ইহা শুদ্ধ ও ইহা অশুদ্ধ ইত্যাদি শিক্ষাপ্রদান করিবেন । ৩ ।
দ্বিজাতিকুল দক্ষিণকর্ণে যজ্ঞসূত্র সংস্থাপন করিয়া দিবা ও সন্ধ্যা-
সময়ে উত্তরাভিমুখে এবং রাজিতে দক্ষিণাভিমুখে মলমূত্র পরি-
ত্যাগ করিবে, তৎপর শুদ্ধাতার ব্রাহ্মণ উপস্থগ্রহণপূর্বক উঠিয়া
উক্ত তল ও মৃত্তিকাদ্বারা দুর্গন্ধ দূরীকরণার্থ হস্তমার্জন ও শৌচ
করিবে । ৪—৫ । জাহ্নবীর মধ্যে শরীর রাখিয়া পবিত্র স্থানে ।

শৌচং কুর্গ্যামহাত্মনঃ ॥ ৫ ॥ অন্তর্জানুঃ শুচৌ দেশ-
উপবিষ্ট উদযুজঃ । প্রাণা ত্রাক্ষণ জীর্ধেন দ্বিজোনিত্য-
মুপস্পৃশেৎ ॥ ৬ ॥ কনিষ্ঠাদেশিষ্ঠদৃষ্ঠমূলান্ত্রাং কর-
স্ত চ । প্রজাপতি-পিতৃব্রহ্ম-দৈবতীর্ধাননুক্ৰমাৎ ॥ ৭ ॥
ত্রিঃ প্রাণাপোহিরম্ভজ্য মুখান্ত্রিঃ সমুপস্পৃশেৎ ।
অস্তিত্ব প্রকৃতিস্মাভিঃ শীনাভিঃ ফেণবৃদ্ধদৈঃ ॥ ৮ ॥
কণ্ঠকণ্ঠাতানুনাভিত্ত যথারংখাং দ্বিজাতয়ঃ । শুক্লো-
ন্নত্ৰী চ শূদ্রশ্চ সঙ্কল্পস্ঠাভি রন্ততঃ ॥ ৯ ॥ স্নানং
তদৈবতৈর্নৈর্জৈর্সর্জকং প্রাণসংবহমঃ । সূর্য্যস্ত চাপ্যুপ-
স্থানং গায়ত্র্যাঃ প্রত্যহং জপঃ ॥ ১০ ॥ গায়ত্রীং শিরসা
সার্জ্যং জপেদ্যাহতিপুর্জিকাং । প্রতিপ্রণবসংযুক্তাং
ত্রিবারং প্রাণসংবহমঃ ॥ ১১ ॥ প্রাণায়ামস্ত সংশুদ্ধি-
হ্যচা তদৈবতেন তু । জপেদ্যাসীত সাবিজীং প্রত্যগা
ভারকোদয়াৎ ॥ ১২ ॥ সঙ্ক্যাং প্রাক্প্রাতরেবং হি
তিষ্ঠন্নাসূর্য্যদর্শনাৎ । অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্বাৎ সঙ্ক্যায়ো-
ক্ৰতয়োরপি ॥ ১৩ ॥ ততোহভিবাদয়েদ্ধূদানসাবহ-
মিত্তি ক্রবন্ । গুরুকৈবাপ্যুপাসীত স্বাধ্যায়ার্থং সমা-

উপবেশনপূর্ব্বক উত্তর অথবা পূর্ব্বমুখ হইয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মতীর্থ
অর্থাৎ বৃদ্ধাসুষ্ঠের মূল স্থানদ্বারা আচমন করিবে । কনিষ্ঠাঙ্গুলি
মূল প্রজাপতি তীর্থ, তর্জনীমূল পিতৃ তীর্থ, অঙ্গুষ্ঠমূল ব্রাহ্ম তীর্থ
এবং সর্ভাঙ্গুলির অগ্রভাগ দেবতীর্থ জানিবে । ৬—৭ । পুনোক্ত
ব্রাহ্মতীর্থে বারজর ক্রিষ্ণ জলপানপূর্ব্বক বারংবার ওষ্ঠাধর স্পর্শ
করিয়া বিজ্ঞক অর্থাৎ ফেণ ও বৃদ্ধ (পট্কা ভুড় ভুড়ি) রহিত
জলদ্বারা কনর, কণ্ঠ, তালু ও নাভিদেহ ক্রমে স্পর্শ করিবে, ত্রী
এবং পূর অঙ্কুতঃ একবার পর্য্যন্ত আচমন ও হৃদয়াদি স্পর্শ
করিলেও শুদ্ধ হইবে । ৮—৯ । প্রত্যহ সেই সেই দেবতারমন্ত্রদ্বারা
স্নান, অপোমার্জন, প্রাণায়াম ও সূর্য্যোপস্থাপন তদনন্তর প্রথমে
ঋণবক্ষ্য করিয়া মহাব্যাহতি (ওঁ হুঃ ওঁ ভূবঃ ওঁ স্বঃ) সহিত
গায়ত্রী জপদ্বারা ত্রিবার প্রাণায়াম করিবে । ১০—১১ । সেই দেব-
তার মন্ত্রজরদ্বারা প্রাণায়ামের শুদ্ধতা হইয়া থাকে, সায়ংসঙ্ক্যার
অনন্তর সঙ্ক্যাকর্ষণ পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করিবে এবং প্রাতঃসঙ্ক্যার
পরে সূর্য্যোপস্থাপন পর্য্যন্ত জপকরণানন্তর উত্তর সঙ্ক্যার বিভা বজ্রনিশা-
নসপূর্ব্বক “এই আমি প্রণত হইতেছি” বলিয়া তত্ত্বতঃ বৃদ্ধ-

হিতঃ ॥ ১৪ ॥ আব্রুতশ্চাপ্যধীসীত সর্গকান্মৈ নিবে-
দয়েৎ । হিতকাস্থাপরান্নিত্যং মনোবাকায়কর্ম্মভিঃ ॥
১৫ ॥ দণ্ডাজিনোপবীতানি মেখলাকৈব ধায়য়েৎ ।
দ্বিজেষু চারয়েন্মৈক্যমনিদেবান্নরন্তয়ে ॥ ১৬ ॥ আদি-
মধ্যাবসানেষু ভবেচ্ছন্দোপলক্ষিতা । ব্রাহ্মণঃ স্রজির-
বিশাং ভৈক্ষ্যং চর্য্যাদৃষথাক্রমং ॥ ১৭ ॥ কৃতান্তিকার্য্যো-
ভুঞ্জীত বিনীতা গুরুনুজয়া । আপোশানক্রিয়াপূর্ব্বং
সংকৃত্যন্নমকুংসয়ন্ ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মচর্য্যাস্থিতোহনৈক
মন্নমত্বাদনাপদি । ব্রাহ্মণঃ কামমগ্নীরাং প্রাক্ প্রাতঃ
মপীড়য়ন্ ॥ ১৯ ॥ নধুমাংসং তথা স্মিত্রমিত্যাदि
পরিবর্জ্জয়েৎ । স গুরুঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা বেদমস্মৈ প্রয়-
চ্ছতি ॥ ২০ ॥ উপনীয় দদাত্যেনমাচার্য্যঃ স প্রকী-
র্ত্তিতঃ । একদেশ উপাধ্যায় ঋত্বিগ্গজ্জকুদুচ্যতে ॥ ২১ ॥

গণকে প্রণাম করিবে, তৎপর অধ্যয়নার্থ সমাহিত হইয়া গুরু
সম্মিহিত হইবে । অধ্যয়নার্থ আহুত হইয়া অধ্যয়ন করিবে এবং
বাক্য, মনঃ ও কর্ম্মদ্বারা গুরুর হিততৎপর হইবে । ১২—১৫ ।
গুরুকে চন্দ্র ও যজ্ঞোপবীত প্রদানপূর্ব্বক মেখলাধারণ করাইবে,
নিজের উপজীবিকানির্ব্বাহার্থ অনিন্দিত অর্থাৎ স্নাতক পাচ-
কাদি ভিন্ন বিষ হইতে ভিক্ষা করিবে, তাহাতেও এই নিয়ম
রক্ষা করিতে হইবে যে, প্রথমে ব্রাহ্মণের নিকটে, মধ্যে ক্ষত্রিয়ের
নিকটে, অন্তে বৈশ্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া “মহাশয় ! আপনি
আমাকে ভিক্ষাপ্রদান করুন” এই বলিয়া ভিক্ষা করিবে । পরে
অগ্রকাষ্ঠ সমাধানপূর্ব্বক গুরুকর্ত্তক অমুজাত হইয়া আপোশান-
ক্রিয়াপূর্ব্বক অন্নসংস্কার অর্থাৎ পাত্রে যথানিয়মে স্থাপন ও
তুবাদি অপনয়ন করত অগ্নের নিক্ষেপ না করিয়া ভোজন করিবে ।
১৬—১৮ । ব্রহ্মচর্য্যনিয়মে নিরাপদে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক
বিধায় ব্রাহ্মণ অধিক আহার করিবে না । ব্রাহ্মণ স্বকীয় ব্রতো-
পথ্যত না হয়, প্রাক্প্রাত্রে একরূপ বৃদ্ধা ভোজন করিবে, কিন্তু
মদ্য, মাংস ও স্নিগ্ধ অর্থাৎ পর্য্যুসিতার ইত্যাদি বর্জন করিবে,
যিনি বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করান তিনি গুরু, যিনি উপনয়ন
প্রদায়পূর্ব্বক বেদশিক্ষা দেন তিনি আচার্য্য, যিনি কিংদংশ
অধ্যয়ন করান তিনি উপাধ্যায়, আর যিনি বজ্রকর্ত্তা তিনি
কৃষিক নামে অভিহিত হইবেন, ইহারা সঙ্কল্পেই আত্মপূর্ব্বক

এতে মান্যা যথাপূৰ্ণমেভ্যোমাতা গরীয়সী । প্রতি-
বেদং ব্রহ্মচর্য্যং দ্বাদশাকানি পঞ্চ বা ॥ ২২ ॥ গ্রহণা-
স্তিকমিত্যেকো কেশান্তশ্চৈব ষোড়শঃ । আবোড়শা-
দ্বিবিংশাচ্চ চতুর্বিংশাচ্চ বৎসরাং ॥ ২৩ ॥ ব্রহ্মক্ষত্র-
বিশাং কাল উপনয়নিকঃ পরঃ । অত উর্দ্ধং পত-
ন্ত্যেতে সর্ষধর্ম্মবিবর্জিতাঃ । সাবিদ্রীপতিতা ভ্রাত্যা
ভ্রাত্যন্তোমাদৃতে ক্রতোঃ ॥ ২৪ ॥ মাতুর্য়দগ্রে জায়ন্তে
দ্বিতীয়ং মোক্ষিবন্ধনং । ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশস্ত্র্যাদেতে
দ্বিজাতয়ঃ ॥ ২৫ ॥ যজ্ঞানাম্ তপসাত্মৈব শুভানাত্মৈব
কর্ম্মণাং । বেদএব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়স-করঃ
পরঃ ॥ ২৬ ॥ মধুনা পয়সা চৈব স দেবাঃ স্তপ্নয়েদ্বিজঃ ।
পি তু স্নান্যুতাত্যাক্ষ ঋচোহধীতে হি সোহব্রহ্ম ॥ ২৭ ॥
বজ্রঃ সাম পঠেত্তদ্বদধর্ষাদিরসং দ্বিজঃ । স্তপ্নয়েৎ
পিতৃদেবানু সোহব্রহ্ম হি যতায়ত্নৈঃ ॥ ২৮ ॥ বেদবাক্যং

মাননীয় কিন্তু এই সকল হইতেও মাতাই সর্ষাপেক্ষা গুরুতরী,
প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন করিবে অথবা দ্বাদশ বৎসর কিম্বা পঞ্চবর্ষ
ব্রহ্মচর্য্যনিয়মে অবস্থিত থাকিবে। ২২ । কোন মুনি বলেন, বেদা-
ধ্যয়নসমাপ্তি পর্য্যন্ত, অপর কোন মুনি বলেন কেশচ্ছেদন সংস্কার
যাবৎ ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিবে। ব্রাহ্মণের ষোড়শ বৎসর, ক্ষত্রিয়ের
দ্বাবিংশতিবৎসর, বৈশ্যের চতুর্বিংশতিবৎসর পর্য্যন্ত উপনয়নের
চরমকাল এই কালের মধ্যে উপনয়ন না হইলে ব্রাহ্মণাদি সকল
বর্গই পতিত হয়; তখন তাহাদিগের কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অধিকার
থাকে না। তাহারা ভ্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত আচরণ না করিলে
সাবিদ্রীপতিত হইয়া থাকে। ২৩-২৪। মাতার উদর হইতে জাত
হইয়া দ্বিতীয়বার মোক্ষিবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন সংস্কারদ্বারা জন্মান্তর
গ্রহণ হয়, এইহেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা দ্বিজাতি বলিয়া
জ্ঞাতিহিত হয়। ২৫। যজ্ঞ, তপস্যা ও শুভকর্ম্ম এই সকল কার্য্যের
মূলকারণ বেদ, অতএব একমাত্র বেদই দ্বিজাতিদিগের পরম
শ্রেয়ঃসাধন। ২৬। দ্বিজগণ মধু ও হৃৎদ্বারা দেবতাদিগের এবং মধু
ও যজ্ঞদ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করিবে। সেই ব্যক্তি প্রত্যহ
ঋত্বপাঠ করিয়া যজুর্বেদ ও ঈশবেদীয় শ্রাদ্ধবিহিতাংশ ও
অধর্ষবেদের আদিস আখ্যান পাঠ করে, যজ্ঞোদকদ্বারা পিতৃ-
গণকে পরিতৃপ্ত করিবে। ২৭-২৮। দ্বিজগণ প্রতিদিন বৈদিক

পুরাণঞ্চ নাবাংশসীশ্চ গাথিকাঃ । ইতিহাসাংস্তথা
বেদানু যোহধীতে শক্তিতোহব্রহ্ম ॥ ২৯ ॥ স্তপ্নয়েৎ
পিতৃনু দেবানু মাংসক্ষীরোদনাদিভিঃ । তে তৃপ্তা-
স্তপ্নয়েন্ত্যনং সর্ষকামফলৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩০ ॥ যৎ যৎ ক্রতু
মধীতে চ তস্মৈ তস্মাপ্নুয়াৎ ফলং । ভূমিদানস্মৈ তপসঃ
স্বাধ্যায়ফলভাক্ দ্বিজঃ ॥ ৩১ ॥ নৈষ্টিকো ব্রহ্মচারী তু
বসেদাচার্য্যসন্নিধৌ । তদ্ভাবেষু তনয়ে পত্ন্যাং বৈশ্বা-
নরেপি বা ॥ ৩২ ॥ অনেন বিধিনা দেহং সাধয়ে-
দ্বিজেষু স্ত্রিয়ঃ । ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি ন চেহ জায়তে
পুনঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বর্ষধর্ম্মো নাম

চতুর্নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ শৃণুস্ত মুনয়োধর্ম্মানু গৃহ-

অধ্যায়, পুরাণ ও তত্তদগাথা, ইতিহাস ও বেদ অর্থাৎ প্রত্যহ
যথাশক্তি গায়ত্রী পাঠ করিবে। ২৯। পিতৃদেবকে মাংস, ক্ষীরাদ
ও যজ্ঞোদকদ্বারা পরিতৃপ্ত করিলে, পিতৃগণও সন্তুষ্ট হইয়া
তাহাদিগকে শ্রেয়স্কর সর্ষাভিলষিত ফলপ্রদানদ্বারা কৃতার্থ করিয়া
থাকেন, ইহাতে যে যে যজ্ঞ কৃত এবং যে যে মন্ত্রাদি পাঠিত হয়,
শ্রাদ্ধকর্ত্তা তাহার সম্যক ফল লাভ করিবেন। ৩০। কর্ম্মনিষ্ঠ ব্রহ্ম-
চারী সেইসেই ক্রিয়া দ্বারা ভূমিদান ও তপস্যার ফলভোগ করতঃ
আচার্য্য সন্নিধানে বাস করিবে। আচার্য্য না থাকিলে আচার্য্য-
পুত্র, তদভাবে আচার্য্যপত্নী অস্ততঃ যথাবিধি সংস্কৃত্যগ্নি
সন্নিধানে সম্যকস্থিত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য নিষ্পাদন করিবে। ৩১। ৩২।
পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে যে ব্রাহ্মণ সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নিজ শরীর
ও স্বভাবকে ধর্ম্মকর্ম্মের সাধন করে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মলোকবাসী
হইবে, তাহাকে পুনর্বার ইহলোকে জন্ম ধারণ করিতে হইবে
না। ৩৩।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন । হে যত্যাচার্য্যপর মুনিগণ ! এইরূপ

স্বস্ত্য যতব্রতাঃ । গুরবে চ ধনং দত্ত্বা ভ্রাতৃ চ তদনু-
জ্ঞয়া ॥ ২ ॥ সবিশ্বতো ব্রহ্মচর্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ-
বহেৎ । অনন্তপুর্নিকাং কাস্তা-মসপিণ্ডাং যবায়সীং ॥ ৩ ॥
অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসমানাৰ্হগোত্রজাং । পঞ্চমাং
সপ্তমাদুর্দ্ধাং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা ॥ ৪ ॥ দ্বিপঞ্চনব-
বিখ্যাতাং শ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাং । সৰ্বণঃ শ্রোত্রি-
য়ো, বিদ্বান্ বরোদোষাশিতো ন চ ॥ ৫ ॥ যযুচ্যতে
ষিদ্ধাভীনাং শূদ্রাদারোপণংগ্রহঃ । ন তন্মম মতং
যস্মান্ত্রায়াং জায়তে স্বয়ং ॥ ৬ ॥ তিস্রোবর্ণানুপূৰ্ণেণ
হে তথৈকা যথাক্রমং । ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যাং
বা শূদ্রজন্মনঃ ॥ ৭ ॥ ব্রাহ্মোবিবাহ আহুয় দীয়তে
শত্ব্যলঙ্কৃতা । তজ্জঃ পুনাত্যভয়তঃ পুরুষানেকবিংশ-

গৃহস্থধর্ম বলিতেছি শ্রবণ কর, শিষ্য গুরুকে দক্ষিণা প্রদান ও
গুরুর অনুজ্ঞাগ্রহণ করিয়া বিধিপূর্বক স্নান করতঃ ব্রহ্মচর্য্য
সমাপনান্তে স্ত্রীলক্ষণা অনন্তপূর্ণা (যে কন্ডার সহিত পূর্বে
অন্ত কাহারও বিবাহাবধারণ হয় নাই) কমনীয়া, অসপিণ্ডা,
সংশক্তা, গুণজ্ঞা, অরোগিণী, সভ্রাতৃকা অর্থাৎ যাহার
সহোদর আছে, অসমানগোত্রা ও ঋষিবংশীয়া কন্ডা বিবাহ
করিবে । মাতামহ হইতে পঞ্চম ও পিতা হইতে সপ্তম পুরুষ
ত্যাগ করিয়া কন্ডা পরিগ্রহ করিবে । ১—৪ । শ্রোত্রিয়কুলোৎ-
পন্ন সমানবর্ণ, বিদ্বান, শ্রোত্রিয় ও দোষরহিত বরকেই বিবাহ-
কার্য্যে মনোনীতকরিবে । ৫ । অন্ত মুনিগণ যে “শূদ্রকন্ডাকে
ব্রাহ্মণ বিবাহ করিতে পারে” বলিয়া থাকেন, তাহা আমার
মত নহে, যেহেতু ঐ শূদ্রা ক্রীতে পুত্ররূপে আত্মাই জন্মগ্রহণ
করিয়া থাকে, অতএব ব্রাহ্মণের শূদ্রকন্ডা বিবাহ নিষিদ্ধ ॥ ৬ ॥
যেহেতু ষিদ্ধাভির শূদ্রাবিবাহ আমার অভিমত নহে, অতএব
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকন্ডা, ক্ষত্রিয়কন্ডা ও বৈশ্যকন্ডা এই তিনটি
বিবাহ করবে । ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কন্ডা ও বৈশ্যকন্ডা এই দুইটি
এবং বৈশ্য কেবল বৈশ্যকন্ডামাত্র বিবাহ করিতে পারে । শূদ্র
কেবল শূদ্রকন্ডাই বিবাহ করিবে । ৭ । বরকে যথাবিধি আহ্বান
করিয়া সাধ্যাক্রূপ অলঙ্কৃতা কন্ডা প্রদান করিবে এইরূপ
বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া থাকে । সেই ব্রাহ্মবিবাহে
‘বিবাহিতা ক্রীত গর্ভজাত পুত্র একবিংশতি পুরুষ অর্থাৎ পিতৃ-
কুলের চতুর্দশ পুরুষ, মাতামহকুলের ষট্ পুরুষ ও আপনাকে

তিম্ ॥ ৮ ॥ যজ্ঞস্থায়তিজৈ দৈব মাদার্য্যস্ত গোযুগাং ।
চতুর্দশপ্রথমজঃ পুনাত্যন্তরজশ্চ ষট্ ॥ ৯ ॥ ইত্যুক্তা চ
রতাং ধর্ম্মং সহ যা দীয়তেহর্ষিনে । সকারঃ পাবয়েৎ
তজ্জং ষড়্‌বংশানাত্মনা সহ ॥ ১০ ॥ আশুরো দ্রবিণা-
দানাদ্ গান্ধর্ব্বঃ সময়াশ্লিথঃ । রাক্ষসো যুদ্ধহরণাং
পৈশাচঃ কণ্ডকাচ্ছলাং ॥ ১১ ॥ চন্দ্রারো ব্রাহ্মণস্তাতা-
স্তথা গান্ধর্ব্বরাক্ষসৌ । রাজস্বথামুরো বশ্যো শূদ্রে-
চাস্ত্যস্ত গর্হিতঃ ॥ ১২ ॥ পাণিগ্রাহঃ সৰ্বণাম্ গৃহীত
ক্ষত্রিয়া শরং । বৈশ্যা প্রতোদমা-দদ্যাৎসেদনে চাগ্র-
জন্মনঃ ॥ ১৩ ॥ পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো-
জননী তথা । কন্যাপ্রদঃ পূর্ননাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ-

পাপ ও নরক হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে । ৮ । যজ্ঞস্থিত
পুরোহিতের নিকট কন্ডাসমর্পণকে দৈববিবাহ, বর হইতে দুইটি
গো গ্রহণ করিয়া ঐ গো ঘরের সহিত কন্যাদানকে আৰ্য-
বিবাহ, দৈববিবাহে পরিণীতা কন্ডার গর্ভজাত সন্তান চতুর্দশ-
পুরুষ এবং আৰ্যবিবাহে বিবাহিত কন্ডার গর্ভোৎপন্ন পুত্র ষট্-
পুরুষ পবিজ্ঞ করিয়া থাকে । ৯ । “তুমি এই কন্যার সহিত
ধর্ম্মাচরণ কর” এই নিয়ম পূর্বক কন্যা সমর্পণকে প্রাজাপত্য-
বিবাহ বলে; প্রাজাপত্যবিবাহে পরিণীতা কন্ডার গর্ভজাত পুত্র
নিজের সহিত ষট্ পুরুষ উদ্ধার করে । ১০ । ধনগ্রহণপূর্বক
কন্যাদান করিলে সেই বিবাহের নাম আশুরবিবাহ । বরকন্যার
পরস্পর অমুরাগবশতঃ যে বিবাহ সম্পন্ন হয়, তাহাকে গান্ধর্ব-
বিবাহ বলে । যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে বলপূর্বক কন্যা হরণ করিয়া
আনিয়া বিবাহ করিলে সেই বিবাহকে রাক্ষসবিবাহ বলা
যায় । এবং ছল অর্থাৎ নিদ্রিতা, উন্মত্তা কিম্বা নির্জ্ঞানস্থান-
গতা বালাকে অনিচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিলে,
তাহাকে পৈশাচবিবাহ কহে । ১১ । ব্রাহ্ম, দৈব, আৰ্য ও
প্রাজাপত্য এই ত্রিবিধ বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত, গান্ধর্ব্ব ও
রাক্ষস এদ্বিবিধ বিবাহ ক্ষত্রিয়ের, আশুর বিবাহ বৈশ্যের এবং
নিকট পৈশাচবিবাহ শূদ্রকন্ডার প্রশস্ত জানিবে । ১২ । বিবাহ
সময়ে ব্রাহ্মণকন্ডা কেবল বরের হস্তগ্রহণ করিবে, ক্ষত্রিয়কন্ডা
শূর, বৈশ্যবালিকা প্রতোদমা অর্থাৎ অখাদির তাড়নদণ্ড গ্রহণ
করিবে । ১৩ । কন্ডাদানবিষয়ে প্রথমতঃ পিতা তৎপন্ন পিতামহ,
ভ্রাতা, সকুল্য (দশমপুরুষপর্য্যন্ত জাতি) ও মাতা ইহারাই

পরঃ ॥ ১৪ ॥ অশ্রয়চ্ছন্ সমাপ্নোতি জগহত্যা মৃত্যু-
 ১৫ ॥ সক্রুৎ প্রদীয়তে কন্যা হরন্ত্যং চৌরদণ্ডভাক্ ।
 অদুষ্টাং হি তাজন্ দণ্ড্যঃ স্তুত্বষ্টান্ত পরিত্যজেৎ ॥ ১৬ ॥
 অশ্রুতীং গুরুনুজাতো দেবরঃ পুত্রকাম্যয়া । সপিণ্ডো-
 বা সগোত্রো বা মৃত্যুভ্যক্তো ঋতাবিয়াৎ ॥ ১৭ ॥
 আগর্ভসম্ভবং গচ্ছৎ পতিতস্তন্যথা ভবেৎ । অনেন
 বিধিনা জাতঃ ক্ষেত্রপস্য ভবেৎ সূতঃ ॥ ১৮ ॥ কুতাধি-
 কারাং মলিনাং পিণ্ডমাত্রোপসেবিনীং । পরিভূতা-
 মধঃশয়াং বাসনৈশ্চ্যভিচারিণীং ॥ ১৯ ॥ সোমঃ শৌচং
 দদৌ তাসাং গন্ধর্কশ্চ শুভাংগিরং । পাবকঃ সর্কদা-

মেধ্যো মেধ্যা বৈ যোষিতোহুতঃ ॥ ২০ ॥ ব্যভিচার-
 দৃতেহশুদ্ধেগর্ভত্যাগং কৰোতি য়া । গর্ভভর্তৃবধে তাসাং
 তথা মহতি পাতকে ॥ ২১ ॥ সুরাপী ব্যাধিতা
 দ্বেষ্টী বিহর্তব্য্য প্রিয়স্বদা । ভর্তব্য্য চাতুধা ছেন ঋষ-
 য়োহি ভবেন্মহৎ ॥ ২২ ॥ যত্রাবিরোধং দম্পত্যোস্ত্রি-
 বর্গস্তত্র বর্জিতে । মৃতে জীবতি য়া পত্যো য়া মাতৃমুপ-
 গচ্ছতি ॥ ২৩ ॥ সেহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি মোদতে চোন্ময়া-
 সহ । শুদ্ধাং ত্যজন্তু ত্রীয়াংশং দত্তাদাভরণ-
 স্ত্রিয়াঃ ॥ ২৪ ॥ স্ত্রীভির্ভর্তৃবচঃ কার্য্যমেবধর্ম্মঃ পরঃ স্ত্রিয়াঃ ।
 ষোড়শর্তু নিশাঃ স্ত্রীণাং তাম্ যুথাস্থ সংবিশেৎ ॥
 ২৫ ॥ ব্রহ্মচারী চ পর্কণ্যাশ্চতস্ত্রস্ত বর্জয়েৎ । এবং

অধিকারী ইহাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ পতিত্বাদি-
 দোষ রহিত তাহাদিগের মধ্যে পূর্ব পূর্ব অধিকারীর অভাবে
 পরবর্তী ব্যক্তিকে কন্যাদানের অধিকারী জানিবে । ১৪ । উক্ত
 কন্যাদানাদিকারীগণের মধ্যে যদি কেহ সময় মধ্যে কন্যাদান
 না করে, তবে ঐ কন্যার প্রতিষেধেই তাহার জগহত্যা-
 জনিত পাপভাগী হইবে । পূর্বোক্ত কন্যাদানাদিকারীগণের
 মধ্যে কেহই না থাকিলে কন্যা স্বয়ম্বর স্বীকার করিবে । ১৫ । এক
 বারমাত্রই কন্যাদান করিবে, সেই বিবাহিত কন্যা যদি কেহ
 হরণ করে, তবে সেই ব্যক্তি চৌর্য্যদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে । আর
 যদি কোন ব্যক্তি অদুষ্টা স্ত্রীকে পরিত্যাগ কবে, তাহা হইলে
 সেই পতিও দণ্ডনীয় হইবে । আর অত্যন্ত দুষ্টা স্ত্রীকে পরি-
 ত্যাগ করিবে । ১৬ । অপুত্রা স্ত্রী যদি পুত্রাভিলাষিণী হয়, তবে
 ঋতুদি গুরুজনের আজ্ঞাগ্রহণপূর্বক যতদূর অভ্যক্তদেহ
 দেবর কিম্বা সপিণ্ডদ্বারা পুত্রোৎপাদন করিবে । ১৭ । যে
 পর্গাস্ত গর্ভসঞ্চার হয়, সেই পর্গাস্ত ঋতুকালে গমন করিবে,
 ঐহার অন্তথা করিলে সেই ব্যক্তি পাপী হইবে, উক্ত নিয়মামু-
 সারে যে পুত্র উৎপাদিত হয়, সেই পুত্র ক্ষেত্রপতি অর্থাৎ
 স্বামীরই হইবে । ১৮ । যদি কোন স্ত্রী আপন ইচ্ছাবশতঃ
 ব্যভিচারিণী হয়, তবে তাহাকে মলিন বস্ত্রাদি ও অন্নমাত্র প্রদান
 করিয়া নিজগৃহে ভূমিশয়্যার সঙ্গ করাইবে । ১৯ । স্ত্রীগণ
 স্বভাবতঃই শুদ্ধা ; যেহেতু চন্দ্র তাহাদিগকে পবিত্রতা ও গন্ধর্ক
 মধুর বচন প্রদান করিয়াছেন, এজন্য ব্যভিচারাদি দোষ

রহিতা যোষিৎগণকে অগ্নির ত্রায় স্বভাব শুদ্ধা জানিবে । ২০ ।
 কিন্তু যদি স্ত্রী ব্যভিচারদোষে দূষিত হইয়া শুদ্ধির নিমিত্ত গর্ভ-
 বিনাশ করে, কিম্বা পতিঘাতিনী হয় এবং মহাপাপে লিপ্ত থাকে
 অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, সুরবর্ণ চৌর্য্যাদি পাপকর্ম্ম করে
 কিম্বা পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ পাতকের সংসর্গকারিণী হয় এবং
 মদ্যপানিনী কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্তা ও ভর্তৃদ্বেষ্টা হয়, তবে তাহা-
 দিগকে পরিত্যাগ করিবে । আর যদি সেই স্ত্রী প্রিয়ভাষিণী
 হয়, তবে তাহাকে সমুচিত ভরণপোষণ করিবে । হে ঋষিগণ !
 তদন্যথায় স্বামীকে মহাপাতকী হইতে হইবে । ২১—২২ ।
 যে গৃহে স্বামী ও স্ত্রীর কলহ না থাকে, সেই গৃহে ধর্ম্ম ও অর্থ
 বর্দ্ধিত এবং মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে । যে রমণী স্বামীর
 মরণান্তে জীবিত থাকিয়া ইন্দ্রিয়চরিতার্থহেতু অন্য পুরুষকে
 আশ্রয় না করে, সেই নারী ইহলোকে যশস্বিনী হইয়া পর-
 লোকে ভগবতীর সহিত জীড়া করিবে । আর শুদ্ধা অর্থাৎ
 সদগুণসম্পন্ন ও পতিব্রতা স্ত্রীকে যদি স্বামী পরিত্যাগ করে,
 তবে ঐ স্ত্রীর ভরণপোষণের নিমিত্ত স্বামীকে দায়ী হইতে
 হইবে । ২৩—২৪ । সর্কদা ভর্তার বাক্য রক্ষা করাই নারীগণের
 পরম ধর্ম্ম । ঋতুর প্রথম দিবস হইতে ষোড়শরাত্র স্ত্রীদিগের
 ঋতুকাল, তন্মধ্যে পুত্রকামী স্বামী যুগ্মদিনে স্ত্রীসংসর্গ করিবে । ২৫
 আর যাহারা ব্রহ্মচর্য্য আশ্রয় করিবে, তাহার পর্ক অর্থাৎ চতু-
 দশী, অষ্টমী, অশীষষ্ঠা পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে জায়েপভোগ
 করিবে না এবং ব্রহ্মচারীর পক্ষে ঋতুর আদ্য রাতিচতুর্দশ

গচ্ছনু স্ত্রিয়ং কামান্নবাং মূল্যং বর্জয়েৎ ॥ ২৬ ॥
 নক্ষণ্যং জনয়েদেবং পুত্রং রোগবিবর্জিতং । যথা-
 কামী ভবেদ্বাপি স্ত্রীণাং স্মরমনুস্মরনু ॥ ২৭ ॥
 স্বদার-নিরতশ্চৈব স্ত্রিয়োরক্ষ্য। যতন্ততঃ । ভর্তৃ জাত-
 পিতৃজাতি-স্বশ্রুশ্রুতদেবরৈঃ ॥ ২৮ ॥ বহুভিষ্ঠ স্ত্রিয়ঃ
 পুজ্যা ভুগণাচ্ছাদনাশনৈঃ । সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা
 ব্যগ্রপরাঙ্কুখী ॥ ২৯ ॥ স্বশ্রুশ্রুতরয়োঃ কুর্যাৎ পাদয়ো
 বন্দনং সদা । ক্রীড়াশরীর-সংস্কার-সমাজোঃসব-
 দর্শনং ॥ ৩০ ॥ হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিত-
 ভর্তৃক। । রক্ষ্যেৎ কন্যাং পিতা বাল্যে যৌবনে পতি-
 রেব তাং ॥ ৩১ ॥ বার্কক্যে রক্ষতে পুত্রোহন্যথা জাত-
 যন্তথা । পতিং বিনা ন তিষ্ঠেত দিবা বা যদি বা
 নিশি ॥ ৩২ ॥ জ্যেষ্ঠাং ধর্মবিধৌ কুর্য্যান্ন কনিষ্ঠাং

অত্যন্ত নিষিদ্ধ । ঋতুকালে পত্নীসন্তোগে মথানক্ষত্র ও মূল্য
 নক্ষত্র পরিত্যাগ করিবে । ২৬ । উক্ত নিয়মে উৎপাদিত সন্তান
 সুন্দর, সবল ও ব্যাধিরহিত হইবে । আর স্ত্রী যদি সন্তোগেচ্ছা
 প্রকাশ করে, তবে স্বস্তীতে অমুরক্ত স্বামী পূর্বোক্ত যুগ্মরাত্রি ও
 নক্ষত্রবিচার পরিত্যাগ করিতে পারে । ২৭ । সর্বত্রই স্ত্রীগণকে
 স্বামী, ভ্রাতা, পিতা, জাতি, স্বশ্রু ও দেবর রক্ষা করিবে এবং
 অলঙ্কার, বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট ভোজ্যাদি দ্বারা সন্মান্য তাহাদিগের
 পরিতোষসাধন করিবে । ২৮—২৯ । আর স্ত্রীগণও প্রতিদিন
 স্বশ্রু ও স্বশ্রুকে নমস্কার করিবে এবং গৃহোপকরণ সামগ্রী
 সকল যথাবৎ মার্জনা দি সংস্কারপূর্বক সুপ্রণালীতে রক্ষা
 করিবে । আর অত্যন্ত ব্যগ্র পরাঙ্কুখী অর্থাৎ মিতব্যয়ে রত্ন
 করিবে এবং ভর্তা প্রবাসগমন করিলে পত্নী দ্যুতক্রীড়া, শরীর
 সংস্কার অর্থাৎ বেশভূষা চাক্চিক্য সাধন পরিত্যাগ করিবে
 এবং গীতবাদ্যাদির সভা ও বহুলোকসঙ্কীর্ণ উৎসবাদি বিশিষ্ট
 কোন গৃহে যাইবে না । এবং হস্ত পরিহস্ত এবং পরগৃহে
 গমন ও শয়নাদি সর্বথা পরিত্যাগ করিবে । নারীগণ বাল্য-
 কালে পিতাকর্তৃক, যৌবনাবস্থায় স্বামীকর্তৃক, বৃদ্ধাবস্থায় সন্তান-
 কর্তৃক এ সমস্ত না থাকিলে অন্ততঃ জাতিকর্তৃক শাসিত হইয়া
 থাকিবে । স্ত্রীগণ স্বামীর অসমভিব্যাহারে দিবা অথবা
 রাত্রিতে অন্য স্থানে থাকিবে না । ৩০—৩২ । আবার স্বামী ও স্ত্রীর
 পত্নীকে ধর্মকর্মাদিতে প্রশস্ততর জ্ঞান করিবে । কোনমতেই

কদাচন । দাহয়েদগ্নিহোত্রেণ স্ত্রিয়ং যন্তবতীং পতিঃ ॥
 ৩৩ ॥ আহরেদু বিধিবদ্ধারানগ্নিকৈবাবিলম্বিতঃ । হিতা
 ভর্তৃদ্বিবং গচ্ছেদিহ কীর্তী রবাপ্য চ ॥ ৩৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে গৃহস্বধর্মনির্ণয়োনাম
 পঞ্চনবতিতমোঃ অধ্যায়ঃ ॥

ষষ্ঠবতিতমোঃ অধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ বক্ষ্যে শঙ্করজাত্যাং গৃহ-
 স্বাদিবিধিং পরং । বিপ্রাং মূদ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রি-
 য়াং বিশঃ স্ত্রিয়াং ॥ ২ ॥ জাতোহন্যস্ত শূদ্রায়াং নিষাদঃ
 পর্দতোপি বা । মাহিষ্যঃ ক্ষত্রিয়াজাতো বৈশ্যায়
 স্নেহসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥ শূদ্রায়াং করণে বৈশ্যাদ্বিহানেষ
 বিধিঃ স্মৃতঃ । ব্রাহ্মণ্যং ক্ষত্রিয়াং স্মৃতো বৈশ্যাদৈ-
 দেহকস্তথা ॥ ৪ ॥ শূদ্রাজাতস্ত চাণ্ডালঃ সর্ববর্ণবিগ-
 হিতঃ । ক্ষত্রিয়ায়াং মাগধো বৈশ্যচ্ছূদ্রা ক্ষেত্রাবমেব
 চ ॥ ৫ ॥ শূদ্র্যামযোগবৎ বৈশ্য জনয়ামাস বৈ স্মৃতং ।

পতিব্রতা স্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞা করিবে না এবং পত্নীর মৃত্যু হইলে
 অগ্নিহোত্র যজ্ঞানলদ্বারা স্ত্রীকে দাহ করিবে, পরে পুনর্বাস
 যথাবিধি অবিলম্বে দারগ্রহণ ও অগ্ন্যধান করিবে, ভর্তৃদেব
 চিত্তেবশী পত্নী হইলোকে কীর্তি ও পরলোকে স্বর্গগামিনী
 হইবে ॥ ৩৩—৩৪ ॥

ষষ্ঠবতিতম অধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন । অতঃপর শঙ্কর জাতির উৎপত্তি ও
 গৃহস্থ দিগের প্রকৃতধর্ম বলিতেছি । বিপ্রহইতে ক্ষত্রিয়ান্তে
 ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকন্যাতে অশ্রুত (বৈদ্য) আর শূদ্রাতে নিষাদ
 (ব্যাধ) অথবা পর্বতনামক জাতি বিশেষ অন্ত্রিয়াছে এবং
 বৈশ্যতে ক্ষত্রিয় হইতে মাহিষ্য (স্নেহ) জাতি বিশেষ)
 অন্ত্রিয়াছে । শূদ্রাতে বৈশ্য-হইতে করণ, ব্রাহ্মণ্যতে ক্ষত্রিয়
 হইতে স্মৃত, বৈশ্য হইতে বৈদ্য ও শূদ্র হইতে সর্বধর্মবহির্ষু
 চাণ্ডাল উৎপন্ন হইয়াছে, আর ক্ষত্রিয়াতে মাগধ, শূদ্রাতে

• মাহিষ্যেণ করণ্যাস্তু রথকারঃ প্রজায়তে ॥ ৩ ॥ অসং-
 স্কৃত্য স্ত বৈ জ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ । জাত্যুৎ-
 কৰ্ধাদ্বিজো জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেহপি বা ॥ ৭ ॥ ব্যত্যায়ে
 কৰ্ম্মণাং সাম্যে পূৰ্ব্ববচ্ছোত্তরাবরং । কৰ্ম্ম স্মার্ত্তং
 বিবাহশ্চৌ কুর্ন্বীত প্রত্যহং গৃহী ॥ ৮ ॥ দানকাল-
 দূতে বাপি শ্রোতং বৈবাহিকান্মিহ । শরীরচিন্তাং
 নির্বৃত্ত্য কৃতশৌচবিধির্দ্বিজঃ ॥ ৯ ॥ প্রাতঃ সন্ধ্যা-
 মুপাসীত দন্তধাবনপূৰ্ব্বকং । হস্তায়ৌ সূর্য্যদৈবত্যান্
 জপেনম্রতান্ সমাধিতঃ ॥ ১০ ॥ বেদার্থানধিগচ্ছেত
 শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ । যোগক্ষোমাদিসিদ্ধার্থমুপেয়া-
 দীশ্বরং গৃহী ॥ ১১ ॥ স্নাত্বা দেবান্ পিতৃশৈব তর্পয়ে
 দর্শয়েত্তথা । বেদানথ পুরাণানি সেতিহাসানি
 শক্তিতঃ ॥ ১২ ॥ জপযজ্ঞানুসিদ্ধার্থং বিজ্ঞাধ্যাত্মিকীং
 জপেৎ । বলিকৰ্ম্মস্বধাহোম-স্বাধ্যায়াতিথি-সংক্রিয়াঃ ॥
 ১৩ ॥ ভূতপিত্রমরব্রহ্ম মনুষ্যাণাং মহামখাঃ । দেবে-

বৈশ্ব কৰ্জুক অযোগব নামে জাতি বিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে এবং
 এবং মাহিষ্য কৰ্জুক করণ জাতীয় জীতে রথকার (সুতারের)
 জন্ম হয়। ১৬। এইরূপ অনুলোম বিলোমে যে সকল সন্ধর জাতির
 উৎপত্তি হয়, তাহারা অপকৃষ্ট জাতি মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে।
 যশ্বেণ উৎকর্ষণপূৰ্বে জাতিগত উৎকর্ষণপূৰ্ব্ব হইয়া থাকে।
 অতএব দ্বিজাতিগণ সকলের প্রধান হইয়াছে। যে উৎকৃষ্ট
 কৰ্ম্ম করে, তাহার উত্তম কুলে আর যে অপকৃষ্ট কৰ্ম্ম করে, তাহার
 অপকৃষ্ট কুলে জন্ম হয়। গৃহিগণ বিবাহ দিবসীয় সংস্কৃত অগ্নিকে
 রক্ষা করিয়া তাহাতে স্নাত্ত নিত্য হোম করিবে। যদি কন্তা
 সংপ্রদান দিনে হোম না করা যায়, তবে বিবাহাগ্নিতে শ্রুত
 হোম নিকাহ করিবে। ৭—৯। ব্রাহ্মণ প্রত্যুষে গাত্রোধান করিয়া
 আগামী দিবসের শরীর চিন্তা নিশ্চাদিন পূৰ্ব্বক শৌচাদি ক্রিয়া
 সমাপনান্তে দন্তধাবন করিয়া প্রাতঃ সন্ধার উপাসনা করিবে।
 ১০। তৎপরে সূর্য্যাদি দেবতার হোম করিয়া মন্ত্র জপকরিবে এবং
 বেদাদি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নার্থ মনোনিবেশ করিবে। পরে
 যোগসাধনের মঙ্গলার্থ ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। ১০—১১। তৎ-
 পর মধ্যাহ্ন সময়ে স্নান করিয়া পিতৃতর্পণ, শ্রাদ্ধ, বেদ, পুরাণ, ইতি-
 হাস ও জপযজ্ঞাদি সিদ্ধার্থ আধ্যাত্মিকা বিদ্যা পূজ করিবে, এবং
 বলিউবশ্চকৰ্ম্ম, অধ্যয়ন, হোম, অতিথিসংকার ও পিতৃাদিরতর্পণ

ভ্যস্ত হতং চার্ম্মো ক্ষিপেৎ ভূতবলিং হরেৎ ॥ ১৪ ॥
 অন্নং ভূমৌ চ চাণ্ডালবায়সেভ্যশ্চ নিক্ষিপেৎ । অন্নং
 পিতৃমনুষ্যেভ্যো দেয়মপ্যম্বহং জনং ॥ ১৫ ॥ স্বাধ্যা-
 ন্নমম্বহং কুর্য্যন্ন পচেচ্চান্নমাত্মনে । বালস্বধাসিনীর্ক
 গৰ্ভিণ্যাতুরকন্তকাঃ ॥ ১৬ ॥ সংভোজ্যাতিথিকৃত্যাং
 শ্চ দম্পত্যোঃ শেষভোজনং । শ্রোণাশ্বিহোমবিধিনা-
 ন্মীয়াদন্নমকুৎসয়ন্ ॥ ১৭ ॥ • মিতং বিপাকঞ্চ হিতং
 ভক্ষ্যং বালাদিপূৰ্ব্বকং । আপোশানেনোপরিষ্ঠা-
 দধস্তাচৈব ভূজ্যতে ॥ ১৮ ॥ অনন্নমন্নতথৈব কার্য্যমন্নং
 দ্বিজস্মনা । অতিথিভ্যস্ত বর্ণেভ্যো দেয়ং শক্ত্যনু-
 পূৰ্ব্বশঃ ॥ ১৯ ॥ অপ্রণম্যোহতিথিঃ সোহয়মপি নাত্ন
 বিচারণা । সংহত্য ভিক্ষবে ভিক্ষা দাতব্য্য স্তব্রতায়
 চ ॥ ২০ ॥ আগতান্ ভোজয়েৎ সৰ্ব্বান মহোক্ষং

করিবে। ১২—১৩। ভূতগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ ও
 মনুষ্যদিগের প্রীতিজনক কার্য্যদ্বারা দিনান্তিপাত করিবে
 এবং অগ্নিতে দেবতার উদ্দেশে হোম করিয়া প্রানিগণের তৃপ্ত্যর্থ
 বলিপ্রদান করিবে। ১৪। পরে কাক ও চণ্ডালগণের নিমিত্ত
 ভূমিতে অন্নক্ষেপ করিবে। এইরূপে প্রত্যহই পিতৃশ্রাদ্ধ, মনুষ্য-
 দিগকে অন্নদান ও জলদান করিবে। ১৫। প্রতিদিন অধ্যয়ন
 করিবে কিন্তু আপনার আহারার্থ অন্নপাক করিবে না,
 বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, গৰ্ভিণী ও গীড়িত ব্যক্তিগণকে অগ্রে
 ভোজন করাইয়া গৃহস্থামী ও পত্নী সৰ্ব্বান্তে ভোজন করিবে।
 ভোজনের পূর্বে পঞ্চপ্রাণকে পঞ্চাহুতি প্রদান করিয়া ভোজনীয়
 অন্নব্যঞ্জনের নিন্দা না করিয়া ভোজন করিবে। ১৬—১৭। পরি-
 মিত ও সুখলীর্ণ ভক্ষ্যবস্ত্ত সন্তানসন্ততিকে অগ্রে ভোজন
 করাইয়া নিজে ভোজন করিবে এবং ভোজনের পূর্বে ও
 ভোজনান্তে আপোশান কৰ্ম্ম অর্থাৎ আচমন করিবে। ১৮।
 ব্রাহ্মণগণ অন্নপাক করিয়া কোন পাত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া
 রাখিবে, সৰ্ব্ববর্ণ আগন্তু অতিথিকে যথাশক্তি অন্নপ্রদান
 করিবে। ১৯। সেই অতিথি যদি অনমস্ক হয়, তথাপি সে
 অতিথিবিধায় মাননীয়, ইহাতে সন্দেহমাত্রও করিবে না।
 গৃহস্থ যদি অসম্পন্ন হয়, তথাপি আহরণ করিয়াও পবিত্রজীক
 ভিক্ষুকে ভিক্ষা প্রদান করিবে। ২০। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অতিথি

শ্রোত্রিয়ায় চ । প্রতিসংবৎসরং ত্র্যচাঃ স্নাতকাচার্য্য-
পার্ধিবাঃ ॥ ২১ ॥ প্রিয়োবিবাহশ্চ তথা যঃ প্রত্নদ্বিগুজঃ
পুনঃ । অধ্বনীনোহতিথিঃ প্রোক্তঃ শ্রোত্রিয়ো বেদ-
পারগঃ ॥ ২২ ॥ স্নাত্তাবেতো গৃহস্থস্য ব্রহ্মলোকমভী-
শতঃ । পরপাকরুচিন্সাদনিন্দ্যামব্রণাদৃতে ॥ ২৩ ॥
বাকুপাণিপাদচাপল্যং বর্জয়েচ্চাতিভোজনং । শ্রোত্রি-
য়স্বাতিথিং তুণ্ডমাসীমান্তাদনুব্রজেৎ ॥ ২৪ ॥ অহঃ
শেষং সহানীত শিষ্টৈরিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ । উপাস্য পশ্চিমাং
সন্ধ্যাং হত্বাগ্নৌ ভোজনমুত্তমং ॥ ২৫ ॥ কুর্যাদ্ভূতৈঃ
সমায়ুক্তৈশ্চিস্তয়েদাঙ্গনো হিতং । ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে
চোখায় স্নাত্তো বিপ্রোধনাদিভিঃ ॥ ২৬ ॥ ব্রহ্মার্ভাণাং
সমাদেয়ঃ পশ্চাৎ বৈ ভারবাহিনাং । ইজ্যাধ্যয়নদানাদি
বৈশ্বস্য ক্ষত্রিয়স্য চ ॥ ২৭ ॥ প্রতিগ্রহোদিকো বিপ্রো
যাজনাধ্যাপনে তথা । প্রধানং ক্ষত্রিয়ে ধর্মঃ প্রজানাং

প্রতিপালনং ॥ ২৮ ॥ কুর্ষীদকৃষিবানিজ্যং পশুপাল্যং
বিশঃ স্মৃতং । শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা দ্বিজো যজ্ঞং ন
হাপয়েৎ ॥ ২৯ ॥ অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়-
সংযমঃ । দমঃ ক্ষমার্জবং দানং সর্কেষাং ধর্মসামানং ।
আচরেৎ সদৃশীং ব্রতীমজিহ্বামশঠাস্তথা ॥ ৩০ ॥ ত্রৈ-
বার্ষিকাদিকান্নো যঃ স সোমং পাতু-মর্হতি । স্নাদন্নং
বার্ষিকং যস্য কুর্য্যাৎ প্রাক্ সৌমিকীং ক্রিয়াং ॥ ৩১ ॥
প্রতিসংবৎসরং সোমঃ পশুপ্রত্যয়নং তথা । কর্তব্য্য
গ্রহণেষ্টিশ্চ চাতুর্মাস্যানি যজ্ঞতঃ ॥ ৩২ ॥ এযামসম্ভবে
কুর্যাদিষ্টিং বৈশ্বানরীং দ্বিজঃ । হীনদ্রব্যং ন কুর্সীত
সতি দ্রব্যো ফলপ্রদং ॥ ৩৩ ॥ চাণ্ডালো জায়তে যজ্ঞ-
করণাচ্ছূদ্রভিক্ষিতাৎ । যজ্ঞার্থলক্ষ্যাদদ্যাস্তাসঃ কাকো-
হপি বা ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ কুশূলকুন্তী ধাত্তো বা ত্রৈহিকঃ

রূপে উপস্থিত হইলে তাহাকে ভোজনার্থ মহোক্ষ প্রদান
করিবে, প্রতিবৎসর স্নাতক, আচার্য্য, রাজা, সূহৃৎ, বৈবাহিক
ও বিপন্নব্যক্তিদিগকে ভোজনাদি দ্বারা প্রীত করা বিধেয় । বেদ-
পারগব্রাহ্মণকে শ্রোত্রিয় এবং পথিককে অতিথি বলে ॥ ২১।২২ ॥
শ্রোত্রিয় ও অতিথি উভয়ই ব্রহ্মলোকাভিলাষী গৃহস্থের মাননীয়
জানিবে । সাধুশীল ব্যক্তির নিমন্ত্রণভিন্ন পরকীয়পাকায় ভোজনে
প্রবৃত্তি করিবে না ॥ ২৩ ॥ বাকুচাপল্য, হস্ত ও পাদচালন এবং
আতভোজন বর্জন করিবে । শ্রোত্রিয় কিম্বা অতিথির প্রীত্যর্থ
তাহার প্রতিগমন সময় বাটীর সীমাপর্য্যন্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ
গমন করিবে ॥ ২৪ ॥ শান্তশীল কুটুম্বাদির সহিত একত্র স্নানোপ-
বেশনে দিবার শেষভাগ অতিক্রম করিয়া সায়ংসন্ধ্যার উপা-
সনানন্তর হোমকার্য্য সমাধান করিবে ॥ ২৫ ॥ তৎপর ভূত্যাগের
সহিত নিজের হিতার্থ পরামর্শ করিবে এবং ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রা
হইতে উত্থিত হইয়া ধনদানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিবে
এবং বৃদ্ধের রীতি (পুণ্ড্রানুপূজা বিবেচনা) অন্ধের রীতি (ঈশ্বর-
ভক্তি) অবলম্বনপূর্ব্বক ভারবাহীররীতি অর্থাৎ দ্রুতগমনাদি
পারিশ্রমিক কার্য্য করিবে ॥ ২৬।২৭ ॥ যজ্ঞাভিষ্ঠান, অধ্যয়ন ও দানাদি
এই সকল বৈশ্ব ও ক্ষত্রিয়ের কর্তব্যকর্ম্ম । যজ্ঞ, অধ্যয়ন,

দান, প্রতিগ্রহ, যাজন ও অধ্যাপন এই সকল কর্ম্ম ব্রাহ্মণের
এবং প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম । কুর্ষীদ (হৃদ-
গ্রহণ) কৃষিকার্য্য, বানিজ্য ও পশুপালন এই সকল বৈশ্বজাতির
নিত্যকর্ম্ম । শূদ্রবর্গ কেবল দ্বিজজাতির শুশ্রূষা করিবে ইহাই
তাহাদিগের প্রশস্তধর্ম্ম । দ্বিজগণ প্রতিদিবসীয় কর্তব্য যজ্ঞ পরি-
ত্যাগ করিবে না ॥ ২৮।২৯ ॥ অহিংসা, সত্য, অচোর্য্য, শৌচ,
ইন্দ্রিয়সংযম, দম, ক্ষমা, সরলতা ও দান এই সকল সুস্ববর্ণের
বিহিত ধর্ম্ম । সর্কবর্ণই স্ব স্ব জাতীয়বৃত্তি আচরণ করিবে ।
যখন যে ব্যক্তি যাহা আচরণ করিবে, তখন তাহাতে শঠতা ও
দর্প পরিত্যাগ করিতে হইবে ॥ ৩০ ॥ যে ব্যক্তি বর্ষত্রয়ের অধিক
পুরাতন অন্নভোজন করে, সেই ব্যক্তি সোমরসপানের উপযুক্ত
পাত্র । আর যে ব্যক্তি একবর্ষের পুরাতন অন্নভোজন করে,
সেই ব্যক্তি সোমপানের পূর্ব্ব কর্তব্য কার্য্যের অধিকারী ॥ ৩১ ॥
সোমবাগ, পশুবাগ, গ্রহণেষ্টি ও চাতুর্মাস্তব্রত এই সকল কার্য্য
প্রতিবৎসর করিতে হয় ॥ ৩২ ॥ বৎসরের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য
সকল করিতে না পারিলে অগ্নিহোত্বে যজ্ঞ অবশ্য করিবে । অঙ্গীর
দ্রব্য সকলের সম্ভাবে কোনরূপেও অঙ্গহীন কার্য্য করিবে না
তাহাহইলেই সেই কার্য্য ফলপ্রদান করিতে পারে ॥ ৩৩ ॥ শূদ্রের
নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া সেই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য দ্বারা বোম যজ্ঞ

স্তনোপি বা । জীবেষাপি শিলোহ্মেন শ্রেয়ানেষাং
পরঃ পরঃ ॥ ৩৫ ॥ ন স্বাধায়বিরোধার্থ-মীহতে
নয়তন্ততঃ । রাজাস্তেবাসিগোত্রেভ্যঃ সীদন্নীছে-
দ্ধনং ক্ষুধা । দন্তহেতুক-পাষণ্ডি-বকরুত্তীষ্ট বর্জ-
য়েৎ ॥ ৩৬ ॥ শুক্রাধ্বরধরোনীত্যং কেশশাশ্রনখঃ শুচিঃ ।
ন ভার্ঘ্যাদর্শনেহম্মীয়াং নৈকবাসা ন সংস্থিতঃ ॥ ৩৭ ॥
অপ্রিয়ং বদেজ্জাতু ব্রহ্মসূত্রী বিনীতবান্ । দেবাদীনু-
দক্ষিণানু-কুর্যাদৃষ্টিমানু স কমণ্ডলুঃ ॥ ৩৮ ॥ ন তু মেহেন-
দীচ্ছায়াভ্যঙ্গোষ্ঠাস্থবস্ত্রম্ । ন প্রত্যগ্যর্কগোসোম
সন্ধ্যাসুত্রীদ্বিজম্মনাং ॥ ৩৯ ॥ নেক্ষত্যাগ্যর্কনগ্নাং স্ত্রীং ন চ
সংসৃষ্টমৈথুনাং । ন মূত্রং পুরীষশ্চাপি স্বপেৎ প্রত্যক্
শিরা ন চ ॥ ৪০ ॥ জীবনাস্ক-শক্লম্ ব্র-বিষাণাপু ন

করিলে সেই সঙ্কটটা চাণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হয় । যজ্ঞার্থ আকৃত
দ্রব্য ভক্ষণ করিলে সেই ব্যক্তি কাকরূপে জন্মপরিগ্রহ করে ।
৩৫ । বাহার কোষপূর্ণধাতু আছে, কিম্বা দিনত্রয়ের আহারোপ-
যোগী শস্তসম্বন্ধিত রহিয়াছে, অথবা বাহার কেবল আগামী
দিবসের আহারীয় দ্রব্যের সংগ্রহ আছে এবং যে ব্যক্তি উজ্জ্বলিত
অবলম্বন করিয়া প্রতিদিনের আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহকারে, এই
সকল ব্যক্তির পরপর স্থতের তারতম্য হইয়া থাকে । ৩৫ ।
বাহাতে স্বাধায়েয় ব্যাঘাত হয়, এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিবে
না । যদি অগ্ন্যভাবে ক্ষুধা দ্বারা ক্লেশ হয়, তবে রাজা, ছাত্র কিম্বা
স্বজাতীয় হইতেও অর্থপ্রার্থনা করিতে পাবে । দাস্তিকবৃত্তি অর্থাৎ
দস্ত্য করিয়া অর্থোপার্জন, পাষণ্ডবৃত্তি ও ভণ্ডতপস্বীর বৃত্তি আশ্রয়
করা কর্তব্য নহে । ৩৬ । সর্বদা শুভবস্ত্র পরিধান, কেশ, শাশ্র
ও পবিত্র নখধারণ করিবে, ভার্ঘ্যার সম্মুখে ও একবস্ত্রধারী
হইয়া ভোজন করিবে না । ৩৭ । অপরাপরের প্রতি অপ্রিয়-
বাক্য কখনই প্রয়োগ করিবে না, সর্বদা যজ্ঞসূত্রধারী ও বিনীত
হওয়া উচিত । যষ্টি ও কমণ্ডলুধারী হইয়া দেবাদির প্রদক্ষিণ
বিধেয় । ৩৮ । নদীতে, বৃক্ষাদির ছায়ায়, ভস্মে, গোষ্ঠে, জলে
ও পথে মূত্রত্যাগ করিবে না, অগ্নি, অর্ক, গো, চন্দ্র, পূর্ব ও
পশ্চিমদিক্, জল, স্ত্রী ও ব্রাহ্মণের সঙ্গুখীন হইয়া মূত্র পরিত্যাগ
বিধেয় নহে । ৩৯ । অগ্নিবর্ণ অর্থাৎ উদয় ও অস্তোগ্ন্যুখ সূর্য্য-
দর্শন অবিধেয় এবং মৈথুনাশক্তা স্ত্রী, মূত্র ও পুরীষ কদাচ অব-
লোকন করিবে না, আর পশ্চিমদিক্ হইয়া শয়ন সর্বদা নিষিদ্ধ ।

সংক্ষিপেৎ । পাদৌ প্রতাপয়েন্নগ্নৌ ন চৈনমভি-
লজ্জয়েৎ ॥ ৪১ ॥ পিবেন্নাজলিনা ত্রায়ং ন শয়ানং
প্রবোধয়েৎ । নাক্ষেঃ ক্রীড়েচ্চ কিতবৈক্ল্যাদিতৈশ্চ
ন সংবিশেৎ ॥ ৪২ ॥ বিরুদ্ধং বর্জয়েৎ কৰ্ম্ম প্রেতধূমং
নদীতটং । কেশভস্মতুষ্ণাকারং কপালে চ সং-
স্থিতিং ॥ ৪৩ ॥ নাচক্ষীত ধয়স্তীং গুণং নাহ্মারেণাবিশেৎ
কচিৎ । ন রাজঃ প্রতিগৃহীয়াৎসুত্ৰস্তোচ্ছাদিতবস্তিনঃ ॥ ৪৪ ॥
অধ্যায়ানামুপাকৰ্ম্ম শ্রাবণ্যাং শ্রবণে ন চ । হস্তে
চৌষধিভাবে বা পঞ্চম্যাং শ্রাবণস্ত চ ॥ ৪৫ ॥ পৌষ-
মানস্ত রোহিণ্যামষ্টকায়ামথাপি বা । জলাস্তে ছন্দসাং
কুর্যাদুৎসর্গং বিধিবদ্বিধিঃ ॥ ৪৬ ॥ অনধ্যায়স্তাহং
প্রোতে শিষ্যর্তিগুণরুবকুণ্ড । উপাকৰ্ম্মণি চোৎসর্গে
স্বশাখশ্রোত্রিয়ে যুতে ॥ ৪৭ ॥ সন্ধ্যাগজ্জিতনির্ধাত-
ভুকম্পোক্ষানিপাতনাং । সমাপ্য বেদং ত্বনিশমারণ্যক
মধীত্য চ ॥ ৪৮ ॥ পঞ্চদশ্যাং চতুর্দশ্যামষ্টম্যাং রাহু-

৩০ । জীবন, (খুখু) রক্ত, বিষ্ঠা মূত্র ও বিষ জলে, নিঃক্ষেপ করা
নিতান্ত বিরুদ্ধ । পাদবয় অগ্নিতে তাপন, অগ্নিউল্লম্বন, অঙ্গুলি-
দ্বারা জলপান, নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরণ, ধূর্তব্যক্তির সহিত
পাশকীড়া ও ব্যাধিত ব্যক্তির সহিত একত্র সংসর্গ বিধেয়
নহে । ৪১।৪২ । প্রেতদাহের ধূমগ্রহণ ও নদীতীরে বসন নিতান্ত
বিরুদ্ধবিধায় বর্জন করিবে । ছিন্নকেশ, ভস্ম, তুষ, অঙ্গার ও
নুকপালে অবস্থিতি করিবে না । ৪৩ । জলপানান্ত গোকে
বারণ করিবে না এবং দ্বারবিনা অগ্ন্যস্থান দিয়া গৃহাদিতে
প্রবেশ করা উচিত নহে । শাস্ত্রলঙ্ঘনকারী ও লুপ্তরাজার নিকট
ধন প্রার্থনা করিবে না । ৪৪ । শ্রাবণীপূর্ণিমা, শ্রবণানক্ষত্র, হস্তা-
নক্ষত্র, শ্রাবণপঞ্চমী, পৌষমাসের রোহিণী এবং অষ্টকাদিতে
উপাকৰ্ম্ম অর্থাৎ সংস্কারপূর্বক বেদপাঠ কারবে না এবং পুরীর
বহির্ভাগে জলসমীপে বিধিপূর্বক মূত্র পুরীষোৎসর্গ করিবে । ৪৫।
—৪৬ । শিষ্য, পুরোহিত, গুরু ও বন্ধুর মরণে ত্রিরাত্র, অনধ্যায়
জানিবে, সংস্কারপূর্বক বেদাধ্যয়ন সম্পূর্ণ হইলে এবং স্বশাখ-
শ্রোত্রিয় মরণে, সন্ধ্যাগজ্জন, নির্ধাত ও ভুকম্পন হইলে এবং
উদ্ধাপাতে, বেদসমাপ্তে ও আরণ্যকোপনিষদ অধ্যয়নান্তে, অন-
ধ্যায় গণ্য করিবে । ৪৭—৪৮। পূর্ণিমা, অমাবস্তা, চতুর্দশী, অষ্টমী,
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ ও ঋতুসংক্রান্তে এবং ভোলানাথে, শ্রাদ্ধীয়দ্রব্য গ্রহ

স্মৃতকে । ঋতুসন্ধিবু ভুক্তা বা শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ ॥
 ৪৯ ॥ পশুমণ্ডুকনকুলস্বাহিমাৰ্জ্জারশুকরৈঃ । রুতেস্তরে
 স্বহোরাত্র্যং শক্রপাতে তথোচ্চুয়ে ॥ ৫০ ॥ স্বকোষ্টগর্দ-
 ভোলুকসামবালার্ভনিস্বনে । অমেধ্যশবশূদ্রাস্তে শশান
 পতিতাস্তিকে ॥ ৫১ ॥ দেশেহশুচৌ বহ্নিনি চ বিদ্যুৎ-
 স্তনিতসংপ্লাবে । ভুক্তার্দ্রপাণিরস্তোহস্তরর্দ্ররাত্রেহতি-
 মারুতে ॥ ৫২ ॥ দিগদাহে পাংশুবর্ষেষু সঙ্ঘ্যানীহার
 ভীতিশু । ধাবতঃ পুতিগন্ধে চ শিষ্টে চ গৃহমাগতে ॥ ৫৩
 ॥ রোষ্ট্রযানহস্ত্যশ্বনৌরক্ষগিরিরোহণে । সপ্তত্রিংশদন-
 ধ্যায়ানেতাংস্তাংকালিকান্ বিদুঃ ॥ ৫৪ ॥ বেদদিষ্টং
 তথাচার্য্যং রাজছায়াং পরদ্বিয়ং । নাক্রামেদ্রক্তবিস্মৃত-
 জীবনোদ্বর্তনানি চ ॥ ৫৫ ॥ বিপ্রাহিষ্কদ্রিয়ান্নানো-
 নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন । দূরাচ্ছিষ্টবিস্মৃতপাদাস্তানাম্
 সমুৎসৃজেৎ ॥ ৫৬ ॥ ক্রতিশ্চ্যুত্মাচারং কুর্য্যান্মশ্নি

ণের পর অধ্যয়ন করিবে না এবং পশু, মণ্ডুক, নকুল, কুকুর,
 সর্প, মাৰ্জ্জার ও শূকর যদি পাঠকালে গুরুশিষ্যের মধ্য দিয়া গমন
 করে তাহা হইলে এবং বজ্রপাতাস্তে অহোরাত্র্য অনধ্যায়
 জানিবে । ৪৯—৫০ । কুকুর, শৃগাল, গর্দভ, পেচক, বালক ও
 পীড়িত ব্যক্তির আশ্রয় এবং অপবিত্র শব, শূদ্র ও পতিত
 ব্যক্তি নিকটবর্তী হইলে অনধ্যায় হইবে । ৫১ । অশুচি স্থানে,
 পথে, বিদ্রাগর্জনে, ভোজনাস্তে, আর্দ্রহস্তে, জলমধ্যে, অর্দ্ধরাত্রে,
 ঋদ্ধাবাতপ্রবাহে, দিগদাহে, ধূলিমর্ষণে, সঙ্ঘ্যাসময়ে এবং নীহার
 বর্ষায় অধ্যয়ন নিষিদ্ধ । কদাচ ধাবমান উপাধ্যায়ের নিকট
 অধ্যয়ন করিবে না এবং সাধুব্যক্তি স্বগৃহে সমাগত হইলে
 বেদাধ্যয়নের বিরাম করিবে । ৫২—৫৩ । গর্দভ, উষ্ট্র, যান, হস্তা,
 অশ্ব, বৃক্ষ, নৌকা ও পক্ষতরোহণে অনধ্যায় জানিবে । যে
 সকল অধ্যায় উক্ত হইল, ইহা কেবল তাৎকালিক অনধ্যায়
 বলিয়া গণ্য হইবে । ৫৪ । বেদোদিত কার্য্য, গুরুবাক্য, রাজা,
 ছায়া, পরজী, রক্ত, বিষ্ঠা, মূত্র, নিগ্ধবন (খুখু) ও তৈলাদি
 উৎপত্তন সামগ্রী উল্জন করিবে না । ৫৫ । ব্রাহ্মণ, রাজা, সর্প
 ও জীবনকে কোনক্রমে অবজ্ঞা করিবে না, উচ্ছিষ্ট, বিষ্ঠা ও মূত্র
 দূর হইতেই অশ্লুশ্রদ্ধানে পরিত্যাগ করিবে । ৫৬ । ধৈর্য ও
 স্বহৃদ্য আচার করতঃ অন্তরে কোথা অহুতাপ অহুতব করিবে

ন স্পৃশেৎ । ন নিন্দাং তাড়নে কুর্য্যাৎ স্মৃতং শিষ্যঞ্চ
 তাড়য়েৎ ॥ ৫৭ ॥ আচরেৎ সর্বদা ধর্ম্মং তদ্বিরুদ্ধস্ত
 নাচরেৎ । মাতাপিতৃতিথীত্যাচ্চৈর্বিবাদং নাচরেদ্-
 গৃহী ॥ ৫৮ ॥ পঞ্চ পিণ্ডানবুদ্ধ্য ন স্নায়্যাং পরবারিষু ।
 স্নায়ান্নদীপ্রশ্রবণদেবখাতহৃদেষু চ ॥ ৫৯ ॥ রুজ্জয়েৎ
 পরশযাদি ন চাম্মীয়াদনাপদি । কদর্য্যং বদ্ধবৈরাণাং
 তথাচানগ্নিকস্ত চ ॥ ৬০ ॥ বৈগাভিশস্তবার্দ্ধাস্ত গণি-
 কাগণদীক্ষিণাং । পাত্রাস্তরচিকিৎসানাং ক্রীবরদ্ধোপ-
 জীবিনাং ॥ ৬১ ॥ কুরোগ্রপতিত-ব্রাত্য-দাস্তি-
 কোচ্ছিষ্টভোজিনাং । শাস্ত্রবিক্রিয়নৈশ্চব স্ত্রীজিতগ্রাম-
 যাজিনাং ॥ ৬২ ॥ নৃশংস-রাজরজক-কৃতস্ব-বধজীবিনাং ।
 পিশুনানুতিনোশ্চব সোমবিক্রিয়গন্তথা ॥ ৬৩ ॥ বন্দিনাং
 স্বর্ণকারাণামন্নমেযাং কদাচন । ন ভোক্তব্যং বৃথা-
 মাংসং কেশকীটসমম্মিতং ॥ ৬৪ ॥ ভক্তং পয্যুদিতো-
 চ্ছিষ্টং স্বস্পৃষ্টং পতিতোক্ষিতং । উদক্যাম্পৃষ্টসংঘৃষ্টং

না এবং উক্ত আচারের নিন্দাবাদও করিবে না, শাসনার্থ
 পুত্র ও শিষ্যকে তাড়ন করিবে । ৫৭ । সর্বদা স্বধর্মাচরণ
 বিধেয়, অধর্মাচরণ উচিত নহে । মাতা, পিতা ও অতিথির
 সহিত হেতু সত্বেও অতিশয় উচ্চ বিবাদ করা অকর্তব্য । ৫৮ ।
 পরকীয় জলাশয়ে পঞ্চ মূংপিণ্ড উদ্ধার না করিয়া স্নান বিধেয়
 নহে, কিন্তু নদী, পক্ষত, প্রশ্রবণ, দেবখাত ও হৃদে উক্তপ্রকার
 নিয়ম না করিলেও দোষ নাই । ৫৯ । কদাচ পরশযায় শয়ন
 করিবে না এবং বিপদগ্রস্ত না হইলে কদর্য্য অন্ন, শক্রর অন্ন
 ও নিরগ্নিক ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করিবে না । ৬০ । বেণুবাদ্যজীবী,
 পরদোষবোধকারী, বার্কুষিক অর্থাৎ সূজদগণভেদকারী, বেশী-
 গণের দীক্ষাদানকর্ত্তা ব্রাহ্মণ, চিকিৎসক, নপুংসক, রজজীব,
 হৃষ্টাশয়, উগ্রস্বভাব, ব্রাত্য, (স্বকালান্তিক্রমে যাহারা অহুপন্নিত,
 দাস্তিক, উচ্ছিষ্টভোজী, শাস্ত্রবিক্রয়ী, ক্রীবশস্ত, গ্রামবাজী, ধৃত্তনুপতি
 চতস্র, রজক, বধজীবী, খল, মিথ্যাভাবী, সোমবিক্রয়ী, বন্দী
 এবং স্বর্ণকারগণের অন্ন কদাচ ভোজনীয় নহে । বৃথামাংস অর্থাৎ
 দেবদির অনিবেদিতদ্রব্য ও কেশকীটাদিসংযুক্ত অন্ন কদাপি
 ভোজন কর্তব্য নহে । ৬১—৬৪ । পয্যুদিত (বাসি) ও টেচ্ছিষ্ট

অপর্যাপ্তঞ্চ বর্জয়েৎ । গোত্রাতং শকুনোচ্ছিষ্টং
পাদস্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ ॥ ৬৫ ॥ শূদ্রেষু দাসগোপাল-কুল-
মিত্রাঙ্কনীরিণঃ । ভোজ্যান্নো নাপিতশ্চৈব যশ্চত্বানং
নিবেদয়েৎ ॥ ৬৬ ॥ অন্নং পর্যুষিতং ভোজ্যং স্নেহাক্তং
চিরসংভূতং । অস্নেহা নাপি গোধূম-যব-গোরসবি-
ক্রিয়াঃ ॥ ৬৭ ॥ উষ্ট্রমৈকশকং জীর্ণাং পরিশ্চ পরিবর্জয়েৎ ॥
ক্রব্যাদপক্ষিদাত্যুহশুকমাংসানি বর্জয়েৎ ॥ ৬৮ ॥ সার-
সৈকশকান্ হংসান্ বলাকবকটিউভান্ । বৃথা কৃষরসং-
যাবপায়সাপুপসঙ্কলীঃ ॥ ৬৯ ॥ কুররং জালপাদঞ্চ
খঞ্জরীটমৃগবিষঃ । চাসান্ মৎস্তানুতপাদান্ জঙ্ঘা বৈ
কামতো নরঃ ॥ ৭০ ॥ বকুরং কামতো জঙ্ঘা সোপবাস-
শ্র্যহং ভবেৎ পলাগুলশূনাদীনি জঙ্ঘা চাক্ষায়ণ-
ঞ্চরেৎ ॥ ৭১ ॥ শ্রাদ্ধে দেবান্ পিতৃন্ প্রাক্ক্য খাদেদ্যাসং

অন্ন, কুকুরস্পৃষ্ট, পতিতবাত্তিকর্জুক মিত্র, রজস্বলাস্পৃষ্ট, অশু-
কর্জুক ভ্রাঙ্কিত, অনিদিষ্ট, গোকর্জুক আশ্রিত, পক্ষির উচ্ছিষ্ট
এবং ইচ্ছাপূর্বক চরণদ্বারা স্পৃষ্ট অন্নাদি, পরিত্যাগ করিবে,
কদাচ তাহা ভোজন করিবে না । ৬৫ । শূদ্রের অন্ন সর্বদা
বর্জনীয়, তন্মধ্যে দাস, গোপ, কুলমিত্র, অঙ্কনীরী, নাপিত,
এবং আত্মসমর্পণকারী শূদ্রের অন্ন ভোজন করিতে পারে । ৬৬ ।
যে অন্নাদি পর্যুষিত ও চিরপক, তাহাও যতশক্তি করিয়া
রাখিলে ভোজনে দোষ নাই এবং যব ও গোধূম যতশূন্য হইলে
তাহা ভোজন করিবে না এবং দুধি উদ্ধৃতসার হইলে তাহা
ভোজনে অপ্রশস্ত । ৬৭ । উষ্ট্র (উট্) এবং যে পশুর ক্ষুর
অথবা তাহার ও জীলোকের দুগ্ধপান বিধেয় নহে । মাংস-
ভোজী পক্ষী, দাত্যহ (ডালক) শুক, সারস, একশক হংস,
কৃষ্ণবর্ণবক, টিট্টিভ এই সকলের মাংস ভোজন অবিধেয়
জানিবে, দেব কিস্বা অতিথির অনিবেদিত কৃষর অর্থাৎ তিল-
ভগুল, মিশ্রিত ভোজ্য দ্রব্যবিশেষ, যবান্ত, মিষ্টান্ন ও পিষ্টক
ভোজন করিবে না । সঙ্কলী (মৎস্তবিশেষ) কুররপক্ষী রাক্ষ-
হংস, খঞ্জন ও কুকুরমাংস অধাদ্য । চাস (সোনাচড়াই) শুক-
পক্ষী ও হংস ইচ্ছাপূর্বক অর্থাৎ ঔষধার্থবিনা ভোজন করিলে
দিনত্রয় উপবাসে নিম্পাপ হইবে, পলাগুল ও লণ্ডনাদি ভোজন
করিলে চাক্ষায়ণ করিতে হয় । ৬৮—৭১। শ্রাদ্ধাদিতে দেবতা ও পিতৃ-

ন দোষভাক্ । বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশু-
রোমতঃ ॥ ৭২ ॥ সন্মিতানি দুরাচারো যোহস্ত্যবিধিনা
পশূন্ । মাংসং সন্ত্যজ্য সংপ্রার্থ্য কামান্ যাতি ততো
হরিং ॥ ৭৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ষষ্ঠবর্তিতমো-

ঐধ্যায়ঃ ।

সপ্তনবতিতমোঐধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ দ্রব্যশুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি
তান্নিবোধত সত্তমাঃ । সৌবর্ণরাজতাজানাং শাক-
রজাদিচর্মণাং । পাত্রাণাঞ্চাসনানাঞ্চ বারিণা শুদ্ধি-
রিষ্যতে ॥ ২ ॥ উবাতিঃ শ্রুতক্রবয়োর্ধাত্তানাং প্রোক্ষ-
ণেন চ । তক্ষণাদারুশৃঙ্গাদের্বজ্রপাত্রস্ত মার্জনাং ॥
৩ ॥ সৌকৈরুদকংগোমূত্রেঃ শুদ্ধ্যত্যাগিককৌষিকং ।

লোকদিগকে নিবেদন করিয়া মাংস ভোজন করিলে দোষাবহ
হয় না । কিন্তু অশুদ্ধ পশুহত্যাকারী ব্যক্তির সেই নিহত পশুর
রোম পরিমিত দিন ভয়ঙ্কর নরকে বাস করিতে হইবে, তৎপর
নরকভোগান্তে মাংস পরিত্যাগপূর্বক “হে ভগবন্ আর
আমি বুঝা পশুহনন করিব না” এইরূপ সম্যক প্রার্থনাকরতঃ
হরির কৃপায় পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে । ২।৭৩ ।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অনন্তর দ্রব্যশুদ্ধি বলিব, হে দ্বিজগণ !
সেই দ্রব্যশুদ্ধিপ্রণালী শ্রবণ কর । সুবর্ণ, রজত, শঙ্খ, রজ্জু
ও চন্দ্রনির্মিত পাত্র এবং আসন সাধারণ জলদ্বারা প্রক্ষালন
করিলেই শুদ্ধ হয় । ১।২ । শ্রুত, ক্রব এবং ধাতু এই সকল দ্রব্য
উষ্ণজলদ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে । কাষ্ঠ এবং
শুদ্ধনির্মিত দ্রব্যসকল অপরিব্রজ হইলে তাহাঙ্গিগের কিঞ্চিৎ অংশ
কর্ত্তম করিয়া ফেলিলে অশুদ্ধি দোষ বিনাশ হয় । যজ্ঞীয় দ্রব্য
সকল মার্জন করিলে পবিত্র হইয়া থাকে । ৩ । উষ্ণজল ও উষ্ণ
গোমূত্রদ্বারা ধোত করিলে কষল ও কৌষেয়বস্ত্রের বিত্তিক

তৈক্ষ্যং বোধিস্থং পশ্যন্ পুনঃ পাকাম্মহীময়ং ॥ ৪ ॥
 গোত্রাত্রেয়ে তথা কেশমক্ষিকাকীটদূষিতে । ভস্ম-
 ক্ষেপাদিশুদ্ধিঃ স্ত্রাৎ ভূশুদ্ধির্দ্ব্যাজনাদিনা ॥ ৫ ॥ ত্রপু-
 নীসকতাত্রাণাং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ । ভস্মাস্তি-
 লৌহকাংস্ত্রানাগজাতঞ্চ সদা শুচি ॥ ৬ ॥ অমেধ্যা-
 জস্ত মৃত্তোয়ৈর্গন্ধলিপাপকর্ষণাৎ । শুচি গোভৃশি
 দন্তোরং প্রকৃতিস্থং মইীগতং ॥ ৭ ॥ তথা মাংসং
 শ্চাণ্ডালকব্যাদাদি-নিপাতিতং । রশ্মিরগ্নিরজচ্ছায়া
 গোশ্চৈব বসুধানি চ ॥ ৮ ॥ অশ্বাজবিপ্রকোমেষ্যাস্তথা চ
 মলবিক্ষবঃ । স্নাত্বা পীঠা ক্ষুতে স্পৃষ্টে ভুজা রথ্যা
 প্রসর্গণে ॥ ৯ ॥ আচাস্তঃ পুনরাচামেং বাসোন্তং পরি-
 ধায় চ । ক্ষুতে নিষ্ঠীবনে স্বাপে পরিধানহ্রুপাতনে ॥

সম্পাদন হয় । ভিকালকৃত্ত্বলদি জীমূষস্কর্ষণে এবং মৃগয়
 পাত্র পুনরার দধ্ব করিলেই পবিত্র হইয়া থাকে । ৪ । অন্ন
 গোষ্ঠকর্জক অস্ত্রাত অপবা কেশ, মক্ষিকা কিম্বা কীটাদিবারা
 দূষিত হইলে তাহাতে ভস্মপ্রক্ষেপ করিলে শুদ্ধি হয় । এবং
 মার্জ্জনদ্বারা ভূমি পবিত্র হইয়া থাকে । ৫ । পিত্তল, সোণ ও তাম্র-
 পাত্র ক্ষার ও অম্লোদকদ্বারা এবং কাংস্ত ও লৌহপাত্র ভস্মোদক-
 দ্বারা ধৌত করিলে শুদ্ধ হইয়া থাকে । অজ্ঞাত দ্রব্য সম্বন্ধেই
 শুচি থাকে । ৬ । কোন দ্রব্য অশুদ্ধি বস্তুর সংস্পৃষ্ট হইলে
 মুক্তিকামিশ্রিত জলদ্বারা প্রক্ষালন করিয়া সুগন্ধ অমূলপনদ্বারা
 অমূলপ্ত করিলে তাহার শুদ্ধি হয় । পৃথিবীস্থ স্বাভাবিক জল
 গোভৃশিপ্রদ তটলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে । অর্থাৎ খাতাদি-
 স্থিত জলে কোনরূপ অশুদ্ধবস্তুর সংশ্রব হইলে তাহাতেই
 গোসকল জলপান করিলেই সেই জলের পবিত্রতা হয় । ৭ ।
 বৈধনাংস কুকুর, চাণ্ডাল, ও মাংসাদিনিকৃষ্ট জীবকর্জক নিপাতিত
 হইলেও তাহা অপবিত্র হয় না । রশ্মি, অগ্নি, অজচ্ছায়া,
 গোচ্ছায়া, অশ্ব, ছাগ, জলবিদ্ধ ও মলকণা ইহারা অপবিত্র নহে ।
 সম্বন্ধেই এই সকল দ্রব্য শুদ্ধ থাকে । স্নানান্তে, পানাবসানে
 ক্ষুতে, শয়নাবসানে ভোজনান্তে ও পথপর্যটনের পর আচমনান্তে
 পুনরায় আচমন করিয়া পরিধেয়বস্ত্র পরিত্যাগ ও অন্ন বস্ত্র
 পরিধান করিবে । ক্ষুতে (ই চ) নিষ্ঠীবন (খুখ্যাগ) শয়ন,
 বস্ত্রপরিধান ও অশ্রুপাত এই পঞ্চ কার্য্যে আচমন করিবে না

১০ ॥ পঞ্চম্বেতেষু নাট্যাদেক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ।
 তিষ্ঠন্নথ্যাদয়ো দেবা বিপ্রকর্ণে তু দক্ষিণে ॥ ১১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে দ্রব্যশুদ্ধির্নাম গণ্ড-
 নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥

অষ্টনবতিতমোহধ্যায়ঃ ।

বাজ্ঞদক্ষ্য-উবাচ ॥ ১ ॥ অথ দানবিধিঃ বক্ষ্যে
 তন্মে শ্রুত স্তব্রতাঃ । অশ্বেভ্যো ব্রাহ্মণাঃ শ্রেষ্ঠান্তেভ্য-
 শ্চৈব ক্রিয়াপরাঃ ॥ ২ ॥ ব্রহ্মবেত্তা চ তেভ্যোহপি
 পাত্ৰম্বিদ্ধাত্তপোষিতং । গোভূধান্তহিরণ্যাদি পাত্রে
 দাতব্যমর্জিতং ॥ ৩ ॥ বিদ্যাতপোভ্যাং হীনেন ন তু
 গ্রাহঃ প্রতিগ্রহঃ । গৃহ্নন্ প্রদাতারমধোনয়ত্যাঙ্গান-
 মেব চ ॥ ৪ ॥ দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমিত্তেব
 বিশেষতঃ । যাচিতে চাপি দাতব্যং অন্ধাপুতন্ত
 শক্তিতঃ ॥ ৫ ॥ হেমশৃঙ্গী শর্কৈ রৌপ্যোঃ স্ত্রীলা বস্ত্র-
 সংযুতা । সকাংস্ত্রপাত্রা দাতব্য্য ক্ষীরিণী গোঃ স-
 দক্ষিণা ॥ ৬ ॥ দশসৌবর্ণকং শৃঙ্গং শকং সপ্তপলৈঃ

দক্ষিণ বসু সম্পর্ক করিবে । ব্রাহ্মণের দক্ষিণকর্ণে সর্বদা আঘ্র্যাদি
 দেবতা বসতি করেন । ৮—১১ ।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় ।

বাজ্ঞদক্ষ্য বলিলেন, হে স্তব্রত মুনিগণ ! অগস্ত্যর দানবিধান
 বলিতেছি, শ্রবণ কর, অস্ত্রাজ্ঞ বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে
 যাহারা জিহ্মাশ্রিত তাহারাই প্রদান, আবার তন্মধ্যেও যাহারা
 ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞপরাগ এবং বিদ্যা ও তপস্ত্যানিষ্ঠ তাহারাই সংপাত্র
 বলিয়া পরিগণিত হয় । গো, ভূমি, ধাতু, এবং সুবর্ণাদি
 অর্জনপূর্বক সংপাত্রে প্রদান করাই শ্রেষ্ঠতম । ১—৩ বিদ্যা ও
 তপস্ত্রাশ্রিত ব্যক্তি প্রতিগ্রহ স্বীকার করিবে না । যদি প্রতিগ্রহ
 করে, তবে আপনাকে ও দাতাকে ও অধোগামী করে । ৪—
 প্রত্যহ অপবা কোন নিমিত্ত উপস্থিত হইলে সংপাত্রে অবশ্যই
 দান করিবে এবং কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিলেও অস্বীকার
 হইয়া আপন শত্রুদ্বারা দান করা বিধেয় । ৫ হেমশৃঙ্গ, রৌপ্য
 কুর, বস্ত্র ও কাংস্তপাত্রের সহিত দুইবতী সদক্ষিণা পাত্র
 দান করিবে । ৬ দশপল সুবর্ণদ্বারা শৃঙ্গ, সপ্তপল রৌপ্যদ্বারা

কৃতং । পঞ্চাশৎ পশিকং পাত্রং কাংক্ষ্যং বৎসস্ত
কীৰ্ত্ত্যতে ॥ ৭ ॥ স্বর্ণপিপ্পলপাত্রেণ বৎসো বা বৎসি-
কৃপি বা । অস্তা অপি চ দাতব্যং মগতাং রোগ-
বর্জিতং ॥ ৮ ॥ দাতা স্বর্গমবাপ্নোতি বৎসরান্ রোগ-
নংমিতান্ । কপিলা চেষ্টারয়তে ভৃশ্চ্যাসপ্তমং কুং ॥
৯ ॥ যাবৎ বৎসস্ত দ্বৌ পাদৌ মুখং যোক্তাং প্রদৃশ্যতে ।
তাবৎ গোঃ পৃথিবী জেরা যাবদাৰ্ভং ন মুঞ্চতি ॥ ১০ ॥
যথা কথঞ্চিদ্বাগাং ধেনুং বা ধেনুমেব বা । অরোগা-
মপরিব্রিষ্টাং দাতা স্বর্গে মহীয়তে ॥ ১১ ॥ শ্রান্তসম্বা-
হনং রোগিপরিত্রায়া সুরার্চনং । পাদশৌচং দ্বিজো-
হিষ্টমার্জনং গোপ্রদানবৎ ॥ ১২ ॥ দ্বিজায় স্বমভীষ্টত্ব
দত্ত্বা স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ । ভূদীপাংশ্চান্নবস্ত্রানি সর্পিদত্ত্বা
ব্রজেৎ শ্রিয়ম্ ॥ ১৩ ॥ গৃহদান্যচ্ছত্রমাল্যরক্ষযানস্বতং
জলং । শয্যানুলেপনং দত্ত্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১৪ ॥

ক্ষুর, পঞ্চাশৎপদ কাংক্ষ্যারা পাত্র নিয়োগ করিলে এবং উক্ত
গাভীর সহিত একটি বৎসও দিতে হইবে। ৭। উক্ত গাভীর
সহিত স্বর্ণপাত্র সংযুক্ত একটি বৎস অথবা বৎসিকা দান কর্তব্য
সেই বৎসটী রোগবিহীন হওয়া আবশ্যিক। ৮। এই প্রকার
রীত্যনুসারে দান করিলে দাতা গোবৎসসংখ্যাক বৎ-
সর স্বর্গলোকে বসতি করিতে পারিবে। যদি ঐ ধেনু কপিলা
হয়, তবে দাতার সপ্তকূল নরক হইতে উদ্ধার পায়। ৯।
যে সমস্ত গাভীর যোনিপথে উদরস্থ বৎসের মুখ ও পদদ্বয়
পরিদৃশ্যমান হয়, অর্থাৎ যে পথান্ত গর্ভমোচন না হয়, তদবস্থায়
সেই গো পৃথিবীকৃপিত জানিবে অর্থাৎ সেই অর্দ্ধপ্রসূতা গো
দান আর পৃথিবী দান হইই তুল্য হইবে। ১০। ধেনু হউক কিম্বা
ধেনুভিন্নই হউক যে কোনরূপ অপরিব্রিষ্টা ও রোগবিবর্জিত
গো দান করিলে দাতা স্বর্গলোকে গমন করে। ১১। শ্রান্ত-
ব্যক্তির সম্বাহন (শরীরদর্শন) রোগীর পরিচর্যা, দেবতার
আর্চনা, ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন ও উচ্চৈষ্ঠ মার্জন এই সকল
কার্য করিলে গোদানক্রম ফল লাভ হয়। ১২। ব্রাহ্মণকে স্নায়
অভীষ্ট দ্রব্য প্রদান করিলে স্বর্গলাভ হয় এবং ভূমি, প্রাণী,
অন্ন, বস্ত্র ও স্তুতপ্রদান করিলে শ্রীলাভ হইয়া থাকে। ১৩।
গৃহ, ধাতু, ছত্র, মাগা, ফলবান্ বৃক্ষ, বাণ, স্তম্ভ, জল, শয্যা ও
অনুলেপন, এই সকল দ্রব্য প্রদান করিলে স্বর্গলোকে গমন

ব্রহ্মদাতা ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নোতি সুরচূড়ভং । বেদার্থ
যজ্ঞশাস্ত্রানি ধর্মশাস্ত্রানি চৈব হি । মূল্যেনাপি লিখে-
দ্বাপি ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৫ ॥ এতন্মূলং জগদ্-
যস্মাদসৃজৎ পূর্ধ্বমীশ্বরঃ । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন কার্য্যো
বেদার্থসংগ্রহঃ ॥ ১৬ ॥ ইতি শাস্ত্রপুরাণা লিখিতা বা
প্রয়চ্ছতি । ব্রহ্মদানসমং পুণ্যং প্রাপ্নোতি বিগুণা
মতিং ॥ ১৭ ॥ লোকায়তং কুতর্কঞ্চ প্রাকৃতং স্নেহ-
ভাবিতং । ন শ্রোতব্যং দ্বিজেনৈতদপোনয়তি তং
দ্বিজং ॥ ১৮ ॥ সমর্থো যো ন গৃহীয়াদাতুলোকানবা-
প্নুয়াৎ । কুশাঃ শাকং পয়োগন্ধাঃ প্রত্যাখ্যেয়া ন
বারি চ ॥ ১৯ ॥ অবাচিতাহতং গ্রাহমপি দুষ্কৃত-
কর্মণঃ । অন্তত্র কুলটানপতিতেভ্যোদ্বিষস্তথা ।
দেবাতিথ্যর্চনকৃতে পিতৃভৃত্যর্থমেব চ ॥ ২০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে দানধর্মোদ্যানম অষ্ট-

নবতিতমোহধ্যায়ঃ ॥

করে। ১৪। যে ব্যক্তি বেদপ্রদান করে, সেই ব্যক্তি দেবচূড়ভ
ব্রহ্মলোক লাভ করে। বেদার্থ, যজ্ঞশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্র যদি মূল্য
গ্রহণ করিয়াও কেহ লিখিয়া প্রদান করে, তাহা হইলেও সেই
ব্যক্তি ব্রহ্মলোক লাভ করে। ১৫। যেহেতু ঈশ্বরবেদকে মূল
করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব সর্বপ্রযত্নে বেদার্থ
সংগ্রহ করিবে। ১৬। যে ব্যক্তি ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র লিখিয়া
প্রদান করে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মদানসমপুণ্য ও বিগুণ উন্নতি লাভ
করে। ১৭। ব্রাহ্মণ লৌকিক অলীষ্টশব্দ, কুতর্ক, প্রাকৃত ও
স্নেহভাষা কদাচ শ্রবণ করিবে না। এই সকল শব্দ শ্রবণ করিলে
ব্রাহ্মণের অপোগতি হয়। ১৮। যে ব্যক্তি সমর্থ হইয়াও প্রতি-
গ্রহ করে না, সেই ব্যক্তি দাতার অতৃপ্ত পুণ্যলাভ করে, পরন্তু
কুশা, শাক, দুগ্ধ, গন্ধ ও জল এই সকল দ্রব্য উপাশ্রিত হইলে
কদাচ তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে না। যদি কেহ ঐ সকল দ্রব্য
প্রদান করিতে চাচে, দানীন্দ্র ব্যক্তি তাহা অবশ্য গ্রহণ করিবে। ১৯।
প্রার্থনা না করিলে যদি কোন দুষ্কর্ম ব্যক্তিও কিছু দিতে
অভিলাষ করে, তাহা গ্রহণ করিতে কোন দোষ নাই; কিন্তু
কুলটী, ক্রৌণ, পতিত ও শত্রুর নিকট কিছু গ্রহণ করিবে না।
দেবার্চনা, অতিথি সংস্কার ও পিতৃভৃত্যাদিয়ার্থ পতিদ্রব্য

নবনবতিতমোঃধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ অথ শ্রাদ্ধবিধিস্বক্যে সৰ্ব-
পাপপ্রণাশনং । অমাবস্তাষ্টকায়দ্ধি-কৃষ্ণপক্ষায়নদ্বয়ং ॥
২ ॥ দ্রব্যং ব্রাহ্মণসংপত্তির্দ্বিনুবৎ সূর্য্যসংক্রমঃ । ব্যতী-
পাতো গজচ্ছায়া গ্রহণং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ । শ্রাদ্ধং প্রতি
রুচিষ্ঠৈব শ্রাদ্ধকালঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৩ ॥ অগ্নোযঃ সৰ্ব-
দেবেষু শ্রোত্রিয়ো বেদবিদ্যুবা । বেদবিভিধিবিজ্ঞে চ
ত্রিমধুস্ত্রিসবর্ণিকঃ ॥ ৪ ॥ স্বত্নীয়ঋত্বিজামাতাচার্য্য-
ঋগুরমাতুল্লাঃ । ত্রিণাটিকেতদৌহিত্রশিষ্যসম্বন্ধিবান্ধবাঃ
৫ ॥ কৰ্ম্মনিষ্ঠাঃ দ্বিজাঃ কেচিৎ পঞ্চাশি ব্রহ্মচারিণঃ ।
পিতৃমাতৃপরাস্টৈব ব্রাহ্মণাঃ শ্রাদ্ধদেবতাঃ ॥ ৬ ॥
রোগী হীনাতিরিক্তাক্ষঃকানঃ পৌনর্ভবস্তথা । অবকীর্ণা-
দয়ো যে চ যে চাচারবিবৰ্জিতাঃ ॥ ৭ ॥ অবৈষ্ণবাস্চ
যে সৰ্ব্বে শ্রাদ্ধার্থী ন কদাচন । নিমন্ত্রয়েচ্চ পূৰ্বেদ্যু-

নিকট প্রতিগ্রহ করিতে পারে । এবং আশ্রয়ক্ষার্থ সাধারণের
নিকট প্রতিগ্রহে কোন দোষ হইতে পারে না । ২০ ।

নবনবতিতম অধ্যায় ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন । অতঃপর সৰ্ব্বপাপ বিনাশকারী শ্রাদ্ধ-
বিধি বলিতেছি । অমাবস্তা, অষ্টকা, বুদ্ধি, (পুত্রাদির বিবাহ) উপ-
প্রোতপক্ষ, দক্ষিণায়ন, উত্তরায়ণ, উৎকৃষ্ট দ্রব্য (সাংসাদি) উপ-
স্থিত হইলে, ব্রাহ্মণের সম্পত্তি অর্থাৎ বেদপারগ বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণ
সমাগত হইলে, বিষ্ণুঋষয়, সূর্য্যসংক্রান্তি, ব্যতীপাতযোগ,
গজচ্ছায়া (মঘাজ্যয়োদশী) চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ আর যখন শ্রাদ্ধ করিতে
বিশেষ প্রবৃত্তি হয়, এই সকল সমুদ্বৈ শ্রাদ্ধকাল জানিবে । ১—৩।
সৰ্ব্ব বেদপারগ, শ্রোত্রিয়, বেদবিদ, যুবা, তিথিজ্ঞ, ত্রিমধু, ত্রিস-
বর্ণ, ভাগিনেয়, পুরোহিত, আমাতা, আচার্য্য, ঋগুর, মাতুল,
ত্রিণাটিকেত, দৌহিত্র, শিষ্য, সম্বন্ধী ও বান্ধব এবং যে ব্রাহ্মণ
ক্রিয়ানিষ্ঠ, অগ্নিহোত্র যাজ্ঞী কিম্বা ব্রহ্মচারী, পিতৃমাতৃপরায়ণ
তাদৃশ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধকার্য্যে পাণ্ডুর ব্রাহ্মণ কর্ত্তন করিবে । ৫—৬।
রোগী, অঙ্গহীন, অধিকাক্ষ, কান, পৌনর্ভব, (যে জী দ্বিতীয়
পতিকে আশ্রয় করিয়াছে তদগর্ভজাত পুত্র) সঙ্কলিত ব্রত-

দ্বিজৈর্ভাব্যং চ সংযতৈঃ ॥ ৮ ॥ আচান্ধাষ্টৈব পূৰ্ব্বাহ্নে
হাসনেষুপবেশয়েৎ । যুগ্মানু দৈবে তথা পিত্র্যে স্বপ্র-
দেশেষশক্তিতঃ ॥ ৯ ॥ দ্বৌ দৈবে প্রাণ্ডদক্ পিত্র্যে
ত্রীণ্যেককোভয়োঃ পৃথক্ । মাতামহানামপ্যেবং
মন্ত্রযা বৈশ্বদেবিকং ॥ ১০ ॥ হস্তপ্রক্ষালনং দত্তা
বিষ্টরার্থে কুশানপি । আবাহ তদনুজ্ঞাতো বিশ্বদেবা
মহানৃচা ॥ ১১ ॥ যত্নৈরন্নং বিকীর্য্যথ ভাজনে সপবি-
ত্রকে । সন্নোদেব্যা পয়ঃ ক্ষিপ্ত্বা যবোনীতি যবাং-
স্তথা ॥ ১২ ॥ যাদিব্যা ইতি মন্ত্রেণ হস্তেষেব বিনি-
ক্ষিপেৎ । গন্ধোদকেন তথা ধূপাদীন্ সপবিত্রকং ॥
১৩ ॥ অপসব্যং ততঃ কৃত্বা পিতৃণামপ্রদক্ষিণং ।
দ্বিগুণাংস্ত কুশান্ দত্তা উশস্তস্তুত্যা পিতৃন্ ॥ ১৪ ॥
আবাহ তদনুজ্ঞাতৈর্জপেদায়ান্তনস্ততঃ । যবার্ধস্ত
তিলৈকার্য্যঃ কূৰ্ঘ্যাদর্ঘ্যাদি পূৰ্ব্ববৎ ॥ ১৫ ॥ দ্বাদর্ঘ্যং
সংশ্রবং ছেদ্যং পাত্রে কৃত্বা বিধানতঃ । পিতৃভ্যঃ

হইতে বিচ্যুত, আচারলষ্ট ও বিস্মৃতি রহিত ইহারা শ্রাদ্ধীয়
ব্রাহ্মণ হইতে পারে না । যে দিবস শ্রাদ্ধ করিবে, তৎপূৰ্ব্বদিবস
প্রাণ্ডক গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে অথ ব্রাহ্মণদ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া
শ্রাদ্ধে নিয়োগ করিবে । ৭—৮। শ্রাদ্ধ 'সময়ে' প্রথমতঃ
শ্রাদ্ধকর্ত্তা কৃতাজলিপূৰ্ব্বক কৃতাত্মন আহুত ব্রাহ্মণদিগকে
ঋষি নাম আসনে উপবেশিত করাইয়া দেবপাত্রে দুইব্রাহ্মণ
পূৰ্ব্বাহ্নে, পিতৃপাত্রে তিন ব্রাহ্মণ উত্তরাহ্নে পৃথক্
পৃথক্ স্থাপন করিতে হইবে, এপ্রকার মাতামহ পাত্রেও
জানিবে । তৎপর হস্ত প্রক্ষালনার্থ জল ও উপবেশ নার্য
কুশাসন প্রদানকরিয়া সমস্তক আবাহনপূৰ্ব্বক ব্রাহ্মণকর্ত্তক
অনুজ্ঞাত হইয়া পবিত্রযুক্ত পাত্রে যবদ্বারা বিকীর্ণ করিবে ।
তৎপর সন্নোদেবী ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা জল, যবোসি ইত্যাদি
মন্ত্রদ্বারা যব এবং যাদিব্যা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণহস্তে গন্ধ, জল,
ধূপ, মালা ও পবিত্র প্রদান করিবে । ১০—১৪। তৎপর অপসব্য
হস্তে বামাবর্ত্তক্রমে উশস্ত্বা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পিতৃবাহনপূৰ্ব্বক
ভাতাদিগের অনুজ্ঞাত হইয়া আরাধনঃ পিতরঃ ইত্যাদি মন্ত্র জপ
করিবে । অর্ঘ্যাদিতে যবের কার্য্য তিলদ্বারা করিবে, বিধি-
পূৰ্ব্বক পাত্রে অর্ঘ্যপ্রদানপূৰ্ব্বক পিতৃগণকে স্মরণ করিবে । তৎপর

স্থানমসীতি ন্যুজং পাত্রং করোত্যধঃ ॥ ১৬ ॥ অগ্নৌ
করিষ্য আদায় পৃচ্ছত্যন্নং যতপ্লুতং । সব্যাহতীঞ্চ
গায়ত্রীং মধুবাতে ত্যচস্তথা ॥ ১৭ ॥ জপ্ত্বা যথানুথং
বাচ্যং ভুঞ্জীরংস্তেপি বাগ্‌যতঃ । অন্নমিষ্টং হবিষ্যঞ্চ
দদ্যাদক্‌কোধানো নরঃ ॥ ১৮ ॥ আতৃণেস্ত পবিত্রাণি
জপ্ত্বা পূৰ্ণজপস্তথা । অন্নমাদায় তৃপ্তাঃ স্বে শেষকৈবান্ন-
মবহং ॥ ১৯ ॥ তদন্নং বিকিরেদুৰ্ম্মো দত্তাচ্চাপি
সক্লং সক্লং । সৰ্গমন্নপাদায় সতিলং দক্ষিণামুখং ॥
২০ ॥ উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ পিণ্ডান্ প্রদত্যাং পিতৃযজ্ঞবৎ ।
মাতামহানামপ্যেবং দত্তাচ্চাচমনস্ততঃ ॥ ২১ ॥ স্বস্তি-
বাচ্যস্ততো দত্তাদক্ষযোদকমেব চ । দত্তা চ দক্ষিণাং
শক্ত্যা স্বধাকারমুদাহরেৎ ॥ ২২ ॥ বাচ্যতামিত্যনু-
জ্ঞাতঃ পিতৃভ্যশ্চ স্বধোচ্যতাং । বিপ্রৈরস্বস্ত্বধেতু্যক্তো

“পিতৃভ্যঃস্থানমান্” এই মন্ত্রদ্বারা হুজীকৃত পাত্রকে অধঃস্থিত
করিয়া ধৃতান্ত অন্ন গ্রহণপূর্বক “অগ্নৌ করিষ্যো” এইরূপ পূজা
কারিয়া ব্যাহতিসহ গায়ত্রী ও মধুবাতে ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার
জপ করিবে। ১৬—১৭। পরে “যথা নুথং বাগ্‌যতঃ সদ” এই
মন্ত্র পাঠ করিয়া কিয়ৎকাল নিঃশব্দ হইয়া থাকিবে, এই সময়ে
পিতৃগণ সেই অন্ন ভোজন করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা অক-
ণ্টিচিহ্নে অতীষ্ট হবিষ্যন্নপ্রদান করিবে। ১৮। পিতৃলোকের
তৃপ্তিপৰ্য্যন্ত পবিত্র হিৰিনামাদি জপ করিয়া পূৰ্ব্ববৎ মধুবাতে
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। এবং অন্নগ্রহণ করিয়া “ওঁ তৃপ্তাঃস্ব”
এই মন্ত্র পাঠান্তে সেই অন্ন ভূমিতে বিকিরণ করিবে।
অনন্তর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া সতিল অন্ন গ্রহণপূর্বক উচ্ছিষ্ট-
পাত্রের সন্নিধানে পিণ্ডপ্রদান করিতে হইবে। এইরূপে পিতৃ-
পিতামহাদির পিতৃপ্রদান করিয়া মাতামহাদির উদ্দেশে পিণ্ড
দান করিবে। অনন্তর আচমনীয়প্রদান করিতে হইবে। ১৯—
২১। সকল কার্যেই ব্রাহ্মণ স্বস্তি শব্দ উচ্চারণ করিবে। অনন্তর
অঙ্কবা দান করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দিবে। তৎপরে
“স্বধাং বাচয়িষ্যো” এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণের নিকট প্রার্থনা করিলে
ব্রাহ্মণ “বাচ্যতাং” এই বাক্যে অন্নজ্ঞাপ্রদান করিবে। তখন
ব্রাহ্মণকর্ত্তক অন্নজ্ঞাত হইয়া “পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং” এই মন্ত্রে
পূৰ্ণপ্রদত্ত পবিত্র মোচন করিবে। তৎপরে “ওঁ অস্ত্ব স্বধা” এই
মন্ত্রে ব্রাহ্মণকর্ত্তক অন্নজ্ঞাত হইয়া ভূমিতে জল সিঞ্চন করিবে।

ভূমৌ সিঞ্চন্ততোজলং ॥ ২৩ ॥ প্রীয়ন্তামিতি চাহৈবং
বিশ্বে দেবা জলং দদৎ । দাতারোনোভিবর্জস্তাং
বেদাঃ সন্ততিরেব চ ॥ ২৪ ॥ শ্রদ্ধা চ নোমা ব্যগ্নম-
ব্রহ্মদেয়ঞ্চ নোহস্তুতি । ইত্যুক্তোপি প্রিয়ম্বাচং প্রাণি-
পত্য বিসর্জয়েৎ ॥ ২৫ ॥ বাজে বাজে ইতি প্রীত্যা পিতৃ-
পূৰ্ণং বিসর্জনং । যস্মিংস্তে সংশ্রবাঃ পূৰ্ণমৰ্থ্যপাত্রে
নিপাতিতাঃ । পিতৃপাত্রং তদুত্তানং কৃত্বা বিশ্রান্
বিসর্জয়েৎ ॥ ২৬ ॥ প্রদক্ষিণমনুস্তুত্যা ভুঞ্জীত পিতৃ-
শেষিতং । ব্রহ্মচারী ভবেত্তত্র রজনীং ভাৰ্য্যা সহ ॥ ২৭ ॥
এবং সদক্ষিণং কুর্যাদ্ রক্ষো নন্দীমুখানপি । যজ্ঞে
তদধিককর্কশুমিশ্রাঃ পিণ্ডা য বৈশ্রিতাঃ ॥ ২৮ ॥ একো-
দ্বিষ্টং দৈবহীনং একাত্নৈকপবিত্রকং । আবাহনাম্ণৌ-
করণরহিতং ছপসব্যবৎ ॥ ২৯ ॥ উপতিষ্ঠতামিত্য-

২২—২৩। অনন্তর জলপ্রদানপূর্বক “বিশ্বে দেবাঃ প্রীয়ন্তাঃ” এই
বাক্য উচ্চারণ করিয়া “দাতারোনোভিবর্জস্তাং” ইত্যাদি
মন্ত্র পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ “ওঁ অস্ত্ব” এই বাক্যে শ্রাদ্ধকর্ত্তাকে
অন্নজ্ঞাদান করিবেন, তখন শ্রাদ্ধকারী ব্যক্তি প্রিয়বাক্যে প্রাণ-
পাত করিয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জন করিবে। ২৪—২৫। তৎপরে
বাজে বাজে ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃাদিক্রমে ব্রাহ্মণ বিসর্জন করিতে
হইবে। এবং পূৰ্বে যে পিতৃপাত্রদ্বারা অৰ্ঘ্যপাত্রস্ব সংশ্রব জল
আচ্ছাদন করিয়া স্থাপন করা হইয়াছিল, এইক্ষণ সেই আচ্ছা-
দিত পাত্র উন্মোচন করিয়া তাহা হটতে কিঞ্চিৎ জল মন্তকে
ধারণপূর্বক ব্রাহ্মণ বিসর্জন করিতে হইবে। ২৬। অনন্তর
প্রাক্ষিণ পূর্বক নমস্কার করিয়া শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে। এবং
রজনীযোগে স্বীয় ভাৰ্য্যার সহিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া
থাকিবে। ২৭। এইরূপে বিবাহাদিকার্য্যেও সদক্ষিণ শ্রাদ্ধ
করিবে, তাহাতে বিশেষ এই যে, পিতৃাদির নামোন্মোচনের
পূর্বে নান্দীমুখ শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে এবং বদরী
ফলসংযুক্ত পিণ্ডদান করিবে, এই শ্রাদ্ধের নাম নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ।
২৮। একোদ্বিষ্ট শ্রাদ্ধে দৈবপক্ষ করিবে না এবং একপাত্র অন্ন
ও একপাত্রক পবিত্র দিতে হইবে। এই শ্রাদ্ধে আবাহন
ও অগ্নৌকরণ করিতে হয় না। ইহার সমস্ত কার্য্য অপসব্য
ক্রমে অৰ্ঘ্যং দক্ষিণম্বে উত্তরীয় রাখিয়া করিবে। ২৯। একো-

ক্ষয়স্থানে বিপ্রান্ বিসর্জয়েৎ । অভিরম্যতাং প্রক্র-
 য়াং প্রোচুস্তেভিরতাঃ স্বহ ॥ ৩০ ॥ গন্ধোদকতিলৈ-
 শ্মিশ্রং কুর্ধ্যাং পাত্রচতুষ্টয়ং । অর্ঘ্যার্থং পিতৃপাত্রেণ
 প্রেতপাত্রেণ প্রসেচয়েৎ ॥ ৩১ ॥ যে সমানা ইতি দ্বাভ্যাং
 শেষং পূৰ্ণবদাচরেৎ । এতৎ সপিণ্ডীকরণমেকোদ্বিষ্টং
 দ্বিপ্রা অপি ॥ ৩২ ॥ তর্কাক সপিণ্ডীকরণং যন্ত সন্ত-
 সরাস্তবেৎ । তস্মাপ্যন্নং সোদকুস্তং দত্তাং সন্তংসরে
 দ্বিজঃ । পিণ্ডাংশ্চ গোজবিপ্রৈভ্যো দত্তাদয়ো জলেপি
 বা ॥ ৩৩ ॥ হবিষ্যন্নেন বৈ মাংসং পায়সেন তু বৎ-
 সরং । মাংসহরিণত্তরভশাকুনাছাগপার্ষতৈঃ ॥ ৩৪ ॥
 ঐশ্বর্যরৌববরাহশমাংসৈর্ষধাক্রমং । মাংসরক্ষ্যাপি-

তুষ্যন্তি দত্তৈরিহ পিতামহাঃ ॥ ৩৫ ॥ দত্তাদ্বর্ষত্রয়োদশাং
 মঘাসু চ ন সংশয়ঃ । প্রতিপৎপ্রভৃতিষেবং কত্বাদীন্
 শ্রাদ্ধদো লভেৎ ॥ ৩৬ ॥ শস্ত্রেণ নিহতানাং তু চতু-
 র্দশাং প্রদীয়তে । স্বর্ণং ছপত্যযোগঞ্চ শৌর্য্যং ক্ষেত্রং
 বলস্তথা ॥ ৩৭ ॥ অরোগিত্বং যশো বীতশোকতাং
 পরমাং গতিং । ধনং বিদ্যাঞ্চ বাক্‌সিদ্ধিং কুপ্যং
 গোজাবিকস্তথা । অশ্বানায়ুশ্চ বিধিবদ্যঃ শ্রাদ্ধং
 সংপ্রতীচ্ছতি ॥ ৩৮ ॥ কৃত্তিকাদিভরণ্যস্তং সকামী
 প্রাপ্নুয়াদিমান্ । বস্ত্রাঢ্যাঃ প্রীণয়ন্ত্যেব নবং শ্রাদ্ধ-
 কৃতং দ্বিজাঃ ॥ ৩৯ ॥ আয়ুঃ প্রজাঙ্কনং বিদ্যাং স্বর্ণ-
 মোক্ষস্থানি চ । প্রয়চ্ছতি যথা রাজ্যং প্রীত্যা নিত্যং
 পিতামহঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে শ্রাদ্ধবিধির্নাম

নবনবতিতমোহধ্যায়ঃ

দ্বিষ্ট শ্রাদ্ধের অক্ষয়্য দানকালে “উপতিষ্ঠতাঃ” এই বাক্য
 প্রয়োগ করা বিশেষ এবং ব্রাহ্মণ বিসর্জনকালে “অভিরম্যতাং”
 এই বাক্য উচ্চারণ করিলে ব্রাহ্মণ “অভিরতাঃ স্ব” এই
 বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে । একো
 দ্বিষ্ট শ্রাদ্ধে এইমাত্র বিশেষ, আর সমস্ত কার্য্যই পূৰ্ণবৎ
 করিতে হইবে । ৩০ । সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে বিশেষ এই যে,
 অর্ঘ্যপ্রদানকালে গন্ধোদক ও তিলমিশ্রিত পাত্রচতুষ্টয় স্থাপন
 করিয়া তন্মধ্যে একটি পাত্রে প্রেতপাত্ররূপে কল্পনা
 করিবে । ৩১ । পরে যে সমানা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠপূৰ্ণক
 প্রেতার্য্যবিভাগ এবং পিতামহাদি পাত্রে সহিত সংমিশ্রণ
 করিবে । সপিণ্ডীকরণের অন্যান্য কার্য্য পূৰ্ব্বোক্ত নিয়মে করিবে ।
 অর্ঘ্যমিশ্রণের ত্রায় পিণ্ডমিশ্রণও করিতে হইবে । একোদ্বিষ্ট ও
 পার্কণ এই উভয়াত্মক শ্রাদ্ধের নাম সপিণ্ডীকরণ । ৩২ । একবৎ-
 সরের মধ্যে যাহার সপিণ্ডীকরণ হয়, তাহার বৎসরের পূর্ণ দিবসে
 জলপূর্ণ কুস্তের সহিত অন্ন প্রদান করিতে হইবে । শ্রাদ্ধ কার্য্যের
 অবসানে গো, অজ অথবা ব্রাহ্মণকে পিণ্ড প্রদান করিবে কিম্বা
 অগ্নি অথবা জলেতে পিণ্ড নিক্ষেপ করিবে । ৩৩ । হবিষ্যন্নদ্বারা
 শ্রাদ্ধ করিলে একমাস এবং পায়সদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে এক
 বৎসরপর্য্যন্ত পিতৃগণের পরিতৃপ্তি থাকে । মৎস্ত, হরিণমাংস,
 মেঘমাংস, শকুল মৎস্ত, ছাগমাংস, পৃষত (মৃগবিশেষ)
 ঐশ্বর্য (হরিণবিশেষ) মাংস, রুক (এক জাতীয় হরিণ) মাংস,

বরাহমাংস ও শশমাংসদ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে ক্রমশঃ এক একমাস
 অধিক পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন । ৩৪—৩৫ । প্রতিবৎসর মঘা-
 ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে । প্রেতপক্ষের প্রতিপৎ হইতে অম-
 বস্ত্রাপর্য্যন্ত প্রতিদিন পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্তা
 কত্বাদি লাভ করে । ৩৬ । যাহারা শস্ত্রদ্বারা আহত হইয়া প্রাণত্যাগ
 করিয়াছে, চতুর্দশী তিথিতে তাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিবে । তাহাতে
 স্বর্ণ, সন্তান, শৌর্য্য, ক্ষেত্র ও বল লাভ হয় । ৩৭ । বিধিপূৰ্ণক
 পিতৃগণের শ্রাদ্ধক্রিয়া সাধন করিলে শ্রাদ্ধকর্তা নীরোগিতা ও
 যশোভাজন হইয়া শোক পরিত্যাগপূৰ্ণক পরমাগতি প্রাপ্ত হয়
 এবং ধন, বিদ্যা, বাক্‌সিদ্ধি, তান্ত্রাদিধাতু গো, অজ ও অশ্বাদি-
 সম্পদ লাভ হয় এবং আয়ুঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ৩৮ । সকামী
 ব্যক্তি কৃত্তিকাদি ভরণীপর্য্যন্ত প্রতি নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে
 উক্তরূপ সম্পদলাভ করে । যু ব্রাহ্মণ নবান ও নবোদক শ্রাদ্ধ
 করে, তাহার পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া তাহাকে আয়ুঃ, প্রজা, ধন,
 বিদ্যা, স্বর্ণ, মোক্ষ স্থখ ও রাজ্য প্রদান করেন । ৩৯—৪০ ।

শততমোহধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ বিনায়কোপস্থষ্টস্ত লক্ষ-
ণানি বিবোধত । স্বপ্নেবগাহতেহত্যর্থং জলং মুণ্ডাংশ্চ
পশ্চতি ॥ ২ ॥ বিমনাবিকলারম্ভঃ সংসীদত্যানিমি-
ত্ততঃ । রাজা রাজ্যং কুমারী চ পতিং পুত্রঞ্চ শুদ্ধিণী ॥
৩ ॥ নাপুয়াং অপনস্তস্ত পুণ্যেহহি বিধিপূৰ্ণকং ।
গৌরসর্ষপগন্ধেন সাজ্যেনোৎসারিতস্ত তু । সর্কৌ-
ষধৈঃ সর্ঙ্গগন্ধৈর্কিলিগুণির স্তথা ॥ ৪ ॥ ভদ্রাসনোপ-
বিষ্টস্ত স্বস্তিবাচ্য দ্বিজানুশুভান্ । মৃত্তিকাং রোচনাং
গন্ধান্ গুগ্গলুখাপু নিষ্কিপেৎ ॥ ৫ ॥ একাক্রুতা-
হেকবর্ণৈশ্চতুর্ভিঃ কলসৈহুদাং । চর্মণ্যানুদহে
রক্তে স্নাপ্য ভদ্রাসনে তথা ॥ ৬ ॥ সহস্রাক্ষং
শতধারমুখিভিঃ পারণং কৃতং । তেন ত্র্যমভিমিঞ্চামি

শততম অধ্যায় ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যাহার প্রতি বিনায়কের আনির্ভাব হয়,
তাহার লক্ষণ বলিব, শ্রবণ কর। বিনায়কাভিভূত ব্যক্তি
স্বপ্নাবস্থায় জলাবগাহন, জল ও মুণ্ড দর্শন করে। ১।২।
যাহার প্রতি বিনায়কের দৃষ্টি হয়, সেই ব্যক্তি কখন বিমর্ষভাবে
থাকে, কখন বা নিশ্চয়োজন কার্য করে এবং কখনও অকারণে
হৃৎখে নিমগ্ন হয়। বিনায়কাধিষ্ঠান হইলে রাজা রাজ্য, কুমারী
পতি, ও শুদ্ধিণী পুত্রলাভ করিতে পারে না। ইহার শাস্তির
নিমিত্ত পুণ্যার্থিতে বিধিপূৰ্ণক স্নান করাইবে। শ্বেতসর্ষপ,
চন্দন ও ঘৃত এই সকল দ্রব্যদ্বারা বিনায়কাধিষ্ঠিত ব্যক্তির সঙ্ক-
শরীর অমূলিপ্ত করিয়া স্নান করাইতে হইবে এবং তাহার মস্তকে
সর্কৌষধি ও সর্ঙ্গপ্রকার অমূলপন দ্রব্যদ্বারা বিলিপ্ত করিবে।
৩।৪। অনন্তর সেই ব্যক্তিকে কোন বিশুদ্ধ আসনে উপবিষ্ট করা-
ইয়া ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিবাচন করিবে। পরে কোন হৃদহইতে একবর্ণ
একাকার চারিটা কুস্তে জল আনিয়া সেই জলে মৃত্তিকা, গোয়-
চনা, গন্ধ ও গুগ্গলু নিক্ষেপ করিয়া সেই জলদ্বারা ভূতাবিষ্ট
ব্যক্তিকে স্নান করাইবে। ৫।৬। স্নানকালে ব্রাহ্মণগণ এই
সকল মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করাইবে—ঋষিগণ যে জলদ্বারা
পারণ করিয়া থাকেন, সেই জলদ্বারা তোমার অভিষেক করি,

পাবমাত্তঃ পুনস্ত তে ॥ ৭ ॥ ভগবান্ বরুণো রাজা
ভগং সুর্যোরহম্পতিঃ । ভগমিস্তশ্চ বায়ুশ্চ ভগং
সপ্তর্ষয়ো দত্তঃ ॥ ৮ ॥ যন্তে কেশেষু দৌর্ভাগ্যং সীমস্তে
যচ্চ মূর্দ্ধনি । ললাটে কর্ণয়োঃ স্কোনাংশ্চ তদ্যাস্ত তে
সদা ॥ ৯ ॥ স্নাতস্ত সার্ষপস্তৈলং শ্রবণে মস্তকে তথা ।
জুহুয়ান্মূর্দ্ধনি কুশান্ সাজ্যান্ গুণপরিগৃহ্য চ ॥ ১০ ॥
গিতঃ সংযমিতশ্চৈব তথা শালকটকটৈঃ । কুম্মাণ্ডং
রাজপুত্রাংশ্চ অস্তে স্বাহানমস্বিতৈঃ ॥ ১১ ॥ দত্তা-
চ্চতুষ্পথে ভূমৌ কুশানাস্তীৰ্য্য সর্গশঃ । কৃতাক্রুতস্তথা
চৈব তণ্ডুলোদনমেব চ ॥ ১২ ॥ পুষ্পং চিত্রং স্নগন্ধঞ্চ
সুরাঞ্চ ত্রিবিধামপি । দধিপায়সমন্নঞ্চ ঘৃতঞ্চ শুড়-
মোদকং ॥ ১৩ ॥ এতান্ সর্ঙ্গানুপাকৃত্য ভূমৌ কৃত্বা
ততঃ শিবঃ । অম্বিকানুপতিষ্ঠেচ্চ দত্তাদন্নং কৃতাজলিঃ ॥
১৪ ॥ দূর্ঙ্গাসর্ষপপুষ্পৈশ্চ পুত্রজন্মভি রম্যতঃ । কৃত-
স্বস্ত্যয়নশ্চৈব প্রার্থয়েদম্বিকাং সতীং ॥ ১৫ ॥ রূপেন্দ্রিহি

পাবমানীশক্তি তোমাকে পবিত্র করুন। ৭। ভগবান্ বরুণ,
রাজা, সূর্য্য, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বায়ু ও সপ্তর্ষিবর্গ তোমাকে সম্পৎ
প্রদান করুন। ৮। তোমার কেশে, সীমস্তে, মস্তকে, ললাটে,
কর্ণদ্বয়ে ও নেত্রযুগলে যে দৌর্ভাগ্য চিহ্ন বিদ্যমান আছে, তাহা
এই স্নানে বিনষ্ট হউক। ৯। এইরূপে ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিকে স্নান
করাইয়া তাহার কর্ণে ও মস্তকে সার্ষপতৈল লেপন করিবে
এবং মস্তকে সঘৃত কুশপত্রের হোম করিতে হইবে। ১০।
তৎপরে সংযত হইয়া হরিদ্রাদ্বারা কুম্মাণ্ড ও রাজপুত্রকে স্বাহাস্ত
মন্ত্রে হোম করিবে। ১১ অনন্তর চতুষ্পথ ভূমিতে কুশান্তরণ
করিয়া পক ও অপক তণ্ডুল, বিচিত্র স্নগন্ধপুষ্প, ত্রিবিধ সুরা,
দধি, পায়স, অন্ন, ঘৃত, শুড় ও মোদক এই সকল দ্রব্য একত্র
মস্তকে করিয়া কৃতাজলিপুটে অম্বিকার আরাধনা করিয়া সেই
সকল বলিদ্রব্য নিবেদন করিবে। ১২—১৪। অনন্তর মূর্ঙ্গা,
সর্ষপ ও পুষ্পদ্বারা অম্বিকাদেবীর অর্চনা করিবে। এইরূপে
স্বস্ত্যয়ন করিয়া অম্বিকাদেবীর নিকট প্রার্থনা করিবে। ভগ-
বতি! আমাকে রূপ ও বশঃ প্রদান করুন। হে দেবি! আপনি
পুত্র সৌভাগ্য প্রদান করিয়া আমার কাপনা পরিপূর্ণ করুন।

যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে । পুত্রান্দেহি
জিয়ং দেহি সর্ভান্‌কামাংশ্চ দেহি মে ॥১৬॥ ব্রাহ্মণাং-
স্তোষয়েৎ পশ্চাক্কুববস্ত্রানুলেপনৈঃ । বস্ত্রং যুথং
গুরোর্দত্ত্বাং সংপূজ্যশ্চ গ্রহস্তথা ॥ ১৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বিনায়কোপমষ্টলক্ষণং
নাম শততমোহধ্যায়ঃ ।

একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ ত্রীকামঃ শান্তিকামো বা
গ্রহদৃষ্টিভিচারবান্ । গ্রহযাগং সমং কুর্যাদ্‌গ্রহাশ্চৈ-
তে বুধৈঃ স্মৃতাঃ ॥ ২ ॥ সূর্য্যঃ সোমোমঙ্গলশ্চ বুধ-
শ্চৈব বৃহস্পতিঃ । শুক্রঃ শনৈশ্চরোরাহুঃ কেতুর্গ্রহ-
গণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩ ॥ তাত্রকাংশ্চক্ষাটিকাচ্চ রক্তচন্দন
স্বর্ণকাং । রক্ততাদয়সঃ সীসাং কাংশ্চাদৃষ্টিঃ প্রশা-
ম্যতি ॥ ৪ ॥ রক্তঃ শুক্রস্তথা রক্তঃ পীতঃ পীতঃ

১৫ । ১৬ । ম্পরে শুক্রবস্ত্র ও শুক্র অল্লেখপনদ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে
সন্তুষ্ট করিবে এবং শুক্রকে বস্ত্রযুগ্ম প্রদান করিয়া গ্রহগণের
অর্চনা করিবে । ১৭ ।

একাধিকশততম অধ্যায় ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ত্রীকামী, শান্তিকামী অথবা গ্রহদৃষ্টিতে
অভিভূত ব্যক্তি গ্রহযাগ করিবে । পণ্ডিতগণ গ্রহদিগের এই
সকল নামকরণ করিয়া থাকেন । ১ । ২ । সূর্য্য, সোম, মঙ্গল,
বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, রাহু ও কেতু এই সকলই গ্রহ । ৩ ।
গ্রহদৃষ্টি হইলে রথাদিগ্রহের দোষ শাস্ত্যর্থ তাত্রাদিজব্যা ধারণ
করিবে । অবির দৃষ্টিতে তাত্র, চক্রে, কাংশ্চ, মঙ্গলের ক্ষটিক,
বুধের রক্তচন্দন, বৃহস্পতির স্বর্ণ, শুক্রের রক্ত, শনির লৌহ,
রাহুর সীস, এবং কেতুর দোষ শাস্তির জন্য কাংশ্চ ধারণ করিবে,
ইহাতে গ্রহদোষ শাস্ত্য হয় । ৪ । মুনিগণ! অনন্তর গ্রহদিগের

সিতাসিতঃ । কৃষ্ণঃ কৃষ্ণঃ ক্রমাদ্বর্ণং নিবোধ মুনয়ন্ততঃ ॥
৫ ॥ আপরেক্রোময়েচ্চৈব গ্রহদ্রব্যৈর্কিধানতঃ । সূব-
র্ণানি প্রদেয়ানি বাস্যাংসি কুসুমানি চ ॥ ৬ ॥ গন্ধাদি-
বলয়শ্চৈব ধূপোদেয়শ্চ গুণ্ণগুণ্ণুঃ । কর্তব্যাস্তত্র মন্ত্রৈশ্চ
অধিপ্রত্যাদিদেবতৈঃ ॥ ৭ ॥ আকৃষ্ণেন ইমং দেবা
অগ্নিস্মৃদ্ধাদিবঃ ককুৎ । উদ্বুধ্যস্বেতি জুহুয়াং স্বগতি-
রেব যথাক্রমং ॥ ৮ ॥ বৃহস্পতে পরিদীয়েতি অন্নং
পরিশ্রুতোরনং । সরোদেবী কয়ানশ্চ কেতুজুগ্মস্রিতি-
ক্রমাং ॥ ৯ ॥ অর্কঃ পলাশঃ খদিরস্তপামার্গোথ-
পিপ্পলঃ । ওড়ুস্বরঃ শমী দুর্লাকুশাশ্চ সমিধঃ ক্রমাং ।
হোতব্যা মধুসর্পিভ্যাং দধ্না চৈব সমম্বিতঃ ॥ ১০ ॥ গুড়ো-
দনৌ পায়সঞ্চ হবিষ্যং ক্ষীরযষ্টিকং । দধোদনং হবিঃ
পুপান্নাংসং চিত্রান্নমেব চ ॥ ১১ ॥ দত্তাদ্বিজঃ ক্রমা-
বর্ণ প্রবণ কর, রবি রক্তবর্ণ, চন্দ্র শুক্রবর্ণ, মঙ্গল রক্তবর্ণ, বুধ ও
বৃহস্পতি পীতবর্ণ, শুক্র শ্বেতবর্ণ শনৈশ্চর, রাহু ও কেতু কৃষ্ণ-
বর্ণ । ৫ । গ্রহদৃষ্টি ব্যক্তিকে সেই সেই গ্রহের উল্লিখিত দ্রব্যদ্বারা
স্নান করাইয়া গ্রহোক্তদ্রব্যদ্বারা হোম করিবে । এবং সূবর্ণ বস্ত্র
ও পুষ্প প্রদান করিবে । ৬ । গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, মৌপ ও নৈবেদ্য
এই সকল উপহারে অর্চনা করিতে হইবে । গ্রহদেবতার
পূজাতে গুণ্ণগুলুদ্বারা ধূপ দিবে । স্ব স্ব মন্ত্রে গ্রহগণের পূজা
করিয়া অগ্নিদেবত ও প্রত্যধি দেবতার অর্চনা করিবে । ৭ ।
আকৃষ্ণেনরক্তসা ইত্যাদি মন্ত্রে রবির, ইমং দেবা ইত্যাদি মন্ত্রে
চক্রে, অগ্নিস্মৃদ্ধা ইত্যাদি মন্ত্রে মঙ্গলের, উদ্বুধ্য ইত্যাদি মন্ত্রে
বুধের, বৃহস্পতে ইত্যাদি মন্ত্রে বৃহস্পতির, শুক্রস্তে অত্র ইত্যাদি
মন্ত্রে, শুক্রের শরোদেবীরভীষ্টয়ে ইত্যাদি মন্ত্রে শনৈশ্চরের,
কয়ানশ্চিত্রা ইত্যাদি মন্ত্রে রাহুর এবং কেতুঃ কণুন ইত্যাদি মন্ত্রে
কেতুর অর্চনা ও হোম করিবে । ৮ । ৯ । গ্রহের হোমীয় দ্রব্য এই—
রবির আকন্দ, মঙ্গলের পলাশ, বুধের খদির, বৃহস্পতির অপা-
মার্গ, শুক্রের অশ্বখ, শনৈশ্চরের ওড়ুস্বর, রাহুর শমী ও কেতুর
দুর্লাকুশা হোমীয়দ্রব্য, এই সকল হোমীয় দ্রব্যের সহিত দধি, মধু ও
বৃহস্পতি করিয়া হোম করিতে হইবে । ১০ । গ্রহদিগের বলিজব্যা
এই—রবির গুড় ও অন্ন, চক্রে পায়স, মঙ্গলের হবিষ্য, বুধের
ক্ষীর, বৃহস্পতির দধি ও অন্ন, শুক্রের সূত, শনির পিষ্টক, রাহুর
মাংস এবং কেতুর বিচিত্র অন্ন বলিজব্যা জানিবে । ১১ । দ্বিজপণ

দেতান্ গ্রহেভ্যো ভোজনন্ততঃ । ধেনুঃ শঙ্খস্তথা-
নভান্ হেমবাসো-হয়ন্তথা ॥ ১২ ॥ কৃষ্ণা গোরায়সং
ভাগ এতা বৈ দক্ষিণাঃ ক্রমাৎ । গ্রহাঃ পূজ্যাঃ সদা
য়স্মাদ্রাজ্যাপি প্রাপ্যতে ফলম্ ॥ ১৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে গ্রহশাস্তির্নাম
একাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ বাণপ্রস্থপ্রমং বক্ষ্যে তৎ
কুর্নস্ত মহর্ষয়ঃ । পুত্রেষু ভাৰ্য্যাং নিষ্কিপ্য ধনং গচ্ছৎ
সহৈব বা ॥ ২ ॥ বাণপ্রস্থো ব্রহ্মচারী সায়িঃ শমদমক্ষমী ।
অর্চয়েৎ সায়িকান্ বিপ্রান্ পিতৃদেবাতিথীংস্তথা ॥ ৩ ॥
ভৃত্যাংস্ত তর্পয়েদশ্ব জটালোমভৃদান্নবান্ । দাস্তস্ত্রিসবনং
স্নায়ান্ নিরন্তচ্চ প্রতিগ্রহাৎ ॥ ৪ ॥ স্বাধ্যায়বান্ ধ্যানশীলঃ

পূর্বোক্ত দ্রব্য সকল গ্রহদিগকে ভোজনীয় দ্রব্যরূপে প্রদান
করিবে। গ্রহবাণের দক্ষিণাদ্রব্য কথিত হইতেছে। রবির
ধেনু, চন্দ্রের শঙ্খ, মঙ্গলের বৃষ, বুধের স্বর্ণ, বৃহস্পতির বস্ত্র,
শুক্রের অশ্ব, শনৈশ্চরের কৃষ্ণগো, রাহুর লৌহ এবং কেতুর
বাণে ছাগ দক্ষিণা দিবে। এইরূপে গ্রহদিগের অর্চনা করিলে
রাজ্য ও তাহার সমুচিত ফল পাইয়া থাকেন। ১২। ১৩।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, বাণপ্রস্থ ধর্ম বলিব, ঋষিগণ এই বাণ-
প্রস্থ ধর্ম আচরণ করেন। পুত্রের হস্তে ভাৰ্য্যাকে সমর্পণ করিয়া
অথবা ভাৰ্য্যা সমভিব্যাহারে বনে গমন করিবে। ১। ২। বাণ-
প্রস্থ ধর্ম আশ্রয় করিলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রতিদিন
হোম করিতে হইবে, এবং শাস্ত, দাস্ত ও ক্ষমাশাসী হইয়া
থাকিবে, এবং সায়িকব্রাহ্মণ, পিতৃগণ ও অতিথির অর্চনা
করিবে। ৩। আশ্বত্থপরায়ণ বাণপ্রস্থ-ধর্মাবলম্বী জটা ও শশ্রু
ধারণ করিয়া ভৃত্যবর্গের সন্তোষ সাধন করিবে এবং ত্রিসন্ধ্যা
দান ও স্নান করিবে। কোনপ্রকার দানগ্রহণ করিবে না। ৪।

সর্বভূতহিতৈ রতঃ । অহো মাসস্ত মধ্যো বা কুর্যাৎ
স্বার্থপরিগ্রহম্ ॥ ৫ ॥ নিরাশ্রয়ং অপেক্ষমৌ কর্ম্ম কুর্যাৎ
ফলাদিনা । গ্রীষ্মে পঞ্চাশ্মিমধ্যাহ্নে বর্ষান্তে শ্রুতিলে-
শয়ঃ ॥ ৬ ॥ আর্দ্রবাসান্তে হেমন্তে যোগাভ্যাসাদিনং
নয়েৎ । অক্লৃষ্ণঃ পরিতুষ্টশ্চ সমস্তশ্চ চ তস্ত চ ॥ ৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বাণপ্রস্থধর্মঃ
দ্ব্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ত্র্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ ত্রিকোদ্ধর্মং এবক্ষ্যামি
তং নিবোধত সন্তমাঃ । বনাৎ প্রবৃত্ত্য কুদ্রোষ্ট্রি সর্ব-
বেদপ্রদক্ষিণাম্ ॥ ২ ॥ প্রাজাপত্যাস্তদন্তেহপি অগ্নি-
মারোপ্য চান্ননি । সর্বভূতহিতঃ শাস্ত্রদ্বিগণী স-
কমণ্ডলুঃ । সর্কায়াসং পরিত্যজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্র-
য়েৎ ॥ ৩ ॥ অপ্রমত্তশ্চরৈষ্টৈক্যং সায়াহ্নে নাভি-

বাণপ্রস্থ ধর্ম আশ্রয় করিলে, স্বাধ্যায়নিরত ও ধ্যানশীল হইয়া
সর্বভূতের হিতকর কার্য্যে তৎপর থাকিবে এবং দিবসমধ্যে
অথবা মাসমধ্যে স্বার্থ সংগ্রহ করিবে। ৫। রাজিকালে ভূমিতে
নিরাশ্রয়ে শয়ন করিয়া থাকিবে, এবং ফলকামনায় কর্ম্ম
করিবে। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাশ্মিমধ্যে, বর্ষাকালে শ্রুতিলে শয়ন
করিবে। ৬। হেমন্ত ঋতুতে আর্দ্রবস্ত্রে থাকিয়া যোগাভ্যাসদ্বারা
দিনব্যাপন করিবে। সর্কদা অক্লৃষ্ণ ও পরিতুষ্ট থাকিবে। ৭।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, এইরূপে ত্রিকুধর্ম বলিব, হে তপোধন-
গণ! তাহা শ্রবণ কর। বন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সর্ববেদ-
দক্ষিণক যজ্ঞ সমাধান করিয়া অগ্ন্যধানপূর্বক প্রাজাপত্য যজ্ঞ
করিবে। অনন্তর সর্বভূতের হিতসাধনে তৎপর, শাস্ত্রশীল,
ত্রিদুঃখারী হইয়া কমণ্ডলুগ্রহণপূর্বক সর্বপ্রকার আবাস পরি-
ত্যাগ করিয়া ভিক্ষার্থ গ্রাম আশ্রয় করিবে। ১—৩। ত্রিকুধর্ম

লক্ষিতঃ । বাহিষ্ঠৈর্ভিক্ষুকৈর্গ্ৰামে বাত্ৰামাত্ৰমলো-
লুপঃ ॥৪॥ ভবেৎ পরমহংসো বা একদণ্ডী যমাদিতঃ ।
সিদ্ধযোগন্ত্যজন্ দেহমমৃতত্বমিহাপ্নুয়াৎ ॥ ৫ ॥ যোগ-
মভ্যস্ত মিতভুক্ পরাং সিদ্ধিমবাণ্ণুয়াৎ । দাতাতিথি-
প্রিয়ো জ্ঞানী গৃহী ত্রাজ্জৈহপি মুচ্যতে ॥ ৬ ॥

ইতি গারুড় মহাপুরাণে ত্র্যধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

চতুরধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ নরকাৎ পাতকোদ্ভূতাৎ
পাপস্ত কৰ্ম্মণঃ ক্রয়াৎ । ব্রহ্মহা স্বা ধরোষ্ট্রঃ স্ত্রাস্ম ক-
শাস্তে ভবিষ্যতি ॥ ২ ॥ স্বর্ণচৌরঃ ক্রমিঃ কীটঃ
তৃণাদিশূরুতল্লগঃ । ক্ষয়রোগী শ্রাবদন্তঃ কুনখী শিপি-
বিষ্টকঃ । ব্রহ্মহত্যাক্রমাৎ স্যুচ তৎসৰ্ব্বং বা শিশো-

বলবী ব্যক্তি অশ্রমন্ত হইয়া অপরাধে অনভিলক্ষিত অর্থাৎ কোন-
রূপ বেশভূষাদি না করিয়া ভিক্ষাচরণ করিবে ভিক্ষুকগণ গ্রামে
বাইয়া ভিক্ষাচরণ করিবে কিন্তু লোভপরতন্ত্র হইবে না । ৪ ।
ভিক্ষু ব্যক্তি র্যমনিয়মাদি অবলম্বন করিয়া ত্রিদণ্ডী হইয়া পরমহংস
হইবে । অনন্তর যোগসিদ্ধি হইলেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া
মুক্তিপদ পায় । ৫ । মিতাহারী হইয়া যোগাভ্যাস করিলে উত্তম
গতিলাভ করিতে পারে । গৃহী ব্যক্তিও দাতা, অতিথিপ্রিয় ও
জ্ঞানী হইলে মুক্ত হইয়া থাকে । ৬ ।

—:—

চতুরধিকশততম অধ্যায় ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, পাপী ব্যক্তির নরকভোগের পর শেষ পাপ-
কর পর্য্যন্ত নিরুপ্ত যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে । ব্রহ্ম-
হত্যাকারী ব্যক্তি নরকভোগের পর ক্রমশঃ কুকুর, গর্দভ ও উষ্ট্র-
যোনি প্রাপ্ত হয়, এবং পরিশেষে মুক হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে ।
১২ । যে ব্যক্তি স্বর্ণচৌর, সেই ব্যক্তি ক্রমি ও কীটযোনি প্রাপ্ত
হয়, আর যে ব্যক্তি শূরুপত্নীগামী, তৃণাদিরূপে তাহার জন্ম হয় ।
ব্রহ্মহত্যাকারী ক্ষয়রোগী, স্বর্ণচৌর ব্যক্তি শ্রাবদন্ত এবং শূরু-

ভবেৎ ॥৩॥ ধাত্তহর্ভা স্বনাহারী মুকো রাগাপহারকঃ ।
ধাত্তহার্য্যতিরিক্তাকঃ পিশুনঃ পুতিনাসিকঃ ॥ ৪ ॥
তৈলাহারী তৈলপায়ী পুতিবক্ত্রস্ত সূচকঃ । জায়ন্তে
লক্ষণব্রষ্টা দরিদ্রাঃ পুরুষাধমাঃ । জায়ন্তে লক্ষণোপেতা
ধনধান্তসমম্বিতাঃ ॥ ৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে চতুরধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

পঞ্চাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ বিহিতস্তাননুষ্ঠানান্নিন্দি-
তস্ত চ সেবনাৎ । অনিগ্রহাচ্ছেদ্বিয়াণাং নরঃ পতন-
মুচ্ছতি ॥ ২ ॥ তস্মাদ্যত্নেন কৰ্ত্তব্যং প্রায়শ্চিত্তং
বিশুদ্ধয়ে । এবমস্তাস্তরাষ্ট্রা চ লোকশ্চৈব প্রসীদতি ॥
৩ ॥ লোকঃ প্রসীদেদাত্তৈবং প্রায়শ্চিত্তৈরঘক্ষয়ঃ ।

পত্নীগামী ব্যক্তি কুনখী হইয়া থাকে । ৩ । যে ব্যক্তি ইহজন্মে
ধাত্ত হরণ করে, সেই ব্যক্তি পরজন্মে আহারে বঞ্চিত
থাকে । আর যে ব্যক্তি সঙ্গীতকালে রাগহরণ করে, সেই ব্যক্তি
মুক হয় । ধাত্তাপহারী ব্যক্তি অধিকাক্ষ ও খণ্ড হয় এবং তাহার
নাসিকাতে অতি দুর্গন্ধ হইয়া থাকে । ৪ । তৈলাপহারী ব্যক্তি
তৈলপায়ী নামে কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং অতি খণ্ডস্বভাব
হয় এবং তাহার মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ থাকে । বাহার লক্ষণব্রষ্ট,
তাহারা দরিদ্র ও পুরুষাধম হয় । আর যাহারা সুলক্ষণাধিত
তাহারা ধনধান্তশালী হইয়া থাকে । ৫ ।

—:—

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, বিহিত কৰ্ম্মের আচরণ না করিয়া
নিষিদ্ধ কৰ্ম্মের সেবন করিলে এবং ইজিরসংযম করিতে না,
পারিলে মনুষ্যাগণ নরকে পতিত হয় । ১—২ । পাপাত্মা ব্যক্তি
নরকে পতিত হয়, অতএব দেহবিশুদ্ধার্থ সৰ্ব্বপ্রযত্নে প্রায়শ্চিত্ত
করিবে । প্রায়শ্চিত্ত করিলে অন্তরাষ্ট্রা পবিত্র হয়, তাহাতেই
মনুষ্য প্রসন্ন হয় । ৩ । প্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপক্ষয় হইয়া থাকে,

প্রায়শ্চিত্তমকুরাণাঃ পশ্চাত্তাপবিবর্জিতাঃ ॥ ৪ ॥ নর-
কান্ বাস্তি পাপা বৈ মহারৌরবরৌরবান্ । তামিশ্রং
লোহশঙ্কুঃ পুতিগন্ধসমাকুলং ॥ ৫ ॥ হংসাতং লোহিতো-
দকং সঞ্জীবননদীপথং । মহানিলয়কাকোলমন্ধতামিশ্র-
বাপনং ॥ ৬ ॥ অবীচীং কুস্তপাকঞ্চ বাস্তি পাপাঘিতা
নরাঃ । ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেয়ী সংযোগী গুরুতল্লগঃ ॥ ৭ ॥
গুরুনিন্দা বেদনিন্দা ব্রহ্মহত্যাসমে হ্যুভে । নিষিদ্ধ-
ভক্ষণং জিহ্বাক্রিয়াচরণমেব চ ॥ ৮ ॥ রজস্বলা-মুখা-
দাদঃ সুরাপানসমানি তু । অশ্বাদিহরণং জেয়ং সুবর্ণ-
স্তুয়সম্মিতং ॥ ৯ ॥ সখিভার্যাকুমারীষু স্বযোনি-
ষন্ত্যজাদিষু । সগোত্রাসু তথা স্ত্রীষু গুরুতল্লসমং
স্মৃতং ॥ ১০ ॥ পিতুঃ স্বসারং মাতৃশ্চ মাতুলানীং স্বসা-
মপি । মাতুঃ সপত্নীং ভগিনীমাচার্য্যতনয়ান্তথা ॥ ১১ ॥
আচার্য্যপত্নীং স্বস্মৃতাং গচ্ছংস্ত গুরুতল্লগঃ । ছিত্বা লিঙ্গং
বধন্ত্যস্ত স কামায়াঃ স্ত্রিয়ান্তথা ॥ ১২ ॥ গোবধো

ব্রাহ্মণশ্বেয়মুগ্ধানাঞ্চ পরিক্রিয়া । অনাহিতাঘিতা পণ্য-
বিক্রয়ঃ পরিবেদনং ॥ ১৩ ॥ ভৃত্যাদধ্যায়নাদানং
ভূতকাধ্যাপনস্তথা । পারদার্য্যং পারিবিভ্যং বাক্কীষ্যং
লবণক্রিয়া ॥ ১৪ ॥ সচ্ছূদ্রবিট্কত্রবধো নিন্দিতা-
র্থোপজীবিতা । অগ্নিভুং ব্রতলোপশ্চ শূল্যং গো-
শৈব বিক্রয়ঃ ॥ ১৫ ॥ পিতৃমাতৃসুহৃৎত্যাগস্তড়াগ-
রামবিক্রয়ঃ । কস্তায়া ভূষণানাঞ্চ পরিবিন্দকবাজনং ॥
১৬ ॥ কস্তাপ্রদানং তস্মৈব কোটিল্যং ব্রতলোপনং ।
আত্মনোহর্থে ক্রিয়ারস্তো মজ্জপত্নীনিষেবণং ॥ ১৭ ॥
স্বাধ্যায়গ্নিস্তুত্যাগো বাক্কবত্যাগএব চ । অস-
চ্ছাস্ত্রাভিগমনং ভার্য্যাত্মপরিবিক্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥ উপপাপানি
চোক্তানি প্রায়শ্চিত্তং নিবোধত । শিরঃকপালধ্বজ-
বান্ ভিক্ষাশী কৰ্ম্ম বেদয়ন্ ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মহা দ্বাদশসমা মিত-
ভুক্ শুদ্ধিমাশ্রুয়াৎ । সোমেভ্যঃ স্বাহেতি চ বা লোম-
বান্ বিভূয়ান্তনুং ॥ ২০ ॥ গ্রহাংশ্চ জুহুয়াদ্ বাপি

তাহাতেই আত্মা প্রসন্ন হয় । যে সকল পাপী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্তা-
চরণ করে না, ও পশ্চাৎ তাপ করে না, ৪ তাহার
মহাকারময় লোহকীলকাঘিত পুতিগন্ধযুক্ত রৌরবে পতিত
হয় ॥ ৫ ॥ হংসাত, লোহিতোদক, সংজীবন, নদীপথ, মহা-
নিলয়, কাকোল, অন্ধতামিশ্র, অবীচি, কুস্তীপাক প্রভৃতি নানা-
প্রকার নরক আছে, পাপিগণ পাপবিশেষে এই সকল নরকে
পতিত হয় । ব্রহ্মহত্যাকারী, মদ্যপায়ী, অগম্যগামী ও গুরু-
জনাগামী, এই সকল পাপীরা পূর্বোক্ত নরকভোগ করিয়া
থাকে ॥ ৬—৭ ॥ গুরুনিন্দা ও বেদনিন্দা এই উভয় কার্য্যে
ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ হয় । নিষিদ্ধ দ্রব্যভক্ষণ, কুৎসিতক্রিয়া
আচরণ ও রজস্বলা নারীর স্পর্শচূষন এই সকল কার্য্যে সুরাপান-
তুল্য পাপ হইয়া থাকে এবং অশ্বাদি রত্নহরণে স্বর্ণস্তুয়জনিত
পাপ হয় ॥ ৮—৯ ॥ বন্ধুপত্নী, কন্যা, ভগিনী, অন্ত্যজাতীয় স্ত্রী ও
স্বগোত্র-ভার্য্যাগমনে গুরুপত্নী গমন জন্ত পাপ হইয়া থাকে ।
পিতৃঘনা, মাতৃঘনা, মাতুলী, ভগিনী, বিমাতা, আচার্য্য-কন্যা,
আচার্য্যপত্নী, কন্যা ও গুরুজন গমন করিলে, সেই সকল
ব্যক্তির লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া বধ করিবে এবং স্ত্রীও যদি ইচ্ছা-
বশতঃ কোন পুরুষকে উপভোগ করে, তাহারও উক্তরূপ প্রায়-

শ্চিত্ত করিবে ॥ ১০—১২ ॥ ব্রহ্মহাপচরণ, গোবধ, ঋণপরিক্রিয়া
অর্থাৎ ঋণগ্রহণ করিয়া তাহা পরিশোধ না করা, সান্নিকত্ব পরি-
ত্যাগ, পণ্যবিক্রয়, পরিবেদন, ভূতোর নিকট অধ্যয়ন, দানগ্রহণ,
বৈতনভোগী হইয়া অধ্যাপন, পরদার, পরিবিভি, অর্থাৎ জোষ্ঠ
সহোদরের বিবাহের পূর্বে কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ, সুধগ্রহণ,
লবণবিক্রয়, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়বধ, নিন্দিত কার্য্যদ্বারা উপ-
জীবিকা, গচ্ছিতধনাগহরণ, ব্রতভঙ্গ, শূল্যকৰ্ম্ম, গোবিক্রয়,
পিতা, মাতা ও বন্ধু পরিত্যাগ, সরোবর ও উদ্যানবিক্রয়, কস্তার
ভূষণবিক্রয়, পরিবিন্দক (জোষ্ঠ সহোদরের বিবাহের পূর্বে পরি-
ণয়কারী কনিষ্ঠ) বাজন, পরিবিন্দকের নিকট কস্তাপ্রদান,
কোটিল্য, ব্রতলোপ, আত্মার্থে ক্রিয়ারস্ত, মদ্যপান, পরস্ত্রীনিষে-
বণ, স্বাধ্যায়ত্যাগ, অগ্নিত্যাগ, পুত্রত্যাগ, বাক্কবত্যাগ, অসং-
শাস্ত্রাধ্যয়ন, ভার্য্যাবিক্রয় ও পুত্রবিক্রয়, এই সকল উপপাতক
কথিত হইল । এই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ কর । পূর্বোক্ত
পাপে পাপী ব্যক্তি ভিক্ষাপাত্রধারণ করিয়া ভিক্ষাদ্বারা আহার
কার্য্য নির্বাহ করিবে ॥ ১৩—১৯ ॥ পূর্বোক্তরূপে দ্বাদশ বৎসর
মিতাহারী হইয়া থাকিলে পাপ হইতে মুক্তি পায় এবং সোমেভ্যঃ
স্বাহা এই মন্ত্রে হোম করিয়া কেশ, শূশ্র ও নখাদি ধারণ করিয়া

অশ্বমজ্জৈবধাক্রমং । শুদ্ধিঃ স্ত্রীদ্রুহননাং কুত্বেবং
শুদ্ধিরেব চ ॥ ২১ ॥ নিরাতঙ্গং দ্বিজং গাঞ্চ ব্রাহ্মণার্থে
হতোহপি বা । অরণ্যে নিয়তো জগুঃ । ত্রিঃকুত্তো বেদ-
সংমিতাং ॥ ২২ ॥ সরস্বতীং বা সংসেব্য ধনং পাত্রে
সমর্পয়েৎ । যাগক্ষত্ৰবিড়ঘাতে চরেদ্রুহনো ব্রতং ॥
২৩ ॥ গৰ্ভহা বা ঋধাবর্ণে তথা ত্রৈয়ীনিসূদনং ।
চরেদ্রুতমহত্বাপি ষাতর্নীর্থমুপাগতঃ ॥ ২৪ ॥ দ্বিগুণং
সবনস্থে তু ব্রাহ্মণে ব্রতমাচরেৎ । সুরাস্বয়তগোমূত্রং
পীত্বা শুদ্ধিঃ সুরাপিনঃ ॥ ২৫ ॥ অগ্নিবর্ণং য্নতে বাপি
চীরবাসাজগী ভবেৎ । ব্রতং ব্রহ্মহনং কুর্যাৎ পুনঃ
সংস্কারমহতি ॥ ২৬ ॥ রেতোবিগ্নুত্রপানাচ্চ সুরাপা
ব্রাহ্মণী তথা । পতিলোকপরিভ্রষ্টা গৃধ্রী আচ্ছুকরী
শুনী ॥ ২৭ ॥ স্বর্ণহারী দ্বিজো রাজ্ঞে দত্ত্বা তু মুষল-
স্তথা । কৰ্ম্মণঃ খ্যাপনং কুত্বা হতস্তেন ভবেচ্ছুচিঃ ।

থাকিবে । এবং যথাক্রমে স্ব স্ব মন্ত্রে গ্রহগণের হোম করিয়া
ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তি পায় । ২০—২১ । নির্ভীকপক্ষী ও
গো ব্রাহ্মণার্থে হনন করিলে ও নিয়ত অরণ্যে বাস করিয়া ত্রিবেদ-
সংস্থিত সমুদায় মন্ত্র জপ করিলে শুদ্ধি হইয়া থাকে । অথবা
সরস্বতী দেবীর সেবা করিয়া সংপাত্রে ধন দান করিবে । যাগস্থ-
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব হনন করিলে ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ।
২২—২৩ । গৰ্ভহনন করিলে যে বর্ণের গৰ্ভ হনন করিবে, সেই
বর্ণবধের উক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধ হয় এবং যে ব্যক্তি হন-
নার্থ উদ্যুক্ত হয়, সেই ব্যক্তি হনন না করিলেও বধজনিত
পাপের প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে । ২৪ । কোন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ
সমাপন করিয়া স্নান করিতেছে, এমন সময়ে তাহাকে বধ করিলে
দ্বিজগ প্রায়শ্চিত্ত করিবে । সুরাপী ব্রাহ্মণ অগ্নিবর্ণ সুরা, জল,
য়ত ও গোমূত্র পান করিয়া দেহ বিসর্জন করিলে পাপ বিনষ্ট
হয়, আর অগ্নিবর্ণ সুরাদি পান করিলেও যদি তাহাতে
মরণ না হয়, তাহা হইলে চীরবাস ও জটাধারণ করিয়া ব্রহ্ম-
বধের প্রায়শ্চিত্ত করিবে । এইরূপ প্রায়শ্চিত্তদ্বারা বিগ্নুদেহ
হইলে পুনর্বার সমস্ত সংস্কার করিতে হইবে । ২৫—২৬ । ব্রাহ্মণী
রেতঃ, ঝিষ্ঠা, মূত্র ও সুরা পান করিলে পতিলোক হইতে পরি-
ভ্রষ্ট হইয়া গৃধ্রী, শুকরী ও কুকুরী হইয়া জন্মগ্রহণ করে । ২৭ ।
স্বর্ণচৌর ব্রাহ্মণ রাজাকে একটি মুষল প্রস্তুত করিয়া দিয়া

আত্মতুল্যং স্ববর্ণং বা দত্ত্বা শুদ্ধিমিমাং দ্বিজঃ ॥ ২৮ ॥
শয়নে ক্রীড়মাগন্ত যোষিতং যোষিতা স্বপেৎ । উচ্ছেদ্য
লিঙ্গং রষণং নৈখর্ত্যামুৎসজ্জেনিধি ॥ ২৯ ॥ প্রাজ্ঞা-
পত্যং চরেৎ কুচ্ছুং সমাত্মা গুরুতল্লগঃ । চান্দ্রায়ণং
বা জীন্ মাঙ্গানভ্যসেৎ বেদসংহিতাং ॥ ৩০ ॥ পঞ্চগব্যং
পিবেকোম্বো মাসমাসীচ্চ সংযতঃ । গোষ্ঠেশয়ো গোহমু-
গামী গোপ্রদানেন শুধ্যতি ॥ ৩১ ॥ উপপাতকশুদ্ধিঃ
স্রাজ্জায়গব্রতেন চ । পয়সা বাপি মাদেন পরা-
কেণাপি বা পুনঃ ॥ ৩২ ॥ ঋষভৈকং সহস্রং গা দত্ত্বাৎ
ক্ষত্রবধে পুমান্ । ব্রহ্মহত্যা ব্রতং বাপি বৎসর-
ত্রিতয়ং চরেৎ ॥ ৩৩ ॥ বৈশ্বহাঙ্গাং চরেদেতদজ্ঞাতৈক-
শতং গবাং । ষট্শালীচ্ছূদ্রহা চৈতদজ্ঞাতা ধেনবো-

সেই চৌরকর্ণের ঘোষণা করিবে, রাজা সেই মুষলদ্বারা স্বর্ণ-
চৌর ব্রাহ্মণকে আঘাত করিয়া বিনাশ করিবেন । এইরূপ
করিলেই স্বর্ণচৌর্যজনিত পাপ হইতে শুদ্ধ হইতে পারে ।
অথবা স্বর্ণচৌর্য্যপাপে প্রলিপ্ত ব্যক্তি আত্মপরিমিত স্বর্ণ
প্রদান করিলেও শুদ্ধ হইয়া থাকে । ২৮ । কোন জীর নিদ্রাকালে
যদি কোন পুরুষ সেই জীর সম্মোগাভিলাষে তাহার সহিত শয়ন
করে, তাহা হইলে সেই পাপিষ্ঠ পুরুষ তাহার লিঙ্গ ও অণ্ড
চ্ছেদন করিয়া নৈখর্ত্যদিকে নিক্ষেপ করিলে, সেই পাপের প্রায়-
শ্চিত্ত হয় । ২৯ । গুরুপত্নী গমন করিলে কুচ্ছুপ্রাজ্ঞাপত্য ব্রত
আচরণ করিবে । অথবা তিনমাসপর্যন্ত চান্দ্রায়ণব্রত আচরণ
করিয়া বেদসংহিতা পাঠ করিবে । ৩০ । গোবধজনিত পাপে
পাপিষ্ঠ ব্যক্তি পঞ্চগব্যভোজন করিয়া গোষ্ঠেশয়ন করিয়া থাকিবে
এবং সন্মদা গোর অনুগমন করিবে । এইরূপে একমাস সংযত
হইয়া থাকিলে গোবধজনিত পাপ হইতে মুক্তি পায় । ৩১ । চান্দ্রা-
য়ণব্রত আচরণ করিলে উপপাতকের বিগ্নু হইয়, অথবা একমাস
কেবল দুগ্ধপান করিলে কিম্বা পরাক্রান্ত আচরণ করিলে উপ-
পাতক হইতে শুদ্ধ হইতে পারে । ৩২ । ক্ষত্রিয়বধজনিত পাপে
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে পক্ষী ব্যক্তি একটি বুধ ও সহস্র ধেনু
প্রদান করিবে, অথবা তিন বৎসর ব্রহ্মহত্যার ব্রতাহুষ্ঠান
করিবে । ৩৩ । বৈশ্বহাঙ্গী ব্যক্তি এক বৎসর ব্রহ্মহত্যা ব্রত
করিবে অথবা একশত ধেনু দান করিবে । শূদ্রহা ব্যক্তি ছয়-
মাস পূর্বোক্ত ব্রত আচরণ করিবে অথবা দশ ধেনু প্রদান করিলে

দশ । অপ্রদুষ্টাং ত্রিযং হত্বা শূদ্রহত্যাভ্রতঞ্চরেৎ ॥ ৩৪ ॥
 মার্জারগোধানকুলপশুমণ্ডকঘাতনাং । পিবেৎ ক্ষীরং
 ত্র্যহং পাপী কৃচ্ছ্রং বাপ্যধিকঞ্চরেৎ ॥ ৩৫ ॥ গজে নীলান্
 রূষান্ পঞ্চ শুক্লবৎসং দ্বিহায়নং । খরাজমেবেষু
 রূষোদ্দেশঃ ক্রৌঞ্চো ত্রিহায়নঃ ॥ ৩৬ ॥ বৃক্ষশুল্কলতা-
 বীকুং ছেদনে জপ্যমুক্শতং । অবকীর্ণী ভবেদ্বজ্রা
 ব্রহ্মচারী চ যোষিতং ॥ ৩৭ ॥ গর্দভং পশুমালাভ্য
 নৈষতঞ্চ বিশুদ্ধ্যতি । মধুমাংসাশনে কার্ষ্যং কৃচ্ছ্র-
 শেষং ব্রতানি চ ॥ ৩৮ ॥ কৃচ্ছ্রত্রয়ং গুরুঃ কুৰ্ব্ব্যাৎ ত্রিয়েত
 প্রহিতো যদি । প্রতিকূলং গুরোঃ কৃচ্ছ্রা প্রসাত্তৈষ
 বিশুদ্ধ্যতি ॥ ৩৯ ॥ রিপুন্ ধাত্তপ্রদানাত্তৈঃ স্নেহাত্তৈর্দী-
 প্যপক্রমেৎ । ক্রিয়মাণোপকারে চ মূতে বিপ্রৈ ন
 পাতকং ॥ ৪০ ॥ মহাপাপোপপাপাত্যাং যো বদেচ্চ

প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে । অদুষ্টা জীকে বধ করিলে শূদ্রবধোক্ত
 প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে । ৩৪ । মার্জার,
 গোদা, নকুল, পশু ও মণ্ডক হনন করিলে পাপী ব্যক্তি ত্রিহাত্ত
 কেবল হুগ্ধপান করিয়া থাকিলে পাপ বিনষ্ট হয় অথবা কৃচ্ছ্রব্রত
 আচরণ করিবে । ৩৫ । গজহত্যাকারী ব্যক্তি নীলবর্ণ পঞ্চবৃষ ও
 শুক্লবর্ণ দ্বিবর্ষবয়স্ক এটি বৎস দান করিলে তাহার পাপ মোচন
 হয় । গর্দভ, ছাগ ও মেঘ হনন করিলে সেই সকল পাপ
 বিগ্ধির নিমিত্ত একটি বৃষ দান করিবে । বক্হিংসক ব্যক্তি
 দ্বয় পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনবর্ষবয়স্ক বৃষ দান করিলে
 তাহার সেই পাপ বিনষ্ট হয় । ৩৬ । বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাপ্রভৃতি
 ছেদন করিলে শতবার গায়ত্রী জপ করিলেই পাপশাস্তি হইয়া
 থাকে । ব্রহ্মচারী ব্যক্তি জীসংসর্গে অবকীর্ণ পাপে লিপ্ত হয়
 এবং তাহাদিগকে অবকীর্ণী বলে । ৩৭ । একটি গর্দভ স্পর্শ
 করিলে অবকীর্ণ পাপ হইতে পরিজ্ঞান পায় । মধু ও মাংসাশন-
 দ্বারা কৃচ্ছ্রব্রতের শেষ কার্য্য সমাপন করিবে । ৩৮ । কোন
 ব্যক্তিকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিলে যদি সেই প্রহিত ব্যক্তির
 মৃত্যু হয়, তাহা হইলে প্রেরক ব্যক্তি কৃচ্ছ্রত্রয় প্রায়শ্চিত্ত করিবে ।
 গুরুর প্রতিকূল কার্য্য করিলে গুরুকে শাস্তনা করিলেই সেই
 পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় । ৩৯ । কোন শত্রু ব্যক্তির প্রতিকূল
 কর্ম্ম করিলে তাহাকে ধাত্তাদি প্রদানদ্বারা অথবা স্নেহবচনে
 শাস্ত করিলেই পাপ বিমোচন হয় । উপকারী ব্যক্তির অনিষ্ট-

মুখাবচঃ । অপ্রেক্ষ্যো মানমাসীত অযাচী নিয়তে-
 ক্ষিয়ঃ ॥ ৪১ ॥ অনিযুক্তো ভাতৃতার্থ্যাং গচ্ছৎশাস্ত্রা-
 য়ণং চরেৎ । ত্রিহাত্তান্তে যতং প্রাশ্চ গবোদিক্যাং শুচি-
 র্ভবেৎ ॥ ৪২ ॥ গোষ্ঠে বসন্ ব্রহ্মচারী মানমেকং পয়ো-
 ব্রতী । গায়ত্রীজপ্যনিরতো মুচ্যতেসংপ্রতিগ্রহাৎ ॥
 ৪৩ ॥ ত্রিঃকৃচ্ছ্রমাচরেদ্ভাত্যো দ্বাজ্জকোহপি চরন্নপি ।
 পঠেদ্ বেদং যথাশক্তি ভাত্ত্বা চ শরণাগতান্ ॥ ৪৪ ॥
 প্রাণায়ামত্রয়ং কুৰ্ব্ব্যাৎ খরযানোষ্ট্রীয়ানগঃ । নগুঃ স্বাত্তা
 চ শুধ্যত গজা চৈব দিবা ত্রিযং ॥ ৪৫ ॥ গুরুং হ
 কৃত্য হ কৃত্য বিপ্রং নির্জিত্য বাদতঃ । প্রসাত্ত তঞ্চ
 মুনয়স্ততো হ্যপবসেদ্বিনং ॥ ৪৬ ॥ বিপ্রৈ দণ্ডোত্তমে কৃচ্ছ্র-

চরণ করিলে তাহার মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত কথিত আছে । ৪০ ।
 যে ব্যক্তি মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তি মহাপাপ ও
 উপপাপ ভাগী হয় । এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে
 পাপী ব্যক্তি সংযত হইয়া এক মাস কোন নির্জনস্থানে বসিয়া
 থাকিবে । আহারার্থ যাচঞা করিবে না । ৪১ । যে ব্যক্তি
 নিয়োগ ব্যতিরেকে ভাতৃতার্থ্যাগমন করে, সে চান্দ্রায়ণব্রত
 অনুষ্ঠান করিলে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায় । রজসলা জীতে
 অভিগমন করিলে, ত্রিহাত্ত উপবাসের পর যুতপান করিয়া
 শুদ্ধ হইতে পারে । ৪২ । অসংপ্রতিগ্রহজনিত পাপ হইতে
 নিষ্কৃতির কামনা করিলে এক মাস ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক
 পয়োব্রত ধারণ করিয়া গোষ্ঠে বাসকরতঃ গায়ত্রী জপ
 করিবে, তাহা হইলেই অসংপ্রতিগ্রহ-জনিত পাপ হইতে
 মুক্তি পায় । ৪৩ । ভাতাপাপে অর্থাৎ যথাকালে উপনয়ন
 সংস্কারের অভাবে কৃচ্ছ্রত্রয় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় । ঐ
 ব্রতপতিত ব্যক্তিকে যাজন করিলে, সেই যাজকও পতিত হইয়া
 থাকে । অতএব তাহাকেও কৃচ্ছ্রত্রয় ব্রত পালন করিতে হইবে ।
 যে ব্যক্তি শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে, সে যথাশক্তি
 বেদপাঠ করিলে শুদ্ধ হইতে পারে । ৪৪ । খরযান ও উষ্ট্রবানে
 গমন করিলে যে পাপ হয়, তিনবার প্রাণায়াম করিলে সেই
 সকল পাপ বিনাশ পায় । দিবাতে জীগমন করিলে বস্ত্র পরি-
 ত্যাগপূর্ব্বক স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে । ৪৫ । গুরুর প্রতি হুক্কর
 (ধমক) প্রয়োগ করিলে এবং ব্রাহ্মণকে বাকাদারা নির্জিত
 করিলে, তাহাদিগকে সাশ্বনা করিয়া এক দিবস উপবাস করিবে

মতিকৃচ্ছ্রং নিপাতনে । দেশং কালং বয়ঃ শক্তিং পাপ-
 ণ্যাবেক্ষ্য যত্নতঃ । প্রায়শ্চিত্তপ্রকল্পঃ স্ফাদযত্র চোক্তা
 তু নিকৃতিঃ ॥ ৪৭ ॥ গৰ্ভত্যাগো ভৰ্ভুনিন্দা স্ত্রীণাং পতন-
 কারণং । এষ গ্রহাস্তিকে দোষঃ তস্মাত্তাং দূতস্ত্যজ্যে ॥
 ৪৮ ॥ বিখ্যাতদোষঃ কুরীত গুরোরনুমতং ব্রতং ।
 অসংবিখ্যাতদোষস্ত . রহস্ত্যং ব্রতমাচরেৎ ॥ ৪৯ ॥
 ত্রিরাত্রোপোষণো জপ্তা ব্রহ্মহা ভষমৰ্ষণং । অন্তর্জলে
 বিশুদ্ধে চ দত্তা গাঞ্চ পরিশ্রিনীং ॥ ৫০ ॥ সোমেভ্যঃ
 স্বাহেতি ঋচা দিবসং মারুতাশনঃ । জলে স্থিত্বা তু
 জুহুয়াচ্ছারিংশদ্ব্যতাহতীঃ ॥ ৫১ ॥ ত্রিরাত্রোপোষণো
 হুয়া কুশ্মাণ্ডীভির্যতং শুচিঃ । সুরাপঃ স্বর্ণহারী চ
 রুদ্রজাপী জলে স্থিতঃ ॥ ৫২ ॥ অজ্ঞানকৃতপাপস্ত নাশঃ
 সঙ্ঘাত্রেয়ৈ কৃতে । রুদ্রৈকাদশজপ্যাদ্বি পাপনাশো
 ভবেদ্বিজঃ ॥ ৫৩ ॥ সহস্রশীর্ষাজপ্যেন মুচ্যতে গুরু-
 তল্লগঃ । প্রাণায়ামশতং কুৰ্যাৎ সৰ্বপাপাপনুভয়ে ॥ ৫৪ ॥

তাহা হইলেই সেই পাপ হইতে মুক্তি পায় ৪৬ । ব্রাহ্মণকে
 দণ্ডোদ্যম করিলে কৃচ্ছ্র ব্রত এবং তাড়ন করিলে অতিকৃচ্ছ্র ব্রত
 আচরণ করিবে । দেশ, কাল, বয়স, শক্তি ও পাপ এই সকল
 বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নির্ণয় করিবে, তাহা
 হইলেই পাণ্ডের নিকৃতি হয় ৪৭ । গৰ্ভপাত ও ভৰ্ভার নিন্দা
 করিলে স্ত্রী পতিতা হয় । যে স্ত্রীর উক্তপ্রকার দোষ থাকে,
 তাহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে ৪৮ । বিখ্যাত পাপী
 ব্যক্তি প্রেকাশ্রুপে প্রায়শ্চিত্ত করিবে এবং অপ্রেকাশ্রু পাপে
 গুপ্তভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ৪৯ । ব্রহ্মহা ব্যক্তি
 ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া বিশুদ্ধজলে অবস্থিত হইয়া অদমৰ্ষণমন্ত্র
 জপ করিবে এবং ব্রাহ্মণকে পরশ্রিনী গাভী দান করিবে । অন-
 স্তর দিবসত্রয় বায়ুভক্ষণপূর্বক জলেতে অবস্থিত হইয়া ও সোমে-
 ভ্যঃ স্বাহা এই মন্ত্রে চছারিংশং বার ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে ।
 ইহাতে ব্রহ্মবধ জন্ম পাপ বিনষ্ট হয় ৫০—৫১ । সুরাপী ও স্বর্ণপ-
 হারী ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া জলেতে অবস্থান করিয়া
 রুদ্রমন্ত্র জপ করিবে, পরে ঘৃত প্রাশন করিয়া কুশ্মাণ্ডীমন্ত্রে হোম
 করিলে শুচি হইবে ৫২ । ব্রাহ্মণ নিয়ত ত্রিসঙ্ঘা করিলে অজ্ঞান-
 কৃত পাপ বিনাশ হয় এবং একাদশ বার রুদ্রাধ্যায় জপ করিলেও
 পাপ বিনাশ হইয়া থাকে । গুরুপত্নীগমন করিলে সহস্রশীর্ষামন্ত্র

ওঙ্কারাভিযুতং সায়ং সলিলপ্রাশনাচ্ছুচিঃ । কৃষ্ণো-
 পবাসং রেতোবিগ্নুজাণাং প্রাশনে বিজঃ ॥ ৫৫ ॥
 বেদাভ্যাসরতং শাস্তং পঞ্চযজ্ঞক্ৰিয়াপরং । ন
 স্পৃশস্তি হি পাপানি চাশু স্মৃদ্ধাহপোহিতঃ । জপ্তা
 সহস্রগায়ত্রীং শুচিব্রহ্মহণাদৃতে ॥ ৫৬ ॥ ব্রহ্মচর্য্যং দয়া
 ক্ষান্তির্ধ্যানং সত্যমকল্পতা । অহিংসাস্তেয়মাধুর্য্যদম-
 শ্চৈতে যমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৭ ॥ স্নানমোনোপবাসেজ্যা
 স্বাধ্যায়েস্ত্রিয়নিগ্রহঃ । তপোহক্ৰোধো গুরোভক্তিঃ
 শৌচঞ্চ নিয়মাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৮ ॥ পঞ্চগব্যস্ত গোক্ষীরং
 দধিমূত্রশক্কদ্বয়তং । জঙ্ঘাপরেদুপবসেৎ কৃচ্ছ্রং শাস্ত-
 পনং বিজঃ ॥ ৫৯ ॥ পৃথক্ সন্তপনৈর্জবৈব্যৈঃ ষড়্ভহঃ
 সোপবাসকঃ । সপ্তাহেন তু কৃচ্ছ্রাহয়ং মহাসান্তপনঃ
 স্মৃতঃ ॥ ৬০ ॥ পর্ণৌষধররাজীববিষপত্রকুশোদকৈঃ ।

জপ করিলে পাপ হইতে মুক্তি পায় এবং শতবার প্রাণায়াম
 করিলে সৰ্বপ্রকার পাপ হইতে নিকৃতি হইয়া থাকে ৫৩ । ৩৪ ।
 রেতঃ বিষ্ঠা ও মূত্র ভক্ষণ করিলে উপবাস করিয়া সায়ংকালে
 ওঙ্কারমন্ত্রে অভিমদ্রিত জল পান করিবে । এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত
 দ্বারা পাপ শাস্তি হয় ৫৫ । যে ব্যক্তি বেদাভ্যাসরত, শাস্তি-
 পরায়ণ ও পঞ্চযজ্ঞাধিত সেই ব্যক্তিকে কোনপ্রকার পাপ স্পর্শ
 করিতে পারে না, তাহাকে স্মরণ করিলে পাপ সকল পলায়ন
 করে । এক সহস্র গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মহত্যা ব্যতীত সকল
 প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে ৫৬ । ব্রহ্মচর্য্য, দয়া,
 ক্ষমা, ধ্যান, সত্য, অকপটতা, অহিংসা, স্তেয়, মধুরবাক্য ও
 দম, এই সকলকে সংযম বলে ৫৭ । স্নান, মোন, উপবাস,
 যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, ইস্ত্রিয়নিগ্রহ, তপস্তা, অক্ৰোধ, গুরুভক্তি ও
 শৌচ এই সকলকে নিয়ম বলিয়া থাকে ৫৮ । গব্য দুগ্ধ, গব্য দধি,
 গব্য ঘৃত, গোমূত্র ও গোময় এই সকলের নাম পঞ্চ গব্য । পূর্ব-
 দিবস কেবল পঞ্চ গব্য ভক্ষণ করিয়া পরদিবস উপবাস
 করিবে, ইহার নাম কৃচ্ছ্রাস্তপন ব্রত ৫৯ । প্রথম দিবসে 'স্বং'
 দ্বিতীয় দিবসে দধি, তৃতীয় দিবসে গোমূত্র, চতুর্থ দিবসে গোময়
 এবং পঞ্চম দিবসে ঘৃত ভক্ষণ করিয়া থাকিবে এবং ষষ্ঠ দিবসে
 উপবাস করিয়া সপ্তম দিবসে কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে । এই রূপে
 সপ্তাহসাধ্য ব্রতের নাম মহাসান্তপন ব্রত ৬০ । পর্ণ, উষধ-
 রজ, পদ্মপত্র, বিষপত্র ও কুশোদক, এই সকল জব্য এতদ্যেক

প্রত্যেকং প্রত্যাহাভ্যন্তৈঃ পর্ণকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ ॥ ৬১ ॥
 তপ্তক্ষীরম্বতাস্বনামৈকং প্রত্যাহং পিবেৎ । এক-
 রাজোপবাসশ্চ তপ্তকৃচ্ছ্রশ্চ পাবনঃ ॥ ৬২ ॥ এক-
 ভক্তেন নক্তেন তথৈব্যাচিতেন চ । উপবাসেন
 চৈকেন পাদকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ ॥ ৬৩ ॥ যথা কথঞ্চিদ্ভিগুণঃ
 প্রাজাপত্যোহয়মুচ্যতে । অয়মেবাতিকৃচ্ছ্রঃ স্রাৎ পাণি-
 পূর্ণাশ্বভোজনাৎ ॥ ৬৪ ॥ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রং পয়সা দি-
 বসানেকুবিংশতিং । দ্বাদশাহোপবাসৈশ্চ পরাকঃ
 সমুদাহৃতঃ ॥ ৬৫ ॥ পিণ্যাকাচামতক্রাশ্বশক্তূনাং প্রতি-
 বাসরং । একৈকমুপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রঃ শামোহয়মুচ্যতে ॥
 ৬৬ ॥ এষাং ত্রিরাত্রমভ্যাসাদেকৈকং স্রাদ্ধধাক্রমাৎ ।
 তুলাপুরুষ ইত্যেব জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশাহিকঃ ॥ ৬৭ ॥ তিথি-
 পিণ্ডাংশ্চরেদ্ব্যাক্ষা শুক্রে শিখ্যাণ্ডসম্মিতান্ । একৈকং

এক এক দিবস ভোজন করিবে। এই রূপে পঞ্চাহ কেবল পঞ্চ
 দ্রব্য মাত্র ভক্ষণ করিলেই পর্ণকৃচ্ছ্রব্রত হয়। ৬১। প্রথম দিবসে
 তপ্ত দুগ্ধ, দ্বিতীয় দিবসে, তপ্তম্বত এবং তৃতীয় দিবসে কেবল তপ্ত
 জলপান করিয়া চতুর্থ দিবসে উপবাসী থাকিবে, এই রূপ করিলে
 তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত হয়। এই ব্রত সর্ব প্রকার পাপ বিনাশ করে। ৬২।
 প্রথম দিবস রাত্রিতে একবারমাত্র যৎকিঞ্চিৎ আহার করিবে,
 দ্বিতীয় দিবসে অযাচিতাহার এবং তৃতীয় দিবসে উপবাস
 করিয়া থাকিবে। ইহার নাম পাদকৃচ্ছ্র। ৬৩। পূৰ্ণোক্ত ব্রতের
 মধ্যে যে কোন ব্রতের ভিগুণ ব্রত আচরণ করিলেই প্রোলাপত্য
 ব্রত হয়। এই ব্রতে এক অঞ্জলি জল পান করিলে অতিকৃচ্ছ্র-
 ব্রত হয়। ৬৪। এক বিংশতি দিবস কেবল জল পান করিয়া
 থাকিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র ব্রত হয়। দ্বাদশ উপবাসে এক পরাক
 ব্রত হইয়া থাকে। ৬৫। প্রথম দিবসে পিণ্যাক ভক্ষণ, দ্বিতীয়
 দিবস উপবাস, তৃতীয় দিবস তক্র ভক্ষণ চতুর্থ দিবস
 উপবাস, পঞ্চম দিবসে শক্তু ভক্ষণ ষষ্ঠ দিবসে উপবাস এইরূপ
 করিলে কৃচ্ছ্রশাম ব্রত হয়। ৬৬। প্রথম দিবসে পিণ্যাক দ্বিতীয়
 দিবসে তক্র এবং তৃতীয় দিবসে শক্তু ভক্ষণ করিবে, এইরূপে
 পঞ্চদশাহ ব্রত আচরণ করিলে তুলাপুরুষ ব্রত হয়। ৬৭। শুক্লপক্ষে
 তিথি বুদ্ধিক্রমে বুদ্ধি করিয়া কুকুটাত্তপ্রমাণ পিণ্ড ভক্ষণ করিবে
 এবং কৃষ্ণপক্ষে এক একটি হ্রাস করিয়া ভক্ষণ করিবে অর্থাৎ
 শুক্লপক্ষের পতিপৎ তিথিতে এক পিণ্ড, দ্বিতীয়াতে দুই পিণ্ড এবং

হ্রাসয়েৎ কৃষ্ণে পিণ্ডাষ্ট্রায়ণকরেন্ ॥ ৬৮ ॥ যথাকথ-
 ণ্ডে পিণ্ডানাং চত্বারিংশচ্ছতদ্বয়ং । মাসেনৈবোপ-
 ভুক্তীত চাষ্ট্রায়ণমধাপরং ॥ ৬৯ ॥ কুৰ্ব্ব্যাদ্বিধবণং স্নানং
 পিণ্ডাষ্ট্রায়ণকরেন্ । পবিত্রাণি জপেং পিণ্ডান্
 গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৭০ ॥ অনাদৃষ্টেষু পাপেষু
 শুদ্ধিশ্চাষ্ট্রায়ণেন তু । ধর্মার্থী যশ্চরেদেতৎ চক্ষু-
 স্তৈস্তি সলোকতাং । কৃচ্ছ্রকৃচ্ছ্রকামস্ত মহতীং শ্রিয়-
 মশ্নুতে ॥ ৭১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে প্রায়শ্চিত্তবিবেকো নাম
 পঞ্চাধিক-শততমোহধ্যায়ঃ ।

ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য-উবাচ ॥ ১ ॥ প্রেতাশৌচং প্রবক্ষ্যামি
 তচ্ছ্রুণুধ্বং যত ব্রতাঃ । উনবিবিধং নিখনেৎ ন কুৰ্ব্ব্যা-

তৃতীয়াতে তিন পিণ্ড ; এইরূপে ক্রমশঃ বুদ্ধি করিয়া পূর্ণিমা-
 তিথিতে পঞ্চদশ পিণ্ড অন্ন ভক্ষণ করিবে এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতি-
 পৎ হইতে প্রতি তিথিতে এক একটি হ্রাস করিয়া অমাবস্তাতে
 এক পিণ্ডমাত্র ভক্ষণ করিবে। এইরূপ মানসাধ্য ব্রতের নাম
 চাষ্ট্রায়ণ ব্রত। ৬৮। অপর প্রকার চাষ্ট্রায়ণ ব্রত এই—যে কোন-
 রূপেই হউক, একমাসের মধ্যে কেবল দুইশত চল্লিশ গ্রাসমাত্র
 অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকিতে পারিলেই চাষ্ট্রায়ণ ব্রত হয়। ৬৯।
 ত্রিসঙ্খ্য স্নান করিয়া চাষ্ট্রায়ণব্রত আচরণ করিবে এবং পবিত্র
 মন্ত্র জপ করিয়া গায়ত্রীধারা অভিমন্ত্রিত অন্ন ভক্ষণ করিবে।
 এইরূপ কার্য করিলে জাতাজাত সর্বপ্রকার পাপ বিনষ্ট হইয়া
 যায় ও দেহ পবিত্র হয়। ৭০। যে ব্যক্তি ধর্মার্থী হইয়া চাষ্ট্রায়ণ
 ব্রত আচরণ করে, সেই ব্যক্তি চক্ষুলোকে গমন করিয়া থাকে
 এবং ধর্মকামার্থী ব্যক্তি কৃচ্ছ্রব্রত আচরণ করিলে মহতী শ্রীলাভ
 করে। ৭১।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, শ্রুনিগণ! অনন্তর প্রেতকৃত্য বলি-
 তেছি, শ্রবণ কর। অপূর্ণ-বৈশ্রবয় বাগকের মৃত্যু হইলে দাহ

দুদকং ততঃ ॥ ২ ॥ আশ্বশানান্নমুবাচ্ছ ইতরৈর্জাতি-
ভিষুতঃ । যমসূক্তং তথা জপ্যং জপস্তিলো কিকায়িনা ।
স দক্ষ্যব্য উপেতশ্চৈদাহিত্যায়্যারতাবৎ ॥ ৩ ॥ সপ্তমা-
দশমাদ্যপি জাতয়োহভ্যুপাস্যন্ত্যপঃ । অপনঃ শোশু-
চদধমনেন পিতৃদিস্থখাঃ ॥ ৪ ॥ এবং মাতামহাচার্য্য-
পত্নীনাঞ্চোদকক্রিয়াঃ । কামোদকা সখিপুত্রস্বত্নীয়-
স্বপুত্রদ্বিজাঃ । নামগোত্রৈশ্চ হৃদকং সক্রুং সিঞ্চন্তি বা-
গ্যতাঃ ॥ ৫ ॥ পাণ্ডপতিতানাস্ত ন কুর্য্যুদকক্রিয়াঃ ।
ন ব্রহ্মচারিণো ভ্রাত্যা যোষিতঃ কামপাস্তথা ॥ ৬ ॥
সুরাপাঃ স্বাস্থ্যঘাতিত্তো ন শৌচেদেকভাজনাঃ । ততো
ন রোদিতব্যং হি ত্বনিত্যা জীবসংস্থিতিঃ ॥ ৭ ॥ ক্রিয়া
কার্য্যা যথাশক্তি ততো গচ্ছেদগৃহান্ প্রতি । বিদার্য্য
নিষ্পত্রাণি নিয়তাদ্বারি বেষ্মনঃ ॥ ৮ ॥ আচম্যার্থাগ্নি-
মুদকং গোময়ং গৌরসর্বপান্ । প্রবিশেষুঃ সমালভ্য

না করিয়া মৃতিকাতে পুঁতিয়া রাখিবে, তাহার উদকক্রিয়া বা
কোনপ্রকার শ্রাদ্ধ করিবে না । ১—২ । দুই বৎসরের অধিক-
বয়স্ক বালকের মৃত্যু হইলে, তাহাকে জাতিগণ সমবেত হইয়া
আশানভিমুখে লইয়া যাইবে এবং যমসূক্ত জপ করিতে করিতে
তাহার দাহক্রিয়া সমাপন করিবে । ৩ । সপ্তম ও দশম পুরুষান্তর্গত
জাতিগণ অপনঃ সোণুচদঘ ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া
উদকক্রিয়া করিবে । ৪ । উক্তরূপে মাতামহ ও আচার্য্যপত্নীর
উদকক্রিয়া করিতে হইবে । বন্ধু, পুত্র, ভাগিনেয় ও স্বপুত্র
ইহাদিগের নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া সংযতবাক্যে এক এক
জলাঞ্জলি প্রদান করিবে । ইহাদিগের উদকক্রিয়া ইচ্ছাধীন,
না করিলেও প্রত্যবায় হয় না । ৫ । পাণ্ডু ও পতিতাদির উদক-
ক্রিয়া করিবে না এবং ব্রহ্মচারীরও উদকক্রিয়া নিষিদ্ধ জানিবে ।
ব্রতপতিত জীর উদককার্য্য ইচ্ছা হইলে করিবে এবং ইচ্ছা
না হইলে করিবে না । ৬ । মদ্যপায়ী ও আত্মঘাতীর জন্ত শৌক
করিতে না এবং উদকক্রিয়াও করিবে না । তাহাদিগের নিমিত্ত
রোদন করাও অবিধেয় । ৭ । যথাশক্তি প্রেতকার্য্য করিয়া
গৃহেতে প্রতিগমন করিবে এবং গৃহস্থানে নিষ্পত্রবিদারণ করিয়া
গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে । ৮ । গৃহপ্রবেশ কালে 'আচ-
মনপূর্ব্বক অগ্নি, জল, ঔগামর ও ধৌতসর্ব্বপ স্পর্শ করিয়া শিলাতে

কুড়াখনি পদং শনৈঃ ॥ ৯ ॥ প্রবেশনাদিকং কস্ম প্রেতসং-
স্পর্শনাদপি । ঈকতাং তৎক্ষণাচ্ছুদ্ধিঃ পরেবাং স্নান-
সংযমাং ॥ ১০ ॥ ক্রীতলক্কাশনা ভূমৌ স্বপের্যুস্তে পৃথক্
পৃথক্ । পিণ্ডং যজ্ঞকৃতা দেয়ং প্রেতায়ান্নং দিনত্রয়ং ॥ ১১ ॥
জলমেকাহমাকাশে স্থাপ্যং ক্ষীরম্ভ মৃগ্নয়ে । বৈতা-
নোপাসনাঃ কার্য্যাঃ ক্রিয়ান্ত্ৰ শ্রুতিচোদিতাঃ ॥ ১২ ॥
আদন্তজন্মনঃ সত্তাঃ আচুড়ং নৈশিকী স্মৃতা । ত্রিরাত্র-
মাত্রতাদেশাদশরাত্রমতঃপরং ॥ ১৩ ॥ ত্রিরাত্রং দশ-
রাত্রং বা শাবমাসৌচমুচ্যতে । উনদিবর্ষ উভয়োঃ
স্মৃতকং মাতুরেব হি । অন্তরা জন্মমরণে শেবাহোতি-
র্নিশুধ্যতি ॥ ১৪ ॥ দশদ্বাদশ বর্ণানাম্ তথা পঞ্চদশৈব
চ । ত্রিংশদিনানি চ তথা ভবতি প্রেতস্মৃতকং ॥
১৫ ॥ অহস্তদন্তকন্তাস্থ বালেবু চ বিশোধনং । গুরুস্তে-

পাদস্ত্রাসপূর্ব্বক গৃহেতে প্রবেশ করিবে । ৯ । যাহারা মৃতদেহ স্পর্শ
করে, তাহার সকলেই গৃহপ্রবেশোক্ত কার্য্য সমুদায় করিবে ।
আর যাহারা মৃতদেহ দর্শন করে, তাহাদিগেরও তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি
হয় এবং অন্ত্রাণ্ড জাতিবর্গের স্নান ও সংযমদ্বারা শুদ্ধি হইয়া
থাকে । ১০ । পূর্ব্বোক্ত প্রেতক্রিয়া সমাপনান্তে গৃহপ্রবেশ
করিয়া অশনাদি ব্যাপার সম্পাদনপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ ভূমিতে
শয়ন করিয়া থাকিবে । তৎপরে দিনত্রয় পর্য্যন্ত প্রেতের
উদ্দেশে অন্নদ্বারা পিণ্ডপ্রদান করিতে হইবে এবং আকাশে
মৃগ্নয়পাত্রে জল ও হৃদস্থাপন করিয়া রাখিবে । অনন্তর শ্রুতি-
বিধিত প্রেতের ঔর্দ্ধদৈহিক শ্রাদ্ধাদি করিবে । ১১—১২ । জন্মের
পর দন্তজনন সময়ের মধ্যে মরণ হইলে সদ্যঃশুদ্ধি হয়, দন্তজন-
নের পর চূড়াকালপর্য্যন্ত একরাত্র, চূড়াকালের পর উপনয়ন-
কালপর্য্যন্ত ত্রিরাত্র এবং উপনয়নের পর দশরাত্র অশৌচ হইয়া
থাকে । ১৩ । সপিণ্ডাদি প্রেতেদে ত্রিরাত্র কিম্বা দশরাত্র অশৌচ
হয়, অর্থাৎ সপিণ্ডের দশরাত্র ও অন্ত্রের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে ।
দুই বৎসর বয়সের মধ্যে পুত্র অথবা কন্তার মরণ হইলে শেখল
মাতার অশৌচ থাকিবে, অন্ত্রের সদ্যঃশৌচ জানিবে । প্রেত-
শৌচের মধ্যে দ্বিতীয় অশৌচ সম্ভব হইলে প্রথমশৌচের অব-
শিষ্ট দিমে অশৌচনিবৃত্তি হইয়া থাকে । ১৪ । জাতির জন্ম
অথবা মরণ হইলে, ব্রাহ্মণের দশাহ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ বৈশ্যের
পঞ্চদশাহ এবং শূত্রের ত্রিংশৎ দিনে অশৌচের নিবৃত্তি হয় । ১৫ ।

বাস্তনুচান-মাতুল-শ্রোত্রিয়েষু চ ॥ ১৬ ॥ অনৌরসেযু
পুত্রেষু ভাৰ্য্যাস্বগুণতাম্ চ । নিরসে রাজনি তথা
তদহঃ শুদ্ধিকারকং ॥ ১৭ ॥ হতানাং নৃপগোবিশ্লে
রলক্ষ্য চাত্মঘাতিনাং । বিষাত্তেষ্চ হতানাঞ্চ নাশোচং
পৃথিবীপতেঃ ॥ ১৮ ॥ সত্রি-ব্রতি-ব্রহ্মচারি-দাতৃব্রহ্ম-
বিদাস্তথা । দানে বিবাহে যজ্ঞে চ সংগ্রামে দেশ-
বিপ্লবে ॥ ১৯ ॥ আপত্যপি হতানাঞ্চ সত্যঃ শোচং
বিধীয়তে । কালোহগ্নিকৰ্ম্মমুদ্বায়ুৰ্ম্মনোজ্ঞানস্তপো-
জপঃ ॥ ২০ ॥ পশ্চাত্তপোনিরাহারঃ সৰ্ব্বেষাং শুদ্ধি-
হেতবঃ । অকার্য্যকারিণাং দানং বেগেনাত্মান্ত শুদ্ধি-
কৃৎ ॥ ২১ ॥ ক্ষাত্রেণ কৰ্ম্মণা জীবৈহিষাষাপ্যাপদি
দ্বিজঃ । ফলসোমক্ষৌমবীরুদ্ দধিক্ষীরং ঘৃতং জলং ।
তিলোদনরসক্ষারমধুলাক্ষায়ুতং হবিঃ ॥ ২২ ॥ বস্ত্রোপ-
লাসবং পুষ্পং শাকমুচৰ্ম্মপাতুকং । এণ্ড্রক কোষেয়ং

লবণং মাংসমেব চ ॥ ২৩ ॥ পিণ্যাকমূলগন্ধাংশ্চ বৈশ্ব-
রতোন বিক্রয়েৎ । ধৰ্ম্মার্থং বিক্রয়ন্তেষাং তিলধাত্মেন
সংযুতং ॥ ২৪ ॥ লবণাদিন বিক্রীয়ান্তথা চাপদাতো
দ্বিজঃ । কুৰ্য্যাৎ কুৰ্য্যাদিকং তদ্বদবিক্রেয়াহয়ান্তথা ॥
২৫ ॥ বুভুক্ষিতস্ত্যাহং স্থিত্বা দৃষ্ট্বা ব্রতিবিবৰ্জিতং ।
রাজা ধৰ্ম্মানু প্রকুৰ্ম্মীত ব্রতি-বিপ্রাদিকস্ত চ ॥ ২৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বর্ণধৰ্ম্মো নাম
: ষড়ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ পরাশরোহব্রবীদ্যাসং ধৰ্ম্মং
বর্ণাশ্রমাদিকং । কল্পে কল্পে ক্ষয়োৎপত্তিঃ ক্ষীয়ন্তে ন
হুজাদয়ঃ ॥ ২ ॥ শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারো যঃ কশ্চি-
দ্বদকর্তৃকঃ । বেদাঃ স্মৃতা ব্রহ্মণাদৌ ধৰ্ম্মা মন্বাদিভিঃ
সদা ॥ ৩ ॥ দানং কলিযুগে ধৰ্ম্মঃ কৰ্ত্তারঞ্চ কলৌ

অদত্তকন্যা ও বালকের মরণে একাধে শুদ্ধি হইয়া থাকে ।
গুরু, অষ্টবাসী, অনুচান অর্থাৎ যে ব্যক্তি সান্নবেদ অধ্যয়ন
করিয়াছে, মাতুল, শ্রোত্রিয়, ঔরনভিন্ন পুত্র ও ব্যভিচারিণী
ভাৰ্য্যা এবং রাজার মরণে একাধে অশোচের শুদ্ধি হয় । ১৬। ১৭।
রাজা, গো ও বিপ্রকর্তৃক আহত অথবা আত্মঘাতী ব্যক্তির
অশোচ জ্ঞাতিগণ গ্রহণ করিবে না এবং যাহারা বিষপ্রয়োগে
দেহ বিসর্জন করিয়াছে, তাহাদিগেরও অশোচ অগ্রাহ্য । ১৮ ।
যজ্ঞশীল, ব্রতপরায়ণ, ব্রহ্মচারী, ধানব্রতে দীক্ষিত ও ব্রহ্মজ্ঞানী
ইহাদিগের মরণে সদ্যঃশোচ হইয়া থাকে । দানকালে, বিবাহ-
সময়ে, যজ্ঞে, যুদ্ধে, দেশবিপ্লবে ও আপদে পতিত হইয়া যাহা-
দিগের মরণ হয়, তাহাদিগের জ্ঞাতিগণের সদ্যঃশোচ হয় । কাল,
অগ্নি, কৰ্ম্ম, মৃত্তিকা, বায়ুঃ, মনঃ, জ্ঞান, তপঃ, জপ, অমুচাপ ও
নিরাহার এই সকল সৰ্ব্বপ্রকার শুদ্ধির কারণ এবং পাপী ব্যক্তির
প্রায়শ্চিত্ত ও নদীর বেগ শুদ্ধিকারণ হয় । ১৯—২১। ব্রাহ্মণ আপদে
পতিত হইলে ক্রিয়বৃত্তি অথবা বৈশ্ববৃত্তি আশ্রয় করিয়াও জীমিকা
নিরাক্ষর করিতে পারে । তন্মধ্যে বিশেষ এই—ফল, কপূর, রেশম,
পক্ষী, দধি, ক্ষীর, ঘৃত, জল, তিল, ওদন, পারুল, ক্ষারদ্রব্য, মধু,
লাক্ষা, অমৃত, হবনীয়দ্রব্য, বজ্র, পাষাণ, মদ্য, পুষ্প, শাক,
মৃত্তিকা, চৰ্ম্মপাতুকা, হরিণচৰ্ম্ম, কোষেয়বস্ত্র, লবণ, মাংস,

পিণ্যাক (খোল) মূল, গন্ধদ্রব্য, এই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবে
না । ধৰ্ম্মার্থী হইলে তিল ও ধাতু সহকারে ঐ সকল বস্তু বিক্রয়
করিতে পারে । ২২—২৪ । ব্রাহ্মণ আপদগত হইলেও লবণাদি
বিক্রয় করিবে না, বরং কৃষিবৃত্তি আশ্রয় করিতে পারে । কিন্তু
কদাচ অশ্ব বিক্রয়করিবে না । ২৫ । ব্রাহ্মণের সৰ্ব্বপ্রকার
বৃত্তির অভাব হইলে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ত্রিরাত্রি উপবাসের পর
রাজা যে প্রকার বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিবে, সেই বৃত্তি আশ্রয়
করিতে পারে । ২৬ ।

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

লোমহর্ষণ কহিলেন, মহর্ষি পরাশর বেদব্যাঙ্গের নিকট
বর্ণ-ধৰ্ম্ম আশ্রমধৰ্ম্ম প্রভৃতি কীর্তন করিয়াছিলেন । প্রতি কল্পেই
পৃথিবীর প্রলয় হইতেছে । কিন্তু বিষ্ণু প্রভৃতির ক্ষয় নাই । ১২
শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচার এই সমুদায় বেদে উক্ত আছে । সৰ্ব্বাগ্রে
ব্রহ্মা বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎপরে মনুপ্রভৃতি মহর্ষিগণ
ধৰ্ম্মশাস্ত্র প্রকাশ করেন । ৩ । একমাত্র দানই কলিযুগের ধৰ্ম্ম ।

ভ্যজ্যেৎ । পাপকৃত্যং তু তত্রৈব শাপং ফলতি বর্ষতঃ ॥ ৪ ॥
 আচারাং প্রাপ্নুয়াং সর্কং ষট্কর্মাণি দিনে
 দিনে । সন্ধ্যা স্নানং জপোহোমো দেবাতিথ্যাদি
 পূজনং ॥ ৫ ॥ অপূর্কঃ সত্রতী বিপ্রো হুপূর্বা যতয়-
 স্তদা । ক্ষত্রিয়ঃ পরমৈষ্ঠ্যানি জিত্বা পৃথ্বীং প্রপালয়েৎ ।
 বর্ণিক্ কুস্যাদি বৈশ্বে স্মাদ্ দ্বিজভক্তিশ্চ শূদ্রকে ॥ ৬ ॥
 অভক্ষ্যভক্ষণাচ্চৌর্যাদগম্যাগমনাং পতেৎ ।
 কুসিং কূর্কনু দ্বিজঃ শ্রান্তং বলীবর্দ্ধং ন বাহয়েৎ ॥ ৭ ॥
 দিনাক্ষং স্নানযোগাদিকারী বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েৎ ।
 নির্কপেৎ পঞ্চযজ্ঞানি ক্রুরে নিন্দাঞ্চ কারয়েৎ ॥ ৮ ॥
 তিলাজ্যং ন বিক্রীণীত সূনায়জ্ঞাদঘাস্থিতঃ । রাজ্ঞো
 দত্তা তু ষড়ভাগং দেবতানাঞ্চ বিংশতিং । ত্রয়স্বিংশচ্চ
 বিপ্রাণাং কৃষিকর্তা ন লিপ্যতে ॥ ৯ ॥ কর্ষকাঃ ক্ষত্র-
 বিট্শুজাঃ ঋষদৃষা তু চৌরকাঃ । দিনত্রয়েণ শুধ্যত

ব্রাহ্মণঃ শ্রেতসূতকে ॥ ১০ ॥ ক্ষত্রোদশাহাদৈশ্চ স্ত্র দ্বাদশা-
 স্মানি শূদ্রকঃ । জাতিবিপ্রো দশহাস্তু ক্ষত্রো দ্বাদ-
 শকাং দিনাং ॥ ১১ ॥ পঞ্চদশাহাদৈশ্চ স্ত্র শূদ্রো মাসেন
 শুধ্যতি । একপিণ্ডাস্ত দায়াদাঃ পৃথগ্ভারনিকेतনাঃ ॥
 ১২ ॥ জন্মনা চ বিপত্তৌ চ ভবেন্তেষাঞ্চ সূতকং ।
 চতুর্থে দশরাত্রস্ত বয়িশা পুংনি পঞ্চমে ॥ ১৩ ॥ ষষ্ঠে
 চত্তরহাচ্ছুদ্ধিঃ সপ্তমে চ দিনত্রয়ং । দেশান্তরে মূতে
 বালে সত্ত্বঃ শুদ্ধির্যতো মূতে ॥ ১৪ ॥ অজাতদন্তা
 যে বালা যে চ গর্ভাধিনিঃসূতাঃ । ন তেষামগ্নিসংস্কারো-
 ন পিণ্ডং নোদকক্রিয়া ॥ ১৫ ॥ যদি গর্ভো বিপত্তেত
 অবতে বাপি যোষিতঃ । যাবন্মাসান্ স্থিতো গর্ভ-
 স্তাবদ্দিনানি সূতকং ॥ ১৬ ॥ আনামকরণাং সত্ত্ব-
 আচুড়াস্তাদহর্নিশং । আত্রস্তাস্থাং ত্রিরাত্রৈণ তদুর্দ্ধং
 দশভিদ্দিনৈঃ ॥ ১৭ ॥ আচতুর্থাং ভবেৎ শ্রাবঃ পাতঃ

অস্ত ধর্ম কলিযুগে তিরোহিত হইবে, সমুদায় মনুষ্য পাপকার্যে
 নিরত হইবে, এক বৎসরে শাপের ফল হইবে । ৪ । কলিযুগে
 বিত্তজাচারে থাকিলেই সমুদায় ধর্মকর্মের ফল প্রাপ্ত হওয়া
 যাইবে, দিনে দিনে ষট্কর্ম প্রবর্তিত হইবে । সন্ধ্যা, স্নান,
 জপ, হোম, দেবতা অতিথির পূজা, এই সমুদায়ই কলিযুগে
 ধর্মের সোপান । ৫ । ব্রতগরায়ণ বিপ্র যতিগণ, কলিযুগে
 হ্রস্বত ও সর্কপূজা । ক্ষত্রিয়গণ পরসৈন্ত পরাজয়পূর্বক পৃথিবী
 পালন করিবেন । বৈশ্যগণ বারিদ্ধা ও কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকিবে,
 শূদ্র ভক্তিসহকারে দ্বিজসুশ্রবা করিবে । ৬ । যদি কেহ অভক্ষ্য
 ভক্ষণ, চৌর্য অথবা অগম্যাগমন করে, তাহাহইলে সে পতিত
 হইবে । দ্বিজগণ যদি কৃষিকার্যে নিযুক্ত হইবেন, তাহাহইলে
 শ্রান্ত বলীবর্দ্ধকে হলে নিযুক্ত করিবেন না । ৭ । তাঁহারা বিপ্র-
 হরের সময় স্নানপূর্বক যোগসাধন প্রভৃতি নিত্যকর্ম সাধন
 করিয়া পঞ্চযজ্ঞ করিবেন ও ব্রাহ্মণভোজন করাইবেন । পাপ-
 কার্যে যুগা করা সকলেরই কর্তব্য । ৮ । দ্বিজগণ তিল ও ঘৃত
 বিক্রয় করিবেন না । পঞ্চশূনা নিবৃত্তির নিমিত্ত পঞ্চযজ্ঞের অনু-
 ষ্ঠান না করিলে পাণী হঠতে হইবে, কৃষিকর্তা রাজাকে ষট্ভাগ,
 দেবতাদিগকে বিংশতিভাগ ভাগ, এবং ব্রাহ্মণগণকে ত্রয়-
 স্বিংশতভাগ, প্রদানকরিলে পাণে লিপ্ত হইবেন না । ৯ । কৃষি-
 কর্মকারী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কৃষিকার্যের নির্দিষ্টভাগ প্রদান

না করিলে চৌরমধ্যে পরিগণিত হইবে । ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ শ্রেতা-
 শৌচ ও জননাশৌচ হইলে তিনদিনে শুদ্ধিলাভ করিবেন । ১০ ।
 এইরূপ ব্রহ্মবিৎ ক্ষত্রিয় দশদিনে, ব্রহ্মবিৎ বৈশ্য দ্বাদশদিনে
 এবং ঐরূপ শূদ্র একমাসে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন । যিনি
 জাতিমাত্রে বিপ্র তিনি দশদিনে, যিনি জাতিমাত্রে ক্ষত্রিয় তিনি
 দ্বাদশ দিনে, যিনি জাতিমাত্রে বৈশ্য তিনি পঞ্চদশ দিনে, যিনি
 জাতিমাত্রে শূদ্র তিনি একমাসে শুদ্ধ হইবেন । সপিণ্ড জাতি-
 গণ পৃথক্ অগ্নে ও পৃথক্ ভবনে থাকিলেও তাহাদের জননা-
 শৌচ ও মরণাশৌচ সম্পূর্ণ হইবে । তৎপরে চতুর্থ পুরুষে
 দশরাত্রি, পঞ্চমপুরুষে ছয়রাত্রি, ষষ্ঠপুরুষে চারিরাত্রি, সপ্তম
 পুরুষে তিনদিনে শুদ্ধিলাভ করিবে । দেশান্তরে কোন বালক
 মরিলে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধিলাভ হইবে । ১১—১৪ । যে সকল বালকের
 দস্ত উদগত হয় নাই, যে বালক গর্ভহইতে নিঃসৃত হইয়াছে
 মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহাদিগের অগ্নিসংস্কার নাই, পিত্ত,
 নাই এবং তর্পণও নাই । ১৫ । যদি গর্ভনধ্যেই সন্তানের মৃত্যু হয়,
 অথবা যদি নারীর গর্ভশ্রাব হয়, তাহাহইলে যত মাসের গর্ভ, তত
 দিন অশৌচ হইবে । ১৬ । যে পর্য্যন্ত নামকরণ না হয়, সে পর্য্যন্ত
 সদ্যঃশৌচ এবং যে পর্য্যন্ত চূড়াকরণ না হয়, সে পর্য্যন্ত এক
 দিব্যরাত্রি অশৌচ, যে পর্য্যন্ত উপনয়নব্রতোপদেশ না হয়, সে

পঞ্চমবর্ষয়োঃ । ব্রহ্মচর্যা দগ্নিহোত্রান্নাশুদ্বিঃ সঙ্গবর্জ-
নাং ॥ ১৮ ॥ শিল্পিনঃ কারবো বৈজ্ঞা দাসী দানাস্ত
ভৃত্যকাঃ । অগ্নিমান্ শ্রোত্রিয়ো রাজা সত্ত্বঃশৌচাঃ
প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১৯ ॥ দশাহচ্ছুধ্যতে মাতা স্নানাং
স্মৃতে পিতা শুচিঃ । সঙ্গাং স্মৃতৌ স্মৃতকং স্মাদুপ-
স্পৃশ্য পিতা শুচিঃ ॥ ২০ ॥ বিবাহোৎসবযজ্ঞেষ্ণু
অন্তরায়নস্মৃতকে । পূর্বসংকল্পিতাদন্তবর্জনঞ্চ বিধী-
য়তে ॥ ২১ ॥ স্মৃতেন শুধ্যতে স্মৃতী স্মৃতকজ্ঞাতকস্বগৌ ।
গোত্রহাদৌ বিপন্নানামেকরাত্রস্ত স্মৃতকং ॥ ২২ ॥ অনাথ
প্রেতবহনাং প্রাণায়ামেন শুধ্যতি । প্রেতশূদ্রস্ত বহ-
নাং ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ আত্মঘাতি-বিবাহক-
কৃমিদষ্টে ন সংস্কৃতিঃ । গোহতক্রমিদষ্টঞ্চ স্পৃষ্ট্বা কৃচ্ছ্রেণ
শুধ্যতি ২৩ ॥ অদুষ্টাং পতিতাং ভার্যাং যৌবনে যঃ

পয়স্ব ত্রিরাত্রি অশৌচ হয়, তাহার পর সম্পূর্ণ দশরাত্রি
অশৌচ হইয়া থাকে । ১৭ । চারিমাসের মধ্যে গর্ভ নষ্ট হইলে
তাহাকে গর্ভ স্রাব বলা যায় । পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে গর্ভ নষ্ট
হইলে তাহাকে গর্ভ পাত বলা হইয়া থাকে । ব্রহ্মচারী বা অগ্নি-
হোত্রী হইলে তিনি সন্নসঙ্গবিহীন বিধায় তাঁহার কোন প্রকার
অশৌচ হয় না । ১৮ । শিল্পকার, কারকর, বৈদ্য, দাগ, দাসী,
ভূতা, অগ্নিহোত্রী শ্রোত্রির, রাজা ইহাদের অশৌচ নাই । ১৯ ।
স্মৃতকশৌচ হইলে মন্ত্র দিন পরে মাতা এবং পিতা স্নানমায়ে
শুদ্ধ হইবেন । ২০ । বিবাহ, যজ্ঞ ও উৎসবের সময় যদি
মরণশৌচ বা জননাশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্বসংকল্পিত ভিন্ন
অন্তকার্য্য বর্জন করিবে । ২১ । যদি সন্তান জন্মিয়া অশৌ-
চের মধ্যে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়, তাল্প হইলে প্রসূতি সেই
মরণ দ্বারাই উভয় অশৌচ হইতে শুদ্ধি লাভ করেন । গো-
শূদ্রাদিতে মৃত্যু হইলে এক রাত্রি অশৌচ হইবে । ২২ ।
অনাথ ব্যক্তিকে দহন বহন করিলে প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধি লাভ
করিতে পারিবে । যদি কেহ শূদ্রের মৃত দেহ বহন করে, তাহা
হইলে ত্রিরাত্রি অশৌচ হইবে । ২৩ । যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে,
যে ব্যক্তি বিষদ্বারা, উষ্মকন দ্বারা অথবা বিষপানদ্বারা
জীবন ত্যাগ করে এবং যে ব্যক্তি ক্রমিদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা-
দের অগ্নিসংস্কার হইতে পারে না । গোহত বা ক্রমিদংশনে মৃত

পরিত্যজ্যেৎ । সপ্তজন্ম ভবেৎ স্ত্রীভং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ
পুনঃ ॥ ২৪ ॥ বালহত্যাঙ্গমনাদৃতো চ স্ত্রী ভু শূকরী ।
অগম্যা ব্রতকারিণ্যা জষ্ঠাপানোদকক্রিয়াঃ ॥ ২৬ ॥
ঔরসঃ ক্ষেত্রজঃ পুত্রঃ পিতৃজো পিণ্ডদো পিতৃঃ ।
পরিবিত্তেস্ত কৃচ্ছ্রং স্ম্যাং কস্তায়াঃ কৃচ্ছ্রমেব চ ॥ ২৭ ॥
অতিকৃচ্ছ্রং চরেদাতা হোতা চাক্ষায়ণঞ্চরেৎ । কুজ-
বামনযণ্ডেষ্ণু গদগদেষ্ণু জড়েষু চ । জাত্যন্ধবধিরে
মূকে ন দোষঃ পরিবেদনে ॥ ২৮ ॥ নষ্টে স্মৃতে প্রত্ন-
জিতে ক্লীবো বা পতিতে পতৌ । পঞ্চস্বাপংসু
নারীগাং পতিরন্তো বিধীয়তে ॥ ২৯ ॥ ভত্রী সহ স্মৃতা
নারী রোমাকানি বগেদ্বিবি । স্বাদিদষ্টস্ত গায়ত্র্যা

ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে কৃচ্ছ্র চাক্ষায়ণ দ্বারা শুদ্ধি লাভকরিতে
পারিবে । ২৪ । যে ব্যক্তি অদুষ্টা ও অপতিতা যুবতী ভাষা
পরিত্যাগ করে, সে সপ্ত জন্ম স্ত্রীভাবে জন্মপরিগ্রহপূর্বক বিধবা
হইয়া থাকে । ২৫ । ঋতুকালে, ভার্গ্যাগমন না করিলে পুরুষের
বালহত্যার পাতক হয়, নারীও জন্মান্তরে শূকরী হইয়া থাকে ।
যদি ঋতুকালে ঋতুগমনে বিরত হইয়া বেদবিহিত ব্রতাদির অনু-
ষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহার জলপান ও উদকক্রিয়া রহিত
হয় । ২৬ । ঔরস পুত্র ও ক্ষেত্রজ পুত্র পিতার ক্ষেত্রে জাত, স্মৃতরাং
ইহার পিতার পিণ্ডদান করিতে পারিবে । যিনি জ্যেষ্ঠ-
ভ্রাতার বিবাহের পূর্বে আপনি বিবাহ করিবেন, তাহাকে ও
কন্যাকে কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান করিতে হইবে । ২৭ । যিনি কস্তাদান
করিবেন তাহাকে অতিকৃচ্ছ্রব্রত এবং চাক্ষায়ণ ব্রত আচরণ
করিতে হইবে । জ্যেষ্ঠ সহোদর কুজ, বামন, যণ্ড, গদগদ, জড়,
জাত্যন্ধ, বধির ও মূক হইলে কনিষ্ঠ অগ্রে বিবাহ করিলে
কোন দোষ নাই । ২৮ । স্বামী যদি নিকৃদেণ হয়, মৃত্যুমুখে
পতিত হয়, প্রত্নজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব হয় অথবা পতিত হয়
এই পাঁচপ্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে অস্ত্র পাত্দের সহিত
কস্তার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে । ২৯ । যে রমণী পতির
সহিত অমুমৃতা হয়, তাহা হইলে তাহার শরীরে বতগুলি লোম
আছে, ততকাল সে পতির সহিত স্বর্গে বাস করে । যদি কাষ্ঠা-
কেও কুকুর প্রভৃতি দংশন করে, তাহা হইলে গায়ত্রী জপ করিয়া

জপাচ্ছুকো ভবেন্নরঃ ॥ ৩০ ॥ দাছোলোকান্নিনা বিপ্র-
শাণ্ডালাঈর্গীহতোহগ্নিমান্ । ক্ষীরৈঃ প্রক্ষালা তন্ত্ৰাশ্চ
স্বাগ্নিনা মন্ত্রতো দহেৎ ॥ ৩১ ॥ প্রবাসে তু য্নতে ভূয়ঃ
কুত্বা কুশময়ন্দহেৎ । কৃষ্ণাজিনে সমাস্তীৰ্য্য ষট্শতানি-
পলাশজাঃ ॥ ৩২ ॥ শনীং শিঙ্গে বিনিক্ষিপ্য অরণিঃ স্রবণে
ক্ষিপেৎ । কুণ্ডং দক্ষিণহস্তে তু বামহস্তে তথোপভূৎ ॥
৩৩ ॥ পার্শ্বে তুদুখলং দত্বাৎ পৃষ্ঠে তু মুবলং দহেৎ । উরো
নিক্ষিপ্য দৃশদং তণ্ডুলাজ্যতিলান্ মুখে ॥ ৩৪ ॥ শ্রোত্রে
চ প্রোক্ষণীং দত্বাদাজ্যস্থালীঞ্চ চক্ষুযোঃ । কর্ণে নেত্রে
মুখে জ্ঞাণে হিরণ্যশকলান্ ক্ষিপেৎ ॥ ৩৫ ॥ অগ্নি-
হোত্রোপকরণাং ব্রহ্মলোকগতির্ভবেৎ । অসৌম্যগায়
লোকায় স্বাহেত্যাজ্যাহুতিঃ সক্রুৎ ॥ ৩৬ ॥ হংসসারস-
ক্রৌঞ্চানাং চক্রবাকঞ্চ কুক্কটং । ময়ূরমেঘঘাতী চ
অহোরাত্রৈণ শুধ্যতি ॥ ৩৭ ॥ পক্ষিণঃ সকলান্ হত্বা
গুচ্ছলাভ করিতে পারিবে । ৩০ । ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে
তাঁহাকে লৌকিক অগ্নিধারা দগ্ধ করিবে । যদি কোন সাম্বিক
ব্রাহ্মণ চাণ্ডালাদি কর্তৃক নিহত হয়েন, তাহাহইলে তাঁহাকে
লৌকিক অগ্নিধারা দগ্ধ করিয়া তাঁহার অস্থি ক্ষীরধারা প্রক্ষা-
লনপূর্বক খণ্ডাবিদ্ধিত মন্ত্রপাঠ করিয়া দাহ করিতে হইবে । ৩১ ।
যদি কোন সাম্বিক ব্রাহ্মণ প্রবাসে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা-
হইলে কুশধারা তাঁহার শরীর নিষ্পাণ করিয়া পুনর্বার দাহ
করিতে হইবে । প্রথমতঃ কৃষ্ণাজিনে ছয়শত পলাশপল্লব বিস্তীর্ণ
করিয়া তাহাতে ঐ কুশময় ব্রাহ্মণকে স্থাপন করিবে । ৩২ । পরে
তাঁহার শিষ্মদেশে শনীস্থাপনপূর্বক বৃষদদেশে অরণি স্থাপন
করিতে হইবে, এইরূপ দক্ষিণহস্তে কুণ্ড, বামহস্তে উপভূৎ (যজ্ঞ-
পাত্র বিশেষ) এবং পার্শ্বে উদুখল, পৃষ্ঠে মুবল, বক্ষঃস্থলে প্রস্তর,
মুখে আজ্য, তণ্ডুল ও তিল, কর্ণে প্রোক্ষণী, নয়নদ্বয়ে আজ্য-
স্থালী স্থাপন করিতে হইবে এবং কর্ণে, নেত্রে, মুখে ও নাসিকায়
স্রবণঞ্চ প্রদান করিতে হইবে । ৩৩—৩৫ । এইরূপে অগ্নি-
হোত্রের উপকরণ সমুদায় যথাস্থানে প্রদানপূর্বক সংকার
করিলে মৃতব্যক্তি ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারিবে । “অসৌ-
ম্যগায় লোকায় স্বাহা” ! এই মন্ত্র পাঠপূর্বক একবার
স্বতাহতি প্রদান করিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥ হংস, সারস, বক,
চক্রবাক, কুক্কট, ময়ূর ও মেঘ বধ করিলে এক অহোরাত্র

অহোরাত্রৈণ শুধ্যতি । সর্দাংশচতুষ্পদান্ হত্বা অহো-
রাত্রোষিতো জপেৎ ॥ ৩৮ ॥ শূদ্রং হত্বা চরেৎ কৃচ্ছ্র-
মতিকৃচ্ছ্রস্ত বৈশ্বহা । ক্ষত্রং চান্দ্ৰায়ণং বিপ্রং দ্বাবিংশং
ত্রিংশমাহরেৎ ॥ ৩৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পরাশরোক্ত-ধর্ম্মোক্তানাং
সপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ নীতিসারং প্রবক্ষ্যামি অর্থ-
শাস্ত্রাদিনঃশ্রিতং । রাজাদিভ্যো হিতং পুণ্যমানুঃ
স্বর্গাদিদায়কং ॥ ২ ॥ সন্তিঃ সঙ্গং প্রকুরীত সিদ্ধি-
কামঃ সদা নরঃ । নাসন্তিরিহলোকায় পরলোকায়
বা হিতং ॥ ৩ ॥ বর্জয়েৎ ক্ষুদ্রসম্বাদমদুষ্টশ্চ তু দর্শনং ।
বিরোধং সহ মিত্রৈণ সংপ্রীতিং শত্রুসেবিনা ॥ ৪ ॥ মুখ-

উপবাস করিয়া গুচ্ছলাভ করিতে পারিবে । ৩৭ । অজ্ঞাত
পক্ষী সমুদায় বিনাশ করিলেও ঐরূপ এক অহোরাত্রে গুচ্ছ-
লাভ হইতে পারে । সমুদায় চতুষ্পদ জন্তু বিনাশ করিয়া এক
অহোরাত্র উপবাসপূর্বক জপ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে
পারে । ৩৮ । শূদ্র হত্যা করিলে কৃচ্ছ্রব্রত, বৈশ্ব বধ করিলে
অতিকৃচ্ছ্রব্রত, ক্ষত্রিয় বধ করিলে চান্দ্রায়ণব্রত এবং ব্রাহ্মণ
বধ করিলে দ্বাবিংশতি বা ত্রিংশং চান্দ্রায়ণ করিবে । ৩৯ ।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়ঃ

লোমহর্ষণ কহিলেন । ১ । অর্থশাস্ত্র ও সমস্ত নীতিশাস্ত্র
বলিতেছি, এই পবিত্র শাস্ত্র শ্রবণ করিলে রাজগণ ও অজ্ঞাত
সকলের হিতসাধন হইয়া থাকে, ইহা হইতে ইহকালে আয়ুর্ভিক্ষ
ও পরকালে স্বর্গাদি লাভ হয় । ২ । যিনি আপনায় সিদ্ধি-
কামনা করেন, তাঁহার থাকে সাধুসঙ্গ সর্বদা সর্বভোভাবে
কর্তব্য ও সাধুগণের সহিত সহবাস ইহলোক বা পরলোকের
হিতকর হয় না । ৩ । ক্ষুদ্রলোকের সহিত কথোপকথন এবং
অজ্ঞাত হুঁষ্ট ব্যক্তির মুখদর্শন করিবে না । যে ব্যক্তি ক্ষত্রপক্ষের
আশ্রিত, তাহার সহিত প্রণয় এবং মিত্রের সহিত বিরোধ

শিষ্যোপদেশেন দুষ্টজীবরণেন চ। দুষ্টানাং সংপ্র-
 যোগেন পণ্ডিতোহপ্যবসীদতি ॥ ৫ ॥ ব্রাহ্মণং বালিশং
 ক্ষত্র মযোদ্ধারং বিশং জড়ং। শূদ্রমক্ষরসংযুক্তং দূরতঃ
 পরিবর্জয়েৎ ॥ ৬ ॥ কালেন রিপুণা সন্ধিঃ কালে
 মিত্রেণ বিগ্রহঃ। কার্য্যাকারণমাশ্রিত্য কালং ক্ষিপতি
 পণ্ডিতঃ ॥ ৭ ॥ কালঃ পচতি ভুতানি কালঃ সংহরতে
 প্রজাঃ। কালঃ স্তপ্তেবু জাগৰ্ভি কালোহি দুৰতিক্রমঃ ॥
 ৮ ॥ কালেষু চরতে বীর্য্যং কালে গর্ভে চ বর্দ্ধতে।
 কালোজনয়তে সৃষ্টিং পুনঃ কালোহপি সংহরেৎ ॥ ৯ ॥
 কালঃ সূক্ষ্মগতির্নিত্যং দ্বিবিধশ্চেহ ভাব্যতে। শূল-
 সংগ্রহচারেণ সূক্ষ্মাচারান্তরেণ চ ॥ ১০ ॥ নীতিসারং
 সুরেন্দ্রায় ইমমূচে ব্রহ্মপতিঃ। সর্ব্বজ্ঞো যেন চেষ্টো-
 ভূদৈত্যান্ হত্বাপ্নুয়াদ্বিবং ॥ ১১ ॥ রাজর্ষিব্রাহ্মণৈঃ
 কার্য্যং দেববিপ্রাদিপূজনং। অশ্বমেধেন যষ্টব্যং মহা-

পরিভ্যাগ করিবে। ৪। মূৰ্খ শিষ্যের প্রতি উপদেশ প্রদান
 করিলে দুষ্টা, জীব ভরণপোষণ করিলে এবং দুষ্টের অমুকুলে
 কোন কার্য্য করিলে পণ্ডিত ব্যক্তিও অধোগামী হইবেন। ৫।
 ব্রাহ্মণ যদি মূৰ্খ হয়, ক্ষত্রিয় যদি যুদ্ধপরাজুপ হয়, বৈশ্য জড়
 হয় এবং শূদ্র যদি বেদাক্ষর উচ্চারণ করে, তাহাহইলে দূর হইতে
 তাহাদিগকে পরিভ্যাগ করিবে। ৬। সময় বুঝিয়া শত্রুর সহিত
 সন্ধি এবং মিত্রের সহিত বিবাদ করিবে। পণ্ডিত ব্যক্তি কার্য্যাকারণ
 আশ্রয় করিয়াই কালক্ষেপ করেন। ৭। কাল সমুদায় ব্যক্তিকেই
 পরিণত ও বর্দ্ধমান করিতেছে, আবার কালই সকলকে সংহার
 করিতেছে, সকল নিদ্রাগত হইলেও কাল জাগরিত থাকে, অত-
 এব কালকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ৮। কাল হইতেই
 বালক গর্ভমধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কালই সকলের বলবীর্য্য বৃদ্ধি
 করে, কালই সকলের সৃষ্টি করিতেছে, আবার কালই সকলের
 সংহার করিয়া থাকে। ৯। কালের গতি অতীব হ্রস্বত্ব, কাল
 ক্ষীণ প্রকার, স্থল ও সূক্ষ্ম, কাল কোথাও স্থূলরূপে কোথাও
 সূক্ষ্মরূপে সঞ্চারিত হইতেছে। ১০। ব্রহ্মপতি দেবরাজকে
 এই নীতিসার প্রদান করিয়াছিলেন, দেববাজ ইন্দ্র এই নীতি-
 সার পার্শ্বপূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ হইয়া দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া দেব-
 লোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। ১১। ব্রাহ্মণগণ ও
 রাজর্ষিগণের কর্তব্য এই যে, তাহারা দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণের পূজা

পাতকনাশনং ॥ ১২ ॥ উত্তমৈঃ সহ সাক্ষাত্যং পণ্ডিতৈঃ
 সহ সংকথ্যং। অলুকৈঃ সহ মিত্রত্বং কুর্সীগোনাব-
 সীদতি ॥ ১৩ ॥ পরদারং পরার্থঞ্চ পরিহাস্ত্যং পর-
 স্ত্রিয়া। পরবেশ্মনি বাসঞ্চ ন কুর্সীত কদাচন ॥ ১৪ ॥
 পরোপি হিতবান্ বন্ধুর্নকুরপ্যাহিতঃ পরঃ। অহিতো
 দেহজ্ঞো ব্যাধির্হিতমারণ্যমৌষধঃ ॥ ১৫ ॥ স বন্ধুযো
 হিতে যুক্তঃ স পিতা যন্তু পোষকঃ। তন্মিত্রং যত্র
 বিশ্বাসঃ স দেশো যত্র জীব্যতে ॥ ১৬ ॥ স ভৃত্যো যো
 বিধেয়স্ত তদ্বীজং যৎ প্ররোহতি। সা ভার্য্যা যা প্রিয়ং
 ক্রতে স পুত্রো যন্তু জীবতি ॥ ১৭ ॥ স জীবতি গুণা
 যন্তু ধর্ম্মো যন্তু সজীবতি। গুণধর্ম্মবিহীনো যো নিষ্ফল-
 স্তস্য জীবনং ॥ ১৮ ॥ সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা
 যা প্রিয়স্বদা। সা ভার্য্যা যা প্রিয়প্রাণা সা ভার্য্যা যা
 পতিব্রতা ॥ ১৯ ॥ হিতা স্নাতা স্নগন্ধা চ নিত্যঞ্চ প্রিয়-

করিবে এবং মহাপাতক নাশের নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনু-
 ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। ১২। যিনি উত্তমের সহিত সহবাস, পণ্ডি-
 তের সহিত কথোপকথন ও অলুকজনের সহিত মিত্রতা করেন,
 তিনি কখনই অবসন্ন হইবেন না। ১৩। পরদারগমন পরদ্রব্য-
 গ্রহণ, পরস্ত্রীর সহিত পরিহাস, এবং পরগৃহে বাস, এই সমুদায়
 কখনই করিবে না। ১৪। শত্রুব্যক্তিও যদি হিতকরী হয়, তাহা-
 হইলে তাহাকে বন্ধু বলা যাইতে পারে, বন্ধু ব্যক্তি যদি অনিষ্টা-
 চরণ করে, তাহাহইলে তাহাকে শত্রু বলা যায়। শরীরসমুত্ত ব্যাধি
 মনুষ্যের শত্রু এবং অরণ্যজাত ঔষধ মনুষ্যের হিতকারী হইয়া
 থাকে। ১৫। যিনি হিতানুষ্ঠান করেন, তিনিই বন্ধু, যিনি ভরণ-
 পোষণ করেন, তিনিই পিতা, যিনি বিশ্বাসভাজন, তিনিই মিত্র,
 যেখানে জীবিকানিষ্কাহ হইতে পারে, তাহাই নিব্বদেহ। ১৬।
 যে ব্যক্তি ধনীভূত, তাহাকেই প্রকৃত ভৃত্য বলা যায়; বাহা অকু-
 রিত হয়, তাহাই প্রকৃত বীজ; যিনি প্রিয়বাক্য বলেন, তিনিই
 প্রকৃত ভার্য্যা; যে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে তাহাকে প্রকৃত পুত্র
 বলা যায়। ১৭। যিনি গুণবান্ ও ধার্ম্মিক তাহার জীবনই
 সার্থক, যে ব্যক্তি গুণহীন ও অধার্ম্মিক তাহার জীবন নিষ্ফল। ১৮।
 যিনি গৃহকার্য্যে দক্ষা, তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা, যিনি প্রিয়বাদিনী
 তিনিই প্রকৃত ভার্য্যা, যিনি পতিগতপ্রাণা ও পতিব্রতা তিনিই
 প্রকৃত ভার্য্যা। ১৯। যিনি নিত্য স্নানপূর্ব্বক স্নগন্ধশালিনী

বাদিনী । অল্পভক্তাঙ্গভাবী চ সততং মঙ্গলৈবুতা ॥ ২০ ॥
 সততং ধর্মবহলা সততঞ্চ পতিপ্রিয়া । সততং প্রিয়-
 বক্ত্রী চ সততং ঋতুকামিনী ॥ ২১ ॥ এতদাদিক্রিয়া
 যুক্তা সর্বসৌভাগ্যবর্জিনী । যন্তেদৃশী ভবেস্তার্যা
 দেবেস্ত্রো ন স মানুষঃ ॥ ২২ ॥ যন্ত ভার্যা বিরূপাক্ষী
 কঞ্চলা কলহপ্রিয়া । উত্তরোত্তরবাদাস্তা সা জরা
 নজরা জরা ॥ ২৩ ॥ যন্ত ভার্যাশ্রিতাস্তত্র পরবেশ্যাভি-
 কাঙ্ক্ষিনী । কুক্রিয়া ত্যক্তলজ্জা চ সা জরা নজরা
 জরা ॥ ২৪ ॥ যন্ত ভার্যা গুণজ্ঞা চ ভর্তারমণুগামিনী ।
 অল্পাঙ্গেন তু সমুপা স্য প্রিয়া ন প্রিয়া প্রিয়া ॥ ২৫ ॥
 দুষ্টা ভার্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ । সসর্পে
 চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥ ত্যক্ত
 দুর্জয়নসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমং । কুরু পুণ্যমহোরাত্রং
 স্নর নিত্যমনিভ্যতাং ॥ ২৭ ॥ ব্যালীকঠপ্রদেশাদপি

থাকেন, যিনি নিরত প্রিয়বাক্য বলেন, যিনি মিতাহারা ও মিত-
 ভাবিনী, যিনি সর্বদা মাকলিকার্থে নিযুক্ত থাকেন ॥ ২০ ॥ যিনি
 পতিপ্রিয়ানী হইয়া সতত ধর্মগুণ করেন, যিনি সর্বদাই প্রিয়-
 বাক্য বলেন, যিনি ঋতুকলকামনা করেন, তিনিই প্রকৃত
 ভার্যা ॥ ২১ ॥ এই সমুদায় ও এইরূপ অস্ত্রান্ত গুণযুক্তা কামিনী
 সর্বসৌভাগ্যবর্জিনী হইয়া থাকেন । যাহার এরূপ ভার্যা
 আছে, তিনি দেবরাজ মনুষ্য নহেন ॥ ২২ ॥ যে ভার্যা বিরূ-
 পাক্ষী, কঞ্চলা, কলহপ্রিয়া এবং সমান উত্তরদায়িনী হয়, সেই
 নারীই পুরুষের জরা, বার্ক্যাবস্থা জরা নহে ॥ ২৩ ॥ যে ভার্যা
 অস্ত্রপ্রিতা, পরগৃহাভিলাষিনী, কুক্রিয়াশক্তা ও নিলজ্জা তাহাকেই
 জরা বলা যায়, বার্ক্যাবস্থা জরা নহে ॥ ২৪ ॥ যে ভার্যা
 গুণগ্রাহিনী পতির অঙ্গুগামিনী ও অল্পেই পরিতুষ্টা, তাহাকেই
 প্রিয়া বলা যায়, এতস্তিন্ন অস্ত্র রমণীকে প্রিয়া বলা যায় না ॥ ২৫ ॥
 ভার্যা যদি দুষ্টা হয়, মিত্র যদি শঠ হয় ও ভৃত্য যদি উত্তর-
 দায়ক হয় এবং সসর্পগৃহে যদি বাস করা যায়, তাহা হইলে
 তাহাই মৃত্যু সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥ দুর্জনসংসর্গ পরিত্যাগ
 কর, সর্বদা সাধুসমাগমে প্রবৃত্ত হও, দিব্যরাজ পুণ্যসঞ্চয় কর
 এবং সর্বদা এই জগতের অনিভ্যতা স্মরণ করিয়া রাখ ॥ ২৭ ॥
 যে রমণী নর্পিণী হইতে এবং নর্পিণীর কঠপ্রদেশ হইতেও ভাবনা

চ কণ্ঠতোভীষণা যা চ রোদ্রী যা কৃষ্ণা ব্যাকুলাদী
 রুধিরনয়নসংব্যাকুলা ব্যাকুলকলা । ক্রোধে নৈবোত্র
 বক্ত্রাঙ্কুরদনলশিখা কাকজিহ্বা করালা সেব্যা ন স্ত্রী
 বিদগ্ধা পরপূরগমনা ভ্রাস্তচিত্তা বিরক্তা ॥ ২৮ ॥ ভূজ-
 ক্রমে কেশ্যনি দৃষ্টিদৃষ্টে ব্যাধৌ চিকিৎসা বিনিবর্তিতে
 চ । দেহে চ বাল্যাদিবয়োষিতে চ কালারতোহনৌ
 লভতে মৃত্যিং কঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নীতিসারে অষ্টাধিক-
 শততমোহধ্যায়ঃ ॥

নবাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত-উবাচ ॥ ১ ॥ আপদর্থে ধনং রক্ষেকারানু রক্ষ-
 ক্তনৈরপি । আত্মানং সততং রক্ষেকারৈরপি ধনৈরপি ॥
 ২ ॥ ত্যজ্জৈদেকং কুলস্তার্থে গ্রামস্তার্থে কুলং ত্যজেৎ ।
 গ্রামং জনপদস্তার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥ ৩ ॥

ও রোদ্ররূপা, যে রমণী কৃষ্ণবর্ণা, চঞ্চলা, রক্তনয়না, ব্যাকুলা
 ও ব্যাকুলী ভায় ভয়ঙ্করী, যাহার মুখ সর্বদা ক্রোধভরে উগ্র, যে
 রমণী কাকজিহ্বা ও করালা, যে রমণী অনলশিখার ভায় ভীষণা-
 কৃতি, যে রমণী পরপূরগামিনী, ভ্রাস্তহৃদয়া ও বিরক্তা, পণ্ডিত
 ব্যক্তির তাহাকে কখনই আশ্রয় করিবেন না ॥ ২৮ ॥ যাহার
 গৃহে ভূজক্রম দৃষ্ট হইয়াছে, যাহার ব্যাধি ও অচিকিৎস্য হইয়া
 উঠিয়াছে, যাহার শরীরে বাল্য বয়বনবার্ক্য অবস্থা ভোগ হই-
 রাছে, সে কালকর্ত্তক আক্রান্ত সন্দেহ নাই । ঐদৃশ অবস্থায়
 কে নিশ্চিত থাকিতে পারে । ॥ ২৯ ॥

নবাধিক শততম অধ্যায় ।

লোমহর্ষণ কহিলেন, আপদের নিমিত্ত ধনরক্ষণ করিবে,
 ধর্ম ব্যয় করিয়াও জীরক্ষণ করিবে, ধনদ্বারাই হউক অথবা
 জীরদ্বারাই হউক আপনাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইবে
 ১-২ । কুলরক্ষার নিমিত্ত এক ব্যক্তিকে ত্যাগ করিবে, গ্রামরক্ষার
 নিমিত্ত কুলও ত্যাগ করিতে পারিবে, জনপদরক্ষার নিমিত্ত

বরং হি নরকে বাসো নতু দুশ্চরিতে গৃহে । নরকাৎ
কীয়তে পাপং কুগৃহাৎ নিবর্ততে ॥ ৪ ॥ চলতো্যেকেন
পাদেন তিষ্ঠতো্যেকেন বুদ্ধিমান্ । ন পরীক্ষ্য পরং
স্থানং পূৰ্ব্বেমায়াতনং ত্যজেৎ ॥ ৫ ॥ ত্যজেদেদম
নষ্টং বাসং সোপদ্রবং ত্যজেৎ । ত্যজেৎ রূপণ-
রাজ্ঞানং মিত্রং মায়াময়ং ত্যজেৎ ॥ ৬ ॥ অর্থেন কিং
রূপণহন্তগতেন পুংসাং জ্ঞানেন কিং বহুষ্ঠাকুলসঙ্ক-
লেন । রূপেণ কিং গুণপরাক্রমবর্জিতেন মিত্রেণ কিং
ব্যসনকালপরাস্থেহন ॥ ৭ ॥ অদৃষ্টপূৰ্ব্বা বহবঃ সহায়ঃ
সর্বো পদস্থস্ত ভবন্তি মিত্রাঃ । অর্থের্হিহীনস্ত পদ-
চ্যুতস্ত ভবত্যকালে স্বজনোপি শত্রুঃ ॥ ৮ ॥ আপতন্তু
মিত্রং জানীয়াৎ রণে শূরং রহঃ শুচিং । ভার্য্যাঞ্চ

গ্রাম ত্যাগ করিবে, আশ্রয়ক্ষার নিমিত্ত সমুদায় পৃথিবীও ত্যাগ
করিতে পারিবে । ৩। বরং নরকে বাস করাও শ্রেয়ঃ, তথাপি
দুশ্চরিতের গৃহে বাস করা কর্তব্য নহে, নরকে বাস করিলে পাপ-
ক্ষয় হইয়া মুক্তি হয় কিন্তু গৃহে বাস করিলে তাহার আর নিষ্কৃতি
নাই । ৪। বুদ্ধি মান ব্যক্তি একপদে আশ্রয় করিয়া গমনের নিমিত্ত
অপরপদও উত্তোলন করে, অতএব পরবর্তীস্থান পরীক্ষা না করিয়া
পূর্বস্থান পরিত্যাগ করা উচিত নহে । ৫। যে দেশ অসচ্চরিত জন-
গণে পরিপূর্ণ, সে দেশ পরিত্যাগ করিবে, সেখানে উপদ্রব আছে,
তাদৃশ বাসস্থান পরিত্যাগ করা কর্তব্য; রূপণ রাজাকে পরি-
ত্যাগ করা উচিত, মায়াবী মিত্রকেও পরিত্যাগ করিবে । ৬।
রূপণহন্তগত ধনে কি ফল? শঠতাপূর্ণ জ্ঞানেই বা কি কার্য্য?
গুণ ও পরাক্রম বিরহিতরূপেই বা কি ফল? যে ব্যক্তি ব্যসন-
কালে পরাস্থ হইয়া তাড়ন মিত্রেই বা কি প্রয়োজন? ৭।
যখন কোন ব্যক্তি উচ্চপদে আরুঢ় হইলে, তখন তাহার অদৃ-
ষ্টাঙ্গসারে অনেক সহায় ঘটে এবং সকলেই সেই পদস্থ ব্যক্তির
মিত্র হয় । আবার যখন সেই ব্যক্তি পদচ্যুত হইয়া অর্থহীন
হয়, তখন আশ্রয়পরিবারবর্গও তাহার সহিত শত্রুত্ব আচরণ
করে । ৮। বিপদ সময়ে মিত্রের পরীক্ষা হয়, দুঃকালে বীরের বীরত্ব
জানা যায়, নির্জনস্থানে অবস্থিতি করিলে সাধুদিগের চরিত্রের
পরীক্ষা হইয়া থাকে, ঐশ্বর্য্যক্ষীণ হইলে ভার্য্যার স্বভাব জানা যায়
এবং দুর্ভিক্ষলময় উপস্থিত হইলে অভিজ্ঞপ্রিয়তা গুণ প্রকাশ
পায় । ৮। পদহন্তগত ধন ফল বৃক্ষ সকল পরিত্যাগ করে, নর-

বিভবে ক্ষীণে দুর্ভিক্ষে চ প্রিয়ার্তিথিং ॥ ৯ ॥ বৃক্ষং
ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুকং সরঃ সারসাসঃ নির্জব্যং
পুরুষং ত্যজন্তি বনিতা জষ্টং নৃপং মন্ত্রিণঃ । পুংসং
পর্য্যবিতং ত্যজন্তি মযুপাঃ দম্বং বনাস্তং যুগাঃ সর্কঃ
কার্য্যবশাজ্ঞনোহি রমতে কস্তাপি কো বল্লভঃ ॥ ১০ ॥
লুক্‌মর্থপ্রদানেন স্নাত্যমঞ্জলিকর্ম্মণা । মূৰ্খং ছন্দামুয়ন্ত্য
চ যথাতথেন পণ্ডিতং ॥ ১১ ॥ সন্তাবেন হি তুব্যস্তি
দেবাঃ সৎপুরুষদ্বিজাঃ । ইতরো ঋতুপানেন বাক্
প্রদানেন পণ্ডিতাঃ ॥ ১২ ॥ উত্তমং প্রণিপাতেন শঠং
ভেদেন যোজয়েৎ । নীচং স্বল্পপ্রদানেন সমং তুল্য-
পরাক্রমেঃ ॥ ১৩ ॥ যন্ত যন্ত হি বো ভাবস্তস্ত তস্ত
হি তং বদন । অনুপ্রবিশ্চ মেধাবী ক্ষিপ্ৰমাত্মবশং
নয়েৎ ॥ ১৪ ॥ নদীনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গিণাং শঙ্ক-
পাণিনাং । বিশ্বাসো নৈব গম্যব্যঃ জীবু রাজকুলেবু

ত্বক হইলে, তদ্রূপে সারসপক্ষীরা তাহা পরিত্যাগ করে, নারী-
গণ নির্জন স্থানকে এবং মন্ত্রিগণ রাজ্যচ্যুত রাজাকে পরিত্যাগ
করিয়া যায় । ৯। ব্রহ্মরনিকর পর্য্যবিতপুংস, পরিবর্জন করে,
যুগসকল দম্ববন ছাড়িয়া যায়, সকলই স্বার্থসিদ্ধির মিমিত্ত স্থানে
স্থানে বিহার করে, বাস্তবিক কেহ কাহার প্রিয় নহে । ১০।
লুক্ক ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ অর্থপ্রদান করিলেই বশীভূত হয়,
গর্কিত ব্যক্তিকে ক্রতাজলিধারা প্রণিপাত করিলে বশীভূত করা
যায়, মূৰ্খকে তাহার অতিমত কার্য্যদ্বারা এবং যথার্থ আচরণদ্বারা
পণ্ডিতকে বাধ্য করা বাইতে পারে । ১১। মেঘতা, সৎপুরুষ ও
ব্রাহ্মণ ইহাদিগের নিকট সন্তাব প্রকাশ করিলে তাহার সন্তোষ-
লাভ করেন, সাধারণ ব্যক্তির ঋণ ও পানীয়দ্বারা এবং
পণ্ডিতগণ সম্বাদ্যদ্বারা সন্তুষ্ট হইলে । ১২। উত্তম ব্যক্তিকে প্রণি-
পাত এবং শঠের সহিত শঠতা করিয়া তাহাদিগকে বাধ্য করা
যায় । নীচায়কে অল্প ধনদিলেই বশীভূত হয় এবং সমকক্ষ
ব্যক্তিকে তুল্যরূপ পরাক্রম প্রদর্শন করিলে বাধ্য করা যায় । ১৩।
যে ব্যক্তির যেকোন যোগ্যতাব্য, তাহাদিগের নিকট সেইরূপ
হিতব্যাক্য বলিয়া তাহাদিগের চিত্তে প্রবেশ করিতে পারিলেই
পণ্ডিতগণ শীঘ্র তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারেন । ১৪। নদী,
নদীনাঞ্চ, শৃঙ্গীভূত, অজ্ঞধারী, জীবী এবং রাজা ইহাদিগকে কদাচ

চ ॥ ১৫ ॥ অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুষ্চরিতানি চ ।
বঞ্চনধাপমানঞ্চ মতিমান্ প্রকাশয়েৎ ॥ ১৬ ॥ হীন-
দুৰ্জ্জনসংসর্গমত্যন্তবিরহাদরঃ । স্নেহোহন্যগেহবাগশ্চ
নারী সচ্ছীলনাশনং ॥ ১৭ ॥ কস্য দোষঃ কুলে নাস্তি
ব্যাধিনা কো ন পীড়িতঃ । কেন ন ব্যসনং প্রাপ্তং
প্রিয়ঃ কস্য নিরস্তরাঃ ॥ ১৮ ॥ কোৰ্থং প্রাপ্য ন গৰ্ব্বিতো
ভুবি নরঃ কস্তাপদোন্তং গতাঃ জীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং
ভুবি মনঃ কো নামরাজ্ঞাং প্রিয়ঃ । কঃ কালস্য ন
গোচরাস্তরগতঃ কোহর্থীগতো গৌরবং কো বা দুৰ্জ্জন-
বাণুরানিপতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্ ॥ ১৯ ॥ সুহৃৎ-
স্বজনবন্ধুর্ন বুদ্ধির্নাস্তি ন চাত্মনি । যস্মিন্ কস্মিদি নিন্দে-
হপি নদৃশ্যেত ফলোদয়ং । বিপত্তৌ চ মহদুখং তদুখং
কথমাচরেৎ ॥ ২০ ॥ যস্মিন্ দেশে ন সন্মানং ন প্রীতি-
ন চ বাঙ্কবাঃ । ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরি-
বর্জয়েৎ ॥ ২১ ॥ ধনস্য যস্য রাজভ্যো ভয়ং নাস্তি ন

বিবাস করিবে না । ১৫ । অর্থনাশ, মনস্তাপ, গৃহছিদ্র, বঞ্চনা ও
অপমান বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও এই সকল প্রকাশ করিবে না ।
১৬ । নীচ ও দুষ্টিশর লোকের সংসর্গ, বিরহকাতরতা, অতিশয়
স্নেহ এবং পরগৃহে বসতি এই সকল জীদিগের সুশীলতা বিনাশ
করে । ১৭ । কাহার কুলেই বা দোষ নাই ? কোন ব্যক্তিই বা
রোগদ্বারা পীড়িত হয় নাই ? কেই বা দুঃখে পতিত হয় নাই ?
এবং কাহারই বা সন্মদা সম্পৎ থাকে ? ১৮ । ভূতলে কোন
ব্যক্তি অর্থ পাইয়া গৰ্ব্বিত হয় না ? কাহারই বা আপদ বিনষ্ট
হইয়াছে ? জীগণ কাহার মনঃ আকর্ষণ করে নাই ? কোন
ব্যক্তিই বা রাজার প্রিয়পাত্র ? কোন ব্যক্তি কালের করালকবলে
কবলিত হয় না ? কোন যাচকের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ?
কোন ব্যক্তিই বা দুৰ্জ্জনের ঘড়্জালে পতিত হয় নাই ? এবং
কেই বা সন্মদা কুশলে কালকর্ত্তন করিতে পারে ? ১৯ ।
যাহার বন্ধু ও স্বজন নাই এবং নিজের বুদ্ধিও প্রথরতা নাই এবং
কার্য্যসিদ্ধ হইলেও কোন ফলোদয় হয় না, সেই ব্যক্তি বিপদে
পতিত হইয়া সর্বদা মহাদুঃখভোগ করিয়া থাকে । সেই ব্যক্তি
পণ্ডিত হইলেও তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারে না । ২০ । যে
দেশে সন্মান নাই, প্রণয় নাই ও বন্ধু নাই এবং কোনরূপ বিদ্যা-
শিক্ষার উপায় নাই, সেইদেশ পরিত্যাগ করিবে । ২১ । যে ধন

চৌরতঃ । মৃতঞ্চ যন্ন মুচ্যেত সমর্জয়স্ব তদ্ধনং ॥ ২২ ॥
যদর্জিতং প্রাণহরৈঃ পরিশ্রমৈর্মৃত্যু তং বৈ বিভজ্জন্তি
রিক্ধিনঃ । ক্লুতঞ্চ বদুকৃতমর্থলিপ্সয়া তদেব দোষা-
পহতস্য যৌতুকং ॥ ২৩ ॥ সঞ্চিতং নিহিতং দ্রব্যং
পরাম্ভব্যং মুহূৰ্ম্মুহুঃ । আধোরিব কদর্য্যস্য ধনং দুঃখায়
কেবলং ॥ ২৪ ॥ নগ্নাব্যসনিনোরুক্ষাঃ কপালাক্তিত-
পাণয়ঃ । দর্শয়ন্তীহ লোকস্য অদাতুঃ ফলমীদৃশং ॥ ২৫ ॥
শিক্ষয়ন্তি চ যাচন্তি দেহীতি ক্লপণাজনাঃ । অবশ্যেয়-
মদানস্য মাভূদেবং ভবানপি ॥ ২৬ ॥ সঞ্চিতং ক্রতু
শতৈর্ন যুক্ত্যতে যাচিতং গুণবতে ন দীয়তে । তং

রাজা বা ওস্তর অপহরণ করিতে পারে না এবং যে ধন মৃত
ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ ধন উপার্জন কর । ২২ ।
প্রাণান্তিক পরিশ্রম স্বীকার করিয়া যে ধন উপার্জন করা যায়,
মরণান্তে সেই ধন উত্তরাধিকারীরা বিভাগ করিয়া নেয়, অত-
এব যে ব্যক্তি ধনলালসায় দুষ্কর্ম্ম করে, তাহার চিত্ত দূষিত
হইয়া থাকে, ইহাই তাহার পুরস্কার । দুষ্কর্ম্ম করিয়া ধন উপার্জন
করিলে উপার্জকের কেবল উপাভ্যাসমাত্র ফল । ২৩ । যে ব্যক্তি
ধন উপার্জন করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে, কখনও সেই ধনের
কিছুব্যয় করে না, তাহার সেই ধন কেবল দুঃখপ্রদান করে
তাহাতে উপার্জনকর্ত্তার কিঞ্চিদ্ভিন্ন সুখ হয় না । কেবল
সন্মদা সেই ধনের রক্ষণের জন্ত বারম্বার ক্লেশ পাইতে হয় ।
যেমন মূষিক অর্থসংগ্রহ করিয়া রাখে, সেই অর্থ ভোগ করিতে
পারে না, তাহার রক্ষণের নিমিত্ত ক্লেশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ
ক্লপণ ব্যক্তি ধনের জন্ত নানাপ্রকার দুঃখভোগ করে । ২৪ । ক্লপণ
ব্যক্তির সঞ্চিত ধন নষ্ট হইলে তাহার নগ্ন ও রুক্ষ হইয়া
কপালে করাঘাত করিয়া লোককে ইহাই দেখায় যে, যাহারা ধন
ব্যয় না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাদিগের এইরূপ দশাই
হয় । ঐ ক্লপণ ব্যক্তি পুনর্বার “দেহি দেহি” বলিয়া লোকের
নিকট যাচঞা করিয়া সাধারণকে এই শিক্ষা দেয় যে, যাঁহারা
ধন দান না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাদিগের এইরূপ
অবস্থা ঘটে, অতএব তোমরা কেহ এইরূপ হইও না । ২৫ । ২৬ ।
যে ধন দান না করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখে সেই ধন কোন বজাদি
সংকার্য্যে ব্যরিত হয় না এবং গুণবান ব্যক্তি প্রার্থনা করি-
লেও তাহা প্রদান করে না । ক্লপণ ব্যক্তি এইরূপে ধন সঞ্চয়

কদর্য্যপরিরক্ষিতং ধনং চৌরপার্শ্ববগৃহে প্রযুক্ত্যতে ॥
 ২৭ ॥ ন দেবেভ্যো ন বিপ্রৈভ্যো বন্ধুভ্যো নৈব
 চ্যুনি । কদর্য্যস্ত ধনং যাতি অগ্নিতস্কররাজসু ॥ ২৮ ॥
 অতিক্রেশেন যোপ্যর্থা ধর্ম্মস্খাতিক্রমেণ চ । অরেক্ষা
 প্রণিপাতেন মাভুবৎস্তু কদাচন ॥ ২৯ ॥ বিজ্ঞাঘাতো-
 হনভ্যাসঃ স্ত্রীণাং ঘাতঃ কুচেলতা । ব্যাধীনাং ভোজ-
 নাজ্জীর্ণং শত্রোর্ঘাতঃ প্রপঞ্চতা ॥ ৩০ ॥ তস্করস্য বদো-
 দণ্ডঃ কুমিত্রস্তান্নভাষণং । পৃথক্ শয্যা তু নারীণাং
 ব্রাহ্মণস্তানিমন্ত্রণং ॥ ৩১ ॥ দুর্জনাঃ শিল্লিনোদাসা-
 দুষ্টাশ্চ পটহাঃ স্ত্রিয়ঃ । ভাড়ািতা মাদ্ধবং যাস্তি ন তে
 সৎকারভাজনং ॥ ৩২ ॥ জামীয়াং প্রেষণে ভৃত্যান্
 বান্ধবান্ ব্যসনাগমে । মিত্রঞ্চাপদি কালে চ ভার্য্যাঞ্চ
 বিভবক্ষয়ে ॥ ৩৩ ॥ স্ত্রীণাং দ্বিগুণ আহারঃ প্রজ্ঞা চৈব

করিয়া রাখে, অবশেষে সেই ধন তস্করে অপহরণ করে, কিম্বা
 রাজগৃহে স্থাপিত হয় । ২৭ । কপণের ধন দেবার্চনার লাগে না,
 বিপ্রকে প্রদান করে না, তদ্বারা বন্ধুদিগের কোন উপকার দর্শে
 না এবং আপনিও ভোগ করে না, অবশেষে রাজা, অগ্নি অথবা
 তস্কর ঐ ধন গ্রহণ করে । ২৮ । যে অর্থ উপার্জন করিতে সাতি-
 শ্য ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, যে অর্থ উপার্জনে ধর্ম্ম নষ্ট হয়
 অথবা শত্রু ব্যক্তির উপাসনা করিয়া যে অর্থের উপার্জন করা
 যায়, সেই অর্থের প্রয়োজন নাই । ২৯ । শাস্ত্রের চর্চা না করিলে
 বিদ্যা থাকে না, অর্থাৎ অনভ্যাসেই বিদ্যা বিনষ্ট হয়, স্ত্রীদিগের
 বস্ত্র অপকৃষ্ট হইলে তাহাদিগের রূপের শোভা হয় না, ভোজ-
 নাস্তে আহারীয় দ্রব্য জীর্ণ হইলেই ব্যাধির বিনাশ হয় এবং
 প্রগল্ভতাই শত্রুর পরাভব করে । ৩০ । তস্করের দণ্ড, কুমিত্রের
 সহিত অগ্নি আলাপ, নারীর পৃথক শয্যা এবং ব্রাহ্মণের অনিমন্ত্রণ
 এই সকল তাহাদিগের মৃত্যুস্বরূপ । ৩১ । দুর্জন, শিল্পজীবী,
 দাণ্ড, দুষ্ট ব্যক্তি, চক্কা ও স্ত্রী ইহাদিগকে ভাড়া করিলেই নষ্ট
 হইয়া থাকে, কিন্তু ইহারা সংস্কারের পাত্র নহে । ৩২ । কোন
 কার্য্যে প্রেরণ করিলে ভৃত্যের স্বভাব জানা যায়, ভৃত্যের দশাতে
 বন্ধুবান্ধবের পরীক্ষা হয়, আপৎকালে মিত্রের স্বভাব পরিজ্ঞাত
 হয় এবং সম্পত্তির বিনাশ হইলে ভার্য্যার ভাব জানা যায় । ৩৩ ।
 স্ত্রীদিগের আহার পুরুষের দ্বিগুণ, অর্থাৎ একজন পুরুষ একবারে
 যে পরিমাণে আহার করিতে পারে একজন স্ত্রী তাহার দ্বিগুণ

চতুর্গুণ । ষড়্গুণে ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাষ্টগুণঃ
 স্মৃতঃ ॥ ৩৪ ॥ ন স্বপ্নেন জয়েন্নিত্যং ন কামেন স্ত্রিয়ং
 জয়েৎ । ন চেক্ষনৈর্যজ্জেষহিং ন মদ্যেন ত্বাং জয়েৎ ॥
 ৩৫ ॥ সমাংসৈর্ভোজনৈঃ স্নিকৈর্ম্মতৈঃ সাধুশ্রাস্ত্রৈঃ ।
 বস্ত্রৈর্ম্মনোরমৈর্ম্মাল্যৈঃ কামঃ স্ত্রীন্ বিজৃম্বতে ॥ ৩৬ ॥
 ব্রহ্মচর্য্যোপি বক্তব্যং প্রাপ্তং স্মম্বচেষ্টিতং । হতং হি
 পুরুষং দৃষ্ট্বা যোনিঃ প্রক্লিণ্ডতে স্ত্রীয়াঃ ॥ ৩৭ ॥ সুবেশং
 পুরুষং দৃষ্ট্বা জাতরং যদি বা স্মৃতং । যোনিঃ ক্লিণ্ডতি
 নারীণাং সত্যং সত্যং হি শৌনক ॥ ৩৮ ॥ নতশ্চ নার্য্যশ্চ
 সমস্বভাবাঃ স্বতন্ত্রভাবে গমনাদিকঞ্চ । তৌমৈশ্চ
 দৌষৈশ্চ নিপাতয়ন্তি নতৌহি কুলানি কুলানি নার্য্যাঃ ॥
 ৩৯ ॥ নদী পাতয়তে কুলং নারী পাতয়তে কুলং ।
 নারীণাঞ্চ নদীনাঞ্চ স্বচ্ছন্দা ললিতা গতিঃ ॥ ৪০ ॥
 নাগিস্ত্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ ।

পরিমাণে ভোজন করে । তাহাদিগের বুদ্ধি পুরুষবুদ্ধির চতুর্গুণ,
 স্ত্রীর ব্যবসায় পুরুষের ষড়্গুণ এবং তাহাদিগের কাম পুরুষের অষ্ট-
 গুণ । ৩৪ । নিদ্রাসেবাহারা নিদ্রা, কামের চরিতার্থতাহারা স্ত্রী,
 কাষ্ঠদ্বারা অগ্নি এবং মদ্যপানদ্বারা তৃষ্ণা জয় করিতে পারে না ।
 ৩৫ । মাংসাদি বিবিধ স্নিগ্ধকর ভোজনীয় দ্রব্য, নানাপ্রকার মদ্য,
 মনোহর বস্ত্র ও সুশোভন মালাদ্বারা স্ত্রীলোকের কাম প্রকাশ
 পায় । ৩৬ । ব্রহ্মচর্য্য অবস্থাতেও পুরুষের কাম চেষ্টা প্রকাশ পায়
 এবং মনোহর পুরুষ দর্শন করিলে স্ত্রীলোকে যোনি আর্জ হইয়া
 থাকে । ৩৭ । ভ্রাতা অথবা পুত্র কিম্বা অন্য কোন সুবেশ পুরু-
 ষকে দেখিলেও নারীদিগের যোনি ক্লিষ্ট হয় । হে শৌনক ! এই
 কথা সত্য সত্য জানিবে । ৩৮ । নদী ও নারী ইহাদিগের স্বভাব
 তুল্য, কিন্তু গমনাদি স্বতন্ত্র । নদী কুল নিপাতিত করে এবং
 নারীও কুল নিপাতিত করিয়া থাকে । ৩৯ । নদী কুল পাতিত
 করে এবং নারীও কুল পাতিত করিয়া থাকে, এই উভয়েরই
 গতি অতি ললিত ও স্বচ্ছন্দ । ৪০ । অগ্নি কখনও কাষ্ঠদ্বারা
 তৃপ্তিলাভ করে না, তাহাতে যত কাষ্ঠ কেন প্রদান কর না
 সকলই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, এবং আর কাষ্ঠের প্রয়োজন হয় ।
 সমুদ্রেতে যত নদী পতিত হউক না কেন, কিছুতেই সেই সমুদ্র
 বিতৃষ্ণ হয় না । শমন সংকীর্ণ সংহার করিলেও তাহার তৃপ্তি
 হয় না এবং অনন্তপুরুষ সম্বোগেও নারীর আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি

নাস্তকঃ সৰ্বভুতানাং ন পুংসাং বামলোচনা ॥ ৪১ ॥
 ন ভৃগুরস্তু শিষ্টানাং ইষ্টানাং প্রিয়বাদিনাং । সুখা-
 নাঞ্চ সূতানাঞ্চ জীবিতস্য বরস্ত চ ॥ ৪২ ॥ রাজা ন
 ভৃগো ধনসঞ্চয়েন ন সাগরস্তুপ্তিমগাজ্জবেন । ন পণ্ডিত-
 স্তুপ্যতি ভাষিতেন ভৃগুং ন চক্ষুর্ন পদর্শনেন ॥ ৪৩ ॥ স্বকর্ম-
 ধর্মাজ্জিতজীবিতানাং শাস্ত্রেষু দারেষু সদারতানাং ।
 জিতেন্দ্রিয়াণামতিথিপ্রিয়াণাং গৃহেপি মোক্ষঃ পুরুষো-
 ত্তমানাং ॥ ৪৪ ॥ মনোহনুকূলাঃ প্রমদারূপবত্যাঃ স্বল-
 কৃতাঃ । বাসঃ প্রাসাদপৃষ্ঠেষু স্বর্গঃ স্রাজ্ছডকর্মণঃ ॥ ৪৫ ॥
 ন দানেন ন মানেন নার্জ্জবেন ন সেবয়া । ন শাস্ত্রেণ
 ন শস্ত্রেণ সর্বথা বিষম্যঃ স্থিয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ শনৈর্দীপ্তা
 শনৈরর্থ্যঃ শনৈঃ পরতমারুহেৎ । শনৈঃ কামঞ্চ ধর্মঞ্চ
 পঠেত্তানি শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৪৭ ॥ শাস্ত্রতং দেবপূজাদি
 বিশ্রদানঞ্চ শাস্ত্রতং । শাস্ত্রতং সগুণা বিদ্যা সুহৃদ্রিকঞ্চ

হইতে পারে না । ৪১ । শিষ্টব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া কেহ
 বিতৃষ্ণ হইতে পারেনা, সাধু ব্যক্তির সহিত যতই আলাপ করা
 যায় ততই আলাপ স্পৃহা বলবতী হইতে থাকে । ইষ্ট সুখ ও
 প্রিয়বাদী পুত্রদ্বারা কেহ পরিতৃপ্ত হয় না এবং আপন জীবনে
 কাহারও তৃপ্তি হয় না । যে ব্যক্তি অনেককাল বাঁচিয়া থাকে, তাহার
 আর বাঁচিতে ইচ্ছা হয় ॥ ৪২ ॥ রাজা ধনদ্বারা, মহাসাগর মহাবেগ-
 দ্বারা, পণ্ডিতবাক্ত সংকথাদ্বারা এবং চক্ষুঃ নৃপদর্শনদ্বারা কদাচ
 পরিতৃপ্ত হয় না । ৪৩ । যাহারা স্বীয় ধর্ম ও কস্মেতে অনুরক্ত,
 শাস্ত্র ও দ্বারাতে নিরত, জিতেন্দ্রিয় ও অতিথিপ্রিয় তাহারা ই
 সকল পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং গৃহে বসিয়াও মোক্ষপদ পায় ।
 ৪৪ । যাহারা সংকম্প তাহারা আপন অনুকূলা রূপবতী অল-
 কৃতা বনিতা পাইয়া প্রাসাদপৃষ্ঠে বাসকরতঃ স্বর্গ সুখভোগ করিয়া
 থাকে । ৪৫ । জীগণ সর্বদাই বিষম, তাহাদিগকে কেহ দান ও
 সম্মানদ্বারা পরিতুষ্ট করিতে পারে না, সরল ব্যবহার ও সেবা-
 দ্বারা বাধ্য করা যায় না অস্ত্রপ্রদর্শন ও শাস্ত্রোপদেশদ্বারা
 শাসন করিতে পারে না । ৪৬ । বিদ্যাও একবার হয়, ধনাগমও
 একবারই হইয়া থাকে, একবারমাত্র পক্ষতে আরোহণ করিবে,
 একবার ধর্ম উপার্জন করিবে এবং একবারই কামনা পূর্ণ হয়,
 এই পঞ্চ কার্য্যই এক একবার হইয়া থাকে । ৪৭ । দেবপূজাদি
 করিলে অক্ষয়পুণ্য হয়, ব্রাহ্মণকে ধনপ্রদান করিলে তাহাতে

শাস্ত্রতং ॥ ৪৮ ॥ যে বালভাবান্ন পঠন্তি বিদ্যাং যে
 যৌবনস্থা-হৃদনাস্তদারাঃ । তে শোচনীয়া ইহ জীব-
 লোকে মনুষ্যরূপেণ যুগাশ্চরন্তি ॥ ৪৯ ॥ ভোজন-
 ভোজনং চিত্তং ন কুর্যাচ্ছাস্ত্রসেবকঃ । স দূরমপি
 বিদ্যার্থী ব্রজেদ্ গরুড়বেগবান্ ॥ ৫০ ॥ যে বালভাবান্ন
 পঠন্তি বিদ্যাং ফলোত্তরাযৌবননষ্টচিত্তাঃ । তে বৃদ্ধ-
 কালে পরিভ্রম্যমাণাঃ সংদহ্যমাণাঃ শিশিরে যথাজং ॥
 ৫২ ॥ তর্কঃ প্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ নার্য্যবিষয়স্য
 মতং ন ভিন্নং । ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহা-
 জনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ ৫২ ॥ আকারৈরিন্দ্রিতৈ-
 র্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন ভু । নেত্রবক্ত্রবিকারাত্যাং
 লক্ষ্যতেহন্তর্গতং মনঃ ॥ ৫৩ ॥ অনুভূতমপ্যুহতি পণ্ডিতো-
 জনঃ পরাঙ্গিতজ্ঞানফলাহি বুদ্ধয়ঃ । উদীরিতার্থঃ
 পশুনাপি গৃহ্যতে হয়াশ্চ নাগাশ্চ বহন্তি দেশিতং ॥ ৫৪ ॥

অনন্তরূপ জন্মে, সগুণ বিদ্যা ও সুহৃৎ ব্যক্তি অক্ষয় সুখপ্রদান
 করে । ৪৮ । যাহারা বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা করে না, যাহারা
 যৌবনে দারা ও ধনরক্ষা করে না তাহারা ইহকালে অশেষ শোকে
 পতিত হয় । তাহারা পশুবৎ মন্ড্যলোকে বিচরণ করে । ৪৯ ।
 যাহারা বিদ্যার্থী, তাহারা ভোজনদ্রব্যে অভিলাষ করিবে না এবং
 বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্তে গরুড়বেগে অতি দূরদেশেও গমন করিয়া
 থাকে । ৫০ । যাহারা বাল্যকালে বিদ্যা অভ্যাস করে না যৌবন-
 কালে কামাতুর হইয়া চিত্তকে কলুষিত করে, তাহারা বৃদ্ধকালে
 পরিতৃপ্ত হইয়া শিশিরকাণীন গদ্যের স্রায় ক্ষীণ হয় । ৫১ । চির-
 কাণ হইতেই ধর্মবিষয়ে তর্ক চলিতেছে এবং তদ্বিষয়ে অনেক
 প্রকার প্রতিপত্তি আছে, তথাপি ধর্মের তত্ত্ব গুহাস্থিত নিখর স্রায়
 অতিগুপ্ত রাহিয়াছে । তাহা কেহই স্থির করিতে পারে না, অতএব
 পুঙ্কন মহাজনগণ যেরূপ পন্থা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, সেই
 পন্থা আশ্রয় করিয়া ধর্মোচরণ করিবে । ৫২ । আকার, ঙ্গা, ভা-
 গমন, চেষ্টা, বাক্য ও মুখনেত্রাদির ভঙ্গী এই সকলের প্রতি
 লক্ষ্য করিয়া মানবের মনোগত ভাব জানা যাইতে পারে । ৫৩ ।
 মনোগতভাব বাক্যদ্বারা প্রকাশ না করিলেও পতিতগণ, স্রাকার
 ইঙ্গিতদ্বারা তাহা বুঝিতে পারেন । যেহেতু পরের ইঙ্গিত পরি-
 জ্ঞানই বুদ্ধির কার্য্য । বুদ্ধিদ্বারা অনুভূত বিষয়ও জানা যায় । যাহা
 সর্বত্র প্রকাশিত আছে, পশুগণও তাহা বুঝিয়া থাকে । হস্তী

অর্থাৎ দ্রষ্টব্যার্থীরা তুংগচ্ছেৎ সত্যাদ্রষ্টোরোরবং বৈ
ব্রজেচ্চ । যোগাদ্রষ্টঃ সত্যস্থতিঞ্চ গচ্ছেদ্রাজ্যাদ্রষ্টো-
মুগয়াং ব্রজেচ্চ ॥ ১৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নীতিসারে নবাধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥

দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ যো ধ্রুবানি পরিত্যজ্য অধ্রু-
বানি নিসেবতে । ধ্রুবানি তস্য নশ্রুন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব
চ ॥ ২ ॥ বাগ্‌যজ্ঞহীনস্য নরস্য বিজ্ঞা শস্ত্রং যথা কাপুরু-
ষস্য হস্তে । ন তুষ্টিমুৎপাদয়তে শরীরে অন্ধস্য দারা-
ইব দর্শনীয়ঃ ॥ ৩ ॥ ভোজ্যং ভোজনশক্তিঞ্চ রতি-
শক্তির্করাঃ স্ত্রিয়ঃ । বিভবো-দানশক্তিঞ্চ নান্স্য তপসঃ

ও ঘোটক ইহারাও অন্যায়সে প্রভুর ইসারা বুঝিয়া কার্য্য করিয়া
থাকে । ৫৪ । ধনহীন ব্যক্তি তীর্থস্থানে গমন করিয়া আপনার
জীবিকা নিব্বাহ করিয়া থাকিবে, তাহার সংসারে কোনপ্রকার
সুখের আশা নাই । সত্যব্রত ব্যক্তি রোরবনরকে গমন করিয়া
থাকে । যোগব্রত ব্যক্তি সত্য ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবে
এবং রাজ্যব্রত ব্যক্তি মুগয়াতে গমন করিবে । ৫৫ ।

দশাধিকশততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, যে ব্যক্তি আপনার স্থিরতর উপায় পরিত্যাগ
করিয়া অনবস্থিত লাভের আশায় ধাবমান হয়, তাহার স্থিরতর
উপায় নষ্ট হইয়া যায়, অনিশ্চিত উপায়ত নষ্টই আছে । ১—২ ।
যেমন কাপুরুষের হস্তে অস্ত্র থাকিলে সেই অস্ত্রে কোন ফল
ধর্শে না, সেইরূপ বাগ্‌যজ্ঞবিহীন মনুষ্যের বিদ্যাধারা কোন উৎ-
কার হয় না । সাতিশয় রূপলাবণ্যবতী কামিনী অন্ধজনের
কোনরূপ তুষ্টিসাধন করিতে পারে না । ৩ । উৎকৃষ্ট ভোজনদ্রব্য,
ভোজনশক্তি, রতিশক্তি উত্তম-স্ত্রী, অতুলসম্পত্তি ও দানশক্তি
এই সকল অল্প তপস্যার ফল নহে । যাহার জন্মান্তরীণ সমধিক

ফলং ॥ ৪ ॥ অগ্নিহোত্রফলাবেদাঃ শীলবৃত্তিকলং শুভং ।
রতিপুত্রফলাদারা দত্তভুক্তফলং ধনং ॥ ৫ ॥ বরয়েৎ
কুলজাং প্রাজ্ঞো বিরূপামপি কণ্ডকাং । সুরূপাং সূনি-
তস্বাঞ্চ নাকুলীনাং কদাচন ॥ ৬ ॥ অর্থেনাপি হি কিং
ভেন যস্তানর্থং তু সঙ্গতিং । কোহি নাম শিখাজাতং
পন্নগস্য মণিং হরেৎ ॥ ৭ ॥ হবির্দেবকুলাদগ্ৰাহ্যং বালা-
দপি সুভাষিতং । অমেধ্যাং কাঞ্চনং গ্রাহ্যং জীরত্বং
দুষ্কুলাদপি ॥ ৮ ॥ বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং অমেধ্যাদপি
কাঞ্চনং । নীচাদপ্যুত্তমাং বিজ্ঞাং জীরত্বং দুষ্কুলাদপি ॥
৯ ॥ ন রাজ্ঞা সহ মিত্রত্বং ন সর্পোনির্দ্রিয়ঃ কচিৎ ।
ন কুলং নির্মলস্তত্র স্ত্রীজনো যত্র জায়তে ॥ ১০ ॥ কুলে
নিয়োজয়েদভক্তং পুত্রং বিজ্ঞাসু যোজয়েৎ । ব্যসনে
যোজয়েচ্ছত্রমিষ্টং ধর্ম্মে নিয়োজয়েৎ ॥ ১১ ॥ স্থানে-

সুকৃতি সঙ্কিত আছে, সেই ব্যক্তিরই এই সকল হইয়া থাকে । ৪ ।
বেদাধ্যয়নের অধিকারই অগ্নিহোত্র যজ্ঞের ফল, সচ্চরিত্রতার
ফল মঙ্গল, রতিসন্তোগ ও পুত্রলাভ ইহাই দারপরিগ্রহের ফল
এবং দান আর ভোগ ইহাই ধনলাভের ফল । ৫ । প্রাজ্ঞব্যক্তি
সৎকুলজাত কথা কুৎসিত হইলেও সেই কথাকে বিবাহ করিবে ।
কিন্তু অসৎকুলসম্প্রদায় কথা সুরূপা ও সূনিতস্বা হইলেও তাহাকে
গ্রহণ করিবে না । ৬ । যাহার অর্থগ্রহণ করিলে অনর্থ সংঘটন
হয়, তাহার সেই অর্থে লালসা করিবে না । কোন ব্যক্তি ভূজ-
্ঞের শিখাস্থ মণি আহরণ করিতে ইচ্ছা করে ? ৭ । দেবকুল
হইতেও হবিঃ গ্রহণকরিতে পারে, বালকের নিকট স্তম্ভুর বাক্য
শ্রবণ করিবে, অপাবিত্রস্থান হইতে কাঞ্চনগ্রহণ করিবে এবং
দুষ্কুল হইতেও উত্তম স্ত্রীগ্রহণ করিতে পারে । ৮ । বিষহইতে
অমৃতগ্রহণ করিবে, অপাবিত্রস্থান হইতে কাঞ্চনগ্রহণ করিবে,
নীচজাতি হইতে উত্তম বিদ্যাগ্রহণ করিবে এবং দুষ্কুল হইতেও
জীরত্বগ্রহণ করিতে পারে । ৯ । কদাচ রাজার সাহিত মিত্রতা
করিবে না, কখনও সর্পনির্দ্রিয় হয় না । কখনও কোন কুল
নিষ্ফল থাকে না, যেহেতু সেই কুলেতেই স্ত্রী জন্ম হয় । ১০ ।
ভক্ত ব্যক্তিকে কুলে নিয়োজিত করিবে, পুত্রকে বিদ্যাভ্যায়ে
নিযুক্ত করিবে, শত্রু ব্যক্তিকে বাসনকার্য্যে অভিরত করিবে
এবং আপন ইষ্টবস্তকে ধর্ম্মে নিয়োজিত করিবে । ১১ । ভৃত্য ও

ধেব প্রয়োক্তব্য। ভূত্যাশ্চাভরণানি চ । নহি চূড়ামণিঃ পাদে, প্রভবামীতি বুধ্যতে ॥ ১২ ॥ চূড়ামণিঃ সমুদ্রোঃ গির্ঘণ্টামাখণ্ডমন্তরং । অথবা পৃথিবীপালো মূর্দ্ধি পাদং প্রমাদতঃ ॥ ১৩ ॥ কুসুমস্তবকশ্চেব হে গভী তু নমস্বিনঃ । মূর্দ্ধি বা সর্বলোকানাং শীর্ষতঃ পতিতো-রণে ॥ ১৪ ॥ কর্ণভূষণসংগ্রহোচিতো যদি মণিস্ত পদে প্রতিবধ্যতে । ন শরীরো ন চাপি শোভতে ভবতি যোজ্যস্তর্কচর্চনীয়া ॥ ১৫ ॥ বাজিবারণলোহানাং কাষ্ঠপাষাণবাসসাং । নারীপুরুষতোয়ানামন্তরং মহ-দন্তরং ॥ ১৬ ॥ কদর্থিতস্ত্যাপি হি ধৈর্য্যরত্তেৰ্ণ শক্যতে সর্বগুণপ্রমাথঃ । অধঃ খলেনাপি ক্লতন্য বহ্নেৰ্নাথঃ শিখা যাতি কদাচিদেব ॥ ১৭ ॥ ন সদশ্বঃ কষাঘাতং সিংহো ন গজগজ্জিতং । বীরোবা পরনির্দ্বিষ্টং ন সহেন্দ্রীমনিঃস্বনং ॥ ১৮ ॥ যদি বিভববিহীনঃ প্রচ্যুতো-

আভরণ যথাস্থানে প্রয়োগ করিবে । কেহ কখনও পদে চূড়ামণি ধারণ করে না এবং ভূত্যা কখনও আপনাকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান করে না । ১২ । চূড়ামণি, সমুদ্র, অগ্নি, ঘণ্টা ও রাজা ইহাদিগের মন্তক স্থাপনই স্বভাব, কদাচ পাদদ্বারা স্পর্শ করিবে না । ১৩ । কুসুমস্তবকের স্তায় মনসী ব্যক্তিদিগেরও দুইটী অবস্থা হইয়া থাকে, কখনও মন্তকে অবস্থান, কখন বা ভূতলে পতন হয় । ১৪ । যে মণিকে স্বর্ণভূষণের মধ্যগত করিয়া উত্তমাদে ধারণ করা উচিত, তাহাকে যদি কেহ পাদে ধারণ করে তাহাতে যে শরীরের শোভাবর্দ্ধন না হয় এমন নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি সেই মণিকে পাদে যোজন্য করে, তাহাকেই লোকে নিন্দা করিয়া থাকে । ১৫ । অশ্ব, হস্তী, লোহ, কাষ্ঠ, পাষাণ, বস্ত্র, নারী, পুরুষ ও জল ইহাদিগের পরস্পর মহান্ অন্তর জানা যায় । ১৬ । ধৈর্য্যশীল সাধুব্যক্তি তিরস্কৃত হইলেও তাহার গুণের ব্যক্তিক্রম হয় না । অগ্নিকে অধো-দেশে স্থাপন করিলেও তাহার উর্দ্ধজল শক্তির অনাথা হইয়া অধোগতি হয় না । অগ্নির শিখা সসদা উর্দ্ধমুখেই থাকে । ১৭ । সদশ্ব কষাঘাত সহিতে পারে না, সিংহ করিগজ্জন সহ করে না, এবং বীরপুরুষ অপরের ভীমনাদ শুনিতে পারে না । ১৮ । উচ্চাশ্রয় ব্যক্তি যৈবগতিবশজঃ হঠাৎ বিভববিহীন হইলেও খলের সেবা করে না ও নীচজনের নিকট প্রার্থনা করে না ।

বাশ্চ দৈবান্নতু খলজনসেবাং প্রার্থয়েন্নৈব নীচং । ন তৃণমদতি সিংহঃ স ক্ষুধার্ত্তোপি কালে পিবতি রুধির-মুখং প্রায়শঃ কুঞ্জরাণাং ॥ ১৯ ॥ সক্রুদ্ধেষু যন্মিত্রং পুনঃ সন্তানমিচ্ছতি । স মৃত্যুমেব গৃহীয়াৎ গর্ভমশ্বতরী যথা ॥ ২০ ॥ শত্রোরপত্যানি প্রিয়স্বদানি নাপেক্ষিত-ব্যানি বুধৈর্ম্মনুষ্যৈঃ । তান্তেষু কালেষু বিপৎকরাণি বিষম্য পাত্ৰাণ্যপি দারুণানি ॥ ২১ ॥ উপকারগৃহী-তেন শত্রুণা শত্রুমুদ্বরেৎ । পাদলগ্নং করস্মৈন কণ্টকে-নৈব কণ্টকং ॥ ২২ ॥ অপকারেষু মায়ায়াং চিস্তয়েন্ন কদাচন । স্বয়মেব পতিয্যন্তি কুলজাতাইবক্রমাঃ ॥ ২৩ ॥ অনর্থাহর্থরূপেণ অর্থশ্চানর্থরূপিণঃ । ভবন্তি তে বিনাশায় দৈবান্ততস্ত রোচতে ॥ ২৪ ॥ কার্য্যকালো-চিত্তা পাপৈর্ম্মতিবুদ্ধির্কিহীয়াতে । সানুকূলা তু বৈ

সিংহ অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হইলেও সে কদাচিৎ তৃণভক্ষণ করে না, কিন্তু উচ্চ গজরুধিরই পান করিয়া থাকে । ১৯ । কোন মিত্রের সহিত একবার শত্রুতা হইলে সেই মিত্রকে আর গ্রহণ করিবে না । সেই মিত্র সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপ । যেমন অশ্বতরীগর্ভ গ্রহণ করিলে তাহার মৃত্যু হয়, সেইরূপ দুই মিত্রকে গ্রহণ করিলেও তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে । ২০ । শত্রুব্যক্তির সন্তানগণ প্রিয়বাক্য বলিলেও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, কখনও শত্রুসন্তানকে বিশ্বাস করিবে না । তাহার অবশ্যই সময় পাইলে বিপৎপাতের চেষ্টা করে । যেমন বিবের পাণ্ড ও অনিষ্টকর হয়, সেইরূপ শত্রুর সন্তানও অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে । ২১ । শত্রু ব্যক্তিকে উপকার দ্বারা বাধ্য করিয়া তাহাদ্বারা অস্ত্র শত্রুর উচ্ছেদসাধন করিবে । যেমন পাদতলে কণ্টকবিদ্ধ হইলে অপর কণ্টকদ্বারা সেই পাদ-বিদ্ধ কণ্টকের উৎখাত করিতে হয়, সেইরূপ এক শত্রুদ্বারা অস্ত্র শত্রুর বিনাশসাধন করিবে । ২২ । যে ব্যক্তি সর্বদা পরের অপকার করিয়া থাকে, তাহার বিনাশের জন্য কোন উপায় চিন্তা করিবে না । সেই পরাপকারী ব্যক্তি কুলজাত বুদ্ধের স্তায় আপনিই পতিত হইয়া থাকে । ২৩ । যখন দৈবহুক্ষিপাক উপস্থিত হয়, তখন অহিতকে চিত্ত এবং হিতকে অহিত বলিয়া বোধ্য হয় । এবং সেই সকল কার্য্যই অতিক্রম হইয়া থাকে ও উক্ত কার্য্য সকল কর্ত্তাকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয় । ২৪ । যখন, দৈব অশুকুল হয়, তখন কার্য্যকালে অহিত বুদ্ধি বিনাশ পায় । এবং

দৈবাৎ পুংসঃ সৰ্বত্র জায়তে ॥ ২৫ ॥ ধনপ্রয়োগকার্যে
চ তথা বিদ্যাগমেযু চ । আহারে ব্যবহারে চ
ভ্যক্তলজ্জাঃ সদৈবহি ॥ ২৬ ॥ ধনিঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা
নদী বৈতন্ত পঞ্চমঃ । পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে ন কুৰ্য্যন্তত্র
সংস্থিতিং ॥ ২৭ ॥ লোকযাত্রা ভয়ং লজ্জা দাক্ষিণ্যং
দানশীলতা । পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে ন তত্র দিবসং
বসেৎ ॥ ২৮ ॥ কালবিচ্ছেদ্রিয়া রাজা নদী সাধুশ্চ
পঞ্চমঃ । এতে যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসং ন কারয়েৎ ॥
২৯ ॥ নৈকত্র পরিনিষ্ঠাস্তি জ্ঞানশ্চ কিলশৌনক ।
সৰ্বঃ সৰ্বং ন জানাতি সৰ্বজ্ঞো । নাস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৩০ ॥
ন সৰ্ববিৎ কশ্চিদিহাস্তি লোকে নাত্যন্তমূৰ্খো ভুবি চাপি
কশ্চিৎ । জ্ঞানেন নীচোত্তমমধ্যমেন যোষণ বিজানাতি
স তেন বিদ্বান্ ॥ ৩১ ॥

ইতি গারুড়ে মাহাপুরাণে নীতিসারে দশা-
ধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥

মোভাগ্যাব্যুৎ পুরুষের সদ্ভক্তি উৎপন্ন হয় । ২৫ । ধনপ্রয়োগে,
বিদ্যাগমকালে, আহারসমনয়ে ও ব্যবহারকালে সৰ্বথা লজ্জা
পরিত্যাগ করিয়া কাৰ্য্য করিবে । ২৬ । যে দেশেতে ধনী,
ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী ও চিকিৎসক নাহি, সেই দেশে অব-
স্থিতি করিবে না । ২৭ । যে দেশে লোকযাত্রা নাই এবং
তদ্রদেশবাসী লোকদিগের ভয়, লজ্জা, দয়া ও দানশক্তি নাই, সেই
দেশে একদিবসও বাস করিবে না । ২৮ । যে দেশেতে
কালজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী ও সাধুর অবস্থিতি নাই, সেই দেশে
কদাচ বাস করিবে না । ২৯ । হে শৌনক ! কখনও এক ব্যক্তিতে
সকল জ্ঞানের সমাবেশ হয় না । যেহেতু সকল ব্যক্তি সকল
বিষয়ে অভিজ্ঞ হইতে পারে না এবং কোন স্থলেও সৰ্বজ্ঞ ব্যক্তি
নাই । ৩০ । এই জগতে কেহই সৰ্বজ্ঞ নহে এবং অত্যন্ত
মূৰ্খও কেহ নাই । কাহার বা জ্ঞানের আধিক্য আছে, কোন
ব্যক্তির জ্ঞান মধ্যবিধ কেহ বা অল্প জ্ঞানসম্পন্ন । যে ব্যক্তি
যে বিষয়ের বাহা কিছু জানে, তাহাকে সেই জ্ঞানবান্ধাই জ্ঞান-
বান্ বলি যায় । ৩১ ।

একাদশাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

মৃত-উবাচ ॥ ১ ॥ পার্থিবস্তু তু বক্ষ্যামি ভৃত্যানা-
শ্লেব লক্ষণং । সৰ্বানি যো মহীপালঃ সম্যগুন্নিত্যং
পরীক্ষয়েৎ ॥ ২ ॥ রাজ্যং পালয়তে নিত্যং সত্যধর্ম-
পরায়ণঃ । নির্জিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্মেণ পাল-
য়েৎ ॥ ৩ ॥ পুষ্পাৎ পুষ্পং বিচিৎসীয়ান্মূলচ্ছেদং
ন কারয়েৎ । মালাকার ইবারণ্যে ন যথাকারকারকঃ ॥
৪ ॥ দোন্ধারঃ ক্ষীরভুজ্ঞানা বিকৃতং তন্ন ভুঞ্জতে ।
পররাষ্ট্রং মহীপালৈর্ভোক্তব্যং ন চ দুষয়েৎ ॥ ৫ ॥ নোধ-
স্থিন্দ্যাতু যো ধৈর্য্যঃ ক্ষীরার্থী লভতে পয়ঃ । এবং
রাষ্ট্রং প্রয়োগেণ পীড্যমানং ন বর্জয়েৎ ॥ ৬ ॥ তস্মাৎ
সৰ্পপ্রযত্নে ন পৃথিবীমনুপালয়েৎ । পালকশ্চ ভবেদ-
ভূমিঃ কীর্তিরায়ুর্যশোবলং ॥ ৭ ॥ অভ্যর্চ্য বিকুং ধর্মাত্মা

একাদশাধিকশততম অধ্যায় ।

মৃত বলিলেন, এইক্ষণ রাজা ও ভৃত্যের লক্ষণ বলিতেছি ।
রাজা সৰ্বদা সম্যকরূপে ভৃত্যের সেই সকল ভৃত্যের লক্ষণ পরীক্ষা
করিয়া কাৰ্য্য করিবেন । ১-২ । রাজা সত্যধর্মপরায়ণ হইয়া
সৰ্বদা রাজ্যপালন করিবেন এবং শত্রুসৈন্য জয় করিয়া ধর্ম-
রক্ষাপূরক পৃথিবীকে রক্ষা করিবেন । ৩ । যেমন মালা-
কার অরণ্যে পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পগ্রহণ করে, কিন্তু সেই
বৃক্ষের মূল উচ্ছেদ করে না, রাজাও সেইরূপ প্রজাদিগের
নিকট এইরূপে করগ্রহণ করিবেন, তাহাতে যেন প্রজার
অনিষ্ট না হয় । যেমন অঙ্গারকারী বৃক্ষের সমূলে ছেদন
করে, রাজা সেইরূপ প্রজার সর্বস্বান্ত করিয়া কর আদায়
করিবেন না । ৪ । যেমন দোন্ধা পুরুষ দুগ্ধপান করে, কিন্তু সেই
দুগ্ধ বিকৃত করিয়া পান করে না, সেইরূপ রাজা রাজ্য-
ভোগ করিবেন, কিন্তু রাজ্যকে অত্যাচারাদি দ্বারা দূষিত করিবেন
না । ৫ । যেমন দুগ্ধার্থী ব্যক্তি গাভীর স্তন নিস্পীড়ন করিয়া
দুগ্ধগ্রহণ করে, কিন্তু কখনও গাভীর স্তন ছেদন করে না, সেই-
রূপ রাজা উপায় প্রয়োগ করিয়া পররাজ্যকে আপন শাসনে
রাখিবেন, কদাচ সেই রাজ্যের উচ্ছেদসাধন করিবেন না । ৬ ।
অতএব রাজা সৰ্পপ্রযত্নে পৃথিবী পালন করিবেন, তাহাতে রাজ্য-
পালকের ভূমি লাভ হয় এবং কীর্তি, আয়ুঃ, যশঃ ও বল বৃদ্ধি
পায় । ৭ । যে ধর্মাত্মা রাজা বিকুর অর্জনা করিয়া গো এবং

গোত্রাক্ষণহিতে রতঃ । প্রজাঃ পালয়িতুং শক্তঃ পার্থিবো
বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮ ॥ ঐশ্বর্য্যমব্রবৎ প্রাপ্য রাজা ধর্মে
মতিথরেৎ । ক্ষণেন বিভবো নশ্বেন্নাত্মায়ত্তং ধনা-
দিকং ॥ ৯ ॥ সত্যং মনোরমাঃ কামাঃ সত্যং রম্যা
বিভূতয়ঃ । কিন্তু বৈ বনিতাপাঙ্গভঙ্গীলোলং হি জীব-
িতং ॥ ১০ ॥ ব্যাত্রীধ তিষ্ঠতি জরা অপি তর্জ্জস্বী
রোগাশ্চ শত্রব ইব প্রভবন্তি গাত্রৈ । আয়ুঃ পরিশ্রবতি
ভিঃ ঘটাদিবাস্তোলোকান চাত্মহিতমাচরতীহ কশ্চিৎ ॥
১১ ॥ নিঃশব্দং কিং মনুষ্যাঃ কুরুত পরহিতে যুক্তমগ্রে
হিতং যন্মোদধ্বং কামিনীভির্মনদনশরহতা মন্দ-
মন্দাতিদৃষ্ট্যা । মাপাপং সংকুরুধ্বং দ্বিজহরিপরমাঃ সং
ভজধ্বং সদৈব আয়ুর্নিঃশেষমেতি শ্রলতি লজলঘটী-
মৃত্যুভূতচ্ছলেন ॥ ১২ ॥ মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু
লোষ্ট্রবৎ । আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥

ব্রাহ্মণের হিতসাধনে তৎপর থাকেন, সেই রাজাই সম্যকরূপে
প্রজাপালন করিতে সমর্থ হয়েন এবং রাজার জিতেন্দ্রিয়তা
আবশ্যক । ৮ । রাজা আশ্রয় ঐশ্বর্য্য পাইয়া তাহাতে মত্ত হইবে
না, পরন্তু ধর্ম্মাচরণ করিবেন । যেহেতু বিভব ক্ষণভঙ্গুর, ধনাদি
আপনার অধীন নহে । ৯ । মনোহর কাম, সত্য এবং রম্য
ঐশ্বর্য্য ও সত্য, কিন্তু এই জীবন বনিতার অপাঙ্গভঙ্গীদ্বারা
অতিশয় চঞ্চল । ১০ । জীবদেহে জরা ব্যাত্রীর ভায় অবস্থিত
করিতেছে এবং সর্বদাই তর্জ্জস্বী করিতেছে, রোগসকল শরীরের
প্রভু হইয়া শত্রুবৎ শরীরকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে । যেমন
ভগ্নঘট হইতে জল নিঃসৃত হইয়া যায়, সেইরূপ আয়ুঃ সর্বদা
গমন করিতেছে, তথাপি কোন লোক আত্মপনার হিতচিন্তা
করে না । ১১ । হে মনুষ্যগণ ! তোমরা সর্বদা নিঃশব্দভাবে কি
করিতেছ ? কেন মদনবাণে পারহত হইয়া মন্দ মন্দ হাস্যপূর্ণ দৃষ্টি
দ্বারা কামিনীদিগের সহিত আমোদপ্রমোদে ব্যাপ্ত আছ,
পরকালের পক্ষা কিছুই দেখিতেছ না । পরকালের উপায়
কি করিলে ? আর পাপকার্য্য করিও না, দেবব্রাহ্মণের প্রতি
অনুরক্ত হইয়া সর্বদা ভজনা কর । তোমার আয়ুঃ প্রতি-
ক্ষণেই ক্ষয় পাইতেছে, ঘটীঘট্ট মৃত্যুশব্দরূপে বিদ্যমান আছে
। ১২ । যে ব্যক্তি পরদারাকে মাতৃবৎ জ্ঞান করে, পর-
দ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করে এবং সর্বপ্রাণীকে আত্মবৎ

১৩ ॥ এতদর্থং হি বিপ্রেক্ষ্য রাজ্যমিচ্ছন্তি ভূভূতঃ ।
যদেষাং সর্বকার্য্যেষু বচো ন প্রতিহততে ॥ ১৪ ॥
এতদর্থং হি প্রকুর্ত্তি রাজানো ধনসঞ্চয়ং । রক্ষয়িত্বা
তু চাত্মানং যদ্বনং তদ্বিজাতয়ে ॥ ১৫ ॥ ওঙ্কারশব্দো
বিপ্রাণাং যেন রাষ্ট্রং প্রবর্ত্ততে । স রাজা বর্ত্ততে
যোগাদ্ব্যধিভিষ্চ ন বধ্যতে ॥ ১৬ ॥ অসমর্থাস্চ কুর্ত্তি
মুনয়োদ্রব্যসঞ্চয়ং । কিং পুনস্ত মহীপালঃ পুত্রবৎ পাল-
য়ন্ প্রজাঃ ॥ ১৭ ॥ যস্যার্থাস্তস্ত মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্ত
বান্ধবাঃ । যস্যার্থাঃ স পুমান্ লোকে যস্যার্থাঃ স চ
পণ্ডিতঃ ॥ ১৮ ॥ ত্যজন্তি মিত্রাণি ধনৈর্কিহীনং পুত্রাশ্চ
দারাশ্চ সুহৃদজ্জনাশ্চ । তে চার্ব্ববস্তং পুনরাশ্রয়ন্তি
অর্থো হি লোকে পুরুষস্ত বন্ধুঃ ॥ ১৯ ॥ অন্ধো হি
রাজা ভবতি যন্ত শাস্ত্রবিবর্জিতঃ । অন্ধঃ পশ্যতি চারৈণ

জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তিকে যথার্থদর্শী বলা যায় । ১৩ । কখনও
রাজাদিগের বাক্য প্রতিহত না হয়, এইজন্যই রাজগণ রাজ্য-
ইচ্ছা করিয়া থাকেন । ১৪ । রাজগণ ধনদ্বারা আপনাকে রক্ষা
করিয়া বাহ্য অবশিষ্ট থাকে, সেই ধন ব্রাহ্মণকে দান করেন,
এইরূপে আশ্রয় ও দ্বিজাতিগণের ভরণপোষণার্থ রাজারা ধন-
সঞ্চয় করিয়া রাখেন । ১৫ । ব্রাহ্মণগণ ওঙ্কার শব্দ উচ্চা-
রণ করিবেন, কারণ ওঙ্কারই ব্রাহ্মণের শব্দ । এই ওঙ্কা-
রের উপাসনাদ্বারা দ্বিজাতিগণ রাজার রাজ্যবর্জিত করিয়া
থাকেন এবং রাজগণও সেই ওঙ্কার শব্দের যোগে তৃষ্ণি লাভ
করেন, রাজা এই ওঙ্কারের যোগসাধন করিতে পারিলে ভূহার
শরীরকে কোনরূপ ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না । ১৬ ।
মুনীগণ সর্বদা অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থ, অতএব তাঁহারাও ধনসঞ্চয়
করিয়া রাখেন, কিন্তু রাজারা প্রজাদিগকে পুত্রবৎ পালন
করিবেন, অতএব তাঁহাদিগের ধনসঞ্চয় করা অবশ্য কর্তব্য । ১৭ ।
বাহার অর্থ আছে, তাহার অনেক মিত্র আছে, বাহার অর্থ
আছে, তাঁহার অনেক বন্ধু আছে, বাহার অর্থ আছে, তিনিই
লোকে পুরুষ বংশীয়া বিখ্যাত এবং বাহার অর্থ আছে, তিনিই
পণ্ডিত । ১৮ । ধনবিহীন হইলে পুত্র, কলত্র, বন্ধু, বান্ধব সকলেই
তাহাকে পরিত্যাগ করে এবং যখন আবার সেই পুরুষের ধন-
সঞ্চয় হয়, তখন আসিয়া অনেক বন্ধুবান্ধব উপাস্ত হয় । অত-
এব অর্থই পুরুষের বন্ধু, পুত্রকলত্রাদি কেহই বন্ধু নহে । ১৯ ।

শাস্ত্রহীনো ন পশ্যতি ॥ ২০ ॥ যস্ত পুত্রাশ্চ ভৃত্যশ্চ
মন্ত্রিণশ্চ পুরোহিতাঃ । ইন্দ্ৰিয়ানি প্রমুণ্ডানি তস্য
রাজ্যং চিরং নহি ॥ ২১ ॥ যেনার্জিতান্ত্রয়োপ্যেতে
পুত্রাভৃত্যশ্চ বান্ধবাঃ । জিতাতেন সমং ভূপৈঃশত-
রক্ষির্নসুক্ষরা ॥ ২২ ॥ লজয়েচ্ছান্ত্রযুক্তানি হেতুযুক্তানি
যানি চ । স হি নশ্যতি বৈ রাজা ইহ লোকে পরত্র
চ ॥ ২৩ ॥ মনস্তাপং ন কুরীত আপদং প্রাপ্য পার্শ্ববঃ ।
সমবুদ্ধিঃ প্রমত্তা স্তুখদুঃখে সমোভবেৎ ॥ ২৪ ॥ ধীরাঃ
কষ্টমনুপ্রাপ্তা ন ভবন্তি বিষাদিনঃ । প্রবিশ্য বদনং
রাহোঃ কিং নোদেতি পুনঃ শশী ॥ ২৫ ॥ ধিক্ধিক্
শরীর স্তুখলালিতলালিতেষু মা খেদয়েদ্বলক্লেশং কট-
কর্কটে ন । সদারকাঃ পাণ্ডুসুতাঃ শ্রুতান্তে দুঃখং
বিহার্য পুনরেতি স্তুখং প্রপন্নাঃ ॥ ২৬ ॥ গন্ধর্ববিভা-
মালোক্য বাঞ্চে চ গণিকাগণাঃ । ধনুর্কেদার্থশাস্ত্রানি

যে রাজা শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন, সেই রাজা অন্ধবৎ । অন্ধব্যক্তি
চারদ্বারা জানিতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রবিহীন রাজা কিছুই
জানিতে পারেন না । ২০ । যে রাজার পুত্র, ভৃত্য, মন্ত্রী ও
পুরোহিত ইহারা প্রমুণ্ড অর্থাৎ সর্বদা সতর্ক নহে এবং বাহার
ইন্দ্ৰিয়গণও সক্ষম নহে, সেই রাজার রাজ্য চিরকাল থাকে
না । ২১ । বাহার পুত্র, মিত্র, ভৃত্য স্ববশে থাকে, সেই ব্যক্তি
সঙ্গরাদ্বারা জয় করিতে পারে । ২২ । যে রাজা শাস্ত্রসম্বৃত
সমুদ্রিক মত অতিক্রম করেন, সেই রাজা ইহকালে ও পরকালে
বিনষ্ট হইবেন । ২৩ । রাজার কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে,
তিনি মনস্তাপ করিবেন না । রাজা স্তুখদুঃখেতে সমভাবে থাকি-
বেন, ইহাই রাজার উচিত কার্য । ২৪ । পাণ্ডিত্যগণের ক্লেশ উপস্থিত
হইলে তাহাতে বিষম হইবেন না । সময়ে অবশ্যই তাঁহার সেই
বিপদের অবসান হয় । শশীকে রাহু গ্রাস করে বটে, পুনরায়
সেই চন্দ্ৰের কি উদয় হয় না ? ২৫ । বাহার সর্বদা শরীরকে
লালন করেন, তাহাদিগের প্রতি, ধিক্ । শরীর কোন কারণে
ক্লেশ হইলেও তাহাতে খেদ করিবে না । ইহা সকলেই অবগ
করিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ সপরিবারে বিপদে পতিত হইয়াও পুন-
রায় সম্পদ পাইয়াছেন । ২৬ । রাজা গান্ধর্ববিদ্যা দর্শন করিয়া
গণিকাদিগকে এবং ধনুর্কেদ ও অর্থশাস্ত্রদ্বারা প্রজাবর্গকে রক্ষা

প্রজা রক্ষেক্ত ভূপতিঃ ॥ ২৭ ॥ কারণেন বিনা ভৃত্যে
যস্ত কুপ্যতি পার্শ্ববঃ । সগৃহ্ণাতি বিষোন্মাদং ক্লেশ-
সর্পো যদর্পিতঃ ॥ ২৮ ॥ চাপলাদ্বারয়েৎ দৃষ্টিং মিথ্যা-
বাক্যং ন চাত্রবীৎ । মানবে শ্রোত্রিয়ে চৈব ভৃত্যবর্গে
সুখায়তে ॥ ২৯ ॥ লীলাং কুরুতি যো রাজা ভৃত্য-
স্বজ্ঞনগর্জিতঃ । সম্বাদে বিহগে ক্ষিপ্ৰাং রিপুভিঃ পরি-
ভূয়তে ॥ ৩০ ॥ হুঁকারং ভ্রুকুটং নৈব সদা কুরীত
পার্শ্ববঃ । বিনা দোষেণ যো ভৃত্যান্রাজা ধর্ম্মেণ পাল-
য়েৎ ॥ ৩১ ॥ লীলাসুখানি ভোগ্যানি ত্যজেদিহ মহী-
পতিঃ । স্তুখপ্রবৃত্তাঃ সাধ্যান্তে শত্রবো বিগ্রহে স্থিতৈঃ ॥
৩২ ॥ উদ্যোগং সাহসং ধৈর্য্যং বুদ্ধিঃ শক্তিঃ পরা-
ক্রমঃ । ষড়্বিধে যস্ত উৎসাহস্তস্য দেবোপি শক্যতে ॥
৩৩ ॥ উদ্যোগেন কৃতে কার্যো সিদ্ধির্নাস্তি ন বিজ্ঞতে ।
দৈবং তস্য প্রমাণং হি কর্তব্যং পৌরুষং সদা ॥ ৩৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নীতিসারে একাদশাধিক-
শততমোহধ্যায়ঃ ॥

করিবেন । ২৭ । যে রাজা অকারণে ভৃত্যবর্গের প্রতি কোপ
করেন, তিনি বিষপ্রয়োগাদি দ্বারা বিপন্ন হইয়া থাকেন । ২৮ ।
রাজা চাপল্য পরিত্যাগ করিবেন, কদাচ মিথ্যা বাক্য বলিবেন
না । সর্বদা প্রজা, ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যবর্গের প্রতি স্তুপ্রসন্ন থাকি-
বেন । ২৯ । যে রাজা ভৃত্যবর্গ ও স্বজনদ্বারা গণিত হইয়া
আমোদে মত্ত হইয়া থাকেন, সেই রাজাকে শীঘ্রই রিপুগণ
পরিভূত করিয়া থাকে । ৩০ । রাজা সর্বদা হুঁকার ও ভ্রুকুটী
করিবেন না । রাজা ভৃত্যাদিগকে রাজদ্বন্দ্ব দ্বারা পালন করিবেন
। ৩১ । রাজা লীলাসুখভোগে অনুরক্ত থাকিবেন না, স্তুখপ্রবৃত্ত
রাজাকে শত্রুগণ পরাভূত করিয়া থাকে । ৩২ । উদ্যোগ, সাহস,
ধৈর্য্য, বুদ্ধি, শক্তি ও পরাক্রম এই ষড়্বিধ কার্য্যে বাহার
উৎসাহ আছে, দেবগণও তাহাকে শঙ্কা করেন । ৩৩ । যে
ব্যক্তি উদ্যোগ করিলেও কার্য্য সিদ্ধি হয় না তার দৈবপ্রতিকূল
জানিবে, সেই সময়ে পুরুষকার করা কর্তব্য । ৩৪ ।

দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ ভূত্যা বলবিধা জ্ঞেয়া উত্তমাধম-
মধ্যমাঃ । নির্যোক্তব্য। যথার্থেণ ত্রিবিধেষেব কর্মসু ॥
২ ॥ ভূত্যে পরীক্ষণং বক্ষ্যে যশ্চ যশ্চ হি যে গুণাঃ ।
তমিমং সংপ্রবক্ষ্যামি যদ্বদা কথিতানি চ ॥ ৩ ॥
যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে নির্ঘর্ষণচ্ছেদনতাপ-
তাড়নৈঃ । তথা চতুর্ভির্ভূতকং পরীক্ষয়েৎ ত্রতেন
শীলেন কুলেন কর্মণা ॥ ৪ ॥ কুলশীলগুণোপেতঃ সত্য-
ধর্মপরায়ণঃ । রূপবান্ সুপ্রসন্নচ্চ রাজাধ্যক্ষো বিদী-
য়তে ॥ ৫ ॥ মূল্যরূপপরীক্ষাক্রান্তবেদ্রপরীক্ষকঃ । বলা-
বলপরিজ্ঞাতা সেনাধ্যক্ষো বিদীয়তে ॥ ৬ ॥ ইঞ্জিতা-
কারতত্ত্বজ্ঞো বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ । অগ্রমাদী প্রমাথী
চ প্রতীহারঃ স উচ্যতে ॥ ৭ ॥ মেধাবী বাক্পটুঃ
প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ । সর্দশাস্ত্রসমালোকী-

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন । উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে নানাপ্রকার
ভূত্য আছে, তাহাদিগের মধ্যে যে ভূত্য যে কার্যের উপযুক্ত,
তাহাকে সেইরূপ কার্যে নিযুক্ত করিবে । ১-২ । পরীক্ষা করিয়া
ভূত্য নিযুক্ত করিবে । যে যে ভূত্যের যে যে গুণ থাকা আবশ্যিক
উক্ত আছে, তাহা এইক্ষণ বলিব । ভূত্যের পরীক্ষা করা রাজার
অবশ্য কর্তব্য । ৩ । যেমন ঘর্ষণ, ছেদন, তাপন ও তাড়নদ্বারা
সুবর্ণের পরীক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার, স্বভাব, কুল ও
কর্মদ্বারা ভূত্যের পরীক্ষা করিবে । ৪ । যে ব্যক্তি সংকুলজাত,
সংস্বভাব, গুণশীল, সত্যবাদী, ধর্মপরায়ণ, রূপবান্ ও প্রসন্নাত্মা
সেই ব্যক্তিকে রাজা অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিবেন । ৫ । যে ব্যক্তি
সকল দ্রব্যের মূল্য পরীক্ষা করিতে পারেন, রত্নপরীক্ষা অবগত
আছেন এবং বলাবল পরীক্ষায় পারদর্শী, তিনি সৈন্যধ্যক্ষপদের
উপযুক্ত । ৬ । যে ব্যক্তি ইঞ্জিতদ্বারা প্রভুর অভিপ্রায় জানিতে
পারে অথচ বলবান, স্তম্ভরাজ, সাবধান ও প্রমাথী অর্থাৎ
যুদ্ধবিদ্যাশিখার, তাহাকে দ্বারবানের কার্যে নিযুক্ত করিবে । ৭ ।
যে ব্যক্তি মেধাবী, বাক্যরচনাচতুর, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় এবং

হেয সাধুঃ স লেখকঃ ॥ ৮ ॥ বুদ্ধিমান্ মতিমান্শৈব
পরচিত্তোপলক্ষকঃ । কুরো যথোক্তবাদী চ এষ দূতো
বিদীয়তে ॥ ৯ ॥ সমস্তকৃতশাস্ত্রজ্ঞঃ পণ্ডিতোহথ জিতে-
ন্দ্রিয়ঃ । শৌর্য্যবীর্য্যগুণোপেতো ধর্মাধ্যক্ষো বিদী-
য়তে ॥ ১০ ॥ পিতৃপৈতামহোদক্ষঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সত্য-
বাচকঃ । শুচিচ্চ কঠিনশৈব স্পৃহকারঃ স উচ্যতে ॥
১১ ॥ আয়ুর্বেদশাস্ত্রজ্ঞো সর্বেষাং প্রিয়দর্শনঃ ।
আয়ুঃশীলগুণোপেতো বৈদ্য এষ বিদীয়তে ॥ ১২ ॥
বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞো জপহোমপরায়ণঃ । আশীর্বাদ-
পরো নিত্যমেঘ রাজপুরোহিতঃ ॥ ১৩ ॥ লেখকঃ
পাঠকশৈব গণকঃ প্রতিবোধকঃ । গ্রহগ্রামপরো
রাজা কর্মণো বর্জ্জয়েৎ সদা ॥ ১৪ ॥ দ্বিজিস্বমুদ্বৈগ-
করং ক্রুরমেকাশুদারুণং । খলস্ত্যাহেচ্চ বদনমপ-
কারায় কেবলং ॥ ১৫ ॥ দুর্জয়নঃ পরিহর্ষব্যো বিতু-

যাহার সঙ্গশাস্ত্রে অধিকার আছে, সেই সাধু ব্যক্তিকে লেখকতা
কার্যে নিযুক্ত করিবে । ৮ । যিনি বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ, পরচিত্ত-
পরিজ্ঞাতা, কুর, উচিৎকৃত এইরূপ ব্যক্তি দূতকর্মের উচিত
পাত্র । ৯ । যে ব্যক্তি সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম পরিজ্ঞাত আছেন,
পণ্ডিত, জিতেন্দ্রিয় ও শৌর্য্যবীর্য্যাদিগুণশালী, তাহাকে ধর্মাধ্য-
ক্ষতা প্রদান করিবে । ১০ । যিনি পিতৃপিতামহাদি পূর্বপুরুষের
ইতিবৃত্ত অবগত আছেন, অথচ শাস্ত্রজ্ঞ, সত্যবাদী, শুচিচিত্ত ও
কঠিন হৃদয়, সেই ব্যক্তি পাচকতাকার্যের উপযুক্ত পাত্র । ১১ ।
যে ব্যক্তি আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী লাভ করিয়াছেন,
সকলের সমক্ষে প্রিয়দর্শন এবং আয়ুঃ ও স্বভাব পরিজ্ঞাত আছেন,
তাহাকে বৈদ্যকার্যের পাত্র বলিয়া জানিবে । ১২ । যিনি, বেদ-
বেদান্তাদি শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, জপহোমপরায়ণ এবং আশীর্বাদতৎ-
পর অর্থাৎ যিনি সর্বদা রাজার হিতকামনা করেন, তিনি রাজ-
পুরোহিতের যোগ্য । ১৩ । লেখক, পাঠক, গণক, প্রতিবোধক
প্রভৃতি রাজকর্ম্মকারকগণ যদি যথার্থ কর্তব্য কার্যে অলসতা করে,
তাহাচাইলে রাজা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন । ১৪ । খলের
বদন ও সর্পের বদন সর্বদাই পরের অপকার করে, এই উভয়েরই
বদন দ্বিজিস্ব, উদ্বৈগকারী, ক্রুর ও পরমদারুণ । পরাপকার ভিন্ন
ইহাদিগের কার্য্য নাই । ১৫ । দুর্জয়নব্যক্তি বিদ্বান্ হইলেও

রালঙ্কৃতো যদি । মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন
ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৬ ॥ অকারণাবিকৃতকোপধারণঃ খল-
ন্তয়ং কন্তু ন নাম জায়তে । বিষং মহাহের্ষিমস্তু
দুর্ভুচঃ সুদুঃসহং সন্নিপতেৎ সদা মুখে ॥ ১৭ ॥ তুল্যার্থং
তুল্যসামর্থ্যং মর্মজ্ঞং ব্যসনায়িনং । অর্দ্ধরাজ্যহরং
ভৃত্যং যো হন্ত্যাং স ন হন্ততে ॥ ১৮ ॥ শৌরীর্ধ্যযুক্তা মুদু-
মন্দবাক্যা জিতেজিয়াঃ সত্যপরাক্রমাশ্চ । প্রাগেব
পশ্চাদ্বিপারীতরূপা য়ে তে তু ভৃত্যা ন হিতা ভবন্তি ॥
১৯ ॥ নিরালস্তাঃ সুসমুপ্তাঃ সুস্বপ্নাঃ প্রতিবোধকাঃ ।
সুখদুঃখসমা ধীরা ভৃত্যা লোকেষু দুর্লভাঃ ॥ ২০ ॥
ক্ষান্তিসত্যবিহীনশ্চ ক্রুরবুদ্ধিশ্চ নিন্দকঃ । দাস্তিকঃ
পেটুকশ্চৈব শঠশ্চ স্পৃহয়াস্থিতঃ । অশক্তো ভয়ভীতশ্চ
রাজ্ঞা ত্যক্তব্য এব সঃ ॥ ২১ ॥ সুসঙ্কানানি চার্ধানি
শস্ত্রাণি বিবিধানি চ । দুর্গে প্রবেশিতব্যানি নিত্যং

তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, কারণ দুঃশীল ব্যক্তি সর্বদাই অপরের
অপকার করিয়া থাকে । সর্পকে মণিধারা বিভূষিত করিলেও
সেই সর্প কি ভয় উপাদান করেন না ? ১৬। খলের অকারণে কোপ-
প্রকাশ করিয়া থাকে, অতএব খলের নিকট কাহার লাভের
সম্ভব আছে ? খলের মুখ হইতে সর্বদা ক্রুদ্ধসর্পের বিষের স্রাব
দুঃসহ বাক্য নির্গত হয় । ১৭। বাহার সমান ধনশালী, তুল্য
সামর্থ্যবান, মর্মজ্ঞ, ব্যসনী এবং রাজার রাজ্যহরণ করে, সেই
সকল ভৃত্যকে রাজা বিনাশ করিবেন । তাহা হইলে রাজা কখনও
বিনষ্ট হয়েন না । ১৮। বাহার শৌরীযুক্ত, মুদুমন্দবাক্য, জিতে-
জিয়া, সত্যপরাক্রম, কিন্তু পূর্বে যেরূপ স্বভাব ছিল, পরে সেই
স্বভাবের বৈপরীত্য হইয়াছে, সেই সকল ভৃত্য রাজার হিতকারী
হয় না । ১৯। আলস্তহীন, সমুপ্তচিত্ত, সুনিদ্র, শীঘ্রচেতন, সুখদুঃখে
অচঞ্চল এবং ধীর এইরূপ ভৃত্য এই জগতে অতি দুর্লভ । ২০।
যে ব্যক্তির ক্ষমাগুণ নাই, যিনি সত্যধর্মবিহীন, ক্রুরবুদ্ধি, নিন্দক,
দাস্তিক, পেটুক, শঠ, লোভী, কার্যকরণে অশক্ত ও ভয়ভীত
সেইরূপ ব্যক্তিকে রাজা পরিত্যাগ করিবেন, উক্তরূপ ব্যক্তিকে
রাজার কোন কার্যে নিযুক্ত করা উচিত নহে । ২১। রাজা
আপন হৃদয়মধ্যে সুসঙ্কানে অর্থ ও অস্ত্র সকল নিবেশিত করিয়া
রাখিবেন, তাহা হইলেই সেই রাজা শত্রুনিপাত করিতে পারেন ।

শত্রুং নিপাতয়েৎ ॥ ২২ ॥ যথাসমর্থবর্ষস্বা সন্ধিং কুর্যা-
ন্নরাধিপঃ । পশুন্ সন্ধিতমাত্মানং পুনঃ শত্রুং নিপা-
তয়েৎ ॥ ২৩ ॥ মূর্খাশ্মিযোজয়েদ্যন্ত ত্রয়োপ্যেতে মহী-
পতেঃ । অযশশ্চার্থনাশশ্চ নরকে চৈব পাতনং ॥ ২৪ ॥
যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম শুভস্বা যদি বা শুভং । তেন
স্ম বর্দ্ধিতে রাজা সুস্মৃতশ্চৈব দুঃশ্রুতং ॥ ২৫ ॥ তস্মা-
দুর্মীশ্বরঃ প্রাজ্ঞং ধর্মকামার্থসাধনে । নিয়োজয়তি
সততং গোত্রাক্ষণহিতায় বৈ ॥ ২৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নীতিসারে দ্বাদশা-

ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ গুণবন্তং নিযুক্তীত গুণহীনং
বিবর্জয়েৎ । পণ্ডিতস্ত গুণাঃ সর্বে মূর্খে দোষাশ্চ
কেবলাঃ ॥ ২ ॥ সন্তিরাসীত সততং সন্তিঃ কুসীত

২২। রাজা শত্রুকর্তৃক পরাভূত হইলে যথাস অথবা সম্বৎসরের
জন্ত সন্ধি করিবেন, পুনর্বার আপনি সমর্থ হইয়া শত্রুবর্গকে
নিপাতন করিতে পারেন । ২৩। যে রাজা মূর্খ ব্যক্তিকে আপ-
নার কোন কার্যে নিযুক্ত করেন, তিনি অযশঃ, অর্থনাশ
ও নরকপাত এই তিনটী লাভ করেন । ২৪। রাজা শুভ বা
অশুভ যাহা কিছু কর্ম করেন, সেই কর্মদ্বারা তিনি বর্দ্ধিত
হয়েন । শুভকর্ম করিলে শুভভোগ এবং অশুভ কর্মদ্বারা
অশুভভোগ করেন । অতএব সুস্মরূপে বিবেচনা করিয়া কার্য
করিবেন । ২৫। রাজা গো এবং ব্রাহ্মণের হিতার্থ ধর্মকামার্থসাধনে
প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকেই সর্বদা কার্যে নিয়োজিত করিবেন । ২৬।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন, রাজা গুণশীল ব্যক্তিকে কার্যে নিযুক্ত করি-
করিবেন এবং গুণহীনকে পরিত্যাগ করিবেন । যেহেতু
পণ্ডিতে সর্বপ্রকার গুণ আছে এবং মুখেতে সকলই দোষ
দেখা যায় । ১-২। সর্বদা সন্ধ্যাক্তির সন্ধিত বাস করিবে, এবং

সঙ্গতিং । সন্তির্কিবাদং মৈত্রীঞ্চ নাসন্তিঃ কিঞ্চিদা-
চরেৎ ॥ ৩ ॥ পণ্ডিতৈশ্চ বিনীতৈশ্চ ধর্মজ্ঞৈঃ সত্য-
বাদিভিঃ । 'বন্ধনম্হোপি তিষ্ঠেত ন তু রাজ্যং খলৈঃ
সহ ॥ ৪ ॥ সাবশেষাণি কার্য্যাণি কুর্বন্নর্থৈশ্চ যুজ্যতে ।
তস্মাৎ সর্কাণি কার্য্যাণি সাবশেষাণি কারয়েৎ ॥ ৫ ॥
মধুহব দুহেদ্রাষ্টং কুর্ম্মঞ্চ ন ঘাতয়েৎ । বৎসাপেক্ষী
দুহেৎ ক্ষীরং ভূমিং গাঋধি পার্থিবঃ ॥ ৬ ॥ যথাক্রমেণ
পুষ্পেভ্যঃস্থিতুতে মধুঘটপদঃ । তথাবিভমুপাদায় রাজা
কুসীত সঞ্চয়ং ॥ ৭ ॥ বন্ধ্যাকং মধুজালঞ্চ গুরুপক্ষে তু
চন্দ্রমাঃ । রাজদ্রব্যঞ্চ ভৈক্ষঞ্চ স্তোকস্তোকেন বদ্ধতে ॥
৮ ॥ অঞ্জনস্ত ক্ষয়ং দৃষ্ট্বা বন্ধ্যাকস্ত তু সঞ্চয়ং । অবক্ষ্যৎ
দিবসং কুর্য্যাদানাদ্যয়নকর্ম্মসু ॥ ৯ ॥ বনেপি দোষাঃ
প্রভবন্তি রাগিণাং গৃহেপি পক্ষেদ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ ।

মৈত্রী অথবা বিবাদ করিতে হইলে সদ্ভাক্তির সহিত করা
উচিত, কদাচ অসদ্ভাক্তির সহিত কিছুই করিবে না । ৩।
পণ্ডিত, বিনীত, ধর্মজ্ঞ ও সত্যবাদী লোকদিগের সহিত
বন্ধনদশাতে থাকিও শ্রেয়স্কর, কিন্তু খলের সহিত রাজ্যভোগ
করাও শ্রেয়ঃ নহে । ৪। যে যখন যে কার্য্য করিবে, সেই
ব্যক্তি সেই কার্য্যের শেষ না রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে কার্য্য-
সাধন করিবে, তাহাহইলেই সেই ব্যক্তি অর্থশালী হইতে পারে।
অতএব সকল কার্য্যই নিঃশেষ করিয়া করিবে । ৫। যেমন মধু-
কর পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে, কিন্তু সেই পুষ্প নষ্ট করে
করে না এবং যেমন দোহা ব্যক্তি বৎসের জন্ত কিঞ্চিৎ রাখিয়া
গো দহন করে, সেইরূপ রাজাও প্রজাবর্গকে রক্ষা করিয়া কর-
গ্রহণ করিবেন । ৬। যেমন মধুমাক্ষিকাগণ বিন্দুবিন্দু করিয়া মধু আহ-
রণ করিয়া সঞ্চয় করে, সেইরূপ রাজা ক্রমশঃ ধনসঞ্চয় করিবে ।
৭। যেমন বন্ধ্যাক, মধুচক্র ও গুরুপক্ষের শশী প্রতিদিন কিছু
কিছু করিয়া বৃদ্ধি পায়, সেই রাজা ও ভোজ্য ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত
করিলেই রাজকোষ পরিপূর্ণ হয় । ৮। কালীর ক্ষয় ও বন্ধ্যাকের
বৃদ্ধি দর্শন করিয়া প্রতিদিনই কিছু কিছু দান ও অধ্যয়ন করিবে ।
যেমন লোকে প্রত্যহ অন্নমাত্রার মসী ব্যয় করে, তাহাতে অন্ন-
মাত্র মসীতেও অনেকদিন কার্য্য চলে, সেইরূপ অতি অল্পপরি-
মাণে প্রতিদিন দান করিলে অল্পধনেই বহুকালের দানকার্য্য
চলিতে পারে । ৯। বাঁহারা বিষয়ানুরাগী, তাহারা বনে বাস

অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে নিরন্তরাগস্ত গৃহং
তপোবনং ॥ ১০ ॥ সত্যেন রক্ষ্যতে ধর্ম্মো বিদ্যা
যোগেন রক্ষ্যতে । যুজয়া রক্ষ্যতে পাত্রং কুলং শীলেন
রক্ষ্যতে ॥ ১১ ॥ বরং বিজ্ঞাটব্যং নিবসনমশুক্ষত
মরণং বরং সর্পাকীর্ণে শয়নমথ কূপে নিপতনং । 'বরং
ভ্রান্তাবর্ত্তে সভয়জলমধ্যে প্রবিশনং ন তু স্বীয়ে পক্ষেষু
ধনমনুদেহীতি কথনং ॥ ১২ ॥ ভাগ্যক্ষয়েষু ক্ষীয়ন্তে
নোপভোগেন সম্পদঃ । পূর্বার্জিতানি সন্ত্যজ্য স্কৃ-
তানি চ দুষ্কৃতং ॥ ১৩ ॥ বিপ্রাণাং ভূষণং বিপ্রা
পৃথিব্যা ভূষণং নৃপঃ । নভসো ভূষণং চন্দ্রঃ শীলং
সর্কস্য ভূষণং ॥ ১৪ ॥ এতে তে চন্দ্রতুল্যাঃ ক্ষিতিপতি-
তনয়া ভীমসেনার্জুনাত্মাঃ শূরাঃ সত্যপ্রতিজ্ঞা দিন-
করবপুষঃ কেশবেনোপগূঢ়াঃ । তে বৈ পাত্রগ্রহস্থাঃ

কারলেও নানাপ্রকার দোষ ঘটয়া থাকে এবং বাঁহারা
ইন্দ্রিয়গণকে বাধ্য করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা গৃহে বসি-
য়াও তপশ্চাসাধন করিতে পারেন, অতএব যাহাদিগের
অন্তঃকরণ হইতে বিষয়ানুরাগ বিদূরিত হইয়াছে, তাহা-
দিগের পক্ষে গৃহই তপোবন । ১০। সত্যপালন করিলেই
ধর্ম্মরক্ষা হয়। সন্মদা অভ্যাস রাখিলে 'বিদ্যারক্ষা হয়,
মার্জনাদ্বারা পাত্র রক্ষা হয়, সংস্খতাবদ্বারা কুলরক্ষা হয় । ১১।
বিজ্ঞায়ণে বসতি, আনাহারে মরণ, সর্পাকীর্ণ গৃহে শয়ন,
কূপমধ্যে পতন ও বনে বনে ভ্রমণ করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ,
এই সকল কার্য্যও শ্রেয়স্কর, তথাপি আত্মীয়েরা নিকট ধনপ্রার্থনা
করা বিধেয় নহে । ১২। যখন ভাগ্য ক্ষীণ হয়, তখনই বিভব
ক্ষয় পায়, উপভোগে সম্পত্তি বিনষ্ট হয় না। যেহেতু পূর্ব্ব-
জন্মার্জিত স্কৃত ও দুষ্কৃত উভয় বিদ্যমান থাকে, যাবৎ স্কৃ-
তির ক্ষয় না হয়, তাবৎ ভাগ্যশ্রম থাকে এবং স্কৃতি নষ্ট
হইলেই ভ্রান্ত্য উপস্থিত হয় । ১৩। ব্রাহ্মণের ভূষণ বিদ্যা,
পৃথিবীর ভূষণ রাজা, আকাশের ভূষণশশী এবং 'স্বশীলতা
সর্ক-
লেরই ভূষণ । ১৪। ভীমসেনা ও অর্জুনাদি যে সকল রাজপুত্র
ছিলেন, তাঁহারা সকলেই চন্দ্রতুল্যসুখমাসম্পন্ন, 'বলবান্
সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সূর্য্যের জ্ঞান প্রাপ্তাশালী এবং স্বভবকেশব
ইহাদিগকে পার্শ্ব করিতেন, সেই সকল রাজপুত্রগণও কালেতে
জজ্ঞানের বশীভূত হইয়া ভিক্ষাচরণদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া-

রূপণবশগতা ভৈক্ষ্যচর্যাং প্রযাতাঃ কো বা কস্মিন্
সমর্থো ভবতি বিধিবশাস্ত্রাময়েৎ কৰ্ম্মরেখা ॥ ১৫ ॥
ব্রহ্মা যেন কুলালবয়্যিমিতো ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে বিষ্ণু-
র্ষেন দর্শাবতারগহনে ক্ষিপ্তো মহাশঙ্কটে । রুদ্রো
যেন কপালপাণিরমরো ভিক্ষাটনং কারিতঃ সূর্য্যো
জাম্যতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কৰ্ম্মণে ॥ ১৬ ॥
দাতা বলির্ধাচনকো মুরারির্দানং মহী বিপ্রমুখস্ত মধ্যো
দত্তা ফলং বন্ধনমেব লব্ধং নমোহস্ত তে দৈব যথেষ্ট-
কারিণে ॥ ১৭ ॥ মাতা যদি ভবেল্লক্ষ্মীঃ পিতা সাক্ষা-
জ্ঞনার্দ্দিনঃ । কিং বুদ্ধিপ্রতিপত্তিঃ স্মাত্তদণ্ডং তদ্বৃত্তং
পুরা ॥ ১৮ ॥ যেন যেন যথা যদ্বৎ পুরা কৰ্ম্ম স্তুনিশ্চিতং ।
তত্তদেবাস্তরা ভুঙ্তে স্বয়মাহিতমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥ আত্মনা
বিহিতং দুঃখমাত্মনা বিহিতং সুখং । গৰ্ভশয্যানুপা-

ছেন, অতএব কোন্ ব্যক্তি স্বাধীন হইয়া চলিতে পারেন? সকল-
কেই কৰ্ম্ম বশীভূত করিয়া ভ্রমণ করাইতেছে । ১৫ । যে কৰ্ম্মের
বশীভূত হইয়া ব্রহ্মা কুলালচক্রের ভ্রায় এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডে নিয়-
মিত হইয়া আছেন । যে কৰ্ম্মের বলে বিষ্ণু মহাশঙ্কট দর্শা-
বতাররূপ গ্রহণে পরিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, দেবদেব রুদ্র যে কৰ্ম্মের
অধীনে থাকিয়া হস্তে কপালধারণপূর্ব্বক ভিক্ষাচরণার্থ অটন
করিতেছেন, সূর্য্য যে কৰ্ম্মের অধীনতা স্বীকার করিয়া নিয়ত
আকাশমার্গে ভ্রমণ করিতেছেন । সেই কৰ্ম্মকে নমস্কার করি ।
১৬ । বলিরাজ দাতা, দানীয়পাত্র বিষ্ণু, দানের বস্ত্র পৃথিবী
এবং ব্রাহ্মণসাক্ষী; এমন অস্বপ্নতও বলিরাজের সেই দানে
বন্ধনরূপ ফলভোগ হইল । বলিরাজা ত্রীকৃষ্ণকে পৃথিবী প্রদান
করিয়া পাতালে বদ্ধ থাকিলেন । অতএব দৈব তোমাকে নম-
স্কার করি । তুমি মনুষ্যের যথেষ্ট উপকার সাধন কর । বলি-
রাজা এইরূপ অসাধারণ দান করিয়াও কৰ্ম্মবলে পাতালে বদ্ধ
থাকিলেন । ১৭ । বাহার মাতা লক্ষ্মী এবং পিতা স্বয়ং জনা-
র্দ্দিন, তাহার আর বুদ্ধির প্রতিপত্তি কি? তাহার যে উন্নতি তাহা
পূর্বেই নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে । ১৮ । পূর্বে যে ব্যক্তি যেরূপ
কৰ্ম্ম করে, সেই ব্যক্তি সেই কৰ্ম্মানুযায়ী ফলভোগ করিয়া
থাকে । অতএব আপনিই আপনার ফলভোগের বিধাতা ।
১৯ । আগ্নি আপনার সুখ ও দুঃখের বিশানকর্তা, যেহেতু গৰ্ভ-

দায় ভুঙ্তে বৈ পৌরুষদেহিকং ॥ ২০ ॥ ন চান্তরীক্ষে
ন সমুদ্রমধ্যে ন পরিতানাং বিবিধপ্রদেশে । ন মাতৃ-
মূর্দ্ধি প্রপ্ততন্তুথাকে তাত্ত্বং ক্রমঃ কৰ্ম্মকৃতং নরো হি ॥
২১ ॥ দুর্গস্কিকূটঃ পরিখা সমুদ্রো রক্ষাংসি যোধাঃ পরমা
চ রতিঃ । শাস্ত্রঞ্চ নিত্যোশনসা সমগ্রং সরাবণঃ কাল-
বশাদ্বিনষ্টঃ ॥ ২২ ॥ যস্মিন্ বয়সি যৎকালে যদি বা
যচ্চ বা নিশি । যস্মুহুর্ভে ক্ষণে বাপি তন্তুখা ন তদ-
ন্তুখা ॥ ২৩ ॥ গচ্ছন্তি চান্তরীক্ষে বা প্রবিশন্তি মহী-
তলে । ধারয়ন্তি দিশঃ সর্গা নাদন্তমুপলভ্যতে ॥ ২৪ ॥
পুরাধীতা চ যা বিজ্ঞা পুরা দত্তঞ্চ যদ্বনং । পুরা কৃতানি
কৰ্ম্মাণি অগ্রে ধাবন্তি ধাবতঃ ॥ ২৫ ॥ কৰ্ম্মাণ্যত্র
প্রধানানি সম্যগ্ক্ষে শুভগ্রহে । বশিষ্ঠদত্তে লগ্নেহপি

শয্যাতে শয়ান থাকিয়াও জীব আপনার পূর্বার্জিত কৰ্ম্মের ফল-
ভোগ করে । ২০ । আকাশে, সমুদ্রমধ্যে, পার্বত্যীয় শঙ্কট প্রদেশে
মাতৃগর্ভে, কিম্বা জননীর কোড়ে যে ব্যক্তি যেখানে থাকুন না
কেন, কেহই পূর্ব্বকৃত কৰ্ম্মের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাইতে
পারেন না । ২১ । যে রাবণের দুর্গ স্কিকূট, দুর্গের পরিখা
সমুদ্র, রক্ষসগণ যোদ্ধা এবং স্বয়ং শুক্রাচার্য্য বাহাকে সমগ্র
নীতিশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন, সেই রাবণও কালে নষ্ট হইয়াছেন ।
২২ । যে বয়সে, যে কালে, যে দিনে কি যে রাত্রিতে, যে
মুহূর্ত্তে বা যেক্ষণে যে যে কৰ্ম্ম নিয়ত আছে, সেই বয়সে, সেই
কালে, সেই দিনে কিম্বা সেই রাত্রিতে, সেই মুহূর্ত্তে ও সেই ক্ষণে
সেই সকল কৰ্ম্ম অবশ্য ঘটিয়া থাকে, তাহার অন্তুখা হয় না ।
২৩ । অন্তরীক্ষে অথ বা ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে পারে, অথবা
সকলদিক ধারণ করিতে পারে, তথাপি দত্তবস্ত্র পুনরার লাভ
করিতে পরে না । ২৪ । পূর্বাধীত বিদ্যা, পূর্ব্বপ্রদত্ত ধন এবং
পূর্ব্বকৃত কৰ্ম্ম ধাবমান ব্যক্তির অগ্রে ধাবিত হয় । যে ব্যক্তি পূর্ব্ব-
জন্মে, যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছেন, যেরূপ দান করিয়াছেন এবং
যেরূপ কৰ্ম্ম করিয়াছেন, পরজন্মেও সেই ব্যক্তি সেইরূপ বিদ্যা
সেইরূপ দান ও সেইরূপ কৰ্ম্মফল পাইয়া থাকেন । ২৫ । কস্মি
সকলের প্রধান, গ্রহনক্ষত্রাদি শুভ থাকিলে মনুষ্য কৰ্ম্মানুযায়ী
ফলভোগ করিয়া থাকে, জানকীর পরিণয়কালে স্বয়ং বশিষ্ঠ
ঋষি লগ্ন বিবেচনা করিয়াছিলেন, তথাপি জানকী আপন কৰ্ম্ম-

জালকী দুঃখভাজনং ॥ ২৬ ॥ স্থূলজজ্ঞো বদা রামঃ
শব্দগামী চ লক্ষণঃ । ঘনকেশী যথা সীতা ত্রয়স্তে
দুঃখভাজনং ॥ ২৭ ॥ ন পিণ্ডকর্মণা পুত্রঃ পিতা বা পুত্র-
কর্মণা । কর্মজন্তুশরীরেষু রোগাঃ শারীরমানসাঃ ॥ ২৮ ॥
শর ইব পতন্তীহ বিমুক্তা দৃঢ়ধ্বিনঃ । অন্ত্রাণা শাস্ত্র-
গর্ত্তিণ্যা ধিয়া ধীরোহর্থমীহতে ॥ ২৯ ॥ বালো যুবা চ
রজ্জ্বচ বঃ করোতি শুভাশুভং । তস্ত্যাং তস্ত্যামবস্থায়্যাং
ভুঙ্তে জন্মনি জন্মনি ॥ ৩০ ॥ অনিচ্ছমানোপি নরো-
বিদেশস্থোহপি মানবঃ । স্বকর্মপোতবাতেন নীয়তে
যত্র তৎ ফলং ॥ ৩১ ॥ প্রাপ্তব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো
দেবোপি তং বারয়িতুং নশক্তঃ । অতো ন শোচামি ন
বিস্ম যো মে ললাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি (যদস্মদীয়ং ন
তু তৎ পরেষাং) ॥ ৩২ ॥ সর্পঃ কূপে গজঃ স্কন্ধে আখুর্কিলঞ্চ

ফলে চিরকাল দুঃখভোগ করিলেন । ২৬ । রাম স্থূলজজ্ঞ, লক্ষণ শব্দগামী এবং সীতা ঘনকেশী ছিলেন, তথাপি এই তিন জনই নানাপ্রকার ক্লেশভোগ করিয়াছেন । স্থূলজজ্ঞাদি শুভ লক্ষণ সত্ত্বেও কর্মফলেই তাহাদিগের দুঃখভোগ হইয়াছিল । ২৭ । পুত্র পিণ্ডপ্রদানাদি কর্মদ্বারা পিতার দুঃখনিবারণ করিতে পারে না এবং পিতাও যথোচিত স্নেহাদি দ্বারা পুত্রের দুঃখবিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন না । এই শরীর কর্মফলস্বরূপ, সকলেই আপন আপন কর্মানুসারে শারীরিক ও মানসিক দুঃখভোগ করিয়া থাকেন । ২৮ । যেমন দৃঢ়ধ্বী ব্যক্তির অতি দ্রুতবেগে শর নিক্ষেপ করিলেও সেই শর ভূতলে পতিত হয়, সেইরূপ যাহারা ধীর তাহারও কখন কখন পতিত হইয়া থাকেন, অতএব পণ্ডিতগণ সর্বদা সতর্ক হইয়া শাস্ত্রযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা কার্য্য করিবেন । ২৯ । বালা, বার্কীক অথবা যৌবনপ্রভৃতি যে যে অবস্থাতে শুভাশুভ কর্ম করা যায়, সেই সেই অবস্থাতে জন্মজন্মে সেই কর্মের ফলভোগ হইয়া থাকে । ৩০ । অনিচ্ছুক ও বিদেশস্থ ব্যক্তিকেও স্বীয় কর্মবাতে কর্মক্ষেত্রে লইয়া যায় । কর্ম ফলভোগেইচ্ছা না থাকিলেও সেই কর্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, কোনরূপে তাহার অন্ত্রাণ হয় না । ৩১ । সকলকে প্রারদ্ধা কর্মের ফলভোগ করিতে হয়, দেবগণও তাহা নিবারণ করিতে পারেন না । অতএব স্বকর্ম ফলভোগ বিষয়ে আমি শোক বা আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না, ললাট লেখা কেহ বারণ করিতে পারে

ধাবতি । নরঃ শীঘ্রতরাদেব কর্মণঃ কঃ পলায়তি ॥ ৩৩ ॥
কিঞ্চাল্লয়তি সন্ধিতা দীয়মানাপি বর্জ্জতে । কূপস্থ-
মিব পানীয়ং ভবত্যেব বহুদকং ॥ ৩৪ ॥ যেহর্থা ধর্ম্মেণ
তে সত্যা যে ধর্ম্মেণ গতাঃ ত্রিয়ঃ । ধর্ম্মার্থী মহতো
লোকে তৎসমুদ্রা হর্থকারণাং ॥ ৩৫ ॥ অন্নার্থী যানি দুঃখানি
করোতি কূপণোজনঃ । তাস্তেব যদি ধর্ম্মার্থী ন ভুয়ঃ
ক্লেশভাজনং ॥ ৩৬ ॥ সর্কেষামেব শোচানামন্নশোচং
বিশিষ্যতে । যোহন্নার্থৈরশুচিঃ শোচান্নমুদ্রা বারিণা
শুচিঃ ॥ ৩৭ ॥ সত্যঃ শোচং মনঃ শোচং শোচমিচ্ছিন্ন-
নিগ্রহঃ । সর্কভূতে দয়া শোচং জলশোচঞ্চ পঞ্চমং ॥
৩৮ ॥ যস্ত সত্যঞ্চ শোচঞ্চ তস্ত স্বর্গো ন দুর্লভঃ । সত্যং
হি বচনং যস্ত সোহমমেধাধিশিষ্যতে ॥ ৩৯ ॥ যুক্তি-
কানাং সহশ্রেণ উদকানাং শতেন চ । ন শুধ্যতি

না । ৩২ । সর্প কূপে, গরুড় স্বীয় কটকে এবং মৃষিক আপন গর্ত্তে পলায়ন করে, কিন্তু নর শীঘ্রগামী হইয়াও কন্মের নিকট হইতে কোথায় পলায়ন করিবে । ৩৩ । সন্ধিতা । কখন দান করিলে অন্ন হয় ? বরং দানদ্বারা তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, যেমন কূপ হইতে জল ব্যয় করিলেই সেই কূপে পুনর্বার বহু জলসঞ্চয় হয়, সেইরূপ সন্ধিতা দান করিলেও তাহা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । ৩৪ । ধর্ম্মপালন করিয়া যে অর্থ উপার্জন করা যায়, সেই অর্থই যথার্থ অর্থ এবং যে সম্পদ ধর্ম্মে উপার্জিত হয় সেই সম্পদই প্রকৃত সম্পদ, অতএব ধর্ম্ম অরণ করিয়াই অর্থ উপার্জন করিবে । ৩৫ । কূপণ ব্যক্তি অন্নার্থী হইয়া যে দুঃখভোগ করে, যদি ধর্ম্ম উপার্জনের নিমিত্ত সেইরূপ দুঃখ সহ করিত, তবে আর তাহাদিগের কখনও দুঃখভোগ হইত না । ৩৬ । সর্বপ্রকার শোচের মধ্যে অন্নশোচই প্রধান । যে ব্যক্তি অর্থও অন্নও গুচি হইয়াছে, যুক্তিকা অথবা জলদ্বারা সেই ব্যক্তি শুচি হইতে পারে না । ৩৭ । সত্যব্রতপালন মনঃশুদ্ধি, ইচ্ছিনিগ্রহ, সর্কভূতে দয়াপ্রকাশ ও জল এই পঞ্চবিধ শোচ শাস্ত্রে উক্ত আছে । ৩৮ । যে ব্যক্তি সত্যপদায়ণ ও গুচি, তাহার স্বর্গ দুর্লভ হয় না । যে ব্যক্তি সত্যবচন বলে সেই ব্যক্তি অর্থমেধ বজ্জকারী হইতেও শ্রেষ্ঠ । ৩৯ । যে ব্যক্তি ছরা-চার এবং যাহার চিত্ত দুঃশীলতাদ্বারা কলুষিত হইয়াছে, সেই

দুরাচারো ভাবোপহতচেতনঃ ॥ ৪০ ॥ যস্য হস্তো চ
পাদৌ চ মনশ্চৈব স্তসংযতং । বিজ্ঞা তপশ্চ কীর্তিশ্চ
সুতীর্থফলমম্মুতে ॥ ৪১ ॥ ন প্রহস্যতি সম্মানেনাব-
মানেন্ন কুপ্যতি । ন ক্রুদ্ধঃ পরস্যং ক্রয়াদেতং সাধোস্ত
লক্ষণং ॥ ৪২ ॥ দরিদ্রস্য মনুষ্যস্য প্রাজ্ঞস্য মধুরস্য চ ।
কালে শ্রদ্ধা দিতং বাক্যং ন কশ্চিৎ প্রতিপত্ততে ॥ ৪৩ ॥
ন মন্তবলবীর্যেণ প্রজ্ঞয়া পৌরুষেণ চ । অলভ্যং
লভ্যতে মর্ত্যস্তত্র কা পরিবেদনা ॥ ৪৪ ॥ অবাচিতো
ময়া লক্ষ্যস্তৎপ্রেষিতপুনর্গতঃ । যত্রাগতস্তত্রাগতস্তত্র
কা পরিবেদনা ॥ ৪৫ ॥ একরক্ষে যদা রাত্রৌ নানা-
পক্ষিসমাগমঃ । প্রভাতে দশদিগ্‌যাস্তি কা তত্র
পরিবেদনা ॥ ৪৬ ॥ একস্বার্থপ্রয়াতানাং সর্বেষাস্তত্র
গামিনাং । যন্তেকশ্চরিতো যাতি কা তত্র পরি-
বেদনা ॥ ৪৭ ॥ অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি

ব্যক্তি সহস্র মুক্তিকা শতপ্রকার জলদ্বারা শুচি হইতে পারে না ।
৪০ । যাহার হস্ত, পাদ ও মনঃ স্তসংযত এবং যাহার বিদ্যা,
তপশ্চা ও কীর্তি আছে, সেই ব্যক্তি সর্বতীর্থাবগাহনের ফল-
ভোগ করে । ৪১ । যে ব্যক্তি সম্মানে হুই হয় না, অপমানে
কোপ করে না এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কর্কশবাক্য বলে না, সেই
ব্যক্তি প্রকৃত সাধু । ৪২ । দরিদ্র ব্যক্তি যদি প্রাজ্ঞ ও মধুরভাষীও
হয়, তথাপি তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কেহ কখন প্রীতলাভ
করে না । ৪৩ । কোন মনুষ্য মনঃ বল, বীর্য ও প্রজ্ঞাদ্বারা
অলভ্য বস্তু লাভ করিতে পারে না । যাহার যে বস্তু লাভের
অদৃষ্ট নাই, তাহার সেই বস্তু লাভ না হইলেও কোনরূপ মনস্তাপ
করিবে না । ৪৪ । কোন সময় যাচঞা না করিয়াও লাভ
করা যায়, কখন বা প্রার্থনা করিয়াও লাভ হয় না । যে বস্তু
যে স্থানের উচিত, সেই বস্তু সেই স্থানে গমন করে । অতএব
ইহাংিত আর হুঃখের বিষয় কি ? ৪৫ । রাত্রিকালে এক
বৃক্ষেতে নানাপ্রকার পক্ষী বাস করে, কিন্তু প্রভাতকালে সেই
সকল পক্ষী দিগ্‌দিগন্তের গমন করে, তাহাতে কাহারই বা হুঃখ
হইতে পারে ? ৪৬ । এক বস্তুর অভিলাষে অনেক ব্যক্তি প্রস্থান
করিলে যদি সেই সকল ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ স্থিরিত
গমনে সর্বাগ্রে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে পারে, তাহাতে
অন্তের হুঃখ করা উচিত নহে । ৪৭ । হে শৌনক ! অনেক

শৌনক । অব্যক্তনিধনাত্মেব কা তত্র পরিবেদনা ॥ ৪৮ ॥
নাশ্রাপ্তকালোদ্রিয়তে বিদ্ধঃ শরশতৈরপি । কুশাগ্রাণে তু
সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥ ৪৯ ॥ লব্ধব্যান্তেব
লভতে গন্তব্যাত্মেব গচ্ছতি । প্রাপ্তব্যান্তেব প্রাপ্পোতি
দুঃখানি চ সুখানি চ ॥ ৫০ ॥ ততঃ প্রাপ্পোতি পুরুষঃ কিং
প্রলাপঃ করিষ্যতি । অচোক্তমামানি যথা পুষ্পানি চ
ফলানি চ । স্বকালং নাতিবর্ত্তন্তে যথা কর্ম্ম পুরাকৃতং ॥
৫১ ॥ শীলং কুলং নৈব ন চৈব বিজ্ঞা জ্ঞানং গুণা নৈব
ন বীজশুদ্ধিঃ । ভাগ্যানি পূর্য্যং তপসাক্ষিতানি
কালে ফলন্তি পুরুষস্য যথৈব বৃক্ষাঃ ॥ ৫২ ॥ যত্র মৃত্যু-
র্গতোহস্তা যত্র জীর্ষত্র সম্পদঃ । তত্র তত্র স্বয়ং যাতি
প্রেষ্যমাণঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৫৩ ॥ ভুতপূর্য্যং কৃতং কর্ম্ম
কর্ত্তারমমুতিষ্ঠতি । যথা ধেনুসহস্রেষু বংসো বিদন্তি

বস্তু ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে আছে এবং তাহাদিগের বিনাশও
ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে হইতেছে, তাহাতে আর হুঃখ কি ? ৪৮ ।
যাহার কাল পূর্ণ হয় নাই, সেই ব্যক্তিকে শতশর বিদ্ধ করিলেও
মরে না এবং যাহার কালপূর্ণ হইয়াছে, সে কুশাগ্রদ্বারা বিদ্ধ
হইয়াও প্রাণত্যাগ করে । ৪৯ । যে দ্রব্য লব্ধব্য, লোকে তাহাই
লাভ করিয়া থাকে । যে স্থান গন্তব্য মনুষ্য সেই স্থানেই গমন
করে, আর যে সকল সুখ ও হুঃখপ্রাপ্তব্য লোকে তাহাই পাইয়া
থাকে । ৫০ । মনুষ্য আপন প্রাপ্য বস্তু পাইয়া থাকে, তাহাতে
প্রার্থনাবাক্য কি করিতে পারে ? যেমন বৃক্ষের নিকট কেহ কখন
প্রার্থনা করে না, তথাপি সেই বৃক্ষ ফল ও পুষ্পপ্রদান করে ।
সেইরূপ পূর্বাকৃত কর্ম্ম কেহ অতিক্রম করিতে পারে না ।
যখন যে বস্তু প্রাপ্তব্য, তখন সেই দ্রব্য পাওয়া যায় । ৫১ ।
যে ব্যক্তি পূর্বকালে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে, সেই ব্যক্তি সেইরূপ
ফল পাইবে । শীল, কুল, বিদ্যা, জ্ঞান ও গুণ ইহারা কিছুই
করিতে পারে না, ভাগ্যই পুরুষের ফলপ্রদান করে । যেমন বৃক্ষ
সাধারণকেই পুষ্প ও ফলপ্রদান করে, সেইরূপ ভাগ্য শীলাদি
অপেক্ষা না করিয়া পূর্বসঞ্চিত তপশ্চাত্ত্বাসারে ফলপ্রদান করে ।
৫২ । যাহার যেখানে মৃত্যু, যাতক, প্রী ও সম্পদ নিয়ত আছে ;
সেই ব্যক্তি কর্ম্মকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বয়ং সেই স্থানে গমন
করিয়া থাকে । ৫৩ । পূর্বে যে ব্যক্তি যৈ কর্ম্ম করিয়াছে, সেই
কর্ম্ম কর্ত্তার অনুসরণ করে । সহস্র সহস্র ধেনু ও বংস একস্থানে

মাতরং ॥ ৫৪ ॥ এবং পূৰ্বকৃতং কৰ্ম কৰ্ত্তারমনুতিষ্ঠতি ।
সুকৃতং ভুঙ্কু চাত্মীয়ং মৃতং কিং পরিতপ্যসে ॥ ৫৫ ॥ যথা
পূৰ্বকৃতং কৰ্ম কৰ্ত্তারমনুতিষ্ঠতি । এবং পূৰ্বকৃতং
কৰ্ম শুভম্বা যদি বা শুভং ॥ ৫৬ ॥ নীচঃ সৰ্ষপমাত্ৰাণি
পরচ্ছিত্তাণি পশ্যতি । আত্মনো বিশ্বমাত্ৰাণি পশ্যন্নপি
ন পশ্যতি ॥ ৫৭ ॥ রাগদ্বेषাদিযুক্তানাং ন সুখং কুত্র-
চিদ্ধিঃ । বিচার্য্য খলু পশ্যামি তৎসুখং যত্র নিবৃতিঃ ॥
৫৮ ॥ যত্র স্নেহো ভয়স্তত্র স্নেহো দুঃখস্ত ভাজনং ।
স্নেহমূলানি দুঃখানি তস্মিন্ভ্যক্তে মহৎ সুখং ॥ ৫৯ ॥
শরীরমেবায়তনং দুঃখস্ত চ সুখস্ত চ । জীবিতঞ্চ শরী-
রঞ্চ জাত্যেব সহ জায়তে ॥ ৬০ ॥ সৰ্বং পরবশং
দুঃখং সৰ্বমাত্মবশং সুখং । এতদ্বিত্যাং সমাগেন লক্ষণং

বাস করে বটে, কিন্তু দুঃখপানকালে বৎসগণ আপন আপন
মাতাকে লাভ করিয়া থাকে । ৫৪ । পূৰ্বজন্মে যে ব্যক্তি যেৰূপ
কৰ্ম করিয়াছে, পরজন্মেও সেই ব্যক্তি সেইরূপ কৰ্মফল ভোগ
করে । পূৰ্বে সুকৃত সঞ্চিত থাকিলে ইহকালে শুভফল ভোগ
হয় এবং পূৰ্বকালে দুঃকৃত সঞ্চিত থাকিলে ইহকালে দুঃখভোগ
হয়, এইকৃত মৃতব্যক্তির কোন বৃথা শোক করে ? ৫৫ । যেহেতু
কৰ্ত্তা পূৰ্বাঙ্কিত কৰ্মের ফলভোগ করে, এইনিমিত্ত ইহকালে
কেহ সুখভোগ করে, কেহ বা দুঃখভোগ করিয়া থাকে । ৫৬ ।
নীচাশয় ব্যক্তির পরের সৰ্ষপমাত্র ছিদ্র দেখিলেও তাহা অনু-
সন্ধান করিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু আপনার বিবপ্রমাণ ছিদ্র
থাকিলেও তাহা দেখিয়াও দেখে না । নীচাশয় ব্যক্তির
আপন দোষ চক্ষে দেখে না, কেবল পরের দোষ অনুসন্ধান
করিয়া বেড়ায় । ৫৭ । বাহ্যার রাগদ্বেষাদ্বারা অভিভূত,
কোন স্থলেও তাহাদিগের সুখ হয় না । হে শৌনক ! আমি
বিচার করিয়া দেখিলাম, বাহ্যর অন্তঃকরণ শাস্ত্রগুণে বিভূষিত,
তাহারই প্রকৃত সুখভোগ হইয়া থাকে । ৫৮ । বাহ্যর সমধিক
স্নেহ আছে, তাহারই সৰ্বদা ভয় থাকে, যেহেতু স্নেহই দুঃখের
ভাজন এবং স্নেহই দুঃখের মূল কারণ । অতএব স্নেহ পরিত্যাগ
করিলেই মহৎ সুখ হয় । ৫৯ । এই শরীরই সুখ ও দুঃখের
আয়তন । অতএব সেই শরীরের সহিত সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন
হয় । ৬০ । পরের বশে থাকিয়া বাহ্য কিছু ভোগ করা যায়,

সুখদুঃখয়োঃ ॥ ৬১ ॥ সুখস্থানন্তরং দুঃখং দুঃখস্তা-
নন্তরং সুখং । সুখং দুঃখং মনুষ্যাণাং চক্রবৎ পরি-
বর্ততে ॥ ৬২ ॥ যদাতং তদতিক্রান্তং যদি স্তাত্তচ্ছ দূরতঃ ।
বর্তমানেন বর্তেত ন স শোকেন বাধ্যতে ॥ ৬৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নীতিনারে ত্রয়োদশা-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

চতুর্দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ ন কশ্চিৎ কস্ত চিন্মিত্রং ন
কশ্চিৎ কস্তচিদ্রিপুঃ । কারণাদেব জায়ন্তে মিত্রাণি
রিপবস্তথা ॥ ২ ॥ শোকত্রাণং ভয়ত্রাণং প্রীতিবিশ্বাস-
ভাজনং । কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥
৩ ॥ সক্রুদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং । বন্ধঃ পরি-
করন্তেন মোক্ষায় গমনং প্রীতি ॥ ৪ ॥ ন মাতরি ন

তৎসমস্তই দুঃখ এবং স্বাধীন থাকিয়া দুঃখ পাইলেও
তাহা সুখ বলিয়া বোধ হয় । ইহাই সামান্ততঃ প্রকৃত সুখদুঃখের
লক্ষণ জানিবে । ১ । সুখভোগের অবগান হইলে দুঃখ আসিয়া
উপস্থিত হয় এবং দুঃখের শেষ হইলে সুখভোগ হয় । মনুষ্যের
সুখ ও দুঃখ চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে । ২ । যে ব্যক্তি
অতীত বিষয়কে অতিক্রান্ত বলিয়া জ্ঞান করে, অবিবাদ্বয় ও
অনেক দূরে আছে, ইহাই মনে করে এবং বর্তমান বিষয়েও
অনুরক্ত হয় না, সেই ব্যক্তি কোনপ্রকার শোকে অভিভূত
হয় না । ৩ ।

চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন । কোন ব্যক্তি কাহার মিত্র বা শত্রু নহে,
কেবল আচরণদ্বারা শত্রু ও মিত্র জানা যায় । ১-২ । বন্ধু ব্যক্তি
শোক হইতে পরিত্রাণ করেন, ভয় হইতে রক্ষা করেন এবং
প্রীতি ও বিশ্বাসের ভাজন । কোন ব্যক্তি এইরূপ মিত্ররত্ন সৃষ্টি
করিয়াছেন ? ৩ । যে ব্যক্তি একবারমাত্র “হরি” এই অক্ষর-
দ্বয় উচ্চারণ করে, সেই ব্যক্তি বন্ধুপরিকর হইয়া মুক্তিলাভে
অগ্রসর হইয়াছে । ৪ । অকৃত্রিমমিত্র যেৰূপ বিশ্বাসের ভাজন,

দারেষু ন সোদর্যো ন চাত্মজে । বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পুংসাং
 যাদৃশিত্রে স্বভাবজে ॥ ৫ ॥ যদীচ্ছৎ শাশ্বতীং প্রীতিং
 ত্রীণি দোষাণি বর্জয়েৎ । দ্যুতমর্থপ্রয়োগঞ্চ পরোক্ষে
 দারদর্শনং ॥ ৬ ॥ মাত্ৰা স্বস্তা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তা-
 সনে বসেৎ । বলবানিঞ্জিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥
 ৭ ॥ বিপরীতরতিঃ কামঃ স্নায়তেষু ন বিজতে । যত্রা-
 পায়ং বধো দগুস্তথৈব হনুবর্ততে ॥ ৮ ॥ অপি বহ্ননি
 লস্ঠৈব তুরগস্ত ন হোদধেঃ । শক্যতে প্রসবোবোদ্ধুং
 নানুরক্তস্ত চেতনঃ ॥ ৯ ॥ ক্ষণং নাস্তি রহো নাস্তি
 নাস্তি চাপি নিমন্ত্রকঃ । তেন শৌনক নারীণাং সতীত্ব-
 মুপজায়তে ॥ ১০ ॥ অন্তঃ যজ্ঞশ্রমাকাঙ্ক্ষদন্তচেতসি
 রোচতে । পুরুষাণামলাভেন তেন নারী পতিব্রতা ॥
 ১১ ॥ জননী যানি কুরুতে রহস্তং মদনাতুরা । স্তূতৈ-
 স্তানি বিভাব্যস্তে শীলবিপ্রতিপত্তিভিঃ ॥ ১২ ॥ পরা-

মাতা, স্ত্রী, সহোদর ও পুত্র ইহারা কেহই সেইরূপ বিশ্বাসের পাত্র
 নহে । ৫ । যদি কাহারও সহিত অকৃত্রিম প্রণয় ইচ্ছা কর, তবে
 তাহার সহিত দূতজীড়া, অর্থপ্রয়োগ অথবা পরোক্ষে দাবদর্শন
 করিও না । ৬ । মাতা, ভগিনী অথবা কন্যা ইহাদিগের সহিত
 নির্জন স্থানে একাসনে বাস করিবে না । মনুষ্যমাত্রেই ইঞ্জিয়
 বলবান ; পণ্ডিত ব্যক্তিকেও ইঞ্জিয়গণ আকর্ষণ করিতে পারে ।
 ৭ । আপনার অধীন ব্যক্তির প্রতি বিপরীত অমুরাগ অথবা
 স্বার্থপর হইবে না । যাহার প্রতি বধাদি দগুপ্রয়োগ করা যায়,
 তাহার অনুবর্তন করা উচিত । ৮ । বরং অনিলের গতি, তুর
 দের বেগ ও মহাসাগরের গভীরতা নির্ণয় করা যাইতে পারে,
 কিন্তু যে ব্যক্তি অমুরক্ত নহে, তাহার চিত্তপরিজ্ঞাত হইতে
 পারা যায় না । ৯ । হে শৌনক ! যদি সময় না থাকে, নির্জন
 স্থানের অসম্ভাব হয় অথবা উপযাচক কেহ না থাকে, তাহা
 হইলেই নারীদিগের সতীত্ব রক্ষা হইতে পারে । ১০ । স্ত্রী ও
 পুরুষের চিত্ত যদি পরস্পরের প্রতি অমুরক্ত থাকে, তাহাহইলেই
 স্ত্রীকে পতিব্রতা বলা যাইতে পারে । ১১ । মাতা : যদি কামা-
 তুরা হইয়া কোনরূপ রহস্ত কার্য করেন, পুত্রগণ আপন স্বশী-
 লতাব্যাহার তাহা মনে মনেই চিন্তা করিবে, কদাচ জননীর রহস্ত
 কার্য প্রকাশ করিবে না । ১২ । গণিকাগণের নিজা পরাধীন,

ধীনা নিজা পরহৃদয়কৃত্যানুশরণং সদা হলাহাস্তং
 নিয়তমপি শোকেন রহিতং । পণে স্তম্ভঃ কায়ঃ
 করজনখরৈর্দারিতগলোবহুৎকঠারত্তির্জগতি গণি-
 কায়্য বহুমতঃ ॥ ১৩ ॥ অগ্নিরাপজ্জিয়ো মূর্খঃ সর্পা-
 রাজকুলানি চ । নিত্যং পরোপসেব্যানি গণ্যঃ প্রাণ-
 হরাণি মট্ ॥ ১৪ ॥ কিং চিত্রং যদি শব্দশাস্ত্রকুশলো-
 বিপ্রো ভবেৎ পণ্ডিতঃ কিং চিত্রং যদি দগুনীতি-
 কুশলো রাজা ভবেদ্রাশ্মিকঃ । কিং চিত্রং যদি রূপ-
 যোবনবতী যোষিত্র গান্ধী ভবেৎ কিং চিত্রং যদি
 নির্দ্রেনোপি পুরুষঃ পাপং ন কুর্যাৎ কচিৎ ॥ ১৫ ॥
 নাত্মছিদ্রং পরে দত্যাছিত্যাছিদ্রং পরস্ত চ । গৃহে কুর্শ্ব
 ইবাদানি পরভাবঞ্চ লক্ষয়েৎ ॥ ১৬ ॥ পাতালতল-
 বাসিন্তো বারপ্রকারনির্মিতাঃ । যদি নো চিকুরোস্তেদঃ
 স্ত্রিয়ঃ কেনোপলভ্যতে ॥ ১৭ ॥ সমধর্ম্য চ ধর্মজ-
 স্তীক্ষ্মস্বজনকণ্টকঃ । ন তথা বাধতে শত্রুঃ ক্রুতবৈ-

পরচিত্তের অনুবর্তনই তাহাদিগের কষ্টব্য কার্য, অন্তঃকরণে
 কোনপ্রকার শোক থাকিলেও হাত্তপরিহাস্তদ্বারা তাহা গোপন
 করিয়া রাখে, তাহাদিগের শরীর পণ্যগ্রহণে বিক্রীত এবং নানা-
 প্রকার উৎকর্ষ গণিকাদিগের চিত্তে বিদ্যমান থাকে । অবশেষে
 কাহার বা নথদ্বারা গলদেশ বিদারণ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে
 হয় । ইহাই তারা বহুজ্ঞান করে । ১৩ । অগ্নি, জল, স্ত্রী, মূর্খ,
 সর্প ও রাজকুল এই সকল পরোপসেব্য হইলে যদি তাহা আবার
 কেহ সেবা করে, তবে সদাই তাহার প্রাণ বিনাশ হয় । ১৪ ।
 শব্দাদিশাস্ত্রকুশল ব্যক্তি যদি পণ্ডিত হয় তাহা আশ্চর্য্য নহে,
 যে রাজা দগুনীতিকুশল তিনি যদি ধার্মিক হয়েন, তাহা বিশ্ব-
 যের বিষয় নহে, রূপযোবনসম্পন্ন স্ত্রী যদি অসতী না হয় এবং
 নির্ধন ব্যক্তিও যদি পাপাচরণ না করে, তাহা কি আশ্চর্য্য নহে ?
 ১৫ । কদাচ আত্মছিদ্র অগরের নিকট প্রকাশ করিবে না,
 কিন্তু বিদ্যাছিদ্র অবশ্য অপরকে জানাইবে । কুর্শ্ব যেমন আপন
 শরীর গোপন করিয়া রাখে, সেইরূপ আত্মপল্লাভের গোপন
 করিয়া রাখিবে । ১৬ । পাতালতলে প্রাকারমধ্যে বাস করিলেও যদি
 স্ত্রীদিগের চিকুরোস্তেদনা হয়, তবে সেই স্ত্রীকে কে লাভ করিতে
 পারে । ১৭ । সমধর্ম্য ব্যক্তি উগ্র হইলে স্বজনবর্গের বেকরূপ
 অনিষ্টসাধন করিতে পারে, হে শৌনক ! শত্রু ব্যক্তি বৈরসাধন

রোপি শৌনক ॥ ১৮ ॥ সপণ্ডিতো যো হনুরঞ্জয়েদৈ
সাস্ত্যেন বালান্ বিনয়েন শিষ্টে । অর্ধেন নারীং তপসা
হি দেবান্ সর্বাংশচ লোকাংশচ স্তুতংগ্রহেণ ॥ ১৯ ॥
সাধোন মিত্রং কলুষেণ ধর্ম্যং পরোপতাপেন সমুদ্বি-
ভাবৎ । স্তুথেন বিদ্যাং পরুষেণ নারীং বাঞ্ছন্তি বৈ
যে, ন চ পণ্ডিতাস্তে ॥ ২০ ॥ কলার্থী কলিনং বৃক্ষং
যচ্ছিন্দ্যাদুর্ম্মতিনরঃ । ন ছিন্দ্যাৎ তস্ত তন্মূলং মহতো
দোষমাপ্নুয়াৎ ॥ ২১ ॥ সধনশ্চ তপস্বী চ দূরতশ্চ কৃত-
জ্ঞমঃ । মতুপা জ্ঞী সতীত্যেবং বিপ্রা ন শ্রদ্ধধাম্যহং ॥
২২ ॥ নবিশ্বদে-দবিশ্বস্তে মিত্রস্তাপি ন বিশ্বসেৎ ।
কদাচিৎ কুপিতং মিত্রং সর্বং গুহ্যং প্রকাশয়েৎ ॥ ২৩ ॥
সর্বভূতেষু বিশ্বাসঃ সর্বভূতেষু সাধ্বিকঃ । স্বভাবমাত্মনা
গুহ্যং পরাপরস্ত লক্ষণং ॥ ২৪ ॥ যস্মিন্ কস্মিন্
কৃতে কার্য্যে কর্তারমনুবর্ততে । সর্বথা বর্তমানোপি

তৎপর হইলেও সেইরূপ অনিষ্ট করিতে পারেন না । ১৮ । যে
ব্যক্তি বালকদিগের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারেন, শিষ্ট ব্যক্তি-
দিগকে বিনয়দ্বারা বশীভূত করিতে পারেন, নারীদিগকে অর্থ-
দ্বারা বাধ্য করিতে পারেন, তপস্বীদ্বারা দেবগণকে স্তুতসম
করিতে পারেন এবং সাধারণলোকদিগকে সন্ধ্যাবহারদ্বারা আয়ত্ত
করিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত । ১৯ । যাহারা বলপ্রয়োগদ্বারা
মিত্রকে বশীভূত করেন, কুৎসিত কার্য্যকার্য্যদ্বারা ধর্ম্মসঞ্চয়
করেন, অপরকে ক্রেশ দিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন, স্তুতসেবাদ্বারা
বিদ্যা লাভ করিতে চাহেন এবং পরুষব্যবহারদ্বারা নারীদিগকে
বশীভূত করিতে বাঞ্ছা করেন, তাহারা পণ্ডিত নহেন । ২০ ।
যাহারা কলার্থী হইয়া বৃক্ষের মূল ছেদন করে, তাহারা অতি
দুর্ম্মতি । অতএব কদাচ কলবান্ বৃক্ষের মূল ছেদন করিবে
না ; তাহাতে মহাদোষ হইয়া থাকে । ২১ । ধনবান্ ব্যক্তি
তপস্বী এবং মদ্যপানিনী জ্ঞী সতী, এই কথা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য
নহে । ২২ । আপন বন্ধু ব্যক্তিও অবিশ্বস্ত হইলে তাহাকে
বিশ্বাস করিবে না । অবিশ্বস্ত বন্ধুও কুপিত হইলে সকল গুহ্য
কথা প্রকাশ করিতে পারে । ২৩ । সকল প্রাণীর প্রতি বিশ্বাস,
সর্বভূতে সাধ্বিকভাব এবং আপনি আপনার স্বভাব গেপন
করা এই সকল মহাপুরুষের লক্ষণ । ২৪ । যে কোন কার্য্যই
করা হয়, কর্তাই তাহার উভাওভ ফলভাগী, অতএব কোন

ধৈর্য্যবুদ্ধিস্ত কারয়েৎ ॥ ২৫ ॥ বৃদ্ধাঃস্ত্রিয়ো নবং মতুং
শুকমাংসং ত্রিমূলকং । রাত্রৌ দধি দিবা স্তপ্পং পিদ্দান্
ষট্ পরিবর্জয়েৎ ॥ ২৬ ॥ বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্ত বৃদ্ধস্ত
তরুণী বিষং । বিষং কুশিক্ষিতা বিদ্যা অজ্ঞীর্ণে ভোজ্যং
বিষং ॥ ২৭ ॥ প্রিয়ং দানমকুর্গস্ত নীচস্তোচ্ছাসনং
প্রিয়ং । প্রিয়ং দানং দরিদ্রস্ত বৃদ্ধস্ত তরুণী প্রিয়া ॥
২৮ ॥ অত্যম্পূর্ণাং কঠিনাশনঞ্চ ধাতুক্করো বেগবি-
ধারণঞ্চ । দিব্যাশরো জাগরণঞ্চ রাত্রৌ ষড়্ভির্নরাণাং
নিবসন্তি রোগাঃ ॥ ২৯ ॥ বালাতপশ্চাপ্যতি মৈথুনঞ্চ
শ্মশানধূমঃ করতাপনঞ্চ । রজস্বলাচবস্ত্রনিরীক্ষণঞ্চ
সুদীর্ঘমায়ুস্তপি কর্ষয়েচ্চ ॥ ৩০ ॥ শুকমাংসং স্ত্রিয়ো
বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি । প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা
সত্যঃ প্রাণহরণি ষট্ ॥ ৩১ ॥ সত্যঃ পক্ষয়তং জ্ঞান্কা বালী
জ্ঞী ক্ষীরভোজনং । উষোধকং তরুচ্ছায়া সত্যঃ প্রাণ-
করণি ষট্ ॥ ৩২ ॥ কুপোদকং বটচ্ছায়া নারীণাঞ্চ
পরোধরং । শীলকালে ভবেচ্ছমুষ্ককালে চ শীতলং ॥ ৩৩ ॥

কার্য্য করিতে হইলে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া কার্য্য
করিবে । ২৫ । বৃদ্ধা জ্ঞী, নূতন মদ্য, শুক মাংস, ত্রিমূলক, রাত্রিতে
দধি এবং দিবাতে নিদ্রা বিদ্বান্ ব্যক্তি এই ছয় দ্রব্য পরিত্যাগ
করিবে । ২৬ । দরিদ্রের পক্ষে সত্য, বৃদ্ধের পক্ষে যুবতী জ্ঞী,
কুশিক্ষিত বিদ্যা এবং অজ্ঞীর্ণে ভোজন এই সকল বিষম্বরূপ ।
২৭ । যাহারা ধনব্যয়ে কুপ্তি নহে, তাহাদিগের পক্ষে দান
করা প্রিয় কার্য্য, নীচ ব্যক্তির উন্নতি প্রিয়, দরিদ্রের দান প্রিয়
এবং যাহারা বৃদ্ধ, তাহাদিগের পক্ষে যুবতী নারী প্রিয় । ২৮ ।
অধিক জলপান, কঠিন দ্রব্য ভোজন, ধাতুক্কর, মলমূত্রাদির
বেগ ধারণ, দিবাতে নিদ্রা এবং রাত্রিতে জাগরণ এই ষড়বিধ
কার্য্যদ্বারা মানবশরীরে রোগ সকল বাস করে । ২৯ । বাল্য
তপ, অতিমৈথুন, শ্মশানধূম, করতাপ ও রজস্বলা জীর মুখনিরীক্ষণ
এই সকল অতিদীর্ঘ আয়ু ও কর্ষ করে । ৩০ । শুকমাংস, বৃদ্ধা-
জ্ঞী, বালার্ক, তরুণ দধি, প্রভাতকালে মৈথুন ও নিদ্রা ইহার
সত্যঃ প্রাণহরণ করে । ৩১ । সত্যঃ পক্ষযত, জ্ঞান্কা, বালী জ্ঞী,
ক্ষীরভোজন, উষোধক ও তরুচ্ছায়া এই সকল সেবন করিলে
শরীরে বলাধান হয় । ৩২ । কুপোদক, বটচ্ছায়া, নারীর স্তন,

সত্যোবলকরাজ্ঞীণি বালাভ্যক্ষসুভোজনং । সত্যোবল-
হরাজ্ঞীণি অধ্বা চ মৈথুনং অরঃ ॥ ৩৪ ॥ শুক-
মাংসং পয়ো নিত্যং ভাৰ্য্যামিষ্টৈঃ সহৈব তু । ন
ভ্ৰোক্তব্যং নৃপৈঃ সাক্ষং বিয়োগং কুরুতে ক্ষণাৎ ॥ ৩৫ ॥
কুচেলিন্দন্তমলপাধারিণং বহ্বাশিনং নির্ভরবাক্যভাবিণং
সূর্য্যোদয়ে হস্তময়েহপি শায়িনং বিমুক্ততি ত্রীরপি চক্র-
পাণিনং ॥ ৩৬ ॥ নিত্যং ছেদস্তৃণানাং ধরণিবিলিখনং
পাদয়োস্তাপমাষ্টির্দন্তানামপ্যশৌচং মলিনবসনতা-
রুক্ষতা মূৰ্দ্ধজানাং । য়ে সঙ্ক্যে চাপি নিদ্রা নিবসন-
শয়নং গ্রাসহানাতিরেকঃ স্বাদ্বে পীঠে চ বাত্বং নিধন-
মুপনয়েৎ কেশবস্ত্যপি লক্ষ্মীং ॥ ৩৭ ॥ শিরঃসুদোতং
চরণৌ স্তুমার্জ্জিতৌ বরাঙ্গনানেনবনমল্লভোজনং । অনয়-
শায়িত্বমপর্কমৈথুনং চিরপ্রণষ্টাং শ্রিয়মানয়ন্তি যচ্ ॥
৩৮ ॥ যস্য তস্য তু পুষ্পস্য পাণ্ডুরস্য বিশেষতঃ । শির-

এই সকল নীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল থাকে । ৩৩ ।
বালা জী, তৈলমর্দন ও সুভোজন এই সকল সদ্যঃ বল প্রদান
করে এবং পথপর্য্যটন, মৈথুন ও অর ইহারা সদ্যঃ প্রাণ হরণ
করিয়া থাকে । ৩৪ । শুকমাংস ও হৃৎ একত্র ভোজন করিবে
না, বন্ধু ও ভাৰ্য্যার সহিত একত্র ভোজনও নিষিদ্ধ এবং রাজার
সহিত ভোজন করাও উচিত নহে । কারণ, ইহাদিগের সহিত
একত্র ভোজন করিলে চৰ্ভাৎ বিয়োগ হইতে পারে । ৩৫ । যে
ব্যক্তি কুৎসিত বস্ত্র পরিধান করে, দণ্ডেব মল পরিষ্কার করে না,
বহু ভোজন করে, কটুবাক্য বলে এবং সূর্য্যোদয়কালেও সন্ধ্যার
সময়ে শয়ন করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি চক্রপাণি তুল্য হইলেও
লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করেন । ৩৬ । যে ব্যক্তি সর্বদা নথদ্বারা
ভৃগুচ্ছেদ করে, ভূমিতে লিখন করে, পাদদ্বয় মার্জন করে না, দন্ত
মল দূর করে না, মলিন বসন পরিধান করে, কেশসংস্কার কবেনা,
প্রভাতকালে ও সূর্য্যাস্তসময়ে নিদ্রা যায়, নগ্ন হইয়া শয়ন করিয়া
পাশ্বে, বৃহদ্রাসে ভোজন করে, সর্বদা অধিক হাস্য করে, স্বীয়
শূরীরে অগ্নবা আসনে বাদ্য করে, সেই ব্যক্তি কেশব তুল্য হইলেও
তাহার লক্ষ্মী অন্তর্জান পাইয়া থাকেন । ৩৭ । যে ব্যক্তি সর্বদা
মস্তক ও চরণদ্বয় পরিকৃত রাখে, উক্তমাজীর সহবাস করে, অন্ন
ভোজন করে, নগ্ন হইয়া শয়ন করে না এবং পূৰ্ব্বদিনে মৈথুন
পরিগ্রহণ করে, তাহার চিরপ্রণষ্টা লক্ষ্মীও আগমন করেন । ৩৮ ।

স্বা ধার্য্যমাণস্য অলক্ষ্মীঃ প্রতিহন্ততে ॥ ৩৯ ॥ দীপস্য
পশ্চিমা ছায়া ছায়াশয্যাননস্য চ । রজকস্য তু যতীর্থ-
মলক্ষ্মীস্তত্র তিষ্ঠতি ॥ ৪০ ॥ বালাতপঃ প্রেতধূপঃ জী-
রদ্ধা তরুণং দধি । আয়ুষ্যামো ন সেনেত তথা সন্ম্যা-
র্জ্জনীরজঃ ॥ ৪১ ॥ গজাশ্বরথপাত্তানাং গবাক্ষৈব
রজঃ শুভং । অশুভঞ্চ বিজ্ঞানীয়াৎ খরোষ্ট্রাজ্জাবিকেসু
চ ॥ ৪২ ॥ গবাং রজো ধাত্তরজঃ পুত্রস্ত্যক্তভবং রজঃ ।
এতদ্রজো মহাশস্তং মহাপাতকনাশনং ॥ ৪৩ ॥ অজা-
রজঃ খররজো যতু সন্মার্জ্জনীরজঃ । এতদ্রজো মহা-
পাপং মহাকিঙ্কিরকারকং ॥ ৪৪ ॥ শূৰ্পবাতো নখাগ্রাশু
স্নানবস্ত্রঘটোদকং । মার্জ্জনীরেণু কেশাশু হস্তি পুণ্যং
পুরা রতং ॥ ৪৫ ॥ দ্বৌ বিপ্রৌ বিপ্রবহ্ন্যোশ্চ দম্পত্যৌ
স্বামিনোস্তুথা । অন্তরেণ ন গন্তব্যং হয়স্য রুমভস্য চ ॥
৪৬ ॥ জীবু রাজাগ্নিনর্পেণু স্বাধ্যায়ে শক্রসেবনে ।
ভোগাশ্বাদেবু বিশ্বাসং কঃ প্রাক্তঃ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ৪৭ ॥
ন বিশ্বসেদবিষস্তং বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ । বিশ্বাসা-

যে পুষ্পই হউক না কেন বিশেষতঃ পাণ্ডুরবর্ণ পুষ্প মস্তকে
ধারণ করিলে তৎক্ষণাৎ অলক্ষ্মী বিনষ্ট হয় । ৩৯ । পশ্চিমাভিমুখী
দীপচ্ছায়া, শয্যাচ্ছায়া, আসনচ্ছায়া ও রজকের বস্ত্র দৌত স্থান
এই সকল স্থানে অলক্ষ্মী বাস করেন । ৪০ । বালাতপ, শ্মশানধূম,
বুদ্ধা দ্রো, তরুণদধি ও সন্মার্জ্জনীর ধূলী, আয়ুষ্যাম বাক্তি এই
সকল সেবা করিবে না । ৪১ । গজ, অশ্ব, ধান্য ও গো ইহা-
দিগের রজঃ শুভপ্রদান করে, কিন্তু গর্দভ, উষ্ট্র, ছাগ ও মেঘ
ইহাদিগের রজঃ অশুভকর । ৪২ । গোরক্ষঃ ধান্যরজঃ ও পুত্রের
অঙ্গসংলগ্নরজঃ এই সকল শুভকর ও মহাপাতক নষ্ট করে । ৪৩ ।
ছাগরজঃ গর্দভরজঃ এবং সন্মার্জ্জনীরজঃ ইহারা পাপস্বরূপ ও
পাপজনক । ৪৪ । শূৰ্পবাত, নখস্পৃষ্ট জল, স্নানাবশিষ্ট জল, বস্ত্র-
নিষ্পোড়িত জল, সন্মার্জ্জনীর ধূলী ও কেশগলিত জল এই সকল
স্পর্শ করিলে পূৰ্ব্বকৃত পুণ্য নষ্ট হয় । ৪৫ । বিপ্রবহ্নয়ের মধ্যে,
বিপ্র ও অগ্নির মধ্যে, স্বামী ও জীর মধ্যে এবং অগ্নি ও বৃষের
মধ্যে, কদাচ গমন করিবে না । ৪৬ । জী, রাজা, অগ্নি, নর্প,
অশ্বায়ন, শক্রসেবা, ভোগ এবং আশ্বাদন এই সকল বিষয়ে
প্রাক্তব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারেন না । ৪৭ । অবিষস্ত ব্যক্তিকে

স্তয়মুৎপন্নং মূলাদপি নিকৃন্ততি ॥ ৪৮ ॥ বৈরিণা সহ
সন্ধায় বিশ্বস্তো যদি তিষ্ঠতি । সরস্বত্রে প্রমুগোহি
পতিতঃ প্রতিবুধ্যতে ॥ ৪৯ ॥ নাত্যস্তং মূছনা ভাব্যং
নাত্যস্তং ক্রুরকর্ষণা । মূছনৈব মূছং হস্তি দারুণে-
নৈব দারুণং ॥ ৫০ ॥ নাত্যস্তং সকলৈর্ভাব্যং নাত্যস্তং
মূছনা তথা । সরাস্বতীং ছিত্তস্তে কুজান্তিষ্ঠতি পাদপাঃ ॥
৫১ ॥ নমস্তি ফলিনো বৃক্ষা নমস্তি গুণিনোজনাঃ ।
শুকবৃক্ষাশ্চ মূর্খাশ্চ ভিত্তস্তে ন নমস্তি চ ॥ ৫২ ॥ অপ্রা-
র্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি যান্তি চ । মার্জ্জার
ইব লুম্পত তথা প্রার্থয়তে নরঃ ॥ ৫৩ ॥ পূর্ষং পশ্চাচ্চরে-
দার্য্যো নদৈব বহুসম্পদঃ । বিপরীতমনার্য্যো যথৈ-
চ্ছসি তথা চর ॥ ৫৪ ॥ ঘটকর্ণে ভিত্ততে মন্ত্রস্তচতুঃ কণ্ঠ-
ধার্য্যতে । দ্বিকর্ণস্ত তু মন্ত্রস্ত ব্রহ্মাপ্যেকো ন বুধ্যতে ॥

বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বস্তকেও অতিবিশ্বাস করিবে না ।
অধিক বিশ্বাস ভয়ের কারণ এবং সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তিও সমূলে
বিনাশ করিতে পারে । ৪৮ । যে ব্যক্তি শক্রর সাহিত সন্ধি করিয়া
বিশ্বস্তভাবে থাকে, সেই ব্যক্তি বৃক্ষাশ্রে প্রমুগ হইয়া পতনের
পর প্রবোধিত হয় । ৪৯ । অত্যন্ত মূছ হইবে না এবং অতিশয় ক্রুর-
কন্মাও হইবে না । কিন্তু মূছ উপায়দ্বারা মূছকে এবং দারুণ
উপায়দ্বারা দারুণ ব্যক্তিকে নির্যাতন কারবে । ৫০ । কোন ব্যক্তিই
অতিশয় সরল অথবা অত্যন্ত মূছ হইবে না । সকলেই সরল
বৃক্ষকে ছেদন করে, কিন্তু বক্রবৃক্ষ সর্বদা বর্তমান থাকে । ৫১ ।
ফলবান্ বৃক্ষ ও গুণবান্ মনুষ্য ইহারা নষ্টভাবে থাকে । শুক-
বৃক্ষ ও মূর্খমনুষ্য ইহারা ভয় হয়, তথাপি নষ্ট হয় না । ৫২ ।
সুখ ও দুঃখ প্রার্থনা না করিলেও আশ্রয়া উপস্থিত হয় এবং
পরিভ্যাগের ইচ্ছা না থাকিলেও গ্রহণ করে, তথাপি মনুষ্য-
গণ মার্জ্জারের শ্রায় লক্ষ্যপ্রদান করিয়া সর্বদা সুখপ্রার্থনা
করে । ৫৩ । সাধুব্যক্তির অগ্রে ও পশ্চাৎভাবে সর্বদা সম্পদ বিচ-
রণ করে এবং যাহারা অসাধু, তাহাদিগের পক্ষে উহা বিপরীত
হয়, অতএব 'তুমি যাহা ভাগ বিবেচনা কর তাহাই করিতে
থাক । সাধুর শ্রায় আচরণ করিবে, কি অসাধুব্যবহার করিবে,
তাহা তুমিই বুঝিতেছ । ৫৪ । কোন গুপ্ত মন্ত্রণা ঘটকর্ণগত হইলে
তাহা প্রকাশিত হয় ।' চারিকর্ণগত মন্ত্রণা স্থির থাকে এবং

৫৫ ॥ তয়া গবা কিং ক্রিয়তে বা দোক্ষী ন চ গভিণী ।
কোহর্থঃ পুঞ্জেন জাতেন যো ন বিদ্বান্ ধার্ম্মিকঃ ॥ ৫৬ ॥
একেনাপি সুপুঞ্জেন বিদ্বাযুক্তেন ধীমতা । কুলং পুরুষ-
সিংহেন চন্দ্রেন গগনং যথা ॥ ৫৭ ॥ একেনাপি সূর্য-
ক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা । বনং সুবাসিতং পূর্ষং
সুপুঞ্জেন কুলং যথা ॥ ৫৮ ॥ একোহি গুণবানপুঞ্জো
নিগুণেন শতেন কিং । চন্দ্রোহস্তি তমাংস্ত্রেকো ন চ
জ্যোতিঃসহস্রশঃ ॥ ৫৯ ॥ লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশ-
বর্ষাণি তাড়য়েৎ । প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুঞ্জং মিত্র-
বদাচরেৎ ॥ ৬০ ॥ জায়মানো হরেদারান্ বর্জমানো
হরেদ্ধনং । ত্রিয়মাণো হরেৎ প্রাণান্ যান্তি পুঞ্জসমো
রিপুঃ ॥ ৬১ ॥ কেচিন্মৃগমুখা ব্যাজ্জাঃ কেচিদ্ভ্যাজ্জমুখা
মৃগাঃ । তৎস্বরূপবিপর্য্যাসে বিশ্বাসস্ত পদে পদে ॥
৬২ ॥ একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়ো নোপপত্ততে ।

দ্বিকর্ণগত মন্ত্রণা ব্রহ্মাও জানিতে পারেন না । ৫৫ । যে গো
দুগ্ধবতী বা গভিণী হয় না, সেই গোদ্বারা প্রয়োজন কি ? যে
পুত্র বিদ্বান্ অথবা ধার্ম্মিক নহে, সেই পুত্র জননে কি ফল
আছে ? । ৫৬ । যেমন একমাত্র চন্দ্র আকাশমণ্ডল সুশোভিত
করে, সেইরূপ ধীশক্তিসম্পন্ন বিদ্বান্ পুরুষশ্রেষ্ঠ একমাত্র সুপুঞ্জও
কুল সমুজ্জল করিতে পারে । ৫৭ । যেমন বনमध्ये সুপুষ্পিত ও
সুগন্ধযুক্ত একটিমাত্র সুবৃক্ষ থাকিলেই সমুদায় বন সুবাসিত
হয়, সেইরূপ একমাত্র সুপুত্র সকল কুল সমুজ্জল করিয়া থাকে ।
৫৮ । গুণবান্ একটিমাত্র পুত্রও বরং ভাল, কিন্তু নিগুণ বহুপুত্রে
কোন প্রয়োজন নাই, এক চন্দ্র গগন আলোকিত করে, কিন্তু
সহস্র সহস্র জ্যোতিষ্ক আকাশে বর্তমান আছে, তাহার আকাশ-
আলোকিত করিতে পারে না । ৫৯ । পুত্রে পঞ্চবর্ষপর্য্যন্ত
লালন করিবে, দশবর্ষপর্য্যন্ত তাড়ন করিবে এবং পুত্র ষোড়শবর্ষ-
বয়স্ক হইলে তাহাকে মিত্রের শ্রায় জ্ঞান করিবে । ৬০ । পুত্র
জন্মমাত্র জীৱ যৌবন হরণ করে, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ধনহরণ করে,
এবং ত্রিয়মাণ হইলে প্রাণ হরণ করে, অতএব পুত্রসমং রিপু-
আম্ন নাই । ৬১ । কখন হরিণাকার ব্যাজ্জ এবং ব্যাজ্জাকার হরিণ
দেখা যায়, ইহাদিগের স্বভাব পরিজ্ঞানে বিশ্বাসই কারণ ।
কেবল আকারদ্বারা কোন বিষয় নির্ণয় করা যায় না, স্বভাব-

যদেনং ক্ষময়া মুক্তমশক্তং মম্মতে জনঃ ॥ ৬৩ ॥ এত-
দেবানুবর্তেত ভোগা হি ক্ষণভঙ্গিনঃ । স্নিগ্ধেষু বিবি-
দকোহস্ত পতয়ো যন্ন মম্মতে ॥ ৬৪ ॥ জ্যেষ্ঠঃ পিতৃ-
সমো ভ্রাতা য্নতে পিতরি শৌনক । সর্বেষাং স
পিত্তা হি স্ত্র্যাং সর্বেষামনুপালকঃ ॥ ৬৫ ॥ কনিষ্ঠাস্তত্র
সর্বেপি সমত্বেনানুবর্ততে । সমোপভোগজীবেষু
যথৈব তনয়স্তথা ॥ ৬৬ ॥ বহুনাং মল্লসারাগাং সমুদায়ো
হি দারুণঃ । তুগৈরাবেষ্টিতা রজ্জুস্তয়া নাগোপি
বধ্যতে ॥ ৬৭ ॥ অপহৃত্য পরস্বং হি যন্ত দানং প্রয়-
চ্ছতি । স দাতা নরকং যাতি যস্তার্থস্তস্য তৎফলং ॥
৬৮ ॥ দেবজব্যাঘিনাশায় ব্রহ্মস্বহরণায় চ । কুলান্ত-
কুলতাং যাস্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ চ ॥ ৬৯ ॥ ব্রহ্মস্বৈ চ
সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা । নিক্ষৃতির্নিহিতা
সক্তিঃ কৃতস্বৈ নাস্তি নিক্ষৃতিঃ ॥ ৭০ ॥ নাস্তিস্তি পিতরো

জানিয়া কে কোন পদার্থ তাহা নিরূপণ করিতে হয় । ৬২। ক্ষমা-
শীল ব্যক্তির একটিমাত্র দোষ আছে, তাহার দ্বিতীয় দোষ
লক্ষিত হয় না। ক্ষমাবান ব্যক্তিকে লোকে অশক্ত বলিয়া জ্ঞান
করে। ৬৩। ভোগ সকল ক্ষণভঙ্গুর ইহাই সকলে মনে করিবে।
অতএব স্নিগ্ধ ব্যক্তির প্রতি বিশেষ ঘেহ করিবে না। ৬৪। হে
শৌনক! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃভৃত্য জ্ঞান করিবে, যেহেতু
পিতার মরণের পর সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই সকলকে প্রতিপালন
করেন। ৬৫। কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ সেই জ্যেষ্ঠের প্রতি অমুরক্ত
থাকিবে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও আপন তনয়ের ত্রায় কনিষ্ঠ স-
কলকে প্রাপ্তপালন করিবেন। ৬৬। অনেক অসারবস্তুর যদি
একত্র মিলিত হয়, তাহাই হইলে সেই অসারবস্তুরাশিও দারুণ
হইয়া থাকে। তৃণদ্বারা রজ্জু নিশ্চাণ করিলে সেই রজ্জুও হস্তীকে
বাঙ্কিয়া রাখিতে পারে। ৬৭। যে ব্যক্তি পরস্ব অপহরণ করিয়া
দানকরে, সেই দাতা নরকে গমন করে এবং যাহার অর্থ,
সেই ব্যক্তির স্বর্গ হইয়া থাকে। ৬৮। দেবজব্যাঘিনাশ, ব্রহ্মস্ব
অপহরণ এবং ব্রাহ্মণের অতিক্রম এই সকল কাণ্ড করিলে
তাঁহার কুল নিপাত হয়। ৬৯। যাহার ব্রহ্মহা, সুরাপী, চোর ও
ব্রহ্মঘাতক, সন্ধ্যাক্তিরা এই সকল পাপীদিগেরও নিক্ষৃতির উপায়
বিধান করিয়াছেন, কিন্তু যাহারা কৃতস্ব, তাহাদিগের আর নিক্ষৃ-
তির কোন উপায় নাই। ৭০। পিতৃগণ ও দেবগণ বরং ক্ষুদ্রাশয়

দেবাঃ ক্ষুদ্রাশয় বৃষলীপতেঃ । ভাৰ্য্যাক্রিতস্য নান্নাস্ত
যস্তাশ্চোপপতির্গৃহে ॥ ৭১ ॥ অকৃতজ্ঞমনাৰ্য্যঞ্চ দীর্ঘরোষ-
মনাৰ্জ্জবং । চতুরো বিদ্ধি চাণ্ডালান্ জাত্যা জায়তি
পঞ্চমঃ ॥ ৭২ ॥ নোপেক্ষিতব্যো দুৰ্দ্ধৃদ্ধিঃ শত্রুরল্লোপ্য-
বজ্জয়া । বহিরল্লোপ্যসংগ্রাহঃ কুরুতে ভগ্নসাজ্জগৎ ॥
৭৩ ॥ নবে বয়সি যঃ শাস্তঃ সশাস্তঃ ইতি মে মতিঃ ।
ধাতুস্ব ক্ষীয়মাণেষু শমঃ কস্তান জায়তে ॥ ৭৪ ॥ পস্থা
ন ইব বিপ্রেষ্ট সৰ্বসাধারণাঃ স্ত্রিয়ঃ । তস্মাত্ত্বং নাশ-
বদেখা নাস্তীত্যভবনাশ্চ তাঃ ॥ ৭৫ ॥ চিন্তায়ত্তং ধাতু
বশ্যং শরীরং চিন্তে নষ্টে ধাতবো যাস্তি নাশং । তস্মা-
চ্চিন্তং সৰ্বদা রক্ষণীয়ং স্বস্থে চিন্তে বুদ্ধয়ঃ সং-
ভবন্তি ॥ ৭৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নীতিলারে চতুর্দশা-

ধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

বৃষলীপতির প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু যে নারী
গৃহে উপপতি রাখিয়া আপন স্বামীকে জয় করিয়াছে, সেই
ভাৰ্য্যাক্রিত ব্যক্তির প্রদত্ত দ্রব্য কেহ গ্রহণকরিবে না। ৭১।
যে ব্যক্তি কৃতস্ব, যিনি সৰ্বদা কুৎসিত কাণ্ড করেন, যিনি
নিভাস্ত রোষপরবশ এবং যাহার অন্তঃকরণ সরল নহে, এই
চারিপ্রকার মহুষ্যকে চণ্ডাল বলিয়া জ্ঞান করিবে। যে ব্যক্তি
জাতিতে চণ্ডাল, তাহাকে পঞ্চমচণ্ডাল বলিয়া গণ্য করিবে। ৭২।
ছট্টাশয় অল্প শত্রুকেও বিশ্বাস করিবে না। যেহেতু অল্পমাত্র
অগ্নিও জগৎ ভস্মীভূত করিতে পারে। ৭৩। যে ব্যক্তি নব্যবয়সে
শাস্ত হয়, তাহাকেই প্রকৃত শাস্ত বলা যায়। ধাতুক্ষীণ হইয়া
শরীর দুঃখল হইলে কাহার না শাস্তি হইয়া থাকে? ৭৪। পস্থা
যেমন সৰ্বসাধারণের অধিকার, সেইরূপ সাধারণ জীতেও সকলের
অধিকার আছে, অতএব সেই সকল জীকে নিন্দা করিবে না।
৭৫। ধাতু জন্ত শরীর চিন্তের অধীন এবং চিন্তা বিনষ্ট হইলে ধাতু
ক্ষয় হইয়া শরীর বিনষ্ট হয়, অতএব সৰ্বদা সৰ্বপ্রযত্নে চিন্তা রক্ষা
করিবে। চিন্তের স্বাস্থ্য থাকিলেই বুদ্ধির শক্তি বৃদ্ধি পায়। ৭৬।

পঞ্চদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ॥ ১ ॥ কুভার্য্যাক্ষ কুমিত্রাক্ষ কুরাজানং
কুসৌহদং । কুবন্ধু কুদেশক দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ২ ॥
ধর্মঃ প্রব্রজিতস্তপঃ প্রচলিতং সত্যক দূরকতং পৃথ্বী
বন্ধকলা জনাঃ কপটিনোলোল্যে স্থিতা ব্রাহ্মণাঃ । মর্ত্যা-
স্ত্রীবশগাঃ স্ত্রিয়শ্চ চপলা নীচাজনা উন্নতাঃ হাকষ্টং
খলু জীবিতং কলিযুগে ধন্যাজনা যে যুতাঃ ॥ ৩ ॥ ধন্যাশ্চে
যে ন পশ্যতি দেশভঙ্গং কুলক্ষয়ং । পরচিহ্নগতান্
দারান্ পুত্রং কুব্যগনে স্থিতং ॥ ৪ ॥ কুপুঞ্জৈ নির্দ্যুতি-
নাস্তি কুভার্য্যায়ান্ কুতো রতিঃ । কুমিত্রেণাস্তি বিশ্বাসঃ
কুরাজ্যে নাস্তি জীবিতং ॥ ৫ ॥ পরান্নক্ পরস্বক্ পর-
শয্যাঃ পরস্ত্রিয়ঃ । পরবেশনি বাসশ্চ শক্রাদপি শ্রিয়ং
হরেৎ ॥ ৬ ॥ আলাপাদ্গাত্ৰসংস্পর্শাং সংসর্গাং সহ
ভোজনাং । আগ্নাহুয়ানাদ্যানাং পাপং সংক্রমতে
নৃণাং ॥ ৭ ॥ স্ত্রিয়ো নশ্যন্তি রূপেণ তপঃ ক্রোধেন

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন, কুভার্য্যাক্ষ, কুমিত্রাক্ষ, কুরাজা, কুসৌহদা, কুবন্ধু
এবং কুদেশ এই সকল দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে । ১ । ২ ।
কলিকালে ধর্ম পলায়িত, তপস্তা চলিত এবং সত্য বিদূরিত
হইয়াছে পৃথিবীতে কল জন্মে না, মহুবাগণ কপটচারী, ব্রাহ্মণ-
গণ লোভী, মানবগণ স্ত্রীর নীতিভিত্ত, জীগণ পাপচরণে নিরত
এবং নীচ ব্যক্তিরাই উন্নত পদাশ্রিত হয়, এইরূপ যোর কলিকালে
যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহাদেরগেবই নিতান্ত ক্লেশ এবং যাতা
যরিয়াছেন, তাহারাই দত্ত । ৩ । যাহারা দেশভঙ্গ, কুলক্ষয়, পব-
পুরুষাণ্ড জীও বাসনাশক্ত কুপুত্র দর্শন করেন না, তাহারাই
দত্ত । ৪ । যাহার পুত্র ছুশ্চরিত্র, কথনও তাহার চিত্তের স্থিরতা
নাই, যাহার ভাৰ্য্যা পরপুরুষগামিনী তাহার রতিস্থপ কোথায় ?
মিত্র হুশীল হইলে তাহাতে বিশ্বাস নাই এবং কুরাজ্যে
জীবনের ভরসা নাই । ৫ । সর্বদা পরান্নভোজন, পরশয্যায় শয়ন,
পরধনগ্রহণ, পরস্রোতে রতি এবং পরগৃহে বসতি করিলে ইন্দ্রও
ভ্রষ্টহী হইবেন । ৬ । সর্বদা আলাপ, গাত্ৰস্পর্শ, সংসর্গ, একত্র
ভোজন, একাসনে বাস, একশয্যায় শয়ন এবং একসানে গমন
করিলে মহুযোর পাপ সংক্রামিত হয় । 'যাহার সহিত সর্বদা

নশ্যতি । গাবো দূরপ্রচারেণ শূদ্রাঙ্গেন দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৮ ॥
আগ্নাহুয়ানাদ্যানাং পাপং সংক্রমতে ॥ ৯ ॥ লালনে বহবো
দোষাস্তাভনে বহবো গুণাঃ । তস্মাচ্ছিষ্যক্ পুত্রক্
তাড়য়েন্ন তু লালয়েৎ ॥ ১০ ॥ অধ্বা জরা দেহবতাং পক্ষ-
তানাং জলং জরা । অসংভোগশ্চ নারীগাং বস্ত্রাণামা-
তপো জরা ॥ ১১ ॥ অধমঃ কলিমিচ্ছন্তি সন্ধিমিচ্ছন্তি
মধ্যমাঃ । উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনং ॥
১২ ॥ মানো হি মূলমর্থস্ত মানো সতি ধনেন কিং ।
প্রভৃষ্টমানদর্পস্ত কিংধনেন কিমায়ুধা ॥ ১৩ ॥ অধমঃ

আলাপাদি করা যায়, তাহার পাপের ভাগী হইতে হয় । ৭ ।
অতিশয় রূপ থাকিলেই স্ত্রীর স্বভাব কলুষিত হয়, অধিক ক্রোধ
তপস্বীর তপস্তা বিনাশ করে, অহিদূর গমনে গোসকল নষ্ট হয়
এবং শূদ্রান্নদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব বিনাশ পায় । ৮ । পাপীর সহিত একা-
সনে উপবেশন, একশয্যায় শয়ন, একপঙক্তিতে ভোজন
করিলে পাপ সংক্রামিত হয় । যেমন একঘট হইতে অগ্নি ঘটে
জল গমন করে, সেইরূপ এক ব্যক্তি হইতে অগ্নি ব্যক্তিতে পাপ
সংক্রামিত হইয়া থাকে । ৯ । আপন সন্তানগণকে সর্বদা লালন
করিলে অনেক দোষ হইতে পারে এবং তাহাদিগকে তাড়ন
করিয়া শূদ্রাঙ্গনে রাখিলে সর্বপ্রকার গুণের আবির্ভাব হয়, অত-
এব আপন শিষ্য ও পুত্রকে তাড়ন করিবে, লালন করিবে না ।
১০ । দেহহারীনাং পঞ্চপট্টনই জরাস্বরূপ । পৃথপৃথ-
টনে শরীর ক্ষীণ হয় । পক্ষতের জরা জল, পক্ষতে অধিক জল
সঞ্চিত থাকিলেই সেই পক্ষত বিদীর্ণ করিয়া জল বহির্গত হয় ।
অদভোগই নারীর জরা, স্ত্রীগণের সন্তোষ না হইলে শীঘ্র শরীর
ক্ষীণ হয় এবং আতপই বস্ত্রের জরা । বস্ত্র সর্বদা রোজে থাকিলে
সেই বস্ত্র শীঘ্র বিনাশ পায় । ১১ । অধম মহুবাগণ কলহ ইচ্ছা
কবে, মধ্যবিধলোক সকল সন্ধি কামনা করে এবং যাহারা
উত্তম মহুবা তাহারা মান প্রার্থনা করে, গেহেহু মানই মহাশী-
দিগের পন । ১২ । মানই অর্থের মূল, যাহার মান আছে, তাহা-
রই ধন হইয়া থাকে, অতএব যাহার মান আছে, তাহাধি ধনে
প্রয়োজন কি ? । যাহার মান ও দর্প বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার
ধনে ও জীবনে কোন ফল নাই । মানহীন ব্যক্তির মরণই
শ্রেয়ঃকর । ১৩ । অধম ব্যক্তিরা কেবল ধন ইচ্ছা করে, মনো-

ধনমিচ্ছন্তি ধনমানো হি মধ্যমাঃ । উত্তমা মানমিচ্ছন্তি
মানোহি মহতাং ধনং ॥ ১৪ ॥ বনেপি সিংহা ন নমন্তি
কর্ণং বুভুক্ষিতা নাংশনিরীক্ষণঞ্চ । ধনৈর্নিহীনাঃ স্কুলেষু
জ্ঞাতা ন নীচকর্মানি সমারভবন্তি ॥ ১৫ ॥ নাভিমে-
কো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে বনে । নিত্যমূর্জিত-
সত্ত্বস্য স্বয়মেব যুগেন্দ্রতা ॥ ১৬ ॥ বণিক প্রমাদী ভূত-
কশ্চ মানী ভিক্ষুর্বিলাসী অধনশ্চ কামী । বরাঙ্গনা
চাপ্রিয়বর্ধিনী চ ন তে চ কর্মানি সমারভন্তি ॥ ১৭ ॥
দাতা দরিদ্রঃ রূপণোহর্থযুক্তঃ প্রজ্ঞোহবিধেয়ঃ কুজস্য
সেবা । পরাপকারেষু নরস্য মৃত্যুঃ প্রজায়তে দুষ্চরি-
তানি পঞ্চ ॥ ১৮ ॥ কাস্তাবিযোগঃ স্বজ্ঞাপমানং
ঋণস্য শেষঃ কুজস্য সেবা । দারিদ্র্যভাবাদ্বিমুখাশ্চ
মিত্রা বিনাশিনা পঞ্চ দহন্তি তীত্রাঃ ॥ ১৯ ॥ চিন্তাসহ-
স্রাণি বহুনি মধ্যাচ্চিন্তাস্ততশ্চোপাসিধারতুল্যাঃ ।

দির প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, যে প্রকাষেই হউক, তাহাদিগের
অর্থ উপার্জন হইলেই হয়, তাহারা সম্মান চাহে না ।
মধ্যবিধ ব্যক্তির মান ও ধন এই উভয়ই প্রার্থনা করিয়া
থাকে । আর যাহারা উত্তম প্রকৃতির লোক, তাহারা কেবল
সম্মান ইচ্ছা করেন, বেহেতু মানই মহাত্মাদিগের ধন । ১৪ ।
বনধানী সিংহ ক্ষুধার্ত হইলেও কর্ণ নম্র করে না এবং
মস্তক অবনত করিয়া আপন বাহুমূল নিরীক্ষণ করে না ।
উত্তম কুলজাত ব্যক্তি ধনহীন হইলেও নীচ কর্মে প্রবৃত্ত
হয় না । ১৫ । সিংহ বনে বাস করে, তাহার অভিষেক ও
কোনরূপ সংস্কার নাট, তথাপি সেই তেজীয়ান্ সিংহ যুগেন্দ্র
অর্থাৎ পশুরাজ হইরাছে । ১৬ । বণিক্ অবিশ্বস্ত, ভৃত্য অভি-
মানী, ভিক্ষুক বিলাসী ও বরাঙ্গনা কটুভাষিণী হইলে, ইহারা
স্বয়ং কার্য সাধন করিতে পারে না । ১৭ । দাতা ব্যক্তি দরিদ্র,
রূপণ ব্যক্তি ধনবান্, পুত্র অবাধ্য, কুজনের সেবা এবং সর্দদা
পদের অপকার এই সকল সজ্ঞনের মৃত্যুরূপ । ১৮ । কাস্তা-
বিযোগ, স্বজ্ঞনের অপমান, ঋণের শেষ, কুজনের সেবা এবং
দারিদ্র্য দোষে মিত্রের বৈমুখ্য এই সকল অগ্নিব্যতিরেকও
মহুষ্যকে দ্বন্দ্ব করে । ১৯ । মহুষ্যের সহস্র সহস্র চিন্তা আছে,
তন্মধ্যে চারিটি চিন্তাই ধজাধারার আঁয় ক্লেশপ্রদান
করে । নীচজন কর্তৃক অপমান, ক্ষুধিত ভাষ্যা, জীর বিরক্তি,

নীচাপমানঃ ক্ষুধিতং কলত্রং ভাষ্যাবিরক্তা সহজোপ-
রোধঃ ॥ ২০ ॥ বৈশ্যশ্চ পুজ্ঞোহর্থকরী চ বিদ্যা অরো-
গিতা সজ্ঞননঙ্গতিশ্চ । ইষ্টা চ ভাষ্যা কশবর্তিনী চ
দুঃখস্য মূলোদ্ধরণানি পঞ্চ ॥ ২১ ॥ কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গ-
ভঙ্গা মীনাহতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ । একঃ প্রমাথী স
কথং ন ঘাত্যো বঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥ ২২ ॥

কর্কশঃ শুক্লঃ কুচেলঃ স্বয়মাগতঃ । পঞ্চ-
বিপ্রা ন পুজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি ॥ ২৩ ॥ আয়ুঃ
কর্ম চরিত্রঞ্চ বিদ্যা নিধনমেব চ । পঠেতানি বিবি-
চ্যন্তে জায়মানস্য দেহিনঃ ॥ ২৪ ॥ পর্কতারোহণে
তোয়ে গোকুলে স্থানবিগ্রহে । পতিতস্য ন সংখ্যানে
শস্তাঃ পঞ্চ গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৫ ॥ অভ্রচ্ছায়া খলে প্রীতিঃ
পরনারীষু সঙ্গতিঃ । পঠেতে অস্থিরা ভাবা যৌবনানি
ধনানি চ ॥ ২৬ ॥ অস্থিরং জীবিতং লোকে অস্থিরং
ধনযৌবনং । অস্থিরং পুত্রদারাৎ ধর্মঃ কীর্তির্ধনঃ
স্থিরং ॥ ২৭ ॥ শতং জীবিতমত্যল্পং রাত্রিস্তস্মাদ্ধ-

আর সহোদর কর্তৃক উপরোধ এই সকল চিন্তা সমধিক কষ্ট-
প্রদ । ২০ । বশ পুত্র, অর্থকরী বিদ্যা, আরোগ্য আর সর্দদা
স্বজ্ঞনের সহবাস এবং বশবর্তিনী ভাষ্যা এই সকল সমূলে দুঃখ-
বিনাশ করে । ২১ । কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, পতঙ্গ, ভঙ্গ ও মীন এই
পঞ্চই পরস্পরের ঘাতক । মহুষ্য এই পঞ্চকে হনন করে,
তাহাকে কেননা ঐ পঞ্চপ্রাণী হিংসা করিবে । মহুষ্য হিংসা-
বশতঃ সকল প্রাণীকেই হিংসা করে, স্মৃতরাং মহুষ্যকেও সকলে
হিংসা করিয়া থাকে । ২২ । চঞ্চল, কর্কশভাষী, শুক্ল, কুবেশ ও
অনাহত এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ বৃহস্পতিতুল্য হইলেও কেহ আদর
করে না । ২৩ । আপন আয়ুঃ, কর্তব্য কাৰ্য্য, আপন চরিত্র,
বিদ্যা এবং নিধন প্রাদিগণ এই সকল সর্দদা চিন্তা করিবে । ২৪ ।
পর্কতে আরোহণ, জলসঞ্চার, গোষ্ঠস্থানে গমন, স্থানবিগ্রহ
ও পতিত ব্যক্তির সমুখান এই সকল কার্য্যে যাহাদিশের ক্ষমতা
আছে, তাহারা প্রশস্ত মহুষ্য । ২৫ । মেঘের ছায়া, খিলের সহিত
প্রণয়, পরনারীতে সঙ্গতি, যৌবন ও ধন এই পঞ্চভাব অস্থির ।
২৬ । লোকের জীবন, ধন, যৌবন এবং পুত্রকলত্রাদি এই
সকলই অস্থির । কিন্তু ধর্ম, কীর্তি ও বশঃ ইহারা চিরস্থায়ী । ২৭

জারিণী । ব্যাধিশোকজরায়াসৈরর্দ্ধং তদপি নিষ্কলং ॥
 ২৮ ॥ আয়ুর্ধ্বশতং নৃণাং পরিমিতং রাত্রৌ তদর্দ্ধং
 হৃতং তস্মাদর্দ্ধং স্থিতকিঞ্চিদর্দ্ধমধিকং বালস্ত্র কালে
 হৃতং । কিঞ্চিদ্বন্ধুবিয়েগভঃখমরগৈর্ভূপালসেবাগতং
 শেষং বারিতরদগর্ভচপলং মানেন কিস্মানিনাং ॥ ২৯ ॥
 অহোরাত্রময়ো লোকে জরারূপেণ সঞ্চরেৎ । মৃত্যু-
 ংসতি ভুতানি পবনং পন্নগো যথা ॥ ৩০ ॥ গচ্ছত-
 ত্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতো নয়েৎ । সর্বসত্ত্ব
 হিতার্থায় পশোরিব বিচেষ্টিতং ॥ ৩১ ॥ অতিহিত-
 বিচারশূন্যবুদ্ধিঃ ক্রান্তিনময়ে বহুভির্কিবর্তিতস্ত্র । উদর-
 ভরণমাত্রতুষ্টবুদ্ধেঃ পুরুষপশোঃ পশোশ্চ কো বিশেষঃ ॥
 ৩২ ॥ শৌর্য্যে তপসি দানে চ যস্ত্র ন প্রথিতং যশঃ ।
 বিদ্যায়ামর্থলাভে বা মাতুরুচ্চার এব সঃ ॥ ৩৩ ॥ সজ্জী-
 বিতং ক্ষণমপি প্রতীতং মনুষ্যৈর্জিজ্ঞানবিক্রমযশোভি

রভয়মাতৈঃ । তন্মামজীবিতমিতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ
 কাকোপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙক্তে ॥ ৩৪ ॥ কিং
 জীবিতেন ধনমানবিবর্জিতেন মিত্রেণ কিং ভবতীতি
 নশক্তিতেন । সিংহব্রতঞ্চরত গচ্ছতমাবিষাদং কাকোপি
 জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙক্তে ॥ ৩৫ ॥ যো বাস্ত্বকীই ন
 গুরো নচ ভৃত্যবর্গে দীনে দয়াং ন কুরুতে ন চ মিত্র-
 কার্য্যো । কিন্তুস্ত্র জীবিতফলেন মনুষ্যালোকে কাকোপি
 জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙক্তে ॥ ৩৬ ॥ যস্ত্র ত্রিবর্গ-
 শূন্যানি দিনাত্মায়াস্তি যানি চ । স লৌহকারভস্ত্রেব-
 শ্বসন্নপি ন জীবতি ॥ ৩৭ ॥ স্বাধীনব্রতৈঃ সাফল্যং
 ন পরাধীনব্রতীতা । যে পরাধীনকর্মাণো জীবন্তোপি
 চ তে মৃত্যুতঃ ॥ ৩৮ ॥ স্বপুরা বৈ কাপুরুষা স্বপুরো
 মূষিকাজলিঃ । অসন্তুষ্টঃ কাপুরুষঃ স্বল্পকেনাপি
 ভুষ্যতি ॥ ৩৯ ॥ অভ্রচ্ছায়া তৃণাদগ্নিনির্দীপসেবা পথে

শতবর্ষপরিমিত আয়ুঃও অতি অল্প বলিয়া বোধহয়, কারণ,
 পরিমিত আয়ুর অর্দ্ধ রাত্রিতে গত হয়, অবশিষ্ট অর্দ্ধ ব্যাধি জবা
 প্রভৃতি নিষ্কল করিয়া রাখে । ২৮ । মনুষ্যের শতবর্ষ পরিমিত
 আয়ুঃ নির্দ্ধারিত আছে, ঐ শতবর্ষের অর্দ্ধ নিদ্রাতে বিগত হয় ।
 অবশিষ্ট অংশের কতক সময় বাল্যকাল, কতক বন্ধুবিয়েগ
 ভঃখে এবং কতক সময় রাজসেবাতে ব্যয়িত হয়, তৎপরে যে
 কিঞ্চিং অবশিষ্ট থাকে, তাহাও জলতরঙ্গের ত্রায় চঞ্চল, অতএব
 মনুষ্যের মান ও ধনদ্বারা প্রয়োজন কি ? ২৯ । এই মনুষ্য-
 লোকে জরারূপে রাত্রি সর্বত্র বিচরণ করিতেছে এবং যেমন
 পন্নগ বায়ুকে গ্রাস করে, সেইরূপে মৃত্যু সর্বভূতকে গ্রাস করি-
 তেছে । ৩০ । গমনকালে, অবস্থিতি সময়ে, জাগ্রদবস্থায় ও
 স্বপ্নকালে সর্বদা সর্বপ্রাণীর হিতসাধনার্থ যত্ন করিবে, অথবা
 পশুর ত্রায় কেবল স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে কার্য্য করিবে না । ৩১ ।
 যাহার হিতাহিত বিবেচনার শক্তি নাই এবং আপন উদরের
 পোষণমাত্রেই সন্তুষ্ট হয়, সেই পুরুষপশু ও বন্যপশুর প্রভেদ
 কি ? ৩২ । শৌর্য্যে, তপস্ত্রাতে, দানে, বিদ্যাতে ও অর্থলাভে
 যাহার বিখ্যাত যশঃ নাই, সেই ব্যক্তি মাতার মলমূত্রপ । ৩৩ ।
 যাহারা বিজ্ঞান, বিক্রম ও যশঃদ্বারা বিখ্যাতনামা হইয়াছে,
 সেই যশ, আর যে মনুষ্য কেবল আপন উদরমাত্র পরিপোষণ

করিয়াই নিবৃত্ত থাকে, সেই মনুষ্য মনুষ্যই নহে । কারণ,
 কাকও বলিভোজন করিয়া জীবিত থাকে । ৩৪ । যে জীবনে
 ধন অথবা মান নাই সেই জীবন বিফল, যে মিত্র ভয়শঙ্কিত,
 সেই মিত্রের কোন প্রয়োজন নাই, অতএব সিংহের ত্রায়
 বিক্রমশালী হও, বিবাদ করিও না । কারণ, কাকও বলিভোজন
 করিয়া চিরকাল জীবিত থাকে । ৩৫ । যে ব্যক্তি আত্মাতে,
 গুরুতে, ভৃত্যবর্গে ও দীনের প্রতি দয়া করে না এবং কোন-
 প্রকার মিত্রের কার্য্য করে না, তাহার জীবনের ফল কি ?
 কাকও বলিভোজন করিয়া চিরকাল জীবিত থাকে । ৩৬ ।
 যাহার দিন সকল নিরর্থক যাতায়াত করিতেছে, ধর্ম্ম, অর্থ ও
 কাম এই ত্রিবর্গসাধন হয় না, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও
 মৃতের ত্রায় । তাহার স্বাস প্রশ্বাস কেবল লৌহকারের ভস্মার-
 তুল্য । ৩৭ । স্বাধীনব্রতীই সফল, পরাধীনব্রতীর সফলতা নাই ।
 যাহারা পরাধীনব্রতী আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে,
 তাহারা জীবিত থাকিয়াও মৃততুল্য । ৩৮ । যাহারা আত্মোদরমাত্র
 পরিপূর্ণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তাহারা কাপুরুষ । যেহেতু
 মূষিকও আপনার অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া থাকে । আর যাহারা
 সর্বদা অসন্তুষ্ট থাকে, তাহারাও কাপুরুষের মধ্যে গণিত । আর
 সদাশয়ব্যক্তির অন্নতেই সন্তুষ্ট থাকে । ৩৯ । মেঘের ছায়া, তৃণের

• জলং । বেষ্ণাৱাগঃ খলে প্রীতিঃ ষড়্ভেতে বুদ্ধদোপমাঃ ॥ ৪০ ॥ বাচা বিহিতসার্থেন লোকোন চ সুখায়তে । জীবিতং মানমূলং হি মানে জ্ঞানে কুতঃ সুখং ॥ ৪১ ॥ অবুলস্য বলং রাজা বালস্য রুদিতং বলং । বলং মুখস্য মৌনত্বং তক্ষরস্যানৃতং বলং ॥ ৪২ ॥ যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমাগচ্ছতি । তথা তথাস্থ মেধা স্মাদিজ্ঞানঞ্চাস্থ রোচতে ॥ ৪৩ ॥ যথা যথা হি পুরুষঃ কল্যাণেকুরুতে মতিং । তথা তথা হি সর্গদ্র শ্লিষ্যতে লোস্প্রিয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ লোভপ্রমাদবিশ্বাসৈঃ পুরুষো নশ্রুতি ত্রিভিঃ । তস্মাল্লোভো ন কর্তব্যঃ প্রমাদো নো ন নিশ্চসেৎ ॥ ৪৫ ॥ তাবদ্যুস্মভেতব্যং যাবদ্যুস্মনা-গতং । উৎপন্নৈ তু ভয়ে তীত্রে স্থাতব্যং তৈরভীত-বং ॥ ৪৬ ॥ ঋণশেষঞ্চাগ্নিশেষং শক্রশেষং তথৈব চ । পুনঃ পুনঃ প্রবর্দ্ধন্তে তস্মাচ্ছেষণং ন কারয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ ক্রতে প্রতিকৃতং কুর্যাৎ হিংসিতে প্রতিহিংসিতং ।

অগ্নি, নীচসেবা, পথের জল, বেষ্ণার অমুরাগ ও খলের সহিত প্রণয় ইহারা জলবুদ্ধদের দ্বারা ক্ষণভঙ্গুর । ৪০ । যাহার সম্মান আছে, লোকে যাহার যশঃ কীর্তন করে, সেই ব্যক্তিই সুখী । যেহেতু সম্মানই জীবনের মূল । যাহার মান নাই, তাহার সুখ কোঁথায় ? ৪১ । ছুরলের পক্ষে রাজাই বল, বালকের বল রোদন, মৌনভাবেই মুখের বল এবং মিথ্যাবাক্যই তক্ষরের বল । ৪২ । মনুষ্য যে যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, সেই সেই শাস্ত্রে দৃঢ় অভিমত করিয়া সংস্কার উৎপাদন করিবে । তাহাই হইলেই শাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে । ৪৩ । মনুষ্য যে যে স্থানে অবস্থান করিবে, সর্বত্রই আপন মঙ্গলসাধনে তৎপর থাকিবে এবং তদ্রূপ লোক সকলের সহিত সর্বদা সম্মিলন রাখিয়া তাহাদিগের প্রিয়পাত্র হইবে । ৪৪ । লোভ, প্রমাদ ও বিশ্বাসঘারা লোক বিনষ্ট হয় । অতএব লোভ পরিত্যাগ করিবে, সর্বদা সাবধানে থাকিবে এবং সাধারণের প্রতি বিশ্বাস করিবে না । ৪৫ । যাবৎ ভয় উপস্থিত না হয়, তাবৎ ভীত হইয়া কার্য্য করিবে । ভীত ভয় উপস্থিত হইলেও নির্ভয়চিত্তের দ্বারা ভাবপ্রকাশ করিবে । ৪৬ । ঋণ-শেষ, অগ্নিশেষ ও শক্রশেষ রাখিবে না । এই সকল অবশিষ্ট থাকিলে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পুনর্বার অনিষ্টসাধন করিতে পারে । ৪৭ । উপকারীর প্রতি উপকার, হিংস্রকের প্রতি হিংসা

ন তত্র দোষং পশ্যামি ছুষ্ঠে দোষং সমাচরেৎ ॥ ৪৮ ॥ পরোক্ষে কার্য্যহস্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনং । বর্জয়ে-ভাদৃশং মিত্রং মায়াময়মরিস্তথা ॥ ৪৯ ॥ দুর্জনেস্তু হি সঙ্গেন সৃজনোহপি বিনশ্রুতি । প্রসন্নং জলমিত্যাহঃ কৰ্দমৈঃ কলুষীকৃতং ॥ ৫০ ॥ সংভুক্তে স বিজ্ঞো ভুক্তে সমশেষনিক্রপাৎ । তস্মাৎ সর্গপ্রযত্নেন বিজ্ঞঃ পূজ্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৫১ ॥ তদুজ্যতে যদ্ বিজ্ঞভুক্ত্যশেষং স বুদ্ধিমান্ যো ন কৰোতি পাপং । তৎ সৌহৃদং যৎ ক্রিয়তে পরোক্ষে দশৈর্দর্শিনা যঃ ক্রিয়তে স ধর্ম্মঃ ॥ ৫২ ॥ ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মং । ধর্ম্মঃ স নো যত্র ন সত্যমস্তি নৈতৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিক্রং ॥ ৫৩ ॥ ব্রাহ্মণোপি মনুষ্যাণা-মাদিত্যশ্চৈব তেজসাং । শিরোহপি সর্গগাত্রাণাং ব্রতানাং সত্যমুত্তমং ॥ ৫৪ ॥ তন্মঙ্গলং যত্র মনঃ প্রসন্নং তজ্জীবনং যন্ন পরস্য সেবা । তদর্জিতং যৎ স্বজনেন

এবং ছুষ্ঠের প্রতি ছুঁবাবহার করিলে কোন দোষ হইতে পারে না । ৪৮ । যে ব্যক্তি পরোক্ষে কার্য্য নষ্ট করে এবং সমক্ষে প্রিয় বাক্য বলে, সেই কপটচারী শত্রুকে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে । ৪৯ । দুর্জনের সহবাসে সৃজনেরও চরিত্র দূষিত হয় । যেমন অতি নিম্নল জলও কৰ্দমের সংসর্গে মলিন হইয়া যায় । ৫০ । ব্রাহ্ম-গণগণ বাহা কিছু ভোগ করেন, তাহাই সন্তোগমধ্যে পরিগণিত হয়, অতএব যত্নপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অর্চনা করিবে । ৫১ । বিজ্ঞ-ভুক্তাবশিষ্ট ভোজনই প্রকৃত ভোজন । যে ব্যক্তি পাপাচরণ না করে, সেই বুদ্ধিমান্ ; যে বন্ধু পরোক্ষে উপকারসাধন কবে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু এবং দস্ত না করিয়া যে ধর্ম্ম উপার্জন করা যায়, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম । ৫২ । যে সভাতে বৃদ্ধ নাই, সেই সভা সভাই নহে ; যে বৃদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ করে না, সেই বৃদ্ধ বৃদ্ধই নহে ; যে ধর্ম্মেতে সত্য নাই, সেই কপট ধর্ম্মকে প্রকৃত ধর্ম্ম বলা যায় না । ৫৩ । মনুষ্যাগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, তেজস্বিদিগের মধ্যে আদিত্য, শরীরের মধ্যে মন্তক এবং ব্রতের মধ্যে সত্য ব্রত প্রধাম । ৫৪ । যাহাতে মনঃ প্রসন্ন হয়, তাহাই মঙ্গল, যে জীবনে পরসেবা করে নাই, সেই জীবনই সার্থক ; যে উপার্জিত দ্রব্য স্বজনে ভোগ করে, তাহাকেই যথার্থ উপার্জিত বলা যায় আর

ভুক্তং তদ্বর্জিতং যৎ সমরে রিপুণাং ॥ ৫৫ ॥ না জ্ঞী বা
ন মদং কুর্যাৎ ন সুখী ছুষ্যোজ্জ্বিতঃ । তন্নিদ্রং যত্র
বিশ্বাসঃ পুরুষঃ স জিতেজ্জিয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ তত্র মুক্তাদর-
স্নেহো বিলুপ্তঃ তত্র সৌহৃদং । তদেব কেবলং শ্লাঘ্যং
য আত্মা ক্রিয়তে স্তুতো ॥ ৫৭ ॥ নদীনামগ্নিহোত্রাণাং
ভারিতস্ত কুলস্ত চ । মূল্যেষো ন কৰ্ত্তব্যো মূল্যদোষণে
হীনে ॥ ৫৮ ॥ লবণজলাস্তা নদ্যাঃ স্ত্রীভেদাস্তথা
মৈথনং । পৈশুশ্চ জনবার্তাস্তং বিস্তং দুঃখকৃতাস্তকং ॥
৫৯ ॥ রাজ্যস্ত্রীব্রহ্মশাপাস্তা পাপাস্তং ব্রহ্মবৰ্চসং ।
আচারং ঘোষণাস্তং কুলস্তাস্তং দ্বিয়ঃ প্রভুঃ ॥ ৬০ ॥
সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনাস্তাঃ সমুচ্ছ্রিতাঃ । সং-
যোগা বিপ্রয়োগাস্তা মরণাস্তং হি জীবিতং ॥ ৬১ ॥
যদীচ্ছৎ পুনরাগন্তং নাতিদূরমবুজ্জয়েৎ । উদকাস্তা-
গ্নিবৰ্জিত ম্লিক্ণবর্ণাচ্চ পাদপাং ॥ ৬২ ॥ অনায়কে ন
বস্তব্যং বস্তব্যং বহনায়কে । জ্ঞানায়কে ন বস্তব্যং

যুদ্ধক্ষেত্রে যাহা শত্রুগণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাষ্ট বর্জিত ॥
৫৫ ॥ যে জ্ঞী কখনও মন্তব্যপ্রকাশ করে নাই, সেই প্রশস্তা জ্ঞী ;
যাহার কোন বিষয়ে তৃষ্ণা নাই, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী ; যে
ব্যক্তি বিশ্বস্ত, তাহাকেই মিত্র বলা যায় ; আর যে ব্যক্তি জিতে-
জ্জিয়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পুরুষ ॥ ৫৬ ॥ যে ব্যক্তি কেবল আত্ম-
শ্লাঘা ও আত্মপ্রশংসা করে, তাহাকে আদর অথবা স্নেহ করা
উচিত নহে এবং তাহার সহিত মিত্রতাও করিবে না ॥ ৫৭ ॥
নদী অগ্নিহোত্র বজ্র, ভারত ও কুল ইহাদিগের মূল অমুগম্য
করিবে না, কারণ, ইহাদিগের মূল অবেষণ করিলে দোষ হইতে
পারে ॥ ৫৮ ॥ নদীর সীমা সমুদ্র, মেথুনের সীমা জ্ঞীর চুচরিজ্ঞতা
খলতার সীমা জনরব এবং বিস্তার সীমা দুঃখ ॥ ৫৯ ॥ ব্রহ্মশাপ হই-
লেই রাজ্যস্ত্রীর অবসান হয়, ব্রহ্মশপ্তে আবির্ভূত হইলে পাপের
অন্ত হয়, ঘোষণাভীতে বাস করিলেই আচারের শেষ হয় এবং
স্ত্রী প্রধান হইলেই কুলের বিনাশ হয় ॥ ৬০ ॥ সকলের অন্ত ক্ষয়,
উচ্চতার অন্ত পতন, সংযোগের অন্ত বিয়োগ এবং জীবনের
অন্ত মরণ ॥ ৬১ ॥ দ্বিদি পুনর্বার আগমন করিবার ইচ্ছা থাকে,
তবে বহুদূর গমন করিবে না । উদকাস্ত গমন করিয়া নিবর্তিত
হইবে এবং ম্লিক্ণ পদপের নিকটেও বসতি করিবে না ॥ ৬২ ॥
যে দেশে নায়ক নাই অথবা বহনায়ক, জ্ঞানায়ক বা বাল-

বস্তব্যং বালনায়কে ॥ ৬৩ ॥ পিতা রক্ষতি কৌমারে
ভর্তা রক্ষতি যৌবনে । পুত্রস্ত শ্ববিরে কালে ন স্ত্রী
শ্রাতদ্র্যামহতি ॥ ৬৪ ॥ ত্যজেন্দ্রিয়ামষ্টমেহে নবমে দু-
মৃতপ্রজাং । একাদশে স্ত্রীজননীং সদ্যশ্চাপ্রিয়বাদিনীং ॥
৬৫ ॥ অনর্ধিভান্নমুচ্যাণাং ভিয়া পরিজনস্ত চ । অর্থা-
দপেতমর্যাদা ত্রয়স্তিষ্ঠতি ভর্তৃষু ॥ ৬৬ ॥ অশ্বং শ্রান্তং
গজং মত্তং গাবঃ প্রথমসূতিকাঃ । অনুদকে চ মণ্ড-
কানু প্রাজ্ঞো দূরেণ বর্জয়েৎ ॥ ৬৭ ॥ অর্ধাতুরাণাং
ন সুহ্মন বন্ধুঃ কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা । চিন্তা-
তুরাণাং ন সুখং ন নিদ্রা ক্ষুধাতুরাণাং লবণং ন
ভেজঃ ॥ ৬৮ ॥ কুতো নিদ্রা দরিদ্রস্ত পরপ্রেষ্যকরস্ত
চ । পরনারীপ্রসক্তস্ত পরদ্রব্যহরস্ত চ ॥ ৬৯ ॥ সুখং
স্বপিত্যনুগবান্ ব্যাধিমুক্তশ্চ যো নরঃ । সাবকাসস্ত
যো ভুঙক্তে যন্ত দারৈর্ন সঙ্গতঃ ॥ ৭০ ॥ অন্তনঃ

নায়ক সেই রাজ্যে বাস করিবে না ॥ ৬৩ ॥ জ্ঞীর বাল্য অবস্থাতে
পিতা পালন করেন, যৌবনকালে স্বামী এবং শ্ববিরাবস্থাতে
পুত্র রক্ষা করে । কদাচ স্ত্রী স্বাধীন হইয়া থাকিতে পারে না ।
৬৪ ॥ বন্ধ্য স্ত্রীকে অষ্টবর্ষপর্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া পরিত্যাগ
করিবে, মৃতবৎসা স্ত্রীকে নববর্ষের পরে বর্জন করিবে এবং যে
স্ত্রী কেবল কষ্ট প্রদব করে, তাহাকে একাদশ বর্ষে পরিত্যাগ
করিবে, কিন্তু যে স্ত্রী অপ্সিবািনী তাহাকে সদ্যঃ বর্জন করিবে
৬৫ ॥ যে ব্যক্তি সংমতুষা এবং সাধারণের ভর্তা, তাহার নিকট
যাচকের প্রার্থনা বিফল হয় না, সর্বদা পরিজন প্রতিপালনেই
ভর থাকে এবং কখনও অর্থের নিমিত্ত তাহার সম্মান নষ্ট হয়
না ॥ ৬৬ ॥ পরিশান্ত অশ্ব, মদমত্ত হস্তী, প্রথম প্রস্থতিকা গাভী
এবং অমুদকস্থ মণ্ডুক, প্রাজ্ঞব্যক্তি এই সকল দূরে পরিত্যাগ
করিবে ॥ ৬৭ ॥ অর্ধকৃপণ ব্যক্তির স্নহ ও বন্ধুবিবেচনা নাই,
কামাতুর ব্যক্তির লজ্জা ও ভয় নাই, চিন্তাতুর ব্যক্তির সুখ ও
নিদ্রা নাই এবং ক্ষুধাতুর ব্যক্তির লবণ ও জাতভেদ, বিচার
নাই ॥ ৬৮ ॥ যে ব্যক্তি দরিদ্র, পরের প্রেষা, পরনারীপ্রসক্ত ও
পরদ্রব্যাহারক, তাহার নিদ্রা কোনরূপেই হইতে পারে না ।
৬৯ ॥ যে ব্যক্তি ঋণশূন্ত, রোগমুক্ত, কোন কার্য্যেতে এবং
জ্ঞীতে অহরন্ত নহে, সেই ব্যক্তি সুখে নিদ্রাভোগ করিতে

পরিমাণেন উন্নতং কমলং ভবেৎ । স্বস্থামিনা বল-
বতা ভূত্যো ভবতি গর্ভিতঃ ॥ ৭১ ॥ স্থানস্থিতস্ত
পদ্মস্ত মিত্রো বরুণভাকরো । স্থানচ্যুতস্ত ভাস্ত্রেব
ক্লেশশোষণকারকো ॥ ৭২ ॥ পদে স্থিতস্ত মিত্রা যে
তে তস্ত রিপুর্ভাং গতাঃ । ভানোঃ পদ্মে কলে প্রীতিঃ
স্থলোদ্ধরণশোষণঃ ॥ ৭৩ ॥ স্থানস্থিতানি পূজ্যন্তে
পূজ্যন্তে চ পদে স্থিতাঃ । স্থানভ্রষ্টা ন পূজ্যন্তে কেশা-
দস্তা নখা নরাঃ ॥ ৭৪ ॥ আচারঃ কুলমাখ্যাতি দেশ-
মাখ্যাতি ভামিতং । সম্ভ্রমঃ স্নেহমাখ্যাতি বপুরাখ্যাতি
ভোজনং ॥ ৭৫ ॥ রথা রক্তিঃ সমুদ্রস্ত তৃণস্ত ভোজনং
রথা । রথা দানং সমুদ্রস্ত বীচস্ত স্কৃতং রথা ॥ ৭৬ ॥

পারে । ৭০ । জলের পরিমাণানুসারে কমলনাল উন্নত হয় এবং
আপন প্রভুর বলানুসারে ভূতাবর্গও গর্ভিত হইয়া থাকে । ৭১ ।
যখন পদ্ম আপন আবাসস্থান জলেতে অবস্থিতি থাকে, তখন
বরুণ ও ভাস্কর তাহার পক্ষে বহুব্যবহার করেন, পরে যখন ঐ
পদ্ম স্থানভ্রষ্ট হইয়া স্থলেতে অবস্থিতি করে, তখন বরুণ সেই
পদ্মকে ক্লিন্ন ও ভাস্কর তাহাকে শোষণ করিতে থাকেন । ৭২ ।
পদ্মস্থ অবস্থাতে যাহারা বহু থাকে, তাহারাই অপদস্থ অবস্থায়
শক্র হয় । পদ্ম যখন জলে থাকে, তখন তাহাতে ভানু প্রীতি-
প্রকাশ করেন এবং যখন ঐ পদ্ম উদ্ধৃত করিয়া স্থলেতে নিক্ষেপ
করে, তখন সেই ভাস্কর ঐ পদ্মকে শোষণ করিয়া বিনষ্ট করেন । ৭৩ ।
অপ্ৰিয় স্থলেতে ও আপন পদেতে অবস্থিত হইলেই তাহাকে
লোকে পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু স্থানভ্রষ্ট হইলে তাহাকে কেহ
আদর করে না । নখ, দস্ত ও কেশ ইহার স্থানচ্যুত হইলে লোকে
তাহা স্পর্শ করিতে ও ঘৃণা করে । ৭৪ । আচার কুল প্রকাশ করে,
ভাষা দেশ বলে, সম্ভ্রম স্নেহ জানায় এবং শরীর ভোজন বিজ্ঞাপন
করে, অর্থাৎ লোকের আচার দেখিলেই সংকুলে জাত কি
অসংকুলে উৎপন্ন ? তাহা জানা যায় । ভাষা শুনিলেই সেই
ব্যক্তির কোন দেশে জন্ম, তাহা বুঝিতে পারা যায় ; সম্ভ্রম
দর্শন করিলেই স্নেহ প্রকাশ পায় এবং শরীরদর্শন করিলেই
সেই ব্যক্তি কিরূপ ভোজন করে, তাহা বোধ হয় । ৭৫ ।
সমুদ্রেতে রুটি বৃথা, তৃণব্যক্তির ভোজন নিম্নয়োজন, যে
ব্যক্তি ধনশালী তাহাকে দান করাতে কোন ফল নাই এবং যে

দূরস্থোপি সমীপস্থো যো যস্ত হৃদয়ে স্থিতঃ । হৃদয়া-
দপি নিক্রান্তঃ সমীপস্থোপি দূরতঃ ॥ ৭৭ ॥ মুখভঙ্গঃ
স্বরোদীনো গাত্রশ্বেদোমহন্তরং । মরণে যানি চিহ্নানি
তানি চিহ্নানি যাচতঃ ॥ ৭৮ ॥ কুজস্ত কীটঘাতস্ত
বাতারিকাসিতস্ত চ । শিখরে বনতন্তস্ত বরং জন্ম ন
যাচিতং ॥ ৭৯ ॥ জগৎপতির্হি যাচিয়া বিষ্ণুর্মা
মনতাক্রতঃ । কোহন্তোদিকন্তরন্তস্ত যোহর্থী যাতি ন
লাঘবং ॥ ৮০ ॥ মাতা বৈরী পিতা শত্রুর্কালো যেন
ন পাঠিতঃ । সভামধ্যে ন শোভন্তে হংসমধ্যে বকো
যথা ॥ ৮১ ॥ বিদ্যা নাম কুরুপুরুপমধিকং বিদ্যাতিগুণং
ধনং বিদ্যা সাধুকরী জনপ্রিয়করী বিদ্যা গুরুণাং
গুরুঃ । বিদ্যাবজ্জনার্ভিনাশনকরী বিদ্যা পরং দেবতা
বিদ্যারাজস্তু পূজিতা চ ধিনিনাং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ ॥
৮২ ॥ গৃহে চাত্যন্তরে দ্রব্যং লগ্নুধৈব তু দৃশ্যতে ।
অশেষং হরণীয়ঞ্চ বিদ্যা ন হ্রিয়তে পঠৈঃ ॥ ৮৩ ॥

ব্যক্তি নীচাশয়, তাহার স্কৃত বৃথা । ৭৬ । যে যাহার হৃদয়বর্তী,
সে দূরস্থ হইলেও তাহার নিকটস্থ আর যে ব্যক্তি যাহার অগ্রিয়,
সেই ব্যক্তি নিকটস্থ হইলেও তাহার দূরস্থ । ৭৭ । মুখবৈকৃত্য,
স্বরভঙ্গ, গাত্রশ্বেদ ও মহাভয় যাচক ব্যক্তির যাচনকালে এই সকল
মরণচিহ্ন হইয়া থাকে । ৭৮ । যে ব্যক্তি উচ্চপদস্থ, তাহাকে যদি
কীটে ভক্ষণ করে, সে কুজ হইয়া থাকে, বাতপীড়িত হয়, অথবা
দেহত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, তাহাও সে
ভাল জ্ঞান করে, কিন্তু তথাপি তাহার বাজ্রা করা সহ হয় না ।
৭৯ । যিনি জগৎপতি বিষ্ণু, তিনিও বলিরাজের বজ্রে বাজ্রা করিয়া
ধ্বংস হইয়া ছিলেন, অতএব সেই বিষ্ণু হইতে অধিক কে আছে
যে, যাচনাতে লাঘব পায় না । ৮০ । যে মাতা ও পিতা বালককে
অধ্যাপনা করেন না, সেই মাতা ও পিতা শত্রুরূপ এবং সেই
বালক হংসশ্রেণীমধ্যে বকের স্তায় সভামধ্যে শোভা পায়
না । ৮১ । বিদ্যা কুরুপ ব্যক্তিদগের রূপ, বিদ্যা গুণ ধন,
বিদ্যা অসাধুকে সাধু এবং অপ্রিয়কে প্রিয় করে । বিদ্যা গুরু
গুরু, বিদ্যা বজ্জনের পীড়নাশিনী, বিদ্যা পরম দেবতা, বিদ্যা
রাজগুজাবিদায়িনী এবং বিদ্যা ধনীর ঘন । কিন্তু যে ব্যক্তি
বিদ্যাবিহীন, সে পশুতুল্য । ৮২ । গৃহের অভ্যন্তরে যে সকল দ্রব্য
থাকে, তাহা অনায়াসে তত্ত্বের অপহরণ করিতে পারে, কিন্তু

শৌনকায় নীতিসারো বিষ্ণুঃ সৰ্বব্রতানি চ । হরী-
রিতো হরাদেতে অজাদ্যাসাচ্ছতঃ স্মৃতঃ ॥ ৮৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নীতিসারঃ পঞ্চদশাধিক
শততমোহধ্যায়ঃ ।

— — —

ষোড়শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ ব্রতানি ব্যাস বক্ষ্যামি হরির্যৈঃ
সৰ্বদো ভবেৎ । সৰ্বমাসকৃতিবিধু বারেষু হরি-
রর্চিতঃ ॥ ২ ॥ একভক্তেন নক্তেন উপবাসফলাদিনা ।
দদাতি ধনধান্যাদি পুত্ররাজ্যজয়াশয়া ॥ ৩ ॥ বৈশ্বা-
নরঃ প্রতিপদি কুবেরঃ পুজিতোহর্ষদঃ । উপোষ্য ব্রহ্মা
প্রতিপদার্চিতঃ ত্রীমুখাশ্বিনীং ॥ ৪ ॥ দ্বিতীয়ায়াং
যমোলক্ষ্মীনারায়ণ ইহার্ঘদঃ । তৃতীয়ায়াং ত্রিদেবাংশ্চ
গৌরী-বিশ্বেশ-শঙ্করান্ ॥ ৫ ॥ চতুর্থ্যাঞ্চ চতুর্ন্যহঃ

বিদ্যা কেহ হরণ করিতে পারেনা । ৮৩ । এইরূপে বিষ্ণু শৌন-
ককে নীতিসার বলিয়াছেন, সেই হরিকথিত বাক্য মহাদেব
শ্রবণ করেন, মহাদেবের নিকট ব্যাসদেব শুনিয়াছিলেন এবং
ব্যাসের নিকট এই শুভপ্রদ নীতিসার আমরা শ্রবণ করি-
য়াছি । ৮৪ ।

— — —

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ব্যাস ! এক্ষণে ব্রতবিধি বলিব, এই
বিধি অনুসারে ব্রতচরণ করিলে হরি তাহার পক্ষে সৰ্বপ্রদ
হয়েন । সৰ্ব মাস, সকল নক্ষত্র ও সকল তিথিতে হরিকে
অর্চনা করিবে । ১ । ২ । সাধক একাহারী নক্তভোজী,
উপবাসী অথবা ফলমূলাহারী হইয়া পুত্রলাভ ও রাজ্য
জয়ের আশাতে হরিকে উদ্দেশ্য করিয়া ধনধান্যাদি দান
করিবে । ৩ । প্রতিপদতিথিতে বৈশ্বানর ও কুবেরের অর্চনা
করিলে তাঁহারা অর্থপ্রদান করেন এবং উপবাস করিয়া ব্রহ্মার
পূজা করিলে ব্রহ্মা তাহাকে ত্রী এবং ঘোটকী প্রদান করেন । ৪ ।
দ্বিতীয়াতিথিতে যম, লক্ষী ও নারায়ণের পূজা করিলে তাঁহারা
সাধককে অর্থদান করিয়া থাকেন এবং তৃতীয়াতিথিতে গৌরী
বিদ্যানাশন ও শঙ্কর এই দেবজয়ের পূজা করিতে হইবে । ৫ ।

পঞ্চম্যামর্চিতো হরিঃ । কার্ত্তিকেয়ো রবিঃ ষষ্ঠ্যাং
সপ্তম্যাং ভাস্করোহর্ষদঃ ॥ ৬ ॥ দুর্গাষ্টম্যাং নবম্যাঞ্চ
মাতরোহথ দিশোহর্ষদাঃ । দশম্যাঞ্চ যমশ্চন্দ্র একাদশ্যাং
মুখীন যজ্ঞে ॥ ৭ ॥ দ্বাদশ্যাঞ্চ হরিঃ কামত্রয়োদশ্যাং
মহেশ্বরঃ । চতুর্দশ্যাং পঞ্চদশ্যাং ব্রহ্মা চ পিতরো-
হর্ষদাঃ ॥ ৮ ॥ অমাবস্ত্যাং পূজনীয়া বারা বৈ ভাস্করা-
দয়ঃ । নক্ষত্রানি চ যোগাশ্চ পুজিতাঃ সৰ্বদায়কাঃ ॥ ৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে তিথ্যাদিব্রতানি ষোড়-
শাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

— — —

সপ্তদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ মার্গশীর্ষে সিতে পক্ষে ব্যাসা-
নন্দত্রয়োদশী । মল্লিকাজং দন্তকাষ্ঠং ধুন্তুরৈঃ পূজয়ে-
চ্ছিবং ॥ ২ ॥ অনঙ্গায়েহতি নৈবেদ্যৈর্মধুপ্রাস্তাথ পৌষকে ।

চতুর্থীতিথিতে চতুর্ন্যহ, পঞ্চমীতিথিতে নারায়ণকে পূজা
করিবে, ষষ্ঠীতিথিতে কার্ত্তিকেয় ও রবি এবং সপ্তমীতিথিতে
ভাস্করের অর্চনা করিলে অর্থপ্রদান করেন । ৬ । দুর্গাষ্টমী ও
নবমীতিথিতে মাতৃগণ ও দিকপালগণের পূজা করিলে তাঁহারা
সাধককে অর্থদান করিয়া থাকেন । দশমী তিথিতে যম, ও চন্দ্র
এবং একাদশী তিথিতে ঋষিগণের অর্চনা করিবে । ৭ ।
দ্বাদশীতে হরি এবং কামত্রয়োদশীতে মহেশ্বরের অর্চনা করিবে ।
চতুর্দশী ও পঞ্চদশী তিথিতে ব্রহ্মা ও পিতৃগণের অর্চনা করিলে
তাঁহারা অর্থপ্রদান করেন । ৮ । অমাবস্তা তিথিতে রবি, চন্দ্র,
মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, ও শনি এই সপ্ত বার এবং অশ্বিনী
প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ও বিকল্পপ্রভৃতি যোগের অর্চনা
করিলে তাঁহারা সর্বদ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন । ৯ ।

— — —

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ব্যাস ! অগ্রহারণমাসের শুক্লপক্ষে অনঙ্গ-
ত্রয়োদশীতিথিতে মল্লিকা বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিয়া
ধুন্তুরপুষ্পদ্বারা শিবের পূজা করিবে । ১ । ২ । পৌষ মাসের মধু-

যোগেশ্বরং পূজয়েচ্চ বিশ্বপত্নৈঃ কদম্বজং । দন্তকাষ্ঠ-
 ক্ষন্দনাদি নৈবেদ্যং শঙ্কুলীং দদেৎ ॥ ৩ ॥ মাঘে নটে-
 শ্বুরাচার্য্য কুন্দৈশ্চৌক্তিকমালায়া । প্লক্ষেণ দন্তকাষ্ঠঞ্চ
 নৈবেদ্যং পুরিকা মুনে ॥ ৪ ॥ বীরেশ্বরং ফাল্গুনে তু
 পূজয়েত্তু মরুবকৈঃ । শর্করাশাকমণ্ডাংশ্চ চুত্ৰজং দন্ত-
 ধাবনং ॥ ৫ ॥ চৈত্রে যজ্ঞেৎ সুরূপায় কপূরং প্রাণয়ে-
 দিতি । দন্তধাবনবটজং নৈবেদ্যং শঙ্কুলীং দদেৎ ॥ ৬ ॥
 পূজা চ মোদকৈঃ শস্তোর্নৈশাখেশোকপুষ্পকৈঃ । মহা-
 রূপায় নৈবেদ্যং গুড়ভক্তং চ্যতুষ্বরং ॥ ৭ ॥ দন্তকাষ্ঠং
 প্রাণয়েচ্চ দদেজ্জাতীফলস্তথা । প্রহ্মায় পূজয়েৎ
 জৈষ্ঠে চম্পকৈর্হিষজন্দশেৎ ॥ ৮ ॥ লবঙ্গাশস্তথাষাঢ়ে
 উমাভদ্রেতিশামনঃ । অশুরং দন্তকাষ্ঠঞ্চ তমপা-
 মার্গকৈর্মজ্ঞেৎ ॥ ৯ ॥ শ্রাবণে করবীরঞ্চ শস্তবে শূল-
 পাণয়ে । গন্ধাসনোন্নতাত্মৈশ্চ করবীরজশোদনং ॥ ১০ ॥

প্রাশন কবিয়া বহুবিধ নৈবেদ্য অনঙ্গদেবকে নিবেদন করিয়া
 বিশ্বপত্নীয়া যোগেশ্বরের অর্চনা এবং কদম্ববৃক্ষসমুৎ দন্তকাষ্ঠ,
 চন্দন, নৈবেদ্য ও শঙ্কুলী (পিষ্টকবিশেষ) নিবেদন করিতে
 হইবে । ৩। নুনিবর! মাঘমাসে কুলপুষ্প ও মৌক্তিকমালাদ্বারা
 নাটেশ্বরের অর্চনা করিয়া প্লক্ষবৃক্ষসমুৎ দন্তকাষ্ঠ, নৈবেদ্য ও
 পুরিকা নিবেদন করিবে । ৪। ফাল্গুনমাসে মরুবকপুষ্পদ্বারা বীরে-
 শ্বরের পূজা করিয়া শর্করা, শাক এবং মণ্ড নিবেদনপূর্বক চুত-
 বৃক্ষসমুৎ দন্তধাবনকাষ্ঠ প্রদান করিবে । ৫। চৈত্র মাসেতে
 কপূর প্রাশন কবিয়া সুরূপ দেবের পূজা করিবে এবং বট-
 বৃক্ষসমুৎ দন্তকাষ্ঠ, শঙ্কুলী ও নৈবেদ্য নিবেদন করিবে । ৬।
 বৈশাখ মাসে মোদক ও অশোকপুষ্প দ্বারা শতুর পূজা করিবে
 মহারূপায় নমঃ এই মন্ত্রে নৈবেদ্য ও গুড়ায় নিবেদন করিয়া
 ওড়ুশ্ববৃক্ষসমুৎ দন্তকাষ্ঠ এবং জাতীফল নিবেদন করিতে
 হইবে । জৈষ্ঠমাসে চম্পক পুষ্পদ্বারা প্রহ্মাদেবের পূজা করিয়া
 হিষবৃক্ষসমুৎ দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবে । ৭। ৮। সাধক লব-
 ঙ্গাশী হইয়া অষাঢ় মাসে অশুরকাষ্ঠসমুৎ দন্তধাবনঃ নিবেদন
 করিয়া অশীমার্গপুষ্প দ্বারা উমাভদ্রায় নমঃ এই মন্ত্রে অর্চনা
 করিবে । ৯। শ্রাবণমাসে শূলপাণয়ে শস্তবে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা
 করিয়া করবীরপুষ্প, ঘৃতাদি উপহার এবং করবীকাষ্ঠসমুৎ দ

সত্যোজাতং ভাদ্রপদে বকুলৈঃ পুপকৈর্বজ্ঞেৎ । গন্ধর্বা
 শোমদনজমাশ্বিনে চ সুরাধিপং ॥ ১১ ॥ চম্পকৈঃ
 স্বর্ণবার্য্যাদো যজ্ঞেন্দোদকসংপ্রদঃ । খাদিরং দন্তকাষ্ঠঞ্চ
 কার্ত্তিকে রুদ্রমর্চ্চয়েৎ ॥ ১২ ॥ বদর্য্যা দন্তকাষ্ঠঞ্চ
 দশনো দশমাশনঃ । ক্ষীরশাকপ্রদঃ পদ্মৈরদ্যাস্তে
 শিবমর্চ্চয়েৎ ॥ ১৩ ॥ রতিমুক্ত অনঙ্গ স্বর্ণমণ্ডলমং,
 স্থিতং । গন্ধাত্মৈর্দশমাহস্রং তিলত্রীহাদি হোময়েৎ ॥
 ১৪ ॥ জাগরণ গীতবাদিত্রং প্রভাতেহভ্যর্চ্য বেদয়েৎ ।
 দ্বিজায় শয্যাং পাত্রঞ্চ ছত্রং বস্ত্রমুপানহৌ ॥ ১৫ ॥
 গান্ধিজং ভোজয়েন্তুত্যা কৃতকৃত্যো ভবেদ্বরঃ । এত-
 দুজ্জাপনং সর্গং ব্রতেষু ধ্যেয়মীদৃশং । ফলঞ্চ শ্রীযুতা-
 রোগ্যসৌভাগ্যসর্গভাগ্ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অনঙ্গত্রয়োদশীব্রতং শস্ত-

দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধাবন নিবেদন করিবে । ১০। ভাদ্রমাসে বকুলপুষ্প ও পিষ্টক
 দ্বারা সদ্যোজাতায় নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া মদনবৃক্ষ-
 সমুৎ দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবে । আশ্বিনমাসে চম্পকপুষ্প দ্বারা
 সুরাধিপের পূজা করিয়া মোদক নিবেদন পূর্বক খাদির বৃক্ষ-
 সমুৎ দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবে । কার্ত্তিক মাসে বদরীবৃক্ষসমুৎ
 দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিয়া রুদ্রদেবের পূজা করিবে । এবং ক্ষীর ও
 শাক প্রদানকরিয়া বৎসরান্তে পদ্মপুষ্প দ্বারা শিবের পূজা
 করিতে হইবে । ১১। ১২। ১৩। রতিমুক্ত ব্যক্তি গন্ধাদি উপচার
 দ্বারা স্বর্ণ মণ্ডলস্থিত অনঙ্গ দেবের পূজা করিবে । এবং তিল
 ও ত্রীহি দ্বারা দশমচন্দ্র হোম করিতে হইবে । অনন্তর রাত্রিতে
 জাগরণ করিয়া গীতবাদ্যাদি দ্বারা নিশা বাপন করিবে । পরে
 প্রভাত কালে পুনর্বার অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মণকে শয্যা, পাত্র,
 ছত্র, বস্ত্র ও উপানহর্য প্রদান করিতে হইবে । ১৪। ১৫। পরে
 গো এবং ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া ব্রতী আপনাকে কৃতকৃত্য
 জ্ঞান করিবে । এই রূপে এক বৎসর পর্য্যন্ত ব্রতাহুষ্ঠান করিয়া
 বৎসরান্তে ব্রত উদ্যাপন করিবে । এই ব্রতের নাম শোমদনত্রয়ো-
 দশী ব্রত, এই ব্রত করিলে ত্রী, পুত্র, আনোধ্য ও সৌভাগ্য
 লাভ হয় । ১৬।

অষ্টাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

উনবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ ব্রতং কৈবল্যাশ্রমমখণ্ডাদশীং
বদে । মাংগশীর্ষে সিতে পক্ষে গব্যানী সনুপোষিতঃ ॥
২ ॥ দ্বাদশ্যাং পুজয়েদ্বিষ্ণুং দত্তান্মানচতুষ্টয়ং । পঞ্চ-
ত্রীহিযুতং পাত্রং বিপ্রায়েদমুদাহরেৎ ॥ ৩ ॥ সপ্ত-
জন্মনি যৎ কিঞ্চিদগ্নাখণ্ডব্রতং কৃতং । ভগবৎস্বত-
প্রসাদেন তদখণ্ডমিহাস্তু মে ॥ ৪ ॥ যথাখণ্ডং জগৎ
সর্দং ভ্রমেব পুরুষোত্তমঃ । তথাখিলান্নখণ্ডানি ব্রতানি
মম সন্ত্যত ॥ ৫ ॥ শক্তপাত্রাণি চৈত্রাদৌ শ্রাবণাদৌ
ঘৃতাশ্বিতান্ । ব্রতরুদ্রব্রতপূর্ণন্ত্রীপুত্রস্বর্গভাগ্ভবেৎ ॥ ৬

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অখণ্ডদ্বাদশীব্রতং অষ্টা-
দশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, অনন্তর কৈবল্য প্রদ অখণ্ড দ্বাদশী ব্রত বলি-
তেছি । অগ্রহায়ণ মাসের গুরুপক্ষেতে কেবল পঞ্চ গব্য ভোজন
করিয়া থাকিবে, পরে দ্বাদশী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া বিদি
পূরক বিষ্ণুর পূজা করিবে । পরে অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও কাশ্বিন
এই চারি মাস পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে পঞ্চত্রীহিযুক্ত পাত্র প্রদান
করিবে । ১ । ২ । ৩ । আমি সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত যে কিছু শ্রুত
করিয়াছি, হে ভগবন্ ! তোমার প্রাসাদে আমার সেই সকল
শ্রুত অথও হটক । যেমন এই জগৎ অখণ্ড এবং তুমি
পুরুষোত্তম, সেই রূপ আমার সমস্ত ব্রত অথও হটক । এই রূপে
বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিবে । ৪ । ৫ । পরে চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ
ও আষাঢ় এই চারি মাসে পূর্ববৎ বিষ্ণুর পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে
শক্তপূর্ণ পাত্র প্রদান করিবে । অনন্তর শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন
ও কার্তিক এই মাসচতুষ্টয়ে পূর্ববৎ ব্রাহ্মণকে ঘৃতপূর্ণ পাত্র
প্রদান করিতে হইবে । এই রূপ একবৎসর পর্য্যন্ত ব্রত করিলে
অখণ্ড দ্বাদশীব্রত হয় । এই ব্রত করিলে ব্রতী ব্যক্তি ইহকালে
স্ত্রীপুত্রাদি স্বখসম্পত্তি লাভ করিয়া অন্তকালে স্বর্গলোকে গমন
করিতে পারে । ৬ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ অগস্ত্যার্ঘ্যব্রতং বক্ষ্যে ভুক্তিমুক্তি-
প্রদায়কং । অপ্রাপ্তে ভাস্করে কন্যাং সতি ভাগে ত্রিভি-
দ্বিতৈঃ ॥ ২ ॥ অর্ঘ্যং দত্তাদগস্ত্যায় মূর্ত্তিং সংপূজ্য বৈ
মুনে । কাশপুষ্পময়ীং কুন্তে প্রদোষে কৃতজাগরঃ ॥ ৩ ॥
দধ্যাক্ষতাদ্যৈঃ সংপূজ্য উপোষ্য ফলপুষ্পকৈঃ । পঞ্চ-
বর্ণনমায়ুক্তং হেমরৌপ্যসমম্বিতং ॥ ৪ ॥ সপ্তধান্ত-
যুতং পাত্রং দধিচন্দনচর্চিতং । অগস্ত্যঃ খলমানেনতি
মন্ত্বেণার্ঘ্যং প্রদাপয়েৎ ॥ ৫ ॥ কাশপুষ্পপ্রতীকাশ
অগ্নিমারুতসম্ভব । মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুন্তযোনে
নমোহস্তু তে ॥ ৬ ॥ শূদ্রস্ত্র্যাতিরনে নৈব ত্যজেক্ষাত্মং
ফলং রসং । দত্তাদ্বিজাতয়ে কুন্তং সহিরণ্যং সদক্ষিণং ।
ভোজয়েচ্চ দ্বিজান্ সপ্ত বর্ষান্ কৃত্বা তু সর্বভাক্ ॥ ৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অগস্ত্যার্ঘ্যব্রতং উন-

বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

উনবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিতেছেন, অনন্তর অগস্ত্যার্ঘ্য ব্রত বলিতেছি । 'এই
ব্রত ভুক্তিমুক্তিপ্রদ । ভাস্কর কন্যা বাশি গত না হইতে অর্ঘ্য
ভাদ্রমাসের শেষ তৃতীয় ভাগ তিন দিন পর্য্যন্ত এই ব্রত
করিবে । ১ । ২ । কুন্তমধ্যে কাশপুষ্পময়ী অগস্ত্যপ্রতিমূর্ত্তি
করিয়া প্রদোষ সময়ে পূজা করিবে । পরে অগস্ত্যদেবকে অর্ঘ্য
প্রদান করিয়া রাত্রিতে জাগরণ করিতে হইবে । ৩ । ব্রতী ব্যক্তি
উপবাস করিয়া দধি, অক্ষত, ফল, পুষ্পাদি নানাবিধ উপহারে
অগস্ত্যের অর্চনা করিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে । অর্ঘ্যপাত্র পঞ্চবর্ণ
সংযুক্ত, স্বর্ণরৌপ্যসম্বিত, সপ্তধান্তযুক্ত, এবং দধিচন্দনচর্চিত
করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে । ৪ । ৫ । হে
ভগন্তা ! তুমি কাশ পুষ্পের গ্ৰায় আভাবিশিষ্ট, অগ্নিমাৰুতসম্ভূত
মিত্রাবরুণের পুত্র এবং কুন্তযোনি, তোমাকে নমস্কার করি । এই
মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে । ৬ । শূদ্র এবং স্ত্রী এই রূপে
ব্রতাহুষ্ঠান করিতে পারে । এই ব্রতাহুষ্ঠান কালে ব্রতী
ধ্যাত, ফল ও রস পরিত্যাগ করিবে এবং ব্রাহ্মণকে সর্ববর্ণক্ষি

বিংশত্যধিকশততনোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ রম্ভাতৃতীয়াং বক্ষ্যে চ সৌভাগ্য-
ক্রীমুতাদিদাং । মার্গশীর্ষে নিতে পক্ষে তৃতীয়ায়া-
মুশৌষিতঃ ॥ ২ ॥ গৌরীং যজ্ঞেদ্বিপত্রৈঃ কুশোদককর-
স্ততঃ । কাদম্বদোগিরিসুতাং পৌষে মরুবকৈর্যজ্ঞেং ॥
৩ ॥ কপূরাদঃ ক্রশরদো মল্লিকাদম্বকাঠকং । মাঘে
সুভদ্রাং কল্লারৈর্য তাম্রশোমগুণকপ্রদঃ ॥ ৪ ॥ গীতীগয়ং
দম্বকাঠং ফাল্গুনে গোমতীং যজ্ঞেং । কুন্দেরঃ ক্রতা
দম্বকাঠং জীবাশঃ শঙ্কুশীপ্রদঃ ॥ ৫ ॥ বিশালাক্ষীং
মদনকৈশ্চৈত্র্যে ক্রশরসম্প্রদঃ । দধিপ্রাশো দম্বকাঠ-
তগরং ত্রিমুখীং যজ্ঞেং । বৈশাখে কর্ণিকারৈশ্চ
অশোকশো রদপ্রদঃ ॥ ৬ ॥ জ্যৈষ্ঠে নারায়ণীমর্চ্যেং

পার সহিত কুণ্ডদান করিতে হইবে । পরে ব্রাহ্মণ ভোজন করা-
ইয়া ব্রত সাঙ্গ করিবে । এই রূপে সপ্ত বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রত করিলে
ব্রতী সৰ্ব্ব সম্পত্তি লাভ করিতে পারে । ৭ ।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিতেছেন, অনন্তর রম্ভাতৃতীয়া ব্রত বলিতেছি । এই
ব্রত কারলে ব্রতী সৌভাগ্য, ক্রী এবং সুপ্রাদি লাভ করিতে পারে ।
অগ্রহায়ণমাসের শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে উপবাস করিয়া
কুশা এবং জলগ্রহণপূর্বক বিশ্বপত্রে দ্বারা গৌরীর অর্চনা
করিয়া কদম্বরক্ষসমুৎ দম্বকাঠ নিবেদন করিবে । পৌষমাসে
গিরিব্রাজনন্দিনী মরুবক পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া কপূরানী
হইয়া ক্রশর প্রদান করিবে এবং মল্লিকা কাঠের দম্বধাবন দিতে
হইবে । মাঘমাসে কল্লারপুষ্প দ্বারা সুভদ্রা দেবীর অর্চনা
করিয়া যুতপ্রাশনপূর্বক দেবীকে মণ্ড প্রদান করিয়া গীতময়
দম্বকাঠ প্রদান করিবে । ফাল্গুনমাসে গোমতীর পূজা করিয়া
কুন্দের কাঠ দ্বারা দম্বধাবন নিবেদন করিতে হইবে এবং জবাগু
ভক্ষণ করিয়া দেবীকে শঙ্কুলী প্রদান করিবে । ১-৫ । চৈত্র
মাসে মদনপুষ্প দ্বারা বিশালাক্ষীর অর্চনা করিয়া ক্রশর প্রদান
পূর্বক দধিপ্রাশন করিয়া তগর কাঠের দম্বধাবন নিবে-
দন করিবে । বৈশাখ মাসে কর্ণিকার পুষ্প দ্বারা ত্রিমুখী দেবীর
অর্চনা করিয়া অশোক কলিকা ভক্ষণ পূর্বক অশোক কাঠ
দ্বারা দম্বধাবন নিবেদন করিবে । ৬ । জ্যৈষ্ঠমাসে পদ্মপুষ্প দ্বারা

শতপত্রৈশ্চ খণ্ডদঃ । লবঙ্গাশোভবেদেব আষাঢ়ে মাধবীং
যজ্ঞেং ॥ ৭ ॥ তিলাশো বিশ্বপত্রৈশ্চ ক্ষীরান্নবটকপ্রদঃ ।
ঐদুম্বরং দম্বকাঠং তগর্যা শ্রাবণে শ্রিয়ং ॥ ৮ ॥ দম্ব-
কাঠং মল্লিকায়্য ক্ষীরদো জ্যৈষ্ঠমাং যজ্ঞেং । পদ্মৈর্যজ্ঞে-
স্তাদ্রপদে শৃঙ্গদাশো গুড়াদিদঃ ॥ ৯ ॥ রাজপুল্লী-
কাম্বয়জ্ঞে জবাপুষ্পৈশ্চ জীরকং । প্লাগয়েশিশি নৈবেদ্যৈঃ
ক্রশরৈঃ কার্ত্তিকে যজ্ঞেং ॥ ১০ ॥ জাতীপুষ্পৈঃ পদ্ম-
জাঞ্চ পঞ্চগব্য্যাণনো যজ্ঞেং । যুতোদনঞ্চ বর্ষান্তে
সপত্নীকান্ দ্বিজান্ যজ্ঞেং ॥ ১১ ॥ উমামহেশ্বরং
পূজ্য প্রদত্যাচ্চ গুড়াদিকং । বস্ত্রছত্রস্ববর্ণাণ্যে রাত্রৌ
চ কৃতজাগরঃ । গীতবাতৈর্দদেং প্রাতর্গব্যাত্যং সৰ্ব-
মাপ্নুয়াং ॥ ১২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে রম্ভাতৃতীয়াব্রতং বিংশ-
ত্যধিকশততনোহধ্যায়ঃ ।

নারায়ণী দেবীর পূজা করিয়া গুড়প্রদানপূর্বক লবঙ্গপ্রদান
করিয়া থাকিবে । আষাঢ়মাসে বিশ্বপত্রে দ্বারা মাধবী দেবীর
পূজা করিবে । ৭ । শ্রাবণমাসে তিলাশী হইয়া ক্ষীরান্নবটক
প্রদানপূর্বক গুড়ম্বর বৃক্ষের দম্বকাঠ নিবেদন করিতে হইবে ।
এবং শ্রীর পূজা করিয়া তগরকাঠের দম্বধাবন প্রদান পূর্বক
ক্ষীর প্রদান করিবে । ভাদ্রমাসে মল্লিকাবৃক্ষের দম্বকাঠ প্রদান-
পূর্বক পদ্মপুষ্প দ্বারা উত্তমার পূজা করিয়া গুড়াদি প্রদান
করিতে হইবে । ৮ । ৯ । আশ্বিনমাসে জবাপুষ্প দ্বারা রাজ-
পুল্লীর অর্চনা করিয়া রাত্রিতে জীরক ভক্ষণ করিবে । কার্ত্তিক-
মাসে ক্রশর, নৈবেদ্য এবং জাতীপুষ্পদ্বারা পদ্মজা দেবীর
পূজা করিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া থাকিবে । এই রূপে এক-
বৎসর পর্য্যন্ত ব্রত করিয়া বৎসরান্তে যুতোদন প্রদান করিবে
এবং দ্বিজদম্পতীর পূজা করিতে হইবে । ১০ । ১১ । অনন্তর
উমামহেশ্বরের পূজা করিয়া বস্ত্র, ছত্র, স্ববর্ণাদি ব্রাহ্মণকে
প্রদান করিয়া গীত বাধ্যাদি দ্বারা রাত্রিতে জাগরণ করিতে
হইবে । প্রাতঃকালে গবাদি দান করিবে । এই ব্রত করিলে,
সৰ্ব্বাভিলষিত দ্রব্য লাভ হয় । ১২ ।

একবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ চাতুর্মাস্যব্রতান্যাচে একাদশ্যাং
সমাচরেৎ । আমাচ্যাং পৌর্ণমাস্তাস্মা সর্কোণ হরিম-
জ্জ্যচ ॥ ২ ॥ ইদং ব্রতং ময়া দেব গৃহীতং পুরতন্তব ।
নির্বিল্লং সিদ্ধিমাশ্নোতু প্রশ্নে ত্রয়ি কেশব ॥ ৩ ॥
গৃহীতেহস্মিন্ ব্রতে দেব যদ্য পূর্ণে ত্রিয়ার্যাহং । তন্মে
ভবতু সম্পূর্ণং ত্বৎপ্রসাদাচ্ছনার্দন ॥ ৪ ॥ এবমভ্যাজ্য
গৃহীয়াৎ ব্রতার্চনজপাদিকং । সর্দাঘণ্ড ক্ষয়ং যাতি
চিকীর্ষেদ্ যো হরেব্রতং ॥ ৫ ॥ স্নান্না যশ্চতুরোমাসা-
নেকভক্তেন পূজয়েৎ । বিষ্ণুং স যাতি বিষ্ণোরৈ লোকং
মলবিনর্জিতং ॥ ৬ ॥ মদ্যমাংসমুরাত্যাগী বেদবিদ্ধ
রিপূজনাৎ । তৈলবর্জী বিষ্ণুলোকং বিষ্ণুভাক্
রুদ্রপাদকুং ॥ ৭ ॥ একরাত্রোপবাসাচ্চ দেবোবৈ
মানিকো ভবেৎ । শ্বেতদ্বীপং ত্রিরাত্রাত্ত ব্রজেৎ যষ্ঠা-

একবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিতেছেন, এইক্ষণ চাতুর্মাস্যব্রত বলিতেছি । আষাঢ়
মাসের একাদশীতে অথবা পূর্ণিমাতে এই ব্রত আরম্ভ করিবে ।
ব্রতারম্ভকালে হরির অর্চনা করিতে হইবে । ১ । ২ । ব্রতা-
বস্তকালে এই মন্ত্রব্রত পাঠ করিবে । হে কেশব ! আমি তোমার
নিকট এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, তুমি আমার প্রতি পোষন হই-
লেই আমার এই ব্রত নিষ্কিয়ে সিদ্ধ হইতে পারে । ৩ । হে
দেব ! আমি এই ব্রত গ্রহণ করিলাম, যদি ব্রত সম্পূর্ণ না হইতে
আমার মরণ হয়, তাহা হইলে তোমার প্রসাদে যেন আমার
এই ব্রত সম্পূর্ণ হয়, ইহাই আমার প্রার্থনা । ৪ । উক্ত প্রকারে
ব্রত গ্রহণ করিয়া অর্চনা জপাদি করিবে । যে ব্যক্তি এইরূপ
চাতুর্মাস্য ব্রত করে, তাহার সন্তপাপ ক্ষয় পায় । ৫ । যে ব্যক্তি
আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই চারি মাস জান করিয়া
একাহাণী হইয়া বিষ্ণুর পূজা করে, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে
গমন করিতে পারে । ৬ । বেদবিদ ব্যক্তি মদ্য, মাংস, মুরা
ও তৈল পরিত্যাগ করিয়া হরির অর্চনা করত এই ব্রতানুষ্ঠান
করিলে, সেই ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া বিষ্ণুর মায়াজালাভ
করে । ৭ । একরাত্রি উপবাস করিলে সেই ব্যক্তি দেবদ্ব প্রাপ্ত

রক্ষসঃ ॥ ৮ ॥ চাতুর্মাস্যব্রতেরদ্ব্যম লভেদ্ব্যক্তিমযা-
চিতাং । প্রাজাপত্যং বিষ্ণুলোকং পরাকব্রত-
কৃদ্ধরিং ॥ ৯ ॥ শত্ৰুযাবকভিক্ষাশী পয়োদধিঘৃতা-
শনঃ । গোমূত্রযাবকাহারঃ পঞ্চগব্যকুতাশনঃ ॥ শাক-
মূলফলত্যাগী রসবর্জীচ বিষ্ণুভাক্ ॥ ১০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে চাতুর্মাস্য ব্রতানি
একবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

দ্বাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ ব্রতং মাসোপবাসাখ্যং সর্কোণ-
কৃষ্টং বদামি তে । বাণপ্রস্থে যতিনারী কুর্যাম্না-
সোপবাসকং ॥ ২ ॥ আশ্বিনস্ত্র নিতে পক্ষে একাদশ্যা-
নুপোমিতঃ । ব্রতমেতত্তু গৃহীয়াদ্ যাবজ্জিংশদিনানি
তু ॥ ৩ ॥ অদ্যগ্রভূত্যহং বিষ্ণোর্যাবত্থপানকং তব ।
অর্চয়ে ত্বা মনস্বংস্ত দিনানি ত্রিংশদেব তু ॥ ৪ ॥ কার্ত্তি-

হয় এবং ত্রিরাত্র উপবাস করিলে শ্বেতদ্বীপে গমন করে । ৮
এই চাতুর্মাস্য ব্রতমধ্যে চাতুর্মাস্য করিলে অযাচিত মুক্তি লাভ
হইয়া থাকে । প্রাজাপত্য ব্রত করিলে বিষ্ণুলোকে গমন হয়
এবং পরাক ব্রত করিলে হরিকে প্রাপ্ত হয় । ৯ । এই ব্রতে
শত্ৰু, যাবক, দধি, দুগ্ধ অথবা ঘৃত ভক্ষণ করিয়া থাকিলে কিম্বা
ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা জীবিকা নিব্বাহ করিবে । অথবা গোমূত্র
যাবক, গরুগব্য ভোজন করিবে । শাক, মূল, ফল ও রস বর্জন
করিতে হইবে । এইরূপ ব্রত করিলে বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয় । ১০ ।

দ্বাবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন সর্কব্রতের প্রধান মাসোপবাসাখ্য ব্রত বর্ণি-
তেছি । বাণপ্রস্থ, যতি ও নারী ইহারা এই মাসোপবাসাখ্য
ব্রত করিবে । ১ । ২ । 'আশ্বিন' মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতে
উপবাস করিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিবে । এবং এক মাস অর্থাৎ
ত্রিশদিন পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয় । ৩ । ব্রতারম্ভকালে এই
রূপে বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিবে । হেবিষ্ণো ! আমি অদ্য
হইতে তোমার উত্থানদিবস পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া তোমার

কাশ্মিনয়ের্কিঞ্চো দ্বাদশোঃ শুক্লয়োঃরহং । ত্রিয়ে যদ্যন্ত
রালেতু ব্রতভঞ্জন মে ভবেৎ ॥ ৫ ॥ হরিং যজ্ঞেৎ
দ্রিষবণস্রায়ী গন্ধাদিভিব্রতী । গাত্রাভ্যঙ্গং গন্ধলেপং
দেহতায়তনে ত্যজ্ঞেৎ ॥ ৬ ॥ দ্বাদশ্যামথ সংপূজ্য
প্রদদ্যাদ্বিভোজনং । ততশ্চ পারণং কুর্যাদ্রের-
মাসোপবাসকুৎ ॥ ৭ ॥ দুগ্ধাদি প্রাশনং কুর্য্যৎ ব্রতস্থে
মুর্ছিতোস্তরা । দুগ্ধাদৈ ন ব্রতং নশ্বেদুজ্জিমুক্তিমবা-
পুয়াৎ ॥ ৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে মাসোপবাসাখ্য ব্রতং

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ ব্রতানি কার্ত্তিকে বক্ষ্যে স্নাত্তা
বিষ্ণুং প্রপূজয়েৎ । একভক্তেন নক্তেন মাসং বাযাচি

অর্চনা করিব ।৪। তে বিষ্ণো ! আমি আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষীয়
দ্বাদশী হইতে কার্ত্তিকমাসের শুক্লদ্বাদশী পর্য্যন্ত ব্রত করিব, যদি
ঈহার মধ্যে আমার মরণ হয়, তাহা হইলেও যেন আমার ব্রতভঙ্গ
না হয়, ইচ্ছা আমার প্রার্থনীয় । ৫ । ব্রতী ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া
গন্ধাদি দ্বারা হবিকে পূজা করিবে । এই ব্রতকালে গাত্রে তৈল-
সেবন ও গন্ধাদিধারণ পরিত্যাগ করিবে । ৬ । আশ্বিনমাসের
শুক্ল একাদশী হইতে কার্ত্তিকমাসের শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত এক
মাস উপবাস ও হরির পূজা করিয়া দ্বাদশী দিনে ব্রতী ব্রাহ্মণ
ভোজন করাইয়া পারণ করিবে । এইরূপ একমাস নিয়ম-
পালন করিয়া হরির পূজা ও উপবাস করিলেই মাসোপবাসাখ্য
ব্রত হইয়া থাকে । ৭ । ব্রতী ব্যক্তি একমাস পর্য্যন্ত উপবাসে
আশঙ্ক হইলে দুগ্ধাদি পান করিতে পারে, তাহাতে ব্রতভঙ্গ
হয় না । এই ব্রত করিলে ব্রতী ইহ কালে নানা প্রকার সুখ-
ভোগ করিয়া অস্তে মুক্তিপদ পায় । ৮ ।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলেন, অনন্তর কার্ত্তিকমাসে যে সকল ব্রত বিহিত
আছে, সেই সকল ব্রত বলিব । কার্ত্তিকমাসে প্রাতঃস্নান
করিয়া বিষ্ণুকে পূজা করিবে । কার্ত্তিকমাসে একমাস পর্য্যন্ত
একাতারী অথবা নব্বাহারী হইয়া ব্রত করিবে । অথবা অবা-

তেন বা ॥ ২ ॥ দুগ্ধশাকং ফলাদৈর্কা উপবাসেন
বা পুনঃ । সর্কপাপবিনিমুক্তঃ প্রাপ্তকামো হরিং
ব্রজ্যেৎ ॥ ৩ ॥ সদা হরেব্রতং শ্রেষ্ঠং ততঃ স্নাদক্ষি-
ণায়নে । চাতুর্মাশ্চে ততস্তস্মাৎ কার্ত্তিকে ভীষ্ম
পঞ্চকং ॥ ৪ ॥ ততঃ শ্রেষ্ঠব্রতং, শুক্ল একাদশ্যাং
সমাচরেৎ । স্নায়াজ্জিকালং পিত্রাদীনু যবাদৈর্যর্চয়েৎ
হরিং ॥ ৫ ॥ যজ্ঞেন্মৌনী যুতাদৈর্যশ্চ পঞ্চগব্যেন
বারিভিঃ । স্নাপয়িত্বাথকপূরমুথৈশ্চৈবানুলেপয়েৎ ॥
৬ ॥ যুতাক্তগুগ্গুলৈর্ধূপং দ্বিজঃ পঞ্চদিনং দহেৎ ।
নৈবেদ্যং পরমানন্ত জপেদষ্টোত্তরং শতং ॥ ৭ ॥
ওঁ নমো বাসুদেবায় যুতব্রীহিতিলাদিকং । অষ্টা-
ক্ষরেণ মন্ত্রেণ স্বাহাস্তেন তু হোময়েৎ ॥ ৮ ॥ প্রথমেহহি
হরেঃ পাদৌ যজ্ঞেৎ পশ্চৈর্দ্বিতীয়কে । বিলুপত্রে
জানুদেশং নাভিং গন্ধেন চাপরে ॥ ৯ ॥ ক্ষুদ্রৌ বিশ্ব-

চিত লভ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকিবে । ১ । ২ । কার্ত্তিক
মাসে কেবল দুগ্ধ, শাক ও ফলাহার অথবা উপবাস করিয়া ব্রতা-
চরণ করিলে সেই ব্রতী সর্বপ্রকার পাপ হইতেমুক্ত হইয়া
আপন কাম্য দ্রব্য প্রাপ্ত হয় এবং অন্তকালে হরিকে লাভ
করিতে পারে । ৩ । সর্বদাই হরির ব্রতের শ্রেষ্ঠতা আছে । বিশে-
ষতঃ দক্ষিণায়ণে হরির ব্রত প্রশস্ত । সর্বপ্রকার বার্ষিক ব্রতের
মধ্যে চাতুর্মাশ্রব্রত প্রধান এবং চাতুর্মাশ্র ব্রত অপেক্ষা ভীষ্ম-
পঞ্চক ব্রত সর্ব প্রধান । কার্ত্তিকমাসের শুক্ল পক্ষের একাদশীতে
এই ব্রত আচরণকরিবে এবং ত্রিসন্ধ্যা স্নানকরিয়া যবাদি
দ্বারা পিতৃলোকের অর্চনা করিতে হইবে । ৪ । ৫ । ব্রতী মৌনী
হইয়া যুতাদি, পঞ্চগব্য ও শুক্ল জল দ্বারা বিষ্ণুকে স্নানকরাইয়া
কপূরাদি স্রগন্ধি অনুলেপন দ্রব্য দ্বারা দেবতার অঙ্গ অঙ্গুলিপ্ত
করিবে । ৬ । পরে একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদিন
যুতাক্ত গুগ্গুল দ্বারা ধূপ প্রদান করিবে । এবং নৈবেদ্য ও
পরমান্ন নিবেদন করিয়া অষ্টোত্তর শত মূল মন্ত্র জপ করিবে । ৭ ।
ওঁ নমো বাসুদেবায় এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে পূজা করিয়া ওঁ নমো
বাসুদেবায় স্বাহা, এই মন্ত্রে সযুত ব্রীহি ও তিলাদি হোম
করিবে । ৮ । প্রথম দিবসে পদ্মপুষ্প দ্বারা হরির পাদদ্বয়ে পূজা
করিবে, দ্বিতীয় দিবসে বিশ্বপত্রে দ্বারা হরির জানুদেশে অর্চনা

জবাভিষ্ণ পঞ্চমেহাঁহ্ন শিরোষ্ঠিয়েৎ । মালত্যা ভূম-
শায়ী স্ত্রাকোময়ং প্রাশয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ১০ ॥ গোমূত্রং
ক্ষীরদধি চ পঞ্চমে পঞ্চগব্যকং । নক্তং কুর্যাৎ পঞ্চ-
দশাং ত্রতী স্ত্রাভুক্তিমুক্তিভাক্ ॥ ১১ ॥ একাদশী-
ত্রতং নিত্যং তৎ কুর্যাৎ পঞ্চয়োদ্বয়োঃ । অঘোঘনরকং
হস্তাৎ সৰ্ব্বদং বিষ্ণুলোকদং ॥ ১২ ॥ একাশী দ্বাদশী
চ নিশান্তে চ ত্রয়োদশী । নিত্যমেকাদশী যত্র
তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ১৩ ॥ দশম্যেকাদশী যত্র
তত্রহা শাস্তুরাদয়ঃ । দ্বাদশ্যাং পারণং কুর্যাৎ স্মৃতকে
স্মৃতকে চরেৎ ॥ ১৪ ॥ চতুর্দশী প্রতিপদি পূৰ্বমিষ্টা
মুপাবসেৎ । পৌর্ণমাস্ত্রামমাবাস্ত্রাং প্রতিপান্নশ্রিতা

করিতে হইবে এবং তৃতীয় দিবসে গন্ধদ্বারা নাভি দেশে পূজা
করিবে । ৯ । চতুর্থদিবসে বিষ্ণপত্র ও জবাপুষ্প দ্বারা বিষ্ণুর
হৃদদেশে পূজা করিয়া পঞ্চম দিবসে মালতীপুষ্প দ্বারা নারা-
য়ণের শিরোদেশে পূজা করিবে । এই ত্রতে ভূমিতে শয়ন
করিয়া থাকিতে হইবে এবং পঞ্চমদিনে ক্রমশঃ গোময়াদি পঞ্চ
দ্রব্য ভক্ষণ করিবে । প্রথমদিনে গোময়, দ্বিতীয় দিবসে
গোমূত্র, তৃতীয় দিবসে দুগ্ধ, চতুর্থ দিবসে দধি এবং পঞ্চমদিবসে
রাজিতে পঞ্চগব্য আহার করিয়া থাকিবে । যে ব্যক্তি এইরূপে
ব্রতচরণ করে, সেই ব্যক্তি ইহ কালে বিবধ কাম্যদ্রব্য ভোগ
করিয়া অস্তে মুক্তি লাভ করিতে পারে । ১০ । ১১ । একাদশী
ব্রত নিত্য, অর্থাৎ কখনও একাদশী লঙ্ঘন করিবে না । শুক্ল
ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষেই একাদশী ব্রত করিবে । একাদশী
ব্রত করিলে বিষ্ণু ত্রতীর সৰ্ব্বপ্রকার পাপরাশি বিনাশ করিয়া
সৰ্ব্ব প্রকার অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করেন এবং অন্তকালে
মুক্তি দিয়া থাকেন । ১২ । একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদ-
শীতে পারণ করিবে এবং নিশাবসানে ত্রয়োদশীতে যথাবৎ
ব্যবহার করিবে । যে ব্যক্তি নিত্য একাদশী ব্রত করে, বিষ্ণু
সৰ্বদা তাহার সন্নিহিত থাকেন । ১৩ । যে দিনেতে দশমী ও
একাদশী সংযুক্ত হয়, সেই দিনে উপবাস করিলে আশুর্বিধ
উপবাস হয়, অতএব দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করা
বিধেয় নহে । একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে পারণ
করিবে । অশৌচাঘাতে একাদশী ব্রতের বাধ চর্য না । ১৪ ।

মুনে ॥ ১৫ ॥ । ত্রয়োদশী চতুর্দশীমাত্রাং চতুর্দশীপু-
পাবসেৎ । চতুর্থ্যা সঙ্গতান্নিত্যং চতুর্থীকানয়া যুতাং ।
পঞ্চমীং ষষ্ঠীসংযুক্তাং ষষ্ঠ্যা যুক্তাঞ্চ পঞ্চমীং ॥ ১৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ভীষ্মপঞ্চকাদিব্রতং ত্রয়ো-
বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ শিবরাত্রিব্রতং বক্ষ্যে কথঞ্চ
সৰ্বকামদং । যথা চ গৌরী ভূতেশং পৃচ্ছতি স্ম পরং
ব্রতং ॥ ২ ॥ ঈশ্বর-উবাচ ॥ ৩ ॥ মাঘকাল্য়গয়ো-
র্মধ্যে কৃষ্ণা যা তু চতুর্দশী । তস্ত্যাং জাগরণাক্রমঃ
পূজিতো ভুক্তিভুক্তিদঃ ॥ ৪ ॥ কামযুক্তো হরিঃ পূজ্যো-
দ্বাদশ্যামিব কেশবঃ । উপোষিতৈঃ পূজিতঃ সন্নরকা-

চতুর্দশী ও প্রতিপৎ এই দুই তিথি পূর্বতিথিযুক্ত হইলে
ব্রাহ্মতে উপবাস করিবে । অর্থাৎ ত্রয়োদশীযুক্ত চতুর্দশী
এবং অনাবস্তা অথবা পূর্ণিমা যুক্ত প্রতিপৎই উপবাস ব্রতে
গ্রাহ্য । পূর্ণিমা ও অমাবস্তা এই দুই তিথিও প্রতিপৎ তিথির
সহিত যে দিনেযুক্ত হইবে, সেই দিনেই উপবাস করিবে । ১৫ ।
তৃতীয়াযুক্ত দ্বিতীয়াতে উপবাস করা বিধেয়, এবং চতুর্থীসংযুক্তা
তৃতীয়া উপবাস ব্রতাদিতে আদরণীয় । তৃতীয়াযুক্ত চতুর্থীতে
উপবাস করিবে এবং পঞ্চমীযুক্ত ষষ্ঠী ও ষষ্ঠী পঞ্চমী যুক্ত হইলেই
তাহাতে উপবাসাদি করিতে হইবে । ১৬ ।

চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন, অনন্তর শিবরাত্রিব্রত ও উক্ত ব্রতের কথা
বলিতেছি । এই ব্রত করিলে সৰ্ব্বপ্রকার কামনা পূর্ণ
হয় । পূর্বকালে গৌরী মহেশ্বরকে এই শিবরাত্রিব্রত জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন । ১ । ২ । মহেশ্বর বলিয়াছিলেন, মাঘ ও
ফাল্গুনমাসের মধ্যে যে কৃষ্ণাচতুর্দশী, তাহাতে উপবাস ও
জাগরণ করিলে মহাদেব পূজিত হইয়া ভুক্তি মুক্তি প্রদান
করেন । ৩ । ৪ । যেমন একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে
বিষ্ণুর পূজা করিলে সৰ্ব্বপ্রকার কামনাসিদ্ধি হয় । সেইরূপ

• স্তারয়েত্থা ॥ ৫ ॥ নিবাদশাস্বদে রাজা পাপী সুন্দর-
সেনকঃ । স কুকুরৈঃ সমায়ুক্তো যুগান্ হস্তং বনং
ব্রতঃ ॥ ৬ ॥ যুগাদিকমসংপ্রাপ্য ক্ষুৎপিপাসাদিতো-
গিরৌ । রাত্রৌ তড়াগতীরেণ নিকুঞ্জে জাঞদা
স্থিতঃ ॥ ৭ ॥ তত্রাস্তি লিঙ্গং সংরক্ষয়ীরথাক্ষি
পত্ততঃ । পর্ণানি চাপতন্ মুক্তি লিঙ্গৈশ্চ ব নজা-
নতঃ ॥ ৮ ॥ তেন ধূনিনিরোধায় ক্ষিপ্তং নীরঞ্চ
লিঙ্গকে । শরঃ প্রমাদেনৈকস্তু প্রচ্যুতঃ করপল্ল-
বাং ॥ ৯ ॥ জানুভ্যামবনীং গজা লিঙ্গং স্পৃষ্ট্বা গহীত-
বান্ ॥ এবং জ্ঞানং স্পর্শনঞ্চ পূজনং জাগরো
ভবৎ ॥ ১০ ॥ প্রাতর্গৃহাগতো ভাৰ্যাদত্তারং ভুক্ত-
বান্ সচ । কালে মৃতো যমভট্টে পাঠৈশ্চরিত্বা তু নী-
য়তে ॥ ১১ ॥ তদা মম গণৈযুদ্ধে জিত্বা মুক্তীকৃতঃ

শিবরাত্রিব্রত করিলে মহাদেব ব্রতীকে পরক হইতে ত্রাণ করেন ।

৫ । পূর্বকালে অর্জুনে দেশে সুন্দরসেন নামক পাপিষ্ঠ নিবাদরাজ
বাস করিত । একদা ঐ নিবাদরাজ একটি কুকুরকে সঙ্গে করিয়া
যুগয়ার্থ বনে গিয়াছিল । ৬ । দৈবযোগবশতঃ সেই ব্যাধ
যুগাদি কোন পত্তই পাইল না এবং ক্ষুধা ও পিপাসাতে সমধিক
কাতর হইয়াছিল । এমন সময়ে রাত্রি উপস্থিত হইলে নিবাদ
উপায়ান্তর না দেখিয়া পর্বতোপরি আরোহণ করিয়া কোন
সরোবরে তীরে নিকুঞ্জমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

৭ । সেই নিকুঞ্জ মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ ছিল, ব্যাধ আপন
শরীররক্ষার্থ সেই নিকুঞ্জমধ্যে বাস করিতে লাগিল, তাহাতে
সেই শিবলিঙ্গের উপরি পত্র সকল পতিত হইয়াছিল । ব্যাধ
কিছুই জানিত না । ৮ । সেই নিকুঞ্জমধ্যে অনেক ধূলি ছিল,
ব্যাধ সেই ধূলি পরিষ্কার করণার্থ জলদ্বারা ধোত করিল ।
প্রমাদবশতঃ ব্যাধের হস্ত হইতে একটি বাণ ভূতলে পতিত
হইল, ব্যাধ জাহ্নবী গমন করিয়া সেই বাণ গ্রহণ করিল,
ইহাতে ব্যাধের শিবলিঙ্গ স্পর্শ হইল, এই সকল কারণে সেই
দিনে ব্যাধের জ্ঞান, স্পর্শন, পূজন ও জাগরণ সিদ্ধ হইল । ৯ ।
অনন্তর রজনীপ্রভাত হইলে ব্যাধ আপন আবাসে গমন করিয়া
ভাৰ্য্যাপ্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিল । অনন্তর ব্যাধের আয়ুষ্কাল পূর্ণ
হইলে বনুদূত আসিয়া ব্যাধকে পাশদ্বারা বন্ধন করিয়া যমপুরে
নয়নার্থ প্রস্থান করিল । এমন সময়ে আমার দূত বাইয়া যম-

সচ । কুকুরেণ সহৈবাত্মদগণোমৎপার্শ্বগোহমলঃ ॥ ১২ ॥
এবমজ্ঞানতঃ পুণ্যং জ্ঞানং পুণ্যমধাক্ষয়ং । ত্রয়োদশ্যাং
শিবং পূজ্য কুর্যাত্তু নিয়মং ব্রতী ॥ ১৩ ॥ প্রাতর্দেব
চতুর্দশ্যাং জাগরিষ্যাম্যহং নিশি । পূজাং দানং তপো-
হোমং করিষ্যাম্যগ্নিশক্তিঃ ॥ ১৪ ॥ চতুর্দশ্যাং নিরা-
হারো ভূত্বা শস্তো পরেহহুনি । ভোক্ত্যহং ভুক্তি-
মুক্ত্যর্থং শরণং মে ভবেৎ ॥ ১৫ ॥ পঞ্চম্যামৃতৈঃ
স্নাপ্য অন্তকালে গুরুং শ্রিতঃ । ওঁ নমো নমঃ শিবায়
গন্ধাদৈঃ পূজয়েদ্ধরং ॥ ১৬ ॥ তিলতণ্ডুলত্রীহৈশ্চ
জুহুয়াং সযুতং চরুং । হুত্বা পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা শৃণুয়া-
দীতসংকথাং ॥ ১৭ ॥ অর্ধরাত্রে ত্রিরামে চ চতুর্থে চ
পুনর্বক্ষেৎ । মূলমন্ত্রং তথা জপ্ত্বা প্রভাতে তু ক্ষমা-
য়েৎ ॥ ১৮ ॥ অবিশ্বেন ব্রতং দেব ত্বংপ্রশ্নয়ান্নিতিং ।

দূতকে জয় করিয়া ব্যাধকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিল । অনন্তর
সেই ব্যাধ কুকুরের সহিত যমপুরে আগমন করিয়া আমার পার্শ্ব
চরণমধ্যে নিবিষ্ট হইয়া রহিল । ১১ । ১২ । এইরূপে ব্যাধ
অজ্ঞানতঃ উপবাস করিয়া ও এইরূপ ফল পাইল, যাহারা
জ্ঞানতঃ এই শিবরাত্রিব্রত করে, তাহাদিগের সর্বপ্রকার পাপক্ষয়
হইয়া থাকে । এই ব্রতানুষ্ঠানে ত্রয়োদশীদিনে ব্রতী শিবের
অর্চনা করিয়া সংযত হইয়া থাকিবে । ১৩ । চতুর্দশীদিবসে
প্রাতঃকালে এইরূপে সঙ্কল্প করিবে । হেমহেতর । আমি
অদ্য চতুর্দশী রাত্রিতে উপবাস পূর্বক জাগরণ করিয়া আপন
শক্তি, অমুসারে পূজা, দান, জপ ও হোম করিব । ১৪ । এই
রূপে চতুর্দশীদিনে উপবাস করিয়া পরাহে পারণ করিবে । পারণ
কালে এইরূপে মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিবে । হে মহে-
তর ! আমি ভোজন করি, তুমি আমার ভুক্তিমুক্তার্থ আশ্রয়
প্রদান কর । ১৫ । পঞ্চম্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা শিবলিঙ্গ স্নান করা-
ইয়া অন্তকালে গুরুদেবের আশ্রয় লইবে । ওঁ নমঃ শিবায় এই
মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা পূজা করিয়া তিলতণ্ডুল, ত্রীহি ও সযুতচরু
দ্বারা হোম করিবে । অনন্তর পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া কথা
শ্রবণ করিবে । ১৬ । ১৭ । প্রদোষে অর্ধরাত্রে, তৃতীয়রাত্রে
এবং চতুর্থপ্রহরে পূজা করিতে হইবে । পূজান্তে মূলমন্ত্র জপ
করিয়া প্রভাতকালে দেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে । ১৮ ।
হেতর ! তোমার প্রসাদতঃ আমার এই ব্রত নির্বিঘ্নে সাধিত

ক্ষমস্ব জগতাং নাথ ত্রৈলোক্যাধিপতে হর ॥ ১৯ ॥
 যন্ময়াদ্য কৃতং পুণ্যং য জ্জন্মস্ব নিবেদিতং । ত্বং প্রদা-
 দাম্ময়া দেব ব্রতমদ্য সমর্পিতং ॥ ২০ ॥ প্রসন্নোভব
 মে শ্রীমন্ গৃহং প্রতি চ গম্যতাং । ত্বদালোকনমাত্রেন
 পবিত্রোহস্মি ন সংশয়ঃ । ভোজয়েদ্যাননিষ্ঠাংশ্চ
 বর্জ্যছত্রাদিকং দদেৎ ॥ ২১ ॥ দেবাদিদেব ভূতেশ
 লোকানুগ্রহকারক । যন্ময়া শ্রদ্ধয়া দত্তং প্রীয়তাং
 তেন মে প্রভুঃ ॥ ২২ ॥ ইতি ক্ষমাপ্য চ যতী কুর্যাৎ
 দ্বাদশবার্ষিকং । কীৰ্ত্তিপ্রীতপুত্ররাজ্যাদি প্রাপ্য শৈবং
 পুরং ব্রজেৎ ॥ ২৩ ॥ দ্বাদশেষপি মাসেষু প্রকুর্যাদিহ
 জাগরৎ । যতীন্ দ্বাদশ সংভোজ্য দীপদঃ স্বর্গমাপ্নু-
 য়াৎ ॥ ২৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে শিবরাত্রিব্রতং চতু-
 র্বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হইল, তুমি ত্রিভুবনের অধীশ্বর, আমার প্রতি ক্ষমা কর । ১৯ ।
 আমি পূর্ব যাহা কিছু পুণ্য করিয়াছি, তাহা ভগবান্ রুদ্রকে
 নিবেদন করিয়াছি । হেদেবদেব আমি তোমার অনুগ্রহে
 অদ্য আমার ব্রতাদি কাণ্ড সকল তোমাকে সমর্পণ করিলাম ।
 ২০ । তে শ্রীমন্ হর ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং
 আমি তোমাকে আরাহন করিয়াছিলাম, এইক্ষণ তুমি স্বস্থানে
 প্রস্থান কর । আমি তোমাকে দর্শন করিয়া পবিত্র হইলাম
 এইরূপে মহাদেবকে বিসজ্জন করিয়া ধ্যাননিষ্ঠ ব্রাহ্মগণকে
 ভোজন করাইয়া বস্ত্র ছত্রাদি প্রদান করিবে । ২১ । হে দেবা-
 দিদেব ! হে ভূতেশ্বর ! তুমি লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া
 থাক, আমি শ্রদ্ধাপুরঃসর যাহা কিছু দিয়াছি, শুদ্ধারা আপনি
 শ্রীত হউন । ২২ । এইরূপে বিসজ্জন করিয়া দ্বাদশ বার্ষিক
 ব্রত করিবে । তাহাতে ব্রতী ইহকালে কীৰ্ত্তি, সম্পদ ও রাজ্যাদি
 লাভকরিয়া, অন্তকালে শিবপুরে গমন করিতে পারে । ২৩ ।
 দ্বাদশ মাসেতে এইরূপে পূজা উপবাস ও জাগণ করিবে, অন-
 ন্তর দ্বাদশ ব্রতীকে ভোজন করাইয়া দীপ প্রদান করিবে, ইহাতে
 ব্রতী স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে । ২৪ ।

পঞ্চবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

পিতামহ-উবাচ ॥ ১ ॥ মাহাত্মা চক্রবর্ত্যাসী-
 ছপৌষ্যেকাদশীং নৃপঃ । একাদশ্যাং নভুঞ্জীত পক্ষয়ো-
 রুভয়োরপি ॥ ২ ॥ দশম্যেকাদশীমিশ্রা গান্ধার্যা সমূর্ণো-
 ধিতা । তস্ম্যাঃ পুত্রশতং নষ্টং তস্মাত্তাং পরিবর্জয়েৎ ॥
 ৩ ॥ দশম্যেকাদশী যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ । বহু-
 বাক্যবিরোধেন সন্দেহো জায়তে যদা ॥ ৪ ॥ দ্বাদশী তু
 তদা গ্রাহ্যা ত্রয়োদশ্যাস্ত পারণং । একাদশী কলাপি
 স্মাদুপোষ্যা দ্বাদশী তথা ॥ ৫ ॥ একাদশী দ্বাদশী চ
 বিশেষেণ ত্রয়োদশী । ত্রিমিশ্রা সা তিথিগ্রাহ্যা সর্ব-
 পাপহরা শুভা ॥ ৬ ॥ একাদশীমুপোষ্যেব দ্বাদশী-
 মথবা দ্বিজ । ত্রিমিশ্রাঐক্যেব কুক্ষীত ন দশম্যযুতাং
 কচিৎ ॥ ৭ ॥ রাত্রৌ জাগরণং কুর্কন পুরাণশ্রবণং

পঞ্চবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

পিতামহ বলিলেন, পূর্বকালে মাহাত্ম্যনামে রাজা ছিলেন,
 তিনি এই একাদশীতে উপবাস করিয়া সসাগরা ধরার
 অধিতীয় অধীশ্বর হইয়াছিলেন, অতএব গুরু ও কৃৎস্নকে
 একাদশীতে কেহই ভোজন করিবে না । ১ । ২ । গান্ধারী-
 দশমী সংযুক্তা একাদশীতে উপবাস করিয়াছিলেন, তাহাতে
 গান্ধারীর একশত পুত্র বিনষ্ট হইল, অতএব দশমী যুক্তা একা-
 দশী বর্জন করিবে । কেহ তাহাতে উপবাস করিবে না
 ৩ । “দশমীযুক্ত একাদশীতে হরি সন্নিহিত থাকেন” বাক্য এই
 রূপ বাক্য বিরোধ দৃষ্টে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন দ্বাদশীতে
 উপবাস করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে । যদি দ্বাদশীদিনে
 এক কলা একাদশীও থাকে, তথাপি দ্বাদশী দিনেই উপবাস করা
 বিধেয় । ৪ । ৫ । যে দিনেতে একাদশী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী
 এই তিথিত্রয়ের মিশ্রণ হয়, সেই দিনেতে উপবাস করিলে সূক্ষ্ম-
 প্রকার পাপ বিনাশ হয় । ৬ । “যে দিনে শুদ্ধ একাদশী থাকে,
 সেই দিনেই উপবাস করা বিধেয়, অথবা দ্বাদশীযুক্ত একা-
 দশীতেও উপবাস করিতে পারে কিম্বা যে দিনে একাদশী,
 দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিথিত্রয়ের মিলন হয়, সেই দিনে
 উপবাস করিবে, কিন্তু কদাচ দশমীযুক্তা একাদশীতে উপবাস
 করিবে না । ৭ । রাত্রিতে জাগরণ, পুরাণশ্রবণ ও গদ্যধর

নৃপঃ । গদাধরং পূজয়ংশ্চ উপোষ্যেকাদশীত্বয়ং । রুদ্রা-
জদো যবৌ মোক্ষমন্ত্রে চৈকাদশীত্বতং ॥ ৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে একাদশীমাহাত্ম্যং পঞ্চ-
বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ষড়্বিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ যেনার্চনেন বৈলোকো জগাম
পরমাং গতিং । তমর্চনং প্রবক্ষ্যামি ভুক্তিমুক্তি-
করং পরং ॥ ২ ॥ সামান্তমণ্ডলং স্তস্য ধাতারং দ্বার-
দেশতঃ । বিধাতারং তথা গজাং যমুনাঞ্চ মহানদীং ॥
৩ ॥ দ্বারপ্রিয়ঞ্চ দণ্ডঞ্চ প্রচণ্ডং বাস্তুপুরুষং । মধ্যো
চাধারশক্তিঞ্চ কূর্ম্মঞ্চানন্তমর্চয়েৎ ॥ ৪ ॥ ভূমিং ধর্ম্মং
তথা জ্ঞানং বৈরাগ্যৈশ্চৈর্যামেব চ । অধর্ম্মাদীংশ্চ চতুরঃ
কন্দনালঞ্চ পঙ্কজং ॥ ৫ ॥ কর্ণিকাং কেশরং সত্ত্ব রাজ-
সস্তামনং গুণং । সূর্য্যাদিমণ্ডলান্তেব বিমলাত্মাশ্চ
শক্তিযঃ ॥ ৬ ॥ দুর্গাং গণং সরস্বতীং ক্ষেত্রপালঞ্চ

অর্চনা করিয়া একাদশীর উপবাস করিবে, এইরূপে একাদশীর
উপবাস করিয়া রুদ্রাজ্জদ রজা মোক্ষপদ পাইয়াছিলেন । ৮ ।

ষড়্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, যে অর্চনা দ্বারা মানবগণ পরমাংগতি লাভ
করিতে পারে, সেই ভুক্তিমুক্তিপ্রদ অর্চনা বলিব । ১ । ২ ।
দ্বারদেশে সামান্ত মণ্ডল করিয়া তাহাতে ধাতা, বিধাতা,
গজা, যমুনা ও মহানদীর পূজা করিতে হইবে । ৩ । পরে
সেই মণ্ডলের দ্বারদেশে ত্রী, দণ্ড, প্রচণ্ড ও বাস্তুপুরুষের
পূজা করিয়া মধ্যো কূর্ম্ম, আধারশক্তি অনন্ত ইত্যাদিগের
পূজা করিবে । ৪ । তৎপরে ভূমি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য,
কূর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য্য, কন্দ, নাল ও পঙ্কজ
ইত্যাদিগের অর্চনা করিবে । ৫ । পরে কর্ণিকা, কেশর, সত্ত্ব,
রজঃ ও তমঃ এই গুণত্ৰয়, সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল, বহুমণ্ডল এবং
বিমলাপ্রভৃতি শক্তির পূজা করিতে হইবে । ৬ । অনন্তর দুর্গা,
গণেশ, সরস্বতী, ও ক্ষেত্রপাল কোণচতুষ্টয়ে এই চারিদেবতার

কোণকে । আসনং মূর্ত্তিমভ্যর্চ্য বাসুদেবং বলং স্মরং ॥
৭ ॥ অনিরুদ্ধং মহাত্মানং নারায়ণমথার্চয়েৎ । হৃদ-
য়াদীনি চাক্রানি শঙ্খাদীন্তাযুধানি চ ॥ ৮ ॥ প্রিয়ং পুষ্টিঞ্চ
গরুড়ং গুরুং পরগুরুং যজ্ঞং । দৈত্যাদীন্ দিক্ষুধো-
নাগমৃদ্ধং ব্রহ্মাণমর্চয়েৎ ॥ ৯ ॥ বিশ্বক্-সেনমথৈশান্ত্যং
প্রোক্তং পূজনমাগমে । স্কৃদাভ্যর্চিতো দেবো-
যেনৈবং বিধিপূর্নকং ॥ ১০ ॥ ন তস্মৈ সন্তবোভূয়ঃ
সংসারেহস্মিন্মহাত্মনঃ । পুণ্ডরীকায় সংপূজ্য ব্রহ্মাণঞ্চ
গদাধরং ॥ ১১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ষড়্বিংশ-
ত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ মাঘমাসে শুক্লপক্ষে সূর্য্যর্ক্ষেণ
যুতা পুরা । একাদশী তথা চৈকা ভীমেন সমুপোষিতা ॥
২ ॥ আশ্চর্য্যন্ত ব্রতং কুত্ৰ পিতৃণামনুগোহিতবৎ ।

পূজা করিবে । পরে আসন ও মূর্ত্তির পূজা করিয়া বাসুদেব,
বলভদ্র ও স্রবের পূজা করিতে হইবে । ৭ । পরে অনিরুদ্ধ,
ও মহাত্মা নারায়ণের পূজা করিয়া হৃদয়াদি বড়ঙ্গ ও শঙ্খাদি
অস্ত্রের পূজা করিতে হইবে । পরে ত্রী, পুষ্টি, গরুড়, ও
পরমগুরু অর্চনা করিয়া অষ্টদিকে ইন্দ্রাদি অষ্টদিকপাল,
অধোদেশে অনন্ত এবং উর্দ্ধে ব্রহ্মার পূজা করিবে । ৮ । ৯ ।
অনন্তর ঈশানকোণে বিশ্বকসেনের পূজা করিতে হইবে ।
এইরূপে পূজাবিধি কথিত হইল, যে ব্যক্তি এই
রূপ বিধি অনুসারে একবারমাত্র পূজা করে, সেই ব্যক্তি
মহাত্মা, এই সংসারে তাহার পুনর্জন্ম হয় না । এই পূজাতে
পুণ্ডরীক ও গদাধরের পূজা করিতে হইবে । ১০ । ১১ ।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, মাঘমাসের শুক্লপক্ষযুক্তা হস্তানক্ষত্রে একা-
দশীতে ভীম উপবাস করিয়াছিলেন, এজন্ত ঐ একাদশীর
নাম ভীমী একাদশী হইয়াছে । ১ । ২ । ভীমসেন ঐ একা-

ভীমদ্বাদশী বিখ্যাতা প্রাণিনাং পুণ্যবর্দ্ধিনী ॥ ৩ ॥
নক্ষত্রৈঃ বিনাপ্যেষা ব্রহ্মহত্যাং নাশয়েৎ । বিনি-
হন্তি মহাপাপং কুন্পোবিষয়ং যথা ॥ ৪ ॥ কুপুত্রস্ত
কুলং বদ্রং কুভার্য্যা চ পতিং যথা । অধর্ম্মঞ্চ যথা
ধর্ম্মঃ কুমন্ত্রী চ যথা নৃপং ॥ ৫ ॥ অজ্ঞানেন যথা জ্ঞানং
শৌচতাশৌচতাং যথা । অশ্রদ্ধয়া যথা শ্রদ্ধং সত্য-
শৈবানুতৈর্যথা ॥ ৬ ॥ হিংসং যথোক্ষমাহতাদনর্থং চার্ধ-
সঞ্চয়ঃ । যথা প্রকীর্তনাদানং তপোবৈ বিঘ্নাদযথা ॥
৭ ॥ অশিক্ষয়া যথা পুত্রোগাবোদূরগতৈর্যথা । ক্রোধেন
চ যথা শাস্তির্যথা বিভ্রমবর্দ্ধনাং ॥ ৮ ॥ জ্ঞানেনৈব যথা বিজ্ঞা-
নিক্ষামেন যথা ফলং । তথৈব পাপনাশায় প্রোক্তৈরং
দ্বাদশী শুভা ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ধ-

দশীর উপবাসরূপ আশ্চর্য্য ব্রত করিয়া পিতৃগণ হইতে মুক্ত
হয়েন । এই বিখ্যাত ভৈমী দ্বাদশী সকলোকের পুণ্যবর্দ্ধন
করেন । যে ব্যক্তি এই একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে
পারগ করে, তাহার পুণ্যবর্দ্ধন হইয়া থাকে । ৩ । উক্ত নক্ষত্র-
যোগ না হইলেও কেবল একাদশীতে উপবাস করিলে ।
তাহাতেও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ বিনাশ পায় । যেমন রাজা
কুমারগর্ভা হইলে আপন বিষয় বিনাশ করে, সেইরূপ এই
একাদশী সকলপ্রকার মহাপাপ বিনাশ করিয়া থাকে । ৪ ।
যেমন কুপুত্র কুল নষ্ট করে, কুভার্য্যা পতিকে পাতিত
করে, ধর্ম্ম অধর্ম্ম ক্ষয় করে, এবং কুমন্ত্রী রাজাকে বিনাশ
করে । ৫ । যেমন অজ্ঞান জ্ঞানের বিনাশ করে, শুচিতা অশৌচ
নষ্ট করে অশ্রদ্ধা শ্রদ্ধা বিনাশ করে, সত্য অসত্যকে নষ্ট করে । ৬ ।
যেমন গ্রীষ্ম হিমের বিনাশ করে, অসদাচরণ সঙ্কিত ধন বিনাশ
করে, যেমন বাক্যদ্বারা কীর্তন করিলে দান্যজকণ বিদগ্ধ হয় এবং
বিঘ্নাচর্য্যগ তপস্তা বিনাশ করে । ৭ । যেমন শিক্ষাদানবার্তা-
রেক পুত্র নষ্ট হয়, দূরগমনে গোসকল বিনাশ পায়, যেমন
ক্রোধদ্বারা শাস্তিগুণের নাশ হয়, এবং বৃদ্ধির উপায় না করিলে
বিক্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে । ৮ । যেমন জ্ঞানদ্বারা আবদ্ধ্য বিনাশ
পায় এবং কামনার্থী থাকিলে কল্মষ ফল নষ্ট হয় ; সেইরূপ এই
দ্বাদশী সমস্ত পাপ বিনাশ করে । ৯ । ব্রহ্মহত্যা সুরাপান,
স্বর্ণস্বেয় ও গুরুপত্নীগমন এই সকল পাপ একদা সমুৎপন্ন

দনাগমঃ । যুগপদুপজানাতি ন নিহন্তি ত্রিপুরং ॥
১০ ॥ ন চাপি নৈমিষং ক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রং প্রভাসকং ।
কালিন্দী যমুনা গঙ্গা ন চৈব ন সরস্বতী ॥ ১১ ॥ ন
চৈব সর্ষতীর্থানি একাদশ্যাঃ সমোনহি । ন দানং
ন জপোহোমো ন চাত্ত্বং স্ক্রুতং কটিং ॥ ১২ ॥ একতঃ
পৃথিবীদানমেকতো হরিবানরঃ । ততোপ্যেকা মহা
পুণ্যা ইযমেকাদশী বরা ॥ ১৩ ॥ অগ্নিনু বরাহপুরুষং
কুত্বা দেবস্ত হাটকং । ঘটোপরি নবে পাশ্রে কুত্বা বৈ-
তাত্রভাজনে ॥ ১৪ ॥ সর্ষবীজভূতোবিদ্যাঃ সিত-
বস্ত্রাবগুষ্ঠিতে । সহিরণ্যপ্রদীপাভ্যে কুত্বা পূজাং প্রয-
ত্নতে ॥ ১৫ ॥ বরাহায় নমঃ পাদৌ ক্রোড়াকৃতি নমঃ
কটিং । নাভিং গভীরঘোষায় উরঃ শ্রীবৎসধারিণে ॥
১৬ ॥ বাহুং সহস্রশিরসে গ্রীবাং সর্ষেধ্বরায় চ । মুখং

হইলে তাহা এই একাদশীব্রত ভিন্ন অত্রকোন কার্য্যে বিনাশ
পায় না । ত্রিপুরা হইলে সকল কুল বিনাশ করিতে পারে,
তথাপি এই সকল পাপ বিনাশ করিতে পারে না । ১০ ॥ নৈমি-
ষাণ্য, কুরুক্ষেত্র, প্রভাসতীর্থ, কালিন্দী, যমুনা, গঙ্গা ও সরস্বতী
এই সকল মহাতীর্থ উক্ত পাপ সকল বিনাশ করিতে পারে
না, কেবল ভৈমী একাদশীই সকল প্রকার পাপ নাশ করিতে
পারে । ১১ । সকলপ্রকার তীর্থসেবা দান, জপ, হোম ও অগ্নি
স্ক্রুত কিছুই একাদশীর তুল্য নহে । একাদশীদিনে উপবাস
করিলে যেসকল ফল সাধন হয়, অগ্নি কোন কার্য্যেই সেইরূপ
ফলের প্রত্যাশা নাই । ১২ । সমস্ত পৃথিবীদান ও একাদশী
ব্রত তুলনা করিলে একাদশীব্রতই প্রধান বলিয়া বোধ হইবে ।
১৩ । এই উপবাস ব্রতে স্বর্ণময় বরাহদেবের প্রতিমূর্ত্তি করিয়া
ঘটোপরি নূন তাত্রপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক পূজা করিতে হইবে । ১৪ ।
এই প্রতিমূর্ত্তি খেত বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া হিরণ্য প্রদীপাদি
নানাবিধ উপচারে পূজা করিতে হইবে । ১৫ । বরাহায় নমঃ
এই মন্ত্রে সেই প্রতিমূর্ত্তির পাদদ্বয়ে পূজা করিয়া ক্রোড়াকৃতি
নমঃ এই মন্ত্রে কটিদেশের এবং গভীরঘোষায় নমঃ এই মন্ত্রে
নাভিতে অর্চনা করিবে । পরে শ্রীবৎসধারিণে নমঃ এই
মন্ত্রে বাহুস্থলে পূজা করিতে হইবে । ১৬ । সহস্রশিরসে
নমঃ এই মন্ত্রে বাহুতে, সর্ষেধ্বরায় নমঃ এই মন্ত্রে গ্রীবাতে,

সর্ষাঅনে পূজ্যং ললাটে প্রভবায় চ ॥ ১৭ ॥ কেশাঃ
শতমুখায় পূজ্যা দেবস্ত চক্রিণঃ । বিধিনা পূজয়িত্বা
তু কৃতা জাগরণং নিশি ॥ ১৮ ॥ ঋত্বা পুরাণং দেবস্ত
মাহাত্ম্যপ্রতিপাদকং । প্রাতর্কিপ্রায় দস্তা চ যাচকায়
শুভায় তৎ ॥ ১৯ ॥ কনককোড়গহিতং সন্নিবেদ্যপ-
রিচ্ছদং । পশ্চাত্তু পারণং কুর্য্যান্নাতিতৃপ্তঃ স কুদব্রতঃ ॥
২০ ॥ এবং কৃতা নরোবিজ্ঞানভূয়স্তনপো ভবেৎ ।
উপোষ্যৈকাদশীং পুণ্যং মুচ্যতে বৈষ্ণবব্রাহ্মণ্যং ।
মনোভিলষিতাব্যাগুঃ কৃতা সর্ষব্রতাদিকং ॥ ২১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে একাদশীমাহাত্ম্যং নপ্ত-
বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টাবিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ ব্রতানি স্যাস বক্ষ্যামি 'যৈস্তুষ্টঃ
সর্ষদোহরিঃ । শাস্ত্রোদিতো হি নিয়মো ব্রতং তচ্চ-
তপোমতং ॥ ২ ॥ নিয়মাস্তু বিশেষাঃ স্যুঃ ব্রতস্বস্ত

সর্ষাঅনেনমঃ এই মন্ত্রে মুখে, প্রভবায় নমঃ এই মন্ত্রে ললাটে
পূজা করিবে। ১৭। শতমুখায় নমঃ এই মন্ত্রে কেশে পূজা করিয়া
বিধান পূষক বরাহদেবের পূজা এবং রাত্রিতে জাগরণ করিতে
হইবে। ১৮। তৎপরে বরাহদেবের মাহাত্ম্য প্রকাশক পুরা-
ণোক্ত সংকথা শ্রবণ করিয়া প্রাতঃকালে পাঠক বিপ্রকে সহ-
বর্ণ পরিচ্ছদ প্রদান পুষক ব্রতী স্বয়ং পারণ করিবে। পারণে
অধিক ভোজন করিবে না এবং একবার মাত্র অন্নপরিমাণে
ভোজন করিবে। ১৯। ২০। উক্তরূপে বিধান ব্যক্তি ব্রত
করিলে তাহার পুনর্জন্ম হয় না! পুণ্যদায়িনী একাদশীর উপ-
বাস করিলে গর্ভধারণ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারে এবং
সর্ষপ্রকার অভিলাষত দ্রব্য লাভ হয়। এই ব্রত সর্বব্রতের
প্রদান করে। ২১।

অষ্টাবিংশত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন, অক্ষণে নানাবিধ ব্রত বলিতেছি; এই সকল
ব্রত করিলে হরি সন্তুষ্ট হইয়া সর্বদ্রব্য প্রদান করেন। শাস্ত্রোক্ত
নিয়ম পালনের নাম ব্রত। ইহাই মহাতপত্বা। ১। ২। ব্রতস্ব

যমাদয়ঃ । নিত্যং ত্রিষবণং স্নানাদধঃ শায়ী জিতে-
দ্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥ জীশূদ্রপতিতানাস্ত বর্জয়েদভিভাষণং ।
পবিত্রাণি চ পঞ্চৈব জুহুয়াচ্চৈব শক্তিতঃ ॥ ৪ ॥
কৃচ্ছ্রাণ্যেতানি সর্ষাণি চরেৎ স্মৃতবান্নরঃ । কেশানাং
রক্ষণার্থস্ত দ্বিগুণং ব্রতমাচরেৎ ॥ ৫ ॥ কাংস্তং মাংসং
মশুরঞ্চ চণকং কোরদূষকং । শাকং মধু পরান্নঞ্চ
বর্জয়েদুপবাসবান্ ॥ ৬ ॥ পুষ্পাঙ্করবস্ত্রাণি ধূপগন্ধানু-
লেপনং । উপবাসেন দুয্যেতু দন্তধাবনমঞ্জরং ॥ ৭ ॥
দন্তকাষ্ঠং পঞ্চগব্যং কৃতা প্রাতঃব্রতঞ্চরেৎ । অস-
কৃচ্ছ্রলপালাচ্চ তাম্বূলস্য চ ভক্ষণং । উপবাসঃ প্রো-
ষ্যেত দিবাস্প্রাঙ্গমৈথুনাং ॥ ৮ ॥ ক্ষমা সত্যং দয়া
দানং শৌচমিচ্ছ্রিয়নিগ্রহঃ । দেবপূজাগ্নিহবনে সন্তোষা-
স্তেয়মেব চ ॥ ৯ ॥ সর্বব্রতেষু ধর্মঃ নামাশ্বোদশদা-
স্মৃতঃ । নক্ষত্রদর্শনান্নক্তমনস্তং নিশিভোজনং ॥ ১০ ॥

ব্যক্তির সংযমাদি বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হইবে।
ব্রতী ব্যক্তি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া ইন্দ্রিয় সংযমন
পুষক ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিবে। ৩। ব্রতচরণ কালে
জ্ঞা, শূদ্র ও পতিত ব্যক্তির সহিত আভিভাষণ করিবে না। এবং
আপন শাক্ত অহুসারে পর পবিত্রদ্বারা হোম করিবে। ৪।
ব্রতের পুণ্য কলাভিলাষী ব্যক্তি পূর্বোক্ত কৃচ্ছ্রনিয়ম পালন
করিবে। ব্রতকালে কেশবণন করিতে হয়, যদি কেহ কেশ
রক্ষা করিতে চাহেন, তাহার দ্বিগুণ ব্রতচরণ করা বিশেষ। ৫।
উপবাসব্রতপরায়ণ ব্যক্তি পরদিনে কাংস্যপাত্রে ভোজন করিবে
না এবং মাংস, মশুর, চণক, কোরদূষক (খাণ্ড বিশেষ) শাক
মধু ও পরান্ন পরিবর্জন করিবে। ৬। আর পুষ্প, অলঙ্কার
নুতনবস্ত্র, গন্ধ, অমুলেপন, দন্তধাবন ও অঞ্জন এই সকল পরি-
ভ্যাগ করিবে। ৭। উপবাস করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে
পঞ্চগব্য দ্বারা মুখপ্রক্ষালন করিবে। পরদিবস পুনঃপুনঃ জল-
পান, তাম্বূলভক্ষণ, দিবানন্দা ও মৈথুন করিলে উপবাসের ফল
নষ্ট হয়। ৮। ক্ষমা, সত্য, দয়া, দান, শৌচ, ইচ্ছ্রিয়সংযম,
দেবপূজা, হোম, সন্তোষ, ও সন্তেয় সর্বপ্রকার ব্রতে এই দশ-
বিধ সামান্য নিয়ম পালন করিতে হইবে। নক্ষত্র দর্শনাস্তে
যে ভোজন তাহাই নক্তভোজন, নিশিভোজনকে নক্তভোজন বলা

গোমূত্রঞ্চ পলং দত্তাদর্শাদৃষ্টস্ত গোময়ং । ক্ষীরং সপ্ত-
পলং দত্তাদ্ধ্রুশ্চৈব পলত্রয়ং ॥ ১১ ॥ স্নাতমেকপলং দত্তাৎ
পলমেকং কুশোদকং । গায়ত্র্যা চৈব গন্ধেতি আপ্যা-
য়স্ব দধিগ্রহঃ । তেজোহসীতি চ দেবস্ত ব্রহ্মকৃচ্ছ্রতং
চরেৎ ॥ ১২ ॥ অগ্ন্যাধানং প্রতিষ্ঠাস্ত যজ্ঞদানব্রতা-
নি চ । বেদব্রতরবোৎসর্গচূড়াকরণমেখলাঃ । মাদ্রল্য-
মভিমেকঞ্চ মলমাসে বিবর্জয়েৎ ॥ ১৩ ॥ দর্শাদর্শস্ত
চাস্তঃস্রাংস্রাংস্রাহোতিস্ত সাবনঃ । রবিসংক্রমণাৎ
শৌরোনাক্ষত্রঃ সপ্তবিংশতিঃ ॥ ১৪ ॥ সৌরোমাসো
বিবাহায় যজ্ঞাদৌ সাবনস্থিতিঃ ॥ ১৫ ॥ যুগ্মাশ্লুকৃত-
ভূতানি যগুন্যোর্কস্মরকৃয়োঃ । রুদ্রেণ দ্বাদশীযুক্তা
চতুর্দশাথ পূর্ণিমা ॥ ১৬ ॥ প্রতিপদাপ্যমাবাস্তা তিথ্যা-

যায় না । ১০ । একপল (৮ তোলা) গোমূত্র, অর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠ-
প্রমাণ গোময়, সপ্তপল দুগ্ধ, তিনপল দধি, একপল স্নাত, এবং
একপল কুশোদক এইরূপে পঞ্চগব্যের পরিমাণ জানিবে ।
প্রত্যেকে মন্ত্রপাঠপূর্বক পঞ্চগব্য শোধন করিয়া ব্যবহার
করিবে । গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র, গন্ধদ্বারা ইত্যাদি মন্ত্রে গোময়,
আপ্যায়স্ব ইত্যাদি মন্ত্রে দুগ্ধ, দধিক্রাবু ইত্যাদি মন্ত্রে দধি,
তেজোহসি ইত্যাদি মন্ত্রে স্নাত এবং দেবস্তদ্বা ইত্যাদি মন্ত্রে
কুশোদক শোধন করিয়া ব্রহ্মকৃচ্ছ্র ব্রতচরণ করিবে । ১১ ১২ ।
অগ্ন্যাধান, প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞ, দান, ব্রত, বেদঅধ্যয়ন, বৃষোৎসর্গ,
চূড়াকরণ, উপনয়ন ও মাদ্রল্য অভিমেক এই সকল কার্য
মলমাসে করিবে না । ১৩ । এক অমাবস্তা হইতে তৎপরবর্তী
অপর অমাবস্তাপর্যন্ত যে ত্রিশদিন হয়, তাহাকেই সাবনমাস
বলা যায় । রবির এক রাশিতে গমন হইতে অপর-
রাশিতে গমন পর্যন্ত কালকে সৌরমাস বলিয়া থাকে এবং
অখিনীনক্ষত্রের ভুক্ত কাল হইতে রেবতীর ভুক্তকাল কাল
পর্যন্ত সপ্তবিংশতিদিনে নাক্ষত্রিক মাস হয় । ১৪ । বিবাহাদি
কার্যে সৌরমাস, যজ্ঞাদিতে সাবনমাস এবং আঙ্গিক পিতৃ-
কার্যে চান্দ্রমাস উল্লেখ করিয়া কার্য করিতে হইবে । ১৫ ।
দ্বিতীয়ার সহিত তৃতীয়ার, চতুর্থীর সহিত পঞ্চমীর, ষষ্ঠীর
সহিত সপ্তমীর, অষ্টমীর সহিত নবমীর, দশমীর সহিত একা-
দশীর, দ্বাদশীর সহিত ত্রয়োদশীর, চতুর্দশীর সহিত পূর্ণিমার
এবং প্রতিপদের সহিত অমাবস্তার যুগ্মাদর জানিবে ।

যুগ্মং মহাকলং । এতদ্যন্তং মহাঘোরং হস্তি পুণ্যং
পুরাকৃতং ॥ ১৭ ॥ আরক্কতপসাং স্ত্রীণাং রজোহস্তা-
দ্রুতং নহি । অস্তৈর্দানাদিকং কুর্যাৎ কারিকং স্বয়-
মেব চ ॥ ১৮ ॥ ক্রোধাৎ প্রমাদান্নোভাষা ব্রতভঙ্গো-
ভবেদ্যদি । দিনত্রয়ং ন ভুঞ্জীত শিরসো মুণ্ডলং ভবেৎ ॥
১৯ ॥ অসামর্থ্যে শরীরস্ত পুজাদীনু কারয়েদ্ভুতং ।
ব্রতস্থং মুচ্ছিতং বিপ্রং জলাদীনুপায়য়েৎ ॥ ২০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ব্রতপরিভাষা অষ্টা-
বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

— — —

উনত্রিংশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ বক্ষ্যে প্রতিপদাদীনি ব্রতানি
ব্যাস শৃণুথ । বৈশ্বানরপদং যাতি শিখিব্রতমিদং

এই যুগ্মাদর অনুসারে তিথি বিহিত কার্যের ব্যবস্থা হইয়া
থাকে । উভয়দিনে তিথিপ্রাপ্ত হইলে যে দিনে যুগ্মাদর-
ঘটকতিথির সহিত মিলন হয়, সেই দিনেই সেই তিথিবিহিত
কার্য হইয়া থাকে । এই যুগ্মাদর গ্রহণ করিয়া কার্য করিলে
সেই কার্য মহাকল উৎপাদন করে । যদি উক্ত যুগ্মাদর অনাদর
করিয়া কার্য করে, তাহা হইলে সেই কার্যের ফল হয় না
এবং পূর্বকৃত পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায় । ১৬ । ১৭ । স্ত্রী সংকল্প
করিয়া ব্রত আরম্ভ করিলে যদি সেই সংকল্পিত ব্রত সম্পূর্ণ
না হইতে সেই স্ত্রীর রজোযোগ হয়, তাহাতে সেই আরক্ক
কর্ম বিনষ্ট হয় না । দানপূজাদি কার্য অন্তদ্বারা করিয়া
স্নান উপবাসাদি কায়কর্তব্য কার্য আপনি করিবে । ১৮ ।
ক্রোধ, অনবধানতা অথবা লোভবশতঃ যদি আরক্কব্রত ভঙ্গ
হয়, তাহা হইলে ব্রতী দিনত্রয় উপবাস করিয়া শিরোমুণ্ডন
করিবে । ব্রতীর শরীর অসমর্থ হইয়া কার্যসাধনে অশক্ত
হইলে পুজাদিকে প্রতিনিধি করনা করিয়া সেই কার্য
করিবে । ব্রতীব্যক্তি উপবাসসূচিতে কাতর হইয়া মুচ্ছিত
হইলে জলপান করিতে পারে, তাহাতে ব্রতভঙ্গ হয় না । ২০ ।

উনত্রিংশাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ব্যাস ! প্রতিপদাদি তিথিতে বেরূপ
ব্রত করিতে হয়, তাহা বলি, প্রতিপদ তিথিতে একাহার

স্বতঃ । প্রতিপদ্যে কতক্ৰাশী সমাপ্তে কপিলাপ্রদঃ
 ২ ॥ চৈত্রাদৌ কারয়েচ্চৈব ব্রহ্মপূজাং যথা-
 বিধি । গন্ধপুষ্পচ্চনৈর্দানৈর্মাল্যাদিভির্মনোরমৈঃ ।
 সহোমৈঃ পূজয়েদ্দেবং সর্দান্ কামানবাগ্নুয়াং ॥ ৩ ॥
 কীর্ত্তিকে তু সিতেহষ্টম্যাং পুষ্পহারেণ বৎসরং । পুষ্পা-
 দিদাতা রূপেচ্ছুরূপভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণপক্ষে
 তৃতীয়ায়াং শ্রাবণে শ্রীধরং শ্রিয়া । ত্রতী সবল্লাং
 শয্যাঞ্চ ফলং দদ্যাদ্বিজাতয়ে ॥ ৫ ॥ শয্যাং দত্ত্বা প্রার্থ-
 য়েচ্চ শ্রীধরায় নমঃ শ্রিয়ে । উমাং শিবং ততশঞ্চ
 তৃতীয়ায়াঞ্চ পূজয়েৎ ॥ ৬ ॥ হবিষ্যমগ্নং নৈবেদ্যং দেয়ং
 মদনকম্পনা । চৈত্রাদৌ ফলমাপ্নোতি উময়া মে প্রভা-
 বিতং ॥ ৭ ॥ ফাল্গুনাদিতৃতীয়ায়াং লবণং যন্ত বর্জ-
 য়েৎ । সমাপ্তে শয়নং দদ্যাদ্গৃহপঞ্চোপস্করাশিতং ॥ ৮ ॥
 সংপূজ্য নিপ্রমিথুনং ভবানি প্রীয়তামিতি । গৌরী-

লোকে বসেন্নিত্যং সৌভাগ্যকরমুক্তমং ॥ ৯ ॥ গৌরী-
 কালী উমা ভদ্রা দুর্গা কান্তিঃ সরস্বতী । মঙ্গলা বৈষ্ণবী
 লক্ষ্মীঃ শিবা নারায়ণী ক্রমাৎ । মার্গতৃতীয়ামারভ্য
 অবিয়োগাদি চাপ্নুয়াৎ ॥ ১০ ॥ চতুর্থ্যাং সিতমাঘাদৌ
 নিরাহারো ব্রতান্তিতঃ । দত্ত্বা তিলাংস্ত বিপ্রায় স্বয়ং
 ভুঙ্ক্তে তিলোদকং । বর্ষদ্বয়ে স্যামাশ্বিনে চ নিদিদ্বাদি
 সমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১ ॥ গং স্বাস্তা মূলমস্ত্রোহয়ং প্রণবৈন
 সমন্তিতঃ । গ্লোং গ্লাং হৃদয়ে গাং গীং গুং হ্রুং হ্রীং হ্রীং
 শিরঃশিখা । গুং বর্ম্ম গোঞ্চ গোং নেত্রং গোঞ্চ আবাহ-
 নাদিষু ॥ ১২ ॥ আগচ্ছোক্ষায় গঙ্কোক্ষঃ পুষ্পোক্ষধূপ-
 কোক্ষকঃ । দীপোক্ষায় মহোক্ষায় বলিচ্চাথ বিস-
 র্জ্জনং ॥ ১৩ ॥ সিদ্ধোক্ষায় চ গায়ত্রী ত্রাসোগোহৃষ্ঠাদি-
 রীরিতঃ । তঁ মহাকর্ণায় বিদ্যাহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি

করিয়া থাকিবে, পরে কপিলাপ্রদান করিয়া ব্রত সমাপ্ত
 করিতে হইবে । এই ব্রত করিলে বৈষ্ণবের পদ লাভ হয়,
 উগাব নাম শিগিব্রত । ১—২ । চৈত্রমাস হইতে এই ব্রত
 আরম্ভ করিবে এবং গন্ধপুষ্প ও মনোহর মাল্য দ্বারা বিধি
 পূরক ব্রজার পূজা করিবে । অনন্তর হোম করিয়া ব্রত সাক্ষ
 করিতে হইবে । ৩ । কীর্ত্তিকমাসের শুক্লাবদীর্ঘে পুষ্পমালা ও
 পুষ্পদান করিবে । এইরূপে একবৎসর পর্য্যন্ত পুণ্ড্রমস্তীতে পুষ্প-
 দান করিলে, সেই ব্যক্তি রূপবান্ হইয়া থাকে । ৪ । শ্রাবণ
 মাসের কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়াতে লক্ষ্মীর সতিত শ্রীধরের পূজা-
 করিয়া তঁরী ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বন্ধ, শয্যা ও ফলদান করিবে । ৫ ।
 শয্যাপ্রদান করিয়া শ্রীধরায় নমঃ এবং শ্রিয়ে নমঃ এই মন্ত্রে পূজা
 করিবে । পরে উমা, শিব ও ততশনের পূজা করিতে হইবে । ৬ ।
 ত্রতী হবিষ্যন্ন ভক্ষণ করিয়া নৈবেদ্য ও মদনক নিবেদন
 করিবে । চৈত্রমাসে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিলে, ত্রতী
 আপনি অভিলষিত ফল পাইতে পারে । ৭ । ফাল্গুনমাসের
 তৃতীয়াতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত লবণ পরিচাণ
 করিবে । এইরূপে বৎসর পূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণকে লবণ এবং
 সোপকরণ গৃহপ্রদান করিলে ব্রত সম্পূর্ণ হয় । ৮ । পরে দ্বিজ
 সম্প্রতিকে অর্চনা করিয়া, ভবানি! আপনি প্রীত হউন, এই
 বলিয়া প্রার্থনা করিবে । এইরূপে ব্রতচরণ করিলে, সেই

ত্রতী গৌরীলোকে বাস করে এবং সর্ববিষয়ে সৌভাগ্যবুদ্ধি
 হয় । ৯ । অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয়াতে আরম্ভ করিয়া একবৎ-
 সর পর্য্যন্ত প্রতিমাসের তৃতীয়াতে যথাক্রমে গৌরী, কালী,
 উমা, ভদ্রা, দুর্গা, কান্তি, সরস্বতী, মঙ্গলা, বৈষ্ণবী, লক্ষ্মী শিবা
 ও নারায়ণী, এই সকলের পূজা করিবে । এইরূপ ব্রত করিলে
 কপনও তাহার বিয়োগ হুঃখ হয় না । ১০ । মাঘ মাসের শুক্ল-
 পক্ষীয় চতুর্থীতে ব্রতপরায়ণ ব্যক্তি নিরাহারী থাকিয়া ব্রাহ্ম-
 ণকে তিলপ্রদান করিবে এবং তিলোদক ভক্ষণ করিবে । এই-
 রূপে প্রতি মাসের চতুর্থীতে ব্রত করিতে হইবে । হুই বৎসর
 এইপ্রকার ব্রত করিয়া ব্রতসমাপন করিবে । এই ব্রত
 করিলে কোন বিষয় হয় না । ১১ । ওং গং স্বাস্তা এই মন্ত্রে পূজা
 করিবে । এই পূজার অঙ্গন্যাস এই— গ্লাং গ্লাং হৃদয়ায় নমঃ,
 গাং গীং গুং শিরসে স্বাস্তা, হ্রুং হ্রীং হ্রীং শিখায়ৈ বষট্, শুং
 গোং কণ্ঠায় হ্রীং, গোং নেত্রায়ৈ বোষট্, গং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং
 অস্ত্রায় ফট্, এইরূপে অঙ্গন্যাস করিয়া গোং এই মন্ত্রে আবাহন
 করিতে হইবে । পরে আগচ্ছোক্ষায় অষ্টাভ্যাং নমঃ, গঙ্কো-
 ক্ষায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাস্তা, পুষ্পোক্ষায় মধ্যমাভ্যাং বলট্, ধূপোক্ষায়
 অনামিকাভ্যাং হ্রীং, দীপোক্ষায় কনিষ্ঠাভ্যাং দোষট্ এবং মহো-
 ক্ষায় অস্ত্রায় ফট্, এইরূপে ত্রাস করিয়া সিদ্ধোক্ষায় এই মন্ত্রে
 বলিপ্রদান ও বিসর্জ্জন করিবে । পরে মহাকর্ণায় বিদ্যাহে ইত্যাদি

তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ ॥ ১৪ ॥ পূজয়েত্তিলহোমৈশ্চ
এতে পূজ্যা গণাস্তথা । গণায় গণপতয়ে স্বাহা কুশ্মাণ্ড-
কায় চ । অমোঘোক্ষায়েকদন্তায় ত্রিপুরাস্তকরূপিণে ॥
১৫ ॥ ওঁ শ্রীমদন্তবিকরানাস্তাহবেশায় বৈ নমঃ ।
পদ্মদংষ্ট্রায় স্বাহাস্তমুদ্রা বৈ নর্তনং গণে । হস্ততালশ্চ
হসনং সৌভাগ্যাদিফলং ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ মার্গশীর্ষে
তথা গুরুচতুর্থ্যাং পূজয়েদগণং । অকং প্রাপ্নোতি
বিজ্ঞাং ত্রিকীর্ত্যাঃ পুঞ্জসমুত্তিৎ ॥ ১৭ ॥ সোমবারে
চতুর্থ্যাং সমুপোম্যার্চয়েদগণং । জপনু জুহুং স্মর-
নিতাং স্বর্গং নির্দিশ্যতাং ব্রজেৎ ॥ ১৮ ॥ যজ্ঞেচ্চুরুচতুর্থ্যাং
যঃ খণ্ডলড্ডুকমোদকৈঃ । বিশ্বার্চনেন সর্দানু বৈ
কামানু সৌভাগ্যমাপুয়াৎ । পুজাদিকং মদনকৈর্ম-
দনাখ্যা চতুর্থ্যপি ॥ ১৯ ॥ ওঁ গণপয়ে চতুর্থ্যস্তং যজ্ঞেদ-
গণং । মাসে তু যস্মিন্ কস্মিন্শ্চিচ্ছ্রুতাদ্বা জপেৎ
স্মরেৎ । সর্দানু কামানবাশ্নোতি সর্দবিঘ্নবিনাশনং ॥

গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। ১২-১৪। উক্তপ্রকারে পূজা
করিয়া তিল হোম করিবে। অনন্তর গণপতিগণের পূজা কবিত্তে
হইবে। গণ, গণপতি, কুশ্মাণ্ডক, অমোঘোক্ষ, একদন্ত ও ত্রি-
পুরাস্তরূপী ইহারাই গণপতিগণ। ১৫। পরে শ্রীমদন্ত, বিকরা-
লান্য, আর্হবেশ ও পদ্মদংষ্ট্র, স্বাহাস্ত মন্ত্রে এই সকলের পূজা
করিবে। অনন্তর মুদ্রাপ্রদর্শন, নর্তন, হস্ততাল ও হাস্য
করিবে। এইরূপ পূজা করিলে সৌভাগ্যাদি ফললাভ হইয়া
থাকে। ১৬। অগ্রহায়ণ মাসের গুরুচতুর্থীতে গণদেবের পূজা
করিবে। এইরূপে একবৎসর অর্চনা করিলে বিদ্যা, শ্রী,
কীর্তি, আয়ুঃ ও পুজাদিসমুত্তি লাভ হয়। ১৭। সোমবারে
চতুর্থী তিথিতে উপবাস করিয়া গণেশের অর্চনা করিবে। এই-
রূপ অর্চনা করিয়া জপ, হোম ও দেবতার নাম স্মরণ করিলে
ইচ্ছলোকে সর্বপ্রকার বিঘ্ন নিবারিত হইয়া অল্পকালে সর্গলাভ
হইয়া থাকে। ১৮। গুরুপক্ষের চতুর্থীতে শর্করা, লড্ডুক ও
মোদকদ্বারা বিশেষরূপে পূজা করিলে সর্বপ্রকার কামনা সিদ্ধি
হইয়া সৌভাগ্যলাভ হইয়া থাকে। মদনকরারা পূজা করিলে
পুজাদি লাভ হয়। ইহাকে মদনচতুর্থী বলে। ১৯। যে কোন
মাসে ও গণপতয়ে নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিয়া হোম নান্যস্মরণ
ও মন্ত্র জপ করিলে, সর্ববিঘ্ন নিবারণ হইয়া সর্বকামনাসিদ্ধি

২০। বিনায়কং মূর্তিকাঞ্চ যজ্ঞেদেভিঃ নামভিঃ ।
গোহপি সঙ্গতিমাপ্নোতি স্বর্গমোক্ষস্থখানি চ ॥ ২১ ॥
গণপূজ্য একদন্তী বক্রতুণ্ড ত্র্যম্বকঃ । নীলগ্রীবো লম্বো-
দরো বিকটো বিঘ্নরাজকঃ । ধূম্রবর্ণো বালচন্দ্রো দর্শ-
মস্ত বিনায়কঃ ॥ ২২ ॥ গণপতিইস্তিমুখো দ্বাদশ বৈ
যজ্ঞেদগণং । পৃথক্ সমস্তং মেধাবী সর্দানু কামান-
বাশ্নুয়াৎ ॥ ২৩ ॥ শ্রাবণে চাশ্বিনে ভাদ্রে পঞ্চম্যাং
কার্ত্তিকে শুভে । বাসুকিস্তক্ষকশ্চৈব কালীয়া মণি-
ভদ্রকঃ ॥ ২৪ ॥ ঐরাবতো ধৃতরাষ্ট্রঃ কর্কোটক-ধন-
ঞ্জয়ো । যুতাত্তেঃ শ্রাপিতা হেতে আয়ুরারোগ্য স্বর্গদাঃ ।
২৫ ॥ অনন্তং বাসুকিং শঙ্খং পদ্মং কঞ্চলমেব চ । তথা
কর্কোটকং নাগং ধৃতরাষ্ট্রং শঙ্খকং ॥ ২৬ ॥ কালীয়ং
তক্ষকঞ্চাপি পিঙ্গলং মাসি মাসি চ । যজ্ঞে ভাদ্রমাসি
নাগানষ্টৌ মুক্তা দিবং ব্রজেৎ ॥ ২৭ ॥ দ্বারস্থোভয়তো
লেখ্যা শ্রাবণে তু সিতে যজ্ঞেৎ । পঞ্চম্যাং পূজয়ে-
ন্নাগাননস্তাত্তানু মহোরগানু ॥ ২৮ ॥ ক্ষীরং গর্পিণ্ড নৈবেদ্যং

হইয়া থাকে। ২০। সর্বদেবের আদিদেব বিনায়কদেবের
অর্চনা করিলে, সেই ব্যক্তির সদগতি লাভ হয় এবং স্বর্গ, মোক্ষ
ও সুগলাভ হইবে। ২১। পরে একদন্তী, বক্রতুণ্ড, ত্র্যম্বক,
নীলগ্রীব, লম্বোদর, বিকট, বিঘ্নরাজ, ধূম্রবর্ণ, বালচন্দ্র, বিনায়ক,
গণপতি ও ইস্তিমুখ, এই দ্বাদশ গণপতিগণের পূজা করিবে।
পৃথক্ পৃথক্ কিম্বা একত্র উক্ত দেবগণের পূজা করিলে তাহার
সর্বকামনা পরিপূর্ণ হয়। ২২—২৩। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন
অথবা কার্ত্তিক মাসের গুরুপঞ্চমীতে বাসুকি, তক্ষক, কালীয়,
মণিভদ্র, ঐরাবত, ধৃতরাষ্ট্র, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, এই সকল
নাগকে যুতাদি দ্বারা স্নান করাইয়া অর্চনা করিলে আয়ুঃ,
আরোগ্য ও স্বর্গলাভ হয়। ২৪—২৫। অনন্ত, বাসুকি, শঙ্খ,
পদ্ম, কঞ্চল, কর্কোটক, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খক, কালীয়, তক্ষক ও
পিঙ্গল, প্রতিমাসে এই সকল নাগের পূজা করিবে। বিশেষতঃ
ভাদ্রমাসে এই অষ্টনাগের পূজা করিলে সাধক দেহভাগ্যপূর্বক
স্বর্গলোকে গমন করে। ২৬—২৭। শ্রাবণ মাসের গুরুপক্ষের
পঞ্চমী তিথিতে দ্বারের উভয়পার্শ্বে নাগগণের প্রতিমূর্তি লিখিয়া
অনন্তাদি মহানাগের পূজা করিবে। ক্ষীর, গর্পি, নৈবেদ্য

দেয়ং সৰ্গবিষাংপহং । নাগা অভয়হস্তাশ্চ দষ্টোদ্ধরণ-
পঞ্চমী ॥ ২৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে দষ্টোদ্ধরণপঞ্চমী নাম
ত্রিংশাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

ত্রিংশাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ এবং ভাদ্রপদে মাসি কার্ত্তিকেয়ং
প্রপূজয়েৎ । স্নানদানাদিকং সৰ্গমস্তামক্ষয়ানুচ্যতে ।
সপ্তম্যাং প্রাশয়েচ্চাপি ভোজ্যং বিপ্রান্ রবিং যজ্ঞেৎ ।
ওঁ খবোজ্জায়মুতত্তং প্রিয়সঙ্গমোভব গদ স্বাহা । অষ্টম্যাং
পারণং কুর্যাৎ মরীচং প্রাশু স্বর্গভাক ॥ ৩ ॥ মরীচ-
সপ্তমী । সপ্তম্যাং নিয়তঃ স্নাত্বা পূজয়িত্বা দিবাকরং ।
দত্তাৎ ফলানি বিপ্রৈভ্যো মার্ত্তণ্ডঃ প্রীয়তামিতি ॥ ৪ ॥
খর্জুরং নারিকেলং বা প্রাশয়েন্মাতুলুঙ্গকং । সর্গে
ভবন্ত সফলা মম কামাঃ সমস্ততঃ ॥ ৫ ॥ ফলসপ্তমী । সং-
পূজ্য দেবং সপ্তম্যাং পায়সেনাথ ভোজয়েৎ । বিপ্রাংশ্চ

প্রদান করিলে সৰ্গপ্রকার দিব্য শাস্তি হয় এবং নাগসকল
অভয়প্রদান করেন । ইহার নাম দষ্টোদ্ধরণপঞ্চমী । ২৮—২৯ ।

ত্রিংশাদিকশততম অধ্যায়

ব্রহ্মা বলিলেন, ভাদ্রমাসে কার্ত্তিকেয়ের পূজা করিবে এবং
স্নানদানাদি যে কিছু কার্য্য করা যায়, সকলই অক্ষয় ফলপ্রদান
করে । ১—২ । সপ্তমীতিথিতে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া ওঁ
খবোজ্জায় ইত্যাদিস্ত্রে রবির পূজা করিবে । পরে অষ্টমীদিনে
মরীচভোজন করিয়া পারণ করিবে । এই ব্রত করিলে স্বর্গ-
লাভ হয় । ৩ । সপ্তমীতিথিতে সংযত হইয়া স্নানোদ্ধরণপূৰ্ণক
দিবাকরের পূজা করিবে এবং “স্বর্গ্য আনার প্রতি প্রসন্ন হউন”
এই উদ্দেশ্য করিয়া ব্রাহ্মণকে ফলপ্রদান করিবে । ৪ । খর্জুর,
নারিকেল ও নেবু, এই সকল ফল ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে ।
অনন্তর আনার কামনাসকল সফল হউক, এইরূপ প্রার্থনা
করিবে । এই ব্রতের নাম ফলসপ্তমী । ৫ । সপ্তমীতিথিতে স্বর্গ্য
দেবের অর্চনা করিয়া পরে পায়সদ্বারা ব্রাহ্মণভোজন করাইবে
এবং ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাপ্রদান করিয়া স্বয়ং জগপান করিবে ।

দক্ষিণাং দত্ত্বা স্বয়ং পয়ঃ পিবেৎ ॥ ৬ ॥ ভক্ষ্যং
চোষ্যং তথা লেহ্যং ওদনেতি প্রকীৰ্ত্তিতং । ধনপুত্রাদি-
কামস্ত তাজেদেতদনোদনঃ ॥ ৭ ॥ অনোদনসপ্তমী ।
বায়াশী বিজয়েচ্ছুশ্চ কুর্য্যাদ্বিজয়সপ্তমীং । অত্ৰাদর্ক-
কামেচ্ছুরূপবাসেত কামদং ॥ ৮ ॥ গোপুসমাযযব-
ষট্টিককাংশপাত্রং পাষণপিষ্টমধুমৈথুনমজমাংসং ।
অভ্যঞ্জনাজ্ঞনতিলাংশ্চ বিবর্জয়েদ্ যঃ তস্মোষিতং
ভবতি সপ্তমু সপ্তমীম্ ॥ ৯ ॥ ইতি সপ্তম্যাদিব্রতানি ।

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সপ্তম্যাদিব্রতং নাম
ত্রিংশাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

একত্রিংশাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মন্ ভাদ্রপদে মাসি শুক্লাষ্টম্যা-
মুপোষিতঃ । দূর্ক্যং গৌরীং গণেশঞ্চ ফলপুষ্পৈঃ শিবং
যজ্ঞেৎ ॥ ২ ॥ ফলত্রীহাদিকরণৈঃ শম্ভবে নমঃ শিবায়
চ । ত্বং দূর্ক্যে অন্ততজন্মাসি হৃষ্টমী সৰ্গকামভাক ।

ধনপুত্রাদিকামী ব্যক্তি ভক্ষ্য, চোষ্য, লেহ্য ইত্যাদি ভোজনদ্রব্য
ওদনসম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া ওদন অর্থাৎ তণ্ডুল ভিন্ন দ্রব্য
ভোজন করিবে । ইহার নাম অনোদনসপ্তমী । ৬—৭ । বিজয়-
কামী ব্যক্তি বায়াশী হইয়া বিজয়সপ্তমী ব্রত করিবে । কামী
ব্যক্তি অর্কপাত্র ভোজন করিয়া উপবাসী থাকিবে । এই ব্রত
করিলে সৰ্গকামনা পূর্ণ হয় । ৮ । এই ব্রতে গোপুস, মাস, যব,
ষট্টিকা, কাংশপাত্র, পাষণপাত্র, পিষ্টক, মধু, মৈথুন, মদ্য,
মাংস, তৈলমর্দন, অঞ্জলি, এই সকল বর্জন করিবে । এইরূপ
ব্রত করিলে তাহার সর্গাভিলাষ সিদ্ধ হয় । ৯ ।

একত্রিংশাদিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমীতে
উপবাসী থাকিয়া ফল ও পুষ্পদ্বারা দূর্ক্য, গৌরী, গণেশ ও
শিবের পূজা করিবে । পরে ফল ও ত্রীহি প্রভৃতি উপকরণদ্বারা
ওঁ শম্ভবে নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিবে । অন-
ন্তর ত্বং দূর্ক্যেহম্ তজন্মাসি ইতিমন্ত্রে দূর্ক্যের আরাধনা করিতে
হইবে । এইরূপে দূর্ক্যটমী ব্রত করিলে, সেই ব্যক্তি সৰ্গকাম-

অনগ্নিপবনশ্রীয়াং মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৩ ॥ দূর্দাষ্টমী ।
 কৃষ্ণাষ্টম্যাং রোহিণ্যামর্জরাত্রেহর্চনং হরেঃ । কার্য্যা-
 বিদ্ধাপি সপ্তম্যা হস্তি পাপং ত্রিজন্যকং ॥ ৪ ॥ উপো-
 যিতোহর্চয়েন্নৈত্রৈস্তিথিভাষ্টে চ পারণং । যোগায় যোগ-
 পতয়ে যোগেশ্বরায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ৫ ॥ স্নান-
 মন্ত্রঃ । যজ্ঞায় যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞপতয়ে যজ্ঞসম্ভবায়
 গোবিন্দায় নমোনমঃ । ৬ অর্চনম্ । বিশ্বায় বিশ্বেশ্বরয়ে
 বিশ্বপতয়ে গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ৬ ॥ শয়নম্ ।
 সর্কায় সর্কেশ্বরায় সর্কতায় সর্কসম্ভবায় গোবিন্দায়
 নমোনমঃ । স্থণ্ডিলে পূজয়েদেবং সচন্দ্রাং রোহিণীস্থতা ॥
 ৭ ॥ শঙ্খো তোয়ং সমাদায় সপ্পলফলন্দনং । জাহ্নুভ্যা-
 মবনীং গভ্রা চন্দ্রায়ার্ধ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৮ ॥ ক্ষীরোদার্ণব-
 সৎভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব । গৃহাণার্ধ্যং শশাঙ্কেমং
 রোহিণ্যা সহিতো মম ॥ ৯ ॥ শ্রীয়েচ বসুদেবায় নন্দায় চ
 বলায় চ । যশোদায়ৈ ততো দত্তাদর্ধ্যং ফলসমমিতং ।

ভাগী হয় । এই ব্রতে অগ্নিপক কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না,
 হাতে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে । ১—৩ ।
 ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের রোহিণীনক্ষত্রবৃদ্ধা অষ্টমীকে রোহিণ্য-
 ষ্টমী বলে । এই অষ্টমীর অর্ধরাত্রে হরির অর্চনা করিবে । যে
 দিনে সপ্তমীর সহিত অষ্টমীর সংযোগ থাকে, সেই দিনেই
 অষ্টমীর ব্রত করিবে । এই ব্রত করিলে ত্রিজন্যকৃত পাপ নষ্ট
 হয় । ৪ । অষ্টমীতে উপবাস কবিয়া অর্চনা করিবে এবং তিথি
 ও নক্ষত্রের অবসানে পারণ করিতে হইবে । ও যোগপতয়ে
 ইত্যাদিমন্ত্রে হরির স্নান করাইবে । ৫ । যজ্ঞায় যজ্ঞেশ্বরায়
 ইত্যাদিমন্ত্রে পূজা করিতে হইবে এবং বিশ্বায় বিশ্বেশ্বরায়
 ইত্যাদিমন্ত্রে দেবতাকে শয়ন করাইবে । ৬ । সর্কায় সর্কেশ্বরায়
 ইত্যাদিমন্ত্রে স্থণ্ডিলে চন্দ্রের সহিত রোহিণীর পূজা করিবে ।
 পরে শঙ্খতে জল, পুষ্প, ফল ও চন্দন লইয়া জাহ্নুদ্বারা অবনী-
 ভলে উপবেশন করিয়া চন্দ্রকে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে । ৭—৮ ।
 হে শশাঙ্ক! ক্ষীরোদ তোমার উৎপত্তি স্থান; তুমি অত্রিমূনির
 নেত্র হইতে আবির্ভূত হইয়াছ; আমি এই অর্ঘ্যপ্রদান করি-
 তেছি; তুমি রোহিণীর সহিত এই অর্ঘ্যগ্রহণ কর । এই মন্ত্রে
 অর্ঘ্যপ্রদান করিতে হইবে । ৯ । অমর ত্রী, বসুদেব, নন্দ,

অনঘং বামনং শৌরিং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমং ॥ বাসু-
 দেবং হৃষীকেশং মাধবং মধুসূদনং ॥ ১০ ॥ বরাহং
 পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহং দৈত্যসূদনং । দামোদরং পদ্ম-
 নাভং কেশবং গরুড়ধ্বজং ॥ ১১ ॥ গোবিন্দমচ্যুতং দেব-
 মনস্তমপরাজিতং । অধোক্ষজং জগদ্বীজং স্বর্গস্থিত্যন্ত-
 কারণং ॥ ১২ ॥ অনাদিনিধনং বিষ্ণুং ত্রিলোকেশং
 ত্রিবিজ্ঞমং । নারায়ণং চতুর্ভূজং শঙ্খচক্রগদাধরং ॥
 ১৩ ॥ পীতাম্বরধরং দিব্যং বনমালাবিভূষিতং । শ্রীবৎ-
 সাক্ষং জগদ্ধাম শ্রীপতিং শ্রীধরং হরিং ॥ ১৪ ॥ যং
 দেবং দেবকী দেবী বসুদেবাদজীজনং । ভোমস্তু
 ব্রহ্মণো গুপ্তো তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ । নামান্তেতানি
 সংকীর্ত্য গত্যাং প্রার্থয়েৎ পুনঃ ॥ ১৫ ॥ ত্রাহি মাং
 দেবদেবেশ হরে সংসারসাগরাং । ত্রাহি মাং সর্ক-

বলদেব ও যশোদা, ইহাদিগকে ফলসমমিত অর্ঘ্যপ্রদান
 করিতে হইবে । পরে ভূমি অনঘ, অর্থাৎ সর্কপ্রকার পাপসম্পর্ক
 রহিত, তুমি বামনরূপী, তুমি শৌরী, তুমি বৈকুণ্ঠনাথ, তুমি
 পুরুষোত্তম, তুমি বসুদেবতনয়, তুমি হৃষীকেশ অর্থাৎ বিষয় ও
 শব্দের ঈশ্বর, তুমি মাধব, তুমি মধুসূদন, তুমি বরাহরূপী, তুমি
 পুণ্ডরীকাক্ষ, তুমি নৃসিংহ, তুমি দৈত্যানিসূদন । ১০ । তুমি দামোদর,
 তুমি পদ্মনাভ, তুমি কেশব, তুমি গরুড়বাহন, তুমি গোবিন্দ,
 তুমি অচ্যুত, তুমি অপরাজিত, তুমি জগতের কারণ, তুমি স্থষ্টি-
 স্থিতিপ্রলয়ের নিদান, তুমি উৎপত্তিবিনাশবিহীন, তুমি ত্রিলো-
 কের অধিপতি, স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল, এই তিনলোকেই তোমার
 পাদস্তম্ভ রহিয়াছে । তুমি নারায়ণ, তুমি চতুর্ভূজ, তুমি শঙ্খচক্র-
 গদাপদ্মধারী, তুমি পীতাম্বরধারী, তুমি বনমালাবিভূষিত ।
 তোমার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন বিদ্যমান আছে । তুমি জগতের
 আধার, তুমি শ্রীপতি ও শ্রীধর এবং বসুদেব হইতে দেবকী যে
 যে দেবগণ উৎপাদন করিয়াছেন, সেই সকল তোমারই স্বরূপ ।
 তুমি পৃথিবী ও ব্রাহ্মণগণের নৃসংকীর্ত্তন করিবে । ১১—১৫ । হে দেবদেবে-
 শ্বর! আমাকে সংসারসাগর হইতে ত্রাণ কর । হে হরে!
 তুমি সর্কপ্রকার পাপবিনাশ করিয়া থাক, তুমি আমাকে, হংস-

পাপস্ব দুঃখশোকার্ণবাৎ প্রভো ॥ ১৬ ॥ দেবকীনন্দন
শ্রীশ হরে সংসারনাগরাৎ । দুর্লভাংস্ত্রায়সে বিষ্ণো যে
স্মরন্তি সক্রং সক্রং । সোহহং দেবাতিদুর্লভস্ত্রাহি মাং
শৌক্লসাগরাৎ ॥ ১৭ ॥ পুষ্করাক্ষ নিমগ্নোহহং মহতাজ্ঞান-
সাগরে । ত্রাহি মাং দেবদেবেশ ত্রাম্মতেহন্তো ন রক্ষিতা
॥ ১৮ ॥ স্বজন্মবানুদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ । জগ-
দ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ । শান্তিরন্ত
শিবঞ্চাস্তু ধনবিখ্যাতিরাজ্যভাক ॥ ১৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে রোহিণ্যষ্টমী নাম
একত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ নক্তাশীদ্বষ্টমীং যস্মাদ্বর্ষান্তে চৈব
ধেনুদঃ । পৌরন্দরপদং যাতি সদগতিচ্যুতমচ্যুত ॥
২ ॥ শুক্লাষ্টম্যাং পৌষমাসে মহারুদ্রেতি সাধু বৈ ।

শৌক্লরূপ সাগর হইতে পরিভ্রাণ কর । ১৬ । হে দেবকীনন্দন !
যে সকল দুর্লভ মনুষ্য তোমাকে একবারমাত্র স্মরণ করে, তুমি
তাঁহাদিগকে সংসারসাগর হইতে পরিভ্রাণ করিতেছ । হে দেব !
আমিও অতিদুর্লভ, আমাকে শৌক্লসাগর হইতে পরিভ্রাণ
কর । হে পদ্মলোচন ! আমি মহান অজ্ঞানসাগরে নিমগ্ন
আছি, হে দেবেশ্বর ! আমাকে পরিভ্রাণ কর, তুমি ভিন্ন পরি-
ভ্রাণকর্তা আর কেহই নাই । ১৮ । তুমি বসুদেব হইতে আপন
জন্ম স্বীকার করিয়া বানুদেব নামে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি গো
এবং ব্রাহ্মণের হিতসাধন কর, তুমি অনন্ত জগতের কল্যাণ করি-
তেছ, তুমি কৃষ্ণ এবং তুমি গোবিন্দ, তোমাকে নমস্কার করি ।
আমার শাস্তি হউক, আমার মঙ্গল হউক, আমি ধন, কীর্তি ও
রাজ্যভোগী হই । ১৯ ।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

ব্রহ্মা বলিলেন, অষ্টমী তিথিতে নক্তাশী হইয়া ব্রতঃ করিবে ।
যে ব্যক্তি একবৎসরপর্য্যন্ত প্রতি অষ্টমীতে এইরূপ ব্রত করিয়া
বর্ষান্তে ধেনুপ্রদান করে, সেই ব্যক্তি ইন্দ্রপদ পাইয়া থাকে ।
ইহার নাম সদগতিব্রত । ১-২ । পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের

মংগ্রীতয়ে ব্রতকৃতং শতনাইশ্রিকং ফলং ॥ ৩ ॥ অষ্টমী
বুধবারেণ পক্ষয়োরুভয়োর্বদা । ভবিষ্যতি তদা তস্তাং
ব্রতমেতং কথা পুরা । তস্তান্নিয়মকর্তারো ন স্ম্যঃ
খণ্ডিতসম্পদঃ ॥ ৪ ॥ তণ্ডুলস্তাষ্টমুদীনাং বজ্জয়িত্বা-
জুলিহয়ং । ভক্তং গম্ভক্তিশ্রদ্ধাতাং কামনা মুক্তি-
মানবঃ ॥ ৫ ॥ আত্মপত্রপুটে কুর্হা যো ভুঙক্তে কুণ-
বেষ্টিতে । কলম্বিকান্নিকোপেতং কাম্যস্তস্ত ফলং
ভবেৎ । বুধং পঞ্চোপচারেণ পূজয়িত্বা জলাশয়ে ।
শক্তিতো দক্ষিণাং দত্বাং কর্করীং তণ্ডুলাশ্বিতাং ॥
৬ ॥ বুং বুধায়েতি বীজঃ স্তাং স্বাহাস্তঃ কমলাদিকঃ ।
বাণচাপধরং শ্রামং দলে চাক্রানি মধ্যতঃ ॥ ৮ ॥ বুধা-
ষ্টমীকথা পুণ্যা শ্রোতব্যা কুতিভির্কুবং । পুরে
পাটলিপুঞ্জাখ্যে বীরো নাম দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৯ ॥ রস্তা
ভার্যা তস্ত চাসীং কৌশিকঃ পুত্র উত্তমঃ । হুহিতা
বিজয়া নাম্নী ধনপালরবোহভবৎ ॥ ১০ ॥ গৃহীত্বা

অষ্টমীতে উক্তরূপে ব্রত করিবে, এই ব্রতের নাম মহারুদ্রব্রত ।
আমার প্রীত্যর্থ এই ব্রত করিলে শতসহস্রগুণ ফল হইয়া
থাকে । ৩ । শুক্লপক্ষ কিম্বা কৃষ্ণপক্ষে যদি বুধবারে অষ্টমী তিথি
লাভ হয়, তাহা হইলে সেই দিনে ব্রত করিবে । যাহারা উক্ত
অষ্টমীতে নিয়মপূর্ব্বক ব্রত করে, কখনও তাহাদিগের সম্পৎ
বিনষ্ট হয় না । ৪ । দুইটি অঙ্গুলি পরিভ্রাণ করিয়া মুষ্টিবন্ধন
করিলে সেই মুষ্টিতে যত পরিমাণ তণ্ডুলগ্রহণ করা যাইতে
পাবে, সেই পরিমাণ অষ্টমুষ্টি তণ্ডুল লইয়া মুক্তিকামী ব্যক্তি
ভক্তিশ্রদ্ধাসম্বিত হইয়া সেই তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করিবে । ৫ ।
যে ব্যক্তি কুণ্বেষ্টিত আত্মপত্রপুটে কলম্বিকা অন্নযুক্ত উক্ত-
প্রকারে অন্ন ভক্ষণ করে, তাহার কামাফল লাভ হয় । ৬ । তৎ-
পরে জলাশয়ে পঞ্চোপচারে বধের পূজা করিয়া কর্করী (ঝারী)
ও তণ্ডুলের সহিত যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিবে । ৭ । ত্রী
বুং বুধায় স্বাহা, এই মন্ত্রে বাণচাপধারী শ্রামলবর্ণ বধের পূজা
করিবে । ৮ । অনন্তর ব্রতী ব্যক্তি বুধাষ্টমীর পুণ্ড্র কণ্ঠা শ্রবণ
করিবে । পূর্ব্বকালে পাটলপুত্র নগরে বীরনামে এক ব্রাহ্মণ
বাস করিত । ৯ । সেই ব্রাহ্মণের ভাৰ্য্যার নাম রস্তা, তাঁহার
কৌশিক নামে পুত্র, বিজয়ানামী কন্যা এবং ধনপাল নামে

কৌশিকস্তথঃ গ্রীষ্মে গঙ্গাং গতৌহরমং । গোপালকৈ-
র্যশ্চৌরৈঃ ক্রীড়ন্নপহতো বলাৎ ॥ ১১ ॥ গঙ্গাতঃ স
চ উখায় বনং বজ্রাম্ হুংখিতঃ । জলার্থং বিজয়া চাগাৎ
জাজ্ঞা সার্ক্ষং সাপ্যাগাৎ ॥ ১২ ॥ পিপাসিতো যুগলাধী
আগতোহথ সরোবরং । দিব্যস্ত্রীণাঞ্চ পূজাদীন্ দৃষ্ট্বা
চাপ্যথ বিস্মিতঃ ॥ ১৩ ॥ স তা গত্বা যযাচান্নং সানু-
জোহহং বুভুক্ষিতঃ । স্থিয়ৌহক্রবন্ ব্রতং কর্তুং দাস্তা-
মশ্চ কুরু ব্রতং ॥ ১৪ ॥ পত্যর্থং ধনপালার্থং পূজয়া-
মাগতুর্বুধং । পুটঘয়ং গৃহস্থান্নং বুভুজাতে প্রদত্তকং ॥
১৫ ॥ স্থিয়ৌ গতৌ চ ধনদৌ ধনপালমপশ্যতাং ।

একটি বুধ ছিল । ১০ । একদিবস গ্রীষ্মাতিশয়প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ-
তনয় কৌশিক সেই বুধটি লইয়া গঙ্গাতীরে গমনপূর্বক জলমধ্যে
ক্রীড়া করিতেছিল, এমন সময় গোপালকসকল আগমন করিয়া
বলপূর্বক সেই ধনপালকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল । ১১ ।
অনন্তর কৌশিক জল হইতে উঠিয়া ধনপালকে দেখিতে না
পাইয়া হুংখিতাস্তঃকরণে ধনপালের উদ্দেশে ভ্রমণ করিতে
লাগিল । দৈবাৎ কৌশিকের ভগিনী বিজয়া, সেই সময়ে
গঙ্গাতে জল আনিতে গিয়াছিল । সে তাহার ভ্রাতাকে ভ্রমণ
করিতে দেখিয়া তাহার সঙ্গে বনভ্রমণে প্রবৃত্ত হইল । ১২ ।
কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিতে করিতে তাহার জলপিপাসায় কাতর
হইয়া যুগলানয়নার্থ সরোবরে গমন করিল এবং সেই সরো-
বরের তীরে গিয়া দেখিতে পাইল, অনেকগুলি স্ত্রী সমবেত
হইয়া পূজাদি করিতেছে । তাহা দেখিয়া ভ্রাতা ও ভগিনী
উভয়ে বিস্মিত হইল । ১৩ । অনন্তর সেই ব্রতপরায়ণ স্ত্রী-
গণের নিকট গমন করিয়া অন্নপ্রার্থনা করিল এবং বলিল,
আমরা উভয়ে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, তোমরা আমাদের অন্ন-
প্রদান কর । তখন স্ত্রীগণ বলিল, আমরা তোমাদিগকে ব্রতোপ-
যুক্ত সুমুদায় উপকরণদ্বয় প্রদান করিতেছি, তোমরা এই স্থানে
ব্রতচরণ কর । ১৪ । তখন কৌশিক ধনপালের প্রাপ্তিকাম-
নায় ও বিজয়া পত্নিকামনার বৃদ্ধের অর্চনা করিয়া উভয়ে আশ্র-
পত্রপটে অন্ন ভক্ষণ করিল । ১৫ । এইরূপে ব্রত করিয়া স্ত্রীগণ
স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল এবং কৌশিক ও বিজয়া উভয়েই
সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল । 'কিয়ন্ময় গমন' করিলে

চৌরৈর্দত্তং গৃহীত্বাথ প্রদোষে প্রাপ্তবান্ গৃহং ॥ ১৬ ॥
বীরঞ্চ হুংখিতং নভা রাত্রৌ স্তৃণ্ডা যথাস্থখং । কন্ত্যাঞ্চ
যুবতীং দৃষ্ট্বা কস্মৈ দেয়া স্তুতা ময়া ॥ ১৭ ॥ যমায়ৈত্য-
ব্রবীদ্ধুঃখাং সাচার্যাং ব্রতসংকলাৎ । স্বর্গং গতৌ
চ পিতরৌ ব্রতং রাজ্যায় কৌশিকঃ ॥ ১৮ ॥ চক্রে-
হবোধ্যামহারাজ্যং দত্ত্বা চ ভগিনীং যমে । যমোহপি
বিজয়ামাহ গৃহস্থা ভব মে পুরে ॥ ১৯ ॥ অপশ্য-
ন্মাতরং স্বাং সা পাশবাতনয়া স্থিতাং । অধোদ্বিগ্না
চ বিজয়া জ্ঞাত্বা বিমুক্তিদং ব্রতং ॥ ২০ ॥ চক্রে চ সা
ততো মুক্তা মাতা তস্তাশ্চরেদ্বৃতং । ব্রতপুণ্যপ্রভাবেণ
স্বর্গং গত্বাবনং স্থখং ॥ ২১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বুধাষ্টমী নাম দ্বাত্রিংশ-
দধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

কৌশিক ধনপালকে দেখিতে পাইল । তখন চৌরগণ প্রাণি-
পাতপূর্বক কৌশিকের নিকট ধনপালকে প্রদান করিল ।
কৌশিক ও বিজয়া উভয়ে ধনপালকে লইয়া, সায়াঃসময়ে
আপন আবাসে উপস্থিত হইল । ১৬ । দ্বিজোত্তম বীর পুত্র-
কন্তার অদর্শনে হুংখিত হইয়াছিলেন, কৌশিক জনককে
নমস্কার করিয়া স্নেহভোগে রাজিযাপন করিলেন । তখন
বীর তনয়াকে যুবতী দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগি-
লেন । আমার এই কন্তার বিবাহকাল উপস্থিত হইয়াছে,
এইক্ষণ ইহাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করি ? ১৭ । অনন্তর
বিজয়া হুংখিত হইয়া বলিল, আমাকে যমের হস্তে সমর্পণ
করুন । তখন বিজয়ার ব্রতকালে যম আগমন করিলেন । অন-
ন্তর কৌশিকের পিতামাতা স্বর্গে গমন করিলে, কৌশিক
রাজ্যের অধিপতি হইলেন । ১৮ । পরে অযোধ্যায় রাজ্যস্থাপন
করিয়া বিজয়াকে যমের নিকট প্রদান করিলেন । তখন যম-
রাজ বিজয়াকে বলিলেন, তুমি আমার পুরে গৃহস্থা হইয়া
থাক । ১৯ । অনন্তর বিজয়া যমপুরে অবস্থান করিতে লাগি-
লেন এবং মাতাকে 'পাশবার্ত্তনায়' পরিক্রান্ত দেখিয়া মাতার
বিমুক্তির, নিমিত্ত বুধাষ্টমীব্রত করিয়াছিলেন । ২০ । এই
ব্রতের ফলে বিজয়ার মাতা মুক্তি পাইয়া পুনর্বার ব্রতচরণ
করিলেন, সেই ব্রতপুণ্যপ্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়া স্নেহে বাস
করিতে লাগিলেন । ২১ ।

ত্রয়স্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ অশোককলিকা হৃষ্টৌ যে পিবন্তি
পুনর্কলৌ । চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং ন তে শোক-
মবীপ্নুযুঃ ॥ ২ ॥ ত্র্যমশোক হরাভীষ্ট মধুমাসসমুদ্ভব
পিবামি শোকসমুপ্তো মামশোকং সদা কুরু ॥ ৩ ॥
ইত্যশোকাষ্টমী ॥

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ শুক্লাষ্টম্যামখযুজে উত্তরাষাঢ়য়া
যুতা । সা মহানবমীত্যাক্তা স্নানদানাদি চাক্ষরং ॥ ২ ॥
নবমী কেবলা চাপি দুর্গাক্ষেব তু পূজয়েৎ । মহাব্রতং
মহাপুণ্যং শঙ্করাঈশ্বরস্তুতিং ॥ ৩ ॥ অযাচিতাদি যষ্ঠাদৌ
রাজশত্ৰুজয়ায় চ । জপহোমসমায়ুক্তঃ কল্যাণং বা
ভোজয়েৎ সদা ॥ ৪ ॥ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা মন্ত্রোহয়ং
পূজনাদিষু । দীর্ঘাকারান্ত্রিমায়াভিন্নবদেব্যো নমোহ-
স্তিকাঃ ॥ ৫ ॥ যড্ভিঃ পদৈর্নমঃ স্বাহা বসুভাদি হৃদা-
দিকং । অঙ্গুষ্ঠাদিকনিষ্ঠাস্তং বিম্বস্ত্র পূজয়েৎ শিবাং ॥
৬ ॥ অষ্টম্যাং নবগেহানি দারুজ্যন্তোকমেব বা ।
তস্মিন্দেবী প্রকর্তব্য্য হৈমা বা রাজতাপি বা ॥ ৭ ॥

ত্রয়স্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, যাহারা চৈত্র মাসের গুরুপক্ষীয় পুনর্কল
নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী তিথিতে আটটি অশোককলিকা ভক্ষণ করে,
তাহারা কখনও শোকভাগী হয় না । ১—২ । হে অশোক !
তুমি হরের অভিলষিত, চৈত্র মাসে তোমার উদ্ভব হয়, আমি
শোকসমুপ্ত হইয়া তোমাকে পান করিতেছি, তুমি আমাকে
শোকবিহীন কর । এই মন্ত্রে অশোক কলিকা ভক্ষণ করিবে । ৩ ।

ব্রহ্মা বলিলেন, আশ্বিন মাসের গুরুপক্ষে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত
নবমীকে মহানবমী বলে । এই মহানবমীতে স্নানদানাদি করিলে
অক্ষয়পুণ্য হইয়া থাকে । ৪ । এই নবমীতে দুর্গার পূজা করিলে
মহাপুণ্যপ্রদ মহাব্রত অহুষ্ঠিত হয় । শঙ্করাদি দেবগণ এই
ব্রতের অহুষ্ঠান করিয়াছেন । ৫ । রাজা শত্রুবিনাশনার্থ যষ্ঠা-
দিতে স্রযাচিত ব্রত করিয়া নবমীতে জপহোম সমাপনান্তে
কুমারীভোজন করাইবেন । ৬ । দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা, এই
মন্ত্রে পূজাদিকার্য্য করিবে । দীর্ঘস্বরযুক্ত মন্ত্রে জ্ঞাস করিতে

শূলে খড়্গে পুস্তকে বা পটে বা মণ্ডলে যজ্ঞেৎ । কপালং
খেটকং ঘণ্টাং দর্পণং তর্জুনীং ধনুঃ ॥ ৮ ॥ ধ্বজং
ডমরুকে পাশং বামহস্তেবু বিজতী । শক্তিঞ্চ মুদগরং
শূলং বজ্রং খড়্গাং তথাক্ষুশং ॥ ৯ ॥ শরং চক্রং শলা-
কাঞ্চ দুর্গামায়ুধসংযুতাং । শেবাঃ ষোড়শহস্তা স্মারজ্ঞনং
ডমরুং বিনা ॥ ১০ ॥ উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ড-
নায়িকা । চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা ॥ ১১ ॥
নবমী চোগ্রচণ্ডা চ মধ্যস্থান্দিপ্রভাকৃতিঃ । রোচনা
অরুণা কৃষ্ণা নীলা ধূত্ৰা চ শুক্লাকা । পীতা চ পাণ্ডুরা
প্রোক্তা আলীঢ়েন হরিস্থিতাঃ ॥ ১২ ॥ মাহিমোহধ
সখজাগ্রে প্রকচগ্রহমুটিকা । জগ্ধা দশাক্ষরীং বিজাং
ত্রিশূলঞ্চ ততো যজ্ঞেৎ ॥ ১৩ ॥ লিঙ্গস্থানং পূজয়েদ্যপি
পাণ্ডুকেহধ জলেপি বা । বিচিত্রাং রচয়েৎ পূজাম্

হইবে । নমঃ, স্বাহা, বসুট্, হঁ, ঘোষট্ ও ফট্ । এই ঘটপদদ্বারা
জদয়াদিতে জ্ঞাস করিবে । পরে অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠান্ত জ্ঞাস
করিয়া দুর্গার পূজা করিতে হইবে । ৭—৮ । অষ্টমীতে দারু-
নির্মিত নূতন গৃহ প্রস্তুত করিয়া তদাশ্যে স্রবর্ণ কিম্বা রক্তনির্মিত
দেবীর প্রতিমা স্থাপন করিবে । ৯ । শূলে, খড়্গে, পুস্তকে, পটে
অথবা মণ্ডলেতে দেবীর ধ্যান করিয়া পূজা করিবে । কপাল,
খেটক, ঘণ্টা, দর্পণ, তর্জুনী, ধনুঃ, ধ্বজ, ডমরু ও পাশ, দেবীর
বামহস্তে এই সকল অস্ত্র আছে । শক্তি, মুদগর, শূল, বজ্র,
খড়্গা, অক্ষুশ, শর, চক্র, শলাকা, দেবীর দক্ষিণহস্তে এই সমুদায়
অস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে ।—এই সকল অস্ত্রধারণী দুর্গাদেবীর
অর্জনা করিতে হইবে । অবশিষ্ট দেবীগণ অঙ্গন ও ডমরুভিন্ন
ষোড়শহস্তবিশিষ্টা । ১০—১১ । উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ড-
নায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা । এই সকল
দেবীগণের পূজা করিবে । ১২ । উক্ত অষ্টদেবীর পূজা করিয়া
মধ্যস্থা অগ্নিপ্রভাকৃতি উগ্রচণ্ডার পূজা করিতে হইবে । উগ্র-
চণ্ডা রোচনাবর্ণী, প্রচণ্ডা অরুণবর্ণী চণ্ডোগ্রা কৃষ্ণবর্ণী, চণ্ড-
নায়িকা নীলবর্ণী, চণ্ডা ধূত্রবর্ণী, চণ্ডবতী শুক্লবর্ণী, চণ্ডরূপা পীত-
বর্ণী এবং অতিচণ্ডিকা পাণ্ডুরবর্ণী । ইহারা সকলেই আলীঢ়পদে
অবস্থিত আছেন । ১৩ । এই সকল দেবীর অগ্রে সখজা মহিষ
বিদ্যমান রহিয়াছে । দেবীরা সকলেই মুষ্টিগ্রহণ করিয়াছেন ।
এই সকল দেবতার পূজা করিয়া দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে ।

অষ্টম্যামুপবাগয়েৎ ॥ ১৪ ॥ পঞ্চাঙ্গং মহিষং শস্ত্রং
রাত্রিশেষঞ্চ ঘাতয়েৎ । বিধিবৎ কালিকী নীতিঃ তদুখ-
রুধিরাদিকং ॥ ১৫ ॥ নৈঋত্যাং পুতনায়ৈব বায়ব্যাং
পাপরাক্ষসীং । চণ্ডিকায়ৈ তথৈবাত্মানু আয়েয়াঞ্চ
বিদারিকা ॥ ১৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে মহানবমী নাম ত্রয়-
স্মিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ মহাকৌশিকমন্ত্রঃ কথ্যতেহত্র
মহাকলঃ । মহাকৌশিকমন্ত্রঃ ওঁ মহাকৌশিকায় নমঃ ।
ওঁ হুঁ হুঁ প্রক্ষুর লল লল কুন্ড কুন্ড চুন্ড চুন্ড খল খল
মুন্ড মুন্ড গুন্ড গুন্ড তুন্ড তুন্ড পুল পুল ধুন্ড ধুন্ড ধুম ধুম ধম
ধম মারয় মারয় ধক ধক বজ্রাপয় বজ্রাপয় বিদারয়
কম্প কম্প কম্পয় কম্পয় পুরয় পুরয় আবেশয় আবে-
শয় ওঁ হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ হং বং বং হং তট তট মদ মদ হ্রীঁ ওঁ
হুঁ নৈঋতায় নমঃ । নিঋতয়ে দাতব্যং মহাকৌশিক-
মন্ত্রেণ মন্ত্রিতং বলিগর্পয়েৎ ॥ ২ ॥ তস্তাগ্রতো নৃপঃ স্নাত্যং
শক্রং কুর্ভা চ পৈষ্ঠকং । খড়্গেন ঘাতয়িত্বা তু দত্যাং

তৎপরে ত্রিশূলের পূজা করিতে হইবে । ১৪ । গিল্গে, পাছকাতে
অথবা জলেতে দেবীর পূজা করিয়া অষ্টমীতে উপবাস করিয়া
থাকিবে । আপন বিভবানুসারে পূজা করিতে হইবে । ১৫
এই পূজাতে পঞ্চবর্ষীয় মহিষ 'ও ছাগ রাত্রিতে বলিপ্রদান
করিবে । পরে কালি কালি ইত্যাদি মন্ত্রে বিধিপূর্বক সেই
রুধির নিবেদন করিবে । ১৬ । রুধিরের নৈঋতভাগে পুতনা,
বায়ুকোণে পাপরাক্ষসী, ঈশানকোণে চণ্ডিকা এবং অগ্নিকোণে
বিদারিকাকে রুধির নিবেদন করিতে হইবে । ১৬ ।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, অনন্তর মহাকলপ্রদ কৌশিকমন্ত্র বলিতেছি ।
ওঁ মহাকৌশিকায় নমঃ ইত্যাদি মহাকৌশিক মন্ত্রে বলি নিবেদন
করিবে । ১—২ । পরে রাজা স্নান করিবে এবং পিষ্টকময় শক্র-

স্কন্দবিশাখয়োঃ ॥ ৩ ॥ মাতৃগাঈকৈব দেবীনাং পূজা কার্য্যা
তথা নিশি । ব্রহ্মাণী চৈব মাহেশ্বী কৌমারী বৈষ্ণবী
তথা । বারাহী চৈব মাহেশ্বী চামুণ্ডা চণ্ডিকা তথা ॥ ৪ ॥
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী । দুর্গা শিবা
ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোহস্ত তে ॥ ৫ ॥ ক্ষীরাত্তৈঃ
স্নাপয়েদেবীং কন্তকাঃ প্রমদাস্তথা । দ্বিজাদীনথ পাম-
ণানু অন্নদানেন পূজয়েৎ ॥ ৬ ॥ ধ্বজপত্রপতাকাঙ্জৈ-
রথযাত্রাসু বস্ত্রকৈঃ । মহানবম্যাং পূজয়েৎ জয়রাজ্যাদি-
দায়িকা ॥ ৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে মহানবমী নাম চতু-
স্মিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ 'নবম্যাগাখিনে শুক্রে একভক্তেন
পূজয়েৎ । দেবীং বিপ্রানু লক্ষমেকং জপেদ্বীজং ব্রতী
নরঃ । বীরনবমী ॥ ২ ॥ ব্রহ্মোবাচ ॥ ৩ ॥ চৈত্রে শুক্ল-

প্রতিকৃতি করিয়া তাহাকে খড়্গদ্বারা ছেদন করিবে । অনন্তর
স্কন্দ ও বিশাখদেবকে প্রদান করিবে । ৩ । পরে নিশাভাগে
মাতৃকাগণের পূজা করিতে হইবে । ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী,
কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেশ্বী, চামুণ্ডা, চণ্ডিকা, জয়ন্তী,
মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী,
স্বাহা ও স্বধা, এই সকল দেবতার পূজা করিবে । ৪—৫ ।
দেবীকে ছন্দাদি দ্বারা স্নান করাইয়া কুমারী ও নারী সকলের
পূজা করিবে এবং ব্রাহ্মণাদি ও পামণদিগকে অন্নদানাদি দ্বারা
পূজা করিবে । ৬ । ধ্বজ, পতাকা, রথ, বস্ত্রাদি দ্বারা মহানব-
মীতে দেবীর পূজা করিবে । এই পূজা করিলে সাধক সর্বত্র
জয়ী হইয়া রাজ্যাদি লাভ করিতে পারে । ৭ ।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, আখিন মাসের শুক্লপক্ষের নবমীতে একা-
হারী হইয়া দেবী এবং ব্রাহ্মণের অর্চনা করিয়া ব্রতী ব্যক্তি
একলক্ষ মূলমন্ত্র জপ করিবে । এই ব্রতের নাম বীরনবমী
ব্রত । ১—২ । ব্রহ্মা বলিলেন, চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমী

নবম্যাং দেবীং দমনকৈর্যজ্ঞেৎ । আয়ুরারোগ্যসৌ-
ভাগ্যং শত্রুভিষ্চাপরাজিতঃ । দমনাখ্যা নবমী ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মোবাচ ॥ ৫ ॥ দশম্যামেকভক্তাশী সমাস্তে দশ-
ধেহুদঃ । দিশশ্চ কাঞ্চনীদ্বিত্বা ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির্ভবেৎ ।
ইতি দিগদশমী ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মোবাচ ॥ ৭ ॥ একাদশানুষ্টি-
পূজা কার্য্যা সর্কোপকারিকা । ধনবান্ পুত্রবান্ কান্ত-
ঋষিলোকে মহীয়তে ॥ ৮ ॥ মরীচিরত্নাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ
পুলহঃ ক্রতুঃ । প্রচেতাশ্চ বশিষ্ঠশ্চ ভৃগুর্নারদ এব চ ।
চৈত্রাদৌ কারয়েৎ পূজাং মালৈশ্চ দমনোদ্ভবৈঃ ॥ ৯ ॥
অশোকাখ্যষ্টমী প্রোক্তা বীরাখ্যা নবমী তথা । দম-
নাখ্যা দিগদশমী নবম্যেকাদশী তথা ॥ ১০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অষ্টম্যাদিব্রতং নাম
পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ শ্রবণদ্বাদশীং বক্ষ্যে ভুক্তিমুক্তি-

তিথিতে দেবীকে দমনকদ্বারা পূজা করিবে । এই ব্রত করিলে
আয়ুঃ আরোগ্য এবং সৌভাগ্য লাভ হয় এবং সেই ব্যক্তিকে
শত্রুগণ পরাজয় করিতে পারে না । ইহার নাম দমনাখ্যা
নবমী ১—৪ । ব্রহ্মা বলিলেন, দশমীতে একাদশী হইয়া
হর্গাদেবীর পূজা করিবে । এইরূপ একবৎসর প্রতিমাসের
দশমীতে ব্রত করিয়া বৎসরান্তে দশ ধেনু এবং কাঞ্চনময় দিক্-
পতিগণের প্রতিমূর্তি প্রদান করিবে । এই ব্রত করিলে ব্রতী,
ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হইতে পারে । ইহার নাম দিগদশমী ব্রত ৫—
৬ । পুনর্বার ব্রহ্মা বলিতেছেন, একাদশীতে সর্কপ্রকার উপ-
চারদ্বারা ঋষিগণের অর্চনা করিবে । এই ব্রত করিলে ইহ-
কালে ধনবান্ ও পুত্রবান্ হইয়া অস্তে ঋষিলোকে বাস করে ৭-
৮ । চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিমাসে মরীচি, অত্রি,
অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতাঃ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ,
দমনকপুংসনাগাদিহারা এই সকল ঋষির পূজা করিবে ৯ । এই-
রূপে অশোকাষ্টমী, বীরনবমী, দশনাখ্যানবমী এবং দিগদশমী
ব্রত করিবে । অষ্টান্য নবমী ও দশমীব্রতও কথিত হইয়াছে ১০ ।

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন, অনন্তর শ্রবণদ্বাদশী বলিব । এই শ্রবণ-

প্রদায়িনীং । একাদশী দ্বাদশী চ শ্রবণেন চ সংযুতা ।
বিজয়া সা তিথিঃ প্রোক্তা হরিপূজাদি চাক্ষয়ং ॥ ২ ॥
একভক্তেন নক্তেন তথৈব্যাচিহ্নিতেন চ । উপ-
বাসেন ভৈক্ষ্যেন নৈবাদ্বাদশিকো ভবেৎ ॥ ৩ ॥ কাংস্ত্র্যং
মাংসং তথা ক্ষৌদ্রং লোভং বিতথ্যভাষণং । ব্যায়ামঞ্চ
ব্যবায়ঞ্চ দ্বিবাস্তপস্বপমথাজ্ঞনং । শিলাপিষ্টং মন্থয়ঞ্চ
দ্বাদশ্যাং বর্জয়েন্নরঃ ॥ ৪ ॥ মাসি ভাদ্রপদে শুক্লদ্বাদশী
শ্রবণাষিতা । মহতী দ্বাদশী জ্যেষ্ঠা উপবাসে মহাফলা ।
সঙ্গমে সরিতাং স্নানং বৃদ্ধযুক্তা মহাফলা ॥ ৫ ॥ কুস্তে
সরত্রে সঙ্গলে যজ্ঞেৎ স্বর্ণে তু বামনং । সিতবস্ত্রযুগ-
ল্লবং ছত্রোপানদ্যুগাষিতং । ওঁ নমো বাসুদেবায়
শিরঃ সংপূজয়েত্ততঃ । ত্রীধরায় মুখং তবং কণ্ঠং কৃষ্ণায়
বৈ নমঃ ॥ ৭ ॥ নমঃ ত্রীপত্যে বক্ষো ভূজৌ সর্কাজ্ঞ-
ধারিণে । ব্যাপকায় নমঃ কুক্ষৌ কেশবায়োদরং বৃধঃ ॥
৮ ॥ ত্রৈলোক্যপত্যে মেট্রং জজ্ঞে সর্কপতে নমঃ ।

দ্বাদশী ব্রত করিলে ভুক্তি মুক্তি লাভ হয় । একাদশী ও দ্বাদশী
উভয়ই শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত হইলে তাহাকে বিজয়া বলে । এই
তিথিতে হরির পূজাদি করিলে অক্ষয়পুণ্য হইয়া থাকে । ১—২ ।
একাদশ, নক্তভোজন, অচিহ্নিতাশন, উপবাস অথবা ভিক্ষালব্ধ
ভোজন, ইহার কোন একপ্রকার আচরণ করিলেই ব্রত রক্ষা
হয় । একাদশাদিহারা ব্রত ভঙ্গ হয় না ৩ । কাংস্ত্র্যপাত্র, মাংস,
মধু, লোভ, অসত্যভাষণ, ব্যায়াম, স্ত্রীসন্তোগ, দ্বিবানিদ্ৰা,
অজ্ঞান, শিলাপিষ্টদ্রব্য ও মন্থন, শ্রবণদ্বাদশী ব্রতে এই সকল পরি-
ত্যাগ করিবে ৪ । ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে শ্রবণানক্ষত্রযুক্তা
যে দ্বাদশী তাহাকে মহাদ্বাদশী বলে । এই দ্বাদশীতে উপবাস
করিলে মহাপুণ্য হইয়া থাকে ৫ । জলপূর্ণ স্বর্ণকুস্তে রত্ননিষ্ক্রেপ
করিয়া তাহাতে শুভ্রবস্ত্র যুগলদ্বারা সমাচ্ছন্ন ও উপানহযুগল
সমন্বিত বামনদেবের অর্চনা করিতে হইবে ৬ । ওঁ নমো
বাসুদেবায়, এই মন্ত্রে মস্তকে পূজা করিবে এবং ত্রীধরায় নমঃ
এই মন্ত্রে মুখ, কৃষ্ণায় নমঃ এই মন্ত্রে কণ্ঠ, ত্রীপত্যে নমঃ
এই মন্ত্রে বক্ষঃ, সর্কাজ্ঞধারিণে নমঃ এই মন্ত্রে ভূজদ্বয়, ব্যাপকায় নমঃ
এই মন্ত্রে কক্ষ, কেশবায় নমঃ এই মন্ত্রে উদর, ত্রৈলোক্যপত্যে
নমঃ এই মন্ত্রে মেট্র, সর্কপত্যে নমঃ এই মন্ত্রে জজ্ঞাধর, সর্ক-
পানে নমঃ এই মন্ত্রে পাদদ্বয়, পূজা করিয়া দ্বতপায়স নৈবেদ্য

সৰ্ব্বাঙ্গনে নমঃ পাদৌ নৈবেদ্যং দ্ব্যতপায়সং ॥ ৯ ॥
কুস্তাংশ্চ মোদকান্দত্বাঙ্গাগরং কারয়েন্নিশি । স্নাত্বা
পীতোহর্চয়িত্বা তু কুস্তপুষ্পাঞ্জলির্কদেৎ ॥ ১০ ॥ নমো
নমস্তে গোবিন্দ বুধ শ্রবণসংজ্ঞক । অঘোষসংক্ষয়ং
কৃত্বা সৰ্ব্বসৌখ্যপ্রদো ভব ॥ ১১ ॥ প্রীয়তাং দেবদেবেশো
বিপ্রৈভ্যাঃ কলসান্ দদেৎ । নত্বাস্তীরেহথবা কুর্যাৎ
সৰ্ব্বান্ কামানবাগ্নুয়াৎ ॥ ১২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে শ্রবণদ্বাদশী নাম
ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ কামদেবত্রয়োদশ্যাং পূজা দম-
নকাদিভিঃ । রতিপ্রীতিসমায়ুক্তো হশোকো মান-
ভুষিতঃ ॥ ২ ॥ ইতি মদনত্রয়োদশী । চতুর্দশ্যাং তথা-
ষ্টম্যাং পক্ষয়োঃ শুক্লকৃষ্ণয়োঃ । যোহন্যমেকং ন ভুঞ্জীত
ভুক্তিভাক্ শিবপূজনাং ॥ ৩ ॥ চতুর্দশ্যষ্টমীত্রতং ॥ ত্রিরাত্রো-

প্রদান করিবে । ১—২ । অনন্তর কুস্ত ও মোদক প্রদান করিয়া
রাত্রিতে জাগরণ করিতে হইবে এবং স্নান ও পীতবস্ত্রাদি পরি-
ধানপূর্বক পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া বলিবে । হে গোবিন্দ !
তোমাকে ভূয়োভূয় নমস্কার করি । তুমি আমার পাপরাশি
সংক্ষয় করিয়া সৰ্ব্বসৌখ্য প্রদান কর । ১০—১১ । আমার
প্রতি দেবদেবেশ্বর প্রসন্ন হউন, এই কামনায় ব্রাহ্মণদিগকে
কলসপ্রদান করিবে । এইরূপে নদীর তীরে অথবা অন্ত্রকোন
পবিত্র স্থানে ব্রত করিলে সৰ্ব্বকামনা পরিপূর্ণ হয় । ১২ ।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন, কামত্রয়োদশীতে দমনকপুষ্পাদি দ্বারা পূজা
করিবে । ইহাতে সাধক, রতিপ্রীতিসমায়ুক্ত হইয়া সৰ্ব্বপ্রকার
সম্মান লাভ করে । ইহার নাম মদনত্রয়োদশী । ১—২ । শুক্ল ও
কৃষ্ণ উভয় পক্ষের চতুর্দশী ও অষ্টমীতে উপবাসী থাকিয়া শিবের
অর্চনা করিবে । এইরূপে একবৎসর ব্রত করিলে সাধক সৰ্ব্ব-
ভোগ লাভ করিতে পারে ; ইহাও নাম চতুর্দশ্যষ্টমীত্রত । ৩ ।
ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া কার্তিক মাসের পূর্ণিমাতে শোভনগৃহ

পোষিতো দত্তাং কার্তিক্যাং ভবনং শুভং । সূর্যালোক-
মবাপ্নোতি ধামব্রতমিদং শুভং ॥ ৪ ॥ অমাবস্ত্যাং
পিতৃণাঞ্চ দত্তং জলাদি চাক্ষয়ং । নত্বাভ্যাশী কারনান্না
বজ্রং বারিণি সৰ্ব্বভাক্ । বারব্রতানি ॥ ৫ ॥ দ্বাদশর্কট্‌গি
বিপ্রর্ষে প্রতিমাসন্ত যানি বৈ । তন্মাসা তেহচ্যুতং তেহু
সম্যক্ সংপূজয়েন্নরঃ । কেশবং মার্গশীর্ষে তু ইত্যাদৌ
কুস্তিকাদিকা ॥ ৬ ॥ দ্ব্যতহোমশ্চতুর্দশ্যং কৃষ্ণকৃষ্ণ নিবে-
দয়েৎ । আষাঢ়াদৌ পায়সন্ত বিপ্রাংস্তেনৈব ভোজ-
য়েৎ । পঞ্চগব্যজলে স্নানং নৈবেদ্যৈর্নক্তমাচরেৎ ॥ ৭ ॥
অর্কাদিগর্জনাদ্ভ্যং নৈবেদ্যং সৰ্ব্বমুচ্যতে । বিগর্জিতে

প্রদান করিবে । এই ব্রতের পূণ্যফলে সাধকের সূর্যালোক
প্রাপ্তি হয়, ইহার নাম ধামব্রত । ৪ । অমাবস্তাতে পিতৃলোকের
উদ্দেশে জলপ্রদান করিলে অক্ষয়ফল হইয়া থাকে । এই ব্রতে
দিবাতোজন পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিতে ভোজন করিবে । এই-
রূপ বার নাম উল্লেখ করিয়া জলেতে পিতৃবজ্রন করিলে, সেই
ব্যক্তি সৰ্ব্বসম্পত্তাগী হইতে পারে ; ইহার নাম বারব্রত । ৫ ।
দ্বাদশ মাসে যে যে নক্ষত্র উক্ত আছে, সেই সকল নক্ষত্রের নাম
উল্লেখপূর্বক সঞ্চয় করিয়া প্রতি মাসেতে সেই সেই নক্ষত্রযুক্ত
দিনে বিষ্ণুর পূজা করিবে, অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে মৃগশিরোনক্ষত্র-
যুক্ত দিনে কেশব নামে পূজা করিতে হইবে । পৌষ মাসে পুষ্যা-
নক্ষত্রযুক্ত দিনে নারায়ণ নামে, মাঘ মাসে মঘানক্ষত্রে মাধব
নামে, ফাল্গুন মাসে পূর্বফল্গুনীনক্ষত্রে গোবিন্দ নামে, চৈত্র মাসে
চিত্রানক্ষত্রে বিষ্ণু নামে, বৈশাখ মাসে বিশাখানক্ষত্রে মধুহুদন
নামে, জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে ত্রিবিক্রম নামে, আষাঢ় মাসে
পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্রে বামন নামে, শ্রাবণ মাসে শ্রবণানক্ষত্রে ত্রীধর
নামে, ভাদ্রমাসে পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্রে হৃষীকেশ নামে, আশ্বিন
মাসে অশ্বিনীনক্ষত্রযুক্ত দিবসে পদ্মনাভ নামে এবং কার্তিক
মাসে কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত দিনে দামোদর নামে পূজা করিতে
হইবে । ৬ । চারিমাস পূর্ণ্যন্ত দ্ব্যতহোম করিয়া কৃষ্ণ নিবেদন
করিবে ; আষাঢ়াদি মাসে পায়স নিবেদন করিয়া সেই পায়স
দ্বারা ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে এবং পঞ্চগব্য জলদ্বারা দেব-
তাকে স্নান করাইয়া রাত্রিতে নৈবেদ্যদ্বারা অর্চনা করিবে । ৭ ।
দেবতার বিগর্জনের পূর্বে সৰ্ব্বদ্রব্যই নৈবেদ্য থাকে এবং দেব-
তার বিগর্জন করিলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত দ্রব্যই নির্দোষ হইয়া

জগন্নাথে নির্মালাং ভবতি ক্ষণাৎ ॥ ৮ ॥ পঞ্চরাত্রবিদো
মুখ্যা নৈবেদ্যং ভুঞ্জতে স্বয়ং । এবং সংবৎসরস্তাস্তে
বিশেষেণ প্রপূজয়েৎ ॥ ৯ ॥ নমোনমস্তেহচ্যুত সংক্ষ-
য়োহস্ত পাপস্ত রুদ্ধিঃ সমুপৈতি পুণ্যং । ঐশ্বর্য্যাবিত্তাদি
সদাক্ষয়ং মে তথাস্ত মে সন্ততিরক্ষয়ৈব ॥ ১০ ॥ যথা-
চ্যুত ত্বং পরতঃ পরস্মাৎ স ব্রহ্মভূতঃ পরতঃ পরস্মাৎ ।
তথ্যচ্যুতং মে কুরু বাঞ্ছিতং সদা ময়া কৃতং পাপহতা-
প্রমেয় ॥ ১১ ॥ অচ্যুতানন্দ গোবিন্দ প্রসাদ যদভী-
ক্ষিতং । তদক্ষয়মমেয়ায়ান্ কুরুষ পুরুষোত্তম । কুর্য্যাদৈ
সপ্তবর্ষানি আয়ুঃশ্রীনক্ষত্রিণঃ নরঃ ॥ ১২ ॥ উপোষ্যৈকা-
দশীমন্মষ্টমীঞ্চ চতুর্দশীং । সপ্তমীং পূজয়েদ্বিষ্ণুং দুর্গাং
শম্ভুং রবিং ক্রমাৎ । তেষাং লোকং সমাপ্নোতি সর্ব-
কামাংশ্চ নির্মলঃ ॥ ১৩ ॥ একভক্তেন নক্তেন তথৈবা-
যাচিতেন চ । উপবাসেন শাকাষ্টৈঃ পূজয়ন্ সর্ব-

যায় । ৮ । বাঁহারা পঞ্চরাত্রবিধানজ্ঞ, তাঁহাদিগকে এই নৈবেদ্য
ভক্ষণ করিতে দিবে । এইরূপে একবৎসর ব্রত করিয়া বৎ-
সরাস্তে বিশেষরূপে পূজা করিবে । ৯ । ব্রত সম্পূর্ণ হইলে ব্রতী
ব্যক্তি বিষ্ণুর নিকট প্রাণনা করিবে, হে অচ্যুত ! আমি
তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি । আমার পাপক্ষয় হইয়া
পুণ্যের বৃদ্ধি হউক, সর্বদা ঐশ্বর্য্যাবিত্তাদি ও সন্ততি অক্ষয় হইয়া
থাকুক । ১০ । হে অচ্যুত ! তুমি পরাংপর পরব্রহ্ম, আমার
বাঞ্ছিত অক্ষয় কর । হে অপ্রমেয় ! আমি যে সকল পাপ
করিয়াছি, তুমি সেই সকল পাপের বিনাশ কর । ১১ । হে
অচ্যুত ! হে অনন্ত ! হে গোবিন্দ ! হে অমেয়ায়ান্ ! হে পুরুষো-
ত্তম ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলষিত বিষয়
অক্ষয় কর । আয়ুঃ, শ্রী ও সঙ্গতিকামী ব্যক্তি সপ্তবর্ষ উক্ত-
রূপে ব্রতচরণ করিবে । ১২ । উপবাসী থাকিয়া একাদশীতে
বিষ্ণু, অষ্টমীতে দুর্গা, চতুর্দশীতে শম্ভুর এবং সপ্তমীতে সূর্য্যের
পূজা করিবে । এইরূপ একবৎসর ব্রত করিবে, এই ব্রতের
পুণ্যবশে পূজিত দেবলোকে গমন হয় এবং সর্বপাপ বিমোচন
হইয়া সর্বকাম সম্পূর্ণ হইয়া থাকে । ১৩ । একাহারী, নক্ত-
ভোজী, অযাচিতাশী অথবা উপবাসী হইয়া শাকাদি যথাসম্ভব
উপচারে সকল দেবতার পূজা করিবে, এইরূপে সকল তিথিতে

দেবতাঃ । সর্বঃ সর্বাস্থ তিথিষু ভুক্তিমুক্তিমবাগ্নুয়াৎ ॥
১৪ ॥ ধনদোহগ্নিঃ প্রতিপদি নাসত্যো দত্ত অর্চিতঃ ।
শ্রীর্ষমশ্চ দ্বিতীয়ায়াং পঞ্চম্যাং পার্শ্বতীং শ্রিয়া ॥ ১৫ ॥
নাগাঃ ষষ্ঠ্যাং কার্ত্তিকেষুঃ সপ্তম্যাং ভাস্করোহর্ধদঃ ।
দুর্গাষ্টম্যাং মাতরশ্চ নবম্যামথ তক্ষকঃ ॥ ১৬ ॥ দশম্যা-
মিত্রো ধনদ একাদশ্যাং মুনীশ্বর্য্যঃ । দ্বাদশ্যাঞ্চ হরিঃ
কামজয়োদশ্যাং মহেশ্বরঃ । চতুর্দশ্যাং পঞ্চদশ্যাং
ব্রহ্মা চ পিতরোহপরে ॥ ১৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সর্বতিথিব্রতানি নাম
সপ্তত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ রাজ্ঞাং বংশানু প্রবক্ষ্যামি বংশা-
নুচরিতানি চ । বিষ্ণুনাভ্যজতো ব্রহ্মা দক্ষোহষ্টষ্ঠাচ্চ
তস্ত্র বৈ ॥ ২ ॥ ততোহদিতির্নিবন্ধাংশ্চ ততো বিবস্বতঃ
সুতঃ । মনুরিক্ষাকুঃ শর্য্যতিঃ যুগো যুষ্টঃ পৃথক্ককঃ । ন-
রিষ্যস্তশ্চ নাভাগো দিষ্টঃ শশক এব চ ॥ ৩ ॥ মনোরাসী-
সকল দেবতার পূজা করিলে ভুক্তিমুক্তি লাভ করিতে পারে ।
১৪ । প্রতিপৎ তিথিতে কুবের অগ্নি, অশ্বিনীকুমার এই সকল
দেবতার অর্চনা করিবে । এইরূপে দ্বিতীয়াতে শ্রী ও যম, পঞ্চ-
মীতে পার্শ্বতী, ষষ্ঠীতে নাগগণ, সপ্তমীতে ভাস্কর ও দুর্গা, অষ্ট-
মীতে মাতৃগণ, নবমীতে তক্ষক, দশমীতে ইন্দ্র ও কুবের, একা-
দশীতে মুনীগণ দ্বাদশীতে হরি, কামজয়োদশীতে মহেশ্বর, চতু-
র্দশীতে ব্রহ্মা এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্তাতে পিতৃগণের অর্চনা
করিবে ।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

হরি বলিলেন, অনন্তর রাজাদিগের বংশ ও বংশানুচরিত
বলিতেছি । বিষ্ণুর নাভি কমল হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব হয় এবং
ব্রহ্মার অষ্টক হইতে দক্ষের উৎপত্তি হইয়াছিল । অনন্তর
দক্ষ হইতে অদিতি এবং অদিতি হইতে সূর্য্যের জন্ম হয় ।
সূর্য্য হইতে মনু, মনু হইতে ইক্ষাকু, শর্য্যতি, যুগ, যুষ্ট, পৃথক্ক,
নরিষ্যস্ত, নাভাগ, দিষ্ট এবং শশক, উৎপন্ন হন । ১—৩ । সূর্য্য-

দিল। কন্যা সুহ্যামোহন্য সুতো ভবৎ । ইলারান্ত বৃধা-
জ্ঞাতো রজোরুদ্রপুরুষবাঃ । সুতাস্ত্রয়শ্চ সুহ্যামোহন-
কলো বিনতৌ গয়ঃ ॥৪॥ অভুজ্জুদো গোবধাতু পৃষধস্ত
মনোঃ স্মৃতঃ । করুবাং ক্ষত্রিয়া জাতা কারুবা ইতি
বিশ্রুতাঃ ॥ ৫ ॥ দিষ্টপুত্রস্ত নাভাগো বৈশ্রুতামগমৎ
সচ । তস্মাৎ ভনন্দনঃ পুত্রো বৎসপ্রীতির্ভনন্দনাং ॥
৬ ॥ ততঃ পাংশুঃ খনিত্রোহিভুৎ ভূপস্তুস্মাৎ ততঃ ক্ষুপঃ ।
ক্ষুপাঙ্গিংশোহভবৎ পুত্রো বিংশাজ্ঞাতো বিবিংশকঃ ॥
৭ ॥ বিবিংশাচ্চ খনীনেত্রো বিভূতিস্তৎস্মৃতঃ স্মৃতঃ ।
করুক্ষমো বিভূতেস্ত ততো জাতোহপ্যবিক্রিতঃ ॥ ৮ ॥
মরুতোহবিক্রিতস্তাপি নরিষ্যন্তস্ততঃ স্মৃতঃ । নরি-

ভনয় মনুর ইলা নামে একটি কন্যার হয়, কালক্রমে এই ইলাই
সুহ্যায় নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । চন্দ্রতনয় বৃধের সহিত
ইলার সঙ্গম হইলে বৃধের ঔরসে ইলার গর্ভে রজঃ রুদ্র ও
পুরুষবাঃ, এই তিন পুত্র জন্মে এবং সুহ্যায় হইতে উৎকল,
বিনত ও গয়, এই তিন পুত্রের উৎপত্তি হয় । ৩। মনুর পুত্র পৃষধ
গোবধ করিয়াছিলেন, সেই পাণে তিনি শূদ্র প্রাপ্ত হইলেন ।
অনন্তর করুবা হইতে যে সকল ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হয়,
তাহারা কারুবা নামে বিখ্যাত হইয়াছে । ৪-৫। পরে মনুতনয় দিষ্টের
নাভাগ নামে এক পুত্র জন্মে, ঐ নাভাগ বৈশ্রুত প্রাপ্ত হইলেন ।
নাভাগের এক পুত্র হয়, তাহার নাম ভনন্দন এবং ভনন্দনের
যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম বৎসপ্রীতি । ৬। ভনন্দনের পাংশু
ও খনিত্র নামে দুই পুত্র জন্মে এবং খনিত্রের এক পুত্র জন্মে
তাহার নাম ক্ষুপ । ক্ষুপের পুত্র, বিংশ এবং বিংশের পুত্রের
নাম বিবিংশ । ৭। বিবিংশ হইতে খনীনেত্র নামে এক পুত্রের
জন্ম হয়, তাহার পুত্রের নাম বিভূতি । বিভূতির যে পুত্র জন্মে,
তাহার নাম করুক্ষম এবং করুক্ষম হইতে অবিক্রিত নামে পুত্রের
জন্ম হইয়াছিল । ৮। অবিক্রিতের যে পুত্র হয়, তাহার নাম
মরুত এবং মরুত হইতে নরিষ্যন্তের জন্ম হয় । পরে নরিষ্যন্ত
হইতে তর্কনামে পুত্র জন্মে এবং তম হইতে রাজবর্দ্ধন নামে
পুত্রের উৎপত্তি হয় । ৯। রাজবর্দ্ধনের পুত্রের নাম সুধৃতি
এবং সুধৃতি হইতে নর নামে এক পুত্র জন্মে । নরের যে পুত্র
উৎপন্ন হয়, তাহার নাম কেবল এবং কেবলের পুত্রের নাম

ম্যস্তাতমো জাতস্ততো ভুদ্রাজবর্দ্ধনঃ ॥ ৯ ॥ রাজবর্দ্ধনঃ
সুধৃতিশ্চ নরোহভুৎ সুধৃতেঃ স্মৃতঃ । নরাস্ত কেবলঃ
পুত্রঃ কেবলাদুক্ষুমানপি ॥ ১০ ॥ ধুকুমতো বেগবাংশ
বুপো বেগবতঃ স্মৃতঃ । ভৃগবিন্দুর্নৃধাজ্ঞাতঃ কন্যা চৈল-
বিলা তথা ॥ ১১ ॥ বিশালং জনয়ামাস ভৃগবিন্দো-
স্তলম্বুবা । বিশালাদ্রুমচন্দ্রোহভুদ্রেকচন্দ্রাচ্চ চন্দ্রকঃ ॥ ১২ ॥
ধূম্রাশ্বশ্চৈব চন্দ্রাতু ধূম্রাশ্বাং সৃজয়ন্তথা । সৃজয়াং
সহদেবোহভুৎ কৃশাশ্বস্তৎস্মৃতোহভবৎ ॥ ১৩ ॥ কৃশাশ্বাং
সোমদন্তস্ত ততোহভুজ্জনমেজয়ঃ । তৎপুত্রশ্চ স্মমত্রিশ্চ
এতে বৈশালকা নৃপাঃ ॥ ১৪ ॥ শর্যাতেস্ত সূকন্যাতুং
না ভার্যা চ্যবনস্ত তু । অনস্তো নাম শর্যাতেরনস্তা-
দেবকোহভবৎ । রৈবতো রেবতস্তাপি রেবতাদ্রেবতী
স্মৃতা ॥ ১৫ ॥ ধৃষ্টশ্চ ধার্টকং ক্ষত্রং বৈশ্রুতং তদ্বভূব হ ।

ধুকুমান । ১০। পরে ধুকুমানের এক পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার
নাম বেগবান্ এবং বেগবানের বৃধ নামে এক পুত্র জন্মে ।
পরে বৃধ হইতে ভৃগবিন্দু নামে পুত্র এবং ঐলবিলা নামে
কন্যার উৎপত্তি হয় । ১১। অনন্তর ভৃগবিন্দুর ঔরসে অলম্বুবা
বিশাল নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন এবং বিশাল হইতে
হেমচন্দ্র নামে পুত্রের উৎপত্তি হয়, হেমচন্দ্র হইতে চন্দ্র নামে
পুত্র জন্মে । ১২। পরে চন্দ্র হইতে ধূম্রাশ্বের জন্ম হয় এবং
ধূম্রাশ্বের যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম সৃজয় এবং সৃজয়
হইতে সহদেব নামে এক পুত্র জন্মে, সহদেবের পুত্রের
নাম কৃশাশ্ব । ১৩। কৃশাশ্বের পুত্রের নাম সোমদন্ত এবং
সোমদন্তের পুত্রের নাম জনমেজয় । জনমেজয়ের যে পুত্র
জন্মে তাহার নাম স্মমত্রি । এই সমুদায় রাজগণ বিশালা-
নগরীর অধিপতি । ১৪। শর্যাতির এক কন্যা জন্মে, তাহাকে
চ্যবন বিবাহ করে । শর্যাতির যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম
অনস্ত এবং অনস্ত হইতে দেবকের উৎপত্তি হয় । পরে রেব-
তের এক পুত্র হয় তাহার রেবতক এবং তাহার কন্যার নাম
রেবতী । ১৫। মনুতনয় ধৃষ্টের যে পুত্র জন্মে, তাহার নাম
ধার্টক । এই ধার্টক ক্ষত্রিয় হইয়া বৈশ্রুত আশ্রয় করেন ।
পরে মনুপুত্র নাভাগের নেদিষ্ট নামে এক পুত্র জন্মে, সেই

নাভাগপুত্রো নেদিষ্টো অশ্বরীষোহপি তৎসুতঃ ॥ ১৬ ॥
 অশ্বরীষাৎ বিরূপোহভূৎ পুষ্পদম্বো বিরূপতঃ । রথী-
 নরশ্চ তৎপুত্রো বাসুদেবপনায়ণঃ ॥ ১৭ ॥ ইক্ষাকোস্তু
 ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বিকৃষ্ণিনিমিদ্গুকাঃ । ইক্ষাকুজো বিকু-
 ক্ষিস্ত শশাদঃ শশভক্ষণাৎ ॥ ১৮ ॥ পুরঞ্জয়ঃ শশাদাচ্চ
 ককুৎস্তাখ্যোহভবৎ সুতঃ । অনেনাস্তু ককুৎস্তাচ্চ পৃথুঃ
 পুত্রস্তনেনসঃ ॥ ১৯ ॥ বিশ্বরাতঃ পৃথোঃ পুত্র আর্দ্রোহভূ-
 দ্বিশ্বরাতৃতঃ । যুবনাথোহভবচ্চাৰ্দ্ৰাৎ শ্রাবস্তো যুব-
 নাথতঃ ॥ ২০ ॥ বৃহদশ্বস্ত শ্রাবস্তান্তৎপুত্রঃ কুবলাশ্বকঃ ।
 ধৃক্ষমারো হি বিখ্যাতো দৃঢ়াশ্বশ্চ ততোহভবৎ ॥ ২১ ॥
 চন্দ্রাশ্বঃ কপিলাশ্বশ্চ হর্যাশ্বশ্চ দৃঢ়াশ্বতঃ । হর্যাশ্বাচ্চ
 নিকুন্তোহভূদ্বিতাশ্বশ্চ নিকুন্ততঃ ॥ ২২ ॥ পূজাশ্বশ্চ হিতা-

নেদিষ্টের যে পুত্র উৎপন্ন হয় তাহার নাম অশ্ববীষ । ১৬ । অশ্ব-
 রীষের যে পুত্র জন্মে তাহার নাম বিরূপ এবং বিরূপের পুত্রের
 নাম পুষ্পদম্ব । পুষ্পদম্ব হইতে রথীনর নামে এক পুত্র জন্মে,
 এই রথীনর বাসুদেবের ভক্ত ছিলেন । ১৭ । অনস্তর ইক্ষাকুর
 যে তিনটি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের প্রথমের নাম বিকৃষ্ণি,
 দ্বিতীয়ের নাম নিমি এবং তৃতীয়ের নাম দগুকা । ইক্ষাকুতনয়
 বিকৃষ্ণি যজ্ঞীয় শশক ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত তিনি
 শশাদ নামে বিখ্যাত হয়েন । ১৮ । এই শশাদের এক পুত্র
 হয়, তাহার নাম পুরঞ্জয় এবং পুরঞ্জয়ের পুত্রের নাম ককুৎস্ত ।
 ককুৎস্ত হইতে অনেনা নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয় এবং অনে-
 নার যে পুত্র জন্মে তাহার নাম পৃথু । ১৯ । পৃথু হইতে বিশ্ব-
 রাত নামে পুত্রের উৎপত্তি হয় এবং বিশ্বরাত হইতে আর্দ্র
 নামে এক পুত্র জন্মে । আর্দ্রের পুত্রের নাম যুবনাথ এবং
 যুবনাথের যে পুত্র হয়, তাহার নাম শ্রাবস্ত । ২০ । শ্রাবস্তের
 এক পুত্র হয় তাহার নাম বৃহদশ্ব, বৃহদশ্ব হইতে কুবলাশ্বের
 জন্ম হয় এবং এই কুবলাশ্ব হইতে দৃঢ়াশ্ব নামে এক পুত্র জন্মে ।
 এই দৃঢ়াশ্ব ধৃক্ষমার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন । ২১ । দৃঢ়া-
 শ্বের তিন পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের মধ্যে প্রথম চন্দ্রাশ্ব,
 দ্বিতীয় কপিলাশ্ব এবং তৃতীয় হর্যাশ্ব । দৃঢ়াশ্বতনয় হর্যাশ্ব হইতে
 নিকুন্ত নামে এক পুত্র জন্মে এবং নিকুন্ত হইতে হিতাশ্ব নামে
 পুত্রের উৎপত্তি হয় । ২২ । হিতাশ্বের পূজাশ্ব নামে এক পুত্র হয়

শ্বাচ্চ তৎসুতো যুবনাথকঃ । যুবনাথাক্ষ মাক্ষাতা
 বিন্দুমহাসুতোহভবৎ ॥ ২৩ ॥ মুচুকুন্দোহশ্বরীশশ্চ পুরু-
 কুৎসজয়ঃ সুতাঃ । পঞ্চাশৎ কন্ডাকাশ্চৈব ভার্য্যাস্তাঃ
 সৌভরেশ্মুনেঃ ॥ ২৪ ॥ যুবনাথোহশ্বরীশাচ্চ হরিতো যুব-
 নাথতঃ । পুরুকুৎসারশ্মদয়াং ত্রসদস্যরভূৎ সুতঃ ॥
 ২৫ ॥ অনরণ্যসুতো জাতো হর্যাশ্বোহপ্যনরণাতঃ । তৎ-
 পুত্রোহভূদ্ বসুমনাপ্রিধশ্চ তস্য চাত্মজঃ ॥ ২৬ ॥ ত্রিধা-
 রণস্তস্য পুত্রস্তস্য সত্যরতঃ সুতঃ । যজ্ঞিশ্কুঃ সগা-
 খ্যাতো হরিশ্চন্দ্রোহভবত্ততঃ ॥ ২৭ ॥ হরিশ্চন্দ্রোহি-
 তাশ্বো হরিতো রোহিতাশ্বতঃ । হরিতস্য সুতশ্চক্ষু-
 শ্চক্ষেপশ্চ বিজয়ঃ সুতঃ ॥ ২৮ ॥ বিজয়াক্রুরকো জজ্ঞে
 বরুকাভু রকঃ সুতঃ । রকাদ্বাহুর্নপোহভূচ্চ বাহোস্তু
 সগরঃ স্বতঃ ॥ ২৯ ॥ ষষ্টিপুত্রসহস্রানি স্তমত্যাং সগরো-
 দ্ভবঃ । কেশিন্যামেক এবাসৌ অসমঞ্জসংজ্ঞকঃ ॥
 ৩০ ॥ তস্ত্যাংগুমানু সুতো বিদ্বানু দিলীপস্তৎসুতোহ-

এবং পূজাশ্বের যে পুত্র জন্মে তাহার নাম যুবনাথ । যুবনাথের
 পুত্রের নাম মাক্ষাতা এবং মাক্ষার পুত্রের নাম বিন্দুমহা । ২৩ ।
 বিন্দুমহোর পুত্র মুচুকুন্দ, অশ্বরীষ এবং পুরুকুৎস । ঐ বিন্দুমহোর
 পঞ্চাশটি কন্ডা জন্মে, তাহারা সকলেই সৌভরিশ্বনির ভার্য্যা । ২৪ ।
 অশ্বরীষের পুত্র যুবনাথ, যুবনাথের পুত্র হরিত । পুরুকুৎসের
 ঔরসে নন্দার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয় তাহার নাম ত্রস-
 দস্য । ২৫ । ত্রসদস্যর তনয় অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র হর্যাশ্ব ।
 হর্যাশ্বের পুত্র বসুমনাঃ এবং বসুমনার পুত্র ত্রিধশ্ব । ২৬ । ত্রিধ-
 শ্বার তনয় ত্রিধারুণ, ত্রিধারুণের তনয় সত্যরত । এই সত্য-
 রত যজ্ঞিশ্কু নামে বিখ্যাত হয়েন । যজ্ঞিশ্কুর তনয়ের নাম হরি-
 শ্চন্দ্র । ২৭ । হরিশ্চন্দ্রের তনয়ের নাম রোহিতাশ্ব, রোহি-
 তাশ্বের তনয় হরিত, হরিতের তনয় চক্ষু, চক্ষুর তনয় বিজয় । ২৮ ।
 বিজয়ের তনয় রুরক এবং রুরকের তনয় রুক । রূকের তনয়
 বাহু, ইনি রাজা হইয়াছিলেন । বাহুর তনয় সগর । ২৯ ।
 স্তমতিনারী পত্নীতে সগরের ষষ্টিসহস্র তনয় জন্মে এবং কেশিনী-
 নারী ভার্য্যাতে একমাত্র তনয় হয়, তাহার নাম অসমঞ্জস । ৩০ ।
 অসমঞ্জসের তনয় অংগুমানু এবং অংগুমানের তনয় দিলীপ

ভবৎ । ভগীরথো দিলীপাচ্চ যো গঙ্গামানয়দুৰং ॥ ৩১ ॥
 শ্রুতো ভগীরথশ্রুতো নাভাগশ্চ শ্রুতাঃ কিল । নাভা-
 গাদম্বরীষোহভূৎ সিদ্ধদ্বীপোঃস্বরীষতঃ ॥ ৩২ ॥ সিদ্ধ-
 দ্বীপস্তায়ুতায়ুঃ ঋতুপর্ণস্তদায়ুজঃ । ঋতুপর্ণাৎ সৰ্শকামঃ
 সুদানোঃভূতদায়ুজঃ ॥ ৩৩ ॥ সুদাসস্ত চ সৌদানো
 নাম্মিহমিত্রসহঃ স্মৃতঃ । কল্মাষপাদিসংজ্ঞশ্চ দময়ন্ত্যাং
 তদায়ুজঃ ॥ ৩৪ ॥ অশ্বকাখ্যোহভবৎ পুত্রো হুশ্বকা-
 ন্মূলকোহভবৎ । ততো দশরথো রাজা তস্য চৈলবিলঃ
 স্মৃতঃ ॥ ৩৫ ॥ তস্য বিশ্বমহঃ পুত্রঃ খট্বাকশ্চ তদায়ুজঃ ।
 খট্বাকদীর্ঘবাহুশ্চ দীর্ঘবাহোহ্যজঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬ ॥ তস্য
 পুত্রো দশরথশ্চরারস্তুংস্মৃতাঃ স্মৃতাঃ । রামলক্ষ্মণ-
 শত্রুঘ্নভরতাস্চ মহাবলাঃ ॥ ৩৭ ॥ রামাৎ কুশলবো
 জাতৌ ভরতাতার্কপুষ্করৌ । চিত্রাঙ্গদশ্চক্রকেতু লক্ষ্মণাং
 সংবভূবতুঃ ॥ ৩৮ ॥ সুবাহু-শূরসেনৌ চ শত্রুঘ্নাং সমভূ-
 বতুঃ । কুশস্ত চাতিথিঃ পুত্রো নিষধো হুতিথিঃ স্মৃতঃ ॥
 ৩৯ ॥ নিষধস্ত নলঃ পুত্রো নলস্ত চ নভাঃ স্মৃতঃ ।

দিলীপের তনয় ভগীরথ, এই ভগীরথ গঙ্গাকে পৃথিবীতে আন-
 য়ন করেন । ৩১ । ভগীরথের তনয় শ্রুত, শ্রুতের তনয় নাভাগ ।
 নাভাগের তনয় অম্বরীষ এবং অম্বরীষের তনয় সিদ্ধদ্বীপ । ৩২ ।
 সিদ্ধদ্বীপের তনয় অয়ুতায়ুঃ, অয়ুতায়ুর তনয় ঋতুপর্ণ । ঋতু-
 পর্ণের তনয় সৰ্শকাম, সৰ্শকামের তনয় সুদান । ৩৩ । সুদাসের
 তনয় সৌদাস, ইনি মিত্রসহ নামে বিখ্যাত হয়েন । সুদাসের
 দময়ন্তী নামী জ্ঞাতে কল্মাষপাদ নামে এক তনয় জন্মে । ৩৪ ।
 কল্মাষপাদের তনয় অশ্বক, অশ্বকেব তনয় মূলক । মূলকের
 তনয় দশরথ, দশরথের তনয় ঐলবিল । ৩৫ । ঐলবিলের
 তনয়ের নাম বিশ্বমহ এবং বিশ্বমহের তনয় খট্বাক । খট্বাকের
 তনয় দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর তনয় অজ । ৩৬ । অজের তনয় দশ-
 রথ, দশরথের চারি তনয় জন্মে । প্রথম রাম, দ্বিতীয় ভরত,
 তৃতীয় লক্ষ্মণ এবং চতুর্থ শত্রুঘ্ন । ইহারা সকলেই মহাবল পরা-
 ক্রান্ত । ৩৭ । রামের তনয় কুশ ও লব । ভরতের তনয় তার্ক ও
 ও পুঙ্কল, লক্ষ্মণের তনয়দ্বয়ের নাম চিত্রাঙ্গদ ও চক্রকেতু এবং
 শত্রুঘ্নের সুবাহু ও শূরসেন নামে দুই তনয় হয় । কুশের
 অতিথি নামে তনয় জন্মে এবং অজিথির তনয়ের নাম নিষধ ।

নভসঃ পুণ্ডরীকস্ত ক্ষেমদম্বা তদায়ুজঃ ॥ ৪০ ॥ দেবা-
 নীকস্তস্য পুত্রো দেবানীকাদহীনকঃ । অহীনকাকুরু-
 র্যজ্ঞে পারিপাত্রো রুরোঃ স্মৃতঃ ॥ ৪১ ॥ পারিপাত্রা-
 দলো যজ্ঞে দলপুত্রঃছলঃ স্মৃতঃ । ছলাদুর্ধ্বস্ততো
 বৃকথাং বজ্রনাভস্ততো গণঃ ॥ ৪২ ॥ উমিতাশ্বো গণাজ্-
 জ্ঞে ততো বিশ্বমহোহভবৎ । হিরণ্যনাভস্তংপুত্র-
 স্তংপুত্রঃ পুষ্পকঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৩ ॥ ধ্রুবমক্ষিরভূৎ পুষ্পাং ধ্রুব-
 মন্ধেঃ সুদর্শনঃ । সুদর্শনাদগ্নিবর্ণঃ পদ্মবর্ণোহগ্নিবর্ণতঃ ॥
 শীত্ৰস্ত পদ্মবর্ণাতু শীত্ৰাং পুত্রো মরুস্তভূৎ । মরোঃ
 প্রসুশ্রুতঃ পুত্রস্তস্য চোদাবসুঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৪ ॥ উদাবসো-
 ন্দিবর্দ্ধনোহভূৎ সূকেতুর্নন্দিবর্দ্ধনাং । সূকেতোর্দেব-
 রাতোহভূৎ বৃহছুক্খস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৫ ॥ বৃহছুক্খান্মহা-
 বীৰ্য্যঃ সূপ্ততিস্তস্য চায়ুজঃ । সূপ্ততেধ্বষ্টকেতুশ্চ হর্য্যশ্বো
 ধ্বষ্টকেতুতঃ ॥ ৪৬ ॥ হর্য্যশ্বাতু মরুজ্জাতো মরোঃ প্রতী-
 ক্তকঃ ॥ ৪৭ ॥

৩৮—৩৯ । নিষধের তনয় নল, নলের তনয় নভস । নভসের
 তনয় পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীকের তনয় ক্ষেমদম্বা । ক্ষেমদম্বার তনয়
 দেবানীক, দেবানীকের তনয় অহীনক । অহীনকের রুরু নামে
 এক তনয় জন্মে এবং রুরর যে তনয় হয়, তাহার নাম পারি-
 পাত্র । ৪০—৪১ । পারিপাত্রের তনয় দল এবং দলের তনয় ছল ।
 ছলের তনয়ের নাম বৃকথ এবং বৃকথের তনয়ের নাম বজ্রনাভ,
 বজ্রনাভের তনয় গণ, গণের তনয় উমিতাশ্ব এবং উমিতাশ্বের
 তনয়ের নাম বিশ্বমহ । বিশ্বমহের যে তনয় জন্মে তাহার নাম
 হিরণ্যনাভ, হিরণ্যনাভের তনয়, পুষ্পক । ৪২—৪৩ । পুষ্প-
 কের তনয় ধ্রুবমক্ষি, ধ্রুবমক্ষির তনয়ের নাম সুদর্শন । সুদর্শন
 হইতে অগ্নিবর্ণের জন্ম হয়, অগ্নিবর্ণের তনয় পদ্মবর্ণ । পদ্মবর্ণের
 তনয় শীত্ৰ, শীত্ৰের তনয়ের নাম মরু, মরুর তনয় প্রসুশ্রুত, প্রসু-
 শ্রুতের তনয় উদাবসু । ৪৪ । উদাবসুর তনয় নন্দিবর্দ্ধন, নন্দি-
 বর্দ্ধনের তনয় সূকেতু, সূকেতুর দেবরাত নামে এক তনয় হয়,
 দেবরাতের তনয়ের নাম বৃহছুক্খ । ৪৫ । বৃহছুক্খের তনয়
 মহাবীৰ্য্য, মহাবীৰ্য্যের তনয় সূপ্ততি, সূপ্ততির তনয় ধ্বষ্টকেতু,
 ধ্বষ্টকেতুর তনয় হর্য্যশ্ব । হর্য্যশ্বের তনয় মরু, মরুর তনয়ের নাম
 প্রতীক্কক । প্রতীক্ককের তনয় কৃতিরথ, কৃতিরথের তনয়ের
 নাম দেবমীচ । ৪৬—৪৭ । দেবমীচের তনয় বিবুধ, বিবুধের

ক্কোহভবৎ । প্রতীক্ষকাং কৃতিরথো দেবমীদৃশদাত্তজঃ ॥
 ৪৮ ॥ বিবুধো দেবমীদাত্তু বিবুধাত্তু মহাপ্রতিঃ । মহা-
 প্রতেঃ কৃতিরাতো মহারোমা তদাত্তজঃ ॥ ৪৯ ॥ মহা-
 রোমঃ স্বর্ণরোমা হ্রস্বরোমা তদাত্তজঃ । গীরধ্বজো
 হ্রস্বরোমঃ তস্য গীতাভবৎ সূতা ॥ ৫০ ॥ ভ্রাতা কুশ-
 ধ্বজস্তস্য গীরধ্বজাত্তু ভানুমান্ । শতহ্যম্মো ভানুমতঃ
 শতহ্যম্মাচ্ছৃতিঃ স্মৃতঃ ॥ ৫১ ॥ উর্জ্জনাগা শুচেঃ পুত্রঃ
 সনদ্বাজস্তদাত্তজঃ । সনদ্বাজাং কুলির্জ্জাতোহনঞ্জনস্ত
 কুলেঃ স্মৃতঃ ॥ ৫২ ॥ অনঞ্জনাচ্চ কুলজিৎ তস্মাপি চাদি-
 নেমিকঃ । শ্রতায়ুস্তস্য পুত্রোহভূৎ সুপার্ষশ্চ তদাত্তজঃ ॥
 ৫৩ ॥ সুপার্ষাং সঞ্জয়ো জাতঃ ক্ষেমারিঃ সঞ্জয়াং
 স্মৃতঃ । ক্ষেমারিতস্ত্বনেনাশ্চ তস্য রামরথঃ স্মৃতঃ ॥
 ৫৪ ॥ সত্যরথো রামরথাত্তস্মাদুপগুরুঃ স্মৃতঃ । উপ-
 গুরোরুপগুপ্তঃ স্বাগতশ্চোপগুপ্ততঃ ॥ ৫৫ ॥ স্বনরঃ
 স্বাগতাজ্জজ্ঞে সুবর্চাস্তস্য চাত্তজঃ । সুবর্চসঃ সুপা-
 র্শস্ত স্মৃশ্চতশ্চ সুপার্ষিতঃ ॥ ৫৬ ॥ জয়স্ত স্মৃশ্চতাজ্জজ্ঞে

তনয় মহাপ্রতি । মহাপ্রতির তনয় কৃতিরাত, কৃতিরাতের তনয়
 মহারোমা । ৪৮ । মহারোমের তনয় স্বর্ণরোমা এবং স্বর্ণরোমার
 তনয়ের নাম হ্রস্বরোমা । হ্রস্বরোমার তনয় গীরধ্বজ । এই
 গীরধ্বজের এক কন্যা জন্মে, তাহার নাম গীতা । ৪৯ । গীর-
 ধ্বজের ভ্রাতা কুশধ্বজ এবং গীরধ্বজের এক তনয় হয় তাহার
 নাম ভানুমান । ভানুমানের তনয় শতহ্যম্ম, শতহ্যম্মের তন-
 যের নাম শুচি । ৫০ । শুচির তনয়ের নাম উর্জ্জ, উর্জ্জের তনয়
 সনদ্বাজ । সনদ্বাজের তনয় কুলি, কুলির তনয়ের নাম অন-
 জ্ঞন । অনঞ্জনের তনয় কুলজিৎ, কুলজিতের তনয় অদিনেমি ।
 অদিনেমির তনয় শ্রতায়ু, শ্রতায়ুর তনয় সুপার্ষ । ৫১—৫২ ।
 সুপার্ষের সঞ্জয় নামে এক তনয় হয়, ঐ সঞ্জয়ের তনয়ের নাম
 ক্ষেমারি । ক্ষেমারির তনয় অনেনাঃ, অনেনার তনয় রাম-
 রথ । ৫৩ । রামরথের তনয় সত্যবধ, সত্যবধের তনয় উপগুরু ।
 উপগুরুর তনয় উপগুপ্ত, উপগুপ্তের তনয়ের নাম স্বাগত ।
 স্বাগতের স্বনর নামে এক তনয় জন্মে, তাহার তনয়ের নাম
 সুবর্চা, সুবর্চার তনয় সুপার্ষ, সুপার্ষের তনয় স্মৃশ্চ । ৫৪—
 ৫৫ । স্মৃশ্চতের তনয় জয়, জয়ের তনয় বিজয়, বিজয়ের তনয়

জয়াত্ বিজয়োহভবৎ । বিজয়স্ত ঋতঃ পুত্র ঋতস্য
 সুনয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৫৭ ॥ সুনয়াদীতহব্যস্ত বীতহব্যাকৃতিঃ
 স্মৃতঃ । বহলাশ্বোঃ প্রতেঃ পুত্রো বহলাশ্বাং কৃতিঃ স্মৃতঃ ॥
 ৫৮ ॥ জনকস্য দ্বয়ং বংশ উক্তো যোগনমাশ্রয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সূর্য্যবংশাবগননং নাম
 অষ্টত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

উনত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ সূর্য্যস্য কথিতো বংশঃ সোম-
 শৃণু মে । নারায়ণস্মৃতো ব্রহ্মা ব্রহ্মণোহত্রেঃ সমু-
 দ্রবঃ । অত্রেঃ সোমস্তস্য ভার্য্যা তারা সুরগুরোঃ
 প্রিয়া ॥ ২ ॥ সোমাতারা বৃধং জজ্ঞে বৃধপুত্রঃ পুরু-
 রবাঃ । বৃধপুত্রাদধোর্ধ্বাং যটপুত্রাস্ত শ্রতাত্তজঃ ।
 বিশ্বাবসুঃ শতায়ুশ্চ আয়ুর্দীমানমাবসুঃ ॥ ৩ ॥ অমা-
 বসোভীগনামা ভীমপুত্রশ্চ কাঞ্চনঃ । কাঞ্চনয়া
 সুহোত্রোহভুজ্জহুশ্চাত্তুং সুহোত্রতঃ ॥ ৪ ॥ জহোঃ স্মম-

ঋত, ঋতের তনয় সুনয়, সুনয়ের তনয় বীতহব্য, বীতহব্যের
 তনয় ধৃতি । ধৃতির তনয় বহলাশ্ব, বহলাশ্বের তনয়
 কৃতি । জনকের দুই বংশ হইয়াছে, উভয়বংশই যোগপরায়ণ
 ছিলেন । ৫৬—৫৭ ।

উনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

হরি বলিলেন, সূর্য্যবংশ উক্ত হইল, এইক্ষণ চন্দ্রবংশ শ্রবণ
 কর । নারায়ণতনয় ব্রহ্মা হইতে অত্রির উৎপত্তি হয় । এই
 অত্রি হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়, সুরগুর বৃহস্পতির প্রিয়পত্নী
 তারার চন্দ্রের ভার্য্যা হয়েন । ১—২ । তারার চন্দ্র হইতে বৃধ নামে
 তনয় উৎপাদন করেন, বৃধের এক তনয় জন্মে, তাহার নাম
 পুরুরবা । বৃধতনয় পুরুরবাব ওরসে উর্ধ্বনার গর্ভে শ্রতাত্তজ,
 বিশ্বাবসু, শতায়ু, আয়ুঃ, দীমান ও অমাবসু, এই ছয় তনয়ের
 জন্ম হয় । ৩ । অমাবসুর তনয়, ভীম, ভীমের তনয় কাঞ্চন,
 কাঞ্চনের তনয় সুহোত্র, সুহোত্রের তনয় জহু । জহুর তনয়ের
 নাম স্মমন্ত, স্মমন্তের তনয় অপজাপক । অপজাপকের তনয়

স্বরভবং সূমন্তোরপজাপকঃ । বলাকাশ্বস্তস্য পুত্রো
বলাকাশ্বাৎ কুশঃ স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥ কুশাশ্বঃ কুশনাভশ্চা
মূর্তরয়ো বসুঃ কুশাৎ । গাধিঃ কুশাশ্বাৎ সংজজ্ঞে বিশ্বা-
মিত্রস্তদাত্মজঃ ॥ ৬ ॥ কন্যা সত্যবতী দত্তা ঋচীকায়
দ্বিজায় সা । ঋচীকাজ্জমদগ্নিশ্চ রামস্তস্তাভবৎ স্মৃতঃ ॥
৭ ॥ বিশ্বামিত্রাদেবরাত-মধুচ্ছন্দাদয়ঃ স্মৃতাঃ । আয়ুষো
নহশস্তস্মাদনেনা রজিরন্তকৌ ॥ ৮ ॥ ক্ষত্রবৃদ্ধঃ ক্ষত্র-
বৃদ্ধাৎ সূহোত্রশ্চাভবন্নৃপঃ । কাশ্যকাশগৃৎসমদাঃ
সূহোত্রাদভংসয়ঃ ॥ ৯ ॥ গৃৎসমদাচ্ছোনকোহভূৎ কাশ্যা-
দীর্ঘতমাস্তথা । বৈজ্ঞো ধনস্তরিস্তস্মাৎ কেতুমাংশ্চ
তদাত্মজঃ ॥ ১০ ॥ ভীমরথঃ কেতুমতো দিবোদাস-
স্তদাত্মজঃ । দিবোদাসাৎ প্রতর্দনোহভূৎ শক্রজিৎ সো-
হত্র বিশ্রুতঃ ॥ ১১ ॥ ঋতধ্বজস্তস্য পুত্রো হুলকশ্চ
ঋতধ্বজাৎ । অলক্যাৎ সন্নতির্জজ্ঞে সুনীতঃ সন্নতে:
স্মৃতঃ ॥ ১২ ॥ সত্যকেতুঃ সুনীতস্য সত্যকেতোর্বিভুঃ

স্মৃতঃ । বিভোস্তু স্মবিভুঃ পুত্রঃ স্মবিভোঃ স্কুমারকঃ ॥
১৩ ॥ স্কুমারাদ্ধৃষ্টকেতুর্কীতিহোত্রস্তদাত্মজঃ । বীতি-
হোত্রস্য ভর্গোহভূদুর্গভূমিস্তদাত্মজঃ ॥ ১৪ ॥ বৈষ্ণবাঃ
স্বার্মহাশ্রান ইত্যেতে কাশয়ো নৃপাঃ । পঞ্চপুত্রশতা-
শ্রাগনু রজ্জেঃ শক্রেণ সংহতাঃ ॥ ১৫ ॥ প্রতিক্রতঃ ক্ষত্র-
বৃদ্ধাৎ সঞ্জয়শ্চ তদাত্মজঃ । বিজয়ঃ সঞ্জয়শ্চাপি বিজয়স্য
কৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬ ॥ কৃতাদ্ভূষণশ্চাভূৎ সহদেবস্তদা-
ত্মজঃ । সহদেবাদদীনোহভূৎ জয়ংসেনোহপ্যদীনতঃ ॥
১৭ ॥ জয়ংসেনাৎ সংকৃতিশ্চ ক্ষত্রধর্ম্মা চ সংকৃতেঃ ।
যতির্থযাতিঃ সংযাতিরযাতির্নৈ কৃতিঃ ক্রমাৎ । নহবশ্চ
স্মৃতাঃ খ্যাতা যযাতে নৃপতেস্তথা ॥ ১৮ ॥ যদুধু তুর্নসু-
ধৈব দেবযানী ব্যজায়ত । দ্রহ্যধ্বাধুঞ্চ পুরুধ্ব শর্মিষ্ঠা
বার্ষপার্কী ॥ ১৯ ॥ সহস্রজিৎ ক্রোষ্ট্রমনা রঘুশ্চৈব
যদোঃ স্মৃতঃ । সহস্রজিতঃ শতজিৎস্মাদৈ হয়হৈহয়ো ॥
২০ ॥ অনরণ্যো হয়্যাৎ পুত্রো ধর্ম্মো হৈহয়তোহভবৎ ।

বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের তনয়ের নাম কুশ । ৪—৫ । কুশের চারি
তনয় জন্মে, তাহাদিগের মধ্যে প্রথম কুশাশ্ব, দ্বিতীয় কুশনাভ,
তৃতীয় অমূর্তরয় এবং চতুর্থ বসু । কুশতনয় কুশাশ্বের তনয়ের
নাম গাধি এবং গাধির তনয় বিশ্বামিত্র । ৬ । গাধির সত্যবতী
নামে এক কন্যা জন্মে, ঐ কন্যা ঋচীক মুনিকে প্রদান করেন ।
ঋচীকের তনয়ের নাম জমদগ্নি এবং জমদগ্নির তনয় পরশুরাম । ৭ ।
বিশ্বামিত্র হইতে দেবরাত, মধুচ্ছন্দ প্রভৃতি অনেক তনয় উৎ-
পন্ন হয় । বুধতনয় আয়ুর নহব নামে এক তনয় জন্মে, তাহার
চারি তনয় হয়, তাহাদিগের মধ্যে প্রথম অনেনা, দ্বিতীয় রজি,
তৃতীয় রন্তক এবং চতুর্থ ক্ষত্রবৃদ্ধ । ক্ষত্রবৃদ্ধের তনয়ের নাম
সূহোত্র । সূহোত্রের কাশ্য, কাশ ও গৃৎসমদ এই তিন তনয়
জন্মে । ৮—৯ । গৃৎসমদের তনয়ের নাম শোনক এবং কাশ্যের
তনয় দীর্ঘতম । দীর্ঘতমার তনয় ধনস্তরি, ইনি বৈদ্যব্যবসায়ী
ছিলেন, ধনস্তরি হইতে কেতুমান নামে এক তনয়ের জন্ম হয় ।
১০ । কেতুমানের তনয় ভীমরথ, ভীমরথের তনয় দিবোদাস,
দিবোদাসের তনয় প্রতর্দন, এই প্রতর্দন শক্রজিৎ নামে বিখ্যাত
হয়েন । ১১ । প্রতর্দনের তনয়, ঋতধ্বজ, ঋতধ্বজের তনয়
অলক । অলকের তনয় সন্নতি, সন্নতির তনয় সুনীত । সুনী-

তের তনয় সত্যকেতু, সত্যকেতুর তনয় বিভু, বিভুর তনয়
স্মবিভু এবং স্মবিভুর তনয় স্কুমার । ১২—১৩ । স্কুমারের
তনয় ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টকেতুর তনয় বীতিহোত্র, বীতিহোত্রের তনয়ের
নাম ভর্গ এবং ভর্গের তনয় ভর্গভূমি । ইহারা সকলেই বিষ্ণু-
পরায়ণ ও মহাত্মা । নহবতনয় রজির পঞ্চশত তনয় জন্ম,
তাহাদিগকে ইন্দ্র বিনাশ করেন । ১৪—১৫ । নহবতনয় ক্ষত্র-
বৃদ্ধের অশ্রু তনয়ের নাম প্রতিক্রত এবং প্রতিক্রতের তনয় সঞ্জয় ।
সঞ্জয়ের তনয় বিজয়, বিজয়ের কৃত নামে এক তনয় জন্মে । ১৬ ।
কৃতের তনয় বৃষধন, বৃষধনের তনয় সহদেব, সহদেবের তনয়
অদীন এবং অদীনের তনয় জয়ংসেন । জয়ংসেনের তনয়
সংকৃতি, সংকৃতির তনয় ক্ষত্রধর্ম্ম । ১৭ । যতি, যযাতি, সংযাতি
আযাতি ও কৃতি, নহবের অপর এই পঞ্চ তনয় জন্মে, তাহাদিগের
মধ্যে রাজা যযাতির ঔরসে দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্নসু নামে
দুই তনয় হয় এবং যযাতির অশ্রু ভার্য্যা শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রহু,
অহু ও পুরু এই তিন তনয় জন্মে । ১৮—১৯ । যযাতিতনয়
যদুর তিন তনয় জন্মে, তন্মধ্যে প্রথম সহস্রজিৎ দ্বিতীয় ক্রোষ্ট্র-
মনা এবং তৃতীয় রঘু । সহস্রজিতের তনয় শতজিৎ এবং শত-
জিতের তনয় হয় ও হৈহয় । ২০ । হৈহয় তনয়ের নাম অন-

ধর্মশ্চ ধর্মনেত্রোহভূৎ কুন্তিরৈর্ ধর্মনেত্রতঃ ॥ ২১ ॥ কুন্তে-
 র্ভুব সাহজির্মহিমাংস্চ তদাভজঃ । ভদ্রশ্রেণ্যস্তশ্চ
 পুত্রো ভদ্রশ্রেণ্যস্ত দুর্দমঃ ॥ ২২ ॥ ধনকো দুর্দমাম্ভৈব
 কৃতবীৰ্য্যশ্চ ধানকিঃ । কৃতান্নিঃ কৃতকর্মা চ কৃতোগঃ
 স্মহাবলাঃ ॥ ২৩ ॥ কৃতবীৰ্য্যাদর্জুনোহভূদর্জুনাক্ষুর-
 সেনকঃ । জয়ধ্বজো মধুঃ শুরো রষণঃ পঞ্চ সুরতাঃ ॥
 ২৪ ॥ জয়ধ্বজাতালজজ্ঞো ভরতস্তালজজ্ঞতঃ । রষণস্ত
 মধুঃ পুত্রো মপোর্কৃষ্যাদিবংশকঃ ॥ ২৫ ॥ ক্রোষ্টো-
 র্শিজনিবানু পুত্র আহিস্তস্ত মহাঅনঃ । আহেরশঙ্কুঃ
 সংজজ্ঞে তস্ত চিত্ররথঃ সূতঃ ॥ ২৬ ॥ শশবিন্দুশ্চি-
 রথাং পদ্মোল্লক্ষ্যস্ত তস্ত হ । দশলক্ষ্য পুত্রাণাং পৃথু-
 কীর্তাদয়ো বরাঃ ॥ ২৭ ॥ পৃথুকীর্তিঃ পৃথুজয়ঃ পৃথুদানঃ
 পৃথুশ্রবাঃ । পৃথুশ্রবসোহভূতম উশনাস্তমসোহভবৎ ॥
 ২৮ ॥ তৎপুত্রঃ শিতগুর্নাম ত্রীরক্কবচস্ততঃ । রক্কশ্চ
 পৃথুরক্কশ্চ জ্যামঘঃ পালিতো হরিঃ ॥ ২৯ ॥ ত্রীরক্ক-
 কবচশ্চেতে বিদর্ভো জ্যামঘাং তথা । ভার্য্যায়াঋব
 রণ্য এবং হৈহয়ের তনয় ধম্ম । ধর্মের তনয় ধর্মনেত্র এবং ধর্ম-
 নেত্রের তনয় কুন্তি ॥ ২১ ॥ কুন্তির তনয় সাহজি, সাহজির
 তনয় মাহিমান্ । মাহিমানের তনয় ভদ্রশ্রেণ্য এবং ভদ্রশ্রেণ্যের
 তনয় দুর্দম । দুর্দমের তনয় ধনক এবং ধনকের তনয় কৃতবীৰ্য্য,
 কৃতান্নি, কৃতকর্মা ও কৃতোগ । ইহারা সকলেই মহাবল পরা-
 ক্রান্ত ছিলেন ॥ ২২—২৩ ॥ কৃতবীৰ্য্যের তনয় অর্জুন, অর্জুনের
 তনয় শূরসেন, জয়ধ্বজ, মধু, শুর ও রষণ । কৃতবীৰ্য্যের এই
 পঞ্চ তনয়ই সূত্রত ছিলেন ॥ ২৪ ॥ জয়ধ্বজের তনয় তালজজ্ঞ,
 তালজজ্ঞের তনয় ভরত । রষণের তনয় মধু এবং মধু হইতে
 রক্ষিবংশের উৎপত্তি হয় ॥ ২৫ ॥ যহ্নতনয় ক্রোষ্টুমনার তনয়
 আহি এবং মহায়া আহির তনয় উশঙ্কু, উশঙ্কুর তনয় চিত্র-
 রথ ॥ ২৬ ॥ চিত্ররথের তনয় শশবিন্দু । শশবিন্দুর দুই পত্নী ছিল,
 তাহাদিগের মধ্যে এক পত্নীতে এক লক্ষ তনয় জন্মে, অপর
 ভাষ্যার গর্ভে পৃথুকীর্তি প্রভৃতি দশলক্ষ তনয় উৎপন্ন হয় ॥
 ২৭ ॥ পৃথুকীর্তির পৃথুজয়, পৃথুদান ও পৃথুশ্রবা এই তিন তনয়
 হয় । পৃথুশ্রবার তনয় তম, তমের তনয় উশনা, উশনার
 তনয়, শীতগু, শীতগুর তনয় রক্ককবচ, রক্ককবচের তনয় রক্ক,
 পৃথুরক্ক, জ্যামঘ, পালিত ও হরি ॥ ২৮—২৯ ॥ জ্যামঘের তনয়

শৈব্যায়াং বিদর্ভাং কথকৌশিকো ॥ ৩০ ॥ রোমপাদো
 রোমপাদাধ্বক্কর্কক্রোশ্চতিস্তথা । কৌশিকস্ত ঋচিঃ
 পুত্রঃ ততশ্চৈত্থো নৃপঃ কিল ॥ ৩১ ॥ কুন্তিঃ কিলান্ত
 পুত্রোহভূৎ কুন্তের্কৃষিঃ সূতঃ সূতঃ । রষণশ্চ নিরুতিঃ
 পুত্রো দশার্হো নিরুতেস্তথা ॥ ৩২ ॥ দশার্হস্ত সূতো
 ব্যোমা জীমূতশ্চ তদাভজঃ । জীমূতাদিক্রুতির্যজ্ঞে
 ততো ভীমরথোহভবৎ ॥ ৩৩ ॥ ততো মধুরথো যজ্ঞে
 শকুনিস্তস্ত চাভজঃ । করন্তিঃ শকুনেঃ পুত্রস্তস্ত দেব-
 মতঃ সূতঃ ॥ ৩৪ ॥ দেবক্ষত্রো দেবমতো দেবক্ষত্রান্মধুঃ
 সূতঃ । কুরুবংশো মধোঃ পুত্রো অহুশ্চ কুরুবংশতঃ ॥
 ৩৫ ॥ পুরুহোত্রো হনোঃ পুত্রো অংগুশ্চ পুরুহোত্রতঃ ।
 সত্শ্রুতঃ সূতশ্চাংশোস্ততো বৈ নাত্ততোনৃপঃ ॥ ৩৬ ॥
 ভজিনো ভজমানশ্চ গাত্তাদাক্ককঃ সূতঃ । মহাভোজো
 রক্ষিদিব্যাবন্তো দেবারুধোহভবৎ ॥ ৩৭ ॥ নিমিরক্ষী
 ভজমানাদযুতাজিত্তথৈবচ । শতজিচ্চ সহস্রাজি-
 দ্বক্কর্দেবো বৃহস্পতিঃ ॥ ৩৮ ॥ মহাভোজাতু ভোজোহ-
 ভূৎ রষণশ্চৈব স্মিত্রকঃ । স্বধাজিৎসংজ্ঞকস্তন্মা-

বিদর্ভ, বিদর্ভের পত্নীর নাম শৈব্যা । বিদর্ভের ঔরসে শৈব্যার
 গর্ভে ক্রথ, কৌশিক ও রোমপাদের জন্ম হয় । রোমপাদের
 তনয় বক্র, বক্রের তনয় ধৃতি । কৌশিকের যে পুত্র হইয়াছিল,
 তাহার নাম ঋচি, ঋচির পুত্র চৈদ্য ॥ ৩০—৩১ ॥ চৈদ্যের
 পুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র রক্ষি, রক্ষির পুত্র নিরুতি, নিরুতির
 পুত্র দশার্হ । দশার্হের তনয় ব্যোমা, ব্যোমার পুত্র জীমূত,
 জীমূতের পুত্র বিকৃতি, বিকৃতির পুত্র ভীমরথ ॥ ৩২—৩৩ ॥ ভীম-
 রথের পুত্র মধুরথ, মধুরথের পুত্র শকুনি, শকুনির পুত্র করন্তি,
 করন্তির পুত্র দেবমত ॥ ৩৪ ॥ দেবমতের পুত্র দেবক্ষত্র, দেব-
 ক্ষত্রের পুত্র মধু, মধুর পুত্র কুরুবংশ । কুরুবংশের পুত্র অহু,
 অহুর পুত্র পুরুহোত্র, পুরুহোত্রের পুত্র অংগু, অংগুর পুত্র সত্শ-
 রুত, সত্শ্রুতের তনয় সাহত ॥ ৩৫—৩৬ ॥ সাহুতের তনয়
 ভজিন, ভজমান, অক্কক, মহাভোজ, রক্ষি, দিব্য, অরণ্য ও
 দেবরুত । ভজমানের তনয় নিমি, রক্ষি, যযুতাজিৎ, শতজিৎ
 সহস্রাজিৎ, বক্র, দেব ও বৃহস্পতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥ মহাভোজের
 তনয়, ভোজ এবং রক্ষির তনয় স্মিত্র ॥ স্মিত্রের তনয়ের নাম

দনমিত্রশিনী তথা ॥ ৩৯ ॥ অনমিত্রস্ত নিম্নোহভুমিমা-
চ্ছত্রাজিতোহভবৎ । প্রসেনশ্চাপরঃ খ্যাতো হনমিত্রা-
চ্ছিবিস্তথা ॥ ৪০ ॥ শিবেন্ত সত্যকঃ পুত্রঃ সত্যকাৎ
সাত্যকিস্তথা । সাত্যকেঃ সঞ্জয়ঃ পুত্রঃ কুলিশৈব
তদান্নজঃ । কুলেযুগন্ধরঃ পুত্রস্তে শৈবেয়াঃ প্রকী-
র্তিতাঃ ॥ ৪১ ॥ অনমিত্রাশ্চৈব রবিঃ স্বফলশ্চিত্রকঃ
সুতঃ । স্বফলশ্চৈব গান্ধিন্যামক্রুরো বৈষবোহভবৎ ॥
৪২ ॥ উপমদ্যুর্থাক্রুরাদ্বেদেবতাত্ততঃ সুতঃ । দেব-
বানুপদেবশ্চ অক্রুরস্ত সুতো স্মৃতো ॥ ৪৩ ॥ পৃথুর্নি-
পৃথুশ্চিত্রস্ত অন্ধকস্ত সুচিঃ স্মৃতঃ । কুরুরো ভজমানস্ত
তথা কশলবহিষঃ ॥ ৪৪ ॥ ধৃষ্টস্ত কুরুরাজ্জজ্ঞে তস্মাৎ
কাপোতরোমকঃ । তদান্নজো বিলোমা চ বিলোম-
স্তধুরুঃ সুতঃ ॥ ৪৫ ॥ তস্মাচ্চ দুহ্তুভির্জজ্ঞে পুনর্দক্ষ-
সুতঃ । তদান্নজশ্চাহকী চ কন্যা চৈবাহকস্য
তু ॥ ৪৬ ॥ দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ দেবকাৎ দেবকী-

স্বধাজিৎ, স্বধাজিতের তনয় অনমিত্র ও শিনি। ৩৯। অন-
মিত্রের তনয় নিম্ন, নিম্নের তনয় শতজিৎ। অনমিত্রের অপর
হুই তনয়ের নাম প্রসেন ও শিবি। ৪০। শিবির তনয় সত্যক,
সত্যকের তনয় সাত্যকি। সাত্যকির তনয় সঞ্জয়, সঞ্জয়ের তনয়
কুলি, কুলির তনয় যুগন্ধর। ইহারা সকলেই শৈবেয় বলিয়া
বিখ্যাত ছিলেন। ৪১। অনমিত্রের বংশে বৃষ্টি, স্বফল ও চিত্রক
নামে তিন তনয় জন্মে। স্বফলের ঔরসে এবং গান্ধিনীর গর্ভে
অক্রুরের জন্ম হয়। এই অক্রুর বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ৪২।
অক্রুরের তনয় উপমদ্যু, উপমদ্যুর তনয় দেবদ্যোত। অক্রু-
রের অপর হুই তনয় উৎপন্ন হয়, তাহাদের একের নাম দেববানু
অপরের নাম উপদেব। ৪৩। অনমিত্র-বংশোৎপন্ন চিত্রকের
তনয় পৃথু ও বিপৃথু এবং সাত্ততনন্দন অন্ধকের তনয় শুচি,
ভজমানের তনয় কুরুর এবং কশলবর্হি। ৪৪। কুরুরের
ধৃষ্ট নামে এক তনয় জন্মে এবং সেই ধৃষ্টের তনয় কাপোত-
রোমক। কাপোতরোমকের তনয় বিলোমা এবং বিলোমার
তনয় তুধুরু। ৪৫। তুধুরের তনয় দুহ্তুভি, দুহ্তুভির তনয় পুন-
র্দক্ষ। পুনর্দক্ষের এক তনয় ও এক কন্যা জন্মে, সেই তনয়ের
নাম আহক এবং কন্যার নাম আহকী। ৪৬। আহকের তনয়

অভুৎ। ব্রহ্মদেবোপদেবা চ সহদেবা সুরক্ষিতা ॥ ৪৭ ॥
শ্রীদেবী শান্তিদেবী চ বসুদেব উবাহ তাঃ । দেবশ্চা-
নুপদেবশ্চ সহদেবাস্মৃতৌ স্মৃতৌ ॥ ৪৮ ॥ উগ্রসেনস্যাৎ
কংসোহভুৎ সুনামা চবটাদয়ঃ । বিদূরথো ভজমানাৎ
শুরশ্চাভুদ্ বিদূরথাৎ ॥ ৪৯ ॥ বিদূরথস্মৃতস্যাপি শুর-
স্যাপি সমী স্মৃতঃ । প্রতিক্ষত্রশ্চ সমিনঃ স্বয়ম্ভোজ-
স্তদান্নজঃ ॥ ৫০ ॥ হৃদিকশ্চ স্বয়ম্ভোজাৎ কৃতবর্মা
তদান্নজঃ । দেবঃ শতধনুশ্চৈব শুরাদৈ দেবমীচুযঃ ॥
৫১ ॥ দশপুত্রা মারিষায়াং বসুদেবাদয়োহভবন্ ।
পৃথা চ ঋতদেবী চ ঋতকীর্তিঃ ঋতশ্রবাঃ ॥ ৫২ ॥
রাজাদিদেবী শুরাচ্চ পৃথাৎ কুন্তেঃ স্মৃতামদাৎ । সা
দত্তা কুন্তিনা পাণ্ডোস্তস্যাক্ষর্মানিলেন্দ্রকৈঃ ॥ ৫৩ ॥ যুধি-
ষ্ঠিরো ভীমপাথৌ নকুলঃ সহদেবকঃ । মার্দ্র্যাং নানত্য-
দস্রাভ্যাং কুন্ত্যাং কর্ণঃ পুরাহভবৎ ॥ ৫৪ ॥ ঋত-

দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের কন্যার নাম দেবকী ব্রহ্মদেবা,
উপদেবা, সহদেবা, সুরক্ষিতা, শ্রীদেবী ও শান্তিদেবী। দেবকের
এই সকল কন্যাকেই বসুদেব বিবাহ করেন। দেবকনন্দিনী
সহদেবার হুই তনয় হয়, তাহাদিগের একের নাম দেব এবং
অপরের নাম উপদেব। ৪৭—৪৮। দেবকতনয় উগ্রসেনের কংস,
সুনামা ও চবটাদি কতিপয় তনয় জন্মে। অন্ধকতনয় ভজ-
মানের পুত্র বিদূরথ, বিদূরথের তনয় শুর। ৪৯। বিদূরথনন্দন
শুরের তনয় সমী, সমীর তনয় প্রতিক্ষত্র এবং প্রতিক্ষত্রের তনয়
স্বয়ম্ভোজ। ৫০। স্বয়ম্ভোজের তনয় হৃদিক, হৃদিকের তনয়
কৃতবর্মা। বিদূরথনন্দন শুরের তনয়ের নাম দেব, শতধনু ও
দেবমীচুয। ৫১। শুরের মারিষা নামে অষ্ট এক পত্নী ছিল,
তাহার গর্ভে বসুদেবাদি দশ পুত্র এবং পৃথা, ঋতদেবা, ঋত-
কীর্তি, ঋতশ্রবা ও রাজাদিদেবী এই পঞ্চ কন্যা জন্মে। শুর,
পৃথা নামী কন্যাকে কুন্তিরাজকে দত্তককন্যারূপে প্রদান করেন।
কুন্তিরাজ সেই কন্যা পাইয়া পাণ্ডুর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন।
ঐ পৃথার গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে যুধিষ্ঠির, বায়ুর ঔরসে ভীমসেন
এবং ইন্দ্রের ঔরসে অজ্ঞুনের জন্ম হয়। পাণ্ডুর মার্দ্রা নামে আর
এক পত্নী ছিল, তাহার গর্ভে অশ্বিনীকুমার নামতোর ঔরসে
নকুল এবং দম্রের ঔরসে সহদেবের জন্ম হয়। ইতি পূর্বে

দেব্যাং দন্তবক্রো জজ্ঞে বৈ যুদ্ধদুর্মদঃ । শস্ত্রদানাদয়ঃ
পঞ্চ ঐতকীর্ত্যাঞ্চ কৈকয়াং ॥ ৫৫ ॥ রাজাধিদেব্যাং
'বিন্দশ্চ' অনুবিন্দশ্চ জজ্ঞিরে । ঐতশ্রবা দমযোষাং
ঐজজ্ঞে শিশুপালকং ॥ ৫৬ ॥ পোরবী রোহিণী ভার্য্যা
মদিরানকদুস্তভেঃ । দেবকীপ্রমুখা ভদ্রা রোহিণ্যাং
বলভদ্রকঃ ॥ ৫৭ ॥ সারগাতাঃ শঠশৈব রেবত্যাং বল-
ভদ্রতঃ । নিশঠশ্চোল্লুকো জাতো দেবক্যাং ষট্ চ
জজ্ঞিরে ॥ ৫৮ ॥ কীর্তিমাংশ্চ সুশেগশ্চ উদার্য্যো ভদ্র-
সেনকঃ । ঋজুদানো ভদ্রদেবঃ কংস এবাবধীক তান্ ॥
৫৯ ॥ সংকর্ষণঃ সপ্তমোহভুদষ্টমঃ কৃষ্ণএব চ । ষোড়শ-
স্ত্রীসহস্রাণি ভার্য্যাণাঞ্চাভবন্ হরেঃ ॥ ৬০ ॥ রুশ্মিণী
সত্যভামা চ লক্ষ্মণা চারুহাসিনী । শ্রেষ্ঠা জাম্ববতী
চাষ্ট্রী জজ্ঞিরে তাঃ সূতান্ বহুন্ ॥ ৬১ ॥ প্রত্যাশ-
শ্চারুদেষশ্চ প্রদানাঃ শাস্ত্রএব চ । প্রত্যাশানিরুদ্ধোহ-
ভুং ককুদ্ভিষ্ঠাং মহাবলঃ ॥ ৬২ ॥ অনিরুদ্ধাং সূভ-

কুস্তীর কণ্ঠকাবস্থায় এক পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার নাম কর্ণ। ৫২—
৫৪। ঐতদেবার্গে গর্ভে দণ্ডবক্র নামে তনয় জন্মে, ইনি অতিশয়
যুদ্ধদুর্মদ ছিলেন। কৈকয় রাজার ঔরসে ঐতকীর্তীর গর্ভে
শস্ত্রদানাদি পঞ্চ তনয় জন্মিয়াছিল। ৫৫। রাজাধিদেবীর হই
তনয় হয়, তাহাদিগের নাম বিন্দ এবং অনুবিন্দ। ঐতশ্রবার
গর্ভে দমযোষের ঔরসে শিশুপালের জন্ম হয়। ৫৬। বসুদেবের
পোরবী, রোহিণী, মদিরা, দেবকী প্রভৃতি কতিপয় ভার্য্যা
ছিল, তাহাদিগের মধ্যে রোহিণীর গর্ভে বলরামের জন্ম হয়। ৫৭।
রেবতীর গর্ভে বলরামের ঔরসে সারণ, শঠ, নিশঠ ও উল্লুক
প্রভৃতি কতিপয় পুত্র জন্মে। দেবকীর প্রথমত ছয়টি তনয় জন্মে,
তাহাদিগের নাম কীর্তিনানু, সুশেগ উদার্য্য, ভদ্রসেন, ঋজুদান
ও ভদ্রদেব। এই ছয় পুত্রকেই কংসরাজ বিনাশ করেন। ৫৮—৫৯।
দেবকীর সপ্তম তনয় সংকর্ষণ অর্থাৎ বলরাম এবং অষ্টম তনয়
কৃষ্ণ। কৃষ্ণের ষোড়শসহস্র ভার্য্যা ছিল, তাহাদিগের মধ্যে
রুশ্মিণী, সত্যভামা, লক্ষ্মণা, চারুহাসিনী, জাম্ববতী, প্রভৃতি অষ্ট
সত্তরটি প্রধানা ছিলেন। ইহাদিগের অনেক তনয় জন্মে। তাহা-
দিগের মধ্যে প্রত্যাশ, চারুদেষ ও শাস্ত্র ইহার প্রধান। প্রত্যা-
শের ঔরসে রত্নির গর্ভে মহাবল অনিরুদ্ধের জন্ম হয়।

দ্রায়াং বজ্রো নাম নৃপোহভবৎ । প্রতিবাহুর্কজসুতশ্চারু-
স্তস্য সূতোহভবৎ ॥ ৬৩ ॥ বহিস্ত তুর্কগোর্ম্মংশে
বহুর্ভার্গোহভবৎ সূতঃ । ভার্গাং ভানুরভুং পুত্রো-
ভানোঃ পুত্রঃ করকমঃ ॥ ৬৪ ॥ করকমস্য মরুতো
ক্রহোর্কশং নিবোধ মে। ক্রহোর্কশ তনয়ঃ সেতু-রারকশ্চ
তদায়জঃ । আরকশ্যৈব গাঙ্কারো ষর্ম্মো গাঙ্কারতোহ-
ভবৎ ॥ ৬৫ ॥ য়তস্ত য়র্ম্মপুত্রোহভুদুর্গমশ্চ য়তস্য তু।
প্রচেতা দুর্গমস্যৈব অনোর্কশং শৃণু মে ॥ ৬৬ ॥ অনোঃ
স্বভানরঃ পুত্রস্তস্মাং কালঞ্জয়োহভবৎ । কালঞ্জয়াং
স্বঞ্জয়োহভুং স্বঞ্জয়াতু পুরঞ্জয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ জনমেজয়স্ত
তংপুত্রো মহাশালস্তদায়জঃ । মহামনা মহাশালা-
দুশীনর ইহ স্মৃতঃ ॥ ৬৮ ॥ উশীনরাচ্ছিবর্জজ্ঞে বৃষদর্ভঃ
শিবঃ সূতঃ । মহামনোজাতিতিক্ষোঃ পুত্রোহভুচ্চ
রুষদ্রথঃ ॥ ৬৯ ॥ হেমোরুষদ্রথাজ্ঞে সূতপা হেমতোহ-
ভবৎ । বলিঃ সূতপগো জজ্ঞে অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গকাঃ ॥ ৭০ ॥
অঙ্গুঃ পৌণ্ড্রশ্চ বালেয়া অনপালস্তথাঙ্গতঃ । অন-

৬০—৬২। অনিরুদ্ধের সূভদ্রা নামী ভার্য্যার গর্ভে বজ্রনামা
তনয় উৎপন্ন হয়। বজ্রের তনয় প্রতিবাহ এবং প্রতিবাহর
তনয় চারু। ৬৩। তুর্কহর বংশে বহিনামে এক তনয় জন্মে,
বহির তনয় ভার্গ, ভার্গের তনয় ভানু এবং ভানুর তনয় কর-
কম। ৬৪। করকমের তনয় মরুত। অনস্তর ক্রহর বংশ শ্রবণ
কর। ক্রহর তনয় সেতু, সেতুর তনয় আরক, আরকের তনয়
গাঙ্কার, গাঙ্কারের তনয় য়র্ম্ম। ৬৫। য়র্ম্মের তনয় য়ত, য়তের
তনয় দুর্গম, দুর্গমের তনয় প্রচেতা। অনস্তর অহর বংশ শ্রবণ
কর। ৬৬। অহর পুত্র স্বভানর, স্বভানরের তনয় কালানল।
কালানলের তনয় স্বঞ্জয়, স্বঞ্জয়ের তনয় পুরঞ্জয়। ৬৭। পুরঞ্জয়ের
তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয় মহাশাল, মহাশালের তনয়
মহামনা, ইনি উশীনর নামে বিখ্যাত ছিলেন। ৬৮। উশীনরের
তনয় শিবি, শিবির তনয় বৃষদর্ভ। মহামনার ঐতিহ্য নামে
এক পুত্র ছিল, তাহার তনয় রুষদ্রথ। ৬৯। রুষদ্রথের তনয়
হেমু, হেমের তনয় সূতপা, সূতপার তনয় বলি। এই বলির
অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, অঙ্গু ও পৌণ্ড্র এই কয়েক পুত্র জন্মে। উল্লুক
অঙ্গের তনয় অনপাল। অনপালের তনয় দিবিরথ, দিবিরথের

পালাদ্বিরথস্ততো ধর্মরথোহভবৎ ॥ ৭১ ॥ রোমপাদো
ধর্মরথোচতুরঙ্গস্তদাশ্রয়ঃ । পৃথুলাক্ষস্তস্য পুত্রশ্চম্পোহ-
ভূং পৃথুলাক্ষতঃ ॥ ৭২ ॥ চম্পপুত্রশ্চ হর্যাক্ষস্তস্য ভদ্র-
রথঃ স্মৃতঃ । বৃহৎকর্মা স্মৃতস্তস্য বৃহত্তানুস্ততোহভবৎ ॥
৭৩ ॥ বৃহন্ননা বৃহন্তানোস্তুস্য পুত্রো জয়দ্রথঃ । জয়-
দ্রথস্য বিজয়ো বিজয়স্য ধৃতিঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৪ ॥ ধৃতিধৃত-
ব্রতঃ পুত্রঃ সত্যধর্ম্য ধৃতব্রতাং । তস্য পুত্রস্তদধিরথঃ
কর্ণস্তস্য স্মৃতোহভবৎ । বৃষসেনস্ত কর্ণস্য পুরুবংশান্
শৃণু মে ॥ ৭৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে চম্পবংশবর্ণনং নাম

উনচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ জনমেজয়ঃ পুরোশ্চাভূং মনস্মা-
র্জ্জনেজয়াং । তস্য পুত্রশ্চাভয়দঃ সমুশ্চাভয়দাদভূং ॥
২ ॥ সম্বোর্নহগতিঃ পুত্রঃ সংজাতিস্তস্য চাত্মজঃ ।
বৎসজাতিশ্চ সংজাতেঃ রৌদ্রাশ্বশ্চ তদাত্মজঃ ॥ ৩ ॥
ঋতেয়ুঃ শ্বেণ্ডিলেয়ুশ্চ কক্ষেয়ুশ্চ কৃতেয়ুকঃ । জলেয়ুঃ

তনয় ধর্মরথ । ৭০—৭১ । ধর্মরথের তনয় রোমপাদ, রোম-
পাদের তনয় চতুরঙ্গ, চতুরঙ্গের তনয় পৃথুলাক্ষ, পৃথুলাক্ষের তনয়
চম্প । ৭২ । চম্পের তনয় হর্যাক্ষ, হর্যাক্ষের তনয় ভদ্ররথ, ভদ্র-
রথের তনয় বৃহৎকর্মা, বৃহৎকর্মার তনয় বৃহত্তানু । বৃহত্তানুর
তনয় বৃহন্ননা এবং বৃহন্ননার তনয় জয়দ্রথ । জয়দ্রথের তনয়
বিজয়, বিজয়ের তনয় ধৃতি । ৭৩—৭৪ । ধৃতির তনয় ধৃতব্রত,
ধৃতব্রতের তনয় সত্যধর্ম্য । সত্যধর্ম্যার তনয় অধিরথ, অধি-
রথের তনয় কর্ণ । কর্ণের তনয় বৃষসেন, বৃষসেনের পুরুবংশ বলি-
বর্ণ কর । ৭৫ ।

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

হরি বলিলেন, পুরুষ তনয় জনমেজয়, জনমেজয়ের তনয়
মনস্মা, মনস্মার তনয় অভয়দ, অভয়দের তনয় সমু, সমুর তনয়
বহগতি । বহগতির তনয় সংজাতি, সংজাতির তনয় বৎসজাতি
এবং বৎসজাতির তনয় রৌদ্রাশ্ব । ১—৩ । রৌদ্রাশ্বের কতিপয়

সন্ততেশুশ্চ রৌদ্রাশ্বস্য স্মৃতা বরাঃ ॥ ৪ ॥ রতিনার
ঋতেয়োশ্চ তস্য প্রতিরথঃ স্মৃতঃ । তস্য মেধাতিথিঃ
পুত্রস্তংপুত্র শ্চৈনিলঃ স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥ ঐনিলস্য তু দুহন্তো
ভরতস্তস্য চাত্মজঃ । শকুন্তলায়াং সংজ্ঞে বিতথো
ভরতাদভূং ॥ ৬ ॥ বিতথস্য মন্যুঃ পুত্রো মন্তোশ্চৈব
নরঃ স্মৃতঃ । নরস্য সংকৃতিঃ পুত্রো গধো হি সংকৃতেঃ
স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥ গর্ধাদমন্যুঃ পুত্রো বৈ শিনিঃ পুত্রো ব্যজা-
য়ত । মন্যুপুত্রান্মহাবীর্য্যাকুরুক্ষয়ঃ স্মৃতোহভবৎ ॥ ৮ ॥
উরুক্ষয়াং ত্রয্যাকুরির্ন্যূহক্ষত্রাচ মন্যুজাং । স্নহোত্র-
স্তস্য হস্তী চ অজমীঢ়মীঢ়কো ॥ ৯ ॥ হস্তিনঃ পুরু-
মীঢ়শ্চ কণ্ঠোহভুদজমীঢ়তঃ । কণ্ঠোমেধাতিথির্জ্ঞে যতঃ
কাণ্ঠায়ণা দ্বিজাঃ ॥ ১০ ॥ অজমীঢ়াদৃহদিবৃস্তংপুত্রশ্চ
বৃহদ্ধনুঃ । বৃহৎকর্মা তস্য পুত্রস্তস্য পুত্রো জয়দ্রথঃ ॥
১১ ॥ জয়দ্রথাদ্বিজিচ্চ সেনজিচ্চ তদাত্মজঃ । কৃচি-
রাশ্বঃ সেনজিতঃ পৃথুসেনস্তদাত্মজঃ ॥ ১২ ॥ পারশ্ব পৃথু-

তনয় জন্মে, তাহাদিগের নাম ঋতেয়ু, শ্বেণ্ডিলেয়ু, কক্ষেয়ু, কৃতেয়ু,
জলেয়ু, সমুতেশু । ইহাদিগের মধ্যে ঋতেয়ুর তনয়ের নাম
রতিনার এবং রতিনারের তনয়ের নাম প্রতিরথ । প্রতিরথের
তনয় মেধাতিথি, মেধাতিথির তনয় ঐনিল । ৪—৫ । ঐনি-
লের তনয় দুহন্ত, দুহন্তের তনয়ে ও শকুন্তলার গর্ভে ভরতনামে
এক পুত্র জন্মে । ভরতের তনয়ের নাম বিতথ । ৬ । বিতথের
তনয় মন্যু, মন্যুর তনয় নর, নরের তনয় সংকৃতি, সংকৃতির
তনয় গর্ধ । গর্ধের তনয় অমন্যু, অমন্যুর তনয় শিনি । মন্যু-
তনয় মহাবীর্য্য নরের উরুক্ষয়নামে এক তনয় হয় । ৭—৮ ।
উরুক্ষয়ের তনয় ত্রয্যাকুরি, ত্রয্যাকুরির তনয় বাহক্ষত্র, বাহক্ষত্রের
তনয় স্নহোত্র এবং স্নহোত্রের তনয়ের নাম হস্তী, অজমীঢ় ও
দিমীঢ় । ৯ । হস্তীর তনয় পুরুমীঢ় এবং অজমীঢ়ের তনয় কুণ্ড ।
কুণ্ড হইতে মেধাতিথির জন্ম হয় । এই কুণ্ড হইতেই কাণ্ঠায়নগোত্র
ব্রাহ্মণ প্রোহৃত হইয়াছিল । ১০ । অজমীঢ়ের অপর এক
তনয় ছিল, তাহার নাম বৃহদিবু এবং বৃহদিবুর তনয়ের নাম
বৃহদ্ধনু । বৃহদ্ধনুর তনয় বৃহৎকর্মা এবং বৃহৎকর্মার তনয় জয়-
দ্রথ । ১১ । জয়দ্রথের তনয় বিজজিৎ বিজজিতের তনয় সেনজিৎ,
সেনজিতের তনয় কচিরাশ্ব, কচিরাশ্বের তনয় পৃথুসেন । ১২ ।

সেনস্য পারাং দ্বীপোহভবৎ পুত্রঃ। নৃপস্য সমরঃ পুত্রঃ।
 সুরুতিশ্চ পুথোঃ সূতঃ ॥ ১৩ ॥ বিভ্রাজঃ সুরুতে:
 পুত্রো বিভ্রাজাদম্বহোভবৎ। কৃত্যাং তস্মাদ্ভ্রাজদন্তো
 বিশ্বক্সেনস্তদাভ্রাজঃ ॥ ১৪ ॥ যমীনরো ব্রিগৌচস্য ধৃতি-
 মার্শ্চ যমীনরাং। ধৃতিমতঃ সত্যধৃতির্দৃঢ়নেমিস্তদা-
 ভ্রাজঃ ॥ ১৫ ॥ দৃঢ়নেগে: স্পার্শ্বোহভূৎ স্পার্শ্বাং সন্নতি-
 স্তথা। কৃতস্ত সন্নতে: পুত্রঃ কৃতাদ্ভ্রায়াধোভবৎ ॥ ১৬ ॥
 উগ্রায়ুধো ক্ষেমোহভূৎ সুধীরস্ত তদাভ্রাজঃ। পুরঞ্জয়ঃ
 সুধীরাচ্চ তস্য পুত্রো বিদূরথঃ ॥ ১৭ ॥ অজমীঢ়ারলি-
 ন্ধ্যাঞ্চ নীলো নাম নৃপোহভবৎ। নীলাচ্ছান্দিবভূৎ
 পুত্রঃ স্রশাস্তিস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ১৮ ॥ স্রশাস্তেষ্চ প্রক-
 র্জাতো হর্কস্তুস্য স্রতোহভবৎ। অর্কস্য চৈব হর্য্যশো
 হর্য্যশ্বান্মুকুলোহভবৎ ॥ ১৯ ॥ যমীনরো রহস্তানুঃ কম্পিল্লঃ
 স্রজয়স্তথা। পাঞ্চালান্মুকুলাজ্জজ্ঞে শরদ্বান্ বৈষ্ণবো
 মহান্ ॥ ২০ ॥ দিবোদাগো দ্বিতীয়োহস্ত অহল্যায়ান্
 শরদ্বতঃ। শতানন্দোহভবৎ পুত্রস্তস্য সত্যধৃতিঃ সূতঃ ॥

পৃথুসেনের তনয় পার, পারের তনয় দ্বীপ, দ্বীপের তনয় সমর।
 পৃথুসেনের অস্ত্র এক পুর হয়, তাহার নাম সুরুতি। ১৩। সুরু-
 তির তনয় বিভ্রাজ, বিভ্রাজের তনয় অম্বহ। অম্বহ হইতে
 কৃতিব গর্ভে ব্রহ্মদত্তনামে এক তনয় জন্মে, ব্রহ্মদত্তের তনয়
 বিশ্বক্সেন। ১৪। স্রহোত্রতনয় ব্রিমৌচের যমীনর নামে এক তনয়
 জন্মে। যমীনরের তনয় ধৃতিমান, ধৃতিমানের তনয় সত্যধৃতি,
 সত্যধৃতির তনয় দৃঢ়নেমি। ১৫। দৃঢ়নেমির তনয় স্পার্শ্ব, স্পা-
 র্শ্বের তনয় সন্নতি। সন্নতির তনয় কৃত, কৃতের তনয় উগ্রায়ুধ।
 উগ্রায়ুধের তনয় ক্ষেমা, ক্ষেমের তনয় সুধীর, সুধীরের তনয়
 পুরঞ্জয় এবং পুরঞ্জয়ের তনয় বিদূরথ। ১৬—১৭। অজমীঢ়ের
 নলিনী নামে এক ভাৰ্য্যা ছিল। তাহার গর্ভে নীলরাজার জন্ম
 হয়। এই নীলের তনয় শাস্তি এবং শাস্তির তনয় স্রশাস্তি। ১৮।
 স্রশাস্তির তনয় পুরু, পুরের তনয় অর্ক, অর্কের তনয় হর্য্যশ্ব, হর্য্য-
 শ্বের তনয় মুকুল। ১৯। এই মুকুল পাঞ্চালদেশের অধীশ্বর ছিলেন,
 ইহার যমীনর, রহস্তানু, কম্পিল্ল, স্রজয় এবং শরদ্বাননামে পঞ্চ
 পুত্র জন্মে। এই শরদ্বান্ মহান্ বৈষ্ণব ছিলেন। ২০। অহল্যার
 গর্ভে শরদ্বানের ঔরসে দ্বিতীয় দিবোদাগের জন্ম হয়। দিবো-

২১ ॥ রূপঃ রূপী সত্যধৃতেকর্কশা বীৰ্য্যাহানিতঃ।
 দ্রোণপত্নী রূপী জজ্ঞে অশ্বখামানমুত্তমং ॥ ২২ ॥ দিবো-
 দাগান্মিত্রয়ুশ্চ মিত্রয়োশ্চ্যবনোহভবৎ। সুদাগশ্চ্যবনা-
 জ্জজ্ঞে সৌদাগস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ২৩ ॥ সহদেবস্তস্য
 পুত্রঃ সহদেবাত্ম সোমকঃ। জন্তুস্ত সোমকাজ্জজ্ঞে
 পৃষতশ্চাপরো মহান্ ॥ ২৪ ॥ পৃষতাং দ্রুপদো জজ্ঞে
 ধৃষ্টদ্যুম্নস্ততোহভবৎ। ধৃষ্টদ্যুম্নাদ্ ধৃষ্টকেতুশ্চক্ষোহভূ-
 দজমীঢ়তঃ ॥ ২৫ ॥ ঋক্ষাং শযরণো জজ্ঞে কুরুঃ শয-
 রণাদভূৎ। সুধনুষ্চ পরীক্ষিচ্চ জহুশ্চৈব কুরোঃ সূতাঃ ॥
 ২৬ ॥ সুধনুষঃ স্রহোত্রোহভূৎ চ্যবনোহভূৎ সুহোত্রতঃ।
 চ্যবনাং কৃতকো জজ্ঞে অধোপরিচরো বসুঃ ॥ ২৭ ॥
 বৃহদ্রথশ্চ প্রত্যগ্রঃ সত্যাত্মাশ্চ বনোঃ সূতাঃ। বৃহদ্রথাং
 কুশাগ্রশ্চ কুশাগ্রাদম্বহোভবৎ ॥ ২৮ ॥ ঋষভাং পুষ্পবাং-
 স্তস্মাং জজ্ঞে সত্যাহিতো নৃপঃ। সত্যাহিতাং সুধন্বা-
 ভূৎ জহুশ্চৈব সুধন্বতঃ ॥ ২৯ ॥ বৃহদ্রথাজ্জরাসন্ধঃ সহ-

দাসেব শতানন্দনামে এক পুত্র হইয়াছিল। শতানন্দের পুত্র সত্য-
 ধৃতি। ২১। উর্কশীদর্শনে বীৰ্য্যাহানি হওয়াতে সত্যধৃতির রূপ-
 নামে এক পুত্র এবং রূপী নামে এক কন্যা হইয়াছিল। দ্রোণা-
 চার্য্যের সহিত রূপীর বিবাহ হয়। ঐ দ্রোণাচার্য্য হইতে
 রূপীর গর্ভে অশ্বখামার জন্ম হইয়াছিল। ২২। দিবোদাগের পুত্র
 মিত্রয়ু, মিত্রয়ুের তনয় চ্যবন, চ্যবনের তনয় সুদাগ, সুদাগের
 তনয়ের নাম সৌদাগ। ২৩। সৌদাগের তনয় সহদেব, সহদেবের
 তনয় সোমক, সোমকের তনয় জন্তু ও পৃষত। পৃষতের পুত্র
 দ্রুপদ, দ্রুপদ হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের উৎপত্তি হইয়াছিল। ধৃষ্টদ্যুম্নের
 তনয় ধৃষ্টকেতু। পূর্বোক্ত অজমীঢ় হইতে ঋক্ষনামে এক পুত্রের
 জন্ম হইয়াছিল। ২৪—২৫। ঋক্ষের তনয় শযরণ, শযরণের তনয়
 কুরু, সুধনু, পরীক্ষিৎ ও জহু। ২৬। সুধনুর তনয় সুহোত্র,
 সুহোত্রের তনয় চ্যবন, চ্যবন হইতে কৃতকনামে রাজার জন্ম
 হইয়াছিল। কৃতকের তনয় উপরিচরবসু। ২৭। উপরিচর বসু
 হইতে বৃহদ্রথ, প্রত্যগ্র, সত্য প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল।
 বৃহদ্রথের তনয় কুশাগ্র, কুশাগ্রের তনয় ঋষভ। ২৮। ঋষভের
 তনয় পুষ্পবান্, পুষ্পবান্ হইতে সত্যাহিতনামক রাজার জন্ম হয়।
 সত্যাহিতের তনয় সুধন্বা, সুধন্বার তনয় জহু। ২৯। উক্ত বৃহদ্রথ

দেবস্তুদাত্তজঃ । সহদেবাচ্চ সোমাপিঃ সোমাপেঃ
 শ্রুতবান্ সূতঃ ॥ ৩০ ॥ ভীমসেনোগ্রসেনো চ শ্রুত-
 সেনোহিপরাজিততঃ । জনমেজয়শ্চাত্তোহভূৎ জহোস্ত
 সুরথোহভবৎ ॥ ৩১ ॥ বিদূরথস্ত সুরথাং সার্কভৌমো
 বিদূরথাং । জয়সেনঃ সার্কভৌমাদাবাধীতস্তদাত্তজঃ ॥
 ৩২ ॥ অযুতায়ুস্তস্ত পুঞ্জস্তস্ত চাক্রোধনঃ সূতঃ । অক্রো-
 ধনস্ত্যতিথিচ্চ ঋক্ষোহভূদতিথেঃ সূতঃ ॥ ৩৩ ॥ ঋক্ষাচ্চ
 ভীমসেনোহভূৎ দিলীপো ভীমসেনতঃ । প্রতীপোহভূ-
 দিলীপাচ্চ দেবাপিস্ত প্রতীপতঃ ॥ ৩৪ ॥ শাস্তনুশ্চৈব
 বাহ্লীকস্তয়স্তে ভ্রাতরো নৃপাঃ । বাহ্লীকাং সোম-
 দত্তোহভূৎ ভুরিভূঁরিশ্রবাস্ততঃ ॥ ৩৫ ॥ শালশ্চ শাস্তনো-
 ভীমো গঙ্গার্যাং ধার্মিকো মহান্ । চিত্রাঙ্গদবিচিত্রো তু
 সত্যবত্যাশ্চ শাস্তনোঃ ॥ ৩৬ ॥ বিচিত্রবীর্য্যাস্ত ভার্য্যো তু
 অশ্বিকাখালিকে তয়োঃ । ধৃতরাষ্ট্রস্ত পাণ্ডুঞ্চ তদাস্ত্যাং
 বিদূরস্তথা ॥ ৩৭ ॥ ব্যাস উৎপাদয়ামাস গান্ধারী

হইতে জরাসন্ধনাম রাজার জন্ম হইয়াছিল। জরাসন্ধের তনয়
 সহদেব, সহদেবের তনয় সোমাপি ও সোমাপি হইতে শ্রুতবান্
 ভীমসেন, উগ্রসেন, শ্রুতসেন, অত্র জনমেজয়ের জন্ম হইয়াছিল।
 উক্ত জহু হইতে সুরথনামক রাজার উৎপত্তি হয়। ৩০—৩১।
 সুরথের তনয় বিদূরথ, বিদূরথের তনয় সার্কভৌম, সার্কভৌমের
 তনয় জয়সেন, জয়সেনের তনয় আবধীত। ৩২। আবধীতের
 তনয় অযুতায়ু, অযুতায়ুর নন্দন অক্রোধন, অক্রোধনের তনয়
 অতিথি, অতিথির তনয় ঋক্ষ। ৩৩। ঋক্ষের তনয় ভীমসেন,
 ভীমসেনের তনয় দিলীপ, দিলীপের তনয় প্রতীপ, প্রতীপের
 তনয় দেবাপি, শাস্তনু ও বাহ্লীক। বাহ্লীক ভূপতি হইতে
 সোমদত্তের জন্ম হইয়াছিল। সোমদত্তের পুত্র ভুরি এবং
 ভুরির তনয় ভুরিশ্রবা ও শাল। শাস্তনুর ঔরসে এবং গঙ্গার
 গর্ভে ভীমের জন্ম হয়। এই ভীম মহাধার্মিক ছিলেন। শাস্ত-
 নুর অপর দুই তনয় জন্মে, তাহাদিগের নাম চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্র-
 বীৰ্য্য। ৩৪—৩৬। বিচিত্রবীর্য্যের দুই পত্নী ছিল, তাহাদিগের
 একের নাম অশ্বিকা এবং অন্যের নাম অখালিকা। ব্যাসদেব
 অশ্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র, অখালিকার গর্ভে পাণ্ডু এবং দাসীর গর্ভে
 বিদূরনামে তনয় উৎপাদন করেন। ধৃতরাষ্ট্র হইতে গান্ধারীর

ধৃতরাষ্ট্রতঃ । শতং পুত্রং দুৰ্য্যোধনাত্মং পাণ্ডোঃ পঞ্চ
 প্রজজ্ঞিরে ॥ ৩৮ ॥ প্রতিবিক্ষ্যঃ শ্রুতসোমঃ শ্রুতকীর্ত্তিচ্চ
 চার্কজুনান্ । শতানীকঃ শ্রুতকর্মা দ্রৌপত্যাং পঞ্চ
 বৈ ক্রমাং ॥ ৩৯ ॥ যৌপেয়ী চ হিড়িম্বা চ কৌশী চৈব
 স্তভজিকা । বিজয়ী বৈ রেণুমতী পঞ্চভাস্ত সূতাঃ
 ক্রমাং ॥ ৪০ ॥ দেবকো ঘটোৎকচশ্চ অভিমন্যুশ্চ
 সর্কগঃ । সুহোত্রো নিরমিত্রশ্চ পরীক্ষিতভিমন্যুজঃ ।
 জনমেজয়োহস্ত ততো ভবিষ্যাংশ্চ নৃপান্ শৃণু ॥ ৪১ ॥

ইতি গরুড়ে মহাপুরাণে চন্দ্রবংশবর্ণনং নাম
 চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

একচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ শতানীকো অশ্বমেধদত্তশ্চাপ্যধি-
 সীমকঃ । কৃষ্ণোহনিরুদ্ধশ্চাপ্যুষস্ততশ্চিত্ররথো নৃপঃ ॥
 ২ ॥ শুচিত্রথো বৃষ্টিমাংশ্চ সুমণশ্চ সুনীধকঃ ।

গর্ভে দুৰ্য্যোধনাদি শতপুত্র এবং পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পুত্র
 জন্মে। ৩৭—৩৮। দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠির হঠতে প্রতিবিক্ষ্য,
 ভীমসেন হইতে শ্রুতসোম, অর্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুল
 হইতে শতানীক এবং সহদেব হইতে শ্রুতকর্ম্মানামে পুত্র উৎ-
 পন্ন হইয়াছিল। ৩৯। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতার যৌপেয়ী, হিড়িম্বা,
 কৌশী, স্তভজা, বিজয়া ও রেণুমতী এই কয়েকটি পত্নী ছিল।
 তাহাদিগের গর্ভে দেবক, ঘটোৎকচ, অভিমন্যু, সর্কগ, সুহোত্র
 ও নিরমিত্র এই কয়েকটি তনয় জন্মে। পরে অভিমন্যু হইতে
 পরীক্ষিতের জন্ম হয়। পরীক্ষিতের তনয় জনমেজয়। অতঃপর
 যে সকল রাজার জন্ম হইয়াছিল, তাহাদিগের নাম শ্রবণ
 কর। ৪০—৪১।

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হরি বলিলেন, শতানীকের তনয় অশ্বমেধদত্ত, অশ্বমেধদত্তের
 তনয় অধিসীমক, অধিসীমকের তনয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণের তনয় অনি-
 রুদ্ধ, অনিরুদ্ধের তনয় উষ, উষের তনয় চিত্ররথ, চিত্ররথের
 তনয় শুচিত্রথ, শুচিত্রথের তনয় বৃষ্টিমান, বৃষ্টিমানের তনয়

নৃচক্ষুঃ মুখাবাণঃ মেধাবী চ নৃপঞ্জয়ঃ ॥ ৩ ॥ পারি-
 প্লবশ্চ স্ননয়ো মেধাবী চ নৃপঞ্জয়ঃ । হরিস্তিথো বৃহদ্রথঃ
 শতানীকঃ সুদানকঃ ॥ ৪ ॥ উদানোহহ্নিনরশ্চৈব দণ্ড-
 পাণিনির্মিতকঃ । ক্ষেমকশ্চ ততঃ শূদ্রঃ পিতা পূর্ন-
 স্ততঃ সূতঃ ॥ ৫ ॥ বৃহদ্রথশ্চ কথ্যস্তে নৃপাশ্চক্ষু-
 বংশজাঃ । বৃহদ্রথশ্চক্ষুয়ো বৎসবৃহস্ততঃপরঃ ॥ ৬ ॥
 বৃহদ্রথো ভানুরথঃ প্রতীব্যশ্চ প্রতীতকঃ । মনুদেবঃ
 স্ননক্ষত্রঃ কিন্নরশ্চান্তরীক্ষকঃ ॥ ৭ ॥ সুপর্ণঃ কৃতজি-
 চ্চৈব বৃহদ্রথশ্চ ধার্মিকঃ । কৃতজ্যো ধনঞ্জয়ঃ সঞ্জয়ঃ
 শাক্যএব চ ॥ ৮ ॥ শুক্লোদনো বাহুলশ্চ সেনজিৎ ক্ষুদ্রক-
 স্তথা । সমিত্রঃ কুড়বশ্চাতঃ সূমিত্রো মাগধানু শূণ ॥
 ৯ ॥ জরাসন্ধঃ সহদেবঃ সোমাপিশ্চ শ্রুতশ্রবাঃ ।

সুসেন, সুসেনের তনয় স্ননীথ, স্ননীথের তনয় নৃচক্ষু, নৃচক্ষুর
 তনয় মুখাবাণ, মুখাবাণের তনয় মেধাবী, মেধাবীর তনয় নৃপ-
 ঞ্জয় । ১—৩ । নৃপঞ্জয়ের তনয় পারিপ্লব, পারিপ্লবের তনয় স্ননয়,
 স্ননয়ের তনয় মেধাবী, মেধাবীর তনয় নৃপঞ্জয় । নৃপঞ্জয়ের
 তনয় হরি, হরির তনয় তিথ্য, তিথ্যের তনয় বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথের
 তনয় শতানীক, শতানীকের তনয় সুদানক । ৪ । সুদানকের তনয়
 উদান, উদানের তনয় অহ্নিনর, অহ্নিনরের তনয় দণ্ডপাণি,
 দণ্ডপাণির তনয় নিমিত্তক, নিমিত্তকের তনয় ক্ষেমক, ক্ষেমকের
 তনয় শূদ্র । ৫ । এইক্ষণে ইক্ষুকুবংশীয় বৃহদ্রথের ভবিষ্যৎ
 কীর্তন করিতেছি । বৃহদ্রথ হইতে উরুক্ষয়, উরুক্ষয় হইতে
 বৎসবৃহৎ । ৬ । বৎসবৃহৎ হইতে বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ হইতে ভানুরথ,
 ভানুরথ হইতে প্রতীব্য প্রতীব্য, হইতে প্রতীতক, প্রতীতক
 হইতে মনুদেব, মনুদেব হইতে স্ননক্ষত্র, স্ননক্ষত্র হইতে কিন্নর
 কিন্নর হইতে অন্তরীক্ষক । ৭ । অন্তরীক্ষক হইতে সুপর্ণ, সুপর্ণ
 হইতে কৃতজিৎ, কৃতজিৎ হইতে ধার্মিক বৃহদ্রথ, বৃহদ্রথ
 হইতে কৃতজয়, কৃতজয় হইতে ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয় হইতে সঞ্জয়,
 সঞ্জয় হইতে শাক্য । ৮ । শাক্য হইতে শুক্লোদন, শুক্লোদন হইতে
 বাহুল, বাহুল হইতে সেনজিৎ, সেনজিৎ হইতে ক্ষুদ্রক, ক্ষুদ্রক
 হইতে সমিত্র, সমিত্র হইতে কুড়ব, কুড়ব হইতে সূমিত্র, সূমিত্র
 পরিগ্রহ করিবেন । অতঃপর মগধবংশীয় রাজাদিগের ভবিষ্যৎ
 বংশাবলী বলিতেছি, শ্রবণ কর । ৯ । মগধবংশীয় জরাসন্ধের
 আশ্রয় সোমাপি, সোমাপির তনয় শ্রুতশ্রবা, শ্রুতশ্রবার নন্দন

অযুতায়ুর্নির্মিতঃ স্বক্ষেত্রো বহুকর্মকঃ ॥ ১০ ॥ শ্রুতঞ্জয়ঃ
 সেনজিচ্চ ভূরিশ্চৈব শুচিস্তথা । ক্ষেম্যশ্চ সূত্রতো
 ধর্ম্যঃ শ্রুতমো দৃঢ়সেনকঃ ॥ ১১ ॥ সূমতিঃ সূবলো নীতো
 সত্যজিৎ বিশ্বজিত্থা । ইষঞ্জয়শ্চ ইত্যোতে নৃপা বার্ষজাঃ
 স্মৃতাঃ ॥ ১২ ॥ অধর্ম্মিষ্ঠাশ্চ শূদ্রাশ্চ ভবিষ্যন্তি নৃপান্ততঃ ।
 স্বর্গাদিকৃদ্ধি ভগবান্ সাক্ষান্নারায়ণোহব্যয়ঃ ॥ ১৩ ॥
 নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকো লয়ঃ । বায়ি
 ভূঃ প্রলয়ঞ্চাপু আপন্তেজসি পাবকঃ ॥ ১৪ ॥ বায়ৌ
 বায়ুশ্চ বিয়তি আকাশং যাত্যহংকৃতৌ । অহং বুদ্ধৌ
 মতিজীবে জীবোহব্যক্তে তদায়নি ॥ ১৫ ॥ আত্মা
 পরেশ্বরো বিষ্ণুরেকো নারায়ণো নরঃ । অবিনাশ্যপরং
 সর্বং জগৎ সর্গাদি নাশি হি ॥ ১৬ ॥ নৃপাদয়ো গত্যা
 নাশমতঃ পাপং বিবর্জয়েৎ । ধর্ম্মং কুর্ধ্যাৎ হিরং
 যেন পাপং হিত্বা হরিং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে রাজবংশো নাম এক-

চহারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

অযুতায়ু, অযুতায়ুঃ অপত্য নির্মিত, নির্মিতের তনয় স্বক্ষেত্র,
 স্বক্ষেত্রের পুত্র কর্মক । ১০ । কর্মকের সন্তান শ্রুতঞ্জয়, শ্রুতঞ্জয়ের
 সূত সেনজিৎ, সেনজিতের তনয় ভূরি, ভূরির তনয় শুচি, শুচির
 তনয় ক্ষেম্য, ক্ষেম্যের তনয় সূত্রত, সূত্রতের তনয় ধর্ম্ম, ধর্ম্মের
 তনয় শ্রুতমো, শ্রুতমোর তনয় দৃঢ়সেনক, দৃঢ়সেনকের তনয়
 সূমতি, সূমতির তনয় সূবল, সূবলের তনয় নীত, নীতের তনয়
 সত্যজিৎ, সত্যজিতের তনয় বিশ্বজিৎ, বিশ্বজিতের তনয় ইষঞ্জয়,
 ইষায়া সকলে বৃহদ্রথবংশীয় রাজা । ১১—১২ । অতঃপর অধর্ম্ম-
 নিষ্ঠ শূদ্রগণ রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবে । অব্যয় ভগ-
 বান্ সাক্ষাৎ নারায়ণই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্তা । ১৩ । প্রলয় তিন-
 প্রকার—নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্মিক । পৃথিবী জলে,
 জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহঙ্কারতন্ম্বে,
 অহঙ্কারতন্ম্বে বুদ্ধিতন্ম্বে, বুদ্ধিতন্ম্বে জীবে, এবং জীব অব্যক্ত পর-
 ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয় । ১৪—১৫ । সর্বাশা পরমেশ্বর নরনারায়ণ-
 রূপী বিষ্ণুই একমাত্র নিত্য । আর সমুদার জগৎই বিনশ্বর ।
 ১৬ । এই ভূমণ্ডলে শত শত রাজা বিনষ্ট হইয়াছেন, অতএব
 পাণ্ডবর্ষ পরিত্যাগপূর্বক সর্বদা ধর্ম্মাভিমান করিবে । পাপ-
 কর্ম পরিত্যাগ করিলে হরিকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে । ১৭ ।

দ্বিচত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ বংশাদীন্ পালয়ামাস অবতীর্ণো
 হরিঃ প্রভুঃ । দৈত্যধর্মস্তু নাশার্থং বেদধর্মাদিগুণ্ডয়ে ॥
 ২ ॥ মংস্তাদিকস্বরূপেণ অবতারং করোত্যজঃ ।
 মংস্তো ভূত্বা হয়গ্রীবং দৈত্যং হস্তাজিকণ্টকং ॥ ৩ ॥
 বেদানানীয় মন্বাদীন্ পালয়ামাস কেশবঃ । মন্দরং
 ধারয়ামাস কূর্মো ভূত্বা হিতায় চ ॥ ৪ ॥ ক্ষীরোদমথনে
 বৈভ্যো দেবোধষন্তরিহুভুং । বিভ্রং কমণ্ডলুং পূর্ণ-
 মমুতেন সমুখিতঃ ॥ ৫ ॥ আয়ুর্কেদমথাষ্টাদং সূত্র-
 তায় স উক্তবান্ । অমৃতং পায়য়ামাস স্ত্রীরূপী চ
 সুরান্ হরিঃ ॥ ৬ ॥ অবতীর্ণো বরাহোহথ হিরণ্যাক্ষং
 জঘান হ । পৃথিবীং ধারয়ামাস পালয়ামাস দেবতাঃ ॥
 ৭ ॥ নরসিংহোহবতীর্ণোহথ হিরণ্যকশিপুং রিপুং ।
 দৈত্যান্ নিহতবান্ বেদধর্মাদীনভ্যপালয়ং ॥ ৮ ॥
 ততো পরশুরামোহভুজ্জমদগ্নেজ্জগৎপ্রভুঃ । ত্রিঃসপ্ত-

দ্বিচত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন ।—প্রভু হরি দৈত্যবর্গের আধিপত্য বিনাশ
 ও বৈদিকধর্ম রক্ষার নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া আর্য্যবংশ
 পালন করিয়া আসিতেছেন । ১—২ । তিনি সময়ে সময়ে
 মংস্তাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । হরি প্রথমতঃ মংস্তরূপে
 অবতীর্ণ হইয়া সংগ্রাম কর্ত্তব্য হয়গ্রীবকে বিনাশপূর্ব্বক বেদ উদ্ধার
 করিয়া মনুপ্রভৃতি রাজগণকে পালন করিয়াছিলেন । তিনি
 সমুদ্রমন্ধান সময়ে জগতের হিতসাধনার্থ কূর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া
 মন্দরপর্ব্বত ধারণ করেন । ৩—৪ । হরি ক্ষীরোদমথনের সময় বৈদ্য
 ধষন্তরিরূপে অবতীর্ণ হইয়া অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু ধারণপূর্ব্বক উখিত
 হইয়াছিলেন । এই দেব ধষন্তরি সূত্রতনামক শিষ্যকে অষ্টাঙ্গ
 আয়ুর্কেদের উপদেশ দিয়াছিলেন । ভগবান হরি স্ত্রীরূপে
 মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবগণকে অমৃত পান করাইয়া-
 ছিলেন । ৫—৬ । অনন্তর তিনি বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া হিরণ্যাক্ষ-
 নামক দৈত্যকে বিনাশপূর্ব্বক পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন ।
 এবং দেবগণকে পালন করেন । ৭ । অনন্তর হরি নরসিংহরূপে
 অবতীর্ণ হইয়া হিরণ্যকশিপু ও অমৃত দৈত্যগণের বিনাশসাধন
 পূর্ব্বক, বৈদিক ধর্ম পালন করিয়াছিলেন । ৮ । অনন্তর তিনি

কৃত্বঃ পৃথিবীং চক্রে নিঃস্রজিয়াং হরিঃ ॥ ৯ ॥ কাষ্ঠ-
 বীৰ্য্যং জঘানাজ্যে কশ্চপায় মহীং দদৌ । যাগং কৃত্বা
 মহাবাহুর্ম্মহেন্দ্রে পর্ব্বতে স্থিতঃ ॥ ১০ ॥ ততো রামো
 ভবিষ্যুশ্চ চতুর্দ্ধা দুষ্টমর্দনঃ । পুঞ্জো দশরথাজ্জ্যে
 রামশ্চ ভরতোহনুজঃ ॥ ১১ ॥ লক্ষ্মণশ্চাথ শক্রয়ো রাধ-
 ভার্য্যা চ জানকী ॥ ১২ ॥ রামশ্চ পিতৃসত্যার্থং মাতৃভ্যো
 হিতমাচরন্ । শূঙ্গবেরং চিত্রকূটং দণ্ডকারণ্যমাগতঃ ॥
 ১৩ ॥ নাসাং শূর্ণগায়াশ্চ ছিত্রাথ খরদূষণং । হস্তা
 সরাক্ষগং সীতাপহারি-রজনীচরং ॥ ১৪ ॥ রাবণং
 চানুজং তস্ত লক্ষাপূর্য্যাং বিভীষণং । রক্ষোরাজ্যেন
 সংস্থাপ্য সূগ্রীবহনুমন্মুখৈঃ ॥ ১৫ ॥ আরুহ্য পুষ্পকং
 নার্কং সীতয়া পতিভক্তয়া । সুমহাপতিব্রতয়া
 সোহযোধ্যাং স্বপুরীং গতঃ ॥ ১৬ ॥ রাজ্যঞ্চকার দেবা-
 দীন্ পালয়ামাস স প্রজাঃ । ধর্ম্মসংরক্ষণং চক্রে অশ্ব-
 মেধাদিকান্ কৃতুন্ ॥ ১৭ ॥ সুমহাপতিব্রতয়া রেমৈ

ষমদিগির ঔরসে পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া একবিংশতিবার
 পৃথিবীকে নিঃস্রজিয় করিয়াছিলেন । ৯ । পরশুরাম সংগ্রামে
 কাষ্ঠবীৰ্য্যকে বিনাশ করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে যজ্ঞাহুষ্ঠানপূর্ব্বক
 কশ্চপকে সমগ্র মহীমণ্ডল প্রদান করেন । ১০ । অনন্তর বিষ্ণু
 দুষ্টদমনের নিমিত্ত চারি অংশে বিভক্ত হইয়া দশরথের ঔরসে
 জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শক্ররূপে অবতীর্ণ
 হইয়াছিলেন । রামচন্দ্রের ভার্য্যা জানকী । ১১—১২ । রামচন্দ্র
 পিতার সত্যপালনের নিমিত্ত এবং মাতা কৈকেয়ীর হিতাহুষ্ঠান
 করিবার মানসে ক্রমশঃ শূঙ্গবের পুর, চিত্রকূটপর্ব্বত ও দণ্ড-
 কারণ্যে গমন করেন । ১৩ । তিনি শূর্ণগায়ার নাসাচ্ছেদনপূর্ব্বক
 রাক্ষসবীর খরদূষণ ও সীতাপহারী রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ
 করিয়া রাবণাহুজ বিভীষণকে লক্ষাপুরীতে রাক্ষসরাজ্যে অভি-
 ষিক্ত করিয়াছিলেন । পরে তিনি সূগ্রীব হনুমান্ প্রভৃতি অমৃতর-
 বর্গের সহিত এবং মহাপতিব্রতা পতিভক্তা সীতার সাহিত
 পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিয়া নিজ রাজধানী অযোধ্যাপুরীতে
 আগমন করেন । ১৪—১৬ । অনন্তর তিনি রাজ্যে অতিবিক্ত
 হইয়া দেবগণকে ও ভূমণ্ডলস্থ মানবগণকে পালন করিতে
 লাগিলেন । এইরূপে তিনি ধর্ম্মরক্ষা করিয়া অশ্বমেধপ্রভৃতি

• রামো যথাস্থঃ। রাবণস্ত গৃহে সীতা স্থিতাপি নহি
রাবণঃ ॥ ১৮ ॥ কৰ্মণা মনসা বাচা সা গতা রাবণ-
বিনা । পতিব্রতা তু সা সীতা অনসূয়া যথৈব তু ॥ ১৯ ॥
পতিব্রতায়ঃ সীতায়্যাহা স্ম্যং কথনাম্যহং । কোশিকো
ব্রাহ্মণঃ কুষ্ঠী প্রতিষ্ঠানেভবৎ পুরা ॥ ২০ ॥ তং তথা
ব্যাদিতং ভার্য্যা পতিং দেবমিবার্চ্চয়ৎ । নির্ভৎ-
সিতাপি ভর্তারং তমমমৃতং দৈবতং ॥ ২১ ॥ ভর্তৃপুত্রা
সানয়চ্ছ্রীং শুক্লমাদায় চাধিকং । পথি শূলে তদা
প্রোতমচোরং চোরশঙ্করা ॥ ২২ ॥ মাণ্ডব্যমতিদুঃখাৰ্ভ-
মঙ্ককারেহং স দ্বিজঃ । পত্নীশঙ্কসমারুঢ়শালয়ামাস
কৌশিকঃ ॥ ২৩ ॥ পাদাবমর্ষণং ক্রুদ্ধো মাণ্ডব্য-
স্তমুবাচ হ । সূর্য্যোদয়ে মৃতিস্তম্ভ যেনাহং চালিতঃ
পদা ॥ ২৪ ॥ তচ্ছ্রী প্রাহ তন্ত্যর্য্যা সূর্য্যো নোদয়-

বহ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক মহাপতিব্রতা সীতার সহিত পরমসুখে
বিহার করিয়াছিলেন। সীতা যদিও বহুদিন রাবণগৃহে ছিলেন
বটে, তথাপি কৰ্ম্মদ্বারা, বাক্যদ্বারা এবং মনোদ্বারাও রামচক্র
ব্যতীত অস্ত্র পুরুষকে গ্রহণ করেন নাই। অনসূয়া যেরূপ পতি-
ব্রতা, সীতাও সেইরূপ পতিব্রতা ছিলেন। ১৭-১৯। এইক্ষণে
পতিব্রতা সীতায়্যাহা স্ম্যং বলিতেছি। পূর্ব্বকালে প্রতিষ্ঠান-
নগরে কৌশিকনামে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত এক ব্রাহ্মণ ছিলেন।
তাহার পতিব্রতা পত্নী তাঁহাকে দেবতার জায় সেবাশ্রদ্ধা করি-
তেন। ব্যাদিগ্রস্ত বলিয়া মনে কিঞ্চিৎ আক্রান্ত ও যুগা করিতেন না।
কৌশিক তাঁহাকে সৰ্ব্বদাই তিরস্কার করিতেন, তথাপি তিনি
ভর্তাকে দেবতাবোধে শ্রদ্ধা করিতে ক্রটি করিতেন না। ২০-২১।
একদিন তিনি ভর্তার বাক্যানুসারে বহুধন সমভিযাহারে লইয়া
স্বামীকে স্নান করিয়া বেস্ত্রাঙ্গে চলিলেন। পথিমধ্যে মাণ্ডব্য-
নামক কোন ব্রাহ্মণ চোর না হইয়াও চোরপবাদে কলঙ্কিত
হইয়া শূলে আরোপিত ছিলেন। মাণ্ডব্য অঙ্ককারে দুঃখাৰ্ভ-
হৃদয়ে শূলে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় পত্নীশঙ্ক-সমারুঢ়
কৌশিকের পদম্পর্শে তিনি পরিচালিত হইলেন। ২২-২৩।
অনন্তর মাণ্ডব্য পাদগ্রহার নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, যে
আমাকে পদদ্বারা চালিত করিয়াছ, সূর্য্যোদয় হইলেই তাহার
মৃত্যু হইবে। এই অভিযম্পাত শ্রবণ করিয়া মাণ্ডব্যপত্নী

মেঘাতি। ততঃ সূর্য্যোদয়াভাবাদভবৎ সততং নিশা ॥
২৫ ॥ বহুশঙ্কপ্রমাণানি ততো দেবা ভয়ং যযুঃ। ব্রহ্মাণং
শরণং জথুস্তামুচে পদ্মসংভবঃ ॥ ২৬ ॥ প্রশাম্যতে
তেজসৈব তপস্তেজস্তনেন বৈ। পতিব্রতায়্যাহা-
স্ম্যাম্লোদ্ধৃতি দিবাকরঃ ॥ ২৭ ॥ তস্ত চানুদয়াক্রানি-
শ্বর্ত্যানাং ভবতাং তথা। তস্মাৎ পতিব্রতামত্রেয়ন-
সূয়াং তপস্বিনীং ॥ ২৮ ॥ প্রসাদয়ত বৈ পত্নীং ভানো-
রুদয়কাময়া। তৈঃ সা প্রসাদিতা গত্বা হনসূয়া পতি-
ব্রতা ॥ ২৯ ॥ ক্লবাদিত্যোদয়ং সা চ তং ভর্তারমজীবয়ৎ।
পতিব্রতানসূয়ায়াঃ সীতাভূদধিকা কিল ॥ ৩০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সীতামাহাত্ম্যং নাম
দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ রামায়ণমতো বক্ষ্যে ক্রতং
পাপবিনাশনং। বিষ্ণুনাভ্যক্তো ব্রহ্মা মরীচিস্তং-

কহিলেন, অতঃপর আর সূর্য্যোদয় হইবে না। পরে সূর্য্যোদয়
না হওয়াতে নিরন্তর রাত্রিকালই চলিতে লাগিল। ২৪-২৫। বহু
বৎসর দিবস না হওয়াতে দেবগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন
হইলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন। ২৬। এইক্ষণে পতি-
ব্রতার তেজঃপ্রভাবে তপস্তেজ প্রশস্ত হইয়াছে। পতিব্রতার
মাহাত্ম্যে দিবাকর উদিত হইতেছেন না। ২৭। সূর্য্যোদয় না হও-
য়াতে মানবগণের ও তোমাদিগের বিশেষ হানি হইতেছে।
অতএব তোমরা সূর্য্যোদয় কামনার পতিব্রতা তপস্বিনী অজি-
পত্নী অনসূয়াকে প্রসন্ন কর। অনন্তর দেবগণ পতিপরায়ণা অন-
সূয়ার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। ২৮-২৯।
অনসূয়াও সূর্য্যোদয় করিয়া কৌশিক ব্রাহ্মণকেও বাঁচাইয়া
দিলেন। এইরূপে পতিব্রতার মাহাত্ম্য কহিলাম, কিন্তু সীতা
অনসূয়া হইতেও সমধিক পতিব্রতা ছিলেন। ৩০।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ঃ।

• ব্রহ্মা কহিলেন, এইক্ষণে রামায়ণ বলিতেছি, ইহা শ্রবণ
করিলে সমুদায় পাপক্ষয় হয়। বিষ্ণুর নাতিকমল হইতে ব্রহ্মা

সুতোহভবৎ ॥২॥ মরীচে: কশ্যপস্তম্ভাদ্রবিস্তম্ভাং মনু:
স্বত: । মনোরিক্শাকুরস্তাভুং বংশে রাজা রঘু:
স্বত: ॥ ৩ ॥ রঘোরজস্তুতো জাতো রাজা দশরথো
বলী । তস্ত পুত্রাস্ত চত্বারো মহাবলপরাক্রমা: ॥ ৪ ॥
কৌশল্যারামভূজ্যামো ভরত: কৈকেয়ীস্বত: । সুতো
লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রায়ীং বভূবতু: ॥ ৫ ॥ রামো ভক্ত:
পিতৃর্থাভূর্নিখানিত্রাদবাপ্তবান্ । অন্ত্রগ্রামং ততো
যক্ষীং তাড়কাং প্রজ্ঞান হ ॥ ৬ ॥ বিশ্বামিত্রস্ত যজ্ঞে
নৈ সুবাহুং স্তবধীদলী । জনকস্ত ক্রতুং গতা উপযেমে-
হথ জানকীং ॥ ৭ ॥ উশ্মিলাং লক্ষ্মণো বীরো ভরতো
মাওবীং সুতাং । শত্রুঘ্নো বৈ কীর্তিমতীং কুশধ্বজ-
স্বতে উভে ॥ ৮ ॥ পিত্রাদিভিরযোধ্যায়ীং গতা রামা-
দয়: স্থিতা: । যুধাজিতং মাতুলঞ্চ শত্রুঘ্নভরতৌ
গতৌ ॥ ৯ ॥ গতয়োন্ পর্বর্যোহনৌ রাজ্যং দাতুং সমু-
দ্রুত: । রামায় তংসুপুত্রায় কৈকেয়্যা প্রার্থিতং তদা ।

উৎপন্ন হইয়াছিলেন । ব্রহ্মার তনয় মরীচি । ১—২ । মরীচির
তনয় কশ্যপ, কশ্যপের তনয় সূর্য্য, সূর্য্যের নন্দন বৈবস্বতমহু,
মহুর তনয়, ইক্ষাকু । ইক্ষাকুবংশে মহারাজ রঘু জন্ম পরিগ্রহ
করিয়াছিলেন । ৩ । রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র মহাবল মহা-
রাজ দশরথ । দশরথের মহাবল মহাপরাক্রম চারি পুত্র হইয়া-
ছিল । ৪ । ভ্রমধ্যে কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর গর্ভে
ভরত, সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জন্মপরিগ্রহ করেন । ৫ ।
পিতৃমাতৃতন্ত্র রামচন্দ্র বিশ্বামিত্র হইতে বিবিধ অন্ত্রশস্ত্র শিক্ষা
করিয়া তাড়কানারী যক্ষীকে বিনাশ করিয়াছিলেন । ৬ ।
বিশ্বামিত্রের যজ্ঞাহুষ্ঠানকালে রামচন্দ্র সুবাহুনামক রাক্ষসকে
সংহার করেন । অনন্তর তিনি জনকরাজের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত
হইয়া জানকীর পাণিগ্রহণ করেন । ৭ । এই সময় মহাবীর লক্ষ্মণ
উশ্মিলাকে ভরত কুশধ্বজসুতা মাওবীকে এবং শত্রুঘ্ন কুশধ্বজ-
নন্দিনী কীর্তিমতী (শ্রুতকীর্তি) কে বিবাহ করেন । ৮ । অনন্তর
রামচন্দ্র প্রভৃতি চারি ভ্রাতা, দশরথ ও অমাত্যপ্রভৃতির সহিত
অযোধ্যায় গমন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । এই
সময় ভরত ও শত্রুঘ্ন যুধাজিৎনামক মাতুলের আবাসে গমন
করিলেন । ৯ । ভরত ও শত্রুঘ্ন মাতুলালয়ে গমন করিলে মহা-

চতুর্দশসমা বালো বনে রামস্ত বাঞ্ছিত: ॥ ১০ ॥ রামঃ
পিতৃহিতার্থঞ্চ লক্ষ্মণেন চ সীতয়া । রাজ্যঞ্চ তৃণবৎ
ত্যাগ্য শৃঙ্গবেরপুং গত: ॥ ১১ ॥ রথং ত্যাগ্য প্রয়া-
গঞ্চ চিত্রকূটগিরিং গত: । রামস্ত তু বিয়োগেন রাজ্ঞা
স্বর্গং সমাপ্তিত: ॥ ১২ ॥ সংকৃত্য ভরতশ্চাগাদ্রাম-
মাহ বলাস্থিত: । অযোধ্যাস্ত সমাগত্য রাজ্যং কুরু
মহামতে ॥ ১৩ ॥ সনৈচ্ছং পাতুকে দত্তা রাজ্যায়
ভরতায় তু । বিসর্জিতোহথ ভরতো রামরাজ্যমপা-
লয়ং ॥ ১৪ ॥ নন্দিগ্রামে স্থিতো ভক্তো হযোধ্যাং না-
বিশদ্রুতী । রামোহপি চিত্রকূটচ্চ অত্রৈরাশ্রমমায়যৌ ॥
১৫ ॥ নত্বা সুভীক্ষং চাগস্ত্যং দণ্ডকারণ্যমাগত: । তত্র
সুপর্ণখা নাম রাক্ষসী চাতুমাগতা ॥ ১৬ ॥ নিকৃত্য

রাজ দশরথ সুপুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যদান করিতে উদ্যত হই-
লেন । এই সময়ে কৈকেয়ী অতীষ্ট বরপ্রার্থনা করিলেন যে,
রামচন্দ্র চতুর্দশ বর্ষ বনে বাস করেন । ১০ । রামচন্দ্র পিতার
হিতাহুষ্ঠানের নিমিত্ত তৃণবৎ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সীতা ও
লক্ষ্মণের সহিত শৃঙ্গবেরপুরে গমন করিলেন । পরে তিনি
রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রয়াগে গমন করিয়া পশ্চাৎ চিত্রকূট-
পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন । এদিকে
মহারাজ দশরথ রামচন্দ্রের বিয়োগে শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক
স্বর্গে গমন করিলেন । ১১—১২ । রাজকুমার ভরত দশরথের
সংকার করিয়া প্রভূত বলবাহনের সহিত রামচন্দ্রের নিকট
গমন করিলেন এবং কহিলেন, মহামতে ! অযোধ্যায় আগমন
করিয়া আপনি রাজ্যশাসন করুন । ১৩ । রামচন্দ্র ভরতের
প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না এবং তিনি পাতৃকাযুগল দিয়া
ভরতকে বিদায় করিলে ভরত ত্রাসস্বরূপ রামরাজ্য পালন
করিতে লাগিলেন । ১৪ । রামচন্দ্রের প্রতি ভরতের অসীম
ভক্তি ছিল, তন্নিবন্ধন তিনি অযোধ্যায় প্রবেশ না করিয়া
রামচন্দ্রের স্থায় ব্রতধারণপূর্ব্বক নন্দিগ্রামে অবস্থিতি করিতে
লাগিলেন । এদিকে রামচন্দ্র চিত্রকূটপর্ব্বত পরিত্যাগপূর্ব্বক
মহর্ষি অজিৎর আশ্রমে গমন করিলেন । ১৫ । অনন্তর তিনি
মহর্ষি সুভীক্ষ ও অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবিষ্ট
হইলেন । এই স্থানে সুপর্ণখানারী রাক্ষসী সীতাকে ভক্ষণ

কর্ণো নামে চরামেণাধাপরাহিতা। তৎপ্রেরিতঃ
খরশ্চাগাং দৃষণস্তিগিরাস্থথা ॥ ১৭ ॥ চতুর্দশসহস্রৈ
রক্ষসাস্ত্বে, বলেন চ। রামোপি প্রেষয়ামাস বাণৈ-
র্যমপুরঞ্চ তান্ ॥ ১৮ ॥ রাক্ষস্ভাঃ প্রেরিতোহভ্যাগা-
জাবণো হরণায় হি। যুগরুপং স মারীচং কৃত্বাগ্রোহথ
ত্রিদণ্ডম্বক ॥ ১৯ ॥ সীতয়া প্রেরিতো রামো মারীচং
নিজ্ঞান হ। ত্রিয়মাণঃ স চ প্রাহ হা সীতে লক্ষ্মণেতি
চ ॥ ২০ ॥ সীতোক্তো লক্ষ্মণোহবাগাজ্রামশ্চানুদদর্শ
তং। উবাচ রাক্ষসীমায়া নুনং সীতা হতেতি সা ॥
২১ ॥ রাবণোহস্তরমাসাত্ম অক্লেনাদায় জানকীং।
জটায়ুসং বিনির্ভিত্য যযৌ লঙ্কাং ততো বলী ॥ ২২ ॥
অশোকরক্ষছায়ায়াং রক্ষিতাং তামধারণং। আগত্য
রামঃ শূন্যঞ্চ পর্ণশালাং দদর্শ হ ॥ ২৩ ॥ শোকং
কৃত্বাথ জানক্যা মার্গং কৃত্বানু প্রভুঃ। জটায়ুসং

করিবার নিমিত্ত আগমন করিল। ১৭। রামচন্দ্র তাহার নানিকা
ও কর্ণ ছেদনপূর্বক নিরাকৃত করিয়া দিলেন। অনন্তর হৃপ-
ণথার বাক্যানুসারে খর, দৃষণ ও ত্রিগির, চতুর্দশসহস্র রাক্ষস-
সৈন্তের সহিত রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিল। রামচন্দ্র শরনিকর-
দ্বারা তাহাদিগকে মমসদনে প্রেরণ করিলেন। ১৭—১৮। পরে
হৃপণথাকর্তৃক উত্তেজিত রাক্ষসরাজ রাবণ প্রথমতঃ যুগরুপশারী
মারীচকে সীতার সম্মুখে পাঠাইয়া স্বয়ং ত্রিদণ্ডধারী হইয়া সীতা-
হরণার্থ দণ্ডকারণ্যে গমন করিল। ১৯। এদিকে সীতার
বাক্যানুসারে রামচন্দ্র মারীচের অনুবর্তী হইয়া তাহাকে বিনাশ
করিলেন। মারীচ প্রাণ পরিত্যাগকালে হা সীতে! হা লক্ষণ!
বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পরে সীতার বাক্যানুসারে
লক্ষণ রামচন্দ্রের অনুসন্ধান গমন করিলেন। রামচন্দ্র লক্ষণকে
দেখিয়া কহিলেন, এ সমুদায় রাক্ষসী মায়া, এইক্ষণে রাক্ষসেরা
সীতাকে হরণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। ২০—২১। এদিকে
মহাবল রাবণ অবকাশ পাইয়া সীতাকে কোড়ে লইয়া জট-
ায়ুকে বিনাশপূর্বক লঙ্কায় গমন করিল। ২২। রাক্ষসদ্ব্যাজ-
নন সীতাকে অশোকবৃক্ষতলে রাখিয়া দিল এবং রাক্ষসীদিগকে
সীতার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিল। এদিকে রামচন্দ্র আসিয়া
দেখিলেন, পর্ণশালা শূন্য, জানকী নাই। ২৩। তিনি বহুক্ষণ

সংস্কৃত্য তদুক্তো দক্ষিণাং দিশং ॥ ২৪ ॥ গম্ভী সখ্যাং
ততশ্চক্রে সূগ্রীবোচ রাঘবঃ। সপ্ত তালান্ বিনি-
র্ভিত্য শরণানতপর্কণ ॥ ২৫ ॥ বালিনঞ্চ বিনির্ভিত্য
কিক্ষিধ্যায়াং হরীশ্বরং। সূগ্রীবং কৃতবান্ৰাম ঋষ্যমূকে
স্বয়ং স্থিতঃ ॥ ২৬ ॥ সূগ্রীবঃ প্রেষয়ামাস বানরান্
পর্কতোপমান্। সীতয়া মার্গং কর্কশং পূন্যাত্তো
সুমহাবলান্ ॥ ২৭ ॥ প্রাতীচীমুত্তরাং প্রাচীং দিশং গম্ভী
সমাগতাঃ। দক্ষিণাস্ত দিশং যে চ মার্গ্যস্তোহথ
জানকীং ॥ ২৮ ॥ বনানি পর্কতান্ দ্বীপান্নদীনাং পুলি-
নানি চ। জানকীস্তে হপশ্চাস্তো মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ ॥
২৯ ॥ সম্প্রতিবচনাজ্ জাহ্নবা হনুমান্ কপিকুঞ্জরঃ।
শতযোজনবিস্তীর্ণং পুষ্পবে মকরালয়ং ॥ ৩০ ॥ অপশ্য-
জ্জানকীস্তত্র অশোকবনিকাহিতাং। তৎসিতাং
রাক্ষসীভিশ্চ রাবণেন চ রক্ষসা ॥ ৩১ ॥ ভব ভার্য্যোতি

শোকসস্তাপ করিয়া বৈদেহীর অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইলেন। পরে
তিনি জটায়ুর সংকার করিয়া জটায়ুর বাক্যানুসারে দক্ষিণ দিকে
গমন করিতে লাগিলেন। ২৪। অনন্তর তিনি সূগ্রীবের সহিত
সখা সংস্থাপনপূর্বক সূতীক সাযকদ্বারা সপ্ত তাল ভেদ করি-
লেন। ২৫। তিনি বালিকে বিনাশপূর্বক সূগ্রীবকে কিক্ষিধ্যায়
বানররাজ্যের অধীশ্বর করিয়া স্বয়ং ঋষ্যমুকপর্কতে অবস্থান
করিতে লাগিলেন। ২৬। এই সময়ে বানররাজ সূগ্রীব সীতাব
অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত পর্কতপ্রমাণ বানরদিগকে চতুর্দিকে
প্রেরণ করিলেন। ২৭। যে সমুদায় বানর পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম-
দিকে গমন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইল।
যে সমুদায় বানর দক্ষিণদিকে জানকীর অনুসন্ধান করিতেছিল,
তাহারা বন, পর্কত, দ্বীপ, নদী, পুলিন প্রভৃতি সমুদায় স্থান
তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল, কোন স্থানেও জানকীর সন্ধান পাইল
না। তখন তাহারা একান্ত নিরুপায় হইয়া নিজ নিজ জীবন
পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইল। ২৮—২৯। পরে সম্প্রতির বচনানু-
সারে জানকীর অনুসন্ধান হইলে বানরপ্রবীর হনুমান্ লক্ষ্যপ্রদান
পূর্বক শতযোজনবিস্তীর্ণ সমুদ্রপারে উপস্থিত হইলেন। ৩০।
তিনি লঙ্কার প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অশোকবনমধ্যে দেবী
সীতা, অবস্থান করিতেছেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ও রাক্ষসীরা
নিযত সীতাকে ভৎসনা করিয়া বলিতেছে যে, “ভার্য্যা হও,”

বদতা চিত্তয়ন্তীঞ্চ রাঘবং । অঙ্গুরীয়ং কপির্দত্ত্বা
সীতাং কৌশল্যমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥ রামস্ত তস্ত দূতোহহং
শোকং মা'কুরু মৈথিলি । স্বাভিজ্ঞানঞ্চ মে দেহি যেন
রামঃ স্মরিস্যতি ॥ ৩৩ ॥ তৎ শ্রুত্বা প্রদদৌ সীতা
বেণীরত্নং হনুমতে । যথা রামো নয়েচ্ছীত্বং তথা বাচ্যং
ত্বয়া গতে ॥ ৩৪ ॥ তথৈতু্যক্তা তু হনুমান্ বনং দিব্যং
বভঞ্জন হ । ইত্যাক্ষং রাক্ষসাংশ্চাত্মানু বন্ধনং স্বয়মগতঃ ॥
৩৫ ॥ সর্কৈরিন্দ্রজিতো বাণৈঃ দৃষ্টো রাবণমব্রবীৎ । রাম-
দূতোহস্মি হনুমান্ দেহি রামায় মৈথিলীং ॥ ৩৬ ॥ এত-
চ্ছ্রুত্বা প্রকুপিতো দীপয়ামাস পুচ্ছকং । কপির্জ্বলিত-
লাঙ্গুলো লঙ্কাং দেহে মহাবলঃ ॥ ৩৭ ॥ দৃষ্ট্বা লঙ্কাং সমা-
য়াতো রামপার্শ্বং স বানরঃ । জঙ্ঘা ফলং মধুবনে দৃষ্টো
সীতেত্যবেদয়ৎ ॥ ৩৮ ॥ বেণীরত্নঞ্চ রামায় রামো

পরন্তু সীতা তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া একমাত্র রামচন্দ্র-
কেই ধ্যান করিতেছেন । অনন্তর হনুমান অবকাশ পাইয়া
সীতাকে রামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক প্রদান পূর্বক কুশলবার্তা বিজ্ঞা-
পন করিলেন । ৩১—৩২ । পরে পুনর্বার কহিলেন, মৈথিলি !
আপনি শোকসন্তাপ করিবেন না, আমি রামচন্দ্রের দূত,
একগুণে আপনি এমন কোন অভিজ্ঞান প্রদান করুন, যাহা
দেখিয়া রামচন্দ্র চিনিতে পারেন । ৩৩ । দেবী সীতা এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া হনুমানের হস্তে বেণীরত্ন প্রদান করিলেন এবং
কহিলেন, রামচন্দ্র যাহাতে আমাকে শীঘ্র উদ্ধার করিয়া লইয়া
যান, তুমি গিয়া সেইরূপ বলিবে । ৩৪ । তখন হনুমান তথাস্ত
বলিয়া স্বীকার করিয়া দিব্য প্রমদাবন ভঞ্জন করিলেন । পরে
তিনি কুমার অক্ষ ও অশ্বাশ্ব রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া ইন্দ্র-
জিতের ব্রহ্মাজ্ঞে স্বয়ং বদ্ধ হইলেন । তিনি রাবণের নিকট নীত
হইয়া দৃষ্টিপাতপূর্বক কহিলেন, আমি রামচন্দ্রের দূত, আমার
নাম হনুমান্ । এইরূপে তুমি রামচন্দ্রের নিকট সীতাকে সমর্পণ
কর । ৩৫—৩৬ । রাক্ষসরাজ দশানন এই বাক্য শ্রবণে কুপিত
হইয়া তাহার লাঙ্গুলে অগ্নি প্রদান করিলেন । জ্বলিতলাঙ্গুল
মহাবল হনুমান সমুদায় লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন । ৩৭ ।
এইরূপে পবননাগ লঙ্কাদাহপূর্বক মধুবনে অমৃতফল ভঞ্জন
করিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন, আমি
সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছি । ৩৮ । পরে তিনি বেণীরত্ন প্রদান

লঙ্কাপুরীং যযৌ । সস্রগ্রীবঃ সহনুমান্ সাক্ষদাক্ষঃ স-
লক্ষণঃ ॥ ৩৯ ॥ বিভীষণোহপি সস্ত্রাশ্বঃ শরণং রাঘবং
প্রতি । লক্শ্মণার্থেব্যভাষিঞ্চদ্রামস্তং . রাবণানুজং ॥
৪০ ॥ রামো নলেম সেতুঞ্চ কুহ্মাকৌ চোত্ততার ত্বং ।
সুবেলাবস্থিতশ্চৈব পুরীং লঙ্কাং দদর্শ হ ॥ ৪১ ॥ অথ তে
বানরা বীরা নীলাঙ্গদনলাদয়ঃ । ধূম্রধূম্রাক্ষবীরেস্তা
জাম্ববৎপ্রমুখাস্তদা ॥ ৪২ ॥ মৈন্দ্রবিদমুখাস্তে পুরীং
লঙ্কাং বভঞ্জিরে । রাক্ষসাংশ্চ মহাকায়ান্ কালাঞ্জন-
চয়োপমানু ॥ ৪৩ ॥ রামঃ সলক্ষণো হত্বা সকপিঃ
সর্গরাক্ষসান্ । বিদ্রুজিহ্মঞ্চ ধূম্রাক্ষং দেবাস্তকনরা-
স্তকৌ ॥ ৪৪ ॥ মহোদরমহাপার্শ্বাবতিকারং মহাবলং ।
কুস্তং নিকুস্তং মত্তঞ্চ মকরাক্ষং হৃকম্পনং ॥ ৪৫ ॥
প্রহস্তং বীরমুত্তমং কুস্তকর্ণং মহাবলং ॥ ৪৬ ॥ রাবণিং
লক্ষণশিহ্না হস্তাত্তৈরাঘবো বলী । নিকৃত্য বাহু-
চক্রাণি রাবণস্ত ব্যপাতয়ৎ ॥ ৪৭ ॥ সীতাং শুদ্ধাং

করিলে রামচন্দ্র, লক্ষণ হনুমান ও স্রগ্রীবপ্রভৃতির সহিত লঙ্কা-
পুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন । ৩৯ । এই সময়ে রাবণানুজ
বিভীষণ রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন । রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ
তাহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । ৪০ । অনন্তর রাম-
চন্দ্র বানরবীর নলদ্বারা সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়া সমুদায় বানর-
সৈন্তের সহিত সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইলেন । তিনি সেই দিন সুবেল
পর্বতে অবস্থানপূর্বক লঙ্কাপুরী দর্শন করিলেন । ৪১ । পরদিন
বানরবীর নীল, অঙ্গদ, নল, ধূম্র, ধূম্রাক্ষ, জাম্ববান্, মৈন্দ্র,
দ্বিবিদপ্রভৃতি যুথপতিগণ, লঙ্কাপুরী পরিমর্দিত করিতে আরম্ভ
করিল । তাহারা কালাঞ্জনসদৃশ মহাকায় রাক্ষসগণকে বিনাশ
করিতে লাগিল । ৪২—৪৩ । মহাবীর রামচন্দ্র ও লক্ষণ বানর-
বীরগণের সহিত সমবেত হইয়া বিদ্রুজিহ্ম, ধূম্রাক্ষ, দেবাস্তক,
নরাস্তক; মহোদর, মহাপার্শ্ব, মহাবল অতিকার, কুস্ত, নিকুস্ত,
মত্ত, মকরাক্ষ, অকম্পন, মহাবীর প্রহস্ত, উত্তম, মহাবল কুস্ত-
কর্ণ ও অশ্বাশ্ব রাক্ষসগণকে বিনাশ করিলেন । ৪৪—৪৫ । অন-
ন্তর লক্ষণ, ইন্দ্রজিতকে সংহার করিলেন । রঘুবাংশাবতংস মহা-
বল রামচন্দ্র রাবণের বাহুসমূহ ছেদনপূর্বক তাহাকে সংগ্রাম
ভূমিতে বিনিপাতিত করিলেন । ৪৭ । পরে অগ্নিদ্বারা সীতা

গৃহীত্বাথ বিমানে পুষ্পকে স্থিতঃ। সর্বানরঃ সমা-
 যাতো। হবোধ্যাং প্রবরাং পুরীং ॥ ৪৮ ॥ তত্র রাজ্যং
 চকারাথ পুত্রবং পালয়ন্ প্রজাঃ। দশাশ্বমেধানাহিত্য
 গয়াশিরসি পাতনং ॥ ৪৯ ॥ পিণ্ডানাং বিধিবং কুত্ৰা
 দত্বা দানানি রাবণঃ। পুত্রো কুশলবো সৃষ্টা তৌ চ
 রাজ্যেভ্যষেচয়ং ॥ ৫০ ॥ একাদশসহস্রাণি রামো-
 রাজ্যমকারয়ং। শক্রস্মৈ লবণং হস্তা শৈলম্ভং ভরতঃ
 স্থিতঃ ॥ ৫১ ॥ অগস্ত্যাদীনু মুনীম্ভাঃ ক্রোভ্যেৎপত্তিক
 রক্ষণাং। স্বর্গং গতৌ জটৈঃ সার্কমযোধ্যাশ্চৈঃ কুতা-
 র্থকঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে রামায়ণবর্ণনং নাম

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

অক্কাবাচ ॥ ১ ॥ হরিবংশং প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণমাহাত্ম্য-
 মুত্তমং। বসুদেবাতু দেবক্যাং বাসুদেবো বলোভ-
 পরীক্ষিত হইলে, বামচন্দ্র তাঁহাকে লইয়া বানরগণের সহিত
 পুষ্পকবিমানে, আবোধ্যপূর্বক অযোধ্যাপুরীতে প্রত্যাগমন
 করিলেন। ৪৮। তিনি রাজনিংহাসনে উপবেশনপূর্বক প্রজা-
 গণকে স্তুতিনির্বিশেষ পালন করিতে লাগিলেন। তিনি দশটা
 অশ্বমেধ বজ্রের অনুষ্ঠান করিয়া গয়াক্ষেত্রে গয়াসুরমন্তকে
 যথাবিধানে গিণ্ডপ্রদানপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে ভূরিপ্রমাণে ধন
 প্রদান করিলেন। তিনি কুশ ও লবনামক পুত্রদ্বয় উৎপাদন
 পূর্বক তাহাদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ৪৯—৫০।
 পরন্তু তিনি একাদশসহস্র বৎসর রাজ্যাশাসন করিয়াছিলেন।
 তাঁহার রাজত্বকালে শত্রুর লবণনামক দৈত্য বিনাশ করেন।
 এই সময়ে ভরতনামক কোন নাট্যাচার্য্য নাটকের অভিনয়
 করিয়াছিলেন। ৫১। অনন্তর রামচন্দ্র অগস্ত্যপ্রভৃতি মুনিগণকে
 প্রমাণপূর্বক তাহাদিগের নিকট ব্যুৎসর্গের উৎপত্তিবিবরণ
 শ্রবণ করিলেন। এতরূপে তিনি দেবকার্য্য সমাধানপূর্বক
 অযোধ্যাবাসী জনগণের সহিত স্বর্গে আরুঢ় হইলেন। ৫২।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ঃ।

কহিলেন, এতকণে হরিবংশ কীর্ত্তন করিতেছি। ইহাতে
 কৃষ্ণমাহাত্ম্য উত্তমরূপে প্রকাশিত আছে। বসুদেবের ওরসে

বৎ ॥ ২ ॥ ধর্ম্মাদিরক্ষণার্থায় অধর্ম্মাদিবিনষ্টয়ে।
 কৃষ্ণঃ পৌত্ৰা স্তনৌ গাঢ়ং পুতনামনয়ং ক্ষয়ং ॥ ৩ ॥
 শকটঃ পরিরতোথ ভগ্নৌ চ জমলাজ্জুনৌ। দমিতঃ
 কালিয়ো নাগো ধেনুকো বিনিপাতিতঃ ॥ ৪ ॥ ধৃতো
 গোবর্দ্ধনঃ শৈল ইন্দ্রেন পরিপূজিতঃ। ভারাবতরণং
 চক্রে প্রতিজ্ঞাং কৃতবানু হরিঃ ॥ ৫ ॥ রক্ষণার্কজুনা-
 দেশে অরিষ্টাদির্নিপাতিতঃ। কেশী বিনিহতো দৈত্যো-
 গোপাত্মাঃ পরিতোষিতাঃ ॥ ৬ ॥ চানুরো মুষ্টিকো-
 মল্লং কংসোমঞ্চান্নিপাতিতঃ। রুক্মিণীসত্যভামাজ্জাঃ
 অষ্টৌ পত্ন্যোহরেঃ পরাঃ ॥ ৭ ॥ ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি
 অম্বাত্মানু মহাত্মনঃ। তানাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাজ্জাঃ
 শতশোথ সহস্রশঃ ॥ ৮ ॥ রুক্মিণ্যাঞ্চৈব প্রত্নাস্মৈ
 স্রবদীং শব্দরঞ্চ যঃ। তস্মা পুত্রোনিরুদ্ধোহভূতুবা-
 বাণসুতাপতিঃ ॥ ৯ ॥ হরিশঙ্করয়োর্মত্র মহাযুদ্ধং বভূ-
 দেবকীর গর্ভে বাসুদেব কৃষ্ণ ও বলদেবের জন্ম হইয়াছিল। ১-২।
 ভ্রমণে অধর্ম্মনিরাসপূর্বক ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্তই ইহার।
 অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ গাঢ়রূপে স্তনপানপূর্বক পুতনাকে
 যমসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৩। মহাবল কৃষ্ণ শকট পরি-
 বর্ত্তিত ও যমলাজ্জুন ভঙ্গ করিয়া কালীরনামক নাগকে দমন
 করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে ধেনুকনামক দৈত্য নিহত হইয়া-
 ছিল। ৪। এক সময়ে তিনি গোবর্দ্ধনপর্বত ধারণপূর্বক দেব-
 রাজকর্ত্তৃক পরিপূজিত হইয়াছিলেন। তিনি অবতীর্ণ হইয়া
 ভূভারহরণ করেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্জুনপ্রভৃতি পঞ্চ
 ভ্রাতাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তে অরিষ্টপ্রভৃতি
 দৈত্যগণ নিহত হইয়াছিল। তিনি কেশিনামক দৈত্যকে
 বিনাশ করিয়া গোপগোপীদিগকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। ৫-৬।
 তিনি চানুর, মুষ্টিক ও মল্লকে বিনাশ করিয়া কংসকেও মঞ্চহস্তে
 বিনিপাতিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রুক্মিণী, সত্যভামাপ্রভৃতি
 আটটি প্রধান মহিষী ছিল। ৭। তদ্ব্যতীত সেই মহাত্মা কৃষ্ণের
 ষোড়শসহস্র ভাগ্যী ছিল। এই সমুদায় ভাগ্যাদিগের গর্ভে
 শতসহস্র পুত্রপৌত্রপ্রভৃতি জন্মপরিগ্রহ করে। ৮। তদ্ব্যতীত
 রুক্মিণীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিয়া শব্দরনামক দৈত্যকে বিনাশ
 করিয়াছিলেন। প্রত্নাস্মৈ পুত্রের নাম অনিরুদ্ধ, বাণভনয়া
 উবা তাঁহার ভাগ্যী হইয়াছিল। ৯। এই উবাধরণের সময় কৃষ্ণ

বহ। বাণবাহুসহস্রঞ্চ ছিন্নং বাহুদ্বয়ো হুভুং ॥ ১০ ॥
নরকো নিহতো যেন পারিজাতং জহার যঃ । বলশ্চ
শিশুপালশ্চ হতশ্চ দ্বিবিদঃ কপিঃ ॥ ১১ ॥ অনিরুদ্ধা-
দভুদ্বজ্জগৎ চ রাজা গতে হরৌ । সান্দীপনিং গুরু-
ঞ্চক্রে নপুত্রং যাদবাদিপং । মথুরায়াঞ্চোগ্রসেনং
পালকঞ্চ দিবৌকনাং ॥ ১২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে হরিবংশবর্ণনং নাম

চতুস্তরারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ ভারতং সংপ্রবক্ষ্যামি ভারাব-
তরণং ভুবঃ । চক্রে কৃষ্ণানুধ্যমানঃ পাণ্ডবাদিনিমি-
ততঃ ॥ ২ ॥ বিষ্ণুনাভ্যজ্ঞতো ব্রহ্মা ব্রহ্মপুত্রোহত্রি-
ত্রিতঃ । নোমস্ততো বুধস্তস্মাদুর্ধ্বশ্চাঞ্চ পুরুষবাঃ ॥ ৩ ॥
তস্তায়ুস্তত্র বংশেইভুদ্ব্যবাতিভরতঃ কুরুঃ । শান্তনুস্তস্ত

ও শঙ্করের তুমুল বৃদ্ধ হইয়াছিল । কৃষ্ণ বাণরাজার সহস্র বাহুর
নব্যে বাহুদ্বয়োত্র রাখিয়া আর সমুদ্রার ছেদন করিয়া দিয়া-
ছিলেন । ১০ । এই কৃষ্ণ এক সময় নরকাত্মর বধ এক সময়
পারিজাত হরণ করেন । ইনি বল, শিশুপাল ও দ্বিবিদনামক
বানরকে বিনাশ করিয়াছিলেন । ১১ । অনিরুদ্ধের পুত্রের নাম
বজ্র, কৃষ্ণ যখন স্বগারোহ করেন, তখন এই বজ্রই মথুরায় রাজা
হইয়াছিলেন । যজ্ঞবংশাবতঃ কৃষ্ণ সান্দীপাননামক গুরুকে
তাঁহার মৃতপুত্র আনিয়া দিয়াছিলেন । তিনি মথুরাতে
উগ্রসেনকে রাজা করিয়া দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন । ১২ ।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন, এইরূপে মহাভারত বলিতেছি, শ্রবণ কর ।
ভগবান্ কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া
ভীমারহরণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা ভারতনামে বিখ্যাত
হইয়াছে । ১—২ । বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি
হইয়াছিল । ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চক্রে, চক্রে পুত্র
বুধ । এই বংশে পুত্রবাহর ঔরসে উর্ধ্বশীর গর্ভে আয়ুর জন্ম

বংশেইভুদ্ব গঙ্গায়াং শান্তনোঃ সূতঃ ॥ ৪ ॥ ভীষ্মঃ সর্ক-
শুণৈর্যুক্তো ব্রহ্মবৈবর্তপারগঃ ॥ ৫ ॥ শান্তনোঃ সত্য-
বত্যাঞ্চ বৌ পুত্রৌ সংবভূবতুঃ । চিত্রাঙ্গদন্ত গন্ধর্কঃ ॥
পুত্রং চিত্রাঙ্গদোহবধীং ॥ ৬ ॥ অস্ত্রো বিচিত্রবীৰ্য্যোহুভুং
কাশীরাজসুতপতিঃ । বিচিত্রবীৰ্য্যো স্বর্ষাতে ব্যাসা-
ভুংক্ষেত্রতোহভবৎ ॥ ৭ ॥ ধৃতরাষ্ট্রোহশ্বিকাপুত্রঃ পাণ্ডু-
রশ্বালিকাসুতঃ । ভুজিষ্ঠায়াস্ত বিদুরো গান্ধার্যাং
ধৃতরাষ্ট্রতঃ ॥ ৮ ॥ দুর্যোধনঃ প্রধানান্ত শতসংখ্যা
মহাবলাঃ । পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাঞ্চ মাদ্র্যাঞ্চ পঞ্চপুত্রাঃ
প্রজজিরে ॥ ৯ ॥ যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনো হর্জুনো নকুল-
সুখা । সহদেবশ্চ পঞ্চৈতে মহাবলপরাক্রমাঃ ॥ ১০ ॥
কুরুপাণ্ডবয়োর্মৈরং দৈবযোগাদ্ভুবহ । দুর্যোধনে-
নাধীর্ষেণ পাণ্ডবাঃ নমুপক্রতাঃ ॥ ১১ ॥ দক্ষা জতুগৃহে
দীরাস্তে মুক্তা স্বপিয়ামলাঃ । ততস্তদেকচক্রায়াং

হইয়াছিল, আয়ুর বংশে ববতি, ভরত, কুরু ও শান্তনুর জন্ম
হয় । ব্রহ্মবিজ্ঞানপারদর্শী সর্বগুণসম্পন্ন ভীষ্ম শান্তনুর ঔরসে
গঙ্গার গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করেন । ৩—৫ । এই শান্তনুর ঔরসে
সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীৰ্য্যনামে দুইটা পুত্র উৎপন্ন
হইয়াছিল । চিত্রাঙ্গদনামক এক গন্ধর্ব্ব চিত্রাঙ্গদনামক পুত্রকে
সংগ্রামে বিনাশ করে । ৬ । বিচিত্রবীৰ্য্যনামক দ্বিতীয় পুত্র
কাশীরাজতনয়া অশ্বিকা ও অশ্বালিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ।
বিচিত্রবীৰ্য্য স্বগারোহণ করিলে মহর্ষি বেদব্যাস হইতে তাঁহার
ক্ষেত্রে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । ৭ । অশ্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের,
অশ্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর এবং ভুজিষ্ঠার গর্ভে বিদুরের জন্ম
হইয়াছিল । ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে গান্ধারীর গর্ভে দুর্যোধনপ্রভৃতি
মহাবল পরাক্রম শতপুত্র জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন । পাণ্ডুর
ক্ষেত্রের কুন্তীর গর্ভে ও মাদ্রীর গর্ভে পঞ্চপুত্র উৎপন্ন হয় । ৮—৯ ।
এই পঞ্চপুত্রের নাম যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহ-
দেব । ইহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন । ১০ । দৈব-
যোগনিবন্ধন, কুরুপাণ্ডবদিগের পরস্পর শত্রুতা জন্মিয়াছিল ।
অব্যবহিতচিত্ত দুর্যোধন পাণ্ডবগণের প্রতি অত্যাচার করিতে
আরম্ভ করিল । ১১ । দুর্যোধন নির্দোষ মহাবীর পাণ্ডবগণকে
জতুগৃহে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার নিজে

ব্রাহ্মণস্ত নিবেশনে ॥ ১২ ॥ বিপ্রবেশা মহাত্মানো
নিহত্য বকরাক্ষণং ॥ ১৩ ॥ ততঃ পাঞ্চালবিষয়ে দ্রৌপ-
ত্যুস্তে স্বয়ম্বরং । বিজ্ঞায় বীর্যশুদ্ধান্তাং পাণ্ডবা উপ-
যেম্বিরে ॥ ১৪ ॥ দ্রোণভীষ্মানুমত্যা তু ধৃতরাষ্ট্রঃ সমা-
নয়ং । অন্ধরাজ্যং ততঃ প্রাপ্তা ইন্দ্রপ্রস্থে পুরোত্তমে ॥
১৫ ॥ রাজসূয়স্ততশ্চকুঃ সভাং কুত্বা যতব্রতাঃ ।
অজ্ঞানো দ্বারবত্যাস্ত স্তভদ্রাং প্রাপ্তবান্ প্রিয়াং ।
বাসুদেবস্ত ভগিনীং মিত্রং দেবকীনন্দনং ॥ ১৬ ॥ নন্দি-
ঘোষণং রথং দিব্যমগ্নেধনুন্নুতমং । গাণ্ডীবং নাম
তদ্বিব্যং ত্রিণু লোকেবু বিশ্রুতং । অক্ষয়ান্ সায়কাং-
শ্চৈব তথাভেদাৎ দংশনং ॥ ১৭ ॥ স তেন ধনুষা
বাবঃ পাণ্ডবো জ্ঞাতবেদসং । কৃষ্ণদ্বিতীয়ো বীভৎ-
স্তবতর্পরত বীর্যবান্ ॥ ১৮ ॥ নৃপান্ দিগ্বিজয়ে জিহ্বা
ব্রতান্তাদায় বৈ দদৌ । যুধিষ্ঠিরায় মহতে ভাত্রে নীতি-

বিদে মুদা ॥ ১৯ ॥ যুধিষ্ঠিরোহপি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ
পরিবারিতঃ । জিতো দুর্য্যোধনেনৈব মায়াদ্যুভেন
পাপিনা ॥ ২০ ॥ কর্ণদুঃশাসনমতে স্থিতেন শকুনের্ম্মতে ।
অথ দ্বাদশ বর্ষাণি বনে তেপুর্ম্মহন্তপঃ ॥ ২১ ॥ সর্ধৈর্ম্যা
দ্রৌপদীষষ্ঠা মুনিব্রন্দাভিনয়তাঃ । যযুর্দ্রিরাটনগরং
গুপ্তরূপেণ সংশ্রিতাঃ ॥ ২২ ॥ ধর্ম্মমেকং মহাপ্রজ্ঞা
গোব্রহ্মাদিমপালয়ন্ । ততো জ্ঞাত্বা স্বকং রাষ্ট্রং
প্রার্থয়ামাসুরাদতাঃ ॥ ২৩ ॥ পঞ্চগ্রামানন্ধরাজ্যং বীরা
দুর্য্যোধনং নৃপং । নাস্তবন্তঃ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধঞ্চকু-
র্নলাশ্রিতাঃ ॥ ২৪ ॥ অক্ণোহিণীভিদিব্যভিঃ সপ্তভিঃ
পরিবারিতাঃ । একাদশভিরুদযুক্তা যুক্তা দুর্য্যোধনা-
দয়ঃ ॥ ২৫ ॥ আনৌদযুদ্ধং দুর্গমার্গং দেবাসুররণো-
পমং । ভীষ্মঃ সেনাপতিরভূদাদৌ দৌর্য্যোধনে বলে ॥
২৬ ॥ পাণ্ডবানাং শিখণ্ডী চ তয়োযুদ্ধং বভূবহ ।

বুদ্ধিবলে তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন । তাঁহারা একচক্রা
নগরীতে ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক কোন ব্রাহ্মণের গৃহে বাস
কবিত্তে লাগিলেন । এই সময় তাঁহারা বকনামক রাক্ষসকে
বিনাশ করেন । ১২—১৩ । অনন্তর তাঁহারা শুনিলেন যে,
পাঞ্চালনগরে দীর্ঘাঙ্ক দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর হইবে, তখন তাঁহারা
সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্যভেদপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে বিবাহ
কবিলেন । ১৪ । এদিকে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও দ্রোণের অনুনতিক্রমে
তাঁহাদিগকে লইয়া গিয়া অন্ধরাজ্য প্রদান করিলেন । তাঁহারা
ইন্দ্রপ্রস্থনামক নগরীতে অবস্থিতি করিয়া রাজ্যশাসন করিতে
লাগিলেন । ১৫ । তাঁহারা সভা নিৰ্ম্মাণ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনু-
ষ্ঠান করিলেন । মহাবীর অর্জুন দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক বাসুদেব
কৃষ্ণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাঁহার ভগিনী প্রিয়তমা
স্তভদ্রাকে প্রাপ্ত হইলেন । ১৬ । তিনি হতাশনের নিকট নন্দি-
ঘোষনামক দিব্য রথ, গাণ্ডীবনামক ত্রিলোকবিখ্যাত দিব্য শরা-
সন, অক্ষয়সায়ক ও অভেদ্য কবচ প্রাপ্ত হইলেন । ১৭ । মহাবীর
পাণ্ডুনন্দন অর্জুন, কৃষ্ণের সহিত সমবেত হইয়া সেই দিব্য শরা-
সনদ্বারাই অগ্নির তৃপ্তিনুপাদন করিয়াছিলেন । তিনি দিগ্বি-
জয়ে সমস্ত রাজ্যগণকে পরাজয়পূর্ব্বক বহু রত্ন আহরণ করিয়া
পরমশ্রীতহরণে ঐষ্ট ভ্রাতা নীতিশাস্ত্রবিশারদ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান

করিলেন । ১৮—১৯ । ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতৃগণে পরিবারিত
হইয়া পাপাত্মা দুর্য্যোধনকর্তৃক ছলদ্বায়ে পরাজিত হইলেন । ২০ ।
কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিই দুর্য্যোধনকে এই কুপরামর্শ দিয়াছিল ।
স্বহাত্মা পাণ্ডবগণ দ্বাদশবৎসরপর্য্যন্ত বনে কঠোর তপস্যা করেন ।
পরে সেই পঞ্চভ্রাতা পুরোহিত পৌমাকে ও দ্রৌপদাকে সমভি-
বাহারে লইয়া বিরাটনগরের গমনপূর্ব্বক গূঢ়ভাবে অবস্থান
করিতে লাগিলেন । ২১—২২ । মহাপ্রজ্ঞ পাণ্ডবগণ এইরূপে এক
বৎসরকাল থাকিয়া গোব্রহ্মপ্রভৃতিপালন করিয়াছিলেন । পরে
তাঁহারা অজ্ঞাতবাসের সময় অতীত হইয়াছে, জানিয়া বিনয়-
সহকারে দুর্য্যোধনের নিকট নিজরাজ্য প্রার্থনা করিলেন । ২৩ ।
মহাবীর পাণ্ডবগণ মহারাজ দুর্য্যোধনের নিকট বথন অন্ধরাজ্য
অথবা পঞ্চগ্রামও প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তাঁহারা সৈন্তসামন্ত
সংগ্রহপূর্ব্বক কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ২৪ । পাণ্ডব-
গণের পক্ষে সপ্ত অক্ণোহিণী সৈন্ত সংগ্রহীত হইয়াছিল । একাদশ
অক্ণোহিণী সৈন্ত দুর্য্যোধনের বপক্ষ হইয়া যুদ্ধোদ্যোগ করে । ২৫ ।
অনন্তর দেবাসুর-সংগ্রামের তায় মহা সংগ্রাম আরম্ভ হইল ।
অসংখ্য মৃতশরীর নিপতিত হওয়াতে পথনয়ন ও দুর্গম হইয়া
পড়িল দুর্য্যোধন-সেনাসমূহকে । ভীষ্মই সেনাপতি হইয়া-
ছিলেন । ২৬ । শিখণ্ডী পাণ্ডবদিগের সেনাপতি হইলেন । দশ-

শস্ত্রাশস্ত্রি মহাঘোরং দশরাত্রং শরাশরি ॥ ২৭ ॥
 শিখণ্ডার্জুনবাণৈশ্চ ভীষ্মঃ শরশতৈর্যুতঃ । উত্তরা-
 য়ণমীক্ষ্যাস্থ ধ্যাত্বা দেবং গদাধরং ॥ ২৮ ॥ উক্তা
 ধর্মান্ বহুবিধাঃস্তপস্বিতা পিতৃনু বহুনা । আনন্দে তু
 পদে লীনো বিমলে মুক্তকিঞ্চিযে ॥ ২৯ ॥ ততো
 দ্রোণো যযৌ যোদ্ধুং ধৃষ্টদ্যুম্নেন বীর্যবান্ । দিনানি
 পঞ্চ তদ্যুদ্ধমানীং পরমদারুণং ॥ ৩০ ॥ যত্র তে পৃথিবী-
 পালা হতাঃ পার্বতসাগরে । শোকসাগরমাগাত্ত
 দ্রোণোহপি স্বর্গমাপ্তবান্ ॥ ৩১ ॥ ততঃ কর্ণো যযৌ
 যোদ্ধুমর্জুনেন মহাত্মনা । দিনদ্বয়ং মহাযুদ্ধং কৃত্বা
 পার্থাস্তসাগরে । নিমগ্নঃ সূর্যালোকস্ত ততঃ প্রাপ
 স বীর্যবান্ ॥ ৩২ ॥ ততঃ শল্যো যযৌ যোদ্ধুং ধর্ম-
 রাজেন ধীমতা । দিনার্দ্ধেন হতঃ শল্যো বাণৈর্জ্বলন-
 সন্নিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥ দুর্ঘোষানোহথ বেগেন গদামাদায়

বীর্যবান্ । অভ্যধাবত বৈ ভীমং কালাস্তক যমোপমঃ ॥
 ৩৪ ॥ অথ ভীমেন বীরেণ গদয়া বিনিপাতিতঃ ।
 অশ্বখামা গতো দ্রোণিঃ স্তম্ভসৈন্তং ততো নিশি ॥ ৩৫ ॥
 জঘান বাহুবীর্যেণ পিতুর্কধমনুস্মরন্ । ধৃষ্টদ্যুম্নং জঘা-
 নাথ দ্রোপদেয়াংশ্চ বীর্যবান্ ॥ ৩৬ ॥ দ্রোপতাং রোদ-
 মানায়ামশ্বখাম্নঃ শিরোমণিং । ঐষিকাস্ত্রেণ তং জিত্বা
 জগ্ৰাহার্জুন উত্তমং ॥ ৩৭ ॥ যুধিষ্ঠিরং সমাশ্বাস্ত স্ত্রীজনং
 শোকসংকুলং । স্তাত্তা স্তপ্য দেবাংশ্চ পিতৃন্থ পিতা-
 মহান্ ॥ ৩৮ ॥ আশ্বাসিতোহথ ভীমেন রাজ্যক্ষেবা-
 করোমহং । বিষ্ণুমীজেহশ্বমেধেন বিধিবদ্ধক্ষিণাবতা ॥
 ৩৯ ॥ রাজ্যে পরীক্ষিতঃ স্থাপ্য যাদবানাং বিনাশনং ।
 কৃত্বা তু মৌষলে রাজা জগুঃ নামসহস্রকং । বিষ্ণোঃ
 স্বর্গং জগামাথ ভীমাতৈর্ভাতৃভিযুতৈঃ ॥ ৪০ ॥ বাসু-
 দেবঃ পুনর্কুঙ্কঃ স মোহায় সুরদ্বিষাং । দেবাদীনাং
 রক্ষণায় অধর্মহরণায় চ ॥ ৪১ ॥ দুষ্টানাঞ্চ বধার্থায়

স্রাজিপৰ্য্যন্ত শস্ত্রাশস্ত্রি, শরাশরি, মহাঘোর যুদ্ধ হইল ॥ ২৭ ॥ অনন্তর
 শিখণ্ডী ও অর্জুনের শরসমুদ্বারা ভীষ্মের শরীর পরিব্যাপ্ত হওয়াতে
 তিনি সংগ্রামভূমিতে শরশয্যায় শয়ন করিলেন । অনন্তর তিনি
 বহুবিধ ধর্মোপদেশ দিয়া যখন দেখিলেন যে, উত্তরায়ণ হইয়াছে,
 তখন পিতৃলোকের তর্পণপূর্বক দেব গদাধরের ধ্যান করিয়া
 পাংপস্পর্শ-পরিশূভ্র আনন্দময় পরমপদে লীন হইলেন ॥ ২৮—২৯ ॥
 অনন্তর মহাবীৰ্য আচার্য্য দ্রোণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রাম
 করিতে গমন করিলেন । পাঁচদিনপর্য্যন্ত পরম দারুণ, লোম-
 হর্ষণ যুদ্ধ হইল । ৩০ ॥ এই সংগ্রামে অসংখ্য রাজগণ সংগ্রাম-
 ভূমিতে শয়ন করিয়াছিল । আচার্য্য দ্রোণ ও ছঃসহ পুত্রশোক
 প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন । ৩১ ॥ অনন্তর কর্ণ, মহাত্মা
 অর্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন ।
 তিনি বীর্য্যবলে দুইদিনপর্য্যন্ত মহাযুদ্ধ করিয়া অর্জুনের অস্ত্র-
 সাগরে নিমগ্ন হইয়া সূর্যালোক প্রাপ্ত হইলেন । ৩২ ॥ অনন্তর
 শল্য, ধীমান্ ধর্মরাজের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করি-
 লেন । তিনি নীলিন্দ্রিমাত্র সংগ্রাম করিয়া ধর্মরাজের জ্বলন-
 সদৃশ শরনিকরদ্বারা নিহত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর কালাস্তক
 যমসদৃশ মহাবীর দুর্ঘোষান গদাগ্রহণপূর্বক মহাবীর ভীমসেনের

প্রতি ধাবমান হইল ॥ ৩৪ ॥ মহাবীর ভীমসেন গদাঘাতে
 তাহাকে সংগ্রামশায়ী করিলেন । অনন্তর দ্রোণভনয় মহাবীর
 অশ্বখামা মৌপ্তিকবধের উদ্দেশে নিশাকালে নিদ্রিত পাণ্ডবসৈন্ত
 আক্রমণ করিলেন । ৩৫ ॥ তিনি পিতৃবধ অরণ্যপূর্বক নিজ ভুজ-
 বীর্য্যবলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে ও দ্রোপদীর তনয়গণকে বিনাশ করি-
 লেন । ৩৬ ॥ অনন্তর দ্রোপদী রোদনে প্রবৃত্ত হইলে মহাবীর
 অর্জুন ঐষিক অস্ত্রদ্বারা অশ্বখামাকে পরাজয়পূর্বক তাঁহার
 শিরোরত্ন হরণ করিলেন । তিনি যুধিষ্ঠির এবং শৌকসমাকুল
 রাজমহিষীগণকে সমাশ্বাসিত করিয়া স্নানপূর্বক পিতৃপিতামহ
 ও দেবগণের তর্পণ করিলেন । ৩৭—৩৮ ॥ অনন্তর ভীষ্ম আশ্বাস-
 প্রদান করিলে তিনি সাত্রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি
 যথাবিধি দক্ষিণাপ্রদানসহকারে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্বক
 যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করিয়াছিলেন । ৩৯ ॥ পরে তিনি
 যখন শুনিলেন যে, সূর্যল হইতে যজ্ঞকুল ধ্বংস হইয়াছে, তখন
 তিনি পরীক্ষিৎকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । পরে তিনি
 ভীমপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া বিষ্ণুর সহস্রনাম
 জপপূর্বক স্বর্গে গমন করিলেন । ৪০ ॥ অনন্তর বাসুদেব, অশ্বর-
 গণের সংহাদের নিমিত্ত দেবগণের ঈক্ষার নিমিত্ত অধর্ম-
 নিবারণকরণের নিমিত্ত বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । ৪১ ॥

অবতারং কৰোতি চ। যথা ধনন্তরিক্ষিংশে জাতঃ
ক্ষীরোদমস্থনে ॥ ৪২ ॥ দেবাদীনাং জীবনায় আয়ুর্ক্বেদ-
মুবাচ হ। বিশ্বামিত্রসুতায়ৈব সূক্তায় মহাত্মনে।
ভারতাংশ্চাবতারাংশ্চ শ্রুত্বা স্বর্গং ব্রজেধরঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি গরুড়ে মহাপুরাণে ভারতবর্ণনং নাম পঞ্চ-
চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ধনন্তরিক্ষবাচ ॥ ১ ॥ সর্বরোগনিদানঞ্চ বক্ষ্যে
শুভ্রত তত্বতঃ। আত্রেয়াদৈশ্বর্ষ্যনিবরৈর্যথা পূর্নমুদী-
রিতং ॥ ২ ॥ রোগঃ পাপা অরো ব্যাদির্দিকারো দুষ্ট-
মাময়ঃ। যক্ষা তরুগদাবাধাঃ শক্কাঃ পর্যায়বাচিনঃ ॥
৩ ॥ নিদানং পূর্নরূপাণি রূপান্যুপশয়ন্তথা। সং-
প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং পঞ্চধা স্মৃতং ॥ ৪ ॥
নিমিত্ত-হেতুয়তন-প্রত্যয়োথান-কারণৈঃ। নিদানমাত্তঃ
পর্যায়ৈঃ প্রাপ্তপং যেন লক্ষ্যতে ॥ ৫ ॥ উৎপিস্মরাময়ো

তিনি দুষ্টদমনের নিমিত্ত সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।
তিনি বিংশমন্মথনে ক্ষীরোদমথনের সময় ধনন্তরিক্ষরূপে অবতীর্ণ
হইয়া দেবগণের ও দ্ব্যধিকবর্গের জীবনরক্ষার নিমিত্ত বিশ্বা-
মিত্র তনয় মহাত্মা সূক্ততের নিকট আয়ুর্ক্বেদ কীর্তন করিয়া-
ছিলেন। এই ভাবত ও বিষ্ণুর অবতার শ্রবণ করিলে মানব-
গণ স্বর্গে গমন করিতে পারে। ৪২—৪৩।

ষট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

ধনন্তরি কহিলেন, সূক্তত! এইরূপে সর্বরোগ নিদান
যথাযথরূপে বলিতেছি। পূর্বে আত্রেয়প্রভৃতি মুনিগণ এই
বিষয় কীর্তন করিয়াছিলেন। ১—২। রোগ, পাপা, অর,
ব্যাধি, বিকার, হই, আময়, যক্ষা, আতরু, গদ, আবাবা এই
সমুদায় শব্দই রোগবাচক। ৩। নিদান, পূর্নরূপ, রূপ, উপশয়,
সম্প্রাপ্তি রোগবিজ্ঞান এই পাঁচপ্রকার। নিমিত্ত, হেতু, আয়-
তন, সূত্রায়, উত্থান ও কারণ এই সমুদায় শব্দ নিদানবাচক।
বাহাধারা রোগের পূর্নলক্ষণ জানাবার, তাহার নাম নিদান ৩৫।

দোষবিশেষেণানদিষ্ঠিতঃ। লিঙ্গমব্যক্তমল্লভাষ্যাদীনাং
তদ্ব্যখ্যায়ং ॥ ৬ ॥ তদেব ব্যক্ততাং জাতং রূপ-
মিত্যভিধীয়তে। সংস্থানং ব্যঞ্জনং লিঙ্গং লক্ষণ-
চিহ্নমাকৃতিঃ ॥ ৭ ॥ হেতুব্যাধিবিপর্যাস্ত-বিপর্যাস্তার্থ-
কারিণাং। ঔষধান্নবিহারাগামুপযোগং সুখাবহং ॥
৮ ॥ বিজ্ঞানুপশয়ং ব্যাধেঃ স হি সাংজ্ঞামিতি স্মৃতং।
বিপরীতোহনুপশয়ো ব্যাধ্যাসাত্ত্বৈতিসংজ্ঞিতঃ ॥ ৯ ॥
যথা দুষ্টেন দোষেণ যথা চানুবিষপত। নিরন্তিরাম-
য়ন্তাসৌ সম্প্রাপ্তির্থাতিরাগতিঃ ॥ ১০ ॥ সংখ্যা-বিকল্প-
প্রাধান্তবলকালবিশেষতঃ। সা ভিজ্ঞতে যথাত্রৈব
বক্ষ্যন্তেহষ্টৌ অরা ইতি ॥ ১১ ॥ দোষাণাং সমবেতানাং
বিকল্পোৎপাদকশকলনা। স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যাত্মাং ব্যাধেঃ
প্রাধান্তমাদিশেৎ ॥ ১২ ॥ হেত্বাদিকাৎ স্নাবয়বৈকল্যাবল-

য়েন্তলে রোগ উৎপন্ন হইবে, এইরূপ নিশ্চয় হইয়াছে, কিন্তু
বাতাদি কোন দোষ বিশেষরূপে প্রকাশ পায় নাই, কেবল
অল্পমাত্র রোগের যথাযথ লিঙ্গ অব্যক্তরূপে লক্ষিত হইতেছে,
তাহাকে, পূর্নরূপ বলে। ৬। এই পূর্নরূপ যদি ব্যক্ত হইয়া
উঠে, তবে তাহাকে রূপ বলা যায়। সংস্থান, ব্যঞ্জন, লিঙ্গ-
লক্ষণ, চিহ্ন, আকৃতি, এই সমুদায় শব্দ রূপবাচক। ৭। হেতু-
বিপরীত, ব্যাধিবিপরীত, হেতু ও ব্যাধি উভয়ের বিপরীত এবং
হেতুর সমান, ধর্মী হইয়া হেতুর বিপরীত কার্যকারী, ব্যাধির সমান
ধর্মী হইয়া ব্যাধির বিপরীত কার্যকারী, হেতু ও ব্যাধি উভয়ের
সমানধর্মী হইয়া হেতু ও ব্যাধি উভয়ের বিপরীত কার্যকারী
ও ঔষধ, অন্ন ও আচরণদ্বারা রোগের সমাক্রম শান্তির নাম
উপশয়। ইহার অপর নাম সন্ধ্যা, ঐ সকল ঔষধ ও অন্নাদির
বিপরীত কার্যকে অনুপশয় বলে। ইহার অপর নাম ব্যাধি
ও অসাম্য। ৮—৯। প্রাকৃত বা বৈকৃত দোষ সহকারে বায়ু,
পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া উঠে, অধঃ কিম্বা তিথ্যক্ গতিদ্বারা রোগ
উৎপাদনের নাম সম্প্রাপ্তি। ইহার অপর নাম জাতি ও
আগতি। ১০। উক্ত সম্প্রাপ্তি সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্ত, বল,
কালবিশেষে ভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন বাতাদিনোষত্রয়ের
ন্যাধিক্যবশতঃ আটপ্রকার অর কথিত হইবে। ১১। রোগের
প্রকার ভেদের নাম সংখ্যা, মিলিত কোষসমূহের মধ্যে যে অংশাংশ
কল্পনা অর্থাৎ নানাধিক্য নিরূপণ, তাহার নাম বিকল্প। বাতাদি-

বিশেষণং । নক্তং দিনতু ভুক্তাংশৈর্কর্যাদিকালো যথা
মলং ॥ ১৩ ॥ ইতি প্রোক্তো নিদানার্থঃ সব্যাসেনোপ-
দেক্যতে । 'সর্পেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা-
মলাঃ' ॥ ১৪ ॥ তৎপ্রকোপস্তু ভু প্রোক্তং বিবিধাহিত-
সেবনং । অহিতস্ত্রিবিধো যোগস্ত্রয়াণাং প্রাপ্তদা-
কৃত্তঃ ॥ ১৫ ॥ তিত্তোষণকষায়াল্লকৃষ্ণাপ্রমিতভোজনৈঃ ।
ধাবনোদীরণনিশাক্ষাগরাভ্যুচ্চভাষণৈঃ ॥ ১৬ ॥ ক্রিয়াতি
যোগভীশোক চিন্তা-ব্যায়াম-মৈথুনৈঃ । গ্রীষ্মাহোরাত্র-
ভুক্ত্যন্তে প্রকুপ্যতি সমীরণঃ ॥ ১৭ ॥ পিত্তং কটু-
তীক্ষ্ণাঞ্চ-কটু-ক্রোধবিদাহিভিঃ । শরম্প্যাহরাত্র্যাদি-
বিদাহসময়েন চ ॥ ১৮ ॥ স্বাদ্বল্ল-লবণ-স্নিগ্ধ-গুরুভি-
ষ্যন্দি-শীতলৈঃ । আশ্রাস্বপ্নসুখাজীর্ণ-দিবা স্বপ্নাদি-
রংগণৈঃ ॥ ১৯ ॥ প্রচ্ছদনাত্মবোগেন ভুক্তমাত্র বস-
ন্তয়োঃ । পূর্নাত্তে পূর্নরাত্রৌ চ স্নেহা বক্ষ্যামি

সঙ্করান্ ॥ ২০ ॥ মিশ্রীভাবাং সমস্তানাং সন্নিপাত-
স্তথা পুনঃ । সংকীর্ণাজীর্ণবিষম-বিরুদ্ধাভ্যুশনাদিভিঃ ॥
২১ ॥ ব্যাপন্ন-মণ্ডপানীয়-শুক্ণশাকামূলকৈঃ । পিণ্ডাক-
মৃত্যবগরপুতিশুক্করুণামিষৈঃ ॥ ২২ ॥ দোষত্রয়করৈ-
স্তৈস্তৈস্তথান্নপরিবর্ততঃ । ধাতোহুষ্ণাং পুরো বাতাং
বিগ্রহাবেশবিপ্লবাং ॥ ২৩ ॥ দুষ্টিমাত্রৈরতিশ্লেষগ্রহৈ-
র্জন্মক্ক পীড়নাং । মিথ্যা যোগাচ্চ বিবিধাং পাপা-
নাঞ্চ নিষেধণাং । স্ত্রীণাং প্রসববৈষম্যাত্তথা মিথ্যোপ-
চারতঃ ॥ ২৪ ॥ প্রতিরোগমিতি ক্রদ্ধা রোগবিধ্য-
নুগামিনঃ । রসায়নং প্রপত্তাশ্চ দোষা দেহে বিকু-
র্নতে ॥ ২৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সর্পরোগনিদানং নাম
ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

দোষত্রয়ের স্বাতন্ত্র্য ও পাবতন্ত্র্যদ্বারা ব্যাপিব প্রাপ্ত্য নিদ্বিষ্ট
হইয়া থাকে । ১২ । নিদানাদি সমস্ত অবয়বদ্বারা রোগের বলা-
বল নিরূপিত হইয়া থাকে । রাত্রি, দিবা, ঋতু অথবা ভোজনেব
পূর্বে বা পরে কোন সময়ে পীড়ার আনির্ভাব হইয়াছে, তাহা
পরিজ্ঞানের নাম কালনিরূপণ । ১৩ । এইরূপে সংক্ষেপে নিদা-
নার্থ কথিত হইল, ইহা বিস্তাররূপে পশ্চাৎ কীর্ত্তন করিব ।
কুপিত বাত, পিত্ত, কফ ইত্যেব সর্পরোগের নিদান । ১৪ । বহুবিধ
অহিত আচরণদ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ ইত্যেবের প্রকোপ
হইয়া থাকে । এই অহিতাচরণ তিনপ্রকার, ইহা পূর্বে কথিত
হইয়াছে । ১৫ । তিত্ত, ত্রিকটু, কষায়, অন্ন, রক্ত ও অপরিমিত
ভোজনদ্বারা এবং ধাবন, উদীরণ, নিশাক্ষাগরণ, অত্যাচরণ,
দৃঢ় অধাবসার সহকারে কার্য্যপ্রবৃত্তি, ভীতি, শোক, চিন্তা,
ব্যায়াম, মৈথুনপ্রভৃতিদ্বারা এবং গ্রীষ্মকালে দিবা কি রাত্রিতে
ভোজনের অন্তে বায়ু প্রকুপিত হয় । ১৬-১৭ । কটু, অন্ন, তীক্ষ্ণ,
উষ্ণ, দুর্গন্ধদ্রব্য, শুষ্কপাকদ্রব্য ভক্ষণ ও ক্রোধদ্বারা এবং শরৎ-
কালে অর্দ্ধরাত্রিসময়ে, মধ্যাহ্নসময়ে বিদাহসময়ে পিত্ত প্রকুপিত
হয় । ১৮ । স্বাদু, লবণ, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, তরলদ্রব্য ও
শীতলদ্রব্য সেবনদ্বারা এবং বহুক্ষণ একস্থানে উপবেশন, নিদ্রা-
হুত্বের অন্তর, দিবানিদ্রা ও অজীর্ণ এই সমুদায়ের আতিশয্যদ্বারা

ধ্বস্তরিরূপাচ ॥ ১ ॥ বক্ষ্যে অরনিদানং হি সর্পস্বর-
বিবুদ্ধয়ে । অরোরোগপতিঃ পাপ্মা নৃত্যরাজোহশনোহ-
এবং বসন্তকালে পূর্নাত্তে ও শেষরাত্রে ভোজনদ্বারা ও বমন-
প্রভৃতিদ্বারা স্নেহের প্রকোপ হইয়া থাকে । এইক্ষণ দোষসঙ্কর
বলিতেছি । সমস্ত দোষের মিশ্রীভাব, সন্নিপাত, সঙ্কীর্ণ, শুষ্ক-
পাক, বিষম, বিরুদ্ধপ্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, বিকৃতমদ্য, বিকৃত
পানীয়, শুষ্কশাক, আমূলক, পিণ্ডাক, স্বয়ং মৃতপ্রায় দুর্গন্ধ শুষ্ক
কৃশ মৎস্তাদি ভক্ষণদ্বারা হটাৎ অন্নপরিবর্তনদ্বারা, ঋতুদোষদ্বারা,
পূর্নবায়ু সেবনদ্বারা হটাৎ শারীরিক কার্য্য বৈপরীত্যদ্বারা,
দূষিত আমাদি ভোজনদ্বারা, স্নেহাবেশদ্বারা, জন্মনক্কপীড়ন-
দ্বারা, মিথ্যা ব্যবহারদ্বারা, পাপকার্য্যের অহুষ্ঠানদ্বারা, নারী-
দিগের প্রসববৈষম্যদ্বারা, মিথ্যোপচারদ্বারা দোষসঙ্কর বাঢ়িয়া
থাকে । ১৯-২৪ । প্রত্যেক রোগেই রোগাভুগামী বাতাদি-
দোষসকল প্রকুপিত হইয়া রাসায়নিকসম্বন্ধপ্রাপ্তিপূর্বক দেহেতে
নানাপ্রকারবিকার উৎপাদন করে । ২৫ ।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরি কহিলেন, এইক্ষণে সর্পবিধ রোগনিদানোক্ত
অরনিদান বলিতেছি । * অর, রোগপতি । পাপ্মা, নৃত্যরাজ,

সুতকঃ ॥ ২ ॥ ক্রুদ্ধ-দক্ষাধরধ্বংসি-রুদ্রোদ্ধীনয়নো-
দ্ভবঃ। তৎসস্তাপো মোহময়ঃ সস্তাপাঅপচারজঃ।
বিবিধৈর্নামুভিঃ ক্রুরো নানাবোনিষু বর্জতে ॥ ৩ ॥
পাকলোগজেষুভিতাপো বাজিধলকঃ কুকুরেষু। ইন্দ্র-
মদোজলদেষু নীলিকাজ্যোতি রোষধীষু ভূম্যামৃষরো
নাম ॥ ৪ ॥ হ্রাসাশুর্দনং কাশস্তম্ভঃ শৈত্যং ত্রুগাদিষু।
অঙ্গেন চ সমুদ্ভূতাঃ পীড়কাশ্চ কফোদ্ভবে ॥ ৫ ॥
কালে যথাস্তং সর্কেষাং প্রযতির্যদ্বিরেব বা। নিদা-
নোক্তানুপশয়ো বিপরীতো যথাপি বা ॥ ৬ ॥ অরুচিষ্চা
বিপাকশ্চস্তম্ভমালম্ভমেব চ। হ্রদাহশ্চ বিপাকশ্চ তদ্রা-
চালম্ভমেব চ। বস্তুবিমর্দ্যবনয়া দোষণামপ্রবর্তনং ॥
৭ ॥ লালাপ্রসেকো হ্রাসাঃ ক্ষুদ্রাশোরদং মুখং।
স্বচ্ছমুখগুরুত্বঞ্চ গাত্রাণাং বহুমূত্রতা। ন দিজীর্ণং
ন চ স্তানিষ্মরস্ম্যামস্ম লক্ষণং ॥ ৮ ॥ ক্ষুৎক্ষামতা লঘু-
ত্বঞ্চ গাত্রাণাং অরমাদ্ববং। দোষপ্রযতিরষ্টাহান্নিরাম-
অরলক্ষণং। যথা স্থলিঙ্গং সংসর্গে অরনংসর্গজোপি

অশন, অন্তক, দক্ষাধরধ্বংসিরুদ্রোদ্ধীনয়নোদ্ভব, সস্তাপ
মোহময়, সস্তাপায়া, ও অপচারজ এইরূপ হ্রস্বিধ নাম
ধারণ, পূর্বক ক্রুর, অর নানাবিধ শরীরে প্রবেশ করিয়া
থাকে। ১—৩। এই অর মাতঙ্গশরীরে পাকলুনামে, তুরঙ্গ
শরীরে অভিভাপনামে, কুকুরশরীরে অলকনামে, মেবে ইন্দ্রমদ-
নামে, সলিলে নীলিকানামে, ওষধি সমূহে জ্যোতিনামে, ভূমিতে
উষরনামে, বিখ্যাত হয়। ৪। কফসমুদ্ভূত অরে হিকা, বমন,
কাশ, শুষ্কতা, চর্শ্বাধি নীতলতা, ও অঙ্গে পীড়কা হইয়া
থাকে। ৫। যেরূপ সর্ক জীবের যথাসময়ে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও
বিনাশ হয়, নিদানোক্ত উপশয় বা উপশয়াভাবও যথাসময়ে
প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ৬। অরুচি, অপরিপাক, শুষ্কতা, আলস্য,
হ্রদাহ, অবস্থাপরিবর্তন, তদ্রা, অলসতা, বস্তুবিমর্দ, বাতাদি
দোষের অপ্রবৃতি, লালাপ্রসেক, শিক্কা, ক্ষুধানাশ, মুখের সর-
সতা, শরীরের উষ্ণতা ও গুরুতা, বহুমূত্রতা, অজীর্ণতা, শরীরের
অশুদ্ধতা, এই সমুদায় আম অরের লক্ষণ। ৭—৮। ক্ষুৎক্ষামতা,
গাত্রের লঘুতা, অরের মুহুতা, অষ্টাহ পরে দোষপ্রবৃতি এই
সমুদায় নিরাম অরের লক্ষণ। পৃথক পৃথক দোষের যে যে

বা ॥ ৯ ॥ শিরোষ্ঠি-মূচ্ছা-বমি-দেহদাহ-কঠাস্ত-শোষা-
বপি পর্কভেদাঃ। উন্নিততা-গজম-রোমহর্ষা জৃম্বাতি-
বাক্যং পবনাং স পিত্তাং ॥ ১০ ॥ তাপহাস্তরুচি
পর্কণিরোক্শীণশ্বাসকাশবিবর্ণাঃ। শীতজাড্যতিশ্রি-
ভ্রমিতশ্লাগ্নেয়বাতজমিতশ্বরলিঙ্গং ॥ ১১ ॥ শীতস্তম্ভ-
শ্বেদদাহাব্যবস্থা তৃষ্ণা কাশঃ শ্লেষ্মপিত্তপ্রযতিঃ।
মোহস্তম্ভা লিঙ্তিত্তাস্ততা চ জ্যেয়ং রূপং শ্লেষ্ম-
পিত্তশ্বরস্ত ॥ ১২ ॥ সর্কজো লক্ষণৈঃ সর্কৈর্দাহোজ চ
মূহমূহঃ। তদ্বচ্ছীতং তিমিরনিদ্রা দিবা জাগরণং
নিশি ॥ ১৩ ॥ সদা বা নৈব বা নিদ্রা মহাশ্বেদো হি
নৈব বা। গীতনর্ভনহাস্তাদিঃ প্রকৃতেহাপ্রবর্তনং ॥ ১৪ ॥
শাশ্রুণী কলুষে রক্তে ভুগ্নে লুলিতপক্ষণী। অক্ষিণী
পিণ্ডিকা পার্শ্বশিরঃপর্কাস্থিরুগ্ভ্রমঃ ॥ ১৫ ॥ সম্বনো
সরুজো কণৌ মহাশীতো হি নৈব বা। পরিদক্ষা
খরা জিহ্বা গুরুশ্চাস্তাসন্ধিতা ॥ ১৬ ॥ শীতনং রক্ত-

লক্ষণ উক্ত আছে, মিশ্র অরেও সেই সেই লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া
থাকে। ৯। শিরঃপীড়া, মুচ্ছা, বমি, শরীরে দাহ, কঠ ও মুখের
শোষ, সন্ধিস্থানে বেদনা, নিদ্রানাশ, জ্বাস, রোমহর্ষ, জৃম্বণ
ও প্রলাপ, বাতপৈত্তিক অরে এই সকল লক্ষণ প্রাক্তৃত হইয়া
থাকে। ১০। তাপের অন্নতা, অরুচি, সন্ধিস্থানে বেদনা, শিরঃ-
পীড়া, শ্বাসের ক্ষীণতা, কাশ, এবং বিবর্ণতা বাতশ্লেষ্ম অরে এই
সকল লক্ষণ হয়। ১১। অনিয়ত শীত, শুষ্কতা, ঘর্ম্ম, দাহ, তৃষ্ণা,
কাশ, শ্লেষ্মা ও পিত্তবমন, মোহ, তদ্রা, মুখের লিঙ্ততা
ও তিত্ততা এই সকল পিণ্ডশ্লেষ্মজরের লক্ষণ জানিবে। ১২।
ত্রিদোষজ অর্থাৎ সন্নিপাত অরে পূর্বোক্ত সর্কপ্রকার লক্ষণ
হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত ক্রমে ক্রমে শীত, ক্রমে ক্রমে দাহ,
অন্ধকারদর্শন, দিবা নিদ্রা, নিশি জাগরণ, অথবা সর্কদাহ নিদ্রা
কিছা একে বারে নিদ্রা না হওয়া, অতিশয় ঘর্ম্ম অথবা
ঘর্ম্মাভাব, গীত, নর্ভন, হাস্য, স্বাভাবিক কার্যের অনিচ্ছা এবং
চক্ষুর অশ্রুযুক্ত, সমল, রক্তবর্ণ ও ভূয়, চক্ষুর পক্ষয় লুলিত।
ইহা জিন্ন পিণ্ডিকা, পার্শ্ব, সন্ধিস্থান, শিরঃ, স্থিতিতে বেদনা,
ভ্রমি, কণ্ঠে শব্দ, এবং বেদনা, বহুশীত, অথবা শীতাভাব,
অঙ্গারের ন্যায় জিহ্বার কৃষ্ণবর্ণতা, গোজিহ্বার তার ধরম্পর্শ,

পিত্তস্ত লোঠলং শিরসোহতিভূত্ । কোঠানাং শ্রাব-
রক্তানাং মণ্ডলানাঞ্চ দর্শনং ॥ ১৭ ॥ হৃদ্যাথা মলসংসর্গঃ
প্রসূতির্কাল্লিশোহতি বা । স্নিগ্ধাস্ততা বলভ্রংশঃ স্বর-
সান্নিঃ প্রলাপিতঃ ॥ ১৮ ॥ দোষপাকশ্চিরং তন্মদ্রা
প্রততং কণ্ঠকুজনং । সন্নিপাতমভিত্যাসং তং ক্রয়াচ্চ
হতোজসং ॥ ১৯ ॥ 'বায়ুনা কণ্ঠরুদ্ধেন পিত্তমন্তঃস্থ পী-
ড়িতং । ব্যবায়িত্বাচ্চ নোখ্যাচ্চ বহির্দ্বারগং প্রপণ্ডতে ।
তেন হারিদ্ভনেত্রভং সন্নিপাতোন্তবে জ্বরে ॥ ২০ ॥
দোষে বিরুদ্ধে নষ্টেইগ্নৌ সর্পসংপূর্ণলক্ষণঃ । সান্নিপাত-
জ্বরোহনাসাধ্যঃ কৃচ্ছ্রনাশ্যন্ততোহন্যথা ॥ ২১ ॥ অত্রাত্র
সন্নিপাতোখং যত্র পিত্তং পৃথক্ স্থিতং । ত্বেচি কোষ্ঠে
চ বা দাহং বিদধাতি পুরোনুবা ॥ ২২ ॥ তদ্ব্যতকক্ষে
শীতং দাহাদির্দুস্তরস্তয়োঃ । শীতাদৌ তত্র পিত্তেন
কক্ষে স্তম্ভিতশোষিতে ॥ ২৩ ॥ পিত্তে শান্তেহথ বৈ
মদ তৃষ্ণা চ জায়তে । দাহাদৌ পুনরন্তেষু

সন্ধিস্থানের গুরুত্ব ও শিথিলতা, রক্ত পিত্তের নিষ্টিবন, মস্তক-
লুণ্ঠন, অতিশয় তৃষ্ণা, শরীরে পিঙ্গলবর্ণ কিংবা রক্তবর্ণ চক্রাকার
চিহ্ন, মণ্ডলাকার দর্শন, হৃদয়ে ব্যথা, একদা অধিক মলপ্রসূতি
অথবা বারম্বার অল্প অল্প মলনিঃসারণ, মুখের স্নিগ্ধতা, বলভ্রংশ,
স্বরভঙ্গ, প্রলাপ, দোষের পাক, চিরকাল তন্মদ্রা কণ্ঠে অব্যক্ত
শব্দ, এই সকল লক্ষণাধিত জরকে সান্নিপাতিক অভিন্যাস
বলে । এই জরে শারীরিক বলবীৰ্য্য বিনষ্ট হয় । ১০—১৯
সান্নিপাতিক জরে বায়ু ও কণ্ঠ রোধ করিয়া রাখে এবং অভ্যন্তরে
পিত্ত পীড়ন করিতে থাকে । ইহাতে বায়বী বা সূত্রেসবী
হইলে সেই পিত্ত বহির্দিশে প্রসূত হয়, তাহাতে নেত্রদ্বয় হরিদ্রা বর্ণ
হইয়া থাকে । ২০ । বাতাদি দোষের বৃদ্ধি পাইয়া ঔদরিক
অগ্নি বিনষ্ট করিলে যদি যথোক্ত লক্ষণ সকল সংস্পূর্ণ হয়,
তাৎসং । হইলে সেই জরকে অসাধ্য জানিবে । ইহার অন্যথা
হইলে তাহাকে কৃচ্ছ্র নাশ্য বলা যায় । ২১ । অন্য প্রকার সান্নি-
পাতিক জরে পৃথক্ রূপে পিত্ত কুপিত হইলে পূর্বে বা পরে
চর্মে ও কোষ্ঠে দাহ হইয়া থাকে । এইরূপে বায়ু ও কক প্রকু-
পিত হইলে শীত ও দাহাদি হয়, এই শীত ও দাহ অতিজ্ঞাসাধ্য ।
পিত্তকণ্ঠক শীতাদি হইলে কক্ষ স্লাম্বিত ও শোষিত হয়
। ২২—২৩ । পিত্তজন্য জ্বরের নিবৃতি হইলে মুচ্ছা, মদ ও

তন্মদ্রালস্ত্রে বমিঃ ক্রমাৎ ॥ ২৪ ॥ আগন্তু রতিঘাতাভি-
ষঙ্গশাপাভিচারতঃ । চতুর্দ্ধা তু কৃতঃ স্বেদো দাহাত্তে-
রতিঘাতজঃ ॥ ২৫ ॥ অমাচ্চ তস্মিন্ পবনঃ প্রায়ো
রক্তং প্রদূষয়ন্ । সব্যথাশোকবৈবর্ণ্যং সরুজং কুরুতে
জ্বরং ॥ ২৬ ॥ গ্রহাবেশৌষধি-বিষক্ৰোধভী-শোক-
কামজঃ । অভিষঙ্গগ্রহোপ্যগ্নিস্নিগ্ধকস্মাক্শানরোদনে ॥
২৭ ॥ ঔষধীগন্ধজে মুচ্ছা শিরোরুদ্ধমথুঃক্ষয়ঃ । বিষা-
ন্থর্জ্জ্বাতিনারশ্চ শ্রাবতা দাহরুদ্ধমঃ ॥ ২৮ ॥ ক্রোধাৎ
কম্পং শিরোরুদ্ধ চ প্রলাপো ভয়শোকজে । কামাদ্-
ভ্রমোহরুচির্দাহো জীর্ণির্দ্রাবীর্ণ্যতিক্ষয়ঃ ॥ ২৯ ॥ গ্রহাদৌ
সন্নিপাতস্ত রূপাদৌ মরুতস্তয়োঃ । কোপাৎ কোপেপি
পিত্তস্ত যৌ তু শাপাভিচারজৌ ॥ ৩০ ॥ সন্নিপাতজ্বরৌ
ঘোরৌ তাবনহতমৌ মতৌ । তত্রাভিচারিকৈর্মন্ত্রৈ
হুয়মানশ্চ তপ্যতে ॥ ৩১ ॥ পূর্বেণৈতন্ততো দেহস্ততো-

তৃষ্ণা জন্মে । এবং পিত্তজন্য দাহের আদিতে ও অন্তে ক্রমতঃ
তন্মদ্রা আলস্য ও বমি হইয়া থাকে । ২৪ । অভিঘাত, অভিষঙ্গ,
শাপ ও অভিচার এই চারি কারণে যে জ্বর জন্মে, তাহাকে
আগন্তু জ্বর বলা যায় । যক্ষ্ম ও দাহাদি দ্বারা উৎপন্ন জরকে
অভিঘাতজ্বর জর বলে । ২৫ । অধিক পরিশ্রম করিলে
বায়ু প্রকুপিত হইয়া রক্তদূষিত করিয়া জ্বর সমুৎপাদন করে,
এই জরে ব্যথা, শোক, শরীরের বিবর্ণতা ও শরীর ভঙ্গ হইয়া
থাকে । ২৬ । গ্রহাবেশ, ঔষধি, বিষপ্রয়োগ, ক্রোধ, ভয়,
শোক ও কামজ্বর জরকে অভিষঙ্গ জ্বর বলা যায় । এই জরেতে
রোগী অকস্মাৎ হস্ত ও যোদন করিয়া থাকে । ২৭ । ঔষধী
গন্ধজ্বর জরে মুচ্ছা, শিরঃপীড়া, বমি ও ক্ষয় এই সকল লক্ষণ
হয় । বিষজ্বর জরে মুচ্ছা, অতিসার, শরীর পিঙ্গলবর্ণ, দাহ ও
ভ্রমি এই সকল চিহ্ন হইয়া থাকে । ২৮ । ক্রোধভব জরে কম্প,
শিরঃপীড়া, ভয় এবং শোকজ্বর জরে প্রলাপ এবং কামপ্রভব
জরে অরুচি, দাহ, লজ্জা, নিদ্রা, বৃদ্ধি ও ধৈর্য্যক্ষয় এই সকল
চিহ্ন হইয়া থাকে । ২৯ । গ্রহাবেশজ্বর জর ও সান্নিপাতিক জ্বর
এই উভয় জরে বায়ুর প্রকোপবশতঃ পিত্তও প্রকুপিত হইয়া
থাকে । শাপাভিঘাত ও অভিচারজ্বর সান্নিপাতিক জ্বর অতি
ঘোরতর হয় । উক্ত দ্বিবিধ জ্বরই অসাধ্য । অভিচারজ্বর জরে
আভিচারিকমন্ত্রে হোম করিয়া সেই হোমায়ির তাপ লইবে ।

• বিস্ফোটদিগ্জ্জ্বৈঃ । সদাহমূর্ছাগ্রস্তস্য প্রত্যাহং
বর্দ্ধতে জ্বরঃ ॥ ৩২ ॥ ইতি জ্বরোহষ্টপা দৃষ্টেঃ সমানাদ্
দ্বিবিধস্তস্যঃ । শারীরো মানসঃ সৌম্যস্তীক্ষ্ণোহস্তর্কহি-
রাশ্রয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ প্রাকৃতো বৈকৃতঃ সাধ্যোহাসাধ্যঃ
সামো নিরামকঃ । পূর্বে শরীরে শারীরে তাপো
মনসি মানসে ॥ ৩৪ ॥ পবনৈর্যোগবহিঃস্রাজ্জীতং শ্লেষ্ম-
যুক্তে ভবেৎ । দাহঃ পিত্তযুক্তে মিশ্রং মিশ্রেহস্তঃ সংশ্রয়ে
পুনঃ ॥ ৩৫ ॥ জ্বরেদ্বিকং বিকারাঃ স্মারস্তক্ষোভো-
মলগ্রহঃ । বহিরেব বহির্গেগে তাপোহপি চ সমাধিতঃ ॥
৩৬ ॥ বর্ধাশরদ্ব্যস্তস্য বাতাজ্জিঃ প্রাকৃতঃ ক্রমাৎ ।
বৈকৃতোহস্তঃ স হুঃসাধ্যঃ প্রায়শ্চ প্রাকৃতোহনিলাৎ ॥
৩৭ ॥ বর্ষাস্ত্ গারুতো দৃষ্টেঃ পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিতঃ জ্বরঃ । কূর্ঘ্যাস্ত
পিত্তং শরদি তস্য চানুবলঃ কফঃ ॥ ৩৮ ॥ তৎ প্রকৃত্য
বিসর্গাচ্চ তত্র নানশমাস্তয়ং । কফো বসন্তে তমপি

৩০—৩১। উক্তদ্বিবিধ জ্বরের পূর্বাভাস ইত্যন্ত দেহ সঞ্চালন
করে, তৎপরে বিস্ফটি ও দিগ্জ্জ্ব হইয়া থাকে এবং রোগী দাহ
ও মূর্ছাগ্রস্ত হইয়া প্রত্যাহ জ্বরের বৃদ্ধি হইতে থাকে। ৩২।
এইরূপে সংক্ষেপত অষ্টপ্রকার জ্বর দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু এই
অষ্টপ্রকার জ্বরের অবাস্তববিভাগ অনেক আছে। শারীর, মানস,
সৌম্য, তীক্ষ্ণ, অস্তর্গত, বহির্গত প্রাকৃত, বৈকৃত, সাধ্য, অসাধ্য,
সাম ও নিরাম ইত্যাদি বহুবিধ জ্বর হইয়া থাকে। শারীর জ্বরে
প্রথমতঃ শরীরে এবং মানসজ্বরে অগ্রে মনেতে সন্ধান জন্মে
। ৩৩—৩৪। শৈথিল্য জবে বায়ুর যোগ থাকিলে শীত এবং
পিত্তের যোগ থাকিলে দাহ হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক জ্বরে
মিশ্রলক্ষণ প্রকাশপূর্বক অস্তঃক্ষোভ ও মলপ্রবৃত্তি প্রভৃতি
নানাপ্রকার বিকার হয়। আর বহির্গেগেতে বাহ্যে তাপাদি
হইয়া থাকে। ৩৫—৩৬। বর্ষাকালে বাতিক জ্বর, শরৎকালে
পৈত্তিক জ্বর এবং বসন্তকালে শৈথিল্য জ্বর হইলে তাহাদিগকে
প্রাকৃত জ্বর বলে। ইহার বিপরীতে বৈকৃত জ্বর বলা যায়।
• বৈকৃত জ্বর হুঃসাধ্য। প্রাকৃত জ্বর প্রায় বায়ুর আবল্যবশতই
হইয়া থাকে। ৩৭। বর্ষাকালে বায়ুদৃষ্ট হইয়া, পিত্তশ্লেষ্ম
জ্বর সমুৎপাদন করে এবং শরৎকালে পিত্ত কুপিত হইয়া জ্বর
উৎপাদন করে, কিন্তু কফ তাহার অনুগামী হয়। ৩৮। উক্ত
জ্বর পিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতি হইত তাহাতে জন্মেন কোন ভয় নাই।

বাতপিত্তং ভবেদনু ॥ ৩৯ ॥ বলবৎস্বল্পদোষেষ্ণ জ্বরঃ
সাধ্যোহনুপদ্রবঃ । সর্বথা বিকৃতিজ্ঞানে প্রাগসাধ্য
উদাহৃতঃ ॥ ৪০ ॥ জ্বরোপদ্রবতীক্ষ্ণহৃদগ্নানির্কৃতমূত্রতা
ন প্রযত্ননি বিজীর্ণা ন ক্ষুৎ সামজ্বরাকৃতিঃ ॥ ৪১ ॥ জ্বর-
বেগোহধিকস্তৃষ্ণা প্রলাপঃ শ্বসনং ভ্রমঃ । মলপ্রবৃত্তি-
ক্রংক্রেশঃ পচ্যমানস্য লক্ষণং ॥ ৪২ ॥ জীর্ণতামপি-
র্যাসাৎ সপ্তরাত্রঞ্চ লজ্জনং । জ্বরঃ পঞ্চবিধঃ প্রোক্তো
মলকালবলাবলাৎ ॥ ৪৩ ॥ প্রায়সঃ সান্নিপাতেন
ভূয়সামুপদিশ্যতে । সন্ততঃ সততোহন্যোহ্যন্তৃতীয়ক-
চতুর্থকো ॥ ৪৪ ॥ ধাতুমূত্রশুক্ৰদ্বাহি-শ্রোতসাং ব্যাপিনো-
মলাঃ । তাপয়ন্তস্তনুং সর্বাং তুল্যদৃষ্টাদিবিদ্বিতাঃ ॥
৪৫ ॥ বলিনো গুরবস্তস্যাবিশেষেণ রসান্নতাঃ ।
সততং নিস্পৃতিদম্বা জ্বরং কূর্ঘ্যঃ সূক্ষ্মঃ সহঃ ॥ ৪৬ ॥
মলং জ্বরোপাতুন বা স শীঘ্রং ক্ষপয়েৎ ততঃ । সর্বা-

অর্থাৎ উক্ত জ্বরে লজ্জনই ব্যবস্থা। বসন্তকালে কফ কুপিত
হইয়া জ্বর জন্মায় এবং বায়ু ও পিত্ত তাহার অনুবল থাকে। ৩৯।
বলবান ব্যক্তির অল্প দোষোৎপন্ন এবং উপদ্রবরহিত জ্বর
সসাধ্য জানিবে। জ্বরে সর্বপ্রকার বিকার হইলে মুনিগণ
তাহাকে অসাধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। ৪০। বহুবিধ
উপদ্রব, তীক্ষ্ণতা, অঙ্গগ্নানি, মূত্রমূত্রতা, আহারে অপ্রবৃত্তি,
অজীর্ণ ও অক্ষুধা এই সকল আশ্রয় জ্বরের লক্ষণ। ৪১। জ্বরের
অতিশয় বেগ, পিপাসা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, মলপ্রবৃত্তি ও উপ-
স্থিত বমনের ন্যায় শারীরিক ভাব, এই সকল পচ্যমান জ্বরের
লক্ষণ। ৪২। জীর্ণতা ও অপকৃত্য বৈপরীত্য হইলে সপ্তরাত্র
লজ্জন দিবে। মল, কাল ও বলাবল বিশেষে সান্নিপাতিক
জ্বর পঞ্চবিধ উক্ত আছে। যথা সন্তত, সতত, অন্যোহ,
তৃতীয়ক ও চতুর্থক। ৪৩—৪৪। জ্বরকালে বায়ুপিত্ত শু, কফ
এই মলত্রয় ধাতু, মূত্র, শুক্ৰদ্বাহি শ্রোতো ব্যাপী ও তুল্য দোষে
দূষিত হইয়া সর্বশরীর সন্ধানিত করিতে থাকে। ৪৫। অনন্তর রস
বিকৃত, গুরু, বলবান ও অপ্রতিহত হইয়া হুঃসহ জ্বর সমুৎপাদন
করে। এই জ্বর সর্বদাই ভোগ করিতে থাকে। ৪৬। ত্রিদোষ
জনিত জ্বরে সপ্তদশ দিনে বা ষোড়শ দিনে রসাদি সমুদায়
ধাতু লক্ষ্যভাৱে শুদ্ধ হইয়া রোগ মুক্ত হইবে, না হয়

কারং রসাদীনাং শুক্ল্য। শুক্ল্যাপি বা ক্রমাৎ ॥ ৪৭ ॥
 বাতপিত্তকফৈঃ সপ্তদশদ্বাদশবাসরাং । প্রায়োনুবাতি
 মর্যাদাং মোক্ষায় চ বধায় চ ॥ ৪৮ ॥ ইত্যগ্নিবেশস্য-
 গতং হারীতস্য পুনঃ স্মৃতিঃ । দ্বিগুণা সপ্তমী যা চ
 নবম্যেকাদশী তথা । এষা ত্রিদোষমর্যাদা মোক্ষায় চ
 বধায় চ ॥ ৪৯ ॥ শুক্ল্যশুক্ল্য অরঃ কালং দীর্ঘমপ্যত্র
 বর্জতে । কৃশাণাং ব্যাধিযুক্তানাং মিথ্যাহারাদি-
 সেবিনাং ॥ ৫০ ॥ অল্লোহপি দোষোত্তেষ্টাদেবলকান্তত-
 মতোবলং । সপ্রত্যনীকো বিষমং যস্মাদৃদ্ধিক্ষয়া-
 য়িতঃ ॥ ৫১ ॥ সবিক্ষেপো অরং কুর্ষ্যদ্বিমক্ষয়রুদ্ভি-
 ভাক্ । দোষঃ প্রবর্ততে তেষাং স্ত্রে কালে অরয়ন্ বলী ॥
 ৫২ ॥ নিবর্ততে পুনশ্চৈব প্রত্যনীকবলাবলঃ । ক্ষীণ-
 দোষে অরঃ সৃষ্ণোরলাদিষেব লীয়তে ॥ ৫৩ ॥ লীন-
 হ্যং কাশ্যবৈবর্ণ্যজাড্যাদীনাং দধাতি সঃ । আসন্ন
 বিরতাস্তত্ছ্রাতসাং রসবাহিনাং । আশু সর্পস্য
 বপুষোব্যাপ্তিশেষো জায়তে ॥ ৫৪ ॥ সন্ততঃ সতত-

সর্বশরীরব্যাপী দোষও তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া যায় । এই
 পীড়ার সীমা এই পর্যন্ত জানিবে ৪৭—৪৮। অগ্নিবেশ মুনির এই
 মত । হারীতের মতানুসারে সপ্তম দিনে, নবম দিনে, একাদশ
 দিনে, চতুর্দশ দিনে, অষ্টাদশ দিনে অথবা দ্বাবিংশতি দিনে
 ত্রিদোষ জনিত অর হয় রোগীকে পরিত্যাগ করে, না হয়
 রোগীকে বিনাশ করে । ৪৯। ধাতুর শুদ্ধি ও অশুদ্ধি অনুসারে
 কোথাও দীর্ঘকাল অরের ভোগ হয় । বাহারা কৃশ ব্যাধিযুক্ত ও
 অপথ্যাদিসেবী, তাহাদিগের অর দোষ ও অন্য দোষের নিকট
 বল প্রাপ্ত হইয়া বিষম বিরুদ্ধ হইয়া উঠে এবং তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
 হইয়া ক্ষয়ের কারণ হয় । ৫০—৫১। সেই দোষ বিষমক্ষয়বর্জনপূর্বক
 অপ্রত্নিবিধেয় অর আনয়ন করে । পরে এই দোষ বলবান্
 হইয়া যথাসময়ে রোগীকে জীর্ণ করিয়া ফেলে । পরন্তু ঔষ-
 ধাদির বলে যদি ঐ দোষ হীনবল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে
 রোগ নিকৃষ্টি হইয়া যায় এবং দোষ ক্ষয় হইলে অল্পমাত্র অর
 রসাদিতে লয় প্রাপ্ত হয় । ৫২—৫৩। অর রসাদিতে লয়প্রাপ্ত হইলে
 শরীরের কৃশতা বৈবর্ণ্য, জড়তা প্রভৃতি লয় পাইতে থাকে ।
 এই সময় রসবাহী শ্রোতের বিপরীত গতির নিবৃত্তি হওয়াতে

স্তেন বিপরীতো বিপর্যয়াৎ । বিষমো বিষমারম্ভঃ
 ক্ষপাকালেন সঙ্গবান্ ॥ ৫৫ ॥ দোষো রক্তাশ্রয়ঃ প্রায়ঃ
 করোতি সন্ততং অরং । অহোরাত্রস্য সন্ধিং সচাৎ সক্র-
 দন্তেছ্যুরাশ্রিতঃ ॥ ৫৬ ॥ তস্মিন্মাংসবহা নাড়ী মেদো-
 নাড়ী তৃতীরকে । গ্রাহী পিত্তানিলামুদ্বৃদ্ধিক্রিয়-
 কফপিত্ততঃ ॥ ৫৭ ॥ সপৃষ্ঠস্যানিলকফাং স চৈকাহা-
 স্তরঃ স্মৃতঃ । চতুর্থকো মলৈর্ম্মেদো-মজ্জাস্থ্যন্ততরে-
 স্থিতঃ ॥ ৫৮ ॥ মজ্জাস্থ্যেব হৃদয়ঃ প্রভাবম্নুদর্শয়েৎ ।
 দ্বিধা কফোণিজজ্ঞাত্যাং সপূর্দশিরসানিলাং ॥ ৫৯ ॥
 অস্থিমজ্জোরুপগতে চতুর্থকবিপর্যায়ঃ । ত্রিধা ত্রাহং
 অরয়তি দিনমেকস্ত মুঞ্চতি ॥ ৬০ ॥ বলাবলেন দোষাণা-
 মভ্যচেষ্টেদিজ্ঞান্ননাং । পক্ষানামবিনির্ঘাসাং সপ্ত-
 রাত্রঞ্চ লজ্জয়েৎ ॥ ৬১ ॥ অরঃ স্যাম্ননসন্তদ্বং কৰ্ম্মণশ্চ

সর্বশরীরব্যাপী দোষও তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া যায় । ৫৫।
 সন্তত অর নিরন্তর ভোগ করে, যে অরের নিরন্তর ভোগ হয়
 না, তাহাকে সন্তত অর বলা যায় না । বিষম অর রাত্রিকালে
 ঘোরতররূপে আক্রমণ করিয়া থাকে । ৫৬। দোষ রক্তাশ্রিত
 হইলে প্রায়ই সন্তত অর উৎপাদন করে । অল্লেখ্যনামক অর
 অহোরাত্রের সন্ধি সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে । ৫৭। তৃতীয়ক
 অর উপস্থিত হইলে মাংসবহা নাড়ী ও মেদোনাড়ী দোষাশ্রিত
 হয় । এই অর বায়ুপিত্ত কুপিত হইলে মস্তকে, কফপিত্ত কুপিত
 হইলে পৃষ্ঠবংশের নিম্ন অংশে এবং বায়ু ও কফ কুপিত হইলে
 সমুদায় পৃষ্ঠদেশে দোষ লক্ষিত হইতে থাকে । একাহান্তরিত
 অরও এইরূপ ঘটনা হয় । মল, মেদ, মজ্জা ও অস্থি ইহার
 অন্ততম স্থান দোষাশ্রিত হইলে সেই অরকে চতুর্থক অর বলা
 যায় । ৫৭—৫৮। পরন্তু অস্ত্রবিধ মজ্জাস্থ্য অর নিজপ্রভাব প্রকাশ
 করিয়া থাকে । এই অরে বায়ু প্রকুপিত হইলে দ্বিধা প্রকাশ
 পায় । ইহার প্রথম প্রকারে কফোণি ও জজ্ঞা এবং দ্বিতীয়
 প্রকারে কফোণি ও শিরঃ আশ্রয় করে । ৫৯। ঐ অর অস্থি ও
 মজ্জা উভয়গত হইলে তাহাকে চতুর্থক অর বলা যায় । এই
 অর ক্রমশঃ দিনে তিনবার আক্রমণ করে একদিন বিশ্রাম হয় ।
 ৬০। রোগীর অহিতাচরণ জনিত দোষের বলা নিবন্ধন এই অরে
 দোষ সকল পরিপক হইয়া নিঃসারিত হয় না । অতএব সপ্ত-
 রাত্র লজ্জন দিবে ৬১। এই চতুর্থক অরে মল ও কৰ্ম্ম এই উভয়ও

তদা তদা । গন্তীরধাতুচারিত্বাৎ সন্নিপাতেন সম্ভ-
বাৎ । তুল্যোচ্চ্রয়াচ্চ দোষণাৎ হুশ্চিকিৎসচ্চতুর্থকঃ ॥
৬২ ॥ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মবরেষু দূরাদ্ দূরতরেষু চ । দোষো
রক্তাদিমাগেষু শনৈরল্লশ্চিরেণ যৎ ॥ ৬৩ ॥ যাতি
দেহঞ্চ নাশেষং সস্তাপাদীন্ করোত্যতঃ । ক্রমো
যত্নেন বিচ্ছিন্নঃ সতাপো লক্ষ্যতে জ্বরঃ । বিষমো
বিষমারম্ভঃ ক্ষপাকালানুসারবান্ ॥ ৬৪ ॥ যথোত্তরং
মন্দগতির্মন্দশক্তির্বিধায়কং । কালেনাপ্রোতি সদৃশান্
সরনাদীংস্তথা তথা ॥ ৬৫ ॥ দোষোজ্বরয়তি ক্রুদ্ধশ্চিরা-
চ্চিরতরেণ চ । ভূমৌ স্থিতং জলৈঃ সিক্তং কালং নৈব
প্রতীক্ষ্যতে । অক্ষুরায় যথা বীজং দোষবীজং ভবে-
ত্তথা ॥ ৬৬ ॥ বেগং কৃহা বিবং যদদাশয়ে নীয়েতে বলং ।
কুপ্যত্যাশুবলং ভূয়ঃ কালদোষবিমস্তথা ॥ ৬৭ ॥ এবং
জ্বরাঃ প্রবর্তন্তে বিষমাঃ সততাদয়ঃ । উৎক্লেশো গৌরবং
দৈম্যং ভঙ্গোহক্ষানানং বিজৃম্বণং । আরোচকো বমিঃ শ্বাসঃ

জ্বরাক্রান্ত হয় । গন্তীরধাতুচারিতা নিবন্ধন, সন্নিপাত
সম্ভবনিবন্ধন, দোষ সমুদায়ের সমান রূপ প্রবলতা নিবন্ধন
এই চতুর্থক জ্বর হুশ্চিকিৎসিত হইয়া পড়ে । ৬২ । ইহাতে সূক্ষ্ম
সূক্ষ্ম রক্তাদিসঞ্চারণ্যে এবং দূর্বহিত রক্তাদিসঞ্চারণ্যে
ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প দোষ জন্মিতে থাকে । ৬৩ । ইহাতে দেহ
শুষ্ক হয় না এবং শরীরে সস্তাপ অনুভূত হইতে থাকে । ঈদৃশ
অবস্থার যদি যত্নপূর্বক চিকিৎসা না করা হয়, তাহা হইলে রাত্রি
কালানুসারী সস্তাপ সহিত বিষম জ্বর বিষম আড়ম্বরপূর্বক
উপস্থিত হইয়া থাকে । ৬৪ । ইহাতে রোগী যে পরিমাণে হীন
বল হইতে থাকে এই জ্বরও সেই পরিমাণে ক্রমে ক্রমে
রসপ্রভৃতি সমুদায় ধাতু অশ্রয় করে । পরে কিছুকাল বিলম্বে
ঐ দোষ কুপিত হইয়া রোগীকে জীর্ণ করিয়া তুলে । বীজ
স্বরূপ ভূমিতে স্থাপনপূর্বক জলসেক করিলে তাহা হইতে
অল্প উৎপন্ন হয়, দোষবীজও অবিকল সেইরূপ হয় । ৬৫-৬৬ ।
বিষ বৈরূপ বেগপূর্বক পকাশয়ে নীত হইলে পশ্চাৎ তাহা
বল প্রাপ্ত হইয়া যথানুসারে কুপিত হয়, দোষরূপ বিষও অবিক-
ল সেইরূপ । ৬৭ । তত প্রভৃতি সমুদায় জ্বরই উপেক্ষিত
হইলে কালক্রমে বিষম জ্বর হইয়া উঠে । উৎক্লেশ, শরীরের,

সর্বস্মিন্‌সঙ্গে জ্বরে ॥ ৬৮ ॥ রক্তনিষ্ঠীবনং তৃষ্ণা ক্লেশাঘঃ
পীড়কোজ্বরমঃ । দাহরাগজমমদপ্রলাপোরক্তসংশ্রিতে ॥
৬৯ ॥ ছট্‌গ্লানিস্পৃষ্টবর্চস্কমস্তদাহোজমস্তমঃ । দৌর্গন্ধাৎ
গাত্রবিক্ষেপো মাংসস্থে মেদসি স্থিতে । স্নেদোহুতি-
তৃষ্ণা বমনং দৌর্গন্ধাৎ বা সহিস্কুতা ॥ ৭০ ॥ প্রলাপো গ্লানি-
ররুচিরস্থিগে অস্থিভেদনং ॥ ৭১ ॥ দোষপ্রবৃত্তিরদোষঃ
শ্বাসাঙ্গক্ষিপকৃজনঃ । অন্তর্দাহো বহিঃ শৈত্যাং শ্বাসো
হিকা হি মজ্জগে ॥ ৭২ ॥ তমসো দর্শনং মর্ম্মচ্ছেদনং
স্তম্ভমেঢ়তা । শুক্রপ্রবৃত্তির্মূতাস্ত জায়তে শুক্রসংশ্রয়ে ॥
৭৩ ॥ উত্তরোত্তরদুঃসাপাঃ পঞ্চান্তে তু বিপর্য্যয়ে ।
প্রলিপ্সন্বিব গাত্রানি শ্লেষ্মাণা গৌরবেণ চ । মন্দজ্বর-
প্রলাপস্ত নশীতঃ স্ত্র্যাং প্রলেপকঃ ॥ ৭৪ ॥ নিত্যং
মন্দজ্বরোরুক্ষঃ শীতরুছেদ গচ্ছতি । শুক্লাঙ্গঃ শ্লেষ্ম-
ভ্রিয়ন্তে ভবেদঙ্গবলাশকঃ ॥ ৭৫ ॥ হরিজাতভেদনর্গা-

শুকতা, দৈম্য অঙ্গভঙ্গ, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, শ্বাস, রসগত সমু-
দায় জ্বরেই এই সকল লক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে । ৬৮ । জ্বর বক্ত
সংশ্রিত হইলে রক্তনিষ্ঠীবন, তৃষ্ণা, ক্লেশ ও উষ্ণ পিড়কা, দাহ,
শরীরের রক্তিনা, ভ্রম, মত্ততা ও প্রলাপ এই সমুদায় উপদ্রব
উপস্থিত হইয়া থাকে । ৬৯ । জ্বর মাংসগত ও মেদোগত হইলে
তৃষ্ণা, গ্লানি, রেচোনির্গম, অন্তর্দাহ, ভ্রম, অন্ধকার দর্শন,
দুর্গন্ধঅনুভব ও গাত্রবিক্ষেপ এই সমুদায় উপদ্রব উপস্থিত
হয় । ৭০ । জ্বর অস্থিগত হইলে ঘর্ম্ম, অতিতৃষ্ণা, বমন, দুর্গন্ধতা,
অসহিস্কুতা, প্রলাপ, গ্লানি, অরুচি ও অস্থিভেদ এই সকল উপ-
দ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে । ৭১ । জ্বর মজ্জাগত হইলে দোষ
প্রবৃত্তি, উদ্বোধ, শ্বাস, অঙ্গবিক্ষেপ, অবাক্তপানি, অন্তর্দাহ,
বহিঃশৈত্যা, শ্বাস ও হিকা এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইয়া
থাকে । ৭২ । জ্বর শুক্রগত হইলে অন্ধকার দর্শন, মর্ম্মভেদ, স্তম্ভ-
মেঢ়তা, শুক্রপ্রবৃত্তি ও মূতাস্ত এই সমুদায় দোষ উৎপাদন করিয়া
থাকে । ৭৩ । রসগত, রক্তগত, মাংসগত, মেদোগত ও অস্থিগত এই
পঞ্চপ্রকার জ্বর উত্তরোত্তর দুঃসাপা । মজ্জাগত ও শুক্রগত জ্বর
একান্ত অসাধ্য । প্রলেপক জ্বর উপস্থিত হইলে রোগীর অনুভব
হয় বৈদ শ্লেষ্ম ও শুষ্কতা দ্বারা সমুদায় অঙ্গ ও লিপ্ত হইয়াছে ।
ইহাতে জ্বরের কোপ অল্প ও শীত অধিক হয় । ৭৪ । অঙ্গবলা-
শক জ্বর সর্বদা মন্দমন্দ ভাবে থাকে । এই জ্বরে রক্ততা,

ভস্তুভ্লেপং প্রমেহতি । ন বৈ হারিদ্ৰকোনাং অরভেদো-
হন্তকঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৬ ॥ কফবাতৌ নগৌ যত্র হীনপিত্তস্ত
দেহিনঃ । 'তীক্ষ্ণোহিথবা দিবা মন্দো জায়তে রাত্রিকো-
অরঃ' ॥ ৭৭ ॥ দিবাকর্যাপিত্তবলে ব্যায়ামাচ্চ বিশো-
মিতে । শরীরে নিয়তং বাতাং অরঃ ন্যাং পৌর্নরা-
ত্রিকঃ ॥ ৭৮ ॥ আশায়ৈ যদাত্তস্বে শ্লেষ্মাপিত্তে হৃৎস্থিতে ।
তদর্দ্ধং শীতলং দেহে অর্দ্ধং চোষণং প্রজায়তে ॥ ৭৯ ॥
কায়ৈ পিত্তং যদা ত্তস্বে শ্লেষ্মা চান্তে ব্যবস্থিতঃ । উষ্ণত্বং
তেন দেহস্ত শীতত্বং করপাদয়োঃ ॥ ৮০ ॥ রসরক্তাশ্রয়ঃ
সাধ্যো মাংসমেদো গতশ্চ যঃ । অস্থিমজ্জাগতঃ
রুচ্ছ্রুস্তৈস্তৈঃ স্বাঙ্গৈর্হতপ্রভঃ ॥ ৮১ ॥ বিনংজোঅরবে
গার্ত্তঃসক্ৰোধইব বীক্যতে । সদাযমুষ্ণঞ্চ সদা শক্লু-
নুষ্ণতি বেগবৎ ॥ ৮২ ॥ দেহো লঘুর্দ্যাপগতক্লমমোহ-
তাপঃ পাকো মুখে করণসৌষ্ঠবমব্যর্থকং । শ্বেদঃ

শীত, শুষ্কতা ও শ্লেষ্মার আবির্ভাব হয় । ৭৫। যে জ্বরেতে
রোগীর শরীর হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং প্রস্রাব ও হরিদ্রাক্ত হইয়া
থাকে, তাহার নাম হারিদ্ৰ জ্বর । এই জ্বর অন্তক সদৃশ । ৭৬।
বাতিক জ্বরে রোগীর কফ ও বায়ু সমভাবে থাকে এবং পিত্ত-
মন্দীভূত হয় । এই জ্বরের বেগ দিবাতে মন্দ ও রাত্রিতে
প্রবল হয় । ৭৭। ব্যায়ামহেতু দিবাকর বল গ্রহণ করিতে রোগী
শুল্ক হইলে বাতাদিক্য প্রযুক্ত রোগীর শরীরে নিয়ত জ্বর থাকে ।
ইহাকে পৌর্নরাত্রিক জ্বর বলে । ৭৮। উক্ত জ্বরে আশায় স্বস্থ-
নস্থ ও পিত্ত অধঃস্থিত হইলে রোগীর অর্দ্ধশরীর শীতল ও অর্দ্ধাঙ্গ
উষ্ণ হইয়া থাকে । ৭৯। জ্বরকালে রোগীর শরীরের উর্দ্ধভাগে
পিত্ত পরিব্যাপ্ত হয় এবং শ্লেষ্মা অধোভাগে অবস্থিতি করে, এই
নিমিত্ত তাহার দেহ উষ্ণ এবং হস্তপদ শীতল হয় । ৮০। রস-
রক্তশ্রিত ও মাংসমেদোগত জ্বর সাধ্য এবং অস্থিমজ্জাগত জ্বর
রুচ্ছ্রুসাধ্য । জ্বর যে যে অঙ্গের আন্ত ও মজ্জাকে আশ্রয় করে,
সেই সেই লক্ষ হীনপ্রভ হইয়া থাকে । ৮১। অস্থিমজ্জাগত জ্বরে
রোগীকে সংজ্ঞাবিহীন, জরবেগার্ত্ত ও সক্রোধ লক্ষিত হয় ।
এবং রোগী সর্বদা দোষাঘ্নিত উষ্ণ মল বেগে পরিভাগ করে ।
৮২। জ্বর বিগত হইলে শরীরের লঘুতা, ক্রেশের শান্তি, মোহ ও
ভ্রাপের অপগম, মুখের পাক, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, ব্যাধাপগম,

ক্ষবঃ প্রকৃতিযোগিমনোন্নলিপ্সা কণ্ডুশ্চ মূর্দ্ধি বিগত-
অরলক্ষণানি ॥ ৮৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অরনিদানং সপ্তচত্বারিংশ-
দধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ অথাতো রক্তপিত্তস্ত নিদানং
প্রবদাম্যহং । ভূশোষতিক্তকটুশ্ল-লবণাদিবিদাহিতিঃ ॥
২ ॥ কোদ্রবোদ্রালকশান্যৈস্তুভুজৈরতিসেবিতৈঃ । কুপিতং
পৈত্তিকৈঃ পিত্তং দ্রবং রক্তঞ্চ মূর্ছতি ॥ ৩ ॥ তৈর্মিথ-
স্তুল্যরূপত্নমাগম্য ব্যাপ্নুবৎস্তনুং । পিত্তরক্তস্ত বিকৃতে:
সংসর্গদ্বয়াদপি ॥ ৪ ॥ গন্ধবর্ণানুরন্তেবু রক্তেন ব্যপ-
দিশ্রুতে । প্রভবত্যমৃজস্থানাং প্লীহতো যকৃতশ্চ
তৎ ॥ ৫ ॥ শিরোগুরুমরুচিঃ শীতেচ্ছাধূমকোলকঃ ।
ছদ্ধিতশ্ছদ্দিবৈভৎস্তং কাশঃ শ্বাসো ভ্রমঃ ক্লমঃ ॥ ৬ ॥

ঘর্ম, ক্ষুৎ, মনের স্বাস্থ্য, অন্নলিপ্সা, মস্তকের কণ্ডু, এই সকল
লক্ষণ হইয়া থাকে । ৮৩।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরি কহিলেন, অনন্তর রক্তপিত্তনিদান বলিতেছি ।
অতিশয় উষ্ণ, তিক্ত, কটু, অম্ল, লবণ, গুরুপাকদ্রব্য, কোদ্রব
উদ্রালক প্রভৃতি দ্রব্য ভূরিপরিমাণে সেবন করিলে ঐ সমুদায়
পৈত্তিক দ্রব্য কুপিত হয় এবং পিত্ত রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া
রক্তদূষিত করে । ১—৩। পরে ঐ রস ও পিত্ত তুল্যরূপ হইয়া
সর্বশরীরব্যাপী হয় । অনন্তর এই পিত্তমিশ্রিত রক্তের
বিকৃতি নিবন্ধন, সংসর্গ নিবন্ধন, দোষনিবন্ধন এবং
গন্ধ ও বর্ণের অনুরূপতানিবন্ধন ঐ পিত্তই রক্ত শব্দে অভিহিত
হইয়া থাকে । এইরূপে রক্তাকারে পরিণতপিত্ত রক্তাশয় হইতে,
প্লীহা হইতে এবং যকৃত স্থান হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকে । ৪-
৫। এই রক্তপিত্ত রোগ জন্মিবার পূর্বে মস্তকের গুরুতা, অমরুচি,
শীতল দ্রব্য সেবনে ইচ্ছা, ধূমদর্শন, মুখে অন্নরসাস্বাদ, বমন-
প্রবৃত্তি, বমন, বৈভৎস্ত (গা ঘিন ঘিনকর) কাশ, শ্বাস, ভ্রান্তি,
ক্লান্তি, শরীর রক্তবর্ণ, মুখে মৎস্তগন্ধ ও রক্তবর্ণতা, জরভাব,

. লোহিতো লোহিতো মৎস্তগন্ধাস্ত্রিধ্বং বিষ্ণুঃ । রক্ত-
হারিঃ হরিভবর্ণতা নয়নাদিষু ॥ ৭ ॥ নীললোহিত-
ব্রীতানাং বর্ণানামবিচেষ্টনং । স্বপ্নে উন্মাদ-ধর্ম্মিণ্যং
ভবত্যস্মিন্ ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥ উর্দ্ধং নাসান্নিকর্ণাশ্চ-
র্মেদ্রয়োনিগুদৈর্দধঃ । কুপিতং রোমকুপৈশ্চ সমস্তৈস্ত-
প্রবর্ততে ॥ ৯ ॥ উর্দ্ধং সাধ্যং কফাদ্যস্মাৎ তদ্বিরেচন-
সাধিতং । বন্ধৌষধস্য পিত্তস্য বিরেকো হি বরৌ-
ষধং ॥ ১০ ॥ অনুবন্ধী কফো যত্র তত্র তস্মাপি শুদ্ধি-
কৃৎ । কষায়াঃ স্নাদবো यस্য বিষ্টকৌ শ্লেষ্মলা হিতাঃ ॥
১১ ॥ কটুতিক্তকষায়া বা যে নিসর্গাঃ কফাবহাঃ ।
অধো যাপ্যঞ্চ নাসু স্মাৎ স্তং প্রচ্ছদনসাধকং ॥ ১২ ॥
অল্লৌষধঞ্চ পিত্তস্য বমনং নবমৌষধং । অনুবন্ধিবলো
যস্য শান্তিপিত্তনরস্য চ ॥ ১৩ ॥ কষায়শ্চ হিতস্তস্য
মধুরা এব কেবলং । কফমারুতসংস্পৃষ্টমসাধ্যমুপ-
নামনং ॥ ১৪ ॥ অসহ্যং প্রতিলোমস্নাদসাধ্যাদৌষধস্য

নয়নাদিতে বক্তবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ অথবা হরিদ্বর্ণ, নীল, লোহিত
ও পীতবর্ণের অভেদজ্ঞান এবং স্বপ্নে উন্মাদধর্ম্মিকতা এই সমুদায়
লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। ৬—৮। উর্দ্ধে নাসিকা, নয়ন, কর্ণ
ও মূত্রদ্বারা, অধোভাগে গুহ, যোনি ও মেত্রারা অথবা রোম-
কূপদ্বারা এই কুপিত রক্তপিত্ত আবির্ভূত হইয়া থাকে।
উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত সাধা, কারণ কফ তাহার সহকারী, বিরেচন
দ্বারা ঐ কফ বিনষ্ট হইয়া যায়। পিত্তের বন্ধকারক ঔষধ হইতে
তাহার বিরেচন ঔষধই শ্রেষ্ঠ। ৯—১০। বিশেষতঃ ইহাদ্বারা
অনুবন্ধী কফেরও শোধন হয়। ইহাদিগের শোধনবিষয়ে
কষায়, স্নাদ ও শ্লেষ্মল বস্ত্র হিতকারক। ১১। কটু, তিক্ত,
কষায় অথবা যে সমুদায় বস্ত্র কফাবহ, সেই সমুদায়ও এতৎ-
শোধনবিষয়ে হিতকর। অধোগত রক্তপিত্তকে যাপ্য বলে,
কিছু রোগীকে অন্নায়ু করে; ইহাতে বমন হিতকর। ১২।
যে ব্যক্তির পিত্ত নিত্য দূষিত হয় নাই এবং বাহ্যর শরীরে
বল্যাদি আছে, তাদৃশ রোগীর পক্ষে পিত্তবিরেচন, ও অন্ন-
পরিমাণে নূতন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য। ১৩। জীর্ণ রোগীর
পক্ষে মধুর ও ঘায় দ্রব্য হিতকর। যে রোগীর কফ
ও বায়ু উভয় কুপিত হইয়া পিত্তের সহিত যোগ দিয়াছে,

চ। নহি সংশোধনং কিঞ্চিদস্য চ প্রতিলোমিনঃ ॥
১৫ ॥ শোধনং প্রতিলোমঞ্চ রক্তপিত্তেভিসর্জিতং ।
এবমেবোপশমনং সংশোধনমিহেম্যতে ॥ ১৬ ॥ সৎ
সৃষ্টেষু হি দোষেষু সর্কধা হর্দনং হিতং । তত্র দৌষো
গমনং শিবাস্ত ইব লক্ষ্যতে । উপদ্রবাস্চ বিকৃতি
ফলতন্তেষু সাধিতং ॥ ১৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে রক্তপিত্তনিদানং নাম
অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

উনপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ আশুকারী যতঃ কাশঃ স
এবাতঃ প্রচক্ষ্যতে । পঞ্চকাশাঃ স্মৃতা বাতপিত্তশ্লেষ্ম-
ক্ষতক্ষয়ৈঃ ॥ ২ ॥ ক্ষয়য়োপেক্ষিতাঃ সর্পে বলিনশ্চোত্ত-
রোত্তরং । তেষাং ভবিষ্যতাং রূপং কণ্ঠে কণ্ঠরোরো-
চকঃ ॥ ৩ ॥ শুষ্ককর্ণাস্ত্রকণ্ঠং তত্রাদৌবিহিতোনি

তাহাকে আরোগ্য করা দুঃসাধ্য। এই রোগ যদি প্রতিলোম-
গত হয়, তাহাইহলে সেই রোগ অসহ্য ও ঔষধের অসাধ্য।
প্রতিলোমগত রক্তপিত্তের কোন ক্রমেই প্রতিকার করা
যাইতে পারে না। ১৪—১৫। রক্তপিত্তের প্রতিলোমপ্রক্রিয়াই
তাহার শোধন। এইরূপ শোধন হইলেই উপশম হইতে
পারে। ১৬। যে স্থলে দোষ সমুদায় পরস্পর সংস্পৃষ্ট, তাদৃশ
স্থলে বমনই হিতকারক। এই রক্তপিত্তে দোষসমুদায় শিবা-
স্ত্রের দ্বারা মুক্তানিধান। ফলতঃ ইহাতে বহুবিধ উপদ্রব বিকার-
স্বরূপ। ১৭।

উনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরি কহিলেন, কাশরোগ ক্ষিপ্ৰকারী, এইজন্য এই স্থলে
তাহাই নিরূপিত হইতেছে। কাশরোগ পাঁচপ্রকার;—বাতজন্ম,
পিত্তজন্ম, শ্লেষ্মজন্ম, ক্ষতজন্ম ও ক্ষয়জন্ম। ১—২। এই পঞ্চ-
প্রকার কাশ যদি উপেক্ষিত হয়, তাহাইহলে উত্তরোত্তর
বলবান হইয়া ক্রম ক্রমে পরিণত হয়। এই রোগ অন্ত্রিবার
পূর্বে কণ্ঠে কণ্ঠ ও অকটি হয়। ৩। বাতজন্ম কাশে শুষ্ককর্ণতা,

উৰ্দ্ধঃ প্রসৃতঃ প্রাপ্যোত্তমশ্চিন্মি কঠে চ সংস্থজন্ ॥ ৪ ॥
 শিরাস্রোতাংনি সংপূৰ্ণ্য ততোক্ষ্মাণ্ড্যংক্ষিপন্তি চ ।
 ক্ষিপন্তিবাঞ্চিগী ক্লিষ্টশ্বরঃ পার্শ্বে চ পীড়য়ন্ ॥ ৫ ॥
 এবৰ্জিত সবক্তেণ ভিন্নকাংশ্চোপমধ্বনিঃ । হৃৎ-
 পার্শ্বোক্তশিরঃশূলমোহকোভস্বরক্ষয়ান্ ॥ ৬ ॥ ক-
 নোতি শুষ্ককাশঞ্চ মহাবেগরুজাস্বনং । সোদহযী-
 কঞ্চ শুষ্কং রুদ্ধান্ মুক্কাগ্নতাং ব্রজেৎ ॥ ৭ ॥ পিত্তাৎ
 পীতাক্ষিকতা তিত্তাস্ত্রং জরো ভ্রমঃ । পিত্তাস্বমনং
 তৃষ্ণা বৈশ্বর্য্যং ধূমকো মদঃ ॥ ৮ ॥ প্রত্যহং কাশবেগে
 চ জ্যোতিষামিব দর্শনং । কফাদুরোক্তরুগ্মুর্জহদয়ং
 স্তিমিতং গুরু ॥ ৯ ॥ কঠে প্রলেপমদনং পীনসছর্দ্য-
 রোচকাঃ । রোমহর্ষো ঘনশ্লিষ্ণুশ্লেষ্মণাঞ্চ এবৰ্জিতং ॥
 ১০ ॥ মুক্কাগ্নিঃ সাহসৈস্তৈস্তৈঃ সেবিতৈস্তরযথাবলং ।

মুখশোষ, কঠশুদ্ধতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। অধঃ-
 স্থিত বায়ু উৰ্দ্ধগামী হইয়া বক্ষঃস্থলে গমনপূর্বক কঠে
 অভিঘাত করিয়া থাকে। ৪। ঐ বায়ু শিরাস্রোত পরি-
 পূরিত করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করিতে থাকে। বোধ-
 হয়, চক্ষুর্দয় যেন উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। ইহাতে পার্শ্বপীড়া ও
 শ্বর ক্ষীণতর হয়। ৫। এই রোগে মুখে ও কঠে ভগ্নকাংশ্চর,
 ত্রায় ধ্বনি এবৰ্জিত হইতে থাকে। এই বাতজ্ঞা রোগে
 হৃৎপার্শ্বশূল, উরুশূল, শিরঃশূল, মোহ, ক্ষোভ, শ্বরক্ষয় এবং
 মহাবেগে বাধা ও শব্দের সহিত শুষ্ক কাশ হইয়া থাকে এবং
 লোমাক্ষ সহকারে অতিকঠে শুষ্ক কক নিঃসারিত করিলে
 কঠের কিঞ্চিং লাঘব হয়। ৬—৭। পিত্তজনিত কাশরোগ
 হইলে চক্ষু পীতবর্ণ, মুখে তিত্তাস্বাদ, জ্বর, ভ্রম, পিত্তবমন,
 রক্তবমন, তৃষ্ণা, শ্বরভঙ্গ, ধূমদর্শন, মত্ততা, এই সমুদায় লক্ষণ
 আবির্ভূত হয়। ৮। এই রোগে রোগী যখন কাশিতে থাকে,
 তখন তাহার কাশির বেগে জ্যোতিঃপদার্থের ত্রায় দর্শন হয়।
 কফজনিত কাশরোগ উপস্থিত হইলে বক্ষঃস্থলে অন্নবেদনা,
 মত্তক ও হৃদয় গুরু ও তৃষ্ণ হইয়া থাকে। বোধ হয় যেন
 কঠে কোন বস্তু নিপ্ত আছে। এই রোগে পীনস, বমন,
 অরুচি, লোমাক্ষ, ঘন ও সিল্প শ্লেষ্ম নির্গম, এই সমুদায় লক্ষণ
 প্রকাশ পায়। ৯—১০। সংগ্রাম প্রভৃতি অতিসাহসিক কার্যে
 অযথাযথ প্রবৃত্ত হইলে বক্ষঃস্থলের মধ্যে ক্ষত হয়। তাহাতে

উরন্যস্তঃকতো বায়ুঃ পিত্তেনানুগতো বলী ॥ ১১ ॥
 কুপিতঃ কুরুতে কাশং কক্ষং তেন সশোণিতং । পীতং
 শ্রাবঞ্চ শুষ্কঞ্চ গ্রথিতং কুপিতং বহু ॥ ১২ ॥ শ্রীবেৎ
 কঠেন রুজতা বিভিন্নেনৈব চোরসা । শ্রুতীভিরিব
 তীক্ষ্ণাভিস্তৃণমানেন শূলিনা ॥ ১৩ ॥ হৃৎকম্পশে'ন
 শূলে'ন ভেদপীড়া হি তাপিনা । পর্শভেদশ্বরদ্বানতৃষ্ণা-
 বৈশ্বর্য্যকম্পবান্ ॥ ১৪ ॥ পারাবতইবোৎকৃজন্ পার্শ্ব-
 শূলী ততো'ন্য চ । কফাচ্ছৈর্জঘনং পত্তিফলবর্ণশ্চ
 হীয়তে ॥ ১৫ ॥ ক্ষীণস্য সাস্ত্রংমূত্রং স্বাসপৃষ্ঠকটি-
 গ্রহঃ । বায়ুপ্রধানাঃ কুপিতা ধাতবো রাজস্বক্ষণঃ ॥
 ১৬ ॥ কুর্কস্তি যদ্বায়তনে কাশং শ্রীবেৎ কক্ষং ততঃ ।
 পুতিপুয়োপমং বীতং মিশ্রং হরিতলোহিতং ॥ ১৭ ॥
 স্পৃশ্যতে তুচ্ছত ইব হৃদয়ং পচতীব চ । অকস্মা-
 দুক্ষশীতেচ্ছা বহ্বাশিদ্ধং বলক্ষয়ঃ ॥ ১৮ ॥ শ্লিষ্ণুপ্রসন্ন-
 বক্তৃত্বং শ্রীমদর্শনেনৈব তাতা । ততো'ন্য ক্ষয়রূপাণি সর্বা-

বায়ু পিত্তের সহিত সমবেত, বলবান ও কুপিত হইয়া কাশ
 উৎপাদন করে। তাহাতে রক্তের সহিত শ্লেষ্ম নির্গত হয়।
 কাশসময়ে রোগী নিশ্বাসন করিলে ঐ কাশ পীতবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ,
 শুষ্ক, গ্রথিত ও কুপিত দৃষ্ট হয়। ১১—১২। কাশ নিঃসারণকালে
 কঠে পীড়া হয় এবং বোধ হয় যেন বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে
 এবং তীক্ষ্ণ শ্রুতীদ্বারা মর্দনশূল বিদ্ধ করিতেছে এবং হৃৎকম্পর্শ
 শূলদ্বারা যেন হৃদয় ভিন্ন, পীড়িত ও তাপিত হইয়া উঠিতেছে।
 এই রোগে পর্শভেদ, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, শ্বরভঙ্গ ও কম্প এই
 সমুদায় উপদ্রব উপস্থিত হয়। ১৩—১৪। পরিশেষে রোগী
 পারাবতের ত্রায় ক্ষীণশ্বরে কথা কহিতে থাকে। এই সময়
 তাহার পার্শ্বশূল উপস্থিত হয়, কফাদিনিবন্ধন বমনও হইতে
 থাকে, পরিপাকশক্তি, বল ও বর্ণ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। ১৫।
 রাজস্বক্ষ্মারোগে রোগী শীঘ্র ক্ষণ হইয়া পড়ে এবং রক্তপ্রধাব,
 শ্বাস, কটি ও পৃষ্ঠবেদনা হ্রস্ব, আর বায়ু প্রধান হইয়া ধাতুকে
 কুপিত করে। যদ্বারোগী দুর্গন্ধ পূর্ণের ত্রায় হৃদয় ও
 রক্তবর্ণনিশ্চিত কাশ নিশ্বাসন করে। ১৬—১৭। যদ্বারোগী
 মর্দন বাধিতপ্রায় হইয়া শয়ন কবিলা থাকে। আর তাহার
 বোধ হয় যেন কেহ তাহার হৃদয় পাক করিতেছে এবং কক-

প্যাবির্ভবন্তি চ ॥১৯॥ ইত্যেষঃ ক্ষয়জঃ কাশঃ ক্ৰীণানাং
দেহনাশনঃ । যাপ্যো বা বলিনাং তদ্বৎ কৃতজ্যোপি
নবো ভু, ভৌ ॥২০॥ নিদ্র্যোতামপি সামর্থ্যাৎ সাধ্যাদৌ
চ পৃথক্ ক্রমঃ । মিশ্রা যাপ্যাশ্চ যে সৰ্ব্বে জরসঃ স্থবি-
রস্ত চ ॥২১॥ কাশশ্বাসক্ষয়ছর্দিশ্বরনাদাদয়োগদাঃ ।
ভবন্ত্যপেক্ষয়া যস্মাৎ তস্মাত্তাৎ তুরয়া জয়েৎ ॥২২॥

ইত্যাদি গারুড়ে মহাপুরাণে কাশনিদানং নাম

• ঊনপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধনুস্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ অথাৎ শ্বাসরোগস্য নিদানং
প্রবদাম্যহং । কাশরুদ্রা ভবেৎ শ্বাসঃ পূৰ্ণৈর্কী দোষ-
কোপনৈঃ ॥ ২ ॥ আশ্বিনারবমথুবিষপাণ্ডুশ্রৈরপি ।

স্বাৎ উষ্ণবোধ, শীতলতা, বহুভোজনান্ভিলাষ, বলক্ষয়, মুখের
মিথুতা ও প্রসন্নতা, দন্তের চাকচক্য, নেত্রের ত্রি এই সকল
উপদ্রব হইয়া থাকে । অনন্তর তাহার সর্বপ্রকার ক্ষয়লক্ষণ
আবির্ভূত হয় । ১৮—১৯ । উক্তরূপ ক্ষয়জকাশ ক্রীণ ব্যক্তির
দেহনাশ করে । রোগী বলবান্ হইলে ঐ কাশ যাপ্য থাকে
একরূপে কৃতজ ও ক্ষয়জ উভয়বিধ কাশের প্রথমাবস্থায়
চিকিৎসা করিলে বাপ্য হইয়া থাকে । আর বলবান্ ব্যক্তির
কাশ সাধ্য । এইরূপ ক্ষয়জ ও কৃতজ উভয়প্রকার কাশই প্রথমা-
বস্থায় প্রতিকারচেষ্টা করিলে সাধ্য হয়; আর রোগীর সামর্থা-
নকে প্রথম অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ ক্রমানুসারে চিকিৎসা করিলে
সকল রোগই সাধ্য হইয়া থাকে । যে সকল মিশ্ররোগ যাপ্য,
সেই সকল রোগ এবং বৃদ্ধের পক্ষে সাধারণ রোগও উপেক্ষা
করিলে শ্বাস, কাশ, ক্ষয়, ছর্দি, শ্বরভঙ্গ প্রভৃতি নানাপ্রকার
রোগ উৎপাদন করে, অতএব সকল রোগেই শীঘ্র প্রতিকার
করিবে । ২০—২২ ।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

ধনুস্তরিরু কহিলেন, অনন্তর শ্বাসরোগনিদান বলিতেছি ।
কাশের প্রথমাবস্থায় শ্বাসরোগ জন্মিয়া থাকে অথবা বায়ু পিত্ত
কফ দ্বিগত হইয়াও শ্বাস উৎপাদন করে । ১—২ । আশ্বিনা-
র

রজোধূমানিলৈর্মর্ম্মষাতাদপি হিমাশ্বনা ॥ ৩ ॥ ক্ষুদ্রক-
স্তমকচ্ছিন্নো মহানুর্জ্জ্বল পঞ্চমঃ । কফোপরুদ্রগমন-
পবনো বিশ্বগাস্তিতঃ ॥ ৪ ॥ প্রাণোদকারবাহীনি দুষ্টে-
শ্রোতাংসি দুষয়ন্ । উরঃস্থঃ কুরুতে শ্বাসমাত্মশয়-
সমুদ্ভবং ॥ ৫ ॥ প্রাণরূপং তস্য হৃৎপার্শ্বশূলং প্রাণ-
বিলোমতা । আনাহঃ শঙ্খভেদশ্চ তদ্রায়ানোক্তি-
ভোজনৈঃ ॥ ৬ ॥ প্রেরিতঃ প্রেরয়ন্ ক্ষুদ্রং শ্বয়ং সমমলং
মরুৎ । প্রতিলোমং শিরাগচ্ছেদুদীৰ্য্য পবনঃ কফং ॥ ৭ ॥
পরিগৃহ্য শিরোগ্রীবমূরঃপার্শ্বে চ পীড়য়ন্ । কাশং
যুগ্মরকং মোহরুচিরম্পীনসং ভৃশং ॥ ৮ ॥ করোতি
ভীতবেগঞ্চ শ্বাসং প্রাণোপতাপিনং । প্রতাম্যোস্তস্ত
বেগেন স্তীবনান্তে কণং স্থখী ॥ ৯ ॥ কৃচ্ছ্রাচ্ছয়ানঃ
শ্বসিতি নিবন্ধঃ শ্বাস্যমহতি । উচ্ছ্রিতাক্ষো ললাটেন

সার, বনি, বিষপ্রয়োগ, পাণ্ডু, জর, ধূলি ও ধূমগ্রহণ, অধিক
বায়ুসেবন, জন্মের মর্ম্মস্থলে আঘাত ও হর্ম্মসেবনদ্বারা শ্বাস-
রোগ উৎপন্ন হয় । ৩ । শ্বাস পঞ্চবিধ; ক্ষুদ্র, তমক, ছিন্ন, মহা
ও উর্জ্জ্বল । সর্বব্যাপী বায়ুর গমন কক্ষকর্তৃক রুদ্ধ হইলে ঐ বায়ু
প্রাণবাহী, উদকবাহী, অগ্নিবাহী, শ্রোতসকল দূষিত করিয়া
বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হয় এবং আশ্বিনয়েতে শ্বাস উৎপাদন করে । ৪-
৫ । শ্বাসরোগ জন্মিবার পূর্বে জন্ম ও পার্শ্ব শূল অন্মভূত হয় এবং
প্রাণবায়ুর প্রতিলোমতা, শ্বাসের দৈর্ঘ্য এবং ললাটস্থিতে বেদনা
বোধ হয়; অধিক পরিশ্রম ও অতিশয় ভোজনদ্বারা বায়ু শ্বয়-
প্রেরিত হইয়া কক্ষকে দূষিত ও প্রেরিতকরত প্রতিলোমভাবে
শিরাগামী হয়, তাহাতেই ক্ষুদ্রশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে । ৬—৭ ।
বায়ু কক্ষের উদগম করিয়া মস্তক, গ্রীবা ও বক্ষঃস্থল গ্রহণপূর্ব্বক
পার্শ্বে পীড়া উৎপাদন করিতে থাকে । তাহাতে কঠিনক সহ-
কারে কাশ, মোহ ও পীনস এই সকল উপদ্রব জন্মে । ৮ । বায়ু
প্রবল হইলে শ্বাসের বৃদ্ধি করিয়া অতিশয় কষ্টপ্রদান করে এবং
কালের বেগ অতিশয় হইয়া থাকে । এই রোগে কিঞ্চিৎ পরি-
মাণে কাশ নিঃসৃত হইলে রোগী অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্য অন্মভব
করেন । ৯ । শ্বাসরোগে অপ্রাকৃত ব্যক্তি অতিকষ্টে শয়ন করে
এবং উপবেশন করিয়া থাকিলেই কষ্টকিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য বোধ হয় । এই
রোগে চক্ষুদ্বয় উচ্ছ্রিত ও ললাটে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে । ইহাতে

স্বিজ্ঞাতা ভূশমাস্তিবান্ ॥ ১০ ॥ বিগ্ৰহাস্তো মূহঃ শ্বাসঃ
কাক্ষত্বাৎ সবেপথুঃ । মেঘানুশীত প্রাধাতৈঃ শ্লেষ্ম-
লৈশ্চ বিবৰ্জিতৈঃ ॥ ১১ ॥ স যাপ্যস্তমকঃ সাধ্যো নরস্ত
বলিষ্ঠো ভবেৎ । স্ত্রমূর্ছাবতঃ শীতৈর্ন শাম্যেৎ প্রথমস্ত
সঃ ॥ ১২ ॥ কাশশ্বসিতবচ্ছীর্ণমর্ম্মচ্ছেদরুজাদিতঃ ।
সদৃশদমূর্ছঃ সানাহো বস্তিদাহবিবোধবান্ ॥ ১৩ ॥
অধোদৃষ্টিঃ প্লুতাক্ষস্ত স্নিহদ্রুজৈকলোচনঃ । শুষ্কাস্তঃ
প্রলপন্দীনো নষ্টছায়ো বিচেতনঃ ॥ ১৪ ॥ মহতা মহতা
দীনো নাদেন শ্বসিতিং কথন । উর্দ্ধয়মানঃ সংরুদ্ধো
মত্তর্ভত্বেবানিশং ॥ ১৫ ॥ প্রগষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানো বিভ্রান্ত-
নয়নাননঃ । অক্ষং সমাক্ষিপন্ বন্ধমূত্রবর্জাবিশীর্ণ-
বাক্ ॥ ১৬ ॥ শুষ্ককণ্ঠো মূর্তশ্চৈব কর্ণশ্বশিরোতি-
রূক্ । যো দীর্ঘমুচ্ছসিত্যাক্ষ চ প্রত্যাহরত্যধঃ ॥ ১৭ ॥

রোগী অতিশয় কাতর হয় । ১০ । শ্বাসবোগে বারবার শ্বাসবহন
হওয়াতে রোগীর মুখ শুষ্ক হয় এবং ঐ রোগীর উষ্ণজ্বা সেবনে
উচ্ছা হয়। থাকে। মেঘবারি, শীত, পূর্ববায়ু ও শ্লেষ্মবর্জক
জ্বা সেবন করিলে শ্বাসরোগ বৃদ্ধি হয়। থাকে । ১১ । বল-
বান্ ব্যক্তির তমকশ্বাস যাপ্য ও সাধ্য, কিন্তু রোগীর জর, মূর্ছা
শীত প্রভৃতি উপসর্গ হইলে সহসা শ্বাসরোগ নিবৃত্তি হয় না । ১২ ।
তমকশ্বাসে কাশ শ্বাসের গুরুত্ব প্রভৃতি উপদ্রব হয়, ইহাতে
রোগী শীর্ণ ও মর্ম্মচ্ছেদের ভ্রায় ব্যাধা অহুভব করে । এই রোগে
শ্বস, মূর্ছা, আনাহ এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে রোগী
বোধ করে, যেন তাহার বস্তিদেহ দাহ হইতেছে । ১৩ । তমক-
শ্বাসে রোগীর অধোদৃষ্টি হয় এবং চক্ষুর্দ্বয় ক্ষীত, স্নিগ্ধ ও রক্তবর্ণ
হইয়া থাকে এবং রোগী শুষ্ককণ্ঠ হইয়া দীনের ভ্রায় কাতরশ্বরে
কথা কহিতে পারে এবং সময় সময় বিচেতন হইয়া পড়ে । ১৪ ।
মহাশ্বাসে রোগী মত্তবৃত্তের ভ্রায় উর্দ্ধদিকে শ্বাস পরিত্যাগ করে;
সর্বদা এইরূপ শ্বাস হওয়াতে রোগী অতিশয় কাতর হয় । ১৫ ।
মহাশ্বাসে রোগীর জ্ঞান বিনষ্ট ও নয়ন বিভ্রান্ত হয়, ইঞ্জির সকল
বিকল্প হইয়া যায়, মূত্র ও পুরীষ বন্ধ থাকে এবং বাক্যও অতি-
বিশীর্ণ হয় । ১৬ । মহাশ্বাসে রোগীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া মূর্তশ্চৈব
শ্বাস বহির্গত হয় এবং ললাটে ও মস্তকে বেদনা অহুভূত হইতে
থাকে । এইরূপে তাহার কিছুকাল দীর্ঘ ও উর্দ্ধশ্বাস হয়, সে
সেই শ্বাসকে অধোগত করিতে পারে না । ১৭ । এই মহাশ্বাসে

শ্লেষ্মারতমুখশ্রোত্রঃ ক্লৃদ্ধগন্ধবহাদিতঃ । উর্দ্ধদিধীক্যতে
জান্তমক্ষিণী পরিতঃ ক্ষিপন্ ॥ ১৮ ॥ মর্ম্মস্থ জ্বিহ্বা-
মানেষু পরিদেবী নিরুদ্ধবাক্ । এতে সিক্তেযুরব্যক্তাঃ
ব্যক্তাঃ প্রাণহরাঃ ক্রবৎ ॥ ১৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে শ্বাসনিদানং নাম
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

একপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ হিকারোগনিদানঞ্চ বক্ষ্যে
সুশ্রুত তৎ শৃণু । শ্বাসৈকহেতু প্রাণপং সংখ্যা প্রকৃতি-
সংশ্রয়া ॥ ২ ॥ হিকা ভক্ষ্যোদ্ভবা কুজা বমলা মহতীতি
চ । গস্তীরা চ মরুত্তত্র ত্বরয়া যুক্তিসেবিতৈঃ ॥ ৩ ॥

রোগীর মুখ ও কণ্ঠ শ্লেষ্মাবারি আবৃত থাকে এবং বায়ু কুপিত
হইয়া রোগীকে অতিশয় পীড়িত করে, ইহাতে রোগী ভ্রান্তের
ভ্রায় উত্তস্ততঃ চক্ষুঃ নিক্ষেপপূর্ব্বক উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিতে থাকে ।
১৮ । এই রোগে রোগী অহুভব করে যেন তাহার মর্ম্মস্থান
জ্বিন্ন হইতেছে ; ইহাতে কিয়ৎকাল কণ্ঠশ্বরে 'বিলাপ' করিয়া
অবশেষে বাক্যোধ হইয়া যায় । শ্বাসরোগ যাবৎ সমস্তলক্ষণা-
ক্রান্ত হইয়া ব্যক্তীভূত না হয়, তাবৎ চিকিৎসা করিলে ইহার
প্রতিকার হইতে পারে ; পরন্তু যখন উক্ত রোগের সমস্ত উপ-
দ্রব উপস্থিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তখন উক্ত রোগ
চিকিৎসার অসাধ্য হয় এবং তাহাতে রোগীর প্রাণ বিনষ্ট
হইয়া যায় । ১৯ ।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

ধ্বস্তরি কহিলেন, হে সুশ্রুত ! অনন্তর হিকারোগনিদান
বলিতেছি, শ্রবণ কর । যে যে কারণে শ্বাসরোগ জন্মিয়া থাকে,
হিকারোগও সেই সেই কারণে উৎপন্ন হয় । ইহার পূর্ব্বকপ
সংখ্যা প্রভৃতিও শ্বাসরোগের ন্যায় জানিবে । ১—২ । হিকা,
পঞ্চপ্রকার :—ভক্ষ্যোদ্ভবা, (অন্নজা) কুজা, বমলা, মহতী ও
গস্তীরা । শীত ও অনিয়মে ভোজন, ক্রুদ্ধ, তীব্র, ধর ও অস্বাস্থ্য-
কর অন্নপানাদি সেবনদ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া অন্নজা হিকা
উৎপাদন করে । এই হিকাতে অধিক শ্বাস হয় না, কিন্তু অতি

রুক্মতীকথরাশাষ্টরসপানৈঃ প্রপীড়িতঃ । কৰোতি
হিকাং মরুতো মন্দশকাং ক্ষুধানুগাং । সমং সক্ষ্যার-
পানেন বা প্রয়াতি চ সারজা ॥ ৪ ॥ আয়ানাং পবনঃ
ক্লৃষ্টঃ ক্ষুদ্রাং হিকাং প্রবর্তয়েৎ । জক্রমুলাং পরিস্রুতা
মন্দবেগবতী হি সা ॥ ৫ ॥ রুদ্ধিমায়াগতো যাতি ভুক্ত-
মাত্রে চ মর্দবৎ । চিরেণ যমলৈর্কৈর্গৈর্যা হিকা সং-
প্রবর্ততে ॥ ৬ ॥ পরিণামা মুখে রুদ্ধিঃ পরিণামে চ
গচ্ছতি । কম্পয়ন্তী শিরোগ্রীবাং যমলাং তাং বিনি-
দিশেৎ ॥ ৭ ॥ প্রলাপচ্ছদ্যতীসারনেত্রবিপ্লুতজ্জ্বলিতা ।
যমলা বেগিনী হিকা পরিণামবতী চ সা ॥ ৮ ॥ ধ্বস্তজ-
শঙ্খযুগ্মস্ত্র প্রতিবিপ্লুতচক্ষুঃ । স্তম্ভয়ন্তী তনুং বাচং
স্বতিং সংজ্ঞাঞ্চ মুঞ্চতী ॥ ৯ ॥ তুদন্তী মার্গমাগস্ত কুর্দন্তী-
মর্ম্মঘটনং । পৃষ্ঠতোনমনং সার্যা মহাহিকা প্রবর্ততে ॥
১০ ॥ মহাশূলা মহাশকা মহাবেগা মহাবলা । পকা-
শয়াচ্চ নাভের্কা পূর্দবৎ সা প্রবর্ততে ॥ ১১ ॥ তদ্রূপা
সা মহৎ কুর্যাৎ জন্তুগাঞ্চপ্রসারণং । গান্তীরেণ নিদা-

মন্দমন্দ শব্দ হয় । অঙ্গপানাদির অনিয়মে যে হিকা উৎপন্ন হয়,
তাহাকে অঙ্গজ হিকা বলে । ৩—৪ । অধিক পরিশ্রম করিলে
বায়ু কুপিত হইয়া ক্লদ্রিকা হিকা উৎপাদন করে । এই হিকা
গ্রীবার মূলদেশ হইতে প্রবৃত্ত হইয়া মন্দ মন্দবেগে, বহির্গত হয় ।
ক্লদ্রিকা হিকা পরিশ্রম করিলেই বৃদ্ধি পায় এবং ভোজনান্তে
মূহ হইয়া থাকে । কালবিলম্বে একদা দুইটা হিকা প্রবর্তিত
হয় ; এই হিকা প্রথমাবস্থায় বাপা থাকে, পরিণামে বৃদ্ধি
পায় এবং শিরঃ ও গ্রীবা কম্পিত করে, এই হিকাকে যমলাহিকা
নামে নির্দেশ করিয়াছেন । ৫—৭ । যমলাহিকা পরিণামপ্রাপ্ত
হইলে প্রলাপ, ছদ্দি, অতিসার, নেত্রবিকৃতি, জন্তুণ এই সকল
উপদ্রব হয় । ৮ । মহাহিকাতে জ্বগল ও ললাটাস্থি বিধ্বস্ত
হয়, চক্ষুঃ ও কর্ণ বিকৃত হয়, শরীর ও বাক্য স্তম্ভিত হয়, স্বতি ও
জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারে পীড়া হয়, মর্ম্মস্থানে বাথা
হয় এবং পৃষ্ঠদেশ নম্র হয়, এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলেই
তাহাকে প্রকৃত মহাহিকা বলা যায় । ৯—১০ । এই হিকা মহা-
শূল, মর্দন, মহাবেগ ও মহাবলসহকারে পকাশয় অথবা নাভি
হইতে প্রবর্তিত হয় । এই হিকাতে জন্তুণ ও অঙ্গবিক্ষেপ হইয়া
থাকে । এই হিকা অতিগন্তীর কারণে সমুৎপন্ন হয় ; অতএব

নেন গন্তীরা তু সূসাধয়েৎ ॥ ১২ ॥ আত্মে হে বর্জয়ে-
দন্তে সর্বলিঙ্গাঞ্চ বেগিনীং । সর্বস্ত সঞ্চিত্যমস্ত্র স্বেবি-
রস্ত্র ব্যাঘ্রিনঃ ॥ ১৩ ॥ ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্ত ভুজ-
চ্ছেদরুশস্ত্র চ । সর্বৈপি রোগা নাশায় নত্বেবং নীজ-
কারিণঃ । হিকাশাস্তৌ যথা তৌ হি মৃত্যুকালে কৃতা-
লয়ো ॥ ১৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে হিকানিধানং নাম এক-
পঞ্চাশদধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ অথাতো যক্ষ্মরোগস্ত
নিধানং প্রবদাম্যহং । অনেকরোগানুগতো বহুরোগ-
পুরোগমঃ ॥ ২ ॥ রাজযক্ষ্মা ক্ষয়ঃ শোষো রোগরাড়িতি
কথ্যতে । নক্ষত্রাণাং দ্বিজানাঞ্চ ঋজোভূদ্যদয়ং
পুরা । যচ্চ রাজা চ যক্ষ্মা চ রাজযক্ষ্মা ততো মতঃ ॥ ৩ ॥

গন্তীরূপেই তাহার চিকিৎসা করা কর্তব্য । ১১—১২ । হিকার
সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশিত হইলে সূচিকিৎসক তাহা পরিবর্জন
করিবেন ; পরন্তু চিরসঞ্চিত হিকা সকলের পক্ষেই বর্জনীয় ।
বিশেষতঃ বৃদ্ধ, অতিমৈথুনাসক্ত, অগ্নাত ব্যাধিধারা ক্ষীণদেহ ও
অগ্নে অনভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে সর্বতোভাবে পরিবর্জনীয় ।
সকল রোগই মূহ্যগণকে বিনাশ করিতে পারে, কিন্তু হিকা
যেদ্রুপ শীঘ্র মানবদেহ ক্ষয় করে, অগ্নাত রোগ সেদ্রুপ আশু
রোগীকে বিনাশ করিতে পারে না । হিকা ও শ্বাস এই রোগ-
দ্বয় মৃত্যুকালে রোগীকে আশ্রয় করিয়া থাকে । ১৩—১৪ ।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরি কহিলেন, অনন্তর যক্ষ্মারোগনিধান বলিতেছি ।
এই রোগ অনেক রোগের পরে সমুৎপন্ন হয় এবং এই রোগে
জন্মিয়া অগ্নাত বহুবিধ রোগ সমুৎপাদন করে । ১—২ । রাজ-
যক্ষ্মা, ক্ষয়, শোষ ও রোগরাজ, এই সকল শব্দ যক্ষ্মারোগের
বাচক । এই রোগ পূর্বকালে নক্ষত্র, দ্বিজ ও রাজাদিগের
হইরাছিল, অতএব ইহাকে রাজযক্ষ্মা বলে । ৩ । এই রোগের

দেহৌষধক্ষয়কৃতে: ক্ষয়ন্তং সন্তবেচ্চ স: । রসাদি-
শোষণাচ্ছৌষো রোগরাড়িতি রাজবান্ ॥ ৪ ॥ সাহসং
সংসংরোধ: শুক্ৰোজ:স্নেহসংক্ষয়: । অন্নপানবিধি-
ত্যাগশ্চৈবাস্তম্য হেতব: ॥ ৫ ॥ তৈরুদীর্ণোহনিল:
পিত্তং ব্যর্থঞ্চোদীৰ্য্যসংকট: । শরীরসন্ধিমাশিষ্ট তা:
শিরা: প্রতীপীড়য়ন্ ॥ ৬ ॥ মুখানি শ্রোতসাং রুদ্ধা
তথৈবাত্তিস্থজ্য বা । মধ্যমূৰ্দ্ধমধস্তীৰ্য্যথাং সংজ্ঞ-
য়েদ্ হৃদ: ॥ ৭ ॥ রূপং ভবিষ্যতস্তম্য এবিশ্রাপোভৃশং
জ্বর: । এসেকো মুখমাধুৰ্য্যস্মাদিবং বহির্দেহয়ো: ॥ ৮ ॥
লৌল্যমার্গান্নপানাদৌ শুচাবশুচিবীক্ষণ: । মক্ষিকা-
ভৃগুশোণিতপাত: প্রায়োহন্নপানয়ো: ॥ ৯ ॥ হৃজ্ঞাস-
ছদ্বিরকৃচিরম্মাতেহপি বলক্ষয়: । পাণ্যোরুবক্ষ:পাদা-
স্ত কক্ষ্যাক্সো রতিশুক্লতা ॥ ১০ ॥ বাহ্যো: প্রতোদং
জিহ্বায়া: কায়ে বৈভৎসদর্শনং । স্ত্রীমণ্ডমাংসপ্রিয়তা
স্থগিতা মূৰ্দ্ধগুঠনং ॥ ১১ ॥ নখকেশাশ্চিরুদ্ধিষ্চ স্বপ্নে

উৎপত্তি হইলে দেহ ও ঔষধের ক্ষয় হয়, এইনিমিত্ত এই
রোগকে ক্ষয়, এই রোগ বসাদিশোষণ করে, এইনিমিত্ত শোষণ
এবং উক্ত রোগ সর্বরোগপ্রধান, এইনিমিত্ত ইহা রোগরাজ
বলিয়া অভিহিত হয় । ৪ । সমধিক সাহসিক কার্য্য, মলমূত্রা-
দির বেগরোধ, শুক্র, বল ও স্নেহসংক্ষয় এবং নিয়মের লঙ্ঘন
এই চতুর্বিধ কারণে রাজযক্ষ্মারোগ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । ৫ ।
পূর্বোক্ত কারণে বায়ু কুপিত হইয়া পিত্ত ও কফকে সর্বত্র
পরিব্যাপিত করিয়া শরীরসন্ধিতে প্রবেশনপূর্বক শিরাসকল
পরিপীড়িত ও শরীরস্থ শ্রোতসকলের মুখবন্ধ অথবা বিস্তৃত
করিয়া হৃদয়ের উৰ্দ্ধ, অধ: ও পার্শ্বে ব্যাধা উৎপাদন করে । ৬ ৭ ।
রাজযক্ষ্মারোগ জন্মিবার পূর্বে অতিশয় জ্বর, মুখশ্রাব, মুখ-
মাধুৰ্য্য, অগ্নি ও দেহের মুহুতা, অন্নপানাদিতে স্পৃহা, শুচি বস্ত্রেতে
অগুচি জ্ঞান, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয় । আর রোগীর
বোধ হয়, যেন অন্নপানাদিতে মক্ষিকাতৃণকেশাদি পতিত হই-
য়াছে । ৮—৯ । শ্বাস, ছর্দি, অরুচি, রানের পূর্বে বলক্ষয়
এবং হস্ত, উরু, বক্ষ:স্থল, পাদ, মুণ্ড, কৃষ্ণি ও চক্ষু: এই সকলের
ওরুবর্ণতা, রাজযক্ষ্মারোগে এই সকল উপদ্রব হয় । বাহ্যস্থ ও
জিহ্বার বেদনা, শরীরে স্থগাবোধ, স্ত্রী, মন্দ্য ও মাংসে অভিলাষ,
মস্তককর্ণন, এই সকল রাজযক্ষ্মারোগের বিশেষ উপদ্রব । ১০—১১ ।

চাভিভবো ভবেৎ । পতনং ক্লকলাসাহিকপিষ্মাপদ-
পক্ষিভি: ॥ ১২ ॥ কেশাশ্চিহ্নভূষভস্মাদিতরৌ সমধি-
রোহণং । শূন্তানাং গ্রামদেশানাং দর্শনং শুভ্যতো-
ন্তস: । জ্যোতির্দ্বিবীশাঞ্চ তথা স্থলতাঞ্চ মহীকুহাং ॥
১৩ ॥ পীনসশ্বাসকাশঞ্চ স্বরমূর্দ্ধরুজোরুচি: । উৰ্দ্ধ-
নিশ্বাসসংশোষাবধচ্ছর্দিষ্চ কোষ্ঠগে ॥ ১৪ ॥ স্থিতে
পার্শ্বে চ রুখোধে সন্ধিস্থে ভবতি জ্বর: । রূপাণ্যেকা-
দশৈতানি জায়ন্তে রাজযক্ষ্মণ: ॥ ১৫ ॥ তেষামুপদ্রবান্
বিজ্ঞাং কণ্ঠধ্বংসকরোরুজ: । জৃম্মাদমর্দনিষ্ঠীববন্ধি-
মান্দ্যাস্তপুতিতা ॥ ১৬ ॥ তত্র বাতাস্থির: পার্শ্বশূলনং
সাজমর্দনং । কণ্ঠরোধ: স্বরজংশো পিত্তাং পাদাংস-
পাণিযু ॥ ১৭ ॥ দাহোহতিসারোস্কছর্দি মুখগন্ধো জ্বরো-
মদ: । কফাদরোচকচ্ছর্দিকাশাবন্ধাগৌরবং ॥ ১৮ ॥

এই রোগে কেশ, অস্থি ও নখের বৃদ্ধি এবং শয়নকালে নানা-
প্রকার বিকৃতিরূপ দর্শন হইয়া রোগী নিতান্ত অভিভূত হয়
এবং বোধ হয়, কোন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইতেছি এবং
ক্লকলাস, সর্প, বানর, ষাণ্ড জন্তু, পক্ষী, কেশ, অস্থি, ঔষধ ও
ভস্মদর্শন হইয়া থাকে । আর বৃক্ষাশ্রে অধিরোহণ, গ্রাম ও
দেশের শূন্ততা, জলের শুষ্কতা, আকাশস্থ পদার্থের জ্যোতি: ও
দাবদাহ, যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত ব্যক্তির স্বপ্নকালে এই সকল
দর্শন হয় । ১২—১৩ । পীনস, শ্বাস, কাশ, স্বরভঙ্গ, মস্তক-
ব্যাধা, অরুচি, উৰ্দ্ধনিশ্বাস, শরীরের শুষ্কতা, ছর্দি, পার্শ্বস্থ সন্ধিতে
বেদনা ও জ্বর, রাজযক্ষ্মারোগীর এই একাদশপ্রকার উপসর্গ
হইয়া থাকে । ১৪—১৫ । রাজযক্ষ্মারোগের অন্তান্ত উপদ্রব
কথিত হইতেছে ।—উক্ত রোগে কণ্ঠস্থানে একরূপ বেদনা হয়,
যেন বোধ হয়, কণ্ঠদেশ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং জৃম্মণ,
অঙ্গমর্দন, নিষ্ঠীবন, অগ্নিমান্দ্য ও মুখে হর্গন্ধ হইয়া থাকে । ১৬ ।
বাতজনিত রাজযক্ষ্মারোগে শিরঃপীড়া, পার্শ্বশূল, অঙ্গমর্দন, কণ্ঠ-
রোধ, স্বরভঙ্গ, এই সকল লক্ষণ আবির্ভূত হয় । পিত্তজন্ত
রাজযক্ষ্মারোগে পাদ, বক্ষ ও হস্তে দাহ, অতিসার, রক্তবমন, মুখে
হর্গন্ধতা, জ্বর ও মত্ততা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ।
কফজন্ত রাজযক্ষ্মারোগে অরুচি, ছর্দি, কাশ, অর্দ্রাক্ষের শুষ্কতা,
স্থশ্রাব, পীনস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ ও অগ্নিমান্দ্য, এই সকল লক্ষণ

প্রসেকঃ পীনসঃ শ্বাসঃ স্বরভেদোহল্লবহিতা । দোষৈ-
শ্মদানলভেন শোধলেপককোষনৈঃ ॥ ১৯ ॥ স্রোতো-
মুখেষু রুদ্ধেষু খাতুর্ষু স্বল্লকেষু চ । বিদাহো মনসঃ
স্থানে ভবন্ত্যন্তে হ্যপজ্ববান্ ॥ ২০ ॥ পচ্যতে কোষ্ঠ-
এবান্নমল্লযুক্তৈ রনৈর্যুতং । প্রায়োহস্ত কয়ভাগানাং
নৈবান্নং চান্নপুষ্ঠয়েৎ । রসো হস্ত ন রক্তায় মাংসায়
কুরুতে তু তৎ । উপস্তকঃ সমকৃতা কেবলং বর্ততে
ক্ষয়ী ॥ ২১ ॥ লিঙ্গেষল্লেষতিক্ষীণং ব্যাধৌ ষট্‌করণ-
ক্ষয়ং । বর্জয়েৎ সাধয়েদেব সর্বেষপি ততোহন্থথা ॥
২২ ॥ দোষৈর্ক্যাস্তৈঃ সমস্তৈশ্চ ক্ষয়াৎ সর্বস্ত মেদসাং ।
স্বরভেদো ভবেতস্ত ক্কাথোরুদ্ধশ্চলঃ স্বরঃ ॥ ২৩ ॥
শূকপর্ণাভকণ্ডং স্নিগ্ধোক্ষোপশমোহনিলান্ । পিত্তা-
ভালুগলে দাহঃ শোষ উক্তাবস্থনয়ং ॥ ২৪ ॥ লিম্পন্বিব

প্রকাশ পায় । রাজযক্ষ্মারোগে বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত হইয়া
অগ্নিমান্দ্যহেতু শোধ উৎপাদন করে এবং কফের প্রাবল্যবশতঃ
মুখ প্রলিপ্তবৎ বোধ হয় । ১৭—১৯ । এই রোগে রসরক্তবাহী
স্রোতের মুখ রুদ্ধ হইয়া খাতুর লাঘব হইলে হৃদাহ প্রভৃতি
নানাপ্রকার উপদ্রব অয়ে । ২০ । এই রোগে পকাশয় হইতে
একপ্রকার অন্নরস উৎপন্ন হইয়া তাহার সহিত অন্ন পাক হয় ;
তাহাতে প্রায় সর্বদাই শরীরের তাপ ও হানি হইতে থাকে ।
আহারীয়দ্রব্য পরিপক হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে পারে
না । যক্ষ্মারোগীর অন্নজন্য রস রক্ত কিম্বা মাংস উৎপাদন
করিতে পারে না, সুতরাং শরীরের বৃদ্ধি না হইয়া কেবল
ক্ষয়ই হইতে থাকে । ২১ । যক্ষ্মারোগের কতিপয় লক্ষণ প্রকাশিত
হইলে যদি রোগী ক্ষীণ ও ইন্দ্রিয়সকল দুর্বল হইয়া পড়ে, তাহা
হইলে সেই রোগীকে পরিত্যাগ করিবে এবং যাবৎ সম্পূর্ণ
লক্ষণ লক্ষিত না হয়, রোগী বলবান্ ও ইন্দ্রিয়সকল সতেজ
থাকে, তাবৎ উক্ত রোগের চিকিৎসা করিলে সাধ্যায়ত্ত হইতে
পারে । ২২ । উক্ত রোগের দোষসকল পৃথক্ পৃথক্ বা একত্রে
প্রকাশিত হইলে সকলেরই মেদক্ষয়প্রযুক্ত স্বরভেদ, স্বরের
ক্ষীণতা কিম্বা রুদ্ধতা হইয়া থাকে । ২৩ । বাতজন্ম রাজযক্ষ্মা-
রোগে রোগীর কণ্ঠ ও কণ্ঠশিষীপত্রের ভ্রায় কর্কশ হয় এবং শরী-
রের শিথিলতা ও উষ্ণতা বিলুপ্ত হইয়া যায় । পিত্তজন্ম রাজযক্ষ্মা-
রোগে তালু ও গলদেশে দাহ ও শোষ হইয়া থাকে । ২৪ । কফ-

কফৈঃ কণ্ঠং মুখং ঘূরঘূরায়তে । স্বয়ং বিরুদ্ধৈঃ সর্ষপৈশ্চ
সর্ষলিঙ্গৈঃ ক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ২৫ ॥ ধূমায়তীব চাত্যর্থ-
মুদেতি শ্লেষ্মলক্ষণং । কৃচ্ছ্রসাধ্যাঃ ক্ষয়াশ্চাত্ত সূক্ষ-
রল্লক বর্জয়েৎ ॥ ২৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে যক্ষ্মানিদানং নাম ত্রি-
পাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রিপাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ অরোচকনিদানস্তে বক্ষ্যেহং
সুশ্রুতাধুনা । অরোচকো ভবেদোষৈর্জিহ্বাহৃদয়-
নংশ্রৈঃ ॥ ২ ॥ সন্নিপাতেন মনসঃ সস্তাপেন চ
পঞ্চমঃ । কষায়তিক্তমধুরং বাতাদিষু মুখং ক্রমাৎ ॥ ৩ ॥
সর্বোবীতরসং শোকক্রোধাদিষু যথা মনঃ । ছদ্দি-

জন্ম রাজযক্ষ্মারোগে রোগীর কণ্ঠ ও মুখ লিপ্তবৎ বোধ হয় এবং
সর্বদা কণ্ঠে ঘূরঘূর শব্দ হইয়া থাকে । এই রোগে রোগী
অপথ্যসেবী ও সর্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইলে লীভ্রই ক্ষয়
হইয়া থাকে । উক্ত রোগে রোগীর সর্বদা ধূমদর্শন হয়, আর
শ্লেষ্মলক্ষণ প্রকাশিত হয় । এই ক্ষয়রোগ অতিক্রুদ্ধসাধ্য ; ইহার
সর্বপ্রকার লক্ষণ অন্ন অন্ন প্রকাশিত হইলেও বৈদ্য তাহাকে
পরিত্যাগ করিবেন । ২৫—২৬ ।

ত্রিপাশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরি কহিলেন, হে সুশ্রুত ! এক্ষণ অরোচকনিদান
বলিব । বাতপিত্তাদি দোষসকল জিহ্বা ও হৃদয়কে আশ্রয়
করিলে অরোচকরোগ উৎপন্ন হয় । ১—২ । উক্ত রোগ পঞ্চ-
প্রকার ;—বাতজন্ম, পিত্তজন্ম, কফজন্ম, সন্নিপাতজন্ম ও মনঃ-
সস্তাপজন্ম । বাতজন্ম অরোচকে রোগীর মুখ কষায়, পিত্ত-
জন্ম অরোচকে তিক্ত এবং কফজন্য অরোচকে মধুর
হইয়া থাকে । ৩ । উক্ত রোগে রোগী কোন দ্রব্যের
আবাদ পায় না, যেমন শোক ও ক্রোধ উপস্থিত হইলে
মন অস্থির হয়, সেইরূপ অরোচকরোগে সর্বদ্রব্যই অগ্রাহ্য
হইয়া থাকে । অরোচকরোগ পঞ্চবিধ ;—ছদ্দিজন্ম, বাতজন্ম,

দোষৈঃ পৃথক্ সর্কৈর্দুষ্টিরশ্চৈশ্চ পঞ্চমী ॥ ৪ ॥ উদা-
নোধিকৃতানু দোষানু সর্কং সন্ধ্যর্কমস্ততি । আশু-
ক্লেশোহস্ত্য লাবণ্যপ্রসেকারুচয়োপমাঃ ॥ ৫ ॥ নাভি-
পৃষ্ঠং রক্তত্যাশু পার্শ্বে চাহারমুংক্ষিপেৎ । ততো
বিচ্ছিন্নমল্লাল্লকষায়ং ফেনিলং বমেৎ ॥ ৬ ॥ শক্কাঙ্গার-
যুতঃ কৃচ্ছ্রমনুরুচ্ছেদ্যং বেগবৎ । কাশাস্ত্রশোষকং
বাতাৎ স্বরপীড়াসমম্বিতং ॥ ৭ ॥ পিত্তাৎ ক্ষারোদক-
নিভং ধূত্রং হরিতপীতকং । সাম্যগল্লং কটুতিক্তঞ্চ
ভৃগুর্জ্বাদাহপাকবৎ ॥ ৮ ॥ কফাৎ স্নিগ্ধং ঘনং পীতং
শ্লেষ্মতন্তনমাক্ষিতং । মধুরং লবণং ভুরি প্রসক্তং
লোমহর্ষণং ॥ ৯ ॥ মুখস্বয়মুখাধুর্ধ্যাতজ্জাহল্লাসকাসবানু ।
সর্কলিঙ্গং মলৈঃ সর্কৈর্নিষ্কোক্তাঞ্চ সভাং ত্যজেৎ ॥
১০ ॥ সর্কং তস্মৈ চ বিদ্বিষ্টং দর্শনশ্রবণাদিভিঃ ।

পিত্তজন্ম, কফজন্ম ও সন্নিপাতজন্ম । ৪ । উদানবায়ু দূষিত
হইয়া সর্কপ্রকার দোষ উৎক্ষিপ্ত করে । ইহাতে রোগীর আশু
ক্লেশ উপস্থিত হইয়া মুখ লবণাক্ত, মুখস্রাব ও অরুচি উপস্থিত
হয় । ৫ । এই রোগে হৃদাৎ নাভি ও পৃষ্ঠে বেদনা হইয়া থাকে
এবং আহারীয় দ্রব্য পার্শ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহাতে রোগীর কষায়
ও ফেনিল অল্প অল্প বমন হইতে থাকে । বাতজন্ম অরোচক-
রোগে অতিকষ্টে শব্দযুক্ত উদ্গার হয় । অনন্তর অতিকষ্টে ও
অধিকবেগে বমন হইতে থাকে । উক্ত রোগে কাশ, মুখশোষ,
ও স্বরভঙ্গপ্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে । ৭ । পিত্তজন্ম অরো-
চকরোগে ক্ষারোদকের ত্রায় ধূত্র, হরিত, পীত, কটু, তিক্ত ও
রক্তযুক্ত অল্প বমন হয় এবং ভৃগু, মর্জা, দাহ-প্রভৃতি উপদ্রব
উপস্থিত হয় । ৮ । কফজন্ম অরোচকরোগে স্নিগ্ধ, ঘন, পীতবর্ণ,
মধুর ও লবণ শ্লেষ্মা উদ্গীরণ হয়, এই রোগে অধিক মুখস্রাব ও
শরীর লোমাক্ষিত হইয়া থাকে । ৯ । অরোচকরোগে মুখশোষ,
মুখাধুর্ধ্য, তজ্জা, নিম্নীবন, কাশ, এই সকল উপদ্রব হয় । অরো-
চকরোগ সর্কলক্ষণাক্রান্ত হইলে কোন বিষয়ই রোগীর প্রিয়
বলিয়া বোধ হয় না ; এমন কি, মনোরজনসভাও তাহার
পক্ষে পরিত্যজ্য হয় । ১০ । অরোচকরোগীর সর্কবিষয়ই বিদ্বিষ্ট
থাকে, আর দর্শনশ্রবণাদিঘাণ ও তাহার তুষ্টি বোধ হয় না ।
বাতাদিঘাণ এই রোগ বৃদ্ধি হয়, কৃমি ও ছষ্টান্নসেবনজনিত

বাতাদিনৈব প্রমুখৌ কৃমিছষ্টান্নজ্ঞানিতি । শূলবেপথু-
হজ্জাসৈর্কিশেমাৎ কৃমিজানুদেৎ ॥ ১১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অরোচকনিদানং নাম
ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধনস্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ হৃদ্রোগাদিনিদানস্তে বক্ষ্যাহং
শুশ্রুতাদুনা । কৃমিহৃদ্রোগলিঙ্গৈশ্চ স্মৃতাঃ পঞ্চ তু হৃদ-
গতাঃ ॥ ২ ॥ বাতেন শূন্যতাতার্থং ভূজ্যতে রোদি-
তীতি চ । ভিত্ততে শুয্যতে স্তব্ধং হৃদয়ং শূন্যতা ভ্রমঃ ॥
৩ ॥ অকস্মাদীনতা শোকো ভয়ং শব্দশ্রবণে অসহিষ্ণুতা ।
বেপথুর্দেপনাম্মোচ্ছ্বাসরোধোল্লান্দিভতা ॥ ৪ ॥ পিত্তাৎ
তৃষণা শ্রমো দাহো স্বেদোহল্লকরুজঃ ক্রমঃ
ছর্দনং অল্পপিত্তস্য ধূমকল্লিততা স্বরঃ ॥ ৫ ॥ শ্লেষ্মণা
হৃদয়ং স্তব্ধমগ্নিমান্দ্যাস্যবৈকৃতং । কাশাস্ত্রিসাদনিষ্ঠেব
অরোচকরোগে শূল, কম্প, হ্রাস প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া
থাকে । ১১ ।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ধনস্তরি কহিলেন, হে সুশ্রুত ! এক্ষণ তোমার নিকট
হৃদ্রোগনিদান বলিতেছি । হৃদগতরোগ পঞ্চবিধ ; কৃমিজন্ম,
বাতজন্ম, পিত্তজন্ম, কফজন্ম ও সন্নিপাতজন্ম । ১—২ । বাত-
জন্ম হৃদ্রোগে হৃদয়ের শূন্যতা বোধ হয় এবং রোগী অধিক
ভোজন করিতে পারে এবং কথন বা রোদন করিয়া থাকে ।
এই রোগে রোগীর হৃদয় বিদীর্ণ, শুষ্ক, স্তব্ধ, শূন্যবোধ হয় এবং
ভ্রম, অকস্মাৎ দীনতা, শোক, ভয়, শব্দশ্রবণে অসহিষ্ণুতা,
কম্প, মোহ, শ্বাশরোধ ও অন্ননিদ্রা এই সকল লক্ষণ আবি-
ভূত হয় । ৩—৪ । পিত্তজন্ম হৃদ্রোগে, তৃষ্ণা, শ্রম, দাহ, ঘর্ম,
অল্পউদ্গার, হৃদয়ে বাধা, অল্পপিত্ত বমন ও ঘর এই সকল উপদ্রব
হইয়া থাকে । ৫ । কফজন্ম হৃদ্রোগে হৃদয়স্তব্ধতা, শ্লেষ্মা,
মুখবিকৃতি, কাশ, অস্থিবেদনা, কফস্রাব, নিদ্রা, আলস্য, অরুচি

নিজ্জালস্যারুচিষ্ণুঃ ॥ ৬ ॥ সর্বলিঙ্গৈর্দ্বিভির্দোষৈঃ
ক্রিমিভিঃ শ্রাবনেজ্ঞতা । তমঃ প্রবেশো হ্রাসঃ শোথঃ
কণ্ঠঃ কফশ্রুতিঃ ॥ ৭ ॥ হৃদয়ং প্রাতত্থ্যত্র ক্রকচে-
নেধ দীর্ঘ্যতে । চিকিৎসেদাময়ং ঘোরং তচ্ছীজ্রং শীজ্র-
কারিণং ॥ ৮ ॥ বাতাং পিত্তাং কফাং তৃষ্ণা সন্নি-
পাতাজবক্ষয়ঃ । ষষ্ঠী স্যাৎপূর্ণসর্গাচ্চ বাতপিত্তে চ কারণং ॥
৯ ॥ সর্দাসু তৎপ্রকোপো হি সম্যগ্ধাতুপ্রশোষণং ।
সর্বদেহভ্রমোংকম্পতাপহৃদাহমোহক্লং ॥ ১০ ॥ জিহ্বা-
মূলগলক্ৰোমতালুতোয়বহাঃ শিরাঃ । সংশোষ্য তু
জায়ন্তে তানাং সামান্যলক্ষণং ॥ ১১ ॥ মুখশোষোজলা-
তৃপ্তিরনুদ্রবঃ স্বরক্ষয়ঃ । কণ্ঠোষ্ঠতালুকাক্ষ্যাজিহ্বা-
নিক্রমণে ক্রমঃ । প্রলাপশ্চিত্তবিজ্ঞানশূন্যারাক্তস্তথা-
ময়ঃ ॥ ১২ ॥ মারুতাং ক্ষামতা দৈন্যং শঙ্খভেদঃশিরো-

ওজর এই সকল উপদ্রব হয়। ৬। সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে
পূর্বোক্ত ত্রিবিধ হৃদ্রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ক্রিমি-
জ্ঞত্ব হৃদ্রোগে রোগীর নেত্রদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ, অন্ধকারদর্শন, কফ-
শ্রাব, শোথ, হ্রাস ও গাত্রকণ্ড এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।
৭। হৃদ্রোগে রোগীর বোধ হয়, যেন তাহার হৃদয় ক্রকচ
(করাত) দ্বারা বিদীর্ণ হইতেছে। এই রোগ রোগীকে শীঘ্র
বিনাশ করে, অতএব রোগের প্রথমাবস্থাতেই চিকিৎসা করা
বিধেয়। ৮। বাত, পিত্ত, কফ, তৃষ্ণা, সন্নিপাত ও উপসর্গ এই
ষড়্বিধ হেতুতেও হৃদ্রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু সর্বপ্রকার
হৃদ্রোগেই বায়ু ও পিত্তের কারণতা আছে। ৯। সর্বপ্রকার
হৃদ্রোগেই সম্যকরূপে ধাতুর শোষ হয়, এই নিমিত্ত বায়ু ও
পিত্ত কুপিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই রোগে দেহভ্রমি,
হংকম্প, তাপ, হৃদাহ ও মোহ এই সকল উপদ্রব ঘটিয়া থাকে।
১০। হৃদ্রোগ জিহ্বামূল, গলদেশ, ফুসফুস, তালু ও জলবাহিনী
নাড়ী, শুষ্ক করিয়া অতিতৃষ্ণা উৎপাদন করে। এই সকল হৃদ্রোগ
নামক রোগের সামান্য লক্ষণ। ১১। উক্ত রোগে এইরূপ মুখশোষ
হয় যে, রোগী অধিক জলপান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারে
না। বিশেষতঃ স্বরভঙ্গ হয় এবং কণ্ঠ, ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বার
কর্ণশত বিন্যাস জিহ্বা নিক্রমণে ক্লেশ বোধ হয়। ১২। প্রলাপ,
চিত্তবিভ্রম, উদগার, শরীরের ক্ষীণতা, দৈন্ত, ললাটাস্থিভেদ ও

জমঃ । গন্ধাজ্ঞানাস্যবৈরস্যশ্রুতিনিজ্জাবলক্ষ্যঃ ॥ ১৩ ॥
শীতান্নকেন রুদ্ধিচ্চ পিত্তান্নস্ফূর্ত্যতিতক্তা ॥ ১৪ ॥
রক্তেক্ষণত্বং সততং শোষোদাহোতিধূমকঃ । কফো
রুগন্ধি কুপিতস্তোয়বাহিসু মারুতং ॥ ১৫ ॥ শ্রোতশ্চ
সকফন্তেন পঙ্কবচ্ছোষ্যতে তপঃ । শূকৈরিবাচিতঃ
কণ্ঠোনিদ্রামধুরবক্তৃতা ॥ ১৬ ॥ আত্মানং শিরসো-
জাভ্যং স্তমিত্যহর্দ্যরোচকাঃ । আলস্য মবিপাকশ্চ যঃ
স স্যাৎ সর্বলক্ষণঃ ॥ ১৭ ॥ আমোন্তবাক্ত রক্তস্য সং
রোধাদ্বাতপিত্ততা । উষাক্রান্তস্য সহসা শীতো ভবতি
দুঃসহঃ ॥ ১৮ ॥ তৃষ্ণারুদ্ধোগতঃ কোষ্ঠং কুর্য্যাস্তু পিত্ত-
জৈব সা । যা চ পান্যতিপানোথা স্তোক্ষাগ্রে স্নেহ-
পাকজা ॥ ১৯ ॥ স্নিগ্ধকটুপ্লবণভোজনেন কফো-
ন্তবা । তৃষ্ণারসক্ষয়োন্তেন লক্ষণেন ক্ষয়াজ্জিকা ॥ ২০ ॥

শিরোভ্রমি বাতিক হৃদ্রোগে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ১৩।
পৈত্তিক হৃদ্রোগে রোগীর গন্ধ গ্রহণশক্তি থাকে না এবং মুখের
বৈকৃতি, শ্রবণশক্তির অপগম, নিদ্রানাশ ও বলক্ষয় হয়। বিশে-
ষতঃ অন্নবৃদ্ধি হইয়া সর্দাদা মুখ তিক্ত থাকে ও মধ্যে মধ্যে মুচ্ছা
হয়। ১৪। কফজ হৃদ্রোগে রোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ থাকে এবং
সর্দাদা শোষ, দাহ, ও ধূমদর্শন হয় এবং কফ কুপিত হইয়া জল-
বাহী শিরাসমূহে বায়ুর গতিরোধ করে। ১৫। কফজ হৃদ্রোগে
রোগীর অন্তরস্থ শ্রোতঃ সমূহে কফ সংলগ্ন হইয়া শুষ্ক পক্ষের
শ্রায় আবদ্ধ থাকে এবং রোগীর কণ্ঠদেশে শূলবিক্রের শ্রায়
বোধ হয়। এই রোগে অধিক নিদ্রা, মুখের মাধুর্য এই সকল
উপসর্গ হয়। ১৬। মস্তকের জড়তা, ও আর্দ্রভাব, হৃদ্বি, অরুচি,
আলস্য ও মন্দাশ্র উপস্থিত হইলেই হৃদ্রোগকে সর্বলক্ষণাক্রান্ত
বলা যায়। ১৭। এই রোগে আমোন্তব ও রক্তসংরোধ প্রযুক্ত
বাতপিত্ত কুপিত হয় এবং রোগীর শরীর অধিক উষ্ণ হইয়া
দুঃসহ শীত উপস্থিত হয়। ১৮। পিত্ত তৃষ্ণাকর্জক রুদ্ধ হইয়া
কোষ্ঠে গমনপূর্বক যে হৃদ্রোগ উৎপাদন করে, তাহাই পিত্তজ
হৃদ্রোগ। অধিক জলাদি পান করিলে শারীরিক স্নেহভাগের
পরিপাক হইয়া হৃদ্যথা উৎপন্ন হয়। ১৯। স্নিগ্ধ, কটু, অন্ন ও
লবণদ্রব্য ভোজনে কফজ তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। রসক্ষয়োক্ত
লক্ষণে লক্ষিত যে তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহা ক্ষয়াজ্জিকা। ২০।

শোষমোহহরাত্তদীর্ঘরোগোপসর্গতঃ । বা তৃষ্ণা
জায়তে তীব্রা সোপসর্গাত্মিকা স্মৃতা ॥ ২১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে তৃষ্ণানিদানং নাম চতুঃ-
পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ বক্ষ্যে মদাত্ময়াদেশ্চ নিদানং
মুনিভাষিতং । তীক্ষ্ণাল্পরুক্ষস্বাসাদ্যব্যবায়াক্ষকরং লঘু ॥
২ ॥ বিকাশিবিপদং মদ্যে মেদসোহস্মাদ্বিপৰ্য্যয়ঃ ।
তীক্ষ্ণোদয়াশ্চ দিব্যক্কাশ্চিস্তোপতাপিনো গুণাঃ ॥ ৩ ॥
জীবিতাস্তাঃ প্রজ্ঞাস্তে বিশেষোৎকর্ষবর্তিনঃ । তীক্ষ্ণা-
দিভিশ্চৈর্গৈর্মতং মন্দ্যাদীনোজসোগুণাঃ ॥ ৪ ॥ দশৈন্দ্রি-
য়াণি সংকোভ্য চেতো নয়তি বিক্রিয়াং । আত্মে-
মত্তে দ্বিতীয়েহপি প্রমাদায়তনে স্থিতঃ ॥ ৫ ॥ দুর্কি-
কল্পহতো মূঢ়ঃ সুখমিত্যেব মুচ্যতে । মত্তমত্তং মতি-
র্ষস্ত প্রাপ্য রাজাসনং মদঃ ॥ ৬ ॥ নিরকুশ-ইব ব্যালো

শোষ মোহ অরাদিরোগের উপসর্গরূপ যে তৃষ্ণা জন্মে, ঐ তৃষ্ণা
অতিপ্রবলরূপে রোগীকে আক্রমণ করিলে তাহাকে উপ-
সর্গাত্মিকা তৃষ্ণা বলে । ২১ ।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

ধ্বস্তরি কহিলেন । এক্ষণ মুনিভাষিত মদাত্ময়নিদান
কহিতেছি । মদ্য তীক্ষ্ণ, অল্প, রুক্ষ, ব্যায়ামকারী, লঘু ও বিপৎ-
কর । মদ্যপানে সহসা মেদের বিপর্যয় হয় । তীক্ষ্ণ প্রভৃতি
মদ্যের যে সকল গুণ উক্ত আছে, সকলই চিত্তের উপতাপ বৃদ্ধি
করে । ১—৩ । অধিক মদ্যপান করিলে জীবনাস্ত হইয়া থাকে ।
মদ্য তীক্ষ্ণাদি গুণবিশিষ্ট, কিন্তু বলবীৰ্য্যের হানিকারক । ৪ । মদ্য
ইন্দ্রিয় সকল সংকোভিত করিয়া চিত্তের বিক্রিয়া উৎপাদন
করে । প্রথম ও দ্বিতীয় মদ্যপানে সর্বদাই বিপৎপাতের
সম্ভব আছে । ৫ ॥ যাহারা হরদৃষ্টহত, তাহারা ই মদ্যপানকে
স্বখের কারণ বলিয়া থাকে । মদ্যপানে যাহার অভিলাষ হয়,
সে ব্যক্তি রাজাসন লাভ করিয়াও মত্ত হইয়া থাকে । ৬ । মদ্য-

ন কিঞ্চিন্নাচরেত্ততঃ । ইয়ং ভূমিরবাচ্যানাং দৌঃ-
শীলশ্চেদসাম্প্রদং ॥ ৭ ॥ একোহয়ং বহুমাংগীয়াঃ দুর্গ-
তের্দোষকঃ পরঃ । নিশ্চেষ্টঃ সততং বাঞ্ছেৎ তৃতীয়ে-
হত্র মদে স্থিতঃ ॥ ৮ ॥ মরণাদপি পাপাত্মা গতঃ পাণ-
তরাং দশাং । ধর্ম্মাধর্ম্মং সুখং দুঃখং মানামানং হিতা-
হিতং ॥ ৯ ॥ নবেদ শোকমোহার্ভঃ শোষমোহাদি-
সংযুতঃ । সংমোদজন্মমূর্ছায়াং সাপস্মারং পতত্যধঃ ।
নাতিমাত্যস্তি বলিনঃ কুতাহারামহাশনাঃ ॥ ১০ ॥ বাতাং
পিত্তাং কফাং সর্ষৈর্ভবেদ্রোগোমদাত্ময়ঃ । সামান্ত-
লক্ষণং তেষাং প্রমোহো হৃদয়ব্যথা ॥ ১১ ॥ বিভেদ-
প্রততং তৃষ্ণা সৌম্যোগ্নানিহরোরুচিঃ । পুরোবিবন্ধ-
স্তিমিরং কাসঃ শ্বাসঃ প্রজ্ঞাগরঃ ॥ ১২ ॥ শ্বেদোহতিমাত্রং
বিষ্টম্ভঃ শ্চয়খুশ্চিত্তবিভ্রমঃ । স্বপ্নেনেবাভিভবতি নচো-
ক্তশ্চ স ভাষতে ॥ ১৩ ॥ পিত্তাদাহস্বরশ্বেদোমোহো-

পায়ী ব্যক্তি নিরকুশ সর্পের তায় সর্বদা চঞ্চল থাকে, কোন কার্য
করিতেই তাহার শক্তি হয় না । মদ্যপান করিলে তাহার অবাচ্য
কিছুই থাকে না এবং সর্বপ্রকার দুঃশীলতাই তাহাকে আশ্রয়
করে । ৭ । এক মদ্যপায়ী ব্যক্তি বহুবিধ দুর্গতিভোগ করিয়া
থাকে এবং সর্বদোষের আশ্রয় হয় । তৃতীয় মদ্যপানে সর্বদা
নিশ্চেষ্ট থাকিতে ইচ্ছা হয় । ৮ । পাপাত্মা ব্যক্তি মদ্যপান
করিয়া মরণ হইতেও অধিক দুর্গতিভোগ করে এবং মদ্যপায়ীর
ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখদুঃখ, মান অপমান, হিত অহিত, কিছুই বোধ থাকে
না । মদ্যপায়ী ব্যক্তি কখন শৌকে অভিভূত হয়, কখন বা
মোহাৰ্ত্ত হইয়া পড়ে, কখন বা শোষ উপস্থিত হইয়া থাকে,
কখন বা আমোদ করে, কখন বা ভ্রম ও মূর্ছা উপস্থিত হইয়া
সহসা অধঃপতিত হয়, যাহারা বলবান্ ও উত্তমরূপ ভোজন
করিতে পারে, তাহারা মদ্যপান করিলেও অধিক মত্ত হয় না ।
৯—১০ । বাত, পিত্ত, কফ ও সর্ষিপাত হইতেও মদাত্ময় রোগ
উৎপন্ন হয় । মোহ, হৃদয়ব্যথা, অসংগ্রহ, তৃষ্ণা, অসমাবস্থা,
মানি, অরুচি, সন্মুখে গাঢ় অন্ধকারদর্শন, কাস, শ্বাস,
অনিদ্রা, অতিশয়, বিষ্টম্ভ, শোথ, চিত্তবিভ্রম, এই সকল মদাত্ময়-
রোগের সামান্ত লক্ষণ । মদ্যপায়ী সর্বদা স্বপ্নাভিভূত হইয়া
বর্তমান থাকে, তাহাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিলেও

নিত্যঞ্চ হৃদয়মঃ । শ্লেষ্মণশ্চিহ্নহ্লাসনিদ্রাচোদর-
গৌরবং ॥ ১৪ ॥ সর্কজে সর্কলিঙ্গত্বং জ্ঞাত্বা মদ্যং পিবেতু
যঃ । সর্কজং রুচিরখাস্ত মতিধ্বংসকবিক্রিয়ে ॥ ১৫ ॥
ভরেতাং পায়িনাং কাষ্ঠোদ্রব্যে তস্তাবিশেষতঃ । মারু-
তাং শ্লেষ্মনিষ্ঠেবকঠশোষোহতিনিদ্রতা ॥ ১৬ ॥ শব্দাসহ-
জস্তচিহ্নবিক্ষেপোদেহিবাতরুক্ষ । হৃৎকঠরোগঃ সম্মোহঃ
শ্বাসতৃষ্ণাবমিষরাঃ ॥ ১৭ ॥ নিবর্তেদ্যন্ত মদেভ্যো
জিতান্না বুদ্ধিপূর্নরুক্ষং । বিকারৈঃ ক্লিষ্টতে যা তু ন
স শারীরমানসৈঃ ॥ ১৮ ॥ রজোমোহহিতাহার
পরন্তু স্ত্যক্তযোগদাঃ । বসাস্থক্লেশদনাবাহিশ্রোতো-
রোধসমুদ্ভবাঃ ॥ ১৯ ॥ মদমূর্ছে পিসংগ্রাসাযথোত্তর-
বলোদ্ভবাঃ । মদোহত্র দোষৈঃ সর্কজস্ত রক্তমদ্যবিষৈ-
রপি ॥ ২০ ॥ রক্তান্নহাদুতাভাসচলচ্ছলিতবেষ্টিতঃ ।
রুক্ষশ্যামারুণতনুর্মত্তে বাতোদ্ভবে ভবেৎ ॥ ২১ ॥ পিত্তেন

সে সর্কদা অধিক কথা কহে। ১১—১৩। পিত্তজন্ত মদাত্যয়ে
দাহ, জ্বর, ঘর্ম্ম, মোহ, চিত্তবিভ্রম, এই সকল উপদ্রব হয়। শ্লেষ্ম-
জন্ত মদাত্যয়রোগে হৃদি, হ্লাস, নিদ্রা ও উদরের গুরুতাপ্রভৃতি
উপসর্গ প্রকাশ পায়। ১৪। সান্নিপাতিক মদাত্যয়রোগে
পূর্কোক্ত সর্কপ্রকার লক্ষণ আবির্ভূত হয়। এই সকল দোষ
জানিয়াও যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, তাহার সকলই রুচিকর হয়
এবং মতিধ্বংস ও চিত্তবিকার হইয়া থাকে। মদ্যপায়ীর কাষ্ঠে
ও দ্রব্যে বিশেষ জ্ঞান থাকে না। বাতিক মদাত্যয়রোগে শ্লেষ্ম-
নিদ্রা, কঠশোষ, অতিনিদ্রা, শব্দাসহজ, চিত্তবিক্ষেপ, অঙ্গে
বাতাশ্রয়, হৃদ্রোগ, কঠরোগ, সম্মোহ, শ্বাস, তৃষ্ণা, বমি, জ্বর,
এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে। ১৫—১৭। যে জিতেদ্রিয় ব্যক্তি
মদ্যের দোষ বিবেচনা করিয়া মদ্যপান হইতে নিবৃত্ত হয়, কখনও
তাহার শারীর বা মানস বিকার কোনরূপ ক্লেশ দিতে পারে
না। ১৮। রাগাভিভূত, মোহিত ও অহিতাহারতৎপর ব্যক্তির
রস, রক্ত ও ক্লেশবাহী শ্রোতসকল রুক্ষ হইয়া বিবিধরোগ উৎপন্ন
হয়। ১৯। মদ, মূর্ছা ও উপসংগ্রাস এই সকল রোগ উত্তরো-
ত্তর বলোৎপন্ন। রক্ত, মদ্য ও বিষপ্রভৃতি সর্কপ্রকার দোষে
মদ্যায়রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। ২০। বাতজন্ত মদাত্যয়-
রোগে রক্তের অন্নতাপ্রযুক্ত রোগী শ্রীলষ্ট, চঞ্চল ও ছলকার্য-

ক্রোধনোরক্তপীতভঃ কলহপ্রিয়ঃ । স্বপ্নোহসম্বন্ধ-
বাক্যাদিঃ কফাদ্যনপরো ন সঃ ॥ ২২ ॥ সর্কাজ্ঞা-
সান্নিপাতেন রক্তস্তম্ভান্দুষণং । পিত্তলিঙ্গস্ত মদেভ্য
বিকৃতেহঃ স্বরাজতা ॥ ২৩ ॥ বিশেষ কম্পাতি
নিদ্রা চ সর্কোভ্যোভাধিকং শ্রমঃ । লক্ষ্যেন্নক্ষণোৎ
কর্ষাৎ বাতাদীন্ লক্ষণাদিষু ॥ ২৪ ॥ অরুণং নীলরুক্ষা
খমাপশ্চন্ বিশেষতমঃ । শীতলং প্রতিবুদ্ধ্যেত হৃৎপীড়া
বেপথুজমঃ ॥ ২৫ ॥ কাসঃ শ্রাবারুণাচ্ছায়ামূর্ছা
চ মারুতান্নকঃ । পিত্তেন রক্তং পীতং বা নভঃ পশ্চন্
বিশেষতমঃ ॥ ২৬ ॥ বিবুদ্ধেত চ সম্মোহোদাহতৃষ্ণোপ-
পীড়িতঃ । ভিন্নবৎ পীতনীলাভো বক্তা পিত্তারুণে-
ক্ষণঃ ॥ ২৭ ॥ কফে সমেঘসংকাশং পশ্যত্যাকাশমা-

তৎপর হয় এবং তাহার শরীর রুক্ষ, পিঙ্গলবর্ণ অথবা অরুণবর্ণ
হইয়া থাকে। ২১। পিত্তজন্ত মদাত্যয়ে অতিশয় ক্রোধ বুদ্ধি
হয় এবং রোগীর শরীর রক্তপীতভ ও সেই ব্যক্তি কলহপ্রিয়
হইয়া থাকে। পৈতিক মদাত্যয়ে স্বপ্ন, অসম্বন্ধবাক্যপ্রভৃতি
উপসর্গ হয় এবং সেই ব্যক্তি সর্কদা ধ্যানতৎপর হইয়া থাকে। ২২।
সান্নিপাতিক মদাত্যয়ে রোগী পূর্কোক্ত সর্কপ্রকার লক্ষণাক্রান্ত
হয় এবং তাহার রক্তস্তম্ভ ও অঙ্গস্তম্ভাদি দোষ ঘটয়া থাকে।
মদাত্যয়রোগে প্রায়ই পিত্তচিহ্ন প্রকাশিত হয়, সেই ব্যক্তি
বিকৃতচেষ্ট হইয়া থাকে এবং পরিচিত ব্যক্তিরও স্বর শুনিয়া
চিনিতে পারে না। ২৩। উক্ত রোগে বিশেষ কম্প, অতিনিদ্রা,
অধিক পরিশ্রম হইয়া থাকে। পূর্কোক্ত লক্ষণসকল বিশেষরূপ
অনুধাবন করিয়া বাতিকাদি মদাত্যয় নিরূপণ করিবে। ২৪।
মদাত্যয় রোগী আকাশকে অরুণবর্ণ, নীলবর্ণ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ দর্শন
করে এবং হঠাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পতিত হয়। ক্ষণকাল
পরেই প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু হৃৎপীড়া, কম্প ও ভ্রম নিবৃত্তি
হয় না। ২৫। কাস, পিঙ্গলবর্ণ বা অরুণবর্ণ ছায়াদর্শন এবং মূর্ছা
বাতিক মদাত্যয়ে এই সমস্ত লক্ষণ হয়। পিত্তজন্ত মদাত্যয়ে
রোগী আকাশকে রক্তবর্ণ বা পীতবর্ণ দর্শন করিয়া অকস্মাৎ
মোহিত হইয়া পড়ে এবং ঘর্ম্ম, দাহ ও তৃষ্ণাতে পরিপীড়িত
হইয়া পচেতন হইয়া থাকে। তাহার শরীর ভিন্নবৎ বোধ হয়,
পীত ও নীলছায়া দর্শন হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তি অধিক কথা

নিগেৎ । তম্শ্চিরাচ্চ বুদ্ধোক্ত জ্ঞানাসঃ সুপ্রসেকবান্ ।
 ২৮ । গুরুভিত্তিমিতৈরকৈরাজধর্ম্মাববন্ধবৎ । সর্বা-
 ক্রুতিস্ত্রির্দোষৈরপস্মার-ইবাপরঃ ॥ ২৯ ॥ পাতরত্যাশু
 নিশ্চেষ্টং বিনা বীভৎসচেষ্টিতৈঃ । দোষেষু মদমুচ্ছ্রাং
 কৃতবেগেষু দেহিন্যং ॥ ৩০ ॥ স্বয়মেবোপশাম্যন্তি
 সন্ন্যাসেনোষধৈর্কিনা । বাগ্দেহমনসাং চেষ্টা মক্ষি-
 প্যাতিবলামনাঃ ॥ ৩১ ॥ স সন্ন্যাসনিপতিতাঃ প্রাণ-
 ষাতেন সংশ্রয়াঃ । ভবন্তি তেন পুরুষাঃ কাষ্ঠভূতা-
 য়ুতাপমাঃ ॥ ৩২ ॥ ত্রিয়েত শীত্রং শীত্রং চৈচ্চিকিৎসা ন
 প্রযুক্ত্যতে । অগাধে গ্রাহবহুলে সলিলৌষ-ইবার্গবে ॥
 ৩৩ ॥ সন্ন্যাসে বিনিমজ্জন্তং নরমাশু নিবর্তয়েৎ ।
 মদমানো রোষতোষণ লভেয়ুরিতি ॥ ৩৪ ॥ যুক্ত্যা-
 যুক্তিঞ্চ বিমুক্তিহেতবে মদ্যমযুক্তং নরকাদেঃ । সামর্থ্যং

কহে এবং তাহার চক্ষুঃ পীত ও রক্তবর্ণ হয় । ২৬—২৭ । কফ-
 জন্ত মদাত্ময়ে রোগী আকাশকে মেঘসমাচ্ছন্ন দর্শন করিয়া
 অজ্ঞানভিত্ত হইয়া পড়ে এবং অধিক বিলম্বে প্রবুদ্ধ হইয়া
 থাকে এবং জ্ঞান ও মুখপ্রসেক প্রভৃতি উপদ্রব হয় । ২৮ । শরী-
 রের গুরুতা ও অজ্ঞানবশতঃ মদাত্মরোগী রাজধর্ম্মাক্রান্ত হয় ।
 ত্রিদোষোৎপন্ন ও সর্বলক্ষণাক্রান্ত মদাত্মরোগ অপস্মার রোগ-
 তুল্য হয় । ২৯ । মদাত্মরাজনিত মুচ্ছাতে দোষের প্রাবল্যবশতঃ
 কোন নিকিত কার্য না করিলেও হঠাৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পতিত
 হয় । ৩০ । কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিলেও মদাত্মরাজনিত
 মুচ্ছা স্বয়ং উপশান্ত হইয়া থাকে । মদাত্মরোগ রোগীর
 বাক্য, দেহ ও মনের চেষ্টা বিকৃত করিয়া তাহাকে বলশালী ও
 বিমনস্ক করিয়া ফেলে । ৩১ । মদাত্মরোগাক্রান্ত ব্যক্তি প্রাণেতে
 আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কাষ্ঠবৎ ভূতলে পতিত হয় এবং
 তাহাতে মৃত্যুও হইতে পারে । ৩২ । এই রোগে যদি
 রোগীর শীত্র শীত্র মৃত্যুলক্ষণ উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে
 চিকিৎসা করিলে কোন উপকার দর্শে না । অতি-
 গভীর গ্রাহাদিভয়সঙ্কুল জলরাশি পরিপূর্ণ মদাত্মরূপ সাগরে
 নিমগ্ন মনুষ্যকে শীত্র নিবারণ করিবে । মদাত্মরোগী কখন
 রোষ ও কখন যন্তোষ প্রাপ্ত হয়, ইহাই নির্দিষ্ট আছে । ৩৩—৩৪ ।
 ইতিপূর্বে মদ্যের যে সকল দোষ উক্ত হইল, অবিধিপূর্বক

প্রকৃতিসহায়মণ্ডবয়বাংসি কুরুতে । অববিচ্য তনুং
 রূপং পিবতি ততঃ পিবত্যমৃতং ॥ ৩৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে মদাত্মাদিনিদানং নাম
 পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ অধাশসাং নিদানঞ্চ ব্যাখ্যা-
 স্যামি চ শুশ্রুত । অবিরতং প্রাণিগণং মাংসে কীলকাঃ
 প্রভবন্তি যৎ ॥ ২ ॥ অশাংসি তস্মাদুচ্যন্তে গুদমার্গ-
 নিরোধনাং । দোষস্বজ্ঞাংসমেদাংসি সন্ধ্যা বিবিধা
 কৃতীন্ ॥ ৩ ॥ মাংসাকুরানপানাদৌ কুর্ত্তব্যশাংসি তান্
 জপুঃ । সহজস্মান্তরোধেন ভেদো ব্বেদা সমাসতঃ ॥ ৪ ॥
 শুকাগ্রা বা বিভেদাশ্চ গুদস্থানানুসংশ্রয়াঃ । অর্দ্ধপঞ্চা-
 দুলিস্তস্মিন্শিত্রোধ্যাক্ষাঙ্গুলিস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥ রক্তপ্রবা-

মদ্যপানেই ঐ সকল দোষ ঘটয়া থাকে এবং উহাতেই মনুষ্যের
 নরকাদিভোগ হয় । বিধিপূর্বক মদ্যপান করিলে সেই মদ্য-
 পান মুক্তির হেতু হয় এবং শরীরের সামর্থ্য, স্বাভাবিকশক্তি,
 বয়স ও শারীর রূপ বৃদ্ধি করে । এইরূপ বিবেচনা করিয়া যে মদ্য-
 পান করে, তাহার সেই মদ্যপান অমৃতপানতুল্য হয় । ৩৫ ।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

ধ্বস্তরি কহিলেন, হে শ্রুত ! অর্শরোগনিদান ব্যাখ্যা
 করিব । অবিরত প্রাণিগণের মাংসে কীলক প্রাচুর্য হই-
 তেছে । গুহ্বারের মার্গনিরোধ করিয়া যে সকল কীলক
 উৎপন্ন হয়, তাহাই অর্শনামে অভিহিত হইয়া থাকে । বাত-
 পিত্তাদি দোষসকল স্বক, মাংস, মেদপ্রভৃতি দূষিত করিয়া
 বিবিধাকৃতি মাংসাকুর উৎপাদন করে । নিদানজ পণ্ডিতগণ ঐ
 মাংসাকুরকে অর্শ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন । সংক্ষেপতঃ অর্শ দুই-
 প্রকার ;—সহজ ও জন্মান্তরোধ । ১—৪ । গুহ্বান আশ্রয়
 করিয়া শুকাগ্র অথবা বিভেদাগ্র মাংস প্ররোহ উৎপন্ন হয় ।
 গুহ্বান সার্দৃপঞ্চাঙ্গুল, তন্মধ্যে লাভেতিন অঙ্গুলি হইলে অর্শরোগ
 জন্মিয়া থাকে । ৫ । ঐ সকল মাংসাকুরের মধ্যে যে রক্তপ্রবা-

হিণী ভাসামজ্রমধ্যে বিসর্জিনী । বাহ্যাসম্বরণে তস্তা
শুদানৌ বহিরঙ্গুলে ॥ ৩ ॥ সার্কাকুলপ্রমাণেন রোমা-
ণ্যত্র ভতঃপন্নং । তত্র হেতুঃ সহোধানাং বাল্যে জীবো-
পভুক্ততা ॥ ৭ ॥ অর্শসাং বীজসৃষ্টিস্ত মাতাপিত্রোপ-
চারতঃ । দেবায় তাত্যাং কোপো হি সান্নিপাতস্ত
চারতঃ ॥ ৮ ॥ অসাধ্যা এবমাধ্যাতাঃ সর্করোগাঃ
কুলোন্তবাঃ । সহজানি বিশেষণে রুক্ষদুর্দর্শনানি তু ।
অস্ত্রশ্মুখানি পাণ্ডুনি দারুণোপজ্ঞবাণি চ ॥ ৯ ॥ ষোঢ়া-
শাংসি পৃথগ্দোষসংসর্গনিশ্চয়ততঃ । শুকানি বাত-
শ্লেষ্মাভ্যামার্দ্রাণি দ্বয় পিত্ততঃ ॥ ১০ ॥ দোষপ্রকোপ-
হেতুস্ত প্রাপ্তস্তমসাদিনি । অরৌ মলেহতিনিচিতে
পুনশ্চাতিব্যবায়তঃ ॥ ১১ ॥ পানসংকোভবিষমকঠিন-
কুজকাশনাং । বস্তিনেত্রগলোষ্ঠোখতলভেদাদিঘট-
নাং ॥ ১২ ॥ ভ্রংশীভাবুসংস্পর্শপ্রততাত্তিপ্রবাহণাং ।

গতমূত্রশক্বেগধারণাত্তদীরণাং ॥ ১৩ ॥ জুগুপাতী-
সারমেব গ্রহণী সৌহৃদ্যপ্রবঃ । কর্ণধাষিমাদেশ-
চেষ্ঠাভ্যো যোষিতাং পুনঃ ॥ ১৪ ॥ আমগর্ভপ্রপ-
তনাদগর্ভবৃদ্ধিপ্রাপ্তীড়নাং । ঈদৃশৈশ্চাপনৈর্যাবুপার্নমঃ
কুপিতো মলঃ ॥ ১৫ ॥ পার্যোক্ষালীযু সংরুতিভাষতিঃ
পর্কমুর্তিযু । জায়ন্তেহর্শাংসি তৎপূর্কং লক্ষণং বজ্র-
মন্দতা ॥ ১৬ ॥ বিষ্টম্ভঃ সান্নিসদনং পিণ্ডিকোদেষ্টনঃ
জমঃ । সন্দাহো নেত্রয়োঃ শোথঃ শক্বেদোহিধ বা
গ্রহঃ ॥ ১৭ ॥ মারুতঃ পুরতো মুচঃ প্রায়ো নাতেরধ-
শ্চরন্ । সরক্তঃ পরিব্যক্তশ্চ কৃচ্ছ্রাতিগচ্ছতি দ্বয়ন্ ॥
১৮ ॥ অত্র কুজনমাতোপঃ ক্ষারিতোদ্যারভুরিতা ।
প্রভূতমূত্রমলবিড়ম্ভাকাধুত্রকোমলকঃ ॥ ১৯ ॥ শিরঃ-
পৃষ্ঠোরসাং শূলমালস্তং ভিন্নবর্ততা । ইন্দ্রিয়ার্থেব
লৌল্যঞ্চ ক্রোধো দুঃখোপচারতঃ ॥ ২০ ॥ আশঙ্ক্য
গ্রহণী শোষপাণ্ডুগ্লেদরাণি চ । এতাস্তেব বিবর্তন্তে

হিণী শিরা আছে, তাহাধারা রক্তপ্রাব হইয়া থাকে । ইহাই
আভ্যন্তরিক অর্শঃ । বাহ্যঅর্শে শুষ্কাবরণের একাঙ্গুলের মধ্যে
অঙ্গুর উৎপন্ন হয় । অন্তপ্রকার অর্শরোগে সার্কাকুলপ্রমাণ
স্থানে অঙ্গুর হয় । ইহার বহির্ভাগে রোম জন্মিয়া থাকে ।
বাণ্যাবস্থায় অতিশয় উপতাপভোগ করিলে যে অর্শরোগ উৎপন্ন
হয়, তাহাকে সহোথ অর্শ বলে । বাস্তবিক মাতাপিতার দোষেই
অর্শরোগের বীজ উৎপন্ন হয় । দেবতার প্রতি কোপ ও কদম-
ভোজনে, সান্নিপাতিক অর্শরোগ জন্মে ॥ ৬-৮ ॥ যে সকল রোগ কুল-
ক্রমাগত, সেই সমুদায় রোগই অসাধ্য । যে সকল অর্শ সহোথ,
সেই সমুদায় বিশেষরূপে রুক্ষ, দুর্দর্শন, অস্ত্রশ্মুখ ও পাণ্ডুবর্ণ ।
এইরূপ অর্শরোগে দারুণ উপজব হয় ॥ ৯ ॥ অর্শরোগ ছয়প্রকার ;—
বাতিক, পৈতিক, স্নৈয়িক, বাতপৈতিক, বাতস্নৈয়িক ও পিত্ত-
স্নৈয়িক । বাতপিত্তজ্ঞ অর্শরোগের বলী, শুষ্ক এবং পিত্তার্শের
বলী আর্দ্র ॥ ১০ ॥ অর্শরোগের দোষপ্রকোপের কারণ পূর্কেই
উক্ত হইয়াছে, বিশেষতঃ অগ্নিমান্দ্য, মলসঞ্চর ও অধিক-
শ্যাবারৈতেও অর্শরোগ জন্মিয়া থাকে ॥ ১১ ॥ পানসংকোভ ;
বিষম কঠিন কুজকাশন ; বস্তি, নেত্র, গল, ওষ্ঠাদিতে দৃঢ়রূপে
অববর্জন এই সকল কারণেও সেই সেই স্থানে অর্শরোগ
জন্মে ॥ ১২ ॥ অধিকপরিমাণে হিমাযুসংস্পর্শ, নিয়ত বোটকাহি-

য়ানে গমন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, বেগে মলনিঃসারণ, এই
সকলও অর্শরোগের কারণ ॥ ১৩ ॥ সর্কদা দ্বণা, অতীসার, গ্রহণী
এই সকল অর্শরোগের উপজব । বিষমবস্তর আকর্ষণেও
অর্শরোগ উৎপন্ন হয় । আমগর্ভপাত এবং গর্ভবৃদ্ধির পীড়া
এই সকল কারণে জীলোকের অর্শরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।
উক্তকারণে অপানবায়ু কুপিত হয় এবং মল পায়ুস্থানের বলীতে
রুদ্ধ হইয়া থাকে, এইরূপে পর্কস্থলে সস্তাপ উৎপাদনপূর্বক
অর্শরোগ প্রকাশ পায় । অগ্নিমান্দ্য, মন্দাগ্নি, বিষ্টম্ভ, সান্নিভেদ,
পীড়কার উৎপত্তি, জম, নেত্রদাহ, শোথ, মলভেদ ও মলগ্রহ
এই সকল অর্শরোগের পূর্বলক্ষণ ॥ ১৪-১৭ ॥ অর্শরোগে শরীরের
পুরোভাগে বায়ু প্রমুচ থাকে এবং প্রায় সর্কদাই নাড়ীর অধো-
ভাগে সঞ্চরণ করত অতিকষ্টে রক্তের সহিত নির্গত হয় ॥ ১৮ ॥
এই রোগে অব্যক্তলক্ষ, আটোপ, (উদররোগবিশেষ)
কারবৃক্ক-উদ্যার, প্রভূত মূত্রপ্রাব, অন্নবিষ্ঠনির্গম, দ্বণা,
অন্নোদ্যার, বৃষদর্শন, শিরঃপীড়া, পৃষ্ঠবেদনা, বক্ষঃশূল, আলভ,
ইন্দ্রিয়হৃৎথের অভিলাষ, অন্নদুঃখে ক্রোধ, সর্কদা আশঙ্ক্য, গ্রহণী,
শোষ, পাণ্ডু, শুষ্ক ও উদরায়ন এই সকল উপজব হইয়া

জাভেহতনামনু । ২১ । নিবর্তমানোমানো . হি
তৈরধোমার্গরোধতঃ । ক্ষোভয়েদনিলানস্থান্ সর্ষে-
দ্রিয়শরীগান্ । ২২ । তথা মূত্রশক্লং পিত্তকফস্থানানি
শোষণনু । গৃহ্নাত্যাগ্নিং ততঃ সর্ষে ভবন্তি প্রায়শো-
র্শসঃ । ২৩ । ক্লেশো ভূষণং ক্লেশোংসাহো দীনঃ ক্ষামোইধ
নিশ্চুভঃ । অসারো বিগতছায়ো জন্তদধ্বইব ক্রমঃ ।
২৪ । ক্লৈচ্ছুরূপজবৈর্গ্ৰস্তো যক্ষ্মোক্তৈর্মর্শমপীড়নৈঃ । তথা
কাশপিপাসাত্তবৈরস্থখাসপীননৈঃ । ২৫ । ক্লমাজভঙ্গ-
বমধূক্ষবধূশ্বয়ধূশ্বরৈঃ । ক্লৈব্যাবাধিধ্যৈস্তৈমিত্যশকরা-
পরিপীড়িতঃ । ২৬ । ক্ষামো ভিন্নশ্বরো ধায়নু মুহুষ্ঠী-
বন্নরোচকী । সর্ষমর্শাস্থিহ্রাসাভিপায়ুবজ্জগশূলবান্ ।
গুদেন অবতা পিত্তং পললোদকসন্নিভং । ২৭ ।
বিশুদ্ধকৈব মুক্তাং পক্কাচাস্তবাস্তরং । পিত্তাং পীতং
হরিদ্রাক্তং বিচ্ছিন্নকোপবিশ্রুতে । ২৮ । শুদাহুরা

বহ্নানিলাঃ শুকাশ্চিমচিমাধিতাঃ । স্নানাস্ত্রাবারুণাঃ
স্তক্কাবিষদাঃ পরুষাঃ ধরাঃ । ২৯ । মিথো বিসদৃশা
বক্রাস্তীক্কা বিক্ষুটিতাননাঃ । বিশ্বধ্বজ্জুরকর্কক্-
কার্পাসফলসন্নিভাঃ । ৩০ । কেচিং কদম্বপুষ্পাভাঃ
কেচিং সিদ্ধার্থকোপমাঃ । শিরঃপার্শ্বাংসজজোহু-
বজ্জগাচ্ছাদিকব্যথাঃ । ৩১ । ক্ষবধূক্ষারবিষ্টস্তহৃদগ্রহা-
রোচকপ্রদাঃ । কাশশ্বাসাগ্নিবৈষম্যকর্ণনাদজমাবহাঃ ।
৩২ । তৈরার্ভো গ্রথিতং স্তোকং সশব্দং সপ্রবা-
হিকং । রুক্কেনপিচ্ছানুগতং বিবদ্ধমুপবেশ্রুতে ।
৩৩ । কৃষ্ণহস্তনখবিন্মুত্রেণবজ্জুং জায়তে । গুল্ম-
প্লীহাদরাষ্ট্রিলাসস্তবস্তত এব চ । ৩৪ । পিত্তোত্তরা
নীলমুখা রক্তপীতানিতপ্রভাঃ । তদ্ব্যগ্রপ্রবিণো বিশ্রা-
স্তনবোঃ মৃদবঃ স্লধাঃ । ৩৫ । শুকজিহ্বায়কৃৎখণ্ড-

ধাকে । ১৯—২১ । অনিয়মে অর্শরোগের নিবৃতির চেষ্টা করিলে
তাহা নিবর্তিত না হইয়া অধোমার্গ নিরোধপূর্বক সর্ষেদ্রিয় ও
সর্ষশরীরগত বায়ু বিক্ষোভিত করে । ২২ । বায়ু মূত্রাশয়, বিষ্ঠা-
শয় ও পিত্তস্থান শোষণ করিয়া অগ্নিগ্রহণ করে, তাহাতেই
সর্ষপ্রকার অর্শরোগ জন্মিয়া থাকে । ২৩ । অর্শরোগে রোগী জন্ত-
দধ্ব ক্রমের ত্রায় অতিশয় ক্লশ, উৎসাহহীন, দীন, ক্ষীণ, নিশ্চুভ,
অসার ও ছায়াবিহীন হয় । ২৪ । অর্শরোগে রোগী বিবিধ ক্লচ্ছ,
উপজ্বব এবং যক্ষ্মারোগোক্ত মর্শপীড়নে পীড়িত হয় এবং কাশ,
পিপাসা, মুখবৈকৃত্য, শ্বাস ও পীনস ইত্যাদি রোগগ্রস্ত হয় । আর
শ্রমবোধ, অঙ্গভঙ্গ, বমি, হাঁচি, শোথ, জর, বিকলতা, বধিরতা,
স্তৈমিত্য ও শর্করাপ্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে । ২৫-
২৬ । এই রোগে ক্ষীণতা, শ্বরভঙ্গ, চিন্তা, বারম্বার নিদ্রাবন,
অরুচি এবং অস্থি, হৃদয়, নাকী, পায়ু ও বজ্জগস্থানে শূল হইয়া
থাকে । অর্শরোগে রোগীর শুষ্কদ্বারদিয়া মাংসক্ষালিত-
জলের স্তায় পিত্ত আবিভ হয় । ২৭ । কোন কোন অর্শ বিশুদ্ধ
অবস্থায় থাকে, কখন কখন পক্ক হইয়া তাহার অগ্রভাগ বিমুক্ত
হয় । পিত্তজ্ঞান পীতবর্ণ এবং তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া হরিদ্রাক্ত
রক্ত নিঃসারিত হইয়া থাকে । ২৮ । বাতপ্রকোপজন্ত যাহার

অর্শরোগ জন্মে, তাহার মলদ্বারের বলীতে যে সকল মাংসাকুর
উৎপন্ন হয়, তাহারা প্রায় শ্রাবরহিত, অন্ন অন্ন বেদনায়ুক্ত ।
এই সকল মাংসাকুর অধিকবৃদ্ধি পায় না, উহারা পিচ্ছল বা রক্ত-
বর্ণ, কঠিন, অপিচ্ছল, কর্কশ, ধরস্পর্শ, পরস্পর অসমানমুখ ও
হৃদ্রাশ্র । এই সকল মাংসাকুরের মুখ ক্ষুটিত থাকে । বাতজন্ত
অর্শরোগের বলীসকল বিষফল, বদরীফল, খজ্জুরফল ও
কার্পাসবীজসদৃশ । ২৯—৩০ । কোন কোন অর্শরোগে মাংসাকুর-
সকল কদম্বপুষ্পের ত্রায় এবং কোন কোনটা বা সর্ষপাকার হয় ।
এই রোগে শিরঃ, পার্শ্ব, অংস, জজ্বা, উরু, এই সকল স্থানে
অধিকব্যথা হয় এবং নিদ্রাবন, উদগার, বিষ্টস্ত, হৃদগ্রহ, অরুচি,
কাশ, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, কর্ণনাদ ও ক্রম এই সকল উপজ্বব হইয়া
থাকে । ৩১—৩২ । অর্শরোগে পীড়িতব্যক্তি শব্দ, বেদনা ও
কুহনের সহিত অন্নপরিমাণে পান্যবৎ কঠিন, গ্রন্থিল, পিচ্ছল,
বিবদ্ধ মলত্যাগ করে । ৩৩ । এবং রোগীর চূর্ম, নখ, বিষ্ঠা, মূত্র,
চক্ষুঃ ও মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয় । বাতশ্বকুরোগীর গুল্ম, প্লীহা,
উদরাময় ও অষ্ট্রিলা, এই সকল উপজ্বব হয় । ৩৪ । যাহার পিত্ত
কুপিত হইয়া অর্শরোগ উৎপাদন করে, তাহার শুষ্কদেশের
বলীস্থিত মাংসাকুরের মুখ নীলবর্ণ অথবা রক্তপাত ও কৃষ্ণের
আভাযুক্ত হয় ; এই মাংসাকুরের মুখ হইতে অধুন রক্তস্রাব
হইয়া থাকে এবং এই মাংসাকুর আমগন্ধযুক্ত, অন্নকোমল ও

জলোকাবস্তু সন্নিভাঃ । দাহপাকষরবেদভৃঙ্গু-
রুচিমোহদাঃ ॥ ৩৬ ॥ সোম্মাণো জবনীলোকপীতরক্তা-
মুবর্জসঃ । যবমধ্যা হরিৎপীতহারিদ্ভক্তনখাদয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
শ্লেষ্মোষণা মহামূলা ঘনা মন্দরুজঃ সিতাঃ । উৎসন্নো-
পচিত্তম্বিক্তকরুণ্ডগুরুস্থিরাঃ ॥ ৩৮ ॥ পিচ্ছিলঃ স্তিমিতাঃ
শ্লক্কাঃ কণ্ডাঢ্যাঃ স্পর্শনপ্রিয়াঃ । করীরপনাসাশ্চ-
ভাস্তথা গোস্তনসন্নিভাঃ ॥ ৩৯ ॥ বজ্রগণানাহিনঃ
পাশুবন্তিনাভিবিকর্ষণঃ । সখাস-কাশজ্ঞানস্রাসেকা-
রুচিপীনসাঃ ॥ ৪০ ॥ মেহকৃচ্ছ শিরোজাড্যশিথির-
ক্ষারকারিণঃ । ক্লেব্যাগ্নিমাৰ্দিবচ্ছদ্বিরামপ্রায়বিকা-
রদাঃ ॥ ৪১ ॥ বসান্তনকফপ্রাক্ষ্যপুরীষাঃ সপ্রবাহিকাঃ ।

লক্ষ্যমান হইয়া থাকে । ৩৫ । কোন কোন মাংসাকুর শুকপকীর
জিহবার স্থায় স্ফূর্ণ, কোন কোনগুলি যকৃৎপিণ্ডবৎ, কতকগুলি
জলোকাকর মুখের তুল্য আভাযুক্ত হয় । এতদ্ভিন্ন দাহ, শুষ্কতা,
চৰ্ম্ম, অরুচি এবং মোহ, এই সকল উপদ্রব জন্মে । ৩৬ । সেই
রোগী কখন কখন নীলবর্ণ, কখন বা পীতবর্ণ, কখন বা রক্তবর্ণ
পিত্তের সহিত অপক অথচ উষ্ণমলত্যাগ করে । উক্ত মাংসা-
কুর যবের স্থায় মধ্যে স্থূল হয় এবং রোগীর চৰ্ম্ম, নখ, বিষ্ঠা,
মূত্র, হরিত, পীত ও হরিদ্রাবর্ণ হইয়া থাকে । ৩৭ । বাহার
শ্লেষ্মাধিক্যপ্রযুক্ত অর্শরোগ জন্মে, তাহার গুহদেশস্থিত মাংসা-
কুরের মূলদেশ অতিবিস্তীর্ণ, ঘন, অল্প অল্পবেদনায়ুক্ত, গুরুবর্ণ,
দীর্ঘ, স্থূল, স্নেহ, অনত্র, বর্জ্যলাকার, গুরুদ্রব্যের স্থায় বহুভার-
বোধক, অচল, অকর্কশ, আর্দ্রবস্ত্রাবৃত্তুল্য, মণিতুল্য মন্থণ,
বহুকণ্ডযুক্ত ও কোমলস্পর্শ হয় । ঐ মাংসাকুরসকল কোনটা
বংশাকুরের স্থায়, কোনটা কণ্টকীকলবীজতুল্য, কোনটা বা
গরুর স্তনসদৃশ হইয়া থাকে । ৩৮—৩৯ । অর্শরোগে পীড়িত
ব্যক্তির উরুর উপস্থিত সন্ধিষয়ে বন্ধনবৎ পীড়া এবং কোন
কোন রোগীর মলদ্বার, বন্তি ও নাভি, এই সকলস্থানে আক-
র্ষণবৎ পূড়া জন্মে । সেই রোগী স্বাস, কাশ, উপস্থিতবমন,
মাংসাকুরের মুখদ্বারা জলজাব, অরুচি, নাসাস্রাব, মেহ, মূত্র-
কৃচ্ছ, শিরোজাড্য, শীত, জ্বর, জীসঙ্গে উৎসাহ, অগ্নির মুচ্ছতা, বমি,
আমরোগ, এই সমস্ত উপদ্রবে অভিভূত হইয়া থাকে । ৪০—৪১ ।
উক্তরোগীর বসার স্থায় আভাযুক্ত কক্কের সহিত কুহুনাভিত

ন অবস্থি ন ভিদ্যন্তে পাণ্ডুশ্লিষ্ণুগাদয়ঃ ॥ ৪২ ॥
সংস্ফটলিকাং সংসর্গনিচয়াং সর্কলক্ষণাঃ । রক্তো-
ষণা গুদে কীলাঃ পিত্তাকৃতিসমম্বিতাঃ ॥ ৪৩ ॥ বট-
প্রোরোহসদৃশাঃ গুজ্জাবিক্রমসন্নিভাঃ । ভেৎতার্থং দৃষ্টমূরু-
গাঢ়বিটকপ্রপীড়িতাঃ ॥ ৪৪ ॥ অবস্থি সহসা রক্তং
তস্ত চাতিপ্রস্রুতিতঃ । ভেকাভঃ পীড্যতে দুঃখৈঃ
শোণিতক্ষয়সম্ভবৈঃ ॥ ৪৫ ॥ হীনবর্ণবলোৎসাহো
হতোজাঃ কলুষেন্দ্রিয়ঃ । মুদাকোদ্রবজস্বীরকরীরচ-
ণকাদিভিঃ ॥ ৪৬ ॥ রুক্ষৈঃ সংপ্রাহিভির্কারুর্কিটস্থানে
কুপিতো বলী । অধোবহানি স্রোতাসি সংরুদ্ধাধঃ
প্রশোষয়ন্ ॥ ৪৭ ॥ পুরীষং বাতবিস্মৃদসদং কুর্কীত
দারুণং । তেন তীত্রা রুজা কোষ্ঠপৃষ্ঠংপার্শ্বগা
ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥ আত্মানমুদরো বিষ্ঠা জ্ঞানপরিবর্তনং ।
বন্তো চ সূতরাং শূলো গণ্ডয়ধ্বংসস্তবঃ ॥ ৪৯ ॥ পবন-

বহমলপ্রবৃতি হয় এবং মাংসাকুরের মুখ হইতে ক্রোদ বা রক্তাদি-
স্রাব হয় না । দৃঢ়মলাদির পীড়নেও তাহার মুখ বিদীর্ণ হয় না
এবং তাহার চৰ্ম্মাদি পাণ্ডুবর্ণ ও স্লিষ্ণু হয় । ৪২ । বাহার ত্রিদোষ-
জ্ঞ অর্শরোগ উৎপন্ন হয়, তাহার পূর্বেক্ত ত্রিদোষজ্ঞলক্ষণ
লক্ষিত হইয়া থাকে । বাহার রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত অর্শরোগ জন্মে,
তাহার মলদ্বারে মাংসাকুরসকল পিত্তজ্ঞ অর্শরোগের লক্ষণ-
যুক্ত হয়, বিশেষতঃ বটপ্রোরোহ, গুজ্জাকল ও প্রবালসদৃশ হয় ।
সেই সকল মাংসাকুর অতিশয়কঠিন মলদ্বারা পরিপীড়িত হয়
এবং মাংসাকুরহইতে সহসা উষ্ণ ও দৃষ্ট রক্তস্রাব হইয়া থাকে
ও অধিক রক্তস্রাবপ্রযুক্ত রোগীর শরীর ভেকের স্থায় পীত-
বর্ণ হয় এবং রোগী রক্তক্ষয়জ্ঞ দুঃখে পীড়িত হইয়া থাকে ।
৪৩—৪৫ । অর্শরোগে পীড়িতব্যক্তি বিবর্ণশরীর, ক্লশ, উৎসাহ-
হীন, দুর্বল ও বিকলেন্দ্রিয় হয় । মুগ্ধ, কোদ্রব, জঘার, বংশাকুর,
চণকপ্রভৃতি রুক্ষদ্রব্যসেবন করিলে বায়ু কুপিত ও প্রবল হইয়া
বিটস্থানে আগমনপূর্বক অধোগত স্রোতঃসকল সংরুদ্ধ করিয়া
মূত্র ও পুরীষ শোষণকরতঃ অতিশয়কঠিন করিয়া রাখে ।
তাহাতে কোষ্ঠ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও জুদয়ে স্ফদারণ পীড়া জন্মায় । ৪৬-
৪৮ । অর্শরোগ উপস্থিত হইলে আত্মান, উদররোগ, মলরোধ,
মুখস্রাব, বন্তিপ্রদেশে শূল এবং গণ্ডহ্রস্বেশোথ থাকে । ৪৯ ।

শ্রোত্রগামিহাং ততঃস্বর্গ্যকচিহ্নরাঃ । স্বদ্রোণগ্রহণী-
দোষমূত্রসঙ্গপ্রবাহিকাঃ ॥ ৫০ ॥ বাধির্ধ্যাতিশিরঃ-
শাসশিরোরুক্ষকাশপীনসাঃ । মলবিকারতৃক্ষাসু পিত্ত-
ভ্রমোদরাদয়ঃ ॥ ৫১ ॥ এতে চ বাতজা রোগা
জায়ন্তে দারুণাঃ স্মৃতাঃ । দুর্নামান্নতৃদাবর্জপরমোর-
মুপজ্জবঃ ॥ ৫২ ॥ বাতাভিভূতকোষ্ঠানাং তৈর্কিনাপি
বিজায়তে । সহজানি তু দোষানি বানি চাত্যন্তরে
বলৌ । স্থিতানি তান্ত্রসাধ্যানি বাপ্যন্তেহগ্নিবলা-
দিভিঃ ॥ ৫৩ ॥ স্বন্দজানি দ্বিতীয়ান্নাং বলৌ সাত্মা-
শ্রিতানি চ । কৃচ্ছ্রসাধ্যানি তান্যাহঃ পরিসম্বৎস-
রাণি চ ॥ ৫৪ ॥ বাহ্যায়ান্ত বলৌ জাতান্তেকদোষো-
ষণানি চ । অর্শাংশি স্ত্রুখসাধ্যানি ন চিরোৎপত্তি-
কানি চ ॥ ৫৫ ॥ মেট্রাদিষপি বক্ষ্যন্তে যথা স্বং নাভি-
জানি তু । গণ্ডূপদস্য রূপানি পিচ্ছিলানি মৃদুনি
চ ॥ ৫৬ ॥ ব্যানো গৃহীত্বা স্লেছ্মাণং করোত্যর্শস্তচো

এই রোগে বায়ু উর্জগামী হইলে . ছর্দি, অরুচি, জর, স্বদ্রোণ, গ্রহণীদোষ, মূত্রসঙ্গ, প্রবাহিকা, বধিরতা, অতিশয় শিরঃপীড়া, শ্বাস ও শিরোরোগ, কাশ, পীনস, মলবিকার, তৃক্ষা, গুল্ম, উদরাময় এবং অন্ত্রান্ত্র বহুবিধ স্ত্রুখরূপ বাতজন্তরোগ জন্মিয়া থাকে । দুর্নামা, মৃত্যু ও উদাবর্ত এই সকলই অর্শরোগের পরম উপজব । ৫০—৫২ । বাহাদিগের কোষ্ঠদেশ বায়ুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পূর্বোক্ত কারণব্যতিরেকেও অর্শরোগ জন্মিতে পারে । যে সকল অর্শরোগ সহজ ও অভ্যস্তবলীতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল অর্শ কিছুদিনপরেই চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া থাকে ; কিন্তু রোগীর অগ্নি ও বলের আধিক্য থাকিলে ঐ রোগ কথঞ্চিৎ বাপ্য হইয়া থাকে । ৫৩ । বাহ্যজন্ত অর্শরোগ দ্বিতীয়বলীকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইলে যদি বৎসরের মধ্যে চিকিৎসা না করা হয়, তাহাহইলে ঐ রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য বলিয়া জানিবে । ৫৪ । বাহ্যবলীতে অর্শরোগ জন্মিলে তাহা যদি একদোষজন্ত ও অচিরোৎপন্ন হয়, তাহাহইলে সেই অর্শরোগ চিকিৎসাযোগ্য নিবারিত হইতে পারে । মেট্রাদি ও নাভিজ অর্শরোগের অঙ্গুর কিঙ্কিলুকের (কেঠোর) মুখলক্ষণ পিচ্ছিল ও কোমল এবং বাতাদিযন্ত অর্শরোগের

বহিঃ । কীলোপমং স্থিরধরং চর্মকীলকং তং বিদুঃ ॥ ৫৭ ॥ বাতেন ভোদপারুবাং পিত্তাদসিতবক্তৃত্য । স্লেছ্মণা স্নিগ্ধতা তস্ত্র গ্রথিতত্বং সর্বণতা ॥ ৫৮ ॥ অর্শসাং প্রথমে বহুমান্ত কুর্কীত বুদ্ধিমান্ । তান্ত্রান্ত্র হি গদং কার্য্যং কুর্খ্যুরজ্জগদোদরং ॥ ৫৯ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে অর্শনিদানং নাম
ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরি-উবাচ ॥ ১ ॥ অতীসারগ্রহণ্যাশ্চ নিদানং
বচ্মি স্ত্রুজত । দোষৈর্ক্যন্তৈঃ সমন্তৈশ্চ ভয়াছোকাচ্চ
বড়বিধঃ ॥ ২ ॥ অতীসারঃ স স্ত্রুতরাং জায়তেহত্যশু-
পানতঃ । বিশুদ্ধাকারসান্নেহতিলপিষ্টবিরূঢ়কৈঃ ॥ ৩ ॥
মদ্যরুক্ষাতিমাত্রাদিদিবসাদি-পরিজমাং । ক্রিমি-

সমানলক্ষণযুক্ত হয় । ৫৫—৫৬ । সর্শরীরস্থ ব্যানবায়ু স্লেছ্মাগ্রহণ করিয়া চর্মের বহির্দেশে কীলকতুল্য অচল ও কর্কশ যে মাংসাঙ্গুর উৎপাদন করে, তাহাকে চর্মকীলক বলিয়া থাকে । ৫৭ । বাতজন্ত চর্মকীলকরোগ হইলে হৃদীবেধতুল্য বেদনায়ুক্ত ও কর্কশ মাংসকীলক উৎপন্ন হয় । পিত্তাধিক্যজন্ত চর্মকীলরোগ হইলে মাংসাঙ্গুরের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে । কক্ষজন্ত চর্মকীলরোগে মাংসাঙ্গুরগুলি স্নিগ্ধ, গ্রথিত এক গাজতুল্য বর্ণ বিশিষ্ট হয় । ৫৮ । অর্শরোগ উপস্থিত হইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি আত্মতাহার প্রতীকারে যত্ন করিবে, নচেৎ নানাপ্রকার গুরুরোগ ও উদররোগ জন্মিয়া থাকে । ৫৯ ।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরি কহিলেন, স্ত্রুজত ! এক্ষণে অতীসার ও গ্রহণীনিদান বলিব । অতীসার বড়বিধ ; বাতিক, পৈতিক, স্নৈয়িক, স্রাস্ত্রিক, পিত্তিক, স্রোতোগ্নয় ও শোকজাত । ১—২ । অধিক জলপান, শুষ্কভক্ষণ, মেহ, বসি, তিলপিষ্ট, মদ্য রুক্ষপ্রভৃতি অধিক পরিমাণে সেবন করিলে অতীসাররোগ জন্মিয়া থাকে ।

ভ্যো বেগরোধাচ্চ ভবিষ্যে কুপিতানিলঃ । ৪ । বিশ্রাং-
সংরক্তাধোরক্তং চত্বা ভেনৈব চানলং । ব্যাপর্যায়-
শরুৎকেশপুৰীষস্তবজাদয়ঃ । ৫ । প্রকল্পভেদ-
সংস্কৃত লক্ষণস্তস্য জ্ঞানিনঃ । ভেদো স্ফুটসকোষ্ঠে-
পাক্রম্যেদে মনগ্রহঃ । ৬ । আস্থানমবিপাকস্ত তত্র
বাতেন বিঘ্নয়ং । যজ্ঞায়ং শকশূক্যাচাং বিরুদ্ধমুপ-
বেশ্যতে । ৭ । ক্লমকং সফেগমসফেৎ প্রথিতবা মুহ-
ৰ্ম্মতঃ । তথা সক্ষা জ্ঞানভাসং পিচ্ছিলং পরিকর্তব্যং ।
সমুদ্রজন্তুপায়ুস্ত জন্তুরোমা বিনিষ্টবস্তু । ৮ । পিত্তেন
পীতগনিতং তারিহং শাঙ্কলপ্রভং । সরক্তমতিদগন্ধং
তন্মূর্চ্ছাস্পেদদাহবান্ । ৯ । সশূলপায়ুসস্তাপপাকবান্
শ্লেষ্মাণা ঘনং । পিচ্ছিলং তত্রানুসারমল্লাল্লং সপ্রবা-
হকং । ১০ । সরোমহর্ষঃ সোৎক্লেশো গুরুর্ভুজিগুদো-

ধরঃ । কুতেপ্যকৃতসদৃশ সর্কাদ্বা সর্কলক্ষণঃ । ১১ ।
ভয়েন কুভিতে চিত্তে শয়িতো জ্ঞানয়েৎ শরুৎ । বাসু-
ভ্যো নিবার্যোক্ত কিপ্রমুখং প্রানলবং । ১২ । বায়ু-
পিতে সমং লিঙ্গমভূতবচ্চ শোকতঃ । অতীসারঃ
সম্মানেন বেধা স্যামো নিরামকঃ । ১৩ । শরুদুর্গন্ধ-
মাতোপবিষ্টস্তাতিপ্রসেকিনঃ । বিপরীতো নিরামক-
ককাৎ কোহপি ন মজ্জতি । ১৪ । অতীসারেণ যোন্যতি-
বভ্রবান্ গ্রহণীগদঃ । তস্য স্ত্রাদগ্নিনির্কাণকরৈরিত্যনু-
সেবিতৈঃ । ১৫ । সামং শকুরিরাগ্নবা জীর্ণং যোন্যতি-
সার্থ্যতে । সোহতিসারোতিসরণাদান্তকারী স্ত্যভাবতঃ ।
সামলীর্ণমজীর্ণেন জীর্ণে পকন্ত নৈব চ । ১৬ । তিল-
কুদগ্রহণীদোষঃ সঞ্চল্লক্ষোপবেশয়েৎ । স চতুর্দ্ধা পৃথ-
গ্গদ্যৈঃ সন্নিপাতাচ্চ জায়তে । ১৭ । প্রাগ্‌পাকস্ত
সদনং চিরাৎ পবনমল্লকঃ । প্রসেকো বক্তবৈরস্ত-

দিবানিত্রা, রাত্রিজাগরণ, জ্বিমদোষ, মলমূত্রাদির বেগরোধ-
প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া কোষ্ঠগত অগ্নিনির্কাণপূর্বক
শরীরের রক্ত অধোদিকে আনয়ন করে। এবং বায়ু অন্ন ও
শরুৎকোষ্ঠ আশ্রয় করিলে পুরীষের দ্রবতাদি হইয়া অতীসার-
রোগ উপস্থিত হয়। হৃদয়, গুহ ও কোষ্ঠেতে ভগ্নবৎ পীড়া,
গাঁতের অবসন্নতা ও মলগ্রহ এই সকল অতীসাররোগের
পূর্বলক্ষণ। ৩-৬। বাতজন্ত অতীসাররোগে আস্থান, অবিপাক,
নিঃশব্দে অন্ন অন্ন বমিনিঃসরণ, সফেৎ অস্বচ্ছ মলনিঃসরণ
অথবা বারবার প্রথিতমলভেদ হইয়া থাকে। এই রোগে মল-
ঘারে দাহের ছার আলা ও কষ্টনবৎ পীড়া অনুভব হয় এবং
মলও পিচ্ছিল হইয়া থাকে। বাতিক অতীসারে রোগীর জ্বর
হয় না। এই রোগে মলবার শুষ্ক ও ভ্রষ্ট হয় এবং রোগীর
রোমাঞ্চ ও শ্বাস হইয়া থাকে। ৭-৮। পিত্তজন্ত অতীসাররোগে
পীড়বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, হরিভ্রাভ, হরিবর্ণ, রক্তযুক্ত, দুর্গন্ধ মলনিঃসরণ
হয়। উক্ত রোগে রোগীর তৃষ্ণা, মুচ্ছা, ঘর্ম্ম ও দাহ এই সকল
উপদ্রব হইয়া থাকে। ৯। শ্লেষ্মজন্ত অতীসাররোগে মলঘারে
শূল ও স্ত্যাপ হয় এবং ঘন, পিচ্ছিল, সপ্রবাহ, অন্ন অন্ন মল-
নিঃসরণ হয়। ১০। ত্রিদোষজন্ত অতীসাররোগে পূর্বোক্ত ত্রিবিধ
লক্ষণপ্রকাশ পায়, বিশেষতঃ রোমহর্ষ, উৎক্লেশ, বমি, মলবার
কষ্টবর্জিত শুষ্কতা হইয়া থাকে। এই রোগে রোগীর সংজ্ঞা

থাকে না, কৃতকার্য্য ও অকৃত বলিয়া বোধ হয়। ১১। ভয়েতে
চিত্ত কুভিত হইলে বায়ু কুপিত হইয়া মল দ্রবীভূত করে এবং
তৎক্ষণাৎ উক্তমল নিঃসারিত করিতে থাকে। বাতপৈত্তিক
অতীসারে বাতিক ও পৈত্তিক অতীসারোক্ত উভয়নিধ লক্ষণ-
প্রকাশ পায়। শোকজন্ত অতীসারেও ভয়জন্ত অতীসারের জ্ঞান
লক্ষণ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অতীসার বিবিধ;—সাম ও
নিরাম। সামাতিসারে মলে অতিশয় দুর্গন্ধ হয় এবং আটোপ,
বিষ্টভ, প্রসেকপ্রভৃতি উপদ্রব হয়। ইহার বিপরীত হইলে
তাহাকে নিরাম অতীসার বাল্যে থাকে। অতীসাররোগে কক্ষের
প্রাবল্য থাকিলে কোন্ ব্যক্তি না তাহাতে নিমগ্ন হয়। ১২-১৪।
অতীসাররোগে প্রতীকারবিষয়ে মত্বশীল না হইলে গ্রহণীরোগ
উপস্থিত হয়। অগ্নিনির্কাণকারক দ্রব্য অধিকসেবন করিলে
আম ও নিরামজ্বর উপস্থিত হয়। উদরস্থ অজীর্ণ নিঃস-
রিত না হইলে সাম অতীসার হয়। অধিক মলনিঃসরণ হয়
বলিয়াই ইহাকে অতীসাররোগ বলে। এই রোগে স্ত্যভাবতঃই
রোগীকে শীঘ্র বিনাশ করে। অজীর্ণবহার আমাতিসার উপ-
স্থিত হয়, লভাবহার উক্ত অতীসার জন্মে না। ১৫-১৬। অতীসার
চিরকাল স্থায়ী হইলেই গ্রহণীরোগ জন্মে। গ্রহণীরোগ
চতুর্বিধ;—বাতজন্ত, পিত্তজন্ত, কফজন্ত ও সন্নিপাতজন্ত। ১৭।

বরুচিহৃৎসমো অমঃ । ১৮ । আনন্দোদরতা হৃদিঃ
কর্ণকেহপ্যমুকুজকং । সামান্তলক্ষণং কাশ্যং ধূমক-
জমুকো ঘরঃ । ১৯ । মুর্ছা নিরোরুবিষ্টস্তঃ শ্বসথুঃ কর-
পাদরোগঃ । তজ্জানিলাস্তালুশোষস্তিমিরং কর্ণরোগঃ
শ্বনঃ । পার্শ্বোক্তবজ্জগগ্রীবারুজা তীক্ষ্ণবিস্মৃতিকা । ২০ ।
ক্লেশবু রজ্জিঃ সর্কোবু ক্ষুভ্ণাপরিহৃষ্টিকা । জীর্ণে জীর্ঘ্যতি
চান্নানং ভুক্তে স্বাস্থ্যং সমশ্রুতে । ২১ । বাতজ্জগ্ৰোগ-
জ্জাশঃ প্রীহপাণ্ডুসংজ্ঞিতা । চিরাদুঃখং জ্বং শুকং
ভুন্দারং শব্দফেণবৎ । পুনঃপুনঃ সৃজেবর্জং পাবু-
ক্কচ্ছাসকাসবান্ । ২২ । পীভেন পীতনীলাভং পীতাভং
সৃজতি জ্বং । অত্যলোক্ষারজং কণ্ঠদাহারুচিহৃ-
দ্বিভঃ । ২৩ । শ্লেষ্মণা পচ্যাতে হুঃখে মলম্হৃদিরো-
চকাঃ । আন্তোপদাহনিষ্ঠীবকাসহজ্জাসপীনসাঃ । ২৪ ।

এই রোগ হইবার পূর্বে অঙ্গের অবসাদ এবং চিরকাল অন্ন অন্ন
বায়ু নিঃসারিত হয় । মুখশ্রাব, মুখের বিরসতা, অরুচি, তৃষ্ণা,
জ্বর, উদরবেদনা, হৃদি, কর্ণে অব্যক্ত শব্দপ্রবণ, এই সকল গ্রহণী-
রোগের সাধারণ লক্ষণ । ক্লশতা, ধূমোদগার, শ্বাস, জ্বর, মুর্ছা,
বস্তক ও বক্ষঃস্থলের বিষ্টস্ত, হস্তপাদেশ্বশোথ, তজ্জা, তালুশোষ,
অন্ধকারদর্শন, কর্ণশব্দ, পার্শ্ব, উরু, বজ্জগ ও গ্রীবাতে বেদনা,
বিস্মৃতিকা, এই সকল উপদ্রব হয় । ১৮—২০ । ক্লেশবাক্তির পক্ষেই
পূর্বোক্ত উপদ্রবের বৃদ্ধি হয় । এই রোগে রোগী ক্ষুধা ও
তৃষ্ণাতে অতিকাতর হইয়া থাকে । গ্রহণীরোগে জীর্ণাবস্থার
উদর ক্ষীত হয় এবং ভোজনান্তে কথঞ্চিং স্বাস্থ্যভূতব হইয়া
থাকে । ২১ । বাতজ্জগ্ৰ গ্রহণীরোগে হ্রজোগ, শুষ্ক, অর্শ, প্রীহা, পাণ্ডু,
সংজ্ঞানশ, এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে । এই রোগে কখন
বা মলের দ্রবতা, কখন বা শুকতা হয় এবং কখন বা সর্শল ফেণ-
বৃত্ত পুনঃপুনঃ মলনির্গম হইতে থাকে । ইহাতে রোগী মলবারের
বেদনা, শ্বাস ও কাসরোগে পরিপীড়িত হইয়া পড়ে । ২২ ।
শিত্তজ্জগ্ৰ গ্রহণীরোগে পীতনীলাভ অথবা পীতাভ তরল মল-
নির্গম হয় । এই রোগে অলোক্ষার, হৃদয় ও কণ্ঠে দাহ, অরুচি
ও তৃষ্ণাতে রোগী অত্যন্ত পীড়িত হয় । ২৩ । শ্লেষ্মজ্জগ্ৰ গ্রহণী-
রোগে হুঃখে মল নিঃসারণ, হৃদি, অরুচি, মুখদাহ, মুখশ্রাব, কাস,
উপস্থিত বমন, পীনস এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে । ২৪ । এই

হৃদয়ং মস্তভে স্ত্যানমুদরং স্তিমিতং গুরুং । উদ্যারো
হৃষ্টমধুরঃ সদনং সপ্রহর্ষণং । ২৫ । সস্তিরশ্লেষ্মসংগৃহি-
তকর্ম্মকপ্রবর্তনং । অরুশস্তাপি দৌরল্যং সর্ককে
সর্কদর্শনং । ২৬ । বিভাগেকস্ত বে চোক্তা বিষমাত্মা-
জ্জয়ো মতাঃ । তেহপ্যস্ত গ্রহণীদোষাঃ সমস্তেষু
কারণং । ২৭ । বাতব্যাধ্যশ্রীকুষ্ঠমোহোদরভগন্দরং ।
অশাংসি গ্রহণীত্যষ্টৌ মহারোগাঃ সূক্তজরাঃ । ২৮ ।

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অতিসারনিবানং নাম
সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরিরুবাচ । ১ । অথাতো মূত্রযাতন্ত্র নিবানং
শৃণু সূক্তত । বস্তিরস্তিশিরা মেছুকটীরষণপাবু চ ।
২ । একসংবরণাঃ প্রোক্তা গুদাস্থিবিবরাশ্রয়াঃ ।

রোগে রোগী হৃদয় স্নিগ্ধ এবং উদর স্তম্ভিত ও গুরু অনুভব
করে এবং মধুর উদ্যার, শরীরের অবসন্নতা ও রোমাঞ্চ এই
সকল লক্ষণপ্রকাশ পায় । ২৫ । উক্তরোগে শ্লেষ্মবৃত্ত ও শুক
মলনির্গম হয়, রোগী ক্লশ না হইলেও অতিশয় দুর্বল হইয়া
থাকে । ত্রিদোষজ্জগ্ৰ গ্রহণীরোগে ত্রিবিধ লক্ষণপ্রকাশ
পায় । ২৬ । পূর্বে পৃথক পৃথক গ্রহণীতে যে সকল লক্ষণ উক্ত
হইয়াছে, সান্নিপাতিকগ্রহণীতে সেই সমুদায় লক্ষণই উপস্থিত
হয় । পৃথক পৃথক গ্রহণীরোগে যে সকল লক্ষণ উক্ত আছে,
সমস্ত গ্রহণীরোগেও সেই সকল দোষই কারণ । ২৭ । বাতব্যাধি,
অশ্রী, কুষ্ঠ, মোহ, উদরী, ভগন্দর, গ্রহণী ও অর্শ এই সকল
মহারোগ বলিয়া বিখ্যাত এবং উক্তরোগ হইতে পরিজ্ঞান
অতিকষ্টসাধ্য । ২৮ ।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

ধ্বস্তরি কহিলেন, হে সূক্তত ! অনন্তর মূত্রযাতনিবান
বলিতেছি, শ্রবণ কর । বস্তি, বস্তিশিরা, মেছু, কটি, বৃষণ ও
পাবু ইহারা সকলেই একসংবরণে সংবৃত হইয়া গুহদেশের

অধোমুখোপি বস্তির্হি মূত্রবাহিনিরামুখৈঃ ॥ ৩ ॥
পার্শ্বভ্যাঃ পূর্বাভ্যে নৃশ্চৈঃ স্যাদমানৈরনারতং । তৈত্তৈ-
শ্চৈব প্রিশ্রিত্যে দোষাঃ কুর্যন্তি বিংশতিং ॥ ৪ ॥ মূত্রা-
ঘাতঃ প্রমেহচ্চ কৃচ্ছ্রান্মর্ষ সমাশ্রয়েৎ । বস্তিবজ্জ-
মেদ্রান্ধিযুক্তমলং মুহূর্ষ্মুহুঃ ॥ ৫ ॥ মূত্রাণি বাস্তে কৃচ্ছ্রায়
পিত্তে পীতং সদাহরকৃ । রক্তস্য কফজ্জ বস্তিমেদ্র-
গৌরবশোধবান্ ॥ ৬ ॥ সপিচ্ছিলং পিচ্ছিলঞ্চ সর্কৈঃ
সর্কাস্ককং মলৈঃ । বদা বায়ুর্মুখং বস্তেক্ষ্যাবর্ত্য পরি-
শোধয়ন্ ॥ ৭ ॥ মূত্রং সপিপ্তং সক্রফং সশুকং বা তদা
জমাং । সংজায়তেহশ্বরী ঘোরা পিত্তাদিমিব রোচনা ॥
৮ ॥ শ্লেষ্মাশ্রয়া চ সর্কাস্যাদধাশ্রয়াঃ পূর্বলক্ষণং ।
বস্ত্যাশ্রয়ানং তদাসন্নদেশে হি পরিতোহতিরকৃ ॥ ৯ ॥
বস্তৌ চ মূত্রসন্ধিতং মূত্রকৃচ্ছ্রং শরোরুচিঃ । সামান্ত-

লিঙ্গং কৃষ্ণাতিসৌবনীবস্তিমূর্ক্ষম্ ॥ ১০ ॥ বিস্তীর্ণানাস-
মূত্রং স্যাত্তরা মার্গবিরোধনে । বধ্যং বাধামুখং ॥
মেহেদচ্ছং গোমেদকোপমং ॥ ১১ ॥ ভূৎসংক্লে-
ভান্তবেৎ সাস্তম্ভ্যামসমধ্বনি রুগ্ভবেৎ । তত্র ব্যাভি-
মূত্রার্ভৌ দন্তান্ খাদতি বেপতে ॥ ১২ ॥ গৃহাতি
মেহনং নাভিং পীড়য়ত্যতিলক্ষণং । সানিলং মুঞ্চতি
শকৃন্মুহূর্ষ্মেহতি বিন্দুশঃ ॥ ১৩ ॥ শ্রামরুক্ষাশ্রয়ী
চাস্য স্যাচ্ছিতাকণ্টকৈরিব । পিত্তেন দহতে বস্তিঃ
পচ্যমান-ইবোক্ষবান্ ॥ ১৪ ॥ ভ্রাতাকান্ধিসংস্থানা রক্তা
পীতা সিতাশ্রয়ী । বস্তির্নিভদ্যত-ইব শ্লেষ্মণা শীতলা
গুরুঃ ॥ ১৫ ॥ অশ্বরী মহতী লক্ষা মধুবর্ণাথবা সিতা ।
এতা ভবন্তি বালানাং ভেষামেব চ ভুয়সাং ॥ ১৬ ॥
আশ্রয়োপচর্যাস্তদগ্রহণাহরণে সুখী । শুক্রাশ্রয়ী তু

অস্থিবিবর আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে । বস্তিদেহ অধোমুখ
হইয়াও মূত্রবাহী শিরামুখদ্বারা পার্শ্ব হইতে আগত স্তম্ভ স্তম্ভ-
মান শিরাদ্বারা নিয়ত পরিপূর্ণ হইতেছে । বায়ুপিণ্ডাদি দোষ-
সকল সেই সেই শিরামুখে প্রবিষ্ট হইয়া বিংশতিপ্রকার রোগ
উৎপাদন করে । ১-৪ । মূত্রাঘাত ও প্রমেহ এই উভয় রোগ
মর্ষস্থান আশ্রয় করে, অতএব ইহা অতিকষ্টসাধ্য । ইহাতে বস্তি,
বজ্জ, মেদ্র ও অস্থি আশ্রয় করিয়া বারংবার অন্ন অন্ন মূত্রনিঃ-
সরণ হয় । বাতজ্ঞ মূত্রাঘাতরোগে অতিকষ্টে মূত্রনিঃসরণ হইয়া
থাকে । পিত্তজ্ঞ মূত্রাঘাতে পীতবর্ণ মূত্রস্রাব হয় এবং মূত্রঘারে
দাহ ও বেদনা অহুত হইতে থাকে । কফজ্ঞ মূত্রাঘাতে
রক্তস্রাব, বস্তি ও মেদ্রের গুরুতা এবং শোথ এই সকল লক্ষণ-
প্রকাশ পায় । ৫-৬ । ত্রিদোষজ্ঞ মূত্রাঘাতে পিচ্ছিল ও পিচ্ছিল-
বর্ণ মূত্রস্রাব হয় । যখন বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রাঘাতরোগ
উৎপাদন করে, তখন রোগীর মুখগুরু হয় । ৭ । মূত্রাঘাতরোগে
বাতাদির প্রাবল্যবশতঃ যথাক্রমে সপিপ্ত, সক্রফ ও সশুক মূত্র-
স্রাব হইয়া থাকে । পিত্তের অঙ্গ গোঁরোচনার জায় মূত্রাঘাতরোগের
অজীভূত ঘোরতর অশ্বরীরোগ উৎপন্ন হয় । ৮ । সর্কপ্রকার
অশ্বরীরোগ শ্লেষ্মা আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে । বস্তি-
দেশে আশ্রয় এবং তাহার আসন্নদেশের চতুর্দিকে অধিকবেদনা,
এই সকল অশ্বরীরোগের পূর্বলক্ষণ । ৯ । বস্তিদেহে মূত্রসংসর্গ,

মূত্রকৃচ্ছ্র, জর ও অরুচি এই সকল অশ্বরীরোগের সামান্য চিহ্ন
এবং অশ্বরীরোগে নাভি, সৌবনী, বস্তি ও মূর্ক্ষা এই সকলস্থানে
বেদনা অহুত হইয়া থাকে । ১০ । অশ্বরীরোগ জন্মিলে মূত্র-
মার্গ নিরোধ হয়, মূত্রপরিভাগে অতিশয় ক্লেশ হয় এবং গোমেহ-
সদৃশ নির্মল মূত্রস্রাব হইয়া থাকে । ১১ । অশ্বরীরোগে মূত্র-
সংক্লেভ হইলে রক্তস্রাব ও মূত্রমার্গে অধিক বেদনা হয় । বাত-
জ্ঞ মূত্ররোগে পীড়িত ব্যক্তি দস্তে দস্তে নিপীড়ন করে এবং
সর্কসা তাহার শরীর কাঁপিতে থাকে । ১২ । উক্তরোগে মূত্র-
রোধ হইলে, সেই মূত্র নাভি আশ্রয় করিয়া অতিশয় পীড়াপ্রদান
করে । মূত্ররোগে পীড়িত ব্যক্তির বায়ুর সহিত উষ্ণ মলনির্গম
হয় এবং বারংবার বিন্দু বিন্দু স্রাব হইতে থাকে । ১৩ । বাত-
জ্ঞ অশ্বরী শ্রামবর্ণ, রুক্ষ ও কণ্টকাকৃত, পিত্তজ্ঞ অশ্বরীরোগে
আক্রান্ত ব্যক্তির আতপে পচ্যমান ব্যক্তির জায় বস্তিদেহে দাহ
হইতে থাকে । ১৪ । উক্ত অশ্বরী ভ্রাতাকের অস্থি জায়
আকারবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ অথবা বেতবর্ণ হইয়া থাকে ।
শ্লেষ্মজ্ঞ অশ্বরীরোগে বস্তিদেহে অধিকবেদনা অহুত হয়,
উক্ত অশ্বরী শীতল ও গুরু । ১৫ । অশ্বরী গুরু, কৃষ্ণ, মধুবর্ণ
অথবা গুরুবর্ণ হয় । এইরূপ অশ্বরী প্রায় বালকদিগেরই হইয়া
থাকে । ১৬ । অশ্বরীর আশ্রয়ে সম্যকরূপ উপচর না হইতে
তাহা গ্রহণ করিয়া আহরণ করিলে শান্তি হয় । শুক্রের বেগ-

মহতী কারতে শুক্রধারণাং ১৭ । স্থানচ্যুতমুজ্জ্বা
 অগুরোরন্তরেহনিলঃ । শোষরত্নপসংগৃহ্য শুক্রং তচ্ছু-
 ক্মশ্রী ১৮ । বস্তিরকৃৎ কৃচ্ছ্রমূত্রং শুক্রা শয়ধু-
 কারিণী । তস্যামুৎপন্নমাত্রায়াং শুক্রমেতা বিলীয়তে ১৯ ।
 পীড়িতে অরকাসেহস্মিন্নশ্রযোঁষ চ শর্করা । অসৌ
 বা বায়ুনা ভিন্না সা ঔশ্ণিন্নমুলোমগে । নিরেতি সহ
 মূত্রেণ প্রতিলোমে বিপচ্যতে ২০ । মূত্রসংস্রাবিণং
 কুর্ঘ্যাং কৃক্কো বস্তেষ্মখং মরুৎ । মূত্রসকং রুজং
 কুর্ঘ্যাং কদাচিচ্চ স্বধামতঃ ২১ । প্রচ্ছাদ্য বস্তিমুদ্রতা
 গর্ভাস্তং শূলবিগ্নুতাং । করোতি তত্র রুগ্নদাহং স্পন্দ-
 নোদেষ্টনামি চ ২২ । বিন্দুগণচ প্রবর্ষেত মূত্রং বস্তৌ
 তু পীড়িতে । ধারাবরোধচাপোষ বাতবস্তিরিতি
 শ্লুতঃ ২৩ । দুস্তরো দুস্তরতরো দ্বিতীয়ঃ প্রবলো-
 নিলঃ । শকুন্মার্গস্য বস্তেষ্ট বায়ুশাস্ত্রমশ্রিতঃ ২৪ ।
 অষ্টীলাভং ঘনং গ্রন্থিং করোত্যচলমুন্নতং । বাতাষ্টী-

ধারণ করিলে মহতী শুক্রাশ্রী জন্মে ১৭ । শুক্র স্থানচ্যুত
 হইলে যদি নির্গত না হয়, তাহাহইলে বায়ু ঐ শুক্র অগুরোর
 অভ্যন্তরে লইয়া শুক্রকরিয়া রাখে, তাহাতেই শুক্রাশ্রীর উৎ-
 পত্তি হয় ১৮ । শুক্রাশ্রী বস্তিদেশে বেদনা, মূত্রপরিত্যাগে
 ক্লেশ ও শোথ উৎপাদন করে । শুক্রাশ্রী উৎপন্ন হইলে তৎ-
 কণাৎ শুক্র শুক হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হয় ১৯ । অশ্রীরোগে
 রোগী অরকাসাদিতে পীড়িত হইলে এই অশ্রী শর্করারোগে
 পরিণত হয় । এই শর্করা বায়ুকর্জক বিভিন্ন হইলে অহুলোমে
 মূত্রের সহিত নির্গত হয় । বায়ুর প্রতিলোমগতি হইলে তাহা
 বিপক হইয়া থাকে ২০ । বায়ু কুপিত হইয়া বস্তির মুখ মূত্র-
 আবী করে এবং মূত্রাধারে মূত্র সঞ্চিত হইয়া বেদনা জন্মায় ২১ ।
 পরে ঐ বায়ু বস্তি আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি গর্ভাশয়ে গমন
 করে, উহাতে উদর ক্ষীত হইয়া থাকে এবং বেদনা, দাহ,
 স্পন্দন, উদেষ্টনপ্রভৃতি উপজব হয় ২২ । বায়ু বস্তিদেশ পীড়িত
 করিলে বিন্দুবিন্দু মূত্রস্রাব হয় । এইরূপ রোগে কখন ধারা-
 বাহিক স্রাব হয় না, ইহার নাম বাতবস্তি ২৩ । উক্তরোগ
 অতিদুস্তর, বিশেষতঃ ইহাতে বায়ু প্রাবল্য থাকিলে অতি-
 দুস্তর হইয়া উঠে । বায়ু মলমার্গ ও বস্তির অভ্যন্তর আশ্রয়

লেতি সান্নানং বিন্দুজাঘি চ সর্গকৃৎ ২৫ । বিগুণঃ
 কুণ্ডলীভূতো বস্তৌ তীব্রবাথানিলঃ । অবধ্যমূত্রং জমতি
 সংস্তম্বোদেষ্টগৌরবং ২৬ । মূত্রমল্লমলমধবা বিন্দু-
 কতি সক্রুং সক্রুং । বাতকুণ্ডলিকৈতোব শুক্রে, ছু
 বিগুণেহচিহ্নে ২৭ । ন নিরেতি নিরুংকুং বা মূত্রা-
 ভীতং তদল্লরুকৃ । বিধারণাং প্রতিহতে বাতানা-
 বর্তিতং বদা ২৮ । নাভেরধস্তাভ্যন্তরং মূত্রমাপুররে-
 তদা । কুর্ঘ্যাক্ষি রুগ্ননাশ্বানমগতিমলসংগ্রহং ২৯ ।
 তন্মূত্রং জাঠরং ছিদ্ৰং বৈগুণোয়ানিলেন বা ।
 আক্ষিগুণমল্লমূত্রস্ত বস্তৌ নাভৌ চ বা মলে ৩০ । শ্লিথ্য
 স্রবেচ্ছনৈঃ পশ্চাৎ সরুজস্রাববা রুজং । মূত্রোৎসর্গ-
 মবিচ্ছিন্নং তচ্ছেষং গুরুশোষবং ৩১ । অন্তর্দৃষ্টি-
 মুখে ব্লভঃ শ্বিরোল্লং সহসা ভবেৎ । অশ্রীরীতুল্য-

করিয়া অষ্টীলাভ, ঘন, গ্রন্থিকৃৎ, উন্নত অশ্রী উৎপাদন করে,
 ইহার নাম বাতাষ্টীলা । এই রোগে মলমূত্রনিঃসরণ হইয়া
 থাকে ২৪-২৫ । এই রোগে বায়ু কুপিত হইয়া কুণ্ডলীভূত হয়,
 তাহাতে বস্তিদেশে তীব্রবাথা জন্মিয়া থাকে । এইরূপ অব-
 স্থাতে মূত্রনির্গমনের বাধা হয় না; কিন্তু রোগীর ভ্রম, সংস্তম্ব,
 উদেষ্টন ও শরীরের শুষ্কতা হইয়া থাকে ২৬ । এই রোগে
 যদি বারবার কল্প অন্ন মূত্রনির্গম হয়, তাহাহইলে তাহাকে বাত-
 কুণ্ডলিকা বলে । চিরকাল শুক্রের বেগধারণ করিলেই এই
 রোগ জন্মিয়া থাকে ২৭ । উক্ত রোগে মূত্র নির্গত না হইয়া নিরুদ্র
 হইলে মূত্রবারে অন্ন অন্ন বেদনা উপস্থিত হয় । মূত্রবেগধারণ
 করিলে যখন বায়ুকর্জক আবর্তিত হইয়া প্রতিহত হয়, তখন
 সেই মূত্র নাভির অধোভাগে উদর পরিপূরিত করিয়া তীব্রবেদনা,
 আশ্বান, মলপ্রবৃত্তি এই সকল উপজব জন্মায় ২৮-২৯ । উক্তরূপ
 রোগে বায়ু কুপিত হইয়া সেই মূত্র জঠরে নিক্ষিপ্ত করে, ইহাতেই
 রোগীর মূত্রের অন্নতা হয় । ঐ বায়ু বস্তিদেশে, নাভিতে অথবা
 মলকোষ্ঠে অবস্থান করে, তাহাতেই বারবার স্রাব হইয়া
 থাকে এবং স্রাবের পরে কখন কখন বেদনা অহুত হয় ।
 এই রোগে কখন কখন অবিচ্ছিন্ন মূত্রস্রাব হয় এবং অবশিষ্ট
 মূত্র অণুকোষ আশ্রয় করিয়া থাকে । তাহাতে অণুকোষের
 শুষ্কতা হয় ৩০-৩১ । ঐ রোগ কখন কখন বস্তির অভ্যন্তরে অশ্রয়

• রুগগ্রহির্নূত্রগ্রহিঃ স উচ্যতে ॥ ৩২ ॥ মূত্রিতস্ত জ্বরং
বাতো বায়ুনা শুক্রমুক্তং । স্থানাক্যুতং মূত্ররতঃ
প্রাকৃপক্ষায়া প্রবর্ততে ॥ ৩৩ ॥ ভস্মোদকপ্রতীকাশং
মূত্রশুকং তদুচ্যতে । রুক্ষদুর্লয়োর্যোক্তেনোদাবর্তং
শরদৃশদা ॥ ৩৪ ॥ মূত্রপ্রোতোনুপদ্যোত সংসৃষ্টং
শরদা তদা । মূত্রবিন্দুস্তল্যাগক্ষী স্ত্রাঘ্রিষাতং তদা-
দিশেং ॥ ৩৫ ॥ পিত্তব্যায়ামতীক্ষ্ণালভোজনাগ্নানকা-
দিভিঃ । প্রয়জ্যবায়ুনা মূত্রে বস্তিস্তে চৈব দাহকৃৎ ॥ ৩৬ ॥
মূত্রং বর্তয়তে পূর্ষং সরক্তং রক্তমেব বা । উষ্ণং পুনঃ-
পুনঃ কুচ্ছাদয়্যবাতং বদন্তি তং ॥ ৩৭ ॥ রুক্ষস্য ক্রান্ত-
দেহস্য বস্তিস্তে পিত্তমারুতো । মূত্রক্ষয়ং সরুগদাহং
জনয়েতাং তদাস্রয়ং ॥ ৩৮ ॥ পিত্তং কফো দ্বাবপি বা
হস্তেতে চানিলেন চেৎ । কুচ্ছাদ্যুত্রং তদা পীতং
রক্তং শ্বেতং ঘনং সৃজেৎ ॥ ৩৯ ॥ সদাহং রোচনাশস্ফূর্ণ-

অন্ন মূত্র সঞ্চিত হইয়া অশ্বরীতুল্য গ্রহি উৎপন্ন হয়, ইহাকে মূত্র-
গ্রহি বলে। ৩২। মূত্ররোগে জীসজ করিলে বায়ুকর্ষক শুক্র
উক্ত ও স্থানচ্যুত হইয়া প্রস্রাবের অগ্রাংশেই হউক বা পরেই
হউক ক্ষরিত হয়; ঐ শুক্র ভস্মধোত জলবৎ নির্গত হইয়া
থাকে। এই রোগকে মূত্রশুক বলে। উক্ত রোগে রোগী রুক্ষ
ও দুর্লব হইলে যখন বায়ুদ্বারা মল পকাশয় হইতে মূত্রপ্রোতে
নীত হইলে মলভেদ হইতে থাকে, তখন উদাবর্তরোগ জন্মে এবং
তুল্যাগক্ষী বিন্দু বিন্দু মূত্র নিঃসারিত হইয়া থাকে; ইহাকে মূত্র-
বিষাত বলে। ৩৩-৩৫। পিত্ত, ব্যায়াম, তীক্ষ্ণ ও অন্ন দ্রব্যভোজন,
আগ্নানপ্রভৃতিদ্বারা বায়ু প্রবৃত্ত হইয়া বস্তিতে মূত্র স্থাপিত করে,
তাহাতে বস্তিদেহে অধিক দাহ উপস্থিত হয়। ৩৬। প্রথমতঃ
মূত্রপ্রাব হইয়া পরে রক্ত অথবা সরক্ত অন্ন অন্ন উষ্ণ মূত্র
অতিক্রমে পুনঃপুনঃ প্রাবিত হইয়া থাকে; ইহাকে উষ্ণবাত-
রোগ বলে। ৩৭। রুক্ষ ও ক্ষীণদেহ ব্যক্তির পিত্ত ও বায়ু বস্তিতে
অবস্থিত হইয়া ব্যাথা ও দাহের সহিত মূত্রক্ষয় করে, ইহার নাম
মূত্রক্ষয় রোগ। ৩৮। যদি পিত্ত ও কফ বায়ুকর্ষক পুরাত্ত হয়,
তাহাহইলে অতিক্রমে পীত, রক্ত অথবা শ্বেতবর্ণ ও ঘন মূত্রপ্রাব
হয়। ইহাতে মূত্রপ্রাবে আলা অল্পভূত হইয়া থাকে। ঐ মূত্র
রোচনাশ অথবা শস্ফূর্ণের দ্বারা বর্ণবিশিষ্ট হয়। সময় সময় বায়ু-

বর্ণ ভবেচ্চ তৎ । শুক্রং সমস্তবর্ণায়া মূত্রসাদং বদন্তি
তৎ । ইতি বিস্তারতঃ প্রোক্তা রোগা মূত্রপ্র-
তিজাঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে মূত্রাঘাতমূত্রকুচ্ছনিদানং
নাম অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

উনষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধনুস্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ প্রমেহাণাং নিদানান্তে বক্ষ্যে-
হহং শৃণু সূত্রত । প্রমেহো বিংশতিস্তত্র শ্লেষাণো দশ
পিত্ততঃ । ষট্ চত্বারোনিলাস্তেষাং মেদোমূত্রককাবহাঃ ॥
২ ॥ হারিদ্ভমেহী কটুকং হরিদ্ভাসম্মিতং শরুৎ । বিস্রং
মাজ্জিষ্ঠমেহেন মাজ্জিষ্ঠাসলিলোপমং ॥ ৩ ॥ বিস্রমুষ্ণং
সলবণং রক্তাভং রক্তমেহতঃ । বসামেহী বসামিশ্রং
বসাভং মূত্রেয়মুজ্জঃ ॥ ৪ ॥ মজ্জাভং মজ্জামিশ্রম্
মেহী মুহুর্মুহুঃ । হস্তী মন্ত ইবাজ্জলং মূত্রং বেগবিব-

কর্ষক মূত্র শুষ্ক হইয়া যায়, কখন বা নানাবর্ণের মূত্রপ্রাব হয়;
ইহাকে মূত্রসাদরোগ বলে। এইরূপে মূত্রপ্রবৃতিজন্ত নানা-
বিধ রোগ সযুক্তর বর্ণিত হইল। ৩৯-৪০।

উনষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ধনুস্তরির কহিলেন, সূত্রত! প্রমেহরোগের নিদান বলিব,
প্রবণ কর। প্রমেহরোগ সাধারণতঃ বিংশতিপ্রকার; তন্মধ্যে
দশপ্রকার শ্লেষজন্ত, ছয়প্রকার পিত্তজন্ত এবং চারিপ্রকার বায়ু-
জন্ত। শুক্র, মেদ ও মূত্র ককাবহ হইয়া প্রমেহরোগ উৎপাদন
করে। ১-২। হারিদ্ভমেহী ব্যক্তির কটুরসযুক্ত ও হরিদ্ভাসম্মিত শুক্র
ও মলনিঃসারণ হয়। মাজ্জিষ্ঠমেহরোগীর মূত্র মাজ্জিষ্ঠাসলিলের
দ্বারা বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ৩। রক্তমেহে উষ্ণ, সলবণ ও রক্তাভ
মেহ ক্ষরিত হয়। বসামেহী রোগীর বসামিশ্র অথবা বসাক্ত
দ্বারা বর্ণবিশিষ্ট মূত্র নির্গত হয়। ৪। মজ্জামেহী ব্যক্তির বারবার
মজ্জার দ্বারা বর্ণযুক্ত অথবা মজ্জামিশ্র প্রাব হইয়া থাকে। যেমন
হস্তহস্তীর সর্দা মূত্রবেগ থাকে না, অর্থাৎ অধিক প্রাব হয়, সেই-

জ্জিতং । ৫ । সলগীকং বিবদ্ধঞ্চ হস্তিমেহী প্রমে-
হতি । মধুমেহী মধুসমং জায়তে স কিল দ্বিধা । ৬ ।
কৃৎসে ধাতুক্কাষায়ৌ দোষাবৃত্তপথে বদা । আয়ত্তো
দোষলিঙ্গানি সোহনিমিত্তং প্রদর্শয়েৎ । ৭ । ক্কাণং
ক্কাণঃ ক্কাণং পূর্ণো ভজতে কৃচ্ছ্রনাধ্যতাং । কালে-
নোপেক্ষিতঃ সর্কো জায়তি মধুমেহতাং । ৮ । মধুরং
বজ্জ মেহেবু প্রায়ো মধিব' মেহতি । সর্কো তে মধুমে-
হাখ্যা মাধুর্যাচ্চ তনোর্যতঃ । ৯ । অবিপাকোহরুচিহৃদি-
নিজ্জা কাসঃ সপীনসঃ । উপজবাঃ প্রজায়ন্তে মেহানাং
কফজন্মনাং । ১০ । বস্তিমেহনয়োস্তোদো মুকাবদরণং
অরঃ । দাহতৃষ্ণান্নিকা মুচ্ছা বিভ্ভেদঃ পিত্তজন্মনাং ।
১১ । বাতজ্ঞানুদাবর্তঃ কম্পহৃদগ্রহলোলতাঃ । শূল-
মূরিত্তা শোষঃ শ্বাসঃ কাসচ্চ জায়তে । ১২ । শরা-

রূপ মজ্জামেহী রোগীরও মূত্রবেগ হয় না ; কিন্তু অধিকপ্রস্রাব
হইয়া থাকে । হস্তীমেহী ব্যক্তি অধিকপরিমাণে লালায়ুক্ত
প্রস্রাব করে । 'মধুমেহী ব্যক্তি মধুর ত্যায় প্রস্রাব করিয়া
থাকে । ৫-৬ । প্রমেহরোগে অধিক ধাতুক্কাষ হয়, এইনিমিত্ত
বায়ু কুপিত হইয়া মধুমেহ উৎপাদন করে । বিশেষতঃ পিত্ত
ও কফদ্বারা বায়ুশ্রোতঃ অবরুদ্ধ হইলে উক্তরোগ জন্মিয়া
থাকে । যে যে দোষের প্রাবল্যবশতঃ রোগ উৎপন্ন হয়, সেই
সেই দোষের লক্ষণপ্রকাশ পায় । বিনা কারণেও প্রমেহ-
রোগের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে । ৭ । প্রমেহরোগ কখন বা
ক্কাণ, কখন বা সংপূর্ণ হয় এবং ইহা অতিকৃচ্ছ্রনাধ্য । মেহরোগ
উপেক্ষা করিলে কালান্তরে সর্কপ্রকার মেহই মধুমেহরূপে
পরিণত হয় । ৮ । মধুমেহরোগে প্রায়ই মধুর ত্যায় মিষ্ট প্রস্রাব
হয় । যে যে মেহরোগে শরীরে মাধুর্য্য জন্মে, সেই সেই মেহই
মধুমেহ বলিয়া বিখ্যাত হয় । ৯ । অবিপাক, অরুচি, হৃদি,
নিজ্জা, কাস, পীনস, কফজন্ম মেহরোগে এই সকল উপজব
জন্মে । ১০ । পিত্তজন্ম মেহরোগে বস্তি ও মূত্রাশয়ে বেদনা,
অণ্ডকোষের বিদীর্ণতা, অর, দাহ, তৃষ্ণা, অন্নোদ্যম, মুচ্ছা ও
দীর্ঘভেদ এই সকল উপজব হয় । ১১ । বাতজন্ম প্রমেহরোগে
উদাবর্ত, কম্প, হৃদয়ে বেদনা, কটু, তিক্ত ও কষায়প্রভৃতি রসযুক্ত
অব্যাক্ষেপ ইচ্ছা, শূল, অনিজ্জা, শ্লোথ, শ্বাস এবং কাস এই
সকল উপজব জন্মিয়া থাকে । ১২ । প্রমেহরোগে উপেক্ষা

যিকা কচ্ছপিকা জ্বালিনী বিনতালজী । মম্বরিকা সর্ষ-
পিকা পুঞ্জিগী সবিদারিকা । বিজ্ঞমিচ্চেতি পীড়কাঃ
প্রমেহোপেক্ষয়া দশ । ১৩ । অরুচ্য কফসংগ্লেবাৎ
প্রায়স্তত্র প্রবর্তনং । স্বাধল্লবণস্নিগ্ধগুরুপিচ্ছিলশীতলং ।
১৪ । নবং ধাতুং সুরাসুপমাংসে ক্ষুণ্ডগোরসং ।
একস্থানাননবতি । শয়নং বিনিবর্তনং । ১৫ । বস্তি-
মাত্ৰিত্য কুরুতে প্রমেহান্ দূষিতঃ কফঃ । দূষিত্বা
বপুঃ ক্লেদং শ্বেদমেদোবসামিষং । ১৬ । পিত্তং রক্ত-
মতিক্রীণে কফাদৌ মূত্রসংশ্রয়ং । ধাতুং বস্তিমূপা-
নীয় তৎকরে চৈব মারুতঃ । ১৭ । সাধ্যাসাধ্যপ্রতী-
ত্যাভ্যাঃ মেহান্তেনৈব তদ্ব্যবঃ । সমে সমকৃতা দোষে
পরমহান্মতাপি চ । ১৮ । সামান্ত্রলক্ষণস্তেষাং প্রভূতা-
বিলম্বতঃ । দোষদৃশ্যা বিশেষেপি তৎসংযোগবিশে-

করিলে শরাযিকা, কচ্ছপিকা, জ্বালিনী, বিনতা, অলজী, মম্ব-
রিকা, সর্ষপিকা, পুঞ্জিগী, বিদারিকা ও বিজ্ঞি এই দশপ্রকার
পীড়কা (ত্রণবিশেষ) জন্মে । ১৩ । আহারায় অর কফসংগ্লে
হইলেই প্রায় প্রমেহরোগ প্রবর্তিত হয় । প্রমেহরোগী মধুর,
অন্ন ও লবণসংযুক্ত, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল ও শীতল প্রস্রাব করে ।
১৪ । নূতন অন্ন, সুরা, সুপ, মাংস, ইক্ষু, গুড় ও হৃৎ এই সকল
প্রমেহরোগের কারণ । প্রমেহরোগীর সহিত একাসনে অব-
স্থান ও শয়ন করিলেও প্রমেহরোগ উৎপন্ন হয় । ১৫ । দূষিত
কফ বস্তিদেহে আশ্রয় ও দূষিত করিয়া প্রমেহরোগ উৎপাদন
করে এবং শরীরে দূষিত করিয়া মেদ, বসা ও মাংস ক্লেদবৎ
করিয়া থাকে । ১৬ । কফাদি ক্রীণ হইলে বায়ু মূত্রাশয়স্থিত
রক্ত, পিত্ত ও ধাতু বস্তিদেহে আনয়ন করিয়া মেহরোগ উৎ-
পাদন করে । ১৭ । মেহরোগের উৎপাদক দোষসকল বিবেচনা
করিয়া তাহার সাধ্যাসাধ্যনিরূপণ করিবে । বায়ুপিত্তাদি-
দোষের সাম্যাবস্থা থাকিলে রোগ সাধ্য হয় ; ইহাদিগের বিক-
মাবৃদ্ধায় রোগও বিবদ হইয়া থাকে । ১৮ । সর্কপ্রকার মেহ-
রোগে কৰ্দমুমিশ্রিত জলের ত্যায় মলিন ও অধিকপরিমাণে
প্রস্রাব হইয়া থাকে, ইহা মেহরোগের সাধারণ লক্ষণ । যেমন
যেত, পীত, কৃষ্ণ ও লোহিতপ্রভৃতি বর্ণের সংযোগে পিত্তলপাট-
লাদি বিবিধবর্ণ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বায়ু, পিত্ত ও কফ দূষিত

বতঃ । মূত্রবর্ণাদিতেদেন ভেদো মেহেষু কল্পাতে ॥১৯॥
 অচ্ছং বহুসিতং শীতং নির্গন্ধমুদকোপমং । মেহভাদক-
 মেহেন ক্লিষ্টদাবিলপিচ্ছিলং ॥ ২০ ॥ ইক্ষোরসমিবা-
 ত্যর্থং মধুরং চেক্ষুমেহতঃ । সাজ্জোভবেৎ পর্য্যাবৃত্তং
 সাজ্জমেহেন মেহতি ॥ ২১ ॥ সুরামেহী সুরাতুল্যমুপ-
 ব্যাছমধোদধনং । সংহৃষ্টেরোমা পিষ্টেন পিষ্টবহুলং
 সিতং ॥ ২২ ॥ শুক্রাভং শুক্রমিশ্রং বা শুক্রমেহী প্রমে-
 হতি । স্মৃষ্ঠাণুন্ সিকতামেহী সিকতারূপিণো মলান্ ॥
 ২৩ ॥ শীতমেহী সুবহুশো মধুরং ভৃগুশীতলং । শনৈঃ
 শনৈঃ শনৈর্মেহী মন্দং মন্দং প্রমেহতি । লালাতন্তুতং
 মূত্রং লালামেহেন পিচ্ছিলং ॥ ২৪ ॥ গন্ধবর্ণরসস্পর্শৈঃ
 কারণে কারণতোয়বৎ । নীলমেহেন নীলাভং কালমেহী

হইয়া মেদমাংসপ্রভৃতির সংযোগে মূত্রের বর্ণপ্রভৃতিও নানা-
 প্রকার হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত একদোষজনিত প্রমেহরোগ
 নানাপ্রকারে কল্পিত হয় ॥১৯॥ কফজন্তু মেহরোগ দশপ্রকার ;—
 উদকমেহ, ইক্ষুমেহ, সাজ্জমেহ, সুরামেহ, পিষ্টমেহ, শুক্রমেহ,
 সিকতামেহ, শীতমেহ, শনৈর্মেহ ও লালামেহ । এইক্ষণে
 ক্রমতঃ এই দশপ্রকার মেহের লক্ষণ কথিত হইতেছে । উদক-
 মেহে নির্মল, ষ্বেতবর্ণ, শীতল, গন্ধহীন, আবিল, পিচ্ছিল ও
 জলের জায় বহুপরিমাণে প্রস্রাব হয় ॥ ২০ ॥ ইক্ষুমেহে ইক্ষু-
 রসের জায় অতিশয় মধুর প্রস্রাব হইয়া থাকে । সাজ্জমেহে
 পর্য্যাবৃত্ত অগ্নের মাতের জায় গাঢ় প্রস্রাব হয় ॥ ২১ ॥ সুরামেহে
 সুরার জায় প্রস্রাব হয়, ঐ প্রস্রাব কোন পাত্রে রাখিলে তাহার
 উপরের অংশ তরল ও নীচের অংশ গাঢ় লক্ষিত হয় । পিষ্টমেহে
 ভণ্ডলচূর্ণমিশ্রিত জলের জায় প্রস্রাব হয় এবং রোগীর শরীর
 রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥ শুক্রমেহে রোগী শুক্রের জায়
 বর্ণবিশিষ্ট অথবা শুক্রমিশ্রিত প্রস্রাব করে । সিকতামেহে বাসু-
 কার জায় স্তম্ভ ও কঠিন কণাযুক্ত অপরিষ্কার প্রস্রাব হয় ॥ ২৩ ॥
 শীতমেহরোগীর বহুপরিমাণে প্রস্রাব হয় ; ঐ মূত্র শুষ্ক, মধুর ও
 অত্যন্ত শীতল হইয়া থাকে । শনৈর্মেহগ্রস্ত ব্যক্তি পুনঃপুনঃ
 অল্পপরিমাণে প্রস্রাব করে । লালামেহে মুখস্থিত লালার জায়
 তন্তুযুক্ত এবং পিচ্ছিল প্রস্রাব হয় ॥ ২৪ ॥ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, পিষ্ট-
 মেহের প্রকার তাহা এই—হারিদ্ৰমেহ, মাঞ্চিষ্ঠমেহ, রক্তমেহ,

মণীনিত্য ॥ ২৫ ॥ সন্ধিমর্ম্মস্থ কারণে মাংসলেবু চ-
 ধামস্থ । অস্তোরতা মধ্যনিম্না অক্লেশমরুজাখিতা ।
 শরাবমানসংস্থানা পীড়কা স্মাৎ শরাবিকা ॥ ২৬ ॥
 সদাহা কৃষ্ণসংস্থানা জেয়া কচ্ছপিকা বুধৈঃ । মহতী
 পীড়কা নীলা বিনতা নাম সা স্মৃতা ॥ ২৭ ॥ দহতি
 ত্রচমুখানে আলিনী কষ্টদাগিনী ১ রক্তা গিতা ফোট-
 চিতা দারুণা তুলজী ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ মসুরাকৃতিসংস্থানা
 বিজেয়া তু মসুরিকা । সর্বপামানসংস্থানা জিহ্বা-
 পাকমহারুজা ॥ ২৯ ॥ পুষ্টিগী মহতী চায়া স্নসৃক্ষা
 পীড়কা স্মৃতা । বিদারীকন্দাষ, তা কঠিনা চ বিদা-

নীলমেহ, কৃষ্ণমেহ ও ক্ষারমেহ । তন্মধ্যে হারিদ্ৰমেহ, মাঞ্চিষ্ঠ-
 মেহ ও রক্তমেহ পূর্বেই কথিত হইয়াছে, এইক্ষণ নীলমেহ,
 কৃষ্ণমেহ ও ক্ষারমেহ কথিত হইতেছে । ক্ষারমেহে ক্ষারধোত
 জলের জায় গন্ধ, বর্ণ ও রসযুক্ত প্রস্রাব হয় এবং ক্ষারজলস্পর্শ
 করিলে যেমন পিচ্ছিল বোধ হয়, ক্ষারমেহের প্রস্রাব স্পর্শ করি-
 লেও সেইরূপ পিচ্ছিল অনুভূত হইয়া থাকে । নীলমেহী ব্যক্তি
 নীলবর্ণ এবং কৃষ্ণমেহী ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্রাব করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥
 প্রমেহরোগ উপেক্ষা করিলে পরিণামে সন্ধি, মর্ম্ম ও মাংসল
 স্থানে শরাবিকাপ্রভৃতি দশবিধ পীড়কা উৎপন্ন হয় । এইক্ষণ সেই
 সকল শরাবিকাপ্রভৃতির লক্ষণ কথিত হইতেছে । যে পীড়কার
 অন্তভাগ উন্নত, মধ্যভাগ নিম্ন ও শরাবের জায় বেঠনবিশিষ্ট,
 এবং রক্ত ও ব্যাথাশূল, তাহার নাম শরাবিকা ॥ ২৬ ॥ যে পীড়কা
 কচ্ছপের পৃষ্ঠের জায় উন্নত ও আলায়ুক্ত, তাহাকে কচ্ছপিকা
 বলে ; যে পীড়কা নীলবর্ণ, অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার, তাহার নাম
 বিনতা ॥ ২৭ ॥ যে পীড়কা উৎপতিকালে চর্ম্মতে দাহবৎ আলা
 অনুভূত হয়, তাহার নাম আলিনী ; এই পীড়কা অতিশয় কষ্ট-
 প্রদান করে । যে পীড়কা রক্তবর্ণ অথবা ষ্বেতবর্ণ এবং ফোট-
 কের জায় বড় হয়, তাহাকে অগ্নী পীড়কা বলে ॥ ২৮ ॥ যে
 পীড়কার আকার ও বর্ণ মসুরের জায়, তাহার নাম মসুরিকা
 এবং বাহার আকার ও বর্ণ সর্বপের জায়, তাহাকে সর্বপিকা
 বলে ; এই পীড়কা জিহ্বাতঃ উৎপন্ন হয়, এই পীড়কা অগ্নিলে
 জিহ্বার পাক ও অতিশয় বেদনা উৎপাদন করে ॥ ২৯ ॥ যে
 পীড়কা অধিকস্থান ব্যাপিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা অধিক উন্নত

রিকা ॥ ৩০ ॥ বিদ্রধেলকণৈষুক্তা জেয়া বিদ্রধিকা তু
সা । পুজিগী চ বিদারী চ দুঃসহা বহুমেদসঃ ॥ ৩১ ॥
সদ্যঃ পিত্তোষণাশ্চক্ষাঃ সন্তবন্ত্যল্পমেদসঃ । তান্তাশ্চাপি
পীড়কাঃ স্যাদ্দোষোদ্ভেদো যথাযথং ॥ ৩২ ॥ প্রমে-
হেণ বিনাশ্যেতা জায়ন্তে দুষ্টমেদসঃ । তাবচ্চ নোপল-
ক্ষ্যন্তে যাবদ্বর্ণঞ্চ বর্জিতং ॥ ৩৩ ॥ হারিদ্ভ্যরক্তবর্ণা
মেহপ্রাপ্তপবর্জিতং । যো মূত্রয়েত তন্মেহং রক্তপিত্তস্ত
তদ্বিহুঃ ॥ ৩৪ ॥ স্বেদোদগন্ধং শিথিলত্বম্ভে শয্যাশন-
স্বপ্নসুখাভিসঙ্গঃ । হরৈত্রজিহ্বাশ্রবণোপদাহা ঘনাগ্রতা
কেশনখাভিরুদ্ধিঃ ॥ ৩৫ ॥ শীতপ্রিয়ত্বং গলতালুশোষো
মাধুর্য্যমাস্যে করপাদদাহঃ । ভবিষ্যতো মেহগণস্য
রূপং মূত্রেহপি ধাবন্তি পিপীলিকাশ্চ ॥ ৩৬ ॥ তৃষ্ণা
প্রমেহে মধুরং প্রপিচ্ছনু মধুময়ং স্যাধিবিধো বিকারঃ ।
সংপূর্ণায়া কফসংভবঃ স্যাৎ ক্রীণেষু দোষেবনিলাত্তকো

বা ॥ ৩৭ ॥ সংপূর্ণরূপাঃ কফপিত্তমেহাঃ ক্রমেণ বে
বৈ রতিসম্ভবাশ্চ । সংক্রামতে পিত্তকৃতান্ত বাপ্যাঃ
সাধ্যোন্তি মেহো যদি নান্তি বিষ্টং ॥ ৩৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে প্রমেহনিদানং নাম
উনষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধনন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ নিদানং বিদ্রধের্কক্যে গুণস্য
শূণু সূক্ষত । ভট্টৈঃ পর্য্যুষিতাভ্যুৎকৃষ্টকৃষ্ণবিদা-
হিভিঃ ॥ ২ ॥ জিহ্বাশ্রবণবিচেষ্টাভিত্তৈস্তৈশ্চাস্থক্ প্রদ-
বর্ণৈঃ । দুষ্টভুত্বং মাংসমেদোহস্থিমদাম্বষ্টোদরাশ্রয়ঃ ॥ ৩ ॥ যঃ
শোথো বহিরন্তশ্চ মহাশূলো মহারুদ্ধঃ । রক্তঃ স্যাদারতো
যো বা স্মতো রোগঃ স বিদ্রধিঃ ॥ ৪ ॥ দোষৈঃ পৃথক্ সমু-
দভৈঃ শোণিতেন ক্ষতেন চ । বাহ্যে ভেদে ভেদে ভেদে

হয় না, তাহার নাম পুজিগী । যে পীড়কা ভূমিকুশ্মাণ্ডের মূলের
জ্ঞার বৃত্তাকার ও কঠিন, তাহাকে বিদারিকা বলে । ৩০ । বিদ্রধি
পীড়কার লক্ষণ বিদ্রধিনিদানে কথিত আছে । পুজিগী ও বিদারী
পীড়কা দুঃসহ ও বহু মেদোযুক্ত হয় । ৩১ । প্রমেহরোগে পিত্তের
আধিক্য থাকিলে অল্প মেদযুক্ত অস্ত্রান্ত বহুবিধ পীড়কা উৎপন্ন
হয় । এইরূপ যখন যে দোষের প্রাবল্য থাকে তখন সেই সেই
দোষের লক্ষণযুক্ত পীড়কা জন্মে । ৩২ । যে ব্যক্তির মেদ দুষ্ট
হইয়াছে, তাহার প্রমেহরোগব্যতিরেকেও উক্তপ্রকার পীড়কা
জন্মিয়া থাকে । যাবৎ পীড়কার বর্ণপ্রকাশ পায় না, তাবৎ
সেই পীড়কার লক্ষণ নির্দিষ্ট হইতে পারে না । ৩৩ । যে ব্যক্তির
মূত্র হরিদ্রাভ কিম্বা রক্তবর্ণ, অথচ পূর্বোক্ত প্রমেহলক্ষণবর্জিত,
তাহাকে রক্তপিত্ত বলা যায় । ৩৪ । ঘর্ম্ম, গাজগন্ধ, অঙ্গের শিথি-
লতা, শয্যা, ভোজন ও নিদ্রাস্থখে আসক্তি, হৃদয়, নেত্র, জিহ্বা ও
কর্ণে দাহ, কেশ ও নখের বৃদ্ধি, শীতপ্রিয়তা, গলশোষ ও তালু-
শোষ, জ্ঞান্তে মধুরতা এবং হস্তপাদে দাহ, এই সকল মেহ-
রোগের পূর্বলক্ষণ । মেহরোগ উৎপত্তির পূর্বে প্রস্রাব করিলে
তাহাতে পিপীলিকাসকল ধাবিত হয় । ৩৫-৩৬ । প্রমেহরোগে
তৃষ্ণা, প্রস্রাবের মধুরতা ও পিচ্ছিলতা, এইরূপ নানাপ্রকার
বিকার হইয়া থাকে । কফ সর্কশরীর খ্যাপ্ত করিলে অস্ত্রান্ত

দোষসকল ক্ষয় হইয়া বাতিক প্রমেহরোগ জন্মে । ৩৭ । কফজ
ও পিত্তজন্য মেহ সম্পূর্ণলক্ষণাক্রান্ত হয় এবং যে সকল মেহরোগ
রতিজন্ম, সেই সকল মেহ সংক্রামিত হইয়া থাকে, আর পিত্তকৃত
মেহ যাপ্য এবং যে মেহ সম্পূর্ণরূপ উৎপন্ন হয় নাই, সেই স্নেহ
সাধ্য । ৩৮ ।

ষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ধনন্তরি কহিলেন, হে সূক্ষত ! এইরূপ বিদ্রধি ও গুণনিদান
বলিব । পর্য্যুষিত, অতিউষ্ণ, গুরু, কৃষ্ণ ও বিদাহী অন্ন ভক্ষণ
করিলে বিদ্রধি ও গুণরোগ উৎপন্ন হয় । ১-২ । কুংসিত শয্যা
শয়ন, বিগর্হিত কার্য্যের অহুষ্ঠানদ্বারা রক্ত দূষিত হইয়া ত্বক্,
মাংস, মেদ, অস্থি দূষিতকরত উদর আশ্রয় করে । ৩ । দুষ্ট-
রক্ত উদর আশ্রয় করিলে শরীরের বাহ্যে কিম্বা অভ্যন্তরে ঝুঁহা-
শূলান্বত ও মহাপাড়াসংযুক্ত বৃকাকার যে শোথ উৎপন্ন হয়,
তাহাকে আয়ুর্কোদবিৎ পণ্ডিতগণ বিদ্রধি বলিয়া নিরূপণ করি-
য়াছেন । ৪ । বায়ুপিত্তাদি পৃথক্ পৃথক্ রূপে ও সমবেতরূপে
দূষিত হইলে বিদ্রধিরোগ জন্মে এবং যে অঙ্গ হইতে অধিক
রক্ত প্রাবিত হয়, সেই সেই অঙ্গে প্রাধান্যের বিদ্রধিরোগ

দারুণে গ্রথিতো ক্ষতঃ ॥ ৫ ॥ অন্তরো দারুণশ্চৈব
গন্তীরো গুল্মবদ্বনঃ । বল্লীকবৎ সমুৎপ্রাবী অগ্নি-
মান্দ্যঞ্চ জায়তে ॥ ৬ ॥ নাভিবস্ত্রিকৃৎপ্লীহক্লোমহৃৎ-
কুক্ষিবজ্রকণি । হৃদয়ে বেপমানে তু তত্র তত্রাতিতী-
ত্ররক ॥ ৭ ॥ শ্রামারুণশিরোথানপাকো বিষম-
সংস্থিতিঃ । সংজ্ঞাচ্ছেদভ্রমানাহস্যদগর্ণশব্দবান্ ॥ ৮ ॥
রক্ততাম্রাসিতঃ পিত্তাত্তমোহজ্বরদাহবান্ । ক্ষিপ্তো-
থানপ্রপাকশ্চ পাণ্ডুঃ কণ্ডুযুতঃ কফাৎ ॥ ৯ ॥ সংক্লে-
শীতকস্তম্ভজৃম্বারোচকগোরবাঃ । চিরোথানোবি-
পাকশ্চ সংকীর্ণঃ সন্নিপাতজঃ ॥ ১০ ॥ সামর্থ্যাচ্ছাত্র
বিভ্ভেদো বাহ্যভাস্তরলক্ষণং । কৃষ্ণঃ স্ফোটাবৃতঃ
শ্রামস্তীত্রদাহরুজাজ্বরঃ ॥ ১১ ॥ পিত্তলিঙ্গোমৃজা বাহ্য

উৎপন্ন হইয়া থাকে । ৫। অন্তর্গত বিদ্রুধি অতি সূদারুণ, গন্তীর
ও গুল্মের স্থায় ঘন ; উহা বল্লীকের স্থায় সচ্ছিন্ন হয় এবং ঐ
সকল ছিদ্রদ্বারা সর্বদা রক্তাদি প্রাবিত হইতে থাকে । ইহাতে
রোগীর ঔদরিক অগ্নি মন্দীভূত হইয়া থাকে । ৬। নাভি, বস্ত্রি,
বকুৎ, প্লাহা, ক্লোম, হৃদয়, কুক্ষি এই সকল স্থানে বিদ্রুধিরোগ
জন্মে । বিদ্রুধিরোগ উৎপন্ন হইলে সর্বদা রোগীর হৃদয় কাঁপিতে
থাকে, তাহাতে বিদ্রুধিস্থানে তীব্র বেদনা অনুভূত হয় । ৭।
বিদ্রুধির শোথ শ্রামবর্ণ অথবা অরুণবর্ণ হয়, ইহার শিরোভাগ
উন্নত থাকে, কালান্তরে উহার পাক জন্মিয়া বিষমাকার হয় ।
বিদ্রুধিরোগে সংজ্ঞানাশ, ভ্রম, আনাহ, রক্তস্রাব ও অব্যক্ত শব্দ
হইয়া থাকে । ৮। পিত্তজন্ত বিদ্রুধি রক্ত, তাম্র অথবা অসিতবর্ণ
হয় এবং তৃষ্ণা, মোহ, জ্বর, দাহ, এই সকল উপদ্রব হয় । কফ-
জন্ত বিদ্রুধি বিক্ষিপ্ত, উন্নত এবং পাক ও কণ্ডুযুক্ত হয় । এই
রোগ হইলে পাণ্ডুরোগও জন্মিয়া থাকে । ৯। সন্নিপাতজন্ত
বিদ্রুধিতে সংক্লে-
শীত, স্তম্ভ, জৃম্বণ, অরুচি, শরীরের গুরুতা এই
সকল লক্ষণপ্রকাশ পায় । সন্নিপাতিক বিদ্রুধি চিরকালে
উৎপন্ন হয় এবং কখন উহার পাক জন্মে না । ১০। বাহ্য ও
আভ্যন্তরিক বিদ্রুধিতে অতিশয় মলভেদ হয় । সন্নিপাতিক
বিদ্রুধি কৃষ্ণবর্ণ, স্ফোটাবৃত ও শ্রামবর্ণ হয় । ইহাতে রোগীর
অতিশয় দাহ, বিদ্রুধিস্থানে বেদনা ও জ্বর হইয়া থাকে । ১১।
কফ বিদ্রুধি প্রায়ই পিত্তজন্ত ও রক্তজন্ত ; এই বিদ্রুধি স্রীদিগেরই

স্রীণামেব তথাস্তরং । শস্ত্রাণ্যভিঘাতোথরক্তশ্চ
রোগকারণং ॥ ১২ ॥ ক্ষতোথো বায়ুনা ক্ষিপ্তঃ স রক্তঃ
পিত্তমীরয়ন্ । পিত্তাস্থগলক্ষণং কুর্যাদিহি তু ভূতপ-
দ্রবং ॥ ১৩ ॥ তেনোপদ্রবভেদশ্চ স্মতোধিষ্ঠানভেদতঃ ।
নাভো হি শ্রাতং চেদন্তো মূত্রকৃচ্ছ্রং জায়তে ॥ ১৪ ॥
শ্বাসপ্রশ্বাসরোধশ্চ প্লীহাস্ত তুট্ পং ১৫ ॥ গলরোধশ্চ
ক্লোম্নি স্ত্রাৎ সর্কাদপ্ররুজো হদি ॥ ১৬ ॥ প্রমোহ-
স্তমকঃ কাসো হৃদয়োদঘটনং তথা । কুক্ষিপার্শ্বান্তরে
চৈব কুক্ষৌ দোষোপজন্ম চ ॥ ১৭ ॥ তথা চেদ্রু-
সন্ধৌ চ বজ্রকণে কটিপৃষ্ঠয়োঃ । পার্শ্বয়োশ্চ ব্যথা
পায়ৌ পবনস্ত নিরোধনং ॥ ১৮ ॥ আগপকবিদ্রুধং
তেবাং শোথবদাদিশেৎ । নাভেরুর্দ্ধমুখাং পক্যাং
প্রদ্রবন্ত্যপরে গুদাৎ ॥ ১৯ ॥ গুদাস্তনাভিক্বে বিভ্রা-
দ্যোমং ক্লোদাচ্চ বিদ্রুধৌ । কুরুতে স্মাধিষ্ঠানস্ত বিবর্তং

হইয়া থাকে । শস্ত্রাদির অভিঘাতে অধিক রক্ত প্রাবিত হইলেও
বিদ্রুধিরোগ জন্মে । ১২। কোন স্থান ক্ষত হইলে যে সকল
রক্ত বায়ুর্ভুক পরিচালিত হয়, তাহা নিঃশেষিতরূপে প্রাবিত
না হইলে ঐ রক্ত পিত্তের সহিত যুক্ত হইয়া বিদ্রুধিরোগ উৎ-
পাদন করে । ইহাকে রক্তপিত্তজন্ম বিদ্রুধি বলে । এই রোগে
অনেকপ্রকার উপদ্রব হয় । ১৩। পূর্বোক্ত উপদ্রবসকল স্থান-
ভেদে নানারূপ হইয়া থাকে । নাভিতে বিদ্রুধি জন্মিলে দাহবৎ
জ্বালা হইয়া থাকে এবং বস্ত্রিতে বিদ্রুধি হইলে মূত্রত্যাগে অধিক
ক্লেশ হয় । ১৪। প্লীহাস্থানে বিদ্রুধি হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসরোধ ও অতি-
শয় পিপাসা হয়, ক্লোমস্থানে বিদ্রুধি জন্মিলে গলরোধ ও হৃদয়ে
বিদ্রুধি জন্মিলে সর্কাদ্বে বেদনা অনুভূত হইতে থাকে । ১৫।
কুক্ষি ও পার্শ্বের অভ্যন্তরে বিদ্রুধি জন্মিলে মোহ, তমকশ্বাস,
কাস ও হৃদয়ের শূন্যতা এবং হৃদয়গত বিদ্রুধিতে অশ্রু দোষ
জন্মিয়া থাকে । ১৬। উরুসন্ধি, বজ্রকণ, কটি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, পায়ু
এই সকল স্থানে বিদ্রুধি জন্মিলে বায়ুর অবরোধ হইয়া অতিশয়
বেদনা অনুভূত হইতে থাকে । ১৭। অস্ত্রাণ্য শোথের স্থায়
বিদ্রুধির শোথেও পরিপাকাদি হইয়া থাকে । বিদ্রুধির মুখ
নাভির উর্দ্ধগত হইলে তাহা পঙ্কমধ্যে বিদীর্ণ হইয়া গুল্মদেশ
দিয়া প্রাবিত হয় । ১৮। গুহ, অস্ত্র ও নাভিজন্ত বিদ্রুধি স্রিয়

সন্নিপাতকঃ ॥ ১৯ ॥ পক্ষো হি নাভিবন্তিস্থো ভিন্নো-
 স্তর্কহিরেব বা । পাকশান্তঃ প্রব্রজন্ত ক্ষীণস্তোপজ্বা-
 দ্বিতাঃ ॥ ২০ ॥ বিদ্রুশিষ্ঠ ভবেৎ তত্র পাপানাং পাপ-
 যোষিতাং । যুতে তু গর্ভগে চৈব সম্ভবেৎ স্বয়মুর্ধনঃ ॥
 ২১ ॥ স্তম্বে সমুখে দুঃখস্য বাহুবিদ্রুখিলক্ষণং । নারীণাং
 স্তন্বরক্তভ্যাং কণ্ঠ্যাস্তি ন জায়তে ॥ ২২ ॥ ক্রুদ্ধো
 রুদ্ধগতির্দায়ুঃ শেকমূলকরো হি সঃ । মুকুবজ্জগতঃ
 প্রাপ্য ফলকোষাতিবাহিনীং ॥ ২৩ ॥ আপীড্য ধমনীরদ্ধিং
 করোতি ফলকোষয়োঃ । দোষো মেদেষু তদাস্তে
 সরদ্ধিঃ নগুধা গদঃ ॥ ২৪ ॥ মূত্রস্তম্বোরপ্যনিলাদ্বাছে
 বাভ্যন্তরে তথা । বাতপূর্ণঃ খরস্পর্শো রুদ্ধো বাতাচ্চ
 দাহকৃৎ ॥ ২৫ ॥ পক্ষোদুস্বরসন্ধাশঃ পিত্তাদাহোশ্ব-
 পাকবান্ । কফাস্তীব্রোণ্ডরুঃ স্নিগ্ধঃ কণ্ঠুমান্ কঠিনান্ন-
 রুক ॥ ২৬ ॥ রুক্ষঃ স্ফোট্যরতঃ পিণ্ডো বৃদ্ধিলিঙ্গশ্চ

হইলে তাহা সমধিক দোষাবহ জ্ঞান করিবে । সন্নিপাতজন্ত
 বিদ্রুশি স্ব স্ব স্থানের নানারূপ বিবর্ত্ত করিয়া থাকে । নাভি ও
 বস্তিস্থ বিদ্রুশি অন্তর্গত অথবা বাহ্যগতই হউক, তাহা অবশ্যই
 পরিপক্ব হইয়া বিদীর্ণ হয় । অন্তর্গত বিদ্রুশি প্রব্রজ হইলে তাহার
 পরিপাক হয় এবং ঐ বিদ্রুশি ক্ষীণ হইলেই নানাপ্রকার
 উপদ্রব ঘটয়া থাকে । ১৯-২০ । কুচরিত্রা স্ত্রীদিগের গর্ভগত
 সন্তান নষ্ট হইলে গর্ভেতে শোথ উৎপন্ন হয় । ঐ শোথ ঘন
 হইলেই বিদ্রুশিরূপে পরিণত হইয়া থাকে । ২১ । স্ত্রীলোকের
 স্তনেতে যে বিদ্রুশি জন্মে, তাহাই তাহাদিগের বাহু বিদ্রুশি ।
 এই বিদ্রুশি অতিশয় দুঃখপ্রদ । নারীদিগের রক্ত অতিস্থল,
 অতএব কণ্ঠকাবস্থায় বিদ্রুশিরোগ জন্মে না । ২২ । বায়ুর গতি-
 রোধ হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া লিঙ্গমূলে শোথ উৎপাদন করে এবং
 মুক ও বজ্জগত শিরাসকল পীড়িত করিয়া কোষগত । ধমনীর
 বৃদ্ধি রুহিতে থাকে ; ইহাতে মেদেতে দোষ জন্মে । ইহার
 নাম বৃদ্ধিরোগ । এই রোগ সপ্তপ্রকার হইয়া থাকে । ২৩-২৪ ।
 বাহ ও আভ্যন্তরিক বিদ্রুশিতে বায়ুর প্রাবল্য থাকিলে অধিক
 প্রাণব হইয়া থাকে । বাতিক বিদ্রুশি খরস্পর্শ, রুদ্ধ ও দাহকারী
 । ২৫ । পিত্তজন্ত বিদ্রুশি পক উদ্বৃষের ত্রায় আভাবিশিষ্ট, দাহ
 ও পাকযুক্ত । যে বিদ্রুশি কফজন্ত, তাহা তীব্র, গুরু, স্নিগ্ধ, কণ্ঠ-
 যুক্ত ; ইহাতে অন্ন ব্যথা থাকে । ২৬ । রক্তজন্ত বিদ্রুশি

রক্তভঃ । কফবন্নেদসাং বৃদ্ধির্মূত্রতালকলোপমঃ ॥ ২৭ ॥
 মূত্রধারণশীলস্ত মূত্রজন্তস্ত গচ্ছতঃ । অলোভঃ পূর্ণ-
 ধতিমান্ ক্লেভং বাতি সরস্বতুঃ ॥ ২৮ ॥ মূত্রকৃচ্ছ-
 মধস্তাচ্চ বলয়ঃ ফলকোষয়োঃ । বাতকোপিভিরাহারৈঃ
 শীততোয়াবগাহনৈঃ ॥ ২৯ ॥ বিশ্ব্রুজধারণাচ্চৈব
 বিষমাকবিচেষ্টনৈঃ । ক্লেভিতৈঃ ক্লেভিতৌজশ্চ
 ক্ষীণান্তঃশরীরো যদা ॥ ৩০ ॥ পবনো বিগুণীভূয় শোণিতং
 তদধোনয়েৎ । কুর্য্যাতৎক্ষণসন্ধিস্থো গ্রন্থ্যভঃ স্বয়মু-
 স্তদা ॥ ৩১ ॥ উপেক্ষ্যমাণস্ত চ গুল্মবৃদ্ধিমাশ্বানরুচ্ছ
 বৈ বিবিধাশ্চ রোগাঃ । সুপীড়িতোহস্তঃ স্তনবান্ প্রয়াতি
 প্রধাপয়ন্তেতি পুনশ্চ মূর্দ্ধুঃ ॥ ৩২ ॥ রক্তরুদ্ধিরদ্যোয়ং
 বাতরুদ্ধিঃ সমাক্রুতিঃ । রুদ্ধকৃষ্ণারুণশিরা উর্ণারুত-
 গবাক্ষবৎ ॥ ৩৩ ॥ বাতোষ্ট্রধা পৃথগ্দোষৈঃ সংস্পৃষ্টৈ-

কৃষ্ণবর্ণ, স্ফোট্যরত, পিণ্ডবৎ ও বৃদ্ধিলক্ষণযুক্ত । কক্ষের স্থায়
 মেদোবৃদ্ধি হইয়া মুক ও তালকলোপম বিদ্রুশিরোগ জন্মে । ২৭ ।
 যাহারা মূত্রবেগ ধারণ করে, তাহাদিগের মূত্রজন্ত বিদ্রুশি
 জন্মে । মূত্রজন্ত বিদ্রুশিরোগে রোগী লোভহীন ও বৈধ্যাশালী
 হয় এবং কখন কখন বা ক্ষুভিত হইয়া থাকে । ঐ বিদ্রুশি হইতে
 রক্তাদি নিঃসৃত হইলে উহা অতিমূহু হয় । ২৮ । এই রোগে
 বায়ুপ্রকোপকারক আহার ও শীতল জলে অবগাহন করিলে
 কোষের অধোভাগে বলয়াকার শোথ উৎপন্ন হয় । তাহাতে
 মূত্রকৃচ্ছ হইয়া থাকে । ২৯ । মলমূত্রাদির বেগধারণ ও বিষমরূপে
 অঙ্গচালনাযারা রোগীর শক্তিস্বাস হইলে, যখন আন্তরিক অব-
 রবসকল অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হয়, তখন বায়ু প্রকুপিত হইয়া অধো-
 দিকে রক্ত আনয়ন করে, তখন সন্ধিস্থানে গ্রন্থিবৎ শোথ উৎপন্ন
 হয় । ৩০-৩১ । বিদ্রুশিরোগে উপেক্ষা করিলে গুল্ম, বৃদ্ধি, আশ্বান-
 প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে এবং রোগী অত্যন্ত পীড়িত হয়,
 অভ্যন্তরে শব্দ হইতে থাকে ও বায়ু উর্দ্ধপ্রদেশে গমন করিয়া
 থাকে । ৩২ । রক্তজন্ত বৃদ্ধিরোগ অসাধ্য ; বাতিক বৃদ্ধিরোগ
 সাম্যাবস্থায় থাকে । উক্ত রোগে শিরাসকল রুদ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ
 হয় । গবাক্ষস্থার যেমন উর্ণাজালে লম্বাবৃত্ত হয়, বিদ্রুশিরোগে
 শিরাসকল সেইরূপ হইয়া থাকে । ৩৩ । উক্ত রোগসকল ষট-
 প্রকার ; বাতিক, পৈতিক, স্নৈয়িক, বাতপৈতিক, বাতস্নৈয়িক,

বিচল্য নতঃ । আর্জবস্ত চ দোষেণ নারীণাং কায়তে
 ২৪মঃ ॥ ৩৪ ॥ অরমূর্ছাভীসারৈশ্চ বমনাভৈশ্চ কর্মভিঃ ।
 কুর্শিতো বলবান্ বাতি নীতার্জশ্চ বুভুক্শিতঃ ॥ ৩৫ ॥
 যঃ পিবত্যন্নপানানি লজ্জনপ্লাবনাদিকং । সেবতে
 ইনসংজ্ঞাভিরুদ্ধিতঃ সমুদীরয়ন্ ॥ ৩৬ ॥ স্নেহস্বেদাব-
 নভ্যস্ত শোষণয়া নিষেবয়েৎ । শুদ্ধো বা শুদ্ধিহানিক্কা
 ভক্তেত স্তন্দনানি বা ॥ ৩৭ ॥ বাতোষণাস্তস্ত মলাঃ
 পৃথক্ চৈব হি তেহথবা । সর্কো রক্তযুক্তো বাতাৎ দেহ-
 স্রোতোমুসারিণঃ ॥ ৩৮ ॥ উর্দ্ধাধোমার্গমারতা বায়ুঃ শূলং
 করোতি বৈ । স্পর্শোপলভ্যং গুল্মোথমুষ্ণং গ্রস্থি-
 স্বরূপিণং ॥ ৩৯ ॥ কর্ণণাৎ কফবিড়্ঘাতৈর্মার্গস্তাব-
 রণেন বা । বায়ুঃ কৃত্যশ্রয়ঃ কোষ্ঠে রৌক্ষ্যাৎ কাঠিন্য-
 মাগতঃ ॥ ৪০ ॥ স্ততন্ত্রঃ স্বাশ্রয়ে দৃষ্টঃ পরতন্ত্রঃ পরাশ্রয়ে ।
 ততঃ পিণ্ডিতবৎ শ্লেষ্মা মলসংযুক্ত এব চ । গুল্ম ইত্যা-

পিত্তশৈথিল্যিক ও সারিপাতিক । স্ত্রীদিগের ঋতুদোষজন্ত যে রোগ
 উৎপন্ন হয়, তাহাই অষ্টমঃ ৩৪ । উক্তরোগে রোগী বলবান্
 হইলেও জ্বর, মূর্ছা, অতীসার ও বমনাদিবারা ক্লিষ্ট হইয়া
 নীতার্জ ও বুভুক্শিত হয় । ৩৫ । উক্তরোগে যে ব্যক্তি অন্নভোজন
 অথবা পানীয় দ্রব্যগ্রহণ করে, কিম্বা লজ্জন ও স্নানাদি আচরণ
 করে, সে সংজ্ঞাবিহীন হইয়া অতিশয় কাতর হইয়া পড়ে ।
 ৩৬ । উক্তরোগে স্নেহকর্ণা ও স্বেদ আচরণ না করিয়া শোষণ-
 কার্য্য করিবে এবং শুষ্কশরীরেই হউক, কিম্বা অশুষ্কশরীরেই
 হউক, স্তন্দনকার্য্য করিবে । ৩৭ । বাতিক বিদ্রুতিতে বাতযুক্ত
 মলনিঃসরণ হয়, কখন কখন বা পৃথকরূপে বায়ু ও মলনিঃসরণ
 হইয়া থাকে । বায়ু কুপিত হইয়া শারিরীক স্রোতের অনুসরণ
 করে, তাহাতে রক্তযুক্ত মলনিঃসরণ হয় । ৩৮ । উক্তরোগে বায়ু
 কুপিত হইলে উর্দ্ধ ও অধোগত মার্গ অবরুদ্ধ হয়, তাহাতে
 অতিশয় শূল হইয়া থাকে । গুল্মরোগ স্পর্শোপলভ্য, উষ্ণ ও
 গ্রস্থিস্বরূপ । ৩৯ । কফ শারিরীক মার্গ আবরণ করিলে বায়ু
 কুপিত হইয়া কোষ্ঠ আশ্রয় করে ; তাহাতে কফদুষ্ট মল
 কঠিন হইয়া গুল্মরোগ উৎপাদন করে । ৪০ । বায়ু দূষিত হইয়া
 স্বীয় আশ্রয়ে থাকিলে স্ততন্ত্র ও পরাশ্রয়ে পরতন্ত্র হয় । তাহাতে
 স্ততন্ত্রঃ স্বাশ্রয়ে পিণ্ডিত হইয়া বৃদ্ধি, নাস্তি, দমন অথবা পার্শ্ব

চ্যতে রক্তিনাক্তিহংপার্শ্বসংশ্রয়ঃ ॥ ৪১ ॥ বাতজন্তে
 শিরঃশূলজ্বরপ্লীহাস্তকৃচ্ছমং । বেধঃ সূচ্যেব বিট্জংশঃ
 কৃচ্ছ্রে মূত্রং প্রযত্নতে ॥ ৪২ ॥ গাত্রে মুখে পদে শোথঃ
 অগ্নিমান্দ্যং তথৈব চ । কৃষ্ণকৃষ্ণভ্রুগাদিত্বং চলত্বাদনিলস্ত
 চ ॥ ৪৩ ॥ অনিরূপিতসংস্থানো বিচক্ষুঃ চক্ষুরাততং ।
 পিপীলিকাব্যাপ্ত ইব গুল্মঃ ক্ষুরতি নুততে ॥ ৪৪ ॥
 পিত্তাকাহাশ্লকৌ মূর্ছা বিড়্ভেদঃ স্বেদতৃট্ভবাঃ ।
 হারিজ্রাৎ সর্কগাত্রেসু গুল্মাৎ শোথস্ত দর্শনং ॥ ৪৫ ॥
 হীয়তে দীপ্যতে শ্লেষ্মা স্বস্থানং দহতীব চ । কফাৎ
 স্তৈমিত্যমক্ৰচিঃ সদনং শিরসি জ্বরঃ ॥ ৪৬ ॥ পীনমানস্ত
 হৃল্লাসঃ শুক্লকৃষ্ণভ্রুগাদিতা । গুল্মো গভীরঃ কঠিনো
 গুরুঃ স্বপ্নস্থিরাল্লকঃ ॥ ৪৭ ॥ স্বদোষস্থানধামানস্তত এবাত্র
 মারকাঃ । প্রায়স্ত যতদ্বন্দ্বোথা গুল্মাঃ সংযুক্তমৈথুনাঃ ॥

আশ্রয় করে । ইহাকে গুল্মরোগ বলে । ৪১ । বাতজন্ত গুল্মে
 শিরঃশূল, জ্বর, প্লীহা, অস্থকৃচ্ছ, সূচীবোধবৎ পীড়া, মলভেদ,
 এই সকল উপদ্রব হয় এবং অতিকৃচ্ছ্রে মূত্রপ্রবৃতি হইয়া থাকে
 । ৪২ । উক্তরোগে বায়ু চালিত হইয়া গাত্রে, মুখে, পদে শোথ, অগ্নি-
 মান্দ্য এই সকল উপদ্রব জন্মায় ; বিশেষতঃ শরীরের চর্ম্ম কৃষ্ণ ও
 কৃষ্ণবর্ণ হয় । ৪৩ । গুল্মরোগের কোন নিরূপিত স্থান নাই ।
 এই রোগে চক্ষু বিস্তৃত হয়, কিন্তু তাহার দৃষ্টিহানি হইয়া থাকে ।
 গুল্ম পিপীলিকাব্যাপ্তের ভায় হইলে তাহা বিদারিত ও চলিত
 হয় । ৪৪ । পিত্তজন্ত গুল্মরোগে দাহ, অল্লোল্লাস, মূর্ছা, মল-
 ভেদ, ঘর্ষণ, তৃষ্ণা এই সকল উপদ্রব হয় এবং সর্কগাত্র হারিজ্রা-
 বর্ণ হইয়া থাকে । এই রোগে কখন কখন শোথও দেখা যায় ।
 । ৪৫ । কফজন্ত গুল্মরোগে কখন কখন কফ মন্দীভূত থাকে,
 কখন বা প্রদোষ হইয়া যেন স্বস্থান দগ্ধ করিতে থাকে । কফ-
 জন্ত গুল্মরোগে স্তৈমিত্য, অক্ৰচি, মস্তকের অবসন্নতা এবং
 জ্বর এই সকল উপদ্রব হয় । ৪৬ । উক্তরোগে রোগীর শরীরে
 হৃল্লাস, হৃল্লাস ও চর্ম্ম শুক্ল অথবা কৃষ্ণবর্ণ হয় । গুল্ম কঠিন,
 গভীর ও গুরু হয় এবং নিদ্রার কালের স্থিরতা থাকে না ;
 কখন কখন অতি অন্ননিদ্রা হইয়া থাকে । ৪৭ । উক্তরোগে
 রক্তপিণ্ডাদি দোষসকল স্ব স্ব স্থান আশ্রয় করিয়া থাকে
 এবং এই সকলই রোগীর পক্ষে মারক হইয়া উঠে । প্রায়ই

৪৮ ॥ সর্ষজস্তীত্ররূপদাহঃ শীত্ৰপাকী ঘনোন্নতঃ । সো-
হস্যাদ্যো রক্তগুণ্যস্ত্রিগ্নাএব প্রজায়তে ॥ ৪৯ ॥ ঋতো
বা চৈব শূলার্ভা যদি বা যোনিরোগিনী । সেবতে
বানিল্যানি স্ত্রী ক্রুদ্ধস্ত্র্যাঃ সমীরণঃ ॥ ৫০ ॥ নিরুদ্ধা-
প্যার্তবং যোন্তাং প্রতিমানং ব্যবস্থিতং । কুক্ষিং
করোতি তদাৰ্ভে লিপ্তমাবক্ষরোতি চ ॥ ৫১ ॥ হস্তাগ-
দৌহদস্তদৃশদর্শনং কামচারিতা । ক্রমেণ বায়োঃ
সংসর্গাৎ পিত্তং যোনিষু সঞ্চয়ং ॥ ৫২ ॥ রক্তস্ত
কুরুতে তস্তা বাতপিত্তোক্তগুণ্যজান্ । গর্ভাশয়ে চ
সুতরাং শূলার্শ্চবাস্তগাশ্রয়ে ॥ ৫৩ ॥ যোনিপ্রাবশ্চ
দৌর্গন্ধ্যং তোয়ঃশুন্দনবেদনে । কদাপি গর্ভবদগুণ্যঃ
সর্ষে তে রতিসম্ভবাঃ ॥ ৫৪ ॥ পাকধিরেণ ভজতে
নৈধতে বিদ্রধিঃ পুনঃ । পাচ্যতে শীত্ৰমত্যর্থং দৃষ্টরক্তা-
শ্রয়স্ত সঃ ॥ ৫৫ ॥ অতঃ শীত্ৰং বিদাহিত্রাধিভ্রধিঃ

দোষদ্বয়ের প্রকৌপে গুণ্যরোগ জন্মে এবং অনিয়ত মৈথুনও
উক্তরোগের কারণ হয়। ৪৮। ত্রিদোষজ্ঞ গুণ্যে তীব্রবেদনা
ও অতিশয় দাহ হইয়া থাকে। ইহা অতিশয় উন্নত ও ঘন
হইয়া শীত্ৰ পাকিয়া উঠে। রক্তজ্ঞ গুণ্য অসাধ্য। ইহা স্ত্রী-
দিগেরই হইয়া থাকে। ৪৯। যে নারীর ঋতুকালে অধিক
বেদনা অথবা কোনপ্রকার যোনিরোগ থাকে, সেই নারী
অধিক বায়ুসেবন করিলে বায়ু কুপিত হইয়া ঋতুরার অবরোধ
করে এবং প্রতিমাসীয় নিরূপিত ঋতু অবরুদ্ধ করিয়া উদরমধ্যে
শোণিত সঞ্চিত করিয়া রাখে, তাহাতে সম্পূর্ণ গর্ভলক্ষণ প্রকাশ
পায়। ৫০-৫১। এই রোগে হস্তাগ, বিবিধ দ্রব্যভোজনাদির
ইচ্ছা, স্তনেতে ক্ষীরদর্শন, কামচারিতাপ্রভৃতি লক্ষণপ্রকাশ
পায়। বায়ুর সংসর্গবশতঃ পিত্ত যোনিতে শোণিত সঞ্চয়
করে; ইহাতে বাতপিত্তোক্ত গুণ্যজ্ঞ লক্ষণপ্রকাশ পায়।
শোণিত গর্ভাশয়ে আশ্রয় করিলে গর্ভাশয়ে অধিক শূল হইয়া
থাকে। ৫২-৫৩। উক্তরোগে যোনিপ্রাব, হর্গন্ধ, তোয়োনিঃসরণ,
বেদনা, এই সকল উপদ্রব হয়। গুণ্যরোগে কখন কখন সম্পূর্ণ
গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সর্ষপ্রকার গুণ্যরোগই রতি-
সম্ভূত। ৫৪। গুণ্যরোগে আহারীয় বস্তু চিরকালে পরিপাক
হয়, গুণ্যরোগ উৎপন্ন হইলে বিদ্রধির আর বৃদ্ধি হয় না।

সোহভিধীয়তে। গুণ্যান্তরাশ্রয়ে বস্তিদাহশ্চ প্লীহ-
বেদনা। ৫৬। অগ্নিবর্ণবলজংশো বেগানাং বাশ্রব-
র্তনং। অতো বিপর্যয়ে বাহুং কোষ্ঠাৎকেষু চ নাভি-
রুক্ষং ॥ ৫৭ ॥ বৈবর্ণ্যমথবা কাসো বহিরূন্নততা-
দিকং। সাটোপমভূতগ্রুজমাখ্যানমুদরে ভূশং ॥ ৫৮
উর্দ্ধাধোবাতরোধেন তমানাহং প্রচক্ষতে। ঘনশার্ভ্য-
পমো গ্রন্থিলোষ্টিলা তু সম্মতঃ ॥ ৫৯ ॥ সমস্তলি-
সংবৃত্তঃ প্রত্যঙ্গীলা তদাকৃতিঃ। পকাশয়োন্ত্যোপ্যেবং
বায়ুস্তীত্ররুজাশ্রয়াং ॥ ৬০ ॥ উদারবাহল্যপূরীষবদ্ধ-
স্ত্যপ্যক্ষরাস্ত্রবিকৃজনানি। আটোপমাখ্যানমপক্তি-
শক্তিঃ সর্ষস্ত গুণ্যস্ত ভবেচ্চ চিহ্নং ॥ ৬১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বিদ্রধিগুণ্যনিদানং
নাম ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ইহাতে দৃষ্টরক্তাশ্রয় বিদ্রধি শীত্ৰ পরিপাক পায়। ৫৫। গুণ্যরোগে
কোন কোন লক্ষণপ্রকাশ হইলেও যদি তাহাতে অধিক দাহ
উপস্থিত হয়, তাহাহইলে তাহাকে বিদ্রধি বলিয়া জানিবো।
গুণ্যরোগ অন্তরাশ্রয় করিলে বস্তিদেহে দাহ এবং প্লীহার ভ্রায়
বেদনা অল্পভূত হয়। ৫৬। উক্তরোগে অগ্নি, বল ও বর্ণের হানি
হয় এবং মলমূত্রাদির বেগ থাকে না; কিন্তু ইহার বিপর্যয়
হইলে বাহুলক্ষণ প্রকাশ পায় এবং কোষ্ঠে ও অন্ত্রে অন্ন অন্ন
বেদনা থাকে। ৫৭। উক্তরোগে শরীরের বিবর্ণ ও কাস হয়
এবং উদরের বহির্ভাগ সমধিক উন্নত হইয়া থাকে। এই রোগে
সাটোপ, উদরে উগ্রবেদনা, আখ্যানপ্রভৃতি উপসর্গপ্রকাশ
পায়। ৫৮। উক্তরোগে যদি উর্দ্ধ ও অধোগত বাতরোধ হয়,
তাহাহইলে তাহাকে আনাহরোগ বলে। গুণ্যরোগ অস্তির
ভ্রায় ঘন, গ্রন্থিবৎ এবং উন্নত হইলে তাহাকে অঙ্গীলা বলে।
৫৯। পূর্বোক্ত লক্ষণসকল প্রকাশ পাইলে পকাশরহু বায়ু
যদি অধিক বেদনা উৎপাদন করে, তাহাহইলে প্রত্যঙ্গীলা
বলিয়া পরিগণিত হয়। ৬০। উদারবাহল্য, পূরীষবদ্ধ, ইন্দ্রিয়-
শক্তির হ্রাস, অন্নকৃজন, আটোপ, আখ্যান ও পরিপাকশক্তির
অন্নতা, সর্ষপ্রকার গুণ্যরোগে এই সকল চিহ্নপ্রকাশ পায়। ৬১।

একষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ধ্বস্তরিরূবাচ ॥ ১ ॥ উদরাগাং নিদানঞ্চ বক্ষ্যে
সুশ্রুত তচ্ছৃণু। রোগাঃ সর্বেরূপি মন্দার্ম্মো সুতরামুদ-
রাপি তু ॥ ২ ॥ অজীর্ণাময়শ্চাপ্যন্তে জায়ন্তে মলসং-
গাৎ। উর্দ্ধাধো বায়বো রুদ্ধা ব্যাকুলীব প্রবাহিনী ॥
৩ ॥ প্রাণা অপানান্ সংদয্য কুৰ্য্যন্তান্মাংসসন্ধিগান্।
আখ্যাপ্যাকুক্ষিমুদরমষ্টধা তন্ত্ৰ ভিত্ততে ॥ ৪ ॥ পৃথগ্-
দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ প্লীহবজ্জকতোদকৈঃ। তেনাৰ্ভাঃ
শুকতাৰ্ভোষ্ঠাঃ সৰ্বপাদকরোদরাঃ ॥ ৫ ॥ নষ্টচেষ্ট-
বলাহারাঃ ক্লতপ্রখাতকুক্ষয়ঃ। পুরুষাঃ স্ত্র্যাঃ প্রোত-
রূপা ভাবিনস্তন্ত্ৰ লক্ষণং ॥ ৬ ॥ ক্ষুধাশোকাচিবৎ সৰ্বং
সবিদাহঞ্চ পচ্যতে। জীর্ণান্নং যো ন জানাতি স
পথ্যং সেবতে নরঃ ॥ ৭ ॥ ক্ষীয়তে বলমদস্ত শ্বসি-

একষষ্ঠাধিকশততম অধ্যায়ঃ।

ধ্বস্তরি কহিলেন, সুশ্রুত! অনন্তর উদররোগনিদান বলিব,
শ্রবণ কর। মন্দার্ম্মি হইলেই সর্বপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয়,
অতএব উদররোগই সর্বরোগের কারণ। ১-২। উদরে মল-
সংগ হয় হইলে অজীর্ণাদি অত্যন্ত রোগ জন্মে এবং উর্দ্ধ ও অধো-
গত বায়ু অবরুদ্ধ হইয়া প্রবাহিনী নাড়ীসকল অকর্ণ্য হইয়া
পড়ে। ৩। প্রাণবায়ু অপানবায়ুকে দ্বিভিত্ত করিয়া তাহাদিগকে
মাংসসন্ধিগত করে, তাহাতে কুক্ষিদেহ অবষ্টক হইয়া উদররোগ
জন্মে। উক্ত উদররোগ অষ্টপ্রকার। ৪। বাতজন্ম, পিত্তজন্ম, কফ-
জন্ম, সন্নিপাতজন্ম, বজ্জকজন্ম, প্লীহজন্ম, ক্লতজন্ম ও উদকজন্ম।
এই অষ্টপ্রকার উদররোগ নির্দিষ্ট আছে। উদররোগে পীড়িত
ব্যক্তির তালু ও গুঠ শুষ্ক হয়। ৫। উদররোগী ব্যক্তির কোন-
রূপ কার্য্যক্ষমতা থাকে না, আহার করিতে পারে না, তথাপি
সর্বদা উদর ক্ষীভ থাকে। উক্তরোগগ্রস্ত পুরুষের আকার
‘প্রোভের’ স্থায় বিকৃত হয়। উক্তরোগের পূর্বলক্ষণ এই।
ক্ষুধানাশ, অরুচি, পাককালে দাহ, উদররোগের পূর্বে এই
সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। যে ব্যক্তি আগ্নের জীর্ণতা অনুভব
করিতে পারে না, সেই ব্যক্তি পথ্যসেবার তৎপর থাকিবে।
৬-৭। উদররোগে আগ্নের বলক্ষয় হয়, সুতরাং রোগী অন্ন

ভ্যন্নোহপি চেষ্টিতঃ। বিষয়াবৃতিবুদ্ধিশ্চ শোকশোবা-
দন্নোহপি চ ॥ ৮ ॥ রুধস্তিসকৌ সততং লঘুভোজনৈ-
রপি। জরাজীর্ণো বলজংশো ভবেচ্চঠররোগিণঃ ॥
৯ ॥ স্বতন্ত্রতন্ত্রালসতা মলসংগোহ্নবহিতা। দাহঃ
শ্বয়থুরাখ্যানমদ্রে সলিলসম্ভবে ॥ ১০ ॥ সর্বত্র তোয়ে
মরণং শোচনস্তত্র নিষ্কলং। গবাক্ষবৎ শিরা-
জালৈরুদরং শুড়্ণ্ডুড়ায়তে ॥ ১১ ॥ নাভিমন্ত্রঞ্চ বিষ্টভ্য
বেগং ক্লভা প্রণশ্চতি। মারুতে হ্রৎকটীনাভিপায়ুবজ্জক-
বেদনাঃ ॥ ১২ ॥ সশকো নিঃসরেদ্বায়ুর্কহতে মূত্র-
মল্লকং। নাতিমাত্রং ভবেৎ লৌল্যং নরস্ত বিরসং
মুখং ॥ ১৩ ॥ তত্র বাতোদরে শোথঃ পাণিপান্মুখ-
কুক্ষিমু। কুক্ষিপার্শ্বোদরকটীপৃষ্ঠকৃপর্কভেদনং ॥ ১৪ ॥
শুককাসাদ্ধমর্দ্বাধোগুরুতা মলসংগ্রহঃ। শ্যামারুণ-
ভ্রগাদিত্ত্বং মুখে চ রসবৃদ্ধিতা ॥ ১৫ ॥ সতোদভেদমুদরং

কোন কার্য্য করিলেও তাহার আয়াস উপস্থিত হইয়া থাকে
এবং কোনবিষয়ে বুদ্ধিপ্রবেশ করে না; পরন্তু শোক ও শোব
হইয়া থাকে। ৮। উদররোগী ব্যক্তি অন্নভোজন করিলেও
তাহার বস্তিসন্ধিতে পীড়া অনুভূত হয়। সর্বপ্রকার উদররোগেই
রোগী জরাজীর্ণ হইয়া থাকে এবং তাহার বলহানি হয়। ৯।
তন্ত্রা, অলসতা, মলবেধ, মন্দার্ম্মি, দাহ, শোথ ও আখ্যান জলো-
দররোগে এই সকল লক্ষণ হয়। ১০। সর্বপ্রকার জলোদর-
রোগে রোগীর মরণ হয়, তাহাতে শোক করা নিশ্চয়োজন।
উদররোগে রোগীর উদর শিরাজালে পরিব্যাপ্ত হয় এবং
সর্বদা শুর্ শুর্ শব্দ হইতে থাকে। ১১। উক্তরোগে নাভি
ও অন্ন বিষ্টক হয় এবং মলনির্গমনাদির বেগ হইয়াই নষ্ট হইয়া
যায়। কায়জন্ম উদররোগে হৃদয়, কটি, নাভি, পায়ু, বজ্জক এই
সকল স্থানে বেদনা হয়। উক্তরোগে সশক্যে বায়ুনিঃসরণ
হইতে থাকে এবং অতি অল্পপরিমাণে প্রস্রাব হয়। আর
কোন বিষয়েই অধিক স্পৃহা থাকে না এবং সর্বদা মুখ বিরস
থাকে। ১২-১৩। বাতোদরে হস্ত, পদ, মুখ ও উদরে শোথ হয়
এবং উদর, পার্শ্ব, কটি, পৃষ্ঠ ও সর্বস্থানে ভেদবৎ পীড়া অনুভূত
হইয়া থাকে। ১৪। শুষ্ক, কাস, অনুবেদনা, অধোভাগের
শুকতা, মলসংগ্রহ, গাজের শ্যামবর্ণ অথবা অকর্ণবর্ণতা এবং

নীলকৃষ্ণশিরাততং । আখ্যাতমুদরে শব্দমভূতং বা
করোতি সঃ ॥ ১৬ ॥ বায়ুশ্চাত্র সৰ্বকশস্বং বিধন্তে
সৰ্বধাগতিঃ । পিত্তোদরে ঘরো মূৰ্ছা দাহিভ্বং কটুকা-
ন্ততা ॥ ১৭ ॥ জমোহতীসারঃ পীতভ্বং ত্রুণাদাবুদরং
হরিং । পীততাত্রশিরাদিভ্বং সন্বেদং সোম্য দহতে ॥
১৮ ॥ ধূমায়তি মূৰ্ছাস্পর্শং ক্ষিপ্ৰপাকং প্রদ্যতে ।
শ্লেষ্মোদরেণ সদনং শ্বেদশ্বয়থুগৌরবং ॥ ১৯ ॥ নিদ্রা
ক্লেশোহরুচিঃ শ্বাসঃ কাসঃ শুক্রত্ৰুণাদিতা । উদরং
তিমিরং স্নিগ্ধং শুক্রকৃষ্ণশিরাততং ॥ ২০ ॥ নীরাতি-
রক্কো কঠিনং শীতস্পর্শং গুরুং স্থিরং । ত্রিদোষকোপনে
তৈস্তৈস্ত্রিদোষজনিতৈর্মলৈঃ ॥ ২১ ॥ সৰ্বদূষণদুষ্টিশ্চ
সরজাঃ সঞ্চিতা মলাঃ । কোষ্ঠং প্রাপ্য বিকূৰ্মাণাঃ
শোষমূৰ্ছাজমাশ্চিতং । কুৰ্যুস্তিলিকমুদরং শীত্ৰপাকং

সুদারুণং । বর্জতে তচ্চ স্তূতরাং শীতবাতপ্রদর্শনে ॥
২২-২৩ ॥ অত্যাশনাচ্চ সংকোভাদ্যানপানাদিচে-
ষ্টিতৈঃ । অবিহিতপানাতৌর্কমনব্যাদিকৃষ্ণৈঃ । বাম-
পার্শ্বস্থিতপ্লীহা চ্যুতস্থানা বিবর্জতে । শোণিতাৎ বা
বসাদিভ্যো বিবর্জ্য বিবর্জয়েৎ ॥ ২৪-২৫ ॥ সোহষ্টীলা
চাতিকঠিনঃ প্রোন্নতঃ কূর্মপৃষ্ঠবৎ । ক্রমেণ বর্জমানশ্চ
কূক্ষো ব্যাততিমাহরেৎ ॥ ২৬ ॥ শ্বাসকাশপিপাসান্য-
বৈরস্ত্রাখ্যানকষরৈঃ । পাণ্ডুরমূৰ্ছা ছর্দিশ্চ দাহমোহৈশ্চ
সংযুতঃ ॥ ২৭ ॥ অরুণাভং বিচিত্রাভং নীলহারিদ্ভ-
রাজিমং । উদাবর্তেন চানাহমোহহৃদহনকষরৈঃ ॥ ২৮ ॥
গৌরবারুচিকাঠিনৈর্নিঘাতজমসংক্রমাৎ । প্লীহবদ-
দাক্ষিণ্যং পার্শ্বাৎ কূর্যাদ্যকুদপি চ্যুতং ॥ ২৯ ॥ পক্ষে
ভূতে যকৃতি চ সদা বন্ধে মলে গুদে । দুর্নামভিরুদা-
বর্তৈরনৈর্যৈর্ন পীড়িতো ভবেৎ ॥ ৩০ ॥ বর্জঃপিত্ত-

সময়ে সময়ে মুখে নানারূপ রস অনুভূত হয় । ১৫ । উক্তরোগে
উদরের বেদনা, উদরভেদ এবং উদর নীল ও কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহে
পরিব্যাপ্ত হয় । উদরাখান, উদরে নানারূপ শব্দ এই সকল
উপদ্রব হয় । ১৬ । উক্তরোগে বায়ু সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া
শরীরভ্যন্তরে নানারূপ শব্দ উৎপাদন করে । পিত্তজ্ঞ উদর-
রোগে জ্বর, মূৰ্ছা, দাহ, মুখের কটুতা, ভ্রম, অতীসার, চর্ম্মা-
দির পীতবর্ণ, উদরের হরিবর্ণতা এই সকল লক্ষণপ্রকাশ
পায় । এই রোগে সর্বশরীরে পীতবর্ণ অথবা তাত্রবর্ণ শিরা-
সকল ব্যক্তীভূত হয় এবং সর্বশরীরে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া থাকে ।
শরীর অতিশয় উষ্ণ হয় ও বোধ হয় বেন সর্বদা শরীর দগ্ধ
হইতেছে । ১৭-১৮ । উক্তরোগে সর্বদা ধূমদর্শন হয় আর
উদর মূৰ্ছাস্পর্শ হইয়া থাকে । ইহাতে অতিশীঘ্র পাক হয় বটে,
কিন্তু পাককালে উদরে দাহ জন্মে । শ্লেষ্মজ্ঞ উদররোগে
শরীরের অবসন্নতা, ঘর্ম্ম, শোথ, শরীরের গুরুতা, নিদ্রাকালে
ক্লেশ, অরুচি, শ্বাস, কাস এবং গাত্রের শুক্রবর্ণতা এই সকল
লক্ষণপ্রকাশ পায় । উক্তরোগে উদর স্নিগ্ধ, গুরু বা কৃষ্ণবর্ণ
শিরাভাঙ্গে সমাবৃত হয় । ১৯-২০ । জলোদরে অধিক জলবৃদ্ধি
হইলে উদর কঠিন, শীতস্পর্শ, গুরু ও স্থির হয় । ত্রিদোষ-
জ্ঞ উদররোগে দোষত্রয়ের লক্ষণপ্রকাশ পায় । ২১ । সর্ব
প্রকার দোষে দূষিত সরজ সঞ্চিত মল কোষ্ঠে গমন করিয়া

বিকৃত হয়, তাহাতে মূৰ্ছা ও ভ্রমসম্বিত উদররোগ জন্মে ।
ইহাতে সর্বপ্রকার দোষের লক্ষণপ্রকাশ পায় । ইহা অতি
সুদারুণ রোগ । অন্নদিনের মধ্যেই ইহা পাকিয়া উঠে । শীত
ও বাতের প্রবৃত্তিসময়ে এই রোগের বৃদ্ধি হয় । ২২-২৩ । অধিক
ভোজন, সংকোভ, অধিক যানারোহণ, অধিক পান ও বমনজ্ঞ
ক্লেশদ্বারা বামপার্শ্বস্থ প্লীহা স্থানচ্যুত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে ।
শোণিত অথবা বসাদি হইতে প্লাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ২৪-২৫ ।
উহা অতি কঠিন ও কূর্মপৃষ্ঠের ত্রায় উন্নত হইলে তাহাকে
অষ্টীলা বলে । ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া সমুদায় উদর পরিব্যাপ্ত
করে । ২৬ । উক্তরোগে শ্বাস, কাস, পিপাসা, আখ্যান, জ্বর,
চর্ম্মের পাণ্ডুবর্ণতা, মূৰ্ছা, ছর্দি, দাহ, মোহ, এই সকল উপদ্রব
হয় । ২৭ । উদররোগীর উদর অরুণবর্ণ, বিচিত্রবর্ণ, নীলবর্ণ
অথবা হরিদ্ভাবণ হয় । ইহাতে উদাবর্ত, আনাহ, মোহ, হৃদয়-
সস্তাপ ও জ্বর এই সকল রোগ জন্মিয়া থাকে । ২৮ । শরীরের
গুরুতা, অরুচি, কাঠিন্য, বেগবিঘাত ও ভ্রমসংক্রমপ্রযুক্ত প্লাহার
ত্রায় দক্ষিণপার্শ্ব হইতে যকৃৎ স্থানচ্যুত হয় । ২৯ । বর্জ্য পক্ষ
হইলে গুহদেশে মল কঠিনরূপে আবদ্ধ থাকে, তাহাতে রোগী
দুর্নামা, উদাবর্তপ্রভৃতি অগ্নাজ্ঞ রোগে পীড়িত হয় । যকৃৎরোগে
বায়ু কুপিত হইয়া মল, কক ও পিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখে,

ককাম্বজানু করোতি কুপিতোহনিলঃ । অপানো জঠরে
ভেন সংরুদ্ধো অরুগ্ভবঃ ॥ ৩১ ॥ কাসঃ শ্বাসোরুসদনং
শিরোক্ষান্ধিপার্শ্বকৃৎ । মলাসর্গেহরুচিহৃদ্বিরুদরং
মূলমারুতং ॥ ৩২ ॥ স্থিরনীলারুণশিরাজালৈরুদরমা-
রুতং । নাভেরুপরি চ প্রায়ো গোপুচ্ছাকৃতি জায়তে ॥
৩৩ ॥ অশ্ব্যাদিশৈল্যরশ্চৈব বিদ্ধে চৈবোদরে তথা ।
পচ্যতে বহুভাদিশ্চ তচ্ছিদ্ভৈশ্চ সরস্বহিঃ ॥ ৩৪ ॥
আম এব গুদাদেতি ততোহগ্নান্নঃ সক্রদসঃ । স তু
বিকৃতগন্ধোহপি পিচ্ছিলঃ পীতলোহিতঃ ॥ ৩৫ ॥ শেষ-
শ্চাপুৰ্য্য জঠরং ঘোরমারভতে ততঃ । বর্জতে তদধো
নাভেরাশু চৈতি জলাস্রতাং ॥ ৩৬ ॥ উদ্রিক্তে দোষরূপে চ
ব্যাপ্তে চ শ্বাসতুট্রমৈঃ । ছিজোদরমিদং প্রাহঃ পরি-
শ্রাবীতি চাপরে ॥ ৩৭ ॥ প্রস্তুতঃ স্নেহপানাদিঃ নহস-
নন্দপায়িনঃ । অত্যধুপানান্মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণস্তাতিক্রুশস্ত
চ ॥ ৩৮ ॥ রুদ্ধান্নমার্গাননিলঃ কফশ্চ জলমূর্চ্ছিতঃ ।

সেই হেতু জঠরে অপানবায়ু রুদ্ধ হইয়া অরোগ উৎপাদন করে।
৩০-৩১। কাস, শ্বাস, উরু, শির, অঙ্গ, নাভি ও পার্শ্ববেদনা, মলের
অপ্রবৃতি, অরুচি, ছর্দি, এই সকল উপদ্রব হয়। বতপ্রকার
উদররোগ আছে, বায়ুই তাহারিগের মূলকারণ। ৩২। উদর-
রোগে স্থির, নীল বা অরুণবর্ণ শিরাসমূহে উদর পরিব্যাপ্ত হয়
এবং প্রায়ই মাতির উপরিভাগে গোপুচ্ছাকৃতি চিহ্ন দৃষ্ট হয়।
অস্থিপ্রভৃতি শল্য অথবা অগ্নি কোন কারণে উদর বিদ্ধ হইলে
যক্লপ্রভৃতি উদরগত-রোগ পক্ষ হয়। সেই ছিদ্র দিয়া অগ্নি
অগ্নি রস প্রাবিত হইতে থাকে। এই সকল রস অতিদুর্গন্ধ,
পিচ্ছিল, পীত বা লোহিতবর্ণ হয়। ৩৩-৩৫। ঐ সকল রস
সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত না হইলে উদর পূর্ণ করিয়া ঘোরতর
রোগের আরম্ভ হয়। এইরূপে নাভির অধোভাগে জলসঞ্চয়
হইয়া জলোদরী জন্মে। ৩৬। রোগী পূর্বোক্ত লক্ষণাবিত এবং
শ্বাস, শিপাসা ও ভ্রমপীড়িত হইলে তাহাকে ছিজোদর বলে।
কেহ কেহ ইহাকে পরিশ্রাবী বলিয়া থাকে। ৩৭। যাহারা
সর্বদা স্নেহপানাদিতে প্রবৃত্ত, তাহারা অধিক জলপান করিলে
বন্ধাশ্রি জন্মে, তাহাতে রোগী দুর্বল ও ক্লেশ হইলে উত্তরোগ
জন্মিয়া থাকে। ৩৮। কফ ও বায়ু অগ্নিমার্গ রোধ করিলে অর্থাৎ

বর্জতে তু তদেবাবুতান্নাত্রাধিস্থরাশিতঃ ॥ ৩৯ ॥ তৎ-
কোপাতুদরং তৃষ্ণাশুদ্রুতিরুজ্জ্বলিতং । কাসশ্বাসা-
রুচিযুতং নানাবর্ণশিরাততং ॥ ৪০ ॥ তৌপূর্ণাং মুদ্র-
স্পর্শাং সদৃশং ক্ষোভবেপথুঃ । বকোদরং স্থিরং স্নিগ্ধং
নাড়ীমারুত জায়তে ॥ ৪১ ॥ উপেক্ষায়াঞ্চ সর্কেবাং
স্বস্থানাং পরিচালিতাঃ । পাকো দ্রবো দ্রবীকুৰ্য্যুঃ সন্ধি-
শ্রোতোমুখাত্তপি ॥ ৪২ ॥ শ্বেদে তু সংরুদ্ধে চৈব মূর্চ্ছি-
তাস্তান্তরস্থিতাঃ । তদেবোদরমাপুৰ্য্য কুর্য্যাত্তদো-
দরাময়ং ॥ ৪৩ ॥ গুরুদরং স্থিতং বৃন্তমাহতঞ্চ ন শব্দ-
কৃৎ । হীনবলং তথা ঘোরং নাড্যাং স্পৃষ্টঞ্চ সর্পতি ॥
৪৪ ॥ শিরান্তর্জানমুদরে সর্বলক্ষণমুচ্যতে । বাত-
পিত্তকফপ্লীহসন্নিপাতোদকোদরং ॥ ৪৫ ॥ পক্ষাচ্চ জাত-

অগ্নি পরিপাক না হইলে উদরে অধিক জল সঞ্চিত হয় এবং
ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ৩৯। উত্তরোগের অধিক
প্রকোপ হইলে রোগী তৃষ্ণা, গুদপ্রাবপ্রভৃতি উপদ্রবে আক্রান্ত
হয় এবং কাস, শ্বাস, অরুচি উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে
উদর নানাবর্ণ শিরাদ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়। ৪০। জলোদরে উদর
জলপূর্ণ ও মুদ্রস্পর্শ হয়; ইহাতে রোগীর সর্বদা ক্ষোভ ও কল্প
হইতে থাকে। কখন কখন উদররোগীর উদর বকোদরের
প্রায় স্নিগ্ধ ও স্থির দেখা যায়। উদরস্থ নাড়ীসকল আশ্রয় করিয়া
এই রোগ জন্মে। ৪১। সর্বপ্রকার উদররোগে উপেক্ষা করিলে
সেই সকল রোগ স্বস্থান হইতে চালিত হইয়া পক্ষ এবং দ্রবীভূত
হয় এবং সন্ধি, শ্রোত ও মুখ বিকৃত করে। ৪২। শরীরের ঘর্ষ-
রোধ হইলে ক্রমতঃ অন্তর্গত শ্রোতসকলও অবরুদ্ধ হয়।
তাহাতে উদর পরিপূর্ণ হইয়া উদররোগ জন্মে। ৪৩। কোন
কোন উদররোগে উদরে অতিশয় জল সঞ্চিত হইলে তাহা বর্তু-
লাকার হয়, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ শব্দ হয় না। ইহাতে
রোগী ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। এই রোগ নাড়ীপর্য্যন্ত
আক্রমণ করিলে অতিঘোরতর হয়। ৪৪। উদররোগে যখন
উদরগত শিরাসকল অন্তর্হিত হয়, তখন সেই রোগকে সর্ব-
লক্ষণাক্রান্ত বলা যায়। বাতোদর, পিত্তোদর, কফোদর, মেঘো-
দর, প্লীহোদর, সন্নিপাতোদর ও জলোদর, ইহারা উত্তরোত্তর
ক্লম্ভসাধ্য। উদররোগ একপক্ষ উত্তীর্ণ হইলে অসাধ্য হয়।

সলিলং বিষ্টেস্তোপদ্রবান্বিতং । জন্মনৈবোদরং
সৰ্বং প্রায়ঃ কৃচ্ছ্রভয়ং মত্তং ॥ ৪৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে উদরনিদানং নাম
একষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ পাণ্ডুশোধনিদানঞ্চ শৃণু
সুশ্রুত বচী তে । পিত্তপ্রধানাঃ কুপিতো যথোক্তৈঃ
কোপনৈর্নর্মলাঃ ॥ ২ ॥ তত্র নীতেন বলিনা ক্ষিপ্তা-
ক্ষিপ্তং হৃদি স্থিতং । ধমনীর্দশমীঃ প্রাপ্য ব্যাপ্তবন্
সকলান্তনুং ॥ ৩ ॥ শ্লেষ্মভ্রগম্ভকমাংসানি প্রদূষ্যন্ত্যেব-
মাস্ত্রিতং । ত্বয়াসয়োস্ত কুরুতে ত্ৰিচি বর্ণাঃ পৃথগ্ধিধাঃ ॥
৪ ॥ স্নায়ং হরিদ্রাহারিদ্ৰং পাণ্ডুভং তেহু চাধিকং ।
বাতোহয়ং শ্বেছরিভূক্তঃ স রোগস্তেন গৌরবং ॥ ৫ ॥

জ্বলদর সর্বপ্রকার বিষ্টেস্তোপদ্রবসম্বিত হইলে তাহা কৃচ্ছ্রসাধ্য
জানিবে । জন্মের অব্যবহিত পরে যে সকল উদররোগ জন্মে,
তৎসমুদায়ই অতিকৃচ্ছ্রসাধ্য । ৪৫-৪৬ ।

দ্বিষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায় ।

ধ্বস্তরি কহিলেন, সুশ্রুত ! তোমার নিকট পাণ্ডু ও শোধ-
রোগের নিদান বলিতেছি, শ্রবণ কর । পিত্তের অধিকপ্রকোপ
হইলে বায়ু এবং শ্লেষ্মাও কুপিত হইয়া থাকে । তখন বায়ু
বলবান হইয়া হৃদয়ে পিত্তস্থাপন করে । অনন্তর ঐ পিত্ত ধমনী-
সকল পরিব্যাপ্ত করিয়া সকলশরীর পরিব্যাপ্ত করে । ১-৩ পিত্ত
এইরূপে সর্বশরীর আশ্রয় করিয়া শ্লেষ্মা, চর্ম্ম, রক্ত, মাংসপ্রভৃতি
দূষিত করিয়া থাকে ; ইহাতে চর্ম্মের বর্ণ নানারূপ হয় । ৪ ।
ইরিদ্রা রেক্তপীতবর্ণ, পাণ্ডুরোগে শরীর ততোধিক পীতবর্ণ
হয় । এইজন্ত উক্তরোগকে পাণ্ডুরোগ বলিয়া থাকে । এই
রোগে ধাতুর গুরুত্ব ও শিথিলস্পর্শ হয় । আমজন্ত পাণ্ডুরোগে
শরীরের সর্বপ্রকারা গুণক্ষয় হয় । ইহাতে শরীরের রক্ত ক্রমশঃ

ধাতুনাং স্পর্শশিথিল্যমামজন্ত গুণক্ষয়ঃ । ততোহন্ন-
রক্তমেদোস্থিনিঃসারঃ স্ত্যং শ্লেষ্মজিয়ঃ ॥ ৬ ॥ শীর্ণ-
মাণৈরিবাকৈস্ত দ্রবতা হৃদয়েন চ । শূলান্ধকুটবদন-
শ্চৈমিত্যং তত্র লালয়া ॥ ৭ ॥ হীনতৃটশিশিরদেহী
শীর্ণলোমো হতানলঃ । সমশক্তিহরী স্বাসী কর্ণশূলীস্বমী-
ভ্রমী ॥ ৮ ॥ স পঞ্চধা পৃথগ্ধোবৈষঃ সমস্তৈর্মৃত্তিকা-
দনাং । প্রাগ্গুরুপমস্ত হৃদয়স্তন্দনং রুদ্ধতা ত্ৰিচি ॥ ৯ ॥
অরুচিঃ পীতমূত্রং শ্বেদাভাবোহন্নমূত্রতা । মর্দঃ সমা-
নিলাভ্রত গাঢ়রুদ্ধক্লেশদগাজতা ॥ ১০ ॥ কৃষ্ণরুদ্ধাকরণ-
শিরানখবিগ্নভ্রনেত্রতা । শোধো নাসান্তবৈরস্ত্যং বিট্-
শোষঃ পার্শ্বমূচ্ছনা ॥ ১১ ॥ পিত্তে হরিতপিত্তাভঃ
শিরাদিষু স্বরস্তমঃ । তৃটশোষমূচ্ছাদৌর্গন্ধং শীতেচ্ছা
কটুবক্ততা ॥ ১২ ॥ বিড়্ভেদান্নকো দাহঃ কফাচ্ছ হৃদ-
য়ার্দ্ভতা । তন্মাত্রা লবণবক্তং রোমহর্ষঃ স্বরক্ষয়ঃ ॥ ১৩ ॥

অন্ন হইতে থাকে, যেদ ও অস্থি নিঃসার হয়, আর ইন্দ্రిয়-
সকলও শ্লথ হইয়া থাকে । ৫-৬ । উক্তরোগে অঙ্গসকল শীর্ণ
হয়, হৃদয়ে অতিশয় ঘর্ম্মোদয় দেখা যায় এবং শূল, চক্ষুর জ্বালা ও
বদন লালাক্ত হয় । ৭ । উক্তরোগে রোগী তৃষ্ণাশূন্য,
শিশিরদেহী, মস্তকে রোমাঞ্চযুক্ত ও মন্দাশ্মিবিশিষ্ট হয় এবং
জ্বর, স্বাস, কর্ণশূল ও ভ্রমি এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে । ৮ ।
পাণ্ডুরোগ পঞ্চপ্রকার ; বাতজন্ত, পিত্তজন্ত, কফজন্ত, সমি-
পাতজন্ত এবং মৃত্তিকাত্মকজন্ত । হৃদয়ে ঘর্ম্মোদগম, চর্ম্মের রুদ্ধতা,
অরুচি, মুত্রের পীতবর্ণতা ও অন্নতা, ঘর্ম্মাভাব, এই সকল পাণ্ডু-
রোগের পূর্বরূপ । বায়ুজন্ত পাণ্ডুরোগে মত্ততা, ভীতবেদনা,
শরীরের ক্লিন্নতা, এই সকল লক্ষণপ্রকাশ পায় । ৯-১০ । উক্ত-
রোগে শিরা, নখ, বিষ্ঠা, মুত্র ও নেত্র কৃষ্ণবর্ণ, রুদ্ধ অথবা অরুণ-
বর্ণ হয় । ইহাতে শোধ, নাসিকা ও মুখের বিরসতা, মল্লের
গুরুতা ও পার্শ্ববেদনা এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে । ১১ ।
পিত্তজন্ত পাণ্ডুরোগে শিরাদি হরিষর্ণ অথবা পীতবর্ণ হয় এবং
জ্বর, অন্ধকারদর্শন, পিপাসা, শোথ, মূচ্ছা, হর্গন্ধ, শৈত্যসেবার
ইচ্ছা ও মুখের কটুতা এই সকল লক্ষণপ্রকাশ পায় । ১২ । কফ-
জন্ত পাণ্ডুরোগে শূলভেদ, অন্নোদগার, দাহ, হৃদয়ের আর্দ্ৰাভাব,
তন্মাত্রা, মুখে লবণরসাস্বাদ, রোমহর্ষ, স্বরভঙ্গ, কাস, হৃদি, এই

কাসশ্বাস্তি নিচয়ানিষ্টলিঙ্গোহতিদুঃসহঃ। উৎকর্ষ-
নিলপিভেন কটুর্ক। মধুরঃ কফঃ ॥ ১৪ ॥ দৃষ্যিত্বা
যসাদীংশ্চ রৌক্ষ্যং রক্তবিমেকাণং। শ্রোতসাং
সংক্ষয়ং কুর্বাদদমুরুদ্ধ। চ পূর্ববৎ ॥ ১৫ ॥ পাণ্ডু-
রোগে ক্ষয়ং যাতুং নাতিপাদাস্তমেহনং। পুরীষং
ক্রমিবন্ধুক্ষেপ্তিরং সাস্রং কফাশ্রিতং ॥ ১৬ ॥ যঃ পিত্ত-
রোগী সেবেত পিত্তলস্তুস্ত কামলং। কোষ্ঠশাখাদ-
যথা পিত্তং দক্ষ্যাস্ত্রাংসমাহরেৎ ॥ ১৭ ॥ হারিদ্ৰং
মূত্ৰনেত্রদ্বন্ধুধবক্তৃশকুন্তদা। দাহী বিপাকতৃষ্ণাবান্
ভেকাতো দুর্বলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥ ভবেৎ পিত্তানুগঃ
শোথঃ পাণ্ডুরোগারতস্ত চ। উপেক্ষ্য চ শোথাত্মাঃ
সকৃচ্ছ্রাঃ কুন্তকামলাঃ ॥ ১৯ ॥ হরিতশ্চামপিত্তত্বং
পাণ্ডুরোগো যদা ভবেৎ। বাতপিত্তজমন্তুঞ্চা জীব
হর্ষো মূত্ৰজ্বরঃ ॥ ২০ ॥ তস্ত্রা বা চানলজংশস্তং বদন্তি
হলীমকং। অলসঞ্চাতি মহতি তেবাং পূর্বমুপদ্রবঃ ॥ ২১ ॥

সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। পাণ্ডুরোগ উক্তলক্ষণাক্রান্ত হইলে
অতিদুঃসহ হয়। উক্তরোগে বায়ু বা পিত্তের উৎকর্ষ থাকিলে
কফ কটু অথবা মধুর বোধ হয়। ১৩-১৪। উক্ত কফ বসাদি
দূষিত করিয়া রক্তমোক্ষণ করে এবং শারীরিক শ্রোতঃসকল
রুদ্ধ করিয়া শরীরক্ষয় করিতে থাকে। ১৫। পাণ্ডুরোগে নাভি,
পাদ, মুখ ও কোবক্ষয় পায় এবং ক্রিমিযুক্ত, রক্তমিশ্র ও কফ-
সম্বিত মলনিঃসরণ হয়। ১৬। যে পাণ্ডুরোগী পিত্তলসেবা করে,
তাহার সেই রোগকে কামলা বলে। এই রোগে পিত্ত কোষ্ঠ
হইতে নিজ্জাত হইয়া রক্তমাংস দগ্ধ করে। ১৭। কামলারোগে
রোগীর মূত্র, নেত্র, স্বক, মুখ ও ঘিষ্ঠা হরিদ্রাঙ্ক হয় এবং দাহ,
বিপাক ও তৃষ্ণাতে পাড়িত হইয়া রোগী ভেকের ম্যায় ও দুর্বল
হইয়া পড়ে। ১৮। পাণ্ডুরোগাধিত ব্যক্তির পিত্তজন্ম শোথ হয়,
এই রোগে উপেক্ষা করিলে অধিক শোথ উপস্থিত হয়, ইহা
অতিক্রমপ্রদ। এই রোগকে কুন্তকামলা বলে। ১৯। পিত্তের
অপরিপাক না হইয়া রোগী হরিতবর্ণ হইয়া পাণ্ডুরোগ জন্মে, বাত-
পিত্তজন্ত ত্রিবি, তৃষ্ণা, জীতে অম্মরাগ, মল মল জর, তস্ত্রা,
অগ্নিমান্দ্য ও অতিজালন্ত, এই সকল রোগের পূর্বরূপ; এই
রোগের নাম হলীমক। ২০-২১। শোথ অতিপ্রধান রোগ বলিয়া

শোথঃ প্রধানঃ কথিতঃ স এবাতো নিগন্ততে। পিত্ত-
রক্তকফান্ বায়ুদুষ্টো দুষ্টান্ বহিঃশিরাঃ ॥ ২২ ॥ নীচা
রুদ্ধগতিস্তৈর্হি কুর্ব্যাস্ত্রাংসসংশ্রয়ং। উৎসেধং সংহতং
শোথং তমাহনিচয়াদতঃ ॥ ২৩ ॥ সর্কং হেতুবিশেষৈস্ত
রূপভেদান্নবাস্তকং। দোষৈঃ পৃথক্ধ্বয়ৈঃ সর্কৈরতি-
যাতাং বিবাদপি ॥ ২৪ ॥ তদেব নিজমাগন্ত সর্কাদে
কামজন্ত তৎ। পৃথুতাগ্রপ্রথিতা বিশেষৈশ্চ ত্রিধা
বিভূঃ ॥ ২৫ ॥ সামান্তহেতুঃ শোধানাং দোষজাতা
বিশেষতঃ। ব্যাধিকর্মোপবাসাদিকীর্ণস্ত ভবতি দ্রুতং ॥
২৬ ॥ অতিমাত্রাং যথাস্তস্ত গুরুরত্যস্তশীতলং। লবণ-
কারতীক্ষ্ণাশাকানুশ্লগ্ধজাগরং ॥ ২৭ ॥ রোধো বেগস্ত
বল্লুরমজীর্ণশ্রমমৈথুনং। পচ্যতে মার্গগমনং যানেন
কোত্তিণাপি বা ॥ ২৮ ॥ স্বাসকাসাতীনারার্শোজঠর-

কথিত, অতএব শোথনিদান বলা যাইতেছে। বায়ু দূষিত হইয়া
রক্ত, পিত্ত ও কফকে দূষিতকরত শিরার বহির্ভাগে আনয়ন
করিয়া তাহাদিগের গতিরোধপূর্বক স্বক ও মাংস আশ্রয় করিলে
ঐ স্বক ও মাংস উচ্চ ও দৃঢ় হয়; ইহাকে শোথ বলিয়া থাকে।
২২-২৩। সর্কপ্রকার শোথই বিশেষ বিশেষ কারণে রূপভেদ-
বশতঃ নবপ্রকার হয়। সেই নবপ্রকার এই;—বাতিক,
পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লেষ্মিক, পিত্তশ্লেষ্মিক,
সান্নিপাতিক, অভিঘাতজন্ত ও বিষজন্ত। ২৪। কামজন্ত শোথ
সর্বব্যাপী হয়, ইহাকে আগন্তকশোথ বলে। বিস্তৃত, উন্নতাগ্র
ও প্রথিত, শোথরোগের এই ত্রিবিধ অবাস্তরভেদ আছে। ২৫।
বাতপিত্তাদির বিশেষ বিশেষ দোষই শোথের সামান্ত হেতু।
যাহাদিগের শরীর ব্যাধি, কর্ম ও উপবাসাদি দ্বারা কীর্ণ হই-
য়াছে, তাহাদিগেরই শোথরোগ জন্মে। ২৬। গুরু, অত্যন্ত
শীতল, লবণ, কারজব্য, তীক্ষ্ণবস্ত, অন্ন, শাক ও জল এই সকল
দ্রব্য অধিকপরিমাণে সেবন করিলে এবং অধিকনিদ্রা অথবা
অত্যন্তজাগরণে শোথরোগ জন্মে। ২৭। মলমূত্রাদির বেগধারণ,
শুষ্কমাংস ও গুরুপক বস্ত্তভোজন, অধিক পরিশ্রম ও মৈথুনদ্বারা
শিরাস্রোতের গতিরোধ হইয়া শোথরোগ জন্মে এবং সর্কদ
যানগমনও শোথরোগের কারণ। ২৮। শ্বাস, কাস, অতীসার,
কর্ম, উদরি, প্রদর, জ্বর, বিষ্টক, অলসতা, হৃদয় হিতা, পাণ্ডু ও

প্রদরম্বরঃ । বিষ্টভালসকচ্ছর্দিহিকাবিসর্পপাণ্ডু চ ২২ ॥
 উর্দ্ধশোথমধো বস্তো মধ্যো কুর্কন্তি মধ্যগাঃ । সর্ক-
 দগাঃ সর্কগতঃ প্রত্যগেতি তদাশ্রয়ঃ ॥ ৩০ ॥ তৎ-
 পূর্করূপং দবধুঃ শিরায়ামকগৌরবং । বাতাজ্জো-
 শলো রুক্ষঃ খররোমারুণোহসিতঃ ॥ ৩১ ॥ শব্দবস্ত্রজ-
 ভূশার্ভিভেদী ভেদাপ্রসুপ্তিমান্ । বাতোত্তানঃ সমঃ
 শীতানুরমেণ পীড়িতস্তনুঃ ॥ ৩২ ॥ স্নিগ্ধস্ত মর্দনৈঃ
 শাম্যেজ্জাবল্লো দিবা মহান্ । ত্বকসর্ষপলিঙে চ
 তস্মিন্চিচিমিচিমায়েতে ॥ ৩৩ ॥ পীতরক্তাসিতাভাসঃ
 পিত্তজাতশ্চ শোষকৃৎ । শীত্বে নাসৌ বা প্রশমেৎ
 মধ্যো প্রাগ্দহতে তনুঃ ॥ ৩৪ ॥ সতৃটদাহম্বরশ্বেদো
 জমক্লেশমদজমাঃ । সীতিলানী শকৃন্তেদী গন্ধঃ স্পর্শ-
 সহো যুহুঃ ॥ ৩৫ ॥ কণ্ডুমান্ পাণ্ডুরোমা ত্বক্কাঠিনঃ
 শীতলো গুরুঃ । স্নিগ্ধঃ স্নান্নঃ স্থিরঃ শূলো নিদ্রা-

বিসর্প, এই সকল শোথরোগের উপদ্রব ২২ ॥ উর্দ্ধ, অধঃ, মধ্য ও
 বস্তি যখন যেখানে দোষ আশ্রয় করে, সেই স্থানেই শোথ
 উৎপন্ন হয় । ঐ সকল দোষ সর্কাক্রান্ত হইলে সকল শরীরেই
 শোথ জন্মে ৩০ ॥ শোথ জন্মিবার পূর্বে শরীরের উষ্ণতা,
 শিরাসমূহে প্রসারণবৎ পীড়া এবং শরীরের গুরুতা হইয়া
 থাকে । বাতজাত শোথ চঞ্চল, রুক্ষ, অরুণবর্ণ বা রক্তবর্ণ হয়
 এবং শোথমূলের রোমগুলি প্রথর হইয়া থাকে ৩১ ॥ উক্ত
 শোথে ললাটাস্থি, বস্তি, অত্র এই সকল স্থানে পীড়া অমুভূত
 হয় এবং রোগীর উত্তমরূপ নিদ্রা হয় না । বায়ুজাত শোথ শীত
 উন্নত হয় এবং অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন করিলে নিম্ন হইয়া থাকে ।
 ৩২ ॥ উক্ত শোথ স্নিগ্ধ এবং মর্দন করিলে শান্ত হয় । ইহা
 রাজিতে মলীভূত থাকে এবং দিবাতে বৃদ্ধি পায় । এই শোথে
 সর্ষপাদি দ্বারা লেপন করিলে চিচ্চিমি বেদনা অমুভূত হইয়া
 থাকে ৩৩ ॥ পিত্তজাত শোথ পীতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ অথবা রক্তবর্ণ হয়
 এবং এই শোথ শোষকারী জানিবে । এই শোথ শীঘ্র প্রশান্ত হয়
 না ; এই শোথ জন্মিবার পূর্বে শরীরে দহবৎ জ্বালা হয় ৩৪ ॥
 তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, বর্শ, ক্রম, ক্লেশ, মত্ততা এই সকল উপদ্রব
 হয় । এই রোগে রোগী অতিশয় ক্ষেত্রিগামী হয় এবং মলভেদ
 হইতে থাকে । ইহা হৃদক, স্পর্শসহ, যুহু, কণ্ডুযুক্ত পাণ্ডুরোমা,

ছর্দ্যসিমান্দ্যকৃৎ ৩৬ ॥ আঘাতেন চ শস্ত্রাদি-
 ছেদভেদক্ষতাদিভিঃ । হিম্যানিলোদধ্যানিলৈর্ভজা-
 তকপিকচ্ছজৈঃ ৩৭ ॥ রসৈঃ শূকৈশ্চ সংস্পর্শাৎ
 ম্বরধুঃ স্ত্রাবিসর্পবান্ । ভূশোম্মা লোহিতো ভাসঃ
 প্রায়শঃ পিত্তলক্ষণঃ ৩৮ ॥ বিষজঃ সবিসপ্রাণি-
 পরিসর্পণমূত্রগাৎ । দংষ্ট্রাদন্তনখাঘাতদবিষপ্রাণি-
 মপি ৩৯ ॥ বিগ্নত্রস্ত্রকোপহতমলবহ্নস্ত্রশঙ্করাৎ । বিষ-
 রক্তানিলস্পর্শাৎ গরযোগাবচূর্ণনাৎ ৪০ ॥ যুহুশ্চলোহ-
 বলস্বী চ শীতো দাহরক্তাকরঃ । নবোহনুপদ্রবঃ শোথঃ
 সাধ্যোহসাধ্যঃ পুরেরিতঃ ৪১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পাণ্ডুশোধনিদানং নাম
 দ্বিষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

ত্রিষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরিরুবাচ ১ ॥ বিসর্পাদিনিদানন্তে বক্ষ্যে

কঠিনচর্ম, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, কোমল, স্থির ও শূলবান্ হয় । উক্ত
 শোথে নিদ্রা, ছর্দি ও মন্দাশ্মি এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে ।
 ৩৫-৩৬ ॥ আঘাত, অস্ত্রশস্ত্রাদিকৃত ছেদভেদজাত ক্ষতাদি, শীতল
 বায়ু, সমুদ্রবায়ু, ভেলার রস সেবন করিলে এবং শুকশিখীর
 রোমস্পর্শ হইলে শোথ উৎপন্ন হয় এবং গমনাশীল ব্যক্তিরও
 শোথরোগ জন্মে । এই শোথে প্রায় সর্ষপপ্রকার পিত্তলক্ষণ
 প্রকাশ পাইয়া থাকে ৩৭-৩৮ ॥ বিষয়র প্রাণী কোন অঙ্গের
 উপর দিয়া গমন করিলে অথবা কোন অঙ্গে প্রস্রাব করিলে
 কিম্বা দন্ত ও নখ দ্বারা আঘাত করিলে সেই স্থানে বে শোথ
 উৎপন্ন হয়, তাহাই বিষজ শোথ ৩৯ ॥ এতদ্ভিন্ন বিষধরপ্রাণীর
 বিষ্ঠা, যুজ, শুক্র ও মলযুক্তবস্ত্রসংস্পর্শে, বিষযুক্তের বায়ুসেবনে
 ও বিষযুক্তবস্ত্র শরীরে লেপন করিলে বিষজশোথ জন্মে ৪০ ॥
 বিষজশোথ কোমল, চলনশীল ও শরীরের নিয়মশগামী হয়
 নব এবং উপদ্রবরহিত শোথ সাধ্য, ইহার বিপরীত হইলে উহাকে
 অসাধ্য বলিয়া জানিবে ৪১ ॥

ত্রিষষ্ঠাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরি কহিলেন, যুজত ১ ॥ এইক্ষণ তোমার নিকট বিস

মুখ্যতঃ তৎস্ব। আধিনর্পে বিধাতাত্ম দোষৈবদ্বৈষ্ট-
শোষণং ॥ ২ ॥ অধিষ্ঠানঞ্চ তৎ প্রাচুর্য্যবন্তত্ব তয়াৎ
অমাৎ ১ বধোত্তরঞ্চ দুঃসাধ্যবন্তত্ব দোষো যথাযথঃ ॥ ৩ ॥
প্রকোপনৈঃ প্রকুপিতা বিশেষেণ বিদাহিতিঃ । দেহে
শীত্ৰং বিশস্তীহ তেহন্তরে হি স্থিতা বহিঃ ॥ ৪ ॥
তৃকাভিযোগাৎগেগানাং বিষমাক্ত প্রবর্তনাৎ । আশু
চাণ্ডিবলজ্ঞাশাদতো বাহুং বিসর্পয়েৎ ॥ ৫ ॥ তত্র বাতাৎ
স বীসর্পে বাতছরসমব্যথঃ । শোধক্ষুরণনিস্তোদ-
ভেদারাসার্ভিহর্ববান্ ॥ ৬ ॥ পিত্তাদৃক্তগতিঃ পিত্ত-
ছরলিকোহতিলোহিতঃ । ককাৎ কণ্ডুযুতঃ স্নিগ্ধঃ কফ-
ছরসমানরুক্ ॥ ৭ ॥ সন্নিপাতস্বমুখশ্চ সর্কলিঙ্গসমম্বিতঃ ।
সদোষলিঙ্গৈশ্চীয়েন্তে সর্কৈঃ স্কোটৈরুপেক্ষিতঃ ॥ ৮ ॥
বাতপিত্তাজ্বরচ্ছাদিমুচ্ছাদিতীসারতৃড়্রমৈঃ । গ্রহি-

পাদিনিদান বলিতেছি, প্রবণ কর। মলমূত্রাদির বেগধারণ
করিলে বাতাদিদোষ সকল ছুট হইয়া শোধের জ্বায় বিসর্প উৎ-
পাদন করে। ১-২। মলমূত্রাদির বেগধারণই বিসর্পরোগের
বাহু অধিষ্ঠান। আর ভয় এবং পরিশ্রমেও বিসর্পরোগ জন্মিয়া
থাকে। দোষের বলাবল অনুসারে বিসর্পরোগ উত্তরোত্তর
দুঃসাধ্য হয়। ৩। প্রকোপনদ্বারা বাতাদিদোষ সকল প্রকুপিত
হয়, বিশেষতঃ বিদাহীদ্রব্যসেবনে উহার প্রকুপিত হইয়া
অন্তরে ও বাহ্যে অবস্থিত করে। ৪। তৃকা ও বেগরোধ করিলে
বাতাদি বিষমরূপে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে আশু অগ্নি ও বলত্রংশ
হইয়া বাহ্যে বিসর্পণ করে। ৫। বাতজন্ত বিসর্পরোগে বাতিক-
ছরের জ্বায় নীড়া অনুভূত হয় এবং কোষ্ঠস্থানে স্পন্দিত হইতে
থাকে, অপর শরীরে নানাপ্রকার বেদনা ও রোমহর্ব হয় এবং
বিনা পরিশ্রমেও আরাস বোধ হইয়া থাকে। ৬। পিত্তজনিত
বিসর্প (ত্রণবিশেষ বা কোষ্ঠা) লোহিতবর্ণ এবং ত্রণ একস্থান
হইতে স্থানান্তরে সন্নিয়া যায় আর রোগীর পিত্তজন্ত অর হইয়া
থাকে। ককজন্ত বিসর্পের ত্রণ স্নিগ্ধ ও কণ্ডুযুক্ত হয় এবং উহাতে
ককছরের জ্বায় বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। ৭। সন্নিপাতিক
বিসর্পরোগে বাতাদিভিঃদোষজন্ত লক্ষণপ্রকাশ পায় এবং বিস-
র্পের ত্রণসকলও ভিঃদোষলক্ষণাক্রান্ত হইয়া, বৃদ্ধি পাইতে
থাকে। ৮। বাতপিত্তজন্ত বিসর্পে অর্জাৎ আয়ের বিসর্প-

ভেদাঙ্গিসদনতমকারোচকৈবৃত্তঃ ॥ ১ ॥ করোতি সর্ক-
মলঞ্চ দীপ্তাদারাবকীর্ণবৎ । যৎ যৎ দেশঃ বিসর্প-
বিসর্পতি ভবেৎ স সঃ ॥ ১০ ॥ শান্তাদারাসিত্তো নীলো
রক্তো বাস্তু চ চীয়েতে । অগ্নিদগ্ধ-ইব স্কোটৈঃ শীত-
গত্বাৎ ক্রতং স চ ॥ ১১ ॥ মর্দ্যানুসারী বীসর্পঃ স্ত্রাৎ
বাতোহতিবলন্ততঃ । ব্যাধতেহজ্ঞং ইরেৎ সংজ্ঞাৎ নিম্নাঞ্চ
খাসমীরয়েৎ ॥ ১২ ॥ হিকাঞ্চ স গতোহবস্থাসীদৃশীৎ
লভতে ন না । কচিচ্ছ্মারতিগ্রস্তো জ্বরিশযাসনা-
দিষু ॥ ১৩ ॥ চেষ্টমানন্ততঃ ক্লিষ্টো মনোদেহপ্রমোহ-
বান্ । দুশ্প্রবোধোহম্মুতে নিম্নাং সোহগ্নিবিসর্প
উচ্যতে ॥ ১৪ ॥ কফেন রুদ্ধঃ পবনো ভিষ্মা তৎ বহুধা
ককৎ । রক্তম্বা রুদ্ধরক্তস্ত ত্বশিরাস্তানুমাংলগৎ ॥ ১৫ ॥

রোগে রোগীর অর, বমি, মুচ্ছা, অতিসার, পিপাসা, ভ্রম, সন্ধি-
স্থানে বিদীর্ণবৎ বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি এবং অন্ধকারদর্শন
হয়। ১। এই রোগে রোগীর সর্কশরীর প্রাণলিত অন্ধার-
চ্ছাদিতের জ্বায় বোধ হয় এবং যে যে স্থানে বিসর্পের ত্রণ জন্মে,
সেই সেই স্থান নির্দীপিত অন্ধারের জ্বায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে
অথবা নীলবর্ণ কিম্বা রক্তবর্ণ হয়। স্কোটকযুক্তস্থান অগ্নিদগ্ধ-
স্থানের জ্বায় ক্ষীত হইয়া উঠে। তৎপর মজ্জাদিমর্দ্যস্থানে প্রবেশ
করে। তত্রত্য বায়ু প্রবল হইয়া সেই স্থানে বেদনা উৎপাদন
করে, তাহাতে রোগী মুচ্ছিত হইয়া পড়ে এবং অনিদ্রা, মুচ্ছা,
খাস, হিকা উপস্থিত হইয়া রোগীকে অতিশয় যাতনাগ্রদান
করে। তাহাতে রোগী যাতনায় অস্থির হইয়া কখন ভূতলে
শয়ন, কখন বা উপবেশন করিয়াও স্বাস্থ্যলাভ করিতে
পারে না। ১০-১৩। উক্তরোগে রোগী যাতনায় অধীর হইয়া
নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে থাকে, কিছুতেই নিভুতি পায় না;
অন্তরাং যাতনায় অস্থির হইয়া মুচ্ছিত হয় এবং চিরনিদ্রার
আশ্রয় লইয়া সর্কসত্তাপবিনাশ করে। এইরূপ বিসর্পকে অগ্নি-
বিসর্প বলিয়া থাকে। ১৪। কককর্জ্বক বায়ু অরুদ্ধ হইলে
কক ঐ বায়ুকর্জ্বক অনেক অংশে বিভক্ত হইয়া বায়ুর সহিত
মিলিত হয়; তাহাতে রক্তাবিক্য ব্যক্তির চর্ম, শির, দ্বায় ও
মাংসস্থিত রক্ত দূষিত করিয়া, যে নীড়, শ্রোণাকার, বেদনায়ুক্ত
হুল ও ধরম্পর্শ গ্রহিমালা উৎপাদন করে, তাহাকে গ্রহি-

দুয়মিত্বা তু দীর্ঘায়ুস্তমূলধরাঙ্গিকাং । গ্রন্থীনাং
কুলন্তে মালাং সরস্তাং তীভ্রগুণরাং ॥ ১৬ ॥ শ্বাস-
কাসাতীসারাস্ত্রশোষহিকাবমিভ্রমৈঃ । মোহবৈবর্ণ্য-
মূর্ছাককলাগ্নিসদনৈযুতাং । ইত্যয়ং গ্রন্থীবীসপঃ
কফমারুতকোপজঃ ॥ ১৭ ॥ কফপিত্তজ্বরঃ স্তম্ভো
নিজ্রা তজ্রা শিরোরুজ্রা । অজাবসাদবিক্ষেপৌ প্রলা-
পারোচকজমাঃ ॥ ১৮ ॥ মূর্ছাগ্নিহানির্ভেদোহস্থ্যং
পিপাসেস্ফ্রিয়গৌরবং । আমোপবেশনং লেপঃ
শ্রোতসাং স চ সর্পতি ॥ ১৯ ॥ প্রায়োগমাশয়ং গৃহ-
ন্থেকদেশং ন চাতিরুক্ । পীড়কৈরবকীর্ণোহতি-
পীতলোহিতপাণ্ডুরৈঃ ॥ ২০ ॥ স্নিগ্ধোহসিতো মেচ-
কাতো মলিনঃ শোথবান্ গুরুঃ । গস্তীরপাকঃ প্রাছো-
দ্যম্পৃষ্টঃ ক্লিন্নোহবদীর্ঘ্যতে ॥ ২১ ॥ পক্ববছীর্ণমাংসশ্চ
স্পষ্টস্নায়ুশিরাগণঃ । শবগন্ধী চ বীসপঃ কৰ্দমাখ্য-
মুশস্তি তং ॥ ২২ ॥ বাহুহেতোঃ কতাং ক্রুদ্ধঃ

বিসৰ্প বলে। ইহাতে রোগীর জ্বর, শ্বাস, কাস, অতিসার,
শ্বশোষ, হিকা, বমি, ভ্রম, মোহ, মূর্ছা, শরীরের বিবর্ণতা,
শরীরবেদনা ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল লক্ষণপ্রকাশ পাইয়া
থাকে। এই রোগ কফ ও বায়ুর প্রকোপে উৎপন্ন হয়। ১৫-
১৭। কফপিত্তজমিত কৰ্দমাখ্য বিসৰ্পরোগে রোগীর জ্বর,
শরীরের শুষ্কতা, নিজ্রা, তজ্রা, শিরঃপীড়া, দৌৰ্বল্য, অঙ্গবিক্ষেপ,
প্রলাপ, অরুচি, ভ্রম, মূর্ছা, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিতে বিনীর্ণবৎ
বেদনা, পিপাসা, ইন্দ্রিয়ের গুরুতা, অপক মলনিঃসরণ এবং
শ্রোতঃসকল কফলিপ্ত হইয়া থাকে। ১৮-১৯। আমাশয় কফ ও
পিত্তের স্থান, অতএব আমাশয়েই বিসৰ্পরোগ উৎপন্ন হইয়া
শরীরের একদেশব্যাপী হয়। ইহাতে অধিক বেদনা হয় না
এবং শীত, লোহিত ও পাণ্ডুবর্ণ পীড়কাহার্য্য পরিব্যাপ্ত হইয়া
থাকে। ২০। এই বিসৰ্প স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ অথবা দীপ্যৎ কৃষ্ণবর্ণ,
কক্ষ, বিমিজ্রবর্ণ, মলযুক্ত, গুরু, উষ্ণ, শোথ ও রুদ্ধযুক্ত হয় এবং
অভ্যন্তরে প্রাকিয়া থাকে। বিসৰ্পত্রণ রিদীর্ণ হইলে অতিদুর্গন্ধ
হয়। ২১। বিসৰ্প পাকিলে উহা হইতে মাংস খসিয়া পড়ে,
তাহাতে শিরা ও স্নায়ু লক্ষিত হয়। এই বিসৰ্প অত্যন্ত রুদ্ধ-
যুক্ত হয় বলিয়া ইহাকে কৰ্দমবিসৰ্প বলে। ২২। শত্রুঘাতাদি-

স রক্তপিত্তমীরয়নু । বিসৰ্পং মারুতঃ কুর্যাৎ কুলখ-
সদৃশৈশ্চিতং ॥ ২৩ ॥ স্ফোটটঃ শোথজ্বররুজ্রাদাহাঢ্যং
শ্রাবশোণিতং । পৃথকদোষৈজ্বরঃ সাধ্যা দ্বন্দ্বজাশ্চা-
নুপজবাঃ ॥ ২৪ ॥ অসাধ্যাঃ কৃতসর্বোথাঃ সর্বৈ
চাক্রান্তমৰ্ম্মণঃ । শীর্ণস্নায়ুশিরামাংসাঃ ক্লিন্নাশ্চ শব-
গন্ধয়ঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বিসৰ্পনিদানং নাম

ত্রিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ মিথ্যাহারবিহারেণ বিশে-
ষেণ বিরোধিনা । সাধুনিন্দাবধাদ্যুজ্জহরণাদৈশ্চ
সেবিতৈঃ ॥ ২ ॥ পাপাভিঃ কৰ্ম্মভিঃ সজ্জঃ প্রাক্তনৈঃ
প্রেরিতা মলাঃ । শিরাঃ প্রপত্ত তৈযুক্তাস্তগ্বেসা-
রক্তমামিষং ॥ ৩ ॥ দুয়মিত্তি শুষীকৃত্য নিশ্চরন্তস্ততো

যায় শরীরের কোন স্থান ক্ষত হইলে ঐ ক্ষতদোষে বায়ু দূষিত
হয় এবং ঐ বায়ু, রক্ত ও পিত্ত সঞ্চালিত করিয়া কুলখকলায়ের
স্তায় স্ফোটকযুক্ত যে বিসৰ্প অর্থাৎ ফোকা উৎপাদন করে,
তাহাকে ক্ষতজন্ত বিসৰ্প বলা যায়। ২৩। এই বিসর্পে অতি-
শয় জ্বালা ও বেদনা জন্মে এবং রোগীর জ্বর ও রক্ত শ্রাববর্ণ বা
কৃষ্ণপীতমিশ্রিত বর্ণ হইয়া থাকে। যে সকল বিসৰ্প একদোষ-
জন্ত, তাহা সাধ্য বলিয়া জানিবে। দ্বিদোষজন্ত বিসর্পে কোন
উপজব না থাকিলে তাহা চিকিৎসার আয়ত্ত হয়। ২৪। যে
সকল বিসৰ্প ত্রিদোষজন্ত এবং মৰ্ম্মস্থান আক্রমণ করিয়াছে,
আর স্নায়ু, শিরা, মাংসপ্রভৃতি শীর্ণ হইয়া ক্লিন্ন ও শবের স্তায়
দুর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় অসাধ্য। ২৫।

চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরি কহিলেন, মিথ্যা আহার বিহার, বিরোধীভ্রব্য-
সেবন, সাধুদিগের নিন্দাবাদ, যুজ্জহরণাদি এবং পাপকৰ্ম্মসমাচরণ-
যায় বায়ুপিত্তাদি কুণিত হইয়া শিরাসকল আশ্রয় করে, অন-
ন্তর তাহাদিগের সহিত যুক্ত হইয়া চর্ম্ম, বসা, রক্ত ও মাংস
দূষিত ও শুষ্ককরত মাংসের বহির্দেশে বিচরণ করিতে থাকে।

বহিঃ। স্বচঃ কুর্কণ্ঠি বৈবৰ্ণ্যং দুষ্টাঃ কুষ্ঠমুশন্তি তং ॥৪॥
কালেনোপেক্ষিতং বৎ স্ত্রাৎ সৰ্বং কুষ্ঠানি তদ্বপুঃ।
ঔপশ্চ ধাতুন্ বাহ্যন্তঃ সৰ্বান্ সংক্লেষ্য চাবহেৎ ॥৫॥
সশ্বেদক্লেদসঙ্কোচান্ ক্রিমীন্ সূক্ষ্মাংশ্চ দারুণান্।
লোমত্বক্কাষ্মাধমনীরাক্রামতি যথাক্রমাৎ ॥৬॥ ভস্মা-
চ্ছাদিতবৎ কুৰ্ব্যাৎ বাহ্যং কুষ্ঠমুদাহতং। কুষ্ঠানি
সপ্তধা দোষৈঃ পৃথগ্গন্ধৈঃ সমাগতৈঃ ॥৭॥ সৰ্বেষুপি
ত্রিদোষেষু ব্যপদেশোহধিকন্ততঃ। বাতেন কুষ্ঠং
কাপালং পিত্তেনোডুশ্বরং কফাৎ ॥৮॥ মণ্ডলাখ্যং
বিচৰ্চ্চী চ ঋষ্যাখ্যং বাতপিত্তজং। চৰ্ম্মককুষ্ঠং কিটিমং
সিদ্ধালসবিপাদিকাঃ ॥৯॥ বাতশ্লেষ্মোদ্বা শ্লেষ্মপিত্তা-
দক্রশতারুযী। পুণ্ডরীকং সবিস্ফোটং পামা চৰ্ম্মদলং
তথা ॥১০॥ সৰ্বৈভ্যঃ কাকং পূৰ্ব্বত্রিকং দক্ষ সকা-
কণং। পুণ্ডরীকব্যজিহ্বে চ মহাকুষ্ঠানি সপ্ত তু ॥১১॥

এবং চর্ম্মের বিবর্ণও করে। ইহাকেই আয়ুর্বেদবিৎ পণ্ডিতগণ
কুষ্ঠরোগ বলিয়া নির্দেশ করেন। ১-৪। কুষ্ঠরোগের উৎপত্তির
পরে উপেক্ষা করিয়া চিকিৎসা না করিলে কিয়ৎকাল পরে উহা
সর্বশরীর আক্রমণ করিয়া বাহ ও আন্তরিক ধাতুসকল ক্লিন্ন
করে। ৫। উক্তরোগে কোন কোন স্থানে ঘর্ম্মোদগম, কোন
কোন স্থান ক্লিন্ন এবং কোন কোন স্থান সঙ্কচিত হয়। পরে
ঐ ক্লিন্ন স্থানে স্ফূর্ণ ও সূক্ষ্মাংশ ক্রিমিসকল উৎপন্ন হইয়া লোম,
ত্বক, ঋষু ও শিরা যথাক্রমে এই সকল স্থান আক্রমণ করে। ৬।
যে কুষ্ঠরোগে শরীর ভস্মাচ্ছাদিতের ত্রায় হয়, তাহাকে বাহ্য-
কুষ্ঠ বলে। কুষ্ঠ সাত প্রকার; বাতজন্ম, পিত্তজন্ম, কফজন্ম, বাত-
পিত্তজন্ম, বাতশ্লেষ্মজন্ম, পিত্তশ্লেষ্মজন্ম ও সন্নিপাতজন্ম। ৭। সর্ব-
প্রকার কুষ্ঠেই বাতপিত্তাদি দোষত্রয়ের সম্বন্ধ আছে। বাতজন্ম
কুষ্ঠের নাম কাপাল, পিত্তজন্ম কুষ্ঠের নাম ওডুশ্বর, কফজন্ম কুষ্ঠের
নাম মণ্ডল। এতদ্বিধ বিচর্চ্চিকা, ঋষ্যজিহ্বে, এই উভয়বিধ কুষ্ঠ
বাতপিত্তজন্ম। চৰ্ম্মকুষ্ঠ, কিটিম, সিদ্ধ, অলস, বিপাদিকা, এই
সকল কুষ্ঠ বাতশ্লেষ্মজন্ম। দক্ষ, শতাক্ষ, পুণ্ডরীক, বিস্ফোট,
পামা ও চৰ্ম্মদল এই সকল কুষ্ঠ পিত্তশ্লেষ্মজন্ম। ৮-১০। সর্ব-
প্রকার কুষ্ঠের মধ্যে দক্ষ ও কাক এই উভয়বিধ কুষ্ঠই প্রথম।
পুণ্ডরীকপ্রভৃতি সপ্তকুষ্ঠকে মহাকুষ্ঠ বলে। ১১। কুষ্ঠস্থান

অতিশয়ক্ষয়স্পর্শশ্বেদশ্বেদবিবর্ণতাঃ। দাহঃ কণ্ডুশ্চি
স্বাপত্তোদঃ কোচোন্নতিস্তমঃ ॥১২॥ ব্রণানামধিকং
শূলং শীঘ্রোৎপত্তিশ্চিরস্থিতিঃ। রুঢ়াণামপি রুক্ষত্বং
নিমিত্তেন্নৈহতিকোপনং ॥১৩॥ রোমহর্ষোহস্থকঃ
কাৰ্য্যং কুষ্ঠলক্ষণমগ্রজং। কৃষ্ণাকৃষ্ণকপালাভং বক্রক্ষং
পরুযং তনু ॥১৪॥ বিস্তৃতাকৃষ্টিপর্গ্যস্তং দৃষিতৈর্লোমভি-
শ্চিতং। কাপালং তোদবহুলং তৎকুষ্ঠং বিষমং স্থতং ॥
১৫॥ উডুশ্বরফলাভাসং কুষ্ঠমোডুশ্বরং বদেৎ। বর্জুলং
বহুলক্লেদযুক্তং দাহরুজাধিকং ॥১৬॥ অসংছন্নমদ-
রণং ক্রমিবৎ সাদুডুশ্বরং। স্থিরং স্ত্যানং গুরু শ্লিষ্ণং
শ্বেতরক্তং মলাদ্বিতং ॥১৭॥ অশোভাসক্তমুচ্ছ্রাবহ-
কণ্ডুশ্চিক্রিমিং। স্নানপীতাভসংযুক্তং মণ্ডলং পরি-
কীর্ণিতং ॥১৮॥ সপ্তপীড়কা শ্রাবা সন্ধেদা চ বিচ-

কোমল, খরস্পর্শ, শ্বেদযুক্ত অথবা অশ্বেদ ও বিবর্ণ হয়। এই রোগ
উৎপত্তির পূর্বে কণ্ডু, জালা, চর্ম্মের স্পর্শশক্তি লোপ হয় এবং
সেই স্থান সঙ্কোচিত হইয়া যায় ও রোগীর অঙ্গকারদর্শন
হইয়া থাকে। ১২। কুষ্ঠরোগে অতি অল্পকালেই অধিক ব্রণ
উৎপন্ন হয় এবং সেই সকল ব্রণ চিরস্থায়ী হইয়া থাকে, তাহাতে
সর্বদা শূল অনুভূত হয়। উৎপন্ন ব্রণসকল রুক্ষ দেখা যায়।
ইহাতে অঙ্গকারগেও দোষের অধিক প্রকোপ হয়। ১৩। রোম-
হর্ষ, রক্তের ক্ষীণতা এই সকল কুষ্ঠরোগের পূর্বলক্ষণ আর
কুষ্ঠরোগের পূর্বে কপালদেশ কৃষ্ণবর্ণ বা অকৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, কর্কশ
ও ক্ষীণ হইয়া থাকে। ১৪। কোন কোন স্থানে লোমব্যাপ্ত
বিস্তৃত চিহ্নদর্শন হয় এবং ঐ স্থানে অধিকবেদনা অনুভূত
হইতে থাকে; ইহাকে কাপালকুষ্ঠ বলে। এই কুষ্ঠ অতিবিষম
। ১৫। শরীরে ওডুশ্বরফলের ন্যায় যে ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে
ওডুশ্বরকুষ্ঠ বলে। কোন কোন কুষ্ঠে শরীরে বহুদৈর্ঘ্যযুক্ত
বর্জুলাকার ব্রণ উৎপন্ন হয়, ইহাতে অধিকবেদনা ও দাহ থাকে
। ১৬। ওডুশ্বরকুষ্ঠের ব্রণ বিদীর্ণ হয় না, অথচ জাহার মধ্যে
ক্রিমি উৎপন্ন হয়। কুষ্ঠরোগের ব্রণ স্থির, ঘন, শুষ্ক, শ্লিষ্ণ,
শ্বেত বা রক্তবর্ণ ও অধিক মলযুক্ত থাকে। ১৭। পরস্পর
আসক্ত, উচ্চ, কণ্ডু, অধি ও ক্রিমিযুক্ত, কৌশল, পীত আভাযুক্ত
যে কুষ্ঠ, তাহাকে মণ্ডলকুষ্ঠ বলা যায়। ১৮। কণ্ডু ও পীড়কা

চিহ্নিকা । পরষস্তুত্র রক্তাস্তমস্তঃ শ্রামং সমুন্নতং ॥ ১৯ ॥
 ঋষ্যজিহ্বাকৃতি প্রোক্তং ঋষ্যজিহ্বং বহুক্রিমি । হস্তি-
 চর্মধরম্পর্শং চর্ম্মাখ্যং কুষ্ঠমুচ্যতে ॥ ২০ ॥ অশ্বদঞ্চ
 মৎস্তশঙ্কসন্নিভং কিটমং পুনঃ । রক্ষাগ্নিবর্ণং
 দুম্পর্শং কণ্ডুমং পশুযাসিতং ॥ ২১ ॥ অন্তরক্ষং
 বহিঃস্নিগ্ধমস্তুষ্টং রজঃ কিরেৎ । শ্লক্ষ্মস্পর্শং তনু-
 সিদ্ধং স্বচ্ছমশ্বেদপুষ্পবৎ ॥ ২২ ॥ প্রায়শে চোঙ্ক-
 কাশ্যঞ্চ কুণ্ডে কণ্ডুপরৈশ্চিতং । রক্তৈরলং শুকা পাণি-
 পাদে কুর্যাদ্বিপাদিকা ॥ ২৩ ॥ তীব্রার্ভগাঢ়কণ্ডুঞ্চ
 সরাগপীড়কাচিতং । দীর্ঘপ্রতানদূর্লাবদতসীকুশুম-
 ক্ষবি ॥ ২৪ ॥ উচ্ছ্রণমণ্ডলো দক্ষঃ কণ্ডুমানিতি কথ্যতে ।
 শূলমূলং সদাহার্ভি রক্তপ্রাবং বহুব্রণং ॥ ২৫ ॥ সদাহক-
 ক্লেদরুজং প্রায়শঃ সর্ষঙ্গম্ চ । রক্তাক্তমণ্ডলং পাণ্ডু-

কণ্ডুদাহরুজাশ্রিতং ॥ ২৬ ॥ সোৎসেধমাচিতং রক্তৈঃ
 পর্ণপত্রমিবাস্থভিঃ । পুণ্ডরীকং ভবেত্তদ্বি চিতং ক্ষোটে:
 সিতারুণৈঃ ॥ ২৭ ॥ বিক্ষোটিপটিকা পামা কণ্ডু ক্লেদ-
 রুজাশ্রিতা । সূক্ষ্মা শ্রামারুণা রক্ষা প্রায়ঃ ক্ষিপ্যনি-
 কূর্ণরে ॥ ২৮ ॥ সক্ষোটিসংস্পর্শসহং কণ্ডু রক্তাতিদাহ-
 বৎ । রক্তদলং চর্ম্মদলং কাকণং তীব্রদাহরুজ্ ॥ ২৯ ॥
 পূর্নরক্তঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ কাকণং ত্রিকলোপমং । কৃষ্ণলিঙ্গৈ-
 র্যুতৈঃ সর্ষৈঃ স্বস্বকারণতো ভবেৎ ॥ ৩০ ॥ দোষ-
 ভেদায় বিহিতৈরাতিশোভিতকর্ম্মভিঃ । কুষ্ঠং স্বদোষা-
 নুগতং সর্ষদোষগতং ত্যজেৎ ॥ ৩১ ॥ কুষ্ঠোক্তং যচ্চ
 যচ্চাস্থিমজ্জশুক্ৰসমাশ্রয়ং । কৃচ্ছ্রং মেদোগতঞ্চৈব
 যাপ্যং সাধ্যাস্থিমাংসগং ॥ ৩২ ॥ অকৃচ্ছ্রং কফবাতোথং
 ভৃগুগতস্তম্বলঞ্চ যৎ । তত্র ত্রি স্থিতে কুষ্ঠে কায়ে
 বৈবর্ণ্যরক্ষতা ॥ ৩৩ ॥ শ্বেদতাপস্বয়ধবঃ শোণিতে

যুক্ত, শ্রাববর্ণ, ক্লেদসম্বিত কুষ্ঠকে বিচর্চিকা বলে । বিচর্চিকা-
 কুষ্ঠ কর্কশ, অভ্যন্তর রক্তবর্ণ, উপরিভাগ শ্রামবর্ণ এবং কিঞ্চিং
 সমুন্নত হয় । ১৯ । শরীরে ঋষ্যজিহ্বাকৃতি যে চিহ্ন উৎপন্ন হয়,
 তাহার নাম ঋষ্যজিহ্বাকুষ্ঠ । ইহাতে অধিক ক্রিমি থাকে ।
 শরীরের চর্ম্ম হস্তিচর্ম্মের ন্যায় খরম্পর্শ হইলে তাহাকে চর্ম্মকুষ্ঠ
 বলা যায় । ২০ । শ্বেদবিহীন, মৎস্তশঙ্কের ন্যায় যে চিহ্ন উৎপন্ন হয়,
 তাহাকে কিটমকুষ্ঠ বলে । এই কুষ্ঠ রক্ষ, অগ্নিবর্ণ বা অসিতবর্ণ,
 দুম্পর্শ ও কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে । ২১ । সিদ্ধ নামক কুষ্ঠ অভ্যন্তরে
 রক্ষ ও বহির্ভাগে স্নিগ্ধ, এই কুষ্ঠস্থান মর্দিত হইলে রক্তপ্রাব হয় ।
 এই কুষ্ঠস্থান কখন কখন কোমলম্পর্শ, অতিক্রীণ, স্বচ্ছ হইয়া
 থাকে । ২২ । যে কুষ্ঠব্রণের উর্দ্ধদেশে কৃষ্ণ এবং কুণ্ডাকার, কণ্ডু-
 যুক্ত ও রক্তবর্ণ চিহ্নে পরিবৃত্ত, তাহার নাম বিপাদিকা । এই
 কুষ্ঠ প্রায়ই হস্তে ও পদে হইয়া থাকে । ২৩ । কোন কোন কুষ্ঠ
 তীব্রবেদনায়ুক্ত, গাঢ়তর কণ্ডুসম্বিত, রক্তবর্ণ পীড়কাব্যাপ্ত,
 দীর্ঘ, বিস্তৃত, অতসীপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও দুর্লাভ্যাকার হয়
 । ২৪ । দক্ষঃ কুষ্ঠমধ্যে পরিগণিত ; ইহাতে মণ্ডলাকারে ঈষ-
 দন্নত কণ্ডুযুক্ত ব্রণ হয় । ত্রিদোষজন্য কুষ্ঠ শূলমূল, দাহ ও বেদ-
 নাস্থিত, রক্তপ্রাবসম্বিত এবং বহুব্রণবিশিষ্ট । এই রোগে
 কুষ্ঠস্থানে দাহ, ক্লেদ ও বেদনা থাকে । কখন কখন শরীরে
 রক্তাক্ত, মণ্ডলাকার, পাণ্ডুবর্ণ চিহ্ন উৎপন্ন হয় । ইহাতে কণ্ডু,

দাহ ও বেদনা থাকে । ২৫-২৬ । কিঞ্চিং উন্নত, রক্তাক্ত, পর্ণ-
 পত্রাকৃতি কুষ্ঠকে পুণ্ডরীক বলে । ইহা শ্বেতবর্ণ অথবা রক্তবর্ণ
 ক্ষোটকদ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকে । ২৭ । কণ্ডু, ক্লেদ ও বেদনায়ুক্ত,
 শ্রামবর্ণ বা অরুণবর্ণ, রক্ষ বিক্ষোটিক ও পীড়কাযুক্ত যে কুষ্ঠ উৎপন্ন
 হয়, তাহাকে পামাকুষ্ঠ বলে । এই রোগ নিতম্ব, কূর্ণর (কনুই)
 এই সকল স্থানেই হইয়া থাকে । ২৮ । রক্তদল, চর্ম্মদল, কাকণ-
 প্রভৃতি কুষ্ঠে তীব্রদাহ ও সমধিক বেদনা থাকে । ইহা ক্ষোটি-
 যুক্ত, স্পর্শসহ, কণ্ডুযুক্ত ও রক্তসম্বিত হয় । ২৯ । কাকণকুষ্ঠ
 প্রথমতঃ রক্তবর্ণ থাকে, পরে কৃষ্ণবর্ণ হয় ; ইহার আকার ত্রিফ-
 লার জায় । কুষ্ঠরোগে স্ব স্ব কারণবশতঃ সর্ষপ্রকার চিহ্নই
 কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে । ৩০ । কুষ্ঠরোগের চিহ্ন এবং কার্য্যদ্বারা
 তাহার দোষবিবেচনা করিবে । স্বদোষানুগত কুষ্ঠ সর্ষদোষ-
 সম্বিত হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে । অর্থাৎ একদোষোৎ-
 পন্ন কুষ্ঠে যদি ত্রিদোষলক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহা চিকিৎসার আয়ত্ত
 নহে । ৩১ । যে যে প্রকার কুষ্ঠ উক্ত হইল, তাহা অস্থি, মজ্জা
 ও শুক্র আশ্রয় করিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিবে ; মেদোগত কুষ্ঠ
 যাপ্য হইয়া থাকে ; অস্থি ও মাংসগত কুষ্ঠ সাধ্য । ৩২ । যে
 কুষ্ঠ কফবাতজন্ম, চর্ম্মগত ও মলবিহীন, তাহা স্বেদসাধ্য । চর্ম্মগত
 কুষ্ঠে কেবল শরীরের বৈবর্ণ্য ও রক্ষতামাত্র হয় । ৩৩ । রক্ত-

পিশিতে পুনঃ। পাণিপাদাশ্রিতাঃ স্ফোটাঃ ক্লেশাৎ
সন্ধিষু চাধিকং ॥ ৩৪ ॥ দোষস্তাভীক্লবোগেন দলনং
স্তাচ্চ মেদসি। নাতিসংজ্ঞাস্তি মজ্জাস্থিনেত্রবেগস্বর-
ক্ষয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ ক্ষতে চ ক্রিমিভিঃ শুক্রে স্বদারাপত্য-
বান্ধনং। যথা পূৰ্ণানি সৰ্ৱানি স্থলিঙ্গানি মৃগাদিষু ॥
৩৬ ॥ কুষ্ঠৈকসম্ভবং স্থিতং কিলাসং দারুণং ভবেৎ।
নির্দিষ্টমপরিপ্লাবি ত্রিধাতুসম্ভবসংশয়ং ॥ ৩৭ ॥ বাতা-
ক্ষক্ষারুণং পিত্তাত্ত্রাং কমলপত্রবৎ। সদাহং রোম-
বিধ্বংসি কফাৎ শ্বেতং ঘনং গুরু ॥ ৩৮ ॥ সৰুপূরং
ক্রমাদ্রক্তমাংসমেদঃসু চাদিশেৎ। বর্ণেনৈবেদৃগুভয়ং
কৃচ্ছ্রং তচ্ছোভরোত্তরং ॥ ৩৯ ॥ অশুকুরোমবহুল-
মসংশ্লিষ্টমিথো নবং। অনগ্নিদন্ধজং সাধ্যং স্থিতং

গত ও মাংসগত কুষ্ঠে হস্ত ও পাদে শ্বেদ, তাপ, শোথ হয় এবং
সন্ধিস্থানে অধিক স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে রোগীর
নিতান্ত ক্লেশ হয়। ৩৪। কুষ্ঠরোগে দোষের আতিশয্য থাকিলে
মেদসকল যেন বিদলিত হয়। ইহাতে অধিক সংজ্ঞা থাকে না
এবং মজ্জা, অস্থি, নেত্রবেগ ও স্বরক্ষয় হয়। ৩৫। কুষ্ঠরোগে
ক্রিমিকর্ডক শুক্রে ক্ষয় হয়; তাহাতে অপত্যোৎপাদনশক্তি
থাকে না। পূৰ্ণোক্তপ্রকারে কুষ্ঠরোগের চিহ্নদ্বারা স্ব স্ব দোষ
নিরূপিত করিবে। এই রোগ মৃগাদিপ্রাণীরও হইয়া থাকে।
৩৬। স্থিতরোগ ও কুষ্ঠরোগের অন্তর্গত। কিলাসনামক কুষ্ঠ
অতিদারুণ; উক্ত দ্বিবিধ কুষ্ঠে রক্তাদি আবৃত হয় না, উহা
ত্রিদোষসম্মত। ৩৭। বাতজন্ম্য স্থিত রক্ত ও অরুণবর্ণ; পিত্ত-
জন্ম্য স্থিতরোগ তাত্রবর্ণ ও পদ্মপত্রাকৃতি; কফজন্ম্য স্থিতরোগ
শ্বেতবর্ণ, ঘন ও গুরু। ইহাতে সৰ্বদা দাহ থাকে এবং স্থিত-
স্থানে রোম থাকে না। ৩৮। স্থিতরোগ প্রথমতঃ চর্ণে উৎ-
পন্ন হয়, ক্রমতঃ রক্ত, মাংস ও মেদ আশ্রয় করে। স্থিত ও কিলাস
এ উভয়ই তুল্যরূপ জানিবে। ইহার উত্তরোত্তর সাধ্য, কৃচ্ছ্র-
সাধ্য ও অসাধ্য হয়। কেবল রক্তগত হইলে উহা সাধ্য,
মাংসগত হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং মেদগত হইলে অসাধ্য হইয়া
থাকে। ৩৯। স্থিতরোগে যাবৎ রোমগুলি গুরুবর্ণ না হয়,
পৃথক পৃথক স্থিত অসংশ্লিষ্টভাবে থাকে, এইরূপ অভিনব স্থিতরোগ
সাধ্য। ইহার বিপরীত হইলে তাহা অসাধ্য জানিবে এবং

বর্জ্যমতোহস্থথা ॥ ৪০ ॥ গুহপাণিতলৌষ্ঠেষ্ণু জাত-
মপ্যচিরন্তনং। বর্জনীয়ং বিশেষণে কিলাসং সিদ্ধি-
মিচ্ছতা ॥ ৪১ ॥ স্পর্শকাহারসদাদিসেবনীং প্রায়শো
গদাঃ। একশয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপনাং ॥ ৪২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে কুষ্ঠরোগনিদানং নাম
চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ ক্রিময়শ্চ দ্বিধা প্রোক্তা বাহ্য-
ভ্যন্তরভেদতঃ। বহির্মলকফাস্ফাবিট্জন্মভেদাচ্চতু-
র্বিধাঃ ॥ ২ ॥ নামতো বিংশতিবিধা বাহ্যস্তত্র মলো-

অগ্নিদাহজন্ম স্থিত সৰ্ব্বথাই অসাধ্য। ৪০। গুহ, করতল ও
ওষ্ঠ এই সকল স্থানে স্থিতরোগ জন্মিলে তাহা অসাধ্য
জানিবে। উক্ত স্থানে স্থিতরোগ জন্মিলে তাহা অচিরজাত
হইলেও চিকিৎসার আয়ত্ত নহে। যশোলিপ্সু মুচিকিৎসক
উক্তপ্রকার স্থিত ও কিলাসরোগীকে বর্জন করিবেন। ৪১।
প্রায় সকল রোগই সংক্রামক; সৰ্বদা রোগীকে স্পর্শ, তাহার
সহিত একত্র আহারাদি সংসর্গ করিলে সেই সকল রোগ সংক্রা-
মিত হয়। রোগীর সহিত একশয্যায় শয়ন, একাসনে উপ-
বেশন, একবস্ত্র পরিধান এবং রোগীর মাল্যানুলেপনধারণ
করিলে সুস্থ ব্যক্তিকেও সেই সকল রোগে অভিভূত হইতে
হয়। ৪২।

পঞ্চষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায়ঃ।

ধন্বন্তরি কহিলেন। সামন্ততঃ ক্রিমিরোগ দুইপ্রকার;
বাহ্য ও আভ্যন্তরিক। বাহ্য মল, কফ, রক্ত ও বিষ্ঠা এই চারি-
প্রকার বস্তু হইতে ক্রিমি উৎপন্ন হয়; অতএব উভয়বিধ ক্রিমিই
চতুর্বিধ। ১-২। ক্রিমিসকলের বিংশতিপ্রকার নাম আছে।
স্বেদাদি বাহ্যমল হইতে যে সমস্ত ক্রিমি উৎপন্ন হয়, তাহার
বাহ্যক্রিমি। বাহ্যক্রিমিসকল তিলের শ্রায় বর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট;

স্তবাঃ । তিলপ্রমাণসংস্থানবর্ণাঃ কেশাশ্বরাশ্রয়াঃ ॥৩॥
বহুপাদাশ্চ স্ত্রীশ্চ যুকা লিখ্যাশ্চ নামতঃ । বিধা তে
কোঠপীড়কাঃ কণ্ডুগণ্ডান্ প্রকুৰ্বতে ॥ ৪ ॥ কুঠৈক-
হেতবোহস্তর্জাঃ শ্লেষজা বাহুসস্তবাঃ । মধুরাশ্রয়-
ক্ষীরদধিমৎস্যনবোদনৈঃ ॥ ৫ ॥ কফাদামাশয়ে জাতা
রুক্ষাঃ সর্পস্তি সর্বতঃ । পুথুভ্রশ্ননিভাঃ কেচিৎ কেচিদ-
গণ্ডপদোপমাঃ ॥ ৬ ॥ রূঢ়ধাত্তাকুরাকারান্তনুদীর্ঘা-
স্তথাগবঃ । ষ্ঠেতাস্তাত্রাবভাসাশ্চ নামতঃ সপ্তধা ভু-
তে ॥ ৭ ॥ অত্রাদা উদরাবেষ্টা হৃদয়াদা মহাগুদাঃ ।
চ্যুরবো দর্ভকুশুমাঃ স্নগন্ধান্তে চ কুৰ্বতে ॥৮॥ হ্রস্বাস-
মাস্যশ্রবণমবিপাকমরোচকং । মুর্ছাচ্ছর্দিষ্মরানাহ-
কার্যাকবধুপীনসান্ ॥৯॥ রক্তবাহিণিরাস্থানরক্তজা
জন্তবোহগবঃ । অপাদা রক্ততাত্রাশ্চ সৌম্যমাৎ কেচিদ-

এই সকল কৃমি কেশ ও বস্ত্র আশ্রয় করিয়া থাকে । ৩। বাহু-
ক্রিমি বহুপাদবিশিষ্ট এবং স্ত্রী ; ইহাদিগকে যুকা ও লিখ্যা
বলে । ইহারা কোঠ, পীড়কা, কণ্ডু ও গণ্ডরোগপ্রভৃতি উৎ-
পাদন করে । ৪। শ্লেষজ ক্রিমি প্রায়ই বাহুসম্প্রত এবং অস্ত-
র্জাত ক্রিমিই কুঠরোগের একমাত্র কারণ । মধুর অন্ন, গুড়,
ক্ষীর, দধি, মৎস্য, নবান্নভোজন করিলে ক্রিমি উৎপন্ন হয় । ৫।
কফজ ক্রিমি আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং
সর্বত্র সঞ্চার করিতে থাকে । ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বিস্তৃত
স্বৰ্য্যমণ্ডলের ভায়ে গোলাকার ; কতকগুলি কিঞ্চিলুকের (কৈ-
চোর) ভায়ে আকারবিশিষ্ট ; কোন কোন ক্রিমি উৎপন্ন ধাত্তা-
কুরের ভায়ে স্ত্রী, দীর্ঘাকুর ও নিপুল । ইহাদিগের মধ্যে কতক-
গুলি ষ্ঠেত আভায়ুক্ত ; কতকগুলি বা তাত্রাভায়ুক্ত ; ইহারা
নামভেদে সপ্তপ্রকার হয় । ৬-৭। অত্রাদ, উদরাবেষ্ট, হৃদয়াদ,
মহাগুদ, চ্যুর, দর্ভকুশুম ও স্নগন্ধ, এই সপ্তপ্রকার ক্রিমির নাম
উক্ত আছে ; ইহারা মলব্যের হ্রস্বাস, (উপস্থিত বমনতুল্য বোধ)
বুধ হইতে লালান্নাব, অপাক, অরুচি, মুছা, ছর্দি, অন্ন,
আঁদা, মেহের কৃশতা, হাঁচি এবং নানান্নাবপ্রভৃতি উপদ্রব
জন্মায় । ৮-৯। রক্তবাহী শিরাহিত রক্ত হইতে যে সকল স্ত্রী
স্ত্রী ক্রিমি জন্মে, তাহারা পাদবিশীন, গোলাকার, তাত্রবর্ণ হয় ;
ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি এত স্ত্রী যে তাহা দৃষ্টির গোচর

দর্শনাঃ ॥১০॥ কেশাদা রোমবিধ্বংসা রোমদ্বীপা উড-
ধরাঃ । যচ্চ তে কুঠৈককর্মাণঃ সহসৌরসমাতরঃ ॥১১॥
পকাশয়ে পুরীষোখা কায়ন্তেহধোবিসর্পিণঃ । ব্রুজান্তে
স্ব্যর্ভবেয়ুশ্চ তে যদামাশরোম্মুখাঃ ॥ ১২ ॥ তন্মা-
স্যাংকারিনিঃস্বাসবিড়্গন্ধানুবিধায়িনঃ । পুথুভুত-
তনুশূলাঃ শ্রাবণীতলিতাসিতাঃ ॥ ১৩ ॥ তে পঞ্চনান্না
ক্রিময়ঃ ককেরুকমকেরুকাঃ । সৌম্মুরাদাঃ সশূলাখ্যা
লেলিহা জনয়ন্তি হি ॥ ১৪ ॥ বিড়্ভেদশূলবিষ্ট-
কার্যপাকব্যপাণ্ডুতাঃ । রোমহর্ষাগ্নিসদনং গুদকণ্ড-
র্কিমার্গগাঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ক্রিমিনিদানং নাম
পঞ্চষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ বাতব্যাদিনিদানান্ত বক্ষ্যে
সুশ্রুত তচ্ছৃণু । সর্বধানর্থকধনে বিদ্বৎচ কারণং ॥২॥

হয় না । ১০। উক্ত ক্রিমিসকলের ছয়প্রকার নাম আছে, যথা—
কেশদ, রোমবিধ্বংস, রোমদ্বীপ, উডুধর, সৌরস ও মাতৃ । ১১।
এই সকল ক্রিমি কুঠরোগ উৎপাদন করে । যে সকল ক্রিমি
উৎপন্ন হইয়া পকাশয়ের অধোদেশে বিচরণ করে, তাহারা বৃদ্ধ
হইয়া যে সময়ে আমাশয়স্থলে গমন করিতে উদ্যত হয়, সেই
কালে রোগীর উদগার ও নিশ্বাসে বিষ্ঠার ভায়ে দুর্গন্ধ অম্লভূত
হয় । এই সকল ক্রিমির মধ্যে কতকগুলি বিস্তৃত ; কতকগুলি
বৃত্তাকার, কতকগুলি স্ত্রী, কতকগুলি শূল, কতকগুলি শ্রাব-
বর্ণ, কতকগুলি পীতবর্ণ, কতকগুলি শুভ্রবর্ণ ও কতকগুলি কৃষ্ণ-
বর্ণ হয় । ১২-১৩। এই সকল ক্রিমির পঞ্চপ্রকার নাম আছে,
যথা—ককেরুক, মকেরুক, সৌম্মুরাদ, সশূলাখ্যা ও লেলিহা ।
ইহারা বিপথগামী হইলে মলভেদ, শূল, উদরের বিষ্টকতা,
শরীরের কৃশতা, কর্কশতা ও পাণ্ডুবর্ণতা, রোমহর্ষ, অগ্নিমান্দ্য
ও মলবারে কণ্ডু উৎপাদন করে । ১৪-১৫।

ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরি কহিলেন, শ্রুত ! বাতব্যাদিনিদান বলিতেছি,

অদৃষ্টচূড়পবনশরীরমবিশেষতঃ। স বিশ্বকর্মা বিশ্বাস্তা
বিশ্বরূপঃ প্রজাপতিঃ ৩। অষ্টা ধাতা বিতুর্বিষ্ণুঃ
সংহর্ষা, মৃত্যুরক্তকঃ। তদ্বজ্রকং যদ্যেব বভিতব্যমতঃ
সদা ৪। তন্ত্রোক্তে দোষবিজ্ঞানে কৰ্ম প্রাকৃত-
বৈকৃতং। সমাসব্যাসতো দোষভেদানামবধায় চ ৫।
প্রত্যেকং পঞ্চধা বীরো ব্যাপারশ্চেহ বৈকৃতঃ। তন্ত্রো-
চ্যতে বিভাগেন সনিদানং সলক্ষণং ৬। ধাতুকর-
করৈকীরুঃ ক্রুদ্ধো নাভিনিষেব্যতে। চতুষ্রোতোহব-
কাশেহু ভূয়স্তান্ত্রেব পূরয়েৎ ৭। তেভ্যস্ত দোষ-
পূর্ণেভ্যঃ প্রচ্ছাদ্য বিবরং ততঃ। তত্র বায়ুঃ শকুৎকৃদ্ধঃ
শূলানাহান্তকুজনং ৮। মলরোধঃ স্বরজংশং দৃষ্টি-
পৃষ্ঠকটিগ্রহং। করোত্যেব পুনঃ কায়ে কৃচ্ছানস্তা-
নুপদ্রবান্ ৯। আমাশয়োৎসং বমথুখাসকাসবিস্ফ-
টিকাঃ। কণুপরোধষ্মাদিব্যাধীনুর্জকং নাভিতঃ ১০।
শ্রোতাদিষিদ্ধিমাধাৎ ত্ৰি ফোটনরুক্ষতা।

প্রবণ কর। শারীরিক বিষয়ই সমস্ত অনর্থের কারণ। অদৃষ্ট-
বশতঃ শরীরে বায়ুর দোষ জন্মিলে শরীর অকর্ণ্য হইয়া পড়ে।
যেমন বিশ্বকর্মা, বিশ্বাস্তা, বিশ্বরূপী, প্রজাপতি, অষ্টা, ধাতা,
বিতু, বিষ্ণু, সংহর্ষা, মৃত্যু ও অস্তক ইহারা সকলেই শরীররক্ষার্থ
যত্ন করিয়াছেন। সেইরূপে অবশ্য সর্বদা শরীর রক্ষার নিমিত্ত
যত্নপর থাকিবে। ১-৪। রোগের দোষপরিজ্ঞানার্থ প্রাকৃত ও
বৈকৃতকর্ম আবশ্যিক। সামান্যরূপে ও বিশেষপ্রকারে দোষাদোষ
জানিয়া রোগনির্ণয় করিতে হয়। ৫। পঞ্চ কর্মধারা পৃথক্
পৃথক্ যে রোগ নির্ণয় করা যায়, তাহাই প্রাকৃতকর্ম। এই
প্রাকৃতকর্ম পরিজ্ঞানের নিমিত্ত বাতব্যাদির কারণ ও লক্ষণ
কথিত হইতেছে। ৬। ধাতুকরকরজব্যের দোষে বায়ু দূষিত হইলে
তাঁহা ক্রমাচিং সেবনীয় নহে। ঐ বায়ু শিরাস্রোতঃ সকল
রোধ করিয়া পুনর্বার তাহা পরিপূরিত করিয়া রাখে। ৭।
শিরাস্রোতসকল দোষপূর্ণ হইলে বায়ু কুপিত হইয়া চর্মবিবর
সকল আচ্ছাদন করে। তাহাতে শূল, আনাহ, স্ফুটকুজন, মল-
রোধ, স্বরজংশ, চক্ষুর দৃষ্টিরোধ, পৃষ্ঠ ও কটিগ্রহ এই সকল উপ-
দ্রব জন্মায় এবং পুনর্বার শরীর দূষিত করিয়া ক্রোধানক
সংকটবিশিষ্ট উপদ্রব উপস্থিত করে। ৮-৯। আমাশয়েতে বাত-

চক্রে তীব্ররুজাখাসগরাময়বিবর্ণতাঃ ১১। অজ্ঞ-
স্তান্তক বিষ্টমরুচিং ক্লশতাং জমং। মাংসমেদো-
গতগ্রহিৎ চর্মাদাবুপকর্ষণং ১২। গুরুকং ভূতভে-
দত্যাৎ দণ্ডমুষ্টিহতং বধা। অস্থিঃসক্ধিমস্তস্থিশূলং
তীব্রকং লক্ষয়েৎ ১৩। মজ্জাহোহস্থিষসোঃ শৈর্ষ্য-
মদ্রপং যতদা রুজাং। শুক্রস্ত শীতমুৎসঙ্গসর্গান
বিকৃতিমেব বা ১৪। তন্ত্রাদর্শস্বশুক্রঃ শিরশ্চা-
স্তানবিটকতা। তত্র স্থানস্থিতঃ কুর্বাৎ কৃদ্ধঃ স্বয়ধু-
কৃচ্ছতা ১৫। জলপূর্ণদৃতিস্পর্শং শোথং সন্ধিগতো-
হনিলঃ। সর্কাকসংশ্রয়স্তোদভেদক্ষুরণভঞ্জনং ১৬।
স্তম্বনাক্ষেপণং স্বপ্নঃ সন্ধিভঞ্জনকম্পনং। যদা ভূ

ব্যাধিরোগ উৎপন্ন হইলে বমন, খাস, কাস, বিস্ফটিকা, কণুপ-
রোধ এবং নাভির উর্দ্ধভাগে নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মে। ১০।
শারীরিকস্রোতরোধ, ইন্ড্রিয়পীড়া, চর্মফোটন, চর্মরুক্ষতা, তীব্র
বেদনা, খাস, গরাময় ও বিবর্ণতাপ্রভৃতি বাতব্যাদির লক্ষণ
প্রকাশ পায়। ১১। অজ্ঞবিষ্টভ, অরুচি, ক্লশতা, জম, মাংস ও
মেদোগত গ্রহি এবং চর্মাদির কর্কশতা এই সকল উপদ্রব হইয়া
থাকে। উক্তরোগে শরীর অতি গুরুতর বোধ হয়, যেমন
শরীরে দণ্ডাঘাত বা মুষ্টিগ্রহণ করিলে অধিকবেদনা হয়,
এই রোগেও সেইরূপ বেদনা অল্পভূত হইতে থাকে। অস্থি,
মজ্জা, জাহুপ্রভৃতিতে অত্যন্ত শূল লক্ষিত হয়। ১২-১৩। বাত-
ব্যাদিরোগে মজ্জা ও অস্থিতে এইরূপ বেদনা হয় যে, কোন-
রূপেই রোগীর প্রাণ স্থায় থাকে না এবং নিজার আকর্ষণ
হয় না। আর শীত শুক্রোৎসর্গপ্রভৃতি বিকৃতি জন্মে। ১৪।
গর্ভহ ও শুক্রহ বাতব্যাদি শিরঃপ্রীড়া ও মলের কঠিনতা উৎ-
পাদন করে, বাতব্যাদিরোগ প্রথমতঃ যে স্থান আক্রমণ করে,
সেই স্থানে শোথ উৎপাদন করিয়া থাকে এবং সেই শোথ
রোগীকে অতিশয় ক্লেশপ্রদান করে। ১৫। উক্তরোগে রোগীর
শরীর জলপূর্ণ দৃতিস্পর্শের জ্ঞান স্পর্শবিশিষ্ট হয় এবং বায়ু শরী-
রের সন্ধিতে প্রবেশ করিয়া শোথ উৎপাদন করে। পুনর্বার
যখন বায়ু সর্কাক আশ্রয় করে, তখন শরীরে বেদনা, ভেদবৎ
পীড়া, ক্ষুরণ, সন্ধিভঞ্জন, স্তম্বন, আক্ষেপণ, স্বপ্ন ও কম্পন এই
সকল উপদ্রব হয়। যখন বায়ু সর্কাকময়নী আক্রমণ করে, তখন
কুপিত হইয়া মুহূর্ত্তে সর্কাকশরীরে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

ধমনীঃ সর্ষাঃ ক্লেদ্যন্তি মুহুর্ৎমুহুঃ । তদান্মাক্ষিপ-
ত্যেব ব্যাধিরাক্ষেপণঃ শ্বভঃ ॥ ১৭ ॥ অধঃ প্রতিহতো
বায়ুর্জ্বলেন্নুহুঃ তদা পুনঃ । তদাবষ্টভ্য হৃদয়ং শিরঃ-
শ্বাশ্বো চ পীড়য়েৎ ॥ ১৮ ॥ স ক্রিপেৎ পরিতো গাত্রং
হনুয়া চাস্ত্য নাময়েৎ । কৃচ্ছ্রাদ্ভুচ্ছসিতিস্তস্ত নিমীল-
য়নয়ৎ ॥ ১৯ ॥ কপোত ইব কুজেচ্চ নিঃসঙ্গঃ সোপ-
তন্ত্রকঃ । স এব বামনাসায়াং যুক্তস্ত মরুতা হৃদি ॥ ২০ ॥
প্রাপ্নোতি চ মুহুঃ শ্বাস্ত্যং মুহুরশ্বাস্ত্যবান্ ভবেৎ ।
অভিঘাতসমুখঞ্চ ক্লুশিকিংস্যভমো মতঃ ॥ ২১ ॥ শ্বেদ-
স্তস্তং তদা তস্য বায়ুচ্ছিন্নতনুর্য়দা । ব্যাপ্নোতি সকলং
দেহং বজ্র চারাম্যতে পুনঃ ॥ ২২ ॥ অন্তর্ধাতুগতশ্চৈব
বেগস্তস্তঞ্চ নেত্রয়োঃ । করোতি জৃম্বাং সদনং দশ-
নানাং হতোত্তমং ॥ ২৩ ॥ পার্শ্বরোর্দেদনাং বাহ্যং
হনুপৃষ্ঠশিরোগ্রহং । দেহস্ত বহিরায়ামং পৃষ্ঠতো হৃদয়ে
শিরঃ ॥ ২৪ ॥ উরশ্চোৎক্ষিপ্যতে তত্র স্বকো বা

তাহাতে অঙ্গবিক্ষেপ হইতে থাকে, ইহাকে আক্ষেপণব্যাধি বলে। ১৬-১৭। যখন বায়ু অধোদিকে প্রতিহত হইয়া পুনর্বার উর্ধ্বে গমন করে, তখন হৃদয় আক্রমণ করিয়া শিরঃ ও ললাটাস্থি পরিপীড়ন করে। ঐ বায়ু সর্ষশরীর বিক্ষিপ্ত করে; ইহাতে হনুস্তস্ত ও মুখের নন্ততা হয়; এই রোগ উপস্থিত হইলে রোগী অতিকষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিত্যাগ করে এবং চক্ষুর্ধ্ব নিমীলিত হইয়া থাকে। ১৮-১৯। উক্তরোগে রোগী কপোতের জায় অব্যক্ত শব্দ করে এবং জ্ঞানের অভাব হয়, ইহাকে অপতন্ত্রক-রোগ বলে। এই অপতন্ত্রক বামনাসা ও হৃদয়ে উপস্থিত হয়। ২০। এই অপতন্ত্রকরোগ উপস্থিত হইলে রোগী কখন কখন স্নানতা কখন বা অতিশয় অস্থিততা বোধ করে। অভিঘাতজন্য বাতব্যাধি-রোগ ক্লুশিকিংস্ত এবং অসাধ্য। ২১। এই রোগে যখন বায়ু সর্ষশরীর আচ্ছাদন করে, তখন রোগীর শরীরে ঘর্ষ হয় না এবং যখন দেখিবে, রোগীর সর্ষশরীর অবসরগ্রাহ হইতেছে, তখন বায়ু সর্ষশরীর আক্রমণ করিয়াছে জানিতে হইবে। ২২। যখন বায়ু অন্তর্ধাতুগত হয়, তখন বেগজন্ত, নেত্ররোধ, জৃম্বণ, দন্তের দ্বিস্ত্যভা, উৎসাহহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ জন্মে। ২৩। উক্তরোগে পার্শ্বরোদনা, হনুগ্রহ, পৃষ্ঠরোধ, শিরঃপীড়া, শরীরের

নাম্যতে তদা। দন্তেষাস্যো চ বৈবর্ণ্যং অশ্বেদস্তস্ত
গাত্রভঃ ॥ ২৫ ॥ বাহ্যায়াম হনুস্তস্তং ক্রবন্তে বাত-
রোগিণং । বিধ্বংসমশ্বজং প্রাপ্য সসমীরসমীরণাঃ ॥ ২৬ ॥
আয়চ্ছন্তি তনোর্দোষাঃ সর্ষমাপাদমস্তকং । তিষ্ঠতঃ
পাণ্ডুমাত্রস্য ত্রণায়ামঃ সবর্জিতঃ ॥ ২৭ ॥ গাত্রে বেগে
ভবেৎ শ্বাস্ত্যং সর্ষেছাক্ষেপণেন তৎ । জিহ্বাবিলেখনা-
চ্ছ্রুতক্ষণাদতিমানতঃ ॥ ২৮ ॥ কুপিতো হনুমূলশ্বঃ
স্তস্তয়িত্বানিলো হনুং । করোতি বিরতাস্যহমথবা
সংরতাস্যতাং ॥ ২৯ ॥ হনুস্তস্তঃ স তেন স্যাৎ কৃচ্ছ্রা-
চ্চর্ষণভাষণং । বাহ্যাহিনীশিরাত্তস্তে জিহ্বাং স্তস্ত-
য়তেহনিলঃ ॥ ৩০ ॥ জিহ্বাস্তস্তঃ স তেনাস্পানবাক্যে-
ষনীশতা । শিরসা ভারহরণাদতিহাস্যপ্রভাষণং ॥ ৩১ ॥
বিষমাদুপধানাচ্চ কঠিনানাঞ্চ চর্ষণাৎ । বায়ুর্বিবর্জিতে
তৈশ্চ বাতলৈরর্জমাশ্রিতঃ ॥ ৩২ ॥ বক্রীকরোতি

বাহ্যভাগের অবনতি, পৃষ্ঠ ও হৃদয়ের গুরুতাপ্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব জন্মে। এই রোগে সর্ষদা মস্তক ঘুরিতে থাকে, স্বদ্ব অবনত হয়, দন্ত ও মুখ বিবর্ণ হইয়া যায় এবং শরীরের কোন স্থানেও ঘর্ষোদগম হয় না। ২৪-২৫। শরীরের বহির্ভাগের অব-
নতি এবং হনুস্তস্ত হইলেই সেই রোগাকে বাতরোগী বলিয়া নিশ্চয় করিবে। উক্তরোগে বায়ু মল, মূত্র ও রক্ত আশ্রয় করিয়া সর্ষত্র বিচরণ করে। ২৬। বাতব্যাধিরোগ উপস্থিত হইলে দোষসকল আপাদমস্তক সর্ষশরীর আচ্ছাদন করে এবং শরীরের পাণ্ডুতা, ত্রণ, আয়াস বর্জিত হয়। ২৭। সর্ষ-
প্রকার আক্ষেপকরোগে শরীরপরিচালনা করিলে কিঞ্চৎ শ্বাস্ত্যবোধ হয়। অধিকপরিমাণে জিহ্বাবিলেখন ও উচ্ছ-
ভোজন করিলে বায়ু কুপিত হইয়া হনুস্তস্ত করিয়া থাকে। ইহাতে মুখ বিবৃত বা সংবৃত হয়। ২৮-২৯। অতিক্রমে চর্ষণ ও অত্যুচ্চভাষণদ্বারা বায়ু বাহ্যাহিনী শিরাত্তস্তিত কার্যবা জিহ্বাস্তস্তন করে, তাহাতেই হনুস্তস্ত হইয়া থাকে। ৩০। জিহ্বাস্তস্তন হইলে অন্নভোজন, জলপান ও বাক্যকথনে ক্লিষ্ট থাকে না, মস্তকে সমধিক ভারবহন করিলে, অত্যুচ্চভাষণ করিলে, উচ্চৈঃশব্দে কথা কহিলে, বিষম উপাধানে শমন করিলে, কঠিন জব্যচর্ষণ করিলে বায়ু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেহের উর্ধ্বে

বক্তৃৎ উচ্চৈর্হনিতমীকিভং । ততোহন্য কুরুতে যযীৎ
বাকশক্তিং শুকনেত্রতাং ॥ ৩৩ ॥ দন্তচালং স্বরজং
কৃতিহানীকিতগ্রহঃ । পক্ষাজানং শ্বাতিধ্বংসজ্ঞাসঃ
শ্বাসশ্চ জায়তে ॥ ৩৪ ॥ নিষ্টীবঃ পার্শ্বতোদশ এক
স্যাঙ্কোনিমীলনং । জত্রোর্দ্ধং রুজস্তীভাঃ শরীরার্দ্ধ-
ধরোহপি বা ॥ ৩৫ ॥ তমাহরর্দ্ধিতং কেচিদেকাদমথ
চাপরে । রক্তমাশ্রিত্য চ শিরাঃ কুৰ্য্যান্মূর্দ্ধধরাঃ
শিরাঃ ॥ ৩৬ ॥ রুক্ষঃ সবেদনঃ ক্লেশঃ সোহসাধ্যাঃ
স্ত্রাং শিরোগ্রহঃ । তনুং গৃহীত্বা বায়ুশ্চ শিরাস্নানু-
স্তম্বে চ ॥ ৩৭ ॥ পক্ষমন্ততরং হস্তি পক্ষাঘাতঃ স
উচ্যতে । ক্লেশস্ত কায়স্তর্দ্ধং স্তাদকর্ষণ্যমচেতনং ॥
৩৮ ॥ একাদরোগতাং কেচিদন্তে কক্ষরুজো বিদুঃ ।
সর্বাদরোধস্তস্ত চ সর্ককায়ান্তিতেহনিলে ॥ ৩৯ ॥ শুষ্ক-

বাতকৃতঃ পক্ষঃ ক্লেশুসাধ্যতমো মন্তঃ । ক্লেশমন্তেদ
সংহতো বিয়ুজঃ ক্লেশহেতুকঃ ॥ ৪০ ॥ আমবজ্ঞানঃ
কুর্যাৎ সংহত্যাকং কফাধিতঃ । অসাধ্য এব সর্কো
হি ভবেদগুপতানকঃ ॥ ৪১ ॥ অসংমূলোথিতো বায়ুঃ
শিরাঃ সংকুচ্য তত্রগঃ । বহিঃ প্রস্রাবিতহরং জনরত্যথ
বাহকং ॥ ৪২ ॥ তলং প্রত্যঙ্গুলীনং বাঃ কণ্ডুরা বাহ-
পৃষ্ঠতঃ । বাহোঃ কক্ষকয়করী বিধৃতা বেতি সোচ্যতে ॥
৪৩ ॥ বায়ুঃ কট্যাশ্রিতঃ সন্ধুঃ কণ্ডুরামাক্ষিপেদ্বদা ।
তদা খঞ্জো ভবেদজন্তঃ পক্ষুঃ সন্ধুখোর্বরোর্বধাৎ ॥ ৪৪ ॥
কম্পতে গমনারম্ভে খঞ্জনিব চ গচ্ছতি । কলায়খঞ্জং
তং বিভ্রামুক্তসন্ধিপ্রবন্ধনং ॥ ৪৫ ॥ শীতোষ্ণজ্বরদঃ শুষ্ক-
গুরুশ্লিষ্ণে চ সেবিতৈঃ । জীর্ণাজীর্ণে তথাস্যাস্কোভ-
শ্লিষ্ণপ্রজাগরৈঃ ॥ ৪৬ ॥ সন্তোষমেদঃ সময়ে পরমত্যাগ-

ভাগ আশ্রয় করে। ৩১-৩২। অতি উচ্চহাস্ত করিলে এবং
নেত্র সজোরে অতিশয় বিস্ফারিত করিয়া দর্শন করিলে মুখ বক্র
হইয়া যায়। ইহাতে বাকশক্তির হানি ও নেত্রের শুকতা হইয়া
থাকে। ৩৩। বাতব্যাধিরোগ জন্মিলে, দন্তচালন, স্বরভংগ
শ্রবণশক্তির অন্নতা, দর্শনশক্তির হ্রাস, গুরুগ্রহণে অসমর্থতা,
স্বরূপশক্তির লাঘব, ত্রাস ও শ্বাস এই সকল উপদ্রব জন্মে। ৩৪।
উক্তরোগে নিষ্টীবন, পার্শ্ববেদনা, চক্ষুর নিমীলন, জত্রর উর্দ্ধ-
ভাগে তীব্রবেদনা এবং অর্দ্ধশরীরের অবসন্নতা এই সকল উপ-
সর্গ উপস্থিত হয়। ৩৫। কেহ কেহ পূর্বোক্তরোগকে অর্দ্ধিত
অপর কেহ বা একাদব্যাদি বলিয়া থাকেন। বায়ু রক্ত আশ্রয়
করিয়া শিরা অবরোধ করে, ইহাতে মূর্দ্ধগত শিরাসকল অক-
র্ষণ্য হইয়া পড়ে এবং মস্তকের অবসন্নতাবোধ হয়। ৩৬। বায়ু-
কর্তৃক শিরা পরিগৃহীত হইলে যদি শিরা রুক্ষ, বেদনায়ুক্ত ও
ক্লেশবর্ণ হয়, তাহাহইলে সেই রোগ অস্পষ্ট বলিয়া নিশ্চয়
করিবে। বায়ু হস্তগ্রহণ করিয়া পবে শিরা ও স্নায়ু অবরোধ
করে; অন্তর শরীরের একপক্ষ আক্রমণ করে। ইহাকে
পক্ষাঘাতরোগ বলে। ইহাতে সমস্ত শরীরের অর্দ্ধ ক্লেশবর্ণ ও
অচেতন হয়। ৩৭-৩৮। এই রোগকে কেহ একাদরোগ, কেহ
বা কক্ষরোগ বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। যদি বায়ু সর্কশরীর
প্রভিত্ত করে, তাহাহইলে এই রোগ সর্করোধনামে অভিহিত

হয়। ৩৯। শুষ্ক বায়ুজন্ত পক্ষাঘাতরোগ সাধ্য বলিয়া জানিবে
ঐ রোগ যদি বিদোষজন্ত হয়, তাহাহইলে উহা ক্লেশসাধ্য
এবং ঐ রোগ সম্যকপ্রকার বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহা অসাধ্য
বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ঐ রোগই রোগীকে ক্লেশ করিয়া
থাকে। ৪০। যদি বায়ু কক্ষের সহিত যুক্ত হয় এবং আমকর্তৃক
তাহার গতিরোধ হয়, তাহাহইলে সর্কাস অবসন্ন হইয়া পড়ে।
এই রোগ নিশ্চয় অসাধ্য। ইহাকে দগুপতানক বলে। ৪১।
শিরাগত বায়ুসকল শিরা সঙ্কুচিত করিয়া ঘর্ষরোধপূর্বক যে
বাতব্যাধিরোগ উৎপাদন করে, তাহার নাম অববাহক। ৪২।
যে কণ্ডুরা বাহপৃষ্ঠ হইতে হস্তের উপর দিয়া আসিয়া অঙ্গুলি-
প্রান্তে শেষ হইয়াছে, যে রোগে সেই কণ্ডুরা দূষিত হইলে
হস্তের কার্য অর্থাৎ আকুলনপ্রসারণাদি লোপ হয়, সেই
রোগের নাম বিধৃতা। ৪৩। যে রোগে কটিস্থিত বায়ু কোন
এক জন্মার কণ্ডুরা আকর্ষণ করিয়া জন্মার শক্তিলোপ করে,
সেই রোগের নাম খঞ্জ। আর যে রোগে উত্তর জন্মার শক্তি-
লোপ হয়, তাহাকে পদুরোগ বলে। ৪৪। যে বাতব্যাধিরোগে
রোগী গমন করিবার সময় কাঁপিতে কাঁপিতে বিকলভাবে গমন
করে এবং উহার পদের সন্ধিবন্ধন শিথিল হইয়া যায়, তাহার
নাম কলায়খঞ্জ। ৪৫। শীতল, উষ্ণ, তীব্র, শুষ্ক, শুষ্ক ও শ্লিষ্ণ
দ্রব্য অধিকপরিমাণে সেবন করিলে, জীর্ণ কিংবা অজীর্ণদ্রব্য

সকিতং । অতিভূয়েতয়ং দোষঃ শরীরং প্রতিপত্ততে ।
 ৪৭ । সন্ধ্যান্থীনি প্রপূর্য্যন্তঃ স্লেষ্মা তত্ত্বিত্তেব
 তৎ । তদপস্থি স্নাতি তেনোরোস্তথা শীতানিলেন তু ।
 ৪৮ । শ্রামাকমকষ্টমিত্যতশ্রামুর্দ্ধারুচিষরৈঃ । তমুরু-
 ত্তমিত্যাহ বাহবাতমথাপরে । ৪৯ । বাতশোণিত-
 সংশোধো জাহ্নুমধ্যে মহারুজঃ । জেরঃ ক্রোষ্টু কশীর্ষন্ত
 শূলক্রোষ্টুকশীর্ষবৎ । ৫০ । রুপাদবিষমশস্তে অমাষা
 জায়তে বদা । বাতেন গুল্ফমাত্রিত্য তমাহরীত-
 কণ্টকং । ৫১ । পাকি প্রত্যঙ্গুলীনাভৌ কণ্ঠে বা মারুতা-
 দ্বিতে । সাতিকপং নিগৃহ্যতি গৃধ্রসৌ তাং প্রচ-
 কতে । ৫২ । জ্বোতে চরণৌ যন্ত ভবেতাঞ্চাপি
 সুগুর্কৌ । পাদহর্ষঃ স বিজেরঃ ককমারুতকোপজঃ ।
 ৫৩ । পাদয়োঃ কুরুতে দাহং পিত্তাস্থকুমহিতো-

অধিক পরিভ্রম করিলে, কোনরূপ কোভপ্রাপ্তহইলে অথবা
 অধিক আগরণ করিলে মেদ স্লেষ্মায়ুক্ত হইয়া সকিত হইতে
 থাকে এবং স্লেষ্মা অস্ত্র দোষসকলকে অতিভূত করিয়া সমস্ত
 শরীর ব্যাপিত করে । ৪৬-৪৭ । স্লেষ্মা জজ্বার অস্থিসকল
 প্রপূরিত করিয়া তত্ত্বিত্ত করে । ইহাতে সেই অস্থি অবসন্ন
 হইয়া পড়ে এবং উরুদেশ অতিশয় শীতল হয় । ইহাতে
 শরীর শ্রামবর্ণ, অঙ্গের তৈমিত্য, তজ্রা, মুর্ছা, অরুচি ও জ্বর
 হইয়া থাকে । এই রোগকে কেহ কেহ উরুস্তম্ভ, অপগ্র কেহ
 বাহবাত বলিয়া থাকেন । ৪৮-৪৯ । বায়ু ও শোণিতদ্বারা উরু
 ও জজ্বার সন্ধির মধ্যে যে অভ্যন্ত ব্যথাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয়,
 সেই শোথকে ক্রোষ্টুকশীর্ষ বলিয়া থাকে । অবিধিপূরক পাদ-
 স্থাপন করিলে অথবা পথপর্ব্বটনাদিতে অধিক পরিভ্রম হইলে
 বায়ু কুপিত হইয়া গুল্ফস্থানে বেদনা জন্মায় । এই বেদনা-
 বিশিষ্ট রোগের নাম বাতকণ্টক । ৫০-৫১ । যে রোগে ক্রমতঃ
 পাকি, জঙ্গুলি, নাড়ি ও কণ্ঠ এই সকল স্থান রায়ুকর্ষক পীড়িত
 হইলে অধিক বেদনা জন্মে, তাহাকে গৃধ্রসীরোগ বলে । ৫২ ।
 যে রোগে বায়ু ও কক দূষিত হইয়া পাদদ্বয়কে অসার করে,
 অর্থাৎ পাদস্পর্শ করিলে রোগী জানিতে পারে না এবং নখা-
 দ্বাত করিলেও বেদনা বোধ হয় না, পরন্তু রোমাঞ্চ হইবার সময়
 শরীরের বেদন অবস্থা হয়, পাদে সেইরূপ চিহ্ন হইয়া থাকে,

হনিলঃ । বিশেষতঃ ক্রমতঃ পাদদাহং তমাদি-
 গেৎ । ৫৪ ।

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বাতব্যাদিনিদানং নাম
 ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

সপ্তষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধষষ্ঠরিরুবাচ ॥ ১ ॥ বাতরক্তনিদানন্তে বক্তে
 সুশ্রুত তচ্ছৃণু । বিরুদ্ধাশ্বশনকোষদিবাস্পগ্রজ্জা-
 গরৈঃ ॥ ২ ॥ প্রায়শঃ স্কুমারাণাং মিথ্যাহারবিহা-
 রিণাং । শূলানাং স্তম্বিনাঞ্চাপি কুপ্যতে বাতশোণিতং ॥
 ৩ ॥ অতিষাতাদঙ্কেষ্ট নৃণামস্থজি দূষিতে । বাতলৈঃ
 শীতলৈর্কাষ রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধো বিমার্গগঃ ॥ ৪ ॥ তাদৃশৈ-
 র্কাষজা রুদ্ধঃ প্রাক্তদেব প্রদোষয়েৎ । আত্মঘাতং

ইহাকে পাদহর্ষরোগ বলে । ৫৩ । যে রোগে বায়ু ও পিত্ত
 রক্তের সহিত মিলিত হইয়া পাদে জ্বালা উৎপাদন করে এবং
 চলিয়া বেড়াইলেই ঐ জ্বালা কিছু কম হইয়া থাকে, ইহাকে
 পাদদাহরোগ বলে । ৫৪ ।

সপ্তষষ্ঠ্যধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ধষষ্ঠরি কহিলেন, সুশ্রুত ! অনন্তর বাতরক্তনিদান বলি-
 তেছি, শ্রবণ কর । বিরুদ্ধ অশ্বশন, অতিশয় কোপপ্রকাশ, দ্বিবা-
 নিদ্রা, অধিক আগরণদ্বারা বায়ু ও রক্ত কুপিত হইয়া বাতরক্ত-
 রোগ উৎপাদন করে । ১-২ । যাহাদের শরীর অতিকোমল,
 যাহারা অতিমূল এবং অতিশয় স্থখী, তাহাদিগেরই এই রোগ
 জন্মিয়া থাকে । মিথ্যা আহারবিহারাদি করিলে, বাতরক্ত
 কুপিত হয় । ৩ । শরীরে কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলে সেই
 স্থানের রক্ত দূষিত হয় এবং ছর্দিকারক ও অতিশয় শীতল
 দ্রব্য সেবন করিলে বায়ু কুপিত ও বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিমার্গগামী
 হয় । ৪ । অথবা বায়ু পুরোক্ত দূষিত রক্তকর্ষক অবস্থায় হইয়া

কৃত্যাতঃ বলস্বাতঃশোণিতঃ ॥ ৫ ॥ তদা হুর্নামা-
জ্ঞঃ পূর্বস্তাদৌ প্রধাবতি । বিশেষাৎ বমনাভ্যন্ত-
প্রলম্বস্ত লক্ষণং ॥ ৬ ॥ তবিস্যতঃ কূষ্ঠসমং তথা
সামুদসংজ্ঞকং । কানুজজোহকট্যংসহস্তপাদা-
লক্ষিযু ॥ ৭ ॥ কণ্ডুক্ষুরগনিভোদভেদগৌরবসুখতাঃ ।
তুয়া তুয়া প্রশাম্যস্তি কদা বাবির্ভবতি চ ॥ ৮ ॥ পাদরো-
মূলমাংসায় কদাচিক্তমোরপি । আখোরিব বিষৎ
ক্রুদ্ধঃ ক্রুদ্ধং দেহং বিধাবতি ॥ ৯ ॥ স্বপ্নাংসাত্ম-
মুজানং তৎপূর্বং জ্ঞানতে ততঃ । কালান্তরেণ গভীরং
সর্বধাতুনভিত্রবেৎ ॥ ১০ ॥ কট্যাদিসংযতস্থানে দ্ব-
তাত্রাশ্রাবলোহিতাঃ । শ্বশ্বঃ প্রধিতঃ পাকঃ স বায়ুচাষ্টি-
মজ্জমু ॥ ১১ ॥ হিন্দ্রিবি চরন্ত্যন্তশ্চকী কূর্বৎশচ

সেই দোষে দোষগ্রস্ত হয় । বাতরক্তরোগ আদ্যবাতাদিনামে
অভিহিত হয় ॥ ৫ ॥ এই রোগের প্রথমাবস্থায় হুর্নামা প্রভৃতি
কতিপয় রোগ জন্মে । বিশেষতঃ বমনাদিহারাও শরীর প্রল-
ম্বিত হয়, উহা প্রলম্বনামক বাতরক্তরোগের লক্ষণ ॥ ৬ ॥ কূষ্ঠরোগ
জন্মিবার পূর্বে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে, বাতরক্ত-
রোগেও সেই সকল লক্ষণ দেখা যায় । উক্তরোগে জাহ্নু, জন্বা,
উরু, কটি, হস্ত, হস্ত, পাদ ও অঙ্গসন্ধিতে কণ্ডু, ক্ষুরগ, বেদনা,
গুরুতা ও অসারতা হইয়া থাকে । এই রোগ জন্মিয়া কখন
কখন প্রশান্ত হয় এবং পুনর্বার আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৭-৮ ॥
বাতরক্তরোগ কখন কখন পাদদ্বয়ের মূল, কখন বা হস্তদ্বয়ের
মূল আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় । আধুবিষ যেক্রপ সর্বশরীর-
ব্যাপী হয়, সেইরূপ বাতরক্তরোগও সর্বশরীরে সঞ্চার করে ।
৯ ॥ বাতরক্তরোগ প্রথমতঃ চর্ম্ম, অনন্তর মাংস আশ্রয় করিয়া
উৎপন্ন হয়, কালান্তরে ঐ রোগ অতি গভীর হইয়া সর্বপ্রকার
ধাতুকে আক্রমণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ উক্তরোগে কটিপ্রভৃতি
সংযতস্থানের চর্ম্ম তাত্র, শ্রাব অথবা লোহিতবর্ণ হয় এবং
ঐ সকল স্থানে প্রধিত শোথ উৎপন্ন হইয়া পাকপ্রাপ্ত হয় ।
জনন্তর সেই বায়ু অস্থি ও মজ্জাতে প্রবেশ করে ॥ ১১ ॥ এই রোগে
বোধহ্রাস বেন, বেগবানু বায়ু অস্থিপ্রভৃতি ছেদ করিয়া অভ্য-
ন্তরে চক্রাকারে বিচরণ করে । অনন্তর ঐ বায়ু সর্বশরীরব্যাপী
হইলে রোগীকে খণ্ড বা পঙ্গু করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥ বাতা-
ধিক্যপ্রযুক্ত বাতরোগ জন্মিলে সত্যন্ত শরীরকম্পন, ভ্রমণবৎ

বেগবানু । কনোতি খণ্ডং পঙ্গুং বা শরীরং সর্বত-
শ্চরনু ॥ ১২ ॥ বাতাধিক্যেহধিকস্তত্র শূলক্ষুরগভ্রমণং ।
শোথস্ত রৌক্ষ্যং ক্রুদ্ধং শ্রাবতাবহিহানরঃ ॥ ১৩ ॥
ধমন্তুলিসঙ্কীনাং সঙ্কোচোলপ্রহোহতিরুক্ । শীত-
বেগানুপশরৌ স্তম্ভবেপথুশ্চরঃ ॥ ১৪ ॥ রক্তে শোথো-
হতিরুক্কতোদস্তাত্ৰাশ্চিমিচিমায়ুর্থে । স্নিগ্ধরুচৈঃ সমং
নৈতি কুণ্ডক্রেদসমধিতঃ ॥ ১৫ ॥ পিত্তে বিদাহঃ
সম্মোহঃ স্বেদো মুচ্ছা মদত্বয়া । স্পর্শসহস্তং রুগ্রাবঃ
শোথঃ পাকো ভ্রুশোম্মতা ॥ ১৬ ॥ কক্ষে স্তৈমিত্য-
গুরুতানুপ্তিস্নিগ্ধলীততাঃ । কণ্ডুমন্দা চ রুগ্ধবন্ত
সর্বলিঙ্গাঃ শঙ্করাং ॥ ১৭ ॥ একদোষঞ্চ সংসাধ্যং

বেদনা, পাদস্থিত শোথের রুদ্ধতা, ক্রুদ্ধবর্ণতা অথবা শ্রাববর্ণতা
হইয়া থাকে । এই রোগ কখন কখন অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়
এবং কখন কখন বা লঘু হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ বায়ুজন্ত বাত-
রক্তরোগে অতুলিসন্ধির ধমনী সঙ্কোচিত করিয়া অতিশয় বেদনা
জন্মায় । শীতবেগ, অহুপশর, স্তম্ভ, বেপথু ও শরীরের অসারতা
হইয়া থাকে । এই রোগে রোগীর শীতলত্বব্যসেবনে অভি-
লাষ জন্মে, কিন্তু শীতলত্বব্যসেবনে ঐ রোগের বৃদ্ধি হইয়া
থাকে ॥ ১৪ ॥ রক্তাধিক বাতরক্তরোগে শোথ, কখন অত্যন্ত
বেদনা, কখন স্তীবেধবৎ বেদনা, কণ্ডু, জড়তা, শরীরের তাত্র-
বর্ণতা হয় এবং বিবিধবাত শরীর আক্রমণ করে এবং স্নিগ্ধ ও
রুদ্ধ ক্রিয়াতে রোগের শান্তি হয় না এবং শরীর কণ্ডু ও ক্রেদ-
যুক্ত হয় ॥ ১৫ ॥ পিত্তজন্ত বাতরক্তরোগে দাহ, মোহ, স্বেদ,
মুচ্ছা, মদ, ত্বষ্ণা, শোথ, পাক, এই সকল উপদ্রব হয় এবং
ব্রণস্থানে অধিক তাপ হইয়া থাকে ; লোমস্পর্শ করিলে অসহ-
বোধ হয় ॥ ১৬ ॥ কফজন্ত বাতরক্তরোগে স্তৈমিত্য, গুরুতা,
স্নিগ্ধতা, শৈত্য, অন্ন অন্ন কণ্ডু এই সকল উপদ্রব হয় । বর্ধকজন্ত
বাতরক্তে বিবিধ লক্ষণ এবং ত্রিদোষজন্ত বাতরক্তে সর্বপ্রকার
লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ একদোষজন্ত বাতরক্ত
নাশ্য ; ঐ রোগ ত্রিদোষজন্ত হইলে চিকিৎসাদ্বারা ক্ষণ্য হইয়া
থাকে । ত্রিদোষজন্ত বাতরক্ত অতি স্থায়ী, তাহার চিকিৎসাতে
কোন ফল হয় না ; অতএব স্থলক চিকিৎসক উক্তরোগীকে
পরিভ্যাগ করিবে ॥ ১৮ ॥ বাতরক্তরোগে বায়ু শরীরস্থ রক্ত

বাণ্যৈব বিদোষজং । ত্রিদোষকৃত্যজেন্দ্রো রক্ত-
পিত্তং সুদারুণং ॥ ১৮ ॥ রক্তমদে নিহন্ত্যাপ্ত শাখা-
সন্ধির্ মারুতঃ । নিবেশ্যাত্তোজ্যমাবাৰ্য্য বেদনাভি-
হরত্যসূনু ॥ ১৯ ॥ বায়ৌ পঞ্চাঙ্গকে প্রাণে রৌক্ষ্যা-
চ্চাপল্যলজ্জনৈঃ । সত্যাহারাভিঘাতাচ্চ বেগোদীরণ-
চারণৈঃ ॥ ২০ ॥ কুপিতস্তক্ষুরাদীনামুপঘাতং প্রক-
ল্পয়েৎ । পীনসো দাহতৃট্টকাসশ্বাসাদিশ্চৈব জায়তে ॥
২১ ॥ কঠরোধো মলজংশহৃদ্যরোচকপীনসানু । কুৰ্য্যচ্চ
গলগণ্ডাদীংস্তানু জক্রমূৰ্দ্ধসংশ্রয়ঃ ॥ ২২ ॥ ব্যানোহতি-
গমনস্নানক্ৰীড়াবিষয়চেষ্টিতৈঃ । বিরুদ্ধরুদ্ধজীহ্ব-
বিষাদাঐশ্চ দূষিতঃ ॥ ২৩ ॥ পুংস্তোংসাহবলজংশ-
শোকচিত্তপ্লবঙ্গরানু । সর্কাকারাদিনিস্তোদরোমহর্ষং
সুযুগুতাং ॥ ২৪ ॥ কুষ্ঠং বিসর্পমন্তচ্চ কুৰ্য্যাং সর্কাক-
সাদনং । সমানো বিষমাজীর্ণজীতসংকীর্ণভোজনৈঃ ॥
২৫ ॥ করোত্যাকালশয়নজাগরাঐশ্চ দূষিতঃ । শূল-

বিনাশ করিয়া অঙ্গসন্ধিতে প্রবেশ করে এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে
আবরণ করিয়া সমধিক বেদনা সমুৎপাদনপূর্বক প্রাণবিনাশ
করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ পঞ্চবিধ বায়ু ক্রকতা, চাপলা, লজ্জন,
অত্যাহার, অভিঘাত ও বেগরোধাদি দ্বারা কুপিত হইয়া চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয়ের উপঘাতকল্পনা করে । তাহাতে পীনস, দাহ, তৃষ্ণা,
কাস, শ্বাস এই সকল উপদ্রব জন্মে ॥ ২০-২১ ॥ উক্তরোগে বায়ু
জক্রে ও মূৰ্দ্ধস্থান আশ্রয় করিয়া কঠরোধ, মলজংশ, হৃদি, অরুচি,
পীনস এবং গলগণ্ডাদি নানাপ্রকার উপদ্রব জন্মায় ॥ ২২ ॥ অতি-
দূরগমন, অধিক স্নান, অতিশয় ক্রীড়া ও সমধিক বিষয়চেষ্টি,
বিরুদ্ধ ও রুদ্ধ বাবহার, ভয়, হর্ষ ও বিষাদাদি দ্বারা ব্যানবায়ু
দূষিত হইয়া পুংষ, উৎসাহ ও বল বিনাশ করে এবং শোক,
চিত্তবিভ্রম, জ্বর, অঙ্গবেদনা, রোমহর্ষ, সুযুগুতা অর্থাৎ স্পর্শ-
জানাস্রব, কুষ্ঠ, বিসর্প ও অজ্ঞাবলাদপ্রভৃতি উপদ্রব উৎপাদন
করে । বিষম, অজীর্ণ, জীত ও সর্কাক জব্য ভোজনাদি, অকাল-
শয়ন ও জাগরণাদি দ্বারা সমানবায়ু দূষিত হইলে শূল, গুন্ম, গ্রহণী,
অর্শ, যকৃৎপ্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে ॥ ২৩-২৬ ॥ রক্ত ও গুরু
অন্নভোজন, বেগবিঘাত, অতিপাতন, বানগমনপ্রভৃতি দ্বারা
অপানবায়ু কুপিত হইয়া পঞ্চাঙ্গকে আশ্রয় করে; তাহাতে

গুন্মগ্রহণাদীন্ যকৃৎকামাশ্রয়ান্ গদানু ॥ ২৭ ॥ অপানো
রক্তগুরুস্রববেগাঘাতাতিবাহনৈঃ । বানবানসমুৎপান-
চংক্রমৈশ্চাতিসেবিতৈঃ ॥ ২৮ ॥ কুপিতঃ কুরুতে
বেগানু কৃচ্ছ্রানু পকাশায়াশ্রয়ানু । মূত্রশুক্রপ্রদো-
বার্শোশুদজংশাদিকানু বহুনু ॥ ২৯ ॥ সর্কাকমাত্তং
সাম তজ্জাতৈর্মিত্যাগৌরবৈঃ । স্নিগ্ধবোধকালস্ত
শৈত্যশোথান্নিহানয়ঃ ॥ ৩০ ॥ কণ্ডুরক্কাতিনাশেন
তদ্বিধোপশমনেন চ । মুক্তিং বিজ্ঞানিরামং তং তজ্জাদীনাং
বিপর্যয়াং ॥ ৩১ ॥ বায়োরাবরণং বাতো বহুভেদং
প্রচক্ষতে । পিত্তলিদ্ধারতে দাহতৃষ্ণা শূলং জমস্তমঃ ।
কটুকোফাশ্ললবণৈর্কিঁদাহকীতকামতা ॥ ৩২ ॥ শৈত্য-
গৌরবশূলাগ্নিকটাক্যপয়সোহদিকং । লজ্জনায়াস-
রুদ্ধকোষকামতা চ কফারতে ॥ ৩৩ ॥ কফারতেহঙ্গ-
মর্দঃ স্রাজ্জ্বাসো গুরুতা রুচিঃ । রক্তারতে সদাহার্তি-

মলমূত্রাদির বেগে সমধিক রেশবোধ হয় এবং মূত্রদোষ,
শুক্রদোষ, অর্শ, গুদভ্রংশাদি বহুবিধ রোগ জন্মে ॥ ২৭-২৮ ॥
উক্তরোগের আমাবস্থায় তজ্জা ও তৈর্মিত্যাদি সর্কাক ব্যাধি
হয়, সর্বশরীর গৌরবান্বিত বোধ হইয়া থাকে এবং সর্ব-
শরীরের স্নিগ্ধতাবশতঃ বুদ্ধি বিচলতাপন্ন হয়, শৈত্য, শোথ ও
মন্দাগ্নি হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ যখন শরীরের কণ্ডু ও ক্রকতা-
প্রভৃতি বিনাশ হইয়া তদ্বিধ অজ্ঞান উপসর্গেরও শাস্তি হয় এবং
তজ্জাদির বিপর্যয় হইয়া থাকে, তখন সেই নোণীকে 'নির্কর্যাধি'
বলা যায় ॥ ৩০ ॥ বায়ুর আবরণভেদে উক্তরোগ বহুবিধ কথিত আছে
পৈত্তিক চিহ্নসকল দেহ আবৃত করিলে দাহ, তৃষ্ণা, শূল, ভ্রম, অঙ্গ-
কারদর্শন, এই সকল উপদ্রব হয়; কখন কটু, কখন উষ্ণ, কখন
অন্ন, কখন লবণ, কখন নীতলদ্রব্যে অভিলাষ হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥
কফচিহ্নে দেহ আবরণ করিলে শৈত্য, গৌরব, শূল, মন্দাগ্নি
প্রভৃতি উপদ্রব হয়, অধিক জলপান করিতে ইচ্ছা হয়, লজ্জনে
অতিশয় পরিশ্রমবোধ হয় এবং রক্ত ও উষ্ণত্বে অভিলাষ
হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ কফারত বাতরক্তে অঙ্গমর্দ, জ্বাস, গুরুতা,
অরুচি, এই সকল লক্ষণপ্রকাশ পায় । রক্তারত বাতরক্তে
ষষ্ক, মাংসপ্রভৃতিতে সমধিক বেদনা অনুভূত হয় ॥ ৩৩ ॥ উক্ত-
রোগে রক্তবর্ণ শোথ এবং শরীরে মণ্ডলাকার চিহ্ন দেখা যায় ।
উক্ত শোথ মাংস আশ্রয় করিলে অতিকঠিন হয় এবং জ্বাস

অজ্ঞানসাময়িক ভ্রমঃ ॥ ৩৩ ॥ ভবেৎ সরাগঃ স্বয়ং-
জ্ঞানন্তে মণ্ডলানি চ । শোথো মাংসেন কঠিনো
হস্তাসপিটিকাস্তথা ॥ ৩৪ ॥ চললগ্নো মূত্রঃ শীতঃ শোথো
গাত্রেষু রোচকঃ । আচ্যবাত ইব জেরঃ স ক্রুদ্ধো
মেদসারুতঃ ॥ ৩৫ ॥ স্পর্শ আচ্ছাদিতেহত্যক্ষঃ শীতলশ্চ
হন্যতে । মজ্জারুতে তু বিষমং জন্তুগং পরিবেষ্টনং ।
শূলঞ্চ পীড়্যমানে চ পাণিত্যাং লভতে সুখং ॥ ৩৬ ॥
শুক্লারুতে তু শোথে বৈ চাতিবেগো ন বিস্ততে । ভুক্তে
কুল্কো রুজা জীর্ণে নিরুত্তির্ভবতি ক্রবং ॥ ৩৭ ॥ মূত্র-
প্ররুত্তিরাহ্বানং বস্তেষু ব্রূত্বতে ভবেৎ । ছিদ্রারুতে
বিবন্ধোহথ স্বস্থানং পরিক্রান্তি ॥ ৩৮ ॥ পতত্যাশ্চ
অরাক্রান্তো ভুক্তে চ লভতে নরঃ । সক্রবং পীড়িত-
মগ্নেন দুষ্টং শুক্রং চিরাৎ সৃজেৎ ॥ ৩৯ ॥ সর্ষধাত্বা-
রুতে বায়ো শ্রোণিবজ্জগৎপৃষ্ঠরুকৃ । বিলোমে মারুতে

চৈব হৃদয়ং পরিপীড়্যতে ॥ ৪০ ॥ অমো মূর্ছা রুজা
দাহঃ পিত্তেন প্রাণ আব্রুতে । রুজা ভ্রম্য স্বয়ং শো
দাহো ব্যানে তু সর্ষশঃ ॥ ৪১ ॥ ক্রমোহকচেষ্ঠাভজশ্চ
সস্তাপঃ সহবেদনঃ । সমান উদ্বোধনহতিঃ স শ্বেদোপ-
রতিঃ সুতৃট্ ॥ ৪২ ॥ দাহাশ্চ স্তাদপানে তু মলে
হারিদ্ভবণতা । রজোরুদ্ধিস্তাপনঞ্চ তথা চানাহ-
মেহনং ॥ ৪৩ ॥ শ্লেষ্মা প্রারুতে প্রাণে নাদঃ শ্রোতো-
হবরোধনং । শীতলৈকব সশ্বেদশ্বাসনিশ্বাসসংগ্রহঃ ॥
৪৪ ॥ উদানে গুরুগাত্রমরুচীকৃষ্ণরগ্রহঃ । বলবর্ণ-
প্রণাশশ্চ ব্যানে পরীক্ষিসংগ্রহঃ ॥ ৪৫ ॥ গুরুতাদেষু
সর্ষেষু শূলত্বাগতং ভ্রমং । সমানেতিক্রিয়াজন্ত-
মশ্বেদো মন্দবহিতা ॥ ৪৬ ॥ অপানে সককং মূত্রং
শকৃতঃ স্তাৎ প্রবর্তনং । ইতি দ্বাবিংশতিবিধং বাত-
রজাময়ং বিদুঃ ॥ ৪৭ ॥ প্রাণাদয়স্তথাস্তোস্তং সমাক্রান্তা

ও পীড়কাপ্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে । ৩৪ । উক্তরোগে গাত্র
যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহা সচল অথবা একস্থানস্থিত, মূত্র ও
শীতলস্পর্শ হইয়া থাকে; ইহাকে আচ্যবাত বলে । উক্ত
শোথ মেদোবৃত্ত ও অতিকষ্টপ্রদ । ৩৫ । উক্ত শোথ স্পর্শ বা
আচ্ছাদন করিলে অতি উষ্ণ হইয়া থাকে এবং অনাবৃত্ত অব-
স্থায় শীতলবোধ হয়; মজ্জারুত শোথে পূর্বোক্তপ্রকারের বিপ-
রীত হয় । ইহাতে জন্তুগ এবং অধিক শূল অনুভূত হইয়া থাকে ।
হস্তধারণ, পীড়ন করিলে অপেক্ষাকৃত সুখবোধ হয় । ৩৬ । শুক্রা-
রুত শোথে অধিক বেগ থাকক না, ভোজন করিলে উদরে
বেদনা অনুভূত হয় এবং জীর্ণ হইলে সেই বেদনার নিবৃত্তি হইয়া
থাকে । ৩৭ । বাতরুক্তে মূত্রাশয় আশ্রয় করিলে মূত্রপ্রবৃত্তি,
আহ্বান, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় । বাতরুক্তরোগে শারী-
রিক ছিদ্রসকল আবৃত্ত হইলে বিবন্ধ ও স্বস্থানে কণ্ঠনবং পীড়া
অনুভূত হয় । ৩৮ । বাতরুক্তপীড়িত ব্যক্তি হঠাৎ অরাক্রান্ত
হইয়া পতিত হয় এবং ভোজনান্তে পীড়া অনুভূত হইয়া থাকে
এবং চিরকালে দুষ্ট শুক্র নিঃসারিত হয় । ৩৯ । বায়ু সর্ষধাতু
জারুত করিলে কটি, বজ্জগ ও পৃষ্ঠে বেদনা উপস্থিত হয় এবং
বায়ু বিলোমভাবে হৃদয়কে পরিপীড়িত করে । ৪০ । পিত্ত প্রাণবায়ু
আবৃত্ত করিলে ত্রিদি, মূর্ছা, বেদনা, দাহ, এই সকল উপদ্রব

হয় । ঐ পিত্ত ব্যানবায়ু আবরণ করিলে বেদনা, তন্দ্রা, স্বরভ্রংশ
ও সর্ষশরীরে দাহ হইয়া থাকে । ৪১ । সমানবায়ু আক্রান্ত হইলে
ক্রমতঃ অকচেষ্ঠা, অজভঙ্গ, সস্তাপ, বেদনা, শারীরিক তাপ-
বিনাশ, বর্ণরোধ, তৃষ্ণা ও দাহ, ঐ সকল উপদ্রব হয় । ৪২-৪৩ । বাত-
রুক্তরোগে শ্লেষ্মা প্রাণবায়ু আবৃত্ত করিলে নাদশ্রোত অবরুদ্ধ
হয়; শীতল, বর্ণ, শ্বাসপ্রশ্বাসরোধপ্রভৃতি উপদ্রব ঘটয়া থাকে ।
৪৪ । শ্লেষ্মা উদানবায়ু আক্রমণ করিলে গাত্রের গুরুতা, অকচি,
বাক্যরোধ, বলবর্ণপ্রণাশ, এই সকল উপদ্রব হয় । ব্যানবায়ু
আক্রান্ত হইলে পর্ষ ও অস্থিবেদনা, সর্ষাঙ্গের গুরুতা এবং
শরীর অধিক শূল হয় । সমানবায়ু আক্রান্ত হইলে কোলরূপ
শারীরিক ক্রিয়ার জ্ঞান থাকে না, শ্বেদ নির্গত হয় না এবং
অগ্নিমান্দ্য উপস্থিত হয় । ৪৫-৪৬ । অপানবায়ু আক্রান্ত হইলে
কফসংযুক্তমলমূত্র নিঃসৃত হইতে থাকে; এইরূপে বাতরুক্তরোগ
দ্বাবিংশতিপ্রকার কথিত হইল । ৪৭ । প্রাণাদিরাযু পরস্পর
আক্রান্ত হইলে এই রোগ বিংশতিপ্রকার হইয়া থাকে এবং
একরূপে আবরণও বিংশতিপ্রকার হয় । ৪৮ । প্রাণবায়ু অপান-
বায়ুকে আবরণ করিলে হস্তাস, শ্বাসরোধ, প্রতিজ্ঞান, শিরো-

মধ্যাক্ষমং । সর্বেপি বিংশতিবিধং বিজ্ঞানাবরণঞ্চ
 ৪৮ ॥ জ্ঞানাসৌজ্জ্বল্যসংরোধঃ প্রতিশ্রায়ঃ শিরো-
 গ্রহঃ । জ্ঞানোদগো মুখশোষণচ প্রাণেনাপান আবৃত্তে ॥
 ৪৯ ॥ উদানেনার্বৃত্তে প্রাণে ভবেদ্ধি বলসংক্ষয়ঃ ।
 বিচারধেন বিভক্তেৎ সর্কমাৱরণং ভিষক্ ॥৫০॥ স্থান-
 ক্ষপেক্ষ্য বাতানাং বৃদ্ধির্হ্যনিচ্ছ কৰ্ম্মণাং । প্রাণাদী-
 নাঞ্চ পঞ্চানাং পিত্তমাৱরণং মিথঃ ॥ ৫১ ॥ পিত্তাদী-
 নামাবনতির্মিথ্রাণাং মিশ্রিতৈশ্চ তৈঃ । মিশ্রৈঃ পিত্তা-
 দিভিস্তদ্বন্মিথ্রাণ্যপি ভবেনকথা ॥ ৫২ ॥ তান্ লক্ষ্যে-
 দবহিতো যথা স্বলক্ষণোদয়াৎ । শনৈঃ শনৈশ্চোপ-
 শয়ং দৃঢ়ানপি মুহুর্মুহুঃ ॥ ৫৩ ॥ বিশেষাজ্জীবিতং
 প্রাণ উদানো বলমুচ্যতে । স্থাস্ত্রয়োঃ পীড়নাক্কাণি-
 রাব্রুশ্চ বলস্ত চ ॥ ৫৪ ॥ আবৃত্তা বায়বো জ্ঞাতা
 জ্ঞাতা বা স্বস্থানচ্যুতাঃ । প্রযত্নেনাপি হুঃসাধ্যা

এহ, জ্ঞানোদগ ও মুখশোষ এই সকল উপদ্রব ঘটে । ৪৯ । উদান-
 বায়ু প্রাণবায়ুকে আবৃত্ত করিলে বলসংক্ষয় হইয়া থাকে ।
 এইরূপ বিচারদ্বারা সর্কপ্রকার আবরণ নিশ্চয় করিয়া রোগ-
 বিভাগ করিতে হয় । ৫০ । বাতাদির স্থানস্থান বিবেচনা করিয়া
 কৰ্ম্মের হানিবুদ্ধি অহুমান করিবে । পিত্তই প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর
 আবরণস্বরূপ ; পিত্তাদি মিশ্রিত হইলে তাহাদিগের আবাস-
 স্থানও মিশ্রিত হয় । পিত্তাদি মিশ্রিত হইলে যেমন নানাপ্রকার
 রূপ ধারণ করে, সেইরূপ মিশ্রিত পিত্তাদিভিন্ন রোগও অনেক-
 প্রকার হয় । ৫১-৫২ । বিচক্ষণ চিকিৎসক অবহিত হইয়া স্ব স্ব
 লক্ষণদ্বারা রোগনিশ্চয় করিবে । রোগসকল অতিদৃঢ় হইলেও
 তাহা অগ্নে অগ্নে উপশম করিতে হয় । ৫৩ । প্রাণবায়ু জীবন এবং
 উদানবায়ু বল ; এই বায়ুদ্বয়ের পীড়ন করিলে আয়ু ও বলের
 হানি হইয়া থাকে ; অতএব বাহাতে উক্ত বায়ুদ্বয়ের হানি না
 হয়, সাবধানতাপূর্ব্বক তজ্জপ চিকিৎসা করিতে হইবে । ৫৪ । যখন
 দেখিবে, বায়ুসকল আবৃত্ত হইরাছে, কিংবা ঐ সকল বায়ু স্থান-
 চ্যুত হইরাছে, তখন সেই রোগ উপদ্রববিহীন হইলেও তাহা
 হুঃসাধ্য হইয়া থাকে । সমগ্রিক বহু করিলেও তাহা সাধ্যায়ত্ত
 হয় না । ৫৫ । বাতরক্তরোগে উপেক্ষা করিলে যদি সর্কাক আবৃত্ত
 হয়, তবে বিজ্জ্বি, পীহা, জ্ঞানোদগ, ওষু, অগ্নিমান্দ্য, বেগনা, এই

ভবেমুর্কীভূপদ্রবাঃ ॥ ৫৫ ॥ বিজ্জ্বিপীহজ্ঞানোদগওষু-
 অগ্নিমান্দ্য । ভবন্ত্যপদ্রবান্তেষামাবৃত্তানামুপেক্ষয়া ॥ ৫৬ ॥
 নিদানং সূক্ষ্মত ময়া আত্রেয়োক্তং সমীরিতং । সর্ক-
 রোগবিবেকায় নরাভ্যাসুঃপ্রবৃত্তয়ে ॥ ৫৭ ॥ এবং
 বিজ্ঞায় রোগাদীংশ্চিকিৎসামথবা চরেৎ । ত্রিকলা
 সর্করোগগ্রী মধ্যাক্ষমগুড়মংযুতা ॥ ৫৮ ॥ সবেয়াবা ত্রিকলা
 বাপি সর্করোগপ্রমর্দ্দিনী । শতাবরীগুড়চ্যগ্নিবিড়-
 জেন যুতাথবা ॥ ৫৯ ॥ শতাবরী গুড়চ্যগ্নি গুঠী মূষ-
 লিকা বলা । পুনর্ব্বা চ বৃহতী নিগুণ্ডী নিষপত্রকং ॥
 ৬০ ॥ ভুজরাজশ্চামলকং বাসকশুভ্রসেন বা । ভাবিতা
 ত্রিকলা সপ্তবারমেকমথাপি বা ॥ ৬১ ॥ পূর্কোক্তশ্চ
 যথালভং যুক্তাশ্চূর্ণঞ্চ মোদকঃ । বটিকা যুততৈলযা
 কষায়ো শোষরোগনুৎ । পলং পলাদ্ধিকং বাপি কর্ণং
 কর্ণাদ্ধিমৈব বা ॥ ৬২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সপ্তষষ্ঠ্যধিকশততমো-
 দধ্যায়ে নিদানং সমাপ্তং ॥

সকল উপদ্রব হইয়া থাকে । ৫৬ । সূক্ষ্মত ! আত্রেয়োক্ত নিদান
 তোমার নিকট বলিলাম, ইহাধারা সর্করোগপরিজ্ঞান হইয়া
 থাকে ; তাহাহইলেই মনুষ্যাদির আয়ুঃকৃদ্ধি পায় । ৫৭ । পূর্কোক্ত-
 প্রকারে রোগাদি জানিয়া চিকিৎসা করিবে । ত্রিকলা (হরী-
 তকী, আনলকী ও বহেড়া,) মধু, যুত অথবা গুড়সহযোগে
 সেবন করিলে সর্করোগ বিনাশ পায় । ৫৮ । শতমূলী, গুড়চী,
 চিতা অথবা বিড়জ ইহাদিগের সহিত ত্রিকলা ও ত্রিকটু সেবন
 করিলে সর্কপ্রকার রোগ নষ্ট হয় । ৫৯ । শতমূলী, গুড়চী, চিতা,
 গুঠী, তালমূলী, বেড়েলা, পুনর্ব্বা, বৃহতী, নিসিকা, নিষপত্র,
 ভুজরাজ, আমলকী ও বাসক, ইহাদিগের রসে ত্রিকলা সপ্তবার
 অথবা একবার ভাবনা দিয়া পূর্কোক্ত শতমূলীপ্রভৃতি চূর্ণ করিয়া
 মোদক, বটিকা, যুত অথবা তৈল প্রস্তুত করিবে কিংবা উক্তরস
 সকলের কাথ পান করিবে । ইহাতে সর্করোগ বিনাশ পায় ।
 একপল, (৮ তোলা) পলাদ্ধি, কর্ণ (হুইতোলা) অথবা কর্ণ-
 কর্ণপরিমাণে উক্ত কষায় সেবন করিতে হইবে । ৬০-৬২ ।

অষ্টবর্ত্যাদিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ধনস্তরিক্রবাচ ॥ ১ ॥ সর্বরোগহরং সিদ্ধং যোগ-
সারং বদাম্যহং । শূণ্ণ স্ত্রুজ্ঞাত সংপেক্ষাং প্রাণিনাং
জীবহেতবে ॥ ২ ॥ কষায়কটুতিক্তাঙ্গুরকাহারাদিভো-
জনাং । চিত্তাব্যবায়ব্যায়ামভয়শোকপ্রজাগরাং ॥ ৩ ॥
উল্লেভ্যামাতিভারাত কৰ্মযোগাতিকৰ্ষণাং । বায়ুঃ
কুপ্যতি পৰ্জ্বন্যে জীর্ণায়ে দিনসংস্করে ॥ ৪ ॥ উষ্ণ-
লবণাকারকটুকাজীর্ণভোজনাং । তীক্ষ্ণতপায়িসস্তাপ-
মথক্ৰোধনিবেষণাং ॥ ৫ ॥ বিদাহকালে ভুক্তস্ত
মধ্যাহ্নে জলদাত্যয়ে । গ্রীষ্মকালেহর্জরাক্রোহপি পিত্তং
কুপ্যতি দেহিনঃ ॥ ৬ ॥ শ্বাসলবণান্নিক্তগুরুজীতাতি-
ভোজনাং । নবান্নপিচ্ছিলানুপমাংসাদিসেবনাদপি ॥ ৭ ॥
অব্যায়ামদিবাস্তপশব্যাসনসুখাদিভিঃ । কক্ষপ্রদোষো
ভুস্তে চ বসন্তে চ প্রকুপ্যতি ॥ ৮ ॥ দেহপাক্ষ্যসং-
কোচতোদবিষ্টভ্ৰুকারয়ঃ । তথা চ স্ত্রুজ্ঞাতা রোমহর্ষ-

অষ্টবর্ত্যাদিকশততম অধ্যায় ।

ধনস্তরিক্রবাহেন, স্ত্রুজ্ঞাত! সর্বপ্রাণীর জীবনের নিমিত্ত
বিবিধ রোগাপহারক ঔষধযোগ তোমার নিকট সংক্ষেপে বলি-
তেছি, শ্রবণ কর, ১-২। কষায়, কটু, তিক্ত, অন্ন ও কক্ষজব্য
ভোজন, চিত্তা, ব্যবায়, ব্যায়াম, ভয়, শোক, জাগরণ, অত্যাচ্ছ-
ভাবণ, অতিশয় ভারবহন, কৰ্ম্মেতে অতিশয় অভিনিবেশ এই
সকল হেতুতে, বর্ষাকালে, ভুক্তত্রয়ের জীর্ণসময়ে, দিবসের
অবসানকালে বায়ু কুপিত হয়। ৩-৪। উষ্ণ, অন্ন, লবণ, ক্ষার,
কটু ও গুরুপাক জব্যভোজন করিলে, তীক্ষ্ণ আভপ ও অগ্নিসস্তাপ
গ্রহণ করিলে, মদ্যাসেবন ও ক্রোধের বেগ সম্বরণ করিলে, ভুক্ত-
ত্রয়ের বিদাহকালে, বর্ষার অবসানে, গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নসময়ে
অথবা অর্জরাত্রিসময়ে পিত্ত প্রকুপিত হয়। ৫-৬। বায়ু, অন্ন,
লবণ, অম্লিৎ, শুষ্ক ও শীতলজব্য অধিকভোজন করিলে, নবান্ন,
পিচ্ছিলজব্য, সজল-স্থলভাত পণ্ডুর মাংসসেবন করিলে, একে-
বারে ব্যায়াম পরিত্যাগ করিলে, দিবাসন ও শয্যাসনাদি
সুখভোগে, বসন্তকালে ভোজনমাত্র কক্ষ প্রকুপিত হয়। ৭-৮।
শরীরের কৰ্কশতা, সঙ্কোচ, যেমন, বিষ্টভ, স্পর্শাকার, রোমহর্ষ,
স্তম্ভন, শোষণ, শরীরের পিত্তলবণতা, অজস্মিন্নে, বসন্তকালে ও আ-

স্তম্ভনশোষণং ॥ ৯ ॥ শ্বাসব্রমদবিষ্মেবলম্বাসব-
র্জনং । বায়োর্গিদানি ভৈরুজ্ঞং রোগং বাতাত্মকং
বদেৎ ॥ ১০ ॥ দাহোন্নপাদসংক্লেদকোপরাগপরি-
শ্রমাঃ । কটুশলবৈগল্যবেদমূর্ছাতিতৃজ্জমাঃ । হা-
রিভ্রং হরিভ্রুৎ পিত্তলিঙ্গাতিতরঃ ॥ ১১ ॥ শ্লিষ্টং
দেহে মাধুর্য্যচিরকারিত্ববক্ষ্যং । শৈমিত্যভৃগ্নিসজাত-
শোধশীতলগৌরবং ॥ ১২ ॥ কণ্ডুনিজ্জাতিযোগচ্চ
লক্ষণং কক্ষসম্ভবং । হেতুলক্ষণসংসর্গাধিত্যাদি
বিদোষজং ॥ ১৩ ॥ সর্বহেতুসমুৎপন্নং ত্রিলিঙ্গং সারি-
পাতিকং । দোষধাতুমলাধারো দেহিনাং দেহ-উচ্যতে ॥
১৪ ॥ তেষাং সমতমারোগ্যং ক্ষয়রুদ্ধৈর্কিপর্যায়ঃ ।
বাস্তৃজ্ঞাংসমেদোহিমজ্জাশুকানি ধাতবঃ ॥ ১৫ ॥ বাত-
পিত্তককা দোষা বিপ্লবাত্মা মলাঃ স্ফুতাঃ । বায়ুঃ

যাস এই সকল বায়ুপ্রকোপের চিহ্ন। যে যে রোগে উক্ত লক্ষণ-
সকল প্রকাশ পায়, তাহাকে বারুরোগ বলিয়া নিশ্চয় করিবে ১-
১০। শরীরে দাহ ও তাপ, পদে বর্ষ, অতিশয় কোপ, শারীরিক
রাগ, পরিশ্রমবোধ, মুখে কটু ও অনুরসাবাদ, পনের জ্বর হর্গ-
বোধ, বেদ, মূর্ছা, তৃষ্ণা, জ্বর, হরিভ্রাবর্ণ বা হরিবর্ণদর্শন, এই
সকল পিত্তপ্রকোপের চিহ্ন। যে রোগে উক্তলক্ষণ প্রকাশ পায়,
তাহাকে পিত্তরোগ জানিবে। ১১। শরীরের শ্লিষ্টতা, মুখের
মাধুর্য্য, কার্যে চিরকারিত্ব, শরীরে বন্ধনবৎ শীতলা, শরীরের আর্জ-
ভাব, ভৃগ্নিসজাত, শোধ, শরীরের শীতলতা ও শুকতা, অজ-
কণ্ড, নিজার আভিষ্য এই সকল কক্ষপ্রকোপের লক্ষণ।
ব্যায়ির লক্ষণ, হেতু ও সংসর্গাধিত্যাদি কক্ষপিত্তাদির প্রাবল্যনিরূ-
পণ করিবে। রোগীর লক্ষণ বিবেচনা করিলেই সেই রোগটি
একদোষজ্ঞ কি দ্বিদোষজ্ঞ ইত্যাদি বুঝিতে পারিবে। ১২-১৩।
যে রোগে বায়ু, পিত্ত, কক্ষ এই তিনের লক্ষণ প্রকাশ পায়,
তাহাকে ত্রিলিঙ্গ অথবা সারিপাতিক রোগ বলে। দেহদ্বিগের
দেহ দোষ, ধাতু ও মলের আধার। ১৪। যখন বায়ুপিত্তাদি দোষের
সমতা থাকে, তখনই রোগীকে আরোগ্যবান্ বলা যায়।
আরোগ্যাবস্থার ক্রম বা বুঝি হয় না। আয়ুর্কর্ম্মবিদগণ পণ্ডিত-
গণ বলা, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সকল দ্ধা-
রকে ধাতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ১৫। বায়ু, পিত্ত ও

শীতো লঘুঃ স্নিগ্ধঃ স্রবনশী হিরো বলী ॥ ১৬ ॥ পিত্ত-
মল্লকটু কণ্ঠাপণ্ড তিস্তি রোগকারণং । মধুরো লবণঃ
স্নিগ্ধো গুরুঃ স্নেহাতিপিচ্ছিলঃ ॥ ১৭ ॥ শুদ্রশ্রোগ্যাশ্রয়ো
বায়ুঃ পিত্তং পকাশয়স্থিতং । কফস্ত্র্যামাশয়স্থানং
কঠো বা মূর্দ্ধসঙ্করঃ ॥ ১৮ ॥ কটুতিক্তকষায়াস্ত কোপ-
য়ন্তি সমীরণং । কটুপ্লবণাঃ পিত্তং স্বাদুফলবণাঃ
কফং ॥ ১৯ ॥ এত এব রিপর্য্যস্তাঃ শমায়ৈবাং প্রযো-
জিতাঃ । ভবন্তি রোগিণাং শান্ত্যৈ স্বস্থানং সুখ-
হেতবঃ ॥ ২০ ॥ চক্ষুষ্যো মধুরো জ্ঞেয়ো রসধাতু-
বিবর্জনঃ । অল্লোত্তরো মনোহরঃ তথা দীপন-
পাচনং ॥ ২১ ॥ দীপনো অরভূকায়ান্তিক্তঃ শোধনশোষণঃ ।
পিত্তলো লেখনস্তম্ভী কষায়ো গ্রাহিশোষণঃ ॥ ২২ ॥
রসবীৰ্য্যবিপাকানামাশ্রয়ং দ্রব্যমুত্তমং । রসপাকা-
স্তরস্থায়ী দ্রব্যঃ সৰ্বদ্রব্যপ্রয়ঃ ॥ ২৩ ॥ শীতোফলবণং

বীৰ্য্যমথবা শক্তিরিবাতে । রসানাং দ্বিবিধঃ পাকো
মধুরঃ কটুরেব চ ॥ ২৪ ॥ ভিষগ্ভেদরোগার্গ-
পরিচারকসম্পদঃ । চিকিৎসাকানি চত্বারি বিপ-
রীতান্তসিদ্ধয়ে ॥ ২৫ ॥ দেশকালবয়োবাহিসাম্য-
প্রকৃতিভেদজং । দেহসত্ত্ববলব্যাধীন বুদ্ধা কৰ্ম্ম সমা-
রভেৎ ॥ ২৬ ॥ সংসৃষ্টলক্ষণোপেতো দেশঃ সাধারণঃ
স্বভঃ । বাল আষাঢ়শাস্ত্রাধ্যঃ সপ্তভৈরব-উচ্যতে ॥
২৭ ॥ কফপিত্তানিলাঃ প্রায়ো যথাক্রমমুদীরিতাঃ ।
ক্ষারাগ্নিশস্তরহিতা ক্ষীণে প্রবয়সি ক্রিয়াঃ ॥ ২৮ ॥
কৃশস্ত বৃংহণং কার্য্যং শূলদেহস্ত কর্ষণং । রক্ষণং মধ্য-
কায়স্ত দেহভেদাদ্রয়ো মতাঃ ॥ ২৯ ॥ শৈবর্য্যব্যায়াম-
সন্তোষৈর্কৌদ্ধ্যং বভূতো বলং । অবিকারী মহোৎ-
সাহো মহাসাহনিকো নরঃ ॥ ৩০ ॥ পানাহারাদয়ো
বস্ত্র বিরুদ্ধাঃ প্রকৃतेৱপি । স্বসুখায়োপকল্প্যন্তে

কফ এই তিনের খাম দোষ আর বিষ্ঠা মূত্রপ্রভৃতিকে মল বলা
যায়। বায়ু শীতল, লঘু, স্নিগ্ধ, স্রবজকারক, হির ও বলবান্ ।
১৬। পিত্ত, অন্ন ও কটুরসযুক্ত এবং উষ্ণ ; ইহার পরিপাক না
হইলে রোগের কারণ হয়। স্নেহা মধুর ও লবণরসযুক্ত এবং
স্নিগ্ধ, গুরু ও অতিপিচ্ছিল। ১৭। শুদ্রদেশ ও কটি আশ্রয়
করিয়া বায়ু অবস্থিতি করে ; পিত্ত পকাশয়ে অবস্থিত হয় এবং
আমাশয়, কঠ, মণ্ডক ও সন্ধি এই সকল কক্ষের অবস্থিতির
স্থান। ১৮। কটু, তিক্ত ও কষায় এই সকল দ্রব্য বায়ুকে প্রকুপিত
করে, কটু, অন্ন ও লবণদ্রব্য পিত্তকে এবং স্বাদু, উষ্ণ ও লবণ-
দ্রব্য কফকে প্রকুপিত করিয়া থাকে। ১৯। উক্তদ্রব্যসকল বিপ-
রীতরূপে প্রযুক্ত হইলে বায়ুপিভাদির শাস্তি হয়। বায়ুপিত্ত-
প্রভৃতি শাস্ত হইয়া স্বস্থানস্থ হইলে রোগীদিগেরও শাস্তিসুখ-
লাভ হয়। ২০। মধুরদ্রব্য, চক্ষুষ্য এবং রস ও দাতুবর্জনকারী।
মধুরদ্রব্য অন্নমিশ্রিত হইলে মনের সন্তোষজনক হয়, উহা
অগ্নির উদ্বীপক ও পাচক হইয়া থাকে। ২১। তিক্তরস-
যুক্ত দ্রব্য অগ্নির উদ্বীপক, অন্ন ও হৃৎকায়, শোধন ও শোষণ-
কারক। কষায়দ্রব্য পিত্তবর্জনকারী, লেখন, শুভকারক, গ্রাহী
ও শোষণ। ২২। যে দ্রব্য রস ও বীৰ্য্যের বিপাকাশ্রয়, তাহা উত্তম
বলিয়া জানিবে। আদি রসপাকান্তরস্থায়ী দ্রব্য সৰ্বদ্রব্যের
আশ্রয়রূপ। ২৩। শৈত্য, উষ্ণতা ও লবণতা এই সকল দ্রব্যের

বীৰ্য্য অথবা শক্তি। রসের পাক দ্বিবিধ হইয়া থাকে ; মধুর ও
কটু। ২৪। চিকিৎসক, ঔষধ, রোগীর পরিচারক ও সম্পত্তি
এই চারি চিকিৎসার অঙ্গ। উক্ত অঙ্গচতুষ্টয় উত্তম হইলে
শীঘ্রই রোগী আরোগ্যলাভ করিতে পারে এবং উহাদিগের দোষ
থাকিলে বিপরীত ফল হয়। ২৫। দেশ, কাল, রোগীর বয়স,
অগ্নি, প্রকৃতি, ঔষধ, দেহসত্ত্ব, বল ও ব্যাধি এই সকল পরিক্রান্ত
হইয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রযুক্ত হইবে। ২৬। দেশবিশেষে রোগের
ইতরবিশেষ হইয়া থাকে, অতএব চিকিৎসাব্যাপারে দেশই
সাধারণ কারণ। মহাব্যের ষোড়শবর্ষপর্য্যন্ত বাল্যকাল, ষোড়শ-
বর্ষের পর সপ্ততিবর্ষপর্য্যন্ত মধ্য এবং সপ্ততিবর্ষের পর আত্মবন
বৃদ্ধকাল বলিয়া জানিতে হইবে। ২৭। কফ, পিত্ত ও বায়ু
ইহার ক্রমতঃ উদীরিত হয়। রোগীর বলক্ষীণ হইলে ও বৃদ্ধা-
বস্থাতে ক্ষারক্রিয়া, অধিচিকিৎসা ও অঙ্গপ্রক্রিয়া করিবে না।
২৮। কৃশ ব্যক্তির পক্ষে বৃংহণ, শূলদেহ ব্যক্তির পক্ষে কর্ষণক্রিয়া
করিবে। বাহার শরীর মধ্যবিধ, তাহার শরীররক্ষা করিয়া
চিকিৎসা করিতে হইবে। এইরূপে শরীরের ত্রৈবিধ্য বিবেচনা
করিয়া চিকিৎসা করা কর্তব্য। ২৯। শৈবর্য্য, ব্যায়াম ও সন্তোষ
ইহাদিগের দ্বারা রোগীর বল বিবেচনা করিবে। যে ব্যক্তি অবি-
কারী, মহা উৎসাহশীল ও সাহসিক, সেই মহাবীর বলবান্। ৩০।

তৎসাম্যমিতি কথ্যতে ॥ ৩১ ॥ গর্ভিণ্যা শ্লেষ্মিকৈ-
র্ভক্যৈঃ শ্লেষ্মিকো জায়তে নরঃ । বাতলৈঃ পিত্তলৈ-
শ্চ বৎ সমধাতুর্হিতাশনাৎ ॥ ৩২ ॥ কুশো রুক্ষোহন্ন-
কেশশ্চ চলচিত্তো নরঃ স্থিতঃ । বহুবাক্যরতঃ স্বপ্নে
বাতপ্রকৃতিকো নরঃ ॥ ৩৩ ॥ অকালপলিতো গৌরঃ
প্রশ্বেদী কোপনো বুধঃ । স্বপ্নেপি দীপ্তিমৎপ্রেক্ষী
পিত্তপ্রকৃতিরূঢ্যতে ॥ ৩৪ ॥ স্থিরচিত্তঃ স্বরঃ সূক্ষ্মঃ
প্রসন্নঃ স্নিগ্ধমূর্দ্ধকঃ । স্বপ্নে জলশিলালোকী শ্লেষ্ম-
প্রকৃতিকো নরঃ ॥ ৩৫ ॥ সন্মিশ্রলক্ষণৈর্জ্ঞেয়ো দ্বিত্রি-
দোষাত্মনো নরঃ । দোষস্তত্তরসম্ভাবোপাধিকঃ প্রকৃতিঃ
স্মৃতঃ ॥ ৩৬ ॥ মন্দস্তীক্ষ্ণোহপ্যবিষমঃ সমশ্চেতি চতু-
র্বিধাঃ । কফপিত্তানিলাধিক্যাত্তৎসাম্যাজ্জাঠরো-
হনলঃ ॥ ৩৭ ॥ সমস্ত পালনং কার্য্যং বিষমে বাত-

পানীয় ও আহারীয় দ্রব্য প্রকৃতির বিরুদ্ধ হইলেও যাহার সুখ-
সাধন হইয়া থাকে, তাহাকে সমপ্রকৃতি বলা যায় ॥ ৩১ ॥ গর্ভিণী
শ্লেষ্মিক দ্রব্য আহার করিলে তাহার সন্তানও শ্লেষ্মপ্রকৃতি হয় ।
এইরূপ বায়ুজনক দ্রব্য আহারে বায়ুপ্রকৃতি এবং পিত্তজনক
দ্রব্যসেবনে পিত্তপ্রকৃতি হইয়া থাকে । আর গর্ভিণী হিতা-
শিনী হইলে তাহার সন্তান সমপ্রকৃতি হয় ॥ ৩২ ॥ যাহার কেশ রুক্ষ
ও অল্প, যে ব্যক্তি চলচিত্ত, কুশ এবং নিদ্রাবস্থায় বহুভাষণ করে,
সেই ব্যক্তিকে বায়ুপ্রকৃতি বলিয়া নিশ্চয় করিবে ॥ ৩৩ ॥ যাহার
অকালে কেশের পকতা ও শরীর শিথিল হয়, যাহার শরীর
গৌরবর্ণ, সর্বদা শরীরে ঘর্ম্ম হইতে থাকে, যে ব্যক্তি কোপনস্বভাব
এবং স্বপ্নকালে সমুজ্জলপ্রভা দেখিতে পায়, তাহাকে পিত্ত-
প্রকৃতি বলা যায় ॥ ৩৪ ॥ যাহার চিত্ত স্থির, স্বর সূক্ষ্ম, কেশ স্নিগ্ধ
এবং স্বপ্নকালে জল ও শিলা অবলোকন করে, সেই ব্যক্তি শ্লেষ্ম-
প্রকৃতি মনুষ্য ॥ ৩৫ ॥ যে ব্যক্তি মিশ্রলক্ষণায়িত, তাহাকে মিশ্র-
প্রকৃতি বলা যায় । এইরূপে দ্বিপ্রকৃতির ও ত্রিপ্রকৃতির মনুষ্য
হইয়া থাকে । বায়ুপিত্তাদি সকলের লক্ষণ প্রকাশিত থাকিলে
যাহার আধিক্য দৃষ্ট হইবে, তাহাকে সেই প্রকৃতি বলিয়া নিশ্চয়
করিবে ॥ ৩৬ ॥ কফ, পিত্ত ও বায়ু ইহাদিগের মন্দ, তীক্ষ্ণ, বিষম ও
সম এই চারিপ্রকার অবস্থা হয় । কফপিত্তাদির আধিক্য ও সামা-
ন্যত্ব জঠরাগ্নির ও প্রকারভেদ হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ সর্বদা বাতাদির

নিগ্রহঃ ॥ তীক্ষ্ণে পিত্তপ্রতীকারো মন্দে শ্লেষ্মবিশো-
ধনঃ ॥ ৩৮ ॥ প্রভবঃ সর্বরোগাণামজীর্ণাণ্যগ্নিনাশনঃ ।
আমাল্লসগবিষ্টস্তলক্ষণস্তচতুর্বিধঃ ॥ ৩৯ ॥ আমা-
দ্বিসূচিকা চৈব মনোহদালস্তাদয়ঃ । বচালবণতোয়েন
হর্দনং তত্র কারয়েৎ ॥ ৪০ ॥ শুক্রাভাবো ভ্রমো মূর্ছা
তর্ধোহন্নাত্ সংপ্রবর্ততে । অপকং তত্র শীতানুপান-
স্বাত্তনিবেষণং ॥ ৪১ ॥ গাত্রভঙ্গিরোজাড্যভক্ত-
দেবাদয়ো রসাত্ ॥ তস্মিন্ স্বাপো দিবা কার্য্যো লজ্জ-
নস্বা বিবর্জ্জনং ॥ ৪২ ॥ শূলগুল্মো চ বিগ্নদ্রস্তস্তা বিষ্টস্ত-
সূচকাঃ । বিধেয়ং শ্বেদনস্তত্র পানীয়ং লবণোদকং ॥
৪৩ ॥ আমমল্লকং বিষ্টকং কফপিত্তানিলৈঃ ক্রমাৎ ।
আলিপ্য জঠরং প্রাজ্জো হিঙ্গুদ্রব্যসৈন্ধবৈঃ ॥ ৪৪ ॥
দিবাস্বপ্নং প্রকুর্ষীত সর্বজীর্ণবিনাশনং । অহিতান্নৈ-
রোগরাশিরহিতার্থস্ততস্ত্যজেৎ ॥ ৪৫ ॥ উষ্ণানু বায়ু-

সমতা রক্ষা করিবে । উহাদিগের বৈষম্য হইলে বায়ুনিগ্রহ
করা কর্তব্য । তীক্ষ্ণাবস্থাতে পিত্তপ্রতিকার এবং মন্দাবস্থায়
শ্লেষ্মবিশোধন করিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥ অজীর্ণ ও মন্দাগ্নি ইহারাই
সর্বরোগের কারণ । মন্দাগ্নি চারিপ্রকার ; আম, অল্প, রস ও
বিষ্টস্ত ॥ ৩৯ ॥ আমাবস্থায় বিসূচিকা এবং মন ও শরীরের অলসতা
প্রভৃতি হইয়া থাকে । এই অবস্থায় বচ ও লবণের সহিত জল-
পান করিয়া বমন করিবে ॥ ৪০ ॥ অম্মাধিক্য হইলে শুক্রা-
ভাব, ভ্রম, মূর্ছা, তৃষ্ণাপ্রভৃতি হইয়া থাকে । এই অবস্থায়
অপক শীতল জলপান অথবা বায়ুসেবন করিবে ॥ ৪১ ॥ রসা-
ধিক্য হইলে গাত্রভঙ্গ, মস্তকের জড়তা, ভোজনে অনিচ্ছা, এই
সকল উপদ্রব হয় । এই অবস্থাতে দিবাযোগে নিদ্রা যাইবে ;
কিন্তু লভন করিবে না ॥ ৪২ ॥ বিষ্টস্তাবস্থায় শূল, গুল্ম, মলমূত্রের
স্তব্ধতা প্রভৃতি রোগ জন্মে । ইহাতে উষ্ণজলের সেক করা বিধেয়
এবং লবণোদক পান করিবে ॥ ৪৩ ॥ কফদোষে আম, পিত্তদোষে
অল্প এবং বায়ুদোষে বিষ্টস্ত জন্মে । এই সকলের প্রতীকারের
নিমিত্ত হিঙ্গু, ত্রিকটু ও সৈন্ধবদ্বারা উদরলেপন করিয়া দিবাতে
নিদ্রা যাইবে ; ইহাতে সর্বপ্রকার অজীর্ণ বিনাশ পায় । অহিত-
ভোজনদ্বারা নানাবিধ রোগ জন্মে ; অতএব অহিতকার্য্য পরি-
ত্যাগ করিবে ॥ ৪৪-৪৫ ॥ মধুর সহিত উষ্ণ জলপান করিলে

পানঞ্চ মাক্ষিকৈঃ পাচনং ভবেৎ । করীরদাধমং স্বেচ্ছ
 প্রায়ঃ কীরং বিরূধ্যতে ॥ ৪৬ ॥ বিদ্বঃ শোণা চ গাভারী
 পাটলা গণিকারিকাঃ । দীপনং ককবাত্তয়ং পঞ্চমূল-
 মিতং মহৎ ॥ ৪৭ ॥ শালপানী পুষ্টিপণী বৃহতীকর
 গোকুরঃ । বাতপিত্তহরং রূষাং কনীয়াঃ পঞ্চমূলকং ॥
 ৪৮ ॥ উত্তরং দশমূলং স্ত্রীং সন্নিপাতকরাপহং । কাসে
 শ্বাসে চ তজ্জারাং পার্শ্বশূলে চ শস্ততে ॥ ৪৯ ॥ ঐত-
 তৈলানি সর্পীংষি প্রলেপাত্তলকাং জয়েৎ । কাথ্যা-
 চতুর্গুণং বারি পাদস্থং স্ফাচ্চতুর্গুণং ॥ ৫০ ॥ স্নেহক
 তৎসমং কীরং ককশ্চ স্নেহপাদকঃ । সম্বর্তিতৌরধৈঃ
 পাকো বস্তো পানে ভবেৎ সমঃ । খরোহিত্যদে মূহু-
 র্নস্তে পাকোহপি সংপ্রকল্পয়েৎ ॥ ৫১ ॥ শূলদেহে-
 ক্ষিপ্রাশ্চিন্ত্যা প্রকৃতির্বা বধিষ্ঠিতা । আরোগ্যমিতি

উদরে পরিপাক হয় ; বংশাজুর, দধি, মৎস্ত ও কীর এই সকল
 দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক পায় না ॥ ৪৬ ॥ বিদ্বঃ, শোণা, গাভারী,
 পারুলী, গণিকারী, এই পঞ্চবৃক্ষের মূলকে মহৎ পঞ্চমূল বলে ।
 এই পঞ্চমূল অগ্নির উদীপন এবং কক ও বাতবিনাশ করিয়া
 থাকে ॥ ৪৭ ॥ শালপানি, পাঠানী, বৃহতী, কণ্টকারি ও গোকুর
 এই পঞ্চমূলকে লঘু পঞ্চমূল বলে । ইহা শরীরের পোষণসাধন
 করে এবং বাতপিত্ত হরণ করিয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥ পূর্বোক্ত মহৎ
 পঞ্চমূল ও লঘু পঞ্চমূল এই উভয়কে দশমূল বলে । এই দশমূল
 সন্নিপাতিকজর বিনাশ করিয়া থাকে । কাস, শ্বাস, তজ্জা, পার্শ্ব-
 শূল, প্রভৃতি রোগে পূর্বোক্ত দশমূল প্রশস্ত ॥ ৪৯ ॥ পূর্বোক্ত
 দশমূলের কাথের সহিত তৈল কিবা স্নাত পাক করিয়া অঙ্গে
 লেপন করিলে অসংখ্য রোগ পরাজিত হয় । কাথ প্রস্তুত
 করিতে হইলে কাথ্যদ্রব্য চতুর্গুণ জল দিয়া আল দিতে হইবে ;
 বখন সেই জল চতুর্গুণশয্যায় অবশিষ্ট থাকিবে, তখন সেই
 কাথের চতুর্গুণ স্নেহদ্রব্য পাক করিতে হইবে । তৈলাদি
 পাকের সময় জ্বরের পরিমাণ তৈলাদির সমান থাকিবে । কক-
 দ্রব্য তৈলাদির চতুর্গুণপরিমাণে দিতে হইবে । যে ঔষধ
 বক্তিকারী ও পানার্ধ প্রস্তুত করিবে, সেই ঔষধকে সমপাক
 পাক করিতে হইবে । স্ত্রীস্বাকার ঔষধে ধরণাক এবং নভার
 ঔষধে দুগ্ধপাক ব্যবহার ॥ ৫০-৫১ ॥ প্রবীরের পুষ্টি, ইজিরের
 প্রবলতা প্রভৃতি প্রকৃতিক অবস্থাকেই আরোগ্য বলা যায় ।

তং বিজ্ঞানানুসৃত্তমুপাচরেৎ ॥ ৫২ ॥ বো বৃদ্ধাজ্যজ্ঞেন-
 রর্ধান্ বিপরীতান্ সমুদ্ভূতাক । ভিবম্বিতগুরুষেবী
 প্রিয়ারাতিশ্চ বো ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥ গুল্ককামূলনাটক
 হৃদুর্গুণ্ডধৈব চ । জষ্টং স্থানচ্যুতং বস্ত্র স জহাত্যচিরা-
 দমুন্ ॥ ৫৪ ॥ বায়াক্ষিমজ্জনং জিহ্বা শ্রামা নালা
 বিকারিণী । কুরুকো স্থানচ্যুতো চোষ্ঠী কৃকাস্ত্রং বস্ত্র
 তং ভ্যজেৎ ॥ ৫৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বৈদ্যকশাস্ত্রে সূত্রস্থানং
 নাম অষ্টবষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

উনসপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধমন্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ হিতাহিতবিরেকায় অনু-
 পানবিধিং বদে । রক্তশালি জিহোবস্ত্রং ভূকামেদোনিবা-
 রকং ॥ ২ ॥ মহাশালি পরং রূষাং কলমঃ স্নেহপিত্তহাঃ ।
 শীতো গুরুজিহোবস্ত্রঃ প্রায়শো গৌরবটিকঃ ॥ ৩ ॥

এইরূপ আরোগ্যবান্ ব্যক্তি আর্যস্থান-হর ॥ ২ ॥ যে ব্যক্তি ইজির-
 দ্বারা বিপরীতার্থ গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তিকে আসন্নমৃত্যু বলিয়া
 জানিবে । যে ব্যক্তি চিকিৎসক, মিত্র ও গুরুকে ঘেব করে এবং
 শত্রুকে প্রিয়জান করে, গুল্ক, আম্র, ললাট, হৃদু, গুণ্ড, বাহার
 এই সকল স্থান ভ্রষ্ট ও স্থানচ্যুত হয়, সেই ব্যক্তি অচিরে প্রাণ-
 পরিত্যাগ করে ॥ ৫৩-৫৪ ॥ বাহার বায়ুলোচন নিমগ্ন হইয়া জিহ্বা
 শ্রামবর্ণ এবং নালা বিকারপ্রাপ্ত হয়, আর ওষ্ঠের কৃক, স্থানচ্যুত
 ও মুখ কৃকবর্ণ হইয়া যায়, সেই ব্যক্তিকে বৈদ্য অবশ্য পরিত্যাগ
 করিবে ॥ ৫৫ ॥

উনসপ্তাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ধমন্তরি কহিলেন, একগু হিতাহিতবিরেকের নিবৃত্তি অনু-
 পানবিধি বলিতেছি । দ্রব্যের গুণাগুণ জানিয়া অনুপানের
 ব্যবস্থা করিবে ; অতএব দ্রব্যের গুণাগুণবিবেক আবশ্যক ।
 রক্তশালি জিহোব বিনাশ করে এবং ভূক ও মেদোনিবারণ
 করে ॥ ১-২ ॥ মহাশালি পরমরসকারক, বাতের কলম স্নেহ-
 পিত্তবিষাণক ; গৌরবর্ণ বটিকা শীতবীজ, জ্বর এবং জিহো-

শ্রামাকঃ শোষণো রক্ষো বাতলঃ শ্লেষপিত্তহাঃ ।
 তৎ ৭। প্রিয়দূনীবারকোরদোষাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ৪।
 বহুবীরঃ সক্রুহীতঃ শ্লেষপিত্তহরো যবঃ । রব্যঃ শীতো
 গুরুঃ শ্বাহুর্গোধুমো বাতনাশনঃ ৫। কফপিত্তাশ্র-
 জিম্বাক্ষঃ কষারো মধুরো লঘুঃ । মাষো বহুবলো রব্যঃ
 পিত্তশ্লেষহরো গুরুঃ ৬। অরব্যঃ শ্লেষপিত্তয়ো
 রাজমাষোহনিলার্জিযুঃ । কুলথঃ খাসহিকাক্ষঃ কফগুণ্মা-
 নিলাপহঃ ৭। রক্তপিত্তহরোআখী শীতো গ্রাহী
 মকুটকঃ । পুংস্ত্র্যাক্ষকফপিত্তশ্চণকো বাতলঃ শ্বতঃ ৮।
 মসুরো মধুরঃ শীতঃ সংগ্রাহী কফপিত্তহাঃ ।
 তৎ ৯। সর্ষপগুণাচ্যশ্চ কলায়শ্চাতিবাতলঃ ১০। আঢ়কী
 কফপিত্তহী গুরুলা চ তথা শ্বতা । অতলী পিত্তলা
 জেয়া নিদ্রার্থঃ কফবাতজিৎ ১১। সন্ধারমধুর-
 স্নিক্তো বলোকপিত্তকুন্তিলঃ । বলয়া রক্ষলাঃ শীতা
 বিবিধাঃ শস্ত্রজাতয়ঃ ১২। চিত্রকেদুদিনালীকাঃ

পিপ্পলীমধুশিথিবঃ । চব্যচরণনিগুণীতকারীকাশ-
 মর্দকাঃ ১২। সবিষাঃ কফপিত্তহাঃ ক্রিমিহা লঘু-
 দীপিকাঃ । বর্ষাভুমার্করো বাতকফহো দোষনাশনো ১৩।
 তিত্তরসঃ স্ত্রাদেয়ঃ কাকমাটী ত্রিদোষ-
 হরঃ । চাদেরী কফবাতহী সর্ষপঃ সর্ষদোষদং ১৪।
 ১৪। তৎদেব চ কৌশুম্বঃ রাজিকা বাতপিত্তলা ।
 নাড়ীচঃ কফপিত্তহঃ চুহুর্মধুরশীতলঃ ১৫। দোষহরঃ
 পদ্মপত্রঃ ত্রিপুটে বাতকৃৎ পরঃ । সন্ধারঃ সর্ষ-
 দোষহো বাস্তকো রোচনঃ পরঃ ১৬। তণ্ডুলীয়ো
 বিষহরঃ পালঙ্ক্যশ্চ তথাপরে । মূলকং দোষকৃচ্চামং
 শ্মিন্নং বাতকফাপহং ১৭। সর্ষদোষহরং হৃৎ কণ্ঠ্যং
 তৎপক্ষমিষ্যতে । কর্কোটকং সবাত্তাকং পটোলং
 কারবেষকং ১৮। কুষ্ঠমেহহরশ্বাসকাসপিত্তকফা-
 পহং । সর্ষদোষহরং হৃৎ কুষ্ঠাণ্ডং বস্তিশোধনং ১৯।
 ১৯। কলিঙ্গালাবুনী পিত্তনাশিনী বাতকারিণী ।

ময় ৩। শ্রামাক শোষণকারী, রক্ষ, বায়ুবৃদ্ধিকারী এবং শ্লেষ-
 পিত্তহর। প্রিয়দূ, নীবার, কোরদোষ, (শস্ত্রবিশেষ) ইহার ও
 পূর্কোক্ত-গুণসম্পন্ন। ৪। বহুবীর (বৃক্ষবিশেষ) শীতবীৰ্য্য ;
 যব শ্লেষপিত্তহারী ; গোধুম বলকারক, শীতবীৰ্য্য, গুরু, শ্বাহ ও
 বাতনাশক। ৫। মূলক কফ, পিত্ত ও রক্তনিবারক, কষার,
 মধুর ও লঘু, মাষ (মাষকলাই) বহুবলকারক, পুষ্টিসাধক,
 পিত্তশ্লেষনিবারক ও গুরু। ৬। রাজমাষ, পুষ্টিনাশক, পিত্ত-
 শ্লেষনিবারক ও বায়ুরোগাপহারক ; কুলথ খাস, হিকা, কফ,
 গুণ্ড ও বায়ুরোগ বিনাশ করে। ৭। বনমুগ রক্তপিত্ত ও অর-
 বিনাশী, শীতবীৰ্য্য এবং গ্রাহী ; চণক পুরুষত্ববিনাশক এবং
 রক্তপিত্ত ও কফ ; বিশেষতঃ ইহার বাতবৃদ্ধিকারিকা শক্তি
 আছে। ৮। মসুর মধুরসযুক্ত, শীতবীৰ্য্য, সংগ্রাহী ও কফপিত্তা-
 পহারী ; কলাই পূর্কোক্ত-গুণসম্পন্ন, বিশেষতঃ বাতবৃদ্ধিকারক।
 ৯। অরহর কফপিত্ত বিনাশ করে এবং গুরুবৃদ্ধি করিয়া থাকে।
 তিনি পিত্তবৃদ্ধিকারী এবং সর্ষপ কফ ও বায়ু নিবারক করে। ১০।
 তিল কার ও মধুরসযুক্ত, ত্রিধ, বলকারক, উষ্ণবীৰ্য্য এবং পিত্ত-
 বৃদ্ধিকারক। অস্ত্রাশ্র শস্ত্রসকল রস, রক্ষ, শীতবীৰ্য্য আনিবে
 । ১১। চিত্রক, ইজুদিকল, পদ্মলাল, পিপ্পলী, মধু, শঙ্গিলা,

চৈ-মূল, নিসিনা, জয়ন্তী, কালকাসকা ও বিধ এই সকল দ্রব্য
 কফ, পিত্ত ও ক্রিমি বিনাশ করে ; ইহার অতিলঘু ও দীপক।
 পুনর্নবা ও মার্কর (ওষধিবিশেষ) ইহার বায়ু ও শ্লেষদোষ
 বিনাশ করে। ১২-১৩। এরও তিত্তরসযুক্ত এবং কাকমাটী
 ত্রিদোষ বিনাশ করে। আমরুল কফ ও বায়ু বিনাশ করে ;
 সর্ষপ সর্ষদোষপ্রদ। ১৪। কুশুম্ব সর্ষদোষপ্রদ এবং রাজিকা
 বাত ও পিত্তবৃদ্ধিকর। নালাতা কফ ও পিত্তবিনাশ করে ; গুণীশাক
 মধুরসযুক্ত ও শীতবীৰ্য্য। ১৫। পদ্মের কোমলপত্র সর্ষদোষ,
 খেসারী বাতবৃদ্ধিকারক ; বাস্তক (বেতোশাক) লবণসংযুক্ত
 হইলে সর্ষদোষ ও রক্তিকারক হয়। নটেশাক বিষদোষ হরণ
 করে এবং পালঙ্ক্যপ্রভৃতি শাকেরও ঐ গুণ আছে। আমমূলক
 সর্ষদোষকারী, উহা শ্মিন্ন হইলে বাত ও কফ বিনাশ করে।
 ১৬-১৭। মূলক উত্তমরূপ পরিপক হইলে সর্ষদোষ হরণ করে
 এবং তাহা অতিশ্বাস হর। কাকরোল, বেগুন, পটল, করলা
 এই সকল দ্রব্য কুষ্ঠ, মেহ, অর, শ্বাস, কাস, পিত্ত ও কফ বিনাশ
 করিয়া থাকে। কুষ্ঠাও সর্ষদোষ হরণ করে এবং উহা অতি
 শ্বাস হর। কুষ্ঠাও শ্বাস বস্তিশোধন হইয়া থাকে। ১৮-১৯। ইজু-
 ব ও অল্যবু ইহার পিত্তনাশ ও বাতবৃদ্ধি করে ; পদ্মা ও কুটি

ত্রপুৰ্বেক্ষারূপে বাতশ্লেষ্মানে পিত্তবারণে ॥২০॥ বৃক্ষান্নং
কফবাতশ্চ জঘীরং কফবাতশ্চ ॥ বাতশ্চ দাড়িমং
গ্রাহি নাগরক্ষকলং গুরু ॥ ২১ ॥ কেশরং মাতুলুক্ষ
দীপনং কফবাতশ্চ ॥ বাতপিত্তহরং মাষং ত্রিক্ষিপ্তো-
ষানিলাপহং ॥ ২২ ॥ সৰ্ব্বমামলকং রূষ্যং মধুরং হৃত-
মল্লকং ॥ ভুক্তপ্ররোচকং, পুণ্যং হরীতক্যমুতোপমা ॥
২৩ ॥ অংসনী কফবাতহী পরং তদ্বজ্রিদোষজিৎ ॥
বাতশ্লেষ্মহরং ত্রলং অংসনং তিস্তিভীকলং ॥ ২৪ ॥
দোষলং লকুচং স্বাদু বকুলং কফবাতজিৎ ॥ গুল্মবাত-
কফশ্বাসকাসশ্চ বীজপূরকং ॥ ২৫ ॥ কপিথং গ্রাহি
দোষশ্চ পকং গুরু বিষাপহং ॥ কফপিত্তকরং বাল-
মাপুর্ণং পিত্তবর্জনং ॥ ২৬ ॥ পকাত্রং বাতরুক্ষাংসং
শুক্ৰবর্ণবলপ্রদং ॥ বাতশ্চ কফপিত্তশ্চ গ্রাহি বিষ্টন্তি
জাম্বরং ॥ ২৭ ॥ তিস্তুকং কফবাতশ্চ বদরং বাতপিত্ত-

হং ॥ বিষ্টন্তি বাতলং বিষং পিঙ্গলং পবনাপহং ॥ ২৮ ॥
রাজাদনকলং মোচং পানসং নারিকেলজং ॥ শুক্র-
মাংসকরাত্তাঃ স্বাদুশ্লিষ্ণুগুরুনি চ ॥ ২৯ ॥ 'জ্রাক্ষা-'
মধুকথজ্জ্বরং কুক্ষুমং বাতরক্তজিৎ ॥ মাগধী মধুনা
পক্কা শ্বাসপিত্তহরা পরা ॥ ৩০ ॥ আর্দ্রকং রোচকং
রূষ্যং দীপনং কফবাতহং ॥ শুষ্ঠীমরিচপিপ্পল্যঃ
কফবাতজিতো মতাঃ ॥ ৩১ ॥ অবুষ্যং মরিচং বিজ্ঞা-
দিত্তি বৈদিকসম্মিতং ॥ গুল্মশূলবিবদ্ধশ্চ হিঙ্গু বাত-
কফাপহং ॥ ৩২ ॥ যমানীধন্তকাজাজ্যঃ বাতশ্লেষ্মমূদঃ
পরং ॥ চক্ষুয্যং সৈন্ধবং রূষ্যং ত্রিদোষশমনং স্মৃতং ॥
৩৩ ॥ সৌবর্জলং বিবদ্ধশ্চ উষ্ণং হৃচ্ছলনাশনং ॥ উষ্ণং
শূলহরং তীক্ষ্ণং বিড়কং বাতনাশনং ॥ ৩৪ ॥ রোমকং
বাতলং স্বাদু রোচনং ক্লেদনং গুরু ॥ হৃৎপাণ্ডুল-
রোগশ্চ যবক্ষারোহণিদীপনঃ ॥ ৩৫ ॥ দহনো দীপন-
স্তীক্ষ্ণঃ সর্জিক্ষারো বিদারণঃ ॥ দোষশ্চ নাভসং বারি

এই উভয় দ্রব্য বায়ু ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধি করে, কিন্তু ইহার পিত্ত-
বিনাশকতা শক্তি আছে ॥ ২০ ॥ বৃক্ষান্ন ও জঘীর এই উভয়ই
কফ ও বাত বিনাশ করে ॥ দাড়িম বাতশ্চ এবং গ্রাহী ; নাগ-
রক্ষকল অতি গুরুপাকী ॥ ২১ ॥ কেশর, মাতুলুক্ষ, (গোড়ালেবু)
এই উভয় দ্রব্য কফবাতশ্চ এবং অগ্নিদীপক ; মাষ বাতপিত্তাপ-
হারী, উহা সেবনে চর্ম্মের স্নিগ্ধতা সাধিত হয় এবং বায়ুরোগ
বিনাশ পায় ॥ ২২ ॥ আমলকী বলকারক, মধুর, রুচিকারক ও
অম্লরসযুক্ত ; হরীতকী রুচিকারক, পুণ্যপ্রদ, অমৃততুল্য, বিরে-
চক ও কফবাতবিনাশক ॥ তিস্তিভীর কফবাতবিনাশিনী শক্তি
আছে, উহা বিরেচক ও ত্রিদোষজিৎ, উহা বাতশ্লেষ্ম হরণ করে,
উহা অম্লরসযুক্ত ॥ ২৩-২৪ ॥ লকুচকল সর্বদোষের আকর, কিন্তু উহা
স্বাদু ॥ বকুলকল কফ ও বাতপিত্ত বিনাশ করে ; বীজপূর অর্থাৎ
লেবু, শুষ্ক, বাত, কফ, শ্বাস, কাস এই সকল বিনাশ করে ॥ ২৫ ॥
কপিথ (শকদবেল) গ্রাহী ও সর্বদোষহর, উহা পরিপক হইলে
শক্তি গুরুপাকী হয়, কিন্তু বিবদোষ নষ্ট করিয়া থাকে ॥ কপিথ-
কল বাল্যাবস্থায় কফপিত্ত বৃদ্ধি করে, পূর্ণাবস্থায় পিত্তবৃদ্ধি
করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ পক আত্মকল বাতকারী ; মাংস, শুক্র,
বল, বর্ণ, ইহাদিগের বৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥ জাম্বকল বাতবৃদ্ধি-
কারক, কফপিত্ত, গ্রাহী ও বিষ্টন্তী ॥ ২৭ ॥ পানকল কফবাতশ্চ ;

বদরীকল বাতপিত্তশ্চ ; বিবকল বাতবৃদ্ধিকারী ও বিষ্টন্তী ; পিঙ্গল-
কল বাতাপহারী ॥ ২৮ ॥ রাজাদনকল, কদলীকল, পানসকল ও
নারিকেলকল এই সকল শুক্র ও মাংস বৃদ্ধি করে ; ইহার স্নিগ্ধ
ও গুরুপাকী ; কিন্তু অতি স্বাদু ॥ ২৯ ॥ জ্রাক্ষা, মধুকফল,
খজুর ও কুক্ষুম এই সকল দ্রব্য বাতরক্ত জয় করে ; সুপক পিঙ্গলী
মধুর এবং শ্বাস ও পিত্ত নিবারণ করে ॥ ৩০ ॥ আদা রুচিকর,
বলকারক, অগ্নিদীপক এবং কফবাতহারী ॥ শুষ্ঠী, মরিচ ও
পিপ্পলী, ইহার কফ ও বাত জয় করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ বৈদিক-
মতে মরিচ অবুষ্য বলিয়া উক্ত আছে ॥ ইহা শুষ্ক, শূল ও বিবদ্ধ
বিনাশ করে, হিঙ্গু কফ ও বাতবিনাশকারী ॥ ৩২ ॥ যমানী,
ধনিয়া, জোরা, এই সকল দ্রব্য বাতশ্লেষ্ম বিনাশ করিয়া থাকে ॥
সৈন্ধব চক্ষুর তেজোবৃদ্ধিকারক, বলবৃদ্ধিকারী ও ত্রিদোষবিদা-
শক ॥ ৩৩ ॥ সৌবর্জল উষ্ণওষশালী এবং বিবদ্ধ ও হৃচ্ছল
বিনাশ করে ; বিড়ক উষ্ণ, শূলপহারী, তীক্ষ্ণ ও বাতবিনাশক
॥ ৩৪ ॥ রোমকলবণ বাতবৃদ্ধিকারী, স্বাদু, রুচিকারক ও গুরু ॥
ইহা হৃৎপ্রাণ, পাণ্ডু ও গলরোগ বিনাশ করে ॥ যবক্ষার অগ্নি-
সঙ্গীপন করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ সর্জিক্ষার অর্থাৎ সর্জিমাটী
পাচন, অগ্নিদীপন, তীক্ষ্ণ ও বিদারণ ॥ নাভস বারি অর্থাৎ বৃষ্টির

মধু হৃদয়ং বিবাপহং ॥ ৩৬ ॥ নাদেয়ং বাতলং রুক্ষং
সারসং মধুরং লঘু। বাতশ্লেষ্মহরং বাপ্যং তাড়গং
বাতলং শ্বতং ॥ ৩৭ ॥ রৌচ্যমগ্নিকরং রুক্ষং কফয়ং
লঘু-মৈকরং। দীপনং পিত্তলং কোপমোহিতং পিত্ত-
নাশনং ॥ ৩৮ ॥ দিবাকরিরণৈর্জুষ্ণং রাত্রৌ চৈবেন্দু-
রশ্মিভিঃ। সর্করদোষবিনির্মুক্তং তত্তুল্যং গগনান্বনা ॥
৩৯ ॥ উষ্ণং বারি অরুণাসমেদোহনিলকফাপহং।
শতশীতং ত্রিদোষব্রুম্বিতং তচ্চ দোষলং ॥ ৪০ ॥ গো-
ক্ষীরং বাতপিত্তয়ং স্নিগ্ধং গুরু রসায়নং। গব্যাকারু-
তরং স্নিগ্ধং মাহিষং বহ্নিনাশনং ॥ ৪১ ॥ ছাগং
রক্তাতিসারয়ং কাসখাসকফাপহং। চক্ষুযং জীবনং
জীর্ণাং রক্তপিত্তে চ লাবণং ॥ ৪২ ॥ পরং বাতহরং
ব্রহ্মং পিত্তশ্লেষ্মকরং দধি। দোষয়ং মন্থজাতন্তু মন্থ
প্রোতোবিশোধনং ॥ ৪৩ ॥ গ্রহণ্যর্শোদ্ধিতার্হিষ্ণুং
নবনীতং নবোদ্ধৃতং। বিকারাশ্চ কিলটাচ্ছা গুরবঃ
কুষ্ঠহেতবঃ ॥ ৪৪ ॥ পরং গ্রহণীশোধার্শপাণ্ডুতীসার-

জল ত্রিদোষয়, লঘু, স্নিগ্ধ ও বিবাপহ। ৩৬। নদীজল, বাত-
বৃদ্ধিকারক ও রুক্ষ। সরোবরের জল মধুর ও লঘু। বাপীজল
বাতশ্লেষ্মহর এবং তাড়গের জল বাতবৃদ্ধিকারক। ৩৭।
করণার জল রুচিকারক, অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কফয় ও লঘু। কূপ-
জল অগ্নিদীপক, পিত্তবৃদ্ধিকারক এবং উত্তীজল পিত্তনাশক। ৩৮।
যে জল দিব্যভাগে সূর্য্যাকিরণে পকু হইয়া রাত্রিতে চন্দ্ররশ্মিতে
শীতল হয়, তাহাতে কোন প্রকার দোষ থাকে না; উহা গগন-
বারির তুল্য। ৩৯। উষ্ণজল অরু, খাস, মেদোরোগ, বায়ুদোষ
এবং কফ বিনাশ করে, জল পাক করিয়া শীতল করিলে উহা
ত্রিদোষয়, এই জল পর্য্যাবিত হইলে দ্রুত হইয়া থাকে। ৪০। গব্য-
হৃদয় বাতপিত্তয়, স্নিগ্ধ, গুরুপাকী ও পোষক। মাহিষহৃদয় গব্য-
হৃদয় হইতে গুরুতর, স্নিগ্ধ এবং অগ্নিমান্যকারী। ৪১। ছাগহৃদয়
রক্তাতিসারয় এবং কাস, খাস ও কফাপহারী। জীর্ণহৃদয় চক্ষুর
তেজের বৃদ্ধিকারক, জীবনপ্রদ, রক্তপিত্তয় ও লবণরসবৃক্ষ। ৪২।
দধি বলকারক, বাতহারক, পুষ্টিপ্রদ এবং পিত্তশ্লেষ্মকারক।
মন্থ অর্থাৎ দধির মাং ত্রিদোষয় ও শিরাত্মোত্তের শোধনকারক।
৪৩। নবোদ্ধৃত নবনীত গ্রহণী, অর্শ ও অর্ধিতানিরোগয়।

গুণায়ুঃ। ত্রিদোষশমনং তচ্চ কথিতং পূর্ব্বস্মৃতিভিঃ ॥
৪৫ ॥ ব্রহ্মং মধুরং সর্পির্কাতপিত্তকফাপহং। গব্যং
মেধ্যং চক্ষুযং সংস্কারাক্ত ত্রিদোষজিৎ ॥ ৪৬ ॥ অপ-
স্মারগদোষাদমূর্ছায়ং সংস্কৃতং দ্রুতং। অজাদীনাঞ্চ
সর্পিণ্যমি বিজ্ঞাং গোক্ষীরসদৃশৈঃ। কফবাতহরং মূত্র-
সর্করুণমিবিবাপহং ॥ ৪৭ ॥ পাণ্ডুভোদরকুষ্ঠার্শঃশোধ-
ণ্ডমগ্রমেহনুৎ। বাতশ্লেষ্মহরং বল্যং তৈলং কেশ্যং
তিলোদ্ভবং ॥ ৪৮ ॥ সার্বপং কৃমিপাণ্ডুরং কফমেদো-
নিলাপহং। ক্ষৌমং তৈলমচক্ষুযং পিত্তহৃদাতনাশনং ॥
৪৯ ॥ অক্ষয়ং কফপিত্তয়ং কেশ্যং ত্রুক্ষোত্ততপর্ণং।
ত্রিদোষয়ং মধু প্রোক্তং বাতলঞ্চ প্রকীর্তিতং ॥ ৫০ ॥
হিকাস্রাসকৃমিচ্ছর্দিমেহতৃষ্ণাবিষাপহং। ইক্ষুবো রক্ত-
পিত্তনা বল্যা বৃষ্যা কফপ্রদাঃ ॥ ৫১ ॥ কাণিতং পিত্তলং
তীব্রং সুরামংশ্রুগিকা লঘুঃ। খণ্ডং বৃষ্যং তথা স্নিগ্ধং
স্বাদম্বুপিত্তবাতজিৎ ॥ ৫২ ॥ বাতপিত্তহরো রুক্ষো

কিলটি অর্থাৎ ক্ষীরবিকৃতি গুরু ও কুষ্ঠজনক। ৪৪। তচ্চ অর্থাৎ
ঘোল, গ্রহণী, অর্শ, শোধ, পাণ্ডু, অতিসার ও গুল্ম বিনাশ করে
এবং ত্রিদোষ নিবারণ করিয়া থাকে। ৪৫। দ্রুত মধুর এবং
বাতপিত্ত ও কফনাশক। গব্যদ্রব্য মেধ্যবৃদ্ধিকারক ও চক্ষুর
তেজোবৃদ্ধি করে। উহার সংস্কার হইলে ত্রিদোষ বিনাশ করিয়া
থাকে। ৪৬। দ্রুত সংস্কৃত হইলে অপস্মার, উন্মাদ, মূর্ছাপ্রভৃতি
রোগবিনাশ করিয়া থাকে। ছাগমেঘাদির দ্রুত ও পূর্ব্বোক্ত
গুণসকল আছে, বিশেষতঃ উহা কফবাতহারী ও মূত্রদোষ,
ক্রিমিদোষ এবং বিষদোষবিনাশ করে। ৪৭। তিলতৈল পাণ্ডুতা,
উদররোগ, কুষ্ঠ, অর্শ, শোধ, গুল্ম, প্রমেহ ও বাতশ্লেষ্মবিকার
বিনাশ করে এবং উহা বলপ্রদ ও কেশের উজ্জলতাসাধক। ৪৮।
সার্বপতৈল ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগয়, কফ, মেদ ও বায়ুবিনাশী।
মসিনাতৈল চক্ষুর তেজোহানিকারক এবং পিত্ত, বাতরোগ,
ও হস্ত্রোগনাশক। ৪৯। বহেড়াকলের তৈল, কফপিত্তয়,
কেশচর্মান্বিকারক, প্রোতোবিশোধন, মধুর ও ত্রিদোষয়;
কিন্তু বাতবৃদ্ধিকারক এবং হিকা, খাস, ক্রিমি, হর্দি, মেদ,
তৃষ্ণা ও বিষদোষবিনাশক। ইক্ষু রক্তপিত্তয়, বলকারক, পুষ্টি-
সাধক এবং কফবৃদ্ধিকারক। ৫০-৫১। শত পিত্তকারক ও
তীব্র। সুরা ও মিহরি অতিলঘুপাকী। খণ্ড (বাতানা) বল-

বাতঃ ককরুদগুড়ঃ । স পিত্তঃ পরঃ পথ্যঃ পুরাণো-
 ২মুকপ্রসাদনঃ ॥ ৫৩ ॥ রক্তপিত্তহরা বৃষা স্নেহা
 গুড়শর্করা । সর্কপিত্তকরং মন্তমল্লহাং ককবাতজিৎ ॥
 ৫৪ ॥ রক্তপিত্তকরাস্তীক্লান্তথা সৌবীরজাতয়ঃ ।
 পাচনো দীপনঃ পথ্যো মণ্ডঃ স্ত্রীভূষ্টতগুলঃ ॥ ৫৫ ॥
 বাতানুলোমনী লঘু পেয়া বস্তিবিশোধনী । সতক্র-
 দাডিমব্যোবা সগুড়মধুপিপ্পলী ॥ ৫৬ ॥ হস্তীয়াং স্নুক্রতা
 পেয়া কাসশ্বাসপ্রবাহিকাঃ । পায়সঃ ককরুদল্যঃ
 কুশরা বাতনাশিনী ॥ ৫৭ ॥ স্নুধোতঃ প্রাক্রতঃ স্নিদ্ধঃ
 স্নুধোক্ষে লঘুরোচনঃ । কন্দমূলফলস্নেহৈঃ সাধিতো
 বৃংহণো গুরুঃ ॥ ৫৮ ॥ ঈষদুষ্ণসেবনাক্ত লঘুঃ স্থপঃ স্নুসা-
 ধিতঃ । স্নিগ্ধং নিম্পীড়িতং শাকং হিতং স্নেহাদি-
 সংস্কৃতং ॥ ৫৯ ॥ দাড়িমামলকৈর্ষুয়ো বহ্নিকৃদ্বাত-

পিত্তহাঃ । শ্বাসকাসপ্রতিশ্রাবককরো মূলকৈঃ কৃতঃ ॥
 ৬০ ॥ যবকোলকুলধানাং যুষঃ কঠোহনিলাপহঃ ।
 মুকামলকজো গ্রাহী শ্লেষ্মপিত্তবিনাশনঃ ॥ ৬১ ॥ সগুড়ং
 দধি বাতয়ঃ শক্তবো রুক্ষবাতলাঃ । দ্ব্যতপুর্ণোষিকারী
 স্ত্রাং বৃষা গুল্মী চ শঙ্কলী ॥ ৬২ ॥ বৃংহণাঃ সামিষা
 ভক্ষ্যাঃ পিষ্টকা গুরবঃ স্মৃতাঃ । তৈলকৃতাস্চ দৃষ্টিয়া-
 স্তোয়শ্চিমাশ্চ দুর্জরাঃ ॥ ৬৩ ॥ অতুষ্ণা মণ্ডকাঃ পথ্যাঃ
 শীতলা গুরবো মতাঃ । অনুপানঞ্চ পানীয়ং শ্রম-
 তৃষ্ণাদিনাশনং ॥ ৬৪ ॥ অনুপানাদিরক্ষাকরুং স্ত্রীষা-
 দ্রোগবর্জিতঃ । অনুষ্ণঃ শিথিকঠাভো বিষষ্টৈব বিবর্ণ-
 কৃৎ ॥ ৬৫ ॥ গন্ধস্পর্শরসাস্তীভা ভোক্তৃশ্চ স্ত্রীষানো-
 ব্যথা । আত্মাণে চাক্ষিরোগঃ স্ত্রীদসাধ্যাশ্চ ভিষঘ্নৈঃ ।
 বেপথুজৃম্ভগাত্মং স্যাৎসিষস্তুততল্লক্ষণং ॥ ৬৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অনুপানাদিবিধিকথনং
 নাম উনসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

সমাপ্তঃ ॥

কারক, স্নিগ্ধ, স্বাদু এবং রক্তপিত্ত ও বাতনাশক । ৫২ । গুড়
 পিত্তহারী, রুক্ষ, বাতয় ও কফকারী । পুরাতনগুড় পিত্তয়,
 পথ্য এবং রক্তবিশোধনকারক । ৫৩ । স্নেহযুক্ত গুড়শর্করা
 রক্তপিত্তহর ও বলকারী । মদ্য সর্কপিত্তকর এবং উহাতে
 অন্নগুণ থাকিতে কফবাত জয় করে । ৫৪ । কাঁজি রক্তপিত্তকর
 ও তীক্ষ্ণ । ভূষ্টতগুল ও মণ্ড পাচন, অগ্নিদীপন ও পথ্য । ৫৫ ।
 পেয়া বায়ুর অহুলোম গতিসাধন করে, উহা অতি লঘুপাকী ।
 তক্র, দাড়িম, জিকটু, গুড়, মধু ও পিপ্পলীযুক্ত পেয়া বস্তিবিশোধন
 করে । ৫৬ । পেয়া স্নুসাধিত হইলে কাস, শ্বাস ও প্রবাহিকা
 বিনাশ করে । পায়স কফবাতহারী ও বলকর । কুশর (তিল-
 মিশ্রিত তগুল) বাতবিনাশ করে । ৫৭ । স্থপ উত্তমরূপে দ্ব্যত
 করিয়া সিদ্ধ করিলে, পরে উহা বস্ত্রগালিত করিয়া লইবে ।
 এইরূপ স্থপ ঈষদুষ্ণ থাকিতে ভক্ষণ করিলে উহা অতি লঘুপাকী
 ও রুচিকর হয় । ঐ স্থপ কলমূলদির সহিত সাধিত হইলে
 গুরুপাকী ও বৃংহণকারক হয় । ঐ স্থপ উত্তমরূপে পাক করিয়া
 ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবন করিলে অন্নসমনে পরিপাক হয় । শাক
 সিদ্ধ করিয়া নিম্পীড়নকরতঃ দ্ব্যতভেদাদির সহিত পাক করিবে ;
 এইরূপ শাক হিতকর । ৫৮-৫৯ । দাড়িম ও আমলকীর সহিত
 যুষ পাক করিলে যুষ অধিবৃদ্ধি ও বাতখিষ্টনষ্ট করে এবং মূলকের
 সহিত যুষ প্রস্তুত করিলে সেই যুষ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্রাব ও

কফরোগ বিনাশ করিয়া থাকে । ৬০ । যব, বমরী, কুলথ ইহা-
 দিগের যুষ মুখপ্রিয় ও বাতবিনাশী । মৃগ ও আমলকীর যুষ গ্রাহী
 ও শ্লেষ্মপিত্তবিনাশন । ৬১ । গুড়মিশ্রিত দধি বাতবিনাশ করে ;
 শক্ত রুক্ষ এবং বাতবৃদ্ধিকারী ; শঙ্কলী (মন্তবিশেষ) দ্ব্যতপক
 হইলে অগ্নি এবং বলবৃদ্ধি করে, কিন্তু উহা গুরুপাকী পদার্থ ।
 আমিষমাত্রই শারীরিক পোষণসাধন করে, সর্কপ্রেলার পিষ্টক
 গুরুপাকী । তৈলপক পিষ্টক দৃষ্টিহানি করে, জলসিদ্ধ পিষ্টক
 অতি দুর্জর, অর্থাৎ সহসা পরিপাক পায় না । ৬২-৬৩ । অতুষ্ণ
 মণ্ডই পথ্য, উহা শীতল হইলে গুরুপাকী হয় । উত্তমরূপে
 দ্রব্যাসকলের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া অনুপানের ব্যবস্থা
 করিবে । অনুপানের সহিত ঔষধ সেবন করিলে শ্রম ও তৃষ্ণা
 বিনাশ পায় । ৬৪ । অনুপান মনুষ্যকে বিবাদি হইতে রক্ষা
 করিয়া রোগবিহীন করে । বিষ অহুক্ষ, শিথিকঠাভ এবং
 বিবর্ণকারী ; ইহার গন্ধ, স্পর্শ, রস সকলই তীক্ষ্ণ ; এই বিষ
 ভক্ষণ করিলে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা হইয়া থাকে । বিষ
 আত্মাণ করিলে চিকিৎসার অসাধ্য চক্ষুরোগ জন্মে এবং গাজকম্প
 ও জৃম্ভ হইয়া থাকে ; এই সমস্তই বিষের লক্ষণ । ৬৫-৬৬ ।

সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

ধ্বস্তরিরূবাচ। ১। অরোষ্টধা পৃথক্ধ্বস্তরজা-
তাগন্তজঃ স্মৃতঃ। মুস্তপর্ণটকোশীরচন্দনোদীচ্য-
নাগরৈঃ। শূতশীতং জলং দত্তাৎ পিপাসাশ্রয়শান্তয়ে।
২। নাগরং দেবকার্ঠক্য ধন্যাকং বৃহতীহরং। দত্তাৎ
পাচনকং পূর্কং অরিতায় অরাপহং। ৩। আরব্বধাত্তয়া-
মুস্তা-ভিত্তা-গ্রন্থিকনির্মিতঃ। কবায়ঃ পাচনো সামে
সশূলে চ অরে হিতঃ। ৪। মধুকসারসিক্খং খবচোষণকণাঃ
সমাঃ। স্নানকং পিষ্টাশ্বসা নস্তং কুর্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবো-
ধনং। ৫। ত্রির্দিশালাত্রিকলাকটুকারথধৈঃ ক্রুতঃ।
সন্ধারো ভেদনঃ কাথঃ পৈয়ঃ সর্কজরাপহঃ। ৬।
মহৌষধামৃতামুস্তচন্দনোশীরধাত্তাকৈঃ। কাথস্তৃতীয়কং
হস্তি শর্করামধুবোজিতঃ। ৭। অপামার্গজটা কট্যাং

সপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ।

ধ্বস্তরি' কহিলেন, অর অষ্টপ্রকার;—বাতিক, পৈতিক,
শ্লৈষিক, বাতপৈতিক, বাতশ্লৈষিক, পিত্তশ্লৈষিক, সারিপাতিক,
ও আগন্তজ। মুখা, ক্ষেৎপাপড়া, বেনার মূল, রক্তচন্দন, বালা
ও গুঞ্জী এই সকল দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে
জরীষ্ঠ ব্যক্তির পিপাসাশান্তির নিমিত্ত পান করিতে দিবে।
১-২। গুঞ্জী, দেবদারু, ধনিয়া, বৃহতী, কণ্টকারি, এই সকল
দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে সেই পাচন পান
করিলে জ্বর ও পিপাসা শান্তি হয়। ৩। সৌদালু, হরীতকী,
মুখা, ইন্দ্রযব, পিঙ্গলীমূল এই সকল দ্রব্যের কবায় পান করিলে
তরুণজরী ব্যক্তির গাত্রবেদনা ও জ্বর বিনাশ পায় এবং রসের
পরিকাক হইয়া থাকে। ৪। যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বচ, মরিচ, পিঙ্গলী
এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে, পরে
উহা জলের সহিত গুলিয়া নস্তগ্রহণ করিলে অরোগে অচেতন্ত
ব্যক্তির প্রবোধ হয়। ৫। তেউড়ী, গোরক্ষকর্কটী, ত্রিকলা,
কটুকা, সৌদালু এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া ববকারের
সহিত পান করিলে উদরের সারক হইয়া সর্কপ্রকার জ্বরের
শান্তি হইয়া থাকে। ৬। গুঞ্জী, গুড়ুচী, মুখা, রক্তচন্দন, বেণার
মূল, ধনিয়া, এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া মধু ও শর্করার
সহিত পান করিলে তৃতীয়কজর বিনাশ পায়। ৭। রবিব্যায়ে

লোহিতঃ সপ্তভুজতিঃ। বজ্রা বারে রবেনুনং অরং
হস্তি তৃতীয়কং। ৮। গন্ধার উত্তরে কূলে অপুস্ত্রতাপসো
মৃতঃ। তন্মৈ তিলোদকং দদ্যামুখ্যৈকাহিকো
অরঃ। ৯। গুড়ুচীঃ কাথককাত্যাং ত্রিকলায়া বৃশস্ত
চ। মুখীকারা বলায়াশ্চ সিদ্ধাঃ মেহা অরজ্জিদঃ। ১০।
ধাত্তীশিবাকণাবহিকাপথঃ সর্কজরাশ্রুতঃ। অরাতি-
সারহরণমৌষধং প্রবদাম্যথ। ১১। পুন্নিপর্ণীবলাবিষ-
নাগরোৎপলধন্তকৈঃ। পাঠৈশ্চৈবভুনিষ্মমুস্তপর্ণটকৈঃ
শূতাঃ। জয়ন্ত্যামমতীসারং সম্বরং সমহৌষধাঃ। ১২।
নাগরাতিবিষামুস্তভূনিষ্মামৃতবৎসকৈঃ। সর্কজরহরঃ
কাথঃ সর্কাতীসারনাশনঃ। ১৩। মুস্তপর্ণটকদিব্য-
শৃঙ্গবেরশূতং পয়ঃ। শালপর্ণী পুন্নিপর্ণী বৃহতী কণ্ট-
কারিকা। ১৪। বলাশ্বদংষ্ট্রাবিশ্বাদিপাঠানাগরধন্তকং।
এতদাহারসংযোগে হিতং সর্কাতীসারিণাং। ১৫।
বিষচূতান্ধিকাথশ্চ খণ্ডং মধ্বতীসারনুং। অতিসারে

অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া সপ্তরক্তনুদ্বারা কটিতে বন্ধন
করিলে ত্র্যাহিকজর বিনাশ পায়। ৮। গন্ধার উত্তরকূলে অপুস্ত্র
তাপস মরিয়াছে, তাহাকে তিলোদক প্রদান করিবে, ইহাতে
ঐকাহিক জর বিনষ্ট হয়। ৯। গুড়ুচী, ত্রিকলা, বাসক, জাফা,
বেড়োলা ইহাদিগের প্রত্যেকের কাথ ও কঙ্করার দ্বিত কিবা
তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে অরশান্তি হয়। ১০। আম
লকী, হরীতকী, পিঙ্গলী, চিতা এই সকল দ্রব্যের কাথ পান
করিলে সর্কজর বিনাশ পায়। অতঃপর অরাতিসারবিনাশক
ঔষধ বলিতেছি। ১১। পুন্নিপর্ণী, বেড়োলা, বিষ, গুঞ্জী, উৎপল,
ধনিয়া, আক্নাদি, ইন্দ্রযব, চিরতা, মুখা, ক্ষেৎপাপড়া এই
সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া গুঞ্জীচূর্ণের সহিত পান করিলে জ্বর ও
আমাতিসার পরাজিত হয়। ১২। গুঞ্জী, আতিষ, মুখা, চিরতা,
গুড়ুচী, ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে সর্কপ্রকার
জ্বর ও অতিসার বিনাশ পায়। ১৩। মুখা, ক্ষেৎপাপড়া, হরীতকী,
স্বাদা, শালপাণি, পুন্নিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টকারি, বেড়োলা, গোন্ধর,
বিষাদিগণ, আক্নাদি, গুঞ্জী, ধনিয়া এই সকল দ্রব্যসেবন
করিলে অতিসাররোগীর বিশেষ উপকার দর্শে। ১৪-১৫। গুঞ্জী
ও আতিষ, আঠি ইহাদিগের কাথ মধু ও শর্করার সহিত পান

হিত্ত্বং কুটজবৃক্ষ কণাযুতা ॥ ১৩ ॥ বৎসকান্তি-
বিধাবিষকণাকন্দকষায়কঃ । প্রযুক্তশামশূলাচ্যে হৃদী-
সারে সশোণিতে ॥ ১৭ ॥ চিকিৎসাধ গ্রহণ্যন্ত
গ্রহণী চাপ্পিনাশিনী । চিত্রকাকাথকক্কাভ্যাং গ্রহ-
ণীয়ং শূতং হবিঃ । গুস্ত্রশোথোদরশ্লীহশূলাশৌর্য
প্রদীপনং ॥ ১৮ ॥ সৈবচর্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিড়কো-
স্তিদমেব চ । সামুদ্রেণ সমং পঞ্চলবণান্তত্র বোজ-
য়েৎ ॥ ১৯ ॥ ভেষজং শস্ত্রকারাগ্ন্যস্ত্রিধা বৈ চার্শসাং
হরং । বিদ্ধি তচ্চার্শসৌর্যন্ত তত্রং নবোক্ত তত্র বৎ ॥ ২০ ॥
গুড়চীং পিপ্পলীযুক্তামভয়াং দ্ব্যতভর্জিতাং । ত্রিহরদশৌ-
বিনাশার্থং ভক্ষয়েদঙ্গলোণিকাং ॥ ২১ ॥ তিলেশ্কুর-
সসংযোগচ্চার্শঃকুষ্ঠবিনাশনঃ । পঞ্চকোলং সমরিচং
সত্র্যষণমথাগ্নিকৃৎ ॥ ২২ ॥ হরীতকী ভক্ষ্যমাণা নাগরোণ
গুড়েন বা । সৈন্ধবোপহিতা বাপি সাত্তোয়ানাগ্নিদীপনী
॥ ২৩ ॥ কলত্রিকাম্বতাবাসাতিভাতুনিষ্মনিষ্মজঃ । কাথঃ

করিলে অতিসার নিবারণ হয় । এইরূপ কুরচির হাল পিপ্প-
লীর সহিত সেবন করিলে অতিসার উপশম হয় ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্রযব,
আতিব, গুটী, পিপ্পলীমূল এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া পান
করিলে আমশূলযুক্ত ও সরক্ত অতিসার বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥ অন-
ন্তর গ্রহণীচিকিৎসা কথিত হইতেছে । গ্রহণী উদরাগ্নি বিনষ্ট
করে । চিতার কাথ ও কঙ্কহারী দ্ব্যতপাক করিয়া সেবন করিলে
গ্রহণী, গুস্ত্র, শোথ, উদরী, শ্লীহা, শূল ও অর্শ এই সকল রোগ
বিনাশ পায় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ সৌবর্চল, সৈন্ধব,
বিটলবণ, উত্তিদলবণ ও করকচলবণ এই পঞ্চ লবণ পুরোক্ত
দ্রব্যে যোগ করিতে হইবে ॥ ১৯ ॥ অত্র, ক্ষার ও অগ্নি এই
ত্রিবিধ প্রক্রিয়া অর্শরোগ হরণ করে এবং নবোক্ত তত্র অর্শ
রোগবিনাশ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ গুড়চী, পিপ্পলী ও হরী-
তকী দ্ব্যতভর্জিত করিয়া ভক্ষণ করিলে এবং তেউড়ী ও আমরুল
ভক্ষণ করিলে অর্শরোগ বিনাশ পায় ॥ ২১ ॥ তিল ও ইক্ষুরস
একত্র করিয়া ভক্ষণ করিলে অর্শ ও কুষ্ঠরোগ বিনাশ পায় ।
পঞ্চকোল অর্থাৎ পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতা ও গুটী এই
সকল দ্রব্য মরিচ ও ত্রিকটুর সহিত সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া
থাকে ॥ ২২ ॥ গুটী, গুড় অথবা সৈন্ধবের সহিত হরীতকীভক্ষণ
করিলে উদরাগ্নির উদীপন হয় ॥ ২৩ ॥ ত্রিকলা, গুড়চী, বাসক,

কৌজয়ুতো হস্তাং পাণ্ডুরোগং সকাশনং ॥ ২৪ ॥
ত্রিহরত্রিকলাশ্রামাপিপ্পলীশর্করামধু । মোদকঃ সন্নি-
পাতান্তো রক্তপিত্তহরাপহঃ ॥ ২৫ ॥ বাসারায়
বিভ্রমানায়ামাশায়াজীবিতস্ত চ । রক্তপিত্তী ক্ষয়ী
কাসী কিমর্থমবসীদতি ॥ ২৬ ॥ অটরুধকমুদীকাপথ্যা-
কাথঃ শর্করঃ । কৌজাঢ্যঃ কাসনশ্বাসরক্তপিত্তনিব-
হণঃ ॥ ২৭ ॥ বাসারসঃ খণ্ডমধুযুতঃ পীতোথ রক্তজিৎ ।
সল্লকীবদরীজমুপিন্নালাভ্রাজুনং ধবঃ । পীতক্ষীরঞ্চ
মধ্বাঢ্যং পৃথক্ শোণিতবারণং ॥ ২৮ ॥ সমূলকলপজায়ী
নিগুণ্ডাঃ শ্বরসৈদ্ব্যতং । সিদ্ধং পীত্বা ক্ষয়ক্ষীণো
নির্যাসাধিভাতি দেববৎ ॥ ২৯ ॥ হরীতকীকণাশুষ্ঠীমরিচং
গুড়সংযুতং । কাসনো মোদকঃ প্রোক্তস্তুকারোচক-
নাশনঃ ॥ ৩০ ॥ কণ্টকারিগুড়চীভ্যাং পৃথক্ ত্রিংশৎ-
পলে রসে । প্রস্থং সিদ্ধং দ্ব্যতং স্ত্রীচ্চ কাসনুৎ বহি-

ইন্দ্রযব, চিরতা ও নিষ এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া মধুর সহিত
পান করিলে কামলা ও পাণ্ডুরোগ বিনাশ পায় ॥ ২৪ ॥ তেউড়ী,
ত্রিকলা, ত্রিহর, পিপ্পলী, শর্করা ও মধু এই সকল দ্রব্য একত্র
করিয়া মোদক করিবে, এই মোদক সন্নিপাতের অন্তকষরূপ ও
রক্তপিত্ত এবং জ্বরপহারী ॥ ২৫ ॥ বাসক বিদ্যমানেই জীবদের
আশা ; রক্তপিত্তরোগী ক্ষয়রোগবান্ ও কাসগ্রস্ত ব্যক্তির কেন
জীবনভরে অবসন্ন হয় ? বাসকহারাই ইহাদিগের রোগ বিনাশ
পাইতে পারে ॥ ২৬ ॥ বহেড়া, ত্রাক্ষা, হরীতকী ইহাদিগের
কাথ করিয়া শর্করা ও মধুর সহিত পান করিলে কাস, শ্বাস ও
রক্তপিত্তরোগ বিনাশ পায় ॥ ২৭ ॥ বাসকের রস শর্করা ও
মধুযুক্ত করিয়া পান করিলে রক্তপিত্তরোগ পরাজিত হয় ।
বাবলা, বদরী, কাম, পিন্নাল, অর্জুন ও বট এই সকল বৃক্ষের
ক্ষীর মধুলহযোগে পান করিলে রক্তদোষ নিবারণ হয় ॥ ২৮ ॥
নিমিকার মূল, কল ও পাজের রসে দ্ব্যতপাক করিয়া পান
করিলে ক্ষয়রোগে ক্ষীণ ব্যক্তি দেবগণের ত্রায় ব্যাধিবিহীন
হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ হরীতকী, পিপ্পলী, গুটী, মরিচ ও গুড় এই
সমূহের দ্রব্য একত্র করিয়া মোদক করিবে, এই মোদক
সেবন করিলে কাস, তৃষ্ণা ও অর্শ বিনষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥ প্রথমতঃ
ত্রিংশল কণ্টকারির রসের সহিত দ্ব্যত একপ্রহ পাক করিয়া

দীপনং ৩১। কৃষ্ণাধাত্রীশিতা শুষ্ঠী হিকরী মধুসংযুতা ।
হিকারালী পিবেস্তাগীং সবিষামুষ্ণবারণা ৩২ ।
তৈলাক্তং বরভেদী বা খাদিরং ধারয়েন্মুখে । পথ্যাং
পিপ্পলীসংযুক্তাং সংযুক্তাং নাগরেণ বা ৩৩ । বিড়ক-
ত্রিকলাবিষচূর্ণং ছর্দিহং মধুনা সহ । আত্রজবুকবারম্বা
পিবেন্মাক্ষিকসংযুতং ৩৪ । ছর্দিং সর্কং প্রণুদতি
তৃষ্ণাঐবাপকর্ষতি । ত্রিকলা জমমুর্ছাহং পীতা সা
মধুনাপি বা ৩৫ । পঞ্চগব্যং হিতং পানাদপস্মারগ্রহা-
দিনুৎ । কুম্মাণ্ডকরসো বাজ্যং সঘটিকং তদধ্বকং ৩৬ ।
ব্রাকীরসবচাকুষ্ঠশম্পুপীভিরেব চ । পুরাণং সেব্য-
মুন্মাদগ্রহাপস্মারনুৎ স্বতং ৩৭ । অশ্বগন্ধাকব্যায়ে চ
কঙ্কে ক্ষীরে চতুশ্চ ৩৮ । স্বতপক্কং বাতন্ত্রং রম্যং
মাংসায় পুত্রকং ৩৯ । নীলীমুণ্ডীরিকাচূর্ণং মধুসর্পিঃ-

সমমিতং । ছিরাকাথং পিবনু হস্তি বাতরক্তং সূহ-
স্তরং ৩৯ । সগুড়াঃ পঞ্চপথ্যাশ্চ কুষ্ঠবাতার্শাদনাঃ ।
গুড়চীষরসকঙ্কং চূর্ণা কাথমেব বা ৪০ । বাতরক্তা-
স্তকং কালাগুড়চীকাথকঙ্কতঃ । স্বতং শৃতং সূহং
স্ত্রাং কুষ্ঠব্রণাদিনাশনং ৪১ । ত্রিকলাগুগুণ্ডলীতরক্ত-
মুর্ছাপহারকঃ । উরুস্তম্ভবিনাশায় গোমুত্রৈ চ গুগু-
ণ্ডলুঃ ৪২ । শুষ্ঠীগোকুরককাথঃ সামবাতার্শিশূলনুৎ ।
দশমূল্যুতৈরগুরাস্ত্রানাগরদারুভিঃ ৪৩ । কাথো হস্তি
মহাশোধঃ মরীচগুড়সংযুতঃ । কাসস্তো মোদকঃ
শ্রোতস্তৃষ্ণারোচকনাশনঃ ৪৪ । কটকারিগুড়চীত্যাং
পৃথক্ ত্রিশংপলে রসে । প্রহসিকং স্বতঐব কাসমুচ্ছদি
দীপনঃ ৪৫ । কৃষ্ণাধাত্রীশিতাশুষ্ঠীমরিচং লৈকবাহিতঃ ।
কাথ এরণ্ডতৈলেন সামং হস্ত্যানিলং গুরুং । বলাপুনর্নবৈ-

পরে এই স্বত পুনর্বার ত্রিশপলপরিমিত গুড়চীর রসে পাক
করিবে। এই স্বত সেবন করিলে কাসরোগ বিনাশ পায় ও
অগ্নিব উদ্দীপন হয়। ৩১। ব্রাক্ষা, আমলকী, শর্করা, শুষ্ঠী এই
সকল দ্রব্য মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে হিকারোগ বিনাশ
পায়। হিকারোগী ও শ্বাসরোগী ব্রহ্মগুটি (বামনহাটা) ও শুষ্ঠী এই
দুই দ্রব্য উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। ৩২। বরভেদরোগী
তৈলাক্ত খদির মুখে রাখিবে অথবা হরীতকী ও পিপ্পলী এবং
হরীতকী ও শুষ্ঠী ভক্ষণ করিবে। ৩৩। বিড়ক, ত্রিকলা ও শুষ্ঠী
এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে ছর্দিরোগ
পরাজিত হয়। ছর্দিরোগী আত্র ও আমের কাথ করিয়া মধু-
সহযোগে পান করিবে। ৩৪। পূর্কোক্ত কাথ সর্কপ্রকার
ছর্দি ও তৃষ্ণাবিনাশ করে। ত্রিকলার কাথ মধুসহযোগে পান
করিলে ভ্রম ও মুর্ছারোগ বিনাশ পায়। ৩৫। পঞ্চগব্য পান
করিলে অপস্মারাদিরোগ বিনাশ পায়। কুম্মাণ্ডরস, স্বত ও বটীমধু
এই সকল ভক্ষণ করিলেও মুর্ছারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ৩৬।
ব্রাকীরস, বচ, কুড় ও শম্পুপুষ্টি ইহাগুলির সহিত পুরাতন স্বত
সেবন করিলে উন্মাদ, গ্রহ ও অপস্মাররোগ বিনাশ পাইয়া থাকে
। ৩৭। অশ্বগন্ধার কাথ ও কঙ্ক করিয়া তাহাতে চতুশ্চ গুড়ের সহিত
স্বত পাক করিবে। এই স্বত সেবন করিলে বাতরোগ বিনাশ
পায়, শরীরে বলাধান হয়, শ্বাসবৃদ্ধি পায় এবং পুত্রোৎপাদন-
শক্তি জন্মে। ৩৮। নীলমুণ্ড ও মুড়মুড়েলতা এই দুই দ্রব্য চূর্ণ

করিয়া মধু ও স্বতসহযোগে সেবন করিলে অথবা গুড়চীর
কাথ পান করিলে সূহস্তর বাতরক্তরোগ বিনাশ পায়। ৩৯।
গুড়ের সহিত পাঁচটা হরীতকী ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠ, বাত ও অর্শ-
রোগ বিনষ্ট হয়। গুড়চীর স্বরস, কঙ্ক, চূর্ণ, অথবা কাথ সেবন
করিলে বাতরক্তরোগ বিনষ্ট হয়। কৃষ্ণতেউড়ী ও গুড়চী ইহা-
দিগের কাথ ও কঙ্কের সহিত স্বতপাক করিয়া সেবন করিলে
কুষ্ঠরোগ বিনাশ পায়। এই স্বতের পাককালে দুই দিতে
হইবে। ত্রিকলা ও গুগুণ্ডল সেবন করিলে বাতরক্ত, মুর্ছা
প্রভৃতি রোগ ক্ষয় পায়। গোমুত্রের সহিত গুগুণ্ডলসেবন
করিলে উরুস্তম্ভ বিনাশ পায়। ৪০-৪২। শুষ্ঠী ও গোকুরের
কাথ পান করিলে আমবাত ও শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া
যায়। দশমূল, গুড়চী, এরণ্ড, রাস্না, শুষ্ঠী, দারুহরিজা
এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া মরিচ ও গুড়সহযোগে
পান করিলে মহাশোধ বিনাশ করে। পূর্কোক্ত দ্রব্যদ্বারা
মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে কাস, তৃষ্ণা ও অরুচি
বিনাশ পায়। ৪৩-৪৪। কটকারির রস ত্রিশপল, গুড়চীর রস
ত্রিশপল, স্বত একপ্রহ পৃথক্ পৃথক্ পাক করিয়া সেবন করিলে
কাসরোগ বিনাশ পায় এবং মন প্রফুল্ল হয়। ৪৫। ব্রাক্ষা,
আমলকী, শুষ্ঠী, শর্করা, মরিচ ও সৈন্ধব এই সকলের কাথ এরণ্ড-
তৈলের সহিত পান করিলে আমবাত এবং প্রবল বায়ুরোগ

রুগ্ৰহতীষরণোকুরৈঃ ॥ ৪৬ ॥ সহিষ্ণুত্বং পীতং বাত-
শূলবিমর্দনং ॥ ৪৭ ॥ ত্রিকলানিষ্যষ্টিককটুকায়ৈধঃ
শৃতং । পারশ্নেন্ধুনা মিশ্রং দাহশূলোপশান্তয়ে ॥ ৪৮ ॥
ত্রিকলাপঃ সযষ্টিকং পরিণামাষ্টিনাশনং । গোমূত্রশুষ্ক-
মগুরুং ত্রিকলাচূর্ণসংযুতং । বিলিহন্মধুসর্পিভ্যাং শূলং হস্তি
ত্রিদোষজং ॥ ৪৯ ॥ ত্রিহংকৃষ্ণাহরিতক্যো দ্বিচতুঃপঞ্চ-
ভাগিকাঃ । গুড়িকা গুড়তুল্যাস্তা বিড়্ বিবন্ধগদাপহাঃ ॥
৫০ ॥ হরীতকীষবন্ধারপিপ্পলীত্রিতত্ত্বা । যুতৈ-
শ্চূর্ণমিদং পেয়মূদাবর্তবিনাশনং ॥ ৫১ ॥ ত্রিহংকরীত-
কীশ্রামাঃ স্নুহীকীরেণ ভাবিতাঃ । বটিকা মূত্রপীতাস্তাঃ
শ্রেষ্ঠাশ্চানাহভেদিকাঃ ॥ ৫২ ॥ জ্যষণত্রিকলাধস্তবি-
ড়্চব্যচিহ্নকৈঃ । ককীকুতৈহৃতং সিদ্ধং সংস্কারং
বাতগুণমুৎ ॥ ৫৩ ॥ মূলং নাগরমানীতং সক্ষীরং

বিনাশ পায় । ৪৬ । বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ড, বৃহতী, কটকারি,
গোকুর এই সকলের কাথ হিঙ্গু ও লবণের সহিত পান করিলে
বাতশূল বিনষ্ট হয় । ৪৭ । ত্রিকলা, নিষ, যষ্টিমধু, কটুকী ও
সৌদালু এই সকল দ্রব্যের কাথ মধুসহযোগে পান করিলে
দাহশূল শান্ত হয় । ৪৮ । ত্রিকলার কাথ যষ্টিমধুর সহিত পান
করিলে পরিণামশূল বিনাশ পায় । গোমূত্রশুষ্ক মগুরু এবং
ত্রিকলার চূর্ণ একত্র করিয়া মধু ও যুতসহযোগে লেহন করিলে
ত্রিদোষজ শূল বিনষ্ট করে । ৪৯ । তেউড়ী ছইভাগ, ত্রাক্ষা
চারিভাগ এবং হরীতকী পাঁচভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র
করিয়া সর্ষপদ্রব্যসমান গুড়ের সহিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে ;
এই গুড়িকা সেবন করিলে বিড়্ বিবন্ধ অর্থাৎ মলের কঠিনতা-
দোষ নিবারণ হয় । ৫০ । হরীতকী, যবন্ধার, পিপ্পলী ও তেউড়ী
এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া যুতের সহিত পান করিলে উদাবর্ত-
রোগ বিনষ্ট হইয়া যায় । ৫১ । তেউড়ী, হরীতকী ও ত্রিহং
এই সকল দ্রব্য সিংহের ক্ষীরে ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে ;
এই বটিকা গোমূত্রের সহিত পান করিলে আনাহরোগ বিনাশ
পায় । ৫২ । ত্রিকটু, ত্রিকলা, ধনিয়া, বিড়ল, চৈ, চিতা এই
সকল দ্রব্যের কক করিয়া তাহার সহিত যুত পাক করিবে ; এই
যুত সেবন করিলে বাতগুণ বিনষ্ট হয় । ৫৩ । গুজীচূর্ণ দুইহস্ত
সহিত পান করিলে ছদয়গীড়া বিনাশ পায় । সৌচুর্কল, তদর্ক

ছদয়ার্তিমুৎ । সৌবর্জলং তদর্কলং শিবানাঞ্চ যুতং
পিবৎ ॥ ৫৪ ॥ কণাপাষণভেদৈর্কা শিলাজতুচূর্ণকং ।
তণ্ডুলাস্তিগুড়ৈনাপি মূত্রকৃচ্ছ্রীতি জীবতি ॥ ৫৫ ॥ অমৃত-
নাগরীধাজীবাজিগন্ধাজিকণ্টকান্ । প্রপিবেষাতরো-
গার্ভঃ সশূলী মূত্রকৃচ্ছ্রবান্ ॥ ৫৬ ॥ সিতাতুল্যো বক-
ন্ধারঃ সর্ষকৃচ্ছ্রনিবারণঃ । নিদিদ্ধিকারসো বাপি
সক্ষৌদ্রঃ কৃচ্ছ্রনাশনঃ ॥ ৫৭ ॥ লবণং ত্রিকলাকঙ্কৈ-
মূত্রাঘাতহরং শৃতং । মুত্রে বিরুদ্ধে কপূরচূর্ণং নিদ্রে
প্রবেশয়েৎ ॥ ৫৮ ॥ কাথশ্চ শিগ্রুমূলোথকবোক্ষোন্মা-
বিপাতনং । সর্ষমেহহরো ধাত্র্য রসঃ ক্ষৌদ্রনিশা-
যুতঃ ॥ ৫৯ ॥ ত্রিকলাদারুদার্ক্যজকাথঃ ক্ষৌদ্রেণ মেহহাঃ ।
অম্বপঞ্চ ব্যাবায়ঞ্চ ব্যায়ামং চিস্তনানি চ ॥ ৬০ ॥
শৌল্যমিচ্ছন্ পরিত্যক্তং ক্রমেণাতিপ্রবন্ধয়েৎ । যব-
শ্রামাকভোজী স্ত্রাং শুলো মধুরবারিপঃ ॥ ৬১ ॥

হরীতকী ও যুত পান করিলেও ছৎপীড়ার শান্তি হইয়া থাকে ।
৫৪ । পিপ্পলী, পাষণভেদী ও শিলাজতু এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া
তণ্ডুলাদক ও গুড়ের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট
হয় । ৫৫ । গুড়চী, গুজী, আমলকী, অম্বগন্ধা, গোকুর এই সকল
দ্রব্যের কাথ করিয়া পান করিলে বাতরোগ, শূল ও মূত্রকৃচ্ছ্র-
রোগ বিনাশ পায় । ৫৬ । সর্ষক ও যবন্ধার এই দুই দ্রব্য তুল্যপরি-
মাণে লইয়া তক্ষণ করিলে সর্ষপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ হয় । কণ্ট-
কারির রস মধুসহযোগে পান করিলেও কৃচ্ছ্রদোষের শান্তি হয় ।
৫৭ । ত্রিকলা উত্তমরূপ পেষণ করিয়া লবণের সহিত তক্ষণ করিলে
মূত্রাঘাতরোগের শান্তি হয় । মূত্রবদ্ধ হইলে লিঙ্গমধ্যে কপূর-
চূর্ণ প্রবেশিত করিলে দোষের নিবৃত্তি হয় । ৫৮ । জৈবহৃৎ সজিনা-
মূলের কাথ পান করিলে শারীরিক উন্মাদ নিবৃত্ত হয় । আম-
লকীর রস মধু ও হরিদ্রার সহিত পান করিলে সর্ষপ্রকার মেহ-
রোগের শান্তি হয় । ৫৯ । ত্রিকলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, পদ্ম-
মূল এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া মধুসহযোগে পান করিলে
মেহরোগের শান্তি হইয়া থাকে । বাহারী শরীরের স্থলতা ইচ্ছা
করে, তাহার অনিদ্ৰা, ব্যায়াম, ব্যায়াম ও চিন্তা পরিত্যাগ
করিবে । যব ও শ্রামাক ভোজন করিলে স্থল হইতে পারে
এবং মধুর সহিত জলপান করিলেও শরীর স্থল হইয়া । ৬০-৬১ ।

উকময়ঃ সমগ্ৰা পিবন্ কৃশতমুর্ভবেৎ । সচব্যাকীরকং
ব্যোবা হিঙ্গুসৌবর্জলমলাঃ । মধুনা শঙ্কবঃ পীতা
মেদোরোগঃ সর্কদীপনাঃ ॥ ৬২ ॥ চতুর্গুণে কলে মূত্রে
ষিগুণে চিত্রকোৎপলে । কটকৈঃ সিদ্ধং যুতপ্রস্থং সক্ষীরং
কঠরী পিবেৎ ॥ ৬৩ ॥ ক্রমব্রজ্যা দশাহানি দশ পৈপ্ললিকং
দিনং । বর্জয়েৎ পরসা সাক্ষিং তথৈবাপানয়েৎ পুনঃ ॥
৬৪ ॥ ক্ষীরবাটিকভোজী স্ত্রাদেবং কৃষ্ণসহস্রকং । বৃংহণং
মুদামামুবাং স্রীহোদরবিনাশনং ॥ ৬৫ ॥ পুনর্ববাক্ষাথ
কটকৈঃ সিদ্ধং শোধহরং যুতং । গবাং মূত্রেণ সংসেব্যং
পিপ্পলীয়া পরোষিতাং । গুড়েন বাভয়াং তুল্যাং
বিস্থং বা শোধরোগিণা ॥ ৬৬ ॥ তৈলমেরগুজং পীত্বা
বলাসিদ্ধং পরোষিতাং । আশ্বানশূলাপচিতামত্ররন্ধ্রিৎ

সমগ্ৰ উষ্ণ অন্ন ভোজন করিলে মধুবা কৃশতমু হইতে পারে ।
চৈ, জীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গু, সৌবর্জল, এই সকল দ্রব্য মেদোরোগ
বিনাশ করে ; মধুর সহিত শঙ্কুভক্ষণ করিলেও মেদোরোগ
বিনাশ পায় এবং অগ্নিদীপন হয় ॥ ৬২ ॥ যুত একপ্রস্থ, জল
চতুর্গুণ, গোমূত্র ষিগুণ ও দুগ্ধ একত্র পাক করিতে হইবে ;
পাককালে চিতা ও উৎপল এই দুই দ্রব্যের কক দিবে । উদর-
রোগী এই যুতসেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে ॥ ৬৩ ॥
প্রথম দিবস একটি পিপ্পলী ছুড়ের সহিত ভক্ষণ করিবে, পরে
ক্রমতঃ এক এক দিনে এক একটি করিয়া বৃদ্ধি করিয়া দশমদিবসে
দশটি ভক্ষণ করিতে হইবে । পরে এক একটি করিয়া হ্রাস
করিয়া প্রথমদিবসে একটিমাত্র পিপ্পলী ভক্ষণ করিতে হইবে ।
এই ঔষধ সেবনকালে ছুড়ের সহিত যষ্টিমধু ভোজন
করা বিধেয় এবং ইহার মধ্যে একসহস্র ড্রাক্স ভক্ষণ করিতে
হইবে । এই সময়ে যুগের ঘূষ সেবন করা উচিত । ইহাতে
পরীরে বলাধান হয়, আয়ুর্কৃদ্ধি পায় এবং স্রীহা ও উদররোগ ক্ষয়
পাইয়া থাকে ॥ ৬৪-৬৫ ॥ পুনর্ববার কাথ ও কটকের সহিত যুত
পাক করিয়া সেবন করিলে শোধ বিনাশ পায় । গো-
মূত্রের সহিত পিপ্পলী সমুদ্রা হৃৎযুক্ত পিপ্পলী সেবন করিয়া তুল্য-
পরিমাণে গুড় ও হরীতকী অথবা গুড় ও গুড়ী ভক্ষণ করিবে ;
ইহাতে শোধরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৬৬ ॥ এরওতৈল পান করিয়া
খেড়েলার সহিত পাক দুগ্ধ পান করিতে হইবে ; ইহাতে
উদররোগ, শূল, অগ্নিক, অন্নবৃদ্ধি এই সকল রোগ পরাজিত

কয়েররঃ ॥ ৬৭ ॥ অষ্টৈরগু কতৈলেন ককঃ পথ্যাসমু-
ক্তবঃ । কৃষ্ণাঙ্গৈকরসংযুক্তো বৃদ্ধিরোগহরঃ পরঃ ॥ ৬৮ ॥
নিগুণ্ডীমূলনক্তেন গণ্ডমালা বিনশতি । স্নুহীগণ্ডীরিকা-
ষেদো নাশয়েদক্ষুদানি চ ॥ ৬৯ ॥ হস্তিকর্ণপলাশস্ত
গলগণ্ডস্ত লেপতঃ । ধূত্নরৈরগুনিগুণ্ডীবর্ষাভূমিগু-
সর্বপৈঃ ॥ ৭০ ॥ প্রলেপঃ স্রীপদং হস্তি চিরোথমতি-
দারুণং । শোভাজ্ঞনকসিদ্ধুখিঙ্গু বিজ্রধিনাশনং ॥ ৭১ ॥
শরপুচ্ছা মধুযুতা স্ত্রাং সর্কত্রণরোপণী । নিষপত্রস্ত বা
লেপঃ স ভবেৎ ত্রণশোষণঃ ॥ ৭২ ॥ ত্রিকলা খদিরো দক্ষী
স্ত্রোথো ত্রণশোধনঃ । সত্যঃ কতং ত্রণং বৈভ্যঃ সশূলং
পরিষেচয়েৎ ॥ ৭৩ ॥ যষ্টিমধুকযুক্তেন কিঞ্চিচ্ছুকেন
সর্পিষা । বুদ্ধ্যাগস্তত্রণানু বৈভ্যো নাশয়েৎ সংপ্রলেপনাং ॥
৭৪ ॥ সিতাং ক্রিয়াং প্রযুক্তীত পিত্তরক্তোদ্রাশিনীং ।
কাথো বংশজগেরগুশ্রজংষ্ট্রানাঞ্চ সমধুঃ ॥ ৭৫ ॥ সহিঙ্গু-

হয় ॥ ৬৭ ॥ তাজা এরওতৈল হরীতকীর কক, ড্রাক্স ও সৈন্ধ-
বের সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে বৃদ্ধিরোগ বিনাশ পায় ।
৬৮। নিসিন্দার মূলদ্বারা নস্তগ্রহণ করিলে গণ্ডমালা বিনাশ পায় ।
স্নুহী ও গণ্ডীরিকার ষেদপ্রধান করিলে অক্ষুদরোগ বিনষ্ট হয় ।
৬৯। হস্তিকর্ণপলাশের প্রলেপ দিলে গলগণ্ডবিনাশ পায় । ধূত্ন-
বীজ, এরগু, নিসিন্দা, পুনর্ববা, সজিনা, সর্বপ এই সকল দ্রব্য-
দ্বারা প্রলেপ দিলে চিরজাত দারুণ স্রীপদরোগ বিনষ্ট হয় ।
সজিনা, সৈন্ধব ও হিঙ্গু এই সকল দ্রব্য বিজ্রধি বিনাশ করে ।
৭০-৭১। শরপুচ্ছা মধুযুক্ত করিয়া লেপন করিলে ত্রণরোপণ
হয় । নিষপত্র পেষণ করিয়া ত্রণে লেপ দিলে ত্রণশোধ
হইয়া যায় ॥ ৭২ ॥ ত্রিকলা, খয়ের, দারুহরিদ্রা ও বট এই সকল
দ্রব্য ত্রণশোধন করে । সদ্যোজাত ত্রণে ঐ সকল ঔষধ দিলে
তৎক্ষণাৎ বেদনা নিবৃত্ত হইয়া কত ওক হয় ॥ ৭৩ ॥ যষ্টিমধু ও যুত
কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া মধুসহযোগে ত্রণে লেপন করিলে আগত-
ত্রণ বিনষ্ট হয় ॥ ৭৪ ॥ সিতক্রিয়া করিলে পিত্তরক্তক্লান্ত শারীরিক
উদ্রা বিনাশ পায় । বংশজক, এরগু, গোক্ষুর, ইহাদিগের
কাথ মধু, সৈন্ধব ও হিঙ্গুসংযুক্ত করিয়া পান করিলে কোষ্ঠ
হই বদ্ধ প্রাবিত হয় । যব, বহী ও কুলঙ্গ ইহাদিগের রসের
সহিত অন্ন অথবা সৈন্ধবসংযুক্ত সর্ষাপভক্ষণ করিবে ; ইহাতে

সৈন্ধবঃ পীতঃ কোঠস্থঃ জাবরেন্দ্রকৃৎ । ববকোলকুল-
খানাং আরোপ্যারং রবেন বা ॥ ৭৬ ॥ ভুজীতাম্ ববা-
ত্বা পিবেৎ সৈন্ধবসংযুক্তং । করঞ্জারিষ্টমিশ্রী-
রসো হস্তাশ্রুণক্রিমীন্ ॥ ৭৭ ॥ ত্রিকলাচূর্ণসংযুক্তো গুণ-
গুণ্ডূর্টকীকৃতঃ । নির্বজ্রণো বিবজ্রণো ব্রণশোধন-
শোধনঃ ॥ ৭৮ ॥ দূর্ঝারসসিদ্ধতাস্তৈলং কপিলকেন
বা ॥ ৭৯ ॥ দূর্ঝাচুচ ককেন প্রধানং ব্রণরোপণং ॥ ৭৯ ॥

ইতি পারুড় মহাপুরাণে অরাদিচিকিৎসাকথনং
নাম সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

একসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধবস্তরিরূপাচ ॥ ১ ॥ নাড়ীব্রণাদিরোগাণাং চিকিৎসা-
য়াং শৃণু স্ত্রুতত । নাড়ীং শস্ত্রেণ সংপাট্য নাড়ীনাং
ব্রণবৎ ক্রিয়া ॥ ২ ॥ গুণ্ণুলুত্রিকলাব্যোমৈঃ সমাংশৈ-
রাজ্যবোজিতৈঃ । নাড়ীদুষ্টব্রণং শূলং ভগন্দরমথো
জয়েৎ ॥ ৩ ॥ নিগুণ্ডীরসতৈস্তৈলং নাড়ীদুষ্টব্রণাপহং ।
হিতং পামাময়ীনাং পানাত্যজ্ঞননস্তকৈঃ ॥ ৪ ॥ গুণ্ণুলু-

পূর্কোক্তরোগ নিবৃত্ত হয় । করঞ্জা, নিষ ও নিসিন্দা ইহাদিগের
রস ব্রণগত ক্রিমি বিনাশ করে ॥ ৭৫ ৭৭ ॥ ত্রিকলার চূর্ণ গুণ্ণুলুর
সহিত মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিবে । এই বটিকা বিবদ্ধ নষ্ট
করে এবং ব্রণশোধন করিয়া থাকে ; ইহাতে কোন যন্ত্রণা হয়
না ॥ ৭৮ ॥ দূর্ঝার রস, করমচারুক ও দারুহরিদ্রা ইহাদিগের সহিত
তৈল পাক করিয়া ব্রণে লেপন করিলে ব্রণরোপণ হয় ॥ ৭৯ ॥

একসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ধবস্তরি কহিলেন, শ্রুতত ! এইকণ নাড়ীব্রণাদিচিকিৎসা
বর্ণিত হইছে, শ্রবণ কর । নাড়ী অর্থাৎ নালী বা অস্ত্রধারা কাটিয়া
ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে ॥ ১-২ ॥ গুণ্ণুলু, ত্রিকলা, ত্রিকটু এই
সকল ত্রয় মূলগুণিমাণে ব্রুতসংযোজনে সেবন করিলে নাড়ী,
দুষ্টব্রণ, শূল ও ভগন্দররোগ বিনাশ পায় ॥ ৩ ॥ নিসিন্দার রসের
সহিত তৈল পাক করিয়া লেপন করিলে নাড়ী ও দুষ্টব্রণ শান্তি
হয় ; ইহার পান, অত্যন্ত ও নষ্টগ্রস্ত করিলে পামাদিরোগের
প্রতিকার হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ ত্রিকলা, ত্রিকটু, গুণ্ণুলু পাচ

ত্রিকলাত্রিকলাত্রিপাক্যংসংযোজিতা । শুড়িকা শোধ-
নশ্রীর্শোভনন্দরমভাং হিতা ॥ ৫ ॥ শিরাবেধে অজ-
মধ্যে বিস্তৃতিরূপদংশকে । পাকো রক্যঃ জাবরেন
শিশ্নকরকরো হি লঃ ॥ ৬ ॥ পটোলনিষগুড়চীমরীচ-
কাণমাপিবেৎ । সগুণ্ণুলুং বদ্যদিরূপদংশো বিন-
শ্রুতি ॥ ৭ ॥ দহেৎ কটাহে ত্রিকলাং সা মসী মধুসংযুক্তা ।
উপদংশে প্রলেপোয়ং সত্তো রোপয়তে ব্রণং ॥ ৮ ॥
ত্রিকলানিষভূনিষকরঞ্জখদিরাদিতিঃ । ককৈঃ কাথে-
স্থিতং পকমূপদংশহরং পরং ॥ ৯ ॥ আদৌ ভগ্নং বিদি-
ত্বা তু সেচয়েচ্ছীতলাঘুনা । পকেন লেপনং কার্য্যং
বন্ধনঞ্চ কুণাষিতং ॥ ১০ ॥ মাংসং মাংসং তথা সর্পিঃ কীরং
বুযঃ সতীলজঃ । ব্রহ্মণং চার্পণাং স্যাদেয়ং তন্নান
জানতা ॥ ১১ ॥ রসোনমধুলাজাযুসিতাককসমস্ত্রুতাং ।
হিন্নভিন্নচ্যুতাস্থীনাং সন্ধানমচিরাস্তবেৎ ॥ ১২ ॥ অথথ-
ত্রিকলাব্যোমৈঃ সর্কৈরেতিঃ সমীকৃতৈঃ । তুল্যো গুণ্ণ-

ভাগ এবং ত্রাক্ষা একভাগ এই সকল একত্র করিয়া শুড়িকা
করিবে ; এই শুড়িকা শোধ, অর্শ ও ভগন্দররোগীর পক্ষে
বিশেষ হিতকর ॥ ৫ ॥ শিশ্নের মধ্যে শিরাবেধ করিলে উপদংশ-
রোগের শান্তি হয় । এই রোগে ব্রণসকল বাহাতে না পাকে,
এইরূপ করা উচিত ; উক্তরোগ শিশ্নের ক্ষয়সাধন করে ॥ ৬ ॥
পটোল, নিষ, গুড়চী ও মরীচ ইহাদিগের কাথ করিয়া গুণ্ণুলু
ও বদীরের সহিত পান করিলে উপদংশরোগ বিনশিষ্ণু হয় ॥ ৭ ॥
একটি কটাহমধ্যে ত্রিকলা দহ্য করিয়া সেই মসী মধুর সহিত
প্রলেপ দিলে উপদংশের ব্রণরোপণ হয় ॥ ৮ ॥ ত্রিকলা, ত্রিকটু,
নিষ, করঞ্জা ও বদীর এই সকল ত্রয়ের কাথ ও ককহারি ব্রুত
পাক করিয়া উপদংশে লেপন করিলে এই রোগ বিনাশ পায় ॥ ৯ ॥
কোন স্থান ভগ্ন হইলে প্রথমতঃ পীতল জলধারা সেক করিয়া
কুণাষিরা বন্ধন করিবে । উহা পক হইলে লেপন করিতে হইবে ।
১০ ॥ মাংসলাই, মাংস, দ্রুত, হৃৎ এবং কলায়ের মূল ভগ্নরোগীকে
এই সকল পুষ্টিপ্রদান করিবে । ইহাতে ভগ্নরোগীর ভগ্নস্থান
সংশোধিত হয় ॥ ১১ ॥ রসুন, মধু, খৈ ও সর্করা এই সকল একত্র
সেবন করিয়া তক্ষণ করিলে বাহার অহি হিন্নভিন্ন হইয়াছে, তা-
হারও অহিসন্ধান হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥ অথথ, ত্রিকলা, ত্রিকটু এই

ভুলো বোধ্যন্ত ভয়সমিধাসাধকঃ ॥ ১৩ ॥ সর্ষকুর্থে
বমনং মেচনং রক্তমোকণং। বচাবাগাপটোলান্য
মিষন্ত মূলিকিঞ্চৎ ॥ ১৪ ॥ কষায়ে মধুনা পীডো
বাত্ত্বহৃৎপনঃ পরঃ। মিরেচনং অবোক্তব্যং ত্রিহৃদন্তী-
কলত্রিকৈঃ ॥ ১৫ ॥ মনঃশিলামরীচৈস্ত তৈলং কুঠ-
বিনাশনং। সর্ষকুঠে বিলেপোয়ং শিবাংকণ্ডো-
দনং ॥ ১৬ ॥ করজতগরো কুঠং গোমূত্রেণ প্রলেপতঃ।
করবীরেহর্ষনঞ্চ তৈলাক্তন্ত চ কুঠং ॥ ১৭ ॥ হরিজ্ঞা
মলয়ং রাজ্য গুড়ুচী তগরস্তথা। আরবধঃ করজা চ
লেপঃ কুঠহরঃ পরঃ ॥ ১৮ ॥ মনঃশিলাবিড়লানি
বাগুজী সর্ষপস্তথা। করজো মূত্রপিষ্টোয়ং লেপঃ কুঠ-
হরোর্ববং ॥ ১৯ ॥ বিড়লৈরগন্ধাকুঠনিশাসিক খসর্বপৈঃ।
মূত্রাশুপিষ্টো লেপোয়ং দক্ষকুঠবিনাশনঃ ॥ ২০ ॥ অণু-

রাড়কবীজানি, খাজীসর্ষকলম্বুহী। সৌবীজপিষ্টে
দক্ষবাসেতদ্বর্ষনং পরং ॥ ২১ ॥ আরবধস্ত পঞ্জানি
আরমানেন পেষয়েৎ। দক্ষকিটিমকুঠানি হস্তি
শিখানমেব চ ॥ ২২ ॥ উক্য পীডা বাগুজী চ কুঠজিৎ
কীরভোজিনঃ। তিলাজ্যত্রিকলাকৌজ্যব্যোবত্নাত-
শর্করাঃ। হব্যঃ সপ্ত সমা মেঘাঃ কুঠহাঃ কামচারিণঃ ॥
২৩ ॥ বিড়লত্রিকলাকুকাচূর্ণং লীড়ং সমাকিকং। হস্তি
কুঠকুমীমেহনাভীজ্ঞপতগন্দরাবু ॥ ২৪ ॥ বঃ খাদে-
দত্তারিষ্টং তথা চামলকানিশাঃ। ল কয়েৎ সর্ষকুঠানি
মাগাপুর্জং ম সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥ দহমানঃ চ্যুতঃ কুন্তে
তৎসহ খদিরাকুরঃ। সাক্ষাখাদীরসকৌজ্যো হস্তাৎ
কুঠং রসায়নং ॥ ২৬ ॥ খাজীখদিরয়োঃ কাথং পীডা
বাগুজীসংযুতং। শস্বেদ্বধবলং শিখ্রং হস্তি তুর্ণং ন সং-
শয়ঃ ॥ ২৮ ॥ পীডা ভজাতকং তৈলং মাগাৎ ব্যাধিৎ

সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া তাহাদিগের সহিত তুলাপরিমাণ
শুগুগু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ ভগ্নাহিবোজক ॥ ১৩ ॥
সর্ষকাকব কুঠরোগে বিরেচন, বমন ও রক্তমোকণ বিধেয়।
বচ, বাসক, পটোল, নিষ ও বহেড়া এই সকল দ্রব্যের কাথ
করিয়া মধু সহিত পান করিলে বাতরোগ বিনাশ পায়
এবং বলাধান হইয়া থাকে। বাতরোগে ভেউড়া, দস্তী
ও ত্রিকলা এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিয়া বিরে-
চন করিতে ॥ ১৪-১৫ ॥ মনঃশিলা ও মরিচ ইহাদিগের সহিত
তৈলপাক কুঠিরা সেবন করিলে কুঠরোগ বিনাশ পায়। সর্ষ-
কাকব কুঠরোগে পাঁচটি হরীতকী, গুড় ও গুড়ুল এই সকল দ্রব্য
পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে ॥ ১৬ ॥ করজা, ভগ্নরকট ও কুড় এই
সকল দ্রব্য গোমূত্রে সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুঠ-
রোগের প্রতীকার হয়। কুঠরোগী শরীরে তৈলমর্দন করিয়া
করবীরমূল পেষণ করিয়া ভগ্নরকট উষ্মন করিবে। ইহাতে
কুঠরোগ বিদূষ পায় ॥ ১৭ ॥ হরিজ্ঞা, রক্তচন্দন, রাজা, গুড়ুচী,
তুগর, রৌপ্যলু ও করজা এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ
দিলে কুঠরোগ হয় কটে ॥ ১৮ ॥ মনঃশিলা, বিড়ল, সোম-
রাজী, সর্ষপ, করজা ও ডহকরজা এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে
পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুঠরোগ বিনাশ পায় ॥ ১৯ ॥ বিড়ল,
বসন্তলাত, কুড়, হরিজ্ঞা ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ

করিয়া লেপন করিলে দক্ষকুঠ বিনষ্ট হয় ॥ ২০ ॥ চাকুদিরাবীজ,
আমলকী, ধূপ, নিজ, এই সকল দ্রব্য কঁজির সহিত পেষণ
করিয়া লেপন করিলে দক্ষরোগ বিনাশ পায় ॥ ২১ ॥ সৌদালুগজ
কঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দক্ষ, কটিম, কুঠ ও
নিগ্র এই সমুদায় বোগ নষ্ট হয় ॥ ২২ ॥ উক্য সোমরাজী তক্ষণ
করিয়া দ্রুতপান করিলে কুঠরোগ পরাজিত হয়। তিল, আজ্য,
ত্রিকলা, মধু, ত্রিকটু, ভেলা, শর্করা এই সপ্তদ্রব্য সমপরিমাণে
লইয়া তক্ষণ করিলে শরীরে বলাধান হয় এবং কুঠরোগ নিবা-
রিত হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনে কোনরূপ নিয়ম করিতে
হয় না ॥ ২৩ ॥ বিড়ল, ত্রিকলা ও ত্রাক্ষা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ
করিয়া মধুসহযোগে লেহন করিলে কুঠ, ত্রিমি, মেহ, নাভীজ্ঞ
ও ভগ্নকর এই সকল রোগ বিদূষ পায় ॥ ২৪ ॥ যে ব্যক্তি হরী-
তকী, নিষ, আমলকী ও হরিজ্ঞা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া
সেবন করে, একবাসের মধ্যে নিশ্চয় তাহার কুঠরোগ পরাজিত
হয় ॥ ২৫ ॥ একটা কুন্তের মধ্যে আঘের আঠা বন্ধ করিয়া তাহার
সহিত খদিরাকুর, বহেড়া, আমলকীর রস ও মধু মিশ্রিত করিয়া
সেবন করিলে কুঠরোগ বিনাশ পায়। এই ঔষধ রসায়নের
কাথ্য করে ॥ ২৬ ॥ আমলকী ও খদিরকুঠ ইহাদিগের কাথ
করিয়া সোমরাজির সহিত পান করিলে শয্য ও চত্বের প্রাণ

জয়েন্নরঃ । সেবিভং খাসিকং বারি পানাতৈঃ কুষ্ঠজি-
ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ বাসা, গুড়ুচী ত্রিকলা পটোলক কর-
জকং । নিষাশনং কৃষ্ণবেজং কাথকঙ্কেন বন্ধতং ।
বজ্রকং তন্তুৱেৎ কুষ্ঠং শতবর্ষানি জীবতি ॥ ২৯ ॥
শরসেন চ দুর্লভাঃ পচেতৈলং চতুর্গুণং । কঙ্কু-
চর্জিকা পামা অভ্যর্জাদেব নশতি ॥ ৩০ ॥ জম্বগর্ক-
কুষ্ঠানি লবণানি চ মূত্রকং । গণ্ডীরিকাং চিত্রকৈষ্ঠ-
শৈলং কুষ্ঠত্রণাদিনুৎ ॥ ৩১ ॥ খাত্রীনিষফলং তদ্বৎ
গোমূত্রং চ চিত্রকং । বাসামৃতাপর্ণটিকানিষ-
ভুনিষমার্করৈঃ । ত্রিকলাকুলথৈঃ কাথঃ গন্ধোদ্রশ্চান্ন-
পিত্তহাঃ ॥ ৩২ ॥ ফলত্রিকং পটোলকং তিত্তা কাথঃ
শিতাযুতঃ । পীতো যষ্টিমধুযুতো অরুচ্যন্নপিত্তজিৎ ॥
৩৩ ॥ বাসামৃতং তিত্তদূতং পিঙ্গলীযুতমেব চ । অন্ন-
পিত্তে প্রযোজ্যং গুড়কুম্মাণ্ডকম্বদা ॥ ৩৪ ॥ পিঙ্গলী

ধবলবর্ণ ঋতুযোগ শীত বিনাশ পায় । ২৭ । ভেলার তৈল পান
করিলে মাসমধ্যে কুষ্ঠব্যাদিকে জয় করিতে পারে । খদিরকাষ্ঠের
কাথ পান করিলে কুষ্ঠরোগ পরাজিত হয় । ২৮ । বাসক, গুড়ুচী,
ত্রিকলা, পটোল, করজা, নিষ, অশনকঠ ও কৃষ্ণবেজ এই সক-
লের কাথ ও কঙ্কের সহিত ঘৃতপাক করিবে ; ইহার নাম
বজ্রকঘৃত । এই ঘৃত পান করিলে কুষ্ঠরোগ নিবারণ
করিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে । ২৯ । দুর্লভ শরসেন
সহিত চতুর্গুণ তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে কঙ্কু-
চিচিকী, পামাগ্রভৃতি রোগ বিনাশ পায় । ৩০ । পারিজাত-
বৃক্ষের বহুল, আকন্দমূল, কুড়, পঞ্চলবণ, গোমূত্র, গণ্ডীরিকা
ও চিত্তা এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেবন
করিলে কুষ্ঠত্রণাদি বিনষ্ট হয় । ৩১ । আমলকী, নিষফল, গোমূত্র,
চিত্তা, বাসক, গুড়ুচী, ক্ষেতপাপড়া, চিরতা, নিষ, ভূঙ্গরাজ,
ত্রিকলা ও কুলথ এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া মধুর সহিত
পান করিলে অন্নপিত্তরোগ বিনষ্ট হয় । ৩২ । ত্রিকলা, পটোল,
কটুকা ইহারিগের কাথ, শর্করা ও যষ্টিমধুর সহিত পান করিলে
জ্বর, হৃদি, অন্নপিত্তগ্রভৃতি রোগ পরাজিত হয় । ৩৩ । বাসা-
মৃত, তিত্তকঘৃত, পিঙ্গলীযুত ও গুড়কুম্মাণ্ড এই সকল ঔষধ
অন্নপিত্তরোগে প্রয়োগ করিবে । ৩৪ । গুড়সংযুক্ত পিঙ্গলী

মধুসংযুক্তা অন্নপিত্তবিনাশিনী । রোমাগ্নিমান্দ্যহুৎ
পথ্যাপিপ্পলীগুড়মোদকঃ ॥ ৩৫ ॥ পিষ্টামালীং মধ-
স্মাকীং যুতপ্রহং বিপাচয়েৎ । ককুপিভারুচিহরং
মন্দামলবমিং হরেৎ ॥ ৩৬ ॥ পিপ্পল্যাস্তত্বনিষবাসকা-
রিষ্টপর্ণটৈঃ । খদিরারিষ্টকৈঃ কাথো বিস্ফোটাকি-
হরাপহঃ ॥ ৩৭ ॥ ত্রিকলারসসংযুক্তং সর্পিহ্নিরতরা
নহ । প্রযোজ্যং বিরেকার্থং বিসর্গহরশাস্তয়ে ॥ ৩৮ ॥
খদিরত্রিকলারিষ্টপটোলামৃতবাসকৈঃ । কাথোক্তকাথো
জয়তি রোমান্তিকমশুরিকাঃ ॥ ৩৯ ॥ কুষ্ঠবীসর্প-
বিস্ফোটকগুদীনাং বিঘাতকঃ । লম্বুনানাস্ত চূর্ণস্ত
ঘর্ষে মশকনাশনঃ ॥ ৪০ ॥ চর্ম্মকীলং জীর্ণমানং
মশকাংস্তিলকালকান্ । উৎকৃত্য শস্ত্রেণ দহেৎ ক্ষারা-
গ্নিত্যামশেষতঃ ॥ ৪১ ॥ পটোলনীলীলেপঃ স্রাং জাল-
গদভরোগনুৎ । গুঞ্জাকলেঃ শূতং তৈলং ভূঙ্গরাজ-

ভক্ষণ করিলে অন্নপিত্ত বিনাশ পায় । হরীতকী, পিঙ্গলী ও
গুড় একত্র করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে ; এই মোদক ভক্ষণ
করিলে শ্লেষ্মা ও অগ্নিমান্দ্য বিদূরিত হয় । ৩৫ । কৃষ্ণজিরা ও
খনিয়া একত্র পেষণ করিয়া তাহার সহিত একপ্রহ ঘৃত পাক
করিবে ; এই ঘৃত সেবন করিলে কঙ্ক, পিত্ত, অরুচি, মন্দাগ্নি,
ও বমিগ্রভৃতি রোগ বিনাশ পায় । ৩৬ । পিঙ্গলী, গুড়ুচী,
চিরতা, বাসক, নিষ, ক্ষেতপাপড়া, খদিরকাষ্ঠ, রসুন, এই
সকলের কাথ পান করিলে বিস্ফোট ও অরুচি বিনষ্ট হয় ।
৩৭ । বিসর্গ ও অরুচির নিমিত্ত ত্রিকলার কাথ ও তেউড়ী
ইহারিগের সহিত ঘৃত পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে । ইহাতে
বিরেচন হইয়া উক্তরোগঘরের শান্তি হয় । ৩৮ । খদিরকাষ্ঠ,
ত্রিকলা, নিষ, পটোল, গুড়ুচী, বাসক এই সকল দ্রব্যের কাথ
পান করিলে রোমান্তিক মশুরিকারোগ বিনাশ পায় । ৩৯ ।
রসুন চূর্ণ করিয়া ঘর্ষণ করিলে কুষ্ঠ, বিসর্গ, বিস্ফোট ও কঙ্ক-
গ্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় । এবং তাহার সময়ে মশক পলারন
করে । ৪০ । চর্ম্মকীল, মশক, তিলকালকগ্রভৃতি রোগে হস্তবারা
উৎকর্ষন করিয়া ক্ষার ও অগ্নিবারা দহন করিবে । ৪১ । পটোল
ও নীল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে জালগদভরোগ বিনাশ
পায় । গুঞ্জাকল ও ভূঙ্গরাজের রসের সহিত তৈল পাক করিয়া

রসেন তু । কণ্ডুদারপকং কুষ্ঠকাপালকুষ্ঠনাশনং ॥৪২॥
 আত্মাশ্মিমাট্রিকলানীলৈশ্চ ভৃঙ্গরাজকৈঃ । স্পৃপকং
 লৌহচূর্ণং সকাঞ্জিকং কৃষ্ণকেশকং ॥৪৩॥ ক্ষীরীশার্ক
 পর্ণরসদ্বিপ্রাশ্নে মধুকাপলে । তৈলস্তু কুড়বং পকং
 বার্কাক্যপলিতাপহং ॥৪৪॥ মুখরোগে তু ত্রিকলা-
 গণ্ডুষপরিধারণং । গৃহধূম্যবন্ধারপাঠ্যব্যোমরসা-
 ঙ্গনং ॥৪৫॥ সলোম্বং ত্রিকলাচূর্ণং তথা চিত্রকচূর্ণিতং ।
 সন্ধৌজ্ঞং ধারয়েষ্যক্তে ঐবাদস্তস্য রোগমুৎ ॥৪৬॥
 পটোলনিম্বজম্বীরআত্মমালতীপল্লবঃ । পঞ্চপল্লবকঃ
 শ্রেষ্ঠঃ কষায়ো মুখধারণে ॥৪৭॥ লম্বুনার্জকশিঙাণং
 পারুল্যা মূলকস্তু চ । কদল্যাশ্চ রসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদম্বঃ
 কর্ণপূরণে ॥৪৮॥ তীত্রশূলোত্তরে কর্ণে সশব্দে ক্লেদ-
 বাহিনি । স্নহীপত্ররসং কোষ্ণং সৈন্ধবেনাবচূর্ণিতং ॥
 ৪৯॥ জাতীপত্ররসে তৈলং বিপকং পুতিকর্ণজিৎ ।

স্ত্রীতৈলং সাবপঞ্চ কোষ্ণং স্ত্রী কণ্ঠশূলনুৎ ॥৫০॥
 পঞ্চমূলীশূতং ক্ষীরং স্ত্রীচিহ্নকহরীতকী । সর্পিগুণ্ডঃ
 বড়কো যুযঃ পীনসশাস্তয়ে ॥৫১॥ অক্ষিকৃষ্ণিতবা
 রোগাঃ প্রাতিশ্রায়ত্রণঘরাঃ । পঞ্চৈতে পঞ্চরাজেণ
 প্রশমং যান্তি লজনাৎ ॥৫২॥ ধাত্রীরমানাঞ্চ দৃশঃ
 কোপং হরতি পুরণাৎ । সন্ধৌজ্ঞসৈন্ধবং বাপি শিঙু-
 দাক্ষীরসাজ্জনং ॥৫৩॥ হরিত্রাদারুসিদ্ধধরসাজ্জনেঃ
 সর্গৈরিতৈঃ । পিষ্টৈর্দন্তো বহির্লেপো নেত্রব্যাদিনিবা-
 রকঃ ॥৫৪॥ স্ত্রীতজ্জটায়ালেপাং ত্রিকলা ক্ষীরসংযুতা ।
 শুষ্ঠীনিষদলৈঃ পিষ্টৈঃ স্ত্রীখোষ্টৈঃ স্নগ্নসৈন্ধবৈঃ । ধার্যা-
 শ্চক্ষুষি বিক্ষেপাচ্ছোথকগুরুজাপহঃ ॥৫৫॥ অভয়াধ্যা-
 য়তঞ্চক দ্বিচতুর্ভাগিকং যুতং । মধ্যাজ্যলীচং কাথো
 বা সর্পেনেত্ররুগর্দনঃ ॥৫৬॥ চন্দনত্রিকলাপুগপলাশ-
 তরুমূলকৈঃ । জলপিষ্টৈরিয়ং বস্তিরশেষতিমিরাপহাঃ ॥
 ৫৭॥ দগ্না নির্ঘূষ্টমরিচং রাজ্যাক্ষাপহমজ্জনং । ত্রিকলা-

অঙ্গে মর্দন করিলে কণ্ডু, কুষ্ঠ ও কাপালকুষ্ঠপ্রভৃতি রোগবিনাশ
 পায় ॥৪২॥ আমের আঠির, মজ্জা, ত্রিকলা, নীল, ভৃঙ্গরাজ ও
 কাঁজি ইহাদিগের সহিত লৌহচূর্ণ পাক করিয়া সেবন করিলে
 শুভ্রকেশ কৃষ্ণবর্ণ হয় ॥৪৩॥ ক্ষীরীশবৃক্ষ ও আকনের রস দুই-
 প্রস্থ, যষ্টিমধু একপল, ইহাদিগের সহিত দ্ব্যজিংশংতোলকপরি-
 মিত তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে মাংসলোম্যপ্রভৃতি
 বৃদ্ধতালকগুণ্ডুলোভূত হয় ॥৪৪॥ ত্রিকলার কাথ করিয়া গণ্ডুষ
 করিলে মুখরোগ বিনাশ পায় । গৃহধূম, যবকার, আত্মাদি,
 ত্রিকটু, রসাজন, ত্রিকলা, লোধ, চিত্তা, এই সকল চূর্ণ করিয়া
 মধুর সহিত মুখে ধারণ করিলে দন্তরোগ ও বাতরোগ বিনষ্ট
 হয় ॥৪৫-৪৬॥ পটোল, নিম্ব, জম্বীর, আত্ম ও মালতী এই
 সকল বৃক্ষের সবপল্লবের কাথ করিয়া মুখে ধারণ করিলে
 মুখরোগ নিবারিত হয় ॥৪৭॥ রসুন, আদা, শজিনা, পারুলীর
 মূল এবং কদলী ইহাদিগের রস ক্রিয়াক্রমে উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ
 করিলে কর্ণরোগ বিদূরিত হয় ॥৪৮॥ কর্ণে অতিশূন্য বেদনা,
 শূল ও পুষ্য বিনির্গত হইলে সৈন্ধবচূর্ণের সহিত সিজপত্রের রস
 ক্রিয়াক্রমে উষ্ণ করিয়া কর্ণে দিবে ॥৪৯॥ জাতীপত্রের রসে তৈল
 পাক করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণের দুর্গন্ধ নিবারিত হয় । সর্বপ-

তৈল শুষ্ঠীর সহিত পাক করিয়া ঈষদ্ব্যধা ক্রিয়াক্রমে কর্ণপূরণ
 করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৫০॥ পঞ্চমূলের সহিত
 পঞ্চ ঘৃত, চিত্রক, হরীতকী, সর্পিগুণ্ড ও বড়লম্ব এই সকল ঔষধ
 পীনসশাস্তির প্রকৃষ্ট উপায় ॥৫১॥ চক্ষুরোগ, উদররোগ,
 প্রাতিশ্রায়, ত্রণ ও জ্বর পঞ্চরাত্রি উপবাস করিলে উক্ত পঞ্চবিধ
 রোগ শাস্তি হয় ॥৫২॥ আমলকীর রস চক্ষুতে দিলে নেত্র-
 রোগ বিনাশ পায় এবং মধু ও সৈন্ধবের সহিত সজিনা ও দাক-
 হরিত্রার রসদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলেও চক্ষুরোগের শাস্তি হইয়া
 থাকে ॥৫৩॥ হরিত্রা, দাকহরিত্রা, সৈন্ধব, রসাজন ও গৈরিক
 এই পঞ্চদ্রব্য পেয় করিয়া বস্তি করিবে । এই বস্তি দ্বিরা
 চক্ষুর বাহিরে লেপ দিলে নেত্রব্যাদি নিবারণ হয় ॥৫৪॥ হরী-
 তকী ঘৃতে ভাজিয়া তদ্বারা লেপ দিলে, ছুৎকের সহিত ত্রিকলা
 পেয় করিয়া চক্ষুতে নিক্ষেপ করিলে, সৈন্ধব ও নিম্বপত্রের
 সহিত শুষ্ঠী পেয় ও ক্রিয়াক্রমে করিয়া চক্ষুতে ধারণ করিলে
 শোথ, কণ্ডু ও বেদনা বিনাশ পায় ॥৫৫॥ হরীতকী, দুই ভাগ
 এবং শুষ্ঠী চারিভাগ একত্র মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন
 করিলে অথবা কাথ করিয়া পান করিলে সর্বপ্রকার নেত্ররোগ
 নিবারিত হয় ॥৫৬॥ চন্দন, ত্রিকলা, ওপারি ও পলাশবৃক্ষের

কাথককাত্যাং সপয়স্বং শৃতং হৃতং । তিমিরাক্ষিরা-
জন্যাং পীতমেতরিশামুখে ॥ ৫৮ ॥ পিপ্ললীত্রিকলাকার-
লোহচূর্ণং সৈন্ধবং । ভৃঙ্গরাজরসৈর্ঘৃষ্টং গুড়িকাঞ্জন-
মিষ্যতে । অর্শং সতিমিরং কোষ্ঠং হস্ত্যস্ত্রোজরোগ-
কান্ ॥ ৫৯ ॥ ত্রিকটু ত্রিকলা চৈব সৈন্ধবঞ্চ মনঃশিলাঃ ।
কেতকং শঙ্খনাভিষ্ঠি, জাতীপুষ্পাণি নিষকং ॥ ৬০ ॥
রসাজ্ঞনং ভৃঙ্গরাজং ঘৃতং মধু পয়স্তথা । এতং পিষ্টা চ
বটিকা সর্ষপেন্নেত্ররোগদিনী ॥ ৬১ ॥ দধ্মেমেরণ্ডকং মূলং
লেপাং কাঙ্জিকপেষিতং । শিরোষ্ঠিঃ নাশরত্যাণ্ড
পুষ্পা মুচুকুন্দকং ॥ ৬২ ॥ শতমূল্যেরণ্ডমূলচক্রা-
ব্যাঞ্জীপলৈঃ শৃতং । তৈলং নস্ত্রং মরুৎশ্লেষ্মতিমিরোক্ষি-
গদাপহং ॥ ৬৩ ॥ লবণং সগুড়ং বিষ্ণং পিপ্ললী বা
সসৈন্ধবা । ভুজস্তম্বাদিরোগেষু সর্ষেবুর্জগদেষু চ ॥ ৬৪ ॥

সূর্য্যাবর্তে বিধাতব্যং নস্ত্রকর্ষাদিতেহকং । দশমূলী-
কবার্জং সর্পিঃসৈন্ধবসংযুতং । নস্ত্রমকবিভেদনং
সূর্য্যাবর্তশিরোষ্ঠিনুং ॥ ৬৫ ॥ দধ্মা সৌবর্জলাকারী-
মধুকং নীলমুৎপলং । পিবেৎ ক্ষৌদ্রবৃত্তং নারী বাতা-
অঙ্গরপীড়িতা ॥ ৬৬ ॥ বাসকশ্বরসং পৈত্তে গুড়চ্যা
রসমেব বা । জলেণামলকীবীজং শর্করা মধুসংযুতং ॥
৬৭ ॥ আমলক্যা রসং মধু মূলং কার্ণাসমেব বা ।
পাণ্ডুপ্রদরশাস্ত্যর্থং পিবেত্তুলবারিণা ॥ ৬৮ ॥ তণ্ডু-
লীয়কমূলস্ত সক্ষৌদ্রং সরসাজ্ঞনং । তণ্ডুলোদকসংপীতং
সর্ষাংশ্চাস্থকদরান্ জয়েৎ । কুশমূলং তণ্ডুলাস্তিঃ
পীতকাস্থকদরং জয়েৎ ॥ ৬৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে কৃষ্ঠাদিচিকিৎসাক্ষনং নাম
একসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

মূল এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া বর্ষি প্রস্তুত করিবে ;
এই বর্ষি তিমিররোগ বিনাশ করে । ৫৭ । দধির সহিত মরিচ
ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে রাত্র্যক্কদোষ শাস্তি হয় ।
ত্রিকলার কাথ ও কক এবং ছুড় ইহাদিগের সহিত ঘৃত পাক
করিয়া সেই ঘৃত সারংকালে পান করিলে রাত্র্যক্কদোষ বিনাশ
পায় । ৫৮ । পিপ্ললী ও ত্রিকলার ক্ষার করিয়া লোহচূর্ণ, সৈন্ধব ও
ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত ঘর্ষণ করিবে, পরে উহা দ্বারা অঞ্জন
করিলে অর্শঃ এবং তিমির ও কোষ্ঠপ্রভৃতি নেত্ররোগ বিনাশ পায় ।
৫৯ । ত্রিকটু, ত্রিকলা, সৈন্ধব, মনঃশিলা, কেতকী, শঙ্খনাভি,
জাতীপুষ্প, নিষপত্র, রসাজ্ঞন, ভৃঙ্গরাজ, ঘৃত, মধু ও ছুড় এই
সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পেষণ করত বটিকা প্রস্তুত করিবে ; এই
বটিকা সর্ষপাকার নেত্ররোগ বিনাশ করে । ৬০-৬১ । এরণ্ড-
মূল দধ্ম করিয়া কাঙ্জির সহিত পেষণ করিবে, পরে এই ঔষধ-
দ্বারা নস্ত্রকে লেপ দিলে অথবা মুচুকুন্দপুষ্পা দ্বারা শিরোলেপন
করিলে শিরঃপীড়া নিবৃত্ত হইয়া যায় । ৬২ । শতমূলী,
এরণ্ডমূল, নাগরমুখা ও কটিকারী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক
একপলধরিশাণে লইয়া তৈল পাক করিবে, এই তৈলের নস্ত্রগ্রহণ
করিলে বায়ু ও শ্লেষ্মজনিত উর্ধ্বগতরোগ এবং তিমিররোগ
বিনাশ পায় । ৬৩ । লবণ, গুড় ও তণ্ডু অথবা পিপ্ললী ও সৈন্ধব
ভুজস্তম্বাদি সর্ষপাকার উর্ধ্বগতরোগে সেবন করিবে । ৬৪ ।

দ্বিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধনন্তরিরুবাচ । ১ ॥ ত্রীরোগাদিচিকিৎসাক্ষ

সূর্য্যাবর্তরোগে নস্ত্রকর্ষাদি ঔষধ বিধেয় । দশমূলের কাথের
সহিত ঘৃত পাক করিবে । এই ঘৃত সৈন্ধবসংযুগে নস্ত্রগ্রহণ
করিলে অকবিভেদ, সূর্য্যাবর্ত ও শিরঃশূল বিনাশ পায় । ৬৫ ।
সৌবর্জল, ককজীরা, বটিমধু ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য
দধির সহিত পেষণ করিয়া মধুসংযুগে পান করিলে নারী-
দিগের বাতজন্ম অঙ্গররোগ বিনাশ পায় । ৬৬ । পেত্তিক-
রোগে বাসকের শ্বরস অথবা গুড়চীর রস ব্যবহের । আম-
লকীর বীজ জলে পেষণ করিয়া মধু ও শর্করার সহিত সেবন
করিলে অথবা আমলকীর রস, কার্ণালবীজ ও মধু তণ্ডুলবারি-
সহিত পান করিলে পাণ্ডু এবং প্রদররোগ শাস্তি হয় । ৬৭-৬৮ ।
নটেশাকের মূল, রসাজ্ঞন ও মধু তণ্ডুলোদকের সহিত পান
করিলে সর্ষপাকার অঙ্গররোগ বিনাশ পায় । কুশমূল
তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলেও অঙ্গররোগ পরাজিত
হয় । ৬৯ ।

দ্বিসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ধনন্তরি কহিলেন । সুশ্রুত ! এইক্ষণ ত্রীরোগাদিচিকি-

বক্ষ্যে পুঞ্জং তচ্ছ ৫। যোনিব্যাপংসু তুর্গিষ্ঠং শস্ত্রে
কর্ম বাতজিৎ ২। বচোপকৃষ্টিকাজীকৃষ্টকাসক-
সৈন্ধবঃ। অজাজী চ যবক্ষারং চিত্রকং শর্করাশিতং ৩।
পিষ্টালোড্য জলাষ্ট্রশ্চ খাদয়েদ্বৃত্তজিৎ ৪।
যোনিপার্শ্বাতিহ্রোদ্রোগশ্চোদ্রোশো বিনিবর্তয়েৎ ৫।
বদরীপত্রসংলপাৎ যোনিভিন্না প্রশাম্যতি। লোধ-
তুষ্ণীফলালপাৎ যোনেদ্যাত্যং কয়েতি চ ৬। পঞ্চ-
পল্লবযষ্টিশর্কমালতীকুসুমৈশ্চ ৭। রবিপল্লবমহাদার-
যোনিগন্ধবিনাশনং ৮। সকাঞ্জিকং জবাশুপ্পং প্রস্থং
জ্যোতিষতীদলং। দুর্লাপিষ্টকং সংপ্রাপ্ত চিত্রকং
শর্করাশিতং ৯। ধাত্র্যঞ্জনাত্মাচূর্ণং ত্রায়ণীতং
রজো হরেৎ। সতুঙ্কা লক্ষণা পীতা নস্তাহা পুঞ্জদে-
তু্যভো ১০। দুষ্কশ্মাচূড়কং চাক্ষ্যমখগন্ধা চ পুঞ্জনা।
বক্ষ্য পুঞ্জং লভেৎ পীত্বা ঘৃতেন ব্যোমকেশরং ১১।

৭। বালিব, প্রবণ কর। যোনিব্যাপংসুরোগে যাহাতে বাতের
পরাজয় হয়, এইরূপ চিকিৎসাই প্রশস্ত। ১-২। বচ, কৃষ্ণজীরা,
জাতীপত্র, তুলসী, বাসক, সৈন্ধব, জীরা, যবক্ষার, চিতা ও
শর্করা, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া জলে আলোড়নপূর্বক
ঘৃতে সম্ভার দিয়া পান করিবে। ইহাতে যোনিশূল, পার্শ্বশূল,
হ্রোদ্রোগ, শুষ্ক ও অর্শ নিবৃত্ত হয়। ৩-৪। বদরীপত্র পেষণ
করিয়া যোনিতে লেপ দিলে যোনিবেদনা শান্তি হয়। লোধ ও
লাউকল পেষণ করিয়া লেপ দিলে যোনির দৃঢ়তা সাধিত
হইয়া থাকে। ৫। বট, অখণ্ড, কাঁঠাল, বকুল ও আত্র এই পঞ্চ
বৃক্ষের পল্লব, যষ্টিমধু, আকন্দ ও মালতীশুপ্প এই সকল দ্রব্যের
সহিত ঘৃত রোদ্রপক করিয়া সেবন করিলে অশ্লগদ্র ও যোনি-
গন্ধ বিনাশ পায়। ৬। কাঁজি, জবাশুপ্প, জ্যোতিষতীলতার
পত্র, দুর্লা ও চিতা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া শর্করার
সহিত পান করিলে যোনিরোগ শান্তি হয়। ৭। আমলকী,
রসায়ন ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া জলের সহিত
পান করিলে রজোদোষ শান্তি হয়। লক্ষণামূল দুধের সহিত
পান করিলে অথবা নস্তপ্রহণ করিলে নারীর পুঞ্জলাভ হয়। ৮।
হৃৎ অর্দ্ধ আঢ়ক, ঘৃত ও অখণ্ড একত্র পাক করিয়া সেবন
করিলে পুঞ্জলাভ হয়। ঘৃতে সহিত ত্রিকটু ও নাগকেশর

কুশকামোরুবুকানার মূলেগোন্ধুরকন্ত চ। শূভং হৃৎ
সিতাবৃত্তং গর্ভিণ্যা শূলমুৎ পরং ১০। পাঠালোড্য-
পামাগৈস্তথা চ কূটজৈঃ পৃথক্। নাভিবন্তিভগালেপাৎ
সুখং নারী প্রাপ্নোতে ১১। সূতায় হৃদ্রোবন্তি-
শূলমর্কন্দসংজিতং। যবক্ষারং পিবেত্তত্র মস্ত কোকো-
দকেন বা ১২। দশমূলীকৃতঃ কাথঃ সাজ্যঃ সূতি-
রুজাপহঃ। শালিতুলচূর্ণং সতুঙ্কং দুষ্কশ্মদেৎ ১৩।
বিদারীকুসুমরসং মূলং কার্পাসজস্তথা। ধাত্রীশুস্ত-
বিশুদ্ধার্থং মুকায়ুষো রসায়নঃ ১৪। কুষ্ঠা বচাত্মা
ব্রাহ্মী মধুকা কৌদ্রসর্পিণী। বর্ণায়ুঃ কান্তিকমনং
লেখং বালস্ত দাপয়েৎ ১৫। স্তম্ভাভাবে পরঃ ছাগং
গব্যং বা তদগুণং পিবেৎ। শ্বেদেন নাভিশোথাস্তো
মৃদা স্তাদগ্নিতপ্তয়া ১৬। লৌহো মুস্তকাতিবিষা
বমিকাসহরে পিবেৎ। মুস্তশুষ্ঠীবিষারূপকূটজশ্চাতি-

ভক্ষণ করিলে বক্ষ্য নারীও পুত্র প্রসব করিয়া থাকে। ১০।
কুশ, কাশ, এরণ্ড ও গোন্ধুর ইহাদিগের মূলের সহিত হৃৎ
পাক করিয়া শর্করাসহযোগে সেবন করিলে গর্ভিণীর শূলবিনাশ
পায়। ১০। আকাদি, লাউলিয়া, অপামার্গ ও কূটজ ইহা-
দিগের মূল প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ পেষণ করিয়া গর্ভিণীর নাভি,
বন্তি ও যোনিতে লেপ দিলে সেই গর্ভিণীর সুখপ্রসব হয়। ১১।
নারীর প্রসবের পর যদি তাহার হৃদয়, শির অথবা বন্তিতে
বেদনা থাকে, তাহাহইলে দধির মাত অথবা উকজলের সহিত
আকন্দমূল ও যবক্ষার পান করিবে। ১২। দশমূলের কাথের
সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে প্রসূতির গাভের বেদনা
বিনাশ পায়। শালিতুলের চূর্ণ দুধের সহিত পান করিলে
প্রসূতির স্তনে দুগ্ধসঞ্চার হয়। ১৩। ত্রিমুকায়ুকের পুষ্পের
রস ও কার্পাসের মূল সেবন করিলে প্রসূতির স্তনশোধন হয়
এবং যুগের ঘূষ প্রসূতির পক্ষে রসায়নের কার্য্য করে। ১৪।
কুড়, বচ, হরীতকী, ব্রহ্মীশাক, যষ্টিমধু, মধু ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য
বালককে লেহন করাইলে তাহার বর্ণ, আয়ু ও কান্তি বৃদ্ধি পায়
। ১৫। স্তম্ভাভাব হ্রাগহৃৎ অথবা গব্যদুগ্ধ পান করিবে।
বালকের নাভিতে শোধ হইলে সূতিকারিণীতে দ্রব্যদ্রব্য করিয়া
শ্বেদ দিবে। ১৬। লৌহ, মুখা, আতিব, এই সকল বসি, কাশ ও

সারসুৎ ৷ ১৭ ৷ বোয়াং মধু মাভুলুৎ হিক্কাচ্ছি-
নিবারণং । কুষ্ঠেজ্জবসিক্কাথো নিশা দুৰ্কা চ কুষ্ঠজিৎ ৷
১৮ ৷ মহামুণ্ডিতিকৌচীচ্যাকাথৈঃ স্নানং গ্রহাপহং ।
সঙ্কজ্জদাময়নিশাচন্দনৈশ্চানুলেপনং ৷ ১৯ ৷ শঙ্খাজবীজ-
রুজ্জাক্ষবঁচালৌহাদিধারণং । ও কং টং গং গং বৈন-
তেন্নায় নমঃ । ও হৌং হাং হঃ মজ্জেন শাস্তিকীলানানং
মার্জ্জনাহলিদানতঃ । ও হ্রীং বালগ্রহাহলিং গৃহীত বালং
মুঞ্চত স্বাহা ৷ ২০ ৷ তণ্ডুলাস্তিঃ শিরীষস্ত মূলং পীতং
বিষাপহং । তণ্ডুলাস্তিচ বর্ষাভোঃ শুক্লাস্নাঃ সর্পদংশ-
নুৎ ৷ ২১ ৷ দধ্যাজ্যং তণ্ডুলীয়ঞ্চ গৃহধূমো নিশা তথা ।
পিষ্টং পানং তথা ক্ষৌদ্রং সিন্ধুখস্ত বিষাস্তকং ৷ ২২ ৷
অকোঠমূলনিফাথঃ সাজ্যঃ পীতো বিষাস্তকঃ । যং
জরাব্যাদিবিধংসি ভেষজং তজ্জস্যায়নং ৷ ২৩ ৷ সিন্ধুখ-
শর্করাশুষ্ঠীকণামধুশুঙৈঃ ক্রমাৎ । বর্ষাদিষভয়া সেব্যা

রসায়নশুণৈষিণা ৷ ২৪ ৷ অরস্তান্তেভয়া চৈকা প্রভুংক্তে
যে বিভীতকে । কুঙ্কা মধ্যাজ্যধাত্রীণাং চতুষ্কং শত-
বর্ষকুৎ ৷ ২৫ ৷ পীতাশ্বগন্ধা পরস্যা যুতেনাশেষরোগ-
নুৎ । মধুকপর্ণ্যা স্বরসো বিদার্যাশ্চাত্তোপমঃ ৷ ২৬ ৷
তিলধাত্রীভুজরাজো জঙ্ঘা বর্ষশতী ভবেৎ । ত্রিকটু
ত্রিকলা বহিগুড়চী চ শতাবরী ৷ ২৭ ৷ বিড়কলোহ-
চূর্ণস্ত মধুনা সহ রোগনুৎ । ত্রিকলা চ কণা শুষ্ঠী
শুড়চী চ শতাবরী ৷ ২৮ ৷ বিড়কভুজরাজাদি ভাবিতং
সর্পরোগনুৎ । চূর্ণং বিদার্যা মধ্যাজ্যং লিট্টা দশত্রয়ো
ব্রজেৎ ৷ ২৯ ৷ যুতং শতাবরীকটুঃ ক্ষীরৈর্দশগুণৈঃ
পচেৎ । শর্করাপিপ্পলীক্ষৌদ্রযুক্তং বা জারকং বিদুঃ ৷ ৩০ ৷
প্রতিমর্ষোবপীড়শ্চ নস্তং প্রবপনস্তথা । শিরোবিরে-
চনক্ষেতি পঞ্চকর্ম চ কথ্যতে ৷ ৩১ ৷ মাসৈর্দ্বিসংখ্যে-
র্মাঘাত্তৈঃ ক্রমাৎ বড়্ধতবঃ স্মৃতাঃ । অগ্নিসেবামধুকীর-

জররোগে পান করিবে । মুখা, শুষ্ঠী, বিব, কুঙ্কম ও কটুজ এই
সকল অতিসার বিনাশ করে । ১৭। ত্রিকটু, মধু, লেবু এই সকল
হিকা ও ছর্দি নিবারণ করে । কুড়, ইজ্জব, সর্ষপ, হরিদ্রা ও
দুৰ্কা এই সকল ঔষধ কুষ্ঠরোগ পরাজয় করে । ১৮। মহামুণ্ডি-
তিকা ও বালা ইহাদিগের কাথ করিয়া স্নান করিলে গ্রহদোষ
শাস্তি হইয়া থাকে । গ্রহদোষে ছাতিম, কুড়, হরিদ্রা ও চন্দন
এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া অঙ্গে অমুলেপন করিতে হইবে ।
১৯। শঙ্খ, পদ্মবীজ রুজ্জাক্ষ, বঁচ ও লৌহ ধারণ করিলে গ্রহদোষ
নিবারণ হয়। “ও কং টং গং গং বৈনতেন্নায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে
গ্রহশাস্তিকার্য্য করিতে হইবে । ২০। তণ্ডুলোদকের সহিত
শিরীষবৃক্ষের মূল পান করিলে বিষদোষ নিবারণ হয় । ষেত-
পুনর্নবার মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে সর্পবিষ বিনাশ
পায় । ২১। দধি, ঘৃত, নটেশাক, গৃহধূম, হরিদ্রা, মধু ও
সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া পান করিলে বিষদোষ
শাস্তি হয় । ২২। আকোড়বৃক্ষের মূলের কাথ করিয়া যুতের
সহিত পান করিলে বিষদোষ নিবারিত হইয়া যায় । যে ঔষধ
জরাব্যাদি বিনাশ করে, সেই ঔষধিকে রসায়ন ঔষধ বলা যায় ।
২৩। রসায়নাতিলাবী ব্যক্তির বর্ষাকালে সৈন্ধবের সহিত, শরৎ-
কালে শর্করার সহিত, হেমন্তকালে শুষ্ঠীর সহিত, শীতঋতুতে

পিপ্পলীর সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মকালে
শুড়ের সহিত হরীতকীভক্ষণ করিবে । ২৪। জরের অবসানে
একটি হরীতকী ও দুইটি ভল্লাতকী ভক্ষণ করিবে । প্রতিদিন
মধু ও যুতের সহিত চারিটি আমলকী ভক্ষণ করিলে সেই ব্যক্তি
শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে । ২৫। দ্ব্যং ও যুতের সহিত
অশ্বগন্ধা সেবন করিলে অশেষরোগ বিনাশ পায় । থুলকুড়ি
এবং ভূমিকুয়াণ্ডের রস সেবন করিলে অমৃতপানের স্মার ফল
হয় । ২৬। তিল, আমলকী ও ভুজরাজ এই সকল দ্রব্য
শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে । ত্রিকটু, ত্রিকলা, চিতা,
শুড়চী, শতমূলী, বিড়ক ও লৌহচূর্ণ এই সকল মধুর সহিত
ভক্ষণ করিলে রোগরাশি বিনষ্ট হয় । ত্রিকলা, পিপ্পলী, শুষ্ঠী,
শুড়চী, শতমূলী, বিড়ক ও ভুজরাজাদি এই সকল দ্রব্য সর্প-
রোগ জয় করে । ভূমিকুয়াণ্ডের চূর্ণ, মধু ও যুতের সহযোগে
লেহন করিলে এক পুরুষ দশ জীতে সন্তোষ করিতে পারে ।
২৭-২৯। শতমূলীর কক ও দশগুণ ছত্বের সহিত ঘৃত পাক
করিয়া শর্করা, পিপ্পলী ও মধুসহযোগে সেবন করিলে শরীরের
পুষ্টিসাধন ও বীৰ্য্যবৃদ্ধি হয় । ৩০। প্রতিমর্ষ, অবপীড়ন, নস্ত,
প্রবপন এবং শিরোবিরেচন ইহাদিগকে পঞ্চকর্ম বলে । ৩১।
বৎসরের মধ্যে ঋষ স্নান হইতে আরম্ভ করিয়া হুই হুই

বিকৃতীঃ পরিসেবয়েৎ ॥ ৩২ ॥ ত্রীযুক্তঃ শিশিরে তব-
 স্বসন্তে ন দিবাস্তপেৎ । ত্যজ্জৈষ্মান্ স্বপাদীন্ শর-
 দীন্দোশ্চ রশ্ময়ঃ ॥ ৩৩ ॥ পথ্যানি শালয়ো মুলাঃ,
 বর্কস্তুঃ কথিতং পয়ঃ । নিষাতসীকুশুম্বানান্ শিথু-
 সর্ষপয়োস্তথা ॥ ৩৪ ॥ জ্যোতিষ্মতীমূলকানাং তৈলানি
 চ হরন্তি হি । কুমিকূটপ্রমেহাংশ্চ বাতশ্লেষ্মশিরো-
 রুজঃ ॥ ৩৫ ॥ দাড়িমামলকীকোলকরমর্দপিপ্যালকং ।
 জম্বীরং নাগরক্ষণ আত্মাতককপিথকং ॥ ৩৬ ॥ পিত্ত-
 লাস্ত্রনিলম্বানি কফোৎক্লেশকরাণি চ । জলং জীমূ-
 তকেক্ষুকুকুটজাকৃতবধনং ॥ ৩৭ ॥ ধামার্গবশ্চ সং-
 যোজ্যাঃ সর্কধা বমনেষ্মনীঃ । পূর্বাঙ্কে বমনায়ৈতে
 মদনেশ্রবণো বচা ॥ ৩৮ ॥ মৃদুকোষ্ঠশ্চ পিত্তেন ধরো
 বাতকফাশ্রয়াং । মধ্যমঃ সমদোষে স্ত্রাং ত্রিহং পিত্তে
 বিরেচনং ॥ ৩৯ ॥ শর্করামধুসংযুক্তং সৈন্ধবং নাগরং
 ত্রিহং । হরীতকীবিড়ঙ্গানি গোমূত্রেণ বিরেচনং ॥
 ৪০ ॥ এরণ্ডতৈলং ত্রিকলাক্রাথশ্চ দ্বিগুণস্তথা । বাতো-

মাসে এক এক ঋতু হয়, এইরূপে বৎসরে ছয় ঋতু হইয়া
 থাকে । ঐ সকল ঋতুতে অগ্নিসেবা, মধু ও কীরাদি
 সেবা করিবে । ৩২ । শিশির ঋতুতে ত্রীযুক্ত হইয়া
 থাকিবে, বসন্তকালে দিবানিদ্ৰা পরিত্যাগ করিবে । বর্ষাকালে
 নিদ্ৰা এবং বসন্তকালে চন্দ্ররশ্মি সেবা করিবে না । ৩৩ । শালি-
 তগুল, মৃগ, বর্ষাবারি ও কাথজল এই সকল পথ্য এবং নিম্ব,
 অভসী, কুশুম্ব, সজিনা ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্য হিতকারী ॥ ৩৪ ॥
 জ্যোতিষ্মতীলতা ও মূলকটৈল ত্রিহি, কূট, প্রমেহ, বাতশ্লেষ্ম
 ও শিরঃশীতা হরণ করে ॥ ৩৫ ॥ দাড়িম, আমলকী, বদরী, করমর্দ,
 পিগাল, জম্বীর, নাগরক্ষ, আমড়া, কদবেল এই সকল দ্রব্য পিত্ত-
 কারী, বায়ু ও ককটিকারক । ঘোষকলতা, তিতলাউ, কুটজ
 এবং অপামার্গ এই সকল দ্রব্যের সহিষ্ণু জল সিদ্ধ করিয়া বমন-
 কার্য্যে প্রয়োগ করিবে । পূর্বাঙ্কে বমনের নিমিত্ত মদনকল,
 ইন্দ্রবব ও বচ এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে ॥ ৩৬-৩৮ ॥
 পিত্তাধিক্যে, মৃদু, বাতকফাশ্রয়ে ধর এবং সমদোষে সমবিরেচন
 বিধেয় ॥ পিত্তাধিক্যে ডেউড়ীদ্বারা বিরেচন দিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥
 কীরী, ডেউড়ী, হরীতকী, বিড়ঙ্গ এই সকল গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া

অণেবু দোবেবু ভোজয়িত্বাথ বাময়েৎ ॥ ৪১ ॥ বংশাদি-
 নেত্রং কুর্কীত বড়ষ্টবাদশাজুলং । কর্ককুলবহ্নিজং
 বস্তিরুত্তানশায়িমে ॥ ৪২ ॥ নিরুহদানেপি বিধিরম-
 মেবমুদীরিতঃ । অর্দ্ধজিহবটপলে মাত্রা লঘুমধ্যোত্তমঃ
 ক্রমাৎ ॥ ৪৩ ॥ পথ্যাক্ষধাত্র্য একচ্চিত্তুর্ভাগা রুগর্দনাঃ ।
 শতাবর্য্যম্বতাত্ত্বকসিদ্ধুবারাদিতাবিতাঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ত্রীরোগচিকিৎসাদিকথনং
 নাম দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ জব্যানি মধুরাদীনি বন্ধ্য
 রোগহরাণ্যহং । শালিষট্টিকগোধূমকীরং স্ত্রুতং রসো
 মধু ॥ ২ ॥ মজ্জাশূকটকযবকশের্কীরাকুরগোকুরং ।

শর্করা, মধু ও সৈন্ধবসহযোগে বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে ॥ ১ ॥
 বায়ু উষণ হইলে এরণ্ডতৈল ও তাহার দ্বিগুণ ত্রিকলার কাথ
 পান করিয়া বমন করা বিধেয় ॥ ২ ॥ ছয় অঙ্গুল, অষ্টাঙ্গুল
 অথবা দ্বাদশাঙ্গুল বংশযষ্টি করিয়া তাহাতে বদরীকলপ্রমাণ সম-
 বর্ত্তুল ছিড় করিবে । রোগীকে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া
 এই বংশযষ্টিদ্বারা বস্তিশোধন করিবে ॥ ৩ ॥ নিরুহদানেও
 উক্ত রোগবিধি কথিত আছে । যে সকল ঔষধদ্বারা বস্তিশোধন
 ও নিরুহণ করিতে হইবে, তাহার পরিমাণ অর্দ্ধপল, তিনপল
 অথবা বটপল জানিবে । ঐ সকল পরিমাণই ক্রমতঃ লঘু,
 মধ্যম ও উত্তম পরিমাণ ॥ ৪ ॥ হরীতকী একভাগ, বহেড়া
 দুইভাগ, আমলকী চারিভাগ, এই সকল দ্রব্য শতমূলী, ওড়ুচী,
 ভুল্লাজ, সিদ্ধুবার, এই সকলের ঘরসে ভাবনা দিয়া নস্তি-
 শোধনাদিকার্য্যে প্রয়োগ করিবে ॥ ৪৪ ॥

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরিরুবাচ, সর্করোপহারক মধুরাদিগণ বলিতেছি ।
 শালিষাট্ট, যষ্টিষাট্ট, গোধূম, কীর, স্ত্রুত, রস, মধু, মজ্জা, পানি-
 কল, যব, কেশর, হুজি, গৌকুর, গাভারী, পুষ্করবীজ, জাকা,
 খর্দূর, বেড়েলা, নারিকেল, ইক্ষু, আলকুশিগতা, তুহিকুম্বাভ,

গাস্তারী পৌকরং বীজং জ্বাক্ষা ধৰ্ম্মরুতং বলা ॥ ৩ ॥
 নারিকেলেক্ষাশুণ্ডা বিদারী চ পিন্নালকং । মধুকং
 তালকুশ্মাণ্ডং মুখ্যোয়ং মধুরো গণঃ ॥ ৪ ॥ মূৰ্ছাদাহপ্রশ-
 মনঃ বড়িঙ্গিয়প্রসাদনঃ । কুমিকুং কফকুং চৈব একো-
 ত্যর্থং নিষেবিতঃ ॥ ৫ ॥ শ্বাসকাসাস্ত্রমাধুর্য্যস্বরবাতার্ক-
 দানি চ । গলগণ্ডগ্লীপদামি গুড়লেপাদি কারয়েৎ ॥ ৬ ॥
 দাড়িমামলকাত্রকং কপিথকরমর্দকো । মাতুলুজাত্রা-
 তকং বদরং তিষ্ঠিড়ীফলং ॥ ৭ ॥ দধি তক্রং কাঙ্কি-
 কং লকুচং চান্নবেতসং । অন্নোলোণঃ শুষ্ঠীযুক্তো
 জারণঃ পাচনো রসঃ ॥ ৮ ॥ ক্লেদনো বাতকৃদ্ব্যো
 বিদাহী চান্নুলোমনঃ । অন্নোত্যর্থং সেব্যমানঃ কুর্য্যাৎ
 দন্তহর্ষকং ॥ ৯ ॥ শরীরস্ত চ শৈথিল্যং স্বরকঠাস্তহৃদ-
 হেৎ । ছিন্নভিন্নব্রণাদীনি পাচয়ত্যগ্নিভাবিতঃ ॥ ১০ ॥
 লবণানি যবক্ষারসজ্জিকাদিশ্চ লাবণঃ । শোধনঃ
 পাচনঃ ক্লেদী বিশ্লেষসর্পণাদিকুং ॥ ১১ ॥ মার্গরোধী

পিন্নালফল, বড়িমধু, তাল, কুশ্মাণ্ড, এই সকলকে মধুরগণ বলিয়া
 ভৈষজ্যবিদ্যাপারদর্শী পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন । ১০-৪। উক্ত
 মধুরগণ মূৰ্ছা ও দাহরোগশাস্তিকারক এবং বড়িঙ্গিয়প্রসা-
 দক । ইহার কোন একটি বস্তু অধিকপরিমাণে সেবন করিলে
 ক্রিমি ও কফবৃদ্ধি পায় । ৫। উক্ত মধুরাদিগণের গুড়িকা সেবন
 অথবা লেপন করিলে শ্বাস, কাস, মুখমাধুর্য্য, স্বরবাত, অর্শুদ,
 গলগণ্ড, গ্লীপদপ্রভৃতি রোগ বিনাশ পায় । ৬। দাড়িম, আমলকী,
 জাত্র, কদবেল, করমর্দক, মাতুলুজ, আমড়া, বদরী, তেঁতুল, দধি,
 তক্র, কাঁজি, ডহক, আমরুল, অন্নবেতস, (চুকাশাক), শুষ্ঠী, এই
 সকল ঔষধ জারণ, পাচন, ক্লেদন, বাতবৃদ্ধিকারী, অগ্নিবৃদ্ধিকারী
 ও বিদাহী ; কিন্তু ইহার বায়ুপ্রভৃতির অহুলোমসাধন করে ।
 অত্যর্থ অন্নদ্রব্য সেবন করিলে দন্তহর্ষ হইয়া থাকে । ৭-৯। উক্ত
 ঔষধিসকল শরীরের শৈথিল্যসাধন করে ; বর, কঠ, আস্ত, হৃদয়,
 এই সকল স্থানের জ্বালা উৎপাদন করে এবং চিত্তার রসে
 ভাবনা দিয়া সেবন করিলেই ছিন্নভিন্ন ব্রণাদির পরিপাকসাধন
 করে । ১০। পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাজিমাটি, এই সকল লাবণগণ ।
 ইহার শরীরের শোধন, উদরের পাচন, ক্লেদন এবং অস্থিবিদে-
 রাদির সংযোজন করে । ১১। ইহার কোন একটি দ্রব্য অধিক

মার্দবকুং স একঃ পরিষেবিতঃ । গাত্রকণ্ঠকোষ্ঠশোধ-
 বৈবর্ণ্যং জনয়েদ্রসঃ । রক্তবাতং পিত্তরক্তং পুংস্বেজ্রিয়-
 রুজাদিকং ॥ ১২ ॥ ঘোষশিঞ্জীমূলকং দেবদারু চ
 কুষ্ঠকং । লগুনং বলগুজীফলং মুস্তাগুগুণ্ডলু লাললী ॥
 ১৩ ॥ কটুকো দীপনঃ শোধী কুষ্ঠকণ্ঠকাস্তকুং ।
 হোল্যালস্তকুমিহরঃ শুক্রমেদোবিরোধনঃ । একো-
 ত্যর্থং সেব্যমানঃ ভ্রমদাহাদিকুন্তবেৎ ॥ ১৪ ॥ কুতমালঃ
 করীরানি হরিদ্রেজ্রয়বাস্তবা । শ্বাসকণ্টকবেজ্রানি
 বৃহতীঘরশাখিনী ॥ ১৫ ॥ গুড়ুচী চ জবন্তী চ ত্রিহ-
 ন্মগু কপণ্যপি । কারবেজ্রকবার্তাকুকরবীরকবাসকাঃ ॥
 ১৬ ॥ রোহিণী শঙ্খপুষ্পী চ কর্কোটো বৈ জয়ন্তিকা ।
 জাতীবরুণকং নিষো জ্যোতিষ্মতী পুনর্নবা ॥ ১৭ ॥
 তিত্তো রসশ্ছেদনঃ স্ত্রাজোচনো দীপনস্তথা । শোধনো
 স্বরভৃক্ষায়ো মূৰ্ছাস্তঃ কণ্ঠকাদিজিৎ ॥ ১৮ ॥ বিগুজ-
 ক্লেদসংশোষো অত্যর্থং স চ সেবিতঃ । হমুস্তস্তাক্ষেপ-
 কার্দ্ধিশিরঃশূলব্রণাদিহৎ ॥ ১৯ ॥ ত্রিফলাশলকীজমু-

পরিমাণে সেবন করিলে মার্গরোধ, শরীরের মৃহতা, গাত্রকণ্ঠ,
 কোষ্ঠশোধ ও শরীরের বৈবর্ণ জন্মে এবং বাতরক্ত, পুংস্বেপ-
 বাত ও ইজ্রিয়বিকার উৎপাদন করে । ১২। ত্রিকটু, শজিনা,
 মূলক, দেবদারু, কুড়, রতুন, সোমরাজি, মুখা, গুগুণ্ডলু, লাল-
 লীয়া, কটুকী, এই সকল দ্রব্য অগ্নিদীপক, শরীরশোধক, কুষ্ঠ,
 কণ্ঠ ও কফের অভ্যকারী ; হোল্য, আলস্ত, ক্রিমিহারী এবং
 শুক্র ও মেদোবিরোধী । পূর্বোক্ত দ্রব্যসমূহের মধ্যে কোন
 একটি দ্রব্য অধিকপরিমাণে সেবন করিলে ভ্রম ও দাহাদি উৎ-
 পাদন করে । ১৩-১৪। সৌদাম্ন, বংশাজুর, হরিজা, ইজ্রয়ব,
 বইচ, কৃষ্ণবেজ্র, বৃহতী, কণ্টকারী, চোরগুপ্পী, গুড়ুচী, জবন্তী,
 ভেউড়ী, থুলকুড়ি, করলা, বার্তাকু, করবীর, বাসক, মাজিষ্ঠা,
 শঙ্খপুষ্পী, কাঁকড়, জয়ন্তী, জয়তি, বরুণ, নিষ, জ্যোতিষ্মতী,
 পুনর্নবা, এই সকল দ্রব্য তিত্তরস । ইহার কটিকারক এবং
 অগ্নিসদীপক, শরীরশোধনকারী, স্বরভৃক্ষায় ও মূৰ্ছাকণ্ঠ-
 বিনাশী । ১৫-১৮। এই সকল দ্রব্য অধিকপরিমাণে সেবন করিলে
 বিগুজক্লেদসংশোষণ, হমুস্তস্ত, আক্ষেপক, শিরঃশূল ও ব্রণাদি-
 রোগ উৎপাদন করে । ১৯। ত্রিফলা, বাবলা, জামি, আমড়া, বট,

আজ্ঞাতকথটাদিকং । তিস্থকং বকুলং শালং পালঙ্ক-
মুলাচিলকং ॥ ২০ ॥ কষায়ো গ্রাহকো রোপী শুভ্রন-
ক্লেশশোষণঃ । একোত্যর্থং সেব্যমানো হৃদয়ে চাধ-
নীড়কৃৎ । মুখশোষণরাগ্নানহমুত্তমাদিকারকঃ ॥ ২১ ॥
হরিদ্রাকুষ্ঠলবণং মেঘশৃঙ্গিলাষয়ং । কঙ্কুরা শল্লকী
চৈব পুনর্নবা শতাবরী ॥ ২২ ॥ অগ্নিস্নেহো ব্রহ্মদণ্ডী
ঋদংষ্ট্রৈরগুকে তথা । যবকোলকুলখাদিকর্ষালী দশ-
মূলকং । পৃথক সমস্তো বাতাস্তো কফপিত্তহরস্তথা ॥
২৩ ॥ শতাবরী বিদারী চ বালকোলী রচন্দনং । দূর্লা
বটঃ পিপ্পলী চ বদরী শল্লকী তথা ॥ ২৪ ॥ কদলী
চোৎপলং পদ্মমুদ্রস্বরপটোলকং । অথ স্নেহহরো
বর্ণো হরিদ্রাণ্ডকুষ্ঠকং ॥ ২৫ ॥ শতপুষ্পী চ জাতী চ
ব্যোমারম্বধলাঙ্গলী । সর্পি স্তম্বলবসামজ্জস্নেহেবু প্রবরং
স্মৃতং ॥ ২৬ ॥ তথা ধীম্বতিমেধাগ্নিকাজ্জিগাং শস্ত্রতে
স্মৃতং । কেবলং পৈত্তিকে সর্পির্জাতিকে লবণাশিতং ॥
২৭ ॥ দেয়ং বহুকফে বাপি ব্যোমকারগমায়ুতং ।

গাব, বকুল, শাল, পালঙ্ক, চিলক ও মুগ এই সকল দ্রব্য কষায়,
গ্রাহক, রোপক, শুভ্রক, ক্লেশকারক ও শোষক । ইহাদিগের
কোন একটি দ্রব্য অধিকপরিমাণে সেবন করিলে হৃদয়পীড়া,
মুখশোষণ, অর, আত্মান, হুমুত্তম এই সকল রোগ জন্মিয়া
থাকে ॥ ২০-২১ ॥ হরিদ্রা, কুড়, লবণ, মেঘশৃঙ্গী, বেড়েলা, শ্বেত-
বেড়েলা, শৃঙ্গিলা, বাবলা, পুনর্নবা, শতমূলী, গগি-
য়ারি, ব্রহ্মদণ্ডী, গোক্ষুর, এরশু, যব, বদরী, কদবেল, এই
সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এককর্ষ এবং দশমূল এই সকল দ্রব্য
প্রত্যেকে কিঞ্চিৎ একত্র সেবন করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফ হরণ
করে ॥ ২২-২৩ ॥ শতমূলী, ভূমিকুয়াণ্ড, বালা, বেগার মূল, চন্দন,
দূর্লা, বট, পিপ্পলী, বদরী, বাবলা, কদলী, উৎপল, পদ্ম ও
ডুধর, পটোল, হরিদ্রা, গুড় ও কুড় এই সকল দ্রব্য স্নেহা হরণ
করে ॥ ২৪-২৫ ॥ গুল্ফা, জাতীপুষ্প, ত্রিকটু, সোঁদালু, লাঙ্গলিয়া
এই সকল দ্রব্য স্নাত, তৈল, বসা, মজ্জা প্রভৃতি স্নেহপাকৈ প্রশস্ত ।
২৬ ॥ বাহারি বৃদ্ধি, স্মৃতি, মেধা ও অগ্নিবৃদ্ধি আকাজক করেন,
ইহাদিগের পক্ষে পূর্বোক্ত স্নাত হিতকারী । পৈত্তিকরোগে
কেবল স্নাত এবং বায়ুরোগে লবণাশিত স্নাত প্রশস্ত ॥ ২৭ ॥ কফের

গ্রহীনাড়ীক্রিমিরোগে মেনোমারুত্তরোগিষু ॥ ২৮ ॥ তৈলং
লাঘবদাঢ্যায় ক্রুরকোষ্ঠেষু দেহিষু । বাতাতপাশু-
ভারত্ৰীব্যায়ামকীর্ণধাতুযু ॥ ২৯ ॥ রৌক্লেশকরা-
ত্যগ্নিবাতারতপথেষু চ । অথ দধ্বা শিরাজ্জালং বোনি-
কর্ম্ম শিরোরুজি ॥ ৩০ ॥ উত্তমস্ত পলং মাত্রা ত্রিভি-
শ্চাক্ষৈশ্চ মধ্যমে । জঘন্তস্ত পলাঙ্কেন স্নেহকাথো-
ষথেষু চ ॥ ৩১ ॥ জলমুষ্ণং স্নাত্তে দেয়ং পৃথক্ তৈলে
তু শস্ত্রতে । স্নেহে পিত্তে তু তৃষ্ণায়ান্ পিবেতু কোদকং
নরঃ ॥ ৩২ ॥ বাতানুলোমং দীপ্তাশ্বৈরর্কঃ স্নিগ্ধস্ত তৎ
মতং । রুক্ষস্ত স্নেহনং কার্যমতিস্নিগ্ধস্ত রুক্ষণং ॥ ৩৩ ॥
শ্রামাককোরদোবারতক্রপিয়াকশক্তুভিঃ । বাতস্নেহগ্নি
বাত্তে বা কফে বা স্নেহ-ইষ্যতে । ন স্নেদয়েদতিস্নূল-
রুক্ষদুর্ষলমুচ্ছিতানু ॥ ৩৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে যোগসারাদিকথনং নাম
ত্রিগুণত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

প্রাথল্যে ত্রিকটু ও যবকারসংযুক্ত স্নাত প্রয়োগ করিবে । গ্রহি-
রোগ, নাড়ীভ্রণ, ক্রিমিরোগ, স্নেহরোগ, মেনোরোগ ও বাত-
রোগেও উক্ত স্নাত সেবন করা বিধেয় ॥ ২৮ ॥ উদরাময়রোগী
এবং বাত ও আতপসেবা, ভারবহন, জীসন্তোগ ও ব্যায়াম-
দিতে কীর্ণধাতু ব্যক্তির শরীর লঘু হইলে তাহার দৃঢ়তাসম্পা-
দনার্থ তৈলসেবা করিবে ॥ ২৯ ॥ রুক্ষতা, ক্লেশ, কষ, অত্যগ্নি-
প্রভৃতি কারণে বায়ু কুপিত হইয়া পথ আবৃত করিলে শিরা দধ্ব
করিয়া দিবে এবং শিরোরোগে বোনিকর্ম্ম করিতে হইবে ॥ ৩০ ॥
স্নেহ, কাপ ও ঔষধাদিতে ত্রিবিধমাত্রা উক্ত আছে, যথা
উত্তম, মধ্যম ও অধম । উত্তম মাত্রার পরিমাণ একপল,
(৮ তোলা) মধ্যমমাত্রা তিন অঙ্ক, (৬ তোলা) অধমমাত্রা
পলাঙ্ক (৪ তোলা) ॥ ৩১ ॥ স্নাত, তৈল ও স্নেহপাকৈতে জল-
প্রদান করিতে হইলে উষ্ণ জলপ্রদান করিতে হইবে এবং পিত্ত-
জস্ত তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে উষ্ণ জলপান করা বিধেয় ॥ ৩২ ॥
দীপ্তবায়ু ব্যক্তির পক্ষে ব্যতাহলোম, স্নিগ্ধ ব্যক্তির বর্কশোষণ,
রুক্ষ ব্যক্তির পক্ষে স্নেহন এবং স্নিগ্ধ ব্যক্তির রুক্ষণ কর্তব্য ॥ ৩৩ ॥
বাতস্নেহরোগে, বাতরোগে অথবা কফরোগে শ্রামাক, কোর-
দোব, (শতুবিধেব) তক্র, পিণ্যাক (তৈল) অথবা শক্তুবারা

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরির্নবাচ ॥ ১ ॥ দ্বততৈলাদি বক্ষ্যামি শৃণু
সুশ্রুত রোগমুৎ । শতপুল্লী বচা সোমা ব্রাহ্মী ব্রহ্মব-
র্চলা ॥ ২ ॥ অভয়া চ গুড়ুচী চ অটরুধকবাণ্ডকী ।
এতৈরক্ষসমৈর্ভাগৈশ্চত্বেদৈঃ বিপাচয়েৎ ॥ ৩ ॥ কণ্ট-
কার্য্যা রসপ্রসূক্ষীরপ্রসূক্ষমম্বিতং । এতদ্ব্রাহ্মীযতগ্রাম
শ্রুতিমেধাকরং পরং ॥ ৪ ॥ ত্রিকলাচিত্রকবলানিগুণ্ডী-
নিম্ববাসকাঃ । পুনর্নবা গুড়ুচী চ বৃহতী চ শতাবরী ।
এতৈশ্চত্বেদৈঃ বধালাভং সর্করোগবিমর্দনং ॥ ৫ ॥ বলা-
শতকষায়ে তু তৈলস্ফাটকং পচেৎ । কক্কেঃ মধুক-
মঞ্জিষ্ঠাচন্দনোৎপলপদ্মকৈঃ ॥ ৬ ॥ শৃঙ্গৈলাপিপ্ললী-
কুষ্ঠভগেলাগুরুকেশরৈঃ । গন্ধাশ্বজীবনীয়েশ্চ ক্ষীরাদ্রক-
সমাম্রিতং ॥ ৭ ॥ এবং মৃদগ্নিনা পকং স্থাপয়েজ্জতে
শুভে । সর্করোণবিকারান্ধ সর্করাদ্বস্তুরাশ্রয়ান্ ।

শ্বেদপ্রদান বিধেয়; কিঞ্চ অভিস্ফুল, রুক, দুর্লল ও মুচ্ছিত
ব্যক্তিকে কখনও শ্বেদপ্রদান করিবে না । ৩৪ ।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায় ।

ধ্বস্তরি কহিলেন, শুশ্রুত ! অনন্তর রোগনাশক দ্বততৈলাদি
বলিতেছি । শতপুল্লী, বচ, সোমলতা, ব্রাহ্মী, সৌবর্চল, হরী-
তকী, গুড়ুচী, বাসক, সোমরাজী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে
হই তোলা পরিমাণে লইয়া দ্বত একপ্রস্থ (৪ সের) পাক
করিবে । পাককালে কণ্টকারীর রস চারিসের এবং দুধ চারি
সের দিতে হইবে । ইহার নাম ব্রাহ্মীদ্বত, এই দ্বত সেবন
করিলে স্বস্তি ও মেধা বৃদ্ধি হয় । ১-৪ । ত্রিকলা, চিতা, বেড়েলা,
নিসিন্দা, নিম্ব, বাসক, পুনর্নবা, গুড়ুচী, বৃহতী ও শতমূলী,
এই সকল দ্রব্যের সহিত দ্বতপাক করিয়া সেবন করিলে সর্ক-
রোগ নিনাশ পায় । ৫ । বেড়েলার কাথ একশত সের, দ্বত বোল
সের একত্র পাক করিবে । পাককালে যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, চন্দন,
উৎপল, পদ্ম, ছোট এলাচ, গিলগলী, কুড়, দারুচিনি, এলাচ,
অণুর, নাগকেশর, অম্বরাজী, জীবনীরগণ, এই সকল কষ্মদ্রব্য এবং
দুধ বত্রিশ সের দিতে হইবে । ৬-৭ । এইরূপে মৃদু অগ্নিতে পাক
করিয়া রোগ্যসর পাণ্ডে রাখিবে । এই দ্বত সর্করাকার বাত-

তৈলমেতৎ প্রশময়েৎ বলাসং রাজবল্লভং ॥ ৮ ॥ শতা-
বরীরসপ্রসূক্ষ ক্ষীরপ্রসূক্ষ তথৈব চ । শতপুল্লং দেব-
দারু মাংসী শৈলেন্নকম্বলা ॥ ৯ ॥ চন্দনং তগরং কুষ্ঠং
মনঃশিলা জ্যোতিষ্মতী । এতৈঃ কর্ষসমৈস্তেন দ্বত-
প্রসূক্ষং বিপাচয়েৎ ॥ ১০ ॥ কুজবামনপল্লবং বধিরবাক-
কুষ্ঠিনাং । বাম্বুনা ভগ্নগাজ্রাণাং যে চ সীদন্তি
মৈথুনে ॥ ১১ ॥ জরাজর্জরগাজ্রাণাং চাখ্যানমুখশো-
ষিণাং । ভগ্নগতাপি যে রোগা শিরাস্মায়ুগতাস্চ
যে ॥ ১২ ॥ সর্করোণ্ডারশয়ত্যাশ্চ তৈলং রোগকুলান্তকং ।
নারায়ণমিদং তৈলং বিকুনোক্তং রুগর্দনং । পৃথক্-
তৈলং দ্বতং কুর্য্যাৎ সমস্তৈরৌষধৈঃ পৃথক্ ॥ ১৩ ॥ শতা-
বর্যা গুড়ুচ্যা বা চিত্রকৈঃ ব্যোষনিম্বকৈঃ । নিগুণ্ড্যা
বা প্রসারণ্যা কণ্টকার্যা রসাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥ বধাভু-
বালয়া বাপি বাসকেন কলত্রিকৈঃ । ব্রাহ্মিকৈরণ্ডকে-

রোগ এবং সর্করাকার ধাতুগতরোগ বিনাশ করিয়া থাকে ।
ইহার নাম রাজবল্লভতৈল; এই তৈলসেবনে বলাসরোগ শাস্তি
হয় । ৮ । শতমূলীর রস চারি সের, দুধ চারি সের, শুল্ফা,
দেবদারু, জটামাংসী, শৈলেন্নক, বেড়েলা, চন্দন, তগর, কুড়,
মনঃশিলা, জ্যোতিষ্মতিলতা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে হইতোলা
পরিমাণ লইয়া দ্বত চারিসের পাক করিবে । ৯-১০ । এই দ্বত সেবন
করিলে কুজ, বামন, পল্ল, বধির, বাক ও কুষ্ঠরোগ শাস্তি হয় ।
যাহাদিগের গাত্র বায়ুকর্জক ভয় হইয়াছে, যাহারা মৈথুনে
অশক্ত, যাহাদিগের গাত্র জরাদ্বারা জর্জরিত, তাহাদিগের পক্ষে
এই দ্বত বিশেষ উপকারী । এই দ্বত আখ্যান, মুখশোষ, চন্দ্র-
গত, শিরোগত ও দ্বায়ুগতরোগ আত বিনাশ করে । এই দ্বত
রোগকুলের অন্তকষ্মরূপ । ইহার নাম নারায়ণতৈল । এই
তৈল স্বয়ং বিকু বলিয়াছেন । উক্ত ঔষধের সহিত দ্বত ও
তৈল পৃথক্ পৃথক্ পাক করিয়া সেবন করিবে । ১১-১৩ । শতমূলী,
গুড়ুচী, চিতা, ত্রিকটু, নিম্ব, নিসিন্দা, গেছাইল ও কণ্টকারী
ইহাদিগের রসে পুনর্নবা, বালা, বাসক, ত্রিকলা, ব্রাহ্মী,
এরুণ্ড, ভূমরাজ, যষ্টিমধু, তালমূলী, দধমূল, বধির ও বটাহর এই
সকল দ্রব্য ভাবনা দিয়া বটিকা, ঘোষক অথবা চূর্ণ করিয়া দ্বত,
মধু, জল, খণ্ড, গুড়, লবণ ও কটুকী ইহাদিগের সহিত সেবন-

নাপি ভুজরাজেন বটিনা ॥ ১৫ ॥ মুষল্যা দশমূলেন খদি-
রেণ বটাদিভিঃ । বটিকা মোদকো বাপি চূর্ণং স্ত্রাং
সর্করোগমুৎ ॥ ১৬ ॥ যুতেন মধুনা বাপি অস্তিঃ খণ্ড-
গুড়াদিভিঃ । লবণৈঃ কটুকৈর্মুক্তং যথালাতক রোগ-
মুৎ ॥ ১৭ ॥ চিত্রকার্কজিরবাপি যমানীহরমারকং ।
জুধা চ বালা গণিকা সপ্তপুষ্কবটিকাং ॥ ১৮ ॥ জ্যোতি-
শ্রুতীকং সংভূত্যা তৈলং দ্বীরো বিপাচয়েৎ । এতন্নিয-
ন্দনং ইতলং ভূষণং দত্তাস্তগন্দরে ॥ ১৯ ॥ শোধনং
রোপণঞ্চৈব সর্ববর্ণকরং পরং । চিত্রকাভ্যং মহাতৈলং
সর্করোগপ্রভঞ্জনং ॥ ২০ ॥ অজমোদং সসিন্দূরং
হরিতালনিশাদয়ং । ক্ষারদ্বয়ং কেনযুতমার্ককং সরলো-
ন্তবং ॥ ২১ ॥ ইন্দ্রবারুণ্যপামাগকদলৈঃ স্ত্রুন্দনৈঃ
সমং । এভিঃ সর্বপক্ষং তৈলমজামুদ্রৈশ্চ যোজিতং ॥
২২ ॥ মুষ্ণুগ্নিনা পচেদেতৎ গব্যক্ষীরেণ সংযুতং ।
অজমোদাদিকং তৈলং গণ্ডমালাং ব্যপোহতি ॥ ২৩ ॥
বিদধ্বস্ত পচেৎ পক্ষং পক্ষঞ্চৈব বিশোধয়েৎ । রোপণং
মুদুভাবকং তৈলেনানেন কারয়েৎ ॥ ২৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে স্থততৈলাদিকথনং নাম

চতুঃসপ্তত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

করিলে সর্বপ্রকার রোগবিনাশ পায়। ১৫-১৭। চিতা, আকন্দ,
তেউড়ী, যমানী, করবী, বিব, বালা, যুধী, ছাতিম, সাজিমাটী
ও জ্যোতিষ্মতীলতা এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈলপাক করিবে।
ইহার নাম নিষ্যন্দনতৈল। এই তৈল পুনঃ পুনঃ ভগন্ধরে
দিলে সেই রোগের ক্ষতশোধন হইয়া রোপণ হয় আর এই
তৈল সেবন করিলে শরীরের কাস্তি বৃদ্ধি পায়। এই চিত্রকাভ্য
তৈল সর্করোগনিবারণ করিয়া থাকে। ১৮-২০। কুজকীরা,
সিন্দূর, হরিতাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যবক্ষার, সর্জিকাকার,
লম্বুজকেন, আদা, সরলকাঠ, রাধালক্ষা, অপামার্গ, কদলী,
এই সকল ভূষ্যপরিমাণে লইয়া সর্বপটল পাক করিবে। পাক-
কালে হাগবৃক্ষ ও হুঙ্ক দিতে হইবে। মুহুঃস্থিতে এই তৈল পাক
করা বিশেষ, ইহার নাম অজমোদাভিতৈল, এই তৈল গণ্ড-
মালাদি রোগবিনাশ করে, বিচক্ষণ চিকিৎসক এই তৈল পাক

পঞ্চসপ্তত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

কুজ-উবাচ ॥ ১ ॥ এবং ধনন্তরিক্কিঃ স্ত্রুজরাদী-
নুবাচ হ। হরিঃ পুনর্হরায়াহ নানাবোগানু রুগদমানু ॥
২ ॥ হরিরুবাচ । সর্করুরেণ প্রথমং কার্যম্ শকর
লজ্জনং । কথিতোদকপানঞ্চ তথা নিকীতসেবনং ॥ ৩ ॥
অগ্নিস্বেদাঙ্কুরাশ্বেবং নাশময়ান্তি হীম্বর । বাতশ্ব-
হরঃ কাথো গুড়চ্যা মুস্তকস্ত চ ॥ ৪ ॥ দুরালভৈঃ কৃতঃ
কাথঃ পিত্তশ্বহরঃ শৃণু । শুষ্ঠীপপটুমুস্তৈশ্চ বালকো-
শীরচন্দনৈঃ ॥ ৫ ॥ সাজ্যঃ কাথঃ শ্লেষ্মজস্ত সপ্তাতিঃ সতুরা-
লভঃ । সবালকঃ সর্করুরং সপ্তাতিঃ সহপপটিঃ ॥ ৬ ॥
কাথশ্চ তিত্তকৈরগুণ্ডুচীশৃষ্ঠীমুস্তকৈঃ । পিত্তশ্বহরঃ
শ্রাচ্চ শৃগন্তং যোগমুস্তমং ॥ ৭ ॥ বালকোশীরপাঠাতিঃ
কণ্টকারিকমুস্তকৈঃ । শ্বরমুচ্চ কৃতঃ কাথস্তথা বৈ শ্ব-
হরঃ ॥

করিয়া সেবন করাইলে ত্রণশোধন ও ত্রণরোপণ হইয়া
থাকে। ২১-২৪।

পঞ্চসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

কুজ বলিতেছেন। বিষ্ণু ধনন্তরিক্কপ ধারণ করিয়া স্ত্রুজরাদী-
দির নিকট রোগ ও ঔষধ বলিয়া পুনর্বার রোগবিনাশন বিবিধ
যোগ হরের নিকটে বলিতেছেন। ১-২। হরি কহিলেন, শকর।
সর্করুরের জরের প্রথমাবস্থার লজ্জন কর্তব্য। পরে কাথ-
বারিপান করিয়া নিকীতস্থানে অবস্থিতি করিবে। ৩। পুরোক্ত
লজ্জন ও কাথপান করিয়া অরোগী হীর শরীরে অগ্নিস্বেদ
দিবে, তাহাহইলে সর্করুরের জরবিনাশ পায়। গুড়চী ও
মুখার কাথ বাতিকজর হরণ করে। ৪। দুরালভার কাথ পান
করিলে পিত্তজর নিবৃত্তি পায়, শুষ্ঠী, কেতাপাণ্ডা, মুখা, বালা,
বেণার মূল ও চন্দন এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া মুস্তকসহযোগে
শুষ্ঠীচূর্ণ ও দুরালভার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্বেরজর
বিনষ্ট হয়। বালা, শুষ্ঠী ও কেতাপাণ্ডা ইহারিগের কাথ
সর্করুরের জর হরণ করে। ৫-৬। চিত্রকা, অরুণ্ড, গুড়চী, শুষ্ঠী
ও মুখা ইহারিগের কাথ করিয়া পান করিলে পিত্তজর বিনাশ
পায়। অতঃপর অজমোদাভিতৈল প্রণয়ন কর। ৭। বালা,
বেণার মূল, আকাদি, কণ্টকারী, মুখা, এই সকলের কাথ পান

দারুণা ॥ ৮ ॥ ধাতাকনিষমুস্তানাং সমধুঃ স তু শকর ।
পটোলপত্রযুক্ত শুভ্রীত্রিকলাযুতঃ । পীতোখিলম্বর-
হরঃ ক্ষুধারুধাতনুং ত্রিদং ॥ ৯ ॥ হরীতকীপিপ্লবীনা-
মামলীচিক্রকোস্তবং । চূর্ণং মরুৎ কথিতং ধাতাকো-
লীরপর্ণটৈঃ ॥ ১০ ॥ আমলক্যা শুভ্রীচ্যা চ মধুযুক্তং
সচন্দনং । সমস্তম্বরযুক্ত স্ত্রাং সরিপাতহরং শৃণু ॥ ১১ ॥
হরিজানিষত্রিকলামুস্তকৈর্দেবদারুণা । কষায়ং কটু-
রোহিণ্যা সপটোলং সপত্রকং । ত্রিদোষম্বরযুক্ত স্ত্রাং
শীতলং কাথিতং জলং ॥ ১২ ॥ কণ্টকার্যা নাগরস্য
শুভ্রীচ্যা পুষ্করেন চ । জঙ্ঘা নাগবলাচূর্ণং শ্বাসকাসাদি-
মুস্তবেৎ ॥ ১৩ ॥ ককবাতম্বরে দেয়ং জলমুষ্ণং পিপা-
সিনে । বিশ্বপর্ণটকৌলীরমুস্তচন্দনসাধিতং ॥ ১৪ ॥
দন্তাং স্নানীতলং বারি তুটুর্হৃদ্বিরদাহনুং । বিষাদি-
পঞ্চমূলস্ত কাথঃ স্ত্রাঘাতিকে ম্বরে ॥ ১৫ ॥ পাচনং

করিলে সর্বপ্রকার অর বিদূরিত হইয়া যায় এবং দেবদারু কাথেও
অরবিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ ধনিয়া, নিষ, মুখা, পটোলপত্র
শুভ্রীচী ও ত্রিকলা এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া মধুসহযোগে
পান করিলে সর্বপ্রকার অরবিনাশ পায় এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি পায়
ও বাতরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥ হরীতকী, পিপ্লবী, আমলকী ও
চিত্রা ইহাদিগের চূর্ণ করিয়া ধনিয়া, বেণার মূল ও ক্ষেতপাপ-
ড়ার কাথের সহিত পান করিলে অর বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ১০ ॥
আমলকী, শুভ্রীচী ও রক্তচন্দন ইহাদিগের কাথ মধুসহযোগে
পান করিলে সর্বপ্রকার অরবিনাশ পায় । অতঃপর সারি-
পাতিকঅরহর যোগ শ্রবণ কর ॥ ১১ ॥ হরিজা নিষ, ত্রিকলা,
মুখা, দেবদারু, কটুকী, পটোল, পটোলপত্র এই সকল দ্রব্যের
কাথ করিয়া পান করিলে ত্রিদোষঅর বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ১২ ॥
কণ্টকারী, শুভ্রী, শুভ্রীচী, কুড়, গোরক্ষচাকুলিয়া এই সকল দ্রব্য
চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, কাসপ্রভৃতি রোগবিনাশ
পায় ॥ ১৩ ॥ বাতশ্লেষম্বরে রোগীর পিপাসা হইলে শুভ্রী, ক্ষেত-
পাপড়ী, বেণার মূল, মুখা ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের সহিত
জলসিদ্ধ করিয়া উষ্ণ থাকিতে পান করিতে দিবে ॥ ১৪ ॥ স্নানী-
তল জলপান করিলে তুষ্ণা, হৃদ্বি, অর ও দাহ বিনাশ পায় ।
বাতিকম্বরে বিষাদি পঞ্চমূল অর্থাৎ বিষ, শোণা, গাভারী,

পিপ্লবীমূলং শুভ্রীচীবিষভেবজং । বাতম্বরে ম্বরং কাণো
দন্তঃ শান্তিকরঃ পরঃ । পিত্তম্বরনুং সমধুঃ কাথঃ
পর্ণটনিষয়োঃ ॥ ১৬ ॥ বিধানেন ক্রিয়মাণেনিষ
সংজ্ঞা ন জায়তে । পাদয়োস্ত ললাটে বা দহেজৌহ-
শলাকরা ॥ ১৭ ॥ তিত্তা পাঠা পটোলশ্চ বিশালা ত্রিকলা
ত্রিহরং । সক্ষীরো ভেদনঃ কক্ষুরঃ সর্বম্বরবিশোধনঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নানাভোগাদিকথনং নাম
পঞ্চসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ষট্‌সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ভগবানুবাচ ॥ ১ ॥ সপ্তরাত্র্যাঃ প্রজায়ন্তে খরীটস্ত
কচাঃ শুভাঃ । দক্ষহস্তিদন্তলেপাং সাজাকীররসা-
ঞ্জনাং ॥ ২ ॥ ভূদরাজরসেনৈব চতুর্ভাগেন সাধিতং ।
কেশরুদ্ধিকরং তৈলং শুভ্রাচূর্ণাধিতেন চ ॥ ৩ ॥ এলা-
মাংসীকুষ্ঠমুরায়ুক্তমভ্রাকাতং শিরঃ । শুভ্রাকলং সমা-

পারলী ও গণিয়ারী এই সকলের কাথ পান করা বিধেয় ॥ ১৫ ॥
পিপ্লবীমূল, শুভ্রীচী ও শুভ্রী এই সকলের কাথপান করিলে
উদরের পরিপাক হইয়া বাতিকঅর বিনাশ পাইয়া থাকে ।
ক্ষেতপাপড়ী ও নিষ ইহাদিগের কাথ মধুসহযোগে পান করিলে
পিত্তঅর বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥ অরাদিরোগে রোগী অটৈতজ হইলে
যদি ঔষধাদিপ্রয়োগে সংজ্ঞালাভ না হয়, তাহাহইলে তণ্ডুলোহ-
শলাকাধারা পাদ ও ললাটস্থান দক্ষ করিয়া দিবে ॥ ১৭ ॥
কটুকী, আক্লাদি, পটোল, গোরক্ষকর্কটী, ত্রিকলা, ভেউড়ী,
ইহাদিগের কাথ দুগ্ধের সহিত পান করিলে উদরভেদ হইয়া
সর্বপ্রকার অরের শান্তি হয় ॥ ১৮ ॥

ষট্‌সপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

ভগবানু কহিলেন, হস্তিদন্ত দক্ষ করিয়া সেই তন্ত্র এবং
রসাজন ছাগীদুগ্ধের সহিত মর্তক লেপন করিলে খরীটরোগীর
কেশ পরিকৃত হইয়া থাকে ॥ ১-২ ॥ তৈল একভাগ ও ভূদরাজের
রস চারিভাগ একত্র পাক করিবে, পাককালে শুভ্রাচূর্ণ দিতে
হইবে । এই তৈল সেবন করিলে কেশবৃদ্ধি হয় ॥ ৩ ॥ এলাচ,
অটামাসী, কুড়, হুরামাসী ও শুভ্রাকল এই সকল দ্রব্য পেষণ

দেয়ং লেপনং চক্ষুঃশূন্যং ॥ ৪ ॥ আত্মাহুচূর্ণলেপাটম্
কেশাঃ শূন্যা ভবন্তি চ । করঞ্জামলকৈলাঃ সলাক্সা
লোপোহরুণাপহঃ ॥ ৫ ॥ আত্মাহুচূর্ণামলকলেপাৎ
কেশা ভবন্তি বৈ । বজ্রমূলং ঘনাদীর্ঘাঃ স্নিগ্ধাঃ স্মৃ-
নৌৎপত্তি চ ॥ ৬ ॥ বিড়ঙ্গগন্ধপাষণসাধিতং তৈল-
মুত্তমং । স চতুর্গুণগোমূত্রং মনসঃ শিলমেব বা ।
শিরোভাঙ্গাচ্ছিরাজম্মুকালিখ্যকররয়েৎ ॥ ৭ ॥ নব-
দন্ধঃ শঙ্খচূর্ণং ঘৃষ্টসীসকলেপি তং । কচাঃ স্নান্ধা মহারুক্ষা
ভবন্তি ব্রহ্মভক্ষজ ॥ ৮ ॥ ভূকরাজং লোহচূর্ণং ত্রিফলা
বীজপুরকং । নীলী চ করবীরঞ্চ শুভ্রমেতৈঃ সঠৈঃ
শূতং । পলিতানীহ রুক্ষানি কুৰ্য্যাল্পোপান্নহৌষধং ॥ ৯ ॥
আত্মাহুচূর্ণা ত্রিফলা নীলী চ ভূকরাজকং । জীর্ণং
পকলোহচূর্ণং কাঞ্জিকং রুক্ষকেশরুৎ ॥ ১০ ॥ চক্র-
মর্দকবীজানি কুষ্ঠমেরশূন্যকং । সাত্যক্ষকাঞ্জিকং
পিষ্টা লেপান্নস্তুকরোগমুৎ ॥ ১১ ॥ সৈন্ধবঞ্চ বচা হিঙ্গু

কুষ্ঠং নাগেশ্বরস্তথা । শতপুন্না দেবদারু এতি তৈলত
সাধিতং ॥ ১২ ॥ গোপুরীষরসেনৈর চতুর্ভাগেন
সংযুতং । তৎকর্ণভরণাভ্যুৎকর্ণশূলং স্নায়ুং নয়েৎ ॥
১৩ ॥ মেঘমুত্রসৈন্ধবাত্যাং কর্ণরোভরণাচ্ছিব । কর্ণরোঃ
পুত্তিনাশঃ স্ত্রাৎ কুমিঅাবাদিকস্ত চ ॥ ১৪ ॥ মালতী-
পুষ্পদলয়োরসেন ভরণাভ্যথা । 'গোজলেনৈব পুরেণ
পুয়স্রাবো বিনশতি ॥ ১৫ ॥ 'কুষ্ঠমাবমরীচানি তগরং
মধু পিঙ্গলী । অপামার্গোঋগছা চ বৃহতী সিতসর্ষপাঃ ॥
১৬ ॥ যবাঃস্তিলাঃ সৈন্ধবঐতেবামুদ্বর্তনং শুভং । লিঙ্গ-
বাহুস্তন্তনাশং কর্ণরোঃ কৃদ্ধিকৃদুভবেৎ ॥ ১৭ ॥ কটু-
তৈলং ভল্লাতকং বৃহতীফলদাড়িমং । বকলৈঃ সাধিতং
লিঙ্গং লিঙ্গং তেন বিবদ্ধতে ॥ ১৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ষট্শতত্যাধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ শোভাঞ্জনপত্ররসং মধুযুক্তং হি

করিয়া মস্তকে লেপন করিলে চক্ষুঃশূন্যোগ বিনাশ পায় ॥ ৪ ॥
আত্মাহুচূর্ণ মস্তকে লেপন করিলে কেশ শূন্য হয় । করঞ্জা,
আমলকী, এলাচ, লাক্সা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া কেশে
লেপন করিলে কেশের তাত্রবর্ণতাদোষ বিনাশ পায় ॥ ৫ ॥
আমের আঠির মজ্জা ও আমলকী মস্তকে লেপ দিলে কেশ উৎ-
পন্ন হয় । সেই সকল কেশ দীর্ঘ, ঘন, বজ্রমূল এবং স্নিগ্ধ হইয়া
থাকে ॥ ৬ ॥ বিড়ঙ্গ, গন্ধপাষণ ইহাদিগের সহিত তৈল পাক
করিবে । পাককালে তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্র এবং মনঃশিলা
দিতে হইবে । এই তৈল মস্তকে মর্দন করিলে মস্তকস্থিত
ধূকা লিখ্যপ্রভৃতি বিনাশ পাইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ দন্ধ শঙ্খচূর্ণ এবং
সীস ঘর্ষণ করিয়া শিরে লেপ দিলে কেশসকল স্নিগ্ধ ও মহা-
ভক্ষবর্ণ হয় ॥ ৮ ॥ ভূকরাজ, লোহচূর্ণ, ত্রিফলা, লেবু, নীল, করবী
ও শুভ্র এই সকল একত্র পাক করিবে । এই মহৌষধ লেপন
করিলে কেশের গুরুতাবিনাশ পাইয়া কেশসকল উজ্জল ও রুক্ষবর্ণ
হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ আমের আঠির মজ্জা, ত্রিফলা, নীল, ভূকরাজ,
লোহচূর্ণ ও কাঁজি এই সকল দ্রব্য কেশের রুক্ষতাগাধন করে ॥
১০ ॥ চাক্ষুসাবীজ, কুড়, এরশূন্য, এই সকল দ্রব্য অত্যুষ্ণ
কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া মস্তকে লেপন করিলে সর্ষপকায়

শিরোরোগবিনাশ পায় ॥ ১১ ॥ সৈন্ধব, বচ, হিঙ্গু, কুড়, নাগ-
কেশর, শুল্ফা, দেবদারু, এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈলপাক
করিবে । পাককালে তৈলের চতুর্গুণ গোময়ের রস দিতে
হইবে । এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে উগ্র কর্ণশূল বিনাশ পাইয়া
থাকে ॥ ১২-১৩ ॥ মেঘের মুত্র ও সৈন্ধব একত্র করিয়া কর্ণে
পূরণ করিলে কর্ণের ক্রিমি ও পুয়স্রাবাদিরোগ বিনাশ পায় ॥
১৪ ॥ মালতীপুষ্পের পত্ররস গোমূত্রের সহিত কর্ণে পূরণ করিলে
পুয়স্রাবাদি কর্ণরোগ বিনষ্ট হয় । মালতীকুহুম ও মালতীপত্রের
রস কর্ণে পূরণ করিলে ও উক্তরূপ হল হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥ কুড়,
মাব, মরীচ, তগর, মধু, পিঙ্গলী, অপামার্গ, ঋগছা, বৃহতী,
খেতসর্ষপ, যব, তিল, সৈন্ধব এই সকল দ্রব্যের উদ্বর্তন করিলে
লিঙ্গস্তন ও বাহুস্তন বিনাশ পায় এবং কর্ণের শক্তিবৃদ্ধি হয় ॥
১৬-১৭ ॥ কটুতৈল, ভেলা, বৃহতীফল ও দাড়িম এই সন্ধান দ্রব্য
পেষণ করিয়া লেপন করিলে লিঙ্গবৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন । সন্ধানপাতার রস মধুর সহিত চক্ষুতে দিলে

চক্ষুৰোগঃ । ভরণাঙ্গোহরণং ভবেদ্রাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥
 ২ ॥ অশীতিতিলপুষ্পানি জাত্যাশ্চ কুসুমানি চ ।
 উবনিষামলাশ্চীপিপ্ললীতগুলীয়কং ॥ ৩ ॥ ছায়া-
 শুকাং বটীং কুৰ্যাৎ পিষ্টা তগুলবারিণা । মধুনা সহ সা
 চাক্ষোরঞ্জনান্তিমিরাদিনুৎ ॥ ৪ ॥ বিভীতকান্ধিমজ্জস্ত
 শঙ্খনাতির্মনঃশিলা । নিষপত্রমরীচানি অজামূত্রেন
 পেষয়েৎ ॥ পুষ্পং রাজ্যাক্তাং হস্তি তিমিরং পটলস্তথা ॥
 ৫ ॥ চতুর্ভাগানি শঙ্খস্ত তদর্জেন মনঃশিলা । সৈন্ধ-
 বৎ তদর্জেন এতৎ পিষ্টোদকেন তু ॥ ৬ ॥ ছায়া-
 শুকাস্ত বটিকাং কৃত্বা নয়নমঞ্জয়েৎ । তিমিরং পটলং
 হস্তি পিষ্টটম্ মহৌষধং ॥ ৭ ॥ ত্রিকটু ত্রিকলা চৈব
 করঞ্জস্ত ফলানি চ । সৈন্ধবং রজনী য়ে চ ভৃঙ্গরাজ-
 রসেন হি । পিষ্টা তদঞ্জনা দেব তিমিরাদিবিনাশনং ॥
 ৮ ॥ অটরুযকমূলস্ত কাঞ্জিকাপিষ্টমেব তু । তেনাক্লো-
 ভূঁরিলেপাচ্চ চক্ষুঃশূলং বিনশ্রুতি ॥ ৯ ॥ শতজ্বদরী-
 মূলং পীতমন্ধিবাধাং হরেৎ ॥ সৈন্ধবং কটুতৈলঞ্চ

অপামার্গস্ত মূলকং ॥ ১০ ॥ কীরকাজিকসংযুতং তাম্র-
 পাत्रে তু ভেন চ । অঞ্জনং পিষ্টটম্ভব নাশো ভবতি
 শঙ্কর । ওঁ দক্ষ সর জীং হ্রীং ঠঃ ঠঃ দক্ষ সর জীং হ্রীং
 ওঁ উং উং সর জীং জীং ঠঃ ঠঃ আত্মাবশমারান্তি মন্ত্রে-
 গানেন চাঞ্জনং ॥ ১১ ॥ বিষকনীলীকামূলং পিষ্ট-
 মভ্যঞ্জনেন চ । অনেকাঞ্জিকুমারেন নশ্রুতি তিমিরানি
 হি ॥ ১২ ॥ পিপ্ললীতগরুড়ৈব হরিত্রামলকং বচা ।
 খদিরপিষ্টবর্জিতং অঞ্জনম্ভেদ্ররোগনুৎ ॥ ১৩ ॥ নীর-
 পূর্ণমুখো ধৌতি কিঞ্চজলেন যোক্ষিণী । প্রভাতে
 নেত্ররোগৈশ্চ নিত্যং সর্কৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৪ ॥ শুক্রে-
 রণ্ডস্ত মূলে পত্রংপি প্রসাধিতং । ছাগদুগ্ধসেক-
 যুক্তাচ্চক্ষুর্ষোক্ষাতরোগনুৎ ॥ ১৫ ॥ চন্দনং সৈন্ধবং
 বৃদ্ধপলাশশ্চ হরীতকী । পটলং কুসুমং নীলী চক্রিকাং
 হরতেঃ ॥ ১৬ ॥ গোপ্যতাম্রস্বর্ণানাম্ হস্তদৃষ্টশলাকয়া । দৃষ্ট-
 মুদ্বর্তনং রুদ্র কামলাব্যাদিনাশনং ॥ ১৭ ॥ ঘোষাফলমথা-

নিশ্চয় চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় । ১-২ । আশীটি তিলপুষ্প এবং আশীটি
 জাতীপুষ্প, গুগ্গলু, নিষ, আমলকী, শুজী, পিপ্ললী, নইটেলাক
 এই সকল দ্রব্য তগুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া বটিকা
 করিবে । এই বটিকা ছায়াতে শুক করিয়া মধুর সহিত চক্ষুতে
 অঞ্জন করিলে তিমিরাদিরোগ বিনাশ পায় । ৩-৪ । ভেলার আঠির
 শাগ, নাতিশঙ্খ, মনঃশিলা, নিষপত্র ও মরিচ এই সকল দ্রব্য
 ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে পুষ্প, রাজ্যাক্তা, পটল
 ও তিমির এই সমুদায় রোগ বিনষ্ট হয় । ৫ । শঙ্খতন্ত্র চারিভাগ,
 মনঃশিলা দুইভাগ এবং সৈন্ধব একভাগ এই সকল দ্রব্য জলে
 পেষণ করিয়া বটিকা করিবে । এই বটিকা ছায়াতে শুক করিয়া
 চক্ষুতে অঞ্জন করিলে চক্ষুরোগ বিনাশ পায় । এই বটিকা
 তিমির, পটল ও পিপ্ললীর মহৌষধ । ৬-৭ । ত্রিকটু, ত্রিকলা,
 করঞ্জাকল, সৈন্ধব, হরিত্রা, হরিত্রমিষ্টা এই সকল দ্রব্য ভৃঙ্গ-
 রাজের রসের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে তিমি-
 রাদি চক্ষুরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে । ৮ । রাগকের মূল কাঁজিতে
 পেষণ করিয়া চক্ষুতে প্রবেশ দিলে চক্ষুঃশূল বিনষ্ট হয় । ৯ ।
 লডমূলী ও বহরীমূল পান করিলে চক্ষুঃশূল বিনাশ পায় । সৈন্ধব,

কটুতৈল, অপামার্গের মূল, এই সকল দ্রব্য তাম্রপাত্রে হুৎ ও
 কাঁজির সহিত পেষণ করিবে । ইহা দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন করিলে
 চক্ষুর পিচুটি বিনষ্ট হয় । “ওঁ দক্ষ সর” ইত্যাদি মন্ত্রে চক্ষুতে
 অঞ্জনাদি করিতে হইবে । ১০-১১ । বিষ ও নীলবৃক্ষের মূল পেষণ
 করিয়া অঞ্জন করিলে চক্ষুর তিমিরাদিরোগ বিনাশ পায় । ১২ ।
 পিপ্ললী, তগর, হরিত্রা, আমলকী, বচ ও খদির এই সকল দ্রব্য
 পেষণ করিয়া বর্জিত করিবে । এই বর্জিত দ্রব্য চক্ষুতে অঞ্জন
 করিলে মেত্ররোগ বিনষ্ট হয় । ১৩ । প্রভাতকালে মুখে জলপূর্ণ
 করিয়া যে ব্যক্তি জলের ঝাপটায় চক্ষু ধৌত করে, সেই ব্যক্তি
 সর্বপ্রকার নেত্ররোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে । ১৪ । শুক্রে
 এরণ্ডের মূল ও পত্রের সহিত ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া চক্ষুতে দিলে
 বাতজন্ম চক্ষুরোগ বিনাশ পায় । ১৫ । চন্দন, সৈন্ধব, বৃদ্ধপলাশ
 বৃক্ষের মূল, হরীতকী এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া অঞ্জন
 করিলে পটল, কুলি, নীলী, চক্রিকা প্রভৃতি চক্ষুরোগ হরণ করে ।
 শুজামূল ছাগমূত্রে বর্ষণ করিয়া অঞ্জন করিলেও তিমিরাদি চক্ষু-
 রোগ বিনাশ পায় । ১৬ । গোপ্য, তাম্র অথবা স্বর্ণের শলাকা
 হস্তে বর্ষণ করিয়া চক্ষুতে উদ্বর্তন করিলে কামলারোগ বিনাশ

জাতং পীতং কামলনাশনং। দুর্বাদাডিমপুষ্পস্ত অলক্তক-
হরীতকী। নাশার্শবাতরক্তনুং নস্তাষ্টৈ স্বরসেন হি।
১৮। সুপিষ্টং জিঙ্গীমূলং তদ্রসেন ব্রবধক। নম্যা-
দানাদ্বিনশ্চেত নাশার্শো নীললোহিতঃ। ১৯। গব্যং
স্বতং সজ্জরগং রুদ্র ধন্তাকটৈসঙ্কবং। ধুতুরকং গৈরি-
কঞ্চ ঐতঃ সাধিতসিদ্ধকং। সতৈলং ব্রণনুং স্ত্রাচ
ক্ষুটীতোচ্চটিতাদধরে। ২০। জাতীপত্রঞ্চ চর্কিভা বিধৃতং
মুখরোগনুং। ভক্ষণাং কেশরবীজস্ত দস্তাঃ স্যু-
শ্লিষ্যতাঃ স্থিরাঃ। ২১। মুস্তকং কুষ্ঠমেলা চ যষ্টিকং
মধুবালাকং। ধন্তাকমেতদদনা মুখদুর্গন্ধনুদ্রকং। ২২।
কষায়ং কটুকং বাপি তিক্তশাকস্ত ভক্ষণাং। তৈল-
যুক্তস্ত নিত্যং স্ত্রা মুখদুর্গন্ধতাক্ষয়ঃ। দস্তব্রণানি সর্সানি
ক্ষয়ং গচ্ছন্ত্যনেন তু। ২৩। কাঞ্জিকস্ত সতৈলস্ত
গণ্ডুষকবলান্স্থিতিঃ। তাম্বুলচূর্ণদধ্বস্ত মুখস্ত ব্যাধি-
নুচ্ছিব। ২৪। পরিত্যক্তিঃ স্লেষ্মাশ্চ শুষ্ঠীচর্কণতো যথা।
মাতুলুঙ্গদলাশ্চোলাযষ্টীমধু চ পিপ্পলী। ২৫। জাতী-

পত্রমধৈবাঞ্চ চূর্ণং লীড়ং তথা কৃতং। শেফালিকা-
জটায়াম্ চ চর্কণং গলগুষ্ঠিনুং। ২৬। নাশাশিরারক্ত-
কর্ষারশ্চোচ্ছকর জিহ্বিকা। রসঃ শিরীষবীজানাম্
ইরিজায়াম্ চতুর্গুণঃ। ২৭। তেন পকেন ভূতেশ নস্তং
মস্তকরোগনুং। গলরোগা বিনশ্যন্তি নস্তমাত্রৈণ তৎ-
ক্ষণাং। ২৮। দস্তকীটবিনাশঃ স্ত্রাং গুজামূলস্ত চর্ক-
ণাং। কাকজজাম্বুহীনীলীকষায়ো মধুবোজিতঃ।
দস্তাকান্তং দস্তজাং চ কুমীয়াশয়তে শিব। ২৯।
স্বতং কর্কটপাদেন দুগ্ধমিশ্রণে সাধিতং। তেন চাভা-
দিতা দস্তাঃ কুৰ্য্যঃ কর্কটকটী ন হি। ৩০। লিঙ্গু। কর্কট-
পাদেন কেবলেনাথবা শিব। ত্রিসপ্তাহং বারিপিষ্টা
জ্যোতিষ্মত্যাঃ ফলানি হি। ৩১। শুক্লাভয়ামজ্জ-
লেপাদস্তস্তাকলঙ্কনুং। লোহকুসুমমজ্জিষ্ঠালোহকালেয়-
কানি চ। ৩২। ববতুলমৈতৈশ্চ যষ্টিমধুসমম্বিতৈঃ।
বারিপিষ্টৈর্কল্লেখ্যৈঃ স্ত্রীণাম্ শোভনবজ্রকুং। ৩৩।

পায়। ১৭। ঘোষাকল আভ্রাণ করিলে অথবা ভক্ষণ করিলে
কামলারোগ নষ্ট হয়। দুর্বা, দাড়িমপুষ্প, আলতা, হরীতকী,
ইহাদিগের স্বরসের নস্তগ্রহণ করিলে নাশার্শ ও নাসিকা হইতে
রক্তপাত নিবারণ হইয়া থাকে। ১৮। জিঙ্গীমূল, উত্তমরূপ পেষণ
করিয়া সেই রসদ্বারা নস্তগ্রহণ করিলে নীললোহিত নাশার্শ-
ভূতি বিনাশ পায়। ১৯। গব্যস্বত, ধূপ, ধনিয়া, সৈন্ধব, ধুতুরবীজ,
গৈরিক ও মম ইহাদিগের সহিত তৈল পাক করিয়া ব্রণেতে দিলে
ব্রণশোধন হয়। ২০। জাতীপত্র চর্কণ করিয়া মুখে ধারণ করিলে
মুখরোগ বিনাশ পায়। কেশরবীজ ভক্ষণ করিলে চলদন্ত স্থির
হয়। ২১। মুখা, কুড়, এলাচ, যষ্টিমধু, মধু, বালা ও ধনিয়া
এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। ২২।
তিক্তশাক ও কটুকী ইহাদিগের কাথ তৈলযুক্ত করিয়া পান
করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। প্রতিদিন এই ঔষধ সেবন
করিলে দস্তব্রণ ক্ষয় পায়। ২৩। বাহার মুখ তাম্বুলান্ত চূর্ণে দধি
হইয়াছে, সেই ব্যক্তি কাঁজি ও তৈলের গণ্ডুষ অথবা কবল
করিলে সেই মুখগত ব্যাধির শান্তি হয়। ২৪। বেমন শুষ্ঠী
চর্কণ করিলে স্লেষ্মা পরিত্যক্ত হয়, পৌড়ালেবুর পাতা, যষ্টিমধু,

পিপ্পলী ও জাতীপত্র ইহাদিগের চূর্ণ লেহন করিলেও সেইরূপ
স্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে। শেফালিকার মূল চর্কণ করিলে
গলগুষ্ঠীরোগ বিনাশ পায়। ২৫-২৬। হে শঙ্কর! নাশা ও
শিরা হইতে রক্তকর্ষণ করিলে জিহ্বিকারোগ নাশ পায়।
শিরীষবীজের রস একভাগ, ইরিজার রস চারিভাগ একত্র করিয়া
পাক করিবে। ইহা দ্বারা নস্তগ্রহণ করিলে শিরোরোগ বিনাশ
পায়। উক্ত ঔষধের নস্তগ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ গলরোগ
বিনষ্ট হয়। ২৭-২৮। গুজামূল চর্কণ করিলে দস্তকীট বিনাশ
পায়। কাকজজাম্বু, সিজ ও নীল ইহাদিগের কষায় মধুসহযোগে
পান করিলে দস্তাকান্ত ও দস্তজাত ক্রিমি বিনাশ পায়। ২৯।
স্বতের ভূতুর্থাংশ কর্কটবৃক্ষ এবং দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া দস্তে
মর্দন করিলে দস্তকটুকটী বিনাশ পায়। ৩০। জ্যোতিষ্মতীকল
ও কর্কটপাদ একত্র জলে পেষণ করিয়া দস্তে লেপন করিলে
সপ্তাহব্যয়ে দস্তরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে। ৩১। শুক্লহরীতকীর
মজ্জা লেপন করিলে দস্তের অন্ধ ও কলঙ্ক বিনষ্ট হয়। লোহ,
কুসুম, মজ্জিষ্ঠা, কুসুচন্দন, দোহ, বব, তুলসী, যষ্টিমধু, এই
সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া মুখে লেপন করিলে স্ত্রীলোকের মুখ-
শোভা বৃদ্ধি পায়। ৩২-৩৩। ছাগদুগ্ধ হইয়াছে, তৈল একগ্রহণ এবং

ষিভাগং ছাগদুগ্ধেন তৈলপ্রস্তুতং সাধিতং । রক্তচন্দন-
মঞ্জিষ্ঠালাক্ষাগাং কর্ষকেন বা । যষ্টিমধুকুম্ভাভ্যাং
সস্তাহমুখকান্তিকুং ॥ ৩৪ ॥ শুষ্ঠীপিপ্লনীচূর্ণং শুভ্রচী
কণ্টকারিকা । এতিশ্চ কথিতং বারি পীতং চাশ্বি
করোতি বৈ ॥ ৩৫ ॥ বাতশূলকর্যৈব করোতি প্রম-
থেশ্বর । করঞ্জকর্কটোশ্লীষং বৃহতী কটু রোহিণী ॥ ৩৬ ॥
গোক্ষুরং কথিতং ত্রৈভীর্জারি পীতং শ্রমাপহং । দাহং
পিত্তজ্বরং শোষং মুছ্রাণৈব ক্ষয়রয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ মথাজ্য-
পিপ্লনীচূর্ণং কথিতং ক্ষীরলংযুতং । পীতং হৃদ্রোগ-
কাসস্ত বিষমজ্বরনুত্তবেৎ ॥ ৩৮ ॥ কাণ্ডোষধীনাং সর্কাসাং
কর্ষাঙ্কং গ্রাহমেব চ । বয়োমুরূপতো জ্যৈয়ো বিশেষো
ব্রহ্মধ্বজ ॥ ৩৯ ॥ দুগ্ধং পীতং সংযুক্তং গোপুরীষ-
রসেন চ । বিষমজ্বরনুং স্ত্রাচ কাকজজ্বারসন্তথা ॥
৪০ ॥ সশুষ্ঠীকথিতং ক্ষীরং বিষমজ্বরনুত্তবেৎ । যষ্টি-
মধুকুম্ভঞ্চ সৈন্ধবং বৃহতীকলং ॥ ৪১ ॥ এতৈর্নস্ত্র-
প্রদানান্ন নিদ্রা স্ত্রাং পুরুষস্ত চ । মরীচমধুযুক্তানাং

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা ইহাদিগের প্রত্যেকে এককর্ষ (ছই-
তোলা) এবং যষ্টিমধু ও কুম্ভ এই সকল একত্র পাক করিয়া মুখে
লেপন করিলে সস্তাহমধ্যে মুখকান্তি বৃদ্ধিপায় ॥ ৩৪ ॥ শুষ্ঠী, পিপ্লনী-
চূর্ণ, শুভ্রচী ও কণ্টকারী এই সকল ত্রব্যের কাথ পান করিলে
উদরাগ্নির বৃদ্ধি হয় ॥ ৩৫ ॥ হে প্রমথনাথ ! উক্ত কাথ বাতশূল ক্র
করিয়া থাকে । করঞ্জা, কর্কট, বেণার মূল, বৃহতী, কটুকী,
গোক্ষুর এই সকল ত্রব্যের কাথ পান করিলে পরিশ্রমজ
ক্লেশের নিবারণ হয় । উক্ত কাথ দাহজ্বর, পিত্তজ্বর, শোথ,
মুছ্রা প্রভৃতি ক্র করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ৩৭ ॥ মধু, ঘৃত, পিপ্লনী-
চূর্ণ ও দুগ্ধ এই সকল ত্রব্য একত্র পাক করিয়া সেই কাথ পান
করিণে হৃদ্রোগ, কাস ও বিষমজ্বর বিনাশ পায় ॥ ৩৮ ॥ সর্ক-
প্রকার ক্কাথ ও ঔষধের পরিমাণ অর্ধকর্ষ জামিবে । যোগী
ধনুস্ অজুমান, করিয়া ঔষধের মাজাণনির্ণয় করিবে ॥ ৩৯ ॥ হৃদ্র
অথবা কাকজজ্বার রস গোময়রসের সহিত পান করিলে বিষম-
জ্বর পলায়ন করে ॥ ৪০ ॥ শুষ্ঠী ও কটু একত্র পাক করিয়া
সেই কাথ পান করিলে বিষমজ্বর বিলুপ্ত পায় । যষ্টিমধু, মুখা,
সৈন্ধব, বৃহতীকল, এই সকল ত্রব্যের নষ্টগ্রহণ করিলে পুরুষের

নস্যায়িত্বা ভবেচ্ছিব ॥ ৪২ ॥ মূলন্ত কাকজজ্বারী নিদ্রা-
কুং স্যাজ্জিরস্থিরং । সিদ্ধং তৈলং কাঞ্জিকেম তথা
সজ্জরসেন চ ॥ ৪৩ ॥ শীতোদকসমায়ুক্তং লেপাৎ
সন্তাপনাশনং । শোণিতজ্বরদাহেত্যো জাতলস্তাপ-
নুত্তথা ॥ ৪৪ ॥ শৈলিশৈবালাগ্নিমহুঃ শুষ্ঠীপাষণতৈর্দ-
কং । শোভাজ্ঞনং গোক্ষুরম্বা বরুণছুরমেব চ ॥ ৪৫ ॥
শোভাজ্ঞনস্য মূলঞ্চ এতৈঃ কথিতবারি চ । দহ্ম হিঙ্-
যবক্ষারং পিত্তবাতবিনাশনং ॥ ৪৬ ॥ পিপ্পলীপিপ্পলী-
মূলং তথা ভজাতকং শিব । বার্যোতৈঃ কথিতং পীতং
শূলপাম্মারনুং ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥ অশ্বগন্ধামূলকাত্যাৎ
সিদ্ধা বম্বীকমুত্তিকা । এতয়া মর্দনাক্রুদ্র উরুস্তম্ভঃ প্রশা-
ম্যতি ॥ ৪৮ ॥ বৃহতীকস্য বৈ মূলং সংপিষ্টমুদকেন চ ।
পীতং সজাতবাতস্য বিপাটনকুদেব চ ॥ ৪৯ ॥ পীতং
তক্রৈণ মূলঞ্চ আর্দ্রস্য তগরস্য চ । হরেৎ কিঞ্জিনী-
বাতং বৈ ব্রহ্মমিষ্টাশনির্যথা ॥ ৫০ ॥ অস্থিসংহার-
মেকেন ভক্তেন সহ খাদিতং । পীতং মাংসরসেনাপি

নিদ্রা হইয়া থাকে । মরীচ ও মধু একত্র করিয়া নষ্টগ্রহণ
করিলেও অধিক নিদ্রাবেশ হয় ॥ ৪১-৪২ ॥ কাকজজ্বার মূল
মস্তকে স্থাপন করিলে সমধিক নিদ্রাকর্ষণ হয় । কাঞ্জি ও
ধূপের সহিত তৈল পাক করিয়া শীতল জল মিশ্রিত করিয়া
অঙ্গে লেপ দিলে শারীরিক সন্তাপ বিনাশ পায় । রক্তজ্বরাদি
রোগে যে দাহ হয়, সেই দাহও এই ঔষধসেবনে নিবারিত হইয়া
থাকে ॥ ৪৩-৪৪ ॥ শিলাজতু, অগ্নিমহু, শুষ্ঠী, প্যাষণভৌলী,
সজিনা, গোক্ষুর, বরুণছাল, সজিনামূল এই সকল ত্রব্যের কাথ
করিয়া তাহাতে হিঙ্গ ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে
বাত ও পিত্ত বিনাশ পায় ॥ ৪৫-৪৬ ॥ পিপ্লনী, পিপ্লনীমূল ও
ভেলা এই সকলের কাথ পান করিলে শূল ও অপস্মাররোগ
বিনষ্ট হয় ॥ ৪৭ ॥ অশ্বগন্ধা ও মূলক ইহাদিগের সহিত বম্বীক-
মুত্তিকা সিদ্ধ করিয়া প্রলেপ দিলে উরুস্তম্ভ নিবারিত হয় ॥ ৪৮ ॥
বৃহতীমূল জলে পেষণ করিয়া পান করিলে সংযাতবাত বিনাশ
পায় ॥ ৪৯ ॥ আদা ও তগরের মূল তক্রের সহিত পান করিলে
কিঞ্জিনীবাত বিনষ্ট হয় । যেমন বজ্র ব্রহ্মনিপাত করে, সেই-
রূপ এই ঔষধ বাতরোগ বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥
পূর্বোক্ত একটি ঔষধ 'অন্নরস' সহিত তক্ষণ করিলে অস্থি

বাতজ্বলাদ্বিভবনুঃ ৫১। যুতলিষ্টং শঙ্কুকঞ্চ ছাগ-
কীরেণ সংযুতং। তন্মেনপাৎ পাদয়োর্মশ্যাং সন্তাপো
নাজ সংশয়ঃ ৫২। মধ্যাজ্যসৈন্ধবৈঃ সিক্ধগুড়-
গৈরিকগুগুণৈঃ। সসর্জরসকুটিভঃ ক্রোমগুজ্জিচ্চ
লেপনাৎ ৫৩। কটুতৈলেন লিষ্টো বৈ বিধূমাগ্নৌ
প্রতাপিতঃ। যুক্তিকাখাদিতঃ পাদঃ শয়ঃ স্যাদ্ব্যম্ভ-
ষজ ৫৪। সর্জরসাঃ সিক্ধকঞ্চ জীরকঞ্চ হরী-
তকী ৫৫। তৎসাদিতযুতভ্যাকো হুগ্নিদগ্ধব্যাপনুঃ ৫৬।
৫৫। তিলতৈলং চাণ্ডিদগ্ধযবভস্মসমম্বিতং। অগ্নি-
দগ্ধব্রণং নশ্রেদহুতঃ কৃতলেপতঃ ৫৬। নবনীতং
মাহিষঞ্চ দগ্ধপিষ্টভিগানি চ। সভজাকং ব্রণং নশ্রে-
দগ্ধুলং নস্তলেপতঃ ৫৭। কপূরগব্যসর্পিভ্যাং
প্রহারঃ পুরিতো হয়। শস্ত্রোস্তবো বন্ধনশ্চ শুক্লবস্ত্রেণ
শঙ্কর। পাকশ্চ বেদনা চৈব ন স্পৃশেদ্ব্যবতধ্বজ ৫৮।
আম্রমূলরসেনৈব শস্ত্রঘাতঃ প্রপুরিতঃ। চোকতে

শস্ত্রঘাতঃ স্যাৎ নিব্রণো যুতপুরিতঃ ৫৯। শরপুষ্ণা-
লজ্জালুকাপাঠা চৈষাং মূলকং। জলপিষ্টং তস্য
লেপাৎ শস্ত্রঘাতঃ প্রশম্যতি ৬০। মূলক কাক-
জজারাদিরাশ্রেণৈব শোষিতঃ। পাকপুতিবেদমাঞ্চ
হস্তি বৈ যোহিতে ব্রণে ৬১। সজলং তিলতৈলঞ্চ
অপামার্গস্য মূলকং। তৎসেকৃদানামশ্রেষ্ঠ প্রহারো-
স্তববেদনা ৬২। অভয়সৈন্ধবং শুষ্ঠীরেতৎ পিষ্টো-
দকেন তু। ভক্ষয়িত্বা হজীর্ণস্য মাশো ভবতি শঙ্কর ৬৩।
কটিকঞ্চ নিষমূলমক্ষিশূলহরং ভবেৎ। শনমূলং
সতামূলং দগ্ধমিষ্টয়কল্পহং ৬৪। অরশ্মিরহরিজা
চ শ্বেতসর্ষপমূলকং। বীজানি মাতুলূঙ্গস্য এষামুদ্বর্তনং
সর্মৎ। সপ্তরাজপ্রয়োগেন শুভদেহকরং ভবেৎ ৬৫।
শ্বেতাপরাজিতাপত্রং নিষপত্ররসেন তু। নস্যদানাং
ডাকিনীনাং পিছুণাং ব্রহ্মরক্ষসাং। মোক্ষঃ স্যাম্মধু-
সারেণ নস্যাক্ত ব্রহ্মভক্ষ ৬৬। মূলং শ্বেতজয়ন্ত্যাশ্চ
পুষ্যর্কে তু সমাহতং। শ্বেতাপরাজিত্যর্কস্য চিত্র-

সংহার তয় এবং মাংসরসেব সহিত পান করিলে বাতরোগ
বিনাশ ও অস্তিত্ব প্রতীকার হয়। ৫১। যুতলিষ্ট শঙ্কু
চাগড়াঙ্কর সহিত মিশ্রিত করিয়া পাদে লেপন করিলে
পাদদাহ বিনাশ পায়। ৫২। মধু, ঘৃত, সৈন্ধব, মম,
গুড়, ক্ষেঁরিমাটি, গুগুণ্ডলু, ধূপ, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ
করিয়া লেপন করিলে ক্রোমগুজ্জি চটয়া থাকে। ৫৩। অধিকক্ষণ
কর্দমে গমন করিলে যে পদাঙ্গুলিসম্মিতে কি পাদতলে ক্ষত হয়,
কটুতৈল লেপন করিয়া নিধূম অগ্নিতে পাদপ্রতপ্ত করিলে সেট
ক্ষতশান্তি হয়। ৫৪। ধূপ, মম, জীরা, হরীতকী এই সকল দ্রব্যের
সহিত যুতলিষ্ট করিয়া অভ্যঙ্গ করিলে অগ্নিদগ্ধব্যথা নিবারণ
হয়। ৫৫। অগ্নিদগ্ধ যবভস্ম ও তিলতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া বার-
বার লেপন করিলে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত বিনষ্ট হয়। ৫৬। দগ্ধপিষ্টতিল ও
ভেলা পেষণ করিয়া তাহার সহিত মাহিষ নবনীত মিশ্রিত করিবে।
এই ঔষধির নস্ত ও লেপ দিলে ব্রণ ও দগ্ধুল বিনাশ করে। ৫৭।
কোন স্থানে অধিক প্রহার অথবা শস্ত্রজন্ত আঘাত লাগিলে সেই
স্থান গব্যঘৃত ও কপূরদ্বারা পুরিত করিয়া শুক্লবস্ত্রদ্বারা বন্ধন
করিয়া রাখিবে। ইহাতে সেই প্রহারস্থান পাকিতে পারে না
অথবা বেদনা হয় না। ৫৮। শস্ত্রঘাতস্থান যুত ও আম্রমূলের

রসদ্বারা পূবিত করিলে উহা আচ্ছাদিত হয় এবং ক্ষত হইতে
পারে না। ৫৯। শরপুষ্ণা, লজ্জালুতা ও আকাদি ইহাদিগের
মূল জলে পেষণ করিয়া লেপন করিলে শস্ত্রঘাতজন্য ক্ষত শান্তি
হয়। ৬০। ব্রণস্থানে ত্রিরাজ কাকজজার মূল পুরিত করিয়া
রাখিলে পাক, দুর্গন্ধ ও বেদনা নিবারিত হইয়া শীঘ্র ব্রণশোষণ
হয়। ৬১। জল, তিলতৈল ও অপামার্গের মূল এই সকল দ্রব্য-
দ্বারা সেক দিলে প্রহারজন্য বেদনা শান্তি হইয়া থাকে। ৬২।
হরীতকী, সৈন্ধব ও শুষ্ঠী এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া
ভক্ষণ করিলে অজীর্ণদোষ শান্তি হইয়া থাকে। ৬৩। নিষমূল
কটিতে বন্ধন করিলে চক্ষুশূল বিনাশ পায়। শনমূল ও তামূল
দগ্ধ করিয়া সেবন করিলে ইন্দ্রিয়বিকার বিনাশ পায়। ৬৪।
অম্লের সহিত হরিজা সিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত শ্বেতসর্ষপমূল ও
ও লেবুবিজ পেষণ করিবে, এই ঔষধিদ্বারা অঙ্গ সাতদিবস উদ্ব-
র্তন করিলে বেহের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি পায়। ৬৫। শ্বেত অপরাজিতার
পত্র নিষপত্ররসের সহিত পেষণ করিয়া মধুসহযোগে তাহার নস্ত
গ্রহণ করিলে ডাকিনী, পিছুণ, ব্রহ্মরক্ষস ইহাদিগের উপদ্রব
শান্তি হয়। ৬৬। শ্বেতজয়ন্তী, শ্বেত অপরাজিতা, আকাদ এবং

কস্য চ মূলকং । কৃতা তু বটিকাং নারী তিলকেন
বশীভবেৎ ॥ ৬৭ ॥ পিপ্লীলোহচূর্ণং গুণ্ঠিচামল-
কানি চ । সমানি রুদ্র জানীয়াৎ সৈন্ধবং মধুশর্করা ॥
৬৮ ॥ উদ্বরপ্রমাণেন সজ্জাহতক্ষণাৎ সমং । পুগাংশ্চ
বলবান্ স স্যাৎ জীবের্ষণতদ্বয়ং । ওঁ ঠ ঠ ঠ ইতি
সর্কবশ্যপ্রয়োগেণ প্রযুক্তঃ সর্ককামকুং ॥ ৬৯ ॥ সংগৃহ
রক্ষাং কাকস্য নিলয়ং প্রদেহেচ্ছ তৎ । চিতাগ্নৌ ভস্ম
তচ্ছত্রোদিতং শিরসি শঙ্কর ॥ ৭০ ॥ তমুচ্চাটয়তে রুদ্র
শৃণু তৎ যোগমুত্তমং । নিক্ষিপেৎ পুরীষেষু বনমূষিক-
চর্মণি ॥ ৭১ ॥ কটিভূতনিবদ্ধে কুর্য্যান্নলনিরোধনং ।
কৃষ্ণকাকস্য রক্তেন যন্ত নাম প্রলিখ্যতে ॥ ৭২ ॥ চ্যুত-
দলে মধ্যমধ্যে ততো নিক্ষিপ্যতে হর । স খাড়াতে
কাকবন্দৈর্নারী পুরুষ এব চ ॥ ৭৩ ॥ শর্করামধুজাকীরং
তিলগোকুরকং সমং । স শত্রুং নাশয়েচ্ছ উচ্চাটিত-
মিদং হর ॥ ৭৪ ॥ উলুককৃষ্ণকাকস্য বিষম্যাথ সমি-

হৃতং । রুধিরেণ সমাযুক্তং যয়োর্নান্না তু হয়তে ।
ভয়োর্মধ্যে মহাবৈরং ভবেন্নাশ্রয় সংশয়ঃ ॥ ৭৫ ॥
ভাবিতং ঋক্ষকুণ্ডেন রোহিতস্য মংস্য চ । মাংসং
ভৎসাধিতং তৈলং তদভ্যঙ্গাচ্চ রোগমুৎ । চন্দনো-
দকনস্যাভু রোমোধানং ভবেৎ পুনঃ ॥ ৭৬ ॥ হস্তে
লাঙ্গলিকাকন্দং গৃহীতং তেন লেপিতং । শরীরং যেন
স পুমান্ রক্তেদর্পঃ ব্যপোহতি ॥ ৭৭ ॥ ময়ূররুধিরে-
ণৈব জীবৎ সংহরতে শিব । অলতান্ত ভূজঙ্গানং বিল-
স্থানামপীশ্বর ॥ ৭৮ ॥ দেহশ্চিতাগ্নৌ দক্ষশ্চ সর্পস্যাঙ্গ-
গরস্য হি । তদুভয়ং সংমুখে ক্ষিপ্তং শত্রুগাং ভদ্রকৃদ্-
ভবেৎ ॥ ৭৯ ॥ মন্ত্রণানেন তৎ ক্ষিপ্তং মহাভঙ্গকরং
রিপোঃ । ওঁ ঠ ঠ ঠ চাহীহি চাহীহি স্বাহা । ওঁ
উদরং পাহিহি পাহিহি স্বাহা ॥ ৮০ ॥ সুদর্শনায় মূলন্ত
পুষ্যকে' তু সমাহৃতং । নিক্ষিপ্তং গৃহমধ্যে তু ভূজঙ্গা
বর্জয়ন্তি তৎ ॥ ৮১ ॥ অর্কমূলেন রবিণা অর্কাগ্নিভূজিতা

চিতা ইহাদিগের মূল পুণ্যানক্রে উত্তোলন করিবে । পরে
এই সকল মূল একত্র পেষণ করিয়া বটিকা করিতে হইবে । এই
বটিকা ধ্বংস করিয়া তিলক করিলে পুরুষ নারীকে বশীভূত
করিতে পারে । ৬৭ । পিপ্লী, লোহচূর্ণ, গুণ্ঠী, আমলকী, সৈন্ধব
ও মধু এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উদ্বরপ্রমাণ বটিকা
করিবে । এই বটিকা তক্ষণ করিলে পুরুষ সমধিকবলশালী
হইয়া বিশতবর্ষ জীবিত থাকে । ওঁ ঠ ঠ ইত্যাদি মন্ত্র সর্কপ্রকার
বশীকরণকার্যে প্রয়োগ করিবে, ইহাতে সর্ককামনা সিদ্ধ হয় ।
৬৮-৬৯ । বৃক্ষহইতে কাকের বাসা আনিয়া তাহা চিতামিতে দগ্ধ
করিবে, পরে সেই ভস্ম শত্রুর মস্তকে স্থাপন করিবে । এইরূপ
করিলে শত্রুর উচ্চাটন হইয়া থাকে । হে রুদ্র ! এই শ্রবণোত্তম
শ্রবণ কর । শত্রুর বিষ্ঠা বনমূষিকের চর্মে নিক্ষেপ করিয়া শূজ-
ঘারা বহনপূর্বক কটিতে ধারণ করিলে সেই শত্রুর মলরোধ
হয় । আশ্রপথে কৃষ্ণকাকের রক্তধারা নারী কিবা পুরুষের
নাম লিখিয়া নিক্ষেপ করিলে তাহাকে কাকগণ তক্ষণ করিয়া
থাকে । ৭০-৭৩ । শর্করা, মধু, হাগুহু, তিল ও গোক্ষুর এই
সকল দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া প্রচুরাণ করিলে শত্রুগণ উচ্চাটিত
হইয়া বিনাশ পায় । ৭৪ । একপাত বিষসমিধ কৃষ্ণকাকের রক্ত-

মিশ্রিত করিয়া হোম করিবে । বাহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়া
আহুতি দেওয়া যায়, সেই ছই ব্যক্তির মধ্যে মহাবিষেব জন্মে ।
৭৫ । পিপ্লী, লোহচূর্ণ, গুণ্ঠী, আমলকী, সৈন্ধব ও মধু এই
মাংসের সহিত তৈলপাক করিবে । এই তৈল অঙ্গে মদন
করিলে সর্করোগবিনাশ পায় । কোন স্থানের রোম পতিত
হইলে চন্দনোদকের নস্তগ্রহণ করিবে । ইহাতে পতিতরোম
পুনর্বার উদ্গত হয় । ৭৬ । লাঙ্গলিয়ামূল হস্তেধারণ করিয়া
সেই মূলধারা অঙ্গলেপন করিলে সেই ব্যক্তি বৃদ্ধিরোগের
উদ্যম বিনাশ করিতে পারে । ৭৭ । ময়ূররুধিরধারা জীবসংহার
হইয়া থাকে । বিলস্থিত প্রকুপিত সর্প অথবা অজগরসর্পের
দেহ চিতামিতে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম সমুখে নিক্ষেপ করিলে
শত্রুভঙ্গ হয় । ৭৮-৭৯ । গুর্কের যে সকল প্রক্রিয়া কথিত হইল,
ওঁ ঠ ঠ ইত্যাদি মূলের দ্বিধিত মন্ত্রধ্বরে সেই সকল কার্য করিতে
হয় । ৮০ । সুদর্শনায় পুণ্যানক্রে সমাহরণ করিয়া গৃহমধ্যে
নিক্ষেপ করিলে ভূজঙ্গগণ সেই গৃহপরিভ্রমণ করিয়া পলায়ন
করে । ৮১ । রবিবার আকন্দমূল উত্তোলন করিয়া তাহার সহিত
সার্বপতৈল পাক করিবে, আকন্দতুলানির্মিত বর্টি সেই তৈলে
সিক্ত করিয়া কৃষ্ণাধিকুণ্ডের অধিতে প্রজ্জালিত করিবে । এই

শিব। যুক্তা সজ্জাভেলেন বাস্তবগাহনাশনা ॥৮২॥
মার্জারপললং বিষ্ঠা হরিতালঞ্চ ভাবিতং । ছাগমূত্রেণ
ভল্লিষ্ঠো মূষিকো মূষিকান্ হরেৎ ॥৮৩॥ মূকো হি
মন্দিরে রুজ্জ নাভ্য কার্য্য বিচারণা । ত্রিকলাচ্ছূন-
পুশ্পাণি ভল্লাতকশিরীককং ॥৮৪॥ লাক্ষা সর্জরস-
শ্চৈব বিড়ঙ্গশ্চৈব গুগ্গলুঃ । এতৈর্ধূপো মক্ষিকানাং
মলকানাং বিনাশনঃ ॥৮৫॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সপ্তসপ্তত্যাধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

অষ্টসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরূবাচ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মদত্তীবচাকূষ্ঠং প্রিয়কুশাগ-
কেশরং । দম্বাভাঙ্গুলসংযুক্তং জীণাং মজ্জেন ভবশং ।
ওঁ নারায়ণী স্বাহা ॥ ২ ॥ ভাঙ্গুলং বস্ত্র দীপ্যতে স বশী
স্ত্রাং সমস্ততঃ । ওঁ হরি হরি স্বাহা ॥ ৩ ॥ গোদন্তং
হরিতালঞ্চ সংযুক্তং কাকজিহ্বয়া । চূর্ণং কৃত্বা বস্ত্র

প্রদীপ পথিগত সর্পভয়বিনাশ করে । ৮২ । মার্জারের মাংস ও
বিষ্ঠা হরিতালে ভাবনা দিয়া তাহা ছাগমূত্রদ্বারা পেষণ করত
একটি ইন্ধুরের গায়ে লেপন করিয়া গৃহমধ্যে ছাড়িয়া দিবে,
তাহাইহইলে সেই ইন্ধুর অস্ত্রান্ত ইন্ধুরদিগকে নিশ্চয় বিনাশ করিয়া
থাকে । ত্রিকলা, অর্জুনপুশ্প, ভেলা, শিরীষবৃক্ষ, লাক্ষা, ধূপ,
বিড়ঙ্গ, গুগ্গলু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ দিলে
মক্ষিকা ও মলক বিনাশ পাইয়া থাকে । ৮৩-৮৫ ।

অষ্টসপ্তত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

হরি কহিতেছেন । ব্রহ্মদত্তী, বৃচ, কুড়, প্রিয়কু, নাগ-
কেশর এই সকল দ্রব্য ভাঙ্গুলের সহিত জীকে অর্পণ করিলে
সেই জী বশীভূত হয় । “ওঁ নারায়ণী স্বাহা” এই মন্ত্রে উক্ত কার্য্য
কুরিতে হইবে । ১-২ । “ওঁ হরি হরি স্বাহা” এই মন্ত্রে যাহাকে
ভাঙ্গুল প্রদান করা যায়, সে বশীভূত হয় । ৩ । গোদন্ত, হরিতাল,
কাকজিহ্বা, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া বাহার সতকে নিক্ষেপ

। পরে দায়তে স বশী ভবেৎ । খেতসবপানশ্রমাল্যং
বদগৃহে ভবিনাশকং ॥ ৪ ॥ বৈভীতকং শাকোটকঞ্চ
মূলং পত্রঞ্চ সংযুতং । স্থাপ্যতে বদগৃহদ্বারে তত্র বৈ
কলহো ভবেৎ ॥ ৫ ॥ খড়্গরীটস্ত মাংসস্ত মধুনা সহ
পেষয়েৎ । ঋতুকালে যোনিলেপাৎ পুরুষো দাসতা-
মিয়াৎ ॥ ৬ ॥ অগুরুং গুগ্গলুশ্চৈব নীলোৎপলসম-
মিতং । গুড়েন ধূপয়িত্বা তু রাজদ্বারে প্রিয়ো ভবেৎ ।
৭ ॥ খেতাপরাজিতামূলং পিষ্টং রোচনয়া যুতং । যৎ
পশ্চেত্তিলকেনৈব বশী কুর্য্যাম্ স্থাপ্যতঃ ॥ ৮ ॥ কাক-
জজ্বা বচা কূষ্ঠং নিম্বপত্রং স্কন্ধমং । আশ্রয়তসমা-
যুক্তং বশী ভবতি মানবঃ ॥ ৯ ॥ আরণ্যস্থ বিড়ালস্ত
গৃহীত্বা রুধিরং শুভং । করজ্ঞৈতলে তস্তাব্যং রুজ্জাগ্নৌ
কঙ্কলং ততঃ । পাতয়েৎ পত্নপত্রেণ অদৃশ্যঃ স্ত্রাস্তদ-
জ্ঞানং ॥ ১০ ॥ ওঁ নমঃ খড়্গবজ্রপাণয়ে মহাবক্ষসেনা-
পতয়ে স্বাহা । ওঁ রুজ্জং হ্রাং হ্রীং বরশক্তা ত্রিভা-
বিষ্ঠা । ওঁ মাতরো শুভায় স্বাহা । মহামুগন্ধিকামূলং

করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে । খেতসর্বপ ও
বিষপত্র একত্র করিয়া বাহার গৃহে নিক্ষেপ করা যায়, তাহার
বিনাশ হইয়া থাকে । ৪ । বিভীতবৃক্ষ ও সেওড়ারুকের মূল ও
পত্র যে গৃহদ্বারে স্থাপন করা যায়, সেই গৃহে সর্পদ্বা কলহ হইয়া
থাকে । ৫ । খড়্গপক্ষীর মাংস মধুর সহিত পেষণ করিয়া ঋতু-
কালে যোনিলেপন করিলে পুরুষ দাসবৎ হইয়া থাকে । ৬ ।
অগুরু, গুগ্গলু, নীলোৎপল ও গুড় এই সকল দ্রব্য একত্র
করিয়া ধূপগ্রহণ করিলে সেই ব্যক্তি রাজদ্বারে প্রিয় হইতে
পারে । ৭ । খেত অপরাজিতার মূল গোমোচনার সহিত পেষণ
করিয়া কপালে তিলক দিয়া রাজবাটীতে বাহাকে দর্শন করিবে,
সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে । ৮ । কাকজজ্বা, বচ, কুড়, নিম্বপত্র,
কুসুম ও আশ্রয়ত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তিলক করিলে
বশীকরণ হইয়া থাকে । ৯ । আরণ্য বিড়ালের কহিরুগ্রহণ করিয়া
তাহা করজ্ঞৈতলে ভাবনা দিবে । পরে ঐ তৈল পত্নপত্রে লেপন
করিয়া অগ্নিশিখার কঙ্কলপাত করিবে । এই কঙ্কলদ্বারা অজ্ঞান
করিলে সেই ব্যক্তি সর্পজনসমকে অদৃশ্য হইতে পারে । ১০ । “ওঁ
নমঃ খড়্গবজ্রপাণয়ে” ইত্যাদি মন্ত্রে মহামুগন্ধিকামূল অতিমন্ত্রিত

শুক্রে শুভে কটৌ স্থিতং ॥১১॥ ওঁ নমঃ সৰ্বসত্ত্বো
দমঃ সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা । সপ্তাতিমস্তিতং কুড়া
করবীরস্ত পুষ্ককং । জীণামগ্রে জাময়েচ্চ কণাধৈ
সা বশা ভবেৎ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মদণ্ডীচাপত্রং মধুনা সহ
পেষয়েৎ । অঙ্গলেপাচ্চ বনিভা নাস্তং তর্জারিমিচ্ছতি ॥
১৩ ॥ ব্রহ্মদণ্ডীশিখা বক্রে, কিশো শুক্রস্ত স্তম্ভনং ।
মূলং জয়ন্ত্যা বক্রস্থং ব্যবহারে জয়প্রদং ॥ ১৪ ॥ ভূদ-
রাজস্ত মূলস্ত পিষ্টং শুক্রেণ সংযুতং । অক্ষিনী চাঙ্ক-
য়িত্বা তু বশী কুর্য্যায়রং কিল ॥ ১৫ ॥ অপরাজিতা-
শিখাস্ত নীলোৎপলসমমিতাং । তাস্মিন্নেন প্রদা-
নাচ্চ বশীকরণমুত্তমং ॥ ১৬ ॥ অমূঠে চ পদে গুল্ফে
জানৌ চ জঘনে তথা । নাভৌ বক্ষসি কুক্ষৌ চ
কক্ষে কঠে কপোলকে ॥ ১৭ ॥ ওঠে নেত্রে ললাটে চ
মূর্দ্ধি চক্ষুঃকলাঃ স্থিতাঃ । জীণাং পক্ষে গিতে কৃক্ষে
উদ্ধাধঃ সংস্থিতা নৃণাং ॥ ১৮ ॥ বামাজে দক্ষিণাজে চ
ক্রমাক্রম্ প্রবাধিকৃৎ । চতুঃষটিকলাঃ প্রোক্তাঃ কাম-

শাস্ত্রে বশীকরাঃ । আলিঙ্গনাত্মা নারীণাং কুমারীণাং
বশীকরাঃ ॥ ১৯ ॥ রোচনাগন্ধপুষ্পানি নিষপুষ্পাং
প্রিয়ঙ্গবঃ । কুঙ্কমং চন্দনঞ্চৈব তিলকেন জগদ্বশেৎ ।
ওঁ হ্রীং গৌরিদেবি সৌভাগ্যং পুস্ত্রবস্ত্রাদি দেহি মে ।
ওঁ হ্রীং লক্ষ্মিদেবি সৌভাগ্যং সৰ্বং ত্রৈলোক্যমোহনং ॥
২০ ॥ সুগন্ধক হরিদ্রা চ কুঙ্কমানি চ লেপতঃ । বশ-
য়েজ্জ ধূপচ্চ পুষ্পধূপং সুগন্ধিকং ॥ ২১ ॥ ছুরালভা
বচা কুষ্ঠং কুঙ্কমঞ্চ শতাবরী । তিলতৈলেন সংযুক্তং
যোনিলেপাঘণো নরঃ ॥ ২২ ॥ নিষকাঠস্ত ধূমেন
ধূপয়িত্বা ভগং স্ত্রিয়ঃ । সুভগা স্ত্র্যাং সাত্তি রুদ্র পতি-
দাসো ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥ মাহিবং নবনীতঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ
মধুষটিকা । সৌভাগ্যং ভগলেপাং স্যাৎ পতিদাসো
ভবেত্তথা ॥ ২৪ ॥ মধুষটিকং গোক্ষীরং তথা চ
কণ্টকারিকা । এতানি সমজাগানি পিবেদ্বক্ষেন
বারিধা । চতুর্ভাগাবশেষেণ গর্ভসম্ভবমুত্তমং ॥ ২৫ ॥
মাতুলুঙ্গস্ত বীজানি ক্ষীরেণ সহ ভাবয়েৎ । তৎ পীড্য

করিয়া কটিতে ধারণ করিলে শুক্রস্তম্ভন হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥
“ওঁ নমঃ সৰ্বসত্ত্বোদমঃ সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা” ইত্যাদি মন্ত্রে করবীপুষ্প সপ্তবার
অতিমন্ত্রিত করিয়া জীর সমক্ষে পরিভ্রামিত করিলে
তৎকণাৎ সেই জী বশীভূত হয় ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মদণ্ডী, বচ ও নিষ-
পত্র এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত পেষণ করিয়া যে ব্যক্তি অঙ্গে
লেপন করে, তাহার জী অস্ত তর্জা অভিলাষ করে না ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মদণ্ডীবৃক্ষের মূল মুখে ধারণ করিলে শুক্রস্তম্ভন হয় এবং অরুণ্ডী-
মূল মুখে ধারণ করিলে ব্যবহারে জয়লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥
ভূদরাজের মূল স্বীয় শুক্রের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুর অজিত
করিলে সকল মনুষ্য বশীভূত করিতে পারে ॥ ১৫ ॥ অপরা-
জিতার মূল ও নীলোৎপল এই উভয় দ্রব্য তাস্মিন্নেন সহিত
প্রদান করিলে উত্তম বশীকরণ হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ অমূঠ, পদ,
গুল্ফ, জাহ্ন, কক্ষা, বক্ষঃ, কৃক্ষি, কক্ষ, কঠ, কপোল, ওঠ, নেত্র,
ললাট ও মস্তক এই সকল স্থানে চক্ষুঃকলা অবস্থিতি করে । শুক্র-
পক্ষে জীর উদ্ধতাগে এবং কৃক্ষপক্ষে অধোতাগে, শুক্রপক্ষে পুষ্ক-
বের অধোতাগে এবং কৃক্ষপক্ষে উদ্ধতাগে কলা থাকে ॥ ১৭-১৮ ॥
জীর বামাজে এবং কৃক্ষের দক্ষিণাজে কাম বাস করে, সুতরাং

সেই সেই অঙ্গে আলিঙ্গনাদি করিলে দ্রবীভূত হয় । কামশাস্ত্রে
বশীকারক চতুঃষটিকলা আছে । কুমারীগণের পক্ষে আলিঙ্গনাদি
বশীকারক ॥ ১৯ ॥ রোচনা, গন্ধপুষ্প, নিষপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, কুঙ্কম,
ও চন্দন এই সকল দ্রব্যের তিলক করিলে জগৎ বশীভূত হয় ।
“ওঁ হ্রীং গৌরি” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে এই কার্য্য করিবে ॥ ২০ ॥ সুগন্ধ,
হরিদ্রা, কুঙ্কম ও পুষ্পধূপ এই সকল দ্রব্য অঙ্গে লেপন করিলে
ত্রিভাগং বশীভূত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥ ছুরালভা, বচ, কুড়, কুঙ্কম, শত-
মূলী, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তিলতৈলেন সহিত মিশ্রিত
করিবে । এই তৈল স্বীয় অঙ্গে লেপন করিলে নারী পুরুষকে
বশীভূত করিতে পারে ॥ ২২ ॥ নিষকাঠের ধূমধারা স্বীয় অঙ্গ
ধূপিত করিলে নারী সুভগা হইতে পারে এবং তাহার পুতি
দাসবৎ হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ মাহিব, নবনীত, কুড়, ষটিমধু এই
সকল দ্রব্যধারা অঙ্গলেপন করিলে তাহার পতি দাসবৎ হইয়া
থাকে ॥ ২৪ ॥ ষটিমধু ও কণ্টকারী এই দুই দ্রব্য গব্যদুগ্ধে
পাক করিবে । দুগ্ধের চারিভাগ অবশিষ্ট থাকিতে উকজলে
সহিত পান করিবে । ইহাতে জীর গর্ভধারণ হয় ॥ ২৫ ॥ গোড়া-
লেবুর বীজ দুগ্ধে ভাবনা দিয়া পান করিবে, ইহাতে নারী

নভতে গৰ্ভং নাত্র কার্যা বিচারणा । ২৬ । মাতুলুঙ্গস্ত
বীজানি মূলান্তরঞ্চকস্ত চ । যুতেন সহ সংযোজ্য পার-
য়েৎ পুত্রকাজ্জিবী । ২৭ । অখগন্ধাস্থতং হৃৎকং কাথিতং
পুত্রকারকং । পলাশস্ত তু বীজানি কৌজ্জেন সহ
পেষয়েৎ । রজস্বলা তু পীড়া স্যাৎ পুঙ্গগৰ্ভবিব-
জ্জিতা । ২৮ ।

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অষ্টসপ্তত্ব্যধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

উনাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ । ১ । হরিতালং যবকারং পত্রাঙ্গং
রক্তচন্দনং । জাতিহিঙ্গুলকং লাক্ষা পত্রা দস্তান্ প্রলে-
পয়েৎ । ২ । হরীতকীকষায়েন মুষ্টা দস্তান্ প্রলে-
পয়েৎ । দস্তাঃ স্যুর্লোহিতাঃ পুংসঃ স্বেতা রুদ্র ন সং-
শয়ঃ । ৩ । মূলকং স্নিজ মন্দাগ্নৌ রসং তস্য প্রপু-
রয়েৎ । কর্ণয়োঃ পূরণাত্তেন কর্ণপ্রাবো বিনশ্চতি ।
৪ । অর্কপত্রং গৃহীত্বা তু মন্দাগ্নৌ তাপয়েচ্ছনৈঃ ।

নিঃসংশয় গৰ্ভগ্রহণ করে। ২৬। গোঁড়ালেবুর কীজ ও এরণ্ডের
মূল ঘূতের সহিত যুক্ত করিয়া পান করিবে। এই ঔষধ সেবন
করিলে নারী পুত্রপ্রসব করে। ২৭। অখগন্ধা ও বৃত হৃৎকের
সহিত পাক করিয়া সেই কাথ পান করিলে পুত্র জন্মে। পলা-
শের বীজ-মধুর সহিত পেষণ করিয়া রজস্বলা নারী পান করিলে
সেই নারী পুঙ্গগৰ্ভবিবজ্জিতা হয়। ২৮।

উনাশীত্যধিকশততম অধ্যায় ।

হরি কহিতেছেন। হরিতাল, যবকার, তেজপত্র, রক্তচন্দন,
জাতিফল, হিঙ্গুল, লাক্ষা এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া
দস্তলেপন করিবে। ১-২। হরীতকীর কষায়দ্বারা দস্তমর্জনের করিয়া
পুর্লোহিত ঔষধ লেপন করিলে রক্তবর্ণ দস্ত স্বেতবর্ণ হয়। ৩।
মূল মন্দ অগ্নিতে মূলক সিদ্ধ করিয়া তাহার রস গ্রহণ করিবে,
এই রসদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণপ্রাব নিবারিত হয়। ৪।

নিম্পীড়্য পুরয়েৎ কর্ণৌ কর্ণমূলং বিমশ্চতি । ৫ ।
প্রিয়ঙ্গুমধুকাষটিধাতুকাংপলপংক্তিতিঃ । মজ্জিষ্ঠা-
লোদ্রলাক্ষাতিঃ কপিথস্বরসেন চ । পট্টেতৈলং তথা
জীবাং নশ্যাৎ ক্লেদঃ প্রপূরণাৎ । ৬ । শুকমূলক-
শুষ্ঠীনাং কারো হিঙ্গু মহৌষধং । শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং
দারুশিগ্রু রসায়নং । ৭ । মৌবর্জলং যবকারং তথা
সর্জকসৈন্ধবং । তথা গ্রহি বিড়ং মুস্তং মধুযুক্তং চতু-
গুণং । ৮ । মাতুলুঙ্গরসস্তবৎ কদল্যাশ্চ রসো হি
তৈঃ । পক্টেতৈলং হরদাশ্চ শ্রাবাদীংশ্চ ন সংশয়ঃ ।
৯ । কর্ণয়োঃ কুমিনাশঃ স্যাৎ কটুতৈলস্য পূরণাৎ ।
হরিদ্রানিষপত্রাণি পিঙ্গলো মরীচানি চ । ১০ । বিড়ল-
ভঙ্গং মুস্তকং সপ্তমং বিখতেষজং । গোমুত্রেন চ পিষ্টৈব
কুড়া চ বটিকাং হয় । অজীর্ণহৃদভবেচ্চৈকং দ্বয়ং বিশু-
চিকাপহং । ১১ । পটোলং মধুনা হস্তি গোমুত্রেন
তথার্কুদং । এষা চ শকরীবর্তিঃ সর্কনেত্রাময়াপহা । ১২

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে উনাশীত্যধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

আকন্দের পাতা মন্দাগ্নিতে প্রতপ্ত করিয়া নিম্পীড়নপূর্বক রস
গ্রহণ করিবে, এই রসদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণমূল বিনাশ
পায়। ৫। প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, ধাতকী, উৎপল, মজ্জিষ্ঠা, লোদ্র,
লাক্ষা ও কদবেলের স্বরস, এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈলপাক
করিয়া সেই তৈল পূরণ করিলে জীদিগের শ্রাবদোষ নিবারিত
হইয়া যায়। ৬। শুকমূলক ও শুষ্ঠীর কার, হিঙ্গু, শুষ্ঠী, তালকা,
বচ, কুড়, দারুশিগ্রা, শজিনা, সৌবর্জল, যবকার, ধূপ, সৈন্ধব,
পিঙ্গলী, বিড়ল, মুখা এই সকল দ্রব্যের সহিত চতুগুণ মধু,
লেবুর রস ও কদলীর রস একত্র করিয়া তৈলপাক করিবে।
এই তৈল সেবন করিলে জীদিগের শ্রাবাদিদোষ বিনাশ পায়।
৭-৯। কর্ণে কটুতৈল পূরণ করিলে কর্ণের ক্রিমি বিনষ্ট হয়।
হরিদ্রা, নিষপত্র, পিঙ্গলী, মরীচ, বিড়ল, মুখা ও শুষ্ঠী এই সকল
দ্রব্য একত্র গোমুত্রের সহিত পেষণ করিয়া বটিকা করিবে।
এই শুষ্ঠীর একটি সেবন করিলে অজীর্ণরোগ বিনাশ পায় এবং
হুইটি ভক্ষণ করিলে বিস্মৃচিকা নষ্ট হয়। ১০-১১। উক্ত বটী মধুর
সহিত বর্ণণ করিয়া চক্ষুতে দিলে পটল (ছান) এবং গোমুত্রের

অশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

“ হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ বচা মাংসী চ বিষঞ্চ তগরং
পদ্মকেশরং । নাগপুংশং ত্রিরসুঞ্চ সমভাগানি চূর্ণয়েৎ ।
অনেন ধূপিতো মৰ্জ্যঃ কামবহিচরেন্নরহীৎ ॥ ২ ॥ কপূরং
দেবদারুঞ্চ মধুনা সহ বোজয়েৎ । লিকলেপাচ্চ তে-
নৈব বশীকুর্যাৎ ত্রিরং কিল ॥ ৩ ॥ মৈথুনং পুরুষো
গচ্ছেৎ গুহীরাং স্বকমিত্রিয়ং । বামহস্তেন বামঞ্চ হস্তং
যন্তা ত্রিরা লিহৎ । আলিঙা ত্রী বশং বাতি নাস্তং
পুরুষমিচ্ছতি ॥ ৪ ॥ ও রক্তচামুণ্ডে অমুকং মে বশ-
মানয় আনয় । ও ত্রীং হ্রৌঃ কট্ । ইমং জঙ্ঘা-
বৃত্তং মজ্জাং তিলকেন চ শকরং । গোরোচনাসংযুক্তেন
স্বরক্তেন বশী ভবেৎ ॥ ৫ ॥ সৈন্ধবং কৃকলবর্ণং সৌবীরং
মংস্যপিপ্তকং । মধুসর্পিঃসিতাযুক্তং ত্রীণাং তদুভয়-
লেপনং ॥ ৬ ॥ বঃ পুমান্ মৈথুনং গচ্ছেরাস্তাং নারীং
গমিষ্যতি । শম্বপুশী বচা মাংসী সোমরাজী চ ফল্লকং ॥
৭ ॥ মাহিষং নবনীতঞ্চ গুণীকরণমুত্তমং । সনলানি
চ পক্ষাণি কীরেণাজ্যেন পেষয়েৎ ॥ ৮ ॥ গুটিকাং

সহিত সেবন করিলে অৰ্জুনরোগ বিনাশ পায় । ইহার নাম
শকরীরক্তি, এই বর্ষি সর্পপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট করে । ১২ ।

অশীত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

হরি বলিতেছেন, বচ, কটামাংসী, বিষ, তগর, পদ্মকেশর,
নাগপুশ, ত্রিরসু, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে ।
এই চূর্ণের ধূপ গ্রহণ করিলে মধুবা যথেষ্ট পৃথিবীতে বিচরণ
করিতে পারে । ১-২ । কপূর ও দেবদারু এই দুই দ্রব্য মধুর
সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে সেই পুরুষ সকল
স্ত্রীকে বশীভূত করিতে পারে । ৩ । পুরুষ জ্ঞানহযোগকালে
ইত্রির গ্রহণ করিয়া বামহস্তে ত্রীর বামহস্ত গ্রহণপূর্বক লেহন
করিবে । এইরূপ করিলে সেই ত্রী স্ত্রী পুরুষ ইচ্ছা করে না ।
৪ । “ও রক্তচামুণ্ডে” ইত্যাদি মন্ত্র দশমহস্ত জপ করিয়া গোরো-
চনা ও বীর রক্তদ্বারা তিলক করিলে বশীকরণ সিদ্ধ হয় । ৫ ।
সৈন্ধব, কৃকলবর্ণ, সৌবীরাজন, মংস্যপিপ্ত, মধু, স্বত ও শকরা,
এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ত্রীর অঙ্গে লেপনপূর্বক ত্রীভোগ

শোধিতাং কুড়া নারীযোক্তাং প্রবেশয়েৎ । দশবারং
প্রস্থতাপি পুনঃ কুড়া ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥ সর্বপাশ্চ বচা
চৈব মদনস্য ফলানি চ । মৰ্জ্যারবিষ্ঠাধুতুরং ত্রীকেশেন
সমধিতঃ ॥ ১০ ॥ চাতুৰ্ধকহরো ধূপো ডাকিনীজর-
নাশকঃ । অৰ্জুনস্য চ পুশ্চাণি ভজাতকবিড়ম্ভকে ॥
১১ ॥ বালা চৈব সৰ্জ্জয়সং সৌবীরসর্বপাশ্চবা । সৰ্প-
যুকামক্ষিকানাম্ ধূমো মশকমাশনঃ ॥ ১২ ॥ তুতলা-
রাস্চ চূর্ণেন শুভঃ স্যাৎ যোনিপুরণাৎ । তেন লেপ-
নতো যোনৌ ভগন্তুশুভ জায়তে ॥ ১৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অশীত্যাধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

একশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ তাম্বূলঞ্চ স্বতং কৌজং লবণং
তাম্রভাজনে । তথা পরঃসমাযুক্তং চক্ষুঃশূলহরং
পরং ॥ ২ ॥ হরীতকী বচা কুষ্ঠং ব্যোমং হিঙ্গু মনঃশিলা ।
কাসে শ্বাসে চ হিকার্যাং লিহ্যাৎ কৌজং স্বতপ্লুতং ॥
৩ ॥ পিপ্পলীত্রিকলাচূর্ণং মধুনা লেহয়েন্নরঃ । নশ্রুতে
পীনসঃ কাসঃ শ্বাসশ্চ বলবত্তরঃ ॥ ৪ ॥ সমূলচিত্রকং

করিলে সেই পুরুষ স্ত্রী নারী কামনা করে না । ৬-২ । সর্বপ,
বচ, মদনফল, মৰ্জ্যার বিষ্ঠা, ধুতুরা ও ত্রীকেশ, এই সকল
দ্রব্যের ধূপ গ্রহণ করিলে চাতুৰ্ধকজর ও ডাকিনীজর বিনাশ
পায় । অৰ্জুনপুশ, ভেলা, বিড়ম, বালা, ধূপ, সৌবীরাজন ও
সর্বপ এই সকলের ধূপ দিলে সর্প, যুকা, মক্ষিকা ও মশকাদি
বিদূরিত হইয়া যায় । ১০-১৩ ।

একশীত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

হরি বলিতেছেন, তাম্বূল, স্বত, মধু ও লবণ এই সকল তাম্র-
পাत्रে ছুড়সহযোগে ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে দিলে চক্ষুঃশূলবিনাশ পায় ।
১-২ । হরীতকী, বচ, কুড়, ত্রিকটু, হিঙ্গু, মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য
স্বত ও মধুসহযোগে লেহন করিলে কাস, শ্বাস ও হিকারোগ
বিনষ্ট হয় । ৩ । পিপ্পলী ও ত্রিকলা চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত
লেহন করিলে বলবান্ শ্বাস, কাস ও পীনস বিনাশ পায় । ৪ ।

তত্ত্ব শিল্পীচূর্ণকং লিহেৎ । কাসং কাসকং হিকাকং মধু-
মিশ্রং ব্রুবধ্বজ । ৫১ । নীলোৎপলং শর্করা চ মধুকং শর্করকং
সমং । তত্চুন্দ্রিকসংমিশ্রং প্রশমেত্বত্বিকিয়া । ৫২ ।
শুষ্ঠী চ শর্করা চৈব ত্বা কৌজেন সংযুতা । কোকিল-
শরৎব্য স্যাৎপাণ্ডিকাত্ত্বিকিয়াতঃ । ৫৩ । হরিভালং
শর্করচূর্ণং কদলীদলভস্মনা । এতদ্রব্যেন চোষ্য
লোমশাতনমুত্তমং । ৫৪ । লবণং হরিভালকং ত্বিকিয়াশ্চ
কলানি চ । লাক্ষারসসমায়ুক্তং লোমশাতনমুত্তমং ।
৫৫ । সুধা চ হরিভালকং শর্করভস্ম মনঃশিলা । সৈন্ধবেম
সহৈকত্ব হাগমুজেন পেষয়েৎ । তৎক্ষণাৎ বর্তনাদেব
লোমশাতনমুত্তমং । ৫৬ । ঋতুমামলকং পত্রং ধাতক্যাঃ
কুসুমনি চ । পিষ্টা তৎ পয়সা সার্কং সজাহং ধারয়ে-
দুখে । স্নিগ্ধাঃ খেতাশ্চ দস্তাশ্চ ভবন্তি বিমল-
প্রভাঃ । ৫৭ ।

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে একাশীত্যাদিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

সর্বল চিত্তাত্ম্য এবং পিঙ্গলীচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে খাস,
কাস ও হিকারোগ বিনষ্ট হয় । ৫১ । নীলোৎপল, শর্করা, মধু ও
পত্র এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া তত্চুন্দ্রিকের সচিহ্ন
পান করিলে রক্তবিকার প্রশান্ত হয় । ৫২ । শুষ্ঠী ও শর্করা মধুর
সহিত মিশ্রিত করিয়া শুড়িকা করিবে । এই শুড়িকা তক্ষণ
করিলে কোকিলের ভায় কঠিন হয় । ৫৩ । হরিভাল, শর্করচূর্ণ
এবং কদলীদলভস্ম এই সকল একত্র করিয়া অল্প লেপন
করিলে লোমশকল পতিত হইয়া যায় । ৫৪ । হরিভাল, লবণ,
তুর্কীকল এই সকল দ্রব্য লাক্ষারসের সহিত মিশ্রিত করিয়া
লেপন করিলে লোমশাতক হয় । ৫৫ । বিব, হরিভাল, শর্করভস্ম,
মনঃশিলা ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য একত্র হাগমুজের সহিত
পেষণ করিবে । এই পেষণার্থী গাভ্রলেপন করিলে শরীরের
লোমশাতন হয় । ৫৬ । ঋ, আমলকীপত্র, বাইকুল এই সকল
পত্রদ্রব্য চুড়ের সহিত পেষণ করিয়া সজাহ বুখে ধারণ করিলে
মুত্সকল সিদ্ধ, শ্বেতবর্ণ ও বিমল হয় । ৫৭ ।

দ্বাশীত্যাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ । ১ । শরৎগ্রীষ্মবসন্তেহু প্রায়সো দাব
গহিতং । হেমন্তে শিশিরে চৈব বর্ষাস্থ দধি শঙ্কতে ।
২ । ভুক্তে তু শর্করা পীড়া নবনীতেন বুদ্ধিকৃৎ ।
শুভ্রত তু পুরাণস্ত পলমেকত্ব তক্ষয়েৎ । গ্রীষ্মহস্তক
গচ্ছেক পুমান্ বলমুতো হয় । ৩ । কৃষ্ঠং সচূর্ণিতং
কৃদ্ধা যতমাক্ষিকসংযুতং । তক্ষয়েৎ স্বপ্নবেলায়াং
বলীপলিতনাশনং । ৪ । অতলীমামগোধুমচূর্ণং কৃদ্ধা
তু পিঙ্গলীং । যতেন লেপয়েৎ গাত্রমেষতিঃ সার্কং
বিচক্ষণঃ । কন্দর্পসদৃশো মর্ন্তো নিত্যং ভবতি শ-
করঃ । ৫ । যবান্তিলাম্বগন্ধা চ মুবলী সরলা শুভ্রং ।
এভিচ্চ রচিতাং কৃদ্ধা তরুণো বলবান্ ভবেৎ । ৬ ।
হিঙ্গুং সৌবর্জলং শুষ্ঠীং পীড়া তু কথিতোদকৈঃ । পরি-
ণামাখ্যশূলকং অকীর্ণকৈব নশ্রতি । ৭ । ধাতকী-
সোমরাজীক্য কীরেণ সহ পেষয়েৎ । তুর্কীলশ্চ ভবেৎ
স্থূলো নাত্র কার্য্যা বিচারণা । ৮ । শর্করামধুসংযুক্তং

দ্বাশীত্যাদিকশততম অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন, শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্ত এই ঋতুজন্মে দধিতক্ষণ
গহিত এবং হেমন্ত, শিশির ও বর্ষা এই তিন ঋতুতে দধি প্রশস্ত ।
১-২ । নবনীতের সহিত শর্করা পান করিলে বুদ্ধিবৃদ্ধি হইয়া
থাকে । পুরাতন শুভ্র একপল তক্ষণ করিলে সেই ব্যক্তি এই-
রূপ বলবান্ হয় যে, সহস্র জীভোগেও কাতর হয় না । ৩ ।
কৃষ্ণ চূর্ণ করিয়া যুত ও মধুর সহিত মিত্রাকালে তক্ষণ করিলে
সেই ব্যক্তির বলীপলিতাদি বুদ্ধিবলক্ষণ বিনাশ পায় । ৪ । তিলী,
মাষ, গোমুখ ও পিঙ্গলী, এই সকল চূর্ণ করিয়া যতমহম্বসন্তে
প্রতিদিন অল্প লেপন করিলে সেই ব্যক্তি কন্দর্পসদৃশ কান্তি-
মান্ হয় । ৫ । যব, তিল, অম্বগন্ধা, ভাম্বলী, সরলকর্কট ও শুভ্র
এই সকল দ্রব্য তক্ষণ করিলে তরুণরূপে অধিক বলবান্ হয় ।
৬ । হিঙ্গু, সৌবর্জল, শুষ্ঠী এই সকল দ্রব্যের কাথবারিপান
করিলে পরিণামতঃ ও অকীর্ণরোগ বিনাশ পায় । ৭ । বাইকুল
ও সোমরাজী চুড়ের সহিত পেষণ করিয়া তক্ষণ করিলে তুর্কীল
বলিষ্ঠ ও সমরিক বলবান্ হইতে পারে । ৮ । শর্করা ও মধুর

নবনীতং বলী নিহেৎ । কীরাসী চ কীরী পুষ্টিং মেধা-
 ষ্ঠৈবাতুলাং লভেৎ ॥ ১০ ॥ কুলীরচূর্ণং সক্রীরং পীতঞ্চ
 কয়রোগহুৎ । তন্নাতকং বিড়ম্বঞ্চ বৎকারঞ্চ সৈন্ধবং ॥
 ১০ ॥ মনঃশিলাশছচূর্ণং তৈলপকং তথৈব চ । লোমানি
 শাতয়ত্যেব নাজ কার্য্য বিচারণা ॥ ১১ ॥ মালু-
 রস্ত রসং গৃহ জলোকাং তত্র পেয়রং । হস্তো সংলপে-
 য়েস্তেন অগ্নিস্তন্তনমুত্তমং ॥ ১২ ॥ শাল্মলীরসমাদার
 ষ্ঠরমুদ্রে নিধায় তং । অর্য্যাদৌ বিক্ৰিপেস্তেন অগ্নি-
 স্তন্তনমুত্তমং ॥ ১৩ ॥ বায়সী-উদরং গৃহ মণ্ডুকবসয়া
 সহ । শুটিকাং কারয়েস্তেন ততোগোঁ সঙ্কিপেৎ
 সুখীঃ । এবমেতং প্রয়োগেন অগ্নিস্তন্তনমুত্তমং ॥ ১৪ ॥
 মুণ্ডীতকবচামুত্তং মরীচং তগরস্তথা । চর্কিৎ চ ইমং
 সত্তো জিহ্বার ঞ্চলনং লিহেৎ ॥ ১৫ ॥ গোৰোচনাং
 ভৃঙ্গরাজং চূর্ণীকৃত্য দ্বতং সমং । দিব্যাস্তসঃ স্তন্তনং
 স্তাং মদ্রেণানেন বৈ তথা । ওঁ অগ্নিস্তন্তনং কুরু কুরু ॥
 ১৬ ॥ ওঁ নমো ভগবতে জলং স্তন্তর স্তন্তর সং সং সং

সহিত নবনীত লেহন করিয়া কীরপান করিলে কয়রোগী অতুল
 পুষ্টি ও মেধালাভ করিতে পারে ॥ ১০ ॥ কুলীরচূর্ণ হৃৎকের সহিত পান
 করিলে কয়রোগ বিনাশ পায় । ডেলা, বিড়ম্ব, বৎকার, সৈন্ধব,
 মনঃশিলা, শছচূর্ণ এই সকল দ্রব্য তৈলপক করিয়া অঙ্গে লেপন
 করিলে শরীরের লোমসকল পতিত হইয়া যায় ॥ ১০-১১ ॥ বিহ-
 নুলের রসের সহিত জলোকা (জৌক) পেয় করিয়া তদ্বারা হস্ত-
 লেপন করিবে । ইহাতে অগ্নিস্তন্তন হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেই
 হস্তদ্বারা অনারীসে অগ্নিগ্রহণ করা যায় ॥ ১২ ॥ শাল্মলীর রস ও
 গন্ধভের মূত্র একত্র করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নিস্তন্তন
 হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ ভ্রীকাকের উদর ও মণ্ডুকের বস্যা একত্র
 করিয়া শুটিকা করিবে, এই শুটিকা অগ্নিধ্যে নিক্ষেপ করিলে
 অগ্নিস্তন্তন হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ মুণ্ডীতক, (মুড়ুমুড়িয়া) বচ,
 সুখা, মরীচ, তগর এই সকল দ্রব্য চর্কণ করিলে অনারীসে
 জিহ্বা অগ্নিলেহন করিতে পারে ॥ ১৫ ॥ গোৰোচনা, ভৃঙ্গরাজ
 এই দুই দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সমপরিমাণে দ্বতের সহিত বিক্রিত
 করিবে । এই উপায়ে অগ্নিস্তন্তন হয়, “ওঁ অগ্নিস্তন্তনং কুরু কুরু” এই
 মন্ত্রে অগ্নিস্তন্তনবিধিকার্য্য করিতে হয় ॥ ১৬ ॥ “ওঁ নমো ভগবতে”

কেক কেক চর চর । জলস্তন্তনমন্ত্রোঃ জলং স্তন্ত-
 রতে শিব ॥ ১৭ ॥ গৃহাধিক্যং গৃহাধিক্যং তথা নির্মাণ্য-
 মেব চ । অরোরৌ নিধনেদ্বারে পঞ্চমুপযাতি সঃ ॥
 ১৮ ॥ পঞ্চরক্তানি পুষ্পানি পৃথক্জাত্যাঃ সমালভেৎ ॥
 কুহুমেন সমাহুতমাদ্ররক্তসমমিতং ॥ ১৯ ॥ পুষ্পেণ তু
 সমং পিষ্টৌ রোচনারাঃ পটলকতঃ । ত্রিরা পুংসা কৃতৌ
 রুজ ভিলকোরং বশীকরঃ ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মদণ্ডী তু পুষ্পেণ
 ভক্ষ্যে পানে বশীকরঃ । বষ্টিমধুপটলেকেন পঞ্চমুকো-
 দকং পিবেৎ ॥ ২১ ॥ বিষ্টেভিকাক্ষং জংশূলং হরত্যেব
 মহেশ্বর । ওঁ হুং জঃ । মন্ত্রোঃ হরতে রুজ সর্ব্ববৃষ্টি-
 কক্ষং বিযৎ ॥ ২২ ॥ পিঙ্গলী নবনীতঞ্চ শৃঙ্গবেরঞ্চ
 সৈন্ধবং । মরীচং দধি কুষ্ঠঞ্চ নস্যো পানে বিষং হরেৎ ॥
 ২৩ ॥ ত্রিফলার্জককুষ্ঠঞ্চ চন্দনং দ্বতসংযুতং । এতৎ-
 পলাচ্চ লেপাচ্চ বিষনাশো ভবেচ্ছিব ॥ ২৪ ॥ পারা-
 বতস্ত চাকীণি হরিতালং মনঃশিলা । এতৎযোগাৎ

ইত্যাদি মন্ত্রে জলস্তন্তন করিবে । ইহার নাম জলস্তন্তন মন্ত্র ।
 এই মন্ত্রে জলস্তন্তন করিলে অবশ্য জল স্তম্ভিত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥
 গৃহের অগ্নি, গরুর অগ্নি এবং নির্মাণ্য এই সকল দ্রব্য যে
 শক্তর দ্বারে নিধনন করা যায়, সেই শক্ত নিশ্চয় পঞ্চমুপাইয়া
 থাকে ॥ ১৮ ॥ পৃথক্ জাতীর পাঁচটি রক্তপুষ্প, কুহুম, আদ্ররক্ত,
 পুষ্প ও গোৰোচনা এই সকল দ্রব্য এতদ্ব্যক্রে এক একপল
 পরিমাণে লইয়া পেয় করিবে । পরে ইহাচার্য্য কি ভ্রী, কি পুরুষ
 কপালে তৈলক করিলে সকলেই তাহার বশীভূত হইয়া থাকে ॥
 ১৯-২০ ॥ পুষ্পানক্রে ব্রহ্মদণ্ডীমূল উজ্জোলন করিয়া খাওয়া অথবা
 পানীয় জলের সহিত সেবন করাইলে বশীকরণ হইয়া থাকে ।
 বষ্টিমধু একপল উকজলের সহিত পান করিবে, ইহাতে
 বিষ্টেভ ও জংশূল নিবারিত হয় । “ওঁ হুং জঃ” ইত্যাদি
 মন্ত্রে সর্ব্বজ্ঞকার বৃষ্টিকল্প বিধি বিনষ্ট হয় ॥ ২১-২২ ॥ পিঙ্গলী,
 নবনীত, শাল্মলী, সৈন্ধব, মরীচ, বধি ও কুষ্ঠ এই সকল
 দ্রব্যের সমগ্রগ্রহণ কিম্বা পান করিলে বিষদোষ হরণ
 করে ॥ ২৩ ॥ ত্রিফলা, আদ্রা, কুষ্ঠ, চন্দন ও দ্বত এই সকল
 দ্রব্য একপল (৮ তোলা) পরিমাণে লইয়া সেপন করিলে
 বিষদোষ হরণ করে ॥ ২৪ ॥ পারাবতের চক্ষুঃ, হরিতাল ও মনঃ-

বিষং হস্তি বৈমল্যের ইবোদগাব্ ২৫ । সৈন্ধবঃ
দ্রাব্যং চূর্ণং দধিময়াদানংযুক্তং । বৃষ্টিকক্ক বিষং
হস্তি লেপোহিঃ স্বভক্ষকঃ ২৬ । ব্রহ্মদণ্ডীতিলান্
কাথ্য চূর্ণং ত্রিকটুং পিবেৎ । নানারেক্ষণ্ড গুল্মানি
নিরুদ্ধং রক্তমেব চ ২৭ । পীড়া কীরং কোদ্র-
বুতং নাশয়েদম্বকঃ ক্ষতিং । অটরয়কমূলেণ তগং
নাভিক লেপয়েৎ । সূত্রং প্রসূরভে নারী নাত্র কার্য্য
বিচারণা ২৮ । শর্করাং মধুসংযুক্তাং পীড়া তণুল-
বারিণা । রক্তাতিসারশমনং ভবভীতি ব্রবক্ষকঃ ২৯ ।

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ত্রাশীত্যাধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

ত্রাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ১ । মরীচং শৃঙ্গবেরক কুটজতমেব
চ । পানাজ্জ গ্রহণী নশ্বেচ্ছশাকাকৃতিশেখর ২ ।
পিপ্লনী পিপ্লনীমূলং মরীচং তগরং বচা । দেবদারু-
রসং পাঠাং কীরেণ সহ পেবয়েৎ ৩ । অনেনৈব

শিলা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে যেমন গরুড়
সর্পগণ বিনাশ করে, সেইরূপ বিবদোব হরণ করিয়া থাকে ২৫।
সৈন্ধব, ত্রিকটু, এই সকল চূর্ণ করিয়া দধি, মধু ও ঘূতের সহিত
লেপন করিলে বৃষ্টিকবিষ বিনাশ পায় ২৬। ব্রহ্মদণ্ডী ও তিল
ইহাদিগের কাথ করিয়া তাহার সহিত ত্রিকটুচূর্ণ পান করিবে।
ইহাতে গুল্ম ও রক্তনিরোধ শাস্তি হয় ২৭। মধু ও চুড় একত্র
করিয়া পান করিলে রক্তস্রাব নিবারণ হয়। বাসকের মূল
পেবণ করিয়া নাভি ও ঘোনিতে লেপ দিলে নারীর সূত্রপ্রসব
হইয়া থাকে ২৮। তণুলোদকের সহিত শর্করা ও মধুপান
করিলে রক্তাতিসার শাস্তি হয় ২৯।

ত্রাশীত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন, হে চন্দ্রশেখর! মরীচ, আদা, কুটজের ছাল
এই সকল দ্রব্য সেবন করিলে গ্রহণীরোগ বিনাশ পাইয়া
থাকে ১-২। পিপ্লনী, পিপ্লনীমূল, মরীচ, তগর, বচা, দেবদারু,
রস, পাঠিঙ্গি এই সকল দ্রব্য হৃৎকেন্দ্রের সহিত পেবণ করিবে।

প্ররোগেন অতীকারো বিনশতি । মরীচজিলপুশাভ্যা-
মঙ্গরং কামলাপহং ৩ । হরীতকী সমগুড়া মধুনা
সহ বোজিতা । বিরচনকরী রক্ত ভবভীতি ন সংপহং ৪
৫ । ত্রিকলাচিত্রকং চিত্রং জবা কটুকরোহিণী । উরু-
জন্তরো হেব উত্তমং বিরচনং ৬ । হরীতকী শৃঙ্গ-
বেরং দেবদারু চ চন্দনং । কাশরোহাগহৃৎকেন অপা-
সার্গন্ত মূলকং । জরন্ত্যা বা চোরুস্তন্তং নগরাজে তু
নাশয়েৎ ৭ । অমন্তশৃঙ্গবেরক সূত্রচূর্ণানি কারয়েৎ ।
গুগ্গুলাং গুড়ভূষ্যক গুলিকমুপযুক্তা চ । বায়ুদ্বারুগত-
কৈব পিমান্যক নাশয়েৎ ৮ । শম্বপুশীত পুয্যেণ
সমুদ্রুতা সপত্রিকাং । সমুলাং ছাগহৃৎকেন অপস্মার-
হরণং পিবেৎ ৯ । অশ্বগন্ধাত্মা চৈব উদকেন সমং
পিবেৎ । রক্তপিভং বিনশ্বেত নাত্র কার্য্য বিচারণা ১০
১১ । হরীতকীমূর্চ্চচূর্ণং কৃতা আস্তক পুরয়েৎ । লীতাং
পীড়াপ পানীন্নং সর্কহৃদিনিবারণং ১১ । গুড়চী-
পদ্ব্যকারিষ্টধাতাকং রক্তচন্দনং । পিত্তশ্লেষ্মদ্বয়হৃদি-

এই ঔষধ সেবন করিলে অতীসাররোগ বিনাশ পায়। মরীচ
ও তিলপুশাবারা অঙ্গন করিলে কামলারোগ বিনষ্ট হয় ৩-৪।
হরীতকী ও গুড় সমভাগে লইয়া মধুসহযোগে ভক্ষণ করিলে
বিরচন হইয়া থাকে ৫। ত্রিকলা, চিতা, কটুকী এই সকল দ্রব্য
ভক্ষণ করিলে বিরচন হইয়া উরুজন্তরোগ বিনাশ পায় ৬।
হরীতকী, আদা, দেবদারু, রক্তচন্দন, অপাসার্গের মূল ও জরন্তী-
মূল এই সকল দ্রব্য ছাগহৃৎকের সহিত পাক করিয়া সেই কাথপান
করিবে। এইরূপে সপ্তাহ এই কাথ পান করিলে উরুজন্ত বিনাশ
পায় ৭। অমন্তমূল ও আদা উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া তাহার তুল্য-
পরিমাণে গুগ্গুলা ও গুড় মিশ্রিতকরতঃ গুলিকা করিবে। এই
গুলিকা সেবন করিলে বায়ুরোগ, বায়ুগতরোগ ও অগ্নিমান্দ্য
বিনাশ পায় ৮। পুয্যানক্রে শম্বপুশীত উত্তোপন করিয়া
তাহার মূল ও পত্রের সহিত ছাগহৃৎ পান করিলে অপ-
স্মার রোগ বিনাশ পায় ৯। অশ্বগন্ধা ও হরীতকী এই দুই দ্রব্য
জলের সহিত পান করিলে বিক্ষর রক্তপিভরোগ বিনষ্ট হয় ১০।
হরীতকী ও কুড়চূর্ণ করিয়া সর্কহৃদিপূরণ করিবে, পরে লীত-
বলপান করিলে সর্কহৃদির হৃদিরোগ নিবারিত হয় ১১।

দাহত্বকায়মসিকৃৎ । ওঁ হং নমঃ ইতি ॥ ১২ ॥ শ্রোত্রে
বজ্রা শম্বপুন্দ্রী অরং মজ্জেন বৈ হরেৎ ॥ ওঁ জন্তিনী
জন্তিনী মোহয় সর্কব্যাদীন্ মে বজ্জেন ঠঃ ঠঃ সর্ক-
ব্যাদীন্ বজ্জেন কট্ ইতি ॥ ১৩ ॥ পুষ্পমষ্টশতং জন্তু।
হস্তে দদ্যা নখং স্পৃশেৎ ॥ চাতুর্ভকো অরো রুদ্র অশ্বে
চৈব অরাস্থথা ॥ ১৪ ॥ জম্বুকলং হরিজ্ঞা চ সর্পশ্চৈব
চ কঙ্ককং । সর্কষরাণাং ধূপোহয়ং হরশ্চাতুর্ভকস্ত চ ॥
১৫ ॥ করবীরং ভৃঙ্গপত্রং লবণং কুষ্ঠকর্কটং । চতু-
র্ভুগেন মূত্রেণ পচেত্তৈলং হরেচ্চ তৎ ॥ পামাং বিচ-
র্জিকাং কুষ্ঠমভ্যঙ্গাচ্চ ত্রণানি বৈ ॥ ১৬ ॥ শ্রীমধু-
পানাচ্চ তথা মধুরভোজনাৎ ॥ শ্রীহা বিনশতে রুদ্র
তথা শূরগসেবনাৎ ॥ ১৭ ॥ পিঙ্গলীকং হরিজ্ঞাঞ্চ গো-
মূত্রেণ সমন্বিতাৎ ॥ প্রকিপেচ্চ শুদঘারে অর্শাংসি
বিনিবারয়েৎ ॥ ১৮ ॥ অজাহুজ্জমার্জকঞ্চ পীতং শ্রীহাদি-
নাশনং ॥ সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঙ্গানি সোমরাজী তু সর্বপাঃ ॥

শুড়চী, পয়কাঠ, কুড়, ধনিয়া, রক্তচন্দন, এই সকল জব্য পিত্ত
শেষজ্বর, হৃদি, দাঁহ ও তৃষ্ণানিবারক এবং অগ্নিবৃদ্ধিকারী । “ওঁ
হং নমঃ” এই মন্ত্রে পুরোক্ত কার্যসকল করিতে হইবে । ১২ ।
“ওঁ জন্তিনী জন্তিনী” ইত্যাদি মন্ত্রে শম্বপুন্দ্রী কর্ণে বন্ধন করিলে
জ্বর বিনষ্ট হইয়া যায় । ১৩ । পুরোক্তমন্ত্রে অষ্টোত্তরশতপুষ্প
অভিমন্ত্রিত করিয়া রোগীর হস্তে প্রদানপূর্বক তাহার নখস্পর্শ
করিবে । ইহাতে চাতুর্ভকপ্রভৃতি জ্বর পলায়ন করে । ১৪ ।
জাম, হরিজ্ঞা, সাপের খোলস এই সকল জব্যের ধূপ দিলে
চাতুর্ভকজ্বর বিনাশ পায় । ১৫ । করবী, ভৃঙ্গরাজপত্র, লবণ,
কুড়, কর্কট, এই সকল জব্য এবং তৈলের চতুর্ভুগ গোমূত্র
সমুদার একত্র করিয়া তৈলপাক করিবে । এই তৈল মর্দন
করিলে পামা, বিচর্জিকা ও কুষ্ঠত্রণ এই সকল রোগ বিনাশ
পায় । ১৬ । পিঙ্গলী ও মধুপান করিলে, মধুরজব্য ভোজন
করিলে অথবা ওল ভোজন করিলে শীত শ্রীহারোগ বিনাশ
পায় । ১৭ । পিঙ্গলী, হরিজ্ঞা গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া
মলমারে মিক্রপ করিলে অর্শরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।
১৮ । হাগহুজ্জ ও আঙ্গাপ্যন করিলে শ্রীহৃদ্রোগের শান্তি হয় ।
সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, সোমরাজী, সর্বপ, হরিজ্ঞা, দাঁহহরিজ্ঞা, বিব ও

১৯ । রজনী যে বিকটকৈব গোমূত্রৈশৈব পেষয়েৎ ।
কুষ্ঠনাশক তন্মোহপাৎ নিষপত্রাদিনা তথা ॥ ২০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ত্র্যশীত্যধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

চতুরশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ রজনীকদলীকারলেপঃ সিদ্ধ-
বিনাশনঃ । কুষ্ঠস্ত ভাগমেকস্ত পথ্যা ভাগদ্বয়মুদ্রা ।
উষ্ণোদকেন সংপীডা কটিশূলবিনাশনঃ ॥ ২ ॥ অভয়া-
নবনীতঞ্চ শর্করাপিঙ্গলীযুক্তং । পানাদর্শোহয়ং স্মাচ্চ
নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩ ॥ অটরুয়কপত্রেণ দ্ব্যতং
মুহুগ্নিনা পচেৎ ॥ চূর্ণং কুড়া তু লেপোয়ং অর্শরোগ-
হরঃ পরঃ ॥ ৪ ॥ গুগগুলুজিকলাযুক্তং পীডা নশেদ্-
ভগন্দরং । অজাজীশৃঙ্গবেরঞ্চ দদ্যা মণ্ডং বিপাচয়েৎ ॥ ৫ ॥
লবণেন তু সংযুক্তং মূত্রকৃচ্ছ্রবিনাশনং । যবক্ষারং
শর্করা চ মূত্রকৃচ্ছ্রবিনাশনং ॥ ৬ ॥ চিতায়াঃ খঞ্জরীটস্ত

নিষপত্র এই সকল জব্য গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া কুষ্ঠস্থানে
লেপন করিলে কুষ্ঠরোগ বিনাশ পায় । ১৯-২০ ।

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন, হরিজ্ঞা ও কদলীর দ্বার বেপন করিলে
সিদ্ধরোগ বিনাশ পায় । কুড় একভাগ, হরীতকী দুইভাগ
একত্র করিয়া উষ্ণোদকের সহিত পান করিলে কটিশূল বিনষ্ট
হয় । ১-২ । হরীতকী, নবনীত, শর্করা, পিঙ্গলী এই সকল
একত্র করিয়া ভক্ষণ করিলে নিশ্চয় অর্শরোগ বিনাশ পায় । ৩ ।
বাসকের পাতা দ্বয়ের সহিত মুহু অগ্নিতে পাক করিবে । পূরে
ঐ পাতা চূর্ণ করিয়া লেপন করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয় । ৪ ।
গুগগুলু ও জিকলা ভক্ষণ করিলে ভগন্দররোগ বিনাশ পায় ।
জীরা, আম্র ও দধি এই সকল একত্র করিয়া মণ্ডপাক করিবে ।
এই মণ্ড লবণের সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের শান্তি হয়
যবক্ষার ও শর্করা এই দুই জব্য পেষণ করিলে ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ
হয় । ৫-৬ । চিতা, খঞ্জরপত্রের বিড়া, অথকেন, সরিষা, বাস-

বিষ্ঠা কেনো হয়স্ত চ। শোভাঙ্কনং বাসনেত্রং নর
এতৈস্ত ধূপিতঃ। অদৃশ্যদ্বিদশৈঃ সর্পৈঃ কিং পুন-
র্মানবৈঃ শির ॥ ৭ ॥ তিলতৈলং যবান্দধ্বা মসীং কুড়া
হু লেপয়েৎ। তেনৈন সহ তৈলেন অগ্নিদধ্বাঃ সুখী
ভবেৎ ॥ ৮ ॥ লঙ্কালুঃ শরপুষ্ণা চ লেপঃ সাক্ষ্যোহগ্নি-
নাশনঃ। ওঁ নমো ভগবতে ঠ ঠ ছিদ্ধি ছিদ্ধি জলনং
প্রস্থলিতং নাশয় নাশয় হং ফট্ ॥ ৯ ॥ করে
বদ্ধং তুঁ নিগুণ্ডা মূলং স্বরহরং দ্রুতং। মূলঞ্চ শ্বেত-
গুঞ্জায়াঃ কুড়া তং সপ্তখণ্ডকং ॥ ১০ ॥ হস্তে বদ্ধা নাশ-
য়েচ্চ অর্শাশ্বেত ন সংশয়ঃ। বিষ্ণুকান্তাজমূত্রৈণ
চৌরব্যাজাদিরক্ষণং ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মদণ্ডাস্ত মূলানি সর্প-
কর্মানি কারয়েৎ। ত্রিফলায়াস্ত চূর্ণস্ত সাক্ষ্যং কুষ্ঠ-
বিনাশনং ॥ ১২ ॥ আজ্যং পুনর্নবাবিষ্টৈঃ পিপ্লনীভিষ্চ
সাধিতং। হরেক্লিকায়ং শ্বাসকাসং পীতং স্ত্রীণাঞ্চ গর্ভ-
কৃৎ ॥ ১৩ ॥ ভক্ষয়েচ্চৈবমাদীনি পয়সাজ্যেন পাচিতং।

পক্ষীর নেত্র এই সকল দ্রব্যের ধূপগ্রহণ করিলে সেই ব্যক্তি দেব-
গণের অদৃশ্য হইতে পারে, মনুষ্যের ত কথাই নাই। ৭। তিলতৈল
ও যব দধ্ব করিয়া সেই ভক্ষগ্রহণপূর্বক তিলতৈলের সহিত মসী
ঐক্য করিবে। এই মসী লেপন করিলে অগ্নিদধ্ব ব্যক্তি সুখ
হইতে পারে। ৮। লঙ্কালুলতা ও শরপুষ্ণা এই দুই দ্রব্য পেষণ
করিয়া তাহার সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ লেপন
করিলে অর্শবাহের আলা প্রশান্ত হয়। “ওঁ নমো ভগবতে”
ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্বোক্ত কার্য্যসকল করিতে হইবে। ৯। নিসি-
ন্ধার মূল হস্তে বন্ধন করিলে জরশান্তি হইয়া থাকে। শ্বেত-
গুঞ্জার মূল সপ্তখণ্ড করিয়া হস্তে বন্ধন করিলে নিশ্চয় অর্শরোগ
বিনাশ পায়। অপরাজিতার মূল ও ছাগমূত্র এই উভয় দ্রব্য
চৌরব্যাজাদির ভয় নিবারণ করে। ১০-১১। ব্রহ্মদণ্ডের মূল
সর্পকার্য্যসাধন করিয়া থাকে। ত্রিফলার চূর্ণ ঘৃতে সহিত
সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ বিনাশ পায়। ১২। পুনর্নবা, বিষ ও
ও পিপ্লনী এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন
করিলে হিকা, শ্বাস ও কাসরোগ বিনষ্ট হয়। উক্ত ঘৃত পান
করিলে নারীর গর্ভগ্রহণ হইয়া থাকে। ১৩। পূর্বোক্ত দ্রব্য-
সকল দুগ্ধ কিম্বা ঘৃতে সহিত পাক করিয়া ঘৃত ও শর্করাসহ

যতশর্করয়া যুক্তং শুক্লঃ সাদক্ষ্যস্তুতঃ ॥ ১৪ ॥ বিড়ঙ্গ
মধুকং পাঠাং মাংসী সর্জরসন্তথা। হরিদ্রাং ত্রিফলা-
কৈবমপামার্গং মনঃশিলাং ॥ ১৫ ॥ উডুঘরং ধাতকীঞ্চ
তিলতৈলেন পেষয়েৎ। যোনিং লিঙ্গঞ্চ ব্রহ্মেত স্ত্রী-
পুংসোঃ স্ত্র্যাং প্রিয়ং মিথঃ ॥ ১৬ ॥ নমস্তে সৈশ বরদায়
আকর্ষিণি বিকর্ষিণি মুঞ্চে স্ত্র্যাং ইতি। যোনিলিঙ্গস্ত
তৈলেন শর্কর ব্রহ্মণাততঃ ॥ ১৭ ॥ পুনর্নবায়ুতা দূর্কা
কনকক্ষেত্রবারুণী। বীজেনৈবায়ং জাতিকায়
রসেন্দুরসমর্দনং ॥ ১৮ ॥ মুষায়া মধ্যগং কুড়া রসং
মারিণীমিতং। মধ্যাজ্যসহিতং দুগ্ধং বলীপলিত-
নাশনং ॥ ১৯ ॥ মধ্যাজ্যং গুড়তাত্রাঞ্চ কারবেল্লরস-
ন্তথা। দহনাচ্চ ভবেদ্রোপ্যং সুবর্ণকরণং শৃণু ॥ ২০ ॥
পীতং ধুতুরপুষ্পঞ্চ সীসকঞ্চ ফলং মতং। লাকলিকায়ঃ
শাখা চ স্বর্ণঞ্চ দহনাস্তুবেৎ ॥ ২১ ॥ তৈলং ধুতুররক্ষস্ত
তেন দীপং প্রদীপয়েৎ। সমাধাবুপবিষ্টস্ত গগনস্থো ন
পশ্যতি ॥ ২২ ॥ রবস্ত মুগ্ধয়ৈশ্বেত যুক্তো ভেকো নিগ্-

যোগে পান করিলে কখনও তাহার শুক্লক্ষয় হয় না। ১৪।
বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, আকাদি, জটামাংসী, ধূপ, হরিদ্রা, ত্রিফলা,
অপানার্গ, মনঃশিলা, উডুঘর ও ধাইফুল এই সকল দ্রব্য তিল-
তৈলের সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে স্ত্রী ও পুরুষ
উভয়ের পরস্পর প্রণয় হয়। ১৫-১৬। “নমস্তে সৈশ বরদায়”
ইত্যাদি মন্ত্রে স্ত্রী ও পুরুষ তৈলবারা স্ব স্ব অঙ্গলেপন করিলে
উভয়ের পরমপ্রীতি হয়। ১৭। পুনর্নবা, গুড়, চী, দূর্কা, ধুতুর,
রাখালশা এই সকলের বীজ এবং জাতীপত্রের রস এই সমুদায়
দ্রব্যের সহিত পারদ মর্দন করিবে। পরে ঐ পারদ মুষামধ্য-
গত করিয়া অগ্নিতে দধ্ব করিবে। এইরূপ করিলে সেই পারদ
মারিত হয়। মধু ও ঘৃতে সহিত দুগ্ধ পান করিলে বলীপালিত
অর্থাৎ চন্দ্রশিখিলতাদি বিনাশ পায়। ১৮-১৯। মধু, ঘৃত, গুড়,
তাত্র ও করলার রস এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দীঘ্য করিলে
রোগ্য হইয়া থাকে। জাতপত্র সুবর্ণকরণ প্রবর্ণ কর। ২০।
পীতধুতুরের পুষ্প ও ফল, সীস, লাকলিকায়াক্ষের শাখা এই
সকল একত্র করিয়া অগ্নিতে দধ্ব করিলে সুবর্ণ উৎপন্ন হয়।
২১। ধুতুরফলের তৈলে প্রদীপ জালিয়া, সমাধিস্থ হইলে

হতে । শঙ্করাবয়বৈযুক্তো ধূপঃ জ্বায়া চ গৰ্জ্জতি ।
বিস্ময়ং কুরুতে চৈব ব্রহ্মবজ্রাৎ সংশয়ঃ ॥২৩॥ রাত্রৌ চ
সার্বপং তৈলং কীটং ঋত্বোক্তনামকং । তেভ্যাং দীপঃ
প্রজ্বলিতো বাগ্নিষালকৃৎপবৎ ॥২৪॥ চূর্ণং চুহুন্দরীদেহং
দধু । রুদ্র প্রলেপয়েৎ । তপস্তে তৎকর্ণাদধু । যদি সম্যক
প্রলেপয়েৎ । চন্দনেন ভবেন্মোকঃ পানাজেপাং সুখী
ভবেৎ ॥ ২৫ ॥ কুণ্ডরস্ত মদাত্তস্ত স্বয়ং নেত্রে শিবা-
ঞ্জয়েৎ । সংগ্রামং জয়তে সোপি মহাশূরশ্চ জায়তে ॥
১৬ ॥ দন্তং ডুডুভসপস্ত মুখে সংগৃহ্য বৈ কিপেৎ ।
তিষ্ঠতে জলমধ্যে তু নির্দিকল্পং স্থলে যথা ১৭ ॥
কুণ্ডীরনেত্রদংষ্ট্রাণি অশ্বীনি রুধিরস্তথা । বসাতৈল-
সমায়ুক্তমেকত্র তন্নিষোজয়েৎ । আত্মানং ভ্রুকয়েন্তেন
জলে তিষ্ঠেদ্বিনত্রয়ং ॥ ২৮ ॥ কুণ্ডীরকস্ত নেত্রাণি
জদয়ং কচ্ছপস্ত চ । মুবিকস্ত বসাত্মীনি শিশুমারবসা

তাহাকে কোন গগনচর প্রাণীও দেখিতে পায় না । ২২ । একটি
ভেককে মুখের বুকের অবয়বে যুক্ত করিয়া তাহাকে ধূপপ্রদান
করিবে । ইহাতে সেই ভেক ধূপ আত্মাণ করিয়া বুকের ভ্রায়
গৰ্জ্জন করিতে থাকে । ইহা অতি বিস্ময়কর ব্যাপার । ২৩ ।
সার্বপতৈল ও জোনাকিপোকা একত্র করিয়া রাত্রিতে প্রদীপ
প্রজ্বালিত করিলে সেই প্রদীপ বৃহৎ অগ্নিরাশির ভ্রায় দৃষ্ট হয় ।
২৪ । একটি ছুঁছো দধু করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে ঐ চূর্ণদ্বারা
শরীরের কোন স্থান লেপন করিলে সেই স্থান তৎকণাৎ দধু
হইয়া জলিতে থাকে । এই স্থানে চন্দন লেপন করিলে সেই
জ্বালার নিবৃত্তি হয় এবং চন্দনজলপান করিলে সেই ব্যক্তি
সুস্থ হইয়া থাকে । ২৫ । মদমত্ত হস্তীর নেত্রদ্বয় অঞ্জিত করিলে
সংগ্রামে জয়লাভ হয় এবং সেই ব্যক্তি মহাবলবান্ হইতে
পারে । ২৬ । টোড়াসাপের দন্ত মুখমধ্যে রাখিলে সেই ব্যক্তি
স্থলের ভ্রায় জলোপরি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারে । ২৭ ।
কুণ্ডীর নেত্র, দন্ত, অস্থি, রুধির, বসা ও তৈল এই সকল
একত্র করিয়া স্বীয় দেহে লেপন করিলে সেই ব্যক্তি তিনদিন
জলে অবস্থিতি করিতে পারে । ২৮ । কুণ্ডীর নেত্র, কচ্ছপের
জদর, মুবিকের বসা ও অস্থি এবং শিশুমারের বসা এই সকল
একত্র করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে সেই ব্যক্তি গৃহের ভ্রায়

তথা । এতাস্তোকত্র সংলোপাৎ জলে তিষ্ঠেদ্বথা গৃহে ॥
২৯ ॥ লৌহচূর্ণং তরুণীতং পাণ্ডুরোগহরং ভবেৎ ।
তণ্ডুলীকগোকুরমূলং পীতং পয়োষিতং ॥ ৩০ ॥ কাম-
লাদিহরং পীতং মুখরোগহরস্তথা । জাতীমূলং তরু-
ণীতং কোলমূলং জজীর্ণমুৎ ॥ ৩১ ॥ সতক্রকুশমূলদ্বা
বাকুচীমূলমেব বা । কাঞ্চিকেন চ বাকুচ্যা মূলম্বে দন্ত-
রোগমুৎ ॥ ৩২ ॥ তথেষ্টবাকুগীমূলং বারিণীতং
বিষাদিহুৎ । সুরভিকামূলপানাতাতনাশো ভবেদ্বিহ ॥
৩৩ ॥ শিরোরোগহরং লোপাৎ গুণ্ডাচূর্ণং সকাঞ্চিকং ।
বলা চাতিবলা যষ্টী শর্করা মধুসংযুতা ॥ ৩৪ ॥ বক্ষ্যগৰ্ভ-
করং পীতং নাত্র কার্য্য বিচারণা । যেতাপরাজিতা-
মূলং পিঙ্গলীশুষ্ঠীকায়ুতং ॥ ৩৫ ॥ পরিপিষ্টং শিরো-
লেপাৎ শিরঃশূলবিনাশনং । নিগুণ্ডিকাশিখাং পীত্বা
গণ্ডমালাবিনাশনং ॥ ৩৬ ॥ কেতকীপত্রজং ক্ষারং গুড়েন
সহ ভক্ষয়েৎ । তক্রেণ শরপুষ্ণাং বা পীত্বা গ্ৰীহাং বিনা-
শয়েৎ ॥ ৩৭ ॥ মাতুলুঙ্গস্ত নির্যাসং গুড়াজ্যেন সমম্বিতং ।

জলে অবস্থিতি করিতে পারে । ২৯ । লৌহচূর্ণ তক্রের সহিত
পান করিলে পাণ্ডুরোগ বিনাশ পায় । নইটেশাক ও গোক্ষুরের
মূল হুঙ্কের সহিত পান করিলে কামলা ও মুখরোগ বিনাশ
পায় । জাতীমূল ও বদরীমূল তক্রের সহিত পান করিলে
অজীর্ণরোগ দূর হয় । ৩০-৩১ । কুশমূল ও সোমরাজীবৃক্ষের মূল
ঘোলের সহিত পান করিলে অথবা সোমরাজীবৃক্ষের মূল কাঁজির
সহিত পান করিলে দন্তরোগ বিনষ্ট হয় । ৩২ । রাখালশশার মূল
জলের সহিত পান করিলে বিষদোষ অপহৃত হয় । চম্পকবৃক্ষের
মূল পান করিলে বাতরোগ বিনাশ পায় । ৩৩ । গুণ্ডাচূর্ণ কাঁজির
সহিত মিশ্রিত করিয়া মস্তকে লেপন করিলে শিরোরোগ বিনাশ
পায় । বেড়োলা, গোরক্ষ চাকুলিয়া, যষ্টীমধু এই সকল জব্য
শর্করা ও মধুসহযোগে সেবন করিলে বক্ষ্য নারীও গৰ্ভগ্রহণ
করিতে পারে । যেত অপরাজিতার মূল, পিঙ্গলী, শুষ্ঠী, এই
সকল জব্য পেষণ করিয়া শিরোলেপ করিলে শিরঃশূল বিনাশ
পায় । নিসিন্দাবৃক্ষের মূল পান করিলে গণ্ডমালায়োগ প্রশান্ত
হয় । ৩৪-৩৬ । কেতকীপত্রের ক্ষার গুড়ের সহিত অথবা শর-
পুষ্ণা তক্রসহ ভক্ষণ করিলে গ্ৰীহারোগ বিনাশ করিতে

বাতপিত্তজশূলানি হন্তি বৈ পানযোগতঃ । গুষ্ঠী
সৌবর্জলং হিঙ্গু পীত্বা হৃদয়রোগমুৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বৈজ্ঞান্যে চতুর্নশীত্য-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ ওঁ গণপতয়ে ইতি । অয়ং
গণপতৈর্মন্ত্রো ধনবিজ্ঞাপদায়কঃ ॥ ২ ॥ ইমমষ্টসহস্রঞ্চ
জপ্ত্বা বদ্ধা শিখাস্ততঃ । ব্যবহারে জয়ঃ স্ত্রাচ্চ শতং
জাপান্নৃণাং প্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥ তিলানাস্ত স্তুতাক্তানাং
কৃষ্ণানাং রুদ্র হোময়েৎ । অষ্টোত্তরসহস্রস্ত রাজা বশ্য-
স্তিভিদ্ধিনৈঃ ॥ ৪ ॥ অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশামুপোষ্যাভ্যর্চ্য
বিষ্ণুরাট্ । তিলাক্ষতানাং জুহুয়াদষ্টোত্তরসহস্রকং ।
অপরাজিতঃ স্ত্রাদ্যুক্ষে সার্কতঞ্চ সিষেবিরে ॥ ৫ ॥
জপ্ত্বা চাষ্টসহস্রস্ত ততশ্চাষ্টশতেন হি । শিখাং বদ্ধা
রাজকূলে ব্যবহারে জয়ো ভবেৎ ॥ ৬ ॥ হ্রীঃকারং

পারে ৩৭। লেবুবুকের রস শুড় ও ঘুতের সহিত পান করিলে
বাতপিত্তজ শূলরোগ বিনাশ পায়। গুষ্ঠী, সৌবর্জল ও
হিঙ্গু, এই সকল দ্রব্য পান করিলে হৃদয়রোগ বিনষ্ট হয়। ৩৮।

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

হরি বলিলেন, “ওঁ গণপতয়ে” এই গণপতিমন্ত্র ধন ও বিদ্যা
প্রদান করে। ১-২। উক্ত গণপতিমন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্র জপ করিয়া
শিখাবন্ধন করিলে ব্যবহারে জয়লাভ হয় এবং শতবার জপ
করিলে সর্কজনের প্রিয় হইতে পারে। ৩। কৃকতিল স্তুতাক্ত
করিয়া উক্তমন্ত্রে হোম করিবে; এইরূপে তিনদিন অষ্টোত্তরসহস্র
হোম করিলে রাজা বশীভূত হয়। ৪। অষ্টমী ও চতুর্দশীতে উপ-
বাস করিয়া বিষ্ণুরাজের পূজা করিবে, অনন্তর তিল ও তণ্ডুল
মিশ্রিত করিয়া অষ্টোত্তরসহস্র হোম করিতে হইবে। এই
কার্যদ্বারা সর্কজ বিজয়ী হইতে পারে এবং তাহাকে সকলে
সেবা করিয়া থাকে। ৫। পূরোক্ত গণপতিমন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্র
জপ করিয়া অষ্টোত্তরশত জপদ্বারা শিখাবন্ধন করিবে। এইরূপ
কাব্য করিলে রাজকূলে ও ব্যবহারে জয়লাভ হইয়া থাকে। ৬।

সবিসর্গঞ্চ প্রাতঃকালে নরস্ত যঃ । জীর্ণাং ললাটে
বিস্তৃত্ত বশতাং নয়তি ধ্রুবং ॥ ৭ ॥ জুসমাহিতচিত্তেন
স্বস্ত তু প্রমদালয়ে । সোৎকামাং কামিনীং কুৰ্ব্ব্যাৎ
নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৮ ॥ জুহুয়াদযুতং যন্ত গুচিঃ প্রয়ত-
মানসঃ । দৃষ্টিমাত্রে সদা তন্ত বশ্যমায়ান্তি যোষিতঃ ॥
৯ ॥ মনঃশিলাপত্রকঞ্চ সর্গোরোচনকুঙ্কমং । এভিঃ
কৃততিলকস্য বশ্যমায়ান্তি যোষিতঃ ॥ ১০ ॥ সহদেবা
ভুদরাজঃ শ্বেতাপরাজিতা বচা । তে নৈব তিলকং
কৃত্বা ত্রৈলোক্যবশতাং নয়ৎ ॥ ১১ ॥ গোৱোচনা
মীনামাভ্যাঞ্চ কৃতবর্তিকং । যঃ পুমান্ তিলকং
কুৰ্ব্ব্যাৎ বামহস্তকনিষ্ঠয়া । স করোতি বশং সর্কং
ত্রৈলোক্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥ গোৱোচনা মহাদেব
ধাতুশোণিতভাবিতা । ততো বৈ কৃততিলকা সা নরং
যং নিরীক্ষ্যতে ॥ ১৩ ॥ তৎক্ষণাতঃ বশং কুৰ্ব্ব্যামাত্র

প্রাতঃকালে জীর্ণ ললাটে “হ্রীঃ” এই মন্ত্র লিখিলে সেই জীর্ণকে
বশীভূত করিতে পারে। ৭। সংযতচিত্ত হইয়া উক্তমন্ত্র অভি-
লষিত কামিনীর গৃহে বিস্তার করিলে সেই নারী কামাতুরা
হইয়া পুরুষের বশীভূতা হইয়া থাকে। ৮। যে ব্যক্তি গুচিচিত্ত ও
গুচি হইয়া উক্ত মন্ত্র দশসহস্র জপ করে, সেই ব্যক্তি দৃষ্টিমাত্র
জীর্ণকে বশীভূত করিতে পারে। ৯। মনঃশিলা, তেজপত্র,
গোৱোচনা, কুঙ্কম এই সকল একত্র পেষণ করিয়া কপালে
তিলক করিলে সেই পুরুষ সকল নারীকে বশীভূত করিতে
পারে। ১০। সহদেবা, ভুদরাজ, শ্বেতাপরাজিতা ও বচ এই
সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ললাটে তিলক করিলে ত্রিভুবন তাহার
বশীভূত হয়। ১১। গোৱোচনা ও মৎস্তপিত্তদ্বারা বর্তি প্রস্তুত
করিবে; এই বর্তি ঘর্ষণ করিয়া বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা
তিলক করিলে সেই ব্যক্তি ত্রিজগৎ বশীভূত করিতে পাবে,
তাহার সন্দেহ নাই। ১২। হে মহাদেব! গোৱোচনা, গুচি ও
শোণিত একত্র করিয়া কপালে তিলক করিবে; নারী এইরূপ
তিলক করিয়া বাহ্যর প্রতী অবলোকন করিবে, তাহাকে বশী-
ভূত করিতে পারে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। নাগেশ্বর,
শৈলেশ্বর, দারুচিনি, তেজপত্র, হরীতকী, রক্তচন্দন, কুড়, ছোট-
এলাচ ও যুক্তশালি এই সকল একত্র করিয়া ধূপ দিবে। যেমন

কার্য্য বিচারণা । নাগেশ্বরঞ্চ শৈলেশ্বৰং ত্র্যম্বকং
 হরীতকী ॥১৪॥ চন্দ্রমং কুষ্ঠমুজ্জ্বলারক্তশালিসমম্বিতা ।
 এতৈধুপো বশকরঃ স্মরণ্যৈর্গহৈরেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥ রতি-
 কালে মহাদেব পার্শ্বতীপ্রিয় শঙ্কর । নিজশুক্রং গৃহীত্বা
 তু বামহস্তেন যঃ পুমান্ ॥ ১৬ ॥ কামিনীচরণং বামং
 লিপ্যেত স্ত্রীং স্ত্রিয়ঃ প্রিয়ঃ । সৈন্ধবঞ্চ মহাদেব পারা-
 বতমলং মধু ॥ ১৭ ॥ এভিলিঙে তু লিঙ্গে বৈ কামিনী-
 বশকন্তবেৎ । পুষ্পাণি পঞ্চরক্তানি গৃহীত্বা যানি কানি
 চ ॥ ১৮ ॥ তন্তুল্যঞ্চ প্রিয়ঙ্গুঞ্চ পেয়য়েদেকযোগতঃ ।
 স্নানেন লিপুলিঙ্গস্ত কামিনীবশতানিয়াৎ ॥ ১৯ ॥ ইয়-
 গন্ধা চ মঞ্জিষ্ঠা মালতীকুম্ভমানি চ । শ্বেতসর্ষপমৈতৈশ্চ
 লিপুলিঙ্গঃ স্ত্রিয়ঃ প্রিয়ঃ ॥ ২০ ॥ মূলন্ত কাকজজ্বায়া
 দুগ্ধপীতন্ত শোষনুৎ । অশ্বগন্ধানাগবলাগুড়মাম্বনিষে-
 বিণঃ । রূপং ভবেদ্যথা তদ্ব্যববোধোবনচারিণাং ॥ ২১ ॥
 লৌহচূর্ণসমায়ুক্তং ত্রিফলাচূর্ণমেব বা । মধুনা সেবিতং
 রুদ্র পরিণামাখ্যশূলনুৎ ॥ ২২ ॥ কৃষিতোদকপানন্ত
 শম্ কক্ষারকন্তথা । মুগশৃঙ্গং হৃদিদধ্বে গব্যাজ্যেন
 সমম্বিতং । পীতং হৃৎপৃষ্ঠশূলানাং ভবেন্নাশকরং শিব ॥
 ২৩ ॥ হিঙ্গুলোবর্চলং শুষ্ঠী বৃষধ্বজ মহৌষধং । এভিস্ত
 কৃষিতং বারি পীতং বৈ সর্ষপশূলনুৎ ॥ ২৪ ॥ অপা-
 মার্গস্ত বৈ মূলং সামুদ্রলবণাশ্বিতং । আত্মাদিতমজীর্ণস্ত

মহেশ্বর কামবাণে বশীভূত হইয়াছিলেন, সেইরূপ লোকসকল
 এই ধূপে বশীভূত হইয়া থাকে । ১৩-১৫ । কাকজজ্বামূল হৃৎকের
 সহিত পান করিলে শোষরোগ বিনাশ পায় । অশ্বগন্ধা, গোরক্ষ
 চাকুলিয়া, গুড় ও মাষকলাই, এই সকল দ্রব্য সেবন করিলে
 নবীন যুবকের স্ত্রায় রূপ ও যৌবন হইয়া থাকে । ১৬-২১ ।
 লৌহচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে পরিণামশূল
 বিনাশ পায় । ২২ । শম্ কক্ষারের কাথবারি পান করিলে অথবা
 'মুগশৃঙ্গ' অর্থাৎ করিয়া সেই ভস্ম গব্যাস্তের সহিত পান
 করিলে হৃৎশূল ও পৃষ্ঠশূল বিনাশ পায় । ২৩ । হিঙ্গুল, সৌব-
 চ্চল, শুষ্ঠী ইহার মৌষধরূপ, এই সকল দ্রব্যের
 কাথবারি পান করিলে সর্ষপরোগ বিনষ্ট
 হয় । ২৪ । অপামার্গের মূল ও সামুদ্রলবণ (করকচ) একত্র

শূলস্য স্যাৎসিদ্ধির্দনং ॥ ২৫ ॥ বটরোহাঙ্কুরো রুদ্র তণ্ডু-
 লোদকঘর্ষিতঃ । পীতঃ সতক্রোতীসারং ক্ষয়য়তি
 শঙ্কর ॥ ২৬ ॥ অক্কোটমূলকর্ষাদ্ধিঃ পিষ্টং তণ্ডুলবারিণা ।
 সর্ষপীসারগ্রহণীং পীতং হরতি ভূতপ ॥ ২৭ ॥ মরীচ-
 শুষ্ঠীকটুজ্জ্বকচূর্ণশ্চ গুড়াশ্বিতঃ । ক্রমাতদ্বিগুণং পীতং
 গ্রহণীব্যাধিনাশনং ॥ ২৮ ॥ শ্বেতাপরাজিতামূলং হরিদ্রা-
 নিকথতণ্ডুলং । অপামার্গত্রিকটুকসেবাঞ্চ বটিকাং
 শিব । বিন্ধুচিকামহাব্যাধিৎ হরত্যেব ন সংশয়ঃ ॥
 ২৯ ॥ ত্রিফলাগুরু ভূতেশ শিলাজতু হরীতকী । একৈক-
 মেবাং চূর্ণন্ত মধুনা চ বিমিশ্রিতং । পীতং সর্ষপ
 মেহন্ত ক্ষয়ং নয়তি শঙ্কর ॥ ৩০ ॥ অর্কক্ষীরপ্রস্থমেকং
 তিলতৈলন্তথৈব চ । মনঃশিলামরীচানাং সিন্দূরস্য
 পলং পলং ॥ ৩১ ॥ চূর্ণং কুত্বা তাত্রপাত্রে জাতপৈঃ
 শোষয়েত্ততঃ । পীতং স্নাইগতং দুগ্ধং সৈন্ধবং শূল-
 নুস্তবেৎ ॥ ৩২ ॥ ত্রিকটুত্রিফলালক্তং তিলতৈলং তথৈব
 চ । মনঃশিলা নিম্বপত্রং জাতীপুষ্পমজ্জাং পয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

করিয়া ভক্ষণ করিলে অজীর্ণজন্তু শূল বিনাশ পায় । ২৫ । বটের
 অঙ্কুর তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া ঘোলের সহিত পান
 করিলে অতিসাররোগ ক্ষয় করিয়া থাকে । ২৬ । আক্কোটরুকের
 মূল একতোলা তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে সর্ষপরোগ
 অতিসার ও গ্রহণীরোগ হরণ করে । ২৭ । মরীচ একভাগ, শুষ্ঠী
 দুইভাগ, কুরচির ছাল চারিভাগ, এই সকল চূর্ণ করিয়া গুড়ের
 সহিত পান করিলে গ্রহণীরোগ শান্তি হয় । ২৮ । শ্বেতাপরা-
 জিতার মূল, হরিদ্রা, মম, তণ্ডুল, অপামার্গ, ত্রিকটু এই সকল
 দ্রব্য পেষণ করিয়া বটিকা করিবে । এই বটিকা সেবন করিলে
 বিন্ধুচিকারোগ হরণ করে, সন্দেহ নাই । ২৯ । ত্রিফলা, অগুরু,
 শিলাজতু, হরীতকী ইহাদিগের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া
 পান করিলে সর্ষপরোগ প্রমেহারোগ ক্ষয় পায় । ৩০ । আর্কক্ষীর
 চারিসের, তিলতৈল চারিসের, মরীচ, মনঃশিলা ও 'সিন্দূর'
 ইহাদিগের প্রত্যেকে এক একপল (৮ তোলা) এই সমুদায়
 একত্র করিয়া তাত্রপাত্রে রোদ্রে শুষ্ক করিবে । এই ঔষধ সিজের
 ক্ষীর ও সৈন্ধবের সহিত পান করিলে শূলরোগ বিনাশ পায় ।
 ৩১-৩২ । ত্রিকটু, ত্রিফলা, আলতা, তিলতৈল, মনঃশিলা, নিম্ব-

তন্মূত্রং শম্বনাভিচ্চ চন্দনং ঘর্ষয়েত্ততঃ। এভিচ্চ
বর্তিকং কুড়া দ্বিক্লী চাঞ্জয়েত্ততঃ। ৩৪। নশ্ততে
পটলং কাচং পুষ্পঞ্চ তিমিরাদিকং। বিভীতকস্য
বৈ চূর্ণং সমধু খাসনাশনং। ৩৫। পিঙ্গলীত্রিকলাচূর্ণং
মধুসৈন্ধবসংযুতং। সর্করপঙ্করখাসশোষপীনসহদ-
ভবেৎ। ৩৬। দেবদারোচ্চ বৈ চূর্ণং অজামুত্রৈ
ভাবয়েৎ। একবিংশতি বৈ বারমক্ষিণী তেন চাঞ্জ-
য়েৎ। ৩৭। রাজ্যাক্ততা পটলতা নশ্তে রির্লোমতা তথা। ৩৮।
পিঙ্গলী কেতকং রুদ্র হরিদ্রামলকং বচা। সর্কাক্ষি-
রোগা নশ্তে যুঃ সক্ষীরাদজ্ঞানাত্ততঃ। ৩৯। কাকজজ্বা-
শিগ্রমূলে মুখেন বিশ্বতে শিব। চর্কিদ্ধা দন্তকীটানাং
বিনাশো হি ভবেদ্ধর। ৩৯।

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পঞ্চাশীত্যাধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

ষড়শীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ পীতং সারং গুড়চ্যাস্ত মধুনা

পত্র, জাতীপুষ্প, ছাগহৃৎ, ছাগমূত্র, শম্বনাভি ও রক্তচন্দন এই
সকল দ্রব্য পেথন করিয়া বর্ত্তি করিবে। এই বর্ত্তি ঘর্ষণ
করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে পটল, কাচ, পুষ্প ও তিমিরাদি চক্ষু
রোগ বিনাশ পায়। ভেলার চূর্ণ মধু সহিত সেবন করিলে
খাসরোগ বিনষ্ট হয়। ৩৩-৩৫। পিঙ্গলী ও ত্রিকলাচূর্ণ মধু ও
সৈন্ধবের সহিত সেবন করিলে সর্করপ্রকার জ্বর, খাস, শোথ,
পীনসপ্রভৃতি রোগ বিনাশ পায়। ৩৬। দেবদারু চূর্ণ করিয়া
ছাগমূত্রে একবিংশতিবার ভাবনা দিবে। পরে এই ঔষধদ্বারা
চক্ষুতে অঞ্জন করিলে রাজ্যাক্ততা, পটল ও রোমপাতনপ্রভৃতি
চক্ষুরোগ বিনাশ পায়। ৩৭। পিঙ্গলী, কেতকীপুষ্প, হরিদ্রা,
আমলকী ও বচ এই সকল দ্রব্য ছুইয়ের সহিত পেথন করিয়া
চক্ষুতে অঞ্জন দিলে সর্করপ্রকার চক্ষুরোগ বিনাশ পায়। ৩৮।
কাকজজ্বা ও শজিনার মূল মুখে ধারণ করিলে ক্ষতবা চর্কণ
করিলে দন্তকীট বিনাশ পাইয়া থাকে। ৩৯।

ষড়শীত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ।

হরি কহিলেন, গুড়চ্যাস্ত সার মধুর সহিত পান করিলে

চ প্রমেহমুৎ। পীতং গোহালিকামূলং তিলদধ্যাক্য-
সংযুতং। ২। নিরুদ্ধমূত্রং কথিতং নিবর্ত্তয়তি শঙ্কর।
তথা হিক্কাং হরেৎ পীতং সৌবর্জলযুতঞ্চ বৈ। ৩।
গোরক্ষকর্কটীমূলং পিষ্টং বাস্তোদকেন চ। পীতং
দিনত্রয়েনৈব নাশয়েচ্ছ্র শর্করাং। ৪। পীতং বৈ
মালতীমূলং গ্রীষ্মকালে সন্নাহিতং। সাধিতং ছাগ-
হুচ্ছেন পীতং শর্করাস্থিতং। হরেৎ স্ত্রুতানিরোধঞ্চ হরে-
ৎ পাত্তশর্করাং। ৫। দ্বিজযষ্ট্যাস্ত বৈ মূলং পিষ্টং
তণ্ডুলবারিণা। গণ্ডমালাং হরেৎ লেপাং কুরগুগল-
গণ্ডম। ৬। রসাজ্ঞনং হরীতক্যাচূর্ণং তেনৈব
গুঠনাং। নশ্তে হৈ পুরুষব্যাদীরাজ কার্য্যা বিচারণা।
৭। করবীরমূললেপাং লেপাং পুগফলস্ত চ। পুং-
ব্যাদির্নশ্তে রুদ্র যোগমস্তং বদাম্যহং। ৮। দন্তী-
মূলং হরিদ্রা চ চিত্রকং তস্ত লেপনাং। ভগন্দরবিনাশঃ
স্তাদস্তং যোগং বদাম্যহং। ৯। জলোজ্জ্বররক্তঞ্চ
ভগন্দরমুপারতে। ত্রিকলাজলযুতঞ্চ মার্জ্যারাম্হি বিলে-

প্রমেহরোগ বিনষ্ট হয়। গোহালিকামূলের কাথ করিয়া তিল,
দধি ও স্ত্রুতসহযোগে পান করিলে মূত্ররোধ শান্তি হয় এবং
ঐ কাথ সৌবর্জলের সহিত পান করিলে হিক্কারোগ বিনাশ
পায়। ২-৩। গোরক্ষকর্কটীর মূল পেথন করিয়া বাসিলের সহিত
পান করিলে তিন দিবসে শর্করারোগ বিনাশ পায়। ৪। গ্রীষ্ম-
কালে মালতীমূল ছাগহুইয়ের সহিত সিদ্ধ করিয়া শর্করার সহিত
পান করিলে মূত্ররোধ, শর্করা ও পাত্তরোগ নিবারিত হয়। ৫।
ত্রিকলাচূর্ণ মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেথন করিয়া লেপন করিলে
গণ্ডমালা, গুগল ও কুরগুরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে। ৬। রসা-
জ্ঞন ও হরীতকী চূর্ণ করিয়া তদ্বারা অবগুঠন করিলে পুরুষব্য-
াদি সর্করপ্রকার ব্যাদিশান্তি হয়; ইহার অস্ত্রাং হয় না। ৭।
করবীর মূল ও সুপারীর ফল পেথন করিয়া লেপন করিলে
পুরুষব্যাদির সর্করপ্রকার ব্যাদি নিবারিত হয়। অতঃপর অস্ত্রাং
যোগ বলিতেছি। ৮। দ্বিজমূল, হরিদ্রা, চিত্রা, এই সকল একত্র
পেথন করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দররোগ বিনাশ পায়। ৯।
জ্বরের তপ্ত রক্ত নির্গত করিয়া লেপ দিলে ভগন্দররোগ
উপশান্ত হয়। ত্রিকলা ও বিড়ালের কাথি একত্র জলের সহিত

পিতৃ ॥ ১০ ॥ ততো ন প্রসবেজ্ঞতং নাত্র কার্য্য
বিচারণা । হরিত্রানেকবারঞ্চ মূহীকীরেণ ভাবিতা ॥
১১ ॥ বটিকাশোবিনাশায় ভল্লোপাধ্বমধ্বজ । ঘোষা-
কলং সৈন্ধবঞ্চ পিষ্টা চার্শোহরং পরং ॥ ১২ ॥ গব্যাক্যং
সাধিতং পীতং পলাশকারবারিণা । ত্রিগুণেন ত্রিক-
টুকং অশীংসি কল্পয়েচ্ছিব ॥ ১৩ ॥ বিষস্ত চ কলং
দধুং রক্তাংশঃপ্রবিনাশনং । জঙ্ঘা কৃষ্ণতিলাস্তেব
নবনীতযুতান্যপি ॥ ১৪ ॥ বৎকারং শুষ্ঠীচূর্ণং যুক্তং
তুল্যগুণভিষিতং । অগ্নিরদ্ধিং করোত্যেব প্রত্যাংবে রুব-
ধ্বজ ॥ ১৫ ॥ শুষ্ঠ্যা চ কথিতং বারি পীতং জ্বালি-
করোতি বৈ । হরীতকীং সৈন্ধবঞ্চ চিত্রকং রুদ্র
পিপ্পলী ॥ ১৬ ॥ চূর্ণমুখোদকে নৈবাং পীতং চাতি-
ক্ষুধাকরং । সাক্যং শূকরমাংসং বৈ পীতক্কাতিক্ষুধা-
করং ॥ ১৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ষড়্ভীত্যধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

পেষণ করিয়া লেপন করিলে রক্তপ্রাব নিবারিত হয় । ইহার
অন্ত্যাহ্ন হয় না । হরিত্রা অনেকবার সিজের দ্বয়ে ভাবনা দিয়া
বটিকা করিবে । এই বটী ঘর্ষণ করিয়া লেপন করিলে অর্শরোগ
বিনাশ পায় । ঘোষাকল ও সৈন্ধব একত্র পেষণ করিয়া লেপন
করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয় । ১০-১২ । পলাশবৃক্ষের কাণ্ড
করিয়া তাহার কাথ করিবে ; এই কাথের সহিত পব্যস্ত
পাক করিতে হইবে । এই স্তব ত্রিগুণ ত্রিকটুচূর্ণের সহিত পান
করিলে অর্শরোগ হয় পায় । ১৩ । বিষকল দধু করিয়া সেবন
করিলে রক্তাংশ শান্তি হয় । কৃষ্ণতিল নবনীতের সহিত ভক্ষণ
করিলেও অর্শরোগ বিনাশ পায় । ১৪ । বৎকার, শুষ্ঠীচূর্ণ ও
জঙ্ঘা এই সকল দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া প্রত্যাংকালে ভক্ষণ
করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয় । ১৫ । শুষ্ঠীর কাথ করিয়া সেই কাথ-
বারি পান করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয় । হরীতকী, সৈন্ধব, চিত্রা,
পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া উষ্ণজলের সহিত পান
করিলে অতিশয় ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং শূকরের মাংস
ভক্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়া থাকে । ১৬-১৭ ।

সপ্তাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিকুবাচ ॥ ১ ॥ হস্তিকর্ণপলাশস্ত পত্রাণি চূর্ণয়ে-
জ্জর । সর্ষপোবিনির্মুক্তং চূর্ণং পলশতং শিব ॥ ২ ॥
সক্ষীরং ভক্ষিতং কুর্য্যাৎ সপ্তাহেন রুবধ্বজ । নরং
ঋতিধরং রুদ্র যুগেন্দ্রগতিবিক্রমং ॥ ৩ ॥ পদ্মরাগ-
প্রতীকাশং যুক্তং দশশতাবুধা । বোড়শাষ্ট্রাকৃতিং রুদ্র
সততং হৃদভোজনায় ॥ ৪ ॥ মধুসর্পিঃসমায়ুক্তং জঙ্ঘ-
মায়ুকরং ভবেৎ । তক্ষকং মধুনা সাক্ষং দশবর্ষসহ-
স্রিকং ॥ ৫ ॥ কুর্য্যায়রং ঋতিধরং প্রমদাজনবজ্রভং ।
দগ্ধা নিত্যং ভুক্তিতস্ত বজ্রদেহকরং ভবেৎ ॥ ৬ ॥ কেশ-
রাজিসমায়ুক্তং নরং বর্ষসহস্রিণং । তচ্চ কাঞ্জিকসংযুক্তং
নরং কুর্য্যাজ ভক্ষিতং ॥ ৭ ॥ শতবর্ষং দিব্যদেহং
বলীপলিতবর্জিতং । জঙ্ঘং ত্রিকলয়া যুক্তং চক্ষুশ্চক্ষুং
করোতি বৈ ॥ ৮ ॥ অক্ষঃ পশেত্তু চূর্ণস্ত সাজ্যস্তৈব

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন, হস্তিকর্ণপলাশের পত্র চূর্ণ করিয়া হৃৎকের
সহিত ভক্ষণ করিলে সপ্তাহ মধ্যে সর্ষপোগ হইতে বিনির্মুক্ত
হইতে পারে । উক্ত ঔষধের পূর্ণমাত্রা একশতপল । উক্ত
ঔষধ সেবনে মধুয্য ঋতিধর হইতে পারে, যুগেন্দ্রের ন্যায়
তাহার গতি ও বিক্রম হয়, পদ্মরাগের ন্যায় শরীরকান্ধি হয়,
সহস্রবর্ষ জীবিত থাকে, উক্ত ঔষধ সেবন করিয়া হৃৎপান
করিলে বৃদ্ধ মধুয্য ও বোড়শবর্ষীয় যুবর তায় আকৃতিধারণ
করে ; মধু ও যুতের সহিত ভক্ষণ করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, উক্ত
হস্তিকর্ণপলাশের পত্রচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে দশসহস্রবর্ষ
জীবিত থাকে এবং সেই পুঙ্খ ঋতিধর ও প্রমদাজনের অজি-
প্রিয়পাত্র হয় । দধির সহিত সেবন করিলে দেহ বজ্রতুল্য
হয়, কেশবৃদ্ধি হয় এবং সহস্রবর্ষ জীবিত থাকে ; কান্ধির সহিত
পান করিলে দিব্যদেহে বলীপলিতাদি-বৃদ্ধাচিক-বিনির্মুক্ত
হইয়া শতবর্ষ বাঁচিতে পারে ; ত্রিকলাচূর্ণের সহিত ভক্ষণ
করিলে চক্ষুর জ্যোতির্বৃদ্ধি পায় ; যুতের সহিত সেবন করিলে
অক্ষব্যক্তি দর্শন করিতে পারে ; অধিষের হৃৎকের সহিত সর্ষপ
করিয়া লেপন করিলে তক্ষকেশ কৃষ্ণকর্ণ হয় । ইহাচার্য্য ষড়্ভীত্যধিকশত

তু ভক্ষণাৎ । মহিবীকীরসংযুক্তো ভ্রমণঃ কৃককেশ-
কৃৎ ॥ ১০ ॥ খরীটন্ত চ বৈ কেশা ভবন্তি বৃষভক্ষক ।
তৈলযুক্তেন চূর্ণেন বলীপলিতনাশনং ॥ ১০ ॥ তদুৎকর্ষন-
মাত্রেণ সর্সরোগৈঃ প্রমুচ্যতে । সছাগকীরচূর্ণেন
দৃষ্টিঃ স্যাদ্রাগতোহক্ষনাৎ ॥ ১১ ॥ পলাশস্য চ বীজানি
প্রাণে বিতুষাণি চ । গৃহীত্বা নবনীতেন তেষাং চূর্ণক
ভক্ষয়েৎ ॥ ১২ ॥ কর্ণাঙ্গমেকং সেবেত নব্বা নিত্যং
হরিং ঐডুং । যষ্টিপুরাণধাত্তস্য পথ্যমবুর্জকং হয় ।
জীবেদ্বর্ষনহস্তাণি বলীপলিতবর্জিতঃ ॥ ১৩ ॥ ভৃকরাজস্য
বৈ মূলং পুব্যর্কে তু সমাহৃতং । গৃহীত্বা বৈ তচ্চূর্ণত
সসৌবীরক ভক্ষয়েৎ ॥ ১৪ ॥ মাসমাত্রপ্ররোগেণ বলী-
পলিতবর্জিতঃ । শতানি পঞ্চ জীবেচ্চ নরো নাগ-
বলো ভবেৎ । ভবেৎ শ্রুতিধরো রুদ্র পুব্যর্কে চৈব
ভক্ষণাৎ ॥ ১৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সপ্তাশীত্যধিকশত-

তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

অষ্টাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ নিব্রণঃ স্যাৎ পুয়হীনো
প্রহারো দ্ব্যতপুৰিতঃ । অপামার্গস্য বৈ মূলং হস্তা-
ভ্যাক্ষ বিমর্দিতং । তদ্রসেন প্রহারস্য রক্তপ্রাবো ন
পুরণাৎ ॥ ২ ॥ রুদ্র লাদলিকামূলং হিজলস্য তথৈব
চ । তেন ব্রণমুখং লিঙং শীল্যো নিঃসরতি ব্রণাৎ ।
চিরকালপ্রবিষ্টোপি তেন মার্গেণ শক্যর ॥ ৩ ॥ বালমূলং
মেঘশুকীমূলয়া বারিষর্ষিতং । তেন লিঙং চিরং
জাতং নাড়ীব্রণং প্রশাম্যতি ॥ ৪ ॥ মাহিবদধিযুক্তেন
জঙ্ঘং কোদ্রবভক্তকং । কঙ্কুমূলস্য বৈ চূর্ণং দত্তং নাড়ী-
ব্রণাপহং ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মযষ্টিফলং পিষ্টং বারিণা তেন
লেপিতং । তেন য্ঠং রক্তদোষঃ প্রশম্যতি ন সংশয়ঃ ॥
৬ ॥ যবভস্ম বিড়ঙ্গক গন্ধপাষণমেব চ । শুষ্ঠিরেবাঐকৈব
চূর্ণং ভাবিতং রুধিরেণ বৈ ॥ ৭ ॥ কৃকলাসস্য তল্লিঙং
বিদ্রধিৎ নাশয়েচ্ছিব । শোভাজনস্য মূলন্ত অতসী-
মসিনা সহ ॥ ৮ ॥ গৌরসর্ষপযুক্তানি সর্সারোগ্যতানি

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

কেশ উৎপন্ন হয়, এই চূর্ণ তৈলের সহিত সেবন করিলে বলী-
পলিতাদি বিনাশ পায়, এই চূর্ণ গাড়ে উৎকর্ষন করিলে সর্সরোগ
হইতে মুক্ত পায় । ছাগকীরের সহিত অঞ্জন করিলে মাসমধ্যে
দৃষ্টি ক্রিা পরিবর্জিত হয় ॥ ১০-১১ ॥ প্রাণহাসে পলাশের বীজগ্রহণ
করিয়া তাহারকে তুষরহিত করিবে । পরে এই বীজ চূর্ণ করিয়া
নবনীতের সহিত ভক্ষণ করিবে । ভক্ষণের পরিমাণ এক-
তোলা । হরিকে নমস্কার করিয়া প্রতিদিন এই ঔষধ সেবন
করিবে । এই ঔষধ সেবন করিয়া পুরাতন যষ্টিধাত্তের অন্ন পথ্য
করিতে হইবে ; এই ঔষধ সেবনে জলপান করিবে না ।
ইহাতে সেই ব্যক্তি বলীপলিতাদিবিহীন হইয়া সহস্রবর্ষ জীবিত
থাকিতে পারে ॥ ১২-১৩ ॥ ভৃকরাজের মূল পুযানক্রে উদ্ধৃত
করিয়া চূর্ণ করিবে । এই চূর্ণ কাঁজির সহিত পান করিলে
মাসমধ্যে বলীপলিতবর্জিত হইয়া পঞ্চশতবর্ষ জীবিত থাকিতে
পারে । এই ঔষধ সেবনে পুরুষ হস্তীর ভায় বলশালী হয় ।
ঐক ঔষধ পুযানক্রে সেবন করিলে মহুয্য শ্রুতিধর হইতে
পারে ॥ ১৪-১৫ ॥

হরি কহিলেন, ব্রণমধ্যে দ্ব্যতপূর্ণ করিয়া রাখিলে শীঘ্র সেই
ক্ষত বিনাশ পায় । অপামার্গের মূল উত্তর হস্তে মর্দন করিয়া
সেই রস ক্ষতস্থানে পূরণ করিলে রক্তপ্রাব নিবারিত হয় ॥ ১০-২ ॥
লাদলিরায়কের মূল ও হিজলবৃক্ষের মূল একত্র পেষণ করিয়া
ব্রণমুখ লেপন করিলে ব্রণমধ্যগত শল্যকণ্টকাদি নির্গত হয় ।
ইহাতে চিরকালপ্রবিষ্ট শল্যও সেই মার্গে নিঃসারিত হইয়া
থাকে ॥ ৩ ॥ বালামূল ও মেঘশুকীর মূল জলে ঘর্ষণ করিয়া
ব্রণে লেপ করিলে চিরকালীন নাড়ীয়া ভাল হয় ॥ ৪ ॥ কোদ্রবান্ন
মহিবদধির সহিত ভক্ষণ করিয়া কাকনিধানার মূল চূর্ণকরত
ব্রণে প্রদান করিলে নাড়ীব্রণ শান্তি হয় ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মযষ্টির ফল জলের
সহিত পেষণ করিয়া ব্রণস্থানে লেপন করিলে নিঃসংশয় রক্তদোষ
প্রশান্ত হয় ॥ ৬ ॥ যবভস্ম, বিড়ঙ্গ, গন্ধপাষণ ও শুষ্ঠী এই সকল
দ্রব্য চূর্ণ করিয়া কৃকলাসের রুধিরে ভাবনা দিবে । এই ঔষধি
লেপন করিলে বিদ্রধিপ্রোগ শান্তি হয় ॥ ৭ ॥ শূকির মূল, ভিসি,
মসিনা, ধেতসর্ষপ এই সকল দ্রব্য একত্র অনন্নভক্ষের সহিত

শঙ্কর । পিষ্টাশ্বনস্তক্ৰেণ গ্রন্থিকং নাশয়েদ্ধি বৈ ৷ ১৯ ৷
 খেতাপরাজিতামূলং পিষ্টং তণ্ডুলবারিণা । তেন
 নস্যপ্রদানাৎ স্যাদ্ভূতরুক্ষস্য বিজ্ঞবঃ ৷ ১০ ৷ অগস্ত্য-
 পুশ্পনস্যো বৈ সমরীচন্ত শূলকং । ভুজবর্ষ বৈ হিঙ্গু
 নিষপত্রাণি বৈ ববাঃ । গৌরসর্ষপ এভিঃ স্যাগ্নেপো
 ভূতহরঃ শিব ৷ ১১ ৷ গোরোচনা মরীচানি পিঙ্গলী
 সৈন্ধবঃ মধু । অজ্ঞনং কৃতমেভিঃ স্যাদ্ভূতহরং
 শিব ৷ ১২ ৷ গুগ্গুলুলুকপুচ্ছাভ্যাং ধূপাদ্ভূতহরো
 ভবেৎ । চতুর্ধকশ্চৈর্মুস্তো রুক্ষবজ্রাবগুষ্ঠিতঃ ৷ ১৩ ৷

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অষ্টাশীত্যধিকশত-
 তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ৷

উননবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ৷ ১ ৷ খেতাপরাজিতাপুশ্পরসেনাক্লেস্ত
 পুরাণে । পটলং নাশমায়াতি নাত্র কার্য্য বিচারণা ৷ ২ ৷
 মূলং গোকুরকস্যৈব চর্কিত্বা নীললোহিত । দন্তকীট-
 ব্যথা দক্ষা সুরাসুরবিমর্দন ৷ ৩ ৷ নারী পুশ্পাদি-

পেষণ করিয়া লেপন করিলে গ্রন্থিকরোগ বিনাশ পায় ৷ ১-২ ৷
 খেতাপরাজিতার মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া
 নস্তগ্রহণ করিলে ভূতপঞ্জর শান্তি হইয়া থাকে ৷ ১০ ৷ বক-
 পুশ্পের রস ও মরিচ একত্র পেষণ করিয়া নস্তগ্রহণ করিলে শূল-
 রোগ অপহৃত হয় । সাপের খোলস, হিঙ্গু, নিষপত্র, বব, খেত-
 সর্ষপ, এই সকল একত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে ভূতাবেশ
 দূর হয় ৷ ১১ ৷ গোরোচনা, মরিচ, পিঙ্গলী, সৈন্ধব, মধু,
 এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া অজ্ঞন করিলে গ্রহভূতাদিদোষ
 শান্তি হয় ৷ ১২ ৷ গুগ্গুলু ও পেচকের পুচ্ছ একত্র করিয়া
 ধূপপ্রদান করিলে গ্রহদোষ শান্তি হয় এবং রুক্ষবজ্রবারা অব-
 গুষ্ঠন করিয়া ধূপ দিলে চাতুর্ধকজ্বর বিনাশ পায় ৷ ১৩ ৷

উননবত্যধিকশততম অধ্যায় ।

হরি কহিলেন, খেতাপরাজিতাপুশ্পের রস চক্ষুতে পূরণ
 করিলে পটলাদি চক্ষুরোগ বিনাশ পায় ৷ ১-২ ৷ গোকুরমূল
 চর্কণ করিলে দন্তকীটি ও দন্তব্যথা বিনাশ পায় ৷ ৩ ৷ নারী

লেপিষ্টা গোকীরেণোপবাসতঃ । খেতাকস্য তু বৈ
 মূলং তস্তান্তদণ্ডশূলমুৎ ৷ ৪ ৷ খেতাকপুশ্পং
 বিধিনা গৃহীতং পূর্বমজ্জিতং । ঋতুভুজা চলনা কটৌ
 বন্ধং প্রস্থয়তে ৷ ৫ ৷ হস্তবন্ধঃ পলাশস্য অপামার্গস্য
 বা হর । মূলং সর্ষপহরং ভূতপ্রোতাদিনুস্তবেৎ ৷ ৬ ৷
 পীতং বৃশ্চিকমূলঞ্চ পথ্যুবিভজ্যেন বৈ । সাক্ষং বিনা-
 শয়েদ্ধাহজ্বরঞ্চ পরমেধর ৷ ৭ ৷ শিখারীকৈব তদ্বন্ধং
 ভবেদৈকাহিকাদিনুৎ । বাসোদকেন পীতং তৎ সর্ষ-
 পবিহরং ভবেৎ ৷ ৮ ৷ বস্য লজ্জালুকমূলং দীপ্তে চ
 স্বরেতসা । সাক্ষং স বৈরং সংযাতি পুমান্ জী বা ন
 সংশয়ঃ ৷ ৯ ৷ পিষ্টা গব্যায়ুতে নৈব পাঠামূলং পিবেতু
 বঃ । সর্ষং বিষং বিনশ্চেত নাত্র কার্য্য বিচারণা ৷
 ১০ ৷ বাসোদকযুতং মূলং শিরীষস্য যথা তথা ।
 রক্তচিহ্নকমূলস্য রসস্য ভরণাঙ্কর । কর্ণয়োঃ কামলা-
 ব্যাধিনাশঃ স্যাম্নাত্র সংশয়ঃ ৷ ১১ ৷ খেতকোকিলাক্ষ-

বীর পুশ্পায়া খেতাকলের মূল লেপন করিয়া ছত্বের সহিত
 পেষণ করিবে । পরে উপবাস করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে
 গুণরোগ শান্তি হয় ৷ ৪ ৷ পূর্বদিবসে খেত আকনের পুশ্প
 অভিমজ্জিত করিয়া রাখিবে, পরে বিধিপূর্বক সেই পুশ্পগ্রহণ
 করিবে । পরে ঋতুভুজা নারী ঐ পুশ্প কটিতে ধারণ করিলে
 পুত্রপ্রসব করিতে পারে ৷ ৫ ৷ পলাশ ও অপামার্গের মূল
 হস্তে বন্ধন করিলে সর্ষপের জ্বর ও ভূতপ্রোতাদিদোষ শান্তি
 হয় ৷ ৬ ৷ বৃশ্চিকমূল পথ্যুবিভজনের সহিত পান করিলে
 দাহজ্বর বিনাশ পায় ৷ ৭ ৷ বৃশ্চিকমূল শিখাতে ধারণ করিলে
 ঐকাহিকজ্বর বিনাশ পায় । ঐ মূল বাসিজলের সহিত পান
 করিলে সর্ষপের বিষদোষ হরণ করে ৷ ৮ ৷ জী কিশা পুরুষ
 বাহার হস্তে বীর গুজের সহিত লজ্জালুকতার মূলপ্রদান করা
 যায়, তাহাদিগের মধ্যে যহানু বৈরতাৎ হইয়া থাকে ৷ ৯ ৷ আক-
 নাদির মূল পেষণ করিয়া গব্যায়ুতের সহিত যে পান করিবে, সে
 সর্ষপের বিষবিনাশ করিতে পারে, ইহার অন্তথা হয় ন৷ ১০ ৷
 শিরীষবৃক্ষের মূল বাসিজলের সহিত পান করিলেও বিষদোষ
 বিনাশ পায় । রক্তচিহ্নার মূলের রস কর্ণে পূরণ করিলে
 কামলারোগ নষ্ট হয় সন্দেহ নাই ৷ ১১ ৷ খেতকোকিলাক্ষ

মূলং ছাগীকীরেণ সংযুতং । ত্রিসপ্তাহেন বৈ পীতং
 অররোগঃ করং নরং ॥ ১২ ॥ নারিকেলস্য বৈ পুন্নাং
 ছাগীকীরেণ সংযুতং । পিবেচ্চ ত্রিবিধস্তস্য বাতরক্তো
 বিনশ্চতি ॥ ১৩ ॥ কুৰ্য্যাৎ স্তদর্শনামূলং মাল্যেণ সুসমা-
 হৃতং । কঠবন্ধং ত্র্যাহিকাদিগ্রহভূতবিনাশনং ॥ ১৪ ॥
 পুষ্যে ধবলগুঞ্জারী গৃহীতং মূলমুত্তমং । মুখে তু নিহিতং
 রক্তং তুরেরানাবিহং বহু ॥ ১৫ ॥ হস্তে বন্ধং কাণ্ডযুক্তং
 কঠে বন্ধং গ্রহাদিহং । কৃষ্ণারান্ত চতুর্দশ্যং কটিবন্ধং
 সমাহৃতং । সিংহাদিহ্যাপদাং ভীতিং হরেচ্চ নীল-
 লোহিতং ॥ ১৬ ॥ বিষ্ণুক্রান্তামূলমীশ কণ্ঠবন্ধং ধার-
 য়েৎ । পটুশূদ্রেণ ভূতেশ মরুতাদিতয়ং ন বৈ ॥ ১৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে উননবত্যাধিকশত-
 তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

নবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ অপরাজিতার মূলঞ্চ গোমূত্রেণ
 সমন্বিতং । পীতঞ্চাপি হরত্যেব গণ্ডমালাং ন সংশয়ঃ ॥
 ২ ॥ অধেষ্ট্রবারুণীমূলং বিধিনা পীতমীশ্বর । জিহ্মিণ্য

মূল ছাগীকীরেণ সহিত পান করিলে তিন সপ্তাহমধ্যে অররোগ
 বিনাশ পায় ॥ ১২ ॥ নারিকেলপুন্না ছাগীকীরেণ সহিত পান
 করিলে ত্রিবিধ বাতরক্তরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥ কুর্শনামূল
 মাল্যে বধ্য করিয়া কঠে ধারণ করিলে ত্র্যাহিকজ্বর ও গ্রহ-
 ভূতাদিদোষ বিনাশ পায় ॥ ১৪ ॥ পুষ্যগুঞ্জার মূল পুৰ্যানকরে
 কুলিরা ধারণ করিলে সর্গবিধবির বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥ পুষ্যগুঞ্জার
 মূল হস্তে অথবা কঠে ধারণ করিলে গ্রহদোষাদি নিবারণ হয় ।
 এই মূল কৃষ্ণচতুর্দশীতে আহরণ করিয়া কটিতে ধারণ করিলে
 সিংহাদি হিংস্রজন্তুর ভয় নিবারণ হয় ॥ ১৬ ॥ অপরা-
 জিতার মূল পটুশূদ্রেণ ভূতেশ মরুতাদি জলজন্তুর
 ভয় থাকে না ॥ ১৭ ॥

নবত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন, অপরাজিতার মূল গোমূত্রে সহিত পান

রসকং রক্ত শুকশিখ্য। সমন্বিতং । শীতোদকঞ্চ ত্রয়স্তো
 বাহ্যব্রব্যার্থং হরং ॥ ৩ ॥ মাহিবং নবনীতঞ্চ অথ-
 গন্ধা চ পিঙ্গলী । বচাকুষ্ঠবয়ং লেপো লিকজ্জোত-
 স্তনার্জিহং ॥ ৪ ॥ কুষ্ঠনাগবলাচূর্ণং নবনীতমম্বিতং ।
 তন্নেপো যুবতীনাঞ্চ কুৰ্য্যান্ননোহরং স্তনং ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র-
 বারুণীকামূলং বস্ত্র নান্না সুকুর্তং । নিক্টিপাতে নমু-
 পাট্য তস্ত মীহা বিনশ্চতি ॥ ৬ ॥ পুনর্ববারাঃ শুক্রারী
 মূলং ততুলবারিণা । পীতং বিজ্রিম্বুং স্ত্রীচ্চ নাত্ত
 কার্য্য বিচারণা ॥ ৭ ॥ কদলীপত্রাকারত পানীয়েন
 প্রসাদিতং । তস্তাদনাধিনশ্চতি উদরব্যাদিরোগিনাঃ ॥
 ৮ ॥ কদল্যা মূলমাদায় গুড়াজ্জোন সমন্বিতং । অগ্নিনা
 সাধিতং জঙ্ঘমুদরশুক্ৰিমীন্ হরং ॥ ৯ ॥ নিত্যং নিষ-
 দলানাঞ্চ চূর্ণমামলকস্ত চ । প্রত্যবে ভক্ষয়েচ্চৈব তস্ত
 কুষ্ঠং বিনশ্চতি ॥ ১০ ॥ হরীতকী বিড়ঙ্গক হরিদ্রা
 সিতসর্ষপাঃ । সোমরাজস্ত মূলানি করজস্ত চ সৈন্ধবং ।

করিলে নিঃসংশয় গণ্ডমালারোগ হরণ করে ॥ ১-২ ॥ রাখাল-
 লপার মূল, বিজার রস, শুকশিখী, এই সকল একত্র নীতলবনের
 সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে বা নস্যগ্রহণ করিলে বাহ ও
 গ্রীবার ব্যথা হরণ করে ॥ ৩ ॥ মাহিব নবনীত, অথগন্ধা, পিঙ্গলী, বচ,
 কুড় এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া লেপন করিলে লিক, শিরা ও
 তত্তগত রোগ বিনাশ পায় ॥ ৪ ॥ গোবরুচাকুলিরা ও কুড়,
 এই দুই দ্রব্য চূর্ণ করিয়া নবনীতের সহিত লেপন করিলে
 যুবতীগণের স্তন অতিমনোহর হয় ॥ ৫ ॥ রাখাললপার মূল
 উৎপাটন করিয়া বাহার নামে-হুয়ে নিক্ষেপ করা যায়, তাহার
 মীহারোগ বিনাশ পায় ॥ ৬ ॥ যেতগুনর্ববার মূল ততুল-
 দকের সহিত পান করিলে বিজ্রিম্বরোগ বিনষ্ট হয়, ইহার
 অন্তথা হয় না ॥ ৭ ॥ কদলীপত্রের আঁর জলে সাধিত করিয়া
 পান করিলে সর্গরোগ উদররোগ বিনাশ পায় ॥ ৮ ॥ কদলীর
 মূল, গুড় ও যুত এই সকল দ্রব্য অগ্নিগরু করিয়া ভক্ষণ করিলে
 উদরস্থ ক্রিমি হরণ করে ॥ ৯ ॥ নিষপত্র ও আমলকীচূর্ণ
 প্রতিদিন প্রত্যবে ভক্ষণ করিলে তাহার সর্গরোগ কুষ্ঠরোগ
 বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥ হরীতকী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, সৈন্ধব, সোম-
 রাজীমূল, করজমূল ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে সহিত

গোমূত্রপিষ্টাণ্যেভানি কুষ্ঠরোগহরানি বৈ ॥ ১১ ॥
 একশ্চ ত্রিকলাভাগস্তথা ভাগদ্বয়ং শিব। সোমরাজস্ত
 বীজানাং জঙ্ঘং পথ্যায় দক্ষনুং ॥ ১২ ॥ অন্নতক্র
 সগোমূত্রং কণ্ঠিতং লবণাধিতং। কাংসস্থষ্টং ধনং
 লেপাং কুষ্ঠরোগবিনাশনং ॥ ১৩ ॥ হরিজা হরিতালঞ্চ
 দুর্লাগোমূত্রসৈন্ধবং। অরং লেপো হস্তি দক্ষ পামামেব
 গরুস্তথা ॥ ১৪ ॥ সোমরাজস্ত বীজানি নবনীতযুতানি
 চ। মধুনাশ্বাদিতানি শ্যুঃ শুক্লকুষ্ঠহরানি বৈ। তক্রাশ্ব-
 পানতো রুদ্র নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ১৫ ॥ খেতাপ-
 রাজিতামূলং বর্জিতং চান্ত বারিণা। তল্লোপো রুদ্র
 মাসেন শুক্লকুষ্ঠবিনাশনঃ ॥ ১৬ ॥ মাহিষং নবনীতঞ্চ
 সিন্দূরঞ্চ মরীচকং। পামা বিলেপনারশ্চোদুর্নামা রুঘভ-
 ধ্বজ ॥ ১৭ ॥ বিকুগ্নাস্তারীমূলং পকং কীরেণ সং-
 যুতং। ভক্ষিতং শুক্লপিত্তস্য বিনাশকরমীশ্বর ॥ ১৮ ॥
 মূলকস্য তু বীজানি অপামার্গরসেন বৈ। পিষ্টাণি

তেন লেপেন শিহ্নিকা রুদ্র নশ্ততি ॥ ১৯ ॥ কদলী-
 ক্ষারসংযুক্তহরিজা শিহ্নিকাপহা। রস্তাপামার্গয়োঃ
 ক্ষার এরণ্ডেন বিমিশ্রিতঃ। তদভ্যাক্ষাহাদেব সত্ত্বঃ
 সিদ্ধা বিনশ্চতি ॥ ২০ ॥ কুম্মাণ্ডলভাক্ষারশ্চ সগো-
 মূত্রশ্চ তত্বতঃ। জলপিষ্টা হরিজা চ সিদ্ধা মন্দানলেন
 হি ॥ ২১ ॥ মাহিষেণ পুরীষেণ বেষ্টিতা রুঘভধ্বজ।
 অগ্ন্যা উদ্বর্তনং কুর্যাদদসৌষ্ঠবমীশ্বর ॥ ২২ ॥ তিল-
 সর্বপদংযুক্তং হরিদ্রাদ্বয়কুষ্ঠকং। তেনোদ্বর্তিতদেহঃ
 স্কাদুর্গন্ধঃ সুরভিঃ পুমান্ ॥ ২৩ ॥ মনোহরশ্চানুদিনং
 দুর্লাগাং কাকজজ্বয়া। অর্জুনস্ত তু পুষ্পাণি জম্বুপত্র-
 যুতানি চ। সলোদ্ধাণি চ তল্লোপো দেহদুর্গন্ধতাং
 হরেৎ ॥ ২৪ ॥ যুক্তং লোধভবৈরীশৈশ্চূর্ণস্ত কনকস্য
 চ। তেনোদ্বর্তিতদেহস্য ন স্যাদ্ভীষ্মপ্রবাধকং ॥ ২৫ ॥
 দুগ্ধেনোষসি সেকশ্চ ঘর্ম্মদোষশ্চ নশ্চতি। কাকজজ্বো-
 দ্বর্তনস্ত অদরাগকরং ভবেৎ ॥ ২৬ ॥ যষ্টীমধু শর্করা চ

পেষণ করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ অপহৃত হয়। ১১।
 ত্রিকলা একভাগ এবং সোমরাজীবীজ দুইভাগ হরীতকীর সহিত
 ভক্ষণ করিলে দক্ষরোগ বিনষ্ট হয়। ১২। অন্নতক্র ও গোমূত্র
 একত্র কাথ করিয়া লবণের সহিত কাংস্যপাত্রে ঘর্ষণ করিবে,
 পরে ইহা দ্বারা কুষ্ঠস্থানে লেপন করিলে কুষ্ঠরোগ বিনাশ
 পায়। ১৩। হরিজা, হরিতাল, দুর্লা, গোমূত্র ও সৈন্ধব এই
 সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া লেপন করিলে দক্ষ, পামা ও
 বিঘরোগ বিনষ্ট হয়। ১৪। সোমরাজীবীজ, নবনীত ও মধুর
 সহিত ভক্ষণ করিলে শুক্লকুষ্ঠ অর্থাৎ শিথরোগ বিনাশ পায়।
 এই ঔষধ সেবনকালে তক্রের সহিত অন্নপথ্য করিবে, ইহার
 অভাধা করিবে না। ১৫। অপরাজিতার মূল তাহার রসের
 সহিত পেষণ করিয়া বর্জিত প্রস্তুত করিবে। এই বর্জিত ঘর্ষণ
 করিয়া লেপ দিলে মাসমাংসে খেতকুষ্ঠ বিনাশ পায়। ১৬।
 মাহিষ মধুনীত, সিন্দূর, মরীচ এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ
 করিয়া লেপন করিলে পামা ও দুর্নামারোগ বিনষ্ট হয়। ১৭।
 তক্রগাস্তারীমূল দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেই কাথ পান
 করিবে। ইহাতে খেতপিত্ত বিনাশ পায়। ১৮। মূলার বীজ
 অপামার্গের রসে পেষণ করিয়া লেপন করিলে শিহ্নিকারোগ

নষ্ট হয়। ১৯। কদলীর ক্ষার ও হরিজা এই দুই দ্রব্য একত্র
 সেবন করিলে শিহ্নিকারোগ বিনাশ পায়। রস্তা ও অপা-
 মার্গের ক্ষার এরণ্ডতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাড়ে অভ্যঙ্গ
 করিলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধরোগ বিনষ্ট হইয়া যায়। ২০। গোমূত্র-
 পিষ্ট কুম্মাণ্ডলভাক্ষার ক্ষার এবং জলপিষ্ট হরিজা এই দুই দ্রব্য মন্দা-
 য়িত্তে পাক করিয়া মাহিষবিষ্ঠাদ্বারা বেটন করিয়া রাখিবে।
 পরে এই ঔষধি দ্বারা গাড়ে উদ্বর্তন করিলে অদসৌষ্টব বৃদ্ধি
 পায়। ২১-২২। তিল, সর্বপ, হরিজা, দাকহরিজা ও কুড় এই
 সমুদায় দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া গাজোদ্বর্তন করিলে যাহার
 গাড়ে অতিশয় দুর্গন্ধ আছে, সেও অতিসঙ্গত বৃদ্ধি হয়। ২৩।
 দুর্লা, কাকজজ্বা, অর্জুনপুল, জামের পাতা ও লোধ এই সকল
 দ্রব্য পেষণ করিয়া অজলেপন করিলে তাহার গাড়ে দুর্গন্ধ বিনাশ
 পায় এবং দিন দিন তাহার শরীর মনোহর কান্তিধারণ করে।
 ২৪। যুজ্জার চূর্ণ লোধের কাথে পেষণ করিয়া গাজোদ্বর্তন
 করিলে তাহার শরীরে জীষ বাধা দিতে পারে না। ২৫। প্রত্যুষে
 দুগ্ধ দ্বারা গাড়ে সেক করিলে ঘর্ম্মদোষ শান্তি হয়, কাকজজ্বা-
 দ্বারা গাজোদ্বর্তন করিলে শরীরের কান্তিবৃদ্ধি পায়। ২৬।
 যষ্টীমধু, শর্করা, বাসকের রস ও মধু এই সকল একত্র পান

বাসকস্য রসো মধু । এতৎ পীতং রক্তপিত্তকামলা-
পাতুরোগঘ্নং ॥ ২৭ ॥ রক্তপিত্তং হরেৎ পীতো বাস-
কস্য রসো মধু । প্রাতঃকালে ভোজনানাং পীনসং
দারুণং হরেৎ ॥ ২৮ ॥ বিভীতকস্য বৈ চূর্ণং পিঙ্গল্যাঃ
সৈন্ধবস্য চ । পীতং লকাঙ্কিকং হস্তি স্বরভেদং
মহেশ্বর ॥ ২৯ ॥ চূর্ণমামলকং সৈবং পীতং গব্যপয়ো-
ষিতং । মনঃশিলা বলামূলং কোলপর্ণঞ্চ শুগ্ণুলুঃ ॥
৩০ ॥ জাতিপত্রং কোলপত্রং তথা চৈব মনঃশিলা ।
এতিশ্চৈব কুতা বর্জির্দধর্য্যগ্নৌ মহেশ্বর । ধূমপানং
কাসহরণং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩১ ॥ ত্রিকলাপিঙ্গলী-
চূর্ণং ভক্ষিতং মধুনা যুতং । ভোজনাদৌ হি সমধু
পিপাসাশ্রিতং হরেৎ ॥ ৩২ ॥ বিষমূলঞ্চ সমধু শুভ্রচী-
কষিতং জলং । পীতং হরেচ্চ ত্রিবিধং হৃদ্বিং নৈবাত্র
সংশয়ঃ । পীতা দুর্কা হৃদ্বিনুং স্যাৎ পিষ্টা তণ্ডুল-
বারিণা ॥ ৩৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নবত্যাধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

একনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ পুনর্ব্বার্য্য মূলঞ্চ শ্বেতং পুষ্যে
সমাহৃতং । বারিপীতং তস্য পার্শ্বে ভবনেষু ন
পন্নগাঃ ॥ ২ ॥ তাক্ষ্যমূর্ত্তিং বহেদ্ববো বৈ ভঙ্জকদন্ত-
নির্ম্মিতাং । স পন্নগৈর্ন দংশেত বাবজ্জীবং বৃষধ্বজ ॥
৩ ॥ পিবেদশালিমূলং যঃ পুষ্যকৈরুদ্র বারিণা । তন্নি-
রপাস্তদশনা নাগাঃ স্যুর্য্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥ পুষ্যে
লঙ্কালুকামূলে হস্তবক্ষে তু পন্নগান্ । গৃহীয়াগ্নেপতো
বাপি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫ ॥ পুষ্যে শ্বেতাক্ষ-
মূলস্ত পীতং শীতেন বারিণা । নশেত দংশকবিষং
করবীরাদিজং বিষং ॥ ৬ ॥ মহাকালস্য বৈ মূলং পিষ্টং
তং কাঙ্কিকেন বৈ । বোভ্রাণাং ডুণ্ডুভাণাঞ্চ তন্নেপো
হরতে বিষং ॥ ৭ ॥ তণ্ডুলীয়কমূলঞ্চ পিষ্টং তণ্ডুল-
বারিণা । যুতেন সহ পীতস্ত হরেৎ সর্কবিষাণি চ ॥ ৮ ॥

পায় । দুর্কা তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে
হৃদ্বিরোগ নিবারিত হয় । ৩৩ ।

একনবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

করিলে রক্ত, কামলা ও পাতুরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে । ২৭ ।
বাসকের রস ও মধু পান করিলে রক্তপিত্তরোগ বিদূরিত হয় ।
প্রাতঃকালে জলপান করিলে স্ফারুণ পীনসরোগ নিবারিত
হয় । ২৮ । বহেড়া, পিঙ্গলী ও সৈন্ধব এই সকল চূর্ণ করত
কাঁজির সহিত পান করিলে স্বরভজ নিবারিত হয় । ২৯ । আম-
লকীর চূর্ণ, মনঃশিলা, বেড়েলামূল, বদরীপত্র, শুগ্ণুলু, এই
সকল গব্যযুতের সহিত পান করিলে ও স্বরভজরোগ বিনাশ
পায় । ৩০ । জাতিপত্র, বদরীপত্র এবং মনঃশিলা এই সকল
ত্রয়া একত্র পেষণ করিয়া বর্জি প্রস্তুত করিবে । এই বর্জি
বদরীকাঠের অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া সেই ধূমপান করিলে কাস-
রোগ হরণ করে ; ইহার অন্তথা হয় না । ৩১ । ত্রিকলা ও
পিঙ্গলী চূর্ণ করিয়া ভোজনের আদিতে মধুর সহিত পান করিলে
পিপাসা ও অরশান্তি হয় । ৩২ । বিষমূল ও শুভ্রচী-
কষি মধুর সহিত পান করিলে ত্রিবিধ হৃদ্বিরোগ বিনাশ

হরি কহিলেন, পুনর্ব্বার মূল পুষ্যানকজে সমাহরণ করিয়া
জলের সহিত পান করিলে তাহার নিকটে কিম্বা গৃহে সর্প
থাকিতে পারে না । ১-২ । ভঙ্জকের দন্তবার্য্য গরুড়ের প্রতি-
মূর্ত্তি করিয়া ধারণ করিলে বাবজীবন তাহাকে সর্পে দংশন
করিতে পারে না । ৩ । শালিবৃক্ষের মূল পুষ্যানকজে আহরণ
করিয়া জলের সহিত পান করিলে তাহার সমক্ষে সর্পের দন্ত
অক্ষর্য্য হইয়া যায়, ইহার অন্তথা হয় না । ৪ । পুষ্যানকজে
লঙ্কালুতার মূল আহরণ করিয়া হস্তে বন্ধন অথবা লেপন
করিলে সেই ব্যক্তি সর্প ধরিতে পারে সন্দেহ নাই । ৫ । পুষ্যা-
নকজে শ্বেত আকন্দের মূল শীতল জলের সহিত পান করিলে
দংশকবিষ ও করবীরাদিবিষ বিনষ্ট হয় । ৬ । মহাকালতার
মূল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া অগ্নে লেপন করিলে বোড়া ও
চোঁড়া সাপের বিষ বিনাশ পায় । ৭ । নটেশকের মূল তণ্ডুলো-
দকের সহিত পেষণ করিয়া যুতের সহিত পান করিলে সর্ক-
প্রকার বিষ বিনষ্ট হইয়া যায় । ৮ । নীলীবৃক্ষ ও লঙ্কালুতার

নীললঙ্কামূলং শিষ্টং তণ্ডুলবারিণা । পীত্বা
তদংশকবিষং নশ্যেদেকৈর্ন চোভয়োঃ ॥ ৯ ॥ কুম্ভাণ্ড-
কস্য স্বরসঃ সগুড়ঃ সহশর্করঃ । পীতঃ সগুড়ো নাশঃ
স্যাৎশকস্য বিষস্য বৈ ॥ ১০ ॥ তথা কোদ্রবমূলস্য
মোহস্য হর এব চ । যষ্টীমধুসমাবৃত্তা তথা পীতা চ
শর্করা ॥ ১১ ॥ সগুড়া চ ত্রিরাত্রৈণ মূষবিষহরা ভবেৎ ।
চুল্লকত্রয়পানাত্ত বারিণঃ কীতলস্য বৈ ॥ ১২ ॥ তাম্বুল-
দধ্মুখস্ত লালাত্রাবো বিনশ্চতি । দ্ব্যতং শর্করং পীত্বা
মত্তপানমদো ন বৈ ॥ ১৩ ॥ কৃষ্ণাকোঠস্য মূলেণ পীতং
মুক্তধিতং জলং । ততো নশ্যেৎ গরবিষং ত্রিরাত্রৈণ
মহেশ্বর ॥ ১৪ ॥ উষ্ণং গব্যদ্ব্যতৈব সৈন্ধবেন সম-
ধিতং । নাশয়েত্তম্বাহাদেব বেদনং বৃশ্চিকোস্তবৎ ॥
১৫ ॥ কুমুস্তং কুমুমৈব হরিভালং মনঃশিলা । করঞ্জং
পিষিতং চৈব অর্কমূলঞ্চ শর্কর ॥ ১৬ ॥ বিষং নৃণাং
বিনশ্যেত এতেষাং তক্ষণাচ্ছিব । দীপতৈলপ্রদানাত্ত
দংশৈরাকীটকৈঃ শিব । ঋজুরকবিষং নশ্যেৎ তদা

বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ দংশনস্থানং বৃশ্চিকস্ত গুষ্ঠী-
তগরপাদিকা । নশ্যেদধুমক্ষিকায়্য এতেষাং লেপতো
বিষং ॥ ১৮ ॥ শতপুষ্পা সৈন্ধবঞ্চ সাক্ষ্যং বা তেন
লেপয়েৎ । শিরীষস্য তু বীজং বৈ সিদ্ধং কীর্মেণ
বর্ষিতং ॥ ১৯ ॥ তল্লোপেন মহাদেব নশ্যেৎ কুকুরজং
বিষং । অলিতাগ্নিকারিসেকী তথা দর্দূরজং বিষং ॥ ২০ ॥
ধূতুরকরসং মিশ্রং কীরাক্যগুড়পানতঃ । মূলং বিষং
বিনশ্যেত শশাককৃত্তশেখর ॥ ২১ ॥ বটনিষশমীনাঞ্চ
বজ্রলৈঃ কথিতং জলং । তৎসেকান্মুখদস্তানাত্ত নশ্যেদৈ
বিষবেদনাত্ত ॥ ২২ ॥ লেপনাত্ত দেবদারোচ্চ গৈরিকস্য চ
লেপনাত্ত । নাগেশ্বরো হরিদ্রে ঘে তথা চৈব মজ্জিষ্ঠকা ।
এতির্লেপাদিনশ্যেত লুতাবিষমুদাপতে ॥ ২৩ ॥ কর-
ঞ্জস্য তু বীজানি বরুণচ্ছদমেব চ । তিলাশ্চ সর্বপা
হন্যুর্বিষং বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ দ্ব্যতকুমারীপত্রদ্বৈ
দত্তং সলবণং হর । তুর্যমশরীরাকাং কণ্ডূর্নশ্যেদশা-
হতঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে একনবত্যাদিকশত-

তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে সর্ক-
প্রকার দংশকবিষ বিনাশ পায় । ইহাদিগের কোন একটি
পান করিলেও উক্তরূপ ফল হয় । থাকে ১২ । কুম্ভাণ্ডের রস
গুড়, শর্করা ও ছত্বের সহিত পান করিলে সর্কপ্রকার দংশক-
জন্তুর বিষবিনাশ পায় । ১০ । কোদ্রবের (শল্যাবিশেষ) মূল
মোহরোগ হরণ করে এবং যষ্টীমধু, শর্করা ও ছত্ব এই সকল
পান করিলে ত্রিরাত্রমধ্যে মূষকবিষ বিনাশ করে । তিন-
গুড় ও কীতলজল পান করিলে ত্র্যমূলতক্ষেণে মুখ দধ্ম হইলে
বে লালাজাব হর, তাহা নিবারিত হইয়া থাকে । শর্করার
সহিত দ্ব্যতপান করিলে মদ্যপানে মত্ততা হর না ১১-১৩ ।
কৃষ্ণ আকোড়বৃক্ষের মূলেয় কাথ করিয়া সেই কাথবারি পান
করিলে ত্রিরাত্রমধ্যে গরবিষ বিনাশ পায় । ১৪ । গব্যদ্ব্যত উষ্ণ
করিয়া তৈলদ্রবের সহিত পান করিলে বৃশ্চিকবিষজন্তু বেদনা
বিনষ্ট হয় । ১৫ । কুমুস্ত, কুমুম, হরিভাল, মনঃশিলা, করঞ্জা ও
আককের মূল এই সকল পেষণ করিয়া পান করিলে বিষদোষ
নাশিত হয় । দংশনস্থানে ঐহাদিগের তৈল লেপন করিলে কীট-
দির দংশনজন্তু বেদনা বিনাশ পায় । ইহাতে ঋজুরকবিষ

বিনাশ পাইয়া থাকে, সন্দেহ নাই । ১৬-১৭ । বৃশ্চিক কিংবা
মধুমক্ষিকা দংশন করিলে গুষ্ঠী ও তগরপাদিকা পেষণ করিয়া
দংশনস্থানে লেপ দিবে । ইহাতে দংশনের আলা নিবারিত হয় ।
১৮ । শুলকা, সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া দ্ব্যতসহ-
যোগে লেপন করিবে, অথবা শিরীষবীজ ছত্বের সহিত
সিদ্ধ করিয়া বর্ষণ করিবে । পরে এই ঔষধিবারা দংশনস্থান
লেপন করিলে কুকুরদংশনজন্তু বিষ বিনাশ পায় । অগ্নিআলা
অথবা কীতলজলের সেক করিলে তেকের বিষ বিনষ্ট হয় । ১৯-২০
হে চন্দ্রশেখর! ধূতুরার রসের সহিত ছত্ব, দ্ব্যত ও গুড় মিশ্রিত
করিয়া পান করিলে মূলবিষ বিনাশ পায় । ২১ । বট, নিষ ও
শরীরুজ ইহাদিগের বজ্রলৈয় কাথ করিয়া সেই কাথবারিবারা
সেক করিলে মুখ ও বজ্রের বিষবেদনা বিনাশ পায় । ২২ ।
দেবদারু, গৈরিকাটী, নাগেশ্বর, হরিভা, দারুহরিভা ও
মজ্জিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া লেপ দিলে লুতা
(মাকড়সা) বিষ বিনাশ পাইয়া থাকে । ২৩ । করঞ্জা-
বীজ, বরুণদ্রবের পত্র, তিলা ও সর্বপ এই সকল দ্রব্য মিশ্র

দিনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ । চিত্রকস্তাষ্টভাগানি শূরগন্ডা চ
'ষোড়শ । শুষ্ঠ্যাশ্চছারি ভাগানি মরীচানাং দ্বয়ং
তথা ॥ ২ ॥ ত্রিতয়ং পিপ্পলীমূলং বিড়কানাং চতুষ্ঠয়ং ।
অষ্টৌ মুষলিকাভাগান্নিকলারাস্চতুষ্ঠয়ং ॥ ৩ ॥ দ্বিগুণেন
গুড়েনৈবাং মোদকানি হি কারয়েৎ । তন্তক্ষণমজীর্ণং
হি পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলং । অতীসারানি মন্দাগ্নি-
প্লীহাকৈব নিবারয়েৎ ॥ ৪ ॥ বিষাগ্নিমহঃ শোণাকপাট-
লাপারিত্ত্বকং । প্রসারণ্যমগন্ধা চ বৃহতী কণ্টকারিকা ॥
৫ ॥ বলা চাতিবলা রাস্না স্বদংষ্ট্রা চ পুনর্নবা । এরণ্ড-
শারিবা পর্ণী গুড়ুচী কপিকঙ্কুকা ॥ ৬ ॥ এষাং দশপলান্
ভাগান্ কাথয়েচ্ছলিলেহমলে । তেন পাদাবশেষেণ
তৈলপাত্রে বিপাচয়েৎ ॥ ৭ ॥ আজম্বা যদি বা গব্যং
ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণং । শতাবরীং সৈন্ধবঞ্চ তৈলতুলাং
প্রদাপয়েৎ ॥ ৮ ॥ অব্যাণি বানি পেয়্যাণি তানি বক্ষ্যামি

বিববিনাশ করে । ২৪ । স্বতকুমারীর পত্র লবণের সহিত
মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে দশদিনমধ্যে অথের গাভকণ্ড
নিবারণ হয় । ২৫ ।

দিনবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

হরি কহিলেন, চিতা আটভাগ, ওল বোলভাগ, শুষ্ঠী চারি-
ভাগ, করিচ দুইভাগ, পিপ্পলীমূল তিনভাগ, বিড়ক চারিভাগ,
এই সমুদায় দ্রব্যের বিগুণপরিমাণে গুড় মিশ্রিত করিয়া
মোদক প্রস্তুত করিবে । এই মোদকতক্ষণ করিলে অজীর্ণ,
পাণ্ডুরোগ, কামলা, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য ও প্লীহা এই
সকল রোগ নিবারিত হয় । ১৪ । বিষমূল, গণিয়ারি,
শোণা, পারুলী, নিষ্ফাল, গেছাটল, অম্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্ট-
কারী, বেড়েলা, গোরকককটী, রাস্না, গোক্ষুর, পুনর্নবা, এরণ্ড,
অনন্তমূল, শালপাণী, গুড়ুচী, শুকশিখী, এই সকল দ্রব্য
প্রত্যেক দশপলপরিমাণে লইয়া নির্মল জলে কাথ করিবে ।
এই কাথ পাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে তাহা তৈলপাত্রে পাক
করিবে । পাককালে গব্য কিবা ছাগদুগ্ধ তৈলের চতুর্গুণ
পরিমাণে দিতে হইবে এবং তৈলের তুলাপরিমাণে শতমূলী ও
সৈন্ধব প্রক্ষেপ করিবে । অতঃপর বেসকল দ্রব্য পেষণ করিয়া

তৎ শূণ । শতপুষ্পা দেবদারু বলা পর্ণী বচাশুক্র ॥ ৯ ॥
কুষ্ঠং মাংসী সৈন্ধবঞ্চ পলমেকং পুনর্নবা । পানে নস্তে
তথাভ্যঙ্গে তৈলমেতৎ প্রদাপয়েৎ ॥ ১০ ॥ হৃচ্ছলং
পার্শ্বশূলঞ্চ গণ্ডমালাঞ্চ নাশয়েৎ । অপস্মারং বাতরক্তং
বপুস্মাশ্চ পুমান্ ভবেৎ ॥ ১১ ॥ গর্ভমখতরী বিন্দ্যাং
কিং পুনর্ম্যানুধী হর । অখান্যং বাতভগ্নানাং কুঞ্-
রাণাং নৃণাং তথা । তৈলমেতৎ প্রযোক্তব্যং সর্ববাত-
বিকারিণাং ॥ ১২ ॥ হিঙ্গু তুষ্ণুক শুষ্ঠী চ সাধ্যং তৈলন্ত
সার্বপং । এতচ্চি পুরণং শ্রেষ্ঠং কর্ণশূলাপহং পরং ॥
১৩ ॥ শুক্রমূলকশুষ্ঠীনাং ক্ষারো হিঙ্গুলনাগরং । তক্রং
চতুর্গুণং দদ্যাৎ তৈলমেতদ্বিপাচয়েৎ ॥ ১৪ ॥ বাধির্ঘ্যং
কর্ণশূলঞ্চ পুরস্রাবঞ্চ কর্ণয়োঃ । ক্রিময়শ্চ বিনশ্যন্তি
তৈলস্তাস্ত প্রপূরণাং ॥ ১৫ ॥ শুক্রমূলকশুষ্ঠীনাং ক্ষারো
হিঙ্গুলনাগরং । শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দারুশিগুরসা-

দিতে হইবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । গুলফা, দেবদারু,
বেড়েলা, শালপাণী, বচ, অশুক্র, কুড়, জটামাংসী, সৈন্ধব ও
পুনর্নবা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একপল (৮ তোলা) পরি-
মাণে তৈলমধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে । এই তৈল যথাবিধি
পাক করিয়া পানে, নস্তে ও অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিবে । ইহাতে
হৃচ্ছল, পার্শ্বশূল, গণ্ডমালা, অপস্মার, বাতরক্তপ্রভৃতি রোগ
বিনাশ পায় এবং সেই ব্যক্তির শরীরের পুষ্টি হয় । এই তৈল
সেবন করিলে অখতরীও গর্ভগ্রহণ করে, মাহুবার গর্ভগ্রহণে
সন্দেহমাত্র নাই । অখ ও হস্তীও যদি বাতরোগে আক্রান্ত
হয় তাহাহইলেও এই তৈল সেবনে প্রতিকার হইয়া থাকে ।
বিশেষতঃ সর্বপ্রকার বাতরোগেই এই তৈল প্রয়োগ করিবে ।
১-১২ । হিঙ্গু, তুষ্ণুক, শুষ্ঠী এই সকল দ্রব্যের সহিত সার্বপ
তৈল পাক করিয়া কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল বিনাশ পায় । ১৩ ।
শুক্রমূলক ও শুষ্ঠীর ক্ষার, হিঙ্গু, শুষ্ঠী এই সকল দ্রব্যের সহিত
তিলতৈল পাক করিবে । পাককালে তৈলের চতুর্গুণ ঘোল
দিতে হইবে । যথাবিধি পাক সমাপ্তি করিয়া এই তৈল কর্ণে
পূরণ করিলে বধিরতা, কর্ণশূল, পুরস্রাব ও কর্ণক্রিমি এই সকল
বিনাশ পাইয়া থাকে । ১৪-১৫ । শুক্রমূলক ও শুষ্ঠীর ক্ষার,
হিঙ্গুল, শুষ্ঠী, গুলফা, বচ, কুড়, দেবদারু, শালপাণী, রসায়ন,

জনং ১৩ ৷ সৌবর্জলং যবকারং সামুদ্রং সৈন্ধবং
তথা ৷ গ্রহিকং বিড়ম্বকং মধু শুক্রং চতুর্গুণং ১৭ ৷
মাতুলুঙ্গরসশ্চৈব কদলীরস এব চ ৷ তৈলমেতির্নিপ-
ক্তব্যং কর্ণশূলাপহং পরং ১৮ ৷ বাধির্ধ্যং কর্ণনাম্শ-
চ পূর্য্যাবৎ দারুণং ১৯ ৷ পূরণাদন্ত তৈলন্ত কিমরঃ কর্ণ-
রোহরং ২০ ৷ সন্ধ্যা বিনাশমায়ান্তি শশাক্কৃত-
শেখর ৷ কারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং মুখদন্তমলাপহং ২১ ৷
চন্দনং কুঙ্কমং মাংসী কপূরো জাতিপত্রিকা ২২ ৷
জাতীককোলপুগানাং লবঙ্গস্ত ফলানি চ ২৩ ৷ অণু-
রপি চ কস্তুরী কুষ্ঠং তগরপাদিকা ৷ গোরোচনা প্রি-
মুখ বলা চৈব তথা নথী ২৪ ৷ সরলং সপ্তপর্ণক
লাক্ষা চামলকী তথা ৷ তথা তু পদ্মকঙ্কৈব ঐতৈস্তৈলং
প্রলাধয়েৎ ২৫ ৷ প্রযোজ্যমলদুর্ষককণ্ডকুষ্ঠহরং পরং ২৬ ৷
দ্রীশতং গন্ধতে রক্ত বজ্রাপি লভতে স্তুতং ২৭ ৷
যমানী চিত্রকং ধন্তং ত্র্যম্বকং জীরকং তথা ৷ সৌব-
র্জলং বিড়ম্বকং পিঙ্গলীমূলরাজিকং ২৮ ৷ এতিঃ পচেৎ

সাজিমাটি, যবকার, করকচ, সৈন্ধব, পিঙ্গলী, বিটলবণ, মুখা,
মধু এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে। পাককালে
চতুর্গুণপরিমাণ কাঁজি, লেবুর রস ও কদলীরস দিতে হইবে।
এই তৈল বিধিপূর্ব্বক পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে বধি-
রতা, কর্ণনাম, পূর্য্যাব ও কর্ণক্রিডি তৎক্ষণাৎ বিনাশ পায়,
ইহার নাম কারতৈল, এই তৈল সেবন করিলে মুখ ও দন্তের মল-
বিনাশ পায় ১৩-২০ ৷ রক্তচন্দন, কুঙ্কম, জটামাংসী, কপূর,
জাতীপত্র, জাতীফল, ককোল, ওপারি, লবঙ্গ, অণু-
ক, কস্তুরী, কুড়, তগরপাদিকা, গোরোচনা, প্রিয়ঙ্গু, বেড়োলা,
নথী, সরলকাঠ, ছাতিষ, লাক্ষা, আমলকী ও পদ্মকাঠ,
এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল
সেবন করিলে দর্শকজ্ঞান প্রাপ্তক, কণ্ঠ ও কুষ্ঠরোগ বিনাশ
পায়। এই তৈল পুরুষে সেবন করিলে শতদ্রোগমন করিতে
পারে এবং স্ত্রীলোকে সেবন করিলে বজ্রামারীও সর্ভ-
বধী হয় ২১-২৮ ৷ যমানী, চিত্রা, বনিয়া, ত্রিকটু, জীরা,
সাজিমাটি, বিড়ল, পিঙ্গলীমূল ও সর্ষপ এই সকল দ্রব্যের সহিত
একপ্রহ যত পাক করিবে। পাককালে অষ্টপ্রহ জল দিতে

যতপ্রহ জল প্রস্থাই সংযুতং ৷ তথার্শোগুণদ্বয়ং হস্তি
বলিং করোতি বৈ ২৯ ৷ মরিচং ত্রিহৃতং কুষ্ঠং হরি-
তালং মনঃশিলা ৷ দেবদারু হরিজে বে কুষ্ঠং মাংসী
চ চন্দনং ৩০ ৷ বিশালা করবীরক অর্ককীর শকুদ্রসং ৩১ ৷
এষাঞ্চ কার্ষিকো ভাগো বিষস্তাঙ্গপলং ভবেৎ ৩২ ৷
প্রহং কটুকতৈলন্ত গোমুত্রৈষ্টগুণে পচেৎ ৩৩ ৷
লৌহপাত্রে বা শনৈর্ম্মৃগ্মিনা পচেৎ ৩৪ ৷ পামা বি-
চর্জিকা চৈব দ্রুণ বিস্ফোটকানি চ ৩৫ ৷ অভ্যঙ্গেন প্রণ-
শস্তি কোমলদ্বয় জায়তে ৩৬ ৷ প্রস্তুতান্তপি শিথ্রাণি
তৈলেনানেন দ্রুণয়েৎ ৩৭ ৷ চিরোপিতমপি শিথ্রং বিনষ্টং
তৎক্ষণাৎ ভবেৎ ৩৮ ৷ পটোলপত্রং কটুকা মজ্জিষ্ঠা
শারিবা নিশা ৩৯ ৷ জাতীশমীনিষপত্রং মধুকং কথিতং যুতং ৪০ ৷
এতির্লোপাং স্যুররুজো ত্রুণা বিস্মাবিণঃ শিব ৪১ ৷
শম্বপুন্দ্রী বচা সোম ব্রাক্ষীরুকসৌবর্জলাঃ ৪২ ৷ অভয়া

হইবে। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল সেবন করিলে
অর্শ, গুল্ম ও শোথ এই সকল রোগ বিনাশ করে এবং জঠর-
গত অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে ২৯-৩৬ ৷ মরিচ, তেউড়া, কুড়,
হরিতাল, মনঃশিলা, দেবদারু, হরিজা, দারুহরিজা, কুড়, জট-
মাংসী, রক্তচন্দন, গোরক্ষকটী, করবী, আকন্দের কীর ও গো-
ময়রস এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা, বিষ চারি তোলা
এই সকল দ্রব্যের সহিত কটুতৈল একপ্রহ পাক করিবে, পাক-
কালে তৈলের আটগুণ গোমূত্র দিতে হইবে। যুৎপাত্রে অথবা
লৌহপাত্রে যুহু অগ্নিতে এই তৈল পাক করা বিধেয়। এই
তৈল সেবন করিলে পামা, বিচর্জিকা, দ্রুণ ও বিস্ফোটকাদি
রোগ বিনষ্ট হয়। এই তৈল গাত্রে মর্দন করিলে গাত্র কোমল
হইয়া থাকে, সর্দঙ্গব্যাপ্ত চিরকালীন শিথ্ররোগ বিনাশ পায়।
৩৭-৩৮ ৷ পটোলপত্র, কটুকী, মজ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, হরিজা,
জাতীপত্র, নিষপত্র, শমীপত্র ও বহুমধু এই সকল দ্রব্যের কাথ
করিয়া সেই কাথদ্বারা যুতসহযোগে ত্রুণে লেপ দিলে তাহার
বেদনা ও পূর্য্যাব নিবারিত হয়। শম্বপুন্দ্রী, বচ, কপূর,
ব্রাক্ষীরুক, সাজিম.টি, ধরীতকী, শুভ্রচী, বাগক ও সোমরাজী,
ইহাদিগের প্রত্যেকে দুইতোলা পরিমাণে লইয়া ইহাদিগের
সহিত একপ্রহ যত পাক করিবে। পাককালে কর্ণকারী

চ গুড়ুচী চ অটরবকবাণ্ডকী । এতৈরক্ষসমৈর্ভাগৈ-
 যুতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ কটকার্য্য। রসপ্রস্থং কীর-
 প্রস্থসমম্বিতং । এতদ্ভ্রাক্ষীযুতং নাম শ্বভিমৈধাকরং
 পরং ॥ ৩৫ ॥ অগ্নিমস্থো বচা বাসা পিঙ্গলীমধুসৈন্ধবং ।
 সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ কিম্বৈরৈব নীয়তে ॥ ৩৬ ॥ অপা-
 মার্গঃ সগুড়ুচী কুষ্ঠং শতাবরী বচা । শঙ্খপুষ্পাতয়া সাক্ষ্যং
 বিড়ঙ্গং ভক্ষিতং সমং । মিষির্দ্বিমৈর্নরং কুর্যাৎ
 প্রস্থষ্টশতধারিণং ॥ ৩৭ ॥ অস্তির্কী পয়সাক্ষ্যেন মালমে-
 কস্ত সেবিতা । বচা কুর্য্যায়ং প্রাজ্ঞং প্রতিধারণ-
 সংযুতং ॥ ৩৮ ॥ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে পীতং পলমেকং পয়ো-
 যিতং । বচায়ান্তংকণং কুর্য্যাস্ত্রহাশ্রজ্যযুতং নরং ॥
 ৩৯ ॥ ভূনিষনিষত্রিকলাপপ্লটৈশ্চ শৃতং জলং ।
 পটৌলীমুস্তকাভ্যাক্ষ বাসকেন চ নাশয়েৎ ॥ ৪০ ॥
 বিস্ফোটকানি রক্তঞ্চ নাত্র কার্য্য বিচারণা । কেতকস্ত
 ফলং শঙ্খং সৈন্ধবং জ্যূষণং বচা ॥ ৪১ ॥ ফেনো রসাজ্ঞনং

কৌজং বিড়কানি মনঃশিলা । এষাং বর্জির্হস্তি কাচং
 তিমিরং পটলস্তথা ॥ ৪২ ॥ প্রস্থয়ং মাষকস্ত কাষশ্চ
 জ্ঞোণমন্তসাং । চতুর্ভাগাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপা-
 চয়েৎ ॥ ৪৩ ॥ কাঞ্জিকস্তাঢ়কং দধা পিষ্টাণ্যেত্যনি
 দাপয়েৎ । পুনর্নবা গোক্ষুরকং সৈন্ধবং জ্যূষণং বচা ॥
 ৪৪ ॥ লবণং সুরদারু চ মঞ্জিষ্ঠা কটকারিকা । নস্ত্রাং
 পানাক্ষরত্যেব কর্ণশূলং সূদারুণং ॥ ৪৫ ॥ বাধির্ঘ্যং সর্ক-
 রোগাংশ্চ অভ্যাক্ষ মহেশ্বর । পলয়ং সৈন্ধবঞ্চ
 শুষ্ঠীচিৎকপঞ্চকং ॥ ৪৬ ॥ সৌবীরপঞ্চপ্রস্থঞ্চ তৈল-
 প্রস্থং পচেত্ততঃ । অশ্বগ্নরশ্বরমীহাসর্কবাতবিকার-
 নুৎ ॥ ৪৭ ॥ উড়ুঘরং বটং প্লকং জম্বুঘরমধাক্ষুর্নং ।
 পিঙ্গলঞ্চ কদম্বঞ্চ পলাশং লৌধুতিম্বুকং ॥ ৪৮ ॥ মধুক-
 মাত্রসর্জ্ঞঞ্চ বদরং পদ্মকেশরং । শিরীষবীজকৈতক
 এতৎকাধেন সাধিতং । তৈলং হস্তি ত্রণান্ লেপাচ্চির-
 কালভবানপি ॥ ৪৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে দ্বিনবত্যধিকশত-

তমোহিধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

রস একগ্রহ এবং দুধ একগ্রহ দিতে হইবে। ইহার নাম
 ত্রাক্ষীযুত ; এই যুত সেবন করিলে শ্বতি ও মেধাশক্তির বৃদ্ধি
 হয়। ৩২-৩৫। গণিরারি, বচ, বাসক, পিঙ্গলী, মধু ও সৈন্ধব
 এই সকল দ্রব্য একত্র সেবন করিবে। এই ঔষধ সাত দিন
 ভক্ষণ করিলে কিম্বরের ত্রাণ কঠম্বর হয়। ৩৬। অপামার্গ,
 গুড়ুচী, কুড়, শতমূলী, বচ, শঙ্খপুষ্পী, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ এই
 সকল দ্রব্য যুতের সহিত তিন দিন ভক্ষণ করিলে তাহার একপ
 মেধাশক্তি হয় যে, সে অষ্টোত্তরশতগ্রহ কঠম্বর করিতে পারে।
 ৩৭। জল, দুধ অথবা যুতের সহিত একমাস বচ ভক্ষণ করিলে
 সেই ব্যক্তি প্রতিধর হইয়া থাকে। অর্থাৎ যাহা শ্রবণ করে,
 তাহা তাহার বিদ্যুত হয় না। ৩৮। চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যগ্রহ-
 কালে যে ব্যক্তি জলের সহিত একপল বচ ভক্ষণ করে, সেই
 ব্যক্তি মহাপ্রাজ্ঞ অর্থাৎ শাস্ত্রে অধিকারী হয়। ৩৯। চিরতা,
 নিষ, ত্রিফলা, কেতপাণ্ডা, পটৌল, মুখা ও বাসক এই সকল
 দ্রব্যের কাথ করিয়া সেই কাথবারি পান করিলে বিস্ফোট ও
 রক্তপ্রাব নিবারিত হয়, ইহার অন্তথা হয় না। কেতকীফল,
 শঙ্খ, সৈন্ধব, ত্রিকটু, বচ, জম্বুফেনা, রসাজন, মধু, বিড়ঙ্গ,
 মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বর্জি প্রস্তুত

করিবে, এই বর্জিবারা চক্ষু অজ্ঞিত করিলে কাচ, ভিমির ও
 পটলপ্রভৃতি চক্ষুরোগ বিনাশ পায়। ৪০-৪২। দুইগ্রহ দ্রব্য-
 কলাই এক জ্ঞোণ জলে দিয়া কাথ করিবে ; জলের চতুর্ভাগমাত্র
 অবশিষ্ট থাকিতে তাহাতে একগ্রহ তৈল পাক করিবে। পাক-
 কালে কাঁজি এক আঢ়ক অর্থাৎ আটসের দিতে হইবে। অতঃ-
 পর যে সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া দিতে হইবে তাহা শ্রবণ কর।
 পুনর্নবা, গোক্ষুর, সৈন্ধব, ত্রিকটু, বচ, লবণ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা,
 কটকারী এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি তৈলপাক করিয়া
 নস্ত্রগ্রহণ সুখবা পান করিলে সূদারুণ কর্ণশূল হরণ করে। এই তৈল
 মর্দন করিলে বধিরতা এবং অন্ত্রাশ্র রোগরাশি বিনাশ পাইয়া
 থাকে। সৈন্ধব দুই পল, শুষ্ঠী ও চিতা পঞ্চপল, কাঁজি পাঁচ
 গ্রহ এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল একগ্রহ পাক করিবে।
 এই তৈল অশ্বগ্নর, বরভঙ্গ, মীহা ও সর্কপ্রকার নাভরোগ
 বিনাশ করে। ৪৩-৪৭। বড়ডুমুর, বট, পাকুড়, দ্বিবিধ জাম,
 অর্জুনবৃক্ষ, অম্বথ, কদম্ব, পলাশ, লৌহ, গাব, মধুক, আত্র,
 সর্জ, বদরী, পদ্ম ও নাগকেশরবৃক্ষ এবং শিরীষবীজ ও নিম্ববী-

ত্ৰিনবত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ। পলাণ্ডু জীরকে কুষ্ঠমশ্বগন্ধাজমোদকং ।
বচা ত্রিকটুকৈব লবণং চূর্ণমুত্তমম্ ॥ ২ ॥ ত্রাক্ষীরসৈ-
র্ভাবিতঞ্চ সর্পির্শ্বধুসমস্থিতং । সপ্তাহং ভক্ষিতং কুর্য্যাৎ
নির্মলাঞ্চ মতিং পরাং ॥ ৩ ॥ সিদ্ধার্থকং বচা হিঙ্গু করঞ্জং
দেবদারু চ। মঞ্জিষ্ঠা ত্রিকলা বিশ্ব শিরীষো রজনীন্দ্রয়ং ॥
৪ ॥ প্রিয়ঙ্গু নিম্ব ত্রিকটু গোমূত্রেণৈব ঘর্ষিতং । নস্ত্রমালা-
পনৈকৈব তথা চোষর্জনং হি তৎ ॥ ৫ ॥ অপস্মারবিষোন্মা-
দশোষালক্ষ্মীছরাপহং । ভূতেভ্যশ্চ ভয়ং হস্তি রাজ-
ঘারে তু পূজনং ॥ ৬ ॥ নিম্বং কুষ্ঠং হরিদ্রে ঘে শিগ্রু সর্ব-
পঙ্কং তথা । দেবদারু পটোলঞ্চ ধন্তং তক্রেন ঘর্ষিতং ॥
৭ ॥ দেহং তৈলাক্তগাঢ়ং বৈ অনেনোষর্জনমুত্তমং । পামাঃ
কুষ্ঠানি নশ্বেয়ুঃ কণ্ডুং হস্তি চ নিশ্চিতং ॥ ৮ ॥ সামুদ্র্যং
সৈন্ধব ক্ষাররাজিকালবণং বিড়ং । কটুলোহরজ-
শ্চৈবং ত্রিভুং সুবর্ণকং সমং । দধিগোমূত্রপয়সা মন্দ-

কল এই সকলের কাথের সহিত তৈল পাক করিয়া ত্রণে লেপন
করিলে চিরকালজাত ত্রণ বিনষ্ট হয়। ৪৮-৪৯।

ত্ৰিনবত্যাধিকশততম অধ্যায়।

হরি কহিলেন, পলাণ্ডু, জীরা, কুড়, অশ্বগন্ধা, যমানী, বচ,
ত্রিকটু ও লবণ এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ত্রাক্ষীরসে
ভাবনা দিবে, পরে এই চূর্ণ মধু ও ঘূতের সহিত সপ্তাহ ভক্ষণ
করিলে তাহার সধুজি হইয়া থাকে। ১-৩। সর্বপ, বচ, হিঙ্গু,
করঞ্জা, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিকলা, শুষ্কী, শিরীষ, হরিদ্রা, দারু-
হরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, নিম্ব ও ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য গোমূত্রের সহিত
ঘর্ষণ করিবে, পরে ইহার নস্ত্রগ্রহণ করিলে অথবা গাজলেপ ও
উষর্জন করিলে অপস্মার, বিষোন্মাদ, শোষ, অলক্ষ্মী ও অর
বিনাশ পায়। তাহার কোন ভূতের ভয় থাকে না এবং রাজ-
ঘারে পূজনীয় হয়। ৪-৬। নিম্বপত্র, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা,
শজিরা, সর্বপ, দেবদারু, পটোল, ধনিয়া এই সকল দ্রব্য তক্রের
সহিত ঘর্ষণ করিবে। পরে শরীরে তৈলমর্দন করিয়া এই
ঔষধিঘারা উষর্জন করিবে। ইহাচর্মে পামা, কুষ্ঠ, কণ্ডু প্রভৃতি
রোগ বিনাশ পায়। ৭। করকচ, শৈন্ধব, ববকার, সর্বপ,
লবণ, বিটলবণ, কটুকী, লৌহচূর্ণ, তেউড়ী, সুবর্ণ এই সকল

পাবকপাচিতং ॥ ৯ ॥ এতচ্চান্নিবলং চূর্ণং পিবেদ্বক্ষেণ
বারিণা। জীর্ণেজীর্ণে তু ভুক্তোহ্য মালাদি যতভোজনং ॥
১০ ॥ নাভিশূলং মূত্রশূলং গুন্মগ্নীহস্তবঞ্চ যৎ । সর্কং
শূলহরং চূর্ণং জঠরানলদীপনং । পরিণামসমুৎপত্ত
শূলস্য চ হিতং পরং ॥ ১১ ॥ অভয়ামলকং ত্রাক্ষা
পিপ্পলী কণ্টকারিকা। শূকী পুনর্নবা শুষ্ঠী জঙ্ঘা কাসং
নিহন্তি বৈ ॥ ১২ ॥ অভয়ামলকং ত্রাক্ষা পাঠা চৈব
বিভীতকং । শর্করা চ সমং চৈব জঙ্ঘং অরহরং
ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ ত্রিকলা বদরং ত্রাক্ষা পিপ্পলী চ বিরেক-
কৃৎ । হরীতকী সোক্ষনীললবণঞ্চ বিরেককৃৎ ॥ ১৪ ॥
কুর্ম্মমং স্যাম্মহিষগোশৃগালাশ্চ বানরাঃ । বিড়ালবর্জি-
কাকাশ্চ বরাহোলুককুজুটঃ ॥ ১৫ ॥ হংস এষাঞ্চ
বিগুত্রং মাংসং বা রোমশোণিতং । ধূপং দদ্যাচ্ছুরা-
র্জেভ্য উন্মত্তেভ্যশ্চ শান্তয়ে ॥ ১৬ ॥ এতান্নৌষধজাতানি
হস্তি রোগো ভবেদ্বর। নিহন্তি তানি রোগাণি বৃক্ষ-

দ্রব্য দধি, গোমূত্র ও ছুত্বের সহিত মন্ড অগ্নিতে পাক করিবে।
এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত পান করিলে অগ্নি ও বলবৃদ্ধি পায়,
এই ঔষধ একমাস ভক্ষণ করিয়া আপনার পরিপাকশক্তি-অনু-
সারে যতভোজন করিবে। ইহাতে নাভিশূল, মূত্রশূল, গুন্ম ও
গ্নীহাজনিত শূল, পরিণামশূল প্রভৃতি বিনাশ পায় এবং জঠ-
রাগ্নির সন্দীপন হইয়া থাকে। ১০-১১। হরীতকী, জামলকী,
ত্রাক্ষা, পিপ্পলী, কণ্টকারী, শূকী, পুনর্নবা ও শুষ্ঠী এই সকল
দ্রব্য ভক্ষণ করিলে কাসরোগ বিনাশ পায়। ১২। হরীতকী,
জামলকী, ত্রাক্ষা, আক্নাডি, তেলা ও শর্করা এই সকল সম-
পরিমাণে লইয়া ভক্ষণ করিলে অররোগ বিনষ্ট হয়। ১৩।
ত্রিকলা, বদরী, ত্রাক্ষা, পিপ্পলী, হরীতকী ও লবণ এই সকল
দ্রব্য উষ্ণজলের সহিত ভক্ষণ করিলে বিরেকন হয়। ১৪। কুর্ম্ম,
মংস্ত্র, অশ্ব, মহিষ, গো, শৃগাল, বানর, বিড়াল, মনুর, কাক,
শূকর, পেঁচক, কুজুট, হংস এই সকলের বিষ্ঠা, মূত্র, শোণিত,
মাংস ও রোম সংগ্রহ করিয়া অরার্ক ও উন্মাদরোগীর রোগশান্তির
নিমিত্ত ধূপপ্রদান করিবে। এই সকল ঔষধ নানাবিধ রোগ
বিনাশ করিয়া থাকে। যেমন ইজ্রবজ্র বৃক্ষ বিনিপাতিত কমে,
সেইরূপ উষ্ণ ঔষধসকল রোগপ্রাণি বিনাশ করিয়া থাকে।

- মিত্রাশনির্ঘা ॥ ১৭ ॥ ঔষধে ভগবান্ বিষ্ণুঃ স স্মৃতো
রোগমুস্তবেৎ । ধাতোজিতঃ স্ততো বাপি নাত্র কার্য্য
বিচারণা ॥ ১৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ত্রিনবত্যধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

চতুর্নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরূবাচ । সর্বব্যাদিহরং বক্ষ্যে বৈষ্ণবং কবচং
শুভং । যেন রক্ষা কৃতা শস্ত্রোর্নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥
২ ॥ প্রথম্য দেবমীশানমজং নিত্যমনাময়ং । দেবং
সর্বেশ্বরং বিষ্ণুং সর্বব্যাপিনমব্যয়ং ॥ ৩ ॥ বধ্যাম্যহং
প্রতীকারং নমস্কৃত্য জনার্দনং । অমোঘাপ্রতিমং
সর্বং সর্বদুঃখনিবারণং ॥ ৪ ॥ বিষ্ণুর্নামগ্রতঃ পাতু
কৃষ্ণো রক্ষতু পৃষ্ঠতঃ । হরিশ্চৈব রক্ষতু শিরো হৃদয়ঞ্চ
জনার্দনঃ ॥ ৫ ॥ মনো মম হৃদীকেশো জিহ্বাং রক্ষতু
কেশবঃ । পাতু নেত্রো বাসুদেবঃ শ্রোত্রো সর্ষপণো
বিভুঃ ॥ ৬ ॥ প্রহ্মাশ্বঃ পাতু মে জ্ঞানমনিরুদ্ধস্ত চর্ম্ম চ ।
বনমালী গলস্তান্তং জীবৎসো রক্ষতামধঃ ॥ ৭ ॥ পার্শ্বং

ঔষধ সেবনকালে ভগবান্ বিষ্ণুকে স্মরণ করিলে সেই ঔষধ
রোগহারী হয় । অতএব বিষ্ণুর ধ্যান ও অর্চনা করিয়া ঔষধ
সেবন করিবে, ইহার অস্ত্রপা করিবে না । ১৫-১৮ ।

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায় ।

হরি কহিলেন, অতঃপর সর্বব্যাবিধিনাশক শুভপ্রদ
ত্রিবিষ্ণুর কবচ বলিব । এই রক্ষাকবচদ্বারা শস্ত্ররও রক্ষাকার্য্য
সাধিত হইয়াছে । ১-২ । আমি অনাময়, অজ, সনাতন ঈশান
দেবকে এবং সর্বদেবেশ্বর জনার্দনকে নমস্কার করিয়া এই সর্ব-
রোগপ্রতীকারকবচ বক্ষন • করিতেছি । ৩-৪ । বিষ্ণু আমার
অগ্রভাগ রক্ষা করুন, কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশ, হরি শির এবং জনার্দন
হৃদয় রক্ষা করুন । ৫ । হৃদীকেশ আমার মন, কেশব জিহ্বা,
বাসুদেব নেত্রদ্বয় এবং সর্ষপণ কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন । ৬ । প্রহ্মাশ্ব
আমার নাসিকা, অনিরুদ্ধ চর্ম্ম, বনমালী গণ্ড এবং জীবৎস
জ্ঞাণোভাগ রক্ষা করুন । ৭ । দৈত্যানিস্তন চক্র আমার বাম-

রক্ষতু মে চক্রং বামং দৈত্যানিবারণং । দক্ষিণস্ত গদা-
দেবী সর্কাস্ত্রনিবারিণী ॥ ৮ ॥ উদরং মুঘলং পাতু পৃষ্ঠং
মে পাতু লাজলং । উর্দ্ধং রক্ষতু মে শার্ঙ্গং জজ্ঞে
রক্ষতু নন্দকঃ ॥ ৯ ॥ পার্শ্বী রক্ষতু শঙ্খাশ্চ পদ্মং মে চরণা-
বুভৌ । সর্বকার্য্যার্থসিদ্ধার্থং পাতু মাং গরুড়ঃ সদা ॥
১০ ॥ বরাহো রক্ষতু জলে কিমমেষ্ণু চ বামনঃ । অটব্যং
নারসিংহশ্চ সর্বতঃ পাতু কেশবঃ ॥ ১১ ॥ হিরণ্যগর্ভো
ভগবান্ হিরণ্যং মে প্রযচ্ছতু । সাংখ্যাচার্য্যস্ত কপিলো
ধাতুসাম্যং করোতু মে ॥ ১২ ॥ শ্বেতদ্বীপনিবাসী চ
শ্বেতদ্বীপং নয়তজঃ । সর্কান্ শত্রূন সূদয়তু মধুকৈটভ-
সূদনঃ ॥ ১৩ ॥ বিষ্ণুঃ সদা চাকর্ষতু কিম্বিধং মম বিগ্র-
হাং । হংসো মৎস্তস্তথা কূর্ম্মঃ পাতু মাং সর্বতো
দিশং ॥ ১৪ ॥ ত্রিবিক্রমস্ত মে দেবঃ সর্কান্ পাপান্
নিগূহতু । তথা নারায়ণো দেবো বুদ্ধিং পালয়তাং
মম ॥ ১৫ ॥ শেষো মে নির্মলং জ্ঞানং কুরোত্জ্ঞান-
নাশনং । বড়বামুখো নাশয়তু কল্মষং যৎকৃতং ময়া ॥
১৬ ॥ পদ্ম্যাং দদাতু পরমো সুখং মুক্তিং মম প্রভুঃ ।

পার্শ্ব এবং সর্কাস্ত্রনিবারিণী গদা আমার দক্ষিণপার্শ্ব রক্ষা
করুন । ৮ । মুঘল আমার উদর, লাজল পৃষ্ঠ, শার্ঙ্গ উর্দ্ধ এবং
নন্দক জজ্ঞেয় রক্ষা করুন । ৯ । শঙ্খ আমার পার্শ্ব, পদ্ম
চরণদ্বয় রক্ষা করুন এবং গরুড় আমার সর্বকার্য্য সিদ্ধি করুন ।
১০ । বরাহ আমাকে জলমধ্যে রক্ষা করুন, বামন বিষম সঙ্কটে,
নারসিংহ বনমধ্যে এবং কেশব সর্বত্র রক্ষা করুন । ১১ । ভগ-
বান্ হিরণ্যগর্ভ আমাকে হিরণ্যপ্রদান করুন এবং সাংখ্যাচার্য্য
কপিলদেব আমার ধাতুসাম্য বিধান করুন । ১২ । শ্বেতদ্বীপ-
বাসী অর্জুন আমাকে শ্বেতদ্বীপে নয়ন করুন এবং মধুকৈটভ-
নাশন বিষ্ণু আমার সর্বশত্রু বিনাশ করুন । ১৩ । বিষ্ণু সর্কাদা
আমার শরীর হইতে পাপাকর্ষণ করুন এবং হংস, মৎস্ত ও
কূর্ম্ম আমার সর্কাদি রক্ষা করুন । ১৪ । ত্রিবিক্রমদেব আমার
সর্বপাপ বিনাশ করুন এবং নারায়ণদেব আমার বুদ্ধি পালন
করুন । ১৫ । অনন্ত আমার অজ্ঞানবিনাশ করিয়া নির্মল জ্ঞান
প্রদান করুন, বড়বামুখ আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, তৎ-
সমুদায় বিনাশ করুন । ১৬ । পরমদেব আমার মস্তকে পদদ্বয়

দত্তায়েয়ঃ কলয়তু সপুত্রপশুবান্ধবং ॥ ১৭ ॥ সর্কানরীন্
নাশয়তু রামঃ পরশুনা মম । রক্ষোয়ন্ত দাশরথী
পাতু নিত্যং মহাভুজঃ ॥ ১৮ ॥ শক্রুন্ হলেন মে ইক্ষাৎ
রামো স্নানবনন্দনঃ । প্রলম্বকেশীচাপূরপুতনাকংস-
নাশনঃ । কৃষ্ণস্ত যো বালভাবঃ স মে কামানু প্রয-
চ্ছতু ॥ ১৯ ॥ অক্ষকারতমোঘোরং পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলং ।
পশ্যামি ভয়সন্ত্রস্তঃ পাশহস্তমিবাস্তকং ॥ ২০ ॥ ততোহং
পুণ্ডরীকাক্ষমচ্যুতং শরণং গতঃ । ধস্তোহং নির্ভয়ো
নিত্যং যন্ত মে ভগবানু হরিঃ ॥ ২১ ॥ ধাত্বা নারায়ণং
দেবং সর্কোপজবনাশনং । বৈষ্ণবং কবচং বদ্ধা বিচ-
রামি মহীতলে ॥ ২২ ॥ অপ্রমথ্যোন্মি ভূতানাং সর্ক-
দেবময়ো হুহং । স্মরণাদেবদেবস্ত বিষ্ণোরমিত-
ভেদসঃ ॥ ২৩ ॥ সিদ্ধির্ভবতু মে নিত্যং যথা মদ্রমুদা-
চ্ছতং । যো মাং পশ্যতি চক্ষুর্ভ্যাং যঞ্চ পশ্যামি চক্ষুর্বা ।
সর্কেষাং পাপদুষ্ঠানাং বিষ্ণুর্কথ্যতি চক্ষুর্বা ॥ ২৪ ॥ বাসু-
দেবস্ত যচ্চক্রং তস্ত চক্রস্ত বে দ্বরাঃ । তে হি হিন্দু

দিয়া সুখপ্রদান করুন এবং দত্তায়েয় আমার পুত্র, পশু ও
বান্ধবপ্রদান করুন । ১৭ । শ্রীপরশুরাম পরশুবারা আমার সর্ক-
শক্রবিনাশ করুন, দাশরথী রাক্ষসহস্তা মহাবাহু শ্রীরাম আমাকে
সর্কদা পালন করুন । ১৮ । বাসবনন্দন বলরাম হলবারা
আমার শক্রহনন করুন এবং প্রলম্ব, কেশী, চাপূর, পুতনা ও
কংসনাশনাদি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাব আমার সর্ককামনা পরিপূরণ
করুন । ১৯ । আমি অক্ষকারের ভায় তমোরূপী পাশহস্ত কৃতান্ত
সদৃশ ঘোরতর কৃষ্ণপিঙ্গল পুরুষ দেখিরা সন্ত্রস্ত হইয়াছি, অতএব
পুণ্ডরীকাক্ষ অচ্যুতের শরণাগত হইলাম, ভগবানু হরি আমার
আশ্রয় হইলেন, অতএব আমি ধন্ত ও নির্ভয় হইলাম । ২০-২১ ।
নারায়ণদেবকে ধ্যান করিরা সর্কোপজবনাশন এই বৈষ্ণবকবচ
বন্ধনপূর্বক ধরাতলে বিচরণ করিতেছি । এইক্ষণ আমি সর্ক-
ভূতের অর্জের এবং সন্মদেবময় হইলাম । অমিতভেদা দেব
দেব বিষ্ণু প্রসাদে আমার সর্কার্থসিদ্ধি হইল । বেক্রপু মন্ত
উক্ত আছে, তাহা এই “যে আমাকে চক্ষুর্বারা দর্শন করে এবং
আমি বাহাকে চক্ষুর্বারা দর্শন করি, বিষ্ণু সেই পাপদুষ্ঠা-
জিগের চক্ষুবন্ধন করুন” । ২২-২৪ । বাসুদেবের চক্রের অর্গল

পাপানু মে মম হিংসন্ত হিংসকানু ॥ ২৫ ॥ রাক্ষসেবু
পিশাচেবু কান্তারেঘটবীৰু চ । বিবাদে রাক্ষমার্গেবু
দ্যুতেবু কলহেবু চ ॥ ২৬ ॥ নদীসন্তরণে ঘোরো সংগ্রোশে
প্রাণসংশয়ে । অগ্নিচৌরনিপাতেবু সর্কগ্রহনিবারণে ॥
২৭ ॥ বিদ্বাংসর্পবিষোধেগে রোগেহন্যে বিষসঙ্কটে ।
জপ্যমেতজ্জপেরিত্যং শরীরে ভয়মাগতে ॥ ২৮ ॥ অয়ং
ভগবতো মন্ত্রো মন্ত্রাণাং পরমো মহানু । বিখ্যাভং
কবচং গুহ্যং সর্কপাপপ্রণাশনং । স্বমার্কুত-
নির্মাণকল্লাস্তগহনো মহৎ ॥ ২৯ ॥ ওঁ অনাদ্যন্ত জগদীজ
পদ্মনাভ নমোস্ত তে । ওঁ কালায় স্বাহা । ওঁ কালপুরু-
ষায় স্বাহা । ওঁ কৃষ্ণায় স্বাহা । ওঁ কৃষ্ণরূপায় স্বাহা ।
ওঁ চণ্ডায় স্বাহা । ওঁ চণ্ডরূপায় স্বাহা । ওঁ প্রচণ্ডায় স্বাহা ।
ওঁ প্রচণ্ডরূপায় স্বাহা । ওঁ সর্কায় স্বাহা । ওঁ সর্করূপায়
স্বাহা । ওঁ নমো ভুবনেশায় ত্রিলোকধাত্রে ইহ বিটি
সিবিটি সিবিটি স্বাহা । ওঁ নমঃ অমোখতয়ে যে যে
সংজ্ঞাপাত্র দৈত্য-দানব-যক্ষ-রাক্ষস-ভূত-পিশাচ-
কুমাণ্ডাপস্মারক-চ্ছদন-দুর্করাগামেকাহিক-দ্বিতীয়-
তৃতীয়চাতুর্থক-মৌহর্ষিকদিনস্মরণত্রিচর-সঙ্ক্যাচর-সর্ক-
স্মরাদীনাং লুতাকীটকণ্টকপুতনাভুজ্জঙ্ঘাবরজ্জম-
বিষাদীনাং ইদং শরীরং মম পথ্যং তুযুর্ক স্কুট স্কুট
প্রকোট লফট বিকটদংষ্ট্র পূর্বতো রক্ষতু ওঁ হৈ হৈ হৈ
হৈ দিনকরসহস্রকালসমাহতো জয় পশ্চিমতো রক্ষ ওঁ
নিবি নিবি প্রদীপ্তজ্বলনজ্বালাকার মহাকপিল উত্তরতো
রক্ষ । ওঁ বিলি বিলি মিলি মিলি গরুড়ি গরুড়ি গৌরী-
গাঙ্কারীবিষমোহবিষমবিষমাং মোহয়তু স্বাহা দক্ষি-
ণতো রক্ষ মাং পশ্য সর্কভূতভয়োপদ্রবেভ্যো
রক্ষ রক্ষ জয় জয় বিজয় তেন হীরতে রিপুত্রাসাহং
কৃতবাদ্যতো ভয়রুদয়বোভয়ো অভয়ং দিশতু চ্যুতঃ

সকল বাহারী আমাকে হিংসা করে, তাহাদিগকে বিনাশ করুক ।
২৫ । রাক্ষসাক্রমণে, পিশাচাভ্যুতানে, দুর্গমপথে, বনমধ্যে, রাক্ষ-
মার্গে, দ্যুতকার্যে, বিবাদে, নদীসন্তরণে প্রাণসংশয় ঘোর
উপদ্রব উপস্থিতে, অগ্নিভয়ে, চৌরভয়ে, সর্কগ্রহনিবারণে,

তদুদয়মখিলং বিশস্ত যুগপরিবর্তনহস্তসংখ্যোরোক্তমল-
মিব প্রবিশস্তি রশ্ময়ঃ বাসুদেবসংস্পর্গপ্রচ্যুতান্নানিরু-
দ্ধকঃ সর্বকামান্ মম স্তু বিষ্ণুনারায়ণো হরিঃ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বৈষ্ণবকবচকণনং নাম
চতুর্নবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

পঞ্চনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ সর্বকামপ্রদাং বিদ্যাং সন্ত-
রাভ্রেন জ্ঞাং শৃণু । নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায়
ধীমহি ॥ ২ ॥ প্রচ্যুতান্নানিরুদ্ধকায় নমঃ সর্বধর্মা-
নমো বিজ্ঞানদাত্রে চ পরমানন্দমূর্তয়ে ॥ ৩ ॥ আত্মা-
রামায় শাস্ত্রায় নিরন্তরৈবতদৃষ্টয়ে । ত্বংরূপাণি চ
সর্বাণি তস্মাৎ তুভ্যং নমোনমঃ ॥ ৪ ॥ হৃষীকেশায় মহতে
নমস্তেহনন্তমূর্তয়ে । যস্মিন্নিদ্ং যতশ্চৈতৎ তিষ্ঠন্তু
শ্রেণি জায়তে ॥ ৫ ॥ মুগ্ধয়াং বহসি ক্লৌণীং তস্মৈ
তে ব্রহ্মণে নমঃ । যত্র স্পৃশস্তি ন বিদুঃ মনোবুদ্ধীক্ষিয়া-

বিদ্যাংপাতে, সর্পিবিষোদেষে, রোগে, বিষসঙ্কটে, শারীরিকভয়-
উপস্থিতে “ওঁ অনাদ্যন্ত” ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। এই ভগ-
বন্ত সর্বকামপ্রদান; এই কবচবিশ্বাস অতি গোপনীয় এবং
সকলপাপপ্রণাশন। ২৬-২৯।

পঞ্চনবত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন, সর্বকামপ্রদ বিদ্যা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।
সপ্তরাজ এই বিদ্যার উপাসনা করিলে সর্বপ্রকার কামনা সিদ্ধ
হয়। হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি; হে বাসুদেব!
তোমাকে চিন্তা করি। ১-২। প্রচ্যুত, অনিরুদ্ধ ও সর্বধর্মকে
নমস্কার করি, তুমি বিজ্ঞানপ্রদান কর; তুমিই পরমানন্দমূর্ত্তি।
৩। তুমি আত্মারাম, শাস্ত্রমূর্ত্তি, তোমাতেই বৈতজ্ঞান নিবৃত্ত
হইয়াছে, তুমি ভিন্ন এই জগতে আর কিছুই নাই, তোমাকে
নমস্কার করি। ৪। হে হৃষীকেশ! তুমি অনন্তমূর্ত্তি, তোমাতে
এই চরাচর জগৎ বিদ্যমান আছে, তুমি সর্বভূতের আশ্রয় ও
উৎপত্তি স্থান, তোমাকে নমস্কার করি। ৫। তুমি এই মুগ্ধরী

সবঃ । অন্তর্কর্ষিত্বসি ত্বং ব্যোমতুল্যং সমীমাংহং ॥

৬ ॥ ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় মহীভূতপতয়ে ।
সকল-সম্ভাবীজীড়-নিকর-কমলরেণুংপল-নিভধর্মার্থ্য-
বিদ্যয়া চরণারবিন্দযুগল পরমেষ্টিন্ মমস্তে অবাপ-
বিজ্ঞানরতাং চিত্তকেতোস্ত বিদ্যয়া ॥ ৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পঞ্চনবত্যাধিকশত-
তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ষষ্ঠনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

হরিরুবাচ ॥ ১ ॥ অবাপ জগৎ চৈশ্বর্যং বিষ্ণু-
ধর্মার্থ্যবিদ্যয়া । সর্বান শত্রূন্বিনির্জিত্য তাত্ত্ব-
বক্ষ্যে মহেশ্বর ॥ ২ ॥ পাদয়োজানুনোর্কো উদরে
হৃদযথোরসি । মুখে শিরস্তানুপূর্বং ওকারাদীনি
বিস্তসেৎ ॥ ৩ ॥ নমো নারায়ণায়ৈতি বিপর্যাসমখাপি
চ । করস্তাসং ততঃ কুর্যাদ্ হৃদশাকরবিদ্যয়া ॥ ৪ ॥
প্রণবাদি যকারান্তমল্ল্যকূষ্ঠপর্বনু । স্তলেজ্জদয়
ওকারং মনুং মূর্জি সমস্তকং ॥ ৫ ॥ ওকারন্ত জবো-

পৃথিবী বহন করিতেছে, তুমি ব্রহ্মরূপ, তোমাকে নমস্কার
করি। তোমাকে পাণিপাদাদি কর্ণেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চক্ষুর্গাদি
জ্ঞানেন্দ্রিয় ও শ্রোণ ইহারা জানিতে পারে না, তুমি সর্বভূতের
অন্তরে ও বাহ্যে বিচরণ করিতেছ, তুমি আকাশের জায় অনন্ত,
তোমাকে নমস্কার করি। এইরূপে স্তব করিয়া “ওঁ নমো ভগ-
বতে” ইত্যাদিমন্ত্রে উপাসনা করিবে, তাহাই হইলেই সর্বকামনা
পরিপূর্ণ হয়। ৬-৭।

ষষ্ঠনবত্যাধিকশততম অধ্যায়ঃ ।

হরি কহিলেন, মহেশ্বর। যে বিষ্ণুধর্মার্থ্য বিদ্যা জপ করিয়া ইচ্ছা
সর্বশত্রু পরাজয়পূর্বক ইচ্ছাফল লাভ করিয়াছেন, সেই বিষ্ণুধর্মার্থ্য
বিদ্যা বলিতেছি, শ্রবণ কর। ১-২। পাদদ্বয়ে, জাহ্নবদ্বয়ে, উরুদ্বয়ে,
উদরে, হৃদয়ে, মুখে, বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে ওকারান্তি মন্ত্রধর্মসকল
যথাক্রমে জ্ঞান করিতে হইবে। ৩। অনন্তর “নমো নারায়ণায়”
এই মন্ত্র বিপর্যাসক্রমে জ্ঞান করিতে হইবে; তৎপর হৃদশাকর-
মন্ত্রে করস্তাস ও অঙ্গস্তাস করিবে। ৪। অঙ্গুলী ও অঙ্গুষ্ঠের
পর্বসন্ধিতে প্রণবাদি যকারান্ত মন্ত্রধর্মসকল জ্ঞান করিয়া হৃদয়ে

শ্রমধ্যে শিখানেজাদিমুর্দ্ধন্তঃ । ও বিষ্ণবে ইতি ইমং
মন্ত্রস্তাসমুদীরয়েৎ ॥ ৬ ॥ আত্মানং পরমং ধ্যায়েৎ শেষং
বহুজিভিবুতং । মম রক্ষাং হরিঃ কুর্য্যাম্ভ্রমুর্দ্ধি-
জ্জলেহবতু ॥ ৭ ॥ ত্রিবিক্রমস্তথাকাশে স্থলে রক্ষতু
বামনঃ । অটব্যাং নরসিংহস্ত রাঘো রক্ষতু পর্বতে ॥
৮ ॥ ভূমৌ রক্ষতু বারাহো ব্যোম্মি নারায়ণোহবতু ।
কর্ষবজ্রাচ্চ কপিলো দন্তযোগাংস্ত রক্ষতু ॥ ৯ ॥
হয়গ্রীবো দেবতানাং কুমারে মকরধ্বজঃ । নারদো-
জ্জার্কনাৎদেবঃ কূর্ম্মো বৈ নৈঋতে সদা ॥ ১০ ॥ ধ্ব-
স্তরিশ্চাপথ্যাচ্চ নাগঃ ক্রোধবশাং কিল । যজ্ঞো রোগাং
সমস্তাচ্চ ব্যাসোহজ্ঞানাচ্চ রক্ষতু ॥ ১১ ॥ বুদ্ধঃ
পাণ্ডুসংঘাতাং কঙ্কিরবতু কল্মষাং । পায়ী-
শ্রম্যাদিনে বিষ্ণুঃ প্রাতর্নারায়ণোহবতু ॥ ১২ ॥ মধুহা

চাপরাহে চ সায়ং রক্ষতু মাধবঃ । জ্বীকেশঃ প্রদো-
ষেহব্যাং প্রত্যাষেব্যাজ্জনার্দিনঃ ॥ ১৩ ॥ শ্রীধরো-
হব্যাদর্জরাজে পদ্মনাভো নিশীথকে । চক্রকৌমোদকী-
বাণা স্বস্ত শত্রুংস্ত রাক্ষসান্ ॥ ১৪ ॥ শম্ভুঃ পদ্ম চ শক্রভ্যাঃ
শার্ঙ্গ্যং বৈ গুরুভুত্বা । বুদ্ধীশ্রিয়মনঃপ্রাণান্ পাহি চ
পার্শ্বভূষণং ॥ ১৫ ॥ শেষঃ সর্কশ্চ রূপশ্চ সদা সর্কজ
পাতু মাং । বিদিক্ষু দিক্ষু চ সদা নারসিংহস্ত রক্ষতু ॥
১৬ ॥ এতদ্ধারয়মাণস্ত যং যং পশুতি চক্ষুবা ।
স বশী স্যাদ্বিপাশ্মা চ রোগমুক্তো দিবং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ষষ্ণবত্যাধিকশত-

ভমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

সপ্তমবত্যাধিকশতভমোহধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরিরুবাচ ॥ ১ ॥ গারুড়ং সংপ্রবক্ষ্যামি গুরু-
ভেন উদীরিতং । কশ্চপায় স্মিত্রেণ বিষহদ্যেন
গারুড়ী ॥ ২ ॥ পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব

ওকার, মন্তকে সূক্ষ্ম মন্ত্রস্তাগ করিবে । পরে ক্রমধ্যে ওকার,
শিখা এবং নেত্রাদিতে ও বিষ্ণবে এই মন্ত্রস্তাগ করিবে । ৫-৬ ।
অনন্তর পরমাত্মার ধ্যান করিয়া এইরূপে তব করিবে।—হরি
আমার সর্ববিষয়ে রক্ষা করুন, তাঁহার মন্ত্রমুর্দ্ধি আমাকে জলে
রক্ষা করুন । ৭ । তাঁহার ত্রিবিক্রমরূপ আকাশে, বামনরূপ
স্থলে, নরসিংহরূপ অরণ্যে এবং রামরূপ পর্বতে আমাকে রক্ষা
করুন । ৮ । বরাহদেব আমাকে ভূমিতে রক্ষা করুন, নারায়ণ
আমাকে আকাশে পালন করুন, কপিল আমাকে কর্ষবজ্র
হইতে বিনির্মুক্ত করিয়া আমার বোগরক্ষা করুন । ৯ । হয়-
গ্রীবরূপী বিষ্ণু দেবতাগিরের নিকট হইতে আমাকে রক্ষা
করুন, মকরধ্বজ আমাকে কুমারাদি দেবদৃষ্টি হইতে পালন
করুন, নারদ আমাকে অজ্ঞ অর্জনা হইতে রক্ষা করুন, কূর্ম্ম
আমাকে নৈঋতদিকে সর্কদা পরিপালন করুন । ১০ । ধ্বস্তরি
আমাকে অপথা হইতে, নাগ ক্রোধ হইতে ও যজ্ঞ আমাকে সর্ক-
রোগ হইতে রক্ষা করুন এবং বাস আমাকে অজ্ঞান হইতে রক্ষা
করুন । ১১ । বুদ্ধদেব আমাকে পাণ্ডুর হস্ত হইতে রক্ষা
করুন, কঙ্কি আমাকে কপিলোষ হইতে রক্ষা করুন, বিষ্ণু
আমাকে মধ্যাহ্নসময়ে রক্ষা করুন, নারায়ণ আমাকে প্রাতঃ-
কালে রক্ষা করুন, মধুহতা আমাকে অপরাহ্নে রক্ষা করুন,
মাধব আমাকে সায়ংকালে রক্ষা করুন, জ্বীকেশ আমাকে

প্রদোষসময়ে রক্ষা করুন, জনার্দিন আমাকে প্রত্যাষকালে রক্ষা
করুন । ১২-১৩ । শ্রীধর আমাকে অর্জরাক্ষিসময়ে রক্ষা করুন,
পদ্মনাভ আমাকে নিশীথসময়ে রক্ষা করুন ; চক্র, গদা, বাণ
আমার রাক্ষসাদি সর্কশত্রু বিনাশ করুন ; শম্ভু, পদ্ম, শার্ঙ্গ ও
গুরু আমাকে সর্কশত্রু হইতে রক্ষা করুন, বাহুদেবের পার্শ্বস্থ
ভূষণসকল আমার বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ রক্ষা করুন । ১৪-১৫ ।
ভগবান্ বাহুদেবের নারসিংহ ও অপরাপর রূপসকল আমাকে
দিক ও বিদিকে সর্কদা রক্ষা করুন । এইরূপে বাহুদেবের স্তবঘারা
আত্মরক্ষা করিয়া চক্ষুঘারা যে যে ব্যক্তিকে দর্শন করে, সেই
সেই ব্যক্তি বশীভূত হয় এবং যে ব্যক্তি এই স্তবপাঠ করে,
তাঁহার পাপসকল বিনষ্ট হয় ও রোগ হইতে মুক্ত হইয়া
স্বর্গলোকে গমন করে । ১৬-১৭ ।

সপ্তমবত্যাধিকশতভমোহধ্যায়ঃ ।

ধ্বস্তরি কহিলেন, 'এক্ষণে গুরুভোক্ত গারুড়ীবিদ্যা বলি-
তেছি । এই গারুড়ীবিদ্যা স্মিত্রে কশ্চপের নিকট বলিয়া-
ছিলেন । এই বিদ্যা সর্কপ্রকার বিষহরণ করিয়া থাকে । ১-২ ।

৮। কিত্যাদিমেব বর্মান্ত এতে বৈ বহুলাবিণাঃ ৩৭ পঞ্চ-
ভক্ষে দ্বিতা দেবাঃ প্রাপ্যতে যিক্সেবধৈকঃ। দীর্ঘশ্বর-
বিভিন্নাক্ষ নপুংসকবিবর্জিতাঃ ৪৪। বড়কঃ শশিরঃ
প্রোক্তো হুচ্ছিরশ্চ শিখাক্রমাৎ। কবচং নেত্রবস্ত্রং
স্মার্যাসঃ স্বহৃদসংস্থিতিঃ ৫। সর্বসিদ্ধিপদস্যান্তে
কালবহিরধোহনিলঃ। বহুশ্বরসমায়ুক্তমর্দেহুসংযুতং
পরং ৬। পরাপরবিভিন্নাক্ষ শিবস্তোদ্ধাধ-দৈরিতঃ।
রেকেনাক্ষেহু সর্বত্র ন্যাসং কুর্গাদ্ধবধাবিধি ৭। হুদি
পানিতলে দেহে কর্ণে নেত্রে করোতি চ। জপাতু সর্ব-
সিদ্ধিঃ স্যাচ্চতুর্ভুজসমায়ুতং ৮। চতুরস্ত্রাং সুবি-
স্তারাং পীতবর্ণাক্ষ চিত্তয়েৎ। পৃথিবীং চৈশ্রদৈবত্যাং
মধ্যে বকণমণ্ডলং ৯। মধ্যে পদ্মং তথা যুক্তমর্দেহুচৈশ্রং
সুশীতলং। ইন্দ্রনীলহুতিং সৌম্যমধবাগ্নেয়মণ্ডলং ১০।
ত্রিকোণং স্বতিকৈবুজং জ্বালামালানলং স্মরেৎ। তিন্মা-
ঞ্জননিভাকারং স্বরতং বিন্দুভূষিতং ১১। কীরোশ্মি-

পৃথিবী, অল, তেজ, বায়ু, আকাশ, ইহারাই মণ্ডলের অধিপতি
এবং কিত্যাদিরূপে বর্তমান আছে। ৩। ঐ কিত্যাদিকে
পঞ্চতত্ত্ব বলা যায়। ঐ পঞ্চতত্ত্বে দেবগণ অবস্থিত আছেন,
বাহারা বিষ্ণুর সেবক, তাহারাই ঐ পঞ্চতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে
পারে। বক্ষ্যন্তাগমস্ত্রে ঋগ্বর্জিত দীর্ঘশ্বর যোজনা করিয়া
হুগ্ন, শির, শিখা, কবচ ও অস্ত্র ক্রমতঃ এই বড়সজ্জাস করিবে।
এই বড়সজ্জাসবারা স্থানে অবস্থিতি হয়। ৪-৫। ওঁ সর্বসিদ্ধি
কৃৎ ক্ষং যু এই মন্ত্র পরম্পর বিভিন্ন ক্রমে শিবের উর্দ্ধ ও
অধোদেশে বিস্তার করিতে হইবে। অনন্তর রাং হৃদয়ার নমঃ
ইত্যাদিক্রমে বধাবিধি সর্বশরীরে ন্যাস করিবে। ৬-৭। অনন্তর
হুগ্নে, পানিতলে, দেহে, কর্ণে, নেত্রে, উক্ত মন্ত্র জপ করিবে।
এইরূপ জপ করিলে সর্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ৮।
পরে চতুরস্ত্রা সুবিভীর্ণা পীতবর্ণা ও ইন্দ্রদৈবত্যা পৃথিবীকে
চিহ্না করিয়া তাহার মধ্যে বকণমণ্ডল ধ্যান করিবে। ৯।
তৎপরে সেই বকণমণ্ডলমধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত সুশীতল পদ্ম অথবা
ইন্দ্রনীলমণিপ্রভ সৌম্য আগ্নেয়মণ্ডল চিহ্না করিবে। ১০। অনন্তর
ত্রিকোণাকার, স্বতিকৈবুজ, জ্বালামালানলনের ন্যায়, মণিত
অঞ্জনপ্রভ, স্বরত এবং বিন্দুভূষিত, কীরোশ্মিসমুদাকার, বিন্দু

সমুদাকার উর্দ্ধকৈবল্যক। প্রাবরতঃ কক্ষং সর্বং
ব্যোমামৃতমক্ষু স্মরেৎ ১২। বাহুকিঃ সপ্তপালিঃ দ্বিতো
পার্শ্বমণ্ডলে। কর্কোটঃ পদ্মনাত্ত বাক্ষে তৌ বার-
দ্বিতো ১৩। আগ্নেয়ৈন তু কুলিকককশ্চৈব মধা-
জকৌ। বায়ুমণ্ডলসংস্থৌ চ পঞ্চভূতানি বিন্যসেৎ ১৪।
অজুতাদিকনিষ্ঠাস্তমল্লোলোমবিলোমতঃ। পর্বসিদ্ধিহু চ
ন্যস্তা জয়া চ বিজয়া তথা ১৫। আশ্বাদিশপুরহাসে
ন্যাসাঃ শিববড়কং। কনিষ্ঠার্ধৌ হৃদাদ্যেব শিখায়াং
করয়োঁর্যসেৎ ১৬। ব্যাপকস্ত ততঃ পূর্বং ক্রমানল্লি-
পর্বস্থ। ভূতানাক্ষ পুনর্যাসঃ শিবাক্ষানি তথৈব চ ১৭।
প্রণবাদিনম্শচাক্ষে নাসৈব চ সমস্থিতাঃ। সর্বমন্ত্রেহু
কথিতো বিধিঃ স্থাপনপূজনে ১৮। আদ্যাকরণ তদ্রা-
ম্শচ মন্ত্রোহুয়ং পরিকীর্তিতঃ। অষ্টানাং নাগজাভীনাং
মন্ত্রঃ সান্নিধ্যকারকঃ ১৯। ওঁ স্বাহা ক্রমশঃশ্চৈব পঞ্চ-

কটিকবৎ প্রদীপ্ত, ত্রিভুবনপ্রাবনশীল, ব্যোমামৃতস্বরূপ মন্ত্র স্মরণ
করিতে হইবে। ১১-১২। বাহুকি ও সপ্তপালি এই দুই নাগ
পার্শ্বমণ্ডলে অবস্থিত আছে, কর্কোটক ও পদ্মনাত্ত এই দুই
নাগ বকণমণ্ডলে অবস্থান করেন, কুলিক, তক্ষক এবং এই
সমুদায় নাগ আগ্নেয়মণ্ডলস্থ এবং পদ্মনাল বায়ুমণ্ডলে অবস্থিতি
করেন। এইরূপে নাগের তত্ত্ব জানিয়া পঞ্চভূতজ্ঞান করিতে
হইবে। ১৩-১৪। অজুতাদি কনিষ্ঠাস্ত অল্লোলোমবিলোমক্রমে
পূর্বোক্ত সঙ্গিনমূহে জয়া ও বিজয়ার জ্ঞান করিবে। ১৫। শরী-
রের মুখাদি অবরবে শিবের বড়সজ্জাস করিবে। কনিষ্ঠাদি-
অঙ্গুলি ও হৃদয়াদি অঙ্গ এবং শিখা ও কর এই সকল স্থানে জ্ঞান
করা কর্তব্য। ১৬। তৎপরে ক্রমতঃ অঙ্গুলিপর্বেতে ব্যাপকজ্ঞান
করিবে। পুনর্বার ভূতজ্ঞান ও শিবের অঙ্গজ্ঞান করিতে
হইবে। ১৭। সর্বপ্রকার দেবতার পূজা ও প্রতিষ্ঠা কার্য্যে
সেই সেই দেবতার নামের আদিতঃ প্রণব (ওঁ) ও অস্ত্রে নমঃ
শব্দ যোগ করিয়া কার্য্য করিবে, এইরূপ বিধি উক্ত আছে। ১৮।
অথবা দেবতার নামের আদিতঃ সেই নামের আদি বর্ণ যোগ
করিলেও মন্ত্র হইয়া থাকে। পূর্বে যে অষ্টনাগগণের মন্ত্র
কথিত হইয়াছে, ঐ সকল মন্ত্রে পূজাদি করিলে নাগগণের
সান্নিধ্য হইয়া থাকে। ১৯। পঞ্চভূতের পূর্বে ক্রমশঃ ওঁ স্বাহা।

ভূতপুৰোগতঃ । এব সাক্ষ্যভেদার্থ্যঃ সৰ্বকৰ্মপ্রসা-
ধকঃ ॥ ২০ ॥ করনাসং স্রবৎ কৃতা শরীরে তু পুনর্নাসেৎ ।
অলভ্যং চিত্তয়েৎ প্রাণং আত্মাসংশুদ্ধিকারকং ॥ ২১ ॥
বীজত চিত্তয়েৎ পশ্চাৎ বর্ষান্তমমৃতাত্মকং । এবকাপ্যায়নং
কৃতা মুর্দ্ধি সঞ্চিন্ত্য চাত্মনঃ ॥ ২২ ॥ পৃথিবীং পাদরো-
ক্ষণাৎ তপ্তকাকনসপ্রভাৎ । অশেষভুবনাকীর্ণাং লোক-
পালসমম্বিতাং ॥ ২৩ ॥ এতাং ভগবতীং পৃথ্বীং স্বদেহে
বিন্যসেদ্বশঃ । শ্রামবর্ণময়ং ধ্যয়েৎ পৃথিবীদ্বিগুণং
তথৈৎ ॥ ২৪ ॥ জ্বালামালাকুলং দীপ্তমাত্রক ভুবনান্তিকং ।
নাতিগ্রীবান্তরে নাস্য ত্রিকোণং মণ্ডলং রম্যং ॥ ২৫ ॥
ভিন্নাজননিভাকারং নিখিলং ব্যাপ্য সংস্থিতং । আত্ম-
মুর্তিস্থিতং ধ্যয়েদায়ব্যং তীক্ষ্ণমণ্ডলং ॥ ২৬ ॥ শিখোপরি
স্থিতং দিব্যং শুদ্ধফটিকবর্চসং । অপ্ৰমাণমহাব্যোম
ব্যাপকং চামৃতোপমং ॥ ২৭ ॥ ভূতন্যাসং পুরা কৃতা
নাগানাঞ্চ যথাক্রমং । লকারান্তা বিন্দুমুতা মন্ত্রা ভূতক্রমেণ

যোগ করিলে যেমত হয়, তাহা সাক্ষ্যং গুরুত্বরূপ, এই মন্ত্র
সর্বকর্ম্য সাধন করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ উক্ত মন্ত্রের অপাদিকার্যো
স্রবণদ্বারা করজ্ঞাস করিয়া পুনর্নাস শরীরেতেও ঐরূপ ভাস
করিতে হইবে । অনন্তর প্রাণকে অলভ্য চিত্তা করিবে, ইহা-
তেই আত্মশুদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥ পরে অমৃতাত্মক বীজচিত্তা
করিবে । এইরূপে আপ্যায়ন করিয়া বীর মস্তকে আত্মচিত্তা
করিতে হইবে ॥ ২২ ॥ অনন্তর তপ্তকাকনপ্রভা লোকপালসমম্বিত
অশেষভুবনাকীর্ণা পৃথিবীকে পাদদ্বয়ে প্রদান করিবে ॥ ২৩ ॥
জ্বালামালা এইরূপে আত্মদেহে ভগবতী পৃথিবীকে ন্যাস করি-
বে । অনন্তর শ্রামবর্ণ, পৃথিবী হইতে বিগুণ প্রদীপ্ত, তেজস্বী,
আত্মক ভুবনান্তিক, ত্রিকোণ, ত্রিবিমণ্ডল নাতি ও গ্রীবার অন্তরে
ভাস করিবে ॥ ২৪-২৫ ॥ পরে বিদলিত অঞ্জনপ্রভ, সমস্ত-ভুবন-
ব্যাপী, আত্মমুর্তিস্থিত তীক্ষ্ণ বায়ুমণ্ডল চিত্তা করিতে হইবে ॥ ২৬ ॥
পরে শিখোপরিস্থিত বিদগ্ধ ফটিকের ভাস সমুজ্জল অমৃতোপম
সর্বব্যাপক প্রমাণরহিত মহাব্যোমমণ্ডল চিত্তা করিবে ॥ ২৭ ॥
এইরূপে প্রথমত ভূতভাস করিয়া যথাক্রমে নাগগণের ন্যাস
করিতে হইবে । লকারান্তা বিন্দুমুতা, বীজ সকলই যথাক্রমে
ভূতগণের মন্ত্র । উক্ত ভূতমন্ত্রের পরে শিববীজ যোগ করিয়া

তু ॥ ২৮ ॥ শিববীজং ততো দক্ষাত্তো ধ্যয়েচ্চ মণ্ডলং ।
বদন্ত্য ক্রমমাখ্যা তং মণ্ডলস্ত বিচক্ষণঃ । তস্য ত্রিকোণ-
দর্শনং কর্মকালে বিধানবিৎ ॥ ২৯ ॥ পাদপটেকস্তথা চক্ষু-
কৃৎনাগৈর্কিঁতুযিতং । তাক্ষ্যং ধ্যয়েৎ ততো নিত্যং বিবে-
ক্যাবরজকমে ॥ ৩০ ॥ গ্রহভূতশিখাচে চ ডাকিনীব-
রাকসে । নার্টগৈর্কিঁবেষ্টিতং কৃতা স্বদেহে বিন্যসেচ্ছিবং ॥
৩১ ॥ দ্বিধান্যাসঃ সমাখ্যাতো নাগানার্টকৈব ভূতয়োঃ ।
এবং ধ্যায়া কর্ম্য কুর্গাদাত্তত্বাদিকং ক্রমাৎ ॥ ৩২ ॥ ত্রিতত্ত্বং
প্রথমং দত্তা শিবতত্ত্বং ততোপরি । যথা দেহে তথা
দেবে অঙ্গুলীনাঞ্চ পর্বসু ॥ ৩৩ ॥ দেহন্যাসং পুরা কৃতা
অনুলোমবিলোমতঃ । কন্দং নালং তথা পদ্মং ধর্ম্যং
জ্ঞানাদিমেষ চ ॥ ৩৪ ॥ দ্বিতীয়স্রবসস্তিষ্মৎ বর্গাস্তেন তু
পূজয়েৎ । কোমিতি কর্ণিকামধ্যে মুর্দ্ধি রেক্ষেণ সংযুতং ॥
৩৫ ॥ অক চ ট ত প য শা বর্গাঃ পূর্বাদিকে ন্যাসেৎ ।
পত্রান্তকেশরাষ্ট্রে তু ঘো ঘো পূর্বাদিকে তথা ॥ ৩৬ ॥

অনন্তর মণ্ডলের ধ্যান করিবে । ক্রমত যে যে মণ্ডলের যে যে
বীজ বিখ্যাত হইল, বিধানজ্ঞ বিচক্ষণ সাধক কর্মকালে সেই
সেই বীজের বর্ণ ধ্যান করিবে ॥ ২৮-২৯ ॥ অনন্তর এইরূপে
তাক্ষ্য অর্থাৎ গুরুত্বের ধ্যান করিবে । গুরুত্বের পাদ, পক্ষ ও
চক্ষু এই সকল স্থান কৃৎনাগদ্বারা বিভূষিত । স্থাবর ও অঙ্গম
বিবে, গ্রহ, ভূত ও শিখাচাঁদির অধিষ্ঠানে, ডাকিনী, যক্ষ ও
রাক্ষসভয়ে আত্মদেহে উক্তরূপে নাগপটিকিত গুরুত্বকে চিত্তা
করিবে ॥ ৩০-৩১ ॥ নাগ ও ভূতগণ ইহাদিগের বিবিধ ভাস
উক্ত আছে । উক্তরূপে ধ্যান করিয়া আত্মশুদ্ধ্যাদি কর্ম
করিবে ॥ ৩২ ॥ প্রথমে ত্রিতত্ত্ব, তৎপরে শিবতত্ত্ব ভাস করিতে
হইবে । বেক্ষণ আত্মদেহে ও অঙ্গুলিপর্কেতে ভাস করিবে, সেই-
রূপ দেহদেহে ও অঙ্গুলিপর্কেতেও ভাস করিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥
প্রথমতঃ অনুলোম-বিলোমক্রমে দেহভাস করিয়া কন্দ, নাল,
পদ্ম, ধর্ম্য ও জ্ঞানাদির ভাস করা বিধেয় ॥ ৩৪ ॥ দ্বিতীয় স্রবমুক্ত
বর্গান্ত বর্ণদ্বারা পূজা করিতে হইবে এবং কোমিতি মস্তকে কর্ণিকামধ্যে
ও মস্তকে ভাস করিবে ॥ ৩৫ ॥ পূর্বাদিক্রমে অবর্ণ, কবর্ণ, চবর্ণ,
টবর্ণ, তবর্ণ, পবর্ণ, যবর্ণ ও শবর্ণ, এই অষ্টবর্ণ ন্যাস
করিয়া পুনর্নাস পূর্বাদিক্রমে পত্রান্তে ও কেশরাষ্ট্রে হই হই

কেশরে হু অরা মায়া ঈশান্ বোড়শার্চয়েৎ । বামাদ্যাঃ
পুস্তকঃ প্রোক্তাতিতত্ত্বং ততো ন্যসেৎ ॥ ৩৭ ॥ আবা-
হয়েত্তো মুক্তি শিবমকং ততোপরি । করিকায়ং ন্যসে-
দেবং সাকং তত্র পুরঃসরং ॥ ৩৮ ॥ পৃথিবী পশ্চিমে
পত্রে আপশোতরসংস্থিতাঃ । তেজস্ত দক্ষিণে পত্রে
বায়ুং পূর্বেণ পূজয়েৎ ॥ ৩৯ ॥ স্ববীজং মূর্তিরূপত
প্রোক্তং পরিকল্পয়েৎ । যং বায়ুমূলং নৈঋত্যে রেক-
শ্বনলসংস্থিতং ॥ ৪০ ॥ যং চ ঈশে সদা পূজ্য ও হুদি-
শুঞ্চ পূজয়েৎ । তন্মাত্রান্ ভূতমাত্রাংস্তান্ বহিরেব প্রপূজ-
য়েৎ ॥ ৪১ ॥ শিবাকানি ততঃ পশ্চাৎ ধ্যাত্বা সংপূজয়ে-
ত্ততঃ । আর্যেয়াং হৃদয়ং পূজ্য শিরঃঈশানগোচরে ॥ ৪২ ॥
নৈঋত্যে তু শিখাং দদ্যাৎ বায়বাং কবচং ন্যসেৎ । অস্ত্রস্ত
বাহুতো দদ্যাৎ নেত্রমুত্তরসংস্থিতং ॥ ৪৩ ॥ পত্রাণ্যে
কর্ণিকাণ্যে তু বীজানি পরিপূজয়েৎ । অনন্তাদিকুলীরাস্তা
অর্কো নাগাঃ ক্রমাৎ স্থিতাঃ ॥ ৪৪ ॥ পূর্বাদিক্রমেণৈব

বর্ণের ত্রাস করিবে । ৩৬ । ঈশানকোণ হইতে কেশরেতে বোড়শ
অরের ত্রাস করিয়া তাহাদিগের অর্চনা করিবে । অনন্তর
বামাদিক্রমে শক্তিত্রাস করিয়া পরে ত্রিতম ত্রাস করিতে
হইবে । ৩৭ । অনন্তর মস্তকে আবাহন করিয়া তৎপরে শিবের
অঙ্গত্রাস করিবে । পরে কর্ণিকাতে সাক্তত্রাস পুরঃসর দেবের
ত্রাস করিতে হইবে । ৩৮ । পশ্চিমপত্রে পৃথিবী, উত্তরপত্রে জল,
দক্ষিণপত্রে তেজঃ এবং পূর্বপত্রে বায়ুর পূজা করিবে । ৩৯ ।
অনন্তর পূর্বেপাত্রে স্ববীজ ও মূর্তিরূপ পরিকল্পনা করিবে । যং
এই বায়ুবীজ নৈঋতে, যং এই বহুবীজ বায়ুকোণে এবং যং
এই বীজ ঈশানে পূজা করিয়া হৃদয়ে ও এই বীজের অর্চনা
করিতে হইবে । পরে বাহু ভূতসকল ও ভূততমাত্রার পূজা
করিবে । ৪০-৪১ । তৎপরে শিবের বড়সন্ত্রাস করিয়া তাঁহার
ধ্যানপূর্বক পূজা করিতে হইবে । পরে অগ্নিকোণে হৃদয়,
ঈশানকোণে শিরঃ, নৈঋতে শিখা এবং বায়ুকোণে কবচস্ত্রাস
করিবে । অনন্তর বাহু অস্ত্র ও উত্তরে নেত্রবিভাস করিতে
হইবে । ৪২-৪৩ । পত্রাণ্যে ও কর্ণিকাণ্যে বীজের পূজা করিবে ।
পূর্বহইতে ঈশানকোণপর্যন্ত ক্রমত অনন্তাদি কুলীরাস্ত অষ্টনাগ
অবস্থিত আছে, বিজ্ঞানসাম্যক পৃথক পৃথক ঐ নাগসকলের

ঈশপর্য্যন্তমেব চ । পূজয়েচ্চ সদা যত্নী বিধানেন পৃথক
পৃথক ॥ ৪৫ ॥ হুদিপত্রে বিধানেন শিলাকো দত্তবতলে ।
এতৎ কার্যং সমুদ্রিকং নিত্যনৈমিত্তিকৈহি চ ॥ ৪৬ ॥
আত্মানং চিত্তয়েন্নিত্যং কামরূপং মনোহরং । প্রাবরন্তং
জগৎ সর্বং সৃষ্টিসংহারকারকং ॥ ৪৭ ॥ জ্বালামালাভি-
কদীপ্তং আত্রকভুবনাস্তিকং । দশবাহুং চতুর্ভুজং শিলাকং
শূলপাণিনং ॥ ৪৮ ॥ দ্যুষ্টি করালমুখাং ত্রিনেত্রং
শশিশেখরং । তৈরবস্ত স্মরেৎ সিদ্ধো গরুড়ং সর্ব-
কর্ম্মহু ॥ ৪৯ ॥ নাগানাং নাশনার্থায় গরুড়ং ভীমভীষণং ।
পাদৌ পাত্রাণি সংস্থাপ্য দিশঃ পকাংস্ত সংশ্রিতাঃ ॥ ৫০ ॥
সপ্তস্বর্গা উরসি চ ব্রহ্মাণ্ডং কণ্ঠমাত্রিতং । কত্রাদি ঈশ-
পর্যন্তং শিরস্তস্ত্র্য বিচিন্তয়েৎ ॥ ৫১ ॥ সদাশিবশিখাস্তম্
শক্তিত্রিতয়মেব চ । পরাংপরং শিবং সাক্ষাত্কার্যং ভুবন-
নাথকং ॥ ৫২ ॥ ত্রিনেত্রমুগ্ররূপকং বিষনাগকরকরং ।
এসনং ভীমবজ্রকং গরুড়ং মন্ত্রবিগ্রহং ॥ ৫৩ ॥ কালাগ্নি-

পূজা করিবে । ৪৪-৪৫ । নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কার্যোই
উক্ত বিধানক্রমে জ্ঞাপয়ে, শিলাদিতে ও মণ্ডলে পূর্বোক্তি
কার্যসমুদায় করিতে হইবে । ৪৬ । সর্বদাই কামরূপী মনোহর
আত্মাকে চিন্তা করিবে । এই আত্মাই সনাত জগৎ আশ্রয়িত
করেন এবং ইনিই সৃষ্টি ও সংহারের কারণ, স্বীয় জ্বালামুখে
উদীপ্ত, আত্রক ভুবনান্ত্রাবাপী, দশবাহুযুক্ত ও চতুর্ভুজ । ইহার
নয়নযুগল পিঙ্গলবর্ণ, হস্তে শূল, দস্তসকল অতি ভয়ঙ্কর । ইনি
সমস্ত উগ্রমূর্তি, ত্রিনয়ন ও শশিশেখর । এইরূপ তৈরবের ধ্যান
করিয়া সর্বকার্যসিদ্ধার্থ গরুড়ের ধ্যান করিতে হইবে । ৪৭-৪৯ ।
গরুড় নাগগণের ভয়োৎপাদনার্থ ভীমরূপ ধারণ করিয়াছেন ।
ইহার পাদদ্বয়ে পদ্মসকল সংস্থিত এবং দিক্‌সকল পক্ষ আশ্রয়
করিয়া রহিয়াছে । বক্ষঃস্থলে সপ্তস্বর্গ এবং ব্রহ্মাণ্ড ইহার
কণ্ঠাশ্রিত । কত্রাদি ঈশপর্য্যন্তকে ইহার মস্তকাস্থিতরূপে
চিন্তা করিবে । ৫০-৫১ । সদাশিব ও শক্তির গরুড়ের শিখাহ
হইয়া বিদ্যমান আছেন । এই গরুড়দেব পত্রাংপত্র সাক্ষাৎ
ভুবনের অধ্যক্ষ । ৫২ । গরুড়দেব ত্রিনয়ন, উগ্রমূর্তি ও নাগগণের
পক্ষ ভয়ঙ্কর । ইহার আঁঠু ও বদন উভয়ই ভীষণাকার, ইহার
বিগ্রহ মন্ত্রময়, ইনি কালাগ্নির জ্ঞান প্রদীপ । সর্বকার্যোই

মিব দীপ্তঞ্চ চিস্তয়েৎ সৰ্বকৰ্ম্মহু । এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা
যং যং মনসি চিস্তয়েৎ ॥ ৫৪ ॥ ততঃস্যৈব ভবেৎ সাধ্যং
নারো বৈ গরুড়ায়তে । প্রেতা ভূতাস্থবা যক্ষা নাগা গন্ধৰ্ব-
রাক্ষসাঃ । দৰ্শনাতস্য নশ্চান্তি জুরাশ্চাতুৰ্থিকাদয়ঃ ॥ ৫৫ ॥
ধনুস্তরিকবাচ । এবং স গরুড়ং প্রোচে গরুড়ঃ কশ্যপায়
চ । মহেশ্বরো যথা গোবীৰ্হ প্রাহ বিদ্যাং তথা শৃণু ॥ ৫৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সপ্তনবত্যাধিকশত-

তমোঃধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অষ্টনবত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ভৈরব-উবাচ ॥ ১ ॥ নিত্যক্লিষ্টামথো বক্ষ্যে ত্রিপুরাং
ভুক্তিমুক্তিদাং । ওঁ হ্রীং আগচ্ছ দেবি । ঐ হ্রীং হ্রীং
রেখাকরণং । ওঁ হ্রীং ক্লেদিনী ভং নমঃ । মদনকোভিণা
তথা । ঐ যং ক্রীং বা গগরেখয়া । হ্রীং মদনাস্তরে চ । ঐ
হ্রীং হ্রীং চ নিরঞ্জনা বাগতি মদনাস্তরেখে খনেত্রাবলীতি চ ।
বেগবতি মহাপ্রেতাসনার চ পূজয়েৎ । ওঁ হ্রীং ক্রৈং নৈ
ক্রৈং নিত্যে মদদ্রবে ক্রীং নমঃ । ঐং হ্রীং ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হ্রীং ক্রীং পশ্চিমবক্তুং ওঁ ঐ হ্রীং হ্রীং চ তথোত্তরং

উক্তরূপ গরুড়কে চিস্তা করিবে । উক্তপ্রকারে ত্রাস ও পূজাদি
করিয়া যে যে ব্যক্তিকে চিস্তা করা যায়, সেই সেই ব্যক্তি
বশীভূত হয় এবং সাধক ব্যক্তি গরুড়ের ত্রায় হইতে পারে । যে
ব্যক্তি উক্তপ্রকারে সাধন করেন, তাঁহাকে দৰ্শন করিলে তৎ-
ক্ষণাৎ ভূত, প্রেতা, যক্ষ, নাগ, গন্ধৰ্ব ও রাক্ষস সকলেই পলা-
য়ন করে এবং চাতুৰ্থিকাদি অর বিনাশ পায় । ধনুস্তরিক
বলেন, এইরূপে গরুড়ের নিকট উক্তবিদ্যা কথিত হইলে গরুড়
কাশ্যপকে উপদেশ করেন । অনন্তর মহেশ্বর গোবীৰ্হকে কহেন,
এইক্ষণ আমিও উক্ত গারুড়ীবিদ্যা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৫৩-৫৬ ॥

• • • অষ্টনবত্যাধিকশততম অধ্যায় ।

ভৈরব কহিলেন, অনন্তর ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী নিত্যক্লিষ্টা
ত্রিপুরাদেবীর পূজাদি বলিতেছি, শ্রবণ কর । ওঁ হ্রীং আগচ্ছ
দেবি ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্র ও ত্রাসাদি জানিয়া নিত্যক্লিষ্টা

ঐ হ্রীং দক্ষিণং উৰ্দ্ধবক্তুস্ত পশ্চিমং ৭ ওঁ হ্রীং পাশায়া
ক্রীং অক্ষুশায়, ঐ কপালায় নমঃ । আদ্যং তয়ং ঐ
হ্রীং হ্রীং চ তথা শিরঃ তথা শিখায়ৈ কবচে । ঐ হ্রীং ক্রীং
অস্ত্রায় ফট্ ॥ ২ ॥ পূৰ্বে কামরূপায় অসিতাক্ষায় ভৈরবায়
নমো ব্রহ্মাণ্যে । দক্ষিণে চৈব কন্দায় বৈ নমঃ ককটভৈর-
বায় মাহেশ্বর্য্যাবা বাহয়েৎ ॥ ৩ ॥ তথা পশ্চিমে চণ্ডায় বৈ নমঃ
কৌমার্য্যে । চোত্তরে চোল্লকার ক্রোধায় নমঃ বৈষ্ণব্যে ॥ ৪ ॥
অগ্নিকোণে অঘোরায় উন্নতভৈরবায়ৈতি বারাহিহ । রক্ষঃ-
কোণে সারায় কপালিনে ভৈরবায় মাহেশ্বর্য্যে ॥ ৫ ॥ বায়ু-
কোণে জালন্ধরায় ভীষণায় ভৈরবায় চামুণ্ডায়ৈ । ঈশ-
কোণকে বটুকার সংহারকণ্ডিকাঞ্চ প্রপূজয়েৎ ॥ ৬ ॥
রতি প্রীতিকামদেবান্ পঞ্চবাণান্ যজেদধ । ধ্যানার্চনা-
জ্জপ্যাহোমাদেবী সিদ্ধা চ সৰ্বদা ॥ ৭ ॥ নিত্য চ ত্রিপুরা
ব্যাধিং হন্যাঙ্জ্জ্বলামুখী ক্রমাৎ । জ্বলামুখীক্রমং বক্ষ্যে
সা পূজ্যা মধ্যতঃ শুভা ॥ ৮ ॥ নিত্যাক্ষণা মদনাতুরা মদা
মোহা প্রকৃত্যপি । কলনা শ্রীভারতী চ আকর্ষণী মহে-
ন্দ্রাণী ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মাণী চৈব মাহেশী কৌমারী বৈষ্ণবী
তথা । বারাহী চৈব মাহেশ্বরী চামুণ্ডা চাপরাজিভা ॥ ১০ ॥

ত্রিপুরাদেবীর আরাধনা করিবে । অনন্তর আবির্ভাবপূজা করিতে
হইবে । ১-২ । পূৰ্ব্বদিকে কামরূপায় অসিতাক্ষভৈরবায়
ব্রহ্মাণ্যে নমঃ, এবং দক্ষিণে কন্দায় ককটভৈরবায় মাহেশ্বর্য্যে
নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে । ৩ । পশ্চিমে, চণ্ডভৈরবায়
কৌমার্য্যে নমঃ এবং উত্তরে উন্নয় ক্রোধভৈরবায় বৈষ্ণব্যে
নমঃ, অধিকোণে অঘোরায় উন্নতভৈরবায় বারাহিহ নমঃ ।
নৈঋতকোণে সারায় কপালিনে ভৈরবায় মাহেশ্বর্য্যে নমঃ । বায়ু-
কোণে জালন্ধরায় ভীষণভৈরবায় চামুণ্ডায়ৈ নমঃ । ঈশানকোণে
বটুকার সংহারভৈরবায় কণ্ডিকায়ৈ নমঃ, এইরূপে পূজা করিতে
হইবে । ৪-৬ । অনন্তর রতি, প্রীতি, কাম ও পঞ্চবাণের পূজা
করিবে । এইরূপে ধ্যান, অচনা, জপ ও তোম করিলে সৰ্বদা
দেবী প্রসন্না থাকেন । ৭ । নিত্য, ত্রিপুরা ও জ্বলামুখী ইহারা
ক্রমতঃ ব্যাধি বিনাশ করেন, অতএব জ্বলামুখীপ্রকরণ বলি-
তেছি । নিত্য, অচনা, মদনাতুরা, মদা, মোহা, প্রকৃতি,
কলনা, ভারতী, আকর্ষণী, মাহেশ্বরী, ব্রহ্মাণী, মাহেশী,

বিজয়া চাজিতা চৈব যোহিনী ত্বরিতা তথা । স্তম্ভিনী
জুস্তিনী পূজা কালিকা পদ্মবাহুতঃ । জ্বালামুখীক্রমং
পূজ্য বিষাদিহরণং ভবেৎ ॥ ১১ ॥

ইতি গারুড়েশ্বরাপুরাণে অষ্টনবত্যাধিকশত-

তমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

নবনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

ভৈরব-উবাচ ॥ ১ ॥ অপি চূড়ামণিঃ বক্ষ্যে শুভা-
শুভবিশুদ্ধয়ে । সূর্য্যং দেবীং গণং সোমং স্মৃজ্য তু
বিালিখেম্বরঃ ॥ ২ ॥ ত্রৈলোক্যতো মূর্তিকাতা অথবা প্রত্ন-
ধাতাতঃ । দিশস্থানপ্রস্থতো বা ধ্বজাদীন * গণয়েৎ

কামারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেন্দ্রী, চামুণ্ডা, অপরাজিতা,
বিজয়া, অজিতা, যোহিনী, ত্বরিতা, স্তম্ভিনী, জুস্তিনী, কালিকা
এই সকল দেবতাকে পদ্মবাহু পূজা করিবে । এইরূপে আগা-
মুখীর অর্চনা করিলে বিষাদি হরণ হয় । ৮-১১ ।

ভৈরব কহিলেন, চূড়ামণিমতে ধ্বজাদিগণনা বহিষ । এই
গণনারা মানবের ভাবী শুভাশুভ জানা যায় । সূর্য্য, দেবী
ভগবতী, গণেশ-ও সোম এই সকল দেবতাকে অর্চন করিয়া
ধ্বজাদি লিখিবে । ১-২ ॥ ধ্বজাদি অঙ্কিত করিয়া প্রত্নবাক্যের

* ধ্বজাদি গণনা চক্রম্ ।

প্রমুক্তর্ভা একটা স্পষ্ট প্রস্ন করিয়া যে ফলের নাম উচ্চারণ করিবেন, সেই ফলের আদ্য অক্ষরে নিম্নলিখিত চক্রে যে ঘরে
ধ্বজাদি অষ্ট সংজ্ঞার যে সংজ্ঞা লিখিত আছে, সেই ঘরে যে ফল লেখা আছে, তাহাই প্রশ্নের উত্তর ।

১ ধ্বজ, ২ ধাত্রা, ৩ সিংহ, ৪ শ্বান, ৫ বৃষ, ৬ খর, ৭ গজ, ৮ ধ্বজা ।

বর্গ	অবর্গ	কষর্গ	চবর্গ	টবর্গ	তবর্গ	পবর্গ	যবর্গ	শবর্গ
বর্ণ	অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ ঍ ঐ এ ঐ ও ঔ	ক খ গ ঘ ঙ ঙ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ	ক খ গ ঘ ঙ ঙ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ	ক খ গ ঘ ঙ ঙ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ	ক খ গ ঘ ঙ ঙ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ	ক খ গ ঘ ঙ ঙ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ	ক খ গ ঘ ঙ ঙ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ	ক খ গ ঘ ঙ ঙ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ প ফ ব ভ ম য র ল ব শ ষ স হ
ধ্বজাদি	ধ্বজ	ধুম	সিংহ	শ্বান	বৃষ	খর	গজ	ধ্বজা
গ্রহ	রবি	মঙ্গল	শুক্ল	বুধ	বৃহস্পতি	শনি	চন্দ্র	চন্দ্র
রাশি	সিংহ	মেঘ বৃশ্চিক	বৃষ তুলা	মিথুন কন্যা	ধনু মীন	মকর কুম্ভ	কর্কট	কর্কট
অস্তি নাস্তি	নাস্তি	অস্তি	নাস্তি	অস্তি	নাস্তি	অস্তি	নাস্তি	অস্তি
লাভালাভ	লাভ	অলাভ	লাভ	অলাভ	লাভ	অলাভ	লাভ	অলাভ
কুশলাকুশল	কুশল	অকুশল	কুশল	অকুশল	কুশল	অকুশল	কুশল	অকুশল

ক্রমাৎ ৩ । ধ্বজো ধূমোহথ সিংহশ্চ শ্রী*রবঃ খর-

জাদি অক্ষরাহ্মণ্যকে ধ্বজাদিগণনা করিতে চাইবে । অর্থাৎ

ক আ ই ঈ উ ঊ ঋ ঌ ২ এ ঐ ও ঔ এত সকল বর্ণ ধ্বজ । ক

খ গ ঘ ঙ টঠারী ধূম, চ ছ জ ঝ ঞ এই পঞ্চ বর্ণ সিংহ । ট ঠ

ড ঢ গ এই সকল বর্ণ শ্রান, ত থ দ ধ ন এই বর্ণ সমুদায় বুধ ।

প ফ ব ভ ঞ এই পাঁচ অক্ষর খর । য র ল ব এই বর্ণচতুষ্টয়

গজ । শ স হ ঙ এই চারি বর্ণ ধ্বজ । অকারাদি প্রমা-

ন্যক্ষরবর্জিত ক্রমতঃ ধ্বজাদি গ্রহণ করিবে । অথবা প্রাপ্তকর্তা

যে দিকে অবস্থিত ততয়া প্রাপ্ত করিবে, সেই সেই দিক অনু-

দক্ষিণঃ । ধ্বজংকশ্চ অষ্টমো জ্যেষ্ঠো নাম যদৈশ্চ তাস্মা-

সারেণ ধ্বজাদি গ্রহণ করিতে চাইবে । পূর্বাধিকে ধ্বজ, অগ্নি-

কোণে ধূম, দক্ষিণে সিংহ, নৈঋতকোণে শ্রান, পশ্চিমদিকে বুধ,

বায়ুকোণে খর, উত্তরদিকে গজ এবং ঈশানকোণে ধ্বজ ।

এইরূপে ধ্বজাদিগণনা করিয়া প্রাপ্ত ফলনিরূপণ করিবে । ৩ ।

ধ্বজ, ধূম, সিংহ, শ্রান, বুধ, খর, গজ ও ধ্বজ ইত্যাহি ধ্বজাদি ।

দিকগণনায় প্রাপ্তকর্তার ধ্বজস্থানে থাকিয়া প্রাপ্ত করিলে যদি

পশ্চাদাক্ষর গুণনায়ও ধ্বজ হয়, তাতা ততিলে প্রাপ্তকর্তার

১ ধ্বজ, ২ ধূম, ৩ সিংহ, ৪ শ্রান, ৫ বুধ, ৬ খর, ৭ গজ, ৮ ধ্বজ ।

নষ্টলাভালাভ	লাভ	হানি	লাভ	হানি	লাভ	হানি	লাভ	হানি
দিক জ্ঞান	পূর্ব দিক	অগ্নি কোণ	দক্ষিণ দিক	নৈঋত কোণ	পশ্চিম দিক	বায়ুকোণ	উত্তর দিক	ঈশান কোণ
অথ জাতি জ্ঞান	ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	শূদ্র	অধ্যাপক	সেবক	দাসী	রজক নাপিত
নষ্টজব্য স্থান নির্ণয়	গর্ভে	অগ্নি গৃহে	অরণ্যে	স্থানান্তরে	ভাণ্ডে	কাষ্ঠ শিলা- তলে	নষ্ট গৃহে	বিভূষণগৃহে
প্রবাস প্রাপ্ত	স্থির অর্থাৎ এক স্থানে আছে	পথে আছে	চঞ্চল	চঞ্চল	পথে আছে	কাষ্ঠস্থানে	স্থির	কাষ্ঠস্থানে
গমন প্রাপ্ত	সমীপস্থ	সমীপস্থ	দূরস্থ	কৃতকর্মের আ- সিয়া ফিরিয়া গিয়াছে	পথে আসি- তেছে	পথে আসি- তেছে	দূরস্থ	আসিয়া ফি- রিয়া গিয়াছে
কাল	এক পক্ষ	সাত দিন	একুশ দিন	এক মাস	দেড় মাস	ছই মাস	তিন মাস	ছয় মাস
মুষ্টিবস্ত্র বর্ণ জ্ঞান	কুসুমবর্ণ	শ্বেত	লোহিতবর্ণ	পাণ্ডু নীল	পীতবর্ণ	ধূস্রবর্ণ	রক্তবর্ণ	মিশ্রবর্ণ
ধানাদি	গোধূম	তিল	পীতবস্ত্র	ধান্য	তণ্ডুল	ছোলী	ঘৃত	স্বর্ণ
দেবপূজা	ভৈরব	জগদম্বা	সূর্য	হুম্যান	রুদ্র	বাগীশ্বরী	গণেশ	পিতৃপূজা
মুষ্টি	পত্র	পুষ্প	ফল	কাষ্ঠ	ধান্য	তৃণ	জীব	ভূগ

সেং । ৪ । স্বজস্থানে স্বজং দৃষ্ট্বা রাজ্যচিন্তাপনা- দিকং । ১৩ । স্বজস্থানে স্থিতো ধূম্রো বাতুচিন্তা চ
রাজ্যচিন্তা ও ধনাদি চিন্তা জানা যায়। এইরূপে দিকগণনায়। লাভকং । ৩৩ । ৫ । স্বজস্থানে স্থিতে সিংহে ধনলাভাদিকং
স্বজস্থানে প্রাণকর্তার অবস্থিতি হইলে প্রাণদাক্ষরে ধূম্র দৃষ্ট হইলে প্রাণকর্তার পতু'চিন্তা লাভাদি চিন্তা বলিবে। ৪-৫।

১ স্বজ, ২ ধূম্র, ৩ সিংহ, ৪ স্থান, ৫ বৃষ, ৬ খর, ৭ গজ, ৮ ধ্বজা,

বাতুজ্ঞান	সেনা	রূপা	তামা	লোহা	কাঁসা	শীসা	দস্তা	পিঙ্গল
ভূষণাদি জ্ঞান	মস্তকভূষণ	মুখভূষণ	কণ্ঠভূষণ	হৃদয়ভূষণ	হস্তাদি ভূষণ	অঙ্গুলীভূষণ	কটিভূষণ	পাদভূষণ
পুত্র কন্যা	পুত্র	কন্যা	পুত্র	কন্যা	পুত্র	কন্যা	পুত্র	কন্যা
আয়ু	৬ বৎসর	১ বৎসর	৬ বৎসর	২০ বৎসর	৬০ বৎসর	৪০ বৎসর	৫০ বৎসর	১৬ বৎসর
বাতুমূলজীব	ধাতু	ধাতু	মূল	জীব	জীব	জীব	মূল	জীব
শক্রগমন- গমন	শীঘ্র আসিবে	আসিবে না	শীঘ্র আসিবে	আসিবে না	শীঘ্র আসিবে	আসিবে না	শীঘ্র আসিবে	আসিবে না
সত্য মিথ্যা	সত্য	মিথ্যা	সত্য	মিথ্যা	সত্য	মিথ্যা	সত্য	মিথ্যা
বৃষ্টি	হইবে না	সম্বরে হইবে	হইবে না	সম্বরে হইবে	সম্বরে হইবে	হইবে না	সম্বরে হইবে	হইবে না
দিনবোধ	সাতাইশ দিন	সাত দিন	৪০ দিন	২০ দিন	৪০ দিন	৬ দিন	৪০ দিন	৬ দিন
ব্যবহার	শুভ	অশুভ	শুভ	অশুভ	শুভ	অশুভ	শুভ	কলহ
নৌকা	কুশল	যাত্রা নিষেধ	কুশল	যাত্রা নিষেধ	কুশল	যাত্রা নিষেধ	কুশল	যাত্রা নিষেধ
বাণিজ্য প্রাপ্তি	বিকল	সফল	সফল	লাভ	সফল	লাভ	বিকল	লাভ
অধিকার	নিশ্চয় প্রাপ্তি	পাবে না	শীঘ্র পাবে	কুল নষ্ট	শীঘ্র পাবে	কুল নাশ	প্রাপ্তি	পাবে না

ভবেৎ । ৩৪ । ধ্বজস্থানে স্থিতে স্থানে দাসীচিহ্নাশ্রুত্যা- দিকং । ৪৫ । ৬ । ধ্বজস্থানে স্থিতং দৃষ্ট্বা স্থানচিহ্না চ

উক্তপ্রকারে ধ্বজস্থানে সিংহ হইলে ধনলাভ এবং ধ্বজস্থানে স্থান হইলে দাসী ও শ্রুতাদি চিহ্না জানা যায় । ৬ । ধ্বজস্থানে

১ ধ্বজ, ২ ধূত্র, ৩ সিংহ, ৪ স্থান, ৫ রথ, ৬ খর, ৭ গজ, ৮ ধ্বজ্ঞ ।

গ্রাম প্রাপ্তি	অপ্রাপ্তি	অপ্রাপ্তি	প্রাপ্তি	প্রাপ্তি	অপ্রাপ্তি	প্রাপ্তি	অপ্রাপ্তি	প্রাপ্তি
কাম্যসিদ্ধি	স্থির কার্য্য	সিদ্ধি হইবে না	শীঘ্র সিদ্ধি হইবে	কালে সিদ্ধি হইবে	শীঘ্র সিদ্ধি হইবে	দীর্ঘ কালে সিদ্ধি	স্থির কার্য্য	সিদ্ধি হইবে না
বন্ধিমোচন	কষ্ট পাবে	শীঘ্র মোচন	কষ্ট পাবে	শীঘ্র মোচন	পাবে	শীঘ্র মোচন	কষ্ট পাবে	শীঘ্র মোচন
কালনির্গম	সাত দিন	এক বৎসর	১৫ দিন	সাত মাস	এক মাস	৭ মাস	৩ মাস	এক বৎসর

এই ধ্বজাদি গণনা সহজে করিবার নিমিত্ত একটা চক্র প্রস্তুত করিয়া উপরে অঙ্কিত করিলাম। এই চক্রের প্রথম ঘরে যে যে বিষয়ের প্রশ্ন হইবে, তাহাই লিখিত আছে। দ্বিতীয় ঘরে ধ্বজ-সংজ্ঞা, বর্ণ, গ্রহ, রাশি ও ফলাফল। তৃতীয় ঘরে ধূত্র-সংজ্ঞা, চতুর্থ ঘরে সিংহ, পঞ্চম ঘরে স্থান, ষষ্ঠ ঘরে রথ, সপ্তম ঘরে খর, অষ্টম ঘরে গজ, নবম ঘরে ধ্বজ। এই সকল সংজ্ঞা ও নিয়ে তত্তদ্ব্যয়ে ইচ্ছাদের বর্ণ, গ্রহ, রাশি ফলাফল লিখিত হইয়াছে। গণনার প্রণালী এই যে, প্রশ্নকর্তা মানসিক বিষয় দৈবজ্ঞের নিকট পৃষ্টরূপে জিজ্ঞাসা করিবেন। দৈবজ্ঞ তাহা শ্রবণ করিয়া প্রশ্নকর্তাকে একটা ফলের নাম করিতে বলিবেন। ঐ কথিত ফলের নামের আদ্য অক্ষরে ধ্বজাদি সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়া চক্রদৃষ্টে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের ফল বলিবেন।

যথা—কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল যে, আমার কি রাশি? দৈবজ্ঞ এই প্রশ্ন শুনিয়া প্রশ্নকর্তাকে একটা ফলের নাম করিতে বলিলেন, তাহাতে প্রশ্নকর্তা “অম্র” এই নাম উচ্চারণ করিলেন। চক্রের দ্বিতীয় ঘরে অবর্ণ লিখিত আছে এবং ফলের আদ্য বর্ণ অ, অ ওএব ধ্বজ সংজ্ঞা বোধ হইল। ঐ ধ্বজ সংজ্ঞায় নিম্নে রাশির ঘরে সিংহ লিখিত আছে; সুতরাং ঐ ব্যক্তির সিংহ রাশি দৈবজ্ঞ বলিয়া দিলেন।

“লাভ হইবে কি না?” এইরূপ প্রশ্নে দৈবজ্ঞ ফলের নাম করিতে বলিল। প্রশ্নকর্তা “কমলা” এই নাম উচ্চারণ করিলেন। এই ফলের নামের আদ্য অক্ষর ককারে ধূত্র সংজ্ঞা হইল। এই চক্রদৃষ্টে জামা গেল যে, ধূত্র সংজ্ঞার ঘরে লাভ লিখিত আছে; অতএব লাভ হইবে বলিয়া দিলে। এইরূপ অত্যাশ্রয় প্রশ্নেও চক্রদৃষ্টে অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ফল বলিয়া দিতে পারিবেন।

ধ্বজো ধূমশ্চ সিংহশ্চ ঋ-বৃষো গর্দভোঃ গজঃ । ততঃ কাক পদো জ্যেষ্ঠো ধ্বজাদিবশ্চ নির্ণয়ঃ । অ ই উ এ ও ধ্বজঃ প্রোক্তো ধূত্রঃ ক খ গ ঘঃ স্মৃতঃ । সিংহশ্চ ছ জ ব প্রোক্তঃ ঋ শ্রাং ট ঠ ড ঢা ঞ্জিকঃ । ত প দ ধো বৃষো জ্যেষ্ঠঃ খরঃ প ফ ব ভঃ স্মৃতঃ । গজো য র ল বো জ্যেষ্ঠো ধ্বজঃ শূ-ব-স-হ-ক-কঃ । প্রতিপদা-দ্বাদশীকৈঃ তিথিভুক্তিপ্রমাণতঃ । অহোরাত্রে পূঃ সর্বে যাম-ভুক্ত্যা ভ্রমজি তে । বর্ণানামধিপা যথা—অবর্ণাদিবর্ণাবিস্মাজ-
গুরুবৃদ্ধজ্যাক্জানাঃ বিদ্যোদ্যাবর্ণোঃ । সমের্ণে সমঃ ভঃ বিমুগ্ধে বিমুগ্ধাঃ ন চৈবং রবীন্দ্রোত্তমোরেকশৌভঃ । অ ক চ ট ত প য শা অষ্টৌ বর্ণাঃ । রবিকুজগুরুবৃদ্ধগুরুশনিচক্রাঃ ক্রমেণাবিপণতয়ঃ । অ গরুস্থান্ ক মার্জ রশ্চ সিংহষ্টে শনিস্ততঃ । ত সপ্শ্চ তথা পো সূর্য্যো গজঃ শোষিকা-স্ততঃ । বহুভূমিসা বেদা অজীন্দ্রাশ্রাহবঃ । পূর্ব্বাদিক্রমতো দেয়া বর্ণোপরিদগষ্টকে । নাসি রণাং স্বরাং সংখ্যা

আরোগ্যায়ুঃ সুখাদিকং । ৩৭৬ । সিংহস্থানে স্থিতে
 ধ্বংসে কন্যাধান্যাদিকং । ৩৮৮ । ১৬ ॥ স্থানস্থানে
 ধ্বজং দৃষ্ট্বা স্থানচিন্তাসুখাদিকং । ৩১৩ । ১৭ ॥ স্থানস্থানে
 স্থিতে ধূম্রে কলহঃ কার্যনাশনং । ৩১৩ । স্থানস্থানে
 স্থিতে সিংহে কার্যসিদ্ধির্ভবিষ্যতি । ৩৩৪ । স্থানস্থানে
 স্থিতে স্থানে ধননাশো ভবিষ্যতি । ৩৩৪ । ১৮ ॥ স্থান-
 স্থানে রবং দৃষ্ট্বা রোগী রোগাদিহুতাতে । ৩৩৫ । স্থানস্থানে
 খরং দৃষ্ট্বা কলহঃ ভয়ভবেৎ । ৩৫৩ । ১৯ ॥ স্থানস্থানে
 গজং দৃষ্ট্বা পুত্রভাগ্যসমাগমঃ । ৩৪৪ । স্থানস্থানে স্থিতে
 ধ্বংসে পীড়া স্ত্যং কুলনাশনং । ৩৮৭ । ২০ ॥ রবস্থানে
 ধ্বজং দৃষ্ট্বা রাজপূজাসুখাদিকং । ১৪৫ । রবস্থানে স্থিতে
 ধূম্রে রাজপূজাসুখাদিকং । ৪৫১ । ২১ ॥ রবস্থানে স্থিতে

আয়ু, আরোগ্য ও সুখাদি বুদ্ধি পায় এবং সিংহস্থানে ধ্বজ
 দর্শন হইলে কন্যা, ধাত্ত ও গুণাদি চইয়া থাকে । ১৬ । স্থান
 স্থানে ধ্বজ দৃষ্ট হইলে স্থানচিন্তা ও সুখাদি জানা যায় এবং
 স্থানস্থানে ধূম্র দর্শন হইলে কলহ ও কার্যনাশ বৃদ্ধিতে চইবে ।
 ১৭ । স্থানস্থানে সিংহ স্থিত হইলে কার্যসিদ্ধি হইবে এবং স্থান-
 স্থানে স্থান স্থিত হইলে ধননাশ হইবে জানা যায় । ১৮ । স্থান-
 স্থানে রব দৃষ্ট হইলে রোগী ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্তি পাইবে
 এবং স্থানস্থানে খর দৃষ্ট হইলে কলহ ও ভয় হইয়া থাকে । ১৯ ।
 স্থানস্থানে গজ দৃষ্ট হইলে পুত্র ও ভাগ্যার সহিত সমাগম হয়
 এবং স্থানস্থানে ধ্বজ দৃষ্ট হইলে পীড়া ও কুলনাশ জানা যায় ।
 ২০ । রবস্থানে ধ্বজ দৃষ্ট হইলে রাজসম্মান ও সুখাদি হয় এবং

সিংহে সৌভাগ্যক ধনাদিকং । ৫৩৪ । রবস্থানে স্থিতে স্থানে
 বলশ্রীকাম-ঈরিতঃ । ৪৪৫ । ২২ ॥ রবস্থানে রবং দৃষ্ট্বা
 কীর্ত্তিতুষ্টিসুখাদিকং । ৪৪৬ । রবস্থানে খরং দৃষ্ট্বা মহা-
 লাভাদিকং ভবেৎ । ৪৬৭ । ২৩ ॥ রবস্থানে গজং দৃষ্ট্বা
 জীগজাদিসমাগমঃ । ৪৭৮ । রবস্থানে স্থিতে ধ্বংসে
 স্থানমানসমাগমঃ । ৪৮৫ । ২৪ ॥ খরস্থানে ধ্বজং দৃষ্ট্বা
 রোগশোকাদিকং ভবেৎ । ৫৬৫ । খরস্থানে স্থিতে ধূম্রে
 তক্ষরাদিভয়ং ভবেৎ । ৫৩৩ । ২৫ ॥ খরস্থানে স্থিতে
 সিংহে পূজাশ্রীবিজয়াদিকং । ৬৭৫ । খরস্থানে স্থিতে
 স্থানে সন্তাপধননাশনং । ৪৪৩ । ২৬ ॥ খরস্থানে রবং দৃষ্ট্বা

রবস্থানে ধূম্র দৃষ্ট হইলে রাজপূজা ও সুখাদিলাভ হইবে । ২১ ।
 রবস্থানে সিংহ দৃষ্ট হইলে সৌভাগ্য ও ধনাদিলাভ জানা যায়
 এবং রবস্থানে স্থান দৃষ্ট হইলে বল, শ্রী ও কামলাভ বৃদ্ধিতে
 হইবে । ২২ । রবস্থানে রব দৃষ্ট হইলে কীর্ত্তি, সম্ভাষণ ও সুখাদি
 হয় এবং রবস্থানে খর দৃষ্ট হইলে মহালাভ জানা যায় । ২৩ ।
 রবস্থানে গজ দৃষ্ট হইলে শ্রী ও গজাদিসমাগম হয় এবং রবস্থানে
 ধ্বজ দৃষ্ট হইলে স্থানলাভ ও সম্মান হয় বৃদ্ধিতে হইবে । ২৪ ।
 খরস্থানে ধ্বজ দৃষ্ট হইলে রোগশোকাদি হইয়া থাকে এবং
 খরস্থানে ধূম্র দৃষ্ট হইলে তক্ষরাদির ভয় জানা যায় । ২৫ । খর-
 স্থানে সিংহ দৃষ্ট হইলে সম্মান, বিজয় ও জীবাভ হয় এবং খর-
 স্থানে স্থান দৃষ্ট হইলে সন্তাপ ও ধননাশ বৃদ্ধিতে চইবে । ২৬ ।

তত্রাদৌ অস্তিনাস্তিপ্ৰশ্নঃ ।

ধ্বজে কৃষ্ণরসিংহে চ বৃষে নাস্তীতি নিশ্চিতং । ধূম্রে স্থানে
 খরে ধ্বজেহস্তি প্ৰশ্নস্ত লক্ষণং ॥ ১ ॥

অথ লাভালাভপ্ৰশ্নঃ ।

ধ্বজে গজে বৃষে সিংহে শীঘ্রলাভো ভবেদ্ভয়ং । ধূম্রে স্থানে
 খরে ধ্বজে নাস্তি লাভো বিনির্দিষ্টে ॥ ২ ॥

কুশলাকুশলপ্ৰশ্নঃ ।

সিংহে বৃষে ধ্বজে গজে এবাসিকুশলপ্ৰশ্নঃ । ধ্বংসে স্থানে
 খরে ধূম্রে নাস্তীতি কুশলং বদেৎ ॥ ৩ ॥

অথ নষ্টলাভালাভপ্ৰশ্নঃ ।

ধ্বজে গজে বৃষে সিংহে গতলাভঃ অনিশ্চিতং । ধ্বংসে ধূম্রে
 খরে স্থানে নষ্টহানিং বিদুর্কুখাঃ ॥ ৪ ॥

সিংহঃ ৩৭ ৩৫
 গুহঃ । ৩ । ট ঠ ড চ স্থান বৃষঃ । ৪ । ত থ দ ধ ন
 ৯ ১২ ১০ ১১
 বৃষঃ গুহঃ । ৫ । প ফ ব ভ ম খর শনিঃ । ৬ । য র ল ব গজ
 ৮
 চন্দ্রঃ ৭ । শ ব স হ ধ্বজ ভমঃ । ৮ ।

অ ক চ ট ত ল য শ ফ লোদেশপ্ৰশ্নঃ ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানজ্ঞান-
 জ্যোতিষঃ কৃতঃ উচ্চারিতফলনাম স্বকৃত্বা অকারাদিবর্গঃ কৃত্বা
 ধ্বজাদৌ বা ভবন্তি অয়ঃ কল্পনীয়ঃ অতন্তস্ত ফলং বদেৎ ।

১৯২ ১ ৩১১ ৪১২ ৫ ৬ ৭ ৮
 ধ্বজো বৃষস্তথা সিংহঃ স্থানোবৃষখরোগজঃ ধ্বজে চ অষ্টমঃ
 জেয়ঃ ওভাওভফলং বদেৎ ।

সুখং প্রিয়সমাগমঃ। ৫৫। খরস্থানে খরং দৃষ্ট্বা হুঃখ-
পীড়াদি নির্দিশেৎ। ৫৫। ২৭ ॥ খরস্থানে গজং দৃষ্ট্বা
সুখপূজাদিকং ভবেৎ। ৫৭৬। খরস্থানে স্থিতে ধ্বংস-
কলহং ব্যাধিরেব চ। ৫৮। ২৮ ॥ গজস্থানে ধ্বজং দৃষ্ট্বা
কৌজয়ন্তীসুখাদিকং। ৬২৩। গজস্থানে স্থিতে ধ্বজে ধন-
ধান্যসমাগমঃ। ৫৪৩। ২৯ ॥ গজস্থানে স্থিতে সিংহে
জয়সিদ্ধিসমাগমঃ। ৬৩৪। গজস্থানে স্থিতে স্থানে
আরোগ্যসুখসম্পদঃ। ৬৪১। ৩০ ॥ গজস্থানে রথং দৃষ্ট্বা
রাজমানধানাদিকং। ৫৫৩। গজস্থানে খরং দৃষ্ট্বা পূর্বে

হুঃখং ততঃ সুখং। ৬৬৭। ৩১ ॥ গজস্থানে গজং দৃষ্ট্বা
ক্ষেত্রধান্যসুখাদিকং। ৬৭৫। গজস্থানে স্থিতে ধ্বংস-
ধনধান্যসমাগমঃ। ৬৮২। ৩২ ॥ ধ্বংসস্থানে ধ্বজং দৃষ্ট্বা
কার্যনাশো ভবিষ্যতি। ৭১৩। ধ্বংসস্থানে স্থিতে ধ্বজে
কলিহুঃখং গমিষ্যতি। ৩১। ৩৩ ॥ ধ্বংসস্থানে স্থিতে
সিংহে বিগ্রহো হুঃখমেব চ। ৭৩১। ধ্বংসস্থানে স্থিতে
স্থানে গৃহভঙ্গভয়াদিকং। ৭৪৭। ৩৪ ॥ ধ্বংসস্থানে রথং
দৃষ্ট্বা স্থানভ্রংশভয়াদিকং। ৭৫১। ধ্বংসস্থানে খরং
দৃষ্ট্বা ধননাশপারাজয়ঃ। ৭৬৭। ৩৫ ॥ ধ্বংসস্থানে গজং
দৃষ্ট্বা ধনকীর্ত্যাদিকং ভবেৎ। ৭৮৬। ধ্বংসস্থানে স্থিতে
ধ্বংসে বিদেশগমনাদিকং। ৮৮৮। ৩৬ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে নবনবত্যাধিকশত-
তমোঃধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

খরস্থানে বুধ দৃষ্ট হইলে সুখ ও প্রিয়সমাগম জানা যায় এবং
খরস্থানে খর দৃষ্ট হইলে হুঃখপীড়াদি নির্ণয় করিবে। ২৭।
খরস্থানে গজ দৃষ্ট হইলে সুখ ও পূজাদিলাভ হয় এবং খরস্থানে
ধ্বজ্ঞ অবস্থিত হইলে কলহ ও ব্যাধি নির্ণয় করিতে হইবে।
২৮। গজস্থানে ধ্বজ দৃষ্ট হইলে কৌ, জয়, শ্রী ও সুখাদিলাভ জানা
যায় এবং গজস্থানে ধুম দৃষ্ট হইলে ধনধান্যসমাগম হইয়া
থাকে। ২৯। গজস্থানে সিংহ দৃষ্ট হইলে জয় ও কার্যসিদ্ধি হয়
এবং গজস্থানে স্থান অবস্থিত হইলে আরোগ্য ও সুখসম্পদ হইয়া
থাকে। ৩০। গজস্থানে বুধ দৃষ্ট হইলে রাজসম্মান ও মনাদিলাভ
হয় এবং গজস্থানে খর দৃষ্ট হইলে পূর্বে হুঃখ ও পরে সুখ

জানা যায়। ৩১। গজস্থানে গজ দৃষ্ট হইলে ক্ষেত্র, ধাত্ত ও
সুখাদিলাভ জানিতে হইবে এবং গজস্থানে ধ্বজ্ঞ দৃষ্ট হইলে
ধনধান্যসমাগম জানা যায়। ৩২। ধ্বজ্ঞস্থানে ধ্বজ দৃষ্ট হইলে
কার্যনাশ হইবে জানা যায় এবং ধ্বজ্ঞস্থানে ধুম দৃষ্ট হইলে
কলিহুঃখ প্রাপ্ত হয়। ৩৩। ধ্বজ্ঞস্থানে সিংহ অবস্থিত হইলে
বিগ্রহ ও হুঃখ হইয়া থাকে এবং ধ্বজ্ঞস্থানে স্থান দৃষ্ট হইলে
গৃহভঙ্গ ও কলহাদি জানা যায়। ৩৪। ধ্বজ্ঞস্থানে বুধ দৃষ্ট
হইলে স্থানভ্রংশ ও হুঃখভোগ হইয়া থাকে এবং ধ্বজ্ঞস্থানে
খর দৃষ্ট হইলে ধননাশ ও পরাজয় জানা যায়। ৩৫। ধ্বজ্ঞস্থানে
গজ দৃষ্ট হইলে ধন ও কীর্তিলাভ হইবে এবং ধ্বজ্ঞস্থানে ধ্বজ্ঞ
অবস্থিত হইলে বিদেশগমনাদি হইয়া থাকে। ৩৬।

অথ দিক্জ্ঞানং।

ধ্বজে পূর্বগতকৈব ধ্বজে দক্ষিণাংশিগং তথা। সিংহে চ দক্ষিণ-
কৈব, নৈঋত্যাং স্থানমেব চ। পশ্চিমঃ বৃষভে জ্যেষ্ঠঃ বায়বে খরভে
তথা। উত্তরে কৃষ্ণে জ্যেষ্ঠঃ ঐশাভ্যাং ধ্বংসকে তথা ॥ ৫ ॥

অথ জাতিজ্ঞানং।

ধ্বজে চ ব্রাহ্মণশ্চৈব ধুমু ক্ষত্রিয়মেব চ। সিংহে নৈঋত-
বিজ্যেষ্ঠঃ স্থানে শূদ্রস্তথৈব চ। বৃষে হৃষ্যপকো বিজ্যেষ্ঠঃ খরে
চৌরস্ত সেবকঃ। গজে দাসীহবিজ্যেষ্ঠা ধ্বংসে রজকনা-
পিতৌ ॥ ৬ ॥

অথ নষ্টস্থাননির্ণয়প্রশ্নঃ।

বিবরে চ ধ্বজে নষ্টে ধ্বজে অগ্নিগৃহে তথা। তথা সিংহে
অরণ্যে চ স্থানে স্থানান্তরেহপি চ। বৃষে ভাণ্ডগতকৈব খরে
কাষ্ঠশিলাভলে। গজে নষ্টগৃহে চৈব ধ্বজে কুব্জবেশ্মনি।

অথ দানাদিপ্রশ্নঃ।

গোধূমক ধ্বজে দদ্যাৎ ধ্বজে চৈব তিলপ্রদং। পীতবস্ত্রক
সিংহে চ শুনিচৈব চ ধাতকং। বৃষে চ তত্তুলং প্রোক্তং খরে চ
চণ্ডকস্তথা। গজে ওড়য়ুতং দেয়ং ধ্বজে স্বর্ণং নির্দিশেৎ ॥ ৭ ॥

অথ দেবপূজাপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে ভৈরবপূজা ত্রীং ধ্বজে চ ভগবদ্বিকারং। সিংহে চ দ্রব্য-

দ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ভৈরব-উবাচ ॥ ১ ॥ বক্ষ্যে বায়ুজয়ং দেবি জয়াজয়-
বিদেশকং । বায়ুগ্নিজলশাক্রাখ্যং মঙ্গলানাকচতুষ্টয়ং ॥ ২ ॥
বামদক্ষিণসংস্থচ বায়ুচ বহুলো ভবেৎ । উর্দ্ধবাহী তবে-
দগ্নিরধস্ত বকণো ভবেৎ ॥ ৩ ॥ মাহেন্দ্রো মণ্যসংস্থস্ত গুরু-
পক্ষে তু বামগঃ । কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণগ-উদয়স্ত ত্রাহং ত্রাহং ॥
৪ ॥ বহেৎ প্রতিপাদাদ্যে চ বিপরীতে ভবেন্নতিঃ ।

দ্বিশততম অধ্যায় ।

ভৈরব কহিলেন, অনন্তর বায়ুজয় বলিব, এই বায়ুজয়দ্বারা
জয়, পরাজয় ও বিদেশগমনাদি নির্ণয় করিবে । বায়ু, অগ্নি,
জল ও ইন্দ্র এই মঙ্গলচতুষ্টয় উক্ত আছে । ১-২ । প্রাণীর শরীর
হইতে বাম ও দক্ষিণ নাসাদ্বারা বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে ।
উর্দ্ধবাহী বায়ুর নাম অগ্নি অর্থাৎ মানবের নাসিকার উর্দ্ধদিক
দিয়া বায়ু প্রবাহিত হইলে অগ্নিতত্ত্বের উদয় জানা যায় । আর
নাসিকার অধোগত বায়ুতে জলতত্ত্ব এবং মধ্যগত বায়ুতে
মাহেন্দ্রতত্ত্ব নির্ণয় করিবে । গুরুপক্ষে বায়ু বামনাসায় এবং
কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণনাসায় উদিত হয় । তিনদিন এইরূপে বায়ু
উদিত হইয়া পরিবর্তন হয় । ৩-৪ । গুরুপক্ষের প্রতিপদ হইতে
এইরূপ বায়ুর উদয় আরম্ভ হইয়া থাকে অর্থাৎ গুরুপ্রতিপদ
ভক্তিশ্চ শুনিবায়ুহুতে তথা । বুধে ক্রদ্রং বিজানীয়াৎ পরে বাগী-
শ্রয়ীস্তুত্বা । গণেশঞ্চ গজে চৈব ধ্বাঞ্চে চ পিতৃপূজনং ॥ ৮ ॥

অথ প্রবাসিচরস্থিরপ্রশ্নঃ ।

ধ্বজে গজে স্থিরকৈব স্থানে সিংহে চ চক্ৰগং । বুধে ধৃত্রে
প্রদাগস্থং থরে ধ্বাঞ্চে চ কাষ্ঠগং ॥ ৯ ॥

অথ গমনপ্রশ্নঃ ।

ধ্বজে ধৃত্রে সমীপস্থং দূরস্থং গজসিংহয়োঃ । বুধে থরে চ
মার্গস্থং ধ্বাঞ্চে স্থানে পুনর্গমঃ ॥ ১০ ॥

অথ কালপ্রশ্নঃ ।

ধ্বজে পক্ষমিদং প্রোক্তং ধৃত্রে সপ্তদিনং তথা । একবিংশতি-
সিংহে চ স্থানে মাসং তত্খৈব চ । বুধে চ মাস্ক্রমাসং স্ত্রাং থরে
মাসত্বং তথা । গজে মাসত্বং প্রোক্তং ধ্বাঞ্চে চ অয়নং স্ত্রুতং ॥ ১১ ॥

অথ মুষ্টিবস্তুজ্ঞানপ্রশ্নঃ ।

কুসুমঞ্চ ধ্বজে জ্যেষ্ঠং ধৃত্রে শ্বেতং তত্খৈব চ । লোহিতং গজ-

উদয়ং সূর্য্যমার্গেণ চন্দ্রেনাস্তময়ো যদি ॥ ৫ ॥ বর্দ্ধশ্চে
শুণসংঘাতা অন্যথা বিদ্রমোচিভং । সংক্রান্ত্যঃ ষোড়শঃ
প্রোক্তা দিনরাত্রৌ বরাননে ॥ ৬ ॥ যদা চ সংক্রমেষায়ু-
রর্দ্ধার্দ্ধপ্রহরে স্থিতঃ । স্বাস্থ্যাহানিস্তদা জ্যেষ্ঠা বায়ুভ্রমতি
দেহিসু ॥ ৭ ॥ দক্ষিণে চ পুটে বায়ুর্হিতো ভোজন-
মৈথুনং । খড়্গহস্তে জয়ে যুদ্ধে রিপূন্ কামসমমিতঃ ॥ ৮ ॥

হইতে তিনদিন বামনাসায় তৎপর তিনদিন দক্ষিণনাসায়, এই
ক্রমানুসারে পূর্ণিমাপর্য্যন্ত উদয় হইয়া পরে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ
হইতে তিনদিন দক্ষিণনাসায়, তৎপর তিনদিন বামনাসায়
উদিত হয় । ইহার বিপরীতে মৃত্যু হইয়া থাকে । যদি বায়ু
সূর্য্যমার্গে উদিত হইয়া চন্দ্রমার্গে অস্ত যায়, তাহা হইলে সেই
মৃত্যু নানাপ্রকারে বৃদ্ধি পায়, এই নিয়মের অত্যাধা হইলে
বিদ্রম ঘটয়া থাকে । দিবারাত্রির মধ্যে ষোড়শবার বায়ুর
সংক্রমণ হয়, অর্থাৎ এক এক প্রহর অস্তে বায়ু নাসিকা পরি-
বর্তন করে । ৫-৬ । যখন অর্দ্ধপ্রহরের পরে বায়ুর পরিবর্তন হয়,
তখন তাহার স্বাস্থ্যাহানি হইয়া থাকে । এইরূপে দেহীর
শরীরে বায়ু ভ্রমণ করে । ৭ । যখন দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু বহিতে
থাকে, তখন ভোজন ও মৈথুনকার্য্য করিবে এবং এই সময়ে
পড়া হস্তে করিয়া রিপুবিকারার্থ বহির্গত হইলে যুদ্ধে জয়লাভ
হয় । ৮ । বামনাসায় বায়ুপ্রবাহকালে গমনাদি সর্ব্বকার্য্য শুভ-

সিংহে চ স্থানে চ পাণ্ডুনীলকং । পীতবর্ণং বুধে জ্যেষ্ঠং থরে চ
ধূত্রবর্ণকং । গজে চ শ্রামবর্ণঞ্চ ধ্বাঞ্চে চ মিশ্রবর্ণকং ॥ ১২ ॥

অথ মুষ্টিবস্তুজ্ঞানপ্রশ্নঃ ।

ধ্বজে পত্রঞ্চ বিজ্যেষ্ঠং ধৃত্রে পুষ্পং বিশেষতঃ । সিংহে ফলঞ্চ
বিজ্যেষ্ঠং স্থানে কাষ্ঠাদিসমস্তবে । বুধে ধাতুঃ তথা প্রোক্তঃ থরে
তুণং নিগদ্যতে । গজে জীবনবিজ্যেষ্ঠং ধ্বাঞ্চে তুণং তথা স্ত্রুতং ॥ ১৩ ॥

অথ ধাতুজ্ঞানং ।

ধ্বজে স্রবর্ণকং জ্যেষ্ঠং ধৃত্রে রৌপ্যং তত্খৈব চ । সিংহে
তাম্রঞ্চ বিজ্যেষ্ঠং স্থানে লৌহং চিহ্নকুঁধাঃ । বুধে কাংস্তং থরে
নাগং কপিলঞ্চ গজে ভবেৎ । ধ্বাঞ্চে চ পিত্তলং জ্যেষ্ঠং কথিতং
পূর্নপণ্ডিতৈঃ ॥ ১৪ ॥

অথ ভূষণাদিজ্ঞানং ।

ধ্বজে চ ভূষণং হুঙ্কি, মুখভূষণং ধুমুক । কণ্ঠভূষণং সিংহে

বামেন গমনং শ্রেষ্ঠং সৰ্বকারণ্যে ভূষিতা। বায়ুর্বহতি
তত্ত্বং প্রপ্নো ভূতস্য শোভনঃ ॥ ৯ ॥ মহেন্দ্রে বাকণে

বাতে কোপি দোষো ন জায়তে। অনারক্তির্দক্ষবাহে
: স্ত্র্যাং বামবাহকে ॥ ১০ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে দিশততমোহধ্যায়ঃ ॥

ঐদ হয়। আর বামনাসার বায়ু বহনকালে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন
করিলে সেই প্রশ্নের শুভফল জানা যায়। ৯। যে সময়ে মহেন্দ্র

অথবা বাকণতত্ত্বের উদয় হয়, তখন কোনরূপ দোষ ঘটিতে
পারে না। দক্ষিণনাসার বায়ুর প্রবাহকালে অনাবৃষ্টি এবং
বামনাসার বায়ু বহনকালে অতিবৃষ্টি হইয়া থাকে। ১০।

চ স্থানে চ হৃদয়ং তথা। বৃষে চন্তাদি বিজ্ঞেয়ং অঙ্গুলীভূষণং
থরে। গজে চ কটিস্থ এক ধ্বাংকে পাদাদিকং তথা ॥ ১৫ ॥

থরে ধ্বাজ্জেক্ ঋতুং বদেৎ। এবং প্রশ্নং বিনির্জ্ঞেয়ং কথিতং
গণকোত্তমৈঃ ॥ ২৩ ॥

অথ পুত্রকন্যাদিষ্টানপ্রশ্নঃ।

অথ ব্যবহারপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে গজে বৃষে সিংহে শুক্লিণী পুত্রমাদিশেৎ। ধূমে
স্থানে থরে ধ্বাজ্জেক্ বক্তব্যং বিনির্দেশেৎ ॥ ১৬ ॥

ধ্বজে গজে বৃষে সিংহে ব্যবহারং শুভপ্রদং। ধ্বাংকে ধূমে
থরে স্থানে কলহং অন্তপ্রদং ॥ ২৪ ॥

অথ আয়ুর্বলপ্রশ্নঃ।

অথ নৌকাপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে সিংহে বড়প্রোক্তং গজে সোমসুতস্তথা। বৃষে চ ষষ্টি-
বর্ষাণি থরে ব্যোমাক্ষিসংজ্ঞকং। স্থানে চ বিংশতিঃ প্রোক্তা
ধ্বাজ্জেক্ শোধযতিস্তথা। ধূমে বর্ষমিমং প্রোক্তং ইত্যায়ুঃ-
প্রশ্নং বিনির্দেশেৎ ॥ ১৭ ॥

ধ্বজে গজে চ সিংহে চ বৃষে চ কুশলপ্রদং। ধ্বাজ্জেক্ ধূমে
থরে স্থানে নৌকাযাত্রা ন সিদ্ধাতি ॥ ২৫ ॥

অথ ধাতুমূলজীবপ্রশ্নঃ।

অথ বাণিজ্যপ্রাপ্তিপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে ধূমে চ ধাতুনাং গজে সিংহে চ মূলকং। স্থানে থরে
বৃষে ধ্বাজ্জেক্ জীবচিন্তা ভবেৎ ক্রবৎ ॥ ১৮ ॥

ধ্বজে গজে ঋণপ্রাপ্তিবৃষে সিংহে চ সিদ্ধতা। স্থানে
থরে তথা প্রাপ্তিঃ শত্রুং গৃহাতি সত্তরম্। ধ্বাজ্জেক্ ধূমে চ নান্তি
চ কলহং ভ্রাতৃভিঃ সহঃ ॥ ২৬ ॥

অথ সর্কিপ্রশ্নঃ।

অথাধিকারপ্রাপ্তিপ্রশ্নঃ।

বিপরীতো চ সর্কিঃ স্ত্র্যাং অথ প্রোক্তঃ মনুষ্যিভিঃ। গদং
কোটং তথা হৃগং গৃহাদি চ বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৯ ॥

ধ্বজে গজে স্থিরপ্রাপ্তিবৃষে সিংহে শীঘ্রতা। কলহন্ত থরে
স্থানে নাতীতি ধ্বাজ্জেক্ ধূমকে ॥ ২৭ ॥

অথ গমনাগমনপ্রশ্নঃ।

অথ গ্রামপ্রাপ্তিপ্রশ্নঃ।

গজে বৃষে ধ্বজে সিংহে শত্রুণাং শীঘ্রমাগমঃ। স্থানে থরে তথা
ধূমে ধ্বাজ্জেক্ চ নান্তি চাদিশেৎ ॥ ২০ ॥

ধ্বজে গজে বৃষে চৈব ধূমে নাতীতি নিশ্চিতং। সিংহে স্থানে
থরে ধ্বাংকে গ্রামপ্রাপ্তির্কিনীর্দেশেৎ ॥ ২৮ ॥

অথ সত্যমিথ্যাপ্রশ্নঃ।

অথ কার্যাসিদ্ধিপ্রশ্নঃ।

ধ্বজে সিংহে বৃষে গজে সত্যবাক্যং বিনির্দেশেৎ। ধূমে
স্থানে থরে ধ্বাজ্জেক্ মিথ্যা বদতি নিশ্চিতম্ ॥ ২১ ॥

ধ্বজে গজে স্থিরং কার্যং স্থিরিতং বৃষসিংহয়োঃ। দীর্ঘ-
কালং থরে স্থানে ধ্বাজ্জেক্ ধূমে ন সিদ্ধাতি ॥ ২৯ ॥

অথ বৃষ্টিপ্রশ্নঃ।

অথ বন্দিমোচনপ্রশ্নঃ।

ধূমে গজে বৃষে স্থানে বৃষ্টিভবতি সত্তরম্। সিংহে ধ্বজে থরে
ধ্বাজ্জেক্ নান্তি বৃষ্টির্কিনীর্দেশেৎ ॥ ২২ ॥

ধূমে স্থানে থরে ধ্বাজ্জেক্ বন্দী শীঘ্রং প্রমুচ্যতে। বৃষে গজে
ধ্বজে সিংহে বন্দী চ কষ্টমাদিশেৎ ॥ ৩০ ॥

অথ দিনাবধিপ্রশ্নঃ।

অথ কালনির্ণয়ঃ।

ধূমে সপ্তদিনং প্রোক্তং বৃষে দীনং তথৈব চ। স্থানে বিংশতি-
ধ্বাজ্জেক্ স্ত্র্যাং ধ্বজে চ সপ্তবিংশতিঃ। সিংহে বৃষে চ ব্যোমাক্ষিঃ

ধ্বজে সপ্তদিনং প্রোক্তং সিংহে। পক্ষং তথৈব চ। বৃষে
মাসকং বিজ্ঞেয়ং গজে আসত্তরং তথা। স্থানে থরে সপ্তমাসং
ধূমে ধ্বাজ্জেক্ চ বর্ষকং ॥ ৩১ ॥

একাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ধনুস্তরিকবাচ ॥ ১ ॥ হন্যায়ুর্বেদমাখ্যাস্যে হন-
সর্কার্থলক্ষণং । কাকতুণ্ডী কৃষ্ণজিহ্বঃ কৃষ্ণাশ্রুশ্চোক্ষ-
তালুকঃ ॥ ২ ॥ করালী হীনদন্তশ্চ শৃঙ্গী বিরলদন্তকঃ ।
একাণ্ডশ্চৈব জাতাণ্ডঃ কঞ্চুকৌ দ্বিখুরী স্তনী ॥ ৩ ॥
মার্জ্জারপাদো ব্যাত্রাভঃ কুষ্ঠবিদ্রুধিসন্নিভঃ । যমজো
বামনশ্চৈব মার্জ্জারঃ কপিলাচনঃ ॥ ৪ ॥ এতদ্দোষী হন-
স্তাজ্য উত্তমোঃস্বস্তকক্ষজঃ । মধ্যমঃ পঞ্চহস্তশ্চ কনীংশ-
ত্রিহস্তকঃ ॥ ৫ ॥ অসংহতঃ যে চ বাহা হ্রস্বকর্ণাস্তথৈব
চ । শবলাভাঃ প্রভাবেষু ন দীনাশ্চিরজীবনঃ ॥ ৬ ॥ রেবন্ত-
পূজনাঙ্কোমাং রক্ষাশ্চ দ্বিজভোজনাং । সরলং নিম্ব-
পত্রাণি গুগ্গলুঃ সর্বপাশ্রুতং ॥ ৭ ॥ তিলকৈব বচা হিঙ্গু
বধীয়াং বাজিনো গলে । আগন্তুজং দোষজন্তু ত্রণং
দ্বিবিধমীরিতং ॥ ৮ ॥ চিরপাকং বাতজন্তু শ্লেষ্মজং

একাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

ধনুস্তরি কহিলেন, অখায়ুর্বেদ বলিব। এই শাস্ত্রে সর্ক-
প্রকার অশ্বের লক্ষণ ও আয়ুবিজ্ঞান হইয়া থাকে। কাকতুণ্ডী,
কৃষ্ণজিহ্বা, কৃষ্ণাশ্রু, উক্ষতালুক, করালী, হীনদন্ত, শৃঙ্গী, বিরল-
দন্ত, একাণ্ড, জাতাণ্ড, ক্লাব, দ্বিখুব, স্তনবান, মার্জ্জারপাদ,
ব্যাত্রাভ, কুষ্ঠবিদ্রুধিসন্নিভ, যমজ, বামন, মার্জ্জারাকৃতি, কপি-
লাচন এই সকল অশ্ব দোষী; অতএব ইহাদিগকে পরিত্যাগ
করিবে। আর তুরঙ্গদেশজ অশ্বই উত্তম; পঞ্চহস্তপরি-
মিত অশ্ব মধ্যম এবং ত্রিহস্তপরিমিত অশ্ব অধম। ১-৫। যে
সকল অশ্ব অসংহত, হ্রস্বকর্ণ ও কক্ষূরবর্ণ, তাহার অতিশয়
প্রভাবশালী ও চিরজীবী। ৬। অশ্বের মঙ্গলকামনায় পূজা ও
হোম করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইলে অশ্বের সর্কার্জন রক্ষা
হইয়া থাকে। সরলকাষ্ঠ, নিম্বপত্র, গুগ্গলু, সর্বপ, স্নত, তিল,
বচ ও হিঙ্গু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া অশ্বের গলায় বন্ধন
করিবে। তাহাতে অশ্বের মঙ্গল হইয়া থাকে। অশ্বশরীরে
যে সকল ত্রণ হইয়া থাকে, তাহা আগন্তুক ও দোষজন্তুভেদে
দ্বিবিধ। ৭-৮। বাতজন্তু ত্রণ চিরকালে পরিপাক পায়, শ্লেষ্মজন্তু

কিপ্রপাকিকং। কণ্ঠদাহাত্মকং পিত্তাং শোণিতান্ধ-
বেদনং ॥ ৯ ॥ আগন্তুজন্তু শত্রুদৈত্যভূক্তত্রণবিশোধনং ।
এরুণ্ডমূলং হরিদ্রে দ্বে চিত্রকং বিশ্বভেষজং ॥ ১০ ॥ রসোনং
সৈন্ধবং বাপি তক্রকাঞ্জিকপেবিতং । তিলশক্তুকপিণ্ডকা
দধিযুক্তা সসৈন্ধবা। নিম্বপত্রযুতং পিণ্ডং ত্রণশোধন-
রোপণং ॥ ১১ ॥ পটোলং নিম্বপত্রঞ্চ বচা চিত্রকমেব চ ।
পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ ॥ ১২ ॥ এতৎ
পানং ক্রিমিল্পেয়ামদানিলবিনাশনং । নিম্বপত্রং পটো-
লঞ্চ ত্রিফলা খদিরশুখা ॥ ১৩ ॥ কাথয়িত্বা ততো বাহং
স্বতরক্তং বিচক্ষণঃ । ত্র্যহমেব প্রদাতব্যং হনুকুষ্ঠোপ-
শাস্ত্রয়ে ॥ ১৪ ॥ সত্রণেষু চ কুষ্ঠেষু তৈলসার্ষপজং হিতং ।
লগুনাদিকষারশ্চ পানভুক্ত্যোপশাস্ত্রয়ে ॥ ১৫ ॥ মাতুলুঙ্গ-
রসোপেতং মাংসীনাং রসকেন বা । সদ্যো দদ্যাত্তত্র

ত্রণ শীঘ্র পাকিয়া থাকে এবং পিত্তজন্তু ত্রণে কণ্ঠে দাহ হয়,
আর শোণিতদোষে যে ত্রণ জন্মে, তাহাতে মন্দ মন্দ বেদনা অহু-
ভূত হয়। ৯। আগন্তুজ ছুটত্রণ শত্রুদৈত্যদ্বারা উৎপাটন করিয়া
তাহাতে এরুণ্ডমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিতা, শুঙ্গী, রসুন ও
সৈন্ধব এই সমুদায় দ্রব্য তক্র ও কাঞ্জির সহিত পেষণ করিয়া
লেপ দিতে হইবে। তিল, শক্তু, দধি, সৈন্ধব, নিম্বপত্র এই
সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া গিণ্ডাকার করিবে। এই গিণ্ড
দ্বারা অশ্বের ত্রণরোপণ হয়। ১০-১১। পটোল, নিম্বপত্র, বচা, চিতা,
পিপ্পলী, আদা এই সমুদায় দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ
অগ্নিকে পান করাইলে ক্রিমি, শ্লেষ্মা, মদ ও অনিলরোগ বিনাশ
পায়। নিম্বপত্র, পটোল, ত্রিফলা, খদিরকাষ্ঠ এই সমুদায় দ্রব্যের
কাথ করিয়া অশ্বকে পান করাইতে হইবে। ইহাতে অশ্বের
রক্তশ্রাব নিবারণ হয় এবং এই কাথ তিনদিবস সেবন করাইলে
অশ্বের কুষ্ঠরোগ শাস্তি হয়। ১২-১৪। অশ্বের কুষ্ঠত্রণে সর্বপ-
তৈল প্রয়োগ করিলে অনেক উপকার দর্শে এবং লগুনাদিকাথ
পান করাইলে পানভোজনজন্তু দোষের শাস্তি হইয়া থাকে। ১৫।
গোড়ানেবুর রস ও জটামংগীর রস একত্র করিয়া অশ্বকে নস্ত
প্রদান করিবে। ইহাচুত তৎকর্ণাং অশ্বের রোগ বিনাশ
পায়। অথবা অজাত রস সহযোগে নস্তপ্রয়োগ করিলেও অশ্ব-

নশ্চ অষ্টম্যর্ক্য তৈঃ স্তমংযুতৈঃ ॥ ১৬ ॥ পলহরং প্রথমে-
হি একৈকপলহরজিতঃ। যাবদ্বিনানি পূর্ণানি পলান্যষ্টা-
'দশোত্তমৈঃ ॥ ১৭ ॥ অষ্টমংষ্টপলানি স্তমংযুতৈঃ স্তমংযু-
ত্বে। শরদ্বিদাঘয়োর্নৈব দেয়ো নৈব তু দাপয়েৎ ॥ ১৮ ॥
তৈলেন বাতিকে রোগে শর্করাজ্যপয়োম্বিতৈঃ। কটু-
তৈলৈঃ কফে ব্যোঠৈঃ পিত্তে ত্রিকলবারিতৈঃ ॥ ১৯ ॥
শালিযক্ষিকদুষ্কাশী হরোহি ন জুগুপিতঃ। পকজম্ব-
নিতো হেমবর্ণোহস্থো ন জুগুপিতঃ ॥ ২০ ॥ অর্দ্ধপ্রহ-
রণে ধূর্গ্যে গুগ্গুলুং প্রাশয়েদ্ধরং। ভোজয়েৎ পায়সং
দুগ্ধং সত্বরং স্তম্বিরো হয়ঃ ॥ ২১ ॥ বিকারে ভোজনে
দুগ্ধং শাল্যং বাতলে দদেৎ। কর্কশাংসরসৈঃ পিত্তে
মধুদুদারসাজ্যকৈঃ ॥ ২২ ॥ কফে মুদান্ কুলথান্ বা
কটুতিক্তান্ কফে হয়ে। বাধির্যো ব্যাধিতে গ্রাসে ত্রিদো-
বাদৌ তু গুগ্গুলুঃ ॥ ২৩ ॥ ষাট্টৈসদূর্ক্য সর্বরোগে প্রথ-

রোগ নষ্ট হয়। ১৬। অষ্টরোগনিবারণার্থ ঔষধপ্রয়োগকালে
প্রথমদিনে একপল পরিমাণে ঔষধ দিতে হইবে। পরে প্রতি-
দিন এক একপল বৃদ্ধি করিয়া অষ্টাদশপলপর্যন্ত ঔষধের মাত্রা
বৃদ্ধি করিতে হইবে। ১৭। উক্ত অষ্টাদশপলই প্রথমমাত্রা,
অষ্টপল অধমমাত্রা এবং চতুর্দশপল মধ্যমমাত্রা। শরৎ ও গ্রীষ্ম-
কালে অশ্বের রোগশাস্ত্যর্থ কোন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। ১৮।
অশ্বের বাতিকরোগেশর্করা, ঘৃত ও দুগ্ধসমষ্টি তৈলদ্বারা, শ্লৈষিক-
রোগে তৈলযুক্ত ত্রিকটুদ্বারা এবং পৈত্তিকরোগে ত্রিফলাজলদ্বারা
নশ্ত প্রয়োগ করিবে। ১৯। অশ্বকে শালিধাত্ত, বষ্টিধাত্ত ও দুগ্ধপান
করাইলে সেই অশ্ব কোনরূপেও নিন্দিত হয় না। যে অশ্বের বর্ণ
পক জম্বফলের ত্যায়, সেই অশ্বের কোন দোষ লক্ষিত হয়
না। ২০। ভারবাহী অশ্বকে গুগ্গুলু ভোজন করাইবে এবং
পায়স ও দুগ্ধপান করাইলে শীঘ্রই অশ্ব সুস্থির হয়। ২১। অশ্ব-
শরীরে কোনরূপ বাতিকবিকার উপস্থিত হইলে দুগ্ধ ও শালি-
ধাত্তের অন্নভোজন করিতে দিবে। পৈত্তিকবিকারে দুই
তোলা মাংসরসের সহিত মুগের যব ও ঘৃত পান করাইতে
হইবে। ২২। কফজন্মবিকারে মুগ, কুলথ অথবা কটু ও তিক্ত-
জব্য ভোজন করাইতে হইবে। বধিরতাব্যাধিগ্রস্ত এবং
ত্রিদোষবিকারাবিত অশ্বকে গুগ্গুলু ভোজন করাইবে। ২৩।

মহি পলং দদেৎ। বিবর্জয়েত্ততো কর্কশেকাহি পল-
পঞ্চকং ॥ ২৪ ॥ পানে চ ভোজনে চৈব অশীতিপলকং
বরং। মধ্য যক্ষিচাষমেব চত্বারিংশচ্চ ভোগিযু ॥ ২৫ ॥
ত্রণে কুষ্ঠেযু খঞ্জেষু ত্রিকলাকাথসংযুতং। মন্দাগ্নৌ
শোথরোগে চ গবাং যুজ্ঞেণ যোজিতং ॥ ২৬ ॥ বাতপিত্তে
ত্রণে ব্যাধৌ গোক্ষীরং ঘৃতসংযুতং। দেয়ং কৃশানাং
পৃষ্ঠ্যর্থং মাংসৈযুক্তঞ্চ ভোজনং ॥ ২৭ ॥ সপিষ্টায়াঃ
প্রদাতব্যং গুড়চ্যুঃ পলপঞ্চকং। প্রভাতে ঘৃতসংযুক্তং
শরদ্রীক্ষাং চ বাজিনাং ॥ ২৮ ॥ রোগস্বং পুষ্টিদক্ষাপি
বলতেজোবিবর্জনং। তদেবাশ্বায় দাতব্যং ক্ষীরযুক্তমথাপি
বা ॥ ২৯ ॥ গুড়চীকম্পাযোগেন শতাবরীকরং।
চত্বারি ত্রীণি মধ্যম্য জঘনাম্য পলানি হি ॥ ৩০ ॥ অকস্মাদ-
যত্র বাহানামেকরূপং যদা ভবেৎ। ত্রিয়তে চ যদা ক্ষিপ্ৰ-
মুপসর্গং তদাদিশেৎ ॥ ৩১ ॥ ছোমাদ্যৈ রক্ষয়া বিপ্রভোজ-

সর্বপ্রকার রোগে প্রথমদিনে একপলপরিমিত দূর্ক্যাদ্য ভোজন
করিতে দিবে। তৎপরে প্রতিদিন দুইতোলাপরিমাণে বৃদ্ধি
করিয়া পঞ্চপলপর্যন্ত আহার করাইবে। ২৪। অশ্বের পানে ও
ভোজনে অশীতিপল শ্রেষ্ঠমাত্রা, যষ্টিপল মধ্যমমাত্রা এবং চত্বা-
রিংশপল অধমমাত্রা জানিবে। ২৫। ত্রণ, কুষ্ঠ ও খঞ্জরোগে
অশ্বকে ত্রিকলাকাথ পান করাইবে এবং মন্দাগ্নি ও শোথরোগে
গোমূত্রের সহিত ত্রিফলার কাথ পান করিতে দিবে। ২৬। বাত-
পিত্তজন্ম ত্রণরোগে অশ্বকে ঘৃতসংযুক্ত গবদুগ্ধ পান করাইবে।
কৃশ অশ্বের শবীরপুষ্টির নিমিত্ত ভোজ্যদ্রব্যের সহিত মাংসরস
পান করিতে দিবে। ২৭। কৃশ অশ্বের শরীরের পুষ্টিসাধন
আবশ্যক হইলে শরৎ ও গ্রীষ্মকালে প্রভাতসময়ে পঞ্চপলপরি-
মিত গুড়চী পেষণ করিয়া ভোজন করিতে দিবে। ২৮। অশ্বের
পুষ্টিসাধন করিতে চাইলে যে সকল দ্রব্য রোগস্ব, পুষ্টিকারক,
ফলপ্রদ ও তেজোবর্দ্ধক, সেই সকল ঔষধের সহিত দুগ্ধমিশ্রিত
করিয়া ভোজন করাইবে। ২৯। অশ্বের রোগশাস্তির নিমিত্ত
গুড়চীকম, শতাবরীকর ও অশ্বগন্ধাকর সেবন করাইতে
হইবে। এই ঔষধ সেবনে চারিপল উক্তমাত্রা, তিনপল মধ্যম-
মাত্রা এবং একপল অধমমাত্রা জানিবে। ৩০। যখন অশ্বসক-
লের একরূপ রোগ উপস্থিত হইয়া তাহাতে তাহাদিগের মৃত্যু

নৈর্বলিকর্মণা । শাস্ত্রোপসর্গশাস্তিঃ স্যাজ্জরীতক্যা-
কম্পতঃ ॥ ৩২ ॥ হরীতকী গবাং মূত্রৈস্তৈলেন লবণা-
ম্বিতা । আদৌ পঞ্চ তর্ভঃ পঞ্চ রক্ষা পূর্ণশতাবধিঃ ।
উত্তমশ্চ শতং মাত্রাত্বশীতিঃ বর্ষিরেব বা ॥ ৩৩ ॥ গজায়ু-
র্বেদমাখ্যাস্যে উক্তাঃ কম্পা গজে হিতাঃ । গজে চতুর্গা
মাত্রা তাভির্গজকর্দনঃ ॥ ৩৪ ॥ গজোপসর্গব্যাধীনাং
শমনং শাস্তিকর্ম চ । পূজয়িত্বা সুরান্ বিপ্রান্ রত্নৈর্গাং
কপিলাং দদেৎ ॥ ৩৫ ॥ দন্তিদন্তদ্বয়ে মালাং নিবগ্নীয়া-
দুপোষিতঃ । মস্ত্বেণ মস্ত্বিতা বৈদৈর্কচা সিদ্ধার্থকা-
স্তথা ॥ ৩৬ ॥ সূর্যাদিশিবদুর্গাশ্রীবিষ্ণুর্চা রক্ষয়েদগজং ।
বলিং দদ্যাচ্চ ভূতেভ্যঃ আপ্যেচ্চ চতুষ্টৈঃ ॥ ৩৭ ॥
ভোজনং মস্ত্বিতং দদ্যাস্তম্নোদ্ধূনয়েদগজং । ভূতরক্ষা

হয়, সেই রোগকে উপসর্গ কহে । ৩১ । অশ্বের উপসর্গশাস্তির
নিমিত্ত হোমাদিদ্বারা রক্ষাবিধান করিবে এবং ব্রাহ্মণভোজন
ও বলিক্রমাদি শাস্তিদ্বারা উপসর্গশাস্তি করিতে হইবে । অনন্তর
হরীতক্যাদিকল্প সেবন করাইবে । ৩২ । অশ্বরোগশাস্তির নিমিত্ত
গোমূত্র, তৈল ও লবণাদি হরীতকী ভোজন করাইবে । এই
ঔষধ সেবনকালে প্রথমদিনে পাঁচটি হরীতকী সেবন করিতে
দিবে, পরে প্রত্যদিন পাঁচ পাঁচটি বৃদ্ধি করিয়া একশতটি
পর্যন্ত সেবন করাইবে । এই হরীতকী সেবনে একশত উত্তম-
মাত্রা, অশীতি মধ্যমাত্রা এবং ষষ্টি অধমাত্রা জানিবে । ৩৩ ।
অনন্তর গজায়ুর্বেদ বলিৎ । পূর্বে যে সকল কল্প উক্ত হইয়াছে,
ঐ সকল গজের পক্ষেও হিতকর জানিবে । এইমাত্র বিশেষ
যে, অশ্বের চতুর্গমাত্রায় গজেতে ঔষধ প্রয়োগ করিতে
হইবে । এইরূপে ঔষধ সেবন করাইলেই গজের রোগনিবারণ
হয় । ৩৪ । গজের উপসর্গিক ব্যাধির শাস্তি করিতে হইলে
দেবার্চনাদি শাস্তিকর্ম করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইবে এবং
রত্ন, গো ও কপিলা প্রদান করিতে হইবে । অনন্তর গজের দস্ত-
দ্বয়ে মালাবন্ধন করিয়া উপবাসী ব্রাহ্মণ মস্তপূত বচ ও সর্বপদ্বারা
রক্ষাবিধান করিবে । ৩৫-৩৬ । সূর্যাদিশিবগ্রহ, শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী,
বিষ্ণু এই সকল দেবতার অর্চনা করিলে তাঁহারা হস্তীকে রক্ষা
করেন । অনন্তর ভূতদিগকে বলিপ্রদান করিয়া ষট্চতুষ্টয়-
দ্বারা গজদান করাইবে । ৩৭ । তৎপরে মস্তপূত ভোজ্যদ্রব্য

শুভা মেঘা বারণং রক্ষয়েৎ সদা ॥ ৩৮ ॥ ত্রিফলাপঞ্চ
কোলে চ দশমূলং বিড়ঙ্গকং । শতাবরী গুড়চী চ নিম্ব-
বাসককিংশুকাঃ ॥ ৩৯ ॥ গজরোগবিনাশায় হিতো
কক্ষঃ কষায়কঃ । আয়ুর্বেদদ্বয়োক্তানামুক্তং সংক্ষেপ-
সারতঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি মহাপুরাণে গারুড়ে একাধিকদ্বিশততমো-
অধ্যায়ঃ ॥

দ্ব্যধিকদ্বিশততমো অধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ এবং ধনুস্তরিঃ প্রাহ সূক্ষ্মতায়
চ বৈদ্যকং । অথ নামানি বক্ষ্যামি ওষধীনাং সমাসতঃ ॥ ২ ॥
স্থিরা বিদারীগন্ধা চ শালপর্ণাং শুমত্যাপি । লাক্সলী
কলসী চৈব ক্রোষ্টুপুচ্ছা গৃহা মতা ॥ ৩ ॥ পুনর্নবাধ
বর্ষাভূঃ কঠিল্যা কারুণা তথা । এরণ্ডশ্চাকবুকঃ স্রাদা-
মণ্ডো বর্জমানকঃ ॥ ৪ ॥ ঝাঝ নাগবলা জেরা শ্বদংষ্ট্রা

প্রদান করিয়া ভক্ষণদ্বারা গজের গাত্রমার্জন করিবে । এইরূপে
ভূতরক্ষা করিলে দেবগণ হস্তীকে রক্ষা করিয়া থাকেন । ৩৮ ।
ত্রিফলা, পঞ্চকোল, দশমূল, বিড়ঙ্গ, শতমূলী, গুড়চী, নিম্বপত্র,
বাসক, পলাশ এই সকল দ্রব্যের কষায়পান করাইলে গজরোগ
বিনাশ পায় । এই প্রকারে অশ্ব ও গজ এই উভয়ের আয়ুর্বেদ
কথিত হইল । ৩৯ ৪০ ।

দ্ব্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

সূত কহিলেন, পূর্বোক্তপ্রকারে ধনুস্তরি সূক্ষ্মতাকে বৈদ্যক-
শাস্ত্র বলিলেন, এইক্ষণ সংক্ষেপত ওষধিসকলের নাম বলিব । ১-
২ । স্থিরা, বিদারীগন্ধা, শালপর্ণা ও অণ্ডমতী এই চারিটা
শব্দ শালপানীবাচক । লাক্সলী, কলসী, ক্রোষ্টুপুচ্ছা ও গৃহা এই
সকল শব্দ পিঠানী অর্থাৎ চাকুলে বুঝায় । ৩ । পুনর্নবা,
বর্ষাভূ, কঠিল্যা ও কারুণা এই শব্দচতুষ্টয় পুনর্নবাবাচক ।
এরণ্ড, উরুবুক, আমণ্ড ও বর্জমানক এই চারিটা শব্দ এরণ্ড
বুঝিতে হইবে । ৪ । ঝাঝ ও নাগবলা এই দুইটা শব্দ গোরক্ষ

মোক্ষুরো মতঃ। শতাবরী বরা ভীক, পীবরীন্দীবরী
বরী ॥ ৫ ॥ ব্রাহ্মী তু বৃহতী কৃষ্ণা হংসপাদী মধুশ্রবা।
ধামনী কণ্টকারী স্রাং ক্ষুদ্রা সিংহী নির্দিষ্টিকা ॥ ৬ ॥
বৃশ্চিকাল্যুভা কালী বিষয়া সর্পদংষ্ট্রিকা। মর্কটী চান্দ্র-
গুপ্তা স্রাদার্বেয়ী কপিকচ্ছুকা ॥ ৭ ॥ যুদ্ধগপর্ণী ক্ষুদ্র-
সহা মাষপর্ণী মহাসহা। ন্যগ্রোধস্ত বটো জ্যেয়ো অশ্বখঃ
কপিলৌ মতঃ ॥ ৮ ॥ প্লাকোদ্ধ গর্ভভাণ্ডঃ স্রাং পর্কটী চ
কপীতনঃ। পার্শ্বস্ত ককূভো ধ্বী বিজ্যেয়ো অর্জুনমা-
মভঃ ॥ ৯ ॥ নন্দীবৃকঃ প্ররোহী স্রাং পুষ্টিকারীতি
চোচ্যতে। বঞ্জুলো বেতসো জ্যেয়ো ভল্লাতশ্চাপ্যকরঃ ॥
১০ ॥ লোম্বঃ সারবকো ধূটস্তিরীটশ্চাপি কীর্তিতঃ। বৃহৎ-
কলা মহাজম্বু জ্যেয়ো বালকলা পরা ॥ ১১ ॥ তৃতীয়া
জলজম্বুঃ স্রামাদেয়ী সা চ কীর্তিতা। কণা কৃষ্ণোপকুক্ষী

শতমূলীবাচক। ৫। ব্রাহ্মী, বৃহতী, কৃষ্ণা, হংসপাদী ও মধুশ্রবা
এই কয়েকটি বৃহতীর নাম। ধামনী, কণ্টকারী, ক্ষুদ্রা, সিংহী
ও নির্দিষ্টিকা এই সকল শব্দে কণ্টকারী বৃক্ষিতে হইবে। ৬।
বৃশ্চিকালী, অমৃত্য, কালী, বিষয়া ও সর্পদংষ্ট্রিকা এই পাঁচটি
শব্দে বিছাতিবাচক। মর্কটী, আনন্দগুপ্তা, আর্বেয়ী ও কপি-
কচ্ছুকা এই শব্দগুলি শুকশিখরীর নাম। ৭। যুদ্ধগপর্ণী ও ক্ষুদ্র-
সহা এই দুই শব্দে মুগানী এবং মাষপর্ণী ও মহাসহা এই দুই
শব্দে মাষাণী বৃক্ষিতে হইবে। ন্যগ্রোধ ও বট এই দুই শব্দে
বটবৃক্ষ এবং অশ্বখ ও কপিল এই দুই শব্দে অশ্বখ বৃক্ষ বুঝায়। ৮।
প্লাক, গর্ভভাণ্ড, পর্কটী ও কপীতন এই সকল শব্দ গাফুড় গাছের
নাম। পার্শ্ব, ককূভ, ধ্বী ও অর্জুনবাচক শব্দ ইহার। অর্জুন
বৃক্ষের নাম। ৯। নন্দীবৃক্ষ, প্ররোহী ও পুষ্টিকারী এই সকল
শব্দ মেঘশ্রীবাচক। বঞ্জুল ও বেতস এই দুই শব্দে বেতগাছ
বৃক্ষিতে হইবে। ভল্লাতক ও অকর এই দুই শব্দে ভেলা
বুঝায়। ১০। লোম্ব, সারবক, ধূট ও তিরীট এই চারি শব্দ
লোধকাচক। বৃহৎকলা, মহাজম্বু, বালকলা এই সকল শব্দ
জম্বুবাচক। ১১। নাদেয়ী ও জলজম্বু এই দুই শব্দে জম্বুকল
বুঝায়। কণা, কৃষ্ণা, উপকুক্ষী শোভী ও মাগধী, তৈবজা-
বিদ্যাবিৎ গণ্ডিতগণ এই সকল শব্দ পিপ্পলীবাচক বলিয়া নিরু-
পণ করিয়াছেন। গ্রীষ্মকালে পিপ্পলীমূল বৃক্ষিতে হইবে।

চ শোভী মাগধিকৈতি চ ॥ ১২ ॥ কথিতা পিপ্প-
তজ্জৈন্তমূলং গ্রাহকং স্রুতং। উষণং মরিচং জ্যেয়ং
শুষ্ঠী বিশ্বং মহৌষধং ॥ ১৩ ॥ ব্যোমং কটুত্রয়ং বিদ্যায়ং
জ্যেয়ং তল্ল কীর্তিতে। লাক্ষনী হলিনী চ স্রাং শ্রেয়সী
গজপিপ্পলী ॥ ১৪ ॥ জায়ন্তী জায়মানা স্রাদুৎসারা
সুবহা স্রুতা। চিত্রকঃ স্রাং শিখী বহিরগ্নিসংজ্ঞাত-
কচাতে ॥ ১৫ ॥ শড়গ্রহোগ্রা বচা জ্যেয়ো শ্বেতা হৈম-
বতীতি চ। কুটজো বৃককঃ শক্রো বৎসকো গিরি-
মল্লিকা ॥ ১৬ ॥ কলিক্লেদ্রযবারিষ্টং তস্য বীজানি লক-
য়েৎ। মুস্তকো মেঘনামা স্রাং কোস্তী জ্যেয়ো হরে-
ণুকা ॥ ১৭ ॥ এলা চ বহলা প্রোক্তা স্রুতৈমলা চ তথা
ক্রটিঃ। পদ্মা ভার্গী তথা কাজী জ্যেয়ো ব্রাহ্মণযষ্টিকা ॥
১৮ ॥ মুর্খা মধুরসা জ্যেয়ো তেজনী তিক্তবল্লিকা। মহা-
নিষো বৃহন্নিষো দীপ্যকঃ স্রাদ্যমানিকা ॥ ১৯ ॥ বিড়ঙ্গং
ক্রিমিশঙ্করঃ স্রাদ্যামঠং হিঙ্গুকচ্যতে। অজাজী জীরকং

উষণশ্বের অর্থ মরিচ এবং বিশ্ব ও মহৌষধ এই দুই শব্দ শুষ্ঠী-
বাচক। ১২-১৩। ব্যোম, কটুত্রয় ও জ্যেয় এই তিনটি শব্দে ত্রিকটু
অর্থাৎ মলিত মরিচ, পিপ্পলী ও শুষ্ঠী বৃক্ষিতে হইবে। লাক্ষনী,
হলিনী, শ্রেয়সী গজপিপ্পলী, জায়ন্তী, জায়মানা, উৎসারা ও
সুবহা এই সকল শব্দ গজপিপ্পলীবাচক। চিত্রক, শিখী, বহি,
ও অগ্নিবাচকশব্দ এই সকল চিতার সংজ্ঞা। ১৪-১৫। শড়গ্রহা
উগ্রা, বচা, শ্বেতা ও হৈমবতী এই সকল শব্দে বচের নাম।
কুটজ, বৃকক, শক্র, বৎসক ও গিরিমল্লিকা এই সকল শব্দে
কুটজবৃক্ষ বুঝায় এবং কলিক, ইন্দ্রযব ও অরিষ্ট এই তিনটি
শব্দে কুটজবীজ বৃক্ষিতে হইবে। মুস্তক ও মেঘবাচক শব্দ
মুখার বাচক হয়। কোস্তী ও হরেণুকা এই দুই শব্দে রেণুকা-
নামক ওষধি বৃক্ষিতে হইবে। ১৬-১৭। এলা ও বহলা এই
দুইটি শব্দে বড়এলাচীবাচক এবং স্রুতৈমলা ও ক্রটি এই দুই শব্দে
ছোটএলাচী বৃক্ষিতে হইবে। পদ্মা, ভার্গী, কাজী ও ব্রাহ্মণ-
যষ্টিক এই সকল শব্দে বামনহাটী বৃক্ষের। ১৮। মুর্খা, মধুরসা,
তেজনী ও তিক্তবল্লী এই কয়েকটি শব্দে মধুসাগুছের নাম।
মহানিষ ও বৃহৎনিষ এই দুই শব্দে মহানিষ বৃক্ষের এবং দীপ্যক
ও যমানী এই দুইটি শব্দে যমানীবৃক্ষ। ১৯। বিড়ঙ্গ ও ক্রিমিশঙ্ক

জ্যেষ্ঠ কারবী চোপকৃষ্ণিকা ॥ ২০ ॥ বিজ্ঞেয়া কটুকা তিক্তা
তথা কটুরোহিণী । তগরং স্রাস্ততং বক্রং চোচং
ব্রহ্মবরাজকং ॥ ২১ ॥ উদীচ্যং বালকং প্রোক্তং ত্রীবেরং
চাম্বুনামতিঃ । পত্রকং দলসংজ্ঞাভিষ্চৈবরকং তস্করাঙ্ঘরং ॥
২২ ॥ হেমাতং নাগসংজ্ঞাভিজ্ঞানকেশর-উচ্যতে । অশ্বকু-
ক্কুম্মাখ্যাতং তথা কাশ্মীরবাহ্লিকং ॥ ২৩ ॥ অয়ো
লোহং লঘুদ্বিষ্টং বৌগিকৈর্লোহনামতিঃ । পূরং কুটমটং
বিদ্যাব্যাহ্বিকং পলঙ্কবা ॥ ২৪ ॥ কাশ্মীরং কটুফলা
জ্যেয়া ত্রীপর্ণী চেতি কীর্তিতা । শল্লকী গজভক্ষ্যা চ পত্নী
চাম্বুরভী শ্রবাঃ ॥ ২৫ ॥ ধাত্মীমামলকীং বিদ্যাদক্ষশৈব
বিভীতকঃ । পথ্যাতরা চ বিজ্ঞেয়া পুতনা চ হরীতকী ॥
২৬ ॥ ত্রিকলা কলমেবোক্তা তচ্চ জ্যেষ্ঠং ফলত্রিকং ।
উদকীর্যো দীর্ঘরস্তুঃ করঞ্জশ্চেতি কীর্তিতঃ ॥ ২৭ ॥ যষ্টী

এই শব্দে বিড়ঙ্গ এবং তিস্ত ও রামঠ এই দুই শব্দে তিস্ত বুঝায় ।
অজাজী, জীরক, কারবী ও উপকৃষ্ণিকা এই চারিটি শব্দ জীরাব
নাম । ২০ । কটুকা, তিক্তা ও কটুরোহিণী এই তিন শব্দে
কটুকী বুঝায় । তগর, নত ও বক্র এই তিন শব্দে তগরপাদিকা
এবং ব্রহ্ম, চোচ ও বরাজ এই তিন শব্দে দাক্ষিণ্যি বৃষ্টিতে
হইবে । ২১ । উদীচ্য, বালক, ত্রীবের এবং জলবাচক শব্দ
এই সমুদায় বালার নাম । পত্র ও পত্রবাচক শব্দে তেজপত্র
বুঝায় এবং চোর ও তস্কর এই দুইটি শব্দ কৃষ্ণশীবাচক ॥ ২২ ॥
হেমাত ও নাগবাচক শব্দে নাগকেশর বৃষ্টিতে হইবে । অশ্বকু-
ক্কুম্ম, কাশ্মীর ও বাহ্লিক এই সকল শব্দ কুক্কুমবাচক । ২৩ ।
অয়ঃ, লোহ এবং বৌগিক লোহবাচক শব্দ এই সমুদায় শব্দেই
লোহ বৃষ্টিতে হইবে । পূব, কুটমট, মহিবাক্ষ ও পলঙ্কবা এই
সকল নামে গুগ্গুল বুঝায় । ২৪ । কাশ্মীরী, কটুফলা ও ত্রীপর্ণী এই
তিনটি গাছীর নাম বলিয়া কীর্তিত আছে । শল্লকী, গজভক্ষ্যা,
পত্নী, চাম্বুরভী ও শ্রবাঃ এই সকল নামে শালবৃক্ষ বুঝায় ।
২৫ । ধাত্মী ও আমলকী এই শব্দ আমলকীবাচক এবং অক্ষ
ও বিভীতক, পথ্যা, অভয়া, পুতনা ও হরীতকী এই
সকল নামে হরীতকী বুঝায় । ২৬ । হরীতকী, আমলকী
ও ব্রহ্মজ ইত্যাদিগকে ত্রিকলা বলে, এই তিন ফলকে ফল-
ত্রিকও বলিয়া থাকে । উদকীর্য, দীর্ঘরস্তু ও করঞ্জ এই সকল
করঞ্জ বৃক্ষের নাম । ২৭ । যষ্টী, যষ্ট্যাঙ্ঘর, মধুক ও মধুযষ্টিকা

যষ্ট্যাঙ্ঘরং প্রোক্তং মধুকং মধুযষ্টিকা । ধাতকী তাত্র-
পর্ণী স্রাস্তং সমজা কুঞ্জরী মতা ॥ ২৮ ॥ সিতং মলয়জং
শীতং গোশীর্ষং সিতচন্দনং । যিদ্ধ্যাক্তং চন্দনঞ্চ দ্বিতীয়ং
রক্তচন্দনং ॥ ২৯ ॥ কাকোলী চ স্মৃতা বীরা বরস্রা চার্ক-
পুষ্ণিকা । শৃঙ্গী ককটশৃঙ্গী চ মহাঘোষা চ কীর্তিতা ॥ ৩০ ॥
ভুগাক্ষীরী শুভা বাংশী বিজ্ঞেয়া বংশলোচনা । মৃদিকা
চ স্মৃতা দ্রাক্ষা তথা গোস্তুবিকা মতা ॥ ৩১ ॥ স্রাদ্ধীকীরং
মৃণালঞ্চ সেবাং নামজ্জকং তথা । সারঞ্চ গোপবল্লী চ
গোপী ভদ্রা চ কথ্যতে ॥ ৩২ ॥ দন্তী কটকটেরী চ জ্যেয়া
দাক্ষিণ্যেতি চ । হরিদ্রা রজনী প্রোক্তা পীতিকা
রাত্রিনামিকা ॥ ৩৩ ॥ বৃক্ষাদনী ছিন্নকরা নীলবল্লী রসা-
মৃতা । বসুকোটশ্চ বিজ্ঞেয়া বাশিরঃ কাম্পিল্লো মতাঃ ॥
৩৪ ॥ পাষণ্ডভেদকোহরিফো হৃষ্টাভিঃ কটুভেদকঃ ।
শুক্ককো যষ্টাকো জ্যেয়ো বচোহথ সূচকো মতাঃ ॥ ৩৫ ॥

এই সকল নামে যষ্টিমধু বৃষ্টিতে হইবে । ধাতকী, তাত্রপর্ণী,
সমজা ও কুঞ্জরী এই সকল শাইফুলের নাম । ২৮ । সিত, মলয়জ,
শীত, গোশীর্ষ ও সিতচন্দন এই সকল নামে স্নেহচন্দন বৃষ্টিতে
হইবে । রক্ত, চন্দন, রক্তচন্দন এই সমুদায় শব্দে রক্তচন্দনের
পর্যায় । ২৯ । কাকোলী, বীরা, বরস্রা ও অর্কপুষ্ণিকা এই সমুদায়
কাকোলীর নাম জানিবে । শৃঙ্গী, ককটশৃঙ্গী মহাঘোষা এই
তিনটি শব্দে কাঁকড়াশৃঙ্গী বুঝায় । ৩০ । ভুগাক্ষীরী, শুভা, বাংশী
ও বংশলোচনা এই সমুদায় নামে বংশলোচন জানিবে ।
মৃদিকা, দ্রাক্ষা ও গোস্তুবী এই সমুদায় কিসুম্বিসের নাম । ৩১ ।
উশীর, মৃণাল, সেবা ও নামজ্জক এই চারিটি শব্দে বেণার মূল
জানা যায় । সার, গোপবল্লী, গোপী ও ভদ্রা এই সকল নামে
গ্রামলতা জানিতে হইবে । ৩২ । দন্তী ও কটকটেরী এই দুই
শব্দ দন্তীবাচক এবং দাক্ষিণ্যী শব্দে দাক্ষিণ্যবৃষ্টি বুঝায় । হরিদ্রা,
রজনী, পীতিকা ও রাত্রিবাচক শব্দ এই সমুদায় হরিদ্রার নাম ।
৩৩ । বৃক্ষাদনী, ছিন্নকরা, নীলবল্লী, রসা ও অমৃতা এই সকল
শব্দে শুড়ুচী অর্থাৎ গুলঞ্চ বৃষ্টিতে হইবে । বসুকোট, বাশির
ও কাম্পিল্ল এই তিন শব্দে গুড়ারোচনী লতা বৃষ্টিতে হইবে ।
৩৪ । পাষণ্ডভেদক, অরিফ, অশ্বাভিঃ ও কটুভেদক এই সকল
শব্দ পাষণ্ডচূর্ণবাচক । শুক্কক, যষ্টাক, বচ ও সূচক এই চারি

সুরসো বীজকশৈব পীতশালোহভিবীৰ্যতে । বজ্রবৃক্ষ
মহ বৃক্ষঃ স্নুহীক্ষব চ সুরা গুড়া ॥ ৩৬ ॥ তুলসীং সুরসাং
বিখ্যাচুপাশ্চেতি চ কথ্যতে । কুঠেরকোহপ্যর্জুনকঃ পর্ণী
সৌগন্ধিপার্বকঃ ॥ ৩৭ ॥ নীলশচ সিদ্ধুবারশচ নিগুণ্ডীতি
সুগন্ধিকা । জেয়া সুগন্ধিপর্ণীতি বাসন্তী কুলজেতি
চ ॥ ৩৮ ॥ কালীরকং পীতকাষ্ঠং কতকাখ্যঃ পুনঃ স্মৃতঃ ।
গায়ত্রী খদিরো জেয়স্তম্বেদঃ কন্দরো মতঃ ॥ ৩৯ ॥ ইন্দী-
বরং কুবলয়ং পদ্মং নীলোৎপলং স্মৃতং । সৌগন্ধিকং
শতদলং অজ্ঞং কমলমুচ্যতে ॥ ৪০ ॥ অজবর্ণো ভবে-
দূর্জা বাজিকর্ণোহশ্বকর্ণকঃ । শ্লেষ্মাতকস্তথা শেলুর্লহ-
বারশচ কথ্যতে ॥ ৪১ ॥ সুনন্দকঃ ককুভদ্রং ছত্রাকী ছত্র-
সংজ্ঞকঃ । কবরী কুন্তকো ধূটঃ ক্ষুদ্রিখো ধনরুত্থা ॥ ৪২ ॥
কৃষ্ণার্জকঃ করালশচ কামমানঃ প্রকীর্তিতঃ । প্রাচী বলা

নদীক্রান্তা কাকজজ্ঞাথ বায়সী ॥ ৪৩ ॥ জেয়া মুষিকপর্ণী
তুঙ্গমন্তী চাখুপার্বিকা । বিষমুক্তির্দ্রাবণকঃ কেশমুক্তিকদা-
ছতা ॥ ৪৪ ॥ কিলিহীং কটুকীং বিদ্যাদন্তকশচাম্লবেতসঃ ।
অশ্বখা বহুপূজা চ বিজেয়া চামলক্যাপি ॥ ৪৫ ॥ অরু-
বকং পত্রশূকং কীরী রাজাদনং মতং । মহাপাত্রক দাড়িম্ব-
স্তমেব করকং বদেৎ ॥ ৪৬ ॥ মসুরী বিদলী শম্পা কালী-
ন্দীতি বিকচ্যতে । কণ্টকাখ্যা মহাশ্রামা বৃক্ষপাদীতি
বক্ষ্যতে ॥ ৪৭ ॥ বিদ্যা কুন্তী নিকুন্তা চ ত্রিভঙ্গী ত্রিপুটী
ত্রিহং । সপ্তলা যবতিক্তা চ চর্ম্মা চর্ম্মকসেতি চ ॥ ৪৮ ॥
শঙ্খিনী স্কুমারী চ তিক্তাকী চাক্ষিপিলুকং । গবাকী
চাম্বতা খেতা গিরিকর্ণী গবাদনী ॥ ৪৯ ॥ কাম্পিল্লকো-
হখ রক্তাক্ষো গুণ্ডারোচনিকেতি চ । হেমকীরী স্মৃতা
পীতা গৌরী চ কালহুঙ্কিকা ॥ ৫০ ॥ গান্ধেককী নাগ-

শব্দ বটাপাটনিবৃক্ষের নাম । ৩৫ । সুরস, বীজক ও পীতশাল
এই শব্দত্রয় পীতবর্ণ শালবাচক । বজ্রবৃক্ষ, মঠাবৃক্ষ, স্নুহি, ক্ষব,
সুখা ও গুড়া এই সকল শব্দে সিদ্ধবৃক্ষ বুঝায় । ৩৬ । তুলসী,
সুরসা ও উপস্তা এই তিন শব্দ তুলসীর নাম এবং কুঠেরকঃ
অর্জুনক, পর্ণী ও সৌগন্ধিপার্বক এই সকল নামে বাবুত তুলসী
বুঝায় । ৩৭ । নীল, সিদ্ধুবার, নিগুণ্ডী ও সুগন্ধিকা এই সকল
নামে নিসিন্দাবৃক্ষ কথিত হয় । সুগন্ধিপর্ণী, বাসন্তী ও কুলজা
এই তিন শব্দে মামবীলতা জানা যায় । ৩৮ । কালীরক, পীত-
কাষ্ঠ ও কতকাখ্য এই শব্দত্রয় কালিরকাষ্ঠের নাম । গায়ত্রী ও
খদির এই নামে খয়ের বৃক্ষ কথিত আছে । কন্দর শব্দে বিশেষ
বিশেষ খদির বৃক্ষ বুঝায় । ৩৯ । ইন্দীবর, কুবলয়, পদ্ম ও
নীলোৎপল এই সকল শব্দে নীলোৎপলবাচক । সৌগন্ধিক,
শতদল, অজ ও কমল এই সকল নামে পদ্ম কথিত হয় । ৪০ ।
অজবর্ণ, উর্জা, বাজিকর্ণ ও অশ্বকর্ণ এই চারি নামে শালবৃক্ষ
কীর্তিত হয় । শ্লেষ্মাতক, শেলু ও বহুবীর এই শব্দত্রয় চালিতা-
বৃক্ষের নাম । ৪১ । সুনন্দক, ককুভদ্র, ছত্রাকী ও ছত্রবাচকশব্দ
এই সমুদায় রাম্মার নাম । কবরী, কুন্তক, ধূট, ক্ষুদ্রিখ ও
ধনরুত্থ এই সকল শব্দে কাকাকালী বুঝায় । ৪২ । কৃষ্ণার্জক,
করাল, কামমান এই তিন শব্দ অনন্তমূলের নাম । প্রাচী,
বলা ও নদীক্রান্তা এই তিন শব্দে বেড়েলার বুঝায় । কাকজজ্ঞা

ও বায়সী এই দুই শব্দে কেউয়াঠেলা বৃক্ষ বুঝিতে চষ্টেন । ৪৩ ।
মুষিকপর্ণী, ভ্রমন্তী ও আখুপার্বিকা এই তিন নামে টন্দুবকানী-
পানা বিখ্যাত আছে । বিষমুক্তি, দ্রাবণ ও কেশমুক্তি এই সকল
নামে মহানিষ বৃক্ষ কথিত হয় । ৪৪ । কিলিহী, কটুকী, অরু-
বক ও অম্লবেতস এই সকল শব্দে অম্লরসযুক্ত লতা বুঝায় । অশ্বখা
ও বহুপূজা এই দুই নামে আমলকী জানা যায় । ৪৫ । অরু-
বক, পত্রশূক, কীরী ও রাজাদন এই সকল নামে পিয়ালবৃক্ষ বুঝায় ।
মহাপাত্র, দাড়িম্ব ও করক এই সকল শব্দে দাড়িম্ববাচক । ৪৬ ।
মসুরী, বিদলী, শম্পা ও কালীন্দী এই সকল নামে মসুর কথিত
হয় । কণ্টকাখ্যা, মহাশ্রামা ও বৃক্ষপাদী এই সমুদায় নামে
কণ্টক বৃক্ষ বুঝায় । ৪৭ । বিদ্যা, কুন্তী, নিকুন্তা, ত্রিভঙ্গী,
ত্রিপুটী ও ত্রিহং এই নামে সকল তেউড়িবাচক । সপ্তলা,
যবতিক্তা, চর্ম্মা ও চর্ম্মকসা এই সকল নামে চর্ম্মকসা কথিত
হয় । ৪৮ । শঙ্খিনী, স্কুমারী, তিক্তাকী, চাক্ষিপিলুক, এই
সকল শব্দে চোরপুস্পী লতা বুঝায় । গবাকী, চাম্বতা, খেতা,
গিরিকর্ণী গবাদনী এই সকল শব্দে অপরাহিতা লতা বুঝিতে
চষ্টবে । ৪৯ । কাম্পিল্ল, রক্তাক্ষ ও গুণ্ডারোচনী এই তিন নামে
গুণ্ডারোচনী নামক বৃক্ষ বুঝায় । হেমকীরী, পীতা, গৌরী
ও কালহুঙ্কিকা এই সকল শব্দে প্রিয়দ্ব জানিতে চষ্টবে । ৫০ ।
গান্ধেককী, নাগবলী, বিশালা ও ইজবাকনী এই নামে সকল

ধলা বিশালা চৈত্রবাকী । তাক্য শৈলং নীলবর্ণমঞ্জরক
রসাজনং ॥ ৫১ ॥ নির্ঘালোহরক শালম্বাঃ স মোচরস-
সংজ্ঞকং । প্রত্যক্পুষ্পী খরী জেয়া অপামার্গো ময়ূ-
রকঃ ॥ ৫২ ॥ সিংহাসারসবাসাকমটরকমাদিশেৎ ।
জীবকো জীবশাক্য কর্করক শটীং বিহুঃ ॥ ৫৩ ॥ কট-
কলসোমরকঃ স্যাদগ্নিগন্ধা স্মগন্ধিকা । শতাকং শত-
পুষ্পা চ মিসির্মাধুরিকা মতা ॥ ৫৪ ॥ জেয়ং পুষ্করমূলক
পুষ্করং পুষ্করাহ্বরং । বাসোহধ ধম্বরাসক্য চুপ্পশোহধ
চুরালভা ॥ ৫৫ ॥ বাকুটী সোমরাজী চ সোমবল্লাভি
কৌর্তিতা । মর্করঃ কেশরাজশ্চ ভূঙ্গরাজো নিগদ্যতে ॥ ৫৬ ॥
প্রোক্তশ্চেড়গজশ্চজ্জৈশ্চক্রমর্দকং সংজ্ঞকঃ । সুরঙ্গী
তগরঃ স্নায়ুঃ কলনাশা তু বায়সী ॥ ৫৭ ॥ মহাকালঃ
শ্মতো বেলন্তুলীয়ো ঘনস্তনঃ । ইক্ষুকুস্তিক্ততুঘী স্যা-
ত্তিক্তালাবুর্নিগদ্যতে ॥ ৫৮ ॥ ধামার্গবোহধ বিজ্ঞেয়ঃ

রাখালশাবাচক । তাক্য, শৈল, নীলাঙ্গন ও রসাজন এই সকল
শব্দে রসাজন কীৰ্ত্তিত হয় । ৫১ । শালম্বার নির্ঘাসকে মোচ-
রসকহে । প্রত্যক্পুষ্পী, খরী, অপামার্গ ও ময়ূরক এই সকল
শব্দে অপামার্গবাচক । ৫২ । সিংহাস, রস, বাসক ও অটরক
এই সকল নামে বাসক বুঝিতে হইবে । জীবক, জীবশাক,
কর্কর ও শটী এই সমুদায় নামে শটী জানা যায় । ৫৩ । কট-
কল, সোমরক, অগ্নিগন্ধা ও স্মগন্ধিকা এই সকল শব্দে কট-
কলের নাম । শতাক ও শতপুষ্পা এই দুই নামে গুলফী বুঝায়
এবং মিসি ও মধুরিকা এই দুই নামে মোহী জানিতে হইবে ।
৫৪ । পুষ্করমূল, পুষ্কর ও পুষ্করাহ্বর এই তিন নামে কুড় জানা
যায় । বাস, ধম্বরাস, চুপ্পশ ও চুরালভা এই চার নামে চুরা
লভাবাচক । ৫৫ । বাকুটী, সোমরাজী ও সোমবল্লাভী এই
সকল শব্দে সোমরাজীবাচক । মর্কর, কেশরাজ ও ভূঙ্গরাজ এই
তিন শব্দে ভূঙ্গরাজ বুঝায় । ৫৬ । ঞ্জগজ ও চক্রমর্দক এই
দুই নামে চাকুন্দারক জানিতে হইবে । সুরঙ্গী, তগর, স্নায়ু,
কলনাশা ও বায়সী এই সকল শব্দে কাকতুণ্ডী বুক বুঝায় । ৫৭ ।
মহাকাল, বেল, তুলসী ও ঘনস্তন এই সকল শব্দে চাপানটে
শাক অভিহিত শাক বুঝায় । ইক্ষুকু, তিক্ততুলী, তিক্তা ও
জলাবু এই সকল শব্দে তিক্তলাউ বুঝিতে হইবে । ৫৮ । ধামা-

ভোষাতক্য জামিনী । বিহুং কৌষাতকৌভেদং কৃত-
ভেদনসংজ্ঞক ॥ ৫৯ ॥ ওখা জীমূতকাখা চ খুড্ডাকো-
দেবতাড়কঃ । গৃধাদনা গৃধনখী হিঙ্গুকাকাদনী মতা ॥ ৬০ ॥
অখ্যারশ্চৈব বোদ্ধব্যঃ করবীরোহখমারকঃ । সিন্ধুসৈন্ধব-
সিন্ধুখমগিন্দুদাহৃতং ॥ ৬১ ॥ ক্ষারো যবাগ্রজশ্চৈব
যবক্ষারোহাভিধায়তে । সার্জিকা সর্জিকাক্ষারো দ্বিতীয়ঃ
পারিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৬২ ॥ কালীশং পুষ্পকালীশং বিজ্ঞেয়ং
নেত্রভেবজং । ধাতুকালীশকালী চ সংজ্ঞেয়ং তচ্চ
কীৰ্ত্তিতং ॥ ৬৩ ॥ সৌরাষ্ট্রীমুক্তিকাক্ষারং কাকী চ পঙ্ক-
পপটী । বিদ্যাং সমাক্ষিকা ধাতু তাপ্যং তাপ্যখ-
সম্ভবং ॥ ৬৪ ॥ শিলা মনঃশিলা জেয়া নৈপালী কুলটীতি
চ । আলং মনস্তালকষা হরিতালং বিনির্দ্দেশেৎ ॥ ৬৫ ॥
গন্ধকো গন্ধপাষণো রসঃ পারদ-উচ্যতে । তাত্রমৌড়যরং
শূবং বিদ্যাম্বেচ্ছনুশস্তথা ॥ ৬৬ ॥ অত্রিসারস্বয়স্তীক্ষ্ণং

গব, কৌষাতকী ও জামিনা এই সকল শব্দে কৌষাতকীবাচক ।
বিহুং ও কৃতভেদন এই দুই শব্দে বিশেষ কৌষাতকী জানা
যায় । ৫৯ । জীমূতাক্য, খুড্ডাক ও দেবতাড়ক এই সমুদায়
শব্দে কৌষাতকী নাম । গৃধাদনা, গৃধনখী, হিঙ্গু ও কাকাদনী এই
সমুদায় শব্দে খেতগুজা জানিতে হইবে । ৬০ । অখ্যার, করবার
ও অখমারক এই সমুদায় নামে করবারক বুঝায় । সিন্ধু, সৈন্ধব,
সিন্ধুখ ও গিন্দু এই সমুদায় শব্দে সৈন্ধবলবণের নাম । ৬১ ।
ক্ষার, যবাগ্রজ, যবক্ষার এই শব্দ সমুদায় যবক্ষারবাচক । সর্জিকা
ও সর্জিকাক্ষার এই দুই নামে সার্জিকাটী জানা যায় । ৬২ ।
কালীশ, পুষ্পকালীশ ও নেত্রভেবজ এই তিন নামে পুষ্পকালীশ
নামক উপধাতু বুঝায় এবং ধাতুকালীশ এই নামে চীরাকস
জানা যায় । ৬৩ । সৌরাষ্ট্রী, মুক্তিকাক্ষার, কাকী, পঙ্কপপটী
এই সমুদায় শব্দে সৌরাষ্ট্রীমুক্তিকাবাচক । সমাক্ষিকা, তাপ্য,
পাপ্যখসম্ভব এই সকল নামে স্বর্ণমাক্ষিক বুঝিতে হইবে । ৬৪ ।
শিলা, মনঃশিলা, নৈপালী ও কুলটী এই সকল শব্দে মনঃশিলা
কথিত হয় । আল, মনঃ, তাল, হরিতাল এই সকল নাম
হরিতালবাচক । ৬৫ । গন্ধক, গন্ধপাষণ, এই দুই নামে গন্ধক
এবং রস ও পারদ এই দুই নামে পারা জানা যায় । তাত্র,
মৌড়যর, শূব, ও স্নেহযুধ এই সকল শব্দে তাত্র কথিত হয় ।
৬৬ । অত্রিসার, অগ্নি, তীক্ষ্ণ ও লোহ এই শব্দ সমুদায় লোহ-

লোহককাপি কথ্যতে । যাকিকং যম্ চ কোজং তচ্চ
পুণ্ডরসং স্মৃতং ॥ ৬৭ ॥ জোষ্ঠং সোদকং তৎশ্রোত্রং কাজিকক
সৌবীরকং । সিভা সিভোপলা চৈব মংস্রাণী শর্করা স্মৃতং ॥
৬৮ ॥ ভ্রুগেলাপত্রকৈস্তল্যৈস্ত্রিঙ্গগন্ধি ত্রিজাতকং । নাগ-
কেশরসংযুক্তং তচ্চতুর্জাতমিষ্যতে ॥ ৬৯ ॥ পিঙ্গলী
পিপ্পলীমূলং চব্যচিক্রকনাথরৈঃ । কথিতং পঞ্চকোলক
কোলকং কোলসংজ্ঞয়া ॥ ৭০ ॥ প্রিয়ঙ্গুঃ কঙ্কুকা জেয়া
কোরদুশ্চ কোদ্রবঃ । ত্রিপুটঃ পুটসংজ্ঞক কলাপো
লঙ্গকো মতঃ ॥ ৭১ ॥ সতীমো বর্জুলশ্চৈব বেণুশাপি
প্রকীর্তিতঃ । পিচুকং পিতলং চাকং বিভালপাদকং
তথা ॥ ৭২ ॥ বিভ্রাং কর্ণং তথা চাপি স্রবণং কবল-
গ্রহং । পলাঙ্কং শুক্তিমিচ্ছন্তি তথাক্ষমাক্ষতি ॥ ৭৩ ॥
পলং বিশ্বকৃষ্ণিঃ স্মাদে পলে প্রসৃতিং বদেৎ । অঞ্জলিং
কুড়বৈকৈব বিভ্রাং পলচতুষ্কয়ং ॥ ৭৪ ॥ অক্টমানং পলা-

বাহিক । যাকিক, যম্, কোজ ও পুণ্ডরস এই সমুদায় শব্দে
যম্ জানিতে হইবে । ৬৭ । জোষ্ঠ, সোদক, কাজিক ও সৌবীর
এই সকল নামে কাঁজি বৃত্তিতে হইবে । সিভা, সিভোপলা,
মংস্রাণী ও শর্করা এই সমুদায় নামে চিনি জানিবে । ৬৮ । নার-
চিনি, এলাচী ও তেজপত্র এই তিন দ্রব্য সমপরিমাণে একত্র
করিলে তাহাকে ত্রিঙ্গগন্ধ ও ত্রিজাত বলে । উক্ত ত্রিজাতের
সহিত নাগকেশরযুক্ত করিলে তাহাকে চতুর্জাত বলা যায় । ৬৯ ।
পিঙ্গলী, পিঙ্গলীমূল, চৈ, চিতা ও তুঞ্জী এই সমুদায় দ্রব্য পঞ্চ-
কোল ও কোল এই দুই নামে কথিত হয় । ৭০ । প্রিয়ঙ্গুশব্দে
কঙ্কুকা এবং কোরদুশ ও কোদ্রব এই দুই নামে কোর অর্থাৎ
শস্ত্রবিশেষ জানা যায় । ত্রিপুট, পুটসংজ্ঞ, কলাপ, লঙ্গক এই
সকল শব্দে এরও বৃক্ষ জানিতে হইবে । ৭১ । সতীম, বর্জুল,
বেণু এই তিন নামে কলায় জানা যায় । পিচু, পিতল, অক্ষ,
বিভালপাদক এই সকল শব্দ দুই তোলাবাচক । ৭২ । কর্ণ,
স্রবণ ও কবলগ্রহ এই সকল শব্দে দুই তোলা বুঝায় । পলাঙ্ক,
শুক্তি ও অটমাক্ষ এই সকল শব্দে আটমাঝা জানা যায় । ৭৩ ।
পল, বিশ্ব ও কৃষ্ণি এই তিন শব্দ একপলবাচক এবং প্রসৃতি
শব্দে দুই পল বৃত্তিতে হইবে । অঞ্জলি ও কুড়ব এই দুই শব্দ পল-
চতুষ্কয়বাচক । ৭৪ । অষ্টমানকে অষ্টমান ও মান বলা যায় ।

নাকৌ তচ্চ মানমিতি স্মৃতং । চতুর্ভিঃ কুড়বৈঃ প্রস্রং
প্রস্রাশ্চদ্বার আচকঃ ॥ ৭৫ ॥ কাংশপাঞ্জিষ্ঠ সংপ্রোক্তো
জ্যেষ্ঠক চতুরাচকৈ । তুলা পলশতং প্রোক্তং ভাগো
বিংশংপলঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৬ ॥ "মানমেবংবিধং প্রোক্তং
প্রস্রদ্রব্যেষু পণ্ডিতেঃ । দ্রবদ্রব্যেষু চোদিকং দ্বিগুণং
পরিকীর্তিতং ॥ ৭৭ ॥ তদ্রদাক দেবকাষ্ঠং দাক স্মাদেব-
দাককং । কুষ্ঠমায়মখ্যাভং মাংসীক নলদংশনং ॥ ৭৮ ॥
শুক্তিনথঃ শঙ্খো ব্যাজো ব্যাজনথঃ স্মৃতঃ । পুরং পল-
ক্ৰবং বিভ্রাংমহিবাক্ষকং গুণ্ণমূলং ॥ ৭৯ ॥ রসং গন্ধরসৌ
বোলে সজ্জং সজ্জরসো মতঃ । প্রিয়ঙ্গুঃ কলিনী শ্রামা
গৌরীকান্তোতি চোচ্যতে ॥ ৮০ ॥ করঞ্জো নক্তমালঃ স্রোত্রং
পুতিকশ্চিরবিষকঃ । শিগ্রুঃ শোভাজ্ঞানো নাম জ্ঞান-
মানশ্চ কীর্তিতঃ ॥ ৮১ ॥ জয়া জয়ন্তী শরণী নিগুণী
সিন্ধুবারকঃ । মোরচা পিলুপর্ণী চ তুতী স্মাত্তিতিকৈ-

চারি কুড়বে এক প্রস্র এবং চারি প্রস্র এক আচক হয় । ৭৫ ।
চারি আচকে এক জ্যেষ্ঠ হয়, ইহাকে কাংশপাঞ্জি ও বলে । এক-
শত পলে এক তুলা এবং বিংশতিপলকে ভাগ বলিয়া থাকে ।
৭৬ । প্রস্র দ্রব্যোতে পণ্ডিতগণ এইরূপ পরিমাণ নির্ণয় করিয়া-
ছেন । দ্রবদ্রব্যের পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ জানিবে । ৭৭ ।
তদ্রদাক, দেবকাষ্ঠ, দাক ও দেবদাক এই সকল শব্দে দেবদাক
বৃক্ষ বুঝায় । কুষ্ঠ ও আয়স এই দুই শব্দে কুড় কথিত হয় ।
মাংসী ও নলদংশন এই দুই শব্দ জটানামানীবাচক । ৭৮ । শঙ্খ
ও শুক্तिনথ এই দুই শব্দ শঙ্খের নাম । ব্যাজ ও ব্যাজনথ এই
দুই শব্দে নথী বুঝায় । পুর, পলক্রব, মহিবাক্ষ ও গুণ্ণমূল এই
সকল শব্দ গুণ্ণমূলবাচক । ৭৯ । রসবলি রসশব্দ পারদবাচক ।
গুণ্ণিজ রসশব্দে বোলোরস বুঝায় । সজ্জ ও সজ্জরস এই দুই
শব্দে বুনা বৃত্তিতে হইবে । প্রিয়ঙ্গু, কলিনী, শ্রামা ও গৌরীকান্ত
এই সকল শব্দ প্রিয়ঙ্গুনামক বৃক্ষের নাম । ৮০ । করঞ্জ, নক্তমাল,
পুতিক ও চিরবিষ এই সকল শব্দে করঞ্জাবৃক্ষ বুঝায় । শিগ্রু,
জ্ঞানমান ও শোভাজ্ঞান এই তিন শব্দে সজিনাবৃক্ষ বুঝায় । ৮১ ।
জয়া, জয়ন্তী, শরণী এই শব্দজয় জয়ন্তীবৃক্ষবাচক । নিগুণী ও
সিন্ধুবারক এই দুই শব্দে নিলিন্দ বৃক্ষ বুঝায় । মোরচা ও
পিলুপর্ণী এই দুই শব্দ ইক্ষুমূলের নাম । কুতী ও কুতীকৈরী

রিকা ৷ ৮২ ॥ মদনো গালবো বোধো যোটা যোটা চ
কথ্যতে । চতুরঙ্গুলসম্পাকো ব্যাধিঘাতাতিসংজ্ঞকঃ ॥ ৮৩ ॥
বিজ্ঞাদারধং রাজহকং রৈবতসংজ্ঞকং । দষ্টকা চাতি-
ভিক্তা স্যাৎ কণ্টকী চ বিকক্কতঃ ॥ ৮৪ ॥ নিষোঃরিষ্ঠঃ
সমাখ্যাতঃ পটোলং কোলকং বিছুঃ । বয়স্হা চৈব বিখা
চ হিরা হিরকহা মতা ॥ ৮৫ ॥ বৎসাদনমুতা চেতি
গুড়চীনাংসংগ্রহঃ । ক্রি়াতভিক্তকশ্চৈব ভূনিষঃ
কাণ্ডভিক্তকঃ ॥ ৮৬ ॥ হৃত-উবাচ । নামান্যেতানি চ
ভুরে বন্যানাং তেবজ্ঞাং তথা । অতো ব্যাকরণং বক্ষ্যে
কুমারোক্তক শৌনক ॥ ৮৭ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ত্র্যধিকদ্বিশততমো-
ঃধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ত্র্যধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ।

কুমার-উবাচ ॥ ১ ॥ অথ ব্যাকরণং বক্ষ্যে কাত্য-
য়ণ সমাসতঃ । সিদ্ধশব্দবিবেকার বালব্যাংপত্তিহেতবে ॥

এই দুই শব্দ কার্ণাসব্দক বুঝায় ৷ ৮২ ॥ মদন, গালব, বোধ,
যোটা ও যোটা, এই সকল শব্দে মদনব্দক জানা যায় । চতু-
রঙ্গুল, সম্পাক, ব্যাধিঘাত, আরধং, রাজহক ও রৈবত এই
সকল শব্দ শোণালু বুদ্ধের নাম । দষ্টকা, অতিভিক্তা, কণ্টকী
ও বিকক্কত এই সকল নামে বইচ গাছ বুঝায় ৷ ৮৩-৮৪ ॥
নিষ, অরিষ্ঠ এই দুই শব্দ নিষবুদ্ধের নাম । পটোল ও
কোলক এই দুই নামে পটোল কথিত হয় । বয়স্হা, বিখা, হিরা,
হিরকহা, বৎসাদনী ও অমুতা এই সকল নামে গুড়চী কথিত
হয় । ক্রি়াত, ভিক্তক, ভূনিষ ও কাণ্ডভিক্ত এই সকল শব্দ
ভূমিকুয়াওবাচক ৷ ৮৫-৮৬ ॥ হৃত কহিলেন । এইরূপে
ওষধসকলের নাম কীর্তন করিলাম । অনন্তর কুমারোক্ত ব্যাক-
রণ কীর্তন করিব ৷ ৮৭ ॥

ত্র্যধিকদ্বিশততমঃ অধ্যায়ঃ।

কুমার কহিলেন, হে কাত্যায়ন ! অনন্তর সংক্ষেপে
ব্যাকরণ বলিবা এই ব্যাকরণদ্বারা প্রসিদ্ধ পদসকলের বিচার

২ ॥ সুপ্তিভুক্তং পদং খ্যাতং সুপ্তঃ সপ্তবিভক্তকরঃ ।
সৌজসঃ প্রথম প্রোক্তা সা প্রাতিপদিকাব্যাক্তে ॥ ৩ ॥
সম্বোধনে চ লিঙ্গাদাব্যাক্তে কর্ম্মণি কর্ত্তরি । অর্থবৎ
প্রাতিপদিকং ভাতুপ্রত্যয়বর্জিতং ॥ ৪ ॥ অমৌশসা
দ্বিতীয়া স্যাতৎকর্ম্ম ক্রিয়তে চ নৎ । দ্বিতীয়া কর্ম্মণি
প্রোক্তান্তরাত্তরেণ সংযুতে ॥ ৫ ॥ টাভ্যাংভিসমুতীয়া
স্যাৎ করণে কর্ত্তরীরিতা । যেন ক্রিয়তে তৎ করণং
কর্ত্তা বশ্চ করোতি সঃ ॥ ৬ ॥ ভেত্যাংভাসমুতুর্থী স্যাৎ
সম্প্রদানে চ কারকে । যত্মে দিৎসা ধারয়তে যোচতে
সম্প্রদানকং ॥ ৭ ॥ পঞ্চমী স্যাৎ ওসিভ্যাংভো হপা-
দানে চ কারকে । যতোহপৈতি সমাদত্তে অপাদত্তে ততঃ
যতঃ ॥ ৮ ॥ ওসোলামশ্চ বজী স্যাৎ স্বামিসমুদ্রুখাকৈ ।

পূর্ব্বক বালকগণের ব্যাংপত্তি হইতে পারিবে ৷ ১-২ ॥ সুবস্ত
ও তিওস্ত শব্দ সকলকে পদ বলা যায় । সুপাদি বিভক্তির
সংখ্যা সপ্ত; যথা-সি, ও ও অস্ ইহাদিগকে প্রথমা বিভক্তি বলা
যায় । এই প্রথমা বিভক্তি প্রাতিপদিকে সম্বোধনে লিঙ্গার্থে ও
উক্ত কর্ম্মতে প্রযুক্ত হয় । ধাতু ও প্রত্যয়বর্জিত অর্থবৎ শব্দকে
প্রাতিপদিক কহে ৷ ৩-৪ ॥ অম, ও, শস্ ইহাদিগকে দ্বিতীয়া
বিভক্তি বলা যায় । এই দ্বিতীয়া বিভক্তি কর্ম্মকারকে এবং
অন্তরা ও অন্তরেণ এই দুই শব্দ যোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ।
যাহা কিছু করা যায়, তাহাকেই কর্ম্মকারক বলে ৷ ৫ ॥ টা,
ভ্যাং, ভিস্ ইহাদিগকে তৃতীয়া বিভক্তি বলা যায় । করণ ও
কর্ত্ত্বকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয় । যদ্বারা কার্য্যসম্পাদন হয়,
তাহাকে করণকারক এবং যিনি ক্রিয়া করিয়া থাকেন,
তাহাকে কর্ত্ত্বকারক বলে ৷ ৬ ॥ ভে, ভ্যাং, ভাস্ ইহারা
চতুর্থী বিভক্তি । সম্প্রদানকারকে এই চতুর্থী বিভক্তির
প্রয়োগ জানিবা । যাহাকে দান করিতে ইচ্ছা হয়, যাহাকে
ধারণ করণ যায় এবং যাহার কঠি উৎপাদন করা হয়, তাহা-
ই নাম সম্প্রদান ৷ ৭ ॥ ওসি, ভ্যাং, ভাস্ ইহারা পঞ্চমী
বিভক্তি । অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া
থাকে । যাহা হইতে ভয় উপস্থিত হয়, যাহার নিকট প্রবেশ
করা যায় এবং যাহা হইতে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহাকেই অপাদান
কারক বলে ৷ ৮ ॥ ওস্, ওস্, আম্, ইহারা বজী বিভক্তি । নির্দ্বার

ভ্যোঃসুপশ্চ সপ্তমী স্যাৎ সা চাধিকরণে ভবেৎ ॥ ১ ॥
 আধারশ্চাধিকরণো রক্ষার্থানাং প্রয়োগতঃ । ইন্দ্রিত-
 কানিঙ্গিতং বহুদপাদানকং সূতং ॥ ১০ ॥ পঞ্চমী পর্যা-
 পাড্যোগে ইতরর্থেহন্যদিভূত্বে । এনযোগে দ্বিতীয়া
 স্মরণে কর্মপ্রবচনীয়কৈঃ ॥ ১১ ॥ বীল্লোপস্তাবচিকেন্দি-
 র্তাগে চৈব পরিপ্রভী । অনুরেষু সহার্থে চ হীনেন্দুপশ্চ
 কথ্যতে ॥ ১২ ॥ দ্বিতীয়া চ চতুর্থী স্মারেক্ষ্যাত্যাং গতি-
 কর্মণি । অপ্রাণে হি বিভক্তী হে মন্যকর্মণ্যানাদরে ॥ ১৩ ॥
 নমঃ স্তুতি স্বধা স্বাহাং বযট্ বোগ-ঈরিতা । চতুর্থী
 চৈব ভাদ্যার্থে তুম্বাভাববাচিনঃ ॥ ১৪ ॥ তৃতীয়া সহযোগে
 স্যাৎ কুংসিভেহঙ্কে বিশেষণে । কালে ভাবে সপ্তমী স্মাদে-
 তৈর্যোগেণি বর্তাপি ॥ ১৫ ॥ স্বামীশ্বরাধিপতিভিঃ সাক্ষা-
 দ্ভারাদিহৃতকৈঃ । নির্দ্ধারণে হে বিভক্তী বধী হেতুপ্রয়ো-

ও সম্বন্ধাদি অর্থে বধী বিভক্তির প্রয়োগ হয় । 'তি, ওস্, স্পৃ
 ইহার। সপ্তমী বিভক্তি । অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তির
 প্রয়োগে জানিবে । ৯ । ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলা
 যায় । রক্ষার্থে ধাতুর প্রয়োগ যাহা ইঙ্গিত কি অনিঙ্গিত, তাহা-
 কে ও আপাদান কারক বলা যায় । ১০ । পরি, অপ, অং,
 ইতর, ঋতে, অন্ত, দিক্ ও মুখ এই সকল শব্দের যোগেও পঞ্চমী
 বিভক্তির বিধান আছে । এন শব্দের যোগে দ্বিতীয়া
 বিভক্তি হয় । কর্মপ্রবচনীর যোগেও দ্বিতীয়া বিভক্তির বিধান
 জানিবে । ১১ । বীল্লা, ইচ্ছাব ও চিহ্ন এই সকল অর্থে অতি,
 ভাগ্যার্থে পরি ও অতি, পূর্বোক্ত সমুদায় অর্থ ও সহার্থে অনুর
 এবং হীন অর্থে অনুর ও উপশব্দ কথিত হয় । ১২ । চেষ্টি ও
 গমনার্থে ধাতুর কর্মেতে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি হয় । অনা-
 দর অর্থে মন ধাতুর অপ্রাণীকর্মে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তির
 বিধান জানিবে । ১৩ । নমঃ, স্তুতি, স্বাহা, স্বধা, অলং ও বযট্
 এই সকল শব্দের যোগে নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয় এবং
 তুম্বাভাববাচী শব্দের উত্তরেও চতুর্থী বিভক্তি হইয়া থাকে ।
 ১৪ । সহ শব্দের যোগে কুংসিত অঙ্গে ও বিশেষণে তৃতীয়া
 বিভক্তি হইয়া থাকে । কালার্থে ও ভাদ্যার্থে সপ্তমী বিভক্তির
 বিধান জানিবে ; কিন্তু ঐ সকল শব্দের যোগেতে বধী বিভক্তি
 হয় । ১৫ । স্বামী, ঈশ্বর, অধিপতি, সাক্ষাৎ, দ্বারাদি প্রভৃতি

গকে ॥ ১৬ ॥ স্মৃতাধিকর্মণি তথা করোতঃ প্রতিলব্ধকে ।
 হিংসার্থানাং প্রয়োগে চ ঐতিকর্মণি কর্তরি ॥ ১৭ ॥
 কর্তৃকর্মণোঃ বধী নিষ্ঠরোঃ প্রাতিপাদিকে । দ্বিবিধঃ
 প্রাতিপাদিকং নাম ধাতুস্তম্ভেব চ ॥ ১৮ ॥ ভূবাদিভ্যন্তিতো
 লক্ষ্য লকারা দশ বৈ স্মৃতাঃ । তিপ্তসতি প্রথমো
 মধ্যঃ সিপ্ধস্খোত্তমপুরুষঃ ॥ ১৯ ॥ সিপ্ধসমঃ পরশ্চৈব ভূ
 পদানাঞ্চ আনেনপদং । ঐ আতি অত্তে প্রথমো স আদে
 ধে চ মধ্যমঃ ॥ ২০ ॥ এ বহে মহ উত্তমঃ পুরুষো হি নিরু-
 পাত্যে । নামি প্রযুজ্যামানপি প্রথমঃ পুরুষো ভবেৎ ॥
 ২১ ॥ মধ্যমো যুযাদি প্রোক্ত উত্তমঃ পুরুষোহন্যদি ।
 ভূরাজ্ঞা ধাতবঃ প্রোক্তাঃ সনাজ্ঞাস্তথা ততঃ ॥ ২২ ॥
 লভীরিতে বর্তমানে স্মেনাভীতে চ ধাতুতঃ । ভূতেহনন্ত-

শব্দের যোগে বধী বিভক্তি হইয়া থাকে এবং নির্দ্ধার বুঝাইলে
 বধী ও সপ্তমী উভয় বিভক্তিই হয় ; পরন্তু হেতুশব্দ প্রয়োগে
 কেবল বধী হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ অরণার্থে ধাতুর কর্মকারকে
 ক ধাতুর প্রতিষদ্ব অর্থে বধী বিভক্তি হয় । হিংসার্থে ধাতুর
 প্রয়োগে বধী বিভক্তি হয় । ক্রমস্ত ধাতুর কর্তা ও কর্মেতে
 বধী বিভক্তির বিধান জানিবে । ১৭ । নিষ্ঠাদিপ্রত্যয়ান্ত ধাতুর
 যোগে কর্তা কিম্বা কর্মেতে বধী হয় না । প্রাতিপদিক দ্বিবিধ ;
 নাম ও ধাতু । ১৮ । ভূপ্রভৃতি ধাতুর উত্তর তিণ্ড বিভক্তি
 হয় । ঐ তিণ্ড বিভক্তিকে লকার বলে । লকার দশবিধ,
 প্রত্যেক লকারে পরশ্চৈব ও আনেনপদ আছে । পরশ্চৈব ও
 আনেনপদ উভয়েই তিন তিন পুরুষ কথিত হয় । তিপ্, তন্,
 অতি ইত্যাদিগকে প্রথম পুরুষ, সিপ্, ধস্, ই ইত্যাদিগকে
 মধ্যম পুরুষ, মিপ্, বস্, সস্ ইত্যাদিগকে উত্তমপুরুষ বলা
 যায় । এই তিন পুরুষই পরশ্চৈবপদের অন্তর্গত এবং তে, আতে,
 অত্তে ইহার। প্রথমপুরুষ, সে, আদে, ধে ইহার। মধ্যমপুরুষ,
 এ, বহে, মহে ইহার। উত্তমপুরুষ । এই শব্দোক্ত পুরুষত্রয়কে
 আনেনপদ বলা যায় । নাম অর্থাৎ, বুদ্ধ্যদ্যদতিরিক্ত শব্দ
 প্রযুজ্যমান হইলে প্রথমপুরুষ হয় । ১৯-২১ । বুদ্ধ্য প্রযুজ্যামানে
 মধ্যমপুরুষ এবং অন্ত প্রযুজ্যামানে উত্তমপুরুষ হয় । ভূ প্রভৃতি
 কর্তৃকর্তৃনি শব্দকে ধাতু বলা যায় এবং সনাদিপ্রত্যয়ান্ত শব্দ
 ধাতুসংজ্ঞক জানিবে । ২২ । বর্তমানকালে ধাতুর উত্তর গট্

ভমে লড় বা লুডাশিবি চ বাতুতঃ ॥ ২৩ ॥ বিদ্যাদাবেবাহু-
মভৌ লৌড়বাচ্যো মন্ত্রণে তবৎ ॥ নিমন্ত্রণাবীটসংপ্রাপ্তে
প্রার্থনেষু তুণ্ডাশিবি ॥ ২৪ ॥ লিডুতীতে পরোকৈ স্মাদু-
ভুতে লুডু তবিষ্যতি ॥ ষাতোলু ওক্রিয়াতিপত্তৌ লিডুর্থে
লৌটপ্রকীর্তিতঃ ॥ ২৫ ॥ কৃতজিষপি বর্তন্তে তাবে কর্মণি
কর্তরি ॥ তুণ্ডব্য বঙনীয়ঃ স্মাৎ শতুঙাত্মাশ্চ বাতুতঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি মহাপুরাণে গাকড়ে ত্র্যধিকদ্বিশততমো-

ধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

চতুরধিকদ্বিশততমোধ্যায়ঃ ।

* সূত উবাচ । সিদ্ধোদাহরণং বক্ষ্যে সংহিতাদিপুং-
নয়ং । বিপ্রাঃ সাগতা বীদং সূত্রমং স্মাৎ পিডুর্ভতঃ ॥
২ ॥ কঃ কারো বিক্রতায়েবং লাকলীবা মনীষরা । গন্ধো-
দকং তবল্কার ঋণাং প্রার্থয়িত্যপি ॥ ৩ ॥ সীতার্জ্জব

কিত্তি হয় এবং অশ্বের যোগে অতীতকালেও লট্ বিভক্তি
হইয়া থাকে । অনন্যতন অতীতে লটের বিধান আছে এবং
আশীর্বাদ অর্থে ষাতুর উত্তর লুট্ বিভক্তি হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥
বিধি অর্থে বিধিলিড্ এবং অমুযতি অর্থে লোট বিভক্তি
হয় ॥ ২৪ ॥ পরোক অতীতে লিট্ বিভক্তি হইয়া থাকে এবং
অন্যতন অতীতে লুড্ বিভক্তির বিধান জানিবে । ক্রিয়াভিপত্তি
অর্থাৎ কোন, কারণবশতঃ ক্রিয়া নিষ্পত্তি না হইলে ষাতুর
উত্তর লুড্ বিভক্তি হয় ॥ কোন কোন স্থলে লিট্ বিভক্তির
বিষয়ে লট্ বিভক্তি হয় ॥ ২৫ ॥ কৃতপ্রত্যয় তিন কালেতেই
হইয়া থাকে এবং ভাবে, কর্ম্মতে ও কর্তৃত্বে তুণ্ড ব্যা বঙ
অনীর শতুঙ প্রভৃতি কৃতপ্রত্যয় হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

* পূর্বঅধ্যায়ে ব্যাকরণের নিয়মাদি কথিত হইয়াছে, এই
অধ্যায়ে ব্যাকরণসিদ্ধ কতিপয় প্রসিদ্ধ উদাহরণ প্রদর্শিত হইল ।
মূল্যের লিখিত ব্রোকে দৃষ্টিপাত করিলেই ঐ উদাহরণ সকল
স্থিতিতে পারিবে, সূত্রায় উহার অনুবাদের নিম্নয়োজনতা-
বোধে কল্যাণকর প্রদর্শিত হইল না ।

ভবল্কারঃ সৈন্দ্রী লোকার-ইত্যপি । বক্ষ্যাসনক পিত্তর্ধো-
লম্বুবল্লো নয় জয়েৎ ॥ ৪ ॥ সারিকো লবণং গাবন্ত
জতে ন ত দীর্ঘাঃ । দেবীগৃহং অথো অত্র অ অবৈহি পটু-
ইমৌ ॥ ৫ ॥ অমী অশ্বাঃ বড়ন্ততি তন্ন বাক্ বড়লানি চ ।
তল্লরেত্তল্লগাভীতি তল্ললং তল্ললানকং ॥ ৬ ॥ সূগম্বত
পচম্বত তবাংসছাদয়তীতি চ । তবাঙ্কনং কর্ষেব তবাং-
স্তুতি সংস্কৃতং ॥ ৭ ॥ তবাল্লিখতি তাক্রো তবাক্রো শেভে-
প্যমীদৃশং । তবাতীনং তুন্তরসি তুন্তরোবি সদাঙ্গনং ॥ ৮ ॥
কশ্বরেৎ কষ্ঠকারেণ কঃ কুর্গ্যাৎ কঃ কলে হিতঃ । কশ্-
শ্বতে চৈব কবঃ কোহর্থঃ কো যাতি গৌরবং ॥ ৯ ॥
ক ইহাত্র ক এবাহুর্দেবা আহুচ তো ব্রজ । স্বপুর্কিষ্ক-
ত্রজতি চ গীর্জতিশ্চৈব ধূশতিঃ ॥ ১০ ॥ অশ্বাদেব ত্রজেৎ
স স্মাদুক্লাম স চ গচ্ছতি । কুটীছারা তথাচ্ছারা
সন্ধয়োহন্যে তথৈকলাঃ ॥ ১১ ॥ সমাসাঃ ক্ ষ সমাখ্যাতাঃ
সদ্বিজঃ কর্ম্মধারয়ঃ । বিণ্ডত্রিবেদীগ্রামশ্চ অয়ন্তং পুংকঃ
স্মৃতঃ ॥ ১২ ॥ তৎকৃতশ্চ তদর্থশ্চ ব্রকভীতিশ্চয়ং ধনং ।
জানন্দকেষ তত্বজো বহুত্রীহিরণ্যাবারী ॥ ১৩ ॥ তাববো-
হিষিত্রি ষথোক্তিধন্বো দেবর্ষিমানবাঃ । তদ্বিতাঃ পাণ্ডবঃ
শৈবো ত্রাক্ষাক ত্রৈকভাদয়ঃ ॥ ১৪ ॥ নেবাগ্নিসখিপতাংশু
ক্রোষ্ঠুস্বায়জুবঃ পিতা । না প্রশস্তা চ বাগয়ৌ বট-
জন্তা চ পুংস্মাপি ॥ ১৫ ॥ হলন্তচাবহুকুম্ভাভু তথা ক্রব্য-
সৃগাবিধঃ । আত্মা রাজা যুবাণস্থা পুয়ন্ ত্রাহবনোহনী ॥
১৬ ॥ বিদেহা উর্গনানডামধুলিট্ কাষ্ঠতট্ তথা । বন-
বার্য্যস্থিবলু নি জগৎ সমাইনী তথা ॥ ১৭ ॥ কর্ম্মসর্পির্কপু-
শ্বেজ যজ্ঞা সন্তানসংশয়ঃ । জয়ো জয়া নদী লক্ষ্মী
প ॥ ১৮ ॥ ক্রপুনতুস্তথা বেহুঃ স্বসা

মাতা চর্যো দ্বিয়ঃ । বাক্শ্রকৃদিগক্রঃ প্রায়ো যুবতিঃ
কুরুভস্তথা ॥ ১৯ ॥ দ্যৌ বাণপারবশ্চৈব সূমনা উকির্হো
ত্রিরাং । ঔগজব্যক্রিয়া যৌগা ত্রীলিঙ্গাশ্চ ব্রদায়ি তে ॥
২০ ॥ তুঙ্গঃ কীলালকশ্চৈব তুচিষ্ক গ্রামগীঃ সুবীঃ ।
বাহুঃ কমলভূঃ কর্তা স্বমাতা বপুঃ স্বইর্দাঃ ॥ ২১ ॥
সজ্যা নাগ্যাস্তথা পুংসো মন্তকর্যত দীর্ঘপাৎ । সর্কবিধো-

ভয়ে চোৰ্ত্তো তথান্যান্যতরাণি চ ॥ ২২ ॥ ভতরো ভতমো
নেমস্তসমাংগং সিমস্তথা । পূৰ্ব্বাপরাধরৈশ্চৈব দক্ষিণ-
শ্যোভরাধরো ॥ ২৩ ॥ অপরাশ্চ স্তুরাপেত বাবতা
কিমসো দরং । বৃষ্যস্ম্যং প্রথমশ্চ বস্নসোহিস্পে তথা-
ৰ্ককে ॥ ২৪ ॥ নেমস্তিপর্যো দে চ ত্রয়ঃ স্বর্দ্ধাদয়স্তথা ।
শূণোত্যাদ্যা জুহোতিশ্চ জহাতিশ্চ দধাত্যপি ॥ ২৫ ॥
দীপ্যতিঃ স্তূবতিশ্চৈব পুঞ্জীয়তি ধন্যরতি । ত্রিট্যতি
ত্রিহতে চৈব চিট্যতি নিনীবতি ॥ ২৬ ॥ সর্কে তিষ্ঠ স্ত
সর্কস্মৈ সর্কস্ম্যং সর্কভোগঃ । সর্কেষাকৈব সর্কস্মি-
ষ্বেবং বিশ্বাদয়স্তথা ॥ ২৭ ॥ পূৰ্বে পূৰ্বা চ পূৰ্বস্ম্যং
পূৰ্বস্মিন্ পূৰ্ব-ঈদিতঃ । সূত-উবাচ । স্পৃতিওস্তং সিদ্ধ
রূপং নামমাত্রেণ দর্শিতং । কাত্যায়নঃ কুমারাতু শ্রেষ্ঠা
বিস্তরমব্রবীং ॥ ২৮ ॥

ইতি গাকড়ে মহাপুবাণে চতুরসিকদ্বিশততমো-
অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোঅধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ হরেঃ শ্রেষ্ঠা ব্রহ্মদ্রাক্ষা যথা ব্যাসায়
শৌনক । ব্রাহ্মণাদিসমাচারং সর্কদং তে তথা বদে ॥ ২ ॥
শ্রুতিস্মৃতী তু বিজ্ঞায় শ্রৌং কৰ্ম সমাচরেৎ । শ্রৌতঃ
কৰ্ম ন চেহুৰুং তদা স্মৃতিং সমাচরেৎ ॥ ৩ ॥ তত্রাপ্যশক্যঃ
করণে সদাচারং চরেদ্রথঃ । শ্রুতিস্মৃতীহ বিপ্রাণাং
লোচনে কৰ্মদর্শনে ॥ ৪ ॥ শ্রেষ্ঠাক্তঃ পবনো ধর্ম্যঃ স্মৃতি-

পঞ্চাধিকবিংশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, শৌনক ! ব্রাহ্মা হরির বাক্য শ্রবণ করিয়া
ব্যাসের নিকট বৈষ্ণব ব্রাহ্মণাদি বণের আচার কীভন কবি-
রাছিলেন, আমি সেই সমুদায় তোমার নিকট বলিতেছি । ১
২ । শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্র সম্যক পরিজ্ঞাত হইয়া শ্রুতিবিত্তি
ক্রিয়া করিতে হইবে । যে যে সময়ে শ্রুতাক্ত কার্য উক্ত নাহি,
সেই সেই সময়ে স্মৃতি কৰ্ম আচরণ করিবে । ৩ । যদি স্মৃতি
কৰ্মেতে অশক্য হয়, তখন সদাচার করিবে । শ্রুতি ও স্মৃতি
এই দুইটিই ব্রাহ্মণদিগের লোচন । ব্রাহ্মণগণ উক্তরূপ লোচন

শাস্ত্রগতো পরঃ । শিষ্টাচারেণ শিষ্ট নং ত্রয়ো ধর্ম্যঃ
সনাংনঃ ॥ ৫ ॥ সত্যং দানং দয়ালোভো বিদ্যেজ্যা
পূজনং দমঃ । অকৌ তানি পাবত্রাণ শিষ্টাচারস্য
লক্ষণং ॥ ৬ ॥ ত্রেজোময়ানি পূৰ্বেষাং শরীরানীশ্রুয়ানি
চ । ন চালপ্যাত পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ৭ ॥ নিবাস-
মুখ্যা বর্ণনানং ধর্ম্যচারঃ প্রকীর্ত্তিগাঃ । সত্যং বজ্রস্তপো
দানমেওকর্ম্যস্ত লক্ষণং ॥ ৮ ॥ অদন্তস্য নুপাদানং দান-
মধ্যয়নং তপঃ । বিদ্যা বিত্তং তপঃ শৌর্য্যং কুলে জন্ম ত্রয়ো
গিগা ॥ ৯ ॥ সংসারোচ্ছৃতিহেতুশ্চ ধর্ম্যাদেব প্রবর্ত্ততে ।
ধর্ম্যং সুখঞ্চ জ্ঞানঞ্চ জ্ঞানাম্মোক্ষেহধিগম্যতে ॥ ১০ ॥
ইজ্যাপ্যয়নদানানি যথাশাস্ত্রং সনাতনঃ । ব্রহ্মকক্সির-
বৈশ্যশ্চ সামান্যো ধর্ম্য উচ্যতে ॥ ১১ ॥ যাজ্ঞন্যায়রনে
শুদ্ধা বিস্তুদ্রাক্ষা প্রতিগ্রহঃ । ব্রহ্মব্রহ্মদং প্রাচীর্ষ্মনয়ো
শ্রেষ্ঠবর্ণনঃ ॥ ১২ ॥ শস্বেণাজীবনং রাজ্ঞো ভূতানা-

দ্বারা কৰ্মদর্শন করিয়া থাকিলেন । ৪ । শ্রেষ্ঠাক্ত ধর্ম্যই প্রধান
ধর্ম্য বলিয়া গণ্য হয়, স্মৃতিশাস্ত্রাক্ত কৰ্ম ও পরম ধর্ম্য বটে এবং
শিষ্টাচারও উৎকৃষ্ট ধর্ম্য । এই বিবিধ ধর্ম্যই সনাতন ধর্ম্য
জানিবো । ৫ । সত্য, দান, দয়া, আলোচ, বিদ্যা, বজ্র, পূজন ও দম
এই আটটি পবিত্র শিষ্টাচার । এই সকল শিষ্টাচার যথাবিধি
সমাচরণ করিবে । ৬ । পূৰ্বতন যোগীদিগের শরীর ত্রিট্যস্ত
ত্রেজোময় । যেমন পদ্মপত্র জল সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ তাহা-
দিগের শরীরে পাপ লিপ্ত হইতে পারে না । ৭ । নিবাসাদি কতি-
পর ধর্ম্যচার কীর্ত্তিত আছে । সত্য, বজ্র, তপস্তা ও দান এই
সকলই ধর্ম্যলক্ষণ । ৮ । অদন্ত ত্রৈবোর অনুপাদান, দান, অধ্য-
য়ন, তপস্তা, বিদ্যা, বিত্ত, তপঃপ্রভাব, কুলে জন্ম, অরোগ,
সংসারবন্ধনের উচ্ছেদ হেতু ধর্ম্য হইতেই প্রবৃত্ত হয় । ধর্ম্য
হইতেই সুখ ও জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় এবং জ্ঞান হইতে মোক্ষলাভ
হইয়া থাকে । ৯-১০ । বজ্র, অধ্যয়ন, দান, যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত
এই সকলই সনাতন ধর্ম্য । উক্ত বজ্রাদি ব্রাহ্মণ, কুলিয় ও
বৈশ্যদিগের সাধারণ ধর্ম্য । ১১ । যাজ্ঞন, অধ্যয়ন, সংপ্রতিগ্রহ
মুনিগণ এই ব্রহ্মব্রহ্মকে, শ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণেব ধর্ম্য বলিয়া নির্দেশ
করেন । ১২ । শস্তুব্রহ্ম প্রাণিবর্গের রক্ষাই ক্ষত্রিয়দিগের
ব্যবসায় । গণপালন, কৃষিকার্য্য ও পণ্যবৃদ্ধি অর্থাৎ বাণিক্য

স্মৃতং ॥ ১৩ ॥ শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা দ্বিজানামনুপূর্ব্বশঃ ।
 গুরো বাসোহগ্নিশুশ্রূষা স্বাধ্যায়ো ব্রাহ্মচারিণঃ ॥ ১৪ ॥
 ত্রিস্রাতা স্নানপিত্তা তৈক্ষাং গুরো প্রাণাস্তকী স্থিতাঃ ।
 সমেখলে জটা দণ্ডী মুণ্ডো বা গুরুসংশ্রয়ঃ ॥ ১৫ ॥ অগ্নি-
 হোত্রোপচরণং জীবনঞ্চ স্বকর্ম্মভিঃ । ধর্ম্মদারেবু কল্পেত
 পর্কবর্জ্জং রতিক্রিয়াঃ ॥ ১৬ ॥ দেবপিতৃতিথ্যভ্যশ্চ
 পূজাদিষু কল্পনং । ঋতস্মৃত্যর্থসংস্থানং ধর্ম্মোইয়ং
 গৃহসেধিনঃ ॥ ১৭ ॥ জরিভ্রমগ্নিহোতৃত্বং ভূশয্যাজন-
 ধারণং । বনে বাসঃ পয়োমূলনীবারফলরসিতা ॥ ১৮ ॥
 প্রাতিঘ্নিক্তে নিবৃতিশ্চ ত্রিঃস্রানং ব্রতধারণা । দেবতাতিথি-
 পূজা চ ধর্ম্মোইয়ং বনবাসিনঃ ॥ ১৯ ॥ সর্কারস্তপরিভ্যাগো
 তৈক্ষাং বৃক্ষমূলতা । নিম্পারগ্রহতা দ্রোহঃ সমতা সর্ক-
 জন্তবু ॥ ২০ ॥ প্রিয়াপ্রিয়পারষদে সূখদুঃখাধিকারিতা ।
 স বাহ্যভ্যন্তরং শৌচং বাগ্‌যমো ধ্যানচারণতা ॥ ২১ ॥ সর্ক-
 স্ত্রিয়সমাহারো ধারণা ধ্যানানিত্যতা । ভাবসংশুদ্ধরেত্যেব
 পরিভ্রাড্‌ধর্ম্ম-উচ্যতে ॥ ২২ ॥ অহিংসা স্নানতা বাণী সত্য-

এই সকল পৈশ্বাদিগের কর্তব্য কার্য্য। উক্তরূপ স্ব স্ব কর্তব্য
 কার্য্য দ্বারা ব্রাহ্মণাদিরা জীবিকা নিস্বাহ করিবে। ১৩। দ্বিজ-
 শুশ্রূষা শূদ্রব ধর্ম্ম। আর ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃ গুরুকূলে বাস,
 অগ্নিশুশ্রূষা ও স্বাধ্যায় এই সকল কার্য্য করিবে এবং ব্রহ্ম-
 চর্য্যাবগম্বন ও ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বলিয়া জানা যায়। ১৪। ত্রিস্রাতা
 স্নান, তৈক্ষাচরণ, আজীবন গুরুকূলে বাস, সেখলা, জটা ও ত্রিদণ্ড
 ধারণ, মুণ্ডন, গুরুসংসা, অগ্নিহোত্রাচরণ, স্বীয় বৃত্তিধারা জীবন,
 পর্কভিত্তিককালে ধর্ম্মপত্নীতে রতি, দেবতা, পিতৃ ও অতিথির
 অর্চ্চনা, ঋতস্মৃতিবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান এই সকল গৃহস্ত-
 দিগের ধর্ম্ম। ১৫-১৭। জর, অগ্নিহোত্রাচরণ, ভূশয্যা, অজ-
 ধারণ, বনে বাস, তপ্ত, মূল, মূলনীবারাদি ভোজন, প্রাতিঘ্নিক-
 চরণে নিবৃত্ত, ত্রিস্রাতা স্নান, ব্রতধারণ, দেবতা ও অগ্নি
 পূজা, এই সমুদায় বনবাসিদিগের ধর্ম্ম। ১৮-১৯। সর্ককার্য্য
 পরিভ্যাগ, তৈক্ষাংভোজন, বৃক্ষমূলে নিবাস, নিম্পারগ্রহতা,
 অদ্রোহ, সর্কজন্তুতে সমজ্ঞান, প্রিয় ও অপ্রিয় সমাগমে স্ত-
 ত্ত্বধের তুল্যতা, বাহ্যভ্যন্তরে শৌচ, বাক্যসংযম, ধ্যানাচরণ,
 সর্কস্ত্রিয়সমাহার, ধারণা ও ধ্যানের নিত্যতা, ভাবশুদ্ধি এই
 সকল পরিভ্রাজকদিগের ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। ২০-২২।

শৌচে কমা দয়া। বর্গিনাং লিঙ্গিনাকৈব সামান্যো ধর্ম্ম-
 উচ্যতে ॥ ২৩ ॥ যথোক্তকারিণঃ সর্ক প্রাণাস্ত পরমাং
 গতিং । আবোধ্যাং স্বপনং যাবৎ গৃহস্থধর্ম্ম বচি তে ॥ ২৪ ॥
 ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেৎ ধর্ম্মার্থো চানু চন্তয়েৎ । সর্কর্য্যন্তে
 সমুখার কৃতশৌচঃ সর্গাহিতঃ ॥ ২৫ ॥ স্নাত্বা সন্ধ্যায়ুপা-
 সীত সর্ককালমতস্তিতঃ । প্রাতঃসন্ধ্যায়ুপাসীত দগ্ধধাবন-
 পূর্ব্বিকাং ॥ ২৬ ॥ উত্তে মূত্রপূরীষে চ দিবা কুর্য্য ছুদু-
 মুখঃ । রাত্রৌ চ দক্ষিণে কুর্য্যাহুতে সন্ধ্যো যথা দিবা ॥
 ২৭ ॥ ছায়ায়াম্রকারে বা রাত্রৌ বাহিনি বা দ্বিজঃ ।
 যথাতু স্মৃথঃ কুর্য্যং প্রাণাবাধভরেষু চ ॥ ২৮ ॥ গোময়া-
 স্তারবল্মীকফলারুটে জলে শুভৌ । মার্গেপজীব্যচ্ছায়ানু
 ন মূত্রঞ্চ পুরীষকং ॥ ২৯ ॥ অন্তর্জ্ঞানাদেবগৃহাং বল্মী-
 কাং মুষিকস্থলাং । পরেবাং শৌচাশ্চৈক্যে শ্মশানাস্ত
 মৃদং ত্যজেৎ ॥ ৩০ ॥ একাং লিঙ্গে মৃদং দদ্যাদামহন্তে
 মৃদং দ্বয়ং । উভয়োর্দে চ দাতব্যে মূত্রশৌচং প্রচ-

আতঃসা, স্নানতাকা, সত্য, শৌচ, কমা, দয়া, এই সকল বর্ণী
 ও লিঙ্গাদিগের সামান্য ধর্ম্ম বলা যায়। ২৩। যে যে বর্ণের যে
 যরূপ ধর্ম্ম কথিত হইল, তাহার উক্তরূপে ধর্ম্মসকল আচরণ
 করিলে পরমা গতি লাভ করতে পারেন। এইক্ষণ জাগরণ
 হইতে নিদ্রাকালপর্য্যন্ত গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম বলিতেছি। ২৪। গৃহস্থ
 ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রা পরিভ্যাগ করিয়া ধর্ম্ম ও অর্থচিন্তা করিবে।
 রাত্রিসন্ধে গাত্রোত্থান করিয়া শৌচাদি কার্য্য করিবে। ২৫।
 অনন্তর স্নান করিয়া সন্ধ্যোপসনা করিতে হইবে। দগ্ধধাবন-
 পূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। ২৬। ব্রাহ্মণ দিবাতে উত্তর্যাম্বুধ
 এবং রাত্রিকালে দক্ষিণমুখ হইয়া মূত্রপূরীষভাগ করিবে।
 উভয় সন্ধ্যাসময়েও দিবার ত্রায় জানিতে হইবে। ২৭। দিবাতে
 কিম্বা রাত্রিকালে ছায়াতে ও অম্রকারে, প্রাণশব্দে ও ভয়
 উপস্থিত হইলে যথেষ্টমুখে মূত্র পুরীষভাগ করিতে পারে। ২৮।
 গোময়ে, অম্রারে, বল্মীকে, হলারুটে ভূমিতে, জলে, শুচিস্থানে,
 পথে, উপজীবীগণের ছায়াতে মূত্রপূরীষভাগ করিবে না। ২৯।
 মৃত্তিকাসৌচকালে জলের অধা, দেবগৃহ, বল্মীক, মুষিকস্থান ও
 শ্মশান হইতে মৃত্তিকাগ্রহণ করিবে না এবং অপূরণ শৌচাব-
 শিষ্ট মৃত্তিকাও পরিভ্যাগ করিতে হইবে। ৩০। মূত্রভাগ করিয়া
 একবার লিঙ্গে, দুইবার বামহস্তে এবং উভয়হস্তে দুইবার

কতে ॥ ৩১ ॥ একাং লিঙ্গে শুদে তিস্ত্রুখা বামকরে
দশ । পঞ্চ পাদে দশৈকস্মিন্ কররোঃ সপ্তমৃত্তিকাঃ ॥ ৩২ ॥
অর্দ্ধপ্রসূতিমাত্রা তু প্রথম মৃত্তিকা স্মৃতা । দ্বিতীয়া চ
তৃতীয়া চ তর্জ্জা পরিকীর্তিতা ॥ ৩৩ ॥ উপবিস্তৃত্ত বিষ্ণুত্রং
কর্তুং বস্ত্র ন বিস্মতি । স কুর্গ্যাদর্জশৌচন্ত অস্মা শৌচস্য
সর্বদা ॥ ৩৪ ॥ দিবা শৌচস্য রাত্র্যর্জং যদ্বা পাদে
বিধীয়তে । অস্ম্যস্ত তু যথোদ্বিষ্টমার্গঃ কুর্গ্যাদবধাবলং ॥
৩৫ ॥ বসান্তক্রমস্ফুৎগঙ্গালালাবিষ্ণু ত্রকর্ণগুৎ । শ্লেষ্মা শ্রু-
দূষিকা শ্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ ॥ ৩৬ ॥ যাবতা
অজ্জিম্নোত ভাবচ্ছেদ্যং সমাচরেৎ । প্রমাণং শৌচ-
সংখ্যায়া নাদিতৈরবশিষ্যতে ॥ ৩৭ ॥ শৌচন্ত দ্বিবিধং
প্রোক্তং বাহ্যমভ্যন্তরং তথা । যজ্ঞলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং
ভাবশুদ্ধিরভ্যন্তরং ॥ ৩৮ ॥ ত্রিরাচামেদপাঃ পূর্বং বিঃ

মৃত্তিকা লেপন করিব, অনন্তর জলদ্বারা ধৌত করিয়া আচমন
করিতে হইবে । মনীগণ এইরূপে মুনশৌচ করিয়া থাকেন ।
৩১ । পূর্বীর্ষশৌচকালে, একবার লিঙ্গ, তিনবার গুহা, দশবার
বামকরে, পাঁচ পাঁচবার এক এক পাদে এবং উভয় করে সপ্ত-
বার মৃত্তিকা লেপন করিবে । ৩২ । প্রথমভাবে অর্দ্ধপ্রসূতিমাত্র
মৃত্তিকা লইয়া শৌচকার্য্য করিবে । দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারে
ভাটার অর্দ্ধপরিমাণে মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে । ৩৩ । কোন ব্যক্তি
উপবেশন করিয়া আছে, সেই সময় অজ্ঞাতসার রম্মর পূর্বীর্ষভাগ
কটীয়াছে, এমন অবস্থায় পূর্বীর্জ শৌচের অর্দ্ধশৌচ করিলেই
হইতে পারে । ৩৪ । যেরূপ শৌচক্রিয়া উক্ত হইল, ইহা দিবাতে
জানিবে, রাত্রিকালে ইহার অর্দ্ধ অথবা পাদশৌচ করিবে ।
অস্থ ব্যক্তির পক্ষেই উক্ত শৌচকার্য্যের ব্যবস্থা, রোগী ব্যক্তি
বধাশক্তি শৌচক্রিয়া করিলেই শুদ্ধ হইবে । ৩৫ । বসা,
কুজ, রক্ত, মজা, লাল, বিষ্ঠা, মূত্র, কর্ণমল, শ্লেষ্মা, অশ্রু,
দুর্গন্ধ ও ঘর্ম্ম এই দ্বাদশপ্রকার মলুষ্যের মল কথিত আছে ।
৩৬ । যাবৎ অশুচিবোধ হয়, তাৎক্ষণিক শৌচাচরণ আবশ্যক ।
শৌচসংখ্যার প্রমাণ সকলই উপদিষ্ট হইল, আর কিছুই অব-
শিষ্ট নাই । ৩৭ । শৌচকার্য্য দ্বিবিধ, বাহ্য ও অভ্যন্তরিক ।
মৃত্তিকা ও জলদ্বারা বাহ্যশৌচ এবং ভাবশুদ্ধিদ্বারা অভ্যন্তরিক
শৌচ হইয়া থাকে । ৩৮ । এইরূপে শৌচক্রিয়া করিয়া আচ-

প্রমুখ্যাততো মুখং । সংমুখ্যাত্তমূলেন ত্রিভিরাশ্রমুখ-
স্পৃশেৎ ॥ ৩৯ ॥ অঙ্গুষ্ঠেন প্রৈদেশিন্যা জাগং পশ্চাদন-
ন্তরং । অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ ॥
৪০ ॥ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠয়োর্নাভিঃ হৃদয়ন্ত তলেন বৈ । সর্ক-
ভিস্ত শিরঃ পশ্চাদ্বাহু চাশ্রোণ সংস্পৃশেৎ ॥ ৪১ ॥ ঋচো
যজুঃষি সামানি ত্রিঃ পাঠন্ প্রীগরেৎ ক্রমাৎ । অধর্কাক্ষি-
রসৌ পূর্বং দ্বিঃপ্রমার্জ্যেথ যথুখং ॥ ৪২ ॥ ইতিহাসপূর্বা-
ণাণি বেদাঙ্গানি যথাক্রমং । খং যুখে নাসিকে বায়ুং
নেত্রে সূর্য্যঃ শ্রুতির্দিশঃ ॥ ৪৩ ॥ প্রাণগ্রস্থিযথো নাভি
ত্রক্ষাণং হৃগয়ে স্পৃশেৎ । কত্রং মূর্দ্ধা সমালভ্য প্রীণা-
ভ্যর্থশিখামুদীন্ ॥ ৪৪ ॥ বাহু যমেন্দ্রবক্রেণ কুবেরবসুধা-
নলান্ । অভ্যুক্ষা চরণৌ বিষ্ণুমিস্ত্রং বিষ্ণুং করদ্বরং ॥ ৪৫ ॥
অগ্নির্কায়ুশ্চ সূর্য্যেস্ত্র্যা গিরয়োহঙ্গুলিপর্কস্মু । গঙ্গাদ্যাঃ
সরিতস্তাস্মু যা রেখাঃ করমধ্যগাঃ ॥ ৪৬ ॥ উঃকালে ভু

মন করিতে হইবে । প্রথমত তিনবার জলপান করিয়া দুই
বার মুখমার্জন করিবে । অনন্তর অঙ্গুষ্ঠমূলদ্বারা মুখমার্জন
করিয়া তিনবার মুখস্পর্শ করিবে । ৩৯ । পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী-
দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা চক্ষু ও
কর্ণ প্রত্যেকে দুই দুইবার স্পর্শ করিতে হইবে । ৪০ । তৎপরে
কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে নাভি স্পর্শ করিয়া হস্ততলদ্বারা হৃদয়
স্পর্শ করিবে । পরে সর্কাজলদ্বারা মস্তক স্পর্শ করিয়া অঙ্গু-
লির অগ্রভাগদ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করিতে হইবে । ৪১ । অনন্তর
ঋক, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয় ক্রমত পাঠ করিবে । অনন্তর
অধর্কাজরস পাঠ করিয়া মুখমার্জন করিবে । ৪২ । পরে
যথাক্রমে ইতিহাস, পূর্বাণ, বৈদ, বেদাঙ্গ, পাঠ করিয়া মুখে
আকাশ, নাসিকাতে বায়ু, নেত্রে সূর্য্য, কর্ণে দিক, হৃদয়ে
প্রাণগ্রস্থি ও ত্রক্ষাকে ভাবনা করিয়া স্পর্শ করিবে । অনন্তর
মস্তকদ্বারা রুদ্র এবং শিখাদ্বারা ঋষিদিগকে প্রীণন করিবে ।
৪৩-৪৪ । পরে বাহুতে যম, উদ্র, বরুণ, কুবের, পৃথিবী, অনল,
ভাবনা করিয়া চরণদ্বারা অভ্যুক্ষণ পূর্বক বিষ্ণু ও ইন্দ্রকে
চিন্তা করিবে । ৪৫ । অনন্তর অঙ্গুলিসন্ধিতে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য,
ইন্দ্র, পর্বত এবং করমধ্যগত যে রেখা সকল বিদ্যমান আছে,
তাহাদিগকে গঙ্গাদি-সকল চিন্তা করিবে । ৪৬ । যথার্থ আচার-

সংপ্রাপ্তে শৌচং কৃৎস্না বধার্থবৎ । ততঃ স্নানং প্রকুর্কীত
দন্তধাবনপূর্বকং ॥ ৪৭ ॥ মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবতা-
প্রয়তো নরঃ । তস্যাং সর্বপ্রযত্নে তক্ষয়েদন্তধাবনং ॥
৪৮ ॥ কদম্ব, বনখদিরকরবীরবটার্জুনঃ । যুগী চ বৃহতী
জাতি করঞ্জাকীতিযুক্তকঃ ॥ ৪৯ ॥ জম্বমধুকাপামার্গ-
শিরীষোদুঘর, শনঃ । কীরকটিকিরুকায়াঃ প্রশস্তা দন্ত-
ধাবনে ॥ ৫০ ॥ কটুতিক্তকষারাস্ত ধনারোগ্যসুখপ্রদাঃ ।
প্রাকলা ভুক্তা চ শুচৌ দেশে ভুক্তা তদাচমেৎ ॥ ৫১ ॥
অমাবস্ত্যাং তথা ষষ্ঠ্যাং নবম্যাং প্রতিপদ্যপি । বর্জ্যরে-
দন্তকাষ্ঠে তথৈবাকস্য বাসরে ॥ ৫২ ॥ অভাবে দন্ত-
কাষ্ঠস্য নির্বিদ্ধারাস্থখা তিথৌ । অপাং দ্বাদশগণ্ডৈঃ
কুর্কীত মুখশোধনং ॥ ৫৩ ॥ প্রাতঃ স্নাত্বা প্রশংসন্তি
দৃষ্টাদৃষ্টকরং হিতং । সর্বমহতি শুদ্ধত্বা প্রাতঃস্নায়ী
জপাদিকং ॥ ৫৪ ॥ অত্যন্তমলিনঃ কারো নরশ্চিদ্রসম-
স্থিতঃ । অবতোষ দিব, রাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনং ॥

বিদ্বাত্রাঙ্গণ 'প্রভৃৎকাল উপস্থিত হইলে পূর্কোক্তপ্রকারে
শৌচকার্য্য করিয়া দন্তধাবনপূর্বক স্নানচরণ করিবে ॥ ৪৭ ॥
প্রাতঃকালে মুখশৌচ না করিলে মনুষ্য সংবত হইতে পারে
না । অনন্তর সর্বপ্রযত্নে দন্তধাবন করিবে ॥ ৪৮ ॥ কদম্ব,
নিম্ব, খদির, করবী, বট, অর্জুন, যুগী, বৃহতী, জাতি, করঞ্জা,
আকম্ব, অতিমূল, জম্ব, মধুক, অপামার্গ, শিরীষ, উদুঘর,
অশন ও কীরক সকলও দন্তধাবন কার্য্যে প্রশস্ত ।
৪৯-৫০ ॥ কটু, তিক্ত অথবা কষায়দ্রব্যবারা দন্তধাবন করিলে
ধন, আরোগ্য ও সুখপ্রদ হয় । দন্তধাবন করিয়া মুখপ্রক্ষা-
লনপূর্বক পবিত্রস্থানে দন্তকাষ্ঠ পরিভ্যাগপূর্বক আচমন
করিবে ॥ ৫১ ॥ অমাবস্তা, নবমী ও প্রতিপদ এই সকল তিথিতে
এবং রবিবারে দন্তধাবন করিবে না ॥ ৫২ ॥ দন্তকাষ্ঠে 'অভাবে
এবং নির্বিদ্ধ দিনে দ্বাদশগণ্ড খ জলদ্বারা মুখশোধন করিবে ।
৫৩ ॥ প্রাতঃকালে স্নান করিয়া দৃষ্টাদৃষ্ট হিতকর বিষয় প্রশংসা
করিবে । প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তি শুদ্ধত্বা হইয়া জপাদি করিলে
সর্বপ্রকার মঙ্গলভাঞ্জন হয় ॥ ৫৪ ॥ শরীর অত্যন্ত মলিন এবং
মল্লম্ব্য নানাবিধ দোষে দুষিত ; দিবা ও রাত্রিতে অহিতাচরণ
হইয়া থাকে, প্রাতঃস্নানদ্বারা সেই সকলের শোধন হইয়া

৫৫ ॥ মনঃপ্রসাদজননং রূপসৌভাগ্যবর্জনং । শোক-
দুঃখপ্রশমনং গঙ্গাস্নানবদাচরেৎ ॥ ৫৬ ॥ অন্য হস্তে তু-
নক্ষত্রে দশম্যাং জ্যৈষ্ঠকে সিতে । দশপাপহরারাক অদন্তা
দানকল্মষং ॥ ৫৭ ॥ বিকল্লাম্ভাচরণং হিংসা পরদারোপ-
সেবনং । পাকব্যান্ শূন্যশূন্যমসম্বন্ধাভিভাবণং ॥ ৫৮ ॥
পরদ্রব্যভিধানক মনসানিষ্টাচরণং । এতদশাষমার্থং
গঙ্গাস্নানং করোম্যহং ॥ ৫৯ ॥ প্রাতঃ সংক্ষেপতঃ স্নানং
বাণপ্রস্থগৃহস্থয়োঃ ॥ ৬০ ॥ গতেস্ত্রিবর্ণং স্নানং সক্রতু
ব্রহ্মচারিণঃ । আচম্য তীর্থমাবাহ্য স্নাত্বা স্মৃত্তব্যসং
হরিৎ ॥ ৬১ ॥ তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধ বিজ্ঞেয়া সন্দেহা নাম
রাক্ষসাঃ । উদয়ন্তং দুর্গাস্নানং সূর্য্যমিচ্ছাস্ত্র খাদিতুং ॥ ৬২ ॥
সহস্রি সূর্য্যং সঙ্ক্যারাম্ নোপাস্তং কুরুতে তু যঃ । দহাস্তি
মন্ত্রপুতেন ভোয়েনানলরূপণা ॥ ৬৩ ॥ অহোরাত্রস্ত্র যঃ
সন্ধিঃ সা সঙ্ক্যা ভবতীতি হ । দিনাডিকা ভবেৎ সঙ্ক্যা

থাকে ॥ ৫৫ ॥ প্রাতঃস্নান করিলে মন প্রশন্ন হয়, রূপসৌভাগ্য
বৃদ্ধি পায় এবং শোকদুঃখের শান্তি হইয়া থাকে ; অংগেব গঙ্গা-
স্নানের জায় প্রাঃস্নান করিতে হইবে ॥ ৫৬ ॥ জ্যৈষ্ঠ মাসে
শুক্লপক্ষে দশমীতিথিতে, হস্তানক্ষত্রে গঙ্গাস্নান করিলে দশবিধ
পাপ হরণ করে । এই দিবসে দান না করিলে পাপভাগী
হইতে হয় ॥ ৫৭ ॥ বিকল আচরণ, হিংসা, পরদারসেবা, পাকব্যা,
অনুগ, শূন্য, অসম্বন্ধভাষণ, পরদ্রব্যে অভিধাষ, মনে মনে
অনিষ্টচিন্তা এই দশবিধ পাপবিনাশার্থ গঙ্গাস্নান করিতে
হইবে ॥ ৫৮ ৫৯ ॥ বাণপ্রস্থ ও গৃহস্থ ব্যক্তির সংক্ষেপে প্রাতঃ-
স্নান করিবে । টহাদিগের প্রাতঃকালীন ও মধ্যাহ্নস্নান
আবশ্যক ॥ ৬০ ॥ অতিথির ত্রিসঙ্ক্যা স্নান এবং ব্রহ্মচারীর একবার
স্নান করিলেই হইতে পারে । আচমন করিয়া তীর্থাবাহন
পূর্বক স্নান করিবে । এবং অবায় হরিকে স্মরণ করিতে
হইবে ॥ ৬১ ॥ যেমন সাক্ষিকোটী সন্দেহ নামক দুর্গাস্ত্রা
রাক্ষস উদয়শীল সূর্য্যকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ
যে উক্তরূপ আচারোপাসনা করেনা, সেও সূর্য্যঘাতক হয় ।
যিনি প্রাতঃস্নানাদি কার্য্যে পরাজুপ, তাহাকে জলমকল
অনলরূপী হইয়া দক্ষ করে ॥ ৬২-৬৩ ॥ দিবা ও রাত্রির যৈ
সন্ধিস্থান, তাহাই সঙ্ক্যা, এই সঙ্ক্যা দুই দণ্ডব্যাপিনী । অর্থাৎ

যাবন্তুৱতি দৰ্শনং ॥ ৬৪ ॥ সন্ধ্যাকৰ্মাবসানে তু স্বয়ং
হোমো বিধীয়তে । স্বয়ং হোমকলং যত্নু তদন্যে
ন জায়তে ॥ ৬৫ ॥ ঋত্বিক পূজো গুৰুভ্রাতা ভাগিনেয়ো-
হথ বিটপতিঃ । এতিরেব হতং যত্নু তদ্ধুতং স্বয়মেব হি ॥
৬৬ ॥ ব্রহ্মা বৈ গার্হপত্যগ্নিদ্ভিক্ণিগ্নিত্রলোচনঃ । বিষ্ণু-
রাহবনীয়োহগ্নিঃ কুমারঃ সত্য-উচ্যতে ॥ ৬৭ ॥ কৃত্বা হোমং
যথাকালং সৌরান্যস্বাক্ষপেত্ততঃ । সমাহিতাত্মা সাবিত্রীং
প্রণম্য যথোদিতং ॥ ৬৮ ॥ প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ব্যাহ-
তীষু চ সপ্তম্ । ত্রিপদাৱাক সাবিত্র্যাং ন তয়ং বিদ্যতে
কচিৎ ॥ ৬৯ ॥ গায়ত্রীং যো জপেন্নিত্যং কল্যমুখায়
মানবঃ । লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ ৭০ ॥
শ্বেতবর্ণা সমুদ্ভিক্তা কোশেয়বসনা তথা । অক্ষত্বত্রধরা
দেবী পদ্মাসনগতা শুভা ॥ ৭১ ॥ আবাহ্য যজুৰ্ব্যানেন
তেজোহসীতি বিধানতঃ । এতদ্বজ্জুঃ পুরা দেবৈর্দক্ষি-
দৰ্শনকাজ্জিক্ণিঃ ॥ ৭২ ॥ আদিত্যমণ্ডলান্তঃস্থান্ ব্রহ্মলোক-

যাবৎ দৰ্শনং হয়, তাবৎকালই সন্ধ্যা জানিবে। ৬৪। সন্ধ্যা-
কৰ্মের অবসানে স্বয়ং হোমকৰ্ম্য করিবে। স্বয়ং হোম
করিলে যেৰূপ ফল হয়, অন্তৰ্ভুক্ত হোমে তত ফল হইতে
পারে না। ৬৫। গুরোধিত, পুত্র, গুরু, ভ্রাতা, ভাগিনেয় ও
জামাতা ইহারা হোম করিলেও স্বয়ং কৃত হোমের
ভায় হইয়া থাকে। ৬৬। গার্হপত্য অগ্নি ব্রহ্মা, দক্ষিণাগ্নি মহে-
শ্বর, আহবনীর অগ্নি বিষ্ণু এবং কুমারকে সত্য বলা
যায়। ৬৭। যথাকালে হোম করিয়া সূর্যমন্ত্ৰ জপ করিতে
হইবে এবং সমাহিত হইয়া সাবিত্রী ও প্রণব জপ করিবে।
৬৮। সপ্ত ব্যাহতি এবং ত্রিপদা গায়ত্রীতে প্রণবযোগ
করিয়া জপ করিলে কদাচ তাহার ভয় থাকে না। ৬৯। যে
মানব প্রাতঃকালে গাত্ৰোথান করিয়া গায়ত্রী জপ করে, পদ্ম-
পত্রের জলের ভায় তাহার গাত্রে পাপ স্পর্শ হইতে পারে না
৭০। সাবিত্রীদেবী শ্বেতবর্ণা, কোশেয়বসনাবুতা। ইনি
অক্ষমালাধারিণী এবং পদ্মাসনে উপবিষ্টা। এইরূপে সাবি-
ত্রীর ধ্যান করিবে। ৭১। অনন্তর উক্ত যজুৰ্বেদবিহিত
প্রকারে আবাহন করিয়া বিধানক্রমে তেজোহসীতিরূপে চিন্তা
করিতে হইবে। দৃষ্টিদৰ্শনাকাজী দেবগণ পূৰ্ব্বকালে এইরূপ
যজুৰ্বেদ নিরূপণ করিয়াছেন। ৭২। পরে আদিত্যমণ্ডল-

স্থিতামপি । তত্রাবাহ্য জপিত্বাতো নমস্কারাৱিসৰ্জয়েৎ ॥
৭৩ ॥ পূৰ্ব্বাহ্ন এব কুরীত দেবতানাঞ্চ পূজনং । ন
বিক্ষোঃ পরমো দেবন্তস্মাতঃ পূজয়েৎ সদা ॥ ৭৪ ॥ ব্রহ্ম-
বিষ্ণুশিবাম্ দেৱান্ পৃথগ্ভাবয়েৎ স্মরীঃ । লোকে-
হস্মিন্মঙ্গলানাংকৌ ব্রাহ্মণো গোহৃত্যশনঃ ॥ ৭৫ ॥ হিরণ্যং
সর্পিৱাদিত্য আপো রাজা ওধক্ৰমঃ । এতানি সততং
পশ্চেদৰ্চয়েচ্চ প্রদক্ষিণং ॥ ৭৬ ॥ বেদস্মাধ্যয়নং পূৰ্ব্বং
সৰ্বদাভ্যাসনং চরেৎ । তদানন্তেব শিষ্যেভ্যো বেদা-
ভ্যাসো হি পক্ৰবা ॥ ৭৭ ॥ বেদার্থং যজ্ঞশাস্ত্রাণি ধৰ্ম্ম-
শাস্ত্রাণি চৈব হি । মূল্যেন লেখয়িত্বা যো দত্তাদৃষতি
স বৈদিকং ॥ ৭৮ ॥ ইতিহাসপুৰাণানি লিখিত্বা যঃ প্র-
চ্ছতি । ব্রহ্মদানসমং পুণ্যং প্রাপ্নোতি দ্বিগুণীকৃতং ॥
৭৯ ॥ তৃতীয়ে চ তথা ভাগে পোষ্যবৰ্গসামনং । মাতা
পিতা গুৰুভ্রাতা প্রজা দীনাঃ সমাপ্তিতাঃ ॥ ৮০ ॥

মহাবর্জিনী ব্রহ্মলোকস্থিতা দেবীকে আবাহন করিয়া জপ ও
নমস্কার পূৰ্ব্বক বিসর্জন করিবে। ৭৩। দিবার পূৰ্ব্বাহ্নেই দেব-
তাদিগের অর্চনা করিবে। যে হেতু বিষ্ণু হইতে পরমদেব
আর কেহ নাই, এই নিমিত্ত সৰ্বদা বিষ্ণুর পূজা করিবে। ৭৪।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ইহাদিগকে বিভিন্ন ভাবনা করিবে
না। এই লোকে ব্রাহ্মণ, গো, অগ্নি, হিরণ্য, বৃত্ত, আদিত্য,
জল ও রাজা ইহাদিগকে অষ্টমঙ্গল কহে। সৰ্বদা এই
অষ্টমঙ্গল দৰ্শন করিয়া প্রদক্ষিণ পূৰ্ব্বক অর্চনা করিতে
হইবে। ৭৫—৭৬। অনন্তর প্রথমে বেদাধ্যয়ন করিয়া সৰ্বদা
সেই বেদ অভ্যাস করিবে। পরে শিষ্যদিগকে বেদদিক্ষা
প্রদান করিতে হইবে। এই বেদাভ্যাস পঞ্চ প্রকার জানিবে
। ৭৭। বেদার্থ, যজ্ঞশাস্ত্র ও ধৰ্ম্মশাস্ত্র এই সকল পুস্তক যিনি মূল্য-
যারা লিখিত করিয়া প্রদান করেন, তিনি বৈদিক কৰ্ম্মের ফল
ভোগ করিয়া থাকেন। ৭৮। যিনি ইতিহাস পুৰাণাদি গ্রন্থ
স্বয়ং লিখিয়া ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তিনি ব্রহ্মদানের দ্বিগুণী-
কৃত পুণ্যলাভ করিতে পারেন। ৭৯। দিবসের তৃতীয় ভাগে
পোষ্যবর্গের পোষণসাধন কৰ্ম্য করিবে। মাতা, পিতা, গুরু,
ভ্রাতা, প্রজা, দীন ব্যক্তি, আশ্রিত ব্যক্তি, অভ্যাগত, অতিথি,
ও অগ্নি ইহারা পোষ্যবর্গ বলিয়া অতিথিত হয়। পোষ্যবর্গের

অভ্যাগতোহতিথিস্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গা উদাহৃত্যঃ । ভরণং
পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনং ॥ ৮১ ॥ ভরণং পোষ্য-
বর্গস্য তস্মাদগত্বেন কারয়েৎ । স জীবতি বরশ্চৈকো
বহুভির্যোগজীব্যতি ॥ ৮২ ॥ জীবন্তো মৃতকাস্থনো
পুরুষাঃ সোদরস্তরাঃ । স্বকীর্যোদরপূর্ণঞ্চ কুকুরস্ত্যপি
বিত্ততে ॥ ৮৩ ॥ অর্থভ্যোপি, বিরুদ্ধেভ্যঃ সন্তুতেভ্য-
স্তত্তত্তঃ । ক্রিয়াঃ সর্বাঃ প্রবর্তন্তে পর্যাস্তেভ্য ইবা-
পগাঃ ॥ ৮৪ ॥ সর্বরত্নাকরা ভূমির্মান্যানি পশবঃ স্ত্রিয়ঃ ।
অর্থস্য কার্যযোগদ্বাদর্থমিত্যভিধীয়তে ॥ ৮৫ ॥ অদ্রোহে-
নৈব ভুতানামম্পদ্রোহেণ বা পুনঃ । যা রত্নিস্তাং সমা-
স্থায় বিপ্রো জীবেনাপদি ॥ ৮৬ ॥ ধনস্ত ত্রিবিধং
জ্ঞেয়ং শুক্লং শবলমেব চ । কৃষ্ণঞ্চ তস্য বিজ্ঞেয়ো বিভাগঃ
সপ্তর্ষা পৃথক্ ॥ ৮৭ ॥ ক্রমায়ন্তং প্রীতিদন্তং প্রাপ্তঞ্চ
সহ ভার্গয়া । অবিশেষেণ সর্বেষাং বর্ণানাং ত্রিবিধং
ধনং ॥ ৮৮ ॥ বৈশেষিকং ধনং দৃঢ়ং ব্রাহ্মণস্য ত্রিল-
ক্ষণং । রাজনাথ্যাপনে নিত্যং বিশুদ্ধশ্চ প্রতীগ্রহঃ ॥
৮৯ ॥ ত্রিবিধং ক্ষত্রিয়স্ত্যপি প্রাহুর্কৈশেষিকং ধনং ।

ভরণ করাই স্বর্গসাধনের প্রশস্ত উপায়; অতএব গরুড়পূর্বক
অবশ্য পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ করিবে। যিনি অনেকের ভরণ-
পোষণ করেন; তাঁহারই জীবন সার্থক। ৮০—৮২। যাহারা
কেবল আত্মোদরমাত্র ভরণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে, তাহার
জীবদবস্থাতেও মৃতকর; যেহেতু কুকুরও আপন উদর পূর্ণ
করিতে পারে। ৮৩। যেমন অমাবস্তা ও পূর্ণিমাতে নদীসকল
বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ অর্থ বৃদ্ধি পাইলেই সেই অর্থ হইতে ক্রিয়া
সমুদায় হইয়া থাকে। ৮৪। ভূমি সর্বরত্নের আকর। ধাতু, পশু
ও জী ইহারা অর্থের কার্যকারী, অতএব ধাতু প্রভৃতিকে অর্থ
বলা যায়। ৮৫। ব্রাহ্মণ অনাপৎসময়ে যে বৃত্তিতে কোনরূপ
দ্রোহপ্রসঙ্গ নাই অথবা অন্নমাত্র দ্রোহ আছে, সেই বৃত্তি
আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকিবে। ৮৬। ধন ত্রিবিধ জানিবে,
শুক্ল, শবল ও কৃষ্ণ। এই ত্রিবিধ ধনের প্রত্যেকের সপ্তপ্রকার
অব্যক্তরবিভাগ আছে। ৮৭। পিতৃপিতামহক্রমে প্রাপ্ত,
পারিতোষিক ও বিবাহকালে যৌতুকাদি, এই ত্রিবিধ ধন সর্ব
বর্ণেরই হইয়া থাকে। ৮৮। ব্রাহ্মণের বৈশেষিক ধনও ত্রিবিধ

শুদ্ধার্থ লব্ধকরজং দণ্ডাপ্তং জয়জং তথা ॥ ৯০ ॥ বৈশেষিকং
ধনং দৃঢ়ং বৈশ্যস্ত্যপি ত্রিলক্ষণং । কৃষিগোবর্গবাণিজ্যং
শূদ্রশ্রমভ্যস্তুত্বগ্রহাৎ ॥ ৯১ ॥ কৃষীদকৃষিবাণিজ্যং শ্রম-
কীর্ত্তং স্বয়ং কৃতং । আপৎকালে স্বয়ং কুর্স্বনু নৈনসা
যুজাতে দ্বিজঃ ॥ ৯২ ॥ বহবো বর্তনোপায়া ঋষিভিঃ
পরিকীর্ত্তিতাঃ । সর্বেষামপি চৈবৈবাৎ কৃষীদমধিকং
বিদুঃ ॥ ৯৩ ॥ অনাথকো রাজভয়ান্মৃষিকাদ্যেকপত্রবৈঃ ।
কৃষাদিকে ভবেদ্বাধা সা কৃষীদে ন বিদ্রুতে ॥ ৯৪ ॥ দৈশং
গতানাং বা বৃদ্ধির্নানাপণ্যোপজীবিনাং । কৃষীদং কুর্কতঃ
সম্যক্ সংস্থিতৈশ্চৈব জায়তে ॥ ৯৫ ॥ লব্ধলাভঃ পিতৃনু
দেবানু ব্রাহ্মণাংশ্চৈব পূজয়েৎ । তে তৃপ্তাস্তস্য তদোষং
শময়ন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৯৬ ॥ কৃষীবলোহ্মপানাদিধান-
শয্যাসনানি চ । রাজভ্যো বিংশতির্দ্রুপা পশুশ্রমাদিকং
শতং ॥ ৯৭ ॥ বিত্তা শিম্পং ভূতিঃ সেবা গোরক্ষা

দৃষ্ট হয়। যাজনলব্ধ, অধ্যাপনপ্রাপ্ত ও সংপ্রতিগ্রহলব্ধ। ৮৯।
ক্ষত্রিয়ের বৈশেষিক ধনও ত্রিবিধ জানিবে। করলব্ধ, দণ্ডলব্ধ
ও জয়লব্ধ। ৯০। এইরূপ বৈশ্যের বৈশেষিক ধনও তিন প্রকার
জানিবে; কৃষিপ্রাপ্ত, গোপালনলব্ধ ও বাণিজ্যপ্রাপ্ত। শূত্রের
কেবল একবিধ ধনই বৈশেষিক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য
ইহাদিগের অমুগ্রহে শূত্রেরা যে ধনলাভ করে, তাহাই শূত্রের
ধন। ৯১। যদি ব্রাহ্মণ আপৎকালে কৃষীদ, কৃষি অথবা বাণিজ্য
করে, তাহাতে সেই ব্রাহ্মণের পাপ স্পর্শ হইবে না। ৯২। মুনি-
গণ মজ্জ্বোর জীবনোপায়ের নিমিত্ত অনেক বৃত্তি নিরূপণ
করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে কৃষীদবৃত্তিই শ্রেষ্ঠ। ৯৩। অনা-
থক, রাজভয় ও মৃষিকাদির উপদ্রব এই সকল কৃষিকার্যাদিতে
বাধা আছে, কিন্তু কৃষীদবৃত্তিতে এই সকল উপদ্রব নাই। ৯৪।
পণ্যোপজীবীদিগকে নানাদেশে গমন করিয়া ধনোপার্জন করিতে
হয়, কিন্তু কৃষীদবৃত্তিজীবীরা গৃহে অবস্থিতি করিয়াই ধনার্জন
করিতে পারে। ৯৫। ব্রাহ্মণাদিরা স্ব স্ব বৃত্তিধারা ধনলাভ করিয়া
পিতৃগণ, দেবগণ ও ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করিবে। তাহাই হইলেই
পিতৃগণ প্রভৃতির সন্তুষ্ট হইয়া বৃত্তি প্রভৃতির দোষশাস্তি করেন।
৯৬। কৃষক ঋষি অন্নপানাদি, যান, শয্যা, আসন, পশু ও
বর্ণাদি এই সকল রাজাকে প্রদান করিবে। ৯৭। বিদ্যা, শিল্প

বিপণিঃ কৃষিঃ । স্থতিতৈক্যং কুবীদঞ্চ দশ জীবনহেতবঃ ॥
 ৯৮ ॥ প্রতিগ্রহার্জিতা বিপ্রৈঃ কত্রিয়ে শত্রুনির্জিতাঃ ।
 বৈশ্যে ন্যায়ার্জিতাঃ স্বার্থাঃ শূদ্রে শুশ্রূষার্জিতাঃ ॥
 ৯৯ ॥ নদী বহুত্বকা শাকপর্ণানি চ সমিংকুশাঃ । আগ্নেয়ৌ
 ব্রহ্মঘোষচ বিপ্রাণাং ধনযুগ্মকঃ ॥ ১০০ ॥ অবাচিতোপ-
 পাদে তু নান্তি দোষঃ প্রতিগ্রহেণ অমৃতং তং বিহু-
 র্দ্দেবাস্তস্মাত্তনৈব বর্জয়েৎ ॥ ১০১ ॥ গুণবান্‌পদোষচ
 নিগুণো হি নিমজ্জতি ॥ ১০৩ ॥ এবস্তকররতা বা
 কৃত্বাভরণমাশ্রয়ঃ । কুর্য্যাবিশুদ্ধিং পরতঃ প্রায়শ্চিত্তং
 দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১০৪ ॥ চতুর্থে চ তথা ভাগে স্নানার্থং
 যুদমাহরেৎ । তিলপুষ্পকুশাদীনি স্নানকারুক্রিয়ে জলে ॥
 ১০৫ ॥ নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ক্রিয়াক্ষং মলকর্ষণং ।

ভূতি, সেবা, গৌরব, বাণিজ্য, কৃষিকার্য, বৃত্তি, ভিক্ষা ও কুবীদ
 (সুদগ্রহণ) এই দশবিধ জীবনোপায় জানিবে। ৯৮। বিপ্রগণ
 প্রতিগ্রহদ্বারা লব্ধ, কত্রিয়গণ শত্রুদ্বারা নির্জিত এবং বৈশ্যগণ
 জ্ঞানার্জিত ধন গ্রহণ করিবে। শূদ্রগণ বর্ণজয়ের সেবা করিয়া
 ধনোপার্জন করিয়া থাকে। ৯৯। বহুজলপূর্ণ নদী, শাক, পত্র,
 সমিধ, কুশা, অগ্নি ও ব্রহ্মঘোষ এই সকলই ব্রাহ্মণদিগের উত্তম
 ধন। ১০০। অবাচিত ধনগ্রহণে দোষ নাই, যাচনা না করিয়া
 অসংপ্রতিগ্রহ করিলেও পাপ হইবে না। দেবগণ অবাচিত
 ধনকে অমৃততুল্য বলিয়া থাকেন, অতএব তাহা কখনও বর্জন
 করিবে না। ১০১। দেবতা ও অতিথির অর্চনার নিমিত্তও
 গুরুত্ব দ্রব্য অপহরণ করিবে না, বরং দেবতা ও অতিথির
 অর্চনার নিমিত্ত সর্বত্র প্রতিগ্রহ করিতে পারে। অর্থাৎ
 যাহাতে আপনাদি তৃপ্তি হয়, সেইরূপ প্রতিগ্রহ করিবে। ১০২।
 ব্রাহ্মণ সৎস্রাতির নিকট প্রতিগ্রহ করিবে; পরন্তু অসংপ্রতি-
 গ্রহ করিলেও ব্রাহ্মণের দোষ হইবে না; গুণবান্‌ ব্যক্তির অন্নদোষ
 থাকিলে তাহা নিমগ্ন হইয়া যায়। ১০৩। উক্তপ্রকার বৃত্তি অব-
 লম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে। পরে শুদ্ধিকামনার
 প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা দোষক্ষালন করিবে। ১০৪। দিবসের চতুর্ধ-
 ভাগে স্নানার্থে শুদ্ধিকা আহরণ করিবে, অনন্তর তিল, পুষ্প,

মার্জনাচমাবগাহাশ্চাফ্রস্নানং, প্রাকীর্তিতং ॥ ১০৬ ॥
 অস্নাতস্ত পুমাম্মাহো জপাগ্নিহবনাদিষু । প্রাতঃস্নানং
 তদর্শিত নিত্যস্নানং প্রাকীর্তিতং ॥ ১০৭ ॥ চাণালশব-
 বিষ্ঠাদ্যান্ স্পৃষ্টা স্নানং রজস্বলাং । স্নানার্হস্ত বদা
 স্নাতি স্নানং নৈমিত্তিকং হি তৎ ॥ ১০৮ ॥ পুষ্যানান-
 দিকং স্নানং দৈবজ্ঞবিধিচৌদ্দিতং । তদ্ধি কাম্যং সমু-
 দ্ধিকং নাকাম্যস্তং প্রয়োজয়েৎ ॥ ১০৯ ॥ জপুকাম্যঃ
 পবিত্রাণি অর্চিব্যান্ দেবতাতিথীন । স্নানং সমাচরেদ্-
 যতু ক্রিয়াক্ষং তচ্চ কীর্তিতং ॥ ১১০ ॥ মলাপকর্ষণার্থায়
 প্রয়তিস্তত্র নান্যথা । সরঃসু দেবধাতেষু তীর্থেষু চ
 নদীষু চ ॥ ১১১ ॥ স্নানমেব ক্রিয়া যস্যাত ক্রিয়াস্নান-
 মতঃপরং । অস্তিস্মাত্ত্রাণি শুদ্ধান্তি তীর্থস্নানাং কলং
 লভেৎ ॥ ১১২ ॥ মার্জনাশ্রদ্ধনৈর্মম্বৈঃ পাপমাশু
 প্রণশ্যতি । নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চাপি ক্রিয়াক্ষং মলকর্ষণং ।

কুশাদি আহরণ করিয়া অকৃত্রিম জলে স্নান করিতে হইবে।
 ১০৬। নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, ক্রিয়াক্ষ, মলাপকর্ষণ, মার্জন,
 আচমন ও অবগাহন এই অষ্টপ্রকার স্নান কথিত আছে। ১০৬।
 অস্নাত ব্যক্তি জপপূজাদি কার্যে অনধিকারী, অতএব অবশ্য
 প্রাতঃস্নান করিবে। ইহাকেই নিত্যস্নান বলিয়া থাকে। ১০৭।
 চাণাল, শব, বিষ্ঠাদি অশুচিত্রব্য ও রজস্বলা স্ত্রী এই সকল
 স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। এই স্নানই নৈমিত্তিক স্নান
 বলিয়া অভিহিত হয়। ১০৮। দৈবজ্ঞেরা যে নক্ষত্রযোগে
 ফলাদিকা প্রযুক্ত স্নানের বিধি দিয়া থাকেন, সেই সকল
 যোগস্নানকে কাম্যস্নান বলে, নিষ্কাম্য ব্যক্তি এই কাম্যস্নান
 করিবে না। ১০৯। জপহোমাদি করিবার মানসে কিম্বা
 দেবতা অতিথিপূজনার্থে যে শুদ্ধিস্নান করে, তাহাকেই ক্রিয়াক্ষ-
 স্নান বলা যায়। ১১০। শারীরিক মলাপনস্বার্থে নদী, সরো-
 বর, দেবধাত ও তীর্থাদিতে স্নান করিতে হয়, এই স্নানকে
 মলাপকর্ষণস্নান কহে। ১১১। যে স্থলে কেবল স্নান করণ
 মাত্রই উদ্দেশ্য, তাহাই ক্রিয়াস্নান। কেবল জলাবগাহনে শুদ্ধি
 বোধ হইলে তীর্থস্নানের ফললাভ হইয়া থাকে। ১১২। স্নান-
 কাণে মার্জন, মজ্জন ও মস্তপাঠ করিলে তৎকরণে পাপ বিমো-
 ছ হইয়া যায়। নিত্য, নৈমিত্তিক, ক্রিয়াক্ষ ও মলাপকর্ষণ, এই

তীৰ্থভাবে তু কৰ্তব্যমুচ্ছাদকপারোদকৈঃ ॥ ১১৩ ॥
ভূমিতাৰুহুতং পুণ্যং ততঃ প্রাপ্তবণাদিকং । ততোপি
সারসং পুণ্যং তন্মাদ্ভাদেয়মুচ্যতে ॥ ১১৪ ॥ তীৰ্থতোয়ং
ততঃ পুণ্যং গাক্ষং পুণ্যন্ত সৰ্বতঃ । গাক্ষং পয়ঃ পুনা-
ভ্যন্ত পাপমাবরণান্তিকং ॥ ১১৫ ॥ গয়ায়াঞ্চ কুরুক্ষেত্রে
যন্তোয়ং সমুপস্থিতং । তন্মাত্তু গাক্ষমপয়ং জানীয়াতোয়-
মুত্তমং ॥ ১১৬ ॥ পুত্রজন্মনি বোগেষু তথা সংক্রমণে
রবেঃ । রাহোশ্চ দর্শনে স্নানং প্রশস্তং নিশি নানাথা ।
১১৭ ॥ উবছ্যবসি যৎ স্নানং সঙ্ঘায়ায়ুদিতে রবৌ ।
প্রোজাপতোন ততুল্যং মহাপাতকনাশনং ॥ ১১৮ ॥ যৎ-
কলং বাদশাকানি প্রোজাপত্যে কুতে ভবেৎ । প্রাতঃ-
স্নায়ী তদাপ্নোতি বর্ষণে অন্ধরাস্মিতঃ ॥ ১১৯ ॥ য ইচ্ছে-
দ্বিপুলান্ ভোগ্যাংশ্চন্দ্রসূর্যাগ্রহোপমান্ । প্রাতঃস্নায়ী
তবেষ্মিত্যং মাসৌ দ্বৌ মাষকান্তনৌ ॥ ১২০ ॥ যন্ত মাষং
সমাসাত্ত প্রাতঃস্নায়ী হবিব্যভুক্ । অতিপাপং মহাঘোরং

সকল স্নানকালে তীৰ্থাদির অভাবে উচ্ছাদকদ্বারা অথবা
অপর কোনরূপ পুষ্করিণী প্রভৃতির জলদ্বারা স্নান করিতে
চটবে। ১১৩। ভূমিগত জল হইতে উদ্ধৃত জল পবিত্র,
উদ্ধৃতজল হইতে প্রোজাপজল, প্রোজাপজল হইতে সরোবরগত
জল, সরোবরজল হইতে নদীজল, নদীজল হইতে তীৰ্থজল
এবং সর্বপ্রকার তীৰ্থজলের মধ্যে গঙ্গাজলই পবিত্র। গঙ্গাজল
মরণান্তিক পাপ বিনাশ করে। ১১৪—১১৫। গয়া এবং
কুরুক্ষেত্রে যে জল বিদ্যমান আছে, তাহাহইতেও গঙ্গাজল
উত্তম বলিয়া জানিবে। ১১৬। পুত্রজন্মকালে, যোগসময়ে
রবিসংক্রমণকালে, রাহুদর্শনে অর্থাৎ চন্দ্রসূর্যাগ্রহণে স্নান প্রশস্ত
জানিবে। এই সকল স্নান রাত্রিকালেও করিবে। ১১৭। প্রতিদিন
উষাকালে, সঙ্ঘাসময়ে ও সূর্যোদয়কালে স্নান করিলে প্রোজা-
পতাত্তের তুল্য ফল হয় এবং মহাপাতক বিনাশ পায়। ১১৮।
বাদশবৎসর প্রোজাপতাত্তাচরণ করিলে যে ফল হয়, একবৎ-
সর প্রতিদিন প্রোজাপিত হইয়া প্রাতঃস্নান করিলে সেই ফল হইয়া
থাকে। ১১৯। যিনি চন্দ্রসূর্যাগ্রহের তুল্য বিপুলভোগ ইচ্ছা
করেন, তিনি মাষ ও কান্তম এই দুই মাস, প্রতিদিন প্রাতঃস্নান
করিবেন। ১২০। যিনি মাষমাসে হবিষ্যাদী হইয়া প্রত্যহ প্রাতঃ-

মাসাদেব ব্যাপোহতি ॥ ১২১ ॥ মাতরং পিতরঞ্চাপি
ভ্রাতরং সূহৃদং গুরুং । যদুদ্दिश्या নিমজ্জেত দ্বাদশাংশং
লভেত্তু সঃ ॥ ১২২ ॥ তুয্যতামলকৈর্ষিষ্কুরেকাদষ্টাঃ
বিশেষতঃ । ত্রীকামঃ সর্বদা স্নানং কুরীতামলকৈর্নরঃ ॥
সন্তাপঃ কীর্তিরপ্পায়ুর্জনং নিধনমেব চ । আরোগ্যং
সর্বকামাপ্তিরভ্যাক্তু শ্রুতাদিষু ॥ ১২৪ ॥ উপোষিতস্ত
ভ্রতিনঃ কৃতকেশস্ত নাপটতেঃ । তাবৎ ত্রীমুখিতি প্রীতা
যাবন্তৈলং ন সংস্পৃশেৎ ॥ ১২৫ ॥ এবং স্নাত্বা পিতৃন্
দেবাণ্ মনুষ্যাংশ্চতুর্পরেষ্বরঃ । নাতিমাত্রৈ জলে দ্বিত্বা
চিস্তয়েদুজ্জমানসঃ ॥ ১২৬ ॥ আগচ্ছত্ব মে পিতর ইমং
গৃহস্থপোজলিং । ত্রীংত্রীনজলান্দ্বাদাকাশে দক্ষিণে
তথা ॥ ১২৭ ॥ বসিত্বা বসনং শুক্লং স্থলদ্ব্যস্তীর্ণবর্হিষি ।
বিধিজাত্তর্পণং কুর্য়ান পাত্রৈ ত কদাচন ॥ ১২৮ ॥ যদপাং
ক্রুরমাংসাত্ত যদমেধ্যাত্ত কিঞ্চন । অশাস্তং মলিনং যচ্চ

স্নান করেন, তিনি মাসমধ্যে মহাঘোর অতিপাপ বিনাশ
করিতে পারেন। ১২১। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সূহৃদ অথবা
গুরু প্রভৃতিকে উদ্দেশ করিয়া প্রাতঃস্নান করিলে মাতা প্রভৃতি
বাদশাংশ ফলভাগী হইয়া থাকেন। ১২২। একাদশীদিনে
বিষ্ণুকে আমলকী প্রদান করিলে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন,
অতএব ত্রীকামী ব্যক্তি আমলকীদ্বারা প্রাতঃস্নান করিবে। ১২৩।
রবিবারে অভ্যঙ্গ করিলে সন্তাপ, সোমবারে কীর্তি, বৃহস্পতিবারে
অন্নায়ু, বুধবারে ধন, বৃহস্পতিবারে নিধন, শুক্রবারে, আরোগ্য
এবং শনিবারে সর্বকামপ্রাপ্তি হয়। ১২৪। উপবাসভ্রাত্তে
ক্ষৌর কন্দীবাসনে যাবৎ তৈল স্পর্শ না করে, তাবৎ তাহার
শরীরে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান থাকে। ১২৫। উক্তপ্রকার স্নান করিয়া
দেবতা, পিতৃ ও মনুষ্যানিগের তর্পণ করিবে, অনন্তর নাতিমাত্র
জলে অবস্থিত হইয়া উজ্জমেনে ইষ্টচিন্তা করিবে। ১২৬। হে
পিতৃগণ! তোমরা আগমন করিয়া আমার এই জলাঞ্জলিগ্রহণ
কর। এই বলিয়া উজ্জমুখে দক্ষিণভাগে তিন তিন অঞ্জলি
জল দিতে হইবে। ১২৭। অনন্তর শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া
স্থলে উত্তীর্ণ হইবে, পট্টে কুশাদি আসনে উপবেশনে করিয়া
তর্পণ করিবে। ১২৮। জলেতে যে ক্রুরমাংসাদি দোষ আছে,
যাহা কিছু অবশিষ্ট অবশ্য আছে এবং মলিনাদিহোষে যে জল

তৎসৰ্বমপগচ্ছতু ॥ ১২৯ ॥ গৃহীত্বানেন মন্ত্ৰেণ তোরণ
সংস্থান পাণিনা । প্রকিপেদ্বিংশি নৈখত্যাং রক্ষোপ-
হৃতয়ে তু তৎ ॥ ১৩০ ॥ নিষিক্ততক্ষণাদুযন্ত পাণাদুযন্ত
প্রতিগ্রহৎ । তুষ্ণতং যচ্চ যে কিঞ্চিৎকৃত্যঃ কায়কর্ম্মভিঃ ॥
১৩১ ॥ পুনাতু যে তদিস্তস্ত বরণঃ সরহস্পতিঃ ।
সবিভা চ ভগশ্চৈব মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ ॥ ১৩২ ॥ আত্রক-
স্তবপাণ্ডুং জপংকৃ প্যুত্তমি ক্রবন্ । কিপেদপোংগুজীং-
জীংস্ত কুর্কন্ সংক্ষেপতর্পণং ॥ ১৩৩ ॥ সুরাণামর্চনং
কুর্মাচ্চ ব্রহ্মাদীনামমংসরী । ব্রাহ্মবৈষ্ণবরৌদ্রেচ্চ সাবিব্রৈ-
শ্বেত্রৈবাকৈঃ ॥ ১৩৪ ॥ তজ্জৈকৈর্চৈত্রেয়ৈঃ সর্ব-
দেবান্নমস্ত চ । নমস্কারেণ পুষ্পাণি বিন্যাসেতু পৃথক্
পৃথক্ ॥ ১৩৫ ॥ সর্বদেবকরণং বিষ্ণুং ভাস্করঞ্চ চার্চ-
য়েৎ । দদ্যাৎ পুত্রমহুজ্জিন যঃ পুষ্পাণ্যপএব বা ॥ ১৩৬ ॥
অর্চিতং স্ত্রাজ্জগদিদং তেন সর্বং চরচরং । অনৈশ্চ
তাস্ত্রিকৈর্মত্রেঃ পূজয়েচ্চ জনাৰ্দ্দিনং ॥ ১৩৭ ॥ আদা-
বর্ষাৎ প্রাদাতব্যং ততঃ পশ্চাদ্বিলেপনং । ততঃ পুষ্পা-

দুষিত হইয়াছে, সেই সকল বিদূরিত হউক, এই মন্ত্র পাঠ-
পূর্বক দক্ষিণহস্তদ্বারা নৈখতীকে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করিবে ।
ইহাতে রাক্ষসাদি অপহৃত হয় । ১২৯-১৩০ । নিষিক্তব্য তক্ষণ-
জন্ত, অসংপ্রতিগ্রহভব এবং বায়নঃ কায়কর্ম্মজনিত যে কিছু
হ্রুত আবার শরীরে বিদ্যমান আছে, সেই সমুদায় পাপ হইতে
ইচ্ছ, বরণ, লুহস্পতি, সবিভা, ভগ এবং সনকাদি মুনীগণ
আমাকে পবিত্র করুন এবং আত্রকস্তব পর্যন্ত জগৎ পরিভূত
হউক, এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে তিন অঞ্জলি জল নিক্ষেপ
করিবে । ইহাই সংক্ষেপতর্পণ জানিবে । ১৩১-১৩৩ । অনন্তর ব্রাহ্মণ
ভক্তিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের অর্চনা করিবে । ব্রাহ্মণ,
বৈষ্ণব, রৌদ্র, সাবিত্র, মৈত্র ও বারুণমন্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ,
সবিভা, মিত্র ও বরণদেবের অর্চনা করিয়া উক্ত দেবসকলকে
নমস্কার করিবে । নমস্কারকালে পৃথক পৃথক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান
করিতে হইবে । ১৩৪-১৩৫ । সর্বদেবকরণ বিষ্ণু এবং ভাস্করের
অর্চনা করিয়া যে ব্যক্তি পুত্রমহুজ্জিনমন্ত্রে পুষ্প ও জলপ্রদান
করেন, তিনি সচরাচর জগতের অর্চনাজনিত ফললাভ করিয়া
থাকেন । অনন্তর অস্ত্রান্ত্র তাস্ত্রিকমন্ত্রে জনাৰ্দ্দিনের অর্চনা

কুলিং ধূপং উপহারকলানি চ ॥ ১৩৮ ॥ স্বানমন্ত্ৰজলে
চৈব মার্জনাচমনস্তথা । জলাভিমন্ত্রণং যচ্চ তীর্থস্থ পরি-
কম্পনং । অঘমর্ষণহুতেন ত্রিবারং য়েব নিতম্ভঃ ॥ ১৩৯ ॥
স্নানে চরিতমিত্যেতৎ সমুদ্বিষ্টং মহাত্মাভিঃ । ব্রহ্মকত্র-
বিশাটকৈব মন্ত্রবৎ স্নানমিয্যতে । তুষ্ণীমেব তু শূদ্রস্য
সনমস্কারকং স্মৃতং ॥ ১৪০ ॥ অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃ-
যজ্ঞস্ত তর্পণং । হোমো দৈবো বলিভৌতো মূগজোহতিথি-
পূজনং ॥ ১৪১ ॥ গংবাং গোষ্ঠে দশগুণং অগ্ন্যাগ্নারে শতা-
ধিকং । সিদ্ধকৈত্রেয় তীর্থেষু দেবতারতনেষু চ । সহস্র-
শতকোটীনামনন্তং বিষ্ণুসমিধৌ ॥ ১৪২ ॥ পঞ্চমে চ
তথা ভাগে সন্নিভাগো যথার্থতঃ । পিতৃদেবমুখ্যাণাং
কোটীনাক্ষোপাদিশ্যতে ॥ ১৪৩ ॥ ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রদাদ্যাগ্রং
যঃ স্তুত্বিতিঃ সত্যশ্রুতে । য প্রোত্যা লভতে স্বর্গমন্নদানং
সমাচরন্ ॥ ১৪৪ ॥ পূর্বং মধুরমদ্রীয়াং লবণাঙ্গী চ
মধ্যতঃ । কটুতিক্তকষায়াংচ পরশ্চৈব তথাস্তুতঃ ॥ ১৪৫ ॥

করিতে হইবে । আদিতে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া বিলম্বন, পুষ্পা-
ঞ্জলি, ধূপ ও ফলাদি উপহার প্রদান করিবে । ১৩৬-১৩৮ । অন্ত-
র্জলে স্নান, মার্জনা, আচমন, জলাভিমন্ত্রণ, তীর্থাবাহন ও অঘ-
মর্ষণ এই সকল কার্য্য প্রতিদিন তিনবার করিতে হইবে । ১৩৯ ।
মহাত্মা মুনীগণ উক্তপ্রকারে স্নানবিধি নিরূপণ করিয়াছেন ।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের উক্তরূপ মন্ত্রস্নান কথিত
আছে । শূদ্রগণ স্নানকালে কোন মন্ত্র পাঠ করিবে না । কেবল
স্নানান্ত্রে নমস্কার করিবে, ইহাই শূদ্রের পক্ষে বিধি । ১৪০ ।
অধ্যাপন, ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, তর্পণ, হোম, দৈববলি, ভৌতবলি,
মাহুযজ্ঞ, অতিথিপূজা, এই সকল কার্য্য গোষ্ঠস্থানে আচরণ
করিলে দশগুণ, অগ্নিগৃহে শতগুণ, সিদ্ধকৈত্রে, তীর্থে ও দেব-
মন্দিরে সহস্রগুণ এবং বিষ্ণুসমিধানে উক্ত কার্য্য সকল অমুষ্ঠিত
হইলে অনন্তকল হইয়া থাকে । ১৪১-১৪২ । দিবসের পঞ্চম-
ভাগে বথাবোধ্য সন্নিভাগ করিয়া পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্য-
গণকে ভোজ্যপ্রদান করত অগ্রে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করায়
ইহা বিনি স্তুত্ববর্গের সহিত ভোজন করেন, তিনি পরলোকে
গমন করিয়া স্বর্গপুরে বসতি করিতে থাকেন । ১৪৩-১৪৪ ।
ভোজনের পূর্বে মধুরমদ্রীয়া তক্ষণ করিবে, মধ্যভাগে লবণাঙ্গী

শাকঞ্চ রাজিভূমন্তমভ্যন্তকং বিনজ্জয়েৎ । নটৈকরস-
সেবার্যং প্রসঞ্চেত কদাচন ॥ ১৪৬ ॥ অমৃতং ত্রাক্ষণ-
শ্রীমুখং কজ্জিয়ারং পরঃ স্মৃতং । বৈশ্যস্ত্য চাম্রশেবারং
শূদ্রাঘং কুধিরং স্মৃতং ॥ ১৪৭ ॥ অমাবাসী বসেদগত্র
একহায়নমেব বা । তত্র ত্রিশৈশ্চ বসন্তীশ্চ বসতে মাত্র
সংশয়ঃ ॥ ১৪৮ ॥ উদরে গার্হপত্যগ্নিঃ পৃষ্ঠদেশে তু
দক্ষিণঃ । আস্যে আহবনীয়োহগ্নিঃ সত্যে সর্বক মূর্দ্ধনি ॥
১৪৯ ॥ যঃ পঞ্চানীনিমান্ বেদ আহিতাগ্নিঃ স উচ্যতে ।
শরীরমাপঃ সোমকং বিব্রেক্ষ্যমুচ্যতে ॥ ১৫০ ॥ প্রাণে
হৃদিগুণ্ডধাসিতাজ্জিভোক্তা একএব তু ॥ অম্নং বলায় মে
ভুমেয়পামণ্যানিলস্য চ ॥ ১৫১ ॥ ভবত্যেতৎ পরিণতো
সমাপ্তবাহিতং সূখং । হস্তেন পরিমার্জ্যাপ্য কুর্যাত্তাল-
তকণং ॥ ১৫২ ॥ শ্রবণক্ষেতিহাসস্য তৎ কুর্যাত্ সূসমা-
হিতঃ ॥ ইতিহাসপুরণাণ্যে বৃষসপ্তমকে নয়েৎ ॥ ১৫৩ ॥
ততঃ সন্ধ্যামুপাসীত স্মৃত্বা বৈ পশ্চিমাং নরঃ । এতদ্বা দিবসে

কটু, তিক্ত ও কষায়দ্রব্য ভক্ষণ করা বিধেয় । অবসানকালে
জলপান করিতে হইবে । ১৪৫ । পর্যায়িত শাক ও অতিশীতল
বস্ত্র ভক্ষণ করিবে না । সর্বদা একরসায়িত বস্ত্র ভক্ষণ ও নিষিদ্ধ
রহিয়া জানিবে । ১৪৬ । ত্রাক্ষণের অন্ন অমৃততুল্য, কজ্জিয়ার
কুন্ধবরণ, বৈশ্যের অন্ন অন্নবৎ এবং শূদ্রাঘ কুধিরতুল্য জ্ঞান
করিবে । ১৪৭ । যে ব্যক্তি একবৎসর পর্যন্ত অমাবস্তাদিবসে
কিছুই অহার করেন না, তাহাতে ত্রী ও লক্ষী নিশ্চল হইয়া
বাস করেন । ১৪৮ । উদরে গার্হপত্যগ্নি, পৃষ্ঠে দক্ষিণাগ্নি,
মুখে আহবনীয়াগ্নি মন্তুকে সত্য ও সর্বাগ্নি অবস্থিত আছে ।
যিনি উক্তপ্রকারে পঞ্চাগ্নি জানেন, তাহাকে আহিতাগ্নি বলা
যায় । শরীর, জল ও সোম ইহাদিগকে বিবিধ অন্ন বলিয়া থাকে ।
১৪৯—১৫০ । প্রাণ, অগ্নি ও আদিত্য এই তিনের ভোক্তাই
এক । ভূমি, জল, অগ্নি ও অনিল এই সকলেরই বল অন্ন
। ১৫১ । অন্ন ভোজন করিয়া পরিপাক করিতে পারিলেই অব্যাহত
সুখ হইয়া থাকে । ভোজনান্তে, হস্তদ্বারা মুখমার্জন করিয়া
জল ভক্ষণ করিবে । ১৫২ । দিবসের বর্ষ ও সপ্তম তাগে
সূসমাহিতমুচ্যতে ইতিহাস ও পুরণাদি শ্রবণ করিয়া কালযাপন
করিবে । ১৫৩ । অন্তর অষ্টম তাগে স্নান করিয়া পশ্চিমা

প্রোক্তমন্তুষ্ঠানং যয়া হিজ ॥ ১৫৪ ॥ আহারং যঃ পঠে-
দ্বিহান শৃণুয়াৎ স দিবং ত্রজেৎ ॥ আচারাদিধর্মকর্তা
কেশবং বিজ্ঞু হে হিজ ॥ ১৫৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পঞ্চাধিকদ্বিশততমো-
ধ্যায়ঃ ।

ষড়ধিকদ্বিশততমোধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োবাচ ॥ ১ ॥ অথ স্নানবিধিং বাক্য স্নানমূল্য
ক্রিয়া যতঃ । যদগোময়তিলান্ দর্ভান্ পুষ্পাণি সুরভিবি
চ ॥ ২ ॥ আহরেৎ স্নানকালে চ স্নানার্থী প্রসূতঃ শুচিঃ ।
গন্ধোদকান্তং বিবিক্তং স্নানমুত্তমানাথ কিত্তো ॥ ৩ ॥
ত্রিধা কৃত্বা যদন্তান্ত গোময়কং বিচক্ষণঃ । অস্তিমুস্তি-
চরণৌ প্রক্ষাল্যাথ করৌ তথা ॥ ৪ ॥ উপবীতী বদ্ধশিখঃ
সম্যাগাচম্য বাগ্ যতঃ । উকং রাজেত্যচা তোরমুপস্থায় প্রদ-
ক্ষিণং ॥ ৫ ॥ আবর্তয়েত্তুদকং যেতেশতমুতিত্যাচা । ওঁ উকং

সন্ধ্যায় উপাসনা করিতে হইবে । এইরূপ দিবসের অমুষ্ঠান
উক্ত হইল । ১৫৩ । যে ব্যক্তি এই দিবসের কর্তব্য আচার
পাঠ করে, অথবা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তির স্বর্গপুরে গমন
হইয়া থাকে । হে হিজ ! কেশবই এই সকল আচারাদি ধর্মের
কর্তা । ১৫৫ ।

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর স্নানবিধি বলিতেছি । যেহেতু
সমস্ত ক্রিয়াই স্নানমূলক, অর্থাৎ স্নান ব্যতিরেকে কোন ক্রিয়াই
সফল হইতে পারে না । স্নানার্থী ব্যক্তি সংযত ও শুচি হইয়া
মুস্তিকা, গোময়, তিল, দর্ভ, সুরভিপুষ্প এই সকল দ্রব্য স্নান-
কালে আহরণ করিবে । প্রথমতঃ কোন নির্জরস্থানে গন্ধো-
দকান্ত দ্রব্য সকল স্নান করিয়া রাখিবে । ১—৩ । পূর্ব্বে আহত
মুস্তিকা ও গোময় ত্রিধা বিভক্ত করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি মুস্তিকা
ও জলদ্বারা পাদদ্বয় ও করদ্বয় প্রক্ষালন করিবে । ৪ অনন্তর
বামহস্তে উত্তরীমু রাখিয়া শিখাবদ্ধনপূর্ব্বক সম্যক্ আচর্য স্নান
কারে বাক্যসংঘমন করত উকং রাজা ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণ-

রাজ্যবিশ্বকর্ষকং স্বর্গ্যায় পদ্মানুস্মেত প্রাপরাট্ প্রতিধাতা
চ বক্তারস্তাঙ্গদরাকিলাশিং । নমোগ্যাক্ষণ্যভিত্তো-
বকণস্য পাশঃ বকণায় নমঃ ॥ ৬ ॥ ওঁ যেতেশতং বকণায়
সহস্রং যজ্ঞীয়াঃ পাশা বিততা মহাস্তেভির্নে।স্যসুবিতো-
ত বিষ্ণুর্কিংশে মুকুত মকতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা । সুমিত্রিয়ান ইত্য-
পোজ্জলিমাক্তোক্তরেণ তোরং পশ্চাদ্বিরাজ্য চৈব বিনি-
কিপেৎ । ওঁ সুমিত্রিয়ান আপ ওষধয়ঃ সন্ত দুর্নিত্রিয়া-
ন্তস্মৈ সন্ত যোহস্মান্ দেহি যকং বয়ংদ্বিষ্যঃ । পাদৌ জজ্ঞে
কটিশ্চৈব পূর্বমুত্তিত্তিত্তিত্তিত্তিঃ ॥ ৭ ॥ প্রাকাল্য হস্তা-
বাচম্য নমস্কৃত্য জলস্ততঃ । ইদং বিষ্ণুর্কিচক্রমে ত্রেণ নিদধে-
পদং সমুচমস্য পাৎশুলে ॥ ৮ ॥ মহাব্যাক্তিভিঃ পশ্চা-
দাচামেৎ প্রয়তোহপি সুন । মার্জ্জয়েদৈ মৃদাক্ষাণ ইদং
বিষ্ণুরিত্তিত্তা ॥ ৯ ॥ ভাক্ষরাভিযুখে মজ্জদাপো অস্মা-
নিত্তিত্তা । ওঁ আপো অস্মান্মাতরঃ শুক্লরক্তমৃতেন নো
মৃতপঃ পুনস্ত । বিশ্বং হি বিপ্রং প্রবহন্তি দেবী কদি-
তাতাঃ শুচিত্রা পুতত্রামি ॥ ১০ ॥ ততোহবহস্য পাত্ৰাণি
নিমজ্জ্যগজ্য বৈ শনৈঃ । গোময়েন বিলিপ্যাথ মান-
স্তোক-ইতিত্যা । ওঁ মানস্তোকে তনয়ে মান আয়ুষিমানো
গোমুমানো অংশুয়ুরীষিঃ । মানোবীর্যমানো কদ্রভামি-

ভাগে জলস্থাপন করিবে । ৫। পরে যেতে শতং ইত্যাদি মন্ত্র
পাঠপূর্বক সেই জল আবর্তন করিবে । পরে উক্ত রাজ্য
ইত্যাদি মন্ত্রে বকণের নমস্কার করিবে । ৬। অনন্তর যেতে
শতং ইত্যাদি মন্ত্রে বকণের পাদবয়ে, জন্মায় ও কটিতে
মুক্তিকাধারা তিন, তিনবার মার্জন করিতে হইবে । ৭। পরে
হস্তের প্রাকাল্য করিয়া আচমনপূর্বক জলের নমস্কার করিবে ।
অনন্তর ইদং বিষ্ণুর্কিচক্রমে ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে ।
৮। অনন্তর সংযতস্তি হইয়া ওঁ ভূঃ বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ও
বঃ স্বাহা এই মহাব্যাক্তি মন্ত্রে আচমনপূর্বক ইদং বিষ্ণুর্কি-
চক্রমে ইত্যাদি মন্ত্রে মুক্তিকাধারা জলমার্জন করিবে । ৯। পরে
স্বর্গ্যভিত্তি হইয়া আপো অস্মান্ ইত্যাদি মন্ত্রে জলে নিমজ্জ
হইবে । ১০। অনন্তর পাত্ৰাবধারণ করিয়া পুনঃপুনঃ নিমজ্জন
সাদি করিতে হইবে । পরে মানস্তোকে ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার

নোববীর্হনিম্মস্তঃ সদসি ত্বাহবামহে ॥ ১১ ॥ ততোভিষেক-
মুত্তিস্ত বাকগৈস্ত যথাক্রমং । ইমমেবকণে দ্বাভ্যাং ত্বমঃ সত্ব
ইত্যপি । আপো ব্রহ্মসীতি চ মুকুতব্রহ্মতেতি চ । ওঁ
ইমমেবকণজ্যাবীরসত্যাং ত্বমঃ । ওঁ তদ্বারামি ত্রেণ
বন্দমানস্তদাশান্তে মজ্জমানো হবিত্তিঃ । অহেন মানো
বকণে হবোধাকবং সমান আয়ুঃ প্রমোষীশ । ওঁ ত্বমো
অগ্নে বকণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেলো অবযাসিসীতা বজ্রিতে
বহিতমঃ । সোশ্চানো বিশ্বাধেবাংসি প্রমুখঃ সংস্বাহা ।
ওঁ সত্বমো অগ্নেবমো ভবতী নেদিতো অস্মা উবসেঃ স্বাক্টো ।
অবযম্মাণেবকণং মররণে ত্রীক্ষিমূলিকং সুহবোনএষি ।
ওঁ আপো নৌষধি হিংসার্কমো রাজংস্ততো বকণে নোমুখা
যদাহরস্তা ইতি । ওঁ বকণেতি শপামহে ততো বকণনোং মুকু
ওঁ উত্তমং বকণপাশমস্মদবাহমং বেমধ্যমং অধায় অধাবয়-
মাদিত্রতে তবানগমে অদিতারে স্ম্যমঃ । মুকুত মাক-
প্যাথাক্ষণ্য ত্বং । অহো যমস্তা পত্নীমানঃ সর্বস্মাদেব
কিষ্বাৎ । অবভূধনিচং পুনর্কিচেকসি নিত্যং প্রমঃ ।
অবদেবৈর্দেবকৃত্য মনোবাসিসমবমতো কৃতং পুশ্যচ্ছ
দেবধীম্পাহী ॥ ১২ ॥ অভিষিক্ত ত্বাভ্যানং নিমজ্জীচম্য
বৈ পুনঃ । দর্ভেণ পারয়েন্মষ্টসুরলিঙ্গৈঃ পারগৈরিমৈঃ ।
আপোহিত্তি তিস্তিত্তিরিদমাপো হবিস্বতীঃ । দেবীরাপ
ইতি দ্বাভ্যাং আপো দেবা ইতিত্যা । ক্রপদাদিঃ ইতি চ
সম্মো দেবীরপাং রসঃ । আপো দেবীঃ প্যাবমানাঃ পুনঃ
স্বাদ্যা ত্বাচো নব । চিংপতিষ্মেতি চ শনৈঃ প্লাব্যাক্তানং
সমাহিতঃ । হিরণ্যবর্ণী-ইতি চ প্যাবমন্যস্তথা পরঃ । তরং

পাঠ করিয়া গোময়ধারা অঙ্গলগন করিবে । ১১। ইমমে
ইত্যাদি বকণমন্ত্রে যথাক্রমে বীর মন্তকে অভিষেক করিবে
হইবে । বাকুণ মন্ত্রসকল মূলে লিখিত আছে । ১২। পূর্বোক্ত মন্ত্রে
আত্মাকে অভিষেক করিয়া নিমজ্জন করিবে, পরে পুনর্বার
আচমন করিয়া দর্ভদ্বারা আপোহিত্তি, সম্মো ভুবঃ ইত্যাদি মন্ত্রে
মন্তকে অঙ্গলেক করিতে হইবে । আপোহিত্তি ইত্যাদি মন্ত্রে
ইদমাপোহবিস্বতী ইত্যাদি মন্ত্রে, আপোদেবা ইত্যাদি, ক্রপ
দাদি ইত্যাদি, নীলোদবী ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্গলেক করিবে

সামান্যবত্যাঃ পবিত্রাণি চ শক্তিতঃ । বাকুণ্য বহবঃ
পুণ্যাঃ শক্তিতঃ সংপ্রবোজয়েৎ ॥ ১৩ ॥ ওঁকারেণ ব্যাক্ত-
তিভির্গায়ত্র্যা চ সমন্বিতঃ । আদ্যবস্তে চ কুরীত অভি-
যেকং বধাশ্রমং ॥ ১৪ ॥ জলমধ্যস্থিতস্যেব মার্জ্জনস্ত বিধী-
য়তে । অন্তর্জলে জপেদ্যন্তং ত্রিঃ কৃত্বা অঘমর্ষণং ॥ ১৫ ॥
ক্রপদাদ্যাত্রিবার্ত্তেদয়ং ০ গৌরিত্তি চ ত্যাচং । অন্যত্রৈশ্চ ব-
তু মন্ত্রান্ বা নৃত্তিদৃকান্ সমাহিতঃ ॥ ১৬ ॥ সর্বাঙ্কতিং
সংপ্রণবাং গায়ত্রীং বা জপেদ্বধঃ ॥ ১৭ ॥ আবর্ত্তয়েদ্বা
প্রণবং স্মরেদ্বা বিষ্ণুমব্যয়ং ॥ ১৮ ॥ বিষ্ণোরায়তনং আপঃ
স এবাপ্তিকচাত্রে । তস্মৈবং তমবস্তৈতস্তস্মাত্তং হৃপচ-
সংস্মরেৎ ॥ ১৮ ॥ তদ্বিকোৱিতিমন্ত্ৰেণ নিমজ্জ্যাপস্থ
পুনঃ পুনঃ । গায়ত্রী বৈষ্ণবী ছেবা বিষ্ণোঃ সংস্মরণায়
বৈ ॥ ১৯ ॥ ওঁ ইদমাপপ্রবহতা স্রং মলং কাললৌহিতং ।
বধা ত্বহোত্রামৃতং যচ্চ শোকে অতীবণং । আপোমাউস্মাদে-
নসঃ পাবমানশ্চ মুঞ্চতু হবিষ্মতী বিনা আপোহবিষ্মাং আবি-
রাসতি । ০ হবিষ্মান্দেব অমুরো হবিষ্মান্ অন্ত সূর্য্যোঃ ।
দেবীরাপো অপাপত্যা যচ্চ উষ্মিহাবিষ্যঃ ইন্দ্রিয়বন্মাদি-
ত্যন্তরঃ তৎ দেবেভ্যো দেবতা দাতুশ্চক্রেভ্যঃ ভেবাং ভাগ-

হিরণ্যরূপা ইত্যাদি মন্ত্রে ও পাবমানী হস্তমন্ত্রে জলসেক করিতে
হইবে । পরে শুদ্ধবতী হস্ত ও অন্তান্ত বাকুণমন্ত্রে বধাশক্তি
জলসেক করিবে । ১৩ । উক্ত মন্ত্রম্বান সঙ্কলের আদিত ও অন্তে
ওঁকার ও ব্যাক্তিসমন্বিত গায়ত্রী পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ নর্ড্বদ্বারা
জলসেক করিতে হইবে । ১৪ । জলমধ্যে অবস্থিত হইয়াই মার্জ্জন
করা বিধেয় এবং জলমধ্যেই মন্ত্রম্বান করিয়া তিনবার অঘমর্ষণ
করিতে হইবে । ১৫ । পরে ক্রপদাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া
অয়ং গোঃ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । পরে সমাহিত হইয়া
অন্তান্ত নৃত্তিদৃক মন্ত্র সকল পাঠ করিবে । ১৬ । অনন্তর সর্বাঙ্কতি
ও সংপ্রণবা গায়ত্রী জপ করিয়া প্রণবাবৃত্তি করত অব্যয় বিষ্ণুকে
স্মরণ করিবে । ১৭ । জলই বিষ্ণু আয়তন এবং সেই বিষ্ণুই
জলেই অধিপতি । অতএব জলই বিষ্ণুরূপ, এই নিমিত্ত
জলরূপে বিষ্ণুকে স্মরণ করিবে । তদ্বিকোঃ পরমং পদং ইত্যাদি
মন্ত্রে পুনঃ পুনঃ মজ্জনম্বান করিবে । বৈষ্ণবী গায়ত্রীই বিষ্ণু
স্মরণের নিমিত্তবাক্য । ১৯ । ইদমাপঃ প্রবহত ইত্যাদি মন্ত্রে

কর্ষিবসিগমুজ্জশ্চ দক্ষিণ্যাগ্র্যাসিমেনাগোত্রির্ভিন্নতমোবাঃ ।
আপো দেবী মধুমতীরগরুড় হস্ততী রক্ষস্মতিলাঃ । ব্যক্তি-
শ্মিত্রাবকণস্য সিক্কাভিরিস্মমরতায়বাতীবক্রপদাং সরো-
দেবী অপামস্কুরয়সংসূর্য্যে সন্তং সমাহিতং অপাং রসস্য
যো রস্ম যো গুরুস্মান্তমং । আপো দেবীকপর্ষীয়া মধুমতী
বয়স্য ব প্রজাত্যঃ ভাসামান্হানাত্তর্জিতমোবধঃ সাপি
প্লালাঃ । পুনস্ত মা পিতরঃ সৌম্যাসঃ পুনস্তনাপি পিতা
সহসাঃ পরিত্রোণ গতায়ুশা । পুনস্ত মা পিতামহাঃ পুনস্ত
প্রপিতামহাঃ পবিত্রোণ গতায়ুশা বিশ্বমায়ুর্কী বৈষ্ণবৈঃ ।
অগ্নায়ুর্ষি পরস্মাশ্চরোজ্জমিষক ধুচে বাবস্বত্কন্যং ।
পুনস্ত মা দেবজনাঃ পুনস্ত মা মাসাধিবঃ পুনস্ত বিশ্বা
ভূতানি জাতবেদ পুনীহি মাং । পবিত্রোণ পুনীহি মা
শুক্রেণ দেবদী অগ্নে কৃত্বা ক্রতুধমঃ । বস্ত্রে পবিত্র মর্চি-
যাগ্নে বিত্তমন্তরাত্রক্সা তেন পুনাতুমা । পরমানঃ সোদানঃ
পবিত্রোণ বিচাবণীর পোতা মা পুনাতু মা । উভাত্যাং
দেবসবিতঃ পবিত্রোণ বসেন চ মাং খনীবিষ্বতঃ । বৈষ্ণ-
দেবী পুনতা দেব্যা গুভাস্যামিসাবিক্যস্তামোবীত পূজ্যাঃ ।
তময়াদন্তস্বধমাদেবু বয়ং স্যামপিতরোরসীণাং । চিং-
পতির্মা পুনাতুচ্ছিত্রেণ পবিত্রোণ সূর্য্যাস্য রশ্মিভিঃ । তস্য তে
পবিত্র পুতস্য যৎকামঃ । প্রণিতচ্ছক্রেয়ং দেবো বাকুণ্যত্রি-
শ্মাসবিত্রা ত্বচ্ছিত্রেণ পবিত্রোণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ । তস্য তে
পবিত্রপতে পবিত্রপুতস্য যৎ কামঃ । পুনস্তচ্ছক্রেয়ং
যুপতিং অয়ং গোঃ পৃথ্বিরক্রমীসদশশতং মাতরং পুনঃ
পিতরঞ্চ প্রায়স্মৎ । দেবো মা সবিতা পুনাতুচ্ছিত্রেণ পবি-
ত্রেণ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ । তস্য তে পবিত্রপতে পবিত্র
পুতস্য যৎকামঃ পুনাতুচ্ছক্রেয়ং ওঁ তদ্বিকোঃ পরমং পদং
সদা পশ্যন্তি শূরয়ঃ । দিবীবচকুরাততঃ ॥ ২০ ॥ স্রাট্বেবং
বাসসী ধোত্রে অচ্ছিত্রে পরিধায় চ । প্রকাল্য চ ইদা-

য়ীর মলকালন করিতে হইবে । ইদমাপঃ প্রবহত ইত্যাদি মন্ত্র-
সকল পাঠ করিয়া মলকালনান্তে ওঁ তদ্বিকোঃ পরমং পদং
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে । ২০ । পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মল-
ক্রিয়া সমাধান করিয়া ধোত্রে অচ্ছিত্রে পরিধানপূর্ব্বক

স্তিস্তি হস্তো প্রাকাল্য বৈ তদা ॥ ২১ ॥ আচাম্যে পুন-
রাচাম্যে মন্ত্ৰেণ স্নানভোজনে। রূপদঞ্চ ত্রিরাবর্ত্য
তথা চৈবামর্ষণং ॥ ২২ ॥ আচম্যাপ্লাব্য চাত্মানং ত্রিরাচম্য
শনৈরহুন্ ॥ ততোপতিষ্ঠেদাদিত্যমুর্দ্ধি পুষ্পাঃ স্ত্য-
ঞ্জালিঃ ॥ ২৩ ॥ প্রক্ষিপেদাকমুদ্রায় উদৈত্যং চিত্র-
মিত্যপি। তচ্চক্ষুর্দেব ইতি চ হংসঃ শুচি সদিত্যপি ॥
২৪ ॥ এতাজ্জপেদুর্দ্ধ্বাভুঃ সূর্য্যমীক্ষ্য সমাহিতঃ। গায়-
ত্রীঞ্চ তথা শক্ত্যা উপস্থায় দিবাকরং ॥ ২৫ ॥ বিভ্রাডি-
ভানুবাকেন সূক্তেন পুরুষশ্চ চ। শিবসঙ্কল্পেন তথা মণ্ডল-
ত্রাক্ষণেন চ ॥ ২৬ ॥ দিবা কিয়ন্তথা চানৈঃ সৌরৈ-
শ্চৈব শক্তিঃ। জপযজ্ঞস্ত কৰ্ত্তব্যঃ সৰ্বদেবপ্রণী-
তকৈঃ ॥ ২৭ ॥ অধ্যাত্মবিদ্যা বিধিবজ্জপেদ্বা জপসিদ্ধয়ে।
সব্যং রুদ্রা ত্রিরাচম্য শিরঃ মেধা ধৃতিং ক্ষিতিং ॥ ২৮ ॥
বাচং বাগীশ্বরং পৃষ্টিং তুষ্টিঞ্চ পরিতর্পয়েৎ। উমামক-
ক্ৰতীকৈব শচীং মাতরমেব চ ॥ ২৯ ॥ জয়াঞ্চ বিজয়া-
কৈব সাবিত্রীং শাস্তিমিব চ। স্বাহাং স্বধাং ধৃতিকৈব

মৃত্তিকা ও জলদ্বারা হস্তপদ প্রক্ষালন করিবে। ২১। স্নান ও
ভোজনকালে একবার আচমন করিয়া পুনর্বার আচমন করিতে
হয়। পরে তিনবার রূপদাদিব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া অঘ-
মর্ষণ করিবে। ২২। আচমনপূর্বক শরীরকে জলদ্বারা আশ্রিত
করিয়া তিনবার আচমন করিবে। অনন্তর কৃতপুষ্পাঞ্জলি ও
উর্দ্ধ্বাহু হইয়া আদিত্যোপস্থান করিবে। ২৩। পরে উর্দ্ধে জল
প্রক্ষেপ করিয়া সমাহিতচিত্তে উর্দ্ধবাহু হইয়া সূর্য্য নিরীক্ষণ
করত উদৈত্য ইত্যাদি, চিত্রং দেবানামিত্যাদি, তচ্চক্ষুর্দেবহিতং
ইত্যাদি এবং হংসঃ শুচি ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে
সূর্য্যোপস্থান করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। ২৪—২৫।
অনন্তর বিভ্রাডি অনুবাক, পুরুষশ্চ, শিবসঙ্কল্প মন্ত্র, মণ্ডল-
ত্রাক্ষণাদি সৰ্বদেবপ্রীতকর মন্ত্রাচ্ছ সৌরমন্ত্র পাঠ করিয়া
যথাশক্তি জপযজ্ঞ করিতে হইবে। ২৬—২৭। পরে জপসিদ্ধি-
কামনায় বিধিবৎ অধ্যাত্মবিদ্যা জপ করিবে এবং বারত্ৰয়
আচমন করিয়া শ্রী, মেধা, ধৃতি, ক্ষিতি, বাক, বাগীশ্বর, পৃষ্টি,
তুষ্টি, উমা, অরুন্ধতী, শচী, মাতৃগণ, জয়া, বিজয়া, সাবিত্রী,
শাস্তি, স্বাহা, স্বধা, ধৃতি, অদিতি, ঋষিগণ্ডী, ঋষিকন্যা ও

তথৈবাদিতিমুত্ৰমং ॥ ৩০ ॥ ঋষিগণ্ডীঞ্চ কন্যাশ্চ তর্পয়েৎ
কাম্যদেবতাঃ। সৰ্বমঙ্গলকামস্ত তর্পয়েৎ সৰ্বমঙ্গলাং ॥
৩১ ॥ আত্রকস্তস্তপর্গ্যস্তং জগৎ তপাভিদং ক্রবন্। ক্ষিপে-
দপোঞ্জলীংস্ত্রীংশ্চ কুর্বন্ কাভেক্তং তর্পণং ॥ ৩২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ষড়ধিকদ্বিশততমো-
ধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

সপ্তাধিকদ্বিশততমোধ্যায়ঃ।

• ত্রকোবাচ ॥ ১ ॥ তর্পণং সম্প্রবক্ষ্যামি দেবাদি-
পিতৃভুক্তিদং। ওঁ মোদাস্তৃপ্যস্তাং ওঁ প্রমোদাস্তৃপ্যস্তাং
ওঁ সুমুখাস্তৃপ্যস্তাং ওঁ দুর্মুখাস্তৃপ্যস্তাং ওঁ বিদ্বাস্তৃপ্যস্তাং
ওঁ বিদ্বকর্তারস্তৃপ্যস্তাং ওঁ হৃদাংসি তৃপ্যস্তাং ওঁ বেদা-
স্তৃপ্যস্তাং ওঁ ওষধ্যস্তৃপ্যস্তাং ওঁ সনাতনস্তৃপ্যস্তাং
ওঁ ইতরাচার্য্যাস্তৃপ্যস্তাং ওঁ সম্বৎসরস্ত্যাবয়বাস্তৃপ্যস্তাং
ওঁ দেবাস্তৃপ্যস্তাং ওঁ অঙ্গরাস্তৃপ্যস্তাং ওঁ দেবাক্ষকা-
স্তৃপ্যস্তাং ওঁ সাগরাস্তৃপ্যস্তাং ওঁ নাগাস্তৃপ্যস্তাং ওঁ
পর্কতাস্তৃপ্যস্তাং ওঁ সরিৎসমুদ্রা যক্ষাস্তৃপ্যস্তাং ওঁ
রক্ষাংসি তৃপ্যস্তাং ওঁ পিশাচাস্তৃপ্যস্তাং ওঁ সুপর্ণা-
স্তৃপ্যস্তাং ওঁ ভূতানি তৃপ্যস্তাং ওঁ ভূতগ্রামা চতুর্দিক্কা-
স্তৃপ্যস্তাং ওঁ দক্ষস্তুপ্যস্তাং ওঁ প্রচেতাস্তুপ্যস্তাং ওঁ
মরীচিস্তুপ্যস্তাং ওঁ অত্রিস্তুপ্যস্তাং ওঁ অগ্নিরাস্তুপ্যস্তাং

অস্ত্রাচ্ছ কাম্যদেবতা এই সকলের তর্পণ করিবে। পরে সৰ্ব-
মঙ্গলকামনায় সৰ্বমঙ্গলার তর্পণ করিতে হইবে। ২৮—৩১।
অনন্তর আত্রকস্তস্তপর্গ্যস্তং জগৎ তপাত্ এই মন্ত্রে তিন অঞ্জলি
জলক্ষেপণ করিয়া অভিলষিত তর্পণক্রিয়া সমাপন করিবে। ৩২।

সপ্তাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ।

ত্রকো কহিলেন, অনন্তর তর্পণবিধি বর্ণন করিব, এই বিধি
অল্পসারে তর্পণ করিলে দেবগণ ও পিতৃগণের তুষ্টি হইয়া থাকে।
প্রথমতঃ ওঁ মোদাস্তৃপ্যস্তাং ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে এক
এক অঞ্জলি জলপ্রদান করিবে। ১—২। অনন্তর যজ্ঞোপবীত

ওঁ পুলস্ত্যস্য পাতাং ওঁ পুলহস্য পাতাং ওঁ ক্রতুস্য পাতাং
ওঁ নারদস্য পাতাং ওঁ ভৃগুস্য পাতাং ওঁ বিশ্বামিত্র-
স্য পাতাং ওঁ কশ্যপস্য পাতাং ওঁ যমদগ্নিস্য পাতাং ওঁ
বশিষ্ঠস্য পাতাং ওঁ শ্রীরামস্য পাতাং ওঁ আরোচিষ-
স্য পাতাং ওঁ তামসস্য পাতাং ওঁ রৈবতস্য পাতাং ওঁ
চক্ষুস্য পাতাং ওঁ মহাতেজস্য পাতাং ওঁ বৈবস্বতস্য পাতাং
ওঁ ধ্রুবস্য পাতাং ওঁ ধ্রুবস্য পাতাং ওঁ অনিলস্য পাতাং ওঁ
প্রভাসস্য পাতাং ॥ ২ ॥ ওঁ নীলীতিঃ সনকস্য পাতাং ওঁ সনন্দ-
স্য পাতাং ওঁ সনাতনস্য পাতাং ওঁ কপিলস্য পাতাং ওঁ
আশুরিস্য পাতাং ওঁ বোদুস্য পাতাং ওঁ মনুষ্যানাং কব্য-
বালস্য পাতাং ওঁ সোমস্য পাতাং ওঁ যমস্য পাতাং ওঁ
অর্যমাস্য পাতাং ॥ ৩ ॥ ওঁ প্রাচীনাবীতী অগ্নিস্বাতাঃ
পিতরস্য পাতাং ওঁ সোমস্যাঃ পিতরস্য পাতাং ওঁ বর্হি-
ষদঃ পিতরস্য পাতাং যমায় নমঃ ধর্মরাজায় নমঃ মৃতাবে
নমঃ অন্তকার্য নমঃ বৈবস্বতায় নমঃ কালার্য নমঃ সর্ষভূত-
ক্ষরায় নমঃ কৈবশ্বরায় নমঃ দধ্নার্য নমঃ নীলার্য নমঃ পর-
মেশ্বিনে নমঃ ব্রহ্মকোদরায় নমঃ চিত্রায় নমঃ চিত্রগুণ্ডায়
নমঃ ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মাদিস্তম্ভপর্য্যন্তং জগত্পাতু পিতৃভ্যাঃ স্বধা
নমঃ পিতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ । আর্যাস্ত নঃ পিতর
সৌম্যাসো অগ্নিস্বাতাঃ পথিভির্দেবজানৈরশ্মিন্ যজ্ঞে
স্বধয়া মদন্তোহধিক্রবন্ত তে অবন্তস্মান্ ॥ ৫ ॥ উর্দ্ধ্বাং
বহস্তীরমৃতং মৃতং পয়ঃ কীলালং পরিশ্রুতং স্বধাস্থ তর্প-
য়ত মে পিতৃন । পিতৃভ্যাঃ স্বধা নমঃ পিতামহেভ্যঃ স্বধা
নমঃ প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ মাতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ
মালাবং করিয়া সনকস্য পাতাং ইত্যাদি মন্ত্রে তর্পণ করিতে
হইবে । ৩ । পরে দক্ষিণদিকে বজ্রোপবীত ধারণ করিয়া ওঁ
অগ্নিস্বাতা পিতরস্য পাতাং ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে তর্পণ
করিবে । অনস্তর ওঁ যমায় নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে এক এক অ-
জলদ্বারা তর্পণ করিতে হইবে । ৪ । অনস্তর আত্রস্তম্ভপর্য্যন্ত
জগত্পাতু ইত্যাদি মন্ত্রে এক এক অঞ্জলি জলপ্রদান করিয়া ওঁ
আর্যাস্ত নঃ পিতরঃ সৌম্যাসো ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে ।
৫ । পরে প্রত্যেকে ওঁ উর্দ্ধ্বাং বহস্তীরমৃতং মৃতং পয়ঃ কীলালং
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া ওঁ পিতৃভ্যাঃ স্বধা নমঃ ইত্যাদি মন্ত্রে

প্রমাতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ ব্রহ্মপ্রমাতামহেভ্যঃ স্বধা নমঃ ।
পিতামহস্য অক্ষরঃ পিতরো অমৌমদন্তঃ পিতরো অমৌ
তৃপ্যন্তঃ পিতরঃ স্বধধ্বং পিবেহ পিতরোপি বানত্রয়াংশ-
বিশ্রয়াংশ ভবনপাবিত্রত্বা রথপাতি তে জাতক্কেদাঃ স্বধাভি-
যজ্ঞং স্ক্রুতং যুবস্ব । ওঁ মধুবাভা ঋতায়তে মধুকরাস্তি
সিদ্ধবঃ । মাধ্বান সন্তোষধীর্মধুনন্তমুতো সসো মধুমং
পার্থিবং রজঃ । মধুছোরস্ত নঃ পিতা মধুমাম্নো বন-
স্পতির্মধুমাং অস্ত সুর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ ॥ ৭ ॥
প্রপিতামহস্যাজলিদানং । নমো বঃ পিতরো রসায় নমো
বঃ পিতরঃ শুশ্রায় নমো বঃ পিতরো জীবনায় নমো বঃ
পিতরঃ স্বধায় নমো বঃ পিতরো ঘোরায় নমো বঃ
পিতরো মনাবে । নমো বঃ পিতরো গৃহায় পিতরো
দন্তঃ । নমো বঃ পিতরো দধ্নে তদঃ পিতরো বাসঃ ।
মাতামহানাং ত্রিরঞ্জলিঃ । ততো মাত্রাদীনাং ॥ ৮ ॥
যে চান্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতঃ । তে
তৃপ্যন্ত ময়া দন্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং ॥ ৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে সপ্তাদিকদ্বিশততমো-

অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অষ্টাদিকদ্বিশততমোঃ অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । বৈশ্বদেবং প্রবক্ষ্যামি হোমলক্ষণ-
মুত্তমং । প্রজ্বাল্য চাগ্নিং পশুং ক্রব্যাদগ্নিং প্রহি-
জলাঞ্জলিদ্বারা পিতৃতর্পণ করিবে । ৬ । অনস্তর ওঁ অক্ষরঃ
পিতরো ইত্যাদি এবং মধুবাভা ঋতায়তে ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠ
করিয়া পিতামহতর্পণ করিতে হইবে । ৭ । প্রপিতামহতর্পণ-
কালে নমো বঃ পিতরো রসায় ইত্যাদি মন্ত্রপাঠান্তে এক
অঞ্জলি জলপ্রদান করিবে । এইরূপে মাতামহাদিরও তর্পণ
করিতে হইবে । অনস্তর মাতা পিতামহী প্রভৃতির তর্পণ
করিবে । ৮ । অনস্তর যে চান্মাকং কুলে জাতা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ
করিয়া বস্ত্রনিষ্পীড়ন জলদ্বারা তর্পণ করিবে । ৯ ।

অষ্টাদিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন, অনস্তর হোমলক্ষণ বৈশ্বদেবলিবিধি

গোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু বিপ্রবহি ॥ ১-২ ॥ ইঠৈ-
 বায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্ ।
 ওঁ পাবক বৈশ্বানর ইদমাশনং অবমীগর্ভসং স্কৃতঃ ।
 ওজোরূপ মহাব্রহ্ম মুহূর্ত্তান্ত্রিষু বৈশ্বানরং প্রতিবোধয়ামি ।
 ওঁ বৈশ্বানরে ন উভয়ং আপ্রয়াতু পরাবতঃ অগ্নিন
 স্নহুতীকপপৃষ্ঠো দিবি পৃষ্ঠোঽশ্ব পৃথিব্যাং পৃষ্ঠা বিবেবা
 ওষধী চাবিবেশ বৈশ্বানরঃ সহ সা পৃষ্ঠোগ্নিঃ নমো দিবা
 স বর্ষা নক্তং ॥ ৩ ॥ ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ওঁ সোমায়
 স্বাহা ওঁ রুহস্পত্যে স্বাহা ওঁ অগ্নিসোমাত্যাং স্বাহা ওঁ
 ইন্দ্রাগ্নিত্যাং স্বাহা । ওঁ ত্রাবাপৃথিবীত্যাং স্বাহা । ওঁ
 ইন্দ্রায় স্বাহা ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা ওঁ ব্রহ্মণে
 স্বাহা । ওঁ অস্ত্রাঃ স্বাহা ওঁ ওষধিবনস্পতিভ্যঃ স্বাহা ওঁ
 ঐহার স্বাহা ওঁ দেবদেবতাত্যাং স্বাহা ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা
 ওঁ ইন্দ্রপুরুষেভ্যঃ স্বাহা ওঁ যমায় স্বাহা ওঁ যমপুরুষায়
 স্বাহা ওঁ সর্ষেভ্যো ভূতেভ্যো দিবাচারিভ্যঃ স্বাহা ওঁ
 বসুধাপিতৃভ্যঃ স্বাহা । ওঁ যে ভূতা প্রচরন্তি দিনা চ
 নিমিহস্তো ভুবনস্য মণ্যে তেভ্যো বলিপুষ্টিকামো দদামি ।
 ময়ি পুষ্টিং পুষ্টিপতির্দদাতু । ওঁ আচাণ্ডালপতির্দদাতু
 আচাণ্ডালপতিতবায়ুসেভ্যঃ ॥ ৪ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে অষ্টাধিকদ্বিশততমো-

অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

নবাধিকদ্বিশততমোঃ অধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োবাচ ॥ ১ ॥ অথ সন্ধ্যাবিধিং বক্ষ্যে দ্বিজাতীনাং

কীর্ত্তন করিতেছি, প্রথমতঃ অগ্নিপ্রজ্ঞালন করিয়া অগ্নিপূজ্যক
 পূর্ব্বক ক্রব্যাদিমগ্নিং ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির ত্রয়দংশ পরিত্যাগ
 করিবে । ১—২ । অনস্তর ওঁ ইঠৈবায়মিতরো ইত্যাদি, ওঁ
 পাবক বৈশ্বানর ইত্যাদি এবং বৈশ্বানরো ন উভয়ং ইত্যাদি
 মন্ত্রত্রয় পাঠ করিবে । ৩ । অনস্তর ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইত্যাদি
 মূলের লিখিত মন্ত্রে প্রত্যেক এক এক আহুতিপ্রদান করিয়া
 ওঁ যে ভূতাঃ প্রচরন্তি ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । ৪ ।

নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন, অনস্তর দ্বিজাতিগণের সন্ধ্যাবিধি কীর্ত্তন

সমাসতঃ । অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্কীবস্থাং গতোপি
 বা । যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ ২ ॥
 গায়ত্রীচ্ছন্দো বিশ্বামিত্রঋষিষ্টিপাৎ সমুদ্রাঃ কুক্ষিচ্ছন্দো-
 দিত্যো লোচনৌ । অগ্নিমুখং বিশ্বহৃদয়ং ব্রহ্মকব্জশিরো-
 কব্জশিখা উপনয়নে বিনিয়োগঃ । ওঁ ভূঃ পাদে ভুবঃ
 জাহ্নুনি স্বঃ হৃদয়ে মহঃ শিরসি জুনঃ শিখায়াং তপঃ কণ্ঠে
 সত্যং ললাটে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা ।
 ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বোবট্ স্বঃ কবচায় ওঁ ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ
 অস্ত্রায় কট্ ॥ ৩ ॥ ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ জনঃ ওঁ
 তপঃ ওঁ সত্যং ততস্ত্রিপদা । আপজ্যোতীরসোমুতং
 ব্রহ্মভূভুবস্বরৌ ওঁ হৃগ্যশ্চেত্যাদি । আপঃ পুনস্ত্রিত্যাদি ।
 অগ্নিশ্চেত্যাদি ॥ ৪ ॥ ওঁ আয়াতু বরদে দেবি পূর্বাঙ্কে
 শ্বেতরূপিণী । মাহেশ্বরী চ গায়ত্রী শুক্রবস্ত্রাদিমণ্ডিতা ।
 রুবন্ধক্সমাক্রতা ত্রিশূলবরধারিণী ॥ ৫ ॥ আয়াতু বরদা
 দেবী মধ্যাঙ্কে কৃষ্ণরূপিণী । অতসীকুসুমপ্রথা বৈষ্ণবী
 গরুড়াসনা । পীতবস্ত্রা শঙ্খচক্রগদাপদ্মসমধিতা ॥ ৬ ॥ শ্বেত-

করিতেছি । অপবিত্র অথবা পবিত্র, যে অবস্থাপন্ন হউক না
 কেন, যিনি একবার পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করেন, তিনি বাহ্যে
 ও অভ্যন্তরে শুচি হইতে পারেন । ১—২ । প্রথমে গায়ত্রীচ্ছন্দো
 বিশ্বামিত্র ঋষিঃ ইত্যাদিরূপে ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া পাদে ওঁ
 ভূঃ জাহ্নুতে ওঁ ভুবঃ, হৃদয়ে ওঁ স্বঃ, শিরে ওঁ মহঃ, শিখাতে ওঁ
 জনঃ, কণ্ঠে ওঁ তপঃ, হৃদয়ে ওঁ সত্যং, এইরূপ গ্রাস করিয়া
 ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে গ্রাস করিতে হইবে । ৩ । অনস্তর
 ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণায়াম করিয়া প্রাতঃকালে
 ওঁ হৃগ্যশ্চ মামহ্যশ্চ ইত্যাদি মন্ত্রে মধ্যাঙ্কে ওঁ আপঃ পুনস্ত্র
 ইত্যাদি মন্ত্রে এবং সায়াক্ষে অগ্নিশ্চ মামহ্যশ্চ ইত্যাদি মন্ত্রে
 আচমন করিতে হইবে । ৪ । পরে, বরদা, শ্বেতরূপিণী, শুক্রবস্ত্র-
 মণ্ডিতা, রুবন্ধক্সমাক্রতা, ত্রিশূলবরধারিণী, মাহেশ্বরীশক্তিরূপা
 গায়ত্রী দেবী পূর্বাঙ্কে আগমন করুন । এই বলিয়া শ্রোতঃ-
 সন্ধ্যাগতে আবাহন করিবে । ৫ । পরে বরপ্রদায়িনী, কৃষ্ণরূপা,
 অতসীকুসুমবর্ণা, গরুড়াসনসমাক্রতা, পীতবস্ত্রপরিধানা, শঙ্খ-
 চক্রগদাপদ্মধারিণী বৈষ্ণবীশক্তিরূপা, সাবিত্রী দেবী আগমন
 করুন । এই বলিয়া মধ্যাঙ্কে আবাহন করিবে । ৬ । অনস্তর

বর্ণা সমুদ্ভিতা রবিমণ্ডলসংস্থিতা । শ্বেতপদ্মসমাসীনা
 শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা । আয়াতু বরদা দেবী অপরাহ্নে সর-
 স্বতী ॥ ৭ ॥ আপোহিষ্ঠাময়ো ভুবঃ স্নান উর্জ্জ্বল দধাতনঃ ।
 মহেশ্বরায় চক্ষুবে ওঁ যোবঃ শিবতমো রসঃ তস্মা ভাজয়ত
 হনঃ উশতিরিবমাতরঃ ওঁ তস্মা অরক্ষমামবো যস্মা করায়
 জিবথ আপোজন অধাচনঃ । ওঁ স্মিত্রিয়ান আপ ওষধয়ঃ
 সন্ত ওঁ হুর্মিত্রিয়ান্ত্রৈশ্চ সন্ত যোন্মান্দেষ্টিয়ঞ্চ বয়ং দ্বিষ্যঃ
 ওঁ ক্রপদাদিবমুচ্চানঃ স্ত্রিয়ঃ স্নাতো মলাদিব পুতং পবি-
 ত্রেণে বাহ্মপাং স্নুন্ধস্তমৈনসঃ । ওঁ ঋতঞ্চ সত্যাকাডীকান্ত-
 পসোহধ্যজায়ত ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোণবঃ
 সমুদ্রাদর্ণবা দধিসংবৎসরো অজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধা-
 দ্বিষ্যন্ত মীসতোবশী সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ষাভা যথাপূর্ব্বকম্পা-
 রেৎ । দিবঞ্চ পৃথিবীকান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ ৮ ॥ গায়ত্র্যা
 বিশ্বামিত্রঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দঃ সঙ্কিতা দেবতা জপে বিনি-
 যোগঃ । ওঁ উদৈত্যং জাতবেদসং দেবং বহিস্তি কেতবঃ
 দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং । ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষু-
 র্মিত্রশ্চ বরুণশ্চাগ্নে বা আপো দ্যাভা পৃথিবীকান্তরীক্ষং
 সূর্য্যাত্মা জগতন্তস্মু যশচ । ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তা-
 চ্ছক্রমুচ্চরেৎ । পশ্চ্যম শরদঃ শতং শৃণুয়াম শরদঃ শতং
 পশ্চ্যম শরদঃ শতং । ওঁ বিশ্বতশ্চক্ষুর্ত বিশ্বতোমুখং
 বিশ্বতঃ সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবা ভূমি-
 জনয়ন্দেবত্রকঃ । দেবানা ভূবিদোনাকবিদ্বানাস্তমিতমন-
 সম্পত ইব দেবযজ্ঞং স্বাহা বা ত্রেধাজপেৎ ॥ ৯ ॥ উত্তরে

বরদায়িনী, শ্বেতবর্ণা, রবিমণ্ডলসংস্থিতা শ্বেতপদ্মসমাসীনা,
 শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা স্বরস্বতীরূপা দেবী আগমন করুন, এই
 বলিয়া সায়াকে আবাহন করিবে । ৭ । পরে ওঁ আপোহিষ্ঠা
 ময়ো ভুব ইত্যাদি, ওঁ যোবঃ শিব তমোরস ইত্যাদি ওঁ তস্মা
 অরক্ষমামবো ইত্যাদি ওঁ স্মিত্রিয়ান আপ ইত্যাদি, ওঁ হুর্মি-
 ত্রিয়া ইত্যাদি ওঁ ক্রপদাদিব ইত্যাদি এবং ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ
 ইত্যাদিমন্ত্রে আপোমার্জন করিবে । ৮ । ওঁ পরে গায়ত্র্যা বিশ্বমিত্র
 ঋষি ইত্যাদিরূপে ঋষ্যাংগী স্মরণ করিয়া উদৈত্যং জাতবেদসঃ
 ইত্যাদি, ওঁ চিত্রং দেবানামিত্যাংগী ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং ইত্যাদি

শিখরে জাতা ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনীং । ব্রাহ্মণে রাত্নানু-
 জ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাস্থখং ॥ ১০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নবাধিকদ্বিশততমো-

অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ বাস শ্রাদ্ধমহং বক্ষ্যে ভুক্তিমুক্তি-
 প্রদং নৃণাং । পূর্ব্বং নিমন্ত্রেয়ৈদ্বিপ্রান্ বিশেষাদ্ভুক্তি-
 চারিণঃ ॥ ২ ॥ প্রদক্ষিণোপবীতেন দেবান্ বামোপবী-
 তিনা । পিতৃন্নিমন্ত্রেয়ং পাদৌ ততো সংযোগমন্ততঃ ॥
 ৩ ॥ ওঁ আগতং ভবন্তিরিতি প্রশ্নঃ ওঁ সূস্বাগতমিতি
 তৈকজ্ঞে ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য এতৎ পাদোদকমর্ঘ্যং
 স্বাহা । ইতি দেবব্রাহ্মণপাদয়োর্দেবতীর্থেনাতপকুশ-
 সহিতজলদানং ॥ ৪ ॥ ততো দক্ষিণাভিমুখেন বামোপবীতেন
 অমুকগোত্রেভ্য অস্মৎপিতৃপিতামহেভ্যো যথানামশর্মেভ্যো

ওঁ বিশ্বতশ্চক্ষুর্ত ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যোপস্থান
 করিবে । ১ । অনন্তর গায়ত্রী জপ করিয়া ওঁ উত্তরে শিখরে
 জাতা ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া নমস্কার করিতে
 হইবে । ১০ ।

দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে বাস এইরূপ শ্রাদ্ধবিধি বর্ণিত হইছে, এই
 বিধি অনুসারে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিলে মনুষ্যের ভুক্তি মুক্তি
 প্রদান করে । শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধের পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে ।
 ব্রাহ্মচারিকে নিমন্ত্রণ করিলে বিশেষ ফল হইয়া থাকে ।
 ১—২ । বামদিকে উত্তরীয় রাখিয়া দেবপক্ষের এবং দক্ষিণ
 দিকে উত্তরীয় ধারণ করিয়া পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে
 হইবে । নিমন্ত্রণকালে ব্রাহ্মণের পদে জল প্রদান করিবে । ৩ ।
 অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা ওঁ স্বাগতং ভবন্তিঃ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, ওঁ
 সূ স্বাগতং এই বাক্য বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রত্যুত্তর করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা
 ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য এতৎ পাদোদকং ইদমর্ঘ্যং স্বাহা এই মন্ত্র
 বলিয়া দেবব্রাহ্মণের পাদদ্বয়ে দেবতীর্থে অভয় কুশসহিত জল
 দান করিবে । ৪ । তৎপরে বিপরীতোপবীতী হইয়া পিতৃ-পিতা-

এতৎ পাদোদকমর্ধ্যং স্বধেতি পিত্রাদিত্রাক্ষণপাদয়োঃ
পিতৃতীর্থেন ভগ্নকুশকুমুমসহিতজলদানং ॥৫॥ এবং মাতা-
মহাদিভ্যা এতৎ আচমনীয়ং স্বাহা স্বধেতি ত্রাক্ষণহস্তে এষ
বোধ্য ইতি ত্রাক্ষণহস্তে পুষ্পদানং ॥ ৬ ॥ ওঁ সিদ্ধমিদমাসনং
ইহ সিদ্ধমিত্যভিজাতঃ ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ
ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং সপ্তব্যাহুতিভিঃ পূর্ষমুখদেব-
ত্রাক্ষণোপবেশনং। উত্তরদিগ্‌মুখাঃ পিতৃত্রাক্ষণোপবে-
শনং। ওঁ দেবত্যাভ্যাঃ পিতৃভ্যাশ্চ মহাবোগিভ্যা এব
চ। নমঃ স্বধাট্যৈ স্বাহাট্যৈ নিত্যমেব নমো নমঃ। ইতি
ত্রিজজ্ঞপেৎ ॥ ৭ ॥ ওঁ অত্মান্মিন্ দেশে অমুকমাসে অমুক-
গতে সবিতিরি অমুকতির্থো অমুকগোত্রাণ্যম্মপিতৃ-
পিতামহপ্রপিতামহানাং গণানামশ্রমণ্যং বিশ্বদেবপূর্বকং
করিষ্যে। ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ বিশ্বে-
দেবানাবাহরিষ্যে আবাহয়েত্যাঙ্কে ওঁ বিশ্বেদেবাঃ স
আগত শৃণুতাম ইমং হবং ইদং বর্হিনীবীদত। ওঁ বিশ্বে-
দেবাঃ শৃণুতে মহবং যেনে অন্তরীক্ষে য উপাত্তা বিষ্ণর
অগ্নিজিহ্বা উতবাগত্রা। অসত্মান্মিন্ বর্হিষি মাদরধ্বং।
ওঁ ওদধয়ঃ সমবদন্তঃ সোমেন সহ রাজ্ঞা যৈশ্চ কৃণোতি

মহাদির নাম গোত্র উল্লেখপূর্বক এতৎ পাদোদকং ইদমর্ধ্যং স্বধা
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিত্রাদি ত্রাক্ষণের পাদদ্বয়ে পিতৃ তীর্থে ভগ্ন-
কুশকুমুমসহিত জলদান করিতে হইবে। ৫। এইরূপে মাতা-
মহাদি ত্রাক্ষণপদে পাদোদক ও অর্ঘ্য প্রদান করিবে। অনন্তর
এতদাচমনীয়ং স্বাহা এই মন্ত্রে ত্রাক্ষণহস্তে জল এবং এষ বো-
ধ্যঃ এই মন্ত্রে ত্রাক্ষণহস্তে পুষ্প প্রদান করিতে হইবে। ৬।
তৎপরে ত্রাক্ষকর্তা সিদ্ধমিদমাসনং এই বাক্য প্রসন্ন করিলে ইহ
সিদ্ধং বাক্যে ত্রাক্ষণ প্রত্যস্ত করিবে। অনন্তর ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ
ইত্যাদি সপ্তব্যাহুতি পাঠ করিয়া পূর্ষমুখে দেবত্রাক্ষণ এবং
উত্তরমুখে পিতৃত্রাক্ষণোপবেশন করাইবে। পরে দেবত্যাভ্যাঃ
পিতৃভ্যাশ্চ ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার জপ করিবে। ৭। অনন্তর মাস,
পুঙ্ক, তিপি, দেশ এবং বর্ষান্ত পিত্রাদির নাম গোত্র উল্লেখ
করিয়া বিশ্বদেবপূর্বকং করিষ্যে, এই বাক্যে জলপ্রদানপূর্বক
ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিবে,
পরে ওঁ বিশ্বেদেবান্ আবাহরিষ্যে এই বাক্যে প্রসন্ন করিলে
ওঁ আবাহয়, এই বাক্যদ্বারা ত্রাক্ষণকর্তৃক অনুমত হইয়া ওঁ

ত্রাক্ষণস্তং রাজানং পারয়ামসি। ওঁ আগচ্ছন্ত মহাভাগা
বিশ্বেদেবা মহাবলাঃ। যে বত্র বিহিতাঃ সর্কশ্রাজ্জে সাবধানা
ভবন্ত তে। ওঁ অপহতা অমুরারক্ষাংসি বেদবীদ। ইতি
ত্রিভির্নববিকরণং ॥ ৮ ॥ ওঁ পাত্রমহং করিষ্যে ওঁ কু-
ক্ষোতি অনুজ্ঞাতঃ সাগ্রকুশপত্রদ্বয়ং প্রাদেশপ্রমাণং কৃত্বা
ওঁ পবিত্রে হো বৈষ্ণবো অন্বেন কুঁশান্তরেন ছিত্বা ওঁ বিষ্ণু-
র্শ্বনসা পুতে হ ইত্যাক্ষ্য কুশান্তরেন ত্রিরতং কৃত্বা পাত্রে
পবিত্রনিষেবণং ॥ ৯ ॥ ওঁ শম্মো দেবী রভীষ্টয়ে আপো
ভবন্ত পীতরে সংযোরতি শ্রীশ্চ নঃ। পাত্রে জলদানং। ওঁ
যবোসি যবরাশ্মদ্বেষো যবরাবাতী ইতি যবদামং। গন্ধ-
দ্বারাং ছুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করিষিণীং। দৈশ্বরীং সর্ক-
ভূতানং ত্রাগিহোপাঙ্গরে শ্রিয়ং। গন্ধদানং। ওঁ
যাদিব্যা আপঃ পরসা সংবভূবুর্য়্যা অন্তরীক্ষা উতপার্ধবীর্য়্যা
যজ্ঞরাস্তান্ আপঃ শিবাঃ সংশ্রোনা সূহবা ভবন্ত। ওঁ
এষোহর্ঘ্যো নমঃ ইতি ত্রাক্ষণহস্তে জলদানত্বা অনেনৈব
পাত্রেণ পবিত্রগ্রহণং কৃত্বা সংশ্রবং পবিত্রকৃত্ব ত্রাক্ষণপার্শ্বে
দত্বাৎ। ততঃ প্রথমপাত্রে সংশ্রবজলং সংস্থাপ্য

বিশ্বেদেবা ইত্যাদি, ওঁ ওদধয়ঃ সমবদন্ত ইত্যাদি এবং ওঁ
আগচ্ছন্ত মহাভাগা ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্বক ওঁ অপহতামুরা-
রক্ষাংসি বেদবীদ এই মন্ত্রে যববিকরণ করিতে হইবে। ৮।
তৎপরে পাত্রমহং করিষ্যে এই বাক্যে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিলে ওঁ
কুক্ষ এই বাক্যে ত্রাক্ষণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া সাগ্র কুশপত্রদ্বয়
গ্রহণ করিবে, অনন্তর সেই কুশপত্রদ্বয় প্রাদেশপরিমিত করিয়া
অধিক ভাগ ওঁ পবিত্রে হো বৈষ্ণবো এই মন্ত্রে অপর কুশপত্র
দ্বারা ছেদন করিবে। তৎপরে ওঁ বিষ্ণুর্শ্বনসা পুতেহ এই
মন্ত্রে সেই কুশপত্রদ্বয় অভ্যাক্ষণ পূর্বক অপর কুশপত্রদ্বারা
রিবেষ্টন করিয়া পাত্রে স্থাপন করিতে হইবে। ৯। অনন্তর
ওঁ শম্মো দেবী রভীষ্টয়ে ইত্যাদি মন্ত্রে সেই পাত্রে জলপ্রদান
করিবে। পরে ওঁ যবোসি ইত্যাদি মন্ত্রে যবপ্রদান করিয়া
ওঁ গন্ধদ্বারা ছুরাধর্ষাঃ ইত্যাদি মন্ত্রে গন্ধ প্রদান করিবে।
অনন্তর ওঁ যাদিব্যা আপঃ পরসা ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্বক
এষোহর্ঘ্যো নমঃ এই মন্ত্রে ত্রাক্ষণহস্তে জলদান করিবে। পরে
অর্ঘ্যপাত্রস্থ সংশ্রবজল ওঁ পবিত্র গ্রহণ করিয়া ত্রাক্ষণদক্ষিণপার্শ্বে

কুশোপরি উর্দ্ধমুখং স্থাপনং কুর্যাৎ তত্‌পরি কুশদানং ॥
 ১০ ॥ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ এতানি গন্ধপুষ্পধূপদীপ-
 বাসোয়ুগযজ্ঞোপবীতানি নমঃ । গন্ধাদিদানমচ্ছিত্রমস্ত ।
 অস্থিতি ত্রাক্ষণপ্রতিবচনং ॥ ১১ ॥ ততঃ পিতৃপিতামহ-
 প্রপিতামহানাং মাতামহপ্রমাতামহরজ্জপ্রমাতামহানাং
 শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে ইতি অনুজ্ঞাবচনং কুরুষেতি ত্রাক্ষণে-
 ক্তে ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ ইতি ত্রির্জ্জপেৎ ॥ ১২ ॥
 ওঁ অমুকগোত্রেভ্যোহস্মৎপিতৃপিতামহেভ্যো যথানাম-
 শর্মভ্যঃ সপত্নীকেভ্যঃ ইদমাসনং স্বধা । ইতি ত্রাক্ষণবাসে
 আসনদানং । ওঁ পিতৃনাবাহরিয়ে ওঁ আবাহরিয়েত্যুক্তে ওঁ
 উশন্তুয়া নিধীমহ্যশন্তুঃ সমিধীমহি উশন্তু শত আবহ পিতৃন
 হবিষে অন্তবে । ওঁ আয়ান্ত নঃ পিতরঃ সোম্যাসো অগ্নিশতা
 পথিভির্দেবযানৈঃ । অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোষি-
 ক্তবন্ত তে অবন্তস্মান্ ইত্যাবাহনং । ওঁ অপহতা অনুরা
 রক্ষাংসি বেদীষদ । ইতি তিলবিকরণং । ওঁ তিলোসি সোম-
 দৈবভ্যো গৌরবো দেবনির্মিতঃ । প্রযত্নমন্তিঃ পৃক্তঃ

স্বধয়া পিতৃন লোকান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা । তিলদানং ॥
 ১৩ ॥ গন্ধপুষ্পে হস্তাভ্যাং দত্ত্বা পিতৃপাত্রমুখাপ্য যাদি-
 ব্যোতি পঠিত্বা অমুকগোত্রাঃ স্মৎপিত অমুকদেবশর্মন্ সপত্নীক
 এব তেহর্ঘ্যঃ স্বধা । সপবিত্রং পাত্রং গৃহীত্বা বামপার্শ্বে
 দক্ষিণে কুশোপরি । ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসীত্যধোমুখপাত্র-
 স্থাপনং ॥ ১৪ ॥ ওঁ শুদ্ধস্তাং লোকাঃ পিতৃসদনাঃ পিতৃ-
 সদনমসি । অধোমুখপাত্রস্পর্শনং । ততো যতাক্তমন্নং
 গৃহীত্বা দক্ষিণোপবীতী পিতৃত্রাক্ষণং । ওঁ অগ্নৌ করণ-
 মহং করিষ্যে ওঁ কুরুষেতি তেনোক্তং ওঁ অগ্নয়ে কব্য-
 বাহনায় স্বাহা আত্মতিদয়ং দেবত্রাক্ষণহস্তে দত্ত্বা অব-
 শিষ্টান্নং পিণ্ডার্থং স্থাপয়িত্বা অপারমর্দ্বং পিত্রাদি-
 পাত্রে মাতামহাদিপাত্রে চ নিক্ষিপেৎ ॥ ১৫ ॥ পাত্র-
 মুদ্রাদি নিধায় কুশং দত্ত্বা অধোমুখাভ্যাং পাণিভ্যাং
 পাত্রং গৃহীত্বা । ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং ত্রোঃ পিধানং ত্রাক্ষ-
 ণশ্চ মুখে অমৃতে অমৃতং জুহোমি স্বাহা পাত্রাভিমন্ত্রণং ।
 ইদং বিষ্ণুর্নিচক্রমে ত্রেণা নিদণে পদং সমুচমশ্য পাণ্ডুলে ।

দিতে হইবে । তৎপরে প্রথমপাত্রে সর্বগাশ্রয় জলস্থাপন
 করিয়া কুশোপরি উর্দ্ধমুখে রাখিবে এবং সেই পাত্রের উপরি
 কুশদান করিতে হইবে । ১০ । অনস্তর ওঁ বিশ্বেভ্যোঃ দেবেভ্য
 এতানি গন্ধ-পুষ্প ধূপ-দীপ-বস্ত্র যুগ যজ্ঞোপবীতানি নমঃ এই
 বাক্যে গন্ধাদি দান করিয়া প্রত্যেকে দ্রব্য দর্শনপূর্বক ওঁ গন্ধাদি-
 দানমচ্ছিত্রমস্ত এই বাক্যে অচ্ছিত্রাবধারণ করিবে । ঋত্বিক
 ত্রাক্ষণ ওঁ অন্ত এই বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করি-
 বেন । ১১ । পরে শ্রাদ্ধকর্তা, পিত্রাদির এবং মাতামহাদির
 শ্রাদ্ধ করিব এই অনুজ্ঞাবাক্যে প্রয়োগ করিলে কুরুষ এই বাক্যে
 ত্রাক্ষণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ ইত্যাদি
 মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে । ১২ । পরে পিত্রাদি ও মাতামহা-
 দির নাম গোত্র উল্লেখপূর্বক ইদমাসনং স্বধা এই বাক্যে
 ত্রাক্ষণবামপার্শ্বে আসন দান করিয়া ওঁ পিতৃন আবাহরিয়ে
 এই বাক্যে ত্রাক্ষণের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে এবং ওঁ আবাহর
 এই বাক্যে ত্রাক্ষণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ওঁ উশন্তুয়া ইত্যাদি
 ওঁ আয়ান্ত নঃ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । পরে অপহতানুরা
 রক্ষাংসি বেদীষদ এই মন্ত্রে তিল বিকরণপূর্বক ওঁ তিলোসি

সোমদৈবভ্যো ইত্যাদি মন্ত্রে তিলদান করিবে । ১৩ । অনস্তর
 উভয় হস্তদ্বারা গন্ধপুষ্প প্রদান করিয়া পিতৃপাত্র উত্থাপন
 পূর্বক ওঁ যাদিবা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে পিত্রাদিব নাম গোত্র
 উল্লেখ করিয়া, অধোহর্ঘ্যঃ স্বধা এই বাক্যে সপবিত্র পাত্র গ্রহণ
 পূর্বক বামপার্শ্বে কুশোপরি ওঁ পিতৃভ্যঃ স্থানমসি এই মন্ত্রে
 অধোমুখপাত্রে স্থাপন করিতে হইবে । ১৪ । অনস্তর ওঁ শুদ্ধস্তাং
 লোকাঃ ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া অধোমুখপাত্রে স্পর্শ কারবে ।
 তৎপরে যতমিশ্রিত অন্ন গ্রহণ করিয়া দক্ষিণহস্তে উত্তরীয়
 ধারণপূর্বক ওঁ অগ্নৌ করণমহং করিষ্যে এই বাক্যে পিতৃত্রাক্ষ-
 ণের নিকট অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে, অনস্তর ওঁ কুরুষ এই বাক্যে
 ত্রাক্ষণকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা এই
 মন্ত্রে দেবত্রাক্ষণহস্তে আত্মতিদয় প্রদান করিবে । অবশিষ্ট
 অন্ন পিণ্ডার্থ স্থাপন করিয়া অন্নের অর্দ্ধভাগ পিত্রাদিপাত্রে ও
 মাতামহাদিপাত্রে নিক্ষেপ করিবে । ১৫ । অনস্তর পাত্রমুদ্রাদি
 স্থাপনপূর্বক তত্‌পরি কুশদান করিয়া অধোমুখ হস্তদ্বয়দ্বারা পাত্র
 গ্রহণ করত ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে ।
 এইরূপে পাত্রাভিমন্ত্রণ করিয়া তত্‌পরি অন্নপরিবেশনপূর্বক

বিষ্ণো হব্যং রক্ষসু ইত্যন্নমধ্যে অধোমুখদ্বিজাস্থত্ৰিবে-
শনং ॥ ১৬ ॥ অপহতেতি ত্রিগববিকরণং । ওঁ নিহ্মি
সর্বং বদমেধ্যবস্তবেদ্ধতাশ্চ সর্কেহসুরদানবা যরা রক্ষাংসি
যক্ষাঃ সপিশাচসজ্জা হতা যরা ষাভুধানাশ্চ সর্কে ইতি
সিদ্ধার্থবিকরণং ॥ ১৭ ॥ ততো মধুবিলাচনসংজ্ঞকেভ্যো
দেবেভ্য এতদম্নং সঘতং সপানীরং সব্যঞ্জনং সাহেতি
বারিকুশাভৈরনুসঙ্কল্পনং । ওঁ অন্নমিদমচ্ছিত্রমস্ত ওঁ
সঙ্কল্পসিদ্ধিবস্ত ॥ ১৮ ॥ ততো বিপরীতোপবীতেন
সব্যঞ্জনং সঘতম্নং পিত্তাদিত্রাক্ষণপাত্রে নিধায় তদুপরি
ভূমিসংলগ্নকুশং দত্ত্বা । ওঁ পৃথিবীতে পাত্রং ইতি মন্ত্ৰেণ
উত্তানাত্যাং পাত্রং গৃহীত্বা ওঁ ইদং বিষ্ণোরিত্যন্নোপরি
উত্তানং দ্বিজাস্থত্ৰিবেশয়েৎ । ওঁ অপহতেতি তিল-
বিকরণং । ভূমিপাতিতবামজানুঃ অমুকংগোত্রোভ্যো
অশ্মংপিতৃপিতামহেভ্যঃ সপত্নীকেভ্যঃ এতদম্নং সঘতং
পানীরং সব্যঞ্জনং প্রতিবিদ্ধবর্জিতং সুধা অন্নং সঙ্কল্য
ওঁ উর্জঃ বহস্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিশ্রুতং
সুধাস্বপ্নয়ত মে পিতরং । দক্ষিণামুখবারিষারাত্যাগঃ ॥
১৯ ॥ ওঁ শ্রী ক্ষমিদমচ্ছিত্রমস্ত ওঁ সঙ্কল্পসিদ্ধিবস্ত । ওঁ

ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । পরে বিষ্ণো
হব্যং রক্ষসু এই মন্ত্রে অন্নমধ্যে অধোমুখ অস্থত্ৰিবেশ করিতে
হইবে । ১৬ । পরে অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদীষন এই মন্ত্রে তিন
বার যববিকরণ এবং নিহ্মি সর্বং ইত্যাদি মন্ত্রে সর্বপ বিকরণ
করিবে । ১৭ । অনন্তর মধুবিলাচনসংজ্ঞকেভ্য ইত্যাদি মন্ত্রের
লিখিত বাক্যে অন্ননিবেদন করিয়া অন্নোপরি সজলকুশপত্র প্রদান
করিবে । পরে ওঁ অন্নমিদমচ্ছিত্রমস্ত সঙ্কল্পসিদ্ধিবস্ত এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ
করিতে হইবে । ১৮ । তৎপরে বিপরীতোপবীতীয় হইয়া পিত্তাদি-
পাত্রে সব্যঞ্জন ঘৃতাক্ত অন্ন পরিবেশনপূর্বক অন্নোপরি ভূমি-
সংলগ্ন কুশপত্র স্থাপন করিয়া উত্তান হস্তদ্বয়দ্বারা পাত্রগ্রহণান্তে
ওঁ পৃথিবীতে পাত্রং ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । পরে ওঁ ইদং
বিষ্ণুর্বিচক্রমে ইত্যাদি এবং বিষ্ণো হব্যং রক্ষসু এই মন্ত্রে অগ্নে
অস্থত্ৰিবেশন করিবে । পরে ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদী-
ষন এই মন্ত্রে অন্নোপরি তিলবিকরণ করিয়া ভূমিতে বামজানু
পাতনপূর্বক অমুকংগোত্রোভ্যঃ ইত্যাদি মন্ত্রের লিখিত বাক্যে
অন্ননিবেদন করিতে হইবে । অনন্তর পূর্ববৎ অন্নপরিব্রজন

ভূভূবঃ সৃঃ ইতি বিসর্জ্য রিত্বা ওঁ মধুবাভা ঋতায় তে মধু-
করস্ত সিদ্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীর্নধুনক্তয়ুতোষসো মধু-
মং পার্থিবং রজঃ মধুজ্যোতিস্ত নঃ পিতা মধুমাম্মো বন-
স্পতিঃ মধুমাংস্ত সুর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্ত নঃ । মধু মধু মধু
ইতি জপঃ ॥ ২০ ॥ যথাস্থখং বাগ্গতা জুবধং ইতি ত্রয়াং ।
ভক্তবৎ সপ্তব্যাদিকং পিতৃস্তোত্রং জপেৎ । ওঁ সপ্ত-
ব্যাদি দশার্ণেষু মৃগাঃ কালাঞ্জরে গিরৌ । চক্রনাকঃ সর-
দ্বীপে হংসাঃ সরসি মানসে । তেপি জাতাঃ কুরুক্ষেত্রে
ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ । প্রস্থিতা দূরমধ্বানং যুয়ং তেভ্যো-
বসীদতঃ ॥ ২১ ॥ ততস্তৃপ্যস্ব দক্ষিণাভিমুখে বামোপ-
বীতী তং উৎসৃষ্টাশ্রুতঃ । ওঁ অগ্নিদদ্ধাশ্চ যে জীবা যেপ্য-
দদ্ধাঃ কুলে মম । ভূমৌ দন্তেন তৃপ্যস্ত তৃপ্তা যান্ত পরাশ্রুতিং ।
ইতি ভূমৌ কুশোপরি সঘতম্নং জলপ্লুতং বিকিরেৎ ॥
২২ ॥ ততো ব্রাহ্মণক্রমেণ জলগণ্ডুং দত্ত্বা পূর্ববৎ সব্যা-
হৃতিকাং গায়ত্রীং মধুবাতেত্যচং জপ্ত্বা ওঁ কচিৎ ভবন্তি-
রিত্যে দেবব্রাহ্মণপ্রশ্নঃ স্মৃচিতিমিতি ত্তেনোক্তে ওঁ শেব-
মন্নমিতি প্রশ্নঃ ইষ্টৈঃ সহ ভোজনং পিত্তাদিব্রাহ্মণং

করিয়া উর্জঃ বহস্তী ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণমুখে বারিধারা প্রদান
করিবে । ১৯ । পরে শ্রী ক্ষমিদমচ্ছিত্রমস্ত, সঙ্কল্পসিদ্ধিবস্ত এই মন্ত্রদ্বয়
পাঠ করিয়া ওঁ ভূভূবঃ সৃঃ এই বাক্যটি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক মধু-
বাভা ইত্যাদি মন্ত্রপাঠান্তে মধু মধু মধু তিনবার জপ করিতে
হইবে । ২০ । পরে যথাস্থখং বাগ্গতা জুবধং এই মন্ত্র পাঠ
করিয়া ভক্তিপূর্বক সপ্তব্যাদ্যা ইত্যাদি পিতৃস্তোত্র জপ করিবে ।
২১ । অনন্তর ওঁ তৃপ্যস্ব এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে
বামোপবীতক্রমে ওঁ অগ্নিদদ্ধাশ্চ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া
ভূমিতে কুশোপরি সঘতজলপ্লাবিত অন্ন বিকিরণ করিতে
হইবে । ২২ । তৎপরে ব্রাহ্মণে জলগণ্ডু প্রদানপূর্বক পূর্ববৎ
সপ্তবৎ ব্যহৃতিকা গায়ত্রী, মধুবাভা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া
তিনবার মধুশব্দ জপ করিবে । অনন্তর ওঁ কচিৎ ভবন্তিঃ
এই বলিয়া দেবব্রাহ্মণের প্রশ্ন করিবে । পরে স্মৃচিৎ বংলিয়া
ব্রাহ্মণ প্রতিবাক্য বলিলে ওঁ শেবমন্নং এই বলিয়া প্রশ্ন করিলে
ইষ্টির সহিত ভোজন কর, এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রত্যুত্তর করিবে ।
পরে বামোপবীতী হইয়া ওঁ তৃপ্তা ইতি বলিয়া প্রশ্ন করিবে ।

বামোপবীতেন ওঁ তৃপ্তাস্থ ইতি প্রাণঃ ও তৃপ্তাস্থ ইতি
 তেনোক্তে ভূম্যভ্যক্ষণং মণ্ডলচতুষ্কোণং তিলবিকরণং ॥২৩॥
 ওঁ অমুকগোত্র অশ্মৎপিতঃ অমুকদেবশৰ্মন্ সপত্নীক
 এতস্তে পিণ্ডাসনং স্বধা । ইখং রেখামধ্যে পিতামহায়
 সব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং মধুবাতেতি ত্রির্জপন্ অন্নং সাজ্যং
 পিণ্ডং কৃত্বা কুশোপরি অমুকগোত্র অশ্মৎপিতঃ অমুক-
 দেবশৰ্মন্ সপত্নীক এষ তে পিণ্ডঃ স্বধা । ইখং রেখামধ্যে
 পিতামহায় ততঃ সব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং মধুবাতেতি ত্রির্জ-
 পন্ পিণ্ডবিকিরণং পিণ্ডান্তিকে । ওঁ লেপভূজঃ প্রিয়স্তা-
 মিতি স্তুরণকুশেষু হস্তমার্জ্জনং প্রাকালিতপিণ্ডোদকেন
 ওঁ অমুকগোত্র অশ্মৎপিতঃ অমুকশৰ্মন্ সপত্নীক এতস্তে
 জলমবনেনিকি বেত্রেত্বা মনুজাংশ্চ ত্বমু তস্মৈ তে সুধেতি
 পিতৃপিণ্ডসেচনং । পিণ্ডপাত্রং অধোমুখং কৃত্বা বদ্ধাজলিঃ
 ওঁ পিতৃদায়কং যথাভাগমারুযা অধ্বমিতি জপেৎ আপ-
 স্পৃষ্ট্বা বামেন পরারতা উদংমুখঃ প্রাণাংশ্চিঃ সংযম্য বড়্ভ্য
 ঋতুভ্যো নমঃ ইতি জপঃ ॥ ২৪ ॥ বামেনৈব পরারতা
 পুষ্পদানং । অক্ষতাকারিকাকান্ত মে পুণ্যং শান্তিপুষ্টি-

দক্ষিণামুখঃ অমীমদন্তঃ পিতরো যথাভাগমারুযা ঈষত ইতি
 জপঃ বাসঃ শিখিলীকৃত্বাজলিং কৃত্বা ওঁ নমো বঃ পিতরো
 নমো বঃ ইতি জপঃ । গৃহাঘ্নঃ পিতরো দত্ত ইতি গৃহবীক্ষণং
 ততঃ সদো বঃ পিতরো দ্বেশ্ব ইতি বীক্ষ্য এতদ্বঃ পিতরো
 বাস-ইত্যাচার্য্য অমুকগোত্র এতস্তে বাসঃ সুধা ততঃ
 সূত্রদানং । বামেন পাণিনা উদকপাত্রং গৃহীত্বা উর্জ্জং
 বহস্তীরমৃতং দ্বতং পরঃ ইত্যাদি পিণ্ডোপরি ধারা-
 ত্যাগঃ ॥ ২৫ ॥ পূর্বস্থাপিতপাত্রশেষোদকৈঃ প্রত্যেকং
 পিণ্ডসেচনং পিণ্ডমাবাহ্য গন্ধাদিদানং পিণ্ডোপরি
 কুশপত্রঞ্চ দত্ত্বা ওঁ অক্ষমীমদন্তুহব প্রিয়ারা অধ্বত
 অন্তোষতমুভানবোবিপ্রা নবিস্তায়ামতায়ো যামন্যতে
 হরীতি ত্রির্জপঃ ॥ ২৬ ॥ ইখং মাতামহাদি ত্রাক্ষণা-
 নামাচমনং ওঁ সূক্ষ্মপ্রোক্ষিতমস্ত্বিতি ভূম্যভ্যক্ষণং কৃত্বা ওঁ
 অপাং মধ্যে স্থিতা দেবাঃ সর্কমপ্সু প্রতিষ্ঠিতং । ত্রাক্ষণশ্চ
 করেণাস্তাঃ শিবা আপো ভবন্ত নঃ । শিবা আপাঃ সন্ত্বিতি-
 ত্রাক্ষণহস্তে জলদানং । লক্ষ্মীর্কসতি পুষ্করে লক্ষ্মী-
 র্কসতি সদা গোষ্ঠে সৌম্যনস্যং সদাস্তু তে । সোমশ্চোতি

তৎপরে তৃপ্তাঃ স এই বলিয়া অমুক্তাত হইয়া উচ্ছিষ্টাগ্র ভূমে
 অভ্যক্ষণপূর্বক চতুষ্কোণমণ্ডল করিয়া তিলবিকিরণ করিবে ।
 ২৩। অনন্তর ওঁ অমুকগোত্র ইত্যাদি মূলের লিখিত বাক্যে
 পিণ্ডস্থানোৎসর্গ করিবে । পরে রেখা অভ্যক্ষণ করিয়া সপ্তদ্বার
 ব্যাহৃতিকা গায়ত্রী ও মধুবাতা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্বক তিনবার
 মধুশব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে । অনন্তর দ্ব্যতক অন্নদ্বারা পিণ্ড-
 নির্মাণ করিয়া অমুকগোত্র অশ্মৎপিতঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত
 বাক্যে কুশোপরি পিণ্ডপ্রদান করিবে । এইরূপে রেখামধ্যে
 পূর্ববৎ পিতামহপিণ্ডদান করিয়া ওঁ লেপভূজঃ প্রিয়স্তাঃ এই
 বাক্যে আন্তর্যগকুশেতে হস্তমার্জ্জন করিতে হইবে । পিণ্ডপাত্র-
 প্রাকালিত জলদ্বারা অমুকগোত্র পিতঃ ইত্যাদি বাক্যে পিণ্ড-
 সেচন করিয়া পিণ্ডপাত্র অধোমুখ করিবে । অনন্তর বদ্ধাজলি
 হইয়া ওঁ পিতৃদায়কং ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে । পরে জল-
 স্পর্শপূর্বক বামাবর্তে উত্তরমুখী হইয়া প্রাণসংযম করত ওঁ
 বড়্ভ্য ঋতুভ্যো নমঃ এই মন্ত্র জপ করিবে । ২৪। পরে বামা-

বর্তে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া অমীমদন্তঃ পিতরো যথাভাগমারুযা
 ঈষত এই মন্ত্র জপ করিয়া বস্ত্র শিখিল করত অঞ্জলি সংযমন-
 পূর্বক নমো বঃ পিতরো নমো বঃ এই মন্ত্র জপ করিবে । পরে
 গৃহাঘ্নঃ পিতরো দত্ত এই মন্ত্রে গৃহনিরীক্ষণ করিবে । পরে
 সদো বঃ পিতরো দ্বেশ্ব এই মন্ত্রে নিরীক্ষণ করতঃ এতদ্বঃ পিতরো
 বাসঃ এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অমুকগোত্র পিতঃ ইত্যাদি মূলের
 লিখিত বাক্যে সূত্রদান করিবে । তৎপরে বামহস্তদ্বারা উদক-
 পাত্র গ্রহণ করিয়া উর্জ্জং বহস্তী ইত্যাদি মন্ত্রে পিণ্ডোপরি
 জলদ্বারা ত্যাগ করিবে । ২৫। পরে পূর্বস্থাপিত পাত্র-
 শেষোদকদ্বারা প্রত্যেকে পিণ্ডসেচন করিবে । পরে পিণ্ডা-
 বাহনপূর্বক পিণ্ডোপরি গন্ধাদিদান ওঁ পিণ্ডোপরি কুশদান
 করিবে । পরে অক্ষমী ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার জপ করিবে ।
 ২৬। এইরূপে মাতামহাদি ত্রাক্ষণাচমন করিবে । পরে সূক্ষ্ম-
 প্রোক্ষিতমস্ত্ব এই বাক্যে ভূমি অভ্যক্ষণ করিতে হইবে । পরে
 অপাং মধ্যে স্থিতা দেবাঃ সর্কমপ্সু ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া

স্থতিশ্চ যদ্বৎ শ্রেয়স্করণং লোকে তত্তদন্তু সদা যম । ওঁ
অক্ষতকারিকাকান্ত ইতি যবতগুলদানং ॥ ২৭ ॥ অমুকগোত্রা-
ণামস্মৎপিতৃপিতামহপ্রপিতামহানাং সপত্নীকানামিদ-
মগ্নপানাদিকমক্ষয়মাস্তি পিত্রাদিত্রাক্ষণহস্তে তিলজল-
দানং । অস্তিতি ত্রাক্ষণে বদেৎ । এতস্মাতামহাদান-
মক্ষয়মাশিষঃ । ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্ত গোত্রমো বর্দ্ধতাং
দাতারো নোভিবর্দ্ধতাং বদাঃ সন্ততিরেষ চ । শ্রদ্ধা-
চনোমাব্যগমং বহুদেয়কনোস্তিতি অন্নঞ্চ নো বহু ভবেদতি-
থীংশ্চ লভেমহি । যাচিভারশ্চ নঃ সন্ত মা চ যাচিষ্য কঙ্ক
নঃ । এতা এবাশিষঃ সন্ত ॥ ২৮ ॥ 'সৌমনশ্রমন্তু অস্তিত্যুক্তে
প্রদত্তপিণ্ডস্থানে অর্থার্থপবিত্রমোচনং । কুশপবিত্রং গৃহী-
ত্বা তেন কুশেন পিত্রাদিত্রাক্ষণং স্পৃষ্টু । স্বধাং' বাচরিষ্যে
ওঁ বাচ্যতাং ওঁ পিতৃপিতামহেভ্যো যথানামশর্মভাঃ
সপত্নীকেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং । অন্তু স্বধা ইত্যুক্তে উর্জ্জ্ব
বহন্তীরমৃতং স্ততর্মিতি পিণ্ডোপরি বারিধারাং দত্বাং ॥
২৮ ॥ ততঃ ওঁ বিশ্বেদেবা অগ্নিন্ যজ্ঞে প্রীরস্তাং দেব
ত্রাক্ষণহস্তে যবোদকদানং । ওঁ প্রীরস্তামিতি তেনোক্তে

রিষ্টকান্ত এত মন্ত্রে যবতগুল দান করিবে । ২৭ । পরে অমুক-
গোত্রাণামিত্যাदि বাক্যে পিত্রাদিত্রাক্ষণহস্তে অক্ষয় জলদান
করিতে হইবে । ত্রাক্ষণ "অন্তু" এই বলিয়া প্রতিবচন বলিবে ।
এইরূপে মাতামহাদির অক্ষয় দান করিয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা
করিকে । 'অনন্তর ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্ত ইত্যাদি এবং
দাতারো নো বিবর্দ্ধতাং ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । পবে সৌম-
নশ্রমন্তু এত বাক্য উচ্চারণ করিবে এবং অন্তু এই মন্ত্রে
অমুক্তাত হইয়া পবিত্রমোচন করিবে । অর্থার্থ প্রদত্ত পবিত্র
গ্রহণ করিয়া আন্তর্য কুশপত্রদ্বারা ত্রাক্ষণস্পর্শপূর্বক ওঁ
স্বধাং বাচরিষ্যে এই বাক্যে অমুক্তাত প্রার্থনা কবিবে । পরে
ওঁ বাচ্যতাং এই বাক্যে ত্রাক্ষণকর্তৃক অমুক্তাত হইয়া
ওঁ পিতৃপিতামহেভ্য ইত্যাদি মন্ত্রের লিখিত বাক্যে পবিত্র-
মোচন করিয়া পিণ্ডস্থানে নিক্ষেপ করিবে । পরে ওঁ অন্তু
স্বধা এই বাক্যে অমুক্তাত হইয়া উর্জ্জ্ব বহন্তী রমৃতং ইত্যাদি
মন্ত্রে পিণ্ডোপরি বারিধারা দিতে হইবে । ২৮ । অনন্তর ওঁ
বিশ্বেদেবা অগ্নিন্ যজ্ঞে প্রীরস্তাং এই বাক্যে দেবত্রাক্ষণহস্তে

ওঁ দেবতাভ্য ইতি ত্রির্জপেৎ ॥ ২৯ ॥ অধোমুখঃ পিণ্ড-
পাত্রাণি চালয়িত্বা আচম্য দক্ষিণোপবীতী পূর্বাভিমুখঃ
ওঁ অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্মণে ত্রাক্ষণায় সপত্নীকায়
শ্রাদ্ধপ্রতিষ্ঠার্থদক্ষিণামেতদ্রজতং তৃত্যমহং সম্প্রদে ।
ইতি দক্ষিণাং দত্বাং । ততো দেবত্রাক্ষণায় দক্ষিণাদানং ॥
৩০ ॥ ততঃ পিতৃত্রাক্ষণে পিণ্ডাঃ সম্প্রদা ইতি প্রশ্নঃ ।
সুসম্প্রদা ইতি পিণ্ডে ক্ষীরধারাং দত্বা পিণ্ডচালনং অতিথি-
ত্রাক্ষণে পিণ্ডপাত্রমুত্তানং কৃত্বা । ওঁ বাজে বাজে বত
বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃত্য ঋতজ্ঞা অশ্রমধ্বাঃ
পিবত মাদয়ধ্বং তৃণায়াত পথিভির্দেবযানৈরিতি পিণ্ডাদি-
বিসর্জ্জনং আগাবাজস্ম্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্বাবা পৃথিবী
বিশ্বরূপে আমাগস্তং পিতরা মাতরা যুবমামা সোমঃ
অমৃতত্বায় গম্যাং ইতি দেববিসর্জ্জনং । ওঁ অভিরম্যতা-
মিতি পিতৃত্রাক্ষণবিসর্জ্জনং । ত্রাক্ষণৈরনুদাতস্ম্য নিব-
র্তনং । গবাদিসু পিণ্ডপ্রতিপাদনমিতি শেষঃ ॥ ৩১ ॥ অয়ং
শ্রাদ্ধবিধিঃ প্রোক্তঃ পঠিতঃ পাপনাশনঃ । অনেন বিধিনা
শ্রাদ্ধং কৃতং বৈ যত্র কুত্রচিৎ ॥ ৩২ ॥ অক্ষয়া স্ম্যাং পিতৃ-

যবোদক প্রদান করিবে এবং প্রিয়স্তাং এই বাক্যে ত্রাক্ষণ কর্তৃক
অমুক্তাত হইয়া দেবতাভ্য ইত্যাদি মন্ত্র তিন বার জপ করিতে
হইবে । ২৯ । পরে অধোমুখে পিণ্ডপাত্র চালন করিয়া আচমন
পূর্বক দক্ষিণোপবীতী হইয়া পূর্বাভিমুখে অমুকগোত্রায়
অমুকদেবশর্মণে ইত্যাদি মন্ত্রের লিখিত বাক্যে দক্ষিণা করিতে
হইবে । পরে দেবত্রাক্ষণকে দক্ষিণা দিতে হইবে । ৩০ ।
অনন্তর পিতৃত্রাক্ষণের নিকট ওঁ পিণ্ডাঃ সম্প্রদাঃ এই বলিয়া
প্রশ্ন করিবে । পরে ওঁ সুসম্প্রদাঃ এই বলিয়া ত্রাক্ষণ কর্তৃক
অমুক্তাত হইয়া পিণ্ডোপরি ক্ষীরধারা প্রদান করিতে হইবে ।
পরে পিণ্ডচালন করিয়া অতিথিত্রাক্ষণে পিণ্ডপাত্র উত্তান করিয়া
রাখিবে । অনন্তর বাজে বাজে ইত্যাদি মন্ত্রে পিণ্ড বিসর্জন
করিবে । অনন্তর অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব এই মন্ত্রে পিতৃত্রাক্ষণ
বিসর্জন করিয়া ত্রাক্ষণের নিকট অমুক্তাত গ্রহণপূর্বক গবাদিকে
পিণ্ড প্রদান করিবে । ৩১ । উক্তরূপ শ্রাদ্ধবিধি পাঠ করিলে
সর্বপ্রকার পাপনাশ হয় । আর যে কোন স্থানেই হউক না
কেন, উক্ত বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিলে নিশ্চয় পিতৃগণের

গাঞ্চ স্বর্গপ্রাপ্তিক্রবা তথা । ইত্যুক্তং পার্শ্বগশ্রাদ্ধং
পিতৃণাং ত্র্যলোকদং ॥ ৩৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পার্শ্বগশ্রাদ্ধকথনং নাম

দশাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

একাদশাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ত্র্যকোবাচ ॥ ১ ॥ নিত্যশ্রাদ্ধং প্রবক্ষ্যামি পূর্ববৎ
তদ্বিশেষবৎ । ওঁ অমুকগোত্রাণামশ্মৎপিতৃপিতামহানাং
অমুকশর্ম্মণাং সপত্নীকানাং শ্রাদ্ধং সিদ্ধান্নেন যুগ্মং স্বহং
করিয়ে । আসনাদিকমত্র শ্রাৎ বিশ্বদেবা বিবর্জিতং ॥
২ ॥ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং প্রবক্ষ্যামি পূর্ববৎ তদ্বিশেষকং । জাত-
পুত্রমুখদর্শনাদৌ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং পূর্বাভিমুখে দক্ষিণোপ-
বীতিষু সযবদরকুশৈর্দেবতীর্থেন নমস্কারাস্তেন দক্ষি-
ণোপচারেণ কর্তব্যং ॥ ৩ ॥ দক্ষিণজানু গৃহীত্বা ওঁ
অত্মান্দীর্যামুকবৃদ্ধৌ অমুকগোত্রাণামশ্মৎপিতামহীমাতৃ-
ণামমুকদেবীনামমুকগোত্রাণাং শ্রাদ্ধে কর্তব্যো বসুসত্য

অক্ষয় স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । এইরূপে পার্শ্বগশ্রাদ্ধবিধি
কথিত হইল, এই শ্রাদ্ধ পিতৃলোককে ত্র্যলোক প্রদান
করে । ৩২—৩৩ ।

একাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন । অনন্তর নিত্য শ্রাদ্ধ বলিতেছি । পূর্বে
যে রূপ শ্রাদ্ধবিধি উক্ত হইয়াছে, সেই বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ
করিতে হইবে, তন্মধ্যে বিশেষ এই,—অমুকগোত্রাণাং ইত্যাদি
মূলের লিখিত বাক্য অনুসারে নিত্যশ্রাদ্ধে বাক্য প্রয়োগ
করিবে । নিত্যশ্রাদ্ধে আসনদানাদি সমস্ত কার্যই করিবে,
কেবল এই শ্রাদ্ধে বিশ্বদেবাদি বর্জিত আছে । ১—২ । অনন্তর
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বলিতেছি, এই শ্রাদ্ধেও পূর্ববৎ সমস্ত কার্য করিবে,
তন্নিম্ন যাহা কিছু বিশেষ আছে, তাহাও কথিত হইতেছে ।
পুত্রের জাতকন্দীদি সংস্থারে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয় । এই
শ্রাদ্ধ পূর্বাভিমুখে ও দক্ষিণোপবীতীতে সযবদর-কুশদ্বারা
দেবতীর্থে দক্ষিণোপচারে করিতে হইবে । ৩ । দক্ষিণ জানু

সংজ্ঞকানাং বিশ্বেষাং দেবানাং শ্রাদ্ধং সিদ্ধান্নেন যুগ্মাশু
ময়া কর্তব্যমিতি দেবত্র্যাক্ষণামন্ত্রণং । ওঁ করিষ্যসীতি
ভেনোক্ত ইথমেবাপরদেবত্র্যাক্ষণামন্ত্রণং ॥ ৪ ॥ তত
অমুকবৃদ্ধৌ অমুকগোত্রায়া মৎ প্রপিতামহা অমুকদেব্যা
নান্দীমুখ্যাঃ শ্রাদ্ধং সিদ্ধান্নেন যুগ্মাশু ময়া কর্তব্যমিতি ।
প্রপিতামহীত্র্যাক্ষণামন্ত্রণং করিষ্যসীতি । ভেনোক্ত ইথ-
মেব প্রপিতামহাদিত্র্যাক্ষণামন্ত্রণং ॥ ৫ ॥ দেবপিতৃসর্কদেব-
ত্র্যাক্ষণং শ্রাদ্ধকরণানুজ্ঞাপনং আসনে ওঁ বিশ্বদেবা স
আগত শৃণুতাম ইমং হব ইদং বহির্নিবীদত । ওঁ বিশ্ব-
দেবাঃ শৃণুতেমং হবং যেমে অন্তরীক্ষে য উপাত্তবিক্রয়ে
অগ্নিজিহ্বা উতবা যযত্রা আসত্ত্যাম্বিহির্বিষমাদয়ধ্বং ।
ওঁ আগচ্ছন্ত ইতি বিশ্বদেবাবাহনং গন্ধাদিদানং ।
অচ্ছিদ্রাবধারণবাচনং ॥ ৬ ॥ ততঃ প্রপিতামহীপ্রভৃ-
তীনামনুজ্ঞাপনং আসনদানং গন্ধাদিদানঞ্চ অচ্ছিদ্রাবধারণ-
বাচনং । ইথং পিতামহ্যাঃ মাতুঃ ততঃ প্রপিতামহা-
দীনাং অনুজ্ঞাপনং আসনং আবাহনং গন্ধাদিদানং বৃদ্ধ-
প্রপিতামহাদীনাং অনুজ্ঞাপনাদিকরণং । ওঁ বসুসত্য-
সংজ্ঞকেভ্যো দেবেভ্যো এতদন্নং সযজ্ঞনং সযদরং সদধি
প্রতিস্থিৎবর্জিতং নম ইতি অন্নসংস্পর্শনং । ওঁ অমুক-
গোত্রে মৎপিতামহি অমুকৌ দেবি নান্দীমুখি এতদন্নং

গ্রহণ করিয়া ওঁ অদ্য অশ্মদীর্ অমুকবৃদ্ধৌ ইত্যাদি বাক্যে দেব-
ত্র্যাক্ষণের আমন্ত্রণ করিবে । পরে ওঁ করিষ্যসি এই বাক্যে ত্র্যাক্ষণ
কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া দেবত্র্যাক্ষণের আমন্ত্রণ করিতে হইবে
। ৪ । অনন্তর অমুকবৃদ্ধৌ অমুকগোত্রায়া ইত্যাদি মূলের লিখিত
বাক্যে পৃথক পৃথক পিতৃপিতামহাদি-মাতামহাদি-পিতামহাদি
মাতামহাদি ত্র্যাক্ষণামন্ত্রণ করিতে হইবে । ৫ । উক্তরূপে দেব-
পিতৃত্র্যাক্ষণ নিমন্ত্রণ ও অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বিশ্বদেবা স আগত
ইত্যাদি মন্ত্রে বিশ্বদেবগণের আবাহন করিবে । অনন্তর গন্ধাদি
দান করিয়া তাহার অচ্ছিদ্র করিতে হইবে । ৬ । অনন্তর
প্রপিতামহী প্রভৃতির অনুজ্ঞাপন, আসন দান, গন্ধাদি দান,
ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে । এইরূপে পিতামহী, মাতা ও
প্রপিতামহাদির অনুজ্ঞা গ্রহণ, আসন দান, আবাহন ও গন্ধাদি
দান এবং বৃদ্ধপ্রপিতামহাদির অনুজ্ঞাগ্রহণাদি করিতে হইবে ।

সবদরং সদধি মমঃ এবং যাতামহ-প্রমাতামহেভ্যঃ ॥ ৭ ॥
 একোদিক্টং পুরাবস্তে তদ্বিশেষং বদে শৃণু । প্রথমং
 নিমন্ত্রণং পাদপ্রক্ষালনং আসনং অস্ত্র অমুকগোত্রস্য মৎ
 পিতুরমুকদেবশর্মাণঃ প্রতিসাম্বৎসরিকমেকোদিক্টশ্রাদ্ধং
 সিদ্ধাম্মেন যুস্মাস্বহং করিষ্যে । শ্রাদ্ধকরণানুষ্ঠাপনং
 আসনং গন্ধাদিদানং অন্নানুকম্পনং । জপ্যং নিবীতি উত্ত-
 রাভিমুখীভূয়াতিথিশ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ ॥ ৮ ॥ ততস্তৃপ্তিং
 জাত্বা দক্ষিণাভিমুখে বামোপরীতৌ উচ্ছিষ্টসমীপে অগ্নি-
 দগ্ধা ইতি অন্নবিকরণং । অমুকগোত্র মৎপিতরমুকদেব-
 শর্ম্মেন্নেতন্তে জলমবনেনিক্ণু যে চাত্র ত্বামনুজ্ঞাশ্চ ত্বমনু
 তন্মৈ তে স্বধা ইতি রেখোপরি বারিধারাদানং । শেষং
 পূর্ববৎ ॥ ৯ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে একাদশাধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ *

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ সপিণ্ডীকরণং বক্ষ্যে পূর্ণেদে তৎ-

পরে বহুসত্য সংজ্ঞকেভ্যঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত বাক্যে অন্নান্ন
 করন করিবে । ৭ । একোদিক্ট শ্রাদ্ধকালে পূর্ববৎ সকল কার্য্য
 করিতে হইবে, তাহাতে বিশেষ এই—প্রথমে নিমন্ত্রণ, পাদপ্রক্ষা-
 লন ও আসনদান করিয়া অদ্য অমুকগোত্রস্য ইত্যাদি মূলের
 লিখিত বাক্যে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া আসন দান ও গন্ধাদি দান
 পূর্বক অন্নদান করিতে হইবে । পরে রুচিস্তবাদি জপ করিয়া
 কণ্ঠাবলম্বিত যজ্ঞসূত্র ধারণপূর্বক উত্তরাভিমুখে অতিথিশ্রাদ্ধ
 করিবে । ৮ । অনন্তর পিতৃলোকের তৃপ্তি নিশ্চয় করিয়া দক্ষিণাভি-
 মুখে বামোপরীতক্রমে উচ্ছিষ্টসমীপে অগ্নিদগ্ধাশ্চ ইত্যাদি
 মন্ত্রে অন্নবিকরণ করিবে । পরে অমুকগোত্র মৎপিতঃ ইত্যাদি
 মূলের লিখিত বাক্যে রেখোপরি বারিধারাদান করিতে
 হইবে । অস্ত্র কার্য্য সমুদায় পূর্ববৎ জানিবে । ৯ ।

দ্বাদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ বলিতেছি ।

কয়েহনি । কৃতং সম্যক্ যথাকালে প্রেতাভ্যঃ পিতৃ-
 লোকদং ॥ ২ ॥ সপিণ্ডীকরণং কুর্যাদপরাহে তু পূর্ববৎ ।
 পিতামহাদিত্রোক্ষণনিমন্ত্রণং । ওঁ পুরবো মাদ্রবঃ সংজ্ঞ-
 কেভ্যো দেবেভ্য এতদাসনং নমঃ বামপার্শ্বে চাসনদানং
 আবাহনং । ততঃ পিতামহপ্রপিতামহানাং সপত্নী-
 কানাং শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে ইত্যনুজ্ঞাং গ্রহণং পাত্রত্রয়করণং
 পাত্রোপরি কুশং দত্ত্বা পাত্রান্তরেণ পিষায় অচ্ছিদ্রাবধারণ-
 ণান্তং পরিসমাপ্য তথৈব পিতুরপি সপত্নীকস্য প্রেতপদাস্ত-
 নান্না শ্রাদ্ধকরণানুষ্ঠাপনং দেবপাত্রাচ্ছিদ্রাবধারণং ॥ ৩ ॥
 তৎ পরিসমাপ্য পিতামহপ্রপিতামহরুদ্রপ্রপিতামহক্রমেণ
 পাত্রাণাং মনাকু চালনং উদ্ঘাটনং কৃত্বা । ওঁ যে সমানাঃ
 সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে তেবাং লোকঃ স্বধা নমো
 যজ্ঞো দেবেষু কম্পতাৎ । ওঁ যে সমানাঃ সমনসো জীবা
 জীবেষু গামকাঃ । তেবাং ত্রীর্শ্বরি কম্পতামস্মিন্ লোকে
 শতং সমাঃ । এতন্নাস্তদ্বয়েন পিতৃপাত্রোদকং পিতামহ-
 প্রপিতামহপাত্রে রুদ্রপ্রপিতামহপাত্রে পরিত্যজ্য পিতামহ-
 প্রপিতামহরোদকং পবিত্রঞ্চ পিতৃপাত্রে ক্ষিপেৎ ॥ ৪ ॥

মরণের পর বৎসর পূর্ণ হইলে মৃততিথিতে এই শ্রাদ্ধ করিতে
 হইবে । এই শ্রাদ্ধ যথাকালে সম্যক সমাচরিত হইলে প্রেতের
 পিতৃলোকপ্রাপ্তি হয় । সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ অপরাহে করিবে ।
 পূর্ববৎ সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে । তন্মধ্যে যাচা কিছু বিশেষ
 আছে, তাহা কথিত হইতেছে । ওঁ পুরবো মাদ্রবঃ সংজ্ঞেভ্যঃ
 ইত্যাদি বাক্যে বামপার্শ্বে আসন দান করিয়া আবাহন করিতে
 হইবে । অনন্তর পিতামহপ্রপিতামহানাং ইত্যাদি বাক্যে শ্রাদ্ধা-
 নুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তিনটি পাত্র সংস্থাপন করিবে এবং সেই
 পাত্রের উপরি কুশ প্রদান করিয়া পাত্রান্তর দ্বারা আবাহন
 করিবে । পরে অচ্ছিদ্রাবধারণান্ত কৰ্ম্ম সমাপন করিয়া
 সপত্নীক পিতার প্রেতপদাস্ত নামে শ্রাদ্ধানুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক দেব-
 পাত্রাচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে । ১—৩ । উক্ত কার্য্যসকল সমাপন
 করিয়া পিতামহ, প্রপিতামহ, রুদ্রপ্রপিতামহক্রমে পাত্রচালন
 ও উদ্ঘাটন করিয়া ওঁ যে সমানাঃ সমনসঃ ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃ-
 পাত্রের জল পিতামহপ্রপিতামহ পাত্রে দিতে হইবে, রুদ্র-
 প্রপিতামহপাত্র পরিত্যাগ করিয়া পিতামহ প্রপিতামহপাত্র

ততঃ পিতৃব্রাহ্মণহস্তে পাত্ৰস্থপরিব্রদানং । পাত্ৰস্থপুষ্কণ
শিরসঃকরণপাদার্চনং ব্রাহ্মণহস্তেহন্যজলদানং হস্তাভ্যাং
পাত্ৰস্থপাণ্য 'যাদিবেতি' পঠিত্বা অমুকগোত্র মংপিভামহ
অমুকদেবশর্ম্মন সপত্নীক এষ তে অর্ঘ্যঃ স্বধা পিতৃপাত্রে-
নৈব পিতামহব্রাহ্মণহস্তে শ্লোকমর্থোদকং কৃত্বা শ্লোক-
মুদকং পিণ্ডসেচনার্থং পাত্ৰান্তরেণ পিধায় পিতৃ-
ব্রাহ্মণবামপাশ্বে দক্ষিণাগ্রকুশোপরি পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতি
অধোমুখপাত্ৰস্থাপনং ॥ ৫ ॥ পিতামহ-প্রপিতামহ-
বৃদ্ধপ্রপিতামহান্ গন্ধাদিদানমগ্নৌকরণং অবশিষ্টাশ্নং
প্রপিতামহাদিপাত্রে ক্রিপেৎ । পিতামহাদিপাত্ৰাভিমন্ত্রণ-
পর্যন্তক্ৰমেণ সমাপ্যাপি ব্রাহ্মণপাত্ৰাভিমর্ষণং অকুষ্ঠ-
নিবেশনং তিলবিকিরণং কৃত্বা অমুকগোত্র এতন্তে অশ্নং
স্বতং পানীয়ং সব্যঞ্জনং প্রতিষিদ্ধবর্জিতং যে চাত্ৰত্বা
মনুজাংশ্চ ত্রয়নু তস্মৈ তে স্বধা ইতি ॥ ৬ ॥ ততো দেব-
প্রভৃতিভ্য আপোবাণং দত্ত্বাং । অতিথিপ্রাপ্তৌ অতি-
থিব্রাহ্মণং কুর্গ্যাৎ । অশ্মিন্‌বসরে বিকরণং । পিতামহাদৌ
প্রশ্নং কৃত্বা পিতৃব্রাহ্মণং ওঁ স্বদিতং ভবন্তিরিতি প্রশ্নঃ

জল ও পবিত্র পিতৃপাত্রে নিক্ষেপ করিতে হইবে । ৪ । তৎপরে
পিতৃব্রাহ্মণহস্তে পাত্ৰস্থ পরিব্রদান করিয়া পাত্ৰস্থ পুষ্কণ
শিরঃ, কর ও পাদার্চন করিতে হইবে । পরে ব্রাহ্মণহস্তে অন্নজল
দান করিয়া উভয় হস্তদ্বারা পাত্রে উত্থাপনপূর্বক ওঁ যাদিবা
ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া অমুকগোত্র মংপিভামহ ইত্যাদি
বাক্যে পিতৃপাত্ৰ হইতে কিঞ্চিৎ অর্থোদক পিতামহব্রাহ্মণহস্তে
প্রদান করিয়া অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ জল পিণ্ডসেচনার্থ পাত্ৰান্তরদ্বারা
আচ্ছাদন করিয়া পিতৃব্রাহ্মণবামপাশ্বে দক্ষিণাগ্রকুশোপরি
পিতৃভ্যঃ স্থানমসি এই মন্ত্রে বিপরীতভাবে রাখিতে হইবে । ৫ ।
পরে পিতামহাদিকে গন্ধাদিদান করিতে হইবে এবং অগ্নৌ-
করণ করিয়া অবশিষ্টাশ্ন প্রপিতামহাদিপাত্রে নিক্ষেপ করিতে
হইবে । তৎপরে ক্রমতঃ পিতামহাদির পাত্ৰাভিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত
কন্ম সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণপাত্ৰাভিমর্ষণ, অকুষ্ঠনিবেশন ও তিল-
বিকিরণপূর্বক অমুকগোত্র ইত্যাদি বাক্য উচ্চারণ করিয়া অন্ন
নিবেদন করিবে । ৬ । অনন্তর দেবব্রাহ্মণহস্তে আপো-
বাণার্থ জল দিতে হইবে । পরে অতিথি প্রশ্ন হইলে অতিথি-

ওঁ অমুকগোত্র মংপিত অমুকশর্ম্মন সপত্নীক এষ তে.
পিণ্ডো যে চাত্ৰত্বা মনুজাংশ্চ ত্রয়নু তস্মৈ স্বধেতি পিণ্ড-
পাত্ৰমচ্ছিত্রমস্ত ততঃ সঙ্কম্পসিদ্ধিবাচনং সমাপ্য পিণ্ডং
দ্বিধা কৃত্বা যে সমানাঃ স্তমস ইতি মন্ত্রদ্বয়ং পঠিত্বা পিতা-
মহবৃদ্ধপ্রপিতামহপাত্রেযু ক্রিপেৎ । পিণ্ডেযু গন্ধাদিকং
দত্ত্বা পিণ্ডচালনং অতিথিব্রাহ্মণে স্বদিতাদিপ্রশ্নঃ । ব্রাহ্মণা-
নামাচমনং ভুক্তিক্রমেণ তাম্বলদানং । স্নম্প্রোক্ষিতমস্ত
শিবা আপঃ সন্ত বৃদ্ধপ্রপিতামহক্ৰমেণ ব্রাহ্মণহস্তে জল-
দানং গোত্রশ্রাক্ষ্যমস্ত পিতৃব্রাহ্মণহস্তে উপতিষ্ঠতামিতি
সতিলজলদানং ॥ ৭ ॥ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্ত অস্তিত্যুক্তে
স্বধাষাচয়িষ্যে ইতি পিতামহাদিব্রাহ্মণানুজ্ঞাপনং । ওঁ
বাচ্যতাং ইত্যুক্তে ওঁ পিতামহাদিভ্যঃ স্বধোচ্যতাং অস্ত
স্বধেত্যুক্তে পিতৃব্রাহ্মণপিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতামিতি অস্ত
স্বধেত্যুক্তে ওঁ উর্জং বহন্ত্যারিত দক্ষিণাভিমুখবারিধারা-
ত্যাগঃ । ওঁ বিশ্বেদেবা অশ্মিন্‌ বজ্রে প্রীয়ন্তামিতি দেব-
ব্রাহ্মণহস্তে যবোদকদানং । ওঁ দেবতাভ্য ইতি ত্রির্জপঃ ।

শ্রাদ্ধ করিবে । এই সময়ে বিকিরণার্থ অন্ন প্রদান করিবে ।
পরে পিতামহাদি ব্রাহ্মণে প্রশ্ন করিয়া স্বদিতং ভবন্তিঃ এই
বাক্যে পিতৃব্রাহ্মণে প্রশ্ন কারতে হইবে এবং অমুকগোত্র
ইত্যাদি বাক্যে পিণ্ডদান ও পিণ্ডাচ্ছিত্রাবধারণ করিয়া সঙ্কম্প-
সিদ্ধিবাচনপূর্বক সমস্ত কাষ্যসমাপনান্তে পিণ্ড দ্বিধা করিয়া
যে সমানাঃ স্তমসঃ ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্বক পিতামহাদি-
পিণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে । পরে পিণ্ডোপরি গন্ধাদি
প্রদান করিয়া পিণ্ডচালন, অতিথি ব্রাহ্মণে স্বদিতাদিপ্রশ্ন,
ব্রাহ্মণাচমন, ভুক্তিক্রমে তাম্বল দান করিবে । অনন্তর স্নম্প্র-
প্রোক্ষিতমস্ত, শিবা আপঃ সন্ত এই বাক্যে উচ্চারণপূর্বক
বৃদ্ধপ্রপিতামহাদিক্রমে ব্রাহ্মণহস্তে জলদান করিবে । পরে
পিতৃব্রাহ্মণহস্তে অক্ষয়াদান করিলে উপতিষ্ঠতাং এই বাক্যে
সতিল জলপ্রদান করিতে হইবে । ৭ । তৎপরে অঘোরাঃ
পিতরঃ সন্ত এই বাক্য উচ্চারণ করিলে সন্ত এই বাক্যে ব্রাহ্মণ
প্রতিসচন প্রদান করিবে এবং স্বধাং বাচয়িষ্যে এই বাক্যে
অনুজ্ঞাপ্রদান করিলে ব্রাহ্মণ বাচ্যতাং এই বাক্যে প্রত্যুত্তর
করিবেন । তৎপরে মাতামহাদিভ্যঃ স্বধোচ্যতাং এই বাক্যে

৮। পিণ্ডপাত্রাণি চালয়িত্বা আচম্য পিতামহাদিত্যো দক্ষিণাং
দত্ত্বা ততঃ পিতৃত্রাক্ষণায় আশিষো মে প্রদীয়ন্তামিত্যাশীঃ-
প্রার্থনং প্রতিগৃহ্যতামিত্যুক্তে দাতারো নোভিবর্জন্তামিতি
পাণ্ড্রমুত্তানং কৃত্বা রাজে বাজে বিসর্জ্জনং অভিরম্যতা-
মিতি পিতৃত্রাক্ষণং ॥৯॥ সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধং ব্যাস প্রোক্তং
ময়া তব । শ্রাদ্ধং বিষ্ণুঃ শ্রাদ্ধকর্তা ফলং শ্রাদ্ধাদিকং
হরিঃ ॥ ১০ ॥

ইতি গাকড়ে মহাপুরাণে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানং নাম দ্বাদশা-
ধিকশততমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ
শঙ্কর । ভুক্তিমুক্তিপ্রদং সূক্ষ্মং সৰ্বপাপবিনাশনং ॥ ২ ॥
শ্রুতং ধর্ম্যং বলং ধৈর্য্যং সুখমুৎসাহমেব চ । শোকো

পবিত্র মোচন করিলে অস্ত্র স্বধা এই বাক্যে ব্রাহ্মণ প্রতিবচন
প্রদান করিবে । অনন্তর উজ্জং বহন্তী ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণাভি-
মুখে ধারিধারা ত্যাগ করিবে । পরে বিবেচনায় অত্র শ্রাদ্ধে
প্রীয়ন্তাঃ এই বাক্যে দেবব্রাহ্মণহস্তে যবোদকদান করিয়া দেব-
তাভ্য ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার জপ করিতে হইবে । ৮ । অনন্তর
পিণ্ডপাত্র সকল চালন করিয়া আচমনপূর্বক পিতামহাদিক্রমে
দক্ষিণা দিতে হইবে । পরে পিতৃত্রাক্ষণে আশিষো মে প্রদীয়ন্তাঃ
এই বাক্যে আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলে ব্রাহ্মণ প্রতিগৃহ্যতাঃ এই
বাক্যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে । তৎপরে দাতারো নোভি-
বর্জন্তাঃ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পাত্র উত্তানপূর্বক বাজে বাজে
ইত্যাদি মন্ত্রে দেবব্রাহ্মণ ও অভিরম্যতাঃ এই মন্ত্রে পিতৃত্রাক্ষণ
বিসর্জ্জন করিতে হইবে । ৯ । হে ব্যাস ! এইরূপে সপিণ্ডী-
করণশ্রাদ্ধ আমি তোমার নিকট বলিলাম । শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধকর্তা
ও শ্রাদ্ধফল এই সমুদায়ই বিষ্ণুস্বরূপ জ্ঞান করিবে । ১০ ।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রাহ্মা কহিলেন, হে শঙ্কর ! অনন্তর ভুক্তিমুক্তিপ্রদ অতি-
সূক্ষ্ম সৰ্বপাপবিনাশন ধর্ম্মসার সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ
কর । ১-২ । শাস্ত্র, ধর্ম্ম, বল, ধৈর্য্য, সুখ, উৎসাহ, এই সকল

হরতি বৈ নৃণাং তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজেৎ ॥ ৩ ॥ কর্ম্ম-
দারাঃ কর্ম্মলোকাঃ কর্ম্মসম্বন্ধিবান্ধবাঃ । কর্ম্মাণি প্রের-
য়ন্তীহ পুরুষং সুখদুঃখয়োঃ ॥ ৪ ॥ দানমেব পরো ধর্ম্মো
দানাৎ সর্বমবাপ্যতে । দানং সর্গক রাজ্যক দদ্রাদানং
ততো নরঃ ॥ ৫ ॥ একতো দানমেবাহুঃ সমগ্রবরদক্ষিণঃ ।
একতো ভয়ভাতশ্চ প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণং ॥ ৬ ॥ তপসা
ত্রাক্ষর্য্যেণ যজ্ঞৈঃ স্নানেন বা পুনঃ । ধর্ম্মশ্চ নাশকা যে চ
তে বৈ নিরয়গামিনঃ ॥ ৭ ॥ যে চ হোমজপস্নানদেবতা-
র্চনতৎপরঃ । সত্যকমাদয়াযুক্তান্তে নরাঃ সর্গগামিনঃ ॥
৮ ॥ ন দাতা সুখদুঃখানাং ন চ হর্ত্তাস্তি কশচন । স্বকৃত-
ন্যেব ভুঞ্জস্তে দুঃখান চ সুখান চ ॥ ৯ ॥ ধর্ম্মার্থং জীবিতং
যেষাং দুর্গান্যাতিতরন্তি তে । সন্তুষ্টঃ কো ন শকোতি
ফলযুগ্লেচ্চ বর্ত্তিতুং ॥ ১০ ॥ সর্ব এব হি সৌখ্যেন

মনুষ্যের ধর্ম্মকে শোক হরণ করিয়া থাকে । ৩ । অতএব শোক
পরিত্যাগ করা সর্বতোভাবে বিধেয় । কর্ম্মই পুরুষের দারা,
কর্ম্মই পুরুষের সর্বলোকপ্রাপ্তির কারণ এবং কর্ম্মজনাই পুরুষের
বন্ধুবান্ধব হইয়া থাকে ; অতএব জানা যায় যে, কর্ম্মই পুরুষকে
সুখদুঃখে প্রেরণ করিয়া থাকে । ৪ । একমাত্র দানই পরমধর্ম্ম,
দান হইতেই পুরুষের সর্বপ্রকার অভিলষিত লাভ হয় । ঐ
দানই পুরুষকে সর্গ ও রাজ্যপ্রদান করে ; অতএব মনুষ্যগণ
অবশ্য দান করিবে । ৫ । পণ্ডিতগণ একপক্ষে সমগ্র দক্ষিণার
সহিত দান ও অপর পক্ষে ভয়ভীত প্রাণীর প্রাণরক্ষা এই
উভয়কে তুল্যরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । ৬ । তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য,
যজ্ঞ, স্নান এই সকল কার্য্য করিয়াও যাহারা প্রকৃত ধর্ম্মের নাশ
করেন, তাঁহারা চিরকাল নিরয়গামী হইয়া থাকেন । যাহারা
হোম, জপ, স্নান, দেবতার্চন প্রভৃতি কার্য্যে তৎপর থাকিয়া
সত্য, ক্রমা, দয়া প্রভৃতি সদগুণে অলঙ্কৃত হইয়েন, তাঁহারা
সর্গগামী হইতে পারেন । ৮ । কেহ কাহাকে স্তম্ভ বা দুঃখ
দান করিতে পারে না । সকলেই স্বস্বকৃত কর্ম্মানুসারে সুখ-
দুঃখভোগ করিয়া থাকেন । ৯ । যাহারা ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত
জীবন দান করেন, তাঁহারা দুর্গতিসকল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া
থাকেন । যাহাদিগের চিত্ত সক্ষম সন্তুষ্ট আছে, তাঁহারা ফল-
মূল শাকাদিদ্বারা জীবনধারণ করিয়াও সুখ অনুভব করেন । ১০ ।

সঙ্কটান্যবগাহতে । এষ এব হি লোভস্তা কার্যোহয়মতি-
 দুষ্করঃ ॥ ১১ ॥ লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ
 দ্রোহঃ প্রবর্ততে । লোভান্মোহশ্চ মায়া চ মানো মৎসর
 এব চ ॥ ১২ ॥ রাগদ্বेषমূতক্রোধো লোভমোহমদোজ-
 ঞ্জিতঃ । গঃ শাস্ত্রঃ পরং লোকং বাতি পাপবিবর্জিতঃ ॥
 ১৩ ॥ দেবতা মুনয়ো নাগা গন্ধর্বা গুহ্যকা হর । ধার্মিকং
 পূজয়ন্তীহ ন ধনাঢ্যং ন কামিনং ॥ ১৪ ॥ অনন্তবল-
 বীর্যেণ প্রজ্ঞয়া পৌরুষেণ বা । অলভ্যং লভতে মর্ত্য-
 স্তত্র কা পরিবেদনা ॥ ১৫ ॥ সর্বসত্ত্বদ্রব্যার্থা সর্বৈন্দ্রিয়-
 বিনিগ্রহঃ । সর্বত্রানিত্যবুদ্ধিঞ্চ শ্রেয়ঃ পরমিদং স্মৃতং ॥
 ১৬ ॥ পশ্চান্নবাগ্নতো মৃত্যুং যো ধর্ম্যং নাচরেন্নরঃ । অজা-
 গলন্তনশ্চৈব তস্য জন্ম নিরর্থকং ॥ ১৭ ॥ জ্ঞানহা ব্রহ্মহা
 গোম্বঃ পিতৃহা গুরুতম্পগঃ । ভূমিং সর্বগুণোপেতাং

সকল ব্যক্তিই সুখের লালসায় ছুঁকর কার্যে প্রবৃত্ত হয়, এইটী
 লোভের কার্য্য। মনুষ্য লোভপরতন্ত্র হইলেই ছুঁকর কার্য্য
 করিয়া থাকে। ১১। মনুষ্যের অন্তঃকরণে লোভ উপস্থিত
 হইলেই ক্রোধ, প্রবল হইয়া উঠে। লোভ বশতঃ মনুষ্য হিংসাদি
 গাহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মোহ, মায়া, অভিমান, মানসর্য্য,
 রাগ, দ্বেষ, মিথ্যা আচরণ, এই সমস্তই লোভ হইতে উৎপন্ন
 হয়, অতএব লোভ ও মোহ পরিত্যাগ করিবে। যে শাস্ত্র
 ব্যক্তি লোভ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি সর্বপ্রকার পাপ-
 বিহীন হইয়া পরম লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১২—১৩।
 মহেশ্বর, দেবতা, মুনীগণ, নাগ, গন্ধর্ব্ব ও গুহ্যকগণ, ইহারা
 সকলেই ধার্মিকের অর্চনা করিয়া থাকেন, কখন ধনাঢ্য অথবা
 কামীর অর্চনা কেহ করে না। ১৪। অনন্ত বলবোধী প্রজ্ঞা ও
 পৌরুষ দ্বারা যদি কোন মনুষ্য অলভ্য দ্রব্য লাভ করিতে
 পারেন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে অপরের পরিতাপ করা কর্তব্য
 নহে। ১৫। সকল প্রাণীর প্রতি দয়া, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এবং সর্ব
 বস্তুতে অনিত্য বুদ্ধি এই সকলই মনুষ্যের পরম শ্রেয়স্কর। ১৬।
 যিনি সমুখে মৃত্যু বিদ্যমান আছে, এইরূপ জ্ঞান করিয়া ধর্ম্মা-
 চরণ না করেন, অজাগলস্থিত স্তনের ন্যায় তাঁহার জন্ম বিফল
 জানিবে। ১৭। জ্ঞানহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, পিতৃহত্যা, গুরু-
 পত্নীগমন এই সকল মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত হয়। উক্ত

দত্তা পাটপঃ প্রমুচ্যাতে ॥ ১৮ ॥ ন গোদানাং পরং দানং
 কিঞ্চিদন্তীহ মে মতিঃ । যা গোঁন্যার্য্যার্জ্জিতা দত্তা ক্লেশং
 তারয়তে কুলং ॥ ১৯ ॥ নান্নদানাং পরং দানং কিঞ্চি-
 দন্তি রুধিরজ । অন্নৈন ধার্য্যতে সর্বং চরাচরমিদং জগৎ ॥
 কন্যাদানং রুষোৎসর্গস্তীর্থসেবা শ্রেষ্ঠতম্ ॥
 দানান্যন গণিরত্বসমুদ্রারঃ ॥ ২১ ॥ অন্নদানস্য সর্বাণি কলাং
 নার্ষ্ণস্তি বোড়শীং । অন্নং প্রাণা বলং তেজস্চান্নাদীর্ঘ্যং
 ধৃত-স্মৃতিঃ ॥ ২২ ॥ কুপবাপিতভাগাদি আরামানি চ
 কারয়েৎ । ত্রিসপ্তকুলমুদ্বৃত্য বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২৩ ॥
 সাধুনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থাদপি বিশিষ্যতে । কালে ন
 কলতে তীর্থং সদাঃ সাধুসমাগমাঃ ॥ ২৪ ॥ সত্যং দমস্তপঃ
 শৌচং সন্তোষশ্চ ক্ষমার্জ্জবং । জ্ঞানং শমং দয়া দান-
 মেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ধর্ম্মসারকথনং নাম ত্রয়ো-

দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

পাপী ব্যক্তি সর্বগুণোপেতা ভূমি প্রদান করিলে ঐ সকল পাপ
 হইতে মুক্ত হইতে পারে। ১৮। হে শঙ্কর! আমি নিশ্চয় জানি
 যে, ইহলোকে গোদান হইতে অল্প কোন কার্য্যই প্রদান নহে।
 যিনি জ্ঞার্য্যার্জ্জিত গোদান করেন, তিনি সকল পাপ হইতে
 আপন কুলকে পরিত্রাণ করিতে পারেন। ১৯। রুধিরজ! অন্ন-
 দান হইতে প্রদান দান আর কিছুই নাই, যে হেতু এই সচরাচর
 জগৎ অন্নদ্বারাই প্রতিষ্ঠিত আছে। ২০। কন্যাদান, রুষোৎসর্গ,
 তীর্থসেবা, বেদাদ্যয়ন, হস্তী অশ্ব রথাদি দান, গণিরত্ব ও
 পুণ্যবীদান, এই সকল কর্ম্মও অন্নদানের বোড়শাংশ ফল প্রদান
 করিতে পারে না। যেহেতু অন্ন হইতেই প্রাণিগণের প্রাণ,
 বল, তেজ, বীর্ঘ্য, ধৃতি, স্মৃতি, এই সকল প্রতিষ্ঠিত হয়।
 ২১—২২। যিনি কূপ, পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা ও উপবন নির্মাণ
 করিয়া লোকের সমুষ্টির নিমিত্ত প্রদান করেন, তিনি আর্গন
 ত্রিসপ্তকুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস করিতে পারেন। ২৩।
 সাধুসমাগম অতি মহৎ পুণ্য, ইহা সর্বপ্রকার তীর্থ হইতেও
 বিশেষ ফল প্রদান করে। তীর্থসেবা করিলে কালান্তরে তাহারি
 ফললাভ হয়, কিন্তু সাধুসমাগম তৎক্ষণাৎ ফল প্রদান করে। ২৪।
 সত্য, দান, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, শম,
 দয়া ও দান এই সকল সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। ২৫।

চতুর্দশাদিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ। প্রায়শ্চিত্তাদি বক্ষ্যেহং নরকাদ্যোষম-
র্দনং । মক্ষিকা বিপ্রক্షো নারী ভূবি ত্রোয়ং হতাশনঃ ।
মার্জ্জারো নকুলশ্চৈব শুণীন্যোতানি নিত্যশঃ ॥ ২ ॥ যঃ
শূদ্রোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টঃ প্রমাদাৎ ভুঞ্জতে দ্বিজঃ । অহো-
রাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৩ ॥ বিপ্রো
বিপ্রৈশ সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন কদাচন । স্নানং জপাক-
কর্তব্যং দিনস্যান্তে চ ভোজনং ॥ ৪ ॥ অন্নং সমক্ষিকা-
কেশং শুদ্ধেদ্বাস্তেন তৎক্ষণাৎ । যশ্চ পাণিতলে ভুঙ্ক্তে
অঙ্গুল্যা বাহুনা চ যঃ ॥ ৫ ॥ অহোরাত্রেণ শুদ্ধোক্ত পিবেৎ
পতিতবার্গ্যুত । পীঃশেষস্ত বস্ত্রোয়ং বামহস্তেন মদ্য-
বৎ ॥ ৬ ॥ চন্দ্রমধ্যগতং ত্রোয়মশুচি স্যান্ন তং পিবেৎ ।
অস্ত্রাজাতিরবিজ্ঞাতো নিবসেদ্যস্য বৈশ্বানি ॥ ৭ ॥ চান্দ্রা-
য়ণং পরাক্ষয়া দ্বিজাতীনাং বিশোধনং । প্রাজাপত্যস্ত

চতুর্দশাদিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তর প্রায়শ্চিত্তাদি কহিতেছি । এই
প্রায়শ্চিত্তসকল নরকভোগের হেতুভূত পাপ বিনাশ করে ।
মক্ষিকা, জলবিদ্ধ, স্ত্রী, জল, অগ্নি, মার্জ্জার ও নকুল ইহারা
সর্বদাই শুচি । ১—২ । যে কোন ব্যক্তি প্রমাদবশতঃ শূদ্রের
উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া ভোজন করেন, তিনি অহোরাত্র উপবাস
করিয়া পঞ্চগব্য পানদ্বারা শুদ্ধ হইতে পারেন । ৩ । যদি কোন
ব্যক্তি উচ্ছিষ্টাপ্রাপ্ত কর্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়া, তাহাইলে স্নান ও
জপ করিয়া দিনান্তে ভোজন করিলে শুদ্ধ হইতে পারেন । ৪ ।
মক্ষিকা ও কেশবৃক্ষ অন্ন ভোজন করিলে তৎক্ষণাৎ বমন করিয়া
শুদ্ধ হইবে । যিনি হস্ততলে, ও অঙ্গুলীতে, অথবা বাহুতে কোন
ব্রহ্মা রাখিয়া ভোজন করেন, তিনি অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া
জলপানদ্বারা শুদ্ধ হইবেন । কোন ব্যক্তির পীতাবশিষ্ট জল পান
করিলে মদ্যপানভূগ্য পাপ হইয়া থাকে এবং বাঁম হস্তে জলপান
করিলেও উক্তরূপ ব্যবস্থা জানিবে । ৫—৬ । চন্দ্রমধ্যগত জল
সর্বদা শুচি, অতএব তাহা পান করিবে না ; কোন অস্ত্রাজাতি
অজ্ঞানপূর্বক যে ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করে, সেই ব্রাহ্মণ
চান্দ্রায়ণ অথবা পরাক্ষয় আচরণ করিলে তাহার পাপশুদ্ধি

শূদ্রস্য পশ্চাৎ জ্ঞাতে তথাপরে ॥ ৮ ॥ যস্তত্র ভুঙ্ক্তে
পক্ষ্মণং কৃচ্ছার্কং তস্য দাপয়েৎ । তেষামপি চ গো ভুঙ্ক্তে
কৃচ্ছুপাদো বিধীয়তে ॥ ৯ ॥ রজকানাঞ্চ শৈলুঘী-বেণু-
চর্ম্মোপজীবিনাং । এতদন্নঞ্চ বো ভুঙ্ক্তে দ্বিজাশ্চান্দ্রায়ণং
চরেৎ ॥ ১০ ॥ চাণালকূপভাণ্ডেযু অজ্ঞানাং পিবতে
জলং । কুর্যাৎ সান্ত্বপনং বিপ্রশ্রুতর্দ্ধকং বিশং স্মৃতং ॥
১১ ॥ পাদং শূদ্রস্য দাতব্যমজ্ঞানাদস্ত্যবেশ্বানি । প্রায়-
শ্চিত্তং ত্রিকৃচ্ছুং স্ম্যৎ পরাক্ষমন্ত্যজাগতো ॥ ১২ ॥ অস্ত্রা-
জোচ্ছিষ্টভূক্ শুদ্ধোদ্বিজাশ্চান্দ্রায়ণেন চ । চাণালান্নং
যদা ভুঙ্ক্তে প্রমাদাদৈকদ্বিশতং ॥ ১৩ ॥ ক্ষত্রজাতিঃ সান্ত্ব-
পনং যজ্ঞীরাত্রং পরে তথা । একরক্ষে তু চণালঃ প্রমা-
দাদ্ভ্রাক্ষণে যদি । কলং ভক্ষয়তে তত্র অহোরাত্রেণ
শুদ্ধ্যতি ॥ ১৪ ॥ ভুঙ্ক্তোচ্ছিষ্টোপি বাস্তাক্ষাণালং

হইয়া থাকে । শূদ্রের গৃহে অস্ত্রাজাতি প্রবেশ করিলে সেই
শূদ্র প্রাজাপত্য ব্রতদ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে । ৭—৮ । অস্ত্রাজাতি
গৃহে প্রবেশ করিলে যিনি সেই গৃহে পক্ষ্মণ ভোজন করেন,
তাঁহার কৃচ্ছার্ক ব্রতচরণ করা বিধেয় । অস্ত্রাজাতিপ্রবিষ্ট গৃহে
অন্নভোজী ব্যক্তির অন্ন যিনি ভোজন করেন, তাঁহাকে কৃচ্ছ-
পাদ আচরণ করিতে হয় । ৯ । যে ব্রাহ্মণ রজক, নট, বেণু ও
চর্ম্মোপজীবীর অন্ন ভোজন করেন, সেই ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণব্রত
করিলে শুদ্ধ হইতে পারেন । ১০ । চণালের কূপ ও ভাণ্ডে
অজ্ঞানবশতঃ যদি কোন ব্রাহ্মণ জলপান করেন, তাহা হইলে
সেই বিপ্র সান্ত্বপন ব্রত আচরণ করিবে, বৈশ্য উক্তরূপ জলপান
করিলে ব্রাহ্মণের অর্দ্ধপ্রায়শ্চিত্ত করিবে । ১১ । যদি কোন
শূদ্র অজ্ঞানবশতঃ অস্ত্রাজাতির গৃহে ভোজনাদি করে, তাহা
হইলে সেক্ট শূদ্র ব্রাহ্মণের চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্তাচরণ করিবে ।
ব্রাহ্মণ অস্ত্রাজাতির স্ত্রীগমন করিলে কৃচ্ছ্রব্রত প্রায়শ্চিত্ত
করিয়া শুদ্ধ হইবে । ১২ । ব্রাহ্মণ অস্ত্রাজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন
করিলে চান্দ্রায়ণদ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে । ব্রাহ্মণ প্রমাদবশতঃ
চণালান্ন ভোজন করিলে ঐকদ্বিশত ব্রত আচরণ করিবে । ১৩ ।
ক্ষত্রজাতির চণালান্ন ভক্ষণে সান্ত্বপন ব্রত আচরণ করা বিধেয় ।
যদি ব্রাহ্মণ ও চণাল এক বৃক্ষে থাকিয়া ফল ভক্ষণ করে, তাহা
হইলে সেই ব্রাহ্মণ অহোরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইতে

স্পৃশতে যদি । গায়ত্রীসহস্রস্ত্রয়ং পদাশ্বা শতং জপেৎ ॥
 ১৫ ॥ চাণ্ডালম্পর্শচায়ে বা বিমূঢ়ে তু কৃতেন বা ।
 প্রায়শ্চিত্তং ত্রিরাত্রং স্ম্যৎ পরাক্ষান্ত্যজাগতো ॥ ১৬ ॥
 অকামতস্ত্রয়ো গতা পরাক্ষন্ত্র সাধকং । অন্ত্যজাতি-
 প্রসূতস্য প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥ মদ্যাদিদুষ্টি-
 ভাণ্ডেযু যদাপঃ পিবতে দিজঃ । কৃচ্ছ্রপাদেন শুদ্ধোত
 পুনঃ সংস্কারকর্মণা ॥ ১৮ ॥ যে প্রত্যবসিতা বিপ্রা
 বজ্রাগ্নিগবনাদিমু । অন্নপানাদি সংগৃহ্য চিকীর্ষন্তি গৃহা-
 স্তরং ॥ ১৯ ॥ চারয়েন্নীণি কৃচ্ছ্রাণি ত্রীণি চান্ধ্রায়ণানি বৈ ।
 জাতকর্ম্মাদিসংস্কারং বশিষ্ঠো মুনিরব্রবীৎ ॥ ২০ ॥ প্রাজ-
 পত্যান্দিভিঃ স্ত্রী জ্ঞৌ শুদ্ধোত দ্বিভোজনাৎ । উচ্ছিষ্টো-
 চ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টশূনা শূদ্রেণ বা দিজঃ ॥ ২১ ॥ উপোষ্য
 রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুদ্ধাতি । বর্ণবাহেন সংস্পৃষ্টঃ

পারে ১৪। যদি ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া উচ্ছিষ্টমুখে চণ্ডালকে স্পর্শ
 করেন, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া শুদ্ধ
 হইতে পারেন অথবা অষ্টোত্তবসহস্র গায়ত্রী কিম্বা শতসংখ্যক
 ক্রপদাদি মন্ত্র জপ করিলেও সেই ব্রাহ্মণের শুদ্ধি হইয়া থাকে ।
 ১৫। চণ্ডাল ও ব্যাধের অন্ন, বিষ্ঠা অথবা মূত্র স্পর্শ করিলে
 ত্রিরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় আর অহুজ্য জীগমন
 করিলে পরাক্ষত্ৰই সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপ জানিবে ।
 ১৬। অকামতঃ পরজীগমন করিলে পরাক্ষত্ৰরূপ প্রায়-
 শ্চিত্ত আচরণ করিলে শুদ্ধ হইতে পারে । অন্ত্যজাতিপ্রসূত
 ব্যক্তির কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তবিধান উক্ত নাই । ১৭। ব্রাহ্মণ
 যদি মদ্যাদিদূষিত ভাণ্ডে জলপান করেন, তাহা হইলে কৃচ্ছ্র-
 পাদ ত্ৰত আচরণ করিয়া পুনর্বার সংস্কার করিলে শুদ্ধ হইয়া
 থাকেন । ১৮। যদি ব্রাহ্মণে ভোজন করিতে করিতে বজ্রপাত,
 অগ্ন্যুৎপাত অথবা প্রবল বাতাদি উপস্থিত হইলে সেই অন্ন
 পানাদি লইয়া গৃহান্তরে গমন পূর্বক ভোজন করেন, তাহা-
 হইলে সেই ব্রাহ্মণ তিনটি কৃচ্ছ্র ত্ৰত ও তিনটি চান্ধ্রায়ণ ত্ৰত
 আচরণ করিয়া পুনর্বার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করিবেন । বশিষ্ঠ
 মুনি এইরূপ ব্যবস্থা নিরূপণ করিয়াছেন । ১৯—২০। যদি উচ্ছিষ্ট
 ব্রাহ্মণকে অন্য উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি কৃচ্ছ্র অথবা শূদ্র স্পর্শ করে,
 তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ এক রাত্রি উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য পান-

পঞ্চরাত্রেন বৈ তদা ॥ ২২ ॥ অদুষ্ঠাঃ সন্ততাধারাঃ বাতো-
 দ্ধুতাশ্চ রেণবঃ । ত্রিরো বালশ্চ রুদ্ধাশ্চ ন দুষান্তি কদা-
 চন ॥ ২৩ ॥ নিতামাস্যং শুচি জীর্ণাং শকুন্তৈঃ পাতিতং ফলং ।
 প্রস্রবে চ শুচির্কংসম্বাহুগঃ গ্রহণে শুচি ॥ ২৪ ॥ উদকে
 চোদকস্বস্ত স্থলেবু স্থলজঃ শুচিঃ । পাদৌ স্থাপ্যৌ চ
 তত্রৈব আচান্তঃ শুচিতামিয়াৎ ॥ ২৫ ॥ ভস্মনা শুদ্ধোত
 কাংশ্চান্ন সুরয়া যম্ম লিপ্যাতে । মূত্রেণ সুরয়া মিশ্রং
 তাপনৈঃ খলু শুদ্ধাতি ॥ ২৬ ॥ গবাত্মানি কাংশ্চানি
 শূদ্রোচ্ছিষ্টানি যানি চ । কাকশ্বানহতান্যেব শুদ্ধোত
 দশভস্মনা ॥ ২৭ ॥ শূদ্রভাজনভোক্তা যঃ পঞ্চগব্যং তুপো-
 ষিতঃ । উচ্ছিষ্টং স্পৃশতে বিপ্রঃ শ্বশূদ্রেণাগরাধিকঃ ॥ ২৮ ॥

দ্বারা শুদ্ধ হইবেন । ব্রাহ্মণজ্ঞী একাদিত্যে দ্বিভোজন করিলে
 প্রাজাপত্যাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে । বর্ণবাহ অর্থাৎ কোন
 বর্ণসম্বন্ধ জাতি উচ্ছিষ্টমুখ ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিলে সেই ব্রাহ্মণ
 পঞ্চরাত্রি উপবাস করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারেন । ২২—২৩।
 অবিচ্ছিন্ন ধারাজল ও বাতোদ্ধূত ধূলিসকল অদুষ্ট বলিয়া
 জানিবে, আর জী, বালক ও বৃদ্ধ ইহারা কদাচ দূষিত হয়
 না । ২৪। জীর্ণ মুখ সর্ষদা শুচি আর পক্ষীগণ যে সকল ফল-
 পাতিত করে, সেই সকল ফলও শুদ্ধ । আর 'বৎসগণ মুখদ্বারা
 দুগ্ধস্রবিত করে বলিয়া সেই দুগ্ধ অশুচি হয় না এবং মৃগ বাহা
 কিছু গ্রহণ করে, তাহাও শুচি বলিয়া পরিগণিত হয় । ২৫।
 জলজাত কোন অপবিত্র বস্তু থাকিলে সেই জল অশুদ্ধ হয় না
 এবং স্থলেতে অপবিত্র বস্তু থাকিলেও অগ্নি স্থলস্থ বস্তু অশুদ্ধ
 হইতে পারে না । সেই সকল বস্তুতে পাদস্থাপন করিলে
 আচমন করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে । ২৬। যে কাংশ্চাপাশ্রয়-
 লিপ্ত হয় নাট অগ্নি অশ্রু কোনপ্রকারে অশুদ্ধ হইয়াছে, তাহা
 ভস্মদ্বারা মার্জন করিলেই শুদ্ধ হইতে পারে । মূত্র এবং সুরা-
 লিপ্ত কাংশ্চাপাশ্রয় অগ্নিপ্রতাপদ্বারা শুদ্ধ করিতে হয় । ২৭। গো-
 কর্তৃক আঘাত, শূদ্রোচ্ছিষ্টসংলগ্ন এবং কাক ও কুকুরোচ্ছিষ্ট
 কাংশ্চাপাশ্রয় দশবার ভস্মদ্বারা মার্জন করিলে শুদ্ধ হইতে
 পারে । ২৮। শূদ্রের ভাজনে ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ একরাত্রি
 উপবাস করিয়া পঞ্চগব্যপানে শুদ্ধ হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট-
 দ্বিধে অপরের উচ্ছিষ্ট কর্তৃক অথবা শূদ্র স্পর্শ করিলেও পক্ষোক্ত

উপোষিতঃ পঞ্চগব্যাক্ষৌদ্রাৎ স্পৃষ্টুঃ। রজস্বলাং। অনু-
দ্যেবু দেশেষু চৌরব্যাক্ষৌদ্রে পথি ॥ ২৯ ॥ কৃত্বা যুক্ত-
পূরীষক্ জব্যহস্তো ন দূষ্যতি। ভূমৌ নিকিপ্য তদ্রব্যং
শৌচং কৃত্বা সমাহিতঃ ॥ ৩০ ॥ আরনালং দধি ক্ষীরং
তক্রক্ রুশরঞ্চ যৎ। শূদ্রাদপি চ তদ্র্যাহং মাষং যধু
তথ্যন্তজ্যে ॥ ৩১ ॥ গোড়ীং পৈষ্ঠীক মাধ্বীকং বিপ্রাদিযঃ
সুরাং পিবেৎ। সুরাং পিবন্ বিজঃ শুদ্ধোদগ্নিবর্ণাং সুরাং
পিবেৎ ॥ ৩২ ॥ বিপ্রৈঃ পঞ্চশতং জপ্যং গায়ত্রীঃ কত্রিয়স-
চ। শতং বিপ্রশ্চ তুক্রায়ং পানপাত্রেণ স্ততকে ॥ ৩৩ ॥
শুচির্বিপ্রো দশাহেন কত্রিয়ো দ্বাদশাহতঃ। বৈশ্যঃ পঞ্চ-
দশাহেন শূদ্রো মাসেণ শুদ্ধ্যতি ॥ ৩৪ ॥ ব্রাহ্মাং যুদ্ধে
যজ্ঞাদৌ দেশান্তরগতেষু চ। বালে প্রেতে চ যম্মাসে
সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে ॥ ৩৫ ॥ অবিবাহা চ তথা কন্যা
দ্বিজো যো যৌজিবর্জিতঃ। জাতদন্তস্য বালস্য কুমারী-

প্রায়শ্চিত্তদ্বারা শুদ্ধ হইবে। ২৮। রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিলে
পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিতে পারে। জলহীন
প্রদেশে চৌরব্যাক্ষৌদ্রাদিসমাকুল পথে কোন জব্য হস্তে করিয়া
যুক্তপূরীষ পরিত্যাগ করিলেও সেই জব্য দূষিত হয় না। অনন্তর
ভূমিতে সেই জব্য নিক্ষেপ করিয়া যমঃ শৌচাদি কার্য্য করিয়া
সেই জব্য গ্রহণ করিবে। ২৯—৩০। কঁজি, দধি, ক্ষীর, ঘোল
ও রুশর এই নব্বল জব্য শূদ্রের নিকটে গ্রহণ করিতে দোষ নাই
এবং মাষ ও যধু এই দুই জব্য অত্যাচারিতর নিকটে গ্রহণ করা
যায়। ৩১। ব্রাহ্মণ, গোড়ী, পৈষ্ঠী অপবা মাধ্বীক সুরাপান
করিলে অগ্নিবর্ণ সুরাপান করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ
করিতে পারে। ৩২। ব্রাহ্মণ ও কত্রিয় সুরাপান করিলে উক্ত-
ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পঞ্চশতবার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।
ব্রাহ্মণ পানপাত্রে অন্ন ভোজন করিলেও শত গায়ত্রী জপ
করিয়া শুদ্ধ হইবে। জননাশৌচ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ দশাহে,
কত্রিয় দ্বাদশাহে, বৈশ্য পঞ্চদশাহে এবং শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হইয়া
থাকে। ৩৩—৩৪। কত্রিয় যুদ্ধে ও যজ্ঞাদিতে এবং দেশান্তর-
গমনে প্রাণত্যাগ করিলে সদ্যঃ শৌচ বিধান আছে। আর
যম্মাসের বালক মরিলেও জাতিগণ সদ্যঃ শুদ্ধ হইয়া থাকে।
৩৫। অবিবাহিতা কন্যা, অহুপপাত ব্রাহ্মণ, অজাতদন্ত বালক

চ ত্রিবর্গিকা ॥ ৩৬ ॥ তেষাং শুদ্ধিত্রিরাশ্রেণ গর্ভপ্রাবে
চ রাত্রিভিঃ। স্তহার্য মাসতুল্যাশ্চ চতুর্থৈঃ কি রজস্বলা ॥
৩৭ ॥ দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রসংপাতে স্ততকে মৃতকোশি বা। নিয়-
মার্শ্চ ন দূষ্যন্তি দানধর্ম্মপরাস্তথা ॥ ৩৮ ॥ দীক্ষাকালে
বিবাহাদৌ দেবদ্বিজনিমান্নভূতে। পূর্বসঙ্কল্পিতে বাপি
নাশৌচং স্ততস্ততকে ॥ ৩৯ ॥ প্রহৃতপদ্মাসংস্পর্শাদ-
শুচিঃ স্মাতথা দ্বিজঃ। অগ্নয়ো যএ হ্রয়ন্তে বেদো ব্য-
গত্র পঠ্যতে ॥ ৪০ ॥ সততং বৈশ্বদেবাদি ন ত্রেবাং স্ততকং
ভবেৎ। অশুদ্ধে চ গৃহে ভুক্তে ত্রিরাশ্রাক্ষৌদ্রাতি দ্বিজঃ ॥
৪১ ॥ ব্রাহ্মণী কত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চৈব রজস্বলা।
অন্যোন্যাস্পর্শনাত্তত্র ব্রাহ্মণী তু ত্রিরাশ্রভঃ ॥ ৪২ ॥ দ্বিরা-
শ্রভঃ কত্রিয়া চ শুদ্ধির্কৈশ্চা হ্যাপোষিতা। শূদ্রা স্মানেন
শুদ্ধোত্ত্রোণার্থং ন বিনর্জয়ৎ ॥ ৪৩ ॥ কাকখানো-
পনীতস্ত অন্নং বাহুস্ত তৎ ত্যজেৎ। স্তবর্ণাভিঃ সমভূক্য
হৃতশে চ প্রতাপয়েৎ ॥ ৪৫ ॥ কুপে চ পতিভৌ দৃষ্ট।

ও ত্রিবর্গী বালিকা ইহাদিগের ত্রিরাশ্রি অশৌচ হইয়া থাকে।
গর্ভপ্রাব হইলেও ত্রিরাশ্রি অশৌচব্যবস্থা উক্ত আছে। কন্যা-
জননে সর্ববর্ণের সাতার মাসাশৌচ হয়। রজস্বলা নারী চতুর্থ
দিবসে শুদ্ধিলাভ করে। ৩৬—৩৭। দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্র বিপ্লবে, জননা-
শৌচ ও মরণশৌচে দানধর্ম্মাদি পূজাচরিত্র নিয়মভঙ্গ হইলেও
কোন দোষ হইতে পারে না। ৩৮। দীক্ষাকালে, বিবাহাদিতে,
ব্রাহ্মণের দেবব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলে এবং পূর্বসঙ্কল্পিত কার্য্যে মৃত-
স্ততকাশৌচ প্রতিবন্ধক হয় না। ৩৯। ব্রাহ্মণ প্রহৃত পদ্মকে স্পর্শ
করিলে শুচি হইয়া থাকে। নিত্যাহানে, বেদপাঠে ও বৈশ্ব-
দেববালকার্য্যে স্ততকাশৌচের দোষ গ্রহণ করিবে না। ব্রাহ্মণ
অশুদ্ধ গৃহে ভোজন করিলে ত্রিরাশ্রের পক্ষ শুদ্ধ হইতে পারে।
৪০—৪১। ব্রাহ্মণী, কত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাণী, ইহার রজস্বলা
হইয়া পরস্পরকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণী ত্রিরাশ্রে, কত্রিয়া দ্বিরাশ্রে
শুদ্ধি লাভ করে। বৈশ্যা উপবাস করিয়া শুদ্ধ হয় এবং শূদ্রাণী
স্নানমাত্রে শুদ্ধ হইয়া থাকে। ৪২—৪৩। কাক ও কুকুর অন্ন
ভক্ষণ করিলে সেই অন্ন বহির্দেশে পরিত্যাগ করিবে এবং কাক
কুকুরস্পৃষ্ট অন্ন স্তবর্ণবর্ণদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া অগ্নিতে
তাপিত করিয়া লইবে। ৪৫। কুকুর, শূগল ও ঘাসের

শৃঙ্গীলো চ মৰ্কটঃ । তৎকৃপসোদকং পীত্বা শুদ্ধেদিপ্র-
জিভির্দ্বিনৈঃ । কত্রিয়োহহর্যৈনৈব বৈশ্ণো বৈকাহতো
পরং ॥ ৪৬ ॥ অস্থি চর্ম্ম মূলং বাপি মুষিকং যদি কুপতঃ ।
উদ্ধৃত্য চোদকং পক্ষগব্যাজ্জ্যোতঃ শোধিতং ॥ ৪৭ ॥
তদাগ্রে পুষ্করিণ্যাদৌ তন্মাদি পাতয়েত্তথ । বটুকুস্তানাপ
উদ্ধৃত্য পক্ষগব্যোন শুদ্ধ্যতি ॥ ৪৮ ॥ জীরজো পাতিতং
মধ্যে ত্রিংশৎকুস্তান্ সমুদ্বরেৎ । অগম্যগমনং কৃত্বা মদ্য-
গোমাংসভক্ষণং ॥ ৪৯ ॥ শুদ্ধোচ্চাস্ত্রায়ণাদিপ্রাঃ প্রাজা-
পত্যেন ভূমিপঃ । বৈশ্ণঃ সান্তপন্যুচ্ছ্রজঃ পক্ষাহোভি-
র্কি শুদ্ধ্যতি ॥ ৫০ ॥ প্রায়শ্চিত্তে ক্রতে দদ্যাদ্গবাৎ
ব্রাহ্মণভোজনং । ক্রীড়িয়াং শয়নীয়াদৌ নীলবস্ত্রং ন
দুয্যতি । নীলবস্ত্রং ন স্পৃশেচ্চ নীলী চ নিরয়ং ত্রজেৎ ॥
৫১ ॥ ব্রহ্মশচ সুরাপশচ স্তেয়ী চ গুরুতপ্পগঃ । ঋকং দৃষ্ট্য়

কুপে পতিত দর্শন করিয়া সেই কুপের জলপান করিলে ব্রাহ্মণ
ত্রিরাতে শুদ্ধ হইয়া থাকে এবং কত্রিয় দুই রাতে ও বৈশ্ণ
এক রাতে শুদ্ধ হইতে পারে ॥ ৪৬ ॥ যদি কুপমধ্যে অস্থি, চর্ম্ম,
বিষ্ঠা ও মুষিক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই কুপের জল উদ্ধৃত
করিয়া পক্ষগব্য নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ করিলেই সেই
কুপের জল শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতিতে
বালুকা নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর তাহা হইতে বটুকুস্ত জল
উদ্ধৃত করিয়া তাহা হইলে পক্ষগব্য নিক্ষেপ করিতে হইবে।
তাহা হইলেই সেই দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী প্রভৃতির জল শুদ্ধ হয়।
৪৮ ॥ যদি ঐ দীর্ঘিকা প্রভৃতির জলে রজস্বলা জীর শোণিতপাত
হয়, তাহা হইলে সেই দীর্ঘিকা প্রভৃতি হইতে ত্রিংশৎকুস্ত জল
উদ্ধৃত করিয়া ফেলিলে ঐ দীর্ঘিকা প্রভৃতি শুদ্ধ হইয়া থাকে।
অগম্যগমন, মদ্যপান ও গোমাংস ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ চত্ৰা-
য়ণ, কত্রিয় প্রাজাপত্য ব্রত, বৈশ্ণ সান্তপনব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইতে
পারে এবং শূদ্র পক্ষাহ উপবাস করিলে উক্ত পাপ হইতে শুদ্ধ
হইয়া থাকে ॥ ৪৯—৫০ ॥ ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই পাপের যথাক্রমে
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গোপ্রাণপ্রদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে ভোজন করা-
ইবে। ক্রীড়াকালে ও শয়নীর উপধানাধিতে নীলবস্ত্র দুবিত
নহে, অস্ত্র নীলবস্ত্র স্পর্শ করিবে না। যদি কেহ নীলবস্ত্র
ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহাকে মরকে গমন করিতে
হয় ॥ ৫১ ॥ ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপী, স্বর্গচোর ও গুরুপত্নীগামী

বিভক্তান্তে তৎসংযোগী চ পক্ষমঃ ॥ ৫২ ॥ ততো বৈশু-
শতং দদ্যাদ্ভিক্ষণানন্ত ভোজনং । ব্রহ্মহা দাদশাদানি
কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ ॥ ৪৩ ॥ ন্যাসোদ্যজ্ঞানমগ্নৌ বা
সুসমিদ্ধে সুরাপী তু । স্তেয়ী সর্কং বেদাবদে ব্রাহ্মণায়ো-
পদাপয়েৎ । রবতৈকং সহস্রং গাং দদ্যচ্চ গুরুতপ্পগঃ ॥
৫৪ ॥ ক্রতপাপং চরোদ্রোধে হো পাদৌ বন্ধনে পটশাঃ ।
সর্ককচ্ছং নিপাতে স্যাৎ কাস্ত্যারে গৃহদাহতঃ ॥ ৫৫ ॥
ঘর্টাতরণদোষণে ক্রতপাদং মৃত্যে গবি । আশ্বভক্ষং গবাং
কৃত্বা শূদ্রভক্ষমথাপি য় ॥ ৫৬ ॥ ভগ্নভেদং পুচ্ছন্যাসায়া
মাস ক্ৰুং যাবকং স্মিবেৎ । সর্কং হস্তাশ্বশত্রাদৈর্নিশ্চয়ং
কচ্ছমেব তু ॥ ৫৭ ॥ অজ্ঞানম্ প্রাশ্য বিদ্যাত্রং সুরাসং-
স্পৃক্টমেব চ । পুনঃ সংস্কারমায়ান্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজা-

ইহার মহাপাপী বলিয়া বিখ্যাত এবং যে ব্যক্তি উক্ত মহাপা-
নীতিগর সংসর্গ করেন, গিনিও পাপী হইয়া থাকেন। উক্ত
রূপ পাপীরা প্রায়শ্চিত্তান্তে নক্ষত্র দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে
পারে ॥ ৫২ ॥ ব্রাহ্মণবধরূপ মহাপাপে নিপ্ত হইলে শত ধেনু
দান করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অনন্তর সেই ব্রহ্মহত্যা-
কারী ব্যক্তি কুটীর নির্মাণ করিয়া দাদশ বর্ষ বনে বাস করিবে।
৫৩ ॥ সুরাপী প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ
করিবে। চোরব্যক্তি বেদবিদ ব্রাহ্মণকে সর্কস্ব প্রদান করিলে
শুদ্ধ হইতে পারে। গুরুপত্নীগমন করিলে উক্ত পাপে দ্বিগুণ
দ্বিগুণ নিমিত্ত একশত ধেনু ও একটি বুধ ব্রাহ্মণকে দান করিতে
হইবে ॥ ৫৪ ॥ ক্রতাবহার কোন পশুর মরণ হইলে পশুস্বামী
সেই পশুবাতের যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বন্ধনাবহার
পশুর মৃত্যু হইলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। হর্গম স্থানে অথবা
অগ্নিদ্বায়ে পশুর মরণে পশুস্বামী সর্ককচ্ছ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।
৫৫ ॥ ভরণপোষণদোষে গবাদি পশু মরিলে একপাদ প্রায়শ্চিত্ত
বিধেয়। গোয় আশ্বভদ্র, শূদ্রভদ্র, চর্ম্মবেধ, পুচ্ছকর্ত্তন অথবা
নাসাজ্জেক করিলে অর্দ্ধমাস যাবকপানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে
হইবে। আর যদি শত্রুদিগের আঘাতে পশুর হেদ করে, তাহা-
হইলেও পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ॥ ৫৬—৫৭ ॥ যদি অজ্ঞান
বশতঃ বিষ্ঠা, মূত্র অথবা সুরাসংস্পৃষ্ট ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজা-
হইলে ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও বৈশ্ণ এই দ্বিজাতি বর্ণজরই পুনর্বার

ভয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ বর্ণনং মেখলা দগ্ধো তৈজ্যচর্য্যব্রতানি চ ।
নিবর্ত্তন্তে বিজাতীনাং পুনঃ সংস্কারবহিঃ ॥ ৫৯ ॥ আম-
মাংসং মৃতং কৌত্রং স্নেহশ্চ কালসত্ত্বাঃ । অন্ত্যজাণ্ডিতাঃ
সর্কে নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৬০ ॥ একভুক্তং ক্রমা-
বৃত্তং একৈকাহমবাচিতং । উপবাসঃ পাদকুচ্ছং কুচ্ছাধ্ব-
দ্বিগুণং হি যং ॥ ৬১ ॥ প্রাজাপত্যন্ত তং স্ম্যং সর্গপাতক-
নাশনং । কুচ্ছং সপ্তোপবাসৈশ্চ মহাসান্ত্বপনং স্মৃতং ॥
৬২ ॥ ত্রাহমুক্ষং পিবেদাপঃ ত্রাহমুক্ষং পয়ঃ পিবেৎ ॥
ত্রাহমুক্ষং পিবেৎ সপ্তিগুণকুচ্ছমবাশনং ॥ ৬৩ ॥ দ্বাদ-
শাহোপবাসেন পরাকঃ সর্গপাপহাঃ । একৈকং বর্জয়েৎ
পিণ্ডং শ্রেষ্ঠে কৃষে চ দ্বাসয়েৎ ॥ ৬৪ ॥ পয়ঃ কাঞ্চনবর্ণায়াঃ
শ্বেতবর্ণে চ গোময়ং । গোমূত্রং তাত্রবর্ণা নীলবর্ণা-

শ্রী সঙ্কার করিবে ॥ ৫৮ ॥ শিরোমুগ্নঃ, মেখলাধারণ, দণ্ড-
গ্রহণ, ভিক্ষাচরণ, প্রভৃতি ব্রতচরণ এই সকল কার্য্যানিবৃত্ত
হইলেই বিজাতীগণের সংস্কার হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥ অপক
মাংস, মৃত, মধু ও স্নেহ দ্রব্য অন্ত্যজাতির ভাণ্ডে বাধে অব-
স্থিত থাকে, তাবৎ উহার অশুদ্ধ, কিন্তু ঐ ভাণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত
করিবেই উহার শুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥ এক দিবস একাহার,
পর দিবস নক্তভোজন, পর দিবস অব্যাহতিহার, তৎপর দিবস
উপবাস এইরূপ চারি দিবস আহারসংযম করিলেই পাদকুচ্ছ
হইয়া থাকে ॥ উক্ত পাদকুচ্ছের বিগুণ হইলেই কুচ্ছাধ্ব বলা
যায় ॥ উক্ত কুচ্ছাধ্বের বিগুণ হইলেই এক প্রাজাপত্য হয় ॥
এই প্রাজাপত্য ব্রত সর্গপাপ বিনাশ করে ॥ সপ্ত দিবস
উপবাস করিলে এক মহাসান্ত্বপন ব্রত হয় ॥ ৬১-৬২ ॥ তিন দিবস
উক্ষ জলপান, তৎপর তিন দিবস উক্ষ দুগ্ধপান, তৎপর তিন
দিবস উক্ষ মৃতপান করিলে তপ্তকুচ্ছ ব্রত হইয়া থাকে ॥ ঐ ব্রত
সর্গপ্রকার পাপনাশ করে ৬৩ ॥ দ্বাদশদিন উপবাস করিলে এক
পরাকব্রত হয় ॥ ঐ পরাকব্রত সর্গপাপনাশক ॥ শুক্লপক্ষের প্রতি-
পদ দিবস এক গ্রাসমাত্র ভক্ষণ করিবে ॥ অংপর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত
প্রতিদিন এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিতে হইবে ॥ অনন্তর কৃষ্ণ অতি
পদ হইতে অমাবস্তা পর্য্যন্ত এক এক গ্রাস হ্রাস করিয়া ভক্ষণ
করিবে ॥ ইহার নাম চাত্রারণব্রত ॥ ৬৪ ॥ কাঞ্চনবর্ণা গাভীর
দুগ্ধ, শ্বেতবর্ণা গাভীর গোময়, তাত্রবর্ণা গাভীর মূত্র, নীলবর্ণা

ভবং মৃতং ॥ ৬৫ ॥ দধি স্ম্যং কৃষ্ণবর্ণায়া দর্ভৌদিকসমামৃতং ।
গোমূত্রমাবকান্যকৌ গোময়স্ম্য চতুর্ভুতং ॥ ৬৬ ॥ কীরসা
দ্বাদশ প্রোক্তা দগ্ধস্ত দশ-উচ্যতে । মৃতস্য মাংসকঃ পঞ্চ
পঞ্চগব্যং মলাপহং ॥ ৬৭ ॥

ইত্যাদি মহাপুরাণে গারুড়ে প্রায়শ্চিত্তকথনং নাম
চতুর্দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ॥ ১ ॥ মুনিভিঃশ্রিতা ধর্ম্মা ভক্ত্যা বাস-
ময়োদিতাঃ । যৈর্কিঞ্চিন্ত্যতে চৈব স্থখাদিপরিচরিকাঃ ॥ ২ ॥
তর্পণেন চ হোমেন সন্ধ্যায়া বন্দনেন চ । প্রার্থ্যতে ভগ-
বান্ন বিষ্ণুর্ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদঃ ॥ ৩ ॥ ধর্ম্মো হি ভগবান্ন
বিষ্ণুঃ পূজা বিষ্ণুস্ত তর্পণং । হোমঃ সন্ধ্যা তথা ধ্যানং
ধারণা সকলং হরিঃ ॥ ৪ ॥ মৃত-উবাচ । প্রানয়ং জগতো
বক্ষ্যে তৎসর্বং শৃণু শৌনক । চতুর্ভুগসহস্রস্ত কষ্টেপ-
কাজ্জদিনং স্মৃতং ॥ ৫ ॥ কৃতজ্ঞোদাদ্যপিরাদিযুগাবস্থাং

গাভীর মৃত এবং কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দধি ও কুশৌদ্দিক এই সকলকে
পঞ্চগব্য বলা যায় ॥ উক্ত পঞ্চগব্য গ্রহণ করিতে হইলে গোমূত্র
আট মাষা, গোময় চারি মাষা, দুগ্ধ দ্বাদশ মাষা, দধি দশ মাষা,
মৃত পাঁচ মাষা পরিমাণে লইতে হইবে ॥ এই পঞ্চগব্য সর্গ-
প্রকার আন্তরিক মল বিকাশ করে ॥ ৬৫-৬৭ ॥

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা কহিলেন, বাসব ॥ মুনিগণ ভাক্তপূর্ব্বক যে সকল
ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাহা আমি বলিয়াছি ॥ এই সকল ধর্ম্ম
আচরণ করিলেই বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়েন এবং তাহাতেই লোকের
স্থখ হইয়া থাকে ॥ ১-২ ॥ তর্পণ, হোম এবং সন্ধ্যাবন্দন দ্বারা
ভগবান্ন বিষ্ণুর আরাধনা করিবে ॥ তাহাই হইলে হরি সন্তুষ্ট
হইয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ প্রদান করেন ॥ ৩ ॥ ভগবান্ন বিষ্ণুই
ধর্ম্ম, বিষ্ণুই পূজা, বিষ্ণুই তর্পণ, বিষ্ণুই হোম, বিষ্ণুই সন্ধ্যা,
বিষ্ণুই ধ্যান এবং বিষ্ণুই ধারণা ॥ অর্থাৎ সকলই বিষ্ণুময় জ্ঞান
করিবে ॥ ৪ ॥ মৃত কহিলেন । হে শৌনক ॥ অগস্ত্যের প্রণয়
বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ চারি সহস্র যুগে এক কল্প হয়, ইহাই

নিবোধ মে। ক্রতে ধর্মশত্ৰুশ্চ সত্যং দানং তপো
দয়া ॥ ৬ ॥ ধর্মপাতা হরিশ্চেতি সন্তুষ্টা জ্ঞানিনো নরাঃ।
চতুর্ধ্বসংস্রাণি নরা জীরন্তি বৈ তদা ॥ ৭ ॥ ক্রতান্তে
কল্লিষৈর্বিপ্রা বিটু শূদ্রাশ্চ জিতা দ্বিজৈঃ। শূরশ্চাতি-
বলো বিষ্ণুরক্ষাংসি চ জঘান হ ॥ ৮ ॥ ত্রেতাযুগে ত্রিপাদধর্মঃ
সত্যদানদয়াস্বকঃ। নরা গজ্ঞাপরাস্তম্মিহস্তথা কত্রোদ্ভবং
জগৎ ॥ ৯ ॥ রক্তো হরিন্দিরৈঃ পুজ্যো নরা দশশতায়ুধঃ।
তত্র বিষ্ণুর্ভীমরথঃ কল্লিরা রাক্ষসানহন ॥ ১০ ॥ দ্বিপাদ-
বিগ্রহো ধর্মঃ পীতভাষ্কচূডাতে গতে। চতুঃশতায়ুধো
লোকা দ্বিজকত্রোদ্ভবাঃ প্রজাঃ ॥ ১১ ॥ তত্র দৃক্যাম্প-
বুদ্ধীশ্চ বিষ্ণুর্যাসস্বরূপধৃক্। তদেকস্ত চতুর্ষেদং চতুর্দ্বা
ব্যভজৎ পুনঃ ॥ ১২ ॥ শিষ্যানধ্যাপয়ামাস সামস্তান্ত্রি-
বোধ মে। ঋগ্বেদমথ পৈলস্ত সামবেদকং জৈমিনিং ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মর একদিন। ৫। এইফণ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরাদি যুগের
অবস্থা বলিতেছি শ্রবণ কর। সত্যযুগে চারিপাদ ধর্ম
জানিবে। সত্য, দান, তপশ্চা ও দয়া ইহারাই প্রকৃত ধর্ম। ৬।
হরিই ধর্মপালন করেন, যে সকল মনুষ্য এইরূপে তারকে
জানেন, তাঁহারা চারিসহস্র বর্ষ জীবিত থাকিতে পারেন। ৭।
সত্যযুগের অবসানে ক্ষত্রিয়সকল বিপ্রগণকে পরাজিত করিবে
এবং বৈষ্ণব ও শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া থাকিবে।
অমিতবলশাশী। বিষ্ণু রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিবেন। ৮।
ত্রেতাযুগে সত্য, দান ও দয়া এই ত্রিভাষ্যক ত্রিপাদ ধর্ম বিদ্য-
মান থাকিবে, মনুষ্যসকল যজ্ঞপরায়ণ হইবে এবং পৃথিবীতে ক্ষত্রি-
য়প্রজার সংখ্যাবৃদ্ধি পাইবে। ৯। এই যুগে সকল মনুষ্যই দ্বিজের
অমুরক্ত থাকিবে ও মনুষ্যের আয়ুসংখ্যা সহস্রবর্ষ জানিবে এবং
ক্ষত্রিয়েরা রাক্ষসকে বিনাশ করিতে থাকিবে। ১০। দ্বাপরযুগে
ধর্মের দুইপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, এই সময় অচ্যুত নীতবর্ণ
হয়েন। এই যুগে লোকের আয়ুসংখ্যা চারিশতবৎসর। পুণ্ড্রী
ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়প্রজাতে পরিপূর্ণ থাকিবে। ১১। এই যুগে বিষ্ণু
মনুষ্যসকলকে অল্পমাত্র দেখিয়া বাসিরূপ ধারণপূর্বক এক
বেদকে চারি অংশে বিভক্ত করেন। ১২। অনন্তর বাসিরূপী
বিষ্ণু শিষ্যদিগকে ঐ বেদ অধ্যাপন করেন। এইফণ
তাহার বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। বাসিদেব পৈলনামক
ক্ষত্রিয় প্রাজ্ঞ তৈজস্মিনাক সামবেদ, ঋগ্বেদক অধর্মবৎ এবং

অধর্মবৎ ঋগ্বেদক যজুর্বেদং মহামুনিং। বৈশম্পায়নসংস্কৃত
পুরাণং স্মৃতমেব চ। অষ্টাদশপুরাণানি গৈর্কির্দেয়া হরি-
রেব হি ॥ ১৪ ॥ সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মনুষ্যরাণি চ।
বংশানুচরিতকৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণং ॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্মণ
পাঞ্চ বৈষ্ণবক শৈবং ভাগবতস্তথা। ভবিষ্যন্নারদীয়ক
স্কান্দং লিঙ্গং বরাহকং ॥ ১৬ ॥ মার্কণ্ডেয়ং তথাগৌরং
ত্রৈলোক্যবর্তমেব চ। কোর্ধ্বং মাংস্ত্রং গারুড়ক বায়বীরম-
ন্তরং। অষ্টাদশসমুদ্ভিকং ব্রহ্মাণ্ডমিতি সংজ্ঞিতং ॥ ১৭ ॥
অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানি তু। আদ্যং সনৎ-
কুমারোক্তং নারসিংহমথাপরং ॥ ১৮ ॥ তৃতীয়ং স্কন্দ-
মুদ্ভিকং কুমারেণ তু ভাবিতং। চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং
শ্রামন্দীশ্বরভাবিতং ॥ ১৯ ॥ দুর্যাসসৌক্ত্যমার্চ্যং নার-
দোক্তমন্তঃপরং। কপিলং বামনকৈব উধৈবোশন-

মহামুনি বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ অধ্যাপন করাইয়া স্মৃতকে
অষ্টাদশ মহাপুরাণ অধ্যাপন করাইয়াছিলেন। উক্ত বেদে ও
অষ্টাদশ মহাপুরাণে একমাত্র হরিই প্রতিপাদ্য হইয়াছেন। ১৩-
১৪। বাগাতে আদি সৃষ্টি, প্রজাসৃষ্টি, বংশ, মনুষ্য ও বংশানুচরিত
বর্ণিত আছে, তাহাকেই পুরাণ বলা যায় অর্থাৎ উক্ত লক্ষণাবিত
শাস্ত্রই পুরাণ বলিয়া বিখ্যাত। ১৫। সমস্ত মহাপুরাণের সংখ্যা
অষ্টাদশ, ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, ভাগবত,
ভবিষ্যপুরাণ, নারদীয় পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহ-
পুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অগ্নিপু্রাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, কুর্ধ্বপুরাণ,
সুগাপুরাণ, গারুড়পুরাণ, বায়ুপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। এই
অষ্টাদশপুরাণই মহাপুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ১৬-১৭।
উক্ত অষ্টাদশ মহাপুরাণ বাতীত অন্যান্য উপপুরাণ মুনিগণ
কীর্তন করিয়াছেন। উপপুরাণের মধ্যে প্রথম সনৎকুমারোক্ত
সনৎকুমারসংহিতা, দ্বিতীয় নারসিংহপুরাণ, তৃতীয় কুমারপ্রোক্ত
স্কন্দপুরাণ, শিবধর্ম্মাখ্য। নন্দীশ্বরভাবিত। নন্দীশ্বরপুরাণই
চতুর্থ উপপুরাণ। এতদ্ভিন্ন দুর্যাসোক্ত ও নারদোক্ত উপপুরাণ
আছে এবং কপিলপুরাণ, বামনপুরাণ ও উশনসৌক্ত ওশ-
নপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বামনপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মতেশ্বর-
পুরাণ, শাশ্বতপুরাণ, এই সকলও উপপুরাণমধ্যে পরিগণিত হয়।
এই সকল গ্রন্থে অনেকানেক বিষয় বর্ণিত ও মীমাংসিত হই-

সেরিতং ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মাণ্ডং বাক্যকথং কালিকালস্যসেব চ।
 মাহেশ্বরং তথা শাশ্বতং সর্বার্থসংকরং। পুরাশরোক্তম-
 পং মরীচং ভাগবতম্ ॥ ২১ ॥ পুরাণং ধর্মশাস্ত্রক-
 বেদস্বরূপমিহ বস্তুনে। ন্যায়ঃ শৌনক মীমাংসা আয়ুর্বেদার্থ-
 শাস্ত্রকং। গন্ধর্বশচ বনুর্বেদো বিদ্যা হৃদা দশ স্মৃতা ॥ ২২ ॥
 দ্বাপরাস্তম চ চারিও কভরমপাহরং। একপাদস্থিতে
 ধর্ম্যে কৃষ্ণকৃত্যতে গতে ॥ ২৩ ॥ জনাস্তদা হুরাচার।
 ভবিষ্যন্তি চ নিকরঃ। সর্বং রজস্তমসীতি দৃশ্যন্তে পুরুষে
 গুণাঃ। কালসংকোচিতাস্তেপি পরিবর্তন্ত আশ্রয়ান ॥ ২৪ ॥
 প্রভূতক যদা সত্ত্ব মনো বুদ্ধীন্দ্রিয়ায় চ। তদাক্রতয়ুগং
 বিদ্যাং জ্ঞানে তপসি বদ্রতঃ ॥ ২৫ ॥ যদা কর্মসু কাম্যেব
 শক্তির্গণশি দেহিনাং। তদা ত্রেতা রজেভূতীরিতি
 জানীহি শৌনক ॥ ২৬ ॥ যদা লোভস্তমস্শোভো মানো দম্ভশ্চ
 মংসরঃ। কর্মশাঞ্চাপি কাম্যানাং দ্বাপরশ্চ জন্তমঃ ॥ ২৭ ॥
 যদজানাতু তং তন্মহা মিজা হিংসাদিসাধনং। শোকমোহো

রাছে। তঁদের পুরাশরোক্ত, মরীচিকণিত ও ভ্রমপ্রণীত বহু
 বহু ধর্মশাস্ত্র কথিত হয়। ১৮—২১। পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, চারিবেদ,
 বড়ক, ভায়, মীমাংসা, আয়ুর্বেদ, অর্শশাস্ত্র, গন্ধর্বশাস্ত্র ও
 ধনুর্বেদ ইহার। অষ্টাদশবিদ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ২২।
 দ্বাপরযুগের অবসানে হরি পৃথিবীর ভারহরণ করেন, অনন্তর
 ধর্মের একপাদমাত্র অবশিষ্ট থাকে। অতীত যুগে কৃষ্ণকর্ণে
 অবতীর্ণ হইলেন। ২৩। অতঃপর লোকসকল হুরাচার ও
 নিকর হইবে। সুব, রজ ও তম এই গুণত্রয় পুরুষে বিদ্যমান
 আছে; কালসহকারে সেই সকল গুণের পরিবর্তন হইবে।
 ২৪। যেকালে লোকসকল প্রভূত শক্তিনিশিষ্ট হইবে
 এবং বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি প্রবল থাকে, তাহারই
 নাম সত্যযুগ। এই যুগে সনাত লোকে তপস্তায় রত হয়।
 ২৫। যেকালে আদিমাত্রের কাম্যকর্ম ও যশেতে শক্তি হয়,
 সেই কালে ত্রেতাযুগের আবির্ভাব জানিবে। এই যুগে রজে-
 গুণের প্রাবল্য হইয়া থাকে। ২৬। যে সময়ে লোভ, অসন্তোষ,
 মান, দম্ভ, মাৎসর্য এবং কাম্যকর্ম প্রবল হইয়া উঠে, সেই
 কালে দ্বাপরযুগের উৎপত্তি নির্ণয় করিবে। এই কালে রমোত্তম
 ও তমোক্ত প্রবল হয়। ২৭। যে কালে সর্বদা মিথ্যা আচ-

ক্রমং দৈন্যং স কলিস্তমসি স্মৃতঃ ॥ ২৮ ॥ সন্নিম্ন জনাঃ
 কামিনঃ স্ত্রীঃ শশ্বৎ কটুকভাষণঃ। দহাংকটো জনশামা
 বেদাঃ পাষণ্ডদুর্ভিতাঃ ॥ ২৯ ॥ রাজানশ্চ প্রজাভিক্কাঃ শিশ্রো-
 দরপরাজিতাঃ। অত্র তা বটবাপশৌচা ভিক্ষবশ্চ কুটুম্বিনঃ ॥
 ৩০ ॥ তপস্বিনো গ্রামবাসাঃ প্যামিনো হার্ষোলুপাঃ।
 হৃষকায় মহাহারশ্চৌর্যাস্ত সাধবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১ ॥
 ত্যক্তান্তি ভূগ্যাশ্চ পত্রিং তপসস্ত্যক্তিতি ত্রতং। শূদ্রাঃ
 প্রতিগ্রহিষ্যন্তি তপো বৈশ্যোপজীবিতাঃ ॥ ৩২ ॥ ঊর্ধ্বগাঃ
 সন্তি চ জনাঃ পিশাচসদৃশাঃ প্রজাঃ। অন্যায়ভোজ-
 নেনাগ্নিদেবতভিত্তিাপূজনং ॥ ৩৩ ॥ করিষ্যন্তি কলৌ
 প্রাপ্তে ন চ পিত্রাদিকক্রিয়ং। স্ত্রীপারশ্চ জনাঃ সর্কে
 শূদ্রপ্রায়শ্চ শৌনক ॥ ৩৪ ॥ বহুপ্রজাপত্যাগ্যাশ্চ ভবি-
 স্যন্তি কলৌ স্ত্রিয়ঃ। শিরঃকণ্ডূরনপরা আত্মাং ভেৎস্যন্তি

রণ, ভুক্তা, নিদ্রা, হিংসাদির কারণীভূত স্তম ও মোহ, ভয়,
 দৈন্য এই সকল প্রবল হইয়া উঠে, তাহাকে কলিকাল বলা
 যায়। ২৮। এই কালে লোকসকল কামী ও পুনঃ পুনঃ কটু-
 ভাবী হইবে। জনপদসকল দহাকর্তৃক ও বেদনকর পাষণ্ড
 কর্তৃক দুর্ভিত হইবে। ২৯। কলিকালে রাজগণ প্রজার নিকট
 ভিক্ষা করিবে এবং লোকসকল শিশ্র ও উদর কটুক পরাজিত
 হইয়া থাকিবে। ব্রাহ্মণগণ ত্রতবিহীন ও সর্কদা অন্তি
 থাকিবে, ভিক্ষুগণ সর্কদা বহু কুটুম্ববর্গে পরিবৃত হইবে। তপস্বী-
 সকল গ্রামে বাস করিতে থাকিবে এবং সন্ন্যাসীরা অর্থলেনভী
 হইবে। মহাব্যসকল হৃষকায় হইয়াও অধিক আহার
 করিতে পারিবে। সাধুগণ সত্য চৌর্যকার্যে নিরত
 হইবে। ৩০—৩১। কলিযুগে ভূতাগণ পতিকে এবং তপস্বীরা
 ব্রতকার্য পরিভাগ করিবে। শূদ্রগণ প্রতিগ্রহ করিবে,
 বৈতগণ তপস্তায় নিরত হইবে। ৩২। এইকালে লোকসকল
 সর্কদা উদ্বিগ্ন, থাকিবে, প্রজাসকল পিশাচবৎ ব্যবহারে ভৎসন
 হইবে। সকলেই অগ্ন্যায়োপজিত অধ্যায়া অগ্নি, দেবতা ও
 অতিথির অর্চনা করিবে। কলিকাল উপস্থিত হইলে কেহই
 পিতৃলোকের তর্পণাদি ক্রিয়া করিবে না, সকল জনই স্ত্রীর
 রণীভূত ও শূদ্রপ্রায় হইবে। ৩৩—৩৪। কলিযুগে গোকে
 অনেক সন্তান জন্মিবে, কিন্তু সকলেই অনভাগ্য হইবে।

ভূংসিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ বিষ্ণুঃ ন পূজয়িষ্যন্তি পাষাণোপ-
হতা জনাঃ । কলৈর্দোষনিধেৰ্বিপ্রা অস্তি ছেকো মহা-
শুণঃ ॥ ৩৬ ॥ কীৰ্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্তা মহাবন্ধং পরিভ্যজেৎ ।
কৃতে যজ্ঞায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং জপতঃ কলং ॥ ৩৭ ॥
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়ানং কলো তদ্ধারিকীৰ্ত্তনং । তস্মা-
দ্যোয়ো হরির্নিত্যং ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ শৌনক ॥ ৩৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে যুগধর্ম্মকথনং নাম পঞ্চ-
দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

ষড়্ দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ॥ ১ ॥ চতুষ্টয়ংসহস্রান্তে ত্র্যক্ষো নৈমি-
ত্তিকো লয়ঃ । অনারুষ্টিশ্চ কম্পান্তে জায়তে শতবা-
ধিকী ॥ ২ ॥ উত্তিষ্ঠন্তি তদা রৌদ্রা দিবি সপ্ত দিবা-
করাঃ । তে তু পীত্বা জলং সর্বং শোষয়ন্তি জগত্ত্রয়ং ॥ ৩ ॥
ভূভুবঃ স্বর্ঘ্বলোকং চরাচরং জনং তথা । কঁজো

জীসকলং ভাগ্যহীন হইয়া মন্তকে করায়াত করিবে এবং
ভর্তা তিরস্কার করিলেই তাহার ভর্তার আজ্ঞালঙ্ঘন করিবে ।
৩৫ । কলিকালে কেহই বিষ্ণুর অর্চনা করিবে না, সকলেই
পাষাণ হইয়া বিনাশ পাইবে । বিপ্রগণ স্বীয় কর্ম্মদোষে দূষিত
হইয়া থাকিবে, কিন্তু সকলেরই একটা মাত্র মহাশুণ বিদ্যমান
রহিবে । কলিকালে লোকসকল কৃষ্ণনাম কীৰ্ত্তন করিলেই
অভীষ্টলাভ করিতে পারে । সত্যযুগে যজ্ঞাদিধারা, ত্রেতাযুগে
জপধারা এবং দ্বাপরে হরির পরিচর্য্যাদিধারা ফললাভ হয়, কিন্তু
কলিকালে কেবল হরিনাম কীৰ্ত্তন করিলেই উক্তরূপ ফলসকল
লাভ করিতে পারে, অতএব হে শৌনক! সর্বদা হরির ধ্যান
ও হরির অর্চনা করিবে । ৩৭—৩৮ ।

ষড়্ দশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন । চারিসহস্রযুগের পর ত্র্যক্ষর নৈমিত্তিক প্রলয়
উপস্থিত হইয়া থাকে । কঁজাবসানে শতবর্ষপর্য্যন্ত অনারুষ্টি
হয় । তখন প্রথরকিরণ সপ্তর্ষ্য উদিত হইয়া থাকেন ।
ইহারা সমস্ত জগতের জলপান করিয়া ত্রিজগৎ পরিষ্কৃত করেন ।
১—৩ । এক বিষ্ণুই ত্র্যক্ষর ধারণ করিয়া ভূলোক, ভুবলোক,

ভূত্বাসৌ বিষ্ণুশ্চ পাতালানি দহত্যঃ ॥ ৪ ॥ বিষ্ণুর্দেহে-
ত্রিলোককঞ্চ মুখান্বেষানসৃজত্যলং । ৫ ॥ বর্ষস্তে চ বর্ষশতং
নানামোহমহাঘনাঃ ॥ ৫ ॥ বিষ্ণুরেকার্ণবে ভূতে বর্ষে
ত্র্যক্ষররূপধৃক্ । শেতেহনন্তাসুনে বিষ্ণুর্নাক্ষে স্বাবরজসমে ॥
৬ ॥ সুপ্তা বর্ষসহস্রং স জগজ্জুয়োমসৃজকীরিঃ । অথ
প্রাকৃতিকং বক্ষ্যে প্রলয়ং শৃণু শৌনক ॥ ৭ ॥ পূর্ণসম্বৎ-
সরশতে সংহত্য সকলং জগৎ । ত্র্যক্ষাণং ন্যস্য দেহে হি
মুক্তো যোগবলৈর্হরিঃ ॥ ৮ ॥ অনারুষ্টির্কম্পম্ভা আসন্
মেঘা তথা দ্বিজ । শতং বর্ষাণি বর্ষস্তিশেষৈথেরণ্ডং প্রপু-
র্য্যতে ॥ ৯ ॥ অন্তর্গতেন তৌয়েন ভিন্নমণ্ডং জগৎপতেঃ ।
পূর্বে ত্র্যক্ষায়ুষি গতে তিদ্ভ্যন্তেভুসি লীয়তে ॥ ১০ ॥ এবং সা
জগদাধারা তৌয়ে চোক্ষী প্রলীয়তে । আপন্তেজসি লীয়ন্তে
তেজো বার্যো প্রলীয়তে ॥ ১১ ॥ বায়ুঃ শ্বে খক ভূতাদৌ
বিশতে চ তদা মহান্ । মহান্ প্রপদ্যতে ব্যক্তা প্রকৃতিঃ

স্বলোক, জনলোক, তপোলোক, মহলোক ও পাতাল দগ্ধ
করিয়া থাকেন । ৪ । বিষ্ণু এইরূপে ত্রিলোক দগ্ধ করিতে করিতে
তাঁহার মুখ হইতে মেঘের সৃষ্টি হয় ; তাহাতে নানাপ্রকার
মোহরূপ মোহামেঘ সমুৎপন্ন হইয়া শতবর্ষ বর্ষণ করিতে থাকে ।
৫ । পূর্বোক্ত মেঘ নিরন্তর বর্ষণ করিয়া জগৎ জলপ্লাবিত
করিল, অনন্তর স্বাবরজসমে নষ্ট হইয়া একাধিব লইলে ত্র্যক্ষরূপী
বিষ্ণু অনন্তপর্য্যন্তে শয়ন করিলেন । এইরূপে ভগবান্
সহস্রবর্ষ শয়ান থাকিয়া পুনরবার জগৎ সৃষ্টি করেন । এই
নৈমিত্তিক প্রলয় । অনন্তর প্রাকৃতিক প্রলয় বলিতেছি, হে
শৌনক ! শ্রবণ কর । ৬—৭ । ত্র্যক্ষর শত বৎসর পূর্ণ হইলে
তরি জগৎ সংহর করিয়া স্বীয়দেহে ত্র্যক্ষ সংন্যাস পূর্বক অব-
স্থান করিতে লাগিলেন । ৮ । অনন্তর অনারুষ্টি হওয়াতে
নভোমণ্ডলে বর্ষদ বর্ষমেঘের সঞ্চার হইল এবং শতবর্ষ নিরন্তর
বারিবর্ষণ হইয়া ত্র্যক্ষও পরিব্যাপ্ত হইল । পরে অন্তর্গত জল-
ধারা জগৎপতির সেই অণ্ড ভিন্ন হইল । ত্র্যক্ষর আয়ুসকাল
পরিপূর্ণ হইলে সেই ভিন্ন অণ্ড জলেতে, সেই জল তেজেতে, তেজ
বায়ুতে লয় পাইল । ১০ । পরে সেই বায়ু আকাশে এবং
আকাশ ভূতে প্রবেশ করিয়া মহত্ত্ব উৎপাদন করিল । এই
মহত্ত্ব হইতেই ব্যক্ত প্রকৃতির উৎপত্তি হইল । পরে এই প্রকৃতি

পুরুষে নরে ॥ ১২ ॥ শতবর্ষ হরিঃ শৈতে সৃজতেইধ
দিনাগমে । অব্যক্তাদিক্রমেণৈব ব্যক্তীভূতং চরাচরং ॥ ১৩ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নৈমিত্তিকপ্রলয়কথনং

নাম বদ্দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

ইতঃ-উব্ধচ ॥ ১ ॥ আধ্যাত্মিকাদিতাপাংস্ত্রীন্ জাত্বা
সংসারচক্রবিং । উৎপন্নজ্ঞানবৈরাগ্যাঃ প্রাপ্নোত্যাত্ম-
স্থিকং লয়ং ॥ ২ ॥ সংসারচক্রং বক্ষ্যেহমাদাবুৎক্রান্তি-
কালতঃ । যদ্ভিনা পুরুষার্থো ন লীনঃ স্যাৎ পরমাত্মনি ॥ ৩ ॥
উর্দ্ধ্বাসী নরস্ত্যক্তা দেহমনাং প্রপদ্যতে । নীরতে দ্বাদশা-
হেন যস্য যমপূর্বকৈঃ ॥ ৪ ॥ তত্র যদ্বাক্তবাস্তোয়ং প্রয-
চ্ছন্তি তিলৈঃ সহ । যচ্চ পিণ্ডং প্রযচ্ছন্তি যমলোকে তদ-

পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিল ॥ ১২ ॥ হরি শতবর্ষ শয়ন
করিয়া দিনাগম হইলে পুনর্বার সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন । প্রথ-
মত অব্যক্ত অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভূতসকল সৃষ্টি করিয়া ক্রমত ব্যক্ত
স্থূল ভূত সৃষ্টি করিতে থাকিলেন । এইরূপে পুনর্বার চরাচর
বাক্ত লইল ॥ ১৩ ॥

সপ্তদশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন, মনুষ্য সংসারচক্রে ভ্রমণ করিয়া আধ্যাত্মিক,
আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তাপত্রয় অমুভব করে,
অনন্তর তাহাদিগের জ্ঞান উপস্থিত হইয়া সংসার বৈরাগ্যা
জন্মে । তাহাহইলে মনুষ্যগণ পরমপদে লীন হইয়া থাকে ।
১—২ । এইকণ সেই সংসারচক্রে অর্থক্য কিরূপে প্রাণীসকল,
উৎপত্তি বিনাশের অমুরোধে জন্ম মরণ স্বীকার করিয়া পুনঃ
পুনঃ ভ্রমণ করিতেছে, বাহা বলিতেছি । এই সংসারচক্রের
গতি না জানিলে পুরুষের পুরুষার্থসিদ্ধি এবং পরমাত্মাতে লয়
হইতে পারে না ॥ ৩ ॥ মনুষ্যগণ দেহ পরিত্যাগপূর্বক পর-
লোকে গমন করে, অনন্তর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
প্রাণিগণের মরণ হইলে তাদৃশান্তর পর যমপূর্বকেরা তাহাকে
লইয়া ক্রমের নিকট অর্পণ করে ॥ ৪ ॥ এই সমস্ত সেই মনুষ্যের

স্মৃতে ॥ ৫ ॥ গতকচ নরকং পাপাৎ স্বর্গং যাতি স্বপু-
ণ্যতঃ । পাপকৃদযাতি নরকং পুণ্যকৃদযাতি বৈ দিবং ॥ ৬ ॥
স্বর্গাচ্চ নরকাৎ ত্যক্তঃ স্রীণাং গর্ভে ভবত্যপি । নাভি-
ভূতঞ্চ তৈশ্চৈব যাতি বীজদয়ং হি তৎ ॥ ৭ ॥ কলনং
বৃদ্ধদয়ং । ততঃ শোণিতমৈব চ । পোষ্টা পলসমোণ্ডঃ
স্রাদেকুরন্তুত উচ্যতে ॥ ৮ ॥ উপাস্তান্নজুলীনেজ্ঞানাসা-
ন্যত্রৈবলানি চ । আবহুং যাতি চাক্ষেভ্যস্তং পরন্ত
নখাদিকং ॥ ৯ ॥ ভ্রূচো রোমাণি জায়ন্তে কেশাশ্চৈব ততঃ
পরং । নরশাধোমুখঃ স্থিগ্না দশমে চ স জায়তে ॥ ১০ ॥
ততস্ত বৈষ্ণবী মারাগণোত্তোন্তমোহিনী । বালভুজ কুমা-
রত্বং যৌবনং রক্ততামপি ॥ ১১ ॥ ততশ্চ মরণং তত্তদ্বর্ষ্য-
মাপ্নোতি মানবঃ । এবং সংসারচক্রেহস্মিন্ ভ্রাম্যতে সৃষ্টি-
যন্তবৎ ॥ ১২ ॥ নরকাৎ প্রতীয়ুক্তস্ত পাপযোনিষু জায়তে ।

বাক্তবগণ যে তিলোদক ও পিণ্ড প্রদান করে, তাহাই সেই
মনুষ্য যমলোকে থাকিয়া ভোজন করে ॥ ৫ ॥ নরগণ যম-
লোকে গমন করিয়া পাপবশত নরকে এবং পুণ্যহেতু স্বর্গে
গমন করে । পাপকারী ব্যক্তি নরকে এবং পুণ্যশীল মনুষ্য
স্বর্গে যায় । থাকে ॥ ৬ ॥ পরে যখন পাপপুণ্যভোগ শেষ
হইলে ভ্রষ্ট হয়, তখন স্ত্রীর গর্ভমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে ।
অনন্তর নাভিভূত ছুটি বীজ উৎপন্ন হয় ॥ ৭ ॥ পরে সেই
বীজদয় বৃদ্ধদাকার হইয়া শোণিতরূপে পরিণত হইয়া থাকে ।
অনন্তর পেশী ও নাংস উৎপন্ন হইয়া পিণ্ডাকার হয়, তখন
সেই পিণ্ড হইতে অস্তুর জন্মিতে থাকে ॥ ৮ ॥ ক্রমশঃ অঙ্গ-
সকল জন্মে এবং অঙ্গুলি, নেত্র, নাসা প্রভৃতি জন্মিলে তাহাতে
বলসঞ্চার হয় । পরে নখাদি উৎপন্ন হয় ॥ ৯ ॥ অনন্তর চর্ম,
লোম জন্মে, তৎপরে কেশ উৎপন্ন হয় । এইরূপে মনুষ্যাকার
হইয়া গর্ভমধ্যে অধোমুখে অবস্থিতি করে । পরে লশমাসে
ঐ নর সাত্ত্বগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ মনুষ্য
জন্মগ্রহণ করিবামাত্র মোহিনী বৈষ্ণবীমূর্ত্তা আদিয়া আবৃত
করে । অনন্তর ক্রমশঃ বালভ, যৌবন, ও বৃদ্ধত্ব
প্রাপ্তি হয় ॥ ১১ ॥ পুনর্বার সেই বৃদ্ধ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া
থাকে । এইরূপে মনব সৃষ্টিবস্তুর স্রাব এই সংসারচক্রে ভ্রমণ
করে ॥ ১২ ॥ পাপী ব্যক্তি নরকভোগানন্তর পাপযোনিতে জন্ম-

পতিতাং প্রতিগৃহ্য ধ্বংসোৎপাদনং ত্রৈলোক্যম্ ॥ ১৩ ॥ নর-
কাং প্রতিমুক্তস্ত, রানর্ভবতি পাচকঃ । উপাধায়বালী-
কস্ত কৃত্বা স্বা ভবতি দ্বিজ ॥ ১৪ ॥ তজ্জয়াং মনসা বাহু-
স্তদ্ব্যং বাপ্যসংশয়ঃ । গর্দভো জায়তে জন্তুর্নিম্নে বাপ-
মনিরুং ॥ ১৫ ॥ পিতরো পীড়য়িত্বা তু কচ্ছপায়ক জায়তে ।
ভিত্ত্ব পিণ্ডমুপাখ্যন্তো বঞ্চয়িত্বা তমেব মঃ ॥ ১৬ ॥ মোপি
মেহম্মাপমে জায়তে বানরো মৃতঃ । ন্যাসোপহৃত্য নরকা-
দ্বিমুক্তো জায়তে কৃমিঃ ॥ ১৭ ॥ অশ্বকচ্ছ নরকান্মুক্তো
ভবতি রাক্ষসঃ । বিশ্বাসহৃত্য চ নরো মীনযোনৌ প্রজা-
য়তে ॥ ১৮ ॥ যবধান্যানি সংহৃত্য জায়তে মূনকো
মৃতঃ । পরদারভিমর্ষিত্ব রক্ষা ঘোরোভিজায়তে ॥ ১৯ ॥
ভাতৃত্যার্থ্য প্রদত্ত্ব কোকিলো জায়তে নরঃ । গুর্দাদি-
ভার্গ্যগমনাং শূকরো জায়তে নরঃ ॥ ২০ ॥ যজ্ঞদান-

গ্রহণ করে। যে ব্যক্তি পাতকের নিকট প্রতিগ্রহ স্বীকার
করে, সেই ব্যক্তি নিকটজাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৩ ॥
পাচক ব্যক্তি নরকভোগের পর কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে।
যে ব্যক্তি উপাধায়ের সহিত শঠতা অচরণ করেন, সেই
ব্যক্তির ইকুরযোনি প্রাপ্তি হয়। মনে মনে গুরুপত্নী অথবা
গুরুদ্রব্য অভিলাষ করিলে তাহাকে গর্দভ হইয়া জন্মগ্রহণ
করিতে হয়। মিত্রের অপমানকারী ব্যক্তি, নিকট যোনিগত
হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৪—১৫ ॥ যিনি পিতা ও মাতাকে তাড়ন
করেন, তাঁহার কচ্ছপযোনি প্রাপ্তি হয়। ভর্তাকে বঞ্চনা
করিয়া তাহার অন্ন গ্রহণ করিলে সেই মহাপাপী মরণান্তর
বানরযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্বক মোহিত হইয়া থাকে। কোন
ব্যক্তির নিকট ধনাদি গচ্ছিত রাখিলে যদি সেই ব্যক্তি সেই
ধন অপহরণ করেন, তাহা হইলে উক্ত পাপী নরক হইতে
বিমুক্ত হইয়া কৃমিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১৬—১৭ ॥ যিনি
সর্বদা স্নোকেস সহিত অহম্বা করেন, সেই ব্যক্তির নরক-
ভোগান্তে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হয়। বিশ্বাসঘাতী পুরুষ মীন-
যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ১৮ ॥ যব ধাতুপ্রভৃতি হরণ করিলে
মূষিক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পরদারাপহারী ব্যক্তি নরক-
ভোগের পর ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র হইয়া উৎপন্ন হয় ॥ ১৯ ॥ ভাতৃত্যার্থ্য
অপহরণ করিলে সেই পুণ্ড্র কোকিলযোনিতে উৎপন্ন হয়।
গুরুভাষণহারী ব্যক্তি শূকর হইয়া জন্মগ্রহণ করে ॥ ২০ ॥ যে

বিবাহানাং বিব্রকর্তা ভবেৎ কৃমিঃ । দেবতাপিতৃ-
বিপ্রাণামদত্ত্বা যো সগমুভে ॥ ২১ ॥ প্রযুক্তো নরকা-
দ্বাপি বয়সঃ সম্প্রজায়তে । জ্যেষ্ঠভ্রাতাপমানাচ্চ ক্রৌঞ্চ-
যোনৌ প্রজায়তে ॥ ২২ ॥ শূদ্রস্ত ব্রাহ্মণীং গতা কৃমি-
যোনৌ প্রজায়তে । তন্ম্যাপত্যমুংপাত্ত কীটান্তঃকীটকো
ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ কৃতঘ্নঃ কৃমিকঃ কীটঃ পতঙ্গো রশ্চিক-
স্তথা । অশস্ত্রং পুরুষং হত্বা নরঃ সঞ্জীয়তে খরঃ ॥ ২৪ ॥
কৃমিঃ স্ত্রীবধকর্তা চ বালহস্তা চ জায়তে । ভোজনকোর-
য়িত্বা তু মক্ষিকা জায়তে নরঃ ॥ ২৫ ॥ হৃদয়স্থৈব
মার্জারান্তিলহৃদেষু মূষিকঃ । হৃৎ হৃদা চ নকুলঃ কাকো
মদগুরমাগিষৎ ॥ ২৬ ॥ মধু হৃদা নরো দংশঃ পুপং হৃদা
পিপীলিকঃ । অপো হৃদা তু পাপাত্মা বয়সঃ সম্প্র-
জায়তে ॥ ২৭ ॥ হৃতে কাষ্ঠে চ হারাতঃ কুপাতো বা

ব্যক্তি বঞ্চ, দান, উরাহ প্রভৃতিব পিতৃ দেবতাদান করে, সেই
ব্যক্তি কৃমিরূপে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি পিতৃ, দেবতা ও
ব্রাহ্মণকে দান না করিয়া অন্নভোজন করে, সেই ব্যক্তি নরক-
ভোগান্তে কাকযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠভ্রাতার অপ-
মান করিলে তাহার বকযোনি প্রাপ্তি হয় ॥ ২১—২২ ॥ শূদ্রব্যক্তি
ব্রাহ্মণীগমন করিলে কৃমিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং যদি
শূদ্র ব্রাহ্মণীতে সন্তান উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই শূদ্র
কীটকাট হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ কৃতঘ্ন ব্যক্তি কৃমি, কীট, পতঙ্গ
অথবা রশ্চিক হইয়া থাকে। নিরস্ত্র পুরুষকে বিনাশ করিলে
সেই পাপী নরকভোগের পর গর্দভযোনিতে উৎপন্ন হয় ॥ ২৪ ॥
স্ত্রীবধকারী ও বালহস্তা পুরুষ নরকভোগ করিয়া কৃমিযোনি
প্রাপ্ত হয়। ভোজনদ্রব্য চুরি করিলে সেই চোর নরকভোগান্তে
মক্ষিকা হইয়া জন্মে ॥ ২৫ ॥ অন্নগ্রহণ করিলে সেই পাপীর
মার্জারযোনি প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি অন্নগ্রহণ করে, তাহাকে
মার্জারযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যে তিলগ্রহণ করে, সেই
ব্যক্তি নরকভোগ করিয়া মূষিকযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।
হৃৎগ্রহণ করিলে নকুলযোনি প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি মদগুর
মংস্ত্র অপহরণ করে, তাহার কাকযোনি প্রাপ্তি হইয়া থাকে।
যে ব্যক্তি মধু অপহরণ করেন, তাহার দংশকযোনি প্রাপ্তি
হয়। পিষ্টক অপহরণ করিলে সেই পাপীকে পিপীলিকা-
যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ঐল অপহরণ করিলে সেই

প্রজায়তে। হুত্বা হু কাঞ্চনং তাম্রং কুমিষোনৌ প্রজা-
য়তে ॥ ২৮ ॥ কার্পাসিকে হুতে ক্রৌঞ্চো বহিহর্তা বক-
স্তথা। ময়ূরো বর্ণকং হুত্বা শাকপত্রঞ্চ জায়তে ॥ ২৯ ॥
জীবজীবকতাং যাতি রক্তবস্ত্রপদ্মবরঃ। ছুছুন্দরিঃ
শতান্ গন্ধান্ শশং হুত্বা শশো ভবেৎ ॥ ৩০ ॥ ষণ্ডঃ
কলাপহরণে কাষ্ঠহৃত্ত্বং কীটকঃ। পুষ্পং হুত্বা দরিদ্রস্ত পঙ্ক-
গাবকহরঃ ॥ ৩১ ॥ শাকহর্তা চ হারীতস্তোরহর্তা চ
চাতকঃ। গৃহপহারকান্ গত্বা রোরবাদীন্ জ্বলাকান্ ॥
৩২ ॥ তৃণশুল্কলতাবল্লাভকৃৎ চ তকতাং ত্রজেৎ। এব
এব ক্রমো দৃষ্টো গোমূবর্ণাদিহারিণাং ॥ ৩৩ ॥ বিদ্রূপ-
হারী মুকশ্চ গত্বা চ নরকান্ বহুন্। অসমিদ্ধে হুতে
চাগ্নৌ মন্দাগ্নিঃ সমজায়ত ॥ ৩৪ ॥ পরনিন্দা কৃতদ্বন্দ্বং

পাপাত্মা ব্যক্তি যিনি জন্মগ্রহণ করে। কাষ্ঠাপহারী ব্যক্তি
হারীতপক্ষী পক্ষী পাতকরূপে উৎপন্ন হয় ২৮—২৯। কার্পাস-
বস্ত্র অপহরণ করে ব্যক্তি ক্রৌঞ্চ এবং বহিহর্তা ব্যক্তি বকরূপে
উৎপন্ন হয়। বর্ণকদ্রব্য অথবা শাকপত্রাদি অপহরণ করিলে
পাপীর নরকভোগের পর ময়ূরযোনি প্রাপ্তি হয় ২৯। যে
ব্যক্তি রক্তবস্ত্র অপহরণ করে, তাহার চকোরযোনি প্রাপ্তি
হইয়া থাকে। কোন সদৃশ বস্ত্র অপহরণ করিলে তাহাকে
ছুঁচো হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং যে ব্যক্তি শশক
অপহরণ করে, সেই ব্যক্তি শশকযোনিতে উৎপন্ন হয় ৩০।
কলাপ অর্থাৎ ময়ূরপুচ্ছ অপহরণ করিলে নরকভোগান্তে পাপীর
ষণ্ড প্রাপ্তি হয়। আর যে ব্যক্তি কাষ্ঠ অপহরণ করে, সেই
ব্যক্তি তৃণকীটরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। পুষ্পাপহারী
ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে, আর যে ব্যক্তি যাবক অপ-
হরণ করে, তাহার পঙ্ক প্রাপ্তি হয় ৩১। শাক অপহরণ
করিলে হারীতযোনিতে এবং জল অপহরণ করিলে চাতক-
যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গৃহাপহারী ব্যক্তি ঘোরতর
রোরবাদী নরকভোগ করে ৩২। তৃণ, শুল্ক, লতা ও বল্লী
অপহরণ করিলে সেই পাপীর নরকভোগান্তে বৃক্ষযোনি প্রাপ্তি
হয়। গো-মূবর্ণাদি অপহারক পাপীর এইরূপ পাপের পরিণাম
কল উক্ত হইল ৩৩। বিদ্রূপহারী ব্যক্তিবৎকাল নরকভোগের
পর মুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যিনি শিখাবিহীন অগ্নিতে
আহুতিপ্রদান করেন, তাঁহার উদরাগ্নি চিরকাল মন্দীভূত

পরমর্যাদবাতনং। নৈষ্ঠুর্গাং নৈষ্ঠুর্গত্বঞ্চ পরদারোপসে-
বিনাং ॥ ৩৫ ॥ পরস্বহরণাশৌচং দেবতানাক্ষ কুৎসনং।
নিকৃত্য বন্ধনং নৃণাং কার্পণ্যঞ্চ নৃণাং নরঃ। উপলক্ষণাদি
জানীরাং মুক্তানাং নরকাদনু ॥ ৩৬ ॥ দরাভূতেষু সম্বাদঃ
পরলোকং প্রতিক্রিয়া। সত্যং হিতার্থতাচোক্তিকর্ষেদ
প্রামাণ্যদর্শনং ॥ ৩৭ ॥ গুরুদেবর্ষিসিদ্ধর্ষিসেবনং সাধু-
সংগমঃ। সংক্রিয়াদ্যসনং মৈত্রী স্বর্গসালক্ষণং বিদুঃ।
অষ্টাঙ্গযোগবিজ্ঞানাং প্রাপ্তোত্তাত্যাত্যন্তিকং ফলং ॥ ৩৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পাপপরিণাম কথনং নাম

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ॥

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ।

হুত-উবাচ ॥ ১ ॥ বক্ষ্যে সাক্ষং মহাযোগং ভুক্তিমুক্তি-
করং পরং। সর্বপাপপ্রশমনং ভক্ত্যানুপাতিতং শৃণু ॥ ২ ॥

থাকে ৩৪। যে ব্যক্তি পরের নিন্দা করে, উপকার স্বীকার
করে না, পরের মর্যাদা নষ্ট করে এবং যিনি নিষ্ঠুর, নির্দয় ও
পরদারোপসেবী, আর যিনি পরস্ব অপহরণ করেন, ও দেবতার
নিন্দা করেন, সর্বদা লোককে বঞ্চনা করিয়া থাকেন, আর যিনি
কার্পণ্যদোষে দূষিত হয়েন, তাহাদিগের নরকভোগের পর
উক্তরূপ উক্ত পাপসূচক চিহ্ন প্রকাশ পায় ৩৫—৩৬। মনুষ্য
পূর্বোক্ত পাপে পতিত হইলে সর্বভূতের প্রতি দয়াপ্রকাশ
এবং পরলোকের প্রতীকার চেষ্টা করিবে। সর্বদা সত্য ও
অপরের হিতার্থবাক্য কহিবে, বেদের প্রামাণ্যপ্রদর্শন করিবে,
গুরু, দেবর্ষি ও সিদ্ধর্ষিগণের সেবা করিবে, সর্বদা সাধুসমাগমে
তৎপর থাকিবে, সংকার্যের অনুষ্ঠান করিবে, সাধারণের
সহিত মৈত্রীসংস্থাপনে তৎপর থাকিবে, এই সকলই সাধু-
দিগের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। উক্তরূপ সাধু ব্যক্তির অষ্টাঙ্গ-
যোগসাধন করিলে সদগতি লাভ করিতে পারেন ৩৭—৩৮।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ।

হুত কহিলেন, এক্ষণে সাক্ষং মহাযোগ বলিতেছি। এই
যোগ অভ্যাস করিলে সাধকের ভুক্তিমুক্তি লাভ হয়। আর
ইহা ভুক্তিপূর্বক পাঠ করিলে সর্বপ্রকার পাপ নিবৃত্ত হইয়া

মমেতিমূলং দুঃখস্য ন মমেতি নিবর্ততে । দত্তাত্রেয়ো
 জলকীয় ইমমাহ মহামতিঃ ॥ ৩ ॥ অহমিতাক্কুরোংপন্নো
 মমেতি ক্ষুদ্রবান্ মহান্ । গৃহক্ষেত্রাশ্চ শাখাশ্চ যত্র
 দারাভিপল্লবঃ ॥ ৪ ॥ ধনধান্যে মহাপত্রে পাপমূলোহিতি
 দুর্গমঃ । বিধিবৎ সুখশাস্ত্যর্থং জাতো জ্ঞানমহাতকঃ ॥ ৫ ॥
 ছিন্নোবিদ্যাকুঠারেন তে গতালয়মীশ্বরে । প্রাপ্য ব্রহ্ম-
 রসং পীতং নীরজক্ষমকটকং ॥ ৬ ॥ প্রাপ্তবস্তি পরাঃ
 প্রাজ্ঞাঃ সুখনির্বৃতিমেব চ । মূর্ত্তেস্ত্রিয়লয়ং নুনং নত্বং
 রাজা নচাপ্যহং ॥ ৭ ॥ ন তস্মাত্রাদিকং বাচ্য নৈবাস্তুঃ
 করণং তথা । কং বা পশ্যসি রাজেন্দ্রপ্রধানমিদমাবয়োঃ ॥
 ৮ ॥ মৃতঃ পরেহি ক্ষেত্রজঃ সংজাতোহয়ং গুণাত্মকঃ ।
 একত্রেপি পৃথগ্ভাবস্তথা ক্ষেত্রাত্মনো নৃপ ॥ ৯ ॥ জ্ঞান-
 পূর্ব্ববিয়োগোহসৌ জ্ঞানে নষ্টে চ যোগিনঃ । সা মুক্তি-

থাকে । ১-২ । আমি, আমার ইত্যাদি জ্ঞানই দুঃখের কারণ,
 সংসারবন্ধ জীবের কদাচ উক্ত জ্ঞান নিবৃত্ত হয় না । মহামতি
 দত্তাত্রেয় অর্ককে এই যোগ বলিয়াছেন । ৩ । প্রথমতঃ অহ-
 ক্ষাররূপ অকুর উৎপন্ন হইয়া এই বস্তু আমার ইচ্ছাকার জ্ঞান-
 স্বরূপ মহান্ ব্রহ্ম উৎপন্ন হয় । উক্ত জ্ঞানদ্বয়ই অজ্ঞান বৃক্ষের
 অকুর ও ব্রহ্মণ গৃহক্ষেত্রাদি ঐ বৃক্ষের শাখা, দারাপুত্র প্রভৃতি
 পল্লব, ধন ও ধাত্ত উহার পত্র এবং পাপ ঐ বৃক্ষের মূল । উক্ত
 অজ্ঞানতরু অতি দুর্গম । যাহারা এই অজ্ঞানতরুর আশ্রিত,
 তাহার প্রকৃত সুখভোগে বঞ্চিত হয় । ৪ । যাহারা বিদ্যারূপ
 কুঠারদ্বারা উক্ত বৃক্ষকে ছেদন করিতে পারেন, তাঁহারা পরম-
 ব্রহ্ম লীন হইয়া নিম্নলি ব্রহ্মরস পান করিতে থাকেন । ৫-৬ ।
 প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উক্তরূপ ব্রহ্মরস পান করিয়াই পরম সুখভোগ-
 করত নিবৃতিলাভ করেন । অত্বেকোন বিষয়েই তাহাদিগের
 স্পৃহা থাকে না । রাজন্ ! তখন এই মূর্ত্তমান্ ইন্দ্రిয়সকল
 বিধীন হয়, কিন্তু তুমি কিহা আমি কেহই উক্ত ব্রহ্মরস পানের
 অধিকারী নহি । কেহই তস্মাত্র ও অন্তঃকরণকে থাক্যে ব্যক্ত
 করিতে পারেন না । রাজন্ ! তুমি আত্মাদিগের মধ্যে কাহাকে
 প্রধান বলিয়া জানিতেছ ? ৭-৮ । জীব মরণানন্তর গুণশালী
 হইয়া পরদিবস জন্মগ্রহণ করেন । রাজন্ ! জীব ও আত্মা
 উভয়ের ঐক্য থাকিলেও অজ্ঞানবশতঃ পৃথক্ বলিয়া বোধ
 হয় । ৯ । যাবৎ অজ্ঞান থাকে, তাবৎ আত্মা ও জীব উভয়ের

ব্রহ্মণ চৈক্যমনৈক্যং পুত্র তে গুণৈঃ ॥ ১০ ॥ তদগৃহং
 গত্র বসতি তদ্রোজ্যং যেন জীবতি । যশ্মুক্তরে তদেবোক্তং
 জ্ঞানাজ্ঞানেন চান্যথা ॥ ১১ ॥ ভবভোগেন পুণ্যানামপুণ্যা-
 নাক্ষ পার্থিব । কর্তব্যানাক্ষ নিত্যানাং করত্বকরণাত্মা ॥
 ১২ ॥ অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহো । যমাঃ
 পঞ্চাথ নিয়মাঃ শৌচং দ্বিবিধমীরতং ॥ ১৩ ॥ সন্তোষস্তপ-
 সাশান্তিস্বাস্থদেবার্চনং দমঃ । আসনং পদ্মাকাঙ্ক্ষতং
 প্রাণায়ামোমকজ্জরঃ ॥ ১৪ ॥ প্রত্যেকং ত্রিবিধং সৌমপি
 পুরককুস্তকরেচকৈঃ । লঘুর্ষোদশমাত্রস্ত দ্বিগুণং স তু
 মধ্যমঃ ॥ ১৫ ॥ ত্রিগুণাভিস্ত মাত্রাভিক্রমঃ স উদাহৃতঃ ।
 জপধ্যানযুক্তোত্তমো বিপরীতত্বভক্ষকঃ ॥ ১৬ ॥ প্রথমে
 জনয়েৎ স্বপ্নং মধ্যমেন চ বেগথুঃ । বিপাকং হিত্তী-
 যেন জাতী দোষাস্তনুক্রমাৎ ॥ ১৭ ॥ আসনম্ভুক্ত যুজীত

পার্থক্য অনুভূত হয়, পরে উক্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে পার্থক্যবোধও
 দূর হইয়া যায় । ১০ । উক্তরূপ পাথক্যজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া
 ব্রহ্মের সহিত ঐক্যভাব উপস্থিত হইলে মুক্ত হইয়া থাকে । ১১ ।
 যাহাতে বাস করা যায়, তাহাই গৃহ, যাহাদ্বারা জীবন রক্ষা হয়,
 তাহাই ভোজ্য এবং যাহাদ্বারা মুক্তি হয়, তাহাই জ্ঞান । কদাচ
 জ্ঞানভিন্ন মুক্তি হইতে পারে না । ১২ । ভবভোগদ্বারা পুণ্যা-
 পুণ্যের এবং অনন্তধ্যানদ্বারা কর্তব্য নিত্যকর্ম্মের ক্ষয় হইয়া
 থাকে । ১২ । অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ
 এই পঞ্চপ্রকার সংযমকে নিয়ম বলা যায় । শৌচ দ্বিবিধ বলিয়া
 কীৰ্ত্তিত আছে, তপস্যাদ্বারা যে সন্তোষ হয়, তাহাই শান্তি এবং
 বাস্তবদেবাচনাই দম । পদ্মাকাঙ্ক্ষা অনেকপ্রকার আসন উক্ত
 আছে এবং বায়ুজয়কে প্রাণায়াম বলা যায় । ১৩-১৪ । প্রত্যেক
 প্রাণায়ামই পুরক, কুস্তক ও রেচকভেদে ত্রিবিধ । ষোড়শমাত্র
 প্রাণায়ামকে লঘু প্রাণায়াম বলে, উহার দ্বিগুণমাত্র প্রাণায়াম
 মধ্যম এবং উক্ত মধ্যম প্রাণায়ামের ত্রিগুণমাত্র প্রাণায়ামই উত্তম
 প্রাণায়াম বলিয়া বিখ্যাত । উক্ত প্রাণায়ামের মধ্যে যাহা
 জপ ধ্যানযুক্ত, তাহাই গর্ভ প্রাণায়াম এবং ইহার বিপরীত হইলে
 তাহাকে অগর্ভ প্রাণায়াম বলে । ১৫-১৬ । প্রাণায়ামের প্রথম
 অবস্থায় স্বপ্ন দর্শন হইয়া থাকে, মধ্যমাবস্থায় গাত্রকম্পন হয় এবং
 তৃত্যাবস্থাতে বিপাক জন্মে । প্রাণায়ামের প্রথম হইতে এই

কৃৎস্না চ প্রণবং হৃদি। পাক্ষিভ্যাং লিঙ্গরূপেণ স্পর্শম্-
কাগ্রমাসঃ ॥ ১৮ ॥ রজসা তমসোরত্তিং সন্তেন রজসান্তথা।
নিকথা নিশ্চলোরত্তিং স্থিতো যুক্তীত যোগবিন্ ॥ ১৯ ॥
ইন্দ্রিয়গীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ প্রাণাদীশ্বন এব চ। নিগূহ সমঃ
বায়েন প্রত্যাহারমুপক্রমাৎ ॥ ২০ ॥ প্রাণায়ামা দশার্ঠো
চ ধারণা সা বিধীয়তে। হে ধারণে স্মৃতো যোগো
যোগিতস্তত্তদর্শিতঃ ॥ ২১ ॥ প্রাণ্ডনাড্যাং হৃদয়ে চাত্র-
তৃতীয়া চ তথোরসি। কণ্ঠে মুখে নাসিকাগ্রে নেত্রে ক্রমধা-
মূর্দ্ধস্থ ॥ ২২ ॥ কিক্তিস্থাং পরস্মিংশ্চ ধারণা দশধা
স্মৃতাঃ। দর্শিতাধারণাঃ প্রাপ্য প্রাপ্তোত্যক্ষররূপতাং ॥
২৩ ॥ যথাগুরগ্নৌ সংক্ষিপ্তস্তথাত্মা পীরমাত্মনি। ব্রহ্মরূপং
মহাপুণ্য মোমিত্যেকাক্ষরং জপেৎ ॥ ২৪ ॥ অকারশ্চ তথো
কারো মকারশ্চাক্ষরত্রয়ং। ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম পরমোক্ষার-
সঙ্কিতং ॥ ২৫ ॥ অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ স্থূলদেহবিব-
র্জিতং। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্জ্ঞানমরণবর্জিতং ॥
২৬ ॥ অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ পৃথিব্যামলবর্জিতং। অহং

ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্বায়াকারবিবর্জিতং ॥ ২৭ ॥ অহং ব্রহ্ম
পরং জ্যোতিঃ স্থূলদেহবিবর্জিতং। অহং ব্রহ্ম পরং
জ্যোতিঃ স্থানাস্থানবিবর্জিতং ॥ ২৮ ॥ অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি-
গন্ধমাত্রবিবর্জিতং। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ শ্রোত্র-
ত্বকৃপানিবিবর্জিতং ॥ ২৯ ॥ অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্জিহ্বা-
শ্রাণবিবর্জিতং। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ প্রাণাপান-
বিবর্জিতং ॥ ৩০ ॥ অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্ক্যানোদান-
বিবর্জিতং। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিরজ্ঞানপরিবর্জিতং ॥
৩১ ॥ অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্দ্রীশ্বরং পরমং পদং। দেহে-
ন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিপ্রাণাহঙ্কারবর্জিতং ॥ ৩২ ॥ নিত্যশুদ্ধ-
বুদ্ধয়ুক্তমহমানন্দমদ্বয়ং। অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্জ্ঞান-
রূপোবিমুক্তয়ে ॥ ৩৩ ॥ সূত-উবাচ ॥ ইত্যাক্ষো ময়া যোগ
উক্তঃ শৌনকমুক্তিদঃ। নিত্যনৈমিত্তিকং প্রাপ্ত্বা লয়ং

ত্রিবিধ দোষ সমুৎপন্ন হয়। ১৭। সাধক আসনস্থ হইয়া হৃদয়ে
প্রণবের যোগ করিবে। পাক্ষিভ্যং লিঙ্গ ও বৃষা স্পর্শকরত
একাগ্রমানে উপবেশন করিবে। ১৮। যোগবিন্ সাধক রজো-
গুণদ্বারা তমোগুণের এবং সত্ত্বগুণদ্বারা রজোগুণের বৃত্তিনিরোধ
করিয়া নিশ্চলভাবে অবস্থিত করিবে। ১৯। বিষয়সকল হৃতে
ইন্দ্রিয়গণকে এবং মন হৃতে প্রাণদিগকে নিগূহীত করিয়া
সমবায়রূপে প্রত্যাহার করিবে। ২০। অষ্টাদশবার প্রাণায়াম
করিলেই ধারণা হইয়া থাকে এবং তত্ত্বদর্শী যোগিগণ ধারণা-
শ্রমকে যোগ বলিয়া নির্ণয় করেন। ২১। নাড়ীতে, হৃদয়ে,
বক্ষঃস্থলে, উদরে, মুখে, নাসিকাগ্রে, নেত্রে, মূর্দ্ধস্থানে এবং
সহস্রারে ধারণা করিবে। উক্ত দশস্থানে দশবিধ ধারণা করিলে
সাধক পরমাক্ষর অর্থাৎ পরব্রহ্ম পাইতে পারেন। ২২-২৩।
যেমন অগ্নিতে অগ্নি নিক্ষেপ করিলে এক হইয়া যায়, সেইরূপ
আত্মা ও জীবের যোগ করিতে পারিলেই ঐক্যজ্ঞান জন্মে।
অতএব সাধক মহাপুণ্যপ্রদ, ব্রহ্মরূপী ও এই একাক্ষর মন্ত্র জপ
করিবে। ২৪। অকার, উকার ও মকার এই অক্ষরত্রয় মিলিত
হইলে ওকার হয়, এই ওকার পরব্রহ্মস্বরূপ। ২৫। আমি স্থূল

দেহবিবর্জিত পরব্রহ্ম এবং আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম আমার
জরা মরণ নাই। ২৬। আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম, আমাতে
কোনরূপ পৃথিব্যাদি মলসম্পর্ক নাই। আমি জ্যোতির্ময় পর-
ব্রহ্ম এবং বায়ু আকাশাদি পঞ্চভূত বিহীন। ২৭। আমি
জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম, আমার স্থূলদেহও নাই, আমি জ্যোতির্ময়
পরব্রহ্ম, আমার স্থানাস্থান বিচার নাই, আমি সর্বত্র বিদ্যমান
আছি। ২৮। আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম, আমাতে কোনরূপ
গন্ধ সঞ্চদ নাই। আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম এবং আমি চক্ষুঃ
ত্বকৃ প্রভৃতি সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়বিহীন। ২৯। আমি জ্যোতি-
র্ময় পরব্রহ্ম এবং আমি জিহ্বা শ্রাণাদিবিবর্জিত। আমি জ্যোতি-
র্ময় পরব্রহ্ম এবং আমি শ্রাণাপানাদি বায়ু বিহীন। ৩০।
আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম, আমার ব্যান কিম্বা উদামবায়ুর
সম্পর্ক নাই। আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম এবং আমি সর্ব-
প্রকার অজ্ঞানরহিত। ৩১। আমি জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম, প্রকৃ-
তিই আমার পরম্পদ। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রাণ ইহা-
দিগের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। ৩২। আমি নিত্য-
শুদ্ধ বুদ্ধি আনন্দময় অদ্বিতীয় জ্যোতির্ময় জ্ঞানস্বরূপ, পরব্রহ্ম।
যিনি এইরূপে ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি মুক্তিলাভ করিয়া
থাকেন। ৩৩। সূত কহিলেন, শৌনক! তোমাকে অষ্টাদ-
যোগ কহিলাম, উক্ত যোগ সাধককে মুক্তিপ্রদান করে। যাহারা

প্রাকৃতবন্ধনাঃ ॥৩৪॥ উৎপদান্তে হি সংসারে নৈকং প্রাপ্তা
পরাম্বনাং । বিমুক্ত্যে বিমুক্তশ্চ জ্ঞানাদজ্ঞানমোহিতঃ ॥
৩৫ ॥ ততো ন ত্রিযতে দুঃখী ন রোগী ন চ বন্ধবান্ । ন
পাঠৈশ্চ জ্যেতে যোগী নরকে ন বিপাচ্যতে ॥৩৬॥ গৰ্ভবাসে
সনোদুঃখী সন্তান্নারায়ণোহব্যয়ঃ । ভক্ত্যাশ্রনয়া লভো
ভগবান্ ভক্তিযুক্তিদঃ ॥৩৭॥ ধ্যানেন পূজয়া জপৈঃ সম্যক
স্তোত্রৈর্গতত্রৈতঃ । যৈস্তৈর্দানৈশ্চিহ্নভুক্তিহরা জ্ঞানক
লভ্যতে ॥ ৩৮ ॥ প্রণবাদিকমৈশ্চ জপৈশ্চ যুক্তিঃ গতা
বিজাঃ । ইন্দ্রোহপি পরমং স্থানং গন্ধর্ব্বাপ্সরসোবরাঃ ॥৩৯॥
প্রাপ্তা দেবাশ্চ দেবত্বং মুনিভ্যং মুনয়োগতাঃ । গন্ধর্ব্বভক্ষ
গন্ধর্ব্বা রাজত্বক নৃপাদয়ঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি গাকড়ে মহাপুরাণে অষ্টাঙ্গযোগকথনং নাম

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥

মায়াপাশে বদ্ধ আছে, তাহার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য করিয়া
উক্ত যোগসাধনপূর্ব্বক পরব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইলেন ॥৩৪॥ বাহা-
দিগের একাজ্ঞান হয় নাই, তাহারাই সংসারে উৎপন্ন হইয়া
থাকে । বাহার অজ্ঞানমোহিত, তাহার জ্ঞানযোগহেতু সংসার
হইতে মুক্তি পাইতে পারে ॥৩৫॥ বাহার পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গ-
যোগ অভ্যাস করেন, কখনও তাঁহাদিগের মৃত্যু হয় না, দুঃখ-
ভোগ হয় না, রোগ হয় না এবং কোনরূপ সংসারবন্ধনে বন্ধন
হয় না । অষ্টাঙ্গযোগী ব্যক্তি কখনও পাপে যুক্ত হয় না এবং
নরকে বিপাচিত হয় না ॥৩৬॥ অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিলে,
সেই ব্যক্তি কদাচ গৰ্ভবাসজনিত দুঃখভোগ করে না এবং সেই
ব্যক্তি স্বয়ং অব্যয় নারায়ণতুল্য হইলেন । উক্তরূপ যোগ অভ্যাস
করিয়া একান্ত ভক্তিসহকারে ধ্যান করিলে ভুক্তিমুক্তিপ্রদ
নারায়ণকে লাভ করিতে পারে ॥৩৭॥ ধ্যান, পূজা, জপ,
স্তোত্র, ব্রত, যজ্ঞ, দানদ্বারা চিরভুক্তি হইয়া থাকে এবং চিত্ত-
শুদ্ধিবারা জ্ঞানলাভ হয় ॥৩৮॥ প্রণবাদিন্দ্ৰ জপ করিলে
বিজগৎ মুক্তিলাভ করে । ইন্দ্র ও এই অষ্টাঙ্গযোগদ্বারা স্বর্গস্থান
লাভ করিয়াছেন এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ প্রাধান্যপদ পাইয়া-
ছেন ॥৩৯॥ দেবগণ এই যোগবলেই দেবত্ব পাইয়াছেন,
মুনিগণের মুনিষ্য প্রাপ্তি হইয়াছে এবং গন্ধর্ব্বগণ গন্ধর্ব্বত্ব ও রাজ-
গণ রাজত্ব পাইয়াছেন ॥ ৪০ ॥

উনবিংশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ বিষ্ণুভক্তিং প্রবক্ষ্যামি যথা সৰ্ব্বমবা-
প্যতে । যথা ভক্ত্যা হরিস্ত্যোং তথা নানোন কেনচিৎ ॥
২ ॥ মহতঃ শ্রেয়সোমূলং প্রসবঃ পুণ্যসম্বতেঃ । জীবিতস্য
কলং স্বাদু নিয়তিস্মরণং হরেঃ ॥ ৩ ॥ তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ
প্রোক্তা ভক্তিসাধনভূমী । তে ভক্তা লোকনাথস্য নাম
কৰ্ম্মাদিকীৰ্ত্তনে ॥৪॥ মুক্তস্তা ক্ৰান্তি সংহর্য্যৎ বে প্রহর্য্যতনু-
কহাঃ । জগদ্ধাতৃর্মহেশস্য জ্ঞানদং চরণদ্বয়ং ॥ ৫ ॥ ইহ
নিত্যক্রিয়াঃ কুর্য্যঃ স্নিগ্ধা যে বৈষ্ণবাস্ত তে । ব্রহ্মাকরং
ন শৃণু বৈ তথা ভগবতে রিতং ॥৬॥ প্রণামপূর্ব্বকং ভক্ত্যা
যো বদেদৈষ্ণবোহি সঃ । তং ভক্তজনবাৎসল্যং পূজ-
য়ন্তানুমোদনং ॥৭॥ তৎকথা শ্রবণে প্রীতিঃ শ্রবণং সফলং
ভবেৎ । যেন সৰ্ব্বাত্মনো বিষ্ণৌ ভক্ত্যা ভাবোনিবেশিতঃ ॥
৮॥ বিশ্বেশ্বররূপাৎ বিপ্রান্নাহাভাগবতোহি সঃ । স্বয়মভ্য-

উনবিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, এইক্ষণ বিষ্ণুভক্তি কীৰ্ত্তন করিব, এই বিষ্ণু-
ভক্তিদ্বারা সৰ্ব্বভীষ্ট লাভ হয় । ভক্তিদ্বারা বিষ্ণু যেমন পরিতুষ্ট
হইলেন, অত্ৰ কোনরূপেই বিষ্ণুর সেইরূপ সন্তোষ হইতে পারে
না ॥ ১—২ ॥ এই বিষ্ণুভক্তি মহা-স্বপ্নের মূল এবং বিষ্ণুভক্তি
হইতেই মহাপুণ্য প্রসব হয় । নিয়ত হরির স্মরণ করিলেই
জীবনের সুফল সাধিত হয় ॥ ৩ ॥ অতএব সৰ্ব্বপ্রযত্নে সূচী
সাধক বিষ্ণুর সেবা করিবে । বিষ্ণুসেবা করিলেই বিষ্ণুতে
সুদৃঢ় ভক্তি জন্মে । বাহার ত্রিলোকনাথ বিষ্ণুর নাম কৰ্ম্মাদি
কীৰ্ত্তন করিলে হর্ষপ্রকাশ করিয়া অশ্রুপরিভাগ করে এবং
শরীর রোমাঞ্চিত হয়, তাহারাই প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত । জগতের
বিধানকর্ত্তা মহেশ্বর বিষ্ণুর চরণদ্বয় দিব্যজ্ঞানপ্রদ ॥ ৪—৫ ॥
বাহার বিষ্ণুর সেবাদি ও নিত্যক্রিয়াদি করেন, তাহারাই বৈষ্ণব ।
উক্তরূপ বৈষ্ণবদিগের ব্রহ্মকারের শ্রবণ অথবা ভাগবত পাঠ
করিতে হয় না ॥ ৬ ॥ যিনি প্রণামপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে হরি-
সংকীৰ্ত্তন করেন, তিনি বৈষ্ণবোত্তম বলিয়া গণিগণিত হইলেন ।
ভক্তজনের প্রতি বিষ্ণুর বাৎসল্যভাব আছে, ইহা জানিয়া বিষ্ণুর
অৰ্চনাকরত তাঁহার অনুমোদন করিবে ॥ ৭ ॥ বিষ্ণুর কণ্ঠ
শ্রবণে বাহার প্রীতি হয়, তাহার শ্রবণ সফল হইয়া থাকে ॥

‘চর্চনকৈব যো বিষ্ণুৰূপজীবতি ॥ ১ ॥ ভক্তিরকবিধা হোবা
যস্মিন্ স্নেহোপি বর্ততে ।’ সবিশ্রেয়োমুনিঃ শ্রীমান্
ন য়তি পরমাং গতিং ॥ ১০ ॥ তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং
স চ পূজ্যো যথা হরিঃ । পুনাতি ভগবন্তুতশ্চলোপি
বদচ্ছয়া ॥ ১১ ॥ দয়ং কুৰু প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যো
বদেৎ । অভয়ং সৰ্বভূতেভ্যো দদ্যাদেতদব্রতং হরেঃ ॥
১২ ॥ যন্তুযাজিসহশ্রেভ্যঃ সৰ্ববেদান্তপারগঃ । সৰ্ববেদান্ত-
বিৎ কোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥ ১৩ ॥ ঐকান্তিনঃ
শ্রবণুবা গচ্ছন্তি পরমং পদং । একান্তেন সমোবিষ্ণুস্তস্মা-
দেষাং পরায়ণঃ ॥ ১৪ ॥ যস্মাদেকান্তিনঃ প্রোক্তান্তস্তাগ-
বতচেতসঃ । প্রিয়াণামপি সৰ্বেষাং দেবদেবস্তা সুপ্রিয়ঃ ॥
১৫ ॥ অপংস্বপি সদা যন্তা ভক্তিরব্যভিচারিণী । য।

যিনি সৰ্বাঙ্গরূপে ভক্তিপূৰ্বক বিষ্ণুতে ভাবসম্মিলন করেন,
তিনি বিশ্বেশ্বররূপ ত্রাক্ষণ হইতেও মহাভাগবত বলিয়া বিখ্যাত
হইয়া থাকেন । আর যিনি স্বয়ং বিষ্ণুর অর্চনা করেন, তিনি
বিষ্ণুর অমূল্যবী হইয়া থাকেন । ৮—৯। যদি স্নেহও উক্ত
প্রকার অষ্টবিধ ভক্তির অধিকারী হইতে পারে, তাহাহইলে
সেই স্নেহও বিশ্রেষ্ঠ মুনি হইয়া পরমগতি লাভ করিতে
পারে । ১০। যে ব্যক্তি প্রকৃত বিষ্ণুভক্তির পাত্র, সে স্নেহ হইলেও
তাহাকে হস্তমুদ্র দিতে পারে এবং সেই ব্যক্তির নিকট উপদেশ
গ্রহণ করিতে পারে । আর সেই হরিভক্তই হরির ন্যায় পূজণীয় ।
যদি চণ্ডালও ভগবন্ত হইয়া থাকে, তাহাহইলে সেও যথোচ্চাঙ্গমে জগৎ
পরিভ্রমণ করিয়া থাকে । ১১। যে ব্যক্তি বলে, “আমি তোমার শর-
ণাপন্ন হইলাম” তাহার প্রতি দয়াপ্রকাশ করিবে, আর তিনি
সৰ্ব প্রাণিকে অতঃ প্রদান করিবেন, ইহাই হরির ব্রত । ১২।
সহস্রমন্ত্রযাজী হইতে সৰ্ববেদান্তপারগ শ্রেষ্ঠ, কিন্তু কোটিবেদান্ত
পারগ হইতে এক বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ । ১৩। যাহারা বিষ্ণুতে একান্ত
অমুরক্ত, তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন । হরি একান্ত অমু-
রক্তের প্রতি প্রসন্ন হইবেন, অতএব সকলে হরি পরায়ণ হইবে ।
১৪। যাহার চিত্ত হরিতে একান্ত অমুরক্ত, অতএব তাহারাই ভগ-
বৎপরায়ণ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হয় । আর যাহারা ভগবানের প্রতি
চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাহারা হরির সৰ্বপ্রকার প্রিয়
ব্যক্তি হইতেও অধিকতর প্রিয়পাত্র হইতে পারেন । ১৫।
অপংস্ব কালেও যাহার হরিভক্তির কিকিয়াই অন্তথা ভাব না

প্রীতিরধিকা বিষ্ণো বিষয়েষনপায়িনী ॥ ১৬ ॥ বিষ্ণুং
সংস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নোপসর্পতি । দৃঢ়ভক্তোপি বেদাদি
সৰ্বশাস্ত্রার্থপারগঃ ॥ ১৭ ॥ যো ন সৰ্বেশ্বরে ভক্তঃ স্ত-
বিদ্যাং পুরুষাধমং । নাধীভবেদশাস্ত্রোপি ন কৃতোৎক-
লম্ভবঃ । যো ভক্তিং বহতে বিষ্ণো তেন সৰ্বং কৃতং
ভবেৎ ॥ ১৮ ॥ যজ্ঞনঃ কৃতুমুখ্যানাং বেদানাং পারগা
অপি । নতাং যান্তি গতিং ভক্তা যাং যান্তি মুনিসত্তমাঃ ॥
১৯ ॥ যঃ কশ্চিৎকৈবলো লোকে মিথ্যাচারোপাশ্রমী ।
পুনাতি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ ॥ ২০ ॥
যে নৃশংখা দুর্ভাষানঃ পাপাচাররতাস্তথা । তেপি যান্তি
পরং স্থানং নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ২১ ॥ দৃঢ়া জনাৰ্দ্দনে ভক্তি
যদৈবাব্যভিচারিণী । তদা কিয়ং স্বর্গস্থং সৈব নির্বাণ-
হেতুকী ॥ ২২ ॥ ভ্রাম্যতাং তত্র সংসারে নরাণাং কৰ্ম্মভূগমে ।

হয় এবং হরিভক্তি ভক্তজনের সমধিক প্রীতি উৎপাদন করে,
কখনও সেই প্রীতি বিবর ভোগে পরিভ্রষ্ট হয় না । ১৬। আমি
সৰ্বদা হরিকে স্মরণ করিতেছি, আমার হৃদয় হইতে যেন
হরিভক্তি অপসৃত হয় না, যিনি এইরূপ দৃঢ়ভক্তির আধার,
তিনি বেদাদি সৰ্বশাস্ত্র পারগ হইতে পারেন । ১৭। যিনি
সৰ্বেশ্বর হরিকে ভজনা করেন না, সেই ব্যক্তিকে পুরুষাধম
বলিয়া জানিবে । বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে এবং কোনরূপ
যজ্ঞাদি আচরণেও যাহার অমুরাগ নাই, সেই বর্জিত যদি
হরির ভজনা করেন, তাহাহইলে তিনি বেদাদি ধর্মশাস্ত্র অধ্য-
য়ন ও সৰ্বপ্রকার যাগজ্ঞানিত ফললাভ করিতে পারেন । ১৮।
হরিভক্ত মুনিগণ যেরূপ সঙ্গতি লাভ করেন, সমস্ত যজ্ঞাভ্যুত্থাতা
ও সৰ্ববেদান্তপারগ ঋষিরা সেইরূপ সঙ্গতির অধিকারী হইতে
পারেন না । ১৯। যাহারা মিথ্যাচারপরায়ণ ও অনাশ্রমী, তাহা-
রাও যদি হরিভক্ত হয়, তাহাহইলে তাহারা সকল লোক পরিভ্রমণ
করিতে পারে । যেমন দিবাকর উদিত হইয়া সকল লোক প্রকাশ
করে, সেইরূপ হরিভক্ত ব্যক্তি ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিয়া থাকে ।
২০। যাহারা অতি নৃশংস, দুর্ভাষা ও সৰ্বদা পাপকার্যে
রত, তাহারাও যদি নারায়ণপরায়ণ হয়, তাহাহইলে পরমপদ
লাভ করিতে পারে । ২১। যখন জনাৰ্দ্দনেতে অচলা ভক্তি আছে,
তখন স্বর্গস্থ অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয় এবং সেই
হরিভক্তিযারাই নির্বাণপদ পাইতে পারে । ২২। যাহারা

হস্তাবলম্বনে হেকো ভুঙ্ক্তে তুচ্ছো জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ২৩ ॥ ন
শৃণোত গুণান্ দিব্যান্ দেবদেবশ্চ চক্রিণঃ । স নরো
বৰ্ধিরো জ্ঞেয়ো সৰ্ব্বধৰ্ম্মবহিষ্কৃতঃ ॥ ২৪ ॥ নাস্মি সংকী-
ৰ্ত্তিতে বিষ্ণোৰ্যশ্চ পুংসো ন জারতে । শরীরং পুলকো-
ক্তাষি তন্তবেৎ কুণপোপমং ॥ ২৫ ॥ সন্মিন্ ভক্তির্দ্বিজ-
শ্রেষ্ঠ মুক্তিৰপ্যচিরাস্তবেৎ । নিবিষ্টমনসাং পুংসাং সৰ্ব্বথা
রজিনক্ষয়ং ॥ ২৬ ॥ স্বপুরুষমতিবীক্য পাশহস্তং বদতি
যমঃ কিলতশ্চ কৰ্ণমূলে । পরিহর মধুস্থদনপ্রপন্নান্ প্রভুরহ-
মনান্গুণং ন কদাপি বৈষ্ণবানাং ॥ ২৭ ॥ অপি চেৎ সূতুরা-
চারো ভজতে মামনন্যভাক্ । সাধুরেব সমস্তব্যাঃ সম্যদ্যব-
সিতো হি সঃ ॥ ২৮ ॥ কিপ্রং ভবতি ধৰ্ম্মায়া শঙ্খচ্ছাস্তি
স গচ্ছতি । বিপ্রেন্দ্রস্প্রতিজানী হি বিষ্ণুভক্তো ন নশ্চতি ॥
২৯ ॥ ধৰ্ম্মার্থকামঃ কিমশ্চ মুক্তিস্তশ্চ করে স্থিতা । সমস্ত-

ক্রিয়ামার্গা, তাহারা এই কৰ্ম্মজৰ্গম সংসারে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ
করিতে থাকে । কিন্তু হরিতত্ত্ব ব্যক্তি হস্তপ্রসারণ করিলেই
জনাৰ্দ্দন তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তের হস্তগত দ্রব্যগ্রহণ
করেন । ২৩ । যে মনুষ্য দেবদেব চক্রধারী নারায়ণের গুণা-
নুবাদ শ্রবণ করে না, সেই নরকে বধির ও সৰ্ব্বধৰ্ম্মবহিষ্কৃত
জানিবে । ২৪ । হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন করিলে যে পুরুষের শরীর
পুলকিত হয় না, সেই ব্যক্তির শরীর শববৎ জ্ঞান করিবে । ২৫ ।
যে পুরুষে হরিতত্ত্ব বিদ্যমান আছে, অচিরকালে তাহার
মুক্তিলাভ হয় । আর যাহারা হরিতে মনোনিবেশ করিয়া-
ছেন, তাহাদিগের সকল পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । ২৬ । যদি যম-
দূত হরিতত্ত্বদিগকে যমপুরে লইয়া বাইতে উদ্যত হয়, তখন
যমরাজ পাশহস্ত স্বীয় দূতদিগের কৰ্ণমূলে মূলে বলিয়া থাকেন,
“তোমরা শীঘ্র এই মধুস্থদনের ভক্তদিগকে পতিত্যাগ কর ।”
যেহেতু আমি অজ্ঞান্য পুরুষের অধীশ্বর বটি, কিন্তু হরিতত্ত্ব
মনুষ্যের প্রতি আমার কোন অধিকার নাই । ২৭ । যমঃ
হরি বলিয়াছেন, যদি সূতুরাচার ব্যক্তিও অশ্রু কেহকে ভজনা
না করিয়া কেবল আমারই আরাধনা করে, তাহাহইলে সেই
ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া জানিবে এবং সেই ব্যক্তিই সম্যকপ্রকারে
সৰ্ব্বকৰ্ম্ম সমাচরণ করিয়াছে, ইহা ভাবিতে হইবে । ২৮ । যিনি
হরিতত্ত্ব, তিনি নিত্য শান্তিস্থ লাভ করেন এবং শীঘ্র ধৰ্ম্মায়া
হইতে পারেন । বিজ্ঞেয় ! হরিতত্ত্ব ধ্যক্তি কদাচ বিনাশ

জগতাং মূলে যস্য ভক্তি স্থিরা হরৌ ॥ ৩০ ॥ দেবী হেবা
গুণময়ী হরেৰ্ম্ময়া দূরতয়া । তমেব যে প্রপদ্যন্তে মারা-
মেতাং তরন্তি তে ॥ ৩১ ॥ কিং বজ্জারাধনে পুংসাং সিদ্ধিতে
হরিমেধসঃ । ভট্টক্যবা রাধ্যতে বিষ্ণুর্নান্যতত্রাপি কারণং ॥
৩২ ॥ ন দাতৈর্কিবিবৈধদৈতৈঃ পুটৈর্পাণৈর্বানুলেপনৈঃ । ভোষ-
য়েতি মহাত্মাসৌ বধা ভক্ত্যা জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ৩৩ ॥ সংসার-
বিবরক্ষশ্চ দে কলে হ্যমৃতোপমে । কদাচিত্ কেশবে
ভক্তিস্তত্ত্বভক্তেরা সমাগমঃ ॥ ৩৪ ॥ পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু
ভোয়েষ্বকফলভোযু সদৈব সংস্রু । ভট্টক্যকলভো পুরুষে
পুরাণে মূর্ত্ত্যকলাভে ক্রিয়তে প্রযত্নঃ ॥ ৩৫ ॥ আক্ষোঢ়য়স্তি
পিতরঃ প্রনৃত্যস্তি পিতামহাঃ । বৈষ্ণবো মংকুলে জাতঃ

পায় না । ২৯ । সমস্ত জগতের মূলীভূত হরিতে যাহার স্থি-
তর ভক্তি আছে, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে তাহার কোন প্রয়োজন
নাই, যেহেতু হরিতত্ত্বের করতলে সৰ্ব্বদা মুক্তিবিরাজিত রহি-
য়াছে । ৩০ । ত্রিগুণময়ী হরিনায়া দূরতক্রম্য, কেহই হরি-
নায়া হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না, কিন্তু যিনি সেই
হরির শরণাগত হইয়াছেন, কেবল তিনিই উক্ত মায়া অতিক্রম
করিতে পারেন । ৩১ । যাহারা হরিতত্ত্ব, দারা ও ধনদারা
তাহাদিগের কি কার্য্যসিদ্ধ হইতে পারে ? অর্থঃ হরিতত্ত্ব
ব্যক্তির স্ত্রীপুত্রকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া থাকে । আর
কেবল ভক্তিদ্বারাই হরির আরাধনা হইতে পারে, তাহাতে অশ্রু
কোন উপকরণের প্রয়োজন নাই । ৩২ । জনাৰ্দ্দনকে ভক্তি
করিলে তাহার যেকণ সন্তোষ হইয়া থাকে, অশ্রুকোন বস্তু
প্রদান অথবা পুষ্প ও চন্দনাদি অনুলেপন দ্রব্যদ্বারা নারায়ণের
সেইরূপ তৃপ্তিসাধন হইতে পারে না । ৩৩ । এই সংসাররূপ বিষ্ণু
বৃক্ষের ছইটিমাত্র অমৃততুল্য ফল আছে । তাহাদিগের মধ্যে
প্রথম কেশবভক্তি এবং দ্বিতীয় হরিতত্ত্বজনের সহিত
সমাগম । ৩৪ । পত্র, পুষ্প, ফল, জল এই সমুদায়ই অনার্য্যসলভ্য ।
কেবল পত্রাদিপ্রদান করিলে মুক্তিলাভের আশা নাই, কিন্তু
পুরাণপুরুষ হরিতে ভক্তিসংস্থাপন করিতে পারিলেই
মুক্তিলাভ হইতে পারে, অতএব হরিতত্ত্ব লাভে অশ্রু যত্ন
করিবে । ৩৫ । বংশমধ্যে কেহ হরিতত্ত্ব হইলে তাহাকে দেবির্য্য
গিতুলোক বাহতাড়নপূর্ব্বক নৃত্য করিতে থাকেন এবং তাহারা
মনে করেন, আমাদিগের বংশে হরিতত্ত্ব জন্মিয়াছে, এই

স নঃ সন্তারয়িষ্যতি ॥ ৩৬ ॥ অজ্ঞানিনঃ সুরবরে সমধি-
কিপন্তো বৎ পাপিনোহপি শিশুপালমুযোধনাত্মাঃ।
মুক্তিং গতা স্মরণমাত্রবিধূতপাপাঃ কঃ সংশয়ঃ পরম-
ভক্তিমতাং জনানাং ॥ ৩৭ ॥ শরণং তং প্রাপন্না, যে
ধ্যানযোগবিবর্জিতাঃ। তেহপি মৃত্যুযতিক্রম্য যান্তি তদৈ-
ক্ষবৎ পদং ॥ ৩৮ ॥ ভবোত্তরক্লেশশতৈহ তন্তথা পরিভ্রম-
মিস্ত্রিয়রন্ধুটকৈঃ পটৈঃ। নিয়ম্যতাং মাধব মে মনোহর-
স্তদজিহ্মশকৌ দৃঢ়ভক্তিবন্ধনে ॥ ৩৯ ॥ বিষ্ণুরেব পরং
ব্রহ্ম ত্রিভেদমিহ পঠ্যতে। বেদসিদ্ধাস্তমানেষু তন্ন জানন্তি
মোহিতাঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ভগবন্তুক্তিকথনং নাম
ঊনবিংশাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥

বিংশাদিকদ্বিশততনোহধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ মুক্তিহেতুনাশ্রয়ভজমব্যয়মক্ষয়ং।

ব্যক্তি নিশ্চয় আমাদিগকে পরিভ্রাণ করিবে। ৩৬। যাহারা
অজ্ঞানী, তাহারাই সেই সুরেশ্বরের প্রতি দ্বেষ করিয়া
থাকে, তথাপি ভগবান্ তাহাদিগকে মুক্ত করেন।
পাপাত্মা শিশুপাল ও হর্যোধন প্রভৃতিও বিষ্ণুর কৃপায় মুক্তি-
লাভ করিয়াছে, স্মরণ্য যাহারা জ্ঞানী ও পরম ভক্তিভাজন
তাঁহারা যে সেই মুক্তিদাতাকে স্মরণ করিবামাত্র মুক্তি-
লাভ করিবে, তাহাতে সংশয় নাই। ৩৭। যাহারা বিষ্ণুর শরণা-
পন্ন হইয়াছে, তাহারা ধ্যান ও যোগবিহীন হইলেও মৃত্যুকে
অতিক্রম করিয়া বৈষ্ণবপদ পাইতে পারে। ৩৮। আমার মন
সংসারোত্তরজনিত শত শত ক্লেশভোগে অপহৃত হইয়াও ইন্দ্রিয়
রন্ধুরূপ পথে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিতেছে, মাধব! আমার
সেই মনোরূপ অশ্বকে দৃঢ়ভক্তিরূপ বন্ধনদ্বারা আপনার চরণ-
শঙ্কতে বন্ধ করিয়া রাখুন। যেন সেই মন আপনার চরণকমল
পরিভ্রাণ করিয়া অন্যত্র যাইতে না পারে। ৩৯। একমাত্র বিষ্ণুই
পরব্রহ্ম বেদসিদ্ধাস্ত প্রমাণে। সেই বিষ্ণুর ত্রিধাভেদ পঠিত হয়,
যাহারা প্রকৃতভেদজ্ঞানী, তাহারা কিছুই জানে না এবং তাহা-
দিগকে মোহিত বলিয়া জানিতে হইবে। ৪০।

বিংশাদিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ।

সূত কুলিনেন যিনি মুক্তির কারণ, যাহার আদি, অন্ত ও

যো নমেৎ সর্বলোকস্ত নমস্ত্যো জায়তে নরঃ ॥ ২ ॥ বিষ্ণু-
মানন্দমদৈতৎ বিজ্ঞানং সর্বগং প্রভুং। প্রণমামি স্নাদা
ভক্ত্যা চেতসা হৃদয়ালয়ং ॥ ৩ ॥ যোহন্তুস্তিষ্ঠনশেষস্ত
পশ্যতীশঃ শুভাশুভং। তং সর্বসাক্ষিণং বিষ্ণুং নমস্ত্যো
পরমেশ্বরং ॥ ৪ ॥ শকৌ নাপি নমস্কারঃ প্রমুক্তশক্রে-
পাণয়ে। সংসারতৃণবর্ণাণামুদ্বৈজনকরো হি সঃ ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণে ক্ষুরজ্জলধরোদরচাক্ষুঃ লোভিকারপুরুষে পরম-
প্রমেয়ে। একো হি ভাবগুণমাত্রদৃঢ়প্রণামঃ সত্ত্বঃ
স্বপাকমপি সাধয়িতুং প্রশক্তঃ ॥ ৬ ॥ প্রণম্য দণ্ডবদ্যুর্মো
নমস্কারেণ যোচ্চরয়েৎ। স যাং গতিমবাপ্নোতি ন তাং
ক্লেতুশতৈরপি ॥ ৭ ॥ দুর্গসংসারকান্তারকুপারামেপি
ধাবতাং। একঃ কৃষ্ণে নমস্কারোমুক্ত্যা তাংস্তারয়িষ্যতি ॥
৮ ॥ আসীনো বা শয়ানো বা তিষ্ঠন্ বা যত্র তত্র বা।

জন্ম নাষ্ট, সেই অব্যয় ও অক্ষয় হরিকে যে ব্যক্তি নম-
স্কার করেন, সেই ব্যক্তি সর্বলোকের নমস্কার হইতে পারেন।
১—২। আনন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয়, বিজ্ঞানময়, সর্বগ জগৎকর্তা
নারায়ণকে ভক্তিপূর্বক মনে মনে নমস্কার করি, তিনি হৃদয়ের
আলয়স্বরূপ। ৩। যে দীক্ষার অশেষ জীবের হৃদয়ে অবস্থানপূর্বক
শুভাশুভ দর্শন করেন, সেই সর্বসাক্ষী পরমেশ্বর হরিকে নম-
স্কার করি। ৪। যে ব্যক্তি শক্তিগ্ধেও চক্রপাণিকে নমস্কার
করে না, সেই ব্যক্তি সংসারমধ্যে তৃণাদিরও উদ্বেগকারণ হয়।
অর্থাৎ সেই ব্যক্তি পাপাত্মা হইয়া জগতের অনিষ্টসাধন করিতে
থাকে। ৫। নূতন জলধরোদরের জ্ঞায় স্নিগ্ধ নীল কলেবর
সর্বলোকের অধীশ্বর অপ্রমের পরমপুরুষ কৃষ্ণেতে, যে ব্যক্তি
একবারমাত্র দৃঢ়ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়াছে, সেই ব্যক্তি
স্বপচাদি পাপিষ্ঠবর্গকে পরিভ্রাণ করিতে পারে। ৬। যিনি
ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণামকরত নারায়ণের অর্চনা
করেন, সেই ব্যক্তি যেকূপ উৎকৃষ্ট গতিলাভ করে, শত শত
যজ্ঞাযুষ্ঠান করিলেও সেইরূপ সদ্গতিলাভ হইতে পারে না।
৭। যাহারা সংসাররূপ দুর্গ অরণ্যে এবং কূপ উদ্যানাদিতে ধাক-
মান, করেন, তাহারাও যদি একমাত্র কৃষ্ণের প্রণাম করেন, তাহা-
হইলে এই সংসার হইতে পরিভ্রাণ পাইয়া থাকেন। ৮। উপ-
বেশন করিয়া কিবা শয়ন করিয়া থাকুক, অথবা যে কোন

নমো নারায়ণায়ৈতি মন্ত্রৈকশরণো ভবেৎ ॥ ৯ ॥ নারায়ণেতি শব্দোক্তি বাগক্তি বশবর্তিনী । তথাপি নরকে মুচ্যঃ পতন্তীতি, কিমুচ্যুতং ॥ ১০ ॥ চতুর্থমুখো বা যদি কোটিবক্তে, তবেবমঃ কোপি বিশুদ্ধচেতাঃ । স বৈগুণ্য-
নামযুক্তকদেশং বদেম বা দেববরস্ত্য বিখ্যোঃ ॥ ১১ ॥ ব্যাসাত্মা যুনয়ঃ সর্বৈ শুভবন্তো মধুসূদনং । মতিক্রিয়া-
ম্নিবর্তন্তে ন গোবিন্দগুণকরাং ॥ ১২ ॥ অবশোনাপি যম্মানি কীর্তিতে সর্বপাতকৈঃ । পুমান্ বিমুচ্যতে সত্তাঃ
সিংহবৈশ্বশ্রুগো যথা । বদ্ধঃ পরিকরন্তেন মোক্ষায় গমনং
প্রতি ॥ ১৩ ॥ স্বপ্নেপি নাম স্পৃশতোপি পুংসঃ কলং
করোত্যক্ষয়পাপরাশিং । প্রত্যক্ষতঃ কিং পুনরত্র পুংসা
প্রকীর্তিতে নানি জনার্দনস্ত্য ॥ ১৪ ॥ নমঃ কৃষ্ণাচ্যুতা-

অবস্থায় বিদ্যমান হউক, সকল সময়েই ওঁ নমো নারায়ণায়
এই মন্ত্রের শরণাপন্ন হইবে। ৯। নারায়ণ এই শব্দ এবং আপন
বশীভূত বাক্য উভয়ই বিদ্যমান আছে, তথাপি মূঢ়লোকেরা
নরকে পতিত হয়, ইহা অতি অদ্ভুত ব্যাপার। যদি একবারমাত্র
“নারায়ণ” এই শব্দ উচ্চারণ করে, তাহাহইলে আর সেই
ব্যক্তির নরক দর্শন হইতে পারে না। ১০। কোন বিশুদ্ধচিত্ত
ব্যক্তি চতুরানন অথবা কোটিবদন হইলেও সেই অনন্তগুণের
আধারভূত দেববর নারায়ণের গুণানুবাদ করিতে সমর্থ
হয় না। ১১। ব্যাসাদি মুনিসকল মধুসূদনের স্তব করিয়া-
ছেন, কিন্তু সকলেই জনার্দনের স্তব করিতে করিতে বুদ্ধি
ক্ষয় হইলেই নিবৃত্ত হয়েন, কেহই তাহার গুণ বর্ণন করিয়া
শেষ করিতে পারেন না। ১২। যদি কোন অবশ ব্যক্তিও
নারায়ণের নাম কীর্তন করেন, তাহাহইলে সেই পুরুষ তৎ-
ক্ষণে সর্বপ্রকার পাতক হইতে মুক্ত হইতে পারেন। যেমন
সিংহের হস্ত হইতে যুগ পরিভ্রাণ পায়, সেইরূপ হরিনাম কীর্তনে
পাপী মুক্তি পাইয়া থাকে। আর সেই পাপী মোক্ষধামে
গমনের নিমিত্ত বদ্ধ পরিকর হয়। ১৩। যদি কোন পুরুষ স্বপ্না-
বস্থাতেও নারায়ণের নাম স্মরণ করে, তাহাহইলে সেই পুরুষের
পাপরাশি ক্ষয় পায়, কিন্তু যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষরূপে জনার্দনের
নাম কীর্তন করে, তাহার যে কার্যাসিদ্ধি না হয় এমন কার্যই
নাই। অর্থাৎ হরিনাম স্মরণ করিলে সর্বকার্যই সিদ্ধ হইতে

নন্তবাস্তদেবেত্যাদীরিতং । যৈর্ভাবভাবিতৈর্কিপ্র ন ভে যম-
পুরং যযুঃ ॥ ১৫ ॥ কল্যো ভবেদবধা বহুস্তমসো ভাস্করো-
দয়ে । তথৈব কলুষোষস্ত্য নামসংকীর্তনাং হরেঃ ॥ ১৬ ॥
কন্যাপৃষ্ঠগমনং পুনরায়তি ন কলং । গচ্ছতাং দূর-
মধ্বানং কৃষ্ণমুচ্ছিতচেতসাং ॥ ১৭ ॥ পাথেরং পুণ্ডরী-
কাক নামসংকীর্তনং হরেঃ । সংসারসর্পসংদষ্ট-বিষচেষ্টেক-
ভেষজং । কৃষ্ণোতি বৈষ্ণবং শাস্ত্রং জপ্ত্বা যুক্তো ভবে-
ন্নরঃ ॥ ১৮ ॥ ধ্যানং কৃতে জপেয়ম্ভৈস্ত্রেতায়াং ষাণ্মরে-
চর্যন্ । যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংসৃত্য কেশবং ॥
১৯ ॥ জিহ্বাগ্রে বর্ততে যস্ত্য হরিরিত্যকরদ্বয়ং । সংসার-
সাগরং তীত্বা স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবং পদং ॥ ২০ ॥ বিজ্ঞাতদুষ্কৃতি-

পারে। ১৪। যাহারা ভক্তিপুরঃসর “হে কৃষ্ণ! হে অচ্যুত!
হে অনন্ত! হে বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার করি” এইরূপে
ভগবানের নাম কীর্তন করে, তাহার কখনও যমপুর দর্শন
করে না। ১৫। যেমন অগ্নিপ্রজ্বলিত হইলে অথবা সূর্য্যের
উদয় হইলে অন্ধকার বিনাশ পায়, সেইরূপ হরিনাম সংকীর্তন
করিলে পাপরাশি বিনষ্ট হয়। ১৬। স্বর্গপুরে গমন করিলেও
কোন ফল নাই, যেহেতু স্বর্গগামীরাও পতন হইয়া থাকে, কিন্তু
যাহারা নারায়ণে চিত্তসমর্পণ করিয়াছে, তাহাদিগের পুনরাবৃতি
হয় না। তাহার সংসার অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে অব-
স্থিতি করিতে থাকে। ১৭। হরির যে পুণ্ডরীকাক একটি নাম
আছে, তাহাই সংসারপার গমনের পাথের, অর্থাৎ যিনি
সংসারপারে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার কোন-
রূপ পথক্লেশ হয় না। সংসাররূপ সর্প যাহাকে দংশন করি-
য়াছে, তাহাদিগের বিষপ্রতিকারে একমাত্র হরিনামই মহৌষধ।
কৃষ্ণ এই নাম সর্বশাস্ত্রপ্রদ, উক্ত নাম জপ করিলে মমুষ্য
মুক্ত হইতে পারে। ১৮। সত্যযুগে নারায়ণকে ধ্যান করিবে,
ত্রৈতাযুগে ঐ নারায়ণ নাম জপ করিবে, ষাণ্মরযুগে হরির স্মরণ
এবং কলিযুগে কেবল কেশবের নাম স্মরণ করিবে। তাহাহইলেই
নরগণ মুক্তিলাভ করিতে পারে। ১৯। যিনি “হরি” এই দুইটি
বর্ণ জিহ্বাধারা উচ্চারণ করেন, সেই ব্যক্তি সংসার সাগর
হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিষ্ণুপুরে গমন করিয়া থাকেন। ২০। যদি
কোন ব্যক্তি সহস্র সহস্র দুষ্কৃতি সমন্বিত হইয়াও নারায়ণের

সহস্রসমাহৃতোপি শ্রেয়ঃ পরন্তু পরিশুদ্ধিমতীপ্ৰমানঃ ।
অপ্ৰাপ্তস্তে ন হি পুনশ্চ ভবৎ স পশ্যেদ্বারারণস্ততিকথা-
পরমো মনুষ্যঃ ॥ ২১ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে নারায়ণভক্তিকথনং

নাম বিংশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥

একবিংশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ অশেষলোকনাথস্য সারমারাদনং
হরেঃ । দদ্যাৎ পুরুষহৃক্তেণ যঃ পুষ্পাণ্যপ এন সঃ ॥ ২ ॥
অর্চিতঃ স্রাজ্জগাদদং তেন সর্বং চরাচরং । যো ন
পূজয়তে বিষ্ণুং তং বিদ্যাক্ষত্ৰয়াতকং ॥ ৩ ॥ নতঃ
প্ররতিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততং । তং যো ন পূজয়তি
বিষ্ণুং স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভবেৎ ॥ ৪ ॥ নরকে পচ্যমানস্ত
যমেন পরিভাষিতঃ । কিন্তুরা নার্চিতো দেবঃ কেশবঃ
ক্লেশনাশনঃ ॥ ৫ ॥ উদকেনাপ্যভাবেন দ্রব্যানাগাচ্চতঃ
প্রভূঃ । যো দদাতি স্বকং লোকং স ত্বরা কিং ন

স্ততিপরায়ণ হয়েন, তাহাইহঁলে সেই ব্যক্তি সপ্ৰাণস্থাতে কোন-
রূপ ভন্ন দর্শন করেন না ।

একবিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, অশেষ লোকের অদোষরহিত আরাদনাই
এই জগতের সার কার্য্য । যিনি পুরুষহৃক্তমস্ত্রে নারায়ণকে
পুষ্প অথবা জল প্রদান করেন, তিনি স্বয়ং নারায়ণ হইয়া
পাকেন । ১—২ । যিনি নারায়ণের অর্চনা করেন, তিনি সচ-
রাচর জগতের অর্চনাজনিত ফল পাইয়া থাকেন, যিনি বিষ্ণুর
অর্চনা করেন না, তাঁহাকে ব্রহ্মবাতক বলিয়া জানিবে । ৩ । যে
নারায়ণ হইতে অনন্ত জীবের জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, যিনি অনন্ত
জ্ঞানোত্তম পরিব্রাজ্ঞ আছেন, যে পাপাত্মা সেই হরির ধ্যান
করে না, সেই পাপিষ্ঠ বিষ্ঠাতে ক্রিমি হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ।
৪ । যখন পাপিষ্ঠ লোকসকল নরকে পচ্যমান হয়, তখন যম
তাঁহাদিগকে কহেন, তুমি কি সর্বক্লেশনাশন কেশবের অর্চনা
কর নাহি ? ৫ । অর্চনোপযোগী দ্রব্যের অভাব হইলে কেবল
জলদ্বারা অর্চনা করিলেও যিনি পূজকে স্বীয় লোক প্রদান

চার্চিতঃ ॥ ৬ ॥ ন তৎ কুরোতি সা মাতা ন পিতা নাপি
বান্ধবঃ । যৎ কুরোতি হৃদীকেশঃ সন্তুষ্টঃ শ্রদ্ধয়া-
দ্বিতঃ ॥ ৭ ॥ বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষে পরঃ পুমান্ ।
বিষ্ণুরারাদ্যতে পশ্চা নানান্ততোষকারকঃ ॥ ৮ ॥ ন দাতৈন-
র্কিবিবেদিতৈর্নপুষ্ণৈর্নানুলেপনৈঃ । তোষমেতি মহা-
আসৌ যথা ভক্ত্যা জনাৰ্দ্ধনঃ ॥ ৯ ॥ সম্পদৈশ্বৰ্য্যমাহাটম্যৈঃ
সন্তুত্যা ন ন কর্ম্মণা । বিমুক্তৈশ্চৈকতা লভ্যা মূলমারাদনং
হরেঃ ॥ ১০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে পূজাস্ততিকথনং

একবিংশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥

দ্বাবিংশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ আলোক্য সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ
পুনঃ পুনঃ । ইদমেকং স্মৃশিস্বয়ং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ
সদা ॥ ২ ॥ কিন্তুস্য দাতৈনঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ

করেন, তুমি কি সেই সর্বক্লেশনাশন কেশবদেবকে অর্চনা
কর নাহি ? ৬ । হৃদীকেশ সন্তুষ্ট হইলে শ্রদ্ধাসম্বিত হইয়া
ভক্তের যেরূপ উপকার করিয়া থাকেন, মাতা, পিতা অথবা
বান্ধব ইহারা কেহই উক্তরূপ কার্য্য করিতে পারেন না । ৭ ।
মনুষ্য বর্ণাশ্রমাচারতৎপর হইয়া পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে আরাদনা
করিলে যেরূপ নারায়ণের সন্তোষ হয়, অন্য কোন উপায়ে
হরির সেইরূপ সন্তোষ জন্মিতে পারে না । ৮ । কেবল ভক্তি-
দ্বারা মহাত্মা জনাৰ্দ্ধনের যেরূপ সন্তোষ সাধিত হইতে পারে,
অস্ত্রাভ্র দ্রব্য প্রদান, পুষ্প ও স্নগন্ধি অমুলেপনদ্বারা বিষ্ণুর সেই-
রূপ সন্তোষ হইতে পারে না । ৯ । সম্পদ, ঐশ্বৰ্য্য, মাহাটম্য,
সন্তুতি ও কর্ম্মদ্বারা বিষ্ণুর একতা লাভ হয় না । কেবল বিমুক্ত
ব্যক্তিরাই হরির একতা লাভ করিতে পারে । ইহাঙ্গরা জানা
যায় যে, হরির আরাদনাই ইহার মূল । ১০ ।

দ্বাবিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, আমি সর্বশাস্ত্র অবলোকনপূর্বক পুনঃ পুনঃ
বিচার করিয়া দেখিয়াছি এবং তাহাতে আমার এই বথার্থ জ্ঞান
সমুৎপন্ন হইয়াছে যে, কেবল নারায়ণকেই সর্বদা ধ্যান

কিসমধ্বরৈঃ । যো নিত্যং ধ্যায়তে, দেবং নারায়ণগমনাধীঃ ॥
 ৩। তিস্তীর্থাঙ্গসংস্রাণি স্তিস্তীর্থশতানি চ । নারায়ণপ্রণামস্ত
 কলাং নার্কস্ত নোড়শীং ॥ ৪ ॥ প্রায়শ্চিত্তান্যশেষাণ
 তপঃকর্ম্মাণি যানি বৈ । যানি যোমশেষাণাং কৃষ্ণানু-
 স্মরণং পরং ॥ ৫ ॥ কৃতপাপেনুরক্তিচ্চ যস্য পুংসঃ প্রজা-
 য়তে । প্রায়শ্চিত্তস্ত তস্মৈকং হরেঃ সংস্মরণং পরং ॥ ৬ ॥
 মুহূর্ত্তমপি যো ধ্যায়েন্নারায়ণতদ্ভিতঃ । সোপি স্বর্গাতি-
 যাপ্নোতি কিং পুনস্তংপরায়ণঃ ॥ ৭ ॥ জাগ্রৎস্বপ্নবুধুপ্তে
 যোগস্থস্ত চ যোগিনঃ । যা কাচিৎস্বনসো হস্তিঃ সা ভবত্য-
 চ্যুতশ্রী ॥ ৮ ॥ উত্তিষ্ঠরিপতন্ বিষ্ণুং শ্রলপন্ বিবিশং-
 শুখা । ভুঞ্জন্ জাগ্রত গোবিন্দং মধবং যদেবং স্মরেৎ ॥
 ৯ ॥ শ্বে শ্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ কুর্গ্যাচ্চতুং জনাৰ্দ্দনে । এবা

করিবে। ১—২। যে ব্যক্তি নিত্য অনন্ত চিন্তে নারায়ণকে ধ্যান
 করে, দান, তীর্থস্ফাটন তপস্তা ও যজ্ঞদ্বারা তাহার কোন ফল
 নাই। হরিধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির দানাদিজনিত অন্যকে
 অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে। ৩। পুণিবোধে যষ্টি সহস্র ও
 শত তীর্থ বিদ্যমান আছে। উক্ত তীর্থনকল হরিপ্রণামেব
 বোড়শাংশ ফলপ্রদান করিতে পারে না। অর্থাৎ একবারমাত্র
 ভক্তিপূর্বক নারায়ণকে প্রণাম করিলে যেক্রপ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া
 থাকে, অনন্ত তীর্থভ্রমণে তাহার বোড়শাংশ পুণ্যলাভ হয়
 না। ৪। প্রায়শ্চিত্ত ও অশেষ প্রকার তপস্তা বিদ্যমান
 আছে; কিন্তু সর্বপ্রকার অপস্তার মধ্যে কৃষ্ণানুস্মরণই পরম
 তপস্তা বলিয়া পরিগণিত হয়। ৫। যাহারা নিরন্তর পাপকার্য্যে
 নিরত আছে এবং যাহাদিগের পাপাচরণে সমনিক অহুরাগ
 থাকে, একমাত্র হরিনামস্মরণই তাহাদিগের প্রাণ প্রায়-
 শ্চিত্ত। ৬। যিনি মুহূর্ত্তকালমাত্র অবহিতচিত্তে নারায়ণের ধ্যান
 করেন, তাহার স্বর্গলোকে গমন করিতে পারেন, পরন্তু
 যাহারা নারায়ণপরায়ণ, তাহাদিগের বৌদ্ধাঙ্গ্য বর্ণনাতীত। ৭।
 যাহারা সর্বদা যোগে নিরত আছে, তাহাদিগের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও
 অসুপ্তিকালে যে কোন মনোবৃত্তি উপস্থিত হয়, তৎসমুদায়ই
 নারায়ণকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ৮। উক্তকালে, নিপতন-
 সময়ে, শ্রলপনকালে, প্রবেশকালে, ভোজনকালে ও জাগ্রদ
 বস্থায় যজ্ঞকোৎপন্ন শ্রীপতি গোবিন্দকে স্মরণ করিবে। ৯।
 মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াও অমর্দনে চিত্তসমর্পণ

শাস্ত্রানুসারোক্তিঃ কিমনৈর্নরৈর্হ ভাবিতৈঃ ॥ ১০ ॥ ধ্যানমেব
 পরো ধর্ম্মো ধ্যানমেব পরস্তপঃ । ধ্যানমেব পরং শৌচং
 তস্মাচ্ছ্রাদ্ধপণে ভবেৎ ॥ ১১ ॥ নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং
 ধ্যেয়ং তপো নানশনাং পরং । তস্মাৎ প্রধানমত্রোক্তং
 বাসুদেবস্ত চিন্তনং ॥ ১২ ॥ যদুল্ভং পরং প্রাপ্য মনসো
 বস্তুগোচরং । তদপ্যপ্রার্থিতং ধ্যাতো দদতি মধুহৃদনঃ ॥
 ১৩ ॥ প্রমদাং কুর্ত্তাং পুংসাং প্রচ্যবেতাস্বরেষু যৎ ।
 স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্মাদিতি ক্রুতিঃ ॥ ১৪ ॥
 ধ্যানেন সদৃশং নাস্তি শোভনং পাপকর্ম্মণাং । আগামি-
 দেহাহতুনাং দাহকো যোগপাবকঃ ॥ ১৫ ॥ বিনিষ্ঠারসমা-
 ধিস্ত মুক্তমত্রেব জন্মনি । প্রাপ্নোতি যোগী যোগাগ্নি-
 দগ্ধকর্ম্মা চ যোগিরাং ॥ ১৬ ॥ যথাগুরুদ্যতশিখঃ কক্ষং
 দহতি বানিলঃ । তথা চিত্তস্থিতে বিষ্ণৌ যোগিনাং সর্ব-

করিবে, ইহাই শাস্ত্রানুযায়ী বাক্য। কেবল গোবিন্দনাম কীর্ত্ত-
 নেই সদৃশতা লাভ হইয়া থাকে, অন্যান্য চ্ছভাষণদ্বারাও
 কোনরূপ ইষ্টলাভ হয় না। নারায়ণের ধ্যানই প্রথমধর্ম্ম ও পরম
 তপস্তা এবং এই ধ্যানই মনুষ্যের শৌচসম্পাদন করে, অতএব
 সর্বদা নারায়ণের ধ্যানপরায়ণ হইবে। ১০—১১। বিষ্ণু হইতে
 পরম পোয় আর কিছুই নাই এবং অনশন চতুস্তেও পরম তপস্তা
 আর নাই; অতএব বাসুদেবের চিন্তাই প্রধান বর্ণিত। ১২। যাহা
 অতি চুল্লভ, অপ্রাপ্য এবং মনের অগোচর,
 মধুহৃদনের ধ্যান করিলে তিনি ভক্তকে সেই সেই অপ্রার্থিত
 প্রদান করিয়া থাকেন। ১৩। যজ্ঞাদি কর্ম্ম সাধন করিতে করিতে
 যদি প্রমদবশতঃ সেই যজ্ঞ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুর নাম
 স্মরণ করিলেই সেই পরিভ্রষ্ট যজ্ঞও সম্পূর্ণ হইয়া থাকে।
 ইহাই শ্রীভগে কথিত আছে। ১৪। নারায়ণের ধ্যান করিলে
 যেক্রপ পাপকর্ম্মের দোষ শাস্তি হইয়া থাকে, এক্রপ পাপশোধন
 কর্ম্ম আর নাই। যোগরূপ অগ্নি আগামী দেহ দাহ করিয়া
 থাকে, অর্থাৎ যিনি নারায়ণের উদ্দেশে যোগসাধন করেন,
 তাহার পুনর্জন্ম হয় না। ১৫। যিনি নারায়ণের ধ্যান করিতে
 করিতে সমাদিসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছামেই যোগাগ্নিদ্বারা
 কর্ম্ম দগ্ধ করিয়া অচিরে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। ১৬।
 যেমন উদ্যতশিখ অগ্নি তৃণ-কাষ্ঠাদি দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ

কিঙ্করঃ ॥ ১৭ ॥ তথাগ্নিসোগাং কনকমলং সংপ্রজা-
 যতে। সংপ্লুটং বাসুদেবেন মনুষ্যাণাং সঙ্গ মলঃ ॥ ১৮ ॥
 গন্ধান্নানসহস্রৈশ্চ পুষ্করান্নানকোটীশু। যৎপাপং বিলয়-
 ষ্যতি স্মৃতং নশ্যত তৎকুরো ॥ ১৯ ॥ প্রাণায়ামসহস্রৈশ্চ
 যৎপাপং নশ্যতি ক্রবৎ। কণমাত্রেন তৎ পাপং হরে-
 দ্ভ্যানাং প্রণশ্যতি ॥ ২০ ॥ কলিপ্রভাবো দুষ্কোক্তিঃ
 পাপতান্যং তথোক্তরঃ। ন ক্রোধেহানসন্তস্য যস্য চেতসি
 কেশবঃ ॥ ২১ ॥ সা তিথিস্তনহোরাত্রং স যোগঃ স চ চন্দ্রমাঃ।
 লগ্নং তদেব বিখ্যাতং যত্র প্রস্থার্যতে হরিঃ ॥ ২২ ॥ সা
 হানিস্তস্মাদ্ভিঃ সা চার্ঘ্যজন্মকতা। যমুহুর্ভং কণো
 বাপি বাসুদেবং ন চিন্ততে ॥ ২৩ ॥ কলৌ রুতয়ুগস্তস্য কলি-
 স্তস্য রুতে যুগে। হৃদয়ে যস্য গোবিন্দো যস্য চেতসি
 মচ্যুতঃ ॥ ২৪ ॥ যস্যাত্তত্ত্বা পৃষ্ঠে গচ্ছতস্ত্রিষ্ঠতোপি
 বা। গোবিন্দে নিরতং চেতঃ রুতরুতা সদেব সঃ ॥ ২৫ ॥

যোগীগণের চিত্তস্থিত বিষ্ণু সর্বপ্রকার পাপ দহন করেন। ১৭।
 যেমন সূর্য্য অগ্নিসংযোগে নিশ্চয় হইয়া থাকে, সেইরূপ বাসু-
 দেব মনুষ্যের পাপসকল দহন করিয়া থাকেন। ১৮। সত্যযুগের
 গন্ধান্নান এবং কোটীখণ্ড পুষ্করভীর্বে স্নান করিলে যে যে পাপ
 বিনষ্ট হয়, একবারমাত্র নারায়ণকে স্মরণ করিলে মনুষ্যের সেই
 সকল পাপ লয় পাইয়া থাকে। ১৯। সত্য প্রাণায়ামদ্বারা
 মনুষ্যের যে পাপ বিনাশ পায়, কণমাত্র ভবির ধ্যান করিলে
 সেই পাপ বিনষ্ট হইতে পারে। ২০। যাহার চিত্তে কেশব
 বিদ্যমান আছেন, কলিপ্রভাব ও পাপাদিগের দুষ্কোক্তি তাহার
 চিত্ত অক্রমণ করিতে পারে না। ২১। যে সময়ে হরিকে স্মরণ
 করা যায়, সেই তিথি, সেই অতোরাত্র, সেই যোগ, সেই
 চন্দ্র ও সেই লগ্ন সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হয়। ২২। যে কণে বা
 মুহূর্ত্তে হরির চিন্তা হয় না, তাহা নিশ্চয় এবং সেই সময়কে
 মহাভানিকর ভাবিবে ও সেই সংঘে জড়তা ও মূঢ়তা
 মনুষ্যকে আশ্রয় করে। ২৩। যাহার হৃদয়ে গোবিন্দ বিদ্যমান
 আছেন, তাহার পক্ষে কলিযুগ ও সত্যযুগের ন্যায় এবং যিনি
 নিজচিত্তে অচ্যুতকে স্মরণ করে না, তাহার পক্ষে সত্যযুগ ও
 কলিযুগত্ব। ২৪। যিনি অগ্রে ও পশ্চাৎ হরিকে চিন্তা
 করেন এবং গমনকালে ও অবস্থিতিকালে যাহার চিত্তে গোবিন্দ

বাসুদেব মনো যস্য জপহোমার্চনাদিশু। তস্মাৎসুরায়ো
 যৈত্রের দেবেশ্চৈতদিকং কনঃ ॥ ২৬ ॥ অসংত্যজ্য চ
 গাহস্থ্যং স তপ্তা চ মহতপাঃ। ছিনতি পৌকরীং মায়াং
 কেশবার্পিতমানসঃ ॥ ২৭ ॥ কমাং কুর্ষন্তি ক্রুদ্ধে দয়াং
 মূর্খেষু মানবাঃ। মুদক ধর্ম্মশীলেষু গোবিন্দে হৃদয়-
 স্থিতে ॥ ২৮ ॥ ধ্যায়ন্ত্যারায়ণং দেবং স্নানদানাদিকর্ম্মশু।
 প্রায়শ্চিত্তেষু সর্বেষু দুষ্কৃতেষু নবশেষতঃ ॥ ২৯ ॥ লাভ-
 স্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাভবঃ। যেষামিন্দীবর-
 শ্চামো হৃদয়স্থো জনার্দনঃ ॥ ৩০ ॥ কীটপক্ষিগণানাক
 হরৌ সন্যস্তচেতসাং। উদ্ধারেষু গতিশ্চাস্তি কিং পুন-
 র্জানিনাং নৃণাং ॥ ৩১ ॥ বাসুদেবতচ্ছায়া নাতীতীতাতি-
 তাপদা। নরকদ্বারশয়নী সা কিমর্থং ন সেব্যতে ॥ ৩২ ॥

নিরত বাস করিতে থাকেন, সেই ব্যক্তি কুরুত্ব হইয়াছেন।
 ২৫। জপ, হোম ও অর্চনা প্রভৃতিতে যাহার চিত্ত বাসুদেবে
 রুত আছে, ইন্দ্রাদি ফল তাহার অস্তবাদস্বরূপ অর্থাৎ
 যিনি সর্বদা বিষ্ণুকে চিন্তা করেন, তিনি ইন্দ্রভূষণদগদ পাইলেও
 তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সেই ইন্দ্রাদিকে বিষ্ণু চিন্তনের বিষয়
 বলিয়া মনে করবেন। ২৬। যিনি কেশবে চিত্তসমর্পণ করিয়া-
 ছেন, তিনি গাহস্থ্য পরিত্যাগ না করিয়াও মহতপতা সমা-
 চরণপূর্ব্বক পৌরুষীমারা ছেদ করিতে পারেন। ২৭। যাহা-
 দিগের হৃদয়ে গোবিন্দ অবস্থিতি করেন, তাহার ক্রুদ্ধ ব্যক্তির
 প্রতি কমা, মূর্খের প্রতি দয়া ও ধর্ম্মশীলের প্রতি আমোহ
 প্রকাশ করিয়া থাকেন। ২৮। স্নান, দান, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি
 সংকর্মে এবং চৌর্যাদি দুষ্কৃত্যেও সর্বদা নারায়ণদেবকে
 চিন্তা করিবে। ২৯। যাহার হৃদয়ে নীলোৎপলের ন্যায় শ্রাম-
 কলেবর জনার্দন অবস্থিতি করেন, সর্বদা তাহারই লাভ ও
 জয় হইয়া থাকে, কখনও তাহার পরাভব হয় না। ৩০। কীট-
 পক্ষিগণ প্রভৃতি যদি হরিতে চিত্তসমর্পণ করে, তাহা হইলে
 তাহাদিগের সদগতি লাভ হয়; পরন্তু যে সকল মনুষ্য জ্ঞানী,
 অর্থাৎ জ্ঞানপুংসর বিষ্ণুতে চিত্তসমর্পণ করে, তাহাদিগের যে
 কিরূপ সদগতি লাভ হয়, তাহা বর্ণনাহীন। ৩১। বাসুদেবরূপ
 তরুর ছায়া অতি শীতল বা অতি উষ্ণ নহে, এই ছায়া আশ্রয়
 করিলে নরকদ্বারে গমন করিতে হয় না, অতএব সর্বদা উক্ত

ন চ দুর্দাসসঃ শাপো রাজ্যঞ্চাপি শচীপতেঃ । হস্তং
সমর্থং হি সখে হ্রংকতে মধুহৃদনে ॥ ৩৩ ॥ বদন্তিস্তিষ্ঠতো-
ন্যদ্য শ্বেচ্ছয়া কৰ্ম কুৰ্কৃতঃ । নাপয়াতি যদা চিন্তা সিদ্ধাং
মনোত ধারণাং ॥ ৩৪ ॥ ধ্যেয়ঃ সদা সবিত্তমণ্ডলমধ্যবর্তী নারায়ণঃ
সরসিজাসনসম্মিবিষ্টঃ । কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্
কিরীটী হারী হিরণ্যবপুর্নুভূষণচক্রেঃ ॥ ৩৫ ॥ ন হি
ধ্যানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে । স্বপচান্নানি
ভুঞ্জামো পাপী নৈবাত্ৰ লিপ্যতে ॥ ৩৬ ॥ সদা চিন্তং
সমাসক্তং জম্বন্তার্কিয়গোচরে । যদি নারায়ণেপোবং
কো ন মুচ্যেত বন্ধনাং ॥ ৩৭ ॥ সূত-উবাচ । বিষ্ণুভক্তি-
র্যস্য চিন্তে কং বা জীবো নমেং সদা । স তারয়তি
চীত্মানং তথৈব ছুর্তাৰ্ণবাং ॥ ৩৮ ॥ তদ্বজ্ঞানং যত্র
গোবিন্দঃ সা কথা যত্র কেশবঃ । তৎকৰ্ম যত্তদর্থায়
কিমনৈকৰ্কছভাবিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥ সা জিহ্বা যা হরিং স্তোতি

ছায়া সেবন করা কর্তব্য। ৩২। মধুহৃদন হৃদয়ে অবস্থিত
হইলে মহামুনি দুর্দাসার শাপও শচীপতি উজ্জৈর রাজা বিনাশ
করিতে পারে না। ৩৩। কখনকালে, অদৃষ্টভাগ্যসময়ে অথবা
শ্বেচ্ছাপূর্বক অত্যাচার কৰ্মসমাপ্তকালে যাঁহার হৃদয় হইতে
বিষ্ণুচিন্তা অপসৃত হয় না, তাহার প্রকৃত ধারণা হইরাছে,
মনে করিতে হইবে। ৩৪। সৰ্বদা পদ্মাসনে সম্মিবিষ্ট, সবিত্ত-
মণ্ডলমধ্যবর্তী, কেয়ূর ও কনককুণ্ডলধারী, কিরীট ও হারভূষণে
বিভূষিত, স্বর্ণময়শরীর, শঙ্খচক্রধারী নারায়ণকে ধ্যান করিবে।
৩৫। বিষ্ণুধ্যানের সদৃশ পবিত্রতাবানক কার্য্য আর নাই,
হরিধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি চণ্ডালান ভক্ষণ করিলেও সে পাপে
লিপ্ত হয় না। ৩৬। জন্তুগণের চিন্তা সৰ্বদা বিষয়ভোগে অস্থি-
রজ্ঞ আছে, যদি নারায়ণে সেইরূপ চিন্তা অনুরক্ত হয়, তাহা-
হইলে কে না ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৩৭। বাহার
চিন্তে বিষ্ণুভক্তি বিদ্যমান আছে অথবা যে ব্যক্তি সৰ্বদা
বিষ্ণুকে নমস্কার করে, সেই ব্যক্তি দুষ্কৃতি হইতে আত্মাকে পরি-
ত্যাগ করিতে পারে। ৩৮। যে জ্ঞান বিষ্ণুকে বিষয় করে,
সেই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, যে কথাকে হরকথার প্রসঙ্গ আছে,
তাহাই 'সংকৰ্ম্ম' মধ্যে পরিগণিত। একল বিষ্ণুকথাতেই মনু-
ষ্যের কার্য্য সাধন হইতে পারে, অন্য বহু বাক্যেও কোন ফল
লাই। ৩৯। যে জিহ্বাতে হরির স্তব করা যায়, সেই জিহ্বাই

তচ্চিন্তং যত্তদৰ্পিতং । তাবেব কেবলো প্লাবর্ষো যৌ তৎ-
পূজাকরো করো ॥ ৪০ ॥ প্রণামমৌলিশ্রা শরঃ কলং বিদু-
স্তদর্চনং পাণিকলং দিবোকসঃ । মনঃ কলং তদুণ্ডলকৰ্ম্ম-
চিন্তনং বচন্ত গোবিন্দগুণস্তবঃ কলং ॥ ৪১ ॥ মেক-
মন্দারমাত্রোপি রাশিঃ পাপস্য কৰ্ম্মণঃ । কেশবস্মরণা-
দেব তৎসৰ্বং প্রবিনশ্যতি ॥ ৪২ ॥ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে
কৰ্ম্ম পুরুষঃ সাধ্যসাধু বা । সৰ্বং নারায়ণে ন্যস্ত কুৰ্ব-
মপি ন লিপ্যতে ॥ ৪৩ ॥ তৃণাদিতুরাশ্মাশ্চ ভূতগ্রামং
চতুর্কিঞ্চং । চরাচরং জগৎ সৰ্বং প্রমুপ্তং মায়য়া তব ॥
৪৪ ॥ যস্মিন্মাস্তমতিৰ্ন বাতি নরকং স্বর্গোপি যচ্চিন্তনে বিদ্যো
যত্র ন বোশিতঃ স্মনসো ত্রাকোপি লোকোপ্পকঃ । মুক্তি-
ক্ষেতসি সংস্থিতো জড়মিয়াং পুংসাং দদাত্যায়ঃ
কিঞ্চিৎ যদয়ং শ্রয়াতি বিলয়ং তত্রাচ্যুতে কীর্তিতে ॥
৪৫ ॥ অগ্নিকার্য্যং জপঃ স্নানং বিষ্ণোৰ্ধ্যানক পূজনং ।
গন্তং দুঃখোদধেঃ কুৰ্য্যে চ তত্র তরাণ্ডিতে ॥ ৪৬ ॥ রাষ্ট্রস্য

প্রকৃত জিহ্বা, যে চিন্তে হরির অধিষ্ঠান আছে, সেই চিন্তাই
প্রাণসনীর আর যে করদয় বিষ্ণুপূজাতে কার্য্যকারী হয় সেই হস্ত-
দ্বয়ই প্রণস্ত। ৪০। ঈশ্বরের প্রণামই মন্তকধারণের ফল, দেবতার
অর্চনাই করদয়ের কার্য্য, ঈশ্বরের গুণকৰ্ম্মচিন্তনই মনের এবং
গোবিন্দের স্তবই বাক্যের ফল জানিবে। ৪১। মেক ও মন্দার-
চলপরিমিত পাপরাশিও কেশবের স্মরণমাত্র বিনাশ পায়।
৪২। মনুষ্য সাধু কি অসাধু যে কিছু কৰ্ম্ম করুক না কেন, সেই
সমুদায় নারায়ণে বিন্যস্ত করিলে সেই ব্যক্তি, কখনও সেই
কৰ্ম্মে লিপ্ত হয় না। ৪৩। তৃণাদি ব্রহ্মপর্য্যন্ত চতুর্কিঞ্চ প্রাণি-
সমূহ এবং চরাচর জগৎ এই সমুদায়ই বিষ্ণুর মায়াতে প্রমুপ্ত
আছে। ৪৪। যে নারায়ণে মন সমর্পণ করিলে কদাচ মনুষ্যের
নরকে গমন হয় না, যে হরিকে চিন্তা করিলে স্বর্গলাভ হয়,
যাহাতে মনোনিবেশ করিলে কোনকণ বিষ হইতে পারে না
এবং ব্রহ্মলোকও অন্ন বলিয়া বোধ হয়, সেই নারায়ণ চিন্তে
বর্তমান হইলে জড়মী পুরুষকেও মুক্তি প্রদান করেন, আর
সেই হরিনাম কীর্তন করিলে যে সমস্ত পাপকৰ্ম্ম বিলয় পাইবে,
তাহাতে বিচিত্র নাই। ৪৫। বাহার দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত হোম,
জপ, স্নান ও বিষ্ণুর ধ্যান এবং অর্চনা করে, তাহার সেই দুঃখ

শরণং রাজা পিতরো বালকশ্চ চ। ধর্মশ্চ সর্বমর্ত্যানাং
সর্বশ্চ শরণং হরিঃ ॥ ৪৭ ॥ যে নমস্তি জগদ্যোনিং বাসু-
দেবং সনাতনং। ন তেভ্যো বিজ্ঞতে তীর্থমধিকং মুনি-
সত্তম ॥ ৪৮ ॥ অনর্থ্যরত্নপূজাঞ্চ কুর্গ্যাং স্বাধ্যায়মেব চ।
তমেবোদ্दिश্য গোবিন্দং ধ্যানং নিত্যমতদ্ভিতঃ ॥ ৪৯ ॥
শূদ্রস্য ভগবন্তুক্তং নিবাদং স্থপচস্তথা। দ্বিজৈর্যতি সৎ
মন্যে ন বাতি নরকং নরঃ ॥ ৫০ ॥ আদরেণ সদা শ্রোতি
ধনবন্তং ধনেচ্ছয়া। তথা বিশ্বশ্চ কঠোরং কো ন মুচ্যতে
বন্ধনাং ॥ ৫১ ॥ যথা জাতবনো বহির্দ্বিত্যাদ্রমপীক্ষনং।
তথাবিধঃ স্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্বকিঞ্চিৎ ॥ ৫২ ॥
আদীপ্তং পর্কতং যদ্বদ্যশ্রয়ন্তি যুগাদয়ঃ। তদ্বৎ পাপানি
সর্বাণি যোগাত্যাসরতো নরঃ ॥ ৫৩ ॥ যস্য বাবাংশ্চ
বিশ্বাসস্তশ্চ সিদ্ধিস্ত তাবতী। এতাবানৈব কৃষ্ণশ্চ প্রভাবঃ
পরিমীয়তে ॥ ৫৪ ॥ বিদেবাদপি গোবিন্দং দমঘোষাভ্যজঃ
স্মরন্। শিশুপালো গতস্তত্ত্বং কিং পুনস্তং পরায়ণঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে বিষ্ণুমাহাত্ম্যকথনং নাম

দ্বাবিংশাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥

হইতে পরিভাণ পায়। ৪৬। রাজ্যের আশ্রয় রাজা, বালকের
রক্ষক পিতা এবং সর্বলোকের আশ্রয় ধর্ম, কিন্তু একমাত্র বিষ্ণু
সকলের আশ্রয়। ৪৭। যাহারা জগতের কারীগীকৃত সনাতন বাসু-
দেবকে নমস্কার করে, তাহাদিগের পক্ষে তীর্থ অধিককলপ্রদান
করিতে পারে না। ৪৮। বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া গোবিন্দের
উদ্দেশ্যে প্রতিদিন অমূল্য রত্নদ্বারা পূজা, স্বাধ্যায় ও ধ্যান করিবে।
৪৯। শূদ্র, নিবাদ ও চণ্ডাল ইহারাও যদি ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তিভাজন
হয়, তাহাহইলে তাহার। ব্রাহ্মণের সমতাপাত করিতে পারে,
কথাচ নরকে গমন করে না। ৫০। যেমন ধনলোলুপ ব্যক্তি ধন-
কামনায় যতপুঙ্ক ধনশালী ব্যক্তির সেবা করে, সেইরূপ বিশ্ব-
কর্তা নারায়ণের আরাধনা করিলেও না ভববন্ধন হইতে মুক্ত
হইতে পারে। ৫১। যেমন বহি বনে অবশ্য করিলে আর্দ্র তৃণা-
দিও দগ্ধ করে, সেইরূপ বিষ্ণু যোগীদিগের জগৎস্থিত হইয়া তাহা-
দিগের সর্বপাতক দগ্ধ করেন। ৫২। যেমন যুগাদি প্রজাতি
পর্কত আশ্রয় করে, না, সেইরূপ পাপসকল যোগাত্যাসনিত
মহুযাকে আশ্রয় করিতে পারে না। ৫৩। মহুযাগণের মধ্যে
বিষ্ণুতে যাহার যেকোন বিশ্বাস আছে, তাহার সেইরূপ সিদ্ধি-

ত্রয়োবিংশাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ নারসিংহস্ততিং বাক্যে শিবোক্তং
শৌনকাধুনা। পূর্বে মাভূগণাঃ সর্কে শঙ্করং বাক্যম-
ব্রুবন্ ॥ ২ ॥ ভগবন্ ভক্যিষ্যামঃ সদেবাসুরমাত্মনুৎ ॥ ৩ ॥
প্রসাদাং জগৎ সর্বং তদনুচ্ছাত্তুমর্হসি ॥ ৩ ॥ শঙ্কর-উবাচ।
ভবতীতিঃ প্রজাঃ সর্কা রক্ষনীয়া ন সংশয়ঃ। তস্মাদ্-
ঘোরতরপ্রায়শ্চয়ঃ শীঘ্রং নিবর্ত্যতাং ॥ ৪ ॥ ইত্যেবং শঙ্ক-
রেণোক্তমনুদ্য তু তদ্বচঃ। তক্ষয়ামাসুরব্যাগ্রোত্রৈলোক্যং
সচরাচরং ॥ ৫ ॥ ত্রৈলোক্যে ভক্যমাণে তু তদা মাভূগণেন
বৈ। নৃসিংহরূপিণং দেবং প্রদগ্ধো ভগবান্ শিবঃ ॥ ৬ ॥
অনাদিনিধনং দেবং সর্বভূতভবোদ্ভবং। বিদ্বাজ্জিহ্মং
মহাদংষ্ট্রং ক্ষুরং কেশরমালিনং ॥ ৭ ॥ রত্নাঙ্গদং স্তম্ভকুটং
হেমকেশরভূষিতং। শ্রোণিস্থত্রেণ মহতা কাকনেন

লাভ হইয়া থাকে; এইরূপে নারায়ণের প্রভাব জানা যায়।
৪৭। দমঘোষতনয় শিশুপাল বিদেব করিয়া গোবিন্দকে লাভ
করিয়াছিল, কিন্তু যাহারা তৎপরায়ণ, তাহার। যে ভগবান
নারায়ণের তত্ত্ব জানিতে পারিবে, তাহার সংশয় নাই। ৫৫।

ত্রয়োবিংশাদিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ।

সূত কহিলেন, শৌনক! এইরূপ শিবোক্ত নারসিংহস্ততি
বলিতেছি। পূর্বে মাভূগণ শঙ্করকে কহিয়াছিলেন, ভগবন্!
আমরা আপনায় প্রসাদে দেবাসুর মাত্মনুৎ প্রভৃতির সহিত
সকল জগৎ ভক্ষণ করিব, আপনি আমাদের আত্মপ্রদান
করুন। ১—৩। শঙ্কর কহিলেন, মাভূগণ! আপনাদিগেই প্রজা
সকলকে রক্ষা করিতেছেন, অতএব এই ঘোরতর অভিশ্রয়
হইতে মনকে নিবৃত্ত করুন। ৪। অনন্তর মাভূগণ শঙ্করের বাক্য
অনাদর করিয়া সচরাচর ত্রিভুবন ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন।
৫। মাভূগণ ত্রিজগৎ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ভগবান্
শিব নৃসিংহরূপী বিষ্ণুদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। ৬। নৃসিংহ-
দেব আদি ও অন্তবিহীন, তাহাহইতেই সর্বভূতের উদ্ভব হই-
তেছে, তাহার জিহ্বা বিদ্বাতের জ্ঞান সমুজ্জল, দণ্ডসকল অতি
ভয়ঙ্কর এবং কেশরমালা প্রকাশ পাইতেছে। ৭। নৃসিংহদেব
রত্ননির্মিত অঙ্গদ, শোভন মুকুট ও হেমময় কেশবসূত্রে বিষ্ণু-

বিরাজিতং । ৮ । নীলোৎপলদলশ্চামং রত্ননুপুরভূষিতং ।
 তেজসাক্রান্তসকলত্রকাণ্ডোদরমণ্ডপং । ৯ । আবর্তসদৃশা-
 কাঠৈঃ সংযুক্তং দেহরোমভিঃ । সর্কপুষ্পবিচিত্রাক্ষ ধার-
 রংশচ মহাস্রজং । ১০ । স ধাতমাত্রো ভগবান্ প্রদদৌ
 তস্মৈ দর্শনং । যাদৃশেনৈব রূপেণ ধাতো কদৈস্ত
 ভক্তিতঃ । ১১ । তাদৃশেনৈব রূপেণ দুর্নিরীক্ষেণ দৈবভৈঃ ।
 প্রণিপত্য তু দেবেশং তদা তুষ্ঠাব শঙ্করঃ । ১২ । শঙ্কর-
 উবাচ । ১৩ । নমস্তেস্ত জগন্নাথ নরসিংহবপুর্ধ্ব । দৈত্যে-
 শ্বরেস্ত সম্পূর্ণ-নখশক্তিবিরাজিত । ১৪ । নখকমলসংলগ্ন-
 হেমপিঙ্গলবিগ্রহ । নমোস্ত পদ্মনাভায় শোভনায় জগদ-
 গুরো । কম্পাস্তেস্তোদনির্ঘোষহৃদ্যাকোটিসমপ্রভ । ১৫ ।
 সহস্রযমসংক্রাস-সহস্রেন্দ্রপরাক্রমঃ । সহস্রধনদক্ষীত
 সহস্রচরণাক্ষক । ১৬ । সহস্রচন্দ্রপ্রতিম সহস্রাংগ হরি-
 ক্রম । সহস্রকদ্রভেজস্ক সহস্রত্রকসংস্তুত । ১৭ । সহস্র-

কদ্রসংজ্ঞা সহস্রাকনিরীক্ষণ । সহস্রজগদধন সহস্র-
 বন্ধমোচন । ১৮ । সহস্রবায়ুবেগোঽহ সহস্রাক রূপাকর ।
 স্তম্ভৈবং দেবদেবেশং নৃসিংহবপুর্ধ্ব হরিং । বিজ্ঞাপয়ামাস
 পুনর্কিনয়াবনতঃ শিবঃ । ১৯ । অন্ধকশ্চ বিনাশার যা
 সৃষ্টা মাতরো ময়া । অনাদৃতা তু মদ্বাকাং তক্ষয়ন্ত্যন্তুতাঃ
 প্রজাঃ । ২০ । সৃষ্টা তাস্য ন শক্তোহং সংহর্তু যপরাজিতঃ ।
 পূর্কং কৃত্বা কথং তাস্যং বিনাশমভিরোচয়ে । ২১ । এক-
 মুকুঃ স কদ্রেণ নরসিংহবপুর্ধ্বরিঃ । সহস্রদেবীর্জিহ্বা-
 গ্রাং তয়া বাগীশ্বরো হরিঃ । ২২ । তদা স্মরণগান্ সর্কান্
 রৌদ্রাণ্মাতৃগগান্ বিভূঃ । সংহৃত্য জগতঃ শর্ম্য কৃত্বা চাস্তুর-
 ধীরত । ২৩ । নারসিংহমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেম্মিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
 মনোরথপ্রদস্ত্যস্মৈ কদ্রশ্চো বন সংশরঃ । ২৪ । ধ্যানে নৃসিংহং
 তকণার্কনেত্রং সিতাম্বুজাতং জ্বলিতাগ্নিবক্ত্রং । অনাদি-
 মধ্যান্তমজং পুরাণং পরাপরেশং জগতাং নিধানং । ২৫ ।

বিত এবং কাকনময় কটিস্থিত বিরাজিত আছেন । ৮ । তিনি
 নীলোৎপলের জায় শ্যামবর্ণ, রত্নময় নুপুরে বিভূষিত, স্বকীয়
 তেজঃধারা জগৎ আক্রমণ করিয়াছেন এবং ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার
 উদরমণ্ডপে রহিয়াছে । ৯ । আবর্তসদৃশ রোমরাজীদ্বারা তাঁহার
 দেহ পরিবাণ্ড হইয়াছে । নৃসিংহদেব সর্কপুষ্পরচিত বিচিত্র
 মালা ধারণ করিয়াছেন । ১০ । এইরূপে মহাদেব নৃসিংহদেবের
 ধ্যান করিলে তৎক্ষণাৎ নরসিংহ শিবকে দর্শন দিয়াছিলেন ।
 মহাদেব ভক্তিপূর্কক যেরূপের ধ্যান করিয়াছিলেন, তাদৃশরূপ
 দেবগণেরও দুর্নিরীক্ষ্য । অনন্তর শঙ্কর দেবেশ্বরকে প্রণাম
 করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন । ১১—১২ । শঙ্কর কহিলেন,
 হে নৃসিংহরূপধারিন্ ! জগন্নাথ ! আপনাকে নমস্কার করি ।
 আপনি দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুকে নখদ্বারা মর্দিণ করিয়া,
 শোভা পাইতেছেন । ১৩—১৪ । দেব ! আপনার নখকমলে
 হেমপিঙ্গলবিগ্রহ দৈত্য বিরাজিত আছে । জগদগুরো ! আপনি
 পদ্মনাভ ও স্তম্ভিত সুশোভন, আপনাকে নমস্কার করি ।
 ১৫ । দেব আপনি সহস্র যমের দ্রাস উৎপাদন করেন, সহস্র-
 ইজের জায় পরাক্রমশালী, সহস্রধনদেবজ্ঞানবর্ধিত এবং সহস্র-
 চরণাক্ষক । ১৬ । আপনি সহস্র চত্রতুল্য ধনবী এবং সহস্রাংগ
 অবিভক্ত্যে ব্রহ্ম পরাক্রমশালী, সহস্রকদ্রের জায় তেজস্কর এবং

সহস্র ব্রহ্মসংস্তুত । ১৭ । দেব ! সহস্র কদ্র আপনার মন্ত্র জপ
 করেন, সহস্রাক সর্কদা আপনাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন ।
 ১৮ । দেব ! আপনি সহস্র বায়ুর জায় বেগশালী এবং আপনি
 সহস্রাককে রূপা করিয়া থাকেন । এইরূপে দেবদেবেশ্বর
 নৃসিংহরূপী হরিকে স্তব করিয়া শিব বিনয়াবনত হইয়া মাতৃ-
 গণের চেষ্টিত বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন । ১৯ । আমি অন্ধকাশ্বরের
 বিনাশার্থ যে মাতৃগণ সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তাহারা আমার বাক্য
 অনাদর করিয়া প্রজাসকল ভক্ষণ করিতেছে । ২০ । আমি
 তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, স্তবরাং স্বয়ং তাহাদিগের বিনাশে
 পরাজিত হইতেছি, পূর্ক তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া এইকণ
 তাহাদিগের বিনাশ ইচ্ছা করি না । ২১ । কদ্র এইরূপ কহিলে
 নরসিংহরূপী হরি স্বীয় জিহ্বাগ্র হইতে সহস্র দেবী উৎপাদন
 করিয়া সেই দেবীগণদ্বারা অস্ত্রধারণ ও রৌদ্রমাতৃগণকে সংহার
 করিয়া বিভূ জগতের স্বাস্থ্য বিধানপূর্কক অস্তহিত হইলেন ।
 ২২—২৩ । যে বাক্তি নিয়ত এই নরসিংহস্তোত্র পাঠ করেন,
 নরহরি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কদ্রকে যেমন বরপ্রদান করি-
 লেন, স্তবপাঠককেও সেইরূপ বর দিয়া থাকেন । ২৪ । অন্ধ-
 গার্কনেত্র সিতপদ্মাসনস্থ প্রজলিতহৃদাশনবক্ত্র আদিমধ্য অস্ত্র-
 বিহীন, অজ পুরাণ পুস্তক পরাপরেশ্বর জগদধার নরহরিকে

জপেদিদং সন্ততদুঃখজালং জহাতি নীহারমিবাংগমালী ।
সমাতৃবর্গস্ত্র করোতি মূর্তিং যদা বদা তিষ্ঠতি তৎসমীপে ॥
২৬ ॥ দেবেশ্বরস্যাপি নৃসিংহমূর্তেঃ পূজাং বিধাতুং ত্রিপুরা-
রাক্ষসকারী । প্রসাত্ত তং দেববরং স লঙ্কা অব্যাজ্জগন্মাতৃ-
গণেভ্য এব ॥ ২৭ ॥

ইতি গাকড়ে মহাপুরাণে নৃসিংহস্তবকথনং নাম

ত্রয়োবিংশাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ॥

চতুর্বিংশাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ কুলমৃতং প্রবক্ষ্যামি স্তোত্রং যত্ন
হরোহত্রবীং । পৃষ্ঠঃ শ্রীনারদেনৈব নারদায় তথা শৃণু ॥ ২ ॥
নারদ-উবাচ । মঃ সংসারে সদা হৃদৈঃ কামক্ৰোধৈঃ
শুভাশুভৈঃ । শব্দাদিবিষয়ৈরর্ককঃ পীড্যমানঃ স দুর্মতিঃ ॥
৩ ॥ কণং বিমুচ্যতে জন্মমৃত্যুসংসারসাগরাং । ভগবন্
শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্ত্বো হি ত্রিপুরাস্তক ॥ ৪ ॥ তস্মা তদ্ব-

খ্যান করিবে । ২৫ । এই নৃসিংহদেবের মন্ত্র জপ করিলে তিনি
ভক্তজনের বিস্তৃত দুঃখজাল বিনাশ করেন । যেমন অংগমালী
সূর্য্য নীহারজাল শুষ্ক করেন, সেইরূপ নরহরি পাপরাশি নাশ
করিয়া থাকেন, আর যে যে সময়ে সাধক নরসিংহের সমীপে
বিদ্যমান থাকে, সেই সেই সময়ে তাহার মাতৃভয় থাকে না ।
২৬ । এইরূপে মহেশ্বর দেবেশ্বর নৃসিংহমূর্তির পূজা ও স্তব
করিয়া তাহাকে প্রসন্ন করত বরলাভপূর্ব্বক মাতৃগণ হইতে জগৎ
রক্ষা করিয়াছিলেন । ২৭ ।

চতুর্বিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন, এইকণকুলামৃত স্তোত্র কহিতেছি, এষ্ট স্তব
নারদ মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে মহেশ্বর নারদকে
বলিয়াছিলেন, শোনক ! সেই স্তোত্র শ্রবণ কর । ১—২ ।
নারদ কহিয়াছিলেন, যে দুর্মতি ব্যক্তি এই সংসারে কাম ও
ক্রোধ, শুভ ও অশুভ এবং শব্দ ও বিষয় প্রভৃতি দ্বন্দ্বদ্বারা আবদ্ধ
হইয়া পরিপীড়িত হইতেছে । ভগবন্ ! সেই ব্যক্তি কি কার্য্য
করিলে ক্ষণকালে সূচ্যময় সংসারসাগর হইতে মুক্ত হইতে
পারে, আমি সেই কার্য্য আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি ।
৩—৪ । জিলোচন নারদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নবদনে

চনং শ্রোত্বা নারদস্ত জিলোচনঃ । উবাচ তদ্বিংশ শব্দঃ
প্রসন্নবদনো হরঃ ॥ ৫ ॥ মহেশ্বর-উবাচ । জ্ঞানামৃতং
পরং শুভং রহস্তমৃষিসত্তম । বক্ষ্যামি শৃণু দুঃখং তব-
বন্ধভয়াপহং ॥ ৬ ॥ তৃণাদিচতুরাস্যাস্তং ভূতগ্রামং চতু-
র্বিধং । চরাচরং জগৎ সর্বং প্রসুপ্তং বস্য যারয়া ॥ ৭ ॥
তস্য বিফোঃ প্রসাদেন যদি কশ্চিৎ প্রবুধ্যতি । স নিস্ত-
রতি সংসারে দেবানামপি দুস্তরং ॥ ৮ ॥ ভোগৈশ্বর্য্য-
মদোন্মত্তস্তত্ত্বজ্ঞানপরাঙ্মুখঃ । পুত্রদারকুটুশেষু মতাঃ
সীদন্তি জন্তবঃ ॥ ৯ ॥ সর্ব একাৰ্ণবে মগ্না জীর্ণা বনগজা
ইব । যন্তাননং নিবপ্নাতি দুর্মতিঃ কোষকারবৎ । তস্মা
মুক্তিং ন পশ্যামি জন্মকোটিশতৈরপি ॥ ১০ ॥ তস্মা-
ন্নারদ সর্বেষাং দেবানাং দেবমবায়ং । নারায়ণং সদা সম্যক্
ধ্যায়ৈদ্বিফুং সমন্বিতঃ ॥ ১১ ॥ যন্ত বিশ্বমনাত্তমজ-
মাত্মনি সংস্থিতং । সর্বজন্মচলং বিফুং সদা ধ্যানন্ বিমু-
চ্যতে ॥ ১২ ॥ দেবং গর্ভচিৎ বিফুং সদা ধ্যানন্ বিমু-

নারদদ্ব্যধিকে কহিয়াছেন । ৫ । মহেশ্বর কহিলেন, শ্রবণ-
প্রবর ! জ্ঞানরূপ অমৃত পরমশুভ । এই জ্ঞানামৃত সর্বদুঃখ
বিনাশ করে এবং জনগণকে সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ
করিয়া থাকে । আমি তোমার নিকট সেই জ্ঞানামৃত বলিব ।
৬ । নারদ ! যে বিফুর মারাতে তৃণাদি ব্রহ্মপর্ণাস্ত সচরাচর চতু-
র্বিধ জগৎ প্রসুপ্ত আছে, সেই নারায়ণের প্রসাদে যদি কেহ
জ্ঞানী হইতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দেবহস্তর এই
সংসারসাগর হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে । ৭—৮ । জগৎগণ
ঐশ্বর্য্যভোগে প্রমত্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানবিহীন হয়, পরে পুত্রদার
ও কুটুম্বেষ্টে অমুরক্ত হইয়া নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করে । ৯ ।
যে দুর্মতি ব্যক্তি কোষমধ্যগত কীটের স্তায় আপন আঁদন বদ্ধ
করে, অর্থাৎ জ্ঞানলাভে পরাঙ্মুখ হয়, সে সংসারসাগরে মগ্ন হইয়া
থাকে, তাহার মুক্তিলাভ দেখা যায় না । ১০ । ভগবদন ! যাহারা
পুত্র-কলত্র-কুটুম্বাদির মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া সংসারে নিমগ্ন
থাকে, তাহারা কদাচ দেবদেব নারায়ণকে আরাধনা করিলে
অথবা ভক্তিপন্থিত হইয়া সম্যক প্রকারে সেই নারায়ণের
খ্যান করিতে সমর্থ হয় না । ১১ । যে ব্যক্তি বীর জন্মের বিশ্বময়
আদি অন্তরহিত সর্বজ সনাতন হরিকে ধ্যান করে, সে সংসার

চ্যতে । অশরীরং বিধাতারং সৰ্বজ্ঞানমনোরতিং ॥ ১৩ ॥
 অচলং সৰ্বগং বিষ্ণুং সদা ধ্যানন্ বিমুচ্যতে । নিৰ্মিকল্পং
 নিরাভাসং নিম্পুংকং নিরাময়ং ॥ ১৪ ॥ বাসুদেবং
 শুকং বিষ্ণুং সদা ধ্যানন্ বিমুচ্যতে । সৰ্বাত্মকশ্চ বাবস্ত-
 মাআচৈতন্যরূপকং ॥ ১৫ ॥ , শুভমেকাশ্বরং বিষ্ণুং সদা
 ধ্যানন্ বিমুচ্যতে । বাক্যাতীতং ত্রিকালজ্ঞং বিশেষং
 লোকসাক্ষিণং ॥ ১৬ ॥ সৰ্বস্মাদুত্তমং বিষ্ণুং সদা ধ্যানন্
 বিমুচ্যতে । ব্রহ্মাদিদেবগন্ধৰ্বৈরশ্মুনিভিঃ সিদ্ধচারণৈঃ ॥
 ১৭ ॥ যোগিভিঃ সেবিতং বিষ্ণুং সদা ধ্যানন্ বিমুচ্যতে ।
 সংসারবন্ধনান্মুক্তিমিচ্ছমানমশেষতঃ ॥ ১৮ ॥ স্তবৈবং
 বরদং বিষ্ণুং সদা ধ্যানন্ বিমুচ্যতে । সংসারবন্ধনাং
 সোপি মুক্তিমিচ্ছন্ সমাহিতঃ ॥ ১৯ ॥ অনন্তমব্যয়ং দেবং
 বিষ্ণুং বিশ্বে প্রতিষ্ঠিতং । বিশেষশ্বরমজং বিষ্ণুং সদা ধ্যানন্
 বিমুচ্যতে ॥ ২০ ॥ হৃত-উবাচ । নারদেন পুরা শৃষ্ট এবং

স হৃষভধ্বজঃ । যন্তেন তস্মৈ ব্যাখ্যাতং ভগ্না কথিতং
 তব ॥ ২১ ॥ তমেব সততং ধ্যানন্ নির্যায়ং ব্রহ্মনিফলং ।
 অবাপ্যসি ক্রবং তাত শাস্তং পদমব্যয়ং ॥ ২২ ॥ অশ্ব-
 মেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ । কণমেকাগ্রচিত্তস্য
 কলাং নারহস্তি বোড়শীঃ ॥ ২৩ ॥ অত্রা সুরথবির্বিষ্ণোঃ
 প্রাধান্যমিদমীশ্বরং । স বিষ্ণুং সমাগারাম্য সিদ্ধেঃ পদ-
 মবাণ্ডবান্ ॥ ২৪ ॥ যঃ পাঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি নিত্যমেব স্তবো-
 ত্তমং । কোটিজন্মকৃতং পাপমপি তস্য প্রণশ্চতি ॥ ২৫ ॥
 বিষ্ণোঃ স্তবমিদং দিব্যং মহাদেবেন কীর্তিতং । প্রযত্নাদ্যঃ
 পাঠৈশ্চিত্যমমৃতত্বং স গচ্ছতি ॥ ২৬ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে কুলামৃতকথনং নাম

চতুর্বিংশাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥

—...

পঞ্চবিংশাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

হৃত-উবাচ ॥ ১ ॥ স্তোত্রং সৰ্বং প্রবক্ষ্যামি মার্ক-
 ণ্ডেয়েন ভাষিতং । দামোদরং প্রপমোহস্মি কিম্বো মৃত্যুঃ
 করিষ্যতি ॥ ২ ॥ শঙ্খচক্রধরং দেবং ব্যক্তরূপিণমব্যয়ং ।

হইতে মুক্ত হইতে পারে । ১২ । দেবদেব নারায়ণ জীবের
 গৰ্ভ চয় করেন, সেই অশরীর অগবিধাতা, সৰ্বজ্ঞানময় ও মনো-
 মাজের গম্য হরিকে সৰ্বদা ধ্যান করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্ত
 হইয়া থাকে । ১৩ । অচল, সৰ্বগ, নিৰ্মিকার, নিরাভাস
 নিম্পুংক, নিরাময়, অগদগুরু, বাসুদেবকে সৰ্বদা ধ্যান করিলে,
 তাহা হইলেই মানবগণ মুক্ত হইতে পারে । ১৪ । বাসুদেব
 ত্রিলোকনাথ অগতের আশ্রিতচতুঃপাদী হরিকে সৰ্বদা ধ্যান
 করিলে সংসার হইতে বিমুক্ত হইতে পারে । ১৫ । যিনি সৰ্ব-
 প্রকার শুভমর একাক্ষর বাক্যাতীতমাত্ম্য, ত্রিকালজ্ঞ লোক-
 সাক্ষী একাক্ষর নারায়ণকে সৰ্বদা ধ্যান করে, সে সংসার হইতে
 বিমুক্ত হইয়া থাকে । ১৬ । যে ব্যক্তি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং
 ব্রহ্মাদিদেবগণ, গন্ধৰ্বগণ, সুনিগণ, সিদ্ধগণ, চারুগণ, কর্তৃক
 পরিসেবিত হরিকে সৰ্বদা ধ্যান করে, সে সংসারবন্ধন হইতে
 মুক্ত হইয়া থাকে । ১৭ । যোগিগণ ঋষীকে সেবা করিয়া
 থাকেন, তাঁহাকে ধ্যান করিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তকামী
 ব্যক্তি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ১৮ । বরপ্রদ
 হরিকে এইরূপে স্তব করিয়া সমাহিতচিত্তে ধ্যান করিলে সংসার-
 বন্ধন হইতে মুক্তকামী ব্যক্তি মুক্ত হইতে পারে । ১৯ । সৰ্বত্র
 প্রতিষ্ঠিত, অনন্তরূপী, অব্যয় বিশেষর ভগবানকে ধ্যান করিলে
 মুক্তকামী ব্যক্তি সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ২০ । হৃত

কহিলেন, পূৰ্বকালে নারদ জিজ্ঞাসা করিলে হৃষভধ্বজ নারদকে
 যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিকট তাহা
 কহিলাম । ২১ । সেই নিৰ্বন্দ্ব নিফল ব্রহ্মরূপী সনাতন হরিকে
 সতত ধ্যান করিয়া অব্যয়ব্রহ্মপদ লাভ কর । ২২ । সহস্র অশ্ব-
 মেধ এবং শত বাজপেয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হইয়া
 থাকে, তাহা ভগবানকে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তির ফলের বোড়-
 শাংশতুল্য নহে । ২৩ । দেবর্ষি নারদ মহাদেবের মুখে এই
 হরির স্তব শ্রবণ করিয়া নারায়ণের আরাধনা করেন এবং সিদ্ধ-
 পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ২৪ । যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই স্তব
 পাঠ অথবা শ্রবণ করে, তাহার কোটিজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ
 বিনাশ পাইয়া থাকে । ২৫ । এই মহাদেবকীর্তিত দিব্য হরিস্তব
 যিনি যত্নপূৰ্ব্বক পাঠ করেন, তিনি মুক্তিপদ পাইয়া থাকেন । ২৬ ।

পঞ্চবিংশাদিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

হৃত কহিলেন, এইক্ষণ মার্কণ্ডেয়ভাষিত স্তোত্র বলিব, শ্রবণ
 কর । আমি দামোদরকে প্রণাম করি, তাহা হইলে মৃত্যু আমা-
 দিগের কি করিতে পারিবে ? ১—২১ । আমি শঙ্খচক্রধারী, ব্যক্ত-

অধোকজং প্রপন্নোন্মি কিম্মো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৩ ॥
 বরাহং বামনং বিষ্ণুং নারসিংহং জনার্দনং । মাধবঞ্চ
 প্রপন্নোন্মি কিম্মো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৪ ॥ পুরুষং পুরুষ-
 ক্ষেত্রবীজং পুণ্যং জগৎপতিং । লোকনাথং প্রপন্নোন্মি
 কিম্মো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৫ ॥ সহস্রশিরসং দেবং ব্যক্তা-
 ব্যক্তং সনাতনং । মহাযোগং প্রপন্নোন্মি কিম্মো মৃত্যুঃ
 করিষ্যতি ॥ ৬ ॥ ভূতাত্মানং মহাত্মানং যজ্ঞযোনিমযো-
 নিজং । বিশ্বরূপং প্রপন্নোন্মি কিম্মো মৃত্যুঃ করিষ্যতি ॥ ৭ ॥
 ইত্যাদীরিতমাকৰ্ণ্য স্তোত্রং তস্মা মহাত্মনঃ । অপঘাতস্ততো
 মৃত্যুর্কিঞ্চিদুতৈঃ প্রপীড়িতঃ ॥ ৮ ॥ ইতি তেন জিতো
 মৃত্যুমার্কণ্ডেয়েন ধীমতা । প্রসন্নৈ পুণ্ডরীকাক্ষে নৃসিংহে
 নাস্তি দুর্ভাগঃ ॥ ৯ ॥ মৃত্যুকামিদং পুণ্যং মৃত্যুপ্রশমনং
 শুভং । মার্কণ্ডেয়হিতার্থায় স্বয়ং বিষ্ণুকবাচহ ॥ ১০ ॥
 ইদং যঃ পাঠতে ভক্ত্যা ত্রিকালং নিয়তং শুচিঃ । না
 কালে তস্মা মৃত্যুঃ স্ম্যৎ নরশ্চাচ্যুতচেতসঃ ॥ ১১ ॥ হং-

সনাতন হরিকে প্রণাম করি, তাহা হইলে মৃত্যু আমাদিগের
 কি করিতে পারিবে? ৩। আমি বরাহ, বামন ও নরসিংহ-
 রূপী জনার্দন মাত্রকে প্রণাম করি, তাহা হইলে মৃত্যু আমা-
 দিগের কি করিতে পারিবে? ৪। আমি পুণ্যপ্রদ পুরুষ-
 ক্ষেত্রবীজভূত জগৎপতি লোকনাথ পুরাণপুরুষকে নমস্কার
 করি, তাহা হইলে মৃত্যু আমাদিগের কি করিতে পারিবে? ৫।
 যিনি ব্যক্ত ও অব্যাক্তরূপী, সনাতন আদিদেব, আমি সেই
 সহস্রশীর্ষা মহাযোগেশ্বর হরিকে প্রণাম করি, তাহা হইলে
 মৃত্যু আমাদিগের কি করিতে পারে? ৬। যিনি সর্বভূতময়
 যজ্ঞযোনি ও অযোনিজ, আমি সেই মহাত্মা বিশ্বরূপ বিষ্ণুকে
 প্রণাম করি, তাহাহইলে মৃত্যু আমাদিগের কি করিতে পারিবে?
 ৭। মহাত্মা বিষ্ণুর এই স্তব প্রবণ করিলে মৃত্যু বিষ্ণুদূতকর্তৃক
 পরিপীড়িত হইয়া পলায়ন করে। ৮। ধীমান্ মার্কণ্ডেয় এই
 স্তব পাঠ করিলে মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন। এই স্তব পাঠ
 করিলে পুণ্ডরীকাক্ষ প্রসন্ন হইলেন, তাহাহইলে এই জগতে কিছুই
 দুর্ভাগ থাকে না। ৯। মৃত্যু স্তব মৃত্যু প্রশমন ও শুভপ্রদ।
 মার্কণ্ডেয়মুনির হিতার্থ স্বয়ং নারায়ণ এই স্তব বলিয়াছেন।
 ১০। যিনি নিয়তচিত্তে প্রতিদিন ত্রিসংখ্য এই স্তব পাঠ করেন,

পদ্মমধ্যে পুরুষং পুরাণং নারায়ণং শাস্ত্রতমপ্রমেষ্যং ।
 বিচিন্ত্য সূর্য্যাদতিরাজমানং মৃত্যুং সযোগী জিতবা-
 ন্তধৈব ॥ ১২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুবাণে মৃত্যুকস্তোত্রকথনং

নাম পঞ্চবিংশাদিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥

ষড়্বিংশাদিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ॥ ১ ॥ বক্ষ্যেহমচ্যুতস্তোত্রং শৃণু শৌনক-
 সর্কদং । ব্রহ্মাপৃষ্ঠো নারদায় যথোবাচ তথাপরং ॥ ২ ॥
 নারদ-উবাচ ॥ ৩ ॥ যথাক্ষরোহব্যরোবিষ্ণুস্তোতব্যোবর-
 দোময়া । প্রত্যহং চার্চনাকালে তথা ত্বং বল্লভঃ স্মি ॥
 ৪ ॥ তে ধন্যাস্তে স্মৃজমান স্তে হি সর্কসুখপ্রদাঃ । সফলং
 জীবিতং তেষাং যঃ স্তবস্তি সদাচ্যুতং ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মোবাচ ॥
 ৬ ॥ মূনে স্তোত্রং প্রবক্ষ্যামি বাসুদেবস্তা মুক্তিদং । শৃণু
 যেন স্তুতঃ সম্যক্ পূজাকালে প্রসীদতি ॥ ৭ ॥ ও নমো

সেই অচ্যুতপার্শ্বচিত্ত ব্যক্তির অকালে মৃত্যু হয় না। ১১।
 যিনি হৃৎপদ্মমধ্যে পুরাণপুরুষ সনাতন অপ্রমেষ্য নারায়ণকে
 চিন্তা করেন, সেই যোগিবর সূর্য্য হইতে সমধিক তেজস্বী
 হইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন। ১২।

ষড়্বিংশাদিকবিশততম অধ্যায়ঃ ।

সূত কহিলেন, শৌনক! এইক্ষণ সর্কদ অচ্যুতস্তোত্র
 বলিব প্রবণ কর, নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা নার-
 দকে যেৰূপ উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই পরম স্তব কীর্তিত
 হইতেছে। ১—২। নারদ কহিলেন, ব্রহ্মন! প্রতিদিন নারা-
 যণের অর্চনা করিলে যেৰূপ দানপ্রদ অক্ষয় নারায়ণের স্তব
 করিতে হয়, সেই স্তব আমার নিকট কীর্তন করুন। ৩—৪।
 বাঁহারা অচ্যুতের স্তব করেন, তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদিগের জন্ম
 সার্থক, তাঁহারা স্মৃজয়া এবং তাঁহারা সর্কসুখপ্রদ। ৫। ব্রহ্মা
 কহিলেন, বাসুদেবের স্তব বলিতেছি, এই স্তব সাধককে
 মুক্তি প্রদান করে। যিনি পূজাকালে এই স্তব পাঠ করেন,
 নারায়ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, সেই স্তোত্র তোমাকে
 বলিতেছি। ৬—৭। ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি, যিনি

ভগবতে বায়ুদেবায় নমঃ ধর্মপাপহারিণে । নমো যজ্ঞ-
বরাহায় গোবিন্দায় নমোনমঃ । নমস্তে পরমানন্দ নমস্তে
পরমাক্ষর ॥ ৮ ॥ নমস্তে জ্ঞানসম্ভাব নমস্তে জ্ঞানদায়ক ।
নমস্তে পরমাত্মৈত নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ৯ ॥ নমস্তে বিশ্ব-
কৃদেব নমস্তে বিশ্বভাবন । নমস্তে বিশ্বনাথ নমস্তে
বিশ্বকারণ ॥ ১০ ॥ নমস্তে মধুদৈত্যায় নমস্তে রাবণাস্তক ।
নমস্তে কংসকেশিন্য নমস্তে কৈটভার্জন ॥ ১১ ॥ নমস্তে
শতপত্রাক্ষ নমস্তে গরুড়ধ্বজ । নমস্তে কালনেমিন্য নমস্তে
গরুড়াসন ॥ ১২ ॥ নমস্তে দেবকীপুত্র নমস্তে বৃক্ষিনন্দন ।
নমস্তে রুক্মিণীকান্ত নমস্তে দিতিনন্দন । নমস্তে গোকুল-
বাস নমস্তে গোকুলপ্রিয় ॥ ১৩ ॥ জয় গোপবপুঃ কৃষ্ণ
জয় গোপীজনপ্রিয় । জয় গোবর্দ্ধনাধার জয় গোকুল-
বর্দ্ধন ॥ ১৪ ॥ জয় রাবণবীরয় জয় চানুরনাশন । জয়

রুক্মিকুলোদ্যোত জয় কালীরমর্দন ॥ ১৫ ॥ জয় সত্য-
জগৎসাক্ষিন্ জয় সর্বার্থসাধক । জয় বেদান্তবিবেচ্য
জয় সর্বদ মাধব ॥ ১৬ ॥ জয় সর্বাশ্রয়াব্যক্ত জয় সর্বদ-
মাধব । জয় সূক্ষ্মচিদানন্দ জয় চিত্তনিরঞ্জন ॥ ১৭ ॥
জয়স্তু নিরালস্য জয় শান্ত সনাতন । জয় নাথ জগৎ-
পুষ্টি জয় আবক্ষো নমোস্তুতে ॥ ১৮ ॥ ত্বং গুরুত্বং হরে
শিষ্যস্ব দীক্ষামস্ত্রমণ্ডলং । ত্বং ন্যাসমুদ্রোদগমস্বক্ষণপুষ্পাদি-
সাধনং ॥ ১৯ ॥ ত্বমাধারস্তৃণনস্তৃণং কূর্ম্যস্ব ধরাস্বজ ।
ধর্মজ্ঞানাদয়স্ব হি বেদিমণ্ডলশক্তিযঃ ॥ ২০ ॥ ত্বং প্রভো
হলভ্রজামস্ব পুনঃ সম্বরাস্তকঃ । ত্বং ব্রহ্মর্ষিষ্ণু দেবস্বং
বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২১ ॥ ত্বং নৃসিংহঃ পরানন্দো
বরাহস্ব ধরধরঃ । ত্বং সুবর্ণস্থখা চক্রস্ব গদা শঙ্খ এব
চ ॥ ২২ ॥ ত্বং শ্রীস্বক প্রভো পুষ্টিস্ব মালা দেব

সর্ব পাপ হরণ করেন, তাহাকে নমস্কার করি, যিনি যজ্ঞবরাহ-
রূপী, সেই গোবিন্দকে নমস্কার করি । যিনি পরমানন্দরূপী পর-
মাক্ষর, তাহাকে নমস্কার করি । ৮ । হে জ্ঞাননয় ! তোমাকে
নমস্কার করি । হে পুরুষোত্তম ! তোমাকে নমস্কার করি ।
৯ । হে বিশ্বকারিন্ ! তোমাকে নমস্কার করি । হে বিশ্ব-
ভাবন ! তোমাকে নমস্কার করি । হে বিশ্বনাথ ! তোমাকে
নমস্কার করি । হে বিশ্বকারণ তোমাকে নমস্কার করি । ১০ ।
হে মধুসূদন ! তোমাকে নমস্কার করি । হে রাবণনাশন !
তোমাকে নমস্কার করি । হে কেশিন্দন ! তোমাকে নম-
স্কার করি । হে কৈটভারে ! তোমাকে নমস্কার করি । ১১ ।
হে পদ্মলোচন ! তোমাকে নমস্কার করি । হে গরুড়ধ্বজ !
তোমাকে নমস্কার করি । হে কালনেমিনাশন ! তোমাকে
নমস্কার করি । হে গরুড়াসন ! তোমাকে নমস্কার করি ।
১২ । হে দেবকীপুত্র ! তোমাকে নমস্কার করি, হে বৃক্ষিনন্দন !
তোমাকে নমস্কার করি । হে রুক্মিণীকান্ত ! তোমাকে নম-
স্কার করি । হে দিতিনন্দন তোমাকে নমস্কার করি । হে
গোকুলবাসিন ! তোমাকে নমস্কার করি । হে গোকুলপ্রিয় !
তোমাকে নমস্কার করি । ১৩ । হে গোপদেহধারিন্ ! তে
কৃষ্ণ ! তুমি জয়যুক্ত হও, হে গোপীজনপ্রিয় ! তুমি জয়যুক্ত
হও । হে গোবর্দ্ধনাধারিন ! তুমি জয়যুক্ত হও, হে গোকুল-

বর্দ্ধন ! তুমি জয়যুক্ত হও । ১৪ । হে রাবণারে ! তুমি জয়যুক্ত
হও, হে চানুরনাশন ! তুমি জয়যুক্ত হই । হে বৃষ্টিবংশাবতঃস
তুমি জয়যুক্ত হও, হে কাণীয়মর্দন ! তুমি জয়যুক্ত হও । ১৫ ।
হে জগৎসাক্ষিন্ ! তুমি জয়যুক্ত হও, হে সর্বার্থসাধক ! তুমি
জয়যুক্ত হও । হে বেদান্তবেদ্য ! তুমি জয়যুক্ত হও, হে
সর্বদ হে মাধব ! তুমি জয়যুক্ত হও । ১৬ । হে মাধব ! তুমি
সর্বাশ্রমেই অব্যাক্তরূপে বিদ্যমান আছ, তুমি জয়যুক্ত হও ।
হে চিদানন্দ ! হে সূক্ষ্মরূপিন্ ! তুমি জয়যুক্ত হও । হে নিরঞ্জন !
তুমি জয়যুক্ত হও । ১৭ । হে নিরালস্য ! তোমার জন্ম হউক,
হে সনাতন ! তুমি জয়যুক্ত হও হে নাথ ! তুমি জয়যুক্ত হও,
হে জগৎপালক তুমি জয়যুক্ত হও, তোমাকে নমস্কার করি ।
১৮ । হে হরে ! তুমিই জগতের গুরু, তুমিই শিষ্য, তুমিই দীক্ষা,
তুমিই মন্ত্র, তুমিই মণ্ডল, তুমিই ন্যাস, তুমিই মুদ্রা, তুমিই
সময় এবং তুমিই পুষ্পাদি পূজাভাব্য । ১৯ । হরে ! তুমি
আধারশক্তি, তুমি অনন্ত, তুমি কূর্ম্য, তুমি ধরা, তুমি পদ্ম এবং
ধর্মজ্ঞানাদি সকলই তুমি । সমস্ত বেদিমণ্ডল শক্তিও তুমি । ২০ ।
প্রভো ! তুমি হলধর, তুমি শ্রীরাম, তুমি শঙ্খাস্তক, তুমি ব্রহ্মর্ষি,
তুমি দেব, তুমি বিষ্ণু এবং তুমি সত্যপরাক্রম । ২১ । দেব !
তুমি নৃসিংহ, তুমি পরানন্দ, তুমি বরাহ, তুমি ধরধর, তুমি
সুবর্ণ, তুমি চক্র, তুমি গদা, তুমি শঙ্খ । ২২ । প্রভো ! তুমি

শাশ্বতী। শ্রীবৎসঃ কোন্তভৃৎ হি শার্ঙ্গী ত্বঞ্চ তথৈ-
 যুধীঃ ॥ ২৩ ॥ ত্বং খড়্গচর্মাণা সার্কং ত্বং দিকৃপালস্তথা
 প্রভো। ত্বং রক্ষোধিপতিঃ সাধ্যস্ত্বং বায়ুস্ত্বং নিশাকরঃ ॥
 ২৪ ॥ আদিত্যাবসবোক্রাশ্বমশ্বিনো মরুদাণাঃ। ত্বং
 দৈত্যাদানবানাগাশ্বং যক্ষা রাক্ষসাঃ খগাঃ ॥ ২৫ ॥
 গন্ধর্বাঙ্গারসঃ সিদ্ধাঃ পিতরশ্চ মহামরাঃ। তুভানি
 বিষয়স্ত্বং হি তুমব্যাক্তেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ২৬ ॥ মনোবুদ্ধিরহ-
 ক্কারঃ ক্ষেত্রজস্ত্বং হৃদীশ্বরঃ। ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কারস্ত্বোমা-
 ক্কারঃ সমিং কুশঃ ॥ ২৭ ॥ ত্বং বেদী ত্বং হরে দীক্ষা ত্বং
 যুগস্ত্বং হতাশনঃ। ত্বং হোতা যজমানস্ত্বং ত্বং ধান্যঃ পশু-
 যাজকঃ ॥ ২৮ ॥ তুমধ্বযুঃ স্ত্রুদগাতা ত্বং যজ্ঞঃ পুরুষোত্তমঃ।
 দিকৃপাতালমহী ব্যোম দ্যৌস্ত্বং নক্ষত্রকারকঃ ॥ ২৯ ॥ দেব-
 তির্গ্যণ্ডমুখ্যে জগদেতচ্চরাচরং। যৎ কিঞ্চিদৃশ্যতে দেব-
 ত্রজ্ঞাণ্ডমখিলং জগৎ ॥ ৩০ ॥ তব রূপমিদং সর্বং দৃষ্টার্থং
 সংপ্রকাশিতং। নাথ গন্তে পরং ত্রজ্ঞা দেবৈরপি দুর্বা-

সদং ॥ ৩১ ॥ কন্তজ্জান্নাতি বিমলং যোগিগম্যমতীজ্জিয়ং।
 অব্যয়ং পুরুষং নিত্যমব্যক্তমজমব্যয়ং ॥ ৩২ ॥ প্রাণ-
 যোৎপত্তিরহিতং সর্বব্যাপিনমীশ্বরং। সর্বজ্ঞং নিশ্চলং
 শুদ্ধমানন্দমজরং পরং ॥ ৩৩ ॥ বোধরূপং ধ্রুবং শাস্ত্রং
 পূর্ণমদ্বৈতমক্ষয়ং। অবতারেষু যা মূর্তির্কিহরেদেব দৃশ্যতে ॥
 ৩৪ ॥ পরং ভাবয়জ্ঞানস্ত্বং তজ্জন্তি দিবৌকসঃ। কথং
 ত্রাসীদৃশং স্বয়ং শক্নোমি পুরুষোত্তম ॥ ৩৫ ॥ পুষ্পধূপা-
 দিভিন্তত্ত্বং সর্ববিভূতয়ঃ। সঙ্কর্ষণাদি হে দেব তব যৎ
 পূজিতো ময়া ॥ ৩৬ ॥ ক্ষুদ্রমহঁসি তৎ সর্বং যৎ কৃতং ন
 কৃতং ময়া। ন শক্নোমি বিভো সগ্যকু তব পূজাং যথো-
 দিতাং ॥ ৩৭ ॥ যৎ কৃতং জপহোমাদি অসাধ্যং পুরুষো-
 ত্তম। বিনিন্দ্যাদরিভুং তক্ত্যা অভ্যাস্যং ক্ষময়ামহং ॥ ৩৮ ॥
 দিব্যার্ত্রো চ সন্ধ্যায়াং সর্বাবস্থাসু চেষ্টতঃ। অচলা তু
 হরে ভক্তিস্তব্যাঙ্গুয়ুগলে মম ॥ ৩৯ ॥ শরীরেণ তথা
 প্রীত্বাভ্যর্থনং ধর্মাদিকেষু চ। যথা ত্রিঃ জগন্নাথ প্রীতি-

শ্রী, তুমি পুষ্ট, তুমি বনমালা, তুমি শ্রীবৎস, তুমি কোন্তভ, তুমি
 শার্ঙ্গ এবং তুমি ঠেবুদি। ২৩। প্রভো, তুমি খড়্গচর্মধারী, তুমি
 দিকৃপাল, তুমি কুবের, তুমি সাধ্য, তুমি বায়ু এবং তুমি নিশা-
 কর, ২৪। তুমি আদিত্য, তুমি বসু, তুমি অশ্বিনীকুমার এবং
 তুমি মরুদগণ। তুমি দৈত্য, তুমি দানব, তুমি নাগ, তুমি যক্ষ,
 রাক্ষস এবং তুমি খগ। ২৫। তুমি গন্ধর্ব্ব, তুমি অঙ্গর, তুমি
 সিদ্ধ, তুমি পিতৃগণ, তুমি অমর। তুমি ভূত, তুমি বিষয় এবং
 তুমি অব্যক্ত ইন্দ্রিয়। ২৬। তুমি মন, তুমি বুদ্ধি, তুমি অহঙ্কার,
 তুমি আত্মা এবং তুমি হৃদয়ের ঈশ্বর। তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্-
 কার, তুমি ওঙ্কার, তুমি সমিং এবং তুমি কুশ। ২৭। হরে!
 তুমি বেদী, তুমি দীক্ষা, তুমি যুগ, তুমি হতাশন, তুমি হোতা,
 তুমি যজমান, তুমি ধান্য এবং তুমি পশুযাজক। ২৮। তুমি
 অধ্বযু, তুমি উদগাতা, তুমি যজ্ঞ, তুমি পুরুষোত্তম, তুমি দিকৃ,
 তুমি পাতাল, তুমি পৃথিবী, তুমি আকাশ এবং তুমি নক্ষত্র-
 কারক। ২৯। দেবতা, তির্ঘ্যাক, মনুস্মোতে চরাচর বাহ্য কিছু
 দৃষ্ট হয়, সেই সমুদায় অখিল ত্রজ্ঞাওই তুমি। ৩০। নাথ!
 এই চরাচর জগৎই তোমার রূপ, লোকের দৃষ্টির নিমিত্ত প্রকা-
 শিত হইয়াছে, তোমার ত্র্যক্ষরূপ দেবগণেরও অগম্য। ৩১।

যোগিগম্য, অতীজিয় বিমলস্ততার অব্যয় সনাতন অব্যক্ত অজ
 পুণ্য পুরুষকে কে জানিতে পারে? ৩২। তুমি প্রাণোৎপত্তি-
 রহিত সর্বব্যাপী ঈশ্বর সর্বজ্ঞ গুণাভীত শুদ্ধ পরমানন্দময় ও
 জরাবিহীন। ৩৩। তুমি জ্ঞানময় সনাতন পূর্ণ অদ্বৈত শাস্তি-
 পূর্ণ অদ্বিতীয়। দেব! তোমার যে যে মূর্তি অবতারেতে
 দৃষ্ট হয়, সেই সমুদায়ই দেবতার ভজনা করিয়া থাকেন,। হে
 পুরুষোত্তম! আমি তোমার সেই স্বরূপ ঈকরূপে ধ্যান
 করিতে পারি? ৩৪—৩৫। হে দেব! সঙ্কর্ষণাদি তোমার
 বিভূতি সকলকে আমি পুষ্প ধূপাদি লৌকিক উপহারে পূজা
 করিয়াছি এবং আমি তোমার যে সকল কার্য্য করি নাই তাহা
 আমাকে ক্ষমা কর। বিভো! আমি যথাবিধি তোমার পূজা
 করিতে সর্বথা অশক্ত। ৩৬—৩৭। হে পুরুষোত্তম! আমি
 জপতোমাদি নিষ্পাদনার্থ ভক্তিপূর্ব্বক তোমার নিকট ক্ষমা
 প্রার্থনা করি। ৩৮। হেহরে! এইক্ষণ আমি এই প্রার্থনা
 করিতেছি যে, দিবা, রাত্রি ও সন্ধ্যা সকল সময়েই যেন তোমার
 চরণে আমার অচলা ভক্তি থাকে। ৩৯। হে জগন্নাথ।
 তোমাতে আমি যে রূপ প্রীতি প্রার্থনা করিতেছি, শরীরে

রাত্যন্তরী মম ॥ ৪০ ॥ কিস্তেন ন কৃতং কর্ম স্বর্গমোক্ষাদি-
সাধনং । যস্য বিষ্ণৌ দৃঢ়া ভক্তিঃ সর্বকামফলপ্রদে ॥ ৪১ ॥
পূজাং কর্তুং তথাস্তোত্রং কং শক্লোতি ভবাচ্যুত । স্তুতস্ত
পূজিতং মেদ্য তৎক্ষমস্ব নমোহিস্তুতে ॥ ৪২ ॥ ইতি চক্র-
ধরস্তোত্রং ময়া সম্যগুদাহৃতং । স্তোত্রি বিষ্ণুং মূনে ভক্ত্যা
যদীচ্ছাস পরং পদং ॥ ৪৩ ॥ স্তোত্রেণানেন যঃ স্তোতি
পূজাকালে জগদুগুণং । অচিরাল্পভতে মোক্ষং হিরা
সংসারবন্ধনং ॥ ৪৪ ॥ কল্যোপি যো জপেদভক্ত্যা ত্রিসন্ধাং
নিয়তঃ শুচিঃ । ইদং স্তোত্রং মূনে সোহপি সর্বকামমবা-
প্নুয়াৎ ॥ ৪৫ ॥ পুত্রার্থী লভতে পুত্রান্ বন্ধো মুচ্যেত বন্ধ-
নাং । রোগাদ্বিমুচ্যেত রোগী নির্দ্ধনো লভতে ধনং ॥ ৪৬ ॥
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং যশঃ কীর্ত্তকং বিন্দতি ।
জ্ঞাতিস্বরত্নং মেধাবী যদ্যদিচ্ছসি চেতসা ॥ ৪৭ ॥ অধন্যঃ

অথবা ধর্মাদিতে আমি সেইরূপ প্রীতি অহুভব করি না । ৪০ ।
সর্বকামফলপ্রদ বিষ্ণুতে যাহার দৃঢ় ভক্তি আছে, স্বর্গমোক্ষাদি
সাধন কোন কর্মই তাহার অবশিষ্ট নাই । অর্থাৎ একমাত্র
বিষ্ণুভক্তি থাকিলেই স্বর্গ মোক্ষাদি লাভ হইতে পারে । ৪১ ।
হে অচ্যুত তোমার পূজা কিম্বা স্তব করিতে কাহারও শক্তি
নাই । তথাপি আমি যে তোমার পূজা ও স্তব করিতে উদ্যত
হইয়াছি, আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর । ৪২ । শোনক !
আমি তোমার নিকট এই চক্রধর স্তোত্র বলিলাম, মূনে !
যদি তুমি পরমপদ ইচ্ছা কর, তাহাহটলে ভক্তিপূর্বক নারায়ণের
স্তব কর । ৪৩ । যে ব্যক্তি পূজাকালে এই স্তোত্রদ্বারা জগদ-
গুণকে স্তব করে, সে অচিরে সংসার বন্ধন ছেদ করিয়া মোক্ষ-
লাভ করিতে পারে । ৪৪ । মূনে যে ব্যক্তি শুচি হইয়া ভক্তি-
পূর্বক ত্রিসন্ধা এই স্তোত্র পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার
কামনা সফল করিতে পারে । ৪৫ । এই স্তব পাঠ করিলে
পুত্রার্থী ব্যক্তি পুত্র লাভ করে, বন্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত
হয়, রোগী ব্যক্তি রোগহইতে মুক্তি পায় এবং নিধন ধন
লাভ করে । ৪৬ । বিদ্যার্থী ব্যক্তি বিদ্যা এবং অন্যান্য
ব্যক্তি অভিলাষানুসারে আয়, যশ ও কীর্ত্তি লাভ করিতে
পারে । আর মেধাবী ব্যক্তি চিন্তে যাহা অভিলাষ করিয়া
এই স্তব পাঠ করে, সে সেই সকল ফললাভ করিয়া জ্ঞাতি-

সর্ববিৎ প্রাজ্ঞস্বসাধুঃ সর্বকর্ম্মকরং । সত্যবাক্যঃ শুচি-
দাতা যঃ স্তোতি পুরুষোত্তমং ॥ ৪৮ ॥ সাধুশীলা হি তে
সর্বৈ সর্বধর্ম্মবহিকৃতাঃ । যেষাং প্রবর্ত্তনং নাস্তি হরি-
মুদ্दिष्टं সংক্রিয়াঃ ॥ ৪৯ ॥ নার্শোচং বিদ্যাতে তস্য মনোবাকু
চ দুরাত্মনঃ । যস্য সর্বার্থদে বিষ্ণৌ ভক্তির্নাব্যভচারিণী ॥
৫০ ॥ আরাধ্য বিধিবদেবং হরিতং সর্বসুখপ্রদং । প্রাপ্নোতি
পুরুষঃ সম্যক্ যদ্যৎ প্রার্থয়তে কলং ॥ ৫১ ॥ সকলমুনিগ্নি-
রাদ্যশ্চিহ্নাতে যো হি সিদ্ধো নিখিলহৃদি নিবিক্টং বেত্তি
যঃ সর্বসাক্ষী । তমজমমৃতমীশং বাসুদেবং নতোস্মি
ত্বয়মরণহীনং নিত্যমানন্দরূপং ॥ ৫২ ॥ নিখিলভুবননাথং
শাস্বতং সুপ্রসন্নং অতিবমলবিশুদ্ধং নিগুণং ভাব-
পুটম্ । স্তুত্বাদতসমস্তং পূজয়াম্যাত্মভাবং, বিশতু
হৃদয়পদ্মে সর্বসাক্ষী চিদাত্মা ॥ ৫৩ ॥ এবং ময়োক্তং পরম-
প্রভাবমাদ্যন্তহীনস্য পরম্ব্য বিষ্ণোঃ । তস্মাদ্বিচিন্ত্যঃ পর-

স্বরত্ন প্রাপ্ত হয় । ৪৭ । যে পুরুষোত্তমকে স্তব করে, সে অধন্য
হইলেও সর্ববিদ ও প্রাজ্ঞ হইয়া থাকে, অসাধু হইলেও সর্ব-
কর্ম্মকারী, সত্য বাক্য, শুচি ও দাতা হইতে পারে । ৪৮ । নারায়-
ণকে উদ্দেশ করিয়া সংক্রিয়া করিতে যাহার প্রবৃত্তি নাই, সে
সাধুশীল হইলেও সর্ব ধর্ম্ম বহিকৃত হয় । ৪৯ । সর্বার্থপ্রদ
বিষ্ণুতে যাহার অচলা ভক্তি আছে, সে ব্যক্তি দুরাত্ম হইলেও
তাহার মন ও বাক্য অশুচি হয় না । ৫০ । যদি কোন ব্যক্তি
বিধিপূর্বক সর্বসুখপ্রদ হরির আরাধনা করেন, তাহাছইলে
সেই পুরুষ যাহা যাহা প্রার্থনা করেন, সেই সেই ফল পাইয়া
থাকেন । ৫১ । সকল মুনিগণ সেই আদি পুরুষ বিষ্ণুকে চিন্তা
করিয়া থাকেন । যদি কোন মনুষ্য সকলের হৃদয়স্থিত হরিকে
জানিতে পারে, তাহাছইলে সেও সর্বজ্ঞ হইবে সংশয় নাই ।
আমি সেই অজ অমৃত অভয় মরণবিহীন বাসুদেবকে নম-
স্কার করি । ৫২ । সমস্ত জগতের অধীশ্বর সুপ্রসন্ন মনোভাব অতি
বিমল বিশুদ্ধ নিগুণ আত্মস্বরূপ সমস্ত স্তুত্বের বিধাতা নারায়-
ণকে ভক্তিরূপে পূজা করি, সেই সর্বসাক্ষী চিদাত্মা
হৃদয়কেশ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করুন । ৫৩ । আমি এইরূপে
আদ্যন্তবিহীন পরমাত্মরূপী বিষ্ণুর মহাপ্রভাবসম্পন্ন স্তব
তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম । মুক্তিকামী মনুষ্য পরম-

- মেশ্বরোহলৌ বিমুক্তিমার্গেণ নরেণ সম্যক্ ॥ ৫৪ ॥ বোধ-
স্বরূপং পুরুষং পুরাণং আদিত্যবর্ণং বিমলং বিশুদ্ধং ।
• সংচিন্ত্য বিষ্ণুং পরমদ্বৈতীয়ং কস্তত্র যোগী ন লয়ং
প্রয়াতি ॥ ৫৫ ॥ ইমং স্তবং যঃ সততং মনুষ্যঃ পঠেচ্চ
তদ্বৎ প্রয়াতঃ প্রশান্তঃ । স ধৌতপাপাণা বিততপ্রভাবঃ
প্রয়াতি লোকং বিততং মুরারেঃ ॥ ৫৬ ॥ যঃ প্রার্থয়-
তার্থমশেষসৌখ্যং ধর্মক কামক তথৈব মোক্ষং । স সর্ব-
মুৎসৃজ্য পরং পুরাণং প্রয়াতি বিষ্ণুং শরণং বরেণ্যং ॥
৫৭ ॥ বিভূং শ্রুত্ব বিশ্বধরং বিশুদ্ধং অশেষসংসার-
বিনাশহেতুং । যো বাসুদেবং বিমলং প্রপন্নঃ স মোক্ষ-
মাপ্নোতি বিমুক্তসকঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে শ্তোত্রিকথনং নাম
ষড়্বিংশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥

সপ্তবিংশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ

- সূত-উবাচ ॥ ১ ॥ বেদান্তসাস্ত্র্যাসিদ্ধান্তত্রয়জ্ঞানং
বদাম্যহং । অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্বিষ্ণুরিত্যেব চিন্তয়ন্ ॥
২ ॥ স্থখৌন্দ্রব্যোমি বহৌ চ জ্যোতিরেকং ত্রিধা স্থিতং ।
• স্বরী হরিকে সম্যক প্রকারে চিন্তা করিবে । ৫৪ । জ্ঞানময় পূর্ণ
পুরুষ আদিত্যবর্ণ বিমল বিশুদ্ধ অবিভীত পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুকে
সম্যক প্রকারে চিন্তা করিলে কোন্ যোগী না হরিতে লয়
পাইতে পারে ? ৫৫ । যে মনুষ্য প্রশান্ত হইয়া যত্নপূর্বক সতত
এই শ্তোত্র-পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত ও
মহাপ্রভাবশালী হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে । ৫৬ ।
• যে ব্যক্তি ঈর্ষ্য, অহং, ধর্ম, কাম ও মোক্ষ প্রার্থনা করে, সে
ব্যক্তি সকল পরিত্যাগ করিয়া পুরাণপুরুষ বরেণ্য বিষ্ণুর শর-
ণাগমন হইয়া থাকেন । ৫৭ । যিনি শ্রুত, বিশ্বধর, অশেষ সংসার-
বিনাশের হেতু, বিশুদ্ধ, বিমল বাসুদেবের শরণাগমন করেন, তিনি
• সর্বসঙ্গবিহীন হইয়া মোক্ষপদ পাইতে পারেন । ৫৮ ।

সপ্তবিংশাধিকদ্বিশততম অধ্যায়ঃ ।

- সূত কহিলেন, এইক্ষণ, বেদান্ত, সাংখ্য ও সিদ্ধান্ত শাস্ত্র-
প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান বলিতেছি । “আমিই জ্যোতির্ময় পরব্রহ্ম-

যথা সর্পিঃ শরীরস্থং গবাম্ কুকতে বলং । নির্গতং কৰ্ম্ম-
সংযুক্তং দত্তং তাসাং মহাবলং ॥ ৩ ॥ তথা বিষ্ণুঃ শরী-
রস্থো ন করোতি হিতং নৃণাং । বিনারাদনয়া দেবঃ সর্বগঃ
পরমেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥ আকরকুমতীনাস্ত কৰ্ম্মজ্ঞানমুদাহৃতং ।
আরুঢ়যোগরূপাণাং জ্ঞানং ত্যাগং পরং মতং ॥ ৫ ॥
জ্ঞাতুমিচ্ছতি শব্দাদীন্ রাগদ্বৈবোহথ জায়তে । লোভ-
মোহঃ ক্রোধ এতৈর্যুক্তঃ পাপং নরশচরেৎ ॥ ৬ ॥ হস্তা-
বুপস্থমুদরং বাকুতুর্খী চতুর্করং । এতৎ স্তবং যতং যস্য
স বিপ্রঃ কৃধ্যতে নৃপঃ ॥ ৭ ॥ পরবিশ্বং ন গৃহ্নতি ন
হিংসাং কুকতে তথা । নাক্রীড়ারতো যন্ত হস্তো তস্য
সুসংযতো ॥ ৮ ॥ পরস্ত্রাবর্জজনরতস্ত্রোপস্থং সুসংযতং ।
অলোলুপমিদং ভূক্তে জঠরং তস্য সংযতং ॥ ৯ ॥ সত্যং
হিতং মিতং ক্রতে যস্মাদ্বাকু তস্য সংযতং । যস্য সংযতা-

রূপী বিষ্ণু” এইরূপ চিন্তা করিবে । ১—২ । এক জ্যোতিই ত্রিধা
বিভক্ত হইয়া স্থা, চন্দ্র ও অগ্নিতে অবস্থিত আছে । যেমন
গরুর শরীরে যত বিদ্যমান থাকিলেও তাহার বলাধান করে
না, সেই যত নিজ্ঞান করিয়া যথাবিধি প্রয়োগ করিলে সেই
যত মহাবলপ্রদ হয়, সেইরূপ বিষ্ণু সর্বজ্ঞাবের শরীরে বিদ্যমান
আছেন বটে, কিন্তু তাহার আরাধনা ব্যতিরেকে কেহই সেই
সর্বগ পরমেশ্বরকে জানিতে পারে না । ৩—৪ । যাহারা জ্ঞান-
লাভের ইচ্ছুক হইয়াছে, তাহাদিগের কৰ্ম্মজ্ঞান আবশ্যক, পরে
যোগতরুতে আরোহণ করিলে যখন জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তখন
কৰ্ম্মত্যাগ হইবে । ৫ । যাহারা শব্দাদি জানিতে ইচ্ছা করে, তাহা-
দিগের রাগদ্বৈবাди জন্মে এবং মনুষ্য লোভ, মোহ ও ক্রোধের
বশীভূত হইয়া পাপাচরণ করিতে থাকে । ৬ । যাহার হস্ত, উপস্থ,
উদর ও নাক সংযত আছে, তাহাকেই বুপ বলা যায় । ৭ । যে
পরবিশ্ব গ্রহণ করে না, অক্রীড়াতে অমুরক্ত হয় না কিম্বা
কোনরূপ হিংসাব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না, তাহার হস্তদ্বয়কে সুসং-
যত বলা যায় । ৮ । যে ব্যক্তি পরস্ত্রীতে রতিকারমা করে না,
তাহারই উপস্থ সুসংযত হয় । আর যে অলোলুপ হইয়া ভোজন
করে, তাহার উদরকে সংযত বলা যায় । ৯ । যিনি হিত, পরিত
ও সত্য বাক্য বলেন, তাহার বাক্যই সংযত বলিয়া কীর্তিত হয় ।
যাহার হস্ত প্রভৃতি সংযত হইয়াছে, তাহার তপস্তা বা ব্রহ্মদি-

ন্যোগানি তস্মাৎ কং তপসং ধরৈঃ ॥ ১০ ॥ জ্ঞানবান্ধবো
স্থিতঃ বুদ্ধিঃ বিষয়েষু যুক্তঃ যঃ । জীবো জগদ্ব-
স্থায়ামেবমাহ্মনিপাশ্চিতঃ ॥ ১১ ॥ হৃদাস্তঃ স তমসা
মোহিতো ন সরতাপা । যদা তস্মাৎ কৃণোতি নোত স্তম্ভ-
রিত্তি কথ্যতে ॥ ১২ ॥ জ্ঞানো ন স্তো ন মোহো ন
অনন্তথা । উপভূতে ন জ্ঞানাত শঙ্কার্থবিমলান্বিতী ॥
১৩ ॥ হৃদয়ানি সমাহৃত্য বিষয়েভ্যো মনস্তথা । বুদ্ধা হ
ক্লমর্গা চ প্রকৃত্যা বুদ্ধিমব চ ॥ ১৪ ॥ সংসম্য প্রকৃত-
কাপ চ চক্ষুঃ । কেবলে স্তি তঃ । পশ্যত্যজ্ঞান চাত্মান
মাত্মানমুৎকারকং ॥ ১৫ ॥ চিত্তপমমৃতং শুদ্ধং নাক্ষুণ্য
ব্যাপকং শিবং । তুরীয়ারামবস্থায়ামাহ্মিতোমৌ ন সং-
শয়ঃ ॥ ১৬ ॥ পূর্বাষ্টকস্মাৎ পদাস্মাৎ পত্রাণ্যষ্টৌ চ ত নি-
হি । সাম্যাবস্থা গুণরূপা প্রকৃতিব্রহ্ম কনিকা ॥ ১৭ ॥
কর্ণিকারং স্থিতো দেবো দেহে চিত্তপ এব হি । পূর্বা-
ষ্টকং পরিত্যজ্য প্রকৃতঞ্চ গুণাত্মকং । যদা যতি তদা
জীবো যতি যুক্তং ন সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ প্রাণায়ামো

জপশৈব প্রত্য হারোহিৎ ধারণা । ধ্যানং সমাধিরিত্যেতে
ষড়্ভোগস্মাৎ প্রসাধকাঃ ॥ ১৯ ॥ পাপক্ষয়ে দেবতানাং
প্রোক্তারান্দ্রিয়সংযমঃ । জপধ্যানযুক্তো গর্ভে বিপরীত-
স্বগর্ভঃ ॥ ২০ ॥ ষট্শাশ্বত্বং শ্রেষ্ঠচত্বারং শক্তি-
মত্বং । মধ্যো দ্বাদশমাত্রস্ত ওঙ্কারং সততং জপেৎ ॥ ২১ ॥
বাচকে প্রণমে জ্ঞাতে বাচ্যং ব্রহ্ম প্রসাদতি । ওঁ নমো
বিষ্ণবে ষট্শাক্ষরস্ত জপ্তব্যো গায়ত্রী দ্বাদশাক্ষরী ॥ ২২ ॥
মর্ক্সেণামিন্দ্রিয়ানাস্ত প্রসক্তাঃ সর্বভোগে চ । অনরাস্তমসাং
তস্মাৎ প্রোক্তাহরং প্রকৃতিতঃ ॥ ২৩ ॥ হিন্দ্রিয়ানান্দ্రి-
য়ার্থেভ্যঃ সমাহৃত্য স্থিতো হি সঃ । সতসা সহ বুদ্ধা চ
প্রোক্তাহারেষু সংস্থিতঃ ॥ ২৪ ॥ প্রাণায়ামৈর্দ্বাদশক্তি-
যাবৎকালকৃতো ভবেৎ । যস্তাবৎকালপাশস্তং মনো
ব্রহ্মণি ধায়য়েৎ ॥ ২৫ ॥ তৈস্যেব ব্রহ্মণা প্রোক্তং ধ্যান
দ্বাদশধারণাঃ । তুচ্ছাত নিরতো যুক্তঃ সমাগঃ সোভি-
ধীয়তে ॥ ২৬ ॥ ব্যায়ম চলতে যস্য মনোভির্ধ্যায়তে

ধারা কোন প্রয়োজন নাই ১০। পশু গগণ বর্ণিয়া থাকেন, জ্ঞান
জাগ্রদবস্থাতে জন্মধাগত মনকে বিষয়ে নিবৃত্ত করে ১১। হৃদিস্থিত
আত্মা মোহাবৃত্ত হইলে সঞ্চারিত হয় না, যে কোন সময়ে এতরূপ
অবস্থা হয়, তখনই স্তম্ভপু হইয়া থাকে ১২। যখন সেই আত্মাব
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন তাহার জ্ঞাপ্রভাদিতে ভ্রম থাকে না
এবং জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, সেই বর্ণী ব্যক্তি শঙ্কার্থবিষয় জানিতে
পারে না ১৩। জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় ও মনকে
সমাহরণ করিয়া বুদ্ধদ্বারা অহঙ্কার এবং প্রকৃতদ্বারা বুদ্ধিকে
সংযম করে ১৪। পরে চিত্তশক্তিদ্বারা প্রকৃতির সংযম করিয়া কেবল
আত্মাতে অবস্থিত হইবে। তখন আপন আত্মাকে দেখিতে
থাকিবে ১৫। চিত্তপ অমূল, শুদ্ধ, নিষ্কর, সর্বব্যাপক, শিবপ্রদ
আত্মাকে জানিয়া তুরীয় অবস্থাতে অবস্থিত হইবে ১৬। আত্ম-
রিক অষ্টপুর্বাতে যে অষ্টপদ্য, সেই এক এক পদ্যে অষ্টটি পত্র
আছে। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি; এই প্রকৃতিই উক্ত
পদ্যের কর্ণিকা ১৭। দেহমধ্যে কর্ণিকাতে চিত্তপী দেব অবস্থিত
আছেন। জীব যখন এই অষ্টপুর্বা পরিভাগ করিয়া গুণাত্মিকা
প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়, তখনই সেই জীব মুক্ত হইতে পারে,

উহার সংশয় নাই ১৮। প্রাণায়াম, জপ, পত্যাচার, ধারণা,
ধ্যান, সমাধি, উহারাই যোগেব সাধক ১৯। পাপক্ষয় হইলেই
দেবতার প্রীতি হয়, তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়সংযম করিতে হয়।
প্রাণায়াম বিবিধ, সগর্ভ ও অগর্ভ। জপধ্যানযুক্ত যে প্রাণায়াম,
তাহাই সগর্ভ এবং তাহার বিপরীত হইলে অগর্ভ প্রাণায়াম
বলে ২০। যে প্রাণায়াম ষট্শাশ্বত্বক, তাহাই শ্রেষ্ঠ, আর
যাহা চতুর্কংশতিমাত্রক, তাহা মধ্যম এবং যে প্রাণায়াম দ্বাদশ-
মাত্রক, তাহা অধম। সতত ওঙ্কার জপ করিয়া প্রাণায়াম করিতে
হইবে ২১। ওঙ্কার পরব্রহ্মের বাচক। যদি সেই ব্রহ্মবাচক
ওঙ্কারের পরিজ্ঞান হয়, তাহা হইলেই বাচ্য ব্রহ্ম প্রসন্ন হইয়া
থাকেন। ওঁ নমো বিষ্ণবে এই ষড়ক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর গায়ত্রী
জপ করিবে ২২। বিষয়েতে সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি হইয়া থাকে,
মনেতে যে সেই বৃত্তির নিবৃত্তি, তাহাই প্রোক্তাহার ২৩। বিষয়
হইতে ইন্দ্রিয়সকলকে সমাহরণ করিয়া অবস্থিতি হয় এবং
বুদ্ধির সহিত নিবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রোক্তাহার হইলে এতরূপ
হয় ২৪। দ্বাদশবার প্রাণায়াম করিতে যত সময় অতিবাহিত
হয়, যে ব্যক্তি সেইকালপর্যন্ত ব্রহ্মেতে মানানিবেশ করে,
তাহার ধ্যান ও দ্বাদশধারণা হইয়া থাকে। নিয়ত ব্রহ্মেতে যুক্ত

ভূশং । প্রাপ্ত্য বধিকৃতং কালং যাবৎ সাধারণাশ্মৃতা ॥২৭॥
 ধ্যেয়ে সক্তং মনো যস্য ধোদমেবানুশাশ্বতি । নান্যং
 পদার্থং জানাতি ধ্যানমেতৎ প্রকীর্তিতং ॥ ২৮ ॥ ধ্যেয়ে
 মনো নিশ্চলভাং বাতি ধ্যেয়ং বিচিন্ত্যন্ । যত্ক্ষানং
 পরং প্রোক্তং মুনিভির্ধ্যান হৃদৈকঃ ॥ ২৯ ॥ ধ্যেয়েমৈব
 হি সৰ্বত্র ধ্যেয়ো তদ্ব্যয়ভাং গতঃ । পশ্চাত দৈভরচিত্তং
 সমাধঃ সোভিষ্যতি ॥ ৩০ ॥ মনঃ সঙ্কল্পপরাহৃত্যনি-
 রাগীশ্চ চিন্ত্যন্ । যস্য ব্রহ্মণি সংলীনং সমাধিস্থস্ততো-
 চ্যতে ॥ ৩১ ॥ ধ্যায়তঃ পবনং ত্রানমাত্মস্থং যস্য যোগিনঃ ।
 মনস্তস্যরতাং বাতি সমাধিস্থঃ স কীর্তিতঃ ॥ ৩২ ॥ চিন্তস্য
 স্থিতত্যা ত্রাস্তির্দোষনিবৃত্ত্যং প্রমাদত্যা । যোগিনাং কথিতা
 দোষা যোগাভ্যাসপার্বক্যঃ ॥ ৩৩ ॥ স্থিত্যর্থং মনসঃ সৰ্বা-
 শূলরূপং বিচিন্তয়েৎ । তদ্রতং নিশ্চলীভূতং হৃদাশ্চ
 স্থিরতাং ব্রজেৎ ॥ ৩৪ ॥ নাবনা পরমাত্মনং কিকি-

জ্জগতি বিদ্বতে । বিশ্বরূপং তমেবেহ ইতি জ্ঞাত্বা বিমু-
 ক্তাত ॥ ৩৫ ॥ ওঙ্কারং পরমং ব্রহ্ম ধ্যেয়েদজ্ঞস্থিতং
 বিভূং । ক্ষেত্রাক্ষেত্রজ্ঞবহিতং জপেন্মনুষ্টয়াত্বং ॥ ৩৬ ॥
 হৃদি সন্ধিস্থয়েৎ পূৰ্বং প্রধানং তস্ম্য চোপরি । তমো
 রজস্তথা সত্ত্বং মণ্ডলং তৃতীয়ং ক্রমাৎ ॥ ৩৭ ॥ কৃষ্ণরক্ত-
 াসতং তাম্রাশ্চ পুষ্করং জীবসংজ্ঞকং । তস্ম্যোপরি শুণৈ-
 শ্চাখ্যামষ্টাং সারোকং ॥ ৩৮ ॥ জ্ঞানন্ত কর্ণিকা তত্র
 বিজ্ঞানং কেশরং শ্মৃতং । বৈরাগ্যং নালং তৎকন্দা
 দৈক্ষবো, ধর্ম উত্তমঃ ॥ ৩৯ ॥ কর্ণিকার্যং স্থিতং তত্র
 জীববাম্শ্চলং ততঃ । ধ্যেয়েচ্ছবাম সংযুক্তমোক্ষারং
 মুক্ত্যাদিকং ॥ ৪০ ॥ ধ্যায়ন্ যাদ তাজেৎ প্রাণান্ বাতি
 ব্রহ্মস্যা সান্নিধিং । হরিং সংস্থাপ্য দেহাক্ষে ধ্যায়ন্ যোগী
 চ মুক্তিতাকু ॥ ৪১ ॥ আত্মানমাত্মনা কোচং পশ্যাস্ত
 ধ্যানচক্ষুঃ । সাংখ্যবুদ্ধ্যা তথৈবান্যো যোগেনানেন

হটনে যে সমুষ্টি অল্পভূত হয়, তাকে সমাধি বলা যায়। ২৫—
 ২৬। ধ্যান করিতে করিতে যাহার মন চলিত হয় না, অথচ
 সর্বত্র ধ্যান করিতে থাকে এবং প্রাপ্তি পশ্যন্ত সেই
 ধ্যানের নিবৃত্তি হয় না, তাহারই নাম দাবণ। ২৭। ধ্যায়
 পদার্থে যাহার মন আসক্ত থাকে এবং সর্বত্র ধ্যায় পদার্থই
 দেখিতে পায়, অথচ কোন পদ দেখে জ্ঞান হয় না, তাহারই ধ্যান
 বলিয়া কীর্তিত হয়। ২৮। ধ্যায় পদার্থ চিন্তা করিতে করিতে মন
 সেই ক্ষেত্রেতে নিশ্চল থাকে। ইহাকেই ধ্যানচিন্তক মুনিগণ
 পরম ধ্যান বলিয়া থাকেন। ২৯। ধ্যান করিতে করিতে যখন
 সর্বত্র ধ্যায় পদার্থ দৃষ্ট হইবে এবং এই জগৎ তদ্ব্যয় বলিয়া
 প্রতীতি হইবে, কোনরূপ দৈভজ্ঞান থাকিবে না, এইরূপ
 অবস্থাকেই সমাধি বলা যায়। ৩০। যাহার ইন্দ্রিয় বিষয়চিন্তা
 হইতে বিরত হইলে মন সংকল্পরহিত হইয়া ব্রহ্মেতে সংলীন
 হয়, তাকে সমাধিস্থ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ৩১। পর-
 মাত্মাকে ধ্যান করিতে করিতে যে যোগীর মন তদ্ব্যয়তা প্রাপ্ত
 হয়, সেই যোগী সমাধিস্থ বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন। ৩২।
 চিন্তের অস্থিভা, ভ্রান্তি, দোষনিবৃত্তি ও প্রমাদ এই সকলই
 যোগীগণের যোগবিষয়কারক দোষ। ৩৩। মনের স্থিতির নিমিত্ত
 অথবঃ শূলরূপ চিন্তা করিবে, অনন্তর মন নিশ্চল হইলে

হেতুঃস্বরূপে অন্তরুক্ত হইয়া স্থির হইবে। ৩৪। এই জগতে
 পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই সং নহে। সেই পরমাত্মাই বিশ্ব-
 রূপ। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরমাত্মাহিত্যিক্ত সকল পদার্থকে
 অন্য জিনিষা পরিত্যাগ করিবে। ৩৫। হৃদয়পৃষ্ঠস্থিত ওঙ্কার-
 রূপী বিভূ পরব্রহ্মকে ধ্যান করিবে। সেই ওঙ্কার ক্ষেত্র ও
 ক্ষেত্রজ্ঞবহিত, অতএব সেই অবিভীত ব্রহ্মরূপী ওঙ্কার জপ
 করিবে। ৩৬। প্রথমতঃ স্বহৃদয়ে সেই প্রধানপুরুষ ওঙ্কাররূপী
 আত্মাকে চিন্তা করিবে। অনন্তর তাহার উপর ক্রমশঃ কৃষ্ণ-
 বর্ণ তমোমণ্ডল, রক্তবর্ণ রজোমণ্ডল এবং শুভ্রবর্ণ সত্ত্বমণ্ডল চিন্তা
 করিয়া তাহাতে জীবসংজ্ঞক পুরুষের ধ্যান করিতে হইবে।
 তাহার উপরে শুণ ও ঐখ্যাত্মক অষ্টপত্রসমবৃত্ত পদ্ম চিন্তা
 করিবে। ৩৭—৩৮। জ্ঞান ঐ পদ্মের কর্ণিকা, বিজ্ঞান
 উহার কেশব, বৈরাগ্য নাল এবং বৈষ্ণবধর্ম উহার মূল। ৩৯।
 ঐ পদ্মের কর্ণিকাতে জীবের ন্যায় নিশ্চল মুক্তসাধক
 ওঙ্কারের ধ্যান করিবে। ৪০। যদি ওঙ্কাররূপী ব্রহ্মের
 ধ্যান করিতে করিতে কেহ প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি
 ব্রহ্মসামুদ্র লাভ করিতে পারেন। আর যোগী ব্যক্তি
 দেহগত পদ্মমধ্যে হরিকে সংস্থাপন করিয়া ধ্যান করিলে
 মুক্তিতাগী হইতে পারে। ৪১। কোন কোন ব্যক্তি ধ্যানচক্ষু-

যোগিনঃ ॥ ৪২ ॥ ত্রৈলোক্যপ্রকাশকং জ্ঞানং ভববন্ধবিভে-
দনং । তত্রৈকচিত্ততা যোগো মুক্তিদো নাত্র সংশয়ঃ ॥
৪৩ ॥ জিতেন্দ্রিয়াত্মকরণে জ্ঞানদৃষ্টো হি যো ভবেৎ ।
স মুক্তঃ কথ্যতে যোগী পরমাত্মান্যবস্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥ আসন-
স্থানবিষয়া ন যোগস্য প্রসাধকাঃ । বিলম্বজনকাঃ সর্ব-
বিস্তরাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৪৫ ॥ শিশুপালঃ সিদ্ধিমাণ স্র-
গাত্যাসর্গোরবাৎ । যোগাত্মানং প্রকুর্ষন্তঃ পশুপ্তাত্মান-
মাত্মনা ॥ ৪৬ ॥ সর্বভূতেষু কাকণ্যং বিদেষৎ বিষমেযু
চ । লুপ্তশিশ্নোদরাদিশ্চ কুর্সন্ যোগী বিমুচ্যতে ॥ ৪৭ ॥
ইন্দ্রিরৈরিন্দ্রিয়ার্ণাঃ স্তনু ন জানাতি নরো গদা । কাঠ-
বদ্রক্ষসংলীনো যোগী মুক্তশুভা ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥ সর্ব-
বর্ণাংস্ত্রয়ঃ সর্বাঃ কৃত্বা পাপানি ভস্মসাৎ । ধ্যানাগ্নিনা
চ মেধাবী লভন্তে পরমাং গতিং ॥ ৪৯ ॥ মন্থনাদৃশুতে
হুগ্নিশুদ্ধবদ্যানেন বৈ হরিঃ । ত্রৈলোক্যানোর্থদৈকত্বং স

যারা আপনাই আপনাকে দেখিতে পায় । সাধ্যাযোগীদিগের
বুদ্ধিধারা আত্মদর্শন হয়, অতীত যোগীরা যোগদ্বারা আত্মাকে
দর্শন করিতে পারেন । ৪২ । জ্ঞানই ত্রৈলোক্যের প্রকাশক, ঐ জ্ঞানই
ভববন্ধ ছেদন করে ; অতএব জ্ঞানসাধনে একচিত্ততাই প্রধান
যোগ । এই যোগই যোগীগণকে মুক্তিপ্রদান করে সংশয়
নাই । ৪৩ । যিনি ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে জয় করিয়া জ্ঞানদ্বারা
প্রদীপ্ত হইয়াছেন, সেই পরমাত্মাতে অবস্থিত যোগীকে মুক্ত
বলা যায় । ৪৪ । আসন, স্থান ও বিষয় ইহারা যোগের সাধক
হয় না, বরং উহারা যোগসিদ্ধির বিলম্বজনক । এইরূপ অনেক
যোগবিষয় কীর্তিত আছে । ৪৫ । শিশুপাল স্রগ ও অভ্যাসের
গোরববশতঃ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ; অতএব যোগাত্ম্যাস
করিলে আপনাই আপনাকে দেখিতে পায় । ৪৬ । বাহার সর্ব-
ভূতে করুণা ও বিষমে বিদেষ হয় এবং শিশ্নোদরাদির চরিতার্থতা
সাধনে যে অগ্রসর নহে, সেই যোগী মুক্ত হইতে পারে না । ৪৭ । যখন
মনুষ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় জানিতে পারে না এবং যেমন
অগ্নিতে কাঠ সংলীন হয় ; সেইরূপ ত্রক্ষসংলীন যোগী মুক্ত
হইরা থাকে । ৪৮ । সর্বপ্রকার বর্ণাশ্রমচার, জীসম্পর্ক ও পাপ
সকলকে জ্ঞানাগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করিয়া ত্রৈলোক্যপান করিলে
সাধকের পরমা গতি লাভ হয় । ৪৯ । যেমন কাষ্ঠাদিমহন করিলে
অগ্নিদর্শন হয়, সেইরূপ ধ্যানদ্বারা পরমাত্মরূপী হরিকে উপা-

যোগশোভনোত্তমঃ ॥ ৫০ ॥ বাহুর্নৈব মুক্তিস্ত চান্তনৈঃ
স্রাদ্ধাদিভিঃ । সাংখ্যজ্ঞানেন যোগেন বেদান্তশ্রবণেন
চ ॥ ৫১ ॥ প্রত্যক্ষতাত্মনো যা হি সা মুক্তিরভিধীয়তে ।
অনাত্মন্যাত্মরূপত্বমসতঃ সংস্বরূপতা ॥ ৫২ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে ত্রৈলোক্যজ্ঞানকথনং নাম
সপ্তবিংশাদিকদ্বিশততমোঃ অধ্যায়ঃ ॥

অষ্টাবিংশাদিকদ্বিশততমোঃ অধ্যায়ঃ ।

ঐভগবানুবাচ ॥ ১ ॥ আত্মজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু
নারদ তত্ত্বতঃ । অদ্বৈতং সাঙ্খ্যমিত্যাহুর্যোগস্তত্রৈক-
চিত্ততা ॥ ২ ॥ অদ্বৈতযোগসম্পন্নাস্তে মুচ্যন্তেতি বন্ধনাং ।
অতীতারক্ষমাগামি কৰ্ম্ম নশ্রুতি বোধতঃ ॥ ৩ ॥ সদ্ধিচার-
কুঠারেণ ছিন্নসংসারপাদপঃ । জ্ঞানবৈরাগ্যতীর্থেন লভতে
বৈকবৎ পদং ॥ ৪ ॥ জাগ্রৎস্বপ্নপ্রমুপ্তক মায়া ত্রিপুর-

সনা করিতে পারে এবং যখন সময়ে ত্রৈলোক্য ও আত্মার একত্বজ্ঞান
হয়, সেই সময়েই উত্তম যোগ হইয়া থাকে । ৫০ । বাহু কোন
উপায়ে মুক্তিলাভ হইতে পারে না, কিন্তু আত্মরূপ ব্রহ্মনিরম-
ধারাই মুক্তিলাভ হয় । সাংখ্যজ্ঞান, যোগাত্ম্যাস ও বেদান্তশ্রব-
ণাদিধারা আত্মার যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে মুক্তি বলা যায় ।
মুক্তি হইলে অনাত্মাতে আত্মজ্ঞান এবং অসৎপদার্থে সংস্বরূপে
জ্ঞান হয় । ৫১—৫২ ।

অষ্টাবিংশাদিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

ভগবানু কহিলেন, নারদ ! অনন্তর আত্মজ্ঞান বলিতেছি,
শ্রবণ কর । অদ্বৈতজ্ঞানকে সাঙ্খ্যযোগ বলা যায় ; বাস্তবিক
পরমাত্মাতে যে একচিত্ততা, তাহাকেই যোগ বলা যায় । ১—২ ।
যাহারা অদ্বৈত জ্ঞানসম্পন্ন, তাহারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে
পারে আর পরমাত্মতত্ত্ব পারিজ্ঞাত হইলে অতীত, বর্তমান ও
ভবিষ্যৎ কৰ্ম্মসকল নষ্ট হইয়া যায় । ৩ । জ্ঞানী ব্যক্তি সদ্ধিচার-
রূপ কুঠারদ্বারা সংসারপাদপকে ছেদ করিয়া জ্ঞান, বৈরাগ্য ও
তীর্থদ্বারা বৈকবৎ পদ লাভ করিতে পারে । ৪ । জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও
সুশুপ্ত এই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন মায়াই সংসারের মূল । বাবৎ
এই মায়া বিদ্যমান থাকে, তাবৎ সংসার ধন বলিয়া সংবাদ

সংসারাদিসমুদ্রাৎ ॥ ৪ ॥ বিধুম-ইব দীপ্তার্জিরাদীপ্ত-ইব
দীপ্তমান্ । বৈদ্যতোগিরিবাকাশে হ্রসন্ধে আত্মনা-
ত্মনি ॥ ৫ ॥ শ্রোত্রাদীনি ন পশ্যন্তি স্বং স্বমাত্মান-
মাত্মনা । সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী চ ক্ষেত্রজ্ঞস্তানি পশ্যতি ॥ ৬ ॥
যদা প্রকাশতে হ্যাত্মা পটে দীপো জ্বলন্বিব । জ্ঞানমুৎ-
পদ্যতে পুংসাং কয়াং পাপস্য কর্মণঃ ॥ ৭ ॥ যথা দর্শনতল-
প্রথ্যে পশ্যাভ্যাত্মানমাত্মনি । ইন্দ্রিয়গীন্দ্রিয়ার্থাংশ্চ মহা-
ভূতানি পঞ্চকং ॥ ৮ ॥ মনোবুদ্ধিরহঙ্কারমব্যাক্তং পুরুষ-
স্তথা । প্রসংখ্যায় পরাব্যাপ্তৌ বিমুক্তো বন্ধনৈর্ভবেৎ ॥
৯ ॥ ইন্দ্রিয়গ্রামখিলং মনসাত্তিনিবেশ্য চ । মনশ্চৈ-
বাপাহঙ্কারে প্রতিষ্ঠাপ্য চ পাণ্ডব ॥ ১০ ॥ অহঙ্কারং
তথা বুদ্ধৌ বুদ্ধিক প্রকৃতা বপি । প্রকৃতিং পুরুষে স্থাপ্য
পুরুষং ব্রহ্মণি ন্যসেৎ । অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ প্রসং-
খ্যায় বিমুচ্যতে ॥ ১১ ॥ নবদ্বারমিদং গেহং তিসূণং
পঞ্চসাক্ষিকং । ক্ষেত্রজ্ঞাধিস্থিতং বিদ্বান্ যো বেদ স বরঃ

কবিঃ ॥ ১২ ॥ অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ ।
জ্ঞানযজ্ঞস্য সর্বাণি কলাং নারহ'স্তি বোড়শীং ॥ ১৩ ॥
শ্রীভগবানুবাচ ॥ ১৪ ॥ যমশ্চ নিয়মঃ পার্থ আসনং
প্রাণসংযমঃ । প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং ধারণার্জ্জুন সপ্তমী ।
সমাধিরিতি চাক্ষৌষ্যে যোগ-উক্তো বিমুক্তয়ে ॥ ১৫ ॥ কর্মণা
মনসা বাচা সর্বভূতেষু সর্বদা । হিংসাবিরামকো ধর্মো
হহিংসা পরমং সুখং ॥ ১৬ ॥ বিধিনা যা ভবেদ্ধিংসা সা
ত্বহিংসা প্রকীর্তিতা । সত্যং ক্রয়াং প্রিয়ং ক্রয়ান্ন ত্রয়াং
সত্যমপ্রিয়ং । প্রিয়ঞ্চ নানুতং ক্রয়াদেব ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ॥
যচ্চ দ্রব্যাপহরণং চৌর্যা দ্বাধ বলেন বা । স্তেয়ং ভ্রষ্টা-
নাচরণং অস্তেয়ং ধর্মসাধনং ॥ ১৮ ॥ কর্মণা মনসা বাচা
সর্বাবস্থানু সর্বদা । সর্বত্র মৈথুনত্যাগং ব্রহ্মচর্য্যং প্রচ-
ক্ষ্যতে ॥ ১৯ ॥ দ্রব্যানামপ্যাদানমাপ্যস্বপি তথেষ্ট্রয়া ।
অপরিগ্রহমিত্যাহুস্তং প্রযত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥ ২০ ॥ দ্বিধা
শৌচং মুজ্জলাভ্যাং বাহুং ভাবাদধাতুরং । যদৃচ্ছা-

কোনরূপ ছুঃখ হয় না । ৪। যেমন বিধুম অগ্নি দীপ্ত পায়, সেই-
রূপ স্বয়ং প্রদীপ্ত হয়েন । আর যেমন আকাশে বিদ্যাতাগিরি
প্রকাশ হয়, সেইরূপ হৃদয়ে আত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকেন ।
৫। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের কোনরূপ জ্ঞান নাষ্ট, তাহার আ-
পনাকেও জানিতে পারে না । সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী আত্মাই সেই
সকল ইন্দ্রিয় দর্শন করেন । ৬। উজ্জল প্রদীপের ন্যায় যখন
আত্মা চিত্তপটে প্রকাশ পায়, তখনই পুরুষের পাপকন্ড ক্ষয়
হইয়া জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় । ৭। যেমন আদর্শহলে দৃষ্টি করিলে
আপনাকে দেখিতে পায়, সেইরূপ আত্মাতে দৃষ্টি করিতে
পারিলেই পঞ্চ মহাভূতের দর্শন হইয়া থাকে । ৮। মন, বুদ্ধি,
অহঙ্কার ও অব্যাক্ত পুরুষ এই সকলের প্রসংখ্যানদ্বারা সংসার-
বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে । ৯। মনে ইন্দ্রিয় সকলের
অভিনিবেশ করিয়া মনকে অহঙ্কারে স্থাপিত করিবে এবং অহ-
ঙ্কারকে বুদ্ধিতে, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে, প্রকৃতিকে পুরুষে এবং
পুরুষকে পরব্রহ্মে বিলীন করিতে হইবে । এইরূপ করিতে
পারিলেই অহং ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, তখনই
সেই পুরুষ মুক্ত হইয়া থাকে । ১০—১১। নবদ্বারবিশিষ্ট গুণ-
জয়ের আশ্রয় পঞ্চভূতায়ক আত্মাধিস্থিত দেহকে যে জানী

ব্যক্তি জানিতে পারেন, তাহাকে মহাকবি বলা যায় । ১২।
শত অশ্বমেধ এবং সহস্র বাজপেয় এই জ্ঞান যজ্ঞের বোড়শাংশ
কর প্রদান করিতে পারে না । ১৩। ভগবান্ কহিয়াছিলেন,
অর্জুন! যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান,
ধারণা ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগ মুক্তির নিমিত্ত উক্ত আছে ।
১৪—১৫। কায়, মন ও বাক্যদ্বারা সর্বদা সর্বভূতে হিংসার
নিবৃত্তি করিবে; কারণ অহিংসাই পরমধর্ম ও পরমসুখ । ১৬।
বিধিপূর্বক অর্থাৎ যাগাদিতে যে পশুবলিদানাদিরূপ হিংসা
করা যায়, তাহা হিংসা নহে । সর্বদা সত্য ও প্রিয়বাক্য
বলিবে, কদাচ সত্য-অপ্রিয়বাক্য কহিবে না আর প্রিয় মিথ্যা-
বাক্যও বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম । ১৭। চৌর্য্য অথবা
বলপূর্বক যে পরদ্রব্যের অপহরণ, তাহাকেই স্তেয় বলে, কখন
স্তেয় কার্য্য করিবে না; যেহেতু অস্তেয়ই ধর্মসাধন । ১৮।
সর্বদা ও সর্বাবস্থাতে কায়মনোবাক্যে মৈথুন পরিত্যাগ
করিবে, ইহাকেই ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া থাকে । ১৯। আপদসময়
উপস্থিত হইলেও যে ইচ্ছাপূর্বক দ্রব্য গ্রহণ করা যায় না,
তাহাই অপরিগ্রহ বলা যায় । সাধু ব্যক্তির যত্নপূর্বক পরিগ্রহ
বর্জন করিবে । ২০। শৌচবিধি; বাহ ও আস্তর । মৃত্তিকা

লাভতত্ত্বক্ৰিঃ সন্তোষঃ সুখলক্ষণং ॥ ২১ ॥ মনসশ্চেন্দ্রিয়া-
গাঞ্চ একাগ্র্যং পরমমুখপাঃ। শরীরশোষণমপি কৃচ্ছ-
চাস্ত্রায়ণাদিভিঃ ॥ ২২ ॥ বেদান্তশতকদ্বীয়প্রণবাদিজপং
বুধাঃ। সতশুদ্ধিকরং পুংসাং স্বাধ্যায়ং পরিচক্ৰতে ॥
২৩ ॥ স্ততিস্মরণপূজাদিবাঙমনঃকারকর্ম্যভিঃ। অনি-
শ্চলা হরৌ তক্তিরেতদীশ্বরচিন্তনং ॥ ২৪ ॥ আসনং
স্বস্তিকং প্রোক্তং পদ্মমর্দ্বাসনমুখা। প্রাণঃ স্বদেহজো
বায়ুরায়ামস্তমিরোধনং ॥ ২৫ ॥ ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং
বিষয়েষু ত্বসংশিব। নিরমং প্রোচ্যতে সত্ত্বিঃ প্রত্য-
হারস্ত পাণ্ডব ॥ ২৬ ॥ মূর্ত্তামূর্ত্তব্রহ্মরূপচিন্তনং ধ্যানমুচ্যতে।

ও জলদ্বারা বাহু এবং ভাবদ্বারা আন্তরশোচ হইয়া থাকে।
ষট্ছালাভেতে যে তুষ্টি, তাহার নাম সন্তোষ। এই সন্তোষ সর্ব-
প্রকার সুখের কারণ। ২১। মন ও ইন্দ্রিয়গণের যে একাগ্রতা,
তাহাই পরম তপস্তা এবং কৃচ্ছচাস্ত্রায়ণাদিদ্বারা যে দেহশোষণ,
তাহাকেও তপস্তা কহিয়া থাকে। ২২। পুরুষের সতশুদ্ধির নিমিত্ত
যে বেদান্তপাঠ ও ওঙ্কারাদি মন্ত্রজপ, তাহাকেই পণ্ডিতগণ
স্বাধ্যায় বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। ২৩। স্তব, নামস্মরণ, পূজাদি
এবং কায়মনোবাক্যে যে হরিতে অচলাভক্তি, তাহাকেই ঈশ্বর-
চিন্তা বলা যায়। ২৪। স্বস্তিকাসন, পদ্মাসন ও অর্দ্ধাসন ইহা-
রাই আসনশব্দ প্রতিপাদ্য। আর স্বীয় দেহগত বায়ুর নাম প্রাণ
এবং সেই বায়ুনিরোধকে প্রাণায়াম বলিয়া থাকে। ২৫। ইন্দ্রিয়-
গণ অসংবিষয়ে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বিষয় হইতে
নিবারণ করিবে। পাণ্ডব! এইরূপ ইন্দ্রিয়নিরোধকে সাধুগণ
প্রাণায়াম বলিয়া থাকেন। ২৬। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ব্রহ্মরূপচিন্ত-
নকে ধ্যান বলিয়া থাকে, যোগারম্ভকালে মূর্ত্তমান হরিকে চিন্তা

যোগারম্ভে মূর্ত্তহরিং অমূর্ত্তমপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৭ ॥ অগ্নি-
মণ্ডলমধ্যস্থো বায়ুদেবশ্চতুর্ভুজঃ। শঙ্খচক্রগদাপদ্মযুক্তঃ
কৌন্তভসংযুতঃ ॥ ২৮ ॥ বনমালী কৌন্তভেন যতোহং
ব্রহ্মসংজ্ঞকঃ। ধারণেত্যুচ্যতে চেরং ধার্য্যতে বহ্মনোলয়ে ॥
২৯ ॥ অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিরভিধীয়তে। অহং ব্রহ্মান্মি
বাক্যচ্চ জ্ঞানাত্মোকো ভবেম্মৃণাং ॥ ৩০ ॥ ব্রহ্ময়ানন্দ-
চৈতন্যং লক্ষয়িত্বা স্থিতশ্চ চ। ব্রহ্মাহমস্ম্যহং ব্রহ্ম অহং
ব্রহ্মপদার্থয়োঃ ॥ ৩১ ॥ হরিকবাচ। পুরাণং গাকড়ং
প্রোক্তং রিধিনাপি ময়া তব। যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি
সোপি মোক্ষমবাশুয়াং ॥

ইতি গাকড়ে মহাপুরাণে ঊনত্রিংশা-
ধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥

করিবে, অনন্তর সেই ব্রহ্মরূপ ধ্যান করিতে হইবে। ২৭। তেজো-
মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ কৌন্তভচিহ্নবিরাজিত
বনমালী বায়ুরূপ ব্রহ্মসংজ্ঞক দেব বিদ্যমান আছেন, মনকে লব্ধ
করিয়া উক্তদেবকে ধারণ করিতে পারিলেই ধারণা হয় এবং উক্ত
ধারণাকে ধারণা বলা যায়। ২৮—২৯। “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ
অবস্থানকে সমাধি কহে। “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ বাক্য ও
জ্ঞান হইতেই মনুষ্যের মোক্ষ হইয়া থাকে। ৩০। ব্রহ্মা পুরু-
ষের গচ্ছিদানন্দকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত হইলে “আমিই ব্রহ্ম”
এবং “ব্রহ্মই আমি” এইরূপ অহং ও ব্রহ্ম পদার্থের পরিজ্ঞান
হয়। ৩১। হরি কহিলেন, আমি যথাবিধি গারুড়পুরাণ তোমার
নিকট কহিলাম, যিনি এই পুরাণ পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, তিনি
মোক্ষপদ পাইয়া থাকেন। ৩২।

ইতি জেন্না: ঢাকার অন্তঃপাতী মানিকগঞ্জ উপবিভাগের অধীন বুতুনীগ্রামনিবাসী ৬ আনন্দ-
মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক সংগৃহীত
ও প্রকাশিত গরুড়পুরাণ পূর্বখণ্ড সমাপ্ত।



গরুড়পুরাণম্।

উত্তরখণ্ডম্।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ।

শ্রীগণেশায় নমঃ। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈঃ নরো-
ত্তমং। দেবীং সরস্বতীং বাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ১ ॥
ধর্মদৃঢ়বদ্ধমূলো বেদস্কন্ধঃ পুরাণশাখাভ্যঃ। ক্রতুকুমুমো
মোক্ষফলঃ স জয়তি কম্পংক্রমো বিষ্ণুঃ ॥ ২ ॥ শ্রীতাক্ষ-
উবাচ। ভবং প্রসাদাদৈকুণ্ঠ ত্রৈলোক্যং সচরাচরং।
ময়া বিলোকিতং সর্বমুত্তমামমমমং ॥ ৩ ॥ ভূর্লোকং
সত্যপর্যাপ্তং পুরং যাম্যং বিনা প্রভো। ভূর্লোকঃ সর্ব-
লোকানাং প্রচুরঃ সর্বজস্তুতিঃ ॥ ৪ ॥ মানুষ্যং তত্র
ভূতানাং ভুক্তিমুক্ত্যালয়ং শুভং। অতঃ স্মৃতিনাং
লোকো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥ গায়ন্তি দেবঃ
কিল গীতকানি ধন্যাস্তে যে ভারতভূমিভাগে। স্বর্গাপবর্গস্ত

কলার্জুনায় ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরভাং ॥ ৬ ॥ মানুষ্যং
লভেৎ কন্যাং মৃত্যুং প্রাপ্নোতি তৎ কথং। অস্মিতে কঃ
সুরশ্রেষ্ঠঃ দেহমাপ্রিত্য কুত্রচিৎ ॥ ৭ ॥ মৃত্যে ক বাস্তীন্দ্রি-
য়ানি হৃস্পৃশ্যঃ স কথং ভবেৎ। স্বকর্মাণি কৃতানীহ
কথং ভোক্তুং প্রসপতি ॥ ৮ ॥ প্রসাদং কুং যে মোহং
ছেতুমর্হস্যশেষতঃ। বিনতাগর্ভমন্তুতঃ কাশ্যপস্তব
বাহনঃ ॥ ৯ ॥ ইতি প্রাতিভরো ভূম্য কথয়স্ব যথাতথং।
যমলোকে কথং যান্তি বিষ্ণুলোকে চ মানবাঃ। প্রেত-
মুক্তিপ্রদং মার্গং কথয়স্ব প্রসাদতঃ ॥ ১০ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ।
বৈনতেয় মহাভাগ শৃণু সর্বং যথাতথং। প্রীত্যা কথ-
য়তো যস্মাৎ স্মৃদন্তি ভবান্ মম ॥ ১১ ॥ পরস্ম্য যোষিতং
হুত্বা ব্রহ্মস্বমপহৃত্য বৈ। অরণ্যে নির্জনে দেশে ভবন্তি

নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী ও বাসদেবকে নম-
স্কার করিয়া জয়োচ্চারণ করিবে। ১। শুদ্ধ ধর্মমূলদ্বারা সম্বদ্ধ,
পুরাণশাখাসম্পন্ন, বেদস্কন্ধ, ক্রতুকুমুমশোভিত ও মোক্ষফল-
সমবিত্ত বিষ্ণুরূপ কলত্রক জয়মুক্ত হউন। ২। গরুড় কহিলেন,
হে বৈকুণ্ঠনাথ! আমি আপনার প্রসাদে উত্তম, মধ্যম ও অধম
সচরাচর ত্রিভুবন অবলোকন করিয়াছি। ৩। ভূর্লোক, ভুব-
লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক
এই সপ্তলোকই পরিভ্রমণ করিয়াছি, কেবল যমলোক দর্শন করি
নাই। ভূর্লোক সর্ববিধ লোকের শ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রকার জঙ্ঘ-
গণে পরিপূর্ণ। ৪। মনুষ্যালোক ভূতগণের ভোগ-মোক্ষপ্রদ
শুভকর নিকটন। এই মনুষ্যালোক হইতে স্মৃতিগণের পক্ষে
শ্রেষ্ঠকর অন্যান্যলোক ছিল না এবং হইবে না। ৫। দেবগণ ও
এইরূপ গাথাগান করেন যে, বাহার ভারত-ভূভাগে জন্মলাভ
করিয়াছে, তাহার ধনা, বেঁচেই নরগণ ভারতে জন্মলাভ করিয়া

স্বর্গ ও অপবর্গরূপ কললাভে সমর্থ হয়। ৬। হে দেবোত্তম!
জীবগণ কিহেতু মনুষ্যজন্মলাভ করে, কেনই বা মৃত্যুর অধীন হয়
এবং কাহারই বা মৃত্যু হয় আর কেই বা কোন্ দেহধারণ করিয়া
মৃত্যু ভজনা করে। ৭। জীবগণ মরিলে তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল
কোথায় যায়? কেনই বা মৃতদেহ অস্পৃশ্য হয় এবং জীবগণ
নিজকৃত কর্মভোগ করিবার নিমিত্ত কি হেতু কি প্রকারে অমনী-
তলে আগমন করে। ৮। আমি বিনতার গর্ভমন্তুত কশ্যপের
তনয় এবং আপনার বাহন; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন
হইয়া আমার অজ্ঞান বিনাশ করুন। ৯। মানবগণ কি হেতু
যমলোকে এবং কি হেতুই বা বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে?
ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া প্রেতগণের মুক্তিপ্রদ মার্গ আমার
নিকট কীর্তন করুন। ১০। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে মহাভাগ
বিনতানন্দন! যেহেতু তুমি আমার পরম স্মৃদ; আমি তোমার
প্রতি প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মস্বমপহরণে সমস্তই কীর্তন করিতেছি শ্রবণ
কর। ১১। বাহার পরনারী ও ব্রহ্মস্বমপহরণ করে, সেই নরগণ

ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥ ১২ ॥ হীনজাতৌ প্রজায়ন্তে রত্নানামপ-
হারকাঃ । যৎ যৎ কামমভিধায়েৎ স তল্লিকোভি-
জায়তে ॥ ১৩ ॥ নৈনক্লিষ্টান্তি শত্রাণি নৈনং দহতি
পাবকঃ । ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষণতি মাকতঃ ॥ ১৪ ॥
বাকৃচ্ছূর্নাসিকৈ কণৌ গুদৌ মূত্রপূরীষয়োঃ । অণ্ডজা-
দিকজন্তুনাং ছিদ্ৰাণ্যেতানি সর্বশঃ ॥ ১৫ ॥ নাভেষু
মূৰ্দ্ধপৰ্য্যন্তমূৰ্দ্ধাচ্ছিদ্ৰাণি চাষ্ট বৈ । সমুঃ স্কৃতিনো মর্ত্য।
উৰ্দ্ধাচ্ছিত্রেণ যাস্তি তে ॥ ১৬ ॥ অধাশ্চিত্রেণ যে যাস্তি
তে যাস্তি বিগতিং নরাঃ । মৃতাহ্বাদার্হিকং যাবদুযথোক্ত-
বিধিনা খণ ॥ ১৭ ॥ কার্য্যাণি সর্বকৰ্ম্মাণি নির্জটৈনপি
মানুযৈঃ ॥ ১৮ ॥ দেহে যত্র বসেজ্জন্তুস্তত্র ভুঙক্তে শুভা-
শুভং । মনোবাকায়জং নিতাং তত্র তত্র খণেশ্বর ॥ ১৯ ॥
মৃতঃ সূখমবাপ্নোতি মায়াপাশৈর্ন বধ্যতে । পাশবদ্ধনরস্তেহ
বিকৰ্ম্মণি মনো সমেৎ ॥ ২০ ॥

ইতি গান্ধবে মহাপুরাণে প্রোক্তকৰ্ম্মে সারোদ্ধারে

প্রথমোধ্যায়ঃ ॥

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । এবম্বে কথিতং তাক্ষা জীবিতস্ত
বিনোদিতং । মনুষ্যাণাং হিতার্থায় প্রোতত্ববিনিরুত্তয়ে ॥
১ ॥ চতুরশীতিলক্ষাণি চতুর্ভেদৈশ্চ জন্তবঃ । অণ্ডজাঃ
শ্বেদজাঃ চৈব হ্যস্তি জ্ঞাশ্চ জরায়ুজাঃ ॥ ২ ॥ একবিংশতি-
লক্ষাণি জন্তুজাঃ পরিকীর্তিতাঃ । শ্বেদজাশ্চ তথৈবোক্তা
উদ্ভিজ্জাশ্চ ক্রমেণ তু ॥ ৩ ॥ জরায়ুজান্তথা সৃৎখা
মানুষ্যাত্মাঃ প্রচকতে । সর্পেষামেব জন্তুনাং মানুষত্বং হি
দুলভং ॥ ৪ ॥ পক্ষেন্দ্রিয়নিধানস্ত বহুপুণ্যৈরবাধ্যতে ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তং পরজাতরঃ ॥ ৫ ॥
রজকশৰ্ম্মকারশ্চ নটো বকড় এব চ । কৈবর্তভেদভিজ্জাশ্চ
সপ্তৈতশাস্ত্যজাতরঃ ॥ ৬ ॥ স্নেহুভুষবিভেদেন জাতি-
ভেদাজ্যোদশ । জন্তুনামিহ সর্পেষাং ভেদাশ্চৈব সহ-
স্রশঃ ॥ ৭ ॥ আহারো মৈথুনং নিদ্রা ভয়ং ক্রোধস্তথৈব
চ । সর্পেষামেব জন্তুনাং বিবেকো দুলভঃ পরঃ ॥ ৮ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

নির্জন অরণ্যপ্রদেশে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া জন্মগ্রহণ করে । ১২ ।
রত্নাপহারক 'নরগণ হীনজাততে জন্মগ্রহণ করে এবং যে যে
কামখ্যান করে, সে তল্লিক হইয়া উৎপন্ন হয় । ১৩ । অস্ত্রসকল
ইহাকে ছেদন করে না, অগ্নি ইহাকে দাহন করে না, জল
ইহাকে বিক্লিষ্ট করে না, মাকত ইহাকে শোষণ করে না । ১৪ ।
অণ্ডজাদি জীবসমূহের শরীরে বাক, চক্ষুর্দ্বয়, নাসিকাদ্বয়, শ্রবণ
দুগল ও মূত্রপূরীষের দ্বারদ্বয়, এইসকল ছিদ্র বিদ্যমান আছে ।
১৫ । নাভির উর্দ্ধে মুচ্ছা পর্য্যন্ত অষ্ট ছিদ্র আছে । স্কৃতি সজ্জন
মানবগণের জীবাশ্মা ঐ উর্দ্ধাচ্ছিদ্রদ্বারা প্রয়াণ করিয়া থাকে ।
১৬ । যাহারা অধাশ্চিৎ্রে গমন করে, তাহারা সদগতিলাভে সমর্থ
হয় না ।' হে ঋগ! মৃতাহ হইতে একবর্ষ পর্য্যন্ত যথোক্ত
বিধি অনুসারে নির্জন মানবগণও প্রোতের সমস্ত কার্য্য সম্পা-
দন করিবে । ১৭-১৮ । হে খণেশ্বর! জন্তুগণ যে দেহে বাস
করে, তাহাতেই বাসনাকারক শুভাশুভ কৰ্ম্মফল সমুদায় সেই
সেই স্থানে নিয়তই ভোগ করিয়া থাকে । ১৯ । মায়াপাশে
বদ্ধ না হইলেই মৃতজীব সূখলাভে সক্ষম হয় । পাশবদ্ধ নর-
গণের মন এই সংসারে নির্দিষ্ট কৰ্ম্মে লগ্ন করিতে থাকে । ২০ ।

* শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে তাক্ষা! আমি তোমার নিকট
মানবগণের হিতের নিমিত্ত এবং প্রোত নিবৃত্তির নিমিত্ত জীব-
গণের কার্য্য কীর্ত্তন করিলাম । ১ । জন্তুগণ, অণ্ডজ, শ্বেদজ,
উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়া চতুর-
শীতিলক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে । ২ । অণ্ডজ, শ্বেদজ,
উদ্ভিজ্জ, জরায়ুজ ইহারা প্রোত যোনিতে একবিংশতিলক্ষাব
জন্মগ্রহণ করে । মানুষাদি জন্তুগণই জরায়ুজ। সকল প্রকার জন্তুর
মধ্যে মানুষজন্মই দুলভ । ৩-৪ । জীবগণ বহুতর পুণ্যে পক্ষে-
ন্দ্রিয়নিধান মানুষত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় । মানুষের মধ্যে
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিপ্রকার জাতি আছে,
তন্নিয়ন্ত অস্ত্যজাতি মানুষও অনেক দেখা যায় । ৫ । রজক, চৰ্ম্ম-
কার, নট, পুত্রধর, কৈবর্ত, ব্যাধ ও তিল এই সপ্তপ্রকার মানুষ্য
অস্ত্যমধ্যে পরিগণিত হয় । ৬ । স্নেহুভুষপ্রভেদে ত্রয়োদশ প্রকার
জাতি আছে, ইহলোকে জন্তুগণের সহস্র সহস্র প্রভেদ দৃষ্ট হয় ।
৭ । আহার, মৈথুন, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, এই সকল সর্ববিধ
জীবগণের সমান, কিন্তু বিবেক সকলের পক্ষেই অত্যন্ত দুলভ । ৮ ।

একপাদাদিক্রীষ্টৈশ্চ দশভেদা হি মানবাঃ। কৃষ্ণসারমৃগো
মত্রে ধর্ম্যদেশঃ স উচ্যতে ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মাচ্ছা দেবতাঃ সর্কে
মুনরঃ পিতরঃ খগ। ধর্ম্যঃ সত্যঞ্চ বিজ্ঞা চ তত্র তিষ্ঠন্তি
সর্কদা ॥ ১০ ॥ ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাম্মতি-
জীবিনঃ। বুদ্ধিগম্য নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥
ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ। কৃতবুদ্ধি-
যুক্তারঃ কর্তব্য ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১২ ॥ মানুস্যং যঃ সমাসাচ্ছ
স্বর্গমোক্ষপ্রসাদকং। হ্রয়োর্ন সাধয়েদেকং তেনাত্মা
বক্ষিতো ধ্রুবঃ ॥ ১৩ ॥ ইচ্ছতি শতী সহস্রং সহস্রী
লক্ষমীহতে। কর্তুং লক্ষাদিপিতৃরাজ্যং রাজ্যোপি সকল-
চক্রবর্তিত্বং ॥ ১৪ ॥ চক্রধরোপি সুরত্বং সুরত্বলাভে সকল-
সুরপতিং। ভবিতুং সুরপতির্জগতিভ্রং তথাপি ন
নিবর্ততে তৃষ্ণা ॥ ১৫ ॥ তৃষ্ণয়া চাভিত্তস্ত নরকং প্রাতি-
পত্ততে। তৃষ্ণামুক্তাস্ত য়ে কেচিৎ স্বর্গবাসং লভন্তি তে ॥
১৬ ॥ আত্মাধীনঃ পুমান্ লোকে স্মৃখী ভবতি নিশ্চিতং।

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ তদুৎপত্তাঃ। তথা চ
বিষয়াধীনো দুঃখী ভবতি নিশ্চিতং ॥ ১৭ ॥ কুরঙ্গমাত্ত-
পতঙ্গভৃঙ্গমীনাহতঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ। একঃ প্রমাদী
স কথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥ ১৮ ॥
পিতৃমাতৃময়ো বাল্যে যৌবনে দয়িতাময়ঃ। পুত্রপৌত্র-
ময়ঃ পশ্চাত্ম্যটো নাভ্যায়ঃ কৃচিং ॥ ১৯ ॥ লোহদাকময়ৈঃ
পাশৈঃ পুমান্ বদ্ধো বিমুচ্যতে। পুত্রদারময়ৈঃ পাশৈ-
র্লক্কো নৈব প্রমুচ্যতে ॥ ২০ ॥ মৃত্যোর্ন মুচ্যতে মৃত্যো
বালো বদ্ধো যুবাপি বা। স্মৃদ্ধুঃখাধিকো বাপি পুন-
রায়াতি য়াতি চ ॥ ২১ ॥ একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক
এব প্রণীয়তে। একো হি ভুঙ্ক্তে সুরুতমেক এব চ
দুষ্কৃতং ॥ ২২ ॥ সর্কেষাং পশ্যতামেব মৃতঃ সর্কং জহ্মতি
চ। মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রে সমন্বিতং ॥ ২৩ ॥
বান্ধবা বিমুখা যান্তি ধর্ম্যন্তমুগচ্ছতি। গৃহেধর্ম্যা নিব-

একপাদাদি ভেদে মানবগণ দশবিধ। যে স্থানে কৃষ্ণসারমৃগ
অভাবিত জন্মগ্রহণ করে, তাহাই ধর্ম্যদেশের প্রশস্ত স্থান। ৯।
খগ! ব্রহ্মাদির্দেবগণ, মনিগণ, পিতৃগণ, ধর্ম্য, সত্য ও বিদ্যা
এই সকলই সর্কদা তথায় অবস্থান করে। ১০। ভূতগণের মধ্যে
প্রাণিগণশ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবীগণ শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান-
গণের মধ্যে নরগণ শ্রেষ্ঠ এবং নরগণের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ শ্রেষ্ঠ।
১১। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিদ্বগণ, বিদ্বগণের মধ্যে কৃতবুদ্ধি
ব্যক্তিগণ, কৃতবুদ্ধিগণের মধ্যে ক্রিয়াশীলগণ, ক্রিয়াশীলগণের
মধ্যে ব্রহ্মবাদিগণ শ্রেষ্ঠ জানিও। ১২। স্বর্গমোক্ষপ্রদ নরত্বলাভ
করিয়া যে ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে একটীর সাধন না করে, সে
নিশ্চয়ই আত্মাকে বক্ষিত করে সন্দেহ নাই। ১৩। শতস্বর্ণ-
শালী ব্যক্তি সহস্র স্বর্ণ, সহস্রী লক্ষস্বর্ণ, লক্ষাদিপতি রাজ্য
লাভের বাসনা করেন, রাজ্যলাভেও সকলচক্রবর্তি অর্থাৎ
সাম্রাজ্য, চক্রবর্তিহাভেও দেবত্ব, দেবত্বলাভেও সকল-সুর-
পতিত্বলাভের বাসনা হয়। সুরপতিও আকাশ উর্দ্ধগতি
লাভের অভিলাষ করেন, তথাপি তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না।
১৪—১৫। তৃষ্ণাভূত মানব নরক প্রাপ্ত হয়। বাহারা তৃষ্ণা
হইতে মুক্ত হইয়াছে, তাহারা স্বর্গবাস লাভ করে। ১৬। আত্মা-

ধীন পুরুষ নিশ্চয়ই ইহলোকে সুখলাভ করে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ,
রস ও গন্ধ এই সকল সেই পঞ্চভূতের গুণ। সেই স্পর্শাদি বিষয়-
ধীন মানব নিশ্চয়ই দুঃখভোগ করে। ১৭। কুরঙ্গ, মাতঙ্গ,
পতঙ্গ, ভৃঙ্গ ও মীন এই পঞ্চই পঞ্চদ্বারা হত হয়। এক প্রমাদী
ব্যক্তি যদি পঞ্চভূতময় শরীরদ্বারা রূপরসাদি পঞ্চের সেবা
কবে, তবে সে কেন না হত হইবে? ১৮। জন্তুগণ বাল্যকালে পিতৃ-
মাতৃময় অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে পিতামাতার অধীন থাকে, এইরূপে
যৌবনে প্রিয়াতে এবং বার্দ্ধক্যে পুত্র-পৌত্রে অমরত্ব থাকে,
তবে মৃতগণ কখন আত্মময় হইবে? ১৯। লোহদাকময় পাশবদ্ধ
পুরুষ বিমুক্ত হইতে পারে, কিন্তু পুত্রদারাময় পাশবদ্ধ পুরুষ
কদাপি মুক্ত হইতে পারে না। ২০। কি বালক, কি যুবা, কি
বৃদ্ধ কেহই মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না,
তাহারা পুনঃপুনঃ আগমন ও গমন করিয়া থাকে। ২১।
একটি জন্তু জন্মগ্রহণ করে, অল্প একটি মৃত্যুপ্রাণে পতিত হয়,
একটি স্মৃতি ও অপরিচিত দুষ্কৃতিভোগ করিয়া থাকে। ২২।
সকলে দর্শন করিতেছেন যে, মৃত ব্যক্তি সকলকেই পরিত্যাগ
করিতেছে। বন্ধুগণবগণ কাষ্ঠলোষ্ট্রে সমন্বিত মৃত শরীরকে
পরিত্যাগপূর্বক পুত্রাশ্রয় হইয়া গমন করে; কেবল ধর্ম্যই তাহার
অনুগমন করেন। মানবের জীবাত্মা যখন দেহপরিহার করিল,

ভূত্রে ঋশানে মিত্রবান্ধবাঃ ॥ ২৪ ॥ শরীরং বহিরাদন্তে
স্কৃতং দ্রুতং রেজেৎ । শরীরং বহিরা দগ্ধং কৃতং কৰ্ম
সহ স্তিতং ॥ ২৫ ॥ শুভম্ যদি বা পাপং ভুঙ্ক্তে সৰ্বত্র
মানবঃ । অনন্তমিত্ত আদিতো ন দত্তক্ক্ষনমর্থিনাং ॥ ২৬ ॥
ন জানামীতি তাদন্তং প্রাতঃ কস্ম ভবিষ্যতি । রোরবোতি
ধনস্তম্র কো মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥ ন দত্তং বিজ-
মুখ্যানাং নাম্নৌ তীৰ্থে স্নহজ্জনে । পূৰ্বজন্মকৃতং
পুণ্যং যল্লকং বহু চাম্পকং ॥ ২৮ ॥ তদীদৃশং পরিজ্ঞায়
ধৰ্ম্মার্থে দায়তে ধনং । ধনেন ধৰ্ম্ম্যতে ধৰ্ম্মঃ শ্রদ্ধাযুক্তেন
চেতসা ॥ ২৯ ॥ শ্রদ্ধাবিহীনো ধৰ্ম্মস্ত নেহায়ুৰ্দ্ধ চ বুদ্ধি
ভ ক্ । ধৰ্ম্মাৎ সঞ্জায়তে হৃথো ধৰ্ম্মাৎ কামোভিজায়তে ॥
৩০ ॥ ধৰ্ম্ম এবাপবৰ্গায় ভস্মাদ্ধৰ্ম্মং সমাচরেৎ । শ্রদ্ধয়া
ধৰ্ম্ম্যতে ধৰ্ম্মো বহুভিনার্ধরাশাভঃ ॥ ৩১ ॥ অকিঞ্চনা
হি মুনয়ঃ শ্রদ্ধাবশ্চো দবক্ষতাঃ । অশ্রদ্ধয়া হৃতং দত্তং তপ-

তখন তাহার ধন গৃহমধ্যেই অবস্থিত রহিল, মিত্র-বান্ধবগণ
ঋশানে অবস্থিত রহিলেন । ২৩—২৪ । জীবাত্মা দেহপরিচ্যাগ
করিলে বহিঃ শরীরগ্রহণ করে এবং স্কৃত ও দ্রুত ইহারা
তাহার সঙ্গেই অবস্থিত থাকে । ২৫ । মানবগণ সৰ্ব্বত্রই পাপ
বা পুণ্যের ফলভোগ করে । অর্থাৎ যখন অন্তিমিত্ত চন নাই,
তখন যে যাচককে ধনদান করে নাই, তাহার সেই ধন পুনঃ-
পুনঃ কহিতে থাকে যে, প্রাতঃকালে কে আমার স্বামী
হইবে, তাহা আমি জানি না । ২৬—২৭ । আমি পূৰ্বজন্মকৃত
পুণ্যবলে অল্প বা বহু যে কিছু ধনলাভ করিয়াছি, তাহা
বিজগৎকে দ্বন্দ্ব করি নাই, হোমাদি কার্য্যে ও তীর্থপর্যাটনে
ব্যয় করি নাই অথবা স্নহজ্জনে দান করি নাই, এইরূপ
পরিজ্ঞাত হইয়া স্নহীগণ সেই উপার্জিত ধন ধৰ্ম্মার্থে বিসর্জন
করিলেন । শ্রদ্ধাযুক্ত মানসে ধনদান করিলে ধৰ্ম্ম অবিচলিত
থাকে । ২৮—২৯ । শ্রদ্ধাবিহীন ধৰ্ম্ম ইহলোকে বুদ্ধি পাঠিতে সমর্থ
হয় না ; যেহেতু ধৰ্ম্ম হইতে অর্থ ও অর্থ হইতে কামলাভ হয় ।
৩০ । ধৰ্ম্মই অপবৰ্গের কারণ হয়, অতএব নিয়তই ধৰ্ম্মাচরণ
করবে । বহুতর অর্থবাশিদ্ধারাও ধৰ্ম্ম হইতে পারে না, কেবল
একমাত্র শ্রদ্ধাধারাধি ধৰ্ম্ম অবিচলিত থাকে । ৩১ । দেখ, অকি-
ঞ্চন মনিগণ শ্রদ্ধাবান্ বলিয়া স্বর্গগামী হইয়া থাকেন । অশ্রদ্ধায়

স্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ । অসদিভ্যাত্যতে পক্ষিন্ প্রোত্য নেহ
ন তৎফলং ॥ ৩২ ॥

ইতি গাকড়ে মহাপুরাণে প্রোতকল্পে সারোদ্ধারে
দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ॥

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

শ্রীগুরু উবাচ । কৰ্ম্মণা কেন দেবেশ প্রোতত্ত্বং নৈব
জায়তে । পৃথিব্যাং সৰ্ব্বজন্তুনাং তস্মৈ ক্রীঃ সুরেশ্বর ॥
১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । শৃণু বক্ষ্যামি সংক্ষেপাৎ ক্রিয়া-
কৈবৌদ্ধিদৈহিকীং । স্বহস্তেনৈব সা কার্য্যা মোক্ষকামৈস্ত
মানবৈঃ ॥ ২ ॥ শ্রীণামপি বিশেষেণ পঞ্চবর্ষাদিকে
শিশৌ । রুঘোৎসর্গাদিকং কৰ্ম্ম প্রোতত্ত্ববিনিবৃত্তয়ে ॥ ৩ ॥
রুঘোৎসর্গাদিতে নান্যং কিকিদস্তি মহীতলে । জীবন্
বাপি মৃতো বাপি রুঘোৎসর্গং কুরোতি যঃ । প্রোতত্ত্বং
ন ভবেত্তম্রা বিনা দাতৈর্কিনা মঠৈঃ ॥ ৪ ॥ গুরু উবাচ ।
কস্মিন্ কালে রুঘোৎসর্গং জীবন্ বাপি মৃতোপি বা ।

যে আহুতি প্রদান করা যায়, যে দান করা যায় ও তপস্তা করা
যায়, তৎ সমস্তই অসৎ জানিবে । হে পক্ষিন্ ! ইহলোকে ও
পরলোকে তাহার ফললাভ হয় না ৩২ ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

গুরু কহিলেন, হে সুরেশ্বর ! অবনীতলে কোন কৰ্ম্মধারা
সৰ্ব্বপিপ জন্তুগণের প্রোতত্ত্ব হয় না, তাহা কীৰ্ত্তন করিয়া আমাকে
চরিতার্থ করুন । ১ । ভগবান্ কহিলেন, আমি তোমার নিকট
ওদ্ধিদৈহিকী ক্রিয়া সংক্ষেপে কীৰ্ত্তন করিব শ্রবণ কর । ঐ প্রোতত্ত্ব-
পরিহারকামী মনুষ্য ক্রিয়া স্বহস্তে নির্বাহ করিবে । ২ । শ্রীগণেরও
পঞ্চবর্ষাদিক বয়স্ক বালকের প্রোতত্ত্বমুক্তির নিমিত্ত বিশেষরূপে
রুঘোৎসর্গাদি ক্রিয়া করিবে । ৩ । রুঘোৎসর্গ ব্যতিরেকে অবনী-
তলে অন্য কোন উৎকৃষ্ট ক্রিয়া নাই, যাহা দ্বারা প্রোতত্ত্ব পরি-
হার হইতে পারে । বাঁচিয়া থাকিয়া যে রুঘোৎসর্গ করে অথবা মৃত
হইলে যাহার উদ্দেশে রুঘোৎসর্গ হয়, দান-যজ্ঞাদি না করিলেও
তাঁহাদের প্রোতত্ত্ব পরিহার হয় । ৪ । গুরু কহিলেন, হে
সুরবরশ্রেষ্ঠ মনুষ্মন ! জীবিত মানব যীর প্রোতত্ত্ববিনিবৃত্তির

কুর্গ্যাং সুরবরশ্রেষ্ঠ জাহি যে মধুসূদন। কিং ফলন্ত ভবে-
জ্ঞস্তোঃ কৃতৈঃ শ্রীকৃষ্ণ যোড়শৈঃ ॥ ৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ।
অকৃত্য তু ব্রহ্মোৎসর্গং কুরুতে পিণ্ডপাতনং। নোপতিষ্ঠতি
তচ্ছ্রয়ো দত্তং প্রেতশ্চ নিফলং ॥ ৬ ॥ একাদশাহে
প্রেতশ্চ যশ্চ নোৎসৃজ্যতে ব্রহ্মঃ। প্রেতশ্চ স্মৃষ্টিং তশ্চ
দত্তৈঃ শ্রীকৃষ্ণতৈরপি ॥ ৭ ॥ গকড় উবাচ। পুত্রা যশ্চ
ন বিজ্ঞস্তে ন মাতা ন চ বান্ধবাঃ। ন পত্নী ন চ ভর্তা চ
কথং শ্রাদ্দোদ্ধেদেহিকং ॥ ৮ ॥ কেন মুক্তিং প্রপদ্যন্তে নরা
নার্যো গতাশ্রয়ঃ। এতস্মৈ সংশয়ং দেব ছেত্তুং মহাস্যশেষতঃ ॥
৯ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। অপুত্রশ্চ গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ
নৈব চ। যেন কেনাপ্যপারেন পুত্রশ্চ জননকরং ॥ ১০ ॥
সপুত্রো বা হপুত্রো বা নরো নারী পতিস্তথা। জীবন্মৈব
স্বয়ং কুর্গ্যাশ্রুতো হৃদয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ১১ ॥ যানি কানি চ
দানানি স্বয়ং দত্তানি মানবৈঃ। তানি তানি চ সর্কানি
ছাপতিষ্ঠন্তি চাত্রতঃ ॥ ১২ ॥ ব্যঞ্জানানি বিচিত্রানি ভক্ষ-

ভোজ্যানি যানি চ। স্বয়ং হস্তেন দত্তানি দেহান্তে চাক্ষয়ং
ফলং ॥ ১৩ ॥ গোতুহিরণ্যবাসাংসি ভোজনানি পাদীনি
চ। যত্র যত্র বসেজ্জন্তুস্তত্র তত্রোপতিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥ যাবৎ
স্বাস্থ্যং শরীরশ্চ তাবচ্চক্ষুঃ সমাচরেৎ। অস্বস্থঃ প্রেরিত-
শ্চানৈর্ন কিঞ্চিৎকর্তুং শৃংসেৎ ॥ ১৫ ॥ যাবত্তশ্চ মৃতশ্চৈব
ন ভূতং চোদ্ধেদেহিকং। নাস্তুভূতঃ ক্ষুণ্ণাবিষ্টো ভ্রমতে
চ দিবানিশং ॥ ১৬ ॥ কৃমিকীটপতঙ্গো বা জায়তে ত্রিয-
তেহপি সঃ। অসদার্ভে বসেৎ সোপি জাতঃ সন্তো বিন-
শ্রুতি ॥ ১৭ ॥ যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমকুজং যাবজ্জরা দূরতো
যাবচ্ছত্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎ কয়ো নাস্থ্যঃ। আত্ম-
শ্রেয়সি তাবদেব বিচুণা কার্য্যঃ প্রযত্নো মহান্ সংদীপ্তে
ভবনে হি কুপস্বননপ্রতাদয়ঃ কীদৃশঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীগকড়পুরাণে প্রেতকণ্ঠে ঔদ্ধেদেহিকো

নাম তৃতীয়োধ্যায়ঃ ॥

নিমিত্ত কোন্কালে এবং মৃতমান বের প্রেতত্ব পরিহারার্থে
কোন সময়ে ব্রহ্মোৎসর্গ করিবে এবং যোড়শশ্রাদ্ধ করিলে
জন্তুগণ কি ফললাভ কবে, তাহা আমাকে বলুন। ৫। শ্রীকৃষ্ণ
কহিলেন, ব্রহ্মোৎসর্গ না করিয়া প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ডদান
করিলে তাহাতে কোন ফল হয় না এবং প্রদত্ত পিণ্ডও
প্রেতের পক্ষে নিফল হয়। ৬। মরণের পর একাদশাহে
যাহার ব্রহ্মোৎসর্গ হয় নাই, শত শত শ্রাদ্ধ করিলেও তাহার প্রেতত্ব
স্মৃষ্টির থাকে। ৭। গকড় কহিলেন, যাহার পুত্র নাই, মাতা
নাই, বান্ধব নাই, পত্নী নাই; ভর্তা নাই, তাহার ঔদ্ধেদেহিক
কার্য্য কিপ্রকারে সম্পন্ন হইতে পারে। ৮। আপদগ্রস্ত নর
ও নারী কিপ্রকারে প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হইবে? হে দেব!
আপনি আমার এই সংশয় নিঃশেষরূপে ছেদন করুন। ৯।
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অপুত্রের গতি নাই, তাহার স্বর্গ হয় না;
অতএব যে কোন উপায়ে পুত্রোৎপাদন করিবে। ১০। অপুত্র,
সপুত্র নর, নারী অথবা পতি আপনার জীবনকালে স্বয়ং
ব্রহ্মোৎসর্গক্রিয়া করিবে, এইরূপ করিলে মৃত হইয়া নিশ্চয়ই
ফলপ্রাপ্ত হইবে। ১১। মানবগণ স্বয়ং অথবা প্রেতের উদ্দেশে
যে কোনদানদ্রব্য প্রদান করিয়াছে, তৎ সমস্তই মৃতের অগ্রে

উপনীত হয়। ১২। বিবিধ ব্যঞ্জন, ভক্ষ্য, ভোজ্য যাহা কিছু
স্বহস্তে দান করিয়াছে, মরণান্তে তাহার অক্ষয়ফল ভোগ করিতে
পারে। ১৩। গো, ভূমি, হিরণ্য, বস্ত্র, ভোজন ও আসন
এই সকল দান করিলে জন্তুগণ যে যে স্থানে বাস কবে, সেই
সেই স্থানে স্বয়ং উপস্থিত হয়। ১৪। যেপর্য্যন্ত শরীরের স্বাস্থ্য
বর্তমান থাকে, তাবৎপর্য্যন্ত ধর্ম্মাচরণ করিবে, শরীর অস্বস্থ
হইলে অপরের অধীন হইতে হয়; তখন অশ্রুকর্তৃক প্রেরিত
হইয়া কোন কার্য্য করিতে উৎসাহ হয় না। ১৫। যাবৎ মৃত-
জীবের ইচ্ছালোকে ঔদ্ধেদেহিক কার্য্য হয় না, তাবৎ ঈশও ক্ষুণ্ণ-
বিষ্ট হইয়া দিবানিশি বায়ুরূপে ভ্রমণ করিতে থাকে। ১৬।
মৃতের ঔদ্ধেদেহিক ক্রিয়া না হইলে সেই জীব কখন কৃমি, কখন
কীট, কখন পতঙ্গ হইয়া উৎপন্ন হয় এবং অন্নকাণ্ডেই মৃত্যু
লাভ করে এবং কখন অসংগর্ভে বাস করিয়া জন্মমাত্রই ধিনাশ
পায়। ১৭। যাবৎ এই শরীর স্বস্থ ও নীরোগ থাকে, যাবৎ
জরা দূরে অবস্থান করে, যাবৎ ইন্দ্রিয়গণের শক্তি অপ্রতিহত
থাকে, যাবৎ আয়ুর ক্ষয় না হয়, বিদ্বান্গণ তাবৎকালই আত্ম-
কল্যাণের নিমিত্ত মুখ্য প্রণয় করিবেন। প্রদীপ্ত ভবনমধ্যে
কি কখনও কেহ কুপস্বননের উদ্যম করিবে?। ১৮।

চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

গরুড়-উবাচ । স্বহস্তৈঃ কিং ফলং দেব পরহস্তৈশ্চ
তদন । স্বস্থাবস্থৈরসংজ্ঞকৈঃ বিধিহীনমথাপি বা ॥ ১ ॥
শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ । একা গোঁ স্বস্থচিত্তস্য স্বস্থস্য চ গোশতং ।
সহস্রং ত্রিমাণস্য দন্তং চিত্তবিবর্জিতং ॥ ২ ॥ মৃতদৈস্যব পুন-
র্লক্ষং বিধিহীনঞ্চ নিষ্ফলং । তীর্থপাত্রসমযোগাদেকা বৈ
লক্ষপুণ্যদা ॥ ৩ ॥ পাত্রে দন্তং খগশ্রেষ্ঠ হৃদন্যহনি বর্জিতে । দাতৃ
দানমপ্যপায় জ্ঞানিনাং ন প্রতিগ্রহঃ । বিধীতাপহৌ মন্ত্রং
বহিঃ কিং দোষভাজিনৌ ॥ ৪ ॥ দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে
নিমিত্তেষু বিশেষতঃ । নাপাত্রে বিদুষ্য কিঞ্চিদাত্মনঃ শ্রেয়-
ইচ্ছতা ॥ ৫ ॥ অপাত্রে সা চ গোর্দন্তা দাতারং নরকং নয়েৎ ।
কুলৈকবিংশতিযুতং গৃহীতারঞ্চ পাতরেৎ । দেহান্তরং যদা-
বাধ্য স্বহস্তমুকৃতঞ্চ যৎ ॥ ৬ ॥ ধনং ভূমিগতং যদ্বৎ স্বহস্তেন

চতুর্থ অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন, হে দেব ! স্বহস্তে শ্রাদ্ধদানের কি ফল,
পরহস্তেরই বা ফল কিরূপ, স্বস্থাবস্থ বা অস্থাবস্থ অজ্ঞানীর
দানে কি কি ফলভেদ হয় এবং বিধিহীন দানেই বা কিরূপ
ফল হয়, এই সমস্ত কৌতূহল করুন । ১ । শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,
স্বস্থের এক গোদান, অস্থস্থের শত ও ত্রিমাণ অজ্ঞানীর সহস্র
গোদানের এবং মৃতের লক্ষ গোদানের সমান । বিধিহীন দান
নিষ্ফল । তীর্থে ও সৎপাত্রে এক গোদান করিলে লক্ষগুণ
পুণ্য লাভ হয় । ২—৩ । তে খগশ্রেষ্ঠ ! সৎপাত্রে প্রদানের ফল
দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে । পাপশুদ্ধির নিমিত্ত দাতা
ব্যক্তি দান করিয়া থাকেন, জ্ঞানীগণ ঐ প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করিলে
প্রতিগ্রহজনিত পাপভাগী হয় না । মন্ত্র বিষ বিনাশ করে, বহি
শীত বিনাশ করে, তাহাতে মন্ত্র ও বিষ ইহার কখন দোষভাগী
হয় না । ৪ । দাতা ব্যক্তি প্রত্যহ সৎপাত্রে বিশেষতঃ অক্ষয়াদি
পুণ্যপ্রদ দিবসে দান করিবে । আত্মহিতাকাজী বৃথগণ কখনও
অপানে কিছু দান করিবেন না । ৫ । অপাত্রে গোদান করিলে
ঐ গো, দাতা এবং গৃহীতাকে একবিংশতি কুলের সহিত নরকে
পাতিত করিয়া রাখে এবং দাতা দেহান্তরপ্রাপ্ত হইয়া স্বধং যে
কিছু মুক্তিসঞ্চয় করে, তাহাও বিনষ্ট করিয়া থাকে । ৬ । স্বহস্তে
ধনভূমি নিহিত করিলে যে ফল, অপাত্রে ধনদ ব্যক্তিও সেই-

নিবেশিতং । তদ্বৎ ফলমবাপ্নোতি হৃদং বচি খগেশ্বর ॥ ৭ ॥
অপুত্রোপি বিশেষণে ক্রিয়াকৈবোর্দ্ধদেহিকীং । প্রকুর্য্যা-
ম্মাককামশ্চ নির্জনশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৮ ॥ স্বপ্নেনাপি হি
বিত্তেন স্বয়ং হস্তেন যৎ কৃতং । অক্ষয়ং যাত্তি তৎ সর্বং
যথাজ্যঞ্চ হতাশনে ॥ ৯ ॥ একা একস্যা দাতব্য্য শয্যা কর্ণা
পর্যম্বিনী । সা বিক্রীতা বিভক্তা বা দহত্যসপ্তমং কুলং ॥
১০ ॥ তস্মাৎ সর্বং প্রকুবীত চকলে জীবিতে সতি । গৃহী-
তদানপাথেরঃ স্বখং যাত্তি মহাধনি ॥ ১১ ॥ অন্যথা
ক্রিণতে জন্তুঃ পাথেররহিতঃ পথি । এবং জ্ঞাত্বা খগ-
শ্রেষ্ঠ বৃথজ্ঞং সমাচরেৎ ॥ ১২ ॥ অরুদ্রা ত্রিয়েতে যন্তু
সপুত্রোপি ন মুক্তিভাক্ । অপুত্রোপি হি যঃ কুর্য্যাৎ
স্বখং যাত্তি মহাপথে ॥ ১৩ ॥ অগ্নিহোত্রাদিভির্গোজৈর্দানৈশ্চ
বিবিধৈরপি । ন তাক্রতিমবাপ্নোতি ব্রহ্মোৎসর্গেণ বা
ভবেৎ ॥ ১৪ ॥ সর্বোন্মামেব যজ্ঞানাং বৃথজ্ঞস্তথোক্তমঃ ।

রূপ ফল প্রাপ্ত হয় । হে খগেশ্বর ! আমি তোমাকে এই যথার্থ
তত্ত্ব কহিলাম । ৭ । অপুত্রক বিশেষতঃ প্রেতভ্রমাককামী
নির্জন ব্যক্তি স্বয়ং জীবদবস্থায় ওর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিবে, তাহা
হইলে মরণান্তে তাহার প্রেতত্ব পরিহার হয় । ৮ । যেমন
অগ্নিতে কিঞ্চিন্নাত্র আজ্যাহতি প্রদান করিলে তাহা সমধিক
ফলপ্রদ হয়, সেইরূপ অন্নবিত্তদ্বারাও স্বহস্তে সৎকার্য্য করিলে
তাহা অক্ষয়ফল প্রদান করে । ৯ । শয্যা, কন্ডা ও পর্যম্বিনী,
ইহাদিগের এক একটি এক এক জনকে দান করা কর্তব্য,
ইহাদের মধ্যে একটি বিক্রীতা বা বিভক্তা হইলে সপ্তমকুল-
পর্যন্ত দাহন করিয়া থাকে । ১০ । সকলেরই জীবন চকল,
অতএব দানাদি সৎকার্য্য করিবে । ঐ দানাদিজনিত পাথের
গ্রহণ করিয়া মহাপথে গমন করিতে পারে অর্থাৎ পুণ্য
সঞ্চয় থাকিলে পরলোকগমনে কোন ক্লেশ হইতে পারে না ।
১১ । জন্তুগণ পাথেরবর্জিত হইয়া গমন করিলে ক্লেশ পায় ।
হে খগেশ্বর ! এইরূপ জানিয়া নরগণ বৃথজ্ঞের অমুটান
করিবে । ১২ । ব্রহ্মোৎসর্গ ক্রিয়া না করিয়া যাহার মৃত্যু হয়,
সে সপুত্র হইলেও প্রেতত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে
না । আর অপুত্র হইয়াও যে ক্রিয়া করে, সে মহাপথে স্বখে
গমন করে । ১৩ । ব্রহ্মোৎসর্গদ্বারা যেরূপ সঙ্গতি লাভ হয়,
অগ্নিহোত্রাদি বিবিধ যজ্ঞ ও দানদ্বারা সেইরূপ লাভ লাভ

৩২। সর্বপ্রযত্নে ব্রহ্মজ্ঞঃ সমাচরেৎ ॥ ১৫ ॥ গরুড়-উবাচ।
কথয়স্ব প্রসাদেন ব্রহ্মজ্ঞক্রিয়াসুখা। কস্মিন্ কালে তিথৌ
কস্যাং বিধিনা কেন শুভবেৎ। কৃত্বা কিং ফলমাপ্নোতি
হেতবে বদ সাম্প্রতং ॥ ১৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। কার্তিকাদিমু
খাসেসু ছাত্রারাগণে রবৌ। শুক্লপক্ষে তথা কৃষ্ণে দ্বাদ-
শাদি শুভে তিথৌ। শুভে লগ্নে মুহূর্ত বা শুচৌ দেশে
সমাহিতঃ ॥ ১৭ ॥ ব্রাহ্মণস্ত সমাহূয় বিধিজ্ঞং শুভলক্ষণং।
জপদ্বৈগম্যস্তথা দানৈঃ প্রকুর্যাদেহশোধনং ॥ ১৮ ॥ পূণ্যেহি
শুভনক্ষত্রে গ্রহান্ দেবান্ সমর্চয়েৎ। হোমং কুর্যাদ্বখা-
শক্তিমত্নৈশ্চ বিবিধৈঃ শুভৈঃ ॥ ১৯ ॥ গ্রহাণাং স্থাপনং
কুর্য্যাৎ পূজনঞ্চ খণ্ডেশ্বর। মাতৃগাং পূজনং কুর্য্যাদ্বসো-
দ্ধারাক্ কারয়েৎ ॥ ২০ ॥ বহিঃ সংস্থাপ্য তত্রৈব পূর্ণ-
হোমক্ কারয়েৎ। শালগ্রামক্ সংস্থাপ্য বৈষ্ণবং শ্রাদ্ধ-
মাচরেৎ ॥ ২১ ॥ স্বয়ং সম্পূজ্য তত্রৈব বজ্রালঙ্কারভূষণৈঃ।
চতুশ্চ বৎসতর্যাস্তাঃ পূর্বং সমধিবাসয়েৎ ॥ ২২ ॥ প্রদ-

কিণাং প্রকুর্য্যীত হোমাস্তে তু বিসর্জয়েৎ। ইমং মন্ত্রং
সমুচ্চাৰ্য্য ছাত্ররাতিমুখং স্থিতঃ ॥ ২৩ ॥ ধর্ম্যং ব্রহ্মরূপেণ
ব্রাহ্মণা নির্মিতঃ পুরা। ব্রহ্মোৎসর্গপ্রভাবেন মাতৃজ্বর ভবান-
বাৎ ॥ ২৪ ॥ অনেনৈব ব্রহ্মোৎসর্গং কত্রকুন্তোদকেন তু।
দর্ভমূলে ঘটং স্থাপ্য উদকং শিরসি ন্যাসেৎ ॥ ২৫ ॥ অভি-
ষিচ্য শুভৈর্মত্নৈঃ পাবনৈর্কিঞ্চিপূর্বকং। তেন ক্রৌড়েতি
মন্ত্রেণ ব্রহ্মোৎসর্গে কৃতে নতিঃ ॥ ২৬ ॥ আত্মশ্রাদ্ধং ততঃ
কুর্য্যাৎ দত্বা চান্নং দ্বিজোত্তমৈঃ। উদকে চৈব গম্ভবাং
জলং তত্র প্রদাপয়েৎ ॥ ২৭ ॥ যদিচ্ছৎ জীবিতস্যাসীৎ
তদন্ত্যাস্ত্যশ্রুতকৃতঃ। সুদৃষ্টো দুস্তরং মার্গং মৃতো যাতি
সুখেন হি ॥ ২৮ ॥ যাবন্ন দীয়তে জন্তোঃ শ্রাদ্ধকৈকাদশা-
লঙ্কং। স্বদন্তং পরদন্তং বা নেহামুদ্রোপতিষ্ঠতি ॥ ২৯ ॥ ত্রয়ো-
দশ তথা সপ্ত পঞ্চ ত্রীণি যথাক্রমে। পদদানানি কুর্য্যীত
শ্রাদ্ধাভক্তিসমম্বিতঃ ॥ ৩০ ॥ তিলপাত্রাণি কুর্য্যীত ত্রীণি
পঞ্চ চ সপ্ত বা। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পুষ্ট্যাং গামেকাক্

হয় না। ১৪। সর্বপ্রকার যজ্ঞমধ্যে ব্রহ্মজ্ঞ উত্তম, অতএব
সর্বপ্রযত্নে ব্রহ্মজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। ১৫। গরুড় কহিলেন,
হে প্রভো! কোন্ মাসে কোন্ তিথিতে কিরূপ বিধি অনুসারে
ব্রহ্মোৎসর্গ ক্রিয়া করিতে হয়, তাহা আপনি প্রসন্ন হইয়া কীর্তন
করুন। আর ব্রহ্মজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে কি কি ফল লাভ
হয়, তাহাও আমাকে উপদেশ করুন। ১৬। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,
কার্তিকাদি মাসে, রবি উত্তরায়ণে গমন করিলে, শুক্ল অথবা
কৃষ্ণপক্ষে দ্বাদশী প্রভৃতি শুভ তিথিতে, শুভ লগ্নে ও শুভ মুহূর্তে
পবিত্রদেশে সমাহিত হইয়া শুভলক্ষণ বিধিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আহ্বান
করিয়া জপ, হোম ও দানাদি দ্বারা দেহ শোধন করিবে। ১৭—
১৮। পূণ্যদিবসে, শুভ নক্ষত্রে গ্রহগণ ও দেবগণের অর্চনা
এবং বিবিধ শুভকর মন্ত্রদ্বারা যথাসক্তি হোম করিবে। ১৯।
হে খণ্ডেশ্বর! তদনন্তর গ্রহস্থাপন, গ্রহপূজন ও বোড়শমাতৃকা
পূজা করিয়া বজ্রদ্বারা প্রদান করিতে হয়। ২০। তৎপরে
বহিঃস্থাপনপূর্বক হোমকার্য্য সম্পাদন করিয়া পূর্ণাহুতি দিতে
হইবে, পরে শালগ্রামশিলা সংস্থাপনপূর্বক বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ করিবে।
২১। অনন্তর সেই স্থানে বজ্র, অলঙ্কার ও ভূষণাদি দ্বারা
ব্রহ্মের পূজা করিয়া প্রথমে চারিটি বৎসতরীকে অধিবাস করা-

ইবে। ২২। অনন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া হোমাস্তে বিসর্জন
কর্তব্য। বিসর্জনকালে উত্তরাতিমুখ হইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ
করিতে হইবে। ২৩। হে ধর্ম্য! পুরাকালে ব্রাহ্মা তোমাকে
ব্রহ্মরূপে নির্মাণ করিয়াছেন, ব্রহ্মোৎসর্গপ্রভাবে আমাকে ভবা-
র্গ হইতে উদ্ধার কর। ২৪। এই মন্ত্রে কত্রকুন্তুবারিধারা
ব্রহ্মোৎসর্গ করিয়া দর্ভমূলে ঘটস্থাপনপূর্বক ব্রহ্মবৎসতরীর শিরে
উদক বিক্ষেপণ করিবে। ২৫। শুভকর পাবনমন্ত্রদ্বারা বিধি-
পূর্বক অভিষেচন করিয়া “তেন ক্রৌড়” ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মোৎ-
সর্গ করিবে, তৎপরে দ্বিজোত্তমগণে বহুবিধ দান করিয়া আত্ম-
শ্রাদ্ধ করিবে। অনন্তর জলাশয়ে গমনপূর্বক তথায় জলপ্রদান
করাইবে। ২৬—২৭। যাহা কিছু আপনার ইষ্ট বস্তু, অশক্তি
অনুসারে তৎ সমুদায় দান করিবে। এইরূপ করিলে মৃত
ব্যক্তি দুস্তরমার্গ সুখে গমন করিতে পারে। ২৮। যে পর্ষদ
জন্মগণের একাদশাহিক শ্রাদ্ধ প্রদত্ত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত
স্বদন্ত বা পরদন্ত ইহলোকে পরলোকে উপস্থিত হয় না। ২৯।
ত্রয়োদশবিধ, পঞ্চবিধ অথবা ত্রিবিধ মৃতের পারিত্রিক সুখের
নিমিত্ত শ্রাদ্ধাভক্তিসম্বিত হইয়া যথাক্রমে দান করিবে। ৩০।
তিন বা পঞ্চ অথবা সপ্ত তিলপাত্র প্রদান করিবে। পুষ্ট্যাং

প্রদাপয়েৎ ॥ ৩১ ॥ নামে চক্রং প্রকর্তব্যং ত্রিশূলং
দক্ষিণে তথা । মালাং দত্ত্বা তথৈবাসা ব্রহ্মমেকং বিস-
জ্জয়েৎ ॥ ৩২ ॥ একোদ্দিশ্টিবিধানেন স্বাহাকারেণ বুদ্ধি-
মান্ । কুর্যাদেকাদশাহন্ত ষোড়শাহং প্রযত্নতঃ ॥ ৩৩ ॥
সপিণ্ডীকরণাদর্শকুর্গ্যাচ্ছাদানি ষোড়শ । ব্রাহ্মণান্
ভোজয়িত্বা তু পদদানানি দাপয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ কার্পাসোপরি
সংস্থাপ্য তাত্রপাত্রে তথাচ্যুতং বস্ত্রেনাচ্ছাদ্য তন্ত্রস্থম্ব্যং
দদ্যাচ্ছূতৈঃ কলৈঃ ॥ ৩৫ ॥ নাবমিকুমরীং কুর্য্যাৎ পটু-
স্ত্রেণ বেষ্টিতং । কাংস্যপাত্রে স্নাতং স্থাপ্য বৈতরণ্যা-
নিমিত্তকং ॥ ৩৬ ॥ নাবমারোহয়দাস্তং পূজয়দাস্তক-
ধ্বজং । আয়বিত্তানুসারেণ তস্মা দানমনস্তকং ॥ ৩৭ ॥ ভব-
সাগরমগ্নানাং শোকতাপোর্মিহুঃখিনাং । ধর্ম্মল্লাববিনী-
নানাং তারকো হি জনার্দনঃ ॥ ৩৮ ॥ তিলং লোহং
হিরণ্যঞ্চ কার্পাসং লবণং তথা । সপ্তধান্যং ক্ষিতির্গাব
একৈকং পাবনং স্মৃতং ॥ ৩৯ ॥ তিলপাত্রাণি কুর্কীত

ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া একটি গাভীদান করিবে । ৩১ । বৃষের
পশ্চাদ্ভাগে বামে চক্র ও দক্ষিণে ত্রিশূল অঙ্কিত করিয়া গলে
মালা প্রদানপূর্ব্বক একটি বৃষ উৎসর্গ করিবে । ৩২ । বুদ্ধিমান
মানব একোদ্দিশ্টিবিধানে স্বাহাকার মন্ত্রদ্বারা যত্নপূর্ব্বক একা-
দশাহ ও ষোড়শাহে শ্রাদ্ধ করিবে । ৩৩ । আদ্য একোদ্দিশ্টি চতুর্দশ
মাসিক ও সপিণ্ডীকরণ এই ষোড়শশ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন
সমাপনপূর্ব্বক দান করা কর্তব্য । ৩৪ । তাত্রপাত্রে কার্পাসো-
পরি অচ্যুতদেবকে সংস্থাপিত করিয়া, বস্ত্রাচ্ছাদনপ্রদানপূর্ব্বক,
বিষ্ণুকে শুভজনক পবিত্র ফলদ্বারা তাত্রপাত্রস্থ অর্থাপ্রদান
করিবে । ৩৫ । অনন্তর ইক্ষুময়ী নৌকা প্রস্তুত করিয়া পটুস্ত্র-
আচ্ছাদনপূর্ব্বক তদুপরি বৈতরণীর নিমিত্ত কাংস্যপাত্রে স্নাত-
স্থাপন করিবে । ৩৬ । তৎপরে গমনোপযোগী হইয়া নৌকায়
আরোহণপূর্ব্বক গরুড়ধ্বজের পূজা করিবে এবং আয়বিত্তা-
নুসারে সেই নৌকা দান করিবে । এই দান অনন্তফলপ্রদ
হয় । ৩৭ । শোকতাপরূপ ভরঙ্গগণে সমাকুল, ধর্ম্মরূপ প্রবাবতীন
ভবসাগরনির্ম্ময় জনগণের তারণকর্তা একমাত্র জনার্দন আছেন ;
অতএব তাঁহার উদ্দেশে দানাদি করিবে । ৩৮ । তিল, লৌহ,
হিরণ্য, কার্পাস, লবণ, সপ্তধান্য, ক্ষিতি ও গো ইহাদের প্রত্যে-
কেই পবিত্র বস্তু । ৩৯ । শ্রাদ্ধে তিলপাত্র ও লঘ্যাদান করিবে ।

শয্যাদানঞ্চ কারয়েৎ । দীনানাথবিশিষ্টেভ্যো দদ্যাচ্ছত্যা
চ দক্ষিণাং ॥ ৪০ ॥ এবং যঃ কুরুতে তাক্য পুত্রবানপ্যপুত্র-
বান্ । স সিদ্ধিঃ সমবাপ্নোতি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৪১ ॥
নিত্যং নৈমিত্তিকং কুর্যাদ্ধাবজ্জীবতি মানবঃ । যৎকিঞ্চিৎ
কুরুতে ধর্ম্মমক্ষয়ং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪২ ॥ তীর্থযাত্রাত্রতানাঞ্চ
শ্রাদ্ধে সাংসরাদিকে । দেবতানাং গুরুণাঞ্চ মাতাপিত্রো-
স্তথৈব চ ॥ ৪৩ ॥ পুণ্যং দেয়ং প্রযত্নেন প্রতাহ্য বর্জ্যতে
খগ । অশ্মিন্ যজ্ঞে হি যঃ কশ্চিদ্ভূরিদানং প্রযচ্ছতি ॥
৪৪ ॥ তন্তস্মা চাক্ষয়ং সর্ব্বং বৌদিকায়্যং যথা কিল । যথা
পূজ্যতমা লোকে যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৪৫ ॥ তথৈব
প্রতিপূজ্যন্তে লোকে সর্ব্বৈ চ নিত্যশঃ । বরদোহং সদা
তস্মা চতুর্দশস্তথা হরঃ ॥ ৪৬ ॥ তে যান্তি পরমাংলোকা-
নিতি সত্যং বচো মম । পৌর্নমাশ্রাঞ্চ রেবত্যাং নীল-
মেকং প্রমুখয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ সংক্রান্তানাং সহস্রাণি সূর্যা-
পক্শতান চ । কৃত্বা যৎফলমাপ্নোতি তদৈ নীলবিস-

দীন, অনাথ ও সাধুদিগকে যথাশক্তি দক্ষিণাদান কর্তব্য । ৪০ ।
হে তাক্য ! পুত্রবান্ বা অপুত্রক ব্যক্তি এইরূপে ক্রিয়া করিলে
সে ব্রহ্মচারিগণের জায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় । ৪১ । মানবগণ
যাবজ্জীবন নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে; যেহেতু বাহ্য কিছু ধর্ম্ম
করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া ফলপ্রদান কবে সন্দেহ নাই । ৪২ ।
সাংসরিকাদি শ্রাদ্ধে এবং তীর্থযাত্রা ও চাত্রারণাদিভ্রতে দেবতা-
গণের এবং মাতা পিতার যত্নপূর্ব্বক পিতৃপ্রদান করিবে । ৪৩ ।
হে খগ ! প্রতাহ্য যত্নপূর্ব্বক পুণ্যপ্রদান করিবে, তাহাই হইলে সেই
পুণ্য বুদ্ধি পাইয়া থাকে; অতএব যজ্ঞে ভূরি দান করিতে
হইবে । ৪৪ । যজ্ঞবেদীতে যাহা কিছু দান করা যায়, তাহা
অক্ষয় ফলপ্রদ হয় এবং ইহলোকে যতি ব্রহ্মচারিগণ যেক্রপ
পূজ্যতম হন, তাহারও সেই প্রকার পূজনীয় হইতে পারে ।
আর আমি, চতুরানন ও ত্রিলোচন সকলেই তাহাকে বরপ্রদান
করিয়া থাকি । ৪৫—৪৬ । পৌর্নমাশ্টিতিথি ও রেবতীনক্ষত্রে
যে একটি নীল বৃষ উৎসর্গ করে, তাহার পরম লোকপ্রাপ্তি
হয় । হে গরুড় ! ইহা আমার সত্যবাক্য জানিবে । ৪৭ । সহস্র
রবিসংক্রান্তি এবং শতসূর্যগ্রহণকালে দানাদি সংক্রিয়া
করিলে যেক্রপ পুণ্যলাভ হয়, একটি নীলবৃষ উৎসর্গ করিলেই

উর্দ্ধনে । ৪৮ । বৎসতরী প্রদাতব্যো ব্রাহ্মণভ্যঃ পদানি
চ । তিলপাত্রাণি দেয়ানি শিবভক্তভিক্ষু ৮ । ৪৯ ।
উমা মহেশ্বরকৈব পরিধাপ্য প্রব্রুতঃ । অতসীপুশা
সংকাশং পীতবাসসমুচ্চ্যুতং । ৫০ । যে নমস্তুস্তি গোবিন্দং
ন তেবাং বিদ্যতে তত্ত্বং । প্রেতভ্রাতৃশোকমিচ্ছন্তি যে করি-
ষ্যন্তি স্বক্ৰিয়াং । ৫১ । এতর্থে সর্বমাখ্যাতং ময়া স্বকৌ-
র্দ্ধদৈহিকং । যচ্ছ্রদ্ধা মুচ্যতে পাতৈর্গর্ভিফুলোকং স গচ্ছতি ।
৫২ । ঐশ্বর্য্য মাহাশ্রামতুলং গরুড়ো হর্বনাগতঃ । ভূয়ঃ
পপ্রচ্ছ দেবেশং কুড়া চানভকঙ্করং । ৫৩ ।

ইতি শ্রীগরুড়পুরাণে প্রেতকম্পে ঔর্দ্ধদৈহিকো

নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

গরুড়-উবাচ । ভগ্ন ন ক্রহি ২ সর্বং যমলোকস্ত
নির্নয়ং । প্রমাণং নিস্তরং তস্য মাহাশ্রয়্যক সুবিস্তরং ॥
১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । শৃণু ভাক্য্য প্রবক্ষ্যামি যমলোকস্ত

সেইরূপ ফল হইতে পারে । ৪৮ । পরলোকে মৃতের উন্নতি
কামনার ব্রাহ্মণদিগকে বৎসতরী প্রদান করিবে এবং শিবভক্ত
দ্বিগুণকে তিলপাত্র প্রদান করয় কর্তব্য । ৪৯ । উমা-মহে-
শ্বরপ্রতিমুষ্টি করিয়া তাহাকে বস্ত্র পরিধান করাইয়া অতসী-
কুশুম্ভকীর্ণ অচ্যুতমুষ্টি স্থাপন করিবে । বাহার্য্য এইরূপ ক্রি-
করিয়া সেই উমানাহেশ্বর ও অচ্যুতদেবকে নমস্কার করে, তাহার্য্য
প্রেতভ্র হইতে মুক্তি পাইতে পারে । ৫০—৫১ । হে ষগ ! এই
পর্য্যন্ত তোমার নিকট স্বায় ঔর্দ্ধদৈহিকক্রিয়া কহিলাম । যিনি
ইহা শ্রবণ করেন, তিনি বিফুলোকে গময় করিয়া থাকেন । ৫২ ।
গরুড় বিষ্ণুর নিকট এইরূপ ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়ার মাহাশ্রয়্য
শ্রবণ করিয়া সাতিশর হর্বলাত করিয়াছিলেন । পুনর্বার নম্র
মস্তকে দেবেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ৫৩ ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন, ভগবন ! যমলোকনির্নয়, সুবিভীর্ণ প্রমাণ
ও তাহার মাহাশ্রয়্য এই সমুদায় আমার নিকট লবিস্তর কীর্তন
করব । ১ । শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে ভাক্য্য ! যমলোকনির্নয়,

নির্নয়ং । প্রমাণকানি সর্বাণি ভুবনানি চ বোড়শ । ২ ॥
ষড়শীতিসহস্রাণি যোজনানাম্ প্রমাণতঃ । যমলোকস্ত
চাক্ষা বৈ অন্তরো মামুযস্য চণ্ডা ৩ ॥ যুজুতঃ চুক্রুতবাণি
ভুক্তা লোকে যথার্জিতং । কর্মযোগান্তদা কশিচ্যাদি-
কংপত্ততে ষগ । ৪ ॥ নিমিত্তমাত্রঃ সর্কেবাং রুতকর্ম্মা-
সারতঃ । যো যস্য বিহিতো মৃত্যুঃ সতং ধ্রুবমাপুরাং ।
৫ ॥ কর্মযোগান্তদা দেহী মুকতাজে নিজং বপুঃ । তদা
ভূমিগতং কুর্গ্যাদোময়েনোপলিপ্য চ । ৬ ॥ তিলান্
দর্ভান্ বিকীর্ণাধ মুখে স্বর্ণং বিনির্ম্মিপেৎ । তুলসীসন্নিধৌ
কুড়া শালগ্রামশিলাস্তথা । ৭ ॥ এবং সামাদিহৈকৈক
মরণং মুক্তিদায়কং । শলাকাস্বর্ণবিক্ষেপঃ প্রেতপ্রাণ
গৃহেবু চ । ৮ ॥ একা বক্তেতু দাতব্যো ব্রাহ্মণ্যুয়ে তথা
পুনঃ । অক্ষোশচ কনরোশ্চৈব হে হে দেয়ে যথাক্রমং ॥
৯ ॥ ষথ লিঙ্গে তথা চৈকা চৈকা ব্রহ্মাণ্ডকে নিক্ষেপেৎ ।
করমুখে চ কণ্ঠে চ তুলসীক প্রদাপয়েৎ ॥ ১০ ॥ বজ্র-

প্রমাণ সকল ও বোড়শভুবন এই সমুদায় বলিতেছি, শ্রবণ কর ।
২ । মৃত্যুলোক ৬ যমলোক এই উভয়ের মধ্যগত পথের
পরিমাণ ষড়শীতি সহস্র যোজন । ৩ । হে ষগ ! মৃত্যুলোকে
সুক্রুত চুক্রুত বাহ্য ক্রুত উপার্জন করে, সেই সকল ভোগ
কর্ম্মের কর্মযোগবশত ব্যাদি উৎপন্ন হয় । ৪ । স্বকৃত কর্ম্মগা-
সারে মৃত্যুর মৃত্যু নিমিত্ত হয় । বাহার বেক্রমে মৃত্যু বিহিত
হয়, সেই ব্যক্তি সেইরূপে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৫ । যখন
মৃত্যু কর্ম্মযোগবশতঃ দেহপরিভ্রাণ করে, তখন মৃত্যুকে
ভূতলে স্থাপন করিবে । যেহলে তাহাকে স্থাপন করিবে,
তাহা গোময়দ্বারা লেপন করিয়া তাহাতে তিলবিকিরণপূর্ব্বক
দর্ভ আন্তরণ করিয়া সেই মৃত্যুর মুখে স্বর্ণ নিক্ষেপ করিবে ।
তৎপরে তাহাকে তুলসীবৃক্ষ ও শালগ্রাম শিলাসন্নিধান রাখিতে
হইবে । ৬—৭ । মরণসময়ে মৃত্যুর নিকটে সামাদি-
হুত পাঠ করিবে । এইরূপে বাহার মৃত্যু হয়, তাহার মুক্তি
হইয়া থাকে । অনন্তর প্রেতের দেহে শলাকাকৃতি স্বর্ণ নিক্ষেপ
করিতে হইবে । ৮ । মুখে এক, নাসিকাধারে দুই, চক্ষুধারে
দুই ও কর্ণধারে দুই ষণ্ড স্বর্ণ নিক্ষেপ করিয়া লিঙ্গে এক, ব্রহ্ম-
রন্ধ্রে এক, করমুখে দুইটি তুলসী প্রদান করিবে । ৯—১০ ।

মুখ্যং দাওব্যং কুক্ষুমৈশ্চাকটৈর্গজৈঃ । পুষ্পমালাগুতং
কুর্গাদন্যদ্বারেন সন্মেরং ॥ ১১ ॥ পুত্রস্ত বান্ধবৈঃ সান্ধবৈঃ
বিপ্রস্ত পুরবাসিতঃ । পিতৃঃ প্রেতগতং পুত্রঃ স্কন্ধ-
মারোপ্য বান্ধবৈঃ ॥ ১২ ॥ গতা শ্মশানদেশেতু প্রাণ-
মুখকোত্তরা মুখং । অদঙ্কপূরী যা ভূমিশ্চিত্তান্ত্রৈব কার-
য়েৎ ॥ ১৩ ॥ শ্রীখণ্ডতুলসীবার্ঠসমিৎপালাশসম্ভবাৎ ।
এবং সামাদিশূকৈশ্চ মরণং মুক্তদায়কং ॥ ১৪ ॥ বিক-
লেন্দ্রিয়সজ্জাতে চৈতন্যে জড়তাক্রতে । প্রচলন্ত ততঃ
প্রাণাঃ যাতৈর্নিকটবর্তিতঃ ॥ ১৫ ॥ বীভৎসং দাকণ্য
রূপং প্রাণৈঃ কণ্ঠসমাশ্রিতৈঃ । কেশমুদারতে সোপি
মুখং লালাকুলং তবেৎ ॥ ১৬ ॥ দুরাশ্বানশ্চ ভাড্যন্তে
কিক্করৈঃ পাশবেষ্টিতঃ । সূখেন কুতিনস্তত্র নীয়ন্তে নাক-
নায়কৈঃ ॥ ১৭ ॥ ভুংখেন পাপিনো যান্তি যমমার্গে
সুদুর্গমং । যমশ্চতুর্ভুজো ভূত্বা শঙ্খচক্রগদাদিভূং ॥ ১৮ ॥
পুণ্যকর্মরতান্ সম্যক্ স্নেহান্নিত্রবদাচরেৎ । আহুয়

পরে সেই প্রেতকে বস্ত্রমুগল পরিধাপন করিয়া কুক্ষুমধারা
তাহার দেহ অঙ্গুলি করিবে এবং পুষ্পমালাদ্বারা বিভূষিত
করিয়া সকলে বহন করিয়া অভয় দিয়া লইয়া যাইবে । ১১ ।
পরে পুত্র বান্ধব, ব্রাহ্মণ ও পুরবাসীদিগের সহিত পিতার সেই
মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবে । ১২ । অনন্তর শ্মশান
স্থানে গমন করিয়া পূর্বমুখ অথবা উত্তরমুখে প্রেতকে স্থাপন
করিতে হইবে । যে স্থানে কখনও মৃতদাত হয় নাই, সেই স্থানে
চিত্ত করিবে । ১৩ । পরে চন্দন, তুলসী ও পলাশকাষ্ঠের
অগ্নিতে সামাদিশূক পাঠপূর্বক দাহ করিবে । এইরূপ মরণ
নিশ্চয় প্রেতের মুক্তিদায়ক হয় । ১৪ । যখন যম নিকটবর্তী হয়,
তখন ইন্দ্রিয়গণ বিকল হইয়া চৈতন্য জড়ীভূত হইলে প্রাণসকল
চলিত হয় । ১৫ । প্রাণ কণ্ঠগত হইলে সেই ব্যক্তি ফেণ
উদ্‌গরণ করিতে থাকে এবং তাহার মুখ লালাকুল, বীভৎস ও
বিকৃতরূপ হয় । ১৬ । 'যাহারা অতিক্রম্যবিত্ত, তাহারা যমদূত-
কর্তৃক তাড়িত ও পাশবেষ্টিত হইয়া অতিক্রমে যমপুরে নীত
হয় এবং স্মৃতিগণ সুখে যমালয়ে গমন করিয়া থাকে । ১৭ ।
পাপীরা অতিক্রমে যমমার্গে গমন করে । যম স্বয়ং শঙ্খচক্র-
গদাধারী চতুর্ভুজমুষ্টি ধারণ করিয়া পুণ্যকর্মী ব্যক্তিদিগকে

পাপিনঃ সর্বান্ যমোদণ্ডেন তুর্জয়েৎ ॥ ১৯ ॥ প্রলয়া-
মুদর্শনধোষো অজ্ঞানাদ্রিসমপ্রভঃ । মহিবিস্মো দুরারাম্যো
বিদ্যতেজঃসমদ্ব্যতিঃ ॥ ২০ ॥ যোজনত্রয়বিস্তারদেহো
কর্জোহতিভীষণঃ । লোহদণ্ডধরো ভীমঃ পাশপাণির্দুরা-
কৃতিঃ ॥ ২১ ॥ রক্তনেত্রোতিভরদো দর্শনং যতি পাপিনাং ।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো হাহা কুর্সন্ কলেবরাৎ ॥ ২২ ॥ যদৈব
নীয়তে দূতৈর্যামৈকীকন্ স্ককং গৃহং । নির্বিকচেষ্ঠং
শরীরন্ত প্রাণৈর্মুতৈর্জুগুপিতং ॥ ২৩ ॥ অস্পৃশ্যং
জায়তে তুণং দুর্গন্ধং সর্বমিন্দ্রিভং । ত্রিধাবস্থাং
দেহস্য ত্রিবিবট্‌তস্মরূপতঃ ॥ ২৪ ॥ কো গর্ভঃ ক্রিয়তে
ভার্ক্য কণবিধংসিভিন্‌টৈঃ । দানঘিষ্ঠাং যো ন কুর্গ্যাৎ
কীর্তিধর্মো তথায়ুধঃ ॥ ২৫ ॥ পরোপকরণং কারাদসারাৎ-
সারমুদ্বরেৎ । তস্মৈবং নীয়মানস্য দূতাঃ সন্তজ্জয়ন্তি হি ॥
২৬ ॥ দর্শয়ন্তি ভয়ং ভীতং নরকাণাং পুনঃ পুনঃ । নীত্রং

স্নেহসম্ভাষণে মিজের আর আহ্বান করেন । পাপিগণ সর্বদা
যমদণ্ডে তাড়িত হইয়া থাকে । ১৮—১৯ । যমরাজ প্রলয়-
কালীন মেঘের ন্যায় ধ্বনি করেন, ইনি অজ্ঞানাদ্রির ন্যায়
প্রভাসম্পন্ন, মহিষাকৃৎ এবং দুরারাম্য । ইহার দেহ হইতে
বিদ্যতের ন্যায় তেজঃ বহির্গত হয় । ২০ । যমরাজের দেহ-
যোজনত্রয়বিস্তার, বিকৃতরূপ ও অতিভয়ঙ্কর । ইনি ভীম-
রূপী, লোহদণ্ডধারী এবং পাশবন্ত । ইহার আকৃতি অতি
দুর্দর্শনীয় । ২১ । যখনদেব রক্তনেত্র ও ভয়প্রদ । পাপিগণ
যমরাজকে এইরূপে দর্শন করিয়া থাকে । যমপুরে সর্বদা
অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ হাতীকার করিতেছে । ২২ । যখন যমদূতসকল
মহুযাদিগকে লইয়া যায়, তখন তাহারা স্ত্রী গৃহদর্শন করিয়া
হত্বিত হয় এবং তাহাদের শরীর নিশ্চেষ্ট, প্রাণবিহীন ও নিশ্চি-
ত হইয়া থাকে । ২৩ । ভয়ং দেহ প্রাণবিহীন হইলে তৎকণাৎ
দুর্গন্ধপূর্ণ ও সকলের নিকট নিশ্চি-ত হইয়া থাকে এবং ক্রমত
উহাদিগের ক্রমি, বিষ্ঠা ও তস্ম এই ত্রিবিধ রূপ উপস্থিত হয় । ২৪ ।
কণবিধংসী নর কেন নিরর্থক গর্ভ করিয়া থাকে ? যাহারা
বিত্ত হইতে দান করে নাই, আয়ুধাণ পর্যন্ত কীর্তি ও ধর্ম করে
নাই, শরীর হইতে পরোপকার করে নাই এবং অসার হইতে
সারোদ্ধার করে নাই । যমদূত তাহাদিগকে যমপুরে নরনকালে

প্রচল দুইটান্ ত্বং বাশ্রসি সমালয়ং ॥২৭॥ কুস্তীপাকাদি-
মরকান্ ত্বাং নস্রিষ্যামি মাচিরং । এব্‌স্বাচস্তদা শৃণু
বন্ধুনাং কদিতং তথা ॥২৮॥ উচ্চৈর্হাহেতি বিদপনু
নীয়তে যমকিঙ্করৈঃ । মৃতশ্রোত্রোহুসময়াং যটপিণ্ডান্
ক্রমতো দদেৎ ॥ ২৯ ॥ মৃতস্থানে তথা দ্বারে চত্বরে তাক্য-
কারয়েৎ । বিশ্রামে কাষ্ঠচয়নে তথা সঙ্করনে চ যট্ ॥ ৩০ ॥
শৃণু তৎ কারণস্তাক্য যটপিণ্ডপরিমাপনে । মৃতস্থানে
শবো নাগ তেন নাম্না প্রদীয়তে ॥ ৩১ ॥ তেন ভূমিভবে-
ভুতা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা । দ্বারদেশে তবেৎ পান্থস্তেন
নাম্না প্রদীয়তে ॥ ৩২ ॥ তেন দন্তে ম তুয়াস্তি গৃহবাস্ত্বধি-
দেবতাঃ । চত্বরে খেচরো নাম তমুদ্दिशु প্রদীয়তে ॥ ৩৩ ॥
তেন তজ্রোপযাতায় তুতকোটিঃ পলায়তে । বিশ্রামে
ভূতসংজ্ঞোহুসং তেন নাম্না প্রদীয়তে ॥ ৩৪ ॥ শিশাচা

তর্জন কারয়া থাকে । ২৫—২৬ । আর যমদূত তাহাদিগকে
পুনঃ পুনঃ নরকের ভয়প্রদর্শন করে এবং এই কথা কহিয়া
থাকে যে, অরে পাণ্ডিত্য! শীঘ্র গমন কর, তুই শীঘ্রই যমালয়ে
গমন করিবি । ২৭ । তোমাকে অচরকালে কুস্তীপাক নরকে
পাতিত করিবে । যমদূতের এইরূপ বাক্য ও বন্ধুগণের রোদন
শ্রবণ করিতে করিতে এবং উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া
ধ্বলাপ করিতে করিতে যমদূতকর্তৃক যমপুরে নায়মান হয় ।
অতএব মৃত ব্যক্তির যমপুরে গমন কালে ক্রমশঃ যটপিণ্ড প্রদান
করিবে । ২৮—২৯ । মরণ স্থানে, মৃত ব্যক্তির দ্বারদেশে, চত্বরে,
বিশ্রাম স্থানে, কাষ্ঠ চয়ন প্রদেশে ও মৃতের স্থাপন ভূমিতে এই
ছয় স্থানে ছয় পিণ্ড দিতে হইবে । ৩০ । হে তাক্য! যে কারণে
উক্ত ছয় স্থানে পিণ্ড প্রদান করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি,
শ্রবণ কর । মৃতস্থানে শবের অধিষ্ঠান থাকে, অতএব; সেই
স্থানে মৃতের নামে এক পিণ্ড প্রদান করিবে । ৩১ । মৃতস্থানে
পিণ্ডসম্পর্প করিলে সেই ভূমি ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া
থাকেন দ্বারদেশে পান্থ উপস্থিত হই এই নিমিত্ত সেই স্থানে
তাহার নামে পিণ্ড দিতে হয় । ৩২ । চত্বরে পিণ্ড প্রদান করিলে
গৃহাধিষ্ঠাত্রী বাস্তু দেবতা সন্তুষ্ট হইলে, এই নিমিত্ত সেই স্থানে
পিণ্ডদান করিতে হইবে । ৩৩ । বিশ্রাম স্থানে পিণ্ড প্রদান
করিলে সেই উপযুক্ত কোটিকোটী ভূত পলায়ন করে ।
অতএব সেই স্থানে পিণ্ড প্রদান করিবে । ৩৪ । শিশাচা

রাক্সা যক্ষা যেচান্যে দিশিবাসিনঃ । তস্ম্য হোতব্যাদেহস্ম্য
নৈবায়োগ্যাত্মকারকাঃ ॥ ৩৫ ॥ চিত্রায়োকপ্রভৃতি চ
প্রোতভ্রমুপজায়তে । চিত্রায়ান্ সাধকং নাম বদন্ত্যেকৈ
খগেখর ॥ ৩৬ ॥ কেপি তং প্রোতমেবার্হগা কৃষ্ণবিদা-
স্তথা । তদা হি তত্র তত্রাপি প্রোতনায়া প্রদীয়তে ॥ ৩৭ ॥
ইত্যেবং পঞ্চপিণ্ডৈর্হি শবশ্রান্তুতিযোগ্যতা । অন্যথা
চোপযাতায় পুরোক্তান্তে ভবন্তি হি ॥ ৩৮ ॥ উৎক্রামে
প্রথমং পিণ্ডং তথা চার্কপথেন চ । চিত্রায়ান্ত তৃতীয়ং
শ্রাং ত্রয়ঃ পিণ্ডাশ্চ কম্পিতাঃ ॥ ৩৯ ॥ বিধাতা প্রথমে
পিণ্ডে দ্বিতীয়ে পঞ্চদ্বিজঃ । তৃতীয়ে যমদূতশ্চ প্রয়োগঃ
পরিকীর্তিতঃ ॥ ৪০ ॥ দন্তে তৃতীয়ে পিণ্ডেহস্মিন্ দেহদোষৈঃ
প্রমুচ্যতে । আধারভূতজীবশ্চ জ্বলনং জ্বালয়েচ্চিতাং ॥
৪১ ॥ সংযজ্য চোপলিপ্যাথ উল্লিখ্যোদ্ধৃতা বেদিকাং

রাক্সা, যক্ষ ও যে সকল অস্ত্র দিগ্বাসী ভূতগণ আছে, ইহার
তাহার হোতব্য দেহের অযোগ্যতা প্রতিপাদক হয় না । ৩৫ ।
হে খগেখর! মৃতের চিত্রাকার্য মনোপন হইলেই প্রোত
জন্মে, কেহ কেহ বলেন চিত্রাকার্যের বিদ্যমান্যস্থানেই প্রোত
প্রাপ্তি হয় । ৩৬ । কোন্ কোন প্রোতকল্পবিদ পণ্ডিত কহেন,
যে সরয়ে মৃত ব্যক্তিকে প্রোত নামে উল্লেখ করিয়া পিণ্ডাদি
প্রদান করা যায়, তখনই তাহার প্রোতস্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ।
৩৭ । এইরূপে পঞ্চপিণ্ডদ্বারা শবের আস্থি যোগ্যতা জন্মে ।
অন্যথা উপযাতের নিমিত্ত পুরোক্তরূপ প্রোতস্থ হইয়া থাকে ।
৩৮ । যখন প্রোতের উৎক্রমণ হয়, তখন প্রথম পিণ্ড প্রদান
করিতে হইবে, সেই ব্যক্তি অর্দ্ধপথে গমন করিলে দ্বিতীয় পিণ্ড
দিতে হইবে এবং চিত্রারোহণ কালে তৃতীয় পিণ্ড প্রদান করিবে ।
এতরূপে ক্রমতঃ পিণ্ডত্রয় ক্রমিত হইয়া থাকে । ৩৯ । প্রথম
পিণ্ডে বিধাতা, দ্বিতীয়ে পঞ্চদ্বিজ এবং তৃতীয় পিণ্ডে যমদূতগণ
প্রযুক্ত হইবেন । এইরূপে পিণ্ডত্রয়প্রয়োগ কীর্তিত হইয়াছে ।
৪০ । তৃতীয় পিণ্ড প্রদান করিলে প্রোত দেহদোষ কষ্টে মুক্তি
পায় । চিত্রা জীবের আধার ভূত, অতএব অগ্নিহোত্রে চিত্রা
প্রজলিত করিবে । ৪১ । চিত্রাবেদী প্রোত করিয়া তাহা নার্কজন
ও লেপন করিতে হইবে । অনন্তর তাহা অভ্যঙ্গন করিয়া
তাহাতে প্রোতকে স্থাপনপূর্বক, তাহারে বিধি অনুসারে অগ্নি

অভ্যাকীর সমাধায় বহিঃস্থ বিধানতঃ ॥ ৪২ ॥ পুষ্পাকর্তৈঃ
সুসম্পূজ্য দেবং ক্রব্যাদসংজ্ঞকং । ত্বং তুতরুজ্জগদ্বোনে
ত্বং লোকপরিপালক ॥ ৪৩ ॥ সংহারকারকস্তস্মাদেনং
স্বর্গং যুতং নয় । এবং ক্রব্যাদমভ্যর্চ্য শরীরাহুতিমাচ-
রেৎ ॥ ৪৪ ॥ অর্জুদেহে তথা দধৌ দন্তাদাজ্যাহুতিস্ততঃ ।
লোমভ্যমুজ্জ্বাক্যেন কুণ্ড্যাক্ষৌমং যথাবিধি ॥ ৪৫ ॥ চিতা-
মারোপ্য তং প্রেতং হ্রনোদাজ্যাহুতিস্ততঃ । যমায় চান্ধ-
কারেতি যুতাবে ব্রহ্মণে তথা ॥ ৪৬ ॥ জাতবেদোমুখে
দেয়াহেকা প্রেতমুখে তথা । উর্দ্ধে জ্বালয়েদহিং পূর্ব-
ভাগে চিতাং পুনঃ ॥ ৪৭ ॥ অস্মাদমবিজাতোসি ত্বয়ং
জায়তাং পুনঃ । অসৌ স্বর্গায় লোকায় স্বাহা জ্বলতি
পাবকঃ ॥ ৪৮ ॥ এবমাজ্যাহুতিং দত্ত্বা তিলমিশ্রাং
সমস্তকাং । ততো দাহঃ প্রকর্তব্যঃ পুণ্ড্রেন কিলনিশ্চিতং ॥
৪৯ ॥ রোদিতব্যং ততো গাঢ়ং এবং তস্তা মুখং ভবেৎ ।

প্রদান করিবে । ৪২ । অনন্তর পুষ্প ও অকৃতকার্য ক্রব্যাদসংজ্ঞক
দেবের অর্চনা করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে । হে অগ্রে
তুমি ভূতকারী, জগতের কারণ ও লোকপালক এবং তুমিই
লোকের সংহার করিয়া থাক । অতএব তুমি এই প্রেতকে
স্বর্গে নয়ন কর । এইরূপে ক্রব্যাদাধ্য অগ্নির পূজা করিয়া
সেই মৃতের দেহ দগ্ধ করিবে । ৪৩—৪৪ । সেই দেহে অর্জু
দগ্ধ হইলে তাহাতে দ্ব্যাহুতি প্রদান করিবে । প্রথমত লোম
হুতিতে আরম্ভ করিয়া যথাবিধি শরীরহোম করিবে । ৪৫ ।
প্রেতকে চিতাতে আরোপিত করিয়া যমায়, অনন্তায়, যুতাবে
ও ব্রহ্মণে স্বাহা এই বলিয়া আজ্যাহুতি দিতে হইবে । ৪৬ ।
অনন্তর অগ্নিমুখে ও প্রেতমুখে এক এক আহুতি প্রদান করিবে ।
চিতাক পূর্বভাগে উর্দ্ধদেশে অগ্নিবারা প্রজলিত করিতে হইবে ।
৪৭ । হে পাবক ! তুমিই আত্মরূপে অমরগ্রহণ করিয়া থাক এবং
তোমা হইতে এই অগ্নি উৎপন্ন হয়, প্রেতের স্বর্গলোক প্রাপ্তির
নিমিত্ত তোমাকে আহুতি দিতেছি । তুমি প্রজলিত হও । ৪৮ ।
এইরূপে সমস্তক তিল মিশ্রিত আজ্যাহুতি দিতে হইবে । অন-
ন্তর পুত্র দাহকার্য্য সম্পাদন করিবে । ৪৯ । পরে পুত্র গাঢ়-
রূপে রোদন করিবে । এইরূপ করিলেই প্রেতের মূখ বুদ্ধি

দাহস্থানান্তরে তত্র রুদ্রা সঞ্চরনক্রিয়াং ॥ ৫০ ॥ প্রেতপিণ্ডে
প্রদত্ত্বাচ্চ দাহার্তিশমনং খগ । তেন দূতাঃ প্রতীক্বে
তং প্রেতং বান্ধবার্থিনং ॥ ৫১ ॥ দন্তাদমনন্তরং কার্গ্যং
পুত্রৈঃ স্নানং সচেলকং । তিলোদকং ততো দন্তাদম-
গোত্রেন চান্মনি ॥ ৫২ ॥ ততো জনপটৈঃ সর্কৈর্দাতব্য-
করভাড়নী । বিষ্ণু বিষ্ণুরিতি ক্রয়াং শুঠৈঃ প্রেতমুদী-
রয়েৎ ॥ ৫৩ ॥ জনাঃ সর্কৈ সমান্তস্ত গৃহমাগত্য সর্কশঃ ।
দ্বারস্ত দক্ষিণে ভাগে গোময়ং গৌরসর্বপাম্ ॥ ৫৪ ॥
নিধায় বকগন্দেবমগুর্জায় স্ববেশ্মানি । তকরেন্নিষ্পজ্ঞাণি
যুতং প্রাশ্য গৃহং ব্রজেৎ ॥ ৫৫ ॥ কেচিদুজ্জেন সিঞ্চতি
চিতাস্থানং খগেশ্বর । অশ্রুপাতং ন কুরীত দত্ত্বা চাখ
জলাঞ্জলিং ॥ ৫৬ ॥ স্নেহাশ্রু বান্ধবৈরুক্তং প্রেতো
কুণ্ডকে যতোঃবশঃ । অতো ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়া
কার্গ্য স্বশান্তিতঃ ॥ ৫৭ ॥ চুক্ষক যুগ্মে পাশ্রে ভোরং

চরিত্বা থাকে । এইরূপে দাহকরিয়া অগ্নি সঞ্চরনাদি কার্য্য
করিতে হইবে । ৫০ । হে খগ ! প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান
করিলে তাহার দাহ জমিত রূপে শান্তি হয় । এই নিমিত্ত যম-
দূত ও অমর গ্রহণ করিয়া থাকে । অতএব বকুগণ বান্ধবার্থী
প্রেতকে পিণ্ড প্রদান করিবে । পরে পুত্র বস্ত্র সজ্জিত হইয়া
করিবে এবং প্রেতের নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া পাষাণোপরি
তিলোদক প্রদান করিবে । ৫১—৫২ । অনন্তর গ্রাম-
বাসী সকল করতালী দিয়া বিষ্ণু বিষ্ণু বলিয়া হরিণাম অরণ-
পূর্বক প্রেতের শুণামুদীর্জন করিবে । ৫৩ । পরে জন সকল
গৃহে আগমন করিয়া দ্বারদেশের দক্ষিণ ভাগে গোময়, স্নেহ
সর্বপ স্থাপনপূর্বক গৃহে উপবেশন করিয়া মনে মনে বকুণ
দেবকে ধ্যান করিবে । অনন্তর নিষ্পজ্ঞ ভক্ষণ করিয়া যুত
প্রাশনপূর্বক গৃহে প্রবেশ করিবে । ৫৪—৫৫ । হে খগেশ্বর !
তৎপরে কতিপয় বকু চুক্ষবান্ধু চিতাসেচন করিবে । প্রেতের
উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে, কিন্তু কেহই অশ্রুপাত করিবে
না । ৫৬ । বকুগণ রোদন করিয়া স্নেহ ও অশ্রুপাত করিলে সেই
স্নেহ ও অশ্রুপ্রেত ভক্ষণ করে, অতএব প্রেতের নিমিত্ত রোদন
করিবে না, স্বীয় শক্তি অনুসারে যথাবিধি তাহার উর্দ্ধদৈহিক
কার্য্য করিতে হইবে । ৫৭ । পরে দুর্বাশ্রমণন সময়ে যুগ্মপাশ্রে

দশ্যাদিনত্রয়ং। সূর্য্যোস্তমাগতে তাক্য বলভ্যাক্তরে তথা।
 ৫৮। বহুঃ সংমুচ্ছদয়' দেহমিচ্ছন্ কৃতানুগঃ। আশান-
 ক্তরং গেহং বীক্ণু ষাঠ্যোঃ স নীরতে। ৫৯। গর্তপিণ্ডান্
 দশাহানি প্রদত্তাচ্চ দিনে'দিনে। জলাঞ্জল্যাঃ প্রদাতব্য্যাঃ
 প্রেতমুদ্দিশ্য প্রতাহং। ৬০। তাবদৃদ্ধিশ্চ কৰ্ত্তব্য্য যাবৎ
 পিণ্ডে দশাহিকং। পুজ্ঞেণ হি ক্রিয়া কার্য্যা ভার্য্যয়া
 ওদভাবতঃ। ৬১। তদভাবে চ শিষ্যেণ শিষ্যাভাবে
 সহোদরঃ। আশানে চানাতীর্থে বা জনং পিণ্ডং দাপ-
 য়েৎ। ৬২। ওদনানি চ সন্তুংশ্চ শাকমূলফলাদি বা।
 প্রথমেহহনি বদন্তাত্তদন্তাদুত্তরেহহনি। ৬৩। দিনানি
 দশপিণ্ডানি কুৰ্দ্ধন্ত্যত্র স্নাতদয়ঃ। প্রতাহন্তে বিভজ্যন্তে
 চতুৰ্ত্তাগৈঃ খগোত্তমঃ। ৬৪। ভাগবয়ন্ত দেহার্থে প্রীতিদং
 ভূতপাককং। তৃতীয়ং যমদূতানাঞ্চতুর্থেনোপজীবতি।
 ৬৫। অহোরাট্রেস্ত নবভিঃ প্রেতো নিম্পত্তিমাণুয়াৎ।
 জন্তো'নিম্পন্নদেহস্তা দশমে তু ভবেৎ ক্ষুধা। ৬৬। ন

হৃদ্য ও জন প্রদান করিবে। হে তাক্য! এইরূপে তিন দিবস
 চত্বরস্থানে প্রেতের নিমিত্ত প্রদান করিতে হইবে। ৫৮।
 সংসারাবদ্ধ মুচ্ছদয় ব্যক্তির পুনরীক দেহ ইচ্ছা করত আশান,
 চত্বর ও গৃহ দর্শন করিতে করিতে যমদূতকর্তৃক নীত হয়। ৫৯।
 মরণের পর দশাহপর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ড ও
 জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। ৬০। দশাহপর্য্যন্ত পিণ্ডপ্রদান করিয়া
 এক এক অঞ্জলি বুদ্ধি করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রথমদিবসে এক
 অঞ্জলি, দ্বিতীয়দিবসে দুই অঞ্জলি এবং তৃতীয়দিবসে তিন অঞ্জলি
 জনপ্রদান করিবে। পুত্র এইরূপ কার্য্য করিবে। পুত্রাভাবে
 দ্বার্য্যাই উক্তকার্য্যের অধিকারিণী। ৬১। ভার্য্যাভাবে শিষ্য
 এবং শিষ্যাভাবে সহোদরই প্রেতের কার্য্য করিবে। আশানে
 অথবা অস্ত্র তীর্থে জন ও পিণ্ডপ্রদান করিবে। ৬২। অন্ন, শাকু,
 শাক, মূল অথবা ফল প্রদান করিবে। প্রথম দিবসে যেক্রপ
 দিবে, দ্বিতীয়াদি দিবসেও সেইরূপ দিতে হইবে। ৬৩। পুত্রা-
 দিরা দশদিন প্রতাহ পিণ্ডদান করিবে। হে খগেশ্বর! সেই পিণ্ড
 পুত্রাদিরা চতুৰ্ত্তাগে বিভক্ত করিবে। তাহার ভাগবয় দেহপ্রীতি
 ও ভূতগণের নিমিত্ত, তৃতীয়ভাগ যমদূতের নিমিত্ত এবং চতুর্থ-
 ভাগ আপন ঈশ্বরীমিকা নির্বাহের নিমিত্ত হইবে। ৬৪—৬৫।
 নবদিবসী ও নবদ্বাত্রিতে প্রেতের দেহনিম্পত্তি হয়। এইরূপে দেহ

দ্বিজো নৈব মন্তুশ্চ ন স্বধা বাহনান্ধিষঃ। নামগোত্রে
 সমুচ্চার্য্য যদন্তঞ্চ দশাহিকং। ৬৭। দর্শ্বে দেহে পুন-
 র্দেহং প্রাপ্নোত্যেব খগেশ্বর। প্রথমেহহনি যঃ পিণ্ডেস্তন
 মূর্দ্ধা প্রজায়তে। ৬৮। গ্রীবাঙ্কক্কৌ দ্বিতীয়ে তু তৃতীয়ে
 হৃদয়ভবেৎ। চতুর্থেন্হি ভবেৎ পাক্ণি'র্নাভির্নৈ পাক্ষে
 তথা। ৬৯। ষষ্ঠে চ সপ্তমে চৈব কটিগু'হং প্রজায়তে।
 উরু চাক্ষমকে চৈব জাহ্নজ্জী নবমে তথা। ৭০। নবভি-
 র্দেহমাসাত্ত দশমেহহি ভবেৎ ক্ষুধা। দেহভূতঃ ক্ষুধা-
 বিষ্টো গৃহদ্বারে স তিষ্ঠতি। ৭১। দশমেহহনি যঃ পিণ্ড-
 স্তন্দন্তাদানিমিষেণ তু। যতো দেহঃ সমুৎপন্নঃ প্রেতস্তাত্র-
 ক্ষুণ্ণাযিতঃ। ৭২। অতস্বামিববাহুস্ত ক্ষুধা তস্ত্য ন নশ্চতি।
 একাদশাহং দ্বাদশাহং প্রেতো ভুঙক্তে দিনত্রয়ং। ৭৩।
 যোষিতঃ পুণ্ডরীক্যাপি প্রেতশব্দং সমুচ্চরেৎ। দীপমন্ত্রং

নিম্পন্ন হইলে দশম দিবসে জন্তর ক্ষুধা সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।
 ৬৬। দশাহে প্রেতকে যাহা কিছু প্রদান করা যায়, তাহাতে
 ব্রাহ্মণস্থাপন, অস্ত্র মন্ত্র, স্বধাশব্দপ্রয়োগ, আবাহন ও আশীর্বাদ
 করিবে না, কেবল নাম ও গোত্র উচ্চারণ করিয়া পিণ্ডপ্রদান
 করিতে হইবে। ৬৭। মনুষ্যের মরণের পর দেহ দগ্ধ হইলেই
 তাহার দেহান্তর প্রাপ্তি হইবে। হে খগেশ্বর! প্রথম দিবসে যে
 পিণ্ডপ্রদান করা যায়, তাহাতে মূর্দ্ধা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৬৮।
 দ্বিতীয় দিবসের পিণ্ড হইতে গ্রীবা ও হৃদয় এবং তৃতীয় পিণ্ডে
 হৃদয়দেশ জন্মে। চতুর্থদিবসীয় পিণ্ড হইতে হস্ত এবং পঞ্চম
 দিবসে যে পিণ্ড দেওয়া যায়, তাহাতে নাভি উৎপন্ন হয়। ৬৯।
 ষষ্ঠদিনে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহাতে কটি এবং সপ্তমদিবসীয়
 পিণ্ড হইতে গুহ হইয়া থাকে। অষ্টমদিবসে যে পিণ্ড দেওয়া
 যায়, তাহাতে উরুদ্বয় এবং নবম দিবসের পিণ্ডে জাহ্ন ও চরণদ্বয়
 উৎপন্ন হয়। ৭০। মৃত্যুকাল উক্তরূপে নবপিণ্ডদ্বারা দেহপ্রাপ্ত
 হইয়া থাকে এবং দশম দিবসে তাহার ক্ষুধা হয়। জন্তর সেই
 জীব দেহদারী ও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া বারদেবে বর্ত্তমান থাকে। ৭১।
 দশম দিবসে যে পিণ্ডপ্রদান করিবে, তাহা স্নানবিন্যাসহযোগে
 দিতে হইবে। যেহেতু দেহ সমুৎপন্ন হয়, ততএব তাহার কীট
 ক্ষুধা হইয়া থাকে। ৭২। আসিব ত্রয় পিণ্ডপ্রদান করিলে
 প্রেতের ক্ষুধাবিন্যাস পূর্ণ হয়। একাদশাহ ও দ্বাদশাহ এই
 দুই দিবসেই প্রেত ভক্ষণ করিয়া থাকে। ৭৩। স্ত্রী ও পুরুষ

জলং বস্ত্রং অনায়া দীয়তে তু যং ॥ ৭৪ ॥ প্রেতশব্দেন
যদন্তং যুতশ্চানন্দদায়কং । ত্রয়োদশেহি বৈ প্রেতো
নীরতে চ মহাপথে ॥ ৭৫ ॥ পিণ্ডজং দেহমাস্তিত্য দিবা-
রাত্রৌ ক্ষুধাস্থিতঃ । যার্গে গচ্ছতি স প্রেতো হৃসিপত্র-
বনাস্থিতে ॥ ৭৬ ॥ ক্ষুংপিপাসাদ্বিতৌ নিত্যং যদদুতৈঃ
প্রপীড়িতঃ । অহন্যহনি স প্রেতো যোজনানাং শতদ্বয়ং ॥
৭৭ ॥ চত্বারিংশতথা সপ্ত অহোরাত্রেণ গচ্ছতি । গৃহীতো
যমপাশৈস্ত জনো হাহেতি রোদতি ॥ ৭৮ ॥ অগৃহং
সম্পরিভ্যজ্য যাম্যং পুরমুত্তরেণ । ক্রমেণ গচ্ছতি
প্রেতঃ পুরং বৈবস্বতং শুভং ॥ ৭৯ ॥ যাম্যং সৌরি পুরং
সুরেন্দ্রভবনং গন্ধর্ব্বশৈলাগমং ক্রুরং ক্রৌঞ্চপুরং বিচিত্র-
ভবনং বহ্বাপদং দুঃখদং । নানাক্রন্দপুরং স্তুতপ্তভবনং
রৌদ্রং পয়োবর্ষণং শীতাঢ্যং বহুভীতি ঘর্ষভবনং যাম্যং
পুরকাগ্রতঃ ॥ ৮০ ॥ ত্রয়োদশেহি স প্রেতো নীরতে

উত্তরেরই প্রেতশব্দ উচ্চারণ করিয়া পিণ্ড দিতে হইবে এবং
দীপ, অন্ন, জল, বস্ত্র ও অস্ত্র যাহা কিছু দেওয়া যায়, তৎসমুদায়ই
প্রেতশব্দ উল্লেখ দিতে হইবে । প্রেতশব্দ উচ্চারণ করিয়া
যাহা দেওয়া যায়, তাহা প্রেতের আনন্দদায়ক হয় । ত্রয়োদশাহে
প্রেতকে মহাপথে লইয়া যায় । ৭৪-৭৫। প্রেত পিণ্ডজাত দেহ পাইয়া
এবং ক্ষুধাস্থিত হইয়া দিবারাত্রিতে অসিপত্রবনাস্থিত বনে গমন
করিয়া থাকে । ৭৬। প্রেত ক্ষুংপিপাসাস্থিত ও যদদুতকর্তৃক
পরিপীড়িত হইয়া প্রতিদিন দুইশতযোজন গমন করে । ৭৭।
পাপী নরসকল যমপাশে পরিগৃহীত হইয়া হাহা শব্দে রোদন
করিতে করিতে সপ্তচত্বারিংশৎ অহোরাত্র গমন করে । ৭৮।
এইরূপে প্রেত অগৃহ পরিভ্রমণ করিয়া যাম্যপুরে গমন করে,
অনন্তর ক্রমত বৈবস্বতভবনে উপস্থিত হয় । প্রেত বক্ষ্যমাণ
পুরসকল অতিক্রম করিয়া যমপুরে প্রবিষ্ট হয় । ৭৯। প্রথমত
যাম্যপুর, তৎপরে সৌরিপুর, সুরেন্দ্রভবন, গন্ধর্ব্বশৈলাগম,
ক্রুরতর ক্রৌঞ্চপুর বিদ্যমান আছে । ইহাদিগের মধ্যে কোন পুর
নানাপ্রকার বিচিত্র ভবনবিশিষ্ট, কোন পুর বহু আপদযুক্ত ও
দুঃখপ্রদ । কোন কোন পুরে পাণিগণের আক্রমণ হইতেছে,
কোন কোন পুরে গৃহসকল আতশয় প্রতপ্ত । কোন পুরে
অতি ভয়ঙ্কর বারিবর্ষণ হইতেছে । কোন কোন পুরে ভবনসকল
শীতাঢ্য, বহু ভীতিযুক্ত ও সার্বিশয় গ্রীষ্মপূর্ণ । ৮০। ত্রয়োদশ

যমকিঙ্করৈঃ । তন্নিম্নার্গে ত্রজ্যত্যেকো গৃহীত-ইব মর্কটঃ ॥
৮১ ॥ তথৈব স ত্রজ্যার্গে পুত্র পুত্র ইতি ক্রবন্ । হাহেতি
ক্রন্দতে নিত্যং কীদৃশস্ত ময়া কৃতং ॥ ৮২ ॥ মানুষত্বং
লাভে কস্মাদিতি ক্রতে প্রসর্পতি । মহতা পুণ্যযোগেন
মানুষং জন্ম লভ্যতে ॥ ৮৩ ॥ তদপ্রাপ্য ন প্রদত্তং বাচ-
কেভ্যঃ স্বকন্ধনং । পরাধীনমভূৎ সর্কমিতি ক্রতে স গদ-
গদঃ । কিঙ্করৈঃ পীডাতেহত্যর্থং স্মরতে পূর্বদৈহিকং ॥
৮৪ ॥ মুখস্তা দুঃখস্তা ন কোপি দাতা পরো দদাতীতি
কুবুদ্ধিরেবা । পুরাকৃতং কর্ম সদেব ভুজ্যতে শরীরে নিস্তরয়
ত্বয়া কৃতং ॥ ৮৫ ॥ মর্য ন দত্তং ন হৃতং হতাশনে তপো
ন তপ্তং হিমশৈলগহবরে । ন সেবিতং গান্ধমহো মহা-
জলং শরীরে নিস্তরয় ত্বয়া কৃতং ॥ ৮৬ ॥ জলাশ্রয়ো
নৈব কৃতো হি নির্জলে মনুষ্যহেতোঃ পশুপক্ষিহেতবে ।
গোতৃপ্তিহেতোর্ন কৃতং হি গোচরং শরীরে নিস্তরয় ত্বয়া

দিবসে সেই প্রেতকে যমকিঙ্করেরা লইয়া যায় । সেই প্রেত
যদদুতকর্তৃক পরিগৃহীত হইয়া মর্কটের স্থায় গমন করে । ৮১।
প্রেত যমমার্গে গমনকালে “পুত্র পুত্র” বলিয়া হাহা শব্দ করিয়া
রোদন করে, আর বলিতে থাকে যে, “আমি এমন কি কর্ম
করিয়াছি, তাহাতে এইরূপ দুর্ভোগ হইতে পারে” । ৮২। প্রেত
ঐ সময়ে এই বলিয়া গমন করিয়া থাকে যে, আমি কি হেতুতে
মানুষত্ব লাভ করিতে পারি । মহৎ পুণ্যকলেই মানুষত্বলাভ
হয় । ৮৩। বাচকদিগকে যে স্বীয় ধনপ্রদান করে না, তাহা
পাইতে পারে না, যেহেতু সকলই পরাধীন । গদগদবাক্যে
এই কথা বলিতে বলিতে প্রেত গমন করে এবং যমকিঙ্করকর্তৃক
পরিপীড়িত হইয়া পূর্বদৈহিকৃত কর্ম স্মরণ করে । ৮৪। মুখ
কিবা দুঃখ কেহ দিতে পারে না, অপরে দুঃখপ্রদান করে, ইহা
কুবুদ্ধিমান । পূর্বে যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্য করিয়াছে, সেই ব্যক্তি
তদনুরূপ ফলভোগ করে; অতএব হে শরীর! তুমি যেরূপ
কর্ম করিয়াছ, তদনুরূপ ফলভোগ কর । ৮৫। আমি কখনও
দান করি নাই, হতাশনে আহতিপ্রদান করি নাই, হিমালয়ের
গহবরে বসিয়া কোনরূপ তপস্তা করি নাই, কদাচ গলাভঙ্গ
সেবা করি নাই । হে শরীর! তুমি যেরূপ কর্ম করিয়াছ,
তদনুরূপ ফলভোগ কর । ৮৬। আমি কখনও নির্জলদেশে

কৃতং ॥ ৮৭ ॥ ন নিতাদানং ন গবাক্ষিকং কৃতং ন বেদনানং
ন চ শাস্ত্রপুস্তকং। পুরা ন ইকৌ ন চ সেবিতোহক্ষা শরীরে
নিস্তরয় ত্বয়া কৃতং ॥ ৮৮ ॥ মাসোপবাসৈর্ন চ শোধিতং
বপুষ্টাঙ্গায়গৈর্কা নিয়মৈশ্চ স্তুতং। নারীশরীরং কঙ্-
কুংখভাজনং লঙ্কং ময়া পূর্বকৃতৈর্কিকর্মভিঃ ॥ ৮৯ ॥
উক্তানি বাক্যানি ময়া নরাণামন্তঃ শৃণুধাবহিতো হি
পক্ষিন্। জীবাঞ্চ দেহভুবলম্ব্য দেহী ত্রবীতি কর্ম্মানি
কৃতানি পূর্বং ॥ ৯০ ॥

ইতি গারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে ঔরুদেহিক-
কর্ম্মাদিসংস্কারো নাম পৃথমোহধ্যায়ঃ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

ঐক্লব-উবাচ। এবং প্রচলতে প্রেতস্তত্র মার্গে
খগেশ্বর। ক্রন্দিতশৈব দুঃখার্তঃ শ্রাস্তশ্চাকুললোচনঃ ॥

মহুষা-পশু-পক্ষীর নিমিত্ত জলদান করি নাই এবং গোর পরি
তৃপ্তি হেতু গোচারণ করি নাই, অতএব হে শরীর! তুমি
যে রূপ কর্ম্ম করিয়াছ, তদনুরূপ ফল ভোগ কর। ৮৭। আমি
নিত্য দান করি নাই, গোকে আঙ্গিক আহার প্রদান করি নাই,
বেদদান কিম্বা পুস্তক প্রদান করি নাই, পূর্বকালে কোন যজ্ঞ-
সম্ভাষণ করি নাই অথবা কোন সংগ্ৰহ আশ্রয় করি নাই,
অতএব হে শরীর! তুমি যে রূপ কর্ম্ম করিয়াছ, তদনুরূপ ফল-
ভোগ কর। ৮৮। আমি মাসোপবাস অথবা চান্দ্রায়ণাদি ত্রতা-
চরণদ্বারা শরীর শোধন করি নাই, কেবল বহুদুঃখভাজন নারী-
শরীর উপভোগ করিয়াছি; অতএব হে শরীর! তুমি যে রূপ
কর্ম্ম করিয়াছ, তদনুরূপ ফলভোগ কর। ৮৯। হে পক্ষিবর!
আমি মহুষাগণের হিতার্থে যে সকল বাক্য বলিয়াছি, তাহা তুমি
আসার নিকট অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। মহুষাগণ জীদিগের
শরীর লাভ করিয়া তাহাজে নিমুক্ত থাকে কোন সংকার্য্যে প্রযুক্ত
হয় নী। ৯০।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ঐক্লব কহিলেন, হে খগরাজ! প্রেতগণ এইরূপে সেই
পথে কঙ্কুংখার্ত, গীরিশাত ও আকুললোচন হইয়া কান্দিতে

১। সপ্তদশদিনান্যেকো বায়ুমার্গেণ গচ্ছতি। অক্টা-
দশে ত্বহোরাত্রে পূর্বং বায়ুপূর্বং ত্রয়েৎ ॥ ২। তস্মিন্
পূরবরে রম্যে প্রেতানাঞ্চ গণো মহান্। পুষ্পভদ্রা নদী
তত্র নাগ্রোধঃ প্রিয়দর্শনঃ ॥ ৩। পুরে তত্র স বিজ্রাঘং
প্রাপ্যতে যমকিকরৈঃ। জায়াপুত্রাদিকং সৌম্যং স্মরতে
তত্র দুঃখিতঃ ॥ ৪। ক্রন্দতে ককগৈর্কাকৈস্তৃষার্তঃ শ্রম-
পীড়িতঃ। স্বধনং স্বসুখান্যেহ গৃহপুত্রধনানি চ ॥ ৫।
ভৃত্যমিত্রাণি ধান্যঞ্চ সর্বং শোচতি বৈ তদা। কুধার্তস্য
পুরে তস্মিন্ কিকরৈস্তস্য চোচ্যতে ॥ ৬। কিকরা-উচুঃ।
কধনং কস্মিতা জায়া কস্মহং ক ত্বমীদৃশঃ। স্বকর্ম্মণাজ্জিতং
ভুংকু মৃতচেতশ্চিরম্পাথি ॥ ৭। জানাসি সখলবশবল-
মধ্বরগানাং নো সখলায় পতিতং পরলোকপাঙ্ক। গন্তব্য-
মস্তি তব নিশ্চিতমেবমস্মিন্ মার্গে হি চাত্রী ভবতঃ ক্রয়-
বিক্রয়ো ন ॥ ৮। যমগীতাভবং বাক্যং নৈব মর্ত্যে শ্রুতং

কান্দিতে গমন করিয়া থাকে। ১। সপ্তদশদিন একাকী বায়ু-
মার্গে গমন করিয়া অষ্টাদশদিনে যমের পূর্বপুরে উপস্থিত হয়।
২। সেই পুরে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পায়, প্রেতগণের মহা-
কোলাহল হইতেছে এবং সেই স্থানে পুষ্পভদ্রা নামে নদী
প্রবাহিত হইতেছে ও একটা প্রিয়দর্শন বটবৃক্ষ বিদ্যমান
রহিয়াছে। ৩। প্রেত সেই পুরে উপস্থিত হইলে যমকিকরেরা
তাহাকে প্রশ্ন করিতে দেয় এবং প্রেতগণ এই সময়ে দুঃখিত
হইয়া জীপুত্রসুখাদি স্মরণ করিতে থাকে। ৪। প্রেতগণ এই
পুরে থাকিয়া করণবাক্যে ক্রন্দন করে এবং তৃষার্ত ও শ্রম-
পীড়িত হইয়া আপন ধন, স্বীয় সুখ, গৃহ, পুত্র, ধনাদি, ভৃত্য,
মিত্র, ধান্য প্রভৃতির নিমিত্ত শোক করিতে থাকে এবং কুধার্ত
হইয়া তথায় অবস্থিতি করে, এই সময়ে যমকিকরেরা তাহাদিগকে
একরূপ বলিয়া থাকে। ৫-৬। যমকিকরগণ কহে, অরে মৃত!
তোমার ধন কোথায়? তোমার পুত্র কোথায়? তোমার
জায়া কোথায়? তোমার বন্ধু কোথায় এবং তুমিই বা
কোথায়? এক্ষণ ধনপুত্রাদিদ্বারা তোমার কোন উপকার
সম্ভবিত হইবে না। আপনার কর্ম্মাজ্জিত কলভোগ কর। ৭।
হে পরলোকপাথক! তুমি জ্ঞান, বাহ্যায় পথে গমন করিয়া
থাকে, তাহাদিগের সখল অবশ্যক; তোমাদিগের কিকিয়া

ত্বয়। এবমুক্তস্ততঃ সৈবৈবন্যমানঃ সমুদারৈঃ ॥ ৯ ॥ অত্র
দত্তং সূতৈঃ পৌত্রৈঃ স্নেহাচ্চা রূপয়াথবা । মাসিকং পিণ্ড-
মদ্বাতি ভতঃ সৌরিপুরং ত্রয়োং ॥ ১০ ॥ তত্র নাম্না তু
রাজা বৈ জন্মমঃ কালরূপধৃক্ । তৎ দৃষ্ট্বা ভয়ভীতস্ত
বিশ্রাম্যে ক্লকতে মতিং ॥ ১১ ॥ উদকঞ্চাসংযুক্তং
ভুঙক্তে তন্মিন্ পুরে গতঃ । ত্রিভিঃ পট্টৈস্তথা পিণ্ডৈ-
স্তংপুরং স ব্যতিক্রমেং ॥ ১২ ॥ সুরেন্দ্রনগরে রম্যে
প্রোভো যাতি দিবানিশং । ততো বনানি রৌদ্রাণি দৃষ্ট্বা
ক্রন্দতি তত্র সঃ ॥ ১৩ ॥ ভীষণৈঃ ক্লিষ্টমানশ্চ ক্রন্দ-
তোব পুনঃ পুনঃ । মাসদ্বয়াবসানে তু তৎ পুরং স ব্যতি-
ক্রমেং ॥ ১৪ ॥ তৃতীয়ে মাসি সম্প্রাপ্তে গন্ধর্ব্বনগরে
গুপ্তে । তৃতীরমাসিকং পিণ্ডং তত্র ভুঙক্তে স গচ্ছতি ॥

সম্বল নাই এবং এই দুর্গম বস্তু গমন করিতে হইবে, বিশে-
ষতঃ এই দুর্গম মার্গে ক্রয়বিক্রয়স্থানও নাই । বাহাতে পাথের
সম্বল সংগ্রহ করা যায়, এমন উপায়ান্তর নাই । অর্থাৎ পুণ্য-
লক্ষ্যই পরলোকগমনের একমাত্র সম্বল, তোমরা সেই পুণ্য-
রূপ সম্বল সংগ্রহ কর নাই, সুতরাং এক্ষণ অসহ যাতনাতোগ
করিতে হইবে । ৮ । মহাব্যালোকে কখন তোমরা বসবাস্য প্রবণ
কর নাই । এই বলিয়া বমকিস্তরগণ পাণিষ্ঠ প্রোতকে মৃদার-
ঘারা প্রহার করে । ৯ । প্রোতগণ যমপুরী গমন করিলে তাহাদের
পুত্র, পৌত্র ও বান্ধবেরা স্নেহবশতঃ মাসে মাসে যে পিণ্ড প্রদান
করে, তাহা ভক্ষণ করিয়া প্রোত যমলোকে বাস করিয়া থাকে ।
১০ । এই স্থানে কালরূপধারী জন্ম বমরাজ আগমন করেন,
তাহাকে দর্শন করিয়া প্রোতগণ ভীত হয় এবং কিঞ্চিৎ কাল
বিশ্রামার্থ অভিলষ করে । ১১ । প্রোতগণ যমের পূর্বপুরে গমন
করিয়া পুত্রপ্রদত্ত অরসংযুক্ত উদকপান করে । তিনপক্ষপর্যন্ত
এইরূপে পুত্রপ্রদত্ত পিণ্ডদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া সেই পুর অতি-
ক্রম করিয়া থাকে । ১২ । অনন্তর প্রোত দিব্যরাত্রিতে সুরেন্দ্র-
নগরে গমন করে । সেই স্থানে ভয়ঙ্কর বনসকল দর্শন করিয়া
রোদন করিতে থাকে । ১৩ । অনন্তর ভীষণাকার দুর্ভাদিকর্তৃক
ক্লিষ্টমান হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করে । এইরূপে মাসদ্বয়
অতীত হইলে সেই পুর অতিক্রম করে । ১৪ । পরে তৃতীরমাস
উপস্থিত হইলে স্নেহোত্তম গন্ধর্ব্বনগরে উপস্থিত হয় এবং পুত্রা-
দিয়া তৃতীরবাসে যে পিণ্ড প্রদান করে, তাহাই ভোজন করিয়া

১৫ । শৈলাগমে চতুর্থে চ মাসি যাতি খগেশ্বর । পতন্তি
তত্র পাষণাঃ প্রোভস্ত্যাপরিপূততঃ ॥ ১৬ ॥ চতুর্থমাসিকং
প্রোভং ভুক্ত্বা তত্র মুখী ভবেৎ । স গচ্ছতি ভতঃ প্রোভঃ
ক্রুরং মাসে তু পঞ্চমে ॥ ১৭ ॥ পঞ্চমমাসিকং পিণ্ডং
ভুঙক্তে তত্র পুরে স্থিতঃ । উনবাধ্যাসিকং ক্রৌঞ্চৈঃ
পঞ্চভিঃ সার্কমাসিকৈঃ ॥ ১৮ ॥ তত্র দন্তেন পিণ্ডেন
প্রোভেনাপ্যায়িতস্ততঃ । মুহূর্ত্তাৰ্দ্ধং বিশ্রাম্য কল্পমানঃ
সুদুঃখিতঃ ॥ ১৯ ॥ তৎপুরস্ত পরিভ্রাজ্য তর্জিজ্ঞো বম-
কিস্তরৈঃ । প্রয়াতি চিত্রনগরং বিচিত্রো নাম পার্শ্ববঃ ॥
২০ ॥ যমশ্রাব্যভূজঃ সৌরিযত্র রাজ্যং প্রশান্তি হি ।
তত্র বধ্যাসপিণ্ডেন তৃণঃ সন্ কৃষ্যতে নর ॥ ২১ ॥ মার্গে
পুনঃ পুনস্তস্য বভূক্য জায়তে ভৃশং । মদীরপুত্রঃ পৌত্রো
বা বান্ধবঃ কোপি তিষ্ঠতি ॥ ২২ ॥ দদাতি কশ্চিৎস্যাং
সৌধ্যং পতিতঃ শোকসাগরে । এবং বিলপতো মার্গে
বার্যমাণস্ত্য কিস্তরৈঃ ॥ ২৩ ॥ আরাতি সন্মুখাস্তত্র

থাকে । ১৫ । হে খগেশ্বর ! চতুর্থমাস সমাগত হইলে শৈলাগম-
নামক পুরে উপস্থিত হয় । সেই স্থানে প্রোতের উপরি ও পৃষ্ঠ-
দেশে পাষণসকল পতিত হইতে থাকে । ১৬ । চতুর্থমাসে
পুত্রাদিরা যে প্রোভ করে, তাহা ভোজন করিয়া প্রোত কথঞ্চিৎ
সুখলাভ করে । - অনন্তর পঞ্চমমাস উপস্থিত হইলে ঐ প্রোত
ক্রুরপুরে গমন করে । ১৭ । প্রোত উক্ত ক্রুরপুরে অবস্থিত হইয়া
পঞ্চমমাসিক পিণ্ড ভোজন করে । আর উনবাধ্যাসিক সার্ক-
পঞ্চমাসিক প্রোত পিণ্ড এই লোকেই প্রোতের ভোগ্য হয় । ১৮ ।
এই লোকে উক্তরূপে প্রোভ ও পিণ্ডদ্বারা প্রোত আপ্যায়িত হইয়া
থাকে এবং অর্দ্ধমুহূর্ত্ত বিশ্রাম করিয়া পুনর্বার দুঃখিত ও কল্পমান
হয় । ১৯ । অনন্তর উক্ত পুর পরিভ্রাজ্যপূর্বক বমকিস্তরকর্তৃক
তর্জিত হইয়া চিত্রনগরে গমন করে । বিচিত্র নামে কোন রাজা
এই নগরের অধিপতি । ২০ । উক্ত বিচিত্ররাজ যমের অমৃত্যু,
ইনিই এই স্থানে রাজ্যশাসন করিয়া থাকেন । মহাব্য বাধ্যাসিক-
প্রোত পিণ্ডদ্বারা এই নগরে তৃপ্তি লাভ করে । ২১ । এই মার্গে
প্রোতের পুনঃ পুনঃ লাভপর্যন্ত উপস্থিত হইয়া থাকে । এবং
এই প্রোত বলিয়া থাকে যে, আমার পুত্র, পৌত্র কিবা এমন
কোন বান্ধব আছে যে, আমাকে সুখপ্রদান করিতে পারে ?
একণ আনি শোকসাগরে পতিত আছি । প্রোত এইরূপ

কৈবর্তান্ত সহস্রাংশঃ। বয়স্ভাঙ্গারিবিষায়ো মহাবৈভবরগিৎ
নদীৎ ॥ ২৪ ॥ শতযোজনবিস্তীর্ণং পুয়শোণিতপুরিতাৎ।
নানাপকিসমাকীর্ণং নানাব্যমশভৈরুভাৎ ॥ ২৫ ॥ যেন
তত্র প্রদত্তা গোর্কিয়ুলোককং সানয়েৎ। ন দত্তা চেৎ
খগশ্রেষ্ঠ বৈভবরগ্যাৎ স মজ্জতি ॥ ২৬ ॥ স্বহাবস্থে শরীরে
ভু বৈভবরগ্যাভ্যতকরেৎ। দেয়া চ বিদুষে ধেনুস্তাৎ নদীং
ভর্তুমিচ্ছতা ॥ ২৭ ॥ অদভা মজ্জমানস্ত নিন্দতি স্ব-
সংমুচ্যীঃ। পাথেরার্থং ময়া কিস্তিষ্য প্রদত্তং বিজাতয়ে।
ন তপ্তং ন হৃতং জপ্তং ন স্নানং ন কৃতং শুভং ॥ ২৮ ॥
কিঙ্করা-উচুঃ। বাদৃশং কর্ম চরিতং মূঢ় ভুঙ্কাত্য তাদৃশং।
হা দৈব ইতি সংমুচো ভীষণৈস্তাড্যতে হৃদি ॥ ২৯ ॥
বাখ্যাকিং যচ্ছাদ্ভবত ভুঙ্ক। প্রসপতি। তাক্য তত্র

বিলাপ করিতে থাকে, বমকিঙ্করগণ তাহাকে নিবারণ করে।
২২—২৩। অনন্তর প্রেতের সম্মুখে সহস্র সহস্র কৈবর্ত উপস্থিত
হয়। তাহারা বলে, আমরা তোমাকে এই মহাবৈভবরগীনদী
পার করিব। ২৪। বৈভবরগীনদী শতযোজনবিস্তীর্ণ, ইহা পুং ও
শোণিষার্য পরিপূর্ণ, বিবিধ পক্ষীগণ এই নদীকে সমাকীর্ণ
করিয়া রাখিয়াছে এবং ইহাতে শত শত জলজন্তু বাস করে।
২৫। যে ব্যক্তি পূর্বকালে গোপ্রদান করিয়াছেন, তাহাকে
সেই গো বিফুলোকে লইয়া যায়। আর যিনি গোদান করেন
নাই, তিনি এই বৈভবরগীনদীতে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। ২৬।
বাহারা বৈভবরগীনদীর পরিমাণ ইচ্ছা করেন, তাহারা স্বহা-
বস্থাতে বিধান ব্রাহ্মণকে দেখু প্রদান করিয়া বৈভবরগীত
আচরণ করিবেন। ২৭। দেখু প্রদান না করিলে যখন বৈভব-
রগীতে নিমগ্ন হয়, তখন সেই মূঢ় ব্যক্তিরা আপনাকে নিন্দা
করিয়া থাকে, আমি পরলোকগমনের পাথের সফলার্থ ব্রাহ্মণ-
দিগকে কিছুই প্রদান করি নাই, তপ্তা করি নাই, হোম করি
নাই, জপ করি নাই, দান করি নাই অথবা অন্য কোন সং-
কার্য করি নাই। ২৮। বমকিঙ্করগণ কহিল, রে মূঢ়! তুমি
দেয় পুং কর্ম আচরণ করিয়াছ, তাৎপ কলভোগ কর। তখন প্রেত
“হা দৈব” বলিয়া নৃজিত হয় এবং ভীষণাকার বহুত সকল তাহার
শরীরে ভাঙন করিতে থাকে। ২৯। এই সময়ে স্বাভাসিক প্রাক-
কমল-পিণ্ডাদিভোজন করিয়া গমন করে। হে গরুড় এই

বিশেষেণ ভোজয়েচ্চ বিজান্ শুভান্ ॥ ৩০ ॥ চত্বারিংশ-
তথা সপ্তযোজনানাং শতবরং। প্রয়াতি প্রত্যহং তাক্য
হৃদোরাগ্রেণ কর্ণিতঃ ॥ ৩১ ॥ সপ্তমে মাসি সপ্তপ্রাপ্তে
পুরং বন্ধু। পদং ত্রজেৎ। তত্র ভুঙ্ক। প্রদত্তং বৎ সপ্ত-
মাসিকসত্ত্বং ॥ ৩২ ॥ তৎ পুরং স ব্যতিক্রম্য দুঃখদং
পুরমাশ্রয়েৎ। মহাদুঃখমুপ্রাপ্য স্বমার্গে যাতি বৈ
পুনঃ ॥ ৩৩ ॥ মাস্যকমে প্রদত্তং বৎ তত্র ভুঙ্ক। স গচ্ছতি।
নবমমাসিকং ভুঙ্কতে নানাক্রন্দপুরে স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥
নানাক্রন্দগগান্ দৃষ্ট্য ক্রন্দমানান্ সূদাকগান্। স্বয়ং
শূন্যদয়ঃ সমাক্রন্দতি দুঃখিতঃ ॥ ৩৫ ॥ বিহার তৎ
পুরং প্রেতো যাতি তপ্তপুরং প্রিতি। স্ততপ্তনগরং প্রাপ্তৌ
দশমে মাসি সোহম্মতে ॥ ৩৬ ॥ ভোক্তনৈঃ পিণ্ডদানৈস্ত
দৈন্তস্তত্র স্তখী ভবেৎ। মাসি চৈকাদশে পূর্নৈ রৌদ্রং
স্থানং স গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥ দশৈকমাসিকং ভুঙ্ক। পয়ো-
বর্ধনমিচ্ছতি। মেঘান্তত্র প্রবর্ধন্তি প্রেতানাং দুঃখদায়কাঃ ॥

নিমিত্ত প্রেতের উদ্দেশে বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ৩০।
হে তাক্য প্রেতগণ প্রতিদিন বমদূতকর্তৃক পরিক্রিষ্ট হইয়া
হুইশত সপ্তচত্বারিংশত যোজন গমন করে। ৩১। অনন্তর সপ্তম
মাস উপস্থিত হইলে সেই পুর পরিত্যাগ করিয়া পূর্বাতরে গমন
করিয়া থাকে। সেই সময় সপ্তমমাসিকে প্রদত্ত পিণ্ডাদি ভক্ষণ
করে। ৩২। পরে এই পুর পরিত্যাগ করিয়া অতিদুঃখপ্রদ পুর
আশ্রয় করে। এই পুরে মহাদুঃখ অনুভব করিয়া পুনর্বার
স্বীয়মার্গে গমন করে। ৩৩। এই সময়ে অষ্টমমাসিকপ্রদত্ত পিণ্ড
ভক্ষণ করিয়া গমন করিয়া থাকে। অনন্তর নানাক্রান্ত পুরে
উপস্থিত হইয়া নবমমাসিক প্রদত্ত পিণ্ডাদি ভক্ষণ করে। ৩৪।
তখন নানাক্রন্দপুরবাসিদিগকে অতিহৃদশাপন্ন ও রোমন-
ভংগ দেখিয়া স্বয়ং বহুদুঃখে দুঃখিত ও হতাশ হইয়া রৌদ্রন
করিতে থাকে। ৩৫। অনন্তর প্রেত সেই পুর পরিত্যাগ করিয়া
তপ্তপুরে গমন করে। দশমমাসে স্ততপ্তনগর পাইয়া দশম-
মাসিকপ্রদত্ত পিণ্ডাদি ভক্ষণ করে। ৩৬। এই স্থানে প্রেত
পিণ্ডদানাদি ভোজনদ্বারা স্তখী হয়। অনন্তর একাদশমাস পূর্ণ
হইলে রৌদ্রস্থানে গমন করে। ৩৭। একাদশমাসিকপ্রদত্ত পুণ্ড
ভোজন করিয়া স্বীয়বর্ধন ইচ্ছা করে। তখন প্রেতের সানীপে

৩৮ ॥ নানাঙ্গিকস্ত যচ্ছ্রাদ্ধস্তত্র ভুঙক্তে শুদ্ধাখিতঃ ।
সম্পূর্ণে চ ততো বর্ষে প্রেতঃ শীতপুরং ত্রজেৎ ॥ ৩৯ ॥
শীতাদনগরস্তত্র মহাশীতঃ প্রবর্ততে । শীতার্ভঃ ক্ষুধিতঃ
সোহপি বীকতে হি দিশোদশ ॥ ৪০ ॥ অস্তি মে বান্ধবঃ
কোহপি সো মে দুঃখং ব্যাপোহতি । কিল্লরাস্তং বদন্ত্যেবং
ক তে পুণ্যং হি তাদৃশং ॥ ৪১ ॥ শ্রুত্বা তেবাস্ত তদ্বাক্যং
হা দৈবমিতি ভাষতে । দৈবকং প্রাকৃতং কৰ্ম যন্ময়া মানুবে
কৃতং ॥ ৪২ ॥ এবং সন্ধিত্বা বহুশো ধৈর্যমালভতে পুনঃ ।
চত্বারিংশদযোজনানি চতুর্যুক্তানি বৈ তথা ॥ ৪৩ ॥ ধর্ম-
রাজপুরং দিব্যং গন্ধর্বাপরসঙ্কলং । চতুরাশীতিলক্ষৈশ্চ
মূর্ত্যামূর্তৈরধিষ্ঠিতং ॥ ৪৪ ॥ দ্বাদশৈব প্রতীহারি ধর্মরাজ-
পুরে স্থিতাঃ । শুভাশুভস্ত যং কৰ্ম তে বিচার্য পুনঃ
পুনঃ ॥ ৪৫ ॥ শ্রবণা ত্রক্ষণাঃ পুত্রা মনুষ্যাণাকং চেষ্টিতং ।
কথয়ন্তি তদা কালে পূজিত্যুপূজিতা স্বয়ং ॥ ৪৬ ॥

অতি দুঃখপ্রদ মেঘতকল বর্ষণ করিতে থাকে । ৩৮ । আঙ্গিক
শ্রাদ্ধের পূর্বশ্রাদ্ধপ্রদত্ত পিণ্ডাদি ভোজন করিয়া প্রেত অতিশয়
দুঃখিত থাকে । অনন্তর বর্ষ পূর্ণ হইলে প্রেত শীতপুরে গমন
করে । ৩৯ । এই পুর অতিশয় শীতপ্রধান এবং এষ্ট স্থানে সর্বদা
শীত প্রবৃত্ত আছে । প্রেত এই স্থানে গমন করিয়া শীতার্ভ ও
ক্ষুধিত হয় এবং তৈস্ততঃ অবলোকন করিতে থাকে । ৪০ ।
প্রেত উক্তরূপে ক্লিষ্ট হইয়া বলিতে থাকে, আমার এমন বান্ধব
কে আছে ? যে, এই দুঃখ হইতে মুক্ত করে । তখন যমদূতসকল
প্রেতকে সন্বেদন করিয়া বলে, তোমার এমন কি পুণ্য আছে ?
যে, তুমি এই দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পার । ৪১ । তখন সেট
প্রেত যমদূতগণের নাকা শ্রবণ করিয়া আপন অদৃষ্ট স্মরণপূর্বক
বলিতে থাকে যে, মনুষ্যালোকে দৈবই প্রাকৃত কৰ্ম । আমিও
সেই দৈবের অমুগতী হইয়া কার্য্য করিয়াছি । ৪২ । এইরূপে
বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া প্রেত পুনর্বার ধৈর্য্যবলম্বন করে । চতু-
শ্চত্বারিংশৎ যোজনব্যাপ্ত ধর্মরাজপুর দিব্যস্থান । ইহা গন্ধর্ব
ও অঙ্গরোগণে সমাকুল এবং চতুরাশীতিলক্ষ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত প্রাণি-
গণে অধিষ্ঠিত । ৪৩—৪৪ । এই ধর্মরাজপুরে দ্বাদশ প্রতীহার
অবস্থিত আছে । ইহারাই মনুষ্যের শুভাশুভ কৰ্ম বিচার করিয়া
থাকে । ৪৫ । এই সময়ে ত্রক্ষণনর শ্রবণগণ মনুষ্যের সমস্তকৰ্ম
বলে । এই কৰ্ম্মানুসারেই কলভোগ হইয়া থাকে । ৪৬ । মনুষ্য-

নরৈস্তৈশ্চ কঠৈশ্চ যং প্রোক্তকং কৃতকং যং । সর্ব-
মাবেদয়ন্তি স্ম চিত্তগুপ্তে যমে তথা ॥ ৪৭ ॥ দূরাদ্ধ বণ-
বিজ্ঞানং দূরাদর্শনগোচরং । এবকেষ্টাস্ত তে সর্বৈ স্বর্ভূ-
পাতালচারিণঃ ॥ ৪৮ ॥ তেষাং যত্নান্তধৈবোত্রাঃ শ্রবণাঃ
পৃথগাঃ স্বয়াঃ । এবন্তেষাং শক্তিরস্তি মর্ত্যোমর্ত্যোপকারিকা ॥
৪৯ ॥ ত্রৈতর্দানৈশ্চ যন্তেষাং পূজয়েদিহ মানবঃ । জায়ন্তে
তস্ম্য তে সৌম্যাঃ সুখমৃত্যুপ্রদায়কাঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি ত্রিগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকম্পে যমমার্গ-

গমনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

গরুড়-উবাচ । একো মে সংশয়ো দেব হৃদয়েতীব
বর্ত্ততে । শ্রবণাঃ কস্ম্য পুত্রাশ্চ কথং যমপুরে স্থিতাঃ ॥
১ ॥ মানুবেশ্চ কৃতং কৰ্ম কস্ম্যজ্ঞানস্তি তে প্রভো ।
কথং শৃণুস্তি তে সর্বৈ কস্ম্যজ্ঞানং সমাগতং ॥ ২ ॥ কুত্র

গণ তুষ্টে অগণা রুষ্ট হইয়া যাহা কিছু বলে সেই সমুদায় চিত্তগুপ্ত
ও যমের নিকট আবেদন করে । ৩৭ । যাহারা স্বর্গচারী, ভূচারী
ও পাতালচারী তাহাবা দূর হইতে শুনিতে পার ও দর্শন করিতে
পারে এবং এইরূপই তাহাদিগের চেষ্টা হয় । ৪৮ । ঐ শ্রবণ-
গণ অতি উগ্রপ্রায় এবং তাহাদিগের নামও পৃথক পৃথক ।
তাহারা মর্ত্যালোকে মনুষ্যাগণের উপকার সাধন করে, ইহাই
তাহাদিগের শক্তি । ৪৯ । যাহারা ত্রৈতর্দশাদিহারা যেক্রপে
দেবতার অর্চনা করে, এই যমলোকে তাহাদিগের সেইরূপ
সুখ, দুঃখ ও মৃত্যু হইয়া থাকে । ৫০ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন, হে দেব ! আমার হৃদয়ে একটা সংশয়
বিদ্যমান আছে । আপনি যে শ্রবণগণের নাম কীর্তন করি-
লেন, তাহারা কাহার পুত্র ? এবং 'কি নিমিত্ত যমপুরে অবস্থিতি
করিতেছে ? ১ । প্রভো ! মনুষ্যাগণ যে সকলকৰ্ম করিয়া
থাকে, কি হেতুতে শ্রবণগণ তাহা জানিতে পারে ? আর মনুষ্য-
গণ যাহা বলিয়া থাকে শ্রবণগণ তাহা কি কারণে শুনিতে
পার ? তাহাদিগের এইরূপ জ্ঞানমহাগমের কারণ কি ? ২ ।

ভূজ্ঞান্ দেবেশ কথয়ন্ত প্রসাদতঃ। পক্ষিরাজবচঃ
 শ্রবণা তগবান্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। শৃণু
 বচনং সত্যং সর্বেষাং সৌখ্যদায়কং। তদাহং কথয়িষ্যামি
 শ্রবণানাং বিচেষ্টিতং ॥ ৪ ॥ একীভূতং যদা সর্বং জগৎ-
 স্বাবরজকমং। কীরোদসাগরে পূৰ্ণং ময়ি সুষ্পে জগৎ-
 পত্তৌ ॥ ৫ ॥ নাভিস্থোহজস্তপস্তপে বর্ষাণি স্বেদহুনাপি।
 একীভূতং জগৎসৃষ্টং ভূতগ্রামকতুর্দিকং ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মণা
 নির্মিতং পূৰ্ণং বিষ্ণুনা পালিতং তদা। কত্রাঃ সংহার-
 মুক্তিঞ্চ নির্মিতো ব্রহ্মণা ততঃ ॥ ৭ ॥ বায়ুঃ সর্বগতঃ
 সৃষ্টঃ সৃগন্তেজো বিরজিমান্। ধর্মরাজস্ততঃ সৃষ্টাশ্চত্র-
 গুপ্তেন সংযুতঃ ॥ ৮ ॥ সৃষ্টৈবমাদিকং সর্বং তপস্তপে
 তু পদ্মজঃ। গতানি বহুবর্ষাণি ব্রহ্মণো নাভিপঙ্কজে ॥
 ৯ ॥ যো যো হি নির্মিতঃ পূৰ্ণং তত্তং কর্ম সমাচরেৎ।

দেবেশ্বর! ঐ শ্রবণগণ কোন্ স্থানে ভোজন করে? তাহা অহু-
 গ্রহপূৰ্ণক প্রকাশ করুন। তগবান্ বিষ্ণু পক্ষিরাজ গরুড়ের
 বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতেছেন। ৩। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে
 গরুড়! সকলের সুখদায়ক সত্য বচন শ্রবণ কর। আমি
 তোমার নিকট শ্রবণগণের চরিত্র বর্ণন করিতেছি। ৪। যখন
 চরাচর এই জগৎ একাধিবসয় হইয়াছিল, তখন আমি কীরোদ-
 সাগরে নিমজ্জিত ছিলাম, ঐ সময়ে চতুরানন আমার নাভিতে
 অবস্থিত হইয়া বহুবর্ষ তপস্তা করেন। একাধিবীভূত জগৎকে
 চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ভূতসকল সৃষ্টি করাই তাহার ঐ তপ
 স্কার উদ্দেশ্য ছিল। ৫-৬। প্রথমতঃ ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলে বিষ্ণু তাহা
 পালন করেন। অনন্তর ব্রহ্ম ভূতসকলকে সংহার করিলে ব্রহ্মা
 পুনর্বার সৃষ্টির্যো প্রবৃত্ত হন। ৭। ব্রহ্মা প্রথমতঃ সূর্য্যবাপী
 বায়ু সৃষ্টি করিয়া অনন্তর তেজোময় সূর্য্যের সৃষ্টি করেন। তৎ-
 পরে চিত্রগুপ্তের সহিত ধর্মরাজকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ৮।
 পদ্মযোনি এইরূপে আদিজগৎ সৃষ্টি করিয়া পুনর্বার তপস্যায়
 প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থিত
 হইয়া তপস্তা করিতে করিতে বহুবর্ষ অতীত হইল। ৯। ব্রহ্মা
 ব্রাহ্মকে বাহ্যকে যে যে কর্মে নিযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন,
 তাহারাই সেই সেই কর্ম সমাচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর
 কোন ক্রমে ব্রহ্মা, কত্র, বিষ্ণু এবং ধর্মরাজ ইহারা বহুধা

কস্মিংশ্চিৎ সময়ে তত্র ব্রহ্মলোকসমস্থিতঃ ॥ ১০ ॥ কত্রো
 বিষ্ণুস্তথা ধর্মঃ শাসয়ন্তি বহুক্রুরাং। নজানীমোবরং
 কিঞ্চিজ্জোকরুতামিহোচ্যতাং ॥ ১১ ॥ ইতি চিন্তাপরাঃ
 সর্বের দেবা বিমমৃশস্তদা। সঞ্চিন্ত্য ব্রহ্মণো মন্ত্রং বিবুধৈঃ
 প্রেরিতস্তদা ॥ ১২ ॥ গৃহীত্বা কুশপত্রাণি সোহস্মজদ্বাদশা-
 অজান্। তেজোরশীন্ বিশালাকান্ ব্রহ্মণো বচনাত্তু
 তে ॥ ১৩ ॥ যো যং বদতি লোকেকৈশ্চিন্মিন্ শুভম্মা যদি বা
 শুভং। প্রাপয়ন্তি ততঃ শীত্রং ব্রহ্মণঃ কর্ণগোচরে ॥ ১৪ ॥
 দূরাস্থ বণবিজ্ঞানং দূরাদর্শনগোচরং। সর্বের শৃণুন্তি যৎ
 পার্শ্বাংস্তেভৈর শ্রবণা মতাঃ ॥ ১৫ ॥ স্থিত্বা চৈব তথা
 কাশে জন্তুনাক্ষেষ্টিতস্ত যৎ। তজ্জাত্বা ধর্মরাজাঞ্চে
 মৃত্যুকালে বদন্তি চ। ধর্মকার্থক কামক মোক্ষক কথ-
 রন্তি তে ॥ ১৬ ॥ একো হি ধর্মমার্গশ্চ দ্বিতীয়শ্চার্থ-
 মার্গকঃ। অপরঃ কামমার্গশ্চ মোক্ষমার্গশ্চতুর্থকঃ ॥ ১৭ ॥
 উত্তমাদমমার্গেণ বৈনতেয় প্রয়াস্তি হি। অর্থদাতা বিমা-

শাসন করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা সকলেই বিবেচনা করিতে
 লাগিলেন যে, আমরা কেহই লোকচরিত্র জানি না। ১০-১১।
 দেবগণ এইরূপ চিন্তা করিয়া বিবেচনা করিতেছিলেন এবং
 তাহারাই ব্রহ্মার মন্ত্রণা চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাকে নরতত্ত্ব জানিতে
 প্রেরণ করিলেন। ১২। তখন ব্রহ্মা কুশপত্রদ্বারা দ্বাদশ পুত্র
 স্রজন করিলেন, ইহারা সকলেই তেজীয়ান্ বিশালাক্ষ ও চতুরা-
 ননের অহুগত। ১৩। মৃত্যুকালে যে কোন ব্যক্তি শুভ ও
 অশুভ বাহা কিছু বলিয়া থাকে, ইহাটাই তাহা শীত্র ব্রহ্মার
 কর্ণগোচর করিয়া দেয়। ১৪। এই ব্রহ্মতনয়গণ দূর হইতে
 শ্রবণ করিতে পারে এবং দূরস্থিত পদার্থ দর্শন করিয়া থাকে।
 হে পক্ষিবর! ইহারা সকলেই সকল শ্রবণ করিতে পারে,
 এইনিমিত্ত ইহারা শ্রবণগণ বলিয়া অভিহিত হয়। ১৫।
 শ্রবণগণ আকাশে থাকিয়া জন্তুগণের চরিত্র দর্শন করে। অন-
 তর সেই সকল জানিয়া জন্তুগণের মৃত্যুকালে ধর্মরাজের নিকট
 নিবেদন করে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই সমুদায়ই ধর্ম-
 রাজের গোচর করিয়া দেয়। ১৬। উক্ত ধর্মাদির মধ্যে প্রথম
 ধর্মমার্গ, দ্বিতীয় অর্থমার্গ, তৃতীয় কামমার্গ এবং চতুর্থ মোক্ষ-
 মার্গ জানিবে। ১৭। হে বৈনতেয়! সকল জন্তুই উত্তমাদমমার্গে

নৈমিত্ত অৰ্থঃ কামপ্রদায়কঃ ॥ ১৮ ॥ হংসযুক্তবিমানেন
মোক্ষাকাজী প্রসপতি । ইতরঃ পাদচায়েণ হসিপত্রবনানি
চ ॥ ১৯ ॥ পাৰ্বাণৈঃ কণ্টকৈঃ ক্লিষ্টঃ পাশবদ্ধোষ বাতি
বৈ । যঃ কশ্চিদ্ভানুমে লোকে অবগান্ পূজয়েদিহ ॥ ২০ ॥
বর্জনী জলসম্পূর্ণা পকামপরিপূরিতা । অবগান্ পূজয়ে-
ত্তত্র যয়া সহ খগেশ্বর ॥ ২১ ॥ তস্মাহং তৎ করিষ্যামি
যৎ কুটেরপি দুর্লভং । সন্তোজ্য ত্রাকগান্ তন্ত্যা একা-
দশশতান্ শুচীন্ ॥ ২২ ॥ দ্বাদশং সকলত্রয়ং যম প্রীতৈব
পূজয়েৎ । দেবৈঃ সর্বৈশ্চ সম্পূজ্যঃ স্বর্গং যান্তি সুখ-
শ্রয়া ॥ ২৩ ॥ তৈঃ পূজিতৈরহস্তকশ্চিত্ত্রৈশ্চৈব ধর্মরাট্ ।
তৈস্তৈকৈর্মৎ পুরংযান্তি লোকা ধর্মপরারণাঃ ॥ ২৪ ॥
অবগানাঞ্চ মাহাত্ম্যমুৎপত্তিকেক্ষিতং শুভং । শৃণোতি
পক্ষিশার্দূলস চ পাটপর্ণ লিপাভে । ইহ লোকে সুখং
ভুক্ত্যুৎসর্গলোকে নহীয়েত ॥ ২৫ ॥

ইতি ত্রিগাঙ্কে মহাপুরাণে প্রেতকম্পে অবগোৎ-

পত্তিনাম সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ॥

গমন করিয়া থাকে । যাহারা অর্থদাতা, তাহারা বিমানে এবং
যাহারা কামপ্রদায়ক, তাহারা অশ্বে গমন করে ॥ ১৮ ॥ মোক্ষাকাজী
ব্যক্তি হংসযুক্ত বিমানে এবং ইতরব্যক্তির পাদচায়ে হসিপত্রবনে
গমন করিয়া থাকে । ১৯ । যাহারা পাশচায়ে গমন করে, তাহারা
পাশ ও কণ্টকদ্বারা ক্লিষ্ট ও পাশবদ্ধ হইয়া যাইয়া থাকে ।
এই মাহাত্ম্যলোকে যে কেহ অবগণকে পূজা করে এবং পকাম
পরিপূরিত জলসম্পূর্ণ বর্জনী স্থাপন করিয়া তাহাতে আমার সহিত
অবগণের অর্চনা করে, আমি তাহাদিগের দুর্লভ কার্যসাধন
করিয়া থাকি । ত্তিপুরক শুভলক্ষণাযিত শুদ্ধচিত্ত একাদশ
ত্রাকণ ভোজন করাইয়া এই পূজা সাধ করিতে হইবে । ২০—
২২ । যাহারা আমার প্রীতির নিমিত্ত ঐ দ্বাদশ অবগণকে পূজা
করে, ইহারা দেবগণকর্তৃক পূজনীয় হইয়া সুখলিপার স্বর্গে
গমন করে । ২৩ । যেমন চিত্রগুপ্ত পূজিত হইলেই ধর্মরাজ
ভূট হইলেন, সেইরূপ সেই অবগণ পূজিত হইলে আমি ও সন্ত
হইয়া থাকি এবং তাহারা ভূট হইলেই ধর্মপরারণ লোক সকল
আমারপূরে আগমন করিয়া থাকে । ২৪ । পক্ষিরাজ । যে
ব্যক্তি এই অবগণের মাহাত্ম্য, উৎপত্তি ও কার্য অবগত করে,

অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

ত্রিকৃষ্ণ-উবাচ । অবগানাং বচঃ শ্রোত্বা কণং ধ্যান্য
পুনর্গমঃ । যৎ কৃতঞ্চ মনুষ্যৈশ্চ পুণ্যং পাপমহর্নিশং ॥ ১ ॥
তৎ সর্বঞ্চ পরিজ্ঞায় চিত্রগুপ্তো নিবেদয়েৎ । চিত্রগুপ্ত-
স্ততঃ সর্বং কণ্ডিতস্মৈ বদত্যথ ॥ ২ ॥ বাটৈব যৎ কৃতং
কর্ম কৃতকৈব তু কারিকং । মানসঞ্চ তথা কর্ম কৃতং
ভুঙক্তে শুভাশুভং ॥ ৩ ॥ এবম্বে কথিতং তাক্য প্রেত-
মার্গস্তা নির্ণয়ং । বিশ্রামস্থানানি সর্বাণি স্থানানি কথিতানি
তে ॥ ৪ ॥ তমুদ্दिश्य দদাত্যম্নং সুখং যান্তি মহাধর্মিন ।
দিবারাত্র্যং তমুদ্दिश्य স্থানে দীপপ্রদো ভবেৎ ॥ ৫ ॥ অন্ধ-
কারে মহাঘোরে অপূর্তে লক্ষবর্জিতে । দীপ্তেঃস্থানি চ
তে যান্তি দীপো দত্তশ্চ যৈর্মরৈঃ ॥ ৬ ॥ কার্তিকে চ চতু-
র্दिश्यং দীপদানং সুখায় বৈ । অথ বক্ষ্যামি সঙ্ক্ষেপাৎ
যমমার্গস্তা নিকৃতিং ॥ ৭ ॥ যমোৎসর্গস্তা পুণ্যেন পিতৃ-

সেই ব্যক্তি কদাচ পাপে পরিলিপ্ত হয় না এবং ইহলোকে
সুখভোগ করিয়া অন্তকালে স্বর্গলোকে গমন করে । ২৫ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

ত্রিকৃষ্ণ কহিলেন, যম অবগণের বাক্য অবগত করিয়া কণকাল
খান পুরঃসর মহাবাগ দিবানিশি পুণ্যাপুণ্য যে যে কর্ম করিয়া
ছিল, সেই সমুদায় জানিবার নিমিত্ত চিত্রগুপ্তকে আদেশ করিলেন ।
তখন চিত্রগুপ্ত মহাব্যচেষ্টিত জানিতে পারিয়া সমুদায় যমরাজকে
জানাইল । ১—২ । মহাবাগ বাক্যদ্বারা, কার্যদ্বারা ও মানসদ্বারা
যে যে কর্ম করে, পরলোকে গমন করিয়া সেই সকল কর্মফলভোগ
করিয়া থাকে । ৩ । এই তাক্য ! এই আমি তোমার নিকট প্রেত-
মার্গের নির্ণয় এবং বিশ্রাম স্থানসকল অর্থাৎ জীবগণ প্রেত-
লোকে গমন করিয়া যে যে স্থানে বিশ্রাম করে, তাহা কীর্তন
করিলাম । ৪ । প্রেতকে উদ্দেশ করিয়া অন্নপ্রদান করিলে প্রেতের
মহাপথে সুখে গমন হয় । অতএব সেই প্রেতের উদ্দেশে দিবারাত্র
যথাস্থানে দীপ প্রদান করিবে । ৫ । যাহারা দীপদান করে,
তাহারা প্রান্তরপূর্ণ মহাঘোর অন্ধকারময় লক্ষবর্জিতমার্গেও সুখে
গমন করিয়া থাকে । ৬ । কার্তিকী চতুর্দিশীতে দীপদান করিলে
সুখভোগ হয় । অনন্তর আমি তোমাকে সংক্ষেপে যমমার্গের
নিকৃতি কহিব । ৭ । যমোৎসর্গের পুণ্যফলে সেই প্রেত পিতৃ-

লোকং সগচ্ছতি । একাদশাহপিণ্ডেন শুদ্ধদেহো ভবে-
ততঃ ॥ ৮ ॥ উদককুস্তপ্রদানেন কিল্লরাস্তৃপ্তিমাণুযুঃ । শয্যা-
দাতেনর্কিমানস্হো যাতি মার্গে খগেশ্বর ॥ ৯ ॥ তদ্দিনে
দৌর্যতে সর্বং দ্বাদশাহে বিশেষতঃ । ত্রয়োদশবরিষ্ঠানি
বস্তবস্তি পদানি বৈ ॥ ১০ ॥ যো দদাতি মৃত্যুশ্চৈব জীব-
মেবাস্মিহতবে । তথাশ্রিতো মহামার্গে বৈনত্রেয় স
গচ্ছতি ॥ ১১ ॥ এক এবাস্তি সৰ্বত্র ব্যবহারঃ খগেশ্বর ।
উত্তমীধমমধ্যমানং ততদা বর্জ্জনস্তবেৎ ॥ ১২ ॥ যাবন্তাগ্যং
ভবেদ্যম্ম্য তাবন্মার্গঃ প্রকীৰ্ত্তাতে । স্বয়ং স্বস্থেন বদন্তং
তত্রাধিক্যং কৰোতি তৎ ॥ ১৩ ॥ মৃত্যে যদ্বাক্তবৈদন্তং
তদাশ্রিত্য স্মৃথী ভবেৎ । ইত্যুক্তো বাসুদেবেন গরুড়স্ত-
মখা ত্রবীৎ ॥ ১৪ ॥ গরুড় উবাচ । কস্মাৎ পদানি দেয়ানি
কিং বিধানি ত্রয়োদশ । দৌর্যন্তে দেবদেবেশ তদ্বদস্ব যথা
তথং ॥ ১৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ । ছত্রোপানহবস্ত্রাণি মুদ্রকা

চ কমণ্ডলুঃ । আসনং ভোজনকৈব পদং সপ্তবিধং স্মৃতং ॥
১৬ ॥ আতপস্তত্র যো রোদ্ভো দহ্যন্তে যেন মানবাঃ । হস্ত-
দানেন স্মৃষ্টিয়া জায়তে প্রেতভুক্তিদা ॥ ১৭ ॥ অসিপত্রবনে
ঘোরে শর্করাকণ্টকৈর্যুতে । অশ্বাক্রান্তস্ত তে যান্তি দদতি
যে হ্যাপানহো ॥ ১৮ ॥ আসনং ভোজনকৈব যো দদাতি দ্বিজা-
তয়ে । স্থথেন ভুঞ্জমানস্ত শর্খিণশ্ছেচ্ছনৈরপি ॥ ১৯ ॥ বহু-
ধর্মসমাকীর্ণে মার্গে বৈ ভোরবর্জিতঃ । কমণ্ডলু প্রদানেন
স্মৃথী ভবতি নিশ্চিতং ॥ ২০ ॥ মৃত্যোদ্যেশেন গো দত্বা ছুদ-
পাত্তস্ত তাত্রজং । প্রপাদানসহস্রশ্চ তৎফলং সোহশ্নুতে
ফলং ॥ ২১ ॥ যমদূতা মহারোদ্ভাঃ করালঃ কৃষ্ণপিঙ্গলাঃ ।
ন পীড়য়ন্তি দাক্ষিণ্যদ্বজ্ঞাতরগদানতঃ ॥ ২২ ॥ সান্নিধ্যা বহু-
ক্রপাস্ত নামার্গে দৃষ্টিগোচরে । প্রয়াস্তি যমদূতাশ্চ মুদ্রি-
কারাঃ প্রদানতঃ ॥ ২৩ ॥ ভোজনাসনদানেন হ্যাবাস্মৈ-
র্ভোজনেন চ । আজ্যগজোপবীতভাষ্য পদং সম্পূর্ণতাং
ত্রজেৎ ॥ ২৪ ॥ এবং মার্গে গম্যমানস্ত বার্ত্তঃ শ্রমপীড়িতঃ

লোকে গমন করে । একাদশাহে প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান
করিলে সেই প্রেত শুদ্ধদেহ হয় । ৮ । উদককুস্ত প্রদান
দ্বারা কিল্লরগণ তৃপ্তি প্রাপ্ত হয় । তে খগবর ! প্রেতের
উদ্দেশে শয্যাদান করিলে সেই প্রেত বিমানস্থ হইয়া গমন
করে । ৯ । একাদশাহে বিশেষতঃ দ্বাদশাহে প্রেতের উদ্দেশে
সুর্কদ্রব্য প্রদান করিতে হয় । প্রেতের উদ্দেশে বস্ত্রবিপষ্ট ত্রয়ো-
দশপাত্র প্রদান করা শ্রেষ্ঠকর । ১০ । ইহলোকে বাচিয়া থাকিয়া
প্রেতের উদ্দেশে এবং আত্মার নিমিত্ত বাহা দান করে,
হে বিনতানন্দন ! সেই মানব, সেই দ্রব্য আশ্রয় করিয়া
মহামার্গে গমন করিয়া থাকে । ১১ । হে খগেশ্বর এই এক ব্যব-
হার সর্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে যে, যে ব্যক্তি উত্তম, মধ্যম ও
অধম দ্রব্য প্রদান করে, তাহার সেই সেই দ্রব্য প্রাপ্ত হয় ।
১২ । বাহার যেরূপ ভাগ্য, তাহার সেইরূপ মার্গ হয় । আপনি
স্বস্থ থাকিয়া বাহা দান করে, প্রেতলোকে তাহার অধিক
ফলপ্রাপ্ত হয় । ১৩ । বাক্তবগণ, মৃত ব্যক্তিকে বাহা প্রদান
করে, প্রেত তাহা আশ্রয় করিয়া স্মৃথী হয় । বাসুদেব
গরুড়কে এইরূপ বলিলে গরুড় পুনর্বার তাহাকে কহিতে লাগি-
লেন । ১৪ । গরুড় কহিলেন, কিহেতু প্রেতের উদ্দেশে পদার্থ
দান করিতে হয় এবং কিল্লপ ত্রয়োদশ পদার্থ দান করিবে ?

হে দেবদেবেশ্বর ! এই সমস্ত যথাযথরূপে কীৰ্ত্তন করুন । ১৫ ।
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ছত্র, উপানহ (জুতো) পত্র, মুদ্রিকা (অশু-
রীয়ক) কমণ্ডলু, আসন, পাত্র, এই সপ্তবিধ পদ (বস্তু)
প্রসিদ্ধ আছে । ১৬ । প্রেতলোকে যে প্রথরতর রোদ্ভি আছে,
তদ্বারা মানবগণ দগ্ধ হয়, ছত্র দান করিলে তথায় ভূষ্টদায়িনী
ছায়া লাভ করে । ১৭ । বাহার পাত্ৰকাপুল প্রদান করে, তাহার
কর্কর ও কণ্টকসমাকীর্ণ ঘোরতর অসিপত্রবনে অশ্বারোহণে
গমন করিয়া থাকে । ১৮ । যে নর দ্বিজাতিগণকে আসন
ও ভোজনদ্রব্য প্রদান করে, সে মহাপথে তাহা ভোগ
করিতে করিতে স্থখে গমন করে । ১৯ । কমণ্ডলু প্রদান-
দ্বারা বহুধর্মসম্বিত্ত বারিবর্জিত মার্গে নিশ্চয়ই স্মৃথী হয় ।
২০ । যে মানব মৃত্যোদ্যেশে তাত্রনির্দিষ্ট উদকপাত্র প্রদান করে,
সে সহস্র পানীয়শালা প্রদানের ফলভোগ করে । ২১ । যমদূত-
গণ মহারোদ্ভ, করাল, ভয়ঙ্কর দর্শন ও কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ ; দাক্ষিণ্য-
বশ বজ্রাতরগ দান করিলে তাহার প্রেতকে পীড়াদান করে
না । ২২ । যমদূতগণ বহুরূপী ও আয়ুধধারী । মুদ্রিকা দান করিলে
আয়ুধধারী ঘোররূপ বহুভগণ প্রেতের দৃষ্টিগোচর মার্গে গমন
করিতে পারে না । ২৩ । পাত্র, আসন, আশ্রয়ভোজন, আজ্য ও

ষট্টিদানযোগেন বজ্রদন্তেন নিত্যশঃ । মহিবীরথগো-
দানাং সুখী ভবতি নিশ্চিতং ॥ ২৫ ॥ গরুড়-উবাচ ।
মৃতোদ্দেশেন যং কিঞ্চিদীয়তে সগৃহে বিভো । সগচ্ছতি
মহামার্গে তদন্তং কেন গৃহতে ॥ ২৬ ॥ ত্রিকৃষ্ণ-উবাচ ।
গৃহ্নাতি বরণে দানং সম হস্তে প্রয়চ্ছতি । অহং ভাস্করে
দেবে ভাস্করাং সোঃশ্রুতে ফলং ॥ ২৭ ॥ বিকর্মণঃ
প্রভাবেন বংশচ্ছেদঃ কতিপিহ । সর্কে তে নরকং যাস্তি
যাবৎ পাপস্য সঙ্করঃ ॥ ২৮ ॥ কস্মিংশ্চিৎ মুখরূপেণ
মহিবাসনসংস্থিতঃ । নরকান্বীক্য ধর্ম্মজ্ঞা নানাক্রন্দসমা-
কুলান্ ॥ ২৯ ॥ চতুর্শীতিলক্ষাণাং নরকানাং সদৃশ্বরঃ ।
তেষাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমান্ ধীরেয়াস্তে কবিশ্চিতিঃ ॥ ৩০ ॥
তামিশ্রং লোহশঙ্কুঞ্চ মহারোরবশাল্মলী । রোরবং
কুণ্ডলম্পৃতিমূর্তিকং কালমুক্তকং ॥ ৩১ ॥ সন্ততো লোহ-
তোদকং সবিবং সপ্রতাপনং । মহানরককোকোলং

সজীবঞ্চ মহাপথং ॥ ৩২ ॥ অবীচিমক্সতামিশ্রং কুণ্ডী-
পাকং তথৈব চ । অসীপত্রবনকৈব পতনকৈকবিশংকং ॥
৩৩ ॥ যেহাস্ত নরকে ঘোরে গতান্যদশতানি বৈ । সন্ততি-
নৈব বিদ্রোত দূতত্বং তে প্রয়াস্তি হি ॥ ৩৪ ॥ যমেন প্রেমি-
ভাস্তে বৈ মানুস্য মৃতস্য চ । দিনে দিনে প্রগৃহ্ণন্তি দীপ-
গম্বং ষটাদিকং ॥ ৩৫ ॥ প্রেতৈশ্চৈব প্রযচ্ছন্তি হ্ননকামস্য
সন্তুঃ । মাসান্তে ভোজনং পিণ্ডমেকমিচ্ছন্তি তত্র বৈ ॥
৩৬ ॥ তৃপ্তিং প্রয়াস্তি তে সর্কে প্রতাহকৈব বংসরং ।
এবমাদিকৃতেঃ পুণ্যৈঃ ক্রমতো বংসরং ব্রজেৎ ॥ ৩৭ ॥
ততঃ সযংসরস্যান্তে প্রান্ত্যামনো যমালয়ে । বহুভীতি
পুরে রম্যে হস্তমাত্রং সমুৎসজেৎ ॥ ৩৮ ॥ দশভির্দ্বির্দশ-
র্জ্জাতং তদেহং দশপিণ্ডজং । জামদগ্ন্যেখা রামং দৃষ্ট্বা
তেজঃ প্রসর্পতি ॥ ৩৯ ॥ কর্ম্মজং দেহমশ্রিত্য পূর্ন-
দেহং সমুৎসজেৎ । অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ শমীপত্রং সমা-
কহেৎ ॥ ৪০ ॥ ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পটদকেন যথৈবৈকেন

যজ্ঞোপবীত প্রদান করিলে প্রেত সম্পূর্ণ পদলাভ করে । ২৪ ।
মার্গে গমন করিতে করিতে প্রেত তুষার্ত ও শ্রমপীড়িত হয় ।
ঐ সময় বজ্রগণের প্রদত্ত ঘট ও অন্নদানের ফলে কপঞ্চিৎ শ্রান্তি
দূর হয় । মহিবীকৃত, রথ ও গোদান করিলে প্রেত পরলোকে
নিশ্চয় সুখী হইয়া থাকে । ২৫ । গরুড় কহিলেন, হে বিভো !
মৃতের উদ্দেশে যাচা কিছু দান করিয়া থাকে, ঐ সকল দান দ
নিজ গৃহে সম্পন্ন হয় এবং প্রেত মহামার্গে গমন করে, সুতরাং
কিছুপে ঐ প্রেত নিজ গৃহে প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করিতে পারে । ২৬ ।
কৃষ্ণ কহিলেন, বজ্রগণ প্রেতের উদ্দেশে যাচা কিছু দান করে,
বরণ ঐ দান গ্রহণ করিয়া আমার হস্তে প্রদান করেন, আমি
ভাস্করকে অর্পণ করি, প্রেত ভাস্কর হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া
ভক্ষণ করে । ২৭ । এই ক্ষিতিলে নিম্নতকর্ম্মের প্রভাবে বংশচ্ছেদ
হয় । যে পর্য্যন্ত পাপের সংস্কর না হয়, তাবৎ তাহার নরক-
ভোগ করে । ২৮ । কোন সময়ে যমরাজ মহিবাসনে সুখোপবিষ্ট
হইয়া নানাক্রন্দগণে পরিব্যাপ্ত নরক ধর্ম্মদায় দর্শন করিলেন ।
ধর্ম্মরাজ চতুরলীতি লক্ষ নরকের ঈশ্বর । তাহার মধ্যে একশ
প্রকার ধীরের নামক নরক শ্রেষ্ঠতম । ২৯—৩০ । তামিশ্র, লোহ-
শঙ্কু, মহারোরব, শাল্মলী, রোরব, কুণ্ডল, স্পৃতিমূর্তিক, কাল-
মুক্তক, সন্তত, লোহতোদ, সবিব, সপ্রতাপন, মহানরক,

কোকোল, সজীব, মহাপথ, অবীচি, অক্সতামিশ্র, কুণ্ডীপাক,
অসীপত্রবন, পতন ইহারাই একবিশতিপ্রকার নরক । ৩১—৩৩ ।
যাহারা ঘোরতর নরকে শতবর্ষ গত করিয়াছে, তাহাদের যদি
সন্ততি না থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের দূতত্ব প্রাপ্তি হয় ।
৩৪ । তাহারা যমকর্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রতিদিন মৃতের উদ্দেশে
দীপ, অন্ন ও ঘটাদিগ্রহণ করে । ৩৫ । মাসান্তে এক এক পিণ্ড
ভোজন টেঁচা কবে, এই নিমিত্ত অন্নকাম ও তৃষ্ণাতুর প্রেতের
উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদান করিতে হয় । ৩৬ । প্রেতগণ প্রতিদিন
পুঞ্জাদিপ্রদত্ত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া সংবৎসর পরিতৃপ্ত থাকে । এই-
রূপ পুণ্যদ্বারা ক্রমে সযংসর গত হয় । ৩৭ । সযংসরান্তে
যমালয় আগমন হইলে বহুভীতিপূর্ণ রম্য যমালয়ে হস্তমাত্র
দেহের সৃষ্টি হয় । ৩৮ । মনুষ্যের মরণের পর প্রেতের উদ্দেশে দশ-
দিবসে যে দশপিণ্ড অর্পণ করিয়া থাকে, তাহা হইতেই এই দেহ
সমুৎপন্ন হয় । যেমন রামকে দর্শন করিয়া যমদায়ের তেজঃ
বর্চিগত হইয়াছিল, সেইরূপ জীব কর্ম্মজ দেহ আশ্রয় করিয়া
পূর্নদেহ পরিত্যাগ করে এবং সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ শমীপত্রে
আরোহণ করে । ৩৯—৪০ । যেমন অমোকা তৃণান্তর গ্রহণ করিয়া
পূর্নপ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জীব একপদে পূর্নদেহে

গচ্ছতি । যথা ত্বজলোকেষু দেহী কৰ্ম্মানুগো বশঃ ॥
৪১ ॥ বাসাসি জীর্ণানি যথা বিহার্য নবানি গৃহ্নাতি
নরোহপরাণি । তথা শরীরানি বিহার্য জীর্ণান্যান্যানি
গৃহ্নাতি নবানি দেহী ॥ ৪২ ॥

ইতি ত্রিগন্ধে মহাপুরাণে প্রেতকম্পে পিণ্ডদেহ-
নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

ত্রিকল্প উবাচ । বায়ুভূতঃ ক্ষুধাবিকটঃ কৰ্ম্মজং দেহ-
মাশ্রয়েৎ । তং দেহং স সমাসাদ্য যমেন সৌখ্যপি গচ্ছতি ॥
১ ॥ চিত্রগুপ্তপুরস্তুত্র যোজনানাস্ত বিংশতিঃ । কায়স্থা-
স্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যে চ সৰ্ব্বশঃ ॥ ২ ॥ মহাদানেন
দত্তেষু গতস্তত্র সুখী ভবেৎ । যোজনানাকতুর্কিংশং পুরং
বৈবস্বতং শুভং ॥ ৩ ॥ লোহং লবণকার্পাসং তিলপাত্র-
কটয়ঃ কৃতং । তেন দত্তেন তৃপ্যন্তি যস্য পুরবাসিনঃ ॥
৪ ॥ তত্র গম্মা তু তে সৰ্ব্বে প্রাতিহারং বদন্তি হি । ধৰ্ম্ম-
ধ্বজপ্রাতিহারস্তত্র তিষ্ঠতি সৰ্ব্বদা ॥ ৫ ॥ সপ্তদানাস্য

অবস্থিত থাকিয়া পদাঙ্কবদ্বারা অপর দেহ আশ্রয় করে। ৪১।
যেমন নরগণ জীর্ণ বসনসকল পরিত্যাগ করিয়া অপর নব বসন
প্রাপ্ত করে, সেইরূপ দেহিগণ জীর্ণ শরীর পরিত্যক্ত করিয়া অল্প
নূতন শরীর গ্রহণ করে। ৪২।

নবম অধ্যায় ।

ত্রিকল্প কহিলেন, প্রেত বায়ুরূপী ও ক্ষুধাবিষ্ট হইয়া কৰ্ম্ম-
জনিত দেহ আশ্রয় করে এবং সেই দেহ পাঠিয়া যমের সহিত
গমন করিতে থাকে। ১। তথায় বিংশতিযোজন বিস্তীর্ণ চিত্র-
গুপ্তের পুর অবস্থিত আছে। তথায় কায়স্থগণ, সৰ্ব্বপ্রকার
পাপপুণ্য দর্শন করে। ২। মহাদান প্রদান করিলে সেখানে গমন
করিয়া সুখী হয়। শুভকর বৈবস্বতপুর চতুর্কিংশতিযোজন
বিস্তীর্ণ। ৩। লোহ, লবণ, কার্পাস এবং তিলপাত্রসমূহ প্রদান
করিলে যমপুরবাসী সকলেই তৃপ্ত হয়। ৪। তাহার সকলে
তথায় গমন করিয়া দ্বারপালকে প্রেতব, শুভশুভ কহিয়া
থাকে। ধৰ্ম্মধ্বজ দ্বারপাল সৰ্ব্বদা সেই স্থানে অবস্থিত করে। ৫।

দানেন প্রীতো ধৰ্ম্মধ্বজো ভবেৎ । তত্র গম্মা প্রাতিহারো
ক্রতে তস্য শুভাশুভং ॥ ৬ ॥ ধৰ্ম্মরাজস্য যদ্রূপং সন্তঃ
স্মৃতিনো জনাঃ । পশ্যন্তি চ দূরাত্মানো যমরূপং দূরা-
সদং ॥ ৭ ॥ তং দৃষ্ট্বা ভয়ভীতস্ত হ্যাহেতি বদতে জনঃ ।
কৃতং দানস্ত বৈশ্বৈতৈর্ন ভয়ং বিদ্রতে কচিং ॥ ৮ ॥ প্রাপ্তং
স্মৃতিনং দৃষ্ট্বা স্থানচলতি সূর্য্যাজঃ । এব য়ে মণ্ডলং
ভিত্ত্বা ব্রহ্মলোকং হি গচ্ছতি ॥ ৯ ॥ দানেন সুলভো
ধৰ্ম্মো যমমার্গে সুখাবহঃ । এব মার্গো বিশালোহ্রৈ
ন কেনাপ্যনুগম্যতে ॥ ১০ ॥ দানপুণ্যং বিনা সমাঙ্ নগচ্ছে-
দ্ব্যর্থমন্দিরং । অস্মিন্মার্গে তু যৌজ্যে চ ভীষণা যমকিঙ্করাঃ ॥
১১ ॥ পাশদণ্ডধরা যোরাঃ সহস্রাণি চ যোড়শ । একৈ-
কস্য পুরস্ম্যাগ্রে সহস্রৈশ্চকণ তিষ্ঠতি ॥ ১২ ॥ পাপিনং
প্রাপ্য পাচ্যস্তে উদকে যাতনা করাঃ । গৃহ্ণন্তি মাস-
মাসান্তে পাদশেষস্ত যদ্রবেৎ ॥ ১৩ ॥ উর্দ্ধদৈহিকদানানি
বৈ ন দত্তানি কাশ্যপ । মহাকষ্টেন হে যান্তি তস্মাদ্দের্যানি

সপ্তদাত্ত প্রদান করিলেই ধৰ্ম্মধ্বজ প্রীত হয়। তথায় গমন
করিয়া দ্বারপাল তাহার শুভাশুভ কীৰ্ত্তন করে। ৬। স্মৃতি ও
সজ্জনগণ, ধৰ্ম্মরাজের শোভনরূপ এবং চরিত্রগণ যমের ভয়ঙ্কর-
রূপ দর্শন করিয়া থাকে। ৭। তাহাকে দেখিয়া ছন্দুতিগণ,
ভীত হইয়া ভাঙাকারে রোদন করিতে থাকে। কিন্তু
যাহারা দানদিসংক্রিয়া করিয়াছে, তাহাদের কোথাও
ভয় নাই। ৮। সূর্য্যাতনয় যম স্মৃতিগণকে উপস্থিত
দেখিয়া স্বস্থান হইতে উখিত হইয়া বলেন, এ ব্যক্তি
আমার মণ্ডল ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছে। ৯।
দানদ্বারা ধৰ্ম্ম সুলভ হয় এবং যমমার্গ সুখজনক হয়। এই
মার্গ বিশাল, ইহাতে কেহই অল্পগমন করে না। ১০। সমাক
দান ও পুণ্যবতিরেকে কেহই ধৰ্ম্মমন্দিরে গমন করিতে পারেন
না। এই মার্গে প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর যমকিঙ্করগণ বিদ্যমান রহি-
য়াছে। ১১। যোড়শসংখ্যক যমকিঙ্কর আছে, তাহার সকলেই
পাশ ও দণ্ডধারী, এক এক পুরের অগ্রে এক এক সহস্র কিঙ্কর
অবস্থান করে। ১২। যাতনাদায়ী কিঙ্করগণ, পাপিগণকে প্রাপ্ত
হইয়া স্তম্ভ উদকে পাক করিতে থাকে। যাহা পাদশেষ থাকে,
তাহা তাহার মাস মাস পরে গ্রহণ করে। ১৩। হে কল্পদ্বিজ!

শক্তিঃ ॥ ১৪ ॥ অদ্বা পশুদগতি গৃহীতো বধবন্ধনৈঃ ।
এবং ক্রতে চ সম্প্রশ্যেৎ স নরঃ কৃতকর্মণঃ ॥ ১৫ ॥
দৈবিকীং পৈতৃকীং যোনিং মানুষীষাধ নারকীং । ধর্ম-
রাজস্বা বচনানুজিতবতি বা ততঃ ॥ ১৬ ॥ মানুষ্যক-
তঃ প্রাপ্য সুপুত্রে পুত্রতাং ব্রজেৎ । যথা যথাক্রমে কর্ম-
তাং তাং যোনিং ব্রজেন্নরঃ ॥ ১৭ ॥ তত্বেইব হি ভুঞ্জানো
বিচরেন সর্বলোকতঃ । অশাস্বতং পরিজ্ঞায় সর্বং
লোকাস্তরং সুখং ॥ ১৮ ॥ যদা ভবতি মানুষ্যং তদা ধর্ম-
সমাচরেৎ । ক্রময়ো ভস্ম বিষ্ঠা বা দেহানাং প্রকৃতিঃ
সদা ॥ ১৯ ॥ অন্ধরূপে মহারৌদ্রে দীপহস্তঃ পিতৃতাপি ।
যদা পুণ্যপ্রভাবেন মানুষ্যং জন্ম লভাতে ॥ ২০ ॥ যন্তং
প্রাপ্য চরেক্ষ্মণ্যং স গচ্ছেৎ পরমাক্রতিং । অপি জ্ঞান-
বধা ধর্মং দুঃখমায়তি যাতি চ ॥ ২১ ॥ জাতীশতেন

লভতে কিল মানুষ্যং তত্রাপি দুর্লভতরং খগভো বিজ্ঞতং ।
যন্তম্ পালয়তি লালয়তীশ্রয়াণি তস্যামৃতং করতি হস্ত-
গতং প্রমাদাৎ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকণ্ঠে যমলোক-
গমনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

গরুড় উবাচ । যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ কুত্র বাসং
লভন্তি তে । প্রেতলোকাদ্বিনমুক্তাঃ কথমুজ্জন্তি কিস্বিধং ॥

১ ॥ চতুরশীতিলক্ষৈশ্চ নরকৈঃ পৃথুপাসিতাঃ । যমেন
রক্ষিতাশ্চৈব দুতৈশ্চৈব সহস্রাঃ ॥ ২ ॥ বিচরন্তি কথং
লোকে নরকাস্ত বিনিঃসৃত্যঃ । রাক্ষসারক্ষপালৈশ্চ
বিচরাস্ত দিব্যানিশং । পক্ষীশ্চৈব ত্রিদং পৃষ্ঠৌ লক্ষ্মী-
নাথোহব্রবীদদং ॥ ৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । পাক্ষিকাজ শৃণু-
ষ্বত্বং যথা প্রেতাশ্চরন্তি বৈ । পরস্বহরণার্থা যো পত্ন্যশ্বেষণ-

যাহারা পবলোকের উদ্দেশে ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া করে না, তাহারা
অতিকষ্টে গমন করে, অতএব নিজশক্তি অনুসারে দানাদিক্রিয়া
করা অপ্রাপ্য কর্তব্য । ১৪ । দানাদি না করিলে বধবন্ধনে পরি-
গৃহীত হইয়া পশুর জায় গমন করে । এইরূপ করিলে সেই
নর নিজকৃত কর্মফল দেখিতে পায় । ১৫ । তাহারা ধর্মরাজের
বচনে দৈবী বা পৈতৃকী বা মানুসী বা নারকী যোনিলাভ করে,
অথবা তাহাহইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয় । ১৬ । তদনন্তর নমুস্যাত
লাভ করিয়া সং কি অসৎকুলে জন্মপরিগ্রহপূর্বক যে ব্যক্তি
যে রূপ কর্ম করে, পুনর্বার সেই ব্যক্তি সেইরূপ যোনিপ্রাপ্ত
হয় । ১৭ । আর জীবগণ যে যে যোনিপ্রাপ্ত হয়, সেই সেই
যোনিবিহিত ভোগাদ্রাভোগ করিয়া সর্বলোকে বিচরণ
করে । পরে সেই সকল লৌকিকসুখ অনিত্য টহা অংগত হইয়া
যখন মানুষ্য লাভ করে, তখন ধর্মোচরণ করিতে থাকে । ক্রমি,
জন্ম ও বিষ্ঠা এই সকলই দেহের নিয়ত প্রকৃতি । অর্থাৎ দেহ
ক্রমতঃ ক্রিমি, ভস্ম ও বিষ্ঠা এই সকল অবস্থা প্রাপ্ত হয় । ১৮ । ১৯ ।
অন্ধরূপে বা মহারৌদ্রনরকে পতিত হইলেও তখন পুণ্যপ্রভাবে
দীপ হস্ত হইয়া উথিত হয় এবং মনুষ্য লাভ করে । ২০ । যে
নর, মনুষ্যলাভ করিয়া ধর্মোচরণ করে, সে পরম গতি প্রাপ্ত
হয় । ধর্ম যথা এইরূপ জ্ঞান হইলে দুঃখভোগ হয় এবং এই
লংগারে শরবার খাতরিত করিতে থাকে । ২১ । শতযোনি

পরিভ্রমণের পর মানুষ্য লাভ হয় হে খগ ! মনুষ্যত্বের মধ্যে
দ্বিজাত্য অতি দুর্লভ, যে ব্যক্তি সেই বিজাত্য লাভ করিয়া
ধর্মপালন করে না, পরন্তু ইন্দ্রিয়গণের বন্দীভূত হইয়া কাল-
যাপন করে, তাহার হস্ত হইতে প্রামাণ্যে অমৃতক্ষরিত হইয়া
পড়ে সন্দেহ নাই । অর্থাৎ সে মোক্ষমার্গে গমন করিয়াও তথা
হইতে ভ্রষ্ট হয় । ২২ ।

দশম অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন, যে কেহ প্রেতরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহারা কোন্
স্থানে বাস করে । আর প্রেতলোক হইতে নির্মুক্ত হইয়া কি
প্রকারে পাপভোগ করে ? ১ । প্রেতগণ চতুরশীতিলক্ষ নরক-
ভোগ করে । যম এবং তাহার সহস্র সহস্র কিস্কর প্রেতগণকে
রক্ষা করে । তবে কিরূপে তাহারা নরক হইতে বহির্গত হইয়া
লোকমধ্যে বিচরণ করে ? । 'যেহেতু' রক্ষকগণ দিবারাত্র ভ্রমণ
করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে । লক্ষ্যপতি পক্ষী
গরুড়কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিতেছেন । ২—৩ ।
শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে পক্ষীশ্বর ! প্রেতগণ বৈরাগ্যে বিচরণ
করে, তাহা শ্রবণ কর । যাহারা পরম অপহরণে, পত্নী ও আত্মজ-

তৎপরাঃ ॥ ৪ ॥ তথৈব সৰ্বপাপিষ্ঠা আত্মজান্বেষণে
রতাঃ। বিচরন্ত্যশরীরান্তে কুংপিপাসাদিতা ভূশং ॥
৫ ॥ বন্দিগ্রহবিনিমুক্তা যথা নশ্চন্তি জন্তবঃ। তথ
নশ্চন্তি তে প্রেতা বধং কৃত্বা সহোদরে ॥ ৬ ॥ পিতৃদ্বারাগ্নি
কন্ধন্তি তস্মাগ্ছেদকাস্তথা। পিতৃভাগাংশ্চ গুরুন্তি পথি-
কান্ তস্করা ইব ॥ ৭ ॥ স্ববেশ্ম পুনরাগত্য মৃত্যোৎসর্গা
বিশন্তি তে। তত্র স্থিতা নিরীক্শন্তে রোগশোকাদিনা
জনং ॥ ৮ ॥ জ্বররূপেণ পীড্যন্তে হ্যেকান্তরামিবেণ
তু। চিন্তয়ন্তি সদা তেষামুচ্ছিষ্টাদিশূলস্থিতাঃ ॥ ৯ ॥
আত্মজানাং ছলং লোকে ভূতজাতৈশ্চ রকিতাঃ। পিবন্তি
তত্র পানীয়ং ভোজনোচ্চিষ্টযোজিতং। সদা পাপরতাঃ
পাপা এবং পীড়াং প্রকুর্ষতে ॥ ১০ ॥ গরুড়-উবাচ। কথং
কুর্ষন্তি তে প্রেতাঃ কেন রূপেণ কস্ম্য কিং। জ্ঞারন্তে কেন
বিধিনা জম্পান্তি ন বদন্তি বা ॥ ১১ ॥ এবং হিঙ্কি মনোমোহং
মম চেদিহসি প্রিয়ং। কলিকালে হৃষীকেশ প্রেতং

জায়তে বহু ॥ ১২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। স্বকুলং পীড়য়েৎ
প্রেতঃ পরং ছিদ্বেণ পীড়য়েৎ। জীবংশ্চ কুরুতে মেহং
মৃতোহুচ্চিষ্টমাপুয়াৎ ॥ ১৩ ॥ কত্রজাপী ধর্ম্মরতো দেবতা
ত্ৰিধিপূজকঃ। সত্যবান্ প্রিয়বাদী চ ন স প্রেতৈশ্চ
পীড়্যতে ॥ ১৪ ॥ গায়ত্রীজাপ্যনিরতো বৈশ্বদেবরতো
গৃহী। শ্রাদ্ধকর্ত্তীর্থসেবী চ ন স প্রেতৈশ্চ পীড়্যতে ॥ ১৫ ॥
সর্বক্রিয়াপরিভ্রষ্টো নাস্তিকো দেবনিন্দকঃ। অসত্য-
বাদনিরতো নরঃ প্রেতৈঃ প্রপীড়্যতে ॥ ১৬ ॥ কলৌ
প্রেতভ্যম্পোতি ভাৰ্গ্যশুদ্ধক্রিয়াপরঃ। কৃতাদৌ দ্বাপরং
যাবন্ন প্রেতানৈব পীড়নং ॥ ১৭ ॥ বহুনা মেকজাতীনা মেকঃ
সৌখ্যং সমশ্নুতে। একোহুচ্চ তর্কমা চ হোকঃ সন্ততি-
বর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥ একঃ স পীড়্যতে প্রেতৈরেকঃ পুত্রসম-
ম্বিতঃ। একস্ম পুত্রনাশঃ স্ম্যাৎ পুত্রো ন লভতে সদা ॥
১৯ ॥ বিরোধো বন্ধুভিঃ সার্কং প্রেতদোষোহস্তি তত্র বৈ।

গণের অধেষণে তৎপর, সেই সকল অশরীর পাপিষ্ঠ প্রেতগণ
অতিশয় কুংপিপাসায় অত্যন্ত পরিপীড়িত হইয়া বিচরণ করিয়া
থাকে। ৪—৫। বন্দিগ্রহ হইতে বিনিমুক্ত হইয়া জন্তগণ যেরূপ
বিনষ্ট হয়, সহোদরের বধ করিয়া প্রেতও সেইরূপে বিনষ্ট
হইয়া থাকে। ৬। প্রেতগণ পিতৃদ্বার সকলের রোধক ও উচ্ছে
দক হয়। তদ্বার যেমন পথিকের সর্ব্বই হরণ করে, প্রেতগণও
সেইরূপ পিতৃভাগ গ্রহণ করিয়া থাকে। ৭। প্রেতসকল পুন-
র্কীর নিজগৃহে আগমন করিয়া মৃত্যোৎসর্গাদির স্থানে অবস্থিত
হয়। সেখানে থাকিয়া রোগশোকাদি দ্বারা পরিপীড়িত জনগণকে
নিরীক্ষণ করে। ৮। অনন্তর একান্তরিত অর তাহাদিগকে পীড়া
প্রদান করে এবং তাহাদের উচ্ছিষ্টাদিশূলে অবস্থিত হইয়া
নিয়তই চিন্তা করিতে থাকে। ৯। তথায় ভূতগণকর্ত্তক রকিত
হইয়া পুত্রগণের ছলাধেষণপূর্ব্বক উচ্ছিষ্টভোজনযুক্ত পানীয় পান
করে। এইরূপে সেই পাপযুক্ত প্রেতগণ লোকসকলেরও
আত্মীয়গণের পীড়া করিয়া থাকে। ১০। গরুড় কহিলেন, প্রেত-
গণ কোনরূপ পরিগ্রহ করিয়া কি প্রকারে, তাহার কি কার্য
করিয়া থাকে? কিরূপেই বা সকল জাত হইয়া এবং তাহারা কিরূপ
জন্মবা করে ও বাধ্য উচ্চারণ করে না। ১১। হে মধুসূদন! যদি

আমার প্রিয়কামনা আপনার মনে থাকে, তবে আমার এই
মনোমোহ ছেদন করুন। হে হৃষীকেশ! কলিকালে অনেকেই
প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। ১২। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, প্রেতগণ নিজকুলের
পীড়া উৎপাদন করে, হিঙ্গ পাইলে অপরেরও পীড়ন করিয়া
থাকে। যে জন্তগণ বাঁচিয়া থাকিয়া মেহ করে, তাহারা ই মর-
ণান্তে অতিশয় ছষ্ট হয়। ১৩। যাহারা কত্রজ জপ করে, ধর্ম্মরত,
দেবতা ও অতিথির পূজক, সত্যবাক্য ও প্রিয়বাদী, এই সকল
ব্যক্তিকে প্রেতগণ পীড়া দিতে পারে না। ১৪। যাহারা গায়ত্রী
জপে নিরত, যে গৃহী বৈশ্বদেবের বলিপ্রদান করে, যাহারা পিতৃ-
গণের শ্রাদ্ধকারী ও তীর্থসেবী এই সকল মানবকে প্রেতগণ
পীড়া দিতে সমর্থ হয় না। ১৫। সর্ব্বক্রিয়া হইতে ভ্রষ্ট, নাস্তিক,
দেবনিন্দক ও মিথ্যাবাদী নরগণকে প্রেতগণ অধিকতর পীড়া
দান করিয়া থাকে। ১৬। কলিকালেই অশুদ্ধ ক্রিয়াচারী মানব-
গণ প্রেতত্ব লাভ করে। কিন্তু সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে প্রেতত্ব
অথবা পীড়ন কিছুই ছিল না। ১৭। এক জাতের বহুতর জন-
গণের মধ্যেও একজন স্বথভোগ করে, একজন পাপকারণ্য রত
থাকে। অপর ব্যক্তি সর্ব্বত্র বর্জিত হয়, কেহবা প্রেতগণকর্ত্তক
পরিপীড়িত হয়, একজন পুত্রসম্বিত হইয়া থাকে, এক জনের
পুত্রনাশ হয় এবং একজন নিত্যকাল পুত্রলাভে বঞ্চিত থাকে।
১৮—১৯। একজনকে বন্ধুগণের সহিত বিরোধ হয়, তাহারও

সন্ততির্নৈব দৃশ্যেত সমুৎপন্নো বিনশ্চতি । পশুদ্রব্যবিনা-
শশ্চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২০ ॥ প্রকৃতিশ্চ বিবর্তেত
বিদেষঃ সহ বজ্রভিঃ । অকস্মাদাসনপ্রাপ্তিঃ সা পীড়া প্রেত-
সম্ভবা ॥ ২১ ॥ নাস্তিক্যং ব্রতলোপশ্চ মহালোভস্তথৈব চ ।
দম্ভশ্চ কলহোনিত্যং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২২ ॥ মাতা-
পিত্রোশ্চ হস্তা চ দেবত্ৰাঙ্কণদূষকঃ । হত্যাদোষমবাপ্নোতি
সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২৩ ॥ নিত্যকর্মবিমুক্তশ্চ জপ-
হোমবিবর্জিতঃ । পরদ্রব্যাপহর্তা চ সা পীড়া প্রেত-
সম্ভবা ॥ ২৪ ॥ তীর্থং গতা পরাসক্তঃ স্বরূত্যঞ্চ পরিত্যজেৎ ।
ধর্মকারণ্যে ন সম্পত্তিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২৫ ॥ স্তুতিকৈ
কুশিনাশঃ স্মাৎ ব্যবহারো বিনশ্চতি । লোকে কলহকারী
চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২৬ ॥ মার্গেতু গচ্ছতশ্চৈব পীড়-
য়েদ্বাথ মণ্ডলী । তত্র সংপীড়্যতে প্রেতৈরিতি সত্যং বচো
মম ॥ ২৭ ॥ হীনজাতিষু সম্বন্ধো হীনকর্ম করোতি চ । অধর্ম
রমতে নিত্যং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২৮ ॥ ব্যসনৈর্দ্রব্য-
নাশঃ স্মাদুপক্রান্তঞ্চ নশ্চতি । চৌরাগ্নিরাজডিহানিঃ সা

সন্ততি দৃষ্ট হয় না, কাহারও সম্ভান উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হয় ।
কাহার পশুবিনাশ ও দ্রব্যবিনাশ জনিত হুঃখভোগ ঘটে, এই
সকলই প্রেতদোষ হইতে উৎপন্ন । ২০ । প্রকৃতির বিপর্যয় ও
বজ্র সহিত বিদেষ, অকস্মাৎ বিপৎপাত এই সকল প্রেতসম্ভব
পীড়া জানিবে । ২১ । নাস্তিকতা, ব্রতলোপ, দম্ভ ও নিত্যকলহ
এই সকল প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে । ২২ । মাতৃপিতৃহিংসা, দেব
নিন্দা, ত্রাঙ্কণের দোষ কীর্তন, হত্যাদোষ এই সমস্তই প্রেত-
দোষে উৎপন্ন হয় । ২৩ । নিত্যকর্মপরিত্যাগ ও জপহোমবর্জন
পরদ্রব্যাপহরণ এই সকল প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে । ২৪ । তীর্থে
গমন করিয়া পরের প্রতি আসক্তি, নিজক্রিয়া পরিত্যাগ,
ধর্মকারণ্যে অপ্রবৃতি, এই সকল প্রেতদোষে ঘটয়া থাকে । ২৫ ।
স্তুতিকৈ কুশিনাশ, সব্যবহারবিনাশ, লোকের সহিত কলহ,
এই সকল প্রেতদোষে উৎপন্ন হয় । ২৬ । পথে গমনকালে বায়ু-
মণ্ডলে অতিক্রান্ত প্রভৃতি পাপকার্য ও প্রেতদোষে সংঘটিত হয় ।
আমার এই বাক্য সত্য জানিবে । ২৭ । হীনজাতির সহিত
বজ্রতাবদ্ধন এবং হীন কর্মে, অহুংগ, অধর্মে রতি ইহাও
প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে । ২৮ । ব্যসনে দ্রব্যনাশ, কার্য

পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ২৯ ॥ মহারোগোপপত্তিশ্চ স্বতনু-
পীড়নস্ত যৎ । জায়া সংপীড়্যতে যত্র সা পীড়া প্রেত-
সম্ভবা ॥ ৩০ ॥ শ্রুতি স্মৃতিপুরাণেষু ধর্মকারণ্যেষু চৈব
হি । অভাবো জায়তে যেষাং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩১ ॥
দেবতীর্থদ্বিজাভীনাং ভাবশুদ্ধ্যা ন মন্যতে । প্রত্যক্ষং বা
পরোক্ষং বা দুষয়েৎ প্রেতভাবতঃ ॥ ৩২ ॥ জ্রীণাং গর্ভ-
বিনাশঃ স্মান্ন পুষ্পং দৃশ্যতে তথা । বালানাং মরণং যত্র
সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৩ ॥ পুষ্পং প্রদৃশ্যতে যত্র
কলং নৈব প্রদৃশ্যতে । বিরোধো ভার্য্যায়াসাঙ্কং সা পীড়া
প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৪ ॥ ভাবশুদ্ধ্যা ন কুরুতে শ্রাদ্ধং সাযৎ-
সরাদিকং । স্বয়মেব ন কুর্বাতি সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৫ ॥
কলহো যাতকান্ধৈব পুত্রাঃ শত্রুশিবাস্রজাঃ । ন প্রীতিন
চ সৌখ্যঞ্চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৬ ॥ গৃহে দম্বকলিশ্চৈব
ভোজনে কোপসংযুতঃ । পরদ্রোহমতিশ্চৈব সা পীড়া
প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৭ ॥ পিত্রোর্কাক্যং ন কুরুতে স্বপত্নীং

আরম্ভ করিলে তাহার ধ্বংস, চোর, রাজা ও অধিকর্তৃক হানি,
এই সকল প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে । ২৯ । মহারোগের
উৎপত্তি, নিজদেহের পীড়ন ও জায়াপীড়ন এই সকল প্রেত-
সম্ভব পীড়া জানিবে । ৩০ । শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ধর্মকারণ্যে
মানসিক অরতি, সর্বদা অভাব এই সকল প্রেতদোষ সমুৎপন্ন
হয় । ৩১ । দেবতা, তীর্থ ও দ্বিজাতিগণের প্রতি শুদ্ধভাবে অদর্শন
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেবত্ৰাঙ্কণের নিন্দা ও দোষকীর্তন
জ্রীণের গর্ভবিনাশ এবং তাহাদিগের পুষ্পের অদর্শন বালক-
গণের মরণ এই সকল প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে । ৩২—৩৩ ।
জ্রীণের ঋতুদর্শন হইলেও কলদৃষ্ট হয় না এবং ভার্য্যার সহিত
বিরোধ ঘটয়া থাকে, ইহাও প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে । ৩৪ ।
শুদ্ধভাবে পিতৃগণের সাযৎসরিক শ্রাদ্ধ করে না এবং আপ-
নারও কোন কার্য সম্পাদন করে না এই সকল প্রেতসম্ভব
পীড়া জানিবে । ৩৫ । কলহ, কার্যব্যবহা, পুত্র ও আশ্রয়-
গণের সহিত শত্রুৎ ব্যবহার, প্রীতি ও স্নেহের অভাব এই সকল
প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে । ৩৬ । সর্বদা গৃহে কলহ ও ভোজ-
নের কালে ক্রোধের উদয় এবং পরদ্রোহ উপস্থিত হইয়া থাকে,
এই সকলই প্রেতসম্ভব পীড়া জানিবে । ৩৭ । পিতৃমাতার

ন চ সেবতে। পরদারাপকর্ষা চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ।
 ৩৮ ॥ বিকর্ষণা ভবেৎ প্রেতো বিধিহীনক্রিয়ন্তথা ।
 তৎকালে দুষ্টসংসর্গাঃ স্বৰ্যোৎসর্গাদৃতে তথা ॥ ৩৯ ॥ দুষ্ট-
 মৃত্যুবশাদপি হৃদয়বপুষন্তথা প্রেতত্বং জায়তে তাক্ষা
 .পীড়ান্তে যেন জন্তবঃ ॥ ৪০ ॥ দাহক্রিয়াদিলোপশ্চ খট্টাদি-
 মৃত্যিদোষতঃ । প্রেতত্বং সুস্থিরং তস্য বাকুচেটাদিবিব-
 র্জিতং ॥ ৪১ ॥ এবং জাত্বা খগশ্রেষ্ঠ প্রেতমুক্তিং সমা-
 চরেৎ । যো বৈ ন মন্যতে প্রেতান্ মৃতঃ প্রেতত্বমাপুয়াৎ ॥
 ৪২ ॥ প্রেতদোষঃ কুলে গম্য সুখং তত্র ন বিভ্রতে । মতিঃ
 প্রীতীরতিবুদ্ধিলক্ষ্মীঃ পঞ্চাবনাশনং ॥ ৪৩ ॥ তৃতীয়ে
 পঞ্চমে পুংসি বংশচ্ছেদোহভিজায়তে । দরিদ্রো নির্জনশৈব
 পাপকর্মা ভবে ভবে ॥ ৪৪ ॥ যে কেচিৎ প্রেতরূপাবিকৃত-
 মুখদৃশো রোদ্ৰদাক্ষিণ্যঃ করালান্যন্তে নৈব গোত্রং স্মৃতদুহি-
 ত্পিতৃন্ জাতৃজায়াশ্চ বন্ধুন । কৃত্বা কাম্যক রূপং সুখ-

বাক্য শ্রবণ করে না ও আপনার পত্নীর সহিত সঙ্গম ঘটে না,
 সর্বদা পরদারকর্তৃক আকৃষ্ট হয়, ইহাও পাপসম্ভবা পীড়া
 জানিবে। ৩৮। নিন্দিত কর্ম্মদ্বারা এবং বিধিহীন ক্রিয়াদ্বারা
 আকৃষ্ট থাকে। জীবদবস্থায় দুষ্টসংসর্গ ও মরণান্তে স্বৰ্যোৎ-
 সর্গাভাব, দুষ্টমৃত্যু এবং মৃতদেহের অদাহন এই সকল কারণেই
 মনুষ্য প্রেত হইয়া জন্তুগণের পীড়া উৎপাদন করে। ৩৯—৪০।
 দাহক্রিয়াদির লোপ এবং খট্টাদির উপর মরণ এই সকল
 কারণে নিশ্চয়ই প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। ঐ
 প্রেতগণের বাক্য ও চেটাদিও থাকে না। ৪১। হে খগশ্রেষ্ঠ!
 এই সকল জানিয়া প্রেতের মুক্তির নিমিত্ত অহুষ্ঠান কর্তব্য।
 যে প্রেতগণকে মনে করে না, সেই ব্যক্তি মরণান্তে প্রেত হয়।
 ৪২। যাহার কুলে প্রেতদোষ উৎপন্ন হয়, সেই কুলে সুখ
 থাকে না এবং মতি, প্রীতি, রতি, বুদ্ধি ও লক্ষ্মী এই পঞ্চ বিনষ্ট
 হয়। ৪৩। আর তৃতীয় ও পঞ্চমপুরুষ বংশচ্ছেদ হয় এবং সেই কুলে
 সকলেই দরিদ্র, নির্জন ও সংসারে পাপকর্মা হইয়া থাকে। ৪৪।
 বিকৃতবদন ও বিকৃতনয়ন, ভয়ঙ্করদংষ্ট্রানমম্বিত, করালতর যে
 প্রেত আপনার গোত্র, স্মৃত, দুহিতা, পিতা, ভ্রাতা, জায়া ও
 বন্ধুগণকে মনে করে না, সে কাম্যরূপ ধারণপূর্বক সুখ ও সদ্-
 গতি বিরহিত ও বিধিবশে নিপতিত এবং ভোজনেচ্ছুক হইয়া

গতিরহিতাভাবমাণা যথেষ্টং হাক্ষ্য ভোক্তু কামাবিধিবশ-
 পতিতাঃ সংস্মরন্তি অপাকং ॥ ৪৫ ॥

ইতি ত্রীগা কণ্ডে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে প্রেতপীড়া-
 বর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ।

গুরুড়-উবাচ মুক্তিং যান্তি কথং প্রেতাস্তদহং প্রক্টু-
 ম্ভংসুকঃ । মনুজো চ মনুষ্যাণাং ন পীড়া জায়তে তু
 সা ॥ ১ ॥ এতৈশ্চ লক্ষণৈর্দেব পীড়া প্রেতসমুদ্ভবা ।
 তেষাং কদা ভবেমুক্তিঃ প্রেতত্বং ন কথং ভবেৎ ॥ ২ ॥
 প্রেতত্বে হি প্রমাণক কতিবর্ষাণি সংখ্যার । চিরং প্রেতত্ব-
 মাপ্নোতি কথং মুক্তিমবাপুয়াৎ ॥ ৩ ॥ শ্রীভগবানুবাচ ।
 মুক্তিং প্রয়াস্তি তে প্রেতাস্তদহং কথয়ামি তে । যদ্যৎ কুর্নস্তি
 তে প্রেতাঃ পিশাচত্বে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪ ॥ তেষাং স্মরণং
 বক্ষ্যামি চিহ্নং স্বপ্নং যথাতথং । ক্ষুৎপিণ্ডাসাদ্বিতান্তে বৈ
 প্রবিশেষুঃ স্ববেশ্মনি ॥ ৫ ॥ প্রবিষ্টা বায়ুদেহেন শয়ানান্
 যথেষ্ট ভ্রমণ করিতে করিতে আপনার কর্ম্মবিপাক স্মরণ করিতে
 থাকে। ৪৫।

একাদশ অধ্যায়।

গুরুড় কহিলেন, প্রেতগণ! কিরূপে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, আমি
 তাহা জানিতে উৎসুক হইয়াছি, মুক্তি হইলে মনুষ্যগণের আর
 কোন পীড়া জন্মে না। ১। হে দেব! লক্ষণদ্বারা জানা যায়
 যে, প্রেতগণের অস্তিত্ব পীড়া হয়, অতএব তাহাদের কখন
 মুক্তি হয় এবং কি প্রকারেই বা আর প্রেতত্ব না হয়?।
 ২। প্রেতত্বের প্রমাণ কি? এবং প্রেতত্বভোগের বৎসরসংখ্যাই
 বা কত? যদি চিরকাল প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলে কি প্রকা-
 রেই বা মুক্তিলাভ করে?। ৩। শ্রীভগবানু কহিলেন, প্রেতগণ,
 কিরূপে মুক্তিলাভ করে, তাহা আমি তোমাকে কহিতেছি।
 প্রেতগণ পিশাচরূপে অবস্থিত হইয়া যাহা খাঙ্ক করিয়া থাকে,
 তাহাদের স্বরূপ চিহ্ন ও স্বপ্ন যথাযথরূপে কীর্তন করিতেছি।
 প্রেতগণ ক্ষুধাতৃষ্ণার পীড়িত হইয়া তাহারা নিজগৃহে অবশ
 করে। ৪—৫। হে খগেশ্বর! প্রেতগণ বায়ুরূপে নিজগৃহে

অশ্ববংশজান্ । তত্র লিঙ্গানি যচ্ছস্তি নির্দিশস্তি খগে-
শ্বর ॥ ৬ ॥ অপুত্র-স্বকলজাণি স্ববন্ধুন্ তে প্রয়াস্তি বৈ ।
গজোহয়োরিবো ভূত্বা দৃশ্যন্তে বিকৃতাননাঃ ॥ ৭ ॥ শয়নং
বিপরীতং বা আত্মানকং বিপর্যায়ং । উখিতঃ পশ্যতি তু
যঃ স প্রেতৈঃ পীড়্যতে ভূশং ॥ ৮ ॥ নিগড়ৈর্দীর্ঘযতে যন্ত
বধ্যতে বহুধা যদি । অন্নঞ্চ যাচ্যতে স্বপ্নে কুরুতে পাপ-
মাত্মনা ॥ ৯ ॥ ভুঞ্জমানস্ত যঃ স্বপ্নে গৃহীত্বায়ং পলায়তে ।
আত্মনস্ত পরম্ভাষি তৃষার্তস্ত জলং পিবেৎ ॥ ১০ ॥ রয়-
তারোহণং স্বপ্নে রথভেদঃ সহ গচ্ছতি । উৎপত্য গগনং
যাতি তীর্থে যাতি ক্ষুধাতুরঃ ॥ ১১ ॥ স্বকলজং স্তবন্ধুং স
অস্মৎ স্বপতিং বিভূং । বিভ্রমানং যতং পশ্যেৎ প্রেত-
দোষণে নিশ্চিতং ॥ ১২ ॥ যন্তুপোষাচ্যতে স্বপ্নে ক্ষুত্বাভ্যাং
পরিপ্লুতঃ । তীর্থে যাতি দদেৎ পিণ্ডান্ প্রেতদোষৈর্ন
সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ নির্গচ্ছতো গৃহাজ্যজ্ঞো স্বপ্নে পুত্রাংস্তথা

প্রবেশপূর্বক তথায় শয়ন নিজবংশীয়গণকে নির্দেশ করিয়া
চিহ্নিত করে। ৬।০ হে খগেশ্বর! সেই প্রেত, অশ্ব, গজ বা
বৃষমূর্তি ধারণপূর্বক বিকৃতানন হইয়া আপনায় পুত্র, কলজ ও
বন্ধুগণের নিকট গমন করে। ৭। বিরূপীত শয়ন অথবা আত্ম
বিপর্যয় দর্শন করিলে অথবা নিজাবস্থায় হটাৎ উখিত হইয়া
অবলোকন করিলে, সেই ব্যক্তি প্রেতকর্তৃক পরিপীড়িত
হয়। ৮।০ প্রেত স্বগৃহে প্রবেশ করিয়া বাহ্যকে আশ্রয় করে,
সেই ব্যক্তি নিগড়বদ্ধ হয়। কখন বা অস্ত্রাস্ত্র প্রকারেও বদ্ধ
হইয়া থাকে। প্রেতাধিষ্ঠিত ব্যক্তি স্বপ্নে অন্ন যাচঞা করে এবং
স্বীয় অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয়। ৯। ঐ ব্যক্তি স্বপ্নকালে
অন্নভোজন করিতে করিতে স্বীয় কিসা পরান্নগ্রহণ করিয়া
পলায়ন করে এবং তৃষার্ত হইয়া জলপান করিতে থাকে। ১০।
কাহার উপরে প্রেত আশ্রয় করিলে সেই ব্যক্তি বৃষের সহিত
গমন করে, কখন বা উল্কে লক্ষ্যপ্রদান করিয়া থাকে, কখন বা
ক্ষুধার্ত হইয়া তীর্থে গমন করে। ১১। প্রেতাশ্রিত ব্যক্তি স্বীয়
পুত্রপৌত্র বন্ধুদিগকে মৃতদর্শন করে, এই সমস্তই প্রেতাশ্রয়-
দোষে ঘটয়া থাকে। ১২। যে প্রেতের আশ্রয়ে স্বপ্নকালে
ক্ষুধা ও তৃষ্ণার পরিপীড়িত হইয়া জলপ্রার্থনা করে, তাহার
উদ্দেশ্যে তীর্থে পিণ্ডপ্রদান করিবে, তাহাহইলেই সেই প্রেত-
দোষ শাস্তি হয়। ১৩। কাহার প্রতি প্রেতাধিষ্ঠান হয়, সেই

পশুন্ । পিতৃভ্রাতৃকলজাণি প্রেতদোষৈঃ স পশ্যতি ॥
১৪ ॥ চিহ্নান্যেতানি পক্ষীন্দ্র গণকার্যানবেদয়েৎ । কৃত্বা
স্নানং গৃহে তীর্থে ত্রীক্বে তর্পণকরেৎ ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণধান্যানি
সম্পূজ্য প্রদদ্যাদ্বেদপারগে । সর্ববিঘ্নানি সন্ত্যজ্য যুক্ত্যু-
পায়ং কুরোতি যঃ ॥ ১৬ ॥ তস্মৈ কর্মকলং সাধুপ্রেত-
তৃপ্তিঞ্চ শাস্বতী । শৃণু সত্যমিদং তাক্ষ্য যো দদাতি
সতৃপ্যতি ॥ ১৭ ॥ আত্মৈব শ্রেয়সায়ুজ্যেৎ প্রেতস্তৃপ্তিং
ব্রজোচ্চরং । তে তৃপ্তাঃ শুভমিচ্ছন্তি স্বাশ্রবন্ধুযু সর্বদা ॥
১৮ ॥ অন্যে পাপা দুরাত্মানঃ ক্লেশয়ন্তি স্ববংশজান্ ।
নিবারয়ন্তি তৃপ্তান্তে জায়মানানুপদ্রবান্ ॥ ১৯ ॥ পশ্যন্তে
মুক্তিমায়ান্ত কালে প্রাপ্তে তু পুত্রতঃ । সদা বন্ধুযু
যচ্ছন্তি ঋদ্ধিং রুদ্ধিং খগাধিপ ॥ ২০ ॥ দর্শনাস্ত্রাবণাদ্ব্যস্ত-
চেটনাং পিণ্ডনাদাতিং । ন প্রাপয়তি মুচ্যত্বা প্রেতশাটৈঃ
স লিপ্যতে ॥ ২১ ॥ অপুত্রকোইপশুশ্চৈব দরিদ্রো ব্যাধিত-

ব্যক্তি বংশীয়গণে স্বপ্নাবস্থায় দেখিতে পায় যে, তাহার পুত্রকলজ
ভ্রাতা ও পশুসকল গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছে। ১৪। খগ-
রাজ! প্রেতাধিষ্ঠান হইলে এই সকল চিহ্ন ঘটয়া থাকে। অত-
এব সমস্ত ঘটনা গণকদিগকে নিবেদন করিয়া স্নানচরণপূর্বক
ত্রীক্বে তর্পণ করিবে। ১৫। পূর্বোক্ত চিহ্নদর্শনে প্রেতাধিষ্ঠান
অস্মিত হইলে বেদবিদ ব্রাহ্মণকে অর্চনা করিয়া কৃষ্ণাভ্রপ্রদান
করিবে তাহাহইলে নিজের সর্ববিঘ্ন শান্তি এবং প্রেতের
মুক্তির উপায় হয়। ১৬। হে তাক্ষ্য! প্রেতের তৃপ্তির নিমিত্ত
যে যে কর্ম করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ কর। যিনি প্রেতের
মুক্তির নিমিত্ত দানাদি করেন, তিনি স্বয়ংও তৃপ্ত হইয়া থাকেন।
১৭। বন্ধুগণ প্রেতের মুক্তির নিমিত্ত কার্য্য করিলে তাহাতে
চিরকালের জন্য প্রেতের তৃপ্তি হয় এবং আপনায়ও শুভসাধন
হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই সর্বদা লোকে বন্ধুগণের শুভ ইচ্ছা
করে। ১৮। যাহারা বর্তমান উপদ্রবসকল দর্শন করিয়াও
নিবারণ করে না, সেই সকল পাপাশ্রয় দুরাত্মারা স্ববংশজ বন্ধু-
দিগকে ক্লেশপ্রদান করিয়া থাকে। ১৯। প্রেতগণ কালমহ-
কারে পুত্র হইতে মুক্তিলাভ করে। এই নিমিত্ত সর্বদা বন্ধু-
গণের সুখসমৃদ্ধি ইচ্ছা করিয়া থাকে। ২০। যে ব্যক্তি প্রেতের
দর্শন, কখন, যেটন ও পীড়ন অনুভব করিয়াও তাহার মুক্তির

স্তথা। বৃত্তিহীনশ্চ দীনশ্চ ভবেজ্জন্মনি জন্মনি ॥ ২২ ॥
 সৰ্বং কুৰ্বন্তি তে প্রেতাঃ পুনর্গাম্যং সমাশ্রিতাঃ। তত্র
 স্থানং ভবেমুক্তিঃ স্বকালে কর্মসংকয়ে ॥ ২৩ ॥ গৰুড়-
 উবাচ। নামগোত্রং ন দৃশ্যেত প্রতীতির্নৈব জায়তে।
 কেচিদ্ধদন্তি দৈবজ্ঞাঃ পীড়াং প্রেতসমুদ্ভবাং ॥ ২৪ ॥ ন
 স্বপ্নং চেচ্চিতং নৈব দর্শনং ন কদাচন। কিং কৰ্ত্তব্যং সুর-
 প্রেষ্ঠ তত্র মেজ্জি নিশ্চিতং ॥ ২৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। সত্যমে-
 বাস্তুঃ নৈব বদন্তি কিত্তিদেবতাঃ। তদা সচিন্ত্য হৃদয়ে
 সত্যমেতদ্ভিজ্জেরিতং ॥ ২৬ ॥ ভাবভক্তিং পুরস্কৃত্য পিতৃ-
 ভক্তিপরায়ণঃ। কৃত্বা বিষ্ণুর্বলিং তত্র পুরস্করণপূর্বকং ॥
 ২৭ ॥ জপৈর্হোমৈস্তথা দানৈঃ প্রকৃ্যাদেহশোধনং।
 রুতেন তেন বিদ্বানি বিনশ্যন্তি খগেশ্বর ॥ ২৮ ॥ ভূতপ্রেত-
 পিশাটচরী স তদানৈর্ন পীড়াতে। পিতৃভূদিশ্য যঃ

কুর্য্যাম্মারায়ণবলিং শুভং ॥ ২৯ ॥ বিমুক্তঃ সর্বপীড়াতা
 ইতি সত্যং বচোমম। পিতৃপীড়া ভবেদ্যত্র কৃত্যৈর্নৈর্ন
 মুচ্যতে ॥ ৩০ ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন পিতৃভক্তিপরায়ণো
 ভবেৎ। নবমে দশমে বর্ষে পিতৃদেদেশেন যঃ পুমান্ ॥
 ৩১ ॥ গায়ত্র্যা হুতং জপ্ত্বা দশাংশে নৈব হোময়েৎ।
 কৃত্বা বিষ্ণুর্বলিং পূর্বং ব্রহ্মোৎসর্গাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩২ ॥
 সর্বোপদ্রবহীনস্ত সর্বসৌখ্যমবাধুয়াৎ। উত্তমং লোক-
 যাপ্নোতি জ্ঞাতিপ্রাধান্যমেব চ ॥ ৩৩ ॥ পিতৃমাতৃসমো
 লোকে নাস্ত্যন্যদৈবতং পরং। প্রভুঃ শরীরপ্রভবঃ
 প্রত্যক্ষদেহতঃ পিতা ॥ ৩৪ ॥ হিতানামুপদেষ্টা চ
 প্রত্যক্ষো শুকদেবতা। অন্য্য যা দেবতা লোকে শরীর-
 প্রভবা মতাঃ ॥ ৩৫ ॥ শরীরমেব জন্তুনাং নরকস্বর্গ-
 মোক্ষদং। শরীরং সম্পাদো দারাঃ স্ত্রী লোকাঃ সনা-
 তনাঃ ॥ ৩৬ ॥ যস্য প্রসাদাৎ প্রাপ্যন্তে কোহন্যাঃ পূজা-
 তমস্ততঃ। এবং সঙ্কিন্ত্য হৃদয়ে পিতৃগাং যঃ প্রযচ্ছতি।

উপায় না করে, সেই মৃত্যু প্রেতপাপে লিপ্ত হয়। ২১। প্রেতের
 মুক্তির উপায় না করিলে সেই ব্যক্তি জন্মে জন্মে অপুত্রক, দরিদ্র,
 ব্যাধিপীড়িত, বৃত্তিহীন ও দৈন্যাবস্থ হইয়া থাকে এবং তাহার
 পশুযোনি প্রাপ্তি হয়। ২২। প্রেতগণ পুত্রাদির প্রতি অসিদ্ধি
 হইয়াও যদি মুক্তির আশা করিতে না পারে, তাহা হইলে পুনর্বার
 যমলোক আশ্রয় করিয়া থাকে, যেহেতু তদন্ত ব্যক্তিদিগের
 কালসহকারে কর্মক্ষয় হইলেই মুক্তি হইতে পারে। ২৩। পুনর্বার
 গরুড় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন কোন দৈবজ্ঞেরা যে প্রেতের
 পীড়া দর্শন করিয়া তাহার মুক্তির নিমিত্ত পিতৃপ্রদানব্যবস্থা
 করেন, তাহাতে বাহার প্রতীতি হয় না এবং নাম গোত্র পরি-
 জ্ঞাত নাই, স্বপ্নাদি দর্শন ও অস্ত্র কোনরূপ চেষ্টাও হয় না,
 তাহার উদ্ধারার্থ কিরূপ কার্য্য করিতে হইবে। অরশ্রেষ্ঠ! তাহা
 আমাকে নিঃশব্দরূপে উপদেশ করুন। ২৪—২৫। শ্রীকৃষ্ণ
 কহিলেন, ব্রাহ্মণগণ সর্বদা সত্যবাক্য বলিয়া থাকে, কদাচ
 মিথ্যা কথা কহে না, অতএব ব্রাহ্মণগণের বাক্য সত্য, ইহাই
 হৃদয়ে চিন্তা করিতে হইবে। ২৬। মানবগণ জন্মভক্তিপূরসর
 পিতৃভক্তিপরায়ণ হইয়া বিষ্ণুপূজা, পুস্করণপূর্বক জপ, হোম
 ও দানদ্বারা আত্মদেহ শোধন করিবে। খগেশ্বর! এতরূপ
 করিলে তাহার সর্বপ্রকার বিষ বিনাশ পায়। ২৭—২৮। যে
 ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশে নারায়ণের অর্চনা করে, সে কদাচ

ভূত, প্রেত, পিশাচ কিম্বা অস্ত্র কোন জন্তু কর্তৃক পরিপীড়িত
 হয় না। ২৯। অতঃ পীড়া হইতে বিমুক্ত হইয়াও যখন
 পিতৃপীড়া উপস্থিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি অস্ত্রকোন পীড়া
 হইতেই মুক্ত হইতে পারে না। খগরাজ! আমার এই বাক্য
 সত্যজ্ঞান করিবে। ৩০। অতএব সর্বপ্রযত্নে পিতৃভক্তিপরায়ণ
 হইবে। যে পুরুষ নবম কিম্বা দশম বর্ষে অস্থিত গায়ত্রী জপ
 করিয়া তাহার দশাংশ অর্থাৎ সপ্ত হোম করে এবং পিতৃদেব-
 তার পরিজ্ঞার্থ ব্রহ্মোৎসর্গাদি সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক বিষ্ণুর
 অর্চনা করে, সেই ব্যক্তি সর্বপ্রকার উপদ্রববিহীন হইয়া
 সুখলাভ করিতে পারে এবং তাহার উত্তমলোক প্রাপ্তি এবং
 জ্ঞাতিপ্রাধান্য লাভ হয়। ৩১—৩৩। কোন লোকেই পিতামাতার
 তুল্য পরমদেবতা কেহ নাই। পিতা শরীরের উৎপাদক,
 স্ত্রীরাং তিনিই প্রভু ও প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ। ৩৪। পিতা
 সর্বদা হিতোপদেশ প্রদান করেন, অতএব তিনি প্রত্যক্ষ-
 দেবতারূপী গুরু। অস্ত্র অস্ত্র দেবতার ইহলোকের শরীরপ্রভব-
 মাত্র। ৩৫। শরীরই জন্তুগণের নরকভোগ, স্বর্গলাভ ও মোক্ষ-
 প্রদানের কর্তা এবং শরীরই সম্পদ, শরীরই দারা, শরীরই সনা-
 তন লোক ও পুত্রস্বরূপ ঐশ্বর্য্য বাহার প্রাপ্তি জন্মলাভ হয়, সেই

তৎ সৰ্বমাক্ষনা ভুঙ্তে দানং বেদবিদো বিহুঃ । ৩৭ ॥
পুত্রাশো নরকাদ্যন্তাং পিতরস্তায়তে তু যঃ । তন্তাং
পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্মরমেকস্বহং ক্ৰবে । ৩৮ ॥ অপ-
মৃত্যুমৃত্যোঁ স্মাতাং পিতা মাতা চ কস্তচিৎ । ধর্ম্যং তীর্থং
বিবাহাদি শ্রাদ্ধং সাংসরন্ত্যজ্ঞেৎ ॥ ৩৯ ॥ অপ্লাধায়-
মিমং যন্ত প্রেতলিঙ্গেন দর্শিতং । যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াৎপি
প্রেতচিহ্নম পশ্যতি ॥ ৪০ ॥

ইতি ত্রিগাণ্ডে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে

একাদশোঃধ্যায়ঃ ॥

দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

গরুড়-উবাচ । সম্ভবন্তি কথং প্রেতাঃ কেন মৃত্যুবশ-
জতাঃ । কীদৃক্ তেষাং ভবেদ্রুপং ভোজনং কিং ভবে-
দ্বিভো ॥ ১ ॥ স্প্রীতাস্তে কথং প্রেতাঃ ক তিষ্ঠন্তি স্মরে-
শ্বর । প্রসন্নঃ রূপয়া দেব প্রসন্নমেনং বদস্ব মে ॥ ২ ॥

পিতা হইতে পুত্র্যতম আর কে আছে ? স্বীয় হৃদয়ে এইরূপ
চিন্তা করিয়া যিনি পিতৃগণের উদ্দেশে দানাদিক্রিয়া করেন,
সেই সকল দানীয় দ্রব্য স্বয়ং ভোজন করিতে পারেন । বেদবিৎ
পণ্ডিতেরা ইত্যাকৈট দান বলিয়া থাকেন । ৩৭ । তনয়গণ
পুত্রামনরক হইতে পিতাকে পরিভ্রাণ করেন বলিয়াই স্বঃছ
“পুত্র” এই নাম নির্দেশ করিয়াছেন । ৩৮ । যদি কাহার পিতার
কিছা মাতার অপমৃত্যু ঘটনা হয়, তাহাহইলে তীর্থপর্যটনাদি
ধর্ম্মকার্য্য, বিবাহাদিমাঙ্গলিক কার্য্য ও সাংবৎসর শ্রাদ্ধপরিচা-
গ করিবে । ৩৯ । এই প্রেতলিঙ্গপ্রদর্শিত অপ্লাধায় যিনি পাঠ
অথবা শ্রবণ করেন, কখন তাহার প্রেতচিহ্ন দর্শন হয় না । ৪০ ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

পুনর্বার গরুড় ত্রিকক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিভো !
কিভাবে প্রেতের উৎপত্তি হয় ? কি কারণে প্রাণিগণ মৃত্যুর
বশীভূত হইয়া থাকে ? প্রেতগণের রূপ কীদৃশ ? এবং তাহার
কি ভোজন করিয়া থাকে ? ১ । স্মরেশ্বর ! প্রেতেরা কি যেহেতু
প্রীত হইয়া কোথার অবস্থিতি করে ? দেব ! আমার প্রতি
প্রসন্ন হইয়া কথিত প্রেতের সম্ভবত্ব প্রদর্শন করুন । ২ । ত্রিকক্ষ

ত্রিকক্ষ-উবাচ । যে কেচিৎ পাপকর্ম্মাণঃ পূর্ব্বকর্ম্মবশা-
নুগাঃ । জায়ন্তে তে মৃত্যুঃ প্রেতাঃ শৃণুস্ব স্বং বদাম্যহং ॥
৩ ॥ বাপীকুপতড়াগানি হারামঞ্চ স্মরালয়ং । প্রপাং
সমুদ্রঃ স্মরকাংশ চথা ভোজনশালিকাঃ ॥ ৪ ॥ পিতৃ-
পৈতামহং ধর্ম্মং বিক্রীণাতি স পাপকৃৎ । মৃত্যুঃ প্রেতস্ব-
মাপ্নোতি যাবদাভূতসংপ্লবং ॥ ৫ ॥ গোচরং গ্রামসীমান্ত
তড়াগারামগহ্বরং । কর্ষয়ন্তি চ যে লোভাং প্রেতাস্তে
সম্ভবন্তি হি ॥ ৬ ॥ চাণ্ডালাহুদকাং সর্পাং ব্রাহ্মণানৈচ্ছতা-
তথা । দংষ্টিভ্যাশ্চ পশুভ্যাশ্চ মরণং পাপকর্ম্মণাং ॥ ৭ ॥
উদ্বন্ধনমৃত্যু য়ে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ য়ে । আত্মোপঘাতিনো
যে চ বিহুচাগ্নিহতাশ্চ য়ে ॥ ৮ ॥ মহারোগৈর্মৃত্যু য়ে চ
পাপরোগৈশ্চ দম্ব্যতিঃ । অসংস্কৃতপ্রমৃত্যশ্চ বিহিতা-
চারবর্জিতাঃ ॥ ৯ ॥ রঘোৎসর্গাদিসংস্কারৈরুপৈঃ
পিতৃশ্চ মাসিকৈঃ । যন্তানয়তি শূদ্রো গ্নিৎ তৃণং কাষ্ঠং
হবীংষি চ ॥ ১০ ॥ পতনং পর্কতাদিত্যো ভিত্তিপাতেন

গরুড়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, গরুড় ! শ্রবণ কর, আমি
বলিতেছি । যাহারা সর্বদা পাপকর্ম্মে রত থাকে, তাহার
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বশবর্তী হইয়া প্রেতরূপে উৎপন্ন হয় । ৩ । যাহারা
পুষ্করিণী, কূপ, দোঁধিকা, উপবন, দেবালয়, পানীয়শালা, স্মরক,
ভোজনশালা, পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম বিক্রয় করে, সেই পাপিষ্ঠের
মরণান্তে মহাপ্রাণপর্য্যন্ত প্রেত হইয়া থাকে । ৪—৫ । যাহারা
লোভপরতন্ত্র হইয়া গোচারণস্থান, গ্রামসীমা, তড়াগ, উপবন,
গহ্বর এই সকল কর্ষণ করে, তাহার প্রেতস্ব পাইয়া থাকে । ৬ ।
চাণ্ডালের আঘাতে, জলপতনে, সর্পাঘাতে, ব্রাহ্মণ হইতে,
বিদ্যাংপাতে, দংশকজন্তু হইতে ও পশুগণের আঘাতে যে সকল
পাপকর্ম্মা ব্যক্তিদিগের মৃত্যু হয়, যাহারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে,
যাহারা বিষ ও শস্ত্রাদি দ্বারা আহত, যাহারা আত্মোপঘাতী,
যাহারা বিহুচিকারোগে মৃত, যাহারা অগ্নিদাহে আহত, যাহারা
মহারোগে ও পাপরোগে মৃত, যাহারা দম্ব্যগণ কর্তৃক মৃত,
যাহারা অসংস্কারাবস্থায় প্রাণত্যাগ করে, যাহারা বিহিতাচার-
বর্জিত, যাহাদিগের রঘোৎসর্গাদিসংস্কার ও মাসিকপিতৃশ্রাদ্ধাদি লুপ্ত
হইয়াছে, শূদ্রগণ যাহার অগ্নি, তৃণ, কাষ্ঠ ও মৃত্যাদি আহরণ করে,
পর্কতাদি হইতে পতন হইয়া যাহার মৃত্যু হয়, যাহারা ভিত্তি-

যে মৃত্যুঃ। রজস্বলাদিদোষৈস্ত ন ভূমৌ ত্রিযতে যদি।
১১। অন্তরীক্ষে মৃত্যু যে চ বিকৃশ্মরণবর্জিতাঃ। হৃত-
কাদিষু সম্পর্কা দুষ্কল্যাণমৃত্যুস্তথা। ১২। এবমাদিত্তি-
রনৈশ্চ কুমৃত্যাবশগাস্ত যে। তে সর্বে প্রেতযোনিস্থা-
বিচরন্তি মহীস্থলীং। ১৩। অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতি-
হাসং পুরাতনং। যুধিষ্ঠিরস্য সম্বাদং তীর্থেণ সহ স্মৃত্তত।
তদহং কথয়িষ্যামি যচ্ছ্রুত্বা সৌখ্যমাশ্রুয়াৎ। ১৪। যুধি-
ষ্ঠির উবাচ। কেন কর্মবিপাকেণ প্রেতত্বমুপজায়তে।
কেনোপায়েন মুচ্যন্তে তস্মৈ ক্রহি পিতামহ। ১৫। তীর্থ-
উবাচ। অহস্তে কথয়িষ্যামি সর্বমেতদশেষতঃ। যচ্ছ্রুত্বা
ন পুনর্মোহমেবং যাস্মাসি স্মৃত্তত। ১৬। যেন যো জায়তে
প্রেতো যেন চৈব বিমুচ্যতে। প্রাপ্তো নরকং ঘোরং
দুস্তরন্দৈবতৈরপি। ১৭। সততং শ্রবণাধিকোঃ পুণ্য-
তীর্থানুকীর্ণনাং। প্রেতভাবা বিমুচ্যন্তে আপৎসু প্রেত-
যোনিষু। ১৮। শ্রুত্বতে হি পুরা বৎস ব্রাহ্মণঃ সংশিত-

পাতে মৃত, যাহারা রজস্বলাদি-স্পৃষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করে,
যাহার ভূমিতে মরণ হয় না, যাহার আকাশে মৃত্যু ঘটে, যাহারা
বিকুর নাম, অরণে পরাশ্রয়, যাহারা স্মৃত্তকাদি সম্পর্কবিশিষ্ট,
যাহাদিগের দুষ্কল্যাণাদিতে মরণ ঘটয়াছে এবং যাহারা অত্যাচার
কুমৃত্যাবশগ, তাহারা চিরকাল প্রেতযোনিতে অবস্থিত হইয়া
ভ্রমণ করে। ১—১৩। হে স্মৃত্তত! আর এই বিষয়ে একটি
উদাহরণ আছে, সেই পুরাতন ইতিহাস এই—আমি সেই ভীষ্ম
যুধিষ্ঠির-সংবাদ বলিতেছি। ইহা শ্রবণ করিলে লোকে অশ্রুলাভ
করে। ১৪। একদা যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,
পিতামহ! কি উপায়ে লোকসকল প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় এবং কি
কারণেই বা সেই প্রেতযোনি হইতে মুক্তি পায়। ১৫। ভীষ্ম
কহিলেন, আমি তোমার জিজ্ঞাসিত সমুদায় বিষয় বলিতেছি।
এই বিষয় শ্রবণ করিলে মনুষ্য আর মোহে পতিত হয় না। ১৬।
যে ব্যক্তি যেরূপে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় এবং যে প্রকারে
তাহাহইতে মুক্তি পায়, তৎসমুদায় কীর্তন করিতেছি। দেবগণ
কর্মবশে ঘোরতর দুস্তর নরক প্রাপ্ত হয়। ১৭। সর্বদা বিকুর
নাম অরণ এবং পুণ্যপ্রদ তীর্থের অনুকীর্তন করিলে উপস্থিত
প্রেতযোনিতেও প্রেতভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে। ১৮।

ব্রতঃ। নাম্না সন্তপ্তকঃ খ্যাতস্তপোপৌর্বে বনমাজিতঃ। ১৯।
স্বাধ্যায়যুক্তো হোমে চ যোগযুক্তো দয়াদিতঃ। স যজ্ঞে
সকলান্ বজ্রান্ যুক্ত্য কালং ক্রিপেয়িজ্ঞং। ২০। ব্রহ্ম-
চর্যো সদা যুক্তো যুক্তস্তপসি মার্দবে। পরলোকভরে
যুক্তঃ সত্যে শৌচে তু নিত্যশঃ। ২১। যুক্তো হি গুরু-
বাক্যে চ যুক্তস্ততিথিপূজনে। আত্মযোগেষু যো যুক্তঃ
সর্বদ্বন্দ্ববিবর্জিতঃ। ২২। যোগাত্যাসে সদা যুক্তঃ
সংসারবিজিগীষয়া। এবম্বৃতসমাচারো মোক্ষকাজী
জিতেন্দ্রিয়ঃ। ২৩। বহুদ্যানানি বিজনে বনে তস্য গতানি-
বৈ। তস্য বুদ্ধিস্ততো জাতা তীর্থানুগমনং প্রীতি। ২৪।
পুণ্যেস্তীর্থজলেব শৌচযিষ্যে কলেবরং। স তীর্থে
ভ্রিতং স্বাত্মা তপস্বী ভাস্করোদয়ে। ২৫। কৃতজ্ঞাপ্য-
নমস্কারো ধ্যানকৃত্রে জগদ্গুরোঃ। একস্মিন্ দিবসে

হে বৎস! আমি শুনিয়াছি, পূর্বকালে অতিস্মৃত্তত সন্তপ্তক নামে
এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই বিখ্যাত ব্রাহ্মণ, একদিবস তপশ্চরণ-
মানসে তীর্থে গমন করেন। ১৯। সেই ব্রাহ্মণ স্বাধ্যায়যুক্ত,
হোমতৎপর, যোগাধিত ও দয়ালু ছিলেন, তিনি সকল বজ্র
সমাচরণ করিয়া যোগাবলম্বনপূর্বক কালযাপন করিতেছিলেন।
২০। সেই বিজবর ব্রহ্মচর্য ও তপস্বীতে নিরন্তর নিযুক্ত
থাকিয়া পরলোকভয়ে সর্বদা ভীত ও সত্যব্রতে তৎপর
ছিলেন এবং সর্বদা গুরুবাক্য পালন ও অতিথিপূজাতে তাঁহার
দৃঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানার্থ নানাবিধ
যোগানুষ্ঠান করিতেন, তাঁহার অশ্রুতঃ, রাগদ্বৈষাদি কোনরূপ
দ্বন্দ্ব ছিল না। ২১—২২। সংসারজয়মানসে, যোগাত্যাস
করিতে তাঁহার অতিশয় মনোযোগ ছিল, এইরূপ নানাবিধ
সংস্কারের অনুষ্ঠান করিয়া জিতেন্দ্রিয় ও মোক্ষকাজী হইয়া-
ছিলেন। ২৩। বনে বাস করিতে করিতে তাঁহার বহুদ্যান
অভীত হইলে তখন তীর্থপর্যটনে তাঁহার অভিলাষ জন্মে। ২৪।
তিনি মনে করিলেন, আমি পুণ্যপ্রদ তীর্থসলিলে অবগাহন
করিয়া আমার এই কলেবর পাত করিব। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ
তীর্থে গমনপূর্বক অরণোদয়কালে তীর্থকূলে ধ্যান করিয়া
তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। ২৫। তিনি সর্বদা জগদ্গুরু
পরমেশ্বরের নাম অরণ, তাঁহার শরপতি ও নমস্কার করিতেন।

বিপ্রো মার্গজ্যেষ্ঠো মহাভূষণাঃ ॥ ২৬ ॥ দদর্শ ত্বরিতো গচ্ছন
পঞ্চপ্রোতান্ সুদাকগান্। অরণ্যে নির্জনে দেশে কণ্টকে
রক্ষবর্জিতে ॥ ২৭ ॥ পঞ্চোতান্ বিকৃতাকারান্ দৃষ্ট্বা
বৈ ঘোরদর্শনান্। দৃষ্ট্বা সন্ততঃকৃত্যস্তিষ্ঠন্নীলিতলোচনঃ ॥
২৮ ॥ অবলম্ব্য ততো বৈধ্যং ত্রাসমুৎসৃজ্য দূরতঃ। পপ্রচ্ছ
মধুরাভাষী কে যুগং বিকৃতভূষণং ॥ ২৯ ॥ কিঞ্চাভূতং
কৃতং কৰ্ম যেন প্রাপ্তাঃ স্ববৈকৃতং। কথন্থা এককৰ্ম্মাণঃ
প্রস্থিতাঃ কুত্র নিশ্চিতং ॥ ৩০ ॥ প্রোতাউচুঃ। সৈঃ সৈঃ
কৰ্ম্মভিকংপন্নং প্রোতত্বং নো বিজোক্তম। পরদ্রোহ-
রতাঃ সৰ্ব্বে পাপমৃত্যুবশজ্ঞতাঃ ॥ ৩১ ॥ ক্ষুংপিপাসা-
র্দিভ্যো নিত্যং প্রোতত্বং সমুপাগতাঃ। হতবাক্য্য বয়ং
সৰ্ব্বে নষ্টমংজ্ঞা বিচেতসঃ ॥ ৩২ ॥ ন জানীমো দিশস্ত ত
বিদিশঞ্চাতিদুঃখতাঃ। গচ্ছামঃ কুত্র বৈ মূঢ়াঃ পিশাচাঃ

একদিনস দেই মহাভূষণ ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া আশ্রমে আসিতে-
ছিলেন, দৈবাৎ স্বরিতগমনে মার্গজ্যেষ্ঠ হইয়া ইতস্তত বিচরণ
করিতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে সুদাকগ পঞ্চপ্রোতকে দেখিতে
পাইলেন। নির্জনে অরণ্যময় রক্ষবর্জিত কণ্টকদেশে তাহার
নানাপ্রকার ক্লেশভোগ করিতেছে। ২৬—২৭। ব্রাহ্মণ বিকৃত-
কার ভয়ঙ্করদর্শন এই পঞ্চপ্রোতকে দর্শন করিয়া উদ্বিগ্নহৃদয়ে
নয়নযুগল মুদ্রিত করত ধ্যান করিতেছিলেন। ২৮। কিয়ৎ
কাল পরে বৈধ্যবলম্বন করিয়া ত্রাসপরিভ্যাগপূর্বক দূর হইতে
তাহাদিগকে মধুরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? এবং
কি নিমিত্ত এইরূপ বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইয়াছ? ২৯। আরও
বলিলেন, তোমরা এমন কি দুর্কর্ম করিয়াছ, বাহাতে তোমরা
এইরূপ বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছ? কেনই বা তোমরা একরূপ
কর্ম করিতেছ? এবং কোণায় প্রস্থান করিতেছ? ৩০।
প্রোতগণ কহিল; হে বিজবর! স্বকর্ম্মানুসারে আমরাগের
প্রোতত্ব উৎপন্ন হইয়াছে? এই সকলই পরদ্রোহরত ও দুষ্ট-
মৃত্যুর বশীভূত। এইনিমিত্তই ক্ষুংপিপাসার পরিপীড়িত হইয়া
প্রোতভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা সকলেই হতবাক্য, নষ্ট-
সংজ্ঞ ও বিচেতন। ৩১—৩২। হে ভাত! আমরা দিক্‌বিদিক্‌
কিছুই জানি না, স্তবরাং অতিদুঃখে কালযাপন করিতেছি।
আমরা মূঢ়, কর্ম্মদোষে পিশাচ প্রাপ্ত হইয়াছি, কোণায় গমন

কর্ম্মজ্ঞা বয়ং ॥ ৩৩ ॥ ন মাতা ন পিতাম্ব্যকং প্রোতত্বং
কর্ম্মভিঃ স্বকৈঃ। প্রাপ্তাঃ স্ব সহস্রা ভবৈঃ দুঃখোদ্বিগ-
সমাকুলং ॥ ৩৪ ॥ দর্শনেন চ তে ব্রহ্মন্ হলাদিভ্যাপ্যরিভা
বয়ং। মুহূর্ত্তস্থিষ্ঠ বক্ষ্যামো রক্তস্বং সর্ব্বমাদিতঃ ॥ ৩৫ ॥
মম পৰ্য্যুষিতং নাম এষ সূচীমুখঃ স্মৃতঃ। শীত্ৰগো-
রোহকশ্চৈব পঞ্চমো লেখকস্তথা। এবং নাম চ সৰ্ব্বে
বৈ সম্প্রাপ্তাঃ প্রোতভাবয়ং ॥ ৩৬ ॥ ব্রাহ্মণ-উবাচ।
প্রোতানাং কর্ম্মজাতানাং কথনৈব নামসম্ভবঃ। কিঞ্চিৎ
কারণমুদ্दिष्टং যেন ত্রয়াং স্বনামকান্ ॥ ৩৭ ॥ প্রোতরাজ-
উবাচ। ময়া স্বাচ্ছ সদা ভুক্তং দত্তং পৰ্য্যুষিতং বিজে।
ভেন পৰ্য্যুষিতং নাম জাতং যে ব্রাহ্মণোত্তম ॥ ৩৮ ॥
সূচিভ্য বহুবোনেন বিপ্রা অন্নাদিকাজ্জয়া। এতং কারণ-
মুদ্दिष्टা হেব সূচীমুখঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৯ ॥ শীত্ৰং গচ্ছতি
বিপ্রোণ ঘাচিতঃ ক্ষুধিতেন বৈ। এতং কারণমুদ্दिष्टা শীত্ৰ-

করিতেছি কিছুই জানিতেছি না। ৩৩। আমরাগের পিতা
মাতা কিছুই নাই, স্বীয় কর্ম্মদোষে পিশাচঘোনি প্রাপ্ত হইয়া
নানাবিধ দুঃখ ও উদ্বিগ্নভোগ করিতেছি। ৩৪। ব্রহ্মন্! আমরা
আপনার দর্শনলাভ করিয়া আলাদিত ও আশ্বাসিত হইয়াছি,
আপনি কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন, আমরাগের আদ্যোপান্ত
বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেছি। ৩৫। আমার নাম পৰ্য্যুষিত,
ইহার নাম সূচীমুখ, তৃতীয়ের নাম শীত্ৰগ, চতুর্থের নাম রোহক
এবং পঞ্চম লেখক। আমরা সকলেই স্ব স্ব নামে প্রোতভাব
প্রাপ্ত হইয়াছি। ৩৬। ব্রাহ্মণ কহিলেন, প্রোতগণ সকলেই
স্বকর্ম্মজাত, অতএব কিরূপে তাহাদিগের নামসম্ভব হইতে
পারে। অতএব তোমরা কি কাণ উদ্দেশ করিয়া স্বীয় নাম
প্রকাশ করিতেছ? ৩৭। প্রোতরাজ কহিল, আমি স্বাচ্ছ ত্রয়া
স্বয়ং ভোজন করিয়া বিপ্রগণকে পৰ্য্যুষিতত্ব প্রদান করি-
, হে বিজোত্তম। এই কর্ম্মবিপাকবশত আমার পৰ্য্যুষিত
নাম হইয়াছে। ৩৮। ইনি অনেক ব্রাহ্মণকে হতিল করিয়াছেন,
অর্থাৎ অন্নকামনায় সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে অনেক তিরস্কার
করিয়াছেন। এইহেতু এই পিশাচের সূচীমুখ, নাম নির্দিষ্ট
হইয়াছে। ৩৯। বিজবর। কোন ব্রাহ্মণ ক্ষুধিত হইয়া ইহাকে
প্রার্থনা করিলে, ইনি শীঘ্র তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন,

গোহরং বিজোতম ॥ ৪০ ॥ একাকী মিতমদ্রাতি দৈবং
পৈত্র্যঞ্চ নিত্যশঃ । ত্রাক্ষণানামভাবেন রোহকস্তেন
চোচ্যতে ॥ ৪১ ॥ পুরায়ং যোনমাস্থায় বাচিতো বিলিখে-
ন্থহীং । তেন কর্মবিপাকেন লেখকো নামনামতঃ ॥ ৪২ ॥
প্রোতত্ত্বং কর্মভাবেন প্রাপ্তনামানি চ দ্বিজা । মেধাননো
লেখকোয়ং রোহকঃ পর্ত্তাননঃ ॥ ৪৩ ॥ শীত্ৰগঃ পশু-
বক্তৃশ্চ সূচকঃ সূচিবক্তৃবান্ । পর্যুযিতং বলগ্রীবং পশু
রূপবিপর্যায়ং ॥ ৪৪ ॥ ধূত্বা মায়াময়ং রূপং বিকৃতাতা
নরকার্ণবাং । সর্কে চ বিকৃতাকারো লম্বোষ্ঠী বিকৃতাতা-
ননাঃ ॥ ৪৫ ॥ বৃহচ্ছরীরদশনশ্চ বক্রাস্থাঃ শ্বেন কর্মণা ।
এতন্তে সর্কমাখ্যাতং প্রোতত্ত্বে কারণং ময়া ॥ ৪৬ ॥
জ্ঞানিনো হি বয়ং সর্কে সঞ্জাতা দর্শনাত্তব । যদি তে
শ্রবণে শ্রদ্ধা পৃচ্ছাম্যন্ যদ্যদিচ্ছসি ॥ ৪৭ ॥ ত্রাক্ষণ-
উবাচ । যে জীবা ভুবি জীবন্তি সর্কেপ্যাহারমূলকাঃ ।
যুখ্যাকমপি চাহারং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৪৮ ॥ প্রোতা-

এই কারণে ইহার শীত্ৰগ নাম হইয়াছে ৪০। এই ব্যক্তি সর্কদা
দৈব ও পৈত্র মিষ্টান ভক্ষণ করিত । ত্রাক্ষণগণের অভাবে
ইহারই কেবল দৈবপৈত্রমিষ্টান অধিকার, এইহেতু রোহক
নামে বিখ্যাত হইয়াছে । ৪১। পূর্বকালে বিপ্রগণ ইহার নিকট
বাচঞা করিলে ইনি মৌনী হইয়া পৃথিবীতে লেখন করিতেন,
এই কর্মবিপাকে ইহার নাম লেখক হইয়াছে । ৪২। হে বিজ !
জীবগণ কর্মবশে প্রোতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া মেধানন, লেখক, রোহক,
পর্ত্তানন, শীত্ৰগ, পশুবক্তৃ, সূচক, সূচিবক্তৃ, পর্যুযিত ও বলগ্রীব
এই সকল নামে বিখ্যাত হইয়াছে । এইক্ষণ ইহাদিগের রূপ-
বিপর্যায় দর্শন কর । ৪৩—৪৪। প্রোতগণ মায়াময় রূপধারণ
করিয়া নরকার্ণব হইতে পলায়ন করে । ইহার সকলেই
বিকৃতাকার ও বিকৃতানন, ইহাদিগের ওষ্ঠগুলি লম্বমান রহি-
য়াছে । ৪৫। প্রোতগণ স্ব স্ব কুর্মাভাসারে বৃহৎশরীর, বৃহদস্ত ও
বক্রাস্থ হয় । হে বিজ ! প্রোতত্ত্ব প্রাপ্তির এই সকল কারণ আমি
তোমার নিকট কীর্তন করিলাম ৪৬। আমরা সকলেই আপনার
দর্শনে জ্ঞানলাভ করিয়াছি, যাহা যাহা আপনার শ্রবণ করিতে
ইচ্ছা হয়, তাহা আমাদের নিকট জিজ্ঞাস্য করুন । ৪৭। ত্রাক্ষণ
কহিলেন, যে সকল জীব পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, সকলেই

উচুঃ । যদি তে শ্রবণে শ্রদ্ধা আহারং শ্রোতুমিচ্ছসি ।
অন্যাক্ত মহাভাগ শৃণু স্বসমাহিতঃ ॥ ৪৯ ॥ ত্রাক্ষণ-
উবাচ । কথয় প্রোতরাজ ভূমীহারক পৃথক্ পৃথক্ । ইত্যুক্তা
ত্রাক্ষণেনেদমুচুঃ প্রোতাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫০ ॥ প্রোতা-
উচুঃ । শৃণু স্বাহারমন্যাকং সর্কসত্ত্ববিগর্হিতং । যচ্ছ স্বা
গর্হসে ত্রাক্ষন্ ভূয়ো ভূয়োহপি কুংসিতং ॥ ৫১ ॥ শ্লেষ-
মূত্রপুরীষৈশ্চ রেচকৈঃ সমলৈঃ সহ । উচ্ছ্রীষ্টৈশ্চৈব পক্কান্নৈঃ
প্রোতানাং ভোজনং ভবেৎ ॥ ৫২ ॥ গৃহাণি তাক্তশোচানি
প্রকীর্ণোপস্করাণি চ । মলিনান্যপি ভূতানি প্রোতা
ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥ ৫৩ ॥ নাস্তি শোচং গৃহে যস্য ন সত্যং
ন চ সংযমঃ । পতিতৈর্দগ্ধাভিভূতৈশ্চৈব প্রোতা ভুঞ্জন্তি তত্র
বৈ ॥ ৫৪ ॥ বলিমন্ত্রবিহীনানি হোমহীমানি যানি চ ।
স্বাধ্যায়ত্রতহীনানি প্রোতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥ ৫৫ ॥ ন
লজ্জা ন চ মর্যাদা যত্র বৈ কুংসিতো গৃহী । সুরাশ্চৈব

আহারমূলক, কেহই আহার ব্যতীত জীবিত থাকিতে পারে না ।
এইক্ষণ তোমাদিগের আহার শুনিতে ইচ্ছা করি, যথার্থরূপে
তাহা বল । ৪৮। প্রোতগণ কহিল, হে মহাত্মন ! যদি আপনার
আমাদিগের আহার শ্রবণে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে বলিতেছি,
একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন । ৪৯। ত্রাক্ষণ কহিলেন, প্রোতরাজ !
তোমাদিগের পৃথক্ পৃথক্ আহার কীর্তন কর । ত্রাক্ষণ এইরূপ
কহিলে প্রোতগণ স্ব স্ব আহার কীর্তন করিতেছে । ৫০। প্রোতগণ
কহিল, আমরা যাহা আহার করিয়া থাকি, তাহা সর্কপ্রাণীর
বিগর্হিত । ত্রাক্ষন্ ! আপনি এই কুংসিত আহার শ্রবণ করিলে
অনেক নিন্দা করিবেন । ৫১। শ্লেষা, মূত্র, পুরীষ, রেচক, মল
ও উচ্ছ্রীষ্ট পক্কান্নাদি প্রোতগণের ভোজন হইয়া থাকে । ৫২। যে
সকল গৃহ শোচবর্জিত ও সর্কপ্রকার উপকরণরহিত অথচ
মলিন, সেই সকল স্থানেই প্রোতগণের ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হয় ।
৫৩। যাহার গৃহে শোচ, সত্য ও সংযম নাই এবং যে গৃহে পতিত
দগ্ধাগণ ভোজন করে, তাহার গৃহেই প্রোতগণের ভোজনক্রিয়া
সম্পন্ন হয় । ৫৪। যে গৃহে বলি, হোম, স্বাধ্যায় ও ত্রতাদি কিছুই
হয় না, সেই গৃহেই প্রোতগণ ভোজন করিয়া থাকে । ৫৫। যে
গৃহী ব্যক্তি অতি কুংসিত এবং যাহার লজ্জা, মর্যাদা কিছুই
নাই এবং যাহার গৃহে দেবার্চনাদি সংকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না,

ন পূজ্যন্তে প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥ ৫৬ ॥ যত্র লোভো
হৃতিক্রোধো নিদ্রা শোকো ভয়ং মদঃ । আলম্ভ্য
কলহো মায়ী প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥ ৫৭ ॥ ভৰ্তৃহীনা
চ যা নারী পরবীৰ্য্যং নিষেবতে । বীৰ্য্যমুদ্রসমাযুক্তং
প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ ॥ ৫৮ ॥ লজ্জা মে জায়তে তাত
বদতো ভোজনং স্বকং । যৎ ক্রীরজো যোনিগতং তল্লি-
হামো দ্বিজোত্তম ॥ ৫৯ ॥ নির্কিণ্ণাঃ প্রেতভায়েন পৃচ্ছামি
ত্বাং দৃঢ়ব্রতং । যথা চ ন ভবেৎ প্রেতস্তম্বে বদ তপো-
ধন । নিত্যং মৃত্যুর্করং জন্তোঃ প্রেতত্বং মা ভবেৎ
কচিৎ ॥ ৬০ ॥ ব্রাহ্মণ-উবাচ । উপবাসরতো নিত্যং
কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণে রতঃ । কিমন্যৈঃ স্মরুতৈঃ প্রেত ন
প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৬১ ॥ ইফ়া চৈবাশ্বমেধাদীন্
দানন্দত্বা তু যো নরঃ । মঠারামপ্রপাদীনাং গোষ্ঠাদে-
শৈশ্চ কারকঃ ॥ ৬২ ॥ কুমারীং ব্রাহ্মণানাঞ্চ বিবাহরতি

শক্তিতঃ । বিদ্যাদোহভয়দশৈশ্চ ন প্রেতো জায়তে নরঃ ॥
৬৩ ॥ পতিভামেন ভুঞ্জেন জঠরশ্চেন যো যুতঃ । পাপ-
মৃত্যুবশাদ্যো বৈ স প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৬৪ ॥ অযাজ্য-
যাজকশৈশ্চ যাজ্যানাঞ্চ বিবর্জ্যকঃ । কুর্বাতিশ্চ রতো
নিত্যং স প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৬৫ ॥ ব্রহ্মস্বন্দেবব্রহ্ম
শুকদ্রব্যং হরেতু যঃ । কন্যান্দদাতি শুল্কেন স প্রেতো
জায়তে নরঃ ॥ ৬৬ ॥ মাতরং ভগিনীং ভার্গ্যাং স্ত্রীশ্চ-
হিতরন্ততঃ । অদৃষ্টদোষান্ত্যজতি স প্রেতো জায়তে
নরঃ ॥ ৬৭ ॥ ন্যাসাপহর্তা মিত্রক্রুকু পরদাররতঃ সদা ।
বিশ্বাসঘাতী কূটশ্চ স প্রেতো জায়তে নরঃ ॥ ৭৮ ॥ ভ্রাতৃ-
ক্রগু ব্রহ্মণ গোমঃ সুরাপো গুরুতম্পগঃ । কুলধার্যং পরি-
ভাজ্য হনুতেষু সদা রতঃ । হর্তা হেনশ্চ ভূমেশ্চ স প্রেতো
জায়তে নরঃ ॥ ৬৯ ॥ শ্রীভীষ্ম-উবাচ । এবধদতি বিপ্রৈ
চ আকাশে দুম্ভুভিস্থনঃ । পপাত পুষ্করম্ভিষ্ণি দেবৈ-
শ্চুকা দ্বিজোপরি ॥ ৭০ ॥ পঞ্চ দেববিমানানি প্রেতানা-

সেই গৃহে প্রেতগণ ভোজন করিয়া থাকে। ৫৬। যে গৃহে
লোভ, ক্রোধ, নিদ্রা, শোক, ভয়, মত্ততা, আলম্ভ, কলহ ও
মায়ী সৰ্বদা বিদ্যমান আছে, সেই গৃহে প্রেতগণ ভোজন
করিয়া থাকে। ৫৭। যে নারী ভৰ্তৃহীনা হইয়া পরপুরুষের সেবা
করে, সেই গৃহে প্রেতগণ বীৰ্য্যমুদ্রসমাযুক্ত অন্নভোজন করে।
৫৮। হে দ্বিজোত্তম! স্বকীয় ভোজন বর্জন করিতে আমার
লজ্জা হইতেছে। ক্রীরণের যোনিগত যে রজ, তাহাই আমরা
গ্রহণ করিয়া থাকি। ৫৯। তপোধন! আমরা প্রেতরূপে
নির্কিণ্ণ হইয়া আপনাকে দৃঢ়ব্রত জিজ্ঞাসা করিতেছি। যে ব্রত
আচরণ করিলে আর প্রেতত্ব ভোগ করিতে হয় না, তাহার
উপদেশ প্রদান করুন। বরং প্রতিদিন মৃত্যুযজ্ঞাও প্রায়শ্চর্য,
তথাপি কখন প্রেতত্বভোগ না হয়, ইহাই প্রার্থনা। ৬০। ব্রাহ্মণ
কহিলেন, প্রতিদিন উপবাসরত হইয়া কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ ব্রত আচরণ
করিলে প্রেতত্ব নিবৃত্ত হয়। প্রেতত্ববিনোচনে অস্ত্রাশু পুণ্যকর
কার্য্য নিস্প্রয়োজন। সেই সকল কার্য্যে কখন প্রেতত্ব নিবৃত্তি
হয় না। ৬১। যে ব্যক্তি অশ্বমেধাদি মহাবজ্র, বিবিধ দান, মঠ-
প্রতিষ্ঠা, আরাম, জলাশয় ও গোষ্ঠাদি নির্মাণ করে, যিনি
সমস্তি অহুসারে কুমারী-ও ব্রাহ্মণগণের বিবাহকার্য্য সম্পাদন
করেন, যিনি শিষ্যগণকে বিদ্যা প্রদান করেন, ভীত ব্যক্তিকে

অভয় প্রদান করেন, সে ব্যক্তির কখন প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় না।
৬২-৬৩। পতিতের অন্ন ভোজন করিয়া সেই অন্ন উদরে
থাকিতে থাকিতেই যাহার মৃত্যু হয় এবং যে ব্যক্তির পাপ-
রোগাদিতে মরণ হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় প্রেতত্বলাভ
করে। ৬৪। যে ব্যক্তি অযাজ্যযাজক এবং যাজ্যব্যক্তিদিগকে
বর্জন করে, যিনি কুরুগণের সহিত সৰ্বদা বিচরণ করেন, তাহার
দিগেরও নিশ্চয় প্রেতত্বপ্রাপ্তি হয়। ৬৫। যিনি ব্রহ্মস্ব, দেবজব্যা ও
শুকদ্রব্য হরণ করেন এবং যে ব্যক্তি শুল্কগ্রহণ করিয়া কত্থাপ্রদান
করে, নিশ্চয় তাহার প্রেতত্বপ্রাপ্তি হয়। ৬৬। মাতা, ভগিনী,
ভার্গ্যা, পুত্রবধু ও কত্থা ইহাদিগকে যে বিনাপরাধে পরিত্যাগ
করে, তাহার প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয়। ৬৭। যে ব্যক্তি ব্রতবস্ত্র অপ-
হরণ করে, মিত্রের দ্রোহ করে, পরদারে রত থাকে এবং যে
ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতী, তাহার নিশ্চয় প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয়। ৬৮। যে
ব্যক্তি ভ্রাতৃদ্রোহকারী, ব্রহ্মঘ, গোত্রহা, মদ্যপায়ী, গুরুপত্নীগামী
এবং যে ব্যক্তি কুলধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্যতা আচরণে সৰ্বদা
রত থাকে এবং যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও ভূমিহরণ করে, তাহার নিশ্চয়
প্রেতত্বপ্রাপ্তি হয়। ৬৯। ভীষ্ম কহিলেন, সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ
বলিতেছেন, এমন সময় আকাশে দুম্ভুভিবাণ্য হইল এবং দেব-

মাগতানি চ। স্বর্গং গতা বিমানৈশ্চৈ পুণ্যং সম্ভাষ্য তৎ
মুনিং ॥ ৭১ ॥ তস্ম্য বিপ্রস্য সম্ভাষ্যং পুণ্যসকীর্তনেন চ।
প্রোতাঃ পাপবিনিমুক্তাঃ পরম্পদমবাপুযুঃ ॥ ৭২ ॥ ইদ-
মাখ্যানকং শ্রুত্বা কম্পিতোহস্থং পর্ণবৎ। মানুয্যাং
হিতার্থায় পুনঃ পৃচ্ছতি পক্ষিরাট্ ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রোতকল্পে

দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ॥

ত্রয়োদশোঃধ্যায়ঃ ।

গরুড়-উবাচ। নাকালে ত্রয়তে কম্পিতি বেদানু-
শাসনং। কস্মান্মৃত্যুমবাপ্নোতি রাজা বা শ্রোত্রিয়োপি
বা। যদুক্তং ব্রাহ্মণ পূর্বমনৃতন্তং প্রদৃশ্যতে ॥ ১ ॥ বেদৈ-
কক্লন্ত যদ্বাক্যং শতজীবতি মানবঃ। তৎ কলৌ ন চ
দৃশ্যতে কস্মাদেবং সমাদিশ ॥ ২ ॥ শ্রীভগবানুবাচ।
সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ যতুং ভক্তোহসি মে দূতঃ। শ্রয়তাং

গণ সেই ব্রাহ্মণের উপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৭০।
পক্ষ দেববিমানও প্রোতগণের জন্ত আগমন করিল এবং পুণ্যকল্প
মুনির নিকট কীর্তন করিয়া তাহারা বিমানদ্বারা স্বর্গপুরে গমন
করিল। ৭১। সেই ব্রাহ্মণের বচন এবং পুণ্যসংকীর্তনদ্বারা
প্রোতগণ পাপনিমুক্ত হইয়া পরম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ৭২।
এই আখ্যানিকা শ্রবণ করিয়া গরুড় অস্থং পর্ণবৎ কীপিতে
লাগিলেন এবং মানুষ্যের হিতসাধনার্থ পক্ষিরাজ গরুড় পুনর্বার
জিজ্ঞাসা করিলেন। ৭৩।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, ভগবন্! বেদের এই অনুশাসন আছে
সে, কেই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না, তবে রাজা বা
ব্রাহ্মণ ইহারা কেন অকালে প্রাণত্যাগ করে? এবং পূর্বে
ব্রহ্মা যেক্রপ বিধি নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা অন্তথা দেখি-
তেছি। ১। বেদে কথিত আছে যে, মানব শতবর্ষ জীবিত
থাকে। এই বেদানুশাসন কলিকালে দেখিতেছি না। কি
কারণে এইরূপ অবটন ঘটতেছে, তাহা আমাকে উপদেশ
করুন। ২। শ্রীভগবান কহিলেন, সাধু সাধু, হে গরুড়! তুমি
মহাপ্রাজ্ঞ ও আমার প্রতি তোমার দূত ভর্তি আছে। এইকণ

ময় বাক্যান্ত নানামার্গবিনাশনং ॥ ৩ ॥ বিধাতৃবিহিতো
মৃত্যুঃ শীঘ্রমাদায় গচ্ছতি। তৎ প্রবক্ষ্যামি পক্ষীন্দ্র কাশ্চ-
পেয় মহাত্মাতে ॥ ৪ ॥ মনুষ্যঃ শতজীবী চ পুরা বেদেন
ভাবিতং। বিকর্মণঃ প্রভাবেন শীঘ্রক্কাপি বিনশ্যতি ॥
৫ ॥ বেদানভ্যাসতে নৈব কুলাচারং ন সেবতে। আল-
স্যং কর্মণাস্ত্যাগং কুরুতে পাপমাচরন্ ॥ ৬ ॥ যত্র তত্র
গৃহেহস্ত্রাতি পরক্ষেত্ররতো যদি। এতৈরনৈশ্চ বহুশো
জায়তে হ্যযুযঃ ক্ষয়ঃ ॥ ৭ ॥ অশ্রদ্ধাধানমশুচিমজপং
ত্যক্তমঙ্গলং। তন্নয়তি সুরাসক্তং ব্রাহ্মণং যমশাসনং ॥
৮ ॥ অরক্ষিতারং রাজানং নিত্যং ধর্মবিবর্জিতং। ক্রুরং
ব্যসনিনং মূর্খং বেদবাদবহিষ্কৃতং ॥ ৯ ॥ প্রজাপীড়কং
সন্তপ্তং রাজানং যমশাসনং। প্রাপন্ন্যুগমৃত্যুশ্চৈ যুদ্ধে
চৈব পরাঙমুখং ॥ ১০ ॥ স্বকর্ম্মানি পরিত্যজ্য নিষিদ্ধ-
মৈশ্য আচরেৎ। পরকর্ম্মরতো নিত্যং যমলোকং স
গচ্ছতি ॥ ১১ ॥ শূদ্রঃ করোতি যৎকিঞ্চিৎ দ্বিজসেবা-

আমার বাক্য শ্রবণ কর, ইহাতে নানামার্গ বিনাশ পাইয়া
থাকে। ৩। বিধাতা মৃত্যুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই মৃত্যু
জীবকে গ্রহণ করিয়া শীঘ্র গমন করে। হে কল্পনন্দন! যেক্রপে
জীবের মৃত্যুঘটনা হয়, তাহা তোমাকে বলিতেছি। ৪। বেদে
মানুষের শতবর্ষ জীবন নিরূপণ করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু
সেই মনুষ্যগণ স্রীয় গর্হিত কর্ম্মবশত শীঘ্র বিনাশ পাইয়া থাকে।
৫। পাপিষ্ঠ ব্যক্তির। বেদাভ্যাস কিম্বা কোলিকাচার পালন করে
না, তাহারা পাপাচরণ করিতে করিতে তাহাতেই রত থাকে
এবং আলস্যবশত সংকর্ম্মসকল পরিত্যাগ করে ৬। পাপীরা
সাধারণের গৃহে ভোজন করে এবং পরক্ষেত্রে রত থাকে। এই
সকল কারণে ও অন্ত্রাত্ত হেতুতে তাহাদিগের আয়ুঃক্ষয় হয়। ৭।
যে সকল ব্রাহ্মণ বেদাদিতে শ্রদ্ধাবিহীন, অশুচি, জপকর্ম্মপরি-
তাগী, মাদ্রলিক-কার্য্য-বহির্ভূত ও সুরাসক্ত, তাহারাই যম-
শাসনের বশীভূত হয়। ৮। যে রাজা প্রজাপালনে বিশ্বাস, সর্বদা
ধর্ম্মবিবর্জিত, ক্রুর, ব্যসনাসক্ত, মূর্খ, বেদবাক্যে অনাসক্ত,
প্রজাপীড়নতৎপর, অতিক্রোধী ও যুদ্ধপরামুখ, তাহার। যম-
শাসনে অপমৃত্যু পাইয়া থাকে। ৯-১০। যে বৈশ্য স্বকর্ম্ম
পরিত্যাগ করিয়া নিষিদ্ধ কর্ম্ম আচরণ করে এবং সর্বদা পরকর্ম্ম

বিবর্জিতং । করোতি কৰ্ম যচ্চানাদৃগ্য়েনালোক্যতে
সদা ॥ ১২ ॥ স্নানস্নানজ্ঞপো হোমঃ স্বাধ্যায়ো দেবতা-
র্চনং । যশ্মিন্ দিনে ন সেবাশ্চে বৃথা স দিবসো নৃণাং ॥
১৩ ॥ অনিত্যমঙ্কবশ্চেহমনাধারং রসোস্তুবং । অন্নপিণ্ড
ময়ে দেহে গুণানেতাশ্চদাম্যহং ॥ ১৪ ॥ যৎ প্রাতঃ সংস্কৃতং
সায়ং নুনমন্নং বিনশ্যতি ; তদীয়রসসংপুষ্টে কায়ে কা
নাম নিত্যতা ॥ ১৫ ॥ গতং জাত্বা তু পক্ষীন্দ্র স্বকৰ্ম-
বন্ধনং বপুঃ । পাপনির্দহনং পুংভিঃ কার্যং ভবতি
নাশনং ॥ ১৬ ॥ অনেকজন্মসত্ত্বং পাতকস্ত্রিবিধং
কৃতং । যদা হি মানুষাবাপ্তিস্তদা সৰ্বং পতত্যপি ॥ ১৭ ॥
মনুষ্যোদরবাসী চ যদা ভবতি পাপভাক্তা । অণুজাদিমু
ভূতেষু যত্র তত্র প্রসপতি ॥ ১৮ ॥ মানুষে জন্মনি কৃতে
তত্র তত্র সমাপুয়াং । অবেক্য গৰ্ভবাসাংশ্চ কৰ্মজা
গতয়ন্তথা ॥ ১৯ ॥ আধয়েৎ ব্যাধয়ঃ ক্লেশা জরারূপবিপ-

রত, সেই বৈষ্ণব যমলোকে গমন করে । ১১ । যে শূদ্র ব্রাহ্মণ-
সেবা করে না, অথচ অশ্রান্ত কৰ্ম করে সেই শূদ্রকে যম দর্শন
করিয়া থাকে । ১২ । যে দিনে স্নান, দান, তপস্বী, হোম, স্বাধ্যায়
ও দেবার্চনা হয় না, সেই দিবস বৃথা জানিবে । ১৩ । এই দেহ
অনিত্য, চঞ্চল, অনাধার, রসোস্তুব । উক্তরূপ অন্নপিণ্ডময় দেহে
যে সকল গুণ আছে, তাহা বলিতেছি । ১৪ । অন্নসকল প্রাতঃ-
কালে প্রস্তুত করিলে তাহা সায়ংকালে বিনাশ পায়, সেই
অন্নসংপুষ্ট দেহের নিত্যতা কিরূপে সম্ভবিতে পারে ? ১৫ ।
এই দেহ মনুষ্যের কৰ্মবন্ধনস্বরূপ, ইহাকে গতপ্রায় জানিয়া
যাহাতে পাণবিনাশ হয়, এইরূপ শাসন করা পুরুষের কর্তব্য ।
১৬ । জন্মজন্মেতেই ত্রিবিধ পাপ সঞ্চিত হয়, যখন জীবের
মানুষজন্মপ্রাপ্তি হয়, তখনই সেই পাপসকল উপস্থিত হইয়া
থাকে । কেবল মনুষ্যজন্মেই পাপভোগ হয়, অশ্র জন্মে পাপ-
ভোগ হয় না । ১৭ । মনুষ্য গৰ্ভাবস্থাতেও যে পাপ করে, অণু-
জাদি সেই সমুৎপন্ন হইলে সেই সেই পাপ আদিয়া উপস্থিত
হয় । ১৮ । মানুষজন্মলাভ হইলে বাসনামুসারে কৰ্মজন্তুগতি
হইয়া পাকে । গৰ্ভবাসকালে যে রূপ কৰ্ম করে, তন্ম হইলে
তদনুরূপ ফল হয় । ১৯ । আধি, ব্যাধি, ক্লেশ, জরা, রূপবিপর্যয়
এই সমুদায়ই গৰ্ভবাসামুসারে হইয়া থাকে । গৰ্ভবাসুতে যে

যায় : । গৰ্ভবাসে তু যজ্ঞজ্ঞানং জাতং মাসাত্ম সপ্তমাং ॥
২০ ॥ তেন পশ্যতি সৰ্ব্বস্ত প্রাকৃতং যচ্চুভাশুভং । গৰ্ভ-
বাসাদ্বিনির্মুক্তো হস্তানতিমিরারতঃ ॥ ২১ ॥ ন পশ্যতি
ঋগশ্রেষ্ঠ বালভাবং সমাপ্রিতঃ । যৌবনে বনিতাক্ষশ্চ
যঃ পশ্যতি স মুক্তিভাক্ত ॥ ২২ ॥

ইতি ত্রিগাকড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে প্রেত-
পাখ্যানে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ । আধানমৃত্যুমাশ্নোতি বালো বা
স্ববিরো যুবা । সধনো নির্জনশৈচব স্কুমারঃ কুরুপবান্ ॥
১ ॥ অবিদ্বাংশৈচব বিদ্বাংশ্চ ব্রাহ্মণস্তিতরো জনঃ ।
তপোরতো যোগশীলো মহাজ্ঞানী চ যো নরঃ ॥ ২ ॥ মহা-
দানরতঃ শ্রীমান্ ধৰ্ম্মাত্মুলবিক্রমঃ । বিনা মনুষ্যদেহস্ত
সুখঞ্চ ন তু বিন্দতি ॥ ৩ ॥ প্রাক্তনৈঃ কৰ্মপাটকস্ত সুখং

জ্ঞান হয়, তাহা সপ্তম মাসের পর হইয়া থাকে । ২০ । গৰ্ভবাস-
কালে যে জ্ঞান জন্মে, তাহাতেই প্রাকৃত ও ভাশুভ দর্শন করিতে
পারে । পরে গৰ্ভবাস হইতে বিনির্মুক্ত হইলে অজ্ঞানতিমিরে
আবৃত্ত হইতে হয় । ২১ । ঋগরাজ্য বাবং বাল্যাবস্থা বর্তমান
থাকে, তাবৎ সে অজ্ঞানবশতঃ কিছুই বুঝিতে পারে না এবং
যৌবনকালেও বনিতাপ্রভৃতিতে আসক্ত হয়, তখনও জ্ঞান জন্মে
না । যে ব্যক্তি এই সকল জানিতে পারে, সেই ব্যক্তি যথার্থ
মুক্তিভাগী । ২২ ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, জন্ম হইলে সকলেরই মৃত্যু হইয়া থাকে ।
কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি ধনী, কি নির্ধন, কি স্কুমার,
কি কুরুপ, কি মূর্থ, কি বিদ্বান্, কি ব্রাহ্মণ, কি ইতরজন, কি
তপস্বী, কি যোগশীল, কি মহাজ্ঞানী কেহই মৃত্যুর হস্ত হইতে
নিস্তার পায় না । ১—২ । মহাদানরত, শ্রীমান্, ধৰ্ম্মতৎপর
অতুলবিক্রমশালী ব্যক্তিও মনুষ্যদেহ ব্যতিরেকে কোনরূপ
সুখলাভ করিতে পারে না । ৩ । মনুষ্য প্রাক্তন কৰ্মবিপাকবশত

প্রাপ্তোতি মানবঃ। আধানাং পঞ্চবর্ষাণি সম্পাপাটৈ-
র্কিপিত্ততে ॥ ৪ ॥ পঞ্চবর্ষাদিকো ভূত্বা মহাপাটৈর্কিপ-
িত্ততে। যোনিং পুরয়তে সম্যগ্ভূতোপ্যায়তি যাতি চ ॥
৫ ॥ ত্রতদানপ্রভাবেন চিরজীবতি মানবঃ। কৃষ্ণস্য বুচনং
শ্রদ্ধা গরুড়ো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥ গরুড়-উবাচ। মৃত্যে
বাল্যে কথং কুর্য্যাৎ পিণ্ডদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। গর্ভেষু
চ প্রপন্নানামাচুড়াকরণাচ্ছিশোঃ ॥ ৭ ॥ কৃতে চূড়ে ত্রতা-
দর্শাকু মৃতস্য কো বিধিঃ স্মৃতঃ। গরুড়স্য বচঃ শ্রদ্ধা
বিষ্ণুর্দর্শনমব্রবীৎ ॥ ৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। যদি গর্ভো
বিপাত্তোত অবশ্তে বাপি গোষিতঃ। যাবদ্যাসগতো গর্ভ-
শুদ্ধিনানি চ স্মৃতকং ॥ ৯ ॥ তস্য কিঞ্চিদ কৰ্তব্যমাত্মনঃ
শ্রেয়-ইচ্ছতা। ততো জাতে বিপন্নো তু আচুড়াস্তুবি-
নিক্ষিপেৎ ॥ ১০ ॥ দুষ্কন্দেয়ং যথাশক্তি বালানাং

সুখলাভ করে। জন্ম হইতে পঞ্চবর্ষপর্যন্ত মানব স্নান পাণে লিপ্ত
হয়। ৪। পঞ্চবর্ষের পর হইতেই মনুষ্য মহাপাণে বিপন্ন হয়।
যেহেতু মনু যোনিপূরণ করে, অতএব তাহার পুনঃ পুনঃ যাতা-
য়াত করে। ৫। ত্রত-দানাদি সদগুষ্ঠানপ্রভাবে মানবগণ চিরকাল
জীবিত থাকিতে পারে। কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গরুড়
জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ৬। গরুড় কহিলেন, বাল্যাবস্থায় মৃত্যু
হইলে কিরূপে তাহার পিণ্ডদানাদি ক্রিয়া করিতে হয়, গর্ভে
স্থাহার মৃত্যু হয়, তাহার পিণ্ডদানাদিই বা কিপ্রকারে করিবে?
আর চড়াকালের মধ্যে কোন বালকের মরণ হইলে তাহার
কার্য্যই কি নিয়মে করিবে? এবং কৃতচূড় শিশুর মৃত্যু হইলে
তাহার পিণ্ডদানাদি ব্যবস্থা কিরূপ? গরুড়ের এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ কহিতে লাগিলেন। ৭—৮। শ্রীকৃষ্ণ কহি-
লেন, যদি গর্ভেতে কোন বালকের মৃত্যু হয়, অথবা কোন জীর
গর্ভস্রাব হয়, তাহাহইলে যতমাস গর্ভময় গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু
ও গর্ভস্রাব হয়, ততদিন জাতিগণের অশৌচ থাকে। ৯। গর্ভে
মৃত্যু অথবা গর্ভস্রাব হইলে তাহার উদ্দেশে পিণ্ডদানাদি কিছুই
করিতে হয় না। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জননের পর
চড়াকালের মধ্যে কোন শিশুর মৃত্যু হইলে তাহাকে মৃত্তিকা-
গর্ভে নিক্ষেপ করিবে। ১০। উক্তরূপে মৃত বালকের তৃষ্টির
নিমিত্ত যথাশক্তি দুগ্ধপ্রদান করিবে। চড়াকালের পর পঞ্চবর্ষ

তুষ্টিহেতবে। আচুড়াং পঞ্চবর্ষে তু দেহদাহো যথাবিধি ॥
১১ ॥ দুগ্ধস্তস্য প্রদাতব্যং বালানাং ভোজনং শুভং।
পঞ্চবর্ষস্য কর্ম্মাণি স্বজাতিবিহিতানি চ ॥ ১২ ॥ কুর্যা-
তস্মিন্মৃতে সর্বমুদকুস্তাদিপায়সং। দাতব্যঞ্চ খগশ্রেষ্ঠ
ঋণসম্বন্ধকস্ত সঃ ॥ ১৩ ॥ জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ক্রবৎ
জন্মমৃত্যু চ। সম্পায়ুর্নির্দ্ধারো ভূত্বা রতিভুক্তিবিবর্জিতঃ ॥
১৪ ॥ পুনর্জন্ম বিশেষজ্ঞস্তস্যাদেয়ং মৃত্যে শিশৌ।
কর্তব্যং পক্ষিশার্দূল পুনর্দেহকরায় বৈ ॥ ১৫ ॥ এবম্যে
রোচতেহদত্তা জায়তে নির্দ্ধনে কুলে। পুরাণে গীয়তে
গাথা সর্বথা প্রতিভাতি মে ॥ ১৬ ॥ মিষ্টান্নং ভোজনং
দেয়দানশক্তিঃ সূচলভা। ভোজ্যে ভোজনশক্তিস্তু রতি-
শক্তিররজিয়াঃ ॥ ১৭ ॥ বিভবে দানশক্তিস্চ নান্দ্যস্য
তপসঃ ফলং। দানান্তোগমবাগ্নোতি সৌখ্যস্তীর্থস্য সেব-
নাং। সুভাষণাং পরে লোকে বিদ্বাংশ্চ ধর্ম্মবিস্তমঃ ॥
১৮ ॥ অদন্তদানাচ্চ ভবেদ্রিরিত্রো দরিদ্রভীবাং প্রকরোতি

মধ্যে মৃত বালকের যথাবিধি দাহ করিবে এবং সেই বালকের
ভোজনের নিমিত্ত দুগ্ধপ্রদান কর্তব্য। পঞ্চবর্ষে মৃত বালকের
উদ্দেশে স্বজাতিবিহিত ক্রিয়া করিতে হয়। ১১—১২। উক্তরূপ
মৃত বালকের উদ্দেশে জলকুস্তাদি ও পায়স প্রদান বিধেয়। খগ-
শ্রেষ্ঠ! যেহেতু পঞ্চবর্ষাভীত বালকের ঋণসম্বন্ধ আছে, অতএব
তাহার উদ্দেশে জলদানাদি করিবে। ১৩। জন্ম হইলেই তাহার
মৃত্যু হয় এবং মৃত ব্যক্তিরও পুনর্জন্ম জন্ম হইয়া থাকে, ইহাই
নিশ্চয় বিধি। মনুষ্য স্নায়ু, নির্ধন ও রতিভুক্তিবিবর্জিত হইয়া
পুনঃপুনঃ জন্মলাভ করে, অতএব শিশুগণ মন্ডিলে তাহার
দেহক্ষয়ার্থ পিণ্ডদানাদি কর্তব্য। ১৪—১৫। পক্ষিরাশি! উক্তরূপ
ব্যবস্থাই আমার অভিমত। যে উক্তরূপ দানাদি না করে,
সে নির্ধন কুলে জন্মিয়া থাকে। এইরূপ অসিদ্ধি পুরাণে কীর্ষিত
আছে এবং আমার মনেও এইরূপ উদয় হইতেছে। ১৬। মৃত
ব্যক্তির উদ্দেশে মিষ্টান্ন ভোজন প্রদান করিবে। শাস্ত্র লিখিত
আছে যে, দানশক্তি অতি দুর্লভ। ভোজ্যবস্তুর সন্তাবে ভোজন-
শক্তি, রতিশক্তি, উত্তমাজীলাভ, বিভবসত্তে দানশক্তি, এই সকল
অল্পতপস্তর ফল নহে। যে ব্যক্তি স্নান করে, তাহারই ভোগ-
শক্তি হইয়া থাকে এবং যে তীর্থসেবা করে, তাহারই সুখভোগ

পাপং । পাপপ্রভবান্নকং প্রয়াতি পুনর্দরিদ্রো পুনরেব
পাপী ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীগারুড় মহাপুরাণে প্রেতকণ্ঠে
চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ । অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি পুরুষশ্চ বিনি-
র্নয়ং । জীবন্মাপি মৃতো বাপি পঞ্চবর্ষাধিকো হি যঃ ॥
১ ॥ পূর্বে তু পঞ্চমে বর্ষে পুমাংশ্চৈব প্রতিষ্ঠিতঃ ।
সর্কেন্দ্রিয়াণি জানাতি রূপারূপবিনির্নয়ং ॥ ২ ॥ পূর্ব-
কর্মবিপাকেণ প্রাণিনাং বধবন্ধনং । বিপ্রাদ্যানস্তাজান্
সর্কান্ পাপম্মারয়তি ধ্রুবং ॥ ৩ ॥ গর্ভে নষ্টে ক্রিয়া
নান্তি দুষ্কৃন্দেয়ং শিশৌ মৃতো । ঘটংশ্চ পায়সং ক্ষীরং
দজ্জাদ্বালবিপাকিতঃ ॥ ৪ ॥ একাদশাহে দ্বাদশাহে রযোৎ-
সর্গবিধিঘনা । মহাদানবিহীনস্ত কুমারে কৃত্যমাচরেৎ ॥
৫ ॥ কুমারাপাঞ্চ বালানাং ভোজনং বস্ত্রবেষ্টনং । বালে

ভয় । আর যে ব্যক্তি লোকের সহিত স্নহের আলাপ করে,
সে পরকালে বিদ্বান্ ও ধার্মিক হইতে পারে । ১৭—১৮ । দান
না করিলে সেই ব্যক্তি দরিদ্র হয়, দরিদ্র হইলেই পাপাচরণ
করিয়া থাকে, সেই পাপপ্রভাবে নরকে গমন করে এবং পুন-
র্বার দরিদ্র ও পাপী হইয়া থাকে । ১৯ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, অতঃপর পুরুষনির্নয় বলিব । জীবিত কিম্বা
মৃত যে পুরুষ পঞ্চবর্ষাধিক, তাহারই নির্ণয় কহিতেছি । ১ । পঞ্চ-
বর্ষ পূর্ণ হইলেই পুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় । তখনই সকল ইন্দ্রিয় ও
রূপারূপাদি নির্ণয় জানিতে পারে । ২ । পূর্বার্জিত কর্মবিপাকেই
প্রাণিবিগের বধবন্ধন হয় এবং পাপই বিপ্রাদি অস্ত্রাভ্যুপাখ্যস্ত
সকলকে বিনাশ করে । ৩ । গর্ভ নষ্ট হইলে কোনরূপ ক্রিয়া
নাই এবং শিশুর মরণ হইলে জলপূর্ণ ঘট, পায়স ও দুগ্ধ প্রদান
করিবে । বালকের মরণমাত্রেই এইরূপ বিধি জানিবে । ৪ ।
কোমারাবস্থায় মৃত্যু হইলে একাদশাহে অথবা দ্বাদশাহে রযোৎ-
সর্গ ও মহাদান ব্যতিরেকে অজ্ঞাত কার্য করিবে । ৫ । কুমার

বা তরুণে রাক্ষসঘটো ভবতি দেহিনাং ॥ ৬ ॥ ভূমৌ
নিক্লেপণং বালমাবর্ষদ্বয়মেব চ । ততঃপরং খগশ্চ্রেষ্ঠ
দেহদাহো বিধীয়তে ॥ ৭ ॥ শিশুরাদন্তজননাদ্বালঃ স্রাদ্-
যাবদুপাশিখং । কথ্যতে সর্কশাস্ত্রেষু কুমারো মৌঞ্জিবন্ধ-
নাং ॥ ৮ ॥ মৃতো হি পঞ্চমে বর্ষে অত্র তঃ সত্রতোপি বা ।
পূর্কোক্তমেব কর্তব্যমীহতে দশপিওজং ॥ ৯ ॥ অম্পকর্ম-
প্রসঙ্গাচ্চ অম্পাধিব্যবন্ধনাং । অম্পে বপুৰি বাসাত্ত
ক্রিয়াং অম্পামপীচ্ছতি ॥ ১০ ॥ বাবচ্চ পঞ্চবর্ষে তু
বালকশ্চ ভবেচ্ছতিঃ । যদ্যদ্যবস্থাপজীব্যং স্রাদ্ভদেয়-
মিহেচ্ছতি ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মবীৰ্য্যোদ্ভবাঃ পুত্রা দেবর্ষীগাঞ্চ
বল্লভাঃ । যমেন যমদূতশ্চ মন্যন্তে নিশ্চিতং খগ ॥ ১২ ॥
বালো রাক্ষো যুবা বাপি বরো ভবতি দেহিনাং । সুখং
দুঃখং সমাপ্নোতি দেহী সর্কগতস্থিহ ॥ ১৩ ॥ পরিত্যজ্য
তদাত্মানং জীর্ণস্ত্রুতমিবোরগঃ । অসুষ্ঠমাত্রপুংকলো বায়ু-
ভূতঃ ক্ষুধাদিতঃ ॥ ১৪ ॥ তস্মাদেদ্যানি দানানি মৃতো

ও বালকের ভোজন প্রবেষ্টন করিয়া দিতে হইবে । বালক বৃদ্ধ
কিম্বা তরুণদেহীর ঘটই ভোজন হয় । ৬ । দুই বর্ষপর্যন্ত বালকের
মৃত্যু হইলে তাহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিবে । হে
খগবর ! দুই বর্ষের পরেই মনুষ্যের দেহদাহ করিবে । ৭ । সর্ক-
শাস্ত্রেই লিখিত আছে যে, দন্তজননপর্য্যন্তই শিশু, শিশোৎপত্তি
পর্য্যন্ত বালক এবং উপনয়নপর্য্যন্ত কুমার । ৮ । পঞ্চম বর্ষেতে
অম্পনাত কিম্বা উপন্যাতের মৃত্যু হইলে পূর্কোক্ত বিধান
কার্য করিবে । এইরূপ ব্যক্তি দশপিও জন্ত ভোজন ইচ্ছা
করে । ৯ । যে অম্পকর্মপ্রসঙ্গী, অম্পাধিব্যবন্ধ ও অম্পরী-
বামী, সে ক্রিয়া ও অম্প ইচ্ছা করিয়া থাকে, এই নিমিত্তই বালক-
দিগের অম্পক্রিয়া উক্ত হইল । ১০ । পঞ্চবর্ষের মধ্যে বালকের
মরণ হইলে যাহা যাহা যে যে বালকের উপজীবী,
তাঁহারা সেই সেই দ্রব্য প্রদান ইচ্ছা করে । ১১ । ব্রহ্মবীৰ্য্য-
প্রভব পুত্রই দেবর্ষিগণের প্রিয়, ইহা যম ও যমদূতগণ সকলেই
মনে করিয়া থাকেন, অতএব যাহারা ব্রহ্মবীৰ্য্যপ্রভব, তাঁহা-
দিগকে যম ও যমদূতগণ রূপপ্রদান করিতে পারে না । ১২ ।
বাল্য, বার্দ্ধক্য ও যৌবন দেহিমাত্রেরই এই তিন অবস্থা হইয়া
থাকে । দেহেরা সকল অবস্থাতেই সুখ দুঃখভোগ করিয়া
থাকে । ১৩ । যেমন সর্পগণ জীর্ণচর্ম পরিত্যাগ করে, সেইরূপ

তস্মিন্ স্থানিশ্চিতং । জন্মতঃ পঞ্চবর্ষাণি তুঙক্তে দন্ত-
মসংকৃতং ॥ ১৫ ॥ পঞ্চবর্ষাধিকে বালে বিপাতির্গদি
জায়তে । রুণ্ডোৎসর্গাদিকং কৰ্ম্ম সপিণ্ডীকরণমিহ ॥ ১৬ ॥
অহন্যেকাদশে পুত্রঃ কুৰ্য্যাচ্ছ্রাজ্জানি যোড়শ । উদকুস্তপ্রদা-
নন্ত অন্যদানানি যানি ৮ ॥ ১৭ ॥ ভোজনানি দ্বিজে দত্তা-
নুদানানি শক্তিভঃ । দীপদানানি যৎ কিঞ্চিৎ পঞ্চবর্ষা-
ধিকে সদা ॥ ১৮ ॥ কর্তব্যন্ত খগশ্রেষ্ঠ ক্রিয়াদি প্রেত-
তত্ত্বয়ে । যদা ন ক্রিয়তে সৰ্ব্বং পিশাচত্বং স গচ্ছতি ॥ ১৯ ॥
এবং ক্রতে তু স প্রেতস্ততো বাতি পরাক্রতিং । পুন-
শ্চিরাযুত্বা চ কুলে তস্মাৎ বসেদুৎকৰং ॥ ২০ ॥ সৰ্ব-
সৌখ্যপ্রদঃ পুত্রঃ পিত্রোঃ প্রীতিবিসৰ্জনঃ । আত্মা বৈ
জায়তে পুত্র ইতি বেদেণ নিশ্চিতং ॥ ২১ ॥ আকাশ-
মেকং হি যথা চন্দ্রাদিত্যৌ তথৈব চ । ঘটাদিষু পৃথক্
সৰ্বং দৃষ্টা রূপে চ তৎসমং ॥ ২২ ॥ আত্মা তথৈব

সৰ্বেষু পুত্রেষু বিচরেৎ সদা । যী যস্মাৎ প্রকৃতিঃ পূৰ্ণং
শুক্লশোণিতসঙ্গমে ॥ ২৩ ॥ তস্মাৎ তদ্ভাবযোগেন পুত্ৰা-
ন্তংকৰ্ম্মকারিণঃ । পিতৃরূপং সমাদায় কস্মাচ্চিজায়তে
সুতঃ ॥ ২৪ ॥ পিতৃতঃ কামরূপশ্চ গুণজ্ঞো দানতৎপরঃ ।
ঈদৃশঃ কোপি লোকেহস্মিন্ ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥
অন্ধাদন্ধো ন ভবতি মুকাম্মুকো ন জায়তে । বধিরো
দধিরো নৈব মূৰ্খঃ মূৰ্খো ন জায়তে ॥ ২৬ ॥ গরুড়-উবাচ ।
ঔরসক্ষেত্রজাত্যাশ্চ পুত্ৰা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ । সংগৃহীত-
স্মৃতো যশ্চ দাসীপুত্রশ্চ তেন কিং ॥ ২৭ ॥ কাং কাং
গতিমবাপ্নোতি জাতৈর্মৃত্যুবশদ্বৈতৈঃ । ভবন্তি দুহিতরো
যস্মাৎ দৌহিত্রো ন ভবেৎ সুতঃ । শ্রাদ্ধস্তস্মাৎ তু কঃ কুৰ্য্যা-
দ্বিধিনা কেন তদ্ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ । মুখং
দৃষ্টা তু পুত্রস্য মৃত্যতে পৈতৃকাদৃগাং । অন্যে ক্ষেত্রাদয়ঃ
পুত্ৰা মুক্তিমাত্রপ্রদায়কাঃ ॥ ২৯ ॥ কুর্কাত পার্শ্বগং
শ্রাদ্ধমোরসো বিধিবৎ সুতঃ । কুর্কস্ত্যান্যে তথা শ্রাদ্ধ-

জীব দেহপরিভাগ করিয়া বায়ুরূপী অমৃতমাত্র পুরুষ ও ক্ষুদ্রাতি
হইয়া থাকে ; অতএব মরণের পর তাহার ক্ষুদ্রানিবৃত্তির
নিমিত্ত বিবিধ দান করিতে হইবে । জন্মাবধি পঞ্চবর্ষপর্য্যন্ত
প্রদত্ত অসংকৃত নস্ত ভোজন করে । ১৪—১৫ । পঞ্চবর্ষাধিক
বালকের মরণ হইলে সপিণ্ডীকরণ ব্যতিরেকে রুণ্ডোৎসর্গাদি
সমস্ত কার্য্য করিবে । ১৬ । ঐরূপ অবস্থায় একাদশাহে যোড়শ
শ্রাদ্ধ করিবে এবং জলকুস্ত প্রদান ও অন্নাদান দান সকলও
করিতে হইবে । ১৭ । শ্রাদ্ধদিবসে ব্রাহ্মণভোজন ও যথাশক্তি
মহাদানাদি করিবে । আর পঞ্চবর্ষাধিক বালকের মরণে দীপ
প্রদান করাও বিধেয় । ১৮ । খগরাজ ! প্রেতের তৃপ্তির নিমিত্ত
অবশ্য ক্রিয়া করিবে । যদি প্রেতের উদ্দেশে কোন ক্রিয়া না
করা যায়, তৎক্ষণাৎ সেই প্রেত পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয় । ১৯ ।
পূৰ্ব্বোক্তরূপ ক্রিয়া করিলেই প্রেত পরমাগতি লাভ করে । পুন-
র্বার সেই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া নিশ্চয় চিরকাল জীবিত
থাকে । ২০ । পুত্র পিতামাতার সৰ্ব্বপ্রকার সুখপ্রদান করেন ও
প্রীতিবর্জন করেন । বেদেতে প্রসিদ্ধ আছে যে, আত্মাই
পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে । ২১ । যেমন এক আকাশ, এক চন্দ্র ও
এক সূর্য্য ইহারা ঘটাদি উপাধিভেদে সৰ্ব্বত্র পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট
হয়, সেইরূপ একই আত্মা সকল পুত্রেতে বিচরণ করে, কেবল

তাহাদিগের জন্মের পূর্বে শুক্ল-শোণিত-সঙ্গমের বৈষম্যহেতু
পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি হয় । ২২—২৩ । আত্মা নিজের ভাবযোগ-
বশতঃ সংক্রিয়ানিরত পুত্র হইতে পিতৃরূপ গ্রহণ করিয়া পুত্র-
রূপে জন্মগ্রহণ করে । ২৪ । পিতা হইতেই পুত্রের রূপাদি হয়
অথাৎ পিতা যেরূপ রূপবান, গুণজ ও দানতৎপর থাকে, পুত্রও
সেই প্রকার রূপবান, গুণজ ও দানশীল হয় । এই লোকে
কোন ব্যক্তিও এইরূপ হয় নাই কিম্বা হইবে না । ২৫ । যেহেতু
অন্ধের পুত্র অন্ধ, মুকের পুত্র মুক, বনিরের পুত্র বধির ও মূৰ্খের
পুত্র মূৰ্খ হয় না । ২৬ । গরুড় কহিলেন, ঔরস ক্ষেত্রজপ্রভৃতি
দশবিধ পুত্র প্রসিদ্ধ আছে ; কিন্তু যে পুত্র সংগৃহীত, সেই
তনয় দাসীপুত্রতুল্য । তাহা দ্বারা কি কার্য্য হইতে পারে ? ২৭ ।
আর যাহার পুত্র জন্মিয়াই মৃত্যুর বশতাপন্ন হয় এবং বহুতর
কন্ডা জন্মিলেও যাহার দৌহিত্র না জন্মে, তাহার শ্রাদ্ধ কে
করিবে এবং কোন্ বিধি অনুসারে হইবে ? ২৮ । শ্রীকৃষ্ণ কহি-
লেন, পিতা পুত্রের মুগ্ধদর্শন করিলেই পৈতৃক ঋণ হইতে মুক্ত
হইতে পারে, ক্ষেত্রাদি অন্তপ্রকার পুত্রসকল পিতার মুক্তিমাত্র
প্রদান করিতে পারে । ২৯ । ঔরসপুত্র বিধিপূর্বক পার্শ্বপ্রাঙ্গ
করিবে । অন্তপ্রকার পুত্রসকল এইরূপ পার্শ্ব ও একোন্নি-

মেকোদিক্টং স্মৃত্য নব ॥ ৩০ ॥ পৌত্রস্ত দর্শনাজ্জন্ত-
মুচ্যতে স ঋণত্রয়াৎ । লোকাঙ্ঘ্রে চ দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্র-
পৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মপুত্র উন্নয়তি সংগৃহীত-
স্বধো নয়েৎ । শ্রাদ্ধং মাংসংসরং কুর্স্বন জারতে নরকায়
বৈ ॥ ৩২ ॥ সর্সদানানি দেয়ানি হ্রস্বদানানি বৈ খগ ।
সংগৃহীতভূতেনৈব হ্যেকোদিক্টং ন পার্জনং ॥ ৩৩ ॥
প্রত্যকং পিতৃমাতৃভ্যাং শ্রাদ্ধং কৃত্বা ন লিপ্যতে ।
একোদিক্টং পারিত্যজ্য পার্জনং কুরুতে যদি ॥ ৩৪ ॥ তদা-
ত্মানং পিতৃশৈব স নয়েদমশাসনং । সংগৃহীতাশ্চ যে
কেচিদাসীপুত্রাদয়স্তথা ॥ ৩৫ ॥ তীর্থে গত্বা তু যঃ শ্রাদ্ধ-
মামায়ক দদোদ্বজে । সংগৃহীতস্মতো ভূত্বা পাককৈব
প্রযচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥ রথা শ্রাদ্ধং বিজানীয়াচ্ছ্রাদ্ধেন
যথা দ্বিজঃ । তেন দত্তং ন গৃহীতং পিতামহমুখাশ্চ যে ॥
৩৭ ॥ এবং জ্ঞাত্বা খগশ্রেষ্ঠ হীনজাতিস্মতান্ ভ্যজেৎ ।
বস্ত্র প্রব্রাজতাঞ্জাতো ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রতশ্চ যঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রাদ্ধ করিতে পারে । ৩০ । পিতা পৌত্রের মুখদর্শনমাত্র ঋণত্রয়
হইতে মুক্তি পায় এবং যখন তাহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়, তখন
পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের সহিত স্বর্গলোকে গমন করে । ৩১ ।
ঔরস পুত্র পিতৃগণের ঈর্ষ্যালোকপ্রাপ্তির কারণ হয় এবং সংগৃহীত
পুত্র পিতৃগণকে অধোগতি প্রদান কবে । তাহার সাংবৎসরিক
শ্রাদ্ধ করিলেও পিতৃলোকের অধোগতির তেতু হইয়া থাকে । ৩২ ।
খগরাজ ! সংগৃহীত পুত্র অন্নদানাদি সস্ত্রপ্রকার দান করিতে
পারে, কিন্তু পার্জন কিম্বা একোদিক্টশ্রাদ্ধ করিতে তাহার অধি-
কাব নাই । ৩৩ । প্রতিবর্ষে পিতামাতার শ্রাদ্ধ করিলে সে ব্যক্তি
কখন পার্ণে লিপ্ত হয় না । যদি একোদিক্টশ্রাদ্ধ না করিয়া
পার্ষণশ্রাদ্ধ করে, তাহাইহলে সেই ব্যক্তি আপনাকে ও পিতৃ-
গণকে যমশাসনের বশীভূত করিয়া রাখে । সংগৃহীত পুত্র ও
দাসীপুত্রেরাই এইরূপ করিয়া থাকে । ৩৪—৩৫ । যে সংগৃহীত
পুত্র হইয়া তীর্থে গমনপূর্বক শ্রাদ্ধ করে ও দ্বিজগণকে আমান
প্রদান করে, সে পাকশ্রাদ্ধও করিতে পারে । ৩৬ । দ্বিজগণ
শূদ্রান্ধারা শ্রাদ্ধ করিলে তাহার সেই শ্রাদ্ধ বুথা হয়, সেই
সকল শ্রাদ্ধে অদত্ত বস্ত্র পিতামহ প্রভৃতির গ্রহণ করেন না । ৩৭ ।
খগরাজ ! এইরূপ জানিয়া হীনজাতিস্মৃতিদিগকে পরিত্যাগ

দ্বাবিমৌ বিদ্ধি চাণ্ডালৌ অগোত্রাদ্যন্ত জারতে । স্বজাতি-
বিহিতান্ পুত্রান্ সমুৎপাদ্য খগেশ্বর ॥ ৩৯ ॥ তৈঃ
স্মরিতৈঃ সুখং প্রাপ্তৌ দুর্ভূতৈর্নরকং ভজেৎ । হীনজাতি-
সমুৎপন্নৈঃ স্মরিতৈঃ সুখমেধতে ॥ ৪০ ॥ কলিকলুষ-
বিমুক্তঃ পূজিতঃ । সদ্ধসঙ্ঘে অমরচমরমালাবীজ্যমানোহ-
প্সরোভিঃ । পিতৃশতমপি বন্ধুন্ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রা-
নপি নরকানিমগ্নানুদ্বরেদেক এব ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীগারুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকপ্পে পুত্র-

নির্নয়ো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

গরুড়-উবাচ । সত্যং ক্রুহি স্মরশ্রেষ্ঠ ক্রুপাং কৃত্বা
মমোপরি । মৃতানাকৈব জন্তুনাং কদা কুর্গ্যাং সপি-
ণ্ডনং ॥ ১ ॥ সপিণ্ডে কৃতো যাস্তি হমপিণ্ডে কৃতো
গতিঃ । কেন চৈব সপিণ্ডং দ্বীপুংসাং বন্ধুর্হসি ॥ ২ ॥

করিবে এবং শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণীতে যে সন্তান উৎপন্ন হয় এবং
সগোত্রা কটার গতে যে পুত্র উৎপাদন করে, এই উভয়কেই
চাণ্ডাল বলিয়া জানিবে । হে খগেশ্বর ! স্বজাতিবিহিত পুত্র
সমুৎপাদন করিলে যদি সেই পুত্র স্মৃণীল হয়, তাহা হইলে পিতৃ-
লোকের সুখ হইতে পারে এবং তাহার দুর্ভূত হইলে পিতৃলোক
নরকে গমন করে । হীনজাতিসমুৎপন্ন পুত্রগণ স্মৃণীল হইলে
পিতৃলোকের সুখবৃদ্ধি হইয়া থাকে । ৩৮—৪০ । যে ব্যক্তি কলি-
কলুষ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, সে ব্যক্তি সিদ্ধগণকর্তৃক পূজিত ও
অপ্সরোগণকর্তৃক অমরচামরশ্রেণীদ্বারা বীজ্যমান হইয়া শত শত
পিহ্লোক, বন্ধু, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রদিগকেও নরক হইতে
উদ্ধার করিতে পারে । ৪১ ।

ষোড়শ অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন, স্মরবর ! আমার প্রতি ক্রুপা করিয়া মৃত-
জন্তুগণের সপিণ্ডন কোন্ কালে করিতে হয় তাহা উপদেশ
করুন । ১ । মৃতের সপিণ্ডন হইলে তাহাদিগের কিরূপ গতি
হয় আর সপিণ্ডীকরণ না হইলেই বা প্রেতের কি গতি হইয়া
থাকে আর কি প্রকারে দ্বীপুংসের সপিণ্ডীকরণ হইবে, তাহা

পতিঃ পত্নী সপিণ্ডকং প্রাপ্তকঃ কথয়তমঃ। জীবন্তুর্ভবি
নারীগং সপিণ্ডীকরণং কৃতঃ। ৩। তত্ৰলোকে কথং
যাতি স্বর্গলোকে সুরেশ্বরঃ। অগ্ন্যারোহে কথং ভ্রাজ
ব্রহ্মোৎসর্গস্ত তদ্দিনে। ৪। ঘটদানং কথং কার্যং সপিণ্ডী-
করণে কৃতে। কথং প্রসাদেন হিতার জগতাং প্রভো।
৫। ক্রীতগবানুবাচ। সত্যং হি কথয়িষ্যামি সপিণ্ডী-
করণং যথা। বর্ষং বাবৎ খগশ্চৈতং মার্গে গচ্ছতি মানবঃ।
৬। ততঃ পিতৃগণৈঃ সাক্ষং পিতৃলোকে স গচ্ছতি।
জন্মাৎ পুঞ্জেন কৰ্তব্যং সপিণ্ডীকরণং পিতুঃ। ৭। সম্বৎ-
সকলং সপুণে কুর্য্যাৎ পিতৃপ্রবেশনং। পিতৃপ্রবেশ-
বিধিনা তস্মা নিত্যং যুতাহিকং। ৮। নিশ্চিতং পাকি-
শাদ্দুল বর্ষান্তে পিতৃমেলনং। সহ পিতৃ কৃতে প্রেত-
স্ততো যাতি গুরাকৃতিং। ৯। তন্মাম সংপরিভ্যজ্য ততঃ
পিতৃগণে ভবেৎ। ত্রিপক্ষে বাথ যথাসে মেলয়েচ্চ পিতা-

আমাকে বলিতে হইবে। ২। পতি ও পত্নী ইহারা কিরূপে
সমানপিতৃভাগী হয় আর ভর্তার জীবদবস্থায় নারীদিগের সপি-
ণ্ডীকরণ কিপ্রকার করিবে, তাহাও জানিতে ইচ্ছা করি। ৩।
সুরেশ্বর! নারীরা কিপ্রকারে পতিলোকে গমন করে? অগ্নিতে
আরোহণ করিলে তাহার শ্রাদ্ধ কিপ্রকার করিবে? সেই দিনে
ব্রহ্মোৎসর্গই বা কিরূপে হইতে পারে? আর সপিণ্ডীকরণ হইলে
তাহার ঘটদানই বা কিপ্রকারে করিতে হইবে? প্রভো! জগ-
তেত্র হিতার্থ অমুগ্রহপূর্বক এই সকল আমার নিকট কীতন
করুন। ৪—৫। ভগবান্ কহিলেন। হে খগবর! যেভাবে
সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়, তাহা আমি তোমার নিকট সত্য বলি
তেছি। ৬। মানবগণ মরণের পর এক বৎসর আকাশমার্গে গমন
করে। তৎপরে পিতৃগণের সহিত পিতৃলোকে গমন করিয়া
থাকে। অতএব পুত্র পিতার সপিণ্ডীকরণ করিবে। ৬—৭।
মরণের পর সংবৎসর পূর্ণ হইলে পিতৃ প্রয়োজন অর্থাৎ পিতৃ
লোকের সহিত সমান পিতৃভাগ নির্দেশ করিবে। বাহার যে
বিধানের পিতৃ প্রবেশন করিবে, তাহার যুতাহিক শ্রাদ্ধও সেই
বিধানের করিতে হইবে। ৮। পাকিরাজ! বর্ষান্তে প্রেতের পিতৃ
মিলন হয় এবং সপিণ্ডীকরণ হইলেই প্রেত পরমর্গতি লাভ
করে। ৯। বাবৎ যে প্রেতের সপিণ্ডীকরণ না হয়, তাবৎ
তাহার নান্ন পরিভ্যাগ করিয়া পিতৃলোকের গণনা হইয়া থাকে;

মতঃ। ১০। জাত্বা বৃদ্ধিবিবাহাদি অগোত্রবিবাহাদি
চ। বিবাহং নৈব কুর্য্যত যুতে চ গৃহমেধিনি। তিস্তুকগণ
ন গুর্যতি বাবৎ কুর্য্যাৎ সপিণ্ডনং। ১১। অগোত্রোক্ত
চিন্তাবদ্যাবৎ পিতৃং ন মেলয়েৎ। মেলনাং প্রেতশব্দ
নিবর্তেত খগেশ্বরঃ। ১২। আনন্ত্যাৎ কুলধর্ম্যাং পুংসাং
চৈবায়ুঃ কৰ্য্যং। অস্থিরতাজুরীয়া দ্বাদশাহঃ প্রশস্ত্যতে।
১৩। নিরায়িকঃ সায়িকো বা দ্বাদশাহে সপিণ্ডয়েৎ।
দ্বাদশাহে ত্রিপক্ষে যথাযথ বৎসরেপি বা। ১৪।
সপিণ্ডীকরণং প্রোক্তং ঋষিভিঃ সপুত্রস্ত
ন কৰ্তব্যমেকোদ্ধিষ্ট কদাচন। ১৫। সপিণ্ডীকরণাদুচ্ছ-
বত্ৰ যত্র প্রদীয়তে। তত্র তত্র ত্রয়ং কার্যং বজ্রমিহা-
কয়েৎহনি। ১৬। পিতা পিতামহশ্চৈব তদৈব প্রপিতা-
মহঃ। একোদ্ধিষ্টং ত্রয়াণাং শ্রাদ্ধান্যথা পিতৃষাতকঃ। ১৭।

অতএব ত্রিপক্ষে, যথাসে অথবা বৎসরান্তে সপিণ্ডীকরণ করিয়া
পিতাকে পিতামহাদির সহিত মিলিত করিবে। ১০। গৃহস্থ
পিতার মরণের পর সপিণ্ডীকরণ না হইলে বৃদ্ধিবিবাহাদি
অগোত্রবিবাহিত ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত জানিয়া বিবাহাদি করিবে
না এবং বাবৎ সপিণ্ডীকরণ না হয়, তাবৎ সেই গৃহস্থের গৃহে
তিস্তুকগণ ভিক্ষাগ্রহণও করিবে না। ১১। খগেশ্বর! বাবৎ
পিতৃলোকের সহিত পিতৃমিলন না হয়, তাবৎ তাহার অগোত্রের
নিকট অণ্ডি থাকে এবং সপিণ্ডীকরণ হইলেই তাহার প্রেতশব্দ
নিবৃত্ত হয়, সপিণ্ডীকরণের পূর্বে প্রেতশব্দ উল্লেখ শ্রাদ্ধাদি
করিবে, সপিণ্ডীকরণ হইলে আর প্রেতশব্দ উল্লেখ করিবে
না। ১২। সকলেরই অনন্ত কুলধর্ম আছে এবং সর্বকুল-পুরুষের
আয়ুঃকর হয়, বিশেষত শরীর অস্থির, অতএব মরণের পর দ্বাদশ
দিবসই সপিণ্ডীকরণের প্রশস্তকাল। ১৩। নিরায়িক কিবা
সায়িক সকলেই দ্বাদশাহে সপিণ্ডীকরণ করিবে। দ্বাদশাহে
অশক্ত হইলে ত্রিপক্ষে, যথাসে অথবা সংবৎসরে সপিণ্ডীকরণের
ব্যবস্থা জানিবে। ১৪। তদ্বদগী মুনিগণ সপিণ্ডীকরণ বলিয়া
ছেন, তাহার বলন, কদাচিৎ সপুত্রক ব্যক্তির একোদ্ধিষ্ট করিবে
না। ১৫। সপিণ্ডীকরণের পর মৃত্যু ব্যতীত যেকোনো দিনে
শ্রাদ্ধ করিবে, সেই সেই দিনেই ত্রৈপুণ্যিক শ্রাদ্ধ করা বিধেয়।
১৬। পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিনের একোদ্ধিষ্ট-

ত্রিভিঃ কুর্যাদশজন্তু পার্শ্বগং মুনির্নোদিতঃ । তাদিনে
তাদিনে কুর্যাৎ পিতামহমুখান্ যতঃ ॥ ১৮ ॥ অজানা দন-
মাসানাং তস্মাৎ পার্শ্বগমিষ্যতে । অনুংপন্নশরীরশ্চ ন
দানং পিতৃভিঃ সহ ॥ ১৯ ॥ দত্তৈঃ ষোড়শভিঃ শ্রীকৈঃ
পিতৃভিঃ সহ মোদতে । পিতুঃ পুত্রোক্তকর্তব্যং সপিণ্ডী-
করণং সদা ॥ ২০ ॥ পুত্রাভাব্যে তু পত্নী স্যাৎ পত্ন্যভাবে
সহোদরঃ । ভ্রাতা বা ভ্রাতৃপুত্রো বা সপিণ্ডঃ শিষ্য এব বা ।
সপিণ্ডং ন ক্রিয়াৎ কৃত্বা কুর্যাদভ্যুদয়ং ততঃ ॥ ২১ ॥ জ্যেষ্ঠ-
শ্চৈব কনিষ্ঠেন ভ্রাতৃপুত্রেন ভার্গ্যয়া । সপিণ্ডীকরণং
কার্যং পুত্রহীনে খগেশ্বর ॥ ২২ ॥ ভ্রাতৃপুত্রোক্তকর্তব্যং
একশ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ । সর্বে বৈ তেন পুত্রেন পুত্রোক্ত-
মনুরত্রবীৎ ॥ ২৩ ॥ সর্বেষাং পুত্রহীনানাং পত্নী কুর্যাৎ
সপিণ্ডনং । ঋতুজঃ কারয়েদ্যপি পুরোহিতমথ্যপি বা ॥
২৪ ॥ 'রুতচূড়ৈঃ সূতৈশ্চাপি পিতৃশ্রাদ্ধক কারয়েৎ । উদা-

হরেৎ স্বধাকারং ন তু বেদাক্ষরাণি বৈ । ভর্তাদিভিস্ত্রিভিঃ
কার্যং সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়াঃ ॥ ২৫ ॥ পিতৃবৎ ভ্রাতৃপুত্রেন
সোদরেণ কনীরয়া । অর্ষাকু সযৎসরাদুর্দ্ধা পুর্ণা সযৎ-
সরহপি বা ॥ ২৬ ॥ যে সপিণ্ডীকৃতঃ প্রোক্তস্তেষাং স্মার
পৃথক্ ক্রিয়া । সপিণ্ডেন ক্রতে বৎসং পৃথক্ ক্রতুং বিগর্হিতং ॥
২৭ ॥ যন্তু কুর্যাৎ পৃথক্ পিণ্ডং পিতৃহা সোহভিজায়তে ।
পৃথক্ ক্রতুং তু ক্রতে পশ্চাৎ পুনঃ কুর্যাৎ সপিণ্ডতাং ॥ ২৮ ॥
সপিণ্ডীকরণং কৃত্বা হ্যেকোদিক্টং কুরোতি যঃ । অজ্ঞানক
তথা প্রোক্তং স নয়েদ্ব্যমশাসনং ॥ ২৯ ॥ বর্ষং যাবৎ ক্রিয়াঃ
সর্বাঃ প্রোক্তবানরত্তরে । তাঃ সর্বাশৈশ্চকতঃ কুর্যামাম-
গোত্রেন ধীমতা ॥ ৩০ ॥ ঘটাদ্যং ভোজনং নিত্যং দীপ-
দানানি যানি চ । সপিণ্ডীকরণে রক্তে একশ্চৈব তু দাপ-
য়েৎ ॥ ৩১ ॥ অন্নং পানীয়সহিতং সংখ্যাৎ কৃত্বা ককশ্চ
চ । দাতব্যং ত্র্যক্ষণে পাকিন্ ঘটাদেনিক্কুরং তথা ॥ ৩২ ॥

শ্রাদ্ধ করিবে, অতথা সেই ব্যক্তি পিতৃধাত্তা হয় । ১৭ । মুনিগণ
ত্রৈলোক্যিক পার্শ্বশ্রাদ্ধ নিরূপিত করিয়াছেন, অশক্ত
ব্যক্তি পার্শ্বশ্রাদ্ধে পিতামহ প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করিবে । ১৮ ।
মৃতদিন ৬ মৃত্যুনাশ অজ্ঞাত থাকিলে পার্শ্বশ্রাদ্ধই বিধেয় ।
কারণশ্রাদ্ধদ্বারা শরীর উৎপন্ন না হইলে, সে কদাচ পিতৃগণের
সহিত দানগ্রহণ করিতে পারে না । ১৯ । ষোড়শ শ্রাদ্ধ কৃত
হইলেই সে পিতৃগণের সহিত আমোদ করিতে পারে । অতএব
পুত্র অবশ্য পিতার সপিণ্ডীকরণ করিবে । ২০ । পুত্রের অভাবে
পত্নী শ্রাদ্ধ কারণে, পত্নীর অভাবে সহোদর ভ্রাতা, সহোদরের
অভাবে ভ্রাতৃপুত্র, তাহার অভাবে সপিণ্ড এবং সপিণ্ডের
অভাবে শিষ্য শ্রাদ্ধাদি কাযের অবিকারী । সপিণ্ডীকরণ
করিয়াই আত্মদায়িককাযা করিবে, অর্থাৎ পিতার মরণের পর
"যাবৎ তাহার সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ না হয়, তাবৎ বিবাহাদি আত্ম-
দায়িক কার্য নিষিদ্ধ । ২১ । কনিষ্ঠ সহোদর, ভ্রাতৃপুত্র ও ভায়া
হহারাই অপুত্রক ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ করিবে । ২২ । এক-
গভজাত ভ্রাতৃগণের মধ্যে যদি এক ভ্রাতা পুত্রবান্ হয়, তাহা-
হইলে সেই পুত্রদ্বারা সকল ভ্রাতাই পুত্রবান্ হইতে পারে,
ইহাই মনু বলিয়াছেন । ২৩ । পত্নীই পুত্রহীন ব্যক্তিদিগের
সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ করিবে । স্ত্রী স্বয়ং সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধ করিতে

অশক্ত হইলে, সেই স্ত্রী ঋত্বিক অথবা পুরোহিতদ্বারা সেই
সপিণ্ডীকরণ করাইবে । ২৪ । রুতচূড় পুত্র ও পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে
পারে । কিন্তু স্বধাকার বেদাক্ষর উচ্চারণ করিবে না ।
স্ত্রীর সপিণ্ডীকরণে ভক্তপ্রভৃতি তিন পুরুষের পিণ্ডমিশ্রণ
করিবে । ২৫ । যেমন পুত্র পিতৃসপিণ্ডন করিবে, সেইরূপ
কনিষ্ঠ সহোদর জ্যেষ্ঠের সপিণ্ডীকরণ করিতে পারে । সংবৎসর
মধ্যে অথবা পূর্ণ সংবৎসরে সপিণ্ডীকরণ করিবে । ২৬ । যে প্রোক্তের
সপিণ্ডীকরণ হইয়াছে, তাহার আর পৃথক্ ক্রিয়া করিতে হয়
না । হে বৎস ! সপিণ্ডনশ্রাদ্ধ হইলে তাহার পৃথক্ শ্রাদ্ধ অতি-
গর্হিত জানিবে । ২৭ । সপিণ্ডীকরণ হইলেও যে তাহার পৃথক্
শ্রাদ্ধ করে, সে পিতৃবধের পাপভাগী হয় । সপিণ্ডীকরণ করিয়া
পৃথক্ শ্রাদ্ধ কারলে পুনর্বার সপিণ্ডীকরণ করিতে হয় । ২৮ ।
সপিণ্ডীকরণ করিয়া যে একোদিক্টশ্রাদ্ধ করে, সে আপনাকে
এং প্রোক্তকে যমশাসনের অধীন করিয়া রাখে । ২৯ । এক-
বৎসর পর্যন্ত প্রোক্তনিবর্তিত নিমিত্ত ক্রিয়া সকল করিবে
অনন্তর নাম গোত্রদ্বারা সেই সকল কায একদা করিবে । ৩০ ।
ঘটাদিনান, ভোজন আর দীপদান প্রভৃতি যে সকল কার্য উক্ত
হইয়াছে, সেই সকল কার্য সপিণ্ডীকরণ সম্পন্ন হইলে একের
উদ্দেশ্যেই দিতে হইবে । ৩১ । বর্ষমাখ্যাত পানীয় সহিত অন্ন

পিণ্ডান্তে তস্মৈ সংকল্পো বর্ষানন্তিঃ স্বশক্তিঃ। দিব্য-
দেহো বিমানস্থো স্মৃত্ত্বো ধর্মশাসনে ॥ ৩৩ ॥ জীবমানে
চ পিতরি ন হি পুত্রে সপিণ্ডতা। জ্ঞীণং সপিণ্ডনং নাস্তি
ভর্তৃমাতরি জীবতি ॥ ৩৪ ॥ মৃত্যু মাতা পিতা তিষ্ঠেৎ জীব-
দপি পিতামহী। সপিণ্ডনং ততঃ কুর্যাৎ প্রপিতামহা
সদৈব চ ॥ ৩৫ ॥ সত্যং সত্যং পুণঃ সত্যং শ্রীত্যাং চনং
মম। ন পিণ্ডো মেলিতো যেষাং মৃতানাস্তি নৃণাং ভূব ॥
৩৬ ॥ উপতিষ্ঠেৎ বৈ তেষাং পুত্রৈঃ দত্তমনেকথা। হস্তকার-
স্তদুদ্দেশে শ্রাদ্ধং নৈব জলাঞ্জলিঃ ॥ ৩৭ ॥ ছত্যাশং যা
সমাক্রান্তা চতুর্থেহি পাতব্রতা। তস্মা ভর্তৃদানে কার্য
স্বযোঃ সর্গাদিস্থতকং ॥ ৩৮ ॥ পুত্রিকা পাতগোত্রা শ্রাদ্ধস্তাঃ
পুত্রজন্মতঃ। পুত্রানুপাদ্য পশ্চাত্তু স্যাপ মোত্র ব্রজেৎ
পিতুঃ ॥ ৩৯ ॥ পতিপত্ন্যোঃ সদৈবকং ছত্যাশং যাবিরো-
হতি। পুত্রেণৈব পৃথক্ শ্রাদ্ধং করাহে তস্য বাসরে ॥ ৪০ ॥

প্রদান করিতে হইবে। হে খগ! এইরূপে শ্রাদ্ধকে ঘটাদি
অথবা তাহার নিজের দিবে। ৩২। স্বশক্তি অনুযায়ের পিণ্ডদান
করিলে বর্ষযাপ্য তাহাই প্রেতের জীবনপ্রতি হয় এবং সেই
প্রেত দিব্যদেহবাণী ও বিমানস্থ হইয়া ধর্মশাসনে পরিকৃপ্ত
ধাকে। ৩৩। পিতা বর্তমানে পুত্রের সপিণ্ডকরণ নাই, আর
স্বামীর মাতার জীবনযাত্রার জীব সপিণ্ডন হইতে পারে না।
৩৪। যখন মাতার মরণ হইয়াছে, পিতা এবং পিতামহী
জীবিতা আছেন, তখন প্রপিতামহীর সহিত মাতার সপিণ্ড-
করণ করিবে। ৩৫। হে গরুড়! আমার এই সত্য বাক্য
শ্রবণ কর। লোকের যাহার সপিণ্ডকরণশ্রাদ্ধ হয় নাই, তাহার
উদ্দেশে পুত্রগণ শতগুণ বস্তু প্রদান করিলেও সে তাহা গ্রহণ
করিতে পারে না। অতএব তাহার উদ্দেশে শ্রাদ্ধ বা জলা-
ঞ্জলি প্রদান করিবে না। ৩৬—৩৭। যে পতিব্রতা রমণী পতির
মরণের পর চতুর্থা দিবসে অগ্নিপ্রবেশ করে, ভর্তার শ্রাদ্ধদিবসেই
তাহার স্বযোঃ সর্গাদি শ্রাদ্ধ করিবে এবং সেই দিবসেই অশোচ
নিবৃত্তি হইবে। ৩৮। পুত্রজন্মের পর কন্যা পতির নামগোত্র-
ভ্যাগিনী হয়। পুত্রোৎপাদন না করিলে সে পুনর্বার পিতৃ-
গোত্রে গমন করে। ৩৯। যে ভাৰ্য্যা পতির সহিত অগ্নিপ্রবেশ
করে, সেই পতির শ্রাদ্ধদিবসেই পুত্র মাতার পৃথক্ শ্রাদ্ধ

অপুত্রো চৈব ত্যো শ্রাদ্ধাৎ। একচিত্যাং সমেহনি। পৃথক্
শ্রাদ্ধং ন কুর্সীত সপিণ্ডং পতিনা সহ ॥ ৪১ ॥ পৃথক্ পিণ্ডে তু
সংযোজ্য দম্পতী পতিনা সহ। স লিপ্যতি মহাদোষৈ-
রিতি সভ্যচো মম ॥ ৪২ ॥ একচিত্যাং সমাক্রান্তো ত্রয়তে
দম্পতী যদি। একপাকং প্রকুর্সীত পিণ্ডান্ দত্ত্যাং পৃথক্
পৃথক্ ॥ ৪৩ ॥ স্বযোঃ সর্গং নবশ্রাদ্ধং পৃথক্ শ্রাদ্ধানি
যোড়শ। ঘটাদিপদদানানি মহাদানানি যানি চ। বর্ষং
যাবৎ পৃথক্ কুর্যাৎ প্রেতস্তু পিতৃজৈচ্চিরং ॥ ৪৪ ॥ এক-
গোত্রমৃতানাঞ্চ স্ত্রিয়া বা পুরুষশ্চ বা। স্থণ্ডিলকৈকতঃ
কুর্যাৎকোমং কুর্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪৫ ॥ একাদশেহহি
গচ্ছাৎ পৃথক্ পিণ্ডাংশ্চ ভোজনম্। পাতকেকোন পতি-
জ্ঞীণং অনেবাঞ্চ বিগর্হিৎ ॥ ৪৬ ॥ একেনৈব তু পাকেন
শ্রাদ্ধানি কুরুতে বহু। বিকিরন্তেকতঃ কুর্যাৎ পিণ্ডা-
নদত্তাদহু্যপি। তীর্থ বাহুপরপক্ষে বা চন্দ্রহর্গাগ্রহে

করিবে। ৪০। যদি অপুত্রক স্ত্রীপুরুষ একদিবসে মরে এবং
একচিতাতে তাহাদিগের দাহন হয়, তাহাহইলে তাহার পৃথক্
শ্রাদ্ধ করিবে না এবং পতির সহিতই সেই স্ত্রীর সপিণ্ডন
হইবে। ৪১। দম্পত্যকে পৃথক্ পিণ্ডে সংযোজিত করিলে,
সেই ব্যক্তি মহাদোষে লিপ্ত হয়, ইহা আমার সত্যবাক্য
জানিবে। ৪২। যদি স্ত্রী ও পুরুষ একচিতাতে সমাক্রান্ত হইয়া
প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে একপাকেতেই তাহাদিগের শ্রাদ্ধ
হইবে, কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ড প্রদান করিবে। ৪৩। স্বযোঃ-
সর্গ, নবশ্রাদ্ধ ও যোড়শ শ্রাদ্ধ এই সকলই পৃথক্ করিবে। আর
ঘটাদি বিবিদদান ও যে সকল মহাদান উক্ত আর্চি, বর্ষমধ্যে
সেই সমুদায়ই পৃথক্ রূপে করিতে হইবে, তাহা হইলেই প্রেতের
চিরকালীন ভ্রান্তি হয়। ৪৪। যদি একগোত্রমুক্ত স্ত্রী কিম্বা
পুরুষের একদা মৃত্যু হয়, তাহাহইলে একস্থণ্ডিলে উভয়ের
পৃথক্ পৃথক্ ভোম করিবে। আর একাদশাহে পৃথক্ শ্রাদ্ধ,
পৃথক্ পিণ্ড এবং পৃথক্ ভোজন করাইবে। স্ত্রী ও পুরুষ ইহা-
দিগেরই একপাকে শ্রাদ্ধ করিতে পারে, অত্যাচার একপাক-
শ্রাদ্ধ অতিবিগর্হিত জানিবে। ৪৫—৪৬। একপাকে বহু শ্রাদ্ধ
করিলেও একবারই বিকিরদান করিবে এবং বহু পিণ্ডদান
করিতে হইবে। তীর্থে, প্রেতপক্ষে, চন্দ্রহর্গাগ্রহণেও একপাকে

তথা ॥ ৪৭ ॥ নারী ভর্তারমাস্ত্র কুণপন্দহতে যদি ।
অগ্নির্দহতি গাত্রাণি কাছ্যানং নৈব পীড়য়েৎ ॥ ৪৮ ॥
দহতে ধম্যানানাম্ ধাতুনাং হি যথা মলং । তথা নারো
দহেদেহো হুত্যাশে হুমুতোপমে ॥ ৪৯ ॥ দিব্যাদৌ দিব্য-
দেহস্ত শুদ্ধো ভবতি তে যথা । তপ্ততৈলেন লোহেন
বহিনা নাবদহতে ॥ ৫০ ॥ তথা সা পতিসংযুক্তা দহতে ন
কদাচন । অন্তরায়া মৃতস্তস্মিন্মৃতেপ্যেকত্মাগতঃ ॥ ৫১ ॥
ভর্তৃসঙ্গং পরিত্যজ্য যান্যত্র ত্রিরতে যদি । পতিলোকং
ন সা যাতি যাবদাভূতসংগ্ৰহং ॥ ৫২ ॥ নারী স্মৃতান্
পরিত্যজ্য মাতরং পিতরন্তথা । মৃতং পতিনুভ্রজ্য সা
চিরং সুখমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৩ ॥ দিব্যবর্ষপ্রমাণেন তিস্রঃ
কোট্যোহর্দ্ধকোটয়ঃ । তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গে নক্ষত্রৈঃ
সহ সর্বদা ॥ ৫৪ ॥ তদন্তে চ মৃতে লোকে কুলে ভবতি
ভোগিনাং । মহাপ্রীতিমবাপ্নোতি ভর্তা সহ পতিব্রতা ॥
৫৫ ॥ এবং ন কুরুতে নারী ধর্মোচ্য পতিসঙ্গমং । সপ্ত-

বহুশ্রদ্ধ করিবে । ৪৭ । নারী ভর্তাকে পাইয়া যদি তাহার মৃত-
শরীর দাহ করে, তাহাহটলে অগ্নি কেবল সেই মৃত গাত্রমাত্র
দগ্ধ করে, তাহার আত্মাকে পীড়ন করিতে পারে না । ৪৮ ।
যেমন অগ্নিতে ধাতুসকল দগ্ধ করিলে অগ্নি ধাতুর মলমাত্র দাহ
করে, সেইরূপ অগ্নিতে মৃত ব্যক্তির শরীরমাত্র দগ্ধ হইয়া
থাকে । ৪৯ । আত্মা দিব্যরূপী ও শুদ্ধ, কখন সে তপ্ততৈল,
তপ্তলোহ কিম্বা বহিন্বারা দগ্ধ হয় না । পতির সহগমন করিলে
যেমন পতির আত্মা দগ্ধ হয় না, সেইরূপ পতিসংযুক্তা নারীর
আত্মা কদাচ দগ্ধ হয় না । মরণের পর অন্তরায়া বিদ্যমান
থাকে এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের আত্মা একীভূত হয় । ৫০—৫১ ।
যে নারী পতিসঙ্গপরিহ্যাগ করিয়া অন্ত্র প্রাণত্যাগ করে, সে
নারী মহাপ্রলয়পর্যন্ত পতিলোকে গমন করিতে পারে না । ৫২ ।
যদি নারী পুত্র, মাতা, পিতা পরিহ্যাগ করিয়া স্বামীর অনুগমন
করে, তাহাহটলে সেই নারী চিরকাল সুখভোগ করিতে
পারে । ৫৩ । পতির অনুগামিনী নারী দিব্যপ্রমাণে সাক্ষিকোট-
বৎসর নক্ষত্রগণের সহিত স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে এবং
সেই বাসাবসানে মরণের পর মহাভোগসম্পন্ন কুলে জন্মগ্রহণ
করিয়া পতির সহিত মহাপ্রীতি অনুভব করিতে থাকে । ৫৪—
৫৫ । যে ধর্ম্মশীলা নারী উক্তপ্রকারে পতিসঙ্গম করে না, সে

জন্মনি দুঃখার্ভা দুঃশীলাপ্রিয়বাদিনী ॥ ৫৬ ॥ সা নারী
গৃহগোধা বা গোধা বা দ্বিমুখী ভবেৎ । স্বভর্তারং পরি-
ত্যজ্য পরপুংসানুবর্তিনী ॥ ৫৭ ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন
স্বপতিং সেবয়েৎ সদা । কস্মিণ্য মনসা বাচা মৃতে জীবতি
তদগতা ॥ ৫৮ ॥ জীবমানে মৃতে বাপি কিঞ্চিৎ কুরুতে
তথা । তেন নাপ্নোতি ভর্তারং পুনর্জন্মনি দুর্ভগা ॥ ৫৯ ॥
যদেবেভ্যো যৎ পিতৃভ্যো তিথিতঃ কুর্য্যাৎ ভর্তাভ্যর্চনং
সৎক্রিয়াঞ্চ । তস্মাপ্যর্দ্ধং কেবলানন্যচিত্তা নারী ভুঙক্তে
ভর্তৃশ্রদ্ধাং যৈব ॥ ৬০ ॥ এবং ক্রতে তু সা নারী ভর্তৃলোকে
বসোচ্চরৎ । যাবদাদিত্যচন্দ্রৌ চ তাবদেবোপমা দিবি ॥
৬১ ॥ পুনর্শ্চিরায়ুষৌ ভূত্বা জায়েতে বিপুলে কুলে ।
পতিব্রতা তু সা নারী ভর্তৃদুঃখং ন বিন্দতি ॥ ৬২ ॥ সর্ব-
মেতদ্ধি কথিতং ময়া তব খগেশ্বর । বিশেষং কথয়িষ্যামি
মৃতৈশ্চৈব সুখপ্রদং ॥ ৬৩ ॥ দ্বাদশাহে কৃতং সর্বং বর্ষং
যাবৎ সপিণ্ডনং । পুনঃ কুর্য্যাত্থা নিত্যং ঘটান্নং প্রতি-

সপ্তজন্ম পর্যন্ত দুঃখভোগ করে এবং দুঃশীলা ও অপ্রিয়বাদিনী
হয় । ৫৬ । যে নারী স্বভর্তাকে পরিহ্যাগ করিয়া অন্ত্র পুরুষ-
গামিনী হয়, সে টিক্‌টিকি, গোধা অথবা জলোকা হইয়া জন্ম-
গ্রহণ করে । অতএব সর্বপ্রযত্নে কায়মনোবাক্যে পতিসেবা
করিবে । যেহেতু ভর্তৃপরায়ণা নারী মরণান্তেও পতিব্রতা
হইয়া জীবিত থাকে । ৫৭—৫৮ । যে নারী পতির বিদ্যামানে
কিম্বা মরণের পর বাভিচারিণী হয়, সে পরজন্মে দুর্ভগা হইয়া
থাকে এবং পতিলাভ করিতে পারে না । ৫৯ । দেবর্চনা,
পিতৃপূজা, অতিথিসংকার প্রভৃতি সৎক্রিয়াদ্বারা যে ফললাভ
হয়, অনন্ত্রচিত্তে ভর্তৃশ্রদ্ধা করিলে তাহার বিত্ত ফলভোগ
করিতে পারে । ৬০ । একমাত্র পতিসেবা করিলেই নারীগণ
ভর্তৃলোকে চিরকাল বাস করিতে পারে এবং যাবৎ চন্দ্রসূর্য্য
বিদ্যমান থাকে, তাবৎ স্বর্গলোকে বসতি করে । ৬১ । যে
নারী পতিব্রতা, সে ও তাহার স্বামী বিপুলকুলে জন্মগ্রহণ
করিয়া চিরকাল জীবিত থাকে এবং সেই নারী কল্পাচ ভর্তৃদুঃখ
অনুভব করে না । ৬২ । হে খগেশ্বর ! আমি এই সমস্তই
তোমার নিকট কহিলাম । অনন্তর মৃতব্যক্তির সুখপ্রদ বিশেষ
বার্য্য বলিব । ৬৩ । মরণের পর দ্বাদশাহেক সময় কার্য্য

মাসিকং ॥ ৬৪ ॥ কৃতশ্চ করণং নাস্তি প্রেতকার্যাদৃতে
পুনঃ । চেৎ করোতি পুনঃ সম্যক পূৰ্ণকৃত্যং বিনশ্যতি ॥
৬৫ ॥ মৃতসৌবৎ পুনঃ কুর্য্যৎ প্রেতোপ্যক্ষয়মাপুয়াৎ ।
অৰ্ক্ষাকু রক্তেষ্ট করণং পাক্ষিরাজ সপিণ্ডতাং ॥ ৬৬ ॥
পূৰ্ণোক্তকং সৰ্ববিধিং সমুত্তং সপিণ্ডনং যো হি করোতি
পুত্রঃ । তথাপি মাসং প্রতিপিণ্ডং মকময়ং সকুন্তং সজলক
দত্যাং ॥ ৬৭ ॥

ইতি গরুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকম্পে

বোড়শোহধ্যায়ঃ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

গরুড়-উবাচ । কথং প্রেতা বসন্ত্যত্র কীদৃকরূপা ভবন্তি
চ । মহাপ্রেতাঃ পিশাচাশ্চ কৈঃ কৈঃ কর্মফলৈঃ প্রভো ॥
১ ॥ সৰ্বেষামনুকম্পার্থং ক্রুহি মে মধুসূদন । প্রেতত্বা-
নুচাতে খেন দানেন সূর্যতেন হি । সৰ্বং কথয় মে দেব

করিয়া বর্ষান্তে সপিণ্ডন করিবে এবং প্রতিমাসেই পুট-অন্নাদি
দান করিতে হয় । ৬৪ । প্রেতকার্য্য ব্যতিরেকে একবার
কৃত কার্য্য পুনর্বার করিবে না । যদি পুনর্বার কৃতকার্য্যের
অনুষ্ঠান করে, তাহাহইলে পূৰ্ণকৃত কার্য্যসকল বিনষ্ট হইয়া
যায় । ৬৫ । প্রেতের উদ্দেশে পুনঃপুনঃ পিণ্ডদানাদি কার্য্য
করিবে, তাহাহইলে সেই প্রেত অক্ষয়ভোগ লাভ করে । বৎ-
সরেণ মধ্যে বৃদ্ধি উপলক্ষে সপিণ্ডন করিলেও প্রেতের অক্ষয়
ফলপাভ হয় । ৬৬ । পুত্র পূৰ্ণোক্ত বিধি-অনুসারে সমস্ত
কার্য্যসম্পাদন করিয়া সপিণ্ডনক্রিয়া সাধন করিবে । বর্ষমধ্যে
সপিণ্ডন করিলেও প্রতিমাসে এক একটা পিণ্ডপ্রদান, অন্ন ও
সজল কুন্তদান করিতে হইবে । ৬৭ ।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন, প্রভো ! প্রেত, মহাপ্রেত ও পিশাচ ইহারা
কোন কোন কর্মফলে প্রেতলোকে বাস করে এবং তাহাদেব
স্বরূপ কীদৃশ ? ১ । মধুসূদন ! সকলের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ
করিয়া যে দানাদি ও পুণ্যকর্মদ্বারা প্রেতত্ব হইতে মুক্তি হইতে
পারে, তাহা উপদেশ করুন । দেব ! যদি আমার প্রিয়সাধনে

মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ং ॥ ২ ॥ ক্রীকৃষ্ণ-উবাচ । সাধু পৃষ্ঠং ত্বয়া
ভার্য্য মানুষণাং হিতার বৈ । শৃণুস্বাবহিতো ভূক্তা
বহুত্মি প্রেতলক্ষণং ॥ ৩ ॥ শুদ্ধাদুত্তরং হেতুমাখ্যেয়
যশ্চ কশ্যচিৎ । তত্ত্বং হি মহাবাহো তেন তে কথরা-
ম্যহং ॥ ৪ ॥ পুরা ত্রেতাযুগে তর্ক্য রাজসৌভ্রবাহনঃ ।
মহোদয়পুরে রম্যে ধর্ম্মনিষ্ঠো মহাবলঃ ॥ ৫ ॥ যজ্ঞা দান-
পাতিঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মণ্যঃ সাধুসম্মতঃ । শীলোদারগুণো-
পেতো দয়াদাক্ষিণ্যসংযুতঃ ॥ ৬ ॥ প্রজাঃ পালয়তে নিত্যং
পুত্রানব-মহাবলঃ । স কদাচিৎস্বাহাবাহুগয়াং গন্ত-
মুদ্যতঃ ॥ ৭ ॥ বনং বিবেশ গহনং নানারক্ষসমব্ধিতং ।
শাদ্দূলশতসংজুতং নানাপক্ষিনাদিতং ॥ ৮ ॥ বনমধ্যে
ভদ্রা রাজা যুগং দূরাদদৃশত । তেন বিদ্বো যুগস্তীত্রো
বাণেন সূদৃঢ়েন চ ॥ ৯ ॥ বাণমাদায় তং তস্মৈ স বনেহদর্শনং

আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহাহইলে আমার প্রশ্নসকলের সহুত্তর
প্রদান করুন । ২ । ক্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে গরুড় ! তুমি মানুষ-
বর্গের হিতসাধনার্থ আত্মপ্রশস্ত প্রশ্ন করিয়াছ । আমি যে
প্রেতলক্ষণ বলিতেছি, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর । ৩ ।
হে মহাভাগ ! তুমি আমার নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা
অতি শুভ, কদাচ সাধারণের নিকট ইহা প্রকাশ করিবে না ।
তুমি আমার ভক্ত, এই নিমিত্তই আমি তোমাকে বলিতেছি । ৪ ।
হে গরুড় ! পূর্বে ত্রেতাযুগে ব্রহ্মবাহন নামে কোন রাজা
ছিলেন । সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাবল রাজা মহোদয়পুরে বাস
করিতেন । তিনি যাগশীল, দানতৎপর, শ্রীমান্, ব্রহ্মনিষ্ঠ,
সাধুসম্মত, স্মৃণীল, উদারগুণবান্ ও দয়াদাক্ষিণ্যসিদ্দগুণের
আধার ছিলেন । ৫—৬ । সেই মহাবলপরাক্রান্ত রাজা পুত্রের
জায় প্রজাপালন করিতে লাগিলেন, তিনি একদিন যুগয়াগমনে
সমুদ্রাত হইয়াছিলেন । ৭ । অনন্তর সেই রাজা যুগয়াগমণ
করিয়া নানা-বৃক্ষসমাকীর্ণ, শাদ্দূলাদি হিংস্রজন্তুগণে পরিপূর্ণ,
বিবিধ পক্ষিগণের কলরবে নিনাদিত গহনবনে প্রবেশ করি-
লেন । ৮ । রাজা বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে একটি
যুগ দেখিতে পাইলেন এবং স্তম্ভিত হইয়া দৃঢ়বাণদ্বারা সেই
ভীতগামী হরিণকে বিদ্ধ করিলেন । ৯ । তখন সেই
বাণবিদ্ধ হরিণ রাজার বাণগ্রহণ করিয়া অরণ্যমধ্যে অদৃষ্ট

বর্গো । শোণিতপ্রবাহমার্গেণ স রাজানুজগাম হ ॥ ১০ ॥
 ততো যুগপ্রসঞ্জন বনমন্যদ্বিবেশ সঃ । ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠো
 নৃপতিঃ শ্রমসম্ভাপমুচ্ছিতঃ ॥ ১১ ॥ জলস্থানং সমাসাদ্য
 সাস্থ্য এব ব্যগাহত । পীত্বা তদ্বদকং শীতং পদ্মগন্ধাধি-
 বাসিতং ॥ ১২ ॥ ততোবভীর্ষ্য সলিলাং বিমলাদ্রব্রবাহনং ।
 ন্যগ্রোধরক্ষমাসাদ্য শীতচ্ছায়ং মনোহরং ॥ ১৩ ॥ মহা-
 বিটপিনং ঘৃণপাক্ষিসংঘাতনাদিতং । বনস্পতীনাং সর্ষেযাং
 কেতুভূতমবস্থিতং ॥ ১৪ ॥ তং মহাতকমাসাদ্য নিমসাদ
 মহীপতিঃ । অথ প্রেতং দদর্শাসৌ ক্ষুধ্বা ব্যাকুলেন্দ্রিয়ং ॥
 ১৫ ॥ উৎকচং মলিনং কক্ষং নির্মাংসং ভীমদর্শনং ।
 আয়ুবদ্ধাশ্চিচরণক্লানমানমিতস্ততঃ ॥ ১৬ ॥ অনৈশ্চ বহুভিঃ
 প্রেতৈঃ সমস্তাং পরিবারিতং । তং দৃষ্ট্বা চাগতং ঘোরং
 বিস্মিতো বক্রবাহনঃ ॥ ১৭ ॥ প্রেতোপি দৃষ্ট্বা তাং
 ঘোরাঃ স্টমীমাগতং নৃপং । তদা হৃষ্টমনা ভূত্বা তস্মাশ্চি-

কযুপাগমং ॥ ১৮ ॥ অত্রবীৎ স তদা তাক্য প্রেতরাজো
 নৃপং বচঃ । প্রেতভাবো ময়া তাক্তঃ প্রাপ্তোহস্মি পরমা-
 ক্ষতিম্ । ত্বংসংযোগান্মহাবাহো নাস্তি ধন্যতরো মম ॥
 ১৯ ॥ রাজো বাচ । ক্ষয়রূপ করালাক্ষ ত্বং প্রেত-ইব দৃশ্যসে ।
 কথমস্ম মম প্রীত্যা যথার্থমতিতত্ত্বতঃ ॥ ২০ ॥ প্রেত-উবাচ ॥
 কপর্যামি নৃপশ্রেষ্ঠ সর্বমিবাতিতত্ত্বতঃ । প্রেতত্বে কারণং
 শ্রেষ্ঠা দয়াং কর্তুং মহাহসি ॥ ২১ ॥ বৈদিশং নাম নগরং
 সক্ষসম্পং সমাস্তিতং । নানাজনপদাকীর্ণং নানারত্নসমাকুলং ॥
 ২২ ॥ নানাপুণ্যসমাবৃত্তং নানারক্ষসমাকুলং । তত্রাহং ন্যব-
 সম্ভূতপদেবার্চনরতস্তথা ॥ ২৩ ॥ বৈশ্যজাত্যাং সুদেবোহহং
 নাম্না বিদিতমস্ত তে । হনেন তর্পিতা দেবাঃ কনেন পিতরো
 ময়া ॥ ২৪ ॥ বিবিধেদানযোগৈশ্চ বিপ্রাঃ সমুপিতাস্তথা ।
 আহারাশ্চ বিহারশ্চ ময়া বৈ স্নানিবেশিতাঃ ॥ ২৫ ॥ দীন-
 নাথবিশিষ্টৈভ্যো ময়া দত্তমনেকধা । তংসর্বং বিকল

হটল, রাজা সেই ভবিষ্যের শোণিতাক্ত মার্গ অনুসারে তাহার
 অনুগমন করিলেন । ১০ । এইরূপে যুগান্তসরণ করিতে
 করিতে রাজা বনান্তরে পৌন্ড্র হইলেন, ক্ষুধা ও পিপাসায়
 তাহার কণ্ঠ শুক হইল, নৃপতি শ্রমসম্ভাপে মুচ্ছিতপ্রায় হইলেন,
 অনন্তর জলাশয় অনুসন্ধান করিয়া ঘোটকাবোহনে দ্রুতবেগে
 তথায় গমনপূর্বক পদ্মসৌগন্ধপূর্ণ শীতল জলপান করিলেন । ১১-
 ১২ । পরে রাজা ক্লান্তমনে বিমল সলিলাশয় হইতে অবতীর্ণ
 হইয়া বটবৃক্ষের শীতলচ্ছায়া আশ্রয়পূর্বক উপবেশন করিলেন ।
 ১৩ । সেই মনোহর বৃক্ষে পক্ষিগণ সর্বদা কলরব করিতেছে,
 দেখিলে বেঙ্কায়, ঐ বৃক্ষটী যাবতীয় বনস্পতির পতাকাধরূপে
 অবস্থিত আছে । ১৪ । মহীপতি বক্রবাহন সেই বৃক্ষচ্ছায়া
 আশ্রয় করিয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তিনি ক্ষুধা
 ও তৃষ্ণায় ব্যাকুলেন্দ্রিয় এক প্রেতকে দেখিতে পাইলেন । ১৫ ।
 সেই প্রেত মুক্তকেশ, মলিনবেশ, কক্ষাকৃতি, মাংসবিহীনদেহ ও
 ভীমদর্শন । তাহার চরণদ্বয় স্নায়ুহারা অস্থিতে বদ্ধ রহিয়াছে
 এবং সেই প্রেত ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে । ১৬ । অন্যান্য
 বহুপ্রেত তাহার চতুর্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । বক্র-
 বাহন এইরূপ প্রেতকে সম্মুখাগত দেখিয়া বিস্মিত হইলেন । ১৭ ।
 সেই প্রেত রাজা বক্রবাহনকে সেই ঘোরতর অটবীমধ্যগত

দেখিয়া প্রকৃষ্টচিত্তে তাহার সমীপে উপস্থিত হইল । ১৮ । তখন
 সেই প্রেতরাজ বক্রবাহন নৃপতিকে কহিল, অদ্য আমি প্রেত-
 ভাব পরিগ্রহ কবিয়া পরমার্গতি প্রাপ্ত হইলাম । মহাত্মন!
 অদ্য আমি আপনার দর্শন পাইয়া ধৃত হইলাম । ১৯ । রাজা
 কহিলেন, তুমি ক্ষয়রূপ ও করালনয়ন, তোমাকে প্রেতের স্থায়
 দেখিতেছি, তুমি আমার নিকট যথার্থ পরিচয় প্রদান কর । ২০ ।
 প্রেত কহিল, হে নৃপরাজ ! আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত
 আপনার নিকট বলিতেছি, আপনি আমার প্রেতত্ব প্রাপ্তির
 কারণ শ্রবণ করিয়া আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করুন । ২১ । আমি
 মহাসমুদ্রসম্পন্ন নানাজনপদাকীর্ণ, বিবিধ রত্নসম্পূর্ণ, অনন্ত-
 পুণ্যসম্পন্ন নানাপ্রকার বৃক্ষসমূহে-সমাকুল বৈদিশনামক নগরে
 বাস করিতাম । রাজন ! আমি সর্বদা দেবতাজ্ঞেনে নিরত
 ছিলাম । ২২—২৩ । নৃপবর ! আমি বৈশ্যজাতিতে জন্মগ্রহণ
 করিয়াছিলাম, আমার নাম সুদেব এবং সকলেই আমাকে
 জানিত । আমি হব্যকব্যদ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের অর্চনা
 করিতাম এবং বিবিধ দানদ্বারা বিপ্রবর্গের আরাধনা করিয়াছি ।
 আমার আহার-বিহারাদি সকলই সুসম্পন্ন হইত । ২৪—২৫ ।
 আমি দীন ও অনাথদিগকে বিবিধ দ্রব্যপ্রদান করিয়াছি ।
 রাজন ! দেবদুর্জিপাকবশত আমার সেই সকল পুণ্যক্রিয়া

তাত মম দৈবাভ্যাগতং ॥ ২৬ ॥ ন মেহস্তি সমুত্তিস্থাত ন
সুহৃদ চ বান্ধবঃ । ন চ মিত্রং হি মে তাদৃকৃ বৎ করোত্যা-
ক্লিষ্টদৈহিকং ॥ ২৭ ॥ প্রেতভূঃ সুস্থিরং তেন মম জাতং নৃপো-
ত্তম । একাদশং ত্রিপক্ষক বাণাসিকমখাদিকং ॥ ২৮ ॥
প্রতিমাশ্চানি চান্যানি এবং শ্রাদ্ধানি যোড়শ ॥ ২৯ ॥ প্রেতভূঃ
সুস্থিরং তস্য দীপ্তঃ শ্রাদ্ধশটোরপি । এবং জ্ঞাত্বা মহা-
রাজ প্রেতভূত্বজ্ঞপ্তমহং ॥ ৩০ ॥ বর্ণনাকাপি সর্বেষাং
রাজা বন্ধুরিহোচ্যতে । তস্যাং তারয় রাজেন্দ্র মণিরত্নং দদামি
তে ॥ ৩১ ॥ যথা মম শুভাবাপ্তির্ভবেনৃপবরোত্তম । তথা
কার্যং মহাবীৰ্য্য রূপা বাদ মমোপরি । আত্মনশ্চ কুরু
কিপ্রং সর্বমেবৌক্লিষ্টদৈহিকং ॥ ৩২ ॥ রাজোবাচ । কথং
প্রেতা ভবন্তীহ কুতৈরপ্যৌক্লিষ্টদৈহিকৈঃ । পিশাচাশ্চ ভব-
ন্তীহ কস্মভিঃ কৈশ্চ তদন ॥ ৩৩ ॥ প্রেতরাজ উবাচ ।

বিকল হওয়াছে । ২৬ । মহারাজ ! আমার এমন কোন সহৃদ,
সুহৃদ, বান্ধব কিম্বা মিত্র নাই যে, কেহ আমার ঔক্লিষ্টদৈহিক
ক্রিয়া কবে । ২৭ । রাজন ! আমি ঔক্লিষ্টদৈহিক ক্রিয়াবিহীন
হইয়া প্রেতভূ প্রাপ্ত হইয়াছি । আমার একাদশকৃত্য, বাণা-
সিক বা আদিক শ্রাদ্ধাদি কোনপ্রকার পারিত্রিক কার্য্য হয়
নাই । ২৮ । নার ! আমার প্রতিমাসংবহিত মাসিক শ্রাদ্ধ
হয় নাই, এইরূপে আমি যোড়শশ্রাদ্ধেই পণ্ডিত আছি । যাহার
যোড়শশ্রাদ্ধ হয় নাই, তাহার উদ্দেশ্য শর শত শ্রাদ্ধ করিলেও
নে প্রোণীভূত হইয়া থাকে । মহারাজ ! আমার জীবনস্থ আপ-
নাকে জানাইলাম, আপনি আমাকে প্রেতভূ হইতে উদ্ধার
করুন । ২৯—৩০ । রাজন ! শাস্ত্রে নির্ণীত আছে, যে
রাজাই সর্ববর্ণের বন্ধু, অতএব আপনি আমাকে পরিব্রাজ
করিয়া বন্ধুকার্য্য সাধন করুন, আমি আপনাকে মহামূল্য
মণি ও রত্ন প্রদান করিতেছি । ৩১ । নৃপবর ! যদি আমার
প্রতি আগ্নার রূপা হইয়া থাকে, তাহাইহলে যেক্রমে
আমার শুভপ্রাপ্তি হইতে পারে তাহার অনুষ্ঠান করুন এবং
নিজের ঔক্লিষ্টদৈহিক কার্য্যে তৎপর হউন । ৩২ । রাজা কহি-
লেন, ঔক্লিষ্টদৈহিক কার্য্য করিলেও কি কারণে প্রেতভূ প্রাপ্তি হয়
আর কি চেষ্টাতে মনুষ্যগণ প্রেত হইয়া থাকে, তাহা আমার
নিকট কীৰ্ত্তন কর । ৩৩ । প্রেতরাজ কহিল, যে ব্রহ্মস্ব, দেব-

ব্রহ্মস্বং দেবব্রহ্মস্ব জ্ঞীণাং বালকধনং তথা । যে হরন্তি
নৃপশ্রেষ্ঠ প্রেতগোনিং লভন্তি তে ॥ ৩৪ ॥ তাপসীক
স্বগোত্রাক অগম্যাক ভজন্তি যে । ভবন্তি তে মহাপ্রেতা
অমুজানি হরন্তি যে ॥ ৩৫ ॥ প্রবালবজ্রহর্তারো যে চ বজ্রা-
পহারকাঃ । তথা হিরণ্যহর্তারঃ সংযুগেহ সমুখাহতাঃ ॥ ৩৬ ॥
কৃতব্রা নাস্তিকা রোদ্রাঃ তথা সাহাসকাঃ শঠাঃ । পঞ্চযজ্ঞ-
বিনিমুক্তা মহাদানরতাশ্চ যে । এবমাত্মৈশ্বর্য্যহরাজ জায়ন্তে
প্রেতযোনয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ রাজোবাচ । কথং যুক্তা ভবন্তীহ
প্রেতহাং রূপয়া বদ । কথং চাপি ময়া কার্য্যমুক্লিষ্টদৈহিক-
মাত্মনঃ । বিধিনা কেন তৎ কার্য্যং সর্বমেতদ্বদস্ব মে ॥ ৩৮ ॥
প্রেত উবাচ । শৃণু রাজেন্দ্র সংক্ষেপাৎ বিধিং নারায়ণ-
আকং । সুবর্ণদ্বয়মাছ্যত মূর্তিৎ তত্র প্রকম্পয়েৎ ॥ ৩৯ ॥
নারায়ণস্য দেবস্য সর্বাভরণভূষিতাৎ । পীতবস্ত্রযুগ-
চ্ছত্রাঞ্চন্দনাণ্ডকচর্চিতাৎ ॥ ৪০ ॥ স্থাপিতাং বিবিধৈ-
স্তোত্রৈরধিবাস্ত্য প্রব্রুতঃ । পূর্ব্বৈ চ শ্রীষ্টরন্দেবং দক্ষিণে

জ্যা, জ্ঞান ও বালকধন হরণ করে, নৃপবর ! সেই ব্যক্তি
নিশ্চয় বরণান্তে প্রেতভাবাপন্ন হইয়া থাকে । ৩৪ । বাহারা
তাপসী, স্বগোত্রা ও অগম্য নারীতে অভিগমন করে, তাহার
মহাপ্রেত হয় এবং বাহারা 'অমুজ' হরণ করে, তাহার
প্রেতীভূত হয় । ৩৫ । বাহারা প্রবাল, হীরক ও বজ্র অপহরণ
করে এবং বাহারা হিরণ্যাপহরতা ও যুদ্ধেতে অসমুখে আহত হয়,
বাহারা কৃতব্রা, নাস্তিক, ক্রুরকর্ম্ম, সাহসিক, শঠ এবং বাহারা
মহাদানসম্পন্ন হইয়া পঞ্চযজ্ঞবিহীন হয়, রাজন ! এই সকল
লোকেই প্রেতভাবাপন্ন হয় ৩৬—৩৭ । রাজা কহিলেন, কিরূপে
প্রেতভূ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, আমার প্রতি রূপা করিয়া
সেই প্রেতভূবমুক্তির উপায় বল, আর আমি কিপ্রকারে আপন
ঔক্লিষ্টদৈহিক ক্রিয়া করিব, তাহাও উপদেশ কর । ৩৮ । প্রেত
কহিল । নৃপবর ! প্রেতভূবমুক্তির বিধি সংক্ষেপে শ্রবণ কর । এই
বিধি সাফাৎ নারায়ণরূপ । হুইট সুবর্ণ আমিয়া তাহা দ্বারা মূর্তি
নিষ্ঠাপন করবে । ৩৯ । ঐ মূর্তিকে নারায়ণের প্রতিরূপ করবে ।
উপা সর্বপ্রকার আভরণে বিভূষিত, পীতবস্ত্রযুগলে সমাচ্ছাদিত
ও চন্দনাণ্ডকচর্চিত করিতে হইবে । ৪০ । অনন্তর ঐ নারায়ণ-
প্রতিমূর্তিকে বিবিধ জলদ্বারা অতিথ্য করিয়া যজ্ঞপূর্ব্বক অধি-

মধুসূদনং ॥ ৪১ ॥ পশ্চিমে বামনেন্দ্রবমুত্তরে চ গদাধরং ।
 মধ্যে পিতামহং পূজ্য তথা দেবং মহেশ্বরং ॥ ৪২ ॥ ততঃ
 প্রদক্ষিণীকৃত্য অগ্নৌ সমুপা দেবতাঃ । যুতেন দক্ষা কীরেণ
 বিশ্বদেবাস্তথা নৃপ ॥ ৪৩ ॥ ততঃ স্নাতো বিনীতাত্মা
 জপমানঃ সমাহিতঃ । নারায়ণাশ্রয়ে বিধিবৎ স্নাৎ ক্রিয়া-
 মুদ্ধিদৈহিকীং ॥ ৪৪ ॥ আরুৰ্ভেত বিনীতাত্মা ক্রোধ-
 লোভবিবর্জিতঃ । কৃত্বা শ্রাদ্ধানি সৰ্কাণি রবশ্চোৎসর্জ-
 ন্থথা ॥ ৪৫ ॥ ত্রয়োদশানাং বিপ্রাণান্দত্বাচ্ছত্রাণ্যাপা-
 নহৌ । অঙ্গুলীকরত্বানি ভাজনাসনভোজনৈঃ ॥ ৫৬ ॥
 সান্নাশ্চ সোদকা দেয়া ঘট্যঃ প্রেতহিতায় বৈ । শয্যাদান-
 মথো দস্তা ঘটং প্রেতস্ম্য নিক্ষেপেৎ ॥ ৪৭ ॥ নারায়ণেতি
 স্তব নাম সংপুটস্থং সমুচ্চরেৎ । এবং কৃত্বাথ বিধিবৎ
 সদা শুভফলং লভেৎ ৪৮ ॥ এবং সঙ্কল্পতস্তস্ম্য প্রেতস্ম্য
 বিনতাত্মজ । সেনাজগামানুপদং হস্তাশ্বরথসংকুল ॥ ৪৯ ॥
 ততো বলে সমায়াতে প্রেতোহদর্শনতাং যযৌ । তস্মাদবনা-
 বাস করিবে এং পূর্বে শ্রীধর, দক্ষিণে মধুসূদন, পশ্চিমে
 বামন, উত্তরে গদাধর, মধ্যে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের পূজা করিবে ।
 ৪১--৪২ । অনন্তর সেই দেবমূর্তিকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিতে
 দেবতাদিগের তর্পণপূর্বক ঘৃত, দধি, কীৰদ্বারা বিশ্বদেবগণের
 তর্পণ করিবে । ৪৩ । তৎপরে স্নানান্তরপূর্বক শুদ্ধাত্মা সমা-
 হিতচিত্ত ও জপতৎপর হইয়া নারায়ণের অগ্রে বিধিবৎ ঔদ্ধ-
 দৈহিক ক্রিয়া করিবে । ৪৪ । বিনীত ও ক্রোধলোভবিবর্জিত
 হইয়া ক্রিয়া আরম্ভ করিবে । সৰ্কাপ্রকার শ্রাদ্ধ করিয়া বৃষাৎ-
 সর্গ করিজে হইবে । ৪৫ । অনন্তর ত্রয়োদশ বিপ্রকে ছত্র ও
 উপানহ প্রদান করিবে এবং অঙ্গুলীক, রত্নভাজন, আসন ও
 ভোজনদ্রব্য প্রদান করিতে হইবে । ৪৬ । প্রেতের হিতের
 নিমিত্ত অন্ন ও জলপূর্ণ কুম্ভ প্রদান করিবে এবং শয্যা ঘট
 প্রভৃতিও প্রেতের যুক্তির নিমিত্ত দান করিবে । ৪৭ । অনন্তর
 আপনার নাম “নারায়ণ” এই নামদ্বারা সংপুটিত করিয়া উচ্চারণ
 করিবে । বিধিপূর্বক এইরূপ কার্য্য করিলে সে শুভফল পাইতে
 পারে । ৪৮ । হে বিনতানন্দন ! রাজা বৃজবাহন প্রেতরাজার
 সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় হস্তী-
 ঘোটকসংকুল সেনা তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে সেই
 স্থানে উপস্থিত হইল । ৪৯ । অনন্তর যখন সৈন্যগণ সেই স্থানে

বিনিঃসৃত্য রাজাপি স্বপুরং যযৌ ॥ ৫০ ॥ স্বপুরং স
 সমাসাত্ত সর্বস্তং প্রেতভামিতং । চকার বিধিবচ্চৈব
 দেহাদিকং বিধিৎ ॥ ৫১ ॥

ইতি ত্রিগাৰুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে
 সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ॥

অষ্টাদশোঃধ্যায়ঃ ।

গরুড়-উবাচ । সর্বেষামনুকম্পার্থং ক্রাহি মে যধু-
 সূদন । প্রেতহানুচ্যতে ‘যেন দানেন মুক্ততেন বা ॥ ১
 ত্রীকৃষ্ণ-উবাচ । শৃণু দানং শ্রবণ্যামি সৰ্বাশুভবিনা-
 শনং ॥ ২ ॥ সমুপ্তহাটকময়ং ঘটকং বিধায় ত্রক্ষেশকেশব-
 যুতং সহ লোকপাটিলং । ক্ষীরাজ্যপূন্যবিবরং প্রণিপত্য
 ভক্ত্যা বিপ্রায় দেহি তব দানশতৈঃ কিমন্যৈঃ ॥ ৩ ॥ গরুড়-
 উবাচ । কিমেতং কথিতং দেব বিস্তারেন বদস্ব মে ।
 ভূগ্যাং প্রক্ষিপ্যাতে কস্মাৎ পঞ্চরত্নং কুতোমুখে ॥ ৪ ॥ অধস্তা-
 আসিয়া সমবেত হইল, তখন সেই প্রেত তথা হইতে অন্তর্হিত
 হইয়া গেগ এবং রাজাও সেই বন হইতে নিজ্জাত হইয়া স্বপু-
 রাতিমুখে প্রস্থান করিলেন । ৫০ । রাজা স্বীয় রাজধানীতে
 উপস্থিত হইয়া সেই প্রেতবাক্যমুসারে বিধিপূর্বক ঔদ্ধদৈহিক
 ক্রিয়া করিলেন । ৫১

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন, জগতের অনুকম্পার্থ যে দান কিম্বা যে
 পুণ্যক্রিয়ামুষ্ঠান করিলে প্রেত হইতে মুক্তি পাইতে পারে,
 তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন । ১ । ত্রীকৃষ্ণ কহিলেন,
 হে গরুড় ! যাহাতে সর্বপ্রকার শুভ বিনাশ হয়, তাহা
 বলিতেছি, শ্রবণ কর । ২ । প্রেতপুত্রেণ ঘটনিৰ্ম্মাণ করিয়া
 সেই ঘট, হৃদয় ও ঘৃতদ্বারা পরিপূর্ণ করিবে, অনন্তর ব্রহ্মবিষ্ণু-
 মহেশ্বরের সহিত সেই ঘট ত্রাক্ষণকে দান করিতে হইবে ।
 ত্রাক্ষণকে প্রণিপাত করিয়া বিধিপূর্বক ভক্তিসহকারে উক্তরূপ
 ঘটদান করিলেই ফলসিদ্ধি হইতে পারে, অস্ত্র শতশত দান
 করিলে কি হইবে ? ৩ । গরুড় কহিলেন, দেব ! আপনি
 যাহা কহিলেন, তাহা আমার নিকট সবিস্তর বর্ণন করুন ।

উনবিংশোধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। সাধু পৃষ্ঠং ত্বয়া তত্র মাভুবাণাং কিতায়
বৈ। শৃণুধাবহিতো ভূত্বা সৰ্বমেবোদ্ধৈদৈহিকং ॥ ১ ॥
সমাধিতেদরহিতং শ্রুতিস্মৃতিসমুদ্ভূতং। যন্ন দৃষ্টং
স্মরৈঃ সেত্বেঙ্গোগিভির্যোগচিন্তকৈঃ ॥ ২ ॥ গুহ্যং গুহ্য-
তরং বৎস নাখ্যাতে কস্মচিৎ কচিৎ। তত্তত্ত্বং হি মহা-
ভাগ তেন তে কথয়াম্যহং ॥ ৩ ॥ অপুত্রস্তা গতির্নাশ্চি
স্বর্গে নৈব চ নৈব চ। যেন কেনাপ্যুপায়েন কার্য্যং জন্ম
সুতস্তা চ ॥ ৪ ॥ তারয়েন্নরকং পুত্রো যদি মোক্ষো ন
বিভ্রতে। দাহঃ পুত্রেন কর্তব্যো হুগ্নিদাতা চ পৌত্রকঃ ॥
৫ ॥ তিলৈর্দর্ভৈশ্চ ভূম্যাস্থৈকুণ্ঠে তত্র মতির্ভবেৎ।
পঞ্চরত্নানি বস্ত্রে তু তেন জীবঃ প্ররোহতি ॥ ৬ ॥ লেপ্যা
গোময়ৈর্ভূমিস্তিলান্ দর্ভাংশ্চ নিক্ষিপেৎ। তস্ম্যামেবা-
তুরো মুক্তঃ সর্কং দহতি দুষ্কৃতং ॥ ৭ ॥ দর্ভতুলী নয়েৎ

উনবিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ভদ্র! তুমি সর্বলোকহিতার্থ অতি সং-
প্রসন্ন করিয়াছ। এখন অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর, আমি সর্ব-
প্রকার ওদ্ধৈদৈহিক ক্রিয়া বলিতেছি। ১। বৎস! শ্রুতিস্মৃতিতে
যাহা উদ্ধৃত আছে, তাহাতে কোনপ্রকার বিভেদ নাই।
তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয় ইন্দ্রাদিদেবগণ ও যোগচিন্তক যোগি-
গণও জানিতে পারেন না। ২। বৎস! ইহা অতিগুহ্য বিষয়,
কদাচ কাহার নিকট কথিত হয় নাই, মহাভাগ! তুমি আমার
অতিভক্ত, এইনিমিত্ত তোমার নিকট কহিতেছি। ৩। বৎস!
অপুত্র ব্যক্তির স্বর্গও কোনরূপ সঙ্গতি হয় না। অতএব
যে কোনরূপেই হউক অবশ্য পুত্রোৎপাদন করিবে। ৪। যদিও
পুত্র হইতে মোক্ষ না হউক, তথাপি পুত্র পিতাকে নরক হইতে
পরিজ্ঞান করিয়া থাকে; অতএব পুত্র পিতার দাহকার্য্য
করিবে, পুত্রাভাব পৌত্রও অধিকার্য্য করিতে পারে। ৫। মরণ-
কালে ভূমিতে তিল ও দর্ভ আস্তরণ করিলে প্রেতের বৈকুণ্ঠ-
গমনে মতি হয়। আর মরণসময়ে পঞ্চরত্ন মুখে প্রদান করিলে সে
উৎকৃষ্ট গতিলাভ করে; অতএব ভূমিলেপন করিয়া তাহাতে তিল
ও দর্ভাস্তরণ করিবে। ইহাতে আত্মরাক্তিকে মুক্তিপ্রদান ও সর্ব-

দাস্তৃত্বদর্ভাঃ পাদৌ ষাম্যাং ব্যবস্থিতৌ। কিমর্থং মণ্ডলং
ভূম্যাং গোময়েনোপালপ্যাতে ॥ ৫ ॥ কিমর্থং স্মর্য্যতে
বিষ্ণুর্বিষ্ণুস্কন্ধঃ পঠ্যাতে। কিমর্থং পুত্রপৌত্রাশ্চ তিষ্ঠন্তি
তস্ম্য চাএতঃ ॥ ৬ ॥ কিমর্থং দীপদানং স্ম্যাং কিমর্থং
বিষ্ণুপূজনং। কিমর্থমাতুরে দানং দদাতি দ্বিজপুত্রবে ॥
৭ ॥ বন্ধুমিত্রাণ্যমিত্রাণি ক্ষমাণয়তি তৎ কথং। তিলা
লোহং সুবর্ণঞ্চ কার্পাসং লবণমুখা ॥ ৮ ॥ সপ্তধান্যং
ক্ষিত্তির্গাবো দীয়ন্তে কেন হেতুনা। কথঞ্চ ত্রিয়তে জন্ত-
মৃতে তস্ম্য কুতো গতিঃ ॥ ৯ ॥ অতিবাহং শরীরঞ্চ কথং
বিশ্রমতে তদা। সর্বমেতন্ময়া পৃষ্ঠো ক্রুহি লোকহিতায়
বৈ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীগাকডে মহাপুরাণে প্রেতকম্পে
অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ॥

কি নিমিত্ত মরণকালে ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিতে হয়? কি
কারণে মুখে পঞ্চরত্ন দিতে হয়? আর কেনই বা অধোদেশে
দর্ভ আস্তরণ করে? কি নিমিত্ত দক্ষিণদিকে পাদদ্বয় বা-
স্থাপিত করিবে? কি নিমিত্ত ভূমিতে মণ্ডল করিতে হয়?
আর কি নিমিত্ত গোময়দ্বারা উপলেপন করিবে? কি নিমিত্ত
বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে হয়, কেনই বা বিষ্ণুস্কন্ধ পাঠ করে?
কেনই বা মরণকালে পুত্রপৌত্রগণ তাহার নিকট বর্তমান থাকে?
কি নিমিত্ত দীপদান করিবে, কি নিমিত্ত বিষ্ণুপূজা করিবে,
কি নিমিত্ত আত্মরাক্তিকে দান করিবে? কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ-
দিগকে দান করিবে? ৪—৭। মরণান্তে পুত্রাদিরা শোকে
বিহ্বল হইলে বন্ধুমিত্র প্রভৃতির কি নিমিত্ত সাহসনা করে?
তিল, লোহ, সুবর্ণ, কার্পাস, লবণ, সপ্তধান্য, ভূমি, গো এই
সকলই বা কি নিমিত্ত দান করিতে হয়। কেনই বা
জন্তুগণ মরে? এবং মরণের পরেই বা তাহার কি গতি হয়?
কি নিমিত্ত অতিবাহিক শরীর হয়? কেন সেই অতিবাহিক
শরীরে জীবের অবস্থিতি হইয়া থাকে? আমি এই সকল
আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, লোকের ক্লিষ্টসাধনার্থ
সহস্র প্রদান করি। ৮—১০।

স্বর্গং আতুরন্ত ন সংশয়ঃ । তিলাংশুত্র ক্ষিপেদ্বাধ দৰ্ভে
তুলিকমধ্যতঃ ॥ ৮ ॥ সৰ্বত্র বস্তুধা পুত্রা যত্র লেপো ন
বিভ্রতে । যত্র লেপঃ স্থিতস্তত্র পুনর্লেপেন শুধ্যতি ॥ ৯ ॥
যাতুধানাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাঃ ক্রুরকর্মণাঃ । অলিপ্তে
হাতুরমুক্তং বিশেষ্যেতে বিযোনয়ঃ ॥ ১০ ॥ নিত্যহোম-
স্তথা শ্রাদ্ধং পাদশৌচং দ্বিজৈঃ তথা । মণ্ডলেন বিনা ভূম্যাং
কৃতমপ্যকৃতস্তবেৎ ॥ ১১ ॥ আতুরো মুচ্যতে নৈব মণ্ডলেন
বিনা ভুবি । ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ কদ্রশ্চ ত্রীহৃত্যাশন এব চ ॥ ১২ ॥
মণ্ডলে চোপতিষ্ঠন্তি তস্মাৎ কুরীত মণ্ডলং । অন্যথা
ত্রিয়তে বস্তু বন্ধো বালো যুবাপি বা ॥ ১৩ ॥ কৌশান্তরং
ন গচ্ছেন্ন স ক্রীড়তে বায়ুনা সহ । তস্মৈবসায়ুভূতস্য নো
শ্রাদ্ধং নোদকক্রিয়া ॥ ১৪ ॥ মম স্বৈদসমুৎপন্নাস্তিলা-
স্তার্ক্য পবিত্রকাঃ । অমুরা দানবা দৈত্যা বিদ্রবন্তি তিলৈঃ
স্থিতৈঃ ॥ ১৫ ॥ একএব তিলো দন্তো হেমদ্রোণতিলৈঃ
সমঃ । তর্পণে চ তর্থা হোমে দন্তো ভবতি চাক্ষয়ঃ ॥ ১৬

পাপ দাহ করে ১৬। দর্ভমূল আস্তরণ করিলে সেই দর্ভতুলী আত-
রকে স্বর্গে নয়ন করে, অতএব দর্ভমূলে তিল নিক্ষেপ করিবে। ৮।
পৃথিবী সর্বত্রই পবিত্রা, কেবল যে স্থলে লেপ হয় না, সেই
স্থান অপবিত্র থাকে। যে স্থানে লেপ আছে, সেই স্থানে
পুনর্বার লেপ করিলেই শুদ্ধ হয়। ৯। পিশাচ, রাক্ষস, ইহারা
সকলেই ক্রুরকর্ম। অলিপ্তস্থানে যুমুর্ষু আতুরকে স্থাপন
করিলে তাহাতে পিশাচাদি প্রবেশ করে। ১০। পৃথিবীতে
মণ্ডল না করিয়া নিত্যহোম, শ্রাদ্ধ, পাদশৌচাদি করিলে তাহা
অকৃতবৎ হয়। ১১। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কদ্র, ত্রীহৃত্যাশন ইহারা
মণ্ডলাবিত্র ভূমিতে অবস্থিতি করেন, অতএব আতুরকে মণ্ডলা-
বিত্র স্থানে স্থাপন করিবে। ১২। মণ্ডলে ব্রহ্মাদিদেবগণ
বিদ্যমান থাকেন, অতএব কোন কার্য করিতে হইলে ভূমিতে
মণ্ডল করিবে। অতথা বৃদ্ধ, বালক, যুবা মরিলে তাহার
যোত্রস্তর প্রাপ্তি হয় না, সে বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিতে থাকে,
সুতরাং তাহার শ্রাদ্ধ বা উদকক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই। ১৩-১৪।
হে গরুড়! তিল সকল আমার বর্ষাবিন্দুসমুৎপন্ন, অতএব সর্বদা
তিল পবিত্র; অতএব তিলেতে যুমুর্ষু অবস্থিত হইলে অমুর,
দানব ও দৈত্য ইহারা পলায়ন করে। ১৫। একটি তিল-
দান করিলে একদ্রোণ হেমদানের তুল্য ফল হয়, অতএব

দর্ভা রোমসমুৎপন্নাস্তিলাঃ স্বৈদেযু নান্যথা । প্রয়োগ-
বিধিনা ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চাপ্যুপজীবনাৎ ॥ ১৭ ॥ সব্যযজ্ঞো-
পবীতেন ব্রহ্মা ত্রীহৃত্যুপ্তিমাণুযুঃ । অপসবোন ত্প্যস্তি
পিতরো দেবদেবতাঃ ॥ ১৮ ॥ দর্ভমূলে স্থিতো ব্রহ্মা
দর্ভমধ্যে তু কেশবঃ । দর্ভাগ্রে শঙ্করং বিজ্ঞাৎ ত্রয়ো
দেবাঃ কুশে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥ বিপ্রা মন্ত্রাঃ কুশা বহি-
স্তলসী চ খগেশ্বর । নৈতে নির্মাল্যতাং যান্তি ভোগ্য-
মানাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২০ ॥ কুশাঃ পিণ্ডেষু নির্মাল্যাঃ
ব্রাহ্মণাঃ প্রোতভোজনে । মন্ত্রাঃ শূদ্রেষু পতিতাস্চিতা-
রাঞ্চ হৃত্যাশনঃ ॥ ২১ ॥ তুলসী ব্রাহ্মণা গোবো বিষ্ণুরেকা-
দশী খগ । পঞ্চপ্রবাহণান্যেব ভবাক্কৌ মজ্জতাং সতাং ॥
২২ ॥ বিষ্ণুরেকাদশী গঙ্গা তুলসী বিপ্রধেনবঃ । অসারে
দুর্গসংসারে ষট্পদী মুক্তিদারিণী ॥ ২৩ ॥ তিলাঃ পবিত্র-
মতুলন্দর্ভাশ্চাপি তুলস্তপি । নিবারয়ন্তি চৈতানি দুর্গতিং

তর্পণে ও হোমে তিলদান করিলে অক্ষয়ফল হইয়া থাকে। ১৬।
দর্ভ রোমসমুৎপন্ন এবং তিল বর্ষোৎপন্ন, এই উভয়ের প্রয়োগ-
বিধি দ্বারা ব্রহ্মা জগৎকে উপজীবী করিয়া রাখিয়াছেন। ১৭।
সব্যযজ্ঞোপবীতে কার্য করিলে ব্রহ্মাদিদেবগণ তৃপ্তিলাভ করেন
এবং অপসব্য যজ্ঞোপবীতে কার্য করিলে পিতৃদেবতাদিগের
পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে। ১৮। দর্ভমূলে ব্রহ্মা অবস্থিতি করেন,
দর্ভমধ্যে কেশবের বাস এবং দর্ভাগ্রে শঙ্কর বসতি করিয়া থাকেন।
সুতরাং জানা যাইতেছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইহারা
কুশাতে বিদ্যমান আছেন। ১৯। খগেশ্বর! বিপ্র, মন্ত্র, কুশ,
বহি, তুলসী ইহারা কদাচ নির্মাল্য হয় না, পুনঃ পুনঃ ভোগেও
বিপ্রপ্রভৃতির দোষ হইতে পারে না। ২০। পিণ্ডের সহিত যে
কুশপ্রদান করা যায়, তাহাই নির্মাল্য হয় এবং ব্রাহ্মণগণ
প্রোতপিতৃভোজন করিলে পতিত হয়। মন্ত্র শূদ্রোচ্চারিত
হইলে দূষিত হইয়া থাকে এবং অগ্নি শবদাহতে অশুদ্ধ হয়। ২১।
হে খগ! ব্রাহ্মণ, তুলসী, গো, বিষ্ণু ও একাদশী এই পাঁচটি
ভবসাগরে মজ্জনশীল ব্যক্তিদিগের আশ্রয়। যাহারা ব্রাহ্মণাদি
পঞ্চকে আশ্রয় করে, কদাচ তাহারা সংসারসাগরে নিমগ্ন হয়
না। ২২। বিষ্ণু, একাদশী, গঙ্গা, গো, তুলসী, ব্রাহ্মণ ও শেখ
এই ছয় পদার্থ অসার দুর্গসংসারে জীবগণকে মুক্তিপ্রদান
করে। ২৩। তিল, কুশ ও তুলসী ইহারা সর্বদাই পবিত্র।

প্রাপ্তমাতুরং ॥২৪॥ হস্তাভ্যাং ধূর্তৈর্দৈর্ভ্যোয়েন প্রোক-
য়েভুবং। মৃত্যুকালে ক্রিপেদর্ভান্ কারয়েদাতুরশ্চ ॥২৫॥
দর্ভেভু ক্রিপ্যতে যোহসৌ দর্ভৈস্ত পরিবেকিতঃ। বিষ্ণু-
লোকং স বৈ ঋতি মন্ত্রহীনোহপি মানবঃ ॥২৬॥ দর্ভতুলী-
গতঃ প্রাণী সংস্থিতো ভূমিপৃষ্ঠতঃ। প্রায়শ্চিত্তবিগ্ধোহসৌ
অংসারে সারসাগরে ॥২৭॥ গোময়েনোপলিপ্তে চ দর্ভ-
স্ত্রাস্তরণে স্থিতে। তত্র দন্তেন দামেন সর্কং পাপং ব্যাপো-
হতি ॥২৮॥ লবণং সদৃশং দিব্যং সর্ককামপ্রদং নৃণাং।
যস্মাদম্বরসাঃ সর্কো নোৎকর্টা লবণং বিনা ॥২৯॥ পিতৃণাঞ্চ
প্রিয়ং ভাব্যং তস্মাৎ সর্কপ্রদং ভবেৎ। বিষ্ণুদেহসমুৎ-
পন্নো যতোহয়ং লবণো রসঃ ॥৩০॥ এতৎ সলবণং দানং
ভেন শংসন্তি ষোগিনঃ। ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো রৈশ্চ জ্ঞীণাং
শূদ্রজনশ্চ ॥৩১॥ আতুরশ্চ যদা প্রাণাময়ন্তি বসুধা-
তলে। লবণস্ত তদা দেয়ং দ্বারস্ত্রোদঘাটনং দিবঃ ॥৩২॥

ইতি ত্রীগাকডে মহাপুরাণে প্রেতকম্পে

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

যখন আতুরের দুর্গতি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তিল প্রভৃতি
সেই দুর্গতিকে নিবারণ করে। ২৪। উভয় হস্তদ্বারা দর্ভগ্রহণ
করিয়া জলদ্বারা ভূমিপ্ৰোক্ষণ করিবে এবং মৃত্যুকালে আতুরের
শরীরে সেই দর্ভ নিক্ষেপ করিতে হইবে। ২৫। মানব মরণ-
কালে মন্ত্রহীন হইলেও যদি দর্ভোপরি উপবিষ্ট ও দর্ভদ্বারা পরি-
বেষ্টিত হয়, তাহাহইলে সে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। ২৬।
যদি কোন প্রাণী মরণকালে ভূমিপৃষ্ঠে দর্ভ আস্তরণ করিয়া
তত্পরি অবস্থিত হয়, তাহাহইলে সে প্রায়শ্চিত্তবিগ্ধ হইয়া
এই সংসারসাগর হইতে পরিভ্রাণ পায়। ২৭। মরণসময়ে ভূভাগ
গোময়দ্বারা লেপন করিয়া তত্পরি দর্ভাস্তরণপূর্বক তাহাতে
অবস্থিত হইয়া শান করিলে সকল পাপ বিনাশ করিতে
পারে। ২৮। যেহেতু লবণ ব্যতিরেকে সকল রসই উৎকট
হয়, অতএব লবণই এই লোকে মৃত্যুর সর্ককামপ্রদ। ২৯।
যেহেতু লবণ ত্রিভূদেবগণেরও প্রিয়, অতএব তাহা সর্ককাম
প্রদ হয়, আর এই লবণ বিষ্ণুদেহোৎপন্ন বিধায় ইহা সর্ববৃষো-
ত্তম। ৩০। লবণের পূর্বোক্ত গুণবাহুল্যবশত লবণীয়ুক্ত
দানই ষোগিগণ প্রাণসা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বিংশোহধ্যায়ঃ।

ত্রীকক-উবাচ। শৃণু তাক্ষ্য প্রবক্ষ্যামি দানানাং দান-
মুত্তমং। যেন দন্তেন প্রীণন্তি ভূভূবঃস্বরিতি ক্রমাৎ ॥
১ ॥ ব্রহ্মাত্মা ঋষয়ঃ সর্কো শঙ্করাভ্যামরাস্তথা। ইন্দ্রাত্মা
দেবতাঃ সর্কো দানাদৈ প্রীতিমাপ্নুয়ুঃ ॥২॥ দেয়মেতন্ম-
হাদানং প্রেতোদ্ধরণহেতবে। কন্দ্রিলোকে চিরং বাস-
স্ততো রাজা ভবেদিহ ॥৩॥ রূপবান্ সুভগো বাগ্মী
শ্রীমান্তুলবিক্রমঃ। বিহায় যমলোকং সং স্বর্গং তাক্ষ্য
প্রগচ্ছতি ॥৪॥ তিলাংশ গাং ক্ষিতিং হেম যো দদাতি
দ্বিজোত্তমঃ। তস্মা জন্মার্জিতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্চতি ॥
৫ ॥ তিলাগাবো মহাদানং মহাপাতকনাশনং। তদ্বয়ং
দীপ্তে বিপ্রে নুন্যবর্ণে কদাচন ॥৬॥ কম্পিতং দীপ্তে
বিপ্রে তিলা গাবশ্চ মেদিনী। অন্যেযু নৈব বর্ণেণ পোষা-

বৈশ্ব, শূদ্র ও জ্ঞী যখন ইহাদিগের প্রাণ বসুধাতলে নীরমান
হয়, তখন লবণদান কর্তব্য, তাহাহইলে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত
হয়। ৩১—৩২।

বিংশ অধ্যায়।

ত্রীকক কহিলেন, হে গরুড়! আমি সর্কদানের মধ্যে বাহা
উত্তম দান, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই দান করিলে
ভূঃ ভূবঃ ও স্বর্লোক প্রীতিলভ করে। ১। ব্রহ্মাদি ঋষিগণ,
শঙ্করপ্রভৃতি ও ইন্দ্রাদিদেবগণ সকলেই এই দানবলে পরিতৃপ্ত
হইয়া থাকেন। ২। প্রেতের উদ্ধারের নিমিত্ত এই মহাদান
করিলে প্রেতের মুক্তি হইয়া থাকে এবং দাতা চিরকাল কন্দ্র-
লোকে বাস করিয়া রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে। ৩। যে ব্যক্তি
মহাদান করে, সে রূপবান্, সৌভাগ্যশালী, বাগ্মী, শ্রীমান্ ও
অতুলবীৰ্য্যশালী হয় এবং সেই ব্যক্তি যমলোকপরিত্যাগ
করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। ৪। যে ব্যক্তি তিল,
গো, ভূমি ও স্বর্ণ এই সকল ব্রাহ্মণকে দান করে, তাক্ষর জন্মা-
র্জিত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। ৫। তিলদান ও
গোদান এই সকলই মহাদান। উক্ত মহাদান সকল মহাপাপ
নাশ করে। উক্ত উভয় দান ব্রাহ্মণকে দিতে হইবে, কদাচ
উক্ত দানদ্বয় অস্ত্র বস্ত্র দিবে না। ৬। তিল, গো ও ভূমি এই
সকল কল্লা করিয়া ব্রাহ্মণকেই দিতে হইবে। পোষাবর্ণ বা অস্ত্র

বর্গে কদাচন ॥ ৭ ॥ পোষাবর্গে তথা জীমূদানং দেয়ম-
কপিতং । আতুরে চোপরাগে তু দানং দেয়মশেষতঃ ॥ ৮ ॥
আতুরে দীয়েতে দানং যাবদেহোপতিষ্ঠতি । জীবতা চ
পুনর্দত্তমুপতিষ্ঠতাসংরতং ॥ ৯ ॥ সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং
যদন্তং বিকলেন্দ্রিয়ে । যচ্চানুমোদতে পুত্র তচ্চ দানমন-
স্তকং ॥ ১০ ॥ অতো দত্তাৎ স্পৃহাং যাবজ্জীবত্যসৌ চিরং ।
অতিবাহন্তু প্রেতো ভোগাংশ্চ লভতে যতঃ ॥ ১১ ॥
অস্বহাতুরকালে তু দেহপাতে কিতিস্থিতে । দেহে তথা-
তিবাহন্ত্য পরতঃ প্রীণনং ভবেৎ ॥ ১২ ॥ তিলং লোহং
হিরণ্যকং কার্পাসং লবণস্তথা । সপ্তধান্যং কিতির্গাব
একৈকং পাবনং স্মৃতং ॥ ১৩ ॥ তারয়ন্তি নরং গাবস্তি-
বধাট্ঠেব পাতকাং । হেমদানাং সুখং স্বর্গে ভূমিদানা-
মূপো ভবেৎ । হেমভূমিপ্রদানাচ্চ পীড়া নরকে
ভবেৎ ॥ ১৪ ॥ সর্বেপি যমদূতাশ্চ যমো রূপাতিভীষণাঃ । সর্কে
তে বরদা নান্তি সপ্তধান্যেন প্রীণিতাঃ ॥ ১৫ ॥ বিষ্ণোঃ

কোন বর্গকে ঐ সকল মহাদান করিবে না । ৭। পোষাবর্গ ও
জী ইহাদিগকে অক্লিত দান করিতে পারে । আতুরেও গ্রহণ-
কালে অশেষ দান করিবে । ৮। যাবৎ আতুরের দেহ সজীব
থাকে, তাবৎ তাহাকে দান করিবে । জীবদবস্থায় দান করিলে
পুনর্দত্ত তাহা অবাধে উপস্থিত হয় । ৯। পুত্র ! আমার এই বাক্য
সত্য সত্য জানিবে । বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে যাহা দান করা
যায় এবং যাহা দান করিলে গ্রহীতা অনুমোদন করে, সেই
দান অনন্ত ফলপ্রদান করে । ১০। দানদ্বারা প্রেতের সুখবৃদ্ধি
হয় বিধায়, যাবৎ পিতা জীবিত থাকে তাবৎ স্পৃহা দান
করিবে । যেহেতু প্রেত অতিবাহিক দেহ আশ্রয় করিয়া
ভোগ করে । ১১। আতুর যদি অস্বস্থাবস্থায় প্রাণিত্যাগ করে,
তাহাইলে আতিবাহিক দেহের পরদেহে প্রীতিভোগ হয় ।
১২। তিল, লোহ, হিরণ্য, কার্পাস, লবণ, সপ্তধান্য, ভূমি, গো
এই সকলের কোন একটি বস্তু দান করিলেই প্রেত পবিত্র
হইতে পারে । ১৩। গোদান মনুষ্যাদিগকে ত্রিবিধ পাতক হইতে
পরিত্রাণ করিতে পারে । স্বর্ণদান করিলে স্বর্গলোকে সুখভোগ
হয় এবং ভূমিদান করিলে সেই ব্যক্তি রাজা হইতে পারে । স্বর্ণ
ও ভূমি দান করিলে নরকে কোনরূপ ক্লেশ হয় না । ১৪। যম
ও যমদূত ইহারা সকলেই ভীষণাকার । সপ্তধান্য প্রদান করিলে

অরণ্যমাত্রের প্রাপ্যতে পরমাকৃতিং । ভূমিস্থং পিতরং
দৃষ্ট্বা অর্দ্ধোক্ষীলিতলোচনং ॥ ১৬ ॥ তস্মিন্ কালে স্মৃতো
যন্ত সর্বদানানি দাপয়েৎ । স্বস্থানাচ্চলিতে স্থাসে দানং
যচ্চাতুরে দদেৎ ॥ ১৭ ॥ অশ্বমেধো মহাযজ্ঞো কলাং
নার্হতি ষোড়শীং । ধর্ম্মাত্মা স চ পুত্রোপি দেবতাতি-
প্রপূজাতে ॥ ১৮ ॥ দাপয়েদন্ত দানানি হাতুরং পিতরং
প্রতি । লোহদানঞ্চ দাতব্যং ভূমিস্থকেন পাণিনা ॥ ১৯ ॥
যমং ভীমং স নাপ্রোতি ন গচ্ছেত্তস্য বেষ্মনি । কুঠারং
মুঘলং দণ্ডং খড়্গাশ্চ ছুরিকা তথা ॥ ২০ ॥ এতানি সমস্তেষু
নিগ্রহে পাপকর্ম্মণাং । তস্মাজ্জোহন্ত্য দানন্ত আতুরে
জ্ঞানিনো দদেৎ ॥ ২১ ॥ যমায়ুধানাং সম্বন্ধৈর্দানমেতদুদী-
রিতং । গর্তস্থঃ শিশবো যে তু যুবানঃ স্থবিরাস্তথা ॥ ২২ ॥
এতির্দানবিশেষৈস্ত নির্দেহৈঃ স্বপাতকং । কুরিণাঃ সার্ক-
সূত্রাপাঃ শুণ্ডা মর্কাস্তনুর্করাঃ । শবলা শ্যামদূতাশ্চ লোহ-

যম ও যমদূত সকলে তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদান করে ।
১৫। ভূমিস্থ পিতৃলোককে উদ্ধৃতলোচন দেখিয়া বিষ্ণুকে অরণ্য
করিলে তৎক্ষণাৎ সেই পিতৃলোকের পরমাগতি লাভ হয় ।
আর যখন পিতৃলোককে ভূমিগত দেখিবে, তখন পুত্র সকাবিধ
বস্তু প্রদান করিবে । আর স্থান হইতে স্থানচলিত হইলেই
আতুরকে দাহ করিবে । ১৬-১৭। পূর্বোক্তপ্রকারে দান করিলে,
যেদ্রুপ পুণ্যলব্ধ হয়, অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ তাহার ষোড়শাংশ কল-
প্রদান করিতে পারে না । আর যে পুত্র উক্তরূপ দান করে,
সে ধর্ম্মাত্মা এবং দেবগণ তাহাকে পূজা করিয়া থাকেন । ১৮।
যে পুত্র আতুর পিতার উদ্দেশে দান করিতে ইচ্ছা করে, সে
লোহদান করিবে । এই দানের সময় ভূমিতে হস্তসংযোগ
করিয়া দান করিতে হইবে । ১৯। মরণকালে দান করিলে সেই
ব্যক্তি মরণের পর ভীষণাকার যমকে দেখিতে পায় না এবং
যমপুরে গমন করে না । কুঠার, মুঘল, দণ্ড, খড়্গ, ছুরিকা এই
সকল যমের অস্ত্র, এই সকল অস্ত্র পাপকর্ম্মাদিগের নিগ্রহ
করে ; অতএব আতুরের পরলোকার্থ লোহদান করিবে । ২০-২১।
যমের অস্ত্র সকলের তুষ্টি নিমিত্ত পূর্বোক্ত দান সকল কথিত
হইল। গর্তস্থ শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ সকলেই উক্ত দানদ্বারা যমের
পাপরাশি দূর করিয়া থাকে । আর কুরিণ, সার্কসূত্রাপ, শুণ্ড,

দামেন প্রাণিতাঃ ॥২০॥ পুত্রাঃ পৌত্রান্তথা বন্ধুঃ সগোত্রাঃ
সুহৃদঃ স্রিয়ঃ। দদন্তি নাতুরে দানং ব্রহ্মদাঃ সুসমাহিতং ॥
২৪ ॥ পঞ্চম্বে ভূমিযুক্তস্য শূণ্ড তস্য চ যোগতিঃ। অতিবাহঃ
পুনঃ প্রোতো বর্ষস্য স্কৃতং লভেৎ ॥২৫॥ পাদাদুর্দ্ধাং কটী
যাবৎ তাবৎ কাষিতিষ্ঠতি। ঐবা যাবৎকরিনাভেঃ শরীরে
মহুজস্য তু ॥২৬॥ মস্তকে তিষ্ঠতে কুদ্রো ব্যক্তাবাক্তো
মহেশ্বরঃ। একমূর্ত্তেত্বয়ো ভেদা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ॥২৭॥
অহং প্রাণিশরীরেন্দ্রো ভূতগ্রামচতুষ্টয়ে। ষষ্ঠাধর্মে মতিং
দত্ত্বাং সুখদুঃখে কৃতাক্রতে ॥২৮॥ জন্তোবুদ্ধিং সমা-
স্থায় পূর্বকর্ম্মাদিবাসিতাং। অহমেব তথা জীবাদ্ প্রের-
য়ামি চ কর্ম্মসু ॥২৯॥ স্বর্গং মোক্ষং নরকং যান্তি চ
প্রাণিনস্তথা। স্বর্গস্থনরকস্থানাং প্রাণৈরুপায়নস্তবেৎ।
তস্মাচ্ছাচ্ছানি কুর্কীত বিবিধানি বিচক্ষণঃ ॥৩০॥
মংস্তাঃ কুর্ম্যো বরাহশ্চ নরসিংহোথ বামনঃ। রামো

রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কিশ্চৈব চ ॥৩১॥ এতানি দশ-
নামানি স্মর্তব্যানি সদা যুগেঃ। স্বর্গলোকং বৈ বাতি
চ্যুতঃ স্বর্গলোক মানবঃ ॥৩২॥ লক্ষ্মী সুখঞ্চ বিত্তঞ্চ দয়া-
দাক্ষিণ্যসংযুতঃ। পুত্রপৌত্রসমায়ুক্তো জীবৎ স শরদাং
শতং ॥৩৩॥ আতুরে চ দদেৎ ন্যাসং বিষ্ণুপূজাঞ্চ কার-
য়েৎ। অষ্টাকরং মহামন্ত্রং জপেদ্বা দ্বাদশাকরং ॥৩৪॥
পূজয়েচ্ছুরুপুষ্পৈশ্চ নৈবেদ্যৈশ্চ তিষ্ঠাচিঠিঃ। তথা গট্টকশ্চ
মূপৈশ্চ ঐতিহ্যৈস্তৈরনেকশঃ ॥৩৫॥ বিষ্ণুর্মাতা পিতা
বিষ্ণুর্কিষ্ণুঃ স্বজনবান্ধবঃ। যত্র বিষ্ণুং ন পশ্যামি তত্র
মে কিং প্রয়োজনং ॥৩৬॥ জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণু-
র্কিষ্ণুঃ পর্বতমস্তকে। জ্বালামালাকূলে বিষ্ণুঃ সর্বং বিষ্ণুময়ং
জগৎ ॥৩৭॥ বয়মাপো বয়ং পৃথ্বী বয়মর্দ্রা বয়ন্তিলাঃ।
বয়ঙ্গাবো বয়ং রাজা বয়ম্বাসুর্কর্যস্প্রজাঃ ॥৩৮॥ বয়ং
হেম বয়স্কান্যময়মধু বয়ং স্তবৎ। বয়স্বপ্রা বয়ন্দেবী বয়-

মর্কট, অপুনর্কর, শবল, শ্রামদূতপ্রভৃতি যমকিস্করগণ লৌহদামনে
সম্ভষ্ট হইয়া থাকে। ২২—২৩। পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, সগোত্র,
সুহৃদ ও ঙ্গী ইহারা আতুরের পরলোকার্থ দান করিবে; কিন্তু
যাহারা ব্রহ্ম, তাহারা কোনরূপ দান করিতে পারিবে না। ২৪।
ভূমিগত ব্যক্তির মরণ হইলে তাহার যে গতি হয়, তাহা প্রবণ
কর। প্রেত আতিবাহিক দেহে বর্ষকাল অতীত হইলে সে
পুনর্কর সুকৃতিলাভ করিবে। ২৫। পাদের উর্দ্ধে কটিপর্যন্ত
ব্রহ্মা অধিষ্ঠান করেন, নাভি হইতে ঐবা পর্য্যন্ত মাহুশরীরে
হরির অবস্থান থাকে এবং মস্তকে রুদ্র বাস করেন। মহেশ্বর
ক্যাক্ত ও অব্যাক্তরূপে জীবের মস্তকে বাস করিয়া থাকেন। এই
রূপে একমূর্ত্তিরই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিবিধ বিভেদ
জানিবে। ২৬—২৭। হে গুরুড়! আমিই জন্তুগণের শরীরস্থ
প্রাণীর এবং ভূতচতুষ্টয়ের অধিপতি। আমিই প্রাণিগণকে
ষষ্ঠাধর্মে মতিপ্রদান করি এবং আমিই সুখদুঃখের বিধাতা। ২৮।
আমিই জন্তুগণের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া পূর্বকর্ম্মাহুসারে ফলপ্রদান
করি, আমিই জীবগণকে স্বীয় কর্ম্মে প্রেরণ করি ২৯। প্রাণী-
সকল, স্বর্গ, মোক্ষ অথবা নরকভোগ করে, তাহাদিগের মধ্যে
যাহারা স্বর্গ ও নরকস্থ, তাহাদিগের প্রাণিয়ারী তৃপ্তি হয়;
অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তি পিতৃগণের উদ্দেশে বিবধ প্রদান করিবে।

৩০। মংস্তা, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, শ্রীরাম, পরশুরাম,
কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি পণ্ডিতগণ সর্বদা এই দশ নাম স্মরণ করিবে।
যে উক্ত দশ নাম স্মরণ কবে, সেই মানব স্বর্গে বাস করে
এবং স্বর্গচ্যুত হইয়া পুনর্কর মাহুশ্যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
৩১—৩২। ঐ মানব বহুবিধ লাভ করিয়া পরম সুখভোগ-
পূর্বক দয়াদাক্ষিণ্যাদি সদৃশগনসম্পন্ন হয় এবং পুত্রপৌত্রসমযুক্ত
হইয়া শতবৎসর জীবিত থাকে। ৩৩। আতুরের মরণ নিশ্চয়
হইলে বিষ্ণুপূজা করিয়া অষ্টাকর বা দ্বাদশাকর বিষ্ণুর মহামন্ত্র
জপ করিবে। ৩৪। শুক্লপুষ্প, স্নাতপ্লুত নৈবেদ্য, গন্ধ ও ধূপ-
দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিয়া পুনঃপুনঃ ঐতিহ্য পঠিপূর্বক স্তব
করিবে। ৩৫। বিষ্ণু মাতা, বিষ্ণু পিতা এবং বন্ধুবান্ধব সকলই
বিষ্ণু; অতএব যে স্থানে বিষ্ণুকে দেগিতে পাই না, সেই স্থানের
কোন প্রয়োজন নাই। ৩৬। জলে, স্থলে এবং পর্বতমস্তকে
সর্বত্রই বিষ্ণু বদ্যমান আছেন এবং জ্বালামালাকূলে স্থানেও
বিষ্ণু আছেন। এইরূপে সর্বত্রই বিষ্ণু রহিয়াছেন, অতএব
সমস্ত জগৎই বিষ্ণুময় জানিবে। ৩৭। হে গুরুড়! আমরা
জল, আমরা পৃথিবী, আমরা মর্দ, আমরা তিল, আমরা গো,
আমরা রাজা, আমরা বায়ু এবং আমরা প্রজা। ৩৮। আমরা
স্বর্গ, আমরা ধান্য, আমরা মধু, আমরা স্তব, আমরা ব্রাহ্মণ,

কৈব স্বভূত্বঃ ॥ ৩৯ ॥ অহমাতা অহং গ্রাহী অহং
যাজী অহং ক্রতুঃ । অহং কর্তা হুহং হর্তা অহঙ্কর্যো
অহঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥ ধর্ম্যধর্ম্যে মতিং দন্ত্যাং কর্ম্যভিত্ত শুভা-
শুভৈঃ । যৎ কর্ম্য কুরুতে ক্রাপি পূর্বাভ্যাজি ৩৭ খণ্ড ॥ ৪১ ॥
ধর্ম্যে চিন্তামহং কর্তা হুধর্ম্যে যমএব চ । যতিনাং কুরুতে
সোহপি ধর্ম্যে মুক্তিমান্দাম্যহং ৪২ ॥ মনুজানাং হিত-
স্তার্ক্য অন্তে বৈতরণী নদী । তয়া নিহত্য পাপোষং বিষ্ণু-
লোকং স গচ্ছতি ॥ ৪৩ ॥ বালহে যচ্চ কোমারে বয়ঃ-
পরিণতো তথা । পূর্বাবস্থাকৃতং যচ্চ যচ্চ জন্মান্তরে-
ষপি ॥ ৪৪ ॥ যম্মিশারাস্তথা প্রাতঃস্মরণ্যাকাপারাহুরোঃ ।
সন্ধ্যায়োর্যং কৃতম্পাপং কর্ম্যণা মনসা গিরা ॥ ৪৫ ॥ দত্তা
বরণং সক্রদাপ কপিলাং সর্বকামিকাং । উদ্ধরেদন্তু কালে
সা হ্যাত্মানং পাপসঙ্করাং ॥ ৪৬ ॥ গাবো যমাশ্রিতঃ
সন্ত গাবো মে সন্ত পৃথকঃ । গাবো মে হৃদয়ে নিত্যং
গবাং মধ্যে বসাম্যহং ॥ ৪৭ ॥ যা লক্ষ্মীঃ সর্বভূতানাং

আমরা দেবতা, আমরা স্বর্গলোক, আমরা ভুলোক এবং আমরা
ভুবলোক । ৩৯ । আমি দাতা, আমি গৃহীতা, আমি যাজী,
আমি যজ্ঞ, আমি কর্তা, আমি হর্তা, আমি ধর্ম্য এবং আমি
শুক্র । ৪০ । হে খণ্ড ! আমি ধর্ম্যধর্ম্যে মতিপ্রদান করি, আমি জন্তু-
গণকে শুভাশুভ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া থাকি । যে ব্যক্তি যে স্থানে
পূর্বাভিজিত কর্ম্ম করে, আমিই তাহার বিধানকর্তা । ৪১ । ধর্ম্মেতে
যে জীবের চিন্তা হয়, আমিই তাহার কর্তা, অধর্ম্ম কর্ম্ম কারণে
যম সেই অধর্ম্মকে যাতনাপ্রদান করেন, আমি ধর্ম্মকে
মুক্তিপ্রদান করি । ৪২ । হে তাক্ষ্য ! মনুষ্যের হিতসাধনের
নিমিত্ত বৈতরণী নদী আছে, জীবগণ ঐ নদীতে পাপক্ষালন
করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে । ৪৩ । বাল্যে, যৌবনে ও
বৃদ্ধিকো যাহা কিছু পাপকর্ম্ম করে, পূর্বাবস্থাতে কিম্বা জন্মান্তরে
যে পাপ করিয়া থাকে, নিশাকালে, প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নসময়ে,
অগ্নিরাহ্নে এবং সন্ধ্যায়ের কায়মনোবাক্যে যে যে পাপ করে,
সর্বকামপ্রদা কপিলা প্রদান করিলে সেই সকল পাপ হইতে
আত্মাকে উদ্ধৃত করিতে পারে । ৪৪—৪৬ । গো সকল আমার
অগ্রে ও পৃষ্ঠে বিদ্যমান আছে এবং গো অগ্নির হৃদয়ে রহি-
য়াছে, আমি গোমধ্যে বাস করিয়া থাকি । ৪৭ । যিনি সর্ব-

বা চ দেবে ব্যবস্থিতা । ধেনুৰূপেণ সা দেবী মম পাপং
ব্যপোহতু ॥ ৪৮ ॥

ইতি ত্রীগাকড়ে মহাপুরাণে প্রোক্তকম্পে
বিংশোঃধ্যায়ঃ ॥

একবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

ত্ৰিভগবানুবাচ । যে নরাঃ পাপসংযুক্তান্তে গচ্ছন্তি
যমালয়ং । অন্তকালে চ গোদঁতা অনন্তকলদা তবেৎ ॥ ১ ॥
পাদক্রমপ্রমাণাকং স্বর্গে বসতি ভূমিদঃ । অশ্বাক্রুচাশ্চ
তে যান্তি দদতে যে ছাপানহৌ ॥ ২ ॥ অত্যাভ্যুপশ্রমযুতা
দহন্তে যত্র মানবাঃ । ছত্রদানেন বৈ প্রোতা বিচরন্তি যথা-
সুখং ॥ ৩ ॥ তমুদিশ্য দদাদম্মম্মন্তেন চাপ্যায়িতো তবেৎ ।
অন্ধকারে মহাঘোরে অমূর্তে লক্ষ্যবর্জিতে । উচ্ছোভে-
নৈব তে যান্তি দীপদানেন মানবাঃ ॥ ৪ ॥ আশ্বিনে
কার্ত্তিকে যাসি মাঘে যাসি মৃতাশ্চ যে । চতুর্দশ্যাঞ্চ
দীয়েত দীপদানং সুখায় বৈ ॥ ৫ ॥ প্রত্যহঞ্চ প্রদাতব্যং

ভূতের লক্ষ্মীস্বরূপা, যিনি সর্বদেবে অবস্থিতি করেন, সেই দেবী
ধেনুরূপে আমার পাপবিনাশ করুন । ৪৮ ।

একবিংশ অধ্যায় ।

ত্ৰিভগবান্ কহিলেন, যে সকল মনুষ্য পাপাচরণে নিযুক্ত
আছে, তাহারা যমালয়ে গমন করে, সেই সকল লোক যদি
অন্তকালে গোদান করে, তাহাইহলে অনন্তকল হইয়া থাকে । ১
যে ব্যক্তি যতপাণ ভূমিদান করে, সে ততবর্ষ স্বর্গে বাস করিতে
পারে । আর যে ব্যক্তি উপানহর্য প্রদান করে, যে অশ্বারোহণে
গমন করিয়া থাকে । ২ । পাপাত্মারা যমলোকে গমন করিয়া
রোদ্রে পরিশ্রান্ত ও দগ্ধ হয়, ছত্রদান করিলে সেই ব্যক্তি পঞ্চম
সুখে গমন করে । ৩ । মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে অন্নদান করিলে
সেই অন্নদাতা প্রোক্ত আপ্যায়িত হয় । আর প্রোক্তের উদ্দেশে
দীপদান করিলে মহাঘোরতর অন্ধকারপূর্ণ প্রাণিবর্জিত
লক্ষ্যশূন্য স্থানে আলোকে গমন করিতে পারে । ৪ । আশ্বিন,
কার্ত্তিক অথবা মাঘ মাসে বাহাদিগের মৃত্যু হয়, তাহার
পরলোকহিতার্থে চতুর্দশীতে দীপদান করিবে । ৫ । প্রতিদিন

মার্গেণু বিধমে নটৈঃ । বাবৎ সম্বৎসরখাণি প্রেতশ্চ সুখ-
লিপ্সয়া ॥ ৬ ॥ কুলে মার্গে চ শুদ্ধাত্মা প্রকাশত্বঞ্চ
গচ্ছতি । জ্যোতিষামপি পূজ্যোহসৌ দীপদানরতো নরঃ ॥
৭ ॥ প্রাঙমুখোদঙমুখী দীপো দেবাগারে দ্বিজালয়ে ।
যো দদাতি মৃতশ্চৈব জীবন্তপ্যাম্মহেতবে । স গচ্ছতি মহা-
মার্গে সর্বক্লেশবিবার্জিতঃ ॥ ৮ ॥ আসনভাজনস্তোজ্যান্দীয়তে
চ দ্বিজাতয়ে । সুখেন ভুঞ্জমানস্ত সুখসচ্ছতি বৈ পথি ॥ ৯ ॥
কমণ্ডলুপ্রদানেন তৃষিতঃ পিবতে জনং । ভাজনং চাম-
দানঞ্চ কুশুমং চাঙ্গুলীয়কং ॥ ১০ ॥ একাদশাহে দাতব্যং
প্রেতো যাতি পরাক্রতিং । ত্রয়োদশপদানীখং প্রেতশ্চ
শুভমিচ্ছতা ॥ ১১ ॥ দাতব্যানি যথাশক্তি প্রেতোসৌ
প্রীণিতো ভবেৎ । ভাজনানি পদকৈব কুন্তাশ্চৈব ত্রয়ো-
দশ ॥ ১২ ॥ মুদ্রিকা বজ্রগুণঞ্চ তথা ছত্ররূপনহৌ । এতা-
বস্তুঃ পদার্থা হি প্রেতোদ্যেশেন দাপয়েৎ ॥ ১৩ ॥ বৃষোৎ-
সর্গে কৃতে তাক্ষ্য প্রেতো যাতি পরাক্রতিং । যোঋৎ রথং

গজং বাপি ব্রাহ্মণে যদি দাপয়েৎ ॥ ১৪ ॥ স্বমহিমোহু-
সারেণ তত্তং সুখমবাপুয়াৎ । নানালোকাধিচরতি মহিবীং
যো দদাতি চ ॥ ১৫ ॥ যমবাহন্য জননী মহিবী সুগতিপ্রদা ।
তাম্বলং পুষ্পদানেন বাম্যানাং প্রীতিবর্জনং ॥ ১৬ ॥ তেন
সংপ্রীণিতাঃ সর্কে তস্মিন্ ক্লেশং ন কুর্ষতে । গোভূতিল-
হিরণ্যাদিদানানি নিজশক্তিভিঃ ॥ ১৭ ॥ মৃতোদ্যেশেন যো
দত্তাজ্জলপাত্রঞ্চ যুগ্ময়ৎ । উদগাত্রসহস্রশ্চ কলমাপ্নোতি
মানবঃ ॥ ১৮ ॥ যমদূতা মহারোজাঃ করলাঃ কৃষ্ণপিঙ্গলাঃ ।
ন ভীষন্তি তৎ তাক্ষ্য বজ্রদানে কৃতে সতি ॥ ১৯ ॥ মার্গে
বৈ গচ্ছমানস্ত ত্বার্তাঃ শ্রমপীড়িতাঃ । ঘটদানযোগেন
সুখী ভবতি নিশ্চিতং ॥ ২০ ॥ শয্যাভূতীপটুযুতা দত্তাদ্যেব-
দ্বিজাতয়ে । তয়া প্রেতমৃতোহসৌ মোদতৈ সহ দৈবতৈঃ ॥
২১ ॥ এতন্তে কথিতং তাক্ষ্য দানমন্তোষ্টিকর্ষজং । অধুনা

প্রেতমার্গে দীপদান করিবে । এইরূপে প্রেতের সুখলাভ-
মানসে সংবৎসর প্রদীপ প্রদান করিতে হইবে । ৬ । উক্ত-
প্রকারে দীপদান করিলে প্রেত শুদ্ধাত্মা হইয়া প্রকাশিত প্রেত-
মার্গে গমন করিতে পারে । দীপদানরত মনুষ্য জ্যোতিষ্কগণের
পুজিত হয় । ৭ । প্রেতের উদ্দেশে অথবা জীবদেহের আপ-
নার হিতার্থ দেবালয়ে কি দ্বিজগণের পূর্বমুখে অথবা উত্তরমুখে
যে ব্যক্তি দীপদান করে, সে সর্বক্লেশবিমুক্ত হইয়া মহামার্গে
গমন করিতে পারে । ৮ । আসন, ভাজন ও ভোজ্যদ্রব্য
ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি ভোজন করিতে করিতে
মহাপথে সুখে গমন করে । ৯ । প্রেতের উদ্দেশে কমণ্ডলু-
প্রদান করিলে সেই প্রেত মমপূরে তৃষিত হইয়া জলপান করিতে
পারে । ভাজনদান, অন্নদান, পুষ্পদান ও অঙ্গুরীয়দান করিবে ।
১০ । প্রেতের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি একাদশাহে উক্ত ত্রয়োদশ
প্রকার দ্রব্যপ্রদান করিবে । তাহাইলে প্রেত পরমাগতি লাভ
করে । ১১ । প্রেতের উদ্দেশে যথাশক্তি দান করিবে, তাহাতে
সেই প্রেত পরিতৃপ্ত থাকে । ভাজন, ত্রয়োদশ কুন্ত, মুদ্রা,
বজ্রগুণ, ছত্র, উপাধিব্যুগল এই সকল দ্রব্য প্রেতের উদ্দেশে
দান করিতে হইবে । ১২—১৩ । হে গরুড় ! প্রেতের উদ্দেশে

বৃষোৎসর্গ করিলে সেই প্রেত পরমাগতি লাভ করে ; অতএব
অর্থ, রথ অথবা হস্তী ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে । ১৪ । যাহার
উদ্দেশে মহিবী দান করে, যে স্বীয় মাহাত্ম্যানুসারে বিবিধ
সুখভোগ করিতে করিতে নানালোকে বিচরণ করিতে
পারে । ১৫ । মহিবী যমবাহনের জননী এবং উৎকৃষ্ট
গতিপ্রদান করে । তাম্বল ও পুষ্পপ্রদান করিলে যমদূত-
দিগের প্রীতিবৃদ্ধি হয় । ১৬ । তাম্বল ও পুষ্পদানদ্বারা যম-
দূতেরা সন্তুষ্ট হইলে তাহারা প্রেতকে ক্লেশপ্রদান করে না ;
অতএব নিজ শক্তি অনুসারে গো, ভূমি, তিল, হিরণ্যাদি বিবিধ
দ্রব্য দান করিবে । ১৭ । মৃতের উদ্দেশে যে ব্যক্তি যুগ্ময় জলপাত্র
প্রদান করে, সে সহস্র উদকপাত্রের ফল পাইয়া থাকে । ১৮ ।
যমদূতগণ মহাভয়ঙ্কর, বিকৃতরূপ, কৃষ্ণপিঙ্গলগোচন । যাহার
উদ্দেশে বজ্রদান করে, তাহাকে উক্ত যমদূত সকল ভয়ভঞ্জন
করিতে পারে না । ১৯ । ঘটদান ও অন্নদান করিলে মহামার্গে
গমনকালে ত্বার্তা ও পরিশ্রমপীড়িত হইলেও সে সুখী হইয়া
থাকে । ২০ । প্রেতের উদ্দেশে আচ্ছাদন ও উপাধানাদি সহিত
শয্যা দেবতা কি ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে সেই শয্যানানকলে
প্রেতস্থ হইতে মুক্ত হইয়া দেবগণের সহিত ক্রীড়া করিতে
পারে । ২১ । হে তাক্ষ্য ! এই পণ্ডিত অন্তোষ্টিকর্ষ অর্থাৎ
প্রেতের কার্যসকল কহিলাম, ততঃপর কিরূপে মৃত্যু জীবের

কথরিবেহং দেহে যুত্বে প্রবেশনং ॥ ২২ ॥ জাতস্তা মর্ত্য-
লোকেশ্বিন্ প্রাণিনো মরণং ক্রবৎ । পূৰ্ব্বকালে যুত্বে-
নাস্ত প্রাণিনাঞ্চ ধগেশ্বর ॥ ২৩ ॥ স্থম্মীভূত্বা ত্বসৌ বায়ু-
নির্গচ্ছতাস্ত তুলালাং । নবদ্বারৈরোমভিষ্চ জাতানং
তালুরঙ্কু কাং ॥ ২৪ ॥ পাপিষ্ঠানামপানেন জীবো
নিকৃমতি ক্রবৎ । কুণপং পতীত পশ্চাৎনির্গতে মকদী-
শ্বরে ॥ ২৫ ॥ কালাহতঃ পততোব নিরাধারে যথা ক্রমঃ ।
পৃথিব্যাং লীয়তে পৃথী আপট্টেচ তথাপ্শুনি ॥ ২৬ ॥
তেজস্তেজসি লীয়তে সমীরে চ সমীরণঃ । আকাশে চ
তথাকশং সর্বব্যাপী তু শঙ্করে ॥ ২৭ ॥ তত্র কামাদয়ো
পঞ্চ কায়ে পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ । এতে তাক্য সমাখ্যাতা
দেহে তিষ্ঠন্তি উষ্ণরাঃ ॥ ২৮ ॥ কামক্ৰোধো হৃহঙ্কারো
মনস্ত্রৈব নায়কঃ । সংহারকশ্চ কালোহসৌ পুণ্যপাপেন
সংযুতঃ ॥ ২৯ ॥ জগতশ্চ স্বরূপঞ্চ নির্মিতং স্মেন কর্মণা ।
গচ্ছেদেহং পুনঃ সোহপি স্কৃতৈতুর্কৃতৈতুর্ভুতং ॥ ৩০ ॥

দেহে প্রবেশ কবে, তাহা বলিতেছি । ২২ । হে ধগেশ্বর ! এই
মর্ত্যলোকে জাত জন্তুমাংসেরই মরণ হইয়া থাকে । প্রাণিগণ
মরিলে পর বায়ু স্থম্মীভূত হইয়া তাহার গলদেশ হইতে নির্গত
হয় এবং দেহের কণনাঙ্গপ্রভৃতি নবদ্বার, রোমকূপ ও তালুরঙ্কু-
দ্বারাও বায়ু বহির্গত হইয়া থাকে । ২৩—২৪ । বায়ুর সহিতই
জীব দেহ চলেতে নিজাস্ত হয় । যাহারা পাপী, তাহাদিগের
অপানবায়ুর সহিত জীব নির্গত হইয়া যায় । যেহ হইতে জীব
বহির্গত হইলো, কেবল শবমাত্র পতিত থাকে । ২৫ । জীব বহির্গত
হইলে কালাহত দেহ চিরমূল তরুর জায় পতিত হয় । তখন
শারীরিক পঞ্চভূতও স্ব স্ব কারণে বিলীন হইয়া যায়, অর্থাৎ
পৃথিবীতে পৃথিবী, জলে জল, তেজে তেজ, বায়ুতে বায়ু এবং
আকাশে আকাশ বিলীন হইয়া থাকে এবং সেই সর্বব্যাপী
আত্মাও শরীরে বিলীন হইয়া থাকেন । ২৬—২৭ । হে তাক্য !
কামাদিপঞ্চ এবং ইন্দ্রিয়পঞ্চ ইহারা দেহমধ্যে তরুরের জায়
অবস্থিতি করে । ২৮ । মনই কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার ইহাদিগের
নায়ক, কিন্তু কাল পাপপুণ্যমুদারের সকলকে সংহার করিয়া
থাকে । ২৯ । স্ব স্ব কর্মব্যাগ জগতের স্বরূপ নির্মিত হয়, কিন্তু
স্কৃত-ভুক্ত-ভুতাদিগের দেহমধ্যে প্রবেশ করে । ৩০ । যেমন গৃহী

পঞ্চেন্দ্রিয়সমায়ুক্তং সকলৈর্কিঞ্চিৎ সহ । প্রবিবেশ
নবে গেহে গৃহে দন্ধে যথা গৃহী ॥ ৩১ ॥ শরীরে যে সমাসীনাঃ
সন্তবে সর্বধাতবঃ । মূত্রং পুরীষং তদ্ব্যোগাদ্বে চান্যে
ধাতবস্তথা ॥ ৩২ ॥ পিত্তং শ্লেষ্মা তথা মজ্জা মাংসমেদ-
স্তথৈব চ । কাস্থি শুক্রঞ্চ স্নায়ুশ্চ দেহেন সহ দন্ধতে ॥ ৩৩ ॥
এতেষাং কথিতা তাক্য সংস্থিতিঃ সর্বদেহিনাং । কথয়ামি
পুনস্তেষাং শরীরঞ্চ যথা ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥ একস্তস্তস্যায়ুর্ভুতং
স্থৃণাৎবহির্ভূষিতং । ইন্দ্রিয়ৈশ্চ সমায়ুক্তং নবদ্বারং শরী-
রকং ॥ ৩৫ ॥ বিবৈশ্চ সমাক্রান্তং কামক্ৰোধসমাকুলং ।
রাগদ্বेषসমাকীর্ণং তৃষ্ণার্গুর্গতিসংযুতং ॥ ৩৬ ॥ লোভজাল-
পরিচ্ছিন্নং মোহবস্ত্রেণ বেষ্টিতং । স্তব্ধং মায়য়া চৈব
চেতনাধিষ্ঠিতং পুরং ॥ ৩৭ ॥ বাটুকৌশিকসমুৎপন্নং পুরং
পুরুবসংশ্রিতং । এতদুণসমায়ুক্তং শরীরং সর্বদেহিনাং ॥
৩৮ ॥ তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ সর্বা ভুবনানি চতুর্দিশ । আত্মানং
যেন জানন্তি তে নরাঃ পশবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥ এবমেব
সমাখ্যাতং শরীরস্তে চতুর্কিঞ্চিৎ । চতুরশীতিলক্ষাণি

পুরাতন গৃহ দন্ধ হইলে নূতন গৃহে প্রবেশ করে, সেইরূপ জীব
পঞ্চেন্দ্রিয়সমায়ুক্ত ও সকল বিষয় সহ দেহে প্রবেশিত হয় । ৩১ ।
মূত্র, পুরীষ, পিত্ত, শ্লেষ্মা, মজ্জা, মাংস, মেদ, কাস্থি, শুক্র, স্নায়ু
এবং অস্ত্রাণ্ড যে সকল ধাতু শরীরমধ্যে বিদ্যমান আছে, তৎ-
সমস্তই দেহের সহিত দন্ধ হইয়া যায় । ৩২—৩৩ । হে তাক্য !
এই তোমার নিকট দেহিগণের সংস্থিতি কহিলাম, এইক্ষণ
পুনরায় তাহাদিগের শরীর কিরূপ, তাহা বলিতেছি । ৩৪ ।
দেহিদিগের শরীর একস্তস্তরূপ স্নায়ুদ্বারা বদ্ধ, স্থৃণাৎবহির্ভূত
বিভূষিত, ইন্দ্রিয়সমূহে সমায়ুক্ত, নবদ্বারবিশিষ্ট, বিষয়স্পৃহাদ্বারা
সমাসক্ত, কামক্ৰোধসমাকুল, রাগদ্বেষসমাকীর্ণ, লোভজালে
পরিচ্ছিন্ন, মোহবস্ত্রে বেষ্টিত এবং মায়াদ্বারা স্তব্ধ । এই শরীর-
রূপ পুর চেতনাধিষ্ঠিত, বাটুকৌশিকসমুৎপন্ন এবং পুরুবসংশ্রিত ।
যাবতীয় দেহিগণেরই শরীর এই সকল ভাবে সমায়ুক্ত জানিবে ।
৩৫—৩৮ । এই শরীরমধ্যে যাবতীয় দেবতা ও চতুর্দিশ ভুবন
বিদ্যমান রহিয়াছে । যে সকল ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব পরিজাত
নহে, তাহারা পশুত্ব বলিয়া অভিহিত হন । ৩৯ । হে গুরু !
এই তোমার নিকট চতুর্কিঞ্চিৎ শরীর বর্ণন করিলাম । আনি

নির্মিতানি ময়া পুরা ॥ ৪০ ॥ শ্বেদজা উদ্ভিজ্জাশ্চৈব
অণ্ডজাশ্চ জরায়ুজাঃ । এতন্তে সৰ্বমাখ্যা তং যং পৃষ্ঠো-
হস্তুরানঘ ॥ ৪১ ॥

ইতি ত্রিগাঙ্কডে মহাপুরাণে প্রৈতকণ্ণে
একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

গরুড়-উবাচ । কথমুৎপত্ততে জন্তুভূতগ্রামচতুষ্টয়ে ।
ত্বচা রক্তং তথা মাংসং মেদো মজ্জাস্থি জীবিতং ॥ ১ ॥ পানি-
পাদৌ তথা জিহ্বা গৃহং কেশা নখাস্তথা । সন্ধিমার্গাশ্চ
বহুশো রেখানেকবিধা তথা ॥ ২ ॥ কামক্ৰোধৌ ভয়ং লজ্জা
মনো হর্ষঃ স্মৃখামৃখং । চিত্তিতং ছিত্তিতং বাপি বস-
জালেন বেক্তিতং ॥ ৩ ॥ ইন্দ্রজালমহং মন্যে সংসারেহসার-
সাগরে । কৰ্ত্তা কোত্র মহাবাহো সৰ্বং বদ মম প্রভো ॥
৪ ॥ ভগবানুবাচ । কথয়ামি পরং গুহ্যং কালোদ্ধারবিন-

পূর্বে চতুরশীতিলক্ষ শরীর সৃজন করিয়াছি । ৪০ । জীবগণ
শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও জরায়ুজভেদে চতুর্বিধ জানিবে । হে
অনঘ ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্তই কীৰ্ত্তন
করিলাম । ৪১ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন, ভগবন ! কিরূপে ভূতচতুষ্টয়ে জন্তু উৎপন্ন
হয় ? চর্ম, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও জীবন এই সকলই
বা কিরূপে উৎপন্ন হয় । ১ । হস্ত, পদ, জিহ্বা, গৃহ, কেশ,
নখ, সন্ধিমার্গ এবং দেহগত নানাপ্রকার রেখা, কাম, ক্রোধ,
ভয়, লজ্জা, মন, হর্ষ, স্মৃখ, অমৃখ এই সকলই বা কিরূপে
উৎপন্ন হইয়া থাকে । আর জন্তুগণের শরীর কিরূপে নানারূপ
ও ছিত্তিত হয়, আর কিরূপে সেই শরীর বসাসমূহে বেষ্টিত
হইয়া থাকে । ২-৩ । এই অসার সংসারসাগরে সকলই
ইন্দ্রজালময় দেখিতেছি । হে মহাশীহো ! এই সংসারে কৰ্ত্তা
কে ? এই সমুদায় আমার নিকট কীৰ্ত্তন করনু । ৪ । ভগবান
কহিলেন, আমি পরমগুহ্য কালোদ্ধারনির্ণয় তোমার নিকট

র্নয়ন । যেন বিজ্ঞাতমাত্রেন সৰ্বজ্ঞত্বং প্রজায়তে ॥ ৫ ॥
সাদু পৃষ্ঠং ত্বয়ালোকে বদয়ং জীবকারণং । বৈনতেষ শৃণু
ত্বমেকাগ্রকৃতমানসঃ ॥ ৬ ॥ ঋতুকালে তু নারীগাং ভ্যজেন্দ্রিন-
চতুষ্টয়ং । তিষ্ঠত্যশ্মিন্ ব্রহ্মহত্যা পুরাকৃতসমুদ্ভবা ॥ ৭ ॥
বেধাঃ শক্রাং সমুৎসার্য চতুর্থাংশেন দন্তবান্ । তাবন্না-
লোক্যতে বন্তুং যাবৎ পাপঞ্চ তিষ্ঠতি ॥ ৮ ॥ প্রথমেহনি
চাণ্ডালী দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী । তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা
চতুর্থেহনি শুধ্যতি ॥ ৯ ॥ সপ্তাহাং পিতৃদেবানাং ভবেদ্-
গোগ্যা ব্রতার্চনে । সপ্তাহমধ্যে যো গর্ভস্থং সন্তু তিস্মিন-
মুচ্য ॥ ১০ ॥ যুগ্মাস্তু পুত্রা জায়ন্তে ত্রিযোগ্যযুগ্মাস্তু রাত্রিষু ।
পূর্বসপ্তকমুৎসৃজ্য ততো যুগ্মেষু সংবিশেৎ ॥ ১১ ॥
ষোড়শতুর্নিশাঃ স্ত্রীগাং সামান্য্যং সমুদাহতাঃ । বা চতু-
র্দশমী রাত্রিগর্ভস্তিষ্ঠতি তত্র চেৎ ॥ ১২ ॥ গুণভাগ্যনিধি-

বগিতেছি । এই কালোদ্ধারনির্ণয় জানিলে মমুষ্য সৰ্বজ্ঞ
হইতে পারে । ৫ । হে বৈনতেষ ! তুমি অতি সংপ্রসন্ন করি-
য়াছ, যেহেতু এই প্রশ্ন কীবেব নিস্তার কারণ ; অতএব তুমি
একাগ্রমানসে শ্রবণ কর । ৬ । নারীর ঋতুকাল উপস্থিত হইলে
তাহাকে তিন দিবস পরিত্যাগ করিবে । কারণ, ঐ তিনদিন
নারীতে ব্রহ্মহত্যা বর্তমান থাকে । ৭ । বিধাতা শক্র হইতে
সমুৎসারণ করিয়া চতুর্থাংশপরিমাণে প্রদান করেন । যাবৎ
নারীতে পাপ বর্তমান থাকে, তাবৎ তাহার মুখাবলোকন
করিবে না । ৮ । নারীর ঋতু হইলে প্রথম দিনে চাণ্ডালী, দ্বিতীয়
দিনে ব্রহ্মঘাতিনী, তৃতীয় দিনে রজকী অর্থাৎ প্রথমদিবসত্রয়
ঋতুমতী নারীকে স্পর্শ করিলে চাণ্ডালী প্রভৃতি স্পর্শ করিলে
যে পাপ হয়, সেই পাপ হইয়া থাকে এবং চতুর্থদিনে ঋতুমতী
নারী শুদ্ধ হইয়া থাকে । ৯ । ঋতুমতী নারী সপ্তাহ পরে দেবা-
র্চন ও ব্রতাদিতে যোগ্যা হয় । ঋতুর প্রথম দিবস হইতে
সপ্তাহমধ্যে যে গর্ভ হয়, তাহা পাপসম্মত জানিবে । ১০ । যুগ্ম-
দিবসে গর্ভ হইলে সেই গর্ভে পুত্র এবং অযুগ্ম দিবসে গর্ভ হইলে
সেই গর্ভে কন্যার জন্ম হয় । অতএব ঋতুর প্রথম সপ্তদিবস
পরিত্যাগ করিয়া যুগ্মদিবসে জীগমন করিবে । ১১ । স্ত্রীদিগের
ঋতু উপস্থিত হইলে ষোড়শরাত্রিই সামান্যত ঋতুকাল বলিয়া
কীৰ্ত্তিত হইয়াছে । তদ্বধ্যে চতুর্দশ রাত্রিতে যদি গর্ভস্থিতি হয়,

শুভ্র পুত্রো জায়তে ধার্মিকঃ । সা নিশা তত্র সামানৈর্নান
লভ্যেত কদাচন ॥ ১৩ ॥ প্রারম্ভঃ সম্ভবন্ত্যত্র গর্ভঃ শুভ্রা-
মধ্যতঃ । পঞ্চমেহনি নারীণাং গৌল্যমাধুর্গ্যাভোজনং ॥ ১৪ ॥
কটুকরঞ্চ তীক্ষ্ণঞ্চ সাজ্যং যুবতিভোজনং । স্ত্রী ক্ষেত্রমৌ-
ষধী পাত্রং, বীজস্বাপাযুভাশনং ॥ ১৫ ॥ তত্র বপ্তা নরঃ
সম্যক্ জন্তুস্তত্র নিষিচ্যতে । তস্মাৎশৈবাতপো বর্জ্যঃ
কীতলক্ষেবলকরেং ॥ ১৬ ॥ 'তাম্বূলগন্ধশ্রীখণ্ডৈঃ সমং
সঙ্গঃ শুভেহনি । নিষেকসময়ে যাদুগ্নরচিত্তে বিকল্পনা ॥
১৭ ॥ তাদৃক্যভাবসমুত্তির্জন্তুর্কর্মসতি কুক্ষিগঃ । শুক্র-
শোণিতসংযোগে পিণ্ডোৎপত্তিঃ প্রজায়তে ॥ ১৮ ॥
বর্জ্যেত জঠরে জন্তুস্তরাপতিরিবাসরে । চৈতন্যং বীজ-
রূপে হি শুক্রে নিত্যং ব্যবস্থিতং ॥ ১৯ ॥ কামং চিত্তঞ্চ
শুক্রঞ্চ যদা হৈকত্বন্যাপ্নুয়ুঃ । তদা জীবনবাপ্নোতি
যোবাগর্ভাশয়ে নরঃ ॥ ২০ ॥ রক্তাধিক্যে ভবেন্দ্রারী
শুক্রাধিক্যে ভবেন্দ্ররঃ । শুক্রশোণিতয়োঃ সাম্যে গর্ভঃ

যণ্ডমাথুর্যং ॥ ২১ ॥ অত্রোদ্রেকণ কলিলমুদুদম্পকভি-
র্দ্বিদিনে । দশমেহি ভবেন্দ্রাৎসমিশ্রবাতুসমাস্ততং ॥ ২২ ॥
ঘনমাংসঞ্চ বিংশাহে গর্ভস্থো বর্জ্যেত ক্রমাৎ । পঞ্চ-
বিংশতিপূর্ণাহে বলং পুষ্টিশ্চ জায়তে ॥ ২৩ ॥ তথা
মাসে তু সম্পূর্ণে পঞ্চতত্ত্বানি ধারয়েৎ । মাসদ্বয়ে তু
সম্পূর্ণে ত্রয়ো মৈদশ্চ জায়তে ॥ ২৪ ॥ মজ্জাস্থীনি ত্রিভি-
শ্মাসৈঃ কেশা গুল্ফশ্চতুর্থকে । কর্ণো চ নাসিকাকুক্ষী
জায়তে, মাসি পঞ্চকে ॥ ২৫ ॥ কণ্ঠরন্ধ্রং তথা পৃষ্ঠং
গুহাখাং নাসি সপ্তমে । অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পূর্ণো গর্ভো মাসৈ-
রথ্যক্ৰিভিঃ ॥ ২৬ ॥ নবমে মাসি সম্প্রাপ্তে গর্ভস্থস্য রতিঃ
স্বরং । ইচ্ছা সঞ্জায়তে তস্মৈ গর্ভবাসবিনিঃসৃতো ॥ ২৭ ॥
নারী বাধ নরো বাধ নপুংস্কস্যভিজায়তে । নবমে দশমে
বাপি জায়তে বশ্চ ভৌতিকং ॥ ২৮ ॥ প্রসূতবায়ুনাকৃষ্ণঃ
পীড়য়া বিব্রলীকৃতঃ । ক্ষিতিক্ষারি হবির্ভোক্তা পবনা-
কাশমেব চ ॥ ২৯ ॥ এভিভূতৈঃ পীড়িতস্ত নিবন্ধঃ স্নায়ু-

তাহাইহলে সেই গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সেই পুত্রভাগ্য-
বান, গুণবান ও ধার্মিক হইবে । ঐরূপ নিশা কদাচ নাধারণে
লাভ করিতে পারে না । ১৩—১৪ । প্রারম্ভঃ অষ্টমমাসেই গর্ভ-
সঞ্চারণ হইয়া থাকে । পঞ্চমাহে মাধুর্য্যভোজন করিলে
তাহা শুভ্রজনক হয় । ১৪ । ঋতুকালে স্ত্রী কটু ও তীক্ষ্ণদ্রব্য
স্বভেদে সচিৎ ভক্ষণ করিবে । স্ত্রী ক্ষেত্রমৌষধি, ওষধী পাত্র এবং
অমৃত্যশন বীজস্বরূপ । ১৫ । জন্তুগণ উক্তরূপ ক্ষেত্রে নিষেক-
রূপ বীজ বপন করিবে । ঐ নারীর পক্ষে আতপ বর্জনীয় এবং
কীতসেবা শুল্কলনীয় । ১৬ । তাম্বূল, গন্ধপ্রভৃতি সেবারত
শুভদিনে সঙ্গম করিবে । নিষেকসময়ে পুরুষের চিত্তের নেকরূপ
অবস্থা থাকে, উদরস্থ সন্তান সেইরূপ অবস্থাপন্ন হয় । শুক্র ও
শোণিত একত্র মিলিত হইয়া একটি পিণ্ড উৎপন্ন হয় । ১৭—১৮ ।
যেমন আকাশে চন্দ্র বৃত্তি পায়, সেইরূপ গর্ভগত সন্তানের বৃত্তি
হইয়া থাকে । বীজভূত শুক্রেতে সর্বদা চৈতন্য অবস্থিত
আছে । ১৯ । যখন কাম, চিত্ত ও শুক্র ইহারা একীভাব প্রাপ্ত
হয়, তখনই স্ত্রীর গর্ভাশয়ে নর জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ২০ ।
স্ত্রীপুরুষের সঙ্গমকালে রক্তাধিক্য থাকিলে সেই গর্ভে স্ত্রী এবং
রক্তাধিক্য থাকিলে তাহাতে পুরুষ জন্মে । আর যদি শুক্র-

শোণিতের সমতা থাকে, তাহাইহলে সেই গর্ভ যণ্ড প্রাপ্ত
হয় । ২১ । সঙ্গমের পর এক অষ্টোদ্রেক শুক্রশোণিত মিশ্রিত
হয়, পঞ্চমদিবসে তাহা বৃদ্ধ দাকার ধারণ করে এবং দশম দিবসে
উহা মাংসমিশ্র ও পাতুসম্বিত হয় । ২২ । বিংশতিদিবসে ঘন-
মাংস সম্বৎসর হয়, এইরূপে গর্ভ ক্রমতঃ বৃদ্ধি পায় । পঞ্চবিংশতি
দিবস পূর্ণ হইলে বলপুষ্টি হইয়া থাকে । ২৩ । একমাস পূর্ণ হইলে
পঞ্চতত্ত্ব ধারণ করে, দুইমাস পূর্ণ হইলে চর্ম্ম ও মেদ জন্মে । ২৪ ।
তিনমাস অতীত হইলে মজ্জা ও অস্থি উৎপন্ন হয় এবং চতুর্থ-
মাসে কেশ ও গুল্ফ জন্মে । পঞ্চমমাসে কর্ণ, নাসিকা, উদর,
এই সকল জন্মিয়া থাকে । ২৫ । সপ্তমমাসে কণ্ঠরন্ধ্র, পৃষ্ঠ, গুহা
এই সকল অবয়ব জন্মে । অষ্টমমাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হইয়া
গর্ভ পূর্ণ হয় । ২৬ । নবমমাসে গর্ভস্থ সন্তানের রতি জন্মে ।
তৎকালে গভবাস হইতে বিনিঃসৃত হইতে তাহার ইচ্ছা হয় । ২৭ ।
নবম কিম্বা দশমমাসে নারী, নর কিম্বা নপুংসক জন্মিয়া থাকে ।
ভৌতিকারণেই স্ত্রী পুং নপুংসকাদি হইয়া থাকে । ২৮ । গর্ভস্থ
সন্তান প্রসববায়ুতে আকৃষ্ট হইয়া পীড়িতে বিব্রল হয় । ক্ষিতি,
অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশ ইহা গাই পঞ্চভূত । ২৯ । গর্ভস্থসন্তান
উক্ত পঞ্চভূতকর্তৃক পীড়িত এবং স্নায়ুবন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকে ।

বন্ধনৈঃ । ভ্রাতৃস্থিরাভ্যাং রোমাণি মাংসকৈবাত্র পঞ্চমং ॥
 ৩০ ॥ এতে পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তাঃ ময়া ভূমেঃ খগেশ্বর । যথা
 পঞ্চগুণা আপস্তম্বা শৃণু চ কাশ্যপ ॥ ৩১ ॥ লীলা মূত্র-
 স্থা শুক্রং মজ্জা রক্তঞ্চ পঞ্চমং । অপাম্পক গুণাঃ প্রোক্তা
 ভ্রাতৃবাস্তে প্রব্রুতঃ ॥ ৩২ ॥ ক্ষুধা নিদ্রা চ তৃষ্ণা চ আলস্যং
 কাশ্মিরেব চ । তেজঃপঞ্চগুণস্তার্ক্য প্রোক্তং সর্বত্র
 যোগিভিঃ ॥ ৩৩ ॥ ধাবনং স্বমনকৈব আকুঞ্চনপ্রসারণং ।
 র্নমরেশ্বঃ পঞ্চমং প্রোক্তো বায়োঃ পঞ্চগুণাঃ স্মৃতাঃ ॥
 ৩৪ ॥ রাগদ্বৈর্ষ্যে তথা লজ্জা ভয়মোহস্তথৈব চ । ইত্যে-
 তং কথিত্ত্বা স্মার্য বায়ুজং গুণপঞ্চকং ॥ ৩৫ ॥ যোবশ্চিহ্নাণি
 গান্ধার্যাং শ্রবণং সর্বসংশ্রয়ং । আকাশস্য গুণাঃ পঞ্চ
 ভ্রাতৃবাস্তার্ক্য ব্রুতঃ ॥ ৩৬ ॥ শ্রোত্রভুক্ত চক্ষুর্দৃষ্টিহ্রা
 নাসা বুদ্ধোজ্জিহ্বাণি চ । পানিপাদৌ গুদম্বাকু চোপস্থং
 কর্শোন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৩৭ ॥ ইভা চ পিঙ্গলা চৈব সূক্ষ্মা চ
 তৃতীয়া । গান্ধারী গজাজ্জিহ্বা চ পূষা চৈব বর্ষা তথা ॥
 ৩৮ ॥ অলম্বুবা কুহুশ্চৈব শাঙ্খানী দশমো তথা । পিপু-
 মণ্যে স্থিতা হ্যেতঃ প্রাণানা দশনাভ্যঃ ॥ ৩৯ ॥ প্রাণোহ-

চন্দ্র, অস্ত্র, নাড়ী, রোম ও মাংস এই সকল ক্ষিত্রির কার্য্য। ৩০ ।
 . হে খগেশ্বর ! আমি উক্ত চন্দ্রপ্রভৃতিকে ভূমির গুণ বলিয়া
 নির্দেশ করিয়াছি। হে কাশ্যপ ! যেমন ভূমির পৃষ্ঠটি গুণ আছে,
 সেইরূপ জলেরও পঞ্চ গুণ আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ।
 ৩১ । লীলা, মূত্র, শুক্র, মজ্জা ও রক্ত এই সকলকে আমি
 জলের গুণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, যত্নপূর্ব্বক ইহা জানিতে
 হইবে। ৩২ । ক্ষুধা, নিদ্রা, তৃষ্ণা, আলস্য ও কাশ্মির এই সকল
 . তেজের গুণ, হে তার্ক্য ! সর্বত্র যোগিগণ উক্ত ক্ষুধা প্রভৃতিকে
 তেজের গুণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ৩৩ । ধাবন, স্বমন,
 আকুঞ্চন, প্রসারণ, নিরোধ এই পঞ্চ বায়ু গুণ বলিয়া কথিত
 আছে। ৩৪ । রাগ, দ্বৈষ, লজ্জা, ভয় ও মোহ, হে তার্ক্য ! এই
 পঞ্চ বায়ুজ গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৩৫ । শব্দ, চিত্র, গান্ধার্যা,
 শ্রবণ, সর্বসংশ্রয়, তার্ক্য ! এই পঞ্চ আকাশের গুণ জানিবে। ৩৬ ।
 শ্রোত্র, চক্ষু, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, ইহার বুদ্ধিজিয় । হস্ত,
 পাদ, গুহ, বাক্য, উপস্থ ইহার কর্শোন্দ্রিয়। ৩৭ । ইভা, পিঙ্গলা,
 সূক্ষ্মা, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পুষা, বর্ষা, অলম্বুবা কুহু ও শাঙ্খানী

পানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যানএব চ । নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো
 দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ৪০ ॥ ইত্যেতে বায়বঃ প্রোক্তা দশ
 দেহেষু সংস্থিতাঃ । কেবলভুক্তময়ঞ্চ পুষ্টিং সর্বদেহিনাং ॥
 ৪১ ॥ নয়তি প্রাণদো বায়ুঃ শরীরে সর্বসন্ধিষু । আহাৰো
 ভুক্তমাত্রস্ত বায়ুনা ক্রিয়তে দ্বিধা ॥ ৪২ ॥ . সম্প্রবিষ্ট
 গুদে বাতি পৃথগন্থং পৃথক্ জলং । উর্দ্ধগগ্নেউর্জলং কৃদ্বা
 তদন্থক্ জলোপরি ॥ ৪৩ ॥ অগ্নেচ্চাধঃ স্থিতঃ প্রাণো
 হৃদিগ্নস্তত্ত্বমেচ্ছনৈঃ । বায়ুনা ধম্যমানোগ্নিঃ পৃথক্টিং
 পৃথগ্ভসং ॥ ৪৪ ॥ মলৈর্দ্বাদশভিঃ কিটুং ভিন্নন্দেহাং
 পৃথগ্ভবেৎ । . কর্ণাঙ্গি নাসিকা জিহ্বা দন্তা নাভিগুদং
 বপুঃ ॥ ৪৫ ॥ নখা মলাশ্রয়কেদধিগ্নুত্রপেতানন্তরং । শুক্র-
 শোণিতসংযোগাদেহঃ ষাট্কৌশিকঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৬ ॥ রোম-
 কোটিস্তথা তিস্রো হৃদ্বকোটিসম্বিতা । দ্বাত্রিংশদশনা-
 স্তত্র সামান্যাধিনতাশ্চ ॥ ৪৭ ॥ বিংশতিস্ত নখাঃ কেশা-
 শ্লিলক্ষং মুখমুদ্রাজাঃ । মাংসম্পর্শসহশ্রেকং সামান্যাদেহ-

প্রধানত এই দশ নাড়ী দেহপাণ্ডুমেণে অবস্থিত আছে। ৩৮-৩৯।
 প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত
 ও ধনঞ্জয় এই দশবিধ বায়ু কথিত আছে, উক্ত বায়ুসকল
 দেহমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে। কেবল একমাত্র ভুক্ত অন্নই জন্ত-
 গণের দেহের পুষ্টিসাধন করে। ৪০-৪১। প্রাণদ বায়ু শরীরের
 সর্বসন্ধিতে গমন করে এবং ভোজনের অব্যবহিতপবেই সেই
 ভুক্ত অন্ন বায়ুভুক্ত দ্বিধা বিভক্ত হয়। ৪২। ভুক্ত দ্রব্যসকল
 গুহদেশে প্রবেশ করিয়া অন্ন ও জল পৃথক্ পৃথক্ হয়। ঐ বায়ু
 অগ্নির উর্দ্ধে জল এবং অন্ন জলের উপরি স্থাপন করে। ৪৩।
 প্রাণবায়ু অগ্নির অধোদিকে অবস্থিত হইয়া বাত্বার সেই
 অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে। অগ্নি বায়ুভুক্ত প্রজ্বলিত হইয়া
 মল ও রসকে পৃথক করে। ৪৪। উহা দ্বাদশবিধ মল হইতে পৃথক্
 থাকে। কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, দন্ত, নাভি, গুহদ্বার ও
 নখ ইহারাই মলের আশ্রয়। ঐ মলই দিষ্ঠা ও মূত্ররূপে পরিণত
 হইয়া থাকে। এইরূপে শুক্রশোণিতসংযোগে ষাট্কৌশিক
 দেহ উৎপন্ন হয়। ৪৫-৪৬। মানবের শরীরে সাত্ত্বিকোটি
 লোম বিদ্যমান আছে। হে বিনতানন্দন ! ঐ শরীরে সামান্যত
 দ্বাত্রিংশৎ দন্ত বর্ত্তমান আছে। ৪৭। শরীরে বিংশতি নখ এবং
 মুখে ও মস্তকে তিনলক্ষ কেশ হয়। আর সামান্যত দেহে সহস্র-

সংস্থিতং ॥ ৪৮ ॥ রক্তপালশতভ্রাক্ষা বদ্ধমেতৎ পুরাতনৈঃ ।
 পালানি দশ মেদশচ তুচা চৈব তু তৎসমা ॥ ৪৯ ॥ পলদ্বাদ-
 শকং মজ্জা মহারক্তং পলত্রয়ং । শুক্রং দ্বিকুড়বং জ্যেষ্ঠং
 শোণিতং কুড়বং স্মৃতং ॥ ৫০ ॥ শ্লেষ্মাশচ মড়র্দ্ধঞ্চ বিট্-
 মুত্রস্তংশ্রমাগতঃ । এষ পিণ্ডঃ সমাখ্যাতো বৈভবং সম্প্রচ-
 ক্ষরহে ॥ ৫১ ॥ ত্রেকাণ্ডে যে ঞ্জাঃ সন্তি শরীরে তে ব্যব-
 স্থিতাঃ । পাতাল-ভূধরালোকাস্থখা দ্বীপাঃ সমাগরাঃ ।
 আদিভাত্তা ঐহাঃ সর্কে পিণ্ডয়ধ্যে ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৫২ ॥
 পাদাধস্ত তলং জ্যেষ্ঠং পাদের্দ্ধাং বিতলস্থখা । জানুভ্যাং
 স্তূললম্বিদ্ধি জজ্ঞাসু চ তলাতলং ॥ ৫৩ ॥ তথা রসাতল-
 কোর্কোণ্ডৈদেবে মহাতলং । পাতালং কটিসংস্থত
 পাদতো লক্ষ্যেদ্বিধঃ ॥ ৫৪ ॥ ভূলোকং নাভিমধ্যে তু
 ভুবলোকস্তদুর্দ্ধাৎ । স্বলোকং হৃদয়ে বিন্দ্যাং কণ্ঠদেশে
 মহাস্থখা ॥ ৫৫ ॥ জনলোকং বক্তৃদেশে তপোলোকং
 ললাটকে । সত্যলোকং মহারক্তে ভুবনানি চতুর্দশ ॥ ৫৬ ॥
 ত্রিকোণে সংস্থিতো মেরুধঃকোণে চ মন্দরঃ । দক্ষিণে

চৈব কৈলাসো বামকোণে হিমাচলঃ ॥ ৫৭ ॥ নিবধচ্চোৰ্দ্ধা-
 ভাগে তু দক্ষিণে গঙ্গমাদনঃ । রমণে বামরেখায়াং সপ্তৈতে
 কুলপৰ্বতাঃ ॥ ৫৮ ॥ অস্থিস্থানে স্থিতো জম্বু শাকং
 মজ্জাম্ব সংস্থিতং । কুশদ্বীপঃ স্থিতো মাংসে ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ
 শিরঃস্থিতঃ ॥ ৫৯ ॥ ত্বচায়াং শাল্মলীদ্বীপো গোমেদং
 রোমসকয়ে । নখস্থং পুষ্করদ্বীপং সাগরাস্তদনন্তরং ॥ ৬০ ॥
 কীরোদকং তথা মূত্রে কীরে কীরোদসাগরঃ । সুরোদধিঃ
 শ্লেষ্মসংস্থো মজ্জায়াং স্নাতসাগরঃ ॥ ৬১ ॥ রসোদধীরসে
 বিন্ধ্যাং শোণিতে দধিসাগরঃ । স্বাদুদকঞ্চ বিটস্থানে
 গৰ্ভোদং শুক্রসংস্থিতং ॥ ৬২ ॥ নাদচক্রে স্থিতঃ সূর্য্যো
 বিন্দুচক্রে তু চন্দ্রমাঃ । লোচনাভ্যাং কুজো জ্যেয়ো
 হৃদয়ে চ বুধঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৩ ॥ বিষ্ণুস্থানে শুকং বিন্ধ্যাং
 শুক্রে শুক্ৰো ব্যবস্থিতঃ ॥ ৬৪ ॥ নাভিস্থানে স্মৃতো
 মন্দো মুখে রাহুঃ স্মৃতঃ সদা । পাদস্থানে স্মৃতঃ কেতুঃ
 শরীরে গ্রহমণ্ডলং ॥ ৬৫ ॥ বিভক্তঞ্চ সমাখ্যাতং আপাদ-
 তলমন্তকং । উৎপন্ন্য যে হি সংসারে ত্রিযন্তে তে ন

পল মাংস অবস্থিত আছে। ৪৮। হে তাক্স! দেহমধ্যে একশত-
পল রক্ত থাকে, প্রাচীন পণ্ডিতগণ এইরূপ দেহনির্ণয় করিয়া-
ছেন। হে গরুড়! দেহে দশপল মেদ, দশপল চৰ্ম্ম, দ্বাদশপল
মজ্জা, তিনপল মহারক্ত, শুক্ল দশকুড়ব, শোণিত এককুড়ব,
শ্লেষ্মা সার্কি ষটকুড়ব এবং বিণ্মূত্র সার্কি ষটকুড়ব। এইরূপে
দেহপিণ্ড কথিত হইয়াছে। ৪৯—৫১। ব্রহ্মাণ্ডেতে যে যে গুণ
আছে, দেহপিণ্ডেও সেই সেই গুণ আছে। পাতাল, ভূধর,
আলোক, সসাগর দ্বীপ, আদিত্যাদি গ্রহ এই সকলই দেহপিণ্ডে
অবস্থিত করে। ৫২। পাদাধকে তল বলিয়া জানিবে। পাদের
ঈর্ষ্য বিতল, জামুদয়ে স্ততল, জম্বাতে তালতল, উরুতে রস-
তল, গুহ্মদেশে মহাতল, কটিদেশে পাতাল জানিবে। এইরূপে
পাদতল হইতে দেহনির্ণয় করিবে। ৫৩—৫৪। নাভিমধ্যে
মহালোক জানিবে। ৫৫। মুখে জনলোক, ললাটে তপোলোক,
মহারক্কে সত্যলোক এইরূপে শরীরমধ্যে চতুর্দশভূবন বিদ্যমান
রহিয়াছে। ৫৬। ত্রিকোণেতে ঐক্য এবং অধঃকোণে মন্দর
সংস্থিত আছে, দক্ষিণকোণে কৈলাস এবং বায়ুকোণে হিমালয়

বিদ্যমান আছে। ৫৭। এই শরীরের উর্দ্ধভাগে নিষধাচল, দক্ষিণে গন্ধমাদন এবং বামরেখাতে রমণপর্বত আছে, এই সপ্ত কুলপর্বত দেহমধ্যে রহিয়াছে। ৫৮। নরদেহের অস্থিমধ্যে, জম্বুদ্বীপ, মজ্জাতে শাকদ্বীপ, মাংসে কুশদ্বীপ, মস্তকে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, চর্মে শালগ্রামদ্বীপ, রোমচক্রে গোমেদদ্বীপ, নখেতে পুষ্করদ্বীপ, দেহমধ্যে এইরূপ সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসাগর আছে। ৫৯—৬০। মূত্রেতে ক্ষীরোদসাগর, হৃৎক্ষেতে ক্ষীরোদসাগর, শ্লেষ্মাতে সুরাসাগর, মজ্জাতে স্নাতসাগর, রসেতে রসসাগর, শোণিতে দধিসাগর, বিটস্থানে স্বাদুদকসাগর এবং ওক্রেতে গর্ভোদকসাগর বিদ্যমান আছে। ৬১—৬২। শরীরস্থ নাদচক্রে সূর্য্য এবং বিম্বচক্রে চন্দ্র, লোচনে মঙ্গল, জ্বয়ে বুধ, বিষুস্থানে বৃহস্পতি এবং গুরুস্থানে গুরু ব্যবস্থিত আছেন। নাতিস্থানে শনি এবং মধ্য সন্ধ্যা বাত বর্ত্তমান আছে। আর পাদস্থানে ভেতর অবস্থিতি জানিবে। এতরূপে শরীরকে গ্রহমণ্ডলরূপে নির্ণয় করিতে হইবে। ৬৩—৬৫। উক্তরূপে পাদভল হইতে মস্তকপর্য্যন্ত শরীর বিভক্ত তটুয়াছে স্তম্ভরাঃ বাহারাঃ সংসারে উৎপন্ন হয়, তাতাদিগের নিশ্চরই মরণ হইরা থাকে। ৬৬। জন্মগণের প্রথমত

সংশয়ঃ ॥৬৬॥ বুভুক্ষা চ ত্বা রোজ্রাদাছোভুতা চ মূর্ছনা ॥
যত্র পীড়াশ্চিবা রোজ্রাঃ সর্পরশ্চিকদংশজাঃ ॥ ৬৭ ॥ তপ্ত-
বালুকামধ্যে প্রজ্বলহুর্মিষাতঃ । কেশগ্রাহিঃ সমাক্রান্তা
নীরশ্চে যমকিঙ্করৈঃ ॥ ৬৮ ॥ পাপিষ্ঠাস্থমাস্তার্ক্য দয়া-
ধর্মবিবর্জিতাঃ । যমলোকে বসন্ত্যেব কুট্যাং জন্ম ন
বিভ্রতে ॥ ৬৯ ॥ এবং সঞ্জায়তে তার্ক্য মর্ত্যে জন্তুঃ
স্বকর্ম্মভিঃ । আয়ুঃ কর্ম্ম চ বিতক্ণ বিত্যা নিধনমেব চ ।
পঠৈতানি হি সৃজ্যন্তে গর্ভস্থৈশ্চ দেহিনঃ ॥ ৭০ ॥ কর্ম্মণা
জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণেব প্রলীয়তে । সুখং দুঃখং ভয়ং
ক্ষেমং কর্ম্মণেবাভিপত্ততে ॥ ৭১ ॥ অধোমুখং চোদ্ধপাদং
গর্ভাদ্বায়ুঃ প্রকর্ষতি । জন্মতো বৈষ্ণবী মায়া সম্বোহয়তি
সদয়ং ॥ ৭২ ॥ স্বকর্ম্মকৃতসম্বন্ধো জন্তুর্জন্ম প্রপত্ততে ।
সুকৃতাহুতমো ভোগী ভাগ্যবান্ সুকূলে ভবেৎ ॥ ৭৩ ॥ যথা
হুকৃতকর্ম্মা হি কূলে হীনে প্রজায়তে । দরিদ্রো ব্যাধিতো

ক্ষুধা ও পিপাসা জন্মিয়া থাকে । অনন্তর মুচ্ছা উপস্থিত হয় ।
৬৬ । বাগাতে যাহাতে ভয়ঙ্কর পীড়া হইয়া থাকে, তাহারাই
সর্প, রশ্চিক ও দংশক হয় । ৬৭ । যমকিঙ্করগণ পাপিষ্ঠগণকে
কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া তপ্তবালুকামধ্যে অথবা অগ্নি-
স্থধ্যে লইয়া যায় । ৬৮ । হে তার্ক্য ! পাপিষ্ঠগণ অধম ও দয়া-
দীক্ষিণ্যাদিশূন্য । ইহারাই যমলোকে গমন করিয়া জন্ম জন্ম
কুটীরে বাস করে । ৬৯ । হে গরুড় ! এইরূপে মর্ত্যলোকে স্বীয়
কর্ম্ম অনুসারে জন্তুগণ পৃথক পৃথক জন্মগ্রহণ করে । আয়ু, কর্ম্ম,
বিত্ত, বিদ্যা, নিধন এই পঞ্চ গর্ভাবস্থাতেই সৃষ্টি হইয়া থাকে । ৭০ ।
কর্ম্মবশতই জন্তুগণ উৎপন্ন হয় এবং কর্ম্মহেতুই লয় পাইয়া
থাকে । সুখ, দুঃখ, ভয়, মঙ্গল এই সমুদায়ই কর্ম্মোৎপন্ন
জানিবে । ৭১ । জন্তুগণ অধোমুখে ও উদ্ধপাদে গর্ভে অবস্থিতি
করে এবং বায়ু ঐ অবস্থাতেই তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে ।
গর্ভস্থ জীবের জন্ম হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিকুমার্য্য মোহিত
করে । ৭২ । জন্তুগণ স্বীয় পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মসম্বন্ধবশতঃ উৎপন্ন
হয় । পুণ্যানীল ব্যক্তি সংকূলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া উত্তম, ভোগী
ও ভাগ্যবান হইয়া থাকে । ৭৩ । যাহার হুকৃতকর্ম্মা, তাহার
নীচকূলে জন্মগ্রহণ করে এবং দরিদ্র, ব্যাধিযুক্ত, মূর্থ, পাপকর্মে

মূর্থঃ পাপকরদুঃখভাজনঃ । উৎপত্তৈলকণং জন্তোঃ
কথিতং খবিপুত্রক ॥ ৭৪ ॥

ইতি ত্রিগাকডে মহাপুরাণে প্রেতকণ্ণে

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

তার্ক্য-উবাচ । যমলোকং কিমস্মাত্তং ব্রৈলোক্যে
সচরাচরে । বিস্তারং তস্মা মে জ্রহি অধ্বা চৈব কিয়ান্
স্মৃতঃ ॥ ১ ॥ কৈঃ কৈঃ পাপৈঃ কৃতৈর্দেব কেন বাশুভ-
কর্ম্মণা । গচ্ছন্তি মানবাস্তত্র কথয়স্ব জনাঙ্গন ॥ ২ ॥
শ্রীভগবানুবাচ । ষড়শীতিসহস্রাণি যোজনানাং প্রমা-
ণতঃ । যমলোকস্য চার্দ্বানং অন্তরা মানুষস্য চ ॥ ৩ ॥
দ্বাততাত্রমিবাভপ্রো জ্বলন্ দুর্গো মহাপথঃ । তত্র গচ্ছন্তি
পাপিষ্ঠা মানবা মুচ্যেতসঃ ॥ ৪ ॥ কণ্টকাস্তীক্ণকান্শ্চৈব
বিবিধা ঘোরদাকণাঃ । তত্ত্ব বজ্র ক্টিভির্য্যাপ্তং হতাশশ্চ
তথোল্লগঃ ॥ ৫ ॥ বৃক্ষচ্ছায়া ন তত্রাস্তি যত্র ব্রীহিতে নরঃ ।

নিরত ও দুঃখভাজন হয় । হে গরুড় ! এই পর্য্যন্ত তোমার
নিকট উৎপত্তির লক্ষণ কীর্তন করিলাম । ৭৪ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন, ভগবন্ ! এই সচরাচর জগতে যমলোকের
পরিমাণ কি ? তাহার বিস্তারই বা কত ? আর তাহার পন্থাট
বা কিরূপ । এই সকল আমার নিকট বর্ণন করুন । ১ । দেব !
কি কি পাপ করিলে অথবা কোন অশুভ কর্ম্মদ্বারা মানবগণ
যমলোকে গমন করে ? জনাঙ্গন ! এই সমুদায় আমার নিকট
কীর্তন করুন । ২ । শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে গরুড় ! ষড়শীতি-
সহস্রযোজন যমলোকের পরিমাণ, মনুষ্যলোকের মতটাই ইহার
পন্থা বিদ্যমান আছে । ৩ । যমলোকের মহাপথ প্রজ্জ্বলিত
তাত্রের দ্বায় প্রতপ্ত এবং সর্বদা অলিতেছে ; স্তব্ধ এই
মহাপথ অতিদুর্গম । যে সকল মানব অতিদুর্গম ও মুচ্যেতসঃ,
তাহারা এই পথে গমন করে । ৪ । পরলোকগমনের পথ
তীক্ষ্ণকণ্টকাকীর্ণ, ভয়ঙ্করদর্শন ও অতিদারুণ, সেই পথসকল
পৃথিবীব্যাপ্ত এবং সর্বদা সেই পথে হতাশন প্রজ্জ্বলিত হই-

গৃহীতকালপাঠৈস্ত কৃতৈঃ কর্মভিকল্পণৈঃ ॥ ৬ ॥ তস্মিন্
মার্গে ন চান্নাত্ত্বং যেন প্রাণান্ প্রাপোষয়েৎ । জলং ন
দৃশ্যতে তত্র ত্বা' যেন বিলীরতে ॥ ৭ ॥ ক্ষুধয়া পীড়িতো
যাতি ত্বয়া চ মহাপাতি । শীতেন কম্পিতঃ ক্বাপি যম-
মার্গেতি দুর্গমে ॥ ৮ ॥ যদ্যশ্চ যাদৃশং পাপং স পন্থাস্তশ্চ
তাদৃশং । সুদীনাঃ ক্লপণা' মূঢ়া দুঃখৈর্কর্যাপ্তাস্তরন্তি বৈ ॥
৯ ॥ কদম্ভি ককণং কেচিৎ কেচিদ্ভোদ্রং বদম্ভি বৈ ।
আত্মকর্মকৃতৈর্দেবৈস্তপ্যমানা যুহু'হুঃ ॥ ১০ ॥ 'ঈদৃক-
বিধঃ স বৈ পন্থা বিজ্ঞেয়ো দাক্ষণঃ খগ । বিতৃষ্ণা যেনরা
লোকে স্তুখং তস্মিন্ ব্রজন্তি তে ॥ ১১ ॥ যানি যানি চ
দানানি দন্তানি ভুবি মানবৈঃ । তানি তান্যুপতিষ্ঠন্তি যম-
লোকে পুরঃসরং ॥ ১২ ॥ পাপিনাং নোপতিষ্ঠন্তি দন্তাঃ
শ্রাদ্ধজলাঞ্জলী । ভ্রমন্তি বায়ুভূতাশ্চ যে ক্ষুদ্রাঃ পাপ-

তেছে । ৫ । সেই পথে নরগণ বিশ্রাম করিতে পারে, এমত
বৃক্ষচ্ছায়া নাই । মনুষ্যগণকে স্বীয় কর্মবশত যমদুঃগণ কাপ-
পাশে গ্রহণ করিয়া এই পথে লইয়া যায় । ৬ । এই মহামার্গে
এমন অন্ন নাই যে, তাহা আহার করিয়া কেহ প্রাণপোষণ
করিতে পারে, আর তাহাতে বিন্দুমাত্র জল মাই যে, তাহাবারা
পথিকের পিপাসাশান্তি হয় । ৭ । ক্ষুধা ও পিপাসার পরি-
পীড়িত হইয়াই জন্তুসকল এই মহাপথে গমন করে । আর
অতি দুর্গমপথে গমনকালে কখন কখন মানবগণ শীতাদিক্য-
প্রযুক্ত কম্পত হইয়া থাকে । ৮ । যে ব্যক্তির যেক্রপ পাপ,
তাহার পক্ষে যমলোকগমনের পথ সেইক্রপ হয় । তাহার
মূঢ়াশ্রা, তাহার অতিদীন ও ক্লপণবশে অতিদুঃখে সেই পথ
অতিক্রম করে । ৯ । তাহার সেই পথে গমন করে, তাহা-
দিগের মধ্যে কেহ কেহ করুণবশে রোদন করে, কেহ বা চর-
ক্ষণ চীৎকার করিয়া থাকে । যমলোকগামী জন্তুগণ আত্মকৃত
কর্মদোষে বারম্বার পরিতপ্ত হইয়া থাকে । ১০ । হে খগ !
যমলোকপন্থা এইরূপ অতিদারুণ জানিবে । এই লোকে
যাহারা সংসারতৃষ্ণাবিহীন, তাহারা এই পথে মহাসুখে গমন
করে । ১১ । মানবগণ এই লোকে যে যে বস্তু প্রদান করে,
যমলোকগমন করিয়া অত্রই সেই জব্য' পাইয়া থাকে । ১২ ।
পাপিগণ যমলোকগমন করিলে তাহার পূর্বপ্রদত্ত জব্য' কিছা

কর্মগণ ॥ ১৩ ॥ ঈদৃশং বজ্র'বৈ রৌদ্রং কথিতং তব স্মৃতত ।
পুনশ্চ কথয়িষ্যামি যমলোকশ্চ যা গতিঃ ॥ ১৪ ॥ যাম্যনৈ-
কতয়োর্মধ্য পুরং বৈবস্বতশ্চ চ । সর্গং রজময়ং দিব্য-
মভেদ্রং যং সুরাসুটৈঃ ॥ ১৫ ॥ চতুরস্রং চতুর্দারং সপ্ত-
প্রাকারভোরণং । স্রবং তিষ্ঠতি তস্মাস্তর্গমো দূতৈঃ সম-
ন্বিতঃ ॥ ১৬ ॥ যোজনানাং সহস্রং হি প্রমাণেন তুদৃশ্যতে ।
সর্গং রজময়ং দিব্যং বিদ্যুজ্জ্বালকৈবচর্চসং ॥ ১৭ ॥ তদগৃহং
ধর্মরাজশ্চ বিস্তীর্ণং কাঞ্চনপ্রভং । পঞ্চবিংশপ্রমাণেন
যোজনানি সমুচ্ছিতং ॥ ১৮ ॥ রতং স্তম্ভসহস্রৈস্তম্ভ বৈদূর্য্য-
মণিমণ্ডিতং । মুক্তাজালং গবাক্ষপতাকাশতভূষিতং ॥
১৯ ॥ ষষ্ঠাশতনিনাদাঢ্যং ভোরণানাং শতৈরুতং । এব-
মাদিভিরন্যৈশ্চ ভূষণৈর্ভূষিতং সদা ॥ ২০ ॥ তদ্রস্মৈ ভগ-
বান্ ধর্ম আসনে নিয়মে শুভে । দশযোজনবিস্তীর্ণে নীল-
জীমূতসম্মিডে ॥ ২১ ॥ ধর্ম্যজ্ঞো ধর্ম্মশীলশ্চ ধর্ম্মবুদ্ধহিতো

শ্রাদ্ধপ্রদত্ত জলাঞ্জলি লাভ করিতে পারে না । আর যাহারা
ক্ষুদ্রাশয় ও পাপকর্মী, তাহারা বায়ুভূত হইয়া ভ্রমণ করিয়া
থাকে । ১৩ । হে স্মৃতত ! আমি এইরূপ রৌদ্র যমবজ্র' বলি-
লাম, গুনস্বীর যমলোকের যে গতি তাহা বলিতেছি । ১৪ ।
দক্ষিণ ও নৈঋত এই উভয়দিগের মধ্যে যমপুর বিদ্যমান আছে,
এই যমপুর সমস্তই, বজ্রময়, ইহা সুরাস্তরগণের অভেদ্য । ১৫ ।
যমপুর চতুরস্র ও চতুর্দারবিশিষ্ট, ইহার সপ্তপ্রাকার ও সপ্ত
ভোরণ আছে । স্রবং যম দূতগণে পরিবৃত্ত হইয়া এই পুরে অব-
স্থিত করেন । ১৬ । এই যমপুর সহস্রযোজন ব্যাপ্ত দৃষ্ট হয়,
এই সমস্তপুরই দিব্য রজময় এবং সুর্য্যকিরণের জ্বালা স্নাতিশব্দ
সমুজ্জল । ১৭ । যে গৃহে ধর্ম্মরাজ বাস করেন, তাহা অতি
বিস্তীর্ণ ও কাঞ্চনপ্রভ । এই গৃহ পঞ্চবিংশতিযোজন উচ্চ । ১৮ ।
যমরাজের গৃহ সহস্রস্তম্ভে সমাবৃত এবং বৈদূর্য্যমণিমণ্ডিত । উহায়
গবাক্ষসকল মুক্তাজালে বিভূষিত এবং গৃহটি পতাকাসমূহে বিভূ-
ষিত । ১৯ । সর্বদা যমভবনে শতশত ষষ্ঠা বাজিতেছে, উহা
শতভোরণে পরিবৃত্ত এবং গৃহ সর্বদা অস্ত্রাভূষণে শোভা
পাইতেছে । ২০ । ঐ গৃহে ভগবান্ ধর্ম্মরাজ দশযোজনবিস্তীর্ণ
নীল জলধরপ্রভ বিস্তীর্ণ শুভআসনে উপবিষ্ট আছেন । ২১ ।
যমরাজ ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মশীল ও সর্বদা ধর্ম্মকর্মে নিরত । ইনি

যমঃ। ভয়দঃ পাণযুক্তাঃ ধর্মিণ্যক সুখপ্রদঃ ॥ ২২ ॥
 মন্দমাক্তসংযোগৈর্বিধৈকং সর্বৈবসুখা। ব্যাখ্যাভির্কু-
 ভিযুক্তঃ শঙ্খবান্দিব্রনিস্বনৈঃ ॥ ২৩ ॥ পুরমধ্যে প্রবেশে তু
 চিত্রগুপ্তস্য বৈ গৃহং। পঞ্চবিংশতিসংখ্যানাং যোজ-
 নানাং প্রমাণতঃ ॥ ২৪ ॥ দশোচ্ছিতং মহাদিব্যং লোহ-
 প্রাকারবেষ্টিতং। প্রতৌলীশতসংখ্যকং পতাকাশত-
 শোভিতং ॥ ২৫ ॥ দীপিকাশতসংখ্যকং গীতধ্বনিসমাকুলং।
 চিত্রিতং চিত্রকুশলৈশ্চিত্রগুপ্তস্য বৈ গৃহং ॥ ২৬ ॥ মণি-
 মৃত্তাময়ে দিব্যে আসনে পরমাত্মতে। তত্রাহো গণয়ত্যা-
 শ্মানুযেধিতরেষু চ ॥ ২৭ ॥ ন মুহুরিতি কথং সঃ স্কৃতং
 হৃকৃতেপি চ। জন্মানোপার্জিতং যাবৎ সদসদেতি তস্য
 তং ॥ ২৮ ॥ দশাষ্টদোষরহিতং কৃতং কর্ম লিখিতাসৌ।
 চিত্রগুপ্তগৃহাং প্রাচ্যাং জুরস্মান্তি মহাগৃহং ॥ ২৯ ॥
 দক্ষিণে চার্ণি শূলস্য লতাবিহেটকস্য চ। পশ্চিমে

কালপাশস্য অজীর্ণস্মাকচেষ্টথা ॥ ৩০ ॥ মধ্যপীঠান্তরে
 জেয়া তথা চান্যা বিহুচিকা। ঐশান্য্যং বৈ শিরোভিঃ স্মা-
 দাগ্নেয্যাং চৈব মুচ্ছনা ॥ ৩১ ॥ অতিসারস্ত নৈখত্যাং
 বারব্যং দাহসংজ্ঞকঃ। এভিঃ পরিবৃত্তো নিত্যং চিত্র-
 গুপ্তঃ স তিষ্ঠতি। যৎকর্ম্যক্রিয়তে যৈশ্চ তং সর্বং তু
 লিখিত্যসৌ ॥ ৩২ ॥ ধর্মরাজগৃহধ্বনি দূতাস্ত্যাক্য তথা দিশি।
 তিষ্ঠন্তি পূর্ণাকর্ম্যণঃ পীড়য়ন্তো নরাধমান্ ॥ ৩৩ ॥ যম-
 দূতৈর্মহাপাশৈস্তাড্যমানাশ্চ মুদারৈঃ। বধ্যস্তে বাবধেঃ
 পাশৈঃ পূর্বকর্ম্যকৃতৈর্নরাঃ ॥ ৩৪ ॥ নানাগ্রহরট্টৈশ্চ ব-
 নানামুস্তস্ত্রাপারৈঃ। পীড়্যস্তে পাপকর্ম্যণঃ ক্রকটৈঃ
 কাষ্ঠবদ্ধিধা ॥ ৩৫ ॥ অন্যে চ জ্বলমানৈস্ত অঙ্গারৈঃ পরিবৃত্তা
 ভূষাং। পূর্বকর্ম্যবিপাকেন আরস্তে লোহপিণ্ডবৎ ॥ ৩৬ ॥
 কিপ্তাশ্চান্যে ধরাপৃষ্ঠে কুঠারেণ চ কতিভাঃ। ক্রন্দমানাশ্চ
 দৃশ্যস্তে পূর্বকর্ম্যবিপাকতঃ ॥ ৩৭ ॥ কেচিৎনিগড়পাশৈশ্চ

পাপিষ্ঠ মানবের পক্ষে ভয়প্রদ এবং পুণ্যশীল ব্যক্তির পক্ষে সুখ-
 প্রদ। ২২। যমপুরে সর্বদা মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে, বিবিধ
 উৎসবক্রিয়া হইতেছে, সর্বদা নানাপ্রকার বেদব্যাখ্যা হইতেছে
 এবং শঙ্খাদি বিবিধ বাদ্যধ্বনি হইতেছে। ২৩। এই পুরমধ্যে
 প্রবেশস্থানে চিত্রগুপ্তের গৃহ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই চিত্র-
 গুপ্তপুর পঞ্চবিংশতিযোজন বিস্তারিত। ২৪। এই গৃহ দশযোজন
 উচ্চ এবং লৌহ প্রাকারপরিবেষ্টিত। চিত্রগুপ্তপুরে শতসংখ্যক
 পংপ আছে, এই সকল পথে উক্তপুরে সঞ্চরণ করিতে পারে এবং
 উচ্চাঙ্কে সর্বদা শতশত পতাকা শোভিত করিতেছে। ২৫। এই গৃহে
 শতশত প্রাণীপ জলিতেছে এবং উচ্চ গীতবাদ্যাদি ধ্বনিতে
 সর্বদা সনাকুল রহিয়াছে। এই চিত্রগুপ্তের গৃহ চিত্রকৌশলে
 চিত্রিত হইয়া আছে। ২৬। এই গৃহে মণিমুক্তানিস্মিত পরমা-
 ন্দ্য আসন বিস্তৃত রহিয়াছে, চিত্রগুপ্ত এই আসনে অস্থিত
 হইয়া মনুষ্য এবং অস্ত্রাশ্র জীবের আয়ু গণনা করেন। ২৭।
 চিত্রগুপ্ত স্কৃত বা হৃকৃত কর্মে মোহিত হয়েন না। তিনি
 অজানোপার্জিত ২৮, অসৎ সমুদায় কর্মনিরূপণ করেন এবং
 অষ্টাদশদোষরহিত কর্মসকল লিখিয়া থাকেন। চিত্রগুপ্ত গৃহের
 পূর্বদিকে অরের মহাগৃহ বিদ্যমান আছে। ২৮—২৯। চিত্রগুপ্ত-
 গৃহের দক্ষিণদিকে শূল, লতা ও বিহেটকাদির গৃহ এবং

পশ্চিমদিকে কালপাশ, অজীর্ণ ও অকৃতি ইহাদিগের বাসগৃহ
 আছে। ৩০। মধ্যপীঠের উত্তরভাগে বিহুচিকার বাস এবং
 ঐশান্য্যকোণে শিরোরোগ, আগ্নেয়কোণে মুচ্ছা, নৈখ্যকোণে
 অতিসার, বায়ুকোণে দাহ অবস্থিতি করে। এই সকল রোগে
 পরিবৃত্ত হইয়া চিত্রগুপ্ত অবস্থান করিতেছেন। যে মানব
 যেরূপ কাম্য করে, চিত্রগুপ্ত তাহা লিখিয়া রাখেন। ৩১—৩২।
 ধর্মরাজের গৃহদ্বারে ও দিক্‌সমূহে তাহার দূতগণ বাস করে।
 ইহারা পাপকর্ম্য নরাধম লোকদিগকে সন্দেহ পীড়ন করিয়া
 থাকে। ৩৩। যমদূতগণ পাপিষ্ঠ লোকদিগকে মহাপাশে বদ্ধ
 করিয়া মুদগরদ্বারা পীড়ন করেন এবং পূর্বকৃত কর্ম্যমুসারে
 পাশদ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখে। ৩৪। যেমন ক্রকটদ্বারা কাষ্ঠ-
 ছেদন করে, সেইরূপ যমদূতগণ নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা পাপ-
 কর্ম্য লোকদিগকে ছেদন করিয়া অস্ত্রাশ্র বস্ত্রদ্বারা পীড়না করিতে
 থাকে। ৩৫। অস্ত্রাশ্র পাপীরা জলদঙ্গারায়িত, সর্বতোভাবে
 জলিতেছে, তাহারা পূর্বকৃত কর্ম্যবশে সাতিশয় প্রজলিত হইয়া
 লৌহজলিত পিণ্ডবৎ হইতেছে। ৩৬। অস্ত্রাশ্র পাপীরা কুঠার-
 দ্বারা ছিন্ন হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইতেছে এবং কতিপয় পাপী-
 দিগকে পূর্বকৃত কর্ম্যবিপাকফলে দোদন করিতে দৃষ্ট হইতেছে।
 ৩৭। কতিপয় পাপী নিগড়পাশে বদ্ধ হইয়া পীড়িত হইতেছে,

তৈলপাতৈকস্তথাপরে । অন্যন্তে যমদূতৈশ্চ পাপিষ্ঠাঃ সূভৃশং
নরাঃ ॥ ৩৮ ॥ ঋণানি প্রার্থয়ন্ত্যন্যে দেহিদেহীতি কোটিশঃ ।
যমলোকে ময়া দুষ্ঠাঃ স্মরাংসং ভক্ষয়ন্তি হি ॥ ৩৯ ॥
ইতোবং বহুবন্তাৰ্কা নরকাঃ পাপিনাং স্মৃতাঃ । কিমেতি-
র্কিস্তুরপ্রোক্তৈঃ সৰ্বশাস্ত্রেষু ভাবিতৈঃ । দানোপকারং
ব্য্যামি যথা তত্র সূখং তরৈং ॥ ৪০ ॥

ইতি ত্রিগাৰুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকণ্ঠে,

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রিষ্ণু-উর্বাচ । শৃণু তার্ক্য যথাম্যায়ং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মশ্চ
লক্ষণং । সূকৃতং দুষ্কৃতং নৃণামগ্রে ধাবতি ধাবতি ॥ ১ ॥
ক্লতে তপঃ প্রশংসতি ত্রেতায়াং জ্ঞানসাধনং । দ্বাপরে
যজ্ঞদানক দানমেকং কলৌ যুগে ॥ ২ ॥ গৃহস্থানাং স্মৃতে
প্রোক্তান্ ধৰ্ম্মান্যালপতাং তথা । ইষ্টাপূর্ত্তে স্মরা শক্ত্যা

কতিপয় নারকো তৈলপাকে পরিপক হইতেছে । এইরূপে পাপিষ্ঠ
নরগণ যমদূতকর্তৃক সাতিশয় ক্লেশভোগ করে । ৩৮ । যমলোকে
অন্তান্ত কোটি কোটি দেহী “দেহি দেহি” বলিয়া ঋণপ্রার্থনা
করিতেছে, হে গরুড় ! আমি দেখিয়াছি, যমলোকে অনেক
পাপী আপন আপন মাংস ভক্ষণ করে । হে তার্ক্য ! উক্ত-
প্রকারে অনেকানেক পাপী নরকভোগ করে । ইহার অধিক
আর কির্দ্দগব, সৰ্বশাস্ত্রেই এইরূপ পাপিষ্ঠাদের বিবরণ সবি-
শেষ বিবৃত হইয়াছে । এইক্ষণ দানের উপকার বলিতেছি,
ইহাতে যেক্ষণে সুখী হইতে পারে, তাহা শ্রবণ কর । ৩৯—৪০ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

ত্রিষ্ণু কহিলেন, হে তার্ক্য ! ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের যথাত্ম্য লক্ষণ
বলিতেছি, শ্রবণ কর । লোকের পুণ্যপাপ অগ্রে ধাবিত হয় ।
মহুযোর মরণ হইলে তাহার পাপপুণ্য অগ্রে গমনপূৰ্ব্বক পর-
লোকে গমন করিয়া থাকে এবং যখন সেই মহুযা পরলোক-
গমন করে, তখন সেই লাপপুণ্যের ভোগ হয় । ১ । সত্যযুগে
তপস্তা, ত্রেতাযুগে জ্ঞানসাধন, দ্বাপরে যজ্ঞদান এবং কলিযুগে
এক দানমাত্রই ধৰ্ম্ম । ২ । গৃহস্থগণ স্বত্বকথিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান

কুর্কৃত্যং নাস্তি পাতকং ॥ ৩ ॥ ক্রকাস্ত রোপিতা যেন তড়া-
গাদি জলাশয়াঃ । ক্লতা যেন হি মার্গে স্মিন্ সূখং যাতি
স মানবঃ ॥ ৪ ॥ হিমে তুষ্ণারশীতাত্মাং পীড়্যতে ন যমা-
লয়ে । তপ্যমানঃ সূখং যাতি ইক্ষুনানি দদাতি যঃ ॥ ৫ ॥
তৃপ্তা বিভূষিতাশ্চৈব গন্ধপুষ্পসমম্বিতাঃ । ভূমিদানৈঃ
সূখং যাস্তি সৰ্বকামৈশ্চ পুরিতাঃ ॥ ৬ ॥ স্তবর্ণমণিমুক্তাদি-
বস্ত্রাণ্যভরণানি চ । তেন সৰ্বমিদং দত্তং যেন দত্তা বস্তু-
ক্ষরা ॥ ৭ ॥ যানি যানি চ দানানি ক্লতানি ভুবি মানবৈঃ ।
যমলোকপথে তানি তিষ্ঠন্ত্যগ্রে সমীপতঃ ॥ ৮ ॥ বাঞ্জনানি
বিচিত্রাণি ভক্ষ্যভোজ্যানি যানি চ । বিধিনা দদতে পুত্রঃ
পিত্রে তদ্রূপতিষ্ঠতি ॥ ৯ ॥ আত্মা বৈ পুত্রনামা হি পুত্রস্তাতা
যমালয়ে । নরকাং পিতরং ত্রায়েতেন পুত্র ইতি স্মৃত্যঃ ॥
১০ ॥ অতো দেয়ক পুচ্ছেন শ্রাদ্ধমাজীবিতাবধি । অতিবা-
হস্তদা প্রেতো ভোগাংশ্চ লভতে হি সঃ ॥ ১১ ॥ দহমানশ্চ
প্রেতশ্চ স্বর্জনৈর্গৈর্জলাঞ্জলিঃ । দীরতে প্রীতরূপোসৌ

করিবে । আর স্বীয় শক্তি অনুসারে ইষ্টাপূতাদি বাগ করিবে,
তাহাতেই তাহাদিগের পাপ বিনষ্ট হয় । ৩ । যে ব্যক্তি বৃক্ষরোপণ
করে অথবা তড়াগাদি জলাশয় খনন করে, সেই ব্যক্তি সূখে
যমালয়ে গমন করিতে পারে । ৪ । যে ব্যক্তি ইহকালে কাষ্ঠ-
দান করে, সেই ব্যক্তি যমালয়ে হিমতুষারাদিতে পীড়িত হয় না
এবং তপ্যমান হইয়া সূখে গমন করে । ৫ । ‘যে যে ব্যক্তি
ইহকালে ভূমিদান কবে, তাহার পরিতৃপ্ত, গন্ধপুষ্পাদিধারা
বিভূষিত এবং সৰ্বকামসমম্বিত হইয়া যমালয়ে গমন করে । ৬ ।
যে চহলোকে বস্তুক্ষরা দান করে, সেই স্তবর্ণ, মণি, রত্ন, বস্ত্র ও
অভরণ প্রভৃতি সৰ্বদ্রব্যদানের ফল পায় । ৭ । যে মানব ‘যে’
যে দ্রব্য দান করে, সেই সকল দ্রব্য যমলোকের পথে অগ্রে
বর্ত্তমান থাকে । ৮ । পুত্র পিতার উদ্দেশে বিবিধ বাঞ্জন ও
ভোজ্যদ্রব্য দান করে, পিতা যমলোকে গমন করিলে তাহার
সমীপে সেই সকল দ্রব্য উপস্থিত হয় । ৯ । আত্মাই পুত্র নামে
আবির্ভূত হয়, ঐ পুত্রই যমালয়ে পিতার পরিভ্রাণকর্তা । নরক
হইতে পিতাকে পরিভ্রাণ করে বলিয়াই “পুত্র” এই নাম হই-
য়াছে । অতএব পুত্র জীবিতাবধি পিতার শ্রদ্ধ করিবে । পিতা
আতিবাহিক শরীরে সেই পুত্রপ্রদত্ত দ্রব্যসকল ভোগ করে । ১০-
১১ । প্রেত যমলোকে গমন করিয়া দহমান হয় এবং পুত্রগণ

প্রোতঃ যাতি যমালয়ং ॥ ১২ ॥ অপক্কে যুগ্ময়ে পাত্রে দুগ্ধং
দত্তাদিনত্রয়ং । কাষ্ঠত্রয়ং উগৈর্গন্ধা প্রোতপ্রীত্যে চতু-
শ্চাথে ॥ ১৩ ॥ প্রথমোহু দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে চ তথা খগ ।
আকাশশ্বঃ পিবেদুগ্ধং প্রোতো বায়ুবপুর্ধ্বরঃ ॥ ১৪ ॥
চতুর্থে সঞ্চরঃ কাগ্যঃ সর্কৈশ্চ সহ গোত্রজৈঃ । ততঃ সঞ্চর-
নাদুর্দ্ধং গন্ধাস্পর্শো বিধীয়তে ॥ ১৫ ॥ দ্বিতীয়ে চ তৃতীয়ে
চ চতুর্থে বাপি সাগ্নিকৈঃ । অস্থিসঞ্চরনাদুর্দ্ধং প্রদদ্যা-
জ্জলিং ততঃ ॥ ১৬ ॥ ন পূর্বাঙ্কে ন মধ্যাঙ্কে নাপর্যাঙ্কে চ
সন্ধিষু । প্রাতঃ প্রথমগামেষু দত্তাদাত্তজলাঞ্জলিং ॥ ১৭ ॥
পুত্রগণ দত্তৈস্তৈঃ সর্কৈর্গোত্রজৈঃ সহ বান্ধবৈঃ ।
স্বজাতিভ্যঃ পরজাতিভ্যশ্চ দেয়াদাত্তজলাঞ্জলিং ॥ ১৮ ॥
গম্ভব্যং নৈব বিপ্রোণ দাতুং শূদ্রে জলাঞ্জলিং । নির-
তাশ্চ যদা তীরাঙ্লোকাচারস্ততো ভবেৎ ॥ ১৯ ॥ পক্ষত্বঞ্চ
গতে শূদ্রে যঃ কাষ্ঠং নরতে চিতাং । অনুব্রজেত্তথা

পিতার উদ্দেশে যে জলাঞ্জলিপ্রদান করে, সেই জলদ্বারা প্রীত
হইয়া যমালয়ে গমন করে । ১২ । পিতার মরণের পর তিন
দিবস অপক্ক যুগ্মপাত্রে দুগ্ধদান করিবে । তিনটি কাষ্ঠ রজ্জুদ্বারা
বদ্ধ করিয়া সেই কাষ্ঠ চতুশ্চাথে স্থাপনপূর্বক তদুপবি দুগ্ধদান
করা বিধেয় । ১৩ । তে খগ ! আকাশশ্ব প্রোত বায়ুরূপ দাবণ
করিয়া প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে সেই দুগ্ধ পান করিবে ।
১৪ । মরণের পর চতুর্থা দিবসে সকল জাতবর্গ অস্তিসঞ্চর করিবে ।
এইরূপ অস্তিসঞ্চরনের পর গন্ধাস্পর্শ করিবে । ১৫ । সাগ্নি-
কেরা দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিবসে অস্থিসঞ্চরন
করিয়া তৎপরে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে । ১৬ । পূর্বাঙ্কে,
মধ্যাঙ্কে, সায়াঙ্কে অথবা সন্ধিসময়ে প্রোতকে জলাঞ্জলি প্রদান
করিবে না । প্রাতঃকালের প্রথমভাগে প্রোতের উদ্দেশে আদ্য-
জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে । ১৭ । পুত্রগণ জলাঞ্জলিপ্রদান
করিলে জ্ঞাতিগণ বন্ধু, বান্ধব, স্বজাতি ও পরজাতি সকলেই অদ্য-
জলাঞ্জলি দিবে । ১৮ । বিপ্রগণ শূদ্রের উদ্দেশে জলাঞ্জলি
প্রদান করিতে গমন করিবে না, পুত্রদিগের দাহক্রিয়াস্তু নদ্যা-
দিব তীর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া লোক্যচার করিবে । ১৯ ।
শূদ্রের মরণ হইলে যদি ব্রাহ্মণ চিতাতে কাষ্ঠানয়ন করিয়া সেই
সঙ্গে অহুগমন করে, তাহা হইলে সেই বিপ্রত্রিরাত্র অশুচি
থাকে । ২০ । ত্রিরাত্র পূর্ণ হইলে সমুদ্রগামিনী নদীতে গমন

বিপ্রত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ ॥ ২০ ॥ ত্রিরাত্রে তু ততঃ পূর্ণে
নদীং গম্ভা সমুদ্রগাং । প্রাণায়ামশতং কৃৎবা শ্বতং প্রাশ্য
বিশুধ্যতি ॥ ২১ ॥ শূদ্রো গচ্ছতি সর্কৈষু বৈশ্বজিষু দ্বয়ে-
ইপরঃ । গচ্ছতি শ্বেষু বর্ণেষু বিপ্রো দাতুং জলাঞ্জলিং ॥
২২ ॥ অপরোক্তরবস্ত্রাভ্যাং বস্ত্রগ্রাহিঞ্চ দাপয়েৎ । এক-
বস্ত্রো দদেদুগ্ধা দর্ভান্তশ্চ তিলাঞ্জলিং ॥ ২৩ ॥ যদা দাতুঞ্চ
গচ্ছন্তি দত্তধাবনপূর্বকং । ত্যজন্তি গোত্রজাঃ সর্কৈ
দিনানি নব কাশ্যপ ॥ ২৪ ॥ জলাঞ্জলিং যদা দাতুং গচ্ছতি
দ্বিজসত্তম । বস্মিন্ স্থানে মিলেদ্যন্ত অধরনাপি গৃহেপি
বা ॥ ২৫ ॥ বিশ্লেষন্ত ততঃ স্থানান্ আদাহাদিহিতো যুধৈঃ ।
ক্রীজনশ্চাত্রতো গচ্ছৎ পৃষ্ঠতো নরসঞ্চরঃ ॥ ২৬ ॥ ততঃ
আচমনং কাগ্যং পাষণোপরি সমাস্থিতৈঃ । যবীশ্চ সর্বপান্
দুর্দ্ধাং পূর্ণপাত্রে বিলোকয়েৎ ॥ ২৭ ॥ প্রাশয়েন্নিস্বপজ্ঞানি
শ্বেহস্থানং সমাচরেৎ । গোত্রজেন চ কর্তব্যং গৃহায়ং

করিয়া শতবার প্রাণায়ামপূর্বক যুতপ্রাশন করিয়া শুদ্ধ হইবে ।
২১ । শূদ্র সর্ববর্ণের শবাহুষ্ঠান করিতে পারে, বৈশ্ব, ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব এই বর্ণত্রয়ের, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এই বর্ণ-
দ্বয়ের এবং ব্রাহ্মণ কেবল ব্রাহ্মণকে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে
পারে । ২২ । পুত্র, পিতাপ্রভৃতির অস্তোষ্টিক্রিয়া করিয়া পুরি-
ধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রে গ্রহি দিবে, কিন্তু জলাঞ্জলিপ্রদান-
কালে একবস্ত্রে সর্ভ তিলযুক্ত জলাঞ্জলিপ্রদান করিবে । ২৩ ।
তে কাশ্যপ ! যাহারা প্রোতের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে
গমন করিবে, তাহারা নয়দিবস পর্য্যন্ত দত্তধাবন পরিত্যাগ
করিবে । ২৪ । তে দ্বিজ ! যখন প্রোতের উদ্দেশে জলাঞ্জলি
প্রদান করিতে গমন করিবে, তখন যে স্থানে, পথে কিম্বা গৃহে
সকলে মিলিত হইবে, সেই স্থানে সেই পথে ও সেই গৃহে হইতে
সকলে বিলিষ্ট হইবে ; কিন্তু দাহপর্য্যন্ত সকলে একত্র থাকিবে,
যে সকল লোক দাহার্থ গমন করিবে, তাহাদিগের মধ্যে গমন-
কালে ক্রীসকল অগ্রে গমন করিবে এবং যাহারা পুরুষ তাহারা
পশ্চাৎ থাকিবে । ২৫—২৬ । তৎপর পাষণোপরি অবস্থিত
হইয়া আচমন করিবে এবং পূর্ণপাত্রে যব, সর্বপ, দুর্দ্ধা এই সকল
অবলোকন করিতে হইবে । ২৭ । অনন্তর নিষপজ্ঞ প্রাশন
করিয়া যুত স্পর্শপূর্বক স্নান করিবে । কিন্তু গৃহেতে যে সকল
অন্নাদি প্রস্তুত থাকে, তাহা ভোজন করিবে না । সুগোত্র

নৈব ভোজয়েৎ ॥ ২৮ ॥ ভুঞ্জীত যুগ্ময়ে পাত্রে উত্তানঞ্চ
বিবর্জয়েৎ । মৃতকস্য গুণা গ্রাহ্যা যমগাথাং সমুদ্বিরেৎ ॥
২৯ ॥ শুভাশুভৌ চ ধ্যায়ন্তঃ পূর্বকর্মোপসংকীর্ণৌ । অল-
ক্লেদে চ দেহেন ভুক্তে স্কৃততদ্বৃকৃতে ॥ ৩০ ॥ বায়ুরূপো
ভ্রমত্যেব বায়ুঃ কুট্যাং স গচ্ছতি । দশাহে কর্ম্য ক্রিয়তে
জায়তে তেন সা কুটী ॥ ৩১ ॥ ক্ষুধাবিভ্রমমাপন্যো দশাহে
যো ন তর্পিতঃ । পিণ্ডৈশ্চ স্তম্ভ্য তদায়ঞ্চ আকাশে ভ্রমতে
তু সঃ ॥ ৩২ ॥ দিনত্রয়ং বসন্তোয়ে অগ্নৌ চাপি দিনত্রয়ং ।
আকাশে চ বসন্তীণ দিনমেকঞ্চ বাসবে ॥ ৩৩ ॥ গৃহ-
দ্বারে শ্মশানে বা তীর্থে দেবাগ্নয়ে তথা । যত্রাদৌ দীপ্যতে
পিণ্ডস্তত্র সর্কানু সমাপয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ একাদশাহে যচ্ছ্রাদ্ধং
তৎ সামান্যমুদাহৃতং । চতুর্নামপি বর্ণনায় শুদ্ধয়ে স্মান-
মিষ্যতে ॥ ৩৫ ॥ কৃত্বা চৈকাদশাহন্ত পুনঃ স্নাত্বা শুচির্ভবেৎ ।
ন ভবেচ্চ বদা গোত্রী পরোপি বিধিমাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥ স্ত্রী
বাপি পুরুষঃ কশ্চিদিকুয়ে কুকৃতে ক্রিয়াং । শ্রাদ্ধং
ব্যক্তিমাভ্যেত ই এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে ২৮ । মরণের পর
পুত্রাদিরা যুগ্ময়পাত্রে ভোজন করিবে, পরন্তু উত্তানভাবে বর্জন
করিতে হইবে এবং বান্ধবগণ মৃতের শুণকীর্তন করিয়া যমগাথা
গান করিবে ২৯ । তৎপরে পূর্বকর্ম্মসংকীর্ণ শুভাশুভ কর্ম্ম
ধ্যান করিবে । মনুষ্য মরণের পর অস্ত্র দেহ ধারণ না করিয়াই
পুণ্যপাপভোগ করে ৩০ । মরণান্তে সেই জীব বায়ুরূপে ভ্রমণ করে
এবং বায়ু কুটীতে গমন করে । অনন্তর দশাহে উহার কর্তব্য কর্ম্ম
করিবে, ইহাওই সেই বায়ুকুটী পূর্ণ হয় ৩১ । দশাহে যাহার
তর্পণ করা না, সে ক্ষুধিত ও ভ্রান্ত হইয়া থাকে । পিণ্ডদানদ্বারা যে
অন্নপ্রদান করা যায়, সেই অন্নও আকাশে ভ্রমণ করে ৩২ । প্রেত
তিনদিবস জলে, দিনত্রয় অগ্নিতে, তিনদিবস আকাশে এবং এক-
দিন আসবে বাস করে ৩৩ । গৃহদ্বার, শ্মশান, তীর্থ, দেবাগ্নয়
প্রভৃতি যে স্থানে প্রথমে পিণ্ডপ্রদান করা যায়, সেই স্থানেই সকল
কার্য্য সমাপন করিবে ৩৪ । একাদশাহে যে শ্রাদ্ধ করা যায়, তাহা
সামান্য বলিয়া কীর্তিত হয় । ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়েরই শুদ্ধির
নিমিত্ত গান ইচ্ছা করে ৩৫ । একাদশাহে শ্রাদ্ধ করিয়া পুনর্বার
স্নানদ্বারা শুদ্ধ হইবে । কাহার স্বগোত্রাদি শ্রাদ্ধের অধিকারী না
থাকিলে অপরাধী, বান্ধব, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিতে পারে ৩৬ ।
স্ত্রী কিবা পুরুষ যে কেহ শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া করে, তাহার যে বজ্র

কৃতং তু যৈর্বৈশ্বৈস্তানি তাক্তা গৃহং বিশেৎ ॥ ৩৭ ॥ অগো-
ত্রশ্চ সগোত্রো বা নরো নারীপাথ্যাপি চ । প্রথমেহনি
যঃ কুর্যাৎ স দশাহং সমাপয়েৎ ॥ ৩৮ ॥ অশৌচং যাব-
দেব স্মৃতাভং পিণ্ডোদকক্রিয়া । চতুর্নামপি বর্ণনামেব-
এব বিধিঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৯ ॥ একাদশাহে প্রেতস্ত দত্তাং
পিণ্ডং সমস্তকং । সিদ্ধান্তং তস্য দাতব্যং শর্করাপূপকা-
দয়ঃ ॥ ৪০ ॥ দ্বাদশপ্রতিমাস্যানি শ্রাদ্ধান্যেকাদশে তথা ।
ত্রিপর্য্যং স্কর্য্যৈকৈব হে রিক্তে খণ্ড যোড়শ ॥ ৪১ ॥ মাসং
প্রতি প্রদাতব্যং মৃতাহে যা তিথিঃ স্মৃতা । স মাসঃ
প্রথমে জ্ঞেয় অহরেকাদশস্ত যঃ ॥ ৪২ ॥ সা তিথির্মাসিকে
শ্রাদ্ধে মৃতো যস্মিন্দিনং নরঃ । রিক্তাস্তু চ ত্রিপক্ষে চ
তাৎ তিথিং নাচরেন্দুঃ ॥ ৪৩ ॥ পূর্ণমাস্যাং মৃতো যোসৌ
চতুর্থী তস্য উনকা । চতুর্থ্যাঞ্চ মৃতো যোসৌ নবমী তস্য
চোনকা ॥ ৪৪ ॥ নবম্যাঞ্চ মৃতো যোসৌ তিথিরূপা চতু-
পারদান করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে, সেই বজ্র পরিভ্যাগ করিয়া গৃহে
প্রবেশ করিবে ৩৭ । অগোত্র, সগোত্র, স্ত্রী কিবা পুরুষ যে
কেহ প্রথম পিণ্ডপ্রদান করিবে, সেই ব্যক্তিই দশাহপযান্ত
পিণ্ডপ্রদান কারবে ৩৮ । যাবৎ অশৌচ থাকে, তাবৎ
পিণ্ডোদকক্রিয়া কারতে হইবে । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র
এই বর্ণচতুষ্টয়েরই এই ব্যবস্থা জানিবে ৩৯ । একাদশাহে
প্রেতের উদ্দেশে সমস্তক পিণ্ডপ্রদান করিতে হইবে । আর
একাদশাহে সিদ্ধান্ত, শর্করা পিষ্টকাদিদান করিবে ৪০ । দ্বাদশ-
মাসের দ্বাদশ-মাসিক শ্রাদ্ধ, একাদশাহে শ্রাদ্ধ, প্রথম ষাণ্মাসিক,
দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক ও সপ্তমাসিক এই সমুদয়ে যোড়শ শ্রাদ্ধ
হয় ৪১ । মৃতদিবসে যে তিথি হয়, পুনর্বার সেই তিথি উপ-
স্থিত হইলেই প্রথম মাস হয়, প্রতি মাসে সেই তিথিতে শ্রাদ্ধ
করিবে ৪২ । যে তিথিতে মনুষ্যের মরণ হয়, সেই তিথিই
মাসিকে প্রশস্ত ; কিন্তু রিক্তা ও ত্রিপক্ষে সেই তিথি গ্রহণ
কারবে না । প্রতিমাসে যে শ্রাদ্ধবিধান আছে, তাহাতে রিক্তা
বর্জন জানিবে এবং রিক্তাও সাধারণ রিক্তা নহে । এইস্থলে
যে রূপ রিক্তা গ্রহণ করিবে, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে ৪৩ ।
পূর্ণমাসে যাহার মরণ হয়, তাহার পক্ষে চতুর্থী, চতুর্থীতে
যাহার মরণ হয়, তাহার পক্ষে নবমী এবং নবমীতে যাহার
মৃত্যু হয়, তাহার পক্ষে চতুর্দশী রিক্তা জানিবে । এইরূপ

দর্শী। এতা রিক্তাশ্চ বিজ্ঞেয়া অন্ত্যেষ্টো কুশলেন চ ॥ ৪৫ ॥ একাদশাহোদ্ধারি প্রেতোদদেশেন পাচিতং। চতু-
 স্পথে ভ্যজেনম্ন পুনঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥ ৪৬ ॥ শয্যাদানং
 প্রশংসন্তি সর্বে দেবঃ দ্বিজোত্তম। অনিত্যং জীবিতং
 সন্ম্যং পশ্যৎ কোহনু প্রদাস্যতি ॥ ৪৭ ॥ তাবদ্বক্ষুঃ পিতা
 ভাবদ্বাবজ্জীবতি মানবঃ। মৃতানামন্তরং জ্ঞাত্বা কণাৎ
 স্নেহো নিবর্ততে ॥ ৪৮ ॥ আত্মা বৈ জ্ঞানো বন্ধুরাত্মা চৈবা-
 ত্মনো রিপুঃ। জীবন্তপীতি সন্ধিস্ত্য পূর্বঃ ধর্মমতু-
 স্মরেৎ ॥ ৪৯ ॥ মৃতানাক্তঃ স্মৃতো গা চেষু তশ্যাতং স
 তুলিকাৎ। এবং জীবতি সর্বস্বং স্বহস্তেনৈব দাপয়েৎ ॥
 ৫০ ॥ তস্মাচ্ছ্যাৎ সমাসাত্ত সারদাকময়ীং শুভাৎ। দন্ত-
 পত্রচিভাৎ রগ্যাৎ হেমপট্টৈরলঙ্কৃতং ॥ ৫১ ॥ রক্ততুলি-
 প্রতিচ্ছরাৎ শুভলীষোপধানকাৎ। প্রচ্ছাদনপটীযুক্তাং
 গন্ধদুপাধিবাসিতাং ॥ ৫২ ॥ তস্যাং সংস্থাপ্য হৈমক হরিং
 লক্ষ্ম্যা সমন্বিতং। মৃতপূর্ণক কলশং তত্রৈব পরিকল্প-
 য়েৎ ॥ ৫৩ ॥ তাস্মৈ লং কুঙ্কমাক্ষোদং কপূরাণ্ডকচন্দনং।

রিক্তাতেই শ্রাদ্ধ নিষেধ বর্ণিত হইবে। যাহারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়
 পারদর্শী, তাহারা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ৪৫—৪৬।
 একাদশাহে প্রেতের উদ্দেশে যে অন্নপাক করিবে, তাহা চতু-
 স্পথে প্রদান করিয়া স্নান করিতে হইবে। ৪৬। হে দ্বিজবর!
 সকল দেবতারাই শয্যাদান প্রশংসা করেন, অতএব জীবদবস্থায়
 শয্যা দান করিবে, কারণ সকলেরই জীবন অনিত্য, মরণ হইলে
 পর আর কে দান করিবে? ৪৭। যাবৎ মানব জীবিত
 থাকে, তাবৎ পিতা, বন্ধু, বান্ধব সকলের সহিত সম্বন্ধ থাকে,
 কিন্তু মরণের পর ক্ষণকালমধ্যেই স্নেহ নিবৃত্ত হয়। ৪৮। আপ-
 নিই আপনার বন্ধু এবং আপনিই আপনার রিপু, ইহা চিন্তা
 করিয়া জীবদবস্থাতেই পূর্ববন্ধুর অন্তঃসরণ করিবে। ৪৯। কোন
 পুত্র মৃত ব্যক্তির শয্যা যাচুকা করে, অতএব জীবিত থাকিতেই
 স্নেহে সর্বস্ব দান করিবে। ৫০। সারবান-কাঠময়ী শুভ
 শয্যাসংগ্রহ করিয়া দন্তপত্রাদিরচিত, হেমপট্টদ্বারা অলঙ্কৃত,
 রক্ততুলিকায়ুক্ত শুভ উপধানসমন্বিত, আচ্ছাদন বস্ত্র সহিত গন্ধ-
 দুপাধি দ্বারা অধিবাসিত করিয়া তাহাতে সর্বময়ী লক্ষ্মীসমন্বিত
 হরিমুক্তি সংস্থাপনপূর্বক সেই স্থানে মৃতপূর্ণ কলস পরিকল্পনা

দীপকোপানহো ছত্রং চার্মরাসনভাজনং ॥ ৫৪ ॥
 পার্শ্বে স্থাপয়েত্তুক্ত্য সপ্তধান্যানি চৈব হি। শয়ন-
 কক্ষ ভবতি যচ্চ স্ম্যুত্পকারকং ॥ ৫৫ ॥ ভূদ্বার-
 কারকাদর্শপঞ্চবর্ণবিতানকং। শয্যামেবান্বিধাং কৃত্বা ত্রাঙ্ক-
 গায় নিবেদয়েৎ ॥ ৫৬ ॥ সপত্নীকায় সম্পূজ্য স্বলোকস্থ-
 দায়িনী। বৈত্রেঃ স্মশ্রুভট্টৈঃ পূজ্য চোলকং পরিধাপ-
 য়েৎ ॥ ৫৭ ॥ ততোর্ঘ্যশ্চ প্রদাতব্যঃ পঞ্চরত্নজলাকটতঃ।
 যথা কক্ষ ভদ্রীয়া হি অশূন্যা কীরসাগরে ॥ ৫৮ ॥ শয্যা
 ভূয়াম্যাপীরং তথা জন্মানি জন্মানি। এবস্তৃপ্পস্থখা কক্ষং
 কমপাং চ বিসর্জয়েৎ ॥ ৫৯ ॥ একাদশাহে সম্প্রাপ্তে
 বিধিরেব প্রকীর্তিতঃ। দদাতি যদি ধর্মার্থে বান্ধবো
 বান্ধবে মৃত্যে ॥ ৬০ ॥ তৈস্তৈরাপ্যায়িতঃ প্রেতঃ পরলোকে
 স্তুখী ভবেৎ। বিশেষমজ্ঞ পক্ষীন্দ্র কথ্যমানং ময়া শৃণু ॥
 ৬১ ॥ উপযুক্তস্ত ওস্তাসীদ্যৎকিঞ্চিদ্ধি গৃহে পুরা। তস্মা
 গাত্রে চ যজ্ঞগ্নং বস্ত্রং ভাজনবাহনং ॥ ৬২ ॥ অভীষ্টং

করিবে। ৫১—৫৩। অনন্তর কুঙ্কম, কপূরযুক্ত চন্দনাশ্লিষ্ট
 তাহল, দীপ, উপানহ, ছত্র, চামর, আসন ও ভাজন এই সকল
 সজ্জীকৃত করিয়া তাহার পার্শ্বে ভক্তিপূর্বক সপ্তধান্য স্থাপন
 করিবে। আর অগ্ন্যন্ত উপকরণ জব্যসকলও শয্যা হু করিয়া
 দান করিবে। ৫৪—৫৫। অনন্তর ভূদ্বারক, দর্পণ ও বিতা-
 নকাদিদ্বারা শয্যাকে বিভূষিত করিয়া ত্রাঙ্ককে নিবেদন
 করিবে। ৫৬। সপত্নীক ত্রাঙ্ককে অর্চনা করিয়া উক্ত শয্যা-
 প্রদান করিলে পরলোকে স্তুখলাভ হয়, স্মশোভন বস্ত্রাদি পূজা
 করিয়া উলকপরিধাপন করাইবে। ৫৭। তৎপরে পঞ্চরত্ন জল
 ও অক্ষতসমন্বিত অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে।
 হে কক্ষ! যেমন কীরসাগরে তোমার অশূন্য শয্যা রহিয়াছে,
 জন্মজন্মে আমার সেইরূপ শয্যা হউক। এইরূপে কক্ষকে
 অমুনয় করিয়া বিসর্জন করিবে। ৫৮—৫৯। একাদশাহে এই-
 রূপ বিধি কীর্তিত হইয়াছে। যদি বান্ধবের মরণের পর সেই
 বান্ধবের উদ্দেশে দান করে, সেই দানদ্বারা প্রেত আপ্যায়িত
 হয় এবং পরলোকে স্তুখী হইয়া থাকে। হে পক্ষীন্দ্র! ইহার
 বিশেষ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ৬০—৬১। মৃত ব্যক্তির গৃহে
 তাহার যে কিছু উপযুক্ত বস্ত্র থাকে, তাহার গাজসংলগ্ন বস্ত্র,

যচ্চ তস্মাসীত্তং সৰ্বং পাবিকম্পয়েৎ । পুরন্দরপুরে চৈব
স্থাপ্যপ্রজ্ঞালয়ে তথা ॥ ৬৩ ॥ উপতিষ্ঠেৎ সুখং জ্ঞপ্তোঃ
শয্যাদানপ্রভাবতঃ । পীড়রন্তি ন তং যাম্যঃ পুষ্ণা
ভীষণাননাঃ ॥ ৬৪ ॥ ন ঘর্ষণে ন শীতেন বাধ্যতে স নরঃ
কচিং । শয্যাদানপ্রভাবেন প্রেতো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥
৬৫ ॥ অপি পাপসমায়ুক্তঃ স্বর্গলোকে স গচ্ছতি । বিমান-
বরমাক্রুতঃ সেবামানোপ্সরোগগণৈঃ ॥ ৬৬ ॥ আভূতসংপ্লবং
যাবৎ তিষ্ঠেৎ পাতকবর্জিততঃ । নবকং ষোড়শশ্রাদ্ধং
শয্যাং সম্বৎসরক্রিয়াং ॥ ৬৭ ॥ তর্জুর্গা কুরুতে নারী
তস্মাঃ শ্রেয়ো ভবেদহি । উপকারায় সা তর্জুর্জীবন্তী চ
যুতা তথা ॥ ৬৮ ॥ উদ্ধরেজ্জীবমানা সা পতিং সত্যবতী
সতী । স্ত্রিয়ো দত্তাচ্চ শয়নে পুজো বাপি গুণাবিতঃ ॥
৬৯ ॥ প্রেতস্ম্য প্রতিমাং হৈমীং কুঙ্কুমকৈবমঞ্জনং ।
বস্ত্রং ভূষাশুধী শয্যাংমেবং কুত্বা চ দাপয়েৎ ॥ ৭০ ॥ উপ-
কারকরং জ্ঞীণাং বস্ত্রবোধে কঞ্চন । ভূষণস্তত্র সংলগ্নং

বস্ত্রভোগাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৭১ ॥ তৎসৰ্বং মেলয়িত্বা তু স্মে
স্মে স্থানে নিধাপয়েৎ । পুজয়েজ্জোকপালাংশ্চ গ্রহ-
দেবান্বিনায়কং ॥ ৭২ ॥ ততঃ শুক্রধরঃ স্নাত্বা গৃহীত-
কুম্মাঞ্জলিঃ । ইমমুচ্চারণেন্নাস্তং বিপ্রস্ম্য পুরতো বুধঃ ॥
৭৩ ॥ প্রেতস্ম্য প্রতিমাং হেবা সর্বোপকরণযুতা । সর্ব-
রত্নসমায়ুক্তা তব বিপ্র নিবেদিতা ॥ ৭৪ ॥ আত্মা শত্ৰুঃ
শিবা গোঁরী শত্রুঃ সুরগণৈঃ সহ । তস্মাক্ষয্যা প্রদাতব্যা
এষ আত্মা প্রসীদতু ॥ ৭৫ ॥ আচার্য্যায় প্রদাতব্যা ব্রাহ্ম-
ণায় কুটুম্বিনে । গৃহীত্বা ব্রাহ্মণঃ শয্যাং কোদাদিতি চ
কীর্তয়েৎ ॥ ৭৬ ॥ বহুভোনা প্রদেয়ান গোগৃহং শরনং
স্ত্রিয়ঃ । বিতক্তদক্ষিণাং হেতে দাতারং পাতয়ন্তি তে ॥
৭৭ ॥ এবং যো বিতরেত্তাক্ষ্য শূণু তস্ম্য চ যৎ কলং ।
সাগ্রং বর্ষশতং দিব্যং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৭৮ ॥ যৎ
পুণ্যঞ্চ ব্যতীপাতে কার্তিক্যামরনে তথা । দ্বারকায়াঞ্চ
যৎ পুণ্যঞ্চদ্রুহুগ্যাগ্রহে তথা ॥ ৭৯ ॥ প্রয়াগে নৈমিষে

ভাজন, আর তাহার অভীষ্ট বস্ত্রসকল দান করিবে। এইরূপ
করিলে সেই ব্যক্তির ইন্দ্রলোকে ও স্থ্যালোকে বাস হয়। আর
শয্যাদান করিলে সেই দানফলপ্রভাবে ভীষণানন যমকিঙ্করগণ
তাহাকে পীড়ন করিতে পারে না। ৬২—৬৪। প্রেতের
উদ্দেশে শয্যাদান করিলে সেই শয্যাদানমাহাত্ম্যে সেই প্রেত
যমপুরে গমন করিয়া রোদ্র অথবা নীচে ক্লেণ পায় না এবং
সেই প্রেত বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। ৬৫। ষোড়শশ্রাদ্ধ,
শয্যাদান ও বাৎসরিক ক্রিয়া করিলে পাপী ব্যক্তিও অপ্সরো-
গণে সেব্যমান হইয়া বিমানারোহণে স্বর্গলোকে গমন করে
এবং প্রলয়পর্যন্ত পাপবিবর্জিত হইয়া থাকে। ৬৬—৬৭। যে
নারী ভ্রাতার উপকার করে, তাহার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় এবং
সেই নারী মরিলেও জীবিত থাকে। ৬৮। সত্যবতী নারী জীব-
দবস্ত্রাতেই পতিকে উদ্ধার করিতে পারে, গুণবান্ পুত্র শয়নেতে
স্ত্রী প্রদান করিবে। ৬৯। সুবর্ণময় প্রেতপ্রতিমা নিম্মাণ করিয়া
কুঙ্কুম, চন্দন, অঞ্জন, বস্ত্র, ভূষণ ও শয্যা এই সকলের সহিত
প্রদান করিবে। ৭০। জ্ঞানিগের গৃহে তাহার উপকারক যে
কিছু বস্ত্র থাকে এবং তাহার গাত্রসংলগ্ন বস্ত্র, ভূষণ ও ভোগ্য-
বস্ত্র এই সকল একত্র করিয়া স্বয়ং স্থানে স্থাপন করিবে। অন-

ন্তর লোকপাল, গ্রহদেবতা ও গণপতিকে অচ্চনা করিয়া ও
শুক্রবস্ত্র পরিধানপূর্বক ভ্রান করিবে এবং পুষ্পাঞ্জলিগ্রহণ করিয়া
ব্রাহ্মণের সমীপে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। হে বিপ্র! সর্বো-
পকরণযুক্তা ও সর্বরত্নবিভূষিত এই প্রেতপ্রতিমা তোমাকে
নিবেদন করিলাম। ৭১—৭৪। আত্মা, শত্ৰু, শিবা, গোঁরী
এবং দেবগণের সহিত ইচ্ছা শয্যাপ্রদানে প্রসন্ন হয়েন, অতএব
শয্যাপ্রদান করিবে, তাহাই হইলে আত্মা সন্তুষ্ট হয়। ৭৫। আচার্য্য,
ব্রাহ্মণ ও কুটুম্বগণকে শয্যাাদিপ্রদান করিবে এবং ব্রাহ্মণ সেই
শয্যাগ্রহণ করিয়া “কোদাৎ” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিবে।
৭৬। গৃহ, শয্যা ও স্ত্রী এই সকল বহু ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে
না। এই সকল দ্রব্য বিভাগ করিয়া দান করিলে দাতা ব্যক্তি
পতিত হইয়া থাকে। ৭৭। হে ভাক্ষ্য! যে ব্যক্তি এইরূপে দান
করে, তাহার পুণ্যফল বলিতেছি, শুণু কর। উক্ত দানফল-
প্রভাবে দাতা দিব্য পরিমাণে শতবর্ষ স্বর্গলোকে বাস করিতে
পারে। ৭৮। ব্যতীপাতযোগে, কার্তিকীপূর্ণিমাতে, অশ্বিনসক্রা-
ন্তিতে, দ্বারকাতে ও চন্দ্রস্থ্যাগ্রহণকালে যে পুণ্য হয় এবং
প্রয়াগে, নৈমিষারণ্যে, কৃষ্ণক্ষেত্রে, অর্কবুদে, গঙ্গাপ্রান্তে, যমুনাত্তে,
গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নানাদি করিলে যে রূপ পুণ্যসঞ্চয় হয়, এক

বচ কুককেত্রে তথ্যবুদে। গন্ধার্য যমুনায়াক লিঙ্গসাগর-
সঙ্ঘে ॥ ৮০ ॥ শব্যাদানপ্রভাবেন তত্তৎকলমবাপুরাং ।
যত্রাসৌ জায়তে জন্মভূক্তে তত্রৈব তং কলং ॥ ৮১ ॥
কর্মকরে কিতৌ জাতো যানুবঃ শুভদর্শনঃ । মহাধনী চ
ধর্মজঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৮২ ॥ পুংসঃ স য়াতি বৈকুণ্ঠং
যুতোসৌ নরপুংগবঃ । দিব্যং বিমানমাক্রম্য অপ্সরোতি:
সহস্রতঃ । অহৌসৌ হব্যকব্যোষু পিতৃতিঃ সহ স্নেহদতে ॥ ৮৩

ইতি ত্রিগ্যাকড়ে মহাপুরাণে প্রোক্তকম্পে

চতুর্বিংশোধ্যায়ঃ ॥

পঞ্চবিংশোধ্যায়ঃ ।

গরুড় উবাচ । অপরং যম সন্দেহং কথয়ন্ত জনা-
র্দন । পূর্বমস্মৈ চ দৃষ্ট্য বৈ মাতরং যুতিমাগতাং ॥ ১ ॥
পিতামহী জীবতি চ তত্রৈব প্রপিতামহী । বৃদ্ধপ্রপিতা-
মহী তদন্যাত্সক্তঃ পিতা তথা ॥ ২ ॥ পিতামহপ্রপিতা-
মহৌ বৃদ্ধশ্চ প্রপিতামহঃ । কেন সা মেলাতে মাতা এতৎ
কথয় মে প্রোতো ॥ ৩ ॥ ত্রিগ্যাক-উবাচ । পুনরুক্তং প্রব-

শব্যাদানপ্রভাবে মানব সেই সকল কল পাইয়া থাকে । যে
স্থানে উক্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, সেই স্থানেই উক্ত ফলভোগ
করিতে পারে । ৭৯—৮১। অনন্তর কর্মকর হইলে অতিমূরূপ
মহাধনী, ধর্মজ এবং সর্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া মনুষ্যলোকে জন্ম-
গ্রহণ করে ॥ ৮২। পরে সেই নরপুংগব মরণান্তর অপ্সরোগণপরিবৃত্ত
ও দিব্য বিমানে আরুঢ় হইয়া বৈকুণ্ঠ গমন করে এবং পিতৃগণের
সহিত হব্যকব্য ভোজন করিতে পারে । ৮৩।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ঃ ।

গরুড় কহিল, হে জনার্দন ! আমার অপর সন্দেহ আছে,
সেই সন্দেহের যথাবৎ সহুত্তর প্রদান করুন । যদি কোন
পুরুষের মাতার মরণ হইলে, তাহার পিতামহী, প্রপিতামহী ও
বৃদ্ধপ্রপিতামহী এবং পিতা, পিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ জীবিত
থাকে, তাহাহইলে তাহার সহিত সেই মাতার পিতৃসম্বন্ধ
হইত ? প্রোতো ! আমার মনে এই সন্দেহ হইতেছে, আপনি
কৃপা করিয়া আমার এই সন্দেহভঞ্জন করুন ৬১—৩। ত্রিগ্যাক

ক্যামি সপিণ্ডীকরণং খণ্ড । উমা লক্ষ্মীর্ণহাবাগী সৈবাতি-
শ্মেলয়েদুদ্রবং ॥ ৪ ॥ ত্রয়ঃ পিতৃভূজো জ্ঞেয়াভ্যাজকশ্চ
ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ । ত্রয়ঃ পিতৃভুলেপাশ্চ দশম্য পংক্তিসম্মিধঃ ॥
৫ ॥ ইত্যোতে পুরুষা খ্যাতাঃ পিতৃমাতৃভুলেবু চ । তারয়েদু-
যজমানস্ত দশপূর্বান্ দশাপরান্ ॥ ৬ ॥ সপিণ্ডঃ স ত্রৈক-
নার্দো সপিণ্ডীকরণে কৃতে । অন্ত্যস্ত ভ্যাজকো জ্ঞেয়ো
বৃদ্ধশ্চ প্রপিতামহঃ ॥ ৭ ॥ অন্ত্যস্ত ভ্যাজকো যন্ত লেপকঃ
প্রথমো ভবেনং । লেপকস্তত্তিমো যন্ত স তবেনং পংক্তি-
সম্মিধঃ ॥ ৮ ॥ যজমানো ভবেদেকো দশপূর্বৈ দশাপরে ।
ইত্যোতে পিতরো জ্ঞেয়া একবিংশতিশাস্বতাঃ ॥ ৯ ॥
বিধিনা কুরুতে যন্ত সংসারে শ্রাদ্ধমুত্তমং । দদতে নাত্র
সন্দেহঃ শৃণু তস্মাপি তৎকলং ॥ ১০ ॥ পিতা দদাতি
পুত্রান্ বৈ গোধনঞ্চ পিতামহঃ । হেমদ্যুতা তবেনং সোপি
যন্তস্য প্রপিতামহঃ ॥ ১১ ॥ কৃতে শ্রাদ্ধে গুণা হেতে

কহিলেন, হে খণ্ড ! আমি তোমার নিষ্ঠুর সপিণ্ডীকরণ কহি-
তেছি, শ্রবণ কর । এই সপিণ্ডীকরণ পূর্বক ও কথিত হইয়াছে,
মাতার মরণ হইলে যদি পিতামহী প্রভৃতি ও পিতাপ্রভৃতি
জীবিত থাকে, তাহাহইলে উমা, লক্ষ্মী ও বাণী ইহাদিগের সহিত
সেই মাতার পিতৃসম্বন্ধ করিতে হইবে । ৪। তিনপুরুষ পিতৃ-
ভাগী, অপর তিন পুরুষ ভ্যাজক এবং অন্ত তিনপুরুষ লেপভাগী,
আর দশম পুরুষ পংক্তিসম্মিধানবর্তী । ৫। পিতৃমাতৃভুলে এই
সকল পুরুষ বিখ্যাত আছে, যজমান যজাদিত্যারা পূর্বদশ এবং
পরবর্তী দশ পুরুষকে পরিজ্ঞান করে । ৬। সপিণ্ডীকরণ হইলেই
সেই ব্যক্তি সপিণ্ড হইয়া থাকে । যাহার সপিণ্ডীকরণ হয়
নাই, তাহাকে ভ্যাজক জানিবে । ইনিই বৃদ্ধপ্রপিতামহ
বলিয়া জানিবে । ৭। যিনি অন্ত্যভ্যাজক, তিনিই প্রথম লেপ-
ভাগী হয়েন, আর যিনি অন্তিমলেপভাগী, তিনি পংক্তিসম্মি-
ধানভাগীমাত্র হইয়া থাকেন । ৮। যিনি যজমান, তাহার
পূর্বদশ পুরুষ ও অপর দশপুরুষ এবং সেই যজমান এই সমুদায়
একবিংশতি পুরুষ হয় । ইহারাই পিতৃলোক বলিয়া বিখ্যাত
আছে । ৯। যিনি এই সংসারে বিধিপূর্বক শ্রাদ্ধ করেন, বিষ্ণু
তাহাকে বৈকলপ্রদান করেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । ১০।
যে ব্যক্তি পিতাপ্রভৃতির শ্রাদ্ধ করেন, পিতা তাহাকে পুত্র
এবং পিতামহ গোধন দিয়া থাকেন । আর যিনি সেই শ্রাদ্ধ

পিতৃণাং তর্পণে স্মৃতাঃ । দত্তাদিগুলমমাত্রং ব্রজন্ত
প্রপিতামহঃ ॥ ১২ ॥ যস্য পুংসশ্চ মর্ত্যো বৈ বিচ্ছিন্না
সমুত্তিঃ খণ্ডা । স বসেন্নরকে নিত্যং পক্ষে মগ্নঃ করী যথা ॥
১৩ ॥ যোনাস্তুরে হি যো জাতো রক্ষঃ পক্ষী সরীসৃপঃ ।
ন সমুত্তিবিনাশোপি স্মৃচাতে নরকাদ্ভ্রবৎ ॥ ১৪ ॥ আচার্যা-
স্তস্মা শিষ্যো বা দূরতোপি হি গোত্রজঃ । নারায়ণবলিং
কুর্য্যাতশ্চোদ্দেশেন ভক্তিভঃ ॥ ১৫ ॥ বিমুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো
মুক্তঃ স নরকাদ্ভ্রবৎ । স্বর্গে চ স বসেন্নিত্যং নাত্র
কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৬ ॥ আদৌ ব্রহ্মা ধনিষ্ঠাঞ্চ এতদ্বক্ষত্ৰ-
পঞ্চকং । রেবত্যস্তং সদা তস্মা অন্ততং সর্বদা ভবেৎ ॥
১৭ ॥ দাহস্তত্র ন কর্তব্যো বিপ্রাদিসর্বজাতিষু । দীয়েতে
ন জলং তত্র অন্ততং সর্বদা ভবেৎ ॥ ১৮ ॥ লোকযাত্রা ন
কর্তব্যা দুঃখার্ভঃ স্বজনো যদি । পঞ্চকানস্তুরং তস্য কর্তব্যং
সর্বমম্যথা ॥ ১৯ ॥ পুত্রাণাং গোত্রিণাং তস্য সম্ভাপো হ্যপ-

জায়তে । গৃহে হানির্ভবেত্তস্য ঋক্ষেষু মৃতস্য চ ॥
২০ ॥ তথাপি ঋক্ষমধ্যে তু দাহশ্চ বিধিপূর্বকঃ । মামু-
বাণাং হিতার্থায় সত্ত্ব আছতিকারণাং ॥ ২১ ॥ সত্ত্বআছতিদং
পুণ্যং তীর্থে তদ্বাহমুত্তমং । বিটপ্রনিয়মিতঃ কারো মন্ত্ৰৈস্ত
বিধিপূর্বকং ॥ ২২ ॥ শবস্ত তু সমীপে চ ক্ষিপ্যন্তে পুতলা-
স্ততঃ । দর্ভময়্যশ্চ চত্বার ঋক্ষমন্ত্রাতিপূজিতাঃ ॥ ২৩ ॥ ততো
দাহশ্চ কর্তব্যো তৈশ্চ পুতলাকৈঃ সহ । সূতকাস্তে ততঃ পুত্রঃ
কুর্য্যচ্ছান্তিকমুত্তমং ॥ ২৪ ॥ পঞ্চকেষু মৃতো যোসৌ ন
গতিং লভতে নরঃ । তিলান্ গাঞ্চ হিরণ্যঞ্চ তস্যোদ্দেশে
স্বতং দদেৎ ॥ ২৫ ॥ বিপ্রাণাং দীয়েতে দানং সর্বোপদ্রব-
নাশনং । সূতকাস্তে স্মৃতেইতরেবং স প্রেতো লভতে গতিং ॥
২৬ ॥ ভোজনোপানহৌ ছত্রং হেমমুদ্রা চ বাসসি ।
দক্ষিণা দীয়েতে বিপ্রৈঃ ভবপাতকমোচনী ॥ ২৭ ॥ যনো
ব্রহ্মস্য বালস্য পঞ্চকেষু মৃতস্য চ । বিধানং যো ন কুরীত

কর্তার প্রপিতামহ, তিনি সেই শ্রাদ্ধকর্তাকে সুবর্ণ দিয়া থাকেন ।
১১ । পিতার শ্রাদ্ধ করিলে উক্ত ফলসকল হয় এবং তর্পণেও
উক্ত ফলভোগ হইয়া থাকে ; অতএব যিনি বৃদ্ধপ্রপিতামহ,
তাঁহাকে বিপুল অন্নপ্রদান করিবে । ১২ । এই মর্ত্যলোকে
যাহার সমুত্তি নাই, সেই ব্যক্তি যেমন পক্ষ্মমধ্যে করী নথ থাকে,
সেইরূপ নরকে বাস করে । ১৩ । কন্মবিপাকবশত যে ব্যক্তি
অত্যাচ্ছা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া বৃক্ষ-সরীসৃপাদি হয়, সেও
সমুত্তি ব্যতিরেকে নরক হইতে নিষ্কৃতি পায় না । ১৪ । আচার্য্য,
শিষ্য ও স্বগোত্রজ ইহারা ই সমুত্তিবিহীনের উদ্দেশে নারায়ণবলি-
প্রদান করিবে । তাহাই হইলেই পাপী সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত
হইয়া নরক হইতে নিষ্কৃতি পায় এবং অনন্তকাল স্বর্গলোকে বাস
করিতে পারে, ইহাতে কোন বিচার করিবে না । ১৫—১৬ ।
ধনিষ্ঠাদি রেবতীপর্য্যন্ত পঞ্চ নক্ষত্র সর্বদা অন্ততপ্রদ । যাহারা
উক্ত ধনিষ্ঠাদি পঞ্চ নক্ষত্রে মরে, তাহাদিগের দাহ অথবা জগ-
প্রদান করিবে না । ব্রাহ্মণাদি সর্ববর্ণেরই এইরূপ বিধি জানিবে,
সকলের পক্ষেই উক্ত পঞ্চ নক্ষত্র অন্ততপ্রদ । ১৭—১৮ । উক্ত পঞ্চ
নক্ষত্রমধ্যে লোকযাত্রা করিবে না এবং কেহ দুঃখার্ভ হইলেও
তাহার প্রতিকার নিষিদ্ধ, কিন্তু উক্ত পঞ্চ নক্ষত্রের পরে অল্প
সমস্ত কার্য্য করিবে । ১৯ । উক্ত পঞ্চ নক্ষত্রে মৃত ব্যক্তির পুত্র ও

স্বগোত্রদিগের গৃহে সদা উপতাপ ও ক্ষতি হইয়া থাকে । ২০ ।
যদিও উক্ত নক্ষত্রপঞ্চকের মধ্যে মৃত ব্যক্তির দাহ নিষিদ্ধ হইউক,
তথাপি মমুষ্যের হিতার্থ এবং সদা আছতি কারণবশত বিধি-
পূর্বক দাহ করিবে । ২১ । উক্ত পঞ্চ নক্ষত্রে মৃত ব্যক্তিকে
বিপ্রগণ মন্ত্রপাঠ ও বিধিপূর্বক তীর্থে দাহন করিবে, তাহাই হইলে
সদা আছতিজন্য পুণ্য হইয়া থাকে । ২২ । ঐরূপ মৃত ব্যক্তির
দাহকালে শবের সমীপে দর্ভময় চারিটি পুতলাকা মন্ত্রপূত করিয়া
নিষ্কপ করিবে । ২৩ । অনন্তর সেই পুতলাকানসহ দাহ করিবে,
তৎপর অশোচাস্তে পুত্র শান্তিকার্য্য করিবে । ২৪ । যে মমুষ্য
উক্ত ধনিষ্ঠাদি পঞ্চ নক্ষত্রে প্রাণত্যাগ করে, সেই মমুষ্য কোন
সদগতি লাভ করে না ; অতএব তাহার উদ্দেশে তিল, গো, সুবর্ণ
ও মৃতদান করিবে । ২৫ । পূর্বোক্ত দানদ্রব্যসকল ব্রাহ্মণকে দান
করিলে সন্তপ্রকার উপদ্রব বিনাশ পায় এবং অশোচাস্তে সেই
প্রেত সদগতি লাভ করে । ২৬ । উক্তরূপ প্রেতের উদ্দেশে
ভোজনদ্রব্য, উপানহদ্রব্য, ছত্র, মুদ্রা ও বস্ত্রপ্রদান করিয়া ব্রাহ্ম-
ণকে দক্ষিণা দিবে । এইরূপ করিলে তাহার ভবপাতকবিমো-
চন হয় । ২৭ । যদি উক্ত নক্ষত্রপঞ্চকের মধ্যে যুবা, বৃদ্ধ অথবা
বালকের মরণ হয় এবং তাহার কথিত প্রক্রিয়া না করে, তাহা-

বিষয়স্য প্রজায়তে ॥ ২৮ ॥ অষ্টাদশৈব বস্তুনি প্রোত-
 শ্রাদ্ধে বিবর্জয়েৎ । আশিষো দ্বিগুণা দর্তাঃ স্বস্ত্যস্ত
 প্রণবস্তথা ॥ ২৯ ॥ অগ্নৌকরণমুচ্ছিক্তং শ্রাদ্ধং বৈ বৈশ্ব-
 দৈবিকং । বিকিরশ্চ স্বধাকারঃ পিতৃশ্রাদ্ধো ন চোচ্যতে ॥
 ৩০ ॥ অমুশকং ন কুর্কীত নাবাহনমথোল্লুকং । আসীমান্তং
 ন কুর্কীত প্রদক্ষিণরিসর্জ্ঞনং ॥ ৩১ ॥ ন কুর্গ্যাস্তিলহোমঞ্চ
 দ্বিজঃ পূর্ণাহুতিং তথা । ন কার্গ্যো বৈশ্বদেবশ্চ কৰ্ত্তা
 গচ্ছত্যধোগতিং । মলিনশ্রাদ্ধএতানি পূৰ্ব্বং বোডশ
 কাশ্চপ ॥ ৩২ ॥ স্থানে চার্কপথেহতীতে চিতায়াম্ শব-
 হস্তকে । শ্মশানবাসিভূতেভ্যঃ পঞ্চমঃ প্রাতিবেশ্যকঃ ॥ ৩৩ ॥
 ষষ্ঠঃ সঞ্চয়নে প্রোক্তো দশপিণ্ডী দশাহি চ । শ্রাদ্ধং
 বোডশকঞ্চৈব প্রথমং পরিকীর্তিতং ॥ ৩৪ ॥ অন্যং
 বোডশকং তত্র দ্বিতীয়ং তার্ক্য মে শৃণু । কৰ্ত্তব্যানীহ
 বিধিনা শ্রাদ্ধান্যোকাদশৈব তু ॥ ৩৫ ॥ ত্রক্ষবিযুশিবাদ্যঞ্চ
 তথান্যচ্ছ্রাদ্ধপঞ্চকং । এবং বোডশশ্রাদ্ধানি বিদ্বস্তত্রবিদো
 জনাঃ ॥ ৩৬ ॥ দ্বাদশপ্রতিমাস্থানি শ্রাদ্ধান্যোকাদশে তথা ।

হইলে সেই ব্যক্তির পদে পদে বিদ্বৎ হইয়া থাকে । ২৮ । প্রোত-
 শ্রাদ্ধে অষ্টাদশ রস্তু পরিত্যাগ করিবে, আশিষাদ, দ্বিগুণদর্তা,
 অর্থাৎ অর্ঘ্যদানে গমিত, স্বস্তিবাক্য, প্রণবোচ্চারণ, অগ্নৌকরণ,
 শ্রাদ্ধশেষ ভোজন, বৈশ্বদেবার্জন ও বিকিরদান করিবে না এবং
 অমুশক ও পিতৃশক উচ্চারণ করিবে না । ২৯—৩০ । অমুশক
 প্রয়োগ ও আবাহন প্রোতশ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ । আর আসীমান্ত প্রদ-
 ক্ষিণ ও বিসর্জন করিবে না । প্রোতশ্রাদ্ধে তিলহোম ও পূর্ণা-
 হুতি দিবে না এবং বৈশ্বদেবের বর্ণিপ্রদানও করিবে না । প্রোত-
 শ্রাদ্ধে উক্ত নিষিদ্ধকার্য্য করিলে কৰ্ত্তার অধোগতি হয় । ৩১
 কাশ্চপ ! পূৰ্ব্বোক্ত বোডশশ্রাদ্ধকে মলিনশ্রাদ্ধ বলে । ৩২—৩৩ ।
 স্থানে, অর্কপথে, চিতাতে, শবহস্তে পিতৃপ্রদান করিয়া শ্মশান-
 বাসীভূতগণকে পঞ্চম পিণ্ডপ্রদান করিবে । ষষ্ঠপিণ্ডকে প্রাতি-
 বেশ্যক বলা যায় । এইরূপে দ্বাদশপঞ্চম দশপিণ্ড প্রদান
 করিবে, এই সকল শ্রাদ্ধকেই প্রথম বোডশ শ্রাদ্ধ বলে । ৩৪—৩৫ ।
 হে তার্ক্য ! অষ্টী অর্থাৎ দ্বিতীয় বোডশশ্রাদ্ধ বলিষ্ঠেই, শ্রবণ
 ক্রম । বিধানক্রমে ক্রমে একাদশ শ্রাদ্ধ করিতে হইবে । ৩৫ ।
 ত্রক্ষবিযুশিবাদ্য শ্রাদ্ধ এবং অমুশক শ্রাদ্ধ, এইরূপে শ্রীকৃষ্ণবিদ-

ত্রিগক্ষসম্ভবকৈব ঘে রিক্তে খণ্ড যোডশ ॥ ৩৭ ॥ আত্মং
 শববিগুণার্থং কৃত্বান্যচ্ছ তু বোডশ । পিতৃগণক্ৰিবিগু-
 দ্বার্থং শতার্জেন চ যোজয়েৎ ॥ ৩৮ ॥ শতার্জশ্রাদ্ধবিনশ্চ
 মেলিতঃ পিতৃত্যগ্নি হি । চত্বারিংশস্তিরক্কাতিঃ শ্রাদ্ধৈঃ-
 প্রোতত্বসাধনং ॥ ৩৯ ॥ সক্রদুনশতার্জেন ন ভবেৎ পিতৃ-
 সমিধিঃ । মেলনীয়ঃ শতার্জেন সক্তিঃ শ্রাদ্ধেন তত্ত্বতঃ ॥
 ৪০ ॥ অর্থ শববিধিঃ । শবস্ত্য শিবিকার্য্যঃ করচ্ছদেন
 সহিতং করচরণয়োৰ্কজনং তত্র কৰ্ত্তব্যং ॥ ৪১ ॥ এবঞ্চেন্ন
 বিধানং বিধীয়তে তত্র পিশাচপরিভবং । সঞ্জা-
 যতে রজন্যং শবনির্গমনে খেচরাদিতয়ং । শূন্যং শবম্ন
 মুচ্যেত সংস্পর্শাদুর্গতির্ভবেৎ ॥ ৪২ ॥ গ্রামমধ্যে স্থিতে
 প্রেতে হ্রস্বং ভূক্তে যদিচ্ছয়া । তদস্বং মাংসবদ্ভেদং
 তোরক কধিরোপদং ॥ ৪৩ ॥ তাদৃশলব্ধকৃষ্ণক ভোজনং
 খতুসেননং । গ্রামমধ্যে স্থিতে প্রেতে বর্জয়েৎ পিণ্ড-

পণ্ডিতগণ বোডশশ্রাদ্ধ কীর্তন করিয়া থাকেন । ৩৬ । দ্বাদশ-
 মাসের দ্বাদশমাসিক শ্রাদ্ধ, একদশাহ শ্রাদ্ধ, ত্রিগক্ষ শ্রাদ্ধ এবং
 দুইটি রিক্তাশ্রাদ্ধ এই সমুদয়ে বোডশশ্রাদ্ধ হয় । ৩৭ । আদিতে
 শবশোধনার্থ কার্য্য করিয়া পরে বোডশশ্রাদ্ধ করিতে হইবে ।
 পরে পিতৃগণক্ৰিণোদনার্থ শতার্জিশ্রাদ্ধ করিবে । ৩৮ । শতার্জ-
 শ্রাদ্ধবিহীন ব্যক্তি পিতৃগণের সহিত মিলিত হইতে পারে না ।
 আর চত্বারিংশ ও অষ্টশ্রাদ্ধদ্বারা প্রোতত্বসাধন হয় । ৩৯ । এক-
 বারমাত্র শতার্জিশ্রাদ্ধবিহীন হইলে সেই ব্যক্তি পিতৃগণের সমি-
 ধান পাইতে পারে না । আর শতার্জিশ্রাদ্ধ সম্পূর্ণ হইলেই সেই
 ব্যক্তি পিতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া থাকে । ৪০ । অনন্তর
 শববিধান কথিত হইতেছে, শবকে শিবিকাতে আরোহণ করা-
 ইয়া তাহার করচরণ বন্ধন করিলে । ৪১ । এইরূপ বিধান না
 করিলে পিশাচগণ সেই শবকে পরিভব করে । আর রজনীতে
 শবগমনে খেচরপ্রাণীর ভয় হইয়া থাকে । শূন্য, শব পরিমোচন
 করিবে না, তাহা হইলে সেই শবকে পিশাচাদিরা স্পর্শ করিলে
 তাহার দুর্গতি হয় । ৪২ । গ্রামমধ্যে শব বিদ্যমান থাকিতে
 যদি কেহ স্বেচ্ছামুসারে ভোজন করে, তাহা হইলে সেই অন্ন
 মাংসতুল্য এবং সেই জল কৃষ্ণবর্ণমান হইয়া থাকে । ৪৩ ।
 গ্রামমধ্যে শব বিদ্যমান থাকিতে তাঁহু লভক্ষণ, দন্তধাবন,

পাতনং ॥ ৪৪ ॥ স্নানং দানং জপো হোমতর্পণং স্তব-
পূজনং । গ্রামমধ্যে স্থিতে প্রেতে তদ্ব্যর্থং জ্ঞাতিধর্মতঃ ॥
৪৫ ॥ জ্ঞাতিসম্বন্ধিনামেবং ব্যবহারো যোগেশ্বর । বিলুপ্য
জ্ঞাতিধর্মক প্রেতপাপেন লিপ্যতে ॥ ৪৬ ॥

ইতি ত্রিগাকড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে
পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

গরুড়-উবাচ । কস্মাদনশনং পুণ্যমকরং গতিদায়কং ।
স্বগৃহস্থ পরিভ্রাজ্য তীর্থে বৈ ত্রিয়েতে তু যঃ ॥ ১ ॥ অপ্রাপ্য
তীর্থে ত্রিয়েতে গৃহে মৃত্যবশতঃ । ভূত্বা কুটীরো যন্ত
স কাক্তিমবাপুরাং ॥ ২ ॥ সন্ন্যাসং কুরুতে যন্ত তীর্থে
বাপি গৃহেপি বা । কথং তস্ম্য প্রকর্তব্যং অপ্রাপ্তে
নিধনে তথা ॥ ৩ ॥ নিয়মে যৎকৃতে দেব চিত্তভঙ্গো হি
জ্বরতে । কেন তস্ম্য ভবেৎ সিদ্ধির্য়ৎকৃতৈরন্যাথাক্রুতৈঃ ॥
৪ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । কৃত্বা নিরশনং যো বৈ মৃত্যুমাপ্রোতি

ভোজন, ঋতুসেবা ও পিণ্ডপ্রদান এই সকল পরিভ্রাণ করিবে ।
৪৪ । গ্রামমধ্যে শব বিদ্যমান থাকিতে যদি কেহ স্নান, দান,
জপ, হোম, তর্পণ ও দেবার্চনা করে, তাহাহইলে সেই সকল
কার্য ব্যর্থ হইয়া থাকে । ৪৫ । হে যোগেশ্বর ! যেরূপ শববিধান
কথিত হইল, এই সকল জ্ঞাতিসম্বন্ধিদিগের জানিবে । যদি
কেহ উক্ত জ্ঞাতিধর্মের বিলোপ করে, তাহাহইলে সে নিশ্চয়
প্রেতপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে । ৪৬ ।

ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন, প্রেতা ! কি কারণে অনশন পুণ্য, অকর-
ফলপ্রদ ও সদগতিদায়ক হয় । আর যে ব্যক্তি স্বগৃহ পরিভ্রাণ
করিয়া তীর্থে প্রাণত্যাগ করে, যে তীর্থ না পাইয়া স্বীয় গৃহে
মৃত্যুর বশীভূত হয় এবং কুটীরচারী হইয়া যে মরে, তাহার কিরূপ
গতি হইয়া থাকে । ১—২ । যে ব্যক্তি তীর্থে কিবা স্বগৃহে সন্ন্যাস
করে, তাহার ব্রহ্মচ নিধন হয় না, এই ব্যক্তির সম্বন্ধে কিরূপ
বিধান কর্তব্য ৩ । যেরূপ নিরশন করিলে চিত্তভঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা
বর্ণন করুন । আর যে নিরশনের অকৃত্য করে, কিরূপেই বা তাহার
সিদ্ধি হইয়া থাকে । এই সকল আমার নিকট কীর্জন করুন । ৪ ।

কোপি চেৎ । মামুবাং তমুহং স্তজ্য ময়া তুল্যো বিরাজতে ।
৫ ॥ যাবন্ত্যহানি জীবন্ত ত্রাতে নিরশনে কৃতে । ক্রতুভি-
জ্ঞানি তুল্যানি সমগ্রবরদক্ষিণৈঃ ॥ ৬ ॥ তীর্থে গৃহে বা
সন্ন্যাসং নীত্বা চেদ্ভিয়েতে যদি । প্রত্যহং লভতে
সোপি পূর্বোক্তাদ্বিগুণং ফলং ॥ ৭ ॥ মহারোগোপপত্তৌ
চ গৃহীতেহনশনে মৃতঃ । পুনর্ন জায়তে রোগো দেব-
বদ্বিবি মোদতে ॥ ৮ ॥ আতুরঃ সন্ স সন্ন্যাসং গুরুতি যদি
মানবঃ । পুনর্জাতশ্চ সংযুক্তো ভবেদ্রোগৈশ্চ পাতকৈঃ ॥
৯ ॥ অহন্যহনি দাতব্যং ব্রাহ্মণান্যাক্ত ভোজনং । তিলপাত্রং
বধাশক্তি দীপদানং স্তবার্চনং ॥ ১০ ॥ এবং দস্তান্ত দম্বন্তে
পাণাভূক্তাবচানি চ । মৃতোহমৃতত্বমাপ্রোতি যথা সর্বৈ
মহর্ষয়ঃ ॥ ১১ ॥ তস্মাদনশনং নৃণাং বৈকুণ্ঠপদদায়কং ।
স্বস্থাবস্থেন দেহেন সাধনং যোকলকণং ॥ ১২ ॥ পুত্রজব্যাদি
সন্ত্যজ্য তীর্থে ব্রজতি যো নরঃ । ব্রহ্মকাত্তা দেবতাস্তস্ত
ভুক্তিপুষ্টিপ্রদায়কঃ ॥ ১৩ ॥ গভীর্ষসমুখো ভূত্বা ত্রাতে জন-

শ্রীভগবান কহিলেন, যে কোন ব্যক্তি অনশন করিয়া প্রাণত্যাগ
করে, সে মামুবা তমুহং স্তজ্য ময়া তুল্যো বিরাজ
করিতে পারে : ৫ । নিরশনক্রত করিয়া বতদিন জীবিত থাকে,
সেই সকল দিনগুলি এক একটি সদক্ষিণ ক্রতুদিবসতুল্য হয় ৬ ।
তীর্থে কিবা গৃহে সন্ন্যাস করিয়া যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, সে
প্রতিদিন পূর্বোক্ত ফলের দ্বিগুণ পুণ্যলাভ করে ৭ । মহারোগ
উপস্থিত হইলেও যদি কেহ অনশনক্রত অবলম্বন করিয়া প্রাণ
বিসর্জন করে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তির পুনর্বার রোগ হয় না
এবং দেবগণের স্তায় স্বর্গে বিহার করিয়া থাকে ৮ । যদি
কোন মনুষ্য আতুর হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করে, তাহাহইলে সেই
ব্যক্তি পুনর্বার সেই রোগগ্রস্ত ও পাতকযুক্ত হইয়া অন্নগ্রহণ
করে ৯ । প্রতিদিন ব্রাহ্মণভোজন করাইবে এবং তিলপাত্র দান,
বধাশক্তি দীপদান ও দেবার্চন এই সকল করিলে মহামহা পাপ-
সকল ভস্মীভূত হয় । যেমন 'হর্ষিগণ মরণান্তে অমরত্ব' পাইয়া
থাকেন, সেইরূপ উক্ত ব্যক্তি মরণের পর মুক্তিভাজন হইতে
পারে ১০—১১ । এই অনশনক্রত মনুষ্যকে বৈকুণ্ঠপদ প্রদান
করে, অতএব সুস্থশরীরে অনশনক্রত করিলে মোকলাত হইয়া
থাকে ১২ । যে ব্যক্তি পুত্র ও ধনাদি পরিভ্রাণ করিয়া তীর্থে

শনে ক্রতে । যো ত্রিয়েদন্তরালেপিঞ্চবীণং মণ্ডলে বসেৎ ॥
 ১৪ ॥ ত্রতং নিরশনং কৃতা স্বগৃহে ত্রিয়েতে যদি । অকুলানি
 পরিত্যজ্য একাকী বিচরেদ্বিবি ॥ ১৫ ॥ অন্নং চৈব তথা
 ত্রয়ং পরিত্যজ্য নরো যদা । পীড়া মৎপাদত্রয়ং স
 ন পুনর্জ্জায়তে ক্রিতে ॥ ১৬ ॥ ত্যক্তাশনস্তীর্থমতং রক্ষন্তি
 কুলদেবতাঃ । যমদূতা বিশেষেণ ন যাম্যাস্তস্মা যাতনাঃ ॥
 ১৭ ॥ তীর্থসেবী সদা যন্ত সর্বকিঞ্চিদ্বিনাশনঃ । ত্রিয়েতে
 • তঞ্চ দহেত স তীর্থকলভাগ্ভবেৎ ॥ ১৮ ॥ তীর্থসেবী সদা
 তীর্থাদন্যত্র ত্রিয়েতে যদি । শুভে দেশে কুলে ধীমান্
 স ভবেদেদবিদ্বিজঃ ॥ ১৯ ॥ কৃতা নিরশনস্ত্যক্তা পুন-
 র্জীবতি যঃ পুমান্ । ত্রাক্ষণান্ স সমাহুয় সর্বস্বঞ্চ পরি-
 ত্যজেৎ ॥ ২০ ॥ চাত্তায়ণঞ্চরেৎ কৃচ্ছ্রমভুক্তাত্তচ তৈ-
 দ্বিষ্টৈঃ । • অনৃত্ত বদেৎ পশ্চাৎ সর্বতো ধর্ম্মমাচরেৎ ॥
 ২১ ॥ তীর্থে গতা তু যঃ কোপি পুনরায়তি বৈ গৃহে ।

অভুক্তাতঃ শুভৈর্কিষ্টৈঃ প্রায়শ্চিত্তমধাচরেৎ ॥ ২২ ॥ দত্তা
 স্তবর্ণদানানি গোমহীগজবাজিনঃ । তীর্থং যদি লভেদৃগন্ত
 যত্নকালে স ভাগ্যভাক্ত ॥ ২৩ ॥ গৃহাৎ প্রচলিতস্তীর্থং
 মরণে সমুপস্থিতে । পদে পদে তু গোদানং হিংসা নো
 বর্ততে যদি ॥ ২৪ ॥ স্বগৃহে যৎ কৃতং পাপিত্তীর্থস্নাতন-
 কিঞ্চিধ্যতি । তত্র দেয়ানি দানানি হৃদয়ানি সদা খগ ॥
 ২৫ ॥ কুরুতে তত্র চেৎ পাপং বজ্রলেপসমং হি তৎ ।
 ক্রিশ্ণেং পাটপর্ণ সন্দেহো যাবচ্চন্দ্রার্কতারকং ॥ ২৬ ॥
 আতুরে সতি দেয়ানি নিষ্কর্মে নরপি মানবৈঃ । গাবস্তিলা
 হিরণ্যঞ্চ সপ্তধান্যং বিশেষতঃ ॥ ২৭ ॥ দানবস্তং নরং
 দৃষ্ট্বা হৃদাঃ সর্পে দিবোকসঃ । ঋষিভিঃ সহ ধর্ম্মেণ চিত্র-
 গুপ্তেন বৈ তথা ॥ ২৮ ॥ স্বতন্ত্রং হি ধনং, যাবত্তাবহিপ্রো
 সমর্পয়েৎ । পরাধীনং মৃতে সর্বং রূপয়া কো হি দাস্যতি ॥
 ২৯ ॥ পিতৃদ্রোশেন যৈঃ পুত্রৈর্ধনং বিপ্রকরেপিতং ।

গমন করে, ব্রাহ্মাদিদেবগণ তাহাকে তুষ্টি পুষ্টিপ্রদান করেন । ১৩।
 যে ব্যক্তি তীর্থবাসী হইয়া অনশনব্রত আচরণ করিয়া প্রাণত্যাগ
 করে, সেই ব্যক্তি সপ্তর্ষিমণ্ডলে বাস করিয়া থাকে । ১৪। যে
 ব্যক্তি অনশনব্রত আচরণ করিয়া স্বগৃহে দেহত্যাগ করে, সেই
 ব্যক্তি আপন কুলপরিভাগ করিয়া একাকী স্বর্গে বিচরণ
 করে । ১৫। যে ব্যক্তি অন্ন ও জল পরিত্যাগ করিয়া মৎপাদাদ্যক
 পনপূরক প্রাণত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি আর কদাচ পৃথিবীতে
 জন্মগ্রহণ করে না । ১৬। অনশনপরায়ণ তীর্থস্থ ব্যক্তিকে কুল-
 দেবতারা ব্রূহা করিয়া থাকেন, আর যমদূতগণ তাহাকে কোনরূপ
 যাতন দিতে পারে না । ১৭। যে মনুষ্য সর্বদা তীর্থসেবা
 করে, তাহার পাপসকল বিনাশ পায় । আর মরণের পর তাহাকে
 দাহ করিলে সে সর্বতীর্থের ফলভাগী হয় । ১৮। সর্বদা তীর্থ-
 সেবী ব্যক্তি যদি অত্র কোন স্থানে প্রাণত্যাগ করে, তাহাহইলে
 সেই ব্যক্তি অদেহে ও সংকুলে বেবিদ্রাক্ষণ হইয়া ভ্রমগ্রহণ
 করে । ১৯। হে তাক্ষণ! অনশনব্রত করিয়াও যদি কেহ
 জীবিত থাকে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মগণকে আহ্বান
 করিয়া সর্বস্ব পরিত্যাগ করিবে এবং সেই সকল ব্রাহ্মগণকে
 • অভুক্তাত হইয়া চাত্তায়ণব্রত আচরণ করিবে, জুর কখনও
 মিথ্যাভাক্ত বলিবে না এবং সর্বদা ধর্ম্মাচরণ করিবে । ২০—২১।

যে ব্যক্তি তীর্থবাস হইয়া পুনর্বার গৃহে আগমন করে, সে
 সপ্তাক্ষণকর্তৃক অভুক্তাত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে । ২২।
 অনন্তর স্তবর্ণ, গো, মহিষ, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি দান করিবে।
 আর যদি সেই ব্যক্তি মরণকালে তীর্থলাভ করে, তাহাহইলে
 তাহাকে মহাভাগ্যবান্ বলিয়া জানিবে । ২৩। মরণ উপস্থিত
 হইলে যদি কেহ গৃহ হইতে প্রচলিত হইয়া তীর্থে গমন করে,
 তাহাহইলে তাহার পদে পদে গোদানের ফল হইয়া থাকে,
 কিন্তু হিংসা না হইলেই উক্তরূপ ফল হইতে পারে । ২৪। যদি
 কেহ স্বগৃহে পাপাচরণ করে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি তীর্থস্নান-
 দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে । হে খগ! তীর্থস্থানে পাপসঞ্চয়
 করিলে সেই পাপ বজ্রলেপবৎ অক্ষয় হয় এবং সেই পাপদ্বারা
 যাবৎ সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকাগণ বিদ্যমান থাকে, তাবৎকাল
 ক্লেশ পাইয়া থাকে । ২৬। কোন ব্যক্তির মারকরোগ উপস্থিত
 হইলে নির্ধন মানবও গো, তিল, হিরণ্য ও সপ্তধান্য প্রদান
 করিবে । ২৭। দানশীল ব্যক্তিকে দর্শন করিলে সকল দেবতা,
 ঋষি, চিত্রগুপ্ত ও ধর্ম্মরাজ ইহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ।
 ২৮। যাবৎ মনুষ্য জীবিত থাকে, তাবৎ তাহার ধনও স্বাধীন
 থাকে, অতএব জীবদ্দশাতেই ব্রাহ্মাদিগকে ধনদান করা
 কর্তব্য; পরন্তু যখন জীবন গমন করে, তখন সেই ধন পরাধীন

আত্মনঃ সাধনশেষস্ত রুতং পুত্রপ্রাপ্তোত্রকৈঃ ॥ ৩০ ॥ পিতৃঃ
শতগুণং পুণ্যং সহস্রং মাতৃকচ্যতে । ভগিন্যৈ শতসাহস্রং
সৌদর্যো দত্তমক্ষয়ং ॥ ৩১ ॥ যদি লোভান্ন গচ্ছন্তি কালে
হাতুরসংজ্ঞকে । মৃত্যুঃ শোচন্তি তে সর্কৈ কদর্যাঃ পাপিন-
স্তথা ॥ ৩২ ॥ অতিক্রেশেন লক্ষ্য প্রকৃত্যা চঞ্চলস্য চ ।
গতিরেকৈব বিত্তস্য দানমন্যা বিপত্তয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ মৃত্যুঃ
শরীরগোপ্তারং বহুরক্ষমক্ষুরা । দুষ্চরিত্রেব হসতি
স্বপতিং পুত্রবৎসলং ॥ ৩৪ ॥ উদারো ধার্মিকঃ সৌম্যঃ
প্রোপ্যাপি বিপুলজনং । ভগবদন্যতে তাক্য আত্মানং
চিত্তমিত্যপি ॥ ৩৫ ॥ ন চৈবোপদ্রবস্তস্য মোহজালম্ চৈব
হি । মৃত্যুকালে ন চ ভয়ং যমদূতসমুদ্ভবং ॥ ৩৬ ॥ সমাঃ
সহস্রাণি চ সপ্ত বৈ জলে দর্শকমগ্নৌ তপনে চ বোড়শ ।

হয়, ঐ সময়ে আর কে কৃপা করিয়া সেই ধন দান করিবে । ২৯।
যে সকল পুত্র পিতার পারিষদিক সুখকামনার বিপ্রকরে ধন-
সমর্পণ করে, সেই সকল পুত্রপ্রাপ্ত আপনার হিংসাধন
করিয়া থাকে । ৩০। পিতার উদ্দেশে দান করিলে শতগুণ,
মাতার উদ্দেশে দান করিলে সহস্রগুণ, ভগিনীর উদ্দেশে দান
করিলে শতসহস্রগুণ এবং ভ্রাতার উদ্দেশে দান করিলে অক্ষয়
কল হইয়া থাকে । ৩১। যদি আতুর ব্যক্তির আসন্ন মৃত্যু
জানিয়া লোভবশঃ দান না করে, তাহা হইলে সেই সকল
কদর্যা পাগিষ্ঠ ব্যক্তির মরণের পর অহুতাপ করিয়া থাকে ।
৩২। ধন অতি ক্রেশে উপার্জিত হয় এবং তাহা কাহারও
নিকট চিরকাল থাকে না, এই ধনের দানই একমাত্র সদ্ধতি,
অন্ত সকলই তাহার বিপত্তি । ৩৩। যখন কোন দুষ্চরিত্র
কামিনীর পতি পুত্রকে লইয়া আমোদ করিতে থাকে, তখন
যেমন তাহার ব্যভিচারিণী “ত্বী তুমি কাহার সন্তান লইয়া
আমোদ করিতেছ” এই বলিয়া মনে মনে হাসিয়া থাকে, এই-
রূপ যিনি আপন শরীরকে চিরকাল রক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা
করেন, তাহাকে যমরাজ আর যিনি বহুপূর্বক ধন রক্ষা করেন,
তাহাকে বহুক্ষুরা উপহাস করেন । ৩৪। বাহার উদারবুদ্ধি,
ধার্মিক ও সৌম্য, তাহার বিপুল ধন পাইলে তাহা ভুগের দ্বারা
ভুঙ্কমান করে । হে তাক্য! তুমিও আপন চিত্তকে সেইরূপ
জানিবে । ৩৫। যে ব্যক্তি উদারবুদ্ধি ও ধার্মিক, তাহার কোন-

মহাহবে বক্তিরনীতিগোত্রহে অনাশকে ভারত চাকরা
গতিঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি ত্রিগাকুড়ে মহাপুরাণে প্রেতকপ্পে
ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

গরুড়-উবাচ । উদকুস্তপ্রদানস্মৈ কথয়স্ব যথাতথং ।
বিধিনা কেন দাতব্যঃ কুস্তান্তে কতি সংখ্যা ॥ ১ ॥ কিং-
লক্ষণাঃ কেন পূর্ণাঃ কস্মৈ দেয়া জনার্দন । কস্মিন্ কালে
প্রদাতব্যঃ প্রেতভৃগুপ্রদায়কাঃ ॥ ২ ॥ ত্রিভগবানুবাচ ।
সত্যস্বাক্ষ্য প্রবক্ষ্যামি উদকুস্তপ্রদানকং । প্রোতোদ্যেশেন
দাতব্যমন্নপানীয়সংযুতং ॥ ৩ ॥ মানুষস্য শরীরে তু অস্থ্যা-
মেব তু সঞ্চয়ঃ । সংখ্যাতঃ সর্কদেহেষু বক্ষ্যামি কশতত্রয়ং ॥
৪ ॥ উদকুস্তেন পুষ্টানি তান্যস্থানি ভবন্তি হি । এতস্মা-
দীয়তে কুস্তঃ প্রীতিঃ প্রেতস্য জায়তে ॥ ৫ ॥ দ্বাদশাহে চ
রূপ উপদ্রব ঘটে না, মোহজাল তাহাকে আক্রমণ করিতে
পারে না এবং মৃত্যুকালে যমদূতের ভয় থাকে না । ৩৬। জন-
মধ্যে মৃত্যু হইলে সপ্তসহস্রবৎসর স্বর্গতি লাভ হয়, অগ্নিতে
মরিলে একাদশসহস্রবৎসর, তপনতাপে মরিলে বোড়শসহস্র-
বৎসর, যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলে ষষ্টিসহস্রবৎসর এবং গোত্রহে
মরিলে অশীতিসহস্রবৎসর স্বর্গলাভ হয়, আর অনুশনে প্রাণ-
ত্যাগ করিলে অক্ষয়গতি হইয়া থাকে । ৩৭।

সপ্তবিংশ অধ্যায়ঃ ।

গরুড় কহিলেন, প্রভো! আমার নিকট জলকুস্তপ্রদান
যথার্থরূপে কীর্তন করুন । কিরূপ বিধানে জলকুস্তপ্রদান
করিতে হইবে এবং কত সংখ্যক কুস্তদান করিবে? ১। কিরূপ
লক্ষণাবিত কুস্ত দান করা বিধেয়, কোন দ্রব্যদ্বারা কুস্ত রূপ
করিয়া দান করিবে? কিরূপ ব্যক্তি এই কুস্তদানের সম্প্রদান
এবং কোন কালেই বা কুস্তপ্রদান করিবে? হে জনার্দন! প্রেতের
ভৃগুজনক কুস্তদান আমাকে উপদেশ করুন । ২। ত্রিভগবান্
কহিলেন, হে তাক্য! যথার্থরূপে জলকুস্তপ্রদান কহিতেছি,
শ্রবণ কর । প্রেতের উদ্দেশে অন্ন ও জলসংযুক্ত কুস্তদান করিতে
হইবে । ৩। মানুষের সর্কশরীরে তিনশত বষ্টিসংখ্যক অস্থিস্থক
আছে । জলকুস্তপ্রদান করিলে ঐ সকল অস্থি পুষ্ট হইয়া
থাকে । এই নির্মিত প্রেতের উদ্দেশে কুস্তদান করিতে হয় ।

যথাসে ত্রিপক্ষে বাধ বৎসরে। উদকুস্তাঃ প্রদাতব্যাঃ
 যার্গে তস্য স্মৃণায় বৈ॥ ৬ ॥ সুলিপ্তে ভূমিভাগে তু পক্বা-
 জলপূরিতাঃ। প্রেতস্য তত্র দাতব্যং ভোজনঞ্চ যদুচ্ছয়া।
 ৭ ॥ স্প্রীতস্তেন দানেন প্রেতো যার্ম্যৈঃ সহ ত্রুজেৎ।
 দ্বাদশাহে বিশেষেণ ঘটান্ দ্বাদশসংখ্যকান্॥ ৮ ॥ একাপি
 বর্ধনী তত্র পক্বাজলপূরিতা। বিষ্ণুযুদ্ধিশ্চ দাতব্য
 সঙ্কল্য ত্রাক্ষণায় বৈ॥ ৯ ॥ একা বৈ ধর্ম্মরাজায় তেন
 দত্তেন মুক্তিভাক্। চিত্রগুপ্তায় চৈকান্ত গতস্তত্র স্মৃণী
 ভবেৎ॥ ১০ ॥ ষোড়শার্ঘ্যঃ প্রদাতব্যা যাবজ্জলপূরিতাঃ।
 উৎক্রান্তিশ্রাদ্ধমারভ্য শ্রাদ্ধে ষোড়শকে ক্রতে॥ ১১ ॥
 ষোড়শত্রাক্ষণ্যশ্চৈব একৈকং বিনিবেদয়েৎ। একা-
 দশাহাৎ প্রভৃতি দেয়ো নিত্যং ঘটাদ্যকঃ॥ ১২ ॥ পক্বা-
 জলসম্পূর্ণং যাবৎ সম্বৎসরান্দিনং। একাঞ্চ বর্ধনীস্তত্র
 বংশপাত্রোপরিস্থিতাং॥ ১৩ ॥ বস্ত্রৈরাচ্ছাদিতাষ্টকৈব

এই কুস্তদানদ্বারা প্রেতের তৃপ্তি হইয়া থাকে ৪—৫। দ্বাদশাহে,
 যথাসে, ত্রিপক্ষে ও বৎসরে পরলোকগমনে প্রেতের সুখের
 নিমিত্ত উদককুস্ত প্রদান করা কর্তব্য। ৬। ভূভাগলপন করিয়া
 তদুপরি জলপূর্ণ পক্বাঙ্গসংযুক্ত কুস্তস্থাপন করিবে। সেই কুস্ত-
 প্রদান করিয়া যদুচ্ছাক্রমে প্রেতের ভোজনপ্রদান করিবে। ৭।
 উক্তরূপে উদককুস্ত দান করিলে প্রেত যমদূতের সহিত পরি-
 তৃপ্ত হইয়া গমন করে। বিশেষতঃ দ্বাদশাহে দ্বাদশসংখ্যক ঘটদান
 করিয়া বিধেয়। ৮। ঐ দ্বাদশাহে পক্বাঙ্গসংযুক্ত ও জলপূরিত একটি
 বর্ধনীদান করিতে হইবে। বিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করিয়া সঙ্কলপূর্বক
 ঐ বর্ধনীদান করা কর্তব্য। ৯। ধর্ম্মরাজের উদ্দেশ্যে একটি
 বর্ধনীদান করিলে প্রেত মুক্তিলাভ করে এবং চিত্রগুপ্তের
 উদ্দেশ্যে একটি দান করিলে প্রেত যমলোকে গমন করিয়া স্মৃণী
 হইতে পারে। ১০। আর প্রেতের উদ্দেশ্যে মাষ জল ও অঙ্গসংযুক্ত
 ষোড়শ অর্ঘ্যপ্রদান করা বিধেয়। উৎক্রান্তিশ্রাদ্ধ আরম্ভ করিয়া
 ষোড়শশ্রাদ্ধ করিলেই উক্ত দান করিবে। ১১। ষোড়শ ত্রাক্ষণকে
 এক একটি অর্ঘ্যপ্রদান করিতে হইবে। একাদশাহ হইতে
 আরম্ভ করিয়া বৎসরপর্যন্ত প্রতিদিন এক একটি ঘটদান করা
 কর্তব্য। ১২। একবৎসরপর্যন্ত পক্বাঙ্গসংযুক্ত, জলপূর্ণ, বংশপাত্রো-
 পরিস্থিত এক একটি বর্ধনী দান করিবে। ঐ বর্ধনী বস্ত্রদ্বারা
 আচ্ছাদিত, সূর্য্যকুস্ত ও জলপূর্ণ করিয়া ত্রাক্ষণকে প্রদান

সংযুক্তাঞ্চ স্মৃণাক্রিতিঃ। ত্রাক্ষণায় বিশেষেণ জলপূর্ণাৎ
 প্রদাণয়েৎ॥ ১৪ ॥ 'অহন্যহনি সঙ্কল্য বিধিপূর্বকং
 ঘটং ধগ। ত্রাক্ষণায় কুলীনায় বেদব্রতযুগ্মায় চ॥ ১৫ ॥
 সংপাত্রায় প্রদাতব্য ন মুখ্যায় কদাচন। সমর্থো বেদ-
 বিত্তাচ্যন্তরগে তারণেপি চ॥ ১৬ ॥

ইতি ত্রিণাকড়ে মুহূর্ণাধিক্যে প্রেতকল্পে
 সপ্তবিংশোঃধ্যায়ঃ।

অষ্টাবিংশোঃধ্যায়ঃ।

তাক্ষ্য-উবাচ। দানতীর্থাশ্রিতং মোক্ষং স্বর্গঞ্চ বদ মে
 প্রভো। কেন মোক্ষমবাশ্রোতি কেন স্বর্গে বসেচ্ছিরং।
 কেনাসৌ চ্যবতে জন্তঃ স্বর্লোকাৎ সপ্তলোকতঃ॥ ১ ॥
 শ্রীভগবানুবাচ। মানুষ্যং ভারতে বর্ষে ত্রয়োদশমু
 জাতিষু। সম্প্রাপ্য ত্রয়তে তীর্থে পুনর্জন্ম ন বিজ্ঞতে॥
 ২ ॥ অযোধ্যা মথুরা মায়া কালী কাকী অবন্তিকা। পুরী
 দ্বারাবতী ক্ষেত্রাঃ সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥ ৩ ॥ সন্ন্যস্ত-
 করিবে। হে ধগ! এইরূপে প্রতিদিন বিধিপূর্বক এক একটি
 বর্ধনী দান করিতে হইবে। বেদব্রতপরায়ণ কুলীন ত্রাক্ষণকে
 ঐ বর্ধনী দান করা কর্তব্য। ১৩—১৫। সংপাত্রকেই উক্ত দান
 করিবে, কদাচ মূর্গকে দান করিবে না। বেদবিদ ত্রাক্ষণই
 তরণ ও তারণে সমর্থ। ১৬।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ঃ।

গরুড় কহিলেন, প্রভো! দান ও তীর্থসেবা দ্বারা যে মোক্ষ
 ও স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন। কিরূপে
 মানুষের মোক্ষলাভ হয় এবং কিরূপেই বা চিরকাল স্বর্গবাস
 হয়, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। আর কি কারণে মানব
 স্বর্গাদি সপ্তলোকহইতে পিচুত হয়, তাহা বর্ণন করুন। ১।
 শ্রীভগবান্ কহিলেন, ভারতবর্ষে ত্রয়োদশ জাতিতে মানুষ্যলাভ
 করিয়া যদি তীর্থেই আগত্যাগ করে, তাহাহইলে তাহার
 পুনর্জন্ম হয় না। ২। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কালী, কাকী,
 অবন্তী আর দ্বারাবতী এই সপ্তপুরীই মুক্তিপ্রদায়িনী।
 এই সপ্তপুরীতে মরিলে মনুষ্যের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ৩।

মিতি যো ক্রাৱৎ প্রাৰ্ঠনঃ কৰ্ণগঠৈঃপি । মৃতো বিষ্ণুপুরং
বাতি পুনর্জন্ম ন বিদ্রুতে ॥ ৪ ॥ সৰুচুচরিতং যেন হরি-
রিত্যকরহয়ং । বন্ধুঃ পরিকরন্তেন মোক্ষায় গমনম্প্রতি ॥
৫ ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।
জলং ভিক্ষা যথা পদ্মং নরকাদুষ্করাম্যহং ॥ ৬ ॥ শাল-
গ্রামশিলা যত্র পাপদোষকরাবহা । তৎসম্মিধানমরণা-
মুক্তিস্তত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥ শালগ্রামশিলা যত্র যত্র
দ্বারাবতী শিলা । উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র মুক্তিস্তত্র ন সং-
শয়ঃ ॥ ৮ ॥ রোপণং পালনং সেকাং নমঃস্পর্শন-
কীৰ্ত্তনং । তুলসী দহতে পাপং নৃণাং জন্মার্জ্জুতং খণ ॥
৯ ॥ জ্ঞানব্রুদে সত্যজলে রাগদ্বেষমলাপহে । যঃ স্নাতো
মানসে তীৰ্থে ন স লিপ্যেত পাতকৈঃ ॥ ১০ ॥ ন কাঠে
বিদ্রুতে দেবো ন শিলায়াং ন মৃৎসু চ । ভাবে হি বসতে
দেবো তস্মাৎ ভাবো হি কারণং ॥ ১১ ॥ প্রাতঃ প্রাতঃ

প্রাণ কৰ্ণগত হইলে বাহারা “আমার সংশাস হউক” এইরূপ
উচ্চারণ করে, তাহারা মরিয়া বিষ্ণুপুরে গমন করে, কদাচতাহা-
দিগের পুনর্জন্ম হয় না । ৪ । যে ব্যক্তি “হরি” এই অক্ষরদ্বয়
একবারমাত্র উচ্চারণ করে, সে মোক্ষলাভে বন্ধপরিকর হয় ।
অর্থাৎ তাহাকে মোক্ষলাভে উদ্যোগী জানিবে । ৫ । যে ব্যক্তি “কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ” এইরূপে প্রতিদিন আমাকে স্মরণ করে, যেক্রপ জল
ভেদ করিয়া পদ্ম উখিত হয়, আমি তাহাকে সেইরূপ নরক হইতে
উদ্ধার করি । ৬ । যে স্থানে শালগ্রামশিলা বিদ্যমান থাকে, সেই
স্থানে পাপদোষ পরিকর হয় । ঐ শালগ্রামশিলাসন্নিধানে মরণ
হইলে তাহার মুক্তি হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই । ৭ । যে স্থানে
শালগ্রামশিলা দ্বারাবতী শিলা বর্তমান থাকে এবং যে স্থানে
উভয় শিলার সঙ্গম আছে, সেই স্থানে মরণ হইলে নিশ্চয় মুক্তি
হইয়া থাকে । ৮ । তুলসীবৃক্ষের রোপণ, পালন, জলসেক, নমস্কার,
স্পর্শন ও নাম কীৰ্ত্তন করিলে সেই তুলসীমানবের পূর্বজন্মার্জিত
পাপ দহ করে । ৯ । যিনি সত্য-জলপূর্ণ, রাগদ্বেষাদিমলবিহীন,
জ্ঞান-ব্রুদময় মানসতীৰ্থে স্নান করেন, কদাচ সেই ব্যক্তি পাপে
লিপ্ত হয় না । ১০ । কাঠে, শিলাতে কিম্বা মৃৎপিণ্ডে দেবতার
অধিষ্ঠান হয় না, কেবল ভাবেই দেবতার অধিষ্ঠান হয়, অতএব
ভাব অর্থাৎ ভক্তিই মুক্তির কারণ জানিবে । কাঠাদিতে
দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিলেই তাহার মুক্তি হইতে পারে । ১১ ।

প্রাণশক্তি নন্দদাং মংস্রাতিনঃ । ন তেষাং শুদ্ধিমায়াতি
চিত্তবত্তিগরীয়সী ॥ ১২ ॥ বাদৃশী চিত্তবত্তিঃ স্রাস্তাদৃক্ষ-
কলং নৃণাং । পরলোকে গতিস্তাদৃক্ প্রতীতিঃ কল-
দায়িকা ॥ ১৩ ॥ গুরুত্বার্থে ব্রাহ্মণার্থে চ স্রীণাং বালবশেষু
চ । প্রাণত্যাগপরো যন্ত স বৈ মোক্ষমবাপুয়াৎ ॥ ১৪ ॥
অনশনে মৃতো যন্ত বিমুক্তঃ সর্ববন্ধনৈঃ । দত্তা দানানি
বিপ্রোভ্যো স বৈ মোক্ষমবাপুয়াৎ ॥ ১৫ ॥ এতে বৈ
মোক্ষমার্গাশ্চ স্বর্গমার্গান্তথৈব চ । গোত্রাহে দেশবিধ্বংসে
দেবতীর্থবিপণ্ডু চ ॥ ১৬ ॥ জীবিতং মরণকৈব উভয়োঃ
শ্রেষ্ঠমুচ্যতে । জীবিতদানভোগাত্যাং মরণং রণ-
তীর্থয়োঃ ॥ ১৭ ॥ উত্তমাধমমধ্যাশ্চ বধ্যমানাশ্চ প্রাণিনঃ ।

মংস্রজীবীরা প্রতি দিন প্রাতঃকালে নন্দদাতারে গমন করিয়া
মংস্রগ্রহণে অবগাহন করে, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের শুদ্ধি
হয় না, কারণ সর্ববিষয়েই চিত্তবৃত্তি গুরুতর । মংস্রজীবী
দীঘবরগণের নন্দাবগাহনে চিত্তবৃত্তি নাই, মংস্রগ্রহণই তাহা-
দিগের উদ্দেশ্য, সুতরাং মংস্রজীবীরা নন্দদাতে প্রাতঃকালে
অবগাহন করে বটে, পরন্তু তাহাতে তাহাদিগের শুদ্ধি হইতে
পারে না । ১২ । বাহার যেক্রপ চিত্তবৃত্তি তাহার সেইরূপ
কর্মফল হয় এবং তাহাদিগের পরলোকে গতিও সেইরূপ হইয়া
থাকে ; যেহেতু প্রতীতিই ফলপ্রদান করে । ১৩ । গুরু, ব্রাহ্মণ,
স্ত্রী ও বালক, ইহাদিগের মৃত্যু উপস্থিত হইলে যদি কেহ
আপন প্রাণ দিয়াও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে, তাহা
হইলে সেই রক্ষা ব্যক্তি মোক্ষপদ লাভ করে । ১৪ । যে মনুষ্য
অনশনে প্রাণত্যাগ করে, সে সর্বপ্রকার সংসারবন্ধন হইতে
মুক্ত হইতে পারে । আর ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ দ্রব্য দান করিলেও
সেই ব্যক্তি মোক্ষপদ পায় । ১৫ । ইতিপূর্বে যে সকল উপায়
কথিত হইল, ইহারাই মোক্ষমার্গ ও স্বর্গমার্গ । বাহারা উক্ত
উপায় অবলম্বন করে, তাহারা মোক্ষপদ অথবা স্বর্গ লাভ করে ।
গোত্রাহে, দেশবিনাশে এবং দেবতা ও তীর্থের বিপণ্ডু উপ-
স্থিত হইলে আপন জীবন পরিত্যাগ করাই উত্তমলোকের
শ্রেষ্ঠ কার্য বলা যায় । দান ও ভোগদ্বারা জীবনের শ্রেষ্ঠতা
জানা যায়, আর রণে ও তীর্থে মরণই শ্রেষ্ঠ জানিবে । ১৬—১৭ ।
বধ্যমান প্রাণিগণ দ্বিবিধ, উত্তম, মধ্যম ও অধম । যাহারা

আত্মানং সম্প্রিত্যজ্য স্বর্গবাসং লভন্তি তে ॥ ১৮ ॥ হরিক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ভৃগুক্ষেত্রে তর্ধৈব চ । প্রভাসে ত্রীকলে চৈব অর্কুদে চ ত্রিপুক্ষে ॥ ১৯ ॥ ভূতেশ্বরে মৃতো যন্ত স্বর্গে বসতি মানবঃ । ত্রাক্ষণে দিবসং যাবন্ততঃ পত্ন্যতি ভূতলে ॥ ২০ ॥ বর্ষরত্নিকং যো দত্ত্বাদব্রাহ্মণে ব্রতসংযুতে । স সর্বং কুলমুচ্ছ্রুত্যা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২১ ॥ কন্যাং বিবাহয়েদযন্ত ব্রাহ্মণে বেদবিত্তম্ । ইন্দ্রলোকে বসেৎ সোশ্ণি অকুলৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ২২ ॥ মহাদানানি দত্ত্বা চ নরস্তংকলমাপুয়াৎ । বাপীকুপতড়াগানামারামসুর-সদ্বনাং ॥ ২৩ ॥ জীর্ণোদ্ধারং প্রকুর্য্যাদঃ পূর্বকর্তুঃ ফলং হি তৎ । তদেব দ্বিগুণং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ কর্ণকণ্ঠাঙ্গুলীবাহুং ভূবৈশিষ্ট্যবর্ণকৈঃ । গ্রহোপ-করণৈর্যুক্তং গৃহং ধেনুসমম্বিতং ॥ ২৫ ॥ শীতবাতাপ-হরমপি যত্র কুটীরকং । কুত্বা বিপ্রায় বিদুষে প্রদদাতি কুটুম্বিনে ॥ ২৬ ॥ তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটিশ্চ সমাঃ স্বর্গে

মহীয়তে । যা জী সর্বণা সংযুক্তা মৃতম্পতিমুত্তরে ॥ সা মৃত্যু স্বর্গমাপ্নোতি বর্ষাণাং পূর্বসংখ্যায়া ॥ ২৭ ॥ পুত্র-পৌত্রাদিকং হিত্বা অপতিং ব্যধিরোহতি । স্বর্গং লভতে তৌ চোভৌ কুলৈস্ত্রিভিঃ সমম্বিতৌ ॥ ২৮ ॥ কুত্বা পাপা-ন্যনেকানি ভর্তৃজ্যোহে মতিঃ সদা । প্রকালয়তি সর্বানি যা স্বং পতিমুত্তরে ॥ ২৯ ॥ মহাপাপসমাচারো ভর্তা চৈদুকৃতী ভবেৎ । তস্মাপ্যমুত্তরা নারী নাশয়েৎ সর্ব-কিন্ধিৎ ॥ ৩০ ॥ গ্রামমাত্রস্ত যচ্চাস্তং নিত্যদানং করোতি যঃ । ছত্রচামরসংযুক্তে স বিমানেধিগচ্ছতি ॥ ৩১ ॥ যৎ কৃতং হি মমুশ্যেণ পাপঞ্চ মরণান্তিকং । তৎ সর্বং নাশ-মায়াদি বর্ষরত্নপ্রদানতঃ ॥ ৩২ ॥ ভূতস্তাবি বর্তমানং পাপং জন্মত্রয়ার্জিতং । প্রকালয়তি তৎসর্বং বিপ্র-কন্যাবিবাহনাং ॥ ৩৩ ॥ দশকুপসমা বাপী দশবাপীসমং সরঃ । দশানাং সরসাং সাম্যং প্রপা তাক্য বিনির্জ্জলে ॥ ৩৪ ॥ প্রপাপি নির্জ্জলে দেশে যদানং নির্জ্জনে দ্বিজৈ ।

আপন ইচ্ছায় জীবন পরিত্যাগ করে, তাহার স্বর্গবাস লাভ করিতে পারে ॥ ১৮ ॥ হরিক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে, ভৃগুক্ষেত্রে, প্রভাসে, ত্রীকলক্ষেত্রে, অর্কুদে, ত্রিপুক্ষে এবং শিবক্ষেত্রে যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে, সেই মানব ব্রাহ্মণ একদিবস স্বর্গলোকে বাস করে । অনন্তর সেই ব্যক্তি ভূতলে পতিত হইয়া থাকে ॥ ১৯-২০ ॥ যে ব্যক্তি ব্রতপরিচালন ব্রাহ্মণকে বর্ষবৃত্তি প্রদান করে, সেই ব্যক্তি সফল কুল উদ্ধার করিয়া স্বর্গলোকে বাস করে ॥ ২১ ॥ যিনি বেদবিদ ব্রাহ্মণকে কৃত্যপ্রদান করেন, তিনি অকুলে পরিবেষ্টিত হইয়া ইন্দ্রলোকে বাস করেন ॥ ২২ ॥ মানবগণ মহাদান করিলে তৎফলং সেই সেই দানের ফল পায় । বাপী, কুপ, তড়াগ, আরাম ও দেবালয় দান করিলে মহাদানের ফল পাইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ জীর্ণোদ্ধার করিলে পূর্বকর্তার ফলের দ্বিগুণ ফল হয় । যদি কেহ জীর্ণদেবালয়াদির সংস্কার করেন, তাহাহইলে প্রথম কর্তার যে ফল হইয়াছিল, তাহার দ্বিগুণ ফল পায় ॥ ২৪ ॥ কর্ণ, কণ্ঠ, অঙ্গুলি ও বাহুতে বিচিত্র ভূষণাদি ভূষিত করিয়া গৃহোপকরণ সামগ্রীযুক্ত ঘর প্রদান করিলে এবং শীতবাতাপ-হর কুটীর নির্মাণ করিয়া কুটুম্বি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে সার্কিকোটিয় বৎসর স্বর্গলোকে বাস করিতে পারে । আর যে সর্বণা শুদ্ধ করিয়া জী পতির অঙ্গগমন করে, সেই নারী সার্ক-

ত্রিকোটি বৎসর স্বর্গভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৫—২৭ ॥ যে জী পুত্রপৌত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া পতির সঙ্গিত চিতাধিরোহণ করে, সেই জী ও পতি এই উভয়ে স্বর্গগমন করিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ সর্বপ্রকার পাপাচরণ করিয়া এবং স্বামীজ্যোহাচরণ করিলেও যদি সেই নারী স্বামীর সহিত চিতারোহণ করে, তাহাহইলে সমস্ত পাপ প্রকালন করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে ॥ ২৯ ॥ যদি স্বামী মহাপাপাচরণে রত ও চক্ষুদ্বিষ্ট হয়, তথাপি ভর্তার অনুগামিনী নারী সেই সকল পাপ বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ যে প্রতিদিন এক এক গ্রাম মধ্যে অন্নপ্রদান করে, সেই ব্যক্তি ছত্রচামরসংযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিতে পারে ॥ ৩১ ॥ মমুশ্য মরণান্ত পাপাচরণ করিয়াও যদি বর্ষবৃত্তি প্রদান করে, তাহাহইলে সেই সকল পাপ বিনাশ করিতে পারে ॥ ৩২ ॥ ব্রাহ্মণকৃত্য বিবাহ করাইলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জন্মত্রয়ার্জিত পাপ বিনাশ পায় ॥ ৩৩ ॥ দশটি কুপদানে যে পুণ্য হয়, একটি পুষ্করিণীদানে সেই পুণ্য হয়, দশটি পুষ্করিণীর তুল্য একটি সরোবর এবং দশটি সরোবর দান করিলে যে পুণ্য-সঞ্চয় হয়, নির্জ্জলদেশে একটি প্রপাদান করিলে সেই পুণ্য হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ নির্জ্জল ব্রাহ্মণকে যদান করিলে বেক্ষণ পুণ্য হয়,

প্রাণিনাং যো দয়াঙ্কতি স ভবেজ্জোকনায়কঃ ॥ ৩৫ ॥ এব-
মাদিত্তিরনৈশ্চ স্কৃতৈঃ স্বর্গভাগ্ভবেৎ । সর্বধর্মফলং
প্রাপ্য প্রতিষ্ঠাং পরমাং লভেৎ ॥ ৩৬ ॥ কল্ককার্য্যং
পরিত্যজ্য সততং ধর্মবান্ ভবেৎ । দানং সত্যন্দরাক্ষেতি
সারমেতজ্জগজ্জয়ে ॥ ৩৭ ॥ দানং সাধু দরিদ্রস্য শূন্যে
লিঙ্গস্য পূজনং । অনাথপ্রোতসংস্কারঃ কোটিযজ্ঞফলং
লভেৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতি ত্রিগাকড়ে মহাপুরাণে প্রোতকম্পে

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

উনত্রিংশোহধ্যায়

গরুড়-উবাচ । স্মৃতকানামিধিং ক্রুহি দয়াং কৃত্বা
মমোপরি । বিবেকায় হি চিত্তস্য মানবানাং হিতায় চ ।
শ্রীভগবানুবাচ । স্মৃতে জন্মানি পক্ষীন্দ্র সপিণ্ডানাং
হি স্মৃতকং । চতুর্নামপি বর্ণানাং সর্বকর্ম্মবিবর্জজনং ॥ ১ ॥
উভয়ত্র দশাহানি কুলস্থাপ্ত বিবর্জয়েৎ । দানং প্রতি-

নির্জলদেশে প্রপাদান করিলেও সেইরূপ পুণ্যসকল হইয়া
থাকে, যে ব্যক্তি প্রাণিগণের প্রতি দয়াপ্রকাশ করে, সেই
ব্যক্তি সকল লোকের অধিনায়ক হইতে পারে । ৩৫ । পূর্বোক্ত
প্রকারে পুণ্য কর্ম্ম করিলে সেই ব্যক্তি স্বর্গভাগী হয় এবং সকল
প্রকার ধর্ম্মের ফলভক্তি করিয়া অস্তে পরমাপ্রতিষ্ঠা পায় । ৩৬ ।
মানবগণ কপটচিত্তের পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মশীল হইবে । যদি
দানকে সূক্ষ্মধর্ম্ম বলিয়া জানেন, তিনি ত্রিজগতে আমোদ
করিতে পারেন । ৩৭ । দরিদ্রকে ধনদান করিলে, নির্জনে
লিঙ্গার্চন করিলে ও অনাথ ব্যক্তির প্রোতসংস্কার করিলে কোটি
যজ্ঞের ফলভক্তি হয় । ৩৮ ।

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন, ভগবন্ ! মনুষ্যের হিতার্থ এবং আমার চিত্তের
বিবেকোৎপত্তির নিমিত্ত আমার প্রতি দয়া করিয়া অশৌচবিধি
বলুন । ১ । শ্রীভগবানু কহিলেন, হে পক্ষিরাজ ! মরণে ও জননে
সপিণ্ডগণের অশৌচ হইয়া থাকে । চারিবার্গেরই এইরূপ অশৌচ
জানিবে ; বিশেষতঃ এই অশৌচমধ্যে দান, প্রতিগ্রহ, হোম,

গ্রহং হোমং স্বাধ্যায়ক নিবর্তয়েৎ ॥ ২ ॥ দেশকালস্থল-
আনং দ্রব্যং দ্রব্যপ্রয়োজনং । উপপত্তিমথাবস্থাং
জাতিশৌচং প্রকম্পয়েৎ ॥ ৩ ॥ স্মৃতে পতৌ বনস্থে চ
দেশান্তরমৃতেষু চ । আনং সচৈলং কর্তব্যং সন্ত্যঃ শৌচং
বিধীয়তে ॥ ৪ ॥ প্রাবগর্তাশ্চ যে জীবা যে চ গর্তাদ্বিনিঃ-
সৃত্যঃ । ন তেষামগ্নিসংস্কারো নাশৌচং নোদকক্রিয়া ॥
৫ ॥ কারবঃ শিল্পিনো বৈজ্ঞা দাসীদসান্তথৈব চ ।
রাজানো রাজভৃত্যশ্চ সন্ত্যঃ শৌচানুকারণঃ ॥ ৬ ॥
সত্ৰতী মন্ত্রপুত্ৰশ্চ আহিতাগ্নিনুপস্থল্য । এতেবাং স্মৃতকং
নাশ্চি যস্য চেষ্টস্থি ত্রাক্ষণাঃ ॥ ৭ ॥ প্রসবেন গৃহস্থানাং
ন কুর্যাৎ সন্ধরং দ্বিজঃ । দশাহাং শুধ্যতে মাতা অবগাহ্য
পিতা শুচিঃ ॥ ৮ ॥ বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু অন্তরা স্মৃত-
স্মৃতকে । পূর্বসকলম্পিতং দ্রব্য ভোজ্যস্তম্নসুত্রবীৎ ॥ ৯ ॥
সর্বেষামেবমশৌচং মাতাপিত্রোস্তু স্মৃতকং । স্মৃতকং
মাতুরেব স্মাদুপম্পৃণ্ড পিতা শুচিঃ ॥ ১০ ॥ অন্তর্দশাহে

স্বাধ্যায় প্রতি সর্বকর্ম্মবর্জন করিবে ২ । দেশ, কাল, স্থায় আত্মা,
দ্রব্য, দ্রব্যপ্রয়োজন, উপপত্তি ও অবস্থা এই সকল জানিয়াই
অশৌচকল্পনা করিবে । ৩ । বনস্থ ও দেশান্তরগত পতির মরণ হইলে
সচৈলমান করিবে । তাহা হইলেই তাহার সেই অশৌচের
নিবৃত্তি হইয়া থাকে । ৪ । অসংপূর্ণাবস্থায় গর্ভ নিঃসৃত হইলে
তাহার অগ্নিসংস্কার, উদকক্রিয়া বা অশৌচগ্রহণ করিবে না ।
৫ । কারকর, শিল্পী, বৈদ্য, দাসী, দাস, রাজা, ভৃত্য, ইহাদিগের
জন্মনমরণে সদ্যঃশৌচ জানিবে । ৬ । সত্ৰপারগণ, মন্ত্রপুত্র,
সাধিক ও রাজা এই সকলের অশৌচ নাই এবং ত্রাক্ষণ ইচ্ছা
করিলে যে কোন ব্যক্তি অশৌচগ্রহণ করিতে পারেন । ৭ ।
জনন্যশৌচে অশৌচসকল গ্রহণ করিবে না । এইরূপ অশৌচে
মাতা দশাহে এবং পিতা নানমাত্র শুদ্ধ হইতে পারে । ৮ । মনু
বলিয়াছেন যে বিবাহ, উৎসব ও যজ্ঞে জনন কিম্বা মরণ-
শৌচ হইলে তাহাতে পূর্বসকলিত দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে না ।
৯ । পুত্রাদিজননে সর্ববর্ণের পিতামাতার অশৌচ হয়, তন্মধ্যে
বিশেষ এই যে, মাতারই কেবল অশৌচ থাকে, পিতা জল-
স্পর্শেই শুদ্ধ হইতে পারেন । ১০ । এক অশৌচের মধ্যেই যদি অন্ত

চেৎ স্যাভাৎ পুনর্মরণজন্মনী। তাবৎ স্যাৎশুচির্বিপ্রো
 যাবতস্য দশাঙ্কিকং ॥ ১১ ॥ ক্ষুধিতে নিয়মাদানং আর্তৈ
 বিপ্রৈ নিবেদয়েৎ। তথৈব ঋষিভিঃ প্রোক্তং যথাকালং
 ন তু্যতি ॥ ১২ ॥ দ্যুৎ পরিবদে দত্তাৎ স্তবর্ণকৃৎ স্বৎ
 দ্বিজঃ। ক্ষত্রিয়ো দ্বিগুণদত্তাদৈশ্চ স্ত্রিগুণদত্তা ॥ ১৩ ॥
 চতুর্গুণত শূদ্রেণ দাতব্যং ব্রাহ্মণে ধনং। এবঞ্চানুক্রমে-
 নৈব চাতুর্কর্ণ্যং বিশদ্যতি ॥ ১৪ ॥ সপ্তাষ্টম্যন্তরে শীর্ণো
 ত্রেতসংস্কারবর্জিতঃ। অহানি স্ততকন্তস্য অদ্যনাং সংখ্যায়া
 স্মৃতাং ॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্মণার্ধে বিপন্নো যেনারীণাং গোত্রহেষ্ণু
 চ। আহবেষু বিপন্নানামেকরাত্রং হি স্মৃতকং ॥ ১৬ ॥
 অনাপপ্রতসংস্কারং যে কুর্নস্তি নরোত্তমাঃ। ন তেষা
 মশুভং কিঞ্চিদ্বিপ্রৈঃ সহকারিণা। জলাবগাহনাভেবাং
 সন্তঃ শুদ্ধিকদাহতা ॥ ১৭ ॥ বিনিবৃত্তা যদা শূদ্রা উদ-
 কাস্তমুপস্থিতাঃ। তদা বিপ্রৈঃ দ্রষ্টব্য ইতি বেদবিদো
 বিদুঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীগকডে মহাপুরাণে প্রেতকম্পে
 একোনত্রিশোঃধ্যায়ঃ ॥

ত্রিশোঃধ্যায়ঃ।

ভার্ক-উবাচ। ভগবন্ ব্রাহ্মণাঃ, কেচিদপমৃত্যুবশ-
 ক্রতাঃ। কথং যন্তে যন্তবেদ্যাঃ কিং স্থানং কা গতির্ভবেৎ ॥
 ১ ॥ কিঞ্চ যুক্তং ভবেত্তেষাং বিধানকপি কৌদৃশং।
 তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি ক্রহি মে মধুহৃদন। প্রেতীভূতে
 দ্বিজাতীনাং সংভূতে মৃত্যু বৈকতে ॥ ২ ॥ শ্রীভগবানু-
 বাচ। তেষাম্যার্গম্বিধিং স্থানং বিবিধং কথয়াম্যহং।
 শৃণু ভার্ক্য পরং গোপ্যং কৃতং দুর্মরণে তু যৎ ॥ ৩ ॥
 লজ্জনৈর্মে মৃত্যু বিপ্রাঃ দংষ্টিভির্ঘাতিতাশ্চ যে। কণ্ঠ-
 গ্রাহিবিলগ্নানাং ক্লীণানাং গুরুঘাতিনাং ॥ ৪ ॥ রুকাগ্নি-
 বিববিপ্রৈস্তো বিশূচ্যা চাক্রঘাতকাঃ। পতনোদ্ধক্লন-
 জলে মৃতানাং শৃণু সংস্থিতিঃ ॥ ৫ ॥ যান্তি তে নরক-

প্রেতসংস্কার করেন, জলাবগাহন করিলেই তাহাদিগের
 শুদ্ধি হয়। ১৭। বেদবিদ্ পণ্ডিতেরা বুলিয়া থাকেন, যখন
 শূদ্রগণ উদকাস্ত উপস্থিত হইয়া নিবৃত্ত হইবে, তখন বিপ্রগণ
 তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিগত করিবে। ১৮।

ত্রিশ অধ্যায়।

জননমরণাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহাহইলে যাবৎ সেই অশৌচের
 দশাহ পূর্ণ না হয়, তাবৎ অশুচি তাহাকে। ১১। ঋষিগণ বুলিয়া
 থাকেন, অশৌচমধ্যে ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ভিক্ষাদান, নিয়মিত
 কার্য্যমুষ্ঠান, আর্ত ব্রাহ্মণকে ধনদান প্রভৃতিতে কোন দোষ হইতে
 পায়েরা। ১২। ব্রাহ্মণ স্তবর্ণ, গো ও বুধ এই সকল পরিবদকে দান
 করিবে এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের দ্বিগুণ আর বৈশ্য তাহার তিনগুণ
 দান করিবে। ১৩। শূদ্র চতুর্গুণ ধন ব্রাহ্মণকে দান করিবে।
 এইরূপ ক্রমানুসারে চতুর্কর্ণই শুদ্ধ হইতে পারে। ১৪। সপ্ত ও
 অষ্টম বর্ষের মধ্যে অসম্পূর্ণ বালকের মরণ হইলে জাতিবর্গের
 বৎসরসমসংখ্যক দিন অশৌচ হইয়া থাকে। ১৫। বাহার
 ব্রাহ্মণের ও নারীর নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছে, বাহার গোগৃহ
 অথবা যুদ্ধে মরিয়াছে, তাহাদিগের মরণে জাতিগণের এক রাত্রি
 অশৌচ থাকে। ১৬। যে সকল মহা অর্নিপ ব্যক্তিদিগের
 প্রেতসংস্কার করে, ব্রাহ্মণ সহকারী থাকিলে তাহাদিগের কোন
 অশুভ সংঘটন হইতে পারে না। বাহার অনাথ ব্যক্তিদিগের

গুরুড় কহিলেন, ভগবন্। যদি কোন ব্রাহ্মণ অপমৃত্যু
 বশীভূত হয়, তাহাহইলে সেই সকল অপমৃত্যুমৃত ব্রাহ্মণদিগের
 কোন মার্গ, কোন স্থান অথবা কি গতি হইবে? ১। আর
 তাহাদিগের কি বিধান যুক্ত? হে মধুহৃদন! আমি সেই
 সমুদায় শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি তৎসমুদায় যথাবৎ কীর্তন
 করুন। আর মরণান্তর প্রেতভাবাপন্ন ব্যক্তির কিরূপ
 গতি হইবে? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। ২। শ্রীভগবান্ কহি-
 লেন, হে ভার্ক্য! অপমৃত্যুমৃত ও প্রেতভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগের
 মার্গ, বিধান ও স্থান বর্ণিতেছি, শ্রবণ কর, ইহা অতি গোপ-
 নীয়। ৩। যে সকল ব্রাহ্মণ লজ্জনমৃত, বাহার দংশক অন্তর্ভুক্ত
 অপঘাতিত, বাহার গলপাশবরা মৃত, বাহার গুরুতর আঘাতে
 ক্লীণ, বাহার ব্যস্ত্র-অগ্নি-বিবাদিভারা আহিত, বাহার বি-
 চিকারোগে মৃত, বাহার আত্মঘাতী, বাহার পতনে, উচ্চকনে
 ও জলে প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগের বৈরূপ অবস্থিতি হয়,
 তাহা শ্রবণ কর ৪-৫। বাহার রেচ্ছেন হস্তে প্রাণত্যাগ

যোরে যে চ স্নেহাদিভিহতাঃ । শৃঙ্গালাদিভিঃ স্পৃষ্টা
অদগ্ধাঃ কৃমিসঙ্কলাঃ ॥ ৬ ॥ উল্লজিতমৃত্যু য়ে চ মহা-
রোগৈশ্চ যে মৃত্যুঃ । লোকেহস্যত্যন্তথা ব্যঙ্গা যে চ পাপেন
যোষিতঃ ॥ ৭ ॥ চাণ্ডালাদুদকং সর্পাছাঙ্গাঙ্গিহ্মা-
ঙ্গপি । দংষ্ট্রীভ্যশ্চ পশুভ্যশ্চ বৃক্ষাদিপতনামৃত্যুঃ ॥ ৮ ॥
উদক্যামৃতকো শূদ্রা রজকাদিবিদূষিতাঃ । তেন পাপেন
নরকান্মুক্তাঃ প্রোতভাগিনঃ ॥ ৯ ॥ ন তেবাং কারয়ে-
দহং সূতকং নোদকক্রিয়া । ন বিধানং মৃত্যুত্বকং ন
কুর্গ্যাদুর্দ্ধদৈহিকং ॥ ১০ ॥ তেষাম্ভ্যং প্রকুর্কীত নার-
য়ণবলিক্রিয়াং । সৰ্বলোকহিতার্থায় শূণ্ণ পাণ্ডুরা-
পহাং ॥ ১১ ॥ যথাসং ব্রাহ্মণে দত্ত্যজ্রিমাংসং কত্রিয়ে
স্মৃতং । সার্কমাসে তু বৈশ্যস্ত সত্ত্বঃ শূদ্রো বিধীয়তে ॥
১২ ॥ গঙ্গায়ামমুনায়াক্ নৈমিষে পুঙ্করেষু চ । তড়াগে
জলপূর্ণে বা হ্রদে বা বিমলে জলে ॥ ১৩ ॥ বাপ্যাং
কূপে গবাং গোষ্ঠে গৃহে বা প্রতিমালয়ে । কৃষ্ণাগ্রে
কারয়েদ্বিষ্টপ্রকীৰ্ণিঃ নারায়ণাক্ষকং ॥ ১৪ ॥ পূর্ণে তু তর্পণং

করে, তাহারা ঘোরতর নরকে গমন করে আর যাহারা কুকুর ও
শৃঙ্গালাদিম্পৃষ্ট, অদগ্ধ ও কীটাদিসংকুল হইয়া মরে, তাহাদিগের
উক্তরূপ গতি হইয়া থাকে । ৬। যাহারা উল্লজনে অথবা মহা-
রোগে মৃত, যাহারা ইহলোকে অসত্যপরায়ণ, ব্যঙ্গ ও জীর পাপে
পতিত এবং যাহারা চণ্ডাল, জল, সর্প, ব্রহ্মণ, বিছাংপাত,
দংষ্ট্রী, পশু ও বৃক্ষাদিপতন হইতে মৃত, যাহারা রজস্রা, অঙ্কুচি,
শূদ্র ও রজকাদিম্পর্শে মৃত, তাহারা সেই সকল পাপে নরক-
ভোগ করিয়া নরকান্তে প্রোতভাগী হইয়া থাকে । ৭—৯।
উক্ত পাপিদিগের শ্রাদ্ধ, অশৌচ গ্রহণ, উদকক্রিয়া প্রভৃতি
ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য করিবে না । ১০। চে তার্কা ! উক্তরূপ
পাপিগণের উদ্ধারার্থে কেবল নারায়ণবলিক্রিয়া করিতে হইবে ।
এইরূপ সৰ্বলোকহিতার্থ পাণ্ডুরাপহা উক্ত নারায়ণবলিক্রিয়া
বলিতেছি শ্রবণ কর । ১১। ব্রাহ্মণে ছয়মাস, কত্রিয়ে তিনমাস,
বৈশ্যে সার্কমাস এবং শূদ্রে সত্য নারায়ণবলিক্রিয়া করিবে । ১২।
গয়াতে বহুমুখী নৈমিষক্ষেত্রে, পুঙ্করতীরে, তড়াগে, জলপূর্ণ হ্রদে,
বিমলজলে, বাপীতে, কূপে, গোষ্ঠে, গৃহে, প্রতিমালয়ে, কৃষ্ণাগ্রে,
বিধিপূর্নক নারায়ণবলিক্রিয়া করিতে হইবে । ১৩—১৪। উক্ত
রূপ স্থানসমূহে নারায়ণবলিব্যাপার সমাপন করিয়া পৌরাণিক

কার্য্য্য মট্ট্বঃ পৌরাণবৈদিতৈঃ । সর্বৌষধিকট্টৈশ্চৈব
বিষ্ণুমুদ্दिष्ट उर्पयेत् ॥ ১৫ ॥ কার্য্য্য পুঙ্কবহুক্ষেত্রে মট্ট্ব-
কী বৈষ্ণবৈরপি । দক্ষিণাভিমুখে ভূত্বা প্রোতং বিষ্ণুমিতি
স্মরেৎ ॥ ১৬ ॥ অনাদিনিধনো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।
অব্যয়ঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রোতযোকপ্রদো তবঃ ॥ ১৭ ॥ তর্পণ-
স্রাবসানে তু বীতরাগো বিমৎসরঃ । জিতেন্দ্রিয়মনা
ভূত্বা শুচিমান্ ধর্ম্মতৎপরঃ ॥ ১৮ ॥ দানধর্ম্মরতশ্চৈব গ্রণম্য
বাগ্ভ্যতঃ শুচিঃ । যজমানো ভবেত্তাক্ষ্য শুচির্সঙ্কুসমন্বিতঃ ॥
১৯ ॥ ভক্ত্যা তত্র প্রকুর্কীত শ্রাদ্ধান্যেকাদশৈব তু । সর্ব-
কর্ম্মবিধানেন এককার্য্য্যসমাহিতঃ ॥ ২০ ॥ তেয়ত্রীহি-
পদানন্দাদ্যাদোদ্যম্যং চ প্রিয়ংস্বান্ । হবিষ্যাম্ভ্যং শুভাং
মুদ্রাং ছত্রোক্ষীষক্ চোলকং ॥ ২১ ॥ দাপয়েৎ সর্বশাস্ত্রানি
কীরকোদ্রসমন্বিতং । বস্ত্রোপানহসংযুক্তং দদ্যাদ্ভিধং
পদং ॥ ২২ ॥ দাপয়েৎ সর্ববিপ্রোভ্যো ন কুর্গ্যং পংক্তি-
বন্ধনং । ভূমৌ স্থিতেষু পিণ্ডেষু গন্ধপুষ্পাক্তান্বিতং ॥
২৩ ॥ দাতব্যং সর্ববিপ্রোভ্যো বেদশাস্ত্রপ্রমাণতঃ । শঙ্খ

ও বৈদিকমন্ত্রে তর্পণ করিবে । সর্বৌষধিমিশ্রিত জলে বিষ্ণুকে
উদ্দেশ্য করিয়া তর্পণ করা বিধেয় । ১৫। অনন্তর পুঙ্কবহুক্ষেত্রে
অথবা অত্র বৈষ্ণবমন্ত্রে প্রোতের উদ্দেশ্যে দক্ষিণাভিমুখে তর্পণ
করিয়া বিষ্ণু নাম স্মরণ করিবে । ১৬। হে দেব ! আপনার
আদি ও অন্ত নাই, আপনি শঙ্খচক্রগদাদারী, অব্যয়, পুণ্ডরীকাক্ষ,
এইরূপ এই প্রোতের মুক্তিপ্রদান করুন । এইরূপে বিষ্ণু নাম
স্মরণ করিবে । ১৭। তর্পণক্রিয়ার অবসানে বীতরাগ, মাৎ-
সর্য্যবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, শুদ্ধচিত্ত, ধর্ম্মপরায়ণ ও দানধর্ম্মতৎপর
হইয়া গ্রাণসংযমপূর্নক সংযতবাক্য, শুচি, যজ্ঞমণী ও বহুগুণে
পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিবে । ১৮—১৯। তৎপর ভক্তিপূর্নক একা-
দশশ্রাদ্ধ করিতে হইবে এবং সর্বকার্য্যবিধানই এককার্য্য্য সমা-
হিত হইবে । ২০। অনন্তর জল, যবাদিত্রীহি, শয্যাাদিপদ, গোধূম,
প্রিয়ঙ্গু ইত্যাদি নানাদিধ শস্ত্রপ্রদান করিবে এবং হবিষ্যাম্ভ্যং, ধন,
ছত্র, উক্ষীণ, বস্ত্র ও সর্বপ্রকার শস্ত্রদান করিয়া স্বতঃ ও মধুসম-
ন্বিত বিবিধ ভক্ষ্যাদি প্রদান করিতে হইবে । অনন্তর বস্ত্রযুগল ও
উপানহযুক্ত, অষ্টবিধপদ দান করিবে । ২১—২২। সকল ব্রাহ্মণকেই
দান করিতে হইবে, কিন্তু পংক্তিবন্ধন করিবে না ; বস্ত্রপঙ্ক

পাত্রেথবা তাত্রে তর্পণক পৃথক্ পৃথক্ ॥২৪॥ বাতাধারেণ
সংযুক্তো জাতুভ্যাংবনীকৃতঃ। স চাদৌ দাপ্যেদর্ঘ্যং
একোদ্বিকৃতং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৫ ॥ আপো দেবী মধুমতী
আদিপিণ্ডে প্রকম্পিতা। উপযামগৃহীতোসি দ্বিতীয়ে চ
নিবেদয়েৎ ॥ ২৬ ॥ যেনাপাবকবামংক তৃতীয়ে পিণ্ড-
কম্পনা। যে দেবাঃ সঃ চতুর্থে তুং সমুদ্রং গচ্ছ পঞ্চমে ॥২৭॥
অগ্নিজ্যোতিস্তথা ষষ্ঠে হিরণ্যগর্ভশ্চ সপ্তমো যমায় ত্রাষ্টমে
জ্যেষ্ঠং যজ্ঞাগ্রং নবমে তথা ॥ ২৮ ॥ দশমে গাঃ কলিনীতি
পিণ্ডে চৈকাদশে ততঃ। তদ্রং কর্ণেভিরিতি চ কুর্যাৎ
পিণ্ডবিসর্জনং ॥ ২৯ ॥ ঋত্বৈকাদশদৈবত্যং শ্রাদ্ধং কুর্যাৎ
পরেহহনি। বিপ্রানাবাহয়েৎ পশ্চাদর্ঘ্যং দজ্জাদ্বিশারদঃ ॥
৩০ ॥ বিদ্যাশীলগুণোপেতান্ স্বকীয়ানুকুলোত্তমান্।
অব্যাক্ষাশ্চ প্রশস্তাশ্চ ন হব্যর্জ্জান্ কদাচন ॥ ৩১ ॥ বিষ্ণুঃ
স্বর্ণময়ঃ কার্গ্যো কদ্রস্তাত্রময়স্তথা। ত্রাক্ষা রোপ্যময়স্তত্র

যমো লোহময়ো ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ সীমকন্ত ভবেৎ প্রোতে
অথবা দর্ভকন্তথা। যমায় ত্বেতি মন্ত্রেণ, সহিতং সাম-
বেদিনং ॥ ৩৩ ॥ অগ্নি আরাহি মন্ত্রেণ গোবিন্দং পশ্চিমে
ন্যাসেৎ। অগ্নিমীলেন্তি মন্ত্রেণ পূর্বোন্মৈব প্রজ্ঞাপতিং ॥
৩৪ ॥ ইষে ত্বা ইতি মন্ত্রেণ দক্ষিণে স্থাপয়েদ্ব্যমং। মধ্যে চ
মণ্ডলং কৃৎবা স্থাপ্যো দর্ভময়ো নরঃ ॥ ৩৫ ॥ ত্রাক্ষা বিষ্ণুস্তথা
কদ্রো যমঃ প্রোতস্ত পঞ্চমঃ। পৃথক্ কুন্তে ততঃ স্থাপ্যং পঞ্চ-
রত্নসমম্বিতে ॥ ৩৬ ॥ বস্ত্রযজ্ঞোপবীতানি পৃথক্ মুদ্রা-
যুতানি চ। জপং কুর্যাৎ পৃথক্ তত্র ত্রাক্ষাদৌ দেবতাসু চ ॥
৩৭ ॥ পঞ্চশ্রাদ্ধানি কুরীত দেবতানাং যথাবিধি। জল-
ধারাং ততঃ কুর্যাৎ পিণ্ডে পিণ্ডে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৮ ॥
শস্ত্রে বা তাত্রপাত্রে বা অলাভে যুগ্ময়েপি বা। তিলো-
দকং সমাদায় সর্কৌষধিসমম্বিতং ॥ ৩৯ ॥ আসনোপানহৌ
ছত্রং মুদ্রিকা চ কণ্ডলুঃ। ভাজনং ভোজ্যাদান্যঞ্চ বস্ত্রা-
ণ্যষ্টবিধং পদং ॥৪০॥ তাত্রপাত্রং তিলৈঃ পূর্ণং সহিরণ্যং

ভূমিতে রাখিয়া গন্ধপুষ্পাবিত করিয়া দান করা বিধেয়। ২৩।
পরে বেদশাস্ত্র প্রমাণানুসারে সকল ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে।
অনন্তর শাস্ত্রপাত্রে অথবা তাত্রপাত্রে পৃথক্ পৃথক্ তর্পণ করিবে।
২৪। পরে জাতুধারা ভূমিতে সঙ্গত হইয়া আদিতে অর্ঘ্যপ্রদান-
পূর্বক পৃথক্ পৃথক্ একোদ্বিকৃত করিতে হইবে। ২৫। প্রথমপিণ্ডে
আপোদেবী ইত্যাদি ও মধুমতী ইত্যাদি মন্ত্র এবং উপযাম
ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বিতীয় পিণ্ড নিবেদন করিতে হইবে। ২৬। তৃতীয়-
পিণ্ডে যেনাপাবকবামংক ইত্যাদি মন্ত্র কল্পনা করিয়া চতুর্থপিণ্ডে
যে দেবাঃ স ইত্যাদি এবং পঞ্চমপিণ্ডে সমুদ্রং গচ্ছ ইত্যাদি মন্ত্র
প্রয়োগ করিতে হইবে। ২৭। ষষ্ঠপিণ্ডে অগ্নিজ্যোতি ইত্যাদি মন্ত্র,
সপ্তমপিণ্ডে হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি মন্ত্র, অষ্টমপিণ্ডে যমায় ইত্যাদি
মন্ত্র, নবমপিণ্ডে যজ্ঞাগ্রং ইত্যাদি মন্ত্র, দশমপিণ্ডে গাঃ কলিনী
ইত্যাদি মন্ত্র, একাদশপিণ্ডে তদ্রং কর্ণেভিঃ ইত্যাদি মন্ত্র প্রয়োগ
করিবে। উক্ত মন্ত্রসকল উক্তপ্রাপূর্বক পিণ্ডপ্রদান করিয়া
পিণ্ডবিসর্জন করিতে হইবে। ২৮—২৯। অনন্তর পরদিনে
একাদশদৈবতশ্রাদ্ধ করিবে। এই শ্রাদ্ধে বিপ্রাষ্টীহন করিয়া
পরে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। ৩০। শ্রাদ্ধকার্য্যে বিদ্যাশীল, গুণো-
পেত, সুকুলপ্রতিষ্ঠিত, অব্যাক্ষ, প্রশস্ত উত্তমব্রাহ্মণদিগকে আবা-
হন করা বিধেয়; কিন্তু বর্জ্জনীয় ব্রাহ্মণ কদাচি আবাহন করিবে

না। ৩১। শ্রাদ্ধকার্য্যে স্বর্ণময় বিষ্ণু, তাত্রময় রত্ন, রত্নতময় ত্রাক্ষা,
লোহময় যম সীমকময় অথবা দর্ভময় প্রোতমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া
যমায় ত্বা ইত্যাদি মন্ত্রে সকল মূর্ত্তি সমবেত করিবে। ৩২—৩৩।
অনন্তর অগ্নিআরাহি ইত্যাদি মন্ত্রে পশ্চিমদিকে গোবিন্দমূর্ত্তি
বিস্তার করিবে। অগ্নিমীলে ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্বদিকে ত্রাক্ষার
মূর্ত্তিবিন্যাস করিতে হইবে। ৩৪। ইষে ত্বা ইত্যাদি মন্ত্রে
দক্ষিণদিকে যমের মূর্ত্তিস্থাপন করিয়া মধ্যস্থলে মণ্ডল করিয়া তদু-
পরি দর্ভময় প্রোতমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। ৩৫। ত্রাক্ষ্য, বিষ্ণু, কদ্র,
যম ও প্রোত এই পঞ্চমূর্ত্তি পঞ্চরত্নময় পৃথক্ পৃথক্ কুন্তে স্থাপন
করিতে হইবে। ৩৬। অনন্তর ঐ প্রতিমূর্ত্তিসকলকে পৃথক্ পৃথক্
বস্ত্রযজ্ঞোপবীতসংযুক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ মুদ্রাপ্রদর্শনপূর্বক
পৃথক্ রূপে কদ্রাদিদেবতার মন্ত্র জপ করিবে। ৩৭। অনন্তর
যথাবিধি পঞ্চদেবতার পঞ্চশ্রাদ্ধ করিয়া প্রতিপিণ্ডে পৃথক্ পৃথক্
জলধারা দিতে হইবে। ৩৮। শাস্ত্রপাত্রে অথবা তাত্রপাত্রে
অলাভে যুগ্ময়পাত্রে সর্কৌষধিসমম্বিত তিলোদকগ্রহণ করিয়া
পিণ্ডোপরি জলধারা দিতে হইবে। ৩৯। অনন্তর আসন, উপা-
নহর, ছত্র, মুদ্রিকা, কণ্ডলু, ভাজন, ভোজ্যাদা, বস্ত্র ও
অষ্টবিধপদ এই সকল দান করিবে। ৪০। যংগেশ্বর! তিলপূর্ণ

সদক্ষিণং । দত্তাঙ্গাঙ্গমুখ্যায় বিধিযুক্তং খণ্ডেশ্বর ॥ ৪১ ॥
 ঋগ্বেদপাঠকে দত্তাঙ্গাতশশ্রবশ্রুতঃ । যজুর্বেদময়ে
 বিপ্রো গাঞ্চ দত্তাং পুয়স্বিনীং ॥ ৪২ ॥ সমগায় শিবো-
 দ্দেশে প্রদত্তাঙ্গস্ত্রয়োতকং । যমোদ্দেশে তিলান্ লোহং
 ততো দত্তাচ্চ দক্ষিণাং ॥ ৪৩ ॥ পশ্চাৎ পুত্তলকঃ কার্গাঃ
 সর্কৌষধিসমম্বিতঃ । পলাশস্তা চ রস্তানাং ভাগং কৃত্বা
 চ কাশ্যপ ॥ ৪৪ ॥ কৃষ্ণাজিনং সমাস্তীর্ণ্য কুশৈশ্চ পুৰণা-
 ক্রুতিং । শতত্রয়যুক্তিযুতৈঃ প্রোক্তোহসিঞ্চয়ঃ ॥ ৪৫ ॥
 বিন্যস্য তানি বয়ীয়াং কুশৈরঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ । চত্বা-
 রিংশচ্ছিরোভাগে গ্রীবায়াঞ্চ দশ ন্যাসেৎ ॥ ৪৬ ॥ বিংশত্যা-
 রস্থলে দেয়ং বিংশতিজ্জঠরে তথা । বাহুদ্বয়ে শতং
 দত্তাং কটিদেশে চ বিংশতিঃ ॥ ৪৭ ॥ উরুদ্বয়ে শতকাপি
 ত্রিংশদ্বা জজ্বরোদ্রয়োঃ । দত্তাচ্চতুস্তয়ং শিশ্বে বড্ দত্তা-
 দ্বয়দ্বয়ে । দশ পাদাঙ্গুলীভাগে এবমস্থীনি বিন্যসেৎ ॥
 ৪৮ ॥ নারিকেলং শিরস্থানে তারং দত্তাচ্চ তালুকে ।
 পাঞ্চরত্নং মুখে দদ্যাঙ্গিহ্মায়াং কদলীকলং ॥ ৪৯ ॥ অন্তেষু

ভাত্রপদে হিরণ্য ও দক্ষিণাসহিত বিদিপূর্বক মুখ্য ব্রাহ্মণকে
 দান করিবে । ৪১ । ঋগ্বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে শতপূর্ণা
 ভূমি এবং যজুর্বেদাধ্যায়ী বিপ্রকে পরশ্বিনী গাভী প্রদান
 করিতে হইবে । ৪২ । শিবের উদ্দেশে সামবেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে
 স্ত্রীযোত বস্ত্র এবং যমের উদ্দেশে দক্ষিণাসহিত তিল ও
 লোহ প্রদান করিবে । ৪৩ । পরে সেই পুত্তলকে সর্কৌষধি-
 সম্বিত করিয়া পলাশপত্রসকল ভাগকরতঃ পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন
 করিতে হইবে । ৪৪ । অনন্তর কৃষ্ণাজিন আন্তরণ করিয়া তহ-
 পি কুশময় পুৰুষ স্থাপনপূর্বক তিনশত ষষ্টিংখ্যক কুশাবরা
 তাহার অস্থিসঞ্চয় করিতে হইবে । অনন্তর সেই সকল কুশ
 পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গে বিন্যাস করিয়া বন্ধন করিবে । তাহার ক্রম
 এই—মস্তকে চত্বারিংশৎ, গ্রীবাতে দশ, বক্ষঃস্থলে বিংশতি,
 জঠরে বিংশতি, বাহুদ্বয়ে শত, কটিদেশে বিংশতি, উরুদ্বয়ে শত,
 জজ্বরোদ্রে ত্রিংশৎ, শিশ্বে চারি, বুধদ্বয়ে দুই, পদের অঙ্গুলীতে
 দশ কুশবিন্যাস করিবে । এইরূপে মস্তকবিন্যাস করিয়া অস্থিসঞ্চয়
 করিতে হইবে । ৪৫—৪৮ । অনন্তর মস্তকস্থানে নারিকেল,
 তালুদেশে রজত, মুখে পাঞ্চরত্ন, জিহ্বাতে কদলীকল, অস্ত্রস্থানে
 বালুকা, ভ্রুণে কুন্তুম, বসাহস্থানে মৃত্তিকা, মূত্রস্থানে গোমূত্র,

বালুকাং দদ্যাৎস্রলীকং ভ্রুণে চৈব হি । বসাহস্থানে মৃত্তিকাং
 দদ্যাদ্যোমূত্রং মূত্রকে তথা ॥ ৫০ ॥ গন্ধকং ধাতবে দেয়ং
 হরিতালং মনঃশিলাং । যবপিষ্টং তথা মাংসে মধু শোণিতে
 চৈব হি ॥ ৫১ ॥ কেশেষু চ জটাজূটং ত্ত্যারাক্ষ মৃগচূচং ।
 পারদং রেতসঃ স্থানে পুরীষে পিত্তলং তথা ॥ ৫২ ॥ মনঃ-
 শিলাং তথা গাত্রে তিলকল্কঞ্চ সন্ধিষু । কর্ণয়োস্তাড-
 পত্রঞ্চ স্তনয়োশ্চৈব গুঞ্জকৌ ॥ ৫৩ ॥ নাসায়াং শতপত্রঞ্চ
 কমলং নাভিমণ্ডলে । রস্তাকং রবণে দদ্যাঙ্গিহ্মে স্রাদ্-
 গুঞ্জনং শুভং ॥ ৫৪ ॥ স্রুতং নাত্যাং প্রদেয়ং স্রাদ্ কোপীনে
 চ ত্রপু স্রুতং । দৌ ত্রকং স্তনয়োর্মুন্ধি কুঙ্কমেন বিলে-
 পনং ॥ ৫৫ ॥ কপূরাকুণ্ডলৈশ্চ শুভৈর্ম্মাল্যৈঃ স্রুগন্ধিভিঃ ।
 পরিধানে পটুহুত্রং হৃদয়ে স্বর্ণকঙ্কং ন্যাসেৎ ॥ ৫৬ ॥ ঋজি-
 রজ্জিভূজৌ দৌ চ নেত্রয়োশ্চ কপর্দিকাং । সিন্দূরং
 নেত্রকোণেষু তাম্বুলান্নাপহারকৈঃ ॥ ৫৭ ॥ সর্কৌষধিযুতং
 প্রেতং পূজাং কৃত্বা যথোদিতাং । সাগ্নিকৈশ্চাপি বিধিনা

ধাতুস্থানে গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিলা, মাংসস্থানে যবপিষ্ট
 এবং শোণিতস্থানে মধু দিতে হইবে । ৪৯—৫১ । পরে কেশ-
 স্থানে জটাজূট, চর্ম্মস্থানে মৃগচূর্ণ, রেতস্থানে পারদ, পুরীষস্থানে
 পিত্তল, সর্কগাত্রে মনঃশিলা, অঙ্গসন্ধিতে তিলপিষ্ট, কর্ণদ্বয়ে
 তাড়পত্র, স্তনদ্বয়ে দুইটি গুঞ্জাকল, নাসিকাতে শতদলপদ্ম,
 নাভিমণ্ডলে কমল, বুধদ্বয়ে বস্ত্রাকদম্ব এবং লিঙ্গেতে গুঞ্জন
 দিবে । ৫২—৫৩ । অনন্তর নাভিতে স্রুতলেপন করিয়া কোপীনে
 সীসপ্রদান করিতে হইবে । স্তনদ্বয়ের মস্তকে দুইটি মুক্তা
 সংযোজিত করিয়া কুঙ্কমদ্বারা লেপন করিবে । ৫৫ । পরে
 কপূর, অণ্ডক, ধূপ, মালা ও স্রুগন্ধি দ্রব্যাদি বিতুষিত করিয়া
 পরিধানে পটুহুত্র এবং হৃদয়ে স্বর্ণবিজ্ঞান করিবে এবং ভূজদ্বয়ে
 ঋজি বৃদ্ধিবিজ্ঞান করিয়া নেত্রদ্বয়ে কপর্দকপ্রদান করিতে হইবে ।
 পরে নেত্রকোণে সিন্দূরপ্রদান করিয়া তাম্বুলাদি বিবিধ উপ-
 হারে অলঙ্কৃত করিবে । ৫৬—৫৭ । ঐ প্রেতমূর্ত্তিকে সর্কৌষধি-
 সম্বিত করিয়া যথোক্তবিধানে পূজা করিবে । সাগ্নিকেরা
 সেই প্রেতের সঙ্গে যজ্ঞপাত্র সকল প্রদান করিবে । ৫৮ । পরে
 শ্রোত্রোদেবী পূম্বম্ মে হৈতাদি মন্ত্রে এবং ইমন্ত্রে বরণ ইত্যাদি
 মন্ত্রে শালগ্রামশিলাপ্রক্ষালিত জলদ্বারা সেই প্রেতকে অভিষিক্ত

যজ্ঞপাত্রাণি বিন্যসেৎ ॥ ৫৮ ॥ শম্বেদেবী পুনস্ত মে ইমং
মে বকণেতি চ। প্রেতস্ত্য পাবনং কৃত্বা শালগ্রাম-
শিলোদকৈঃ ॥ ৫৯ ॥ বিষ্ণুযুদ্ধিশ্চ দাতব্যং স্মৃণীলা গোঃ
পরশ্বিনী। মহাদানানি দেয়ানি তিলপাত্রং শুধৈব
চ ॥ ৬০ ॥ ততো বৈতরণী দেয়া সর্বাভরণভূষিতা।
কর্তব্যং বৈষ্ণবং শ্রাদ্ধং প্রেতমুক্ত্যর্থমাত্মনা ॥ ৬১ ॥
প্রেতমোক্ষন্ততঃ কুর্যাদ্ধারং বিষ্ণুং প্রকম্পয়েৎ। ত্বং
বিষ্ণুরিতি সংস্মৃতা প্রেতস্ত্বং মৃতমেব চ ॥ ৬২ ॥ অগ্নি-
দাহস্ততঃ কুর্য্যৎ স্মৃতকস্ত দিনত্রয়ং। দশাহকৃতপিণ্ডাশ্চ
কর্তব্যা বিধিপূর্বকৈঃ। সর্বং ধর্ষাবধিৎ কুর্য্যাদেবং
প্রেতঃ সমুক্তিতাকু ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীগাণ্ডে মহাপুরাণে প্রেতকপ্পে
ত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ॥

একত্রিংশোঃধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ। যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি
মাত্রং। এবং পূর্নকৃতং কৰ্ম কৰ্ত্তারমণুগচ্ছতি ॥ ১ ॥
আদিত্যো বকণো বিষ্ণুত্র্যক্ষা সোমো হতাশনঃ। শূল-

করিয়া পবিত্র করিবে। ৫৯। অনন্তর বিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করিয়া
স্মৃণীলা পরশ্বিনী গো, অথবা মহাদান ও তিলপাত্র প্রদান
করিতে হইবে। ৬০। তৎপরে সর্বাভরণভূষিতা বৈতরণী গো-
দান করিয়া প্রেতের মুক্তির নিমিত্ত বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ করিতে
হইবে। ৬১। অনন্তর প্রেতকে মোচন করিয়া সেই প্রেত-
মুক্তিকে বিষ্ণুরূপে কল্পনা করিবে এবং ভূমিই বিষ্ণু এইরূপ স্মরণ
করিয়া সেই মৃত্তিকে মৃতজ্ঞানে অগ্নিতে দাহ করিবে। এইরূপে
দাহাদি করিয়া ঐরাব অশোচপালন করিতে হইবে। এই
ত্রিবিধমধ্যেই দশাহকর্তব্য প্রদানাদি করিতে হইবে। এই-
রূপে বার্ষিকবিধি অর্থাৎ মাসিক সপ্তাহীকরণাদি শ্রাদ্ধ করিলে
সেই প্রেত মুক্ত হইয়া থাকে। ৬২—৬৩।

একত্রিংশ অধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, যেমন সহস্র ধেনু মধ্যে বৎসগণ স্ব-
মাতাকে চিনিয়া লয়, সেইরূপ পূর্বজন্মকৃত শুভাশুভ কৰ্মকর্তার

পাণিষ্ট ভগবানভিনন্দতি ভূমিদং ॥ ২ ॥ নাস্তি ভূমি-
সমং দানং নাস্তি ভূমিসমো নিধিঃ। নাস্তি সত্যসমো
ধর্মো নানুতাং পাতকং পরং ॥ ৩ ॥ অগ্নেরূপতাং প্রথমং
হিরণ্যং ভূকৈর্যবী সূর্যাসুতাশ্চ গাবঃ। লোকত্রয়ন্তেন
ভবেৎ প্রদত্তং যঃ কাকনকাক মহীং প্রদিত্বাৎ ॥ ৪ ॥
ত্রীণ্যহরতি দানানি গাবঃ পৃথ্বী সরস্বতী। নরকাদুজ্জর-
ন্তোতে জয়বাপনদোহনাৎ ॥ ৫ ॥ কৃত্বা বহুনি পাপানি
রৌজাশি বিপুলান্যপি। অপি গোদানমাত্রেন ভূমি-
দানেন শুধ্যতি ॥ ৬ ॥ অকর্তব্যম্ কর্তব্যং প্রাটনঃ কঠ-
গঠরপি। কর্তব্যমেব কর্তব্যমিতি বেদবিদো বিদুঃ ॥ ৭ ॥
অধর্ম প্রবর্তনে বৈ পাপং গোসহস্রবধূনাং। রুতি-
চ্ছেদপি তথা রুতিকরণে লক্ষধেনুকলং ॥ ৮ ॥ বরমেকাপি
সা দত্তা নতু দত্তস্ববাং শতং। একাং ছত্ৰা শতন্দত্ত্বা ন
তেন সমতা ভবেৎ ॥ ৯ ॥ স্বয়মেব তু যো দত্তাৎ স্বয়মেব

অহুগমন করে। ১। যিনি জীবদবস্তায় ভূমিপ্রদান করেন,
মরণের পর আদিভা, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, সোম, হতাশন ও
ভগবান শূলপাণি ইহারা তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া থাকেন।
২। ভূমিদানের তুল্য দান আর নাই, ভূমির তুল্য নিধি নাই,
সত্যতুল্য ধর্ম নাই এবং মিথ্যা চইতে পাপ আর নাই। ৩।
অগ্নির প্রথম অপত্য স্বর্গ, বিষ্ণুর অপত্য পৃথিবী এবং সূর্যের
অপত্য গো; অতএব যে ব্যক্তি স্বর্গ, গো ও পৃথিবী দান
করে, সেই ব্যক্তির লোকত্রয়প্রদানেব ফললাভ হয়। ৪। গো,
পৃথিবী ও সরস্বতী এই ত্রিবিধ দান আহরণ করিবে, ইহারাই
জর, বাপন ও দোহনহেতু দাতাকে নরক চইতে উদ্ধার করিয়া
থাকে। ৫। যদি কোন ব্যক্তি বহুবিধ পাপাচরণ কিম্বা বিপুল
ক্রুরকর্ম করে, গোদান ও ভূমিদান কবিলে তৎক্ষণাৎ সেই
ব্যক্তি শুদ্ধ হইতে পারে। ৬। প্রাণান্তেও অকর্তব্য কৰ্ম করিবে
না, বেদবিদ পণ্ডিতেরা বলেন, সর্বদা কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান
করাই কর্তব্য। ৭। অধর্মজনক কার্যের প্রবর্তনে সহস্র
গোবধজনিত পাপতুল্য পাপ হয়। আর কোন ব্যক্তির রুতি-
চ্ছেদ করিলেও উক্তরূপ পাপ জন্মে, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে রুতি-
নির্ধারণ করিলেও উক্তরূপ পাপ জন্মে, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে রুতি-
নির্ধারণ করিলেও উক্তরূপ পাপ জন্মে, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে রুতি-
নির্ধারণ করিলেও উক্তরূপ পাপ জন্মে, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে রুতি-

তথা হরেৎ । স পাপী নরকং যতি বাবদাত্তসংপ্রবং ॥
 ১০ ॥ ন চাশ্বমেধেন তথা পুতঃ স্রাক্ষকিণীবতা । অরুতি-
 কশিতে দীনে ব্রাহ্মণে রক্ষিতে যথা ॥ ১১ ॥ ন তদ্রুতি
 বেদেষু যজ্ঞেষু বহুদক্ষিণে । যৎ পুণ্যদুর্কলে বিপ্রৈঃ ব্রাহ্মণে
 পরিরক্ষিতে ॥ ১২ ॥ ব্রাহ্মস্বরসপুষ্টানি বাহনানি বলানি
 চ । যুদ্ধকালে বিশীর্ণ্যস্তি সিনত্যা সেতবো যথা ॥ ১৩ ॥
 স্বদত্তান্ধারদত্তান্বা যো হরেত বস্তুকরাং । যক্তিবর্ষসহস্রাণি
 বিষ্ঠারাজ্যতে ক্রমিঃ ॥ ১৪ ॥ ব্রাহ্মস্বং প্রণয়দভুক্তং
 দহত্যা সপ্তমং কুলং । তদেব চৌর্যক্রপেণ দহত্যা চন্দ্র-
 তারকং ॥ ১৫ ॥ লোহচূর্ণাশ্চূর্ণঞ্চ বিবঞ্চ জরয়েদ্বধুঃ ।
 ব্রাহ্মস্বং ত্রিষু লোকেষু কঃ পুমান্ জরয়িষ্যতি ॥ ১৬ ॥
 দেবদ্রব্যবিনাশেন ব্রাহ্মস্বহরণেন চ । কুলান্যকুলতাং
 যান্তি ব্রাহ্মণাভিক্রমেণ চ ॥ ১৭ ॥ ব্রাহ্মণাভিক্রমো
 নাস্তি বিপ্রৈঃ বিত্ৰাবিবর্জিতে । জ্বলন্তমগ্নিষু সৃজ্য
 ভস্মনাপি ন হুয়তে ॥ ১৮ ॥ সংক্রান্তৌ যানি দানানি

হরণ করিয়া শত গোদান করিলেও তাহার তুল্য হয় না । ৯। যে
 ব্যক্তি স্বয়ং দান করিয়া স্বয়ং হরণ করে, সেই পাপী মহাপ্রলয়
 পর্য্যন্ত নরকভোগ করে । ১০। বৃত্তিহীন দীন ব্রাহ্মণ স্থাপন
 করিলে যেমন পুণ্য হয়, শত সদক্ষিণ অশ্বমেধযজ্ঞ করিলেও সেই-
 রূপ পবিত্র হইতে পারে না । ১১। দুর্বল ব্রাহ্মণকে রক্ষা
 করিলে যে রূপ পুণ্য হয়, বেদাধ্যয়ন ও সদক্ষিণ বহুযজ্ঞ করিলে
 সেইরূপ পবিত্র হইতে পারে না । ১২। ব্রাহ্মস্ব অপহরণ করিয়া
 যে সকল বলবাহন পোষণ করা যায়, সেই সকল বলবাহন
 যুদ্ধকালে বালুকার সেতুর ত্রায় বিশীর্ণ হইয়া যায় । ১৩। যে
 ব্যক্তি সদত্ত অথবা পরদত্ত ভূমি অপহরণ করে, সেই ব্যক্তি
 ষষ্টিসহস্রবর্ষ বিষ্ঠাতে ক্রিমি হইয়া থাকে । ১৪। প্রণয়ক্রমেও
 যদি কেহ ব্রাহ্মস্বভোগ করে, তাহাহইলে তাহার সপ্তমকুল দগ্ধ
 হয় । আর যদি কেহ চৌর্যক্রপে ব্রাহ্মস্ব উপভোগ করে, তাহা-
 হইলেও সেই ব্যক্তির সপ্তমকুল দগ্ধ কবে । ১৫। বরং লোহচূর্ণ
 ও বিষ জীর্ণ কল্পিতে পারে, কিন্তু কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মস্বভোগ করিয়া
 তাহা জীর্ণ করিতে পারে ? ১৬। দেবদ্রব্যবিনাশ, ব্রাহ্মস্ব অপ-
 হরণ ও ব্রাহ্মণের অপমান করিলে তাহার কুল নিশ্চল হইয়া
 যায় । ১৭। ব্রাহ্মণ বিদ্যাহীন হইলেও কেহ তাহাকে অতি-
 ক্রম করিবে না, কেহ কি কখন অলস ছাশন পরিভ্যাগ

হব্যকব্যানি যানি চ । সপ্তকম্পকরং বাবতাবৎ স্বর্ণে
 মহীরতে ॥ ১৯ ॥ প্রতিগ্রহাধ্যাপনযাজনেষু প্রতিগ্রহং
 শ্রেষ্ঠতমং বদন্তি । প্রতিগ্রহাচ্ছূণ্ডাতি জাপ্যাহোমৈর্ন
 যাজকং কৰ্ম্ম পুনস্তি বেদাঃ ॥ ২০ ॥ নিত্যজ্ঞাপী সদা
 হোমী পরপাকবিবর্জিতঃ । রত্নপূর্ণমপি মহীং প্রতি-
 গৃহ্য ন লিপ্যতে ॥ ২১ ॥

ইতি ত্রিগাওঁ মহাপুরাণে প্রেতকম্পে

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ-উবাচ । জলাগ্নিবিধিনা ব্রহ্মাঃ প্রব্রজ্যা-
 নশকচ্যুতাঃ । ইন্দ্রিয়ারাং বিশুধ্যতং দত্তা ধেনুস্থথা
 রবং ॥ ১ ॥ ঊনদ্বাদশবর্ষস্য চতুর্বর্ষমিকস্য চ । প্রায়-
 শ্চিত্তকরেম্মাতা তথান্যোপি চ বান্ধবঃ ॥ ২ ॥ অতো
 বালতরশ্চাস্তি নাপরাধো ন পাতকং । রাজদণ্ডো ন
 তশ্চাস্তি প্রায়শ্চিত্তম্ বিদ্রুতে ॥ ৩ ॥ রক্তশ্চ দর্শনে জাতে
 করিয়া ভস্মতে, আছতি 'দিয়া থাকে ? ১৮। সংক্রান্তিতে
 হব্যকবা দান করিলে সেই দাতা ব্যক্তি সপ্তকম্প ক্রয়পর্য্যন্ত স্বর্গ-
 লোকে বাস করিতে পারে । ১৯। প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও যজ্ঞ
 ইত্যাদিগের মধ্যে যিনিগণ প্রতিগ্রহকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন ।
 অপহোমাদিহারা প্রতিগ্রহ হইতে শুদ্ধ হয়, কিন্তু বেদসকল
 যাজককর্ম্ম পবিত্র করিতে পারে না । ২০। যে পরপাকবিব-
 র্জিত ব্যক্তি নিতাহোম ও নিত্য যজ্ঞ করে, সে যত্নপূর্ণা মহী-
 প্রতিগ্রহ করিয়াও পাপে লিপ্ত হয় না । ২১।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, বাহারা জলাগ্নিবিধিবর্জিত ও প্রব্রজ্যাবিনাশ-
 হেতু পতিত হইয়াছে, তাহাদিগের ঈন্দ্রিয়শুদ্ধির নিমিত্ত ধেনু ও
 রব দান করিতে হইবে । ১। চতুর্বর্ষবয়সের পর এবং দ্বাদশবর্ষবয়-
 সেব মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি পাপচরণ করে, তাহাহইলে তাহার
 মাতা অথবা ভ্রাতৃকোন বান্ধব সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে । ২।
 বাহারা অভিবালক অর্থাৎ চতুর্বর্ষের নূনবয়স্ক, তাহাদিগের
 কোন অপরাধ অথবা পাতক নাই এবং তাহাদিগের রাজদণ্ড কিম্বা
 কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তবিধি নাই । ৩। রক্তদর্শন হইলে যদি কোন

আতুরা স্ত্রী ভবেদগদি। চতুর্থে হবিষং স্পৃষ্ট্বা বস্ত্রস্তাক্ণু।
 বিশুধ্যতি ॥ ৪ ॥ আতুরে স্নানমুৎপন্নশ কুত্বা অনাতুরঃ।
 স্নাত্বা স্নাত্বা স্পৃশেদেনস্ততঃ শুদ্ধঃ স আতুরঃ ॥ ৫ ॥ প্রত্যকং
 শ্রাদ্ধমথ তে কথয়ামি খগোত্তম। প্রত্যকং পার্শ্বগে-
 নৈব কুর্যাৎতাক্ষেত্রজৈরসৌ ॥ ৬ ॥ একোদ্বিষ্টং প্রকু-
 'র্য্যাতাং প্রত্যকং প্রতিকেন চ। যদয়ং হি মৃতঃ সাগ্নিঃ
 পুত্রো বাপি তথাবিধঃ ॥ ৭ ॥ প্রত্যকং পার্শ্বগন্তু
 বুর্য্যাতাং ক্ষেত্রজৈরসৌ। অনগ্নয়ঃ সাগ্নিকা স্তা পিত-
 রোপি তথা মৃতঃ ॥ ৮ ॥ একোদ্বিষ্টস্তথা কার্য্যজ্ঞরাহ
 ইতি কেচন। দর্শকালে ক্ষরো যস্য প্রেতপক্ষেত্বা পুনঃ ॥
 ৯ ॥ প্রত্যকং পার্শ্বগং কার্য্যজ্ঞেষাং সর্কৈঃ স্তুতেরপি।
 একোদ্বিষ্টমপুত্রাণাং পুংসাং স্মাদুযোষিতামপি ॥ ১০ ॥
 কর্তব্যে পার্শ্বগে শ্রাদ্ধে আশৌচজ্ঞায়তে যদি। আশৌচ-
 গমনে শ্রাদ্ধে কুর্য্যাক্ষু দ্বস্ততঃপরং ॥ ১১ ॥ একোদ্বিষ্টে
 চ শস্ত্রাণ্ডে যদি বিমঃ প্রজায়তে। মাসেন্যাস্মিন্শুধৌ
 তস্মাৎ কুর্য্যাক্ষু দ্বস্ততঃপরি হি ॥ ১২ ॥ তুয়ীং শ্রাদ্ধক

স্ত্রী আতুরা হয়, তাহাহইলে সেই স্ত্রী চতুর্থদিবসে মৃত-
 স্পর্শ ও বস্ত্রত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইতে পারে। ৪। আতুর ব্যক্তি
 মশবার স্নান করিয়া অনাতুর হইতে পারে এবং পুনঃ পুনঃ
 স্নান করিয়া অনাতুরকে স্পর্শ করিবে। এইরূপ করিলে সেই
 আতুর শুদ্ধ হইতে পারে। ৫। হে খগোত্তম! অনন্তর বার্ষিক-
 শ্রাদ্ধ করিতেছি। ঔরস ও ক্ষেত্রজপুত্র প্রতিবর্ষে পার্শ্বগশ্রাদ্ধ
 করিবে। ৬। কোন সাগ্নিক অথবা তথ্যবিধ পুত্রের মরণ
 হইলে প্রতিবর্ষে তাহার একোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধ করিবে। ৭। ঔরস ও
 ক্ষেত্রজপুত্র প্রতিবর্ষে পার্শ্বগশ্রাদ্ধ করিবে। অনগ্নিক ও সাগ্নিক
 পিতার মরণেও ঐরূপ শ্রাদ্ধ করিবে। ৮। কোন ব্যক্তি মৃত্যু
 একোদ্বিষ্টশ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। অমাবস্তা অথবা প্রেতপক্ষে
 মৃত ব্যক্তির পুত্রগণ প্রতিবর্ষে পার্শ্বগশ্রাদ্ধ করিবে। পুত্রবিহীন
 স্ত্রী ও পুরুষের বার্ষিক একোদ্বিষ্ট করা বিধেয়। ৯—১০।
 পার্শ্বগশ্রাদ্ধের কর্তব্যতা নিরূপিত হইলে যদি অশৌচ উপস্থিত
 হয়, তাহাহইলে অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ১১। একো-
 দ্বিষ্টশ্রাদ্ধ উপস্থিতে যদি কোম নিয় উপস্থিত হয়, তাহাহইলে
 অশৌচান্তের সেই তিথিতে সেইরূপ শ্রাদ্ধ করিবে। ১২। মহু

শ্রাদ্ধাণ্ডার্ঘ্যায়ান্তং স্তুতেন বা। কন্যায়ান্ত দ্বিজাতীনা-
 মনুরেতদ্বিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥ এককালে গত্যান্নাং কন্যনা-
 মথবা ধরোঃ। মন্ত্ৰেণ স্পর্শং কুর্য্যাক্ষু দ্ব্যং কুর্য্যাত পৃথক্
 পৃথক্ ॥ ১৪ ॥ পূর্বকস্ম্য মৃত্যাদৌ দ্বিতীয়স্ম্য ততঃ
 পুনঃ। তৃতীয়স্ম্য ততঃ পশ্চাৎ সন্নিপাতেষ্ময়ং ক্রমঃ ॥ ১৫ ॥
 ইতি শ্রীমৎকণ্ঠে মহাপুরাণে প্রেতকপ্পে প্রত্যকপ্রকরণং
 নাম দ্বাত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোধ্যায়ঃ।

অথ নিত্যানি শ্রাদ্ধানি। শ্রীভগবানুবাচ। নিত্য-
 শ্রাদ্ধে হি গন্ধাষ্টৈর্দ্বিজানভ্যর্চ্য শক্তিতঃ। সর্কান্ পিতৃ-
 গণান্ সম্যক্ সদৈবোদ্বিষ্ট্য পূজয়েৎ ॥ ১ ॥ আবাহনং
 স্বধাকারং পিতৃগো করণাদিকং। ব্রহ্মচর্যাধিনিয়মান্
 বিশ্বেদেবাংস্তথৈব চ ॥ ২ ॥ নিত্যশ্রাদ্ধে ত্যজেদেতান্
 ভোজ্যমন্নক কপ্পয়েৎ। ন দত্তাদক্ষিণাষ্টৈব নমস্কারৈ-
 র্কিসর্জয়েৎ ॥ ৩ ॥ দেবানুদ্বিষ্ট্য বিশ্বাদীন্ দত্তাচ্চ দ্বিজ-

বলিয়া থাকেন, শ্রু ও দ্বিজাতি স্ত্রীদিগের শৌচশ্রাদ্ধ বিধেয়।
 ইহারা মন্ত্রপাঠ না করিয়া শ্রাদ্ধ করিলেও শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হইবে। ১।
 এককালে দুই কিম্বা বহুব্যক্তির মরণ হইলে একত্র স্নান করাইবে;
 কিন্তু পৃথক পৃথক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ১৪। একদা বহুব্যক্তির
 শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তির প্রথমে মৃত্যু হইয়াছে, প্রথমে
 তাহার শ্রাদ্ধ কর্তব্য, তৎপরে দ্বিতীয় ব্যক্তির এবং তৎপরে
 তৃতীয় ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিবে। ১৫।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, নিত্যশ্রাদ্ধে আপন শক্তি অনুসারে
 গন্ধাদিযা ত্রাঙ্গগণের অর্চনা করিবে এবং পিতৃগণ ও দেবো-
 দ্ধে সম্যকপ্রকারে পূজা করিতে হইবে। ১। আবাহন, স্বধা-
 নকপ্রয়োগ, পিতৃদান, অগ্নিকরণ, ব্রহ্মচর্যাধিনিয়ম পালন এবং
 বিশ্বেদেবার্চন নিত্যশ্রাদ্ধে এই সকল পরিত্যাগ করিয়া ভোজ্য-
 দান ও অন্নদানে কল্পন করিবে। এই শ্রাদ্ধে দক্ষিণাদান করিবে
 না, কেবল নমস্কার করিয়া বিসর্জন করিবে। ২—৩। বিশ্বে-
 দেবগণকে উদ্দেশ্য করিয়া ত্রাঙ্গগণকে ভোজন করাইবে, তাহা-

ভোজনং । নিত্যশ্রাদ্ধদেবেতি দেবশ্রাদ্ধদুচ্যতে ॥ ৪ ॥
 মাতুঃ শ্রাদ্ধ পূৰ্ণং স্ত্রীং কৰ্ম্মাহন্যেব পৈতৃকং । উত্ত-
 রেহনি রজস্য মাতামহগণস্য চ ॥ ৫ ॥ পৃথগিনে ন শক্ত-
 শ্চেদেকস্মিন্বেব বাসরে । শ্রাদ্ধত্রয়ং প্রকুর্কীত বৈশ্বদেব-
 ত্রতত্রিকং ॥ ৬ ॥ পিতৃভ্যঃ কৰ্ম্মপরেৎ পূৰ্ণং মাতৃভাস্তদন-
 স্তরং । মাতামহেভ্যশ্চ ততো দত্তাদিথং ক্রমেণ তু ॥ ৭ ॥
 মাতৃশ্রাদ্ধে তু বিপ্রাণামলাভে তু কুলান্বিতাঃ । পতি-
 পুজান্বিতাঃ সাধেয়া যোষিতোক্তৌ চ ভোজয়েৎ ॥ ৮ ॥
 ইটাপূর্তাদিকারন্তে তদা শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ । উৎপাতা-
 দিনিমিত্তেষু নিত্যশ্রাদ্ধদেব তু ॥ ৯ ॥ নিত্যদৈবস্তুথা
 রজ্জ্বং কাম্যমৈমিত্তিকস্তুথা । শ্রাদ্ধানুত্তপ্রকারেণ কুর্কন্
 সিদ্ধিমবাশুয়াৎ ॥ ১০ ॥

ইতি ত্রিগাকড়ে মহাপুরাণে প্রেতকৰ্ম্মে

ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়

গরুড়-উবাচ । স্মৃত্তম্ প্রভাবেন স্বৰ্গো নানাবিধো
 নগাং । হ্যেগমোখ্যাদিরূপঞ্চ বলং পুষ্টিঃ পরাক্রমঃ ॥ ১ ॥

হইলেই নিত্যশ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয়, ইহাকে দেবশ্রাদ্ধ ও বলিয়া থাকে ।
 ৪। কৰ্ম্মাহ্নে প্রথমে মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়া পৈতৃকশ্রাদ্ধ করিবে ।
 তৎপর দিবসে মাতামহাদির শ্রাদ্ধ করা বিধেয় । ৫। যদি পৃথক্
 দিবসে শ্রাদ্ধ করিতে কেহ অশক্ত হয়, তাহাহইলে একদিবসেই
 বিংশদেবাদিশ্রাদ্ধ করিবে । ৬। একদিবসে শ্রাদ্ধরয় করিতে
 হইলে প্রথমে পিতৃশ্রাদ্ধ, তৎপরে মাতৃশ্রাদ্ধ এবং সৰ্ব্বশেষে
 মাতামহাদির শ্রাদ্ধ করিতে হইবে । ক্রমেতে এই শ্রাদ্ধরয়
 করিতে হইবে । ৭। মাতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণের অলাভে শুক্লাশ্বিনী
 পতিপূৰ্ণবতী সাক্ষী অষ্টদ্বী ভোজন করাইবে । ৮। ইটাপূর্তাদি
 অর্থাৎ গৃহারম্ভাদি কার্যে শ্রাদ্ধ করা বিধেয় । তাহাতে উৎপাতাদি
 নিমিত্ত ব্যাঘাত হইলে নিত্যশ্রাদ্ধবৎ ক্রিয়াতুষ্ঠান করিবে ।
 ৯। উক্তপ্রকারে নিত্য, দৈব, বৃদ্ধ, নৈমিত্তিক ও কাম্যশ্রাদ্ধ
 করিবে ; তাহাহইলে সেই ব্যক্তি সিদ্ধিলাভ করিতে পারে । ১০।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

গরুড় কহিলেন, মহাযোগের পুণ্যপ্রভাবে নানাবিধ স্বৰ্গ

সত্যং পুণ্যবতাম্ দেব জায়তেহত্র পরজাচ । সত্যং সত্যং
 পুনঃ সত্যাম্ দেববাক্য্য নান্যথা ॥ ২ ॥ ধৰ্ম্মো জয়তি
 নাধৰ্ম্মঃ সত্যজয়তি নানৃতং । কমা জয়তি ন ক্রোধো বিষ্ণু-
 জয়তি, নাস্তুরঃ ॥ ৩ ॥ এতৎ সত্যং ময়া জাতং স্মৃতা-
 ছ্ছোভনস্তবেৎ । যথোৎকৃষ্টতমং পুণ্যস্থথা কৃষ্ণপারো
 ভবেৎ ॥ ৪ ॥ একঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি জায়তে পাপযো-
 নয়ঃ । যেন কৰ্ম্মবিপাকেন যথা নিরয়ভাগভবেৎ ॥ ৫ ॥
 যাং যাং যোনিমবাপ্নোতি যথারূপঃ প্রজায়তে । তন্মে
 বদ সুরশ্রেষ্ঠ সমাসেনাপি কাক্ষিতং ॥ ৬ ॥ ত্রীকৃষ্ণ-
 উবাচ । শুভাশুভকলৈস্তার্ক্য ভুক্তভোগা নরাশ্চহ ।
 জায়ন্তে লক্শণৈর্গৈস্ত তানি মে শৃণু কাশ্যপ ॥ ৭ ॥ শুক-
 রাত্মবতাং শাস্তা রাজা শাস্তা দুৰাত্মনাং । ইহ প্রচ্ছন্ন-

নিরূপণ আছে, ঐ সকল স্বৰ্গভোগ, সুখ, বল, পুষ্টি, পরাক্রম,
 সত্যস্বরূপ । হে দেব ! পুণ্যশীল ব্যক্তিদিগের ইহকালেও
 ভোগসুখাদি স্বৰ্গলাভ হইয়া থাকে । হে দেব ! এই বাক্য
 সত্য সত্য, কদাচ ইহার অন্তথা হয় না । ১—২। ধৰ্ম্মই জয়
 করিয়া থাকে, অধৰ্ম্ম জয় করিতে পারে না, ক্রমাই জয় করে,
 ক্রোধ কদাচ জয় করিতে সমর্থ হয় না, বিষ্ণুই জয় করিতে
 পারেন, অসুরগণ তাহা পারে না । এই সকল আমি জানি-
 য়াছি, আর পুণ্য হইতে শুভ হয়, তাহাও আমি জানি এবং
 লোকের পুণ্য যেরূপ উৎকৃষ্ট, সেই ব্যক্তি সেইরূপ উৎকৃষ্ট গতি-
 লাভ করে । এই সকলই আমার পরিজ্ঞাত আছে, কেবল
 একটি বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিতেছি, পাপিষ্ঠ ব্যক্তির যেরূপে
 কৰ্ম্মবিপাকবশত নিরয়ভাগী হয় আর ঐ পাপীরা যে যে যোনি-
 প্রাপ্ত হইয়া যেরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, হে সুরবর ! ইহাই যব-
 গত হওয়া আমার অভিলষিত, আপনি সংক্ষেপে আমার অভি-
 লষিত বিষয় বর্ণন করিয়া চরিতার্থ করুন । ৩—৬। ত্রীকৃষ্ণ কহি-
 লেন, হে তার্ক্য ! মহাযোগ, শুভাশুভ কৰ্ম্মকলের উপভোগের
 নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে । যব কৰ্ম্মানুসারে তাহা-
 দিগের শরীরে নানাপ্রকার চিহ্ন হয় । হে বস্ত্রপনয়ন ! এই-
 রূপ ভোমাকে সেই সকল চিহ্ন বলিতেছি, শ্রবণ কর । ৭।
 যাহার আত্মবান্ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানলিপ্সু, শুক তাহাদিগের শাসন
 করেন, রাজা দুৰাত্মা ব্যক্তিদিগের শাসনকর্তা, আর যাহার
 শুভভাবে পাপাচরণ করে, স্বর্গভোগের বদ তাহাদিগের পাপকর্ম্মের

পাপান্য শাস্তা বৈবস্বতো যমঃ ॥ ৮ ॥ প্রারম্ভিতেষজীর্নেষু
যমলোকে হ্রেনকথা। যাতনাশ্চে বিমুক্তাশ্চে অনেকাং
জীবসন্ততিং ॥ ৯ ॥ গতা মানুযযোনৌ তু পাপচিহ্না
ভবন্তি তে। তান্যহন্তর চিহ্নানি কথয়িষ্যে খণ্ডোত্তম ॥
১০ ॥ গর্দাদোন্মতবাদী স্ম্যাং মুকশ্চৈব গবানুতে। ব্রহ্মহা
চ ক্ষয়ী কুটী শ্রাবদন্তস্ত মত্ৰপঃ ॥ ১১ ॥ কুনখী স্বর্ণহারী
চ দ্বুশ্চর্ম্য গুরুতম্পগঃ। সংযোগী হীনবর্ণঃ স্ম্যাং কাকোহনি-
মন্তুভোজনাং ॥ ১২ ॥ দিগম্বরী দুরাচারী সর্বদেবাব-
নিন্দকাঃ। যাস্তি তে নরকে যোরে গে চ মিথ্যা বদন্তি
তে ॥ ১৩ ॥ অন্নং পশুয্যবিতং বিপ্রে প্রযচ্ছন্ কুজতাং
ব্রজেৎ। মাংসর্গাদপি জাত্যেকো জন্ম ধঃ পুস্তকং হরন্ ॥
১৪ ॥ কলানি হি হরমিত্যং ত্রিরতে নাত্র সংশয়ঃ।

শাস্তি দিয়া থাকেন। ৮। পাপী ব্যক্তির স্বকৃত পাপের প্রায়-
শ্চিত্তচরণ না করিয়া যমলোকে গমন করিলে বহুবিধ যাতনা-
ভোগ করে, অনন্তর যমযন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইয়া নানা জীবসন্ততি
হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ৯। মানুযযোনিতে জন্মগ্রহণ
করিলে পূর্বকৃত পাপের চিহ্নসকল প্রকাশ পায়। হে খণ্ডবর!
সেই সকল চিহ্ন তোমার নিকট বলিতেছি। ১০। যাহারা মিথ্যা
বাক্য বলে, পরজন্মে তাহারা অব্যক্তবাক্যবান হইয়া জন্মগ্রহণ
করে অথবা মুক হইয়া উৎপন্ন হয়। আর যাহারা ব্রহ্মহত্যা
করে, জন্মান্তরে তাহাদিগের ক্ষয়রোগ ও কুষ্ঠরোগ হইয়া থাকে
এবং যে ব্যক্তি মদ্যপায়ী, সে শ্রাবদন্ত হয় অর্থাৎ তাহার প্রদান
দন্তবয়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দন্ত থাকে। ১১। স্বর্ণপহারী ব্যক্তির
জন্মান্তরে কুনখী হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং গুরুত্বী গমন
করিলে সেই ব্যক্তি দ্বুশ্চর্ম্য অর্থাৎ অনাবৃতশিশ্ন হইয়া থাকে।
যাহারা সংযোগী, তাহারা হীনবর্ণের গৃহে জন্মে এবং অনিমন্তিত
হইয়া ভোজন করিলে সেই ব্যক্তি কাকযোনিতে উৎপন্ন হইয়া
থাকে। ১২। যাহারা দেবনিন্দা করে, তাহারাও দ্বুশ্চর্ম্য
হয় এবং যাহারা মিথ্যাবাক্য কহে, তাহারা যোরতর নরকে
পতিত হইয়া থাকে। ১৩। যাহারা ব্রাহ্মণকে পশুয্যবিত অন্ন প্রদান
করে, তাহার কুজতা প্রাপ্ত হয়। অধিক মাংসখণ্ডালী হইলে
সেই ব্যক্তি জন্মান্ন এবং পুস্তক হরণ করিলে সেই ব্যক্তি জন্মান্ন
হয়। ১৪। যে ব্যক্তি জলহরণ করে, সেই ব্যক্তি অকীলে মৃত্যুমুখে

যুতো বানরতাং যাতি তন্মুক্তো গলগণ্ডবান্ ॥ ১৫ ॥
অদন্তভক্ষমশ্রুতি অনপত্যো ভবেন্নরঃ। বণিক্ চৈব মহা-
মুঢ়ঃ সর্বদর্শননিন্দকঃ ॥ ১৬ ॥ যোরসাগরে পতিত ন
জানাতি ধর্মং হরন্। হরন্ স্বর্ণং ভবেদগোষা গরদঃ পবনা-
শনঃ ॥ ১৭ ॥ প্রব্রজ্যাগমনাং পক্ষিন্ ভবেন্নরশিশা-
চকঃ। চাতকো জলহর্তা চ ধান্যহর্তা চ মুষকঃ ॥ ১৮ ॥
অপ্রাপ্তমৌবনাং সেবা ভবেৎ সর্প ইতি শ্রুতিঃ। গুরু-
দারাভিলাষী চ ককলাসো ভবেদ্রবং ॥ ১৯ ॥ জল-
প্রস্রবণং বন্ত ভিন্দ্যাশ্চ স্ম্যাং ভবেন্নরঃ। অবিক্রয়ান্
বিক্রয়ন্ বৈ বিকটাক্ষো ভবেন্নরঃ ॥ ২০ ॥ কুযোনি নিন্দকো
হি স্মাভুলুকঃ স্ত্রীপ্রবঞ্চনাং। মৃতশ্মকাদশাহে তু
ভুজ্ঞানঃ স্মাভিজারতে ॥ ২১ ॥ প্রতিশ্রুত্যা দ্বিজৈভ্যোর্থ-
মদদন্ জম্বুকো ভবেৎ। সর্পং হস্তা ভবেদুচুটঃ শূকরো

পতিত হয় ইহাতে সন্দেহ নাই এবং মরণান্তে বানরস্ব প্রাপ্ত হয়,
পরে তাহাহইতে মুক্ত হইয়া গলগণ্ডবান্ হইয়া থাকে। ১৫।
যে অদন্ত ভক্ষণভোজন করে, সে পরজন্মে অনপত্যাদোষে ক্লেশ
পায় এবং সর্বদর্শননিন্দক মহামুঢ় বণিক্ হইয়া থাকে। আর
সে যোরতর সাগরে পতিত হয়, কোন ধর্মতত্ত্ব সে জানে না। যে
ব্যক্তি স্বর্ণ হরণ করে, সে পরজন্মে গোষা হইয়া ধর্মগ্রহণ করে
এবং যে ব্যক্তি বিষপ্রদান করে, সে সর্পযোনিতে উৎপন্ন হয়।
১৬—১৭। তে পক্ষির! প্রব্রজ্যাগমনে নরশিশাচ হইয়া
জন্মগ্রহণ করে, যে ব্যক্তি জলাপহরণ করে, সে পরজন্মে চাতক
এবং দাতাপহারী মানব মুষিক হইয়া উৎপন্ন হয়। ১৮। শ্রুতিতে
লিখিত আছে, অপ্রাপ্তমৌবনা নারীকে বলপূর্বক সন্তোষ
করিলে সেই পাপিষ্ঠ পরজন্মে সর্পযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া
থাকে। গুরুদারাতে অভিলাষ করিলে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়
ককলাসোনিতে উৎপন্ন হয়। ১৯। যে ব্যক্তি জলপ্রস্রবণ
ভয় করে, সেই পাপী জন্মান্তরে মৎস্য হইয়া জন্মে আরও
ব্যক্তি অবিক্রয় জব্য বিক্রয় করে, সেই পাপী বিকট-
নেত্র হয়। ২০। কুযোনি নিন্দা করিলে ও স্ত্রীলোককে
বঞ্চনা করিলে সেই পাপী পরজন্মে উলুকযোনি প্রাপ্ত হয়।
মৃত ব্যক্তির একাদশাহে তাহার গৃহে ভোজন করিলে সেই
ব্যক্তি জন্মান্তরে কুজর হইয়া উৎপন্ন হয়। ২১। যে ব্যক্তি
ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুত অর্থপ্রদান করে না, সে অন্ন জন্মে পুণাল

বিড়ম্বাহকঃ ॥ ২২ ॥ পরিবাদাদ্ বিজাতীনাং লভতে
কচ্ছপীশ্চতুঃ । লভেদেবলকল্যায়ং যোনিং চাণ্ডাল-
সংজ্ঞকং ॥ ২৩ ॥ দুর্ভগঃ কলবিক্রেতা বৃষচ্চ বৃষলী-
পতিঃ । মার্জারোগ্নিস্পন্দা স্পৃষ্টো রোগবান্ পরমাংস-
ভুক্ ॥ ২৪ ॥ সোদর্যাগমনাৎ যন্তো দুর্গন্ধঃ স্নগন্ধহঃ ।
যদ্বা তদ্বাপি পারক্যং স্বপ্নয়া, যদি বা বহু । জ্ঞান্য বৈ
যোনিমাপ্রোতি তৈত্তিরীয়াত্র সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥ এবমাদীনি
চিহ্নানি অন্যান্যপি খগেশ্বর । স্বকর্মবিহিতান্যেব
দৃশ্যন্তে মানবাদিষু ॥ ২৬ ॥ এবং দুষ্কৃতকর্তা হি ভুক্তা
চ নরকান্ ক্রমাৎ । জায়তে কর্মশেষেণ ল্যুতাস্থিতাস্থ
যোনিষু ॥ ২৭ ॥ ততো জন্মশতং মর্ত্যঃ সর্বজন্তম
কাশ্যপ । জায়তে নাত্র সম্ভেদঃ সমীভূতে শুভাশুভে ॥
২৮ ॥ জীপুংসরোঃ প্রসঙ্গে চ বিশুদ্ধে শুক্রশোণিতে ।

পঞ্চভূতসমোপেতঃ সুপুঙ্কঃ পরমঃ পুমান্ ॥ ২৯ ॥ ধারণা
প্রেরণম্ভুৎখং ইচ্ছা সংহারএব চ । প্রযত্নাকৃতিবর্ণাশ্চ
রাগদ্বেশো ভবাভবো ॥ ৩০ ॥ তস্মৈদমাত্মনঃ সর্বমনাদে-
রাদিহিচ্ছতঃ । স্বকর্মসঙ্কশ্চ তদা গর্তে বন্ধিঃ হি বিন্দতি ॥
৩১ ॥ পুরা যয়া যথা প্রোক্তম্ভব জন্তোহি লক্ষণং । এবং
প্রবর্ততে চক্রং ভূতগ্রামে চতুর্বিধে ॥ ৩২ ॥ সমুৎপত্তি-
র্বিনাশশ্চ জায়তে তাক্যং দেহিনাং । উদ্ধা গতিস্তথার্থেণ
অর্থর্থেণ হাধোগতিঃ ॥ ৩৩ ॥ জায়তে সর্ববর্ণানাং স্বকর্ম
চরণাৎ খগ । দেবত্রে মালুযত্রে চ দানভোগাদিকাঃ
ক্রিয়াঃ ॥ ৩৪ ॥ যদ্বৎ দৃশ্যং বৈনতেয় তৎ সর্বং কর্মজং
কলং । কুর্শ্ববিহিতো ঘোরে কামক্রিয়াজ্জিতে শুভে ।
নরকে পতিতো ভূয়ো যন্তোক্তারো ন বিদ্রুতে ॥ ৩৫ ॥

ইতি ত্রীগাকড়ে মহাপুরাণে প্রেতকল্পে

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

প্রাপ্ত হয় । সর্পহনন করিলে সেই পাপী জন্মান্তরে অতিশয়
দুষ্করিত্র এবং শূকরঘাতী পুরুষ বরাহ হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥
ব্রাহ্মণপরিবাদ দিলে সেই পাপে মানব পরজন্মে কচ্ছপতম
লাভ করে, আর যাহারা দেবল অর্থাৎ বেতনগ্রাহী হইয়া
দেবার্জনা করে, তাহার পরজন্মে চাণ্ডালযোনিতে উৎপন্ন হয় ।
২৩ ॥ কলবিক্রেতা ব্যক্তি দুর্ভাগ্য এবং শূদ্রপত্নী গমন করিলে বৃষ
হইয়া জন্মে, যে ব্যক্তি পাদদ্বারা অগ্নিস্পর্শ করে, সে মার্জারযোনি
প্রাপ্ত হয় আর পরমাংসভোজন করিলে সেই পাপী চিরকাল
কৃণাবস্থায় কালযাপন করে ॥ ২৪ ॥ যে ব্যক্তি ভগিনী গমন করে,
সেই পাপী জন্মান্ত ক্রৌব হইয়া থাকে আর স্নগন্ধিদ্রব্য অপহরণ
করিলে সেই ব্যক্তির গাত্রে দুর্গন্ধ হয় । স্বল্প কিম্বা বহু যে
কোন পরকীয় দ্রব্য হরণ করিলে পরজন্মে সেই পাপী তৈত্তিরি
পক্ষী হয়, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ২৫ ॥ হে খগেশ্বর ! যে সকল
পাপমুচক্ চিহ্ন কথিত হইল, তন্নির অপরাপর চিহ্নও স্বকৃত
কর্ম্মমুসারে মানবের শরীরে দৃষ্ট হয় ॥ ২৬ ॥ দুষ্কৃতকর্ম্ম ব্যক্তির
ক্রমত নরকভোগ করিয়া কল্পভোগ শেষ হইলে পূর্বকথিত
বোম্বিদ্রুমহে উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ হে কল্পপল্লব ! পরে
পূর্বোক্ত পাপী মানব নানাবোনিতে শত শতবার জন্মপরিগ্রহ
করিয়া থাকে । পাপ ও পুণ্যের সাম্যাবস্থাতেই এইরূপ হয় ।
২৮ ॥ জী ও পুরুষদ্বযোগে শুক্র ও শোণিত বিশুদ্ধ হইয়া

পঞ্চভূতসমাবৃত হয়, তৎপরে উহা পুষ্ট হইয়া পরম পুরুষ উৎপন্ন
হয় ॥ ২৯ ॥ অনন্তর সেই পুরুষের ধারণা, প্রেরণ, ভুৎখং, ইচ্ছা,
সংহার, যত্ন, আকৃতি, বর্ণ, রাগ, দ্বেশ এই সকল হইয়া থাকে ।
৩০ ॥ সেই অনাদি আত্মার ইচ্ছাবশতই এই সকল হয় এবং সেই
আত্মা স্বীয় কর্ম্মবশতঃ গর্তমধ্যে বন্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ হে গুরু !
পূর্বে আমি যে তোমার নিকট জন্তর লক্ষণ বলিয়াছিলাম,
সেইরূপেই জন্তগণ চতুর্বিধ ভূতসমূহে চক্রবৎ প্রবর্তিত হয় ॥ ৩২ ॥
হে তাক্য ! দেহিমাত্রেরই উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে;
তাহার মধ্যে বিশেষ এই যে, যাহারা ধার্মিক, তাহাদিগের উদ্ধা
গতি এবং যাহারা পাপী, তাহাদিগের অধোগতি হয় ॥ ৩৩ ॥ হে
খগবর ! এইরূপে সকল বর্ণেরই স্বকর্ম্মাচরণবশত গতিপ্রাপ্তি
হইয়া থাকে এবং দেবমালুযাদি সকল জন্মেই দানভোগাদি-
ক্রিয়া হয় ॥ ৩৪ ॥ হে বিনতানলন ! ইহলোকে যাহা যাহা দৃষ্ট
হইতেছে, সেই সমুদায়ই কর্ম্মজন্ত ফল জানিবে । যাহারা নিয়ত
কুর্শ্বরত; তাহার ঘোরতর নরকে পতিত হইয়া থাকে ; কিন্তু
ইহাদিগের উদ্ধার হইতে পারে না । কারণ পুনঃ পুনঃ কুর্শ্ব-
বারা নরকভোগ করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

পঞ্চত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

গকড়-উবাচ । ভগবন্ দেবদেবেশ রূপা পরয়া বদ ।
দামন্দানশ্চ মাহাত্ম্যং বৈতরণ্যঃ প্রমাণকং ॥ ১ ॥ শ্রীভগ-
বানুবাচ । যা সা বৈতরণী নাম্নী যমদ্বারে মহাসিঁরিং ।
যং প্রমাণা চ সা দেবী শৃণু ত্বং যে তদ্ব্যবহাং ॥ ২ ॥
শতযোজনবিস্তীর্ণা পৃথুত্বে সা মহানদী । দুর্গন্ধা দুস্তরা
পাটৈপদৃক্ষ্যমাত্রভরহা ॥ ৩ ॥ পূরশোণিততোরাঢ়া
মাংসকর্দ্বমসংকুলা । পাপিনং হাগতং দৃষ্টা নানাতয়াঃ সমা-
গতাঃ ॥ ৪ ॥ দৃশ্যতে সত্তরস্তোমং পাত্রশ্রেয়ো যথা যুতং ।
ক্লমিতিঃ সঙ্কুলং পূরং বজ্রতুণ্ডঃ সমাহৃতং ॥ ৫ ॥ শিশু-
মারৈশ্চ মংস্ত্র্যাদিভ্যঃ কুর্ভরিসংযুতৈঃ । অনৈশ্চ জল-
জীবৈশ্চ হিংসকৈর্যাসতেদিতিঃ ॥ ৬ ॥ তপশ্চে দ্বাদশা-
দিভ্যাঃ শ্রলয়াস্তে যথা হি তে । পতন্তি তত্র বৈ মর্ত্যা

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

গকড় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! হে দেবদেবেশ্বর!
আপনি কৃপা করিয়া দান এবং দানমাহাত্ম্য ও বৈতরণী প্রমাণ
আমার নিকট কওঁন করুন। ১। শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে
গকড়! যমদ্বারে যে বৈতরণী নামে ভয়সংকুলা মহানদী আছে,
তাহার যেরূপ পরিমাণ, তাহা আমি তোমাকে কহিতেছি, শ্রবণ
কর। ২। এই বৈতরণী নাম্নী মহানদী শতযোজনবিস্তীর্ণা,
পাপিগণ এই নদী দর্শনমাত্র ভয়ে অভিভূত হয়, তাহার
কোণে অতিশয় দুর্গন্ধ অনুভব করিয়া থাকে এবং কোনরূপে
এই মহানদী পার হইতে পারে না। ৩। এই বৈতরণী নাম্নী
মহাস্রোতস্বী পূররক্তরূপ জলে পরিপূর্ণ, জীবগণের মাংস এই
নদীতে কর্দমরূপে বিল্যমান রহিয়াছে। পাপী ব্যক্তি এই
তটিনীর তীরবর্তী হইলে তাহাকে দর্শন করিয়া নানাপ্রকার
ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। ৪। সেই বৈতরণীতীরে হঠাৎ
উপস্থিত হইলে তাহার জল পৃথিমধ্যগত যুতের ন্যায় দৃষ্ট হয়,
বাত্তবিক-ঐ জল ক্রিমিপরিপূর্ণ ও পূরবৎ এবং ঐ নদী শত
মার ও মংস্ত্রাদি হিংস্রক জলজন্তুগণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, ঐ
মংস্ত্রাদিরা সর্বদা বজ্রময় কুর্ভরিকা হস্তে করিয়া আছে, তাহার
ঐ কুর্ভরিকাধারা পাপিষ্ঠ প্রাণীর মাংসভেদ করিয়া থাকে। ৫-৬।
যেমন শ্রলয়াবসনে দ্বাদশ-আদিত্য উদিত হইয়া অগৎ বিনাশার্থ

ক্রন্দমানান্ত পাপিনঃ ॥ ৭ ॥ হা ভ্রাতঃ পুত্র মাতেতি প্রল-
পন্তি যুহুর্মুহুঃ । বিতরন্তি নিমজ্জন্তি তত্র গচ্ছন্তি জন্তবঃ ॥
৮ ॥ চতুর্দিকৈঃ প্রাণিগণৈর্জটব্য সা মহানদী । তরন্তি
তত্র দানেন চান্যথা তে পতন্তি বৈ ॥ ৯ ॥ মাতরং যেষ্ব-
মনস্তে আচার্য্যং গুরুমেব চ । অবমানান্তি যে মূঢ়াস্তেবাং
বাসোহত্র সন্ততঃ ॥ ১০ ॥ পতিততাক্ষশীলাং স্রোতং ধর্ম্মে
বিনিশ্চিতাং । পরিত্যজন্তি যে মূঢ়াস্তেবাস্বসোহত্র সন্ততঃ ॥
১১ ॥ বিশ্বাসপ্রতিপন্নানাং স্বামিমিত্রতপস্বিনাং ।
স্ত্রীবালবিকলাদীনাং হ্রদমশ্বেষয়ন্তি হি । পচ্যন্তে পূর-
মধ্যে তু-ক্রন্দমানান্ত পাপিনঃ ॥ ১২ ॥ প্রাপ্তমুভুক্তিতং
বিপ্রং যো বিদ্বায়োপসর্পতি । ক্লমিতিভ্রক্যতে সত্র যাবদা-
ভুংসংপ্লবৎ ॥ ১৩ ॥ ত্রাক্ষণ্য প্রতিক্রম্য যথার্থ

প্রথর কিরণজাল বিস্তার করেন, সেইরূপ এই নদীতেও দ্বাদশ
আদিত্য সাতিশর তাপপ্রদান করিয়া থাকেন। পাপিগণ এই মহা-
নদীর তীরে আগমন করিলেই রোদন করিতে করিতে তাহাতে
পতিত হয়। পাপিষ্ঠ জন্তুগণ এই নদীতে পতিত হইয়া “হা ভ্রাতঃ!
হা মাতঃ! হা পুত্র!” এই বলিয়া বারবার বিলাপ করিতে
করিতে সেই নদী প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া যায়। ৮। চতুর্দিক প্রাণি-
গণই এই মহানদী দর্শন করে, তাহাদিগের মধ্যে যাঁহারা দান-
শীল, তাহারা ইহার পারে গমন করিতে পারে আর যাঁহারা
দানবিমুখ, তাহারা উহাতে পতিত হয়। ৯। বিশেষতঃ যে সকল
মূঢ়া ব্যক্তির মাতা, গুরু ও আচার্য্য ইহাদিগের অবমাননা
করে, তাহারা এই নদীতে সন্তত বাস করিয়া থাকে। ১০।
যাঁহারা পতিপরায়ণা, ধর্ম্মশীলা, পরিত্রীতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে,
সেই সকল মূঢ়া ব্যক্তির সর্বদা এই বৈতরণী নদীতে বাস
করে। ১১। স্বামী, মিত্র, তপস্বী, স্ত্রী, বালক ও বিকলাঙ্গপ্রভৃতি
ইহারা যাঁহা প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করে, সেই ব্যক্তি কোন
ছিত্রাশ্বেষণপূর্বক বিশ্বাসঘাতকতা আচরণ করিলে সেই ক্রতু
পাপী রোদন করিতে করিতে এই নদীমধ্যগত পূরমধ্যে পতিতে
থাকে। ১২। ক্షধাতু ত্রাক্ষণ্য ভোজনাকাজী হইয়া উপস্থিত
হইলে যদি কোন ব্যক্তি তাহার প্রতি অন্তর্ভাচার করে, তাহা-
হইলে সেই পাণ্ডায়াকে এই নদীমধ্যগত ক্রিমিগণ ভক্ষণ করিয়া
থাকে এবং সেই পাপী মহাপ্রলয়পর্যন্ত এই ভাবে নরকভোগ

দদাতি যঃ । যজ্ঞবিক্রমং স কষ্টে চ রাজীগামী চ পৈশুনী ॥
 ১৪ ॥ কথাভঙ্গকরশ্চৈব কুটসাক্ষী চ যজ্ঞপঃ । আহুয়
 নাস্তি যো ক্রতে তস্য বাসোহুয় সন্ততঃ ॥ ১৫ ॥ অগ্নিদো
 গরদশ্চৈব স্বানন্দভাপিহারকঃ । ক্ষেত্রসেতুবিভেদী চ
 পরদারপ্রধ্বকঃ ॥ ১৬ ॥ ব্রাহ্মণো রসবিক্রেতা তথা চ
 রবলীপতিঃ । গোধনশ্চ ভূবার্হুশ্চ বিভেদং কুরুতে তু যঃ ॥
 ১৭ ॥ কন্যাবিদূষকশ্চৈব দানন্দস্তা তু তাপকঃ । শূদ্রস্ত
 কপিলাপানো ব্রাহ্মণো মাংসভোজকঃ । এতে বসন্তি
 সততশ্চা বিচারং কৃথাঃ কচিৎ ॥ ১৮ ॥ রূপণো নাস্তিকঃ
 ক্ষুদ্রঃ স তস্মান্নিবসেৎ খগ । সদামর্ষী সদা ক্রৌণী নিজ-
 বাক্যপ্রমাণকৃৎ ॥ ১৯ ॥ পরোক্তচ্ছেদকো নিত্যবৈত-
 রণ্যসেচ্চিরং । যন্তুহকারবান্ পাপঃ স্ববিকখনকারকঃ ।
 ক্রতয়ো বিশ্বাসঘাতী বৈতরণ্যং বসেচ্চিরং ॥ ২০ ॥

করে । ১৩ । যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুত দ্রব্যপ্রদান করে না,
 সেই পাপী এবং যজ্ঞশ্রমিকারী, রাজপত্নগামী, পিশুনাচার-
 তৎপর, কথাভঙ্গকারী, কুটসাক্ষ্যদাতা, মদ্যপায়ী ও যে ব্যক্তি
 আহ্বান করিয়া তাহাকে কোন কথা কহে না, সেই সকল ব্যক্তির
 এই নদীতে বাস করিয়া থাকে । ১৪-১৫ । যে ব্যক্তি অপরের গৃহে
 অগ্নিপ্রদান করে ও অথ কোন ব্যক্তিকে বিষপান করিতে
 দেয়, স্বয়ং দান করিয়া তাহা গ্রহণ করে, যে ব্যক্তি ক্ষেত্র ও
 সেতুভেদ করে, যে ব্যক্তি পরদারের অবমর্ষণ করে, যে ব্রাহ্মণ
 রসবিক্রয় করে, যে ব্রাহ্মণ রবলীগমন করে, যে ব্যক্তি ভূষাভূষ
 গোধনের বিভেদ করে, যে ব্যক্তি কথ্য প্রক্রয় করে, যে ব্যক্তি
 দান করিয়া সেই ব্যক্তিকে ভাপপ্রদান করে, যে শূদ্র ব্যক্তি
 কপিলার ছদ্মপান করে, যে ব্রাহ্মণ মাংসভোজন করে, এই
 সকল পাপীরা সর্বদা এই ভয়াবহ বৈতরণীনদীর মধ্যে বাস
 করিয়া থাকে । ইহাতে কোন বিচার করিবে না । ১৬—১৮ ।
 যাহারা কৃপণ, নাস্তিক, ক্ষুদ্রাশয়, হে খগবর ! তাহারা সতত
 এই নদীতে বাস করে, আর যাহারা সদা বেষণরায়ণ, ক্রৌণী,
 আপনার মত রক্ষণে ব্যস্ত এবং পরোক্তচ্ছেদকারী, তাহারা চির-
 কাল বৈতরণীতে বাস করে । যে ব্যক্তি অহকারবান্ এবং আপন
 গৌরব প্রকাশ করে ও উপকার স্বীকার করে না আর যে ব্যক্তি
 বিশ্বাসঘাতক, তাহারা চিরকাল বৈতরণীতে বাস করে । ১৯—২০ ।

কদাচিত্তাগ্যার্থোগেন তরণেচ্ছা ভবেদ্যদি । সানুকূলা
 ভবেদ্বেন তদাকর্ষণ কাশ্চপ ॥ ২১ ॥ অয়নে বিশ্ববে
 পুণ্যে ব্যতীপাতে দিনকয়ে । চন্দ্রসূর্য্যোগপর্যাগে চ
 সংক্রান্ত্তি দর্শবাসরে ॥ ২২ ॥ অয়নে পুণ্যকালেষু দীর্ঘতে
 দানমুত্তমং । যদা কদা ভবেদ্বাপি ভ্রাতৃ দানম্প্রতি ধ্রুবং ।
 তদৈব দানকালঃ স্যাজ্জাতা সম্পত্তিরস্থিরা ॥ ২৩ ॥ অস্থি-
 রাণি শরীরানি বিভবো নৈব শাস্বতঃ । নিত্যং সন্নি-
 হিতো যুত্বাঃ কর্তব্যো ধর্ম্মসঞ্চয়ঃ ॥ ২৪ ॥ কৃষ্ণায়া পাটলা-
 যাপি দত্তাদৈবতরুণীং শুভাং । হেমশৃঙ্গীং রৌপ্যকুরীং
 কাংশ্চপাত্রোদোহনীং ॥ ২৫ ॥ কৃষ্ণবস্ত্রযুগলচ্ছায়াং সপ্ত-
 ধান্যসমমিতাং । কার্পাসদ্রোণশিখরে আসীনস্ত্র-
 ভাজনে ॥ ২৬ ॥ যমং হৈমং প্রকুরীত লোহদণ্ডসমমিতং ।
 ইস্কদণ্ডময়ং বদ্ধা তুদুপং দৃঢ়বন্ধনৈঃ ॥ ২৭ ॥ উদুপো-
 পরি তাক্কেনুং স্বর্গাদেহসমুদ্ভবাং । কৃতা বিকম্পয়েদ্বিহান্

হে কাশ্চপ ! যদি কখনও কাহার ভাগ্যযোগবশত এই নদী-
 তরণের ইচ্ছা হয়, তাহাইলে যেক্রমে সেই নদী সানুকূলা হয়,
 তাহা শ্রবণ কর । ২১ । দক্ষিণায়নে ও উত্তরায়ণে ব্যতীপাত-
 যোগে, দিনকয়ে, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণকালে সংক্রান্ত্তিবিদসে, অমাবস্তা
 তিথিতে এবং অন্ত্যস্ত পুণ্যকালে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিবে ।
 আর যে সময়েই হউক, যখন দানের প্রতি একান্ত ইচ্ছা হয়
 তাহা দানের কাল জানিবে । ২২—২৩ । জীবমাত্রেরই শরীর
 অস্থির এবং বিভবও নিত্য নহে । সর্বদাই জীবের মৃত্যু বিধিত
 রহিয়াছে, অতএব ধর্ম্মসঞ্চয় করিবে । ২৪ । কৃষ্ণবর্ণা অথবা
 পাটলবর্ণা, হেমময়-শৃঙ্গবিশিষ্ট, রৌপ্যখুরযুক্ত এবং কাংশ্চপাত্র-
 সমন্বিত, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রযুগলাচ্ছাদিত, সপ্তধান্যসমন্বিত বৈতরণীদেশে
 দান করিবে এবং দ্রোণপরিমিত কার্পাসশিখরে তাস্ত্রভাজনে
 সমাবিষ্ট হেমময় লোহদণ্ডধারী যমমূর্ত্তি স্থাপন করিবে ।
 অনন্তর দৃঢ়বন্ধনে ইস্কদণ্ডময় উদুপবন্ধন করিয়া সেট উদুপের
 উপর স্বর্গাদেহসমুদ্ভবা দেহভূতাপনপূর্ব্বক সেই দেখকে ছত্র ও
 উপানহযুক্ত করিবে । সেই দেখ ও অঙ্গুরীয়ক এবং বস্ত্র
 ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে । উক্তরূপ দান করিয়া কৃশ ও জল-
 গ্রহণপূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে । “মহাঘোরতর যমঘোরে
 তপ্তজলপর্ণ বৈতরণী নদী রিদ্যমান আছে, সেই নদী স্বরিত্রাণ-

ছত্রোপানং সমন্বিতাং ॥ ২৮ ॥ অক্লুণীয়ককাসাংসি ত্রাক্ষ-
ণায় নিবেদয়েৎ ॥ ইমমুক্তারয়েমস্রং সংগৃহ্য সজলান্
কুশান্ ॥ ২৯ ॥ যমদ্বারে মহাঘোরে ঞ্জিত্বা বৈতরণীং নদীং ।
তৰ্জু কামো দদামোনাস্তভ্যশ্চৈতরণীঞ্চ গাং ॥ ৩০ ॥ বিষ্ণু-
রূপ দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভূদেব পঙ্কতিপাবন । সদক্ষিণা ময়া তুভ্য-
ন্দিত্বা বৈতরণী চ-গোঃ ॥ ৩১ ॥ গাবোঃ মমাগ্রতঃ সন্ত
গাবো যে সন্ত পৃষ্ঠতঃ । গাবো যে হৃদয়ে সন্ত গাবাং-
মধ্যে বসাম্যহং ॥ ৩২ ॥ ধর্মরাজঞ্চ সর্বেশং বৈতরণ্যাখ্য-
কাস্ত গাং । সর্বস্প্রদক্ষিণীকৃত্য ত্রাক্ষণায় নিবেদয়েৎ ॥
৩৩ ॥ পুচ্ছং সংগৃহ্য ধেনোশ্চ অগ্রে কুঁড়া তু বৈ দ্বিজং ।
ধেনুকে ত্বং প্রতীকস্ম যমদ্বারে মহাভয়ে ॥ ৩৪ ॥ উত্তা-
রণার্থেন্দবেশি বৈতরণ্যে নমো নমঃ । অনুব্রজেদ্বিজং
যাতং সর্বশ্রুত গৃহং নয়েৎ ॥ ৩৫ ॥ এবং ক্রতে বৈনতেয়
সা সারং সুখদাং তবেৎ । সর্বান কামানাপুংস্তু দদতে
মে চ মানবাঃ ॥ ৩৬ ॥ স্ক্রুতস্য প্রভাবেন সুখকেহ পরত্র
চ। স্বস্থে সহস্রশ্চৈবিতং আতুরে শতসাম্যতং ॥ ৩৭ ॥

কামনায় এই বৈতরণী দেখ দান করিতেছি। হে দ্বিজবর!
তুমি বিষ্ণুরূপী, ভূদেব, তুমি পঙ্কতিপাবন করিয়া থাক। আমি
এই সদক্ষিণী বৈতরণী গো তোমাকে দান করিতেছি। গোসকল
আমার অগ্রে ও পৃষ্ঠে বিদ্যমান থাকুক। গোসকল আমার
হৃদয়ে বাস করুক এবং আমি গোগণের মধ্যে বাস করিতে
থাকি। ২৫—৩২। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া সর্বেশ্বর ধর্মরাজ ও
বৈতরণী গো প্রদক্ষিণ করিয়া ত্রাক্ষণকে প্রদান করিবে। ৩৩।
তৎপরে ধেনুর পুচ্ছধারণপূর্বক ত্রাক্ষণ অগ্রে করিয়া বলিবে যে,
হে ধেনুকে! তুমি মহাভয়সকুল যমদ্বারে আমার পরিভ্রাণার্থ
প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। দেবি বৈতরণি! তোমাকে
নমস্কার করি। এই বলিয়া ত্রাক্ষণের অনুগমনপূর্বক ধেনু-
প্রভৃতি সমুদায় জব্য ত্রাক্ষণের গৃহে লইয়া যাইবে। ৩৪—৩৫।
হে বৈনতানন্দন! এইরূপ করিলে সেই বৈতরণীনদী সুপ-
দাশ্রিনী হয়। যে ব্যক্তি উক্তরূপে ধেনুদান করে, সে সর্বপ্রকার
কামলাভ ক্তরয়া থাকে। ৩৬। পুণ্যকর্ম করিলে সেই ব্যক্তি
ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগ করিতে পারে। স্বস্থ ব্যক্তি
দান করিলে শতশৃণু ফল পায় এবং স্নাতুরে সহস্রশৃণু ফল

মৃতশ্রুত্ব তু যদানং পরোক্তে তৎ সমং শ্রুতং । স্বস্থেন
ততো দেয়ং মৃত্যু কঃ কস্ম দম্যস্তি ॥ ৩৮ ॥ দানধর্ম-
বিহীনানাং রূপণং জীবিতজিক্তো । অহিরেণ শরীরেণ
স্থিরং কর্ম সমাচরেৎ । অবশ্যমেব যাস্তান্তি প্রাণাঃ
প্রাণবীর্ণিকা ইব ॥ ৩৯ ॥ ইতীদমুক্তম্বব পাকিরাজ বিড়-
ম্বনং জন্তগণস্য সর্বং । প্রেতস্য যোক্ষ্য তদুর্দ্ধদৈহিকং
হিতায় লোকস্য শুভার্থবোধনং ॥ ৪০ ॥ ইতঃ উবাচ ।
এবং বিপ্রাঃ সম্যাদিষ্টং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা । গরুড়ঃ
প্রেতচরিতং ঞ্জিত্বা সন্তুষ্টমানসঃ ॥ ৪১ ॥ ব্রততীর্থাদিকং
পুণ্যং পুণ্যং পপ্রচ্ছ কেশবং । ধাত্বা মনসি সর্বেশং সর্ব-
কারণকারণং ॥ ৪২ ॥ স্ববয়ং সর্বমেতদৈব জন্তুনাং প্রভবা-
প্যয়ং । ময়া প্রোক্তং হি বৈ মুক্তো প্রেতস্য চে-
দৈহিকং । নিদানং বচি লোকানাং হিতায় পরমৌষধং ॥
৪৩ ॥ লাভস্তেষাঞ্জরস্তেষাং কুতস্তেষাম্পরাজয়ঃ । যেষা-

হয়। ৩৭। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে দান করা যায়, পরোক্তে
তাহার সমান ফল হইয়া থাকে। সকলেই জীবদবস্থার স্বভূতে
দান করিবে, কারণ নিজের মরণ হইলে তাহার মঙ্গলের
নিমিত্ত কে দান করিয়া থাকে। ৩৮। দানধর্মবিহীন মমু-
ষ্যের রূপণ জীবন ক্ষিতিতেই ক্লেশভোগ করে; অতএব
অস্থির শরীরদ্বারা স্থিরতর পুণ্যকর্ম করিবে। যেহেতু আগন্তু-
কের ত্রায় প্রাণ অবশ্যই গমন করিবে। ৩৯। হে পাকিরাজ!
এইরূপে তোমার নিকট জন্তগণের সর্বপ্রকার বিড়ম্বনা কহি-
লাম এবং প্রেতের যোক্ষের নিমিত্ত লোকহিতার্থ শুভার্থবোধন
ও উর্দ্ধদৈহিক কার্যও তোমার নিকট কীর্তন করিলাম। ৪০।
মৃত কহিলেন, হে বিপ্রগণ! সর্বাধীশ্বর বিষ্ণু এইরূপে গরুড়ের
নিকট প্রোক্তিয়াদি উপদেশ করিয়াছেন। গরুড় বিষ্ণুর নিকট
প্রেতত্ব শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুনর্বার সর্বকারণ
সর্বেশ্বর বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া ব্রততীর্থাদিপুণ্যকর্ম জিজ্ঞাসা
করিলেন। ৪১—৪২। স্ববিগণ! প্রাণিবর্গের উৎপত্তি, বিনাশ
ও গতি সমুদায় আমি বলিয়াছি এবং প্রেতের মুক্তির নিমিত্ত
তাহার উর্দ্ধদৈহিকক্রিয়া বলিয়াছি। এইরূপ লোকের হিতার্থ
নিদান ও পরম ঔষধ বলিতেছি। ৪৩। যাহার হৃদয়ে ইন্দ্রীবরের
ত্রায় শ্রামকলিবার আকর্ষণ বসি কয়েন, তাহার লাভ ও জয় হয়

মিস্রীবরশ্যামো হৃদয়শ্চৈব জনার্দনঃ ॥ ৪৪ ॥ বিষ্ণুর্মাতা
পিতা বিষ্ণুর্বিষ্ণুঃ স্বজনবাক্তবঃ । যেষামেবং স্থিরা
বুদ্ধির্ন তেষাম্ভুগতির্ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥ মঙ্গলম্ভগবাবিষ্ণুর্মঙ্গলং
গরুড়ধ্বজঃ । মঙ্গলং পুণ্ডরীকাক্ষো মঙ্গলায়তনং হরিঃ ॥
৪৬ ॥ হরিভাগীরথী বিপ্রা বিপ্রা ভাগীরথী হরিঃ ।
ভাগীরথীহরির্বিপ্রাঃ সারমেতজ্জগদ্রয়ে ॥ ৪৭ ॥ অপ-
বিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাভূতোপি বা । যঃ স্মরেৎ
পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যভাস্তরঃ শুচিঃ ॥ ৪৮ ॥ ত্রীভগবানু-
বাচ । ইতি হৃতমুখোদগীর্গং সর্বশাস্ত্রার্থমগুনীং । বৈষ্ণবীং

বাক্ষম্ভাং পীত্বা স্বয়ম্ভুগতিমাপ্নুয় ॥ ৪৯ ॥ প্রশংসংসু-
স্থানোন্মান্যং হৃতং সর্বার্থদর্শনং । প্রশংসতুল্যকাপুঃ
শৌনকাভ্যামুদ্বিষ্টং ॥ ৫০ ॥ সর্বেষাং মঙ্গলং ভূষাং সর্ব-
মঙ্গল নিরাময়াং । সর্বৈ ভদ্রাণি পুশান্ত মা কশ্চিদুৎখ-
ভাগ্ভবেৎ ॥ ৫১ ॥ ইতি গরুড়পুরাণে প্রোক্তকম্পে
প্রজ্ঞানাং হিতমতিহিতমাদৌ হৃতপুস্ত্রং পুণ্যং । ক্রতুকরণ-
গতানামৈমিষে সন্মুনীনাং শ্রবণগতমকুর্লন্ কিং বিজানাতি
মর্তাঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি ত্রীগাকড়ে মহাপুরাণে প্রোক্তকম্পে
পঞ্চত্রিংশোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

এবং কদাচ তাহার পরাভব হয় না । ৪৪। “বিষ্ণু মাতা, বিষ্ণু পিতা,
বিষ্ণু স্বজন ও বাক্তব,” যাহাদিগের এইরূপ স্থিরবুদ্ধি আছে,
তাহাদিগের কখনও ভ্রুগতি হয় না । ৪৫। ভগবান্ বিষ্ণুই মঙ্গল
এবং গরুড়ধ্বজই মঙ্গল এবং পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবান্ হরিতৈ মঙ্গ-
লায়তন । ৪৬। হরি, ভাগীরথী ও বিপ্র ; বিপ্র, ভাগীরথী ও
হরি এবং ভাগীরথী, হরি ও বিপ্র, ত্রিভগতে এই তিনই সারতর ।
৪৭। অপবিত্র অথবা পবিত্র কিবা যে কোন অবস্থাপন্ন হউক
না কেন, যে ব্যক্তি পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করে, সেই ব্যক্তি বাহ্যে
ও অন্তরে শুচি হইতে পারে । ৪৮। ত্রীভগবান্ কহিলেন, এই
হৃতমুখোক্ত সর্বশাস্ত্রার্থপূর্ণ বিষ্ণুর বাক্যময় স্থাপান করিয়া

স্বয়ংগণ পরম সন্তোষ পাইয়াছিলেন । ৪৯। অনন্তর শৌনকাদি
মহর্ষিবৃন্দ পরম সন্তুষ্ট হইয়া সর্বার্থদর্শী হৃতকে পরস্পর প্রশংসা
করিতে লাগিলেন । ৫০। সকলের মঙ্গল হউক, সকল ব্যক্তি
নিরাপদে থাকুক, সকলে শুভদর্শন করুক । কেহই যেন ভঃপ-
ভাবী হয় না । ৫১। হৃততনয় উক্তরূপে গরুড়পুরাণেব প্রোক্ত-
কম্পে প্রজ্ঞাবর্গের হিতসাধক পুণ্যকর্মসকল বর্ণনা করিয়া-
ছিলেন, এই সময়ে মুনিগণ ক্রতুসাধনার্থ নৈমিষারণ্যে উপস্থিত
ছিলেন, তাঁহারা এই গরুড়পুরাণ শ্রবণ করিয়া তাহার মাহাত্ম্য
অবগত হইতে পারিলেন, কিন্তু মানবগণ তাহা কোনরূপেও
জানিতে পারে না । ৫২।

ইতি জেলা ঢাকার অন্তঃপাতী মানিকগঞ্জ উপবিভাগের অধীন বৃত্তুনীগ্রামনিবাসী ৬ আনন্দ-

মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-কর্তৃক সংগৃহীত

ও প্রকাশিত গরুড়পুরাণ উত্তরখণ্ড সমাপ্ত ।

